Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

الـمـوسـوعـة الاسـلا مـيـة
بـالـلـغـة الـبـنـغـالـيـة
الـمـجـلـد الثـانى

ইসলামী বিশ্বকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাখরামা (রা)—আরাবা
অন্দরকিল্লা মসজিদ—‘আরওয়া বিন্ত উনায়স (রা)
(পরিশিষ্ট)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) (পৃষ্ঠা ৮০০)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের
আওতায় সংকলিত ও প্রকাশিত

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ১৩২৫/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৩
ISBN : 984-06-0955-6

প্রথম প্রকাশ
জুমাদা আল-আওয়াল ১৪০৬
মাঘ ১৩৯২
জানুয়ারী ১৯৮৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০০
ভাদ্র ১৪০৭
জুমাদা আছ-ছানী ১৪২১

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১১
জুমাদা আল-আওয়াল ১৪২৫
জুন ২০০৫

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
গ্রাফিক আর্টস (জু.)
২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা মাত্র

Islami Bishwakosh (2nd Volume) (The Encyclopaedia of Islam in Bengali) Edited by the Board of Editors and published by A. S. M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarrarm, Dhaka-1000. Phone : 9551902 June 2005

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk. 590.00 ; US $ 30

Contents

সম্পাদনা পরিষদ (১ম সংস্করণ)

জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী	সভাপতি
ডঃ সিরাজুল হক	সদস্য
জনাব আহমদ হোসাইন	”
ডঃ মোহাম্মদ এছহাক	”
ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী	”
জনাব এম. আকবর আলী	”
ডঃ ছৈয়দ লুৎফুল হক	”
অধ্যাপক শাহেদ আলী	”
জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	”
ডঃ কে.টি. হোসাইন	”
ডঃ এস. এম. শরফুদ্দীন	”
জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	”
ডঃ শমশের আলী	”
জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	”
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদনা পরিষদ (২য় সংস্করণ)

জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	সভাপতি
মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম	”
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

আমাদের কথা

বিশ্বকোষ বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ হইল ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামের ব্যাপক বিষয় ইসলামী বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম সীমিত অর্থে কোন ধর্মমাত্র নহে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি অনুপম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়াছে একটি নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে আমরা পাইয়াছি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব।

সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান সকল কিছুর শীর্ষে। জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে উহার বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আর সেইজন্যই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক।

ইসলামের এই ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজে ইহার ব্যাপক সাড়া ও চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কালে পঁচিশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে ষোলতম খণ্ড দুই ভাগে এবং চব্বিশতম খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মোট ২৮ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ এই প্রকাশনার কাজটি ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে উহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাদের জ্ঞানগবেষণা চালাইয়া যাইতে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই বৃহত্তর প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ অপ্রতুল থাকিয়া যাওয়া, আবার কোনটি তথ্য ও উপাত্ত না পাওয়ার কারণে উহাতে স্থান না পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আরও সমৃদ্ধ আকারে ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্বকোষেরই ধর্ম।

ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ইহার সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করানো হইয়াছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখানো হইয়াছে।

এইরূপে আজ ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার সহিত জড়িত লেখক, সম্পাদক, প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য তাহাদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলকেই তাহাদের এই কষ্টের বিনিময়ে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো কোটি হ'াম্দ ও শোকর পেশ করিতেছি, পেশ করিতেছি অসংখ্য রুকূ ও সিজদা। কেবল তিনিই তওফীক দানকারী এবং তাঁহার বান্দাদেরকে মনযিলে মকসূদে পৌঁছাইতে একমাত্র তিনিই সাহায্যকারী। এতদসঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল-মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল-মুযনিবীন আহ'মাদ মুজতাবা মুহ'াম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিসীম কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি আর পৃথিবীর মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ সঠিক জীবনবোধ।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক তাহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন। বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরাজী, আরবী, ফারসী ও উর্দূসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় একুশ কোটি বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক বিশ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রমও গ্রহণ করে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ (পঁচিশ) খণ্ডে উন্নীত হয়।

১৯৮২ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলে আগ্রহী পাঠক ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর পাঠকদের নিরন্তর তাকীদ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের আলোকে আরও ৬৯টি নিবন্ধ সহযোগে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পরম আনন্দের বিষয়, প্রকাশের অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণটিও নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রতি পাঠক সমাজের এই বিপুল আগ্রহ যেমন আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে তেমনি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশে উৎসাহিত করে, নিরন্তর পরিশ্রমে করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আর ইহারই ফলে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে ইহার সর্বশেষ খণ্ড হিসাবে ২৬ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৬তম খণ্ডটি ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ) ও ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ) এবং ২৪তম খণ্ডটি ২৪তম খণ্ড (১ম ভাগ) ও ২৪তম খণ্ড (২য় ভাগ) নামে দুই অংশে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার জগতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে ইহাকে অনন্য নজীরই বলিতে হইবে। স্মর্তব্য, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অন্যথায় আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" (দা.মা.ই.) সংকলন ও প্রকাশনায় ৪০ বৎসরের মত সময় লাগিয়াছে।

পরম আনন্দ ও সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ও সচেতন পাঠক সমাজ কর্তৃক আমাদের এই উদ্যোগ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত ইহার সমুদয় কপি দ্রুত নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি নিঃশেষ হইবার ফলে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে ইহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এধরনের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই ২০০০-২০০৫ সালের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে গৃহীত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ-এর কাজ শুরু হয় এবং ইহার আওতায় ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়। অতঃপর চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদের নিকট ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি পরিপূর্ণ অবস্থায় এক্ষণে আমাদের আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমরা পুনরায় আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে অশেষ হাম্‌দ ও শোকর আদায় করিতেছি।

নব পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ) ২য় খণ্ড সংকলন ও প্রকাশের পেছনে যাহাদের অনস্বীকার্য অবদান রহিয়াছে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। বিশেষ করিয়া বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক, শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী, বিশ্বকোষ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমরা তাহাদের জন্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে ইহার উপযুক্ত বিনিময় কামনা করি এবং তিনি ইহা তাঁহার শান মুতাবিক দিবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

সম্পাদনা পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি আমরা আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান খণ্ডের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। এতদসঙ্গে সম্মানিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের প্রতিও আমরা আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বর্তমান খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁহার উৎসাহ ও অবদান সর্বাধিক তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান মহাপরিচালক পরম শ্রদ্ধেয় জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেব। কেবল বর্তমান খণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের গোটা আয়োজন ও উদ্যোগের পেছনে তাঁহার ঐকান্তিক ও সযত্ন প্রয়াস ছিল সর্বাধিক। ১৯৭৯ সালের ২৭ জুলাই হইতে ১৯৮২ সালের জুলাই-এর ৩০ তারিখ পর্যন্ত মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশসহ ২০ খণ্ডে সমাপ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা শীর্ষক একটি পৃথক প্রকল্প গৃহীত, অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর তৎকালীন সরকার কর্তক অনুমোদিত হয়। অতঃপর তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অব্যাহত তাকীদে ১৯৮২ সালের মে ও জুন মাসে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ" দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইসলামের জন্য নিবেদিত এই অক্লান্ত কর্মবীরের প্রতি আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা তাই অপরিসীম। এতদসঙ্গে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সচিব জনাব বদরুদ্দোজা, অর্থ পরিচালক জনাব লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক জনাব আবদুর রব, লাইব্রেরিয়ান জনাব সিরাজ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব সাহাবুদ্দীন খানের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু অত্র বিভাগে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, গবেষণা সহকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ আমার সকল সহকর্মীর প্রতি তাহাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। অতঃপর মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্সকে কম্পোজ ও আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সকে মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং প্রুফ রীডারবৃন্দকে ইহার নির্ভুল প্রকাশে সহযোগিতা দানের জন্য জানাইতেছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দিন, ইহাই আমাদের একান্ত মুনাজাত।

পরিশেষে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতে চাই, বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। আল্লাহর অপার রহমত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দু'আ ও সহযোগিতা আমাদের সম্বল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইহার নানা পর্যায়ে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সতর্ক ও সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়িবে। তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমাদের বিনীত আবেদন, মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিবেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য করিবেন।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বকোষ বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বলা হয়। Encyclopaedia গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) Paideia (শিক্ষা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহ।

জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় যে গ্রন্থে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয় তাহাকে প্রায়শ সাধারণ বিশ্বকোষ বলা হয়। তেমনি কোন এক বা একাধিক সমজাতীয় জ্ঞানশাখার তথ্য সংকলনকে সেই বিশেষ জ্ঞানশাখার বিশ্বকোষ নাম দেওয়া হয়। সন্ধানকার্যে সুবিধার জন্য বর্তমানে বিশ্বকোষের প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অভিধানের শব্দ বিন্যাসের মত বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং "হাওয়ালা" (reference)-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে শ্রেণীক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রাচীন বিশ্বকোষগুলির প্রায় সবই শেষোক্ত ধরনের অর্থাৎ শ্রেণীক্রমে বিন্যস্ত এবং সাধারণত বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর শিষ্যদ্বয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus, আনু. ৩৩৯ খৃ. পূ.) এবং এরিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খৃ. পূ.) উভয়েরই বিশ্বকোষ প্রণেতা বলিয়া খ্যাতি আছে। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষের কিছু খণ্ডিত অংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা এরিস্টোটল স্বীয় শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী বিষয় পরম্পরানুক্রমে কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভ্যারো (Marcus Terentius Varro, ১১৬-২৭ খৃ. পূ.) সাহিত্য, অলংকার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত Disciplinarum Libri IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাঁহার দর্শন বিষয়ক De Farma Philosophiae Libri III এবং সাত শত গ্রীক ও রোমানের জীবনী সংকলন গ্রন্থ Imagines বিশেষ প্রসিদ্ধ। রোমের "সবজান্তা" পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Naturalis নামে একটি বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে সংকলন করেন। ইহাতে কয়েক শত গ্রন্থকারের রচনা হইতে সংগৃহীত বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত আধুনিক বিশ্বকোষ রচনা ধারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মধ্যযুগে সেভিলের (Seville) বিশপ Isidore (আনু . ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Originum sive Etymologiarum Libri XX গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাদি সংকলন করেন। 'ঈসা ইব্ন য়াহ্'য়া আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) প্রাচ্যের অন্যতম খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদ। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে 'আরবীতে "আল-মিআঃ ফি'স'-স'না'আতিত'-তি'ব্বিয়্যা" নামে এক শত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইব্ন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) ও আল-বীরূনীর (খৃ. ৯৩৭-১০৪৮) শিক্ষক ছিলেন। ফরাসী দেশীয় Vincent of Beauvais (আনু. ১২৬৪ খৃ.) তাঁহার রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতাব্দীর সমুদয় বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। William Caxton-এর Myrrour of The World (১৪২২-১৪৯১ খৃ.) উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইহা সর্বপ্রাচীন ইংরাজী বিশ্বকোষগুলির অন্তর্ভুক্ত। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী Brunetto Latini (আনু. ১২১২-১২৯৪ খৃ.) ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ইতালীয় অনুবাদ Li Livers don Tresor।

সর্বপ্রথম যেসব গ্রন্থের নামে Encyclopaedia শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৬৩৮ খৃ.)-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত Encyclopaedia Septemtomis Distincta তাহাদের অন্যতম। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতক ও ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বকোষ রচনার ধারা বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Johann Jacob Hofmann-এর Lexicon Universal (১৬৭৭-১৬৮৩ খৃ.)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ হইতেছে John Harris (আনু. ১৬৬৭-১৭১৯ খৃ.) কৃত Lexicon Technicum (১৭০৪-১৭১০ খৃ.)। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ হিসাবে Ephraim Chambers's Cyclopaedia

(১৭২৮ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বহু বিশেষজ্ঞের রচিত প্রবন্ধ সংকলনের পদ্ধতি এবং প্রতি-বরাত (cross reference) সংযোজনের নীতি গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নত ভাষাসমূহে অসংখ্য সাধারণ ও বিশিষ্ট বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে। সবদিক দিয়া বিচার করিলে ইংরাজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের বহু সাধারণ বিশ্বকোষের মধ্যে Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২ খৃ., প্রথম সংস্করণ ৩ খণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশিষ্ট বিশ্বকোষগুলির মধ্যে Encyclopaedia of Religion and Ethics, 12 vols. & Index, ed. James Hastings ; Oxford Companion to English Literature, ed. Paul Harvey; Encyclopaedia of World Art, e. Massimo Pallotion; Encyclopaedia of the Social Sciences, 15 vols., ed. Edwin R. A. Seligman; Encyclopaedia of World Politics, ed. Walter Theimer; Pears Medical Encyclopaedia, ed. J.A.C Brown; The Universal Encyclopaedia of Mathematics with Foreword by Jamesdia R. Newman; Larouse Encyclopaedia of World Geography; Larouse Encyclopaedia of Earth, of Astronomy, of Pre-Historic and Ancient Art, of Byzantine and Medieval Art, of Renaissance and Baroque Art, of Ancient and Medieval History, of Modern History, of Mythology বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

কুরআন মাজীদ বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানের এবং আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছে। ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-তাপসগণের অনেকেই বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইসলামী দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং 'আরবী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ (দাইরাতু'ল-মা 'আরিফ বা মাওসূ'আত - موسوعات) রচনা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিকিৎসক আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা আর-রাযী (২৫১ হি./৮৬৫ খৃ.-৩১৩ হি./৯২৫ খৃ.) 'কিতাবু'ল-হাবী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানির ৩য় সংস্করণ ১৯৫৫ খৃ. হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) ছাপা হয়। কার্ডোভাবাসী আবূ 'উমার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ্'মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহী (২৪৫ হি./৮৬০ খৃ.-৩২৮ হি./৯৪০ খৃ.) "আল-'ইক্'দু'ল-ফারীদ" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড এক একটি মণিমুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা, কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তারখান আবু'ন-নাস্'র আল-ফারাবী (২৬০ হি./৮৭৩ খৃ.-৩৩৮ হি./৯৫০ খৃ.) "ইহ্'স'াউ'ল-'উলূম" নামে একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইহাতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩২ খৃ. সংশোধিত আকারে ছাপা হয়। "রাসাইল ইখওয়ানি'স'-স'াফা" গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার বিশ্বকোষ। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৫২টি পুস্তিকার সমষ্টি এবং আনু. ৩৫০ হি./৯৬১ খৃ. বহু জ্ঞান-গুণীর রচনা-সম্ভারে সংকলিত। ইরাকের মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসহ'াক' ইব্‌ন আবী য়া'ক্'ব আন-নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খৃ.) "ফিহ্‌রিস্‌ত আল-'উলূম" (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ বিবরণী প্রণয়ন করেন।

আবু'ল-ফারাজ 'আলী ইবনু'ল-হু'সায়ন আল-ইস'ফাহানী (২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৭ খৃ.) রচিত "কিতাবু'ল-আগ'ানী" মুখ্যত সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানিতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত রচিত যত আরবী কবিতায় সুর সংযোজিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধৃতি রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী ইত্যাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম ২০ খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. ও একবিংশ খণ্ড ১৮৮৮ খৃ. মিসরে ছাপা হয়।

আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-কাতিব আল্-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৩৮৭ হি. ৯৯৭ খৃ.) অন্যতম প্রাচীন মুসলিম বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি "মাফাতীহু'ল-'উলূম" নামে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে চর্চিত জ্ঞানের ১৫টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার অনেকাংশে গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত তথ্যের সংযোগ ঘটিয়াছে। ১৮৯৫ খৃ. লাইডেন হইতে Van Vloten ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ হ'ায়্যান 'আলী আত-তাওহ'ীদী (মৃ. ৪১৪ হি./১০২৩ খৃ.) "আল-মুক'াবাসাত" নামে একটি বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিদ্যা-সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের আলোচনা করেন। গ্রন্থখানি বোম্বাই, শীরায ও কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

ইসমা'ঈল আল-জুরজানী (মৃ. ৫৩১ হি./১১৩৯ খৃ.) রচিত "য'াখীরা আল-খাওয়ারিয্‌ম শাহী" ৯ খণ্ডে বিভক্ত চিকিৎসা বিষয়ক ফারসী বিশ্বকোষ; উহাতে পরে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। সিসিলীর মুসলিম পণ্ডিত আবূ 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-ইদ্‌রীসী (৪৯৪ হি./১১০০ খৃ.-৫৬২ হি./১১৬৬ খৃ.) 'নুযহাতু'ল-মুশ্‌তাক' ফী ইখ্‌তিরাকি'ল-আফাক'' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত

ভূগোল বিশেষজ্ঞ য়াকূ'ত ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ আল-হ'ামাব'ী (৫৭৫ হি./১১৭৯ খৃ.-৬২৭ হি./১২১৯ খৃ.) ও "মু'জামু'ল-বুল্‌দান" নামে একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৮৬৬ খৃ. লাইপৎসিকে (Laipzig) ছাপা হয়। এই গ্রন্থকারের "মু'জামু'ল-উদাবা" (বা ইরশাদু'ল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একখানি বিশ্বকোষও রহিয়াছে। ইহা ১৯১৬ খৃ. Margoliouth কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইব্‌নু'ল-কি'ফত'ী (৫৬৮ হি./১২৪৮ খৃ.) তাঁহার "কিতাব ইখবারি'ল-'উলামা বিআখবারি'ল-হু'কামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে পূর্ববর্তী ৪১৪ জন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু বিদ্যাবিশারদ নাস'ীরুদ- দীন মুহ'াম্মাদ আত'-তূ'সী (৫০৮ হি./১২০১ খৃ.-৬৭৩ হি./১২৭৪ খৃ.) খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুলাগূ খাঁর আদেশে তিনি মারাগাতে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে "আত-তায্‌'কিরাতুন-নাস'ীরিয়্যাঃ" নামে একখানি বিশ্বকোষ সদৃশ গ্রন্থ রচনা করেন। পারস্যের ভূগোলবিদ যাকারিয়্যা আল-ক'ায্‌ব'ীনী (আনু. ৬৮৩ হি./১২০৩ খৃ.-৬৮২ হি./ ১২৮৩) দুইখানা বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ ('আজাইবু'ল-মাখ্‌লূক'াত ওয়া গ'ারাইবুল মাওজূদাত ও 'আজাইবু'ল-বুল্‌দান) রচনা করেন।

মিসর দেশের আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহ্‌মাদ আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩৩ হি./১৩৩১ খৃ.) মিসরের মামলূক বংশীয় খ্যাতনামা বাদশাহ্‌ আন-নাসি'র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'ালাউনের রাজত্বকালে (খৃ. ১২৯৩-৯৪, ১২৯৮-১৩০৮, ১৩০৯-১২৪০) উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "নিহায়াতু'ল-আরাব ফী ফুনূনি'ল-আদাব" নামক ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থটি 'আল্লামা নুওয়ায়রীর বিরাট কীর্তি। গ্রন্থখানি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্তঃ (১) জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; (২) মানবজাতি, তাহাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ; (৩) প্রাণীজগৎ; (৪) উদ্ভিদ জগৎ (দ্রব্যগুণ আলোচনাসহ) ও (৫) ইতিহাস। শামসুদ্দীন আহ্'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান (৬০৮ হি./ ১২১১ খৃ.-৬৮১ হি./১২৮২ খৃ.) একটি জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ (ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আনাবাইয-যামান) সংকলন করেন। ইহাতে ৬৮৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। দামিশকবাসী ইব্‌ন ফাদ্‌'ল্লিাহ আল-'উমারী (৭০০হি./১৩০১ খৃ.-৭৪৯ হি./ ১৩৪৯ খৃ.) মিসরের সুলতান কালাউনের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত বিশ্বকোষ "মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসার" সুপরিচিত। "মাশাহীর মামালিক 'উব্বাদ আস'-স'ালীব" তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। ফিলিস্তীনী পণ্ডিত স'লাহু''দ-দীন খালীল আস-সাফাদী (৬৯৬ হি./১২৯৭ খৃ.-৭৬৪ হি./১৩৬৩ খৃ.) তাঁহার 'আল-ওয়াফী বি'ল-ওফায়াত' নামক গ্রন্থে চৌদ্দ হাজারেরও অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিসরীয় বিজ্ঞানী আদ-দামীরী (১৩৪৪-১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ (কিতাব হ'ায়াতি'ল-হ'ায়াওয়ান) রচনা করিয়াছেন। মিসরীয় পণ্ডিত আহ্'মাদ আল-ক'লক'াশান্দী (৭৫৬ হি./১৩৫৫ খৃ.-৮২১ হি./১৪১৮ খৃ.) ইতিহাস, ভূগোল ও প্রশাসন সম্পর্কে "সুব্‌হু''ল-আ'শা ফী সিনাই'ল-ইন্‌শা" নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা কায়রো হইতে ১৪ খণ্ডে (১৯১৩-২খৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী পণ্ডিত হ'াজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬১ হি./১৬৫৮ খৃ.) তাঁহার "কাশ্‌ফু'জ'-জু'নূন" পুস্তকের জন্য বিখ্যাত। এই পুস্তকে ঐ সময়ে জ্ঞাত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বুত্‌রুস আল-বুস্তানী (১২৩৪ হি./১৮১৯ খৃ.-১৩০০ হি./১৮৮৩ খৃ.) তৎপুত্র সালীম আল-বুস্তানী (১২৬৩ হি./১৮৪৭ খৃ.-১৩০১ হি./১৮৮৪ খৃ.) প্রমুখ পণ্ডিত ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ" নামক একখানি বিশ্বকোষের ১১ খণ্ড 'উছমানিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। পরে ফুআদ আকরাম বাকী অংশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। খৃ. বিংশ শতাব্দীতে মুহ'াম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী "দাইরাতু মা'আরিফ আল-ক'ার্‌নি'ল-'ইশ্‌রীন" নামে আরবী ভাষায় আর একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া তিনি এই ধরনেরই "কান্‌যু'ল-'উলূম ওয়াল-লুগ'াত" নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষাতেও কয়েকখানি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস্‌ কেরী (Felix Carey) 'বিদ্যাহারাবলী' নামে বিশ্বকোষের দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড (শারীরস্থান ঃ Anatomy) ১৮১৯ খৃ. ১ অক্টোবর ও দ্বিতীয় খণ্ড (স্মৃতিশাস্ত্র) ১৮২১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের এক কপি Indian National Library-তে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি কলিকাতা বংগীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইনিই বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। Encyclopaedia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠা ইংরেজী অন্য পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় রচিত। ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রোমের ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ২য় খণ্ড জ্যামিতি, প্রথম ভাগ; ৩য় খণ্ড বিবিধ, প্রথম ভাগ; ৪র্থ খণ্ড রোমের ইতিহাস, ২য় ভাগ; ৫ম খণ্ড জীবনী সংগ্রহ, ১ম ভাগ; ৬ষ্ঠ খণ্ড মিসর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক মৌলিক আর কতক অনুবাদ।

২২ খণ্ডে সমাপ্ত "বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী ২১ খণ্ডে ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৩৪২-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির কয়েক খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাধারণ বিশ্বকোষ "জ্ঞান ভারতী" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খৃ. "নবজ্ঞান ভারতী" নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে সংযোজনী খণ্ডসহ ১১ খণ্ডে বিষয়ানুক্রমে ছেলে-মেয়েদের বিশ্বকোষ "শিশু ভারতী" প্রকাশ করেন। কলিকাতাস্থ বংগীয় সাহিত্য পরিষদ "ভারত কোষ" নামে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছে; ইহার প্রথম খণ্ড ডঃ সুনীল কুমার দের সম্পাদনায় ১৯৬৪ খৃ. এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম 'বাংলা বিশ্বকোষ"-এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ সনে, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৩ সনে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় এবং ঢাকাস্থ ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর তত্ত্বাবধানে রচিত।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১০ খণ্ডে শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ১ম খণ্ড 'জ্ঞানের কথা' নামে ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সার্থক ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে The Royal Netherlands Academy; ১৯০৮ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ (চারি খণ্ডে সমাপ্ত) Leiden হইতে প্রকাশ করে। এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ ও উহার পরিশিষ্ট হইতে ইসলামী শারী'আত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংকোচন, সংশোধন ও সংযোজনসহ "Shorter Encyclopaedia of Islam" নামে ১৯৫৩ খৃ. লাইডেন হইতেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি The Royal Netherlands Academy-এর পক্ষ হইতে H.A.R. Gibb ও J.H. Kramers কর্তৃক সম্পাদিতও E.J. Brill, Leiden কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

লাইডেন হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam-এর 'আরবী অনুবাদ মিসরে ১৯৩৩ খৃ. হইতে "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুহ'াম্মাদ ছ'াবিত আল-ফান্দী, আহ'মাদ শান্‌শারী, ইব্‌রাহীম যাকী খুরশীদ ও 'আব্‌দু'ল-হ'ামীদ য়ূনুস এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে মূল প্রবন্ধগুলির অনুবাদে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে তুর্কী ভাষায় "Islam Ansiklopedisi" নামে একখানি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা শুরু হয়। এই গ্রন্থখানি লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-কে ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও সম্পাদক ইহাকে বহু মূল্যবান সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দু ভাষাও এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-এর উর্দূ অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনসহ "দাইরা মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" নামে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ

বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে বাংলা একাডেমী লাইডেন হইতে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ উপসংঘ গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সদস্য সমবায়ে এই উপসংঘ পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত উপসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৯৫৮ সন হইতে এই উপসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদ কর্ম শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সনে উপসংঘ এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করে। তাঁহাদের পাণ্ডুলিপিতে মোট ৬৯১ টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ছিল Shorter Encyclopaedia of Islam হইতে ৫০৮টি নিবন্ধের অনুবাদ, উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দাইরা-ই-মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া) হইতে ৩৫টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং ৩৭টি মৌলিক নিবন্ধ। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইহার প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন জনাব শাইখ শরফুদ্দীন ও মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন।

নানা কারণে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিবন্ধ গুলি নূতনভাবে নিরীক্ষার জন্য ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ প্রতিটি নিবন্ধ পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিকর, অসংগত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন বা বর্জন করে, প্রয়োজনবোধে বহু স্থানে সংযোজন করে। অধিকন্তু ৪২টি নূতন প্রবন্ধ পরিষদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। প্রধানত Shorter Encyclopaedia of Islam এবং উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া ইহার নিরীক্ষা কার্য চলে; তবে খান বাহাদুর

আবদুল হাকিম সম্পাদিত "বাংলা বিশ্বকোষ" এবং The Encyclopaedia of Islam (Luzac, New Edition) ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যও পর্যাপ্ত গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৯৫ টি নিবন্ধ সহযোগে ইহা "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে অতিরিক্ত ৬৯টি নিবন্ধ সংযোজন করিয়া "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-পরিশিষ্ট" ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান মতামত, সমালোচনা এবং পরামর্শ সুধী পাঠক মহলের নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে সেইগুলি আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিয়া ২০ (বিশ) খণ্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রণয়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতঃপর ফাউন্ডেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের উপর ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। পরিষদ দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের সহায়তায় এই কার্য শুরু করে। অনূদিত নিবন্ধসমূহের ক্ষেত্রে পরিষদ লাইডেন (Leiden) হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam (পুরাতন ও নূতন সংস্করণ) এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দা. মা. ই.) গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। প্রয়োজনবোধে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ E.J. Brill, Leiden, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি এবং ফ্রাংকলীন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহারই দরবারে আমাদের গভীর শুকরিয়া পেশ করিতেছি। এতদ্‌সঙ্গে আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইলে অবশিষ্ট খণ্ডগুলিও পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতে সক্ষম হইব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বকোষ প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইতেছে। বর্তমান খণ্ডে মোট ৭৬৩টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে মৌলিক নিবন্ধ ১৯০, ইংরাজী হইতে অনুবাদ ৪৫৩, উর্দূ হইতে ৫৬, ইংরেজী/উর্দূ হইতে অনুবাদ ১০, বাংলা বিশ্বকোষ হইতে ৪৫ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ হইতে ১৯টি।

ইসলামী বিশ্বকোষের এই বৃহত্তর খণ্ডে বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের মুসলিম মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মসাধক এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কিত স্থান ও ব্যক্তিবর্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংরাজী ও উর্দূ বিশ্বকোষে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাহাবায় কিরামের জীবনী না থাকায় ইহার প্রতি আমরা বিশেষ জোর দিয়াছি এবং শুধু 'আ' বর্ণেই মোট ১১০ জন সাহাবীর জীবনচরিত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিশ (২০) খণ্ডে প্রকাশিতব্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ইহা ১ম খণ্ড। আশা করা যায়, ইসলামী বিশ্বকোষ একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলমানগণের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানানুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হইবে, অন্যদিকে অমুসলিমগণও ইহা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবেন। বিশেষত যাঁহারা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আগ্রহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁহাদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার্য হইবে এবং তদ্দরুন এই ধরনের রচনা ও গবেষণা উৎসাহ লাভ করিবে। ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে।

সাধারণত বিশ্বকোষ ও অভিধান জাতীয় গ্রন্থ কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন হইতে পারে না। বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের প্রত্যাশা, এইবারও তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ দান করিবেন এবং ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে সহায়তা করিবেন।

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

أ = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
ا = ই i	چ = চ c	ژ = ঝ· zh	غ = গ· gh	ن = দ n
اُ = উ u	ح = হ. h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক' k.q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স· s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত r	ڈ = ড ḍ	ض = দ·/য- d	گ = গ g	ے = ে ay
ث = ছ· th	ذ = য· dh	ط = ত· t	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ· z		
	ڑ = ড় ŕ			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (َ) আ , া = احد = আহা·দ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = া حلال = হ·লাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক·াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দা,

যের (ِ) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = ঈসা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ (ُ) উ / ু احد = উহ্·দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = له = লাহূ

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু·ঊদ, موسى = মূসা,

যবর ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যু حى = হ·ায়্যু, যবর ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স·াওওয়ারা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত وّ = ব্বি· مصوّر = মুসাব্বির / মুসাব্বির পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাস·াওউফ, যবরের পর أ = সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর أ সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর أ সাকিন مؤمن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى = ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وتر = বি·ত্র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ· (উযূ'-);

খাড়া যবর = া قتل = ক·াতালা, اوى = আওয়া,

খাড়া যের = ী, ربه = রব্বিহী, يحيى = য়ুহ্·য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جنة = জান্নাঃ, জান্নাঃ, عائشة = 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন = হ্ الله = আল্লাহ্ نامه = নামাহ।

ع = و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = ‘আ   عبد = ‘আব্দ

ع = ‘ই   علم = ‘ইলম

ع = ‘উ   عثمان = ‘উছ্‌মান

عا = ‘আ   عابد = ‘আবিদ

عى = ‘ঈ   عيد = ‘ঈদ

عو = ‘ঊ   عود = ‘ঊদ

وَ = ওয়া   ولد = ওয়ালাদ

وِ = বি   وتر = বিত্‌র

و = ২   وحى = ‘ওয়াহ্‌য়ি

وُ = উ   وضوء = উদূ’(উযূ’)

و + الف = ওয়া   واجب = ওয়াজিব

وَ + عْ = ওয়া‘   وعظ = ওয়া‘জ

و + ى = ওয়ায়   ويل = ওয়ায়ল

يَ = য়া   يهود = য়াহূদ   يُ + و = য়ূ   يوسف = য়ূসুফ   يَ + يْ = য়ায়   ييئس = য়ায়’আস্

a এ = া, আ   I= ী ঈ   U = = ঊ

অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে

ব্যতিক্রম

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল ‘আরবী, শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্‌তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযূ, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্‌যিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহ্‌মত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজদা, সুন্নত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ ‘আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

অনু. .... অনুবাদ, অনূদিত
‘আ .... ‘আরবী
আনু. .... আনুমানিক
আবি. .... আবির্ভাব
(‘আ) .... ‘আলায়হিস্‌-সালাম
ই. .... ইত্যাদি
ইং. .... ইংরাজী
ঐ. .... ib. ibid, و هى كتاب
খৃ. খ্রী. .... খৃষ্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দে, ع
খৃ. পূ. .... খৃষ্টপূর্ব

জ. .... জন্ম
ড. ডঃ. .... ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ. .... ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি. .... তারিখবিহীন n.d.
তু. .... তুলনীয় cf. قب
দ্র. .... দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. رك بان
নং. .... নম্বর, No.
প. .... পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. بـبعد
পরি. .... পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ডু. .... পাণ্ডুলিপি, MS.
পূ. গ্র. .... পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. كتاب مذكور
পূ. স্থা. .... পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব.ব. .... বহুবচন
বি. স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র. .... মুদ্রণ
মূ. ধা. .... মূল ধাতু
মৃ. .... মৃত, মৃত্যু = م
(র). .... রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা). .... রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু
(স). .... সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং. .... সংস্করণ
সম্পা. .... সম্পাদিত, ed.
স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে, passim, بمواضع كثيره
হি. .... হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র. .... পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক. .... id. Idem, وهى مصنف
শা/ধা. .... section mark, فصل
শিরো, ধাতু. .... শিরোনামে, بذيل مادة s.v.
পত্র, পত্রক. .... fols.
তথা. .... Sc.
মূ. পা. .... Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র. .... Line. লাইন, س
ক. .... a
খ. .... b
১খ. ৪০ .... প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ ঃ ৭ .... সুরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)

৪৫০/১০৫৮......... হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

'আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগ'ানী[১] অথবা[২] অথবা[৩]= আবুল ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, আল-আগ'ানী, বূলাক ১২৮৫ হি.; [২] কায়রো ১৩২৩ হি.; [৩] কায়রো ১৩৪৫ হি.।

আগ'ানী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par 1. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।

আগ'ানী, Brunnow=কিতাবু'ল-আগানী ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা, তাক'বীম=তাক'বীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০।

আবু'ল-ফিদা, তাক'বীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আন্‌বারী, নুযহা=নুযহাতু'ল-আলিব্বা ফী ত'াবাক'াতি'ল-উদাবা কায়রো ১২৯৪ হি.।

'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগা'রাফিয়া লুগাতি, ইস্‌তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।

ইদরীসী, মাগ'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

ইব্‌ন কু'তায়বা, আশ-শি'র=ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার=কিতাবুল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, বূলাক ১২৮৪ হি.।

ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।

ইব্‌ন খালদূন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইব্‌ন খাল্লিকান=ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বাউ আবনাই'য্‌-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies).

ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক=the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।

ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফায়াতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ.।

ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্‌=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজূমুয-যাহিরা ফী মুলূক মিসর ওয়াল-ক'াহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=the Same, সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প.।

ইব্‌ন বাত্'তূ'তা=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স'-সিলা ফী আখবার আইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।

ইব্‌ন রুসতা=আল-আ'লাকু'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।

ইব্‌ন সা'দ=আত'-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ.।

ইব্‌ন হ'াওক'াল=কিতাব সূ'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।

ইব্‌ন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1859-60.

ইব্‌নু'ল-আছ'ীর=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ.।

ইব্‌নুল-আছীর, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.

ইব্‌নুল-আব্বার=কিতাব তাকমিলাতি'স'-সি'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।

ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায'রাত=শায'রাতু'য-য'াহাব ফী আখবার মান য'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries).

ইব্‌নুল-ফাক'ীহ=মুখতাসার কিতাব আল-বুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।

য়াকূ'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI).

য়াকূ'ত=মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)

য়া'কূ'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.

য়া'কূ'বী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII).

ইস্‌তাখরী=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।

কুতুবী, ফাওয়াত= ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি.।

খাওয়ানদামীর=হ'াবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।

ছা'আলিবী, য়াতীম=য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র ফী মাহ'াসিনিল-'আস'র', দামিশক ১৩০৪ হি.।

জুওয়ায়নী=তারীখ-ই জিহান গুশা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ক'াযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)

তা-'আ. (TA), তাজুল-'আরূস, মুহ'াম্মাদ মুরতাদ'া ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।

ত'াবারী=তারীখুর-রুসূল ওয়াল-মুলূক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.

তারীখ-ই গুযীদা=হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-ক'াযবীনী, তারীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.

তারীখ দিমাশক'=ইব্‌ন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।

তারীখ, বাগদাদ=আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।

দাওলাত শাহ=তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।

দাব্‌বী=বুগ্‌য়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহলিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).

দামীরী=হায়াতুল-হায়াওয়ান (quoted according to title of articles).

ফারহাংগ=র'াযমারা ও ন'াওতাশ, ফারহাং-ই-জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।

ফিরিশ্‌তা=মুহাম্মদ ক'াসিম ফিরিশ্‌তা, গুলশান-ই ইব্‌রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খ.।

বালাযু'রী, আনসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ., ৫খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein, জেরুযালেম ১৯৩৬-৩৮।

বালাযু'রী, ফুতূহ'=ফুতূহু'ল-বুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

মাককারী, Analects=নাফহু'ত্-তীব ফী গুস্‌নিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la littereature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।

মাস'ঊদী, তানবীহ = কিতাবুত-তান্‌বীহ্ ওয়াল-ইশ্‌রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).

মাস্‌'ঊদী, মুরূজ = মুরূজুয'-য'াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।

মীর খাওয়ানদ=রাওদ'াতু'স'-স'াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।

মুক'াদ্দাসী=আহ'সানুত-তাক'াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক'ালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).

মুনাজ্জিম বাশি=স'াহ'াইফুল-আখবার, ইস্‌তাম্বুল ১২৮৫ হি.।

যাহাবী, হু'ফ্‌ফাজ'=আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ', ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।

যুবায়রী, নাসাব=মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।

লি. 'আ. (LA)=লিসানুল-আরাব।

শাহরাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান্-নিহ'াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।

সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্‌সাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).

সার্‌কীস=মু'জামুল মাত'বূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।

সিজিল্ল-ই'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।

সুয়ূত'ী, বুগ্'য়া=বুগ্‌য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।

হ'াজ্জী খালীফা=কাশফুজ-জুনূন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।

হ'াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা=ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।

হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্‌ফুজ জুনূন, Leipzig 1835-58.

হামদানী= সিফাতু জাযীরাতিল আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Lciden 1884-91.

হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কুলূব, সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)

হু'দূদুল 'আলাম=The Regions of the World, অনু . V. Minorsky, London 1937 (Gms, N. S. Xi).

Abbreviated Titles
Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.

Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV vc XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.

Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold, Turkestan[2]=the same, 1st edition, London 1958.
Blachere, Litt.=R. Bla::here, Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.
Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.
Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.
Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Sa'di, London 1908.
Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.
Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.
Dozy, Recherches[8]=Recherches sur I'lristoire et la litterature de I'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.
Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).
Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.
Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90
Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.
Goldziher, Vorlesungen[2]=2nd ed., Heidelberg 1925.
Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.
Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
Hammer-Purgstall Gor[2]=the same, 2nd ed., Pest 1840.
Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.
Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.
Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.
Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.
Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.
Lane=E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).

Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.

Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.

Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.

Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.

Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.

Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.

Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).

Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.

Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.

Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.

Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.

Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.

Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.

Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.

Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.

Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.

Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.

Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.

Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.

Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.

Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.

Snouck Hukrgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.

Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.

Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.

Spuler, Iran=B. Spuler. Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.

Spuler, Mongolen^2=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.

Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.

Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.

Suter=H. Suter. Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.

Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.

Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.

Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.

Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).

Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Abh.K.M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr, Ak. W.=Abhandlungen der preussischen AKademir der Wissenschaften.

Afr.Fr.-Bulletin de Comite de 1'Afrique francaise.

AIEO Alger=Annales de 1'Institut d'Etudes Orientale de 1'Universite d'Alger N.S. from 1964.

AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.

AO=Acta Orientalia.

ArO=Archiv Orientalni.

ARW=Archiv Fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaeological Survey of India.

ASI, NIS=ditto, New Inperial Series.

ASI, AR-ditto, Annual reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.

BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.

BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).

BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de 1'Institut Francais de damas.

BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.

BIE=Bulletin de 1'Institut d'Egypte.

BIFAO-Bulletin de 1'Institut Francais d'Archeologie Orientale de Caire.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.

BSE[2]=the same, 2nd ed.

BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.

BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.
COC=Cahiers de 1› Orient Contemporain.
CT=Cahiers de Tunisie.
EI[1]=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.
EIM=Epigraghia Indo-Moslemica.
ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.
GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.
GMS=Gibb Memorial Series.
Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.
IA=Islam Ansiklopedisi.
IBLA=Revue de 1' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.
IC=Islamic Culture.
IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.
IHQ=Indian Historical Qurateriy.
IQ=The Islamic Quarterly.
Isl.=Der Islam.
JA=Journal Asiatique.
JAfr. S=Journal of the African Coeiety.
JAOS=Journal of the American Oriental Society.
JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JE=Jewish Encyclopaedia.
JESHO=Journal of the Economic and Social Historyt of the Orient.
J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.
JNES=Jouranal of Near Eastern Studies.
JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.
JQR=Jewish Quarterly Review.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.
J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.
JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.
JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.
JSS=Journal of Semitic Studies.
KCA=Korosi Csoma Archivum.
KS=Keleti Szemle (Oriental Review).
KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).
LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).
MDOG=Mitteillungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.
MEA=Middle Eastern Affairs.
MEJ=Middle East Journal.

MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de 1' Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO =Milanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE-Memoires de 1' Institut d'Egypte..
MIFAO=Memoires publics par les membres de 1' Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.
MO=Le monde Oriental.
MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.
MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.
MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orentalische Sprachen. Westasiatische Studien.
MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
OC=Oriens Christianus
OLZ=Orientalistische Literaturzietung.
OM=Oriente Moderno.
PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement.
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraghie arabe.
REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHE=Revue de 1'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de 1'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue Monde Musulman.
RO=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de 1"Orient Chretien.
ROL=Revue de 1'Orient Latin.
RSO=Rivista degli Studi Orientali.
RT=Revue Tunisienne.

SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akadekemie der Wissenschaften.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.

SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physixalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der dizinischen Sozietat in Erlangen.

SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl.-Studia Islamica.

S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).

TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi Instituta Etnografiy(Works of the Institute of Ethnograpgy).

TM=Turkiyat Mecmuasi.

TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.

Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.

Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI'n. s.=The same, new series.

Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.

ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.

ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

ইসলামী বিশ্বকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

পরিশিষ্ট

ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ০৯/ইবিপ্র/পুনমু/১/২০০৩ (উন্নয়ন)/৩২৫০

بسم الله الرّحمن الرّحيم

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখরামা (عبدالله بن مخرمة) ঃ (রা) একজন মুহাজির সাহাবী। প্রসিদ্ধ কুরায়শ বংশের 'আমের ইব্ন লুআয়্যি শাখাগোত্রে ৫৯৪ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মাখরামা ইব্ন 'আবদিল-'উয্যা, মাতার নাম বাহনানা বিন্ত সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ইব্ন মুহাররিছ। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাখরামা ইব্ন 'আবিদিল-'উয্যা ইব্ন আবী কায়স ইব্ন 'আব্দ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হিসল ইব্ন 'আমের ইব্ন লুআয়্যি। রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফিরদের নির্মম অত্যাচারের ফলে যুবা বয়সেই হাবশায় হিজরত করেন। 'মক্কার কাফিররা মুসলমান হইয়া গিয়াছে' এই মর্মে এক বিভ্রান্তিকর খবর শুনিয়া অন্যদের সহিত তিনিও মক্কায় আগমন করেন, কিন্তু উক্ত সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় অন্যদের সহিত পুনরায় হাবশায় হিজরত করেন। এইভাবে তিনি হাবশায় উভয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মদীনায় হিজরতের হুকুম হইলে তিনি মদীনায় চলিয়া আসেন। মদীনায় আসিয়া তিনি কুলছুম ইব্নুল হিদম (রা)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে বানূ বায়াদা গোত্রের ফারওয়া ইব্ন 'আমর ইব্ন ওয়াযাফা (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাখরামা (রা) একজন উত্তম বীরযোদ্ধা। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। পূর্ব হইতেই শাহাদাত লাভের আশা ছিল খুবই প্রবল। তিনি দু'আ করিতেন, হে আল্লাহ্! আমার শরীরের প্রতিটি জোড়া তোমার রাস্তায় আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিও না। এই দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবূল করিলেন। আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলে এই সুযোগ আসিয়া যায়। ১২ হি. ইসলাম ত্যাগকারীদের (মুরতাদ্দ) বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয় (যাহা ইয়ামামার যুদ্ধ নামে খ্যাত) তিনি উহাতে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সহিত এমন ভয়াবহ লড়াই করেন যে, তাঁহার শরীরের প্রতিটি জোড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়। রামাদান মাসে উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি সেই দিন রোযা রাখিয়াছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, আমি সূর্যাস্তের সময় তাঁহার খোঁজ-খবর লইতে আসিলাম। তখন তাঁহার জীবন সূর্যও অস্ত যাওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইব্ন 'উমার! রোযাদারগণ কি ইফতার করিয়াছে? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এই ঢালে করিয়া আমার ইফতারীর জন্য একটু পানি লইয়া আস। কিন্তু আমি পানি লইয়া আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি ইনতিকাল করিয়াছেন (সিয়ারুস-সাহাবা, ২/২খ., ৮৭-৮৮; উসদুল-গাবা, ৩খ., ২৫৩)। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪১ বৎসর। মুসাহিক নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, যাহার মাতার নাম ছিল যায়নাব বিন্ত সুরাকা ইবনুল-মুআমির। মদীনায় তাঁহার বংশধর ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪০৪; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৬৫-৬৬, নং ৪৯৩৯; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৫২-৫৪; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতীআব, মিসর তা. বি., ৩খ., ৯৮৫-৯৮৬, নং ১৬৫৩; (৫) শাহ মুঈনুদদীন নাদাবী, সিয়ারুস-সাহাবা, লাহোর তা. বি., ২/২খ., ২৮৭-২৮৮; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩২৮; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক্র আল-'আরাবী, ১ম সং, বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., ৩২১; (৮) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০০; (৯) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, 'আলামুল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৪, ১খ., ১৫৬।

ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাজ'উন (عبدالله بن مظعون) ঃ (রা) একজন মুহাজির সাহাবী। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, পিতার নাম মাজ'উন ইব্ন হাবীব। মাতার নাম সুখায়লা বিনতুল-'আন্বাস (মতান্তরে বুজায়লা বিন্তুন-নু'মান) ইব্ন ওয়াহবান। মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশের বানূ সাহম ইব্ন 'আমর গোত্রে আনু. ৫৯২ খৃ. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাজউন (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ 'আবদুল্লহ ইব্ন মাজউন ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআয়্যি আল-জুমাহী। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা খ্যাতিমান সাহাবী 'উছমান ও কুদামা ইব্ন মাজউন (রা)-সহ গোটা পরিবার ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) আরকাম গৃহ কেন্দ্রিক দাওয়াত শুরু করার পূর্বেই 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাজ'উন (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। কাফিরদের অত্যাচারের কারণে হাবশায় হিজরতের

হুকুম হইলে জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটির সহিত তিনি হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর মদীনায় হিজরতের নির্দেশ হইলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাজঊন (রা) মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহ্ল ইব্ন মুআল্লা (রা)-এর সহিত তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। বদর, উহুদ ও খনদকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। ৩০ হি. 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬০ বৎসর। তাঁহার একটি কিবতী গোলাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামের অনুশাসনসমূহ অনুসরণ করিয়া চলে। ইহাতে খুশী হইয়া 'আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে আযাদ করিয়া দেন। পরবর্তীতে 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে সে খৃস্টান হইয়া যায়, যাহার ফলে 'উমার (রা) তাহাকে হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৭১, নং ৪৯৬৪; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪০০; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৬২-৬৩; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতীআব, মিসর তা. বি., ৩খ., ৯৯৫, নং ১৬৬২; (৫) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১ম সং., বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ১খ., ১৬৩, নং ১১; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩২৭; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক্র আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., ৩২২।

ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্'ঊদ (عبد الله بن مسعود) ঃ (রা) উপনাম (কুন্য়া) আবূ 'আব্দির-রহ্'মান, মাতার নাম উম্মু 'আব্দ। বংশতালিকা মুদ'ার পর্যন্ত প্রলম্বিত। তিনি বাল্যকালে 'উক্বা ইব্ন আবী মু'ঈত'-এর বকরী চরাইতেন (উস্দুল-গ'াবা, ৩খ., ২৫৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) ও আবূ বাক্র সি'দ্দীক (রা) ঘটনাক্রমে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্'ঊদ (রা) যেই মাঠে বকরী চরাইতেছিলেন, একবার সেইখান দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন উভয়ে ছিলেন তৃষ্ণার্ত। আবূ বাক্র (রা) বকরীর রাখালের নিকট দুগ্ধ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি মনিবের আমানতদার মাত্র, কাজেই দুধ দিতে পারিবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন বকরী আছে যে বাচ্চা দেয় নাই ? তিনি বলিলেন, হাঁ, এবং তদ্রূপ একটি বকরী ধরিয়া আনিয়া পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহার ওলানে হাত বুলাইয়া দু'আ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওলান দুগ্ধপূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিল। আবূ বাক্র (রা) উহা হইতে প্রচুর দুধ দোহন করিলেন এবং তাঁহারা তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন।

এই ঘটনায় 'আবদুল্লাহ (রা) বিস্মিত হইয়া যে অলৌকিক বাণী বা দু'আ দ্বারা ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা তাঁহাকে শিখাইবার জন্য মিনতি জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সস্নেহে তাঁহার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন, তুমি যথার্থ সুশিক্ষিত বালক। সেই দিন হইতেই আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার ঘনিষ্ঠ শিষ্যের মধ্যে গণ্য হইলেন। কুরআন মাজীদের ৭০টি সূরা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন (ঐ, ৩খ., ২৫৬)।

'আব্দুল্লাহ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত অন্য কেহ উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করিতে সাহস করে নাই। মু'মিনগণ পরস্পর আলোচনা করিয়া স্থির করেন, অবিলম্বে কুরায়শ গোত্রের লোকদেরকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত শুনাইতে হইবে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্'ঊদ (রা) এই বিপজ্জনক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গীরা বলিলেন, এই কার্যের জন্য এমন লোক প্রয়োজন যাহার গোত্রের প্রতিশোধের ভয়ে পাঠকের প্রতি অত্যাচার করিতে তাহারা সাহস করিবে না। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আমাকে বাধা দিও না, আল্লাহ্ই আমার রক্ষক।

পরদিন পূর্বাহ্নে কুরায়শ মুশরিকরা যখন তাহাদের সভাগৃহে আসীন ছিল, তখন তিনি আল্লাহর নাম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করিতে শুরু করেন। মুশ্রিকরা বিস্মিত হইয়া শুনিতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করে, লোকটি কি বলিতেছে ? কেহ উত্তর দিল, মুহ'াম্মাদ (স)-এর উপর যে কিতাব নাযিল হইয়াছে তাহাই পাঠ করিতেছে। শোনামাত্র মুশ্রিকরা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহার করে। ইহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ফুলিয়া যায়। কিন্তু তিনি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেন (ঐ, ৩খ., ২৫৭)।

'আবদুল্লাহ্র উদ্যোগ ও ঈমানের দৃঢ়তা ক্রমে সমুদয় কুরায়শী মুশ্রিকদেরকে তাঁহার ঘোর শত্রুতে পরিণত করে। তাহাদের অবিরাম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি দুই দুইবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে স্থায়ী হিজরত-এর উদ্দেশে ইয়াছরিব (মদীনা) যাত্রা করেন। তথায় পৌছিয়া তিনি মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আগমনের পর তিনি উভয়কে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের বসবাসের জন্য মসজিদ নাবাব'ী সংলগ্ন এক খণ্ড যমীন তাঁহাকে দান করেন (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ., ১৫২)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) সমস্ত বিখ্যাত যুদ্ধে অসীম শৌর্য-বীর্যের সহিত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর হু'নায়ন-এ মুশরিক শত্রুগণ মুসলিমদের এমন অকস্মাৎ আক্রমণ করে যে, দশ হাজার লোকের বিরাট মুসলিম বাহিনী বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কেবল আশিজন নিবেদিতপ্রাণ আস্'হ'াব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর চতুর্দিকে অভেদ্য ব্যূহ রচনা করত বীরদর্পে দণ্ডায়মান থাকেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) ছিলেন তাহাদের অন্যতম। তিনি বলেন, শত্রুদের প্রবল আক্রমণের তোড়ে আমরা প্রায় আশি কদম পিছনে হটিয়া দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বাহনটিকে আগ্রগামী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু উহা পিছনে হটিতেছিল। এমন সময় তিনি একবার মস্তক নিচু করায় আমি উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিলাম, আল্লাহ আপনাকে উচ্চতম মর্যাদা দান করিয়াছেন, আপনি শির উচ্চ রাখুন। তিনি বলিলেন, আমাকে এক মুষ্ঠি মাটি দাও। আমি উহা দিলাম এবং তিনি শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ফলে শত্রুদের দৃষ্টি ধূলি ধূসরিত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ

(স)-এর আদেশে আমি মুহাজির ও আনস'ারকে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহারা অবিলম্বে আসিয়া একত্র হইলেন। ফলে মুসলিম পক্ষের জয় হইল এবং শত্রুগণ পরাজয় স্বীকার করত পলায়ন করিল (মুসনাদ আহ্'মাদ)।

২০/৬৪০ সনে তিনি কূফার কাযী নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে কোষাগার, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও কূফা প্রশাসকের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় খলীফার ইন্তিকালের পর তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কূফাবাসীদের অভিযোগ ও প্রতিবাদের ফলে কূফার শাসনভার বিভিন্ন প্রশাসকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু পরিপূর্ণ সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবার ফলে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌'ঊদের বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করে নাই।

'আবদুল্লাহ (রা) কাযীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কূফার কোষাগারের তত্ত্বাবধায়কও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কূফার মর্যাদা প্রসার ও প্রচুর রাজস্ব আয়ের দরুন এই কোষাগারের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। এই কোষাগার হইতে হাযার হাযার ব্যক্তিকে বৃত্তি প্রদান করা হইত। সামরিক কেন্দ্র হইবার ফলে বহু সহস্র সৈনিকের বেতন এই কোষাগার হইতে আদায় করা হইত। এতদ্ব্যতীত খুরাসান, তুর্কিস্তান ও আর্মেনিয়াতে মাঝে মাঝে যেসব সামরিক অভিযান প্রেরিত হইত তাহার যাবতীয় খরচপত্র এখান হইতেই বহন করা হইত। কাজেই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুদক্ষভাবে সম্পন্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই কোষাগারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এমনভাবে পালন করা হইত যে, একটি কানাকড়িও নষ্ট বা উহার অপব্যয় না হয়। আর তাহা নিশ্চিত করা তাঁহার অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা, সজাগ দৃষ্টি ও হিসাবপত্রের অতন্দ্র সমীক্ষার উজ্জ্বল সাক্ষর বহন করে।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অর্থ-সম্পদের প্রতি উদাসীন ও সম্পূর্ণ নির্লোভ। কিন্তু জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি প্রাদেশিক শাসকদের কোন প্রকার রিওয়ায়াত করিতেন না। একবার কূফার শাসনকর্তা সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস (রা) কোষাগার হইতে কিছু ঋণ গ্রহণ করেন এবং অভাববশত অনেক দিন পর্যন্ত উহা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে 'আবদুল্লাহ্ (রা) কঠোরভাবে বারংবার তাগাদা দিতে থাকেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। উত্যক্ত হইয়া সা'দ (রা) উভয় হস্ত উত্তোলন করত বলিয়া উঠেন, "হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা!" দু'আ কবূল হওয়া সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। আতংকিত হইয়া 'আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়া উঠিলেন, দেখুন! আমার জন্য কোন বদ্‌দু'আ করিবেন না। সা'দ (রা) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহভীতি না থাকিলে আমি তোমার জন্য ভীষণ বদ্‌দু'আ করিতাম। তাঁহার ক্রোধ লক্ষ্য করিয়া 'আবদুল্লাহ (রা) ত্বরিত আমীরের গৃহ ত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনা আমীরুল-মুমিনীন 'উছমান (রা)-এর গোচরে আসিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস (রা)-কে বরখাস্ত করত ওয়ালীদ ইব্ন 'উক্'বাকে কূফার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। 'আবদুল্লাহ (রা) খলীফার অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি না পাইলেও আরও কিছুকাল স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (ত'াবারী, তারীখ, পৃ. ২৮১১)।

'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের শেষদিকে যখন গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রবল হইয়া উঠে, তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌'ঊদ (রা)-কে হঠাৎ বরখাস্ত করা হয়। এই খবর কূফায় পৌঁছিলে তথায় শোকের ছায়া ঘনীভূত হয়। 'উলামা, বন্ধু, গুণগ্রাহী, ছাত্রসমাজ ও শহরের গণ্যমান্য লোকদের এক বিরাট সমাবেশ এই পদচ্যুতিতে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় কূফা ত্যাগ না করিতে। তাহারা বলে, ইহাতে কোন বিপদ হইলে তাহারা প্রাণপণে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে। কিন্তু তিনি বলেন, আমীরুল-মুমিনীনের আদেশ পালন করা আমার উপর ফরয। আমি চাই না, আসন্ন গোলযোগ ও বিপর্যয়ের সূচনা আমার দ্বারা হউক। ফলকথা তিনি 'উমরা আদায়ের নিয়াতে একদল লোকের সহিত হিজায যাত্রা করেন (ইস'াবা, সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ, ২খ., ৩৬৮-৭০)।

আবূ য'ারর (রা)-এর কাফন-দাফন ঃ ইব্ন মাস্‌'ঊদ (রা) যখন আর-রাবায'া নামক স্থানে পৌঁছেন তখন পথিমধ্যে একজন উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত মহিলাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের দুশ্চিন্তার কারণ অনুসন্ধান করেন। মহিলা বলেন, একজন মুসলমানের কাফন-দাফন করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কাহার? মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী আবূ য'ারর (রা)—এর। তিনি 'আমার পিতা-মাতা তাঁহার উপর কুরবান হউক' বলিয়া সংগীদের সহিত নামিয়া পড়েন। আবূ য'ারর (রা) ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী। দারুল-খিলাফাত-এর ক্রমবর্ধমান সভ্যতা-সমৃদ্ধির কারণে তিনি জীবনের প্রতি এমন বিরক্ত হইয়া পড়েন যে, রাবায'ার নির্জন অরণ্যে চলিয়া আসেন এবং সেই স্থানেই বাস করিতে থাকেন। ইহারা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহাকে অন্তিম শয্যায় দেখিতে পান। আবূ য'ারর (রা) স্বীয় কাফন-দাফন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করত ইনতিকাল করেন। 'আবদুল্লাহ (রা) ওসিয়াত মুতাবিক গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করত জানাযার নামায পড়াইয়া আবূ য'ারর (রা)-কে দাফন করেন (মুসনাদ আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৫খ., ১৬৬, বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ (রা)-র নামের উল্লেখ নাই, তবে হ'াকেম-এর আল-মুস্‌তাদ্‌রাকে স্পষ্টত নাম উল্লিখিত)।

'আবদুল্লাহ মক্কায় পৌঁছিয়া খলীফাকে আবূ য'ারর (রা)-এর মৃত্যুসংবাদ দেন এবং 'উম্‌রা সম্পন্ন করত বাকী জীবন নির্জনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটাইবার মানসে মদীনায় আগমন করেন।

'আবদুল্লাহ (রা)-এর বয়স ষাট বৎসর অতিক্রম করিলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ৩৩/৬৫৩ সালে ইন্তিকাল করেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে খলীফা 'উছমান (রা) তাঁহার জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁহাকে দাফন করেন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌'ঊদ (রা) জ্ঞানে-গুণে ইসলামী বিশ্বের সর্বস্বীকৃত মহত্তম সাহাবী ও ইমামদের অন্যতম। প্রথম জীবনে 'উক্'বা ইব্ন আবী মু'ঈত'-এর বকরীচালক থাকাকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংস্পর্শে আসেন। ইসলাম গ্রহণ করত তাঁহার একান্ত সেবকরূপে আজীবন তাঁহার সাহচর্যে অতিবাহিত করেন এবং গভীর জ্ঞান আহরণ ও চরিত্র-মাধুর্যে ভূষিত

হন। ইসলামের বুনিয়াদ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর ও ব্যাপকতম। তিনি সত্তরের অধিক সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, কুরআনের জ্ঞানে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠতর কোন ব্যক্তির সন্ধান পাইলে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দূরদেশে গমন করিতেও প্রস্তুত। কুরআনের তাফসীর ও উপস্থিত মত কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের উদ্ধৃতিদানে কেহই তাঁহার ন্যায় দক্ষ ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত ব্যাখ্যাই তিনি শিক্ষা দিতেন। উহাতে নিজের মত অনুপ্রবেশ করিতে দিতেন না। কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ক'ারীরূপে স্বীকৃত। তিনি হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ও শিক্ষা প্রচার তাঁহার পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৮৪৮ যাহার মধ্যে ৬৪টি হাদীছ বুখারী ও মুসলিম উভয় সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে; এতদ্ব্যতীত ২১৫টি কেবল বুখারীতে ও ৩৫টি কেবল মুসলিমে সন্নিবেশিত (তাহ্‌যীবুল-কামাল, পৃ. ২৩৪)।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা)-কে ইসলামী ফিক্‌'হ (আইন)-এর, বিশেষত হ'ানাফী ফিক্‌'হের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য করা হয়। কূফার কাযী নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইতে হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যদের মাধ্যমে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর উপর উহার বিন্যাসের দায়িত্ব বর্তায়। ইসলামী ফিক্‌'হের ভিত্তি কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা' ও কি'য়াস এই চার স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পরই ইজ্‌মা' ও কি'য়াসের প্রয়োজন অনুভূত হয়। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাত্ত্বিকভাবে না হইলেও ব্যবহারিকভাবে ইজতিহাদের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। ইজ্‌তিহাদের দিশারীদের তিনি অন্যতম ছিলেন। একবার আলী (রা)-এর নিকট একদল কূফাবাসী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা)-এর উচ্চ প্রশংসা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য শেষ হইলে আলী (রা) বলিলেন, তোমাদের তুলনায় আমি তাঁহার আরও বেশী প্রশংসা করি (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ.; ইমাম মালিক, মুওয়াত্‌'তা, পৃ. ২২৩)।

ইমাম মুহ'াম্মাদ কিতাবুল-আছার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, মাননীয় সাহাবীদের মধ্যে ছয়জনকে মুজতাহিদ বলিয়া স্বীকার করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে 'আলী (রা), উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব (রা) ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা) একদিকে এবং 'উমার (রা), যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) অপরদিকে। ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন, শেষোক্ত দল পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। ফলে তাঁহাদের মীমাংসা অভিন্ন হইত।

'আবদুল্লাহ (রা) জ্ঞানী ও গুণীদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 'উমার (রা) সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, যদি আরবের সমস্ত জ্ঞান তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় এবং 'উমার (রা)-এর জ্ঞান অপর পাল্লায় রক্ষিত হয় তবে 'উমার (রা)-এর পাল্লাই বেশী ভারী হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'উমার (রা)-এর সাহচর্যে এক ঘণ্টা অবস্থান এক বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয় [ইস্‌তী'আব, নিবন্ধ 'উমার ফারূক (রা)]।

ইব্‌ন মাস্‌'উদ কূফায় পবিত্র কুরআন, হাদীছ ও ফিক্‌হ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষালয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত হইতেন। তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে 'আলক'ামা (র) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিষ্য ব্যতীত বহু সংখ্যক গুণগ্রাহী ভক্ত সর্বদা তাঁহার কাছে উপস্থিত থাকিতেন। বলা হয়, তাঁহার ভক্তগণ কখন তিনি গৃহ হইতে বাহির হইবেন তাহার অপেক্ষায় থাকিতেন (মুস্‌নাদ আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল)। তিনি ওয়াজ ও বক্তৃতায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অল্প কথায় সহজ ভাষায় বক্তব্য পেশ করিবার তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল (তায্‌'কিরাতুল-হু'ফফাজ', ১খ., ১৩)। দীর্ঘ বক্তৃতায় লোকে ক্লান্তি বোধ করিবে আশঙ্কা করিয়া তিনি বারংবার মিম্বারে উঠা হইতে বিরত থাকিতেন এবং অল্প সময়ে সরলভাবে বক্তব্য পেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিতেন। একবার তাঁহার ওয়াজ শুনিবার আগ্রহে বহু গুণগ্রাহীর সমাবেশ হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবি'য়া নাখ্‌'ঈ তাঁহাকে জনসমাগমের খবর পাঠান। কিন্তু তিনি খুব বিলম্ব করিয়া ঘর হইতে বাহির হন এবং বলেন, আপনারা বহুক্ষণ যাবত অপেক্ষা করিতেছেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতা আপনাদের ক্লান্ত করিবে এইরূপ আশঙ্কা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের কষ্ট হইবে ভাবিয়া মাঝে মাঝে কতিপয় দিবসের বিরতি দিয়া ওয়াজ করিতেন (মুসনাদ আহ্‌'মাদ, ১খ., ৩৭৭)।

চরিত্র ও ব্যবহার ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ অনুসরণের প্রবল আগ্রহ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র মাধুর্য ও অন্য সদ্‌গুণাবলী তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। 'আবদুর-রহ'মান ইব্‌ন ইয়াযীদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হু'য'ায়ফা (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, "আপনি আমাদেরকে এমন একজন লোকের সন্ধান দিন যিনি স্বভাব-চরিত্র ও পথনির্দেশে (হিদায়াত) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটতম আদর্শ, যাহাতে আমরা তাঁহার নিকট হইতে কিছু (নির্দেশ বা আদর্শ) গ্রহণ করিতে পারি"। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিদায়াত, চরিত্র মাধুর্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা জানেন, নবী-দরবারে ইব্‌ন উম্মে 'আব্‌দ (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ) (রা)-এর মর্যাদা সর্বোচ্চে (জামে' তিরমিযী, মানাকি'ব 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ)।

পারিবারিক জীবনে তিনি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। গৃহে প্রবেশের পূর্বে গলা খাঁকারি দিতেন এবং উচ্চস্বরে কিছু বলিতেন, যাহাতে গৃহবাসীরা তাঁহার আগমন বার্তা জানিতে পারে। তাঁহার পোশাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। হাতে একটি লৌহ আংটি থাকিত, সম্ভবত মোহরের জন্য। তিনি খাদ্যেও ছিলেন মিতাচারী। তিনি কৃশকায় ও খর্বদেহী ছিলেন। গায়ের বর্ণ গোধূমের ন্যায়। মাথায় ছিল আকর্ণ লম্বিত মনোজ্ঞ রেশমের মত বাবরী, যাহা তিনি সযত্নে বিন্যস্ত রাখিতেন। পদদ্বয় ছিল অত্যন্ত সরু যাহা তিনি লুকাইয়া রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ১ম ভাগ, ৩খ., পৃ. ১১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ৩৪২-৪৪; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গ'াবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৩খ., ২৫৬-৬০; (৩) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৬৮-৭০; (৪) সাঈদ আনসারী, সিয়ারুস, হাবাবা, দারুল-মুসান্নিফীন, আজমগড়।

আবদুল হক ফরিদী

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু'আবি'য়া (عبد الله بن معاوية) ঃ একজন আলী (রা)-পন্থী, যিনি উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কারিয়াছিলেন। আলী (রা)-এর এক পৌত্র আবূ হাশিমের মৃত্যুর পর বিভিন্ন মহল হইতে ইমামতের দাবি উঠিতে থাকে। কেহ কেহ বলিতেন, আবূ হাশিম যথারীতি মুহ'াম্মাদ ইবন 'আলী 'আব্বাসীর নিকট ইমামতের দায়িত্ব হস্তান্তর করিয়া গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলিতেন, আবূ হাশিম ইমামতের জন্য 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্র আল-কিন্দীর অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে ইমামতে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আল-কিন্দী যেহেতু তাহার অনুসারীদের নিকট আশানুরূপ প্রমাণিত হন নাই, সেহেতু তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং আলী (র)-এর ভ্রাতা জা'ফার (রা)-এর এক প্রপৌত্র 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে নিজেদের ইমাম বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার দাবি ছিল, উলূহিয়্যাত ও নবূওয়াত উভয়টি তাহার মধ্যে একত্র হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্‌র আত্মা (পুনর্জন্মের মাধ্যমে) জন হইতে জনান্তরে স্থানান্তরিত হইয়া সর্বশেষে তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এইজন্য তাহার অনুসারিগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। এইভাবে তিনি নিজেকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী বলিয়াও দাবি করেন। মুহ'াররাম ১২৭/অক্টোবর ৭৪৪ সালে 'আবদুল্লাহ কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাহার বহু অনুসারী, বিশেষ করিয়া যায়দিয়্যাগণ (দ্র.) তাহার সংগে বিদ্রোহে যোগ দেয়। যায়দিয়্যাগণ কূফার দুর্গটি দখল করে এবং ইহার ওয়ালীকে বিতাড়িত করে। কিন্তু শীঘ্রই ইরাকের শাসক 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন 'আবদুল-'আযীয তাঁহার সকল প্রকার চেষ্টা-তদবীরকে ব্যর্থ করিয়া দেন। যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে অস্থিরচিত্ত কূফাবাসিগণ (যাহারা কখনও নির্ভরযোগ্য ছিল না) তাহার পক্ষ ত্যাগ করে। একমাত্র যায়দিয়্যাগণ, 'আবদুল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে টিকিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারাও অত্যন্ত বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করে। তিনি কূফা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে মাদাইন, পরে আল-জিবাল গমন করেন। তাহার শক্তি তখন পর্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। কূফা ও অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণ তাহার পার্শ্বে আসিয়া একত্র হয়। তিনি অতি দ্রুততার সহিত ইরানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি কিছু সময় ইস্‌ফাহানে অবস্থান করেন, ইহার পর ইসতাখ্‌র চলিয়া যান। ইরাক ও খুরাসানে বিশৃংখলার ফলে ইরান সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে আল-জিবাল, আহ্ওয়ায, ফার্‌স ও কিরমানের এক বিরাট অঞ্চলে 'আবদুল্লাহ স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হন নাই। যেই সমস্ত খারিজী টাইগ্রীস নদীর তীরে দ্বিতীয় মারওয়ানের সংগে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা পিছনে হটিয়া 'আবদুল্লাহ্‌র পক্ষাবলম্বন করে। খলীফার কিছু সংখ্যক বিরুদ্ধবাদীও কয়েকজন আব্বাসীসহ আবদুল্লাহ্‌র দলে যোগদান করে। কিন্তু তথাপি তিনি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা রক্ষায় অসমর্থ হন। মারওয়ান তাহার একজন সেনাপতি আমের ইব্‌ন দুবারাকে খারিজীদের দমনের নির্দেশ দেন। তিনি তাঁহার সৈন্যসমেত 'আবদুল্লাহর রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহার শাসনের বিলুপ্তি সাধন করেন। ১২৯/৭৪৬-৪৭ সালে 'আবদুল্লাহ মারূউশ্-শাযান নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন এবং পলাইয়া খুরাসান চলিয়া যান, যেখানে বিখ্যাত আব্বাসী সেনাপতি আবূ মুসলিম তাহাকে হত্যা করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার অনুসারিগণ, যাহাদেরকে আল-জানাহি'য়্যা (দ্র.) বলা হইত, এইরূপ বলিতে থাকিত যে, তিনি এখনও জীবিত এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। অপরদিকে হ'ারিছিয়্যা বিশ্বাস করিত, তাঁহার রূহ' ইসহ'াক' ইব্‌ন যায়দ ইবনিল-হ'ারিছ আল-আনস'ারীর দেহে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ, ১৮৭৯ প.; (২) ইব্‌নুল-আছীর, ৫খ, ২৪৬; (৩) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ, ৪১ প., ৬৭, ১০৯; (৪) শাহরাস্তানী, পৃ. ১১২-১১৩, (অনু. Haarbrucker, ১খ, ১৭০); (৫) আগ'ানী, সূচী; (৬) G. Weil, Gesch d. Chalifen; (৭) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১০খ, ২৫, ৩৩; (৮) আয্-যিরিকলী, আল-আ'লাম, নিবন্ধ, বিশেষত গ্রন্থপঞ্জী; (৯) Wellhausen, Das arab Reich, ২৩৯; (১০) ঐ লেখক, Die rel.-pol. opposition- sparteien, in Abh. G. W. Gott., ৫/২খ, ৯৮ প.; (১১) Caetani এবং Gabrieli, Onmasticon, ২খ, ৮৫৩।

K. V. Zettersteen (E. I.[2])/ এ.এন.এম. মাহাবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ্ ইবন মুতী' (عبد الله بن مطيع) ঃ ইব্‌নিল-আসওয়াদ আল-আদাবী মদীনায় প্রথম ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হ'ান্‌জ'ালা (দ্র.)-র সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রথম ইয়াযীদের সিংহাসনে আরোহণের পর মদীনায় উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া প্রথমে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুত'ী' মদীনা ত্যাগ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা) [দ্র.] তাঁহাকে মদীনায় থাকার পরামর্শ দেন। এই বিষয়ে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা)-এর যুক্তি গ্রহণ করেন এবং মদীনায়ই থাকিয়া যান। মদীনার অধিবাসিগণ নূতন খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি শহরের কুরায়শী অংশের নেতৃত্ব দান করেন এবং যুল-হিজ্জা ৬৩/আগস্ট ৫৮৩ তারিখে হ'াররা-র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনাবাসিগণ পরাজয় বরণ করিলে তিনি মদীনা হইতে পলাইয়া মক্কায় উমায়্যা বিরোধী 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (দ্র.)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁহাকে রামাদান ৬৫/ এপ্রিল ৬৮৫ সালে কূফার গভর্নর (ولى) নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরেই তিনি শী'আ ভাগ্যান্বেষী আল-মুখতার ইব্‌ন আবী 'উবায়দ (দ্র.) কর্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি আল-মুখতারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া (সম্ভবত তাঁহার সেনাপতি ইবরাহীম ইব্‌নুল-আশ্‌তারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে) পদত্যাগ করিয়া বসরা চলিয়া যান। পরে মক্কায় গিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রের সৈন্যদলে অংশগ্রহণ করেন। ৭৩/৬৯২ সালে ইব্‌নুয-যুবায়রের সহিত তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বালাযুরী, আনসাব, ৫খ., নির্ঘণ্ট; (২) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৫খ., ৪৮, ১০৬ প.; (৩) ত'াবারী, ২খ., ২৩২ প.; (৪) ইব্‌নুল-আছীর, ৪খ., ১৪প. ; (৫) ইব্‌ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, মুদ্রণ ছারওয়াত উক্কাশা, তা. বি., পৃ. ৩৯৫ প.; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮খ., ৩৪৫; (৭) আয্-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ঐ

শিরোনামে মূল উৎস; (৮) আয-য'াহাবী, সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, ৩খ., নির্ঘণ্ট; (৯) G. Weil, Gesch. d. Chal., নির্ঘণ্ট, H. Lammens, Le califat de Yazid ler ২১৪ প. (-MFOB, ৫খ., ২১২ প.); (১০) Caetani-Gabrieli, onomasticon, ২খ., ৯২২।

K. V. Zettersteen-CH. pellat (E. I. 2) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (দ্র. মক্কা)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ (عبد الله بن محمد التعائشي) ঃ আত্-তা'আইশী, তাঁহার নামের উচ্চারণ সর্বদাই 'আবদুল্লাহি করা হইয়া থাকে, তিনি সূদানী মাহ্দী মুহ'াম্মাদ আহ'মাদ (দ্র.)-এর উত্তরাধিকারী এবং আওলাদ উম্ম সুররা-র অন্তর্ভুক্ত, যাঁহারা দারফুরের তা'আইশা গোত্রের গবাদি পশু পালনকারী (বাক্কারা) আরব উপগোত্র জুবারাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বলা হয়, তাঁহার প্রপিতামহ, যিনি তিউনিসিয়ার একজন শারীফ ছিলেন, উক্ত গোত্রের একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মুহ'াম্মাদ ইব্ন আলী কার্‌রার-এর ডাকনাম ছিল তুরশায়ন (কুৎসিত ষাঁড়)। ধার্মিকতা ইহাদের খানদানী দাবি ছিল। পিতা-পুত্র উভয়ে খ্যাতনামা ফাক'ীহ ছিলেন। যুবায়র রাহমা, যিনি একজন ব্যবসায়ী-অভিযাত্রী ও দারফুরের বিজেতা, তিনি বলেন, দারফুরের যুদ্ধে (১৮৭৩ খৃ.) তিনি 'আবদুল্লাহিকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং 'আবদুল্লাহি তাঁহার হাতে নিহত হওয়া হইতে কোনক্রমে রক্ষা পান, এমনকি তখনও তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত মাহদীর তালাশে ছিলেন। তাঁহার পিতা তুরশায়ন কুরদুফানের জিম'আ গোত্রে মারা যান। কাহিনী আছে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভবিষ্যত মাহ্দী মুহ'াম্মাদ আহ'মাদের অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মুহ'াম্মাদ আহ'মাদের জাযীরায় থাকা অবস্থায় যখন তিনি নিজেকে মাহদী ঘোষণা করেন, তখনও 'আবদুল্লাহি তাঁহার সান্নিধ্যে ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আহ'মাদের দা'ওয়াতের উপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। তাবলীগ ও জিহাদের বৎসরগুলিতে (১৮৮১-৮৫ খৃ.) তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠতম পরামর্শদাতা ছিলেন। খারতূম বিজয়ে (জানুয়ারী ১৮৮৫) 'আবদুল্লাহির নেতৃত্বের বিশেষ অবদান ছিল। ১৭ রাবী'উল-আওওয়াল, ১৩০০/২৬ জানুয়ারী, ১৮৮৩ সালের এক চিঠিতে মাহ্দী, 'আবদুল্লাহিকে আস-সি'দ্দীক উপাধিতে ভূষিত করিয়া স্বীয় খলীফা ও মাহ্দী বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। উমদুরমান (Omdurman) নামক স্থানে মাহ্দীর মৃত্যু হইলে (২২ জুন, ১৮৮৫) 'আবদুল্লাহি নব্য মাহদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি মাহ্দীর দাওয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেও অনেক অলৌকিক যোগ্যতার দাবিদার ছিলেন, সেহেতু মাহ্দীর ধর্মবিধি দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি পালন করিতেন, অথচ নিজের ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বৈষয়িক উদ্দেশ্যও অবহেলা করেন নাই। এই উদ্দেশেই তিনি মাহ্দীর নিকটাত্মীয়দের (আশরাফ) সকল প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করেন এবং ধার্মিকতার মিথ্যা দাবিদার ও প্রভাবশালী গোত্রপ্রধানদের বিরোধকে সফলতার সঙ্গে দমন করেন। তিনি নিজে সামরিক নেতা ছিলেন না, কিন্তু তিনি কয়েকজন যোগ্য আমীরের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার শাসনের প্রথম বৎসরেই সেই সমস্ত সামরিক ঘাঁটি অধিকার করিয়াছিলেন, যাহা মিসরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। 'আবদুল্লাহির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের গভর্নর দুঃসাহসী 'উছমান দিগ্না (দ্র.) Suakin কেন্দ্রিক এ্যাংলো-মিসরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে আংশিক সফলতার সহিত কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে মাঝে মাঝে বিরতিসহ আবিসিনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাহ্দী বাহিনী Gondar লুণ্ঠন করে। ৯ মার্চ, ১৮৮৯ সালে কাল্লাবাতের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সম্রাট John-এর মৃত্যু হইলে আবিসিনিয়ার বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়। তাঁহার কর্মনীতি বাস্তবায়নে তিনি কুরদুফান ও দারফূরের সেই সমস্ত বাক্কার গোত্রসমূহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যাহাদেরকে তিনি মধ্যসূদানে পুনর্বাসিত করিয়াছিলেন। তাহারা সুবিধাবাদী লুণ্ঠনবাজ শ্রেণী হিসাবে সেইখানে দুর্নাম অর্জন করে। তাঁহার একান্ত বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা ইয়াক্'ব। জানা যায়, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'উছমান শায়খুদ্দীনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

তাঁহার শাসনামলের প্রথম শোচনীয় ঘটনা ছিল তুশ্কী যুদ্ধে পরাজয় (৩ আগস্ট, ১৮৮৯)। এই যুদ্ধে মাহ্দী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন 'আবদুর রহ'মান আন্-নাজুমী। তিনি অপর্যাপ্ত সৈন্যসহ মিসর আক্রমণ করিয়াছিলেন। 'আবদুল্লাহি যে অঞ্চলের উপর নিরংকুশ ক্ষমতাসহ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, ক্রমাগত যুদ্ধ ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ভীতিপ্রদ দুর্ভিক্ষে তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বৃটিশ সরকার সূদান পুর্নদখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাঁহার শাসনের সমাপ্তি ঘটে। এই সময় মিসরের নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে ছিল। Dongola অধিকারের (১৮৯৬ খৃ.) পর এ্যাংলো-মিসরীয় বাহিনী উমদুরমানের দিকে অগ্রসর হইয়া মাহ্দী বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে (২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮)। 'আবদুল্লাহি কুরদুফানে পলাইয়া যান, তথায় তিনি বহু সংখ্যক অনুসারীর সহযোগিতায় এক বৎসর পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করেন। উম্ম দুবায়কারাতের সর্বশেষ যুদ্ধে (২৪ নভেম্বর, ১৮৯৯) তিনি সাহস ও বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন।

মাহ্দী ও তাঁহার অনুসারীদের দাবি (বিশ্বাস) ছিল, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স) ও প্রথম যুগের মুসলমানদের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। মাহ্দী ধর্মমত গ্রহণের জন্য 'আবদুল্লাহি তুরস্কের সুলতান, মিসরের খেদিব ও ইংলন্ডের রাণীর নিকট যেই সমস্ত চিঠিপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে ইহা প্রকাশ পায়, মাহ্দী ধর্মমত কালপ্রবাহের বিপরীত। যদিও তিনি বহির্দেশীয় শত্রু ও সন্দেহভাজন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করিয়াছেন এবং স্বীয় অঞ্চলের মৌল স্বার্থকে সামনে রাখিয়া শাসন করিতেছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার গোঁড়া বিশ্বাসে স্থির ছিলেন এবং বাক্কারী আরব গোত্রের আদিম রীতিনীতির অনুগত ছিলেন। ইউরোপীয় লেখকগণ তাঁহার শাসনামলের নির্মমতা, কঠোরতা ও বর্বরতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। সূদানী কাহিনীতে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সরলতা, মেহ্মানদারি ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ও দাসীদের গর্ভজাত ২১ জন পুত্র এবং ১১ জন কন্যা ছিল। যেই সমস্ত সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গিয়াছিল তাহাদেরকে ইহাতে গণনা করা হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F.R. Wingate, Mahdiism in the Egyptian Sudan, লন্ডন ১৮৯১ খৃ.; (২) J. Ohrwalder, Ten years captivity in the Mahdi's Camp, অনু. F.R. Wingate, ১৮৯২ খৃ., বহু সংস্করণ; (৩) R. Slatin, Fire and sword in the Sudan, অনু. F. R. Wingate, লন্ডন ১৮৯৬ খৃ., অনেকবার মুদ্রিত; (৪) নাউম শুকায়র, তারীখুস-সূদান, কায়রো ১৯০৩ খৃ. (অনেক মূল দলীল রহিয়াছে); (৫) J. A. Reid, Some notes on the Khalifa Abdullahi, Sudan Notes and Records, ১৯৩৮, পৃ. ২০৭ প. (মৌলিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত); (৬) A. B. Theobald, The Mahdiyya, লন্ডন ১৯৫১; (৭) সূদান (পূর্ব) ও মুহাম্মাদ আহমাদ শীর্ষক নিরন্ধের বরাতসমূহ দ্র.; (৮) আবদুল্লাহির শাসনামলের সরকারী নথিপত্র, যাহাতে ৫০,০০০ দলীল-দস্তাবেয রহিয়াছে, ইহা খারতুমে সংরক্ষিত আছে।

S. Hillelson (E.I.²)/ এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (عبد الله بن محمد) ঃ ইব্‌ন 'আব্‌দির রাহ'মান আল-মারওয়ানী, কর্ডোভার সপ্তম উমায়্যা আমীর। তিনি স্বীয় ভ্রাতা আল-মুনযি'রের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ১৫ সাফার, ২৭৫/২৯ জুন, ৮৮৮ সালে 'উমার ইব্‌ন হাফসূনের বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল বোবাশতার (Bobastro) দুর্গের সম্মুখে নিহত হইয়াছিলেন। আল-মুনযি'রের মৃত্যুর অবস্থা হইতে সন্দেহ হয়, 'আবদুল্লাহও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন না। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁহার বয়স ছিল চুয়াল্লিশ বৎসর। 'আবদুল্লাহ ২২৯/৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১ রাবীউল আওয়াল, ৩০০/১৬ আগস্ট, ৯১২ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার শাসনকাল ছিল পঁচিশ বৎসর। জীবনীকার ইব্‌ন হ'ায়্যানের রচিত অক্সফোর্ড পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আল-মুক্‌তাবিস গ্রন্থে তাঁহার শাসনামলের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবত পাণ্ডুলিপিটি পণ্ডিতদের নিকট পরিচিত ও ব্যবহৃত। ১৯৩৭ সালে M. M. Antuna কর্তৃক ইহার একটি ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণ প্যারিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চরিতকারগণ তাঁহার জীবনী আলোচনায় তাঁহার নির্দয়তা ও সন্দেহপরায়ণতার কথা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার মিতাচারিতা, তাক'ওয়া ও ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য, তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে এক সংকটময়কালে স্পেনে উমায়্যা বংশকে টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং কৃতিত্বের সংগে অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সংকটের মুকাবিলা করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া স্পেনের সেই সমস্ত বিদ্রোহ যাহা মুওয়াল্লাদগণ এবং সেভিল ও এল্‌ভিরার সম্ভ্রান্ত আরবদের স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। অধিকতর বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. 'স্পেনের উমায়্যাগণ'।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Esp. Mus., ১খ., ৩২৯ (আরবী উৎসসমূহের তালিকা, টীকা ১), ৩৯৬; (২) Dozy, Hist. Mus. Esp.², ২খ., ২১-৯৩।

E. Levi-Provencal (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী (عبد الله بن محمد بن على) ঃ ইব্‌ন আবূ ইসমাঈল 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিল-মানসূ'র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী মানসূ'র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-আনস'ারী, ২ শা'বান, ৩৯৬/৪ মে, ১০০৬ শুক্রবার হিরাত-এর পুরাতন কিলআ কুহিনদায়ে জন্মগ্রহণ করেন (নাফাহ'াতুল উনস, কলিকাতা, পৃ. ৩৭৭; রিদা কুলী হিদায়াত, রিয়াদুল-'আরিফীন, পৃ. ৫০; মাজমা'উল-ফুস'াহ'া, ১খ., ৬৫)। ইনি তাফসীর, হ'াদীছ, আরবী ভাষা, আনসাব (কুলজী) ও ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেই বলিতেন, তিনি সত্তর বৎসর যাবৎ বিদ্যা শিক্ষা ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন (আন-নাফাহ'াত, পৃ. ৩৮৫; সাফীনাতুল-আওলিয়া, পৃ. ১৬৬)। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে তিনি বাগদাদ ও রায়-এ সফর করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ইবন আহ'মাদ জারুযী, য়াহ'য়া ইবন 'আম্মার আস্-সিজ্যী, আবূ য'ার আল-হারাবী প্রমুখ যুগ-গৌরব পণ্ডিতগণের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জন্মভূমি হিরাতের বিভিন্ন শায়খ ও জ্ঞান-সাধকদের নিকট হইতে হ'াদীছশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। এই বিষয়ে তিনি এতই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তিন লক্ষ হ'াদীছ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল (আয-য'াহাবী), তায'কিরাতুল হুফফাজ', ৩খ., ৩৫৪-৬০; আস্-সুয়ূতী, তাবাকাতুল-হুফফাজ', ৩খ., ২৪)। তাসাওউফের ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে। তিনি উচ্চ স্তরের সূ'ফী ও আন্‌স'ারী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিরাত ও খুরাসান অঞ্চলে এই তারীকার বহু অনুসারী পাওয়া যায়। শায়খ আবুল হ'াসান খরক'ানী (দ্র. তায'কিরাতুল-আওলিয়া, সম্পা. Nicholson, ২খ., ২০১, ২৫১) তাঁহার প্রধান মুরশিদ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আবূ 'আলী যার্‌গার, ইসমা'ঈল দাব্‌বাস, আবূ মুহ'াম্মাদ হ'াফস কুর্‌তী, শায়খ আম্মু প্রমুখ সূফীও তাঁহার মুরশিদগণের অন্তর্ভুক্ত। তাস'াওউফ সাধনার শুরুতে তিনি ইবন নাসরিল মালীনী (?)-এর নিকট হইতেও দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন (নাফাহাতুল উনস, নওল কিশোর, পৃ. ৩৯০; তায'কিরাতুল-আওলিয়া, সম্পা. Nicholson, ২২খ., ২০১)। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি। এতদ্ব্যতীত জাহিলী ও ইসলামী যুগের বহু কবিতাও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। পীর আনসারী, পীর হিরা বা হিরাত ছিল তাঁহার কবি নাম। তাঁহার কবিতায় তাস'াওউফের প্রভাব প্রধান। ফারসী ভাষায় তিনি তিনটি দীওয়ান রচনা করিয়াছিলেন (কাশফুজ-জু'নূন, ৩খ., ২৯৩), যাহা বর্তমানে অপ্রাপ্য।

তিনি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (দ্র.)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। স্বীয় বিশ্বাস ও আকীদায় তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর ছিলেন। তাঁহার উক্তি ছিল, مذهب احمد احمد مذهب অর্থাৎ 'আহ'মাদের মায'হাবই অধিক প্রশংসনীয় মায'হাব'। তিনি বিদ'আত (দ্র.)-পন্থীদের কঠোর বিরোধী ছিলেন। মুতাকাল্লিম (দ্র. কালাম)-দেরও তিনি বিরোধী ছিলেন (দ্র. ইব্‌ন আবী য়া'লা, ত'াবাক'াতুল-হ'ানাবিলা, দামিশক, পৃ. ৪০১)। এই উগ্র মতামতের কারণে শাসকদের সহিতও তাঁহার মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে একাধিকবার তাঁহাকে নির্বাসিত হইতে হয় (তায'কিরাতুল- আওলিয়া, ২খ., ২০৪)। শেষবার তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ওয়াযীর নিজামুল-মুলক তূসীর প্রভাবে তাঁহার নির্বাসনদণ্ড রহিত করা হয় এবং তিনি হিরাতে ফিরিয়া আসেন (A. J. Arberry-র প্রবন্ধ Islamic Calture, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৩৬৯)। উক্ত শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন যুলহিজ্জা মাসে (আস্-সুয়ূতী, ত'াবাক'াতুল- হু'ফ্‌ফাজ', ৩খ., ২৪; ভিন্নমতে ৯ রাবীউল-আখির (সাফীনাতুল-আওলিয়া, পৃ. ১৪৪;

খাযীনাতুল-আওলিয়া, ২খ., ২৩৬) হি. ৪৮১ সালে এবং তাঁহাকে বাসস্থানের নিকটে গাযারগাহ-এ দাফন করা হয়। তাঁহার মাযারে বহু লোক যিয়ারতের উদ্দেশে আগমন করে (মাযারের বিবরণ C. E. Yates, Notrhern Afghanistan, ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত)।

নাফাহ'াতে তাঁহাকে শায়খুল-ইসলাম উপাধি সহযোগে উল্লেখ করা হইয়াছে। খলীফা আল-মুক'তাদী বিল্লাহ তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সারা জীবন দারিদ্র্য, অনাহার ও অর্থকষ্টের ভিতর অতিবাহিত করেন।

তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ত'াবাকাতুস সূফিয়্যা, মানাযিলুস-সাইরীন, য'ামমুল-কালাম ওয়া আহ্লুহ, আনওয়ারুত-তাহ'কীক', আরবাঈনা ফিস্-সিফাত, কানযুস-সালিকীন (যাদুল-আরিফীন বা গান্জ নামাহ্), তাফসীর কুরআন বা-যাবান দারুবীশান, রিসালা মুনাজাতে (ইলাহী নামাহ্), তুহ্ফাতুল-উযারা বা নাসীহাত নামা-ই নিজামুল-মুলক ও কিতাব-ই আসরার। তাবাকাতুস-সুফিয়্যা-র পাণ্ডুলিপির ফটোকপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে যাহা ইসতাম্বুলের নাফিয পাশা গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত। তিনি তাঁহার তাসাওউফ সম্পর্কিত রচনাবলীতে ফানা ফিত-তাওহীদ (অর্থাৎ একত্বে লীন হওয়া)-এর তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার গদ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দময়, চিত্তাকর্ষক ও সাবলীল। সূফীগণের মধ্যে তৎপ্রণীত রিসালা মুনাজাত অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইউরোপ, ভারত উপমহাদেশ ও ইরানে ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক Arberry বলেন, সূফী কাব্যে 'আবদুল্লাহ আনসারী এমন এক রীতির উদ্ভাবক যাহার প্রভাব ইরানী সূফী কবি, যেমন হ'াকীম সানাঈ, খাওয়াজা ফারীদুদ-দীন আততার, সা'দী শীরাযী, খাওয়াজা হ'াফিজ ও মাওলানা জামীর রচনাতেও পরিলক্ষিত হয় (Islamic Culture, ১৯৩৬ খৃ. পৃ. ৩৬৯)।

খাওয়াজা আনসারীর বহু সংখ্যক শিষ্যের মধ্যে আবুল ওয়াক্'ত 'আবদুল-আওয়াল ইব্ন 'ঈসা আস-সিজযী, আবুল-ফাত্হ' মুহ'াম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-কামী প্রমুখ বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের নামোল্লেখ করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্-কাদী আবুল-হুসায়ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী য়া'লা 'হাম্মাদ ইব্নিল-হুসায়ন ইব্নিল-ফার্রা (মৃ. হি. ৫২৬), শাম্সুদ-দীন ।ন-নাবুলুসী কর্তৃক সংক্ষেপিত), তাবাকাতুল-হানাবিলা আহমাদ উবায়দ-এর সংশোধন ও টীকাসমেত, দামিশক, ১৩৫০ হি., পৃ. ৪০০-৪০১; (২) আবুল-ফারাজ আবদুর রাহমান ইব্নু রাজাব, তাবাকাতুল-হানাবিলা (হাশিয়্যা); (৩) আয্-যাহাবী, তারীখুল-ইসলাম, হি. ৪৮১ শিরোনামে; (৪) আস-সুয়ূতী, তাবাকাতুল-মুফাসসিরীন, পৃ. ১৫; (৫) আস্-সুবকী, তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়্যাতিল-কুবরা, ৩খ., ১১৭; (৬) সুলতান হুসায়ন মীরযা, মাজালিসুল-উশশাক, পৃ. ৫৬; (৭) আল-য়াফিঈ, মিরআতুল জানান, হি. ৪৮১ শিরোনামে; (৮) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফিয়্যাত, ইস্তানবুল সং. দেখুন Gabrieli, পৃ. ১০৫); (৯) হামদুল্লাহ আল-মুস্তাওফী, তারীখ গুযীদা, পৃ. ৭৮৫-৮৬; (১০) ইব্ন ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৩খ., ৩৬৫-৬৬; (১১) গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতুল আসফিয়া, ২খ., ২৩৫-৩৬; (১২) মুহাম্মাদ আমীন রাযী, হাফত ইকলীম, অনু. পৃ. ৬১৯; (১৩) লুতফ আলী বেগ আযার, আতাশকাদাহ, রাজমারা-ই আওওয়ালীন, শুআরা-ই ঈরান শিরোনামে, অনু. পৃ. ২৮৭; (১৪) আবূ তালিব ইসফাহানী, খুলাসাতুল-আফকার, হাদীক-ই আওওয়াল, অনু. পৃ. ২; (১৫) আহমাদ আলী সানদীলাবী, মাখযানুল- গারাইব, অনু. পৃ. ৪; (১৬) মুঈনুদদীন ইসফিযারী, রাওদাতুল-জান্নাত ফী আওসাফি মাদীনাত হিরাত, পৃ. ৪৫০; (১৭) ফাসীহুদ-দীন আহমাদ খাওয়াফী, মুজমাল ফাসীহী হি. ৪৮১ শিরোনামে; (১৮) মা'সূম আলী শীরাযী, তারাইকুল-হাকাইক, ২খ., ১৬২-৬৩; (১৯) হাজজী খালীফা, কাশফুজ জুনূন, ১খ., ৪৩, ৩খ., ২৯৩. ৫২৬; (২০) ওয়ালিহ দাগিস্তানী, রিয়াদুশ-শুআরা, আবদুল্লাহ আনসারী শিরোনামে; (২১) Rieu, বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি তালিকা, ১খ., ৩৫; (২২) খারীদাতুল-কাসর (লাইডেন তালিকা), দ্বিতীয় সং., ১খ., ২১৭; (২৩) R. Levi, in JRAS, ১৯২৯ খৃ., ১০৩-১০৬; (২৪) W. Ivnaow, in JRAS, ১৯২৩ খ. ১খৃ., ৩৪ ও ৩৩৭-৩৮২; (২৫) JRAS, ১৯৩৯ খৃ., ৫খ., ২০৫-২৫৫: (২৬) Der-Islam. ২২ (১৯৩৪ খৃ.) ঃ ২খ., ৯৩ ও ১৭ (১৯২৮ খৃ.) ঃ ৩-৪ ও ২৫৫; (২৭) Islamica, ৩ (১৯২৭ খৃ.) : ১, ৭-১৫; (২৮) Broekclmann, ১খ., ৪৩৩ ও পরিশিষ্ট ১খ, ৭৭৩-৭৫; (২৯) Browne, Literary Hist. of Persia, ২খ., ২৪৬, ২৫৬ ও ২৬৯-৭০; (৩০) C.A Storey, Persian Literature, ১খ., ২, ৯২৪-৯২৭; (৩১) আবদুল-জাব্বার, তারীখ হিরাত; (৩২) হ'সায়ন ইব্ন গি'য়াছুদ-দীন মাহমূদ, খায়রুল-বায়ান, পত্র ১৯০ খ.; (৩৩) Ethe, ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা, (নির্ঘণ্টে আবদুল্লাহ আনসারী ও পীর-ই হিরাত শিরোনামে)।

বায্মী আনাসরী (দা.মা.ই.)/ ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইবন মূসা (عبد الله بن موسى) ঃ ইব্ন নুস'ায়র মাগরিব ও স্পেন বিজয়ী মূসা ইব্ন নুস'ায়র (দ্র.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতা স্পেন অভিযানে চলিয়া গেলে তিনি ইফরীকিয়ার শাসনকার্য পরিচালনাল দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন (৯৩/৭১১)। ত'ারিক' খালীফা ওয়ালীদ-এর নিকট মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে খলীফা তাঁহাকে সিরিয়ায় ডাকিয়া পাঠান। মূসা সিরিয়া গমনের পূর্বে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। সিরিয়া হইতে মূসা আর ফিরিয়া আসেন নাই। খলীফা সুলায়মান যখন দেখিলেন, ইফরীকিয়া মূসার প্রথম পুত্র (আবদুল্লাহ্) দ্বারা, স্পেন দ্বিতীয় (পুত্র আবদুল আযীয) দ্বারা, মাগরিব তৃতীয় পুত্র আবদুল মালিক দ্বারা শাসিত, তখন তাঁহার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। অতএব খলীফা মূসার পরিবারকে অবমাননা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে খলীফা ৯৬/৭১৪-১৫ সালে আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন য়াযীদকে ওয়ালী নিযুক্ত করেন, যিনি ৯৭/৭১৫ সালে উক্ত পদে যোগদান করেন। আবদুল্লাহর শেষ পরিণতি কি হইয়াছিল তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। কথিত আছে, য়াযীদ ইব্ন আবী মুসলিমকে হত্যার ব্যাপারে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং খলীফা য়াযীদ ইব্ন আবদিল মালিকের নির্দেশে ১০২/৭২০ সালে বিশ্র ইবন্ সাফওয়ান কর্তৃক তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁহার খণ্ডিত মস্তক খলীফা য়াযীদ ইব্ন আবিদিল মালিকের নিকট সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন ইযারী, ১খ., নির্ঘণ্ট; (২) বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ২৩১; (৩) ইব্ন তাগরীবিরদী (সম্পা. Juynboll Matthes), ১খ., ২৬১; (৪) ইব্ন আবলিদ হাকাম, ফুতূহ ইফরীকিয়া, সম্পা. Gateau, আলজিরিয়া ১৯৪৭ খৃ. নির্ঘণ্ট।

R. Basset (E.I.2) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্ন যাম্'আ (عبد الله بن زمعة) ঃ পিতার নাম যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ, মাতা কারীবা বিন্ত আবী উমায়্যা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা)-র ভগ্নী। ইব্ন যাম'আ কুরায়শ গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মদীনায় বসবাস করিতেন (আল-ইস্তী'আব, ১খ., ৩৫৪)। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে শরীক হইতেন। আবূ বাক্র ইবন 'আবদির-রাহ'মান ও 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করেন (উসদুল-গ'াবা, ৩খ., ১৬৪)। খালাতো ভগ্নী যায়নাব বিন্ত আবী সালামা (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে আবদুর রাহমান, য়াযীদ, ওয়াহব, আবূ সালামা কাবীর, আবূ উবায়দা, কারীবা, উম্মু কুল্‌ছূম ও উম্মু সালামা জন্মগ্রহণ করেন (তাবাকাত, ৮খ., ৪৬১)। তাঁহার পিতা যাম'আ ও চাচা 'আক'ীল বদরের যুদ্ধে নিহত হন। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই (ইসতী'আব, ১খ., ৩৫৫)। আবূ হ'াসসান আয-যিয়াদীর বর্ণনামতে তিনি ৩৫ হিজরীতে 'উছমান (রা)-এর আমলের দুষ্কৃতিকারীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন (আল-ইসাবা, ২খ., ৩১১)। তাঁহার পুত্র য়াযীদ য়াওমুল হ'াররাতে (য়াযীদ ইবন মুআবি'য়ার আদেশে মদীনা আক্রমণের দিন) মুসলিম ইবন 'উক'বার হাতে নিহত হন (ত'াবাক'াত, ৩খ., ১৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ., ৪৬১; (২) ইব্ন হ'াজার আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১২৩৮ হি., ২খ., ৩১১; (৩) ইবনুল আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭হি, ৩খ., ১৬৪, ১৬৫; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্, আল-ইসতী'আব, ১খ., ৩৫৪, ৩৫৫; (৫) ইবন হ'াজার 'আসক'ালানী, তাকর'ীবুত-তাহয'ীব, ১খ., ৪১৬; (৬) আয-য'াহাবী, তাজরীদু আসমাইস- স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩১১।

ড. আবদুল জলীল

আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আসি'ম (عبد الله بن زيد بن عاصم) ঃ (রা) ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমর আল-আন্‌স'ারী আল-খাযরাজী আল-মাযিনী। ইব্ন উম্মি আম্মারা নামে পরিচিত এবং আবূ মুহ'াম্মাদ ছিল তাঁহার উপনাম। বদর যুদ্ধে তাঁহার অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম বলিয়াছেন, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবূ 'উমার ও ইব্ন 'আবদিল বার বলিয়াছেন, তিনি উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। ইবনুল আছীর-এর মতে শেষোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য। খলীফা ইবন খায়্যাত' ও অন্যদের মতে তিনি মুসায়লামাতুল কায'য'াব-এর হত্যাকারী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হ'াবীব ইব্ন যায়দকে মুসায়লামা হত্যা করিয়া টুকরা টুকরা করিয়াছিল। সুতরাং 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ তাঁহার ভ্রাতার প্রতিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসায়লামার হত্যাকাণ্ডে ওয়াহ্'শী ইবন হ'ারবও তাঁহার আগে শরীক ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁহারা উভয়ে অংশগ্রহণ করেন। ওয়াহ্'শী মুসায়লামার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করেন এবং 'আবদুল্লাহ তরবারির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। তিনি নবী কারীম (স) হইতে উযুর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। য়াযীদ ইবন মু'আবি'য়ার খিলাফতকালে (৬৩ হি.) হাররার যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৬৭-৬৮; (২) ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবাঃ মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩১২, সংখ্যা ৪৬৮৮; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩১২, সংখ্যা ৩২৯৫।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা (عبد الله بن زيد بن ثعلبة) ঃ (রা) ইব্ন আবদিল্লাহ (ভিন্নমতে আব্দ রাব্বিহ) আল-খাযরাজী, আল-হ'ারিছী এবং আল-আন্‌স'ারী, উপনাম আবূ মুহ'াম্মাদ। তিনি আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে নবী কারীম (স)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি আযান-এর হাদীছ বর্ণনা করেন। আযান-এর বিস্তারিত বিবরণ স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মাসজিদুন নাবাবীর প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পর তিনি ঐ স্বপ্ন দেখেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) স্বপ্নের মাধ্যমে যেভাবে আযান ধ্বনি শুনিয়াছিলেন, ঠিক সেভাবেই আযান দেওয়ার জন্য নবী করীম (স) বিলাল (রা)-কে আদেশ করিয়াছিলেন। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন যায়দ তাঁহার পিতা হইতে রিওয়ায়াত করেন, আমি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যখন ঐ স্বপ্নের খবর দিলাম তখন তিনি বলিলেন ঃ এই স্বপ্ন সত্য। তুমি বিলালের নিকট দাঁড়াও এবং তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা তাহার নিকট বর্ণনা কর।

'উমার (রা) বিলালের আযান ধ্বনি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কসম করিয়া বলিতেছি, বিলাল যেইভাবে আযান দিয়াছে আমি ঠিক সেইভাবে স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমাকে উহা দান করা হইয়াছে।"

অনেকের মতে আযানের হ'াদীছ ছাড়া অন্য কোন সহীহ হ'াদীছ তিনি বর্ণনা করেন নাই। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন যায়দ বলেন, আমার পিতা কুরবানীর জায়গায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে কুরবানীর গোশত বণ্টন করিতেছিলেন এবং একটি অংশ তাঁহাকেও দান করিয়াছিলেন।

মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবিদিল্লাহ ইব্ন যায়দ আরো বর্ণনা করেন, তাঁহার পিতা ৩২ হি. সালে (অন্য বর্ণনা ৩৬ হি. সালে) ৬৪ বৎসর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। 'উছমান (রা) তাঁহার জানাযার সালাত পড়ান। হাকিম বলেন, তিনি উহুদ-এর যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ 'আবদুল্লাহ আল-উমারী হইতে বর্ণিত আছে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবার কন্যা একদা 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ-এর কন্যা। আমার পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।" উমার

ইব্ন আবদিল-'আযীয বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা আমার নিকট চাহিতে পার।" ইহার পর তিনি তাঁহাকে কিছু দান করিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'বাক'াত, বৈরূত তা.বি., ১খ., ২৪৬; (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৬৫-৬৬; (৩) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩১২, সংখ্যা ৪৬৮৬; (৪) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩১২, সংখ্যা ৩২৯২।

এ.এফ.এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন যুগাব আল-ইয়াদী (عبد الله بن زغب الايادى) ঃ সিরিয়ার অধিবাসী, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। আবূ যুর'আ আদ্-দিমাশক'ীর মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেন। আবার অনেকে ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন, তিনি সাহাবী নহেন। 'আবদুর রাহ'মান ইব্ন আইয ও দাম্রা ইব্ন হাবীব তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৬৪; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩১১; (৩) ইবনু 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, ১খ., ৩৫৭; (৪) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক'রীবুত-তাহযীব, ১খ., ৪১৬; (৫) আয-য'াহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহ'াবা, ১খ., ৩১১।

ড. আবদুল জলীল

'আবুদল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (عبد الله بن رواحة) ঃ (রা) আল-আনস'ারী আল-খায্রাজী আল-বাদরী আন-নাক'ীব (রা), নবূওয়াতের দ্বাদশ সালে (মার্চ ৬২২) সংঘটিত দ্বিতীয় 'আক'াবার বায়'আতে মদীনা হইতে আগত সত্তরজন আনসারের সহিত তিনিও শরীক ছিলেন। তিনি ছিলেন বারজন নাক'ীব (নেতা)-এর অন্যতম যাঁহাদেরকে মদীনার মুসলিমগণ মহানবী (স)-এর ইচ্ছা অনুসারে নির্বাচন করিয়াছিলেন। হযরত (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্যমী, বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী সহযোগী ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে মহানবী (স)-এর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কয়েকবার তিনি আবদুল্লাহকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক দায়িত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ২/৬২৩-৪-এ বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ মদীনায় পৌছাইবার জন্য 'আবদুল্লাহ (রা) ও যায়দ ইব্ন হ'ারিছা (রা)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। যু'ল-ক'া'দা, ৪/এপ্রিল ৬২৬-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বদর নামে কথিত অভিযানকালে মহানবী (স) তাঁহাকে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে মদীনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। ৫/৬২৭ সালে সম্মিলিত কাফির বাহিনী দ্বারা মদীনা অবরোধকালে চুক্তিবদ্ধ ইয়াহূদী কাবীলা বানূ কুরায়জার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হইলে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মহানবী (স) অপর দুইজন প্রভাবশালী আনসারের সহিত 'আবদুল্লাহকেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৭/৬২৮ সালে খায়বার বিজয়ের পর তথাকার ভূমির উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ৮/৬২৯ সালে মূতা যুদ্ধের সময় মহানবী (স) তাঁহাকে [যায়দ ইব্ন হ'ারিছা (রা) ও জা'ফার ইব্ন আবী ত'ালিব (রা)-এর পর] তৃতীয় সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্বতন দুই সেনাপতি শহীদ হইলে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করেন।

সামরিক দক্ষতা ও প্রতিভা ছাড়াও তাঁহার মধ্যে এমন কতিপয় গুণ ছিল যদ্দরুন মহানবী (স) তাঁহাকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। তিনি জাহিলী যুগের এমন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁহারা লিখিতে জানিতেন। এই কারণে মহানবী (স) তাঁহাকে স্বীয় লিপিকারমণ্ডলী (কাতিবীন)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মহানবী (স) বিশেষ করিয়া তাঁহার কাব্য প্রতিভার খুবই মূল্য দিতেন। আল-আগ'ানীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, মহানবী (স) তাঁহাকে হ'াসসান ইব্ন ছাবিত (রা) [দ্র.] ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা) [দ্র.]-এর সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন। 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কবিতায় লক্ষণীয় ছিল, অপর দুই কবি যেক্ষেত্রে দুষ্কর্মের জন্য কুরায়শদের নিন্দা করিতেন সেক্ষেত্রে তিনি কুফরীর জন্য তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কবিতাবলীর মাত্র পঞ্চাশটি পংক্তিই সংরক্ষিত যাহার অধিকাংশই সীরাত ইব্ন হিশামে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৩/ ২খ., ৭৯ প.; (২) ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৫৭, ৬৭৫; (৩) আত-ত'াবারী, ১খ., ১৪৬০, ১৬১০ প.; (৪) আল-আগ'ানী, ৩য় সং, ১১খ., ৮০ ও ১৫খ., ২৯; (৫) সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, ১খ., ১৬৬-৭৩; (৬) উস্দুল-গ'াবা, ৩খ, ১৫৬; (৭) আল-ইস'াবা, ৪খ., ৬৬; (৮) আয-যিরিকলী আল-আ'লাম (দ্র. ঐ ধাতু); (৯) G. Weil, Gesch. Mohammed der Prophet, 350; (১০) Rahatullah Khan, Von Einflus des Quran auf der arab. Dichtung; eine Untersuchung.... Abdallah b. Rawaha. Leipzig, 1938.

A. Schaade (E.I.[2]) / ফরীদুদ্দীন মাসউদ

সংযোজন

'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (عبد الله بن رواحة) ঃ আল-আনসারী (রা) একজন খ্যাতিমান আনসার সাহাবী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রিয় কবি ও 'আকাবার অন্যতম নাকীব। মদীনার প্রখ্যাত খাযরাজ গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাওয়াহা ইব্ন ছা'লাবা এবং মাতার নাম কাবশা বিন্ত ওয়াকিদ ইব্ন 'আমর ইব্ন ইতনাবা। তাঁহার বংশলতিকা হইল আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন ইমরিইল কায়স ইব্ন আমর ইব্ন ইমরিইল কায়স আল-আকবার ইব্ন মালিক আল-আগাব্বর ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ আল-আকবার (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩০৬)। তাঁহার উপনাম সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা আবূ মুহাম্মাদ, আবূ রাওয়াহা ও আবূ আমর। হয়তবা ইহার সবগুলিই তাঁহার উপনাম (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ৫২৫)।

নবূওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে ৭৩ জন (বর্ণনান্তরে দ্বাদশ বর্ষে, ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ খ., পৃ. ৫৮৫) পুরুষ ও দুইজন মহিলা মদীনায় মুসলিমগণের দলভুক্ত হইয়া তিনি মক্কা আগমন করিয়া আকাবার দ্বিতীয় সপথে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়আত গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে হারিছা গোত্রের নাকীব (নেতা) নিযুক্ত

করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., ১৫৭)। মক্কার মুসলিমগণ হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) মিকদাদ ইব্ন 'আমর (রা)-এর সহিত তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ছিলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের একজন সাহাবী। তিনি সর্বদা ঈমান সতেজ ও সুদৃঢ় করিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। যখনই তিনি কোন সাহাবীর সাক্ষাত পাইতেন বলিতেন, 'আইস, আমরা আমাদের প্রতিপালকের স্মরণে কিছুক্ষণ ঈমান সতেজ করি। আবুদ-দারদা (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্র স্মরণ লইতেছি সেই দিনের আগমন হইতে যেদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে বিস্মৃত হইব, তিনি সম্মুখ দিক হইতে আমার সাক্ষাত পাইলে আমার বুকে মৃদু আঘাত করিতেন এবং পিছন দিক হইতে আগমন করিলে উভয় কাঁধের মধ্যখানে মৃদু আঘাত করিয়া বলিতেন, হে 'উওয়ায়মির! বস, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান সতেজ করি। তখন আমরা বসিতাম এবং আল্লাহ্র যিকির করিতাম যতক্ষণ তিনি চাহিতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন, হে উওয়ায়মির! ইহাই হইল ঈমানের মজলিস (উসদুল গাবা, ৩খ., ১৫৭)।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কোন সাহাবীর সাক্ষাত পাইলেই বলিতেন, আইস, আমরা কিছুক্ষণ আমাদের প্রতিপালকের স্মরণে ঈমান সতেজ করি। তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সম্পর্কে বলেন, ইব্ন রাওয়াহার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন, সে এমন মজলিসকে ভালবাসে যাহার সম্পর্কে ফেরেশতাগণ গর্ব করিয়া থাকেন (আল-ইসাবা, ২খ., ৩০৬)। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিতেছিলেন, এমন সময় আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেছেন, তোমরা তাহাকে বসাইয়া দাও। তখন তিনি মসজিদের বাহিরে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা শেষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ তোমার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিন (আসকালানী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩০৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অতিশয় মহব্বত করিতেন। একবার তিনি অসুস্থ হইয়া বেহুঁশ অবস্থায় দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! যদি তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়া থাকে তবে সহজভাবে তাহা কার্যকর কর। আর যদি মৃত্যুর সময় না আসিয়া থাকে তবে তাহাকে সুস্থ করিয়া দাও।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রোগ নিরাময় হইয়া গেল (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ৫২৯; ইসাবা, ২খ., ৩০৬)। ইবাদত তথা সালাত-সাওমের প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁহার স্ত্রী বর্ণনা করেন, তিনি যখন ঘর হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা করিতেন তখন দুই রাক্'আত সালাত আদায় করিতেন, আবার বাহির হইতে যখন ঘরে আসিতেন তখনও দুই রাক'আত সালাত আদায় করিতেন, কখনও ইহা ত্যাগ করিতেন না (আল-ইসাবা, ২খ., ৩০৭)। তিনি জাহিলী যুগের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা লিখিতে জানিতেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে স্বীয় লিপিকার মণ্ডলীর (কাতিবীন) অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৫৮৮)।

আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) একজন প্রতিভাবান বীর পুরুষ ও দক্ষ সমর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। জিহাদের প্রতি তাঁহার আগ্রহও ছিল অপরিসীম। জিহাদের জন্য তিনি সর্বাগ্রে বাহির হইতেন এবং সর্বশেষে ময়দান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন (আল-ইসাবা, ২খ., ৩০৭)। তিনি বদর, উহুদ, খানদাক, হুদায়বিয়া, খায়বাব, 'উমরাতুল কাযাসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ৫২৫), তবে মক্কা বিজয় ও উহার পরবর্তী যুদ্ধগুলি ব্যতীত। কেননা সেইগুলিতে তিনি অংশগ্রহণ করার অবকাশ পান নাই। কারণ তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মুতার যুদ্ধে ৮ম হি. শাহাদাত বরণ করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., ১৫৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত সুধারণা পোষণ করিতেন। তাই তিনি তাঁহাকে বহু পৌরুষপূর্ণ ও সম্মানজনক দায়িত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনাবাসীকে ইহার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা ও যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে মদীনায় প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) মদীনার উচ্চভূমিতে সুসংবাদ পৌঁছান। তিনি সওয়ারীর উপর থাকিয়া আনসারদের বাড়ী বাড়ী গিয়া এই সংবাদ পৌঁছান (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., ২৮৪; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., ৫৭)। দ্বিতীয় বদর অভিযান কালে নবী (স) তাঁহাকে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে মদীনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। খানদাক যুদ্ধের সময় সকল সাহাবীকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) খানদাক খনন করিতেছিলেন। তাঁহার কর্মস্পৃহাকে উজ্জীবিত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

اللهم لو لا انت ما اهتدينا – ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا – وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الاولى قد بغوا علينا – اذا ارادوا فتنة ابينا

"হে আল্লাহ্! তুমি না হইলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। আমরা যাকাতও দিতাম না, সালাতও আদায় করিতাম না। তাই তুমি আমাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল কর। আমরা শত্রুর সাক্ষাত লাভ করিলে আমাদের পা অটল রাখিও। প্রথম দলের শত্রুরা আমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। তাহারা যখন ফিতনা-ফাসাদ করিতে চাহিবে তখন আমরা তাহা অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করিব" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., ৫৮৯)।

এই যুদ্ধের সময় বানূ কুরায়জার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য অপর দুই আনসারীর সহিত রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আবূ রাফি' (দ্র.)-এর হত্যার পর খায়বার-এর নেতা মনোনীত হয় উসায়র ইব্ন রাকরাম মতান্তরে ইব্ন রাযিম নামক ইয়াহূদী। আবূ রাফি'-এর ন্যায় সেও ছিল ইসলামের ঘোরতর দুশমন। সে গাতাফান গোত্রের শাখাগুলিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মদীনা আক্রমণের প্রয়াস পায়। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে রামাদান ৬ হি. তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০ (ত্রিশ) জন অশ্বারোহীকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ৫২৬; আল-ইসাবা, ২খ., ৩০৬)।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও অনুমানে পরিমাণ নির্ণয় বিশেষজ্ঞ। খায়বার বিজয়ের পর সেখানকার খেজুরের পরিমাণ অনুমান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ৫২৬)। এক বর্ণনামতে মুতার যুদ্ধে শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন (প্রাগুক্ত)।

'উমরাতুল কাযার সময় রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কায় প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাঁহার উটের রশি ধরিয়া 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন ঃ

خلوا بنى الكفار عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ضربا بزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله

"হে কাফির গোষ্ঠী! তাঁহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াও। আজ আমরা তোমাদিগকে (কুরআন কারীমের বিধান অনুযায়ী) এমন আঘাত করিব যে, নেতৃবৃন্দকে তাহাদের আরামের স্থান হইতে দূরে সরাইয়া দিবে এবং বন্ধুকে তাহার বন্ধুর কথা ভুলাইয়া দিবে।"

তখন 'উমার (রা) বলিলেন, হে ইব্ন রাওয়াহা! আল্লাহ্র হারামের মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে তুমি এই কবিতা বলিতেছ! তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, থাম, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! তাহার এই কথা নিশ্চয়ই উহাদিগকে তীর নিক্ষেপের চেয়ে অধিক কষ্টদায়কভাবে বিদ্ধ করিবে (আত-তিরমিযী, ২খ., ১০৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১খ., ২৩৫)।

তাঁহার সংরক্ষিত কবিতাবলীর অধিকাংশই সীরাত ইব্ন হিশামে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর বহু কবিতা সংরক্ষণের অভাবে কালের গর্ভে হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের জানামতে তাঁহার কোন দীওয়ান প্রকাশিত হয় নাই। ৮ম হি. জুমাদাল-উলা রাসূলুল্লাহ (স) বুসরার শাসকের নিকট হারীছ ইব্ন উমায়র আল-আযদীর মাধ্যমে এক পত্র প্রেরণ করেন। মুতা নামক স্থানে সেখানকার গাসসানী গোত্রের রোমসম্রাট নিযুক্ত শাসক শুরাহবীল ইব্ন আমর রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রবাহক দূতকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ পাইয়া তিন হাজার যোদ্ধাকে মুতাভিমুখে প্রেরণ করেন। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে তাঁহাদের নেতা নিযুক্ত করিয়া বলেন, যায়দ শহীদ হইলে জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবে। জা'ফার শহীদ হইলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) শহীদ হইলে মুসলমানগণ যাহাকে ভাল মনে করে নেতা মনোনীত করিবে। সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইবার পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) ছানিয়্যাতুল বিদা নামক স্থান পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আসিলেন। বিদায়ের সময় মদীনাবাসী তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সহীহ-সালামতে সফলকাম করিয়া ফিরাইয়া আনুন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) -এর ইহা ছিল শেষ সাক্ষাত। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকজন কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! দুনিয়ার প্রতি আমার কোনও ভালবাসা বা মহব্বত নাই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি!

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا .

"তোমাদের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে; ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (১৯ ঃ ৭১)।

তাই আমার চিন্তা হইতেছে, আমি জাহান্নাম অতিক্রম করিতে পারিব কি? লোকজন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আল্লাহ আপনাদের সঙ্গী হইবেন। তিনি সহীহ-সালামতে আপনাদেরকে ফিরাইয়া আনিবেন এবং পুনরায় আমাদের সহিত সাক্ষাত করাইবেন। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলিলেন ঃ

لكننى اسئل الرحمن مغفرة
وضربة ذات فرع يقذف الزبدا
أو طعنة بيدى حران مجهزة
بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا
حتى يقولوا اذا مروا على جدتى
يا ارشد الله من غاز و قد رشدا

"কিন্তু আমি দয়াময় আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং এমন একটি তরবারির আঘাত যাহা রক্তের ফোয়ারা বহাইয়া দেয় অথবা এমন একটি বর্শার আঘাত যাহা কলিজা ও নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। এমনকি লোকজন যখন আমার কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিবে তখন বলিবে, ওহে, কত সুন্দর গাযী যাহাকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর সেনাবাহিনী রওয়ানা হইয়া মা'আন নামক স্থানে অবতরণ করে। তাঁহারা জানিতে পারেন যে, হিরাকল মা'আব নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে এক লক্ষ রোমক ও এক লক্ষ আরব সৈন্য রহিয়াছে। মুসলিম বাহিনী দুই দিন সেখানে অবস্থান করে। কেহ কেহ বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লোক পাঠাইয়া শত্রুসৈন্যের অবস্থা জানাইয়া দেই। তিনি হয়ত আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাইবেন নতুবা অন্য কোনও নির্দেশ দিবেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাহাদের সামনে বলিলেন, হে আমার কওম, আল্লাহ্র কসম! যে শাহাদাত লাভের আশায়, তোমরা বাহির হইয়াছিলে এখন তাহাই তোমরা অপসন্দ করিতেছ! আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের বলে বলীয়ান হইয়া যুদ্ধ করি না। বরং আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে এই দীনের বলে যুদ্ধ করি যাহার দ্বারা আল্লাহ আমাদিগকে সম্মান দান করিয়াছেন। তাই তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। কারণ হয়ত বিজয় নতুবা শাহাদাত এই দুইটি কল্যাণের যে কোনও একটি তোমরা অবশ্যই লাভ করিবে। তখন লোকজন বলিল, আল্লাহ্র কসম! ইব্ন রাওয়াহা যথার্থ বলিয়াছেন। অতঃপর তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হন।

তাহাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। ইহা লইয়াই তাহারা রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করেন (আত-তাবারী, তারীখ, ৩খ., ৩৭-৩৮)।

'আবদুস সালাম ইব্ন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বলেন, যুদ্ধের ময়দানে জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) যখন শহীদ হইলেন তখন লোকজন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে আহ্বান করিলেন। তিনি তখন সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে ছিলেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন। এই সময় তিনি নিজকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

يا نفس الا تقتلى تموتى

هذا حياض الموت قد صليت

وما تمنيت فقد لقيت

ان تفعلى فعلهما هديت

وان تأخرت فقد شقيت

"হে আমার নফস! তুমি যদি যুদ্ধে নিহত না হও তবুও তোমাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। এই তো মৃত্যুর ঘাঁটি, যেখানে তুমি প্রবেশ করিয়াছ। আর যাহার তুমি কামনা করিয়াছিলে তাহার সাক্ষাত তো পাইয়াই গিয়াছ। তুমি যদি তাহাদের দুইজনের (যায়দ ও জা'ফার) মত কাজ কর তাহা হইলে হিদায়াত প্রাপ্ত হইবে। আর যদি পিছাইয়া পড় তবে দুর্ভাগ্য বরণ করিবে।"

ইহার পর তিনি আবার বলিলেন, "হে নফস! কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর? অমুক স্ত্রীর? জানিয়া রাখো তাহাকে তালাক দিলাম! অমুক অমুক গোলামের? তাহাদেরকে আযাদ করিয়া দিলাম। বাগ-বাগিচার? তাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য সাদাকা"। ইহার পর বলিলেন ঃ

يا نفس مالك تكرهين الجنة

اقسم بالله لتنزلنه

طائعة او لتكرهنه

فطالما قد كنت مطمئنة

هل انت الا نطفة فى شنه

قد اجلب الناس وشدوا الرنه

"হে নফস! তোমার কী হইয়াছে যে, জান্নাতকে অপসন্দ করিতেছ! আমি আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিতেছি, তুমি অবশ্যই সেখানে অবতরণ করিবে স্বেচ্ছায় অথবা তোমাকে বাধ্য করা হইবে। দীর্ঘ দিন তো তুমি নিশ্চিন্তই ছিলে। তুমি তো মাতৃগর্ভে এক ফোটা বীর্যই ছিলে? মানুষ তো শোরগোল ও ক্রন্দন করিতেছে।"

তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিলে তাঁহার জনৈক চাচাতো ভাই গোশতসহ একটি হাড় আনিয়া দিয়া বলিলেন, ইহা মুখে দিয়া তোমার কোমরটা একটু সোজা করিয়া লও অর্থাৎ শক্তি সঞ্চয় করিয়া লও। কারণ এই দিনগুলিতে তুমি বহু কষ্ট করিয়াছ। তিনি গোশত খণ্ডটি হাতে লইয়া কামড় দিতেই শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আওয়ায শুনিতে পাইলেন। তখন নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি এখনও দুনিয়া লইয়া আছ? ইহা বলিয়া গোশত খণ্ডটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তরবারি লইয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন (হায়াতুস-সাহাবা, ১খ., ৫৩৩-৩৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৪-৪৫)।

মুসআব ইব্ন শায়বা বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) লড়াই করিতে করিতে আহত হইয়া পড়িলে হাত দ্বারা রক্ত মুছিয়া উহা মুখমণ্ডলে মর্দন করিলেন। অতঃপর উভয় কাতারের মধ্যখানে পড়িয়া গেলেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের ভ্রাতার গোশত হিফাজত কর। তখন মুসলমানগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরপরই তিনি সেখানে ইনতিকাল করিলেন (উসদুল গাবা, ৩খ., ১৫৯)।

মুতার যুদ্ধের সম্পূর্ণ দৃশ্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদীনায় দেখানো হইতেছিল এবং তিনি তাহা সাহাবীদিগকে বর্ণনা করিয়া শুনাইতেছিলেন। ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, মুসলিম বাহিনী মুতার প্রান্তরে যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় বসিয়া সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, যায়দ ইব্ন হারিছা পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হইয়াছে। অতঃপর জা'ফার ইব্ন আবী তালিব উহা ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সেও শহীদ হইয়াছে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) চুপ করিয়া রহিলেন। ফলে আনসারদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহারা ধারণা করিলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর ব্যাপারে হয়ত এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহা তাহারা অপছন্দ করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহার পর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং শহীদ হইয়াছে (উসদুল গাবা, ৩খ., ১৫৯)।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ঐদিন বলিলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখান হইল যে, ইহাদের তিনজন যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফার ইব্ন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে আমার কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই স্বর্ণের পালংকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তবে আমি দেখিলাম, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার পালংকটি তাঁহার অপর দুই সঙ্গীর পালংক হইতে একটু দূরে। আমি বলিলাম, ইহা কিসের জন্য? আমাকে বলা হইল, ইহারা দুইজন সোৎসাহে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু আবদুল্লাহ প্রথমত কিছুটা ইতস্তত করেন। পরে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং শহীদ হন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ২৪৫)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি খুবই দ্রুত ও উপস্থিত ক্ষেত্রে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, যাহার পরিচয় পূর্বের বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা) তাঁহার পিতা যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার চেয়ে দ্রুত কবিতা রচনাকারী আর কাহাকেও দেখি নাই (আল-ইসতীআব)। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ হিজরত করিয়া মদীনায় আক্রমণ করিলে মক্কার কবিদের মধ্যে আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ (দ্র.), আবদুল্লাহ ইবনুয

যিবারা (দ্র.), 'আমর ইবনুল আস (দ্র.) ও দিরার ইবনুল খাততাব (দ্র.) প্রমুখ কবি রাসূলুল্লাহ (স), ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করিয়া কবিতা রচনা করিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ তাহাদের কবিতার জওয়াব প্রদানের জন্য মুসলমান কবিদেরকে আহ্বান করেন। আনসারদের মধ্য হইতে তিনজন কবি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়া আগাইয়া আসেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ছিলেন তাহাদের অন্যতম (অপর দুইজন হইলেন, হাসসান ইব্ন ছাবিত (দ্র.) ও কা'ব ইব্ন মালিক। কবিতার মাধ্যমে কাফিরদিগকে কটাক্ষ ও লজ্জাদানের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর রচনাশৈলী ছিল শেষোক্ত দুইজন হইতে ভিন্নতর। হাসসান ইব্ন ছাবিত ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা) কাফিরদের দুষ্কর্মের জন্য কবিতার মাধ্যমে তাহাদিগকে কটাক্ষ করিতেন। আর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কটাক্ষ করিতেন তাহাদের কুফরীর জন্য। তাহাদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ না করা, মূর্তিপূজা এবং কুফরীর ন্যায় একটি ঘৃণ্য বিশ্বাসে অটল থাকা সম্পর্কে লজ্জা দিয়া তিনি কবিতা রচনা করিতেন। উল্লেখ্য যে, হাসসান ইব্ন ছাবিত তাহাদের বংশধারা সম্পর্কে এবং কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তাহাদের যুদ্ধে পরাজয় ও পলায়ন প্রভৃতি সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া কবিতা রচনা করিতেন যাহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফিরদের নিকট বেশী পীড়াদায়ক বলিয়া প্রতিভাত হইত। আর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পর বেশী পীড়াদায়ক হইয়াছিল। কারণ তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইসলামের ন্যায় একটি মহান নিয়ামত হইতে এতদিন তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে। পূর্বের কৃতকর্মের জন্য তাহারা বেশী লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিত (তারীখুশ শি'রিল আরাবী, পৃ. ১৬ প.)। কবিদের সাধারণ অভ্যাসের নিন্দাবাদ করিয়া যখন আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ . اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ
مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ .

"এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না, উহারা উদভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়? আর তাহারা তো বলে যাহা তাহারা করে না" (২৬ ঃ ২২৪-২৬)।

তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا
وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا .

"কিন্তু উহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে" (২৬ ঃ ২২৭)।

আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা রাসূলুল্লাহ (স) খুবই পছন্দ করিতেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার কিছু সঙ্গীও ছিলেন। তাহারা আমাকে দেখিয়া এই বলিতে বলিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা! হে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা! ইহাতে আমি বুঝিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, এইখানে বস। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি যখন কবিতা বলিতে ইচ্ছা কর তখন কিভাবে তাহা বল? তিনি যেন আশ্চর্য বোধ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, সেই ব্যাপারে আমি প্রথমে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহার পর সেই বিষয়ে কবিতা বলি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, মুশরিকদের সম্পর্কে কিছু বল। এই ব্যাপারে আমার কোন পূর্ব প্রস্তুতিই ছিল না। অতঃপর আমি কিছু চিন্তা-ভাবনা করিয়া বলিলাম ঃ

خبرونى اثمان العباء متى
كنتم بطاريق او دانت لكم مضر

(ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ৫২৮)।

এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাকে কুরায়শদের নিন্দাবাদ করিয়া কবিতা রচনার নির্দেশ দিয়াছি। সে সুন্দরভাবে তাহা করিয়াছে (ড. শাওকী দায়ক, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২খ., ৭৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা করিয়া তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি হইল ঃ

انى تفرصت فيك الخير اعرفه
والله يعلم ان ما خاننى البصر
انت النبى ومن يحرم شفاعته
يوم الحساب فقد ازرى به القدر
فثبت الله ما اتاك من حسن
تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا

"আমি গভীর দৃষ্টিতে আপনার মধ্যে কল্যাণ দেখিয়াছি, যাহা আমি চিনি। আল্লাহ জানেন, আমার দৃষ্টি আমার সহিত কোনরূপ প্রতারণা করে নাই। আপনিই নবী। হিসাবের দিন যে আপনার শাফাআত হইতে বঞ্চিত থাকিবে তাহার ভাগ্য খুবই খারাপ। তাই আল্লাহ আপনাকে যে সৌন্দর্য দান করিয়াছেন তাহা যেন অবিচল ও অটুট রাখেন, মূসা (আ)-কে অবিচল রাখার ন্যায়। আর তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন যেমনিভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করা হইয়াছিল।"

এই কবিতা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাকেও আল্লাহ্ তা'আলা অবিচল ও অটল রাখুন হে ইব্ন রাওয়াহা! হিশাম ইব্ন উরওয়া বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উত্তমরূপে অবিচল ও অটল রাখেন। তিনি শহীদ হন এবং জান্নাতের দরজাসমূহ তাঁহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। তিনি শহীদের বেশে উহাতে প্রবেশ করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., ১৫৭)। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা.; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কুতুবখানা (র) রাহীমিয়্যা, দেওবনদ, ইউ.পি., তা. বি.; (৩) আত-তিরমিযী, আল-জামি' আস-সাহীহ, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবানদ, ইউ.পি., তা.বি.; (৪) ইব্ন হাজার, আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১ম সং.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা. বি.; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭; (৭) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি; (৮) ঐ লেখক, আল-কামিল ফিত তারীখ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭; (৯) ইব্ন আবদিল বাররু, আল- ইসতীআব, মিসর তা.বি.; (১০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ.; (১১) আত-তাবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত তা. বি.; (১২) ইবনুল জাওযী, আল-ইনতিজাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২; (১৩) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দার ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি.; (১৪) ইউসুফ কানধলাবী, হায়াতুস সাহাবা, উরদূ বাযার, লাহোর তা. বি.; (১৫) ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল-'আরাবী, কায়রো, তা. বি.; (১৬) ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখুশ শি'রিল আরাবী ফিল 'আসরিল ইসলামী, দারুছ ছাকাফা, কায়রো ১৯৭৬ খৃ., ১ম সং.; (১৭) আল-মারযুবানী মুহাম্মাদ ইব্ন 'ইমরান, মু'জামুশ শু'আরা, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো ১৩৫৪ হি.; (১৮) সাঈদ আনসারী, সিয়ারুস সাহাবা, আনারকলি, লাহোর তা. বি.; (১৯) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি.; (২০) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, রাব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৮১ খৃ.।

ড. আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন শারীক (عبد الله بن شريك) ঃ আল-আনসারী (রা)। মদীনার আওস গোত্রের শাখাগোত্র আশহাল-এ জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। পিতা শারীক ইব্ন আনাস (রা)-এর সহিত উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ৩খ., ১৮৪; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ., ৩২৪; (৩) ইব্ন 'আবদিল-বাররু, আল-ইসতী'আব, ১খ., ৩৮৬; (৪) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আসমাইস-সাহাবা, ১খ., ৩১৭।

ড. আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইবন শিহাব (عبد الله بن شهاب) ঃ কুরায়শ বংশের শিহাব ইব্ন 'আবদিল্লাহর দুই পুত্রের নাম। তাঁহাদের মাতা 'উতবা ইবন মাসঊদের কন্যা। উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব আল-আকবার (রা) এবং কনিষ্ঠ আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব আল-আস'গার নামে (রা) পরিচিত।

যুবায়রের মতে ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগে জ্যেষ্ঠ 'আবদুল্লাহ ইবন শিহাব-এর নাম ছিল আবদুল জানন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) ইহা পরিবর্তন করিয়া 'আবদুল্লাহ রাখেন (উস্দুল-গাবা, ৩খ., ১৮৪)। তিনি প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। পরে হাবশা হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। প্রখ্যাত হাদীছবিদ ইব্ন শিহাব যুহরী তাঁহার পৌত্র (আল-ইসতীআব, ১খ., ৩৮৬)।

কনিষ্ঠ 'আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব বদর ও উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে তিনিই রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারাক জখম করিয়া দিয়াছিলেন। উহুদের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার সংকল্পকারী চারি ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ইহার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ইন্তিকাল করেন। বালাযুরীর বর্ণনামতে তিনি হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত কালে ইন্তিকাল করেন (আল-ইসাবা, ২খ., ৩২৫)।

অবশ্য মুহাম্মাদ ইব্ন উমার ও আল-কালবীর বর্ণনামতে হাবশায় হিজরতকারী ছিলেন আবদুল্লাহ আল-আস'গার। তিনি হাদীছবিদ ইব্ন শিহাব যুহরীর নানা। আর বদর ও উহুদ যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণকারী ছিলেন 'আবদুল্লাহ আল-আকবার। তিনি যুহরীর দাদা (তাবাকাত, ৪খ., ১২৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, ৩খ., ১৮৪, ১৮৫; (২) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ., ৩২৫; (৩) ইব্ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইস্তী'আব, ১খ., ৩৮৬; (৪) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., ১২৫; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, ১খ., ৩১৮।

ড. আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (দ্র. ইবন সাউদ)

'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (عبد الله بن سعد) ঃ অন্যতম খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিজ্ঞ ও সেনাপতি। পূর্ণ নাম আবূ য়াহ্য়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ' আল-আমেরী। তিনি কুরায়শ গোত্রের আমের ইব্ন লুআয়্য শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। 'উছমান (রা)-এর দুধভাই হিসাবে তিনি বানূ উমায়্যার একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। সামরিক প্রতিভার তুলনায় তাঁহার রাজস্ব ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অধিকতর পরিস্ফুট। তাঁহার চারিত্রিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বেশ মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের একাধিক ঘটনায় তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী (স)-এর কাতিব (লিপিকর)-গণের মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা হয়। কতিপয় গ্রন্থে তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার চরিত্রহানি করা এগুলির মূল উদ্দেশ্য। সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে এই ধরনের বিবরণসমূহ প্রমাণ করা যায় না। যে সমস্ত মুহাজির সাহাবী 'আমর ইব্নুল 'আস' (রা) {দ্র.}-এর নেতৃত্বে মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বলা হয়, তিনি 'আমর ইব্নুল আস (রা)-এর অধীনতামুক্ত হইয়া সরাসরি খালীফা উমার (রা)-এর নির্দেশে মিসরের দক্ষিণ অঞ্চলের শাসনকার্যও পরিচালনা করিয়াছেন। কখন হইতে তিনি সম্পূর্ণ মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা বলা মুশকিল। ইব্ন তাগরীবিরদীর মতে ইহা ২৫/৬৪৫-৪৬ সালের অর্থাৎ মেনুয়েল (Manuel)-এর নেতৃত্বে

আলেকজান্দ্রিয়ায় যে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল উহারও পূর্বের ঘটনা। 'আবদুল্লাহ এই বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হইলে পুনরায় 'আমর ইব্নুল আসকে ডাকা হয়। তবে বিজয় লাভের পর এতদ্ঞ্চলের শাসনকার্য পুনরায় 'আবদুল্লাহ্র হস্তেই অর্পণ করা হয়। 'উছমান (রা)-এর ইচ্ছা ছিল 'আবদুল্লাহকে মিসরের অর্থ ও রাজস্ব সচিব ও 'আম্র ইব্নুল আস (রা)-কে সামরিক প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা। কিন্তু কার্যত এইরূপ হয় নাই। 'আবদুল্লাহ মিসরের আমদানী বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা উছমান (রা)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হিসাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। অর্থ ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া তোলা 'আবদুল্লাহ্র মূল লক্ষ্য হইলেও একজন সেনাধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় মুসলিম ও নুবীয়দের সম্পর্ক সুসংহত হইয়াছিল। মু'আবি'য়া (রা)-এর সাইপ্রাস আক্রমণের সময় তিনি তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। আফ্রিকার রোমকদের অধীন অঞ্চলসমূহেরও তিনি বহুবার অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম অভিযান ছিল ২৫/৬৪৫-৬ সালে। ২৭/৬৪৭-৮-এর অভিযান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাফল্যজনক ছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় কার্থেজ (Carthage) এলাকা মুসলিমদের করতলগত হয়। যাহা হউক, যাতুস সাওয়ারীর নৌ-যুদ্ধ ছিল সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ বিজয়। এই যুদ্ধে রোমকদের নৌশক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গুরুত্বের দিক হইতে ইহা ছিল ইয়ারমুক (দ্র.) যুদ্ধের সমপর্যায়ের। কতিপয় উৎস গ্রন্থে এই নৌ-যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও ইহার সঠিক তারিখ ৩৪/৬৫৫ সাল।

'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ও 'আবদুল্লাহ উছমানী খিলাফাতের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি খলীফা 'উছমান (রা)-কে সতর্ক করার প্রয়াস পান এবং নিজে খলীফার সাহায্যার্থে মিসর হইতে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুহ'াম্মাদ ইব্ন হু'য'ায়ফার নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা 'আবদুল্লাহর প্রতিনিধি আস-সাইব ইব্ন হিশামকে মিসর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল এবং 'আবদুল্লাহ্কেও পুনরায় মিসর প্রবেশে বাধা প্রদান করিয়াছিল। 'আবদুল্লাহ্ মিসর সীমান্তে যখন প্রস্তুতি লইতেছিলেন তখন তিনি খলীফা 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদ পান। ফলে তিনি মু'আবি'য়া (রা)-এর নিকট চলিয়া যান। সিফ্ফীনের উদ্দেশে মু'আবি'য়া (রা)-এর যাত্রার প্রাক্কালে 'আবদুল্লাহ্ আসকালান অথবা রামলায় ৩৬-৬৫৬ বা ৩৭/৬৫৮ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫৭/৬৭৬-৭ সালে তাঁহার ইন্তিকাল হওয়া সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা কল্পনাপ্রসূত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, ৭/২খ., ১৯০; (২) আল-কিন্দী, উলাত (সম্পা. Guest), পৃ. ১০-১৭; (৩) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, ১খ., ৮৮-৯৩ (কায়রো সং ১খ., ৬৫-৯২); (৪) মাক'রীযী, খিতাত, ১খ., ২৯৯; (৫) ত'াবারী, ১খ., ১৬৩৯ প. ২৫৯৩, ২৭৮৫, ২৮১৩ প. ১৮১৭ প. ২৮২৬, ২৮৬৭ প. ২৯৮০ প. ৩০৫৭; (৬) ইব্নুল আছীর, ২খ., ১৮৯ প., ৪৪৩, ৩খ., ৬৭প, ৯০প, ১১৮ প, ২২০, ২৩৮, ২৯৫; (৭) ঐ লেখক, উস্দ, ৩খ., ১৭৩; (৮) য়া'কূবী, ২খ., ৬০, ১৯১; (৯) বালাযুর'ী পৃ.,ঃ ২২৬; (১০) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৮১৮ প.; (১১) আন-নাওয়াবী, পৃ. ২৩৫ প.; (১২) A Muller, Der Islam in Morgen und Abend land, ১খ., ২৬৮ প.; (১৩) S Lane Poole, History of Egypt, পৃ. ২০ প.; (১৪) A Butler, Arab Conquest of Egypt, পৃ. ৪৬৫ প.; (১৫) G, wiet, L. Egypte arabe, Paris 1937, 27-32; (১৬) Wellhausen, N. G. W. Gott, 1901, প্রতিলিপি ৪, পৃ. ৬প., ১৩।

C.H. Becker (E.I.²) / ফরীদুদ্দীন মাসঊদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী খায়ছামা (عبد الله بن سعد بن ابى خيثمة) ঃ আল-আনসারী আল-আওসী (রা) মদীনার আওস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা আওস বংশীয়া জামীলা বিনত আবী 'আমের আর-রাহিব। তাঁহার পিতা সা'দ ইব্ন আবী খায়ছামা ইব্নুল- হারিছ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

ইব্ন সা'দ, আল-ওয়াকিদী, ইব্নুল্ আছীর, ইব্ন হ'াজার আল-আসক'ালানী প্রমুখ 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৈশোরে তিনি তাঁহার পিতার পশ্চাতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া (রাদীফ) বায়'আত 'আক'াবা ও বদ্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়াও তিনি উহুদ যুদ্ধ (৩/৬২৫), হুদায়বিয়্যার সন্ধি (৬/৬২৮), খায়বার (৬/৬২৮), হুনায়ন (৮/৬৩০), ইয়ামামা (১২/৬৩৪) ও কাদিসিয়্যা (১৫/৬৩৬) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কাদিসিয়া যুদ্ধে তিনি সৈন্যদলের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। ইব্ন সা'দ-এর মতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে (৬/৬২৮) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর হইয়াছিল। ফলে তাঁহার জন্মতারিখ ৬১০ খৃস্টাব্দ নির্দিষ্ট করা যায়। আল-ওয়াকিদীর মতে উমায়্যা বংশের আবদুল্ মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফাত কাল (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫) পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ৬৫/৬৮৫ সন তাঁহার মৃত্যু তারিখ ধরা হইলে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি মদীনার খাযরাজ বংশের নেতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূলের কন্যা উমামাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান ও কন্যা উম্ম 'আবদির রাহ'মান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ হ'াদীছবিদ হিযাম ইবন হ'াকীমের চাচা। হি'যাম তাঁহার নিকট হইতে অনেক হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত ১৯৫৭; ৪খ., ৩৮২-৩৮৩; (২) ইব্নুল আছীর, উসদুল গ'াবা, ২খ., ১৭২; (৩) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল- ইসতী'আব, পৃ. ২৮; (৪) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, আল-ইস'াবা, ১খ., ৩১৬; (৫) ঐ লেখক, তাহ্যীবুত তাহযীব, ৫খ., ২৩৫; (৬) ঐ লেখক, তাক'রীব, পৃ. ৪১৯।

ডঃ এ. এম. এম. শরফুদ্দীন

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন জাবির (عبد الله بن سعد بن جابر) ঃ (রা) আস-সালহামী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভায়রা [উম্মুল-মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর ভগ্নির স্বামী] এবং তৃতীয় খলীফা

'উছমান (রা)-এর ভগ্নীপতি। শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার পুত্র মুহ'ম্মাদ জন্মলাভ করেন। তিনি মক্কায় বাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হ'াজার আল্-আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি, ১খ., ৩১৬।

ডঃ এ. এম. এম. শরফুদ্দীন

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা' (عبد الله بن سبا) ঃ তাহাকে ইব্‌নুস সাওদা, ইব্‌নু হ'ারব ও ইব্‌নু ওয়াহ্‌ব নামেও অভিহিত করা হয়। সে একজন বির্তকিত ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ও চরমপন্থী মত পোষণ করা হয়। কোন কোন বর্ণনামতে এই ব্যক্তি ছিল ইয়ামানের জনৈক ইয়াহূদী, ইসলামের প্রথম যুগের বহু ষড়যন্ত্র ও বিপর্যয়ের নায়ক। কোন কোন গ্রন্থকার চরমপন্থী শী'আ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে তাহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শী'আ গ্রন্থকারগণের মতে ইহা সঠিক নহে। তাহার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বহু কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে। 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে সে দামিশকে উপনীত হয়। কিন্তু নগরবাসিগণ তাহাকে বহিষ্কৃত করে। তৎপর সে মিসর চলিয়া যায় এবং তথা হইতে নিজস্ব প্রচারণার ঘোষণা দেয়। 'আলী (রা) তাহাকে সাবাত (মাদাইন)-এ নির্বাসনে প্রেরণ করেন।

বলা হয়, সে ছিল চরমপন্থী 'শীআ মতবাদ (দ্র. গুলাত)-এর অনুসারী ও প্রচারক। সে 'আলী (রা)-কে খোদা বলিয়া বিশ্বাস পোষণ করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল 'আলী (রা)-র মৃত্যু হয় নাই এবং তাঁহাকে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব হইবে।

কেহ কেহ বলেন, সে 'আলী (রা)-র কেবল রাজনৈতিক সহযোগী ছিল। কতিপয় বর্ণনামতে তাহার চরমপন্থী মতামতের কারণে 'আলী (রা) তাহার উপর এত অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাহাকে তিনি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অনুসারিগণ সাবাইয়া (সাবাইয়া) নামে অভিহিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ২৯৪১ প, স্থা; (২) আন্-নাওবাখ্‌তী, ফিরাকু'র- রাদ্দ, সম্পা. Ritter, পৃ. ১৪ প.; (৩) আল-মালাতী-ওয়ার-রাদদ, সম্পা. Dedering, পৃ. ১৪ প.; (৪) আল-আশ'আরী, মাক'ালাতুল ইসলামিয়্যীন, সম্পা. Ritter, পৃ. ১৫; (৫) আল-বাগদাদী, আল-ফিরাক', পৃ. ২২৩ প., Halking-এর অনুবাদ سبائية -এর শিরোনামে; (৬) আশ্-শাহ্‌রাস্‌তানী, পৃ. ১৩২ প.; (৭) I. Friendlander, Abdullah Ibn Saba, in ZA, ১৯০৯ খৃ., ২৯৬ প., ১৯১০ খৃ, ১-৪৬; (৮) আয-যিরিকরী, আল-আ'লাম, সূত্রসহ; (৯) L. Caetani, Annali, viii, 82 প. ও স্থা.; (১০) আবূ 'আমর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আল- কিশ্‌শী, মা'রিফাতু আখবারির রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি.; (১১) মুরতাদ'া আল-'আসকারী, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা, কায়রো ১৩৮১ হি.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.ম. ই.) ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন স'ায়ফী (عبد الله بن صيفى) ঃ (রা) ইব্‌ন ওয়াব্‌রা ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন গ'নাম ইব্‌ন মুররী ইব্‌ন উনায়ফ আল-আন্‌সারী। ইব্‌নুল কাল্‌বী ও আত-তা'বারী উল্লেখ করেন, তিনি কুদ'া'আ ও বানূ ইরাশ ইব্‌ন আমের গোত্রোদ্ভূত। প্রথমে আন্‌সারদের ও পরে বানূ আম্‌র ইব্‌ন 'আওফ-এর হ'ালীফ (মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ) ও ত'াল্‌হ'া ইব্‌নুল বার্‌রা ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন ওয়াবরা-এর চাচাত ভাই ছিলেন। আল-বাগ'বী ও ইব্‌ন শাহীন আবূ মূসার সূত্রে উল্লেখ করেন, আবদুল্লাহ (রা) হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৃক্ষতলে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে হাত রাখিয়া বায়আতুর রিদওয়ানে শরীক হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৩২৭, সংখ্যা ৪৭৬৫; (২) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, ৩খ., ১৮৮।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল রহমান

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (عبد الله بن سرجس) ঃ আল- মুযানী (রা) বানূ মাখযূম-এর মিত্র, একজন সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে একবার রুটি-গোশত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং নিজের জন্য দু'আ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবী (স)-এর পৃষ্ঠের খাতামুন নুবূওয়াত (নবূওয়াতের চিহ্ন) তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মুহ'াদ্দিছ তাঁহার বর্ণনা হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভ্রমণকালীন দু'আ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত কিছু হ'াদীছ ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহ'াদ্দিছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি 'উমার ইব্‌নুল-খাত্'ত'াব (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ক'াতাদা, 'আসি'ম আল-আহ'ওয়াল, 'উছমান ইব্‌ন হ'াকীম, মুসলিম ইব্‌ন আবী মারয়াম প্রমুখ তাবি'ঈ তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 'আসি'ম আল-আহও'য়াল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াও (সম্ভবত তরুণ বয়স্ক ছিলেন বলিয়া) তাঁহাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেন নাই। জীবনের শেষভাগে তিনি বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাই তাঁহাকে আল-বাস্‌রী নামে সম্বোধন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল আছীর, উস্‌দুল্-গ'াবা, ৩খ., ১৭১; (২) ইব্‌ন হ'াজার আল-আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ১খ., ৩১৪; (৩) ঐ লেখক, তাহ্‌যীবুত্-তাহ্‌যীব, ৫খ., ২৩২-২৩৩; (৪), আশ-শায়খ নু'মান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নিল্ ইরাক, কিতাবুল মাদানিল জাওয়াহিদ বিত-তারীখিল বাসরা ওয়াল-জাযাইর, সম্পা. ডক্‌টর মুহাম্মদ হ'ামীদুল্লাহ (ইসলামাবাদ ১৩৯৩/১৯৮৩), পৃ. ৪৮; (৫) ইশ্‌তিয়াক' আহ'মাদ, আল-ইকমাল ফী আসমাইল রিজাল (করাচী), পৃ. ৬৯; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদ, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২১৩; (৭) ইব্‌ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াত, বৈরূত, তা. বি, ৫৮-৫৯।

ডঃ এ. এম.এম. শরফুদ্দীন

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (عبد الله بن سلام) ঃ (রা) মদীনার ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা বংশোদ্ভূত একজন ইয়াহূদী যাজক ছিলেন। তাঁহার আসল নাম আল-হু'সায়ন এবং উপনাম আবূ ইউসুফ (সালাম নাম সম্পর্কে দেখুন ইব্‌ন খাত'ীব আদ-দাহ্‌শা, তুহ'ফা, সম্পা. Mann, পৃ. ৬৯)। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (স) তাঁহার নাম রাখিলেন আবদুল্লাহ্। বলা হয় মহানবী (স)-এর মদীনায় হিজরাতের পরপরই (মতান্তরে হিজরতের পূর্বে মক্কায় (এক বর্ণনায় ৮/৬২৯-৩০ সনে) তিনি ইসলাম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। হ'াদীছের বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকগণ শেষোক্ত বর্ণনাটির সনদ নির্ভরযোগ্য মনে করেন না; কিন্তু তারিখটি তাঁহাদের বিবেচনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ মহানবী (স)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের যোগদান সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আরবী উৎসসমূহে তাঁহার আসল নাম আল-হু'স'ায়ন (الحصين) উল্লেখ করা হইয়াছে, (দ্র. ইবন হ'াজার, তাহ্যীবুত তাহ্যীব, ৫খ., ২৪৯, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, হি. ১৩২৬; আয- যাহাবী, তায 'কিরাতুল হু'ফফাজ', ১খ, ২৫, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, হি. ১৩৩৩) কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকগণ আল-হু'সায়ন (الحسين)-রূপে নামটি উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত আল-মাগ'াযী-তে কিছু কিছু গুরুত্বহীন ও মামুলী ব্যাপারে তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। জাবিয়া ও জেরুসালেমে তিনি উমার (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। 'উছমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় তিনি 'উছমান (রা)-কে সমর্থন করেন এবং খলীফার নিরাপত্তা বিধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অন্যদের সহিত শামিল ছিলেন। 'উছমান (রা) শহীদ হইলে তিনি 'আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নাই। উষ্ট্রযুদ্ধে (ওয়াকি''আতুল জামাল) 'আইশা (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা হইতে 'আলী (রা)-কে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় মু'আবি'য়া (রা)-এর সহিত তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৪৩/৬৬৩-৪ সালে তাঁহার ইন্তিকাল হয়।

ইসলামী ইতিহাসের বিবরণ অনুসারে যেই সমস্ত ইয়াহূদী বিদ্বান ও শিক্ষিত লোক নির্দ্বিধায় সত্যের সামনে মাথা নত করিতেন 'আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন আদর্শ ব্যক্তি। তিনি তাওরাতে উল্লিখিত সুসংবাদ অনুসারে মহানবী (স)-কে রাসূল হিসাবে স্বীকার করিতেন এবং স্বগোত্রীয় ইয়াহূদীগণের চক্রান্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষার চেষ্টা করিতেন।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) মহানবী-কে যেই সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন হাদীছ গ্রন্থসমূহে ঐগুলির উল্লেখ আছে। আছ-ছা'লাবী তাঁহার প্রতি আরোপিত বর্ণনায় বুলূকয়ার যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন উহার অনেকটাই সম্ভবত ইয়াহূদী উৎস হইতে প্রাপ্ত। কতিপয় হাদীছ তাঁহার সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ বিদ্যমান। বড় বড় সাহাবী তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। কুরআনের কতিপয় আয়াত তাঁহার প্রতি ইঙ্গিতবহ বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

মহানবী (স)-কে তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নগুলির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ লাভ করে। এমনিভাবে অপরাপর কতিপয় গ্রন্থও তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে। মূলত এইগুলির ভিত্তি হইল 'আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত হ'াদীছসমূহ। তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ, য়ূসুফ ও অন্যান্য রাবী আবূ হুরায়রা (রা) ও আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর মত পিতৃবর্ণিত হাদীছসমূহের রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাবারী তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে বাইবেলের অনেক কাহিনী 'আবদুল্লাহর বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৯৫; (২) আল-ওয়াকি'দী, আল-মাগাযী, সম্পা. Wellhausen, পৃ. ১৬৪, ২১৫; (৩) আত-ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (৪) ঐ লেখক, ফরাসী সংস্করণ, Zotenberg-কৃত অনুবাদ, ১খ., ৩৪৮; (৫) আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, প্রথম বাব; (৬) আহ'মাদ ইব্ন হ'ান্বাল, ৩খ., ১০৮, ২৭২ ও ৫খ., ৪৫০; (৭) ইবনুল আছীর, উস্দ, ৩খ., ১৭৬; (৮) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, ২খ., ৭৮০; (৯) আদ-দিয়ারবাকরী, তারীখুল খামীস, কায়রো হি. ১৩০২, ১খ., ৩৯২; (১০) আল-হালাবী, ইনসানুল উয়ূন, ২খ., ১৪৬; (১১) আন-নাওয়াব'ী, পৃ. ৩৪৭; (১২) ইব্ন তাগ্'রীবিরদী, ১খ., ১৪১; (১৩) ইব্নুল ওয়ার্দী, খারীদা, কায়রো হি. ১৩০৩, পৃ. ১১৮ প.; (১৪) কিতাবুল মাসাইলি সীদী 'আবদিল্লাহ, হি. ১৩২৬ (?); (১৫) ইব্ন বাদরূন, পৃ. ১৭৪ প.; (১৬) Wolff Muh, Eschatologie, পৃ. ৬৯ (আরবী পাঠ, পৃ. ৩৯); (১৭) Noldeke- Schwally, Gesch, Qorans, ১খ., ১৬০; (১৮) M. Steinschneider. Pol, und apolog. Lit, পৃ. ১১০ প; (১৯) Hirschfeld, JQR, খৃ. ১৮৮৯, পৃ. ১০৯ প; (২০) J. Mann, JQR, খৃ. ১৯২১, পৃ. ১২৭; (২১) J. Harovitz, ZDMG, খৃ. ১৯০১, পৃ. ৫২৪ প; (২২) J. Barth, Festschrift Berliner, খৃ. ১৯০৩, পৃ. ৩৬; (২৩) Caetani, Annali, ১খ., ৪১৩; (২৪) Wensink, AO, খৃ. ১৯২৩, পৃ. ১৯২৮; (২৫) G.F. Pijper, Boek Der Duizend vragen, Leiden খৃ. ১৯২৪; (২৬) BEO, খৃ. ১৯৩১, পৃ. ১৪৭ (Abdullah as wali in Hamah); (২৭) Brockelmann, ১খ., ২০৯।

J. Horovitz (E.I.[2]) / (দা. মা. ই.) ফরীদুদ্দীন মাসউদ

সংযোজন

'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (عبد الله بن سلام) ঃ একজন আনস'ার সাহাবী। তিনি ছিলেন মদীনায় বসবাসরত য়াহুদী গোত্র বানূ কায়নুক'া'-এর শাখা কাওয়াকিল বংশোদ্ভূত য়াহূদী পণ্ডিত ও ধর্ম যাজক। তিনি নবী হযরত য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূব (আ)-এর বংশধর। মদীনার আনসার 'আওফ ইবনুল-খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিলেন বলিয়া তিনিও আনসার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার উপনাম আবূ য়ূসুফ। জাহিলী যুগে তাঁহার নাম ছিল আল-হু'স'ায়ন (الحصين)। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। তাঁহার ন্যায় তাঁহার পিতা সালামও ছিলেন ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাওরাত, যাবূর ও ইন্জীলের জ্ঞান তাঁহারা পিতা পুত্র উভয়েই পূর্ণ মাত্রায় হাসিল করিয়াছিলেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত হইল, রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলে তিনি সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে তিনটি প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) প্রশ্নগুলির যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহা তাওরাতে উল্লিখিত জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তিনি সেই মজলিসেই ইসলাম গ্রহণ করেন যাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। ক'ায়স ইবনুর-রাবী'-এর বর্ণনামতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্বে তথা ৮ম হি. ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ. ৩২০; ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৩খ. ১৭৬)। তবে এই বর্ণনা সঠিক নহে। কারণ ইহা স'াহীহ' হ'াদীছসমূহের বর্ণনার পরিপন্থি। তাই হ'াফিজ' আয্-য'াহাবী এই মতটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন যে, ইহার রাবী' ক'ায়স ইবনুর-রাবী' যঈফ। তিনি বলেন,

فهذا قول شاذ مردود بما فر الصحيح من انه اسلم وقت هجرة النبى ﷺ وقدومه.

অর্থাৎ এই বর্ণনাটি বিরল ও প্রত্যাখ্যান যোগ্য। কারণ সাহীহ বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরত ও মদীনায় আগমনের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন-এর পরিপন্থি (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ২খ. ৪১৪)।

সহীহ্ বর্ণনাসমূহে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আসমানী কিতাব তথা তাওরাত ও ইঞ্জীলের কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া যখন বুঝিতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সত্য নবী এবং তাঁহার আনীত দীন হক তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা এইরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলেন তখন সংবাদ পাইয়া মদীনাবাসী ছুটিয়া আসিল। অনেকেই মহব্বতভরে, আবার অনেকে কৌতুহল ভরে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম তখন নিজেদের বাগান হইতে পরিবারের জন্য খেজুর সংগ্রহ করিতে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনিও হাতের খেজুরসহ দ্রুত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় প্রবেশ করিলেন তখন আমি মদীনাবাসী একটি দলের সহিত তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। অতঃপর আমি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম এবং গভীর দৃষ্টিতে তাঁহার চেহারার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ইহাতে আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কোনও মিথ্যাবাদীর চেহারা নহে। আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রথম যে কথা শ্রবণ করিলাম তাহা হইল, হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, লোকজনকে খাদ্যদ্রব্য আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো এবং গভীর রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রাভিভূত থাকে তখন সালাত আদায় করা হইলে নিরাপদে ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, বাবু হিজরাতিন-নাবী (স), হাদীস নং ৩৯১১ তিরমিযী, আল জা'মি আস-সাহীহ্, কিয়ামত অধ্যায়, হাদীছ নং ২৪৮৭ আয-যাহাবী, সিয়ারু আনামিন নুবালা ২খ. ৪১৪ ইব্ন আবদিল বাররু, আল-ইসতীআব ইসাবার পাদটীকায় সন্নিবেশিত, ২খ. ৩৮২)।

ইমাম বুখারীর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে হাদীছ শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম তাঁহার পরিবারের নিকট চলিয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমাদের আপনজনদের মধ্যে যাহার ঘর সবচাইতে নিকটে অবস্থিত ? আবূ আয়্যুব (রা) বলিলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ ! আমার। এই যে আমার ঘর এবং এই উহার দরজা। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, চল আমাদের বিশ্রামের জায়গা করিয়া দাও। আবূ আয়্যুব (রা) বলিরেন, আল্লাহর বরকতে চলুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন সেখানে বিশ্রামের জন্য গেলেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) আবার সেখানে আসিয়া ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন (আল বুখারী, প্রাগুক্ত)। ইমাম বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম এইবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করিব যাহা নবী ব্যতীত আর কেহ জানেনা (১) কিয়ামাতের প্রথম আলাতম কি ? (২) জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার কি হইবে ? (৩) সন্তানের আকৃতি কিভাবে পিতা-মাতার আকৃতির সাহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এইমাত্র জিবরীল (আ) আমাকে উহা জানাইয়া গেলেন। ইব্ন সালাম বলিলেন, ফিরিশতাদের মধ্যে তিনি তো য়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কি'য়ামতের প্রথম আলামত হইল একটি আগুন পূর্ব দিক হইতে লোকজনকে পশ্চিম দিকে লইয়া গিয়া সমবেত করিবে। আর জান্নাতবাসীরা প্রথম যে খাবার গ্রহণ করিবে তাহা হইল মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান পিতা-মাতার আকৃতির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এইভাবে যে, পুরুষের বীর্য যদি নারীর বীর্যের আগে যায় তবে সন্তান তাহার আকৃতি সদৃশ হয় আর নারীর বীর্য যদি পুরুষের বীর্যের আগে যায় তবে সন্তান তাহার আকৃতি সদৃশ হয়। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বলিলেন,

اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই আর আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! য়াহূদী বড়ই মিথ্যাবাদী সম্প্রদায়। তাই তাহারা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা অবহিত হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। অতঃপর য়াহূদীরা আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম কেমন লোক ? তাহারা বলিল, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির পুত্র। সম্মানিত ব্যক্তি ও সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র। অন্য বর্ণনামতে, তিনি আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ালিমের পুত্র। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে ? তাহারা বলিল, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ইহা হইতে রক্ষা করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তিনবার এইরূপ বলিলেন। তাহারাও তিনবার এইরূপ বলিল। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) লুক্কায়িত অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।" তখন য়াহূদীগণ বলিতে লাগিল, সে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পুত্র। তাহারা তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহারই আশংকা করিতেছিলাম। (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, মানাকি'বুল-আনসার, হাদীছ নং ৩৯৩৮)।

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আরো বিস্তারিত উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) য়াহূদীদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন,

يا معشر اليهود ويلكم اتقوالله فوالله الذى لا اله الا هو إنكم لتعلمون انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق فاسلموا

"হে য়াহূদ সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। সেই আল্লাহ্র কসম, তিনি ব্যতিত কোনও ইলাহ নাই! তোমরা আবশ্যই জান আমি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি সত্যসহ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি। তাই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।" তখন য়াহূদীগণ বলিল, আমরা ইহা জানিনা। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাহাদের উত্তরের পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে ইব্ন সালাম! তাহাদের নিকট বাহির হইয়া আইস। তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন,

يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذى لا اله لا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق.

"হে য়াহূদ সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। সেই আল্লাহ্র কসম যিনি ব্যতীত কোনও ইলাহ নাই। তোমরা অবশ্যই জান যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি সত্য দীন লইয়া আগমন করিয়াছেন।" তখন য়াহূদীগণ তাহাকে বলিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন (আল-বুখারী, আস--স'াহীহ, বাব হিজরাতিন-নাবী (স) ইলাল-মাদীনা, হাদীছ নং ৩৯৩৮)।

বদর ও উহুদ যুদ্ধে তাঁহার অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেবল ইব্ন 'আব্বা তাঁহাকে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ এর বর্ণনামতে তিনি খন্দক যুদ্ধে (শাওওয়াল ৫ হি) অংশ গ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন এবং সেখানেই তিনি তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কাফিরদের সহিত ইহার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন (সা'ঈদ আনস'ারী, সিয়ারুস-স'াহ'াবা, ৩খ, ২৩৩)। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে জেরুসালেম বিজয়ের সময় আমীরুল-মু'মিনীন 'উমার (রা) মাসজিদুল-আক'স'ায় যে সফর করেন সেই সফরে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, ১০ খ, ২০৫)।

পৃথিবীর বুকে মু'মিনদের জন্য সবচেয়ে বেশী শত্রুতা পোষাণকারী হইল য়াহূদ সম্প্রদায়। যেমন স্থান আল-কু'রআনুল, কারীমে ইরশাদ হইয়াছে,

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا •

"অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে য়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে "(৫ : ৮২)। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ছিলেন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। তাঁহার স্বভাবচরিত্র ছিল কোমল প্রকৃতির। তিনি ছিলেন নেহায়েত শান্তি প্রিয়, যুদ্ধ-বিবাদ ও কোন্দল হইতে সর্বদা দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। আয-যাবাদী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর ভাতিজা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের শেষ দিকে বিদ্রোহিগণ যখন 'উছমান (রা)-কে হত্যা করার সংকল্প করিয়া তাঁহাকে অবরোধ করিয়া রাখিল তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) সেখানে আগমন করিয়া 'উছমান (রা)-কে বলিলেন, আমি আপনার সাহায্য করিতে আসিয়াছি। 'উছমান (রা) বলিলেন, তাহ হইলে ঐ বিদ্রোহীদের নিকট যান এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করুন। অতঃপর তিনি বাহিরে আসিয়া সমবেত বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল অমুক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমার নাম র‍াখেন 'আবদুল্লাহ। আমার প্রতি ইঙ্গিতবহ আল্লাহ্র কিতাবের বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে,

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ

"(তোমরা ইহাতে অবিশ্বাসকর) অথচ বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর" (৪৬ : ১০)! আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে,

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتَابِ •

"বল আল্লাহ্ এবং যাহাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তাহারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট" (১৩ : ৪৩)।

"শোন! আল্লাহ্র একখানি কোষবদ্ধ তরবারী আছে। আর ফিরিশতাগণ এই শহরেই যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) অবতরণ করিয়াছেন—তোমাদের পার্শ্বেই প্রতিবেশীর ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাই খবরদার! এই ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি তাঁহাকে হত্যা কর তবে আল্লাহ তোমাদের প্রতিবেশী এই শহর বেষ্টনকারী ফিরিশতাগণকে দূরে সরাইয়া দিবেন এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র সেই কোষবদ্ধ তরবারী খুলিয়া দিবেন যাহা কিয়ামত পর্যন্ত আর কোষবদ্ধ হইবে না। তাঁহার এই মর্মস্পর্শী আহবানে দূর্বৃত্ত বিদ্রোহীদের উপর কোনই প্রভাব পরিলক্ষিত হইল না বরং ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, আগে এই য়াহূদীটিকে হত্যা কর। অতঃপর তাহারা 'উছমান (রা)-কে হত্যা করিয়া ফেলিল (ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৩খ. ১৭৬-৭৭)।"

ইমাম বাগা'বী (র) তাঁহার মু'জাম গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কি'ল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ৪র্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা) যখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা হইতে ইরাক স্থানান্তর করিতে এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা করেন তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বর আঁকড়াইয়া থাকুন। আপনি যদি তাহা ত্যাগ করেন তবে আর কখনও তাহা দেখিতে পাইবেন না। আলী (রা) তখন বলিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে একজন নেককার এবং সৎলোক (ইব্ন হ'াজার 'আসকালানী, আল-ইস'াবা, ২খ. ৩২১) ইতিহাস সাক্ষী যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত 'আলী (রা)-এর ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। মূলত তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও সর্বশেষ কু'রআনুল-কারীমের জ্ঞানে তাঁহার হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। তাই তিনি এমন কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহাকে পূর্বকালের বিভিন্ন বিষয়

সম্পর্কে তাওরাতে কী ফয়সালা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাওরাতের জ্ঞান থাকায় য়াহূদীদের ছলচাতুরী সম্পর্কে তিনি রাসূল (স)-কে অবহিত করিতেন। একবার য়াহূদীরা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইল যে, তাহাদের মধ্যে এক জন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বলিলেন, রজম তথা প্রস্তরনিক্ষেপে মৃত্যু সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, আমরা ব্যাভিচারীকে অপদস্থ করি এবং তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হয়। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। তাওরাতে রজম-এর কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর তাহারা তাওরাত লইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা সম্মুখে তাহা খুলিল। তাহাদের একজন রজম-এর আয়াতে হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। অতঃপর উহার পূর্বে ও পরে পাঠ করিল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাহাকে বলিলেন, তোমার হাত সরাও। সে তাহার হাত সরাইলে দেখা গেল সেখানে রজম-এর আয়াত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিল, হে মুহ'াম্মাদ! সে সত্য বলিয়াছে। তাওরাতে রজম-এর কথা রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে ব্যাভিচারীদ্বয়কে রজম করা হইল (ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়া, যাদুল-মা'আদ, ৫খ., পৃ. ২৬)।

কু'রআন কারীমে বনী ইসরাঈলের আলিমগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে,

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ

"বনী ইসরাঈলের আলিমগণ ইহা অবগত আছে–ইহা কি উহাদের জন্য নিদর্শন নহে ?" (২৬ : ১৯৭) ? এই আয়াতের তাফসীরে আতিয়্যা (র) বলেন, সেই 'আলিম হইলেন পাঁচজন : (১) আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, (২) ইব্ন য়ামীন, (৩) ছা'লাবা ইব্ন কায়স, (৪) আসাদ ও (৫) উসায়দ (ইবন্ সা'দ, আত্-ত'াবাক'াতুল-কুব্রা, ২খ., পৃ. ৩৫৩)।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাহার 'ইলমের কদর করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে 'ইলম শিক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। খ্যাতনামা সাহাবী হযরত মু'আয' ইব্ন জাবাল (রা)-এর ছাত্র য়াযীদ ইব্ন 'আমীরা আস-সাকসাকী (র) হইতে বর্ণিত যে, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর মৃত্যুর কাল আসন্ন হইলে য়াযীদ তাঁহার শিয়রে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। মু'আয (রা) জিজ্ঞাস করিলেন, কাঁদিতেছ কেন ? তিনি বলিলেন, আমার 'ইলম শিক্ষার দরজা বন্দ হইয়া যাইতেছে, এইজন্য আমি ক্রন্দন করিতেছি। মু'আয (রা) বলিলেন, 'ইলম ও ঈমান উহাদের স্থানেই বহাল থাকিব, তাহা চলিয়া যাইবে না। যে তাহা লাভ করিবার ইচ্ছা করিবে সে তাহা পাইবে। তাই তোমরা 'ইলম অন্বেষণ কর উওয়ায়সির, আবুদ- দারদা, সালমান আল-ফারিসী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) হইতে যিনি য়াহূদী ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি জান্নাতে দশ ব্যক্তির মধ্যে দশম ব্যক্তি (ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, ২খ., পৃ. ৩৫২-৫৩; আযয'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ২খ., পৃ. ৪১৮; ইবন হ'াজার 'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ. ৩২১)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বেশ কিছু হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাকৃত হ'াদীছের সংখ্যা মোট ২৫টি তাঁহার নিকট হইতে বহু সাহাবী ও তাবি'ঈ হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা, আনাস ইব্ন মালিক-যুরারা, ইব্ন আবী-আওফা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কি'ল, 'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'ানজ'ালা, গ'াসীলুল- মালাইকা (রা) প্রমুখ। আর তাবি'ঈগণের মধ্যে তাঁহার বরাতে হাদীছ রিওয়ায়াত করেন খারাশা ইবনুল-হু'র্র আল-ফাযারী, আবূ সালামা ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান, ক'ায়স ইব্ন 'আব্বাদ, আল-বাস'রী উনায়স, বিশর ইব্ন শাগ'াফ স্বীয় পৌত্র হ'ামযা ইব্ন য়ূসুফ, 'উমার ইব্ন মুহ'াম্মাদ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মু'আনিক আল-আশ'আরী, দাঊদ ইব্ন আবী দাঊদ আল-আনস'ারী, সায়ফ আস-সাদূসী, 'উবাদা আয-যুরাকী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন খুনায়স আল- গি'ফারী, 'আত'া ইব্ন য়াসার, 'আওফ ইব্ন মালিক আল-আশজা'ঈ, মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াহয়া ইব্ন হ'ায়্যান আল-আনস'ারী, আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা আল-আশ'আরী, আবূ সা'ঈদ আল-মাকবুরী (র) প্রমুখ (হ'াফিজ' জামালুদ্দীন য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহয'ীবুল-কামাল, ১০খ., পৃ. ২০৫; ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, তাহয'ীবুত-তাহয'ীব, ৫খ., পৃ. ২৪৯)।

তাওরাত, ইনজীল তথা আসমানী কিতাবের জ্ঞান পূর্ব হইতেই পূর্ণ মাত্রায় তাঁহার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর কু'রআন হ'াদীছ বিষয়েও তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার সম্পর্কে হ'াফিজ' শামসুদ্দীন আয-য'াহাবী তাঁহার তায'কিরাতুল-হু'ফ্ফাজ গ্রন্থে বলেন,

كان عبد الله بن سلام عالم اهل الكتاب وفاضلهم فى زمانه بالمدينة

'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তৎকালীন সময়ে মদীনায় আহলে কিতাবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন (আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফ্ফাজ, ১খ. ২২) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর ন্যায় সর্বাধিক হ'াদীছ বর্ণনাকারী সাহাবী পর্যন্ত তাঁহার নিকট হ'াদীছ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহাই কু'রআন হ'াদীছ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের জ্বলন্ত প্রমাণ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবার শাম (সিরিয়া) গমন করেন। সেইখানে তিনি কাব আল-আহ'বার-এর নিকট এই হ'াদীছ বর্ণনা করেন যে, জুমু'আর দিন একটি মুহূর্ত এমন আছে যে, বান্দা তখন আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে তাহা দেন। ইহাতে কা'ব কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন, কিন্তু পরে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহিত ঐকমত্য পোষণ করেন। এবং বলেন, উহা প্রতি বৎসরে একবার। অতঃপর কা'ব তাওরাত পাঠ করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সত্য বলিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মদীনায় আসিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর নিকট এই ঘটনা বিবৃত করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, অবশেষে তিনি আমার কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, আপনি জানেন কি তাহা কোন মুহূর্ত? আবূ হুরায়রা (রা) অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শীঘ্রই বলুন,

সেইটা কোন মুহূর্ত। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, উহা আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, ইহা কীরূপে হইতে পারে, অথচ আসর ও মাগরিবের মধ্যখানে কোনও সালাত নাই? 'আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, আপনি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে সে যেন সালাতেই রহিয়াছে। (ইব্ন কা'য়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ ১খ. ২৭৫; সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-স'হাবা, ৩খ., পৃ. ২৩৪-৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জান্নাতের অধিবাসী বলিয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক'কাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী কাহারও সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনি নাই যে, সে জান্নাতের অধিবাসী 'একমাত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ব্যতীত। তাঁহার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে,

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَاۤئِيلَ (١٠-٤٦)

(আল-বুখারী, আস-স'হীহ', কিতাবু মানাকিবিল-আনস'ার, হাদীস নং ৩৮১২)।

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি জান্নাতের দশ ব্যক্তির মধ্যে দশম ব্যক্তি (তিরমিযী, আল-জামি', ১খ., পৃ. ৬২৮; ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, ইসাবার পাদটীকায় সন্নিবেশিত, ২খ., পৃ. ৩৮২)।

মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার বলেন, জান্নাতের অধিবাসী এক লোক এখানে প্রবেশ করিবে। তখনই 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) সেখানে প্রবেশ করিলেন। অন্য এক বর্ণনা মতে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) এক স্বপ্ন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাহা বিবৃত করিলেন। উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ইসলামের রশি মজবুতভাবে ধারণকৃত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিবে (আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফাজ, ১খ., পৃ. ২৬-২৭; ঐ লেখক, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ২খ., পৃ. ৪১৭-১৮)।

এত অধিক জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুবই সহজ সরল ও বিনয়ী জীবন যাপন করিতেন। অহংকারের লেশ মাত্রও তাঁহার মধ্যে ছিল না। একবার তিনি একটি কাঠের বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, আল্লাহ কি ইহা হইতে আপনাকে অমুখাপেক্ষী করেন নাই? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি ইহা দ্বারা অহংকারের মূলোৎপাটন করিতে চাহিতেছি (তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ, ১খ. ২৭)। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) -কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ২খ. ৪১৯)।

কোনও মজলিসে বসিলে ও নিজকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে করিয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিতেন। ইব্ন 'আসাকির হ'াসান (উত্তম) সনদে আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিলেন, আমি মদীনায় আগমন করিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-কে একটি মজলিসে জড়োসড়ো হইয়া উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তাঁহার উপর কল্যাণের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল ('আসকালানী, আল-ইস'াবা, ২খ., পৃ. ৩২১)।

ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আমি অবহিত হইয়াছি যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিয়াছেন, তোমাদের ও কুরায়শদের মধ্যে যুদ্ধ হইবে। আমি যদি সেই যুদ্ধের সময় বাঁচিয়া থাকি আর আমার মধ্যে শক্তি না থাকে তবে আমাকে খাটিয়ায় করিয়া লইয়া যাইবে এবং উভয় কাতারের মধ্যখানে আমার খাটিয়া রাখিয়া দিবে (ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, ইসাবার পাদটীকায়, ২খ., পৃ. ৩৮৩)।

আত-ত'াবারী বলেন যে, সর্বসম্মত মতে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ৪৩ হি মদীনায় ইনতিকাল করেন (ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ., পৃ. ৩২১)। যূসুফ ও মুহ'াম্মাদ নামে তাঁহার দুই পত্র ছিলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ (স) সময়েই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যূসুফকে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় কোলে বসান, মাথায় হাত বুলাইয়া দেন এবং তাঁহার নাম যূসুফ রাখেন (সা'ঈদ আনস'ারী, সিয়ারুস-সাহাবা, ৩খ., পৃ. ২৩৪)।

বার্ধক্যে পৌছিয়া তিনি খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি লাঠিতে ভর করিয়া চলিতেন। তাঁহার চেহারায় সর্বদাই আল্লাহ ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান ছিল (প্রাগুক্ত ৩খ., পৃ. ২৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা.; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস-সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব, ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং; (৩) আত-তিরমিযী, আল-জামি, আস-সাহীহ, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যা, দিল্লী, তা. বি.; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল কুবরা, বৈরূত, লেবানন, তা. বি. ২খ.; (৫) ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, মিসর, ১৩২৮ হি.; সংখ্যা ৪৭২৫); (৬) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহয'ীব, বৈরূত, লেবানন, ১৯৭৫ সন; ও (৭) ঐ লেখক, তাহয'ীবুত-তাহয'ীব, হাযদারাবাদ (দাক্ষিনাত্য), ১৩২৫ হি.; (৮) ইবনুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান, ১৩৭৭ হি.; (৯) ইব্ন 'আবদিল বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি.; (১০) হ'াফিজ' শামসুদ্দীন আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ', দার ইহ'ইয়াইত-তুরাছ আল- 'আরাবী, বৈরূত, লেবানন, ১৩৭৬/১৯৫৬; (১১) ঐ লেখক, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, বৈরূত, লেবানন, ১৪০৬/১৯৮৬, ৪র্থ সং.; (১২) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমাইস-স'হ'াবা, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (১৩) হ'াফিজ' জামালুদদীন আবুল-হ'াজ্জাজ যূসুফ আল-মিযযী, তাহয'ীবুল-কামাল-ফী, আসমাইর-রিজাল, বৈরূত, লেবানন, ১৪১৪/১৯৯৪; (১৪) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-সাহাবা, ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর,তা. বি.; (১৫) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ-ফী হাদ্য়ি খায়রিল-'ইবাদ, দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন, ১৪১৫/১৯৯৫)।

ড. আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন সালিমা (عبد الله بن سلمة) : (রা) ইব্ন মালিক ইব্নিল হ'ারিছ আল-আনস'ারী, উপনাম আবূ মুহ'াম্মাদ। তিনি একজন সাহাবী। তাঁহার মাতার নাম উনায়সা বিন্ত আদী।

মদীনার আওস গোত্রের 'আমর ইব্ন 'আওফ-এর সংগে মিত্রতা সূত্রে তিনি আনসারী। তিনি বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার মাতার অনুরোধে তাঁহাকে মদীনায় আনিয়া দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ৩খ., ৪৬৮; (২) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি, ৩খ., ১৭৭-১৭৮; (৩) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি, ২খ., ৩২১, নং ৪৭২৭; (৪) সাঈদ আনসারী, সাহাবা চরিত, অনু. বাংলা, আবদুল বাতেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৭৬, ২খ., ২৪৬।

মোঃ রেজাউল করিম

'আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল ইব্ন রাফি' (عبد الله بن سهل بن رافع) : আল-আনসারী (রা) আল-হারিছী, একজন সাহাবী। তিনি বানূ যাওয়ারা গোত্রভুক্ত ছিলেন, ভিন্নমতে তিনি গাসসান গোত্রের ছিলেন। বানূ 'আবদুল আশ্হালের সংগে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া আশহালী হিসাবেও পরিচিত।

তিনি বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খন্দক (পরিখা) যুদ্ধে (ভিন্নমতে খায়বারে) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ., ৪৪৬; (২) ইবনুল আছীর, উস্দুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি, ৩খ., ১৭৯; (৩) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৩২২, নং ৪৭৩২।

মোঃ রেজাউল করিম

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সিবা' (عبد الله بن سباع) : (রা) ইব্ন 'আবদিল 'উযযা আল-খুযা'ঈ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী এবং হাদীছবিদ। তিনি মক্কার কুরায়শদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বানূ খুযা'আ গোত্রীয়। তাঁহার পিতা সিবা' ইব্ন 'আবদিল 'উয্যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহুদ (৩/৬২৫) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাচা হামযা (রা) ইব্ন 'আবদিল মুত 'তালিবের সম্মুখে পতিত হয়। হামযা (রা) তাহাকে অতি কঠোর ও অবমাননাকর ভাষায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সিবা' নিহত হয়। প্রসিদ্ধ কুলজি বিশারদ ইবনুল কালবী (২০৪/৮৫৯)-এর মতানুসারে 'আবদুল্লাহ উমায়্যা যুগে মারওয়ান বংশীয়দের খিলাফাত কাল (৬৫/৬২৫-১৩২/ ৭৫০) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায় হজ্জে (১০/৬৩২) তিনি উপস্থিত ছিলেন।

তিনি 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) হইতে হাদীছ শ্রবণ করেন এবং সালিম ইব্ন আবিল জা'দ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তারীহ ইব্ন ইসমা'ঈল নামক তাঁহার এক দৌহিত্রের নাম জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম (কায়রো ১৯০০ খৃ.), আস্-সীরা, ৩খ., ৭১; (২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, সম্পা. মার্সডেন জোন্স, লণ্ডন ১৯৬৬, ১খ., ২৮৫; (৩) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল্-ইসাবা, ১খ., ৩১৪ (নং ৪৬৯৯) ; (৪) ঐ লেখক, তাহযীব, ৫খ., ২৩০।

ডঃ এ. এম. এম. শরফুদ্দীন

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুরাকা (عبد الله بن سراقة) : (রা) ইব্নুল মু'তামির ইব্ন আনাস ইব্ন আদাত ইব্ন রাবাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রাযাহ ইব্ন 'আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআয়্য আল- আদাবী ২য় খলীফা উমার (রা)-এর জামাতা এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী। মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতকালে তিনিও তাঁহার পরিবারের সদস্যদের সহিত একত্রে মক্কা ত্যাগ করেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক স্থানে পৌঁছিয়া লুবাবা ইব্ন 'আবদিল মুনযিরের ভাই রিফা'আ ইব্ন 'আবদিল মুনযিরের গৃহে অবস্থান করেন। ইব্ন ইস্হাক ও আয-যুবায়র-এর মতে তিনি বদরের যুদ্ধে (২/৬২৪) উপস্থিত ছিলেন। তবে ইব্ন সা'দ ও মূসা ইব্ন 'উকবা প্রমুখ জীবনীকারের মতে বদর ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি হাদীছ চর্চা করিতেন। রামাদান মাসে সাহ্রী খাওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মুহাদ্দিছ তাঁহার বর্ণিত হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৩য় খলীফা 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে (২৪/৬৪৪-৩৫/৬৫৬) তিনি ইন্তিকাল করেন।

অনেকের মতে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, উমায়মা নামক দাসীর গর্ভে 'আবদুল্লাহ্ নামে তাঁহার এক পুত্র সন্তান ছিল। তিনি 'উমার (রা)-র কন্যা যায়নাবের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরা (কায়রো ১৯০০) ,১খ, ৪৭৬, ৬৮৪; (২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, মার্সডেন জোন্স (লন্ডন ১৯৬৬), ১খ., ১৫৬; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত ১৯৫৭, ৩খ, ৩৮৪-৮৬; (৪) ঐ লেখক, ৪খ, ১৪১-১৪২; (৫) ইব্নুল আছীর, উস্দুল গাবা, ৩খ, ১৭১; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১খ, ৩১৪; (৭) ঐ লেখক, তাহ্যীবুত তাহ্যীব, ৫খ, ৩৩১-৩৩২; (৮) ঐ লেখক, তাক্রীবুত তাহ্যীব, ১খ, ৪১৮।

এ.এম এম শরফুদ্দীন

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সূ'রিয়া (عبد الله بن صوريا) : ইয়াহূদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামের সহিত আল-ইসরাঈলী শব্দটি যোগ করিয়া তাঁহাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সূরিয়া আল ইসরাঈলীও বলা হইয়া থাকে। তিনি ছিলেন একজন ইয়াহূদী ধর্মযাজক। আন্-নাক্কাশ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন সূ'রিয়ার ইসলাম গ্রহণ সর্বসম্মত বলিয়া মনে হয় না। আত-তারীখুল মুজাফ্ফারীতে উদ্ধৃত মাক্কীর একটি বর্ণনানুযায়ী ইব্ন সূ'রিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আবার মুর্তাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হইয়াছিল। ইব্ন ইস্হাক তাঁহার আস-সীরা গ্রন্থে হিজরত পরবর্তী ইয়াহূদীদের প্রসঙ্গ ও তৎসম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বিবরণ পেশ করিতে গিয়া বলেন, ইয়াহূদী ধর্মযাজকগণ তাহাদের তাওরাত শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত হইয়া একজোড়া ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিচার সম্পর্কে আলোচনায় মিলিত হয়। তাহারা উহাদের বিচারের ভার মহানবী (স)-এর উপর ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূ'রিয়াকে প্রেরণ করে। ইব্ন সূ'রিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি তাঁহাকে আল্লাহর নামে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা

করেন, তুমি কি জান যে, আল্লাহ তাওরাতে ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে বধ করিবার বিধান দিয়াছেন? আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূ'রিয়া হাঁ সূচক জবাব দিয়া বলিয়াছিল, "হে আবুল কাসিম! ইয়াহূদীরা আপনাকে আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল জানিয়াও ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া আপনার উপর ঈমান আনিতেছে না।" ইহার পর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূ'রিয়া চলিয়া যায় এবং ব্যভিচারীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সিদ্ধান্ত মুতাবিক প্রস্তর নিক্ষেপে বধ করিবার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পর ইব্ন সূ'রিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নবূওয়াত অস্বীকার করিলে আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

"হে রাসূল! যাহারা কুফরের দিকে ধাবিত হয় তাহারা যেন আপনার চিন্তার কারণ না হয়" (৩ ঃ ১৮৬)। আদ-দাহ্হাক হইতে আছ-ছা'লাবী বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কুরআনের "আমরা যাহাদেরকে কিতাব দান করিয়াছি, তাহারা উহা যথাযথভাবে পাঠ করে" (২ ঃ ১২১)— এই আয়াতটি 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সূরিয়াসহ অন্যদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-আস্ক'লানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৩২৬-৭, সংখ্যা ৪৭৬৮; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ২১৯।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্ন সুহায়ল (عبد الله بن سهيل) ঃ (রা), একজন মুহাজির সাহাবী। উপনাম আবূ সুহায়ল। তাঁহার পিতা সুহায়ল ইব্ন 'আমর ছিলেন কুরায়শ নেতা, যিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনে মক্কার কাফিরদের প্রতিনিধিত্ব করেন, পরে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সুহায়ল (রা)-এর মাতার নাম ছিল ফাখিতা (মতান্তরে ফাতিমা) বিন্ত 'আমের ইব্ন নাওফাল। তিনি ছিলেন আবূ জানদাল (রা)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মক্কার কুরায়শ গোত্রের 'আমের ইব্ন লুআয়্যি শাখায় আনু. ৫৯৬ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশলতিকা হইলঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন 'আমর ইব্ন শামস ইব্ন 'আবদ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হিসল ইব্ন 'আমের ইব্ন লুআয়্যি। তিনি ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে কাফিরদের অত্যাচারের কারণে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। ইব্ন ইসহাক ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার-এর বর্ণনামতে জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় যে দলটি হাবশায় হিজরত করে 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁহাদের সহিত তথায় হিজরত করেন।

কিছুদিন পর মক্কার কাফিররা মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং মুসলমানদের উপর আর নির্যাতন করিতেছে না—এই সংবাদের ভিত্তিতে অন্যান্যের সহিত তিনিও মক্কায় ফিরিয়া আসেন। মক্কায় আসিবামাত্র তাঁহার কাফির পিতা তাঁহাকে আটক করিয়া নিজেদের কাছে বন্দী করিয়া রাখে এবং দীন ইসলাম ত্যাগ করাইবার জন্য নির্যাতন করিতে থাকে। 'আবদুল্লাহ (রা) উপরে উপরে এমন আচরণ করিতে থাকেন যে, তাহারা মনে করে তিনি স্বীয় দীন পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ ভিতরে ভিতরে তিনি তাওহীদের উপর অটল ছিলেন। এইভাবে বদর যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। তখন তিনি পিতা সুহায়ল-এর সহিত তাহারই খরচ এবং তাহারই বাহনে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহার পিতা ধারণাও করিতে পারে নাই যে, ছেলে দীন ইসলামে বহাল আছে। অতঃপর মুশরিক ও মুসলিম উভয় দল বদর প্রান্তরে যখন মুখামুখি হইল এবং একদল অপর দলকে দেখিতে পাইল তখন যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বক্ষণে 'আবদুল্লাহ (রা) ইব্ন সুহায়ল দৌড়াইয়া মুসলমানদের দলে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট চলিয়া আসিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হইয়া বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ২৭ বৎসর। পুত্রের এই আচরণে তাঁহার পিতা সুহায়ল ইব্ন 'আমর ভীষণ রাগান্বিত হইল। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা ইহাতেই তাহার এবং আমার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন।

অতঃপর 'আবদুল্লাহ (রা) উহুদ ও খনদকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সন্ধির তিনি ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁহার পিতা সুহায়ল ইব্ন 'আমর কাফির ছিল। 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট গিয়া স্বীয় পিতার জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতাকে কি আপনি নিরাপত্তা দিবেন? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ্র দেয়া নিরাপত্তা অনুযায়ী তিনি এখন নিরাপদ। সুতরাং তিনি জনসমক্ষে আসিতে পারিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার পার্শ্ববর্তী লোকজনকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে সুহায়লকে দেখিবে সে যেন তাঁহার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না তাকায়। আমার জীবনের কসম! নিশ্চয় সুহায়ল বুদ্ধিমান ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। সুহায়ল-এর ন্যায় ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে না। আর এখন তো তিনি দেখিয়াই লইলেন যে, তিনি যাহাদের সাহায্যকারী ছিলেন তাহারা তাঁহার কোন উপকার আসে নাই অতঃপর 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উক্ত ফরমান শুনাইলেন এবং নিরাপত্তার সুসংবাদ দিলেন। তখন তিনি পুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! সে ছোটবেলা হইতেই সৌভাগ্যবান ছিল (আল-ইসতীআব)।

১২. হি. সনে আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলে 'আবদুল্লাহ্ য়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৮ বৎসর। তাঁহার কোন বংশধর ছিল না। ইহার পর আবূ বাক্র (রা) তাঁহার খিলাফাত আমলে যখন হজ্জে গমন করেন তখন 'আবদুল্লাহ (রা)-এর পিতা সুহায়ল ইব্ন 'আমর মক্কায় তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলে আবূ বাক্র (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-এর খাতিরে তাঁহাকে খুবই সম্মান প্রদর্শন করেন। তখন সুহায়ল (রা) বলিলেন, আমি জানিতে পরিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, শহীদ ব্যক্তি তাহার পরিবারের ৭০ জনকে সুপারিশ করিতে পারিবে। তাই আমি আশা করি, আমার পুত্র সর্বপ্রথম আমার জন্য সুপারিশ করিবে (আত-তাবাকাত, ৩খ., ৪০৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪০৬; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩২২-৩২৩, নং ৪৭৩৬; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৮১; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র,

আল-ইসতীআব, মিসর তা.বি., ৩খ., ৯২৫, নং ১৫৬৮; (৫) শাহ মুঈনুদ্দীন নাদবী, সিয়ারুস-সাহাবা, লাহোর তা.বি., ২/১খ., ৪১৫-৪১৬; (৬) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১০ম সং., বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ১খ., ১৯৩-১৯৪, নং২৪; (৭) ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩২৮; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক্র আল- 'আরাবী, ১ম সং, বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., ৩২১; (৯) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০০; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, 'আলামুল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৫৬।

ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'াক্'ক (عبد الله بن حق) ঃ আল-আনস'ারী (রা) কুলজি এই 'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'াক্'ক ইব্ন আওস ইব্ন ওয়াক্কাশ আল-আনসারী। ইব্ন ইস্হাক-এর মতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াজার, ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৮, নং ৪৬৪১।

মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল্লাহ ইব্ন হাকীম (عبد الله بن حكيم) ঃ আদ্-দাব্বী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একজন সাহাবী। পূর্বে তাঁহার নাম ছিল 'আবদুল্ হ'ারিছ ইব্ন হ'াকীম। একবার তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবী (স) তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার নাম 'আবদুল হ'ারিছ ইব্ন্ হাকীম বলিয়া জানান। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ রাখেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে তাঁহার গোত্রের যাকাত আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল আছীর, উসদুল্ গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৪৫; (২) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৮, নং ৪৬৩৩।

মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হ'ানজ'ালা (عبد الله بن حنظلة) ঃ ইব্ন 'আমির আল-আনসারী; প্রথম য়াযীদ-এর বিরুদ্ধে মদীনায় যে বিদ্রোহ হইয়াছিল উহার একজন নেতা। তাঁহার পিতা হ'ানজ'ালা (রা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন এবং উহুদ-এর যুদ্ধে তিনি (হ'ানজ'ালা) শহীদ হন। গ'াসীলুল্-মালাইকা (অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ যাঁহাকে গোসল করাইয়াছেন) উপাধিতে তিনি আখ্যায়িত ছিলেন। 'আবদুল্লাহ্র জন্ম হয় তাঁহার পিতার শাহাদাতের পর। ইব্নু'ল-গ'াসীল নামেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৬২/৬৮২ সালে মদীনার প্রশাসক 'উছ্মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ মদীনার যাহারা য়াযীদের খিলাফাতে অসন্তুষ্ট তাহাদের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধি দল বানূ উমায়্যার সহিত সমঝোতার উদ্দেশ্যে দামিশ্ক প্রেরণ করিয়াছিলেন, 'আবদুল্লাহ এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। য়াযীদ এই প্রতিনিধি দলের প্রতি বিশেষ সম্মানজনক ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁহারা য়াযীদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁহাকে খিলাফাতের অযোগ্য ঘোষণা করেন। কিছুদিন পর মদীনাবাসিগণ য়াযীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 'আবদুল্লাহকে তাহাদের নেতা নির্বাচিত করে। মদীনা হইতে উমায়্যা বংশের লোকদেরকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। য়াযীদ তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করে। ৬৩/৬৮৩ সালের শেষদিকে মুসলিম ইব্ন 'উক্বা-এর নেতৃত্বে মদীনায় এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত হার্রা-য় এই সেনাদল অবস্থান গ্রহণ করে এবং তিন দিন অপেক্ষার পর মদীনা আক্রমণ করে। যুদ্ধে মদীনার বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয় (যু'ল-হি'জ্জা, ৬৩/ আগস্ট ৬৮৩)। 'আবদুল্লাহ এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু অবশেষে য়াযীদ বাহিনীর হাতে নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বালাযু'রী, আল-আন্সাব, ৫খ., ১৫৪; (২) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৫খ., ৪৬ প.; (৩) ত'াবারী, ২খ., ৪১২ প.; (৪) ইব্নু'ল-আছীর, ৪খ., ৪৫, ৮৭ প.; (৫) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা সংখ্যা ৪৬৩৭; (৬) আল-আমানী, ১খ., ১২; (৭) A. Muller, Der Islam, in Morgen und Adendland, i, 365 ff.,;(৮) J. Wollhausen, Das arab. Reich, 16 ff.; (৯) H. Lammens, Le Califat do Yazid Ier, 231 ff. (-MFOB, V. 211 ff.).

K. V. Zettersteen-Ch. Pellat (E.I.2)/ ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'ান্ত'াব (عبد الله بن حنطب) ঃ (রা) ইব্নু'ল-হ'ারিছ ইবন 'উবায়দ আল্-কু'রাশী আল-মাখ্যূমী, একজন সাহাবী। তাঁহার বর্ণিত একটি হ'াদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তাহারা আমার কর্ণ ও চক্ষুতুল্য।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্নু'ল্-আছীর, উসদু'ল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৪৭; (২) ইব্ন্ হ'াজার, ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৮-২৯৯, নং ৪৬৩৬।

মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'াবীব (عبد الله بن حبيب) ঃ (রা) ইব্ন আবী ছাবিত আল্-আস্লামী, একজন সাহাবী ও হাদীছবিশারদগণের অন্যতম। আবূ নু'আয়ম, কাবীসা ইব্ন 'উক্রা, 'আম্মার ইব্ন 'উক্'বা প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করেন।

'আম্মার ইব্ন 'উক্'বা বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'বীব আল্-আসলামী (রা) বলিয়াছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত 'উম্রা আদায়ের জন্য রওয়ানা হইয়া যখন পথ চলিতে চলিতে বাত্ন রাবিগে' পৌছিলাম তখন আকাশে প্রচুর মেঘ থাকায় আমাদের চলার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ফলে আমরা পথ হারাইয়া ফেলি। ইহার পর তিনি পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং ইহাতে বিপদকালে কারো সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠের উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, আল্-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৪, (২) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুব্‌রা, বৈরূত তা. বি, ৬খ., ৩৬৪; (৩) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, তাক্'রীবু'ত-তাহ্'যীব, বৈরূত ১৩৯০/১৯৭৫, ১খ., ৪০৮।

এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

'আবদুল্লাহ ইব্ন হামদান (দ্র. হামদানী)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন হাম্মাম আস্-সালূলী (عبد الله بن همام السلولى) ঃ ১ম/৭ম শতাব্দীর আরব কবি (৯৬/৭১৫ সালের পরে ইন্তিকাল করেন বলিয়া কথিত)। উমায়্যা শাসনামলে তিনি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। ৬০/৬৮০ সাল হইতে য়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়া-এর সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। অনন্তর আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর ওফাতে তিনি শোকগাঁথা রচনা করিয়াছিলেন এবং য়াযীদ-এর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে তাহাকে কাব্যে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। তিনি য়াযীদকে তৎপুত্র মু'আবি'য়াকে খিলাফাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা দিবার জন্য প্ররোচিত করেন। পরবর্তী কালে ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদু'ল মালিক-এর খিলাফাত লাভে সর্বপ্রথম তিনিই তাঁহাকে অভিনন্দন জানান (৮৬/৭০৫)। 'আবদু'ল মালিকের রাজত্বকালে (৬৫-৮৬/ ৬৮৫-৭০৫) তাঁহার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা যায়, বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী মুখতার শী'ঈ (দ্র.) ও তাহার সঙ্গী-সাথী, অধিকন্তু 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) [দ্র.]-এর সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। শেষোক্ত জনকে এক কবিতায় সম্বোধন করিতে গিয়া তিনি (তাঁহার ভ্রাতা) মুস'আব (ইবনু-যুবায়র)-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচনা করেন। ইহাতে 'আবদুল্লাহ ইব্নু-যুবায়র (রা) সাময়িকভাবে মুস'আবাকে কার্যত তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করেন (৬৭/৬৮৬-৬৮৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযু'রী, আনসাব, ৫খ., সূচী; (২) জুমাহী, ত'াবাক'াত, (Hell) ১৩৫-৬; (৩) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান, ২খ., সূচী,; (৪) ঐ লেখক, বায়ান (সান্দুবী), ২খ., ৬৬-৬৭ ; (৫) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, (de Goeje), ৪১২-৩; (৬) ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ,'ইক্'দ, কায়রো ১৯৪০ খৃ, ৩খ., ২৫৪ (৪খ., ১৭৩-৫খ., ১৩৬), ৩০৬; ৭খ., ১৪০-১; (৭) আবূ তাম্মাম, হ'ামাসা (Freytag), ৫০৭ ; (৮) ত'াবারী, ২খ., ৬৩৬-৪২ ও স্থা; (৯) মুবার্‌রাদ, কামিল, ৩৪খ., ৩০৯; (১০) মাসউদী, মুরূজ, ৫খ., ১২৬, ১৫৩-৫; (১১) আগ'ানী, ১৪খ., ১২০-১,. ১৭০; (১২) C.A. Nallino' Scritti, vi. 154 (ফরাসী অনু. ২৩৬); (১৩) H. Lammens, Le Calfifat de Yazid Ier, MFOB, vi. 110, 120; (১৪) ঐ লেখক, Etudes sur le siecle des Omayyades, Beyrouth 1930, 141, 158, 166.

Ch. Pellat (E.I.[2]) / আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'ামযা (দ্র. আল-মানসূর বিল্লাহ)

'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'ারিছা (عبد الله بن حارثة) ঃ (রা) ইব্নি'ন্-নু'মান আল-আনস'ারী, একজন সাহাবী। তাঁহার পিতা বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। ইব্ন সা'দ বলিয়াছেন, তাঁহার মাতা উম্মু খালিদ ইব্ন য়া'ঈশ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন ভগ্নী উম্মু হিশাম, 'উমারা ও সাওদা সাহাবিয়া ছিলেন। ইমাম বাগ'াবী বলিয়াছেন, তিনি মদীনায় বসবাস করিতেন। ইব্ন আবী হ'াতিম বলিয়াছেন, তাঁহার ('আবদুল্লাহ) নিকট হইতে তদীয় পুত্র ইব্‌রাহীম হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার 'আল-আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৩, সংখ্যা ৪৬১৫; (২) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩০৪, সংখ্যা ৩২১৬।

মু. কালাম উদ্দীন

'আবদুল্লাহ ইব্ন হিলাল (عـبـد الله بن هلال) ঃ আল-হি'ম্য়ারী আল-কূফী, হ'াজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ-এর সমসাময়িক, কূফার একজন যাদুকর। ওয়াসিত-এর প্রাসাদ নির্মাণের পর হ'াজ্জাজের সংগে তাহার সম্পর্ক হয় (য়াকূ'ত, ৪খ., ৮৮৫; লিসানু'ল-মীযান, ৩খ., ৩৭২-৭৩)। আল-আগানী গ্রন্থে (১খ., ১৬৭) 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-এর কতগুলি কবিতার উল্লেখ আছে যাহাতে কবির সংগে যাদুকরের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩১০-এ তাঁহাকে আত্-ত'ারীক'া আল-মাহ'মূদা-এর অনুসারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (এই উক্তিটি আশ্-শিব্‌লী আহ'কামু'ল-মারজান, পৃ. ১০১-১০২-এ নকল করিয়াছেন)। আল-জাওবারী দাবি করেন, তিনি হিলালের যাদুর পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। Zdmg, xx, ১৮৬৬, ৪৮৭; আল-মুখতার ফী কাশ্‌ফি'ল -আস্‌রার, কায়রোর মুদ্রণে উক্তিটি অনুপস্থিত। আল-জাওবারী, ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযীর আস-সির্‌রু'ল-মাক্‌তুম-এরও বরাত দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত হইয়াছে।

Ch. Pellat (E.I.[2]) / এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আবদুল্লাহ ইব্ন হু'য'াফা (عبد الله بن حذافة) ঃ (রা) ইব্ন ক'ায়স 'আদিয়্যি আল্-কু'রাশী আস্-সাহ্‌মী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আবূ হু'য'াফা তাঁহার উপনাম (কুন্‌য়া)। ইব্ন মানদা তাঁহাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন হু'য'াফা ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম্ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্নু'ল-আছীর প্রথমোক্ত নসবকেই সঠিক বলিয়াছেন। তাঁহার মাতা ছিলেন হ'ারছান-এর কন্যা, যিনি বানু'ল হারিছ ইব্ন 'আবদ মানাত গোত্রের মহিলা ছিলেন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন হু'য'াফা প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ক'ায়স ইব্ন হু'য'াফা-র সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর এক ভ্রাতা ছিলেন খুনায়স ইব্ন হু'য'াফা, যিনি 'উমার ইব্নু'ল-খাত্'ত'াব (রা)-এর কন্যা হ'াফস'া (রা)-এর পূর্বতন স্বামী ছিলেন। আবূ সা'ঈদ আল-খুদ্‌রী-র মতে তিনি বদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত শুদ্ধ নহে।

রাসূলুল্লাহ (স) পারস্য সম্রাট কিস্‌রাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া একটি লিপিকাসহ ইব্ন হু'য'াফা-কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিস্‌রা উক্ত লিপিকা প্রাপ্ত হইয়া রোষভরে উহা টুক্‌রা টুক্‌রা

করিয়া ছিড়িয়া ফেলে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্ যেন কিস্‌রার সাম্রাজ্য অনুরূপভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন।" ফলে কিস্‌রার পুত্র শীরূয়াহ তাঁহাকে হত্যা করে।

রাসূলুল্লাহ্ (স) এক যুদ্ধে 'আব্‌দুল্লাহকে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি এক পর্যায়ে সৈন্যদেরকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উহাতে প্রবেশের আদেশ দান করেন। সৈন্যগণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া এই আদেশ পালনে উদ্যত হয়; কিন্তু পরে তাহা হইতে বিরত থাকে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরীভূত হইলে তিনি সৈন্যদের উক্ত আদেশ অমান্যকে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া উক্তি করেন, "আদেশ পালন শুধু ন্যায় কার্যের বিষয়ে।" 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হু'য'াফা (রা) মিসর বিজয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খলীফা 'উমার (রা) কর্তৃক রোম অভিযানে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীতে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হু'য'া'ফাও ছিলেন। যুদ্ধে রোমক বাহিনীর হস্তে তিনি বন্দী হইলে তাঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের আহ্বান করত সাম্রাজ্যের একাংশ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত অতি বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ও অন্যান্য আশীজন মুসলিম বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। অতঃপর মুক্তিপ্রাপ্ত সংগীদের লইয়া তিনি 'উমার (রা)- এর নিকট প্রত্যাগমন করিলে খলীফা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হু'য'াফা 'উছ্‌মান (রা)-এর খিলাফাতকালে (হি.২৪-৩৫) মিসরে ইন্তিকাল করেন এবং সেইখানেই সমাহিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল্-গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৪২-১৪৩; (২) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯৬-২৯৭, নং ৪৬২৬।

মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল্লাহ ইব্‌নুত-তু'ফায়ল (عبد الله بن الطفيل) ঃ (রা) ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌নি'ল-হ'ারিছ ইব্‌ন সাখ্‌বারা আল-আয্‌দী। ইব্‌ন হি'ব্বান ও আল-বাওয়ারদী তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 'আইশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। ইনি যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের একজন লোক ছিলেন তাহার সমর্থন সহীহ বুখারী হইতে পাওয়া যায়। 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নু'ত-তু'ফায়লের দাস ছিলেন 'আমের ইব্‌ন ফুহায়রা (রা) যিনি হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট ছাগী বা মেষী লইয়া আসিতেন যাহাতে তাঁহারা উহার দুগ্ধ পান করিতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাম্‌য়ীযি'স-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩২৮, সংখ্যা ৪৭৭০; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াত, বৈরূত তা.বি,. ১খ., ২২৯।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল রহমান

'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয্‌-যিবি'রা (عبد الله بن الزبعرى) ঃ (রা) ইব্‌ন ক'ায়স আল-কু'রাশী, উপনাম আবূ সা'দ, মাতার নাম 'আতিকা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আমর। তিনি কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা নাই। তিনি ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে একজন প্রথম সারির কবি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি আপন আচার-ব্যবহার ও কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ের কিরামের কঠোরভাবে বিরোধিতা করিতেন। মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বহু বিদ্রূপাত্মক ও শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করেন (আল-ইসতী'আব, ইস'াবার হ'াশিয়া, পৃ. ৩০৯)। উহুদের যুদ্ধে কাফিরগণের পক্ষে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামা (রা) তাঁহার হাতে শাহাদাত বরণ করেন (ত'াবাক'াত, ৩খ., ৪৬৮)। মক্কা বিজয়ের পর হুবায়রা ইব্‌ন আবী ওয়াহ্‌ব ও তিনি পলায়ন করিয়া নাজরান চলিয়া যান। সমকালীন বিশিষ্ট মুসলিম কবি হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) তাঁহার উদ্দেশে কবিতার দুইটি শ্লোক রচনা করেন। ইহা তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন এবং বিগত জীবনের সকল অপরাধের ক্ষমা চাহিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন (আল-ইস'াবা, ২খ., ৩০৮)। ইহার পর তিনি রাস্‌লুল্লাহ (স)-এর স্তুতিবাদ বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি বহু যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন পুত্র-কন্যা ছিল না (উস্‌দুল-গ'াবা, ৩খ., ১৬০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৫৯, ১৬০; (২) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩০৮; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, আল-ইস'াবা-রহ'াশিয়া (২খ., ৩০৯); (৪) ইব্‌ন সা'দ, ত'াব'াক'াত, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪৬৮; (৫) আয-য'াহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি...১খ., ৩১১।

ড. আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয্‌-যুবায়র (عبد الله بن الزبير)ঃ (রা) ইনি যুবায়র ইব্‌নু'ল-'আওয়াম (রা)-এর স্ত্রী ও আবূ বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আস্‌মা (রা)-এর পুত্র ছিলেন। হিজরাতের ১ম বৎসর কু'বায় জন্মগ্রহণ করেন (ইক্‌মাল, ৬০৪)। ইনি মুহাজির সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত প্রথম সন্তান। মাতা-পিতা উভয় কুলের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তিনি বাল্যকালেই পিতার সহিত ইয়ারমূক-এর যুদ্ধে (রাজাব, ১৫/আগস্ট ৬৩৬) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পিতা যখন মিসরে 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস'-এর বাহিনীতে যোগদান করেন, তখন (১৯/৬৪০) তিনিও তাহাতে যোগদান করেন। তিনি 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সার্‌হ' (রা)-এর সংগে (২৬-৭/৬৪৭) বায়যান্টাইন ও 'ইফ্রীকিয়্যা' অভিযানেও যোগদান করেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তব্য প্রদান করিয়া এই অভিযানের ও ইহাতে জয়লাভের সুসংবাদ প্রদান করেন (আগানী, ৬খ., ৫৯, পরবর্তী বর্ণনাগুলিরও ভিত্তি ইহাই)। তিনি সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-'আস'-এর সঙ্গে উত্তর পারস্য অভিযানেও (২৯-৩০/৬৫০) যোগদান করেন। কুরআন মাজীদ সমীক্ষণ কার্যে অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে হযরত 'উছমান (রা) তাঁহাকেও নিয়োজিত করেন (Gesch. des. Qorans, ii, ৪৭-৫৫)। হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পর তিনি তাঁহার পিতা ও 'আইশা (রা)-এর সহিত বস্‌রায় গমন করেন এবং 'উষ্ট্রের যুদ্ধে' 'আলী (রা)-র বিপক্ষে পদাতিক বাহিনীর সেনাপত্য করেন

(১০ জুমাদা'ছ-ছানিয়া, ৩৬ / ডিসেম্বর ৬৫৬)। যুদ্ধের পর তিনি হযরত 'আইশাসহ মদীনায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি এই গৃহযুদ্ধে আর অংশগ্রহণ করেন নাই।

মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে য়াযীদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। ৬০/৬৮০ সনে মু'আবি'য়া (রা)-এর মৃত্যু হইলে তিনি ও হু'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা) য়াযীদের হাতে বায়'আত করিতে অস্বীকার করেন এবং মারওয়ানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মক্কায় চলিয়া যান। হু'সায়ন (রা) কারবালায় শহীদ হইলে ইব্নু'য-যুবায়র খিলাফাতের দাবিদাররূপে সমর্থন সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহাকে গ্রেফতার করার জন্য 'আম্র-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরিত হয়। 'আম্র পরাজিত ও নিহত হন (৬১/৬৮১)। তখন ইব্নু'য-যুবায়র ঘোষণা করিলেন, য়াযীদকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। মদীনার আনসারগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাহারা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হা'নজা'লাকে (ইব্ন সা'দ, ৫খ., ৪৬-৯) তাঁহাদের নেতা নির্বাচিত করিলেন। য়াযীদ মুসলিম ইব্ন 'উক্'বার অধীনে একটি সিরীয় বাহিনী মদীনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনী মদীনাবাসীকে হা'র্রা-র যুদ্ধে (২৭ যু'ল-হিজ্জা, ৬৩/২৭ আগস্ট, ৬৮৩) পরাজিত করিল এবং মুসলিমের মৃত্যু সত্ত্বেও মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইল (২৬ মুহাররাম, ৬৪/২৪ সেপ্টেম্বর, ৬৮৩)। তাহারা মক্কা অবরোধ করিল। ৬৪ দিন পর ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদে অবরোধের অবসান হইল।

সিরিয়ার পরবর্তী গোলমাল ও গৃহযুদ্ধ ইব্নু'য-যুবায়রের পক্ষে একটি সুযোগ ছিল। তিনি নিজেকে আমীরুল-মু'মিনীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সিরিয়ার উমায়্যা বিরোধিগণ ও মিসর, দক্ষিণ 'আরব, কূফা ও খুরাসানের অধিবাসিগণ তাঁহাকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করিল (ইকমাল)। ইরাক জয় (৭২/৬৯১) করিবার পর উমায়্যা খলীফা 'আবদু'ল-মালিক হা'জ্জাজ ইব্ন য়ূসুফকে মক্কায় প্রেরণ করেন। ছয় মাসাধিক কাল মক্কা অবরুদ্ধ থাকিবার পর ইব্নু'য-যুবায়র তাঁহার মাতার পরামর্শে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া (১৭ জুমাদা'ছ-ছানিয়া, ৭৩/৬৯২) বীরের ন্যায় শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার মৃতদেহ কয়েক দিন ঝুলাইয়া রাখা হয়। অতঃপর খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের আদেশে লাশ তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পণ করা হইলে তিনি তাঁহাকে মদীনায় সা'ফিয়্যা-র গৃহে দাফন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগা'নী, ৬খ., ৫৯; (২) Brockelmann, Gesh. des Qorans. ii, 47-55; (৩) (ইব্ন সা'দ, ৫খ., ৪৬-৯; (৪) ইকমাল, পৃ. ৬০৪; (৫) ইস'াবা, ৪খ., ৬৯ প. ; (৬) ত'াবারী, ৭খ., ২০২ প.; (৭) ইব্ন কাছীর, ৮খ., ৩২৯; (৮) উস্দু'ল-গ'াবা, ৩খ., ১৬১ পৃ.।

স.ই.বি.

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-আ'ওয়ার (عبد الله بن الاعور) ঃ মাযিন গোত্রের সদস্য এবং তিনি কবি আল-আ'শা নামে সমধিক পরিচিত। আরবে একাধিক কবি এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রামাণ্য কোন উৎস হইতে ইব্নু'ল-আ'ওয়ারের জন্মস্থান কিংবা জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইব্ন আবী হা'তিম তাঁহাকে সাহাবীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতার নাম প্রথমত আল-আ'ওয়ার এবং পরে 'আবদুল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মার্‌যুবানীর মতে আল-আ'ওয়ারের প্রকৃত নাম রু'বা। অন্য সূত্রে তাঁহার পিতার নাম আল-আত্'ওয়াল উল্লেখ করা হইয়াছে। হা'দীছবেত্তাগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি মাযিন গোত্রের সদস্য নহেন, বরং তিনি হিরমায গোত্রের একজন ব্যক্তি। কারণ তাহাদের মতে মাযিন গোত্রে আল-আ'শা নামে কোন কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে হিরমাযী ও মাযিনী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। মাযিন গোত্রের একটি শাখাগোত্র হইল হিরমায।

এই আ'শাকে 'আরব কবি মায়মূন ইব্ন কা'য়সের সাথে যেন অভিন্ন মনে না করা হয়। মায়মূন ইব্ন কা'য়সও আল-আ'শা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি মহানবী (স)-এর ইসলাম প্রচারের সময় জীবিত ছিলেন। কিন্তু মায়মূন ইব্ন কা'য়স বা কবি আ'শা মহানবী (স)-এর সাহাবী হইবার গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই। 'আবদুল্লাহ কবি আল-আ'শা নামে পরিচিত আরবের প্রসিদ্ধ কবি আল-আ'শা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনি মহানবী (স)-এর সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। একটি বর্ণনা হইতে জানা যায়, 'আব্দুল্লাহ ইব্নু'ল-আ'ওয়ার মহানবী (স)-এর নিকট আসিয়া কবিতায় তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিয়াছিলেন। উক্ত দীর্ঘ কবিতায় আল-আ'শা তাঁহার স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পলায়নের কথা ব্যক্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুকম্পা লাভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রে আল-আ'শার পারিবারিক কলহের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে ঘটনা এই দাঁড়ায় ঃ 'আবদুল্লাহ আল–আ'শার স্ত্রী মু'আযা-এর সহিত কোন কারণে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিলে মু'আযা গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া মিত্‌রাফ ইব্ন বুহ্‌সালের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হইলে স্ত্রী সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করিয়া মহানবী (স)-এর নিকট উহা আবৃত্তি করেন। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করিয়া মহানবী (স) আ'শার নিকট তাঁহার স্ত্রীকে হস্তান্তর করিবার জন্য পত্র মারফত মিত্‌রাফকে নির্দেশ দেন। মু'আযা-র বিগত কর্মের জন্য কোনরূপ ভর্ৎসনা না করিবার প্রতিশ্রুতি এবং তাহার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকার আদায় করিবার পর মিত্‌রাফ আ'শা-র নিকট তাঁহার স্ত্রীকে হস্তান্তর করেন। স্ত্রীকে ফেরত পাইয়া আ'শা স্ত্রীর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন।

সম্ভবত 'আবদুল্লাহ বসরায় বাস করিতেন। তিনি উমায়্যা খলীফা মারওয়ান ইব্ন হা'কাম-এর খিলাফাতের পূর্ব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কোন সঠিক তারিখ নির্দেশ করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৭৬, সংখ্যা ৪৫৩৫; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, (আল-ইস'াবা-র হা'শিয়া, ২খ., ২৬৫-৬৬); (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ., ১০২-০৩, ৩খ., ১১৭; (৪) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত তা.বি., ৭খ., ৫৩-৫৪; (৫) আয-যা'হাবী, তাজরীদ আস্‌মাইস-সা'হা'বা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ২৯৭, সংখ্যা ৩১৪১।

এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-আক্‌মার (عبد الله بن الاقمر) ঃ (রা) ইব্ন 'উবায়দ, তাঁহাকে ইব্ন 'আমের ইব্ন হু'য'ায়ফাও বলা হয়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবি'ল-জাহ্‌ম বলিয়াও তিনি পরিচিত; মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ জানা যায় নাই। যুবায়র ইব্ন বাক্কারের বর্ণনামতে তাঁহার মাতার নাম উম্মু কুলছূম বিন্‌ত জারওয়াল, যিনি 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্নিল-খাত্‌'ত'াব (রা)-এরও মাতা। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পিতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন। খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর ইন্তিকালের প্রায় এক মাস পূর্বে ত্রয়োদশ হিজরীর জুমাদাল-উলাতে সিরিয়ায় আজনাদায়ন নামক স্থানে হিরাক'ল-এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার পিতা আক্‌মার ইব্ন 'উবায়দ (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফাত সংক্রান্ত গোলযোগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্-'আসক'ালানী, আল্-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৩৪০, নং ৪৮০৮; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১১৭; (৩) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ১খ., ৩৪৩; (৪) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, ১খ., ৩০২; (৫) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ., ২৬৫; (৬) য়াকূ'ত আল-হ'ামাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, ১খ., ১০৪, ১০৫।

ডঃ আবদুল জলীল

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-মুবারাক (عبد الله بن المبارك) ঃ (র), ইব্ন ওয়াদিহ্, কুন্‌য়া আবূ আবদির রহ্‌মান আল-হানজালী আত-তামীমী আল-মারূযী, ইমামুল হাফিজ শায়খুল ইসলাম ফাখরুল-মুজাহিদীন কুদওয়াতুয-যাহিদীন, তাবাআ তাবিঈন, জ. ১১৮/৭৩৮ অথবা ১১৯/৭৩৭ সনে। আল-'আব্বাস ইব্ন মুস্‌আবের মতে তাঁহার পিতা ছিলেন তুর্কী এবং মাতা খাওয়ারিয্‌ম বংশোদ্ভূতা। তিনি যুগপৎভাবে জ্ঞানান্বেষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামান প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক ভ্রমণ করেন এবং বহু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খের নাম ইমাম আবূ হানীফা ইয়াহ্‌য়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী, আসিম আল- আহ্‌ওয়াল, ইব্ন আওন, মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান, মূসা ইব্ন উক্‌বা, আল-আওযাঈ, ইব্ন জুরায়জ, ইমাম মালিক, লায়ছ, আমর ইব্ন মায়মূন ইব্ন মিহ্‌রান, মা'মার ইব্ন রাশিদ, ইয়ূনুস ইব্ন যায়দ আল-আয়লী প্রমুখ।

তিনি ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তা পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সাহীহ্ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত কতিপয় হাদীছ অন্তর্ভুক্ত করেন। অসংখ্য রাবী তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাদের কতিপয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হইলঃ আল-সুফয়ান আছ-ছাওরী, ইব্ন রাশিদ, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী, ইব্ন উয়ায়না, ফুদায়ল ইব্ন ইয়াদ, মু'তামির ইব্ন সুলায়মান, আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম প্রমুখ। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে নুআয়ম ইব্ন হাম্মাদ, ইব্ন মাহ্‌দী, আল-কাত্তান, ইস্‌হাক ইব্ন রাহ্‌ওয়ায়হ, ইয়াহ্‌য়া ইব্ন মুঈন, ইব্‌রাহীম ইব্ন ইসহাক আত-তালিকানী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ মারদাবিয়া, ইসমাঈল ইব্ন আবান আল-ওয়ারাক বিখ্যাত।

তিনি ছিলেন একাধারে হাদীছবেত্তা, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, কবি ও ফকীহ্। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বিশেষত ফিক্‌হ, গাযওয়া, যুহ্‌দ, রিকাক ইত্যাদি বিষয়ের উপর। তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন ও বয়কনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণেও তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে বলিলেন, "আমি যদি তোমার বইগুলি পাই তবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিব।" তখন আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার কি? ইহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত আছে।" তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ এবং আবূ উসামার মতে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ (امير المؤمنين فى الحديث)। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র) ও আবূ উসামা বলেন, "ইব্নুল মুবারাকের যুগে তাঁহার তুলনায় অধিক জ্ঞানপিপাসু আর কেহই ছিলেন না। তিনি জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" ইব্নুল মাহ্‌দী বলেন, "ইমাম চারিজন ঃ আছ-ছাওরী, মালিক, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ও ইব্নুল মুবারাক।" ইব্ন মুঈন বলেন, "তিনি ছিলেন মহান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও ছিকাহ্ রাবী, হাদীছের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁহার গ্রন্থসমূহে বিশ অথবা একুশ হাযার হাদীছ সংরক্ষিত ছিল।" ইসমাঈল ইব্ন 'আয়্যাশের মতে, সমকালীন 'আলিমগণের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁহার যুগের ইমাম। আলী ইব্নুল হাসান বলেন, "এক শীতের রাত্রে আমি ইব্নুল মুবারাকের সঙ্গে মসজিদ হইতে বাহির হইতেছিলাম। তিনি দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া আমাকে একটি হাদীছ শুনাইলেন এবং আমিও তাঁহাকে হাদীছ শুনাইলাম। এই আলোচনায় রাত্রি শেষ হইয়া গেল এবং মুআয্‌যিন আসিয়া ফজরের আযান দিল।"

হাদীছের শিক্ষা লাভ ও ইহার বর্ণনার ক্ষেত্রে ইব্নুল মুবারাকের মূলনীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁহার মতে, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য জ্ঞান চর্চা করে শুধুমাত্র তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে, নির্ভরযোগ্য ছিকাহ রাবীর নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিবে এবং নির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট তাহা বর্ণনা করিবে। ছিকাহ রাবীর নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়া তাহা অনির্ভরযোগ্য (غير ثقة) রাবীর নিকট বর্ণনা করিবে না। অনরূপভাবে অনির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়া তাহা নির্ভরযোগ্য রাবীর নিকট বর্ণনা করিবে না। ইব্নুল মুবারাক বলেন, "আমি চার হাযার শায়খের নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি।" আল-'আব্বাস ইব্ন মুসআব বলেন, "আমি তাঁহার আট শত শায়খের সাক্ষাত লাভ করিয়াছি।"

নুআয়ম ইব্ন হাম্মাদ বলেন, "আমি ইব্নুল মুবারাকের তুলনায় বড় জ্ঞানী এবং মুজ্‌তাহিদ আর দেখি নাই।" আবদুল্লাহ ইব্ন সিনান বলেন, "ইব্নুল-মুবারাক মক্কা মুআজ্জামায় আগমন করিলেন এবং আমি তখন সেইখানে ছিলাম। বিদায়ের সময় সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না ও আল-ফুদায়ল ইব্ন ইয়াদ তাঁহাকে বিদায় জানাইতে আসিলেন। তাঁহাদের একজন বলিলেন, "তিনি প্রাচ্যবাসীর ফকীহ (فقيه اهل المشرق) তখন অপরজন বলিলেন, "তিনি পাশ্চাত্যবাসীরও ফাকীহ" (فقيه اهل المغرب)। ইয়াহ্‌য়া ইব্ন আদাম বলেন, "আমি কোন কঠিন মাসআলার সমাধান ইব্নুল মুবারাকের গ্রন্থাবলীতে খুঁজিয়া না পাইলে নিরাশ হইয়া

পড়িতাম, হয়ত আর কোথাও ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না এই ভাবিয়া।" আল-খালীলী তাঁহার আল-ইরশাদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উম্মাতের ঐকমত্য অনুযায়ী ইব্নুল মুবারাক ছিলেন ইমাম। তাঁহার মাধ্যমে এত কারামাত প্রকাশ পাইয়াছে যেইগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তাঁহাকে আল-আবদাল (দ্র.)-ও বলা হয়। ইমাম নাসাঈ বলেন, ইব্নুল মুবারাকের যুগে তাঁহার তুলনায় বড় জ্ঞানী কেহ ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। আল-ফুদায়ল বলেন, "এই (কা'বা) ঘরের প্রতিপালকের শপথ! আমি তাঁহার সমকক্ষ কোন লোক দেখি নাই।"

ইব্ন মু'ঈন, ইব্ন সা'দ, আল-ইজলী ও ইব্ন হিব্বানের মতে তিনি ছিলেন ত্রুটিমুক্ত নিরাপদ ও শক্তিশালী ছিকাহ রাবী (مثبتا مأمونا)। আল্লাহ তা'আলা যত সৎ গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইব্নুল মুবারাকের মধ্যে সেইগুলির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ইব্ন উয়ায়না বলেন, "আমি তাঁহার ও সাহাবাগণের বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া ইব্নুল মুবারাকের উপর তাহাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই নাই। কিন্তু দুইটি কারণে তাহারা তাঁহার উপর অধিক মর্যাদাবান ঃ তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরকতময় সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।" ইমাম মালিক (র)-এর অন্যতম শাগরিদ ইয়াহ্য়া আল-আন্দালুসী বলেন, "আমরা মালিকের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইব্নুল মুবারাকের প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হইলে তিনি তাঁহাকে আসার অনুমতি দিলেন। আমরা লক্ষ্য করিলাম, তিনি স্বস্থান হইতে সরিয়া ইবনুল মুবারাকের জন্য জায়গা করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নিজের পাশে বসাইলেন। অথচ তিনি অন্য কাহারও বেলায় তাহা করেন নাই। ইমাম মালিকের সম্মুখে হাদীছ পাঠ করা হইত এবং তিনি কোনও ব্যাপারে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করিতেন, এই বিষয়ে তোমাদের কি জানা আছে? ইব্নুল মুবারাক অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইহার জওয়াব দিতেন। ইমাম মালিক তাঁহার এই ভদ্রতা ও বিনয়ে অবাক হইলেন এবং তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর বলিলেন, "ইনি হইলেন ইবনুল মুবারাক, খুরাসানের ফকীহ।

একদা ইবনুল মুবারাকের কতিপয় শাগরিদ একত্র হইয়া বলিলেন, "আস আমরা তাঁহার অবদান ও সৎ গুণাবলী হিসাব করিয়া দেখি। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, ইল্মুল ফিক্হ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, কবিতা, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী সাহসী যোদ্ধা, কৃচ্ছ্রসাধনাকারী, অনর্থক কথা পরিহারকারী, রাত্রি জাগরণকারী আবিদ, ন্যায়-ইনসাফের ধারক ও সত্যবাদী। সংগী-সাথীদের সহিত তাঁহার খুব কমই মতবিরোধ হইত। তিনি পর্যায়ক্রমে এক বৎসর হজ্জে এবং এক বৎসর জিহাদে যাইতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের আয় হইতে প্রতি বৎসর গরীব-মিসকীনদেরকে এক লক্ষ দিরহাম দান করিতেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন।"

আবূ সুলায়মান বলেন, "একদা খলীফা হারূনুর-রাশীদ আয়ন যারবা (দ্র.)-তে আগমন করিয়া ইবনুল মুবারাককে তলব করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ইবনুল মুবারাক হইলেন খুরাসানের অধিবাসী। তিনি আমীরুল মুমিনীনের অপসন্দনীয় কাজে ও কথায় সাড়া দেওয়ার মত ব্যক্তি নহেন। ফলে খলীফা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। অতএব আমি যদি তাঁহাকে ডাকিয়া আনি তবে খলীফাও ধ্বংস হইবেন, ইবনুল মুবারাকও নিহত হইবেন এবং আমিও ধ্বংস হইব। তাই আমি আর তাঁহাকে ডাকিলাম না। খলীফা পুনর্বার তাঁহাকে তলব করিলে আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এই লোকটি অশিষ্ট ও বদমেজাযী। অতএব তিনি আর তাঁহাকে ডাকিলেন না। তিন দিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করিতে চাহিলাম, মৃত্যুদূত রাজী হইল না, যখন সে রাজী হইল, আমি আত্মপ্রকাশ করিলাম।" তিনি ছিলেন খাল্ক-ই কুরআন (القران مخلوق) মতবাদের চরম বিরোধী। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন সৃষ্ট (مخلوق) বলিয়া ধারণা করে সে মহান আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করে।

ইব্ন সা'দের মতে, তিনি জিহাদ হইতে ফিরিবার পথে ফুরাতের তীরে অবস্থিত (বাগদাদের নিকটবর্তী) হীত (هيت) নামক স্থানে রামাদান ১৮১/৭৯৭ সনে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাযার যিয়ারতের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, তাহযীবুত-তাহযীব, ১ম সং, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩২৬ হি., ৫খ., ৩৮২-৭, নং ৬৫৭; (২) ঐ লেখক, তাকরীবুত তাহযীব, ২য় সং, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ., ৪৪৫, নং ৫৮৩; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২৭৪-৯, তাবাকা ৬, নং ২৬০; (৪) ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, ২য় সং, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ., ২৯৫-৭; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৫খ., ৪৬৯, ৪৮৮, ৫৪৭, ৬খ., ৪০৭, ৪০৯, ৭খ., ২৬৯, ৩৪২, ৩৫০, ৩৭০, ৪৭২, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯; (৬) ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, ২য় সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯০/১৯৭০, ৩/১খ., ২১২, নং ৬৮০; (৭) আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, কিতাব সিফাতিস সাফওয়া, ১ম সং, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯২/১৯৭২, ৪খ., ১০৮-২১; (৮) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ২য় সং, ঢাকা ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৩৯০-৯২; (৯) ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত ১৩৯৭/১৯৭৭, ৫খ., ৮২০-২১; (১০) মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, মাশাহীর উলামাইল আমসার (Bibl. Isl., xxii), পৃ. ১৯৪ প.; (১১) ইবনুল কায়সারানী, কিতাবুল জাম', পৃ. ২৫৯ প.; (১২) আস-সামআনী, পৃ. ১৪৯ a; (১৩) The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Leiden-London 1979, ৩খ., ৮৭৯; (১৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় সং, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ১০খ., ১৭৭-৯।

মুহাম্মদ মূসা

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-মুকাফ্ফা' (দ্র. আল-মুকাফ্ফা)

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হ'রিছ (عبد الله بن الحارث) ঃ ইব্ন 'আবদিল-মুত্তালিব (রা) ইব্ন হাশিম আল-হাশিমী। ইনি ছিলেন নবী করীম (স)-এর চাচাতো ভাই। তাঁহার ইসলাম-পূর্ব নাম ছিল 'আব্দ শাম্স। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পূর্বনাম পরিবর্তন করিয়া 'আবদুল্লাহ রাখিয়াছিলেন। মুস্'আব আয্-যুবায়রী উক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়া

বলিয়াছেন, তিনি ('আবদুল্লাহ) আস্-সাফরা নামক স্থানে ইন্তিকাল করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পিরহান দ্বারা তাঁহার কাফন দিয়াছিলেন।

'আল্লামা ত'াবারানী তাঁহাকে সাহাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্নুল হ'ারিছ ইব্ন নাওফাল ইব্ন 'আব্দ শামস ইব্নিল-হ'ারিছ। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ রাখিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী ছিলেন এবং আস্-সাফরা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার সম্পর্কে ইব্ন সা'দ ও আল-ব'াগাব'ী একইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 'আল্লামা আদ্-দারা কু'ত্'নী 'কিতাবুল -ইখওয়া' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, তিনি (আবদুল্লাহ) ছিলেন নিঃসন্তান এবং তিনি কোন হ'াদীছ বর্ণনা করেন নাই। আল-বাগ'াব'ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯২, সংখ্যা ৪৬০২; (২) ইব্নুল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা ফী মা'রিফাতিস-স'াহ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১০৮; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব, আল-ইস'াবা-র হ'াশিয়া, পৃ. ২৮৯।

ডঃ মু. জামাল উদ্দীন

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হারিছ (عبد الله بن الحارث) ঃ ইব্ন 'উমায়র আল-আনস'ারী (র)। কাহারও মতে 'উওয়ায়মির আল-আনস'ারী, আবার কাহারও মতে তিনি আল-মুযানী অর্থাৎ মুযায়না গোত্রের সদস্য। আবূ 'উমার বলিয়াছেন, মুহ'াম্মাদ ইব্ন নাফি' তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ফুফু সুহায়মা বিন্ত 'আমর-এর ব্যাপারে মহানবী (স) এমন একটি ফয়সালা দিয়াছিলেন যে, ইতোপূর্বে কোন মহিলার ব্যাপারে তদ্রূপ ফয়সালা দেওয়া হয় নাই। ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী-র মতে অনেকেই তাঁহাকে (আবদুল্লাহ) আনসারী বলিয়াছেন, আর তাঁহার পিতাকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার পিতা ছিলেন হ'ারিছ ইব্ন 'উমায়র আল-আসাদী। এক হ'াদীছ সূত্রে জানা যায়, তাঁহার ফুফু সুহায়মা বিন্ত 'আমর। অতএব তাঁহার দাদার নাম 'আমর ছিল। এমনও হইতে পারে, সুহায়মা তাঁহার পিতার বৈপিত্রেয় ভগ্নী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯২, সংখ্যা ৪৬০৩; (২) আয-য'াহাবী, তাজ্রীদ আস্মাই'স-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩০৪।

ডঃ মু. জামাল উদ্দীন

'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-হ'ারিছ (عبد الله بن الحارث) ঃ (রা) ইব্ন জায' ইব্ন 'আবদিল্লাহ আয্-যুবায়দী। ইনি আবূ ওয়াদা'আ আস-সাহ্মীর মিত্র (হ'ালীফ) ও মাহমিয়া ইব্ন জায' আয্-যুবায়দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সাহাবী ছিলেন এবং মিসরে বসবাস করিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু হ'াদীছ সংরক্ষণ ও বর্ণনা করিয়াছেন। য়াযীদ ইব্ন আবী হ'াবীব, 'উক'বা ইব্ন মুসলিম ও মিসরের আরও অনেকে তাঁহার বরাতে হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইব্ন য়ূনুসের বর্ণনা অনুসারে 'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হ'ারিছ মৃত্যুর পূর্বে অন্ধ হইয়া যান এবং ৮৬ হি. সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ইন্তিকালের সন সম্পর্কে বর্ণনাকারিগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। কেহ ৮৫, কেহ ৮৭, আবার কেহ ৮৮ হিজরী সালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ইন্তিকালের স্থান সম্পর্কেও একাধিক মত রহিয়াছে। ত'াবারী (র)-এর বর্ণনামতে 'আবদুল্লাহ্র ইসলাম-পূর্ব নাম ছিল আল'আসী। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ রাখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মিসরে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। ইব্ন মান্দা ইব্ন য়ূনুস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ্ বদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং য়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানীর মতে ইব্ন মান্দার উক্ত বর্ণনা সঠিক নহে। কারণ যিনি বদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং য়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন তিনি এই 'আবদুল্লাহর চাচা মাহমিয়া ইব্ন জায'। 'আবদুল্লাহ বলেন, রাসূল কারীম (স) অপেক্ষা অধিক স্মিত হাস্যকারী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। দার্রাজ আবু'স-সামহ' 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-হ'ারিছ হইতে নিম্নোক্ত হ'াদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "জাহান্নামে উষ্ট্রীর গ্রীবাদেশের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। এই সকল সাপ জাহান্নামীদের কাহাকেও একবার দংশন করিলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উহার বিষক্রিয়া অনুভূত হইবে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯১, সংখ্যা ৪৫৯৮; (২) ইব্ন 'আব্দি'ল-বার্র, ইস্তী'আব, উক্ত আল-ইস'াবা-র হাশিয়া, ২খ., ২৮০; (৩) ইব্নুল-আছীর, উস্দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৩৭।

ডঃ মু. জামাল উদ্দীন

'আবদুল্লাহ ইব্নুল হ'ারিছ (عبد الله بن الحارث) ঃ (রা) ইব্নি'ল-উমায়্যা আল-আস্'গ'ার। 'আবদুল্লাহ্র পিতা হ'ারিছকে ইব্ন 'আবালা বলা হয়। হ'ারিছ-এর দাদীর নাম 'আবালা ছিল। সেইজন্য উমায়্যা আল-আস্'গ'ার-এর সন্তানদেরকে 'আবালাত বলা হইত।

'আবদুল্লাহ (রা) বেশী বয়সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফাত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'আবাসা ইব্ন 'আম্র বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হ'ারিছ আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর নিকট প্রতিনিধি হিসাবে গিয়াছিলেন। আমীর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার নিকট কি অবশিষ্ট আছে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আল্লাহর কসম! আমার ভালমন্দ সব চলিয়া গিয়াছে।"

হিশাম ইব্নু'ল কাল্বী বলিয়াছেন, "আবদুল্লাহ (রা) 'আব্দ শাম্স-এর মক্কাস্থ গৃহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বংশীয় পুরুষদের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন। মু'আবি'য়া (রা) তাঁহার (রা) খিলাফাতকালে হ'জ্জশেষে ঐ গৃহে প্রবেশকালে 'আবদুল্লাহ তাঁহাকে লাঠি দ্বারা মারিবার জন্য উদ্যত হন এবং বলেন, আপনি কি আপনার খিলাফাতকে যথেষ্ট মনে করেন না?" অতঃপর মু'আবি'য়া (রা) গৃহ ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৯১, সংখ্যা ৪৫৯৭; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৩৬; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আস্মাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩০৩, সংখ্যা ৩২১৬।

ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হ'াসান (عبد الله بن الحسن) ঃ 'আলাবীদের নেতা। উমায়্যা খলীফাগণ 'আবদুল্লাহ্-এর সহিত খুবই সদয় ব্যবহার করিতেন। প্রথম 'আব্বাসী খলীফা আবুল-'আব্বাস আস-সাফফাহ'-এর সহিত আনবার নামক স্থানে সাক্ষাত করিলে আস্-সাফফাহ' তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। 'আবদুল্লাহ আন্‌বার হইতে পুনরায় মদীনায় চলিয়া আসেন। সেখানে তিনি শীঘ্রই আস্-সাফফাহ-এর উত্তরাধিকারী আল-মানসূ'রের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হন। তবে এইজন্য 'আবদুল্লাহ নিজে অতটা দায়ী ছিলেন না যতটা ছিলেন তাঁহার পুত্রদ্বয় মুহ'াম্মাদ ও ইবরাহীম। আল-মান্‌সূর মুহাম্মাদ ও ইব্‌রাহীম উভয়কে ১৩৬/৭৫৪ হইতেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছিলেন। ঐ সময় আল-মানসূ'র হ'জ্জের উদ্দেশে মক্কায় গিয়াছিলেন। অপরাপর হাশিমীগণের সহিত তাহারা দুইজন তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে যান নাই, বিশেষ করিয়া মুহ'াম্মাদ ছিলেন তাঁহার খুবই সন্দেহভাজন। খলীফা হওয়ার পর মুহ'াম্মাদের প্রকৃত মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে আল মান্‌সূ'র হাশিমীদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হাশিমীগণ 'আবদুল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ বর্ণনা করেন। হাশিমীদের মধ্যে শুধু আল-হ'াসান ইব্‌ন যায়দ এই বিপজ্জনক 'আলাবী নেতা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে আল-মান্‌সূ'রকে পরামর্শ দেন। আল্‌-মানসূ'র স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য 'উক্‌বা ইব্‌ন সাল্‌মাকে আলাবী আন্দোলনের তৎকালীন স্বীকৃত কেন্দ্র খুরাসান হইতে কিছু জাল চিঠিপত্র ও উপঢৌকন লইয়া গিয়া 'আবদুল্লাহ্‌র আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব জানিয়া লইতে নির্দেশ দেন। 'আবদুল্লাহ্ প্রথমে সতর্ক থাকার প্রয়াস পান বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র জালে আটকা পড়েন। 'উক'বা তাঁহার খুরাসানের কল্পিত সাথীদের চিঠির উত্তর দিতে অনুরোধ করিলে 'আবদুল্লাহ্ লিখিত উত্তর দিতে অস্বীকার করিলেন। তবে তাহাদেরকে স্বাগত সালাম জানাইতে এবং এই কথা বলিতে মৌখিক অনুরোধ করেন, শীঘ্রই তাঁহার পুত্রদ্বয় বর্তমান খালীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে যাইতেছে। 'উক'বা 'আলাবীগণের এই বিদ্রোহাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে অবিলম্বে খালীফা আল-মান্‌সূ'রকে অবহিত করেন। ১৪০/৭৫৮ সালে আল-মানসূ'র পুনর্বার হজ্জ করিতে আসিলে 'আবদুল্লাহ্‌কে দরবারে তলব করেন এবং তাঁহার আনুগত্য সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করা যায় কিনা এতদ্‌সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। 'আবদুল্লাহ্ দৃঢ়তার সহিত স্বীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এমন সময় আকস্মাৎ 'উকবা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে 'আবদুল্লাহ্ বুঝিতে পারেন, তাঁহার গোপনীয়তা ফাঁস হইয়া গিয়াছে এবং 'উক'বা তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে। এই অবস্থায় 'আবদুল্লাহ খলীফার নিকট অনুনয়-বিনয় করিতে শুরু করেন। কিন্তু আল-মানসূর তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। একই সঙ্গে তাঁহার কতিপয় আত্মীয়ও বন্দী হন। তবে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বন্দী করা সম্ভব হয় নাই। ১৪৪/৭৬২ সালে হ'জ্জ সমাপনের পর আল্‌-মান্‌সূর উক্ত বন্দীগণকে ইরাক লইয়া যান। কিছুদিন পর আবদুল্লাহ্ ৭৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। জনশ্রুতি আছে, আল-মান্‌সূরের নির্দেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ১৩৩৮ প., ৩খ., ১৪৩ প.; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, Tornberg সং, ৫খ., ১৭২ প.; (৩) Weil, Gesch. d. Chalifen, ২খ., ৪০ প.।

K.V. Zettersteen (E.I. 2) / ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হুসায়ন (عبد الله بن الحسين) ঃ ট্রান্স জর্দান (شرق الاردن)-এর আমীর। পরে তিনি জর্দানের হাশিমী রাজ্য (المملكة الاردنية الهاشمية)-এর বাদশাহরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি হিজাজের বাদশাহ শারীফ আল-হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী (দ্র.)-র দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৮২ খৃ. মক্কায় তাঁহার জন্ম। ইস্তাম্বুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৮ সালের বিপ্লবের পর তিনি কিছু দিনের জন্য তুর্কী পার্লামেন্টে হিজাযের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি 'আরব ঐক্যফ্রন্টের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। সিরিয়ার রাশীদ রিদা (দ্র.) কায়রোতে এই ফ্রন্টের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তিনি এপ্রিল ১৯১৪ সালে মিসরে Lord Kitchener ও Ronald Storrs-এর সহিত সাক্ষাত করেন। এইভাবে তিনি ঐ আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করেন যাহাতে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 'আরব বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ৯ শাবান, ১৩৩৪/১০ জুন, ১৯১৬-এর মক্কায় তাঁহার পিতা উক্ত বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন নাই। ৯ মার্চ, ১৯২০-এ দামিশকে অনুষ্ঠিত এই ইরাক-সম্মেলনে তাঁহাকে ইরাকের নিয়মতান্ত্রিক বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁহার এই সিংহাসনারোহণের সুযোগ হয় নাই। জেনারেল Gouraud-এর ফরাসী সেনাদল কর্তৃক দামিশ্‌ক হইতে বহিষ্কৃত (২৪-২৭ জুলাই, ১৯২০) 'আবদুল্লাহ্‌র ভ্রাতা ফায়স'ালকে জুন ১৯২১-এ ব্রিটিশরা ইরাকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। মার্চ ১৯২১-এ 'আবদুল্লাহ তৎকালীন বৃটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক সচিব W.Churchill-এর সহিত জেরুসালেমে সাক্ষাত করেন। এই সাক্ষাৎকারে ট্রান্স-জর্ডানকে ফিলিস্তীন হইতে পৃথক করত বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্ব তত্ত্বাবধানের (mandate) অধীনে 'আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র আরব জাতীয় রাজ্য গঠনের মৌখিক সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল (২৮ মার্চ, ১৯২১)। ২৮ আগস্ট, ১৯২৩ খৃ. ফিলিস্তীনের বৃটিশ হাই কমিশনার এই রাজ্যটির স্বীকৃতি দেন। একটি চুক্তি অনুসারে বৃটিশ সরকারের সহিত এই রাজ্যটির সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮-এর জেরুসালেমে উভয় পক্ষ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন (২ জুন, ১৯৩৪ ও ৯ জুলাই, ১৯৪১-এর স্বীকৃতি অনুসারে উক্ত চুক্তিতে কিছু রদবদল করা হয়।

১৯৪৬ খৃ. বৃটিশ সরকার একটি পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ইহার স্বীকৃতি দেন (২২ মার্চ, ১৯৪৬-এ সম্পাদিত চুক্তি, ইহাতে ১৫ মার্চ, ১৯৪৮-এ সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কিছু রদবদল করা হয়)। ২৫ মে, ১৯৪৬-এ আম্মানে বাদশাহ হিসাবে 'আবদুল্লাহ্‌র অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। ট্রান্স জর্দান তখন হইতে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিগণিত হয়। ইহার নাম রাখা হয় 'হাশিমী জর্দান রাজ্য' (আল মামলাকা আল-উরদুনিয়্যা আল-হাশিমিয়্যা)। ফিলিস্তীন যুদ্ধ (১৫ মে, ১৯৪৮ -৩ এপ্রিল, ১৯৪৯) কালে আরব সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ 'আবদুল্লাহ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন (এপ্রিল-মে ১৯৫০)। 'আবদুল্লাহ ২০ জুলাই, ১৯৫১ সালে জেরুসালেমে নিহত হন।

জীবনের শেষদিকে 'আবদুল্লাহ একের পর এক তুরস্ক (জানুয়ারী ১৯৪৭), ইরান (জুলাই-আগস্ট ১৯৪৯), স্পেন (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)-এ রাষ্ট্রীয় সফর করেন। ফলে সমস্ত দেশের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বমূলক চুক্তি হয় (তুরস্কের সহিত ১১ জানুয়ারী, ১৯৪৭; ইরানের সহিত ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৯; স্পেনের সহিত ৭ অক্টোবর, ১৯৫০)। তিনি তাঁহার রাজ্যের পরিধি বিস্তার সম্পর্কে আরব লীগের বিরোধিতা দমন করার প্রয়াস পান। সিরিয়ার সম্পূর্ণ অঞ্চল লইয়া বৃহৎ সিরিয়া রাজ্য গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার আত্মচরিত রচনা করেন। কেবল ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু'ল-হু'সায়ন, মুযা'ক্কারাতী, ১৯৪৫ খৃ., ইংরেজী অনু. Philip P. Graves, Memoirs of King Abdullah of Transjordan, London 1950; (২) OM ১৯২৩-৫১ ও Cahiers de l'Or. Cont., ১৯৪৪-৫১-এর বরাত বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য; (৩) আরও দ্র. T.E.Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, London 1935; (৪) ঐ লেখক, Revolt in the desert, London 1927; (৫) C.S. Jarvis, Arab Command, ১৯৪৩; (৬) S. Rtorrs, Orientations, London 1943; (৭) J. Bagot Glubb, The Story of the Arab Legion, London 1948 ; (8) Ettore Rossi, Documenti Sull, London 1948 ; (৮) Ettore Rossi, Documenti sull' qrigine egli sviluppi della questione arabe (1875-1904), Rome 1944; (৯) 'বৃহত্তর সিরিয়ার' পরিকল্পনার জন্য দ্র. Transjordan White Book, Amman 1947 ও 'আদ্-দুন্য়া' পত্রিকা, দামিশক; ১৯৪৭-এ প্রকাশিত La vila la Grande Syrie.'

M. Colomble (E.I.[2])/ ফরীদুদ্দীন মাসউদ

'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হু'স'ায়ন (عبد الله بن الحصين) ঃ (রা) ইব্নিল হ'ারিছ ইব্নি'ল-মুত্'ত'ালিব আল্-কু'রাশী আল-মুত্তালিবী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম সাহাবী। তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন উম্মু 'আবদিল্লাহ 'আদিয়্যি ইব্ন খুওয়ায়লিদ, আল্-আম্দিয়্যা-র কন্যা এবং উম্মু'ল-মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ((১) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবা, ২খ., ২৯৭-২৯৮, নং ৪৬২৯।

মু. আবদুল মান্নান

'আবদুল্লাহ ইব্নুস-সাইব (عبد الله بن السائب) ঃ (রা) ইব্ন আবিস সাইব মাখযূমী। আবূ 'আব্দি'র-রাহ্'মান ছিল তাঁহার উপনাম। তিনি ক'ারী ছিলেন। মক্কার অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট কি'রাআত শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। মুজাহিদ ও মক্কার অন্যান্য ক'ারীও তাঁহার নিকট কু'রআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি মক্কাতে বসবাস করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র-এর খিলাফাতকালে তথায় ইন্তিকাল করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস তাঁহার জানাযার নামায পড়ান। কথিত আছে, তিনি মুজাহিদ-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন এবং স্বয়ং মুজাহিদ ক'ায়স ইব্নুস্-সাইব-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর কুরআন শিক্ষা করেন মুজাহিদ-এর নিকট এবং মুজাহিদ 'আবদুল্লাহ ইব্নু'স-সাইব-এর নিকট। হিশাম ইব্ন মুহ'ম্মাদ আল-কাল্বী বলেন, জাহিলী যুগে 'আবদুল্লাহ ইব্নু'স সাইব (ভিন্নমতে ক'ায়স ইব্নু'স-সাইব) নবী কারীম (রা)-এর ব্যবসায়ে শারীক ছিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু'স-সাইব হইতে বর্ণিত আছে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের সালাত আদায় করিবার সময় কা'বায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সালাতে রাসূলুল্লাহ (স) সূরা মু'মিনূন পড়িতে আরম্ভ করেন। যখন মূসা ও হারূন পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁহার কাশি আরম্ভ হয়। ফলে তিনি রুকূতে চলিয়া যান। 'আবদুল্লাহ ইব্নু'স সাইব হইতে আরও হাদীছ বর্ণিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী (১) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দু'ল গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৭০; (২) ইব্ন হ'াজার আল্-'আসক'লানী, আল্-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩১৪, সংখ্যা ৪৬৯৮; (৩) আয্-যাহাবী, তাজুরীদ আস্মাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩১৩, সংখ্যা ৩৩০৩।

এ. এফ.এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ্ ইব্নুস-সাইব (عبد الله بن السائب) ঃ ইব্ন আবী-হু'বায়শ ইব্নি'ল-মুত্ত'ালিব ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আবদি'ল-'উয্যা আল-কু'রাশী আল-আসাদী। নবী কারীম (স)-এর ফুফু 'আতিকা বিন্তু'ল-আসওয়াদ ইব্নি'ল-মুত্ত'ালিব ইব্ন আসাদ তাঁহার মাতা ছিলেন। তিনি ফাতি'মা বিনতে আবী হু'বায়শ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন আচার-ব্যবহারে ভদ্র। তাঁহার সাহাবী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। আল-'আস্কারী ও কতিপয় চরিতকারের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। ইব্নু'ল-আছীর বলিয়াছেন, তিনি সাহাবী ছিলেন না, তবে তাঁহার মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ পেশ করেন নাই। তাঁহার মাতা 'আতিকা অনেক পূর্বেই ইন্তিকাল করেন বলিয়া তাঁহার সাহাবী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ১৬১; (২) ইব্ন হ'াজার আল্-'আস্ক'লানী, আস-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩১৪।

এ.এফ.এম. হোসাইন আহমদ

'আবদুল্লাহ ইব্নু'স-সাইব (عبد الله السائب) ঃ ইব্ন 'উবায়দ (রা) ইব্ন 'আব্দ য়াযীদ ইব্ন হাশিম ইব্নি'ল-মুত্ত'ালিব ইব্ন 'আব্দ মুনাফ আল-কু'রাশী। ইব্নু'ল-কালবী ও আবূ 'উবায়দ বলিয়াছেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। শাফি' ইব্নু-স্সাইব্ তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন, ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহার পৌত্র ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আছীর, 'উস্দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১৬৯; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্কালানী, আল–ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩১৪, সংখ্যা ৪৬৯৯; (৩) আয-য'হাবী, তাজরীদ আস্মাই'স স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩১৩, সংখ্যা ৩৩০৪।

এ.এফ.এম হোসাইন আহমদ

আবদুল্লাহিল কাফী (عبد الله الكافى) ঃ মাওলানা, মুহাম্মদ, উত্তর বংগের আহ্‌ল হাদীছ জামাআতের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা 'আবদুল হাদীর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌িল-কাফী ১৯০০ খৃ. সনে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম উম্মু সাল্‌মা। পিতার নিকট ফারসী ও 'আরবীতে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা আবদুল্লাহিল-বাকীর নিকট ও পারিবারিক মাদরাসায় 'আরবী ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদরাসায় এংলো-পারসিয়ান বিভাগ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নের সময় খিলাফাত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জন করিয়া তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

১৯২১ খৃ. তিনি মাওলানা আকরম খাঁর উর্দু দৈনিক 'যামানা'-র সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। মাওলানা আকরম খাঁ কারাভোগ কালে তিনি দক্ষ হস্তে সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

১৯২২ খৃ. মাওলানা 'আবদুল্লাহিল কাফী 'জাম'ইয়্যাতু 'উলামা-ই বাংগালা' নামক প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজ পরিচালনায় তিনি সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশ করেন।

১৯২৬ খৃ. শহীদ সুহ্‌রাওয়ারদী-র সহকারীরূপে তিনি Independent Muslim Party-র সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। একই সংগে তাঁহার ইসলাম প্রচারের তৎপরতাও চলিতে থাকে। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সারা বাংলায় বহু তাবলীগী জলসায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কু'রআন ও সুন্নাহ্‌র বাণী প্রচার করেন এবং শির্‌ক ও বিদ্‌'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যান। এই সময়ে তিনি আহ্‌ল হাদীছ জামাআতের অভ্যন্তরীণ সংশোধন ও সংগঠন কার্যেও তাঁহার কর্মপ্রতিভা নিয়োগ করেন। সিরাজগঞ্জ মহকুমার কামারবন্দ 'আলিয়া মাদ্‌রাসা ও জামালপুর জেলায় বালিজুড়ী মাদ্‌রাসা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৩১-৩২ খৃ. রাজদ্রোহিতামূলক ভাষণ দানের অভিযোগে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। অতঃপর মাওলানা কাফী সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে ধর্মচর্চা, গ্রন্থ রচনা ও আহ্‌লে হাদীছ জামাআতের সংগঠন উন্নয়নকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

অগণিত ধর্মসভায় ভাষণদান ও বৈঠকী আলোচনার মাধ্যমে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজ, বিশেষভাবে আহ্‌লে হাদীছ জামাআতকে তিনি ধর্মীয় চেতনায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে ১৯২৯ খৃ. বগুড়া জেলা আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্স ও ১৯৩৫ খৃ. রংপুর জেলার হারাগাছ বন্দরে উত্তরবংগে আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৫ সালে তাঁহার সভাপতিত্বে পাবনা জেলা আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্স ও ১৯৪৬ সালে হারাগাছ বন্দরে নিখিল বংগ ও আসাম আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত কন্‌ফারেন্সে 'নিখিল বংগ ও আসাম জাম'ইয়্যাত আহ্‌লে হাদীছ' গঠিত হয় এবং তিনিই ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতায় জাম'ইয়্যাতের দফতর স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ খৃ. পাবনা শহরে উক্ত দফতর স্থানান্তরিত হইলে তিনি পাবনাতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

১৯৪৯ খৃ. তাঁহার চেষ্টায় জাম'ইয়্যাতের পক্ষ হইতে 'আল-হাদীছ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ' নামে একটি মুদ্রণালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং উক্ত সালেই জাম'ইয়্যাতের মুখপত্ররূপে তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক 'তরজুমানুল হাদীছ' আত্মপ্রকাশ করে। সেই সালেই তাঁহার সভাপতিত্বে রাজশাহীতে পুনরায় নিখিল বংগ ও আসাম আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় অর্থাৎ ১৯৫৬ খৃ. পাবনা হইতে নিয়মিতভাবে মাসিক তরজুমানুল হাদীছ প্রকাশ ছাড়াও মাওলানার নেতৃত্বে তদানীন্তন পাকিস্তানে প্রকৃত ইসলামী শাসন প্রবর্তনের আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠে। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার উদ্যোগে তদানীন্তন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলবী তমিজুদ্দীন খানের সভাপতিত্বে পাবনায় প্রদেশের বিভিন্ন ইসলামী দলের সমবায়ে এক ঐতিহাসিক 'ইসলামী ফ্রন্ট কন্‌ফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে জাম'ইয়্যাত প্রেস ও তরজুমানের দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এই সময় হইতে মৃত্যু অবধি জাম'ইয়্যাতের কর্মক্ষেত্রের প্রসার, সংগঠন ও তৎসহ ইসলামী দলসমূহের ঐক্য সাধনের জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়করূপে ১৯৫৭ খৃ. ৭ অক্টোবর তাঁহার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৮ খৃ. তাঁহার উদ্যোগে ঢাকার নাজিরাবাজারে 'মাদ্‌রাসা আল-হাদীছ' নামে একটি ধর্মীয় শিক্ষাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী বিষয়ে তাঁহার রচিত বহু পুস্তক-পুস্তিকা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ (১) পাকিস্তানের শাসন সংবিধান, ১২২ পৃ., পাকিস্তানে প্রবর্তনযোগ্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও উহার বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা, পাবনা; (২) নবুওতও-ইমুহাম্মাদী, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ পাবনা, ৩২৫ পৃ., (৩) ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৭৮ পৃ.।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া তরজুমানুল-হাদীছ (১৯৪৯-৫৯)-এ ধর্ম, নামায, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, তমদ্দুন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আরাফাতে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের সংখ্যাও নগণ্য নহে। কু'রআন ও হ'াদীছের তরজমা ও খুলাফা-ই-রাশিদীনের আদর্শ সম্পর্কিত রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সূরা ফাতিহার তাফ্‌সীর। তরজুমানের মোট ৫১৪ পৃষ্ঠায় ৫৮ কিস্তিতে এই তাফসীর প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্মীয় সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ খৃ. বাংলা একাডেমী তাঁহাকে সাহিত্য পুরস্কার দানে সম্মানিত করে।

দেশ ও মিল্লাতের খিদমতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, চিরকুমার মাওলানা আবদুল্লাহিল-কাফী ১৯৬০ সালের ৪ জুন ইনতিকাল করেন। দিনাজপুর নূরুল-হুদা গ্রামে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী, মাসিক তরজুমানুল হাদীছ ও 'আরাফাতের পুরাতন সংখ্যাসমূহ; (২) অধ্যাপক আ.কা মুহাম্মদ আদমুদ্দীন সংকলিত সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ১খ., ২য় সংখ্যা।

স.ই.বি.

'আবদুল্লাহ য়াসীন (দ্র. আল-মুরাবিতূন)

আবদুল্লাহিল বাকী (عبد الله الباقى) ঃ মাওলানা মুহাম্মদ পূর্বোক্ত মাওলানা আল-কাফীর সহোদর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক ও আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তাঁহার পিতা মাওলানা 'আবদুল হাদী ছিলেন একজন বিদগ্ধ 'আলিম ও সমাজ সংস্কারক।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী ১৮৮৬ খৃ. স্বীয় মাতুলালয়ে বর্ধমান জেলার টুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অধীনে লালবাড়ী মাদ্রাসায় পিতার সান্নিধ্যে ও মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব নাবীনা দেহলাবীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উত্তর ভারতের কানপুর মাদ্রাসায় ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও 'আরবী সাহিত্যে অধ্যয়ন করেন। ১৯০৬ খৃ. পিতার মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে উত্তর বংগের বিরাট আহ্লে হাদীছ জামা'আতের নেতৃত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলার 'আলিম সমাজ ও মুসলিম জনগণের জড়তা ও দুর্দশা দর্শনে তাঁহার আত্মা ব্যথিত হইয়া উঠে। তাই তিনি তদানীন্তন দেশবরেণ্য 'আলিম ও নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আক্রম খাঁ, মাওলানা মুনীরুয্ যামান ইসলামাবাদী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহযোগিতায় 'আঞ্জুমান 'উলামা বাংগালা'-র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৯ খৃ. বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিক্ষোভ যখন খিলাফাত আন্দোলনের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে যাঁহারা আগাইয়া আসেন, মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সংগে সংগে ভারতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩২ খৃ. তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য দুইবার কারাবরণ করেন।

শেষবার জেল হইতে বাহির হইয়া মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরূপে তিনি ১৯৪৩ খৃ. ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে তিনি নিখিল বংগ কৃষক প্রজা সমিতির সহকারী সভাপতি এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন।

মাওলানা সাহেব ১৯৪৩ খৃ. মুসলিম লীগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানপূর্বক পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ খৃ. বংগীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান অর্জনের পর তিনি যুগপৎ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যরূপে কাজ করেন। তিনি বিভাগ-পূর্ব বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং কিছুকাল প্রেসিডেন্ট পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস[১] প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হন।

মাওলানা বাকীর রাজনৈতিক জীবনের মূল আদর্শ ছিল নিঃস্বার্থ দেশ সেবা এবং এইজন্যই তিনি সকল মহলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথম গণপরিষদে গৃহীত আদর্শমূলক প্রস্তাব ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে কুরআন ও সুন্নাহ্কে পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার কথা হয়। উহার মূলে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সংগ্রামী অবদান অনস্বীকার্য।

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী তাঁহার কর্মজীবনের বৃহত্তম অংশ রাজনীতির চর্চায় ব্যয়িত করিলেও ধর্মীয় ও জামা'আতী কার্যক্রম ও সাহিত্য চর্চা হইতে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেন নাই। তিনি ১৯২৯ খৃ. বগুড়া জেলা আহ্লে হাদীছ কন্ফারেন্স ও ১৯৩৫ খৃ. রংপুর জেলার হারাগাছে অনুষ্ঠিত উত্তরবংগ আহ্লে হাদীছ কন্ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বরাবর অধুনালুপ্ত 'আঞ্জুমান আহ্লে হাদীছ বাংলা ও আসাম'-এর কার্যকরী সংসদের সদস্য এবং কখনও কখনও সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ খৃ. হারাগাছে অনুষ্ঠিত আহ্লে হাদীছ কন্ফারেন্সে যোগদান করিয়া তিনি নিখিল বংগ ও আসাম জাম'ইয়াত (পরে পূর্ব পাকিস্তান জাম্'ইয়্যাত) আহ্লে হাদীছ-এর গোড়পত্তনে বিশেষ সহায়তা করেন।

অক্লান্ত জ্ঞান-সাধক মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর 'আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাসেরও তিনি ছিলেন উৎসাহী পাঠক। তিনি শেষ বয়সে ইংরেজী শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ 'আল-ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার গবেষণামূলক ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধরাজি বাংলার ইসলামী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

১৯৫২ সালের ১ ডিসেম্বর মাওলানা বাকী ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে তাঁহাদের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁহার পিতা-মাতার কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তরজুমানুল-হাদীছ, ৩য় বর্ষ, ১১শ/১২শ সংখ্যা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৫২ ও পরবর্তী কয়েক দিবসের দৈনিক আজাদ, মিল্লাত, সংবাদ, The Morning News প্রভৃতি সংবাদপত্র, অধ্যক্ষ আ. কা. মুহাম্মদ আদমুদ্দীন সংকলিত সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ১খ., ২য় সংখ্যা।

আবদুস সবুর খান (দ্র. খান এ. সবুর)।

আবদুস সাত্তার (عبد الستار) ঃ বিচারপতি, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, রাষ্ট্রপতি। বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার লাভপুর থানার দাড়কা গ্রামে বিখ্যাত কাযী পরিবারে ১৯০৬ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাযী শহিলউর রহমান।

বার বৎসর পর্যন্ত গ্রামের বড়ীতে থাকিয়া পড়াশোনা করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন কলিকাতা পুলিসের একজন কর্মকর্তা। তাঁহার সংগে থাকিয়াই তিনি তাঁহার কলিকাতার শিক্ষা জীবন শুরু করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বি. এল. পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৯ খৃ. হইতে তিনি কলিকাতায় ওকালতি শুরু করেন। ১৯৩৯ খৃ. তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং ১৯৪০-৪২ খৃ. পর্যন্ত কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাইবুনালের এসেসর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৪১ খৃ. কলিকাতা হাই কোর্টের এ্যাডভোকেট হন। ১৯৪৫ খৃ. তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন।

বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১৯৫০ খৃ. ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া আসেন এবং ঢাকা হাই কোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এই সময় হইতে তিনি এদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯৫৪ খৃ. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সংগ্রামের সময় তিনি জনাব হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দি, হামিদুল হক চৌধুরী ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৪ খৃ. তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খৃ. তিনি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ খৃ. তিনি পূর্ব পাকিস্তানের হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ খৃ. তাঁহাকে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর বোর্ড অব-গভর্নর্স-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৯ খৃ. তিনি পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন তাঁহার তত্ত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশ জীবন-বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ খৃ. তাঁহাকে বাংলাদেশ সাংবাদিক বেতন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক আদালতে সদস্য মনোনয়নের জন্য গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রুপের তিনি আহ্বায়ক ছিলেন এবং আইন ও আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। ১৯৭৬-এ বাংলাদেশ সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আইন ও পার্লামেন্টারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যমে বিচারপতি সাত্তারের সহযোগিতা ও পরামর্শ ঐতিহাসিক অবদান রাখে। ১৯৭৮ খৃ. তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন. পি.) গঠনেও তাঁহার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় মিলে। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া দেশের শাসন ক্ষমতা অর্জন করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভাইস- প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন।

১৯৮১ সালের ৩১ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে একদল বিদ্রোহী সৈনিকের হাতে শাহাদাত বরণ করিলে বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং জাতীয়তাবাদী দলের অস্থায়ী চেয়ারম্যান হন। পরে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ১৯৮১-এর ১৫ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর দেশকে দৃঢ় ভিত্তির উপর পরিচালিত করার জন্য তিনি কতিপয় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি নেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন উহার আয়ুষ্কাল তিন মাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীকে অপসারণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তখন তিনি মন্ত্রীসভা বাতিল করিয়া দিয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ফলে জনগণের মনে বিপুল আশার সঞ্চার হয়।

কিন্তু ১৯৮২ খৃ. ২৪ মার্চ দেশে তদানীন্তন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৮৩-এর জুলাই মাসে তাঁহার স্ত্রী সালমা খাতুন ইন্তিকাল করেন। তখন হইতে বিচারপতি আবদুস সাত্তার স্বগৃহে নির্জন জীবন যাপন করিতে থাকেন। ৫ অক্টোবর, ১৯৮৫ তারিখে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে তিনি সোহ্‌রাওয়াদী হাসপাতালে ইনতিকাল করেন। শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর আগে কয়েক মাস তিনি প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

আইনজীবি, বিচারপতি, প্রশাসক, পার্লামেন্টারিয়ান, রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তিনি উজ্জ্বল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। চিন্তায়, কর্মে ও চরিত্রে বিচারপতি আবদুস সাত্তার ছিলেন চিরকালই সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। ব্যক্তিগত জীবনে সরল, অনাড়ম্বর এই লোকটির নেশা ছিল বই পড়া ও বাগান করা।

তিনি হজ্জ আদায় করেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশসহ আমেরিকা ও কানাডা সফর করেন। জানা যায়, শেষ জীবনে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দৈনিক বাংলাদেশ, ৬ অক্টোবর, '৮৫; (২) দৈনিক জনতা, ৬ অক্টোবর, '৮৫; (৩) বাংলাদেশ টাইমস, ৬ অক্টোবর, '৮৫; (৪) দি ডেইলি নিউজ, ৬ অক্টোবর, '৮৫; (৫) দি নিউ ন্যাশন, ৬ অক্টোবর,' ৮৫; (৬) দৈনিক আজাদ, ৬ অক্টোবর,' ৮৫; (৭) দৈনিক বাংলা, ৬ অক্টোবর, '৮৫; (৮) বাংলার বাণী , ৬ অকটোবর, '৮৫; (৯) দৈনিক ইত্তেফাক, ৬খৃ. অক্টোবর,' ৮৫ (১০) দৈনিক সংবাদ, ৬, অক্টোবর, ১৯৮৫ খৃ.।

অধ্যাপক শাহেদ আলী

আবদুস সাত্তার (عبد الستار) ঃ মওলবী, ১৮২৩-১৯১৩, জন্ম খারিয়ানওয়ালা, শেখুপুরা জেলা, পাঞ্জাবী কবি। রচনাঃ কিসসা-ই ইউসুফ-যুলায়খা, ইকরাম-ই মুহাম্মাদী, চর খা রং-রংগীলা, বারামাহ সিহরফিয়াঁ, মাদহে নাবী কারীম ও মাদহে পীরান-ই পীর।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৭০

আবদুস সামাদ (عبد الصمد) ঃ শায়েস্তা খানের কর্মচারী; ১৬৮৭ খৃ. হিজলী হইতে ইংরেজগণকে বিতাড়িত করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৭০

আবদুস সামাদ খান (عبد الصمد خان صاحبزاده) ঃ স্যার, ১৮৭৪-১৯৪৩; ৩৪ বৎসর পর্যন্ত রামপুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১), কানাডায় অটোয়া সম্মেলনে ও জেনেভায় লীগ অব নেশনস (১৯৩৩)-এ যোগদান করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৭০

'আবদুস স'ামাদ শীরীন ক'লাম (عبد الصمد شيرين قلم) ঃ খাওয়াজা, পারস্য চিত্রকর ও লিপিকর, যাঁহাকে ভারতে মোগল চিত্রকলার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার প্রধানতম সূত্র আবুল-ফ'াদল 'আল্লামীর আঈন-ই আকবারী (নওল কিশোর ১৩১০/১৮৯৩, ১খ., ৬৭৩; ইংরাজী অনু. Blochmann, কলিকাতা ১৮৭৩-১৯০৭ খৃ., ১খ., ১০৭, ৪৯৫, সংখ্যা ২৬৬)।

উস্তাদ 'আবদুস-স'ামাদ শীরায হইতে আগমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার পিতা খাওয়াজা নিজ'ামুল-মুল্ক স্থানীয় শাসনকর্তা শাহ শুজা-এর ওয়াযীর ছিলেন। 'আবদুস-স'ামাদ হুমায়ুনের নির্বাসনকাল শেষ হইবার পূর্বে ইরানের তৎকালীন রাজধানী তাব্রীয পৌঁছেন। উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্ভব হইলে নিজেকে কোন সরকারী পদের প্রার্থী হিসাবে পেশ করিবেন। এই সফরের উদেশ্য সফল হইয়াছিল। কেননা হুমায়ুন তাঁহাকে স্বীয় দরবারের সংগে সংশ্লিষ্ট হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। 'আবদুস-স'ামাদ তাৎক্ষণিকভাবে শাহানশাহ হুমায়ুনের সংগী হইতে পারেন নাই; তিনি ৯৫৬/১৫৪৯ সনে কাবুল পৌঁছেন। বাঁকীপুরে খুদা বাখ্‌শ গ্রন্থাগারে রক্ষিত তীমূর নামার এক টীকা অনুসারে শাহানশাহ ও তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র আকবার তথায় অবস্থানকালে 'আবদুস-স'ামাদের নিকট চিত্রাংকন শিক্ষা করেন এবং তাঁহার প্রভাবে চিত্রাংকনের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়েন (Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the Oriental Public Libray at Bankipore, পাটনা ১৯২১ খৃ., ৭খ., ৪৫)। আকবরের এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের অতিরিক্ত স্বীকৃতি আবুল-ফাদ'আবদুস-স'ামাদলের নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে, বোধোদয় কাল হইতেই যুবরাজ্যের এই শিল্পের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল। তিনি ইহার প্রচলন ও উন্নয়ন কামনা করিতেন। কারণ তিনি ইহাকে অধ্যয়ন ও বিনোদন উভয়েরই উপায় মনে করেন।" (আঈন, ১খ., ৭৭, ইং, অনু. ১খ., ১০৭)। 'আবদুস-সস'ামাদামাদের তত্ত্বাবধানে স্বল্পবয়স্ক শাহ্‌যাদার এই প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রভাব ভবিষ্যতে পরিলক্ষিত হয়। ইহা শিষ্যের প্রতিশ্রুতি ও উহাতে তাঁহার উন্নতির প্রত্যয় না হইলেও ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভাবী শাহানশাহের মনে চিত্রকলার প্রতি গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ফলে তিনি ভবিষ্যতে সর্বদা ইহার পৃষ্ঠাপোষকতা করিতে থাকেন। হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসন লাভ করিবার কিছুকাল পরে ১৫৫৬ খৃ. মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র আকবার এই চিত্রকরের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। শাহী দরবারের ঘটনাপ্রবাহ লিখন-রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাষায় প্রশংসাবাদ করা হইয়াছেঃ যদিও 'আবদুস-স'আবদুস-স'ামাদামাদ শাহী দরবারে চাকুরিগত সূত্র সংশ্লিষ্ট হইবার পূর্বেই চিত্রশিল্পে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে তাঁহার পরিপূর্ণ যোগ্যতা থাকিলেও জি'আবদুস-স'ামাদলুল-ই ইলাহী (বাদশাহ)-এর এক দৃষ্টির স্পর্শ উহাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছিল, যাহা বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে গূঢ় অর্থ ও আসল বস্তুর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।"

এই পর্যায়ে 'আবদুস-স'আবদুস-স'ামাদামাদ একজন উস্তাদের মর্যাদাও অর্জন করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, তাঁহার ছাত্ররা শিক্ষকের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন দশোনাথ (دسوناته) নামে জনৈক হিন্দু শিল্পীও ছিলেন। তাঁহাকে খাওয়াজা-র তত্ত্বাবধানে রাখার ফলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি অন্যান্য শিল্পীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এবং স্বীয় যুগের সর্বাপেক্ষা বড় উস্তাদ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন (আঈন-ই আকবারী, ১খ, ৭৭, অনু. পৃ.১০৮)। বিহযাদ-এর অংকিত একটি ছবি হস্তগত হইয়াছে যাহার হাশিয়াতে লিখিত আছে, ইহার সংশোধন খাওয়াজা নিজে করিয়াছিলেন।

আকবারের আমলে 'আবদুস-স'ামাদ কেবল একজন চিত্রকর হিসাবেই সুনাম অর্জন করেন নাই, বরং একজন আমীর-ই কাবীর-এর মর্যাদাও লাভ করেন। কারণ আকবার তাঁহার বিগত দিনের সেবাকার্যের বিবেচনায় তাঁহাকে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করিতেন। তিনি তাঁহাকে চারি শতের মানসাব প্রদান করেন এবং কথিত আছে, "তাঁহার মানসাব অর্থের বিবেচনায় নিম্নমানের হইলেও শাহী দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। দরবারে তাঁহার মর্যাদা ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয়, তাঁহার পুত্র শারীফকে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহ্‌যাদা সালীমের সহপাঠী করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে তিনি শাহ্‌যাদার এতই নৈকট্য লাভ করেন যে, শাহানশাহ হইবার পরে সালীম তাঁহাকে আমীরুল-উমারার উচ্চ খেতাব প্রদান করেন এবং শাহী মোহর (Seal) তাঁহার দায়িত্বে অর্পণ করেন (আঈন-ই আকবারী, পৃ. ৫১৭-৫১৮)। ১৫৭৬ খৃ. আবদুস সামাদকে ফতেহপুর সিকরির টাঁকশালের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয় এবং চাকুরীর শেষ দিনগুলিতে তিনি দীওয়ান-ই সুলতানের পদে সমাসীন থাকেন। শাহানশাহের ঘনিষ্ঠ হইবার কারণে আকবারের প্রবর্তিত দীন-ই ইলাহী গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং আবুল-ফাদ্'ল স্বীয় গ্রন্থে (আঈন-ই আকবারী, পৃ. ২০৯) তাঁহাকে দীন-ই ইলাহীর অনুসারীদের মধ্যে গণ্য করেন। জন্ম সনের মতই তাঁহার মৃত্যু সনও অজ্ঞাত। কিন্তু যদি ১৫৯৩ খৃ. নিজামীর পাণ্ডুলিপির (যাহা ইতোপূর্বে Dyson Perrins-এর সংগ্রহে রক্ষিত ছিল) একটি চিত্র তাঁহার প্রতি সঠিকভাবে আরোপিত হইয়া থাকে এবং বাহ্যত ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, তবে 'আবদুস-স'ামাদের মৃত্যু এই গ্রন্থের সমাপ্তির পরে হইয়া থাকিবে।

'আবদুস-স'ামাদের প্রাথমিক খ্যাতির উৎস লিপিশিল্প, তাঁহার খেতাব শীরীন ক'লাম হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। Percy Browne একটি অজ্ঞাতনামা সূত্রের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, হুমায়ুন এই খেতাব তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই নামের জনৈক লিপিকার মাওলানা শব্দসহ (যেমন অন্যান্য প্রায় সকল লিপিকারের বেলায় লিখিত হইত) আবুল ফাদল কর্তৃক প্রদত্ত এই শিল্পবিশেষজ্ঞদের তালিকায় (আঈন-ই আকবারী, ১খ., ১০২) অন্তর্ভুক্ত এবং এই মাওলানার উল্লেখ লিপিকার ও কবি হিসাবে আমীন আহ'মাদ রাযীর হাফত ইক'লীম-এ রহিয়াছে (দ্র. H. Ethe, Catalogue of Persian Manuseripts in the Library of India Office, Oxford 1903 খৃ. ১খ., স্তম্ভ ৪২৯, সংখ্যা ৬৯৫)। কিন্তু এই কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, উপরিউক্ত

মাওলানা দ্বারা খাওয়াজা 'আবদুস-স'ামাদকেই বুঝায়। যাহা হউক, মাওলানা 'আবদুস-স'ামাদ মাশহাদী নামে অপর একজন লিপিকরও ছিলেন, যিনি কাদী আহমাদের বর্ণনামতে সোনালী লিপিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ক'াস'র-ই গুলিস্তান-এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত এক সচিত্র পুস্তকের চিত্রের উপর নিম্নরূপ দস্তখত পরিলক্ষিত হয় ঃ غلام شکسته رقم عبد الصمد شرین قلم। ইহা হইতে সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি নিজের নামের পূর্বে খাওয়াজা বা মাওলানা ব্যবহার করিতেন না এবং সূক্ষ্ম শিকাস্তা লিপিতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আবুল ফাদ্'ল ইহাও লিখিয়াছেন, তিনি পোস্ত (আফিম)-এর একটি বীজের উপর সম্পূর্ণ সূরাঃ ইখলাস' লিখিতে পারিতেন। যেমন আঈন-ই আকবারীতে (১খ., ২০৯) লিখিত আছে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও 'আবদুস-স'ামাদ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

যাহা হউক, শিল্পকলার ইতিহাসে 'আবদুস-স'ামাদের সম্মান তাঁহার চিত্রকলার নৈপুণ্যের কারণেই হইয়াছিল। কোন ইউরোপীয় বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার প্রাচীনতম চিত্র বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহা একটি শাহী প্রমোদ অনুষ্ঠানের দৃশ্য এবং মোগল চিত্র সংগ্রহ বিখ্যাত 'মুরাক্ক'া-ই গুলিস্তান'-এ তেহরানের শাহী গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (Basil Gray & Arndre Godard, Iran, Persian Miniatures, Imperial Library, New York ১৯৫৬ খৃ., ফলক ৩৩)। ইহা সাফাবী বংশের একটি বিশেষ চিত্র, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী তাবরীযী রীতিতে উপস্থাপিত। বাহ্যত ইহাতে কোন দস্তখত নাই, প্রাচীন কোন সম্পর্কের উল্লেখও নাই বা আলোচ্য চিত্রকরের প্রতি চিত্রটি আরোপ করার অন্য কোন কারণও নাই। কেননা উপরিউক্ত চিত্রসংগ্রহে যে কোন ইরানী চিত্রকরের চিত্র অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত।

অধিকাংশ বিবরণ অনুসারে-বিশেষত Percy Browne (Indian Painting under the Mughals, Oxford 1924 খৃ., পৃ. ৫৪) ও Heinrich Gluch (Die indischen Miniaturen des Haemzae Romanes Zurich- Wien, Leipzig 1925 খৃ. পৃ. ১৩৮-১৪১) লিখিয়াছেন, 'আবদুস-স'ামাদ তাঁহার স্বদেশী চিত্রকর মীর বাদশাহ হুমায়ুনের চাকরিতে নিয়োজিত মীর সায়্যিদ 'আলীর সহিত যৌথভাবে বৃহৎ চৌদ্দ খণ্ড সম্বলিত দাস্তান-ই আমীর হ'ামযা গ্রন্থ চিত্রায়িত করেন। ইহার কয়েকটি পাতা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। H Gluch এই সকল চিত্রের কয়েকটিকে এই চিত্রকরের অংকিত বলিয়া নির্ধারণ করেন (ফলক নং ২৩, ৩১, ৩৩, ৪০, সং Gluck), কিন্তু এই মতের সত্যতা সন্দেহযুক্ত মনে হয়। কারণ শাহনাওয়ায খান তাঁহার গ্রন্থ মাআছিরুল-উমারাতে বলেন, প্রকৃতপক্ষে আকবার উক্ত গ্রন্থের মূল পাঠ লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন, বিরাট আকারে ইহা চিত্রায়িত করাইয়াছেন এবং পঞ্চাশজন চিত্রকর এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সায়্যিদ 'আলী ও তৎপরে খাওয়াজা 'আবদুস-স'ামাদের উপর ন্যস্ত ছিল। উহার চিত্রণে সায়্যিদ আলী ও 'আবদুস সামাদের বাস্তবে অংশগ্রহণ করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে প্রাচীনতম চিত্রের তারিখ নির্ণয় করা যায় উহা একটি পুস্তকে সন্নিবেশিত চিত্র যাহার পাদদেশে বিহযাদ যুগের একটি 'মাজনূন স'াহরাঈ' (مجنون صحرائی) রীতিতে অংকিত চিত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যাহা তেহরানের ক'াস'র-ই গুলিস্তানের শাহী গ্রন্থাগারের মুরাককা গুলিস্তানে রক্ষিত আছে। এই চিত্রের দৃশ্যপটে দুইটি যুবককে দেখানো হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে অংকনে রত এবং অপরজন বাহ্যত কম মর্যাদাসম্পন্ন একটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লিপ্ত। দক্ষিণ পার্শ্বে একটি লিপি রহিয়াছে (চিত্রকর দ্বারা নহে) যাহাতে বলা হইয়াছে মাওলানা 'আবদুস-স'ামাদ ৯৫৮/১৫৫১ সনের নাওরোযের অর্ধদিনে প্রস্তুত করিয়াছেন। খুব সম্ভব চিত্রে যেই তরুণ শিল্পীকে দেখানো হইয়াছে তিনি 'আবদুস সামাদের শিষ্য স্বয়ং আকবার এবং এই হিসাবে ঐ চিত্রের অত্যন্ত উপযোগী বিষয়বস্তু। J.V.S. Wilkinson ও Basil Gray যেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে 'তুহ'ফা-ই নাওরোয' বা নওরোযের উপহারের উদ্দেশেই গ্রন্থস্থিত চিত্রটি ব্যবহৃত হইয়াছিল (Persian Miniature Painting, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৪৮, সংখ্যা ২৩২, ফলক CV.B.; ইহার একটি রঙ্গীন অনুলিপি B. Gray-এ Gedand-এর Iran Persian Miniature-এর ফলক ১৪-তে আছ)। মোটামুটিভাবে চিত্রটির অংকন রীতি ইরানী, তবে ব্যতিক্রম, আকবারের পাগড়ী হুমায়ুনের দরবারী পাগড়ী সদৃশ।

তেহরানের এই চিত্র সংগ্রহতে আঁরও একটি খাঁটি ইরানী রীতির চিত্র রহিয়াছে। উহার বিষয়বস্তু শাহী দরবারের সহিত সম্পর্কিত নহে, বরং ইহাতে কবি স'াদীর গুলিস্তানের একটি কাহিনীকে চিত্রায়িত করা হইয়াছে যাহাতে ভারতীয় রীতির লেশমাত্র নাই। ইহাতে দেখান হইয়াছে, জংগলে এক দরবেশ তাসবীহ পড়ার জন্য পাখীর মত উড়িয়া যাইতেছে, আর তাঁহারই সহযাত্রী কাফেলা শুইয়া ঘুমাইতেছে অথবা নিজের পশুদেরকে দেখাশুনা করিতেছে, এই গ্রন্থের ছবির নিচে বাম কোণে একটি অলংকারীক পত্রী সংযুক্ত রহিয়াছে যাহার উপর লিখিত আছে غلام شکسته نویس عبد الصمد شیرین قلم (শিকাসতা লিপিবদ্ধ গুলাম 'আবদুস সামাদ শীরীন কালাম)। এই বিনয় নম্র শব্দের ব্যবহার ও হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যের (যাহা এইরূপ একজন চিত্রকর দ্বারাই সম্ভব, যিনি একজন লিপিকারও ছিলেন) ভিত্তিতে বলা অসম্ভব নহে, ইহা চিত্রকরের নিজস্ব স্বাক্ষর অংকনের রীতি। বাদশাহ তাহমাসপ-এর যুগের (সীমা-১৫৪০ খৃ.) 'তাবরিযী' চিত্র হইতে গৃহীত, কিন্তু চিত্রটিতে বাস্তবধর্মী রঙ প্রবল। এই হিসাবে ইহা সেই দীওয়ান-ই জামী (বর্তমানে ওয়াশিংটনের Freer Gallery of Art-তে রক্ষিত)-র কোন কোন চিত্রের নিকটতম যাহা ১৫৫৬ খৃঃ ও ১৬৬৫ খৃ. সনের মধ্যবর্তী সময়ে বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র সিকান্দার মীর্যার উদ্দেশে খুরাসানে লিখিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক দিক হইতে বলা যায়, ইহার পূর্বের চিত্রটিও সম্ভবত একই চিত্র সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। সেই চিত্রে দেখান হইয়াছে, আকবরের পিতা প্রাসাদের নিকট চুনার বৃক্ষের ছায়ায় চত্বরে উপবিষ্ট এবং আকবর পিতাকে একখানি চিত্র সংগ্রহ প্রদান করিতেছেন, পূর্বোক্ত চিত্রগুলির তুলনায় ইহার সামগ্রিক গঠনের বিভিন্ন অংশ অধিকতর জটিল। অন্যান্য চিত্রের তুলনায় ইহাতে বিভিন্ন কায়াকে নানারূপ কাজে লিপ্ত দেখায়। মূল দৃশ্য ব্যতীত যাহা চিত্রের উপরিভাগে ডান পার্শ্বে অংকিত, দরজার বাহিরে ভৃত্য, সহিস, শিকারী, খাদ্য পরিবেশক, গায়ক ও বাক্যালাপরত অন্যান্য লোককে

দেখানো হইয়াছে (E. Kuhnel History of Miniature Painting and A Survey of Persian Art Drawing, সম্পা. A.V Pope, লন্ডন-নিউ ইয়র্ক ১৯৩৮-১৯৩৯ খৃ., ৩খ., ১৮৮০-১৮৮২; ৫খ., ফলক ৯১২, রঙ্গীন)। এইখানে এই চিত্রের অংকনকারীর পরিচয়ের সূত্র একটি সূক্ষ্ম লিপি হইতে পাওয়া যায়, যাহা একটি পুস্তকে দৃশ্যমান এবং যাহাতে এই লিপিটি কোন ব্যক্তির চিত্রের নিকটে অবস্থিত যিনি সম্ভবত স্বয়ং চিত্রকর। এই লিপির আদ্যে الله اكبر (সম্ভবত বাদশাহের নামের সম্পর্কে শব্দালংকাররূপে ব্যবহৃত) শব্দদ্বয়ের পরে লিখিত হইয়াছে العبد عبد الصمد شيرين قلم; গুলামের সমার্থবোধক শব্দের উপস্থিতি এবং খাওয়াজা, মাওলানার মত সম্মানসূচক পদবীর অনুপস্থিতির দরুন মনে হয় ইহা চিত্রকরের আসল স্বাক্ষর। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আছে, আকবার তাঁহার পিতাকে ক্ষুদ্র আকারের চিত্র-পুস্তক প্রদান করিতেছেন এবং ইহাতে একই দৃশ্যকে ক্ষুদ্রতর আকারে পেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা 'আবদুস-স'ামাদ-এর এই খ্যাতির যথার্থতা প্রমাণ করে (যেমন W. Stande লিখিয়াছেন), তিনি পোস্তবীজের উপর একটি সংক্ষিপ্ত সূরাঃ লিখিতে পারিতেন। এই চিত্রে যে ঘটনার দৃশ্য চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা জানুয়ারি ১৫৫৬ খৃ. অর্থাৎ হুমায়ুনের মৃত্যুর পূর্বে ঘটিয়া থাকিবে। অতএব, ইহা এই সময়ে অথবা ইহার কিছু পরে অংকিত হইয়া থাকিবে। যতটা চুনার বৃক্ষ, প্রাসাদ, ইহার চকচকে টালির কারুকার্য, ইহার দেওয়ালে প্রেমিক, শিকারের দৃশ্যাদি ও মিহরাবের উপর ফিরিশতাদের চিত্র অংকনের সম্পর্ক, তাহাতে এই চিত্র পুস্তকে ইরানী আইন রীতির চরম প্রাবল্য লক্ষিত হয়। এতদ্সত্ত্বেও চিত্রের জনাকীর্ণতা, চিত্রকরের বাস্তব প্রবণতা, তদুপরি কর্মচারী ও ভৃত্যদিগের দেওয়ালের বহির্ভাগে অবস্থান এবং মূল বিষয়কে পশ্চাদ্পটরূপে অর্থাৎ চিত্রের উপরিভাগে স্থাপন-এই সমস্তই ভারতীয় রীতির বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক। মনে হয় শিল্প-কর্ম হিসাবে এই চিত্রটির খ্যাতি দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার একটি অনুলিপি ভিয়েনার নিকটে অবস্থিত শোনব্রোন (Schon Brunn) প্রাসাদের চিত্র-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল (W. Stande, Abdus-Samad der Akbar Maler und das Millionenzimmer in Bevledere, Schonbrnn, ১০খ., সংখ্যা ৫, (১৯৩১ খৃ.) পৃ. ১৫৫-১৬০)।

তেহরানের এই চিত্র পুস্তকেরই অন্তর্ভুক্ত পূর্বের ছোট দুইটি চিত্র একই বিষয়বস্তুকে উপস্থিত করে ঃ জনৈক সহিস একটি সুন্দর ঘোড়া লইয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে চিত্রটি Binyon Wilkinson ও Gray-এর মতানুসারে প্রাচীনতম (উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৭, ১৪৮; সংখ্যা ২২৯, ২৩৩) তাহার উপর লিখিত রহিয়াছে ঃ 'আবদুস সামাদ, ৯৬৫/১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের নাওরোয উপলক্ষে। দুর্ভাগ্যবশত ইহার কোন ফটো কপি হস্তগত হয় নাই। অপর চিত্রটিতে (عبد الصمد شرين رقم) লিখিত রহিয়াছে এবং তাহাও যেইভাবে লিখিত তাহাতে উহা চিত্রকরের নিজস্ব লিপি বলিয়া অনুমান করা কঠিন। ইহারও বিষয়বস্তু ইরানী সহিসের পোশাক, ঘোড়ার জিনের সাজসজ্জা, সম্মুখে প্রবাহিত নদী ও দৃশ্যপটের মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান চুনার বৃক্ষের বেলায় একই কথা বলা হয়। এতদ্সত্ত্বেও একদিকে শিলাভূমিতে প্রস্তরখণ্ড, বিশেষত পটভূমিতে অবস্থিত কুটিরে ধ্যানমগ্ন সাধক, অংকন রীতি অনুসারে ভারতীয় বলা যায় এবং এই সকল উপাদান আকবরী যুগের অনাগত বহু চিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে। যদি এই চিত্রটি সত্য সত্যই 'আবদুস সামাদের হইয়া থাকে এবং তাহার কোন চিত্রের নকল না হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই ইহা পরবর্তী সময়ে অংকিত হইয়া থাকিবে যখন চিত্রকর তাহার শৈল্পিক সৃষ্টিতে ভারতীয় রীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন।

একটি বৃহদাকার চিত্র, যাহাতে রূপকের আধিক্য বর্তমান, খুব সম্ভব, ইহা কোন নিখোঁজ শাহনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাতে তরুণ জামশেদকে একটি কূপের নিকট উপবিষ্ট অবস্থায় নিকটস্থ একটি শিলার উপর লিখনে লিপ্ত দেখানো হইয়াছে; সভাসদ, শিকারী ও ভৃত্যবর্গকে তাহার নিকটে দেখা যায়, প্রান্তরের মনোরম দৃশ্যে বহু শিলাখণ্ড ও বৃক্ষকে উষার ঈষৎ অন্ধকারে রক্ত বর্ণ ও খাকী রঙ্গে দেখানো হইয়াছে। এই সকল প্রতিমূর্তির রংগীন পোশাক, আকাশ ও জামশেদের মুকুট ও পোশাকে সোনালী রঙের কারণে ছবিতে চপলতা ও দীপ্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। চিত্রকরের নাম...খুব সম্ভবত যাহার প্রতি এই চিত্রকে প্রাচীনকাল হইতে আরোপিত করা হইয়াছে তাহা মূল পাঠের উপরে বাম কোণে লিখিত ছত্রে পাওয়া যায়, যেহেতু চিত্রটি কাগজের বোর্ডে লাগানো এবং ইহার পার্শ্বে নকশার কাজ পরে সংযোজিত হইয়াছিল, সুতরাং এই বিবেচনায় ইহা বলা যায়, জাহাঙ্গীরের একটি নোট বহিতে ইহা সন্নিবেশিত ছিল যাহাতে চিত্রাঙ্কন ও সুলেখন সম্পর্কিত উদ্ধৃতি বা নমুনা রক্ষিত হইত (আনুমানিক ১০১৭/১৬০৮ ও ১০২৮/১৬১৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা অঙ্কিত হইয়াছিল)। বর্তমানে চিত্রটি Freer Gallery of Art, Washington D.C.-তে রক্ষিত আছে।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি বস্তু আবদুস সামাদের প্রতি আরোপ করা হয়। ইহা একটি রেখাচিত্র যাহা Bodlcian লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড (Ousley Add, 172, পত্র 8)-এর একটি সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে তুলাক খান কুচীর হস্তে শাহ আবুল মাআলীর গ্রেফতারীর দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যাহা আকবরের সিংহাসন লাভের (১৫৫৬ খৃ.) অল্পকাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। দস্তখতে খাওয়াজা উপাধি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে এই ছবিটি মোঘল আমলের গ্রন্থগারিক অথবা পর্যবেক্ষক 'আবদুস সামাদের অংকিত বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকিবেন। যদিও এই চিত্রে রেখা ব্যবহারের রীতি, বিশেষত চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের-বিন্যাস ও উপস্থাপনার নিদর্শনে ইরানী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে চিত্রটি ইরানী অপেক্ষা অধিকতর ভারতীয়। এই মন্তব্যের প্রয়োগ কেবল পোশাক, বিশেষত পাগড়ীর জন্য নহে, বরং চিত্রাঙ্কনের বিশেষ আগ্রহ, ঐতিহাসিক, বরং সাম্প্রতিক ঘটনার চিত্রাঙ্কন, বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃশ্যের নির্বাচন যাহার উপস্থাপনে কিয়ৎ পরিমাণে মনস্তাত্তিক ভাবধারা প্রকাশ করা হইয়াছে– এই সমস্তই মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য এবং ইহা সর্বপ্রথম আকবরী আমলে শিল্পে পরিপক্বতা অর্জনের সময় সাধারণ্যে প্রকাশ লাভ করে।

অতঃপর কতিপয় সমালোচকের অনুমান, এই রেখাচিত্রটি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উপরিউক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই অংকিত হইয়া থাকিবে

গ্রহণযোগ্য নহে। খুব সম্ভবত ইহা পরবর্তী সময়ের চিত্র যাহা উক্ত চিত্রকরের প্রতি আরোপিত হইয়াছে।

'আবদুস-স'ামাদের প্রতি আরোপিত শেষ চিত্র ১৫৯৩ খৃ. লিখিত খামসা-ই নিজামীর পাণ্ডুলিপির ৮২তম পাতায় রহিয়াছে। পূর্বে ইহা Dyson Perins-এর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা ব্রিটিশ মিউযিয়ামে রক্ষিত আছে। ইহাতে বাদশাহকে কুকুর ও চিতাবাঘের সহিত দ্বাদশ শৃংগযুক্ত হরিণ, শৃগাল ও পার্বত্য ব্যাঘ্রের শিকার খেলিতে দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রের কল্পনা কংকরময় ভূমির দৃশ্য, জীবজন্তু, আকৃতি ও বেশভূষা আকবরী রীতির এবং কোন বস্তুতেই বিশিষ্ট ইরানী রীতি অবশিষ্ট নাই। যদি এই সুন্দর গ্রন্থস্থিত চিত্রটি সত্য সত্যই 'আবদুস-স'ামাদ দ্বারা অংকিত হইয়া থাকে, তবে বলা যাইতে পারে যে, যেমন তিনি স্বীয় প্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম (দীন-ই ইলাহী) গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁহার নূতন বাসভূমি ভারতের চিত্রাঙ্কন রীতিও সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন।

'আবদুস-স'ামাদের সঙ্গে অপর একটি ছবিরও কিছুটা সম্পর্ক রহিয়াছে; কেননা আকবরী যুগের একজন স্বল্প পরিচিত চিত্রকর বাহযাদ-এর এই ছবির হাশিয়াতে লিখিত পুরাতন মন্তব্য অনুসারে 'আবদুস-স'ামাদ চিত্রটি সংশোধন করিয়াছিলেন (Vincent A. Smith, A History of fine Art in India and Ceylon, Oxford 1911 খৃ. পৃ. ৪৫২, Plate 113)। যদিও সংশোধনের পরেও উহাকে কোন উল্লেখযোগ্য চিত্র বলিয়া গণ্য করা যায় না, তথাপি উহা দ্বারা (আঈন-ই আকবারী, পৃ. ১০৭) এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়, উস্তাদ ('আবদুস-স'ামাদ) বহু ছাত্রকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সকল চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে সেইগুলির সংগে 'আবদুস-স'ামাদের পুরাতন সম্পর্ক থাকার ভিত্তিতেই তাঁহার দিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত شاهان و شهزادگان خاندان تیموریة (তৈমূর বংশীয় বাদশাহ ও শাহযাদাগণ) শীর্ষক একটি চিত্র সুতি কাপড়ের উপর নকশা করা অবস্থায় পাওয়া যায় যাহা ১৫৫০ খৃ. তৈরি হয় (যদিও ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে সংযোজন হইতে থাকে) এবং যাহাতে সাম্প্রতিক কালের পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সর্বপ্রথম Laurence Binyon, তাঁহার পর Emmy Wellesz মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ চুগতাঈ ঐতিহাসিক ও শিক্ষাগত কারণে উল্লিখিত উস্তাদের প্রতি আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার এই কথাও বলিয়াছেন, এই চিত্রটি আবদুস সামাদের সমসাময়িক ও সমপেশাধারী মীর সায়্যিদ আলীরও হইতে পারে। এই চিত্রটি (যাহা ব্রিটিশ মিউযিয়ামে রক্ষিত আছে) বিশুদ্ধ ইরানী রীতির ধারক, সুতরাং এই বিবেচনায় চিত্রটি উপরিউক্ত দুই চিত্রকরের কোন একজনের ভারতীয় রীতি অবলম্বনের পূর্বেকার যুগের প্রতিনিধিত্বকারী (Laurence Binyon, A Persian Painting of the Sixteenth Century-Emperors and Princes of Timur) যাহাকে সম্ভবত মীর সায়্যিদ আলী অথবা আবদুস সামাদ কাবুলে আনুমানিক ১৫৫০ খৃ. অংকন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

Richard Etinghauson (E.I.[2] / ডঃ দা. মা. ই.)/ এ. কে. এম আবদুল্লাহ

'আবদুস-স'ামাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-পালিমবানী

(عبد الصمد بن عبد الله البلمباني) ঃ সুমাত্রার অন্তর্গত পালেমবাংগের অধিবাসী, সামানিয়্যা তরীকার প্রতিষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ আস-সাম্মান (মৃ. ১১৯০/১৭৭৬)-এর ছাত্র ছিলেন (তু. Brockelmann, পরিশিষ্ট ২, পৃ. ৫৩৫ ও Nachtr)। তিনি প্রধানত মালয় ভাষায় ইমাম আল-গ'াযালীর লুবাব ইহ্য়া উলুমিদ-দীন-এর অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটি সাইরুস-সালিকীন ইলা 'ইবাদাত রাব্বিল-'আলামীন নামে পরিচিত। ইহা ১১৯৩ হি. আরম্ভ হইয়া ১২০৩ হি. তাইফে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত, আবার অন্যত্র অনেক সংযোজন দ্বারা পরিবর্ধন করা হইয়াছে যাহার উৎসসমূহ ৩নং অধ্যায়ের ১০ নং পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইখানে আমরা সূফীবাদের তিন স্তরের ছাত্রদের জন্য গ্রন্থকার কর্তৃক সুপারিশকৃত সূফী সাহিত্যের চিত্তাকর্ষক তালিকারও সন্ধান পাই। এই তালিকায় উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিত, কিন্তু কিছু সংখ্যক গ্রন্থ মালয় ভাষায় রচিত। বোধ হয়, 'আবদুস-স'ামাদ সাধারণত আরবদেশে বাস করিতেন। তাঁহার প্রাথমিক যুগের অন্যতম রচনা 'যুহরাতুল মুরীদ ফী বায়ান কালিমাতিত তাওহ'ীদ' হইতেছে মালয় ভাষায় মানতিক ও উসূলুদ-দীন সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ, যাহা ১১৭৮ হিজরীতে আহ'মাদ আদ-দামানহুরীর মক্কায় প্রদত্ত ভাষণ হইতে তাঁহার নেয়া টীকার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত (Brockelmann, ২খ., ৩৭১)। তাঁহার 'হিদায়াতুস সালিকীন ফী সুলূক মাসলাকিল মুত্তাক'ীন' হইতেছে আল-গ'াযালীর বিদায়াতুল হিদায়া-এর পরিবর্তিত রূপ যাহা ১১৯২ হিজরীর ৫ মুহাররাম মক্কায় সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি আরবীতে 'আল-'উরওয়াতুল 'উছ'কা' ওয়া সিলসিলাত উলিল ইত্তিকা' শীর্ষক ওজীফা ও আওরাদের একটি সংগ্রহ সংকলন করেন, একটি রাতিব ও নাস'ীহ'াতুতু মুসলিমীন নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এই শেষ রচনার মধ্যে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহপূর্ণ উপদেশাবলী রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন আচেহ (Achenese) ভাষায় রচিত হিকায়াত পারাঙ্গসাবী শীর্ষক যেই কবিতায় অনেক সংস্করণ পুন পুন মুদ্রণ করত আচেহ-এ বিলি করা হইতেছিল, তাহার রচয়িতা এই গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ph. S. Van Ronkel, VBG, পৃ. ৫৭, ৪০০, ৪২৯; (২) ঐ লেখক, Suppl. Cat. Arab. Mss, Batavia, পৃ. ১৩৯, ২১৬; (৩) R. O. Winstedt, A History of Malay Literature (JMBRAS 17, III), ১০৩; (৪) H. T. Damste, Hikajat Prang sabi, BTLV, পৃ. ৮৪, ৫৪৫ প.; সাম্মানিয়্যার জন্য দ্র. (৫) C. Snouck Hurgronje, The Achehnese, ২খ., ২১৬ প.। আবদুস সামাদ- এর দুইখানা গ্রন্থ কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছেঃ সাইরুস-সালিকীন, মক্কা ১৩০৬ হি. (লিথু), ১৩০৯ হি. ইত্যাদি; হিদায়াতুস-সালিকীন, মক্কা ১২৮৭ হি. (লিথু), বোম্বাই ১৩১১ হি. ইত্যাদি। অজ্ঞাতনামা প্রণেতার দুইখানা গ্রন্থের জন্য দ্র. TBG, পৃ. ৮৫, ১১০। আবদুস সামাদ ইবন ফাক'ীহ হু'সায়ন ইবন ফাক'ীহ

মুহাম্মাদ প্রণীত আন্নীসুল মুত্তাকীন পুস্তিকাখানার রচয়িতা কোন ইন্দোনেশীয় গ্রন্থকার নহে, যদিও ইহার লিথু সংস্করণের নামপত্রে গ্রন্থকারের নামের সহিত আল-পালিমবানী উপাধিটি যোগ করা হইয়াছে। অপরপক্ষে ইহার প্রণেতা একজন যায়দী (Brockelmann, পরিশিষ্ট ২, পৃ. ৯৬৬) বলাটাও ভুল ধারণাপ্রসূত।

P. Voorhoeve (E.I.²)/ মুহাম্মদ আবদুল মালেক

আবদুস সালাম (عبد السلام) ঃ (১৯১০-৭৭ খৃ.), বাংলাদেশের একজন নির্ভীক স্বাধীনচেতা ও যশস্বী সাংবাদিক। ১৯১০ সনে নোয়াখালী (বর্তমান ফেনী) জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার অন্তর্গত দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। ১৯২৬ খৃ. ফেনী হাইস্কুল হইতে মেট্রিকুলেশন, ১৯২৮ খৃ. চট্টগ্রাম কলেজ হইতে আই.এস.সি., ১৯৩০ খৃ. কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ. ও ১৯৩২ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একই বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল ফেনী কলেজে অধ্যাপনা করিয়া সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মস্থান ছিল কলিকাতা। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসেন এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত দি পাকিস্তান অবজার্ভার (ইংরেজী দৈনিক) পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫০ খৃ. তিনি ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া একাধারে ২৬ বৎসরকাল সুখ্যাতির সহিত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি একজন আদর্শবান সাংবাদিক ছিলেন। তিনি কখনও অসত্য বা অন্যায়ের সহিত আপোস করিতেন না। তিনি ভাষা আন্দোলনের সময় সরকার বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করায় ১৯৫২ সনে তাঁহার পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৫৪ খৃ. যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি একবার পাকিস্তান সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৭১ খৃ.স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র কায়েম হইলে দি পাকিস্তান অবজার্ভার-এর দি বাংলাদেশ অবজার্ভার নামকরণ করা হয়। নূতন সরকারের সহিত মতানৈক্যের দরুন ১৯৭২ খৃ. তিনি ইহার সম্পাদকের পদ হইতে ইস্তফা দেন।

অতঃপর তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৭৬ সনে তাঁহাকে একুশে পদক দ্বারা সম্মানিত করা হয়। পর বৎসরের ১৩ ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নোয়াখালী গেজেটিয়ার (১৯৭৭), পৃ. ২৩৮; (২) নোয়াখালী পৌরসভা প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্তি, পৃ. ১০৫; (৩) তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার সহিত লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয়।

ড. এম. আবদুল কাদির

'আবদুস-সালাম 'আরিফ (عبد السلام عارف) ঃ মুহাম্মাদ, ফীল্ড মার্শাল, মৃ. ১৯৬৬ খৃ., ইরাক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, সামরিক নেতা, ১৯৫৮ খৃ. জেনারেল আবদুল কারীম কাসিমের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সামরিক অভ্যুত্থানে আরিফ বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিচালনাধীন বাহিনী রাজপ্রাসাদে গোলা বর্ষণ ও রাজপরিবারকে নিধন করে। জেনারেল কাসিমের সরকারে তিনি সহকারী প্রধান মন্ত্রী হন; কিন্তু পাশ্চাত্য ও কমিউনিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রবল আক্রমণ ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অবিলম্বে যোগদানের দাবি গভর্নমেন্টকে এতটা বিব্রত করিয়া তোলে যে, তাঁহাকে মন্ত্রীসভা হইতে অপসারিত করিয়া বিদেশে (পশ্চিম জার্মানী) রাষ্ট্রদূত করিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আরিফ রাষ্ট্রদূত পদে যোগদান না করিয়া ইউরোপ সফরের পর অপ্রত্যাশিতভাবে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন। বাগদাদে জেনারেল কাসিমের সাক্ষাৎকারকালে তাঁহাকে গুলী করিতে উদ্যত হন । ১৯৫৮-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত গোপন বিচারে আরিফ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন এবং জেনারেল কাসিমকে হত্যা করিবার চেষ্টার দায় হইতে ১৯৬১ খৃ. অব্যাহতি লাভ করিয়া তাঁহার বাকী বেতন পরিশোধের (১৯৬২ খৃ.) অনুমতি পাইলেন। ১৯৬২ খৃ.-এ কাসিমের বিরুদ্ধে কুর্দীদের বিদ্রোহের সূত্রে দেশে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ১৯৬৩-এর প্রথমদিকে কাসিমের প্রাক্তন সহকর্মী এই আরিফ সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালনা করত কাসিমকে অপসারিত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কাসিমের প্রাণদণ্ড হয়। ১৯৬৬-এর এপ্রিলে বিমান দুর্ঘটনায় আরিফ নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা (আবদুর রাহমান আরিফ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

বা. বি., ১খ., ১৭০

আবদুস সালাম ইবন আহমাদ (দ্র. ইবন গানিম)।

'আবদুস সালাম ইবন মাশীশ (عبد السلام بن مشيش) ঃ আল-হাসানী, কার্যত এই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি মরক্কোর জনপ্রিয় সূফীদের অন্যতম কু'ত্'ব (দ্র.) -এ পরিণত হইয়াছেন, কিছুই জানা যায় না। প্রায় নিশ্চিত একমাত্র তথ্য এই যে, তিনি ৬২৫/১২২৭-৮ সনে তেতুয়ানের দক্ষিণ-পূর্বে রানু আরূসের রাজ্যসীমায় জাবালুল-আলাম-এর উপর অবস্থিত স্বীয় খানকায় গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। বলা হইয়া থাকে, তিনি ঐ এলাকার ক'াস্'র কুতামার অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবন আবী তাওয়াজীন আল-কুতামী নামক জনৈক ঘাতকের শিকার হইয়াছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু আল-মুওয়াহ'হি'দ (almohad) শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত সে নবূওয়াত দাবি করিয়াছিল এবং দরবেশকে এইজন্য হত্যা করিয়াছিল যে, তাঁহার প্রতিপত্তি স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। 'আবদুস-সালাম পাহাড়ের চূড়ায় ওক বৃক্ষের পাদদেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং প্রতীয়মান হয়, দীর্ঘদিন যাবত কেবল স্থানীয় একটি দলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইবন খালদুন তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই এবং এই কারণেই তাঁহার হন্তার বিদ্রোহের কথা বলেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর উপরিউক্ত বিবরণ, যদিও অনেক পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তবুও তাহা সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। যে কুলজী তাঁহাকে কতিপয় বিশিষ্ট বারবার নামধারী পূর্বপুরুষগণের মাধ্যমে নবী (স)-এর পরিবারের সহিত

যুক্ত করিয়াছে তাহা ব্যতীত এই সূফী সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। জাবালুল আলামের কাছাকাছি বানূ আরূস গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ষোল বৎসর বয়সে 'জ্ঞানের অন্বেষণে' প্রাচ্যে গমন করেন। তৎপর দেশে ফিরিবার পথে তিনি বিজায়া (Bougie) নামক স্থানে আন্দালুসের বিখ্যাত সূফী আবূ মাদয়ান (দ্র.)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অবশেষে নিজ দেশে অবস্থানের লক্ষ্যে ফিরিয়া আসেন। সেইখানে নিজের পাহাড়ী খানকায় আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তিনি কঠোর সাধনার জীবন যাপন করেন।

মরক্কোর সূফী সাহিত্যে তাঁহার শিক্ষার বেশ কিছু তথ্য প্রদত্ত হইলেও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না। "শারী'আতের বিধিবিধান মানিয়া চলিও এবং পাপ পরিহার করিও"; "তোমার অন্তঃকরণকে সর্বপ্রকার পার্থিব আসক্তি হইতে মুক্ত রাখিও, আল্লাহ তোমাকে যাহা প্রদান করেন তাহা গ্রহণ করিও এবং আল্লাহর প্রেমকে অন্য সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দিও"। কথিত আছে, উপরিউক্ত উপদেশ তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে দিয়াছিলেন যিনি তাঁহার নিকট জীবনবিধি জানিতে চাহিয়াছিলেন (ইবন আয়াদ, কিতাবুল -মাফাখির, পৃ. ১০৬)। ইহাও বর্ণিত আছে, আবুল-হ'াসান 'আলী আশ শাযি'লী (দ্র.) তাঁহার শিষ্য ছিলেন, যিনি সূফীবাদে দীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন।

বোধ হয় ১৫শ শতকে যখন মরক্কোতে মুরাবিতি আন্দোলন শাযি'লী তারীকার সহিত যুক্ত হইয়া সক্রিয় হয়, কেবল তখনই 'আবদুস-সালামের খ্যাতি স্বীয় গোত্রের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মরক্কোর সমগ্র উত্তরাংশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তখন তিনি পশ্চিমাঞ্চলের কু'ত'ব হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন, যেমন 'আবদুল-ক'াদির জীলানী (র) প্রাচ্যের কু'ত'ব হিসাবে বিবেচিত হইতেন। মাওলিদ নাবাবীর পরবর্তী তিন দিনব্যাপী তাঁহার মাযারে একটি উরসের আয়োজন করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের একটি বর্ণাঢ্য বর্ণনা পাওয়া যায় A. Moulieras-এর Le Maroc inconnu নামক গ্রন্থে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ আল-কুমুশাখানাবী আন-নাক'শবান্দী, জামি' উস্'লিল-আওলিয়া, tr. in Graulle, দাওহ'াতুন নাযির, AM. xix, 296-8; (২) শা'রানী, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, কায়রো ১২৯৯ হি., ২খ., ৬; (৩) নাসি'রী, ইসতিক'স'া, কায়রো ১৩১২ হি., ১খ., ২১০ (tr. imael Hamet, AM, xxxii, 254-5); (৪) ইব্ন 'আয়াদ, আল-মাফাখিরুল-আলিয়া ফিল-মাআছিরিশ-শাযিলিয়া, কায়রো ১৩২৩ হি., পৃ. ১০৬; (৫) A. Moulieras, Le Maroc inconnu, Paris 1899. ii, 159-79; (৬) M. xicluna, que;ques legende, Relatives a moulay Abdas salam ben Mechich, AM, iii, 119-33; (৭) A Fischer, der grosse Marokkanische Heilige Abdesselam ben mesis, ZDMG, 1917, 209-22; (৮) E. Michaux -Bellaire, Conferences, AM, xxvii, 52-4 et 64-5; (৯) E. Westermarek, Ritual and Belief in Morocco, ii, 600; (১০) Asin Palacios, Sadilies y alumbrados, (1), And, 1945, 9-11; (১১) G. S. Colin. Chrestomathie marocaine, 226; (১২) Brockelmann, S I, 787.

R. Le Tourneau (E.I.[2]) / মুহাম্মদ আবদুল মালেক

'আবদুস-সালাম ইবন মুহ'াম্মাদ (عبد السلام بن محمد) ঃ ইবন আহ'মাদ আল-হ'াসানী 'আল-আলামী আল-ফাসী, মরক্কোর জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসাবিদ। উনবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানী ফাস শহরে বসবাস করিতেন এবং সেইখানেই ১৩১৩/১৮৯৫ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্বদেশীয় অপর কতিপয় ব্যক্তির ন্যায় তিনিও সালাতের সময় নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করেন (তাওকীত দ্র.) এবং তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত এইরূপ একটি যন্ত্রের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাঁহার ইরশাদুল-খিল্ল লিতাহ'ক'ীকি'স-সা'আ বি রুব'ইশ-শুআ ওয়াজ-জি'ল্ল গ্রন্থে। কয়েকটি ভাষ্য ছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আবদাউল-য়াওয়াক'ীত 'আলা তাহ'রীরিল মাওয়াকীত নামক আল-ওয়াযযানী সম্পর্কিত রচনাটি (ফাস ১৩২৬/১৯০৮)। তিনি দুসতর আবদাইল- য়াওয়াক'ীত আলা তাহ'রীরিল মাওয়াকীত (পাণ্ডুলিপি, রাবাত ৯৮০) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন যাহার লক্ষ্য ছিল অংশবিশেষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর অনুবাদের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাধারণ গ্রন্থ প্রণয়ন করা। কায়রোতে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকালে এই সম্পর্কে বহু বিষয় তিনি অবহিত হন। কায়রো হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আল-আনতাকী (দ্র.)-এর তায'কিরা সম্পর্কে একখানা ভাষ্য রচনা করেন। ইহা 'দিয়াউন নিবরাস ফী হ'াল্লি মুফরাদাতিল আনতাকী বিলুগ'াতি আহলি ফাস' নামে পরিচিত (সং ফাস, ১৩১৮/ ১৯০০, ২য় সং, তা. বি.; হাশিয়াতে অর্শরোগ বিষয়ে তাঁহার পুস্তিকাসহ)। ইহা ছাড়া তিনি এই একই রচনার অন্তর্গত বিষয়বস্তুসমূহের একটি পুনশ্রেণীবিন্যাস করেন; ইহা আত-তাবসি'রা ফী সুহুলাতিল -ইনতিফা বি-মুজাররাবাতিত-তায'কিরা নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া তিনি শল্যবিদ্যা সম্বন্ধে একটি উরজুযা রচনা করেন। কিন্তু আরবী ভাষায় অনূদিত চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত প্রৌযুক্তিক শব্দাবলীর একটি অভিধান তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থকার ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাবিজ্ঞান হইতে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহার কায়রোয় অবস্থানকালে তিনি আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে কিছু পরিমাণে ধারণা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আব্দিল্লাহ, আত-তিব্ব ওয়াল-আতিব্বা বিল্ মাগরিব, রাবাত ১৩৮০/১৯৬০ পৃ. ৮৬-৯; (২) M. Lakhdar, La vie litteraire au Maroc, রাবাত ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৩৬১-৪ ও তৎসংলগ্ন।

ED. (E.I.[2] Suppl.-2)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবদুস সালেক সৈয়দ (سيد عبد السالك) ঃ জ. ১৯শ শতকের শেষার্ধে, বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের

একজন। তিনি পশ্চিম বংগের মুর্শিদাবাদ জিলার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯১ খৃ. তিনি তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রাজশাহী কলেজ হইতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন (১৮৯৩ খৃ.) এবং অনতিবিলম্বে ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হন (১৮৯৬ খৃ.)। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত থাকাকালে (১৯২৭ খৃ.) সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহর সুযোগ্য পুত্র জাসটিস এস. এম. মুরশেদ ঢাকা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত (১৯৬৭ খৃ.) ছিলেন।

বা. বি., ১খ., ১৭০

আবদুস সোবহান (عبد السبحان) ঃ সৈয়দ, আবুল বশার মুহাম্মদ (১৮৯৮-১৯৫৯) আরবী ভাষা ও সাহিত্যবিদ, ইসলামী দর্শন ও ইতিহাসে পারদর্শী লেখক ও অধ্যাপক, চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানা (উপজেলা)-এর অন্তর্গত আবুনগর গ্রামে ১৮৯৮ খৃ. জন্ম। পিতা সৈয়দ মাজিদুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। বহু স্থান ভ্রমণ ও ব্যাপক অধ্যয়ন করিয়া ইনি প্রচুর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। সৈয়দ আবদুস সোবহানের বাল্যশিক্ষা গৃহে সমাপ্ত হয়। তৎপর তিনি কলিকাতা মাদরাসায় অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হন। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পরে ইনি গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সাময়িকভাবে অধ্যয়ন বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তৎকালে গুটিবসন্ত অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি হিসাবে গণ্য হইত। কারণ উহা দ্বারা আক্রান্ত হইলে অনেক ক্ষেত্রেই জীবনাশঙ্কা থাকিত। আবদুস সোবহান আরোগ্য লাভ করিলেন এবং চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হইয়া পুনঃলেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। তথা হইতেই তিনি ১৯১৫ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

আবদুস সোবহানের পিতার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুত্র ইসলামিয়াত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক। তবুও পুত্রের নিকট হইতে তিনি যখন আশ্বাস পাইলেন, আধুনিক উচ্চ শিক্ষার সহিত ইসলামী দর্শন ও ইতিহাসেরও চর্চা করিবেন, তখন তিনি পুত্রের কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে বাধা দেন নাই। অতঃপর তিনি আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে ভর্তি হইলেন। তথা হইতে তিনি ১৯১৯ খৃ. বি. এ. পাশ করিলেন। তিনি আলীগড় কলেজেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. কোর্স সমাপন করিয়া এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হইতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কেননা তৎকালে আলীগড় হইতে এম. এ. ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এসিস্ট্যান্ট লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং পরে লেকচারার পদে উন্নীত হন। জনাব আবদুস সোবহান আমরণ উক্ত বিভাগে শিক্ষা দানকার্যে রত ছিলেন। শিক্ষা দানকার্য ছাড়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ দায়িত্বও পালন করিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোর্টের সদস্য, বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

শিক্ষক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা ও একাগ্রতার জন্য তিনি তাঁহার ছাত্র ও সহকর্মীদের বিশেষ সমাদর ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন গবেষক ছাত্র পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিয়াছেন।

তিনি ১৯৩৮ খৃ. উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি কালক্ষেপন না করিয়া প্রথম সুযোগে জাহাজযোগে দেশে ফিরিলেন। 'An Enquiry with the causes of the Failing of the Mutazilites' শীর্ষক তাঁহার থিসিস পরবর্তী কালে এই দেশ হইতেই অক্সফোর্ডে দাখিল করিয়া তিনি বি লিট ডিগ্রী লাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আবদুস সোবহান ছিলেন সদা বিনয়ী, অমায়িক ও অনাড়ম্বর। নিজের জীবনে ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন ঘটাইতে তাঁহার নিরন্তর সাধনা ছিল।

বহু সমাজসেবামূলক কাজ তিনি করিয়া গিয়াছেন। কুসীদজীবী মহাজনদের অমানুষিক শোষণ কার্যের প্রতিকার হিসাবে তিনি ১৯৮২ খৃ. তাঁহার স্বগ্রামে একটি সমবায় ব্যাংক স্থাপন করেন। 'মিঠাছড়া ফায়যেআম সিনিয়ার মাদরাসার' তিনি মুতাওয়াল্লী ছিলেন। এই মাদরাসা তাঁহার পূর্বপুরুষদের স্থাপিত একটি ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান। তথায় তিনি নিজে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ঢাকার সোয়ারী ঘাটে অবস্থিত ইসলামিয়া হাই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা মিউজিয়াম ও অল ইন্ডিয়া ফিলসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া 'আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ও হিব্রু ভাষা জানিতেন।

১৯৫৯ খৃ. তাঁহার অবসর গ্রহণকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার চাকুরির মেয়াদ দুই বৎসরের জন্য বর্ধিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই। উক্ত সনে ১ জুন তারিখে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁহার নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তিকাল করেন। লেখক ও গবেষক হিসাবে আবদুস সোবহানের বিশিষ্ট স্থান সুধীমহলে স্বীকৃত। তাঁহার বি লিট থিসিসের বিষয় ছিল মুতাযিলাদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান। সম্প্রতি ইহা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশনার জন্য গৃহীত হইয়াছে। 'von Heinrich Steiner প্রণীত Die Mutazilitin Order Die Freidenker im Islam' নামক জার্মান গ্রন্থটির ইনি ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। আল-আশ'আরী প্রণীত ৬১১ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'আরবী গ্রন্থ কিতাবুল-মাক'লাতিল-ইসলামিয়্যীন ওয়াখতিলাফিল-মুস'াল্লীন-এরও ইংরেজি অনুবাদ ইনি করিয়াছেন। ইমাম ফাখরুদ-দীন আর-রাযী প্রণীত কিতাবুন-নাফস নামক আরবী গ্রন্থটির সম্পাদনা কার্যও ইনি শেষ করিয়া গিয়াছেন।

উপমহাদেশে প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁহার বহু সংখ্যক প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। দৈনিক পত্র ব্যতীত অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) What is the true interpretation of Islam ? Muslim Hall Magazine, Dhaka 1929; (2) The Sources of the History of the Mutazila Movement, The Dhaka University Journal, 1931; (৩) Wasil bin Ata, the founder of Mutazilism, The Muslim Hall Magazine, Dacca 1932; (৪) The Mutazila Movement, Salimullah Muslim Hall Magazine, 1933; (৫) A Comparative Estimate of the Mutazillite and the Asharite Movements, Salimullah Muslim Hall Magazine, 1934; (৬) Individual Moral Responsibility in Islam, Salimullah Muslim Hall Magazine,1935; (৭) Influence of Islam on Indian Culture, The Young Pakistan, Dacca, vol. 1, No iii, August 1949; (৮) Causes of the Failure of the Mutazilites, New Values, Dacca, vol. 1, Nos. 3 & 4, 1949; (৯) The Highest Good of Life in Islam, The Islamic Literature, Lahore, vol. 2, No. 7, July 1950; (১০) Abu Ali ibn Sina, ibid, vol.2, No. 4, April 1950; (১১) The World Before and After Muhammad (S.M.), ibid, vol. 4, No. 1, January 1954; (১২) The Message of Islam, The Islamic Review, Woking, England, vol. 37, No. 9, Sept. 1949; (১৩) The Highest Good of Life in Islam is Beautific Vision, The Islamic Review, Woking, England, vol. 38, No. 6. June 1950; (১৪) The Universalism of Islam, The Islamic Review, Woking, England, vol. 38, No. 6, June 1950; (১৫) Why Must we believe in One God? The Islamic Review, woking, England, vol. 41, No. 8, August 1953; (১৬) Jahm bin Safwan and his Philosophy, The Islamic Culture, Hyderabad, India, April 1937; (১৭) Mutazilite view of Beautific vision, The Islamic Culture, Hyderabad, India, October 1941; (১৮) The Relation of God to Time and Space as seen by the Mutazilites, The Islamic Culture, Hyderabad, India, April 1943; (১৯) Cultural Activities of North Eastern India, The Islamic Culture, Hyderabad, India, July 1947; (২০) The Nature of the Summum Bonum in Islam, The Islamic Culture, Hyderabad, India, October 1947; (২১) Cultural Activities of North Eastern India, The Islamic Culture, Hyderabad, India, January 1948; (২২) The Significance of the 'Shahadah' Recalled, The Islamic Culture, Hyderabad, India, July 1948; (২৩) Cultural Activities of Eastern Pakistan, The Islamic Culture, Hyderabad, India, January 1949; (২৪) Abu Raihan Al-Biruni, The Morning News, Magazine Section, Sunday, 16 June, 1949; (২৫) A Pioneer of Muslim Renaissance, Ramadan Annual of the Muslim Digest, Durban, S. Africa, May 1954; (২৬) মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন দিক, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৫০; (২৭) ইবন খালদুন, দিলরুবা (মাসিক, ঢাকা), আষাঢ় ১৩৫৬; (২৮) জালালুদ্দীন রুমী, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮; (২৯) বিশ্বনবীত্বের পটভূমি, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৫৮; (৩০) ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারা, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৫৮; (৩১) সেনানায়ক মোহাম্মদ (স), মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৫৮; (৩২) খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার, মাহে নও, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩; (৩৩) আরবগণের কনস্টান্টিনোপল বিজয়, মাহে নও, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ১, ১৯৫৩; (৩৪) হযরত নূর কুতুবুল আলম, মাহে নও, নভেম্বর ১৯৫৪ খৃ.।

খন্দকার তাফাজ্জল হোসাইন

আল-আবনা (الأبناء) ঃ 'পুত্রগণ', একটি বিশেষ নামরূপে ইহার ব্যবহার নিম্নরূপ ঃ (১) সা'দ ইবন যায়দ মানাত ইবন তামীম-এর বংশধর কা'ব ও আমর ব্যতীত অন্য বংশধরদের নির্দেশক রূপ। এই গোত্রটি ছিল আদ-দাহনা' নামক বালুকাময় মরুভূমির অধিবাসী (তু. F. Wustenfeld, Register zu den geneal. Tabellen der arab, stamme)।

(২) ইরানী মুহাজিরদের ইয়ামানে জন্মগ্রহণকারী বংশধরগণ। সায়ফ ইব্ন যী-য়াযান-এর রাজত্বকালে খুসরাও আনূশিরওয়ান-এর নেতৃত্বে ইয়ামানে ইরানী হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে 'আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনার জন্য দ্র. সায়ফ ইবন যী-য়াযান। বিদেশী সৈন্যবাহিনী তুলিয়া লইবার পর সায়ফকে হত্যা করা হয় এবং দেশটি পুনরায় আবিসিনীয়দের অধীন হইয়া যায়। ইহার ফলে ইরানী সেনাপতি ওয়াহরিযকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেই সময় আবিসিনীয়দের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পূর্ণ পতন ঘটিয়াছিল এবং ইয়ামান পারস্যের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে পারসিক গভর্নর বাযান তাঁহার লোকজন সমভিব্যাহারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (স)-এর আধিপত্য স্বীকার করিয়া লন। পরবর্তী কালে ইয়ামানে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়, যাহার ফলে সেইখানে পরিপূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতে থাকে। তবে খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত কালে তথায় আইন-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (দ্র. য়ামান)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Th. Noldeke, Gesch. d. Perser u. Araber zur Zeit der Sassaniden, 220 ff.; (২) M. J de Goeje, in the Glossary to Tabari s.v.

K.V. Zettersteen (E. I.2)/ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

(৩) **আবনাউদ-দাওলা** (ابناء الدولة) ঃ রাজ-পরিবারের বংশধর, একটি পারিভাষিক শব্দ, 'আব্বাসী খিলাফাতের প্রাথমিক শতকসমূহে 'আব্বাসী পরিবারের সদস্যদের প্রতি প্রযোজ্য, সম্প্রসারণক্রমে যে সমস্ত খুরাসানী ও অন্যান্য মাওয়ালী 'আব্বাসী পরিবারে চাকরি করিয়া তাঁহাদের সদস্যরূপে গৃহীত তাহাদের প্রতিও প্রযোজ্য, তৃতীয়/নবম শতক পর্যন্ত উহারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসাবে অবস্থান করে। অতঃপর তুর্কী ও অন্যান্য সেনাদলের ক্রমবর্ধমান শক্তি দ্বারা তাহারা রাহুগ্রস্ত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ', ফাদাইলুল আতরাক, স্থা.; (২) J. Wellhausen, Das Arab, Reich., 347 f. (ইংরেজী অনু., ৫৫৬ প.); (৩) A Mez, Renaissance d. Islams, 151 (ইংরেজী অনু., ১৫৫ প.)।

(৪) **আবনাউল-আতরাক** (ابناء الاتراك) ঃ মামলূক রাজত্বকালে মিসর অথবা সিরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মামলূকদের বংশধরদেরকে বুঝাইবার জন্য অধিক প্রচলিত 'আওলাদুন-নাস-এর বিকল্প হিসাবে কখনও কখনও এই শব্দটি ব্যবহৃত হইত।

(৫) **আবনা-ই সিপাহিয়ান** (ابناء سپاهيان) ঃ তুর্কী ভাষায় অধিকতর প্রচলিত 'সিপাহী ওগলানলারি'র পরিবর্তে কখনও কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে 'আবনা-ই সিপাহিয়ান' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইত। এই শব্দটি দ্বারা ৬টি স্থায়ী 'উছমানী অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথমটি বুঝাইত। তাহাদেরকে 'ফটকের দাস' (কাপি কুলু)-রূপে শ্রেণীভুক্ত করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. A. R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and the West, ১/১খ., ৬৯ প., ৩২৬ প.; (২) Ismail Hakki Uzuncarsili, Osmanli Devleti Teskilatindan Kapi Kulu Ocaklari, 1944, 2J, 138 প.।

B. Lewis (E.I.2)/ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

আবনূস (أبنوس) ঃ বিভিন্ন বানান ঃ আবিনূস, আবনূস ও আবনুস, এক জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ। ইহা য়ূনানী শব্দ 'EBENOS' হইতে গৃহীত এবং তথা হইতে ইংরেজী bony, ল্যাটিন ebenum, ফরাসী ebenc, ইটালীয় ও পর্তুগালীয় ebano, জার্মান ebenholz, রুমানীয় eben ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে। হিব্রু শব্দ hoben ও প্রাচীন মিসরীয় শব্দ haben-এরও ইহার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে। য়ূনানী ভাষা হইতে পরিবর্তিত হইয়া উহা আরামী ভাষায় আবনুসা রূপ ধারণ করে। অতঃপর তাহা হইতে ফার্সী, 'আরবী, তুর্কী, উর্দূ ও অন্যান্য ভাষায় বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন কাল হইতেই সেমিটিক জাতি এই বস্তুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল এবং ভারত ও আবিসিনিয়া হইতে তাহা আমদানী করিত। সুতরাং Wustenfeld মুদ্রিত আযরাকীর 'আখবারু মাক্কা', পৃ. ৯০-এর বর্ণনা অনুযায়ী আবরাহা যখন সান'আয় প্রসিদ্ধ গির্জা 'কালীস' (কুলায়স বা কুল্লায়স) নির্মাণ করে তখন তাহাতে আবনুস কাষ্ঠের মিম্বার তৈরি করায়। ইহাতে হাতীর দাঁতের কারুকার্য ছিল (সুহায়লী, রাওদু'ল-উনুফ, ১খ., ৪০)। ইব্ন জুবায়র পৃ. ৭৬ হইতে বর্ণিত, জিদ্দায় তিনি একটি মসজিদ দেখিয়াছেন যাহা হযরত 'উমার ইবনুল-খাত্ত'াব (রা)-এর এবং কাহারও কাহারও মতে খলীফা হারূনুর রাশীদ-এর নির্মিত ছিল। তাহাতে আবনূস-এর তৈরী দুইটি স্তম্ভ ছিল (তাকি'য়্যুদ-দীন আল-ফাসী, শিফাউল-গ'রাম, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৭৫)। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই কাঠের ব্যবহার কম হইত। কেননা তখন ইহা সহজলভ্য ছিল না। সৌখিন আসবাবপত্রের প্রয়োজনও তখন বিশেষ ছিল না। উক্ত বর্ণনার উপর নির্ভর করিলে দেখা যায়, যখন খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বায়তুল মুক'াদ্দাস-এর কু'ব্বাতুস-সাখরা-র নির্মাণকার্য শুরু করেন, তখন তথাকার পবিত্র চত্বরটিকে আবনূসের দেয়াল দ্বারা বেষ্টন করেন। ইহা অবশ্য সত্য যে, তৎপূর্বেও খলীফাদের যুগে উক্ত কাষ্ঠ ও হাতীর দাঁত 'শতর' ও 'নারদ' (দাবা জাতীয় এক প্রকার ক্রীড়া)-এর গুটি তৈরিকে এবং নানা প্রকার কারুকার্যে ব্যবহার করা হইত। পরবর্তী কালে উন্নত মানের কারুকার্য সম্বলিত আসবাবপত্র, দরজা, জানালার জালি, দেয়ালের প্যানেল (Panel) সংযোজন ইত্যাদি কার্যে বিশেষ স্থান লাভ করে। কায়রোস্থ 'দারুল-আছ'রিল-'আরাবিয়্যা' (আরব যাদুঘর)-এ এখনও উহার বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

আবূ হ'ানীফা আদ-দীনাওয়ারী প্রণীত 'কিতাবুন-নাবাত'-এর যে খণ্ড 'الف' অক্ষর হইতে 'ز' পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে আবনুস শব্দটি কোথাও উল্লেখ নাই। কিন্তু আল-বীরূনী স্বীয় আস-সায়দানা গ্রন্থে আলিফ অক্ষরের অধীনে আবনুস-এর আলোচনা করিতে যাইয়া দীনাওয়ারীর যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন উহার অনুবাদ হইতেছে এইঃ

আবূ হ'ানীফা আদ-দীনাওয়ারী 'কিতাবুন-নাবাত'-এ লিখিয়াছেন, 'কারম' [(ফার্সী ভাষায় রুয-আঙ্গুর) ঃ সায়দানা ফার্সী অনুবাদ] যাহা হইতে সিহাফ [=কাঠের তৈরী পেয়ালা (সাহ্াফা-এর বহুবচন=বড় পেয়ালা যাহার মধ্যে অন্ততপক্ষে পাঁচজনের খাদ্য রাখা যায়)] তৈরি করা হয়। তাহা এমন একটি বৃক্ষ যাহা খুব একটা উঁচু হয় না বটে, কিন্তু প্রস্থে মোটা, কাল ও হলুদ রংয়ের হইয়া থাকে। কখনও কখনও হলুদের পরিবর্তে লাল রংয়ের হয়। ইহা বায়যান্টাইন সীমান্তে (দুরূবুর -রূম) উৎপন্ন হয়। খালানজ অনেক প্রকারের হয়; তন্মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এক প্রকারের আবনুস গাঢ় কাল রংয়ের হয়। তাহাতে অন্য কোন রং মিশ্রিত থাকে না। ইহা কুমায়র দ্বীপপুঞ্জের ওয়াকওয়াক দ্বীপ হইতে সংগৃহীত হয়। ওয়াকওয়াক দ্বীপের লোকজন দেখিতে কাল। সেইখানকার দাস-দাসীকে শ্যামলা কুমায়রবাসীর তুলনায় অধিক পছন্দ করা হয়। তাহারা দেখিতে তুর্কীদের ন্যায়, তবে তাহাদের কর্ণ ছিদ্র করা (মুখাররামুল-আযান) থাকে। কাল আবনুস এক প্রকার কাঠের ভেতরের অংশকে বলা হয় যাহার বাকল খসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাল আবনুস মুলাম্মা [হলুদ মিশ্রিত কালো রংয়ের কাষ্ঠ যাহাতে জাযা' (جزع) বা সাদা-কাল চুমকির কাজ করা থাকে] হইতে উত্তম ও

অধিক শক্ত (সিফাতুল মামূরা উক্ত উদ্ধৃতি আস-সায়দানা হইতে গৃহীত)। কিন্তু সায়দানা-এর ফার্সী অনুবাদে (সং. মুহাম্মাদ শাফী লাহোরী, পৃ. ১৫৪, কারম ধাতু) উক্ত বক্তব্য নাই। দীনাওয়ারীর মুদ্রিত খণ্ডে আছল ও খালানজ-এর আলোচনায় উপরিউক্ত গবেষণার বিষয়টির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলে আল-বীরূনী প্রদত্ত 'কারম' শব্দের উদ্ধৃতিটি নির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহেও আবনূসের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং তৃতীয় শতাব্দী/নবম শতাব্দী হইতে Dioscorides ও Galen (জালীনুস)-এর গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ইরানী ও আরবদের হস্তগত হয়। সেইগুলির উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা আবনুসকে Phlyctenous inflammation ও তৎকালে চোখের পানি পড়া জাতীয় মারাত্মক ব্যাধির জন্য উপকারী বলিয়া গণ্য করা হইত। পেটের পীড়া ও পাকনালীর রোগসমূহে দেহাভ্যন্তরে প্রয়োগের উদ্দেশে ইহার বিচূর্ণ সেবন করান হইত। অগ্নিদগ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উহা ছিটাইয়া দেওয়া হইত। ইবনুল বায়তার ইহাও লিখিয়াছেন, (ঈসা) ইব্ন মা'শার মন্তব্য অনুযায়ী আবনুস চোখের পলকের লোম উৎপাদনেও বিশেষ ফলপ্রদ। সুফয়ানুল উন্দুলূসী-এর বক্তব্য অনুসারে, যদি ইহার বিচূর্ণ শরীরের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে মারাত্মক ফোঁড়া হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং উহা ফাটিয়া শুকাইয়া যায়। Dioscorides-এর অভিমত অনুযায়ী আবিসিনীয় আবনুস ভারতীয় আবনুসের তুলনায় অধিকতর ফলপ্রদ। আবিসিনীয় আবনুস-এর যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয় তাহা বর্তমানে পূর্ব ভারতের দ্বীপসমূহে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, মাদাগাস্কার ও মরিশাস (Mauritius) এলাকায় উৎপন্ন আবনুস-এর প্রকারসমূহে অর্থাৎ Diospyros ও Maba-এর মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈশিষ্ট্যগুলি এই ঃ ইহার রং হইবে গাঢ় কাল। দানাগুলি হইবে এত সূক্ষ্ম যে, আঁশ হইতে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। আরবরা তখনকার যুগে আফ্রিকী আবনুস খুব পছন্দ করিত। বর্তমানেও ঐ সকল আবনুসের বেশ সমাদর। আবিসিনিয়ার আবনুস বৃক্ষ (শাজার বাবানুস) B.E. Brehm-এর গ্রন্থে (Reiseek aus Nordostafrika) অনুযায়ী বৃক্ষ নয়, বরং তাহা একটি ঝোপের ন্যায় হয়। উহার কাষ্ঠ নিম্নমানের হইলেও ব্যবহারের উপযোগী। তবে উহা ব্যবহার না করা হইলে শুকইয়া ও পচিয়া যায়।

ইবনুল বায়তার-এর সূত্রে আল-গা'ফিকী'ও আল-আদবিয়্যাতুল-মুফরাদা নামক গ্রন্থে আবনুসের উল্লেখ করিয়াছেন। Montreal-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে আবনুস বৃক্ষের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। আল-গা'ফিকী-র দুই পৃষ্ঠাব্যাপী মন্তব্যের সারসংক্ষেপ হইতেছে, এই আবনুস-এর শুষ্ক কাঠকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে সুগন্ধিযুক্ত ধূম্র নির্গত হয়, কাঁচা কাষ্ঠ হইতে তেমন হয় না। আবনুস-কে দৃষ্টি ক্ষীণতায় বিশেষ উপকারী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার চূর্ণ ও কয়লা উভয়টিই চিকিৎসাকার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চোখের পীড়া ছাড়াও পাকস্থলীর বিভিন্ন ব্যাধিতে, এমনকি কিডনির পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ করার উদ্দেশেও ইহা ব্যবহার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ মানসূর মুওয়াফফাক, কিতাবুল আবনিয়া, Seligmann প্রকাশিত; (২) আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাফিকী (মৃ. প্রায় হি. ৫৬০ -এ), মুনতাখাব কিতাব জামিউল মুফরাদাত (ইণ্ডিখাব, ইবনুল ইবরী), Myerhoff ও সুবহী, মিসরে মুদ্রিত, খৃ. ১৯৩২, পৃ. ১৬, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পৃ. ৭২; (৩) ইবনুল বায়তার , আল-জামিউ ফিল আদবিয়্যাতিল মুফরাদা (বুলাকে মুদ্রিত, হি. ১২৯১, পৃ. ৮ ও L. Leclerc-কৃত ইহার ফরাসী অনুবাদ যাহা Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat.প্যারিস, সংখ্যা ২৩, ১-তে প্রকাশিত; (৪) আল-কাযবীনী, আজাইবুল মাখলূকাত (Wustenfeld প্রকাশিত), ১খ., ২৪৭; (৫) আল-বীরূনী, কিতাবুস সায়দানা (বারূসা মুদ্রিত, তুর্কী); (৬) যাকী ওয়ালিদী তুগান, সিফাতুল মামুরা আলাল-বীরূনী (তাযাকীরু দীওয়ানিল আছারিল কাদীমাতি বিল-হিন্দ, সংখ্যা ৫৩), দিল্লী, পৃ. ১০৮ প.; (৭) উক্ত পুস্তকের ফারসী অনুবাদ (পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ) নুসখায় উল্লিখিত, পত্র ১---; (৮) মাখযানুল-আদবীয়া, দিল্লি ১২৭৮ হি., পৃ. ৪০; (৯) মাখযান-ই উলূম ওয়া ফুনূন, হায়দরাবাদ, দক্ষিণাত্য ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৩১

মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ ও J. Hell (দা. মা.ই.)/ যোবায়ের আহমাদ

আবযা আল-খুযা'ঈ (ابزى الخزاعى) ঃ সাহাবী 'আবদুর-রাহ'মান (রা)-এর পিতা, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। ইবনুস সাকান -এর বর্ণনামতে ইমাম বুখারী (র) কিতাবুল-'উহদা নামক গ্রন্থে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মাধ্যমে একটি হ'াদীছ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইবন মানদা বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য পান নাই। সুতরাং কোন হাদীছ তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হয় নাই, বরং তাঁহার নিকট হইতে যে হাদীছটির বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়া থাকে উহা তাঁহার পুত্র 'আবদুর -রাহ'মান হইতে বর্ণিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গা'বা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ৪৪, ৪৫; (২) আল -'আসকালানী, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ১৭; (৩) আয-য'াহাবী তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩।

ডঃ আবদুল জলীল

আবয়াদ' ইবন হ'াম্মাল (ابيض بن حمال) ঃ (রা) আল-মাআরিবী আস-সাবা'ঈ, ইয়ামান দেশের অধিবাসী, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন এবং মাআরিবের একটি লবণের খনি জায়গীর হিসাবে চাহেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে উহা প্রদানে স্বীকৃত হন; কিন্তু আক'রা' ইবন হ'াবিস আত-তামীমী (রা) [মতান্তরে 'আব্বাস ইবন মিরদাস (রা)]-এর আপত্তিতে উক্ত মজলিসেই আবার উহা প্রত্যাহার করিয়া নেন। উহার পরিবর্তে তাঁহাকে অন্য জায়গা ও খেজুর বাগান প্রদান করেন (দ্র. ইয়াহ্'য়া ইবন আদাম প্রণীত কি তাবুল খারাজ, পৃ. ১১০, টীকা)।

তিনি সাবাবাসীর পক্ষ হইতে জমির উশর রহিত করাইবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আলাপ করেন, কেবল তুলা আমাদের উৎপাদিত সম্পদ, আর স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সাবাবাসী অনেকেই বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) অবশিষ্ট সাবাবাসীদের জন্য 'উশর হিসাবে বছরে ৭০ জোড়া কাপড় দেওয়ার হুকুম অনুমোদন করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)- এর ইন্তিকালের পর ইয়ামানের শাসকবৃন্দ এই আইন ভংগ করিতে চাহিলে খলীফা আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর রায়ই বহাল রাখেন। দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা)-র শাসনামলে আবয়াদ' ইবন হ'াম্মালের কৃত চুক্তি বাতিল হইয়া যায় এবং অন্যান্য জাতির ন্যায় সাবাবাসীদের নিকট হইতেও পূর্ণ 'উশর আদায় করা হয়। তাঁহার মুখমণ্ডলে দাদ ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) উহাতে হাত বুলাইয়া দেন। ইহার পর হইতে দাদের চিহ্ন আর দেখা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ দাঊদ, সুনান, ৩খ., ৪২৩, ৪৪৬, ৪৪৭; (২) ইবন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আওনুল-মা'বূদ, ৮খ., ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫-৩১৫, ৩১৬, ৩১৭; (৩) খালীল আহমাদ, বায'লুল-মাজহূদ, ১৩খ., ৩৬৫, ৩৬৬; ১৪খ, ১৪, ১৫; (৪) ইয়াহ্য়া ইবন আদাম, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১০; (৫) ইবন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ১৮; (৬) ইব্ন আবদিল বারর, আল-ইসতীআব, ১খ., ৫৩; (৭) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ৪৫, ৪৬; (৮) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ১খ., ৩।

ড. আবদুল জলীল

আবয়ান (ابين) ঃ (বা ইবয়ান, দ্র. য়াকূ'ত, ১খ., ১১০; নাশওয়ান, ১খ., ১০৮; C Landberg, Etudes, ২খ., ১৮০৩)। (১) (মিখনাফ) ইয়ামানের ওয়াদী বানাতে অবস্থিত, কয়েকটি রাজপ্রাসাদ ও সমুদ্র বন্দর আদান (দ্র.) সমন্বয়ে গঠিত একটি জেলা। সেই কারণে ইহার পূর্ণ নাম আদান আবয়ান; (২) আদান হইতে আনুমানিক ১৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট স্থান, বর্তমানে পরিত্যক্ত। ইহা কবি আবূ বাক্র ইবনুল-আদীব আল-ঈদী (মৃ. ৭২৫/১৩২৫)-এর জন্মস্থান। (৩) বংশানুক্রমিক ধারার বর্ণনাসমূহে (Genealogical traditions) কয়েকজন ব্যক্তির নামঃ (ক) আবয়ান ইব্ন যুহায়র ইবনিল-গ'াওছ ইবন আযমান ইবনিল-হ'ামায়সা; (খ) (যু.) আবয়ান (ইবয়ান) ইবন য়াক'দুম ইবনিস-সাওওয়ার ইবন 'আবদি শামস; (গ) আবয়ান ইবন আদনান (ও তাঁহার ভাই 'আদান), ত'াবারী, ১খ., ১১১১; (১) ও (৪)-এর নামের (Eponymi) সংগে সম্পর্কিত। ফলকলিপি সম্বন্ধীয় উৎকীর্ণ উপকরণের জন্য দ্র. G. Ryckmans, "Les noms propres sun-sémitiques", i, 36b, 51a, 325a.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হামদানী, সি'ফা, অনু. Forrer, 42, টীকা ৪ (প্রচুর নির্দেশিকাসহ); (২) আরদালী, হাদিয়াতুয যামান ফী আখবারি মুলূকি লাহজ ওয়া আদান, ১৩৫১ হি., ১৯ প.; (৩) আবূ মাখরামা, তারীখু ছাগ'র আদান, ১খ., ৪, স্থা.।

O. Lofgren (E.I. 2) / হুমায়ুন খান

আল-আবয়ারী (الابيارى) ঃ শায়খ 'আবদুল হাদী নাজা ইবন রিদ'ওয়ান ইবন নাজা ইব্ন মুহ'াম্মাদ, একজন মিসরীয় নেতৃস্থানীয়া গ্রন্থকার ও ব্যাকরণবিদ। তাঁহার জন্ম উত্তর মিসরে গ'ারবিয়্যা প্রদেশের আবয়ার নামক স্থানে ১২৩৬/১৮২১ সনে। তিনি আল-আবয়ারে প্রতিপালিত হন এবং তাঁহার পিতা ও শহরের একজন শিক্ষাবিদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইসমা'ঈল পাশা তাঁহার উপর স্বীয় সন্তানদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাওফীক' পাশা তাঁহাকে ইমাম ও তাঁহার পরিষদের মুফতী নিয়োগ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮ যু'ল-কা'দা, ১৩০৫/২৮ জুলাই, ১৮৮৮ তাঁহার মৃত্যু। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল-আবয়ারী ব্যাকরণ, তাস'াওউফ, ফিক্হ ও হ'াদীছসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৪০টিরও বেশি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি নাস'ীফ আল-য়াযিজী ও ইবরাহীম আল-আহদাবসহ অনেক নেতৃস্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তির সহিত পত্র বিনিময় করেন। ইবরাহীম আল-আহদাবের নিকট বৈরূতে লিখিত তাঁহার পত্রসমূহ ও অন্যদের নিকট লিখিত সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ক পত্রাবলীর সংকলন আল-ওয়াসাইলুল-আদাবিয়্যা ফির-রাসাইলিল- আহদাবিয়্যা নামে ১৩০১/১৮৮৩ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ে আহ'মাদ ফারিস আশ-শিদয়াক ও সুলায়মান আল-হ'রীরী আত-তুনিসীর বিতর্কে আল-আবয়ারী সালিসী করেন। আবয়ারীর নিষ্পত্তিমূলক রায় 'আন-নাজ্মুছ-ছাকি'ব' শিরোনামে ১২৭৯/ ১৮৬২ সালে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার অনেক রচনা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতুত-তাওফীকি'য়া আল-জাদীদা, বূলাক ১৩০৫/১৮৮৮, ৮খ., ২৯; (২) ইবন যাখখুরা, মিরআতুল-'আস'র ফী তারীখ ওয়া রুসূম আকাবিরি রিজাল বিমিসর, কায়রো ১৮৯৭, ১খ., ২৩৯-৪০; (৩) হ'াসান আস-সানদুবী, আ'য়ানুল-বায়ান, কায়রো ১৯১৪, পৃ. ২২২-৩১; (৪) জুরজী যায়দান, তারাজিমু মাশাহীরিশ-শারক' ফিল-ক'ারনিত্-তাসি' 'আশার, কায়রো ১৯০৩ খৃ., ২খ., ১৪৪-৫; (৫) সারকীস, মু'জামুল-মাত'বূ'আতিল-আরাবিয়া ওয়াল-মুআর্‌রাবা, কায়রো ১৯২৮ খৃ., ৩৫৮-৬১; (৬) আয্-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৪খ., ৩২২-৩; (৭) যাকী মুহ'াম্মাদ মুজাহিদ, আল্-আলামুশ শারকিয়্যা ফিল মিআতির রাবি'আ আল-'আশারা আল-হিজরিয়্যা (الاعلام الشرقية فى المائة الرابعة العشرة الهجرية), কায়রো ১৯৫০, ২খ., ১৩৮-৯; (৮) কাহহালা, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ৬খ., ২০৩ -৪।

R.Y. Ebied (E.I. 2, Suppl.)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আবরাহা (ابرهة) ঃ (রা), সিরিয়ার অধিবাসী একজন সাহাবী, তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। আবূ মূসার বর্ণনামতে তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জা'ফার তায়্যার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর সংবাদ লইয়া আবিসিনিয়ায় নাজাশীর নিকট পৌঁছিলে নাজাশীর সহচরবৃন্দ যাহারা ঈমান আনায়ন করিয়াছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহারা ছিলেন আবিসিনিয়া হইতে ৩২ জন ও সিরিয়া হইতে ৮জন, মোট ৪০ ব্যক্তি, তন্মধ্যে আবিসিনিয়ার ৩২ জন জা'ফার (রা) -এর সহিত মদীনায় আগমন করেন, আর সিরিয়ার ৮ জন ইহার পূর্বেই মদীনায় আগমন করেন এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবরাহা (রা) ছিলেন সিরিয়া হইতে আগত ৮ জনেরই একজন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ১৭; (২) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা তেহরান ১২৮৬ হি, ১খ., ৪৪; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৩।

ড. আবদুল জলীল

আবরাহা (ابرهة) ঃ একটি নাম, আরবী রূপ ইবরাহীম (ابراهيم) এবং পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহে আবরাহাম (ابراهلم)-রূপে পরিচিত, আবিসিনিয়া ও দক্ষিণ আরবের একটি প্রাচীন নাম। কালবীর মতে আবরাহা আর-রাইশ যুল- মানার (ابرهة الرائش ذو المنار) ইয়ামানের হিময়ার বংশীয় রাজা ছিলেন (ইবন হাবীব, আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৬৪; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৪৪১) যিনি সাবা-র রাণী বিলকীস ও হযরত সুলায়মান (আ)-এরও বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

ইসলামী যুগে আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর এক ক্রীতদাসীর নামও ছিল আবরাহা। তিনিই উম্ম হাবীবা (রা)-এর নিকট হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম পৌঁছাইয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১খ., ১৫৭০ প.)।

হি. ২০ সালেও আবরাহা ইবনুস-সাববাহ' (ابرهة بن الصباح) নামক এক ব্যক্তি মিসরে সৈনিকের কাজ করিত (আত-তাবারী, ১খ., ২৫৮৬ প.)। আবরাহা সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন শিলালিপিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ইসলামী ইতিহাসের বিপরীত নহে। কিন্তু উহাতে ৫৫০ খৃ. পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। উহা শুধু আরব ঐতিহাসিকদের নিকট পাওয়া যায়। খুঁটিনাটি বিষয়েও এই ব্যাপারে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

আরব ঐতিহাসিকদের মতে আবরাহাতুল-আশরাম (ابرهة الاشرم) বা নাক কাটা আবরাহা (কোন গৃহযুদ্ধে তাহার নাক ও ঠোঁট কাটা গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে নাক কাটা আবরাহা বলা হইত) ইয়ামানের রাজধানী সান'আতে একটি উপাসনালয় তৈরি করিয়াছিল এবং ইয়ামানের আরবদেরকে হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় না যাইয়া উহাতে তাওয়াফ ও উপাসনা করিতে আহ্বান জানাইয়াছিল। কিন্তু তাহার ডাকে কেহ সাড়া না দেওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া আবিসিনিয়ার রাজার নিকট হইতে হাতী সংগ্রহ করিয়া ৫৭০ খৃ. মক্কার কা'বাঘর ধ্বংস করার জন্য হস্তিবাহিনী সমভিব্যাহারে মক্কা আক্রমণ করিয়াছিল। যেই সকল আরব গোত্র তাহার গতিরোধ করিয়াছিল তাহাদেরকে পরাজিত করিয়া সে হারাম-এর নিকটবর্তী আল মুগাম্মাস (বা ওয়াদিল-মুহাসসার) নামক স্থানে সৈন্য ও হস্তিবাহিনী লইয়া অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। আবরাহার নির্দেশে হস্তিবাহিনীকে কা'বার দিকে পরিচালিত করা হইলে উহারা অগ্রসর না হইয়া থামিয়া গেল। এই ঘটনাই কু'রআনের ১০৫ নং সূরা আল-ফীল-এ বর্ণিত হইয়াছে।

কথিত আছে, উক্ত সময়ে কা'বার মুতাওয়াল্লী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিব। আবরাহার সৈন্যদল মক্কা অবরোধকালে তাঁহার কয়েকটি উষ্ট্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তিনি নিজে উষ্ট্রগুলি ফেরত আনিবার জন্য আবরাহার নিকট অভিযোগ করিলে আবরাহা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "আমি আপনাদের কা'বা ধ্বংস করিতে আসিয়াছি, আর আপনি সেই বিষয়ে কিছু না বলিয়া আপনার উষ্ট্র ফেরত চাহিতেছেন কেন?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ সেই বিষয়ে আমার কিছুই বলিবার নাই। যাঁহার ঘর তিনিই উহা রক্ষা করিবেন, আমি আমার উষ্ট্রগুলি ফেরত চাই। ইহাতে আবরাহা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার উষ্ট্রগুলি ফেরত দিল। পরক্ষণেই সে যখন মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য হস্তিবাহিনীকে নির্দেশ দিল তখনই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া একটি ও দুই পায়ে দুইটি করিয়া প্রস্তর খণ্ড হস্তিবাহিনীর উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রতিটি খণ্ড লক্ষ্যবস্তু ভেদ করিয়া সমগ্র বাহিনীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল (দ্র. ১০৫ঃ ১-৫)। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবরাহা অধিক প্রসিদ্ধ।

মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে উক্ত বর্ষে হস্তিবাহিনীর ঘটনার কয়েক মাস পরেই (কাহারও মতে মাত্র ৫০ দিন পরেই) হযরত মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করে।

কাওকাব ও হিমাতে ইয়াহুদী রাজা যু'-নুওয়াস য়ূসুফ (ذونواس يوسف) সম্বন্ধে প্রায় একই মর্মের দুইটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (Museon, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৬৬, ২৮৪-৩০৩)। উহার প্রথমটিতে ৬৩৩ ইয়ামানী সন মুতাবিক ৫১৮ খৃ. আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযানে ১৩ সহস্র শত্রু নিহত, ৯ সহস্র ৫ শত বন্দী এবং দুই লক্ষ ৮০ হাজার পশু লুটের মাল হিসাবে প্রাপ্তির উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় শিলালিপিতে উক্ত বর্ষেই এক যুদ্ধে ১৪ সহস্র শত্রু নিহত, ১১ সহস্র বন্দী এবং দুই লক্ষ ৯০ হাযার লুণ্ঠিত পশু হস্তগত হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। ইস্তাম্বুলে অবস্থিত প্রাচীন প্রাচ্য-যাদুঘরে ইয়ামান হইতে সংগৃহীত একটি শিলালিপি (নং ৭৫১৫) রহিয়াছে। উহাতে আবিসিনিয়ার রাজা Gaderet ও হাদারামাওত-এর রাজা Yadab-এর দ্বন্দ্বের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত যাদুঘরের অপর একটি শিলালিপিতে (নং ৭৬০৮) আবিসিনিয়ার রাজা আল-আসবাহা (الاصبحة) [যাহাকে প্রকোপিয়াস জাস্টিনিয়ন (Procopius Justinion)] (রাজত্ব ৫২৭-৫৬৫ খৃ.) -এর দরবারী ঐতিহাসিক (Hellesthieaos-এর নামে অভিহিত করেন)-এর ইয়ামানের উপর একটি আক্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে। উহা ৫৩১ খৃস্টাব্দের কিছু পূর্বের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকোপিয়াস-এর বর্ণনা অনুযায়ী আক্রমণকারী বাহিনী স্থানীয় রাজাকে হত্যা করিয়া তাহার স্থলে সাক্ষী গোপাল স্বরূপ Esimiphaios (বা সুমায়ফা)-কে সিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে ফেরত গিয়াছিলেন [হি সনুল-গুরাব (حصن الغراب)-এর শিলালিপিতে সুমায়ফা'-এর ৫৩১ খৃস্টাব্দে শাসনভার গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে]। ইহার কিছুকাল পরে পলায়নকারী আবিসিনীয় সৈন্যের কতিপয় অবশিষ্ট লোক যাহারা দক্ষিণ আরবে বাস করিত, বিদ্রোহ করিয়া সুমায়ফা-এর স্থলে আবরাহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। এই আবরাহা খৃস্টান ছিল এবং সে আবিসিনিয়ার নদীবন্দর Adulis-এর জনৈক গ্রীক সওদাগরের ক্রীতদাস ছিল [প্রকোপিয়াস, ১খ., অনুচ্ছেদ ২০ (BSO (A) S,) Aduli শব্দের সম্মুখচিত্র, পৃ. ৪২৬ দ্র.]। কিন্তু Martyrium Arethae নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ৫২৫ খৃস্টাব্দের দ্বিতীয় আক্রমণ ও যু'-নুওয়াস-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আবরাহাকে রাজা আল-আসবাহা য়ামানে তাঁহার প্রতিনিধি (গভর্নর) হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মুসলিম

ঐতিহাসিকগণও একই ধরনের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা অনেকটা বিস্তারিত ও পরিষ্কার। তাঁহারা লিখিয়াছেন, যু'-নুওয়াস নাজরানের প্রায় বিশ হাজার খৃষ্টান অধিবাসীকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিল। তখন জাস্টিনিয়ান ও অধিপতি নাজাশী উভয়ে মিলিয়া একত্রে ইয়ামানের উপর আক্রমণ চালায়। যু'-নুওয়াস অবস্থা বেগতিক দেখিয়া যুদ্ধের পরিবর্তে প্রকাশ্যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া সুকৌশলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল এবং পরে নাজাশীর খাজনা আদায়কারী তহসীলদারকে হত্যা করিয়া অসতর্ক আবিসিনীয় সৈন্য ছাউনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া বিস্তর লোককে হতাহত করে।

যু'-নুওয়াস সংক্রান্ত উল্লিখিত হিময়ারী যুগের শিলালিপির সহিত একটি গ্রীক শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে (Lipens, Expeditionen Arabie Centrale, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১০০)। উহাতে লেখা আছে, "হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন।" সম্ভবত ইহা উক্ত বাহিনীর কোন ফেরারী সৈন্য লিখিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে আবিসিনিয়া হইতে একটি নূতন সৈন্যদল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আসিয়াছিল (গ্রীক ইতিহাসে উহার সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার এবং সতর্ক আরব ঐতিহাসিকদের মতে সত্তর হাজার)। উক্ত দলে اريـاط ও আবরাহা নামক দুইজন সেনাপতি ছিল। তখন যু'-নুওয়াস আত্মহত্যা করিয়াছিল। আরয়াতকে গদিচ্যুত করিয়া সেনাপতি আবরাহা নিজেই যু-নুওয়াসের সিংহাসন দখল করিয়া বসিল, এমনকি নাজাশীকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজ্য শাসন আরম্ভ করিল।

আবরাহার রাজত্বকালে দেশে কোথাও শান্তি ছিল না। কারণ স্থানীয় পদচ্যুত কর্মচারিগণের অসন্তোষের ফলে সর্বত্র গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই গোলযোগের অগ্রভাগে কিন্দা গোত্রীয়দের সহায়তা কার্যকর থাকাও বিচিত্র নহে। কারণ প্রসিদ্ধ 'আরব কবি ইমরুউল-ক'ায়স-এর পূর্বপুরুষদের শাসনামলে কিন্দা গোত্রের লোকগণ কেবল 'আরবের বিরাট ভূখণ্ডের উপরই স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহাই নহে, বরং ইরান ও খোদ বায়যান্টাইন রাজ্যের অনেক এলাকাও দখল করিয়া লইয়াছিল। আবরাহা সম্বন্ধে প্রাপ্ত উভয় শিলাপিতেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম শিলালিপিটির হিময়ারী পাঠক Glaser হিব্রু বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া জার্মান ভাষায় অনুবাদ সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন (Gesell, Mitt. Vorderasiat, 1897 খৃ., পৃ. ৩৬০-৪৮৮)। ইহাকে গ্লাজের শিলালিপি নং ৬১৮ বলা হয়। এতদ্ভিন্ন সামী ভাষার শিলালিপিমালা CIS., নং ২৪১ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁহার আরদু'ল-কুরআন গ্রন্থে ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। আহ'মাদ ফাখরী স্থানিকভাবে বারংবার অধ্যয়নের পর শিলালিপির মূল পাঠের সংশোধন করিয়াছেন (An Archaelogical Mission to Yemen, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ৩ খণ্ডে)। জাওয়াদ 'আলী উহার মূল হিময়ারী পাঠক 'আরবী বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া 'আরবী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন (দ্র. مجلة المجمع العلمى العراقى, ১৯৫৬ খৃ., ৪/১ খ., পৃ. ১৮৬-২১৯)। তাহার লক্ষণীয় মত হইল যে, প্রাচীন ইয়ামানী ভাষার মর্মোদ্ধারের প্রচেষ্টা হিব্রু ও আরামী (Aramaic)-এর অপেক্ষা (যাহাদের ভাষা সম্পদ সীমাবদ্ধ) 'আরবী ভাষার সাহায্যে অধিকতর ফলপ্রদ।

দ্বিতীয় শিলালিপিটিকে Ryckmans নং ৫০৬ বলা হয়। উহাকে প্রফেসার গোঞ্জাগ রকম্যানস ফরাসী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন (Muscons, ১৯৫৩ খৃ., ৬৬ সংখ্যা, ২৬৭-৩১৭)। উক্ত সাময়িকীতে ৩৩৯-৩৪৩ পৃষ্ঠায় Ryckmans এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং A.F.L. Beestan BSO (A) S, লন্ডন, ১৬খ., ২য় অংশ, পৃ. ৩৮৯-৩৯২-তে কিছু আলোচনা করিয়া সংশোধিত ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন।

Glaser-এর (৬১৮ নম্বর) শিলালিপি হইতে অনুমিত হয়, আবরাহা একত্ববাদী খৃস্টান ছিল এবং 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত না। ইয়ামানের অন্যান্য শিলালিপিতে আবরাহা ও যু-নুওয়াস ব্যতীত অপর কোন শাসকের নামের সহিত 'রাজা' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। ইহার কারণ সম্ভবত উভয়ই নব্য ধনী হিসাবে তাহাদের নামের সহিত 'রাজা' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করিত।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ আবরাহাকে আবূ য়াকসূম (ابو يكسوم) নামে অভিহিত করেন (দ্র. শারহু দীওয়ান-ই লাবীদ, কুয়েত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১০৮ ও ৩৩৫)। উক্ত শিলালিপির ৮২ ও ৮৩ ছত্রের লিপি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়, রাজার পুত্র আকসূম যু'-মা'আহির (اكسوم ذو معاهر) উক্ত সফরে রাজার সঙ্গে ছিল। উল্লেখ্য, আবরাহা সম্বন্ধে প্রাপ্ত শিলালিপি আবিসিনীয় বর্ণের পরিবর্তে ইয়ামানী বর্ণে লিখিত ছিল। লিপিটির শেষভাগে কেন্দ্রের শাসনামলের সনও লিখিত আছে যাহা খৃস্টপূর্ব ১১৫ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা হইলে ইয়ামানী বর্ষ ও খৃস্টীয় বর্ষের মধ্যে ১১৫ বৎসরের ব্যবধান থাকে।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছ, আবরাহা ইয়ামানের স্বাধীন রাজা হওয়ার পর হইতে আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিল। নাজাশীর নিকট যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর পক্ষ হইতে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতনামা পৌঁছিয়াছিল তখন তিনি 'ঈসা মাসীহ' (আ) সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন উহা ইসলামী চিন্তাধারারই অনুরূপ (ত'াবারী, ১খ., ১৫৬৯-১৫৭০; দ্র. হ'ামীদুল্লাহ, الوثائق السياسية, পৃ. ২১, ২৩)।

ইমাম বুখারীর মতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার গাইবানা জানাযার সালাত আদায় করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত নাজাশীর নাম যে আবরাহা ছিল উহার কোন প্রমাণ নাই। প্রকৃতপক্ষে আস'হ'ামা নামক নাজাশীই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ত'াবারী, ২/৮৯; সীরাত হ'ালাবিয়্যা, ২খ., ৩৪৪; মাকতূবাত-ই নাশাশী, পৃ. ১১০)।

আবরাহা সম্বন্ধে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে লিখিত যাবতীয় ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আবরাহার শাসনকাল ৫২৫-৫৭০ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে প্রথমে গভর্নর ও পরে স্বাধীন রাজা হিসাবে ইয়ামানের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিল। নাজাশীর সেনাপতি হিসাবে ২৫ বৎসর বয়সে সে শাসনভার গ্রহণ করে এবং পরে একজন স্বাধীন রাজা হিসাবে ৭০ বৎসর বয়সে মক্কা আক্রমণকালে তাহার হস্তিবাহিনীসহ হ'ারাম শরীফের নিকটবর্তী ওয়াদী মুহ'াসসার-এ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর হইতে নূতন করিয়া আবরাহা নামের প্রচলনই বন্ধ হইয়া যায়।

আবরাহা ইবন আস-সাববাহ নামক জনৈক মিসরীয় সৈনিকের কথা (২০ হি.) প্রথমদিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবত তাহার এই নাম হস্তিবাহিনীর অভিযানের পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। য়ামানী বা হাবশী ভাষায়ও আজকাল আর এই নামটি দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুলায়মান নাদবী, আরদ্'ল কু'রআন, ১খ., ৩১৬ (১ম সংস্করণ); (২) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ, রাসূল-ই আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী (পরিচ্ছেদ হ'াবশা আওর 'আরাব ক'াবল ইসলাম আওর ইবতিদাঈ ইসলাম মে); (৩) জাওয়াদ 'আলী, কাতাবাত-ই আবরাহা (আল-মাজমাউল-ইলমী আল-'ইরাকী, সাময়িকী, ১৩৭৫/১৯৫৬, ৪খ., ১৮৬-২১৯); (৪) নাবীহ মুআয়্যিদুল-আ'জাম, রিহ্লাত ইলা বিলাদিল-আরাবিস-সাঈদাহ, কায়রো ১৯৩৫ খৃ.; (৫) আল-আযরাকী, আখবার মাক্কা, ৮৮ (সং. য়ূরোপ); (৬) ইব্ন হিশাম, সীরাতু রাসূলিল্লাহ, ২৮-৪১, ১৭৮ (সং. য়ূরোপ); (৭) আত-ত'াবারী, তারীখ, ১খ., ৯৩০-৯৪৫ (য়ূরোপ সং); (৮) ঐ লেখক, সূরা আল-বুরূজ ও সূরা আল-ফীল-এর তাফসীর; (৯) ইবন কাছীর, সূরা আল-বুরূজ ও সূরা আল-ফীল-এর তাফসীর, ৪খ., ৪৯৫ প., ৫৪৯ প.; (১০) য়াকূ'ত, মু'জামুল-বুলদান (বিষয় মাআরিব); (১১) আবুল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, আল-আগ'ানী (১ম সং), ১৬খ., ৭২; (১২) আল-হামদানী, আল-ইকলীল (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়); (১৩) শারহু' দীওয়ান-ই লাবীদ, কুয়েত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৩৩৫; (১৪) Jaques Rykmans, L. institution monarchique on Arabic meridonale avant I Islam, 239-245, 320-325; (১৫) J. Ryckmans, Museon, ১৯৫৩ খৃ., ৬৬/৩৩৯-৩৪২; (১৬) Gonzague Ryckmans, Inscriptions sud arabes, in Museon 66/267-371; (১৭) Glaser, Zwei Inschriften, in Mitt. d Vorderasiat Gesell, ১৮৯৭ খৃ., ৩৬০-৪৮৮; (১৮) Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber z. Zeit d. Sassaniden, লন্ডন ১৮৭৯ খৃ.; (১৯) A. F. L. Beston, Notes on Mureighan Inscription, in BSO (A) S, 16/2, 389-392; (২০) Lippens, Expedition en Arabic Centrale, Paris ১৯৫৬ খৃ.; (২১) A Jamme, Classification descriptive generale des inscriptions sud-rabes, তিউনিস ১৯৪৮ খৃ.; (২২) Ahmed Fakhry, An Archaeological Journey to Yemen, ৩খ., কায়রো ১৯৫২ খৃ.; (২৩) Conti-Rossini, 'Storia d'Etiopia, 186-195; (২৪) Procopius, De bello persico, ১খ., পরিচ্ছেদ ২০; (২৫) আবুল আ'লা মাওদূদী, তাফহীমুল-কু'রআন, সূরা আল-ফীল-এর তাফসীর।

ডঃ মুহাম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ (দা মা.ই.) / ডঃ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ

আবরাহাম (দ্র. ইবরাহীম)।

আবরূ নাজমুদ্দীন (ابرو نجم الدين) ঃ মৃ. ১৭৫০ খৃ., প্রথম যুগীয় উর্দূ সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত কবি; একটি দীওয়ানের রচয়িতা। আযাদী আন্দোলনের (১৮৫৭ খৃ.) সময় তাঁহার দীওয়ানটি বিনষ্ট হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৭১

'আবলা (দ্র. 'আনতারা)।

আল-আবলাক (দ্র. সামাওয়াল)।

আল-আবশিহী (দ্র. ইবশীহী)।

আবহা (ابها) ঃ সউদী আরবের আসীর (দ্র.) প্রদেশের রাজধানী, ওয়াদী আবহার (১৮°১৩´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৪২°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমায়) ২২০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ১০,০০০। ইহাদের প্রায় সকলেই শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। আবহার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে তাহারা বসবাস করে। এই গ্রামগুলি স্বতন্ত্র নাম বজায় রাখিয়া এখন একত্রে বর্ধিত হইতেছে। বৃহৎ গ্রামগুলির একটি হইল মানাজির। কখনও কখনও ইহাকে স্থানটির প্রাচীন নামরূপে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আল-হামদানী (১খ., ১১৮) মানাজির নাম উল্লেখ করিলেও 'আসীর নামে খ্যাত গোত্রের আবাসস্থল হিসাবে আবহার উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক আবহার প্রধান অধিবাসী বানূ মুগায়দ আসীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে আল-কারা—সম্ভবত সর্ববৃহৎ, মুকাবিল যাহারা ওয়াদী আবহার উপর নির্মিত একটি প্রস্তরের সেতু দ্বারা প্রধান দলের সহিত সংযুক্ত। নামান, আর-রুবূ; আন নাসাব—সেখানে প্রধান মসজিদটি বর্তমান; আল-খাশা ও আল-মিফতাহ'া। নগরজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হইল একটি বিশাল প্রশস্ত চত্বর—যেখানে প্রতি মঙ্গলবার বাজার বসে। ইহা প্রাদেশিক প্রশাসনের কেন্দ্র মাদার প্রস্তর দুর্গের পার্শ্বে। ইহার অধিকাংশ গৃহের দেওয়াল মাটির তৈরী এবং পানির ক্ষয় হইতে রক্ষা করার জন্য ইহার দেওয়ালে চেপ্টা পাথরের একাধিক ছাঁচ (caves) সংযুক্ত আছে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক কূপ হইতে পানি সেচ করিয়া ইহার উচ্চ ভূমির স্তরে স্তরে (terrace) খাদ্যশস্য, ফলমূল ও সবজি উৎপন্ন করা হয়। শহরের উচ্চ স্থানগুলিকে তুর্কীদের নির্মিত দুর্গসমূহ অঙ্গুরীয়ের মত পরিবেষ্টন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি দুর্গের সংস্কার করা হইয়াছে এবং সউদী সৈন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। যিরা দুর্গটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১২৫ মিটার উচ্চে এবং শামসান দুর্গটি উত্তর দিকে। মোটর পথে আবহা বীশা হইয়া ৮৪০ কিলোমিটার উত্তরে মক্কার সহিত এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জাহরান ও নাজরানের সহিত সংযুক্ত। লোহিত সাগরের বন্দর আল-কুনফুযা ও জীযান-এর খাড়া নিম্নগামী পথে পরিবহনের জন্য কেবল পশুই ব্যবহৃত হয়।

১২১৫/১৮০০ সালের দিকে পাহাড়ী অঞ্চলে ওয়াহহাবী মতবাদ প্রসারিত হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত আবহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। পরবর্তী তুর্কী-মিসরীয় অভিযানের একটি বাহিনী কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্যসহ মানাজির পৌঁছিয়াছিল। এই বাহিনী ১২৫০/১৮৩৪ সালে প্রায় এক মাসের জন্য মানাজির অধিকার করে (Tamisier আপহা নামক নিকটবর্তী একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন)। ইহার পর বানূ 'মুগায়দ'-এর শাখাগোত্র আল-'আইদ আবহা শাসন করিতে থাকে। তৎপর তাহারা ফায়স'াল ইবন তুর্কীর নেতৃত্বে পুনরুত্থিত ওয়াহহাবী দলের সহায়তা লাভ করেন। ১২৮৭/১৮৭১ সালে তুর্কীগণ ইয়ামান পুনর্দখলে লিপ্ত হইলে মুহ'াম্মাদ ইবন 'আইদ' নিম্নাঞ্চলে তাহাদের উপর আক্রমণ করেন। কিন্তু

শীঘ্রই তুর্কীগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া আবহা অধিকার করেন এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর উহা বিলায়াত-ইয়ামানের একটি কাদা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ১৯১৮ সালে যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত তুর্কী শাসনাধীন থাকে। ১৩২৮-৯/১৯১০-১ সনের মধ্যবর্তী কয়েকটি মাস ব্যতীত সারয়া-র ইদরীসীগণ শহরটি হইতে তুর্কী গভর্নর সুলায়মান শাফীক'-কে বেদখল করিয়াছিল। মক্কার শারীফ হু'সায়নের নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী বাহিনী জুমাদাল-উখরা ১৩২৯/জুন ১৯১১ সালে তথায় আসিয়া দেখিল, আবহা পুনরায় সুলায়মানের শাসনাধীনে আসিয়াছে।

তুর্কীদের বিদায়ের পর আল-'আইদ আবার শহরটির নিরংকুশ শাসনাধিকার লাভ করে। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা প্রথমে মুহ'ম্মাদ আল-ইদরীসী এবং পরে স'উদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। স'উদীদের দুইটি অভিযান (প্রথমটি ১৩৩৯/১৯২১ সালে এবং অপরটি ১৩৪০-৪১/১৯২২ সালে ফায়স'াল ইবন 'অবদিল-আযীযের নেতৃত্বে পরিচালিত) আল-'আইদ গোত্রীয় শাসনের বিলোপ সাধন করে। তখন হইতে আবহা সউদী গভর্নরের শাসনকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ১৩৪৫/১৯২৬ সালে ইদরীসী অঞ্চল সউদীদের শাসনাধীন হওয়ায় আবহার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ১৩৫৫/১৯৩৪ সালের ইয়ামান যুদ্ধে সা'উদ ইবন 'আবদিল-'আযীযের নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনীর মূল ঘাঁটি আবহা-ই ছিল। দুই বৎসর পর Philby লুটতরাজ ও পূর্ববর্তী নিরাপত্তার অভাব হেতু তথাকার দুঃখ-দুর্দশা দেখিতে পাইলেও পরবর্তী শান্তিপূর্ণ শাসনে আবার সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিতেছে লক্ষ্য করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য আসীর প্রবন্ধ (দ্র.)।

H.C. Mueller (E. I.[2])/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবহাওয়া (ابوهوا) ঃ কোন নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের তাপমাত্রা, বায়ুমান যন্ত্রের চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘ সঞ্চার ও অবক্ষেপণ দ্বারা প্রভাবিত বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। আবহাওয়াবিদ্যা (Meteorology) একটি প্রাচীন শাস্ত্র, দূরবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে যাতায়াত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেশন ব্যবস্থা (স্থাপিত ১৮৭০ খৃ.) পরবর্তী কালে আবহাওয়া অফিস (Weather Bureau) দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। বর্তমানে ইহার ২০০-এর অধিক প্রধান স্টেশন আছে। এই অফিস প্রত্যহ দেশব্যাপী চার্ট (মানচিত্র অংকিত করিয়া তাহাতে প্রতিটি স্টেশনের আবহাওয়ার অবস্থা সংকেত ও সংখ্যা দ্বারা দেখাইয়া দেয় (আইসোবার বা সমচাপ রেখা উচ্চ অথবা নিম্ন চাপের স্থানগুলি প্রদর্শন করে; সম্মুখভাগে উষ্ণ বায়ুস্তূপ হইতে শীতল বায়ুস্তূপের সীমা চিহ্নিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশে বায়ুস্থ জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয়)। এই অফিস উপরিস্থিত বায়ুর চার্টও প্রস্তুত করে। যেসব কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে তাহা সম্যক বোধগম্য হয় না বলিয়া অভিজ্ঞতার সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সূচিত হয়। কোন স্থানের আবহাওয়া (Weather) ও জলবায়ু (Climate)-এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। আবহাওয়া সাময়িক ও স্বল্পকালীন বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার সূচনা করে। পক্ষান্তরে স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের বহু কালব্যাপী অবস্থার গড়পড়তা দ্বারা জলবায়ু সূচিত হয়। কখনও কখনও হালকা কথায় আবহাওয়া শব্দ দ্বারা জলবায়ু বুঝানো হয়। জলহাওয়া কথাটিও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৭১

আবহার (ابهر) ঃ হু'দূদুল-'আলাম-এ আওহার, একটি ছোট শহর। কাযবীন (হইতে ৮৬ কিলোমিটার) ও যনজান (হইতে ৮৮ কিলোমিটার দূরে) উভয় শহরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে দীনাওয়ারের সহিত যোগাযোগের একটি শাখা সড়ক রহিয়াছে বলিয়া উহা গুরুত্বপূর্ণ। এই শহর ২৪/ ৬৪৫ সালে 'রায়'-এর শাসনকর্তা আল-বারাআ ইবন 'আযিব (রা) কর্তৃক বিজিত হয়। ৩৮৬ / ৯৯৬ ও ৪০৯ / ১০২৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা জনৈক মুসাফিরী (দ্র.) আমীরের অধীনে জায়গীর ছিল। আবহার হইতে উত্তর-পশ্চিম আনু. ২৫ কিলোমিটার দূরে যে গিরিপথটি তারোম-এর দিকে চলিয়া গিয়াছে, উহার সন্নিকটে সার-জাহান (রাহ'াতুস-সু'দূরে ঃ সারজাহান)-এর দুর্গটি সালজূকগণের অধীনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le strange, 221; (২) Schwarz, Iran., 726-8; (৩) Minorsky, Studies in Caucasian History, 1952, 165.

V. Minorsky (E.I.[2])/এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

আল-আবহারী (الابهرى) ঃ আছীরুদ্দীন মুফাদ্দ'াল ইবন 'উমার, একজন দার্শনিক লেখক ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তিনি ৬৬৩/১২৬৪ সালে (Barhebraeus-এর মতে ১২৬২) ইন্তিকাল করেন। তিনি দুইটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের বহুল প্রচলন হয় এবং ইহাদের অনেক ভাষ্য গ্রন্থ প্রণীত হয় ঃ (১) হিদায়াতুল-হি'ক্মা গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। যথাঃ (ক) তর্কশাস্ত্র (المنطق), (খ) পদার্থবিদ্যা (الطبيعيات) ও (গ) অধিবিদ্যা (الالهيات)। মীর হু'সায়ন আল-মায়বুযী কর্তৃক ৮৮০/১৪৭৫-এ লিখিত ভাষ্যগ্রন্থই সমধিক পরিচিত। (২) আল-ঈসাগুজী, ইহা Porphyry লিখিত Isagoge-এর অভিযোজন (তু. ফুরফীরিয়ূস)। ইহার ভাষ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে শাম্সুদ-দীন আল-ফানারী (মৃ. ৮৩৪/১৪৭০)-এর ভাষ্যগ্রন্থ ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হয়। ইহার অন্যান্য ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থের জন্য দ্র. Brockelmann.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ১খ., ৬০৮, পরিশিষ্ট ১, ৮৩৯; (২) C.F. Seybold, Isl. পৃ. ১১২ প.।

C. Brockelmann (E.I.[2]) এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

'আবা (عبا) ঃ বা 'আবেয়া, পুরুষের ব্যবহারোপযোগী প্রাচীন ধরনের চওড়া, ঢিলা, হাতাবিহীন পশমী জামা। ২৮ ইঞ্চি প্রস্থ, ১১০ ইঞ্চি দীর্ঘ দুই টুকরা কাপড় না কাটিয়া শুধু সেলাই করা হয়। গলার দিকে প্রায়শ সোনা বা রূপার কাজ করা থাকে। বেদুঈনরা ও শহরবাসীরাও পরিধান করিত। সাঊদী আরবে 'বিশত' নামক আবা বিখ্যাত ছিল।

বা. বি., ১খ., ১৭১

আবাদ (ابد) ঃ ইহার আসল অর্থ সময় এবং ইহা 'দাহর' [দ্র.] (دهر-কাল)-এর সমার্থক (যামান নিবন্ধ দ্র.)। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে পৃথিবীর নিত্যতা (দ্র. ক'াদীম) সম্পর্কীয় সমস্যা সম্পর্কে যখন ইসলামে পর্যালোচনা শুরু হয়, তখন আবাদ (অথবা আবাদিয়্যা) একটি গ্রীক শব্দের (যাহার অর্থ পরিণতির বিচারে নিত্যতা) অনুরূপ একটি পরিভাষার রূপ লাভ করে, যাহা 'আযাল' (অথবা আযালিয়া)-এর বিপরীত (তু. ইবন রুশদ, সম্পা. Bouyges, নির্ঘণ্ট, আযালকে অনাদি (চিরন্তন) অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, আযালের জন্য দ্র. ক'াদীম)। পৃথিবী অনাদি হওয়ার প্রশ্নে মুসলিম দার্শনিকগণ এরিস্টোটলের মতের সমর্থনে বলেন, আযাল ও আবাদ একটি অপরটির পরিপূরক অর্থাৎ যাহার শুরু আছে তাহার অবশ্যই শেষ আছে, যাহার শুরু নাই, তাহার শেষ নাই। এই মতবাদ অনুসারে কাল, গতি ও সামগ্রিক বিচারে পৃথিবী, উভয় ধারণা অনুযায়ী চিরন্তন। মুতাকাল্লিম (মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ)-দের প্রায় সকলেই পৃথিবীর অস্থায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। কেবল প্রথম যুগের মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নেতা আবুল হুযায়ল আল-আল্লাফ এরিস্টোটলের নীতির সমর্থন করেন। (তিনি এই মতবাদের প্রবর্তন করেন, যাহার শুরু আছে, তাহার শেষ আছে, এমনকি তিনি আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতার শেষ পর্যায় উপনীত হইলে তিনি একটি অণু-পরমাণুও সৃষ্টি করিতে পারিবেন না অথবা একটি বৃক্ষপত্রকেও আন্দোলিত করিতে পারিবেন না। এমতাবস্থায় তাঁহার পক্ষে একটি মৃত মশককেও পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয় (দ্র. আল-খায়্যাত; আল-ইনতিসার, সম্পা. Nyberg, পৃ. ৮; ইব্ন হাযম, ৪খ., ১৯২-৯৩)। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ (মুতাকাল্লিমুন) এরিস্টোটলের মতবাদকে এই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, যদি পৃথিবীর আদি না থাকিত, তাহা হইলে বর্তমান সময় পর্যন্ত সীমাহীন (غير متناهى) অতীত কালে অতিবাহিত হইয়া যাইত, যাহা অসম্ভব (তু. ক'াদীম)। ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ কোন অসম্ভাব্যতা নাই। কেননা ভবিষ্যতে এইরূপ কোন অসীমতা অন্তরায় হইবে না। এতদ্ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক অবস্থার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু শেষ অবস্থার নয়। একজন মানুষ চিরস্থায়ী অনুশোচনাগ্রস্ত হইতে পারে, যদিও তাহার মনস্তাপের অবশ্যই শুরু থাকিবে (আল-মাক'দিসী, আল-বাদউ ওয়াত্-তারীখ, সম্পা. Huart, ১খ., ১২৫, তু. ২খ., ১৩৩)। অতঃপর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পৃথিবীর অন্ত বা অনন্ত হওয়ার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণের কোন সারবত্তা নাই। কু'রআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী (৩৯ঃ৬৭), "কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাঁহার করায়ত্ত।" নিষ্ঠাবান মুসলমানদের অভিমত, সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস হওয়া সম্ভব (جائز) [বেহেশত ও দোযখের ধ্বংস হওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত, তবে কুরআনের প্রত্যাদেশ অনুসারে জানা যায়, তাহা ধ্বংস হইবে না]। ইহাকে আল্লাহ তা'আলার অসীম কু'দরতের অংশ হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে (আল-বাগ'দাদী, ফারক', পৃ. ৩১৯)। এই বিশ্ব (دنيا) ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু বেহেশত ও দোযখ ধ্বংস হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই বিষয়ে ইমাম গা'যালী স্বীয় গ্রন্থ তাহাফুতুল ফালাসিফা (সম্পা. Bouyges, পৃ. ৮০ পৃ.)-য় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তু. ইব্ন রুশদ, তাহাফুতুত-তাহাফুত, সম্পা. Bouyges, পৃ. ১১৮ প., অনু. S. van den Bergh, পৃ. ৬৯ প. (টীকাসহ), আরও তু. S. Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehrc, পৃ. ১৫, টীকা ১।

S. van den Bergh (E.I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবাদ মাহদী হ'াসান খান (اباد مهدى حسن خان) ঃ মাহদী হাসান খান, ১৮৫০? লখনৌর উর্দূ কবি। তিনি বহু সংখ্যক কবিতা লিখেন। নিগারিস্তান-ই 'ইশক' (نگارستان عشق) নামক কাব্যের গযলসমূহ তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট রচনারূপে বিবেচিত হয়। তিনি বাহারিস্তান-ই সুখান (بهارستان سخن) নামক একটি জীবনী গ্রন্থেরও রচয়িতা।

বা. বি., ১খ., ১৭১

আবাদাহ (آباده) ঃ পারস্যের একটি ছোট শহর, শীরায হইতে ইসফাহানগামী পূর্বদিকের (শীতকালীন) রাস্তায় অবস্থিত। বর্তমান কালের মহাসড়ক পথে আবাদাহ শীরায হইতে ২৮০ কিলোমিটার, ইসফাহান হইতে ২০৪ কিলোমিটার এবং পূর্বগামী শাখা সড়ক পথে (আবারকূহ হইয়া) য়াযদ হইতে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমান প্রশাসনে (১৯৫২ খৃ.) আবাদাহ ফারস প্রদেশ (উসতান)-এর সর্বউত্তর জেলা (শাহরিস্তান)। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী (আফিম, রেড়ির তেল, তিলের তেল)। আবাদা-এর সন্নিহিত ইকলীদ নামে অপর একটি ছোট শহর রহিয়াছে (সম্ভবত ইকলীদ শব্দটি ছিল মূলত কিলীদ অর্থাৎ (ফারসের) চাবি]। সমগ্র জেলায় ২২৩টি গ্রাম আছে এবং ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৮২,০০০। প্রধানত চতুর্দশ শতকের ইতিহাসে এই স্থানটির উল্লেখ রহিয়াছে। শহরটিকে পারস্যের এই নামের বিভিন্ন গ্রাম (আবাদা-ই তাশক, নীরীয জেলায় ইত্যাদি) হইতে অবশ্যই পৃথকরূপে চিহ্নিত করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, পৃ. ২৯৭; (২) মাসঊদ গোহান, জুগ'রাফিয়া-ই মুফাস'স'াল, ইরান ১৩১১ হিজরী শামসী, ২খ., ২২৩; (৩) ফারহাঙ্গই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, ৭খ., ১৩৩০ হিজরী শামসী, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ২।

V. Minorsky (E.I.2)/ এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবাদান (দ্র. আব্বাদান)

আবান (آبان) ঃ অথবা আবান মাহ, ইহা প্রাচীন ইরানের সৌর (অর্থাৎ য়াযদগারদী) অষ্টম মাস, যখন সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে। মাসটি ত্রিশ দিনের। ইহাকে 'বারান রীয' অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণকারী মাসও বলা হয় [ফারহাঙ্গ আমুযগার, পৃ. ২৭, স্তম্ভ ১, পংক্তি ১৫]।

আবান ইরানী দেবতাদের ঐ ফেরেশতার নাম, যে লৌহ ধাতুর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাহার উপর ঐ সকল কার্য ও বিষয় পরিচালনার ভার অর্পিত যাহা আবান মাস (আবান মাহ), বিশেষ করিয়া আবান (দশম) দিবসে (আবান রূয) সংঘটিত হয়। পারসিকদের নিকট আবান দিবস আবান মাসের উৎসব দিবস ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফারসী ভাষার অভিধানসমূহ, যথাঃ বুরহান কাতি, লুগাত নামাহ দাহখুদা ও Steingass; (২) আল-মাসঊদী, মুরূজুয যাহাব, প্যারিস সংস্করণ, ৩খ., ৪১৩; (৩) উমার খায়্যাম, নাওরূয নামাহ,

তেহরান ১৯৩৩ খৃ., ৬খ., ৮৩; (৪) আল-বীরূনী, আল-আছারুল-বাকি'য়া, লাইপযিগ ১৮৭৮ খৃ., পৃ. ৪২; (৫) H.S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi, উপসালা, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৩১; (৬) F. Justi, Des Iranisches Namenbuch, 1895 খৃ., পৃ. ১৮-১৯; (৭) R. Schram, Kalendariographische und chronologische Tafeln, লাইপযিগ ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৩৭-১৮১; (৮) Wustenfeld ও অন্যান্য, Vergleichungstabellen, Wiesbaden 1961 খৃ., পৃ. ৪৬, ৮৫; (৯) হ'াসান তাকী' যাদাহ, Old Iranian Calendars, লন্ডন ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৫২।

ইহসান ইলাহী রানা (দা. মা. ই.)/ মোঃ যোবায়ের আহমদ

আবান আল-মুহ'রিবী (ابان المحاربى) ঃ (রা) মুহ'রিব ইব্ন 'আমর ইব্ন ওয়াদী'আ ইব্ন লুকায়ব ইবন আফসা ইব্ন 'আবদি'ল-ক'য়স-এর বংশধর। তাহাকে আবান আল-আবদীও বলা হয়। তিনি বানূ 'আবদিল-ক'য়স গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে তাঁহার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে আল-হ'াকাম ইবন হ'ায়্যানের সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য। উক্ত বর্ণনায় আবান আল-মুহ'রিবী (রা) বলেন, "আমি ঐ প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স) যখন কিবলামুখী হইয়া স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়াছিলেন আমি তখন তাঁহার বগলের শুভ্রতা দেখিতে পাইয়াছিলাম।" একই সূত্রে আবান আল-মুহ'রিবী (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই হ'াদীছটিও পাওয়া যায়। সকালে উঠিয়া কোন মুসলমান الحمد لله ربى اشرك به شيئا (সকল প্রশংসা আমার প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, আমি তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করি না) বলিলে তাহার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আল ইসতী'আব গ্রন্থে হ'াদীছটি উদ্ধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ সকালে কোন মুসলমান 'সকল প্রশংসা আমার প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, আমি তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করি না এবং সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই' বলিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার গুনাসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর সন্ধ্যায় ইহা বলিলে সকাল পর্যন্ত তাহার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি. ১খ., ১৫২, সংখ্যা ৩; (২) ইবনুল- আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ., ৩৭-৩৮; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ১, সংখ্যা ৩।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আবান ইবন 'আবদিল-হামীদ (ابان بن عبد الحميد) ঃ আল-লাহিকী (অর্থাৎ লাহিক ইবন 'উফায়র-এর পুত্র), তিনি আর-রাকাশী নামেও পরিচিত। কেননা তাঁহার য়াহুদী সম্ভূত পরিবার (আওরাক, ৩৬ প.) (যাহারা মূলত 'ফাসা'-এর অধিবাসী ছিল, আওরাক, ৪০) বানূ রাকাশ-এর আশ্রিত ছিল। তিনি একজন 'আরব কবি। তিনি প্রায় ২০০/৮১৫-১৬ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন, সেইখান হইতে বাগদাদ গমন করেন। তিনি বারমাকীদের একজন দরবারী কবি ছিলেন। বারমাকী আমীরদের ও খলীফা হারূনুর-রাশীদের প্রশংসায় তিনি ক'াসীদা রচনা করেন। তিনি তাঁহার কোন কোন কবিতায় 'আলী (রা)-এর অনুসারীদের দাবির বিপক্ষে 'আব্বাসীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সমকালীন সাধারণ রীতি অনুযায়ী তিনি সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে (যাহাদের মধ্যে আবূ নুওয়াসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় লিপ্ত হন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ স্পষ্টত তাঁহাকে বিনা প্রমাণে 'মানী' মতবাদের অনুসারী বলিয়া দোষারোপ করিত (তু. তারীখ বাগ'দাদ, ৭খ., ৪৪; আস-সূলী, আওরাক', ৩৭ প.; আরও দ্র. জাহি'জ', কিতাবুল-হ'ায়াওয়ান, ৪খ., ১৪৩ প.; আওরাক, ৩৬ দ্র. G Vajda, in RSO, ১৯৩৭, পৃ. ২০৭ প.)। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল, তিনি ভারতীয় ও ইরানী জনপ্রিয় লোককাহিনী (মুযদাবিজ দ্র.)-কে কাব্যে রূপদান করিয়াছেন, যথাঃ কালীলা ওয়া দিমনা (দ্র.) (চৌদ্দ হাজার শ্লোক তিনি প্রায় তিন মাসে রচনা করেন, আওরাক; ২; নমুনা আস-সূলী দ্র.) বিলাওহার ওয়া য়ুদাসফ (দ্র.) সিন্দাবাদ (দ্র.), মাযদাক (দ্র.)। তিনি আরদাশীর ও আনুশিরওয়ান-এর রোমান্টিক কাহিনীকেও কাব্যে রূপান্তরিত করেন। তিনি মুযদাবিজ রীতির মৌলিক কবিতাও রচনা করিয়াছেন। যেমন বিশ্বতত্ত্ব ও দর্শনের উপর একটি (যাতুল হুলাল নমুনা-মাসউদী, মুরূজুয-য'াহাব, ১খ., ৩৯১) ও স'াওম সম্পর্কীয় একটি দীর্ঘ গীতি কবিতা (নমুনা আস-সূলী)। তাঁহার পরিবারের অনেকেই যেমন, তাঁহার পুত্র হামদান ও পৌত্র, তাঁহার পিতা, পিতামহ (আল-'উমদা, ২খ., ২৩৬) ও তাহার ভ্রাতা (আওরাক, ৬৪) কবি ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সূলী, আল-আওরাক, সম্পা. Heyworth Dunne, কবিদের আলোচনা সংক্রান্ত অংশ, ১-৭৩ (১-১২ পৃষ্ঠায় আবান সম্পর্কীয় বর্ণনা রহিয়াছে, যাহা সম্পাদক নিজে সংগ্রহ করিয়াছেন); (২) আল-আগ'ানী, প্রথম সংস্করণ, ২০খ., ৭৩-৭৮; (৩) ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইক'দুল-ফারীদ, কায়রো ১৩২১ হি., ২খ., ১৮৪; (৪) ত'াবারী, ৩খ., ৬১৪; (৫) জাহ'শিয়ারী, আল-উয'ারা, ২৫৯; (৬) আল-খাত'ীব, তারীখ বাগদাদ, ৭খ., ৪৪; (৭) আল-ফিহরিস্ত, ১১৯-১৬৩; (৮) ইবন রাশীক' আল-ক'ায়রাওয়ানী, কিতাবুল-'উমদা, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ১খ., ১৬৪; ২খ., ২৩৬; (৯) I. Goldziher, Muh. Studien, ১খ., ১৯৮, ২খ., ১০১; (১০) A Krimsky, আবান আল-লাহিকী, (রূশ ভাষায়), মস্কো ১৯১৩ খৃ.; (১১) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ২৩৮ ও ২৩৯; (১২) K.A Farig, in JRAS, 1952, পৃ. ৪৬-৫৯।

S.M. Stern (E.I[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবান ইবন 'উছমান (ابان بن عثمان) ঃ ইবন 'আফফান (রা), তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রা)-এর পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন দাওস গোত্রসম্ভূত, নাম উম্ম 'আমর বিনত জুনদুব ইবন 'আমর আদ-দাওসিয়্যা। আবান (রা) 'আইশা (রা)-র সহিত উষ্ট্র যুদ্ধে (দ্র.) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (জুমাদাছ-ছানিয়া ৩৬/নভেম্বর ৬৫৬)। যুদ্ধের প্রথম দিকেই যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় (ইবন কু'তায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ১০১)। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবান (রা)-এর গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা ছিল না। খলীফা

'আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁহাকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি সাত বৎসর যাবৎ উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। উমায়্যা যুগে উচ্চ পদে নিয়োজিত থাকার কারণে নয়, বরং হ'াদীছ শাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিতরূপে তিনি সুখ্যাত। মদীনার প্রথম শ্রেণীর দশজন ফাক'ীহ-এর তিনি একজন ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কিতাবুল-মাগ'াযী তাঁহারই রচিত। য়াকূ'ত ও আত-তূসীর মতানুসারে কিতাবটি ছিল আবান ইবন 'উছ্মান ইবন য়াহ'য়ার রচনা।

আবান (রা) মৃগী রোগে আক্রান্ত হন এবং এক বৎসর পর য়াযীদ ইব্ন আবদিল-মালিকের খিলাফাতকালে ১০৫/৭২৩-৪ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন সা'দ, ৫খ., ১১২ প.; (২) নাওয়াবী, ১২৫প.; (৩) ইবন কু'তায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ১০১; (৪) ইবন 'আবদ রাব্বিহি, আল-'ইক্দ।

K.V. Zettersteen (E.I.²)/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবান ইবন সাঈদ (أبان بن سعيد) ঃ ইবনিল আস (রা), ই'ন উমায়্যা ইব্ন 'আবদ শামস ইব্ন 'আবদ মানাফ আল-কু'রাশী আল-উমাবী। পিতা সাঈদ কুরায়শ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। মাতা হিনদ ছিলেন আল-মুগ'ীরা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্ন মাখ্যূমের কন্যা। আবান-এর মাতা খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ-এর ফুফু। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আবান (রা)-এর বংশতালিকার সম্মিলন ঘটিয়াছে 'আবদ মানাফের মাধ্যমে। আবানের আট ভাইয়ের মধ্যে তিনজন কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং আবানসহ বাকী পাঁচজন ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আবান-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার দুই ভ্রাতা খালিদ ইবন সা'ঈদ ও 'আমর ইবন সাঈদ ইসলাম কবুল করেন। তাহাদের ইসলাম গ্রহণে কটাক্ষ করিয়া আবান একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 'আমর ইব্ন সাঈদ (রা) একটি ক্ষুদ্র কবিতায় ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর ভ্রাতৃদ্বয় 'আমর ইবন সাঈদ (রা) ও খালিদ ইবন সাঈদ (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবান ইবন সাঈদ (রা) ও তাঁহার দুই ভ্রাতা আল-'আস' ও 'উবায়দা' বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণের পক্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধে আল-'আস' ও 'উবায়দা নিহত হয় এবং যুদ্ধশেষে আবান (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। হায়ছাম ইবন 'আদী বলেন, "আমি শুনিয়াছি, বদ্রের যুদ্ধে নিহত আবানের ভ্রাতা আল-'আসের পুত্র সাঈদ ইবনুল আস-বলিয়াছেন, আমার পিতা বদ্রে নিহত হওয়ার পর আমি আমার পিতৃব্য আবান ইবন সাঈদের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হই। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন। বদ্রের যুদ্ধের পর তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া গমন করেন।"

হুদায়বিয়া হইতে রাসূলুল্লাহ (স) 'উছমান (রা)-কে কুরায়শগণের নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করিলে তাহারা তাঁহাকে আটক করে। তখন এই আবান ইবন সাঈদ 'উছমান (রা)-কে কুরায়শগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একটি অশ্বে আরোহণ করাইয়া নিরাপদে ফেরত পাঠান। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বৎসর মহানবী (স) মক্কায় প্রবেশ করিলে আবান ইবন সাঈদ (রা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

اسبل واقبل ولا تخف احدا – بنو سعيد اعزة الحرم

(হারাম শরীফে) "আসা যাওয়া করুন, কাহাকেও ভয় করিবেন না, বনূ সাঈদ হারাম শরীফের অতি সম্মানিত গোত্র"।

ইহার পর আমর ইব্ন সাঈদ (রা) ও খালিদ ইবন সাঈদ (রা) আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবান-এর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। এইবার আবান ইবন সাঈদ মুসলিম ভ্রাতৃদ্বয়ের পদাংক অনুসরণ করেন এবং তাহাদের সহিত মহানবী (স)-এর দরবারে হাজির হইয়া হুদায়বিয়ার সন্ধি ও খায়বার যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাসে ও খায়বার যুদ্ধ সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে সংঘটিত হয়। আবূ নু'আম বলেন, আবান ইবন সাঈদ (রা) খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়া উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ইবন ইসহাক-এর বর্ণনানুযায়ী আবান ইবন সাঈদ (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনত সাফওয়ান আল-কিনানিয়্যাও ছিল। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ কেবল প্রাথমিক যুগের সাহাবীগণই আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন এবং আবান ইবন সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বহু পরে অর্থাৎ হুদায়বিয়া ও খায়বারের ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে। ইহাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য।

আবান ইবন সাঈদ ইবনিল-'আস' (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত পটভূমি সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘটনাটি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ বাণিজ্য উপলক্ষে আবান সিরিয়া গমন করেন। সেই স্থানে এক খৃস্টান পাদ্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে পাদ্রীর মত জানিতে চাহেন। নিজের বংশপরিচয় প্রদান করিয়া আবান পাদ্রীকে বলেন, "আমাদের কুরায়শ গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া দাবি করিতেছেন। তাঁহার দাবি, আল্লাহ্র নবী মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর নিকট যেমন আল্লাহ্র কিতাব নাযিল হইয়াছিল, তাঁহার নিকটও তদ্রূপ আল্লাহ্র কিতাব নাযিল হইতেছে।' পাদ্রী আবানের নিকট উক্ত ব্যক্তির নাম জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহার নাম মুহাম্মাদ বলিয়া জানান। পাদ্রী তাহাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ 'আরব গোত্রে জন্মগ্রহণকারী শেষ নবীর লক্ষণ ও বিবরণ উল্লেখ করিতেই আবান বলিয়া উঠিলেন, "তিনি তো ঠিক তাই।" পাদ্রী শেষ নবীর আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া আবানকে বলিলেন, "নিশ্চয়ই তিনি প্রথমে সম্পূর্ণ 'আরবজাতির উপর বিজয়ী হইবেন এবং তৎপর পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবে।" আবান ইবন সাঈদ (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া লোকদেরকে এই ঘটনা অবহিত করিলেন।

আবান ইবন সাঈদ (রা)-এর অন্যতম ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবনিল 'আস' (রা) হইতে বর্ণিত এক সূত্রে জানা যায় ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আবান ইবন সাঈদ (রা)-কে মদীনা হইতে নাজদের দিকে এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুখারী ও আবূ দাঊদ হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা)

হইতে বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) আবানকে বাহরায়নের ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত করিয়াছিলেন (ইবন সা'দ, ৪খ., ৩৬০)। আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফাতকালে আবান (রা) এক অঞ্চলে সরকারী দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন।

ইসলাম গ্রহণকারী অন্য চার ভাইয়ের মধ্যে আমর ইবন সাঈদ (রা) ও খালিদ ইবন সাঈদ (রা)-এর প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইজনের নাম সাঈদ (রা) ও আল-হাকাম ইবন সাঈদ (রা)। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) শেষোক্ত এই আল হাকামের নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ রাখিয়াছিলেন।

আবান ইবন সাঈদ (রা)-এর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইবন ইসহাক বলেন, আবান (রা) ও তদীয় ভ্রাতা 'আমর (রা) য়ারমূকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পঞ্চদশ হিজরীর ৫ রাজাব রোজ সোমবার 'উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাতকালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সায়ফ ইবন 'উমার এই মত সমর্থন করেন। মূসা ইবন 'উকবা বলেন, আবান ইবন সাঈদ (রা) আজনাদায়নের যুদ্ধে শহীদ হন। মুসআব আয-যুবায়র ও অধিকাংশ বংশ তালিকাবিদের অভিমতও ইহাই। আজনাদায়নের যুদ্ধ হযরত আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফাতের শেষের দিকে তাঁহার ইন্তিকালের অল্প কয়েক দিন পূর্বে ত্রয়োদশ হিজরীর জুমাদাল-উলা মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। ইবনুল-বারকী বলেন, কথিত আছে, তিনি মারজুস-সাফার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকে চতুর্দশ হিজরীতে দামিশকের নিকট সংঘটিত হয়। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। আবূ হাসসান আয-যিয়াদী বলেন, তিনি উছমান (রা)-এর খিলাফাত কালে সাতাশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আবার কাহারও মতে আবান ইবন সাঈদ (রা)-এর মৃত্যু সন ২৯ হিজরী।

যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-এর পুত্র খারিজা (রা) হইতে ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরী বর্ণনা করিয়াছেন, আবান ইব্‌ন সাঈদ (রা) 'উছমান (রা)-এর নির্দেশে পবিত্র কুরআনের 'উছমানী অনুলিপিটি (মাসহাফ উছমানী) প্রস্তুত করার জন্য যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-কে আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়া ছিলেন। ইহা সত্য হইলে আবান ইবন সাঈদ (রা) 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। অবশ্য ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী ইহা খণ্ডন করিয়া বলেন, বস্তুত 'উছমান (রা)-এর এই নির্দেশ আবান (রা)-এর প্রতি নয়, বরং ইহা ছিল আবানের ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ ইবনুল আস ইবন সাঈদ ইবনিল-'আস' (রা)-এর প্রতি।

আবূ বাকর সিদ্দীক' (রা)-এর খিলাফাতকালের পরেও যে আবান ইব্‌ন সাঈদ জীবিত ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ সুলায়মান ইবন ওয়াহেব আল-আনবারী বর্ণিত আন-নু'মান ইব্‌ন বারযাখের একটি বিবরণ উল্লেখ করা যায়। আন-নু'মান ইব্‌ন বারযাখ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) আবান ইবন সাঈদকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। সেইখানে কায়স ইব্‌ন মাকশূহ' নামক জনৈক ব্যক্তি দাদওয়ায়হ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল।" আবান (রা) কায়সকে বলিলেন, "তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করিলে?" কায়স দাদওয়ায়হকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিল না। অধিকন্তু সে বলিল, সে তাহাকে স্বীয় পিতা ও পিতৃব্যের হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করিয়াছে। তখন আবান (রা) এক খুতবায় বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) জাহিলিয়া যুগে সংঘটিত সকল রক্তপাতের প্রতিশোধ রহিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কেহ নূতন করিয়া কোন ঘটনা ঘটাইলে আমরা তাহাকে সেজন্য শাস্তি প্রদান করিব।" অতঃপর আবান (রা) কায়সকে বলিলেন, "তুমি আমীরুল-মুমিনীন 'উমার (রা)-এর সহিত গিয়া সাক্ষাৎ কর। আমি তোমাদের যেই বিচার করিলাম তাহা লিখিতভাবে খলীফার নিকট পাঠাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট ঐ বিচারের রায় লিখিয়া পাঠাইলেন। 'উমার (রা) উহা কার্যকর করিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হয়, আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফাতকালে আবান ইবন সাঈদ ইবনুল 'আস' (রা)-এর জীবনাবসান সংক্রান্ত বর্ণনা ঠিক নহে। অবশ্য তাঁহার সঠিক মৃত্যুকাল সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ., ৩৫; (২) ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-স'াহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ১৩, সংখ্যা ২; (৩) ইবন সা'দ, আত-ত'াবাক'াত, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৪৬১; ৪খ., ৩৬০; (৪) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা বি., ১খ., ১, সংখ্যা ২।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'আবাব্দা (عبابدة) ঃ (একবচনে 'আব্‌বাদী), বাজা (باجة)-এর আরবী ভাষাভাষী একটি উপজাতি। ইহারা দক্ষিণ মিসরের আদি অধিবাসী। উত্তর সূদানেও ইহাদের কয়েকটি শাখা গোত্র পরিলক্ষিত হয়। কেনা হইতে কুসায়র পর্যন্ত বিস্তৃত মরুপথটি মিসরে ইহাদের শেষ উত্তর সীমারেখা। ইহাদের যাযাবর গোত্রগুলি Luxor ও আসওয়ান-এর পূর্বদিকস্থ মরু অঞ্চলে বিচরণ করিয়া থাকে। আবাব্দা উপজাতিটির মূল বংশীয় প্রতিনিধি যাযাবরই ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে কিছু স্থায়ী গোত্রও আছে, যাহারা কৃষকদের (ফাল্লাহ'ীন) সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বেশির ভাগ তাহাদেরই জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। লোহিত সাগর উপকূলে কিরায়জাব নামক একটি ছোট মৎস্যজীবী গোত্র ছিল, তাহাদেরকে কেহ কেহ মূল 'আবাবদা গোত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

বাজা-র অন্যান্য গোত্রের ন্যায় 'আবাবদা গোত্রও নিজেদেরকে 'আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্বপুরুষ 'আবাবদা-র বংশানুক্রম (যাহার নামানুসারে বংশের নামকরণ করা হয়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা) হইতে শুরু হয়। সূদানে বসবাসকারী এই গোত্রের কিছু লোক এইরূপ বিশ্বাস করে যে, তাহারা 'আরবের বানূ হিলা'ল বংশোদ্ভূত সালমান-এর বংশধর। যদিও সামগ্রিকভাবে এই গোত্রটির 'আরবীয় হওয়ার দাবি নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত, তথাপি তাহাদের এই দাবি তদানীন্তন ঐ রীতি স্মরণ করাইয়া দেয়, 'আরবের জুহায়না ও রাবী'আ গোত্রের লোকেরা বাজা-র নেতাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করিয়া সূদানে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম দিকে মাতার পরিচয়ে বংশানুক্রম শুরু হইত। ইব্‌ন খালদূনের মতানুসারে

যেভাবে নূবীয়দের সাম্রাজ্য জুহায়নীদের করতলগত হয়, তাহা বাজাদের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য।

'আবাব্দা গোত্রটি বাজাদের চেয়েও, যাহারা এখনও তাহাদের হামী (Hamitic) ভাষা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে, 'আরবীয় প্রভাবে অধিকতর প্রভাবান্বিত, এমনকি সূদানের জা'লীয়দের আরবী ভাষাভাষী ও তাহাদের মধ্যে সহজে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। বস্তুত তাহারা আসল বাজা জাতি ও সূদানের 'আরব কৃষ্টির সহিত সম্পৃক্ত 'আরবদের মধ্যে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করে। তাহা সত্ত্বেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া টিগরে (Tigre) ভাষাভাষী 'আমের গোত্রীয়দের (আবাবদা গোত্রীয়দের অন্যান্য বাজা গোত্রীয়দের চেয়ে) নীর উপত্যকায় মূল মিসরীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'আবাবদা গোত্রীয়দের কথ্য 'আরবী ভাষা ফাল্লাহ'ীন-এর ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। H.A. Winkler যে শব্দ-তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে অসংখ্য বাজা শব্দ পরিলক্ষিত হয়। বৈষয়িক কৃষ্টি ও রীতিনীতিতে 'আবাবদা গোত্রীয়গণ 'আরবীয়দের চেয়ে আসল বাজা গোত্রীয়দের সহিত অধিকতর সম্পৃক্ত, বিশেষভাবে প্রচলিত কিছু কিছু রীতিনীতিতে তাহারা সূদানী 'আরবদের অনুসরণ করিয়া থাকে। যেমন বিবাহ ও আইনসিদ্ধ সম্পর্কাদি বিষয়ক তাহাদের অনুষ্ঠানাদি হামী (Hamitic) সম্ভূত। 'আবাবদা গোত্রীয়গণ বিশেষ ধরনের কেশবিন্যাস (দিরওয়া) করিত এবং ইহা 'ফুযযী-উযযী ডাকনামে পরিণত রূপ লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই ধরনের রীতির প্রচলন বর্তমানে আর অবশিষ্ট নাই। তাহাদের তালপাতার তৈরী তাঁবুগুলি 'আরবদের পশমের তৈরী তাঁবু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাহাদের বিবাহ রীতি আসল বাজাদের বিবাহ রীতির মত হইলেও তাহাদের মহিলাগণ বিশারিয়্যা ভগ্নীদের মত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। উপরন্তু 'আবাবদা গোত্রীয়দের সম্পর্ক আরবদের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজাদের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ। দুগ্ধ দোহনের ব্যাপারে সে সমাজে কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত ছিল। যেমন কেবল পুরুষরাই দুগ্ধ দোহন করিতে পরিত। এইজন্য তাহারা বাওয়াস ও ঝুড়ি জাতীয় পাত্র ব্যবহার করিত। দুগ্ধ দোহনের পর উহা হইতে অন্য ব্যক্তি দুগ্ধ পান করিবার পূর্বে দোহনকারীর জন্য দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. A MaceMichael, History of the Arabs in the Sudan, Cambridge; (২) C. G. Seligman, Races of Africa, London 1930; (৩) G. W. Murray, Sons of Ishmael, London 1935; (৪) H.A. Winkler, Agyptische Volkskunde, Stuttgart 1936 (পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী).

S. Hillelson(E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবাযাহ (اَبَازَة) : আবাযীদের (Abazes) তুর্কী নাম (দ্র. আবখায)। উছমানী ইতিহাসে উক্ত জাতির বহু লোকের উপনাম, যাহারা সেই বংশোদ্ভূত।

(১) আবাযাহ পাশা, বিদ্রোহী জান বুলাত-এর খাযাঞ্চী ছিলেন এবং জান বুলাতের পরাজয়ের পর তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং মুরাদ পাশার দরবারে হাযির করা হয়। জেনিসারীদের আগা খালীল-এর সুপারিশে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। খালীল কাপুদান পাশা (প্রধান নৌ-সেনাপতি)-র পদে অধিষ্ঠিত হইলে তিনি আবাযাকে একটি রণতরীর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। খালীল প্রধান উযীরের পদে উন্নীত হইলে আবাযাকে মার'আশের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তৎপর তিনি এরযেরূম-এর শাসক নিযুক্ত হন এবং জেনিসারীদের ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করেন। আবাযাহ শাসিত প্রদেশের জেনিসারীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় তিনি পদচ্যুত হন। কিন্তু তিনি সরকারী আদেশ (Orders of the Porte) পালন করিতে অস্বীকার করেন (১০৩২/১৬২৩)। আবাযাহ বিভিন্ন কর আরোপ করেন এবং সুলতান দ্বিতীয় 'উছমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অজুহাতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিনি আনকারা ও সীওয়াস আক্রমণ করত ব্রুসা (Brusa) দখল করেন, কিন্তু নগর-দুর্গ অধিকার করিতে ব্যর্থ হন। ১০৩৩/১৬২৪ সনে তুর্কী সৈন্য ও ত'ায়্যার পাশার পক্ষ ত্যাগের ফলে প্রধান উযীর হাফিজ পাশা তাহাকে কারা সূ-নদীর সেতুর পার্শ্বে কায়সারিয়্যার নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। আবাযাহ এরযেরূমে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিল্লায় জেনিসারীদের এক রক্ষীদলকে গ্রহণ করিবার শর্তে তথাকার শাসক নিযুক্ত হইতে সক্ষম হন। ১০৩৬/১৬২৭ সনে আখিসকার বিরুদ্ধে অভিযান প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে-এই সন্দেহে তিনি সৈন্যবাহিনীর বহু সংখ্যক জেনিসারীকে হত্যা করেন। তাঁহার প্রাক্তন প্রভু খালীল এরযেরূম অবরোধ করেন, কিন্তু তুষারপাতের জন্য বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয় (১০৩৭/১৬২৭)। পরবর্তী বৎসর বোসনিয়া-র খুসরাও পাশাকে প্রধান উযীর নিযুক্ত করা হইলে তিনি আবাযাকে আবার অবরোধ করেন এবং এক পক্ষকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। বিদ্রোহীকে ক্ষমা করত বোসনিয়া-র শাসনভার দেওয়া হয়। তথায় তিনি আবার তাহার পুরাতন শত্রু জেনিসারীদেরকে নির্যাতন করেন। ফলে পদচ্যুত হইয়া বেলগ্রেড চলিয়া যান। সেইখানে শহরের দক্ষিণে একটি পাহাড়ের উপর আবাযাহ বাসগৃহ (কোশকী) নির্মাণ করেন। সেইখান হইতে তিনি Widdin-এ গমন করেন এবং পোল্যান্ড (Poland) আক্রমণকারী সৈন্যদলের নেতৃত্ব দান করেন (১৬৩৩ খৃ.)। চতুর্থ মুরাদ-এর আস্থা লাভ করত তিনি তাঁহার সহিত আদ্রিয়ানোপল গমন করেন। সেই সময় পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর একটি নূতন আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি চলিতেছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে চাতুর্যের সহিত পরিচালিত প্রচারণা সুলতানের মন বিষাইয়া দেয়। ফলে তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন (২৯ স'াফার, ১০৪৪/২৪ আগস্ট, ১৬৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Hammer-Purgstall, ৪খ., ৫৬৯, ৫৮২; ৫খ., ২৬, ৮৩, ১৭৩ প.; (২) মুসতাফা আফেন্দী, নাতাইজুল-উকূ'আত, ২খ., ৪৮, ৮২; (৩) আওলিয়া' আফেন্দী, Travels, ১খ., ১১৯ প.।

(২) আবাযা হ'াসান, বিদ্রোহী হ'ায়দার-উগ্লু-কে বন্দী করিবার পুরস্কারস্বরূপ আবাযা এশিয়া মাইনরের তুর্কমানী সৈন্যদের পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরে বিনা কারণে পদচ্যুত হইবার ফলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং গ্রেন্দে (Gcrende) ও বোলু (Bulu)-র মধ্যবর্তী দেশ দখল করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত কুখ্যাত ডাকাত কাতিরজী-উগলুকে পরাজিত করেন। পরে তাঁহাকে তুর্কমানদের

নায়ক (voivode) নিয়োগের শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাঁহাকে সপ্ত বুরূজ (Seven towers)-এ বন্দী করা হয়। কেবল বিহায়ী শায়খুল-ইসলাম পদে উন্নীত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করেন (১০৬২/১৬৫২)। তাঁহার বন্ধু (বেহায়ী) তাঁহাকে ওখ্‌রী-র সান্‌জাক দান করেন। চতুর্থ মুহ'াম্মাদ আবাযাহ বংশের ইপ্‌শীর পাশাকে প্রধান উযীর নিযুক্ত করিলে তিনি আবাযা হ'াসানকে ডাকিয়া পাঠান। ইপ্‌শীরের প্রাণদণ্ড হইলে তিনি তাঁহার প্রতি অনুগত থাকেন এবং তাঁহার অনুগত সৈন্য লইয়া এশিয়া মাইনরে প্রত্যাবর্তন করত তুর্কমানদের নায়ক পদে পুনপ্রতিষ্ঠিত হন (১০৬৫/১৬৫৫)। তিনি আলেপ্পো-তে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সিরিয়ায় এমন ধ্বংস ও লুটপাট চালাইতে থাকেন যে, দীওয়ান তাঁহাকে সাম্রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে চাহেন। প্রধান উযীর সুলায়মান পাশা তাঁহাকে গভর্নর পদে স্থায়ী করেন এবং দার্দানেলিসের রক্ষণভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। ১০৬৬/১৬৫৬ সনে তাঁহাকে দিয়ার বাক্‌র-এর গভর্নর করিয়া পাঠান হয়। দুই বৎসর পর তিনি বিদ্রোহ করেন এবং তৎকালীন প্রধান উযীর মুহ'াম্মাদ কোপরূলু-র পদচ্যুতি দাবির অজুহাতে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ব্রুসা (Brusa) আক্রমণের হুমকি দেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত মুরতাদা পাশাকে ইলগিন-এর নিকটে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করেন (১৫ রাবী'উল-আওওয়াল, ১০৬৯/১১ ডিসেম্বর, ১৬৫৮), কিন্তু পরে তাঁহার পরিকল্পিত এক ফাঁদে পতিত হন। তিনি তাঁহার আত্মসমর্পণের শর্তাবলী আলোচনা করিতে আলেপ্পোর উদ্দেশে আয়নতাব ত্যাগ করেন এবং তথায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Hammer-Purgstall, ৫খ., ৪৮১, ৫৬০প., ৫৬৩, ৫৭৫, ৬৩৪; ৬খ., ৩৫প., ৫১ প.।

(৩) আবাযা মুহ'াম্মাদ পাশা ছিলেন মার্'আশ-এর তুর্কী গভর্নর (beylerbey)। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় (১১৮৩/১৭৬৯) তাঁহাকে ক্রিমিয়া (Crimea)-র খান-এর সহযোগিতা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। বেন্দার (Bender) দুর্গের কর্তৃত্ব তাঁহার করতলগত ছিল এবং চোকযিম (Choezim)-এর অবরোধ উত্তোলন কার্যে তাঁহার কর্মতৎপরতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি তৃতীয় দুর্গটি প্রাপ্ত হন। চোকযিম প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবার পর উছমানী সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি পলায়ন করেন। তৎপর তাঁহাকে মোল্‌দাভিয়া (Moldavia) রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু উহাতেও তিনি ব্যর্থ হন। কাগুল-এর যুদ্ধে (১ আগস্ট, ১৭৭০) তিনি সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব পরিচালনার ভার পাইয়াছিলেন। তুর্কীদের পরাজয়ের পর তিনি ইসমা'ঈল-এ পলাইয়া যান। তিনি সিলিস্‌ট্রিয়া (Silistria)-র গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্য সংগহের জন্য প্রদত্ত অর্থ উড়াইয়া দেওয়ায় তাঁহাকে পদচ্যুত এবং কুস্‌তেনদিল (Kustendil)-এ নির্বাসিত করা হয়। রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া বিজয় ও সালীম-গিরায়-এর পলায়নের সময় তিনি যে কতিপয় সৈন্য তাঁহার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদেরকে যুদ্ধে নামাইতে অস্বীকার করেন এবং সিনোপ (Sinope)-এ প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৮৫/১৭৭১ সনে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Hammer-Purgstall, ৭খ., ৩৪১, ৩৪৮, ৩৬৯, ২৮৭; (২) ওয়াসি'ফ আফেন্দী, Precis historique de la gucrre des Turcs contre les Russes, প্রণীত P.A. Caussin de perceval, পৃ. ২৩, ৩১, ৩৭ প., ৫৯, ১০৩. ১১১, ১৪৮, ১৬৭।

Cl. Huart, (E.I.2)/ আবদুল হক ফরিদী

আবারকুবায' (ابرقباذ) ঃ ইরাকের একটি উপজেলা (طسوج)। 'আরবগণ কর্তৃক গৃহীত সাসানী বিভাগ অনুসারে ইহা খুসরা শায বাহমান (টাইগ্রীস জেলা) (ফা. استان 'আ. كورة)-র অন্তর্গত এবং ওয়াসিত' ও বসরার মধ্যবর্তী খুযিসতানের পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত। সাসানী রাজা ১ম কাওয়ায' (কু'বায') হইতে নামটির উৎপত্তি। নামটির প্রথম অংশ সম্ভবত আবার (ফারসী আবার [ابر] অথবা আবর [ابر]। শব্দটি 'মেঘ' অর্থে বিভিন্ন স্থানের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়] এবং 'আরবীয় ভূগোলবিদদের উল্লিখিত আবায' [ابذ] অথবা আবায [ابز] নয়। কোন কোন আরব লেখকের মতে আবারকুবায ঐ জেলা যেখানে আররাজান অবস্থিত। কিন্তু ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা হইতে সৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন খুর্‌রাদাযবিহ্, পৃ. ৭; (২) কু'দামা' আল-খারাজ (de Goeje), পৃ. ২৩৫; (৩) য়াকূ'ত, ১খ., ৯০; (৪) বালাযুরী, ফুতূহ', পৃ. ৩৪৪; (৫) ইবন সা'দ, ৭/১খ., ৩; (৬) ত'াবারী, ১খ., ২৩৮৬, ২খ., ১১২৩; (৭) Th. Noldeke, Gesch. d. Perser d. Araber z. Zeit d. Sasaniden, 146, টীকা ২; (৮) M. Streck, Babylonien n.d. Arab. Geogr., ১খ., ১৫, ১৯।

M. Streck (E.I.2) মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান

আবারকূহ (ابرقوه বা ابركوه) ঃ য়াযদ-এর অন্তর্গত একটি ছোট শহর। শীরায হইতে য়াযদ-এর রাস্তার উপর শহরটি অবস্থিত [শীরায হইতে ৩৯ ফারসাখ (ফারসাখ ফারসাঙ্ক, দূরত্ব, ফারসী পরিমাপের একক ১ ফারসাখ, প্রায় ১৮০০০ ফিট বা চারি মাইলের সমান ৬.২৪ কিলোমিটার) এবং য়াযদ হইতে ২৮ ফারসাখ দূরত্বে] ও অন্য একটি রাস্তার মাধ্যমে আবাদাহ-এর সহিত যুক্ত। অঞ্চলটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। মুসতাওফী, নুযহা, পৃ. ১২১ অনুসারে শহরটির নাম (ابرقوه বা ابركوه) ইহার প্রাথমিক অবস্থানকে নির্দেশ করে। ৪৪৩/১০৫১ সালে তুগরিল বেগ ইসফাহান হারাইবার কারণে য়াযদ ও আবারকূহ শহর দুইটি কাফূরী বংশের আমীর ফারামারযকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়াছিলেন (ইবনুল-আছীর, ৯খ., ৩৮৪)। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অনেক দিন যাবত আতাবেকরূপে শহর দুইটি শাসন করিয়াছিলেন। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মুজাফফারীদের ইতিহাসে বারংবার আবারকূহ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবারকূহ-এর বহু সংখ্যক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফীরূযান কর্তৃক ৪৪৮/১০৫৬ সালে নির্মিত (গীলান-এর) স্মৃতিসৌধটি প্রাচীনতম। তিনি ছিলেন গীলানের অন্তর্গত আশকাওয়ার-এর ৪র্থ/১০ম শতকের পেশাদার সৈনিকদের সুপরিচিত সেনাপতি ফিরোযান-এর বংশধর। ত'উসুল-হ'ারামায়ন-এর কথিত স্মৃতিসৌধটি

৭১৮/১৩১৮ সালে মাজদুদ-দুনয়া ওয়াদ-দীন তাজুল-মা'আলী আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ বংশোদ্ভূত একজন মুজাফ্ফারী কর্তৃক নির্মিত (অথবা পুনঃনির্মিত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le strange, 284, 294, 297; (২) P. Schwarz, Iran, i, 17; (৩) A. Godard; in আছার-ই ঈরান, ১৯৩৬ খৃ., ৪৭-৭২; (৪) মাহমুদ কুতবী, History of the Muzaffarids, in GMS, xiv, Index in xiv/2; (৫) ক'াসিম গ'ানী, তারীখ-ই 'আসর-ই-হ'াফিজ'; ১খ., ১৩২১/১৯৪২ নির্ঘণ্ট।

V. Minorsky, (E.I.2)/ শাহাবুদ্দীন আহমদ

আবারগণ (Avars) ঃ [আওয়ার, আযারী, তুর্কী শব্দ আবারালি (avarali) হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ 'চঞ্চল', 'ভবঘুরে'], স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দাগিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে (কোয়সুআনদি, কোয়সু আওয়ার, কারা কোয়সু ও তেলয়সেরুখ নদীর অববাহিকায়) ও সাবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আযারবায়জানের উত্তরাংশে বসবাসকারী আইবেরো-ককেশীয় জনগোষ্ঠী। আবারগণ শাফি'ঈ মায'হাবের অনুসারী সুন্নী মুসলিম। ১৯৫৫ খৃ. তাহাদের সংখ্যা ২,৪০,০০০ বলিয়া অনুমান করা হয়; তন্মধ্যে আনুমানিক ৪০,০০০ আযারবায়জানের বেলোকানী ও যাকাতালী অঞ্চলের অধিবাসী।

আবারগণ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত যাহা পূর্বে উপজাতীয় জোট (বো) নামে পরিচিত ছিল। ইহা আবার কতকগুলি গোষ্ঠীতে (কাইবিল) বিভক্ত। শ্রেণী দুইটির একটি মাআরুল্লাল শ্রেণী [আবার ভাষায় মাআর (পর্বত) শব্দ হইতে উৎপন্ন, আর রুশ ভাষায় ইহার নাম তাওলিনসতি, কুমীক তাও (পর্বত) হইতে উদ্ভূত] যাহারা খুনযাক মালভূমির উত্তরে অবস্থান করে, আর অপরটি বাগাউলাল (আবার ভাষায়ঃ কঠোর প্রকৃতির লোক), যাহারা দক্ষিণের গোষ্ঠীসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। আবারগণ দাবি করে, তাহারা আরবদের নিকট ইসলামে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু একটি লোককাহিনী অনুসারে আমীর আবূ মুসলিম কর্তৃক খুনযাকে ইসলাম প্রবর্তিত হয় এবং সেইখানে তাঁহার সমাধি ও তরবারি এখনও প্রদর্শিত হয়। বস্তুত এই লোককাহিনী আমীর আবূ মুসলিম ও শায়খ আবূ মাসলামার মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। আমীর আবূ মুসলিম কখনও দাগিস্তান গমন করেন নাই, আর শায়খ আবূ মাসলামা ৫ম/১১শ শতাব্দীতে সেইখানে বসবাস করিতেন বলিয়া খ্যাতি রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দাগিস্তানে আরবরা যখন আগমন করে তখন আবার অঞ্চলে খৃস্ট ধর্ম, এমনকি ইয়াহূদী ধর্ম বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিল এবং ইসলাম সেখানে খুব ধীর গতিতে প্রবেশ লাভ করে। ১০ম/১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত কাখিব-এ জর্জীয় মতবাদের খৃস্ট ধর্ম প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, ৫ম/১১শ শতাব্দীতে আবার ক্ষুদ্র রাজ্য নুতসালের রাজধানী তানুশ আউল মুসলিম শক্তির প্রাণকেন্দ্রে ও উত্তর দাগিস্তানের আরব সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, উক্ত নুতসাল মূলত কাযী কুমূক (দ্র. লাক)-এর একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। উছমানী শাসনামলের সংক্ষিপ্ত সময়কালে (৯৬৫-১০১৫/১৫৫৮-১৬০৬) অর্থাৎ আবার খানতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকালে যাহার শাসকগণ খুনযাকের আরব গর্ভনরদের বংশধর বলিয়া দাবি করে, লোককাহিনী অনুসারে দেশটির ইসলামীকরণ সমাপ্ত হয়।

১১শ-১২শ/১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে আবার খানতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তর দাগিস্তানে প্রাধান্য বিস্তার করে, বিশেষত আবার আদাত-এর সঙ্কলক উমমু-খান আবার (মৃ. ১৬৩৪ খৃ.) ও তাঁহার উত্তরসুরিদের আমলে এই প্রাধান্যের বিস্তৃতি ঘটে। ইহারা জর্জিয়ার রাজা ও শিরওয়ান, শেককী ও দারবান্দ-এর খানদের নিকট হইতে বশ্যতাসূচক কর আদায় করিতেন। যাহা হউক, খুনযাক অধিপতিগণ কখনও আবারিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন নাই। দেশটি বহু সংখ্যক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত থাকে, কতকগুলি স্বাধীন জোট (বো)-ভুক্ত হয়, আবার কতকগুলি খানতন্ত্রের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

১৭২৭ খৃস্টাব্দে আবার খানতন্ত্র সর্বপ্রথম রুশ কর্তৃত্ব মানিয়া লয়, কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহা আবার প্রত্যাখ্যান করে। ১৮০২ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মত 'উমার খান রুশ কর্তৃত্ব মানিয়া লন। তবে ১৮০৩ খৃস্টাব্দে তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান আহ'মাদ খানের উপর উহা আরও একবার আরোপিত হয়।

১৮২১ খৃস্টাব্দে সুলত'ান আহ'মাদ খানের বিদ্রোহের পর রুশ বাহিনী আবারিস্তান দখল করে। তবে তাহারা সরাসরি ক্ষমতা দখল না করিয়া শাসনকর্তার সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকে। এই সময় হইতে খুনযাক মালভূমি রুশদের উত্তর দাগিস্তান বিজয়ের চাবিকাঠিরূপে কাজ করিতে থাকে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবার রাজ্য নাক'শবানদিয়া ত'রীক'ার অনুসারীদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাহারা ১৮৩০ খৃস্টাব্দে সেইখানে রুশদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ খানতন্ত্র ও কাফির উভয়ের বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলন শুরু করে। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে ইমাম হ'ামযা বেগ [দ্র.] খানতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং ইহার কিছুকাল পরেই রুশগণ আবারিস্তান হইতে বহিষ্কৃত হয়। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের ২৫ আগস্ট ইমাম শামিল (দ্র.)-এর আত্মসর্মপণের মধ্য দিয়া ইমামাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। রুশগণ আবার খানতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং মেহতুলিনের ইবরাহীম খানকে উহার প্রধান নিযুক্ত করে। যাহা হউক, ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী ইবরাহীম খান গ্রেফতার ও নির্বাসিত হন। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ২ এপ্রিল খানতন্ত্রের চূড়ান্ত অবসান ঘটে এবং উহার ভূখণ্ড সরাসরি রুশ শাসিত আবার ওকরুগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অক্টোবর বিপ্লবের পর আবার ভূখণ্ড স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী দাগিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয় এবং রুশ সোভিয়েট ফেডারেল সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সহিত উহার সংযুক্তি ঘটে (১৯২১ খৃস্টাব্দের ২০ জানুয়ারীর সুপ্রিম সোভিয়েটের ডিক্রী)।

আবার ভাষা আইবেরো-ককেশীয় ভাষাসমূহের উত্তরাঞ্চলীয় শ্রেণীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শাখা (দাগিস্তানী)-র অন্তর্ভুক্ত। ইহার সীমা চিরিনট আউল হইতে আযারবায়জানের নোভো-যাকাতালি, দক্ষিণে ১৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষায় (প্রায় প্রতিটি গোত্রের একটি করিয়া) বিভক্ত এই ভাষাটি প্রধান দুইটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ উত্তরাঞ্চলীয় (বা খুনাযাক) ভাষা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় (ভাষা আন্তসুখ, চোখ, গিদাতলি ও

যাকাতালি)। ১৬শ শতাব্দী হইতে আন্ত-উপজাতীয় সম্পর্কের বাহনরূপে ব্যবহৃত বোলমাতস (সেনাবাহিনীর ভাষা) হইতে ইহাতে সাহিত্যিক ভাষার উদ্ভব হয়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করে (ইহাতে আইবেরো-ককেশীয় ধ্বনি প্রকাশের জন্য অসংখ্য চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এবং ইহা পুরাতন আজাম নামে অভিহিত) খুনযাকের কাদী দিবির (১৭৪৭-১৮২৭) ইহার চূড়ান্ত রূপদান করেন। কুদাতলি-র মুহ়াম্মাদ ইবন মূসা (মৃ. ১৭০৮) ও খুনযাকে-র কাদী দিবির-এর সময়ে আবার সাহিত্যের জন্ম হয়। মুহ়াম্মাদ ইবন মূসা আরবীতে লিখেন এবং দিবির কালীলা ওয়া দিমনা গ্রন্থটি আবার ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ভাষা অসংখ্য ধর্মীয় ও নীতিমূলক সাহিত্যকর্মে সমৃদ্ধি অর্জন করে। অতঃপর শামিলের সময় ব্যঙ্গ-সাহিত্য ও গীতি-কবিতা দ্বারাও উহা সমৃদ্ধ হয়। বেতল কাখাব রোসো-র কবি মাহ়মূদ (১৮৭৩-১৯১৯) ইহার প্রধান প্রতিনিধি। এই সাহিত্য সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় এবং পরে আবার ভাষায় বিকাশ লাভ করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পুরাতন বর্ণমালার স্থলে ৩৮ বর্ণের এক সরলীকৃত আরবী বর্ণমালা (নূতন আজাম নামে অভিহিত) প্রবর্তন করা হয়, অতঃপর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন বর্ণমালা এবং সর্বশেষে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রুশ বর্ণমালার প্রচলন হয়।

১৯৫৭ খৃ. আবারগণ সংখ্যায় দাগিস্তানের সর্ববৃহৎ (মোট দশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে দুই লক্ষ) ও অত্যন্ত উন্নত সম্প্রদায়। তাহাদের নিজস্ব সাহিত্য রহিয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের লেনিন পুরস্কার বিজয়ী হামযাত ত্রাদাসা (১৮৭৩-১৯৫১ খৃ.) উহার অত্যন্ত খ্যাতিমান প্রতিনিধি। ইহা ছাড়া আবার ভাষার একটি ছাপাখানা ও উন্নত বহু বিদ্যালয় সারা দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই বিদ্যালয়সমূহে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীয় ভাষায় এবং উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে রুশ ভাষায় শিক্ষা দান করা হয়।

সাহিত্য-আবার ভাষা আরচি [দ্র.] ও তেরোটি ক্ষুদ্র আনদি [দ্র.] ও দিদো [দ্র.] সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবহার করে। ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই এবং ইহারা দ্রুত আবার সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এই ভাষা উত্তর দাগিস্তানের অন্যান্য কিছু সংখ্যক লোকও দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করে। ইহারা আবার [দারগিন লাকস (দ্র.)] সংস্কৃতির প্রভাবাধীন। রুশ ভাষা অবশ্য দাগিস্তানের প্রশাসনিক ভাষারূপে প্রচলিত। আযারবায়জানের আবারগণের মধ্যে মাতৃভাষার ব্যবহার লোপ পাইতেছে এবং আযারী তুর্কী উহার স্থান দখল করিয়া লইতেছে।

আবারিস্তান ভূখণ্ড দাগিস্তানের এক পর্বতময় দুর্ভেদ্য অঞ্চলে অবস্থিত। আওয়ারগণ মূলত যাযাবর শ্রেণীর। পশু পালন ও পাহাড়ের উপত্যকায় ছোটখাটো ফলের উদ্যান তৈরি করা তাহাদের প্রধান পেশা। প্রাচীন কারিগরি শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে রহিয়াছে হাতে বোনা পশমী দ্রব্য, গালিচা, তামার কারুকার্য খচিত সামগ্রী [যোতসাতল ওচিচালি-র আউল চামড়ার সামগ্রী, স্বর্ণের দ্রব্যাদি, কাঠের শিল্পকর্ম (উন্‌তসুকুল ও বাতসাদা-র আউল) ও লৌহ নির্মিত সামগ্রী (সাগরাতল, গোলোতল কাখিহ-র আউল]। দেশটির শিল্পায়ন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইলেও এখনও উহা প্রাথমিক স্তরে রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Kozubskiy, Pamyatnaya knizka Daghestanskoy oblasti, তেমির-খান-শূরা ১৮৯৫ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Sbornik Materyalov dlya opisaniya mestnostey i plemen kavkaza, Tiflis ১৯০৯, ৪০খ; (৩) P. K. Uslar, Avarskiy Yazik, in Ethnografiya Kavkaza, V. Tiflis 1892; (৪) Z. A. Bikol'skaya. Avarsti, in Narodi Daghestana, মস্কো ১৯৫৫ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Istoriceskie predposilki natsional'noy konsolidatsii avarrsev, in Sovetskaya Etnografiya, নং ১, মস্কো ১৯৫৩ খৃ.; (৬) A.G. Peredel'skiy Avarskiy okrug, in Kavkaz, নং ৬-৭, ১৯০৪ খৃ. (৭) Kh. M. Khashaev, Kodeks Ummu Khana avarskogo, মস্কো ১৯৪৮ খৃ.; (৮) Nazarevic. Avarskaya literatura i Gamzat Tsadasa Makhac-Kala ১৯৪৭ খৃ.; (৯) Bokarev, Kratkie Svedeniya o yazikakh Daghestana, Makhac-kala, 1949 খৃ.; (১০) Meshcaninov ও Serducenko, Yaziki Severnogo Kavaza i Daghestana, মস্কো ১৯৪৯ খৃ.; (১১) A. Bennigsen ও H. Carrere d'Enca usse, Une republique sovietique musulmane, le Daghestan, Apercu demographique, in R.E.I. ১৯৫৫ খৃ.

H. Carrere d'Encausse ও A. Bennigsen
(E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আবার শাহ্‌র (ابرشهر) ঃ খুরাসান প্রদেশের এক-চতুর্থাংশের রাজধানী নিশাপুর (দ্র.)-এর প্রাচীনতম নাম। মুসলিম ভূগোলবিদগণের মতানুসারে নামটির ফারসী অর্থ 'মেঘের শহর'। এক সময় শহরটিকে 'ইরান-শাহ্‌র বা ইরানের শহর' নামে সম্মানিত করা হইত। সাসানী মুদ্রার উপর ইহার টাঁকশাল চিহ্ন Apr. Aprs অথবা Aprss, অনেক দিন ধরিয়া মুসলিম বিজয়ীদের অধীনে 'আরব সাসানী দিরহামের উপর অংকিত হইতে দেখা যায় (৫৪/৬৭৩-৪ হইতে ৬১/৬৮৮-৯ পর্যন্ত)। উমায়্যাদের অধীনে ইহার 'আরবী নাম সংস্কার উত্তরকালের দিরহামের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। উমায়্যা গভর্নর যিয়াদ (ইব্‌ন আবী আবীহি) ও তাহার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ সালাম ও 'আবদুলাহ ইব্‌ন খাযিম-এর নাম আবারশাহ্‌র-এর মুদ্রার উপর অংকিত ছিল। পরবর্তী সময়ে টাঁকশালের সকল তৎপরতা নীশাপুর-এর নামে পরিচালিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, 383; (২) J. Marquart, Eransahr, Berlin 1901 (Abh. G.W. Gott, N.S. iii/ii), 66, 68, 74; (৩) J. Markwart, A Catalogue of the Provincial Capitals of Eranshahr, Rome 1931 (Analecta orientalia, iii), 52-3; (৪) J.

Walker, A Catalogue of the Arab-Sassanian Coins, London 1941, P. ci-cii, cvi, 36, 72, 74, 87-8; (৫) E. Herzfeld, in transactions of the Intern. Congress of Numismatists, 1936, 423, 426.

J. Walker (E.I.2)/ মুহাম্মদ শাহাবউদ্দিন খান

আবাসকূন (ابسكون) ঃ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয়টি জুরজান/গুরগান (য়াকূ'ত i, 55; জুরজান হইতে ৩ দিনের পথ; ১, ৯১, ২৪ ফারসাখ) এলাকার আয়ত্তাধীন অঞ্চল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা সম্ভবত ওরগান নদীর মোহনায় অবস্থিত (খুজা নেফেস-এর?)। আল-ইসতাখরী, ২১৪ (ইবন হ'াওক'াল, ২৭৩)-এর মতে আবাসকূন বৃহত্তম কাস্পিয়ান পোতাশ্রয়। কোন কোন সময় কাস্পিয়ানকে বাহ'র আবাসকূন বলা হইত।

টলেমী উল্লিখিত হিরকানিয়া (গুরগান) ও Ewxayaa সম্ভবত আবাসকূনকেই নির্দেশ করে। রুশ জলদস্যুদের দ্বারা আবাসকূন বহুবার আক্রান্ত হইয়াছে। [২৫০-৭০/৮৬৪-৮৪ ও ২৯৭/৯০৯ সালের মধ্যে কোন এক সময় (দ্র.) ইবন ইসফানদিয়ার, তারীখ-ই ত'াবারিসতান, সম্পা. এ ইকবাল (২৬৬ E.G. Browne's Translation, 199). তু. মাস'উদী, ২খ., ১৮; অনু. ৩০০/১৯২]। ৬১৭/১২২০ সালে মোঙ্গলরা পিছু ধাওয়া করিলে খাওয়ারিযমশাহ 'আলাউদ্দীন আবাসকূনের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন (আল-জুওয়ায়নী, ২খ., ১১৫ দ্র.) এবং সেইখানে ইন্তিকাল করেন। ইবনুল-আছীর, ১২খ., ২৪২ অনুসারে 'আলাউদ্দীন সেইখানে পানি বেষ্টিত একটি মন্দির দখল করেন। আবাসকূন-এর দ্বীপগুলির বাহ্যিক দিক হইতে আশুর আদা দ্বীপপুঞ্জের ছোট ছোট ভূখণ্ডের সাদৃশ্য আছে এবং এই দ্বীপগুলি গুরগান নদীর মোহনা হইতে একটি প্রণালী দ্বারা বিভক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B. Dorn, Caspia, Uber die Einfalle der alten Russen in Tabristan, 1875, See Index; (2) Barthold, Istoriya Orosheniya Turkestana, 1914, 33.

V. Minorsky (E.I.2)/শাহাবউদ্দীন আহমদ

'আবাসা (سورة عبس) ঃ সূরা, কুরআনের ৮০তম সূরা, ২ রুকূ'ও ৪২ আয়াত সম্বলিত, মক্কায় নাযিলকৃত। এই সূরায় ব্যবহৃত প্রথম শব্দ 'আবাসা হইতে সূরার নামকরণ হইয়াছে। 'আবাসা শব্দের অর্থ 'ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সূরাটিকে আস-স'াখ্‌খা, আস-সাফারা ও সূরাতুল-'আমা নামেও অভিহিত করা হয়।

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) 'উতবা, শায়বা, আবূ জাহল, উমায়া ইবন খালাফ, আল-ওয়ালীদ ইবনুল-মুগ'ীরা প্রমুখ কতিপয় কুরায়শ নেতাদের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় 'আবদুল্লাহ ইবন উম্মি মাকতূম (রা) নামক এক অন্ধ সাহাবী {যাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ ইবন শুরায়হ' বা 'আমর ইবন ক'ায়স আল-কু' রাশী, যিনি উম্মুল-মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর মামাতো ভাই ছিলেন] উপস্থিত হইয়া কু'রআনের কোন আয়াত সম্পর্কে কিছু জানিতে চাহিলেন। আলোচনায় বাধা পড়ায় রাসূলুল্লাহ (স) বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন। ইহার পর এই সূরা নাযিল হয় (আবুল-হ'াসান 'আলী আন-নায়সাবূরী, আসবাবুন-নুযূল, পৃ. ২৫২)।

এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সূরার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে ঃ উপদেশ লাভের উদ্দেশে উন্মুখ আগ্রহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হইল, অথচ রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রতি মনোযোগী হইলেন না। ইহা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হইল না।

পবিত্র কু'রআন একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ, ইহাতে উপদেশবাণী রহিয়াছে, মানুষ স্বেচ্ছায় ইহা গ্রহণ করুক।

মানুষ অতি অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ সামান্য শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়া নানাভাবে তাঁহার উন্নতি সাধন করেন এবং অবশেষে মৃত্যু দেন, তিনি আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন, অথচ সে আল্লাহর আদেশ পুরাপুরি মানিয়া চলে না। মানুষ তাঁহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারিবে, আল্লাহই বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ভূমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেন।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। সেই দিন সৎ কর্মশীলদের মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইবে এবং দুষ্কৃতিকারীদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন হইবে।

এই সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াত হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, আল-কু'রআন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী (কালাম) এবং আল্লাহই ইহা তাঁহার রাসূলের নিকট নাযিল করিয়াছেন। কারণ এই কয়েকটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তিরস্কার করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স) নিজেকে নিজে এমন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতেন না (ফী জি'লালিল-কু'রআন, ৩খ., ৬৯)। আল্লাহর নিকট মুত্তাক'ীরাই সম্মানী (৪৯ঃ১৩), এই ঘটনাতে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ববর্তী সূরার সঙ্গে এই সূরার সম্পর্ক কি সেই বিষয়ে জানার জন্য দ্র. আল-বাহ'রুল-মুহ'ীত, ৮খ., ৪২৫ প. রূহুল-মা'আনী, ৩০খ., ৩৯; এই সূরায় যে সকল ধর্মীয় হুকুম-আহকাম আছে তাঁহার জন্য দ্র. ইবনুল-'আরাবী, আহ'কামুল-কু'রআন পৃ. ১৮৯৩ প.।

রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত আছে, এই সূরা যে ব্যক্তি তিলাওয়াত করে সে উৎফুল্ল চিত্তে ও হাসিমুখে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে (আল-কাশশাফ, ৪খ., ৭০৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম রাগি'ব, মুফরাদাতুল-কু'রআন, 'আবাসা' শব্দের অধীন; (২) আস-সুয়ূত'ী, আল-ইতক'ান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (৩) আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ., ৪খ.; (৪) আবূ হ'ায়্যান আল-গ'ারনাতী, আল-বাহ'রুল-মুহ'ীত', আর-রিয়াদ, তা বি.; (৫) আবুল-হ'াসান 'আলী আন-নায়সাবূরী, আসবাবু'ন-নুযূল, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.; (৬) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, কায়রো তা. বি; (৭) ইবনুল-'আরাবী, আহ'কামুল-কু'রআন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (৮) সায়্যিদ কু'ত'ব, ফী জি'লালিল কু'রআন, বৈরূত ১৩৯৯ হি., ৮ম মুদ্রণ।

মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও এ টি এম মুছলেহ উদ্দিন

আবিদ আলী খান (عابد علی خان) ঃ (১৮৭২-১৯২৬ খৃ.) প্রত্নতত্ত্ববিদ ও লেখক। আবিদ আলী খান ভারতের পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার আড়াইডাংগা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জেলা সদর হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আড়াইডাংগা গ্রামের অবস্থান। তাঁহার পিতার নাম হাজী তোরাব খান। আবিদ আলী খান মালদহ জেলা স্কুল ও কলিকাতা মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। প্রকৌশল শাস্ত্রে পড়াশুনার জন্য তিনি বাঁকিপুর (পাটনা, বিহার) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী কালে শিবপুর (হাওড়া, পশ্চিম বাংলা) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। তিনি বাঁকিপুর ইন্ডিয়ান মোহামেডান ট্রেডিং কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করিয়া চাকরি জীবন শুরু করেন। ১৮৯৯ খৃ. আবিদ আলী খান বাংলা সরকারের গণপূর্ত বিভাগে চাকরি লাভ করেন। সরকার তাঁহাকে প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সুলতানী আমলের ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ মেরামত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়া মালদহে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ দিন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে বাংলার প্রাচীন মুসলিম কীর্তিসমূহ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার কাজে প্রীত হইয়া বৃটিশ সরকার তাঁহাকে খান সাহেব উপাধি প্রদান করেন (১৯১৭ খৃ.)। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার কীর্তিসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি "Memoirs of Gour and Pandua" নামক একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করেন (১৯১২ খৃ.)। তাঁহার এই বিখ্যাত গ্রন্থখানা এইচ. ই. ষ্টেপলটন কর্তৃক সম্পাদনা ও সংশোধন করত সরকারীভাবে ১৯৩০ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রামাণ্য ইতিহাস ও তৎকালে নির্মিত ঐতিহাসিক ইমারতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ইহা আবিদ আলী খানের একটি অমর কীর্তি। কিন্তু তিনি জীবিতকালে গ্রন্থটির প্রকাশনা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থটির "গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি কথা" নামে বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হইল ঃ (১) Prayer Book for Muslims; (২) গুলশান-ই হিন্দ (উর্দূ ও ফারসী ভাষায় গযলের সংকলন); (৩) সচিত্র নামাজ দর্পণ (১৯০৫ খৃ.); (৪) মৌলুদ শরীফ ও হযরত মুহাম্মদ (স) চরিত (১৯০৬ খৃ.); (৫) শাহাদতনামা (১৯০৬ খৃ.); (৬) বাংলা ও উর্দূ ভাষায় শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি বই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল হাকিম সম্পা., বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., পৃ. ১৭১-৭২; (২) চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৬৫; (৩) আলী আহমদ কর্তৃক সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৭০।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আবির (দ্র. তা'রীখ)

আবিশ (দ্র. সালগুরী)

আবিসিনিয়া (দ্র. আল-হাবাশ)

আবী ওয়ারদ (ابی ورد) ঃ অথবা বাওয়ারদ, একটি শহর ও জেলা। খুরাসান পর্বতমালার ঢালুতে অবস্থিত। বর্তমানে এই অঞ্চলটি রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত তুর্কোম্যান প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। নাসা (দ্র.) আবীওয়ারদ ইত্যাদিসহ (তুর্কী নাম আতাক 'ফুটহিল্স') সমগ্র মরূদ্যান এলাকা প্রাচীনকালে যাযাবরদের বিরুদ্ধে খুরাসানের প্রতিরক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

আরসাকী (আশকানী) যুগে এই অঞ্চলটি উক্ত রাজবংশের পূর্বপুরুষদের দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। Charax-এর Isidore, খণ্ড ১৩-তে (খৃষ্টীয় সনের প্রারম্ভের দিকে) এই শহরের উল্লেখ রহিয়াছে।

সাসানীদের আমলে দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ইব্ন খুররাদাযবিহ (পৃ. ৩৯) রাজাদের নাম সংরক্ষিত করিয়াছেন, সারাখ্স-রাজ যাদুয়া, নাসা-রাজ আব্রায(?) এবং আবী ওয়ার্দ রাজ বি'হুময়া (B.hmiya)। শেষোক্ত নামটি সম্ভবত মাহানা, মায়হানা (আবী ওয়ার্দের পূর্বে অবস্থিত খাওয়ারান জেলায়) নামের সহিত সম্পর্কিত।

মা'মূনের আমলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন তা'হির আবী ওয়ার্দ হইতে ছয় ফারসাখ পশ্চিমে অবস্থিত কুফানের রাবাত নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সম্ভবত গুযয (দ্র.)-এর ব্যাপক হারে দেশত্যাগের পূর্বেই জেলাটি খালাজ তুর্কীদের অধিকারে আসে (তু. মুহাম্মাদ ইব্ন নাজীব বাকরান, জাহান নুমা, পৃ. ১২০০)। পরবর্তী কালে অপরাপর তুর্কী উপজাতিগণ খালাজ-এর উত্তরাধিকারী হইয়াছিল।

১২শ-১৪শ শতাব্দীতে আবী ওয়ার্দ মোঙ্গল বংশোদ্ভূত জুন গুরাবানী রাজাদের হস্তগত হয় (তু' তুস)। প্রথম 'আব্বাস-এর আমলে আতাক পারস্য প্রভাবের বাহিরে ছিল। নাদির ছিলেন আতাকের অধিবাসী। তাঁহার কর্মতৎপরতা এইখান হইতেই শুরু হইয়াছিল। সেই সময়ে তাযান (হারী রূদ) নদীকে আবী ওয়ারদের কৃষিভূমির পূর্ব সীমান্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইত (মুনতাহা-য়ি মামুরা -য়ি সারহ'দ্দাত-ই আবী ওয়ার্দাত, দ্র. তারীখ-ই নাদীরা, ১১৪২ হিজরীর ঘটনাপঞ্জী [একই উৎস আবী ওয়ারদের (?) অধীন রাজ্যসমূহের উল্লেখ করে ঃ য়াঙ্গি-কালআ, কালআ-য়ি বাগওয়াদা, যাগচান্দ (?) ইত্যাদি]। নাদিরের তিরোধানে কালাত (দ্র.)-এর অর্ধ স্বাধীন খানেরা ১৮৮৫ খৃ. পর্যন্ত জেলার মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রুশ-পারস্য সীমান্ত চিহ্নিত করিবার পর ঐ বৎসরে আতাক অঞ্চলটি তুর্কোমান অধিবাসীরাসহ রুশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তর খুরাসানে নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিবার ফলে আতাকে অভিমুখে প্রবাহিত নদীগুলির উজান অঞ্চলে ইরানীগণ কৃষি উন্নয়নে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাতে নিম্ন অঞ্চলের জলসেচনে কিছুটা ক্ষতিসাধিত হয়।

প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান (কুহনা আবী ওয়ার্দ) ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলওয়ে ষ্টেশন কাহকার (কাহকাহ) প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে চৌদ্দ হাজার বর্গগজ এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত। কেন্দ্রীয় মীনারটি উচ্চতায় ৬০ ফুট ও পরিধিতে ৭০০ ফুট। কুহ্না আবী ওয়ার্দের উত্তর-পূর্বে প্রায় ২ মাইল দূরে নামাযগাহ্ নামক ছোট পাহাড় রহিয়াছে এবং ইহার উত্তর প্রান্তে ৪৫ ফুট উচ্চ পেশ তাক (তোরণ)-বিশিষ্ট কোন পুরাতন শহরের অবস্থান ছিল। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইল কুহনা কাহকাহা নামক দুর্গ, যাহা তীমূর (তৈমূর) ৭৮৪/১৩৮২ সালে পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন (জাফার

নামাহ্, ১খ., ৩৪৩)। সমগ্র অঞ্চলটিতে প্রচুর ছোট পাহাড় (কুরগান) বিদ্যমান। কাহ্‌কাহার ১৪ মাইল দক্ষিণে খীওয়া আবাদ-এর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। নাদির খীওয়া দখল করত উক্ত স্থানে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আরতীক স্টেশন হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে চুগুনদুর নামক শহরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত (ত্রয়োদশ শতাব্দীর জনৈক সাধক পুরুষের মাযারের নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়)। এই শহরগুলির কতিপয় ছিল আরসাকী (আশকানী) যুগের (চারাক্‌স্-এর আইসিডোরে কতক শহরের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং কতিপয় এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগের (তু.R. Pumpelly, Explorations in Turkestan, Washington 1905, excavations at Anau)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Tomaschek, Zur hist. Topographie von persien,i, in SBAk Wien, vol. cii; (২) ঐ লেখক, In Pauly-Wissowa, -Apauarktie and Dara; (৩) E. Quatremere, Hist. des Mongols de la Prese, ১খ., ১৮২, টীকা ৪৮; (৪) Th. Noldeke, ZDMG, xxxiii, 147,; (৫) J. Marquart, ঐ, xlix, 628, xlviii, 403, 407; (৬) A. W.Komarow, Peterm. Mitt, 1889, vii, 158-63 (৭) Barthold, Istoriko-Geogr, ocerk Irana, St. Petersburg 1903, 60-2, 70; (৮) ঐ লেখক, Turkestan, নির্ঘণ্ট; (৯) ঐ লেখক, K. istorii orosheniya turkestana, St. Petersburg 1914, 41-3; (১০) Le Strange, 394; (১১) A. A. Somenow and others, Drevnosti A biverdskago rayona ('the antiqities of the region of Abiward'), in acta Universitatis Asiae Mediae, ser, ii, Orientalia, Fase 3, তাশকেন্ত ১৯৩১ খৃ. (১৯২৮ খৃ.-এর অভিযান)।

V. Minorsky (E.I.²)/এ.এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

আল-আবী ওয়ারদী (الابيوردى) ঃ আবুল-মুজাফফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ একজন 'আরব কবি, কুলজি বিশারদ এবং আন্‌বাসা ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান-এর বংশোদ্ভূত (কনিষ্ঠ মু'আবি'য়ার মাধ্যমে উমায়্যা বংশীয়)। তিনি আবীওয়ারদী (খুরাসান)-এ বা সঠিকতরভাবে আবীওয়ারদের সন্নিকটস্থ কাওফান (কুকান নহে) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (এইজন্য কখনও আল-কাওফানী বলা হয়)। তিনি ৫০৭/১১১৩ (৫৫৭/১১৬১-২ নহে) সনে ইস্‌ফাহানে বিষ প্রয়োগে নিহত হন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক কুলজি বিষয়ক গ্রন্থাবলী, বিশেষত আবী ওয়ারদের একটি ইতিহাস, বিভিন্ন ও অভিন্ন নামের আরব গোত্রসমূহের বিবরণী গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আল-কায়সারানী শেষোক্ত গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার দীওয়ানের তিনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যথা আন্‌-নাজদিয়্যাত, আল-'ইরাকি'য়্যাত (প্রধানত খলীফা আল-মুক'তাদী, আল-মুসতাজ'হির তাঁহাদের উযীরদের সম্বন্ধে) ও আল-ওয়াজদিয়্যাত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত অন্ত্যমিলের বর্ণনাক্রমে বিন্যস্ত একটি দীওয়ান ১৩১৭ হি. লেবাননে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আল-গাযযী রচিত বহু কবিতা ইহাতে ভুলক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি নির্বাচিত কবিতা ঃ মুক'া ত'তা'আতুল-আবীওয়ারদী আল-উমাবী, ১২৭৭/১৮৬০-১ সালে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ১খ., ১১১; (২) ঐ লেখক, ইরশাদ, ৬খ., ৩৪২-৫৮; (৩) সুব্‌কী, ত'াবাক'াত, ৪খ., ৬২; (৪) সুয়ূত'ী, বুগ্‌'য়া, ১৬; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৬৪৬; (৬) আবুল ফিদা, মুখতাসার, ৭খ., ৩৮০; (৭) ইব্‌নুল-জাওযী, মুন্‌তাজ'াম, ৯খ., ১৭৬-৭; (৮) কি'ফ্‌ত'ী, আখবারুল- মুহ'াম্মাদীন মিনাশ-শু'আরা, MS Paris., 10v-12r.; (৯) Brockelmann, I, 253, S I, 447; (১০) A Critical study of the poet and his work by Ali Al-Tahir, La Poesie arabe sous les Seldjoukides (sorbonne thesis, 1953); (১১) দা.মা.ই., ১খ.।

C. Brockelmann [Ch. Pellat] (E.I.²) /
এ.এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

'আবীদ ইব্‌নুল-আবরাস (عبيد بن الابرص) ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আসাদ গোত্রের একজন আরব কবি। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে অল্পই জানা গিয়াছে। খৃ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধ তাঁহার জীবনকাল। কিংবদন্তী আছে, তিনি হীরা-র অধিপতি তৃতীয় আল-মুনযি'র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু উক্ত বাদশাহের মৃত্যুর (খৃ. ৫৫৪)-এর পূর্বেই হইয়াছিল। ইতিহাস, সাহিত্যমূলক কাহিনী ও 'আবীদের দীওয়ানে উল্লিখিত কবিতা দ্বারা সমর্থিত ইমরুউল-কায়স-এর সহিত আবীদের কাব্য-প্রতিযোগিতা হইতে বুঝা যায়, এই দুইজন কবি সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাদের কাব্য-যুদ্ধ ৫৩০ ও ৫৫০-এর অন্তর্বর্তী সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। লায়াল (Ch. Lyall) মনে করেন, আনু. ৫৩০ খৃ. বানূ আসাদ গোত্র কিন্দা রাজাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ইমরুউল-কায়স-এর পিতা রাজা হু'জ্‌রকে হত্যা করে। এতদ্‌কারণেই কবিদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়।

'আবীদ-এর কাব্যগ্রন্থে [Lyall কর্তৃক 'আমের ইব্‌নুত-তু'ফায়ল-এর কাব্যগ্রন্থসহ সম্পাদিত ও অনূদিত (লাইডেন ১৯১৩ খৃ.), GMS xxi] ত্রিশটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ কাসীদা ও আরও ১৭টি খণ্ড কবিতা রহিয়াছে। দীওয়ান কাব্যগ্রন্থের প্রাচীন ধাঁচের কাঠামো ও শব্দ প্রয়োগই ইহার প্রামাণিকতার দলীল। তাঁহার কবিতার প্রধান সুর বিষাদময় ও নীতিপূর্ণ কৃচ্ছ্র ও মর্যাদাবোধ জনিত অহংকার যাহা ব্যক্তিগত ও গোত্রগত অহমিকার (فخر) মধ্যে শোভনরূপে প্রকাশ লাভ করে।

তাঁহার প্রেমানুভূতির সংযম ভাষায় ও আনুষ্ঠানিক রীতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে 'নাসীব' কোন একক মানসী অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর সমবেত বিচ্ছেদ বেদনা প্রকাশের প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবেদিত (যথা কাসীদা ১, ৯, ১৫ প্রভৃতি)। 'আবীদের কাব্যে মৌলিক ভঙ্গিতে রূপায়িত জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের এই বিষাদময় প্রকাশই সম্ভবত তাঁহাকে কিংবদন্তীর

মু'আম্মারূন (দ্র.)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। Grunebaum-এর মতে (Orientalia, ১৯৩৯, ৩৪৩, ৩৪৫) তিনি অল্প বয়সে, সম্ভবত ৫০তম বৎসরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। 'আবীদের উপদেশ দানের মানসিকতা, অতীত-প্রীতি, আত্মগরিমা ও গোষ্ঠী-প্রশংসাতেই কেবল প্রকাশ পায় নাই, বরং ইমরুউল-কায়স ও অন্যান্য অজ্ঞাত কবিদের বিরুদ্ধে তীব্র বিতর্কমূলক রচনায়ও প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন রচনায় তাঁহার নিজস্ব কাব্য প্রতিভার উল্লেখ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য (x ও xxiii)। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার অনুপ্রেরণা ও শৈল্পিক কলাকৌশল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রাচীন আরব সমালোচকগণ ঝড় ও মরুঝড় সম্পর্কে তাঁহার বর্ণনার প্রশংসা করেন, কিন্তু আধুনিক পাঠক তাঁহার দীওয়ানে প্রাণীদের বর্ণনা, যথা একটি ঈগল পক্ষীর খেকশিয়ালকে পশ্চাদ্ধাবন করিবার প্রসিদ্ধ দৃশ্য ও সমুদ্রে মৎস্য বিষয়ক বর্ণনা অধিক পসন্দ করেন (xx 111)। এই সকল কবিতায় ও অন্যান্য বিস্ময়কর নাটকীয় দৃশ্যে 'আবীদ জাহিলী যুগের একজন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি হিসাবে প্রতিভাত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কু'তায়বা , শি'র, পৃ. ১৪৩-৫; (২) আগানী, ১৯,৮৪-৭; (৩) A. Fischer, Ein angcbli cher vers, des Abid b, al-Abras, MIFAO, 1935-136-75; (৪) F.Gabrieli, La poesia di Abid ibn al-Abras, Rend. acad. Italia, sc, mor, 1940, 240-51; (৫) Brockelmann, I, 17, SI, 54.

F. Gabrieli (E.I.²) /এ.এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

আবু ইউসুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী (ابويوسف محمد يعقوب على) ঃ মাওলানা, ১৩০৬/১৮৮৮ সনে সিলেটের কানাইঘাট উপজিলার ছত্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'ইলমে দীন ও সুন্নাতে রাসূল (স)-এর ভাষণ আহরণে ও অনুসরণে যাঁহারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করিয়াছেন মাওলানা ইয়াকুব আলী তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার পিতা জান মুহাম্মদ সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পারহেযগার ও শরীফ খান্দানের প্রতিভূ।

তিনি বাল্যে পিতার নিকট ও তৎপরে স্থানীয় মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। স্থানীয় মাদরাসায় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ভারতের রামপুর মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় অধ্যয়নশেষে তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আবদুর রব মাদরাসায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন। ভারতবিখ্যাত মাওলানা কাসিম নানুতবী (র)-এর সুযোগ্য শিষ্য মাওলানা আবদুল আলী ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। অতঃপর তিনি সেখান হইতে আমরোহা মাদরাসায় চলিয়া যান। সেখানে শায়খুল হাদীছ আহ'মাদ হ'াসান আমরোহীর নিকট হইতে ১৯১২ খৃস্টাব্দে তিনি হ'াদীছের সনদ লাভ করেন।

পাঠ্য জীবনশেষে তিনি সিলেটে প্রত্যাবর্তন করিয়া কানাইঘাটে মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৯ খৃ. গাছবাড়ী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহ্‌তামিম মাওলানা ইব্‌রাহীম ইনতিকাল করিলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে মাওলানা ইয়াকুব আলী উক্ত মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আজীবন এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।

মাওলানা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী ছিলেন সৎ, পরহেযগার, অমায়িক ও অতিথিপরায়ণ। তিনি ছিলেন নীতিদীর্ঘ গোলগাল চেহারাযুক্ত, উন্নত নাসা ও প্রশস্ত কপালবিশিষ্ট। তিনি স্বভাবে ধীরস্থির ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

তিনি এই দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সাধ্যানুসারে আন্দোলন করেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার অসামান্য অবদান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মরহুম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ সিলেট এম. সি. কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ৮১ বৎসর বয়সে ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ৭ জুলাই ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফজলুল রহমান, "সিলেটের একশত একজন", ফখরুল কবির খাঁ, ব্রাহ্মণপাড়া, টিলাগড়, সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত, বৈশাখ ১৪০১/এপ্রিল ১৯৯৪ সং, পৃ. ১৩৯-৭০।

মুহাম্মদ ইলাহি বখ

আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (ابو جعفر محمد صالح) ঃ (সালিহ) শাহ, সূফী, মাওলানা। ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র) কর্তৃক ছারছীনা (শর্ষিনা) কুতুবখানায় বসিয়া আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহকে 'শাহ' লকব দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'শাহ সাহেব' বলিয়া ডাকিবার জন্য উপস্থিত সকলকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আবু জাফর তাঁহার কুন্‌য়া (উপনাম), মূল নাম মোহাম্মদ ছালেহ। পিতা নেছারুদ্দীন আহমদ, দাদা সদরুদ্দীন এবং পরদাদা সূফী জহীরুদ্দীন আখন্দ। শেষোক্তজন হাজী শরী'আতুল্লাহ্‌র খলীফা এবং গ্রামপ্রধান ছিলেন। তাঁহার মায়ের নাম আফসারুন নেছা, যিনি ছিলেন সৎকর্মপরায়ণা, দুনিয়া বিমুখ মহিলা।

শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র) পাক-ভারত-বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত শীর্ষ মুহাক্কিক 'আলিম, স্বনামধন্য বিখ্যাত ওয়াইজ, সমাজ সংস্কারক, আল্লাহ্‌র ওয়ালী, সূফী ও পীর ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের, বিশেষ করিয়া বরিশাল জেলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ, ধর্ম প্রচারক, সমাজকর্মী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী।

১৯১৫ খৃস্টাব্দে মোতাবেক ১৩২১ বঙ্গাব্দ মতান্তরে ১৯১৬ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৩৩৪ হি.) সনে তিনি বরিশাল জিলাধীন (বর্তমান পিরোজপুর) নেছারাবাদ (শর্ষিনার পীর নেছারুদ্দীনের নাম অনুসারে নেছারাবাদ নামকরণ করা হইয়াছে, পূর্বনাম স্বরূপকাঠী) উপজেলার শর্ষিনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁহার জন্মসন ১৯১৬ খৃস্টাব্দ হওয়াই নির্ভরযোগ্য। কারণ Bangladesh District Gazetteer, Bakerganj, 1980, পৃ. ২৫১ এবং শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ-এর ভগ্নীপতি) তাঁহার জন্মসন ১৯১৬ খৃস্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতিসংখ্যা, ১৯৯৯ খৃ., পৃ. ৯১)।

তিনি শর্ষিনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দীক (র) (জন্ম আনু. ১৩২৯

বঙ্গাব্দ) ছিলেন একজন উচ্চস্তরের ওয়ালী ও মুহাক্কিক 'আলিম, সুবক্তা ও সুলেখক এবং তাঁহার ছয়খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ৩টি পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮১ খৃ. এক তাবলীগী সফরে অসুস্থ হইয়া ইন্তিকাল করেন এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন শাহ মোহাম্মদ নূর (র), যিনি যুবাবয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্তিকাল করেন।

পীর নেছারুদ্দীন তাঁহার সংসারের সকল ছেলে-মেয়েকে শিশুকাল হইতেই সর্ববিষয়ে সুন্নত তরীকা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে যত্নবান ছিলেন। তাহারা লেবাস-পোশাক, চালচলন, আদব-লেহায, আমল-আখলাক সকল দিকেই ছোটবেলা হইতেই প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন ঃ শিশু শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র)-এর প্রাথমিক শিক্ষা স্বগৃহেই শুরু হয়। বাড়িতেই তাঁহার কুরআন শিক্ষার সূচনা হয়। বাল্যকাল হইতেই পিতার প্রতিষ্ঠিত বাড়ির আঙ্গিনায় ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায়ই পড়াশুনা করেন। তিনি অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির বলে অল্প সময়েই পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিতেন। সেইজন্য শিক্ষকগণ তাঁহাকে পড়াইয়া খুব আনন্দ পাইতেন। বালক সালেহ পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় লেখাপড়া ব্যাপদেশে দেশী-বিদেশী ছাত্রগণের সহিত মার্জিত ব্যবহার করিতেন, নিজের বাড়ির মাদ্রাসা বলিয়া তাঁহার কোন গর্ববোধ ছিল না। তিনি ছাত্র বা শিক্ষকবৃন্দের অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করিতেন এবং সর্বক্ষেত্রে সহনশীলতা ও বদান্যতার পরিচয় দিতেন।

ছারছীনা মাদ্রাসায় ফাযিল পর্যন্ত লেখা-পড়া করিয়া তিনি তাঁহার বুযুর্গ পিতা ও ফুরফুরার পীর সাহেবের উপদেশক্রমে উচ্চশিক্ষা হাসিলের জন্য দেওবন্দ ও সাহারানপুর চলিয়া যান এবং সেখানে কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ, আকাইদ, মানতিক, তাফসীর, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সাথে সাথে তিনি ফারসী ও উর্দূ কাব্যেও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাই তিনি ওয়াজ-নসীহত করিবার সময় উর্দূ ও ফারসী কবিতার উদ্ধৃতি উপস্থাপন করিতেন। সাহারানপুরে তিনি যে সমস্ত বিখ্যাত আলিমের নিকট দীনি ইলম হাসিল করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ঃ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্দলবী, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (র)-এর খলীফা মাওলানা শাহ আবদুর রহমান কামেলপুরী, মাওলানা মঞ্জুর আহমাদ প্রমুখ (সাপ্তাহিক জমিয়ত, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ)।

তিনি কিছুদিন দারুল উলূম দেওবন্দেও লেখাপড়া করেন। দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমগণ, বিশেষ করিয়া শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী ও অন্যান্য বুযুর্গ আলেমদেরকে তিনি অতীব নিকট হইতে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এইভাবে তিনি শরী'আতের সর্বোচ্চ ইলম হাসিল ... পরবর্তী জীবনের কিতাবী আলোচনা ও বক্তৃতায় তাঁহার মেধা, জ্ঞান ... উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। সাহারানপুর ও দেওবন্দে শিক্ষা গ্রহণ ...র আচার-ব্যবহার, চালচলন, প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য ও সুন্দর ...র দরুন সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা ...তিত্বের সহিত দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করিয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন এবং পিতার সহিত হেদায়াত, তাবলীগ, তা'লীম ও তালকীনের কাজে ব্যাপৃত হন। আমরণ তিনি এই খিদমতে নিয়োজিত থাকেন।

ইলমে মা'রিফাত শিক্ষা, বায়'আত গ্রহণ ও পীরের সহিত সম্পর্ক ঃ বাল্যাবস্থায় শাহ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া একদা তাঁহার পিতা ফুরফুরার পীর সাহেবের গৃহে গমন করেন এবং তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করাইয়া ইলমে তাসাউওফের তা'লীম গ্রহণের সূত্রপাত ঘটান। বালক আবু জাফর তাঁহারই হাতে প্রথম বায়'আত হইয়া সবক আদায় করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার পিতা নিজ পুত্রকে কখনও সবক দিতেন না। কারণ দুইজনই তখন একই পীরের মুরীদ। পরবর্তীতে ফুরফুরার পীর সাহেব তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে সবক নিতে নির্দেশ দেন। তখন হইতে আবু জাফর স্বীয় পিতার নিকট হইতে যথারীতি সবক গ্রহণ করিতে থাকেন।

অল্প দিনের মধ্যে তিনি কঠোর রিয়াযাতের মাধ্যমে কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নাকশবান্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া এই চারি তরীকায় পূর্ণতা লাভ করেন। তিনি সারাজীবন স্বীয় পিতা ও পীরের অনুসরণ করিতেন। লেবাস-পোশাক প্রভৃতি জাহিরী আমল, যিকির-আয্‌কার ও ওযীফা আদায়ে তিনি ছিলেন পীর সাহেবের জীবন্ত প্রতীক। তিনি সফরে রওয়ানা ও প্রত্যাবর্তনের পর যথারীতি প্রথমে পিতার কবর যিয়ারত করিতেন, আর ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একটি রুটিন।

পারিবারিক জীবন ঃ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কুশলা গ্রামের মোঃ তাইয়েবুর রহমান চৌধুরীর প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ মনোয়ারা বেগমের সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখময়, সুন্নাতে নববীর আদলে। সর্বক্ষেত্রে মহানবী (স) এবং তাঁহার স্ত্রী উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জীবন আদর্শ ও নমুনা সামনে রাখিয়া চলিতেন। তিনি দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক। পুত্রগণ হইলেন ঃ যথাক্রমে মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ ও মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ। শেষোক্তজন বর্তমানে ছারছীনার গদ্দীনশীন পীর। তাঁহার জামাতাগণ সবাই স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বড় জামাতা আলহাজ্জ মীর্জা মুহাম্মদ এনায়েতুর রহমান বেগ ১৪০৯/১৯৮৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ইনতিকাল করেন।

গদ্দীনশীন হিসাবে ঃ ১৩৭২/১৯৫২ সালে পীর নেছারুদ্দীন আহমদ-এর ইন্তিকালের পর শর্ষিনা দরবারের খলীফাগণ তাঁহাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেন। যেহেতু পীর সাহেবের জীবনের শেষভাগে তাওয়াজ্জুহ, তাবলীগ, হিদায়াত ও যাবতীয় গুরুদায়িত্ব তিনি আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র)-এর উপর অর্পণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত পীর সাহেবের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও ইংগিত দ্বারা ইহাই বুঝা যাইত যে, তাঁহার পরে শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহই তাঁহার কায়েম-মকাম হইবেন। তদনুযায়ী পীর সাহেবের জানাযায় সমবেত মুরীদ ও ভক্তবৃন্দগণের সম্মুখে পীর সাহেবের গদ্দীনশীন হিসাবে বড় সাহেবযাদা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ-এর নাম প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় ভ্রাতা মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ ছিদ্দীক (র)-সহ সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হওয়া সমর্থন করেন।

পিতার ইন্তিকালের পর শাহ মোহাম্মদ ছালেহ (র) ছারছীনা মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ইহা পূর্ব বাংলার সর্বপ্রথম বেসরকারী কামিল মাদ্রাসা। এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা ১৩৩৪/১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সার্বিক উন্নয়নে তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে অবদান ঃ বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে এই দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বারবার নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করিবার অপচেষ্টা চলিয়াছে, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পীর সাহেব সাহসিকতার সহিত সকল বিরোধিতা নস্যাৎ করিবার জন্য মিটিং করিয়াছেন, মিছিল করিয়াছেন এবং এইভাবে জনগণকে সজাগ করিয়াছেন। বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসিত মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড গঠন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনক্রম ও চাকুরীবিধি প্রণয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁহার অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি সব সময় চিন্তা করিতেন। সাথে সাথে তিনি ভবিষ্যত জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি যেখানেই ওয়াজ মাহফিল করিতেন, সেখানেই মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করিতেন। কারণ তিনি মনে করিতেন, মুসলমানদের মধ্যে যে কুসংস্কার জমাট বাঁধিয়া আছে তাহা দূর করিতে হইলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মুসলমানগণ পথের দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি ছিলেন এই দেশের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লালনের পথিকৃৎ। একই সঙ্গে এই সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় এবং শিক্ষার্থীগণ যাহাতে দেশপ্রেমিক আলিম হয় সেই দিকেও তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে অবদান ঃ পীর সাহেব মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া উহা সমাধানের চেষ্টা করেন। তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সনে তাঁহাকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তাঁহার জীবনের দীর্ঘ ৪০ বৎসর বিরামহীন নিরলস কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার নামে শুধু বরিশাল বিভাগেই ৬০-এর অধিক 'ছালেহিয়া' মাদ্রাসা আছে।

তিনি ছিলেন মর্দে মুমিন এক বিরল ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানী, স্নেহপরায়ন অভিভাবক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশে, জনমানুষের সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনে এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও মসজিদ কেন্দ্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার বিনির্মাণে তিনি বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। "ডাক তোমার প্রভুর পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা" (১৬ ঃ ১২৫), কুরআনের এই নির্দেশ মোতাবেক তিনি ওয়াজ মাহফিল, সভা-সমিতি, খানকাহ, মক্তব, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, বই-পুস্তক প্রণয়ন, পেপার-পত্রিকা প্রকাশ, এক কথায় ইসলামের প্রচার এবং হেদায়াত ও তাবলীগের জন্য সম্ভাব্য ও বৈধ সকল উপায় অবলম্বন করিতেন। তিনি ওয়াজ নসীহতে আমলী বিষয়ের উপর বেশী জোর দিতেন। তিনি সাদা রং বেশী পছন্দ করিতেন এবং দাড়িতে মেহেদীর খেজাব দিতেন। তিনি নীরবে যিকির-আযকার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছাত্র ও শিক্ষকগণকে লজিং থাকিতে বারণ করেন এবং তাহাদের থাকা-খাওয়ার জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করেন।

তিনি বহুবার মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ সফর করিয়াছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে তিনি পিতার সহিত তাঁহার ১৪০১ সদস্য সমন্বয়ে হজ্জ আদায় করেন। বহুবার তিনি হজ্জ ও যিয়ারত করিয়াছেন। প্রায় প্রতি বৎসর তিনি হজ্জ, উমরা ও মহানবী (স)-এর রওযা মুবারক যিয়ারতে যাইতেন। ১৯৮৭ সনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ই'তিকাফ করেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় আলিম সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে বহু ইসলামী পুস্তক রচিত হয় এবং শর্ষিনাতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়। তাঁহার পিতার সময়কাল হইতে তাহাদের চেষ্টায় শর্ষিনা হইতে যে সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ তরীকুল ইসলাম (১৪ খণ্ড), তালীম-ই মারিফাত, আল-জুমু'আ, মাসাইল-ই আরবা'আ, নারী ও পর্দা, মাযহাব ও তকলীদ, ফতোয়া-ই সিদ্দিকীয়া ইত্যাদি।

তিনি পীর-মুর্শিদের সংসর্গ লাভের পরামর্শ দিতেন। ইলমে ফিক্হ ও তাসাওউফ এই দুইটি বিষয়ের শিক্ষা অপরিহার্য মনে করিতেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সুন্নতে নববীর খাঁটি অনুসারী। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন কোমল চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সম্মানিত লোকদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

১৯৮৫ সনে তিনি শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি দারুস সুন্নাত জামেআ-এ নেছারিয়া নামক একটি কওমী মাদ্রাসা কায়েম করেন। ইহার বর্তমান নাম 'ছারছীনা দারুস সুন্নাত জামেয়া-এ নেছারিয়া দীনিয়া মাদ্রাসা'। তিনি তাঁহার মুরীদগণকে বিশেষ করিয়া কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠারও আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে দক্ষিণ বাংলার পটুয়াখালী, বরগুনা, চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে উত্তরবঙ্গসহ বিভিন্ন এলাকার দীনিয়া মাদ্রাসার ব্যাপক সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যাইতেছে। পটুয়াখালী ও বরগুনা জিলার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আমড়াগাছিয়া খানকাহে ছালেহিয়া কমপ্লেক্স, কামারখোলা খানকায়ে ছালেহিয়া কমপ্লেক্স এবং বৃহত্তর খুলনাবাসীর হেদায়াতের মারকায গাবখালী দারুচ্ছুন্নাত ছালেহিয়া কমপ্লেক্স অন্যতম। সম্প্রতি মাদারীপুর শহর সংলগ্ন ছারছীনার দাদা হুজুরের বাল্য জীবনের স্মৃতি বিজড়িত খাকদী খানকাহে ছালেহিয়া কমপ্লেক্স অন্যতম (আল-হেলাল বার্ষিকী, ২০০৫, পৃ. ৩৮-৩৯)। তিনি শিরক, বিদ'আত ও কুফরীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

সমাজে বিরাজমান সকল অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান।

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ওয়াইজ। তাঁহার ওয়াজ শুনিবার জন্য দূর-দূরান্ত হইতে অসংখ্য মানুষ আগমন করিত। তাঁহার ওয়াজে অধিকাংশ শ্রবণকারী ইসলামী যিন্দিগীতে ফিরিয়া আসিত। দীন ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আজীবন নিরলসভাবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা জায়গা সফর করিয়াছেন। অধিকাংশ সভাতেই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও মানসিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতেন।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ঃ শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র) তাঁহার পিতার ন্যায় কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। জাতি যাহাতে সঠিক পথে চলিতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করিতেন। পার্লামেন্টে যাহাতে সৎ ও যোগ্য লোক যাইতে পারে সেই দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। প্রাক-পাকিস্তান আমলে যখন ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে বিভ্রান্ত হইয়া অথবা চরম আদর্শবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই দেশের কতিপয় নেতা ও ওলামা পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করিয়াছিল, তখন তিনি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে মুসলিম লীগের সমর্থন করেন এবং দেশের জনতাকে মুসলিম লীগের অনুকূলে আনিতে চেষ্টা করেন। ইসলামী আইন মোতাবেক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর ছারছীনায় তাঁহার পিতার আহ্বানে ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠানেও তাঁহার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে বিশিষ্ট আলিম-উলামা ও রাজনীতিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচারকার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলায় মাহকামা-ই কাযা (বিচার বিভাগ) প্রতিষ্ঠার দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তিনি প্রয়োজনে মুসলিম নেতাদের সংগে সরাসরি বা পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করিতেন।

মরহুম শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মত জাদরেল রাজনীতি-বিদসহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনেকেই পীর সাহেবের বাড়ীতে আসিতেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার সহযোগিতা কামনা করিতেন। কাদিয়ানী আন্দোলন দমন, ১৯৬২ সনে আইউব খান কর্তৃক প্রণীত পারিবারিক আইনের বিরোধিতা, লাহোর কনভেনশন ও ১৯৪৭ সনে সিলেট রেফারেন্ডামে তাঁহার অবদান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯৫২ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে যোগদান করেন।

মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও হামলার খবর শুনিলেই তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করিতেন এবং সেই বিষয়ে সুরাহা করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইতেন। ভারতীয় উগ্রপন্থি হিন্দু মহা সভায় বক্তব্য, "খেজুর তলার মুসলমানরা খেজুর তলায় ফিরিয়া যাও"। তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল করিয়াছিলেন। জেরুসালেমের মসজিদে আকসা ইয়াহূদীদের দখলে গেলে তিনি খুবই ব্যথিত হন। কাশ্মীর, আযারবায়জানসহ বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সংবাদ পাইলেই তিনি মিটিং করিতেন এবং মুসলমানদের হত্যা বন্ধের দাবি জানাইতেন। বাবরী মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করিবার হীন চক্রান্ত শুনিয়া তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত জমিয়াতে হিযবুল্লাহ নামক এক অরাজনৈতিক দীনি সংগঠন কায়েম করেন। পরে তিনি বাংলাদেশ জমিয়াতে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অল-জামাত ও বাংলাদেশ জমিয়াতে উলামা প্রতিষ্ঠা করেন। পীর সাহেব ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার প্রয়োজনে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন 'জমিয়াতুর মোদাররেছীন'-এর অন্যতম সংগঠক, ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন।

তিনি যেহেতু মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন সেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি এই দেশ হিন্দুস্থানের করতলে চলিয়া যাইবে এবং মুসলমানদের একতা বিনষ্ট এবং তাহাদের শক্তি হ্রাস পাইবে এই আশংকায় পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই ভূমিকার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সনের ৩১ ডিসেম্বর তাঁহাকে ১০জন সঙ্গীসহ বরিশাল জেলে আটক করা হয় এবং ২৩ মাস তিনি কারাগারে কাটান। পরে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁহাকে বেখসুর খালাস দেওয়া হয়।

ছারছীনায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ ১. ছারছীনা দারুছ্ছুন্নাত জামেয়া-ই ইসলামিয়াঃ পীর নেছারুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা মাদ্রাসা ১৯১৫ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী এখানে বিনা খরচে দীনি শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

২. দারুছ্ছুন্নাত ছাত্রাবাস ঃ ছাত্রদের অবস্থানের জন্য এখানে বেশ কয়েকটি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হইয়াছে।

৩. ছাত্র, শিক্ষক ও এখানে আগত লোকজনের সালাত আদায়ের জন্য একটি বিশালকার মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে।

৪. খানকাহ ঃ দেশ-বিদেশ হইতে আগত মুরীদ ও ভক্তদের তালীম গ্রহণের সুবিধার্থে তাহাদের থাকা-খাওয়ার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

৫. হাফেজী মাদ্রাসা।

৬. নেছারিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা (দরসে নিজামী)।

৭. কুতুবখানা ঃ এখানে বহু সংখ্যক পুস্তক সম্বলিত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আছে।

৮. দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী ঃ ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে মরহুম পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী।

ইহা ব্যতীত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এতিমখানা, সাইন্স ল্যাবরেটরী, ছাত্রদের জন্য ডাইনিং হল নির্মাণ, বিশাল আকারের ছাদবিশিষ্ট প্যান্ডেল নির্মাণ ইত্যাদিও নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। শুধু বরিশাল বিভাগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষাটের অধিক ছালেহিয়া মাদ্রাসা আছে।

পীর সাহেব তাঁহার পিতার ইন্তিকালের পর হইতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মশগুল ছিলেন, অসুস্থতা তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্য

পালনে বিরত রাখিতে পারে নাই। ইন্তিকালের মাত্র দুই দিন পূর্বে শরীয়াতপুর জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে অবস্থিত উত্তরপাড়া রাহাপাড়া ছালেহিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রে ওয়াজ মাহফিল ছিল তাঁহার জীবনের সর্বশেষ জনসভা। এই মাহফিলে তাঁহার সর্বশেষ দু'আ ছিল, হে আল্লাহ! যাহারা দীন ইসলাম অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া আমাকে খুশী করিলেন আপনি তাহাদেরকে খুশী করুন।

রাত্রে তিনি এখানেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরের দিন তাঁহাকে ঢাকায় আনিয়া সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারী বিকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তিকাল করেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা ও ডায়াবেটিক-এ ভুগতেছিলেন। তাঁহার জানাযা নামায পরবর্তী শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে ইমামতি করেন পীর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ। এই জানাযায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ঐদিন হেলিকপ্টারযোগে তাঁহার লাশ শর্ষিনাতে আনিয়া তাঁহার পিতার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteers, Bakergang, 1980, General Editor : Md. Habibur Rashid, M.A.B.C.E.S. Government of The Peoples Republic of Bangladesh, Page 251; (২) ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খৃ.; ১ম সং., নিছারুদ্দীন আহমদ শিরো.; (৩) পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সংকলন ও সম্পাদক ঃ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী, ১ম সং., প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২ খৃ.; (৪) পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতিসংখ্যা '৯১, বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহ ও ছারছীনা শরীফের মুখপত্র, ৪২তম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (একত্রে); (৫) পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতিসংখ্যা '৯২, ৪৩তম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (একত্রে), বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহ ও ছারছীনা শরীফের মুখপত্র; (৬) আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৫ খৃ.; (৭) মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন সম্পাদিত, বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯০; (৮) ছীরতে নেছারিয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, শর্ষিনা দরবার শরীফের পক্ষে নূরুদ্দীন আহমদ, মুদ্রণকাল ডিসেম্বর ১৯৫২ খৃ.; (৯) মোহাম্মদ এমদাদ আলী, আমার সৌভাগ্য জীবন, প্রকাশক-এমদাদ পাবলিকেশন, ৯৫ নং সদর রোড, বরিশাল, প্রথম মুদ্রণ ১৩৬১ সাল বাংলা ও ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ; (১০) বার্ষিকী ২০০৫, আল-হেলাল, প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ, ছারছীনা মাদ্রাসা শাখা (কেন্দ্রীয় শাখা), প্রকাশকাল এপ্রিল ২০০৫ খৃ.; (১১) অগ্রপথিক, সংকলন, আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, ই.ফা.বা., প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫ খৃ.; (১২) POPULATION CENSUS OF BANGLADESH 1974, DISTRICT CENSUS REPORT BAKERGANJ, Page No. 751; (১৩) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা-পীর-মাশায়েখ, প্রগতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৮ খৃ.; (১৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪ খৃ.; (১৫) মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট), বরিশাল দর্পণ, সোনার বাংলা যুব পরিষদ, প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৯০ খৃ.; (১৬) অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, এই সেই ঝালকাঠি, আল-ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঝালকাঠি, প্রথম সংস্করণ, ১ নভেম্বর, ২০০১ খৃ.; (১৭) মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ আবূ জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র), সবুজ মিনার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৭ খৃ.; (১৮) ঐ লেখক, শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল-খোতানী আত-তুর্কিস্তানী (র), সবুজ মিনার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৪ খৃ.; (১৯) আলহাজ মৌঃ মোঃ সিরাজ উদ্দীন হাওলাদার, আলহাজ আবদুল লতীফ মাস্টার, মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা আবদুল বারী ও মুহাম্মাদ আবদুল মজিদ ও সর্বমাওলানা শাহ মোঃ সাইফুল্লাহ ছিদ্দীকী, শাহ মোঃ মোস্তাকিম বিল্লাহ, শাহ মোঃ আরেফ বিল্লাহ, শর্ষিনার বর্তমান গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা শাহ মোহেব্বুল্লাহসহ মরহুম আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র)-এর কতক মুরীদান ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য; (২০) সাপ্তাহিক জমিয়ত, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া

আবু জাফর সিদ্দীকী (ابوظفر صديقى) ঃ শাহ, সূফী, মওলানা। পূর্ণ নাম শাহ সূফী মওলানা আবু জাফর ওয়াজীহুদ্দীন মুসতাফা সিদ্দীকী। উপনাম আবু জাফর, পিতার নাম অনুসারে সিদ্দিকী, বংশীয় লকব আল-কুরায়শী। ফুরফুরা শরীফের মেঝলা হুযুর কিবলা পরিচয়ে সমধিক পরিচিতি। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর বংশধারায় পূর্বপুরুষ হযরত মানসূর বাগদাদী (র) সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজীর আমলে ইসলাম প্রচারের জন্য এই দেশে আগমন করেন।

মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ জাফর সিদ্দীকী (র) পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ 'আলিম, মুফতী, পীরে কামিল, ওয়ায়েজ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী / ১৩১২ বাংলা সনের ২২ পৌষ শুক্রবার ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলী জিলার ফুরফুরা শরীফের ঐতিহাসিক পীর খান্দানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ হযরত মওলানা শাহ সূফী আলহাজ আবূ বকর সিদ্দীকী (দ্র.)-এর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সূফীয়া নুরজাহান খাতুন। তাঁহার দেড় বৎসর বয়সকালে তাঁহার মাতা ইন্তিকাল করেন। মাতৃহারা আবূ জাফর পিতার একান্ত যত্নে এবং বড় আম্মাজানের মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা নিজেই তাঁহাকে ইলম হাসিলের প্রথম সবক তথা হাতেখড়ি দেন। তাঁহাকে কুরআন-হাদীছের তা'লীম ও দিবার জন্য কারী মাওলানা হাফিজুল্লাহকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে তাঁহার পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে ফাত্‌হিয়া ফুরফুরায় ভর্তি করানো হয়। তিনি ছিলেন মেধাবী। অতি অল্প বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ ও হাদীছ শরীফ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি ফুরফুরা মাদরাসা হইতে কৃতিত্বের সংগে

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২২ খৃ. উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

১৯২৯ খৃ. কলিকাতা মাদরাসা হইতে কৃতিত্বের সহিত উচ্চতর ডিগ্রী 'ফাখরুল মুহাদ্দিছীন' লাভ করেন। তাঁহার উসতাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ঃ শামসুল উলামা মাওলানা মুহম্মদ য়াহয়া, শামসুল উলামা মাওলানা সাফিউল্লাহ, শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ হুসায়ন, ফাখরুল মুহাদ্দিছীন মাওলানা নূরুল্লাহ্, ফাখরুল মুহাদ্দিছীন মাওলানা মুমতাযুদ্দীন, শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শামতুল, ফখরুল মুহাদ্দিছীন মওলানা জামীল আনসারী প্রমুখ। তিনি মান্তিক, হিকমত, আকাইদ, ফিক্হ ও উসূল প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্য হাসিল করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নসীহত করিয়াছিলেন ঃ বাবা! পাণ্ডিত্যে ও বিচক্ষণতা অর্জনের জন্য তোমাকে কিতাবসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাহা না করিলে তুমি বড় আলিম হইতে পারিবে না। পিতার এই উপদেশ তিনি সারা জীবন পালন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা হইতে তিনি সিহাহ সিত্তাসহ বেশ কিছু হাদীছ গ্রন্থের সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁহার পিতা আবূ বকর সিদ্দিকীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করিয়া ইলমে তাসাওউফের তালীম গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর কঠোর রিয়াযতের মাধ্যমে কাদিরীয়া, চিশতীয়া, নকশবান্দীয়া, মুজদ্দিদিয়া ও মুহাম্মাদীয়া তারীকার খিলাফাত লাভ করেন।

তাঁহার পিতা বিভিন্ন মাসআলার সঠিক ফয়সালা দিবার জন্য দারুল ইফতা কায়েম করেন। এই দারুল ইফতার প্রধান মুফতী নিযুক্ত করা হয় তাঁহাকে। তিনি বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের যে সমস্ত রায় দিতেন তাহা তৎকালীন আলিম ও ফকীহগণ কর্তৃক গৃহীত হইত।

ছাত্র অবস্থায় তিনি লেখালেখি করিতেন। তিনি কবিও ছিলেন। ফারসী ও উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁহার কবিতাসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি তাঁহার পিতার সংগে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে শরীক হইতেন। ১৯২৮ খৃ. পিতার সহিত দিল্লী, আজমীর, সারহিন্দসহ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং ওয়ালিয়্যুল্লাহ্গণের মাযার যিয়ারত করেন। এই সময় সারহিন্দে এক ওয়াজ মাহফিলে পিতার হুকুমে উর্দূতে এক ঘণ্টাকাল ওয়াজ করেন। তাঁহার ওয়াজ শুনিয়া সারহিন্দের মানুষ মুগ্ধ হইয়া তাকবীর দিতে থাকে। ১৩৫১/১৯৩২ সালে তিনি হজ্জ পালন করেন। এই সময় হজ্জ সফরে তাঁহাকে রওনা করিয়া দিবার জন্য তাঁহার পিতা জাহাজ ঘাটে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য ওয়াজ মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসাবে যোগদান করিয়া ওয়াজ-নসীহত করিতেন। তিনি প্রায়ই শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখিতেন এবং নানাবিধ ভণ্ডামীর তীব্র সমালোচনা করিতেন।

তিনি ওসীয়াত ও নসীহত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কুরআন-হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস অনুযায়ী যাহা মুজতাহিদ ও ফিক্হতত্ত্ববিদগণ লিখিয়া গিয়াছেন সেই মত আমল করিবেন। যেমন জাহিরী 'ইলম শিক্ষা করা ফরয, তদ্রূপ বাতিনী ইল্ম শিক্ষা করাও ফরয জানিবেন। বদ-আমল আলিম ও বিদ'আতী বেশরা পীর-ফকীর হইতে সতর্ক থাকিবেন। আমলকারী হক্কানী আলিম-পীরগণের সঙ্গ লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন"।

তিনি বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম প্রভৃতি এলাকায় বহু মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। খুলনার বাগেরহাটে অবস্থিত খান জাহান আলী (র) নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদ বিরান হইয়া জংগলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি এই মসজিদকে পুনরায় আবাদ করেন এবং বৃটিশ আমলে প্রায় ১০ বৎসর কাল দুই ঈদের জামা'আতে ইমামতি করিতেন। তাঁহার উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অর্ধ শতাধিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সেই সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাদরাসা হইতেছে ঃ খুলনার গোবিন্দপুর আবূ জাফরীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, টাংগাইলের মূলবাড়িয়া আবূ জাফরীয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা, কদমী আবূ জা'রীয়া সিদ্দিকীয়া মাদরাসা ফরিদপুর, রহমতপুর আবূ জাফরীয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা কুষ্টিয়া, গোপগ্রাম আবূ জাফরীয়া দারুস সুন্নাত মাদরাসা কুষ্টিয়া, চকপাড়া সিদ্দিকীয়া মাদরাসা বগুড়া, কাহালু সিদ্দিকীয়া মাদরাসা বগুড়া, উলাট মাদরাসা পাবনা, রায়পুরা আবূ জাফরীয়া মাদরাসা রাজশাহী, সেনগ্রাম আবূ জাফরীয়া সিদ্দিকীয়া আলীয়া মাদরাসা।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৫, যেমন ঃ ১। তালীমে তরীকত ২। ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীয়া ৩। তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত ৪। ফুরফুরা শরীফের পীর কিবলা (রহ্)-এর জীবন চরিত, ৫। নসীহাতুন্নবী (আট শত সহীহ হাদীছের বাংলা তরজমা সংকলন), ৬। কামিল পীরের আলামত, ৭। প্রথম ওয়াযিফা শিক্ষা, ৮। নবী করিম (স)-এর ফাতওয়া (ইহাতে সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সময় প্রিয়নবী (স)-এর কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন এবং তিনি সেই প্রশ্নের যে সমস্ত উত্তর দিতেন উহার বাংলা তরজমা সংকিল হইয়াছে), ৯। ধূমপান নিষেধ ও তাহার অপকারিতা ১০। আখিরী যুহর নামায পড়িতে হয় কেন? ১১। ওহাবী পরিচয় ও চার ইমামের তাকলীদ, ১২। ওয়ায করিয়া মূল্য ধার্য্য করা জায়েয কিনা? ১৩। বারচাঁদের 'ইবাদত ও ফযীলত, ১৪। স্বপ্নের তাবীর বা স্বপ্নের মর্ম, ১৫। রদ্দে বিদ'আত, ১৬। আল-মাওযুয়াত (উদূ ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে বহু জাল হাদীছ সংকলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে জাল ও মিথ্যা হাদীছ হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়), ১৭। মিন্নাতুল মুগীছ (উর্দূ), ১৮। হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর জীবনী, ১৯। কবর পাকা ও গুম্বজ করা জায়েয কিনা? ২০। ওয়াইযে তরীকত (উর্দূ), ২১। ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর কিবলা (রহ্)-এর মত ও পথ, ২১। মীলাদের কিয়াম, ২২। ওয়াযের ফযীলত ও উপকারিতা, ২৩। মাইকের দ্বারা শাবিনা খতম জায়েয কিন?, ২৪। ফাতওয়াযে সিদ্দিকীয়া (দ্বিতীয় খণ্ড), ২৫। তাহকীকুল মাসায়েল, ২৬। ওয়ায ও নসীহতই প্রকৃত তবলীগ, ২৭। উত্তম বিদআত, ২৮। মতবেদী মাসআলাসমূহের মীমাংসা, ২৯। ওলী ও শহীদগণের মাযার যিয়ারতের ফযীলত, ৩০। নামাযে দোয়াল্লীন পড়িতে হইবে না যোয়াল্লীন? ৩১। চারি ইমামের তকলীদ ও মতভেদের কারণ, ৩২। কোন টুপি সুন্নত গোল না দুপাল্লা, ৩৩। বিশ্বনবীর জন্মবৃত্তান্ত এবং কোরআন-হাদীস দৃষ্টান্তে মীলাদের কিয়াম সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ, ৩৪। গ্রামে জুমু'আর জামা'আত, ৩৫। বাতিনী ইলম ফরয হওয়া সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ, ৩৬। মহফিলে ওয়ায ও

তদুপলক্ষে ইসালে সওয়াব জায়েয কিনা? ৩৭। মীলাদ ও কিয়াম জায়েয সম্বন্ধে দেওবন্দী আলিম ও তাঁহাদের পীর সাহেবের ফাতওয়া, ৩৮। পীরানে পীরের নসীহত, ৩৯। মিথ্যা মাসায়েল ও কুসংস্কার, ৪০। দীন ও দুনিয়া, ৪১। মুনাজাতে রসূল, ৪২। কোরআন-হাদীস দৃষ্টান্তে তাবলীগ কে করিবে? ৪৩। জাল হাদীস, ৪৪। হযরত নবী করীম (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, ৪৫। ফুরফুরা শরীফের দাদা হুযুর কেবলা (র)-এর অসিয়ত ও বড় হুযুরের নসীহত, ৪৬। ওয়ায মজলিস সম্বন্ধে ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার যুক্তিপূর্ণ নসীহত, ৪৭। বাংলাদেশে বাতিল ফিরকা, ৪৮। ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস, ৪৯। নাআল শরীফের নকশা, ৫০। বাতিল দলের মতামত, ৫১। নসীহতে সিদ্দিকীয়া, ৫২। স্ত্রীলোকের পর্দা সম্বন্ধে ফাতাওয়া, ৫৩। নামায শিক্ষা, ৫৪। চার পীরান পীরোঁ কী নসহিতেঁ (উর্দূ) ৫৫। তবকাতুল ইজাম (উর্দূ), ৫৬। ওয়াইযে তারীকাত (উর্দূ), ৫৭। তাযকিরাতুস সালিহাত (উর্দূ), ইহাতে ১০০ জন মহিলা ওলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী রহিয়াছে), ৫৮। এরশাদে সিদ্দিকীয়া ফি ফাইযূযাতে ফাতহীয়া (উর্দূ), ৫৯। মুর্শিদে কামিল কি আলামাতেঁ (উর্দূ), ৬০। সংক্ষিপ্ত ওয়াযিফা শিক্ষা, ৬১। সিনিয়ার ওল্ডস্কীম মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা, ৬২। আননাসিখু ওয়াল মানসূখ ফিল কুরআন (উর্দূ), ৬৩। আশআরে মুতাফাররিকাহ (স্বরচিত উর্দূ ও ফারসী কবিতাসমূহের সংকলন)। তাঁহার কাব্যকর্মে রাসূল-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি ভারতীয় বাংলাপঞ্জিকা অনুযায়ী ১৪০৯ সানের ১২ কার্তিক ২৯ অক্টোবর, ২০০২ সনের মঙ্গলবার ফুরফুরার খানকাহ শরীফে ইনতিকাল করেন। বৃহস্পতিবার বা'দ যুহর তাঁহার জানায়ার সালাতে ইমামতি করেন তাঁহার বড় পুত্র শাহ শায়ফুদ্দীন সিদ্দিকী। তাঁহার অন্য দুই পুত্র হইতেছেন ঃ বহু ভাষাবিদ কুতবুদ্দীন সিদ্দিকী এবং নূরুদ্দীন সিদ্দিকী। ফুরফুরা শরীফে তাঁহার পিতার মাযারের সন্নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা মেজলা হুযুরের জীবন চরিত, ফাল্গুন ১৩৯১ বাংলা সন, হুগলী; (২) মওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবন চরিত, প্রথম সং, কলিকাতা, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ১৬৬, ২০৮; (৩) মুহম্মদ ইব্রাহিম সিদ্দিকী, মোজাদ্দেদে যামানের গৌরব ও ফুরফুর পাঁচ পীরের সৌরভ, দ্বিতীয় সং, হুগলী, মে ২০০৩ খৃষ্টাব্দ পৃ. ৮৮-৯৯, ১৩৬; (৪) দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, প্রথম সং ১৩৯০, রাজশাহী, পৃ. ১৯৭-১৯৮; (৫) মুহাম্মদ দিয়াউল হাদী, নূরানী যিন্দিগী (উর্দূ), কলিকাতা ১৯৭৭ খৃ; (৬) মাওলানা মোহাম্মদ উছমান গণি, দ্বারিয়াপুর শরীফের জনাব হযরত পীর সাহেব কেবলার জীবনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ খৃ. খুলনা, পৃ. ১০৭, ১২১, ১৭৩; (৮) মোঃ আবদুস সাত্তার, ফুরফুরা, শরীফের পীর ছাহেব কেবলার জীবন চরিত, ২য় সং, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (৯) কাজী আবদুল মান্নান, ফুরফুরার ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৭-৯; (১০) ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় সং, এপ্রিল ২০০০ খৃ., পৃ. ১১২; (১১) আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী, ফুরফুরার হজরাত, তৃতীয় সং, ৫ নভেম্বর, কলিকাতা, ১৯১৯ খৃ., পৃ. ১, ৬৩, ৯৯; (১২) দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর, ২০০২ খৃ; (১৩) মওলানা আবদুল মা'বুদ, সাওয়ানিহ উমরী গাওছে সামদানী (উর্দূ)।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

আবু নসর মোহাম্মদ এহিয়া (ابو نصر محمد يحى) ঃ খান বাহাদুর (১৮৫১-১৯২৫ খৃ.)। তাঁহার পিতা সিলেট শহরের শেখঘাটের প্রসিদ্ধ জমিদার মওলবী আবদুল কাদির প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তিনি জিতু মিঞা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

শেখঘাট এলাকায় তাঁহার বাড়ি আজও "এহিয়া ভিলা" নামে চিহ্নিত।

খৃষ্টীয় উনিশ শতকে সিলেট শহরে মজুমদার পরিবারের পরেই ছিল তাঁহাদের পরিবারের স্থান। পরিবারটির নাম ছিল মোগলটুলীর কাজী পরিবার। তাঁহাদের এই "কাজী" খেতাবের কিছু ইতিহাস আছে। খানবাহাদুর এহিয়ার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আসেন মুহাম্মদ সালিহ। তিনি বাংলাদেশে আসিয়া সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়ীরায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বাসস্থান "মৌলবী বাড়ী" নামে খ্যাত। তিনি 'জাহিদে জিদারা' খেতাব লাভ করেন। এই বংশের আলিমগণ মুগল যুগে ও কোম্পানী আমলে বিচারবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এই পরিবার "কাজী পরিবার" নামে খ্যাত। পরবর্তী কালে এই পরিবারের লোকজন সিলেটে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

আবূ নসর মোহাম্মদ এহিয়ার পিতামহ খানবাহাদুর মওলবী আবু নসর ইদরীস ছিলেন বাংলার "স'াদরুস-সু'দূর"। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কাজী ও প্রখ্যাত আলিম। খানবাহাদুর ইদরীসের পিতামহ ছিলেন মওলবী কালীম ফারূকী। ইনি 'জামিউল জাওয়াম-এর শরাহ লেখেন। ইনি দিল্লীর হযরত মির্যা মাজহার জানে জানান (র)-এর খলীফা ছিলেন। তিনি একজন কামিল ব্যক্তি ছিলেন। খানবাহাদুর ইদরীস বানিয়াচঙ্গ ও লংলার জমিদারী ক্রয় করেন। তিনিই সিলেটের "কাজীর বাজার"-এর স্থাপয়িতা। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে আবদুল-কাদির ছিলেন। তিনি ঢাকার নবাব পরিবারের বিবাহ করেন ও উর্দূতে কথাবার্তা বলিতে অভ্যস্ত ছিলেন। জিতু মিঞার পিতা বহু গ্রন্থ প্রণেতা মওলবী আবদুল কাদির আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত আরবী গ্রন্থগুলি রচনা করেন ঃ

১। আল-জাওয়ামি আল-কাদিরিয়া
২। আদ্-দারুল আযহার ফী শারহি ফিক্‌হ-আকবার
৩। আর-রাদ্দুল মাকুল আলা নিসহিল মাকবূল
৪। আল-ফাওয়াইদুল-কাদিরিয়া
৫। কাশফুল-কা'দির
৬। তাফসীরে কাদিরিয়া (ফারসী)

এই সকল কিতাব ১২৭৬ হইতে ১৩০৪ হিজরীর মধ্যে কানপুর ও লাখনৌ হইতে প্রকাশিত হয়।

খানবাহাদুর এহিয়া প্রথম জীবনে কিছুদিন সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন। তিনি পরে চাকরী পরিত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন খুব সৌখিন ও পরম রাজভক্ত। তিনি খুব জাঁকজমক পসন্দ করিতেন। ঘন ঘন ডেপুটি কমিশনার কিংবা পুলিশ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া বৃটিশরাজের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা

প্রকাশ করা তাঁহার কাজকর্মের একটা অপরিহার্য অংশ ছিল। তিনি জরী খচিত আচকান, চোগা ও জরিদার টুপী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বাহন ছিল নানাপ্রকার ফিটন, ল্যান্ডে অথবা পাল্কী। গাড়ী ও কোচওয়ানের সাজসজ্জার প্রতি তিনি বিশেষ খেয়াল রাখিতেন। তাঁহার ব্রুহাম গাড়ী ছিল তকমা আঁটা। সিলেট শহরবাসীরা সে সময়ে দর্শনীয় বস্তুর ছড়া এভাবে তৈরী করে ঃ

"চাদনী ঘাটের সিঁড়ি
আলী আমজাদের ঘড়ি
আযাদ আলীর দাড়ি
আর জিতু মিঞার গাড়ী।"

জিতু মিঞা ভোজন বিলাসী ছিলেন। তাঁহার পরিবার রন্ধন বিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করে। মোগলাই খানা তৈয়ার করার জন্য বিশেষ বাবুর্চি নিযুক্ত ছিল।

জিতু মিঞা সাহেবের ড্রয়িং রুম ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে তুরস্কের পাশাদের ছবি রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের চিত্র, বৃটিশ রাজপরিবার রাজপুরুষদের আলোকচিত্র শোভা পাইত। শেষ জীবনে জিতু মিঞা 'আবদুল-আযীয নামক এক পাঠান পীর সাহেবের মুরীদ হন। তখন মুরশিদের নির্দেশে তিনি তাঁহার ড্রয়িং রুম হইতে সকল চিত্রকর্ম অপসারণ করিয়া তদস্থলে ক্যালিগ্রাফী করা আল-কুরআন ও আল-হাদীছের অমৃত বাণী সকল প্রদর্শনের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জিতু মিঞার বৃটিশ বন্ধু পুলিশ ইনস্পেক্টর ই.এর্ল. ক্যাম্প ইসলাম গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত এই বৃটিশের নাম রাখা হয় আজীজুর রহ্মান। অবসর গ্রহণের পর তিনি করিমগঞ্জের "ডোরন" গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই তিনি ইনতিকাল করেনও সেই গ্রামেই তাহার কবর আছে।

নিঃসন্তান জিতুমিঞা তাঁহার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে পিতৃহীন আবদুল্লাহকে লালন-পালন করেন এবং উচ্চশিক্ষা দান করেন। আবদুল্লাহ উকিল হন। উকিল হওয়ার পর বৃটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফাত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হন। এই ঘটনায় পরম বৃটিশভক্ত জিতু মিঞা তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। ইহাতে তেজস্বী আবদুল্লাহ শেখঘাটের এহিয়া ভিলা পরিত্যাগ করিয়া হাওয়া পাড়ার এক পর্ণকুটিরে চলিয়া যান এবং সেখানেই স্থাপিত হয় খেলাফত অফিস।

১৯২৫ খৃস্টাব্দে খান বাহাদুর আবু নসর মোহাম্মদ এহিয়া ওরফে জিতু মিঞা ৭৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। এই পরিবারে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফজলুর রহমান, ফখরুল কবির খাঁ, ব্রাহ্মণপাড়া, টিলাগড়, সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত সিলেটের একশত একজন, বৈশাখ ১৪০১/এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৯৪-৯৯; (২) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী জালালাবাদের কথা, বাবুল একাডেমী, ঢাকা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ/জনু ১৯৮৩, পৃ. ৩৩২।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবু মুহাম্মদ আবদুল গফুর (ابو محمد عبد الغفور) ঃ ১৮৩৩-১৮৮৯ খৃ., বাংলার প্রখ্যাত উর্দু কবি, সাহিত্য সমালোচক, সংগ্রাহক ও দক্ষ প্রশাসক। তাঁহার পিতার নাম কাযী ফকীর মুহাম্মদ (১৭৭৪-১৮৪৪ খৃ.)। আবদুল গফুর ১৮৩৩ খৃ. পিতার কর্মস্থল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার চাতল ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন। বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৮-১৮৯৩ খৃ.) ছিলেন আবদুল গফুরের অগ্রজ।

আবদুল গফুর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৪৭ খৃ. তিনি হুগলী মাদরাসায় ভর্তি হন। এই সময়েই তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ লাভ করে। ছন্দের যাদুকর হিসাবে খ্যাত হাফিজ ইকরাম আহ্মদের (মৃ. ১৮৬৯ খৃ.) সংস্পর্শে আসিয়া তিনি আরও পরিদর্শিতা অর্জন করেন। হুগলী মাদরাসায় শিক্ষাশেষে তিনি কিছুদিন নিজ গ্রাম রাজাপুরে অবস্থান করেন। তিনি ১৮৫৩ খৃ. ঢাকার অতিরিক্ত জজ অফিসে কেরানীর চাকুরী নেন। কিছুদিন পর কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে অনুবাদকের চাকুরীতে যোগদান করেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বৃটিশ অধ্যাপক ভাষাবিদ এ.বি. কেলভিন তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য উর্দু ও ফারসী শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবদুল গফুর ১৮৬০ খৃ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ লাভ করিয়া বরিশালে যোগদান করেন। সরকারী চাকুরী লাভের আগে এবং পরবর্তী কালেও তাঁহার কাব্য চর্চা অব্যাহত থাকে। আবদুল গফুর নাসসাখে ১৮৬০ হইতে ১৮৮৮ খৃ. পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন মহকুমা ও জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সুবাদে প্রতিটি স্থানেই তিনি নিজে কাব্য চর্চা, কবিতার আসর বসানো, কবি সম্মেলনের আয়োজন, নূতনদের কাব্য চর্চায় উৎসাহ প্রদান ও ভক্তদের সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা, উর্দূ, ফারসী, আরবী, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষা জানিতেন। তিনি ছিলেন প্রধানত উর্দূ ভাষার কবি, ফারসীতেও তিনি সাহিত্য চর্চা করিয়াছেন। দফতর-এ বেমিছাল, আরমুগান ও আশ'আর-ই নাসসাখ তাঁহার অন্যতম তিনটি উর্দূ কাব্য গ্রন্থ। তাঁহার দাশতার-এ বেমিছাল কাব্যকে অনুপম কীর্তি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ কবি মির্যা আসাদুল্লাহ গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খৃ.)। তিনি উর্দূ কবিদের পরিচিত করিয়া তোলার জন্য সুখান-এ শু'আরা (কবিদের ইতিবৃত্ত) ও ফারসী কবিদের তায্কিরাতুল-মু'আসিরীন নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সুখান-এ শু'আরা উর্দূ সাহিত্য তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান বলিয়া স্বীকৃত। তায্কিরাতুল- মু'আসিরীন লিখিয়া তিনি উপমহাদেশে ফারসী সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল সাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। আবদুল গফুর নাসসাখে প্রখ্যাত ফারসী কবি শায়খ ফারীদুদ্দীন 'আত্তার রচিত পান্দনামাহ্ কাব্যের চশ্মা-এ তাওয়ারীখ ও কান্য-এ তাওয়ারীখ গ্রন্থ দুইটিতে তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে হাল পর্যন্ত বহু প্রখ্যাত মহাপুরুষ, জ্ঞানী-গুণী ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সালখনের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌর কবি মীর আনীস (১৮০২-৭৪ খৃ.) ও মির্যা দাবীরের

(১৮০৩-৭৫ খৃ.) মারছিয়া কাব্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থ ইনতিখাব-এ নাক্'দ রচনা করেন। ১৮৭৪ খৃ. আবদুল গফুর কাব্য ও কাব্যকলার তৎকালীন বাংলার একজন উস্তাদরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। উর্দু সাহিত্যে বঙ্গে তখন তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এইজন্য তাঁহাকে বলা হইত সর্ব উস্তাদ। ১৮৫৭ খৃ. পূর্বে বাংলার সর্ব উস্তাদ ছিলেন হাফিজ ইকরাম আহমাদ। আর পরবর্তী কালে হন আবদুল গফুর নাসসাখ। তিনি এই উপমহাদেশে অন্যতম বিখ্যাত উর্দূ কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। চাকরি জীবনে বেশির ভাগ সময় তিনি অসুস্থ থাকিতেন। আবদুল গফুর উন্নত চিকিৎসার জন্য চারবার দিল্লীতে যান এবং এই সময় মির্যা গালিবসহ বিখ্যাত কবিদের সহিত মত বিনিময় করেন। চাকরিকালে তিনি ঢাকায় তিনবার বদলী হন এবং সর্বশেষে ১৮৮৮ খৃ. ঢাকাতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কবি, প্রশাসক ও বিচারকরূপে বিচক্ষণতা ও সততার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে বড় ভাই নওয়াব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং মুসলিম জাতির উন্নতি সাধনে চিন্তা-ভাবনা করিতেন। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া বৃটিশ সরকার তাঁহাকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৯ খৃ. তিনি কলিকাতায় ইন্তিকাল করেন এবং তালবাগান কবরস্থানে সমাহিত হন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ঃ উর্দূ রচনা ঃ (১) সুখান-এ শু'আরা (১৮৭৭ খৃ.), (২) দাফতার-এ বেমিছাল (১৮৬৩ খৃ.), (৩) আশ'আর-এ নাস্‌সাখ (১৮৬৬ খৃ.), (৪) আরমুগান (১৮৭৫ খৃ.), (৫) আরমুগানী (১৮৮৪ খৃ.), (৬) শাহীদ-এ ইশরাত, (৭) কি'ত'আ-এ মুনতাখাব (১৮৬৪ খৃ.), (৮) চাশ্‌মা-এ ফায়য (১৮৭৪ খৃ.), (৯) মুনতাখাব-এ দাওয়াবীন-এ শু'আরা-এ উর্দূ, (১০) নুস্‌রাতুল মুসলিমীন, (১১) ইনতিখাব-এ নাক'দ (১৮৭৯ খৃ.), (১২) নিসাব-এ যবান-এ উর্দূ, (১৩) তারানা-এ খাসাহ, (১৪) বাগ-এ ফিক্‌র, (১৫) যবান-এ রীখ্‌তাহ, (১৬) সাওয়ানিহ-এ উমরী-এ নাস্‌সাখ (অপ্রকাশিত)।

ফারসী রচনা ঃ (১) কানয-এ ফারসী (১৮৭২ খৃ.), (২) মারগুব-এ দিল (১৮৬৫ খৃ.), (৩) গানজ-এ তাওয়ারীখ (১৮৭৩ খৃ.), (৪) কানয-এ তাওয়ারীখ (১৮৭৭ খৃ.), (৫) মায'হাব-এ মু'আম্মা (১৮৭৮ খৃ.), (৬) তাযকিরাতুল-মু'আসিরীন (১৮৭৬ খৃ.)। ইহা ছাড়াও বিক্ষিপ্ত কিছু গযল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৫৫০-৫৯; (২) ঐ লেখক, বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৩৩২-৪৭; (৩) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১খ., পৃ. ২০৮; (৪) Bangladesh District Gazetteer, Faridpur 1977, P-263.

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভুঞা

আবু সাঈদ চৌধুরী (ابو سعيد چودهری) ঃ বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি ও বুদ্ধিজীবী। তিনি ১৯২১ খৃ. ৩১ জানুয়ারী টাংগাইল জেলার কালিহাতি থানার অন্তর্গত নাগবাড়ী গ্রামের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবদুল হামিদ চৌধুরী ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার। দাদা এবাদতউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন এলাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

আবু সাঈদ চৌধুরী জন্মের পর হইতে এক রুচিস্নিগ্ধ পরিবারিক পরিবেশে গড়িয়া উঠেন মা ও বাবার একমাত্র সন্তান হিসাবে। শৈশব হইতে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ পায়। স্কুল জীবনেই পড়া লেখার পাশাপাশি স্কুল স্মরণিকা সম্পাদনা, আবৃত্তি, অভিনয়ে অংশগ্রহণ এবং খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সক্রিয় ছিলেন। এইভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া আপন পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া ১৯৩৬ খৃ. তিনি স্কুল জীবন সমাপ্ত করেন।

ইহার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে ভর্তি হন। আবু সাঈদ চৌধুরী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়াইয়া পড়েন। প্রথম বর্ষে পড়াকালে বিতর্ক সহসম্পাদক, হোস্টেল ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং তৃতীয় বর্ষে পড়াকালে কলেজ বার্ষিকীর সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৩৯ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন এবং ১৯৪০ খৃ. নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাথে সাথে গভীর মনোনিবেশের সহিত তিনি তাঁহার লেখাপড়াও অব্যাহত রাখেন। ১৯৪০ খৃ. তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরবর্তীতে তিনি ইতিহাস ও আইনশাস্ত্রে যথাক্রমে এম.এ. ও স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর তিনি উচ্চতর ডিগ্রী লাভের মানসে বৃটেন গমন করেন এবং ১৯৪৬ খৃ. নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন, বৃটেন শাখার সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৪৭ খৃ. বিলাতের লিংকন্স ইন হইতে বারএট-ল ডিগ্রী লাভ করেন। সেই বৎসরই তিনি কলিকাতা হাই কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ঢাকায় আগমন করেন এবং ১৯৪৮ খৃ. ঢাকা হাই কোর্টে ওকালতি পেশায় যোগদান করেন। ১৯৬০ খৃ. তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং শাসনতন্ত্র কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬১ খৃ. ৭ জুলাই তিনি হাই কোর্টের বিচারপতি হন।

তাঁহার জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হয় বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর। তাঁহার নৈতিকতা, সততা ও দেশাত্মবোধ পরিপূর্ণরূপে বিকাশের সময় আসে। বিচারপতি হিসাবে তিনি বিশেষ সফলতা লাভ করেন। তিনি ১৯৬৩ খৃ. হইতে ১৯৬৮ খৃ. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ খৃ. ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ববিচারক সম্মেলনে ও আইনের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে সাবেক পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে তিনি যোগদান করেন। ১৯৬৯ খৃ. ২০ নভেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১৯৭১ খৃ. ফেব্রুয়ারীতে মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় গমন করেন। মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ছাত্র-জনতা নিহত হইবার প্রতিবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ হইতে পদত্যাগের

ঘোষণা দেন এবং এই বিষয়ে জেনেভা হইতে পাকিস্তান সরকারের নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। বিদেশী বেতারে পাক বাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের খবর শুনিয়া তিনি জেনেভা হইতে লন্ডনে আসেন এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে বাংলাদেশে পাক বাহিনী কর্তৃক ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য জানিতে পারেন। তিনি তখন তৎকালীন বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার সাদারল্যান্ডকে বলেন, "এই মুহূর্ত হইতে পাকিস্তান সরকারের সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক রহিল না। আমি দেশ হইতে দেশান্তরে যাইব এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা, নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাইব। তাহারা আমার ছেলেমেয়েদের হত্যা করিয়াছে। ইহার প্রতিবিধান চাই।"

তখন হইতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৯৭১ খৃ. ২৩ এপ্রিল তিনি প্রবাসে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন এবং লন্ডনে দফতর স্থাপন করিয়া মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করিতে প্রয়াস পান। সেই বৎসরই তাঁহাকে জাতিসংঘে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান মনোনীত করা হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অবদান চিরস্মরণীয়। এই জাতি তাঁহাকে চিরদিন মনে রাখিবে। দেশ স্বাধীন হইলে তিনি লন্ডন হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৭২ খৃ. ১২ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭২ খৃ. তিনি রাষ্ট্রপ্রতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত গমন করেন। এই সময়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'দেশীকোত্তম' উপাধি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টর অব-ল ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৭৩ খৃ. ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) মুতাবিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য তাঁহাকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। একই বৎসর ২৫ ডিসেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির পদ হইতে পদত্যাগ করেন। তবে তিনি একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় সরকারের আন্তর্জাতিক বিষয়াদির বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং প্রায় দেড় বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ খৃ. জেনেভায় অনুষ্ঠিত ২৭তম ২৮তম বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থায় তিনি যোগদান করেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে। মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ) গঠিত হইলে ১৯৭৫ খৃ. ৮ আগস্ট আবু সাঈদ চৌধুরী বাকশাল দলীয় সরকারের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। একই বৎসর ১৫ আগস্ট সাবেক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হইলে খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন। তিনি সেই সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন (২০ আগস্ট)। কিন্তু ১৯৭৫ খৃ. নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করিলে তিনি মন্ত্রিত্ব হইতে পদচ্যুত হন। ১৯৭৮ খৃ. তিনি জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বৈষম্য প্রতিরোধ ও অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই পদটিতে তিনি পরপর তিনবার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৮৫ খৃ. হইতে ১৯৮৬ খৃ. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

উদার গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের সংগঠক, বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৮৭ খৃ. ২ আগস্ট ৬৭ বৎসর বয়সে লন্ডনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং), জুন ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; (২) আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯০ খৃ.; (৩) পরিবারের নিকট হইতে সরবরাহকৃত বিভিন্ন তথ্য।

নাসির হেলাল

আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম (ابو سعادت محمد صائم)ঃ (১৯১৬-১৯৯৭ খৃ.) আইনজীবি, বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলা শহরে ১৯১৬ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রংপুর জেলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও পরবর্তী কালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাজশাহী ল কলেজ হইতে তিনি আইনে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৪ খৃ. তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট হিসাবে যোগ দিয়া আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৪৭ খৃ. দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলিয়া আসেন এবং ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৯৫১ খৃ. পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে এডভোকেট এবং ১৯৫৯ খৃ. পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে সিনিয়র এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবি সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তিনি কয়েকবার ইহার সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। মুহাম্মদ সায়েম ১৯৬২ খৃ. ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৭২ খৃ. প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। একই বৎসর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হইলে তিনি ইহাতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে যোগদান করেন। দেশে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ খৃ. সামরিক অভ্যুত্থান ও ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫ খৃ. পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের পরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতাচ্যুত হন। পরে মুহাম্মদ সায়েম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন এবং ৬ নভেম্বর, ১৯৭৫ খৃ. শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি মন্ত্রীসভা ও সংসদ ভাঙ্গিয়া দেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। দেশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের উভয় দায়িত্ব পালন করিয়া ২৯ নভেম্বর, ১৯৭৬ খৃ. সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি নেন। এই সময় তিনি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ২১ এপ্রিল, ১৯৭৭ খৃ. মুহাম্মদ সায়েম জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তিনি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান অংশের বোর্ড সদস্য এবং ১৯৬৭ খৃ. সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭০ খৃ. সীমানা চিহ্নিতকরণ কমিশনের সদস্য মনোনীত হন এবং একই বৎসর নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। অবসর জীবনকালে তিনি At Bangabhaban Last phase (১৯৮৮ খৃ.) নামে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি রচনা করেন। ৮ জুলাই, ১৯৯৭ খৃ. তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১খ., পৃ. ২১০; (২) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, রংপুর ১৯৯০ খৃ., পৃ. ৪৪০; (৩) সাপ্তাহিক কাগজ, ঢাকা, ৮ বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা, ২৭ জুলাই, ১৯৮৯ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আবু হোসেন সরকার (ابو حسین سرکار) ঃ ১৮৯৪-১৯৬৯, রাজনীতিবিদ, ব্যবহারজীবী ও সমাজসেবক। জ. গাইবান্ধা জেলার (সাদুল্লাহপুর উপজেলার) খোর্দ-কমরপুর গ্রাম। পিতা আবদুল্লাহ সরকার জোতদার ছিলেন। মাতা যোবায়দা খাতুন। সাদুল্লাহপুর মাইনর স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া গাইবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয়ে (বর্তমান সরকারি) ভর্তি হন। এইখানে আসিয়া তিনি তৎকালীন 'যুগান্তর' (বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী দল)-এর সদস্য হইয়া পড়েন। শ্রী অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেতৃত্বে দলটি সংগঠিত হয়। দলীয় সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও বিভিন্ন সময়ে কারাভোগের কারণে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা ব্যাহত হয়। ১৯১১ সনে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি গাইবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর রাজশাহী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া ১৯২৩ সনে ২৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিএল ডিগ্রী লাভ করেন।

বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশককাল যাবত তৎকালীন বাংলার সকল সর্বত্যাগী গোপন বিপ্লবী গুপ্তঘাতকের ভয়ে ইংরেজ অফিসাররা সর্বদা তটস্থ থাকিত। শ্বেতাঙ্গ-ত্রাসে যে সকল বীর প্রতি মুহূর্তেই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন, ইনি ছিলেন তাঁহাদের একজন। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে তিনি জীবনের প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটাইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে ছিল স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ জ্যোতি। পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব পালন করিলেও উহাকে তিনি দেশ ও দশের প্রতি কর্তব্য পালনের পথে প্রতিবন্ধক হইতে দেন নাই। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার দান ছিল প্রকৃত অর্থেই অপরিসীম। বাংলাভাষী মুসলিম সমাজে তাঁহার সমকক্ষ অভিজ্ঞ সন্ত্রাসবাদী নেতা আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

একদিন তাঁহাদের পারিবারিক বরকন্দাজ অর্থ আদায়ের উদ্দেশে কোন ঋণগ্রস্ত প্রজার প্রতি দৈহিক পীড়ন শুরু করিলে পিতার সমক্ষেই কিশোর আবু হোসেন বরকন্দাজকে লাঞ্ছিত করেন। এই ঘটনা তাঁহার আপোসহীন চরিত্রের পরিচায়ক। রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি চাষীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিতে থাকেন। এই দেশে জমিদারী উচ্ছেদ আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেরে বাংলা এ. কে. এম. ফজলুল হক (দ্র.) সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন। আর তিনি অধিকার করেন সারা দেশের মধ্যে ভোট সংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান। অসংখ্য কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র তাঁহার অর্থে লালিত-পালিত হইত। তিনি ছিলেন একাধারে বজ্রকঠোর ও কুসুমকোমল চরিত্রের অধিকারী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক থাকাকালে তিনি অহিংসপন্থী না হইয়া শক্তি প্রয়োগের নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন।

আইন পরীক্ষায় পাসের পর তিনি প্রথমে গাইবান্ধায় ও পরে রংপুরে ওকালতি করিতে থাকেন। কিন্তু বৃটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে একনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার পেশাগত দায়িত্ব ব্যাহত হইত। তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেস হাই কমান্ডের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে ১৯৩৫ সনে তিনি নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজাপার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. এম. ফজলুল হকের সহকারী হন এবং ১৯৩৬ সনের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে ঐ দলের টিকেটে সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি এ. কে. ফজলুল হক (দ্র.), মাওলানা ভাসানী (দ্র.) ও সুহরাওয়ার্দী (দ্র.)-র নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী দলীয় যুক্তফ্রন্টের টিকেটে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সনের ৪ জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সনের আগস্টে তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হকের মনোনীত প্রার্থীরূপে প্রাদেশিক আইন সভার যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা নির্বাচিত হন। পূর্ব বাংলায় আরোপিত শাসনতন্ত্রের ৯২ক ধারা প্রত্যাহৃত হইলে তিনি ঐ সনের (১৯৫৫) জুন মাসে পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী হন এবং ১৯৫৬ সনের আগস্ট মাস পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার নির্বাচনী ওয়াদা পালন করেন। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ সদস্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকত উল্লাহকে প্রজেক্ট অফিসার পদে নিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহাকে বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ৩/১২/৫৫ তারিখে বাংলা একাডেমীতে প্রদত্ত তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে প্রতিষ্ঠানটির গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতির রূপরেখা তুলিয়া ধরেন। ১৯৫৬ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার প্রধানরূপে (১৯৫৫ সনের ১৪ অক্টোবর তারিখে পূর্ব বাংলা প্রদেশের নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়) তিনিই প্রথম একজাতীয় নীতি সংক্রান্ত ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন এবং বরকত, সালাম প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদগণকে সরকারিভাবে সর্বপ্রথম মরণোত্তর জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেন।

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের ৯২ক ধারা প্রবর্তিত হইলে তিনি ঢাকায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। শেষ জীবনে তিনি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হন। ১৯৫৮ সনে জেনারেল আয়্যুব খানের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনামলে তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের অযোগ্য (ABDO) ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৮ সন হইতে তিনি ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (NDF) নামক রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন। স্বদেশ-বৎসল এই দরদী নেতা স্বগৃহে আদর্শ পত্নী-বৎসল ছিলেন। তাঁহার রুগ্না স্ত্রী বেগম খোরশেদ বানুর শুশ্রূষার দায়িত্ব সাধ্যমত তিনি নিজেই পালন করিতেন।

তিনি বহুদিন উচ্চ রক্তচাপ রোগে ভুগিয়া ১৯৬৯ সনের ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ৭৪ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১৭৬; (২) শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), আত্মজীবনী গ্রন্থ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৬৮ সং, পৃ. ১৯-২০; (৩) পূর্ণেন্দু দস্তিদার, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, ১৩৭৪ বাংলা সন সং., পৃ. ৬; (৪) মো আজাদ হোসেন সরকার, প্রবন্ধ, স্মৃতির অন্তরালে, মরহুম আবূ হোসেন সরকার, প্রবাসী পত্রিকা, ১২ জুন, ১৯৭৮, দৈনিক আজাদ, তা. বি.; (৫) দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল, ১৯৬৯; (৬) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আগস্ট ১৯৭৫ সং, পৃ. ৩৫১।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবুত-ত'ামাহ'ান আল-ক'ায়নী (ابو الطمحان القينى) ঃ হ'ানজ'ালা ইব্নুশ্-শারকী মুখাদ্'রাম (জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগের) আরব কবি, অতি দীর্ঘজীবীদের মধ্যে গণ্য (আস-সিজিস্তানী, কিতাবুল-মু'আম্মারীন, সম্পা. Goldziher, in Abh. zur arabphilologie, ii, 62, দাবি করেন, তিনি দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন)। জাহিলী যুগে তিনি দস্যু অর্থাৎ সূ'লূক (দ্র.)-এর জীবন যাপন করিতেন এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন (বিশেষত মক্কায় যুবায়র ইব্‌ন 'আবদিল মুত্'তালিবের সহচর হিসাবে)। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও তিনি কোনভাবে তাঁহার জীবনধারা পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে, তিনি ১৩/৬৩৪ সালে আজ্নাদায়ন (দ্র.)-এ নিহত হন। কিন্তু এফ. বুস্তানী (D. M., iv, 408-9) বিশ্বাস করেন, তিনি ৩০/৬৫১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে আগানীর মতে তিনি জীবনের শেষ বৎসরগুলি ফায়ারার বানূ শামখ গোত্রের মধ্যে অতিবাহিত করেন। নিজের কৃত অপরাধের দরুন কর্তৃপক্ষের গ্রেফতারী তৎপরতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি এই গোত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সূত্র (সং. বৈরূত, ১৩খ., ৩-১৩) তাঁহার দুঃসাহসিক কার্যাবলীর সবিশেষ বর্ণনা দিয়াছে যাহার যথার্থতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে। আবুত-ত'ামাহ'ান কিভাবে কায়সাবা ইব্‌ন কুলছূমকে মুক্ত করিয়াছেন তাহাও এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে (দ্র. ইব্নুল-কাল্বী- Caskel, Tab., 240 and ii, 464), যাহাকে হজ্জের সময় বন্দী করা হইয়াছিল। এই সূত্র তায়্যি' গোত্রের বিবদমান দুই উপগোত্রের (বাজীলা ও আল-গ'াওছ) মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে তাহার নিজের বন্দী হওয়া ও বুজায়র ইব্‌ন আওস আত্-ত'াঈ কর্তৃক তাঁহার মুক্তিপণ প্রদান এবং ইহার বিনিময়ে তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করার কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছে।

আবুত-ত'ামাহ'ানের কাব্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ যদিও তাঁহার কাব্যকর্ম আস্-সুককারী ((ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২২৪) কর্তৃক একটি দীওয়ানে সংকলিত হইয়াছে কিন্তু ইহার মাত্র কিছু কিছু অংশই সংরক্ষিত হইয়াছে, যাহা সম্ভব হইয়াছে এইগুলির সুখ্যাতির কারণে এবং এইগুলির কয়েকটিতে সুরারোপও করা হইয়াছে। তথাপি তাঁহার প্রায়শ উদ্ধৃত কবিতার (ছন্দ ত'াবীল, ছন্দমিল ছাকীবুহ) যথার্থতা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। জাহিজ (হ'ায়াওয়ান, ৩খ., পৃ. ৯৩)-এ ইহার অংশবিশেষ লাকীত' ইব্‌ন যুরারার রচনা হিসাবে স্থান পাইয়াছে এবং আবুত্-তামাহ'ানের কবিতার অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সূত্রে ইহা আবুত-ত'ামাহ'ানের কবিতার অংশ হিসাবেই সংকলিত হইয়াছে। ইব্‌ন কুতায়বা ('উয়ূন, ৪খ., ২৪; শি'র, ৬৯২) স্পষ্টভাবেই লাকীত'কে ইহার রচনাকারী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিশেষে এই একই উপনামের (কুন্য়া) অধিকারী কমপক্ষে তিনজন কবির অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া (দ্র. আল-আমিদী, মু'তালিফ, পৃ. ১৪৯-৫০) এই বিষয়ে অনেক বেশী বিচক্ষণতার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়া আরও দ্র. (১) জাহি'জ, বায়ান, ১খ., পৃ. ১৮৭, ৩খ., পৃ. ২৩৫, ২৩৭; (২) ঐ লেখক, হ'ায়াওয়ান, ৪খ., ৪৭৩; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, পৃ. ২৪৮-৯; (৪) বুহ্'তুরী, হ'ামাসা, পৃ. ২৯৪; (৫) আবূ তাম্মাম, হ'ামাসা, ২খ., পৃ. ৭৭-৮; (৬) ইব্নুল-কাল্বী-কাস্কেল, ২খ., পৃ. ২৯৮; (৭) মুবার্‌রাদ, কামিল, পৃ. ৪৬-৭, ১০০, ৪৩৬; (৮) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশ্তিকাক', পৃ. ৩১৭; (৯) নাক'াইদ, সম্পা. Bevan, পৃ. ৬৭০; (১০) কুশাজিম, মাসায়িদ, বাগদাদ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২০৭-২০৯; (১১) 'আস্কারী, সি'না'আতায়ন, পৃ. ৩৬০; (১২) মার্‌যুবানী, মুওয়াশ্শাহ', পৃ. ৭৫, ৭৮, ২২৪; (১৩) ঐ লেখক, মু'জাম, পৃ. ১৪৯-৫০; (১৪) বাগ'দাদী, খিযানা, সং. বূলাক, ৩খ., পৃ. ৪২৬; (১৫) ইব্‌ন হ'াজার, ইসাবা, নং ২০১১; (১৬) য়াকূ'ত, বুলদান, ২খ., পৃ. ১৫৪; (১৭) মুর্‌তাদা', আমালী, সং. ১৯০৭ খৃ., ১খ., ১৮৫; (১৮) ওয়াহ্হাবী, মারাজি', ১খ., পৃ. ১৯৩-৪; (১৯) যিরিক্'লী, ২খ., পৃ. ৩২২-৩; (২০) Blachere, HLA, পৃ. ৩১৮।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.)/মুহাম্মদ মূসা

আবুত-ত'ায়্যিব আল-লুগ'াবী (ابو الطيب اللغوى) ঃ 'আবদুল-ওয়াহি'দ ইব্‌ন 'আলী আল-হ'ালাবী (عبد الواحد بن على الحلبى) ৪র্থ/১০ম শতকের একজন ব্যাকরণবিদ। তিনি প্রধানত অভিধানশাস্ত্রের (علم اللغة) প্রতিই আকৃষ্ট ছিলেন, আর এইখান হইতেই তাঁহার উপনাম হইয়াছে লুগাবী। তিনি মূলে খুজিস্তানের 'আসকার মুকরাম এলাকার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বাগদাদে চলিয়া আসেন এবং এইখানে আবূ 'আমর আয-যাহিদ ও বাক্‌র আস্-সূলীর অধীনে লেখাপড়া করেন। অতঃপর তিনি আলেপ্পো নগরীতে চলিয়া যান, যাহার শাসনকর্তা সায়ফুদ-দাওলা সকল চিন্তাধারার জ্ঞানী-গুণীদের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এইভাবেই আলেপ্পোতে আবূ ত'ায়্যিব নিজেকে ব্যাকরণবিদ ইব্‌ন খালাওয়ায়হ্ (দ্র.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখিতে পাইলেন, যিনি বাগদাদে তাঁহাদের একই শিক্ষকের অনুসারী ছিলেন এবং সায়ফুদ-দাওলার পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩৫১/৯৬২ সালে বায়যানটীয়রা আলেপ্পো নগরী দখল করিয়া ইহার উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আবুত-ত'ায়্যিব এই সময় তাহাদের হাতে নিহত হন। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিল ইব্নুল-কারিহ, যাঁহাকে আবুল-'আলা আল-মা'আররী তাঁহার 'রিসালাতুল-গু'ফরান' বইটি উৎসর্গ করেন, যাহাতে আবুত-ত'ায়্যিবের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই আলেপ্পো নগরী লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার যেইসব গ্রন্থ এখনও

বর্তমান আছে সেইগুলি হইতেছে কিতাবুল-মারাতিব আন-নাহ'বিয়্যীন, সম্পা. মুহাম্মাদ আবুল-ফাদ্'ল ইব্রাহীম, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; কিতাবুশ-শাজার আদ্দূরর, সম্পা. মুহাম্মাদ 'আবদুল-জাওয়াদ, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.; কিতাবুল-ইব্দাল ও কিতাবুল-মুছান্না, সম্পা. তানূখী, দামিশ্ক ১৯৬০ খৃ., কিতাবুল-ইতবা, সম্পা. তানূখী', দামিশক ১৯৬১ খৃ. এবং কিতাবুল-আদ্দাদ এই পর্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার কিতাবুল-ফুরূক', যাহার নাম সুয়ূতী তাঁহার 'মুয্হির' গ্রন্থে (১খ., ৪৪৭) উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয় তাহা হারাইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S. I. 190; (২) হালা, মু'জাম, ৬খ., পৃ. ২১০; (৩) 'ইয্যুদ্-দীন আত-তানূখী, MMIA, ২৯খ., ১৭৫-৮৩।

G. Troupeau (E.I.²)/মুহাম্মদ মূসা

আবুত-তু'ফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা (ابو الطفيل عامر بن واثلة) ঃ আল-কিনানী আল-লায়ছী (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী, নাম 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা, আবুত-তু'ফায়ল উপনামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। উস্দুল-গা'বা, ৩খ, ৯৬; ইসা'বা, ৪খ, ১১৩-তে বলা হইয়াছে, নাম এবং উপনাম উভয় দ্বারা তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

উহু'দ-এর বৎসর (৩/৬২৫) তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ বৎসর যাবত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেন (উসদুল-গা'বা, ৩খ., ৯৬)। ইমাম বুখারী তাঁহার 'ত্বারীখুস্-সা'গীর' গ্রন্থে আবুত্-তু'ফায়ল সূত্রে এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি 'আলী (রা)-এর বিশেষ ভক্ত ছিলেন (তাক্'রীবুত-তাহ্যীব, ১খ., পৃ. ৩৮৯)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের কিছুদিন পরে তিনি 'আলী (রা)—এর সাহচর্যে কূফায় থাকিতেন এবং তাঁহার সহিত প্রতিটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন (উসদাল-গা'বা, ৩খ., পৃ. ৯৭; ইস'াবা-র হা'শিয়া-য় সন্নিবেশিত ইসতী'আব, ৪খ., পৃ. ১১৫-১৬)। 'আলী (রা)—এর ইন্তিকালের পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। তিনিই সর্বশেষ জীবিত সাহাবী (তাক'রীবুত-তাহযীব, ১খ., পৃ. ৩৮৯; তাজরীদ আস্মাইস-সা'হা'বা, ১খ., পৃ. ২৮৯)। সা'ঈদ ইব্ন জুবায়রী তাঁহার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভ করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি আজ দুনিয়াতে নাই" (ইস্তী'আব, ঐ)।

ইব্ন আবী খায়ছামার মতে তিনি ছিলেন একজন কবি, সাহিত্যিক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও প্রত্যুৎপন্নমতি সাহাবী (ইসতী'আব, ঐ)। আবদুল্লাহ ইবনুয্-যুবায়র মক্কায় বায়'আত গ্রহণ শুরু করিলে হযরত আলী (রা)-এর পুত্র মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হা'নফিয়্যা তাঁহার বায়'আত গ্রহণে অস্বীকার করেন। ফলে ইবনু-য্বায়র তাঁহাকে যম্যম্-এর নিকট বন্দী করেন। তখন তিনি পরিবার-পরিজনের নিকট নিজের সংবাদ জানইবার জন্য আবুত্-তুফায়লকে কূফায় প্রেরণ করেন (তাবাকা'ত, ৫খ., পৃ. ১০১)।

প্রাপ্ত বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু হা'দীছ শ্রবণ করেন। এতদ্ব্যতীত আবূ বাক্র (রা), 'উমার (রা), 'আলী (রা), মু'আয (রা), হু'যা'য়ফা (রা), ইব্ন মাস'উদ (রা), ইব্ন 'আব্বাস (রা), নাফি' ইব্নুল-হারিছ (রা), যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে তিনি হাদীছ রিওয়ায়াত করেন। যুহ্রী, আবুয-যুবায়র; কাতাদা, 'আবদুল-'আযীয ইব্ন রাফি', 'ইকরামা ইব্ন খালিদ, 'আমর ইব্ন দীনার, য়াযীদ ইব্ন আবী হা'বীব প্রমুখ তাবি'ঈ তাঁহার নিকট হইতে হা'দীছ রিওয়ায়াত করেন।

তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম মুসলিম (র)-এর মতে তিনি ১০০ হি. ইন্তিকাল করেন। ইবনুল-বারকীর মতে ১০২ হি. ও মুবারাক ইব্ন ফুদ'ালা-র মতে ১০৭ হি. ইন্তিকাল করেন; তবে ১১০ হি.-ই সঠিক (তাক্'রীবুত-তাহযীব, ১খ., পৃ. ৩৮৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-'আস্কা'লানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১১৩, সংখ্যা ৬৭৬; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহা'বা, বৈরূত তা. বি., ১খ., পৃ. ২৮৯, সংখ্যা ৩০৫৬; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গা'বা, তেহ্রান তা. বি., ৩খ., ৯৬; (৪) ইব্ন হা'জার আল-'আস্কা'লানী, তাক্'রীবুত-তাহযীব, বৈরূত তা. বি., ১খ., পৃ. ৩৮৯, সংখ্যা ৬৯; (৫) ইব্ন সা'দ আত-তা'বাকা'তুল-কুব্রা, বৈরূত তা. বি., ৫খ., পৃ. ১০১; (৬) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, ইস্তীআব, ইস'াবা গ্রন্থের হা'শিয়া, ৪খ., পৃ. ১১৫-১১৬।

আবদুল জলীল

আবুদ-দা'বীস আল-বালাবী (ابو الضبيس البلوى) ঃ (রা) মুহ'াম্মাদ ইবনুর-রাবী' আল-জীযী আবুদ-দা'বীস আল-বালাবীকে মিসরবাসী সাহাবীদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। আল-ওয়াকি'দী মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ-এর সূত্রে রুওয়ায়ফি' ইব্ন ছাবিত আল-বালাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবম হিজরীর রাবী'উল-আওওয়াল মাসে বালাবী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে আবুদ-দা'বীস নামক জনৈক বয়োবৃদ্ধ লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতিথি সেবার বিষয়টিতে আমি অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করি; আমি কি ইহার প্রতিদান পাইব? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেনঃ হাঁ, তুমি ইহার প্রতিদান পাইবে; ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনও সা'দাকা' বলিয়া গণ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হা'জার আল-'আসকা'লানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১১১।

হেমায়েত উদ্দীন

আবুদ-দারদা আল-আনসা'রী (ابو الدرداء الانصارى)ঃ আল-খায্রাজী (রা) নাম 'উওয়ায়মির, পিতার নাম যায়দ, বংশ-তালিকা 'উওয়ায়মির ইব্ন যায়দ ইব্ন কা'য়স ইব্ন 'আইশা' ইব্ন উমায়্যা ইব্ন মালিক ইব্ন 'আদী ইব্ন কা'ব ইব্নুল-খায্রাজ। মদীনায় খায্রাজ গোত্রের বানুল হা'রিছ খান্দানে তাঁহার জন্ম, তাঁহার নাম 'আমিরও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা বিভিন্ন নামে, যথা 'আবদুল্লাহ্, ছা'লাবা, 'আমির বা মালিক উল্লিখিত হইয়াছেন। মাতার নাম মাহ'াব্বা বা ওয়াকি'দা। বয়সে

তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ছোট ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বাণিজ্য তাঁহার পেশা ছিল।

তিনি বদ্‌র যুদ্ধের (২/৬২৪) দিন অথবা উহার পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বেই তাঁহার বংশের অন্যরা ঈমান আনিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণে এই বিলম্ব সারা জীবন তাঁহাকে অনুতাপে দগ্ধ করিয়াছে। ইসলাম গ্রহণের পর বিচার দিবসের হিসাবের ভয়ে তিনি ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। উহ্'দ (৩/৬২৫) যুদ্ধে তিনি শরীক হন। সে যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব দর্শন করিয়া মহানবী (স) বলিয়াছিলেন, نعم الفارس عويمر 'উওয়ায়মির কত উত্তম অশ্বারোহী! রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে حكيم الامة (উম্মতের বিজ্ঞজন) উপাধি দিয়াছিলেন (আল-ইসাবা)। মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় অন্যান্য জিহাদেও তিনি শরীক ছিলেন। (স) সালমান আল-ফারসী (দ্র.)-র সহিত তাঁহাকে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি 'উমার (রা)–এর খিলাফাতকালে শামে (সিরিয়া) চলিয়া যাইতে মনস্থ করেন। কু'রআন ও হ'াদীছ শিক্ষা দিবেন এবং সালাতে ইমামতি করিবেন-এই অঙ্গীকার আদায় করিয়া 'উমার (রা) তাঁহাকে তথায় যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

শামের রাজধানী দামিশ্‌কের জামে' মসজিদে তিনি প্রথম কু'রআন শিক্ষা দান শুরু করিয়াছিলেন (ইব্‌ন 'আসাকির) এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। 'উমার (রা) দামিশ্‌ক ভ্রমণে গেলে এক রাত্রিতে আবুদ-দারদা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার গৃহে গমন করেন। আবুদ-দারদা (রা)-এর গৃহে আসবাবপত্র দূরের কথা, একটি প্রদীপও ছিল না। আবুদ-দারদা (রা)-কে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, একজন মুসাফিরের যাহা প্রয়োজন শুধু তাহাই রাখিতে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বলিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পরে আমাদের মধ্যে কী পরিবর্তনই না আসিয়াছে!

'উমার (রা) তাঁহাকে বদরী (বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীদের সমান ভাতা প্রদান করিয়াছিলেন। 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে তাঁহাকে দামিশ্‌কের কাযী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মু'আবি'য়া (রা) ছিলেন তখন শামের প্রশাসক। তিনি কোথাও বাহিরে গেলে আবুদ-দারদকে কখনও তাঁহার দায়িত্বভার দিয়া যাইতেন। কাহারও মতে তিনি 'উমার (রা)-এর আমলেই কাযী পদ লাভ করিয়াছিলেন (আল-ইসাবা)।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। স্ত্রী সান্ত্বনা প্রদান করিলে তিনি বলেন, জানি না আমার গুনাহ্গুলি মাফ হইবে কিনা, তাইত ভয়ে কাঁদিতেছি! অতঃপর তিনি কলেমা পাঠ করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (৩২/৬৫২)। একমতে তিনি 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের (২৩/৬৪৪-৩৫/৬৫৫) পরেও জীবিত ছিলেন (ইব্‌ন হ'াজার, তাক'রীবুত-তাহ্যীব)।

তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথমা স্ত্রী ছিলেন খায়রা বিন্‌ত আবী হ'াদ্দাদ আসলামী, উম্মু দারদা' কুবরা নামে খ্যাত। তিনি বিদুষী ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক হ'াদীছও রিওয়ায়াত করিয়াছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজীমা আল-আওসাবিয়া, উম্মু দারদা সু'গ'রা নামে পরিচিতি। তাঁহাদের চার সন্তান ছিল ঃ বিলাল, য়াযীদ, দারদা ও নাসীবা। আবুদ-দারদা হ'াফিজ'-ই কু'রআন ছিলেন এবং কু'রআনের পঠন পদ্ধতি (তাজ্‌বীদ) ও তাফ্‌সীর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। দামিশ্‌কের মসজিদে তিনি কু'রআন শিক্ষার যে পাঠ প্রদান করিতেন, তাহাতে সহস্রাধিক ছাত্রের সমাবেশ হইত। একদিনের গণনায় ষোল শতের উপর ছাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্‌রাসা ইলমুল্-কি'রাআ (কু'রআন আবৃত্তি সংক্রান্ত বিদ্যা)-এর একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। পাঠদানের সুবিধার্থে ছাত্রগণকে ছোট ছোট হালকা বা চক্রে বিভক্ত করা হইত, এক একজন কৃতী ছাত্রকে প্রতিটি হালকায় শিক্ষাদানের প্রাথমিক দায়িত্ব দেওয়া হইত এবং তিনি স্বয়ং হালকাগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার রিওয়ায়াতকৃত হাদীছের সংখ্যা ১৭৯। ১৩টি হ'াদীছ বুখারীর ও ৮টি মুসলিমের সংকলনে স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার সব হ'াদীছ য'াখাইরুল-মাওয়ারীছ গ্রন্থে (৩খ., পৃ. ১৫৮-১৬২) সংকলিত হইয়াছে। আনাস ইব্‌ন মালিক, ফুদালা ইব্‌ন 'উবায়দ্ আবূ উমামা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। ফিক্'হ-এ তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। আবূ য'ার গি'ফারী, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা), তাবিঈ মাস্‌রূক (রা) তাঁহার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) ও তাবিঈ মাস্‌রূক (রা) তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

আবুদ-দারদা (রা) ছিলেন নীতিবান, সচ্চরিত্র, দয়ালু, অতিথিপরায়ণ, পরোপকারী, সত্যভাষী, সংসারের প্রতি অনাসক্ত, আড়ম্বরহীন জীবনে অভ্যস্ত এবং দীনের ব্যাপারে কঠোর ও আপোসহীন। আবূ য'ার্র গি'ফারী (রা)-কে শাম হইতে বহিষ্কার করা হইলে তিনি উহার জোর প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, "হযরত স'ালিহ' (আ)-এর উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর তাহারা যেমন আযাবের অপেক্ষা করিয়াছিল তোমরাও তদ্রূপ অপেক্ষা কর।" তিনি ফিতনা-ফাসাদ হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। সূফী সম্প্রদায় তাঁহাকে আস'হ'াবুস সুফ্‌ফা (দ্র.-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরা, মাতবাআ মুস'ত'াফা আল-বাবী আল-হ'ালাবী ওয়া আওলাদিহ, মিসর ১৩৫৫/১৯৬৩, ২খ., পৃ. ১৫২; (২) ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, ২খ., ক্রমিক সংখ্যা ২৯০৮; (৩) ইব্‌নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৪খ., পৃ. ১৫৮, ৫খ., পৃ. ১৮৫; (৪) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মাক্‌তাবাতুল-মুছান্না, বাগদাদ, ১ম মুদ্রণ, ৩খ., পৃ. ৪৫, ৪৬; (৫) ঐ লেখক, তাহ্‌যীবুত-তাহযীব, আল-মাক্‌তাবা আল-'ইল্‌মিয়া, মদীনা ১৩৮০, ২খ., পৃ. ৯১; (৬) ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরূত ১৩৮৯/১৯৬৯, ৬খ., পৃ. ৪৪০-৫২; (৭) ইব্‌ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ১৩৭; (৮) আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-য়াফি'ঈ আল-য়ামানী, মির'আতুল-জিনান ওয়া ই'ব্‌রাতিল-য়াক'জান, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য হি., ১৩৩৭, ১খ., পৃ. ৮৮; (৯) ইব্‌ন 'আসাকির, আত-তারীখুল-কাবীর, মাতবা'আ রাওদ'াতুশ-শাম, হি. ১৩২৯, ১খ., পৃ. ৬৯; (১০) ইবনুল-জাযারী, কিতাব গ'ায়াতিন-নিহায়া ফী তাবাক'াতিল-কুব্‌রা, মাতবা'আ আস-সা'আদা, মিসর ১৯৩৩, ১খ., ক্রমিক সংখ্যা ২৪৮০; (১১) 'আবদুল-গ'ানী আন-নাবুলুসী, য'াখাইর, ৩খ., পৃ. ১৫৮-১৬২; (১২) সা'ঈদ আন্‌সারী, সিয়ারুল-আনস'ার, দারুল-

মুস'ান্নিফীন, আজমগড় ১৯৪৮, পৃ. ১৮৯-২০৫; (১৩) The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden 1979; (১৪) দা. মা. ই., ১খ., পৃ. ৮০০-৮০২।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুদ-দাহ'দাহ' আল-আনস'ারী (ابو الدحداح الانصارى) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। নাম ছাবিত, উপনাম আবুদ-দাহ'দাহ', আবুদ-দাদাহাও বলা হইত; বানূ কুদা'আ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন (ত'াবাক'াত, ৮খ., ৪০৫)। তিনি উহু'দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও মহব্বত ছিল। ইহার নিদর্শনস্বরূপ তিনি আপন বাসস্থান বিক্রয় করিয়া দেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ করিল, অমুক ব্যক্তির খেজুর গাছের কারণে আমার বাড়ীর প্রাচীর দিতে অসুবিধা হইতেছে। সুতরাং তাহাকে উক্ত খেজুর গাছ আমাকে প্রদান করিবার অনুরোধ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন, জান্নাতের খেজুর গাছের বিনিময়ে তোমার খেজুর গাছ অমুক ব্যক্তিকে দিয়া দাও। সেই ব্যক্তি ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে আবুদ-দাহ'দাহ' তাহার নিকট হইতে নিজ বাসস্থানের বিনিময়ে উক্ত গাছ ক্রয় করত রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন, আমি উক্ত গাছ ক্রয় করিয়াছি। আপনাকে উহা দান করিলাম, আপনি সেই ব্যক্তিকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার বলিলেন, আবুদ্- দাহ'দাহ'-এর জন্য জান্নাতে রহিয়াছে বড় খেজুর গাছ।" আবুদ-দাহ'দাহ' বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, উম্মুদ- দা'হদাহ'! বাড়ী হইতে বাহির হও, আমি জান্নাতের খেজুর গাছের বিনিময়ে এই বাড়ী বিক্রয় করিয়াছি।"

তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। আবার কাহারও মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হইলেও তাঁহার সেই ক্ষত শুকাইয়া যায় এবং হু'দায়রিয়ার পর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আনস'ার সম্প্রদায়ে আগন্তুক ছিলেন বলিয়া তাহাদের মধ্যে তাঁহার ঔরসগত কোন আত্মীয় না থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ লুবাবা-কে তাঁহার মীরাছ প্রদান করেন। যাহা হউক, ইব্ন সা'দ-এর ত'াবাক'াত গ্রন্থে সালমা নাম্নী তাঁহার এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ১৯১, নং ৮৭৮; ৪খ., ৫৯, নং ৩৭৪; (২) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, (উক্ত ইস'াবার হ'াশিয়ায় সন্নিবেশিত), ৪খ., ৬১; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স্'াহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., পৃ. ৬১, নং ৫৭৯; (৪) ইব্ন সা'দ, আত্-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৮খ., ৪০৫।

ডঃ আবদুল জলীল

আবুদ-দা'হ্'হাক আল-আনস'ারী (ابو الضحاك الانصارى) ঃ (রা) আনসার গোত্রীয় সাহাবী। হ'াসান ইব্ন সুফয়ান তাঁহার মুসনাদে ইবরাহীম ইব্ন ক'ায়স আল-আনসারী-র সূত্রে আবুদ-দা'হ্'হাক-এর একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বারে গমন করিলেন তখন 'আলী (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, জিবরাঈল তোমাকে ভালবাসেন। 'আলী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি জিবরাঈলের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন, হাঁ, এবং যে সত্তা জিবরাঈল হইতে উত্তম তিনি (আল্লাহ)-ও তোমাকে ভালবাসেন।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১১১।

হেমায়েত উদ্দীন

আবুদ-দুন্য়া (ابو الدنيا) ঃ (রা) আবুল-হ'াসান 'আলী ইব্ন 'উছমান ইব্নুল খাত্ত'াব (অথবা 'উছমান ইব্নুল খিত'াব), অতিপ্রাকৃত আয়ুষ্কালের অধিকারী বলিয়া কথিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম (মু'আম্মারূন দ্র.)। তিনি আল-মু'আম্মার আল-মাগ'রিবী অথবা আল-আশাজ্জ আল-মু'আম্মার নামেও পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ৬০০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১৬/৯২৮, ৩২৭/৯৩৮-৯ অথবা এমনকি ৪৭৬/১০৮৩-৪ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি হাম্দান গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার যুবা বয়সে আল-খাদি'র (দ্র.)-এর উপস্থিতিতে জীবনের উৎস হইতে পানীয় পান করেন; ইহার পর তিনি 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব-এর সহিত যোগদান করেন এবং তাঁহার সহিত তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে আবুদ-দুন্য়া উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার বাহক অশ্বটি তাঁহার মুখদেশে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করিলে তিনি আল-আশাজ্জ (الأشج। ক্ষত-বিক্ষত ব্যক্তি) নামে অভিহিত হন। খলীফার মৃত্যুর পর তিনি তান্জিয়ার-এ গমন করেন। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি হ'জ্জ সমাপন করার জন্য এবং 'আলী (রা)-এর মুখ হইতে শ্রুত বলিয়া কথিত কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করার জন্য সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সম্পর্কিত তথ্যসমূহের ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় (দ্র. ইব্ন বাবাওয়ায়হ, ইকমাল, পৃ. ২৯৭-৩০৩; তু. I. Goldziher, Abhandlungen, ২খ., ৬৮, টীকা ৪; আয-য'াহাবী মীযানুল-ই'তিদাল, ২খ., ৬৪৭; ইব্ন হ'াজার, লিসানুল-মীযান, ৪খ., ১৩৪-৪০, ১৯১-২) এবং কাহারও কাহারও নিকট ইহা কেবল একজন অশালীন ভণ্ডের গল্পমাত্র বলিয়া মনে হইতে পারে; তথাপি আল-জাহি'জ তাঁহার তার্বী গ্রন্থ (Pellat), অনুচ্ছেদ ১৪৬-এ আস্-সুফ্য়ানী (দ্র.) ও আল-আসফার আল-কাহ'ত'ানী-র সঙ্গে জনৈক আশাজ্জ ইব্ন 'আমর (আল-মু'আম্মাররূপে পঠিত?)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, আবার নবী দানিয়াল-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে "ক্ষত-বিক্ষত চেহারার একজন", যাহাকে মাঝে মাঝে 'উমার ইব্ন 'আবদুল-'আযীয (ইব্ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩ হি., পৃ. ১৫৮; G. van Vloten, Recherches, পৃ. ৫৫-৬, ৭৯ ও বরাতসমূহ)-এর সহিত অভিন্নরূপে চিহ্নিত করা হয়, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার পূর্ণ করিবেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্য যে, ৩য় শতকের শুরু হইতেই একদল সুন্নী জনৈক আশাজ্জের উপর তাহাদের আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছিল, বিশেষত শী'ঈ ইব্ন বাবাওয়ায়হ্ এই প্রসঙ্গে মুখালিফূনা (مخالفونا) 'আমাদের

শত্রুবৃন্দ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি তাহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যাহারা ইমাম কাইম-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু আবুদ-দুনয়ার অতি দীর্ঘ জীবনে বিশ্বাস করে।

Ch. Pellat (E.I.2)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবুদ্-দুন্য়া (ابو الدنيا) ঃ (রা) হিশাম ইব্ন আম্মার-এর মতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ ও জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ তাঁহার নিকট হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "জুমু'আর দিন সকলের গোসল করা উচিৎ।" অন্য বর্ণনায় "জুমআর দিনে সকল প্রাপ্তবয়স্কের গোসল করা ওয়াজিব।"

গ্রন্থপঞ্জী (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৬০, সংখ্যা ৩৭৮।

আবদুল জলীল

আবুন-নাজ্ম (ابو النجم) ঃ আল-ফাদ্'ল (আল-মুফাদ্দাল) ইব্ন কুদামা আল্-ইজলী, ১ম/৭-৮ম শতকের 'আরব কবি, ১০৫/৭২৪ সালের পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। কয়েকটি 'কাসীদা' (দ্র.) রচনা করিলেও তাঁহার সুখ্যাতির মূলে রহিয়াছে বেদুঈনদের সম্বন্ধে [উট, ঘোড়া, চিতা (ounces) ইত্যাদির বর্ণনা] "রাজায" ছন্দে রচিত তাঁহার কবিতাসমূহ এবং উমায়্যা বংশীয় 'আব্দুল-মালিক, হিশাম, 'আব্দুল-মালিক ইব্ন বিশ্র, প্রাদেশিক শাসক আল্-হাজ্জাজ-এর প্রশস্তিমূলক কবিতাসমূহ। সমালোচকগণ তাঁহাকে চারজন শ্রেষ্ঠ "রুজ্জায"-এর অন্যতম (অপর তিনজন হইলেন তাঁহারই স্বগোত্রীয় আল্-আগ্লাব, আল্-বাস্রার দুইজন তামীমী-আল-'আজ্জাজ ও তাঁহার পুত্র রুবা) বলিয়া মনে করেন। কাব্যের প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষের জন্য সমালোচকগণ তাঁহাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রস্তুতিহীন সাবলীল রচনা-রীতিরও প্রশংসা করেন। আল-'আজ্জাজের সঙ্গে তাঁহার বৈরিতা (ও মুদার-এর সঙ্গে রাবী'আ-এর বৈরিতা) সুবিদিত। জীবনীকারগণ একটি অতি কৌতুকজনক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া থাকেনঃ মির্বাদ-এ আবুন-নাজ্ম একটি উটের পিঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে উটনীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় বিতাড়িত করেন এবং এই সুবিখ্যাত ছত্রটি আবৃত্তি করেন ঃ আমি আর আদম জাতের তামাম কবি দৈত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত; ওই দেখ, ওরটা উটনী আর আমারটা উট। তথাপি আবুন-নাজ্ম খলীফা হিশাম-এর সম্মুখে যে একটি দীর্ঘ 'উর্জূযা' আবৃত্তি করেন সেইটিকে আল-'আজ্জাজের পুত্র কবি রুবা উম্মুর-রাজায (শ্রেষ্ঠ রাজায ছান্দসিক) নামে অভিহিত করেন। কবিতাটিতে একটি শব্দের অপপ্রয়োগের জন্য প্রথমে হিশাম ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন, তবে শীঘ্রই তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হয়। কবি পুনরায় তাঁহার সুনজরে পড়েন এবং তাঁহার নিকট হইতে আল্-কূফার সাওয়াদে জায়গীর লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, Sl. 90; (২) Rescher, Abriss, i., 223; (৩) Nallino, Scritti, vi. 98; (৪) একটি জীবনীমূলক বর্ণনা ও তাঁহার কিছু কবিতা পাওয়া যায় ইব্ন সাল্লাম-এর তাবাকাত (Hell)-এ, ১৪৮, ১৪৯-৫০; (৫) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, পৃ. ৩৮১-৬; (৬) আগানী, ৯খ., পৃ. ৭৭-৮৩; (৭) বাগদাদী, খিযানা, ১খ., ১০৩, ২খ., পৃ. ৩৪০-৫৩; (৮) MMIA, 1928, ইহাতে কবির জীবনী তথ্য (৩৮৫-৯৪) সমেত উম্মুর-রাজায (৪৭২-৯) সঙ্কলিত হইয়াছে; (৯) একটি লামিয়্যা মায়মানীর আত-তারাইফুল্-আদাবিয়্যা-তে প্রকাশিত হইয়াছে, কায়রো ১৯৩৭, ৫৫-১৭; (১০) ইহা ছাড়া কয়েকটি গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার কবিতা ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া আল্-জাহিজ, বায়ান ও হায়াওয়ান-এর নির্ঘণ্টে; (১১) আস্মাঈ, ফুহূলা, ZDMG, 1911, ৪৯৯, ৫০৩, ৫১১, ৫১৫; (১২) আবূ তাম্মাম, হামাসা, (Freytag), ৪৫, ১৪৪, ৫১৪, ৭৫৫; (১৩) মারযুবানী, মু'জাম, পৃ. ৩১০; (১৪) 'আস্কারী, দীওয়ানুল্-মা'আনী, ১খ., পৃ. ১১৩, ২৭৯।

Ch. Pellat (E.I.2)/হুমায়ুন খান

আবুয্-যাওয়াইদ (ابو الزوائد) ঃ আল-ইয়ামানী (রা)। অনেকে তাঁহার নাম যুয্-যাওয়াঈদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাতীন আদ-দাওলাবী আল-কুনা কিতাবে তাঁহাকে সাহাবীদের তালিকায় গণ্য করিয়াছেন। আল্-ফাকিহী ও জা'ফার আল-ফারযারীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি জীবনে বিবাহ করেন নাই বলিয়া জানা যায়। ইব্রাহীম ইব্ন মায়সারা বলেন, আমাকে তাউস বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি বিবাহ না করেন তবে 'উমার (রা) আবুয যাওয়াইদকে যাহা বলিয়াছিলেন আপনাকেও তাহা বলিব, দুর্বলতা বা অসাধুতা আপনাকে বিবাহ বন্ধন হইতে বিরত রাখিয়াছে।" তাবারানীতে যিয়াদ ইব্ন নাসর-এর সূত্রে আবুয-যাওয়াইদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বিদায় হজ্জ-এ মহানবী (স)-এর সহিত উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ.৭৮।

হেমায়েত উদ্দীন

আবুয্-যাহাব (ابو الذهب) ঃ মুহাম্মাদ বে-এর উপনাম। তিনি ছিলেন উছমানী মিসরের একজন অভিজাত ব্যক্তি। বুলূত কাপান 'আলী বে (দ্র.) কর্তৃক একজন ক্রীতদাস (মামলূক)-রূপে সংগৃহীত হন (জাবারতী-র 'আজাইব, ১খ., ৪১৭-তে প্রদত্ত তারিখ ১১৭৫ সাল স্পষ্টতই সঠিক নয়)। ১১৭৪/১৭৬০ সালে তিনি তাঁহার মনিবের গৃহস্থালিতে খাযিনদার বা প্রধান কর্মকর্তাতে পরিণত হন। ১১৭৮/১৭৬৪-৫ সালে তিনি 'বে' উপাধি প্রাপ্ত হইলে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদানের মাধ্যমে তাঁহার উপনাম লাভ করেন। ১১৮৫/১৭৭১ সালে দামিশক-এর গভর্নর 'উছমান পাশা আস-সাদিক'-এর বিরুদ্ধে জাহিরুল-উমারের সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদলের অধিকর্তারূপে তিনি নগরটি দখল করেন, কিন্তু নগর দুর্গটি আত্মসমর্পণের কাছাকাছি অবস্থায় উপনীত হইলে তিনি তাঁহার সকল সৈন্যকে মিসরে প্রেরণ করেন। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। Volney প্রমুখ লেখক ইহা 'উছমান পাশার সহিত তাঁহার গোপন সমঝোতার ফল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। একই বৎসর আবুয্-যাহাব-এর প্রাপ্ত গাযা ও আর্-রামলার ইলতিযাম সম্ভবত এই প্রেক্ষিতে তাঁহার পুরস্কার ছিল (Cohen, Palestine, পৃ. ৪৯)। অস্বাভাবিকরূপে বৃহৎ একটি মামলূক ও কৃষ্ণ গোলাম (আবীদ) গোষ্ঠীর অধিকর্তারূপে ও একটি

উপদলের নেতা হিসাবে তিনি ১১৮৬/১৭৭২ সনে 'আলী বে-কে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হন। 'আলী বে জাহিরুল-উমারের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদলসহ তিনি মিসরে প্রত্যাবর্তনে প্রলুব্ধ হইলে আস্-সালিহিয়্যাতে তাঁহাকে পরাস্ত করা হয় এবং অল্পকাল পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন (স'াফার ১১৮৭/মে ১৭৭৩)। ইহার পর বাস্তবপক্ষে আবুয্-যা'হাব মিসরের প্রকৃত কার্যকর শাসকে পরিণত হন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়নে সমর্থ হওয়ায় তাঁহার আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। 'আলী বে-র বিপক্ষে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে আমীর মিসর অর্থাৎ 'শায়খুল-বালাদ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় (রাবী'উল-আওওয়াল ১১৮০/জুন ১৭৭৩)। কিন্তু সিরিয়ার ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সাবেক মনিবের ন্যায় কঠোর নীতি গ্রহণ করেন এবং তথায় নিজকে বিদ্রোহী জাহিরুল-'উমারের বিরুদ্ধে সুলতানের পক্ষে প্রতিরোধকারীরূপে উপস্থাপন করেন। গাযা ও আর-রামলার সান্‌জাকদ্বয় ১১৮৭/১৭৭৩ সালে তাঁহাকে অর্পণ করা হয় (Cohen, Palestine, পৃ. ১৪৮)। জনৈক পলাতক ফিলিস্তিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসতাফা পাশা তুকানুন-নাবুলুসী (জাবারতী, 'আজাইব, ১খ., ৪১৮-এর বর্ণনা মতে আজম পরিবারের সদস্য তথ্যটি সঠিক নয়; তু. Cohen, Palestine, পৃ. ৫৬, টীকা ৯৭)-কে তিনি মিসরে ভাইসরয়রূপে যে নিযুক্তি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও সম্ভবত তাঁহার সিরিয়া পরিকল্পনার অংশ ছিল। ১১৮৯/মার্চ ১৭৭৫ সালে তিনি জাহিরকে উৎখাত করার জন্য ফিলিস্তীনে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। ইহাতে জাফ্‌ফা অধিকৃত হয় এবং একটি ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। রাজধানী আক্‌র (Acre)-এর পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে জাহির পলায়ন করেন। এই সময় আকস্মিকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া আবুয্-যা'হাবের মৃত্যু হইলে তাঁহার সেনাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন হ'াসান আল-জাবার্‌তী, 'আজাইবুল-আছার (বূলাক), ১খ., নির্দেশিত বৎসরসমূহের বিবরণী ও পৃ. ৪১৭-২০; (২) আবুয-যাহাব-এর মৃত্যুতে শোকবাণী-Volney, Voyage en Egypte et en Syrie (সম্পা. Jean Gaulmier), প্যারিস ও হেগ ১৯৫৯, বিশেষত পৃ. ৭৮-৯৪ (৯১-৪ পৃষ্ঠার তারিখসমূহ সঠিক নয়); (৩) Amnon Cohen, Palestine in the 18th Century, Jerusalem ১৯৭৩।

P.M.Holt (E.I.², Suppl.)/আবদুল বাসেত

আবুয যোহা নূর আহমদ (ابو الضحى نور احمد) ঃ ১৯০৭-১৯৭৩, কবি, শিশু সাহিত্যিক, নিবন্ধকার ও অনুবাদক। এ. জে. নূর আহমদ নামেই সমাধিক পরিচিত। ১ জুলাই, ১৯০৭ (মতান্তরে ১৯১০) খৃ. নোয়াখালী (বর্তমানে ফেনী) জেলার তদানীন্তন ফেনী মহকুমার রুহিতা গ্রামে তাঁহার জন্ম।

ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে আই.এ. পাশ করিয়া দীর্ঘকাল যাবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগার ও পরবর্তী কালে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেন। তিনি নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। স্বল্পভাষী, সদালাপী লোকটিকে সহজে রাগান্বিত হইতে দেখা যাইত না।

তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ গল্প–ঈদ (১৯৫৩), পাণ্ডুলিপি (১৯৬৩) ও ছুটির দিনের গল্প।

নাটক—আনারকলি, তামাসা, জাহাংগীরের বিচার, একদিনের বাদশাহী, স্বাপ্নিক শাহ্‌জাহান, গাজী সালাহুদ্দীন ও আমাদের বেতার নাটক।

ইতিহাস—খুলাফায়ে রাশেদীন, মুসলিম বিজেতা (১৯৬৪)।

জীবন চরিত—আল্লামা ইকবাল, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, শহীদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান, আল্লামা মাশরেকী, জামালুদ্দীন আফগানী, সুদানের মাহদী, মিসর-বিজেতা আমর বিন আল-'আস, সাদ জগলুল পাশা, স্যার সৈয়দ আহমদ (১৯৬৫)।

উপন্যাস—আলেয়া (১৯৫৩), স্মৃতির ফুল, যে যারে ভালবাসে (১৯৫৮), নিশিথের বিহংগ (১৯৬৭), নানা মন নানা রঙ (১৯৬৭), যার মন যারে চায়, প্রেমপত্র (১৯৬৯)।

অনুবাদ—চাহার দরবেশ (মীর আম্মান দিহ্‌লাবীর উর্দূ পুস্তকের অনুবাদ), ১৯৬৯ খৃ. ইহা বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রবন্ধ—তরুণ আলো (১৯২৮), দিল্লী আগরা আজমীর ভ্রমণ, হযরতের কথামৃত, মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ।

শিশু সাহিত্য—হযরত রাবেয়া, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, শেখ সাদী, হযরত আবদুল কাদের জিলানী, ইমাম বোখারী, সৈয়দ আমীর আলী, শেরে মহিশুর টিপু, শহীদ তিতুমীর।

ইহা ছাড়া তিনি ঢাকা ও করাচীর বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। শিশু সাহিত্যেই তাঁহার ক্ষমতা ছিল সমধিক। এইজন্য ১৯৬৬ খৃ. বাংলা একাডেমী তাঁহাকে পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও একমাত্র বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া ১৯৭৩ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি স্বরচিত পুস্তকগুলি সযত্নে বাঁধাইয়া রাখিতেন। পুস্তকগুলি বর্তমানে তাঁহার কন্যার হেফাজতে আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নোয়াখালী গেজেটিয়ার (১৯৭৭), পৃ. ২৩৫; (২) বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, পৃ. ২৯।

ড. এম. আবদুল কাদের

আবুর-রাদীন (ابو الردين) ঃ (রা) ইব্‌ন মান্‌দা আবুর-রাদীনকে সাহাবীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। হ'ারিছ ইব্‌ন আবী উসামা তাঁহার সূত্রে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ত'াবারানী মুসনাদুশ-শামিয়্যীন-এর মধ্যে 'আবদুল-হ'ামীদ ইব্‌ন 'আবদির-রাহ'মানের সূত্রে আবুর-রাদীন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র কিতাব শিক্ষা ও তিলাওয়াতের উদ্দেশে সমবেত হইলে তাহারা আল্লাহর মেহ্‌মান বলিয়া গণ্য হয়, আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়া রাখেন যতক্ষণ না তাহারা উক্ত মজলিস হইতে পৃথক হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৬৯।

হেমায়েত উদ্দীন

আবুর-রূম (ابو الروم) ঃ (রা) ইব্ন 'উমায়র ইব্ন হাশিম আল-আবদারী। মুস'আব ইব্ন 'উমায়র-এর ভ্রাতা। বালাযু'রীর মতে তাঁহার ইসলাম-পূর্ব নাম ছিল 'আবদ মানাফ; ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁহার পূর্ব নাম পরিত্যাগ করেন। তিনি "আস-সাবিকূ'নাল-আওওয়ালূন" (প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের)-এর মধ্যে গণ্য। তিনি হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর হাবশা হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। তবে হায়ছাম ইব্ন 'আদী তাঁহার হাবশায় হিজরতের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। ইবনুল-কালবীর মতে তিনি হাবশা হইতে খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করেন এবং খায়বার যুদ্ধে শরীক হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার আল-'আসক'আলানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৭২।

হেমায়েত উদ্দীন

আবুল-'আওয়ার 'আমর (ابو الاعور عمرو) ঃ ইব্ন সুফয়ান আস্-সুলামী (রা), আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি, ক্ষমতাশালী সুলায়মান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য তাঁহার সম্বন্ধবাচক (নিসবাত) নাম আস্-সুলামী। তাঁহার মাতা খৃস্টান ছিলেন এবং তাঁহার পিতা উহুদ যুদ্ধে কু'রায়শ-এর পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। অনুমিত হয়, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকটতম সাহাবীদের মধ্যে শামিল ছিলেন না, য়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ান-এর নেতৃত্বে যে সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিযানে যায় সম্ভবত তিনি তাহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্ব দান করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতে উমায়্যাদের ভাগ্যের সহিত নিজেকে অতি নিষ্ঠার সহিত জড়িত করিয়াছেন। ফলে তিনি 'আলী (রা)-এর দৃষ্টিতে তিরস্কৃত হওয়ার যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হন, বিশেষত সিফ্ফীন-এর যুদ্ধে তাঁহার অংশগ্রহণ করার পর। মু'আবি'য়ার আমলে মু'আবি'য়ার-র পক্ষে মিসর জয় করার ব্যাপারে তিনি 'আম্র ইব্নুল-'আস (রা)-কে সাহায্য করেন এবং কয়েকটি সামুদ্রিক অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতাও প্রদর্শন করেন। তিনি সিফ্ফীনে 'আলী (রা)-এর সহিত কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেন এবং আযরুহ্-এর সম্মেলনের প্রাথমিক আলোচনার খসড়া প্রস্তুত করেন। রাজস্বের নূতন বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ফিলিস্তীনের কৃষকদের গণনার দায়িত্ব তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। মু'আবি'য়া মিসরের গভর্নর 'আম্র ইব্নুল-'আস-এর স্থলে আবুল- আ'ওয়ারকে নিযুক্ত করার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা কার্যকর হয় নাই। তখন আবুল আ'ওয়ার-কে আল-উরদুন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার এবম্বিধ বহু খিদমতের জন্য আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে মু'আবি'য়ার বিশেষ সহকারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর (বিতানা) ছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মু'আবি'য়ার শাসন আমল শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি রাজনৈতিক অংগন হইতে অদৃশ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৩/২ খ., ১০৬; (২) ইব্ন রূস্তা, পৃ. ২১৩; (৩) ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (৪) মাস্'উদী, মুরূজ, ৪খ., পৃ. ৩৫১; (৫) Michael the Syrian (Chabot), ২খ., পৃ. ৪৪২, ৪৪৫, ৪৫০; (৬) বায়হাকী, মাহাসিন, পৃ. ১৪৯; (৭) ইবনুল-আছীর, উস্দ, ৫খ., পৃ. ১৩৮; (৮) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা, ৭খ., পৃ. ১৪; (৯) H. Lammens, Etudes sur le Regne de mo'awia. পৃ. ৪২।

H. Lammens (E.I.[2])/এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুল-'আতাহিয়া (ابو العتاهية) ঃ (ভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা বা উন্মত্ততার জনক), আবূ ইস্হা'ক ইসমা'ঈল ইবনুল-কা'সিম ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন কায়সান (ابو اسحاق اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان) নামক আরব কবির 'কুনয়াত' বা উপনাম। এই নাম দ্বারাই তিনি কাব্য জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ছিলেন সুশ্রী ও গৌরবর্ণ, মাথায় কাল কুঞ্চিত কেশ; আড়ম্বরপূর্ণ, মার্জিত রুচি ও ব্যবহারে অমায়িক। তাঁহার জন্ম কূফায় (বা 'আয়নুত তামর-এ) ১৩০/৭৪৮ সনে ও মৃত্যু ২১০ বা ২১১/৮২৫ বা ৮২৬ সনে। তাঁহার পরিবার দুই-তিন পুরুষ যাবত 'আনাযা গোত্রের মিত্র (মাওয়ালী) ছিল। তাহাদের পেশা ছিল নিম্ন শ্রেণীর। কবির পিতা ছিলেন হ'াজ্জাম (রক্তমোক্ষক)। প্রথম জীবনে কবি নিজেও পথে পথে মৃৎপাত্র বিক্রয় করিয়াছেন। সামাজিক উপেক্ষার অনুভূতি জীবনের প্রতি তাঁহার মনোভাবকে তিক্ত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে তাঁহার রচনায় তিনি শাসক ও সম্পন্ন শ্রেণীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন।

দারিদ্র্যের জন্যই তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন, ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে পাঠ নিতে সক্ষম হন নাই। এইজন্যই তাঁহার কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয় এবং উহা প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধনমুক্ত। জন্মগতভাবেই তিনি স্বাভাবিক কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এই প্রতিভার সাহায্যেই তিনি বৃহত্তর জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্য স্বভাব কবিদের মতই তিনি সহজ ভাষা ও হ্রস্ব ছন্দ অধিক পসন্দ করিতেন (ইংরেজী ইসলামী বিশ্বকোষ, ২ সং, পৃ. ১০৭)।

আরবী কাব্যের ইতিহাসে আবুল-'আতাহিয়ার নাম সুবিখ্যাত। উচ্চ শিক্ষিত পাঠক হইতে নিরক্ষর বেদুঈন পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর লোকই তাঁহাকে চিনে এবং তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে। তিনি 'আরব ও 'আজমে ('আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশে) সর্বত্র পরিচিত। যেইখানেই 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আছে সেইখানেই আবুল-'আতাহিয়ার কবিতা অধীত ও আদৃত হইয়া থাকে। ভন ক্রেমার (Von Kremer) নামক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সমালোচক মনে করেন, আবূ নুওয়াস অপেক্ষা আবুল-'আতাহিয়ার কাব্য-প্রতিভা ছিল অধিকতর। যদিও R.A. Nicholson তাঁহার সহিত একমত নহেন (A Literary History of the Arabs, লন্ডন ১৯২৩, ২৩শ মুদ্রণ, পৃ. ৩০৩)। ফারসী সাহিত্যে শায়খ সা'দীর যেই স্থান 'আরবী কাব্যে আবুল-'আতাহিয়া প্রায় সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখন ভংগী বাস্তবিকই প্রশংসনীয় (ঐ, পৃ. ২৯৮)। তাঁহার প্রভূত খ্যাতি ও উচ্চ সম্মানের মূলে রহিয়াছে তাঁহার সহজ সরল ভাষা ও অবাধগামী ছন্দ। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহার উচ্চ দার্শনিক ভাবধারা যাহা অনাবিল স্রোতের ন্যায় সহজগামী এবং ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভূষিত। 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম এবং হয়ত সর্বশেষ কবি যিনি দেখাইয়াছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানি না করিয়াও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা যায় (ঐ, পৃ. ২৯৯)। ছন্দের অনুরোধে

কখনও তাঁহাকে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে হয় নাই। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার এতখানি দখল ছিল যে, তিনি অনায়াসে পদ্যে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। এই প্রকার হঠাৎ রচিত তাঁহার কতগুলি পদ্য আছে যাহা তাঁহার অন্যান্য রচনার সহিত স্থান পাইবার যোগ্য। তিনি বলিতেন, ইচ্ছা করিলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলিতে পারেন (দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ. ৭)।

ধর্মনিষ্ঠা, মৃত্যু, সন্তোষ, কালের কুটিল গতি—এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি অধিকতর কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্বদাই আমাদেরকে স্মরণ করাইয়া দেন, এই নশ্বর সংসার চিরন্তন নহে, ইহা শুধু দুই দিনের পান্থশালা। এক অনন্ত জীবন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই জীবনে শুধু ধর্মনিষ্ঠা ও সৎকর্মই কাজে আসিবে। সুতরাং সেইজন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইংরেজ সমালোচক নিকলসন বলেন, "তাঁহার কাব্য গভীর বিষাদ ও নৈরাশ্যপূর্ণ দুঃখবাদে পরিপূর্ণ। মৃত্যু ও উহার পরবর্তী অবস্থা, মানব জীবনের অসহায়তা ও দুঃখ, পার্থিব সুখের মিথ্যা গৌরব এবং তাহা বর্জন করিবার আবশ্যকতা— এই বিষয় লইয়া তিনি পুনঃপুনঃ একঘেয়ে আলোচনা করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ২৯৮)। তিনি তাঁহার পাঠকদের ধর্মীয় জীবন যাপন করিতে, আল্লাহ্কে ভয় করিতে এবং শেষ বিচারের দিনের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অনেকের ধারণা, আবুল-'আতাহিয়া আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু দার্শনিক ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রহিয়াছে। কাজেই তাঁহার কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে।

আরবী ছন্দশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া তিনি অনেক সময় কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কঠোর সমালোচককে স্বীকার করিতে হইয়াছে, কাব্য হিসাবে এই সমস্ত রচনার সৌন্দর্য অপূর্ব। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি ছন্দশাস্ত্র জানেন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি উহার ঊর্ধ্বে; انا اكبر من العروض" (দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ. ৭)।

বহু সংখ্যক কবিতার মধ্যে আবুল-'আতাহিয়ার রচনা সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ ভাষা দ্বারাই উহার পার্থক্য নির্ণীত হয়। মরু কাব্যের বাগাড়ম্বরকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া চলিতেন। কারণ নাগরিক সভ্যতা ও পরিবেশে উহা শুধু অবাস্তব কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হইয়াছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম সং, পৃ. ৭৯)। তিনি বলেন,

اشد الجهاد جهاد الهوى – وما كرم المرء الا التقى

"প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই কঠিনতম জিহাদ এবং সাধুতাই মানবকে সম্মানিত করে" (দীওয়ান, পৃ. ৩)।

কী সরল ও মনোরম ভাবধারা! অথচ ইহাতে একটি চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। কবিকে একবার তাঁহার নিম্ন বংশের খোঁটা দেওয়া হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

الا انما التقوى هو العز والكرم
وحبك للدنيا هو الفقر والعدم
وليس على عبد تقى نقيصة
اذا صح التقوى وان حاك او حجم

"সাধুতাই প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান; সংসারের প্রতি তোমার লোভ কেবল দারিদ্র্য ও অভাব সৃষ্টি করে। প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু ব্যক্তি জোলা বা রক্তমোক্ষক হইলেও কোন দোষ স্পর্শ করে না" (দীওয়ান, পৃ. ২৪৩)।

এই সামান্য দুই শ্লোকে একটি মহান সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اذ تناسبت الرجل فما ارى
نسبا يقاس بصالح الاعمال

"মানুষ বংশের গৌরব করে; কিন্তু আমি দেখি বংশগৌরব কখনও সৎকর্মের সমকক্ষ হয় না" (দীওয়ান, পৃ. ১৯৫)।

কূফা নগরে আবুল-'আতাহিয়া প্রতিপালিত হন। কথিত আছে যে, তিনি পারিবারিক কুম্ভকারশালায় স্বীয় ভ্রাতা ও অন্যান্য সকলের সহিত কাজ করিতেন। এইজন্য তিনি "আল্-জাররার" (কুম্ভকার) নামেও পরিচিত ছিলেন (CL. Huart, পৃ. ৭৪)। জনৈক সমসাময়িক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "আমি দেখিয়াছি, আবুল-'আতাহিয়া যখন কুম্ভকারের কাজ করিতেন তখন কাব্যামোদী বহু যুবক তাঁহার নিকট যাইত। তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং তাহারা ভগ্ন মৃৎপাত্রে উহা লিখিয়া লইত" (দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ. ৬)।

আবুল-'আতাহিয়া যখন তাঁহার কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিলেন তখন তিনি ইব্রাহীম নামক জনৈক মাওসিলবাসীর সহিত সেই যুগের জ্ঞানকেন্দ্র বাগদাদ যাত্রা করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়েন এবং তিনি হিরাতে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইলে খলীফা মাহ্দী তাঁহাকে বাগদাদে ডাকিয়া পাঠান। আবুল-'আতাহিয়া তথায় গিয়া কবিতায় মাহ্দীর স্তুতি করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। খলীফা হাদী, হারূনুর-রাশীদ ও মা'মূন-এর সহিতও তিনি পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহার কাব্যের গুণগ্রাহী ছিলেন।

'উতবা নামে খলীফা মাহ্দীর (ইসলামী বিশ্বকোষের মতে তাঁহার চাচাত ভাই রায়তার) একটি সুন্দরী বাঁদী ছিল। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে আবুল- 'আতাহিয়া তাহার প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। তাহার উদ্দেশে বহু গা'যাল লিখিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তোলেন, কিন্তু বাঁদীটি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতীক্ষায় ছিল। তাই কপর্দকহীন কবির প্রতি মনোযোগ দিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। কথিত আছে, এই ব্যর্থ প্রেমই কবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। ফলে তিনি সংসারবিরাগী সূফীবাদ ও নৈতিকতা (زهديات)-এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন (দীওয়ান, বৈরূত ১৮৮৬ সং, পৃ. ২৭৯-নিকলসন উল্লিখিত)। অপর মতে তিনি তৎকালীন দরবারী ও অভিজাত শ্রেণীর ভোগবিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতায় উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন (নিকলসন, ঐ)। তখন হইতে তাঁহার কাব্য প্রতিভা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ধর্মনিষ্ঠা, পার্থিব জীবনের অসারতা, পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার কাব্য এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্র চিত্তে এই প্রকার কবিতাই রচনা করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অভাবিতপূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া কবি আবূ নুওয়াস ধর্মীয় ও নৈতিক কবিতা রচনা আরম্ভ করিলে আবুল-'আতাহিয়া তাঁহার নিজস্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করিতে আবূ নুওয়াসকে নিষেধ করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, আখবার আবী নুওয়াস, কায়রো ১৯২৪, পৃ. ৭৪-এর বরাতে)।

আবুল-'আতাহিয়ার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার দরুন অনেকেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে। তৎকালে বিরোধী পক্ষকে জব্দ করিবার সহজতম পন্থা ছিল তাঁহাকে যিন্দীক হওয়ার অপবাদ দেওয়া। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধেও অধার্মিকতার অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়, তাঁহার কাব্যে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু কিয়ামাত ও বিচার দিবসের উল্লেখ নাই। অথচ তাঁহার কাব্যে এই অভিযোগের বিপরীত ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। মনে হয় এই মিথ্যা অপবাদের প্রতি ইংগিত করিয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

فسد الناس وصاروا ان راوا

صالحا فى الدين قالو مبتدء

"মানুষ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই কাহাকেও নিষ্ঠাবান দেখিলেই তাহাকে অধর্মের অপবাদ দিয়া থাকে" (দীওয়ান, পৃ. ১৫৩)।

আবুল-'আতাহিয়ার কাব্যে বিশিষ্ট ইসলামী মতবাদ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, বিশেষত কিয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে। কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে ঃ

لدوا للموت وابنوا للخراب ·

فكلكم يصير الى تباب

"মৃত্যুর জন্যই বংশবৃদ্ধি; ধ্বংসের জন্যই অট্টালিকা নির্মাণ। সকলকেই বিনাশের পথে যাইতে হইবে" (দীওয়ান, পৃ. ২৩)।

سأسأل عن امور كنت فيها

فما عذر هناك وما جوابى

بأية حجة احتج يوم الحساب

اذا دعيت الى الحساب

"এখানে থাকিয়া কি কি করিয়াছি সেই বিষয়ে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন কী ওযর দেখাইব এবং কী উত্তর দিব ? কিয়ামতের দিন যখন আমার হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকা হইবে তখন কী যুক্তি দ্বারা নিজের পক্ষ সমর্থন করিব" (দীওয়ান, পৃ. ঃ ২৩) ?

একবার আবুল-'আতাহিয়া (নুশজানবাসী) খালীল ইব্ন আসাদের নিকট গিয়া বলেন, লোকে আমাকে অধার্মিকতার অপবাদ দেয়, অথচ আমার ধর্ম সত্য সনাতন তাওহীদ। খালীল বলিলেন, তাহা হইলে এমন কিছু বলুন যাহা দ্বারা লোকের অভিযোগ খণ্ডন করা যায়। আবুল-'আতাহিয়া বলিলেন ঃ

الا اننا كلنا بائد واى بنى آدم خالد

وبدؤهم كان من ربهم وكل الى ربه عائد

فيما عجبا كيف يعصى الاله

ام كيف يجحده الجاحد

وفى كل شىء له آية

تدل على انه واحد

"আমাদের সবাইকে যাইতে হইবে। আদম-সন্তান কেহই অমর নহে। তাহাদের প্রারম্ভ বিশ্বপ্রভুর নিকট হইতে এবং সকলকেই স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আশ্চর্য্য! লোকে কিরূপে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়! কিরূপেই বা তর্কবাগিশগণ তাঁহাকে অস্বীকার করে? প্রতিটি বস্তুতেই তাঁহার নিদর্শন আছে যাহা সাক্ষ্য দেয়, তিনি একক" (দীওয়ান, পৃ. ২৯)।

এতদ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণিত হইতেছে, আবুল-'আতাহিয়া ছিলেন পাক্কা ঈমানদার, আল্লাহ্র একত্ব, কিয়ামত ও পরকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান।

এই কবিকে কৃপণতার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাও তাঁহার ব্যক্ত মতের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তিনি বারংবার অল্পে তুষ্টি, সন্তোষ বা কানা'আত (قناعة)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছেঃ

لم يزل القانعون لشرفنا

"আমাদের তুষ্ট ব্যক্তিগণই চিরদিন সম্মানিত" (দীওয়ান, পৃ. ১৮৪)। সংসারত্যাগী সাধুকেও তিনি বাদশাহ বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اذا اردت شريف الناس كلهم

فانظر الى ملك ذى مسكين

"যদি শ্রেষ্ঠ মানবকে দেখিতে চাও তবে কাঙালবেশী রাজাধিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর" (ঐ, পৃ. ২৭৪)।

نعم الفراش الارض فاقنع به

وكن عن الشر قصير الخطى

ما اكرم البصر وما احسن

الصدق وازينة بالفتي

"কী সুন্দর এই শ্যাম ভূমির গালিচা! ইহাতেই তুষ্ট থাক। পাপের পথ হইতে পদ সংবরণ কর। ধৈর্য অতি মাধুর্যময়; সত্য অতি মনোরম এবং যে কোন তরুণের জন্য ইহাই শ্রেষ্ঠ ভূষণ।"

এই বিষয়ে আরও একটি শ্লোক ঃ

لما حصلت على القناعة لم ازل

ملكا يرى الاكثار كالاقلال

"সন্তোষ অর্জনের পর আমি এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করি যেই স্থানে সম্পদকে দুর্ভোগ (দারিদ্র্য) গণ্য করা হয়" (দীওয়ান, পৃ. ১৯৯)।

নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ বাণী বলিয়া বিবেচিত হয়ঃ

تجرد من الدنيا فانك انما

وقعت الى الدنيا وانت مجرد

"সংসারের ঝামেলা হইতে মুক্ত হও (বা নিঃসংগ জীবন অবলম্বন কর); তুমি একাকীই সংসারে পতিত (ভূমিষ্ঠ) হইয়াছ" (দীওয়ান, পৃ. ৭৪)।

মা'মূনের রাজত্বকাল পর্যন্ত আবুল-'আতাহিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তখন তিনি বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন এবং কিছুকাল পরেই কালরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি আত্মসমর্পণের সুরে বারংবার আবৃত্তি করিতে থাকেন ঃ

الهى لا تعذبنى فانى
مقر بالذى قد كان منى
فما لى حيلنى الا خطايا
لعفوك ان عفوت وحسن ظنى
وكم من زلة لى فى الخطايا
وانت على ذو فضل ومن
اذا فكرت فى ندمى عليها
عضضت انامى وقرعت سنى

"প্রভু আমার! আমাকে শাস্তি দিও না, আমি স্বকৃত (পাপ) স্বীকার করিতেছি। তোমার মার্জনার আশা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর নাই, আমার সেই শুভ আশা অনুসারে আমাকে ক্ষমা কর। কতবার পাপ-প্রলোভনের পথে আমার পদস্খলন হইয়াছে, তবুও তুমি আমাকে দয়া ও অনুগ্রহ করিয়াছ। যখন আমি আমার পাপের লজ্জার কথা চিন্তা করি, তখন আমি দন্ত দ্বারা অংগুলি কর্তন করি এবং দন্ত ঘর্ষণ করিয়া থাকি" (দীওয়ান, পৃ. ২৬৩)।

আল্লাহর প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস, আকুতি ও আত্মসমর্পণ এই ছত্রগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

আবুল-'আতাহিয়ার মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তবে এই কথা ঠিক যে, তিনি সুপক্ব (প্রায় ৮০ বৎসর) উচ্চ সম্মান ভোগ করিয়া খলীফা মা'মূনের রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন। বাগদাদের পশ্চিম উপকণ্ঠে তাঁহাকে দাফন করা হয়। কবর ফলকে অংকিত করিবার জন্য তিনি যেই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহার শেষ পংক্তি এইরূপ ঃ

ليس زاد سوى التقى – فخذى منه او دعى

"পুণ্যের ন্যায় কোন পাথেয় নাই; উহা অর্জন কর, নচেৎ দূর হও" (দীওয়ান, পৃ. ১৪; তু. কুরআন ২ ঃ ১৯৭)।

আবুল-'আতাহিয়ার রচনা-প্রাচুর্য এত অধিক যে, উহার পূর্ণ সংকলন সম্ভব হয় নাই। স্পেনীয় জ্ঞানী ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র (মৃ. ৪৬৩/১০৭১) শুধু তাঁহার ধর্মবিষয়ক কবিতাসমূহের (زهديات) একটি সংকলন প্রস্তুত করিয়াছেন (ইং. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২সং, ১খ., পৃ. ১০৮)। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহা কেহ সংরক্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহার বন্ধু ইব্‌রাহীম আল-মাওসিলী তাঁহার অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন এবং উহা বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গীত হয়। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠতর সমসাময়িক কবি 'আবদুল-হামীদই প্রথম 'মুযদাবিজ' (مرزدوج দুই শ্লোকে অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্য) রচনা করিয়াছেন। আল-মা'আররীর মতে তিনিই সর্বপ্রথম মুদা'রি' (مضارع) ছন্দ আবিষ্কার করেন (আল-ফুসূলু ওয়াল-গা'য়াত, ১খ., পৃ. ১৩১)। আটটি দীর্ঘ শব্দাংশ বিশিষ্ট (Syllables) একটি ছন্দও তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন (ইং. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. স্থা.)।

বর্তমান যুগের একজন আরবী কাব্য সংগ্রাহক লিখিতেছেন, "কাব্যের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদক শক্তি উপলব্ধি করিয়া আমি কয়েকখানা ভাল কাব্য পুস্তক প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হই। এই উদ্দেশে আমি অনেক দীওয়ান অধ্যয়ন করি। কিন্তু পবিত্র ভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়া আবুল-'আতাহিয়ার দীওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়" (দীওয়ান, ভূমিকা, পৃ. ৩)।

তাঁহার দীওয়ানের প্রথম শ্লোক ঃ

الخير والشرعادات واهواء
وقد يكون من الاحباء اعداء

"ভাল ও মন্দ অভ্যাস ও প্রবৃত্তির পরিণাম ফল; বন্ধুও অনেক সময় শত্রুতে পরিণত হয়।"

এই শ্লোকে একটি সহজ সত্য ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা আবুল-'আতাহিয়ার কাব্য সংগ্রহের প্রথম শ্লোক হইবার উপযোগী বটে।

তরলমতি পাঠকগণ হয়ত তাঁহার কাব্যে চিত্তবিনোদনের বিশেষ কিছু পাইবে না, হয়ত নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিবে, "এ কেমন ধারার কবি! এ কাব্যের কোথাও প্রেমের গান, বিরহের জ্বালা, রমণী-সৌন্দর্যের বর্ণনা নাই; ইহা অপাঠ্য।" কিন্তু বৈধ ও অবৈধ প্রেমের চিত্রাংকন, প্রাকৃতিক ও নারী সৌন্দর্যের বিশদ বর্ণনা, প্রিয় মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ বর্ণনাই যদি শুধু কবিতা বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে অবশ্য আবুল-'আতাহিয়া ভাল কবি নহেন বা মোটেই কবি নহেন। কিন্তু প্রকৃত কাব্য এইরূপ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে, বরং উহা প্রশস্ততর, উচ্চতর ও মহত্তর। ইহা মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্যসমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার একটি সুন্দর বিকাশ। মানবের গহীন অনুভূতি কবির ছন্দে মূর্ত হইয়া ধরা দেয়। তাহাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস তাঁহার বাঁশির সুরে গুঞ্জরিয়া উঠে। এই কষ্টিপাথরে যদি আমরা আবুল-'আতাহিয়ার কাব্য বিচার করি তাহা হইলে আমাদের বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি। আরব-আজমে তাঁহাকে যে সমাদর ও সম্মান দেওয়া হইয়াছে তিনি তাহার প্রকৃত অধিকারী। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বেশ সুন্দর ও স্পষ্ট। তিনি বলেন ঃ

عمر الفتى ذكره لا طول مدته
وموته خزيه لا يومه الدانى
فاحى ذكرا بالاحسان تفعله
يكن كذالك فى الدنيا حياتان

"সুখ্যাতিই তরুণের প্রকৃত জীবন, অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা নহে। অখ্যাতি মানুষের মৃত্যু-সমাগত শেষ দিন নহে। সৎকর্ম দ্বারা তুমি খ্যাতিকে সঞ্জীবিত কর, তাহা হইলে এই নশ্বর জগতেই তুমি দুইটি জীবনের অধিকারী হইবে" (দীওয়ান, পৃ. ২৫৯)।

حياتك انفاس تعد فكلما
مضى نفس منها نقصت بها جزءا
يميتك ما يحييك فى كل ساعة
ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءا

"তোমার জীবন কতিপয় গোনা নিশ্বাস মাত্র; যখনই শ্বাস গ্রহণ কর তখনই তুমি জীবনের একটি অংশ হারাও। যাহা দ্বারা বাঁচিয়া থাক, প্রতি মুহূর্তে তাহাই তোমার মৃত্যু ঘনাইয়া আনে। তোমাকে এক চালক হাঁকাইতেছে, সে তোমার সহিত নম্র হইতে চাহে না" (দীওয়ান, পৃ. ১০)।

الا كل ما هو آت قريب
وللارض من كل حى نصيب

"যাহা আসন্ন তাহাই নিকটবর্তী। প্রত্যেক জীবিতের শরীরেই মাটির অংশ রহিয়াছে" (ঐ, পৃ. ২৬)।

আল্লাহ্‌র বন্দনায় তাঁহার একটি মনোজ্ঞ চরণঃ

سبحان من يعطى بغير حساب
ملك الملوك ووارث الاسباب

"যাহার দান অগণিত তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছি, তিনি রাজাধিরাজ ও জগৎ কারণের অধিকারী" (ঐ, পৃ. ৩০)।

তাঁহার দীওয়ানের শেষ পর্বে কবিতার নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি লক্ষ্য করুনঃ

رغيف خبز يابس تأكله فى زاوية
وكوز ماء بارد تشربه من صافية
وغرفة ضيقة نفسك خالية
او مسجد بمعزل عن الورى فى ناحية
تدرس فيها دفترا مستندا بسارية
معتبرا بمن مضى من القرون الخالية
خير من الساعة فى القصور العالية

এক খণ্ড শুষ্ক রুটি— কোণে বসিয়া আহার কর,
এক পাত্র শীতল পবিত্র পানি— আনন্দে পান কর;
ক্ষুদ্র একটি কুটির— তথায় তুমি একা থাক ;
অথবা বিজনে এক মসজিদে— লোকালয় হইতে দূরে,
গ্রন্থ পাঠে ব্যস্ত তুমি গির্দায় ঠেস দিয়া—
অতীতের জ্ঞান সাধনা করা
ধর্মের ছায়াতলে জীবন কাটানো হইতে শ্রেয়" (দীওয়ান, পৃ. ৩০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-'আতাহিয়া, দীওয়ান, ৩য় সং, বৈরূত ১৯০৯ খৃ. (২) R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, ৩য় মুদ্রণ, লন্ডন ১৯২৩ খৃ.;(৩) Encyclopaedia of Islam, ১ম সং, লাইডেন; (৪) ঐ, ২য় সং, লাইডেন ১৯৭৯ খৃ.; (৫) Clement Huart, History of Arabic Literature, লন্ডন ১৯০৫ খৃ.; (৬) আবদুল হক ফরিদী, আরব কবি আবুল-আতাহিয়া, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা ১৩৩৪ বাং, ফাল্গুন ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ২৮১-৮৮; (৭) কিতাবুল-আগ'ানী, ৩খ., কায়রো ১৩৪৫ হি.; (৮) আল-ফুসূল ওয়াল-গ'ায়াত, ১খ.; (৯) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৯১; (১০) Guidi, Tables ঃ অন্যান্য বরাতের জন্য; (১১) তারীখ বাগদাদ, ৬খ, ২৫০-৬০ Goldziher, Trans. IX, Congeress of Orientalists, পৃ. ১১৩ প.; (১২) G. Vajda, RSO , ১৯৮৯ পৃ. ২১৫প., ২২৫ প.; (১৩) Brockelmann, ১খ., ৭৬ ; পরিশিষ্ট ১খ., পৃ. ১১৯; (১৪) বৈরূতে প্রকাশিত দীওয়ানের আংশিক সংস্করণ, ১৮৮৭, ১৯০৯ খৃ.; (১৫) F.E. Bustani, সম্পা. মাজমূ'আ, বৈরূত ১৯২৭ খৃ.; (১৬) যুহদিয়্যাত, অনু. O. Rescher,স্টুটগার্ট ১৯২৮ খৃ.।

আবদুল হক ফরিদী

আবুল-'আন্‌বাস আস-স'ায়মারী (ابو العنبس الصيمرى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবিল্-মুগ'ীরা ইব্‌ন মাহান (২১৩-৭৫/৮২৮-৮৮), 'আব্বাসী দরবারের প্রখ্যাত বিদূষক (ভাঁড়), একই সঙ্গে একজন ফাকীহ, জ্যোতিষী, স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি হাল্‌কা ও গম্ভীর উভয় ধরনের প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহার মধ্যে ছিল কতিপয় ব্যঙ্গাত্মক, এমনকি অশ্লীল রচনাও। তাঁহার জন্মস্থান কূফা এবং সর্বপ্রথম তিনি ছিলেন বসরার নিকটে নাহ্‌র মা'কিল-এর মোহনায় অবস্থিত বসরার নিকট সায়মারা জেলার কাদী যাহা হইতে তিনি তাঁহার নিস্‌বাত (সায়মারী) গ্রহণ করেন। কিন্তু স্থূল রসের প্রতি তাঁহার তীব্র প্রবণতা অতি শীঘ্রই তাঁহাকে ব্যঙ্গরসাত্মক ব্যক্তিত্বরূপে এতই বেশী পরিচিত করিয়া তোলে যে, ইহার ফলে তিনি আল্-মুতাওয়াক্কিল (২৩২-৪৭/ ৮৪৭-৬১)-এর সভায় প্রবেশলাভে সমর্থ হন এবং তাঁহার সভাসদে পরিণত হন। সম্ভবত তিনি উত্তরাধিকারিগণের সভাতেও স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহা জানা যায়, তিনি আল-মুতামিদ (২৫৬-৭৯ / ৮৭০-৯২)-এর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। বাগদাদে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহাকে দাফন করা হয় কূফাতে।

আবুল-আন্‌বাসের ছিল এক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ইহাও বলা যায়, তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত ছিল, যদিও তাঁহার গ্রন্থাবলীর রচনাক্রম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। ইহা সুবিদিত যে, স্ববিরোধী মনে হইলেও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ হইতেই আরবদেশে পেশাগত বিদূষক শ্রেণীর উদ্ভব হয় (দ্র. F. Rosenthal, Humour in Early Islam, Leiden ১৯৫৬), কিন্তু এই সময়ের বিদূষকগণের খ্যাতি নির্ভর করিত হাস্যকর কাহিনী রচনায় তাঁহাদের পারদর্শিতা অথবা মনিবগণের বিনোদনের জন্য কৌতুকপূর্ণ অভিনয়ের উপর; প্রকৃতপক্ষে কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ না করিয়াই; (কোন কোন সমালোচক জাহি'জ-এর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিদূষক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ তাঁহার রম্য রচনাবলী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির)। ফিহ্‌রিসত (১৫১, ২৭৮, সং, কায়রো, ২১৬, ৩৮৮) ও য়াকু'ত-এর প্রদত্ত আবুল-'আন্‌বাস-এর গ্রন্থাবলীর তালিকার শিরোনামগুলি সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তাহা হইলে তিনি

একদিকে এমন এক শ্রেণীর সাহিত্যের স্রষ্টা বা অন্ততপক্ষে প্রধান প্রতিনিধি যাহা মাকামায় ও পরে ব্যঙ্গ রচনা বা অশ্লীল সাহিত্যে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে একজন জ্যোতিষী, মুতাকাল্লিম (ধর্মতত্ত্ববিদ) এবং সম্ভবত সমাজ বিজ্ঞানের একজন গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর।

খলীফার দরবারে তাঁহার ভূমিকা ছিল একজন রাজকীয় বিদূষকের এবং কখনও কখনও তাঁহাকে খলীফার নিজস্ব মতামত অথবা অনুভূতিকে সরস, অসংযত ও ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে প্রকাশ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হইত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য আল-বুহ'তুরীকে প্রদত্ত প্রায়শ উদ্ধৃত তাঁহার প্রত্যুত্তর যখন তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 'আস-সূলী আশ্'আরু আওলাদিল-খুলাফা, সম্পা., J. Heyworth- Dunne, London 1936, ৩২৫, আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৭খ., ২০২-৪; নং ৩৮৫-৮; আগ'ানী, ১৮খ., ১৭৩-সম্পা, বৈরূত, ২১খ., পৃ. ৫৩৭; আল-হুসরী, জাম'উল-জাওয়াহির, ১৫-১৬; য়াকূ'ত, উদাবা, ১৮খ., পৃ. ১২-১৪ ইত্যাদি)। তাঁহার পূর্ববর্তীর ন্যায় তিনিও রসাত্মক গল্প রচনায় দক্ষ ছিলেন এবং এই সকল গল্প ও তাঁহার কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র সংকলনে সংগৃহীত হয় এবং অনেক পরিচ্ছেদ ইব্‌ন 'আব্দ রাব্বিহী (ইক্'দ, কায়রো ১৯৬২, ৪খ., পৃ. ১৪৮), এমনকি ইব্‌নুল-জাওযী (আখবারুল- হুমাক'া ওয়াল-মুগাফ্‌ফালীন, দামিশক ১৩৪৫ খৃ., পৃ. ৮৫, ১১১, ১৪৩)-এর ন্যায় গ্রন্থকারগণের রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহা এই সকল রাশভারী গ্রন্থকারগণের উপর অননুকরণীয় জাহিলী সাহিত্যের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে তাহার সাক্ষ্য বহন করে। এই ব্যাপারে আবুল-'আনবাস অন্যান্য রসিক নায়ক হইতে তেমন ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফিহরিস্ত-এর তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহারা বিভিন্ন গল্প সংগ্রহ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই ব্যাপারে ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি অনেক রচনা রাখিয়া গিয়াছেন যাহার শিরোনাম হইতে মনে হয়, সেইগুলি ব্যঙ্গাত্মক বা নোংরা। উদাহরণস্বরূপ কিতাবু ফাদ্'লিস-সুল্লাম আলাদ-দারাজ (সিঁড়ির তুলনায় মই-এর শ্রেষ্ঠত্ব) ছিল সম্ভবত সম্পূর্ণভাবেই একটি কৌতুক, রচনা কিন্তু একটি মাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করিলেও কিতাবু নাওয়াদিরিল-কু'ওওয়াদা (نوادر القوادة) = কোটনাদের অভিনব গল্প) নিশ্চিতভাবেই অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। আবুল-'আন্‌বাস ও তাঁহার অন্তরঙ্গ আবুল-'ইবার (আস-সূলী, পৃ. স্থা; আগানী, সং., বৈরূত, ২৩ খ., ৭৭-৮)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি যদি জ্ঞানের ('ইল্‌ম) পথ পরিহার করিয়া থাকেন তবে তাহা এইজন্য যে, সুখফ্ ও রাকা'আ (অশ্লীলতা ও ব্যঙ্গ) ছিল অধিকতর লাভজনক ও অর্থকরী। আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফাতকালে অনুষ্ঠিত এই কথোপকথনে আবুল-'আন্‌বাস ঘোষণা করেন, তিনি সুখ ও রাকাআ সম্পর্কে ত্রিশটির অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি এই, আমাদের নিকট তাঁহার রচনাবলীর যেই তালিকাটি রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অথবা যেই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ভাবগম্ভীর বলিয়া মনে হয় তাহা বস্তুত মোটেই গম্ভীর নহে? অথবা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় এমন সব বিষয়বস্তুতে প্রত্যাবর্তন করেন যাহা ছিল (যেমনটি কতক গ্রন্থের শিরোনাম হইতে অনুমিত হয়) অপেক্ষাকৃত কম চপল? এই সকল গ্রন্থের একটি আল-জাহি'জ-এর রচনাবলীর সহিত এত বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ যে, C.E. Bosworth (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন হয়ত আবুল-'আন্‌বাস জাহি'জে'র রচনাবলী হইতে ভাব অপহরণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ তালিকায় রহিয়াছে কিতাবুল-ইখ্‌ওয়ান ওয়াল-আস্‌দিকা' ও কিতাবুল-মাসাবীল-'আওয়াম ওয়া-আখ্‌বারিস-সিফলা ওয়াল-আগ'তাম, এমনকি কিতাবুছ-ছুকালা' (Book of Bores-বিরক্তিকর ব্যক্তিদের পুস্তক); এই ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানের জন্য এই সকল শিরোনামের পশ্চাতে কি রহিয়াছে তাহা জানা প্রয়োজন।

আস্-স'ায়মারীর কাব্য ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; বর্তমানে প্রাপ্তব্য কাব্য পাঠের প্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায়, তাঁহার সমস্ত কাব্যই লাম্পট্য ও নোংরামীপূর্ণ ছিল না, বরং ইহাদের মধ্যে ছিল এইরূপ একটি সুবিদিত পংক্তি 'নিরাময়ের সকল আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে এমন কয়জন রুগ্ন ব্যক্তি তাহাদের চিকিৎসক ও শুভানুধ্যায়ীদের মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া রহিয়াছে।

তালিকাগুলিতে অন্ততপক্ষে তা'খীরুল-মা'রিফা নামক একটি রচনার উল্লেখ আছে যাহা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। এই একক গ্রন্থটি য়াকূ'ত নিঃসন্দেহে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার মু'জামুল-বুল্‌দান-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (দ্র. স'ায়মারা), অথচ সেই গ্রন্থকার তাঁহার ইরশাদুল-আরীব-এ ৪০টি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত আবুল-'ইবার কর্তৃক মুতাকাল্লিম বলিয়া আখ্যায়িত আবুল-'আন্‌বাস দৃশ্যত ছিলেন মু'তাযিলী এবং এই কারণে তিনি ইব্‌ন বাত্তা (H. Laoust, La profession de foid' Ibn Batta, দামিশ্‌ক ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৭০) কর্তৃক 'কাফির ও ভ্রান্তদের, (তাঁহার মতে মু'তাযিলী) মধ্যে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়াছেন । অন্য এক পর্যায়ে আমরা এইরূপ গ্রন্থ শিরোনামের সন্ধান পাই যাহা হইতে অনুমিত হয়, আবুল-'আন্‌বাস 'বৈজ্ঞানিক' বিষয়েও সমভাবে উৎসাহী ছিলেন। হাতুড়ে বৈদ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের বিরুদ্ধে লিখিত তাঁহার কিতাবুর-রাদ্দ 'আলাল-মুতাত'াব্বিবীন-কে যদি সুনির্দিষ্টভাবে সমাজের চিত্ররূপে বিবেচনা করা যায়, তবে তাঁহার কিতাবুর-রাদ্দ 'আলা আবী মিখায়ল আস- সায়দালানে(?) ফিল-কিমিয়াকে সার্বিকভাবে আলকেমীর (রসায়ন) খণ্ডনরূপে বিবেচনা করা যায় না এবং তাঁহার কিতাবুল-জাওয়ারিশ ওয়াদ- দারয়াকাত হইতে কাহারও মনে এইরূপ ধারণা জন্মান সম্ভব যে, তিনি ভেষজবিদ ছিলেন। কিতাবু তাফ্‌সীরির-রু'য়া গ্রন্থটি খুবই ব্যাখ্যাসাধ্য। কারণ স্বপ্ন-ব্যাখ্যা- সমালোচনাকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত যুক্ত করা চলে; ইহাই আবুল-'আন্‌বাসকে স্থায়ী খ্যাতি প্রদান করে। বস্তুত সুখফ ও হায্‌ল-এর বিরুদ্ধে ধার্মিকদের সার্বিক প্রতিক্রিয়ায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাহার ফলে নকল-নবীশগণ প্রথমদিকেই তাঁহার এই সকল রচনা নকল করা বন্ধ করেন, তথাপি সা'য়মারীর নাম হস্তলিখিত তালিকায় উল্লিখিত হইতে থাকে; যদিও এই সকল তালিকায় প্রদত্ত শিরোনামসমূহ প্রথম দিকের একটি তালিকায় প্রদত্ত নিম্নোক্ত শিরোনামের সহিত মিলে না ঃ কিতাবুল- মাওয়ালীদ, কিতাবু আহ'কামিন-নুজূম, কিতাবুল-মুদ্‌খাল ইলা সিনাআতিন নুজূম ও কিতাবুর-রাদ্দ 'আলাল-মুনাজ্জিমীন। বাস্তবে তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত কিতাবু আস্'লিল-উসূ'ল

গ্রন্থটি প্যারিসের B.N. (blbiothe Nationale) [৬৬০৮] ও লন্ডনের British Museum (suppl. Rieu.৭৭৫ Brockelmann S.I.,৩৯৬) -এ রক্ষিত। কিন্তু ইব্‌নুন-নাদীম দাবি করেন, তিনি আবূ মা'শার-এর কিতাবুল-উসূ'ল আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং আল-কি'ফ্‌তী (তারীখুল-হুকামা, ed. Lippert, Leipzig ১৯০৩ খৃ., ৪১০) অভিযোগ করিয়াছেন, তিনি অন্যের গ্রন্থাদি অপহরণ করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছেন। অপর একটি গ্রন্থ কিতাবুন ফিল-হি'সাবিন-নুজূমী-এর কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে, কিন্তু সাবেক তালিকা ও Brockelmann-এর উল্লিখিত কিতাবু আহ'কামিন-নুজূম Vatican-এ রক্ষিত ইহার গুরুত্বপূর্ণ অনুলিপিটি হি'সাবু নুজূমী-এর উপস্থাপনা মাত্র। এই কপিটির গুরুত্বের কারণ, ইহার তারিখ ৩০ রাবী'উল-আওওয়াল, ১২২১/১৭ জুন, ১৮০৬ এবং ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের ক্রমাগত সফলতার সাক্ষ্য প্রদান করে, যুগপৎ গ্রন্থকার সায়মারীকে প্রদত্ত সম্মানেরও প্রমাণ বহন করে যিনি পরবর্তীদের জন্য একটি সেরা গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন এবং একজন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান দার্শনিকরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

G. Levi della Vida, (Elenco di manescri pti arabo Islamici della Bibliotheca Vaticana, Vatican City, ১৯৩৫, নং ৯৫৫/৮ ও ৯৫৭। এই কথা বলিয়া বিশেষ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেন নাই যে, আমাদের নিকট কিতাবু আস্'লিল-উসূ'ল-এর অপর একটি সংকলন রহিয়াছে এবং অবশেষে আমরা আবূ মা'শার-এর একটি পুনর্বিন্যস্ত গ্রন্থ লাভ করি। সুতরাং ইহা অনুমান করা যায়, আবুল-'আন্‌বাসের অকৃত্রিম কোন রচনা বিদ্যমান নাই এবং বৈজ্ঞানিক মহলে ইহারা কেবল কৃত্রিম খ্যাতির অধিকারী। তৎসত্ত্বেও তিনি নিশ্চয় কোন গুরুত্বের অধিকারী ছিলেন। কারণ ইব্‌ন বাত্তা তাঁহার সমালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। যে 'আদাব' রচয়িতাগণ তাঁহার কল্পকাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাদেরই মত একজন প্রখ্যাত লেখক অর্থাৎ বাদী'উয-যামান তাঁহাকে একজন রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে দাঁড় করাইয়া তাঁহার জন্য স'য়মারীর মাকামাটি নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে আবুল-'আন্‌বাস স্বয়ং বর্ণনাকারী ও নায়ক। ইহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ঐশ্বর্য ও অতিথি সেবাপরায়ণতার অবস্থান হইতে কিরূপে আপন বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া যুগধারা অনুযায়ী একজন ভবঘুরেতে পরিণত হন। এই কারণে তিনি অভিজাত মহলের উপযুক্ত হালকা কাব্য ও পেশাদার মনোরঞ্জনকারিগণের 'সুখ্‌ফ' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। বাগদাদে সাবেক অবস্থা পুনরুদ্ধার করা এবং পূর্বতন বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পক্ষে ইহাই ছিল তাঁহার জন্য যথেষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র. (১) খাত'ীব বাগ'দাদী, তারীখ, ১খ., পৃ. ২৩৮; (২) আখবারুল-বুহ'তুরী, নির্ঘন্ট; (৩) কিফ্‌তী, আল-মুহ'াম্মাদুম-মিনাশ-শু'আরা, বৈরূত ১৩৯০/ ১৯৭০, নং ১০১; (৪) ইব্‌নুল-জার্‌রাহ', ওয়ারাকা ৫; (৫) মারযুবানী, মু'জাম, ৩৯৩; (৬) ঐ লেখক, মুওয়াশ্‌শাহ', ২৮৫; (৭) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, নুকুম. ৩খ., পৃ. ৭৪; (৮)Suter, Mathematiker, Leipzig ১৯০০, ৩০; (৯) কাহ'হ'ালা, ৯খ., পৃ. ৩৮; (১০) যিরিক্‌লী, ৬খ., পৃ. ২০২; (১১) F.bustani, in DM., ৪খ., পৃ. ৪৮৬-৭; (১২) M.R, Ghazi, in Arabica, ৪খ. (১৯৫৭ খৃ.), ১৬৮; (১৩) Ch. Pellat, Un curieux ammuseur bagadien: Abul Anbas as-Saymari, in studia or in mem. C. Brockelman, Halle 1968, ১৩৩-৭; (১৪) C.E. Bosworth, The mediaeval Islamic underworld, Leiden ১৯৭৬, ১খ., পৃ. ৩০-২; (১৫) মুহ'াম্মাদ বাকি'র 'আলওয়ান, আবুল-'আনবাস মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক আস-স'ায়মারী, in আল-আবহাছ, ২৬ খ. (১৯৭৩-৭ খৃ.), Arabic section, ৩৫-৫০।

Ch., Pellat (E.I.[2] Suppl.)/ আবদুল বাসেত

আবুল-'আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ' (ابو العباس السفاح) ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌নিল 'আব্বাস, প্রথম আব্বাসী খালীফা। আস-সাফ্‌ফাহ উপাধিটির অর্থ 'রক্তপিপাসু' বা 'দানশীল'। আল-হ'াসান ইব্‌ন কাহতাবা কূফা অধিকার করিবার কিছুদিন পর সাফার, ১৩২/সেপ্টেম্বর অক্টোবর, ৭৪৯ সনে আস-সাফ্‌ফাহ' আব্বাসী বংশের অন্য সদস্যদের সহিত তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানের জামে' মসজিদে ১২ রাবী'উছ-ছানী/২৮ নভেম্বর তাঁহাকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে তিনি এক বিখ্যাত ভাষণ দান করেন।

আবুল-আব্বাসের প্রথম কাজ ছিল উমায়্যাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা। 'আব্বাসী সৈন্যদল তাঁহার চাচা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আলীর পরিচালনাধীনে 'আপার যাব' সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লয় (জুমাদাছ-ছানী ১৩২/জানুয়ারী ৭৫০)। অতঃপর তাঁহারা ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন হইয়া দ্বিতীয় মারওয়ানের পশ্চাধাবনে লিপ্ত হয়। মারওয়ান মিসরে নিহত হইলে (যুলহি'জ্জা ১৩/আগস্ট, ৭৫০) মূল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে বলিয়া গণ্য করা যায়। ওয়াসিত-এ ইব্‌ন হুবায়রা (দ্র.)-র বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ শীঘ্রই প্রতারণা দ্বারা দমন করা হইয়াছিল। এইরূপে ইরাক ও সিরিয়ায় যে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা রক্তপাতের মাধ্যমে দমন করা হয়। বিজয়ীরা রক্তাক্ত প্রতিহিংসা গ্রহণে লিপ্ত হয়, তন্মধ্যে নাহ্‌র আবী ফুতরুস (দ্র.)-এর ঘটনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আলী বানূ উমায়্যার প্রায় ৮০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মৃতদেহের উপর দস্তরখান পাতিয়াছিলেন। অতঃপর উক্ত লাশসমূহ কুকুরের সম্মুখে ভক্ষণের জন্য নিক্ষিপ্ত হয়। কূফা, বসরা ও হিজাযেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ইহা ছাড়া উমায়্যা খলীফাদের কবরসমূহের অবমাননা করা হয়। যেই সুফল লাভের আশায় 'আলীপন্থিগণ বানূ উমায়্যার বিরুদ্ধে আব্বাসীদেরকে সমর্থন দিয়াছিল তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার দরুন যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় একই ধরনের রক্তপাতের মাধ্যমে তাহাও দমন করা হয়। সুতরাং ১৩৩/৭৫০-৫১ সনে খুরাসানের গর্ভনর আবূ মুসলিম বুখারার 'আলীপন্থীদের পক্ষে যে বিদ্রোহ হয় তাহা দমন করেন।

এমনিভাবে আব্বাসীগণ খিলাফাত লাভ করিবার অব্যবহিত পরই বিরোধিতার প্রধান প্রধান উৎস— যেমন তাহাদের পুরানো শত্রু উমায়্যা ও 'আলীপন্থীদেরকে নির্মূল করেন। স্বীয় দলের রাজনৈতিক ও সামরিক

নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা অত্যধিক ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন অথবা যাহাদের সম্পর্কে সংগত বা অসংগত কারণে বিদ্রোহের সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছিল আব্বাসীগণ আরও অগ্রসর হইয়া তাহাদেরও নির্মূল করিয়াছিলেন। আবূ মুসলিমের প্রশ্রয়ে আবূ সালামা (দ্র.) এবং সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর (দ্র.)-কেও দমন করা হয়। ইহার পর স্বয়ং আবূ মুসলিমের পালা আসে। ট্রান্স-অক্সানিয়াতে (১৩৫/৭৫২-৩) যিয়াদ ইব্‌ন সা'লিহ'-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে যেই প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় তাহা বিফল হয়। কিন্তু আবুল-'আব্বাসের মৃত্যুর অব্যবহৃতি পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মান্‌সূর (দ্র., কর্তৃক গৃহীত দ্বিতীয় পদক্ষেপ সফলভাবে কার্যকর হয়।

আবুল-আব্বাস যুল-হিজ্জা ১৩৬/ জুন ৭৫৪ সনে আল-আনবার শহরে (যেইখানে তিনি আবাস স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন) ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্র সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন মত প্রকাশ করা দুষ্কর। কারণ তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ঘটনাবলীতে তাঁহার ব্যক্তিগত অংশ কতখানি ছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার শাসনামলে আব্বাসী আন্দোলন বৈপ্লবিক পর্যায় হইতে আইনগত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়া দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রথম নিদর্শনাবলীর বিকাশ ঘটে, যাহা আল-মানসূ'র-এর শাসনামলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দীনাওয়ারী, আল-আখবারুত-তিওয়াল (Guirgass); (২) য়াকূবী; (৩) তাবারী; (৪) মাস্'উদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; (৫) আগা'নী Tables; (৬) Th. Noldeke Orientalische Skizzen, 118-21; (৭) J. Wellhusen, Das arabische Reich, 338-52;আস-সাফ্‌ফাহ উপাধি সম্পর্কে দ্র. (৮) H.F. Amedroz,. in JRAS. On the meaning of the Laqab As-Saffah, 1907, 660-3; ইব্‌ন হুরায়রা সম্পর্কে দ্র.; (৯) S. Moscati, ii "tradimento" di Wasit, in Museon, 1951 খৃ., 177-86; উমায়্যাদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্র. (১০) ঐ লেখক, La massacre des Umayyades, in Aro, 1950, 88-115; (১১) ঐ লেখক, Studi su Abu Muslim, 1-11 Rend. Lin 1949, 323-35, 474-95;1950 খৃ., 89-105, and ABU MUSLIM প্রবন্ধ।

S. Moscati (E.I.2) মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবুল-'আব্বাস আস-সিব্‌তী (ابو العباس السبتى) : ১২শ শতকের শেষার্ধের মরক্কোবাসী সূফী ও জ্যোতিষী। ইব্‌ন খালদূন তাঁহার ভূমিকায় (Prolegomena)সিব্‌তীর 'যাইর জাল-আলম (সম্ভবত زيج العالم =তারকারাজির গতি-নির্দেশক চার্ট) নামক জ্যোতিষশাস্ত্র বিষ'য়ক তালিকার বিস্তৃত আলোচনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে সিব্‌তী তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ (ابو العباس احمد) : ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুফাররাজ, আন-নাবাতী (আনু. ১১৬৫, আনু. ১২৪০), হাফিজুল কুরআন, বিখ্যাত স্পেনীয় মুসলিম উদ্ভিদবিদ্যাবিদ, জন্ম ও মৃত্যু সেভিলে। তাঁহার মাতা খৃস্টান ছিলেন। উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল মৌলিক। উদ্ভিদ অনুসন্ধানে তিনি উত্তর আফ্রিকা, মিসর ও আরও পূর্বে ভ্রমণ করেন এবং সিরিয়া ও ইরাক হইতে, পাশ্চাত্য দেশে জন্মে না এমন বহু উদ্ভিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্পেনে ফিরিয়া যান। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত কিতাবুর-রিহ'লাতে প্রধানত লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী নূতন ধরনের গাছপালার আলোচনা আছে। তাঁহার গ্রন্থাদি তাঁহার বিখ্যাত ছাত্র ইবনুল-বায়তার-এর প্রচুর উদ্ধৃতির মাধ্যমে সমধিক পরিচিত, শুধু আন-নাবাতী নামেও তিনি পরিচিত।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (দ্র. আবূ মাহ'ল্লী)

আবুল-'আমায়ছাল, 'আবদুল্লাহ (ابو العميثل ، عبد الله) : ইব্‌ন খুলায়দ ইব্‌ন সা'দ (মৃ. ২৪০/৮৫৪) একজন অপ্রসিদ্ধ কবি; তিনি নিজেকে বানূ হাশিম গোত্রের মাওলা বলিয়া দাবি করিতেন। তিনি মূলত রায় শহরের লোক ছিলেন। তিনি খুরাসানে তা'হির ইবনুল-হু'সায়ন (দ্র.)-এর সচিব হিসাবে চাকুরী করিতেন এবং তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহর শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি 'আবদুল্লাহর সন্তানদের শিক্ষক ও তাঁহার নিজের সচিব ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি তাঁহার মনিবের প্রতি সম্বোধিত কবিতাসমূহের মূল্যায়ন করিবার বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং ইহা করিতে গিয়া তিনি আবূ তাম্মামের একটি কবিতা বর্জন করিয়াছিলেন। ফলে কবি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধ্রুপদী (Classical) পদ্ধতির ভক্ত ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে এইজন্য আল-মা'মূন তাঁহার কাব্যকে জারীর রচিত কাব্যের তুলনায় উৎকৃষ্টতর বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহার কাব্য ছিল বেদুঈন ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং রচনাশৈলীর দিক দিয়া চিরায়ত ধ্রুপদী (Classical)। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশই তা'হির বংশের দুই ব্যক্তির স্তুতি সম্বলিত, যদিও তাহিরকে সম্বোধন করিয়া রচিত তাঁহার কাব্যের কোন অংশ বর্তমানে পাওয়া যায় না। ফিহ্‌রিস্ত-এর মতে (পৃ. ২৩৪) তাঁহার দীওয়ান ১০০ পাতা সম্বলিত এবং ইহাতে সাহল-এর পুত্র আল-হা'সান ও আল-ফাদ্'ল-এর স্তুতিও রহিয়াছে।

আবুল-আমায়ছাল একজন ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে সমভাবে পরিচিত। তাঁহার প্রতি বিভিন্ন কারিগরী গ্রন্থ আরোপ করা হয়, (দ্র.) কিতাবুত-তাশাবুহ (আত্-তাশাবীহ), কিতাবুল-আব্‌য়াতিস-সাইরা ও কিতাবু মা'আনিশ-শি'র। F. Krenkow 1925 খৃ. তাঁহার كتاب الماثور فى ما اتفق لفظه واختلف معناه প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জাহিজ, বায়ান, ১খ., পৃ. ২৮০; (২) ঐ লেখক, হায়াওয়ান, ১খ., পৃ. ১৫৫, ৬খ., পৃ. ৩১৬, মূল পাঠ ত্রুটিযুক্ত, উহাতে তাহাকে অদ্ভুতভাবে রাজিয (اجز) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; (৩) ইব্‌ন আবী তাহির তায়ফুর, কিতাবু বাগদাদ, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯ খৃ., ১৬৮; (৪) ইব্‌ন কু'তায়বা, 'উয়ূন, ১খ., পৃ. ৮৫; (৫) ইব্‌নুল-মু'তায্য,

তাবাক'াত, ১৩৫-৬; (৬) ফিহরিস্ত, ৭২-৩, ২৩৪; (৭) কালী, আমালী, ১খ., পৃ. ৯৮; (৮) বাক্রী, সিম্তুল-লা'আলী, ৩০৮ ও নির্ঘণ্ট; (৯) আমিদী, মুওয়াযানা, কায়রো ১৯৬১-৫, ১খ., পৃ. ২০-১; (১০) মারযুবানী, মুওয়াশ্শাহ, ১৪; (১১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, নং ৩৪৪, অনু. de Slane, ২খ., পৃ. ৫৫-৭; (১২) আবূ রাগি'ব আল-ইসফাহানী, মুহা'দা'রাত, ১খ., ১০২; (১৩) ইব্ন 'আবদি রাব্বিহী, 'ইক্'দ, ১খ., পৃ. ৫৯; (১৪) য়াকূত, বুলদান, ৩খ., ৮৩২, ৪খ., ৭৯৬; (১৫) ইব্শীহী, মুস্তাত'রাফ, ১খ., পৃ. ৮৪; (১৬) য়াফি'ঈ, মিরআতুল-জানান, ২খ., ১৩০-১; (১৭) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ৬খ., ৮৫; (১৮) Brockelmann, S I, ১৯৫; (১৯) C.E. Bosworh, The Tahirids and Arabic culture in JSS, ১৪খ. (১৯৬৯), ৫৮; (২১) J.E. Bencheikh, Les voies d'une creation, Sorbonne thesis ১৯৭১ খৃ., অপ্রকাশিত, ১০৮ ও নির্ঘণ্ট।

Ed, (E.I.² Suppl.) পারসা বেগম

আবুল-আয্ওয়ার (ابو الازور) ঃ হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক মনোনীত সিরিয়ার আমীর আবূ 'উবায়দা (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনায় আবুল-আযওয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি ইব্ন জুরায়জের সূত্রে 'আবদুর-রায্যাক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবূ 'উবায়দা (রা) সিরিয়ার আমীর থাকাকালে তথায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিনজন সা'হাবী আবূ জানদাল ইব্ন সুহায়ল, দি'রার ইব্নুল-খাত্'তা'ব ও আবুল-আযওয়ার মদ্যপান করিয়াছিলেন। আমীর আবূ 'উবায়দার পক্ষ হইতে আপত্তি ও নিষেধ আসিলে আবূ জানদাল নিজেদের পক্ষে আল-কু'রআনের এই আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করিলেন ঃ

ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات .

ইহাতে নিরুপায় হইয়া আবূ 'উবায়দা (রা) বিষয়টি খলীফা হযরত 'উমার (রা)-কে লিখিয়া জানাইলেন। উত্তরে হযরত 'উমার (রা) মদ্যপায়ী সাহাবীত্রয়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি বিধানের নির্দেশ পাঠাইলেন। তখন আবুল-আযওয়ার আবূ 'উবায়দার নিকট এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করিলেন, যদি তাঁহাদের শাস্তি অপরিহার্য হয় তাহা হইলে পরের দিন তাঁহাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। যুদ্ধে যদি তাঁহাদের মৃত্যু হয় তবে তাহাই হইবে অপরাধের শাস্তি। আর যদি তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসেন, তখন যেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এক শত্রুর সহিত লড়াইয়ে আবুল-আয্ওয়ার শাহাদাত বরণ করেন। তখন অবশিষ্ট দুইজনের বিরুদ্ধে মদ্য পানের শাস্তি কার্যকর করা হয়। আবূ 'উমার এই আবুল-আয্ওয়ারকে আবুল-আযওয়ার আল-আহ'মারী বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আসলে ইঁহারা দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। তাহার প্রমাণ, আল-আহ্'মারী হইতে আবূ সুফ্য়ান আছ-ছাকাফী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ এই আবূ সুফ্য়ান হযরত উমার (রা)-এর খিলাফাতকাল পান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, আবুল-আয্ওয়ার আল-আহ্মারী এক ভিন্নতর পরবর্তী ব্যক্তিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮, ৪খ., ৫-৬।

আবুল-আয্ওয়ার আল-আহ্মারী (ابو الازور الاحمرى) ঃ (রা) ইব্ন মান্দা এই সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইব্রাহীম ইব্ন ইস্মা'ঈল ইব্ন আবী হ'াবীবার সূত্রে একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, এই ইব্রাহীম বর্ণনা করিয়াছেন উমার ইব্ন আবী সুফ্য়ান হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতা আবূ সুফ্য়ান হইতে আর ইনি আবুল-আয্ওয়ার আল-আহ্মারী হইতে হাদীছটি এইরূপঃ একদা আবুল-আযওয়ার আল-আহ্'মারী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি বলিলেন, "রমযান মাসের একটি 'উমরা একটি হ'জ্জ-এর সমান।"

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, ৪খ., পৃ. ৫।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আবুল-আয্হার আল-আনমারী (ابو الازهر الانمارى) ঃ (রা) মূল নাম ও বংশ-পরিচয় জানা যায় না। এক অসমর্থিত সূত্রে তাঁহার নাম য়াহ্'য়া ইব্ন নাফীর বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। কুন্য়া বা উপনামের ক্ষেত্রেও দুইটি মত রহিয়াছে। একটি আবুল-আয্হার ও অন্যটি আবূ যুহায়র। আল-বাগ'াবী বলেন, "আবুল-আযহার আল-আনমারীর কোন বংশ তালিকা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা তাহাও আমার জানা নাই"। তবে ইব্ন হ'াজার তাঁহার আল-ইস'াবা ফী গ্রন্থে একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন এবং তিনটি হ'াদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদের সুনান গ্রন্থে রাবী'আ ইব্ন য়াযীদ আদ-দিমাশ্কী-র সূত্রে একটি হ'াদীছ বর্ণিত হইয়াছে। রাবী'আ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুইজন সাহাবী আবুল-আযহার আল-আন্মারী ও ওয়াছিলা ইব্নুল-আস্কা (রা)-এর নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করিবে এবং তারপর উহা লাভ করিবে, তাহার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব লিখিত হইবে"। ইহা ছাড়া আবূ দাউদের সুনান গ্রন্থে য়াহ'য়া ইব্ন হ'াম্যা-র সূত্রে আবুল-আয্হার আল-আনমারী কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীছও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইব্ন হ'াজার বলিয়াছেন, 'আমীন' বলা সম্পর্কে তাঁহার একটি হ'াদীছ রহিয়াছে। এই হাদীছটি তাঁহার নিকট হইতে আবুল মিস'বাহ আল-কু'রাশী বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের তালিকায় কাছীর ইব্ন মুররা ও শুরায়হ' ইব্ন উবায়দ-এর নামও রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা ,৪খ., পৃ. ৬।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আবুল-'আযাইম মুহ'াম্মাদ মাদী (ابو العزائم محمد ماضى) ঃ মিসরবাসী একজন এবং রাজনৈতিক কর্মী; জন্ম ২৭ রাজাব, ১২৮৬/২ নভেম্বর, ১৮৬৯-এ রাশীদ শহরে এবং বর্তমান গার্বিয়্যা প্রদেশের দাসুকের নিকটবর্তী মাহাল্লাত আবূ আলী নামক গ্রামে লালিত হন। তিনি আল-আয্হার (দ্র.) ও দারুল-'উলূম (দ্র.)-এ অধ্যয়ন করেন। ১৩০৮/১৮৯০-৯১ খৃ. তিনি গ্রাজুয়েট হন এবং পরবর্তী পঁচিশ বৎসর তিনি

মিসর ও সূদান-এর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারী স্কুলে ও খার্তুমের গর্ডন কলেজে শিক্ষকতা করেন। শেষোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি ১৯১৫ খৃ.-এর আগস্ট পর্যন্ত ইসলামী আইন শিক্ষা দান করেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হয়। কারণ তিনি সূদানে বৃটিশের প্রশাসনিক সংস্কারসমূহের সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এইগুলির বিরোধিতা করেন। এইখানে তাঁহার চলাফেরার স্বাধীনতা শুধু আল-মিন্য়া প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় এক বৎসর পরে ১৯১৬ খৃ.-এ তাঁহাকে কায়রোতে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এখানে তিনি শাযিলিয়্যা (দ্র.) তারীকা সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব ধারণা প্রচার ও প্রসারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এই তারীকায় তাঁহাকে দীক্ষা দেন হ'াসানায়ন আল-হিসাফী (দ্র.)। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহার তারীকা (দ্র. গ্রহণের জন্য লোকদিগকে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন যাহা 'আল- 'আযামিয়্যা আশ-শাযিলিয়্যা' নামে পরিচিত হইয়া উঠে। মিসর ও সূদানে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী লাভ করেন। যেই বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-'আযামিয়্যাঃ তারীকা অন্যান্য তারীকা হইতে আলাদা মর্যাদা লাভ করিয়াছিল তাহা এই, ইহা শারী'আতের নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সক্রিয় সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং তৎসহযোগে ইহা জাগতিক কঠোর সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। এইভাবে ইহা সংস্কারবিমুখ পরজাগতিক বৈরাগ্যবাদের ও উহার ইহজাগতিক জীবনের অপেক্ষাকৃত নেতিবাচক দৃষ্টির বিপরীত— তাহা বিভিন্ন তারীকার শিক্ষার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যাহা হউক, ১৯১৬ সালে কায়রোতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর মুহাম্মাদ মাদী নিজেকে শুধু একটি তারীকার প্রধানরূপে গণ্য করিতে চাহিলেন না এবং পরিবর্তে তিনি ধর্ম-সংস্কারক বা মুজাদ্দিদের ব্যাপকতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। পরিণামে তিনি তাঁহার তারীকাকে পুনরুজ্জীবিত ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব ধারণা হিসাবে উপস্থাপন করেন। তাঁহার এই ধারণাকে তিনি পরবর্তী বৎসরগুলিতে বিভিন্ন পুস্তক ও নিবন্ধে সম্প্রচারিত করেন ও বিশেষভাবে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায়, যেমন আস-সা'আদাতুল-আবাদিয়্যা (একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা; মুহ'াম্মাদ মাদীর জনৈক শিষ্য 'আলী 'আবদুর-রাহ্'মান আল-হু'সায়নী কর্তৃক ১৯১৪ হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত প্রকাশিত) ও 'আল -মাদীনাতুল-মুনাওওয়ারা (সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ পর্যন্ত এবং পরে ১৯২৭ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া মুহাম্মাদ মাহ'মূদ কর্তৃক সম্পাদিত, আহ'রারুদ্- দাসতূরিয়্যীনের একটি সাময়িকী আল-ফাতিহ'-এর সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং "আল-ফাতিহ' ওয়াল- মাদীনাতুল-মুনাওয়ারা" নাম গ্রহণ করে)। এই সমস্ত গ্রন্থ ও সাময়িকীর অধিকাংশই মুহ'াম্মাদ মাদী কর্তৃক ১৯১৯-এর প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠিত 'মাত' বা'আতুল-মাদীনাতিল-মুনাওওয়ারা' নামক ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। মিসরে বৃটিশ উপস্থিতির প্রতি তাঁহার প্রবল ঘৃণার কারণে ১৯১৯-এর বিপ্লবের সময় তিনি জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্যের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি দুইবার গ্রেফতার হন। ১৯২৪ খৃ. ২০ মার্চ, তুরস্কে খিলাফাতের (দেখুন খালীফা) বিলোপ সাধনের তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যেই এই ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণের উদ্দেশে তিনি কায়রোতে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উহাতে সারা ইসলামী দুনিয়া হইতে জ্ঞানী ও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মীয় নেতৃবর্গ যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই তাঁহাকে সভাপতি করিয়া তথাকথিত 'জামা'আতুল-খিলাফাতিল- ইসলামিয়্যা বি-ওয়াদীন-নীল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ঐতিহাসিক ফলাফলের বিচারে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যই আবুল-'আযাইমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য গণ্য করা যায়। ইহা তাঁহাকে বাদশাহ আহমাদ ফুআদের খলীফা পদপ্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে একটি কার্যকর বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার সুযোগ প্রদান করে। তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বাদশাহর খলীফা পদপ্রার্থী হওয়ার বিরোধিতা করেন (তু. আহ'মাদ শাফীক, হাওলিয়্যাতু মিস'রিস-সিয়াসিয়্যা, কায়রো ১৯২৯, ৩খ., পৃ. ১০৫) এবং এইভাবে তিনি ১৯২৬-এর মে মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত খিলাফাত সম্মেলনের ফলাফল স্থির করেন এবং আহ'মাদ ফুআদের খালীফা পদপ্রার্থী হওয়ার সমর্থনে পরিচালিত সকল কার্যকলাপের সমাপ্তি ঘটান। মুহ'াম্মাদ মাদী ২৮ রাজাব, ১৩৫৬/৪ অক্টোবর, ১৯৩৭ সালে ইন্তিকাল করেন এবং কায়রোতে আস-সুলতানুল-হ'ানাফী মসজিদের নিকট তাঁহারই যাবিয়ায় (দ্র.) তাঁহাকে দাফন করা হয়। এইখানে তিনি ও তাঁহার পুত্র আহ'মাদ, যিনি পিতার মৃত্যুর পর তারীকার প্রধান হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, ১৯৭০ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহাদের মাযার একটি নবনির্মিত মসজিদের অভ্যন্তরে (১৯৬২-এর জানুয়ারীতে প্রথম খোলা হয়) যিয়ারত করা যাইতে পারে। মসজিদটিতে 'আযামিয়্যা তারীকার সদর দফতর অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাঁহার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক জীবনী-গ্রন্থ 'আবদুল-মুনইম মুহাম্মাদ শাকরাফকৃত, আল-ইমাম মুহ'াম্মাদ মাদী আবুল-'আযাইম, হ'ায়াতুহু, জিহাদুহু, আছারুহু, কায়রো ১৯৭২। এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দলীলপত্রের মূল পাঠ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার কবিতার মূল্যায়ন করা হইয়াছে, আল-ইনসানুল-কামিল (দ্র.) ধারণার প্রেক্ষিতে তাঁহার অবস্থান সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, তাওহীদ সম্পর্কে তাঁহার ধারণার বর্ণনা (একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধের ভিত্তিতে) করা হইয়াছে এবং তাঁহার রচনাবলীর তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও প্রদত্ত হইয়াছে। এইগুলির সহিত অবশ্যই যোগ করিতে হইবে মিন জাওয়ামি'ইল-কালিম, কায়রো ১৯৬২; (২) আল ওয়াজদানিয়্যাত (সম্পা. 'আবদুল্লাহ মাদী আবুল-'আযাইম), কায়রো তা. বি.; (৩) দীওয়ান (সম্পা. মুহ'াম্মাদ আল-বাশীর মাদী আবুল-'আযাইম), কায়রো তা.বি. (mimeo); (৪) আত-ত'ারীক'াতুল-'আযামিয়্যা (সম্পা. মাহ'মুদ মাদী আবুল- 'আযাইম). কায়রো ১৩২৮/১৯১০ (বিভিন্ন তারীকার সহিত তাঁহার সম্পর্কের জন্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ); ও (৫) আশ-শিফা-মিন মারাদিত-তাফরিকা, কায়রো, তা.বি.। এই গ্রন্থটিকে যখন বাদশাহ আহ'মাদ ফুআদের উপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তখন মুহাম্মাদ মাদীকে অস্থায়ী কারাবাস ভোগ করিতে হয় (তু. আল-ওয়াজদানিয়্যাত, ৮)। (৬) ওয়াসাইলু ইজ্হারিল-হ'াক্'ক, কায়রো, তা.বি.; এই পুস্তিকাটিকে শাকরাফের তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে। ইহা মুহ'াম্মাদের ভ্রাতা, সাংবাদিক আহ'মাদ মাদী (মৃ. ১৮৯৩) কর্তৃক লিখিত, যিনি 'আলী য়ূসুফের (দ্র.) সহায়তায় আল-মুআয়্যাদ সংবাদপত্রটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পুস্তিকাটি প্রথম ১৯১৪-খৃ. কায়রোতে আহ'মাদের ভ্রাতা মাহ'মূদ কর্তৃক

প্রকাশিত হয়। মুহ'াম্মাদ আবুল-'আযাইমের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আহ'মাদের উদ্যোগে প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণসমূহে এই পুস্তিকার লেখক হিসাবে মিথ্যাভাবে তাঁহার পিতা অর্থাৎ মুহ'াম্মাদ আবুল-'আযাইমের নাম আরোপিত হয়। (৭) তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্যাদির জন্য দ্র. মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-মুন্'ইম খাফাজীকৃত আত-তুরাছুর-রূহী লি-তাস'াওউফিল-ইসলামী ফী মিসর, কায়রো তা.বি., ১৭০। (৮) আল-'আযামিয়্যা তারীকার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ও আরও অধিক সূত্রের জন্য দেখুন F. de Jong, Two anonymous manuscripts relative the sufi orders in Egypt, in Bibliotheca Orientalis, xxxii (1975), 186-90; (৯) সুদান-এ 'আযামিয়্যা তারীকা সম্পর্কে দ্র. J.S.Trimingham, Islam in the Sudan. London 1949, 239.; (১০) তাঁহার 'মাওলিদ' সম্পর্কে দ্র. J.W. Mcpherson, The moulids of Egypt, Cairo 1940, 140 ff; (১১) 'আযামী পরিবারের অধিকারে মুহ'াম্মাদ মাদীর চিঠিপত্রের একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহ ও ইহাদের প্রতিলিপি Leiden বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে মাইক্রোফিল্মে সংরক্ষিত আছে।

F. de Jong. (E.I.[2] Suppl.) মোঃ মনিরুল ইসলাম

আবুল-'আয়না' (ابو العيناء) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্নুল-ক'াসিম ইব্ন খাল্লাদ ইব্ন য়াসির ইব্ন সুলায়মান আল-হাশিমী আরবী ভাষার একজন সাহিত্যিক ও কবি। তিনি আনু. ১৯০/৮০৫ সালে আল-আহওয়ায-এ জন্মগ্রহণ করেন (তাঁহার পূর্বপুরুষ আল-য়ামামা হইতে আগমন করিয়াছিলেন) এবং বসরাতে প্রতিপালিত হন। সেইখানে তিনি প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবূ 'উবায়দা আল-আসমা'ঈ, আবূ যায়দ আল-আনস'ারী প্রমুখের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে কেবল ভাষাবিদ হিসাবেই নহেন, বরং তাৎক্ষণিক উত্তর দানের ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইব্ন আবী-ত'াহির আখ্‌বার আবিল-'আয়না নামক এক বিশেষ গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে অনেক ঘটনার অবতারণা করেন, যাহার অনেক কয়টি কিতাবুল-আগানীতে পরিদৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থটি ও আবুল-'আয়নার কবিতাবলী সংরক্ষিত হয় নাই। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া যান, অতঃপর তিনি বাগদাদ গমন করেন, কিন্তু তিনি আবার বসরাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় ২৮২ অথবা ২৮৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল - ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১২৫; (২) ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৬১৫।

C. Brockelmann (E.I.[2]) মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবুল-আর্‌কাম (ابو الأرقم) ঃ আল-কু'রাশী (রা), পুত্র আল-আরক'ামের নামানুসারে তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম হইয়াছিল আবুল-আরক'াম। আবূ 'আলী আল-জায়্যানী বলেন, 'কিতাবুল-ইখওয়াতি ওয়াল-আখাওয়াত' গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে এমন সব হ'াদীছ শ্রবণকারী যাঁহারা নিজে ও তাঁহাদের পুত্রগণ হ'াদীছ শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের তালিকায় আবুল-আরক'ামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পুত্র আল-আরক'াম সাহাবী ছিলেন। অন্যদিকে আবূ খায়ছামা ও আত-ত'াবারীও তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য, আবুল-আরক'ামের পুত্র আল-আরক'াম ও আল-আরক'াম আল-মাখ্‌যূমী এক ব্যক্তি নহেন। কেননা আল-আরক'াম আল-মাখ্‌যূমীর পিতার নাম 'আব্‌দ মানাফ, আর তিনি সাহাবীও ছিলেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৫।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আবুল-'আরাব (ابو العرب) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন তামীম ইব্ন তাম্মাম আত-তামীমী কায়রাওয়ান-এর একজন মালিকী ফাক'ীহ, হ'াদীছবিশারদ, ইতিহাসবিদ ও কবি। তিনি এক সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারের সন্তান ছিলেন (তাঁহার প্রপিতামহ তিউনিস-এর গভর্নর ছিলেন, যিনি ১৮৩/৭৯৯ সনে কায়রাওয়ান দখল করেন এবং পরবর্তী কালে বাগদাদের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন)। আবুল-আরাব ২৫০/৮৬৪ ও ২৬০/৮৭৩ সনের মধ্যবর্তী কালে ক'ায়রাওয়ান-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তী কালে নিজেও বহু শিষ্যের শিক্ষা-দীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন (তন্মধ্যে ইব্ন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)। তিনি ফাতিমীদের বিরুদ্ধে আবূ য়াযীদ-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ৩৩৩/৯৪৫ সনে ইন্তিকাল করেন। ফিক'হ, হ'াদীছ ও ইতিহাস বিষয়ে যে সকল রচনা তাঁহার প্রতি আরোপিত, তন্মধ্যে কেবল ত'াবাক'াত 'উলামা' ইফরীকি'য়্যা রক্ষিত আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা ক'ায়রাওয়ান ও তিউনিস-এর মনীষিগণের কাহিনী সম্বলিত জীবন-বৃত্তান্তের একটি সংকলন (সম্পা. ও অনু. মুহাম্মাদ ইব্ন চেনেব [(Cheneb) Classes des savants del Ifriqiya, Algiers 1915-20] ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাহাবী, তায'কিরা, ৩খ., পৃ. ১০৫; (২) ইব্ন ফারহূনে, দীবাজ, পৃ. ২৩৩; (৩) ইব্ন নাজী, মা'আলিম, ৩খ., পৃ. ৪২; (৪) ইব্ন খায়র, ফাহ্‌রাসা (BAH, ix), ২৯৭,৩০১; (৫) 'আব্‌দুল-ওয়াহ্‌হাব, আল-মুনতাখাব আল-মাদরাসী, ২য় সং, কায়রো ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৩৭-৮।

C.H. Pellat (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইসলামী গণী

আবুল-'আলা আল-মা'আররী (ابو العلاء المعرى) ঃ আহ'মাদ ইব্ন 'আব্‌দিল্লাহ ইব্ন সুলায়মান (৩৬৩-৪৪৯/৯৭৩-১০৫৭) একজন আরব কবি ও দার্শনিক। জন্ম ৩৬৩/৯৭৩ সালে আলেপ্পোর দক্ষিণস্থ মা'আর্‌রাতুন্-নু'মান নামক স্থানে। তিনি ছিলেন তানূখ-এর প্রসিদ্ধ গোত্রের লোক (এই গোত্রের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্র. য়াকূ'ত, মু'জামুল-উদাবা, কায়রো, ৩খ., ১০৮ প.)। চারি বৎসর বয়সে বসন্ত রোগের আক্রমণে তাঁহার বাম চক্ষুটি নষ্ট হইয়া যায়। কিছুকাল পর তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়েন। এই ঘটনা তাঁহার কাব্যে ও চিন্তায় গভীর রেখাপাত করে। দৃষ্টিহীনতার কারণে তিনি অন্যদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং নিজেকে সর্বদা অন্যদের তুলনায় দুর্বলতর ভাবিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বিপুল রচনাবলী তাঁহার

অসাধারণ স্মৃতিশক্তিরই পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক এক চরম দুর্যোগময় সময়ে তাঁহার জন্ম। উত্তরে বায়যান্টাইন ও দক্ষিণে ফাতিমীদের ক্রমাগত আক্রমণে হামদানী রাজক্ষমতা (মা'আররাতুন-নু'মান যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) শান-শওকত হারাইয়া ফেলে। এই সুযোগে স'লিহ' ইব্ন মিরদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ৪০২/১০১২ সালে আলেপ্পো দখল করে। স'লিহ' মা'আর্‌রাতুন-নু'মানও অবরোধ করিয়াছিল (৪১৭-৪১৯/১০২৬-১০২৮)। এই সময় আব্বাসী খিলাফাতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদের অবস্থাও সুবিধাজনক ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতা বুওয়ায়হীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তাঁহারা ছিল শী'আ মতাবলম্বী।

আবুল-'আলা ভাষা ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা পিতার নিকট লাভ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি আলেপ্পো গমন করেন। তথায় তিনি মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্‌র নিকট হ'াদীছের দার্‌স গ্রহণ করেন। সেই সময়ই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য তিনি আন্‌তাকিয়্যা (Antioch)-এর প্রসিদ্ধ পাঠাগারের উদ্দেশে তথায় গমন করেন। ইহার পর তিনি ত্রিপোলী গমন করেন। সর্বশেষে তিনি লাযিকিয়ায় আসিয়া উপনীত হন। লাযিকিয়া এই সময় বায়যান্টাইনদের শাসনাধীন ছিল। এইখানে যাজকদের সংস্পর্শে তিনি খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। আবুল-'আলা কবি হওয়ার জন্য জ্ঞানার্জন করেন নাই, বরং কাহারও কাহারও মতে তিনি চিত্ত ও আত্মার প্রশান্তির অবলম্বন অনুসন্ধান করিতেছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর বয়সে তিনি মা'আরাতুন্‌-নু'মান-এ ফিরিয়া আসেন। তখন কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকে কোন ওয়াক্'ফ সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক ত্রিশ দীনার ভাতা দেওয়া হইত। ইহাতে তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হইত, বরং ইহার অর্ধেক তাঁহার খাদেমকে প্রদান করিতেন।

এই সময় মিসরের ফাতিমী খলীফা ও আলেপ্পোর হামদানী শাসকদের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ফাতিমী উযীর আল-মাগ্'রিবীর পুত্র আবুল-কাসিম মাগ্'রিবীকে লিখিত আবুল-'আলার দুইটি চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই সূত্রে আবুল-'আলাকে ফাতিমীদের সমর্থক বলিয়া মনে করা হয়; কিন্তু বিষয়টি প্রমাণের জন্য শুধু দুইটি চিঠিই যথেষ্ট নয়। কেননা আবুল- 'আলা তাঁহার রচনাবলীতে বাতিনী (ইস্‌মা'ঈলী) মতবাদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন।

৩৯৮/১০০৮ সালের শেষদিকে আবুল-'আলা বাগদাদ সফর করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় না এবং তথায় তিনি এক বৎসর সাত মাস অবস্থান করেন। মনে হয়, স্বীয় জ্ঞানের বিস্তৃতি ও বাগদাদবাসীদের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য অথবা বাতিনী (ইসমা'ঈলী)-মতাদর্শী ফাতিমী সাম্রাজ্য মা'আর্‌রাতুন-নু'মান-এর খুবই নিকটবর্তী হইয়া যাওয়ার কারণে তিনি বাগদাদ গমন করিয়াছিলেন। আবুল-'আলা তাঁহার এই সফরের বিবরণ আবূ আহ্'মাদ ইস্‌ফারহিনীর প্রশস্তিতে লিখিত তাঁহার কাসীদায় উল্লেখ করিয়াছেন (শার্‌হু'ত্-তানবীর, কায়রো, ১খ., ২১৯)। বাগ্‌দাদে অবস্থানকালেও তিনি পাঠাগারে পড়াশুনা করিয়া সময় অতিবাহিত করেন; কিন্তু তথায় কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু এক মস্‌জিদে অবস্থান গ্রহণ করিয়া স্বীয় কাব্যগ্রন্থ সাক্‌তুয্-যান্দ-এর ব্যাখ্যা লিখেন। তাঁহার নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বাগদাদে অবস্থানকালে কেবল 'আবদুস্-সালাম বাস্'রীর মাজলিসসমূহে অংশগ্রহণ করিতেন। বলা হইয়া থাকে, এইখানে অবস্থানকালেই তাঁহার মনে এক নূতন 'আকীদা ও দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুতে লিখিত কাসীদায় ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবুল-'আলার নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী রামাদ'ান ৪০০/এপ্রিল-মে, ১০১০ সালে তিনি মা'আররাতুন-নু'মান ফিরিয়া আসেন। অভাব-অনটন ও মাতার অসুস্থতার সংবাদে বাগদাদ ছাড়িয়া আসিলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বাগদাদকে ভুলিতে পারেন নাই। বিদায়ের সময় রচিত একটি কাসীদায় এই সুন্দর শহর বাগদাদ ত্যাগের দরুন মর্মযাতনার প্রকাশ ঘটিয়াছে (শারহু'ত-তানবীর, ২খ., ৯৫ প.)। পথিমধ্যে মাতার মৃত্যু সংবাদ তাঁহার মনে দারুণ আঘাত হানে। ইহার পর হইতে নিঃসংগ নিভৃত জীবন যাপনের প্রতি তিনি গভীরভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন। দেশবাসীর উদ্দেশে পথিমধ্যে লিখিত চিঠিতে তাঁহার এই ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় (রাসাইল, বৈরূত ১৮৯৪, পৃ. ৮১)। অতঃপর তিনি শুদ্ধাচারী নিভৃত জীবন যাপন করিতে থাকেন। তিনি গোশ্‌ত, দুধ ও ডিম খাওয়া পরিহার করেন এবং নিজেকে রাহ্‌নুল মাহ্'বাসায়ন (رهن المحبسين =দুই বন্দীখানায় আবদ্ধ ব্যক্তি) উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। ইহাতে তিনি নিজের অন্ধত্ব ও নির্জন বাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে নিভৃত জীবন যাপন সম্ভব হয় নাই; কেননা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু লোক কাব্য ও সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আলেপ্পোর বিশৃংখলার সুযোগে স'ালিহ' ইব্ন মিরদাস মা'আররাতুন-নু'মান অবরোধ করিয়াছিলেন ৪১৭/১০২৬ এবং ৪১৯/১০২৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। শহরবাসিগণ অবরোধ উঠাইয়া নেওয়ার সুপারিশের জন্য আবুল-'আলাকে স'ালিহ'-এর নিকট প্রেরণ করেন। স'ালিহ' তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিত্বের জন্য যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনার্থে অবরোধ উঠাইয়া লইয়া শহরের কর্তৃত্ব আবুল-'আলার উপর অর্পণ করেন। বর্ণনাটির অনুকূলে প্রসিদ্ধ ইসমা'ঈলী কবি নাসি'র খুস্‌রাও-র বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাসি'র খুস্‌রাও ৪৩৮/১০৪৬ সালে মা'আররাতুন-নু'মান সফর করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সফরনামায় (Ch-Schefer, প্যারিস, ১৮৮১, পৃ. ১০ প.) লিখিয়াছেন, "এইখানে আবুল-'আলা আল-মা'আররী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি শহরের প্রধান ছিলেন, তাঁহার বিপুল ধন-সম্পদ ও অসংখ্য চাকর-বাকর ছিল। বস্তুত সারা শহরবাসীই তাঁহার গোলাম ছিল। কিন্তু তিনি নিরাসক্ত জীবন যাপন করিতেন। কম্বল পরিধান করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার আহার ছিল মাত্র এক রাতলে (প্রায় সাত ছটাক) যবের রুটি। শহরের শাসন দায়িত্ব তাঁহার প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ফায়সালা দিতেন।" সম্ভবত আবুল-'আলার প্রতি তাঁহার দেশবাসীর অসাধারণ শ্রদ্ধার ফলে কবি নাসির খুস্‌রাও-র মনে অনুরূপ

ধারণার উদ্রেক হইয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার বিবরণীতে আবুল আলাকে প্রকৃত শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সময় আবুল-'আলা বৃদ্ধ হইয়া গেলেও তাঁহার মেধা ও চিন্তাশক্তিতে কোনরূপ দুর্বলতা-'আসে নাই। এই সময়ে রচিত তাঁহার রাসাইল-এ ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাব প্রকাশ ও বাক্য বিন্যাসে এই সময়ে লিখিত রাসাইল তাঁহার অপরাপর রাসাইল হইতে উচ্চ মানের।

১৩ রাবী'উল-আওওয়াল, ৪৪৯/২০ মে, ১০৫৭ সালে তিন দিন অসুস্থ থাকার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কবরের স্মৃতিফলক ও উৎকীর্ণ লিপির জন্য দ্র. E. Littman, Semitic Inscriptions, নিউ ইয়র্ক ১৯০৪, পৃ. ১৮৯ প.। বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের বিরুদ্ধে কবিতার যেই শ্লোকগুলি তাঁহার কবরের স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়, বর্তমানে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দাফন করার পর সত্তর জনের অধিক কবি শোকগাঁথা (মারছিয়া) রচনা করিয়াছেন।

রচনাবলী ঃ আবুল-'আলার রচনাবলী অসংখ্য। 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইস্ফাহানী তাঁহার রচনা লিপিবদ্ধ করিবার দায়িত্ব পালন করিতেন এবং একটি তালিকাও প্রণয়ন করিয়াছেন (দ্র. Margoliouth, Index librorum Abu'l-Alae Ma'arren Cent. de Amari, ১১১০, ১খ., ২১৭ প.; তাহার তালিকাটির পুরা নাম জামালুদ্দীন আবুল হ'াসান 'আলী ইব্ন য়ূসুফ-এর "আনবাউর রুওয়াত আলা আন্বাইন-নুহাত" সং, মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবিল-ফাদ্'ল ইব্রাহীম, কায়রো ১৯৫০, ১ খৃ., ৫৬-৬৭)। উল্লিখিত গ্রন্থে আবুল-'আলার তিহাত্তরটি পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য।

কাব্য রচনাবলী ঃ (১) সাক্তুয-যান্দ, কায়রো ১৩০৪ ও ১৩১৯ হি., ইহার ব্যাখ্যা (শারহ) গ্রন্থসমূহ ঃ আবুল-'আলার স্বীয় রচিত শারহ' দ'াওউস-সাক্ত; তাব্রীযী ও বাত্লিয়ূসী-এর শারহ; কায়রো ১২৭৪, আল-ক'াসিম ইবনুল-হু'সায়ন আল-খাওয়ারিযমীর শারহ; দারামুস-সাক্ত, তাব্রীয ১২৮৬ হি.; আবূ য়াক্'ব য়ূনুস ইব্ন ত'াহির-এর শারহ, শারহু'ত্-তান্বীর আলা সাক'াতিয-যান্দ, বূলাক ১২৮৬ হি., কায়রো ১৩০৪ ও ১২২৪ হি., তাব্রীয ১২৭৬ হি.; শুরূহ' সাকতিয-যান্দ, ১-৪খ., কায়রো ১৯৪৫-১৯৪৮ (লাজ্নাতু ইহ্'য়া আছারি আবিল-'আলা, সংখ্যা-২)। আবুল-'আলার নিজের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাব্য সংকলনটি তাঁহার যৌবনকালে রচিত। এই সংকলনে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুতে রচিত কবিতা ও বাগদাদ ত্যাগ করার সময় রচিত কাসীদা স্থান পাইয়াছে। সংকলনটিতে শোকগাঁথা ও কাসীদা ছাড়াও অন্যান্য কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। তাঁহার যৌবনকালীন ভাষা বিষয়গত বিচারে সরল ও সাবলীল; কিন্তু নীতির বিচারে কৃত্রিমতাপূর্ণ। পরবর্তী কালের রচনাবলীর ভাষায় অপরিচিত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁহার কবিতা ও জাহিলী যুগের কবিতার মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রশস্তিমূলক কাসীদাগুলি কোন না কোন কবি অথবা সাহিত্যিকের প্রশংসামূলক কাসীদার জবাবে রচিত হইয়াছে। এমন কিছু কাসীদা রহিয়াছে, যাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি একটি কল্পিত চরিত্র। ইহাও সম্ভব, হয়ত আবুল-'আলার অনুশীলনের জন্য এই প্রকার কাসীদা রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত কাসীদায় মুতানাব্বী-র রচনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শোকগাঁথাগুলিতে তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের ও বিপদ-আপদের বর্ণনা দিয়াছেন। পরকালের প্রতি তিনি সংশয়াপন্ন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার দুঃখ-ব্যথার মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি এই সমস্ত বাক্য শিক্ষকসুলভ বিচক্ষণতার সহিত প্রয়োগ করিতেন, যাহা অস্থায়ী জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে তাঁহার মনে সদা জাগরূক চিন্তা-ভাবনার সহিত সম্পৃক্ত ছিল। অতএব ড. তাহা হু'সায়ন-এর সহিত সুর মিলাইয়া আমরাও তাঁহার শোকগাঁথাকে আরবী সাহিত্যে নজীরবিহীন বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

(২) আদ্-দিরঈয়্যাত, আবুল-'আলা স্বয়ং ইহাকে একটি পৃথক রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সাকতুয-যান্দ গ্রন্থের শেষে এই গ্রন্থটিরই একটি অংশরূপে ব্যাখ্যাসমেত প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. শুরূহ' সাক্তিয-যান্দ, ৪খ., ১৭৪০-১৯৩১)। এই গ্রন্থটিতে আবুল-'আলা দিরা' (বর্ম)-এর প্রশংসায় রচিত সমস্ত কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

(৩) আল-লুযুমিয়্যাত বা লূযূম মা-লা য়াল্যাম (কায়রো ১৮৯১, বোম্বাই ১৩০৩ হি., কায়রো ১৩৩২ হি. ও ১৯৩০ খৃ.)। এই সংকলনটিতে আবুল-'আলার সেই সমস্ত কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহাতে প্রতিটি কবিতা লুযূম-মা-লা-য়াল্যাম-এর বাক্য শিল্পের অনুসরণে লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিটি শ্লোকের ক'াফিয়াতে দুইটি বর্ণের অন্ত্যমিল রক্ষিত হইয়াছে। ড. তাহা হু'সায়নের মতে উদ্দিষ্ট ভাবের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আবুল-'আলা এই নীতির অনুসরণ করেন (দ্র. তাজ্দীদু যি'করা আবিল-'আলা, ৩য় সংস্করণ, কায়রো ১৩৬৫, পৃ. ২১৮, ২৬১ প.)। মূলত লুযূমিয়্যাত এমন একটি কাব্য-সংকলন, যাহাতে দার্শনিক কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে। কেননা এই সমস্ত কবিতায় মৌলিক পদার্থ, স্থান, কাল, সৃষ্টিকর্তা, রূহ' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। ইহাতে আবুল-'আলা একজন চিন্তাশীল ও উন্নত চরিত্রের শিক্ষকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি চারিত্রিক ও সামাজিক অন্যায়সমূহের প্রবল প্রতিবাদ করিতেন। মানবিক বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে তাঁহার নখদর্পণে ছিল এবং এই বিষয়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ববর্তীদের নীতি হইতে ভিন্ন, অথচ উন্নততর একটি দৃষ্টিভঙ্গি লালন করিয়াছেন।

গদ্য রচনাবলী ঃ (১) কিতাবুল-ফুস্'ল ওয়াল-গ'ায়াত। এই গ্রন্থখানার একটি মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায় (দ্র. A. fischer, Der "Koran" des Abu'l-Ala' al-Ma-'arri Berichte uber die verhendlungen der Sachsischen Akad. der Wiss. zu Leipzig Philol.-hist. Klasse, Leipzig 1942 Part 94, vol. 2)। দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক ইহা একটি ছোট গ্রন্থ।

(২) **রাসাইল** ঃ বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত আবুল-'আলার চিঠিপত্রের একটি সংকলন। প্রকাশিত পত্র সংকলনের, যথা ঃ রাসাইলু আবিল-'আলা আল-মা'আর্রীর, শারহ' শাহীন আফিন্দী, বৈরূত ১৮৯৪, ইংরেজী অনুবাদ, D. S. Margoliouth : Letters of Abu'l 'A. of Ma'arra, ইহার মূল ভিত্তি যাহাবী কর্তৃক লেখকের জীবনীসহ লাইডেনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি (অক্সফোর্ড ১৮১৮)। কোন কোন পত্র এত লম্বা যে, ইহাকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের রূপ দেওয়া যায়। কয়েকটি পত্রকে

আবুল-'আলা স্বয়ং পুস্তকরূপে গণ্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (ক) রিসালাতুল-গু'ফরান (সংস্করণসমূহ, রিসালাতুল-গু'ফরান, শারহ ও অন্যান্য চিঠিসহ সম্পা. বিন্তুশ-শাতী তাহ'কীক' ও শারহ সহ, কায়রো ১৯৫০, ইহা একটি নির্ভুল সংস্করণ। অন্যান্য পরিচিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মূল পাঠ সংশোধিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। অপর অংশের জন্য দ্র. R. Blachere, Ibn-al-Qarih et la genese de l'Epitre du Pardon d'Al-Ma'rri etudes islamiques (1941-1946), প্যারিস ১৯৪৭, পৃ. ১-১৫। এই পাণ্ডুলিপিটি তিনি ফাতিমী উযীর আল-মাগ্রিবীর পুত্রের শিক্ষক আবূ মান্সূ'র 'আলী ইব্নুল-কারিহ আল-হ'আলাবী-র চিঠির জবাবে লিখিয়াছিলেন (মূল পাঠের জন্য দ্র. কামিল গীলানী, প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ১৭-৬০; মুহ'াম্মাদ কুরদ 'আলী, রিসালাতুল-বুলাগা, ৩য় সংস্করণ, কায়রো ১৩৬৫ হি., পৃ. ২৫৪-২৬৯)। ইহার রচনাকাল অবশ্য ৪২৪/১০৩৩ সালের শেষদিকে। এই রিসালা দুইটি অংশে বিভক্ত; প্রথমাংশ রিসালাতুল-গু'ফ্রান। এই অংশে আবুল-'আলা কু'রআনের একটি আয়াত (১৪ঃ ২৪) দ্বারা ইব্ন কারিহকে 'আলাম-ই 'উক'বা-এর সফর করাইয়াছেন, যদিও তিনি তাঁহার আলোচনায় বর্ণিত বিষয়ের প্রতি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিসালায় তিনি জান্নাত, জাহান্নাম ও আ'রাফ সম্পর্কে এমন চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা ক'াসাস ও রিওয়ায়াতনির্ভর। 'আলাম-ই 'উক্বার সফর সম্পর্কে তাঁহার এই বর্ণনাটি কল্পনাপ্রসূত। এই রিসালাঃ ও ইতালীয় কবি দান্তে (Dante)-র বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ Divina Comedia-র বিষয়বস্তুর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা একজন স্পেনীয় আলিম A. Palacios প্রমাণ করিয়াছেন (দ্র. M. Asin y Palacios musulmana en la Divina Comedia, মিডারূড, ১৯১৯; গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ H. Sunderland : Islam and the Divine Comedy, London 1926) যে, দান্তে তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু আবুল-আলার কাব্যগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন (এই বিষয়ের আলোচনার জন্য দ্র. M. Asin Palacios, L'influence Musulmane 'dans la Divine comedie, historire et critique d'une Polemique, Revue de Litterature comparee. vol. 4, ১৯২৪, পৃ. ১৬৯ প., ৩৬৯প., ৫৩৭প.)। দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের জবাব। ইহাতে বিশেষত যিন্দীকদের সম্পর্কে অনেক জানার বিষয় রহিয়াছে।

(খ) রিসালাতুল-মালাইকা, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এই গ্রন্থের শুধু ভূমিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। কয়েকজন আলিম ইহা প্রকাশও করিয়াছিলেন (দ্র. Krackovsky, Tasr Trude. inst. vostokov. AK. Nauk SSSR III, 1932, কামিল গীলানী, প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ৪৪১-৪৭৪)। ১৩৬৩/১৯৪৪ সালে এই রিসালার একটি পাণ্ডুলিপি সিরিয়ায় পাওয়া গিয়াছে এবং পাণ্ডুলিপিটি মুহ'াম্মাদ সালীম আল-জুন্দী কর্তৃক রিসালাতুল-মালাইকা, ইম্লাউশ-শায়খিল-ইমাম আবিল-'আলা নামে প্রকাশিত হইয়াছে, দামিশক ১৯৪৪ (মাত্'বূ'আতুল-মাজ্মা'ইল-'ইল্মী আল-'আরাবী, দামিশক, সংখ্যা-১২)। ইহার ভূমিকায় আবুল-'আলা স্বীয় বার্ধক্যের বর্ণনা দিকে গিয়া লিখেন, তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তে মালাকুল-মাওত-এর সহিত বিতর্কে লিপ্ত থাকিতে হয়। তিনি স্বীয় কাল্পনিক উড্ডয়ন ও ভ্রমণকালে ফেরেশ্তাদের কাছে 'ইলম স'ারফ (علم صرف) সম্পর্কীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং নিজেই উহার জবাব দিয়াছেন। রিসালার অপর অংশে 'ইলম সা'রফ সম্পর্কীয় ১৬টি প্রশ্নের জবাব রহিয়াছে।

(গ) রিসালাতুশ-শায়াত'ীন, মূল পাঠ কামিল গ'ীলানী রিসালাতুল-গু'ফরান, প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ৪৭৫-৫০৬।

(ঘ) রিসালাতুল-ইগরীদ (মূল পাঠ, কামিল গীলানী, পৃ. ৫৭৪-৬১০), ইহা উযীর আল্-মাগ্রিবীর পুত্র আবুল-ক'াসিম আল-মাগ'রিবীর একটি পত্রের জবাব। তিনি ইব্নুস-সিকক্বীত লিখিত ইস্লাহুল-মান্তিক গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছিলেন। উপরিউক্ত পত্রটি এই বিষয়েই লিখিত হইয়াছে।

(ঙ) এই পত্রটি দাঈউ-দু'আত আল-মুআয়্যিদ আবূ নাস্'র ইব্ন আবী 'ইমরান-এর গোশ্ত ভক্ষণ পরিহারের বিষয়ে লিখিত (মূল পাঠের জন্য দ্র. য়াক্'ত ঃ মু'জামুল-উদাবা, ৩খ., পৃ. ১৭৫-২১৩; S. D. Margoliouth, Abu'l 'Ala al-Ma'arris Correspondence on Vegetartianism, JRAS, ১৯০২, পৃ. ২৯৮ প.)।

(চ) মুল্কাস্-সাবীল ফিল-ওয়াজি ওয়ায্-যুহ্দি (সংস্করণসমূহ ঃ হ'াসান হ'াসানী 'আবদুল-ওয়াহ্হাব, আল-মুকতাবিস, ১৩২৯ হইতে ১৩৩০, রাসাইলুল-বুলাগা, প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃ. ২৮০-২৯৯)। গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে লিখিত এই রিসালায় দুনিয়ার অসারতা ও মানুষের অলসতা সম্পর্কে ও বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ রহিয়াছে।

আবুল-'আলার রচিত গদ্য কৃত্রিম অলংকরণপূর্ণ পদ্যের ন্যায়। তাঁহার সমস্ত গদ্য রচনাতে গুটিকতক ছন্দবিহীন বাক্যও পাওয়া যাইবে না। তদুপরি তাঁহার রচনাবলী অপরিচিত শব্দ ও বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষায় কণ্টকিত। 'ইল্ম সারফ সম্পর্কীয় আলোচনায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার গদ্য রচনা পাঠের পূর্বে এই সকল জটিলতার নিরসন না করা হইলে রিসালাতুল-গু'ফরানের ন্যায় রচনার ব্যঙ্গ ও পরিহাস শত বৎসরেও উপলব্ধি করা সম্ভপর হইবে না। আবুল-'আলা বিভিন্ন কবির কাব্য সংকলনেরও শারহ লিখিয়াছেন, উহাদের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বর্তমান কাল পর্যন্ত পাওয়া যায়।

(১) শারহ্ দীওয়ানিল-হ'ামাসা' (২) আবদুল-ওয়ালীদ শারহ্' দীওয়ানি আবিল-ওয়ালীদ আল-বুহ'তুরী (মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-মাদানী সংস্করণ, দামিশক ১৩৫৫/১৯৩৬)। ইহাই 'আবদুল-কাদির আল-বাগদাদীর খিযানা (২খ, ৮৩) গ্রন্থে উল্লিখিত দীওয়ানুল-বুহ'তুরীর শারহ'।

আবুল-'আলার ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যাপারে সমসাময়িক কালে অনেক দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনাও হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে সমর্থন দান করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে যিন্দীক' ও মুলহি'দ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। বেশীর ভাগ মুসলিম লেখকই শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থক। কিন্তু তাঁহার রচনাবলীতে যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা দ্ব্যর্থবোধক, কোথাও কোথাও

পরস্পর বিরোধী। লুযূমিয়্যাত কাব্যগ্রন্থে তিনি একজন যাহিদ ও ধার্মিক মুসলমানরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে, তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করার জন্যই শুধু নিজেকে দৃঢ়চিত্ত মুসলমানরূপে পরিচয় দিয়াছেন। তবে ইহা ঠিক, তিনি অধিকাংশ ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ইহাও সম্ভব, তিনি বাতিনীদের (ইসমা'ঈলী)সন্দেহবাদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। ইহার ফলে ইমাম গা'যালীর প্রথম জীবনের ন্যায় তিনিও ধর্ম সম্পর্কে সংশয়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন (দ্র. আল্-মুন্‌কি'যু মিনাদ- দা'লাল)।

আবুল-'আলা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছিল অবিনশ্বর ও শাশ্বত। অতএব ধর্মের কোন মৌলিক বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ মতভেদ ছিল না, বরং তাঁহার আপত্তি ছিল সেইসব ভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কে যাহা ধর্মে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল।

আবুল-'আলার চিন্তার ভিত্তি ছিল তিক্ত নৈরাশ্যবাদের উপর। তাঁহার ধারণা, জীবনের নানা জটিলতা, দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষুধা-মৃত্যু সর্বদা মানুষকে ঘিরিয়া রাখে। কিন্তু মানুষ তাহার স্বভাব দুর্বলতার জন্য এই বিপদাপদ নিরসন করিয়া উঠিতে পারে না। ফলে ক্রমান্বয়ে সংশয়ের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। তাঁহার যুক্তি হইল, দুনিয়া যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়, আর আল্লাহ যদি ইহাকে পুণ্যাচার ও মঙ্গল দ্বারা পরিবর্তিত না করেন তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিরংকুশ শক্তিতে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়। মূলত ধারণাটি ভ্রান্তিপ্রসূত।

আবুল-'আলার দার্শনিক বক্তব্যসমূহের শাব্দিক অর্থের ভিত্তিতে তাঁহাকে মুলহি'দ বলাও সঠিক নয়। কেননা ইহা ঠিক, ইসলামের সঠিক মর্মার্থ সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আলোচ্য শ্লোকসমূহের অন্য অর্থ রহিয়াছে। হয়ত তাঁহার এই উক্তিটিও ঠিক নয়। কেননা উক্ত কবিতার অর্থ স্পষ্ট। সম্ভবত এই কবিতা দ্বারা তিনি শুধু নিজের আর্তি, বেদনা ও অভিযোগই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থ আরোপ করা উচিত হইবে না।

আবুল-'আলা তাঁহার শেষ জীবনে দুধ, ডিম ও গোশ্‌ত আহার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভারতীয় ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের প্রভাবে নয়, বরং তাঁহার নিজস্ব ভাষ্য অনুযায়ী জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতির ফলে। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, সন্তানের জন্ম দেওয়া পাপের শামিল। কেননা অপরাপর মানুষের ন্যায় সন্তানদের ভাগ্যেও বদবখ্‌তি লেখা হয় (তাঁহার এই ধারণা ইসলামী আকীদার অনুকূল নহে; বরং তাঁহার একান্ত নিজস্ব)।

মৃত্যু যেহেতু জীবন-যন্ত্রণার মুক্তি দান করে, তাই ইহাকে একটি মুবারক ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। নারী জাতি সম্পর্কেও তাঁহার ভাল ধারণা ছিল না। তাঁহার দৃষ্টিতে নারিগণও পুরুষদের ন্যায় স্বভাবতই খারাপ প্রকৃতির। তিনি বলিতেন, নারীদের গৃহের কাজেই ব্যস্ত থাকা উচিত। তাহাদের উচিত, স্বামীর সঙ্গে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখা।

এই সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতগুলি আদর্শগত বক্তব্যের সাক্ষাত পাওয়া যায়। তিনি সকল সময় ও সর্বাবস্থায় সৎকাজ ও সত্যবাদিতার উপর জোর দিতেন এবং এই সমস্ত গুণকে অপরাপর সকল গুণের উপরে স্থান দিতেন। তিনি সমাজ ব্যবস্থায় জুলুম-অত্যাচারের প্রাবল্যের পরিপন্থী ছিলেন। এইজন্য তিনি সর্বদা প্রশাসক, আলিম ও কাযীদের সমালোচনা করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ছাড়াও তাঁহার জীবনীর উপকরণের জন্য দ্র. (১) ছা'আলাবীর তাতিম্মাতুল-য়াতীমা ইহাতে আরম্ভ করিয়া; (২) 'আব্বাস আল-মাক্‌কীর নুযহাতুল-জালীস পর্যন্ত এই কিতাবে মুদ্রিত হইয়াছে; (৩) তা'রীফুল-কু'দামা বি-আবিল-'আলা, কায়রো সংস্করণ, ১৩৬৩/১৯৪৪, আশ্‌রূ আবিল-'আলা, আল-মা'আর্‌রী; (৪) য়ূসুফ আল-বাদীঈ, আওজুত-তাহ'আর্‌রী 'আন হ'ায়ছিয়াতি আবিল-'আলা আল-মা'আররী, ইবরাহীম আল-গীলানী, দামিশ্‌ক ১৯৪৪ (আল-মা'হাদুল-আফ্‌রান্‌সী, দামিশ্‌ক, মাজমূ'আতুন্-নুসূ'সি'শ-শার্‌কিয়্যা); (৫) 'আবদুল-'আযীয আল-মায়মূনী আল-রাজকূতী, আবুল-'আলা ----ওয়ামা ইলায়হি, কায়রো ১৩২৮; (৬) আহ'মাদ তায়মূর পাশা, আবূল-'আলা আল-মা'আর্‌রী, নাসাবুহ, শি'রুহু ওয়া মু'তাক'দাহু, কায়রো ১৩৫৯ হি.; (৭) 'উমার ফার্‌রূখ, হ'াকীমুল-মা'আর্‌রা, বৈরূত ১৯৪৪; (৮) Brockelmann, 254-255; Suppl. ১, ৪৪৯-৪৫৪; (৯) H. Laoust, La vie et la Philosophite d, Abul Ala' al-Ma'arri, Bulletin d'Etudes Orientales. vol. 10, 1944, o. 119-157.

আহ'মাদ আতিশ (দা. মা. ই.) / এ. এন. এম. মাহ্‌বুবুর রহমান ভূঞা

আবুল-'আলিয়া (ابو العالية) ঃ (র) রুফাঈ ইব্‌ন মিহরান আর-রিয়াহী, বানূ রিয়াহ'-এর মুক্তদাস, বসরায় বসবাসরত প্রথম যুগের তাবি'ঈগণের অন্যতম ছিলেন। ৯০/৭০৮-৯ অথবা ৯৬/৭১৪ সনে ইন্তিকাল করেন। কু'রআন-এর একটি তাফসীর তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত হয় [হাজ্জী খালীফা (Flugel), ২খ., ৩৫২]। কিন্তু তিনি মূলত একজন হ'াদীছবিশারদ ও কু'রআন পাকের কা'রী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বসরা ও মদীনাতে হ'াদীছসমূহ সংগ্রহ, বিশেষ করিয়া সেই সকল হ'াদীছ যাহা 'উমার ও উবায়্যি (রা) ইব্‌ন কা'ব বর্ণনা করেন। তিনি বিশ্বস্ত (ছিকা) বলিয়া বিবেচিত হন এবং ক'াতাদা, দাউদ ইব্‌ন আবী হিন্‌দ, 'আসি'ম আল-আহ'ওয়াল প্রমুখ প্রসিদ্ধ হ'াদীছবিশারদদের প্রশিক্ষণদানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হাদীছের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের রিওয়ায়াতের সনদসমূহে পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে তাঁহার নামে প্রচলিত তথ্যসমূহ আত-ত'াবারীও অনুমোদন করেন (তাফসীর, স্থা., দৃষ্টান্তস্বরূপ ১খ., পৃ. ২২৪; তু. আল-বায়দ'াবী, আনওয়ারুত-তানযীল (Fleischer), ১খ., ১২ ছত্র ২৪)। তিনি তাঁহার কু'রআনের পঠন পদ্ধতি (কি'রাআত) আল-আ'মাশ ও বসরার অন্যান্য ক'ারী, যেমন আবূ 'আম্‌র ইবনুল-'আলা (দ্র.) ও শু'আয়ব ইব্‌নুল-হাব্‌হাব আল-আয্‌দী (মৃ. ১৩০/৭৪৭)-কে শিক্ষা দেন। তিনি সমসাময়িক রাজনীতিতে কোনরূপ অংশগ্রহণ করেন নাই এবং হযরত আলী (রা), আলীপন্থীদের ও উমায়্যাদের বিবাদেও কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ৭খ., পৃ. ৮১-৫; (২) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ২০০; (৩) তাবারী, ১খ., পৃ.

১০৮-২৫; (৪) আবূ নু'আয়ম, হি'লয়া, কায়রো ১৩৫১-৬ হি., ২খ., পৃ. ২১৭-২৪; (৫) ইব্ন 'আসাকির, তারীখ, দামিশক ১৩৩২ হি., ৫খ., পৃ. ৩২৩-৬; (৬) আন্-নাওয়াবী, তাহযীবুল-আসমা (Wustenfeld), পৃ. ৭৩৮-৩৯; (৭) 'উছমানী, ত'াবাক'াতুল-ফুক'াহা, পাণ্ডু., প্যারিস ২০৯৩, ৪৩v; (৮) ইবনুল-আছীর. উস্‌দ, ২খ., ১৮৬-৭; (৯) ইব্‌নুল-জাযারী, কু'র্‌রা, সংখ্যা ১২৭২; (১০) A. Sprenger, Leben des Mohammed, iii, cvii, cxvi.

R. Blachere (E.I.2)/মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবুল-'আস' ইবনুর-রাবী' (ابو العاص ابن الربيع) ঃ (রা), ইসলামের ইতিহাসে আবুল-'আস' একটি অতি পরিচিত নাম। তাঁহার মূল নাম সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে, অধিকাংশের মতে মূল নাম মুস''আব। বালাযু'রীর মতে ইহাই সঠিক। কেহ বলেন, তাঁহার নাম যুবায়র, কেহ বলেন, হুশায়স, কাহারও মতে য়াসির, সম্ভবত য়াসিমের পরিবর্তিত রূপ। আবার কেহ বলেন, তাঁহার নাম লাকীত'। তাঁহার পিতার নাম রাবী' এবং মাতার নাম হালা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ।

আবুল-'আস' ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের অন্যতম। অসাধারণ সাহসিকতার জন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা 'মরু-সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহাকে আল-আমীনও বলা হইত। নবী-পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। খাদীজা (রা) ছিলেন তাঁহার আপন খালা। তিনি প্রায়ই খালার বাড়ি যাইতেন। তিনি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। নবী কারীম (স) প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার ইচ্ছানুযায়ী স্বীয় কন্যা যায়নাবকে আবুল-'আসে'র সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। নবী কারীম (স) যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন সর্বপ্রথম খাদীজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত যায়নাবসহ পরিবারের সবাই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তবে তাঁহার স্বামী আবুল-'আস' তাঁহার পূর্বপুরুষের ধর্মের উপর অটল রহিলেন। এই কারণেই যায়নাব (রা) তাঁহার পিতার সহিত হিজরত করিতে পারিলেন না।

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদরের যুদ্ধে আবুল-'আস' মক্কার কুরায়শদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন এবং সত্তরজন মুশরিক বন্দী ও সত্তরজন নিহত হয়। মক্কাবাসিগণ নিজ নিজ আত্মীয়কে মুক্ত করার জন্য মক্কা হইতে মুক্তিপণ লইয়া মদীনায় উপস্থিত হইল। কিন্তু আবুল-'আস'কে মুক্ত করার জন্য কেহই আসিল না। যায়নাব (রা) যদিও মুসলমান হইয়াছিলেন, তবুও তিনি স্বামীকে ত্যাগ করেন নাই। তাই তিনি স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে তাঁহার মায়ের দেয়া হারটি গলা হইতে খুলিয়া আবুল-'আসে'র ভ্রাতা 'আমর ইব্‌ন রাবীর সাহায্যে মদীনায় নবীর দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। হারটি নবী কারীম (স)-এর হাতে পৌঁছিলে খাদীজার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। নবী (স)-এর চোখে অশ্রু দেখিয়া সাহাবীগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া আবেগাপ্লুত নবী (স) বলিয়া উঠিলেন, 'যদি তোমরা পার তবে আমার কন্যা যায়নাবকে তাঁহার মাতার স্মৃতিচিহ্নটি ফিরাইয়া দাও।' নবী কারীম (স)-এর কথামত সাহাবীগণ হারটি ফিরাইয়া দিলেন এবং আবুল-'আস'কে এই শর্তে ছাড়িয়া দিলেন যে, তিনি মক্কায় পৌঁছিয়া যায়নাবকে মদীনায় পাঠাইয়া দিবেন।

বদর যুদ্ধের এক মাস পর নবী কারীম (স) যায়দ ইব্‌ন হা'রিছা ও জনৈক আনসারীকে বলিলেন, 'তোমরা (মক্কার নিকটবর্তী) ইয়াজিজ নাম স্থানে যাও। সেখানে যায়নাব আসিবে। তোমরা তাহাকে লইয়া আস।' রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ মুতাবিক তাঁহারা মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপরপক্ষে আবুল-'আস' মক্কায় পৌঁছিয়াই যায়নাব (রা)-কে স্বীয় ভ্রাতা কিনানা-এর সঙ্গে মদীনার দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

কুরায়শগণ যখন শুনিল, যায়নাব (রা) নির্বিঘ্নে তাঁহার পিতার নিকট চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহারা ইহাকে তাহাদের জন্য অপমানজনক মনে করিল। কয়েকজন কুরায়শ তাঁহাকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইল। তাহাদের মধ্যে হুবায়ব ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ছিল অগ্রগামী। সে যায়নাবকে লক্ষ্য করিয়া তীর মারিল। ইহাতে যায়নাব (রা) সাংঘাতিকভাবে আঘাত পাইলেন এবং তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গেল। তাঁহার সঙ্গী কিনানা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তীর হাতে লইয়া গর্জিয়া উঠিলেন, 'সাবধান! কেহ অগ্রসর হইলেই আমি তাহাকে হত্যা করিব।'

এমন সময় আবূ সুফ্‌য়ান আসিয়া কুরায়শ-এর লোকদেরকে থামাইল এবং কিনানাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'মাত্র কিছুদিন আগে যুদ্ধ ঘটিয়া গেল। এই মুহূর্তে মুহ'াম্মাদ-এর কন্যাকে প্রকাশ্যে লইয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। মদীনায় যাইতে তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় আমাদের কোনই লাভ বা ক্ষতি নাই। তবে এইভাবে তাঁহাকে লইয়া যাইও না। পরিস্থিতি শান্ত হইলে একদিন গোপনে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিও।'

কিনানা আবূ সুফ্‌য়ানের কথা মানিয়া লইল। দুই/তিন দিন পর সে যায়নাবকে লইয়া যায়দ ইব্‌ন হা'রিছা (রা)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। যায়দ (রা) তাঁহাকে মদীনায় নবী (স)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। যায়নাবের মদীনা গমনের কথা শুনিয়া কুরায়শগণ ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা আবুল-'আস' -এর নিকট গিয়া বলিল, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর এবং তাহার পরিবর্তে কুরায়শ বংশের যে নারীকে পছন্দ কর তাহাকেই তোমার সহিত বিবাহ দিব। আবুল-'আস' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রীকে কখনও ত্যাগ করিব না। কুরায়শ বংশের অন্য কোন নারী তাঁহার সমতুল্য হইতে পরে না।' আবুল-'আস'-এর মুখে এই স্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। অতঃপর আবুল-'আস' নিজ ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে তিনি কুরায়শদের বাণিজ্য সম্ভার লইয়া সিরিয়া গমন করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে একদল মুসলমান তাঁহার সমস্ত মালামাল ছিনাইয়া লইল। এইখানে উল্লেখ্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হইতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এই সময়টা ছিল 'হুদনা' বা যুদ্ধ বিরতির সময়। এই সময় কুরায়শদের সহিত আবূ বাসী'র (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারা ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। আবূ বাসী'র ও তাঁহার সঙ্গীরা মক্কা হইতে মদীনায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু নবী (স) হুদায়বিয়ার সন্ধি মুতাবিক তাঁহাদেরকে গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে তাঁহারা বাধ্য হইয়া আল-'ঈস নামক স্থানের নিকটবর্তী সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করিতে

থাকেন। এইখান হইতে তাঁহারা সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী মক্কাবাসীদের বাণিজ্য কাফেলাকে মাঝে মাঝে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সম্পদ ছিনাইয়া লইতেন।

নবী কারীম (স) উল্লিখিত ঘটনার জন্য দায়ী ছিলেন না। ইব্ন ইসহাক বলেন, নবী (স) যায়দ ইব্ন-হারিছা (রা)-র নেতৃত্বে ১৭০ জন অশ্বারোহীকে আবুল-'আসে'র উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যায়দ ইব্ন-হারিছা (রা) আবুল -'আসে'র সমস্ত মালামালসহ তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীকে বন্দী করিয়া মদীনায় লইয়া আসিলেন। আবুল-'আস' পালায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে মনে হয় ঘটনাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে ঘটিয়াছিল।

আবুল-'আস' তাঁহার মালামাল উদ্ধার করিবার জন্য গোপনে তাঁহার স্ত্রী যায়নাবের নিকট গিয়া আশ্রয় চাহিলেন। তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। মুসলমানগণ মসজিদে নববীতে ফজরের নামাযে রত ছিলেন। এমন সময় যায়নাব (রা) উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'হে মুসলমানগণ! আমি আবুল- 'আস'কে আশ্রয় দিয়াছি।' নবী কারীম (স) নামাযান্তে বলিলেন, 'হে সাহাবীগণ! আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা কি তোমরা শুনিয়াছ?' সকলেই আরয করিলেন, 'হাঁ, আমরা শুনিয়াছি।' নবী কারীম (স) বলিলেন, 'সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমরা প্রাণ! আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না।' অতঃপর তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় কন্যা যায়নাবকে বলিলেন, 'স্বামীর খেদমত করিতে ক্রটি করিও না। তবে মনে রাখিও, তুমি তাহার জন্য হারাম।'

অতঃপর তিনি তাঁহার প্রিয় সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ' 'আমার ও আবুল -'আসে'র মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা তোমরা জান। যদি তোমরা তাহার মালামাল, যাহা তোমাদের নিকট আছে, তাহাকে ফিরাইয়া দাও তবে ভাল। আর যদি ফিরাইয়া না দাও তবে উহা তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত গণীমত।' ইহা শুনিয়া তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, 'আমরা সব কিছু ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।' অতঃপর তাহারা আবুল-'আসে'র সমস্ত মালামাল, এমনকি উটের দড়ি পর্যন্ত নবী কারীম (স)-এর দরবারে আনিয়া হাজির করিলেন।

আবুল-'আস' তাঁহার সম্পদ উদ্ধার করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় আসিয়া তিনি যাহাদের বাণিজ্য পণ্য লইয়া সিরিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের নিকট তাহাদের মাল বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কাহারও কিছু পাওনা থাকিল কি?' সকলেই বলিল, 'না, আমরা সবকিছু বুঝিয়া পাইয়াছি। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও ভদ্র হিসাবে পাইয়াছি।' অতঃপর তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'আমি মুসলমান হইয়াছি। আমি অবশ্য ইতোপূর্বে মদীনাতেই ইসলামের ঘোষণা দিতে পারিতাম। তবে তোমরা ধারণা করিতে যে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করিবার জন্য মুসলমান হইয়াছি। তাই আমি এই পর্যন্ত আমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখিয়াছিলাম। এখন আমি তোমাদের দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং এখন আমি আমার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করিলাম।'

অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। নবী কারীম (স) পূর্ব বিবাহ বলবৎ রাখিয়া যায়নাব এক আবুল-'আসে'র নিকট অর্পণ করিলেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী, তাঁহারা পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ইহা শা'বী এবং কতিপয় সীরাত রচয়িতার মত। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মক্কা বিজয়ের অল্প কিছু দিন পূর্বে মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহাই অধিকাংশের মত। হাকেমের মতে তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পাঁচ মাস পূর্বে মুসলমান হন।

যেহেতু মক্কায় আবুল-'আসে'র ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, সেইহেতু তিনি বেশী দিন মদীনায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। নবী কারীম (স)-এর অনুমতিক্রমে তিনি আবার মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজ ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই কারণেই তিনি নবী কারীম (স)-এর সহিত কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারেন নাই, কেবল দশম হিজরীতে 'আলী (রা)-র নেতৃত্বে একটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবুল-'আসে'র স্ত্রী যায়নব (রা) মক্কা রিজয়ের অল্প কিছু দিন পূর্বে অষ্টম হিজরীর প্রথমদিকে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ত্রিশ বৎসর। আবুল-'আস' (রা) তাঁহার স্ত্রীর ইনতিকালের পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাতকালে হি. ১২ সালে যু'ল-হি'জ্জা মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। ইব্ন মানদা বলে, আবুল-'আস' য়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

যায়নাব (রা)-এর গর্ভে আবুল-'আস'-এর 'আলী নামক এক পুত্র ও উমামা নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। 'আলী শৈশবেই মারা যান। উমামা দীর্ঘায়ু পাইয়াছিলেন। যায়নাব (রা) তাঁহাকে শিশু অবস্থায় রাখিয়া মারা যান। নবী কারীম (স) তাঁহার এই মতৃহারা দৌহিত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন, এমনকি প্রায় সময় নামাযরত অবস্থায়ও উমামা তাঁহার পিঠে উপর চড়িয়া বসিতেন। রুকূ' ও সিজদা করিবার সময় তিনি তাহাকে বসাইয়া দিতেন। ফাতিমা আয-যাহরা (রা) -এর মৃত্যুর পর 'আলী (রা) উমামাকে বিবাহ করেন।

আবুল-'আস' (রা) অত্যন্ত সৎ ও সরল ছিলে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসক'লানী, আল-ইস'াবা, ১ম সং, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ৪খ., ২২১; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, ১ম সং., কায়রো ত.বি., ৪খ., ১৭০১-৫; (৩) মা'ঈনুদ্দীন নাদবী, সিয়ারুস-স'াহ'াবা, ২য় সং., আজমগড় ১৩৭৬ হি., ৭খ., ৩১১-৩১৬; (৪) 'আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নাবী, সম্পা. ও অনু. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, ১ম সং., ঢাকা ১৩৯৪ হি., ১খ., ৫৪৫; (৫) আবুল-বারাকাত 'আবদুর রঊফ দানাপূরী, আস'াহ'হু'স-সিয়ার, ১ম সং., করাচী ১৩৫১ হি., পৃ. ১৩৯-৪০।

মুহাম্মদ আবুদল আজীজ খান

আবুল-আসওয়াদ আদ্-দুওয়ালী (ابو الاسود الدولى) ঃ (রা) [অথবা আল-মাগ'রিবী, আরবী উচ্চারণ মুতাবিক আদ্-দীলী (الديلى) বানূ কিনানা গোত্রের শাখাগোত্র দুইল ইব্ন বাক্র-এর সম্বন্ধবাচক (নিসবা) নাম] 'আলী (রা)-এর সাথী। তাঁহার নাম (জালিম ইব্ন 'আমর) এবং বংশ

তালিকা অনিশ্চিত। তাঁহার মাতা ছিলেন কুরায়শ বংশের 'আবদুদ-দার ইব্ন কুসায়্যি গোত্রের। সম্ভবত হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম। 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি বসরায় গমন করেন। সেইখানে তিনি প্রথমে বাস করেন তাঁহার নিজ গোত্রের সহিত, অতঃপর তিনি বাস করেন হুযায়ল গোত্রে এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁহার প্রিয় স্ত্রীর আত্মীয় কুশায়র গোত্রে; কিন্তু তাঁহার শীঘ্রপ্রবণতা, একগুঁয়েমি ও অর্থলিপ্সা তাঁহাকে তাঁহার প্রতিবেশীদের নিকট অপ্রিয় করিয়া তোলে। তিনি 'উমার (রা) ও উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

'আলী (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, তিনি উম্মুল-মু'মিনীন আইশা (রা)—এর সঙ্গে আপোসের জন্য ['আলী (রা)-র পক্ষে] বিফল আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি উষ্ট্রযুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন এবং সিফ্‌ফীন-এর যুদ্ধেও 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বসরায় কাযী পদে অথবা গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সচিব হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন এবং ইহাও বলা হইয়াছে, খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে একটি সামরিক বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

'আলী (রা)-এর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস বসরা ত্যাগ করিতে চাহিলে আবুল-আসওয়াদ তাঁহাকে বাধা দেন এবং ব্যাপারটি 'আলী (রা)-কে জানান। 'আলী (রা) তখন আবুল-আস্ওয়াদকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর এক বর্ণনামতে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস হিজায যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁহাকে তাঁহার অবর্তমানে গভর্নরের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দিয়া যান (আয-যিরিক্লী, দা. মা.ই., ১খ., ৭৪০)। কিন্তু এই পদ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও উহাতে অল্প কিছু কালের জন্যই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'আলী (রা) শহীদ হইলে তিনি তাঁহার এক কবিতায় (Reacher-এর নম্বর ৫৯) ইহার জন্য উমায়্যাগণকে দায়ী করেন, কিন্তু তাঁহার এই ভাবাবেগ মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই। কারণ বসরায় শী'আগণ সংখ্যায় নগণ্য ছিল (আগানী ১, ১১খ., পৃ. ১২১)।

তিনি যে তখন সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাইয়াছেন ইহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মু'আবি'য়া (রা)-এর প্রতিনিধি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির-এর বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ করার কারণ ছিল, যাঁহার সঙ্গে পূর্বে তাঁহার ভাল সম্পর্ক ছিল (কবিতা, সংখ্যা ২৩, ৪৬)। গভর্নর যিয়াদ ইব্ন আবীহি-র অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনি বিফল চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'আলী (রা)-র খিলাফাতকালেই তাঁহাদের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল যখন যিয়াদ ছিলেন রাজস্ব দফতরের দায়িত্বে নিয়োজিত (আগানী ঃ ১, ১১খ., পৃ. ১১৭)। তিনি হু'সায়ন (রা)-র শাহাদাতে (৬১/৬৮০, শোকগাঁথা, নং ৬১) রচনা করিয়াছেন এবং প্রতিশোধের আহ্বান জানাইয়াছেন (নং ৬২)। শেষ ঘটনা যাহা তিনি তাঁহার কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছিল আমীরুল-মু'মিনীন 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)—এর নিকট ৬৭/৬৮৬ সালে বসরায় নিযুক্ত তাঁহার প্রতিনিধি সম্পর্কে অভিযোগ (ইব্ন সাদ, ৫খ., পৃ. ১০)। আল-মাদাইনীর মতে তিনি ৬৯/৬৮৮ সালে বসরায় মহামারীতে ইন্তিকাল করেন।

আস্-সুক্কারী সংগৃহীত তাঁহার কবিতা সংকলন সংরক্ষিত আছে, কিন্তু উহা আংশিক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়া এইগুলি দুর্বল এবং শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতেও গুরুত্বহীন। অধিকাংশ কবিতাই দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনা সম্পর্কে রচিত, কতক কবিতা বাহ্যত প্রক্ষিপ্ত।

আবুল-আস্ওয়াদ আরবী ব্যাকরণের উদ্ভাবক ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (আহ্'মাদ হাসান আয্-যায়্যাত, তারীখুল-আদাবিল আরাবী, কায়রো তা. বি., পৃ. ২০৫; ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ২৪০; ইব্ন খাল্‌দূন, মুক'াদ্দিমা, ৫৪৩-৪৪; R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1935, P. 342; Clement Huart, A History of Arabic Literature, বৈরূত ১৯৬৬, পৃ. ৪৫)।

কথিত আছে, তিনি 'আলী (রা) হইতে ইহার মূল সূত্রসমূহ শিক্ষা করিয়াছিলেন (Nicholson, পৃ. গ্র.)। তিনিই প্রথম আরবীতে স্বরধ্বনির (حركة) জন্য কিছু চিহ্নের প্রবর্তন করেন (ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., পৃ. ২৪০; K. A. Fariq, A History of Arabic Literature, নূতন দিল্লী ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৭৯, তু. আহমাদ হাসান আয্-যায়্যাত, পূ. গ্র., ২০৬)। ভিন্নমতে আরবী ব্যাকরণ ও স্বরচিহ্ন উদ্ভাবনা সম্পর্কিত উপরিউক্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য নহে, সম্ভবত বসরার কতক ভাষাতত্ত্ববিদ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই উক্তি পরিবেশন করিয়াছেন (E I, 92,107)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, 37, S I, 72; (২) O. Rescher, Abriss, i, 131-3; (৩) Th. Noldeke, in RDMG, 1864, 232-40; (৪) O, Rescher, in WZKM, 1913, 375-97; (৫) ইব্ন সা'দ, ৭খ., পৃ. ১, ৭০; (৬) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, পৃ. ৪৫৭; (৭) ঐ লেখক, মা'আরিফ, পৃ. ২২২; (৮) আগ'ানী, ১১খ., পৃ. ১০৫-১২৪; (৯) আস্-সীরাফী, আখ্‌বার, ১৩-২২; (১০) J. W. Fuck, Arabiya, 6; (১১) সুব্হুল-আশা, ৩খ., পৃ. ১৬১; (১২) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ২৪; (১৩) আল-ইসাবা, সংখ্যা ৪, পৃ. ৩২২; (১৪) ইব্ন 'আসাকির, তাহযীব, ৭খ., ১০৪; (১৫) আল্-মারযুবানী, পৃ. ২০৪; (১৬) আল্-বাগ'দাদী, খিযানা, ১খ., পৃ. ১৩৬; (১৭) আবূ আহ্'মাদ, আখ্‌বার আবিল-আসওয়াদ।

J. W. Fuck (E.I.[2])/এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুল-আস্ওয়াদ ইব্ন য়াযীদ (ابو الاسود بن يزيد) ঃ বংশ-তালিকাসহ পূর্ণ নাম আবুল-আস্ওয়াদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন মা'দীকারিব ইব্ন সালামা ইব্ন মালিক ইব্নিল-হ'ারিছ ইব্ন মু'আবি'য়াতুল-আক্রামীন আল-কিন্‌দী। ইব্নুল কাল্‌বীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আত্-ত'াবারী উল্লেখ করেন, আবুল-আস্ওয়াদ ইব্ন য়াযীদ একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইস'াবা, ৪খ., পৃ. ৭।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আবুল-আসাদ আল-হি'ম্মানী (ابو الاسد الحمانى) : নুবাতা ইব্ন আবদিল্লাহ, আব্বাসী আমলের একজন অপ্রধান কবি, যাঁহার মূল আবাস ছিল দীনাওয়ারে। তাঁহার প্রতিভা ছিল মাঝারী ধরনের। আল্লাওয়ায়/আল্লুয়া কবির বন্ধু ও গায়কই তাঁহাকে বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করেন। তিনি সেই সময়কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন এবং সর্বোপরি তাঁহার কতিপয় কবিতায় সুর সংযোজন করেন যাহার ফলে কবিতাগুলি বিশেষ সাফল্য লাভ করে। তাঁহার কাব্যচর্চাকাল বেশ দীর্ঘ ছিল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাকে সর্বপ্রথম ১৫৩/৭৭০ সালের কাছাকাছি আল-মানসূ'রের দুইজন মাওয়ালী, সাঈদ ও মাতার-এর প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিতে দেখা যায় (আল-জাহ্শিয়ারী, উযারা, ১২৪)। ইহার পর তাঁহাকে আবূ দুলাফ আল-ইজলী (দ্র. আল-কাসিম ইব্ন ঈসা)-র নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে দেখা যায়, যাঁহার দরবারে আলী ইব্ন জাবাল (দ্র. আল-আকাওয়াক) তাঁহার খ্যাতিকে ম্লান করিয়া দেন বলিয়া কথিত আছে। ইতিপূর্বে আল-কারাজ (দ্র.)-এর শাসকের প্রশংসায় কবিতা রচনার পর তিনি তাঁহার সম্পর্কে কিছুটা দীর্ঘ নিন্দাপূর্ণ বক্তব্যও পেশ করেন। ইহার পর তিনি আল-মাহ্দীর ভূতপূর্ব সচিব আল-ফায়দ ইব্ন আবী স'ালিহ' (দ্র. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট) সম্পর্কে স্তুতিপূর্ণ কবিতা রচনা করেন (আল-জাহ'শিয়ারী, ১৬৪; ইবনুত-তিক্তাকা, ফাখ্রী, সম্পা. Derenbourg, ২৫৬, কবিকে আবুল-আসওয়াদ নামে উল্লেখ করেন)। কিন্তু এই সকল ঘটনার সময়ানুক্রম নিশ্চিত নহে, এমনকি ইহাও অধিকতর সম্ভাব্য যে, আগানীর বর্ণনার বিপরীত আল-ফায়দ' (মৃ. ১৭৩/৭৮৯-৯০)-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক, আবূ দুলাফের সঙ্গে তাঁহার অবস্থানের পূর্বেই আল-ফায়দ' (মৃ. ১৭৩/৭৮৯-৯০)-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কবি যেই সকল ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা চাহিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আহ'মাদ ইব্ন আবূ দু'আদ (দ্র.)-ও রহিয়াছেন যিনি তাঁহাকে সাধারণ রকমের উপহার দিয়াছিলেন এবং বিরক্তিকর অনুরোধ-উপরোধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে 'আলী ইব্ন য়াহ্'য়া আল-মুনাজ্জিম (মৃ. ২৭৫/৮৮৮-৯)-এর উপর কবির দাবি প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার উদ্দেশ্য শু'উবী বিরোধী একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার বিষয়টি সন্দেহজনক। কিন্তু যেই মধ্যস্থ ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন তিনি সম্ভবত হামদূন ইব্ন ইসমা'ঈলই (দ্র. ইব্ন হামদূন) ছিলেন। তাঁহার বিদ্যমান কবিতাংশগুলির বিচারে বুঝা যায়, আবুল-আসাদ যেই সকল ব্যক্তির নিকট হইতে অভীষ্ট পুরস্কারের পরিবর্তে কখনও অবহেলা পাইয়া থাকিলে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে অশালীন শ্লেষাত্মক কবিতা রচনায় কোন দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু তিনি খুব কোমল অনুভূতি প্রকাশেও সমর্থ ছিলেন, যেমন দেখা যায়। ইবরাহীম আল-মাওসি'লী (মৃ. ১৮৮/৮০৪দ্র.)-এর সম্পর্কে রচিত তাঁহার শোকগাঁথায়। অবশ্য ইহাতে তাঁহার সুস্পষ্ট সমালোচনা হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : নিবন্ধে প্রদত্ত বরাত ছাড়াও দ্র. (১) আল আগানী, ১৪খ., ১২৪-৩৫; (২) বুস্তানী, DM, ৪খ., পৃ. ১৭১।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/এ. মতীন খান

আবুল-'ইবার (ابو العبر) : আবুল-'আব্বাস মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হাশিমী, শাসক পরিবারের সদস্য ও একজন ব্যঙ্গ কবি। জন্ম আনু. ১৭৫/৭৮১-২ সালে আর-রাশীদের খিলাফাতকালে, মৃত্যু ২৫২/৮৬৬, সম্ভবত কোন 'আলীপন্থীর হস্তে নিহত হন। তিনি আবুল-'ইবার নামেই পরিচিত। এই ডাকনামটি তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেন এবং প্রতি বৎসর ইহার সহিত একটি বর্ণ যুক্ত করিয়া ইহার উচ্চারণ দুঃসাধ্য করেন। সতর্কতার সহিত তাঁহার শিক্ষা সম্পন্ন হয়। তিনি তীক্ষ্ণ সাহিত্যিক বোধসম্পন্ন ছিলেন এবং কাব্য সম্পর্কে একজন উচ্চ শ্রেণীর সমঝদাররূপে খ্যাতিমান ছিলেন। খলীফা আল-মা'মূন তাঁহার গুণাবলী উপলব্ধি তো করেনই নাই, এমনকি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফাত লাভকে তিনি স্বাগত জানাইয়া সর্বপ্রকার হাস্যোদ্দীপক কার্যে নিজকে ব্যাপৃত করেন।

তাঁহার সময়ের অতি প্রখ্যাত কবি, বিশেষত আবূ তাম্মাম ও আল-বুহ্'তুরী তাঁহার স্বীয় সফলতার পথে বাধাস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তিনি হু'ম'ক (বোকামি) ও সুখ্ফ (নির্বুদ্ধিতা)-এর প্রতি নিজেকে উৎসর্গীকৃত করাকে অধিকতর লাভজনক বিবেচনা করেন। এইভাবে তিনি যে ঐতিহ্যের সূচনা করেন তাহা পরবর্তীতে ইবনুল-হ'াজ্জাজ ও ইবনুল-হাব্বারিয়্যা (উভয় দ্র.)-র অনুসরণ করেন। খলীফা পরিবারের সহিত সম্পর্ক তাঁহার সৃষ্টিশৈলীতে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে এমন কোন পন্থা আবুল-'ইবার গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার নিজ জীবনে ও রচনাবলীতে একটি যথার্থ প্রহসন (barlesque) অনুশীলন করেন এবং ইহাতে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা (acrobatico) প্রদর্শন করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁহার রচিত প্রহসনের গভীরে লুক্কায়িত ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং তাঁহার কৌতুকময় ভাঁড়ামির পশ্চাতে ছিল বেদনার অনুভূতি। তিনি যাহাই করিয়াছেন— নূতন শব্দ উদ্ভাবন, অর্থহীন বাক্য রচনা, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির কৌতুককর অনুকরণ অথবা খলীফার প্রাসাদের পুকুরে ছিপ হাতে মাছ ধরা—সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্বীকৃত সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছেন, চিরাচরিত পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন, গুরুগম্ভীর আবহাওয়াকে হাস্য-কৌতুক দ্বারা প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং সংক্ষেপে নিজের প্রতিভাকে এমন একটি কদাকার ভাঁড়ের ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যাহা আরবী সাহিত্যে একটি অভিনব মৌলিক সুরের অবতারণা করিতে পারিত। ইহা না হইলে আরব-ইসলামী সংস্কৃতিকে এমন কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করিতে হইত যাহা তাঁহার নিজস্ব মূল্যবোধের বিরোধী। হু'ম'ক ও সুখফ শব্দাবলীই সুস্পষ্টভাবে এই সকল পরীক্ষামূলক (tentoive) প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করে যাহা কোন কালেই কোন সফল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই (তু. উপরে উল্লিখিত আবুল-আন্বাস)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-আগ'ানী, ২৩খ., পৃ. ৭৬-৮৬; (২) সূ'লী, আখবারুল-বুহ'তুরী, পৃ. ১৭০-১; (৩) ঐ লেখক, আওরাক, ২খ., পৃ. ৩২৩-৩৩; (৪) কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ২খ., পৃ. ৩৫৪-৬, নং ৩৮৬; (৪) ফিহ্রিস্ত, ২২৩-৪; (৬) য়াকূ'ত, উদাবা, ১৭খ., পৃ. ১২২-৭; (৭) মুহ'াম্মাদ ইব্ন দাউদ আল-জাররাহ, ওয়ারাকা, ১২০-১; (৮) তু. J. E. Beneheikh. le cenacle d'al-Mutawakkil,

contribution a l'etude des instances de legitimation li-tteraire, in Melanges Henri laoust=BEO. ২৭খ., (1977)।

J.E. Bencheikh (E.I.[2], Suppl.)/মুহাম্মদ ইমাদুদদীন

আবুল-ওয়াক্‌ক'াস (ابو الوقاص) ঃ (রা), সাহাবী। মুআয্যিনদের মর্যাদা সম্পর্কে তিনি একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট মুআয্যিনগণ মুজাহিদগণের সমান মর্যাদা লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের আযান ও ইক'ামতের মধ্যবর্তী অবস্থাটি রক্তাপ্লুত দেহে ছটফটকারী মুজাহিদের অবস্থার সমতুল্য।" অধিকন্তু বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়, একই প্রসংগে আবুল-ওয়াক্‌ক'াস (রা) হযরত 'উমার (রা), হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ও হযরত 'আইশা সি'দ্দীক'া (রা)-এর কতিপয় বক্তব্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। হযরত 'উমারের বক্তব্যের মধ্যে রহিয়াছে, "আমি যদি মুআয্যিন হইতাম তাহা হইলে আমার জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।" ইব্‌ন হ'াজার বলিয়াছেন, আবুল-ওয়াক্‌ক'াস হযরত 'উমার (রা)-এর সূত্রে মুআযযিনদের মর্যাদা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু বাণীও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন "দোযখের জন্য আল্লাহ মুআযযিনদের গোশত হারাম করিয়া দিয়াছেন।" তবে আবুল-ওয়াক্‌ক'াস বর্ণিত হ'াদীছের সনদ সম্পর্কে ইব্‌ন হ'াজার সংশয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, আল-ইস'াবা, ৪খ., ২১৭, সংখ্যা ১২২২।

মুহাম্মাদ ফজলুর রাহমান

আবুল-ওয়াফা আল-বূযাজানী (ابو الوفاء البوزجانى) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়াহ্'য়া ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইবনিল-'আব্বাস (আল-ফিহ্‌রিস্ত আত-তাম্‌হীদী গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম আহ'মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সঠিক নহে), একজন বিশিষ্ট আরব গণিতবিদ। খুব সম্ভবত তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। ১ রামাদান, ৩২৮/১০ জুন, ৯৪০ তারিখে কূ'হিস্তানের বূযাজান শহরে জন্ম। গণিতশাস্ত্রের তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন তাঁহার দুই পিতৃব্য আবূ 'আমর আল-মুগাযিলী ও আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আনবাসা। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত জন আবূ য়াহ্'য়া আল-মার্‌ওয়াযী (অথবা আল-মাওয়ারদী) ও আবুল-'আলা ইব্‌ন কারনীব-এর অধীনে জ্যামিতি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ৩৪৮/৯৫৭ সালে আবুল-ওয়াফা ইরাক যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। তাঁহার মৃত্যু রাজাব ৩৮৮/জুলাই ৯৯৮-তে। ইবনুল-আছীর ও তাঁহার অনুসরণে ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁহার মৃত্যু সাল ৩৮৭/৯৯৭ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৭০/৯৮০-১ সালে যিনি আবূ হ'ায়্যান আত্-তাওহ'ীদীকে ইব্‌ন সাদান-এর উযীর আবুল-ওয়াফার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন যাহার জন্য আবূ হায়্যান তাঁহার গ্রন্থ আল-ইম্‌তা ওয়াল-মুআনাসা রচনা করিয়াছিলেন।

জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী রহিয়াছে ঃ (১) একটি পাটীগণিত গ্রন্থ, যাহার নাম ফী মা'য়াহ্'তাজু ইলায়হিল-কুত্তাব ওয়াল- উম্মাল মিন 'ইল্‌মিল-হি'সাব। ইহা ঠিক সেই গ্রন্থ, ইব্‌নুল-কি'ফ'তী যাহাকে "আল-মানাযিলু ফিল-হিসাব" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। Woepke, JA ১৮৫৫ খৃ., ২৪৬ প.-এ গ্রন্থটির মানযিল ও অধ্যায়সমূহের শিরোনামগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন; (২) আল-কামিল, ইহা সম্ভবত সেই গ্রন্থ, ইবনুল-কি'ফ'তী যাহাকে "আল-মাজিস্‌ত" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। Carra de Vaux ইহার কোন কোন অংশের অনুবাদ করিয়াছেন, JA, ১৮৯২ খৃ., পৃ. ৪০৮-৪৭১; (৩) আল-হান্‌দাসা (আরবী ও ফারসী ভাষায়), ইহা সম্ভবত সেই ফারসী গ্রন্থ যাহা প্যারিস গ্রন্থাগারে Book of the Geometrical constructions নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। Woepke ইহার একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন, Ja, ১৮৫৫ খৃ., পৃ. ২১৮-৫৬, ৩০৯-৫৯। শেষোক্তজনের অভিমত এই যে, গ্রন্থটি আবুল- ওয়াফার নিজের রচনা নহে, বরং তাঁহার কোন এক ছাত্রের রচনা, যাহাতে তাঁহার বক্তৃতা সংকলিত হইয়াছে (আরও দ্র. H. Suter, Abh. z. Gesch. der Naturwiss. u. d. Med. Elangen 1922 পৃ. ৯৪প.)। দুর্ভাগ্যবশত Euclid. Diophantus ও খাওয়ারিযমী-র গ্রন্থাবলীর যে সকল ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছেন এবং আল-ওয়াদি'হ' নামক তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক তালিকা (tables)-এর কিছুই বর্তমানে বিদ্যমান নাই। কিন্তু ফেলারেন্স, প্যারিস ও লন্ডনে নাম না জানা লেখকের রচিত যীজুশ-শামিল নামক যে সকল তালিকা দেখা যায়. এইগুলি খুব সম্ভবত আবুল-ওয়াফার তালিকা হইতে গৃহীত।

আবুল-ওয়াফার প্রধান কৃতিত্ব হইল, তিনি ত্রিকোণমিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। গোলাকার ত্রিভুজের (Spherical triangle) সঙ্গে কোণের Sine প্রভৃতির সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। ত্রিকোণমিতিতে তিনিই সমকোণী ত্রিভুজের পরিবর্তে Menelans-এর দাবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ চতুর্ভুজ, যাহা "চারি বিস্তৃতির নীতি" (Rule of four magnitude) নামে পরিচিত (Sine a: Sine c=Sine A: 1) ও tangent theorem-এর (tan, a: tan. A=Sine b:1) প্রবর্তন করেন। এই সূত্র হইতে তিনি অপর একটি সূত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (Cos. c-cos. a. cos. b.)। বিষম কোণবিশিষ্ট গোলাকার ত্রিভুজের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম Sine প্রতিপাদ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (তু. Carra de Vaux, পূ. স্থা., পৃ. ৪০৮-৪০)। Sine 30-এর হিসাবে নির্ণয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। ইহার ফলে ৮ শতাংশ পর্যন্ত ইহার সঠিক মান নির্ণয় করা যায় (Woepke, JA, ১৮৬০ খৃ., পৃ. ২৯৬ প.)। তিনিই এই সম্বন্ধগুলির প্রতিষ্ঠা করেন ঃ Sin (A+B)=sin A G B+G A Sin B; Sin A=Z Sin A/2. G A/2., Z Sin^2 A/2=1-G A। তাঁহার জ্যামিতিক গঠনও, যাহা অংশত ভারতীয় ছাঁচের উপর প্রতিষ্ঠিত, খুবই আগ্রহের ব্যাপার। অপরদিকে স্পর্শক (tangents), সম-স্পর্শক (cotangents), ছেদক (Secants), সমছেদক (cosecants), ত্রিকোণমিতি ইত্যাদির ব্যবহারে তাঁহার কৃতিত্ব অনেক। অবশ্য এই সকলের গাণিতিক প্রয়োগ ইতিপূর্বেই হাবাশ আল-হাসিবের জানা ছিল। অনুরূপভাবে চন্দ্রের পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়টিতে তিনি অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। L. A. Sedillot ১৮৩৬ খৃ., এই দাবি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (এই বিষয়ে

অবশ্য একটি উত্তপ্ত বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল. ইহাতে একদিকে ছিলেন Sedillot ও Chasles এবং অপরদিকে ছিলেন Biot, Munk ও Bertrand; Carra de Vaux বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বিতর্ক অব্যাহত ছিল (JA. 1892,-440-71)। কনিক (conics)-এ অধিবৃত্তের (Parabola) অঙ্কন ক্ষেত্রফল স্থিরীকরণ ও ঘনফল নির্ণয় সম্বন্ধে আবুল-ওয়াফার আলোচনা অনেক উন্নত ধরনের। বীজগণিতে Diophantus-এর অনুবাদ আবুল-ওয়াফার এক প্রামাণ্য কীর্তি। আবুল-ওয়াফা একজন কবিও ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২৬৬, ২৮৩; (২) ইব্‌নুল-কিফ্‌তী, পৃ. ২৮৭; (৩) ইব্‌নুল-আছীর, ৯খ., পৃ. ৯৭; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৬৮১ (অনু. de Slane, ৩খ., পৃ. ৩২০); (৫) আবুল-ফারাজ সালহানী, পৃ. ৩১৫ (৬) Cantor, Vorlesungen uber Gesch. d. Mathematik, ২য় সংস্করণ, ১খ, ৬৯৮ প.; (৭) A. V. Braunmuhl, Vorlesungen uber Gesch. d. Trigon, Leipzig ১৯০০ খৃ., ১খ., ৫৪ প.; (৮) Suter, পৃ. ৭১, অনু. পৃ. ১৬৬; (৯) ঐ লেখক, Abh. zur, Gesch, d. Mathem. Wissensch., ৬খ., পৃ. ৩৯; (১০) Nallino, Scritti, ৫খ., পৃ. ২৭২, ২৭৫, ৩৩৬-৩৩৭; (১১) Brockelmann, ১খ., পৃ. ২৫৫, পরিশিষ্ট ১, ৪০০; (১২) Sarton, Introduction, ১খ., পৃ. ৬৬৬-৬৭।

H. Suter (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবুল-ওয়ালীদ আল বাবী (দ্র. আল-বাবী)

আবুল কালাম আযাদ (দ্র. আযাদ, আবুল কালাম)

আবুল-কাসিম (দ্র. আল-যাহ্‌রাবী)

আবুল-কাসিম আল-ইরাকী (میر ابو القاسم العراقى)ঃ ১৩শ শতকের শেষার্ধের ইরাকী মুসলিম আলকেমিস্ট। পূর্ণ নাম আবুল-কাসিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-সীমাওয়ী আল-ইরাকী। কিমিয়া (কীমীয়া) সম্পর্কে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থের প্রণেতা। কিতাবু 'ইল্‌মিল-মুকতাসাব ফী যিরাআতিয-যাহাব সমধিক উল্লেখযোগ্য। কিমিয়াশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় মতবাদ ছিল, টিন, সীসা, লোহা, তামা, রূপা ও সোনা এই ছয়টি ধাতু পরস্পর রূপান্তরযোগ্য। ইহাদের মধ্যস্থ পার্থক্য শুধু, ইহারা আল্লাহ্‌র অসাধারণ কুদ্‌রাতে সংঘটিত। যে ক্রমে ছয়টি ধাতুর নাম উক্ত হইল তাহা ধাতুগুলির ক্রমোন্নতিসূচক হীনতম টিন ও শ্রেষ্ঠ সোনা। আল-ইক্‌সীর বা পরশ পাথর (Philosopher's stone) ব্যবহার করিয়া ধাতুগুলির মধ্যস্থ পার্থক্য দূরীভূত করা যায় বলিয়া আলকেমিস্টদের বিশ্বাস ছিল। উক্ত গ্রন্থে তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় ধ্যানধারণা প্রদত্ত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল কাসিম বাবুর (দ্র. তামুবিদস)

আবুল কাসিম মীর (ابو القاسم مير)ঃ শাহযাদাহ শুজা' (شجاع)-র শাসন কালে (১৬৩৯-১৬৬০) তাঁহার প্রতিনিধিরূপে দক্ষিণ বংগের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৪০ খৃ. ঢাকা রায়ের বাজারের অন্তর্গত বৃহৎ ঈদগাহটি নির্মাণ করেন। ১৬৪৪ খৃ. বড়কাটরার (ঢাকা) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল কাসেম (ابو القاسم)ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমাজসেবী, ডাক্তার, ১৩২০/১৯০২ সনের ১ জুলাই/১৩০৯ বঙ্গাব্দে খুলনা মহানগরীর ঐতিহ্যবাহী মৌজা দৌলতপুর শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শেখ গোলাম রহমান ও মাতার নাম আছিয়া খাতুন।

কথিত আছে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আফগান-রাজ আবদুল্লাহ খানের পৌত্র দৌলত খানের বংশধর। দৌলত খান যশোর ও খুলনা এলাকায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাছে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ ও অলৌকিক করামাত ও আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। এই প্রতিভাবান ব্যক্তি বর্তমান খুলনার দৌলতপুর এলাকায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই কৃতী পুরুষের নামানুসারে দৌলতপুর মৌজার নামকরণ করা হয়। তিনি ইসলাম প্রচারক হিসাবে খান উপাধি পরিত্যাগ করিয়া শেখ (শায়খ) উপাধি ধারণ করেন। রবীন্দ্র-নজরুল যুগের প্রখ্যাত প্রতিভাবান সাহিত্যিক ডাক্তার আবুল কাসেম উল্লিখিত পরিবারের অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী, কর্মবীর, কঠোর পরিশ্রমী, জ্ঞান তাপস ও অমায়িক চরিত্রের অধিকারী ডাক্তার আবুল কাসেম দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ডাক্তার আবুল কাসেম দৌলতপুর মধ্যডাঙ্গা পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর দৌলতপুর মুহসিন হাই স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে সাঁতার, বৃক্ষারোহণ, অশ্বারোহণ, সাইকেল চালনা, লাফ, দৌড় ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। তিনি মুহসিন হাই স্কুলে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এই স্কুলের শিক্ষক মুন্সি আব্বাস হোসেনের মুখে বিভিন্ন দেশের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া দেশ ভ্রমণের অদম্য স্পৃহা এই কিশোরের মনে জাগিয়া উঠে। অপরদিকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগদান করেন। এই সময়ে ১৯১২ খৃ. কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ইংরেজ সরকার বিরোধী বক্তৃতা দানের অপরাধে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

কারাগারে তিনি নজরুল ইসলাম, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লভ করেন। লৌহ যবনিকার অন্তরাল হইতে মুক্তি লাভের পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, পুনরায় তিনি স্কুল জীবনে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আজীবন জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত স্বাধীনচেতা সহজাত প্রতিভার অধিকারী এই ব্যক্তি আর স্কুলের চার দেওয়ালে আবদ্ধ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন না।

স্কুল-কলেজের ডিগ্রী ছাড়াই তিনি সাহিত্য জগতে ও কর্মজীবনে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া যান। অবশ্য পরবর্তী কালে কর্মজীবনে তিনি স্বাধীন জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৯২৯ সালে কলিকাতার এলেন হোমিওপ্যাথিক কলেজের শেষ পরীক্ষায় সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি.এইচ.এম.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ১৯২৯ সালে সোরিনাম ঔষধের থিসিস লিখিয়া তিনি এম.ভি. উপাধি লাভ করেন।

ডাঃ আবুল কাসেম সমাজ সেবিকা রাজিয়া খাতুনের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই 'বেরিবেরি' রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। অতঃপর সাবডিভিশন্যাল স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলভী শেখ আবদুর রউফ বি.এ. সাহেবের কন্যা জাহানারাকে বিবাহ করেন। জাহানারার গর্ভে তাঁহার একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ আবুল মাসুদ খুলনা জজ কোর্টের উকিল।

১৯৪৩ সালে তিনি ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের জেলা সংগঠকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনে তিনি কলিকাতা আহসান উল্লাহ মাখদুমী লাইব্রেরীর কর্মচারী, কলিকাতা ইলেকট্রিক মেশিন প্রেসের ম্যানেজার, মিলনী প্রেসের প্রিন্টার ও ম্যানেজার, খুলনা আর্ট স্কুলের সম্পাদক, খুলনা ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংকের ডিরেক্টর, দৌলতপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, একজন নামজাদা হোমিও চিকিৎসক ও সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদী, আল-মুসলিম, আজাদ, দৈনিক কৃষক, দৈনিক সুলতান, মুসলিম দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও খুলনাবাসী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম ডাক্তার আবুল কাসেম বহু সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকিয়া আজীবন সমাজসেবার কার্য সম্পাদন করেন। তিনি ঋণ সালিশী বোর্ডের সদস্য, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, দৌলতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক, মুহসিন হাই স্কুল, বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের সহসম্পাদকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের মান ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি দৌলতপুর আনজুমান লাইব্রেরীর সম্পাদক, জেলা মোহামেডান এসোসিয়েশনের সদস্য, কৃষি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য, খুলনা বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সদস্য, খুলনা জেলা বোর্ডের শিক্ষা কমিটির সদস্য, খুলনা নেছারিয়া এতিমখানার সদস্য, খুলনা জর্জ কোর্টের স্পেশাল 'জুরার' পসেসর ও খুলনা জেলার বেসরকারি পরিদর্শকের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি খুলনা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া দেশ ও জাতির উন্নতি বিধানে নিরলস খেদমত করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ আবুল কাসেম অমায়িক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রবীণ, নবীন, সাহিত্যিক, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও সরকারী প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আপনজন। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায়ই সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সেরা কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা ও খুলনার দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় তাঁহার গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

ব্যক্তিজীবনে ডাক্তার আবুল কাসেম দৃঢ়চেতা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, উত্তম চরিত্র ও নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। ইসলামী পুনর্জাগরণে তিনি ছিলেন আশাবাদী। বাস্তব জীবনের তিনি ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেন। তাঁহার মত আদর্শ চরিত্রবান লোক এই যুগে বিরল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

১. মানসী ঃ ইহা একটি কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশ কাল বাংলা ১৩৩৫ সাল।

২. হযরত মোহাম্মদ ঃ তাঁহার প্রকাশিত দ্বিতীয় জীবনভিত্তিক কাব্য গ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

৩ বাংলা প্রতিভা ঃ এই গ্রন্থে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের ৯ জন প্রতিভাবান মুসলিম ব্যক্তির জীবন-চরিত স্থান পায়ইয়াছে।

৪. মহর্ষি মোহসীন ঃ প্রকাশকাল ১৩৭৩ বাংলা, খুলনা।

৫. ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ী ঃ প্রকাশ কাল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ।

৬. বিজ্ঞানের জন্ম রহস্য ঃ বাংলা ১৩৪৩ সালে কলিকাতা হইতে এই মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

৭. আমার ভূ প্রদক্ষিণ ঃ প্রকাশ কাল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, প্রকাশক মোবারক আলী, মাখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

৮. আমার ভারত ভ্রমণ ঃ বাংলা ১৪৪৩ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

৯. মহাসাগরের দেশে ঃ বাংলা ১৩৪৪ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

১০. দূর দূরান্তরে ঃ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যশোর নূতন সমাজ কর্তৃক এই ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত।

১১. শুভেচ্ছা ভ্রমণে পশ্চিম পাকিস্তান ঃ প্রকাশ কাল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

১২. ইতিহাস ঃ দৌলতপুর মুহসিন হাই স্কুল, প্রকাশ কাল ১৯৬১ খৃ.,

১৩. রোমন্থন ঃ প্রকাশ কাল ১৯৬৮।

ডাঃ আবুল কাসেম রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজির তালিকা ঃ ১। গল্পবহি, ২। হিন্দুস্তানী চিন্তাধারা, ৩। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ৪। ব্যথার পরশ, ৫। পাঁচ পীরের জীবনী, ৬। হারানো মানিক, ৭। ইসলামী সাম্যবাদ ও সাফল্যের চাবিকাঠি।

ডাক্তার আবুল কাসেম দৌলতপুরে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হইয়া মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় খুলনা সি.টি. নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ১৪০৭/১৯৮৬ সালে ৩১ জুন সকাল ১০টায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৪ বৎসর। এই বার্ধক্যেও তিনি সবল সুস্থ দেহের অধিকারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দৈনিক জনবার্তা, খুলনা, ১ জুলাই, ১৯৮৬ খৃ.; (২) সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ঢাকা; (৩) আনজুমান আরা, ডাঃ আবুল কাসেমের সংগ্রামী জীবন, খুলনা, প্রকাশ কাল ১৯৬৫ খৃ.; (৪) অধ্যাপক আহসান কবির, ডাঃ আবুল কাসেমের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র, ১৯৭০ খৃ.; (৫) শেখ আখতার হোসেন, সাহিত্যিক ডাক্তার আবুল কাসেম; (৬) ঐ লেখক, খুলনার প্রতিভা, প্রথম খণ্ড, এপ্রিল ১৯৮০।

আবুল কাসেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ

আবুল কাসেম, মোহাম্মদ (ابو القاسم محمد) ঃ প্রিন্সিপাল, শিক্ষাবিদ, ভাষা সংস্কারক, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, ভাষা আন্দোলনের স্থপতি, বাঙলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, যুক্তফ্রন্ট মনোনীত পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মনীষী অনেক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংস্কার ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মতৎপরতার সংগঠক ও উদ্যোক্তা। জন্ম ১৪ আষাঢ়, ১৩২৭/১০ শাওওয়াল, ১৩৩৮/২৮ জুলাই, ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাস্থ বরমা ইউনিয়নের ছেবন্দী গ্রামে। পিতা মতিয়র রহমান, মাতা সালেহা খাতুন, দাদা রওশন আলী ও নানা ইজ্জত আলী।

পরিবারের ধর্মীয় ও ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বর্ধিত হন। প্রথমে স্থানীয় মহিলা উস্তাদের নিকট বাংলা, আরবী, ফারসী ও কিঞ্চিৎ উর্দূ জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়া তাঁহার শৈশবের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৯৩০ খৃ. বরমা ত্রাহী মেনকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্কুলে প্রতি বৎসর প্রথম হওয়ায় নিয়মিত মহসিন বৃত্তি লাভ করিতেন। ১৯৩৯ খৃ. অতিরিক্ত বিষয় অংকসহ তিনটি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করিয়া সরকারী 'জেলা বৃত্তি' লাভ করেন। ১৯৩৯ খৃ. তিনি চট্টগ্রাম মুসলিম হলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিয়া তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটান। বক্তৃতা চর্চা ও একাডেমিক যোগ্যতা বিকাশের উদ্দেশে গঠন করেন 'তরুণ পরিষদ' এবং 'তরুণ' নামক বার্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৪১ খৃ. তিনি প্রথম বিভাগে আই.এসসি. পাশ করেন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ও বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৪১ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়া ভর্তি এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হন। ১৯৪৩ খৃ. তিনি সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংকে সর্বোচ্চ নম্বর পান এবং ১৯৪৪ খৃ. অনার্সে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯৪৫ খৃ. তিনি 'থেলিমাইড পদার্থের গঠন নির্ণয়' শীর্ষক গবেষণাপত্রে সর্বাধিক নম্বর পাইয়া এম.এসসি.-র রিসার্চ গ্রুপে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এম.এসসি. পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বাছিয়া লইবার চেষ্টায় কলিকাতা গমন করেন। ১৯৪৬ খৃ. পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. খান্তগীর জনাব আবুল কাসেমকে কলিকাতা হইতে ডাকিয়া আনিয়া নিজ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। শুধু বিজ্ঞান বিভাগের নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম অধ্যাপক যিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচারের প্রচলন করেন। ১৯৫৩ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি ব্যবসা ও রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হন। ১৯৫৪ খৃ. যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হইয়া প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ খৃ. সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। ১৯৫৮ খৃ. নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর নির্বাহী পরিষদ সদস্য হন। ১৯৬২ খৃ. বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ১৯৮০ খৃ. পর্যন্ত ইহার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ খৃ. চট্টগ্রাম সিটি নাইট কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন ও অংক বিভাগের প্রধান এবং ছাত্র অবস্থায় নানুপুর হাই স্কুলের খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন।

সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ পরবর্তী জীবনে সামাজিক কর্মকাণ্ডে জনাব কাসেম যে বিভিন্নমুখী ভূমিকা রাখিয়া দেশ-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেন তাহার ভিত্তি নিহিত ছিল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হেমায়েতুল ইসলাম সমিতি। নিজ গ্রাম ছেবন্দীর তরুণ কিশোরদের নিয়া অতি বাল্য বয়সে এই সমিতি গঠন করেন। রাস্তাঘাট মেরামত, আর্তের সেবা, দুঃস্থের সাহায্য দান প্রভৃতি তৎপরতা দ্বারা সমিতি শুধু নিজ গ্রামেই নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহেও প্রশংসা অর্জন করে। এই সময় স্কুল ও গ্রামাঞ্চলে ধূমপান নিবারণেও প্রচেষ্টা চালান। তখন গ্রামে উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী 'গোলাম প্রথা' ও 'বংশগত ছাপ' প্রথা ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে চরম চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিরাজিত ছিল। জনাব আবুল কাসেম সমিতির সম্ভ্রান্ত সদস্যদের সহায়তায় এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন এই অঞ্চলসমূহ ও ভারতের বেশীর ভাগ 'আলিম-'উলামা ও মুসলমান কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন, অথচ এই সময় কংগ্রেস ইসলাম ও মুসলমানবিদ্বেষী ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। এই অবস্থায় একবার ঈদুল ফিতরের খুতবার প্রারম্ভে মাওলানা ইসলামাবাদী কংগ্রেসের পক্ষে বক্তব্য দিলে জনাব আবুল কাসেম ইহার বিরুদ্ধে এক তেজস্বী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া সবাইকে অবাক করিয়া দেন। ইহাতে স্বয়ং ইসলামাবাদীও মুগ্ধ হন। এইভাবে তিনি কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকায় নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন।

তিনি চট্টগ্রামের তরুণ (বক্তৃতা ফোরাম ও বার্ষিকী) নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা; চট্টগ্রামের মুসলিম সাহিত্য ও বক্তৃতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৩৮-৪১); দক্ষিণ পটিয়া মুসলিম ক্লাবের সম্পাদক (১৯৩৫-৩৯); ঢাকার বিখ্যাত কসমোপলিটান লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিখ্যাত তমদ্দুন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, গরীব ছাত্রদের সাহায্যার্থে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিউটি ফান্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম ছাত্র ও জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৭-৪৯); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট মেম্বার; পূর্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট; পূর্ববঙ্গ প্রফেসর সমিতির সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৯-৫১); পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জয়েন্ট সেক্রেটারী; রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম আহ্বায়ক; ঢাকার ঐতিহাসিক ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা; সলিমুল্লাহ মুসলিম হল Night High School-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (১৯৪২-৪৩); সলিমুল্লাহ হল বিজ্ঞান সমিতির প্রধান কর্মকর্তা; ঢাকা সিটি নাইট কলেজ ও ঢাকা আর্ট কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা: বাংলা বর্ষপঞ্জী ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নের অন্যতম উদ্যোক্তা; বাংলা একাডেমীর কার্যকরী কমিটির সদস্য (১৯৫৮-৬৪); পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড-এর কার্যকরী কমিটির সদস্য; খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ও ঢাকা মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৮-৪৯); সলিমুল্লাহ হল সোস্যাল সার্ভিস লীগের সেক্রেটারী (১৯৪৩-৪৪); পূর্ব পাকিস্তান বাংলা ভাষা সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা; আমাদের বিজ্ঞান প্রেস ও আমাদের বাঙলা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামী আন্দোলনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সহজ বাংলা বাস্তবায়ন পরিষদের অন্যতম নেতা; তমদ্দুন আন্দোলনের সভাপতি; গাড়ির নম্বর প্লেট, দোকান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার আন্দোলনে নেতৃত্ব

দানকারী ও বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য থাকাকালে তিনি ঘুষ, দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন মাসিক দ্যুতির প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৯-৫০); খেলাফতে রব্বানী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫২); পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের কার্যকরী কমিটির সদস্য (১৯৫৪-৫৬, দুইবার) এবং ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক (১৯৪৮-৬১)-এর সম্পাদক। ইহা ছাড়াও তিনি 'পূর্ব পাক পল্লী সাহিত্য পরিষদ' নামক জাতীয় সংগঠনের উদ্যোক্তা এবং নেদুকুবি (নেশা, দুর্নীতি, কুসংস্কার বিরোধী) আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের জনক সংগঠন তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর) ও বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৯৬২) ছিল তাঁহার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

ভাষা আন্দোলনের জনক সংগঠন তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খৃ.। শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ (চার)। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব আবুল কাসেমসহ অপর তিন সদস্য ছিলেন (১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), (২) জনাব শামসুল আলম (রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির দ্বিতীয় আহ্বায়ক) ও (৩) জনাব ফজলুর রহমান (পরে এ্যাডভোকেট)। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি ছিল পাকিস্তানের প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন। ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সংগঠনটির পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) নাম ও এলাকা ঃ এর নাম তমদ্দুন মজলিস। পাকিস্তানে এর নাম হবে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস। তমদ্দুনিকভাবে ইসলামী আদর্শ প্রচারের জন্য দুনিয়ার যে কোন দেশে এ সংগঠন কায়েম করা যেতে পারে।

(২) পরিচয় ও উদ্দেশ্য ঃ এটি পাকিস্তানের তৌহিদী জনগণের একটি তামদ্দুনিক সমিতি (অরাজনৈতিক সংগঠন)। তমদ্দুন মজলিস বিশ্বাস করে, একমাত্র খাঁটি ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের মারফত বর্তমান সমস্যা-জর্জরিত আর অসাম্য, অত্যাচার ও হিংসা-নিপীড়িত দুনিয়ার মানব সমাজের মুক্তি সম্ভব। তমদ্দুন মসলিস বর্তমান মানবতাবিরোধী সমাজ ব্যবস্থার গড়ে উঠা বিকৃত তমদ্দুন ও বিশ্বাসকে আন্দোলনের মারফত সুন্দর ও মহান করে গড়ে তুলতে ওয়াদাবদ্ধ। তমদ্দুন মজলিস মানবীয় মূল্যবোধের উপর সাহিত্য, শিল্প ও কাজের মারফত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে সহায়তা করবে। গণজীবনে মৌন বিপ্লব সাধন করে খাঁটি ইসলামী আদর্শের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেওয়াই মজলিসের আশু উদ্দেশ্য।

(৩) কারা এর চালক হবেন ঃ নাস্তিক, মোনাফেক, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী লোকদের জায়গা মজলিসে নেই। আদর্শবাদী ও নিঃস্বার্থ তমদ্দুনিক কর্মীরাই তমদ্দুন মজলিসের ধারক, বাহক ও পরিচালক থাকবেন।

(৪) সংগঠনের রূপ ঃ এটা বৈজ্ঞানিক সংগঠন। মজলিস বিশ্বাস করে, বৈজ্ঞানিক সংগঠন ছাড়া কোন মহৎ ও বিরাট কাজ সম্পন্ন করা যায় না। বৈজ্ঞানিক সংগঠন বলতে মজলিস মনে করে একটি নিখুঁত সার্বিক আদর্শ, ত্যাগ ও সাধনার মারফত এক একজন করে কর্মী ও সদস্য বাছাই আর একক নেতৃত্বের অধীনে কঠোর শৃঙ্খলা, একতা ও ভাইয়ালী কায়েম (নব পর্যায়ের গঠনিকা তমদ্দুন মজলিস, ১৫ অক্টোবর, ১৯৬৭)

উল্লেখ্য, মজলিসের গঠনতন্ত্র নিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় সেপ্টেম্বর '৪৭ হইতে। কিন্তু ইহা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৪৮-৪৯ খৃ., আর ছাপা হয় ১৯৫০ খৃ., ১৯, আজিমপুর রোড, ঢাকাস্থ 'আমাদের প্রেস' হইতে। ১৯৫২-৫৬ খৃ. গঠনতন্ত্র সামান্য সংশোধিত হয় এবং তাহা ১৯৬৪ খৃ. পুনরায় ছাপা হয়। ১৯৬৭ খৃ. ২৪-২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে গঠনতন্ত্রের নাম 'গঠনিকা' রাখা হয় এবং ইহার ব্যাপক রদবদল হয়।

মজলিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশে 'কাজের প্রোগ্রাম' শীর্ষক (৬ষ্ঠ দফা) ৭ ধারা কর্মসূচী গৃহীত হয়। দফা ৭-এ ক্যাডার ভিত্তিক ৩টি সদস্যপদ সৃষ্টি করা হয়। দফা ৮-এ সংগঠনের অধীন ৫ প্রকার শাখা সংগঠনের রূপরেখা দেওয়া হয়। দফা ৯-এ সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, লাইব্রেরী ও প্রকাশনা এবং প্রচার ও জনসেবা-এই পাঁচটি বিভাগের কার্যক্রম বর্ণিত হয়। এইভাবে বিশ দফা সম্বলিত গঠনিকা তমদ্দুন মজলিসের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনা দান করে। গঠনিকার পরিশিষ্টে সংযোজিত সংগঠনের উচ্চতম ক্যাডার 'সালেম'-এর শপথনামার ৬ষ্ঠ অংশটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ঃ 'আমি অবৈধ উপায়ে অর্জিত সমস্ত অর্থ ও সম্পদ (তাহা নিজের দ্বারা বা আমার জানামতে পিতৃমাতৃ পুরুষদের দ্বারা অর্জিত অর্থ সম্পদ যাহাই হউক না কেন) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলাম। যে সমস্ত অবৈধ অর্থ সম্পদ আমার ব্যক্তিগত অধিকারে আছে আজ হইতে ছয় মাসের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রকৃত হকদারকে ফেরত দিব। যদি হকদারকে খুঁজিয়া না পাই কিংবা এই অবৈধ অর্থ সম্পদ জনসাধারণকে শোষণজনিত হয় কিংবা জাতীয় অর্থ সম্পদ তছরূপজনিত হয় তাহা হইলে আমার সমস্ত অবৈধ অর্থ ও সম্পদ তমদ্দুন মজলিসের ইসলামী আন্দোলন তহবিলে বা বায়তুলমাল ফান্ডে জমা দিব। বেঈমানির মত এই ধরনের সম্পত্তি বেনামি বা হস্তান্তরিত করিব না।' শপথের এই অংশটুকু হইতে প্রমাণিত হয়, মজলিস তাহার কর্মীদেরকে চারিত্রিকভাবে কত উন্নত করিবার প্রয়াসী ছিল ! ইহা ছাড়া পরিশিষ্টের 'কঠোর একতা শৃঙ্খলা কায়েমের ফরমুলা এবং 'মজলিস কর্মীদের প্রতি' শীর্ষক পরামর্শ ও উপদেশ বাণী মজলিস কর্মীদের উন্নততর জীবন গড়ার পক্ষে অনুপ্রেরণাদায়ক।

মজলিস প্রতিষ্ঠার পর হইতে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার কর্মতৎপরতা গৃহীত হয় এবং এই ব্যাপারে ছাত্র-জনতার সমর্থন লাভের লক্ষ্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ' পুস্তিকার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের লেখা ইহাতে সন্নিবেশিত করার জন্য জনাব আবুল কাসেম তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ (প্রাক্তন আওয়ামী লীগ নেতা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) ও অধ্যাপক ড. মোতাহার হোসেন-এর দুইটি মূল্যবান লেখা সংগৃহীত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর, '৪৭ তারিখে ঢাকাস্থ বলিয়াদী প্রিন্টিং প্রেস হইতে জনাব আবুল কাসেমের 'আমাদের প্রস্তাব' শীর্ষক মুখবন্ধসহ উক্ত লেখা দুইটি 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ' নামে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মোতাহার হোসেনের নিবন্ধের নাম 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের

ভাষা সমস্যা' এবং আবুল মনসুর আহমদের প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে'। এই পুস্তিকাখানি প্রকাশের পর তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি অফিস-আদালত ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্রয় করা হয়। এই সময় জনাব আবুল কাসেম দলবদ্ধভাবে পুস্তিকাটি বিক্রয়ে নেতৃত্ব দেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে শুধু পুস্তিকা প্রকাশই যথেষ্ট ছিল না। তাই জনাব আবুল কাসেম জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে সভা-সমিতির উদ্যোগ নেন। ১৯৪৭ খৃ. ৫ নভেম্বর ফজলুল হক মুসলিম হলে শিল্পী জয়নুল আবেদীনকে এক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন। এই সভায় জনাব আবুল কাসেমসহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ১২ নভেম্বর তারিখে পূর্বোক্ত হলে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক সাহিত্য সভা। ইহা শেষ পর্যন্ত এক বিরাট ছাত্র গণজমায়েতের রূপ লাভ করে। এই সভার প্রধান বিশেষত্ব, ইহাতে তিনজন মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার, যিনি সভাপতিত্ব করেন। অন্যজন বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন, তিনি অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। অপরজন কৃষিমন্ত্রী জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল। ইহা ছাড়া জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত লীলা রায়, আবুল হাসনাত (ডিআইজি), ড. এনামুল হক, কবি জসীম উদ্দীনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের বহু অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সভার ফলে ঢাকাসহ সারা দেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ব্যাপক সমর্থন বৃদ্ধি পায়। মফস্বল অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ইতোমধ্যেই সভাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল। এসব সভার বেশীর ভাগের উদ্যোক্তা ছিল স্থানীয় মুসলিম লীগ ও তমদ্দুন মজলিস।

প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঃ ১২ নভেম্বরের সাহিত্য সভার পূর্বেই তমদ্দুন মজলিস নেতৃবৃন্দ সুরুয জামাল মেসে (ঢাকা মেডিকেলের জরুরী বিভাগের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত জীর্ণ ভবন, এখন এইখানে ব্যাংক ও মার্কেট প্রতিষ্ঠিত; ইহা মজলিসের প্রথম ও অস্থায়ী কার্যালয় ছিল ঃ পরে 'সৈনিক' প্রতিষ্ঠিত হইলে, অফিস ১৯ আজিমপুরে স্থানান্তরিত হয়) এক জরুরী সভায় মিলিত হন। রাষ্ট্রভাষার দাবিকে গণআন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য সভায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জনাব নুরুল হক ভুঁইয়াকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। জনাব আবুল কাসেম হন ইহার কোষাধ্যক্ষ। অর্থ সংগ্রহ, পূর্বোক্ত পুস্তিকা প্রচার ও গণসংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে তিনি ও মজলিস নেতৃবৃন্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল, জেলা শহর, এমনকি মফস্বল অঞ্চলে ব্যাপক সফর শুরু করেন।

উল্লেখ্য, জনাব আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিসের কর্মীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী, নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, গণপরিষদ সদস্য, এমনকি মন্ত্রীদের সহিতও যোগাযোগ করিয়া বাংলা ভাষার দাবি প্রবল করিবার চেষ্টা চালান। তাই ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খৃ. ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনেও তাঁহার দাবির প্রতিধ্বনি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

(১) বাঙলা ভাষাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার এবং আইন আদালত ও অফিসাদির ভাষা।

(২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রভাষা হইবে দুইটি, ১. বাংলা ২. উর্দু। .... (দৈনিক আজাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)।

দৈনিক দেশ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ও সাপ্তাহিক অগ্রপথিক ভাষা দিবস সংখ্যা, ১৯৮৬-তে প্রকাশিত জনাব নুরুল হক ভূঁইয়ার সাক্ষাতকার হইতে জানা যায়, প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১ অক্টোবর, ১৯৪৭ খৃ. গঠিত হয়। পরিষদ গঠনের পর মজলিস কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এইগুলি হইল (১) বাংলা ভাষার দাবিকে শক্তিশালী করিবার জন্য বুদ্ধিজীবী মহলের স্বাক্ষর গ্রহণ; (২) গণস্বাক্ষর গ্রহণ; (৩) বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ, মত বিনিময় ও আন্দোলনে অংশগ্রহণে রাজী করা: (৪) ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর খরচ মিটাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ; (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যায়ক্রমে সাহিত্য সভা ও রাষ্ট্রভাষার সমর্থনে সমাবেশ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। এইভাবে মজলিস ও আবুল কাসেম সাহেব সর্বস্তরে বাংলা ভাষার দাবি জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হন। ইহার ফলেই ১২ নভেম্বর, ১৯৪৭ খৃ. ফজলুল হক হলের পূর্বোক্ত ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পরবর্তী দিনেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট মজলিস নেতা জনাব আবুল কাসেম কর্তৃক শত শত বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরসম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপিতে মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কবি জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, আবু রুশ্‌দ, মতিন উদ্দিন, মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারসহ সর্বপেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বাক্ষর করেন। এই স্মারকলিপির ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত অবগত হওয়ার জন্য জনাব আবুল কাসেম অধ্যাপক এম. আহছানকে সঙ্গে নিয়া ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ১৯ নভেম্বর, ১৯৪৭ খৃ. প্রকাশিত দৈনিক আজাদের এই সংক্রান্ত বিবৃতিটি প্রণিধানযাগ্য "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী বিবেচনার জন্য প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি।"

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর। তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক অধ্যাপক এম. এ. কাসেম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, তিনি অধ্যাপক এম. আহছানকে সঙ্গে লইয়া অদ্য রাত্রে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছেন এবং বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, অধ্যাপক, আইন ব্যবসায়ী ও পরিষদ সদস্যগণের স্বাক্ষরসম্বলিত যে স্মারকলিপি দাখিল করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে খাওয়াজা নাজিমুদ্দিন বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা ঠিক করা পাকিস্তান গণপরিষদের কর্তব্য। কিন্তু প্রতিনিধিগণ যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে খাওয়াজা নাজিমুদ্দিন ব্যাপারটি বিবেচনা করিয়া দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।'

বুদ্ধিজীবীদের স্মারকলিপির পর প্রায় অর্ধ লক্ষ গণস্বাক্ষরসম্বলিত স্মারকলিপিটি নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের (১৯৪৭) ১/২ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদ ৫

ডিসেম্বর, ১৯৪৭ খৃ. সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং এই দিনেই প্রদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে এই স্মারক লিপিটি বিবেচনাপূর্বক রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৭ খৃ,, ২৭ নভেম্বর তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা সম্মেলন। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান। পরবর্তী দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দূর পক্ষে সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। ফলে তাহারা ৫ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মজলিসের সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম। উল্লেখ্য, এই দিনে পাকিস্তান মর্নিং নিউজ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফলে ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা মিছিল করিয়া যাইয়া মর্নিং নিউজ অফিসে হামলা চালায়। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব আবুল কাসেম। অতঃপর কমিটি খাওয়াজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে আসিয়া অনুষ্ঠানরত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবৃন্দের উপর রাষ্ট্রভাষা বাংলা করিবার দাবিতে বারংবার চাপ দিতে থাকে। ফলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলার দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

৫ তারিখের ছাত্র সভা, মিছিল, উপর্যুপরি দাবি, গণস্বাক্ষর, সাহিত্য সভা, গণযোগাযোগ, পত্র-পত্রিকার আলোচনা-সমালোচনা (এ সময় কলিকাতার ইত্তেহাদ পত্রিকা বাংলা ভাষার পক্ষে ব্যাপক প্রচার করে এবং ইহার সম্পাদক ছিলেন তমদ্দুন মজলিস সমর্থক জনাব আবুল মনসুর আহমদ) ইত্যাদি এবং তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী ও আন্দোলন সরকারের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আর ছাত্র যুব শক্তির ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে সারা দেশের পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইবার উপক্রম হয় এবং তাহা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। ফলে ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭ খৃ. সংখ্যার দৈনিক আজাদে মুসলিম লীগ নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়া পরিস্থিতি শান্ত করিবার প্রয়াস পান ঃ

১। রাষ্ট্রে জনগণের মাতৃভাষাই সেখানকার জনগণের রাষ্ট্রভাষা হইবে, ইহাই সংগত ও স্বাভাবিক কথা। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের গণভাষা অবিসংবাদিতরূপে বাঙলা, অতএব তাহার রাষ্ট্রভাষাও নিশ্চিতরূপে বাঙলাই হওয়া চাই।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের মোছলেম অধিবাসীদিগের শিক্ষার বাহন বাঙলা হওয়াই সব হিসাবে সংগত ও আবশ্যক। কিন্তু আরবী শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ হইতে পারিবে না।

আসলে এই সময় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জসহ সারা দেশে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল তাহা ক্ষমতাসীন মহলকে বেকায়দায় ফেলিয়া দেয়। তাহা ছাড়া রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়া যায়। মধ্যডিসেম্বর (১৯৪৭) নীলক্ষেত, বকসী বাজারসহ ঢাকার কয়েকটি স্থানে উর্দূ সমর্থকরা বাংলা সমর্থকদের উপর চড়াও হয়। এইভাবে রাজধানীতে খণ্ড প্রলয় চলিতে থাকে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে সেপ্টেম্বরের গোড়াতে ঢাকার বলিয়াদী প্রিন্টিং প্রেসে যখন আবুল কাসেম সম্পাদিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ' পুস্তিকা ছাপা হইতেছিল তখন ইহার প্রুফ দেখিতেন এস. এম. হলের ছাত্র (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ) জনাব সিদ্দিকুল্লাহ। প্রুফ দেখার অপরাধে উর্দূ সমর্থকরা তাঁহাকে কসাইখানায় নিয়া যায় জবাই করিবার উদ্দেশে। কিন্তু পরে একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তির মধ্যস্থতায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। ৭ ডিসেম্বর রেল কর্মচারীদের সভায় হাঙ্গামা, ১২ ডিসেম্বর পলাশী ব্যারাকে উর্দূ সমর্থকদের হামলা ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি অবদমিত করিবারই চক্রান্ত। এভাবে হামলা-প্রতিহামলা জানুয়ারী মাস অবধি চলিতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই রকম যুদ্ধংদেহী অবস্থা শান্ত করিবার উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রাহমান জানুয়ারীর শেষে ঢাকা আসেন। এই অবস্থায় জনাব আবুল কাসেম সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়া মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ খৃ. হইতে করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন। ইহাতে যোগদানের প্রাক্কালে সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়া জনাব আবুল কাসেম জনাব হাবিবুল্লার বাহার ও নুরুল আমিন মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহারা খাজা নাজিমুদ্দিন ও মাহমুদ হাসানের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ খৃ. গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ২৫ ফেব্রুয়ারী হইতে ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই দিন বন্ধ পালন ও ব্যাপক গণবিক্ষোভ হয়। অনেককে গ্রেফতার করা হয়।

দ্বিতীয় সংগ্রাম পরিষদ ঃ ব্যাপক গণআন্দোলনের সময় জনাব নুরুল হক ভূঁইয়া অসুস্থতাহেতু অবসর গ্রহণ করিলে নির্বাহী আহ্বায়ক হন জনাব শামসুল আলম (ছাত্র) এবং গণআজাদী লীগ, ছাত্রলীগ এবং স্থানীয় অন্যান্য সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়া সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারিত করা হয় (২ মার্চ, ১৯৪৮ খৃ.)।

বিক্ষোভ, ধর্মঘট, চুক্তি স্বাক্ষর ঃ সম্প্রসারিত সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই সময় নেতৃবৃন্দের উপর পুলিশী জুলুম, উর্দূ সমর্থকদের হুমকি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। এতদ্‌সত্ত্বেও ১১ মার্চ সফল ধর্মঘট ও সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতার মধ্য হইতে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকাসহ প্রদেশব্যাপী বিক্ষোভ ও ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ইহাতে সরকার বাধ্য হইয়া ১৫ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনে সংগ্রাম পরিষদের এক ৮ দফা সম্বলিত একটি চুক্তি করিতে বাধ্য হয়। চুক্তিটি নিম্নরূপ ঃ

১। অদ্য পাঁচ ঘটিকার মধ্যেই সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

২। ইত্তেহাদ, স্বাধীনতা ও অন্যান্য খবরের কাগজের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা অদ্যই তুলিয়া দেওয়া হইবে।

৩। আজই ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে।

৪। আজই ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য কেন্দ্রের নিকট অনুমোদনসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে।

৫। পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে অমানুষিক জুলুম করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইনকোয়ারী কমিশন অবিলম্বে গঠন করা হইবে এবং দোষীদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৬। যে সকল গুণ্ডাশ্রেণীর লোক এই আন্দোলনে ছাত্রদের মারপিট করিয়াছে সরকার পক্ষ হইতে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কোন ছাত্রকে বা অন্য কাউকেই কোন প্রকার হয়রানি করা হইবে না।

৮। প্রধান মন্ত্রী এই আন্দোলনকে যে বিদেশী শক্তি, বিশেষ করিয়া ভারতের চর দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিতেছেন এবং কর্মপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আন্দোলনকারীরা স্বদেশপ্রেমিক।

সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন জনাব আবুল কাসেম এবং অপেক্ষমাণ হাজার হাজার জনতার সামনে তিনিই ইহা পড়িয়া শোনান। এইভাবে ভাষা আন্দোলনের একটা পর্ব শেষ হয়। ২১ মার্চ তখনকার অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক রেসকোর্স ময়দানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করিবার ঘোষণা, ২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তির প্রেক্ষাপটে জনাব আবুল কাসেম তমদ্দুন ও সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দসহ জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাহারা জিন্নাহ সাহেবকে বুঝাইতে সমর্থ হন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীরা বাহিরের উস্কানিতে নয়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াই এই আন্দোলন করিতেছে। ইহা ছাড়া বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হইলে সবার জন্যই মঙ্গল হইবে। জিন্নাহ সাহেব তাহাদের বক্তব্য সুবিবেচনার আশ্বাস দেন। ইহার পর ১৯৫২ সনের ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কোন ইস্যু সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু ২৭ জানুয়ারীতে পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা উর্দূর পক্ষে ঘোষণা দিলে পুনরায় বিক্ষোভ শুরু হয়। ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে যে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জনাব আবুল কাসেমও উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় গঠিত সংগ্রাম পরিষদের তিনিও একজন সদস্য মনোনীত হন। ২১ ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর তাঁহাকে গ্রেফতার করার উদ্দেশে তাঁহার বাসা ঘেরাও করা হয়। তিনি পলাইয়া রক্ষা পান। এভাবে তিনি অনেক দিন পলাইয়া বেড়ান।

১৯৪৭-৪৮ খৃ. জনাব আবুল কাসেম যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ১৯৫২-তে তাহার বিস্ফোরণ ঘটে, ১৯৫৪-তে ইহার প্রেক্ষাপটে জনগণ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় দেয়। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের পথ ধরিয়া ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নেয় এবং ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

তমদ্দুন মজলিস ও ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক সৈনিকের আত্মপ্রকাশ ছিল বৈপ্লবিক ঘটনা। ১৯৪৮ খৃ. ১৪ নভেম্বর (২৮ কার্তিক, ১৩৫৫) তারিখে মজলিস ও রেল কর্মচারী লীগের সহায়তায় জনাব আবুল কাসেম ১৯, আজিমপুর হইতে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। সৈনিক প্রকাশের পরপরই বাংলা হরফ পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন মহল হইতে গুঞ্জন উঠে। সরকার এই ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। ইহার বিরুদ্ধে সৈনিকের ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয়টি প্রণিধানযোগ্য ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি বাসিন্দার মাতৃভাষা বাঙলার লিপি সমস্যা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।... যুক্তি আর কিছু নয়, মুসলিম জাহানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য বাংলা ভাষার পক্ষে আরবী গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই- ইহাই উর্দূভাষী স্ত্রীবিদ্যা ও স্ত্রী বুদ্ধি এদেশের শিক্ষামন্ত্রী, প্রাদেশিক শিক্ষা সেক্রেটারী মিঃ করিম ও ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ মিজানুর রহমানের মতো আরবীর পাণ্ডাদের স্থির বিশ্বাস। এই তিন মহারথীই দেশের নানা স্থান হইতে অজ্ঞাত কুখ্যাত কতগুলি আজ্ঞাদাস জুটাইয়া লইয়া লিপিযুদ্ধে গদা ঘুরাইতে শুরু করিয়াছেন।' এই সংখ্যাতেই জনাব আবদুল গফুরের 'বাংলা হরফের উপর কোন শয়তানী হামলা বরদাশত করা হইবে না' শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এভাবে সৈনিক প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র রুখিতে মসী যুদ্ধ চালাইয়া যায়। ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) রক্তাক্ত ঘটনার সংবাদ সৈনিকের বিশেষ সংখ্যা 'শহীদ' সংখ্যায় লাল কালি ও লাল বর্ডারে ছাপা হয় এই শিরোনামে ঃ

'শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত/মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলী বর্ষণ/ বৃহস্পতিবারে ৭ জন নিহত/৩ শতাধিক আহত/৬২ জন গ্রেফতার/ শুক্রবারেও বহু সংখ্যক লোক হতাহত/রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার শপথ বিঘোষিত।'

সৈনিকের এই সংখ্যাটি ছিল ২১ ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দিনে সংঘটিত ঘটনাবলীর চাক্ষুষ বিবরণ। সংখ্যাটি বাহির হইবার পর ইহার হাজার হাজার কপি মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে সংখ্যাটির চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। ইহা ছাড়া ১৯৫৪-এর নির্বাচনের প্রচার-প্রোপাগান্ডা, নির্বাচনোত্তর পরিষদের কার্যক্রম, গণদাবি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে সৈনিক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬১ সন পর্যন্ত সৈনিক প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৭০ সনে নব পর্যায়ে এবং ১৯৯০ সনে নূতন আঙ্গিকে ইহা প্রকাশ পায়। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।

বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ বাঙলা কলেজ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৯৪৭-৪৮ ও ৫২-এর ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৫ সনে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৬ সনে বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ইত্যাদি বাংলাভাষীদের প্রাণের দাবির প্রতিফলন ছিল। কিন্তু তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তথা রাষ্ট্রভাষার পূর্বশর্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করিবার উদ্যোগে সম্পূর্ণ অবহেলিতই নয়, বিস্মৃত হয়। এই অবস্থায় একটি কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাভাষীদের নিম্নতম আশা পূরণের শর্ত পালনার্থে জনাব আবুল কাসেম প্রয়াস চালাইতে থাকেন। ১৯৫৯ খৃ. হইতে ১৯৬১ খৃ. পর্যন্ত ২১ ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে কার্জন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বক্তা হিসাবে তিনি বাঙলা কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। একটি সভায় তিনি বলেন ঃ

'পশ্চিম পাকিস্তান বহু আগে থেকে উর্দূ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে উর্দূকে সরকারী ভাষা ও সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গড়ে তোলার সঠিক প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। উর্দূ কলেজকে পাকিস্তান সরকার বিপুল অর্থ ও জমি দিয়ে সাহায্য করেছেন। অথচ এত আন্দোলন সত্ত্বেও বাংলাকে সর্বস্তরে চালু করার উদ্দেশে আমরা বাঙলা কলেজ গড়ে তুলতে পারলাম না। সরকারও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পাল করছে। সেই সভাগুলিতে আমি এও বলেছিলাম, সরকার এগিয়ে না আসলে আমরা নিজেরাই অদূর ভবিষ্যতে বাঙলা প্রচলন করে দেখাবার উদ্দেশে বাঙলা কলেজ স্থাপন করব।'

শুধু প্রস্তাব আর আলোচনার মাধ্যমে একটা কলেজের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নয় মনে করিয়া জনাব কাসেম বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগযোগ শুরু করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, ড. ইন্নাস আলী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী তাঁহাকে সমর্থন জানান। পরে ইঁহাদের সঙ্গে তমদ্দুন মজলিসের কয়েকজন নেতাকে লইয়া 'বাঙলা কলেজ প্রস্তুতি কমিটি' গঠিত হয়। কমিটির প্রথম সভা হয় ১৯৬১ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমীতে। পরবর্তী সভা হয় একই স্থানে ১৯ ফেব্রুয়ারীতে। এই সভায় জনাব আবুল কাসেম উত্থাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, 'বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অবিলম্বে ঢাকায় একটি বাঙলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হউক।' অতঃপর ১৯৬২ সনের ৪ মার্চ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অবস্থিত 'রাইটার্স গিল্ড' ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় 'বাঙলা কলেজ' প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। কলেজ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরার পর অবশেষে জনাব আবুল কাসেম নবকুমার ইন্সটিটিউট-এর প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল মান্নানের নিকট বাঙলা কলেজকে নাইট কলেজ হিসাবে উক্ত ইন্সটিটিউটে শুরুর প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবমত তিনি ম্যানেজিং কমিটিকে রাজী করান। জুন-জুলাই (১৯৬২) মাস হইতে নবকুমার ইনিস্টিটিউট কলেজের অফিসিয়াল কাজকর্ম শুরু হয় এবং অক্টোবর হইতে প্রথম ক্লাসের উদ্বোধন হয়। প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় বৎসরে বাণিজ্য বিভাগ এবং তৃতীয় বৎসরে মানবিক বিভাগ খোলা হয়। নবকুমারে স্থান সংকুলান না হওয়ায় কলেজের আফিসিয়াল কাজ ১৯ আজিমপুরে হইতে থাকে। বন্ধু-বান্ধব, মজলিস কর্মী, ড. শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহায়তায় কলেজের আসবাবপত্র জোগাড় করা হয়।

অতঃপর বহু ধারণা দেওয়ার পর বোর্ডের অনুমোদন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এফিলিয়েশন পাওয়া যায়, কিন্তু স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অনুমোদন দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে।

বাঙলা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ৭ বৎসর নবকুমার ইন্সটিটিউটে ক্লাস চলে। কিন্তু ৭ম বৎসরে ইন্সটিটিউটে 'ড. শহীদুল্লাহ' কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবে বাঙলা কলেজ স্থানান্তরের প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সম্পর্কে জনাব আবুল কাসেমের স্মৃতিচারণ ঃ

'বাঙলা কলেজ ও বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত জায়গা একোয়ার করে দেয়ার জন্যে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করি। অনেক চেষ্টার পরও মূল ঢাকা শহরে কোন জায়গা পাওয়া না যাওয়ায় আমি তখনকার মীরপুরের জঙ্গলাকীর্ণ একটি পতিত জায়গা পছন্দ করি। আর সেই জায়গা একোয়ার করে দেয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই।.... বাঙালী অফিসারের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সেই পাকিস্তানী আমলে সরকারের উর্ধ্বতন কমিটি কর্তৃক একোয়ার করার প্রস্তাব পাশ করাতে সমর্থ হই।.... ১৯৬৪ খৃ. দিকে আমরা কলেজের জন্য উক্ত জায়গা (প্রায় ১২ একর) আয়ত্ত করি। এই জমির মূল্য পরিশোধের ও তাতে বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করার উদ্দেশে শিক্ষা বিভাগের তখনকার ডিরেক্টর আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী জনাব ফেরদাউস খানের সরণাপন্ন হই। প্রধানত তাঁরই পরামর্শে ও চেষ্টায় বাঙলা কলেজকে সরকারের উন্নয়ন স্কীমভুক্ত করতে সমর্থ হই। এই বাবদে কলেজের নামে কয়েক লক্ষ ঢাকা মঞ্জুর হয়। সেই টাকা দিয়ে আমরা কিস্তিতে জমির মূল্য পরিশোধ করি। আর কলেজের ডিগ্রী সেকশনের আংশিক ল্যাবরেটরীসহ মূল দালান ও হোস্টেলের একাংশের দোতলা তৈরীর কাজ সমাধা করি।...... কলেজের দালান তৈরী আংশিকভাবে সম্পন্ন হলে ১৯৬৯ সনে ঐ দালানে আমরা দিনের বিভাগ উদ্বোধন করি, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস শুরু করে দেই।'

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে পরীক্ষার ফলাফল আশ্চর্যজনকভাবে ভালো হয়, পাশের হার সরকারী কলেজের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রশ্নপত্র ও অফিসের কাজকর্ম বাংলায় সম্পাদন করায় অফিস-আদালতে ইহার ব্যাপক প্রভাব পড়ে, বিশেষত ইংরেজী ভিন্ন বাংলাতে অফিসের কাজকর্ম চলিতে পারে না, সরকারী মহলের এই মনোভাব দূর করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিজ্ঞানের সঠিক পরিভাষা নির্মাণের মাধ্যমে জনাব আবুল কাসেম বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সহজ করেন। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ইংরেজী মাধ্যমের তুলনায় বাংলা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অধিক সাফল্য লাভ করিতে থাকে। আর এই ধরনের সাফল্য যে বিরুদ্ধবাদীদের নিকট ঈর্ষণীয় ছিল তাহা বলাই অনাবশ্যক।

জনাব আবুল কাসেম গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। মাতৃভাষা ভিন্ন শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা করিবার জন্য 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ' পুস্তিকার প্রথম প্রস্তাবের প্রথম অংশে বলেন, 'বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।' অন্যত্র বলেন, 'দেশের শক্তি যাতে অপচয় না হয় এবং যে ভাষায় দেশের জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে ও শিখতে পারে সে ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা।' তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বাংলা মাধ্যম ভিন্ন শিক্ষার প্রসার এবং জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৯৪৬ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাতে লেকচার দান শুরু করেন। ১৯৪৭-৪৮ ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৬ খৃ. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ১৯৫৩-৫৪ খৃ. বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বাংলা ভাষা বা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে জনাব আবুল কাসেম শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬২ খৃ. প্রতিষ্ঠিত করেন বাংলা কলেজ, চালু করেন নূতন শিক্ষা কারিকুলাম। পাশাপাশি প্রস্তাব রাখেন নূতন শিক্ষা পদ্ধতির যাহা জাতীয় ক্ষেত্রে আনিয়াছিল সাফল্য। আলোচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বহু স্তরের সরলীকরণ তাঁহার প্রয়াসের মূল লক্ষ্য। তিনি

বর্তমান কারিকুলামকে (ক) মাধ্যমিক ও (খ) উচ্চতর এই দুইটি প্রধান স্তরে ভাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

জনাব আবুল কাসেমের মতে ১০ বৎসর স্থায়ী মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা খুবই দীর্ঘকালীন, জীবনীশক্তি ক্ষয়কারক ও কষ্টসাধ্য। দেশের মানুষের গড় আয়ু যেখানে তিরিশের কোঠায়, সেখানে শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনেই ব্যয়িত হয় জীবনের এক-তৃতীয়াংশ। এই অবস্থার পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ঝিমাইয়া পড়া জীবন লইয়া আমরা চাকুরীর নামে অনেক ক্ষেত্রে দাসত্ব বরণ করি, বিবাহ করিয়া শুরুতেই পঙ্গু হইয়া যাই, অবিলম্বে প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে আসিয়া হতাশ হইয়া পড়ি, জীবনের শেষ দিনগুলি ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতে থাকে। ফলে দেশের কাজ, দশের কাজ কিছুই হয় না। মহৎ জীবন, গবেষণা, আত্মত্যাগ সব হইয়া পড়ে অবাস্তব কল্পনা। স্বার্থময় জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া মনুষ্যত্ব বলিয়াও বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।'

তাই তিনি মাধ্যমিক স্তরকে সংক্ষিপ্ত করিবার পক্ষে বলেন, 'নতুন সিলেবাস যুক্ত করিয়া প্রাইমারী ৫ বৎসর স্থায়ী হউক আপত্তি নাই, কিন্তু সেকেন্ডারীর কোর্স ৬ বৎসর না করিয়া মাত্র ২ বৎসর করাই বাঞ্ছনীয়। এই দুই বৎসরকে প্রবেশিকা ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ নামে পরিগণিত করা যাইতে পারে।' এ ব্যাপারে তিনি তাঁহার 'একুশ দফার রূপায়ণ' পুস্তকে পাঠ্য ছক পেশ করেন। ইহাতে তত্ত্বীয় ও সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান ও ড্রইং চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মাধ্যমিক শ্রেণীর ৬টি গ্রুপের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত ১৭ ইউনিটের স্থলে ১১ ইউনিট এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রে প্রচলিত ১৯ ইউনিটের স্থলে ১১ ইউনিট পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নকে যুক্তিসম্মত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। আর যাহারা মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে চায় তাহারাও মাত্র ১৪ ইউনিট অধ্যয়ন করিলেই লক্ষ্য হাসিল করিতে সমর্থ হইবে। মাধ্যমিক শ্রেণীর অধিক ইউনিটের বিপক্ষে তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যায়, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে সাধারণ ছাত্ররা লেখা-পড়াকে হিংস্র জন্তুর চাইতেও বেশী ভয় করে, লেখা-পড়া তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় অত্যাচার ও জোরজবরদস্তির প্রতীক। পাঠ্য বিষয়ের বাহুল্য ও শিক্ষা জীবনের দীর্ঘতাই প্রধানত এইজন্য দায়ী। জোরজবরদস্তিতে অল্প সংখ্যক ছাত্রের মুখস্থ বিদ্যা লাভ হয় বটে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। জ্ঞান আহরণও দারুণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।' আলোচ্য বক্তব্যে তিনি বর্তমান শিক্ষার গুরুভারাক্রান্ত ছাত্রদের মানসিক অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতিকেই চিত্রায়িত করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত উচ্চতর শিক্ষা ঃ এই ক্ষেত্রে তিনি ৫টি গ্রুপ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীর মানগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া তিনি উচ্চতর সিলেবাস প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। ইহাতে ৪টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ঃ

(ক) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাদে শুধু উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে যেখানে ১৫ বৎসর লাগে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তাহা মাত্র ৮/১০ বৎসরেই সমাপ্ত হইবে।

(খ) সাধারণ গ্রুপের জন্য এইচ এস সি শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া (যেহেতু ইহা মাতৃভাষায় শিক্ষা করা হয়)।

(গ) ডিগ্রী শ্রেণীতে একটি মাত্র বিষয় থাকিবে। যে সকল গ্রুপের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী থাকিবে তাহাদেরও ৫/৬টি বিষয়ের পরিবর্তে ১/২টি এবং বিজ্ঞান গ্রুপে ৩/৪টি বিষয় পড়াইলেই চলিবে। ডিগ্রীর বিজ্ঞান গ্রুপে বিজ্ঞান, ইংরেজী, অংক-এ ৩টি বিষয় আবশ্যিক থাকিবে। তবে গবেষণা বিষয় না থাকিলে ইংরেজীরও আবশ্যকতা নাই।

(ঘ) ৭ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করার পর ৪ বৎসরের টেকনিক্যাল কোর্সে শিক্ষা লাভ করিয়া (যদি কেহ ইচ্ছা করে) বিভিন্ন অর্থকরী কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগ লাভ করিবে।

গবেষণা ঃ জনাব আবুল কাসেম শিক্ষা ব্যবস্থার গবেষণা কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। গবেষণাকর্ম ভিন্ন জ্ঞানের প্রতিফলন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাহা শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনার বিকাশেরও সহায়ক হয় না। তিনি পারতপক্ষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সংক্ষিপ্ত করিবার অন্যতম কারণ শিক্ষার্থীদের গবেষণা কর্মে পর্যাপ্ত সময় সরবরাহ করা। যতদিন গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা না হয় ততদিন শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বিকাশের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, সেখানে শিক্ষা গবেষণামুখী ও শিক্ষাজীবন অনেক সংক্ষিপ্ত। আর আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু সেখানে বিদেশের তুলনায় অর্ধেক বা তাহারও কম, সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার সময়সীমা কম হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং একান্ত আবশ্যক। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত শিক্ষা সংস্কারের কথা জনাব আবুল কাসেম ১৯৫৪ খৃ. প্রকাশিত তাঁহার 'একুশ দফার রূপায়ণ' পুস্তকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে বলিয়াছেন। ১৯৭১ খৃ. দেশ স্বাধীন হইবার পরও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি উত্তরাধিকারসূত্রে থাকিয়া যায়। এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশে তিনি ১৯৭৮ খৃ. 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক গলদ' শীর্ষক নিবন্ধ লিখেন। ইহাতে তিনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ৪টি গলদ চিহ্নিত করেন—

(১) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অনুপস্থিতি ঃ আমাদের জনশক্তির শতকরা ১০০ জনকে শিক্ষিত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইহার বড় অন্তরায়। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার শ্লোগান ও উক্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার বক্তৃতা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিলেও তাহা আজিও বাস্তবায়ন করা হয় নাই। তিনি এই প্রসঙ্গে সরকারী অর্থ অপচয় ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবকে দায়ী করেন।

(২) শিক্ষার মান ও শৃঙ্খলা ঃ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি শিক্ষার মান চরম নিম্ন পর্যায়ের। উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর প্রশিক্ষণ ব্যতীত অনেকেই কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিতেছে না। তাহার উপর রহিয়াছে কর্ম অভিজ্ঞতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আবার শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র সন্ত্রাস, খুন, হত্যা আমাদের শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন কলুষিত করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষকদের পেশাগত অদক্ষতা, ছাত্রদের পাঠে অনীহা ইত্যাদিসহ নানা সমস্যা বিরাজিত।

(৩) ভাষার দৌরাত্ম্য ঃ জনাব আবুল কাসেম প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু একটি ভাষা-মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু

বর্তমানে কিন্ডারগার্টেনসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যেভাবে ইংরেজীর আধিপত্য দেখা যাইতেছে তাহা তিনি মারাত্মক বলিয়া বিবেচনা করেন। তদুপরি পরিভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দের বা উদ্ভট শব্দের ব্যবহার শিক্ষাকে আরো দুরূহ করা হইতেছে বলিয়া তাঁহার অভিযোগ ছিল।

(৪) চরিত্র, ব্যবহার ও আদর্শ বিচ্যুতি ঃ শিষ্টাচার, সদাচার, সততা, সাধুতা, মিথ্যাচার, শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, বিনয়, মানবতা, অধ্যবসায়, আদর্শ, শৃঙ্খলা প্রভৃতি ছাত্র জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। কিন্তু আজ ছাত্ররা 'সৎ গুণ না শিখিয়া মিথ্যাচার, দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার, নকল, ঘুষ, ডাণ্ডা ও পিস্তলবাজি প্রভৃতি শিখিয়া থাকে বলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানমুখী ও উৎপাদনমুখী করিবার মত প্রস্তাব, পরিকল্পনা বা যত আইনই পাশ করা হউক না কেন, তাহা বিফল হইতে বাধ্য।' তবে তিনি উৎপাদনমুখী ও গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন (তাঁহার 'ছাত্র রাজনীতি' পুস্তিকা দ্র.)

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তাঁহার বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮৭) গ্রন্থের 'নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা' শীর্ষক নিবন্ধে (বিশেষভাবে ২৪২-২৪৮ পৃ.) পারিবারিক শিক্ষা কোর্সের গুরুত্ব তুলিয়া ধরেন। তিনি আমাদের শিক্ষা সিলেবাসে মাধ্যমিক স্তর হইতে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক শিক্ষা কোর্স চালুর প্রস্তাব করেন। কারণ জীবন-জগৎ তথা পারিবারিক জীবনের অনভিজ্ঞতা, প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, আবেগ-তাড়িত প্রেমের ব্যর্থতা ও তাহার ফলে উদ্ভূত হতাশা, স্বার্থপরতা ও সংসার জীবনে তিক্ততার সৃষ্টি প্রভৃতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবারিক জ্ঞানের অনুপস্থিতি ও নৈতিক প্রশিক্ষণের অভাবেই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য তিনি পাঠ্য তালিকায় পারিবারিক শিক্ষা, যেমন যৌন বিষয়ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা, সন্তান লালন-পালন, আত্মীয়-পরিজনের সহিত সম্পর্ক রক্ষা, পারিবারিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সঠিক পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে করণীয়, সুখী দাম্পত্য জীবনের রহস্য, সংসার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য প্রভৃতির উপর পাঠ্য বিষয় চালু করিবার প্রস্তাব করেন। তবে বিদেশে শুধু যৌন বিষয়ক যে পাঠ্য তালিকা আছে তিনি তাহাকে ক্ষতিকর বিবেচনা করেন।

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম আমাদের সামাজের নারীদেরকে সম্পূরক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেন। তাহাদের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার অর্থ জাতির পশ্চাৎপদতা। তাই নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারের উদ্দেশে এবং উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, এমনকি নিম্নতর পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নারীদের জন্য স্কুল-কলেজ খোলার পক্ষে তিনি অভিমত দেন। তাঁহার মতে, নারীদেরকে যতদিন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত করা না হইবে ততদিন তাহারা সমাজ উন্নয়নের পথে অন্তরায় হইয়া থাকিবে। নারীরা তাহাদের আত্মসম্ভ্রম, মান-মর্যাদা ও আদর্শ বজায় রাখিয়া তাহাদের প্রকৃতিগত দাবির প্রেক্ষিতে অফিস-আদালতে কাজ করিলে তাহা কল্যাণকর হইবে। তবে তিনি মনে করেন, আধুনিক সমাজ কাঠামোয় মহিলারা তাহাদের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া যেমন চাকুরী করিতে পারিতেছে না, তেমনি তাহারা সহশিক্ষার একটা পর্যায়ে নিজেদের আত্মমর্যাদা হারাইয়া বসিতেছে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে তিনি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। তাই তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করিয়া উৎপাদন ও গণমুখী এবং ধর্মীয় চেতনার সমন্বয় ঘটাইতে চান। মহিলাদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠারও প্রয়াসী। তিনি নারী-পুরুষ সবার জন্যই ডাক্তারী ও প্রকৌশল শিক্ষা উন্মুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি সার্বিক শিক্ষাকে গণমুখী ও সুষ্ঠু করিবার পক্ষে তিনটি প্রস্তাব করেন; (১) অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবিলম্বে চালু করা, (২) প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও পরিচালনা কমিটির মধ্যে শৃংখলা আনা। ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃতিমূলক কার্যক্রম দ্বারা আদর্শ ও শৃঙ্খলামুখী করা; (৩) প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষা মাধ্যম রাখা এবং ভাষার সহজীকরণ করা (শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮৭ খৃ. 'একুশে পদক' পান)।

বাংলা ভাষা সংস্কারের ইতিহাস অনেক পুরাতন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্করণ ঘটিয়াছে। মুসলমান শাসনামলে আরবী-ফারসীর পাশাপাশি বাংলা ভাষা অপ্রতিরোধ্য গতিতে নিজস্ব সত্তায় বিকশিত হয়। মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষার প্রতি হস্তক্ষেপ তো করেনই নাই, বরং বাংলার সমৃদ্ধিতে বখতিয়ার খালজী হইতে সিরাজুদ-দাওলা (দ্র.)পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন। যেমন তাহার জটিল রূপ ত্যাগপূর্বক গতিশীলতা লাভের মাধ্যমে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই সময় অনেক আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার পরিধি ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়াছে। বিদেশী শব্দ আত্মস্থ করিবার মত মহৎ গুণ থাকিবার ফলেই বাংলা তাঁহার গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা যেমন বজায় রাখিয়াছে তেমনি তাহার যৌবন লাবণ্যও পরিবর্ধিত হইয়াছে। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রশ্নটি অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে উপমহাদেশের সকল ভাষার মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া যখন ইংরেজী চাপাইয়া দেওয়া হইল তখন ভাষার প্রশ্নটি বড় হইয়া দেখা দিতে থাকে। তখন কিছু বাংলাভাষী পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ইংরেজীর চাপে বাংলা ভাষা যাহাতে বিলীন না হয় সেইজন্য ইহাকে সার্বজনীন করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের চিন্তা করিতে থাকেন। ১১৮০ বঙ্গ দশকের (১৮৭০ খৃ.) শুরুতে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বাংলা ভাষা সংস্কার' শিরোনামে ক্রমপর্যায়িক নিবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। আবার জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ সংখ্যায় 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধে মূলত বাংলা ভাষার আরবী, ফারসী শব্দ বাদ দিয়া তদস্থলে সংস্কৃতের তৎসম, তদ্ভব শব্দ ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ইহা ছিল তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিতদের মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিফলন। এই জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আর একটি জীবদেহ হইতে অঙ্গচ্ছেদ করা সমান কথা। কারণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসম্ভার ইহার নিজস্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শব্দভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ অর্থ লুণ্ঠন বা দস্যুবৃত্তি করা।

১৯১৮ খৃ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে বাংলার পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয় এবং বাংলার সংস্কার সাধিত হইলে এই উপমহাদেশে শ্রেষ্ঠ ভাষা হইতে পারে তাহা তুলিয়া ধরিবার ফলে পণ্ডিতগণ

বাংলা বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি নিয়া গবেষণায় লিপ্ত হন। ইতোপূর্বে লক্ষ্য করা গিয়াছে, ইংরেজী, আরবী ও ফারসীর মত বাংলায় মৌল বর্ণ কম থাকায় লিখন প্রক্রিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়, বিশেষত উপরিউক্ত ৩টি ভাষা যেখানে মাত্র ২৬ হইতে ৩০টি বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেখানে বাংলায় ৪৯টি মৌল বর্ণ এবং প্রায় দুই শতাধিক যৌগ বর্ণ ও চিহ্ন রহিয়াছে (যেমন ক্ত, দ্ধ, ন্ধ, প্ত, ত্ত, স্ম, স্ন, শ্র, ক্লু, হ্র, ম্ল, ষ্ম, ন্ন, শ্লূ, স্থ, শ্ম, ক্ষ, া, ঋ, ঞ্জ, ঙ্ক, এবং ে, া, ি, ী, ু, ূ, ্, ঁ, ো, ৈ, ৌ ইত্যাদি)। ইহা ছাড়াও বচনান্তর, লিঙ্গান্তর, ধাতু বিন্যাস ও শব্দ গঠন, সন্ধি, কারক ও সমাসভেদের শব্দের বিভিন্ন রূপ ইত্যাদি বিবেচনায়ও বাংলা ভাষায় জটিলতা সৃষ্টি, সার্বজনীনতা হ্রাস এবং শব্দের সহজবোধ্যতা ও সহজ পাঠ্যতার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই বাংলা ভাষার সহজীকরণ করিতে বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়া অন্যান্যের মধ্যে জনাব আবুল কাসেম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলা ভাষা সংস্কারের মাধ্যমে তাহাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন ঃ

(১) বর্ণমালা ও বানান সংস্কার ঃ এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "একথা আজ কারো অজানা নাই যে, আমাদের বর্ণমালায় অনেক অদরকারী বর্ণ আছে। সংস্কৃত বর্ণমালাকে হুবহু অনুকরণ করিতে গিয়া এ অঘটন ঘটিয়াছে।" ১৯৪৯ সনে গঠিত তদানীন্তন সরকারের ভাষা সংস্কার কমিটির (সভাপতি ছিলেন মাও. আকরম খাঁ) সুপারিশ এবং ১৯৬৩ খৃ. গঠিত বাংলা একাডেমীর ভাষা সংস্কার কমিটির (সভাপতি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) সুপারিশের সঙ্গে অনেকটা একমত পোষণ করিয়া তিনি বাংলা বর্ণমালা হইতে নিম্নোক্ত চিহ্ন, বর্ণ ও বানান বাদ দিতে চান ঃ

(ক) ণ, ৎ, ং, ঢ়-এর স্থলে ন, ত, ঙ, ড়-এর ব্যবহার;

(খ) বিশেষণের বিশেষণ এবং এইরূপ সংখ্যাবাচক শব্দের বিসর্গ বাদ দেওয়া, যেমন প্রথমত, দ্বিতীয়ত, পুনপুন, সম্ভবত, অতপর প্রভৃতি;

(গ) সর্বনামের চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া। যেমন তাঁহার না লিখিয়া তাহার, ইঁহার না লিখিয়া ইহার ইত্যাদি। কিন্তু ন লোপ পাইলে যে চন্দ্রবিন্দু হয় তাহা বাদ দেওয়া যাইবে না। যেমন চাঁদ, বাঁধ, কাঁধ ইত্যাদি।

(ঘ) ব-ফলাযুক্ত শব্দের ব-ফলা বাদ দেওয়া। যেমন তত্ত্ব=তত্ত, সত্ত্বেও=সত্তেও ইত্যাদি।

(ঙ) ম-ফলা যুক্ত শব্দের অনুচ্চারিত ম-ফলা বাদ দেওয়া। যেমন রশ্মি=রশশি, ভস্ম=ভসস, পদ্মা=পদ্দা ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া তিনি ষ, ঋ (রি), ী (দীর্ঘ ইকার)-এ তিনটি বাদ দেওয়ার পক্ষে এবং শ, ষ, স-এ তিনটি বর্ণের যে কোন একটি রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

২। ধ্বনিমূল ও বর্ণ বিন্যাস ঃ বাংলা বর্ণমালা বিন্যাসে সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ অনেক সংস্কৃত বর্ণমালার অনেক অপ্রচলিত বর্ণ চাপাইয়া দেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া জনাব আবুল কাসেম বলেন, 'অতীতে যাহাই থাক না কেন, আমাদের ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করিবার সময় সংস্কৃত বর্ণমালাকে আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়। এইজন্য ৯ (ল), দীর্ঘ ৯, ঋ (রি), অং, আ, অন্তস্থ-র (র-এর পরবর্তী ব)-এর মত অচল বর্ণও আমাদের বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছিল। ০ ০ ০ বর্ণ সম্বন্ধে বড় ও শেষ কথা হইল আমরা বাংলাদেশীরা আমাদের কথায় হর-হামেশা যে উচ্চারণ করি সেই উচ্চারণের যে যে বর্ণ বা চিহ্ন দরকার তাহাই আমরা রাখিয়া দিব, আর যে যে বর্ণ বা চিহ্ন দরকার নাই তাহা বাদ দিয়া দিব।'

আলোচ্য বক্তব্যে তিনি বাংলা বর্ণমালা সংস্কারে এ দেশের গণমানুষের সহজ-সরল ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে সংস্কার করিবার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই তিনি বলেন, "বাংলা ভাষার জন্ম বাংলায়, লন্ডন বা প্যারিসে নয়। এই ভাষায় যদি গবেষণা করিতে হয় কিংবা উচ্চতর ডিগ্রী নিতে হয় তবে এইখানেই নিতে হইবে, লন্ডনে নয়।' বাংলা বর্ণমালার সবচেয়ে মৌলিক যে ত্রুটি আছে তাহা হইল, ধ্বনিমূল হিসাবে ইহাকে সাজানো হয় নাই। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'বর্ণমালার বিন্যাস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইল, যেভাবে বাংলা বর্ণমালা সাজানো আছে তাহাতেও ধ্বনিমূল মাত্র রক্ষা পায় নাই। স্বরবর্ণ একই নাই-তালব্য ওষ্ঠ্য কিংবা কণ্ঠ্য তালব্য ইত্যাদি মিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া ব্য নবর্ণেও সবগুলি দন্ত্য বা মূর্ধণ্য এক জায়গায় নাই।' তাই তিনি সংস্কারের মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালায় সর্বমোট ৩৬টি বর্ণ রাখিবার পক্ষে। ইহার ৬টি স্বরবর্ণ এবং বাকী ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণ। নিম্নে বর্ণমালা দেওয়া হইল ঃ

অ, আ, ই
উ, এ, ও
ক, খ, গ, ঘ,ঙ
চ, ছ, জ, ঝ, শ (কারণ চ হইল তালব্য বর্ণ)
ট, ঠ, ড, ঢ, ল
ত, থ, দ, ধ, ন
প, ফ, ব, ভ, ম
র, ড়, য়, হ

উল্লেখ্য, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও পূর্ববঙ্গ ভাষা সংস্কার কমিটি 'অ্যা'-সহ ৭টি স্বরবর্ণ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৩। ব্যাকরণ সংস্কার ঃ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের মতে যে ব্যাকরণ পড়ান হয় তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ। তাই তিনি বলেন, যদি মৃত ভাষা সংস্কৃতের বোঝা আমরা কাঁধ হইতে নামাইতে পারি এবং বাংলা নিয়ম অনুসারে ব্যাকরণ লিখি তবে এই ব্যাকরণ পড়িতে, পড়াইতে ও বুঝিতে ছাত্র এবং শিক্ষকদের ভড়কাইতে হইবে না। তাই তিনি ব্যাকরণের নিম্নোক্ত দিকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করেন ঃ

(ক) বানান বিভ্রাট ঃ 'সংস্কৃতের ব্যাকরণের ষত্ব বিধান ও ণত্ব বিধান আমাদের ব্যাকরণকে শুধু নয়, বানানকেও কি বিদ্‌ঘুটে করিয়া রাখিয়াছে তাহা কাহারও অজানা নয়। কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি প্রত্যয়ের দুরূহ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একথা খাটে। অনাবশ্যকভাবে প্রত্যয় করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় শব্দকে জটিল ও বানানকে শক্ত করিয়া তুলি। যেমন ধরুন 'রাসায়নিক' শব্দ। আমরা রসায়ন শব্দের সঙ্গে ইক যোগ করিয়া সহজে রাসায়নিক শব্দ পাইতে পারি। ইহা যেমন শুনিতে সুন্দর তেমনি বানানে সহজ, অথচ ইহার উপর সংস্কৃত ষ্ণিক প্রত্যয়ের বোঝা চাপাইয়া সংস্কৃত গ্রামারের লাল চোখ দেখিয়া বলি রসায়নিক অশুদ্ধ। অথচ এইসব পণ্ডিত ভুলিয়া যান যে, স্বয়ং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সামাজিক না লিখিয়া সমাজিক

লিখিতেন। একই নিয়মে পারমাণবিক না লিখিয়া পরমাণবিক লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবার কথা নয়...., আমাদের কথা হইল যদি কোন ষ্ণিক প্রত্যয়যুক্ত শব্দ আমাদের ভাষায় মিশিয়া গিয়া থাকিতে চায় থাকুক কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি সহজ বানান তরিকা গ্রহণ করে, আমরা যেন তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া 'ফতোয়া' না দেই এবং পরীক্ষার খাতা কাটিতে বসিয়া ছাত্রদের নম্বর কাটিয়া না বসি।' তিনি শব্দে ব্যবহৃত অনুচ্চারিত ব-ফলা যেমন উর্দ্ধ না লিখিয়া উর্ধ, এভাবে প্রতিদন্দি, দাদশ, ধংস প্রভৃতি শব্দ লেখার পক্ষপাতী। একই কারণে তিনি সংস্কৃতের অনুসরণে অনাবশ্যক সম্প্রদান কারক ব্যবহার না করিয়া উভয়কে কর্মকারক হিসাবে পড়ানোর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, সুনীতি বাবুর ষত্ব বিধান ণত্ব বিধান বাংলায় অচল। কারণ অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় এই বিধান অনুসরণ করে না। যেমন ঃ রানী, রানি, ঠাকুরাণী, ঠাকুরুণ; কান, কাণ, সোনা, সোণা; পূরণ, পুরন, দূরবীণ, দুরবিন ইত্যাদি শব্দ সব বানানেই লেখা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য 'কেহ কেহ বলিবেন 'ণ' তুলিয়া দিলে মণ ও মনের পার্থক্য করিব কি করিয়া? ইহা সমস্যাই নয়। অর্থ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যদি বলি, পাঁচ মন চাউল নিয়া আস, ইহাতে কেহ হৃদয়মন বুঝিবে না। আবার যদি বলি আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, ইহাতে কেহ চল্লিশ সেরের মন বুঝিবে না। সংস্কৃত একই বানানের 'কর'-এর বহু অর্থ আছে। ইহার অর্থ হাত, শুড়, আলো, টেকস, কর ইত্যাদি।' একইভাবে তিনি ইংরেজী শব্দের Sentence অর্থ বাক্য ও শাস্তিদান এবং Cabinet অর্থ মন্ত্রিসভা ও আসবাবপত্র-এর উদাহরণ টানিয়া বলেন, বানান কোন সমস্যাই নয়। অন্যত্র তিনি বলেন, 'মূলত রি-ফলা, র-ফলা, ব-ফলা, ল-ফলা, ন-ফলা, ক্ষ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় ছিল না। বাংলা কোন শব্দই রি-ফলা ও র-ফলাযুক্ত নয়। ইহার অধিকাংশ সংস্কৃতের দান। যদি আমরা এই সমস্ত ফলাযুক্ত কঠিন শব্দগুলি এড়াইয়া চলিতে পারিতাম তবে সহজেই বানানের ও যুক্তাক্ষর সমস্যা অনেকটা চুকিয়া যাইত। যেমন, প্রাণ-জান, পরাণ, মৃত-মরা, প্রতিষ্ঠা-কায়েম; প্রসন্ন-খুশি, ভ্রান্তি-ভুল, প্রাপ্তি-পাওয়া, স্নান- গোছল, সিনান; ক্লান্ত- হয়রান; দুর্বল; ক্রিয়া- কাজ, প্রচলিত-চালু; বৃষ- ষাড়, বর্ণ- রঙ, বরণ, ক্ষেত্র-ক্ষেত; প্রক্ষালন-ধোয়া; বক্ষ-বুক; চক্ষু-চোখ, স্বাক্ষর-দস্তখত, সংস্থা-সমিতি; স্নাতক-ডিগ্রী; 'ইহা ছাড়া বার ও মাসের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত রূপ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন ঃ বৃহস্পতিবার-বিশুদবার, অগ্রহায়ণ- আগন; ফাল্গুন-ফাগুন, জৈষ্ঠ-জেঠ, আশ্বিন- আশিন; কার্তিক- কতিক; চৈত্র- চৈত; এছাড়া ব্রাহ্মণ-বামন; প্রকাশ-পকাশ. পৃষ্ঠা- পিঠ প্রভৃতি।

(খ) লিঙ্গ বিভ্রাট ঃ 'বাংলার লিঙ্গ বিভ্রাটও সংস্কৃতের দান। দার, কলত্র ও স্ত্রী- এই তিনটি শব্দের একই অর্থ- বউ। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া দার হইয়াছে পুং লিঙ্গ, কলত্র হইয়াছে ক্লিব লিঙ্গ আর স্ত্রী স্ত্রী লিঙ্গই রহিয়াছে। লিঙ্গকে (লিঙ্গ শব্দটাই যেন কেমন কেমন মনে হয়। ইহার পরিবর্তে একটি 'শোভন শব্দ' ব্যবহার করা কি যায় না? পণ্ডিতি ও ভদ্র ভাষা সংস্কৃতের বদৌলতে আমরা লিঙ্গ, কামিনী, রমণীর মত বহু অশোভন শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করিতেও শরম বা সঙ্কোচ বোধ করি না) যদি গুরুত্ব দিতেই হয় তবে একটি সহজ নিয়ম করা আবশ্যক। নারীবাচক সব জিনিসের নাম হইবে স্ত্রী জাতীয় আর পুরুষ ও অপ্রাণীবাচক সব শব্দই হইবে পুঙজাতীয়। বিশেষ্যে বা বিশেষণে যেখানে সেখানে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা একান্ত অনুচিত। সুন্দরী স্ত্রী কেউ বলিতে চান বলুন, কিন্তু সুন্দর স্ত্রী বলিলে আমরা যেন ভুল না ধরি। অধ্যাপক জোবেদা খানম বলিলে কেহ পুরুষ বুঝিবে না।.... বিশেষ্য যে কোন লিঙ্গের হউক না কেন, বিশেষণের যে লিঙ্গভেদ হয় না তাহার প্রমাণ হইল, আমরা লিখি সুন্দর পুরুষ, সুন্দর বউ, ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে।' তিনি ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত সমিতি/সংগঠনের নাম পুংলিঙ্গ লেখার পক্ষপাতি ছিলেন, যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন (ডাকসু)।

(গ) বচন ঃ 'সুনীতি বাবু তাঁহার ব্যাকরণের ১৪৯-১৫৩ পিঠে সংস্কৃত ও বাংলা সংখ্যার তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে, পজিশন বুঝাইতে প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, একাদশ, ত্রয়োদশ, একবিংশতিতম ইত্যাদি যত শব্দ আমরা ব্যবহার করি তাহা সমস্তই সংস্কৃত শব্দ, আর তাহার বাংলা প্রতিশব্দ হইবে পয়লা বা পহেলা, দেসরা, তোসরা, পাঁচই, এগারই, একুশে বা একুশ ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যাইবে, সাধারণত শব্দের শেষে 'ই' বা 'শে' যোগ করিয়া পজিশন বোঝানো হয়। বাংলা একাডেমী এই ক্ষেত্রে 'তম' শব্দ যোগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল। আমার মতে শুধুমাত্র ম যোগ করিয়াও আমরা এইরূপ শব্দ তৈরি করিতে পারি। যেমন ঃ

সংখ্যা	চালু শব্দ	তৈরি শব্দ	তৈরি শব্দ
পাঁচ	পাঁচই	পাঁচতম	পাঁচম, ৫ম
এগার	এগারই	এগারতম	এগারম, ১১ম
বার	বারই	বারতম	বারম, ১২ম
পঁয়তাল্লিশ	পয়তাল্লিশ	পয়তাল্লিশতম	পয়তাল্লিশম, ৪৫ম
সত্তর	সত্তুরে	সত্তরতম	সত্তরম, ৭০ম

ইত্যাদি। একই নিয়মে একম, দুয়ম, তিনম, চারম ইত্যাদি শব্দও চালু করিতে পারি।.... আমরা বলি চৌত্রিশ অথবা লিখি ৩৪। কথায় আগের তিন পরে এবং পরের চার আগে আসে। আসলে ইহা তিনদশ+চার= ত্রিশ+চার। ইংরেজীতে আমরা এই রূপটাই পাই। Thirty four আমাদেরও ত্রিশএক, ত্রিশ দুই ইত্যাদি রূপ চালু করা উচিত কি না বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাবিয়া দেখিতে বলি।'

(ঘ) উচ্চারণ ও ধ্বনি অভ্যাস ঃ 'কোন বিদেশী শব্দ যখন আমরা ব্যবহার করি তখন তাহাকে বাংলা ভাষার শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার উচ্চারণ আমাদের ধ্বনি অভ্যাস অনুসারে করিতে হইবে, বিদেশের ধ্বনি-অভ্যাস অনুসারে নয়। মূল ইংরেজী শব্দ হসপিটালকে আমরা হাসপাতাল বানাইয়াছি। শুদ্ধ করিতে গিয়া যেন আমরা উহাকে আবার হসপিটাল না বানাই। কলম শব্দটি মূলত আরবি, আরবী উচ্চারণ ছিল কালাম। সেই মূল ধরিয়া শুদ্ধ করিতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। অনুরূপভাবে ইংরেজী লর্ড, ডক্টর, বস, কাউনসেল প্রভৃতি শব্দ আমাদের ভাষায় লাট, ডাক্তার, বাবদ, কৌসুলী- এই সুন্দর ও সহজ রূপ নিয়াছে। তেমনি ফারসী খরিদ্দার, মজদুর, আলাহিদা, জমিন প্রভৃতির বাংলা রূপ হইয়াছে খদ্দের, মজুর, আলাদা, জমি। বাঙালীরা মুহম্মদ, মুঘল, রাসূল, আল্লাহ, খুদা ইত্যাদি বলে না- বলে মোহাম্মদ, মোগল, রছুল, আল্লা,

খোদা।..... এই জন্য বৃথা কসরত ও পণ্ডিতি না করিয়া সাধারণভাবে আমাদের ভাষায় যে উচ্চারণ সহজভাবে আসে তাহাই মানিয়া নেওয়া উচিত। অবশ্য আরবী (অন্যান্য ভাষাও- প্রবন্ধকার) পড়ার সময় আরবীর নিয়মেই উচ্চারণ করা উচিত।'

(ঙ) সংস্কৃত ও বাঙলা শব্দ ঃ 'যে সমস্ত শব্দ বাঙালীরা ব্যবহার করে ও বুঝে, মূল যে ভাষা হতেই আসুক না কেন, তাহা সমস্তই বাঙলা ভাষার শব্দ। ভবিষ্যতেও আবশ্যকবোধে যে সমস্ত শব্দ আমরা ব্যবহার করিব তাহাও হইবে আমাদের বাঙলা ভাষার শব্দ। এইজন্যই আমরা বলি স্কুল, কলেজ, একাডেমী, ফুটবল, ক্রিকেট, স্টেশন, লেবরেটারি, টেবিল, চেয়ার, হাসপাতাল, কামিজ, শার্ট, পায়জামা, পেন্ট, দস্তরখানা, থালা, নুন, গ্লাস সমস্তই বাঙলা শব্দ।.... আমরা লেখাপড়া করিয়া যখন শিক্ষিত হই তখন আর 'বদলাই না'- 'পরিবর্তন করি'; 'বাড়াই না'- 'বৃদ্ধি করি', 'খুলি না'- 'উদঘাটন করি', 'চষি না'- 'কর্ষণ করি'। আমরা কষ্ট করিয়া লম্ফন করিতে শিখি- লাফাই না, 'ভক্ষণ' করিয়া বলি- খাইতে রুচি হয় না; আমরা ধরি না, ধারণ করি। অথচ বেড়ান, খোলা, চষা, খাওয়া, ধরা- এই সবই সহজ সুন্দর খাঁটি বাংলা শব্দ।

ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে আমরা আমাদের লেখায় আমাদের নিজ শব্দগুলিকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলি, যেন এইগুলি 'নিচজাতোদ্ভব ও অস্পৃশ্য, আর তাহার বদলে ব্যবহার করি দীর্ঘ দুই শব্দের 'ভ্রমণ করা', 'বৃদ্ধি করা' প্রভৃতিকে।'

(চ) পরিভাষা ঃ 'বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল বিষয়ে বই প্রণয়ন ও অনুবাদের বেলায় আমাদের সহজ শব্দ ব্যবহারে তৎপর হওয়া উচিত।... কে লোহা না বলিয়া লৌহ,...... কে তামা না বলিয়া তাম্র,.......... কে চুলা না বলিয়া চুল্লী,..... বাড়িল না বলিয়া বৃদ্ধি করিল; - এইভাবে ভাষার আভিজাত্যের নামে সংস্কৃতকরণ কঠিনকরণ কোনমতেই কাম্য নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান যত সহজে বুঝা ও বুঝান যায় ততই মঙ্গল (পরিভাষার জন্য পরিভাষা অংশ দ্র.)।

(ছ) বাঙলা ধাতু ও নতুন শব্দ ঃ 'শব্দের নতুন ব্যবহার ও নতুন শব্দ তৈয়ারী করিয়া শেক্সপিয়ার ইংরেজি ভাষাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তজ্জন্য ইংরাজী জাতি তাঁহার কাছে চিরঋণী থকিবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, মধুসূদন দত্ত, মৌলানা আকরম খাঁ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হইতে শুরু করিয়া আরো বহু ছোট বড় সাহিত্যিক শব্দের নতুন নতুন রূপ প্রবর্তন করিয়াছেন। এতে ভাষা বরাবরই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। যারা বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করেন, কিংবা যারা আরবী, ফারছি ও অন্যান্য ভাষা হইতে বিভিন্ন বই বা পুঁথি অনুবাদ করিয়াছেন তাহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন নতুন শব্দ তৈরি করিয়াছেন বা নতুন রূপ দিয়াছেন। শিক্ষিতদের কাছে শুনিয়াই হয়ত অশিক্ষিত লোকেরা মুখে মুখে এই শব্দগুলি তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছেন।'

"যদি আমরা বাঙলা ভাষার বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইতে চাই তবে আমাদের নীচে লিখিত পথ ধরিতে হইবে" (১) বাংলা ক্রিয়া ও অন্যান্য পদ হইতে বিভিন্ন রকমের সহজ ও সুন্দর শব্দ তৈরী; (২) যে কোন উপযুক্ত পদকে (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি) বাঙলা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার। উৎপত্তি হিসাবে লিখা শব্দ হইতে আমরা পাই ঃ লেখা, লিখন, লিখিত, লেখক, লেখনি।'

'মারা হইতে- মারণ, মারক, মরা, মরিত, খেলা হইতে-খেলন, খেলনা, খেলোয়াড়, খেলক, খেলিত। ধরা হইতে ধারণ, ধারক, ধরনি, ধরিত। ...... গঠন হইতে- গঠনি, গঠক, গঠনিকা। অনেকগুলি বিদেশী শব্দকেও আমরা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করিয়া নানা রকম বাঙলা শব্দ তৈয়ার করিতে পারি। যেমন, আয়ন (..........) হইতে আয়নন, আয়নিত, আয়নক। সেচুরেট (..........) হইতে- সেচুরন (...............) সেচুরিত (..................), সেচুরণ। সেচুরণ শব্দ বাঙলায় সহজ ও সুন্দর শুনায়। ইহাকে বাদ দিয়া সংস্কৃত 'সম্পৃক্তকরণ' -এর মত কঠিন ও বিদঘুটে শব্দ আমদানি করা মোটেই উচিত নয়।'

'খাওয়া, দেওয়া, পড়া, চলা, মারা ইত্যাদি অল্প সংখ্যক ক্রিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। ..... আমাদের ভাষাকে যদি আমরা আরো উন্নত করিতে চাই তবে আমাদের বহু বহু বাঙলা কাজ (ক্রিয়া) চালু করিতে হইবে।'

তাই জনাব আবুল কাসেম বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি শব্দকে ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার ও শব্দ তৈরির প্রস্তাব করেন। ইহা ব্যতিরেকে পশ্চিম বঙ্গের ক্রিয়া রূপের 'অন্ধানুকরণের প্রভাবে আমাদের দেশকে ভাসাইয়া' দেওয়ার তিনি বিরোধিতা করেন। ইহা ছাড়া তিনি আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন রূপের স্বকীয়তাবোধ অক্ষুণ্ন রাখিতে ও তাহা যথাসম্ভব ব্যবহারের প্রয়াসী।

'আমাদের শেষ কথা হইল, যথাসম্ভব মায়ের ভাষাকেই আমরা সব ক্ষেত্রে প্রচলন করিতে চাই। এই দেশের মাটি এবং এই দেশের জনগণ ও ঐতিহ্য হইতে এই ভাষাকে অন্ধানুকরনের প্রভাবে দূরে সরাইয়া রাখিয়া একটা দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম ভাষা তৈয়ারি করিবার পক্ষপাতী আমরা নহি। আর রক্ষণশীলতার দ্বারা ইহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিবারও আমরা ঘোর বিরোধী। বাঙলা আমাদের মায়ের ভাষা। ইহার খাঁটি ও সুন্দর রূপ নির্ণয় করা এবং ইহার যথাযথ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিই আমাদের বড় কাম্য (এই অংশে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি প্রচলিত বানানে ১৯৬৮ খৃ. প্রকাশিত 'আমাদের ভাষার রূপ' গ্রন্থ হইতে নেয়া, পৃ. ১-৩৮)।

সঠিক পরিভাষার নির্মাতা ঃ জনাব আবুল কাসেম বিজ্ঞান ও বাণিজ্য, এমনকি মানবিক শাখার পুস্তকে বিদেশী শব্দ বা ইহার যথার্থ পরিভাষা নির্মাণে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। আরো যে সকল মনীষী পরিভাষা প্রণয়নে ব্রতী হন তিনি তাঁহাদের হইতে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বাংলা পরিভাষা নির্মাণে একদিকে যেমন শব্দের মূল অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রাখিয়াছেন তেমনি তাহার সার্বজনীনতা, প্রাঞ্জলতা ও সুখপাঠ্যতার দিকেও সম্যক দৃষ্টি দিয়াছেন। এইজন্য তিনি অনেক বিদেশী শব্দকেও হুবহু রাখিতে দ্বিধা করেন নাই। এদেশের আমজনসাধারণ যে সকল শব্দের সঙ্গে আজন্ম পরিচিত, যেসব শব্দ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অহরহ ব্যবহার করে, যে সকল শব্দ ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার খোরাক জোগায়, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নায় বাংলার ১২ কোটি মানুষ যে শব্দ ব্যবহার করে তাহা এদেশেরই সম্পদ, এদেশেরই ভাষা। তাই সকল বিদেশী শব্দকে বাংলা করা বা কঠিন বাংলার স্থলে সহজ শব্দ ব্যবহার না করাকে তিনি প্রকৃতি

বিরুদ্ধ ও অবৈজ্ঞানিক বিবেচনা করেন। এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ঃ 'আমার মতে যে সকল শব্দ আমরা বাঙালীরা ব্যবহার করি ও বুঝি তা সমস্তই বাঙলা শব্দ, তা যে ভাষা থেকেই আসুক না কেন। এ হিসাবে স্কুল, কলেজ, বাস, রিক্সা, টেবিল, আলমারি, দোয়াত, কলম, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইবাদত- এ সবই বাঙলা শব্দ। এছাড়া অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক শব্দও বাঙলা ভাষার অঙ্গভূত হয়ে গেছে। যে সমস্ত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই অথচ আমাদের শব্দের সাথে মিলে থাকে আমরা পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এজন্য মাথা ঘামিয়ে গবেষণা করে সংস্কৃতের মত কঠিন অপ্রচলিত শব্দ আমদানি করে ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলার প্রয়োজন নেই।'

বাংলা পরিভাষা ঃ Vibgyor বেনীআসহকলা পরিভাষাটি ৪০ দশকে 'আমাদের প্রেস' হইতে প্রকাশিত তাঁহার ৭ম-৮ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইতে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং পরে তাহা সব বিজ্ঞান বইতেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া সেগ্রামে রীতি, ফুপাসে রীতি, মিকিসে রীতি, এ তিনটি বড় শব্দের সংক্ষেপ তরাযো (তড়িৎ রাসায়নিক যোজনভার) বা বিরাযো (বিদ্যুৎ রাসায়নিক যোজনভার) প্রভৃতি পরিভাষাও তিনি ব্যবহার করেন।

নিম্নে ইহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ঃ

(ক) তড়িৎ বিজ্ঞান ঃ তড়িৎগতিক, রদ বিন্দু, নিরাপদ ফিউজ, তামার লেপন, নিজাবেশ, পরশভাংগি, নিজাবেশাংক, স্থিরক, ঘুরক, বাড়ক।

(খ) বীজগণিত ঃ গাণিতিক/সমান্তর মধ্যক, সমান্তর প্রগমণ, আড়গুণন, সমানুপাতিক মধ্যক, ১ ঘাতি সমীকরণ, ছেদ বিন্দু, বদ্ধ বাঁক, ধার, খাড়া তল, গোলকী কৌণ।

(গ) ডিনামিকস ঃ কাজ, অংশ, বেগ যোগ, স্থির, বাঁকা চলন, সরণ, কাঁপনি, দিগরাল, রেখি বেগ, চালু একক, বিকাজ, তুলান বেগ, উপাংশ, লম্বাংশ, মন্দন, বেদিক রাশি, খেপন বিন্দু, উড়নকাল, আদি বেগ, তেগীমত নামক রেখা, ব্যাসন (নতুন শব্দ)।

(ঘ) পরিসংখ্যান ঃ উল্টামুখী, বামমুখী, জড়তা কেন্দ্র, মাধ্যমী, যুগল, কনি, উল্টানুপাতিক, লম্বপাতি, উল্টাফল, তিন মাত্রী, ক অক্ষ/পাশাই, খ অক্ষ/খাড়াই।

(ঙ) ক্যালকুলাস ঃ ঢালুই, বারড়ন, বিপলগ, বৈশি, মেনতিস, স্থির সংখ্যা, ঘন সংখ্যা।

(চ) লেবরেটরী জীবন বিজ্ঞান ঃ ঘামায়ন, চোখল, বাস্তল, পাখাল, মুকুল, ঢাকি, জড়ানী, রেখাই, সুচক, ডিম্বি, ডেগারি, মোড়ন, গোছাফল, শাসাল, আংশিকভেদী/আধভেদী, ঘামায়ন চাপ, কিনারি, ভেদক, খোলস, বালু ঘড়ি, ত্বরণ, ফুটনাংক, হাইগ্রামিতি, দানায়নসহ দুই শতাধিক পরিভাষা।

(ছ) রসায়ন ঃ সমগ, অসমগ, মিশাল, দ্রাব, নেছুরিত দ্রবণ, অতিদ্রবণ, যোগ্যতা/যোজনী, দুই পরমাণুক, পরমশূন্য, হালতি সমীকরণ, অংশচাপ বিধি, প্রভাবক, শসন, মেরু, এনোড, কেথোড, একমুখী, দিমুখী, সারি তালিকা, পরখ নল ইত্যাদি দুই শতাধিক পরিভাষা।

(জ) পদার্থবিজ্ঞান ঃ সীম বেগ, নিজ কাজী, বলবাহক, ঘুরণ জড়তা, মিতিয় ক্লান্তি, অনমনীয়/নিরেট, বিকৃতি, আকৃতি পীড়ন, সমগঠনিক, নলবাহিতা, তেলায়ন, আদর্শ উড়োপাত, উড়ন গুণাংক, আলোকমালা, আলোক রেখা, কিরণ, একমুখী, বহুমুখী, দীপন মাত্রা, দীপন শক্তি, উল্টাবর্গের সূত্র, আলোবিদ্যা, পাশ প্রতিফলনসহ তিন শতাধিক পরিভাষা।

(ঝ) লেবরেটরী রসায়ন ঃ বায়ুরোধী, ছেদক, তামার কুচি, ছাকাই, মাফবেলন, তেপায়া, আপোড়া, ধোয়াই বোতল, ওজন শিশি, ধারক প্রভৃতি।

(ঞ) লেবরেটরী পদার্থবিজ্ঞান" গোলকী, বাঁক ব্যাসন, লম্বন, পেছন দোষ, আটকানী, ধারালি, নীচাংক, উচাংক, পোলারণ, পারদিত, বিদ্যুদিত, সমরাল, সরা প্রভৃতি।

(ট) জ্যামিতি ঃ এক দাড়াই, স্থানাংক, চৌকণ, কোণিক, বাঁক/বাঁকা রেখা, বিকেন্দ্রিকতা, বাঁক ব্যাসন, অক্ষ, সমরাল, ঘনক, মাপকাঠি, ক-অক্ষ/পাশাই, খ-অক্ষ/খাড়াই, দিগরাল, খাড়া আঁকন, ছেদ বিন্দু প্রভৃতি।

পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে জনাব আবুল কাসেম পরিচিত শব্দকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বেশী। তাহা ছাড়া একান্তভাবে কাঙ্ক্ষিত শব্দ না পাওয়া গেলে তখনই কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণ বা মূল শব্দের নিকটতম অর্থবোধক শব্দকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে যাহাতে শব্দের দুর্বোধ্যতা বিরূপ মনোভাব ও আগ্রহের অন্তরায় সৃষ্টি না করে সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সজাগ। তাই তাঁহার পরিভাষা রচনার মধ্যে যেমন পণ্ডিত্যের বাহুল্য নাই, তেমনি তাহাতে যে প্রচেষ্টা চালান, তাহাতে তিনি শুধু সফলই হন নাই, বরং বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া আছেন।

সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঃ ১৯৭২-৭৫ খৃ. সময়কালের সমাজের আমূল সংস্কার বিশেষভাবে নৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে শুরু করেন 'নেশা, দুর্নীতি, কুসংস্কার বিরোধী (নেদুকুবি) আন্দোলন'। তাঁহার এই আন্দোলন বুদ্ধিজীবী মহলে, এমনকি সচেতন মহলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেসব পরিত্যাজ্য বিষয় তাহার ব্যাখ্যা দেয়া হয় ঃ নেঃ- নেশা (১) মদ, গাঁজা, ইত্যাদি; (২) ধূমপান; (৩) জুয়া ইত্যাদি। দুঃ - দুর্নীতি (১) ঘুষ; (২) অন্যায় স্বজনপ্রীতি; (৩) অসদুপায়ে ধনার্জন ইত্যাদি। কুঃ-(কুসংস্কার ঃ (১) পণপ্রথা; (২) উপহার প্রথা; (৩) শ্রমবিরূপতা ইত্যাদি)। নেদুকুবি আন্দোলনের উদ্দেশ্য-কর্মসূচী কত গঠনমূলক ও উন্নত ছিল তাহা আন্দোলনের কর্মীদের শপথনামা হইতে প্রমাণিত হয়।

' আমি নেদুকুবি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেব এবং নীচের অভ্যাস অর্জন ও বদভ্যাস বর্জন করতে চেষ্টা করব। অভ্যাস- সঠিক নিয়মে ও সঠিক সময়ে কাজ করব/সাধ্যমত কিছু না কিছু সময় ও টাকা পরোপকারে ও মহত আদর্শ প্রচারে ব্যয় করব/সাধ্যমত আদর্শিক বইপত্র পড়ায় ও প্রবন্ধাদি লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব/সহজ-সরল জীবন যাপন করব/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করব/বিশ্বজনীন ধর্মীয় মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ও তাঁদের মহত চরিত্র অনুশীলন করব/দৈনিক কিছু সময় সৃষ্টিকর্তার ও পরকালের চিন্তা করব।

বদভ্যাস - অনর্থক সময় নষ্ট করা/গীবত করা/বিলাসিতা/শ্রমকে ঘৃণা করা/পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা/ওয়াদা ভংগ করা বর্জন করব।"

বাংলা একাডেমীর সদস্য ও কাউন্সিলর থাকাকালে তিনি ইসলামী গবেষণা বোর্ড গঠন ও ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের প্রস্তাব দেন। তাঁহার

চেষ্টায় একাডেমীতে ইসলামী ভাষার অভিধান প্রণয়ন, বাংলা বর্ষপঞ্জীর সংস্কারসহ বিভিন্ন তৎপরতার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।

স্বীকৃতি, পুরস্কার, সংবর্ধনা ঃ এই কর্মময় মানুষটি ভাষা পুরুষ, ভাষা সৈনিক, ভাষা আন্দোলনের স্থপতি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত। প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম স্বর্ণপদক পরিষদ তাঁহাকে 'বাংলা ভাষার জাগ্রত বিবেক' উপাধি ১৯৯১ (মরণোত্তর) দান করে।

তিনি সুধীজন পাঠাগারের 'হোসেন জামাল স্মৃতি পুরস্কার ১৯৯১, (মরণোত্তর), জাতীয় সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক ১৯৮৯, দায়েমী কমপ্লেক্স পুরস্কার ১৯৮৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার ১৯৮৮, চট্টগ্রাম সমিতি পদক ১৯৮৮, একুশে পদক ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৮২, রাইটার্স গিল্ড পুরস্কার ১৯৬৪, বাংলা কলেজ ছাত্র মজলিস স্বর্ণপদক ১৯৬৪ লাভ করেন।

ডাকসু কর্তৃক সংবর্ধনা ১৯৯১, জাতীয় সংবর্ধনা ১৯৮৯, কর্ণফুলীর সংবর্ধনা ১৯৮৭, আঞ্জুমানে হেদায়েতুল উম্মতের সংবর্ধনা ১৯৮৭, চট্টগ্রাম সমতিটি সংবর্ধনা ১৯৮৭, চেতনা পরিষদের ভাষা সৈনিক সংবর্ধনা ১৯৮৬, কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস সংবর্ধনা ১৯৭৭ তাঁহার কীর্তির আংশিক স্বীকৃতিমাত্র।

কর্মবীর, জাতির অন্যতম দিকপাল এই সংগ্রামী মানুষটি শা'বান ১৪১১/১১ মার্চ, ১৯৯১ সোমবার/২৬/১১/১৩৯৭ বাং তারিখে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে বাঙলা কলেজ গোরস্থানে দাফন করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল ঃ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' পুস্তিকা ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নিম্নে ইহা হুবহু উদ্ধৃত হইল ঃ

আমাদের প্রস্তাব ঃ

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। আজাদ ও ইত্তেহাদের আলোচনা, বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও রাজনীতিকের মতামত ইত্যাদি যাচাই করে আমরা নিম্নরূপ প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানের সুধী সমাজের নিকট পেশ কচ্ছি ঃ

১। বাংলা ভাষাই হবে ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন;

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা;

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা;

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্র ভাষা হবে দুইটি- উর্দু ও বাংলা।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা এক শ' জনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্ত ঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী আদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু এ ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে।

মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যারা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তারাই ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজার ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না।

ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

দেশের শক্তির যাতে অপচয় না হয় এবং যে ভাষায় দেশের জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে, শিখতে ও বলতে পারে সে ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা। এ অকাট্য যুক্তিই উপরিউক্ত প্রস্তাবের প্রধান ভিত্তি। আর না হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যেমন জনগণের মত না নিয়ে বা তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না রেখে ইংরেজীকে জোর করে আমাদের উপর চাপায়ে দিয়েছিল, শুধু উর্দু বা বাংলাকে সমস্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করাও ঠিক সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক প্রচেষ্টাই আজ কোন কোন মহলে দেখা যাচ্ছে। ইহা সত্যিই লজ্জাকর ও দুর্বল মনের অভিব্যক্তি (............ ও বলা চলে।)। একে সর্বপ্রকারে বাধা দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এরই সূচনা হিসেবে আমরা কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের প্রবন্ধ প্রকাশ কচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেককে এ আন্দোলন যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

* প্রত্যেক স্কুলে, কলেজে এবং প্রত্যেক শহরে সভা করে অপর ভাষাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে কায়েদে আজম ও অন্যান্য নেতাদের নিকট পাঠাতে হবে।

* গণ-পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের নিকট ডেপুটেশন গিয়ে তাঁরা যেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে মত নিয়ে বাঙ্গালীর আত্মহত্যার পথ সুগম না করেন তা স্পষ্ট করে বুঝাতে হবে।

কায়েদে আজম জিন্নাহ প্রত্যেক প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন, এমন কি লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব স্ব প্রদেশিক রাষ্ট্র ভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে। (তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে লিখিত।)

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ ১। পাঠ্য পুস্তক ঃ অংক টিউটর, আধুনিক কারবার পদ্ধতি (সহঃ সম্পা), উচ্চ মাধ্যমকি লেবরেটরী রসায়ন (১ম ভাগ), উচ্চ মাধ্যমিক এলজেবরা, উচ্চ মাধ্যমিক জ্যামিতি, উচ্চ মাধ্যমিক ডিনামিকস, উচ্চতর লগ টেবল, উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থিকা (১ম ভাগ), উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থিকা (২য় ভাগ), উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন (১ম খণ্ড), উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন (২য় খণ্ড), উচ্চ মাধ্যমিক স্টেটিক্স, উচ্চ মাধ্যমিক ত্রিকোণমিতি, জীব বিজ্ঞান (একাদশ-দ্বাদশ), জৈব রসায়ন, ডিগী পদার্থিকা, ডিগ্রী রসায়ন (পাণ্ডুলিপি), New Physics প্রশ্নোত্তরে জীব বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রকাশ

(৭ম, ৮ম শ্রেণী, ১ম পাঠ্যপুস্তক, ৪০-এর দশকে প্রকাশিত), মাধ্যমিক এলজেবরা, মাধ্যমিক জ্যামিতি, মাধ্যমিক ডিনামিকস, মাধ্যমিক পদার্থিকা (১ম খণ্ড), মাধ্যমিক পদার্থিকা (২য় খণ্ড), মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান, মাধ্যমিক রসায়ন (২য় ভাগ), মাধ্যমিক ত্রিকোণমিতি, মাধ্যমিক লেবরেটরী পদার্থিকা, মাধ্যমিক লেবরেটরী রসায়ন, মাধ্যমিক স্টেটিক্স, মাধ্যমিক ক্যালকুলাস, লগটেবল,ল্যাবরেটরী জীব বিজ্ঞান, ল্যাবরেটরী পদার্থিকা (১ম) ভাগ), ল্যাবরেটরী পদার্থিকা (২য় ভাগ), ল্যাবরেটরী রসায়ন (১ম ভাগ), ল্যাবরেটরী রসায়ন (২য় ভাগ), Laboratory Physics (ed.), সহজ পদার্থিকা (১ম ভাগ), সহজ পদার্থিকা (২য় ভাগ, সহজ রসায়ন (২য় ভাগ), পাকিস্তানের অর্থনীতি, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান, আমাদের শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধান।

২। **ইসলামী গ্রন্থ** ঃ আধুনিক চিন্তাধারা, আমাদের অতীত আদর্শ, খিলাফতের নমুনা, ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ, ইসলাম কি দিয়েছে ও দিতে পারে, ইসলামী মেনিফেস্টো, ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, একমাত্র পথ, কোরানিক অর্থনীতি, কৃষক ভাইয়ের জমি চাই, পুঁজি বিরোধিতায় হযরত আবূ জর (সম্পা.), বুঝে নামাজ পড়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম, বিজ্ঞান, বস্তুবাদ ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম, বিবর্তনবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব, মুক্তি কোন পথে, শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি, শ্রমিক ভাইয়ের অংশ চাই, শ্রেণী সংগ্রাম (থিসিস), বিপ্লবী উমর।

৩। **অন্যান্য গ্রন্থ** ঃ অফিস আদালত ও শিক্ষার বাহনরূপে বাঙলা প্রচলনের সমস্যা, আমাদের ভাষার রূপ (১৯৬২, আমাদের ভাষার রূপ (১৯৬৮, সম্পা.), ঈর্ষা বনাম সাধনা, একুশ দফার রূপায়ণ, গঠনিকা (বাঙলা কলেজ ছাত্র মজলিস), ঘোষণা (তমদ্দুন মজলিস), চাকুরীর নিয়মাবলী, ছাত্র আন্দোলন, তৃতীয় ব্লক আন্দোলন, দুইটি প্রশ্ন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু? (সম্পা.), বাঙলা কলেজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যত, বাঙলা কলেজ প্রসঙ্গে, বাঙলা কলেজ কি, কেন ও কিরূপ, বাঙলা প্রবচন কয়েকটি সমস্যা, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ভুলের পুনরাবৃত্তি, সংগঠন সহ ইংরেজী-বাংলা ডিকশনারী (পাণ্ডুলিপি), মজলিসের কথা, সংগঠন, ছাত্র আন্দোলন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মোস্তফা কামাল, প্রিন্সপাল আবুল কাসেম ও ভাষা আন্দোলন, প্রকাশনায় জিনাত ফেরদৌসি, ঢাকা ১৯৮৮ ইং, পৃ. সম্পূর্ণ গ্রন্থ, বিশেষ দ্র. ২, ৪, ৫, ২৪-৩৬, ৬৩-৬৭, ৬৫-৬৬; (২) সাপ্তাহিক সৈনিক, ২৩ নভেম্বর, ১৯৫৩; (৩) সৈনিক, ৩০ নভেম্বর, ৯ ডিসেম্বর, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৩; (৪) সৈনিক, ২০ ফেব্রুয়ারী, '৫৪, ২৫ আগস্ট, '৫৫, ২০ আগস্ট, '৫৪, ১৭ ফেব্রুয়ারী, '৫৫; (৫) অগ্রপথিক, ইফাবা, মহান একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, পৃ. ২৬, ২৭, ৩৪-৩৬, ৩৭-৪২, ৫১-৫৩, ৫৭-৫৮; (৬) উন্মেষ, ভাষা দিবস সংকলন, '৯২, হযরত শাহজালাল ইসলামী পাঠাগার, ঢাকা, পৃ. ১-৮; (৭) বিপরীত উচ্চারণ, ভাষা দিবস সংকলন ১৯৮৪ (৮ ফাল্গুন, ১৩৯০), পৃ. ৩৮-৪৬; (৮) তমদ্দুন মজলিসের গঠনিকা, প্রকাশনায় ঃ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ. ৩-৯; (৯) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ২৪১-৪৩; (১০) সাপ্তাহিক চিত্র বাংলা, ৬ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ. ৫-৬; (১১) সৈয়দ মুজতবা আলী, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বইঘর, চট্টগ্রাম, বৈশাখ ১৩৬৩, পৃ. সম্পূর্ণ পুস্তিকা; (১২) প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম স্মারক গ্রন্থ, প্রিন্সিপাল আবুল কাসমে স্মৃতি পরিষদ, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম গণস্মরণসভা কমিটি, চট্টগ্রাম, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, বাংলা ভাষার মর্দাদা প্রতিষ্ঠায় প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, বশীর আল হেলাল ঃ ভাষা আন্দোলনে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের ভূমিকা, নিবন্ধসহ গ্রন্থের অন্যান্য নিবন্ধ দ্র.; (১৩) মোস্তফা কামাল, ভাষা আন্দোলন- সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিব বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯৩ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭), পৃ. ৮-২৮৯, অন্যান্য সাক্ষাতকার; (১৪) ঐতিহ্য, মহান ভাষা আন্দোলন স্মারক ১৩৯২, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃ. সম্পাদকের কথা, ৯-৭৩, ১০২-১১৮; (১৫) বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা আশ্বিন, ১৩৯২ (অক্টোবর ১৯৮৫), পৃ. ১৭৯-২০০, ২০২-২০৬, ২২০-৩২, ২৩৭-৪০, ২৭৭-৮০; (১৬) দৈনিক মিল্লাত, ২১ মার্চ ১৯৮৯, ভাষা আন্দোলনের সাম্প্রতিক বিতর্কের যৌক্তিক দিক, পৃ. ২; (১৭) ঐ, ২৩ মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ২; (১৮) দৈনিক ইনকিলাব, ৩ চৈত্র, ১৩৯৫, পৃ. বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চোখে ভাষা আন্দোলনের দু'অধ্যায়; (১৯) দৈনিক আজাদ, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, পৃ. ২, তমদ্দুন মজলিস ও ভাষা আন্দোলন; (২০) ঐ, ৭ জুন, ১৯৮৯ পৃ. ৪; (২১) দৈনিক ইনকিলাব, ২ আগস্ট, ১৯৮৭, পৃ. ৬, বাংলা ভাষা সংস্কারে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম; (২২) ঐ, ২৯ মার্চ, ১৯৮৭ পৃ. ৬, সঠিক পরিভাষার নির্মাতা প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম; (২৩) দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, পৃ. ৫. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ; (২৪) দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ পৃ. ৮; (২৫) দৈনিক সংগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ ভাষা দিবস সংখ্যা, ক্রোড়পত্র; (২৬) দৈনিক ইসকিলাব, ১০ মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৮; (২৭) দৈনিক আজাদ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, পৃ. ৫; (২৮) দৈনিক ইনকিলাব ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, পৃ. ৬, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের শিক্ষা চিন্তা; (২৯) দৈনিক জনতা, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, জনতা সাময়িকী, মাতৃভাষার দাবীতে প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ; (৩০) দৈনিক ইনকিলাব, ২০ ফাল্গুন, ১৩৯৬, পৃ. ৬, ভাষা আন্দোলন স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের শিক্ষা চিন্তা; (৩১) দৈনিক জনতা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২, অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা, ক্রোড়পত্র; (৩২) মোহাম্মদ আবুল কাসেম (প্রিন্সিপাল), ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. সম্পাদকীয়, ১-৩৯ (সম্পাদিত); (৩৩) মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন খান, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তার বিকৃত রূপ, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩, সম্পূর্ণ পুস্তিকা; (৩৪) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ও প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ঃ আমাদের ভাষার রূপ, কামরুল আহসান ও ভাইয়েরা, ঢাকা, সেপ্টম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১-৩৮, ৪৪-৪৮; (৩৫) মায়ের বুলি, শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি, সরকারী বাঙলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫, পৃ. ৭-১৯; ২৮-৩০; (৩৬) মিছিলের ভাষা, সম্পাদক, মাশির হোসেন ও বিনোদ দাশগুপ্ত, মার্চ ১৯৮১, পৃ. ৯-২০; (৩৭) একুশের সংকলন '৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, পৃ. ১-৪৪; (৩৮) অধ্যাপক এম.এ. কাসেম, ছাত্র আন্দোলন, তমদ্দুন লাইব্রেরী, ঢাকা

১৯৫১, পৃ. ১-৩; (৩৯) বর্তমান দিনকাল, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২০-২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯, পৃ. ৫-১০; (৪০) সাপ্তাহিক বিক্রম, ১৪-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, ১৭-২০; (৪১) তারকালোক, ১৫-৩০ জুন, ১৯৮৮, পৃ. ১৯-২২; (৪২) সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, পৃ. ১১-২৬; (৪৩) সাপ্তাহিক বিক্রম, ২৭ নভে-৩ ডিসে. ১৯৮৯, পৃ. ৪১; (৪৪) নিপুণ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, পৃ. ৮-১১; (৪৫) সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, পৃ. ৩৯-৪০; (৪৬) ঐ, একুশে ফেব্রুয়ারী বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ. ২৯-৩০, ৩৫-৫২; (৪৭) ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম শ্রদ্ধাস্পদেষু, সম্পা. মোবাশ্বের আহমদ বণিক, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম জাতীয় সংবর্ধনা কমিটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, সম্পূর্ণ সংকলন দ্র.; (৪৮) অগ্রপথিক, শহীদ দিবস সংখ্যা, ঢাকা ১৩৯৩, পৃ. ১৪-৫৬; (৪৯) অগ্রপথিক, শহীদ দিবস সংখ্যা ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৮-৫৯; (৫০) আঁচল, শহীদ দিবস সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৫-১১, ১৪; (৫১) রোববার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ. ৬৭-৭২; (৫২) সাপ্তাহিক আলো, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ. ১৭, ২৫-২৬; (৫৩) বদরুউদ্দিন উমর, পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নবপত্র, প্রকাশন ঢাকা, ৯ জানুয়ারী, ১৯৮২, পৃ. ৪-৬, ২৫-২৮, ৪৪-৫৮; (৫৪) সিরাজ উদ্দীন আহমাদ, ভাষা আন্দোলনে বরিশাল, বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ-পটুয়াখালী সমিতি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, ভূমিকা, কিছু কথা, পৃ. ১-১১; (৫৫) ঢাকা ডাইজেষ্ট, নভেম্বর, ১৯৮৭, পৃ. ১৭-২৮; (৫৬) ঐ, জুন ১৯৭৯, পৃ. ২৪-৩৭; (৫৭) তকীয়ুল্লাহ ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানী, ডক্টর শহীদুল্লাহ স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, তা, বি, পৃ. ১-২৪; (৫৮) ঢাকা জাইজেস্ট,চানুয়ারী ১৯৭৯, পৃ, ৩৮-৪৮; (৫৯) আবদুল হক, ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬, ভূমিকা পৃ. ১-৫৫; (৬০) বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২খ., মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা তা, বি, পৃ. মুখবন্ধ; (৬১) ঐ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৭৯, তমদ্দুন মজলিস ও সংশ্লিষ্ট নিবন্ধ দ্র.।

শেখ মাহবুবুল আলম

আবুল-খাততাব আল্-আসাদী (ابو الخطاب الاسدى) মুহাম্মাদ ইব্ন আবী যায়নাব মিক্লাসুল-আজ্দা আল-আসাদী, ইসলামের বিরুদ্ধ মতবাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। আল্-কাশ্শী তাঁহার পিতার নাম মিকলাস ইব্ন আবিল-খাত্তাব লিখিয়াছেন। তিনি নিজে অবশ্য তাঁহার নামের সঙ্গে আবূ ইসমা'ঈল অথবা আবুল-জুব্য়ান-কুনিয়াত ব্যবহার করিতেন। তিনি কূফার অধিবাসী ও আসাদ গোত্রের মাওলা ছিলেন। নুসায়রী দলের গ্রন্থাবলীতে তাঁহাকে আল-কাহিলীও বলা হয়। তিনি ইমাম জা'ফার আস্-সাদিকের প্রধান প্রচারকদের অন্যতম। কিন্তু বিভ্রান্ত হইয়া মিথ্যা মতবাদ প্রচার করিলে ইমাম তাঁহাকে দলত্যাগী বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। কূফার মসজিদে সমবেত তাঁহার সত্তরজন অনুসারী কূফার গভর্নর 'ঈসা ইব্ন মূসার আদেশে আক্রান্ত হইয়া ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলে নিহত হয়। অতঃপর আবুল-খাত্তাব গ্রেফতার হইয়া 'ঈসা ইব্ন মূসা-র দরবারে নীত হন। তিনি তাঁহাকে কয়েকজন অনুচর সমেত মৃত্যুদণ্ড দান করিয়া ফুরাত নদী-তীরবর্তী দারুর্-রিয্ক'-এ শূলে চড়াইয়া রাখেন। তাঁহাদের খণ্ডিত মস্তকগুলি খালীফা আল-মানসূরের দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হইলে সেগুলিকে বাগদাদ নগরীর তোরণদ্বারে তিনদিন যাবত লটকাইয়া রাখা হয়। এ সকল ঘটনার সন-তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না।

তবে যে আলাপ-আলোচনা ১৩৮/৭৫৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আল্-কাশ্শী সাক্ষ্য দিয়াছেন, উহা আবুল-খাত্তাব ও তাঁহার অনুগামীদের সকলকে নিধনের বা সমূলে ধ্বংসের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলিয়া মনে হয় (আল্-কাশ্শী ১৯১ পৃ.), তু. Lewis, 33; তবে Ivanow-এর ব্যাখ্যামতে (১১৭ পৃ.) সনটি ইমাম জা'ফার কর্তৃক আবুল-খাত্তাবকে দলচ্যুত করার ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি ১৪৫/৭৩২ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে তাহার মৃত্যু ঘটে বলিয়া মনে করেন। যে নুসায়রীরা আবুল-খাত্তাবকে ভক্তি-শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহাদের মতে তিনি ১০ বা ১১ মু'হাররাম তারিখে দারুর্-রিয্কে' তাহার প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। সুতরাং এই তারিখ দুইটি ও যে তারিখে জা'ফার আস্-সাদিক তাঁহাকে প্রচারক (داعى) নিয়োগ করেন (১১ যু'ল-হিজ্জা), সেইদিনে নুসায়রীগণ পবিত্র বার্ষিকী পালন করে। গোঁড়া শী'আ ধর্মমতের বিকাশের যুগের গোড়ার দিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলিয়া মনে হয়। মধ্যে এশিয়ার ইসমা'ঈলী গ্রন্থ "উম্মুল-কিতাবে" (Is., 1936, Pts. 1 and 2; তু. Ivanow, REI. 1932, 428-9) কিছু সংখ্যক সুন্নী লেখক ও ইছনা 'আশারী সূত্রেও তাঁহাকে ইসমা'ঈলী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইছনা 'আশারিয়্যা ও পরবর্তী ফাতিমী যুগের ইসমা'ঈলী বই পুস্তকে তাঁহাকে সমভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। তাঁহার মতবাদ বিশদভাবে আলোচনার জন্য খাত্তাবিয়্যা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবুল-খাত্তাবের সর্বোত্তম জীবন-কথা ইছনা 'আশারী গ্রন্থসমূহ, বিশেষত কাশ্শী লিখিত মা'রিফাতুর্-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি. ১৮৭ পৃ.; (২) নাওবাখ্তী, ফিরাক', পৃ. ৩৭, ৫৮ প্রভৃতিতে মিলিবে। তাঁহার চরিত কথার ইসমা'ঈলী ভাষা কাযী নু'মানের দা'আইমুল-ইসলাম সং, আসিফ 'আলী আসগার ফায়দী, কায়রো, ১৯৫১, ৬২ পৃ.-এ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; (৩) নুসায়রী গ্রন্থ মাজমূ'উল-আয়াদ সং. R. Strothmann, in Isl., 1946, 6, 8, 10, 148, 159, 202-তেও এ সম্পর্কে কিছু কিছু আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি আছে। (৪) এ বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনার জন্য দ্র. Henry Corbin রচিত Etude preliminaire pour le Livre reunissant les deux sagesses de Nasir-e Khosraw. Tehran 1953, 14 প.; (৫) W. Ivanow, The Alleged Founder of Ismailism, Bombay 1946, 113 প.; (৬) B. Lewis, The Origins of Ismailism, Cambridge 1940, 32 প.; (৭) মুহাম্মাদ কাযবীনী, জুওয়ায়নী, ৩য়, ৩৪৪ প. দ্রষ্টব্য।

B. Lewis (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবুল-খাত্‌ত'াব আল-মা'আফিরী (ابو الخطاب المعافرى) ঃ 'আবদুল-'আলা ইব্‌নুস্‌-সাম্‌হ' আল-হি'ময়ারী আল-য়ামানী আল্‌-মাগ্‌রিব (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা) অঞ্চলে বসবাসকারী ইবাদী গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রথম ইমাম। বসরার ইবাদী মতবাদের আধ্যাত্মিক নেতা আবূ 'উবায়দ আত-তামীমী যে পাঁচজন দলীয় প্রচারককে (তাঁহাদের পরিভাষায় হ'মালাতুল-'ইল্‌ম=জ্ঞানের বাহক) ইবাদী ধর্মমত প্রচারের জন্য মাগ'রিবে পাঠান, তিনি তাঁহাদের অন্যতম (দ্র. ইবাদি'য়্যা)। আবুল-খাত্‌ত'াবকে ইমাম নির্বাচন করিয়া ত্রিপোলীতে ইবাদিয়্যা দলের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আবূ উবায়দা এই সকল দলীয় প্রচারককে নির্দেশ প্রদান করেন। ইহাদের প্রচার সেখানে সাফল্য অর্জন করে। ১৪০/৭৫৭-৮ সালে ইবাদী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ত্রিপোলীর নিকটবর্তী সায়্যাদ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত এক সভায় আবুল-খাত্‌ত'াবকে ইমাম নির্বাচন করে। হাওওয়ারা, নাফুসা প্রভৃতি ইবাদী বারবার উপজাতিগুলি নব নির্বাচিত ইমামের আদেশে "লা-হু'কমা ইল্লা লিল্লাহ ওয়ালা তা'আ ইল্লা ত'া'আতা আবিল-খাত্‌ত'াব" (হুকুম একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং আনুগত্য একমাত্র আবুল-খাত্‌ত'াবের) এই স্লোগান দিয়া ত্রিপোলী শহর সমেত সমগ্র ত্রিপোলী অঞ্চল জয় করিয়া লয়। অতঃপর উক্ত শহরই তাহাদের নেতার আবাসস্থল হয়। স'াফার, ১৪১/জুন-জুলাই, ৭৫৮-তে আবুল-খাত্‌ত'াবের সেনাবাহিনী ইফরীকি'য়্যা-র রাজধানী আল্‌-ক'ায়রাওয়ান অধিকার করে। সে সময়ে উহা "বারবারী" উপজাতি ওয়ারফাজ্জুমা-এর শাখা-গোত্র সূফীদের দখলে ছিল। তাহাত এলাকায় ইবাদী ইমামাতের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুর-রাহ্‌'মান ইব্‌ন রুস্তাম-কে শহরটির শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবুল-খাত্ত'াবের বিজয়ের ফলে সমগ্র ইফ্‌রীকি'য়্যা অর্থাৎ ত্রিপোলী, তানিয়া, তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার পূর্বাংশ লইয়া এক ইবাদী রাজ্য গঠিত হয়। সিজিলমাস্যা নামক স্থানের সূফীরাও আংশিকভাবে আবুল-খাত্‌ত'াবের প্রভাবাধীন ছিল বলিয়া মনে হয়।

যুল্‌-হিজ্জা, ১৪১/এপ্রিল, ৭৫৯ সনে মিসরের 'আব্বাসী শাসনকর্তা মুহ'াম্মাদ ইব্‌নুল-আশ্‌'আছ আল্‌-কুযাঈ আল-'আওওয়াম ইব্‌ন 'আবদিল-'আযীয আল-বাজালীর নেতৃত্বে ইফরীকি'য়্যা প্রদেশটি পুনরুদ্ধারের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। আবুল-খাত্‌ত'াবের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের পূর্ব সীমানার নিকট অবস্থিত সুর্‌ত এলাকায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধে উক্ত সেনাদল ইবাদীদের হস্তে পরাস্ত হয়। অতঃপর আবুল-আহ'ওয়াস 'উমার ইব্‌নুল-আহওয়াস আল-ঈজলীর নেতৃত্বে প্রেরিত আরও একটি 'আব্বাসী সেনাদল মাগমাদাস (Macomadas syrtis, হালনাম Marsa Zafran= মাব্‌সা যাফরান)-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়। ইতোমধ্যে শাসনকর্তা ইবনুল-আশ'আছ ইফরীকি'য়্যার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ইবাদী বারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান স্বয়ং পরিচালনা করার আদেশ পান।

এই খবর জানিতে পারিয়া আবুল-খাত্‌ত'াব এক বিপুল সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। কিন্তু ইব্‌নুল-আশ'আছ তাঁহার সেনাদল লইয়া পূর্বদিকে ফিরিয়া যাইতেছেন এমন ভাণ করেন। এই কৌশলের ফলে ইমাম প্রতারিত হইয়া আপন সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন হইবার অনুমতি দেন, অথচ ইহার অব্যবহিত পরেই ইব্‌নুল-আশ'আছ ত্রিপোলীর সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাইয়া ইমাম আবুল-খাত্‌ত'াব শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্য ত্বরিত গতিতে নিকটস্থ গোত্রগুলির লোকজন একত্র করিলেন। স'াফার, ১৪৪/মে, জুন, ৭৬১ সনে ত্রিপোলী হইতে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর তীরস্থ তামুর্গায় ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবুল-খাত্‌ত'াব ইহাতে তাঁহার বার-চৌদ্দ হাযার অনুচরসমেত নিহত হন। ঐ বৎসর জুমাদাল-উলা/আগস্ট মাসে ইব্‌নুল-আশ্‌'আছ কায়রাওয়ান পুনর্দখল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ যাকারিয়্যা, আস্‌-সীরাঃ ও আখবারুল-আইম্মা (পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ S. Smogorzewski) fol. 1 v, 6r,-13 v; (২) E. Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, Algieras 1878, 18-38; (৩) শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রোর ১৩০১ হি., ১২৪-৩২ পৃ. ; (৪) বাকরী; (de Slane, Descript. de l'Afr, Sept 2) 7, 28, 149, অনু. de Slane, 22, 63, 285-6; (৫) ইব্‌ন খালদূন, Hist des Berd., i, 220, 373-5; (৬) H. Fournel, Les Berbers, i, 351-355-60.

A. De Motvlinski-T. Lewicki
(E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবুল-খাত্‌তার আল্‌-হুসাম ইব্‌ন দিরার আল-কাল্‌বী (ابو الخطار الحصام بن ضرار الكلبى) ঃ ছিলেন আন্দালুস-এর গভর্নর। তিনি শাসনকর্তা ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা আল-আমিলী-এর স্থলাভিষিক্তরূপে কার্যভার গ্রহণের জন্য ১২৫/৭৪৩ সনে "ইফ্‌রীকি'য়্যা" হইতে আগমন করেন। তিনি উদার কর্মপন্থা অবলম্বন করেন এবং বাল্‌জ ইব্‌ন বিশ্‌র (দ্র.)-এর নেতৃত্বে স্পেনে আগত সিরীয় জুন্‌দ (جند) বাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারী সৈন্যদেরকে সুকৌশলে কর্ডোভা হইতে অপসারণ করেন। Visigoth বংশীয় নৃপতি Witiza-এর পুত্র Count Ardabast (আরতুবাস)-এর পরামর্শক্রমে এই সকল জুন্‌দীকে তিনি কয়েকটি জায়গীর (fiefs) প্রদান করেন এই শর্তে যে, যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হইলে বিনিময়ে তাহাদেরকে সাড়া দিতে হইবে। এইভাবে তিনি আন্‌দালুসিয়ায় সিরীয় রীতি অনুযায়ী জুন্‌দ সংগঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জুনদের প্রতিনিধিত্বকারিগণের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিম্নোক্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনঃ দামিশকের জুন্‌দগণকে Elvira জেলায়, জর্দানীদের Rayyo (Archidona ও Malaga) জেলায়, যাহারা ফিলিস্তীনের তাহাদের সিডোনা (Sidona) জেলায়, হি'ম্‌স্‌ (Hims-Emesa) এলাকার জুন্‌দগণকে সেভিল ও নিয়েবলায়, (Seville & Niebla), কিন্নাস্‌রীন (Kinnasrin)-এর জুন্‌দকে Jaen জেলায়, মিসরের জুন্‌দকে আল্‌গার্ব (Algarve) জেলায় ও মুরসিয়া (তুদ্‌মীর) অঞ্চলে জায়গীর দান করেন। কিছুদিন পর কি'ন্নাসরীন অঞ্চলের জুন্‌দদের শক্তিশালী নেতা আস-সুমায়ল (দ্র.) ইব্‌ন হ'াতি'ম আল্‌-কিলাবীর সহিত আবুল-খাত্‌ত'ারের সংঘর্ষ বাঁধিল। ইব্‌ন হ'াতি'ম বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজাব, ১২৭/এপ্রিল, ৭৪৫ মাসে Guadalete নদীতীরে শাসক আবুল-খাত্‌ত'ারকে পরাভূত করেন। হৃত পদ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জুযামী নেতা

ছাওয়াবা ইব্ন সালামা তাঁহার পদ অধিকার করেন, তবে পরবর্তী বৎসর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist, Esp. Mus.; i, 48-50.

E. Levi-Provencal (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবুল-খায়র (ابو الخير) ঃ উযবেগ (উযবেক দ্র.) জাতির শাসনকর্তা এবং এই জাতির প্রতিপত্তির গোড়াপত্তনকারী। তিনি শায়বান-এর বংশধর ও তাঁহার পিতা 'জুচি'-র কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন (শায়বান দ্র.)। তাঁহার জন্ম হয় ড্রাগন (Dragon) বর্ষে (১৪১২; ভ্রমাত্মকভাবে ৮১৬/১৪১৩-৪ সনকে তাঁহার জন্ম বৎসররূপে ধরা হইয়াছে)। কথিত আছে, প্রথমে তিনি জামাদুক খান নামক শায়বানের অপর এক বংশধরের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। এক বিদ্রোহের ফলে জামাদুক খানের মৃত্যু ঘটিলে আবুল-খায়র বন্দী হন। মুক্তি লাভের অল্পকাল পরেই মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে (Ape year-১৪২৮) সরকারীভাবে তাঁহাকে সাইবেরিয়ার তুর রাজ্যের "খান" বা নরপতিরূপে ঘোষণা করা হয়। (৮৩৩/১৪২৯-৩০ সন)। জুচি পরিবারের অন্য এক খানের সঙ্গে সংগ্রামে বিজয়ী হইলে কিপচাক (Kipcak) অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি ৮৩৪/১৪৩০-৩১ সনে রাজধানী উরগাঞ্জসমেত খাওয়ারিয্ম রাজ্য জয় করেন। অভিযানকালে রাজধানী লুণ্ঠিত হইলেও তিনি পরাজিত নৃপতিকে উহা ফিরাইয়া দেন। তাঁহার জীবনীকারদের মতে পরবর্তীকালে তিনি মাহ্মূদ খান ও আহ্মাদ খান— এই দুই সুলতানকে পরাস্ত করিয়া উর্দু-বাযার নামক শহরটি অধিকার করেন। অল্পদিনের জন্য হইলেও তিনি বাতু রাজ্যের অধিপতি সাইন খানের সিংহাসন অধিকার করেন। সুলতান শাহরুখ-এর পরলোক গমন (৮৫০/১৪৪৭)-এর কিছুদিন আগেই সিগনাক (বর্তমানে পুনাককুরগান দুর্গের ধ্বংসাবশেষরূপে চিহ্নিত), আরকূক, সুযাক, আক কুরগান দুর্গাদি ও সির্ দরিয়া তীরস্থ উযকান্দ দুর্গ প্রভৃতির উপরে আবুল-খায়র নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উযবেগ জাতির পরবর্তী ইতিহাসের জন্য তাঁহার আমলে এই উয্কান্দ অধিকার সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। সম্ভবত এই সময় হইতে সিগনাক দুর্গেই তাঁহার রাজধানী ছিল। আবুল-খায়রের উদ্যোগে এই এলাকার দক্ষিণে আর কোন রাজ্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিজিত হয় নাই, এমন কি পার্শ্ববর্তী শহর ইয়াসী (বর্তমান তুর্কিস্তান) তীমূর-বংশীয় রাজন্যবর্গের দখলে ছিল। তবে বুখারা, সামারকান্দ প্রভৃতি দূরবর্তী এলাকাতেও ঘন ঘন লুণ্ঠন অভিযান পরিচালনা করা হয়। সামারকান্দের তখনকার সুলতান 'আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে শাহ্যাদা আবূ সা'ঈদ-এর মিত্ররূপে ৮৫৫/ ১৪৫১-২ সনে আবুল-খায়র বিশালতর এক বাহিনী লইয়া সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তাঁহার সহায়তায় 'আবদুল্লাহ পরাজিত ও নিহত হইলে সামারকান্দের অধিপতিরূপে আবূ সা'ঈদ-এর অভিষেক সম্পন্ন হয়। এই সময়ে উলুগ-বেগ-এর কন্যা রাবি'আ সুলতান বেগমকে আবুল-খায়রের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তীমূর বংশীয় রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ বিসম্বাদে তাঁহাদের দ্বিতীয়বারের হস্তক্ষেপ প্রচেষ্টার ফল তেমন শুভ হয় নাই। মুহাম্মাদ জুকী নামক আবূ সা'ঈদের যে প্রতিপক্ষকে আবুল-খায়র সমর্থন দিতেছিলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজয় লাভের পরে শত্রুসেনাদলের আগমনে ৮৬৫/১৪৬০-৬১ সনে মুহাম্মাদ জুকী সামারকান্দের অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হন এবং বারকি সুলতান নামক সেনাপতির অধীনে আবুল-খায়রের সহায়ক (auxiliary) সেনাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত রাজ্যটিও তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে হয়। অধিকন্তু আবুল-খায়রের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পাওয়াতেই সম্ভবত মুহাম্মাদ জুকীকে তাঁহার প্রতিপক্ষের কাছে ৮৬৮/১৪৬৩ সনে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার কিছুদিন আগে সম্ভবত ৮৬১/১৪৫৬-৭ সনে (৮৫৮/১৪৫৪ সনে ভূমিষ্ঠ আবুল-খায়রের পৌত্র মাহ্মূদ-এর বয়স নাকি তখন তিন বৎসর) আবুল-খায়রের ক্ষমতা খুবই বিপর্যস্ত হয়। কালমাক (Kalmucks) গোত্রের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে পর্যুদস্ত হইলে তাঁহাকে পলাইয়া সিগ্নাক দুর্গে আশ্রয় লইতে হয়। ফলে সিরদরিয়া পর্যন্ত গোটা দেশটাকে শত্রুবাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিবার সুযোগ পায়। ৮৭০/১৪৬৫-৬ সনের কাছাকাছি সময়ে উযবেগ গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ফলে Steppes অঞ্চলের যে সকল প্রকৃত অধিবাসী তখন হইতে 'কাযাক' নামে অভিহিত হয় উহারা জাতির অবশিষ্টাংশ হইতে পৃথক হইয়া যায়। ইঁদুর (Rat) বৎসর ১৪৬৮-তে (ভ্রমাত্মকভাবে ৮৭৪/১৪৬৯-৭০ বলা হইয়াছে) আবুল-খায়রের মৃত্যু হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি যে রাষ্ট্রীয় শক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন, তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে তাঁহার পৌত্র শায়বানী উহা উদ্ধার এবং উহার আয়তন বৃদ্ধি করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ৯৫০/১৫৪৩-৪ সনে মাস'উদ ইব্ন 'উছমান আল-কূহিস্তানী রচনা করেন আবুল-খায়রের একটি জীবনী গ্রন্থ, "তারীখ-ই আবুল-খায়র খানী"; (২) Howorth রচিত Hist. of the Mongols, ii, 687 ইহাতে যে বিবৃতিগুলি স্থান পাইয়াছে তাহা যতটা ব্রিটিশ মিউযিয়াম পাণ্ডুলিপির সহিত সম্পৃক্ত ততটাই সত্য, ঐ গ্রন্থের সহিত সম্পৃক্ত নহে; তু. Rieu Cat. of Pers. Mss., i, 102; লেনিনগ্রাড পাণ্ডুলিপি, University Library পাণ্ডুলিপিসহ or, 852 এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে– এইগুলিতেও জীবন-চরিত্রের সূচনা বিধৃত; (৩) উক্ত মাস'উদ আবুল-খায়রের পুত্র সুয়ুনিচ (Suyunic) খান (৯৩১-১৫২৫)-এর মৌখিক বিবরণীও তাঁহার রচনায় ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সুয়ুনিচ খান সম্ভবত তাঁহার তথ্যগুলি লাভ করিয়াছিলেন লিখিত সূত্রাদি হইতে; যথাঃ মাত্'লা'উস্-সা'দায়ন, 'আবদুর-রায্যাক' আস-সামারকান্দীকৃত। তাঁহার পৌত্র শায়বানী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে লিখিত ঐতিহাসিক রচনাবলীতেও, বিশেষত তাওয়ারীখ-ই নুস্'রাত নামা (তু. Rieu, Cat, of Turkish Mss., 277 ff.)-তে আবুল-খায়র সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

W. Barthold (E.I)²/ মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবুল-খায়র আল-ইশ্বীলী (ابو الخير الاشبيلى) ঃ উপনাম আশ্-শাজ্জার (الشجار) অর্থাৎ বৃক্ষবিজ্ঞানী, কৃষিবিষয়ক একখানি পুস্তকের রচয়িতা, সেভিল (ইশ্বীলিয়্যা) গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। যেহেতু ইবনুল-'আওওয়াম (দ্র.) তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইবনুল-'আওওয়াম ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক ছিলেন। সুতরাং কেবল এই কথা বলা যায়, ইশবীলী

ছিলেন সেই শতাব্দীর শেষার্ধের কিছু পূর্বের লোক। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন ৫ম/১১শ শতাব্দীর উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও উদ্যানবিদ। ইব্ন ওয়াফিদ আল-লাখমী, ইব্ন বাস্সাল, ইব্ন হাজ্জাজ আল-ইশ্বীলী ও আত-তিগনারী প্রভৃতির সমসাময়িক। তাঁহার গ্রন্থ কিতাবুল-ফিলাহা-র পাণ্ডুলিপি প্যারিসের Bibliotheque Nationale গ্রন্থাগারে তিউনিসের যায়তূনা মস্জিদে ও উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। আবুল-খায়রের পুস্তকের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি হইল ঃ (১) বৃক্ষরোপণ (গারাসা) সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়াদি] অনুকূল মাস সমূয় (মৌসুম), চন্দ্রের প্রভাব; উদ্ভিদের বর্ধন ও ফল দানে প্রয়োজনীয় সময়, উদ্ভিদের বয়স, ক্ষয়ক্ষতি (আবহাওয়া, প্রাণী, অগ্নি ও পানি দ্বারা), জলপাই, আঙ্গুর, ডুমুর ও খুর্জুর বৃক্ষের বিশেষ পরিচর্যা। (২) রোপণের বিশেষ প্রণালী ঃ বৃক্ষ, গুল্ম, শস্য, বীজ প্রভৃতি, স্তরে স্তরে স্থাপন, ডালপালা ছাঁটা, কলম করার প্রণালী, ফল ও শাক-সবজির সংরক্ষণ; শাক-সবজি উৎপাদন; সৌরভযুক্ত গাছপালা, পুষ্প, শন ও তুলা উৎপাদন, কলা ও ইক্ষুচাষ। (৩) প্রাণী ঃ বাড়ীর পশ্চাৎ অঙ্গনে পালিত জীব বিশেষত কবুতর, মৌমাছি ও বন্য প্রাণী, ক্ষতিকর প্রাণী (সরীসৃপ,তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী, যেমন ইঁদুর ও কীট-পতঙ্গ)। (৪) পরিশেষে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী "তাজারিবুল-'আম" (সাধারণ নিরীক্ষা) অর্থাৎ আবহবিদ্যা কিংবা জ্যোতিষীবিদ্যা ভিত্তিক পূর্বাভাস। পুস্তক প্রণয়নে আবুল-খায়র সেভিল জেলার আল-জারাফ (আস্-শারাফ) এলাকার বাগবাগিচা, প্রমোদোদ্যান শস্যক্ষেত্র, আঙ্গুর বাগিচা ও বনাঞ্চল পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি তাঁহার লিখিত তথ্যাদির মূল দলীলরূপে যে গ্রন্থাদির উদ্ধৃতি দিয়াছেন (অবশ্য অপরের উদ্ধৃতির অবলম্বনে) তন্মধ্যে উল্লেখ্য, আবূ হানীফা আদ্-দীনাওয়ারী লিখিত কিতাবুন্-নাবাত (যাহার ব্যাখ্যা ইব্ন উখ্ত গানিম ৬০ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন-তু. Makkari Analectes. ii, 270), এরিস্টটল, এনাটোলিয়াস প্রমুখ লেখকের গ্রন্থাদি কাস্তূস (Cassianus Bassus Scholasticus), ফিলেমো-Geoponica-এর অভিযোজন (adaptations)-এর মাধ্যমে এবং ইব্ন ওয়াহশিয়্যা প্রণীত আল-ফিলাহাতুন্-নাবাতিয়্যা (দ্র.) গ্রন্থের মাধ্যমে (এই চাষাবাদমূলক সাহিত্যের জন্য ফিলাহা দ্র.)। মোটের উপর তাঁহার গ্রন্থখানি শুধু অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানবলে লিখিত প্রযুক্তিবিদ্যার একটি কিতাব, অথচ চাষবাস সংক্রান্ত সাধারণ পুস্তকাদির ন্যায় ইহাতে কুসংস্কার ও জনপ্রিয় বিশ্বাস বা মতামতও বাদ যায় নাই। আবার দু'আপুত কবচ তৈরির সূত্র-পদ্ধতি ও ঐরূপ রক্ষাকবচের বিবরণও উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কিতাবুল-ফিলাহা, ফেয ১৩৫৭-৫৮, (আবুল-খায়রের প্রতি অযথা আরোপিত); (২) J. J. Clement Mullet, intr. to Liver de l'Agriculture d'Ibn al-Awam, Paris 1864, i, 78; (৩) C. E. Dubler, in And., 1941, 137; (৪) E. Garcia Gomez. in And., 1945, 132-4 137-9; (৫) E. Levi-Provencal Hist Esp. mus. iii, 241; (৬) J.M.Millas Vallicrosa, in And. 1943, 287, 1948, 351-2; (৭) ঐ লেখক, in Tamuda,Tetuan 1953, 48; (৮) H. Peres, La poesie andalouse en arabe classique Paris 1937, 197; (৯) ঐ লেখক, Bull. des Etudes Arabes, Algiers 1946, 130-2; (১০) Introduction to K. al-Filaha, ou Livre de la Culture, d'Abu'l-Khayr ach-Chadjdjar al-Ichbili, Algiers, 1946, 7-11.

H. Peres (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবুল খায়ের, শাহ মোহাম্মদ (ابو الخير شاه محمد) ঃ তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন মশহুর সূফী, সমাজ সংস্কারক ও সংগঠক। তাঁহার জন্ম ১৩১৬/১৮৯৮ সালে যশোর জেলা শহরের অন্তর্গত খড়কী নামক স্থানে বিখ্যাত পীর বংশে। তাঁহার পূর্বপুরুষ সায়্যিদ সুলতান আহমাদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে সম্রাট আকবারের আমলে রাজা মানসিংহ-এর যশোর অভিযানকালে দিল্লী হইতে যশোর আগমন করেন। যশোরের পাঁচড়ার তদানীন্তন রাজা সায়্যিদ সুলতান আহমাদ-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীর খিড়কী এলাকায় বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী হইতে এলাকার নাম খড়কী হইয়া যায়। সায়্যিদ সুলতান আহমাদ খড়কীতে খানকাহ স্থাপন করিয়া ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। বংশপরম্পরায় তাঁহার বংশধরেরা ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (দ্র.) বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মৌলিক ও বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। আবুল খায়ের-এর বাল্য শিক্ষার সূচনা হয় পিতার খানকাহ সংলগ্ন মকতবে। এখানে তিনি কুরআন-হাদীছের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং শিক্ষকগণের স্নেহভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে ১৯১৫ খৃ. তাঁহার পিতা ইনতিকাল করিলে তিনি পিতৃবিয়োগ যাতনায় অধীর হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, আর এভাবে তাঁহার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। পিতার ইনতিকালে ওসিয়াত অনুযায়ী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা শাহ মুহাম্মাদ আবূ নঈম পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ মুহাম্মাদ আবূ নঈমের স্নেহ লাভে ধন্য হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শাদ করাইয়া দেন। এক রাত্রে তিনি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বপ্নে দর্শন করিয়া রাসূল-প্রেমে অধীর হইয়া মাজযূবিয়াতের হালতে উপনীত হন।

১৯১৯ খৃ. তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ মুহাম্মাদ আবূ নঈম ইনতিকাল করিলে শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভ্রাতৃশোকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়া বহু আল্লাহর ওলীর মাযার যিয়ারত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার পিতার পীর পূর্ব পাঞ্জাবের হুশিয়াপুর নিবাসী শামসুল-কাওনায়ন মাওলানা খাজা আবূ সা'দ মুহাম্মাদ 'আবদুল-খালিক-এর খানকাহ-তে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি খাজা আবূ সাদ মুহাম্মাদ 'আবদুল-খালিক-এর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থাকিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল কঠোর রিয়াযাতের মাধ্যমে 'ইলমে তাসাওউফের বিভিন্ন তরীকার সবক গ্রহণ করিয়া কামালিয়াত হাসিল করেন। তিনি নক্শবান্দীয়া, কাদেরীয়া, চিশ্তীয়া, মুজাদ্দিদীয়া প্রভৃতি তারীকার খিলাফাত লাভ করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ্

মোহাম্মাদ আবূ নঈম-এর স্থলাভিষিক্ত হন। অচিরেই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে। অনেক লোক তাঁহার নিকট বায়আত হইতে থাকে। তিনি তাসাওউফ বিষয়ে তা'লীম-তালকীন প্রদান করা ছাড়াও সমাজকল্যাণমূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেন এবং শিরক-বিদআত দূর করিবার লক্ষ্যে সামাজিক মোর্চা গড়িয়া তোলেন। তখন সারা দেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াছে। এই আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। তিনি যশোর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের মানুষকে ভালোবাসিবার ও মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবার শিক্ষা দিতেন। হাক্কুল্লাহ্ ও হাক্কুল-'ইবাদ সমভাবে পালন করিবার তাকিদ সবাইকে দিতেন। তিনি গরীব দুঃখী অসহায় মানুষের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করিবার জন্য তিনি খানকাহ্র পার্শ্বে লংগরখানা ও মুসাফিরখানা খুলিয়াছিলেন। তিনি ইয়াতীম ও অসহায়দের সাহায্য করিতেন এবং তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। তিনি পূর্বপুরুষদের সূত্রে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পাইয়া বিলাসিতায় গা ভাসাইয়া দেন নাই, বরং ফকীরী জীবন বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ফকীরীতেই আনন্দ।

শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের জীবনের শেষ বেলায় উপনীত হইয়া যশোর শহর হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কানাইতলায় একটি হুজরাখানা স্থাপন করিয়া সেখানে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন। এই হুজরাখানাতেই ১৯৬৬ খৃ. ১৩ জুলাই বুধবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের পর তিনি ইনতিকাল করেন।

শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের-এর বহু মুরীদ-মু'তাকিদ ছিল। তিনি তাহাদের নিকট যে সমস্ত চিঠিপত্র পাঠাইতেন উহার একটি সংকলন গ্রন্থ তাঁহার জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার গদ্দীনশীন মাওলানা শাহ্ সূফী মোহাম্মদ আবদুল মতীন-এর সম্পাদনায় উহা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের নাম 'সন্ধানে'। বাংলা পত্রসাহিত্যের অংগনে 'সন্ধানে' নামক এই গ্রন্থখানি এক অনন্য সংযোজন। ইহাতে শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়েরের বেশ কয়েকখানি পত্র ছাড়াও রহিয়াছে নসিহতাদি, সিলসিলায়ে খালেকীয়ার উর্দূ মুনাজাতের বাংলা উচ্চারণ। ইহা যে কত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণ স্পষ্ট হইয়া যায় ইহার সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশনার মধ্য দিয়া। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ২০ অক্টোবর, ১৯৮৯ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মোহাম্মদ আবুল খায়ের, সন্ধানে, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশক শাহ মোহাম্মদ আবদুল মতিন, শাহ মোহাম্মদ আবদুল করিম সড়ক, খড়কী, যশোর ১৯৮৯ খৃ., পৃ. ১-১৫; (২) সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ আবদুল হাই, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫৩; (৩) অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, এক অনন্য বিপ্লবী নেতা আবদুল হক (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ১ জানুয়ারী, ১৯৯৬; (৪) ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ২৫৬-৭৬; (৫) অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব, যশোর জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খৃ., পৃ. ৬০; (৬) আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পা., যশোর জেলার ইতিহাস, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯ খৃ., পৃ. ১৮১; (৭) অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ; দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ১৫৮-১৬১; (৮) আবদুল হক, ওরছ সংবাদ, শরীয়তে এসলাম (মাসিক পত্রিকা), ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪২ বাং., পৃ. ৯৬-৯৭; (৯) অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ২২৫, ৫০৫, ৫৩৬, ৫৭৭; (১০) সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৪, পৃ. ৩১৮, ৩২১, ৩২৭, ৩৪৩; (১১) এম. আর. আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বাংলা, পৃ. ৩৯৫।

হাসান আবদুল কাইয়ুম

আবুল-খাসীব (ابو الخصيب) ঃ বসরা নগরীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত একটি খালের নাম (খালীফা আল্-মানসূরের জনৈক মাওলা-র নাম অনুসারে)। মধ্যযুগে যেই সকল খাল পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া তাইগ্রিস নদীর মূল প্রবাহে পতিত হইত, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরব গ্রন্থকারদের কাছে নদীটি দিজাল আওরা (দিজা আল-আওরা) নামে খ্যাত ছিল। উহার আধুনিক নাম শাতিল-আরাব (শাত্তুল-'আরাব)। খালটির আদি খাত আজিও বর্তমান। উহার তীরেই ৩/৯ শতাব্দীতে যান্জ বিদ্রোহীরা গুরুত্বপূর্ণ আল্-মুখ্তার দুর্গ নির্মাণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, 47 f.; (২) M. Streck, Babylonien nach den arab. Geogr., Leiden 1900, i, 42.

M. Streck (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবুল-গা'ওছ (ابو الغوث) ঃ ইবনুল-হুসায়ন আল-খাছ'আমী (রা), মদীনা সংলগ্ন ফু' নামক স্থানের অধিবাসী একজন সাহাবী ছিলেন। বাগাবী তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তাঁহার কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। ইব্ন মাজা তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার মরহুম পিতার তরফ হইতে হ'জ্জ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি হ'জ্জ না করিয়া মারা গিয়াছিলেন। নবী (স) বলিলেন, "তোমার পিতার তরফ হইতে হ'জ্জ আদায় কর।" 'আতা' আল-খুরাসানী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করেন নাই, বরং তাঁহার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবাঃ, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৫৩; (২) ইব্ন 'আবদিল-বাররা, ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়ায় মুদ্রিত), ৪খ., ১৫৩; (৩) ইব্ন মাজা, সুনান, কলিকাতা, তা.বি., বাবুল-হাজ্জ 'আনিল-মায়্যিত, ২খ., ২১৪।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবুল-গা'যী বাহাদুর খান (ابو الغازى بهادر خان) ঃ খীবার শাসক ও চাগতাঈ ঐতিহাসিক, জন্ম সম্ভবত ১৬ রাবী'উল-আওওয়াল, ১০১২/২৪ আগস্ট, ১৬০৩, পিতা শায়বানী (দ্র.) উযবেগ বংশের আরব মুহাম্মাদ খান, মাতা একই বংশীয়া জনৈকা শাহযাদী। তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল উরগাঞ্চ-এ (উহা সে সময়ে আমু দরিয়ার গতিধারা পরিবর্তন হেতু ব্যাপকভাবে জনহীন হইয়া পড়িয়াছিল) পিতার দরবারে অতিবাহিত হয়. তাঁহার পিতা সেইখানকার খান (শাসক) ছিলেন। ১০২৯/১৬১৯ সালে পিতা তাঁহাকে কাছএ তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই অপর দুই পুত্রের বিদ্রোহের ফলে পিতা নিহত হইলে তিনি সামারকান্দে গিয়া ইমাম কু'লী খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি ও তাঁহার ভাই ইসফানদিয়ার একত্র হইয়া কিছু সংখ্যক তুর্কমান উপজাতির সহায়তায় দীর্ঘ সংগ্রামের পরে দুই বিদ্রোহী ভাইকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হন। ১০৩৩/১৬২৩ সালে তিনি উরগাঞ্চ-এ তাঁহার ভাইয়ের প্রতিনিধি হন, কিন্তু পরে তুর্কমান উপজাতীয়দের সাথে তাঁহার বিবাদ বাঁধিলে স্বীয় ভ্রাতার সঙ্গে ১০৩৬/১৬২৩ সালে যুদ্ধে লিপ্ত হন। অগত্যা তিনি তাশকান্দে পলাইয়া গিয়া সেখানকার কাযাখ দরবারে দুই বৎসরকাল কাটান। পুনরায় খীবার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে তিনি আশ্রিতরূপে দশ বৎসরকাল (১০৩৩/১৬২৯ হইতে) পারস্যের সাফাবীদের দরবারে কাটান। তখন অধিকাংশ কালই ইসফাহানে -কাটান। এইখানে তিনি ফার্সী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া কাযাখ দরবারে সংগৃহীত নিজ জনগণের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করেন। তাঁহার কৃত অনুবাদসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়, , আরবী ও ফার্সীতে তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। পারস্য দরবার হইতে গিয়া কিছুকাল তিনি কালমুক দরবারে অবস্থান করেন। সেইখানে তিনি মঙ্গোল ইতিহাস ও কাহিনী সংগ্রহ করিয়া নিজের জ্ঞানকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেন।

১০৫২/১৬৪২ সালে ইসফানদিয়ারের মৃত্যুর পর অবশেষে ১০৫৪/১৬৪৪-৪৫ সালে আবুল-গাযী খীবার খান হইতে সক্ষম হন। খান হিসাবে তিনি রাশিয়াসমেত সকল প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, যদিও বারংবার সংঘর্ষ হেতু তাহা বিঘ্নিত হয়। তুর্কমানদের বিরুদ্ধে তিনি কয়েকবার ১০৫৪/১৬৪৪, ১০৫৬/১৬৪৬, ১০৫৮/১৬৪৮, ১০৬২/১৬৫১ ও ১০৬৪/১৬৫৩ অভিযান করিলে কারা-কুম ও মন্‌গিশ্‌লাক-এর কয়েকটি উপজাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কালমুকদের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকটি অভিযান করেন ১০৫৯/১৬৪৯, ১০৬৪/১৬৫৩ ও ১০৬৭/১৬৫৬ সালে; বুখারাতেও অভিযান করেন ১০৬৬/১৬৫৫ ও ১০৭৩/১৬৬২ সালে। কখনও কখনও তিনি তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া অতিক্রমকারী রূমীয় কাফিলাকে লুণ্ঠন করার সুযোগ দিতেন। আবার কখনও কখনও অন্যবিধ কারণ ছাড়াও নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থে তিনি সেই সবের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ও বিদ্যানুরাগী শাসক ছিলেন; দেশের উন্নতি বিধান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নিজ সামরিক দক্ষতা সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতহীন মতানুসারিগণের মতে তাঁহার দক্ষতা ছিল মধ্যম শ্রেণীর। তিনি নিজ পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করার পর ১০৭৪/১৬৬৩ সালে পরলোকগমন করেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে (১) শেজেরে-ই-তেরাকিমে, ১০৭০/১৬৫৯ রচিত এই গ্রন্থটির তথ্যাবলী প্রধানত রাশীদুদ-দীন-এর লিখিত ইতিহাস ও "ওগুযনামাহ" হইতে গৃহীত হইলেও তাহাকে যথেষ্ট স্বকীয় অবদান রহিয়াছে। ইহার চাগতাঈ মূল পাঠ ফটো কপি আকরে তুর্কী দিল-কুরুমু আনকারা হইতে ১৯৩৭ সালে প্রকাশ করে। A. Tumanski-কৃত ইহার একটি রুশ অনুবাদ 'আশকাবাদ হইতে ১৮৯২ খৃ. প্রকাশিত হয়। (২) শাজারাতুল-আত্‌রাক (শেজেরে-ই-তুর্ক) গ্রন্থখানি তিনি মৃত্যুকালে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, ইহার ১০৫৪/১৬৪৪ সাল হইতে পরবর্তী অংশ তাঁহার পুত্র আবুল-মুজ'াফফার আনুশাহ মুহ'াম্মাদ বাহাদুর ১০৭৬/১৬৬৫ সালে সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থখানি ১৫ শতকের মাঝামাঝি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া শায়বানীদের ইতিহাসের ও ১০৭৪/১৬৬৩ সাল পর্যন্ত এই রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান উৎস। কোন প্রত্যক্ষ সূত্রের অবলম্বন ছাড়াই প্রধানত "স্মৃতি হইতে" লেখা বিধায় গ্রন্থটির প্রাথমিক যুগের অধ্যায়সমূহ রচনায় এবং ইহাতে উল্লিখিত সন-তারিখসমূহেও ভুলত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ভূমিকা অংশে যেখানে চেঙ্গীয খান ও তাঁহার ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণের ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা প্রায় সম্পূর্ণই জনশ্রুত কিসসাকাহিনীনির্ভর। তথাপি গ্রন্থখানি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইউরোপে পরিচিত হওয়াতে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইহাই মঙ্গোলগণের ইতিহাসের প্রধান নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে গণ্য হইত। পোলটাভা (Poltava)-র যুদ্ধে (১৭০৯) বন্দী দুইজন সুইডেনবাসী ট্যাবার্ট ফন স্ট্র্যাহলেনবার্গ ও শেনস্ট্রম সাইবেরিয়াতে এই গ্রন্থখানির সঙ্গে পরিচিত হন এবং জনৈক ইমামকৃত একখানি রুশীয় ব্যাখ্যা অবলম্বনে জার্মান ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। সেইখানি অবলম্বনে ভি. বেন্টিঙ্ক ফরাসী সংস্করণ Histoire genealogique des Tarturs, (Leiden 1726) তৈরি করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই গ্রন্থটির একটি রুশ ও ১৭৮০ খৃ. একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৭১৬-১৭-এর মূল জার্মান সংস্করণটি Geschle chtsbuch der mungalisch mongalischen Chanen নামে Mesoerschmid কর্তৃক Gottingen হইতে ১৭৮০ খৃ. প্রকাশিত হয়। অবশেষে Ch. M. V. Frahan ১৮২৫ খৃ. কাযান হইতে একটি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। J.J.P. Baron Desmaisons, Histoire des Mogols at des Tatars নামে ফরাসী অনুবাদ সমেত চাগতাঈ মূল পাঠ প্রকাশ করিলে ১৮৭১-৪ গ্রন্থখানির মূল পাঠের সমালোচনামূলক ব্যবহার সম্ভবপর হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক পঠনপাঠনের আলোকে উক্ত সংস্করণটির সংশোধনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Desmaisons, ২খ., ৩১২ প.; (২০ A. Strindberg, Notice sur le MS. de la premiere traduction de la chronique d'Abulghasi-Behader, স্টকহোম ১৮৮৯; (৩) I. N. Berezin, Biblioteka vostocykh istorikov, ৩খ., (G. Sablukov কর্তৃক রুশ অনুবাদ), ১৮৫২; (৪ আহমাদ যাকী ওয়ালীদী তোগান, I. A., ৪খ., ৭৯-৮৩।

B. Spuler (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

আবুল-জা'দ আদ-দা'মারী (ابو الجعد الضمرى)ঃ (রা), একজন সাহাবী। মতান্তর তাঁহার নাম আদরা', জুনাদা, বা 'আমর। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমি তাঁহার নাম জানি না এবং জুমুআর সালাত পরিত্যাগের পরিণাম সম্পর্কে একটিমাত্র হাদীছ 'সুনান'-এ বর্ণিত ব্যতীত তাঁহার আর কোন রিওয়ায়াত আমার জানা নাই। সালমান আল-ফারিসী (রা)-এর নিকট হইতে তিনি হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং 'উবায়দা ইব্ন সুফয়ান আল-হাদরামী তাঁহার নিকট হইতে হা'দীছ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গোত্রের প্রবীণদের একজন ছিলেন। মক্কা বিজয়ে তিনি শরীক ছিলেন এবং তাঁর গোত্রের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গোত্রের সদস্যগণকে তাবূক জিহাদের আহ্বান জানাইবার জন্য সার্থকভাবে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'আলী (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা)-এর পক্ষে জামাল (উষ্ট্র) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় বসবাস করেন। তাঁহার গোত্রীয় এলাকায়ও তাঁহার একটি বাড়ি ছিল। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩২, সংখ্যা ১৯৭; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৬৫, সংখ্যা ১৮০৩।

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুল-জাহম (ابو الجهم)ঃ (রা), ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন গানিম ইব্ন 'আমির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন 'উওয়ায়জ ইব্ন 'আদী ইব্ন কা'ব আল-কু'রাশী আল-'আদাবী একজন সাহাবী। নাম 'আমির, ভিন্ন মতে 'উবায়দ, কুরায়শদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমাত) অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধি লোপের আশংকায় তিনি জাহিলী যুগেই মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কুলজিবিদ্যা বিশারদ ছিলেন।

জাহিলী যুগে কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাণের কাজে এবং পরে 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র (রা)-এর সময়ে (৬৪-৭৩/৬৮৩-৬৯২) কা'বার সম্প্রসারণের কাজে শরীক ছিলেন। খলীফা 'উছমান (রা) শহীদ হইলে যাঁহারা গোপনে তাঁহার কাফন-দাফনের কাজ সমাধা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বুখারীর একটি রিওয়ায়াত (কিতাবুস-সালাম, হা'দীছ নং ১৪) হইতে জানা যায়, প্রান্তভাগে কালো ডোরাযুক্ত মূল্যবান কাপড়ের একটি জুব্বা (খামীসা) আবুল-জাহ্ম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়া দেন। সালাতে সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) সালাত শেষে উহা খুলিয়া ফেলেন এবং আবুল-জাহ্মের নিকট হইতে মোটা কাপড়ের (আনাবাজানিয়া) জামাটি ইহার পরিবর্তে গ্রহণ করেন।

আমীর মু'আবি'য়া ও য়াযীদের দরবারে তিনি গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে গমন করিয়াছিলেন। আবুল-জাহ্ল (রা) ইয়ারমূক যুদ্ধে (১৫/৬৩৬) শেষে এক মশক পানি লইয়া পিপাসায় কাতর তাঁহার চাচাত ভাই সালামকে আহতদের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। সালামকে পানি পান করাইতে দ্রুত অগ্রসর হইলে সেই ত্যাগী পুরুষ বলেন, আমার পাশের ব্যক্তির প্রয়োজন অধিক, অগ্রে তাঁহাকে প্রদান করুন। তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলে আর একজনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সেই লোকটিকে বলেন, তাঁহার প্রয়োজন অধিক। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে পৌঁছার পূর্বেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম ব্যক্তিও শাহাদাত লাভ করেন। আবুল-জাহ্ম (রা) কাহাকেও পানি পান করাইতে পারিলেন না।

ইব্ন সা'দের মতে তিনি আমীর মু'আবি'য়ার খিলাফতের (৪৪-৬১/৬৬১-৬৭০) শেষদিকে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব বর্ণানুযায়ী তিনি ইবনুয-যুবায়রের খিলাফতের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার আমলেই ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী (১) ইব্ন হিশাম, সীরা, ২/৪ খ., ৪৯৫; (২) আল-বুখারী, কিতাবুস-সালাত, হা'দীছ নং ১৪; (৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭খ., ৩৫ সন শীর্ষক অধ্যায়, পৃ. ১৮৬-২১০; (৪) ইব্ন হা'জার আল-'আসক'ালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৫, সংখ্যা ২০৭; (৫) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব (পৃ. গ্র., হাশিয়া), ৪খ., ৩২; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সা'হাবা, তা.বি., ২খ., ১৫৬, সংখ্যা ১৮১৭।

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুল-জুহায়ম (ابو الجهيم)ঃ (রা), ইবনুল-হা'রিছ ইবনিস-সিম্মা আল-আনসা'রী একজন সাহাবী, খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখার সদস্য, তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ, পিতা আল-হা'রিছ এবং প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অন্যতম। তাঁহার বর্ণিত হা'দীছ বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত হইয়াছে। তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন, মদীনার বি'রে জামাল নামক স্থান হইতে রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সালাম করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সালামের জওয়াব না দিয়া নিকটের একটি প্রাচীরের কাছে গেলেন এবং হাত ও মুখ মাসহ' করিলেন অর্থাৎ তায়াম্মুম করিলেন, অতঃপর লোকটিকে সালামের জওয়াব দিলেন। সালাতের সম্মুখ দিয়া হাঁটা নিষেধ সম্পর্কে তাঁহার বর্ণিত একটি হা'দীছ বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে আরও কতিপয় ব্যক্তি হা'দীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৬, সংখ্যা ২০৮; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, পৃ. গ্রন্থের হাশিয়া, পৃ. ৩৬; (৩) আয-যা'হাবী, তাজরীদ আসমাইস-সা'হা'বা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৫৬, সংখ্যা ১৮১৯-২০; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-তা'বাকা'ত, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৫০৮।

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুল ফজল আবদুল করিম (ابو الفضل عبد الكريم)ঃ আবুল-ফাদ্'ল 'আবদুল-কারীম) মৌলবী খন্দকার, মৃ. ১৯৪৬, অনুবাদক। জন্ম টাঙ্গাইল জেলার সেহ্রাতৈল গ্রামে। সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ বাংলায় (মূল আরবীসহ) অনুবাদ এবং আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। প্রথমে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলের হেড মৌলভী এবং পরে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফারসী প্রুফ-রীডার হন। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় "দারুল-ইশা'আত" (دار الاشاعة) নামক একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

আবুল-ফাত্হ (দ্র. ইবনুল-'আমীদ ইবনুল-ফুরাত)

আবুল-ফাত্হ আল-ইসকান্দারী (দ্র. আল-হামাযানী)

আবুল-ফাত্হ আদ্-দায়লামী (ابو الفتح الديلمى) ঃ আল-হুসায়ন ইব্‌ন নাসি'র ইবনুল-হুসায়ন, আন-নাসি'র লি-দীনিল্লাহ্, যায়দী ইমাম। তাঁহার নিজের, তাঁহার পিতার ও তাঁহার দাদার ব্যক্তিগত নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি হুসায়নী বংশীয় ছিলেন এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা আব্হারে (Abhar) বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৪২৯/১০৩৮-এর পরে য়ামানে আসিয়া যায়দী ইমামাত দাবী করিবার পূর্বে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। উত্তর য়ামানে তিনি কিছু উপজাতীয় গোত্রের সমর্থন লাভ করেন এবং অতঃপর জা'হির হাম্‌দান অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানে যূবীনের নিকটবর্তী জাফারে (দ্র.) তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ ও শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৩৭/১০৪৫-৬ সনে তিনি সাদাতে প্রবেশ করিয়া উহা লুণ্ঠন করেন। উহা ছিল আল-হাদী ইলাল-হা'ক্'ক (দ্র.)-এর বংশধরগণের শক্ত ঘাঁটি। সেই এলাকার অধিবাসী বানূ খাওলান গোত্রের লোকজনকে তিনি ব্যাপকভাবে হত্যা করেন। এর পরেও শাওওয়াল, ৪৩৭/এপ্রিল-মে, ১০৪৬ সনে তিনি স'ান্'আ, দখল করেন। পরের বৎসর তিনি স্বল্প সময়ের জন্য যায়দী গোত্রের একাংশের নেতা জা'ফার ইবনুল-কা'সিম আল-আয়আনীর আনুগত্য লাভ করেন, এই গোত্রীয়েরা তাঁহার (জা'ফার-এর) ভাই ইমাম আল-হুসায়ন আল-মাহ্‌দী (দ্র.)-এর প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীরূপে আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই জাফার হামদানদের সর্দার সুলতান য়াহ'য়া ইব্‌ন আবী হ'াশিদ ইবনুদ্-দা'হ্‌হা'ক-এর সঙ্গে মিলিত হইয়া আবুল-ফাত্হ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিকে স'ান্'আ, হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। উহার পর হইতে ইমাম ও জাফার ভাগ্যের পালা বদলের মধ্যে আছাফিত ও আজীব দুর্গ দুইটির দখল নিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হন। ৪৩৯/১০৪৭ সনে আলী ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ আস-সু'লায়হ'ী কর্তৃক জাবাল মাসা-র অধিকৃত হইলে আবুল-ফাত্হ'-এর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে; 'আলী অতঃপর দ্রুত য়ামানের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করেন। ইমাম-এর অধিকাংশ সহচর অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং তখন তিনি এক শহর হইতে আরেক শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। রাবী'উল-আওওয়াল, ৪৪৪/জুলাই, ১০৫২ আস-সুলায়হী, আবূ হা'শিদ ইব্‌ন য়াহ্'য়া ইব্‌ন আবী হা'শিদকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স'ান'আ দখল করেন। আবুল-ফাত্হ' তখন তিহামাগণের প্রধান নাজাব-এর সঙ্গে পত্রালাপ করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে সুলায়হী-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে থাকেন। পরে ৪৪৪/১০৫২-৫৩ সনে তিনি যখন বালাদ আনস আক্রমণ করেন তখন নাজিদ আল-জাহতে আস-সু'লায়হ'ীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রায় সত্তরজন অনুগামী সমেত নিহত হন। তাঁহাকে রাদমানে দাফন করা হয়। তাঁহার বংশধরগণ পরে য়ামানে বানুদ-দায়লামী নামে পরিচিত হয়। তাঁহার রচিত কু'রআনের টীকাভাষ্য আল-বুরহান পাণ্ডুলিপি আকারে অদ্যাপি বর্তমান (ফিহ্‌রিস্ত, কুতুবুল-খিযানাতিল-মুতাওয়াক্কিলিয়্যা, স'ান'আ, তারিখবিহীন, ১২; দারুলকুতুব; কা'ইমাতুল-মাখতূ'তা'তুল- 'আরাবিয়্যা আল-মুসাওওয়ারা বিল-মীকরূফীল মু'মিনুল-জুমহুরিয়্যা আল-'আরাবিয়্যা আল-য়ামানিয়্যা, কায়রো ১৯৬৭, ৬)। তিনি মুতারুরিফিয়্যা (দ্র.) মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়াও মত প্রচলিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হু'মায়দ আল-মুহা'ল্লী, আল-হা'দাইকু'ল-ওয়ারদিয়্যা, ২, পাণ্ডুলিপি. ভিয়েনা, Glaser ১১৬, পৃ. ১১০ ক-১১৩ খ; (২) য়াহয়া ইব্‌নুল-হুসায়ন, গা'য়াতুল-আমানী ফী আখবারিল-কুতরুল-য়ামানী, সম্পা. এস. আব্‌দুল-ফাত্তাহ' আশুর ও এম. মুসতাফা যিয়াদা, কায়রো ১৩৮৮/১৯৬৮, পৃ. ১, ২৪৬, ২৫০; (৩) আল-'আরশী, বুলুগু'ল-মারাম, সম্পা. Anastas Mari al-karmali, কায়রো, ১৯৩৯, পৃ. ৩৬; (৪) H. C. Kay, Yaman, London, ১৮৯২, পৃ. ২২৯; (৫) এইচ.এফ. আল-হাম্‌দানী, আস-সুলায়হি'য়্যুন, কায়রো (১৯৫৫), পৃ. ৮২; (৬) W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, বার্লিন ১৯৬৫, পৃ. ২০৫।

W. Madelung (E.I.[2] Suppl.)/হুমায়ুন খান

আবুল-ফাত্হ ইব্‌ন আবিল-হা'সান (ابو الفتح بن ابى الحسن) ঃ (আস্-সামিরী), ১৪শ শতকে দামেশ্‌ক হইতে নাবলুসে আগত সামারীয় পণ্ডিত, সামারীয় ঘটনাপঞ্জী লেখক। প্রধান পুরোহিত আল-খিয্‌র বা পাইনিহাসের অনুরোধক্রমে আরবীতে সামারীয়দের ইতিহাস রচনা করেন (১৩৫৫)। ইহা হিব্রু ও সামারীয় গ্রন্থাদির ভিত্তিতে রচিত। পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর বিবরণ ক্রমশ সংযোজিত হওয়ায় এই গ্রন্থ ক্রমবর্ধমান কলেবর হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল-ফাদ'ল (দ্র. আল-আমীদ)

আবুল-ফাদ্'ল 'আল্লামী (ابو الفضل علامى) ঃ তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'আলিম শায়খ মুবারাক নাগোরী (মৃ. ১০০১/১৫৬৩)-র ২য় পুত্র এবং শায়খ ফায়দী (দ্র.)-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ৬ মুহা'র্‌রাম, ৯৫৮/১৪ জানুয়ারী, ১৫৫১ সালে আগ্রায় জন্ম। তাঁহার পিতা তখন এই খানকাহ্‌র একজন ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। পিতার নিকটেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মাত্র পনের বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফায়দ'ীর মাধ্যমেই ১৫৭৪ খৃ. আবুল-ফাদ্'ল মোগল শাহানশাহ আকবরের দরবারে স্থান লাভ করেন, ধীরে ধীরে তিনি অন্য সকল সভাসদের তুলনায় বাদশাহ্‌র বেশী প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। প্রথমে তাঁহাকে কেরানীগিরির দায়িত্ব দেওয়া হয়; কিন্তু পরে তিনি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং আরও উন্নীত হইয়া সা'দ্‌রুস-সুদূর (প্রধান উপদেষ্টা)-এর পদে নিযুক্ত হন।

আবুল-ফাদ্'ল আকবরের প্রচারিত ধর্ম দীন-ই ইলাহী সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ৯৮২/১৫৭৫ সনে আকবর যখন ফাত্হ্‌পুর

সীকরীতে ধর্মীয় আলিমদের বাহাছ শুনিবার জন্য "ইবাদাতখানাহ্" তৈরি করেন তখন আবুল-ফাদ্'ল তাঁহাদের সেই বাহাছে যোগদান করিতেন এবং সর্বদাই আকবরের 'আকীদা (ধর্মমত) সমর্থন করিতেন, এমন কি তিনি আকবরকে বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহার চিন্তাধারা সমসাময়িক 'আলিমগণের চিন্তাধারা হইতে অনেক উত্তম। তিনি ১৫৭৯ খৃ. শাহী দরবার হইতে এক ফরমান জারী করেন, যাহাতে ধর্মীয় 'আলিমগণের মতপার্থক্য নিরসনের জন্য আকবরকে শেষ বিচারকরূপে নির্ধারণ করা হয়; ইবাদাতখানার সেই মুনাজারা (তর্কযুদ্ধ)-র সময়েই আকবরের একটি নতুন ধর্ম আবিষ্কারের সাধ জাগে, তাই তিনি "দীন-ই-ইলাহী" নামে একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন, যাহা আবুল-ফাদ্'লও কবুল করেন (দ্র. দীন-ই ইলাহী শিরোনামের নিবন্ধ)।

আকবরের দরবারে আবুল-ফাদ'লের প্রভাব ও কদর এতই বাড়িয়া যায় যে, অন্যান্য সভাসদ তাঁহাকে হিংসার চোখে দেখিতে থাকেন এবং আমীরদের ইচ্ছানুযায়ী ১৫৯৯ খৃ. তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হয়, সেখানে তিনি একজন প্রশাসক ও সেনাধ্যক্ষ হিসাবে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। এই কাজের পুরস্কারস্বরূপ ১৬০০ খৃ. তাঁহাকে চার হাযারী এবং দুই বৎসর পরে পাঁচ হাযারী -- পদ প্রদান করা হয়। ১৬০২ খৃ. যখন (শাহ্যাদা সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং) আবুল-ফাদ্'ল'কে প্রত্যাবর্তনের জন্য তলব করা হয় তখন শাহ্যাদা সেলিমের বন্ধু রাজপুত সরদার রাজা বীর সিংহ দেও গোয়ালিয়ার হইতে তিন ক্রোশ (প্রায় ৬ মাইল) দূরে আনতারী নামক স্থানে তাঁহার উপর আক্রমণ করে এবং ৪ রাবী'উল-আওওয়াল, ১০১১/২২ আগস্ট, ১৬০২ সনে তাঁহাকে হত্যা করে। রাজা বীর সিংহ দেও আবুল-ফাদ'লের মস্তক কর্তন করিয়া ইলাহাবাদে সেলিমের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং লাশের বাকী অংশ আনতারী প্রদেশেই দাফন করা হয়। এই ঘটনায় আকবর অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ইহার কারণে শাহ্যাদা সেলিমের উপর তাঁহার আমৃত্যু ঘৃণা ও ক্রোধ থাকিয়া যায়। আবুল-ফাদ্'ল-এর এক পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান খান (মৃ. ১৬১৩ খৃ.) তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন এবং বিহার প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রচনাবলী ঃ (১) আক্বার নামাহ্ ঃ আবুল-ফাদ'লের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা. দুই খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থ আকবরের পূর্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত ও তাঁহার ৪৬ বৎসর রাজত্বকালের বিস্তারিত ইতিহাস। ১ম খণ্ড আকবরের রাজত্বকালের ৪১তম বৎসরে অর্থাৎ শা'বান, ১০০৪/১৫৯৬ সনে সমাপ্ত হয়। ইহার আবার দুইটি অংশ ঃ প্রথমাংশে তায়মূরদের বংশ-তালিকা এবং বাবুর ও হুমায়ূনের শাসনকাল লিপিবদ্ধ করা হয়; দ্বিতীয়াংশে আকবরের শাসনকালের ১ম বর্ষ হইতে ১৭ শ বর্ষের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। ২য় খণ্ডে ১৭শ বর্ষের শেষার্ধ হইতে ৪৬তম বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে।

(২) **আঈন-ই-আক্বারী** ঃ কেহ কেহ ইহাকে আক্বার নামাহ্-র ৩য় খণ্ড গণ্য করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, যাহাতে রাজ্যের আইন-কানূন ও পরিসংখ্যানের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত; নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উহাতে স্থান পাইয়াছে ঃ (১) দরবারও হারাম; (২) সভাসদবর্গ; (৩) ইলাহী বর্ষ, অর্থ-সম্পদ ও প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা; (৪) হিন্দু সম্প্রদায়, তাহাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাহাদের প্রতিষ্ঠান, হিন্দুস্তানের উপর বহিরাক্রমণ, পর্যটক ও মুসলিম সূফী; (৫) আবুল-ফাদ্'ল সংকলিত আকবর-এর বাণীসমূহ।

(৩) য়ার-ই-দানিশ ঃ ফারসী গ্রন্থ আন্ওয়ার সুহায়লী-র সারসংক্ষেপ; ৯৯৬ হিজরীতে সমাপ্ত।

(৪) দীবাচাহ্-ই-রায্ম নামাহ্ ঃ মহাভারতের ফারসী অনুবাদের ভূমিকা, ৯৯৫/১৫৮৭ সনে লিখিত।

(৫) ইন্জীল ঃ "বাইবেল"-এর ফারসী অনুবাদ, ৯৮৬ হি. অনূদিত।

(৬) মুনাজাত ঃ একটি দীর্ঘ কবিতা যাহা ১৫৮৫ খৃ. রচিত হয় (ইহা Medieval India Quarterly, আলীগড়, ১খ., ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

(৭) ইন্শা-ই আবুল-ফাদ্'ল বা মুকাতাবাত-ই আবুল-ফাদ্'ল ঃ, আবুল-ফাদ্'ল-এর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদুস্- স'আমাদ ১০১১/১৬০২ সনে আবুল-ফাদ্'ল-এর চিঠিপত্র সংকলনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১০১৫/১৬০৬-৭ সনে উহা সম্পন্ন করে। ইহার ঐতিহাসিক নাম মুকাতাবাত-ই 'আল্লামী (১০১৫ হি.)। ১ম খণ্ডে সেই সকল চিঠিপত্র স্থান পাইয়াছে, যাহা আকবরের পক্ষ হইতে আবুল-ফাদ্ল বিভিন্ন বাদশাহ্র নিকট লিখিয়াছিলেন। ২য় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে আবুল-ফাদ'লের নিজের পক্ষ হইতে বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরগণকে লিখিত পত্রাবলী। ৩য় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা সংকলন ও খণ্ড গদ্য রচনা। ৪র্থ খণ্ডে রহিয়াছে ৫২টি পত্র, উহার মধ্যে প্রথম পত্রটি আকবরের পক্ষ হইতে 'আবদুল্লাহ খান উযবেক-এর নামে লিখিত, বাকী সবগুলিই বিভিন্ন লোকের নিকট আবুল-ফাদ্'ল-এর লিখিত। ৪র্থ খণ্ডটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, উহার একটি কপি বাঁকীপুর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (ফিহ্রিস্ত, ৯খ., ৮৬৯)।

(৮) রুক্' আত-ই আবুল-ফাদ্'ল ঃ আবুল-ফাদ্'ল-এর ব্যক্তিগত পত্রাবলী, তাহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নূরুদ্-দীন মুহা'ম্মাদ সম্পাদনা করিয়াছেন।

(৯) দীবাচা ঃ-ই-তারীখ আলফী ঃ বর্ণিত আছে, আবুল-ফাদ্'ল তারীখ-ই-আলফীর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে উহা দুষ্প্রাচ্য, কোন গ্রন্থাগারেই উহা সংরক্ষিত নাই।

(আবুল-ফাদ্'ল ফারসী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা ও স্বকীয়তাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। বহু লোক তাঁহার বিশেষ ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ রচনাশৈলীর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাতে সফল হইতে পারেন নাই)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-ফাদ্'ল আঈন-ই-আকবারী, দিল্লী ১২৭২ হি.; (২) নিজামুদ্-দীন আহ'মাদ বাখ্শী, ত'াবাক'াত-ই আকবারী, কলিকাতা ১৯১৩ খৃ.; (৩) শাহনাওয়ায খান, মা'আছি-রুল-উমারা, কলিকাতা ১৩০৯ হি.; (৪) ইলিয়ট ও ডাউসন (Elliot and Dowson), History of India, ৬খ., লন্ডন ১৮৭৩; (৫) 'আবদুল-ক'াদির বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত্-তাওয়ারীখ, ২খ., (ইংরেজী অনু. ল=Lowe) কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ 'আলী মুদার্‌রিস তাব্রীযী, রায়হানাতুল-আদাব, ২খ., তেহরান ১৩৬৯ ফাসলী; (৭) Storey, Persian Literature, ১খ., ২ ও ৩ অংশ, লন্ডন ১৯৩৭ খৃ. : (৮) মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, দারবার-ই আক্বারী।

মুহাম্মাদ বাকির (দা.মা.ই.) আবদুল জলীল

আবুল-ফাদ্'ল ইয়াদ (দ্র. 'ইয়াদ')

আবুল-ফাদ্'ল বায়হাকী (দ্র. বায়হাকী আবুল-ফাদ'ল)

আবুল-ফারাজ (দ্র. যাব্বগা, ইবনুল-জাওযী)

আবুল-ফ়ারাজ আল-ইসবাহানী (বা আল-ইসফাহানী) (ابو الفرج الاصبهانى) ঃ 'আলী ইব্নুল-হু'সায়ন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ আল-কু'রাশী, আরব ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবি। জন্ম ২৮৪/৮৯৭, ইসফাহান-এ [ইরান] (এইজন্যই তাঁহাকে ইসফাহানী বলা হয়); কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি আরব ও কু'রায়শ বংশোদ্ভূত (আরও সঠিকভাবে উমায়্যা ঃ বংশের মারওয়ানী শাখার)। এতদ্সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন শী'আ (তাঁহার শী'আ মতের যায়দী ফিরকার অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রমাণ দ্র. খাওয়ানসারী, রাওদা'তুল-জান্নাত, ৪৭৮)। তিনি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি বুওয়ায়হ রাজবংশের বিশেষত তাঁহাদের উযীর আল-মুহাল্লাবীর (যিনি তাঁহার বন্ধু ছিলেন) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। আলেপ্পোতে সায়ফুদ-দাওলা হামদানী ও ১৪ যু'ল-হি'জ্জা হামদানীর দরবারেও তাঁহার অত্যন্ত কদর ছিল। ১৪ যু'ল-হি'জ্জা, ৩৫৬/২০ নভেম্বর, ৯৬৭ তিনি বাগদাদ-এ ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষক ও ছাত্রের তালিকার জন্য আল-আগ'ানী, ৩য় সং, ভূমিকা, ১৫-১৭ পৃ. দ্র.। আত্-তানূখী বর্ণনা করেন, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে সহচরসুলভ গুণাবলী ছিল। তাঁহার কবিতাও ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ; কোন কোন লেখক ইহাও উল্লেখ করেন, তিনি শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি মোটেই নজর দিতেন না। কিতাবুল-আগানী (সঙ্গীত গ্রন্থ) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার পিছনে তিনি স্বীয় বর্ণনামতে পূর্ণ ৫০ বৎসর ব্যয় করেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই সকল সুর ও গান একত্র করেন, যাহা খালীফা হারূনুর-রাশীদ-এর নির্দেশে প্রসিদ্ধ গায়ক ইবরাহীম আল-মাওসি'লী, ইসমা'ঈল ইবন জামি ও ফুলায়হ ইব্নুল-আওরা চয়ন করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইস্হ'াক ইব্ন ইবরাহীম আল-মাওসি'লী পুনঃপরীক্ষা করিয়া দেখেন। আবুল-ফারাজ তাঁহার এই গ্রন্থে মাবাদ, ইব্ন সুরায়জ ও আরও কতিপয় খ্যাতনামা গায়ক ছাড়াও খালীফা ও তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের গানও সংযোজন করেন এবং প্রতিটি গানের সঙ্গে সঙ্গে উহার সুর কি হইবে তাহাও উল্লেখ করেন; কিন্তু এই সকল বিষয় তিনি উক্ত গ্রন্থের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অপর দিকে যেই সকল গান উক্ত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, উহার রচয়িতাদের জীবন-চরিতের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবন-চরিতের সহিত তাঁহাদের বাণীর বহু নির্দেশন দিয়াছেন। এইভাবে সুরকারদের (Composers) সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি প্রাচীন আরব গোত্রসমূহ, তাহাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ দিবসসমূহ (ইতিহাস), সামাজিক ব্যবস্থা, বানূ উমায়্যার দরবারী নিয়ম-পদ্ধতি, আব্বাসী খালীফাগণের যুগ, বিশেষত হারূনুর-রাশীদ-এর সময়কার সামাজিক ব্যবস্থা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশ সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়াছেন। মোটকথা, আল-আগানী অধ্যয়ন করিলে সেই জাহিলী যুগ হইতে শুরু করিয়া ৩য়/৯ম শতক পর্যন্ত সমগ্র আরবের কৃষ্টি ও সভ্যতার একদিকের পূর্ণ ইতিহাস আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। লেখক আরও একটি বিষয় আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা হইল, তিনি আরব লেখকদের অনুসরণে প্রাচীন লেখকদের রচনার বিরাট সংকলন উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট পৌছায় নাই। এই দিক হইতে উক্ত গ্রন্থ আরবী রচনাশৈলীর ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হইয়া রহিয়াছে।

আল্-আগানীর প্রথম সংস্করণ বূলাক হইতে ১২৮৫/১৮৬৮-৬৯ সনে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয় ইহার সহিত ব্রুনো (R. Brunnow) কর্তৃক প্রকাশিত ২১তম খণ্ড--সংযুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। (The Twenty-first volume of the kitab-al-Aghani, লাইডেন ১৮৮৮ খৃ.)। গ্রন্থের এক ফাঁকা অংশ (Lacuna)-এর জন্য দ্র. J. Wellhausen, ZDMG, ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ১৪৫-১৫১। গ্রন্থের সূচীপত্র তৈরি করিয়াছেন I. Guidi (লাইডেন সং, ১৮৯৫-১৯০০ খৃ.)। অন্য আর এক সং. অর্থাৎ বুলাক সং-এর ২য় মুদ্রণ-এ ২১তম খণ্ড ও I. Guidi-র সূচীপত্রও সন্নিবেশিত রহিয়াছে (কিন্তু সংযোজন, সংশোধনী ও কবিতার অন্ত্যমল ও নামের সুরচিহ্ন ব্যতীত); কায়রো ১৩২৩/১৯০৫-১৯০৬; তু মুহ'াম্মাদ মাহ'মূদ আশ-শিনকীতী, তাস্হীহ (সংশোধন), কায়রো ১৩৩৪/১৯১৫-১৯১৬; আল-আগানীর-র ৩য় আর একটি সংস্করণ যাহা প্রথম দুইটি সংস্করণ হইতে উন্নত মানের–কায়ারো হইতে ১৯২৭- উত্তরকালে প্রকাশিত হইয়াছে (উপরন্তু বৈরূত হইতেও, ১৯৫৬/১৯৫৭ খৃ.)।

আবুল-ফারাজ-এর অন্য একখানি গ্রন্থ যাহা আমাদের নিকট পৌছিয়াছে–মাকা'তিলুত-তালিবীন ওয়া আখবারুহুম। ইহা একটি ইতিহাস গ্রন্থ, যাহা ৩১৩/৯২৫ হইতে শুরু হয় এবং ইহাতে আবূ তালীব বংশের এমন পুণ্যবান মনীষীদের জীবন-চরিত স্থান পাইয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাবে অটল ছিলেন; কিন্তু রাজনৈতিক কারণে নিহত হন অথবা বিষ প্রয়োগ অথবা বন্দী অবস্থায় অথবা আত্মগোপনাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। লেখক জা'ফার ইব্ন আবী তা'লিব-এর জীবন-চরিত দিয়াই গ্রন্থ শুরু করিয়াছেন এবং এমন আটাশি জনের অধিক মনীষীর জীবন-চরিত দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, যাঁহারা আল-মুক্'তাদির বিল্লাহ (২৯৫-৩২০/৯০৭-৯৩২)-এর সময়ে কিংবা তৎপূর্বে ইন্তিকাল করেন। গ্রন্থখানি তেহরান, লীথো পদ্ধতি (১৩০৭ হি.) ও নাজাফ-এ মুদ্রিত অক্ষরে (১৩৫৩ হি.) প্রকাশিত হয় (এবং ১৩৬৮/১৯৪৯ আস-সায়্যিদ আহ্'মাদ সাক্র-এর সম্পাদনায় তাহার ভাষ্যসহ কায়রোতে); বোম্বাই সং. (১৩১১ হি.), যাহা ফাখরুদ-দীন আন্-নাজাফী-এর মুনতাখাব ফিল-মারাছী ওয়াল-খুত'াব গ্রন্থের হ'াশিয়া (margin)-এ সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা উক্ত গ্রন্থের শুধু প্রথমার্ধ।

আবুল -ফারাজ-এর যে সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য, উহার মধ্যে কয়েকখানি ছিল কুলজী সম্পর্কীয়। আর একখানির নাম ছিল আয়্যামুল-'আরাব যাহাতে ১৭০০ যুদ্ধের (আয়্যাম) বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তিনি আবূ তাম্মাম, আল-বুহ্'তুরী ও আবূ নূওয়াস-এর "দীওয়ান" সমূহও সঙ্কলন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৩৫১, (কায়রো সং. ১খ., ২৩৪,); (২) য়াকূত, ইর্‌শাদ, ৫খ., ১৪৯-১৬৮; (৩) ইব্নুল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১১খ., ৩৯৮-৪০০; (৪) Brockelmann ১খ., ১৪৬ ও পরিশিষ্ট, ১খ., ২২৫, ২২৬; (৫) আবুল-ফারাজ-এর জীবনী সম্পর্কীয় একটি উত্তম নিবন্ধ যাহাতে তাঁহার কবিতার উদ্ধৃতি ও আল-আগানী সম্পর্কীয় তথ্য রহিয়াছে তাহা আল-আগানী ৩য় সং-এর ভূমিকায় (১খ., ১৫-২৭) অন্তর্ভুক্ত আছে; (৬) আল-আগানী-র পাণ্ডুলিপি-সমূহ সম্পর্কে দ্র. H. Ritter, Oriens ১৯৪৯ খৃ., পৃ.২৭৬ প.।

(লিসানুল-'আরাব-এর লেখক ইবন মানজূ'র আল-আনসারী মুখ্‌তারুল- আগানী সংকলন করিয়াছেন, যাহাতে কবিদের জীবনচরিত আল-আগানী হইতে গ্রহণ করিয়া তিনি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়াছেন; ইবন মান্‌জূ'র-এর স্বহস্তে লিখিত অসম্পূর্ণ কপি চার খণ্ডে ইস্তাম্বুলের কুপরোলো লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে (সং. ১৩৮২-১৩৮৫), কিন্তু ১, ৫ ও ৬ খণ্ড ও পরবর্তী আরও ৮ খণ্ড (যদি লিখিত হইয়া থাকে) সংরক্ষিত হয় নাই। তাঁহার হস্তলিপি ছিল পণ্ডিতসুলভ; কিন্তু এই গ্রন্থটিতে নুক্‌তার ব্যবহার বিরল। কোন কোন শব্দের অক্ষরে স্বরচিহ্ন দেওয়া আছে। সকল খণ্ডের পাতা ডান দিক হইতে বাম দিকে নহে, বরং নীচ হইতে উপর দিকে উল্টাইতে হয়। আল-হ'াসান ইব্ন হানীর জীবন-চরিত যেহেতু আল-ইসবাহানী সংকলন করেন নাই, সেইহেতু ইবন মানজূর নিজেই উহা লিখিয়াছেন এবং উহা পূর্ণ ৩য় খণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে। মুখতারুল-আগানীর ১২ খণ্ড কায়রোতে ১৯২৭ সালে ছাপা হইয়াছে। আল-আগানী-তে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র (miniature) সম্পর্কে দ্র. D.S. Rice, Burlington Magazine ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১২৮০ প.: (৭) মিফ্‌তাহুস-সাআদা, ১খ., ১৮৪।

M. Nallino (দা. মা. ই.)/ আবদুল জলীল

আবুল-ফারাজ ইব্ন মাস্‌'উদ রূনী (ابـو الفـرج ابـن مسعـود رونـى) ঃ ছিলেন গাযনাবী যুগের ফারসী ভাষার কবি; তাঁহার জীবনালেখ্যের জন্য সর্বপ্রথম ও নির্ভরযোগ্য লেখক 'আওফীর বর্ণনা অনুসারে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই লালিত-পালিত হন। লাহোরের উপকণ্ঠে 'রূন' নামক স্থানের সঙ্গে তাঁহার 'নিস্‌বা' রূনী সম্পর্কিত ছিল বলিয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন (তু. উদাহরণস্বরূপ বাদাউনী, মুন্‌তাখাবুত্‌-তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ., ১খ., ৩৭, ফারহানগ্‌-ই-জাহান্‌গীরী ও বুরহান-ই-কাতি' দ্র.)। কিন্তু বাদাউনী ইতিপূর্বেই স্বীকার করিয়াছেন, এই স্থানটি ঐ এলাকার কোথাও পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ (উদাহরণস্বরূপ, লুত্‌ফ 'আলী বেগ আযার, আতাশকাদাম্‌ লিথো, বোম্বে, ১২৯৯/১৮৮২, পৃ. ১২২) নিশাপুরের নিকটে দাশত-ই খাওয়ারানের একটি গ্রাম রূনা হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। ইহার অর্থ, আবুল-ফারাজ পাঞ্জাবে বসবাসকারী খুরাসানী বংশোদ্ভূত ছিলেন, যাঁহারা ৫ম/১১শ, শতাব্দীর প্রারম্ভে গায্‌নাবীদের দ্বারা অঞ্চলটি বিজিত হওয়ার পরে সেখানে আসিয়াছিলেন। কোন কোন সূত্রে তাঁহার জন্মস্থান সীস্‌তান বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা সম্ভবত তাঁহাকে ও আবুল-ফারাজ সিজ্‌যী নামক অপর একজন গাযনাবী কবিকে ভ্রমবশত অভিন্ন ভাবার ফল।

তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া সময়ানুক্রমিক নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়, সুলতান ইব্‌রাহীম কর্তৃক ৪৬৯/১০৭৬-৭ সনে সায়ফুদ্‌-দীন মাহ'মূদ লাহোরে, গাযনাবীদের হিন্দুস্তানের জন্য রাজপ্রতিনিধি (ওয়ালী অথবা মালিক) পদে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে আবুল-ফারাজ সেই দরবারে সভাকবি হিসাবে জীবন শুরু করেন। সম্ভবত তিনি সায়ফুদ্‌-দীনের উত্তরাধিকারী পরবর্তী সুলতান তৃতীয় মাস'উদের অধীনেও লাহোরের দরবারে তাঁহার পদ অক্ষুণ্ন রাখেন। তৃতীয় মাস'উদ ৪৮০-৯২/১০৮৭-৯৯ সাল হইতে সেইখানে অবস্থান করেন (তু. এই দুই রাজপ্রতিনিধি অধীনে ভারতের ঘটনাসমূহের উপর C. E. Bosworth প্রণীত The Later Chaznavids, Splendour and Decay : the dynasty in Afghanistan and northern India 1040-1186, এডিনবার্গ ১৯৭৭ খৃ. পৃ. ৬৫-৮)। সুলতান ৩য় মাস'উদ-এর উদ্দেশে রচিত অধিকাংশ কবিতায় তিনি তাঁহাকে মালিক উপাধিতে সম্বোধন করায় এই ধারণা পোষণ করা যাইতে পারে, তাঁহারা এই যুগেই বাস করিতেন। আবুল-ফারাজ বিরচিত শেষ কবিতাটি ছিল একটি গীতি-কবিতা সন্দেহাতীতভাবে যাহার কাল নির্ণয় করা যায়। মাস'উদ গায্‌নীর সুলতান হওয়ার অব্যবহিত পরে তাঁহার পুত্র শেরযাদের লাহোরে সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।

কবির সহিত কেন্দ্রীয় গাযনাবী রাজসভার সম্পর্ক সুস্পষ্ট নহে। তিনি সুলতান ইব্‌রাহীমের জন্য কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং 'আওফীর মতে সুলতানের উদ্দেশে লিখিত একটি কাসীদা তাঁহার দীওয়ানের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করেন। তাঁহার আরও কিছু কবিতা সংরক্ষিত আছে,যাহা আরিদ-ই লশকার মানসূর ইব্‌ন সা'ঈদ মায়মান্‌দীর ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসিদ্ধ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের নামে উৎসর্গীকৃত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। মানসূর ইব্‌ন সা'ঈদ এই যুগের আরও কতিপয় কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু ইহা ছাড়া গাযনীতে আবুল-ফারাজের বেশী দিন অবস্থানের তেমন কোন নিদর্শন নাই। হিন্দু রাজ্যগুলিতে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনার জন্য লাহোরকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হইত এবং ইহাতে সুলতান ও তাঁহার অনুচরবর্গ সময় সময় অংশগ্রহণ করিতেন; এই কবিতাগুলির অধিকাংশই লেখা হইয়াছিল তখনই, যখন পৃষ্ঠপোষকগণ গাযনী হইতে অভিযানের পথে এই নগরীতে সাময়িকভাবে অবস্থান করিতেন।

সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হয়, আবুল-ফারাজের জীবনের ঘটনা পুরাপুরি না হইলেও প্রধানত লাহোরের রাজদরবারের সঙ্গেই জড়িত। কাব্যের প্রতি সেখানকার তরুণ যুবরাজগণ স্বয়ং সুলতানের চেয়েও বেশী পরিমাণ আগ্রহ দেখাইতেন। ঐতিহাসিকগণ সুলতানকে একজন কঠোর ও ধর্মভীরু লোক হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্তমানে আমরা যতদূর জানিতে পারি, তাঁহার সমসাময়িক কবি মাস'উদ-ই সা'দ-ই সালমান (দ্র.) নামক একজন ইরানী, যিনি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সহিত আবুল-ফারাজের ব্যক্তিগত

যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এই আবুল-ফারাজকে সেই আবুল-ফারাজ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে যাহাকে মাস'উদ দায়ী করিয়াছেন, তাঁহাকে রাজদরবার হইতে বিতাড়নের জন্য (তু. দীওয়ান-ই মাস'উদ-ই সালমান, সম্পা. রাশীদ য়াসিমী, তেহরান ১৩১৯/১৯৪০, ভূমিকা)।

আধুনিক ইরানী পণ্ডিত জালালুদ-দীন হুমাঈ মাস'উদের কান্নাওয়াজ বিজয়ের সহিত কবির একটি কাসীদার সংযোগ বাহির করিয়াছেন যাহার তারিখ ৫০০ ও ৫০৮ হিজরীর মধ্যেই ছিল। ইহা আবুল-ফারাজের মৃত্যুর আনুমানিক তারিখজ্ঞাপক (তু. দীওয়ান-ই 'উছমান-ই মুখতারী, সম্পা. হুমাঈ, তেহরান ১৩৪১/১৯৬২, ৬৫৪ প. ও বিভিন্ন স্থানে ও Bosworth, পৃ. গ্র., পৃ. ৮৫)।

বর্তমানে যেমন জানা যায়, অধিকাংশ কাসীদা আর কিছু চতুষ্পদী শ্লোক ও মুকাত্তা'আত ও অল্প সংখ্যক প্রাক্-ক্লাসিক্যাল ধরনের গাযাল লইয়া আবুল-ফারাজের রচনাসম্ভার গঠিত ছিল। কাসীদাগুলি স্তুতিমূলক ছোট কবিতা। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত 'নাসীব' সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছে। তিনি সামানী ও প্রাথমিক গাযনাবী আমলের কবিগণ কর্তৃক কবিতায় ব্যবহৃত স্তুতিমূলক নিবেদনের বিশেষ রীতির নানা দিক দিয়া বিকাশ সাধন করেন। অপ্রচলিত যৌগিক শব্দ, মৌলিক উপমাসমূহ, অতিশয়োক্তি ও অলংকারপূর্ণ বচন কৌশলের প্রয়োগের নিবিড়তার মাধ্যমে তাঁহার কবিতা পংক্তির বুনোন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বয়ন করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও তিনি ধর্মীয় কাহিনী অথবা বিজ্ঞান বিষয়ক মতবাদের উপাদানসমূহের নজীরবিহীন পুনঃপুনঃ প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁহার কাব্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আবুল-ফারাজের সাহিত্যকর্ম ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে কাব্যরীতিতে সংঘটিত ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে সাধারণত খুরাসানী রচনাশৈলী হইতে ইরাকী রচনাশৈলীতে উত্তরণ বলা হইয়া থাকে। (আবুল-ফারাজের কাব্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের জন্য গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত সাফা, মাহজুব ও দামগানী-র রচনাসমূহ দ্র.)।

আবুল-ফারাজের রচনা শৈলীর মৌলিকত্ব অচিরেই তাঁহার সমসাময়িক ও নিকট উত্তরসুরি কবিদের স্বীকৃতি লাভ করে। ফারসী কাসীদার অন্যতম সুদক্ষ রচয়িতা আনওয়ারীর উপর তাঁহার প্রভাব হইতেছে এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আনওয়ারী তাঁহার পূর্ববর্তী এই কবির প্রতি তাঁহার ঋণ গোপন করেন নাই। প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবধারার সাধারণ সাদৃশ্য, সাহিত্যের মূল উপাদান ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই প্রভাবের স্বাক্ষরগুলি বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয় (তু. দীওয়ান-ই আনওয়ারী, সম্পা. এমটি মুদাররিস-ই-রাদাবী, তেহরান ১৩৪৭/১৯৬৮, ১খ., ১০৪-৮)।

প্রায় ৫৪০/১১৪৫-৬ সালে লিখিত ও নাস'রুল্লাহ্ মুন্শী কর্তৃক অভিযোজিত কালীলা ওয়া দিমনায় আবুল-ফারাজের কবিতাসমূহের এই উদ্ধৃতি ও শামস্-ই ক'য়সের কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থে আবুল-ফারাজের শ্লোকগুলির শাওয়াহিদ (দৃষ্টান্ত) হিসাবে পুনঃপুনঃ ব্যবহার দ্বারা আবুল -ফারাজের প্রভাবের প্রশস্ত পরিসর আরও প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার রচনার প্রতি সাম্প্রতিককালে নূতনভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যখন ইরানে ফারসী কাব্যরীতি প্রত্যাবর্তন করিল ফারসী কাব্যের প্রাচীন ধারায় দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতকে (তু. রিদা কুলী খান হিদায়াত, মাজমা'উল-ফুসাহা, মুক'দ্দামা)। হিন্দুস্তানে অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে গাযনাবীদের একটানা যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁহার কবিতাসমূহে বারবার প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় প্রাপ্ত দীওয়ানের পাঠের ভাষাতাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতার কারণে ঘটনা ও স্থানের নামসমূহের সনাক্তকরণ এখনও পর্যন্ত বাধাগ্রস্ত রহিয়া গিয়াছে।

ইহা সন্দেহাতীত যে, আবুল-ফারাজের কবিতা সংকলনসমূহের বিষয়বস্তু ও বিন্যাসের দিক দিয়া প্রায় প্রথম হইতেই পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কি আনওয়ারী নিজে মাত্র একটি সংকলন (ইনতিখাব) পাইয়াছিলেন যাহা হইতে তিনি তাঁহার নিজের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। 'আওফীর মতে সম্পা. দামগানী, নং ৫৩) দীওয়ানের শুরুর কবিতাটি ও অদ্যাবধি জানা প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলির অন্তর্ভুক্ত সংকলনগুলির প্রারম্ভিক কবিতা এক নহে। প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থটি ছিল উনসুরীর দীওয়ানের (সম্পা. আকা মুহাম্মাদ আরদাকানী, বোম্বাই ১৩২০ হি.) লিথো লিপির হা'শিয়ায় লিখিত একটি সংযোজন মাত্র। মুহাম্মাদ 'আলী নাসি'হ' লিখিত কবির জীবনালেখ্য সহ ও ব্যাখ্যামূলক টীকাসম্বলিত আরমাগান (৬)-এর (তেহরান ১৩০৪/১৯২৫) সংযোজন (দা'মীমা) হিসাব K.I. Caykin একটি বিশ্লেষণধর্মী সংস্করণ প্রকাশ করেন। চেষ্টার বেটি লাইব্রেরী (Chester Beatty Li-brary) [তু. ফারসী পাণ্ডুলিপি ও ক্ষুদ্র চিত্রসমূহের একটি তালিকা, ডাবলিন ১৯৫৯ খৃ., ৪, নং ১০৩] ও বৃটিশ মিউজিয়ামে (তু. Ch. Rieu, ফারসী পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকার ক্রোড়পত্র, লন্ডন ১৮৯৫ খৃ., ১৪১, নং ২১১) সংরক্ষিত দুইটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে বিবিধ ব্যাখ্যা সংযোগে মাহমূদ মাহদাবী।

দামগানী সাম্প্রতিক একটি সংস্করণে তাঁহার পূর্বগামী মৌলিক গ্রন্থের অনুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। দীওয়ানের অনেক পাণ্ডুলিপি অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছের সংকলন এখনও পর্যন্ত পরক্ষা নিরীক্ষার অপেক্ষায় আছে। (উদাহরণস্বরূপ এ. মুনযাবী, ফিহ্রিস্ত-ই-নুসখাহায়ি খাততী-ই ফারসী, তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, ৩খ., ২২১৪-৬, নং ২১৩৭৫-৪১৭। আহমাদ আতিশ Istanbul Kutuphanelerinde Farsca manzum esesles, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ., ১খ., ২১২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও (১) নিজামী 'আরূদী, চাহার মাকালা, তেহরান ১৯৫৫-৭ খৃ., মাত্ন ৪৪, তু তা'লীকাত ১১৫ প., ১৯৪ ২২৬। (২) আবুল-মা'আলী নাস্'রুল্লাহ মুন্শী, তারজামা-ই কালীলা ওয়া দিম্না, তেহরান ১৩৪৩/১৯৫৪, (৩) 'আওফী, লুবাব, সম্পা. Browne, ২খ., ২৪১-৫, সম্পা. নাফীস, তেহরান ১৩৩৫/১৯৫৬, ৪১৯-২৩, তু. তা'লীকাত, ৭১৪ প; (৪) শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স আর্-রাযী, আল-মু'জাম ফী মাআয়ীর আশ'আর আল-আ'জাম, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯; (৫) আমীন আহ্মাদ রাযী, হাফ্ত ইক্লীম, তেহরান ১৩৪০/১৯৬১, ১খ., ৩৩৯-৪৪, (৬) লুত্ফ 'আলী বেগ আযার, আতাশ্কাদাহ, লিথো, বোম্বে ১২৯৯ হি. ১৩৬-৯; (৭) রিদা-কুলী খান হিদায়াত, মাজমা'উল-ফুসাহা', লিথু, সং, তেহরান ১২৯৫ হি, ১খ, ৭০-৮; (৮) Ch Rien, Catalogue of the Persian

manuscripts in the British Museum, ২খ., ৫৪৭-৮, (৯) দিহ্খুদা, লুগাত-নামাহ্ (এই গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রবন্ধ দ্র); (১০) য সাফা, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত দার ইরান, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০, ২খ., ৪৭০-৬ ও স্থা; (১১) হু'সায়ন নায়িল, আবুল-ফারাজ রূনী, আরয়ানাত (কাবুল) ২২/১-২ (১৩৪২/১৯৬৩) ১৯-২৪; (১২) ম. জ. মাহজুব, সাব্ক-ই খুরাসানী দার শি'র-ই ফারসী, তেহরান ১৩৪৫/১৯৬৬, ৫৭৫-৮১ ও স্থা. (১৩) মাহ'মূদ মাহ্দাবী দামগানী, মুক'াদ্দামা ও দীওয়ান-ই আবুল-ফারাজ রূনী-র তা'লীক'াত, মাশহাদ ১৩৪৮/১৯৬৯।

J.T.P. De Bruijn (E.I.2. Suppl.)/মুহঃ আবু তাহের

আবুল-ফিদা' ইসমাঈল (ابو الفداء اسماعيل) ঃ ইব্ন (আল্-আফ্দ'াল) 'আলী ইব্ন (আল্-মুজা'ফ্ফার) মা'হ্মূদ ইব্ন (আল্-মান্সূ'র) মুহাম্মাদ ইব্ন তাকী'য়্যুদ-দীন 'উমার ইব্ন শাহান্শাহ ইব্ন আয়্যুব, আল-মালিকুল-মুআয়্যাদ 'ইমাদুদদীন; তিনি ছিলেন সিরীয় নৃপতি, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ ও আয়্যুব পরিবারের সদস্য। জুমাদাল-উলা, ৬৭২/নভেম্বর, ১২৭৩-এ দামিশ্কে তাঁহার জন্ম, ২৩ মুহ'াররাম, ৭৩২/২৭ অক্টোবর, ১৩৩১-এ হামা-তে মৃত্যু। ১২ বৎসর বয়সে তিনি পিতা ও চাচাতো ভাই (তৎকালীন হামা-র অধিপতি) আল-মালিকুল -মুজাফ্ফার ২য় মাহ'মূদের সঙ্গে মার্কাব (Margat) অবরোধ ও অধিকার করার সময় উপস্থিত ছিলেন (৬৮৪/১২৮৫)। ক্রুসেডার্দের পরবর্তী অভিযানসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৯৮/১২৯৯ সালে হামা-র আয়্যূবী রাজত্বের অবসান হইলেও তিনি হামা-র মামলুক গভর্নরদের অধীনে চাকুরী করিতে থাকেন এবং যুগপৎ মাম্লুক সুলতান আল-মালিকু'ন্-নাসি'র মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউন-এর সুদৃষ্টি লাভেও সক্ষম হন। হামা-র শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য তিনি কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পরে তিনি ফাদ্'ল পরিবারের শায়খ 'আরবদের রাজা' মুহান্না-এর সুপারিশে ১৮ জুমাদাল-উলা, ৭১০/১৪ অক্টোবর, ১৩১০-এ হামা-র শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। অতঃপর ৭১২/১৩১২ সালে তাঁহার শাসনাধীন অঞ্চলটির জন্য তাঁহার আমৃত্যু শাসক ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরেই অন্যান্য গভর্নরদের সঙ্গে তাঁহাকেও সরাসরি দামিশ্কের গভর্নর তানকিয্-এর অধীন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে কিছুদিন পর্যন্ত গভর্নর তান্কিয-এর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল তিক্ত। পরবর্তী বৎসরগুলিতে, বিশেষত মিসর সফরের সময় অবাধ পৃষ্ঠপোষকতা ও বেহিসাবী দান-খয়রাতের মাধ্যমে তিনি তাঁহার আসন সুদৃঢ় করেন। ৭১৯/১৩১৯-২০ সালে তিনি হাজ্জ-এর উদ্দেশে সুলতান মুহ'াম্মাদ-এর সঙ্গে মক্কা গমন করেন। তাঁহারা উভয়ে কায়রো প্রত্যাবর্তন করিলে ১৭ মুহার্রাম, ৭২০/২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩২০-এ তাঁহাকে 'নিশানাত-ই সুলতানাত' ও 'আল্-মালিকুল-মু'আয়্যাদ' খিতাব দেওয়া হয় এবং সিরিয়ার সকল গভর্নরের উপরে তাঁহার মর্যাদা দেওয়া হয়। পণ্ডিত ও লেখক হিসাবে ও জ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে অতীতে তাঁহার বিপুল খ্যাতি ও সুলতান-এর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাঁহার মৃত্যু (৭৩২/১৩৩১) পর্যন্ত অটুট ছিল। তান্কিয্-এর সহায়তায় তাঁহার পুত্র আল্-আফদাল মুহাম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত, মনোনীত ও নিশানাত-ই সালতানাত খিতাবে ভূষিত হন (আবু'ল-ফিদা'র সমাধির বিবরণের জন্য তু. ZDMG, lxii, 657-60, lxiii, 329-33, 853 প.; Bull d'Etudes Orient, 1931, 149)। সংক্ষিপ্ত আরবী জীবন চরিতমালায় তাঁহার রচিত কবিতার বেশ কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে তৎকর্তৃক আল্-মাওয়ারদীর ফিক্হী রচনা আল-হাবী-এর ছন্দোবদ্ধ রূপান্তরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার প্রায় সকল রচনাই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার খ্যাতির ভিত্তি দুইটি পুস্তক— পুস্তক দুইটি মুখ্যত সংকলন, কিন্তু তিনি নিজে নূতনভাবে এইগুলি বিন্যাস করিয়াছেন এবং উভয়টিতে নূতন কিছু তথ্যও সংযোজন করিয়াছেন। পুস্তক দুইটির একটি হইল মুখ্তাসারু তা'রীখি'ল-বাশার; ইহা একটি বিশ্ব ইতিহাস, যাহাতে ইসলাম-পূর্ব ইতিহাসসহ ৭২৯/১৩২৯ সাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইহার প্রথম অংশটি প্রধানত ইব্নু'ল-আছীর-এর ইতিহাস গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। আবুল-ফিদা'-র তা'রীখটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া ইব্নু'ল-ওয়ার্দী ইব্ন হ'াবীব আদ্-দিমাশ্কী ও ইব্নু'শ-শিহ'না আল-হ'ালাবী পরবর্তী ইতিহাস (যায়ল) রচনা করেন। ইহা হইতে সমসাময়িক কালে এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থটি প্রাচ্য বিষয়ক ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস গ্রন্থ ছিল J. Gognier -এর সংস্করণ De vita...... Mohammedis (Oxford 1723) ও J. J. Reiske ও J. G. chr. Adler-এর সংস্করণ Annales Moslemici (Leipzig 1754 and Copenhagen 1789-94)-এর মাধ্যমে। ইহার সম্পূর্ণ মূল পাঠ প্রথমবার ইস্তাম্বুল হইতে দুই খণ্ডে ১২৮৬/১৮৬৯-৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি হইল বর্ণনামূলক ভূগোল পুস্তক 'তাকবীমুল বুল্দান'; ইহাতে প্রাকৃতিক ও গাণিতিক তথ্যসমূহ ছকাকারে সংযোজন করা হইয়াছে (যাহার অধিকাংশই টলেমীর আরবী অনুবাদ, ১০ম শতাব্দীর কিতাবু'ল-আত্ওয়াল, আল-বীরূনী, (দ্র.) ও ইব্ন সা'ঈদ আল-মাগরীবী হইতে গৃহীত, এইগুলির মতবৈষম্যসমূহও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে)। গ্রন্থটি ৭২১/১৩২১ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং পূর্ববর্তী প্রায় সকল ভূগোল গ্রন্থের স্থানই অনেকটা দখল করিয়া লয়। আল্-ক'ালক'াশান্দী ইহা হইতে বহু বরাত প্রদান করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ইহার অনেক সংক্ষিপ্তসারও প্রস্তুত করা হয়; মুহাম্মাদ ইব্ন আলী সিপাহী যাদা (মৃ. ৯৯৭/১৫৮৯) কর্তৃক তুর্কী ভাষায় রচিত সংক্ষিপ্তসারটি এই সবের অন্তর্গত। ১৭শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার কোন কোন অংশের সম্পাদনা ও অনুবাদ করিয়াছেন (John Greaues, London 1650; J. B. Koehler, Leipzig 1766 ইত্যাদি)। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি J.T. Reinaud ও MacGuckin de Slane সম্পাদনা (Paris 1840) করেন এবং Reinaud (Paris 1884) ও Stanislas Guyard (Paris 1883) উহার অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটিতে একটি অতি উৎকৃষ্ট পর্যালোচনাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে— যাহার শিরোনাম Introduction generale a la geographic des Orientaux. আবু'ল-ফিদা'-র ভূগোল সম্পর্কে পণ্ডিতদের পরস্পরবিরোধী মতবাদ রহিয়াছে; একদিকে এই ভূগোল গ্রন্থটিকে প্রাথমিক উৎসগুলি হইতে সংগৃহীত একটি অতি নিকৃষ্ট সঙ্কলন বলা হইয়াছে; (J.H.

Kramers. in Legacy of Islam, Oxford 1931, 91; তু. C. E. Dubler, Abu Hamid el Granadino, Madrid 1953 182). অন্যদিকে G. Sarton-এর অভিমত তিনি তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ্।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Autobiography (extracted from the History), অনু. de Slane in Recueil des Historiens des Croisades, Orientaux i, 166-186 (আরও দ্র. Appendice 744-51); (২) যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইস্‌লাম, পরিশিষ্ট, Leiden Ms. 765; (৩) কুতুবী, ফাওয়াত (কায়রো ১৯৫১) ১খ., ৭০; (৪) ইব্‌ন হ'াজার, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৪৮ হি, ১খ., ৩৭১-৩; (৫) ইব্‌ন তাগ্‌রীবিরদী, কায়রো, ৯খ., ১৬, ২৩, ২৪, ৩৯, ৫৮-৬২, ৭৪, ৯৩, ১০০, ২৯২-৪ (আল-মাক্‌ রীযীর সুলূক-এ বেশীর ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে, কায়রো ১৯৪১, ১খ., ৮৭, ৯০, ১৩৭, ১৪২, ১৬৬, ১৯৬, ২০২, ২৩৮); (৬) ঐ গ্রন্থকার, Les Biographies du Manhal Safi (G. Wiet, কায়রো ১৯৩২) সংখ্যা ৪৩২; (৭) সুবকী, তাবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়্যা, ৬খ., ৮৪-৫; (৮) F. Wustenfeld, Geschichts schriber der Araber, 1881, 161-6; (৯) Brockelmann, 11, 44-46; S ii 44; (১০) M. Hartmann, Des Mawassah, Weimar 1896, 10; (১১) Carra de vaux, Les Penseurs de l'Islam, Paris, i. 139-46; (১২) G. Sarton, Introduction to the History of Science, iii, Baltimore 1947, 200, 308, 793-9; (১৩) A. Ates in Oriens, 1952, 44; (১৪) আহ'মাদ হ'াসান যায়্যাত, তারীখ-ই আদাব আরবী, উর্দূ অনু. 'আবদুর-রাহ'মান তাহির সূরাতী, লাহোর ১৯৬১ পৃ. ৫৮৬-৭।

H. A. R. Gibb (E.I.²)/আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

আবুল-ফুতুহ' আর-রাযী (ابو الفتوح الرازى) ঃ ফার্সী তাফসীরকার। তিনি আনুমানিক ৪০০/১০৮৭ ও ৫২৫/১১৩১ সালের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে শী'আ ধর্মতত্ত্ববিদ ইব্‌ন শাহ্‌রাসূব ও ইব্‌ন বাবূয়া (দ্র.) বিখ্যাত। ইব্‌ন বাবূয়া তাঁহাকে একজন পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক,তাফসীরকার ও খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন। আশ-শুশ্‌তারীর মতে (মাজালিসু'ল-মু'মিনীন) তিনি আয-যামাখ্‌শারীর সমসাময়িক ছিলেন, তিনি যামাখশারীকে তাঁহার শিক্ষক বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার ফলেই আবুল-ফুতুহ'-এর তাফসীর মু'তাযিলা মতবাদসম্মত তাফসীর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুহ'াম্মাদ ক'াযবীনী প্রমাণ করিয়াছেন, আবুল-ফুতুহ'-এর তাফসীর ৫১০/১১১৬ সালের পূর্বের নয়। আবুল-ফুতুহ' নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী নাফি' ইব্‌ন বুদায়ল (রা)-এর বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহার লিখিত 'রাওদু'ল-জিনান ওয়া রাওহু'ল-জানান' নামক তাফসীর গ্রন্থখানি (তেহরান ১৯০৫, দুই খণ্ডে, ১৯৩৭, তিন খণ্ডে) ফার্সীতে লিখিত শী'ঈ ফার্সী তাফসীরসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম না হইলেও অন্তত প্রাচীন ফারসী তাফসীরসমূহের অন্যতম। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, আরবী জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া তিনি ফার্সী ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। তাফসীরের শুরুতে কু'রআনের তাফসীর সম্পর্কে একটি ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত তাফসীরে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, বিচার সংক্রান্ত ধর্মীয় আইন-কানুন ও কু'রআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হাদীছগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে তাবারীর তাফসীরের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তী ফার্সী তাফসীর গ্রন্থসমূহের তুলনায় ইহাতে শী'আ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। আবুল-ফুতুহ' এই তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-কু'দা'ঈ লিখিত শিহাবু'ল-আখবার গ্রন্থের ভাষ্যকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (Brockelmann, ১খ., ৩৪৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storey, Section ১, নং ৬; (২) H. Masse, Melanges W. Marcais, প্যারিস ১৯৫০, পৃ. ২৪৩ প.।

H. Masse (E. I.²)/সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

আবুল-ফুতুহ' হ'াসান (দ্র. মাক্কাঃ)

আবুল-বাকা' (ابو البكاء) ঃ আবি. ১২২১-২২, পূর্ণ নাম আবুল-বাকা' স'ালিহ' ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন আল-জা'ফারী, তিনি প্রচলিত খৃষ্ট ও য়াহূদী ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিয়া কিতাবু'ল-বায়ানি'ল ওয়াদি' হি'ল-মাশ্‌হূদ মিন ফাদ'াইহি'ন্-নাসারা ওয়া'ল য়াহূদ নামক একটি গ্রন্থ উপরিউক্ত সময়ে রচনা করেন। রোমান সম্রাট কর্তৃক মিসরের আয়্যূবী বংশের রাজা আল-কামিল মুহ'াম্মাদ (১২১৮-৩৮)-এর নিকট প্রেরিত একখানি পত্রের জবাবে তিনি ইহা লিখেন; এই গ্রন্থকে তাখ্‌জীলু মান্ হ'াররাফাত্তাউরিয়া (হ'াররাফা'ত-তাওরাত) ওয়া'ল-ইন্‌জীলও বলা হয়।

আবুল-বায়দা আর্-রিয়াহী (ابو البيداء الرياحى) ঃ আস্'আদ ইব্‌ন ইস্‌মা, দ্বিতীয়/অষ্টম শতকে বসরার ভাষাতত্ত্ববিদগণের, বিশেষত আল-আস্‌মা'ঈ (দ্র.)-এর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সন্ধানদাতাদের অন্যতম। এই বেদুঈন শিক্ষক দক্ষিণ ইরাকে তাঁহার স্থায়ী আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ উপনামটি (আবুল-বায়দা'-মরুভূমির পিতা) সম্ভবত তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সম্মিলিত গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গেরই প্রদত্ত। তিনি কবিতা রচনা করিতেন এবং তাহা অপর একজন শিক্ষক জনৈক আবূ-'আদনানের মাধ্যমে প্রচারিত হইত। তিনি বিভিন্ন রচনাবলীর গ্রন্থকার বলিয়া গণ্য (বিশেষত কিতাবুন-নাহ'বিয়্যীন ও কিতাবু-গ'ারীবিল-হ'াদীছ, ফিহ্‌রিস্ত, ৬৮) এবং আল-জাহি'জ তাঁহার গভীর জ্ঞান ও সুললিত ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন (বায়ান, ১খ., ২১২)। তাঁহার জামাতা 'আমর ইব্‌ন কিরকিরা (দ্র.) ছিলেন আবুল-বায়দা'-এর রাবিয়া (আবৃত্তিকারী), কিন্তু তাঁহার কাব্য সম্ভার প্রায় সম্পূর্ণই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বায়ান, ১খ., ৬৬, ২৫২; (২) ফিহ্‌রিস্ত, ৬৬; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, 'উয়ূন, ১খ., ৭১; (৪) মারযুবানী, মুওয়াশ্‌শাহ', ১১৮, ১৮৩; (৫) সুয়ূতী, মুয্‌হির, ২খ., ২৪৯; (৬) য়াকূ'ত্,উদাবা, ৬খ., ৮৯-৯০; (৭) বুসতানী, DM ৪, ২২৪।

Ch. Pellat (E.I.² suppl.)/আব্‌দুল বাসেত

আবু'ল - বারাকাত্ আল্ - 'আলাবী আয্-যায়দী (ابو البركات العلوى الزيدى) ঃ 'উমার ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ, কূফাবাসী ব্যাকরণবিদ, আইনজ্ঞ (ফাকীহ), কুরআনবিদ (ক্বারী) ও মুহাদ্দিছ, জন্ম ৪৪২/১০৫০-৫১ কূফায়। নিজ শহর ও বাগদাদে হাদীছ শিক্ষা করেন এবং তাঁহার পিতার সহিত কিছুকাল দামিশক, আলেপ্পো ও তারাবুলুস-এ অবস্থান করেন। আলেপ্পোতে তিনি ৪৫৫/১০৬৩ খৃ. আবূ 'আলী আল্-ফারিসীর কিতাবু'ল-ঈদাহ অধ্যয়ন করেন, যে বিষয়ে তিনি পরবর্তীতে কূফায় অধ্যাপনা করেন। সেখানে তিনি রামাদান, ৪৬৪/২৬ মে, ১০৭২ খৃ. সায়্যিদ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-'আলাবীকৃত কূফার যায়দী ফিক্‌হ মতবাদের একটি বিরাট সংকলন 'কিতাবু'ল-জামি'ইল- কাফী'র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তিনি এই কিতাব অধ্যয়ন করেন সায়্যিদ 'আবদুল-জাব্বার ইব্নুল-হুসায়ন ইব্ন মুআয়্যা-র নিকট, যিনি ইহার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট হইতে। আবুল-বারাকাত নিজেও সরাসরি আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আল্-'আলাবীর নিকট হইতে ইজাযা প্রাপ্ত হইয়া হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি আবূ ইসহাক আস্-সাবি'ঈ-র মসজিদে শিক্ষা দান করিতেন এবং সালাতে ইমামাত করিতেন। ব্যাকরণ বিষয়ে লিখিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইব্ন জিন্নী রচিত গ্রন্থ কিতাবু'ল-লুমা'র ভাষ্য পাণ্ডুলিপি আকারে বর্তমান আছে (দেখুন Brockelmann, Sl. 192)। যায়দ ইব্ন 'আলীর একজন বংশধর আবুল-বারাকাত ব্যক্তিগতভাবে যায়দী শী'আ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, যদিও সাধারণত তিনি তাঁহার সুন্নী ছাত্রদের নিকট তাঁহার বিশ্বাস গোপন রাখিতেন এবং হানাফী মায্হাব অনুসারেই ফাত্ওয়া প্রদান করিতেন। কেবল শী'ঈদের নিকটেই তিনি শী'ঈ সম্প্রদায় গৃহীত হাদীছসমূহ বর্ণনা করিতেন এবং যায়দী মত অনুসারে ফাত্ওয়া প্রদান করিতেন। তৎকালীন যায়দী মতবাদ অনুসারে তিনি 'মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা' ও 'কুরআন সৃষ্ট হওয়ার' মতবাদ সমর্থন করেন। তিনি ৭ শা'বান, ৫৩৯/২ ফেব্রুয়ারী, ১১৪৫ সালে কূফায় মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাম্'আনী, f. 283b; (২) ইব্নুল-আন্বারী, নুযহাতুল-আলিব্বা', সং. মুহাম্মাদ আবুল-ফাদ্ল ইব্রাহীম, কায়রো ১৯৬৭, 399f.; (৩) ইব্নু'ল-জাওযী, আল-মুন্তাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৭-৫৯/১৯৩৮-৪১, ১০খ., ১১৪; (৪) য়াকূত, উদাবা', ১১খ., ১২-১৪; (৫) ইব্নুল-কিফ্তী, ইন্বাহুর-রুওয়াত, সম্পা. মুহাম্মাদ আবুল -ফাদ্ল ইব্রাহীম, কায়রো ১৯৫০/৭৩, ২খ., ৩২৪-২৭; (৬) আয্-যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, সম্পা. এ. এম. আল্-বিজাবী, কায়রো ১৩৮২/১৯৬৩, ৩খ., ১৮১; (৭) ইব্ন ইনাবা, 'উমদাতু'ত্-তা'লিব', সম্পা, মুহাম্মাদ হাসান আল্ আত্-তালিকানী, নাজাফ ১৩৮০/১৯৬১, ২৬৩; (৮) ইব্ন হাজার, লিসানুল-মীযান, হায়দরাবাদ ১৩৩১/১৯১৩, ৪খ., ২৮০-৮২; (৯) সারিমু'দ্-দীন ইব্রাহীম ইবনুল-কাসিম, তাবাকাতু'য-যায়দিয়্যা, পাণ্ডুলিপি ফটো কপি নং-২৯০ কায়রো, দারু'ল-কুতুব ৩১৪।

W. Madelung (E.I.2 Suppl.)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

আবু'ল-বারাকাত (ابو البركات) ঃ হিবাতুল্লাহ্ (ইব্ন 'আলী) ইব্ন মাল্কা (অথবা মাল্কান, দ্র.) ইব্ন খাল্লিকান (ইব্ন কাযী শাহ্বা) আল্-বাগদাদী আল-বালাদী, দার্শনিক ও চিকিৎসক। তিনি 'আওহাদু'য-যামান' বা যুগশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মুসিলের নিকটবর্তী বালাদ নামক স্থানে আনুমানিক ৪৭০/১০৭৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে য়াহূদী এই মনীষী আবু'ল-হাসান সা'ঈদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্-এর ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন এবং বাগদাদের খালীফাগণের চিকিৎসকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বাগদাদেই বসবাস করিতেন। তিনি সালজূক সুলতানগণেরও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনীকারগণ কর্তৃক বর্ণিত কাহিনী হইতে বুঝা যায়, বিভিন্ন সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বাদশাহ ও তাঁহাদের সভাসদগণের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার সম্পর্কের অবনতি ঘটিত। তিনি পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন গুজবের উল্লেখ করেন (তন্মধ্যে একটি গুজব, তাঁহার চিকিৎসাধীন সুলতান মাহ্মূদ-এর বেগমের মৃত্যু ঘটায় তিনি লজ্জায় বা ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আরেকটি গুজব, সুলতান মাস্'ঊদ ও খালীফা আল্-মুসতারশিদের মধ্যকার যুদ্ধে খালীফার বাহিনী পরাজিত হইলে আবুল-বারাকাত বন্দী হন এবং তখন তাহার প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন)। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং সম্ভবত ৫৬০/১১৬৪-৫ সালের পর বাগদাদে মারা যান। অন্য এক বর্ণনামতে বায়হাকী ও হাজ্জী খালীফা তাঁহার মৃত্যু সন ৫৪৭ হি./১১৫২ খৃ. উল্লেখ করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন খৃস্টান চিকিৎসক ইব্নু'ত-তিল্মীয', তাঁহার শিষ্য ও বন্ধু ছিলেন আব্রাহাম ইব্ন ইয্রা-এর পুত্র ইসহাক যিনি হিব্রু ভাষায় তাঁহার প্রশস্তিতে একটি কবিতা রচনা করেন।

আবুল-বারাকাত-এর প্রধান গ্রন্থ 'কিতাবু'ল্-মু'তাবা'র; ইহাতে তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞানসহ প্রকৃতি বিজ্ঞান (Naturalia) ও ইলাহিয়্যাত (অধিবিদ্যা-metaphysics) আলোচিত হইয়াছে। (গ্রন্থখানি শারাফু'দ্দীন য়ালতকায়া কর্তৃক হায়দরাবাদ হইতে ১৩৫৮/১৯৩৯ সালে তিনি খণ্ডে প্রকাশিত হয়)। তিনি বাইবেলের অন্তর্গত (Ecclesiastes) পুস্তিকার আরবী ভাষায় একখানি বিশদ ভাষ্য রচনা করেন যাহাতে যথেষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রায় সম্পূর্ণই অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। আবুল-বারাকাতের অন্যান্য পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) রিসালা ফী সাবাব জুহূরি'ল্-কাওয়াকিব লায়লান ওয়া খাফাইহা নাহারান, رسالة فى سبب ظهور الكواكب ليلا وخفائها نهارا (ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ., ২৮০ তু.)। ইহা E. Wiedemann কর্তৃক (Eders Jahrbuch fur Photographic 1909, 49-54) অনূদিত হইয়াছে। (২) কিছুটা ভিন্ন নামে পরিচিত 'রু'ইয়াতু'ল-কাওয়াকিব বিল-লায়ল লা বিন-নাহার,' رؤية الكواكب بالليل لا بالنهار গ্রন্থখানি ইব্ন সীনার রচনা বলিয়া অনুমান করা হয় (তু. G. C. Anawati, Essai de Bibliographie avicennienne, সংখ্যা 162)। (৩) আল্-মু'তাবার গ্রন্থখানি বহুলাংশে ইব্ন সীনা-র 'শিফা'-র আদর্শে রচিত। আবুল-বারাকাত কখনও এই গ্রন্থের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, কখনও বা শাব্দিক উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। অপরদিকে কতিপয় মৌলিক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ইব্ন সীনার বিরোধিতায় তিনি ইসলামী দুনিয়ায় প্লেটোর (Platonic) মতবাদ

নামে পরিচিত পদার্থবিদ্যার প্রচলিত মতসমূহের সঙ্গে প্রায় একমত হন এবং পরবর্তীতে আবূ বাক্র আর-রাযীও ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মনোবিজ্ঞান কোন কোন বিষয়ে 'শিফা' অপেক্ষাও বেশী নব্য-প্ল্যাটোনীয় (Neo-Platinist)-দের দর্শনের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ বলিয়া লক্ষ্য করা যায়।

তবে আবুল-বারাকাতের দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ পদ্ধতি প্রাচীন পন্থার অনুসরণ করে নাই। তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ 'কিতাবু'ল-মু'তাবার' হইতেও ইহা বুঝা যায়। আবুল-বারাকাত যেই অর্থে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কতকটা এই রকম. 'ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা (reflection) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বিষয়ক কিতাব'। বাস্তব অর্থে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল, প্রথমত স্ব-প্রমাণিত সত্যের প্রতি আবেদন a priori-এর নিশ্চয়তা যাহা যুগের প্রচলিত দর্শনের যুক্তি a Posteriori-কে বাতিল করে। আবুল-বারাকাত অ্যারিস্টোটলীয়গণ কর্তৃক স্বীকৃত যুক্তির নিশ্চয়তা এবং তাহাদের দ্বারা বাতিলকৃত অনুমাননির্ভর তথ্য (ওয়াহ্‌ম)-এর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য স্বীকার করেন নাই।

প্রধানত এই পদ্ধতি অনুসারেই আবুল-বারাকাত অ্যারিস্টোটলের মহাশূন্য (Space) মতবাদ-এর সমর্থকগণের বিরোধিতা করিয়া ত্রিমাত্রিক পরিব্যাপ্তি (Tridimensional Space) ধারণার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। John Philoponus-এর সঙ্গে একমত হইয়া তিনি শূন্যে চলাচলের সম্ভাবনা অস্বীকারকারিগণের মতবাদ বাতিল করিয়া দেন। অ্যারিস্টোটলীয় ভ্রান্ত যুক্তির বিপরীতটি প্রমাণ করিয়া তিনি এইভাবে শূন্যের অসীমতা প্রমাণ করেন যে, মানুষের পক্ষে কোন সসীম মহাশূন্যের ধারণা করা সম্ভব নহে।

অনুরূপভাবে, মানব মনের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান (a Priori-অবরোহী প্রণালীতে লব্ধ জ্ঞান)-এর প্রতি ইহা এক আবেদন যাহা দ্বারা আবুল্-বারাকাত কাল বা সময়ে ধারণার জটিলতা সুস্পষ্ট করেন; তাঁহার মতে কাল-সমস্যার যথার্থ সমাধান অধিবিদ্যা (metaphysics) দ্বারাই সম্ভব– পদার্থবিদ্যা দ্বারা নহে। কার্যত তিনি দেখান, কাল, বস্তু-সত্ত্বা ও আত্মসত্তার সংপ্রত্যক্ষণ (Apperception) অন্য সকল সংপ্রত্যক্ষণ অপেক্ষা মানব আত্মায় পূর্ব হইতেই বিদ্যমান এবং সত্তা ও কাল এই উভয়ের প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। তাঁহার সংজ্ঞা অনুযায়ী কাল বা সময় হইল সত্তা (being)-এর পরিমাপক, গতির পরিমাপক নহে; যেমন অ্যারিস্টোটলীয়গণের ধারণা। তিনি ইব্‌ন সীনা ও অন্যান্য দার্শনিকগণ কর্তৃক গৃহীত সময়ের বিভিন্ন স্তর–যামান (কাল), দাহ্‌র (যুগ) ও সার্‌মাদ (অনন্তকাল)-এর পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সময় সৃষ্টিকর্তার সত্তাকে ও সৃষ্ট প্রাণীর সত্তাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

তিনি দেহের অন্য সকল বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া শুধু ভৌতিক (Corporality'র) দিক দিয়া উহাকে মৌলিক উপাদান (Primematter)-এর সঙ্গে এক বলিয়া মনে করেন, যেহেতু ভৌতিকতা (Corporality) এমন এক ব্যাপ্তি যাহা সহজে পরিমাপযোগ্য। তাঁহার মতে চারটি মৌলিক পদার্থ (element)-এর মধ্যে একমাত্র ক্ষিতি বা মাটিই কণিকা (Corpuseles) দ্বারা গঠিত। কাঠিন্য (solidity)-এর কারণে ইহারা অবিভাজ্য। সবেগে নিক্ষিপ্ত বস্তু (Projectili)-এর গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আবুল-বারাকাত সম্ভবত জন ফিলোপনাস (John Philoponus) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শেষ পর্যন্ত ইবন সীনার মতবাদই)–কিছুটা সংশোধিতরূপে গ্রহণ করেন। এই মতানুসারে গতির মূল কারণ হইল 'প্রচণ্ড প্রবণতা', অন্য কথায় ইয়া একটা শক্তি যাহাকে কোন কোন ল্যাটিন পণ্ডিত পরবর্তীকালে বলিয়াছেন impetus, যাহা নিক্ষেপক বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। ভারী বস্তুর দ্রুত পতনের কারণকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক বা স্বভাবজ প্রবণতার ('মায়ল তাবী'ঈ"–একটি সমসাময়িক দার্শনিক শব্দ) গুণ যাহা ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রবণতা সৃষ্টি করে। অদ্যাবধি যতদূর জানা যায়, 'মু'তাবার' গ্রন্থেই এই সূত্রটি সর্বপ্রথম আলোচিত হলো; সেইখানে আধুনিক গতিবিজ্ঞানের (Dynamics) এই মৌলিক বিধিটির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, একটি অবিরাম গতিশক্তি (Constant force) ক্রমবর্ধমান গতির সৃষ্টি করে।

বিশেষভাবে আবুল্-বারাকাতের মনোবিজ্ঞানের মতবাদ হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার দর্শনে স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়সমূহের ভূমিকা কিরূপ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্মচেতনা অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে তাহার সচেতনতা হইতেই আবুল-বারাকাতের উপরিউক্ত মতবাদের উৎপত্তি। এই চেতনা নিশ্চিত এবং ইহা অন্য যে কোন জ্ঞানেরই অগ্রবর্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপলব্ধি ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। ইব্‌ন সীনা ইতিপূর্বেই এই অভিজ্ঞতাপূর্ণ তত্ত্ব (a priori datum) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অ্যারিস্টোটলীয় ছাপযুক্ত স্বীয় মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহা সংহত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আর আবুল-বারাকাত এই তত্ত্ব দ্বারা মনোবিজ্ঞানের ভ্রমণ অন্যান্য তথ্যে উপনীত হন যাহা নিজ স্বতঃপ্রমাণিত বৈশিষ্ট্যের কারণে একইরূপ নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। মানুষ যে একটি সত্তা তাহার উদাহরণস্বরূপ মানুষের এই স্বীকৃত উপলব্ধি যে, সে এক ব্যক্তি এবং যখন সে দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, স্মরণ করে বা কামনা করে বা কোন মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তখন সে ঐ একই ব্যক্তিরূপে বিদ্যমান। আবুল-বারাকাতের মতে আত্মার ক্ষমতা (faculty) -এর বহুবিধতার সমর্থক মতসমূহ খণ্ডনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। আরেকটি উদাহরণ ঃ মানুষ যখন দেখে, যে বস্তুটি দেখে এবং বাস্তবিক বস্তুটি সেখানে রহিয়াছে সেই স্থান সম্পর্কে তাহার যে নিশ্চিত জ্ঞান, ইহা তাহার সঠিক উপলব্ধির সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহা মানুষের মস্তিষ্কে অবস্থিত নিছক প্রতিচ্ছায়া নহে, যেমন কেহ কেহ ধারণা করেন। এইভাবে আমরা আবুল-বারাকাতের নিকট এমন এক মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই যাহা আংশিকভাবে স্বতঃপ্রমাণিত সত্যের পদ্ধতি দ্বারা গঠিত এবং একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত চেতনার ধারণা বা মনের স্বতঃচেতনা (ইব্‌ন সীনা প্রায় একই রকমের ধারণা বুঝাইবার জন্য 'শু'উর' شعور শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন) দ্বারা প্রভাবিত। ইহা অ্যারিস্টোটলীয় ধারণা বা সূত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা ও আত্মার মধ্যকার পার্থক্য অস্বীকার করে। বাস্তবিক আবুল-বারাকাত মনে করেন, আত্মাই তথাকথিত প্রজ্ঞার কার্যাবলী সম্পাদন করাইয়া থাকে। তিনি দুইয়ের বিভিন্ন সত্তার যে ধারণা তাহার সমালোচনা করেন। অনুরূপভাবে

তিনি ক্রিয়াশীল প্রজ্ঞার অস্তিত্বও অস্বীকার করেন– যাহা অ্যারিস্টোটলীয় ধারণার মূল ভিত্তি।

প্ল্যাটোনিক কিংবা প্লাটোনীয় প্রভাব, যাহা নিশ্চিতভাবে আবুল-বারাকাতের ব্যক্তিগত বোধি (Intuitions)-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা সম্ভবত তিনি আত্মার যেই সংজ্ঞা দিয়াছেন — আত্মা একটি অশরীরী সত্তা, যাহা দেহের মধ্যে এবং উহার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল– ইহা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অবস্তুবাদিতা (immateriality)-কে আবুল-বারাকাত নির্দিষ্ট ও সীমিত অর্থে গ্রহণ করেন যাহা সেই যুগে আদৌ প্রচলিত ছিল না। স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহাও প্রায় অনুরূপ। তাঁহার মতে নক্ষত্রমণ্ডলী (Stellar ones) মানবাত্মার কারণ এবং মৃত্যুর পরে আত্মা আবার সেই উৎসে ফিরিয়া যায়।

তাঁহার মতে সৃষ্টির আদি কারণ (cause of the causes) স্রষ্টা সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ হয়, অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভের শেষে এবং বস্তু সম্পর্কীয় উপলব্ধি আসে স্বতঃসিদ্ধ (a priori) জ্ঞান হইতে। সেই জ্ঞান সত্তাসমূহকে অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। অপরপক্ষে প্রকৃতির সুশৃঙ্খল রীতির মধ্যে যে প্রজ্ঞার প্রকাশ দেখা যায় তাহাই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিষয়ে আবুল-বারাকাত ইব্ন সীনার অনুসরণে গতিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ সমর্থন করেন না।

তাঁহার মতে আল্লাহ্র মৌলিক গুণাবলী, যথা ঃ জ্ঞান ক্ষমতা, প্রজ্ঞা তাঁহার সত্তার সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত, যেমন ত্রিভুজের তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান, বিষয়টি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সত্য।

আবুল-বারাকাতের মতে বিশেষ বিশেষ বস্তু সম্পর্কেও আল্লাহ্ বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। ইহার বিপরীত মত বাতিল করিবার জন্য তিনি তাঁহার মনোবিজ্ঞানের মতবাদ বা সূত্রের কথা উল্লেখ করেন। সেইখানে তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের অনুভূত বস্তুসমূহের যে আকার মানবাত্মাতে সংরক্ষিত থাকে তাহা অশরীরী, যে মন অশরীরী ঐ সত্তা যাহা বস্তুসমূহ উপলব্ধি করে। এইভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানও একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানেরই অনুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

স্রষ্টার সত্তা হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি (emanation)–দার্শনিকগণের এই মতবাদ বাতিল করিয়া আবুল-বারাকাত মনে করেন, বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে স্রষ্টার ইচ্ছার পারম্পর্যে হয় চিরন্তন-পূর্ব (Preeternal), না হয় কালের মধ্যে প্রকাশনা। আল্লাহ্র প্রথম ইচ্ছা শক্তি যাহা তাঁহার সত্তার অন্যতম গুণ-অস্তিত্বের প্রথম বস্তু সৃষ্টি করে, ধর্মীয় পরিভাষায় যাহাকে 'ফিরিশতাদের প্রধান' বলা যায়।

আবুল-বারাকাত কখনও কখনও স্রষ্টার ধারণায় ব্যক্তিত্বকে 'ইল্ম কালাম'-এর মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন। তবে ইহা দ্বারা এইরূপ উপসংহার টানা যায় না, তাঁহার চিন্তাধারা 'ইল্ম কালাম' দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

দুনিয়ার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আবুল-বারাকাত উহার সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানে উভয় মতবাদেরই পর্যালোচনা করেন, কিন্তু তিনি নিজস্ব মতবাদ খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়াছেন, প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তারিত তত্ত্ব-আলোচনা অনুধাবন করিলে ইহা যথার্থ উত্তর সকলের বোধগম্য হইবে। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার পর সংক্ষেপে বলা যায়, আবুল-বারাকাত পৃথিবীর অবিনশ্বরতার মতবাদেরই সমর্থক।

ইরাকের জনৈক য়াহূদী পণ্ডিত স্যামুয়েল ইব্ন 'এলি মায়মুনীগণের সঙ্গে বিতর্ক কালে আবুল-বারাকাতের মত প্রমাণ হিসাবে উত্থাপিত করেন এবং তাঁহার মুস্লিম স্বপক্ষীয়গণের মধ্যে ছিলেন য়ায্দ-এর শাহ্যাদা 'আলাউ'দ-দাওলা ফারামুর্য্ ইব্ন 'আলী। উক্ত শাহযাদা তাঁহার 'মুহ্জাতু'ত্-তাওহীদ' গ্রন্থে ও 'উমার খ্যায়াম (দ্র. আল্-বায়হাকীর 'তাতিম্মা' ১১০-১)-এর সঙ্গে বিতর্ক কালে আবুল-বারাকাত ও তাঁহার মতবাদকে সমর্থন করেন। ফাখরুদ্দীন আর্-রাযীর ন্যায় প্রথম সারির ব্যক্তিত্বের উপরেও যে আবু'ল্-বারাকাতের প্রভাব ছিল তাহা প্রায় সন্দেহাতীত। ফাখ্রু'দ্-দীন-এর মুখ্য রচনা ও ঐতিহাসিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আল্-মাবাহিছু'ল-মাশ্রিকি য়্যা'-তে বিশেষভাবে ইহা লক্ষণীয়। বাস্তবিক ১৯ শতকের ইরানী শী'আ গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান, আত্-তানাকাবুনী-র পর্যালোচনার সারমর্ম এই যে, ইব্ন সীনার ঐতিহ্য আবুল্-বারাকাত ও ফাখ্রুদ্দীন-এর আক্রমণের মুখে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, পরে নাস'ীরুদ্দীন আত্-তূ'সী তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ("কা'সাসু'ল-'উলামা" লিথোগ্রাফ, ১৩০৪ হি, ২৭৮)। এই পরিস্থিতি বস্তুত মুস্লিম দার্শনিক চিন্তাধারার একটি সঙ্কটের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এই সঙ্কট সৃষ্টি করেন আবুল-বারাকাত এবং ইহার প্রভাব ইব্ন সীনার ইরানী শিষ্যগণের মধ্যে বহুকাল যাবত বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল্-কি'ফ্তী (Lippert), ৩৪৩-৬; (২) ইব্ন আবী উসায়বি'আ (Muller) ১খ., ২৭৮-৮০; (৩) বায়হাকী, "তাতিম্মা সিওয়ানি'ল-হি'কমা (শাফী'), ১৫০-৩, (৪) S.Poznanski, in Zeitschrift fur hebraische Bibliogrphie, 1913, 33-6 (edition of some pages of the Commentary on Ecclesiastes); (৫) Serefettin, in-complete Turkish translation of the llahiyyat of al-Mu'tabar, with introduction, Istanbul 1932; (৬) সুলায়মান আন্-নাদবী কর্তৃক 'আল-মু'তাবার" সংস্করণের ৩য় খণ্ডের শেষাংশে, পৃ. ২৩০-৫২, আবুল-বারাকাত বিষয়ে আলোচনা; (৭) S. Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehre, Berlin 1936, 82-3; (৮) ঐ লেখক, "Etudes sur Awhad al-Zaman Abu'l-Barakat al-Baghdadi", in REJ, ciii, 1938, 4-64; civ, 1938, 1-33, (৯) ঐ লেখক, Nouvilles Etudes sur Abu'1-Barakat al-Baghdadi, in REJ, 1953; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ২খ., ১৯৩; (১১) আস্-সাফদী, নুকাতু'ল-হিময়ান, ৩০৪; (১২) হাদিয়্যাতু'ল-'আরিফীন, ২খ., ৫০৫; (১৩) তা'রীখ হু'কামা' ফি'ল্-ইসলাম, ১৫২; (১৪) মাত'আলি'উ'ল্-বুদূর, ২খ., ১০৫; (১৫) কাশ্ফু'জ-জু'নূন, উমুদ ১৭৩১; (১৬) খাযাইনু'ল-কুতুবি'ল্-কাদীমা

ফি'ল-ইরাক, পৃ. ১৩৪; (১৭) ইব্নু'ল-'আরাবী, মুখ্তাস'ারু'দ্-দুওয়াল, পৃ. ৩৪৬।

S Pines (E.I.2)/হুমায়ুন খান

আবুল মনসুর আহমদ (ابو المنصور احمد): ১৮৯৮-১৯৭৯, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, ১৩১৬/১৮৯৮ সনের ৩ সেপ্টেম্বর (বাং. ১৩০৫ সনের ১৯ ভাদ্র) তারিখে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানাধীন ধানীখোলা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুর রহীম ফারাযী, মাতার নাম জাহান খাতুন। পারিবারিক মকতবে তাঁহার চাচা মুনশী ছমিরুদ্দীন ফারাযীর হাতেই তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার হাতেখড়ি। তৎপর গ্রাম্য পাঠশালা ও দরিরামপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিয়া ১৯১৩ সনে ময়মনসিংহ শহরের মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে ভর্তি হইয়া সেখান হইতে ১৯১৭ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯১৯ সনে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ হইতে আই.এ. এবং দুই বৎসর পর ঢাকা কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করেন। অতঃপর পাঁচ বৎসর কাল খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া কলিকাতার রিপন ল' কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৯২৯ সনে তথা হইতে প্রথম শ্রেণীতে বি.এল. ডিগ্রী লাভ করেন।

আবুল মনসুর আহমদের পূর্বপুরুষগণ সায়্যিদ আহ'মাদ শহীদের 'ত'ারীক'া-ই মুহ'াম্মাদীয়া'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ধর্মজীবনে তাঁহারা পীরপূজা, পীরমুরিদী, মুহ'াররামে তাযিয়া নির্মাণ ও বিবাহ মজলিসে গানবাদ্য অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ধর্মীয় আচরণে তাঁহার পরিবারে বেশ কড়াকড়ি ছিল। এরূপ পরিবেশেই তিনি লালিত-পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সেই তিনি কুরআন খতম (সমাপ্তি) এবং সাত বৎসর বয়স হইতেই রমযানের পুরা রোযা রাখিতে থাকেন। বাল্যকাল হইতে তিনি আগ্রহের সহিত ইসলামের বিধিবিধান পালন করিতেন।

ময়মনসিংহে পড়াশুনার সময় হইতে তাঁহার সহচর আবুল কালাম শামসুদ্দীনের (পরবর্তী কালে খ্যাতিমান সাংবাদিক) পরামর্শে ও প্রেরণায় তিনি গ্রন্থাগারে বসিয়া জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হন এবং পুরাতন পুস্তক ও সাময়িকপত্রাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন Washington Irving-এর Tales of Alhamra-এর অংশবিশেষ অনুবাদ করেন এবং ইহা ১৩১৩ সনে আল-ইসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে আল-ইসলাম, সওগাত, বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁহার গল্প, নিবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি ১৯২০ সন হইতে একটানা প্রায় আট বৎসরকাল কলিকাতার ছোলতান, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, The Musalman, খাদেম প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আবুল মনসুর আহমদ ১৯২৬ সনে জামালপুরের মাওলানা খোন্দকার আহমদ আলী আকালুবীর কন্যা আকিকুননেসার পাণি গ্রহণ করেন।

আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া আবুল মনসুর আহমদ ১৯২৯ সনের ডিসেম্বরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ শাখা গঠন করেন। সেই সময়ে তিনি একসঙ্গে আঞ্জুমান-এ ইসলামিয়ার সহ-সভাপতি, জেলা প্রজা-সমিতির সম্পাদক, জেলা কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট-এর পদ অলংকৃত করেন। তবে প্রধানত জেলা প্রজা সমিতির সম্পাদকরূপেই তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন।

কলিকাতা হইতে কৃষক প্রজা পার্টির (নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির পরিবর্তিত নাম) মুখপত্ররূপে দৈনিক কৃষক পত্রিকা প্রকাশ করা সাব্যস্ত হইলে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ শহরের ওকালতি ত্যাগ করিয়া ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বরে উহার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৪০ সনে হক মন্ত্রী সভা আইন পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পেশ করিলে উহার বিধান অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতছাড়া হইয়া সরকার গঠিত একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হইবে এই আশংকায় হিন্দু সমাজ মন্ত্রী সভার এই বিলের প্রতিবাদ করে। আবুল মনসুর আহমদ এই বিলের সমর্থনে "কৃষক" পত্রিকায় কয়েকটি সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। ইহাতে "কৃষক" পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁহার নীতিগত বিরোধের সৃষ্টি হইলে তিনি "কৃষক" পত্রিকার সম্পাদকের পদে ইসতিফা দিতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৯৪১ সনের অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকা প্রকাশ করিলে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে উহার সম্পাদকরূপে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু সম্পাদনার আসল দায়িত্ব অর্পিত হয় আবুল মনসুর আহমদের উপর। তবে কিছু দিনের মধ্যেই উক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের চক্রান্তে "নবযুগ" পত্রিকার দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতায় ওকালতি করিতে থাকেন। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সনের জানুয়ারীতে বাংলার তদানিন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াবযাদা হাসান আলী চৌধুরীর পরিচালনায় আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে "ইত্তেহাদ" পত্রিকা ঢাকায় আনয়ন প্রচেষ্টায় সরকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণে আবুল মনসুর আহমদকে ১৯৫০ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখিতে হয়। এই সময় তিনি কলিকাতা ও আলীপুর আদালতে ওকালতিও করিতেন। তখন হইতে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত বিভিন্ন ইংরেজী, বাংলা পত্রিকার কলামিস্ট হওয়ার মধ্যেই তাঁহার সাংবাদিকতা সীমাবদ্ধ ছিল। তৎপর তিনি ১৯৫০ খৃ. ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিয়া আবার ওকালতি শুরু করেন এবং সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী এই তিন নেতা মিলিয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৩ সনের মে মাসে ময়মনসিংহ শহরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। আবুল মনসুর আহমদ সাহেব উহার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্টের সকল শরীক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচী প্রণয়নে আবুল মনসুর আহমদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই নির্বাচনে জয়লাভ

করিয়া তিনি আইন পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫৪ সনের ১৫ মে তারিখে পূর্ব বাংলা সরকারের (১৯৫৫ সনের ১৪ অক্টোবর তারিখ হইতে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়) মন্ত্রী নিযুক্ত হন; কিন্তু আওয়ামী মন্ত্রিত্বের আয়ুষ্কাল মাসাধিক কাল অতীত না হইতেই কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার শাসনতন্ত্রের ৯২ক ধারামতে মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন। অতঃপর ৯২ক ধারা প্রত্যাহৃত হইলে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ১৯৫৬ সনের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার শিক্ষা মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। কিছুদিন পরেই তিনি হোসেন শহীদ সোহাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশে তাঁহার আমলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১। শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ছাড়া অন্য সকল শিল্পের পূর্ণ ও একক কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইল।

২। আমদানী-রফতানী ব্যাপারে করাচীস্থ চীফ কন্ট্রোলার অফিসের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য চট্টগ্রামে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য লাহোরে এবং ফেডারেল অঞ্চলের জন্য করাচীতে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আমদানী-রফতানী কন্ট্রোলার অফিস স্থাপিত হইল।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও সরবরাহের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সাপ্লাই এন্ড ডেভেলপমেন্টের চট্টগ্রামস্থ শাখা উন্নীত করিয়া একজন এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেলের পরিচালনাধীনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটাইবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল।

৪। বৈদেশিক মুদ্রার দুই প্রদেশের ও করাচীর অংশ পূর্বাহ্নে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে এবং চট্টগ্রাম-এর কন্ট্রোলার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের, লাহোর কন্ট্রোলার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এবং করাচীর কন্ট্রোলার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সহিত পরামর্শ করিয়া লাইসেন্স বিতরণ করিবেন, এমন ব্যবস্থা গৃহীত হইল।

এতদ্ব্যতীত দেশের দুই অংশের পণ্য পরিবহনের সুবিধাকল্পে আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের গঠন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী হইলে ১১ অক্টোবর দুর্নীতির অভিযোগে ও পরবর্তীতে নিরাপত্তা আইনে তাঁহাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি বেকসুর খালাস পান। অতঃপর তিনি সাহিত্য সাধনায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন।

বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় কিছুদিন ভুগিবার পর বাংলাদেশের এই কৃতী সন্তান ১৪০০/১৯৭৯ সনের ১৮ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনতিকাল করেন।

আবুল মনসুর আহমদ বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত রম্য রচনায় যে মূল্যবান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

তাঁহার রচনাবলী ঃ (১) মুসলমানী কথা (কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.); (২) নয়া পড়া ১-৪ ভাগ (কলিকাতা ১৯৩৪ খৃ.); (৩) আয়না (কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ.); (৪) ফুড কনফারেন্স (কলিকাতা ১৯৪৪ খৃ.); (৫) ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (ঢাকা ১৯৫২ খৃ.); (৬) সত্য মিথ্যা (ঢাকা ১৯৫৩ খৃ.); (৭) জীবন ক্ষুধা (ঢাকা ১৯৫৬ খৃ.); (৮) গালিভারের সফরনামা (ঢাকা ১৯৫৬ খৃ.); (৯) আসমানী পর্দা (ঢাকা ১৯৫৭ খৃ.); (১০) বাংলাদেশের কালচার (ঢাকা ১৯৬৭ খৃ.); (১১) পরিবার পরিকল্পনা (ঢাকা ১৯৬৭ খৃ.); (১২) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা ১৯৬৭ খৃ.); (১৩) শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু (ঢাকা ১৯৭২ খৃ.); (১৪) End of a Betrayal (ঢাকা ১৯৭৪ খৃ.); (১৫) কোরআনের নসিহত (ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.); (১৬) আত্মকথা (ঢাকা ১৯৭৮ খৃ.); (১৭) বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা (ঢাকা ১৯৮২ খৃ.)।

চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৪ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার এক প্রবন্ধে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁহার সুদৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন। আবুল মনসুর আহমদ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও তিনি অনাচারের নীরব দর্শক হইয়া কালক্ষেপণ করেন নাই। তিনি সঙ্কটকালে জাতীয় কর্তব্য নিরূপণের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" তাঁহার সুলিখিত পুস্তক "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। সমকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত ও তৎসঙ্গে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহ সম্পর্কে গ্রন্থখানি নির্ভরযোগ্য দলীলরূপে বিবেচিত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, ১৯৭৮ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (৩) বিচারপতি এ.কে. এম. নূরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমদ এক বিবেকবান ব্যক্তিত্ব (প্রবন্ধ), আবুল মনসুর আহমদের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা "আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে"; (৪) সানাউল্লাহ্ নূরী, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর চিন্তা এবং অবদান প্রবন্ধ, আবুল মনসুর আহমদের ৭ম মৃত্যবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা "আবুল মনসুর আহমদ স্মরণে"; (৫) পারিবারিক সূত্রে পাওয়া তথ্যাবলী।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আবুল-মা'আলী (ابو المعالى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ্, পারস্য দেশীয় লেখক। হাদীছবেত্তা ও ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন (র)-এর পুত্র হুসায়নু'ল-আসগার (র) তাঁহার ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পরিবার দীর্ঘকাল বাল্খ-এর বসবাস করেন। তিনি নাসির-ই খুসরাও-এর সমসাময়িক ছিলেন, সম্ভবত তাঁহাকে তিনি জানিতেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে আদি তথ্য তিনিই আমাদের প্রদান করেন। তাঁহার একমাত্র গ্রন্থের দুইটি উক্তি হইতে Ch.Schefer অনুমান করেন, ফারসী ভাষায় রচিত ধর্মবিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ "বায়ানুল-আদয়ান", (তারিখ ৪৮৫/১০৯২), রচনাকালে তিনি সুলতান মাস'ঊদ গাযনাবী ৩য়-এর সভাসদ ছিলেন। গ্রন্থখানির প্রথম দুই অধ্যায়ে ইসলামপূর্ব বিভিন্ন ধর্ম ও কতিপয় ধর্মবিরোধী বিশ্বাসেরও আলোচনা করা হইয়াছে; তৃতীয় ও চতুর্থ

অধ্যায়ে সুন্নী, শী'আ ও অন্যান্য ইসলামী তারীকা, (বিশেষ করিয়া ইসমা'ঈলিয়্যা)-এর বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে; পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্মীয় চরমপন্থিগণের সম্বন্ধে আলোচনা ছিল (যে কারণে অধ্যায়টি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ ছিল), কিন্তু তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপঞ্জী উল্লেখ করিয়াছেন।

আবুল মা'আলীর গ্রন্থ শারীফ মুরতাদা (১২ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)-এর রচিত "তাব্‌সি'রাতু'ল আওয়াম্ম"-এর ন্যায় বৃহৎ কলেবরের নহে। কিন্তু নির্ভুল তথ্য, সাবলীল বর্ণনা ও শক্তিশালী লিখনশৈলীর দিক হইতে অতি প্রশংসনীয়। গাযনাবী আমলে ফারসী গদ্যে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা গণ্য। তাঁহার গ্রন্থের Ch.Schefer-কৃত সংস্করণ (Chrestomathic Persane, i, 131-71) ও 'আব্বাস ইক'বাল-এর সংস্করণ, তেহরান ১৩১২/১৯৩৪, (ইহাদের ভূমিকায় আবুল-মা'আলীর বিস্তারিত বংশ তালিকা সংযোজিত রহিয়াছে); অনুবাদ H. Masse. RHR' 1926, 17-75.

H. Masse (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

আবুল-মা'আলী 'আবদু'ল-মালিক (দ্র. আল-জুওয়ায়নী)

আবুল মা'আলী হিবাতুল্লাহ (দ্র. হিবাতুল্লাহ)

আবুল-মাকারিম সলীমুল্লাহ ফাহ্‌মী (ابو المكارم سليم الله فهمى) ঃ জন্ম ১৪ অক্টোবর, ১৯০৫ খৃ. পশ্চিম বংগের ২৪ পরগণা জেলার মাটিয়া বুরুজে। তাঁহার পূর্বপুরুষ অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজিদ 'আলী শাহ-এর সঙ্গে মাটিয়া বুরুজে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃতী ছাত্র হিসাবে সলীমুল্লাহ ফাহমী তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। ১৯২১ খৃ. কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হইতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফার্‌সীতে সম্মানসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৯২৮ সালে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। সেই বৎসরই তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল দ্বিতীয়। 'ফাহ্‌মী' তাঁহার কবি নাম বা তাখাল্লুস'। এই নামে তিনি বহু উর্‌দু ও ফার্‌সী কবিতা রচনা করিয়া বিভিন্ন মুশা'আরায় পাঠ করিয়াছিলেন।

সরকারী চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে কলিকাতার সেন্ট জোসেফ কলেজে প্রভাষক হিসাবে এবং দৈনিক "আস্‌'র-ই-জাদীদ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবেও সলীমুল্লাহ্ ফাহ্‌মী কিছুদিন কাজ করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে ৯ সেপ্টেম্বর তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।

ছাত্রজীবনের মত কর্মজীবনেও তিনি অসামান্য সাফল্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৩ সালের মধ্যে লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে তিনি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন। শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের উপ-পরিচালক হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। আসানসোলে বিশ হাজার উদ্বাস্তু মানুষের জন্য নয়টি শিবির স্থাপন করিয়া ত্রাণ ও সেবার অপূর্ব নজীর স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার ত্রাণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রতিদিন ৯৮ হাজার দাংগা-পীড়িত লোকের জন্য সেবামূলক তৎপরতার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জনাব ফাহ্‌মী জেলা প্রশাসক ও কালেক্টার, সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্টার ও গণসংযোগ পরিচালক হিসাবেই কাজ করিয়াছেন। ১৯৫৫ সালে খাদ্য বিভাগের যুগ্ম সচিব পদে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সচিব এবং একই বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নিযুক্ত হন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে সিভিল সার্ভিসের সলীমুল্লাহ ফাহ্‌মীই প্রথম ব্যক্তি যিনি পাকিস্তান সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। জনাব ফাহ্‌মী তাঁহার ব্যাপক সফরকালে বিদেশে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯৫৩ সালে বৈরুতে বিশ্বখাদ্য সংস্থার আঞ্চলিক সম্মেলন ও ১৯৫৮ সালে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার বৈঠক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ মন্ত্রী সম্মেলনে তিনি মন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বেলজিয়াম, বার্মা, মিসর, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইরাক, ইতালী, ডেনমার্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড সফর করিয়াছেন।

ব্যক্তি জীবনে সলীমুল্লাহ ফাহ্‌মী ছিলেন একজন লেখক ও নিবন্ধকার। তিনি সমসাময়িক ইংরেজী, বাংলা ও উর্দূ পত্রপত্রিকায় নিরলসভাবে লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ১৯৪২ সাল হইতে বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

মাহবুবুল আলমের 'সঙ্কট কেটে যাচ্ছে', সায়িদ ইক'বাল 'আজীমের 'মাশরেকী পাকিস্তান মেঁ উর্দূ' ও ওয়াফা রাশিদীর 'বেংগল মেঁ উর্দূ' সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্য কর্মের উল্লেখ রহিয়াছে। ইতালীয় ভাষায় রচিত প্রফেসর আলাসান্দ্রে (Prof.Alassandre)-এর History of Pakistani Literature গ্রন্থেও সলীমুল্লাহ ফাহ্‌মীর সাহিত্য-কীর্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং কবি ও লেখকদের সম্পর্কে তাঁহার কিছু মূল্যবান নিবন্ধ তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

একজন অনলস সমাজকর্মী হিসাবে সলীমুল্লাহ ফাহ্‌মীর অবদান অবিস্মরণীয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বয় স্কাউট আন্দোলনের মৃতপ্রায় স্রোতধারায় তিনি নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিনি এই দেশের স্কাউট আন্দোলনকে নূতনভাবে সংগঠিত করেন। এই কাজ ছিল তাঁহার জীবনের এক মহান ব্রত। স্কাউট আন্দোলনে তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে স্কাউটের শ্রেষ্ঠতম সম্মান 'রৌপ্য উট' (Silver camel) পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তিনি বয় স্কাউটের ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার ও প্রাদেশিক কমিশনার নির্বাচিত হন। তবে

তাঁহার অবদানের তুলনায় ইহা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি স্কাউটের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রতীক Wood Badge-এর অধিকারী ছিলেন।

আজীবন সমাজকর্মী জনাব ফাহ্মী দেশ বিভাগের পূর্বে কলিকাতায় ও পরে ঢাকার আঞ্জুমান মফীদুল ইসলাম (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠাতাদের ছিলেন অন্যতম। ইহার জীবন ট্রাস্টীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অনন্য। ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও জনাব ফাহ্মী সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রেডক্রস সমিতি, এ্যাকুয়ারিয়াম সমিতি, ফ্লাইং ক্লাব ও আঞ্জুমান তারাক্কী উর্দূসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করিয়াছেন। ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯৬১ সালে তিনি সিতারা-ই খিদমাত খিতাবে ভূষিত হন। ১৯৭৫ সালের ২২ শে ডিসেম্বর জনাব সলীমুল্লাহ ফাহ্মীর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। ঢাকার বনানী কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

বাংলা, ইংরেজী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষার পুস্তকাদিসম্বলিত তিনি একটি বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রহে বহু মূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি স্থান পাইয়াছিল। এই অমূল্য সম্পদ তিনি National Institute of Public Administration-কে দান করিয়া গিয়াছেন। তবে পঁচিশখানা পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি, একটি তিব্বতী, একটি নেপালী এবং ২৩খানা 'আরবী, ফার্সী ও উর্দূ পাণ্ডুলিপি গবেষকদের সুবিধার জন্য জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

খালেদা ফাহ্মী

আবুল মাহমুদ (ابو المحمود) ঃ বি.এ., আবি ১৯ শতক ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বিখ্যাত এলাচিপুর পরিবারের অন্যতম কৃতী সন্তান। ১৮৯২ খৃ. তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি 'বেংগল সার্ভিস'-এর প্রভাবশালী সদস্যরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার পুত্র খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল-মাহাসিন (ابو المحاسن) ঃ জামালুদ্-দীন য়ূসুফ ইবন তাগ্‌রীবির্‌দী, আরব ঐতিহাসিক, কায়রোতে সম্ভবত ৮১২/১৪০৯-১০ (সঠিক তারিখ জানা যায় না) সালে জন্ম। তাঁহার পিতা এশিয়া মাইনর (রূম)-এর জনৈক মামলুক ছিলেন, সুলতান আজ্-জাহির বারকূক তাঁহাকে ক্রয় করিয়া পদোন্নতি প্রদান করেন, সুলতান আন-নাসি'র ফারাজ-এর অধীনে ৮১০/১৪০৭ সালে তিনি মিসরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি (আমীর কাবীর, আতাবাক) নিযুক্ত হন এবং ৮১৩ হি. সালে দামিশ্ক-এর রাজপ্রতিনিধি (নাইবু'স-সাল্‌তানা) হন, সেইখানেই তিনি ৮১৫/১৪১২ সালের গোড়ার দিকে ইন্তিকাল করেন। বালক য়ূসুফকে তাঁহার ভগ্নী, প্রধান কাযী মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-'আদীম আল-হানাফীর স্ত্রী এবং পরে প্রধান কাযী 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-বুলকীনী আশ্-শাফি'ঈ (মৃ. ৮২৪ হি.)-এর স্ত্রী প্রতিপালন করেন। তিনি খ্যাতনামা 'আলিমগণের নিকটে প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়টি অধ্যয়ন এবং সঙ্গীত, তুর্কী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। একই সময়ে মামলুক দরবারেও তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করেন। সামরিক শিক্ষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন এবং সুলতানের নিকট হইতে জায়গীর (ইক'তা') লাভ করেন। তিনি সর্বমোট তিনবার হাজ্জ পালন করেন। ৮২৬/১৪২৩ সালে, ৮৪৯/১৪৪৫ সালে (হাজ্জীদের রক্ষক দলের "বাশা"-রূপে) এবং শেষবার ৮৬৩/১৪৫৯ সালে। ৮৩৬/১৪৩২ সালে তিনি সুলতান বারসবায় (Barsbay)-এর সিরিয়া অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, সুলতানের সঙ্গে (পরবর্তী সুলতানগণের সঙ্গেও) তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সুলতানকে যখন আল-'আয়নী-এর গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনানো হইত তখন তাহা শুনিয়া তিনি ইতিহাস রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "আল-মানহালু'স্-সাফী ওয়া'ল-'মুসতাওফী বা'দা'ল-ওয়াফী", ইহা ৬৫০/১২৪৮ হইতে ৮৫৫/১৪৫১ সাল পর্যন্ত কালের সুলতান, খ্যাতনামা আমীর ও পণ্ডিতগণের জীবনী, উহার সঙ্গে ৮৬২/১৪৫৮ সাল সময় পর্যন্ত কিছু সংযোজন রহিয়াছে; ইহার একখানি সঠিক সংক্ষিপ্তসার G. Weit কর্তৃক প্রকাশিত হয় (in MIE, 1932,-1-480)।

ইহার পরে রচিত হয় "আন্-নুজূমু'য-যাহিরা ফী মুলূকি মিস'র ওয়া'ল-কা'হিরা", ইহা ২০/৬৪১ সাল হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত মিসরের ইতিহাস। তাহা ছাড়া তিনি "মান্‌হাল" (পরবর্তী কালের বিখ্যাত লোকদের জীবনী) রচনার কাজও জারী রাখেন। তিনি বলেন, উক্ত গ্রন্থখানি তিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহার নিজের বন্ধুগণের, বিশেষ করিয়া সুলতান জাক্‌মাক ইব্‌ন মুহাম্মাদের জন্য এবং প্রথমে তিনি জাকমাক-এর শাসনের শেষভাগ (মুহাররাম ৮৫৭/জানুয়ারী ১৪৫৩) পর্যন্ত মাত্র সময়ের ইতিহাস রচনা করেন। পরে তিনি ৮২৭/১৪৬৭ সময়কাল পর্যন্ত (নিম্নে দ্র.) ইতিহাস সংযোজন করেন। সংস্করণসমূহ ঃ Abu'l-Mahasin ibn Tagri Birdi, Annales", from 20/641 to 365/976, ed. Juynboll and Matthes, 2 vols, Leiden 1855-61; "Abul Mahasin ibn Tagri Birdi's Annals", from 366/977 to 566/1171 and from 746/1345 to 872/1467, ed. W. Popper (Univ. of California, publ. in Semitic Philology, ii, iii, past 1, v, vi, xii) Berkeley 1909-29; "আন-নুজূমু'য- যাহিরা", ২০/৬১-হইতে ৭৯৯/১৩৯৭, কায়রো ১৩৪৮/১৯২৯ প. (দারু'ল- কুতুবিল-মিস্‌রিয়্যা, আল কি'স্‌মু'ল-আদাবী)।

৮৪৫ হি. সালে আল-মাক'রীযীর ও ৮৫৫ হি. সালে আল-'আয়নীর মৃত্যুর পরে আবুল-মাহাসিনই মিসরের প্রধান ঐতিহাসিক হিসাবে গণ্য হন। তিনি হাওয়াদীছু'দ-দুহুর ফী মাদা'ল-আয়্যাম ওয়া'শ-শুহুর' রচনা করেন। উহা ৮৪৫/১৪৪১ হইতে ১২ মুহাররাম, ৮৭৪/ ১৬ জুলাই, ১৪৬৯ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাপঞ্জী ও আল-মাক্‌রীযীর "আস-সুলূক লি-মা'রিফাতি'দ-দুওয়ালি'ল-মুলূক"-এর পরবর্তী অংশ। একই সঙ্গে তিনি তাঁহার নিজের "নুজূম" রচনার কাজও জারী রাখেন, কিন্তু তাহা হইতে "হাওয়াদীছ"-এর ব্যক্তি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যাদির অনেক কিছু বাদ দেন। সংস্করণ ঃ "Extracts from Abul Mahasin

ibn Tagri Birdi's Chronicle Hawadith u'd-Duhur, ed. Popper (Univ. Calif. Pub. in Semitic phil.", viii), 1930-42 (contains all passges not represented in "Nudjum", vol. vii)।

তিনি নিজে বা তাঁহার জীবনীকারগণ কেহ উল্লেখ করেন নাই এমন আরও দুইখানি বিরাট ইতিহাস গ্রন্থও তাঁহারই রচিত বলিয়া গণ করা হয়, "নুযহাতু'র-রা'য়", ৬৭৮-৭০৪/১২৭৯-'৩৪৬ মেয়াদের ও "আল-বাহ্রু'য- যাখির ফী 'ইলমি'ল -আওওয়ালি ওয়া'ল-আখির", ৩২-৭১/৬৫২-৯০ মেয়াদের।

স্বরচিত গ্রন্থ হইতে তিনি কয়েকখানি সংক্ষিপ্তসার বা উদ্ধৃতি গ্রন্থও সংকলন করেন ঃ (১) "আদ-দালীলু'শ-শাফী 'আলা'ল-মানহাসি'স-সাফী"; (২) কিতাবু'ল-উযারা'; (৩) আল -বিশারা ফী তাকমিলাতি'ল-ইশারা (আয-যাহাবী-এর "ইশারা"-এর পরিপূরক); (৪) "আল-কাওয়াকিবু'ল-বাহিরা". (৫) মানশা'উল-নাত'াফা ফী যি'ক্‌র মান ওয়ালিয়া'ল-খিলাফা"; এবং (৬) "মাওরিদু'ল-লাত'াফা ফী মান ওয়ালিয়া'স্-সুলতানা ওয়া'ল-খিলাফা"; ইহার ল্যাটিন অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন J.E. Carlyle, Cambridge 1798.

ইতিহাস ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ (১) "তাহ'ারীফু আওলাদি'ল-'আরব ফি'ল আস্মা'ই'ত-তুর্কিয়্যা"; (২) "আল-আমছালু'স- সা'ইরা"; (৩) 'হিলয়াতুস-সিফাত ফিল-আসমা ওয়াস-সি'না'আত' (কবিতা, ইতিহাস ও সাহিত্য সঙ্কলন); (৪) "আস-সুক্ফারু'ল- কাহিদ' ওয়া'ল-'ইতরু'ল-ফা'ইহ" (একটি মরমী কবিতা) ও (৫) কণ্ঠসঙ্গীত বিষয়ক একটি ছোট প্রবন্ধ।

স্বরচিত গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপিসমূহ তিনি স্বনির্মিত মাযার -মসজিদ-এ রাখিয়া যান। তিনি ৫ যু'ল-হি'জ্জা, ৮৭৪/৫ জুন, ১৪৭০ তারিখে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ আল-মারূজী (গ্রন্থকারের "মানহাল"-এর অনুলিপিকার), "নুজূম"-এর অন্তর্ভুক্ত, কায়রো, ১খ., ভূমিকা, ৯; (২) সাখাবী', "আদ্-দাওউ'ল-লামিব", ১০ খ., ৩০৫-৮; (৩) ইবনু'ল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৯খ., ৩১৭; (৪) ইব্‌ন ইয়াস 'বাদা'ই' (Kahle and Mustafa), iii, (5c), 43; (৫) Weil, Chalifen, IV, pp xvii-xxi; V. pp. vii-xiv; (৬) E. Amar, in Melanges H. Derenbourg, 1909, 245-54; (৭) G. Wiet, in BIE, 1930, 89-105; (৮) Brockelmann, II, 41, S II, 39, (৯) F. Wustenfeld, "Die Geschichtsschreiber der Araber, no. 490; (১০) Hadjdji Khalifa (Flugel), index, no. 4301.; (১১) Babinger, 61; (১২) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত-তালি', ২খ., ৩৫১।

W. Popper (E.I.²)/হুমায়ুন খান

আবুল্-মাহ'াসিন (ابو المحاسن) ঃ ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আল্-ফাসী, মরক্কোর 'আলিম এবং খ্যাতনামা সূফী শায়খ, ৯৩৮/১৫৩০-৩১ সালে জন্ম। ফাসিয়্যুন (স্থানীয় কথায় ফাসিয়্যীন) পরিবারের পূর্বপুরুষগণ খৃ. ১৬শ শতক হইতে শুরু করিয়া দীর্ঘকাল যাবত ফাস শহরকে অনেক 'আলিম ও ফাকীহ উপহার দিয়াছেন।

আবুল্-মাহ'াসিন-এর জন্ম বানু'ল-জাদ্দ গোত্রের ফিহ্‌রী শাখায়। এই শাখা ৮৮০/১৪৭৫ সালে স্পেনের মালাগা হইতে আসিয়া মরক্কোতে বসবাস করিতে থাকে। তিনি আল্-কাস্‌রু'ল্-কাবীর (স্পেনীয় রূপ Alcazarquivir)-এ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার দাদা ইউসুফ সাত বৎসর ফাস-এ অতিবাহিত করার পরে সেইখানে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন (ফলে তাঁহার নামের শেষে "আল্-ফাসী" এই পরিচিতি যুক্ত হয় এবং তাঁহার সকল বংশধরই সেই নাম দ্বারা পরিচিত হয়)। কিন্তু আবু'ল্-মাহ'াসিন আল্-ফাসী বিদ্যা শিক্ষার জন্য উত্তর মরক্কোর রাজধানীতে গমন করেন এবং শেষ পর্যন্ত ৯৮৮/১৫৮০ সাল হইতে সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেইখানে তিনি বিদ্যাবত্তা ও দান-ধ্যানের জন্য অশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং একটি যাবি'য়া (দ্র.) স্থাপন করেন। সেইখানে অদ্যাবধি বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ৯৮৬/১৫৭৮ সালে তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ওয়াদি'ল-মাখাযিন (সা'দীদগণ দ্র.)-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৮ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১০১৩/১৪ আগস্ট, ১৬০৪ তারিখে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার সুবিখ্যাত বংশধরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আল্-আরাবী আল্-ফাসী। তিনি আবুল্-মাহাসিন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ "মির'আতু'ল-মাহ'াসিন" (ফেয হইতে ১৩২৪ হি. সালে লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রিত) রচনা করেন। তাঁহার প্রপৌত্র আবদু'ল-কাদির ইব্‌ন আলী (দ্র.) ও তৎপুত্র আবদু'র-রাহ্‌মান (দ্র.)। ফাসিয়্যুনদের একটা বংশতালিকা Hist. chorfa, 242-তে পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Chorfa, 240-41 এবং তাহাতে উল্লিখিত অসংখ্য বরাত, 240, n. 4. সেইগুলির মধ্যে এইখানে কেবল ইফরানী, সাফওয়াত মান ইন্‌তাশার, ফেয, তা.বি., পৃ. ২৭-এর উল্লেখ করা যায়; (২) কা'াদিরী, নাশ্‌রু'ল-মাছানী, ফেয ১৩১০ হি., ১খ., ৮৯; (৩) মুহি'ব্বী, খুলাসা'তু'ল-আছার, কায়রো ১৮৮৪, ৪খ., ৫০৭; (৪) কাত্তানী, সাল্‌ওয়াতু'ল-আনফাস, ফেয ১৩১৬, হি., ২খ, ৩০৬ প.; (৫) M. Bencheneb, Etude sur les Personnags mentionne's dans l'idjaza du cheikhAbd al-Qadir al-Fasy, Actes xvie Cong. Int. Or., iv, Paris 1908, 19 bis.

E. Levi-Provencal (E.I.²) হুমায়ুন খান

আবুল-মু'ছির আস-সা'লত (ابو المؤثر الصلت) ঃ ইব্‌ন খামীস আল্-বাহলাবী আল্-'উমানী ইবাদী ঐতিহাসিক ও আইনবিদ, উমান দেশের বাহ্‌লা-র অধিবাসী। তাঁহার জীবনকালের সঠিক তারিখসমূহ অজ্ঞাত; তবে তিনি ৩য়/৯ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইবাদী আলিমদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি মূল্যবান সাহিত্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ২৭৩/৮৮৬-৭ সালে

ক্ষমতাচ্যুত ইমাম আস্-স'লত ইব্‌ন মালিক-এর তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যকর্মের মধ্যে নিম্নের গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য; (১) আল্-আহ্দাছ ওয়া'স্-সি'ফাত' আস্-সাল্ত ইব্‌ন মালিকের সময়কার উমানের অবস্থা ও তাঁহার পদচ্যুতির ঘটনাপঞ্জী সম্বন্ধে; (২) আল্-বায়ান ওয়া'ল্-বুরহান, আস-স'লতের ব্যাপারে ইমামাতের নীতি সম্পর্কে; (৩) আস্-সারীরা, ইবাদী মতবাদের প্রাথমিক যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যবহুল গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থেরই পাণ্ডুলিপি S. Smogorzewski-র নিকট রক্ষিত ছিল; (৪) তাফ্সীরুল-খাম্সি মি'আতি আয়াত; হারাম-হালাল সম্পর্কিত পবিত্র কু'রআনের পাঁচ শত আয়াতের ব্যাখ্যা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সালিমী, তুহ্'ফাতুল-আ'য়ান ফী সীরাতি আহ্ল উ'মান, ১৩৩২ হি., ১খ., ৬৫-৬, ১৫৩; (২) ঐ লেখক, আল্ লাম্'আ (ছয়টি ইবাদী গ্রন্থ সঙ্কলনের মধ্যে, আল্‌জিরিয়ায় প্রকাশিত, ১৩২৬ হি.), ২১৯; (৩) E. Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, আলজিয়ার্স ১৮৭৮, ১৩৯ টীকা; (৪) আস্-সিয়ারুল-'উমানিয়্যা, পাণ্ডুলিপি Lwow University, fol. 3r-16v, 17r-25r, 37r-47v, 115v-120r, 268r,270v; (৫) A. de Motylinskis, Bibliographie du Mzab, Bull, de Corr. Afr., ১৮৮৫, ২০, নং ২৭; (৬) S. Smogorzewski Materiauz pour servir a la bio-bibliographie ibadite (অপ্রকাশিত)।

T. Lewicki (E.I.²)/ আবদুল মান্নান

আবুল মুজাফ্ফর (ابو المظفر) ঃ মাওলানা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথিতযশা ও খ্যাতনামা হাদীছ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আবুল মুজাফ্ফার (র) অন্যতম। এই মনীষী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার পদুয়া গ্রামের এক দীনদার ও ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুঈন উদ্দীন ছিলেন চট্টগ্রামের দারুল উলূম মাদ্রাসার উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষক। পিতার কাছেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। তিনি ১৯১৭ খৃ. চট্টগ্রাম দারুল 'উলূমে ভর্তি হন এবং আট বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি ভারত গমন করিয়া দুই বৎসর দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্'হ ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৩৪৮ হিজরী সালে বোম্বাই-এর সুরাট জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত মাদ্রাসা ডাবিল জামেয়া ইসলামিয়াতে ভর্তি হইয়া দাওরায়ে হ'াদীছ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর অন্যতম প্রিয় শিষ্য।

আবুল মুজাফ্ফার-এর বিশিষ্ট উস্তাদগণের মধ্যে রহিয়াছেন ইদ্রিস কান্দলবী (র) ও শিব্বীর আহ'মাদ 'উছমানী (র)। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করিয়া তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পাঠাগারে অবস্থান করেন এবং হাদীছ বিষয়ক অনেক দুর্লভ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন। ভারতের আশরাফিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁহার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা। ইহার পর পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রামের বারৈয়ারঢালা মাদ্রাসা, সীতাকুন্ড আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রামের দারুল 'উলূম আলিয়া মাদ্রাসা ও সাতকানিয়া মাহ্‌মূদুল উলূম আলিয়া মাদ্রাসায় হাদীছের উস্তাদ হিসাবে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন।

শিরক ও বিদ'আত উচ্ছেদকল্পে এবং দীনি শিক্ষার বিকাশধারাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে তিনি ১৯৩৮ সালে আল-জামিউল আনওয়ার হেমায়তুল ইসলাম নামে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার খোন্দকার পাড়ায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন যাহা পরবর্তীতে ১৯৪৩ খৃ. পদুয়া ঠাকুরদীঘির পাড়ে নিজস্ব ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়। তিনি আমৃত্যু এই মাদ্রাসার সদর মুহ্তামিম ছিলেন। তাঁহার প্রিয় ছাত্র মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজীর পরিচালনায় বর্তমানে এই মাদ্রাসা সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

মাওলানা আবুল মুজাফ্ফার পবিত্র কুরআন ও হ'াদীছের শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মানস পরিবর্তনের লক্ষ্যে লোহাগাড়া থানার পদুয়া রেজিষ্ট্রি মাদ্রাসায় সপ্তাহে পাঁচদিন ক্লাশ শুরু করিবার আগে সকাল ৯টায় হ'াদীছের দরস দিতেন। মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ছাড়াও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ইহাতে শরীক হইতেন। শনিবার বুখারী শরীফ, রবিবার মুসলিম শরীফ, সোমবার তিরমিযী শরীফ, মঙ্গলবার আবূ দাঊদ শরীফ, বুধবার ইব্‌ন মাজা ও নাসাঈ শরীফ এবং বৃহস্পতিবার পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও অনুবাদের দরস দিতেন।

সক্রিয় রাজনীতির সহিত তিনি জড়িত না থাকিলেও, খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (র)-এর নেতৃত্বাধীন নেজামে ইসলাম পার্টিকে তিনি সমর্থন করিতেন। উস্তাদ, মুহাদ্দিছ ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসাবে তিনি জীবন নির্বাহ করিলেও সমাজের মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা হইতে তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন না। সমাজসেবাকে তিনি ইবাদত মনে করিতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আদালতে আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে আবুল মুজাফ্ফর (র) ছিলেন সদালাপী, সরল, মুত্তাকী ও কর্মতৎপর। সমাজের মানুষকে নামাযমুখী করিবার জন্য তিনি প্রায় প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাঁচটি নির্বাচিত মসজিদে আদায় করিতেন। ইহার ফলে আশেপাশের সাধারণ মানুষ নামাযে আগ্রহী হইয়া উঠে। ফজরের নামায পদুয়া মাদ্রাসা মসজিদে, যুহরের নামায বার আওলিয়া মসজিদে, আসরের নামায সিকদার দীঘির পাড় মসজিদে, মাগরিবের নামায নয়া পাড়া বায়তুর রহমান জামে মসজিদে এবং ইশার নামায পদুয়া মাদ্রাসা মসজিদে আদায় করিতেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত ওমর গণি এম.ই.এস. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আলহাজ মোহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের বাসভবনে খ্যাতনামা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়। ৭২ বৎসর বয়সে ১৯৭৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কবরকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে কোন ধরনের শির্‌ক-বিদ'আতের উদ্ভব না হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকিবার জন্য তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে ওসিয়াত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধকারের নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আবুল-মুন্‌তাফিক (ابو المنتفق) ঃ (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁহার উপনামেই সমধিক পরিচিত, তাঁহাকে ইব্‌নুল-মুনতাফিক নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। তিনি বানূ কায়স গোত্রীয় লোক ছিলেন। একদা তিনি মক্কায় আগমন করত রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং জানিতে পারেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু বলিয়া দিন যাহা আমাকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হইতে মুক্তি দিবে এবং জান্নাতে প্রবেশে সহায়ক হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৮৫, সংখ্যা ১০৯২।

এ. কে. এম. নূরুল আলম

আবুল-মুন্‌যির (ابو المنذر) ঃ (রা) তিনি তাঁহার উপনামেই পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন সাহাবী, না তাবি'ঈ- ইহা লইয়া কিছুটা মতদ্বৈততা রহিয়াছে; তবে তিনি একজন সাহাবী ছিলেন বলিয়া মুতায়্যিন (مطين) উল্লেখ করিয়াছেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। 'রাসূলুল্লাহ (স) একদা কোন এক মৃতের কবরের নিকট বসিয়া উহাতে তিন মুষ্টি মাটি প্রদান করিলেন' (حثى فى قبره ثلاث حثيات), এই হাদীছটি অথবা অনুরূপ ঘটনা সম্বলিত অন্য একটি হাদীছ আবুল মুনযির কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইবনুল-হাজার-এর মতে আবুল মুনযির-এর হাদীছটি আবূ দাউদ কর্তৃক কিতাবুল -মারাসিলে উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ হাদীছটি মুরসাল, মারফূ' নহে, অতএব বর্ণনাকারী সাহাবী নহেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩৮২ হি., ৪খ., ১৮৫, সংখ্যা ১০৯২।

আবুল-মুন্‌যির আল-জুহানী (ابو المنذر الجهنى) ঃ (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট বাক্য শিক্ষা দান করুন। তিনি জবাবে বলিলেন, 'তুমি এই বাক্যটি প্রতিদিন এক শতবার পাঠ করিবে–

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير واليه المصير وهو على كل شيء قدير.

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইনাহ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই; সাম্রাজ্য ও প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সমস্ত মঙ্গল তাঁহারই হস্তে এবং প্রত্যাগমন তাঁহারই নিকটে। তিনি সমগ্র বস্তুর উপর শক্তিমান"। তবে তুমি হইবে আমলের দিক দিয়া সর্বোত্তম ব্যক্তি। ইব্‌ন মানদাহ উক্ত হাদীছ 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-'আরযামী-র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি, ৪খ., ১৮৫, সংখ্যা ১০৯১।

এ.কে.এম. নূরুল আলম

আবুল-য়াসার আল-আনসারী (ابو اليسر الانصارى) ঃ (রা), একজন আনসার সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম কা'ব ইব্‌ন 'আমর, আবুল-য়াসার তাঁহার উপনাম। প্রকৃত নামে ও উপনামে উভয়টিতেই তিনি সমভাবে পরিচিত ছিলেন। মদীনার ঐতিহ্যবাহী খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ সাওয়াদ-এ আনু. ৬০৬ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবুল-য়াসার কা'ব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আব্বাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌ন জুশম ইব্‌ন খাযরাজ। তাঁহার মাতার নাম ছিল নুসায়বা বিন্‌ত কায়স ইবনুল-আসওয়াদ ইব্‌ন মুররা। তিনি ছিলেন বানূ সালামা গোত্রের।

নবূওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে হজ্জের মৌসুমে আনসারদের ১২ জনের একটি দল মক্কায় আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করত মদীনায় ফিরিয়া গিয়া যখন জোরেশোরে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন তখন তাঁহাদের দাওয়াতে আবুল-য়াসার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৭০ জন আনসার-এর সহিত তিনিও মক্কায় আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করত 'আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আবুল-য়াসার (রা) ছিলেন উদ্যমশীল শক্ত সমর্থ এক বীর পুরুষ। তাই অত্যন্ত আবেগভরে বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২০ (বিশ) বৎসর। এই যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। মুশরিকদের পতাকা ছিল আবূ 'আযীয ইব্‌ন 'উমায়র-এর হাতে। আবুল-য়াসার (রা) বিদ্যুৎবেগে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহা ছিনাইয়া লন। মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ আস-সাহমী নামক এক মুশরিককে তিনি হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা 'আব্বাস (তিনি তখনও মুসলমান হন নাই)-কে বন্দী করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির করেন। তাঁহার দৈহিক অবয়ব ছিল নিতান্তই ছোটখাটো এবং 'আব্বাস (রা)-এর দেহ ছিল বিশাল আকৃতির। এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'আব্বাসকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে জনৈক ফেরেশতা তাহাকে সাহায্য করিয়াছে'। খায়বার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ কাফিরদের কেল্লা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। এক রাত্রে কোনও এক য়াহূদীর বকরীর পাল কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কে আমাকে এই বকরীর গোশত খাওয়াইতে পারিবে? সঙ্গে সঙ্গে য়াসার (রা) বলিয়া উঠিলেন, আমি। ইহা বলিয়াই তিনি দ্রুত বেগে ছুটিয়া গেলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া দুইটি বকরী ধরিয়া আনিলেন। লোকজন তাহা যবেহ করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিল। জামাল (দ্র.) ও সিফফীন (দ্র.)-এর যুদ্ধে তিনি 'আলী (রা)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন।

আবুল-য়াসার (রা) মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ান (রা)-এর খিলাফত আমলে ৫৫ হি. মদীনায় ইনতিকাল করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ যাঁহারা ইনতিকাল করেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের একজন। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭৩ বৎসর। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১২০ বৎসর, কিন্তু ইহা আদৌ সত্য নয়। 'উমায়র নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, যাহার মাতা ছিলেন উম্মু 'আমর বিন্ত 'আমর ইবন হারাম ইব্ন ছা'লাবা যিনি ছিলেন সালাম গোত্রভুক্ত। ইনি ছিলেন জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা)-এর ফুফু। য়াযীদ নামে তাঁহার অপর এক পুত্র ছিল, যাহার মাতার নাম ছিল লুবাবা বিনতুল-হারিছ ইব্ন সা'ঈদ। তিনি ছিলেন মুযায়না গোত্রোদ্ভূত। দাসীর গর্ভজাত হাবীব নামে তাঁহার আরও এক পুত্র ছিল। 'আইশা নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল, যাহার মাতা ছিলেন উম্মুর-রিয়াক বিন্ত 'আবদ 'আমর ইব্ন মাস'উদ ইব্ন 'আবদিল-আশহাল। মদীনায় তাঁহার বংশধর ছিল।

আবুল-য়াসার (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা তাঁহার দীর্ঘ সাহচর্যের তুলনায় খুবই কম। কারণ হাদীছ বর্ণনায় তিনি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। একবার তিনি 'উবাদা ইব্ন ওয়ালীদের নিকট হইতে দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিলেন এবং স্বীয় চোখ ও কানের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এই চোখ উক্ত ঘটনা দেখিয়াছে আর এই কান রাসূলুল্লাহ (স)-কে উক্ত কথা বলিতে শুনিয়াছে। সাহীহ আল-বুখারীর "আল-আদব" অধ্যায়ে ও সাহীহ মুসলিম-এ তাঁহার বর্ণিত হাদীছ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তৎপুত্র 'আম্মার ইব্ন আবিল-য়াসার, 'উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ আস-সামিতী, মূসা ইব্ন তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ, 'উমার ইব্ন হাকাম ইব্ন রাফি', হানজালা ইব্ন কায়স আয-যুরাকী, সায়ফী মাওলা আবী আয়্যুব আনসারী, রিব'ঈ ইব্ন হিরাশ প্রমুখ তাবিঈ।

আবুল-য়াসার (রা) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। বানূ হারাম গোত্রের এক লোকের কাছে তিনি কিছু অর্থ পাওনা ছিলেন। তাহার বাড়ীতে গিয়া তিনি তাহাকে ডাক দিলেন। ভিতর হইতে কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় তিনি মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় বাড়ীতে নাই। ইতোমধ্যে তাঁহার ছোট্ট একটি ছেলে বাড়ীর বাহিরে আসিল। তাহার নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা কোথায়? ছেলেটি বলিল, মায়ের খাটের নীচে লুকাইয়া আছেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, তুমি কোথায় আছ তাহা আমি জানি, সুতরাং এখন বাহির হইয়া আস। লোকটি বাহির হইয়া আসিয়া তাহার অভাব-অনটনের বিবরণ দিল। তাহা শুনিয়া আবুল-য়াসার (রা)-এর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল এবং ঋণের চুক্তিনামা আনাইয়া মুছিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, যদি কোনও দিন ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হও তবে করিবে, না পারিলে আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম (মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., ৪৫০)।

আবূ যার গিফারী (রা)-এর ন্যায় তিনিও দাস-দাসীর প্রতি সমতা বিধানের নীতি কঠোরভাবে পালন করিতেন। একবার তাঁহার ছাত্র 'উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণের জন্য আসিয়া দেখিলেন, তিনি নিজে একটি চাদর ও একটি পশমের লুঙ্গি পরিধান করিয়াছেন। আর তাঁহার গোলামের পরিধানেও সেই একই পোশাক। 'উবায়দা বলিলেন, মুহতারাম চাচা! পোশাকের এক প্রস্থ পূর্ণ করিয়া লইলেই তো ভাল হয়। হয় আপনি তাহার পশমের কাপড়টি লইয়া আপনার চাদরটি তাহাকে প্রদান করুন অথবা তাহার চাদরটি লইয়া আপনার পশমের কাপড়টি তাহাকে প্রদান করুন। আবুল-য়াসার (রা) স্নেহভরে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ হইল, তোমরা নিজেরা যাহা পরিধান করিবে গোলামদেরকেও উহা পরিধান করাইবে। তোমরা নিজেরা যাহা খাইবে গোলামদেরকেও উহাই খাওয়াইবে (মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., ৪৫০)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৫৮১; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ২২১, সংখ্যা ১২৫৪; (৩) ঐ লেখক, তাকরীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫ সন, ২খ., ৪৯০, সংখ্যা ২৬, কা'ব ইব্ন 'আমর শিরো; (৪) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৮খ., ৪৩৭-৪৩৮, সংখ্যা ৭৯১, কাব' ইব্ন 'আমর শিরো; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৩২৩-৩২৪; (৬) হাফিজ জামালুদ-দীন আবুল-হাজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল- কামাল, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ১৫ খ., ৩৯৭-৩৯৮, সংখ্যা ৫৫৬৫, কা'ব ইব্ন 'আমর শিরো; (৭) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা', ৪র্থ সং., বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সন, ২খ., ৫৩৭-৫৩৮; (৮) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৪খ., ১৭৭৬, সংখ্যা ৩২২১; (৯) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩৯৯; (১০) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২১২, সংখ্যা ২৪৪২; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকর আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২, ৩খ., ৩২৪; (১২) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০৪; (১৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৭০।

ডঃ আবদুল জলীল

আবুল-লায়ছ আস্-সামারকান্দী (ابو الليث السمرقندى)

: নাস্র ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম 'ইমামুল-হুদা' নামে পরিচিত, ৪র্থ/১০ম শতকের হানাফী মায্হাবপন্থী বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইন বিশারদ। তাঁহার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। ৩৭৩/৯৮৩-৪ ও ৩৯৩/১০০২-৩-এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ও তাঁহার কিঞ্চিত বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক 'আল-হাফিজ' আস্-সামারকান্দী, যাঁহার নামও ছিল আবুল-লায়ছ নাস্র, দুই ভিন্ন ব্যক্তি। ইমামু'ল-হুদা-এর নামে প্রচলিত কয়েকখানি প্রধান গ্রন্থ এই শেষোক্ত ব্যক্তির রচনা বলিয়া সর্বপ্রাচীন জীবনীকার 'আবদুল-কাদির (মৃ. ৭৭৫/১৩৭৩) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্ভবত ভুল।

আবুল-লায়ছ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কয়েকটি ক্ষেত্রের একজন অত্যন্ত সফল গ্রন্থকার এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহ মরক্কো হইতে ইন্দোনেশিয়া

পর্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থ ঃ (১) একখানি 'তাফ্সীর' কায়রোতে ১৩১০/১৮৯২-৩ সালে মুদ্রিত; ইহা প্রাচীন 'উছমানী তুর্কী ভাষায় ইব্ন 'আরাব শাহ (মৃ. ৮৫৪/১৪৫০-১) কর্তৃক অনূদিত হয় এবং ইব্ন 'আরাব শাহ-এর সেই অনুবাদ গ্রন্থ তাঁহারই সমসাময়িক আবু'ল-ফাদ্'ল মূসা আল-ইয্নীকী 'আনফাসু'ল-জাওয়াহির' নামে পরিবর্ধিত করেন, সেইসব তুর্কী সংস্করণের পাণ্ডুলিপিসমূহই প্রাচীনতম 'উছমানী তুর্কী পাণ্ডুলিপি; (২) 'খিযানাতুল-ফিক্'হ' একখানি হানাফী আইন গ্রন্থ; (৩) 'মুখতালিফুর রিওয়ায়া', প্রাচীন হ'নাফী ফাকীহদের বিভিন্ন মতবাদের গ্রন্থ। ইহার তিনটি সংস্করণ রহিয়াছে; (৪) 'আল-মুক'াদ্দিমা ফি'স-স'ালাত', সালাতের আনুষ্ঠানিক কর্তব্য বিষয়ক গ্রন্থ, বহু টীকাসমেত; (৫) 'তান্বীহুল-গাফিলীন' ও (৬) 'বুস্তানু'ল-'আরিফীন', এই উভয় গ্রন্থেই নৈতিকতা ও পরহেযগারী সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে, প্রায়শই মুদ্রিত হয়; (৭) প্রশ্নোত্তর আকারে একখানি 'আকীদা' গ্রন্থ (ed. A.W. T. Juynboll, BTLV 1881, 215d, প. 267n), মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আন-নাওয়াবী (মৃ. ১৩০৫/১৮৮৮-এর পরে)-এর টীকাসমেত 'কাতরু'ল-গায়ছ' নামে (Brockelmann, SII, 814, C. H. Becker, Ist. 1911, 23), প্রায়ই মুদ্রিত হইয়া থাকে, একই সঙ্গে প্রতি ছত্রের নিম্নে মালয় ও জাভা ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত হইয়াও প্রকাশিত হয়। এই 'আকীদা' (Juynboll, I.C. ও F. Kern, ZA 1912, 170-এর মত ভিন্ন) একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ও জনপ্রিয়। ইহাতে হ'নাফী মায্'হাবের প্রচলিত চিন্তাধারা স্থান পাইয়াছে (Sahacht, in Studia Islamica, i)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-ক'াদির আল-কু'রাশী, 'আল-জাওয়াহিরু'ল-মুদীআ', হায়দরাবাদ ১৩৩২ হি., ২খ., ১৯৬, ২৬৪, (২) Flugel, Die Krone der Lebensbeschreibungen', Leipzig, 1862, 58, 152; (৩) মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-হ'ায়্যি লাখনাবী, 'আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা', কায়রো ১৩২৪ হি., ২২০; (৪) Brokelmann I, 210 প.; (৫) S I, 347 প. (nos. 6 and 7 refer to the same work); (৬) ফাক'ীর মুহাম্মাদ আল-জায়লামী, হাদাইকু'ল-হ'নাফিয়্যা. লাখনৌ ১৩২৪ হি., পৃ. ১৮০-৮১।

J. Schacht (E. I.2)/হুমায়ুন খান

আবুল-লাহ্'ম আল-গি'ফারী (ابو اللحم الغفارى) ঃ (রা) প্রসিদ্ধ সাহাবী। প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আসল নাম ও কুলজী সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। যথা ঃ (১) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল-মালিক আল-মার্‌য়ুবানী, (২) খালাফ ইব্ন মালিক ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন হ'ারিছা ইব্ন গি'ফার (আল-কালবী), (৩) আল-হুওয়ায়রিছ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্, (৪) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন গি'ফার ইত্যাদি। নাম ও বংশ-তালিকা সংক্রান্ত এই মতভেদ সত্ত্বেও গিফার নামক ব্যক্তি যে তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন সে ব্যাপারে সকলেই একমত।

আবুল-লাহ্ম শব্দের অর্থ গোশ্ত বর্জনকারী। ইহা তাঁহার উপাধি বা উপনাম। তবে এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁহার এই নামকরণের কারণ, তিনি গোশ্ত ভক্ষণ করিতেন না। আবূ 'উমার (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি দেবতার উদ্দেশে যাবাহকৃত পশুর গোশ্ত খাইতেন না বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

আবুল-লাহ্'ম আল-গি'ফারী (রা) সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও কবি ছিলেন। তাঁহার আযাদক'ত গুলামের নাম ছিল 'উমায়র (রা)। তাঁহার ইন্তিকাল সম্বন্ধে আল-ইসাবা ও আল-ইস্তী'আব গ্রন্থদ্বয়ে বলা হইয়াছে, আবুল-লাহ'ম আল-গি'ফারী (রা) তদীয় মাওলা 'উমায়রসহ হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন। কিন্তু উস্দুল-গাবা গ্রন্থে ইবনুল-আছীর লিখিয়াছেন, তিনি খায়বারের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার 'সাহীহ হাদীছ' গ্রন্থে আবুল-লাহ্'ম (রা)-এর মাওলা 'উমায়রের একটি হ'াদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত হ'াদীছে 'উমায়র (রা) বলেন, আমি আমার মাওলা [আবুল-লাহ্'ম (রা)]-এর নির্দেশে রৌদ্রে গোশ্ত শুকাইতেছিলাম। এমন সময় একজন মিস্কীন আসিয়া পড়িলে আমি ঐ গোশ্ত তাহাকে খাইতে দিলাম। এই হাদীছে আরও উল্লেখ রহিয়াছে, ('উমায়রের ভাষায়) "হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আমি কি আমার মালিকের সম্পদ হইতে কিছু অংশ গরীবকে দান করিতে পারি?" রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "হাঁ এবং ইহাতে তোমাদের উভয়েরই ছাওয়াব হইবে" (আল-ইসাবা, ১খ, ১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা ফী তাম্য়ীযিস-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ১৩, সংখ্যা ১; (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ., ৩৪।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল রহমান

আবুল হায়ছাম (ابو الهيثم) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন; তবে তিনি আবুল-হায়ছাম ইবনুত-তায়্যিহান নহেন। এই কথার সমর্থনে ইব্ন হাজার আল-আস্কালনী তাবারানী-র সূত্রে আবূ মূসার বর্ণনায় যে হাদীছটি পেশ করিয়াছেন তাহা এই ঃ আবুল-হায়ছাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে উযূ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "পায়ের তলা (ধুইতে হইবে), হে আবুল-হায়ছাম!" এই হাদীছ তাঁহার সাহাবী হওয়া প্রমাণ করে। অন্যপক্ষে প্রমাণিত হয়, তিনি আবুল-হায়ছাম ইব্নুত্-তায়্যিহান নহেন, কারণ হাদীছটির একজন রাবী বাক্র ইব্ন সাবাদা আবুল-হায়ছাম ইব্নুত্-তায়্যিহানকে জীবিত পান নাই। সেইজন্য ইব্ন হাজার বলেন, কোন কোন 'মুস্নাদ' লিখকের 'মুস্নাদু ইব্নিত-তায়্যিহান'-এ হাদীছটির অন্তর্ভুক্তি সঠিক হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার আস্কালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., ২১৩, সংখ্যা ১২০০, মিসর ১৩২৮ হি.।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজ্লী

আবুল-হায়ছাম ইব্ন উত্বা (ابو الهيثم ابن عتبة) ঃ (রা) ইব্ন আবী লাহাব আল হাশিমী (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবূ লাহাব-এর পৌত্র, একজন সাহাবী এবং কুরায়শ গোত্রের শ্রেষ্ঠ শাখা বানূ হাশিম-এর বংশধর।

তাঁহার সাহাবী হওয়ার সমর্থনে ইব্ন হাজার একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি এই ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-গাসীল হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তখন হযরত আব্বাস (রা)-এর পাশ দিয়া চলেন এবং বলেন, "হে চাচা! আপনার পুত্ররা কি আমার অনুসরণ করিয়াছে?" তখন আবুল-হায়ছাম ইব্ন উত্বা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, "আমাকে আপনার নিকট ফিরা পর্যন্ত অবকাশ দিন, হে চাচা!" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যান। পরে আর আসেন নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ছয়টি সন্তানের পাশ দিয়া চলিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., ২১৩ সংখ্যা ১২০১, মিস'র ১৩২৮ হি.।

মুহাম্মদ মুহিরবুর রহমান ফজ্লী

আবুল-হায়ছাম ইব্নুত-তায়্যিহান (ابو الهيثم ابن التيهان) ঃ (রা) আওস গোত্রীয় আন্সারী সাহাবী ছিলেন। আবুল-হায়ছাম উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ, প্রকৃত নাম মালিক বা আব্দুল্লাহ। তায়্যিহান তাঁহার উপাধি ছিল বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। তাঁহার মাতার নাম লায়লা বিন্ত 'আতীক' (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ৪৪৭)।

'আকাবা-র প্রথম বায়'আতের পূর্ববর্তী বৎসর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে যেই ছয়জন, মতান্তরে আটজন, ইয়াছরিববাসী, যেই বৎসর মিনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার হাতে বায়'আত করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কিনা সেই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। (দ্র. ইব্ন সা'দ, তাবাকা'ত, ১খ., ২১৮-২১৯)।

তিনি 'আকাবা-এর দ্বিতীয় বায়'আতে শরীক ছিলেন। প্রথম বায়'আতে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিয়োজিত বারজন নাকীবের মধ্যে আওস গোত্রীয় যেই দুইজন ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কথিত আছে, দ্বিতীয় বায়'আতে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়া বায়'আত করিয়াছিলেন (দ্র. ইব্ন হা'জার, আল্-ইসা'বা, ৪খ., ২১২-২১৩; ইব্ন সাদ, তাবাকা'ত. ১খ., ২২০, ২২২; ৪খ., ৯; ইব্ন হিশাম, সীরাত, ২খ., ৩২, ৪১, ৪২ ও ৪৯, মিস্‌র, তা. বি.; ইব্ন কাছীর, সীরাত, ২খ., ১৭৭, ১৭৯ ও ২০৯)।

মদীনায় হিজরতের পর 'উছমান ইব্ন মাজ'উনের সহিত রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন (দ্র. ইসা'বা, ৪খ., ২১২ ও তাবাকা'ত, ৩খ., ৩৭৬)। বদর ও উহুদসহ সকল জিহাদে তিনি শরীক ছিলেন (দ্র. শায়খ ওয়ালিয়্যুদ-দীন, মিশ্‌কাতে পরিশিষ্ট, আল্-ইকমাল, পৃ. ৩১৫, ইব্ন হিশাম, সীরাত, ২খ., ৪৯ ও ২৪৮)।

আবুল-হায়ছামের স্ত্রীর নাম ছিল মুনায়কা বিন্ত সাহ্‌ল। তিনি সাহাবিয়া ছিলেন। তাঁহার গর্ভে জন্ম উমায়মাও সাহাবিয়া ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন (দ্র. তাবাকা'ত, ৮খ., ৩২৫)। 'উবায়দ বা 'আতীক' নামে তাঁহার এক ভ্রাতাও সাহাবী ছিলেন। তিনি বায়'আত-ই 'আকা'বা ও বদরের যুদ্ধে শরীক ছিরেলন। উহুদে তিনি শহীদ হন (দ্র. তাবাকা'ত) ৩খ., ৪৪৯ ও ইব্ন হিশাম, সীরাত, ২খ., ২৪৮, ৩খ., ৬০)। আয-যা'বা নাম্নী তাঁহার এক বোনও সাহাবিয়্যা ছিলেন (দ্র. তাবাকাত, ৩খ., ৪৪৬)।

আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার সূত্রে হা'দীছ বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. ইকমাল)। হা'দীছবেত্তাগণ বলেন, তাঁহার বর্ণিত সমুদয় হা'দীছ বিবেচনাসাপেক্ষ, কারণ স্থির কোন সূত্রে তাঁহার হাদীছ বর্ণিত হয় নাই।

শায়খ ওয়ালিয়্যুদ-দীন তাব্‌রীযীর মতে ফারূকী খিলাফাত আমলে হিজরী বিশ কিংবা একুশ সনে আবুল-হায়ছাম (রা) ইন্তিকাল করেন; ইব্ন হা'জার 'আসকা'লানীর মতে ইহাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। ৩৭ বা ৩৯ সনে সি'ফ্‌ফীন-এ তিনি নিহত হন বলিয়াও উল্লেখ (হা'কিম সমর্থিত) করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-'আস্‌কা'লানী, আল্-ইসা'বা, ৪খ,. ২১২-২১৩, সংখ্যা ১১৯৯, মিসর ১৩২৮ হি.; (২) ইব্ন সা'দ, তা'বাকা'ত, ১খ., ২১৮-২২০ ও ২২২; ৩খ., ৩৭৬, ৪৪৬, ৪৪৭ ও ৪৪৯, ৪খ., ৯ ও ৮খ., ৩২৫, বৈরূত, তা.বি.; (৩) শায়খ ওয়ালিয়্যুদ-দীন, মিশ্‌কাতুল-মাসাবীহ'-এর পরিশিষ্ট 'আল্-ইক্‌মাল' পৃ. ৬১৫-৬১৬, আস'হ'হুল-মাতাবি, দিল্লী ১৯৫৫ খৃ.; (৪) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন- নাবাবি'য়্যা, ২খ., ৩২, ৪১, ৪২, ৪৯ ও ২৪৮ পৃ., ৩খ., ৬০ পৃ., মিসর তা. বি.; (৫) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, ২খ., ১৭৭, ১৭৯ ও ২০৯ পৃ., বৈরূত, ১৩৯৮ হিজরী।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজ্‌লী

আবুল-হা'রিছ আল-আয্‌দী (ابو الحارث الازدى) ঃ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। ইব্‌নু আবী 'আসি'ম তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ-বাক্‌র ইব্ন আবী 'আলী তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন এবং রিওয়ায়াত করিয়াছেন কু'রআন মাজীদের এই আয়াত সম্পর্কে ঃ [সে অর্থাৎ রাসূল (স)] তাঁহাকে অর্থাৎ জিব্‌রাঈল (আ)-কে আরও একবার দেখিয়াছে। তাঁহারা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী দেখিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "আমি দেখিলাম একটি স্বর্ণ-নির্মিত ফরাশ যাহা ছিল লোহিত-বর্ণ মেঘের আকারে।" আবুল-হা'রিছ আল-আযদী (রা)-এর বিস্তারিত জীবনী ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন-হা'জার আল-'আস্‌কা'লানী, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি. ৪খ., ৪০ পৃ., সংখ্যা ২৪০।

মুহাম্মদ মাজহারুল হক

আবুল-হা'শ্‌র (ابو الحشر) ঃ (রা) একজন আন্‌সা'রী সাহাবী। ইব্ন আবী শায়্‌বা সু'হায়ব ও আবূ বাক্‌র সি'দ্দীক' (রা) সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত ঘটনাতে আবুল-হা'শ্‌র-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই ঃ সু'হায়ব (রা) একবার আবূ বাক্‌র (রা)-এর পাশ দিয়া হাঁটিতেছিলেন, অথচ তিনি আবূ বাকরের সঙ্গে কথা বলা হইতে বিরত থাকেন। ইহাতে আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না কেন? আমার মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখিয়াছেন কি? উত্তরে সু'হায়ব বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে একটি বিশেষ অবস্থায় স্বপ্নে দেখিয়াছি মাত্র, যাহা আমার অপছন্দ হইয়াছে। কি দেখিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে সু'হায়ব বলিলেন, আবুল-হা'শ্‌র নামক জনৈক আন্‌সারীর দ্বারে ঘাড়ে হস্তবদ্ধ অবস্থায় আপনাকে দেখিয়াছি। আবূ বাক্‌র (রা) তখন বলিলেন, হাঁ। কি'য়ামত অবধি সংঘটিতব্য আমার যাবতীয় ধর্মীয় কার্যক্রম আপনি আমার হাতে গুটানো দেখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল্‌-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৪৪, সংখ্যা ২৭৭।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজ্‌লী

আবুল হাশিম (ابو الهاشم) ঃ জন্ম ১৯০৫ খৃ. ২৭ জানুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জিলায়। তাঁহার পিতা মৌলবী আবুল কাসেম একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নওয়াব আবদুল জাব্বার ছিলেন তাঁহার পিতামহ। বিহারের বিখ্যাত কামিল পুরুষ পীর বদরুদ্দীন তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন।

আবুল হাশিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. ও বি.এল. পাস করেন। শৈশবে বিশিষ্ট আলিমদের তত্ত্বাবধানে তিনি ধর্ম বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তরুণ বয়স হইতেই তিনি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, আধুনিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, জীব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস পাঠে ব্রতী হন। এই অধ্যয়নের ফলে ইসলামের মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। তিনি এক স্বচ্ছ ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। পরবর্তী কালে তাঁহার সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কার্যকলাপে তাঁহার এই অনন্য মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি ঘটে।

আবুল হাশিম ১৯৩৬ খৃ.-এ প্রথমে অখণ্ড বংগের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খৃ. তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪১ খৃ. তিনি বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং ১৯৪৩ খৃ. বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি রাব্বানী দর্শনের ব্যাখ্যাতা মাওলানা আযাদ সুবহানী (র.)-এর আহ্বানে খুলাফা-ই রাশিদার আদর্শে এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নূতন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলেন মুসলিম লীগের প্লাটফরম হইতে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য কর্মী সৃষ্টির উদ্দেশে তিনি কুরআন ক্লাস প্রবর্তন করেন এবং তিনি নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহাতে মুসলিম তরুণদের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় এবং সারা দেশের শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে এক নব চেতনার সূচনা হয়। ইসলামের এই রূপকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিয়াই আবুল হাশিম পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলন একটি গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

আবুল হাশিম তাঁহার পরিচালিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিজের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' নামক একটি চিন্তামূলক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বৃটিশ ভারতের বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ফোরামে, আইন সভায়, আদর্শিক আলোচনা সভায় ও ঘরোয়া বৈঠকে আবুল হাশিম তাঁহার সুগভীর প্রত্যয়, অপূর্ব বাগ্মিতা ও ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষকে সহজেই জয় করিতে পারিতেন।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পশ্চিম বংগের অসহায় মুসলিমদের নেতৃত্বদানের জন্য ভারতে থাকিয়া যান। পরে তাঁহার বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইলে তিনি রিক্ত অবস্থায় ১৯৫০ খৃ. পাকিস্তানে হিজরত করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ক্ষীণ দৃষ্টির শিকার ছিলেন। ১৯৪৯ খৃ. পূর্বেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়।

আবুল হাশিম তাঁহার জীবৎকালে এই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক আন্দোলনের নীরব সাক্ষী হইয়া চুপ করিয়া থাকেন নাই। ১৯৫২ খৃ. তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্ব দেন। এইজন্য তাঁহাকে ষোল মাস বিনা বিচারে কারাভোগ করিতে হয়। তাঁহার জেলে থাকাকালেই 'খিলাফাত-ই রাব্বানী' পার্টি গঠিত হয়। ইসলামের রাব্বানী দর্শনের ভিত্তিতে একটি সুষম শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই পার্টিতে তিনি যোগদান করেন কারামুক্তির পর। ১৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯৬০ খৃ. আবুল হাশিম ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭০ খৃ. ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্যের অভাব সত্ত্বেও আবুল হাশিম তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় ইসলামিক একাডেমীকে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। একাডেমীর পরিচালক হিসাবে তাঁহার মহত্তম কীর্তি সুযোগ্য আলিমগণের সম্পাদনায় কুরআনের একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা তরজমা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা। তাঁহার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে, তাঁহার সভাপতিত্বে একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বোর্ড কর্তৃক এই তরজমা সম্পন্ন হয়। বাংলা ভাষায় এই তরজমা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের ইসলামিক আইডিওলজী কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং বহু জটিল প্রশ্নের সঠিক ও যুগোপযোগী ইসলামী সমাধান নির্দেশের ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। শারী'আতে পিতামহের জীবদ্দশায় পিতা ইন্তিকাল করিলে পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। এই অসহায় ইয়াতীমদের উত্তরাধিকার আইনগত স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে আবুল হাশিমের সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে।

আবুল হাশিম অতুলনীয় সংগঠক ও বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি রাব্বানিয়্যাতের একজন শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা। ইসলামী চিন্তাধারায় রাব্বানী দর্শন একটি বিপ্লবী দর্শন। আল্লামা আযাদ সুবহানীর মতে আবুল হাশিমের The Creed of Islam নামক গ্রন্থটি এই দর্শনের উপর স্থাপিত এবং গোঁড়ামি ও কুসংস্কারমুক্ত বিষয়গত চিন্তার স্বচ্ছ নির্মল আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করিতেছে। তাঁহার এই অসামান্য বইটি ইসলামী চিন্তার জগতে এক মৌলিক অবদান হিসাবে স্বীকৃত। ইতিমধ্যেই বইটির বাংলা, আরবী ও উর্দূ তরজমা হইয়াছে এবং বাংলা ও আরবী তরজমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য বিখ্যাত পুস্তকঃ As I see it, In Retrospection, Arabic Made Easy, How to Begin, রব্বানী দৃষ্টিতে ইজতিহাদ, ফারুকী খিলাফত, আতিশয্যের শেষ পরিণতি, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলাম। চিন্তার জগতে এই পুস্তকগুলি মৌলিকতায় অনন্য ও অসাধারণ। আবুল হাশিম ১৯৭৪ খৃ. ৫ অকটোবর ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Abul Hashim, The Creed of Islam, Dhaka 1972; (২) ঐ, In Retrospection, Dhaka, 1972; (৩) এস.এম. মুজিবুল্লাহ, আবুল হাশিম ও তাঁর দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২২ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

শাহেদ আলী

আবুল-হাসান (ابو الحسن) ঃ গোলকুন্ডার কুতুবশাহী বংশের সুলতান। সম্রাট আওরঙ্গযেব তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয় সমাপ্ত করার উদ্দেশে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী অবরোধ করেন (ফেব্রু. ১৬৮৭)। কিন্তু প্রায় আট মাস অবরোধের পরও আত্মসমর্পণ করাইতে অক্ষম হইয়া তিনি আসিরগড়ের যুদ্ধে সম্রাট আকবারের অনুসৃত নীতি, 'স্বর্ণের চাবি' দ্বারা দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করার কৌশল অবলম্বন করেন। আবুল-হাসানের আফগান সেনাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ্ পনিকে প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া তিনি তাহারই সাহায্যে দুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করান। গোলকুণ্ডা মোগল বাহিনীর পদানত হয় (সেপটে. ১৬৮৭)। বাৎসরিক ৫০,০০০ সহস্র টাকার বৃত্তি দান করিয়া আওরঙ্গযেব আবুল-হাসানকে দৌলতাবাদ দুর্গে বাকী জীবনের জন্য প্রেরণ করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল-হাসান (ابو الحسن) ঃ অথবা আবুল-হুসায়ন (ابو الحسين) মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সীমজুর, কোহিস্তানের মৌরুসী কর প্রদানকারী সুলতান, যিনি তিনজন সামানী বাদশাহ 'আবদুল-মালিক ১ম, মানসূর ১ম ও নূহ ২য়-এর অধীনে তিনবার অর্থাৎ ৩৪৭-৪৯/৯৫৮-৬০ সালে, ৩৫০-৭১/৯৬২-৮২ সালে ও ৩৭৬-৭৮/৯৮৬-৮৯ সালে খুরাসানের গভর্নর ছিলেন এবং স্বীয় শাসনামলের দ্বিতীয় বিশ বৎসরের শাসনকালে তিনি প্রায় স্বাধীন শাসকের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব এই কারণে সামানী বাদশাহদের কেবল ততটুকুই আনুগত্য করিতে থাকেন যতদূর আনুগত্য করিতে তিনি ইচ্ছা করিতেন। নূহ' ২য় সিংহাসনে আরোহণ করিলে (৩৬৫/৯৭৬) তাঁহাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও নাসিরুদ্-দাওলা উপাধি প্রদান করা হয়। বাদশাহ্‌র সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। কিন্তু ৩৭১/৯৮২ সালে তাঁহাকে সাম্রাজ্যের উযীর আবুল-হাসান 'উত্‌বীর উস্কানিতে অপমানিত করত পদচ্যুত করা হয়। প্রথম দিকে তাঁহার ধারণা ছিল, সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে তিনি তাঁহার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিবেন, কিন্তু গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই ধারণা পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জায়গীরে নির্জনে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু উল্লিখিত উযীর অপসারিত ও গৃহযুদ্ধ শুরু হইতেই তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার গর্ভনর পদে পুনর্বহাল করা হয়। আমৃত্যু তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহার পর তৎপুত্র আবূ 'আলী (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

ধর্মীয় আলিমগণ একজন আল্লাহ্ভীরু ও ন্যায়বিচারক আমীর হিসাবে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন (তু. আস্-সাম'আনী, কিতাবুল-আনসাব, আস-সীমজূরী শিরো,) আল-বায়্য'-এর বরাতে তারীখ নায়সাবূর, যাহা Barthold, Turkistan in the time of the Mongol invasion নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, রূশ সংস্করণ, ১খ., ৬০)। অপরাপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে তাঁহাকে অনেক স্বেচ্ছাচারিতামূলক কর্মের জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অনন্তর যেই অবস্থার মধ্যে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে তাহার বর্ণনায় দ্বিবিধ ধারা লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে একটি সেই সমস্ত গ্রন্থকারের যাঁহারা উযীরের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন (উত্‌বী ও সেই সমস্ত লেখকের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, যেমন ইব্নুল-আছীর, মীর খাওয়ান্দ প্রমুখ)। দ্বিতীয় ধারা যাঁহারা গভর্নরের সমর্থক ছিলেন তাঁহাদের (যেমন গার্দেযী, 'আওফী ও হামদুল্লাহ কাযবীনী), তু. গার্দেযী ও 'আওফী, মূল পাঠ Barthold, Turkistan...১খ., ১১প., ৯১প.।

W. Barthold (E. I.2 ও দা.মা.ই.)/
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আবুল হাসান (ابو الحسن) ঃ আবদুল-হামীদ মুসাব্বির (مصور), ১৫৮৯-১৬৩০, সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রতিকৃতি শিল্পী। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে 'নাদির শাহ-ই যামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি হেরাতের (পারসিক) চিত্রকর এবং জাহাঙ্গীরের দরবারের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পী আগারিদা-র পুত্র। অংকনে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং প্রতিকৃতি অংকনে তিনি প্রভূত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলির মধ্যে জার্মান শিল্পী ডুরার-এর কাজের প্রতিলিপি, জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতি ও 'গরুর রথ' ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ছবিটিতে রাজপুত, পারসিক ও চীনা চিত্রাংকন রীতির অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। বাস্তব দৃশ্যে কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যাবলী সংযুক্ত করিয়া তিনি ছবিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল-হাসান আল-আনসারী (ابو الحسن الانصارى) ঃ 'আলী ইব্ন মূসা ইব্ন আলী ইব্ন আরফা (রাফি) রাসূহ আল-আনদালুসী আল-জায়্যানী (৫১৫-৯৩/১১২১-৯৭), ফেয্ নগরীর একজন ধর্ম প্রচারক। তিনি যে পরিবারের সদস্য উক্ত পরিবারের অপর একজন সদস্য (ইব্ন আরফা রাসূহ)-কে ৫ম/১১শ শতাব্দীতে টলেডো শহরে মুওয়াশ্শাহাত-এর রচয়িতারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে [ইব্নুল-খাতীব তাঁহার প্রণীত জায়শুত-তাওশীহ গ্রন্থে ইহার দশটি উদাহরণ সংরক্ষণ করিয়াছেন, নং ৪৯-৫৮; তু. S.M. Stern, Les Chansons mozarabes, পালের্মো ১৯৫৩, পৃ. ৪৩-৪, E. Garcia Gomez, Metrica de la moaxaja ymetrica espanola al -And., ৩৯খ., (১৯৭৪), ২৫]। 'আলী ইব্ন মূসা-র খ্যাতির ভিত্তি হইল ১, ৪১৪ শ্লোকে রচিত একটি কবিতা (মিত্রাক্ষর-তা, ছন্দ তাবীল); ইহার বিষয়বস্তু আল্‌কেমী ও বিভিন্নভাবে ইহা দীওয়ান শুযূরুয-যাহাব ফিস-সিনা 'আতিশ-শারীফা অথবা ফী ফান্নিস্-সালামাত ও দীওয়ানুশ-শুযূর ওয়া তাহ্'কীকুল-উমূর নামে পরিচিত। এই কবিতাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ইহার রচয়িতা 'আলকেমীবিদগণের কবি ও কবিগণের 'আলকেমীবিদ' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইহার জনপ্রিয়তার নমুনা পাওয়া যায় গ্রন্থখানার

বর্তমান প্রচুর সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও ভাষ্যের মাধ্যমে এবং এইরূপ বলা হইত যে, তিনি যদিও স্বর্ণ প্রস্তুত পদ্ধতি শিক্ষা দিতে সক্ষম হন নাই, তবুও তিনি অন্ততপক্ষে সাহিত্য শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত এই আলকেমীবিদ কবি ধর্মীয় প্রকৃতির অপরাপর কতিপয় রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। যথা ঃ আত-তি'বুর-রূহানী বিল-কু'রআনি'র-রাহমানী (পাণ্ডু. B. N. ২৬৪৩) ও জিহাত ফী 'ইলমিত্-তাওজীহাত (পাণ্ডু. B. N. ৩২৫৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাক্কারী, ২খ., ৪১০; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, নং ৩১৯, সম্পা, ইহসান 'আব্বাস, ২খ., ১৮১-৪; (৩) বুসতানী, DM, ৪খ., ২৫২; (৪) Brockelmann, ১খ., ৪৯৬, পরিশিষ্ট ১, ৯০৮, ২য় সং. ১খ., ৬৫৪।

সম্পাদক-(E.I.2)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আবুল-হাসান আল-'আমিরী (ابو الحسن العامری) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (আবুল-হাসান ইব্‌ন আবী যারর নামে খ্যাত) নীশাপুরী, উপাধি সাহি'বুল-ফালাসিফা, ৪র্থ/একদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম দার্শনিককুল শিরোমণি, মৃত্যু শাওওয়াল ৩৮১/৯৯১ (য়াকূ'ত, মু'জামুল-উদাবা, Gibb স্মরণিকা, ১২খ., ৪১১)।

তাঁহার সমসাময়িক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আবুল-ফাদ্'ল ইব্‌নুল-'আমীদ, তাঁহার পুত্র আবুল-ফাত্হ ইব্‌নুল-'আমীদ, আবূ সা'ঈদ আস্-সীরাফী, আবুন-নাস্'র নাফীস, আবূ-সুলায়মান সিজযী, আবূ হায়্যান তাওহীদী , আবূ 'আলী মিস্‌কাওয়াহ্ প্রমুখ গুণীজন। তিনি ইঁহাদের সাহচর্যে থাকিতেন।

তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আবূ যায়দ আহমাদ ইব্‌নুস-সাহ্‌ল আল-বালখী। তিনি তাঁহার নিকট খুরাসানে দর্শন বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন (আবূ সুলায়মান মান্‌তিকী আস-সিজিস্তানী, সিওয়ানুল-হি'কমা, বৃটিশ মিউজিয়াম, সংখ্যা ৯০৩৩ OR., পত্রক ৬৯ ক; আল-'ইক্'দুল -ফারীদ, বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৩৬৫, ২৩; উপরিউক্ত আবূ যায়দের জন্য দ্র. আবূ হায়্যান তাওহীদীর কিতাবুল- ইমতা ওয়াল-মুওয়ানিসা; আশ্-শাহ্‌রাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, মিসর ১৩৬৮ হি. (হাওয়াশী নাশির), ৩খ., ২৫; আরও তাতিম্মা-ই সিওয়ানুল হি'কমা; য়াকূ'ত, মু'জামুল-উদাবা, Brockelmann; কাশফু'জ- জু'নূন, বুগ'য়াতুল-উ'আত ইত্যাদি)। তাঁহার অপর উস্তাদ আবুল-ফাদ্'ল ইব্‌নুল-'আমীদ (আবূ 'আলী মিস্‌কাওয়ায়হ, তাজারিবুল-উমাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সম্পা. Amedroz, পৃ. ২৭৭; ঐ গ্রন্থ, ফটো সংস্করণ, পৃ. ৩৫২)। ৩৬০ হিজরীর পূর্বে আমিরী কয়েকবার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং অধ্যয়ন ও বিতর্কে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে একবার বাগদাদ ভ্রমণ করিলেও (তাজারিবুল-উমাম, ৬খ., ২৭৭, ফটো সংস্করণ, ৬খ., ৩৫২) ৩৬৪/৯৭৪ সালে আবুল-ফাত্হ ইব্‌নুল-'আমীদ-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বাগদাদ গমন করেন (তাওহীদী, আল-মুকাবিসাত, মিসর সংস্করণ, পৃ. ৩০৭)। তিনি 'রায়ে'ও গমন করেন এবং অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনায় ক্রমাগত পাঁচ বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন (তাওহীদী, আল-ইমতা, মিসর সংস্করণ, ১খ., ৩৫ প., ৩৭০, ৩৮৭)। ৩৭০/৯৮০ সালে তাঁহার নীশাপুর অবস্থানের কথাও জানা যায় (ঐ, ৩খ., ৯১-৯৬)। আমিরী-র শাগরিদগণের মধ্যে আবূ হায়্যান তাওহীদীর নাম উল্লেখযোগ্য (আল-মুকাবিসাত, মিসর সংস্করণ, ১৩৪৭ হি., পৃ. ১৬৫, ৩০১-৩০৭ 'আবদুর-রায্‌যাক' মুহ'য়িদ-দীন, রিসালা, (আরবী) মিসর সংস্করণ, ১৯৪৯ খৃ., ইব্‌রাহীম আল-জীলানী, রিসালা, কায়রো ১৯৫০ খৃ., তাওহীদীর রিসালাসহ (আরবী)। আবূ 'আলী মিস্‌কাওয়ায়হ্‌ও তাঁহার শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হন; কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও বিশেষ শাগ্‌রিদ ছিলেন আবুল-কাসিম (আত-তাওহীদী, কিতাবুল-ইম্‌তা' ওয়াল-মুওয়ানিসা, ১খ., ৩৬, ৬৫; ঐ, ১খ., ২২২, ২২৩)।

৩২০/৯৩২ সালে বাগদাদে তিনি দুইটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন ঃ একটি বৈয়াকরণ আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌নিল-মারযুবান আস-সীরাফী-র সঙ্গে, অপরটি খৃস্টান যুক্তিবিদ্যাবিদ আবূ বাশার মাত্তা ইব্‌ন য়ূনুস-এর সঙ্গে (আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী, কিতাবুল-ইমতা' ওয়া'ল-মুওয়ানিসা, ১খ., ১০৭-১২৯)। য়াকূ'ত আল-হামাবী (মু'জামুল-উদাবা, Gibb স্মৃতি সংখ্যা, ৩খ., ১০৫-১২৪, আরও কায়রো সংস্করণ, দারুল-মা'মূন, ৮খ., ১৯০-২২৯) সীরাফী-র অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আমিরীর সহিত তাঁহার বিতর্কের বর্ণনা দিয়াছেন। উক্ত লেখক তাঁহাদের উভয়ের মধ্যকার অপর একটি বিতর্কের উল্লেখ করিয়াছেন, কিতাবুল ইমতা ওয়াল-মুওয়ানিসা গ্রন্থে যাহার উল্লেখ নাই। এই বিতর্কটি বাগদাদে আবুল-ফাত্হ ইব্‌নুল-'আমীদের মজলিসে খ্যাতনামা আলিমদের একটি দলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

'আমিরী দার্শনিকদের মধ্যে গণ্য ত ছিলেনই, অধিকন্তু তিনি শারী'আত সম্পর্কেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং শারী'আত ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এরিস্টোটলের অধিকাংশ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। আশ্-শায়খুর্-রাঈস আবূ 'আলী ইব্‌ন সীনা তাঁহার কোন কোন উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন (ইব্‌ন সীনা, আন্-নাজা, মিসর সংস্করণ, পৃ. ৪৪৪; ঐ লেখক, আশ্-শিফা, তেহরান সংস্করণ, পৃ. ৬১১)।

আবুল-ফাত্হ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল-কারীম আশ-শাহ্‌রাস্তানী (মৃ. ৫৪৮ হি.) শুধু তাঁহার (আবুল-হাসান 'আমিরী-র) নামোল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে য়া'কূ'ব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী, হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক, আবূ সুলায়মান আস-সিজযী, আবূ যায়দ আহমাদ ইব্‌ন সাহ্‌ল আল-বাল্‌খী, মিস্‌কাওয়ায়হ্ আর্-রাযী ও আবূ নাস্'র আল-ফারাবী-র সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা ও বক্তব্য সম্পর্কে কোনরূপ বিবরণ দেন নাই, কিতাবুল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, লন্ডন, পৃষ্ঠা ৩৪৮; মিসর ১৩৬৮ হি., ৩খ., ৩৮; ফার্সী অনু., তেহরান, পৃ. ৪৭০; মিসর হইতে মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশক ৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় আবূ হায়্যান আত্-তাওহীদীর বরাতে আবুল-হাসান আল-'আমিরী-র কিছু বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) দুইবার আল-'আমিরীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্‌ন তায়মিয়া তাকীয়্যুদ্-দীন আবুল-'আব্বাস আহ্'মাদ, কিতাবুর্-রাদ্দ 'আলাল্-মান্‌তি' কি'য়্যীন, বোম্বে ১৩৬৮ হি., পৃ. ৩৩৭)। প্রথমবার 'দার্শনিকদের মতভেদ' সম্পর্কীয় অধ্যায়ে তাঁহার উল্লেখ করিয়া

লিখিয়াছেন, মুহাম্মাদ য়ূসুফ আল-আমিরী, যিনি দার্শনিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, উল্লেখ করেন, প্রাচীন যুগের দর্শনের শিক্ষার্থিগণ সিরিয়া আগমন করেন এবং হযরত দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর অনুসারীদের নিকট দর্শনের শিক্ষা লাভ করেন। Socrates-এর উস্তাদ Pithagoras (পিথাগোরাস) লুক'মান হাকীমের শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হন এবং সক্রেটিস ও প্লেটোর (আফলাতূন) শিক্ষক ছিলেন এবং প্লেটো ও এরিস্টোটলের শিক্ষক ছিলেন।' ইব্‌ন তায়মিয়া এই বর্ণনাটি 'আল-আমাদ আলাল-আবাদ' নামক গ্রন্থের দার্শনিকদের মতভেদ সংক্রান্ত অধ্যায়ের ভিত্তিতে উল্লিখিত। জানা যায়, তিনি তারীখুল-হু'কামা নামক গ্রন্থ হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আল-'আমিরীর রচনাবলী ঃ আবুল-হাসান আল-'আমিরী স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল-আমাদ আলাল-আবাদ-এর ভূমিকায় তাঁহার কতক রচনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং আবুস সুলায়মান মানতিকী আস্-সিজিস্তানী রচিত সিওয়ানুল-হি'কমা গ্রন্থে (যাহার কতক নির্বাচিত ও উদ্ধৃত অংশই কেবল বিদ্যমান আছে) ইহা নকল করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ও অন্যান্য লেখকের পুস্তকাবলীতে আমিরীর রচনাবলীর যে বিবরণ পাওয়া যায় ইহার ভিত্তিতে তাঁহার রচনাবলীর একটি পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল, প্রতিটি গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থটি সম্পর্কে বর্ণিত সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (১) আল-ইবানাতু আন ইলালিদ-দিয়ানা (আল-আমাদ, ভূমিকা ফিহ্‌রিস্ত মুনতাখাবু সিওয়ানিল-হি'কমা; বায়হাকী (তাতিম্মাতু সিওয়ানিল-হি'কমা)। এই গ্রন্থটিকে আবূ যায়দ বাল্‌খী-র রচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (তু. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শাফী, সিওয়ানুল-হি'ক্‌মা-এর পরিশিষ্টের টীকা, পৃ. ১৮৬)। 'মুন্‌তাখাব'-এ গ্রন্থটি 'তাগ্‌যীর' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) আল-আব্‌হাছু আনিল-আহ্‌দাছ (আল-আমাদ সিওয়ান, আত্‌তাক্‌রীর, ৬৩; ২ ছত্র), 'মুনতাখাব'-এ উল্লিখিত নাম আত-তাস'ার্‌রুফ। (৩) আল-আব্‌শারু ওয়াল-আসজার (আল-আমাদ, সিওয়ান, আত্-তাক'রীর ৬৫, ছত্র ৩; সার্‌বীলীর অনুলিপিতে উল্লিখিত নাম আর-রাব্বানিয়্যা)। (৪) আল-ইত্‌মামু লি-ফাদাইলিল-আনাম (আল-আমাদ, সিওয়ান)। (৫) আল-আবস'ারু ওয়াল-মুবসি'র (বিদ্যমান) [আল-আমাদ, সিওয়ান, Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ৯৫৮, P. Kraus হইতে বর্ণিত], 'মুনতাখাব'-এ উল্লিখিত নাম আল-ঈজাব আনিল-আহ'দাছ; ইহার একটি পাণ্ডুলিপি 'আল-কাওলু ফিল আব্‌সারি ওয়াল-মুব্‌সি'র' নামে প্রথমদিকে ইস্তাম্বুলের 'কুতুবখানা-ই মুফীদ আফেন্দী'-তে রক্ষিত ছিল, পাণ্ডুলিপিটি সেখান হইতে চুরি হইয়া যায়। ইহার একটি কপি 'কুতুবখানা-ই আহ'মাদ তায়মুর পাশা'-য় (নম্বর হিকমা ৯৮) সংরক্ষিত আছে। (৬) আল-ইরশাদু লি-তাস্‌হীহিল-ইতিকাদ (আল-আমাদ, সিওয়ান, আত-তাক'রীর ৩০, ছত্র ২)। (৭) ইস্‌তিফ্‌তাহু'ন-নাজ্‌র (আল-আমাদ, সিওয়ান)। (৮) আল-আলামু বিমানাকি বিল-ইসলাম (আল-আমাদ, সিওয়ান), ইহার একটি পাণ্ডুলিপি রাগিব পাশার সংগ্রহে (১৪৬৩) বিদ্যমান আছে, পত্রক ১ হইতে ২৮। এই সংগ্রহটির গায়ে লেখা আছে হিজরী ৫২৫ (খৃ. ১১৩০)। সংকলক ঐ সংগ্রহটিকে আশ-শায়খুল-ফাদি'ল আর-রাঈস আবূ নাস্‌'র-এর সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। (৯) আল-ইফ্‌সাহ' ওয়াল-ঈদাহ' (আল-আমাদ, সিওয়ান)। (১০) আল-আমাদ 'আলাল-আবাদ (রক্ষিত) [সিওয়ান, তারীখ হু'কামা-র অবশিষ্ট গ্রন্থাবলী যাহার রচয়িতাগণ 'সিওয়ান' হইতে নকল করিয়াছেন], ইহার একটি কপি ইস্তাম্বুলের কুতুবখানা-ই সুলায়মানিয়্যা-র সারবীলী বিভাগে রক্ষিত আছে, সংকলন সংখ্যা ১৭৯, পত্রক ৭৫-১১০। (১১) ইনকাযুল-বাশারি মিনাল-জাবারি ওয়াল-কাদার (বিদ্যমান) [আল-আমাদ, সিওয়ান, আত-তাওহীদী, আল-ইম্‌তা], ইহার একটি পাণ্ডুলিপি, যাহা প্রথম দিকে বৈরূতের আল-বারূদিয়্যা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল, বর্তমানে তাহা মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে (Pohilip Hitti-এর ফিহরিস্ত, সংখ্যা-২১৬৩) চিহ্ন ৩৯৩ খ., পৃ. ১-২৫, দ্র. মাজাল্লাতুল-মাজমা'ইল-'ইলমিল-'আরাবী, দামিশ্‌ক, ৫খ., (১৯২৫), ৩৪; Brockelmann, Supplement ১খ., ৭৪৪। ইহার সঙ্গে একটি রিসালা, সংখ্যা ১৪, সংযুক্ত আছে, পরে উহার উল্লেখ করা হইবে। (১২) তাহ্‌সীলুস্-সালামাত মিনাল-হাস্‌রি ওয়া'ল-'আস্‌রি (আল-আমাদ, সিওয়ান)। (১৩) আত্-তাব্‌স'ীর লিআওজুহিত্-তা'বীর (আল-আমাদ, সিওয়ান)। (১৪) আত্-তাক্'রীরু আওজুহিত-তাক্‌দীর (সংরক্ষিত), আল-আমাদ, সিওয়ান। ইহার পাণ্ডুলিপি ইনকাযুল-বাশারের সঙ্গে সংযুক্ত (দ্র. উক্ত ফিহ্‌রিস্ত সংখ্যা. ১১), প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা সংরক্ষিত আছে। মাজাল্লাতুল-মাজ্‌মাইল-ইল্‌মী আল-আরাবী, দামিশ্‌ক-এ ইহার উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে, সেখান হইতে Brockelmann স্বীয় Supplement-এ ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা সংকলনটির ২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। (১৫) আস-সা'আদাতু ওয়াল-ইস'আদ (বিদ্যমান), এই গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির একটি অনুলিপি ডঃ আস্‌'গা'র হামদুবীর নিকট রহিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির একটি ফটো কপিও দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যায় সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মুহাম্মাদ কুরদ 'আলী, মাজাল্লাতুল- মাজমাইল- ইলমী আল-আরাবী দামিশক (৯খ., ৫৬৩-৫৭৩)-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সেখান হইতে Brockelmann তাঁহার Supplement (৩খ., ১২৩৯)-এ ইহার অনুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মূল পাণ্ডুলিপিটি Dublin (Ireland). এ Sir Chester-Beattie গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। (১৬) আল-গি'নায়াতু ওয়া'দ-দিয়ারা (আল-আমাদ, সিওয়ান। আত-তাক'রীর, পৃ. ৩৯, লাইন ৭)। (১৭) ফারখনামা-ই য়ুনান দাসতূর (সংরক্ষিত), সম্ভবত আবুল-হাসান আমিরী ইহার রচয়িতা, য়ুনান দাস্‌তূর এক ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম। সাসানী সম্রাট নাওশেরওয়া প্রথম খস্‌রুর শাসনামলে একজন উপদেশমূলক বাণীর রচয়িতারূপে য়ুনান দাস্‌তূরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সম্রাটের জন্য তিনি কিছু উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট ও লেখকের মধ্যকার চিঠিপত্রসহ উপদেশবাণীগুলির একটি সংকলন প্রস্তুত করা হইয়াছে (দ্র. আল-গাযালী, নাসীহাতুল-মুলূক, সম্পা. জালাল বাহাঈ, পৃ. ৫৪, ৫৫, ৭৩, ১২৩; ইহার আরবী অনুবাদ মিসর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ৫০ প.; জাবীদান-ই খিরাদ, ফারসী, সম্পা. মানিকজী ওয়ালাদ লীমজী ওয়ালাদ হুশিঙ্গজী হাতরায়া, তেহরান ১২৯৩ হি., পৃ. ১৫০-১৭৫, আদাবুল-হারব ওয়াশ-শাজা'আ (আকায় 'আবদুল-হু'সায়ন মায়কাদা-র

পাণ্ডুলিপি) দুইভাবে, একটি 'লাফ্‌জ গুয়াঁ দাস্‌তুর' নামে এবং দ্বিতীয়টি 'রিওয়ায়াত দারাব হুরমুয ওয়া-যার ফারামরায' নামে বোম্বে হইতে প্রকাশিত, ২য়, ২৩০-২৪০)। ইহার ইংরেজী অনুবাদ The Persian Rivayats of Hormuz yer faramraz, বোম্বে ১৯৩২, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬; ফিহ্‌রিস্ত আদাবিয়াতে ফারসিয়া Notices de Literature Parsie নামে ফ্রেডারিক এ্যাজেনবার্গ, সেন্ট পিটার্স বার্গ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৫২। (১৮) আল-ফুস্‌'ল ফিল-মা'আলিমিল-য়াহয়্যা (সংরক্ষিত), এই গ্রন্থটির উল্লেখ পূর্বোল্লিখিত সূত্রে কোথাও নাই; তবে দেখুন মুজ্‌তাবা মায়নাবীর প্রবন্ধ খাযাইন-ই তুর্‌কীয়া, মাজাল্লা-ই দানি্‌শকাদা-ই আদাবিয়্যাত (৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৫৯ অধ্যায়, ৫-৬), যাহাতে বলা হইয়াছে, গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের কুতুব্‌খানা-ই আস্‌'আদ আফেন্দী-তে মজুদ আছে। (১৯) আল-ফুসূলুল-বুর্‌হানিয়্যা ফিল-মাবাহি'ছিন্‌-নাফ্‌সানিয়্যা (আল-আমাদ, সিওয়ান, আত্‌-তাকরীর, পৃ. ৩৮, ছত্র ৪); (২০) কিতাবুন ফিল-হি'ক্‌মা (সংরক্ষিত); ইহা সেই পাণ্ডুলিপি যাহা আস'আদ আফেন্দীর সংগ্রহ, সংখ্যা ১৯৩৩-তে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার লেখক সম্ভবত আল-আমিরী হইবেন, দ্র. মুজতাবা মায়নাবী, প্রবন্ধ খাযাইন তুরকীয়্যা, মাজাল্লা-ই দানিশকাদা-ই আদাবিয়াত, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, অধ্যায় ৫-৬; (২১) কিতাব ফী 'ইলমিত-তাস'াওউফ। ইহা দ্বারা সেই গ্রন্থটিকে বুঝান হইয়াছে, যাহা আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী একজন সূফী শায়খের নির্দেশে আমিরীর রচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা সেই 'মিনহাজুদ-দীন' অথবা 'আন - নুসুকুল - আকলী' যাহা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে; (২২) মিনহাজুদ-দীন, সম্ভবত ইহা আমিরীর রচিত তাসা'াওউফ বিষয়ক গ্রন্থ; (২৩) আন্‌ নুসুকুল 'আক'লী ওয়াত-তাস'াওউফুল মিল্লী (আল-আমাদ 'আলাল- আবাদ, মাকাবিসাত; মুনতাখাবু সিওয়ানিল-হি'ক্‌মা, আত-তাকবীরু লি আওজুহিত-তাক্‌'দীর, পৃ. ৩৬; ৫, ৬)। সম্ভবত এই বিষয়ে গ্রন্থটির নাম কিতাব আমিরী দার বাব তাস'াওউফ ওয়া মুতাস'াওবিফীন অথবা ইহা দর্শন বিষয়ক সেই গ্রন্থ, যাহা আস'আদ আফেন্দীর সংগ্রহে উল্লিখিত আছে। যদি সত্যই ইহা আল-আমিরীর রচিত হয় তবে তু. মুজতাবা মায়নাবী উল্লিখিত নিবন্ধ, মাজাল্লা-ই দানিশকাদা-ই আদাবিয়্যাত, ৪খ., সংখ্যা ৩।

গ্রন্থপঞ্জী (১) য়াকু'ত, মু'জামুল-উদাবা, ১খ., ৩৬০, ৩৬১; (২) কিতাবুর-রাদ্দ 'আলাল-মানতি'কিয়্যীন, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮ (কাশফুজ-জু'নূন; মাজাল্লাতুল-মাজ্‌মাইল-ইল্‌মিল-আরাবী, দামিশ্‌ক; আশ-শাহরাস্তানী, Brockelmann হইতে বর্ণিত); (৩) আল-হি'ক্‌মাতুল-খালিদা, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮ (হাশিয়া 'আবদুর-রাহ্‌'মান আল-বাদাবী); (৪) 'আবদুল-'আযীয কারত ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ, ফাল্‌সাফাতুল্‌-আখ্‌লাকি'য়া ওয়া মাস'াদিরুহা, মিসর ১৯৪৬ খৃ., সূচী; (৫) সাঈদ নাফীসী, পুর সীনা, পৃ. ১৩৯, ১৪৮; (৬) Brockelmann, ১খ., ২১৩ ও Supplement, ১খ., ৪৪, ৯৫৮, ৩খ., ১২৩৯; (৭) ইব্‌ন মিসকাওয়ায়হ, ৬খ., ২৭৭; (৮) আল-মাকাবিসাত, সম্পা. হাসান আস-সুন্দবী, পৃ. ১৬৫, ২০২ স্থা.।

মুজতাবা মায়নাবী (দা.মা.ই.)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবুল-হ'াসান 'আলী (ابو الحسن على) ঃ ফেয (ফাস)-এর মারীনী শাহী বংশের শাসক। তিনি ৭৩১/১৩৩১ সনে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের সময় পিতা আবূ সা'ঈদ 'উছমান-এর উত্তরাধিকারী হন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ শারীরিক গঠনের অধিকারী। এক মহান শাসকের কর্মোদ্দীপনা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। অসংখ্য সরকারী ভবন তাঁহার জনহিতৈষণা ও মহত্ত্বের সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকাল যেমন মারীনী শাহী বংশের সর্বোচ্চ উন্নতি ও রাজ্য-সীমার বিশাল বিস্তৃতি দেখিয়াছে, তেমনি উহার পতনের সূচনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। স্পেনে তিনি ১৩৩৩ খৃ. খৃস্টানদের নিকট হইতে জিব্রালটার দখল করেন। কিন্তু এই সমুদ্র অভিযানে বিজয় লাভের পর তিনি পুনরায় তারীফা-র নিকটবর্তী বাক্‌কা উপত্যকা (Rio Salado) যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন যাহার ফলে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে মারীনী রাজবংশের যুদ্ধাভিযান চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায় (১৩৪০ খৃ.)। বারবার এলাকায় তিনি আর একবার মহান মুওয়াহহিদ শাসকগণের সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করেন। যেমন তিনি তিলিমসান অবরোধ করেন, মানসুরা শহরের সৈন্য ছাউনি পুনর্নির্মাণ করেন এবং তিন বৎসর পর অবশেষে তিনি আবদুল-ওয়াদ (বানূ যায়্যান) রাজবংশের রাজধানী দখল করেন। বিজিত তিলিমসানে মিসরের মামলুক সুলতান ও সুদানের বাদশাহ্‌র নিকট হইতে তিনি অভিনন্দন বাণী লাভ করেন। ইফ্রিকিয়ার বিরুদ্ধে তিউনিসিয়ার মিত্র হাফসী বাদশাহ্‌র পক্ষে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন, কিন্তু সামরিক বিজয় লাভের পরই তিনি কায়রা-ওয়ানের সন্নিকটে আরবের সম্মিলিত বেদুঈন বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন (১৩৪৮ খৃ.) সমুদ্র পথে তিনি তিউনিসিয়া পরিত্যাগ করেন। পথিমধ্যে তাঁহার রণতরীর বহর ডুবিয়া যায়। তিনি আলজিয়ার্স-এ অবতরণ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁর পুত্র আবূ ইনান-এর দখল হইতে হৃতরাজ্য পুনঃরুদ্ধারের চেষ্টা করেন; অতঃপর ৭৫২/১৩৫২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবূ ইনান তাঁহাকে চেল্লা (শাল্লা)-তে সমাধিস্থ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্‌দূন, His. des Berberes, সম্পা. de Slane ২খ., ৩৭৩-৪২৬; অনু. ৪খ., ২১১-৯২; (২) ইব্‌নুল-আহ্‌মার, রাওয়াতুন-নিস্‌রীন, সম্পা. ও অনু. Bouali G. Marcais, পৃ. ২০-২২, ৭৫-৭৯; (৩) ইব্‌ন মার্‌যূক, মুস্‌নাদ, সম্পা. ও অনু. E. Levi-Provencal, Hesp, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১-৮১; (৪) H. Terasse, Hist du Marco, ২খ., ৫১-৬২; (৫) G. marcais, Les Arabes en Barberie du Xi Eau XIVE siecle passim; (৬) H. Basket ও E Levi-provencal, Chella Hesp হইতে উৎকলন, ১৯২২।

G. Marcais (E. I.[2])/সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

আবুল-হ'াসান 'আলী নাদবী (ابو الحسن على ندوى) ঃ সায়্যিদ, প্রখ্যাত 'আলিমে দীন, লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব। উপমহাদেশে তিনি 'আলী মিয়া' নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি ৬ মুহ'াররাম, ১৩৩২ হি. / ১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ রায় বেরেলী জেলা সদরের অদূরে সাঈ নদীর তীরে অবস্থিত দাইরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্য় (তাকিয়া নামে মশহূর) বিখ্যাত সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দা'ওয়াত ও তাবলীগ, তা'লীম ও তারবিয়াত এবং জিহাদ ও শাহাদত ছিল এই পরিবারের চিরাচরিত ঐতিহ্য। পিতার বংশধারা সায়্যিদুনা হ'াসান (রা) হইয়া হযরত 'আলী (রা) পর্যন্ত পৌছে। দাদী ছিলেন হু'সায়নী সায়্যিদা। ইহা ছাড়াও সায়্যিদুনা হ'াসান (রা)-এর পুত্র হ'াসান মুছান্না তদীয় পিতৃব্য শহীদে কারবালা সায়্যিদুনা হযরত হু'সায়ন (রা)-এর কন্যা ফাতি'মাতু'স-সু'গরা'কে বিবাহ করায় এই পরিবার একই সঙ্গে হ'াসানী এবং হু'সায়নী হিসাবেও পরিচিতি লাভ করে। বিখ্যাত শহীদ মুহ'াম্মাদ আন-নাফসুয- যাকিয়্যা (র) ছিলেন এই পরিবারেরই ঊর্ধ্বতন পুরুষ।

এই পরিবারেরই ঊর্ধ্বতন পুরুষ যিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে হিজরত করেন তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম আমীর কু'ত'বুদ্দীন মুহ'াম্মাদ আল-মাদানী (র)। আমীর কু'ত'বুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ছিলেন শায়খ মুহ'য়িদ্দীন 'আবদুল-ক'াদির জীলানী (র)-র ভাগিনা। তিনি ছিলেন একজন জালীলুল-কাদর আল্লাহ্র ওয়ালী। প্রথমে তিনি আপন মামা হযরত শায়খ 'আবদুল-কাদির জীলানী (র)-এর নিকট হইতে জাহিরী ও বাতিনী 'ইলম-এ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর বিখ্যাত ওয়ালী ও বুযুর্গ হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (র)-র হাতে বায়'আত হন এবং পরবর্তীতে তাঁহার ইজাযত ও খিলাফাত লাভে ধন্য হন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া হি. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে কয়েক হাজার মুরীদসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। কড়া মানিকপুরে তাঁহার মাযার অবস্থিত।

আমীর কুত'বুদ্দীনের বংশে অধিক সংখ্যক আল্লাহর ওয়ালী ও বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র কাযী সায়্যিদ রুকনুদ্দীন একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ওয়ালী ছিলেন। তাঁহার বংশের যেই শাখাটি রায়বেরেলী জেলার নাসীরাবাদে বসতি স্থাপন করে সেই শাখায় কাযী সায়্যিদ আহ'মাদ নামে একজন বিখ্যাত বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারই এক পৌত্রের নাম ছিল সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ফুদা'য়ল। তিনি যুহদ, রিয়াদা'ত ও সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি শেষ জীবনে মদীনা ত'ায়্যিবাতে হিজরত করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। তৎপুত্র সায়্যিদ শাহ 'আলামুল্লাহ হ'াসানী বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন সায়্যিদ আদাম বিন্নুরী (র)-র খলীফা। দাইরায়ে শাহ 'আল্লামুল্লাহ এই বুযুর্গের নাম ধারণ করিয়া সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। হি. এয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহ'মাদ রায়বেরেলবী (র) উল্লিখিত সায়্যিদ শাহ 'আলামুল্লাহ হ'াসানী (র)-র পঞ্চম অধস্তন বংশধর।

কাযী সায়্যিদ আহ'মাদ-এর অপর পৌত্রের নাম সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ইসহ'াক (র)। হযরত সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ইসহ'াক-এর বংশেও বহু সংখ্যক আল্লাহ্র ওয়ালী ও বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ খাজা আহ'মাদ নাসীরাবাদী (র) এই শাখার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। শিরক (মূর্তিপূজা) ও বিদ'আতের উৎপাটনে এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে তিনি বিপুল অবদান রাখেন। 'আল্লামা সায়্যিদ আবুল-হ'াসান 'আলী নাদবী (র) ছিলেন এই শাখার সর্বশেষ উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। নিম্নে 'আল্লামা নাদবী (র)-র বংশধারা উল্লেখ করা হইল ঃ

'আল্লামা সায়্যিদ 'আবদুল-হ'ায়্যি ইব্ন ফাখরুদ্দীন ইব্ন 'আবদুল-'আলী ইব্ন 'আলী মুহ'াম্মাদ ইব্ন আকবার শাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ শাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ তাকী' ইব্ন 'আবদুর-রাহ'ীম ইব্ন হিদায়াতুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইস'হাক' ইব্ন মুহ'াম্মাদ মু'আজ্জ'াম ইব্ন কাযী আহ'মাদ ইব্ন কাযী মাহ'মূদ ইব্ন কাযী 'আলাউদ্দীন ইব্ন আমীর কু'ত'বুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ছানী ইব্ন স'াদরুদ্দীন ইব্ন যায়নুদ্দীন ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন কি'য়ামুদ্দীন ইব্ন স'াদরুদ্দীন ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন কাযী রুকনুদ্দীন ইব্ন আমীর নিজ'ামুদ্দীন ইব্ন শায়খুল-ইসলাম আমীর কু'ত'বুদ্দীন মুহ'াম্মাদ আল-মাদানী ইব্ন রাশীদুদ্দীন আহ'মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন হ'াসান ইব্ন আবিল-হ'াসান 'আলী ইব্ন আবী জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন ক'াসিম ইব্ন আবী মুহ'াম্মাদ 'আবদিল্লাহ ইব্ন হ'াসান আল-আ'ওয়ার আল-জাওয়াদ নাকীব আল-কূফী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ছানী ইব্ন আবী মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-আশতার ইব্ন মুহ'াম্মাদ স'াহি'বু আন-নাফসুয যাকিয়্যা ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-মাহ'দ' ইব্ন হ'াসান মুছান্না ইব্ন হ'াসান মুজতাবা ইব্ন 'আলী মুরতাদা (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব।

কয়েক পুরুষ হইতে জ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য সাধনা ছিল এই পরিবারের একমাত্র পুঁজি। পিতামহ সায়্যিদ ফাখরুদ্দীন (র) ছিলেন অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের লেখক। তন্মধ্যে ফারসী ভাষায় লিখিত মাহরে জাহাঁতাব নামক গ্রন্থটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তিনি খেয়ালী ছদ্মনামে খ্যাত ছিলেন। পিতা সায়্যিদ 'আবদুল-হ'ায়্যি ছিলেন আরবী ভাষায় লিখিত আট খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ নুযহাতুল-খাওয়াতি'র-এর লেখক। এতদভিন্ন গুলে রা'না, য়াদে আয়্যাম (তারীখে গুজরাট), মা'আরিফুল- 'আওয়ারিফ, জান্নাতুল- মাশরিক' ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁহাকে খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করে। অধিকন্তু তিনি ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা ফাযলে রাহ'মান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র)-র খালীফা। মা স'ায়্যিদা' খায়রুন-নিসা ছিলেন সুললিত কণ্ঠের অধিকারিনী কু'রআন পাকের হাফিজা। 'আল্লামা নাদবী তদীয় আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী'তে বলিয়াছেন, কুরআন পাকের 'আশিক এই মহিলা যখন কান্না ও দরদভরা কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কু'রআন শারীফ তিলাওয়াত করিতেন তখন মনে হইত যেন আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছে। তদুপরি ইবাদত-বন্দেগী, আমল-আখলাক ও আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তিনি নিজেকে কোন পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের লেখা হইতেই অনুমান করা যায়।

"দু'আ ছিল আমার খোরাক, দু'আ ব্যতিরেকে আমার তৃপ্তি আসিত না। আমার দু'আর মধ্যে মশগুল হওয়া এতই বৃদ্ধি পায় যে, আমার সমস্ত কাজকর্ম আমা হইতে বিদায় গ্রহণ করে। একটি মুহূর্তও দু'আ ব্যতীত অতিবাহিত হইত না। জুমু'আর দিন ছিল আমার জন্য 'ঈদের ন্যায় আনন্দ ঘন দিন। আসলেও 'ঈদের দিনই বটে। দিনভর দু'আ করিতাম। বিশেষ করিয়া আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাকী এমনভাবে দু'আর মধ্যে ডুবিয়া থাকিতাম যে, কোনদিকে চোখ তুলিয়াও দেখিতাম না। মোরগের প্রতিটি ডাকে এবং আযানের প্রতিটি মুহূর্তে আমি দু'আ করিতাম। সাধ্যমত দু'আর কোন একটি মুহূর্তও আমি নষ্ট করিতাম না এবং কোন কথাও বাদ দিতাম

না। প্রত্যেক ভয়-ভীতি হইতে আল্লাহর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করিতাম এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল চাহিতাম। এই সবই সেই হাকীকী মালিকের অবদান ও কৃপা যে, যে ব্যাপারগুলি জীবনে চলার পথে সামনে আসিয়া দেখা দিত সে সবই দু'আর সময় সামনে আসিয়া যাইত এবং এমন একটি জোশের সৃষ্টি করিত যে, আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিতাম। সমস্ত জায়গা চোখের পানিতে ভিজিয়া যাইত এবং তাঁহার অপার কু'দরতের শান দৃষ্টে ছটফট করিতাম যেভাবে যবেহকৃত মোরগ ডানা ঝাপটায়। কিন্তু এই আত্মহারা ও বেকারার অবস্থায়ও আমার দু'আ অব্যাহত থাকিত এবং সর্বদা আমার চেহারার উপর নজর বুলাইতাম ও বলিতাম, আমার কপালে যে সব দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে তাহা মুছিয়া দাও। ইহাতে জগতে তোমারই নাম হইবে।

"সিজদা হইতে কিছুতেই মাথা উঠাইতাম না যতক্ষণ না আমার দিলে কিছুটা প্রশান্তি আসিত। দু'আর পর এতটা প্রশান্তি ফিরিয়া পাইতাম যে, মনে হইত রহমতের দরজা খুলিয়া গিয়াছে আর আমি রহমতের ভাণ্ডার দুই হাতে লুটিয়া লইতেছি।

"তাঁহার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং তাঁহার স্নেহ ও মায়ার উপর আমার এতটাই অহংকার ছিল যে, আমি বলিতাম, 'হে পরম করুণাময় করুণানিধান! যদি তুমি আমার প্রয়াসে সফলতা দান না কর তাহা হইলে আমি এমন চিৎকার দিয়া উঠিব যে, আসমান সেই চিৎকারে কাঁপিয়া উঠিবে, দুলিয়া উঠিবে পৃথিবী আর আমি তোমার দুয়ার হইতে কখনও মাথাই তুলিব না।

"ইহা ছিল তাঁহারই ভালবাসা, তাঁহারই অবদান ও করুণা যে, এতবড় বিরাট শাহী দরবারেও আমাকে অসম্ভব দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছিল এবং আমি বেপরোয়া হইয়া গিয়াছিলাম। কোনরূপ রাখঢাক ছাড়াই বলিতাম এবং বলিয়াই বাঁকিয়া বসিতাম। আর এতবড় বাদশাহ মহারাজাধিরাজ হইয়াও তিনি আমার মত নগণ্য ভিখারিনীর দাবি মেটাইতেন।"

আল্লাহতে নিবেদিত ও আত্মসমর্পিত এই মায়ের কাছেই তিনি কু'রআন মজীদের প্রথম সবক গ্রহণ করেন। অতঃপর আরবী ও উর্দূর তা'লীমও এখান হইতেই শুরু হয়। দশ বৎসর বয়সে আল্লামা নাদবী (র)-র পিতা ইনতিকাল করিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'াকীম সায়্যিদ 'আবদুল-'আলী তাঁহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি (সায়্যিদ 'আবদুল 'আলী) তখন দারুল-'উলূম নাদওয়াতুল-'উলামা ও দারুল-উলূম দেওবন্দের পাঠ সমাপনান্তে যথাক্রমে এন্ট্রান্স, আই এস সি ও বি এস সি পাশ করিয়া এমবিবিএস অধ্যয়নরত। নেকবখত মা ও সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভিভাবকত্বাধীনে কিশোর আবুল-হাসান 'আলীর লেখাপড়া আগাইয়া চলে। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 'আল্লামা খালীল 'আরব য়ামানীর হাতে তাঁহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়। প্রধানত তাঁহারই তত্ত্বাবধানে 'আল্লামা নাদবীর নিয়মিত আরবী ভাষার শিক্ষার সূচনা ও পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে। পরবর্তী কালে মরক্কো নিবাসী আল্লামা ড. তাকিয়্যুদ্দীন হিলালীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সোনায় সোহাগার কাজ করে। 'আল্লামা নাদবীর আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পিছনে এ দুইজন আরব মনীষীর অবদানই ছিল সর্বাধিক যাহার স্বীকৃতি তিনি বিভিন্নভাবে অকপটে প্রদান করিয়াছেন।

১৯২৭ সালে তিনি লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ছাত্র। এখান হইতে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯২৯ সালে তিনি দারুল-'উলূম নাদওয়াতুল-'উলামায় ভর্তি হন। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ 'আল্লামা হায়দার হ'াসান খান টুংকীর দরসে হ'াদীছে শরীক হন এবং তাঁহার নিকট বুখারী, মুসলিম, সুনান আবী দাঊদ ও তিরমিযী পড়েন। অতঃপর তিনি উস্তাদ খালীল 'আরব য়ামানীর নিকট নির্বাচিত কয়েকটি সূরার তাফসীর অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি লাহোর গমন করেন এবং কাদিরিয়া তারীকা'র প্রখ্যাত বুযুর্গ এবং উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত মুফাসসিরে কু'রআন শায়খুত-তাফসীর মাওলানা আহ'মাদ 'আলী লাহোরীর নিকট তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতিতে সমগ্র কু'রআনুল-কারীমের তাফসীর এবং শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহ'াদ্দিছ দিহলাবী লিখিত হু'জ্জাতুল্লাহিল-বালিগা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী কালে উল্লিখিত মাওলানা লাহোরীর নিকট কাদিরিয়া তারীকা'য় বায়'আত হন ও খিলাফত লাভ করেন।

অতঃপর হ'াদীছে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ ও বুযুর্গ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হু'সায়ন আহ'মাদ মাদানীর খিদমতে হাজির হন এবং সেখানে সহীহ বুখারী ও সুনান তিরমিযীর সবকে যোগদান করেন। অধিকন্তু তাফসীর ও 'উলূমুল-কু'রআনেও প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেন। ইহা ছাড়া শায়খ ই'যায 'আলীর নিকট ফিক'হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কা'রী আস'গা'র 'আলীর নিকট কি'রাআতে হা'ফস' মুতাবিক তাজবীদের পাঠ গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া উঠেন। ফলে ইসলামী বিষয় এবং আরব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি হইতে সরাসরি প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ ও তথ্য আহরণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব ও সহজতর হয়।

১৯৩৪ সালে তিনি দারুল-'উলূম নাদওয়াতুল-'উলামায় তাফসীর, হ'াদীছ ও আরবী ভাষা সাহিত্যের মুদাররিস নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৩৯ সালে ভারতের ধর্মীয় মারকাযগুলি সম্পর্কে অবহিতি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাপক সফর করেন। অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলেন প্রখ্যাত 'আলিম-এ দীন, বহুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মানজূর নু'মানী (দ্র.)। এ সময় তিনি প্রখ্যাত ওয়ালী ও বুযুর্গ হযরত শাহ 'আবদুল-কা'াদির রায়পূরী এবং তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহ'াম্মাদ ইলয়াস (র)-এর সান্নিধ্যে আসেন। হযরত মাওলানা ইলয়াস (র)-এর প্রেরণায় তিনি দেশে ও বিদেশে দা'ওয়াত ও তাবলীগ ব্যাপদেশে ব্যাপক সফর করেন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় দেশের শিক্ষিত মহলে এবং আরব জগতে দা'ওয়াত ও তাবলীগ প্রভৃত আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। 'আল্লামা নাদবী (র)-কে লিখিত মাওলানা ইলয়াস ও হযরতজী য়ূসুফ (র) লিখিত পত্রাদিতে ইহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

অপরদিকে শাহ 'আবদুল-কা'াদির রায়পূরীর সঙ্গে তাঁহার এই পরিচয় আধ্যাত্মিক সম্পর্কে রূপ লাভ করে। পরবর্তী কালে তিনি হযরত রায়পূরী

(র)-এর নিকট হইতে প্রসিদ্ধ চারি ত'রীকায় ইজাযত ও খিলাফাত লাভে ধন্য হন।

এ সফরেই মাওলানা সায়্যিদ আবুল-আ'লা মাওদূদী (দ্র.)-র সঙ্গে লাহোরে সাক্ষাত ঘটে। ১৯৩৪-৩৫ খৃ. হইতেই তিনি মাওলানার লেখনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এবং পাশ্চাত্যের জীবন-দর্শন ও নিরেট বস্তুবাদী সভ্যতার সমালোচনা এবং ইহার মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় তাঁহার বলিষ্ঠ ও ক্ষুরধার যুক্তি আল্লামা নাদবীকে প্রভাবিত করে। অতঃপর ১৯৪১ সালে সায়্যিদ আবুল-আ'লা মাওদূদী লাখনৌ আগমন করিলে তিনি মাওলানা মানজূ'র নু'মানীর প্রেরণায় মাওলানা মাওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং লাখনৌ হা'লকা'র যিম্মাদার মনোনীত হন। অতঃপর প্রায় তিন বৎসর যাবত ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। কিন্তু কতিপয় কারণে জামা'আতে ইসলামীর প্রতি তাঁহার পূর্ব ধারণার পরিবর্তন ঘটায় তিনি ইহার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অবশ্য মাওলানা মাওদূদী (র)-র সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমৃত্যু অটুট ছিল এবং হিন্দুস্তান জামা'আতে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ তরবিয়াতী বৈঠকসমূহে আমন্ত্রিত মেহ'মান হিসাবে তিনি দারসে কু'রআন, দারসে হা'দীছ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করিতেন।

হযরত নাদবী (র) দা'ওয়াত ও তাবলীগী সফরের আধিক্যের দরুন অধ্যাপনার কাজ বাধাগ্রস্ত হইতেছিল বিধায় দারুল-'উলূমের নিয়ম শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি রাঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইলয়াস (র)-এর দু'আ ও অনুমোদন লাভ করেন। তবে নিয়ম মাফিক নাদওয়ার শিক্ষকতার জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকিয়া তিনি এই সময়ও নাদওয়ার খিদমত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

১৯৪৫ সালে 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর প্রস্তাবক্রমে তিনি নাদওয়াতুল-'উলামার সহকারী শিক্ষা সচিব নিযুক্ত হন। শিক্ষা সচিব ছিলেন 'আল্লামা সুলায়মান নাদবী স্বয়ং। 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সহকারী হিসাবে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হন। অতঃপর ১৯৫৪ সালে 'আল্লামা সুলায়মান নাদবীর ইনতিকালের পর তিনি শিক্ষা সচিব নিযুক্ত হন।

১৯৬১ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাদওয়াতুল-'উলামার নাজি'ম (রেক্টর) ডা. হা'কীম সায়্যিদ 'আবদুল-'আলী ইনতিকাল করিলে 'আল্লামা নাদবী (র) তদস্থলে নাদওয়ার নাজি'ম নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই পদে থাকিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানরূপে উন্নীত করেন। ফলে নাদওয়া ও আবুল-হা'সান 'আলী নাদবী আজ পরস্পরের পরিপূরক ও সমার্থক শব্দে পরিণত হইয়াছে।

'আল্লামা সায়্যিদ আবুল-হা'সান 'আলী নাদবীর যেই অবদান আরব অনারবসহ সমগ্র বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি ও পরিচিতিকে তুলিয়া ধরিয়াছে তাহা হইল তাঁহার অমর ও ক্ষুরধার লেখনী। ১৯৩১ সালে প্রখ্যাত মিসরীয় মনীষী 'আল্লামা সায়্যিদ রাশীদ রিদা সম্পাদিত আল-মানার পত্রিকায় সর্বপ্রথম তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয়। এসময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর। অতঃপর ১৯৩৮ সালে উর্দূ ভাষায় লিখিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "সীরাতে সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ" প্রকাশিত হইলে উপমহাদেশের পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সাহিত্যের আসরে তিনি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

অতঃপর তাঁহার কলম বিরামহীনভাবে ইসলামের বিভিন্ন দিকসহ মুসলিম বিশ্বের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলির ইতিবৃত্ত লিখিয়াছে। ২ খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতে সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদসহ পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত' তাঁহার এমন একটি অমূল্য গ্রন্থ। উর্দূ ভাষায় এযাবত তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৬৫ এবং আরবী ভাষায় ১৭৬। এতদভিন্ন তাঁহার লিখিত অধিকাংশ পুস্তক আরবী, ইংরেজী, ফার্সী, হিন্দী, ফরাসী, তুর্কী, বাংলা, তামিল, মালয়ালাম, মারাঠী, গুজরাটি, সিংহলী, ইন্দোনেশীয়সহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আরবী ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পুস্তক আরব বিশ্বের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ক'াসাসুন-নাবিয়্যীন, আল-মুখতারাত, আস- সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা ও মা য'া খাসিরাল-'আলামু বিইনহি'তাতি'ল- মুসলিমীন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত পুস্তকটির কেবল বৈধ সংস্করণই এত অধিক সংখ্যক ও প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যাহা যে কোন লেখকের পক্ষে রীতিমত শ্লাঘার বিষয়। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত তাঁহার বিশটি গ্রন্থের অধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈমান যখন জাগলো, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (বর্তমানে সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস নামে ৩ খণ্ড প্রকাশিত, ৪র্থ খণ্ড প্রকাশের পথে), ইসলামের জীবন বিধান, আরকানে আরবা'আ, প্রাচ্যের উপহার, নবীয়ে রহমত, মাওলানা ইলয়াস ও তাঁর দীনি দা'ওয়াত, কাবুল থেকে আম্মান, তাযকিয়া ও ইহসান, ইসলাম ধর্ম ঃ সমাজ ঃ সংস্কৃতি, আল্লাহর পথের ঠিকানা, শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া, হযরত আলী ঃ জীবন ও কর্ম এবং মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালোঃ বিখ্যাত। তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমত ৪র্থ খণ্ডের তরজমা দ্রুত সমাপ্তির পথে এবং সীরাতে রাসূল আকরাম (স)-এর তরজমা সমাপ্তির পর প্রকাশের পথে। ইতোমধ্যে 'আল্লামা নাদবীর আরও কিছু পুস্তকের অনুবাদের কাজ চলিতেছে। ৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কারওয়ানে যিন্দেগীর অনুবাদ অতিসত্বর শুরু হওয়ার পথে।

ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগ ব্যাপদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ ব্যাপক সফর করিয়া তিনি এক অনন্য নজীর স্থাপন করিয়াছেন। ইব্ন বাত্তুতার পর তিনি নিজকে সর্বাধিক সফরকারী ২য় মুসলিম পর্যটক হিসাবে মনে করিতেন। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি তিনি একাধিকবার খুব নিকট হইতে দেখিয়াছেন। দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমূক তক (কাবুল থেকে আম্মান), নঈ দুনিয়া আমেরিকা সে সাফ সাফ বাতেঁ, মাগ'রিব ছে কুছ সা'ফ বাতেঁ, মাশরিকে' উস্তা কী ডায়েরী, ইসমা'ঈয়াত, তোহ'ফায়ে মাশরিক', হা'দীছে পাকিস্তান ইত্যাদি গ্রন্থে এসব সফরের কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়। এসব সফর হইতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁহাকে কতটা সমৃদ্ধ করিয়াছিল তাঁহার লেখনীসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

সম্মাননা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও তিনি এক বিরল নজীর স্থাপন করিয়াছিলেন। দামিশ্ক ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং

প্রফেসর, জামি'আ ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার মজলিসে শূরার সদস্য, রাবিতায়ে 'আলামে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, রাবিতা আদবে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ভারতীয় মুসলিম ল' বোর্ডের সভাপতি, জেনেভা ইসলামী সেন্টারের সদস্য, সভাপতি ইসলামিক সেন্টার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যাণ্ডসহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক ও সদস্য হিসাবে অমূল্য অবদান রাখিয়াছেন। অতঃপর কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ১৯৮১ সালে সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ, ১৯৮০ সালে ২ লক্ষ রিয়াল মূল্যের বাদশাহ ফায়স'াল পুরস্কার লাভ, ১৪১৯ হিজরীর মাহে রমাযানে সংযুক্ত আরব আমীরাত কর্তৃক ইসলামিক পার্সোনালিটি অব দি ইয়ার হিসাবে ১০ লক্ষ দিরহাম (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা) মূল্যের পুরস্কার লাভ, অতঃপর তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত শীর্ষক গ্রন্থের রচনার জন্য ব্রুনাইয়ের সুলতান হ'াসান আল-বালখিয়া পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, এইসব অর্থের একটি পয়সাও তিনি নিজের কিংবা তাঁহার পরিবারের জন্য ব্যয় করেন নাই; বরং ইহার সবটাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে বিলাইয়া দিয়াছেন। 'আল্লামা নাদবী একাধিক বক্তৃতায় মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ

"মাদরাসা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করিয়াছে যাহাদিগকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না।"

'উলামায়ে কিরামের প্রতি প্রধানত তাঁহার একটি উপদেশ ছিল এরূপঃ লোকে আপনাদের সম্পর্কে যাহা খুশী বলুক, কিন্তু একথা যেন বলিতে না পারে যে, আপনাদিগকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায়, আপনারা বিক্রয়যোগ্য পণ্য।"

'আল্লামা নাদবীর জীবন ছিল এক্ষেত্রে এক তুলনাহীন উদাহরণ। তিনি কোন দিনই নিজের প্রয়োজনে কাহারও নিকট হাত পাতেন নাই। হাত পাতার কিংবা চাহিবার ভানও করেন নাই। অনেক সময় জায়েয হাদিয়া তোহ'ফাও কবুল করেন নাই। এমনকি বৈধ প্রাপ্যও তিনি গ্রহণ করেন নাই। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া তিনি কখনও কোন শাসকের দরবারে যান নাই। এক্ষেত্রে পূর্বসূরী বুযুর্গদের গৃহীত নীতি ও আদর্শই ছিল তাঁহার অনুসৃত আদর্শ। সর্বদা তিনি নিম্নোক্ত নীতিকথাটি স্মরণে রাখিয়াছেন এবং সেই মুতাবিক চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"সর্বোত্তম শাসক তিনি যিনি দরবেশের দরজায় হাজিরা দেন এবং নিকৃষ্টতম দরবেশ সেই যে শাসকের দরজায় ধর্না দেয়।"

যে দুই একটি ক্ষেত্রে তিনি ইহার ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন, ব্যক্তি, পরিবার কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থে নহে; বরং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। সেক্ষেত্রেও তিনি কোথায়ও তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। বিনয়ের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার উন্নত মস্তক সমুন্নত রাখিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক হিসাবে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করা হইল ঃ

১৯৮৫ সালে শাহ বানূ বনাম মুহ'াম্মাদ আহ'মাদ খান মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট একটি বিতর্কিত রায় প্রদান করিয়া মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় আইনে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে। সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ একজোট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে এবং বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। এই সময় তিনি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি হিসাবে বোর্ডের কতিপয় সদস্যসহ তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মি. রাজীব গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল'-র ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে তাহাকে বুঝাইতে সক্ষম হন। শুধু ইহাই নহে, তাহাকে এতদসংক্রান্ত একটি বিলও তিনি পার্লামেন্টে উত্থাপন করিতে সম্মত করান। কিন্তু কিছু লোক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রয়াস চালায় যাহাতে বিলটি পার্লামেন্টে পেশের ও পাশের আগেই এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলির কর্মপন্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাহারা এ ব্যাপারে সংস্কারমূলক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহারা তাহা করিয়া থাকে তাহা হইলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের পক্ষে ইহাতে দ্বিধান্বিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

এই পরামর্শের পিছনে যেই ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিল তাহা অনুধাবন করিতে 'আল্লামা নাদবী (র)-কে আদৌ বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তাহার পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, "জ্ঞানগত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থানগত মর্যাদা কোন মুসলিম কিংবা আরবদেশের চাইতে আদৌ কম নহে। তাহার একটি নিজস্ব মর্যাদাও রহিয়াছে। আমার বলা উচিত নহে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলিতেছি, মুসলিম বিশ্বে শার'ঈ ক'ানূন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত রাবিতা 'আলামে ইসলামীর আওতায় মক্কা মু'আজ্জ'ামায় একটি ফিক্'হ একাডেমী রহিয়াছে, হিন্দুস্তান হইতে আমি যাহার একমাত্র সদস্য। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কোন একটি বিষয়ে সমস্ত সদস্য একপক্ষে আর আমি অন্য পক্ষে, অথচ ফায়সালা আমার অভিমতের অনুকূলেই হইয়াছে।"

তিনি প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এবং নিজের নাম উহ্য রাখিয়া আরও বলেন, "রাজীব জী! এখানে এই বৈঠকে এমন আলিমও উপস্থিত আছেন যাহার নাম মিসরের (বিশ্ববিশ্রুত) জামি'আ আযহারের বুকে উচ্চারিত হইলেও মানুষ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে।" অতঃপর প্রধান মন্ত্রী আর দ্বিতীয়বার মুসলিম বিশ্বের নাম উচ্চারণ করেন নাই।

অতঃপর উত্থাপিত বিলটি বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হয়।

এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার ভারতে নিযুক্ত সৌদী রাষ্ট্রদূত (প্রাক্তন) শায়খ আনাস য়ূসুফ য়াসীন সৌদী সরকারকে লিখেন, ভারতে আমাদের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন ফিক'হী মাসাইলের ক্ষেত্রে ফাতওয়া গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে যাহার অনেকগুলি হয় তাৎক্ষণিক প্রকৃতির। এদিকে সৌদী আরব হইতে জওয়াব পাইতে বিলম্ব হওয়ায় স্বভাবতই পেরেশানী বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যুত্তরে সৌদী সরকার জানান, ঐখান হইতে ফাতওয়া চাহিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ওখানে ভারতে শায়খ আবুল-হাসান 'আলী নাদবী রহিয়াছেন। যে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

বিত্ত-বৈভবের প্রতি অনাসক্তি ছিল তাঁহার আজন্ম। প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও এবং বিত্তবানদের সঙ্গে সর্বদা উঠাবসা করিয়াও তিনি ইহার প্রতি এক বিন্দুও আকৃষ্ট হন নাই। ফায়স'াল পুরস্কার গ্রহণের জন্য তিনি নিজে সৌদী আরব যান নাই। তাঁহার পক্ষে ডক্টর 'আবদুল্লাহ 'আব্বাস নাদবী প্রদত্ত পুরস্কার ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরস্কার

হিসাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থই তিনি দান করিয়াছেন। আরব আমীরাত ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণে যাইতেও তিনি অনীহা প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাদের দায়বদ্ধতার কথা তুলিয়া ধরিয়া 'আল্লামা নাদবীকে ইহাতে অংশ গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ করেন এবং কেবল তাঁহাকে লইবার জন্য দুইজন মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা ও চিকিৎসক টীমসহ বিশেষ বিমান পাঠানো হয়। এই যুগে একজন 'আলিমের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইহা ছিল চূড়ান্ত নজীর।

'আল্লামা সায়্যিদ আবুল-হ'াসান 'আলী নাদবী পার্থিব জীবনে প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যমতে তাঁহার বিভিন্নমুখী অবদান ও জীবনের নানা দিক লইয়া দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেই এমফিল ও পিএইচডি করিতেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার জীবদ্দশায় ১২জন গবেষক এমফিল ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। কোন মানুষের জীবদ্দশায় তাহার উপর এতগুলি থিসিস হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। আরবী ভাষায় তাঁহার উপর এযাবত ৩৫টি, উর্দূ ভাষায় অনেকগুলি এবং ইংরেজী ভাষায় দুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

'আল্লামা নাদবীর জীবনে সর্বোচ্চ সম্মাননা লাভের ঘটনা ঘটে শা'বান ১৪১৭ হি./১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ রোজ বুধবার। উল্লিখিত তারিখে রাবিত'া 'আলাম-ই ইসলামীর মসজিদ সংক্রান্ত শাখার তিন দিনব্যাপী একটি অধিবেশন মক্কা মু'আজ্জ'ামায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত শীর্ষস্থানীয় 'আলিম-'উলামা ইহাতে যোগ দেন। 'আল্লামা নাদবীও ইহাতে আমন্ত্রিত ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিন অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর মেহমানদের কা'বা শারীফের অভ্যন্তরে যাইবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। মেহমানবৃন্দ যথাসময় কা'বা গৃহের সামনে উপস্থিত হন। চাবিরক্ষক শায়খ শায়বীর আগমনের পর সিঁড়ি লাগানো হয়। 'আল্লামা নাদবী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আরোহণ করেন। শেষ ধাপে উঠিতেই শায়খ শায়বী

انت شيخ العالم انت شيخ الحرم ايضا افتح الباب بيدك لنتبرك.

"আপনি শায়খুল-'আলাম, আপনি শায়খুল-হ'ারাম ও! আপনি নিজ হাতে দরজা খুলুন যাহাতে আমরা বরকত হাসিল করিতে পারি" বলিয়া কা'বা শরীফের চাবি চৌকাঠের উপর রাখিয়া দেন এবং 'আল্লামা নাদবীকে দরজা খোলার ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মুসলিম মিল্লাতের নির্বাচিত 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে স্বহস্তে কা'বার দরজা খোলেন এবং পরম প্রশান্তি ও তৃপ্তির সঙ্গে কা'বা অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেন এবং দু'আ করেন।

বাহিরে আসিতেই সমবেত 'উলামায়ে কিরাম তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন ও সমস্বরে মুবারকবাদ পেশ করেন। শায়খ মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু য়ামানী এসময় পরম উল্লাসভরে বলিয়াছিলেন ঃ

انت انت شيخ الكعبة يا ابا الحسن مبروك .

অতঃপর বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে 'আল্লামা নাদবীকে মুবারকবাদ পেশ করেন। মুসলিম উম্মাহর এই দীর্ঘ ইতিহাসে একমাত্র বাদশাহ ফায়স'াল ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এইরূপ দুর্লভ সম্মান জুটিয়াছে কিনা জানা নাই।

'আল্লামা নাদবীর জীবন ছিল যেমন পরম সাফল্যে ভরপুর তেমনি তাঁহার মৃত্যুও ছিল ঈর্ষণীয়। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর /১৪২০ হিজরীর ২২ রামাদ'ান শুক্রবার। বরাবরের মতই সাহ'রী (ভোর রাতের আহার) শেষে জামা'আতে ফজর সালাত আদায় করিয়াছেন, অতঃপর যথারীতি ঘুমাইয়াছেন। বরাবর যেই নিয়মে জাগেন সেদিনও একই নিয়মে জাগিয়াছেন। উযূ-ইস্তিঞ্জা শেষে নিত্যকার মা'মূলাত পূর্ণ করিয়াছেন। নফল আদায় করিয়াছেন। ইহার পর কু'রআন মাজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন। তিলাওয়াতী সিজদাও আদায় করিয়াছেন। লাখনৌ থাকিতেই কু'রআন মাজীদ খতম করিয়াছিলেন। শেষতম দিনে এয়োদশতম পারা তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। নখসহ চুল ছাটাইয়াছেন। অতঃপর গোসল করিয়াছেন। পোশাক পরিধানের পর কু'রআন মাজীদ চাহিয়াছেন, সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করিবেন। কিন্তু অভ্যাসের বিপরীত সূরা য়াসীন তিলাওয়াত করিয়া একাদশতম আয়াতের শেষে গিয়া বেলা বারটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী থাকিতে তিনি চিরনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়েন। অতঃপর রাত্রি সোয়া দশটায় তীব্র শীত ও প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যে লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে তাঁহার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক কবরস্থান রাওযা শাহ 'আলামুল্লাহ্য় তাঁহার পূর্বপুরুষ হযরত শাহ 'আলামুল্লাহ, পিতা সায়্যিদ 'আবদুল হ'ায়্যি হাসানী, মাতা সায়্যিদা খায়রুন-নিসা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সায়্যিদ 'আবদুল-'আলী হ'াসানী (র)-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

হযরত 'আল্লামা নাদবীর ইনতিকালে দেশের ভিতরে ও বাহিরে যেই অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শোকবাণী প্রেরণ করে তন্মধ্যে হ'ারামায়ন শারীফায়ন-এর প্রশাসনিক প্রধান কা'বা শারীফের সম্মানিত ইমাম ও খাত'ীব মুহ'তারাম শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আস-সুবায়ল, ড. 'আবদুল কুদ্দুস আবূ স'ালিহ', সহ-সভাপতি রাবিত'া আদাব-ই ইসলামী, কাতারের খলীফা জাসীম আল-কুওয়ারী, মুহ'য়িস-সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল-হ'াক্ক, জামঈয়তে 'উলামায়ে হিন্দের সভাপতি সায়্যিদ আস'আদ মাদানী, দারুল-'উলূম দেওবন্দ ওয়াক্'ফ-এর মাওলানা মুহ'াম্মাদ সালিম কাসিমী, জামা'আতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা সিরাজুল-হ'াসান, ভারত সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আল্লামা নাদবী'র ইনতিকালে বিদেশে একাধিক গ'াইবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান দুইটি জানাযার একটি অনুষ্ঠিত হয় মক্কা মু'আজ্জ'ামায় মাসজিদুল-হ'ারাম-এর ইমাম ও খাতীব মুহ'তারাম মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আস-সুবায়ল-এর ইমামতিতে। বিশ লক্ষাধিক লোক ইহাতে শরীক ছিলেন বলিয়া বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়। দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে। ইহাতেও প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন। আর দুইটি জানাযাই অনুষ্ঠিত হয় লায়লাতুল- কা'দ্র হিসাবে খ্যাত ২৬ রামাদ'ান দিবাগত ২৭ রামাদ'ান 'ইশা ও তারাবী'হ আদায়ের পর। জানাযায় খাদিমুল-হ'ারামায়ন শারীফায়ন বাদশাহ

ফাহ্দ এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ছাড়াও শরীক ছিলেন দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তের আল্লাহ্র লাখো বান্দা ও নবী প্রেমিক মুসাফির মু'তাকিফ।

'আল্লামা নাদবী (র) তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে সমকালীন বহু বিখ্যাত মণীষী ও খ্যাতনামা বুযুর্গের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রাচ্যের কবি 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল, হাকীমুল-উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাবী, মাওলানা 'আবদুল-মাজেদ দারয়াবাদী, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল-আ'লা মাওদূদী, শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া, তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস, 'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক মিসরের সায়্যিদ কুতুব শহীদ, সৌদী আরবের বাদশাহ শহীদ শাহ ফায়সাল, পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট যি-য়াউল-হাক্ক, আল্লামা য়ূসুফ বিন্নুরী, 'আল্লামা শাব্বীর আহ্মাদ 'উছমানী, মুফতী মুহাম্মাদ শাফী' প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হারামায়ন শারীফায়ন প্রশাসনিক প্রধান এবং কা'বা শারীফের মুহ্তারাম ইমাম ও খাতীব মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আস-সুবায়ল, ফিলিস্তীনের প্রাক্তন গ্রাণ্ড মুফতী সায়্যিদ আমীন আল-হুসায়নী, বিখ্যাত আলিম শায়খ 'আবদুল্লাহ ইব্ন বায, মাসজিদুল-আকসার ইমাম ও খাতীব শায়খ মুহাম্মাদ সিয়াম ইহাদের অনেকেই 'আল্লামা নাদবী (র) সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশংসনীয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইতেও তাঁহার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। হাকীমুল-উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) ১৯৩৪ সালের ১৪ জুন তারিখে লিখিত একটি পত্রে সায়্যিদ আবুল-হাসান 'আলী নাদবীকে 'মাজমা'উল-কামালাত' হিসাবে সম্বোধন করেন। এসময় তাঁহার (সায়্যিদ নাদবী-র) বয়স ছিল মাত্র উনিশ বৎসর। ইমামুত-তাবলীগ ওয়াদ-দা'ওয়াত হযরত মাওলানা ইল্য়াস (র) তাঁহাকে সায়্যিদী ও সায়্যিদ-এ 'আলাম অভিধায় অভিহিত করিয়াছেন তৎকর্তৃক লিখিত একাধিক পত্রে। শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মাদ মাদানী তাঁহার সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতের তাজদীদী খিদমত আনজাম দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত য়ূসুফ বিন্নুরী তাঁহাকে 'আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ, মুফতী শাফী' তাঁহাকে 'মুওয়াফফাকুম মিনাল্লাহ, কুতবুল-ইরশাদ হযরত মাওলানা 'আবদুল-কাদির রায়পূরী তাঁহাকে 'সায়্যিদী' ও 'মাওলাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা তাঁহাকে 'মাজমূ'আ-ই হাসানাত মনে করিতেন। 'আবদুল মাজেদ দারয়াবাদী 'তারকামণ্ডলীর মধ্যে দেদীপ্যমান সূর্য' বলিয়াছেন আর হারাম শারীফের ইমাম ও খাতীব-ই 'আরাফাত শায়খ 'আবদুল-'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-আশ-শায়খ সায়্যিদ আবুল-হাসান আলী নাদবী ও নাদওয়াতুল-উলামাকে আলোক স্তম্ভ (منارہ نور) হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং আরব বিশ্বের 'উলামায়ে কিরাম তাঁহাকে 'যুগের বরকত' (বারাকাতু'ল-'আসর) মনে করিতেন এবং তাঁহার মূল্যবান অভিমতকে সনদ হিসাবে গ্রহণ করিতেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসাবে তিনি ছিলেন সায়্যিদ বংশজাত, শারী'আতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ 'আলিম, মুসলিম উম্মাহর দরদী বন্ধু, বর্তমান শতাব্দীর ইসলামের অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক। জ্ঞান ছিল তাঁহার পুঁজি, য়াকীন ছিল তাঁহার শক্তি, বিনয় ছিল তাঁহার মেযাজ, উত্তম আখলাক ছিল তাঁহার সাথী এবং মুহাব্বাত তথা স্নেহপ্রীতি ও ভালবাসা দ্বারা ছিল আপাদমস্তক মণ্ডিত। তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য নি'মাত।

নিম্নে 'আল্লামা নাদবী লিখিত আরবী ও উল্লেখযোগ্য উর্দূ গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

١- رجال الفكر والدعوة فى الاسلام
٢- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
٣- الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة المغربية
٤- السيرة النبوية
٥- مختارات من ادب العربى
٦- الاركان الاربعة فى ضوء الكتاب والسنة
٧- العقيده والعبادة والسلوك
٨- المرتضى
٩- اذا هبت ريح الايمان
١٠- الاسلام : أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية
١١- القاديانى والقاديانية : دراسة وتحليل
١٢- الطريق الى المدينة
١٣- قصص النبيين للاطفال
١٤- المسلمون فى الهند
١٥- روائع اقبال
١٦- رحلات ومذكرات
(١) مذكرات سائح فى الشرق العربى
(٢) من نهر كابل الى نهر يرموك
(٣) اسبوعان فى المغرب الاقصى
١٧- المدخل الى الدراسات القرانية
١٨- روائع من ادب الدعوة فى القران والسنة
١٩- النبوة والانبياء فى ضوء القران
٢٠- الصراع بين الايمان والمادية
٢١- نفحات الايمان
٢٢- العرب والاسلام
٢٣- الى الاسلام من جديد
٢٤- احاديث صريحة مع اخواننا العرب والمسلمين
٢٥- احاديث صريحة فى امريكا
٢٦- حديث مع الغرب
٢٧- التربية الاسلامية الحوة

আবুল-হাসান 'আলী নাদবী (র)

٢٨- ربانية لا رهبانية

٢٩- المسلمون وقضية فلسطين

٣٠- شخصيات وكتب

٣١- اريد ان اتحدث الى الاخوان

٣٢- ارتباط مسيرة الانسانية ومصيرها

٣٣- ازمة ايمان واخلاق

٣٤- الاسلام فوق القوميات والعصبيات

٣٥- الاسلام فى عالم متغير

٣٦- الاسلام والحكم

٣٧- الاسلام والمستشرقون

٣٨- الاسلام والغرب

٣٩- اسمعوها منى صريحة ايها العرب

٤٠- اسمعى يا ايران

٤١- اسمعى يازهرة الصخرة

٤٢- اسمعى يا سورية

٤٣- اسمعى يامصر

٤٤- اضواء على الحركات والدعوات الدينية

٤٥- اكبر خطر على العالم العربى

٤٦- الى الراية المحمدية ايها العرب

٤٧- الى شاطئ النجاة

٤٨- الى قمة القيادة الاسلامية

٤٩- الى ممثلى البلاد الاسلامية والاعتراف

٥٠- الامام الذى لم يوق حقه فى الانصار والاعتراف

٥١- الامام محمدبن اسمعيل البخارى

٥٢- بين الجباية والهداية

٥٣- بين الدين والمدنية

٥٤- بين الصورة والحقيقة

٥٥- بين العالم وجزيره العرب

٥٦- تاملاتف القران اللسن

٥٧- التقسير السياسى للاسلام

٥٨- حكمة الدعوة وصفة الدعاة

٥٩- خليج بين الاسلام والمسلمين

٦٠- الداعية الكبير الشيخ محمد الياس الكاندهلوى

٦١- الدعوة الاسلامية فى الهند وتطوراتها

٦٢- ردة ولا ابابكر لها

٦٣- سيرة خاتم النبيين (للاطفال)

٦٤- الطريق الى المدينة المنورة

٦٥- الفتح للعرب المسلمين

٦٦- القراة الراشدة للاطفال ١-٣

٦٧- كيف ينظر المسلمون الى الحجاز

٦٨- پرانے چراغ

٦٩- دستور حيات

٧٠- تاريخ دعوت وعز يمت

٧١- نبى رحمت

٧٢- سوانح حضرت مولانا شاه عبد القادر رائپورى

٧٣- شيخ الحديث حضرت مولنا زكريا

٧٤- حيات عبد الحى

٧٥- اركان اربعه

٧٦- حضرت مولنا الياس اور انكى دينى دعوت

٧٧- كاروان زندگى

٧٨- عصر حاضر مين دين كى تفهيم وتشريح

٧٩- منصب نبوت اور اسكے عالى مقام حاملين

٨٠- جب ايمان كى بهار آئى

٨١- مسلم ممالك ميں اسلاميت اور مغربيت كى كشمكش

٨٢- پاجا سراغ زندگى

٨٣- حديث پاكستان

٨٤- تحفه كشمير

٨٥- صحبت باهل دل

٨٦- تزكية واحسان تصوف وسلوك

٨٧- معركه ايمان ومادیت

٨٨- قاديانيت

٨٩- مطالعه قران كى اصول ومبادى

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সায়্যিদ 'আবদুল মাজিদ আল-গ়ূরী, আবুল-হাসান 'আলী আন-নাদাবী, দার ইবন কাছীর, বৈরূত ১৪১৯/১৯৯৮, ১ম সং; (২) বিলাল 'আবদুল-হায়্যি হাসানী নাদাবী, সাওয়ানিহ-ই মুফাক্কির-ই ইসলামী

হাদরাত মাওলানা সায়্যিদ আবুল-হাসান 'আলী নাদবী, দার আরাফাত বাযবেরীলী, ১৪২২ হি. ১ম সং; (৩) মাওলানা মুমশাদ 'আলী কাসিমী, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল-হাসান আলী নাদাবী, মুজাফ্‌ফার নগর, ইউ. পি. ১৪১৯/১৯৯৮, ১ম সং.; (৪) 'আবদুল্লাহ 'আব্বাস নাদাবী, মীরে কারাওয়া, নয়াদিল্লী ১৪২০/১৯৯৯, ১ম সং.; (৫) সাপ্তাহিক নাঈ দুন্‌য়া, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইং সংখ্যা নয়াদিল্লী.; (৬) পাক্ষিক তা'মীর-ই হায়াত, ডিসেম্বর, জানু. সংখ্যা ২০০০ খৃ., লক্ষ্ণৌ, সংখ্যা ৩৬; (৭) মুহাম্মাদ সালমান সম্পা. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইরফান পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০২ খৃ. ১ম সং.; (৮) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী স্মারক, জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ২০০০ খৃ.।

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আবুল-হাসান আল্‌-আশ্‌'আরী (দ্র. আল-আশআরী)

আবুল-হাসান আল্‌-আহমার (ابو الحسن الاحمر) ঃ 'আলী ইব্‌নু'ল-হাসান আল-মুবারাক, 'আলী ইব্‌নুল-হাসান। আল-মুবারাক নামে সাধারণত পরিচিত, বস্‌রার একজন ভাষাবিজ্ঞানী, আল-কিসাঈ (দ্র.)-র নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত, যাঁহার তিনি আগ্রহী শিষ্য ছিলেন। উস্‌তাদের পরে তিনি খালীফা আল-আমীন ও আল-মা'মূনের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জীবন-চরিতমূলক উৎসসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আল-আহমার ছিলেন মূলত খালীফা হারূনুর-রাশীদের রক্ষী দলের সদস্য। ফলে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের প্রবল আগ্রহ থাকায় তিনি যখনই রাজপ্রাসাদের কর্তব্য হইতে অবসর পাইতেন তখনই আল-কিসাঈ-র পাঠ দান অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হইতে পারিতেন। উস্‌তাদ যখন তরুণ শাহ্‌যাদাদ্বয়কে পাঠ দান করিতে আসিতেন, আল-আহমার তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতেন, আগমন ও নির্গমনের সময় রেকাব ধারণ করিয়া উস্তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন এবং তাঁহার নিকট ব্যাকরণগত প্রশ্নাদি উত্থাপন করিতেন। আল-কিসাঈ যখন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া শাহ্‌যাদাদ্বয়কে শিক্ষা দানে অসমর্থ হন তখন উস্তাদ আশংকা করিলেন সেই যুগের কোন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ, যথা ঃ সীবওয়ায়হি অথবা আল-আখ্‌ফাশ (উভয় দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং তিনি আল-আহমারকে তাঁহার নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের সুপারিশ করেন এবং পরিশেষে আল-আহমার ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। এই সম্পর্কে চরিত্র সাহিত্য উল্লেখ আছে, তদানিন্তন রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথমবার পাঠ প্রদানের পরই নবনিযুক্ত শিক্ষক যেই কক্ষে পাঠ দিতেন সেই কক্ষের সকল আসবাবপত্র লাভ করিতেন। আল-আহমারের গৃহ অত্যন্ত ছোট হওয়ায় তাঁহাকে একটি গৃহ ও একজন দাস ও একজন দাসী উপহার দেওয়া হয়।

প্রতিদিন তিনি সকালের পাঠ শিক্ষার উদ্দেশে আল-কিসাঈ-র নিকট যাইতেন। আল-কিসাঈ প্রতিমাসেই আর-রাশীদের উপস্থিতিতে তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। এইভাবে আল-আহমার বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। কথিত আছে, ৪০,০০০ শাওয়াহিদ (شواهد ব্যবহারিক অর্থ নির্দেশক উদ্ধৃতি) কবিতাংশ ও পূর্ণ কাসীদা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু তাঁহার নিজের কোন যোগ্য শিষ্য ছিল না এবং আল-কিসাই-এর জ্ঞান অন্যের নিকট মৌখিকভাবে প্রচার করেন নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আল-ফাররা (দ্র.)-র উপর এই দায়িত্ব বর্তায়। তিনি দুইটি গ্রন্থের রচয়িতা কিতাবুত-তাস'রীফ ও কিতাবু তাফানুনুনিল-বুলাগা। তিনি হাজ্জ যাত্রার পথে ১৯৪/৮১০ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ৯৮; (২) খাতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১২খ., ১০৪-৫; (৩) আবুত-তায়্যিব আল্‌-লুগাবী মারাতিবুন-নাহ্‌বিয়্যীন, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ৮৯-৯০; (৪) যুবায়দী, তাবাকাত, ১৪৭; (৫) কিফ্‌তী, ইন্‌বাহ, কায়রো ৯৩৬৯-৭৪/১৯৫০-৫, ২খ., ৩১৩-১৭; (৬) আন্‌বারী, নুযহা, ৫৯; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ., ৩২১-২-২৫২৩; (৮) য়াকূত, উদাবা, ১২খ., ৫-১২; (৯) সুয়ূতী, বুগয়া, ৩৩৪; (১০) এম. আল-মাখ্‌যূমী, মাদ্‌রাসাতুল-কূফা, বাগদাদ ১৩৭৪/১৯৫৫, ১২০; (১১) বুস্‌তানী. DM, ৪খ., ২৫০-১; (১২) যিরিক্‌লী, আ'লাম, ৫খ., ৭৯।

Ch. Pellat (E.I.2)/মুহাম্মদ আবু তাহের

আবুল-হাসান আল-বাত্তী (ابو الحسن البتى) ঃ আহমাদ ইবন 'আলী, কবি ও সাহিত্যিক; মূলত ইরাকের অন্তর্গত আল-বাত্ত-এর অধিবাসী (য়াকূত, ১খ., ৪৮৮); তিনি আল-কাদির-এর রাজসভার (রাজত্বকাল ৩৮১-৪২২/৯৯২-১০৩১ সাল) একজন সদস্য ছিলেন। খলীফা হওয়ার পূর্বে ৩৮১/৯৯২ সালে যখন খলীফা আল-কাদির আততায়ী হইতে পলায়ন করেন, তখন আল-বাত্তী তাঁহার অধীনে কর্মরত ছিলেন বলিয়া আল-কাদির তাঁহার নিকটেই আশ্রয় সন্ধান করেন। ফলে খলীফা পদে আসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার উপর তাঁহার দীওয়ানে ডাক বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তিনি মু'তাযিলী মতাদর্শ ও হানাফী ফিক্‌হ-শাস্ত্রের অনুসারী ছিলেন। আল-বাত্তী ইতিপূর্বে কুরআন ও হাদীছ-এর গঠনে ও গবেষণায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান, হস্তলিপিতে সুন্দর হাত, পত্রলিখন ও ছন্দ রচনায় বিশেষ মেধা দ্বারা তিনি তাঁহার নূতন দায়িত্বের সহিত তাঁহার সহকর্মিগণের নিকট আদীব-এর মূল আদর্শরূপে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীমান, তীক্ষ্ণ রসের অধিকারী, ত্বরিত জবাব প্রদানে পারদর্শী, বিশাল সংখ্যক কাহিনী ও গল্পের ধারক, যাহা তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে বর্ণনা করিতে পারিতেন এবং সংগীত ও গীতি সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান-এই সব কারণে তিনি, বিশেষত বুওয়ায়হীগণের মাঝে অতি স্বচ্ছন্দের সহিত বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি আশ-শারীফুর-রাদি'য়্য (দ্র.)-এর সহিত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন এবং তিনি শাবান, ৪০৫/জানু-ফেব্রু., ১০১৫ সালে তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার উদ্দেশে স্বীয় শেষ রচনা উৎসর্গীত করেন; একইভাবে আশ-শারীফুল- মুরতাদা (দ্র.) তাঁহার প্রসঙ্গে একটি শোকগাথা রচনা করেন। তঁহার নিজস্ব কাব্য-রচনাসমূহ অবশ্য তুলনামূলকভাবে সাধারণ মানের ছিল এবং বস্তুতপক্ষে একজন রাবী (আবৃত্তিকার) হিসাবে তিনি পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনটি রচনা তাঁহার প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিতাবুল-কাদিরী, কিতাবুল-'আমীদী ও কিতাবুল-ফাখ্‌রী নামক এই গ্রন্থ

তিনটি বিবেচ্য বিষয় বর্তমানে অজ্ঞাত, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এইগুলি জীবনীমূলক রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাওহ'ীদী, ইমতা, ৩খ., ১০০; (২) তানুখী, নিশ্ওয়ার, কায়রো ১৩৯২/১৯৭২, ৪খ., ২৫৬, ৫খ., ২২৪, ২২৫, ৭খ., ২৪; (৩) খাতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ৪খ., ৩২০, ১৪খ., ৩২৮; (৪) বিস্ত ইবনিল-জাওযী, মুনতাজাম, ৭খ., ২৬৩; (৫) সাফাদী, ওয়াফী, ৭খ., ২৩১-৪: (৬) ইবনুল-আছীর, ৯খ., ১৭৫; (৭) য়াকূ'ত, উদাবা, ৩খ., ২৫৪-৭০ (কুত্তাব-এর পোশাক সম্পর্কে প্রদত্ত দীর্ঘ বিবরণসহ),; (৮) বুস্তানী, DM, ৪খ., ২৫৩; (৯) যিরিকলী, আ'লাম, ১খ., ১৬৫; (১০) কাহ'হ'ালা, মুআল্লিফীন, ১খ., ৩১৯।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.) মুহাম্মদ ইমাদুদ-দীন

আবুল-হ'াসান আল-মাগ'রিবী (ابو الحسن المغربى) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর কবি ও সাহিত্যিক। তাঁহার উৎপত্তি অজ্ঞাত। তিনি সায়ফুদ-দাওলা, আস-সাহি'ব ইব্‌ন আব্বাদ ও খুরাসানের শাসকের অধীনে কাজ করার সময় হইতে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। খুরসানে তিনি আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী-র সাক্ষাত লাভ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি মিসরে, আল-জাবাল অঞ্চলে ও ট্রান্স-অক্সানিয়ার শাশ নামক স্থানে বসবাস করেন। এই বিখ্যাত পরিব্রাজকের যে সকল কবিতা এখনও টিকিয়া রহিয়াছে, সেইগুলি নানা উপলক্ষে রচিত এবং মৌলিকতা বর্জিত। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি পত্র ও গ্রন্থের ধর্ম সংক্রান্ত, বিশেষত একটি গ্রন্থ তুহ'ফাতুল-কুত্তাব ফির-রাসাইল ও অন্য একটি তায'কিরা মুয'াকারাতুন-নাদীম-এর তিনি রচয়িতা বলিয়া মনে হয়, যেইগুলিতে নিঃসন্দেহে রচনাশৈলীর রূপরেখা সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ ও তৎকালীন সাহিত্যিক মহল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত আছে। এতদ্ব্যতীত সম্ভবত মুতানাব্বীর গ্রন্থাবলী তাঁহার মাধ্যমে প্রাচ্যে প্রচার লাভ করে। কারণ য়াকূ'ত তাঁহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বাগদাদের বিখ্যাত কবির কবিতা আবৃত্তিকারী (রাবী) ছিলেন; তিনি বাগদাদে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার কিতাবুল-ইনতিস'ারুল-মুনাব্বী 'আন ফাদ'াইলিল্-মু'তানাব্বী ও পরবর্তী বাকি'য়্যাতুল-ইনতিস'ারিল-মুকছির লিল ইখতিস'ার-এ কবির সমর্থনমূলক বক্তব্য থাকিলেও তিনি ছিলেন কোন অজ্ঞাত কারণে কবির রচনাবলীর প্রাচীনতম সমালোচনামূলক গ্রন্থ-কিতাবুন-নাবীহ তানবীহুল-মুনাব্বিহ 'আন রায'াইলিল-মুতানাববী-র ও রচয়িতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ছা'আলিবী, য়াতীমা, ৪খ., ৮১; (২) য়াকূ'ত, উদাবা, ১৭খ., ১২৭-৩২; (৩) R. Blachere, About-Tayyib al-Motanabi, প্যারিস ১৯৩৫, ২২৭, ২৭৩-৪; (৪) বুস্তানী, DM.৪খ., ২৬৪;

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.) মুহাম্মদ ইমাদুদ-দীন

আবুল্ হ'াসান জিল্ওয়া (ابو الحسن جلوه) ঃ মীরযা, পারস্যবাসী দার্শনিক, কবি ও সংসারবিরাগী। তিনি ১২৩৮/১৮২৩ সালে গুজরাট রাজ্যের আহমদাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন; আরদিস্তান হইতে আগত সায়্যিদ পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা মীরযা সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ব্যবসা করিতেন। পিতার সহিত বোম্বাইতে স্বল্পকাল অবস্থানের পর সাত বৎসর বয়সের সময় জিলওয়া ইসফাহানে আগমন করেন এবং তথায় তাঁহার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ইহার সাত বৎসর পর তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি নিজেকে জ্ঞান অর্জনের পথে সম্পূর্ণ নিবেদিত করিতে মনস্থ করেন। কারণ তিনি সাহিত্য ও বৈদগ্ধের ক্ষেত্রে তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ও আইনজ্ঞ মীরযা রাফী'উদ্-দীন নাঈনী (মৃ.১০৮২/১৬৭১) তাঁহার পূর্বপুরুষগণের অন্যতম ছিলেন, কবি মিজ'মার (মৃ.১২২৫/১৮১০) ছিলেন তাঁহার পিতৃব্য, এমনকি তাঁহার পিতাও মাজ'হার কবি নামে কবিতা রচনা করিতেন। জিলওয়া কাসাগারান মাদরাসাতে বসবাস শুরু করেন এবং শীঘ্রই যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহের, বিশেষত অধিবিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সৃষ্টি হয়। এই একই সময়ে তিনি জিলওয়া কবি নামে কাব্য রচনা শুরু করেন; পরবর্তীতে ইহাই তাঁহার পদবীতে পরিণত হয় এবং এই নামেই তিনি সাধারণত পরিচিত ছিলেন। জিলওয়া তাঁহার আত্মচরিতমূলক রচনাতে তাঁহার ইসফাহান-এর শিক্ষকগণের কাহারও নামের উল্লেখ করেন নাই। শুধু মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণে তিনি শীঘ্রই ক্লান্তিবোধ করিতে থাকেন। ফলে তিনি স্বাধীনভাবে জ্ঞান সাধনা শুরু করেন এবং নিজেও শিক্ষা দান করিতে থাকেন (Ie comte Arthur de Gobineau, তাঁহার Les relgions et philosophies dans I Asie Centrale গ্রন্থে নূতন সং., প্যারিস ১৯২৮, ৮৫ জনৈক মুল্লা আবুল-হ'াসান আরদিস্তানী উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মুহ'াম্মাদ হ'াসান গীলানী ও মীরযা মুহ'াম্মাদ হ'াসান নূরী; সম্ভবত উক্ত আবুল-হ'াসান ও জিলওয়া একই ব্যক্তি)। ১২৭৪/১৮৫৭ সালে তিনি তেহরানে আগমন করেন এবং দারুশ-শিফা মাদরাসাতে বসবাস করিতে থাকেন, সেইখানে তাঁহার জন্য দুইটি সংকীর্ণ কক্ষ বরাদ্দ করা হয়। জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসর তিনি এইখানেই কাটাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেইখানে একজন দরবেশের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন, যদিও মীরযা মাহ'মূদ খান মাযানদারানী মুশীরুল-বি'যারা-এর ন্যায় তাঁহার বহু সম্ভ্রান্ত অনুরাগী ও বন্ধু ছিলেন, যাহারা প্রায়ই তাঁহাকে দাওয়াত দিতেন, কিন্তু তিনি কদাচিৎ মাদরাসা ত্যাগ করিতেন। বিস্ময়ের বিষয়, ঐতিহ্যগত দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও জিলওয়া মীরযা মালকুম খান-এর গুপ্ত সংঘ ফারামুস খানা-র সদস্য ছিলেন এবং জালালুদ দীন মীরযার গৃহে অনুষ্ঠিত সংঘের বৈঠকে যোগদান করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় (H. Algar, Mirza Malkum Khan; a stuay in the history of Iranian modernism, বার্কলে ও লস এঞ্জেলস ১৯৭৩, পৃ. ৪৯-৫০)। তেহরানের বাহিরে তিনি গীলান ও আযারবায়জানে একবার মাত্র সংক্ষিপ্ত সফর করেন। তিনি মাদরাসায় নাসি'রুদ-দীন শাহ ও বৃটিশ প্রাচ্যবেত্তা E.G. Browne-কে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সহিত অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন, (Browne, A year amongst the Persians, কেমব্রিজ ১৯২৭., পৃ. ১৬২)। তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন-নি'মাতুল্লাহী সূফী, মা'সূ'ম আলী শাহ (মৃ.১৩২৪/১৯২৬) [দ্র.

তাঁহার তারাইকুল-হাকাইক, সম্পা., মুহাম্মাদ জাফার মাহজুব, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০] ৩খ., ৫০৭), সায়্যিদ হাশিম উশকুরী (মৃ. ১৩৩২/১৯১৪) (দ্র. মুহাম্মাদ হিরযুদ-দীন, মা'আরিফুর-রিজাল ফী তারাজিমিল-'উলামা ওয়াল-উদাবা, নাজাফ ১৩৮৪/১৯৬৪, ৩খ., ২৭১) ও সায়্যিদ হুসায়ন বাদকুবাই (দ্র. মুহাম্মাদ হুসায়ন তাবাতাবাঈ-র Shiite Islam-এর অনুবাদ সংস্করণে S.H. Nasr-এর মুখবন্ধ, আলবানী, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৫, পৃ. ২২)। জিলওয়া ১৩১৪/১৮৯৭ সালে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে রায়্য শহরে ইব্ন বাবুয়াহর সমাধিসৌধের নিকট দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে মীরযা আহমাদ খান নাসীরুদ-দাওলা ও সুলতান হাসান মীরযা নায়্যিরুদ-দাওলা তাঁহার কবরের উপর একটি সুরম্য সৌধ নির্মাণ করেন। মা'সূম 'আলী শাহজিলওয়াকে 'চতুর্দশ শতক (হিজরী) এর এরিস্টোটলীয় অনুসারী দর্শনের সঞ্জীবক'-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে তাঁহার বন্ধু ও সমকালীন ব্যক্তি আকা আল-হাকীম ইলাহী ছিলেন ইশরাক (দ্র.) মতবাদী গোষ্ঠীর অনুসারী (তারাইকুল-হাকাইক, পৃ. গ্র.)। তাঁহার বিশেষ খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি কোন মৌলিক রচনা রাখিয়া যান নাই; তাঁহার পূর্ব সূরিগণের অর্জিত সাফল্যের পর দর্শন সম্পর্কে স্বাধীন রচনা সৃষ্টি তাঁহার মতে ছিল 'দুষ্কর, এমন কি অসম্ভব' (আ'য়ানুশ-শী'আ গ্রন্থে মুহসিনুল-আমীন কর্তৃক উদ্ধৃত আত্মজীবনীমূলক সারসংক্ষেপে, বৈরূত ১৩৮০/১৯৬০, ৬খ., ২১৬); তাই তিনি ইহার পরিবর্তে ইব্ন সীনা ও মুল্লা সাদরার রচনাবলীর ভাষ্য টীকামূলক গ্রন্থ রচনা অধিকতর পসন্দ করিতেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি সাদরার শারহুল-হিদায়াতিল-আছীরিয়ার হাশিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছে, তেহরান ১৩১৩/১৮৯৫। তাঁহার দীওয়ানটিও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল ভাষ্যে উল্লিখিত সূত্র ও রচনাবলীর অতিরিক্ত; দ্র. (১) 'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ রিদা কুম্মী, হাদিয়্যাতুল আহবাব, নাজাফ ১৩৪৯/১৯৩০,পৃ. ১১; (২) মীরযা মুহাম্মাদ 'আলী মুদাররিস, রায়হানাতুল আদাব, তাবরীয, তা.বি., ১খ., ২১৯-২০; (৩) মুহসিন আল-আমীন আয়ানুশ-শী'আ, বৈরূত ১৩৮০/১৯৬০, ৬খ., ২১৪-১৬; (ইহাতে আরবী অনুবাদে নামা-ই দানিশওয়ারান-ই নাসিরীতে প্রথম মুদ্রিত জিলওয়ার আত্মজীবনীমূলক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে); (৪) মাহদী বামাদ, শারহ-ই হাল-ই ঈরান দার কারনহাঈ ১২ ভা. ১৩ভা. ১৪-ই হিজরী, তেহরান ১৩৪৭/১৯৬৮।

H. Algar (E.I.^{2} Suppl.) আবদুল বাসেত

আবুল হাসান যশোরী (ابو الحسن زشوهری) ঃ (১৩২৫-১৪০০ বাংলা সন) ঃ স্বদেশে-বিদেশে "যশোরের মুহাদ্দিস সাহেব" নামেই অধিক পরিচিত। প্রখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদ, মুফাসসিরে কুরআন, ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ, বাগ্মী, সুসাহিত্যিক, 'ইলমে তাসাওউফের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শায়খুল-হাদীছ হযরত মাওলানা আবুল হাসান যশোরী বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার ভবানীপুর গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শায়খ কাছিম-উদ্দীন ছিলেন বৃহত্তর যশোর জেলার বারবাজারের বার আওলিয়াদের অধস্তন পুরুষ। হিন্দু অধ্যুষিত অত্র এলাকায় উপলক্ষে তাঁহারা খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ছাড়াইয়া পড়েন এবং ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা জনাব আলী বিশ্বাসও তৎকালে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং ইসলামের ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার প্রখ্যাত সহযোদ্ধা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সৈনিক মুন্সী জহিরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাংশ হইতে বিংশ শতাব্দীর দুই দশক পর্যন্ত অত্র অঞ্চলে নীলকর ও হিন্দু জমিদারবিরোধী এক দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ঐ সময় মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা প্রতাপশালী ছিলেন তাঁহাদেরকে অত্র অঞ্চলের হিন্দু জমিদাররা বিশ্বাস মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিত। এইরূপভাবে ভবানীপুর গ্রামে মোল্লাগোষ্ঠীর সমাজপতিকে আহাদ আলী বিশ্বাস, ইবরাহীম বিশ্বাস, প্রখ্যাত ইউ.পি. চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম মিয়ার পিতা খোয়াজ মণ্ডলকে খোয়াজ বিশ্বাস বলিয়া সম্বোধন করিত।

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবুল হাসান যশোরীর পিতা জনাব আলী বিশ্বাসের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। আলতাফ হুসাইন ছিলেন জ্যেষ্ঠ, আবুল হাসান ছিলেন দ্বিতীয় এবং আনোয়ার হুসাইন ছিলেন কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ কন্যা করিমুন্নেছার বিবাহ হয় বাংলা-আসাম ইসলাম প্রচার সংগঠনের অন্যতম সদস্য ও প্রচারক মুন্সী জহিরুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুন্সী লুৎফর রহমানের সহিত। কনিষ্ঠা কন্যা নছিরন নেছার বিবাহ হয় 'হামকল বাহিনীর অন্যতম সদস্য ঝিনাইদহ শহরের পশ্চিম সংলগ্ন খাজুরা গ্রামের শেখ শমশের আলীর সহিত। জ্যেষ্ঠ কন্যার পুত্র মাওলানা হাফিজুর রহমান দীর্ঘদিন কাশ্মীরের একটি জামে' মসজিদের খতীব ছিলেন এবং বর্তমানে সৌদী আরবে অবস্থান করিতেছেন। কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র মুহাম্মদ মমতাজুদ্দীন আহমেদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কিশোর আবুল হাসান যশোরী ভবিষ্যতে যে বড় কিছু একটা হইবেন তাহা সর্বপ্রথম তাঁহার পিতার আধ্যাত্মিক নেতা (Spritual Guide) হযরত জৌনপুরীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ইহার পর প্রখ্যাত মুজাহিদে আজম ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (র)-এর খলীফা মুন্সী জহিরুদ্দীনের দৃষ্টিকেও আকৃষ্ট করে। তাঁহারা উভয়ে আবুল হাসানের পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে তাঁহার এই সন্তানকে ভর্তি করিয়া দেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত জিহাদী মনোভাবাপন্ন ইংরেজবিরোধী অগ্নিপুরুষ ছিলেন। তিনি স্যার সৈয়দ আমহদের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন ইংরেজী বিদ্যায় বিদ্বান হইয়াই ইংরেজদেরকে এই দেশ হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব। তাই তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে ভবানীপুর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি তাঁহাকে চার মাইল দূরের ঘোষবিলা গ্রামের হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। কুমার নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা বর্ষাকালে ভয়াল রূপ ধারণ করিলেও বালক আবুল হাসানকে কোনদিন স্কুল যাওয়া হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। যেইদিন খেয়া ঘাটে নৌকার মাঝি থাকিত না, পারাপারের খেয়া নৌকা নদী ওপারে থাকিত, সেই দিন তিনি এক হাতে বই ধরিয়া জামা-পায়জামা মাথায় বাঁধিয়া গামছা পরিয়া কলস হাতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন এবং নদী অতিক্রম করিয়া স্কুলে যাইতেন। তৎকালে মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা

স্কুলে যাইত না বলিলেই চলে। অত্র এলাকাতে তিনিই হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। যেইদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের ফল প্রকাশ পায় সেইদিন বহু হিন্দু মুসলিম তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় জমায়। ১৯৩৯ খৃ. আবুল হাসান যশোরী মাগুরা কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বি.এ. পড়িবার জন্য সিরাজগঞ্জ কলেজে ভর্তি হন। একদা কলেজের উদ্দেশে বাড়ী হইতে রওনা দেওয়ার পর দশ মাইল দূরে আলমডাঙ্গা রেল স্টেশন বাজারে ভারত বিখ্যাত আলেম মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের সাথে যুবক আবুল হাসান যশোরীর সাক্ষাত হয়। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের সাথে তাঁহার এই সাক্ষাতই যুবক আবুল হাসান যশোরীর জীবনের মোড় পরিবর্তন করিয়া দেয়। ইহার পর হইতে তিনি কলেজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ইলমে দীন শিক্ষার উদ্দেশে দিল্লী রওয়ানা হন এবং ফতেহপুরী মাদরাসায় ভর্তি হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। কারণ তিনি তখন আরবী, উর্দূ বা ফার্সী কোন ভাষাই জানিতেন না, ইংরাজী ভাষা যাহাতে তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন, তাহা ছিল সেখানে অচল। ইহার পর তিনি নিজামুদ্দীনে যান এবং সেখানকার একজন মাদরাসা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উর্দূ ভাষা শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি নিজামুদ্দীনের মাদরাসায় ভর্তি হন। নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত মাদরাসায় যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে মাওলানা আবুল হাসান যশোরী প্রথম হন। কিন্তু নিজামুদ্দীনের পড়াশুনা ও পরিবেশ মাওলানা যশোরীর বেশী পছন্দ না হওয়ায় তিনি দিল্লীর ফতেহপুরী মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। দীর্ঘদিন চেষ্টা করিবার পর একটি সুযোগ আসিয়া যায়।

ফতেপুরী মাদরাসায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র সংগঠন ছিল এবং মাঝে মাঝে ঐ সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। এইভাবে এই সময় বাঙ্গালী ও ইউ.পি. ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে বাঙ্গালী সংগঠনের পক্ষে ইংরাজী জানা তেমন কোন ছাত্র না থাকায় ফতেহপুরী মাদরাসার বাঙ্গালী ছাত্ররা মাওলানা আবুল হাসান যশোরীকে নিজামুদ্দীন হইতে দাওয়াত করিয়া আনে। বৃটিশ-ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। তিনি মাওলানা আবুল হাসান যশোরীর ইংরাজী ভাষায় বিতর্ক শুনিয়া সেই দিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "কোন বাঙ্গালীর মুখে এত সুন্দর ইংরাজী জীবনে এই প্রথম শুনিলাম!" তাঁহার এই বিজয় ফতেহপুরী মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পথকে সহজ করিয়া দেয়। একাধারে ছয় বৎসর এই মাদরাসায় লেখাপড়ার পর তিনি এশিয়ার বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি দাওরায়ে হাদীছ, দাওরায়ে তাফসীর ও ইসলামী আইনশাস্ত্রে টাইটেল (ইফতা)-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকল শিক্ষকের প্রীতিভাজন হন। তিনি এশিয়া বিখ্যাত ক্বারী 'আল্লামা হিফজুর রহমান সাহেবের নিকট 'কিরাআতে সাবা' (সাত কিরাআত) শিক্ষা করেন। কুরআন তিলাওয়াতে তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধুর আওয়াজ ও উচ্চারণ ভঙ্গি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। এই কারণেই তিনি ছাত্র জীবনেই দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান জামি'মসজিদের ইমাম নির্বাচিত হন। দারুল 'উলুম দেওবন্দের যে সকল প্রখ্যাত শিক্ষকের নিকট তিনি 'ইলমে দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ (১) শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা হুসায়ন আমহদ মাদানী, (২) শায়খুল আদব ওয়াল-ফিকহ্ আল্লামা এজায আলী, (৩) আল্লামা ইবরাহীম বালয়াবী, (৪) আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী', (৫) 'আল্লামা ক্যারী হিফজুর রহমান ও (৬) 'আল্লামা ফখরুল হাসান। ইহার পর তিনি ইলম মারিফত শিক্ষার জন্য 'আল্লামা হুসায়ন আহমদ মাদানী (রা)-এর হাতে বায়আত হন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। দেওবন্দ দারুল উলুম মাদরাসা বিল্ডিং-এর চিলেকোঠায় একটি কক্ষ তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হয়। ভারত বিভাগের পর মাদানী (র)-এর নির্দেশে মাওলানা আবুল হাসান যশোরী প্রখ্যাত বুযুর্গ পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা জমিরউদ্দিন (র)-এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কায়েম করেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে খিলাফত লাভ করেন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (র) যখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গওহারডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় হাদীছ পাঠ দানের উপযুক্ত একজন মুহাদ্দিছ-এর জন্য মাওলানা মাদানী (র)-এর নিকট আবেদন আসে। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা আবুল হাসান যশোরীকে গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় প্রেরণ করা হয়। এই মাদরাসায় তিনি ১৯৪৫ খৃ. হইতে ১৯৫৯ খৃ. পর্যন্ত শায়খুল হাদীছ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি যখন বুখারী শরীফের পাঠ দান করিতেন তখন বহু জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-শিক্ষক তাঁহার নিকট থেকে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শ্রবণের জন্য নীরবে শ্রেণীকক্ষের বাহিরে ভিড় জমাইতেন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবুল হাসান যশোরী তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে জড়িত বৃহত্তর যশোর জেলায় দীনের আলো পুনঃপ্রজ্বলিত করিবার জন্য ১৯৫৯ খৃ. যশোরে রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে একটি বৃহৎ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিতা করেন। তিনি খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন স্থানে পঁয়ত্রিশটিরও অধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে যশোর রেল স্টেশন সংলগ্ন এজাযিয়া দারুল উলুম মাদরাসাটি সর্ববৃহৎ। তিনি বহু মসজিদও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

দুঃস্থ মানুষের সেবায় শায়খুল হাদীছ ছিলেন অগ্রণী। যে কোন দুর্যোগের সময় তিনি বিপন্ন মানুষের নিকট ছুটিয়া যাইতেন। এক কথায় একজন হক্কানী আলিম ও নায়েবে নবীর পূর্ণ আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার জীবনাচরণে ও ব্যক্তিত্বে।

মাওলানা আবুল হাসান যশোরী ছিলেন দীন ইসলামের এক বীর মুজাহিদ। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা খড়গহস্ত। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যশোর শহরে ও গ্রাম অঞ্চলের বহু অসহায় মানুষ শায়খুল হাদীছের দরবারে আশ্রয় চাহিলে তিনি নিজের জীবন বাজি রাখিয়া তাহাদের আশ্রয় দেন।

মাওলানা আবুল হাসান যশোরীর জীবনের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হইতেছে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে ভারত সীমান্তের দিকে ঐতিহাসিক 'লং মার্চে'র নেতৃত্ব দান। বৃহত্তর যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়াসহ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব তিনিই

পালন করিয়াছিলেন। বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ অসুস্থ শরীরে তিনি লং মার্চ অভিযানের অন্যতম প্রধান নেতারূপে দৃপ্ত পদে বেনাপোল সীমান্তের দিকে আগাইয়া যান।

মাওলানা আবুল হাসান যশোরী রাজনৈতিক জীবনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আমল হইতে হাফেজে হাদীছ 'আল্লামা 'আব্দুল্লাহ দরখাস্তী, হযরত মাওলানা গোলাম গাওছ হাজারবী, মাওলানা মুফতী মাহমূদ, মাওলানা হাফেজ আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়া, মাওলানা পীর মুহসিনুদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া প্রমুখের সহিত রাজনৈতিক ময়দানে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন জমিয়তে উলামায় ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি। পরবর্তী কালে হাফেজ্জী হুযুরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন গঠিত হইলে মরহুম যশোরী (র) ইহার কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমীর হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯১ সালে ইসলামী ঐক্যজোট গঠনে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং শোষণহীন ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রাখেন। ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি সব ধরনের আন্দোলনে শরীক ছিলেন। স্বৈরাচারী আইয়ূববিরোধী আন্দোলন, ড. ফজলুল রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ইসলামের অপব্যাখ্যাবিরোধী আন্দোলন, দাউদ হায়দারের ইসলামাবিরোধী বক্তব্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে মাওলানা আবুল হাসান যশোরীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটাইয়া সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে রক্তক্ষয়ী দীর্ঘস্থায়ী জিহাদ অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে যোগদানের জন্য তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। নিজের এক সন্তানকে তিনি এই জিহাদে অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেওবন্দ হইতে সদ্য পাস করা তাঁহার তরুণ সন্তানের শাহাদাতের সংবাদ তাঁহাকে কাতর করে নাই, বরং তিনি এই কোরবানীর জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শোকর করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মধুর আচরণের অধিকারী। জাগতিক মোহ ও লোভ কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন অসাধারণ গুণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাংলাদেশের এই বর্ষিয়ান আলেম ১৯৯৩ খৃ. ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার দিন ফজরের সময় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া যান। তিনি মাদরাসা প্রাঙ্গণে ৭১-এর শহীদদের সাথে চিরশায়িত আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বর্তমান যুগের মহাদ্দেসগণ, এমদাদীয়া লাইব্রেরী; (২) মাসিক মদীনা, অক্টোবর ১৯৯৩; (৩) মুসলিম জাহান, ঢাকা, বুধবার ১৪-২০ শ্রাবণ, ১৪০০ বাংলা; (৪) সাপ্তাহিক সমিয় ত (৩২তম সংখ্যা), বুধবার ২১-২৭ জুলাই; (৫) দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১০ জুলাই, ১৯৯৩ খৃ.।

মোঃ সাইদুর রহমান

আবুল হাসানাত (ابو الحسنات) ঃ মাওলানা, মৃ. ১৯৬১, আসল নাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ আহমাদ কাদিরী, মাওলানা আবুল হাসানাত আলিম ও উর্দূ সাহিত্যিক ছিলেন। বিখ্যাত রচনা ঃ সুবহে নূর, আন-নাসিহ, আওরাক-ই গাম, রাফীকুস-সাফার ইলা বালাদ-ই খায়রিল-বাশার। তিনি কবিও ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবুল হাসানাত আবদুল হাই (ابو الحسنات عبد الحى) ঃ মোহাম্মদ. মাওলানা (১৯০১-১৯৮৩ খৃ.)। তিনি ছিলেন সুদক্ষ আলিম, জনপ্রিয় রাজনীতিক, পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ১৩১৯ / ১৯০১ সালে নোয়াখালী জিলার হাতিয়া থানাধীন চর ঈশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী আবদুল গণী বরিশাল সরকারী জিলা স্কুলের আরবী-ফারসীর শিক্ষক এবং মেদিনীপুর (ভারত) সরকারী জিলা হাই স্কুলের প্রধান মৌলভী ছিলেন। মাতা আফিফা খাতুন স্থানীয় মক্তবে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

আবুল হাসানাত আবদুল হাই ১৯২৮ খৃ. কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হইতে কৃতিত্বের সহিত কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্রাসায় উচ্চতর অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমদিকে বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।

ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র-রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন। ১৯৩৭-১৯৪৬ সাল অবধি তিনি আল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে সিলেট রেফারেন্ডামে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। একই সালে তিনি পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরিষদের প্রথম অধিবেশনে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের চীফ হুইপ মনোনীত হন। একই সংগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারী সচিবের দায়িত্বও তাঁহার উপর বর্তায়। ১৯৬৮ সালে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং হজ্জ আদায় করেন।

১৯৫৫ সালে মক্কা মুকাররামায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম সম্মিলনে মাওলানা আবদুল হাই পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তানের ইসলামিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

মাওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই একজন আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। তিনি মাওলানা আবদুর রব জৌনপুরী (র)-এর খলীফা ছিলেন এবং তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া কিছুকাল বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন। ইসলামী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৪০৪ / ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহাকে নিজ গ্রামের বাড়ির জামে মসজিদের পার্শ্বে দাফন করা হয়। বৈবাহিক জীবনে তিনি ১১জন পুত্র ও কন্যা সন্তানের জনক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A Short Biography of AL-Has Maulana A.H. MD Abdul Hai M.N.A., Printed at Zeenat Printing Works, Dacc-1; (২) ডঃ মুহাম্মদ

আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ২য় সং., ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪২৩/২০০২; (৩) ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, ১ম সং., ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪১২/১৯৯১; (৪) মরহুমের পুত্রদের প্রদত্ত তথ্য।

মুহাম্মদ মূসা

আবুল-হুযায়ল আল-‘আল্লাফ (ابو الهذيل العلاف)ঃ মুহ়াম্মাদ ইবনুল-হুযায়ল ইব্‌ন ‘উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন মাকহুল (‘আবদুল-ক়ায়স-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন)। এইজন্য তাঁহার উপাধি ছিল আল-‘আবদী। তিনি মু‘তাযিলীদের অনুসন্ধিৎসু ধর্মতত্ত্ববিদ, বসরায় তাঁহার জন্ম। সেখানে তিনি ‘আল্লাফ (অশ্ব ও অন্যান্য গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহকারীদের) মহল্লায় অবস্থান করিতেন। এই কারণে তাঁহাকে ‘আল্লাফ বলা হইত। তাঁহার জন্মতারিখ অনিশ্চিতঃ ১৩৫/৭৫২-৫৩, ১৩৪/৭৫১-২, ১৩১/ ৭৪৮-৪৯, ২-৩/৮১৮-১৯ সালে তিনি বাগদাদে বসবাস শুরু করেন এবং সেইখানেই বৃদ্ধ বয়সে ইন্তিকাল করেন ২২৬/৮৪০-৪১ সালে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী খলীফা আল-ওয়াছিকে‘র আমলে (২২৭-২৩২/ ৮৪২-৪৭), আবার কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসন আমলে ২৩৫/৮৪৯-৫০ সালে (শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন)। তিনি ওয়াসি‘ল ইব্‌ন ‘আত়া’র বন্ধু ‘উছমান আত-তাবীলের মাধ্যমে ওয়াসি‘লের পরোক্ষ শিষ্য ছিলেন। ওয়াসি‘লের মত আবুল-হুযায়ল ও একজন সাহিত্যিক ছিলেন, বিশেষত কাব্য জগতে গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি অত্যন্ত খ্যাত ছিলেন। তাঁহার রিওয়ায়াতে কিছু সংখ্যক হ়াদীছও বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল-হুযায়ল উত্তরাধিকারসূত্রে ওয়াসি‘লের চিন্তাধারা হইতে যে ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেন, তখনও উহা ছিল প্রাথমিক অবস্থায়। প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তাধারা ছিল বিতর্কমূলক। ইহার বাহ্যিক কর্মতৎপরতা ছিল কতকগুলি ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করা। সেইগুলি হইল সাধারণ মুসলমান ও হ়াদীছবিদদের মধ্যে প্রচলিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস (নরত্বারোপবাদে বিশ্বাস), রাজনৈতিক স্বার্থে বানূ উমায়্যাদের সমর্থিত তাক‘দীর সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং উগ্রপন্থী শী‘আদের প্রচারিত হযরত ‘আলী (রা)-এর উলূহিয়্যাত বা খোদায়ী বৈশিষ্ট্য। আবুল-হুযায়ল স্বীয় দার্শনিক প্রতিভা, বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতার ফলে উক্ত বিষয়সমূহের উপর যোগ্যতার সহিত বিতর্কের সূচনা করেন। অন্যান্য ধর্ম ও পূর্ব যুগের বিভিন্ন বলিষ্ঠ চিন্তাধারা অর্থাৎ জোরোয়াস্তারের অনুসারীদের দ্বৈতবাদ (Dualism), মানিকিয়বাদ (Manicheism) ও রহস্যবাদের (gnosticism) বিরুদ্ধে তিনি ইসলামের মুখপাত্রে পরিণত হন। ইহা ছাড়া গ্রীক ধ্যান-ধারণা প্রভাবিত দার্শনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনুসারী (দাহরিয়া) নাস্তিক এবং পরিশেষে ক্রমবর্ধমান বিদেশী ভাবধারা প্রবাবিত মুসলিম আলিম (যেমন স়ালিহ় ইব্‌ন ‘আবদিল-কুদ্দূসের মত গোপন মানিকিয়বাদী (Manichaeans) কবি এবং আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ (gnostic) ও বিদেশী দার্শনিক চিন্তাধারা গ্রহণকারী আধুনিক ধরনের আলিম প্রভৃতির বিরুদ্ধে আবুল-হুযায়ল জোরালো প্রতিবাদে সোচ্চার হন। মনে হয়, তিনি পরিণত বয়সে দর্শন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। হজ্জের সময় (তারিখ অজ্ঞাত) পবিত্র মক্কায় শী‘আ সম্প্রদায়ের আলিম হিশাম ইবনুল-হ়াকামের সহিত আবুল-হুযায়লের সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি হিশামের সহিত তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদ প্রতিফলিত তাশবীহী আকাইদ (নরত্বারোপবাদে বিশ্বাস) সম্পর্কে তর্ক করেন। এই সময় হইতেই তিনি দাহরী বা নাস্তিকদের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ আল্লাহ তা‘আলার সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে আবুল-হুযায়লের চিন্তাধারা ও নব্য-প্লেটোবাদে (Neo-Platonism)-এর সমর্থক ও প্রাচীন কালের শেষদিকের প্রকৃতি বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের আবিষ্কৃত স্যুডো এমপিডোকলুস (Pseudo Empedocles) দর্শনের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাযুজ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধারণত মধ্যযুগে এরিস্টোটেলীয় দার্শনিকগণ যে মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন তাহার উৎস ও বাস্তব ক্ষেত্রে আবুল-হুযায়লের দার্শনিক চিন্তাধারার উৎস প্রায় অভিন্ন। তিনি সেই সব দার্শনিকের প্রতি আকৃষ্টও ছিলেন, আবার বিরূপও ছিলেন। বস্তুত কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহাদের বিরোধিতাও করিয়াছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের ধরন-ধারণ ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণও করিয়াছেন। একজন চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি অত্যন্ত সরল-সহজ ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তনগত ঐতিহ্যের সহিত তিনি সম্পর্কিত ছিলেন না। বিভিন্ন চিন্তামূলক সমস্যা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত আলোচনা করিতেন, এমনকি অযৌক্তিক সমস্যার ব্যাপারেও আলোচনা করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। আর এইজন্যই তাঁহার ধর্মীয় চিন্তাধারায় সজীবতা থাকিলেও উহা বহু ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ও সুসংহত ছিল না। তিনিই প্রথম বহু মৌলিক সমস্যার পর্যালোচনা করিয়াছেন, পরবর্তী কালে এইগুলির উপর মুতাযিলীগণকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা‘আলার তাওহ়ীদ বিমূর্ত সর্বব্যাপিতার উপলব্ধি আবুল-হুযায়লের ধর্মীয় চিন্তাধারায় বিমূর্ততা মনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ এক এবং কোনো দিক দিয়াই তিনি তাঁহার মাখলূকের সদৃশ নহেন। তাঁহার কোন শরীর নাই (হিশাম ইবনুল-হ়াকামের চিন্তাধারার বিপরীত), তিনি নিরাকার, তিনি অসীম। তিনি এক প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী, এক প্রকার শক্তিতে শক্তিমান, এক প্রকার জীবনে জীবন্ত ও চিরস্থায়ী, এক প্রকার দৃষ্টিশক্তিতে দৃষ্টিমান, (স্বয়ং আল্লাহই জ্ঞান ইত্যাদি অভিমত পোষণকারী শী‘আদের মতবাদ বিরোধী), তবে আমাদের অভিনব এই জ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার মূল সত্তারই অভিন্ন রূপ (আল্লাহর সি‘ফাত বা গুণাবলীকে তাঁহার সত্তায় সংযোজিত বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্নকারী সাধারণ চিন্তাধারার বিপরীত)। আবুল-হুযায়লের এই চিন্তাধারা ছিল সমঝোতার সাময়িক নীতি। তবে ইহা ভবিষ্যৎ বংশধরকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই অর্থে, সর্বস্থানে প্রত্যেক কিছুর উপর তাঁহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে। আল্লাহ পরকালেও অদৃশ্য থাকিবেন, তবে বিশ্বাসীরা তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবে। আল্লাহর মহাবিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁহারই সৃষ্টিনিচয় দ্বারা সীমিত এবং ইহা হইতেছে এক সীমাবদ্ধ সামগ্রিকতা (যদি এই জ্ঞান সীমিত না হয় তাহা হইলে উহাও সামগ্রিক হইত না)। আল্লাহর কু‘দরাত বা শক্তির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আবুল-হুযায়ল বিশ্বজগতের নাস্তি হইতে অস্তিত্ব লাভের কুরআনী মতবাদ ও সৃষ্টি সম্পর্কিত

এরিস্টোটলীয় চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। এরিস্টোটলের চিন্তাধারা হইল, আল্লাহ বিশ্বে গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছেন। এই গতিবেগ চিরন্তন; কেননা গতি তাহার প্রথম গতি সঞ্চারকারীর সহিত চিরস্থায়ী। আবুল-হুযায়ল গতিকে বিশ্বের সক্রিয়তার মূল উৎস বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি কু'রআন সম্মত অর্থে উহাকে মাখলুক বা সৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রেক্ষিতে স্পন্দন বা গতিও উহার প্রাপ্তসীমায় পৌঁছিবে এবং থামিয়া যাইবে। তাঁহার মতে এই প্রান্তসীমা কিয়ামতের পর পরকালে বাস্তবায়িত হইবে। এই স্পন্দন বা গতি বন্ধ হওয়ার দরুন জান্নাত-জাহান্নাম চিরন্তন হইবে এবং এইগুলিতে বসবাসকারীরা পরিবর্তনহীন অবস্থায় অবস্থান করিবে। ভাগ্যবানরা অনন্তকাল আরাম-আয়েশ উপভোগ করিবে। হতভাগ্যরা কঠিনতম শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার এই মতবাদ তিনি নিজেই বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। অপর দিকে মু'তাযিলী-অমু'তাযিলী নির্বিশেষে সকল মুসলিম আলিম ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। আবুল-হুযায়লের উক্ত মতবাদ ও চিন্তাধারার আলোকে আল্লাহ তা'আলার সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারে যে পরিণতির সৃষ্টি হইতে পারে, মুসলিম আলিমদের নিকট উহাও অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যায়। আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আবুল-হুযায়লের চিন্তাধারা ছিল, আল্লাহর অন্যায় ও অবিচারের ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি মঙ্গলময় ও সুবিজ্ঞ; এই কারণে তিনি কোন প্রকার অন্যায়-অবিচার করেন না। আল্লাহ মানুষকে মন্দ কাজের অবকাশ দেন, কিন্তু সে তাহার কাজের স্রষ্টা নহে। অপর দিকে মানুষ খারাপ কাজ করার ক্ষমতা রাখে, এইজন্য সে তাহার নিজের খারাপ কাজের দায়-দায়িত্ব বহনকারী, এমনকি তাহার অন্যায় কাজের মাধ্যমে স্পষ্ট অনিচ্ছাকৃত পরিণামেরও সে যিম্মাদার (ইহাই হইল তাওয়াল্লুদ কার্যোদ্ভূত কার্যপরম্পরা মতবাদ ; আবুল-হুযায়লই ইহা সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন)। রূহ ও দৃশ্যমান দেহ সমন্বিত মানুষের সমগ্র সত্তা তাহার কৃতকার্যের জন্য দায়ী। আবুল-হুযায়ল মু'তাযিলা চিন্তাধারায় বস্তুর আপতন (accidents) ও পরমাণু (atom যাহা তাঁহার মতে জওহার)-এর প্রবর্তন করেন। এইরূপ ধারণা প্রথমে শুধু বস্তু সম্পর্কিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনিই এইগুলি যথার্থ ধর্মশাস্ত্র, বিশ্বতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের বুনিয়াদ হিসাবে ব্যবহার করেন। ইহা ছিল তাঁহার ----সম্ভাবনায় মৌলিক অবদান যাহা এক গুরুতর পরিণতি লইয়া আসে। ইহা ছাড়া মু'তাযিলীদের ধর্মীয় চিন্তাধারায় ইহাতে এক নূতন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। জীবন, প্রাণ, আত্মা, পঞ্চেন্দ্রিয় আপতন মাত্র; সুতরাং এইগুলি স্থায়ী নহে, এমনকি রূহ' ও অমরত্ব লাভ করিবে না। মানুষের কার্যাবলীকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়। উভয় পর্যায়ই গতি বা স্পন্দনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম পর্যায় হইল অগ্রসর হওয়া (আমি করিব)। আর দ্বিতীয় পর্যায় হইল কর্ম সম্পাদন (আমি করিয়াছি)। মানুষ যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সেইজন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম স্পন্দনকে থামাইয়া দিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় কার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কেবল যে কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে উহাই গণ্য হইবার যোগ্য। আপতন মতবাদের আলোকে আল্লাহর কার্যাবলীর ব্যাখ্যা এইরূপে করা হইয়াছে যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রক্রিয়া হইতেছে আপতনের অবিরাম সৃষ্টি যাহা দেহে নামিয়া আসে যদিও কিছু কিছু আপতন কোন বিশেষ স্থান বা দেহে পাওয়া যায় না, যেমন সময়, আল্লাহর ইচ্ছা। মূলত আল্লাহর ইচ্ছার অপর নাম হইল চিরন্তন সৃষ্টিকারী শব্দ কুন বা হও। এই ইচ্ছা সৃজনীয় বস্তু (মুরাদ) ও আল্লাহর নির্দেশ হইতে আলাদা। মানুষ ইহা মানিতেও পারে, না মানিতেও পারে। [কুন ফায়াকুন) তিনি বলেন, হও; সুতরাং হইয়া যায় ২ঃ১১১, প্রভৃতি]। যাহারা পবিত্র কুরআনের ওয়াহ'য়ি সম্পর্কে অবগত ছিল না, কিন্তু উহা সত্ত্বেও তাহারা কু'রআন নির্দেশিত প্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহারা এইরূপ করার উদ্দেশ্য না জানা সত্ত্বেও আল্লাহর আনুগত্য করিয়াছেন। (য়ুরাদুল্লাহু তা'আলা বিহা-এই মতবাদ খারিজীদের প্রতি আরোপ করা হয়। কুরআন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি আপতন। যখন উহা লিখা হয়, পড়া হয় এবং হিফজ করা হয় তখন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান হয়)। 'মানযিলাতুন বায়নাল-মানযিলাতায়ন' (দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা)-এর বিষয়ে আবুল-হুযায়লের অভিমত ছিল সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার অনুকূল। 'আলী (রা)-এর খিলাফাত প্রশ্নে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহাকেও তিনি 'মারদূদ বা ধর্মচ্যুত সাব্যস্ত করেন নাই।' এতদসত্ত্বেও তিনি 'আলী (রা)-কে 'উছমান (রা)-এর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছেন। তিনি আল-মা'মূনের প্রিয় ছিলেন। ধর্ম আলোচনা বা বিতর্কের জন্য আল-মা'মূন অধিকাংশ সময় তাঁহাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আবুল-হুযায়লের রচিত সমস্ত গ্রন্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আবুল-হুযায়ল তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে ধর্মশাস্ত্রের উন্নয়নে অনেক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় বয়স ও জ্ঞানের বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক শিষ্য তাঁহার নিকট তাঁহার সাহচর্যে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত হইলেন আন-নাজজাম। পরমাণু সম্পর্কে তাঁহার ধ্বংসাত্মক তত্ত্ব লইয়া আন-নাজজামের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়। আবুল-হুযায়ল তাঁহার শিষ্য আন-নাজজামের নিন্দা করেন এবং তাঁহার সমালোচনা করিয়া কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। আবুল-হুযায়লের ছাত্রদের মধ্যে য়াহ'য়া ইব্ন বিশর আল-আররাজানী, আশ-শাহহাম ও অন্যদের নামও উল্লেখ করা হয়। তাঁহার মতবাদ ও চিন্তাধারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রচলিত থাকে। বস্তুত আল-জুব্বাইও অনেক বিষয়ে আবুল-হুযায়লের সহিত ভিন্ন মত পোষণ করিলেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, আবুল-হুযায়লের ধর্মীয় চিন্তাধারা হইতে তিনি উপকৃত হইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশত আবুল- হুযায়লের ধর্মীয় চিন্তাধারা মু'তাযিলা মাযহাবত্যাগী প্রখ্যাত আলিম ইবনুর-রাওয়ান্দীর বিদ্বেষের লক্ষ্যে পরিণত হয়। তিনি তাহার 'ফাদীহাতুল- মু'তাযিলা' নামক গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অত্যন্ত স্থূলভাবে সমালোচনা করেন এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া উপস্থাপন করেন। আল-বাগদাদী তাঁহার 'আল-ফারকু' বায়নাল-ফিরাক' গ্রন্থে উক্ত বিকৃত রূপ হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর ইহাই মু'তাযিলা মতবাদের সারসংক্ষেপগুলিতে প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইবনুর-রাওয়ান্দীর কঠোর সমালোচক আল- খায়্যাতে'র আল-ইনতিস'ার-এর মাধ্যমেই আমরা ইবনুর-রাওয়ান্দীর সমালোচনার ত্রুটি উপলব্ধি করিতে এবং আবুল-হুযায়লের চিন্তাধারার উৎসসমূহের সঠিক মূল্যায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আল-আশ'আরী তাঁহার মাকালাত গ্রন্থে আবুল-হুযায়লের চিন্তাধারাকে

মু'তাযিলা মাযহাবের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রশংসীয় নিরপেক্ষতার সহিত উপস্থাপন করিয়াছেন। আশ-শাহরাস্তানী পরবর্তী মুতাযিলীদের বিভিন্ন বর্ণনার (বিশেষত আল-কাবীর উপর নির্ভর করিয়া) ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাত'ীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগ'দাদ, ৩খ., ৩৬৬-৩৭০; (২) আল মাস'ঊদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, (ওয়াফায়াত), ৬৭১ সংখ্যা; (৪) ইবনুল-মুরতাদা (T.W.Arnold, The Mutazila), নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্ন কু'তায়বা, তাবীল মুখ্তালাফিল্-হ'াদীছ, কায়রো ১৩২৬ হি., ৫৩-৫৫; (৬) আল-খায়্যাত, আল-ইনতিস'ার (Nyberg), নির্ঘণ্ট; (৭) আল-আশ'আরী, মাকা'লাত (Ritter), নির্ঘণ্ট; (৮) আল-বাগ'দাদী, আল-ফার্ক', নির্ঘণ্ট; (৯) ইব্ন হ'াযম, ফিস'াল, ২খ., ১৯৩, ৪৮৭ ও ৪খ., পৃ. ৮৩, ১৯২; (১০) মুতাহহার আল-মাক'দিসী, আল-বা'দ ওয়াত-তা'রীক' (Huart), ফরাসী অনুবাদের সূচী; (১১) আশ্-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, পৃ. ৩৪-৩৭; (১২) সাঈদ আল-আনদালুসী, তা'বাকা'তুল-উমাম, (Cheikho), ২১ প.; (১৩) আল মাক'রীযী, খিত'াত', ২খ., ৩৪৬; (১৪) S. Pines, Beitrage zur islmischen Atomleher, Berlin 1936; (১৫) A.S. Tritton, Muslim Theology, London 1947; (১৬) L. Gardet and M.M. Anawati Introduction a la theologie musulmane, Paris 1948; (১৭) এ.এন.নাদির, ফালসাফাতুল-মু'তাযিলা, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫০-১৯৫১ খৃ.; (১৮) লিসানুল-মীযান, ৪খ., ৪১৩; (১৯) 'আলী মুস্তাফা আল-গুরাবী, আবুল হুয'ায়ল আল-'আল্লাফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো ১১৫৩ খৃ.; (২০) নুকাতুল-হিময়ান, পৃ. ২৭৭।

H.S. Nyberg (E.I.[2]) আবদুল আউয়াল

আবুল-হু'সায়ন আল-আনসারী (ابو الحصين الانصارى) ঃ আস-সালিমী (রা) একজন সাহাবী। ইসমাইল আল-ক'াদী 'আহকামুল-কু'রআন' কিতাবে আবুল-হু'স'ায়ন (রা) সম্পর্কে সুদ্দী বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি এই ঃ আবুল-হু'স'ায়নের দুই পুত্র ছিল। মদীনায় সিরিয়া হইতে এক ব্যবসায়ী দল আগমন করিলে তাহারা খৃষ্টান হইয়া উক্ত দলের সঙ্গে চলিয়া যায়। তখন আবুল-হু'স'ায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া ব্যাপারটি উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দীনে কোন জোর-যবরদস্তী নাই (তখন জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ নয় নাই)। আবুল-হু'স'ায়ন মনে ব্যথা পান। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "তাহারা কখনও মু'মিন হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারে আপনাকে মীমাংসাকারী সাব্যস্ত করিবে" (৪ ঃ ৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৪৪ সংখ্যা ২৮২।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজলী

আবুল হু'সায়ন আল-বাস'রী (ابو الحسين البصرى) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্নুত-তা'য়্যিব ইব্নিল-হু'সায়ন, মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁহার প্রথম জীবন ও শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার জন্ম বসরাতে। সেইখানেই তিনি হ'াদীছ শিক্ষা করেন। সেইহেতু তিনি কাদী 'আবদুল জাব্বার (দ্র.)-এর নিকটে কালাম ও উস'ূলুল-ফিক'হ, শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য রায়্য সফর করিয়া থাকিবেন। য়াহ'য়া ইব্ন 'আদীর জনৈক খৃষ্টান ছাত্র আবূ 'আলী ইব্নুস- সামহ'-এর নিকট সম্ভবত বাগদাদে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। ইহার সমর্থন পাওয়া যায় ইব্নুস-সামহ' রচিত এরিস্টোটলের Physics গ্রন্থের যে টীকা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার পাণ্ডুলিপি হইতে। ইব্ন আবী উসায়বি'আ কর্তৃক উল্লিখিত ও আবুল-ফারাজ ইব্নুত-তা'য়্যিব-এর সমসাময়িক আবুল-হু'সায়ন আল-বাস'রী (যিনি চিকিৎসক ছিলেন), (যেমন ইঙ্গিত করা হইয়াছে) যদি একই ব্যক্তি হয় তবে তিনি অবশ্যই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং কিছুকালের জন্য চিকিৎসকের পেশাও গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। আয-য'াহাবী তাঁহাকে আল-ক'াদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনও কোন সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীবনের শেষভাগে তিনি বাগদাদে শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার দুইখানি উস'ূলুল-ফিক'হ গ্রন্থ, শারহু'ল-উমাদ ও কিতাবুল-মু'তামাদ তাঁহার উস্তাদ আবদুল জাব্বার-এর মৃত্যুর (৪১৫/১০২৪-২৫) পূর্বে রচিত হইয়াছিল সেই হিসাবে ধরা যায়, ইহার পূর্বেই তিনি বাগদাদে শিক্ষা দানে ব্রতী হইয়া থাকিবেন। তিনি ৫ রাবি'উছ- ছানী, ৪৩৬/৩০ অক্টোবর, ১০৪৪ বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। হ'ানাফী কাযী আবূ আবদিল্লাহ আস-সায়মারী তাঁহার নামাযে জানাযায় ইমামাত করিয়াছিলেন। উহা হইতে ধরিয়া লওয়া যায়, তিনিও হ'ানাফী মায্হাবভুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ যে তাঁহাকে শাফি'ঈ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সঠিক নহে।

তাঁহার উস'ূলুল-ফিক'হ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে আবদুল জাব্বার-এর কিতাবুল-উমাদ-এর ভাষ্য সম্ভবত হারাইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে প্রণীত তাঁহার কিতাবুল-মু'তামাদ গ্রন্থখানি তাঁহার যিয়াদাতুল-মু'তামাদ ও কিতাবুল- কি'য়াসিশ-শার'ঈ-এর সঙ্গে একত্র সম্পাদিত হইয়াছে (সম্পা. এম. হ'ামীদুল্লাহ, দামিশ্ক ১৯৬৫)। এই গ্রন্থখানি মু'তাযিলী পণ্ডিতগণের মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ইব্ন খাল্লিকান-এর মতে ইহার ভিত্তিতেই ফাখরুদ-দীন আর-রাযী তাঁহার কিতাবুল-মাহ'সূ'ল রচনা করেন। তাঁহার রচিত কালাম শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর একখানিও বর্তমান আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সর্ববৃহৎ গ্রন্থ কিতাব তাসাফফুহি'ল-আদিল্লাহ, অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উহার visio beatifica অধ্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। ইব্ন আবিল-হ'াদীদ (দ্র.) কিতাব গু'রারিল-আদিল্লা-র একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইমামাত সম্পর্কে তাঁহার যেই সংক্ষিপ্ত রচনা পাণ্ডুলিপি আকারে বর্তমান (ভিয়েনা, Glaser ১১৪), উহা সম্ভবত তাঁহার কিতাব শারহু'ল-উস'ূলিল-খামসা-র অংশবিশেষ। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার মতাদর্শসমূহ পরবর্তী উদ্ধৃতিসমূহ হইতে , বিশেষ করিয়া তাঁহার শিষ্য মাহ'মূদুল-মালাহি'মী প্রণীত কিতাবুল-মু'তামাদ ফী উস'ূলিদ-দীন (পাণ্ডুলিপি সানআ)-এ উদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে উদ্ধার করা যায়, তিনি কিতাবু তাসাফফুহি'ল-আদিল্লা হইতে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। বাগদাদে তাঁহার সমসাময়িক ইমাম শারীফ

আল-মুরতাদা রচিত দুইখানি গ্রন্থের খণ্ডনে প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ও হারাইয়া গিয়াছে। এই দুইখানির একটি ইমামাত বিষয়ক কিতাবুশ-শাফী এবং অন্যটি শেষ শী'আ ইমামের অন্তর্ধান বিষয়ক (গায়বা) কিতাবুল-মুকনি।

স্বীয় মতবাদে আবুল-হু'সায়ন আল-বাসরী দার্শনিকগণের ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং আবূ হাশিম আল-জুব্বাঈ তাঁহার শিক্ষক আবদুল-জাব্বার যে বাহাশিমা মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই জন্য বাহাশিমাপন্থিগণ তাঁহাকে এই অভিযোগে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, তিনি অন্যায় ও ক্ষতিকারকভাবে তদীয় মু'তাযিলী শায়খগণের মতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। শাহরাস্তানী এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন, মতামতের দিক হইতে তিনি বাস্তবিকই একজন দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু মু'তাযিলী মুতাকাল্লিমগণ সেই বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। ইবনুল-কি'ফতীও বলেন, তিনি সমসাময়িকগণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ কালামবিশারদগণের ভাষার অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতেন। যে যে বিষয়ে তিনি বাহাশিমাগণের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন তন্মধ্যে ছিল তাহাদের আহ'ওয়াল (দ্র.) তত্ত্ব মা'দূম (অস্তিত্বহীন)-কে বস্তুরূপে গ্রহণ করা, তাঁহাদের পরমাণু তত্ত্ব (atomism) সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিধা, আওলিয়া-র কারামাত (অলৌকিক শক্তি), তাঁহার স্বীকৃতি ও আল্লাহর ইচ্ছা, শ্রবণ ক্ষমতা ও দর্শন ক্ষমতাকে একটিমাত্র সিফাত অর্থাৎ জ্ঞানে পরিণত করা স্পষ্টতই দার্শনিকগণের মতবাদের প্রভাবেই। তিনি ঘোষণা করেন, মানবের কাজকর্ম অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য (দা'ঈ) দ্বারা প্রণোদিত। ফলে (ফাখরুদ্দীন আর-রাযী যেমন দেখাইয়াছেন) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ে মু'তাযিলী মতবাদকে ধ্বংস করা হইয়াছে।

আবুল-হু'সায়ন-এর চিন্তাধারা পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ দ্বারা অনুসৃত হয়, বিশেষ করিয়া খাওয়ারিযমের মাহ'মূদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মালাহি'মী ও আবূ 'আলী মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্নুল-ওয়ালীদ আল-কারখী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৬) যিনি (শেষোক্ত ব্যক্তি) তাঁহার উস্তাদের ন্যায় তর্কশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করত বাগ'দাদে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইবনুল মুরতাদা'র মতে ফাখরুদ-দীন আর রাযী কালাম সম্পর্কে তাঁহার অনেক সূক্ষ্ম বিষয় (লাতী'ফ) গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা মৌল (বিশ্বাস) ই'তিকাদকে স্পর্শ করে না। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার মতবাদসমূহ বর্ধমান পরিমাণে ইমামিয়্যাগণের উপরে ও ন্যূনতর পরিমাণে যায়দিয়াগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তারীখ বাগ'দাদ, ৩খ., ১০০; (২) আল-হাকিম আল-জুশামী, শারহুল-উয়ূন, in ফাদ'ইলুল-ই'তিযাল, সম্পা. ফুআদ সায়্যিদ, তিউনিস ১৩৯৩/১৯৭৪ খৃ., পৃ. ৩৮৭; (৩) শাহরাস্তানী, পৃ. ১৯, ৩২, ৫৭, ৫৯; (৪) ঐ লেখক, নিহায়াতুল-আক'দাম, সম্পা. A Guillaume, অক্সফোর্ড ১৯৩১ খৃ., পৃ. ১৫১, ১৭৫, ১৭৭, ২২১, ২৫৭; (৫) ফাখরুদ-দীন আর-রাযী, ই'তিক'াদু ফিরাকি'ল-মুসলিমীন ওয়াল-মুশরিকীন, সম্পা. মুসতাফা 'আবদুর-রাযিক', কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৮, ৪৫; (৬) ইবনুল-কি'ফতী তারীখুল-হু'কামা, সম্পা. J. Lippert, Leipzig ১৯০৩ খৃ., ২৯৩ প., (৭) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, সম্পা ইহ'সান 'আব্বাস, বৈরূত ১৯৬৮-৭২, ৪খ., ২৭১. প.; (৮) আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, সম্পা. 'আলী মুহ'াম্মাদ আল-বিজাবী, কায়রো ১৯৬৩, ৩খ., পৃ., ৬৫৪; (৯) ঐ লেখক, আল-ই'বার, ৩খ,, সম্পা. ফুআদ সায়্যিদ, কুয়েত ১৯৬১, ১৮৭; (১০) আল-ঈজী, আল-মাওয়াকি'ফ, সম্পা. Th. Saeransen, Liepzig ১৮৪৮, ১০৬-১২; (১১) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী, ৪খ., সম্পা. S. Dedering, দামিশ্ক ১৯৫৯, ১২৫; (১২) ইব্নু আবিল-ওয়াফা, আল-জাওয়াহিরুল-মুদী'আ, হায়দরাবাদ ১৩৩২ হি., ২খ., ৯৩প.; (১৩) ইবনুল-মুরতাদা, তাবাক'াতুল-মু'তাযিলা, সম্পা., Diwald- Wilzer, Wiesbaden ১৯৬১, ১১৮; (১৪) A.S. Tritton, Muslim Theology, লন্ডন ১৯৪৭, ১৯৩-৫; (১৫) S.M. Stern, Ibnal-Samh, in JRAS (১৯৫৬), ৩৩-৪১; (১৬) এম. হামীদুল্লাহ কিতাবুল-মু'তামাদ-এর সম্পাদনার ভূমিকা; (১৭) GAS, ১খ., ৬২৭। কিতাবুল-মু'তামাদ-এর ইজ্মা সম্পর্কীয় অধ্যায়, M. Bernard কর্তৃক অনূদিত ও বিশ্লেষিত L'accord unanime dela Communute d' apres Abul Husayn al-basri, প্যারিস ১৯৭০।

W. Madelung (E.I.[2]), Suppl, হুমায়ুন খান

আবুল হুসেন, সৈয়দ (سيد ابو الحسين) ঃ ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আবুল হুসেন যশোহর জেলার কাউরিয়া গ্রামে বাং ১৩০৩ সালের ২৩ পৌষ/১৮৯৭ খৃ. জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ইন্তিকাল হয় ১৫ অক্টোবর, ১৯৩৮ খৃ.।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন (১৯২১) এবং কিছুকাল সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের গৃহশিক্ষক (House Tutor) পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এল. ডিগ্রীও লাভ করিয়াছিলেন (১৯৩৯) এবং তিনি ছিলেন বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এই ডিগ্রীধারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি।

মুসলিম হলের একদল বুদ্ধিদীপ্ত মুসলিম তরুণ সমাজকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে যে মুসলিম সাহিত্য সমাজ আন্দোলন গড়িয়া উঠে (১৯২৬), তিনি ও কাজী আবদুল ওদুদ উহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত নবীন মুসলিম সমাজ গড়িয়া তোলা। তাঁহাদের ভাষায় এই সমাজের মটো বা মর্মকথা ছিল বুদ্ধির মুক্তি Emancipation of the intellect. এই সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকাতে কথাগুলি এইভাবে মুদ্রিত থাকিত, 'জ্ঞান যেইখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেইখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেইখানে অসম্ভব' (আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃ. ৪৭২)। 'শিখা' পত্রিকার প্রথম দিকের সম্পাদকও ছিলেন আবুল হুসেন সাহেব (চৈত্র ১৩৩৩/১৯২৭)। এই সমাজের অন্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, সাহিত্যিক আবুল ফজল প্রমুখ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর বিদগ্ধ মনীষিগণও ইঁহাদের সাহিত্য সভায় যোগদান করিতেন এবং মূল্যবান বক্তব্য রাখিতেন। তাঁহাদের প্রকাশিত তথ্যাদি হইতে জানা যায়, বিশিষ্ট কথাশিল্পী পশ্চিম বঙ্গের শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ও ১৯৩৬ সালের এক সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তাঁহাদের সভায় অংশগ্রহণ করিতেন। সেই কালের ঢাকার এই মুসলিম সাহিত্য সমাজ বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল। নানা কারণে অল্পদিনের মধ্যে সাহিত্য সমাজের বিলুপ্তি ঘটিলেও তাঁহাদের অবদান সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল এবং পরিণামে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল।

আবুল হুসেনের রচনাবলী সমকালীন সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, বিশেষ করিয়া সাহিত্য সমাজে পঠিত ও 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'আদেশের নিগ্রহ,' 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ইত্যাদি প্রবন্ধ সমকালীন মুসলিম যুব-সমাজের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা; কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং/১৯২৭ খৃ.; (২) বাংলার নদী সমস্যা; (৩) বাংলার বলশী, কলিকাতা ১৩৩২ বাং/১৯২৫ খৃ.; (৪) মুসলিম কালচার, কলিকাতা ১৩৩৫ বাং/১৯২৭ খৃ. ইত্যাদি।

শেষোক্ত গ্রন্থখানি বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী মার্মাডিউক পিকথল রচিত 'Muslim Culture' গ্রন্থখানির মর্মানুবাদ।

তাঁহার 'বাংলার বলশী' সমসাময়িক বলশেভিক বা রাশিয়ার লেনিনবাদী দর্শনের আলোকে রচিত গ্রন্থ। 'বলশী' শব্দটি 'বলশেভিক' শব্দ হইতে গৃহীত; মানে সংখ্যাধিক দল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত ইংরেজী রচনাগুলিও উল্লেখ করা যায় ঃ (১) Helots of Bengal; (2) Development of Mulism law in British India; (3) Religion of Helots of Bengal.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬ খৃ.; (২) খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ। সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪খৃ.; (৩) The District Gazetteer of Bangladesh, যশোহর ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ১২৯; (৪) মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন ই.ফা., ঢাকা, ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৮৪-৯৩।

মুহম্মদ আবূ তালিব

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (ابو الحسين) ঃ ১৯১৬ খৃ. ফরিদপুর জেলার গোসাইর হাট থানার দাসের জঙ্গল গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শশীকান্ত ভট্টাচার্য। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের নাম ছিল সুদর্শন ভট্টাচার্য। দাসের জঙ্গল গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯২৭ খৃ. ২১ বৎসর বয়সে সুদর্শন ভট্টাচার্য ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলামী নাম রাখা হয় আবুল হোসেন, কিন্তু পৈতৃক পদবী 'ভট্টাচার্য' যুক্ত করিয়া তিনি সব সময় নিজের নাম লিখিতেন এবং বলিতেন, "যারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের সকলেই হিন্দু জাতির তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, এটা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণ করার জন্য নিজ নামের শেষে আমি হিন্দু পদবী ব্যবহার করি।"

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য কেন ইসলাম গ্রহণ করিলেন ইহার বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে তাঁহার নিম্নোক্ত দুইখানা পুস্তকে ঃ 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম' এবং অপরটি 'আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না'। শিশু বয়সেই তাঁহার মনে বিশ্বস্রষ্টার সংখ্যা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি যখন পাঠশালাতে লেখাপড়া করিতেন তখন পাঠশালার এক মুসলমান শিক্ষকের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে। সেই শিক্ষক একদিন শিশু সুদর্শন ভট্টাচার্যকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কর্তা বেশী হলে গোলমাল বাঁধে। সারে জাহানের কর্তা একজনই। আমরা মুসলমানরা সব কিছুর মূল হিসাবে একজন কর্তাকেই মানি। তুমি একজনকে খুঁজতে চেষ্টা করবে।" তাঁহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের এই কথা তাঁহার শিশু মনে শিকড় গাড়িয়া বসিল এবং তাঁহাকে বিভিন্ন খৃষ্টান ও মুসলিম পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে টানিয়া আনে। অবশেষে ইসলামের মধ্যেই তিনি তাঁহার জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজিয়া পান।

তিনি মরহুম মওলানা আকরম খাঁর সান্নিধ্যেও আসেন। মওলানা আকরম খাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও পরামর্শ আবুল হোসেনকে ইসলাম কবুল করিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইসলাম গ্রহণের পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য রংপুর জেলার মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় দীনী শিক্ষা লাভ করেন। গাইবান্ধায় অবস্থানকালে তিনি সেইখানে নও-মুসলিম তবলীগ জামাত নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ সরকার ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতার ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি কলিকাতা চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

১৯৪৬ খৃ. তিনি মালদহ জেলায় মহকুমা প্রচার কর্মচারী হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগের সাথে সাথে আবুল হোসেন ভট্টাচার্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসেন। ১৯৭৭ খৃ. গণ-সংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সংস্থা হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬৮ খৃ. তিনি ঢাকায় 'ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে একটি সংগঠন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এই সমিতিকে একটি চার দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারিত করেন। প্রথমত, নও-মুসলিমদের পুনর্বাসন; দ্বিতীয়ত, অমুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া; তৃতীয়ত, খৃষ্টান মিশনারীদের ভ্রান্ত প্রচারণার মুকাবিলা করিয়া উপজাতীয় ভাইদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলিয়া ধরা এবং চতুর্থ, সমাজসেবামূলক তৎপরতা। চারিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম প্রচার সমিতি পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া যাইতেছে। ইসলাম প্রচার সমিতির মাধ্যমে তিনি বহু নওমুসলিমকে পুনর্বাসিত করিয়াছেন। ১৯৮৩ খৃ. ১৬ জানুয়ারীতে ইসলাম প্রচার সমিতির সফর প্রোগ্রাম শেষ করিয়া রংপুর হইতে ঢাকা আসিবার পথে নগরবাড়ীর নিকটে এক মোটর দুর্ঘটনায় আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মারাত্মকভাবে আহত হন। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েক দিন পি.জি.-তে থাকার পর তিনি বেশ সুস্থ হইয়া উঠেন এবং বাসায় চলিয়া যান। পরে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত রাবিতা হাসপাতালে তাঁহাকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্তন

ঘটিল না। ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ১৯৮৩ খৃ. বিকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ১৯ তারিখে প্রথমে কলাবাগান খেলার মাঠে ও পরে বায়তুল মোকাররমে তাঁহার সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বনানী গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য যেমন সুবক্তা ছিলেন, তেমন ছিলেন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি ১৯খানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য পুস্তকের একটি তালিকা প্রকাশকালসহ দেওয়া হইল ঃ

(১) বিশ্বনবীর বিশ্বসংসার (১৯৪৬); (২) রোজাতত্ত্ব (১৯৪৬); (৩) মরুর ফুল (কাব্য) ১৯৪৬; (৪) আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম (১৯৭৬); (৫) আমি কেন খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না (১৯৭৭); (৬) একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমান সমাজ (১৯৭৭); (৭) কারবালার শিক্ষা ১৯৭৮); (৮) উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (১৯৮০); (৯) নবী দিবস (১৯৮১); (১০) ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১); (১১) আর্তনাদের অন্তরালে (১৯৮০); (১২) শেষ নিবেদন।

সালেহ উদ্দিন আহম্মদ

আবুশ-শাওক (দ্র. বানূ আন্‌নায)

আবুশ-শামাকমাক (ابو الشمقمق) ঃ আবূ মুহ'াম্মাদ মারওয়ান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ প্রাথমিক আব্বাসী যুগের আরবী কবি, বসরার বানূ সা'দ মহল্লায় বানূ উমায়্যা-র মাওলা [দ্র.] (আশ্রিত)-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের তারিখ প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার উপাধি (লাক'াব) সম্ভবত তাঁহার দীর্ঘ নাক ও বৃহৎ মুখের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। হারূনুর-রাশীদের সিংহাসন আরোহণের (১৭০/৭৮৬) বেশ কিছুকাল পূর্বেই তিনি বাগদাদে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইব্‌নুল-মু'তায্য ত'াবাক'াতুশ-শু'আরাইল-মুহ'দাছীন (সং. A. Eghbal) গ্রন্থে ৫৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার মৃত্যু ১৮০/৭৯৬ সালে কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার সময়ের অন্যান্য কবির ন্যায় আবুল-শামাক'মাক'ও সাময়িক সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত হইতেন। তিনি সম্ভবত খালীফার নিকট মাদীনাতু সাবুর-এর খারাজ (রাজস্ব) প্রেরকের কাজ করিয়াছিলেন। মোটের উপর তিনি স্তুতি ও ব্যঙ্গ রচনার সাহায্যে অনিশ্চিত জীবিকা অর্জন করিতেন। কয়েকটি কাহিনী সমসাময়িক সাহিত্য জগতের প্রান্তে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে। ইব্‌ন 'আবদি রাব্বিহ-র আল-'ইক'দুল-ফারীদ (কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৫, ৪ খৃ., ২৫৫) গ্রন্থে আবুশ-শামাক'মাক'কে হতভাগ্য বিদূষকদের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লালিকা (Parody) রচনায় তাঁহার মৌলিকত্ব বিশষ ফলপ্রসূ ছিল। তাঁহার লালিকা রচনা হইতেই আরবী কাব্যে কথা বলে এমন বিড়াল চরিত্রের সৃষ্টি যে উহার দরিদ্র মালিককে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাঁহার মৌলিকত্ব কখনও পুরস্কৃত হয় নাই এবং অবিরাম হতাশা তাঁহাকে নির্লজ্জ অশ্লীলতার পঙ্কে বারংবার নিমজ্জিত করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাঁহার কবিতাংশের একটি সংকলন সমালোচনামূলক ভূমিকা ও জীবন-বৃত্তান্ত সহকারে G.E.Von Grunebaum প্রকাশ করিয়াছেন, Orientalia, ১৯৫৩, ২৬২-৮৩।

G. E.Von Grunebaum (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আবুশ-শীস' (ابو الشيص) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন রাযীন আল-কুযাঈ আরব কবি, মৃ. ২০০/৯১৫। নিজ আত্মীয় দিযিল (দ্র.)-এর ন্যায় তিনিও হারূনুর-রাশীদের দরবারীদের একজন ছিলেন এবং তাঁহার প্রশংসায় কবিতা ও পরে শোকগাথা লিখেন। অতঃপর তিনি আর-রাক্কায় গমন করেন এবং আমীর 'উক্'বা ইব্‌নুল-আশ 'আছের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। সেইখানে তিনি ১৯৬/৮১১ সাল পর্যন্ত তাঁহার নন্দন-সহচর ও সভাকবি হিসাবে কালাতিপাত করেন। তাঁহার সাহিত্যকর্মের সংরক্ষিত বিরল অসম্পূর্ণ খণ্ডাদি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহাকে স্তুতিকাব্যে, শিকারের কবিতায় ও মদের গানে মৌলিক কবি বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এই সকল কবিতা তাঁহার সমসাময়িকগণ, বিশেষত আবূ নুওয়াস (যিনি তাঁহার লেখা হইতে চুরি করিতেও দ্বিধা করেন নাই) কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। শেষ জীবনে অন্ধত্ব বরণ করিবার পর বার্ধক্যের অক্ষমতার উপর রচিত দুঃখগাঁথা অতি উচ্চ মানের কবিতা। কারণ উহাতে প্রকৃত অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়াছে। অনুরূপভাবে তিনি যখন নিজের সম্পর্কে কৌতুক করেন অথবা মরুভূমির কবিতা নকলকারী কবিদের (যথা ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, ৫৩৬ গুরাবুল-বায়ন সম্পর্কিত) প্রতি ব্যঙ্গ করেন তখন তাঁহার মধ্যে রসবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আবুশ-শীস'র কাজের খণ্ডাংশসমূহ ও বিচ্ছিন্ন কবিতারাজি বিভিন্ন গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। যথা (১) ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, ৫৩৫-৯; (২) আগানী, ৫খ., ৩৬, ১৫খ., ১০৮-১৮; (৩) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান, ৩খ., ৫১৮, ৪খ., ৩৪৫, ৫খ., ১৮৪; (৪) Ps, জাহি'জ, মাহ'াসিন (Von Vloten), ৬৮; (৫) ইব্‌নুল-মু'তায্য, ত'াবাক'াত, ২৬-৩৩; (৬) বায়হাকী, মাহ'াসিন, ৩৫৮; (৭) তাবারী, ৩খ., ৭৬৩; (৮) ইব্‌নুল-আছীর, ৬খ., ১৩৫; (৯) জাহশিয়ারী, উযারা, ৯৬ v; (১০) আল-খাতীব, তারীখ বাগদাদ, ৫খ., ৪০১-২; (১১) স'াফাদী নাকতুল-হি'ময়ান, ২৫৭-৮; (১২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৪খ., ২৩২; (১৩) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ., ১৮১ প.; (১৪) 'আসকারী, দীওয়ানুল-মা'আনী, কায়রো ১৩৫২ হি., ১খ., ২৫৫, ২খ, ১২৩, ১৯৮-৮, ২৫২; (১৫) আরও দ্রষ্টব্য; O. Rescher, Abriss, ২খ., ১৮-৯; (১৬) Brockelmann, 1, 83, SI, 133.

A. Schaade-CH, Pellat (E.I.[2])/মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

আবুস সাজ (আল=বংশ) (ابو الساج) ঃ একটি খান্দান, ইহার প্রতিষ্ঠাতা আবুস-সাজ (দ্র.)-এর নামানুসারে আল আবিস সাজ বা আবুস-সাজ বংশ নামে অভিহিত হয়। এই খান্দান আব্বাসী খালীফাদের নামমাত্র অধীনে তৃতীয়/নবম শতাব্দীর শেষে এবং ৪র্থ/দশম শতাব্দীর সূচনায় শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ছিল। এই বংশের পাঁচজন শাসকের নাম যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ

(১) আবুস-সাজ দেওদাদ ইব্‌ন ইউসুফ দেওদাস্ত, দ্র. আবুস সাজ নিবন্ধ। ফারসী ভাষায় দেওদাদ (ديوداد) অর্থ 'শয়তান প্রদত্ত' ও দেওদিস্ত (ديود ست) বলা হয় 'যাহার হাত শয়তানের হাতের অনুরূপ'; দেও শব্দ দ্বারা ইস্‌ম মুকাব্বার (اسم مكبر)-ও গঠন করা যায়। তদ্রূপ ইস্‌ম মুকাব্বার দেওদাস্ত-এর অর্থ হইবে 'বড় বড় হাতওয়ালা' বা বিরাট হস্তের অধিকারী। এই সব নামে يائے معروف এবং يائے مجهول -এর

পারস্পরিক পরিবর্তনের ফলে একটি প্রাচীনতম উচ্চারণ (تاقا) দেওদাদ এবং দেওদাস্ত (দুইটিই یائے مجھول যোগে)-এর সন্ধান মিলে।

(২) তৎপুত্র মুহাম্মাদ আল-আফশীন আবূ উবায়দ যাংগী সর্দারের প্রতিনিধি আবুল-মুগীরা ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাখযূমীর নিকট হইতে ২৬৬-৮৮০ সালে মক্কা ছিনাইয়া লয়। ইহার তিন বৎসর পর তিনি জেদ্দা আক্রমণ করেন এবং আল-মাখযূমীর ধন-সম্পদ ও অস্ত্র ভর্তি দুইটি জাহাজ দখল করেন। তাঁহাকে আল-আনবার, তারীকুল-ফুরাত ও বাহ্‌রা-র শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। আহমাদ ইব্ন তূলূন (দ্র.)-এর মৃত্যুর পর তিনি ইসহাক ইব্ন কেন্দাজিক-এর সহিত মিলিত হইয়া ২৭০/৮৮৩-৮৪ সালে সিরিয়া জয় করিতে প্রয়াস পান। এই অভিযানে খালীফার সেনাবাহিনী তাঁহার সহযোগিতা করে, তিনি আশ-শায়যার নামক স্থানে মিসরীয় ফৌজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাওয়াহীন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। একটি গোপন ঘাঁটি হইতে শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনাই ছিল তাঁহার পরাজয়ের কারণ। ইসহাক ইব্ন কেন্দাজিক-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বসংঘর্ষের পর মুহাম্মাদ, খুমাওয়ায়হ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাওসিল জয় করেন। ২৭৪/৮৮৮ সালে মিসরীয়দের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য শুরু হয়। মুহাররাম ২৭৫/মে-জুন ৮৮৮ দামিশকের নিকট একটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং হিম্‌স, হালাব (আলেপ্পো) ও আর-রাক্কা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। অতঃপর তিনি তিক্‌রীত চলিয়া যান। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি পুনরায় যুদ্ধের সূচনা করেন এবং মাওসিলের পার্শ্বে তাঁহাকে পশ্চাদ্ধাবনরত ইসহাক ইব্ন কেন্দাজিক (যিনি তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিলেন)-কে পরাজিত করেন।

২৭৬/৮৮৯-৯০ সালে খালীফা আল-মুওয়াফ্‌ফাক তাঁহাকে আযার-বায়জানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ২৮০/৮৯৩ সালে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন হাসান আল-হামাযানীর নিকট হইতে মারাগা ছিনাইয়া লন। খালীফা তাঁহাকে আর্মেনিয়ার বুগরাতী খান্দানের বাদশাহ সেম্পাদ (Sempad)-এর নিকট একটি শাহী মুকুট ও অন্যান্য উপহারসামগ্রীসহ পাঠান। ২৮৪/৮৯৭ সালে-মু'তাদিদ-এর বিরুদ্ধে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি বিদ্রোহ করেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করিবার ফলে তাঁহার কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। তিনি সেম্পাদের শাসনাধীন কারিস ও ইহার রাজধানী তাওউন দখল করেন। ইহার পর তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। মুহাম্মাদ আল-আফশীন ১ রাবীউল আওয়াল, ২৮৮/৯০১ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া বারদাআ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(৩) মুহাম্মাদ আল-আফশীনের ভ্রাতা ইউসুফ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (ক্রমিক নং ২-এর পুত্র) দেওদাদকে খালীফার দরবারে চলিয়া যাইবার জন্য বাধ্য করেন এবং স্বয়ং সেম্পাদের সংগে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করত তাঁহার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি কাকিগ আর্দযরূনীর সমর্থকে পরিণত হন, কয়েকটি দুর্গ দখল করেন, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী সেম্পাদকে হত্যা করেন এবং সামানী শাসক নাসর ইব্ন আহমাদ-এর গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী সুলকের নিকট হইতে রায়, কাযবীন, যানজান ও আবহার ছিনাইয়া লন। ৩০৫/৯১৭-১৮ সালে তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার উদ্দেশে প্রেরিত খালীফার ফৌজকেও তিনি পরাজিত করেন। কিন্তু পরিণতিতে তাঁহাকে রায় পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি যানজানে আশ্রয় গ্রহণরত মুনিসকে ৩০৭/৯১৯ সালে পরাজিত করেন, কিন্তু মুনিস আর্দাবীলের নিকট সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। মুনিস তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করেন এবং তাঁহাকে বাগদাদ লইয়া আসেন। ৩১০/৯২২ সালে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পুনরায় রায় ও আযারবায়জানের গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। খালীফা তাঁহাকে কারামিতাদের সঙ্গে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন, বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও প্রথম সংঘর্ষেই তিন বন্দী হন এবং অন্যান্য যুদ্ধবন্ধীর সঙ্গে তাঁহাকেও হত্যা করা হয়।

(৪) যু্ল-হিজ্জা ৩১৫/ফেব্রুয়ারী, ৯২৮ এ মুহাম্মাদ আল-আফশীনের পুত্র আবুল-মুসাফির ফাতহকে তদীয় পিতৃব্যের গভর্নর পদ প্রদান করা হয় এবং আমৃত্যু তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। শা'বান, ৩১৭/সেপ্টেম্বর ৯২৯-এ আর্দাবীলে তাঁহার এক ক্রীতদাস তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

(৫) তৎপুত্র আবুল-ফারাজ আব্বাসী খালীফাগণের সেনাধ্যক্ষ প্রথম আমীরুল-উমারা ইব্ন রাইক-এর বন্ধু ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জামালুদ্দীন আবুল-হা'সান 'আলী ইব্নুল-গা'যী, ইখবারুদ- দুওয়ালিল-মুনকা'তি'আ, আরবী মূল পাঠ, Freytag সং.; (২) Locmani Fabulac, Bonn ১৮২৩ খৃ., পৃ. ৩৪ প.; (৩) তাবারী, সম্পা. De Goeje, ৩খ., ১২২২, ১৫৭৪ প., ২০২৫ প., ২১৮৬, ২১৯০, ২২০৩ প.; (৪) আরীব, সম্পা. De Goeje, পৃ. ৭০ প., ১৩০ প., ১৪৫; (৫) ইব্নুল-আছীর, আল-কালিম, সম্পা. Tornberg, ৭খ., ৫৫, ১০০, ১৯০, ২০০, ২৭৯, ৩২৮, ৩৫১ ও ৮খ., ৭৩, ৭৬, ১০৫ প., ১২৪-১২৮; (৬) F. Justi, Iranische Namenbnech, Marburg 1895, পৃ. ৮৫, ২৫৩; (৭) Weil, Geschichte der Chalifen, ২খ., ৪৯১; (৮) Defremery, Memoire sur la famille des Sadjides, JA, যথাক্রমে ৪, ৯খ., ৪০৯ প., ও ১০খ., ৩৯৬ প. (১৮৪৭ খৃ.)।

Cl. Huart (E. I[1] ও দা.মা.ই.)/আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আবুস সানাবিল (ابو السنابل) ঃ আবুস-সানাবিল ইব্ন বাকাক্ ইবনিল-হা'রিছ ইব্ন আমীলা ইব্নুস-সাব্বাক ইব্ন 'আবদুদ-দার আল- কু'রাশী আল-আবদারী। তাঁহার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে; অনেকের মতে হাব্বা, মতান্তরে হান্না। কাহারও কাহারও মতে 'আম্র, অন্য মতে 'আমির। তাহা ছাড়াও 'আসরাম', লাবীদু রাব্বিহী নামও পাওয়া যায়।

বাগা'বী বলেন, আবুস-সানাবিল কূফায় বসবাস করিতেন। ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি মক্কায় বসবাস করিতেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বহু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আল-আসওয়াদ ইব্ন য়াযীদ আন-নাখ'ঈ, যুফার ইব্ন আওস আল-হা'দাছান আন-নাদারী প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন; তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, বুখারী, মুসলিম প্রমুখ সুবায়'আ আর-আসলামিয়্যা প্রসঙ্গে তাঁহার

Contents

হ'াদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। সুবায়'আ আল-আসলামিয়্যা নামক জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পরে পরেই তাঁহার সন্তান প্রসব হয়। তিনি অন্যত্র বিবাহ বন্ধনের উদ্যোগ নিলে আবুস-সানাবিল তাঁহাকে ৪ মাস ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাহা হইতে বিরত থাকিতে বলেন। অতঃপর উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মহিলাটিকে 'ইদ্দাত (দ্র.) হইতে হালাল হইয়াছেন বলিয়া জানান। কারণ প্রসবের মাধ্যমেই প্রসূতির ইদ্দাত পালিত হইয়া যায়।

ইবনুল-বারকীর ভাষ্য হইতে জানা যায়, তিনি উক্ত মহিলাকে পরবর্তীতে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভেই সানাবিল নামক তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াজার-আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮, ৪খ., ৯৫।

হেমায়েত উদ্দীন

আবুস সাজ দীওদায (দেওদায) ইব্ন দীওদাস্ত (ابو الساج ديوداز بن ديودست) ঃ আস-সাজী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আফ্শীন (দ্র.) হায়দার (খায়যার) ইব্ন কাউস-এর সঙ্গে জ্ঞাতি বন্ধনে আবদ্ধ সম্ভ্রান্ত ইরানী পরিবার 'উশ্রুসানা' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরানাধিপতি আফ্শীনের নেতৃত্বে ২২১-২/৮৩৬-৭ সালে পরিচালিত বাবাক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ২২৫/৮৩৯ সালে তিনি নরপতি আফ্শীনের আযারবায়জানস্থ প্রতিনিধি বিদ্রোহী মানকাজুর-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ২৪২/৮৫৬ সালে অথবা ২৪৪/৮৫৮ সালে (দ্র. আত্- ত'াবারী, ৩খ., ১৪৩৬ প.) খালীফা আল্-মুতাওয়াক্কিল তাঁহাকে মক্কাগামী রাজপথের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করেন। ২৫১/৮৬৫ সালে আল্-মুসতা'ঈন ও আল-মু'তায্য-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। সাত শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি বাগদাদের আল্-মুস্তা'ঈন-এর পক্ষ অবলম্বন করিলে আল-মাদাইন অঞ্চলের প্রতিরক্ষার ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হয় এবং আক্রমণকারী দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় তুর্কী সৈন্যদেরকে প্রতিহত করিবার দায়িত্বও তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহাকে প্রথমে সাওয়াদ এলাকায় উর্বর ফুরাতীয় জেলাগুলির কর আদায় কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ইহার পর পুনরায় মক্কাগামী রাজপথের নিয়ন্ত্রণ ও কূফার শাসনভার তাঁহার উপর অর্পিত হইলে তাঁহার তথাকার প্রতিনিধি কৌশলে বিদ্রোহী নেতা আবূ আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ ইব্ন জা'ফারকে অবরুদ্ধ করেন। কথিত আছে, তৎপর তাঁহাকে খুরাসানগামী রাজপথের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর ২৫৪/৮৬৮ সালে স'ালিহ' ইব্ন ওয়াসীফ-এর প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে উত্তর-সিরীয় সরকারের অধীনে আলেপ্পো নগরের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু আহ্'মাদ ইব্ন ঈসা ইব্ন শায়খ এক কি দুই বৎসর পরে তাঁহাকে তথা হইতে উৎখাত করেন। ২৬১/৮৭৪ সালে তাঁহাকে আহ্ওয়ায-এর শাসক নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু কিছুদিন পরই যিন্‌জ (হাব্শী বিদ্রোহী) তাঁহার সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আহ্ওয়ায লুণ্ঠন করে।

পরবর্তী বৎসর আল-মুওওয়াফ্ফাক' ও য়া'কূ'ব ইব্ন লায়ছ আস্-সাফফার-এর মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে তাঁহার পরাজয়ের অংশীদাররূপে নিজস্ব ভূসম্পত্তি হইতেও বঞ্চিত হন। ২৬৬/৮৭৯-৮০ সালে সাফফারী এলাকাস্থ শিবির হইতে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনকালে জুনদ-ই সাবূর নামক স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুস্-সাজ একটি অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনী (আস্'হ'াব আবীস্-সাজ)-এর অধিনায়করূপে ইতিহাসে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছেন। সামার্‌রার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ততটা ঘনিষ্ঠ ছিল না বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নানাবিধ দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য একটি সদাপ্রস্তুত সেনাবাহিনীরও প্রয়োজন হইয়াছে। তদীয় পুত্র মুহ'াম্মাদ আল্-আফ্শীন আল্-মুওয়াফফাক'-এর সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকিয়া পিতার মৃত্যুর বৎসরেই মক্কাগামী রাজপথের নিয়ন্ত্রণভার ও সেনাবাহিনীর অধিনাকত্ব লাভ করেন। পরিবারটির আরও ইতিহাস জানিতে হইলে দ্র. আবুস-সাজ (বংশ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ৩ খ., নির্ঘণ্ট; (২) ইব্নুল-আছীর, ৭খ., ৫৫, ১০০-৪, ১১৩, ১১৮, ১২৭ (মিসর-এর স্থলে মুদ'ার পঠিতব্য), ১৯০-২০০-২, ২৩১, ২৫৩, ২৬০; (৩) ইব্নুল-'আদীম, তা'রীখ হ'ালাব (দাহহান), ১খ., ৭৪; (৪) Defremery, Memoire sur la famille des Sadjides, JA 1847 (Mai), 409-413. M. A.R. Gibb (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবুস সারায়া (ابو السرايا) ঃ আস্-সারী ইব্ন মান্সূ'র আশ্-শায়বানী, শী'আ বিদ্রোহী। কথিত আছে, প্রথম জীবনে তিনি একজন গাধা-চালক ছিলেন এবং তৎপর দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। তিনি আর্মেনিয়াতে য়াযীদ ইব্ন মায়য়াদ আশ্-শায়বানীর সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং খুররামিয়্যা (দ্র.)-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হন। পরে তিনি আল-আমীন ও আল-মা'মূন-এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধকালে হারছামার বিরুদ্ধে য়াযীদ-এর অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি য়াযীদ-এর বাহিনী ত্যাগ করিয়া হারছামার পক্ষেই যোগদান করেন। মক্কা শরীফে হজ্জে যাইবার অনুমতি লাভ করিয়া তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আর্-রাক্কাতে গমন করেন। এখানে 'আলী বংশীয় মুহ'াম্মাদ ইবন ইব্রাহীম ইব্ন তাবাত'াবা (দ্র.)-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে কূফাতে যাইতে উৎসাহিত করেন এবং নিজে ১০ জুমাদাল-আখিরা, ১৯৯/২৬ জানুয়ারী, ৮১৫ তারিখে সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি আল-হ'াসান ইব্ন সাহ্ল কর্তৃক কূফার বিদ্রোহীদের অর্থাৎ তাঁহাকে দমনের উদ্দেশে প্রেরিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরদিনই (১ রাজাব/১৫ ফেব্রুয়ারী) ইব্ন ত'াবাত'াবা মারা যান। সুন্নী ঐতিহাসিকগণ ইব্ন ত'াবাত'াবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার দায়ে আবুস-সারায়াকে দায়ী করেন, কিন্তু শী'আ বর্ণনা অনুসারে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। অতঃপর অপর একজন 'আলী-বংশীয় মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মদ ইব্ন যায়দকে ইমামরূপে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা আবুস-সারায়ার হাতেই থাকিয়া যায়। তিনি কূফাতে স্বীয় নামাঙ্কিত দিরহাম প্রচলিত করেন (ZDMG 1868, 707) এবং ওয়াসিত, বসরা,

আল-আহওয়ায, মক্কা ও অন্যান্য স্থান অধিকারের উদ্দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

অতঃপর তিনি যখন বাগদাদ-এ অভিযান করেন তখন আল-হ'াসান ইব্ন সাহ্ল খুরাসানের পথে প্রত্যাবর্তনকারী হারছামার নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। হারছামা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়ান, কাস্‌র ইব্ন হুবায়রাতে আবুস-সারায়াকে পরাজিত করেন (শাওওয়াল/মে-জুন) এবং কুফাতে তাঁহাকে অবরোধ করেন। আবুস-সারায়া কুফাবাসিগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হইয়া ৮০০ অশ্বারোহী সমেত সেখান হইতে পলায়ন করেন এবং মূসা অভিমুখে রওয়ানা হন (১৬ মুহাররাম, ২০৫/২৬ আগস্ট, ১৮৬৫)। কিন্তু সেখানে তিনি খুযিস্তানের শাসক (governor) আল-হ'াসান ইব্ন 'আলী আল-মা'মূনীর বাহিনীর নিকট পরাজিত হন, তিনি নিজে যুদ্ধে আহত হন এবং তাঁহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। আহত অবস্থায় তিনি নিজ গৃহ রা'সুল-আয়ন-এ পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বেই হাম্মাদ আল-কুন্দাগুশ কর্তৃক জালুলা নামক স্থানে ধৃত ও বন্দী হন। হাম্মাদ তাঁহাকে নাহরাওয়ান-এ হ'াসান ইব্ন সাহ্ল-এর নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আল্-হাসান তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন (১০ রাবীউল-আওওয়াল, ২০০/১৮ অকটোবর, ৮১৫) এবং তাঁহার দেহ বাগদাদের সেতুর উপরে ঝুলাইয়া রাখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ, ৯৭৬ প.; (২) ইব্নুল-আছীর, ৬খ., ২১২ প., ২১৭ প.; (৩) আবুল-ফারাজ, মাকাতিলুত্-তালিবিয়্যীন,' তেহরান ১৩০৭, ১৭৮-৯৩; (৪) F. Gabrieli, al-Mamun e gli 'Alidi, Leipzig 1929, 10-23; (৫) বসরাতে তাঁহার প্রতিনিধিগণের কর্মতৎপরতা বিষয়ে তু. Ch. Pellat, Milieu Basrien, Paris 1953, 198-9।

H. A. R. Gibb (E. I.2)/ হুমায়ুন খান

আবুস সারায়া আল-হাম্‌দানী ঃ (দ্র. বানূ হাম্‌দান)

আবুস স'াল্ত উমায়্যা (ابو الصلت امية) ঃ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয ইব্ন আবিস-স'াল্ত আল-আন্দালুসী, লেভান্ত (Leavnte)-এর দেনিয়া (Denia)-তে ৪৬০/১০৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল-কাযী আল-ওয়াক্কাশী-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং বিবিধ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন। আনুমানিক ৪৮৯/১০৯৬ সালেও তিনি আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত ছিলেন। একটি নিমজ্জিত জাহাজ উদ্ধারে ব্যর্থ হইলে উযীর আল-আফদ'াল তাঁহাকে বন্দী করেন। তিন বৎসর কারাবাসের পর মিসর হইতে নির্বাসিত হইয়া (৫০৫/১১১১-২) তিনি আল-মাহদিয়্যাতে গমন করেন। সেখানে যীরীল আমীর য়াহ'য়া ইব্ন তামীম ও তৎপুত্র 'আলী ইব্ন য়াহ্'য়া কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। আল-মাহদিয়্যাতে তিনি শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তিরূপে বাকী জীবন অতিবাহিত করিয়া ১ মুহার্‌রাম, ৫২৯/১১৩৪ তারিখে (মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে) ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) তাক্'ব'ীমুয-যিহন, এরিস্টোটলীয় তর্কশাস্ত্র বিষয়ক একখানি সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থ, A. Gonzalez Palencia কর্তৃক স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়, মাদ্রিদ ১৯১৫ (জীবনীমূলক ভূমিকা সমেত); (২) রিসালা ফিল্-আমাল বিল-আসতুরলাব; আসতুরলাব (বা আসতারলাব astralabe) ব্যবহার বিষয়ক একখানি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ, অধ্যায়সমূহের তালিকা, in Millas, Assaig;(৩) পদার্থ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান (Cosmography) ও অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নসমূহের (মাসাইল) মীমাংসা; উপরিউক্ত গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে; (৪) জ্যোতির্বিদ্যার একখানি সংক্ষিপ্তসার, ইহা মিসরের উযীর আল-আফদ'াল-এর জন্য রচিত হয়। তাঁহার সমসাময়িকগণের মতে ইহার কোন শিক্ষাগত মূল্য নাই এবং শিক্ষকগণের জন্য ইহা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়; (৫) আল-আদ্‌বিয়্যাতুল-মুফরাদা, ঔষধে ব্যবহৃত (অবিমিশ্র) উপাদানসমূহের গুণাগুণ। ইহা খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ Arnalds de Vilanova কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় এবং Yehudu Natan কর্তৃক হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়; (৬) আর-রাইলুল-মিস্'রিয়্যা, গ্রন্থখানি আবুত্-ত'াহির য়াহ'য়া ইব্ন তামীমকে উৎসর্গীকৃত। ইহাতে মিসর সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ও সেই দেশের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, আবদুস্-সালাম হারূন কর্তৃক সম্পাদিত, 'নাওয়াদিরুল-মাখ্‌তূ'ত'াত', কায়রো; (৭) রিসালা ফিল-মূসীক'ী, ইহার মূল আরবী সংস্করণ পাওয়া যায় না, কিন্তু জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তিকৃত হিব্রু অনুবাদ প্যারিসের Bibl. Nat-এ রক্ষিত আছে, Hebrew Ms. no 1036।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-কি'ফ্‌ত'ী, ৮০; (২) ইব্ন আবী উস'ায়বি'আ, 'উয়ূনুল-আন্‌বা', ২খ., ৫২ প.; (৩) ইয়াকূত, ইর্‌শাদ, ২খ., ৩৬১; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ১০১; (৫) মাক্কারী, নাফ্‌হু'ত্'তীব "Analectes", ১খ., ৫৩০, প., ২খ., ২১৮-১৯; (৬) Brockelmann, 1, 641, SI, 889, (৭) Suter, 115; (৮) M. Steinschneider, Die Hebraische Ubersetzungen, 735, 885; (৯) L. Leelerc, Medicine arabe, ii, 74-5; (১০) J. M. Millas Vallicrosa, Assaig d.Historia de les idees fisiquesi, matematiques a la Catalunya medieval, i, 75-81; (১১) G. Sarton, Introduction to the Hist. of Science, i, 230.

আবুস-স'ালত 'আলী ইব্ন য়াহ'য়া-এর পুত্র আল-হ'াসান-এর জন্য একখানি ইতিহাসের গ্রন্থও রচনা করেন, উহা ইব্নুর্-রাকীককৃত ইফরীকিয়্যা-এর ইতিহাসের পরিশিষ্ট। উহাতে ৫১৭ / ১১২৩ সাল পর্যন্ত কালের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন ইযারী-এর "আল-বায়ানুল-মুগ্'রিব', ১খ., ২৭৪ প., ২৯২ প., আত-তিজানী-এর 'রিহ্'লা', তিউনিস ১৯২৭, ৫১ (-JA, 1852/২, ১৩১), ৯০ (-ঐ ১৭৬), ২৩৭ (-JA, 1853, 375, ff) ও ইব্নুল- খাতীব (Centenario di Michele Amari, i, 455-9)-এ গ্রন্থখানির উদ্ধৃতি পাওয়া যাইবে।

J. M. Millas, S. M. Stern (E.I.2)/হুমায়ুন খান

আবুস সু'উদ (ابو السعود) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'য়িদ্-দীন মুহাম্মাদ ইব্নিল-'ইমাদ মুস'তাফা আল্-'ইমাদী, খোজা চেলিবি (Hoca celebi) নামে পরিচিত, সুবিখ্যাত কু'রআন-ভাষ্যকার, হ'ানাফী 'আলিম ও শায়খুল-ইসলাম। জন্ম ১৭ সাফার, ৮৯৬/৩০ ডিসেম্বর, ১৪৯০; মৃত্যু ৫ জুমাদাল-আওওয়াল, ৯৮২/২৩ আগস্ট, ১৫৭৪। তাঁহার পিতা ইস্কিলীপ (Iskilip, Amasia-র পশ্চিমে)-এর অধিবাসী এবং খ্যাতনামা আলিম ও সূ'ফী ছিলেন। আবুস্-সু'উদ শিক্ষকরূপে জীবন শুরু করেন। অবশেষে সুলতান ২য় মুহাম্মাদের 'আট মাদরাসা-র একটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। ৯৩৯/১৫৩৩ সালে তিনি কাদী নিযুক্ত হন, প্রথমে বুরুসা (Buras)-তে ও পরে ইস্তাম্বুলে। ৯৪৪/১৫৩৭ সালে তিনি রুমেলিয়ার 'কাদী 'আস্কার' নিয়োজিত হন এবং ৯৫২/১৫৪৭ সালে সুল্তান ১ম সুলায়মান তাঁহাকে শায়খুল-ইস্লাম বা গ্র্যান্ড মুফ্তীর পদ প্রদান করেন। সুলতান সুলায়মান ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় সালীম-এর শাসনামলে বাকী জীবনব্যাপী তিনি এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন। আবুস-সু'উদ সুলতান সুলায়মানের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এবং পরবর্তী সুল্তান সালীমের আমলে তাঁহার একচ্ছত্র প্রভাব অক্ষুণ্ন না থাকিলেও তিনি তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হইয়া থাকে, তিনি চক্রান্তকারী লোক ছিলেন এবং প্রতাপশালী ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আগ্রহী ছিলেন। সুলায়মান কর্তৃক য়াযীদীগণের হত্যাকাণ্ড ও সালীম কর্তৃক ভেনিসের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া সাইপ্রাস আক্রমণকে তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে ইস্তাম্বুলের আবূ আয়্যুব এলাকায় দাফন করা হয়। সেইখানে তাঁহার মাযার অদ্যাবধি বর্তমান। মক্কা ও মদীনা শরীফে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌছিলে উভয় স্থানেই তাঁহার জন্য গাইবানা জানাযা পড়া হয়। তাঁহার অনুসারী ও শিষ্যগণের মধ্যে কয়েকজনই সুলতান ২য় সালীম, ৩য় মুরাদ ও ৩য় মুহ'াম্মাদের শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করেন।

শায়খুল-ইসলামরূপে আবুস-সু'উদ উছমানী সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক আইন-'কানূন্'-এর সঙ্গে ইসলামের পবিত্র আইন 'শারী'আ'-র সামঞ্জস্য বিধান করিতে সম্মত হন। সুলায়মানের সমর্থন লাভ করিয়া তিনি ইতোপূর্বে ২য় মুহ'াম্মাদ-এর আমলে গৃহীত উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাহা সুসংহত করেন। সচেতনভাবে ও অলখ্য ভাষায় তিনি এই নীতি প্রণয়ন করেন, কাদীর ক্ষমতা যেহেতু সুলতান প্রদত্ত নিযুক্তি প্রসূত, অতএব শারীআ আইন প্রয়োগের বেলাতে কাদী সুলতানের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। ইতোপূর্বে কাদী 'আসকার'-রূপে সুলতানের আদেশক্রমে তিনি সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশসমূহে ভূমি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া তাহাতে শারী'আ আইন প্রয়োগ করিতে শুরু করেন (এই আইন সংশোধনের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে দ্র. P. Lemerle and P. Wittek in "Archives d'Histoire du droit oriental", 1948 466 প.)।

তাঁহার ফাতওয়াসমূহের কিছু সংখ্যক মূল কপি অদ্যাবধি বিদ্যমান; কতিপয় আধা-সরকারী ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। স্বীয় অভিন্ন লক্ষ্য ও প্রচলিত রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আবুস-সু'উদ অস্থাবর সম্পত্তির, বিশেষত নগদ অর্থের, ওয়াক্ফ মঞ্জুরি, শিক্ষকতা ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান ও গ্রহণের ফাত্ওয়া দেন (এই দুইটি কাজের জন্য বিতর্কে বিজড়িত হন); কারাগুয (Karagoz) ক্রীড়া অভিনয়ের অনুমতি প্রদান করেন এবং অবশেষে কফি পানের বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া দানে বিরত থাকেন। তিনি নিষ্ঠাবান সূফীবাদের গুণগ্রাহী হইলেও চরমপন্থী সূফীদের প্রাণদণ্ডের বিধান দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

অবসর সময়ে আবুস-সু'উদ 'ইরশাদুল-'আক'লিস-সালীম' নামে কু'রআন শারীফের একখানি তাফ্সীর রচনা করেন, প্রধানত আল্-বায়দ'াবী ও আয-যামাখশারীর অনুসরণে। ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্যব্যাপী ও সাম্রাজ্যের বাহিরেও জনপ্রিয়তা লাভ করে। একাধিক বিদ্বান ব্যক্তি ইহার টীকা রচনা করেন এবং কয়েকবারই ইহা মুদ্রিত হয়। তাঁহার ক্ষুদ্রতর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রিসালাতু ফিল্-আদ 'ইয়াতিল-মাছূরা অথবা দু'আনামা, যাহা মুখস্থ করিবার জন্য হ'াদীছ অবলম্বনে সংকলিত। ইহা ছাড়া তিনি আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় কিছু সংখ্যক কবিতাও রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী আফেন্দী মানূক (মৃ. ৯৯২/১৫৮৪), 'আল-ইক'দুল-মানজূ'ম', কায়রো ১৩১০ (ইব্ন খাল্লিকানকৃত ওয়াফায়াত ২-এর হ'াশিয়ায়, ২৮২ প.; (২) আতাঈ, 'য'ায়ল-ই শাক'াইক'', ইস্তাম্বুল ১২৬৮, ১৮৩ প.; (৩) Pecewi, 'তারীখ', ১, ইস্তাম্বুল ১২৮১, ৫২ প.; (৪) ইব্নুল-'ইমাদ, শায'ারাতুয্-য'াহাব, ৮খ., ৩৯৮ প.; (৫) Brockelmann, 11, 579 প., S II, 651; (৬) M. Hartmann, in "Isl," 1918, 313 প. (সুলায়মানের 'কানূননামা-ই জাদীদ' যাহাতে আবুস-সু'উদ-এর ফাত্ওয়াসমূহ রহিয়াছে এবং আবুস-সু'উদ-এর অপর একখানি ফাত্ওয়া সংগ্রহ 'মারূদাত'-এর প্রকাশনা উপলক্ষে in MTM, 1-2); (৭) P. Horster, Zur Anwendung des Islamischen Rechts im 16, Jahrhundert, "Stuttgart, 1935 ('মারূদাতা'-এর নব সংস্করণ ও অনুবাদ); (৮) Gibb, Ottoman Potry, iii, 116; (৯) ওমর (Omer) লুত'ফী বারকান, xv, xvi, asirlarda Osmanli imparatorlugunda zirai ekonominin hukuki ve malt esaslar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫; (১০) M. Cavid Baysun in IA. iv, 92 প.; (১১) এম. তায়্যিব ওকিচ, in Ankara Universitesi Ilahiyat Fakullesi Dergisi, ১খ., ৪৮ প.; (১২) Yusuf Ziya Yorukan, পূ. গ্র., ১৩৭ প.; (১৩) ওকিচ (Okic), পূ. গ্র., ২খ., ২১৯ প.।

J. Schacht (E.I.²) হুমায়ুন খান

আবূ 'আওন 'আবদুল-মালিক (ابو عون عبد الملك) ঃ ইব্ন ইয়াযীদ আল-খুরাসানী বানূ আব্বাসের একজন সেনাপতি ছিলেন। ২৫ রামাদান, ১২৯/৯ জুন, ৭৪৭ সনে খুরাসানে বিদ্রোহ ছাড়াইয়া পড়িলে তিনি বানূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমদিকে তিনি আব্বাসী সেনাপতি ক'াহ্ত'াবা ইব্ন শাবীব-এর সঙ্গী ছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে তাঁহাকে শাহ্রাযূর প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ২০ যু'ল-হি'জ্জা, ১৩১/১০ আগস্ট, ৭৪৯ সনে মালিক ইব্ন ত'ারীফ-এর

সহযোগিতায় 'উছমান ইব্ন সুফ্য়ানকে পরাজিত করেন। আবূ 'আওন যখন মোসূল (মাওসিল)-এর কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন উমায়্যা খালীফা দ্বিতীয় মারওয়ান তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলীর চূড়ান্ত পরিচালনায় আবূ 'আওন বৃহৎ যাব-এর যুদ্ধে (১১ জুমাদাল-আখিরা, ১৩২/২৫ জানুয়ারী, ৭৫০) মারওয়ান-এর পশ্চাদ্ধাবনে ও দামিশক দখলে অংশ নেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ফিলিস্তীনে থাকিয়া যান এবং সালিহ ইব্ন 'আলীকে আবূ 'আওন ও কিছু সৈন্যসহ মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন, যেখানে ঐ বৎসরই এক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর খালীফা ধৃত হইয়া নিহত হন। আবূ 'আওন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মিসরের গভর্নর হিসাবে এইখানে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৫৯/৭৭৫-৭৬ সনে তিনি খালীফা আল-মাহ্দী কর্তৃক খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন; কিন্তু পরবর্তী বৎসরে পদচ্যুত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-য়াক্'বী; (২) আত-তাবারী; (৩) আল-মাস'উদী, মুরূজ, Indexes; (৪) Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, 341-3; (৫) L. Caetani, Chronographia Islamica, Rome 1912. under the relevant years.

K. V. Zettersteen (E.I.²)/মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আওসাজা আদ্-দাব্বী (ابو عوسجة الضبى) ঃ (রা) সাহাবী ছিলেন। হাকিম আবূ আহমাদ 'আল্কুনা' নামক কিতাবে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি, বাগাবী ও দারাকুত্নী মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আস-সাগানী-এর সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটিতে আবূ 'আওসাজা একবার রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত সফরে গিয়াছিলেন এবং এই সময় তিনি মোজার উপর মাস্হ করিতেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা তিনি সাহাবী ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাগাবী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আস্-সাগানী বলিয়াছেন, এই বর্ণনাটি ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'আলী (রা)-এর সহিত সফর করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৪২।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজ্‌লী

আবূ 'আকীল আল-আনসারী (ابو عقيل الانصارى) ঃ (রা), আনসারী সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম 'আবদুর-রাহ্মান আল-ইরাশী। ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁহার নাম ছিল আবদুল'উয্যা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম রাখেন 'আবদুর-রাহ্মান। আবূ 'আকীল তাঁহার উপনাম। এই উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি মদীনার খ্যাতনামা আওস বংশের বালিয়্যি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, যাহারা বানূ জাহজাবা ইব্ন কুলফার মিত্র ছিল। তাঁহার বংশতালিকা হইল ঃ আবূ 'আকীল 'আবদুর-রাহ্মান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন বাযহান ইব্ন 'আমির ইবনুল-হারিছ ইব্ন মালিক ইব্ন 'আমির ইব্ন উনায়ফ ইব্ন জু'শাম ইব্ন 'আইযিল্লাহ ইব্ন তামীম ইব্ন 'আওযমানা ইব্ন নাজ ইব্ন তায়ম ইব্ন য়ারাশ (ইরাশা) ইব্ন 'আমির ইব্ন উবায়লা ইব্ন কিসমিল ইব্ন ফারান ইব্ন বালিয়্যি ইব্ন 'আমর ইব্ন ইলহাফ ইব্ন কু'দা'আ আল-ইরাশী আল-উনায়ফী আল-বালাবী।

আবূ 'আকীল (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১২ হি. আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলে য়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া শাহাদাত লাভ করেন। য়ামামার যুদ্ধের দিন দিবসের প্রথমভাগেই সকলে যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তখন শত্রুপক্ষের একটি তীর আসিয়া তাঁহার উভয় কাঁধ ও বুকের মধ্যখানে বিদ্ধ হয়। ইহাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনিই ছিলেন মুসলিম বাহিনীর প্রথম আহত ব্যক্তি। তাঁহার তীর বাহির করিয়া লওয়া হইলে তাঁহার বাম পার্শ্ব অতিশয় দুর্বল ও অকার্যকর হইয়া পড়ে। তাই তাঁহাকে সওয়ারীর নিকট লইয়া আসা হয়। যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানগণ পরাস্ত হইয়া তাহাদের সওয়ারী অতিক্রম করিয়া গেল তখন আবূ 'আকীল তাঁহার আঘাতের কারণে পঙ্গু অবস্থায় ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, মা'ন ইব্ন 'আদিয়্যি (রা) আনসারদেরকে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমাদের শত্রুদের উপর আক্রমণ কর। এই বলিয়া মা'ন নিজে তাঁহার কওমের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন আনসারগণ চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, আমাদেরকে বাছাই করিয়া লও, আমাদেরকে বাছাই করিয়া লও। অতঃপর তাহারা এক একজন করিয়া বাছাই করিয়া পৃথক করিতেছিল।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, আবূ 'আকীল তখন স্বীয় কওমের নিকট যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম, আবূ 'আকীল! কি করিতে চাহিতেছ? তোমার জন্য তো যুদ্ধ করা জরুরী নহে। তিনি বলিলেন, আহ্বানকারী চীৎকার করিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আমি বলিলাম, আহ্বানকারী তো বলিতেছে, হে আনসার সম্প্রদায়! সে তো আহতদেরকে ডাকিতেছে না। আবূ 'আকীল বলিলেন, আমি তো আনসারদেরই একজন! আমি হামাগুড়ি দিয়া হইলেও তাহার ডাকে সাড়া দিব। ইব্ন 'উমার (রা) বলিলেন, অতঃপর আবূ 'আকীল তাঁহার খোলা তরবারি লইলেন এবং চীৎকার দিয়া বলিতে লাগিলেন, ওহে আনসার সম্প্রদায়! হুনায়ন দিবসের মত আক্রমণ কর। অতঃপর তাঁহারা সকলে একত্র হইল এবং বীরত্বের সহিত শত্রুর মুকাবিল করিয়া তাহাদেরকে বাগানের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিল। তুমুল যুদ্ধের পর শত্রুবাহিনী পরাস্ত হইল। ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, আমি আবূ 'আকীলের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার আঘাতপ্রাপ্ত হাতখানি কাঁধের নিকট হইতে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উহা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার শরীরে মোট চৌদ্দটি আঘাত রহিয়াছে। উহার প্রতিটিই সম্মুখভাগ হইতে। আর আল্লাহ্র শত্রু মুসায়লামা নিহত হইয়াছে। আমি আবূ 'আকীল-এর কাছে গেলাম তখন তিনি অন্তিম অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়াছিলেন। আমি ডাকিলাম, আবূ 'আকীল! তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, লাব্বায়ক! কাহাদের পরাজয় হইল? আমি বলিলাম, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলাম, আল্লাহ্র শত্রু নিহত হইয়াছে। আবূ 'আকীল আল্লাহ্র প্রশংসা করিতে করিতে আকাশের দিকে অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন এবং ইনতিকাল

করিলেন। অতঃপর আমি ফিরিয়া আসিয়া 'উমার (রা)-কে তাঁহার সকল সংবাদ জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাঁহার উপর রহম করুন! তিনি সর্বদা আল্লাহ্র নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করিতেন। আমি তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন উত্তম সাহাবী এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী বলিয়াই জানি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাকা'তুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪৭৩-৪৭৫; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৪৯, সংখ্যা ৮৭৬; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ২৫৭; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ১৭১৮, সংখ্যা ৩০৯৯; (৫) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৮৮, সংখ্যা ২১৭৭; (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকর আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২, ৩খ., ৩২২; (৭) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০১; (৮) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল-মাগাযী, 'আলামুল- কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৬১।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ 'আত'া আস্-সিন্দী (أبو عطاء السندى) ঃ ২য়/৮ম শতকের 'আরব কবি, নাম আফলাহ', ভিন্নমতে মারযূক', পিতার নাম য়াসার, বানূ-আসাদ-এর মাওলা (মিত্র)। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'নিসবা' (সম্বন্ধবাচক নাম) আস-সিন্দী। সিন্ধু বিজয়ী মুহ'াম্মাদ ইব্ন কাসিম-এর সঙ্গে সিন্ধুর কতিপয় অধিবাসী ইরাক গমন করিয়াছিলেন। আবূ 'আত'াও এই দলে শামিল ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১০ বৎসর ছিল। ভিন্নমতে কূফায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল (Clement Huart, A History of Arabic Literature, Beirut 1966, p. 57)। প্রথমোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়, কারণ আবূ 'আতা' ভালভাবে আরবী উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; কূফায় তাঁহার জন্ম হইলে এইরূপ হইবার কথা ছিল না।

তিনি জন্মগতভাবে হইলেও আরবী ভাষা, আরবদের রীতিনীতি ও মন-মানসিকতা সফলভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার কবিতা আরব মহলে সমাদৃত হয়। আবূ তাম্মাম তাঁহার দীওয়ানুল-হামাসায় আবূ 'আতা'-র কিছু খণ্ড কবিতা (কি'ত'আ) সংকলন করিয়াছিলেন (দ্র. দীওয়ানুল-হামাসা, পৃ. ২৯)। প্রাচীন আরবী কবিতার এই সংকলনটিতে আবূ 'আতা'-র কবিতা স্থান পাওয়ার অর্থ হইল তাঁহার কবিতায় সুন্দরভাবে আরবীয় চিন্তাধারার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এবং ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়াও তাঁহার কবিতায় আরব বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। উচ্চারণের অসুবিধার জন্য তিনি নিজে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিতেন না; তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করার জন্য অন্য আবৃত্তিকারী তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

আবূ 'আত'া' উমায়্যাদের প্রশংসাকারী কবি ও সমর্থক ছিলেন। 'আব্বাসীদের সম্বন্ধে তিনি বিদ্রূপাত্মকভাবে বলিয়াছিলেন, "হায়! উমায়্যাদের অত্যাচার আমাদের জন্য যদি আবার ফিরিয়া আসিত। বানূ 'আব্বাসের ন্যায়বিচার জাহান্নামে যাউক!"

ইরাকে উমায়্যাদের শেষ গভর্নর য়াযীদ ইব্ন 'উমার ইব্ন হুবায়রা (দ্র.) ও তাঁহার পরিবারের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কারণ য়াযীদের মাতাও ছিলেন এক সিন্ধী মহিলা। আব্বাসীদের হস্তে গভর্নর য়াযীদ নিহত হইলে আবূ 'আতা' তাঁহার স্মরণে যে শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন তাহা অতি উচ্চ মানের কবিতা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি খুরাসানের উমায়্যা গভর্নর নাসর ইব্ন সায়্যার-এরও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তী কালে আব্বাসীদের প্রশংসায় তিনি কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেইগুলি অতি উচ্চ মানের হয় নাই বলিয়া মনে হয় এবং আব্বাসীগণও তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের দরবারে তিনি স্থান লাভ করেন নাই। তিনি খালীফা আল-মানসূ'র-এর মৃত্যুর (১৫৮/৭৭৪) স্বল্পকাল পরেই ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র, ৪৮২-৪; (২) তাম্মাম, দীওয়ানুল-হ'ামাসা, সম্পা. মু. 'আবদুল-মুন্'ইম খাফাজী, মিসর ১৯৫৫, পৃ. ২৯, টীকা ১; (৩) আবুল-ফারাজ আল-ইস্'ফাহানী, কিতাবুল-আগ'ানী, ১৬ খ., ৮১-৭; (৪) আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ৭৫৬; (৫) জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগ'াতিল-'আরাবিয়্যা, মিসর ১৯৫৭, ১খ., ৩৪৯; (৬) ডঃ শাওক'ী দায়ফ, আল-'আস্'রুল-জাহিলী, মিসর, তা. বি., পৃ. ৩৪০; (৭) Clement Huart, History of Arabic Literatuer, Bbimt 1966/p. 57; (৮) আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা ১৩৮৯/১৯৮২, পৃ. ২০৫; (৯) E.I.², 1. 107; (১০) দা. মা. ই., ১খ., ৮৬১; (১১) আল-বাক্রী, সিমতুল-লাআলী, ম. মায়মানী, পৃ. ৮০২।

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ 'আতি'য়্যা (أبو عطية) ঃ (রা), যাঁহাকে আত-ত'াবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিছ সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম সালিক ইব্ন আবী 'আমির বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইমাম বাগ'াবী ও আবূ আহ্'মাদ আল-হাকীম একটি সূত্রে আবূ 'আতি'য়্যা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করিলে কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার জানাযা না পড়িবার জন্য বলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার কোন ভাল আমল দেখিয়াছ কি?" এক ব্যক্তি বলিল, "তিনি আমাদের সহিত অমুক রাত্রিতে আল্লাহর রাস্তায় প্রহরা দিয়াছেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জানাযায় ইমামতি করিলেন এবং কবর পর্যন্ত গিয়া তাঁহার দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করিলেন। ইহার'পর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গিগণ মনে করে তুমি জাহান্নামীদের দলভুক্ত। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) 'উমার (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "হে 'উমার! মানুষের আমল সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না, বরং পরনিন্দা (غيبة) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে।" ভিন্ন সূত্রে আবূ 'আতি'য়্যা হইতে অনুরূপ একটি হ'াদীছে غيبة -এর

স্থলে فطرة (স্বভাব-ধর্ম)-এর উল্লেখ রহিয়াছে যাহার অর্থ, বাগ'াবী-র মতে ইসলাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার -আল-'আসক'ালীন, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮, ৪খ., পৃ. ১৩৪, সংখ্যা ৭৬৯।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আন্‌বা আল্‌-খাওলানী (ابو عنبة الخولانى) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন কিনা এবং তাঁহার প্রকৃত নাম কি এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। আবূ 'আনবা তাঁহার উপনাম। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আন্‌বা, অন্যদের মতে 'উমারা। খালীফা, বাগ'াবী ও ইব্‌ন সা'দ তাঁহাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বাগ'াবী বলেন, তিনি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। 'আবদুস্‌-স'ামাদ ইব্‌ন সা'ঈদ তাঁহাকে হিমসে বসবাসকারী সাহাবীদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। জাহিলী যুগে তাঁহার জন্ম। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবিতাবস্থায় মু'আয' (রা)-এর নিকট তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি 'আবদুল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও 'উমার (রা) ইব্‌নুল-খাত'ত'াব প্রমুখ হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১২৬, সংখ্যা ৭১৩; (২) আয-য'াহাবী, তাজ্‌রীদ আস্‌মাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ১৮৩, সংখ্যা ২১২৭।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজ্‌লী

আবূ 'আবদিল্লাহ (ابو عبد الله) ঃ (রা), একজন সাহাবী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। য়াহ'য়া আল-বাক্কা তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিখিতে উপদেশ দিতেন। রিজাল (রাবীদের চরিতাভিধান) গ্রন্থে তাঁহার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর কিছুই পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৪১।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ 'আবদিল্লাহ (ابو عبد الله) ঃ (রা) সাহাবী ছিলেন; তাঁহার বংশপরিচয় জানা যায় না। বালাযু'রী সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহ'মাদ-এর মুসনাদে তাঁহার নিম্নোক্ত হ'াদীছটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা জনৈক সাহাবী রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলেন। তিনি তখন কাঁদিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, "হে আবূ 'আবদিল্লাহ! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? রাসূলুল্লাহ (স) কি বলেন নাই, তোমার কর্তব্য কর্ম তুমি করিতে থাক? ইহাতে যত বিপদই আসুক না কেন, ধৈর্য ধারণ কর। মৃত্যুর পর আমার সহিত তোমার মিলন হইবে।" আবূ আবদিল্লাহ্ বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স) উহা বলিয়াছেন। তবে আমি কাঁদিতেছি এই কারণে যে, আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ডান হাতে এক মুষ্টি রূহ্ লইয়া বলিলেন, এইগুলি জান্নাতের জন্য নির্ধারিত; আর আমি এইজন্য কাহারও কোন পরওয়া করি না। অতঃপর তিনি অন্য হাতে আর এক মুষ্টি রূহ্ লইয়া বলিলেন, এইগুলি জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত; আর আমি এইজন্য কাহারও কোন পরওয়া করি না। আমি জানি না, আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত কোন্ মুষ্টিতে আমি পড়িয়াছি।"

আবূ আবদিল্লাহ (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১২৬, সংখ্যা ৭১০; (২) আয-য'াহাবী তাজরীদ আসমাইস- স'াহ'াবা, বৈরূত, তা.বি., ২খ., ১৮৩, সংখ্যা ২১২৫।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ 'আবদিল্লাহ আল-ক'ায়নী (ابو عبد الله القينى) ঃ (রা), ইব্‌ন মান্‌দা কর্তৃক আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন য়ূনুস হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুসারে ইনি একজন সাহাবী ছিলেন। আবূ 'আবদির-রাহ'মান আল-হ'াবালী (الحبلى) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১২৫-১২৬, সংখ্যা ৭১১; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ১৮৩, সংখ্যা ২১২২।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ 'আব্‌দিল্লাহ আল-বাস'রী (ابو عبد الله البصرى) ঃ আল-হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-কাগাদী, জুআল (গোবরে পোকা, Dungbeetle) বলিয়া কথিত, প্রভাবশালী মু'তাযিলী কালামবিশারদ ও হ'ানাফী ফাক'ীহ, মৃ. বাগদাদে ২ যু'ল-হি'জ্জা, ৩৬৯/১৯ জুন, ৯৮০; জন্ম বসরায়, তারিখ অনিশ্চিত। 'আলী ইব্‌নুল-মুহ'াস্‌সিন আত- তানূখী ও হিলাল আস-সাবীর অনুসরণে তারীখ-ই বাগদাদ (৮, ৭৩ 11. ২০প.)-এর মতে ২৯৩/৯০৫-৬; ফিহ্‌রিস্ত (সম্পা. Flugel, ১৭৪ pu.)-এর মতে ৩০৮/৯২০-১) ও সাফাদী (তু. কাহ্'হ'ালা, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ৪খ., ২৭, n. 1)-র মতে ২৮৯/৯০২। তাঁহার উপনাম জুআল-হ'ানাফী ও ইব্‌ন মু'তাযিলী কোন সূত্রেই ব্যবহৃত হয় না।

৩১১/৯২৩ হইতে সম্ভবত কারমাতীদের (দ্র. কারমাতী) সার্বক্ষণিক বিপদাশঙ্কায় অল্প বয়সেই জন্মভূমি বসরা ত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হন। তিনি বসরার মু'তাযিলা প্রতিনিধিদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন যাঁহারা সেই সময় খূযিস্তানের আস্‌কার মুক্‌রাম-এ আবূ হাশিম (মৃ. ৩২১/৯৩৩), বিশেষত তাঁহার শিষ্য ইব্‌ন খাল্লাদের সহিত অবস্থান করিতেন। তিনি প্রধানত বাগদাদেই বসবাস করিতে থাকেন এবং সেইখানে আবুল-হ'াসান আল-কারখী (মৃ. ৩৪০/৯৫২; তু GAS, ১খ., ৪৪৪)-এর নিকট হ'ানাফী ফিক'হ অধ্যয়ন করেন। কালাম-এর ব্যাপারে তাঁহার মতামতের জন্য সেইখানে তিনি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আল-খায়্যাত' (মৃ. আনু. ৩০০/৯১৩ দ্র.)-এর জীবনের শেষভাগে মু'তাযিলীদের মর্যাদা অনেকখানি খর্ব হইয়া পড়ে। সম্ভবত ইবনুর-রাওয়ান্দী (দ্র.)-র গ্রন্থাবলী দ্বারা সৃষ্ট কেলেঙ্কারীর দরুন ও আবূ হাশিমের চিন্তাধারার

প্রতি মু'তাযিলীদের জন্য একটি শাখার নেতা, যাঁহার তখনও রাজনীতিতে কিছুটা প্রভাব ছিল অর্থাৎ ইব্নুল-ইখ্শীদ (২৭০-৩২৬/৮৮৩-৯৩৮ দ্র.) ও তাঁহার অনুসারীদের প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণে তাঁহারা এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ফলে আবূ 'আবদিল্লাহ্র লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইয়া পড়ে (তু. কাদী 'আবদুল-জাব্বার-এর কাহিনী, ফাদ'লুল-ই'তিযাল, সম্পা, ফু'আদ সায়্যিদ, ৩২৫, প.; আরও ইবনুল-মুরতাদা', ত'বাক'াতুল-মু'তাযিলা, পৃ. ১০৫, 11, ১৫ প.)। তাঁহার শিক্ষক আবুল-হ'াসান আল-কারখী হাম্দানী বংশের সায়ফুদ-দাওলা (৩৩৩-৫৬/৯৪৪-৬৭)-র সহিত সম্পর্ক বজায় রাখেন যিনি ইরাকের রাজনৈতিক ক্ষমতার খেলায় বুওয়ায়হীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন (তু. ফাদ'লুল-ই'তিযাল, ৩২৬, 11. ১৭ প.)। আবুল-হ'াসান আল-কার্খী (৩৪০/৯৫২) হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইলে আবূ 'আবদিল্লাহসহ তাঁহার শিষ্যগণ শাহযাদার নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান (তু. তারীখ বাগদাদ, ১০খ., ৩৫৫, 11. ৪প.)। পরবর্তী কালে আবূ 'আবদিল্লাহ্র সুপরিচিত নরমপন্থী শী'আ মতবাদ ইহা দ্বারা সূচিত বা অন্ততপক্ষে শক্তিশালী হইয়াছিল। বুওয়ায়হী ও যায়দীদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনি এই মতবাদগুলি ব্যবহার করিতেন, বিশেষত যখন ৩৩৪/৯৪৫ সালে মু'ইয্যুদ-দাওলা বাগদাদের শাসনভার হস্তগত করিতে সক্ষম হন, তখন উক্ত চক্রদ্বয় অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠে। তিনি মুইয্যুদ-দাওলার মন্ত্রী আল-হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-মুহাল্লাবী (৩৩৯-৫২/৯৫০-৬৩; তু. হামদানী, তাক্মিলাতু তারীখিত-তাবারী, সম্পা. কান্আন, ১৮৬, ১৩প.; আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহ'ীদী, আল-ইম্তা' ওয়াল-মুআনাসা, ৩খ., ২১৩, 11 ১০)-এর সমর্থন লাভ করেন, যিনি আইনজ্ঞ পরিবেষ্টিত থাকিতে পসন্দ করিতেন (তু. ছা'আলিবী, য়াতীমাতুদ-দাহ্র, সম্পা. আব্দুল-হ'ামীদ, ২খ., ৩৩৬ ult.ff.)। মু'ইয্যুদ-দাওলা, ৩৫৬/৯৬৭ সালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে নিজেই আবূ 'আবদিল্লাহ্র উপস্থিতিতে তওবা করেন (তু. হামদানী, ১৯২ apu প.)। তিনি যায়দী ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী (pretender) জনৈক আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ ইবনিল-হ'াসান (৩০৪-৫৯/৯১৬-৭০)-কে একান্তভাবে ইল্ম কালাম শিক্ষা দান করেন এবং ৩৪৯/৯৬০ সালে মু'ইয্যুদ-দাওলার প্ররোচনায় তাঁহাকে নাক'ীবুল-আশরাফ পদ গ্রহণে সম্মত করার ব্যবস্থা করেন (তু. আল-হ'াকিম আল-জুশামী, শারহু'ল-'উয়ূন, সম্পা. ফুআদ সায়্যিদ, তিউনিস ১৯৭৪, ৩৭২, 11. 16 প., হাম্দানী, ১৮৮, b. ১৬; ইব্ন ইনাবা, 'উম্দাতুত-ত'ালিব, নাজাফ ১৩৮০/১৯৬১, ৮৪ ult. ff.)। তাঁহার এই শিষ্য ৩৫৩/৯৬৪ সালে যখন আল-মাহ্দী লি-দীনিল্লাহ্ উপাধি ধারণ করিয়া নিজকে গীলান-এ ইমাম বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন আবূ 'আব্দিল্লাহ দেখিলেন, তিনি নিজে আল-কারখ-এর উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে নিগৃহীত হইতে চলিয়াছেন। 'আলীপন্থী জনৈক অভিজাত ব্যক্তির প্ররোচনায় কারখ-এর উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাঁহার বিরুদ্ধে প্ররোচিত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার রাজনৈতিক মতের অনুসারী ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যেও তাঁহার উচ্চ মর্যাদা সরকারের পরিকল্পিত নির্বাসন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে (তু. আন-নাতিক বিল-হাক্ক, আল-ইফাদা ফী তারীখিল আইম্মাতিস-সাদা, Ms. Leiden, or. 8404, পত্র ৬৩খ., ছত্র ৫প.; আল-হ'াকিম আল-জুশামীর গ্রন্থে ইহার সংক্ষিপ্ততর বিবরণ ৩৭২ apu. প.)। পরে তিনি তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে পাইয়াছিলেন আহ'মাদ ইবনু'-হু'সায়ন আল-মুআয়্যাদ বিল্লাহ (৩৩৩-৪১১/৯৪৪-১০২০) এবং তদীয় ভ্রাতা আবূ তালিব আন-নাতিক বিল-হাক্ক (৩৪০-৪২৪/৯৫১-১০৩৩)-কে যাঁহারা মূলত ইমামী বংশোদ্ভূত হইলেও কাস্পিয়ান অঞ্চলে যায়দীদের দাবি সমর্থন করেন (তু. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, Berlin, 1965, ১৭৭ প.)।

তাঁহার মতবাদের সর্বাধিক গুরুত্ব ও আবূ হাশিমের মতবাদের বিজয় লাভের প্রধান কারণ স'াহি'ব ইব্ন 'আব্বাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। ৩৪৭/৯৫৮ সালে মুআয়্যাদুদ-দাওলার সহিত তিনি যখন বাগদাদ আসেন, সম্ভবত তখন স'াহি'ব ইব্ন 'আব্বাদ-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি স'াহি'ব ইব্ন 'আব্বাদকে ধর্মের খুঁটি 'ইমাদুদ-দীন ও রূপক অর্থে 'মাহ্দী' বলিয়া স্বাগত জানান। ইহা ঘটিয়াছিল ৩৬৬/৯৭৬ সালে অথবা ইহার কিছু কাল পর যখন মুআয়্যাদুদ-দাওলা স'াহি'বকে রায় শহরে উযীর পদে মনোনয়ন দান করেন। তিনি আবূ 'আবদিল্লাহ্র ধর্ম সংক্রান্ত পত্রাদির প্রতিলিপি স্বর্ণাক্ষরে প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন এবং অন্যান্য উপহারের সঙ্গে ক'াবুস ইব্ন বুশ্মগীর (দ্র.)-এর নিকট প্রেরণ করেন যিনি একই বৎসর তাবারিস্তান ও গুরগানে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন (তু. তাওহীদী, আখলাকু'ল-ওয়াযীরায়ন, সম্পা. তাঞ্জী, ২০২, 11. ৩ প. ও ২০৮, 11. ৬ প.)। তিনি আবূ 'আবদিল্লাহকে আশ-শায়খুল-মুরশিদ খিতাবে সম্বোধন করিতেন। ৩৬৭/৯৭৮ সালে আবূ আবদিল্লাহ্র সুপারিশক্রমে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিশীল শাগরিদ 'আবদুল -জাব্বার ইব্ন আহ'মাদ (দ্র.)-কে তাঁহার অধীনে চাকুরী দিতে সম্মত হন যিনি পরে রায়-এর ক'াদি'ল-কু'দ'াত পদ অলংকৃত করেন। সম্ভবত তাঁহার প্রভাবের শীর্ষে অবস্থানকালে আবূ 'আবদিল্লাহ অসুস্থ হইয়া পড়েন। আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহীদী ৩৬০/৯৭১ সনে 'ইয্যুদ-দাওলা কর্তৃক বিশিষ্ট উলামার সম্মানে এক সম্বর্ধনা উপলক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন। যখন মেহমানগণকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, ইবনুল-ইখ্শীদ-এর মতবাদের প্রবক্তা (তু. আখলাকু'ল-ওয়াযীরায়ন, ২০২, 11. ১১প.) তাঁহার সহকর্মী 'আলী ইব্ন 'ঈসা আর-রুমানী তাঁহার প্রতি আক্রমণাত্মক কথা বলিলে প্রতিবাদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মৃত্যুর পর তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষক আল-কার্খীর তুর্বা (কবরস্থান)-তে দাফন করা হয়। তাঁহার সালাতে জানাযায় ইমামাত্ করেন মু'তাযিলী বৈয়াকরণ আবূ 'আলী আল-ফারিসী (২৮৬-৩৭৭/৯০০-৮৭) যাঁহার নিজেরই বয়স ছিল ৮০-র কোঠায় (তু. তারীখু বাগদাদ, ৮খ., ৭৩, 1. ১৯, ৭৪ 1. ২)।

আবূ হ'ায়্যান আবূ 'আবদিল্লাহকে পছন্দ করিতনে না, যেমন স'াহি'ব ইব্ন 'আব্বাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই তিনি অপসন্দ করিতেন। আবূ হ'ায়্যান তাঁহার ইম্তা' গ্রন্থে (১খ., ১৪০, 1. ৩ প.) আবূ 'আবদিল্লাহ্র সূক্ষ্ম চরিত্র চিত্রায়ন করিয়াছেন ঃ কল্পনাপ্রবণ কিন্তু অলংকরণে নিকৃষ্ট ও আলোচনায় বিশৃঙ্খল, সম্পদ ও মর্যাদা-লোলুপ, কিন্তু 'অনুসারী'দের প্রতি নিবেদিত, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহারে সুদক্ষ, সামাজিক সোপানের আদর্শ আরোহী, কিছু কাল যাবৎ আবূ 'আব্দিল্লাহ্র নিকটতম সহকারী বলিয়া

অনুমিত (তু. ফাদ'লিল-ই'তিযাল, ৩২৯, ১৯)। আবুল-ক'াসিম 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-ওয়াসিতী নিদারুণ ব্যক্তিগত বিরক্তির দরুন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (তু. ইমতা, ১খ., ১৪০, 11. ১০প. ও ২খ., ১৭৫, 11. ১০ প.; আখ্লাক, ২১৩, 11. ৫প.)-এই তথ্যটি আবূ-হ'ায়্যান বারবার জোরালোভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি আরও কয়েকজন শিষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (আখ্লাক, ২০২, 11. ৭ প.) যাহাদের অধিকাংশই খুরাসানের যুবক (ঐ, ২১০, 11.১২ প.), যাহাদেরকে তিনি অবিশ্বাসীর দল বলিয়া অভিহিত করেন এবং বস্তুত মু'তাযিলা ত'াবাক'াত সাহিত্যে তাহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তৎকালীন সংশয়বাদ (তাকাফুউল-আদিল্লা)-এর যে ধারার সূচনা হইয়াছিল তাহার বিশ্লেষণের মধ্যে আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র বদ্‌নামের রহস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। আর এই সংশয়বাদের ধারক হিসাবে যাঁহারা পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম আবূ ইস্‌হ'াক' ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আলী আন্-নাসীবী (তু. যেমন, তাওহীদ, মুকাবাসাত, সম্পা. মুহ'াম্মাদ তাওফীক' হু'সায়ন, বাগদাদ ১৯৭০, ১৫৯ প.) যাহা আবূ হ'ায়্যান আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (তু. আখ্লাক', ২১২, 11. ৫প., হইতে আবূ 'আবদিল্লাহ ও আবূ সুলায়মান আল-মান্‌তিকী-র মধ্যকার আলাপের প্রেক্ষিতে)।

কাদী 'আবদুল-জাব্বারের বিভিন্ন গ্রন্থে যে অসংখ্য উদ্ধৃতি রহিয়াছে মূলত সেইগুলি হইতে আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র চিন্তাধারা পুনর্গঠন করিতে হইবে। কাদী 'আবদুল-জাববার অনেক বিষয়ই তাঁহার শিক্ষক আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র সঙ্গে একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করেন (তু. মুগ'নী, ২০, ২খ., ২৫৭, 11. ৪প.)। কাদী 'আবদুল-জাব্‌বার আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে শ্রুতলিপি (dictation)-এর সাহায্যে তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন। স্পষ্টত আবূ 'আবদিল্লাহ ঐ শিষ্যের বাড়ীতে বাগদাদে থাকিতেন (তু. আল্-হ'াকিম আল-জুশামী, শারহু'ল-'উয়ূন, ৩৬৬, 11. ৫প.)। কাদী আবদুল-জাব্‌বার যখন তাঁহার মুগ্'নী গ্রন্থের রচনা শুরু করেন, আবূ 'আবদিল্লাহ তখনও জীবিত (তু. ২০, ২, ২৫৮, 11.৮ প.)। আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র মৌলিকত্বের পূর্ণ মূল্যায়ন এখনও সম্ভব নহে। অবশ্য তিনি যায়দীপন্থী শী'আ ভাবধারার পক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁহার কিতাবুত-তাফদী'ল-এ পাওয়া যায় (শিরোনামের জন্য তু. ইবনুল-মুরতাদ'া, ত'াবাক'াতুল-মু'তাযিলা, ১০৭, 11. ৫)। আবূ 'আবদিল্লাহ্‌র ভিত্তি ছিল প্রধানত শী'ঈ হ'াদীছসমূহের উপর, যাহাদের সত্যতা প্রমাণের প্রচেষ্টায় তিনি উহাদের ঐতিহ্যাসিকতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ দূর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপরন্তু তিনি মুওয়াযানাতুল-'আমাল (موازنة الاعمال =কার্যাবলীর তুলনা)-র নীতির প্রয়োগ করিতেন অর্থাৎ 'আলী (রা) ও আবূ বাক্‌র (রা)-এর কাজকর্মের তুলনামূলক মূল্যায়ন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত আল-ইসকাফী (মৃ. ২৪০/৮৫৪ দ্র.)-র যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈর সমালোচনা করিতে হইয়াছে। অবশ্য স্পষ্টত তিনি আবূ হাশিমের সহিত প্রকাশ্য মতপার্থক্য পরিহার করিয়াছেন (তু. মুগ্'নী, ২০, ১খ., ২১৬, ll. ৭ প.; ২২৩ ll. ৬ প.; ২৪১ ll. ১৭ প.; ২০, ২খ., ১২০ ll. ১৩প.; ১২২, ll. ৩প.; ১২৪, ll. ৭ প.; ১২৫, ll. ৪প.; ১৩১, ll. ৩ প.; ১৩২, ll. ১৯ প.; ১৪০, ll. ৩ প.)। রাফ্‌দ' (رفض) পরিত্যাগ করা সম্পর্কে তিনি কখনও আপোস করেন নাই। তিনি মু'ইয়্যদ-দাওলার মনোযোগ এই তথ্যের প্রতি আকর্ষণ করিতেন যে, 'উমার (রা) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'আলী (রা) 'উমারের সঙ্গে তাঁহার কন্যা উম্মু কুলছুমের বিবাহ দিয়াছিলেন (তু. হাম্‌দানী, তাকমিলা, ১৯২ ult প.)।

জ্ঞানার্জন তত্ত্বে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। ইহা সম্ভবত এই কারণে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনুল-ইখ্‌শীদের মতবাদের অনুসারী আবুল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন কা'ব আল-আনস'ারী দার্শনিক আল-জাহি'জ'-এর মতাবাদের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। এই মতবাদের অন্তর্গত ছিল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ (a priorism) [তু. তাওহীদী, আখ্লাক', ২০৩; আল-জাহি'জ' সম্বন্ধে দ্র. van Ess, in Isl, Xlii (1966), ১৬৯ প. ও Vajda in SI, XXiv (1966) ১৯ প.]। আবূ 'আবদিল্লাহ আল-জাহি'জে'র কিতাবুল-মা'রিফা-র সমালোচনামূলক গ্রন্থ জুব্বাঈর কিতাবু নাক'দি'-মা'রিফা স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল-মা'রিফার মাধ্যমে পরবর্তিগণের জন্য সংরক্ষণ করেন এবং ইহাতে নিজ মন্তব্য সংযোজন করেন, (তু. ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. Flugel, ১৭৫, ll. ৪ প.) যাহা কাদী 'আবদুল-জাব্বার কিতাবুল- মা'রিফা তাঁহার নিজের তা'লীকু' নাক্'দি'ল-মা'রিফা গ্রন্থে গ্রহণ করেন (তু হ'াকিমুল-জুশামী, ৩৬৭, ll. ১০ প.)। তাঁহার মুগ'নী গ্রন্থের ১২খ., ১৩১ ll. ১৯ প.-তেও গ্রন্থটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মুগ'নী গ্রন্থে অন্যান্য বহু স্থানে উদ্ধৃতিও লক্ষ্য করা যায়। কিতাবুল-'উলূম গ্রন্থটি মুগ'নী (১২খ., ২৩৫, ll. ১৬)-তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ফিক্'হী মাসাইল সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীরে তিনি হ'াসান আল-কারখীর চিন্তাধারা হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে বহু বিষয়ে তিনি তাঁহার শিক্ষককেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কোন কোন মত 'আবুল-হ'াসান হইতে গৃহীত' এই অতিরিক্ত উদ্ধৃতি মন্তব্যসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষকের নাম এককভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি তাঁহার কোন কোন সংজ্ঞার স্পষ্টতা দ্বারা পরবর্তী বংশধরগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'আম (عام) ও খাস' (خاص) ইজ্মা' (اجماع), কি'য়াসের 'ইল্লাত (علة القياس), আখ্‌বার (اخبار), নাস্‌খ (النسخ) [যাহা বহু সমসাময়িকের বিরোধিতা সত্ত্বেও হ'াদীছের বেলায় তিনি প্রযোজ্য মনে করিতেন] ইত্যাদি সম্পর্কে সূক্ষ্ম গবেষণা দ্বারাও তদ্রূপ প্রভাবিত করিয়াছিলেন। বিক্ষিপ্ত হইলেও বহু উপাদান বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়; মুগ'নী, ১৭খ., আবুল-হু'সায়ন আল-বাসরী (দ্র.)-র মু'তামাদ ফী উস্'লিল-ফিক্'হ (তু. নির্ঘণ্ট); ও ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে রক্ষিত উস্'লুল-ফিক্'হ বিষয়ে এখনও সনাক্ত হয় নাই এইরূপ একটি গ্রন্থ (Ms. Vat. arab=. 1100; তু. Levi Della Vida, Elenco dei manoscritti, ১৪৫ প., and Madelung, Qasim ibn Ibrahim, ১৭৯ প.)। আইনের ব্যাখ্যার উপর আবূ 'আবদিল্লাহ্ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে কিতাবুল-উস্'ল ও কিতাবু নাক'দি'ল-ফুত্‌য়া (তু. ফাদ'লুল-ই'তিযাল, ৩২৬, 1. ২০);

এইগুলি সম্ভবত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাদী 'আব্দুল-জাব্বার-এর ন্যায় উসূলুল- ফিক্হ-এর 'নৈতিকতা' শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে 'কল্যাণ'কে কেবল তিনি বাহ্যতার্থক পন্থায় সীমিত করিয়াছেন (তু. 'আবদুল-জাব্বার, আল-মুহীত; সম্পা. আযমী, ২৩৯ lb, ১৩ প.)। ইতিবাচক সংজ্ঞা 'বাহ্যত অমঙ্গল'-এর জন্য রক্ষিত ছিল, যাহা অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। কোন মানুষই কোন মন্দকে মন্দের জন্যই গ্রহণ করে না, বরং যখন ইহার প্রয়োজন পড়ে তখনই, কেবল সে উহা গ্রহণ করে (তু. G Hourani, Islamic Rationalism, Oxford 1972, 95)। যখন জুব্বাঈ ও আবূ হাশিম বিশ্বাস করিতেন, মন্দের মান কি হইবে অথবা কোন মন্দ কাজ কি পরিমাণ মন্দ তাহা নির্ধারিত হয় উহার কর্তার মানসিক অবস্থার মাপকাঠি দ্বারা (ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা অচেতন অবস্থায় মন্দ সংঘটিত হইলে উহা নিরপেক্ষ হইয়া যায়)। আবূ 'আব্দিল্লাহ বিভেদক অবস্থান গ্রহণ করেন (তু. ঐ, ৪১ প.)। খুঁটিনাটি বিষয়ে (فروع) তাঁহার ধারণা কারখীর প্রণীত মুখ্তাস'র-এর ভাষ্যে তিনি সূত্রাবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কতিপয় পুস্তিকাতে আলোচনা করিয়াছেন ঃ 'নাবীয' পান অথবা ফার্সী ভাষায় সালাত আদায়ের বৈধতা (দুইটি বিশিষ্ট হ'নাফী মতবাদ) এবং মুত্'আ বিবাহ যাহাকে তিনি যায়দী ফিক্'হ অনুসারে ও ইমামী মতবাদের বিরোধিতায় অবৈধ মনে করিতেন (তু. ফিহরিস্ত, ২০৮ pu. প.)। প্রকৃত ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি বাস্রী মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্টভাবেই চিহ্নিত করা যায়। অন্তত তাঁহার তিনটি পুস্তিকায় তিনি বিশ্বের অবিনশ্বরতা মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। উহাদের দুইটিতে তাঁহার সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ইবনুর-রাওয়ান্দী ও আর-রাযী (তু. ফিহরিস্ত, ১৭৫, ll. ৩ প.; ১৭৪ ult, প.; ১৭৫bl.২)। বস্তুবাদী ধারণাকে এড়াইবার উদ্দেশে ও দার্শনিক সমালোচনার কথা মনে রাখিয়া তিনি সৃষ্টিকে চিন্তার কর্মফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তু. কাদী আবদুল-জাব্বার, শারহু'ল-উসূ'লিল-খামসা, ৫৪৮, ll. ১১. প.; মুহ'ীত', ৩৩২, ll. ১৫ প.)। আবুল-কা'সিম আল-বাল্খী সম্ভবত ঐশী জ্ঞান সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের বিরুদ্ধে আর-রাযীকেও আক্রমণ করিয়াছেন (তু. ফিহরিস্ত, ১৭৫, ১প. ও Abi Bakr, Rhagensis opera philosophica, ed. P. Kraus, ১৬৭ প.)। তিনি লুত্ফ (لطف)-এর ধারণা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, আমরা জানি না, যে ঘটনা কাহারও জন্য বিশেষ 'অনুগ্রহ' (لطف) বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহা অপর কাহারও ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে কিনা (তু. মুগ'নী, ১৩খ., ৬৭, ll. ১৫ প. ও ১৫৫, ll. ৪ প.; বাহ্যত দুইটি উদ্ধৃতিই তাঁহার কিতাবুল-আস্লাহ হইতে গৃহীত, ১৪খ., ৬২, ll. ১২ প.-সহ)। তিনি আশ্'আরীর কিতাবুল-মু'জিয্-এর বর্ণিত যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছেন (তু. আন্-নাতিক বিল-হাক্ক. ইফাদ'া, পত্র ৬৩ ক, ll. ৫প. ও কাদী 'আবদুল-জাব্বার, আল্-মুহীত., ৩৪৪, ll. ৪; অধিকন্তু আল-হ'াকিম আল-জুশামী, ৩৭২, ll. ১প. যেখানে বাদ-এর পরিবর্তে নাকদ (نقد) পড়িতে হইবে; R. Mc-Carthy, the theology of alashari, Beirut 1953 ২১১; প, ২২৯)। উল্লিখিত বিষয়ে বিশটির অধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাথমিক উৎসসমূহ ঃ (১) কাদী 'আবদুল-জাব্বার, ফাদ'লুল-ই'তিযাল, ৩২৫ প.; (২) ঐ লেখক, তাছবীতু দালাইলুনি-নুবুওয়া, সম্পা. আব্দুল-কারীম উছমান, ৬২৭, ll. ১০ প.; (৩) Abu Rashid, in A. Biram, Die atomistische Substanzenlehre aus dem Buche der Streitfragen zwischen Basrensenrn und Bagdadensern, Berlin 1902, ২৭ ও ৭৩, টীকা ২; (৪) ইবনুল-মুরতাদা, ত'াবাকা'তুল-মু'তাযিলা, ১০৫ প.; (৫) তারীখ বাগদাদ, ৮খ., ৭৩ প. নং ৪১৫৩ (যাহার উপর নির্ভরশীল ইব্নুল-জাওযী, মুনতাজা'াম, ৮খ., ১০১, নং ১৩১ ও ইব্ন হ'াজার, লিসানুল-মীযান, ২,৩০৬, ll. ৬ প.); (৬) হাম্দানী, তাক্মিলাতু তারীখিত-ত'াবারী, নির্ঘণ্ট, দ্র. আল-বাস্রী; (৭) শীরাযী, ত'াবাক'াতুল-ফুক'াহা, সম্পা. 'আব্বাস, বৈরূত ১৯৭০, ১৪৩, pu. প. (যাহার উপর নির্ভরশীল ইব্নুল-'ইমাদ, শায'ারাতুয-য'াহাব, ৩খ., ৬৮, ll. ৪প.); (৮) ইব্নু আবিল-ওয়াফা, আল-জাওয়াহিরুল -মুদীআ, ২খ., ২৬০, নং ১৪০ (ভুলবশত আবুল-'আলা শিরোনামে); (৯) ইব্নুন-নাদীম, ফিহ্রিস্ত, সম্পা. Flugel, ১৭৪, ll. ২১ প. (মুতাকাল্লিমদের মধ্যে) ও ২০৮ ll. ২৬ প. (ফাক'ীহদের মধ্যে); (১০) আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহীদী, আখ্লাকু'ল-ওয়াযীরায়ন, সম্পা. তানজী, দামিশ্ক ১৯৬৫, ২০০ প.; (১১) ঐ লেখক, আল-ইমতা' ওয়াল-মুআনাসা, ১খ., ১৪০, ২খ., ১৭৫, ৩খ., ২১৩; (১২) ইব্নু তাগ্'রীবিরদী, আন-নুজূমুয-যাহিরা, কায়রো ১৩৪৮ হি., ৪খ., ১৩৫, ll. ১৩ প.; (১৩) য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, পাণ্ডু..; (১৪) সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত (পাণ্ডু.); (১৫) যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ২খ., ২৬৬; (১৬) কাহ'হ'ালা, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ৪খ., ২৭ (ও ৪খ., ১৯ অশুদ্ধ নাম ও মৃত্যু তারিখসহ)। (১৭) M. Horten, Die Phlosophischen, Systeme der Spekulativen Theologen im Islam, Bonn 1918, ৪৪৩ প.; (১৮) W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, Berlin 1965, নির্ঘণ্ট দ্র.; (১৯) ইহ্'সান 'আব্বাস, in আল-আব্হাছ, ১৯খ. (১৯৬৬), ১৮৯ প.; (২০) H. Busse, Chalif und Grosskonig, Beirut 1969, ৪৩৯ প.; (২১) G. Hourani, Islamic rationalism, Oxford 1972, নির্ঘণ্ট দ্র.; (২২) J. Peters, God's created speech, Leiden 1976, নির্ঘণ্ট দ্র.।

J. Van Ess (E. I. 2)/ মিনহাজুর রহমান

আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মাখ্যূমী (ابو عبد الله المخزومى) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। ইব্ন মান্দা তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত হ'াদীছটি রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। তিনি বলেন, "আমি নবী কারীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে থাকা অবস্থায় যে বান্দার পা ধূলি ধূসরিত হয় আল্লাহ্ নিশ্চয় জাহান্নামের অগ্নি তাহার জন্য হারাম করিয়া দেন।" তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসক'লানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১২৬, সংখ্যা ৭১২; (২) আয-য'াহাবী, তাজ্‌রীদ আস্‌মাইস্-সাহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৮৩ সংখ্যা ২১২৩।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ 'আবদিল্লাহ য়া'কূব (ابو عبد الله يعقوب) ঃ ইব্‌ন দাউদ, মন্ত্রী ও 'আলীপন্থী একটি বংশের লোক ছিলেন। তিনি ১৪৫/৭৬২-৩ সনে স্বীয় ভ্রাতা 'আলীসহ (ইমাম) ইবরাহীম ও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (আন-নাফসুয-যাকিয়্যা)-এর খলীফা আল-মানসূ'রের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। ইহার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। তবে পরবর্তী খলীফা আল-মাহ্‌দী কর্তৃক ১৫৯/৭৭৫-৬ সনে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতকার্য হন। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, তিনি 'আলীপন্থী অন্য এক পলাতক ব্যক্তির গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। খলীফার আস্থাভাজন ও উপদেষ্টা হওয়ার পর তিনি ১৬৩/৭৭৯-৮০ সনে আবূ 'উবায়দিল্লাহ-এর স্থলে মন্ত্রী নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি ক্ষমতা লাভের পর 'আলীপন্থী বন্ধুদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহার প্রতি খলীফার সন্দেহ পোষণের ইহাই ছিল প্রধান কারণ। আর তাঁহার এইরূপ আচরণের দরবারী গুজবে খলীফা আল-মাহদীও বিশ্বাস করিতেন। ঘটনা এত দূর গড়ায় যে, খলীফা তাঁহাকে পরীক্ষার নিমিত্ত 'আলীপন্থী এক ব্যক্তিকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া গোপনে ঐ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির পলাইয়া যাইবার সুযোগ করিয়া দেন। ইহা প্রকাশ হওয়ার পর তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অতঃপর হারূনুর-রাশীদ কর্তৃক তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন। ইতোমধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া যান। তাঁহার অন্তিম কামনা ছিল যেন তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করা হয়, যেখানে তিনি সম্ভবত ১৮৬/৮০২ সনে ইন্তিকাল করেন। সম্ভবত তিনি 'আব্বাসী ও 'আলীপন্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হয়, উক্ত পদক্ষেপ তাঁহার জন্য খুবই বিপজ্জনক ছিল যাহার শিকারে তিনি পতিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (২) জাহ্'শিয়ারী, আল-উযারা ওয়াল-কুত্তাব, কায়রো ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ১১৪-১২২; (৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৮৪০; (৪) ইব্‌নুত্-তিক্‌তাকা-আল-ফাখ্‌রী (Derenbourg), পৃ. ২৫০-৫, ২৫৭; (৫) S. Moscati, Orientalia, 1946 খৃ., 164-7.

S. Moscati (E.I.²)/ মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

আবূ 'আবদিল্লাহ আশ-শী'ঈ (ابو عبد الله الشيعى) ঃ আল-হু'সায়ন ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা, কখনও আল-মুহ'তাসিব নামেও পরিচিত হইতেন (বলা হয়, তিনি ইরাকের মুহ'তাসিব বা বাজার পরিদর্শক ছিলেন), উত্তর আফ্রিকাতে ফাতিমী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সান্‌আ-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইরাকে ইস্‌মাঈলী আন্দোলনে যোগদান করিবার পর ইয়ামানে প্রেরিত হন, যেখানে তিনি তাঁহার শিক্ষানবিসী কাল ইয়ামানের ইস্‌মাঈলী আন্দোলনের প্রধান মানসুর আল-ইয়ামান (ইব্‌ন-হ'াওশাব)-এর সহিত অতিবাহিত করেন। ২৭৯/৮৯২ সনে হজ্জ পালনকালে মক্কাতে কুতামা-র কিছু সংখ্যক হজ্জযাত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁহাদের সহিত তিনি কুতামা গমন করেন, যেইখানে তাহারা ১৪ রাবী'উল-আওওয়াল, ২৮০/৩ জুন, ৮৯৩ তারিখে পৌছেন। তিনি প্রথমে সাতীফ-এর সন্নিকটে ঈক্‌জান নামক স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু কুতামা গোত্রসমূহের একটি দল আবূ 'আবদিল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাঁহাকে তাহার প্রধান কার্যালয় তাযরূতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইখানে তিনি তাঁহার অবস্থান ধীরে ধীরে সুদৃঢ় করিতে থাকেন। মীলা (গোত্র) তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আগ'লাবী সরকার কর্তৃক পরিচালিত দুইটি আক্রমণ (২৮৯/৯০২ ও ২৯০/৯০৩) অত্যন্ত সফলতার সহিত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন। অতঃপর এক সামরিক বিপর্যয়ের পর তিনি তাঁহার প্রধান কার্যালয় আবার ঈক্‌জান-এ স্থানান্তরিত করেন এবং এই স্থানই তাঁহার পরবর্তী ক্রিয়া-কলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ২৮৯/৯০২ সনে ইমাম আল-মাহদী 'উবায়দুল্লাহ (দ্র.) আবূ 'আবদিল্লাহ-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে সিরিয়া হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি সিজিলমাস্‌সাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সেইখানে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। আবূ 'আবদিল্লাহ-এর ভ্রাতা আবুল-'আব্বাস মুহ'াম্মাদ যিনি ইমাম-এর সহিত ছিলেন, আগ্'লাবীদের হাতে ধরা পড়েন। অতঃপর আবূ 'আব্দিল্লাহ সাতীফ, তুব্‌না (২৯৩/৯০৬) ও একই বৎসর বিল্লিযমা অধিকার করিবার পর দার মাল্লুল-এর যুদ্ধে জয়ী হন এবং তীজিস ও বাগায়া দখল করেন। তিনি দার মাদ্‌য়ান-এর নিকট আগ'লাবী সৈন্যদের পরাজিত করেন এবং কাসতিলিয়া ও কাফসা অধিকার করেন (২৯৬/৯০৯)। অতঃপর যখন তিনি ইফরীকিয়্যার প্রধান শহর আল-উরবুশ (Laribus) দখল করেন (২৩ জুমাদাল-আখিরা, ২৯৬/১৯ মার্চ, ৯০৯), তখন আগলাবী আমীর যিয়াদাতুল্লাহ রাক্‌কাদা হইতে পলায়ন করেন। আবূ 'আবদিল্লাহ ১ রাজাব, ২৯৬/১৫ মার্চ, ৯০৯ সনে আগলাবী রাজধানীতে প্রবেশ করেন। স্বীয় ভ্রাতা আবুল-'আব্বাসকে নিজ প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া আবূ 'আবদিল্লাহ সিজিলমাস্‌সা-এর উপর আক্রমণ চালাইয়া ইমামকে মুক্ত করেন। অতঃপর ইমাম ২০ রাবী'উল-আখির, ২৯৭/৬ জুন, ৯১০ সনে বিজয়ীর বেশে রাক্‌কাদাতে প্রবেশ করেন এবং আবূ 'আবদিল্লাহ ও আবুল-'আব্বাসকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে শাসক ও তাঁহার শক্তিশালী অমাত্যের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে ১ যুল-হি'জ্জা, ২৯৮/ ৩১ জুলাই, ৯১১ সালে উভয় ভ্রাতা নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের জন্য প্রায় একক উৎস হইল আল-কাদী আন্-নু'মান-এর গ্রন্থখানি ৩৪৬/৯৫৭-৮ সনে লিখিত যাহাতে প্রধানত আবূ 'আবদিল্লাহ্-র বিবরণী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে স্থান পাইয়াছে; (২) ইহা আল-মাক'রীযীর আল-মুকাফ্‌ফাতে উদ্ধৃত হইয়াছে, অনু. E. Fagnan, Centenario Michele Amari, i, 35 প.; (৩) মূল গ্রন্থের এক বৃহদাকার সারাংশ 'ইমাদুদ-দীন ইদ্‌রীস, 'উয়ূনুল-আখবার, ৫ম খণ্ডের প্রথমার্ধে; (৪) ইবনুর-রাকীক তাঁহার হারানো ইফরীকিয়্যা ইতিহাসে আন্-নু'মান-এর বর্ণনার অনুকরণ করিয়াছিলেন (দ্র. আন্-নুওয়ায়রীর উদ্ধৃতি ফাতিমীদের

অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত খণ্ডের শুরুতে; তু J.A. Selvestre de Sacy, Expose de la religion des Druzes, i, P. Cccciii; (৫) ইব্ন্ শাদ্দাদ প্রণীত আল-কায়রাওয়ান-এর ইতিহাসে যাহা ইব্নুল-আছীর, ৮খ., ২৩ প., আন্-নুওয়ায়রী, আল-মাক্'রীযী, আল-মুকাফ্ফা, অনু. Fagnan ৪৭-৫৩, ৬৭-৭৮-এর উদ্ধৃতিসমূহ হইতে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ইব্নুর-রাকীক-এর উপর ভিত্তিশীল। এইরূপে আন্-নু'মান-এর বিরণসমূহ ইসলামের সাধারণ ইতিহাসের প্রধান ঘটনা প্রবাহে প্রবিষ্ট হয় [আরও তু. ইব্ন হামাদ্ (Vonderheyden), ৭; ইব্ন খাল্দূন, Hist des Berb., ২খ., ৫০৯ প., মাক্'রীযী, খিতাত, ১খ., ৩৪৯-৫০, ২খ., ১০ প. ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ১৭১]। আরাব-এর বিবরণ (যাহা ইব্ন ইফারী-র আল-বায়ানুল-মুগ্রিব-এর সংস্করণসমূহে মুদ্রিত হইয়াছে, Dozy ১খ., ১২৯ প., Levi-Provencal ও Colin ১খ., ১৩৪ প.) আন্-নু'মান হইতে পৃথক ইব্ন ইযারী (সম্পা), Dozy, ১খ., ১১৮ প. সম্পা. Levi-Provencal ও Colin, ১খ., ১২৪ প.), আবূ মারওয়ান আল-ওয়ার্রাক', ষষ্ঠ/একাদশ শতাব্দী (যাহা মূলত আন-নু'মান-এর উপর নির্ভরশীল) এবং আরাবী-এর অনুসরণ করেন, ইফ্তিতাহ্ পুনরুদ্ধারের পর সকল আধুনিক বিবরণী পরিত্যক্ত হয়। (৬) F. Wustenfeld, Gesch. d. Fatimiden-Chalifen, Gottingen 1881, ৮ প.-এর বিবরণ দ্র.। আবূ 'আবদিল্লাহ্র সেইদিকের জন্য যাহা ইমামের জীবনীর সহিত সম্পৃক্ত তু; (৭) W. Ivanow, Rise of the Fatimides, নির্ঘণ্ট ও আল-মাহদী উবায়দুল্লাহ প্রবন্ধ।

S. M. Stern (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আব্স ইব্ন জাবর আল-আনসারী (ابو عبس بن جبر الانصارى)ঃ (রা), আনসার সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম 'আবদুর-রাহ'মান। জাহিলী যুগে তাঁহার নাম ছিল 'আবদুল-'উয্যা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) উহা পরিবর্তন করিয়া এই নাম রাখেন। আবূ 'আব্স তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার মাতার নাম লায়লা বিন্ত রাফি' ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আদিয়্যি। মদীনার খ্যাতনামা আওস বংশের উপগোত্র বানূ হ'ারিছায় তিনি আনু. ৫৭৬ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশলতিকা হইলঃ আবূ 'আব্স 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন জাবর ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ ইব্ন জুশাম ইব্ন হ'ারিছা ইব্নুল-হ'ারিছ ইব্নুল-খাযরাজ ইব্ন 'আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস আল-আনসারী।

রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় হিজরতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (দ্র.)-এর সহিত মিলিত হইয়া বানূ হ'ারিছা গোত্রের মূর্তিসহ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে খুনায়স ইব্ন হু'যাফা আস-সাহমী (দ্র.), যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী ও উম্মুল-মু'মিনীন হ'াফসা (রা)-এর পূর্বতন স্বামী-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আবূ 'আব্স (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৪৮ বৎসর। বানূ নাদ'ীর গোত্রের য়াহূদী নেতা কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কার কুরায়শদের সহিত আঁতাত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে আনসারদের একটি দল তাহাকে হত্যা করে। আবূ 'আব্স ইব্ন জাবর (রা)-ও উক্ত দলভুক্ত ছিলেন। আমীরুল-মুমিনীন 'উমার (রা) ও 'উছমান (রা) তাঁহাকে স্ব স্ব আমলে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে একখানি লাঠি প্রদান করিয়াছিলেন এইজন্য যে, উহাসহ চলাফেরা করিলে আলো দেখা যাইবে। অতঃপর তাঁহার চলাফেরায় আর কোন অসুবিধা হইত না। বার্ধক্যে তাঁহার চুল-দাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছিল। তিনি উহাতে মেহেদির রং লাগাইতেন।

আমীরুল-মু'মিনীন 'উছমান ইব্ন 'আফফান (দ্র.)-এর খিলাফাত আমলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। 'উছমান (রা) তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তিনি আর জীবিত ছিলেন না। ৩৪ হি. তিনি ইনতিকাল করেন। 'উছমান (রা) তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন। জান্নাতুল-বাকী'তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার দীনী ভাই আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার, ক'াতাদা ইব্নুন-নু'মান (দ্র.), মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাসলামা (দ্র.), সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াক'শ (দ্র.) প্রমুখ সম্মানীয় সাহাবীগণ তাঁহার কবরে অবতরণ করেন। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর (মতান্তরে ৭০ ও ৯০ বৎসর)।

মুহ'াম্মাদ ও মাহ'মূদ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাহাদের মাতা ছিলেন উম্মু 'ঈসা বিন্ত মাসলামা ইব্ন সালামা। তিনি ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর ভগ্নি। তিনি নিজেও সাহাবীয়া ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ নামে তাঁহার আর এক পুত্র ছিল যাহার মাতা ছিলেন উম্মুল-হ'ারিছ বিনতে মুহ'াম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)। যায়দ নামে আরও একজন পুত্র এবং হু'মায়দা নামে এক কন্যার কথা জানা যায়, কিন্তু তাহাদের মাতার নাম জানা যায় না। মদীনা ও বাগদাদে তাঁহার বহু উত্তরসুরি বসবাস করিত।

আবূ 'আব্স (রা) ছিলেন একজন উঁচু পর্যায়ের সাহাবী। তিনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। জাহিলী যুগেই তিনি লিখিতে-পড়িতে জানিতেন, যখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বেশ কিছু হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত পাঁচটি হ'াদীছের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন স্বীয় পুত্র যায়দ, পৌত্র আবূ 'আব্স ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী 'আব্স, 'আবায়া (র) ইব্ন রিফা'আ ইব্ন রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৪৫০-৪৫১; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৩০ সংখ্যা ৭৩৪; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহ্রান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ২৪৭-২৪৮; (৪) আয্-য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা', ৪র্থ সং., বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সন, ১খ., ১৮৮-১৮৯, সংখ্যা ২১; (৫) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমাইস-স'াহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৮৪, সংখ্যা ২১৪১; (৬) হাফিজ জামালুদ-দীন আবুল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহয'ীবুল-কামাল, বৈরূত

১৪১৪/১৯৯৪ সন, ২১খ., ৩৫৮-৩৫৯, সংখ্যা ৮০৮৪; (৭) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৫-১৯৭৫ সন, ২খ., ৪৪৭, সংখ্যা ৭০; (৮) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ১২খ., ১৫৬-১৫৭, সংখ্যা ৭৪৫; (৯) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৪খ., ১৭০৮-১৭০৯, সংখ্যা ৩০৭৪; (১০) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-সাহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর তা.বি., ৩/১খ., ২৩৫-২৩৭; (১১) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩৩০; (১২) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকর আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২, ৩খ., ৩২২; (১৩) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০১; (১৪) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, 'আলামুল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৫৮।

উঃ আবদুল জলীল

আবূ 'আম্‌র (ابو عمرو) ঃ (রা) হা'ফস ইবনিল-মুগীরা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন মাখযূম আল-কুরাশী আল-মাখযূমী, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স-এর স্বামী, একজন সাহাবী। কেহ তাঁহাকে আবূ হাফস ইব্‌ন 'আমর ইবনিল-মুগীরা বলিয়াছেন। তাঁহার নাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ আহমাদ ও কেহ 'আবদুল-হামীদ বলিয়াছেন, আবার কেহ তাঁহার উপনামকেই তাঁহার নাম বলিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সময়ে 'আলী (রা)-এর সহিত তিনি ইয়ামান-এ প্রেরিত হন এবং সেইখানেই ইন্তিকাল করেন। অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, বরং তিনি ইয়ামান হইতে প্রত্যাবর্তন ও শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)-এর অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত 'উমার (রা)-এর সমালোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে পদচ্যুত করিলেন, অথচ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, ৪খ., ১৩৯, সংখ্যা ৮০১; (২) হাফিজ শাম্‌সুদ-দীন আয-যাহাবী, তাজরীদু আস্‌মাইস-সাহাবা, ২খ., ১৮৯।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আম্‌র (ابو عمرو) ঃ (রা) ইব্‌ন 'আদী ইব্‌নিল-হাম্‌রা আল-খুযাঈ হইলেন একজন সাহাবী। তিনি মক্কা বিজয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ শুনিয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়াকিদী সালামা ইব্‌ন আবী সালামার সূত্রে আবূ 'আম্‌র ইব্‌ন 'আদী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর আমি সুহায়ল ইব্‌ন 'আম্‌র-কে গলায় তরবারি পরিহিত দেখিতে পাই। অতঃপর তিনি আবূ বাক্‌র (রা) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের ন্যায় ভাষণ দান করেন যেন তিনি উহা শ্রবণ করিতেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, ৪খ., ১৩৯; (২) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মাইস্-সাহাবা, ২খ., ১৮৯।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আম্‌র যাব্বান (ابو عمرو زبان) ঃ ইব্‌নুল-'আলা ইব্‌ন 'আম্মার আত্-তামীমী আল্-মাযিনী, আল-কুরআনের প্রসিদ্ধ কারী, বস্‌রার 'আরবী ব্যাকরণ সংক্রান্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য, মৃ. আনু. ১৫৪/৭৭০ সালে।

তাঁহার নিজের দাবি অনুযায়ী তিনি বানূ তামীমের মিত্র গোত্র মাযিন গোত্রের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান ও অন্যান্য চরিতকার; ইবনুল-জাযারী একটি পৃথক বিবরণে তাঁহাকে হানীফা গোত্রের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন)। তাঁহার 'যাব্বান' নামটি কখনও পূর্ণভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, শুধু আরও অনেক নামের তুলনায় ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বাস করা হয়, আনু. ৭০/৬৮৯ সালে তিনি মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। এই মতটি ইব্‌নুল-জাযারীসহ সাধারণভাবে গৃহীত (১খ., ২৯২)। আবূ 'আম্‌র-এর এক শিষ্য কারী 'আবদুল-ওয়ারিছ (মৃ. ১৮০/৭৯৬)-এর বরাতে তিনি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইবনুল-জাযারীর গ্রন্থের (১খ., ২৮৯) একটি স্বতন্ত্র সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহার জন্ম দক্ষিণ পারস্যের কাযারূন শহরে। প্রথম মতটি সঠিক হইলে তিনি ইরাকে যাওয়ার পূর্বে হিজাযে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি সঠিক হইলে ঘটনা উহার বিপরীত হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত তথ্য মাত্র একটিই যে, তাঁহার পিতা হাজ্জাজ-এর পুলিশ দ্বারা উত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ আরবে আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশে যখন ইরাক ত্যাগ করেন তখন আবূ 'আম্‌র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (দ্র. ইব্‌নুল-জাযারী, ২, ২৮৯)। অনুমিত হয়, মূল পাঠে কিছুটা শূন্যতা রহিয়াছে (ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ., ৩৮৬ হইতে শেষ পর্যন্ত)। ইবনুল-আনবারী পৃ. ৩২-এ বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীত কেবল ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ 'আম্‌র হাজ্জাজ-এর ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হন)। তাঁহার নিজস্ব স্মৃতি অনুযায়ী আবূ 'আম্‌র-এর বয়স তখন ২০ বৎসরের কিছু অধিক ছিল। ৭০/৬৮৯ সনে তাঁহার জন্ম সম্পর্কিত বিবরণটি ইহা দ্বারা কিছুটা সমর্থিত হয় (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ., ৩৮৭)। ইবনুল-জাযারীর একটি বর্ণনা (১খ., ২৮৯) হইতে ইহা ধারণা করা যায়, এই ভ্রমণের ফলে মক্কা ও মদীনার কুরআন পঠন শিক্ষা গ্রহণের কার্য চালু রাখার তিনি সুযোগ লাভ করেন এবং ইরাক প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহার এই শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অপরপক্ষে ইব্‌ন খাল্লিকানের বর্ণনা (১খ., ৩৮৭) অনুসারে তিনি ও তাঁহার পিতা ৯৫/৭১৪ সালে হাজ্জাজ-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইরাক প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এই দুই বর্ণনার সমন্বয় সাধন দুরূহ। যাহাই হউক, তিনি ইরাকে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিলে বসরা হইতে বাহিরে কোথাও কদাচিৎ গমন করিয়াছেন। কবি ফারাযদাক (মৃ. ১১৪/৭৩২-৩৩) একটি শ্লোকে যেই ব্যক্তির প্রশংসা করিয়াছেন (দ্র. আস্-সুয়ূতী, বুগয়া, ৩৬৭) তিনি যদি সত্যই আবূ 'আম্‌র হইয়া থাকেন, তবে এই তারিখের পূর্বেই তিনি তাঁহার এই নূতন বাসস্থান বসরায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তু. আল-হাসান আল-বাস্‌রী (মৃ. ১১০/৭২৮)-র প্রতি আরোপিত তাঁহার সম্পর্কে প্রশংসা সম্বলিত মন্তব্যটি যাহা আল-জাযারী কর্তৃক উদ্ধৃত (২৯১) 'উমায়্যাঃ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অপরপক্ষে 'আব্বাসীগণ যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তাঁহার সুখ্যাতির

কারণে তিনি সরকারী মহলেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণনা করা হয়, খলীফা আস্-সাফ্ফাহ'-এর পিতৃব্য সুলায়মান (ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ৩৮৭), খলীফা আল-মাহদীর পিতৃব্য য়াযীদ (দ্র. ফিহ্রিস্ত, ৫০/১৫) এবং অনুরূপভাবে সিরিয়ার গভর্নর 'আবদুল-ওয়াহ্হাব-এর সঙ্গে তাঁহার ভাল সম্পর্ক ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির সাক্ষাত করত ইরাক প্রত্যাবর্তনের পরপরই আনু. ১৫৪/৭৭০ সালে অথবা ১৫৫/৭৭১ কিংবা ১৫৭/৭৭৩ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং কূফায় সমাধিস্থ হন (দ্র. ইবনুল-জাযারী, ২৯৩; ইব্ন খাল্লিকান ১৫৯/৭৭৫ সনেরও উল্লেখ করিয়াছেন)।

অনুমিত হয়, আবূ 'আম্র কোন লিখিত রচনা রাখিয়া যান নাই; ইব্নুন নাদীম (পৃ. ৪১) যখন বর্ণনা করেন, তিনি এই জ্ঞানী ব্যক্তির রচনার পাণ্ডুলিপি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আল-হ'াদীছায় দেখিয়াছেন। আবূ 'আম্র রচিত কিতাবুন-নাওয়াদির-এর কপি অবিকৃতরূপে সংরক্ষিত আছে, ইহা দ্বারা ইব্নুন নাদীম সম্ভবত ঐ সকল রচনার কথাই বুঝাইয়াছেন যাহা মৌখিকভাবে শিক্ষা দানের সময় তাঁহার বক্তব্য হইতে তাঁহার শিষ্যগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আবূ 'আম্র সেই যুগের জ্ঞানীদের অন্যতম যাঁহারা মনে করিতেন 'আরবী ভাষা শিক্ষা কু'রআন অধ্যয়নের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং কারী আবূ 'আম্রকে যদি কেহ ব্যাকরণবিদ আবূ 'আম্র ও প্রাচীন কবিতার রাবী আবূ 'আম্র হইতে পৃথক করিতে চেষ্টা করেন, তবে ইহা হইবে খামখেয়ালী। তিনি হিজাযে অবস্থানকালে মক্কা ও মদীনার বিবর্তনশীল কি'রাআত পদ্ধতি সম্পর্কে নিজেকে পরিচিত করেন, বিশেষত আবুল-'আলিয়া (দ্র.) ও ইব্ন কাছীর (দ্র.)-এর পদ্ধতি অনুসারে ইরাকে ইব্ন আবী ইসহা'ক আল-হ'াদ'রামী ও বস্রায় অন্যদের এবং কূফায় 'আসি'ম-এর পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষকদের একটি তালিকা ইবনুল-জাযারী কর্তৃক (পৃ. ২৮৯) প্রদত্ত হইয়াছে (আরও তু. আস-সুয়ূত'ীর মুয্হির, ২খ., ৩৯৮ ও ফিহ্রিস্ত, ৩৯)। তিনি তাঁহার নিজস্ব একটি কি'রাআত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যাহাতে মক্কা ও মদীনার প্রভাব প্রবল ছিল। ইহার উৎসের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা Ch. Pellat প্রস্তুত করিয়াছেন (Milieu basrien, 77প.)। বসরায় আবূ 'আমর-এর কি'রাআত পদ্ধতি অন্য সকল কি'রাআত পদ্ধতি, বিশেষত আল-হ'াসান আল-বাস্রীর পদ্ধতির স্থান দখল করে (মৃ. Ch. Pellat, পৃ. ৭৬)। কথিত আছে, কূফার কারী শু'বা (মৃ. ১৯৩/৮০৮)-ও এই পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছেন, (দ্র. ইব্নুল-জাযারী, ২৯২)। তাঁহার শিষ্যগণ, যথা য়ূনুস ইব্ন হ'াবীব, আল-আসমা'ঈ ও আরও অনেকে এই পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন যাঁহারা পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, (দ্র. ঐ, ২৮৯-এ তালিকা)। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইবনুল-মুজাহিদ-এর সংস্কারসমূহের প্রচলন হইলে আবূ 'আম্র-এর কি'রাআত পদ্ধতি স্বীকৃত সপ্ত কি'রাআত পদ্ধতির মধ্যে স্থান লাভ করে। ইবনুল-জাযারী (মৃ. ৮৩৩/১৪২৯)-র সময়ে য়ামান, হিজায ও সিরিয়ায় ইহা একটি গৃহীত ও স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল। ইহার কারণে ৫ম/১১শ শতাব্দীতে সিরিয়া হইতে ইব্ন 'আমির-এর পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়, (দ্র. ইব্নুল-জাযারী, ২৯২)। ইবনুল-মুজাহিদ এই পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন, (দ্র. ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৩১,১৮)। তবে এই ধরনের বহু সংকলন এই যুগের পূর্বেও প্রণীত হইয়াছে, (দ্র. ঐ, ২৮-এ তালিকা)। 'উমার ইব্নুল-কা'সিম আন-নাশ্শার (মৃ. ৯০০/১৪৯৫) কর্তৃক রচিত আল-কা'তারুল-মিস্'রী ফী কি'রাআতি আবী 'আম্র ইবনিল-'আলা আল-বাসরী নামক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা অবহিত যাহা বার্লিনে রক্ষিত আছে (দ্র. Ahlwardt, সংখ্যা ৬৩৯)। আমাদের নিকট আল-কু'রআনের বানান পদ্ধতি সম্পর্কেও একটি পুস্তিকা আছে যাহা মৌখিক বর্ণনাভিত্তিক (দ্র. O. Rescher, WZKM, 1912, 94; পুস্তিকাটি আয়াসোফিয়ার একটি সংগ্রহে রক্ষিত, সংখ্যা ৪৮১৪)। বসরায় ব্যাকরণ ও অভিধান সম্পর্কিত অনুশীলনের বিকাশে আবূ 'আম্র-এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁহার কি'রাআত পদ্ধতির প্রভাবের তুলনায় এই প্রভাব নির্ণয় কঠিনতর। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য য়ূনুস ইব্ন হ'াবীব আল-আস্মা'ঈ (দ্র. আস-সুয়ূত'ী, মুয্হির, ২খ., ৩২৩, ৩২৯; ফিহ্রিস্ত, ৪২; ইবনুল-আন্বারী, ৩০), আবূ 'উবায়দা (দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ৩৮৭), খালাফুল-আহ'মার (দ্র. আস-সুয়ূতী, ২খ., ২৭৮, ৪০৩) ও কূফা গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা আর-রুআসী (দ্র. ঐ, ২খ., ৪০০) সম্ভবত আবূ 'আম্র-এর উৎসাহে তৎকালে বসরায় ব্যাকরণ ও অভিধান সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে বেদুঈনদের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের রীতি প্রচলিত হয় (দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত কাহিনী, ২খ., ২৭৮, ৩০৪)।

তাঁহার শিষ্যগণ, বিশেষত আবূ 'উবায়দা ও আল-জাহি'জ-এর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি উক্তি করিয়াছেন, আবূ 'আম্র ছিলেন 'আরবদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং শ্রুতির যথার্থতা ও বর্ণনার সত্যতা তাঁহার মধ্যে এতদুভয় গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল (দ্র. আল-জাহি'জ, বায়ান, ১খ., ২৫৫, ২৫৬; তু. আবুত-ত'ায়্যিব, যিনি একই ধরনের মত ব্যক্ত করিয়াছেন; মুয্হির, ২খ., ৩৯৯)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি সূক্ষ্ম প্রশ্নেরও উদ্ভব হয়। এই পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার সমসাময়িক কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ন্যায় জাহিলী যুগের কবিতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলীর (আয়্যামুল-'আরাব) উৎসাহী সংগ্রাহক ছিলেন (তু. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, প্যারিস ১৯৫২, ১খ., ১০১ প.)। আবূ 'উবায়দা প্রমুখাৎ আল-জাহি'জ (বায়ান, ১খ., ২৫৫, ২৫৬) এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (যাহা কিছু পরিবর্তিত রূপে ইবনুল-জাযারী, ২৯০; ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ৩৮৬ ও আল-কুতুবী, ১খ., ১৬৪ কর্তৃকও বর্ণিত হইয়াছে যে, তথ্যাদী সংগ্রহ করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন 'আরবদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করত "আবূ-আম্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সেইগুলিতে তাঁহার গৃহের একটি কক্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী কালে (আল-কু'রআনের) কিরাআত-এর প্রতি তাঁহার গভীর অনুরক্তির ফলে তিনি সেই সকল গ্রন্থ পোড়াইয়া দেন।"

এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করিবার কোন উপকরণ আমাদের নিকট নাই। তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, আবূ 'আম্র তাঁহার সংগৃহীত কবিতা-সংকলনগুলিও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও ইহা বারবার বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল যদি এই ধ্বংসক্রিয়া বাস্তবে ঘটিয়াও থাকে তাহা সত্ত্বেও আবূ 'আম্র তাঁহার স্মৃতিতে রক্ষিত প্রামাণ্য বিবরণসমূহও মৌখিকভাবে অন্যদের নিকট পৌঁছাইবার কাজ করিয়া

গিয়াছিলেন। বহু উপাখ্যানে প্রাচীন কবিতা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় (দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আল-জাহিজ; বায়ান, ১খ., ২৫৬; ২খ., ১২১; আস-সীরাফী, ৩০; ইবনুল-আন্‌বারী, ৩১, ৩৪)। ইহাও জানা যায়, একবার তিনি একটি চরণ জাল করিতেও দ্বিধা করেন নাই (দ্র. আস-সুয়ূতী, মুয্‌হির ২খ., ৪১৫)। কিন্তু ঘটনাটি যাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে না। আরবী অভিধান প্রণেতাদের নিকট তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এই ক্ষেত্রে বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা আল-খালীল (দ্র.)-এর শিক্ষক (দ্র. ঐ, ২খ., ৩৯৮) এবং আরও অভিধান সংক্রান্ত বহু বিষয়ে আবূ 'আম্‌র-এর হ'াওয়ালা (ঐ ২খ., ৭৩, ৩খ., ২৯১, ৩৬০)। সাহিত্য (ادب) রচয়িতা ও কাব্য সংকলকগণও প্রায়ই কবিদের সম্পর্কে তাঁহার মতামতের উদ্ধৃতি প্রদান করেন; (দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. ঐ, ২খ., ৪৭৯, ৪৮৪, ৪৮৬)।

ইহা অতিশয়োক্তি নহে, আবূ 'আম্‌র ইবনুল-'আলার ব্যক্তিত্বের এমন এক কালে বস্‌রা কেন্দ্রের জ্ঞানচর্চা ভিত্তিক কার্যকলাপের উপরসমূহ প্রভাব বিস্তার করে, যেই কালে সেইখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আল-খালীল, আল- আসমা'ঈ ও আবূ 'উবায়দার ন্যায় ব্যক্তিবর্গ, যাঁহারা বসরার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত মতবাদের নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান (সান্দুবী), কায়রো, ১৩৫১ হি., ১খ., ২৫৫-৫৬ ও স্থা.; (২) সীরাফী, আখ্‌বারুন-নাহবিয়্যীন আল-বাস্‌রিয়্যীন (Krenkow); (৩) ইবনুল-আন্‌বারী, নুয্‌হাতুল-আলিব্বা, ২৯-৩৮; (৪) ফিহ্‌রিস্ত, ৩৫, ৩৯, ৮৮ ও স্থা., Flugel কর্তৃক ব্যবহৃত Die Grammatischen Schulen,32 ff.; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৪৭৮; (৬) য়াফি'ঈ, মিরআতুল-জানান, ১খ., ৩২৫ প.; (৭) কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ., ১৬৪; (৮) ইবনুল-জাযারী, গ'ায়াতুন-নিহায়া (Bergstrasser), কায়রো ১৯৩৩, খৃ. ১খ., ২৮৮-৯২ ও স্থা.; (৯) সুয়ূতী বুগ'য়াতুল-উ'আত, ৩৬৭ ও মুযহির (বিজাবী), কায়রো ১৯৪২, ২খ., ৩৯৮ প., ও স্থা.;(১০) Ch. Pellat, Le milieu bassrien dans la formation de Gahiz, Paris 1953, 76-8; (১১) Brockelmann, I, 99, S 1, 158.

R. Blachire (E.I.^{2}) এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ 'আম্‌র আশ্‌-শায়বানী (ابو عمرو الشيبانى) ঃ ইসহ'াক ইব্‌ন মিরার, দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীতে কূফার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদদের একজন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বসরা মতবাদের দুই বিখ্যাত ভাষাবিদ আবূ 'উবায়দা (দ্র.) ও আল-আসমা'ঈ (দ্র.)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি আনুমানিক ১০০/৭১৯ সালে রামাদাতুল-কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বানূ শায়বান গোত্র হইতে তাঁহার গোত্রীয় নাম (نسبة) গ্রহণ করেন। কেননা তিনি তাহাদের প্রতিবেশী ও মিত্র (مولى) ছিলেন এবং সেই গোত্রের কয়েকজন সদস্যের পুত্রদের শিক্ষকও ছিলেন। আল-মুফাদ্দ'াল আদ-দ'াব্বী প্রমুখ কূফা মতবাদের শিক্ষকদের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন এবং গোত্রীয় কবিতা সংগ্রহের উদ্দেশে মরু অঞ্চলের বেদুঈনদের মধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি আমৃত্যু শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং আনুমানিক ২১০/৮২৫ সালে শতাধিক বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া যান যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রচার করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কূফার প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদগণ ছা'লাব (দ্র.), ইবনুস-সিক্কীত (দ্র.) ও ইব্‌ন সাল্লাম (দ্র.)।

আশ-শায়বানী সর্বোপরি প্রাচীন কবিতার বর্ণনাকারী (রাব) হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ছা'লাব-এর মতে তিনি দুইটি দোয়াতসহ মরুভূমিতে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই কালি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। তাঁহার পুত্র 'আমরের মতে তিনি আশিটিরও বেশী গোত্রের কাব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন যাহা নিজ হাতে লিখিয়া পৃথক পৃথক সংকলনে সাজান এবং পরে সেইগুলি কূফার মসজিদে পেশ করেন। এই সংকলনগুলি আমাদের হাতে পৌঁছায় নাই, কিন্তু এইগুলি তাঁহার পরবর্তী কালের সংকলকগণ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

যাহা হউক, আশ-শায়বানী অভিধান রচয়িতা হিসাবেও সমভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্লভ শব্দাবলী ও আঞ্চলিক শব্দের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার জীবনী লেখকগণ কর্তৃক আরোপিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কেবল একটি টিকিয়া আছে। ইহা কিতাবুল-জীম নামে পরিচিত। কারণ ইহা একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং 'আরবী বর্ণমালার প্রথম চারিটি অক্ষরের পর ইহা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অবশ্য সেই উৎসগুলিতে গ্রন্থখানার নাম আন-নাওয়াদির, কিতাবুল-হু'রূফ ও কিতাবুল-লুগাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। F. Krenkow-এর মতে আশ-শায়বানী কর্তৃক সংকলিত বিভিন্ন গোত্রের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী তাঁহার রচিত অভিধানটিতে স্থান পাইয়াছে। F. Krenkow-এই অভিধানটি Escuriel-এ সংরক্ষিত একমাত্র পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পাদনা করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। ইহা শব্দসম্ভারের দিক দিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন আঞ্চলিক শব্দের জ্ঞানের উৎস হিসাবে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। কেননা লিসানুল-'আরাব বিস্তারিতভাবে পাঠ করিয়া Krenkow দেখিয়াছেন, পরবর্তী কালের অভিধান রচয়িতাগণ আশ-শায়বানীর গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই।

তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হ'াদীছবেত্তা হিসাবেও পরিচিত। তিনি বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, যাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ আশ-শায়বানীর কিতাব গ'ারীবুল-হ'াদীছ নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইবনুন-নাদীমের পর জীবনী লেখকগণ আবূ 'আম্‌র আশ-শায়বানীর প্রতি অনেক গ্রন্থের রচনাকার্য আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু ফিহ্‌রিস্ত-এর উল্লেখ অনুসারে গ্রন্থসমূহ তাঁহার পুত্র 'আম্‌রের রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ১খ., ১১৬, পরিশিষ্ট, ১, ১৭৯; (২) Krenkow, আশ-শায়বানী; (৩)Encyclopaedia of Islam, ১ম সং,; (৩) কাহ'হালা, মুআল্লিফীন, ২খ., ২৩৮।

G. Troupeau (E.I.^{2}) Suppl.)/ পারসা বেগম

আবূ 'আমর আশ-শায়বানী (ابو عمرو الشيبانى) ঃ (র), তাঁহার নাম সা'দ ইব্ন য়াস আল-কূফী, প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ, বানূ শায়বান গোত্রের বাক্‌রী শাখা লোক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার জন্ম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জীবিত থাকিলেও তাঁহার সাক্ষাত লাভ সা'দের সম্ভব হয় নাই। তিনি সে সময় কাজি'মায় তাঁহার পরিবারের উট চরাইতেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন ও বহু সংখ্যক হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ, হু'য'ায়ফা, আবূ মাস্'উদ আল-আনসারী, ইব্ন মাস'উদ (রা) প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। মানসূরুল-আ'মাশ, ইব্ন আবী খালিদ, সুলায়মান আত্-তায়মী, আল-ওয়ালীদ ইবনুল-গায়্যার, 'আমর ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আবূ মুআবি'য়া আন্-নাখ'ঈ প্রমুখ রাবী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তিনি কাদিসিয়্যা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, সে সময়ে তাঁহার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। তিনি ১২০ বৎসর বয়সে হিজরী ৯৫ মতান্তরে ৯৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী" (১) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৪০; (২) ইব্ন 'আবদিল-বাররু, আল-ইসতী'আব, ৪খ., ১৫০ (ইস'াবার পার্শ্বে মুদ্রিত); (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা ফী মা'রিফাতিস-সাহাবা, ২খ., ২৭০, ৫খ., ২৬৩; (৪) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াতুল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৬খ., ১৪০; (৫) আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হু'ফ্ফাজ, মক্কা ১৩৭৪ খৃ., ১খ., ৬৮; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, তাহযী'বুত তাহযীব, বৈরূত ১৩২৫ হি, ৩খ., ৪৬৮।

মুহাম্মদ সোলায়মান

আবূ 'আমির আল-আশ'আরী (ابو عامر الاشعرى) ঃ (রা), প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আবূ 'আমির আল-আশ'আরী তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার নাম 'উবায়দ এবং উপনাম আবূ 'আমির। ইসলামের ইতিহাসে তিনি আবূ 'আমির আল-আশ'আরী নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ মূসা আল-আশ'আরীর আপন চাচা। ইব্ন কু'তায়বা তাঁহাকে হাবশায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, আবূ 'আমির প্রথমে অন্ধ ছিলেন এবং পরে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

মক্কা বিজয় অভিযানে ও হু'নায়নের যুদ্ধে মুশরিকগণ পরাজিত হইয়া তিন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক অংশ তাইফে, দ্বিতীয় অংশ আওতাসে এবং তৃতীয় অংশ নাখলায় চলিয়া যায়। নবী কারীম (স) আবূ 'আমিরের নেতৃত্বে আওতাস অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। আবূ মূসা আল-আশ'আরী তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেইখানে শত্রুপক্ষের সহিত তুমুল যুদ্ধ হয়। আবূ 'আমির আল-আশ'আরী একাই বহু শত্রু নিধন করিতে লাগিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহার উপর একযোগে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একটি তীর আসিয়া আবূ আমিরের হাঁটুতে এবং অপরটি তাঁহার বুকে লাগিলে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আবূ মূসা 'আমির আল-আশ'আরী অদূরেই ছিলেন। তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চাচা! কে তীর মারিল? আবূ 'আমির (রা) হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, ঐ জুশামী আমাকে তীর মারিয়াছে। তীর নিক্ষেপকারী পলায়ন করিতেছিল। আবূ মূসা (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তীর মারিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে লজ্জা করে না? ইহা শুনিয়া সে আবূ মূসার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। আবূ মূসা (রা) তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন।

আবূ মূসা (রা) ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার চাচাকে সংবাদ দিলেন, তিনি উক্ত তীর নিক্ষেপকারী জুশামীকে হত্যা করিয়াছেন। তীরটি তখনও আবূ 'আমিরের দেহে প্রবিষ্ট ছিল। আবূ মূসা (রা) উহা টানিয়া বাহির করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান হইতে পানি নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আবূ 'আমির (রা) জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। আবূ 'আমির (রা) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ মূসাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমার সালাম দিও এবং আমার জন্য দু'আ করিতে এবং প্রভুর নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিও। এই অন্তিম অনুরোধটি রাখিয়া তিনি ইনতিকাল করেন।

কেহ কেহ ধারণা করেন, দুরায়দ ইবনুস-সিম্মা আবূ 'আমিরকে তীর মারিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, বানূ ছাকীফ ও হাওয়াযিন দুরায়দ ইবনুস-সিম্মাকে তাহাদের যুদ্ধ উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ সে বৃদ্ধ এবং কঙ্কালসার হইলেও যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আল-ইসতী'আব প্রণেতা ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র বলেন, উক্ত ধারণা ঠিক নহে, বরং উক্ত তীর নিক্ষেপকারী ছিল দুরায়দ পুত্র সালামা। উক্ত সালামাকে জুশামী বলা হইয়াছে। কারণ সে জুশাম বংশোদ্ভূত ছিল। আবূ মূসা (রা) এই জুশামীকেই হত্যা করিয়াছিলেন, দুরায়দকে নহে। ইব্ন ইসহ'াক বলেন, ইবনুদ-দাগি'না নামে প্রসিদ্ধ রাবী'আ ইব্ন রাফি' তাহাকে নাখলায় হত্যা করিয়াছিল। ইব্ন হিশামের মতে জুশাম গোত্রের 'আলী ইবনুল-হ'ারিছ ও 'আওফ ইবনুল-হ'ারিছ আবূ 'আমিরকে তীর মারিয়াছিল। আবূ মূসা (রা) তাহাদের উভয়কে হত্যা করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (স) হুনায়নের যুদ্ধশেষে আবূ 'আমিরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আওতাসে প্রেরণ করেন। এইখানে আবূ 'আমির (রা) দুরায়দকে হত্যা করেন। সেইখানে হয়ত দুরায়দ দ্বারা ইবনুদ-দুরায়দ বুঝান হইয়াছে। আরবে এইরূপ ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল -ইস'াবা, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ৪খ., ১২৩; (২) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, কায়রো তা.বি., ৪খ., ১৭০১-১৭০৫; (৩) মা'ঈনুদ্দীন আহ'মাদ নাদবী, সিয়ারুস-সাহ'াবা, ২য় সং., ৭খ., ৩১১-১১৬; (৪) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নাবী, সম্পা. ও অনু. মহীউদ্দীন খান, ঢাকা ১৩৯৪ হি., পৃ. ৫৪৫; (৫) 'আবদুর-রাউফ দানাপূরী, আস'াহ'হু'স-সিয়ার, করাচী ১৩৫১ হি., পৃ. ১৩৯-৪০।

মুহাঃ আবদুল আজীজ খান

আবূ 'আম্মার (ابو عمار) ঃ আবদুল-কাফী ইব্ন আবী য়াকূব ইব্ন ইসমা'ঈল আত-তানাবাতী, একজন ইবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ, যিনি ৬ষ্ঠ ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ওয়ারগলা/ওয়ারজলান (আধুনিক আলজিরিয়া)-এর মরূদ্যানে আবূ যাকারিয়্যা য়াহয়া ইব্ন আবী বাক্‌র নামক বিখ্যাত ইবাদী ঐতিহাসিকের নিকট (তু. E.I.[2] ১খ., পৃ

১৬৭) এবং তিউনিসেও, সম্ভবত সেইখানকার সুন্নী বিশেষজ্ঞদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উপজাতীয়, তাই মধ্যবিত্ত জ্ঞানীদের আদর্শের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মিল ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি তাঁহার পশুপালসহ মযাব (Mzab)-এ আসিয়াছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করিয়া এক উপজাতির ধর্মান্তর ঘটাইয়াছিলেন, যাহা পরে ইবাদী মতবাদের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কিতাবুল-মুজিয (মুজায?) ফী তাহ্সীলিস্-সুআল ওয়া তাখলীসিদ-দালাল (অথবা ওয়া তালখীসি'ল-মাক'াল), বিপরীত ধর্ম মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে ইবাদী মতবাদের একখানা বৃহদায়তন ও যুক্তিসমৃদ্ধ রচনা [ইহার বিষয়বস্তুর জন্য তু. ZDMG, cxxvi, (১৯৭৬), পৃ. ৫৬; উহার পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য তু. ঐ, ৫৬; Kubiak, in RIMA, (১৯৫৯), ২১, নং ২৬; Schacht IN Revue Africaine, C (১৯৫৬), ৩৯১, নং ৮০]। মাহফূজ আলী আল-বারূনী, জের্বা, আয়্যুব মুহাম্মাদ জান্নাওয়ান ও জাজু-এর লাইব্রেরীসমূহে আরও পাণ্ডুলিপি আছে; আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আম্মার তালিবী একটি সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি অজ্ঞাতনামা লেখকের কিতাবুল জাহালাত-এর একখানা ভাষ্য লিখিয়াছেন, যাহা ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য ইবাদী মিশনারীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত প্রশ্নোত্তরের একখানা বিশদ সংগ্রহ [cf. ZDMG, cxxvi (১৯৭৬), ৪৩প.]। তাঁহার কিতাবুল-ইস্তিতাআ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ফিক্হশাস্ত্রে তিনি উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,; তাঁহার কিতাবুল-ফারাইদ মুদ্রিত সংস্করণে বিদ্যমান আছে [তু. Schacht in Rev. Afn., C (১৯৫৬), ৩৮৭ নং ৫২]। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর অন্যতম কিতাবুস-সিয়ার (পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য তু. Schacht, পূ. গ্র., ১৪১ ও Lewicki, in RO, xi (1935), 165n, 7, রক্ষিত?) ও আর একখানা কিতাব মুখ্তাসারু তাবাকাতিল-মাশাইখ [cf. Ennami, in JSS, xv (১৯৭১), ৮৬, নং ১৭-১ ও Van Ess কর্তৃক নোট, in ZDMG, CXXVI (১৯৭৬), ৫৭]। আল-ওয়াদ, ওয়াল-ওয়াঈদ সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে জনৈক 'আবদুল-ওয়াহ্হাব ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন গালিব ইব্ন নুমায়র আল-আনসারী কর্তৃক তাঁহার কাছে লিখিত একখানা পত্র, যাহা তাঁহার সমসাময়িক আবূ য়াকূব য়ূসুফ ইব্ন ইব্রাহীম আল-ওয়ারজ্লানী (মৃ. ৫৭০/১১৭৪; cf.GAL, S I, ৬৯২) তাঁহার কিতাবুদ্-দালীল লি-আহ্লিল-উকূল-এ একত্র করিয়াছেন (cf. lith, কায়রো ১৩০৬, ৫৪-৭২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধে উল্লিখিত পুস্তকাবলী ছাড়াও) ঃ (১) শাম্মাখী, সিয়ার (lith,), কায়রো ১৩০১ হি./১৮৮৩ খৃ., পৃ. ৪৪১; (২) A.de C. Motylinski, in Bull, Corr. Afr., iii (১৮৮৫), ২৭ নং ৬৮; (৩) T. Lewicki, in REI, viii (১৯৩৪), 278; in Fol, Or.; (৪) iii (১৯৬১), ৩৩ প., and in Catiers dhistoire mondiale, xiii. (১৯৭১), ৮৬; (৫) A. Kh. Ennami, Studies in Ibadesm (Diss, ক্যাম্ব্রিজ ১৯৭১, অপ্রকাশিত), ১খ., পৃ. ২৯২।

J. Van Ess (E.I.[2]) এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

আবূ 'আয়্যাশ (ابو عياش) ঃ (রা) একজন সাহাবী। কেহ কেহ তাঁহাকে ইব্ন 'আয়্যাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে "যে ব্যক্তি ভোরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে... হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাজা কোন কোন সূত্রে ইব্ন আবী 'আয়্যাশ আর কোথাও বা আবূ 'আয়্যাশ আয-যুরাকী নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবূ আহ'মাদ আল-হ'াকিম প্রমুখ মুহ'াদ্দিছ বলেন, ইনিই পূর্বে উল্লিখিত আবূ 'আয়্যাশ। ইব্ন হাজার আস্কালানী বলেন, তাঁহাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, আল-ইসাবা, মিসর, ৪খ., ১৪৩।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজলী

আবূ আয়্যাশ আয-যুরাকী (ابو عياش الزرقى) ঃ আল-আনসারী (রা) উপনাম আবূ আয়্যাশ, একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল যায়দ ইবনুস-স'ামিত। মিশ্কাতুল মাস'াবীহ' সংকলক শায়খ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আত-তাব্রীযী এই মতটি সমর্থন করিয়াছেন (মিশ্কাত, পরিশিষ্ট আল-ইকমাল, আসাহ'হু'ল-মাত'াবি, পৃ. ৬০৮), মতান্তরে ইব্নুন-নু'মান, ভিন্ন মতে 'উবায়দ ইব্ন মু'আবি'য়া, আবার কেহ কেহ তাঁহার নাম 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন মু'আবি'য়া, ইব্নুস-স'ামিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে তিনি স'ালাতুল-খাওফ প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আবূ দাঊদ ও নাসাঈ বর্ণিত একটি হ'াদীছে প্রমাণিত হয়, তিনি উসফান-এর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ইব্ন সাদ বলিয়াছেন, উহুদ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি আমীর মু'আবি'য়ার খিলাফাত আমলেও জীবিত ছিলেন। শায়খ ওয়ালিয়্যুদ্দীন বলেন, তিনি চতুর্দশ হিজরীর পর ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্ক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর, ৪খ., ১৪২-১৪৩; (২) শায়খ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আত্-তাব্রীযী, মিশ্কাতুল মাস'াবীহ-এর পরিশিষ্ট আল-ইকমাল, আস'াহ হু'ল-মাত'াবি, দিল্লী, পৃ. ৬০৮।

মুহাম্মাদ মুহিববুর রহমান ফজলী

আবূ আয়্যূব আল-আনস'ারী (ابو ايوب انصارى) ঃ (রা) নাম খালিদ ইব্ন যায়দ ইব্ন কুলায়ব আল-খায্রাজী আন-নাজ্জারী আল-মালিকী (তাঁহার এক পূর্বপুরুষ মালিক ইব্নুল নাজ্জারের নামানুসারে)। তিনি আবূ আয়্যূব আনসারী নামেই সাধারণত পরিচিত। হি. পূ. ৩১ সালে ইয়াছরিবে (মদীনা) খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার বংশে তাঁহার জন্ম। [হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রপিতামহ হাশিম নাজ্জার বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন)। তাঁহার মাতার নাম হিন্দ বিন্ত সা'ঈদ (ইব্ন সা'দ-এর মতে যাহ্রা]।

তাঁহার ইসলাম-পূর্ব জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। হজ্জের মৌসুমে (৬২১ খৃ.) মিনার আকাবা নামক স্থানে ইয়াছরিব হইতে আগত ১২ সদস্যের একটি দল হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ

করিয়াছিলেন (ইহা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বায়'আত 'আক'াবা নামে প্রসিদ্ধ)। এই ঘটনার কিছু কাল পরেই আবূ আয়্যুব (রা) ইসলামে দীক্ষিত হন। পরবর্তী বৎসর হজ্জের সময় ৭৫ (পুরুষ ৭৩, মহিলা ২)জন ইয়াছরিববাসী উপরিউক্ত 'আক'াবায় মহানবী (স)-এর হস্তে বায়আত গ্রহণ করেন (দ্বিতীয় বায়'আত 'আক'াবা)। আবূ আয়্যুব এই দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার স্ত্রী উম্মু হ'াসান বিন্‌ত যায়দ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স) ৬২২ খৃ. মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। তখন মদীনাবাসীরা তাঁহাকে আন্তরিকতার সহিত সাদর ও সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেরই বড় সাধ হযরত মুহ'াম্মাদ (স) তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করুন! হযরত মুহ'াম্মাদ (স) বলিলেন, "উষ্ট্রী ক'াস'ওয়া"-এর পথ ছাড়িয়া দাও, সে মনযিল তালাশ করার ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়াছে।" উষ্ট্রী আবূ আয়্যুবের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আবূ আয়্যুব (রা) সসম্ভ্রমে মহান মেহমানকে তখন খোশআমদেদ জানাইয়া গৃহে তুলিলেন। অপর এক বর্ণনামতে মহানবী (স) কাহার ঘরে অবস্থান করিবেন তাহা লটারির দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল (মুসনাদ আহ'মাদ, ৫খ., পৃ. ৪২৪)। আবূ আয়্যুব তাঁহার দ্বিতল গৃহটির উপরতলা মহানবী (স)-এর জন্য ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু মহানবী (স) সাক্ষাতপ্রার্থীদের সুবিধার্থে নীচের তলায় থাকাই পসন্দ করিলেন। কিন্তু পরে আবূ আয়্যুবের অনুরোধে মহানবী (স) উপর তলায় যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যেই মহানবী (স)-এর পরিবারের কয়েকজন মদীনায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। আবূ আয়্যুব ও তাঁহার স্ত্রী মহানবী (স) ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের সুখ-সুবিধার জন্য নিজেদের সব কিছু কুরবান করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহারা যখন উপর তলায় ছিলেন তখন একবার পানির পাত্রটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং মেঝেতে পানি গড়াইয়া পড়ে। নীচে পানি চুয়াইয়া পড়িলে মহানবী (স)-এর কষ্ট হইবে-এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র লেপটি দিয়া তৎক্ষণাৎ পানি মুছিয়া লইয়াছিলেন।

আনসারদের কেহ না কেহ অথবা আবূ আয়্যুব নিজেই মহানবী (স)-এর খিদমতে প্রতিদিন আহার্য পাঠাইয়া দিতেন। মহানবী (স) ও তাঁহার সঙ্গীরা খাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আবূ আয়্যুব ও তাঁহার স্ত্রী আহার করিতেন। যে পার্শ্বের খাদ্যে মহানবী (স)-এর আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে মনে হইত, আবূ আয়্যুব ভক্তি সহকারে সেই দিককার খাদ্যই গ্রহণ করিতেন। একবার খাদ্যে পিঁয়াজ থাকায় উহা না খাইয়াই মহানবী (স) ফেরত দিলেন। পিঁয়াজ মহানবী (স)-এর অপসন্দ বলিয়া আবূ আয়্যুবও ইহার পর আর পিঁয়াজ পসন্দ করিতেন না।

আবূ আয়্যুব আনস'ারীর গৃহে মহানবী (স) কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তবে ইহা স্বীকৃত যে, মসজিদে নববী ও তৎসংলগ্ন বাসকক্ষসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ২ খৃ., পৃ. ১৪৩; সিয়ার আনসার, ১ খৃ., পৃ. ১১১)।

মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইলে আবূ আয়্যুবের ভাই নির্ধারিত হইয়াছিলেন মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (দ্র.)।

আবূ আয়্যুব (রা) মহানবী (স)-এর সঙ্গে সকল জিহাদে (গ'াযওয়া) শরীক হইয়াছেন। বিদায় হজ্জেও (১০/৬৩২) তিনি উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পরও তিনি প্রায় সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। খিলাফাতের যুগের অভিযানসমূহেও তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আম্‌র ইব্‌নুল-'আসে'র সঙ্গে তিনি মিসর বিজয়েও (২১/৬৪২) শরীক ছিলেন। তৃতীয় খলীফা উছমান (রা) তাঁহার বাসভবনে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে তিনি মসজিদে নববীতে কোন কোন সময়ে ইমামের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা) কূফায় রাজধানী স্থানান্তর করার পর আবূ আয়্যুব (রা)-কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খারিজীদেরকে দমন করিবার জন্য 'আলী (রা) যখন যুদ্ধ করিতে নাহরাওয়ানের দিকে যাত্রা করেন (৩৮/৬৫৮) তখন আবূ আয়্যুবও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। তিনি এই যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে অন্যদের সঙ্গে তিনিও খারিজীদেরকে যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করেন। আবূ আয়্যুব (রা)-এর জামাল ও সি'ফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না।

বায়যানটাইন শক্তির মুসলিম বিরোধী তৎপরতা ৪২/৬৬২ সালে বৃদ্ধি পায়। আবূ আয়্যুব তখন খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদের পুত্র 'আবদুর-রাহ'মানের সঙ্গে বায়যানটাইনদের প্রতিহত করিতে যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি ৪৬/৬৬৬ সালে মিসর গমন করেন।

আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসনামলে ৪৯/৬৬৯ সালে য়াযীদ ইব্‌ন মু'আবি'য়া-এর নেতৃত্বে মুসলিম নৌবাহিনী কনস্টানটিনোপল আক্রমণ করিয়াছিল। আবূ আয়্যুব (রা) অশীতিপর বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই জিহাদে শরীক হন। জিহাদে শরীক থাকাকালীন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ৫২/৬৭২ সালে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। য়াযীদ তাঁহার সালাত জানাযা পড়ান এবং তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে কনস্টান্টিনোপল নগরের প্রাচীর সংলগ্ন এক স্থানে দাফন করেন। তাঁহার মৃত্যুসন সম্পর্কে আরও কয়েকটি মতামত আছে ঃ হি. ৫০ (ইব্‌ন হ'াজার ও ইব্‌ন 'আসাকির), ৫১ (ইব্‌ন ইসহ'াক) ও ৫৫ সাল (ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাত, পৃ. ৬৩)।

ইব্‌ন কু'তায়বা (২৭৬/৮৮৯ আল-মা'আরিফ গ্রন্থে)-সহ অনেক ঐতিহাসিক তাঁহার সমাধির বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণ হইতে জানা যায়, গ্রীক খৃস্টানগণও তাঁহার সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার সমাধি যিয়ারত করিয়া বৃষ্টির জন্য দু'আ করিতেন। কথিত আছে, বায়যানটাইনগণ মুসলিম সেনাবাহিনীর অবরোধ প্রত্যাহারের পর হি. ৫৫ সালে তাঁহার সমাধিস্থলে একটি সৌধও নির্মাণ করিয়াছিলেন।

'উছমানী সুলত'ান মুহ'াম্মাদ (ফাতিহ'; রাজত্বকাল খৃ. ১৪৫১-১৪৮১) কনস্টান্টিনোপল (৮৫৭/১৪৫৩) অধিকার করিয়াছিলেন। জিলাউল-কুলুবের লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, সুলতানের সেনাবাহিনীর ওয়াইজ আক শামসুদ্দীন নগর প্রাচীরের বাহিরে এক স্থানে একটি জ্যোতি দেখিতে পান। তখন

তাঁহার নির্দেশে ঐ স্থানের মাটি খোড়া হইলে হিব্রু অক্ষরে আবূ আয়্যুবের নাম খোদিত একটি শিলালিপি বাহির হয়। শিলালিপিটি তাঁহার সমাধিসৌধের বাহিরে প্রাচীরগাত্রে এখনও সংযুক্ত রহিয়াছে। সুলতান মুহাম্মাদ (ফাতিহ্) সেইখানে একটি ইমারত নির্মাণ করেন এবং কবরটির উপরিভাগ রৌপ্য দ্বারা ঢাকিয়া দেন। সমাধির নিকটেই একটি জামে মসজিদ (জামি' আয়্যুব নামে খ্যাত) ও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজপ্রাসাদের কোষাগারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র স্মৃতি নিদর্শন রক্ষিত ছিল, সুলতান উহাও এই মসজিদে স্থানান্তরিত করিয়া সংরক্ষণ করেন। (এই সমাধি এলাকার তিনটি অংশ রহিয়াছে, সমাধি, জামি আয়্যুব ও কবরস্থান। কবরস্থানে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির সমাধি বিদ্যমান)। মসজিদের একটি কক্ষে সবুজ চাদরে আবৃত একটি পতাকা আছে। কথিত আছে যে, আবূ আয়্যুব (রা) ঐ পতাকাটি জিহাদের সময় বহন করিয়াছিলেন।

সুলতান মুহাম্মাদ (ফাতিহ্)-এর সময় হইতে 'উছমানী সুলতানগণ অভিষেকের সময় এই মাযারে আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের অভিষেক সংক্রান্ত কিছু অনুষ্ঠান এখানেই সম্পন্ন হইত।

আবূ আয়্যুব (রা)-এর নিম্নলিখিত চারজন সন্তান তাঁহার মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন ঃ আবূ মানসূ'র আয়্যুব, 'উমারা, মুহ'াম্মাদ ও 'আবদুর-রাহ'মান।

প্রাথমিক যুগের খলীফাগণ আবূ আয়্যুব (রা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বায়তুল-মাল হইতে মাসিক ৪ হাজার দিরহাম তাঁহাকে ভাতা প্রদান করা হইত। খলীফা 'আলী (রা)-এর আমলে এই ভাতা ২০ হাজার দিরহাম করা হয়। সকল সাহাবী, বিশেষত কুরায়শের হাশিম বংশীয় লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁহার ভালবাসার জন্য তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

আবূ আয়্যুব (রা) লেখাপড়া জানিতেন এবং কু'রআনের হাফিজ ছিলেন। হাদীছ শিক্ষা ও প্রচারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। শুধু একটি হাদীছ সংগ্রহের জন্য তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে মিসরে গমন করিয়াছিলেন (মুসনাদ আহ'মাদ ৪ খৃ., পৃ. ১৫৩), এমনকি মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত লোকদের নিকট তিনি একটি হ'াদীছ রিওয়ায়াত করেন। মুসনাদ আহ'মাদে ১৫৫টি হ'াদীছ তাঁহার নিকট হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। তাঁহার ১৩টি হ'াদীছ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হইয়াছে। জিলাউল-কু'লুবের লেখকের মতে তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছের সংখ্যা ২১০। ইব্ন 'আব্বাস (রা) ইব্ন 'উমার (রা), আল-বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা), আনাস ইব্ন মালিক (রা) প্রমুখ সাহাবী তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ফিকা'হশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। অভিজ্ঞ সাহাবীরাও বিভিন্ন মাসাইল সম্পর্কে তাঁহার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

শারী'আত বিরোধী কার্যকলাপ তিনি বরদাশ্ত করিতেন না। এক যুদ্ধে খালিদ (রা) ইব্ন ওয়ালীদের পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান চারজন বন্দীকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। আবূ আয়্যুব (রা) সংবাদ পাওয়া মাত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

আবূ আয়্যুব (রা) ছিলেন পরিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও বিনয়ী। তাঁহার জানমাল ছিল দীনের জন্য উৎসর্গীকৃত। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করিয়া তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, সীরাত, মাতবা 'আতুল-মুসতাফা, মিসর ১৩৫৫/১৯৩৬, ২খ., পৃ. ১০০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৫২ ও ১৭৫; (২) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৩খ., পৃ. ৪৮৪, ৮৫; (৩) মুসনাদ আহ'মাদ, আল-মাকতাবাল-ইসলামী, বৈরূত, ১৯৬৯ খৃ., ৪খ., পৃ. ১৫৩, ৫খ., পৃ. ৪১২-২৩; (৪) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আস্মাইস- সাহাবা, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩১৫ হি., ১৬১ পৃ.; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, ২খ., পৃ. ৮৮, ৫খ., পৃ. ১৪৩; (৬) শামসুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'উছমান আয-য'াহাবী, সিয়ার আলামিন-নুবালা, মিসর ১৯৫৭, ২খ., পৃ. ২৮৮-৯৬; (৭) ঐ লেখক, তারীখুল-ইসলাম ওয়া ত'াবাক'াতুল-মাশাহীর ওয়াল-'আলাম, কায়রো, ১৩৬৭ হি., ১খ.,পৃ. ২৫৮; (৮) আবুল-ফালাহ' 'আবদুল-হ'ায়্যি ইবনুল-'ইমাদ আল-হ'াম্বালী, শায'রাতুয য'াহাব, বৈরূত, পৃ. ৬৩; (৯) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য, ১৩২৫ হি., ৩খ., পৃ. ৯০, ৯১; (১০) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., পৃ. ৪০৫; (১১) আল-বালাযু'রী, ফুতূহু'ল-বুলদান, ৫খ., পৃ. ১৫৪; (১২) আত-ত'াবারী, তারীখ, ৩খ., পৃ. ২৩ ও ২৪; (১৩) আবদুল-হাফীজ ইব্ন 'উছমান, জিলাউল-কুলূব ওয়া কাশফুল-কুরূব বিমানাকিব আবী আয়্যুব, ইস্তাম্বুল; (১৪) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ার আনস'ার, দারুল-মুসান্নিফীন, আজমগড়, ১৯৪৮ খৃ.; ১খ., পৃ. ৯৪, ১০৯ প.; (১৫) মুহাম্মাদ আসলাম জয়রাজপুরী, তারীখুল- উম্মা, দিল্লী ১৯২৮ খৃ., ৩খ, পৃ. ১৭, ১৮; (১৬) সায়্যিদ হাশিমী, তারীখ দাওলাত 'উছমানিয়া, হায়দরাবাদ,দাক্ষিণাত্য, ১৯৩৮ খৃ.; ১খ., পৃ. ৭৩-৮৫; (১৭) Encyclopaedia of Islam, New ed, Leiden ১৯৭৯, ১খ., পৃ. ১০৮-৯; (১৮) দা.মা.ই., ১খ., পৃ. ৭৪২-৪৫; (১৯) P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1949 , PP, 201-2.

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ আরওয়া আদ-দাওসী (ابو اروى الدوسى) ঃ (রা), তাঁহার আসল নাম ও বংশ পরিচয় জানা যায় না। ইবনুস-সাকান বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন এবং যু'ল-হু'লায়ফা-তে আগমন করিয়াছিলেন। এই ইব্নুস-সাকান ও আল-হ'াকিম 'আসি'ম ইব্ন 'উমার আল-'উমারীর সূত্রে আবূ আরওয়া আদ-দাওসীর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা) আগমন করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তোমাদের দুইজন দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইব্ন হ'াজার বলেন, এই বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল। আবূ আরওয়া আদ-দাওসী বর্ণিত আরও একটি হ'াদীছ পাওয়া যায়। হ'াদীছটি আহ'মাদ ও বাগ'াবী আবূ ওয়াকি'দ স'ালিহ' ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাইদা আল-লায়ছীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ হ'াদীছে আবূ আরওয়া আদ-দাওসী (রা) বলেন, "আমি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে আসরের সালাত পড়িতাম এবং তারপর সূর্যাস্তের পূর্বেই আস-সাখরাতে উপনীত হইতাম।" ইব্ন মান্দা ও আবূ নু'আয়মের বর্ণনাতে একই হ'াদীছের শেষাংশে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। তাহা এইরূপ, "অতঃপর আমি পদব্রজে যু'ল-হু'লায়ফাতে উপনীত হইতাম, কিন্তু তখনও দেখিতাম, সূর্য অস্ত যায় নাই।" আল ওয়াকি'দী উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ আরওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কারকারাতুল-কাদার অভিযানে অংশ নিয়াছিলেন। ইব্নুস-সাকান ও আবূ 'উমার বলিয়াছেন, তিনি আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসনামলের শেষভাগে ইনতিকাল করেন এবং তিনি ছিলেন খলীফা 'উছমান (রা)-এর দলভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার, আল-ইসা'বা, ৪খ., ৫।

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আবূ 'আরীশ (ابو عريش) ঃ 'আসীর নামক স্থানে একটি শহর যাহা জীযান হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। Philby-এর বর্ণনামতে এই ঘুড়ি আকৃতির শহরটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। ইহা লতাগুল্ম দ্বারা নির্মিত (আরাইশ) কুড়েঘর প্রধান শহর। উহার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহার বাসিন্দা (প্রায় বার হাজার) ভুট্টা ও তিলের আবাদ করিয়া থাকে। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই হাদরামী বংশোদ্ভূত।

শহরটি সর্বপ্রথম একজন শায়খ (৭ম/১৩শ শতাব্দী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যায়দী ইমামদের যুগে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাহারা ১০৩৬/১৬২৭ সনে ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী শতাব্দীতে স্থানীয় আশরাফ (গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ) স্বাধীন হইয়া যান। তাহারা সাময়িকভাবে ওয়াহ্হাবীদের আনুগত্য স্বীকার করেন (১২১৭/১৮০২-৩) এবং পরবর্তী কালে মিসরীয়দের। মিসরীয়গণ হুদায়দা পরিত্যাগ করিলে (১২৫৬/১৮৪০) শারীফ হুসায়ন তিহামা দখল করেন। সরকার তাঁহাকে (পাশা) উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে আদানের (এডেনের) বৃটিশ সরকার হুমকির সম্মুখীন হয়। ইহাতে বৃটেন প্রতিবাদ জানাইলে তুর্কীগণ তাঁহাকে আসীর অভিমুখে ফেরত পাঠান। গৃহযুদ্ধ ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন আইদ-এর আক্রমণের দরুন আশরাফ-এর ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তুর্কীদের আসীর পুনর্দখলের ফলে উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। এই কারণে Philby তাঁহাদের চিহ্নিত করিতে সক্ষম হন নাই। অতঃপর আবূ আরীশ পর্যায়ক্রমে তুর্কীদের, ইদ্রীসী ইমামগণের ও ইব্ন সাঊদ-এর অধিকারে আসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বর্ণনাসমূহ ঃ (১) C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, 267; (২) Tamisier, Voyage en Arabie, i, 383-91; (৩) H.St. J. Philby, Arabian Highlands। ইতিহাস Tamisier, পূ. গ্র., i. 365-74; (৪) Philby, পূ. গ্র; (৫) A.S. Tritton, Rise of the Imams of Sanaa; (৬) H.F. Jacob, Kings of Arabia, 51-4; (৭) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আশ-শাওকানী; আল-বাদর আত-ত'ালি', কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ., ২৪০; ২খ, ৬-৮; (৮) 'উছমান ইব্ন বিশ্‌র আন-নাজদী আল-হ'াম্বালী, উনওয়ান আল-মাজদ মক্কা ১৩৪৯ হি., ১খ., ১৪৪-৫, ২১১।

C.F. Beckingham (E.I.²) মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আরূবা (ابو عروبة) ঃ আল-হু'সায়ন ইব্ন আবী মা'শার মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাওদূদ আস-সুলামী আল-হ'াররানী, হাররান-এর একজন হ'াদীছ বিশেষজ্ঞ (জন্ম আনু. ২২২/৮৩৭, মৃত্যু ৩১৮/৯৩০-১)।

তাঁহার জীবনী সম্পর্কে মূলত কিছুই জানা যায় নাই। তবে তাঁহার কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্রের নাম জানা যায়, যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি হাররান-এর কাদী (বিচারপতি) কিংবা মুফতী ছিলেন। এক সূত্রে জানা যায়, (ইব্ন 'আসাকির, আয-যাহাবী কর্তৃক বর্ণিত), তিনি বানূ উমায়্যার পক্ষ অবলম্বনকারী ছিলেন।

আল-ফিহরিস্ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী (পৃ. ২৩০) তিনি মাত্র একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন, যাহাতে তাঁহার শিক্ষকগণ হইতে সংগৃহীত হ'াদীছসমূহ স্থান পাইয়াছে। অনুমিত হয়, অত্র গ্রন্থখানিই তাঁহার সংকলিত ত'াবাক'াত; আয-যাহাবী ইহাকে আবূ 'আরূবা কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই ত'াবাক'াত-এর এমন একটি সংগ্রহের নির্বাচিত কিছু অংশ দামিশক-এ রক্ষিত আছে। ইহাতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সাহাবা ও তাঁহাদের বর্ণিত হ'াদীছসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (তু. য়ূসুফ আল-ইশশ, ফিহরিস্ত, মাখতূত'াত (পাণ্ডুলিপির তালিকা) দার আল-কুতুব আজ-জাহিরিয়া, দামিশক ১৯৪৭, পৃ. ১৬৯)। আবূ 'আরূবা সম্পর্কে ইহাও বলা হয়, তিনি হাররান-এর একটি ইতিহাস (অথবা আল-জাযীরা-এর মনীষীদের জীবন- চরিত সম্বলিত সংকলন) ও কিতাব আল-আওয়াইল প্রণয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ii, 663; ফিহরিস্ত, ৩২২; (২) সাম'আনী, আল-আনসাব, পত্র ১৬১ ক ও স্থা.; (৩) য়াকূ'ত, ২খ., ২৩২ ও স্থা.; (৪) ইব্ন আল-'আদীম, বুগ'য়া (পাণ্ডু. Topkapusaray, আহ'মাদ ৩য়, ২৯২৫, ৪র্থ পত্র ১৭৮ খ-১৭৯ ক; (৫) আয-যাহাবী, নুবালা (পাণ্ডু. Topkapusaray, আহ'মাদ ৩য়, ২৯১০, ৯ম, ৫৪৫-৭); (৬) ঐ লেখক, তারীখ আল-ইসলাম, হি. ৩১৮; (৭) ইব্ন আল-'ইমাদ, শাযারাত, ২খ., ২৭৯; (৮) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1952, পৃ. ৩১০, ৩৮৯, ৩৯৩।

আবূ 'আলকাছা (ابو علكثة) ঃ (রা) ইবন 'উবায়দ আল-আযদী একজন সাহাবী ছিলেন। ইবন মানদা সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ 'আলকাছা হইলেন আবূ রাশিদ-এর ভ্রাতা। আবূ রাশিদের হাদীছে ত'াহার উল্লেখ রহিয়াছে। আবূ নু'আয়ম বলেন, ইবন মানদা তাঁহার নাম বিকৃত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হইলেন আবূ 'উবায়দা এবং তাঁহার নাম ক'ায়্যুম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম 'আবদুল-ক'ায়্যুম ও উপনাম আবূ 'উবায়দা রাখেন। ইবনুল-আছীর আবূ নু'আয়ম-এর এই বর্ণনা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ভুল ও সঠিক বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ নু'আয়ম ও ইবন মানদার শরীক হইয়াছেন। অতএব, প্রকৃতপক্ষে 'আবদুল-ক'ায়্যুম হইলেন আবূ রাশিদ-এর মুক্তদাস, ভ্রাতা নহেন, আর আবূ 'আলকাছা হইলেন তাঁহার ভাই, যেমন ইবন মানদা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আযদ গোত্রের অন্যতম নেতা ছিলেন। আবদান আল-মারওয়াযী তাঁহার নাম আল-হ'ারিছ ছিল বলিয়া মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮, ৪খ., ১৩৮; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত, তা, বি., ২খ., ১৮৮।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আলক'আমা (ابو علقمة) ঃ ইবনিল-আও'য়ার আস-সুলামী, ইবন ইসহাক আল-মাগ'াযীতে তাবূক যুদ্ধের বর্ণনায় তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন 'আব্বাসের বর্ণনায় জানা যায়, আবূ 'আলক'আমা তাবূক যুদ্ধের সময় নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশে ধৃত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., ১৩৮; (২) হাফিজ' শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, ২খ., ১৮৮।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আলী (ابو على) ঃ আল-ফাদ'ল ইবন মুহ'াম্মাদ আল-মুরশিদ আল-ফারমাদী, ৫ম/১১শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূ'ফী সাধক অন্যতম; তিনি ৪০২/১০১১-১২ সালে ফারমাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা খুরাসানে অবস্থিত তূসের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র শহর। তিনি ছিলেন খলীফা আল-ক'াদির, সালজুক যুবরাজ তুগরিল, আলপ আরসলান ও মালিক শাহ-এর সমসাময়িক। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সালজূকদের খ্যাতনামা মন্ত্রী নিজ'ামুল-মুলকও ছিলেন, যিনি তাঁহার পরামর্শ ও আধ্যাত্মিক আনুকূল্যের প্রার্থী ছিলেন। তিনি একজন বাগ্মী ধর্মপ্রচারক হিসাবেও সম্মানিত ছিলেন এবং তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও বক্তৃতার ভাষার সৌন্দর্যও যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া সূ'ফীবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং এই হেতু তাঁহাকে একজন অধ্যাত্মতত্ত্ববিদরূপে আখ্যায়িত করা যায়। নীশাপুরে আসিবার পর তিনি আবুল-ক'াসিম কু'শায়রীর ছাত্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং ইহা প্রতীয়মান হয়, শেষোক্ত ব্যক্তি ধর্ম প্রচারের কাজে তাঁহাকে নিয়োজিত করেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দেন। তাঁহার সূ'ফী প্রশিক্ষণে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে দুইজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা ছিলেন আবুল-ক'াসিম জুরজানী ও আবুল-হ'াসান খারাক'ানী (দ্র.)। আসরারুত-তাওহ'ীদ-এর রচয়িতা কিভাবে সর্বপ্রথম কু'শায়রীর ও পরে জুরজানীর পরিচালনাধীন সূ'ফীবাদের প্রতি আল-ফারমাদী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। জুরজানী তাঁহাকে (আল-ফারমাদীকে) মিম্বারে উঠিয়া ধর্ম প্রচারের প্রেরণা দেন এবং পরে তদীয় কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার দর্শন ও চিন্তাধারাসম্বলিত কতিপয় 'আরবী কবিতা ও বাক্য ব্যতীত আল-ফারমাদীর অন্য কোন রচনা অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, সাংস্কৃতিক জীবন ও সূফীবাদের উপর তাঁহার প্রভাব এই ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়, ইমাম আল-গাযালী (দ্র.) ছিলেন তাঁহার অন্যরকম একজন ছাত্র এবং তিনি হ'াদীছের ক্ষেত্রে আল-ফারমাদীর সনদের উল্লেখ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সূ'ফীনক্ষত্র হিসাবে বিবেচিত হন, যাহার জ্যোতি তাঁহার বিখ্যাত শিষ্যের খ্যাতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আল-ফারমাদী তাঁহার নিজস্ব শহরে ৪৭৭/১০৮০ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ ইবনুল-মুনাওয়ার, আসরারুত-তাওহ'ীদ, সম্পা. যা'বীহু'ল্লাহ সাফা, তেহরান ১৩৩২/১৯৫৩, পৃ. ১২৮-৩১, ১৯৬-৭, ১৯৯-২০০, অনু. M Achena, Les ctapes mystiques de shaykh Abu Said, প্যারিস ১৯৭৪, ১৩৬-৮, ১৮৬, ১৮৯; (২) জামী, নাফাহাতুল-উনস, পৃ. ৩৬৮; (৩) মা'সূম 'আলী শাহ, ত'ারাইকু'ল হ'াকাইক'; ১৩৩৯/১৯২১, ২খ., ২০৮, ৩২২, ২৫০, ৩৫২-৫; (৪) নামা-ই দানিশওয়ারান, তেহরান ১৯৫৯ খৃ. ৭খ., ৩০৬।

M. Achena (E.I.²)/পারসা বেগম

আবূ 'আলী (বূ'আলী) ক'ালানদার (ابو على/بو على قلندر) ঃ প্রকৃত নাম শায়খ শারাফুদ্দীন পানিপথী; ভারতের সূ'ফী সাধকদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সম্ভবত ৭২৪/১৩২৪ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব কমই প্রমাণসিদ্ধ তথ্য পাওয়া যায়, এমনকি তাঁহার নামের উল্লেখও সমকালীন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাঁহার সম্পর্কে প্রাচীনতম উদ্ধৃতি 'আফীফ কর্তৃক রচিত তারীখ ফীরূযশাহী (লিখিত ৮০০/১৩৯৭-৯৮) গ্রন্থে পাওয়া যায় যাহাতে সুলতান গি'য়াছুদ-দীন তুগলকের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে লিখিত (একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দী) বিবরণী অনুসারে তিনি পানিপথের আদিম অধিবাসী ছিলেন। সেইখানে তাঁহার পিতা সালার ফাখরুদ-দীন ইরাক হইতে আগমন করিয়াছিলেন। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভের পর শেষ পর্যন্ত তিনি মধ্যযুগীয় দর্শননীতি পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহ নদীতে নিক্ষেপ করিবার পর তিনি ক'ালানদার নামে অভিহিত হন। স্বর্গীয় প্রেমের ভাবাবেশে তিনি আল্লাহর নির্দেশাবলী ও নবীর সুন্নাতসমূহ পালন করা পরিত্যাগ করেন, যদিও তিনি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনা ও আত্মসংযম পালন করিতেন। তাঁহাকে কু'ত'বুদ্দীন বাখতিয়ার কাকী (দ্র.)-র আধ্যাত্মিক বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয়। যাহা হউক, তিনি অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত সূ'ফী মতবাদের সহিত জড়িত ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তাঁহার জীবনী, কারামাত ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া অনেক উপাখ্যানের উদ্ভব হয়, এমনকি পানিপথ অথবা কারনাল-এ অবস্থিত সমাধিসৌধ তাঁহার কি না ইহা বলাও কঠিন, যদিও প্রথমোক্তটি অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার লিখিত বলিয়া কথিত রচনাসমূহ হইল ঃ (১) ইখতিয়ারুদ-দীন (সুলায়মান সংগ্রহ, 'আলীগড়)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের উপর লিখিত পত্রাবলী, (২) হিকাম-নামাহ (As, Soc. Bengal, Ivanow: সংখ্যা ১১৯৬), যাহার বি'শুদ্ধতায় নিশ্চিতভাবে সন্দেহ বিদ্যমান এবং দুইটি মাছনাবী; (৩) কালাম-ই কালানদার (মীরাট) ও (৪) মাছনাবী বু'আলী শাহ কালানদার (লখনৌ, ১৮৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আখবারুল-আখয়ার; (২) গুলযার-ই আবরার (As. Soc. Bengal, Ivanow 259, পত্র ৩২-৩); (৩) সুবহ-ই সাদিক (A.S. coll. 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ৩খ., পত্র ৪১১ক); (৪) সিয়ারুল-আকতাব; (৫) মিরআতুল-আসরার (B.M. or. 216), পত্র

৩৮৬ (a); (৬) মা'আরিজুল-বি'লায়া (Nizam's MS), আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৩০-৫); (৭) শারাফুল-মাজালিস (সুলায়মান সংগ্রহ, 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়); (৮) Punjab Dist. Gazetteer, কারনাল ১৯১৮, পৃ. ২১০-১; ২২৩-৪; (৯) Proc, AS Soc. Bengal, ১৮৭০ খৃ., পৃ. ১২৫; ১৮৭৩ খৃ. ৯৭।

নূরুল-হ'াসান (দা.মা.ই.)/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'আলী আল-খায়্যাত (ابو على الخياط) ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবন গালিব) মৃ. ৮৩৫ খৃ., মুসলিম জ্যোতির্বিদ। জ্যোতিষ বিষয়ক বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার একখানা গ্রন্থ (লাটিন নাম de judicus nativitatum) ইউরোপে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাশাআল্লাহ (ما شاء لله) তাঁহার উস্তাদ ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ আসমা' আল-মুযানী (ابو أسماء المزنى) ঃ (রা) মুযায়না গোত্রের সদস্য ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আল-মুযানী বলা হয়। ঐ গোত্রের দশজন লোক 'খুযা'ঈ ইবন 'আবদ-নুহ্ম'-এর নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবূ আসমা উক্ত প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ দলের অন্যদের মধ্যে ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন দুররা, আন-নু'মান ইবন মাকরুন প্রমুখ। মক্কা বিজয়ের দিনে মুযায়না গোত্রের পতাকাবাহী উক্ত খুযাঈ ইবন 'আবদ নুহমের নেতৃত্বে ঐ গোত্র হইতে অংশগ্রহণকারী এক হাজার লোকের মধ্যে আবূ আসমা' আল-মুযানী ছিলেন অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা ১খ., ৪২৪, ৪খ, ৭; (২) ইবন সাদ, আত-ত'াবাক'াত, বৈরূতে তা. বি., ১খ., ২৯১-২।

ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আবূ আসমা আশ-শামী (ابو أسماء الشامى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আবূ আসমার সাক্ষাৎ সম্পর্কে একটি বর্ণনা আহমাদ ইবনে য়ূসুফ-এর সূত্রে আবূ আহ'মাদ আল-হ'াকিম ও ইবন মানদা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইবন হ'াজারের মতে ইবন মানদা-র বর্ণনা সূত্রে একজন অপরিচিত রাবী আছেন। যাহা হউক, উক্ত আহ'মাদ ইবন য়ূসুফের সনদটিতে আবূ আসমার একটি বংশ-তালিকা পাওয়া যায় এবং তিনি নিজেই আবূ আসমার একজন পরবর্তী বংশধর। তালিকাটি এইরূপ ঃ আবূ আসমা ইবন 'আলী ইবন আবী আসমা', ঐ প্রথমোক্ত আবূ আসমার পুত্র য়ূসুফ ও য়ূসুফের পুত্র আহমাদ। এই আহ'মাদ ইবন য়ূসুফের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আবূ আসমার সাক্ষাতের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নরূপ ঃ আবূ আসমা বলেন, "আমি এক প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলাম। তখন তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ (বায়'আত) করিলাম। তিনি আমার সহিত করমর্দন (মুসাফাহা) করেন। আমি তখন এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে আমি জীবনে আর কাহারও সহিত করমর্দন করিব না। জানা যায়, এই প্রতিজ্ঞামতে আবূ আসমা অতঃপর অন্য কাহারও সহিত করমর্দন করিতেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, 'আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৭।

ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আবূ আসমা, ইবন 'আমর আল-জুযামী (ابو اسماء بن عمرو الجذامى) ঃ (রা) জুয'াম গোত্রের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আল- জুয'ামী বলা হয়। আল-ওয়াকি'দীর বর্ণনানুযায়ী জুয'াম গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পরও যায়দ ইবন হ'ারিছা কর্তৃক তাঁহাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান ও তাহাদের নিকট হইতে জিযয়া আদায়ের অভিযোগ লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগত গোত্রীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে আবূ আসমা ইবন 'আমর আল-জুয'ামী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের দাবি মানিয়া নেন, তাহাদের বন্দীদের মুক্তি দেন এবং তাহাদের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থ ফেরত দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা, ৪খ., ৭।

ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আবূ 'আসি'ম আন-নাবীল (ابو عاصم النبيل) ঃ আদ-দাহ'হাক ইবন মাখলাদ ইবন মুসলিম ইব্নিদ-দা'হ'হাক আশ-শায়বানী আল-বাসরী একজন মুহ'াদ্দিছ, ১২২/৭৪০ সালে মক্কায় জন্ম, পরবর্তী কালে বসরায় প্রতিষ্ঠিত। সেইখানে তিনি অনেক মুহ'াদ্দিছ (বিশেষত আল-আসমা'ঈ) হইতে বহু সংখ্যক হ'াদীছ বর্ণনা করেন যাহা নিজে, বিশেষভাবে কতিপয় তাবি'ঈ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী হিসাবে বিবেচিত হইতেন এবং তাঁহার বর্ণিত কিছু কিছু হ'াদীছ বৃহৎ হ'াদীছ সংকলনসমূহে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীকারদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি কখনও কোন জাল হ'াদীছ বর্ণনা করেন নাই। যদিও বলা হয়, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা নবী (স)-এর হ'াদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যত মিথ্যা বলিয়াছেন তত মিথ্যা আর কোন ব্যাপারে বলেন নাই (Goldziher, Muh. Stud., ii, 47, Eng. tr, 55)। তাঁহার সম্পর্কে বলা হয়, পুস্তক হস্তে তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই। ফিক্'হ সম্পর্কেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এই ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। দৈহিক গঠনে তাঁহার নাকের আকৃতির জন্য তিনি লক্ষণীয় ছিলেন এবং এই কারণেই তাঁহাকে 'আন-নাবীল' বলা হইত। এই সম্পর্কে আরও কতিপয় ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি সম্ভবত ১৪ যু'ল-হি'জ্জা, ২১২/৫ মার্চ, ৮২৮ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (২) জাহি'জ; বায়ান, ২খ., ৩৮; (২) ইবন সা'দ, তাবাক'াত, ৩খ., ২৯৫; (৩) Fihrist, ed. Cairo, 163; (৪) ইবন হাজার, তাহযীব, ৪খ., ৪৫০-৫৩; (৫) ইবনুল-'ইমাদ, শায'ারাত, ২খ., ২৮; (৬) বুসতানী, DM, iv, 416.

Ch. Pellat, (E.I.[2] Suppl.)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

আবূ 'আসীব (ابو عصيب) ঃ (রা) একজন সাহাবী। বাগ'াবী আবূ 'আসীবের জীবনীতে হাশরাজ ইবন নাবাতা সূত্রে একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ বাস'ীর আবূ 'আসীব হইতে বর্ণনা

করিয়াছেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স) বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার সহিত বাহির হইলাম। অতঃপর তিনি আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হইলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) 'উমার (রা)-এর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বাহির হইবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি বাহির হইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স.) রওয়ানা হইলেন।

অতঃপর তিনি আমাদেরকে সঙ্গে লইয়া এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং বাগানের মালিককে খেজুর খাওয়াইতে বলিলেন। আনসারী এক কাঁদি খেজুর আনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে রাখিলেন। তিনি ও তাঁহার সাহাবীগণ উহা হইতে খাইলেন। পরে তিনি পানি চাহিলেন এবং পান করিবার পর তিনি বলিলেন, "কিয়ামতের দিন তোমরা ইহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।" অতঃপর 'উমার (রা) কাদিটি দ্বারা মাটিতে আঘাত করিলেন, ফলে খেজুরগুলি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িল। অতঃপর 'উমার (রা) বলিলেন, "আমরা কিয়ামতের দিন ইহার জন্যও কি জিজ্ঞাসিত হইব?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হাঁ! তবে তিনটি জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না ঃ (১) সেই বস্ত্র খণ্ড যাহা দ্বারা মানুষ তাহার লজ্জা নিবারণ করে; (২) রুটির টুকরা যাহা দ্বারা সে ক্ষুধা নিবারণ করে (৩) এবং এমন একটি গর্ত (حجرة) অর্থাৎ কুটির) যাহাতে সে ঠাণ্ডা ও গরম হাত হইতে বাঁচিবার জন্য প্রবেশ করে।'

ইসাবা রচয়িতা বলেন, আবূ 'আসীব (রা) পৃথক ব্যক্তি (আবূ 'আসীম (রা) হইতে পৃথক হইবার সম্ভাবনায় আমি ভিন্ন শিরোনামে তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., ১৩৪, সংখ্যা ৭৬৫।

মুহাম্মদ ইসলাম গনী

আবূ 'আসীম (ابو عسيم) ঃ (রা) ভিন্নমতে আবূ 'আসীব (রা), রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক আযাদকৃত দাস ও সাহাবী ছিলেন। উভয়ই এক ব্যক্তির নাম বলিয়া মনে হয়। আল-বাগাবী ও আল-হাকিম এক সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ 'আসীম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করিলে সাহাবীগণ তাঁহার জানাযা সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আবূ 'আসীম (রা) বলিলেন, "আপনারা এই দরজা দিয়া ধীরে প্রবেশ করিয়া সালাত আদায় করুন এবং অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যান।" অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে কবরে রাখা হইলে তখন মুগীরা (রা) বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর পায়ের দিকের কিছু অংশ অবিন্যস্ত অবস্থায় রহিয়াছে।" সাহাবীগণ বলিলেন, "আপনি কবরে অবতরণ করিয়া ঠিক করিয়া দিন।" তিনি কবরে নামিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কদম মুবারক স্পর্শ করিলেন এবং ঠিক করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সকলকে মাটি ফেলিতে বলিলেন। সকলে মাটি ফেলিলেন এবং মাটি তাঁহার উৎস পায়ের উভয় মূলের মাঝামাঝি পৌঁছিলে তিনি কবর হইতে উঠিয়া আসেন।

মুসলিমা বিনত যাব্বান আল-কুরায়ঈয়্যা বর্ণনা করেন, "আমি মায়মূনা বিনত আবী 'আসীবকে বলিতে শুনিয়াছি, আবূ 'আসীব একাধারে তিনদিন সিয়াম পালন করিতেন এবং চাশত-এর সালাত দাঁড়াইয়া আদায় করিতেন, অক্ষম হইয়া পড়িলে উপবেশনে পড়িতেন এবং আয়্যামুল-বীদ (চান্দ্র মাসের আলোকোজ্জ্বল তিনটি দিন)-এর রোযা রাখিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ৪খ., ১৩৪, সংখ্যা ৭৬৪; (২) ইবন সাদ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা ৭খ., ৬১; (৩) হাফিজ শামসুদ্দীন আয যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস - সাহাবা, ২খ., ১৮৭।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ আহমদ আবিদ 'আলী (ابو احمد عابد على) ঃ বাংলার সূফী সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৭১ খৃস্টাব্দে যশোহর কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাহ আরজান আলী একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ সায়্যিদ শাহ হামযা ও সায়্যিদ শাহ বাখশী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে ইরাক হইতে দিল্লী আগমন করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাদেরকে বাংলার যশোহর এলাকায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। তাঁহারা এই জেলার শৈলকূপা আগমন করিয়া ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শৈলকূপায় তাঁহাদের নির্মিত গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ ও তদ্‌সংলগ্ন মাযার আজিও তাঁহাদের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। 'আবিদ আলীর পিতামহ শৈলকূপা হইতে কোতোয়ালী থানার এনায়েতপুর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। 'আবিদ আলী স্থানীয় একটি স্কুলে বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। পিতার নিকট হইতে দীনী বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ফুরফুরা গমন করেন এবং বাংলার প্রখ্যাত সূফী হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর নিকট হইতে ফারসী ভাষা বায়'আত হয়ে চার তরীকার তা'লীম গ্রহণ করে কামালিয়াত হাসিল করেন ও সূফী গানীমাতুল্লাহ-এর নিকট হইতে আরবী ব্যাকরণ (নাহ'ও সারফ) ও ফারসী শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা হইতে কৃতিত্বের সহিত এফ. এম. পাস করিয়া ফুরফুরা প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ বকর (র) 'আবিদ 'আলীর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। 'আবিদ আলী তাঁহার মুর্শিদের সহিত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ওয়া'জ-নসীহত ও দীনী তাবলীগে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। অচিরেই তিনি একজন অনলবর্ষী বাগ্মী ও খ্যাতিমান আলিম হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। প্রখ্যাত বাগ্মী মাওলানা রুহুল আমীন ছিলেন তাঁহার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবূ বকর (র) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি অধিকাংশ সময় তাঁহার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

'আবিদ আলী তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন দীন প্রচারের কাজে। অসংখ্য বিধর্মী তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে হুগলী জেলার নবাবপুর মসজিদ, হাওড়া জেলার শাকয়াইলের মসজিদ, যশোহর জেলার ঘোপগ্রাম, সাজিয়ালী ও এনায়েতপুরের মসজিদ এবং তীরের হাট সিদ্দীকিয়া মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর 'মিহির সুধাকর' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন (প্রকাশকাল তা. বি.)। ইহা ছাড়া তাঁহার

অপ্রকাশিত কিছু পাণ্ডুলিপি আছে। তাঁহার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে কিছু প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

ইসলামী আইনশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা হইতে বহু লোক ফাতওয়ার জন্য তাঁহার নিকট আসিত। জীবনের শেষ দশকে তাঁহার চোখের জ্যোতি কমিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে তিনি অন্ধ হইয়া যান। তিনি ৯০ বৎসর বয়সে বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৩৬৩ সাল/রামাদা'ন, ১৩৭৫ হি. ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আহমদ, 'আলী সমকালের একজন প্রখ্যাত 'আলিম, প্রসিদ্ধ বাগ্মী, পার্লামেন্টারিয়ান ও সমাজকর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যশোহরের মুসলিম মনীষী (গবেষণামূলক রচনার পাণ্ডুলিপি), মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকার গবেষণাগারে রক্ষিত; (২) মরহুমের ব্যক্তিগত ডায়েরী; (৩) মরহুমের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মোঃ জনাব আলী প্রদত্ত তথ্য।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ আহ'মাদ (ابو احمد) ঃ (রা) ইবন ক'য়স ইবন লাওযান আল-আনসা'রী হইলেন সুলায়ম-এর ভ্রাতা। 'আদাবী বলেন, তাঁহারা উভয়ে সাহাবী ছিলেন। খলীফা 'উমার (রা) যে দশ ব্যক্তিকে 'আম্মার ইবন য়াসির (রা)-এর সহিত কূফায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবূ আহ'মাদ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হা'জার আল-'আসক'লানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-সাহা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৪।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ আহ'মাদ (ابو احمد) ঃ (রা) ইবন জাহ'শ আল-আসাদী, একজন সাহাবী। তাঁহার নাম আবদুল্লাহ, ভিন্নমতে 'আবদ। তিনি উম্মুল-মু'মিনীন যায়নাব (রা)-এর ভ্রাতা, তাঁহার মাতা উমায়মা বিনত 'আবদিল-মুত'তা'লিব ইবন হাশিম।

ইবন কাছীর ও অন্য মনীষিগণ এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন, আবূ আহ'মাদ (রা) পূর্ববর্তী অগ্রবর্তিগণের (আস-সাবিক'না'ল-আওওয়ালূন) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বলা হইয়া থাকে, তিনি হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাযু'রী তাঁহার হাবশা (ইথিওপিয়া) হিজরতকে অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে তিনি হইলেন 'উবায়দুল্লাহর ভ্রাতা যিনি তথায় খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইবন ইসহা'ক বলেন, মুহাজিরদের মধ্যে আবূ সালামা 'আমির ইবন রাবী'আর পর যাঁহারা মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আবূ আহ'মাদ (রা) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। হিজরতকালে তিনি নিজ পরিবার-পরিজন ও ভ্রাতা 'আবদুল্লাহকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

আবূ আহ'মাদ অন্ধ ছিলেন। তবে তিনি মক্কার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোন সাহায্যকারী ছাড়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ফারিআ' বিনত আবী সুফয়ান ইবন হ'ারব। তিনি বদর-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইবনুল-আছীর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, আবূ আহ'মাদ তাঁহার ভগ্নী যায়নাব বিনত জাহশ-এর পর মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কেননা বলা হয়, আবূ আহ'মাদ (রা)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভগ্নী সুগন্ধি লইয়া তাঁহার শরীরে লাগাইয়া দেন। যায়নাব বিনত উম্মি সালামা সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, "আমি যায়নাব বিনত জাহ'শ-এর ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট আগমন করি। তিনি সুগন্ধি লইয়া মৃত ভাইয়ের দেহে লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "সুগন্ধির আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কোন রমণী যে আল্লাহ ও আখিরাতের ঈমান রাখে তাহার জন্য একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নহে...।" এইখানে তাহার ভ্রাতা বলিতে আবূ আহ'মাদ (রা)-কে বুঝান হইয়াছে। আরও প্রমাণিত হয়, তাঁহার উভয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ, 'উবায়দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। 'আবদুল্লাহ উহুদ-এর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন এবং 'উবায়দুল্লাহ খৃষ্টান অবস্থায় হাবশাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় স্ত্রী উম্মু হ'াবীবা বিনত আবী সুফয়ানকে বিবাহ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'লানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩খ.; (২) ইবন সাদ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৪খ., ১০২।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'ইনান ফারিস (ابو عنان فارس) ঃ ফেয (মরক্কো)-এর মারীনী (দ্র.) রাজবংশের একাদশ শাসনকর্তা, ৭২৯/১৩২৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবুল-হ'াসান 'আলী কায়রাওয়ানে পরাজয় বরণের পর যখন পলাতক হিসাবে মরক্কো প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তখন ৭৪৯/১৩৪৯ সালে তিনি নিজেকে শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করেন। ইবনুল আহমারের বর্ণনামতে তিনি অতি দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন (তাঁহার মাতা ছিলেন খৃষ্টান ক্রীতদাসী)। একজন নির্ভীক অশ্বারোহী আবূ 'ইনান সাহিত্য ও আইনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও ইমারত নির্মাণ কর্মে উৎসাহী ছিলেন এবং পিতা যে সকল ইমারতের কাজ শুরু করিয়াছিলেন তিনি সেইগুলির বেশ কয়েকটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এইরূপ নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে ফেয, মেকনাস (Meknes) ও আলজিরিয়ার মাদরাসাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল মাগরিবী মাদরাসার মধ্যে ফেযে অবস্থিত বূ 'ইন্যান্যি মাদরাসাটি অতি আড়ম্বরপূর্ণ একটি কীর্তি।

যবরদস্তিভাবে সিংহাসন দখল করিয়া আবূ 'ইনান খলীফাদের ন্যায় আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করেন যাহা এমনকি তাঁহার পিতাও করেন নাই। পিতার ন্যায় বারবারী এলাকাকে পুনরায় নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং উহাতে তিনি বেশ দ্রুত সাফল্যও লাভ করেন, কিন্তু তাহা ছিল মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য। বানূ 'আবদুল-ওয়াদ (بنو عبد الواد)-এর নিকট হইতে তিনি তেলেমসান অধিকার করিয়া লন (১৩৫২), এবং একই বৎসর বূগী (Bougie-بجاية) দখল করেন। অতঃপর ৭৫৭/১৩৫৭ সালে কুসানতীনা (Constantine = قسنطينة) অধিকার করেন এবং তিউনিসে নিজেকে বাদশাহ হিসাবে পুনরায় ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যকারী আরবগণ কুসানতীনা এলাকায় দাওয়াবীদা গোত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি ফেযে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।

ইহার অল্প দিন পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হন (৭৫৯/১৩৫৮)। এই অবস্থায় তাঁহার উযীর আল-ফুদূদী তাঁহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করেন এবং তাঁহার পুত্রের সিংহাসনারোহণের কথা ঘোষণা করেন। এইরূপে এক ধারাবাহিক প্রাসাদ বিপ্লব ও মারীনীদের দীর্ঘ পতন কালের সূচনা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন খালদূন, His des, de Berberes ed. de Slane, ii, 423-42, অনু. iv, 287-319; (২) ইবনুল-আহ্‌মার, রাওদাতুন-নিসরীন, সম্পা. ও অনু. Bouali ও G. Marcais, 23-5, 79-84; (৩) H. Jerrasse, Hist. du Maroc, ii, 62-6; (৪) M. van Berchem, Titres califiens d'occident, in JA, 1907, i, 245-335; (৫) G. Marcais, Manuel d'art Musulman (1927), ii, 494 প.।

G. Marcais (E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

আবূ ‘ইমরান আল-ফাসী (ابو عمران الفاسى) ঃ মূসা ইবন ‘ঈসা আবী হাজ্জ/হাজ্জাজ (?) মালিকী ফকীহ; সম্ভবত জন্ম ফাস শহরের একটি বার্‌বার পরিবারে আনু. ৩৬৫/ ৯৭৫ এবং ৩৬৮/৯৭৮ সালের মধ্যে। এই পরিবারের উপনাম (নিসবা) বর্তমানে পুনর্গঠন করা অসম্ভব। নিঃসন্দেহে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করা এবং কতিপয় দুর্বোধ্য কারণে তিনি বসতি স্থাপনের উদ্দেশে কায়রাওয়ানে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল-কাবিসী (মৃ. ৪০৩/১০১২-২. দ্র.)। তিনি কর্দোভায় ইবন ‘আবদিল-বারর (দ্র.)-এর সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং তথায় বিভিন্ন আলিমদের বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ পাওয়ায় লাভবান হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকারগণ বক্তাদের তালিকা দিলেও এই ভ্রমণের তারিখ উল্লেখ করেন নাই। উক্ত শতাব্দীর সমাপ্তির অল্পকাল পরেই তিনি প্রাচ্য সফরে বাহির হন এবং সম্ভবত কয়েক বৎসর মক্কায় অতিবাহিত করেন। কারণ তিনি কয়েক বার হজ্জ করিয়াছিলেন এবং পবিত্র নগরীর ফকীহগণের নিকট উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। ৩৯৯/১০০৮-৯ সালে তিনি বাগদাদে আল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩/১০১৩ দ্র.)-র শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হন। বাকিল্লানী তাঁহার মত মালিকী মাযহাবভুক্ত ছিলেন, কিন্তু কালাম-এর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশ‘আরী এবং এই ইরাকী রাজধানীতেই তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি মতবাদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন যাহা পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য সম্প্রচারে তিনি অংশগ্রহণ করেন [দ্র. H.R. Idris, Essai Sur la diffusion de l'asarisme en Ifriqiya, in Cahiers du Tunisie. 2. (১৯৫৩), ১৩৪-৫]। বাগদাদ হইতে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহার পর আনু. ৪০২/১০১১ সালে মিসর হইয়া আল-কায়রাওয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। মনে হয় ইহার পর তিনি কেবল আনু. ৪২৫/১০৩৩-৪ অথবা ৪২৬/১০৩৪-৫ সালে শেষবারের মত প্রাচ্য ভ্রমণ ব্যতীত আর কখনও এই স্থান ত্যাগ করেন নাই। ১৩ রামাদান, ৪৩০/৮ জুন, ১০৩৯ সালে তিনি তাঁহার নির্বাচিত বাসভূমে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার জানাযায় বিশাল এক জনতাসহ আল-মুইয্য ইবন বাদীস (দ্র.) উপস্থিত ছিলেন। একজন তাপসের সমাধির ন্যায় তাঁহার সমাধিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। তাঁহার বংশধর এখনও আল-কায়রাওয়ানে বসবাস করিতেছেন।

জীবনীকারগণ তাঁহার শিক্ষার বৈচিত্র্য ও বিশালতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং আল-কায়রাওয়ানে ও ভ্রমণকালে তিনি যে সমস্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন তাঁহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। জীবনীকারগণ তাঁহাকে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মালিকী মতবাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্যের তালিকা প্রদান করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদের বর্ণনায় এই ধারণার সৃষ্টি হয়, আবূ ‘ইমরান ধর্মতত্ত্ব ও আইনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন কুরআনের সাতটি গঠন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। প্রাচ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হাদীছ, ফিক্‌হ ও আংশিকভাবে কালাম-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি প্রচুর সংখ্যায় শিষ্য আকৃষ্ট করেন যাহারা কেবল ইফরীকিয়্যা নহে, বরং স্পেন, সসিলী ও মরক্কো হইতেও আগমন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের কতিপয় পরবর্তী কালে নিজেরাই স্বনামধন্য হইয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি সুদূর অঞ্চলের ‘আলিমগণের সহিত পত্র যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং যাঁহারা বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার মতামত চাহিতেন, এমনকি দূর-দূরান্ত হইতে তিনি ইজাযাত প্রদান করিতেন। জীবনীকারগণের বর্ণিত তাঁহার সকল শিষ্যের উল্লেখ এখানে অত্যন্ত ক্লান্তিকর হইবে; তবে ইহা উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই সকল শিষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইবন শারাফ (দ্র.) ও ‘উমদা-র লেখকের সমমানের অধিকারী জনৈক ব্যক্তি, ‘আবদুল্লাহ ইবন রাশক (মৃ. ৪১৯/১০২৮) যিনি একজন কবি ছিলেন যাঁহার কাব্যের অধিকাংশ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন (দ্র. Ch. Bouyahia, La vie litteraire on ifriqiya sous les Zirides, Tunis 1972, 67, 116)।

আবূ ‘ইমরানের অপর দুইজন শিষ্যেরও উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত জড়িত ছিলেন। লামতূনা প্রধান য়াহ্‌য়া ইবন ইবরাহীম হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কায়রাওয়ান অতিক্রম করিবার সময় [যাহার তারিখ ইবন আবী যার‘ (কিরতাস, ১২২-৩)-এর সহিত ঐকমত্যে ৪২৭/১০৩৫-৩৬ সালে নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য ইবন খালদূন, Berderes ii, 67-এর মতে ঘটনাটি ঘটে ৪৪০/১০৪৮-৪৯ সালে; ইবন ‘ইযারী, বায়ান, ৩ খ., ২৪২-এর মতে ৪৪৪/১০৫২-৩ সালে এবং ইবনুল-আছীর ৯ খ., ২৫৮-৫৯-এর মতে ৪৪৭/১০৫৬ যাহা অসম্ভাব্য] আবূ ‘ইমরানের শিক্ষাচক্রে যোগদান করেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসী ‘আলিমগণের অগাধ অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া এই মহাজ্ঞানীকে তাঁহাদের শিক্ষার জন্য একজন শিষ্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানান। আবূ ‘ইমরান তাঁহার একজন প্রাক্তন শিষ্যের নাম প্রস্তাব করেন। উগাগ্‌গ (وجاج = আরবী বর্ণমালায়) নামক এই শিষ্য তাঁহার নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি এই কার্যের জন্য ‘আবদুল্লাহ ইবন য়াসীনের নাম প্রস্তাব করেন (দ্র. আল-বাকরী, Description de. I'Afrique septentrional, নূতন সং, প্যারিস ১৯৬৫, ১৬৫-৬/৩১১-১২; আল-হুলালু’ল-মাওশিয়্যা ঃ ৯ : A. Bel. La religion musulmane en Berberie, Paris 1938, 215; G Marcais, La Berberie musulmane et

l'orient au moyen age, প্যারিস ১৯৪৬, ২৩৮; H. Terrasse, Histoire du Maroc, ক্যাসাব্লাঙ্কা ১৯৪৯, ১ খ., ২১৪; J Bosch Vila Los Almoravidea, তিতুয়ান ১৯৫৬, ৪৯; ও দ্র. Al-Murabitun)। মাফাখিরুল-বারবার (সম্পা. E. Levi-Provencal. Fragments historiques sur les Berberes au Moyen age, রাবাত ১৯৩৪, ৬৯)-এর অজ্ঞাত লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, এই দুই ব্যক্তিই আল-মুরাবিতূনকে আবূ 'ইমরানের আদেশে সাহারা হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই প্রসঙ্গের সঠিক ও বিস্তৃত তথ্য অবশ্যই কাম্য; তবে এই বক্তব্যটি সত্য হইলে ইহা কায়রাওয়ানী ফাকীহ্-এর প্রভাব প্রদর্শন করে যাহা অবশ্যই অত্যন্ত গভীর ছিল। তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার মৌখিক শিক্ষা ও নিঃসন্দেহে তাঁহার অন্যান্য রচনা (তু. ইবন খায়র, ফাহরাসা, ১ খ., ৪৪০), যাহার সংখ্যা অধিক ছিল না বলিয়াই মনে হয়, প্রচার করেন। তাঁহার কতিপয় ফাতওয়া সংরক্ষিত হইয়াছে, বিশেষত আল-ওয়ানশারীসীর মি'য়ার গ্রন্থে (তবে পাঠকের সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ আবূ 'ইমরান আল-ফাসী নামটি ছিল সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ দ্র. Brockelmann, S.II, 961; কিতাবুদ-দালাইল ওয়াল আদদাদ নামক গ্রন্থ মি'য়ার ১০, ১০৫-এ) উল্লিখিত হইয়াছে এবং অপর একটি পাণ্ডুলিপি আল-ইহ'কাম লি-মাসাইলিল আহ'কামিল-মুসতাখরাজাতি মিন কিতাবিদ-দালাইল ওয়াল-আদদাদ লি-আবী 'ইমরানি'ল-ফাসী গ্রন্থ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (১৩৪২ ডি, ১৪৪৪)। তাহার কিতাবুত-তা 'আলীক' 'আলাল-মুদাওওয়ানা কায'ী 'ইয়াদ'-এর উৎসসমূহের অন্যতম (মাদারিক, ১ খ., ৫৬) এবং তিনি ইহার বহু বরাত দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হাদীছের একটি সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে যাহা এক শত পাতা জুড়িয়া ছিল; অপর একটি ফাহরাসা তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়। পরিশেষে তাঁহার নাজাইর-এর একটি পাণ্ডুলিপি আলজিয়ার্সে বর্তমান আছে বলিয়া বর্ণিত (Brockelmann, SI, ৬৬০-১)। কতিপয় কবিতাও তাঁহার প্রতি আরোপিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইতোমধ্যে উদ্ধৃত উৎসসমূহের অতিরিক্ত দ্র. পাশ্চাত্য জীবনীমূলক উৎসসমূহ; (১) 'ইয়াদ', তারতীবুল মাদারিক, সম্পা. আঃ বাকীর, বৈরূত তা.বি., ৪ খ., ৭০২-৬ ও নির্ঘণ্ট; (২) ইবন নাজী, মা'আলীমুল-ঈমান, তিউনিস ১৩২০ হি., ৩খ., ১৯৯-২০৫; (৩) ইবন ফারহূন, দীবাজ, কায়রো ১৩২৯ হি., ৩৪৪-৫; (৪) তাদলী, আত-তাসা'ওউফ ইলা রিজালিত-তাসা'ওউফ, সম্পা. A. Foure, রাবাত ১৯৫৮, ৬৪-৬; (৫) আল-ওয়াযীরুস-সাররাজ, আল-হু'লালু'স-সুনদুসিয়া, সম্পা. আল-হীলা; তিউনিস ৯ খ., ২৭২-৩; (৬) হু'মায়দী, জাযওয়া, কায়রো ১৯৫২, নং ৭৯১; (৭) ইবন বাশকুওয়াল, সি'লা, নং ১২২৩; (৮) দা'ব্বী, বুগ'য়া, মাদ্রিদ, ১৮৮৪, নং ১৩৩২; (৯) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা, নং ৬৭৯। প্রাচ্য জীবনীমূলক উৎসসমূহ; (১০) ইবনুল-জাযারী, কুররা', নং ৩৬৯১; (১১) যাহাবী, হু'ফ্ফাজ, ৩ খ., ২৮৪-৬; (১২) ইয়াকূত, বুলদান, ৩খ., ৮০৭; (১৩) ইবন তাগরীবিরদী, নুজূম, ৩খ., ৩০ (৭৭ পৃ. তিনি আবূ 'ইমরানের মৃত্যু সালরূপে ৪৫৮ উল্লেখ করিয়াছেন); (১৪) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাত, ৩ খ., ২৪৭-৮; (১৫) F. Bustani, D. M. , ৪ খ., ৪৮৩; (১৬) যিরিকলী, আ'লাম, ৮ খ., ২৭৮। অনুশীলনী; (১৭) H. R. Idris, Ziride, নির্ঘণ্ট; (১৮) Idem, Deux maitres de Iecole juridique kairouanaise, ...in AIEO, Alger, ১৩ খ. (১৯৫৫), ৪২-৬০ (বিস্তৃত অনুশীলন সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জীসহ।

Ch. Pellat (E. I.[2]) মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আবূ ইসরাঈল আল-আনসারী (ابو اسرائيل الانصارى) ঃ (রা) পুত্র ইসরাঈলের নামানুযায়ী 'আবূ ইসরাঈল' উপনাম, কিন্তু নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আবূ 'উমার বলেন, 'তাঁহার নাম বলা হইয়া থাকে 'য়ুসায়র' (يسير)। ইবনুস-সাকান ও আল-বাওয়ারদী বলিয়াছেন 'কু'শায়র' (قشير)। অন্য এক বর্ণনায় তাঁহার নাম বলা হইয়াছে কু'য়সার (قيسر)। আল আনসারী উপাধি। কুরায়শ বংশের বানূ 'আমির গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আল-কু'রাশী ও আল-'আমিরীও বলা হয়। আল-বাগ'াবী ও অন্যরা তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'আল-মুবহামাত'-এ 'আবদুল গানী বলিয়াছেন, "তিনি ব্যতীত 'আবূ ইসরাঈল' উপনামধারী আর কোন সাহাবী ছিলেন না।" আয-যুবায়র ইবন বাককার কুরায়শদের বংশ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন, বাররা বিনত 'আমির ইবনিল-হা'রিছ ইবনিস-সিবাক' ইবন 'আবদিদ-দার নামক জনৈক মুহাজির মহিলাকে আবূ ইসরাঈল আল-ফিহ্রী নামক এক ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে তাঁহাদের ইসরাঈল নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। ইবন হ'াজারের মতে সম্ভবত এই ব্যক্তিই আবূ ইসরাঈল আল-আনসারী। তিনি ব্যতীত 'আবূ ইসরাঈল' উপনামধারী আর কোন সাহাবী ছিলেন না' ইতোপূর্বে উল্লিখিত 'আবদুল-গানীর এই উক্তিটিতেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সূত্রে আবূ ইসরাঈল সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। 'আবদুর-রায্যাক'-এর সূত্র হইতে আহ'মাদ ইবন হ'াম্বাল (রা) হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। একদা রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তখন আবূ ইসরাঈল নামায পড়িতেছিলেন। জনৈক লোক বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! ইনিই সেই ব্যক্তি। কখনও বসেন না, মানুষের সহিত কথা বলেন না, এমনকি ছায়াতেও বসেন না অর্থাৎ তিনি সি'য়াম পালন করেন। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তাহাকে বসিতে, মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে এবং ছায়াতে বসিতে নির্দেশ দাও আবার একই সঙ্গে সিয়ামও পালন করিতে বল। একই ঘটনাটি আল-বাগ'বী ও আবু না'ঈম লায়ছ ইবন আবী সুলায়মের সূত্রে স্বয়ং আবূ ইসরাঈল হইতে কিছুটা ভিন্নতর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইসরাঈল বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে রৌদ্রে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, তাহার কি হইয়াছে? লোকেরা বলিল, তিনি এইরূপ মানত করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ঐ কথা বলিয়াছিলেন।" বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হ'াদীছটির মূল ঘটনা ইবন 'আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) শুক্রবার খুত'বা দান করিতেছিলেন। এমন সময় কুরায়শ বংশের বানী 'আমির ইবন লুআয়্যি গোত্রের আবূ ইসরাঈল

নামক এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন।' ইহার পর তিনি ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৬-৭।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আবূ ইসহাক ঃ (দ্র. আস-সাবী ও আশ-শীরাজী)।

আবূ ইসহাক আল-ইলবীরী (ابو اسحاق الالبيرى)ঃ ইবরাহীম ইবন মাস'উদ ইবন সা'ঈদ আত-তুজীবী (التجيبى) আন্দালুসীয় স্পেনীয় আইনবিদ ও কবি। নিসবা হইতে দেখা যায়, তিনি ইলবীরার (Elvira) অধিবাসী ছিলেন। মূলুক আত-তাওয়াইফের (সামন্ত রাজন্যবর্গের) রাজত্বকালীন (৪২৮/১০৩৭-৮৭১/১৪৬৬) পার্শ্ববর্তী গ্রানাডা মর্যাদার দিক দিয়া ইলবীরার স্থান দখল করিয়া লয়। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। তিনি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রানাডার যীরি বংশীয় অধিপতি বাদীস ইবন হাবসের রাজত্বকালে কাদী 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন তাওবা-র সচিব ছিলেন এবং একই সময়ে শিক্ষা দানেও লিপ্ত ছিলেন। তিনি গ্রানাডা রাজ্যে য়াহূদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে স্বীয় কবিতায় উষ্মা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। খ্যাতিমান উযীর সামুয়েল হা-নাগিদ ইবন নাগরেল্লা ও তদীয় পুত্র জোসেফকে, যে ৪৪৮/১০৫৬-৭ সালে পিতার উত্তরাধিকারীরূপে উক্ত পদ লাভ করে, অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর দায়িত্ব অর্পণ করায় তিনি ইহার বিরুদ্ধে উক্ত কবিতায় প্রতিবাদমুখর হন। ইহাতে সন্দেহ নাই, বাদশাহ বাদীস শেষোক্ত ব্যক্তির প্ররোচনায় সিয়েররা দ্যা ইলভিরাস্থ (Sierra de Elvira) আল-উকাবের রাবিতায় 'ফাকীহ আবূ ইসহাককে বসবাস করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তিনি নতি স্বীকার করেন নাই। যে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কবিতাটির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন উহা ৯ সাফার, ৪৫৯/৩০ ডিসেম্বর, ১০৬৬ তারিখে সংঘটিত গ্রানাডার বিখ্যাত য়াহূদী বিরোধী দাঙ্গার সুনির্দিষ্ট কারণ না হইলেও উহার অন্যতম কারণরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। উক্ত দাঙ্গায় যোসেফ ইবন নাগরেল্লা তাহার ৩০০০ স্বধর্মীসহ নিহত হয়। আবূ ইসহাক আল-ইলবীরী অল্প দিন পরই সেই বৎসরের (৪৫৯/১০৬৭) শেষ ভাগে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিতাটি ব্যতীত যাহার প্রতি Dozy অনেক পূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তিনি একটি কাব্য-সংকলনও রাখিয়া গিয়াছেন। উহার অধিকাংশ কবিতাই মরমিয়া ভাবাপন্ন এবং বাহ্যত তাঁহার পরিণত বয়সে রচিত। উক্ত দীওয়ানের একটি পাণ্ডুলিপি এসকোরিয়ালে (Escorial) সংরক্ষিত আছে (সংখ্যা ৪০৪) এবং (E. Guacia Gomez) একটি ভূমিকাসহ দীওয়ানটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একজন মধ্যম শ্রেণীর আন্দালুসীয় ফাকীহ-এর সীমিত কাব্য-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে, যিনি কেবল স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিষ্ঠার বর্ণনা প্রকাশকালেই দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আদ-দাব্বী, (বুগয়াতুল-মুলতামিস) সংখ্যা ৫২০; (২) ইবনুল-আব্বার, তাকমিলা (আলজিয়ার্স), সংখ্যা ৩৫২; (৩) ইবনুল-খাতীব, ইহাতা, R. Dozy কর্তৃক প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত, Rech, ১খ., ২৮২-৯৪ এবং পরিশিষ্ট ২৬ (Poeme d.Abou Ishak d' Elvira Contre les juifs de grenade); (৪) ঐ লেখক, Hist. Mus. Esp., ৩খ., ৭০-৩; (৫) E. Garcia Gomez, Un alfaqui espanol : Abu Ishaq de. Elvira, Madrid- Granada, 1944; (6) Brockelmann, SI, 479-80.

E. Garcia Gomez (E.I.2)/মু. আবদুল মান্নান

আবূ ইসহাক আল-ফারিসী (ابواسحاق الفارسى)ঃ ইবরাহীম ইবন 'আলী (মৃ. ৩৭৭/৯৮৭ সালের পরে) ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে বাগদাদে ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চার স্বর্ণ যুগের বৈয়াকরণ, আভিধানিক ও সমমর্যাদার একজন প্রখ্যাত কবি। আবূ 'আলী আল-ফারিসী ও আর-রুমমানী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪) [দ্র.]-র শিষ্য হিসাবে তিনি এই শতাব্দীর ব্যাকরণবিদগণের দ্বিতীয় পুরুষের অন্তর্ভুক্ত, বিশেষভাবে তিনি 'আল-মুবাররাদ-এর শিষ্যগণ দ্বারা গড়িয়া তোলা' প্রথম দলে শামিল ছিলেন। তিনি বাগদাদে 'বসরা পদ্ধতি'র পূর্ণ বিজয়ের নিশ্চিয়তা দান করিয়াছিলেন (G. Troupeau)। তিনি কতিপয় গ্রন্থের প্রণেতা, বিশেষ করিয়া ছন্দ বিষয়েও তাঁহার শিক্ষক আবূ 'আলী আল-ফারিসীর কিছুকাল পূর্বের রচনাবলীর ন্যায় তিনিও কবি আল- মুতানাব্বীর সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, উদাবা, ১খ., ২০৪-৫; (২) সুয়ূতী, বুগয়া, পৃ. ১৮৪; (৩) G Troupeau. La grammaire a Bagdad, in Arabica, ৯খ. (১৯৬২), ৩৯৯; (৪) R. Blachere, Abou Tayyib al Motanabbi, প্যারিস ১৯৩৫, পৃ. ২৪২।

M. Berge (E.I.2 Suppl.)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আবূ 'ঈসা আল-ইসফাহানী (ابو عيسى الاصفهانى)ঃ উমায়্যা খলীফা ঃ 'আবদুল-মালিক ইবন মারওয়ান, মতান্তরে দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলের এক য়াহূদী যিনি মাসীহ উপাধির মিথ্যা দাবিদার ছিলেন। তাহার মতবাদসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মতবাদ ছিল- আয়-হূদীদের জন্য ইসলাম ও খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ বৈধ। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক যুদ্ধে নিহত হন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 'ঈসাবিয়্যা নামে অভিহিত সম্প্রদায় খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বীরূনী, আল-আছারুল-বাকি'য়া, ১৫; (২) ইবন হাযম, ফিসাল, ১, ১১৪-৫; (৩) শাহরাস্তানী, মিলাল, ১৬৮; (৪) আল-মাকরীযী, খিতাত; ২খ., ৪৭৮-৯ (S. de Sacy, Chrest, arabe2, i,116); (৫) H. Gratz, Gesch. d. Jud. Volkes4, v. 173 and note 17 (by A. Harkavy); (৬) Encyclopaedia Judaica, দ্র. Abu Issa প্রবন্ধ।

S.M. Stern (E.I.2) মু. আবদুল মান্নান

আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন হারূন (ابو عيسى محمد بن هارون)ঃ আল ওয়াররাক যিনি প্রথমে মুতাযিলাপন্থী ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তাহাকে বড় বড় মুলহিদের (ভিন্ন মতাবলম্বী) মধ্যে গণ্য করা

হইত। তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য ইবনুর-রাওয়ান্দী (দ্র.)-ও অনুরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন (দ্র. আল-মাস'ঊদী, ৭খ., ২৩৬)। আবূ 'ঈসার মৃত্যুর তারিখ ২৪৭/ ৮৬১ সাল বর্ণনা করা হইয়াছে (দ্র. kraus, পৃ. ৩৭৯), কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তৃতীয়/ নবম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন তাহা হইলে এই তারিখ নির্ভরযোগ্য নহে। অবশ্য যদি ইহা সাব্যস্ত হয়, আশ-শাহ্রাস্তানীর, পৃ. ১৯৮-তে যে ২৭১ হি. মৃত্যু তারিখ লিপিবদ্ধ আছে, যদি উহা আবূ ঈসা হইতেই গৃহীত ধারাবাহিক উদ্ধৃতি হইয়া থাকে, তবে এই সমস্যার কিঞ্চিৎ মীমাংসা হইতে পারে।

আবূ ঈসাকে মানী ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষারোপ করা হয়। আশ-শাফী (পৃ. ১৩) গ্রন্থে আল-মুরতাদা এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন এই বলিয়া যে, মানীগণ কর্তৃক আল-মাশরিকী ও আন-নাওহ' 'আলা'ল- বাহাইম এই দুইটি পুস্তক তাঁহার প্রতি ভাগ বসাইতে আরোপিত হইয়াছে। তবে এই উক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু এই কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে, আবূ 'ঈসা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন (L. Massignon)। সেই সকল আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি যাহা হইতে প্রচলিত সময়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর তাঁহার সমালোচনার বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহা তাহার গ্রন্থ আল-গ'ারীবুল-মাশরিকী (অর্থাৎ প্রাচ্যের অপরিচিত) হইতে গৃহীত (আল-ফিহরিসত, পৃ. ১৭৭ ও আত-তুসী, পৃ. ৯৯, উহার পূর্ণ নাম এইভাবে বর্ণিত আছে প্রাচ্যের একজন অপরিচিত)। আর এই সকল উদ্ধৃতি হইতে প্রকাশ পায়, তিনি বিধর্মী এবং নাস্তিকতার একজন নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন (দ্র. আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী, আল-ইমতা ওয়াল-মুআনাসা, ৩খ., ১৯২)।

তাহার প্রধান গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধর্ম ও ধর্মীয় উপদলসমূহ এবং শিরোনাম আল-মাকালাত, যাহা আল-আশ'আরী (আল-মাকালাতুল-ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৩৩, ৩৪-শী'আ; দ্র. আরও 'আশ'আরীয়া, পৃ. ৩৭), আল-মাস'ঊদী (মুরূজ, ৫খ., পৃ. ৪৭৩ পৃ. 'যায়দিয়া"), আল-বাগ'দাদী (ফিরাক, পৃ. ৪৯, ৫১), আল-বীরূনী (আল-আছারুল-বাকি'য়া, পৃ. ২৭৭, ২৮৪, 'য়াহূদীর দলসমূহ, সামিরিয়ীন' Samaritans), আবুল-মা'আলী (বায়ানুল-আদয়ান, সম্পা. ইক'বাল, পৃ. ১০, জাহিলী 'আরবদের ধর্ম, যেমন সম্পাদক পৃ. ৫৪ প.-এ ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই ধারার উদ্ধৃতি ইব্ন আবিল-হাদীদের, শারহ'-নাহ্জিল-বালাগাত, ১খ., পৃ. ৩৯; ৪খ., পৃ. ৪৩৭-তেও পাওয়া যায়; ইবনু আবিল-হ'াদীদ অন্য এক উদ্ধৃতির মধ্যেও আবূ 'ঈসার বক্তব্য নকল করিয়াছেন), আশ-শাহ্রাস্তানী (পৃ. ১৪১, ১৪৩, 'শী'আ' : পৃ. ১৬২, 'মাযদাক' ; পৃ. ১৮৮, 'মানী') এইরূপ গ্রন্থকারদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস আবূ 'ঈসার উক্ত গ্রন্থ; মু'তাযিলা বিরোধীরা এই দোষারোপও করিয়াছে যে, তিনি তাহার গ্রন্থে 'মানী'দের যুক্তি-প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করার আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

আবূ 'ঈসা শী'আদের সমর্থনে গ্রন্থাদি রচনা করেন (দ্র. আল-ইমামা, আস্-সাকীফা, যাহার উল্লেখ আল-মুফীদ করিয়াছে, তু. ইক'বাল, খানদান-ই নাওবাখতী, পৃ. ৮৬); এইজন্য শী'আ গ্রন্থকারগণ তাহার পক্ষপাতিত্ব করেন।

খৃষ্টানদের তিনটি অঙ্গদল, Orthodox, Jacobite, Nestorian-এর সম্বন্ধে য়াহ্য়া ইবন 'আদীর মতবাদ খণ্ডনের ব্যাপারে তাঁহার সমালোচনামূলক বক্তব্য সংরক্ষিত আছে (তু. A. Perier, Yahya ben Adi, পৃ. ৬৭, ১৫০ পৃ. ; L. Massignon, Textes inedits Concernant I'hist. de la mystique, পৃ. ১৮২-৮৫; A. Abel,-Abu Isa al-Warraq. Brussel, 1949)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খায়্যাত', ইনতিসার (Neyburg), পৃ. ৯৭, ১৪৬, ১৫০, ১৫২, ১৫৫ ও টীকা নং ২০৫; (২) আল-মাসঊদী, মুরূজ, ৬খ, ৫৭ ও ৭খ., ২৩৬; (৩) আল-ফিহরিসত, পৃ. ৩৩৮; (৪) আত-তূ'সী, আল-ফিহরিসত, পৃ. ৫৮, ৬৯, ৭২; (৫) আন-নাজাশী, রিজাল, পৃ. ৪৭, ২৬৩; (৬) Th. M. Houtsma, WZKM, 1891 খৃ., পৃ. ২৭১; (৭) H. Ritter, Isl. 1929 খৃ., পৃ. ৩৫ প; (৮) 'আব্বাস ইক'বাল, খানদান-ই নাওবাখতী, তেহরান ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৮৪ প.; (৯) P. Kraus RSO, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৩৭৪; (১০) G Vajda, RSO, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৬৬-১৯৭; (১১), J. Schacht, Studia Islamica, 1953 খৃ., ১খ., ৪১-৪২।

S. M. Stern (E.I.²) মোহাম্মদ হোসাইন

আবূ 'উক'বা (ابو عقبة) ঃ (রা) আল-ফারিসী হইলেন আনসার-এর মুক্তদাস, তাঁহার নাম রাশীদ, আবু দাউদ আবূ ইসহ'াক'-এর সূত্রে আবূ 'উক'বা আল-ফারিসী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। এই যুদ্ধে আমি এক ব্যক্তিকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিলাম এবং বলিলাম, এই ধর্মটি গ্রহণ কর—আমি এই ফারিসী বালক হইতে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'তুমি বলিলে না কেন, আমি এই আনস'ারী বালক হইতে?'

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইস'াব , মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৩৫।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'উক'ায়ল (ابو عقيل) ঃ (রা) আল-আনস'ারী (রা.) স'াহিবুস- সা' (صاحب الصاع) একজন সাহাবী। ইবন মাস'ঊদ হইতে বর্ণিত সাহীহ হ'াদীছ তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবন মাস'ঊদ বলেন, (তাবুক অভিযানের প্রস্তুতিস্বরূপ) আমাদেরকে যখন স'াদাক'া (অর্থাৎ চাঁদা) প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইল তখন আমরা নির্দেশ পালন করিতে থাকি। আবূ 'উকায়ল সাদাক'া-স্বরূপ এক সা' (ভিন্ন বর্ণনায় অর্ধ সা') খেজুর প্রদান করেন। ইহাতে মুনাফিকরা বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ এইরূপ স'াদাক'ার মুখাপেক্ষী নহেন। الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات الخ (যাহারা বিদ্রূপ করে এমন মু'মিনগণকে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাক'া প্রদান করে..; ৯:৭৯) এই আয়াতের তাফসীরে ক'াতাদা (রা) তাঁহার নাম 'হাছহাছ' বলিয়াছেন। আত্-ত'াবারী প্রমুখ মুফাসসিরগণ বর্ণনা করিয়াছেন, 'আবদুর-রাহ'মান ইবন 'আওফ তাঁহার সম্পদের অর্ধেক সাদকা দিলেন, অথচ এক দরিদ্র আনসারী-যাঁহার নাম হাছহাছ আবূ 'উক'ায়ল-তিনি আসিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাত্রি জাগিয়া দুই সা' খেজুর মজুরি পাইয়াছি। এক সা' আমার পরিবারের

জন্য রাখিয়াছি আর এই হইল অপর সা'। অতঃপর মুনাফিকরা বলিল, 'আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আবূ 'উকায়লের এই সা'-এর মুখাপেক্ষী নহেন'। ইহা হইতেই তাঁহার উপনাম সাহিবুস-সা'-এর উৎপত্তি। ইবন আবী শায়বা ও তাবারানীও হাদীছটির উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., ১৩৫-৩৬, সংখ্যা ৭৭৬; (২) হাফিজ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, ২খ., ১৮৮।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'উছমান (ابو عثمان) ঃ সা'ঈদ ইবন য়া'কূব আদ-দামিশক, খলীফা আল-মুকতাদিরের আমলে (৯০৮-৯৩২ খৃ.) বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুসলিম চিকিৎসাবিদ ও গাণিতিক, এরিস্টোটল, ইউক্লিড, গালেন (Galen) ও Porphyry প্রমুখ পণ্ডিতগণের রচনাবলী আরবীতে অনুবাদ করেন। বাগদাদ, মক্কা ও মদীনার বিভিন্ন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন (৯১৫ খৃ.)।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম (ابو عبيد القاسم بن سلام) ঃ [নিসবা (সম্বন্ধসূচক নাম) সম্পর্কে কয়েকটি মত রহিয়াছে, আল-বাগদাদী, আল-খুরাসানী, আল-আনসারী। তিনি ছিলেন একজন ব্যাকরণবিদ, কুরআন বিশেষজ্ঞ ও ফাকীহ। তিনি আনুমানিক ১৫৪/৭৭০ সালে হারাতে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে আল-হারাবীও বলা হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন বায়যানটাইন বংশোদ্ভূত, আযদ গোত্রের মাওলা। প্রথমে তিনি নিজ শহরেই শিক্ষালাভ করেন ও বিশ বৎসর বয়সে (আনু. ১৭৯/৭৯৫) কূফা, বসরা ও বাগদাদ গমন করিয়া ব্যাকরণ, কিরাআত, হাদীছ ও ফিক্হশাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সকল শাখায় তিনি কোন একটি বিশেষ দল বা মতের অনুসারী ছিলেন না, বরং সকল ক্ষেত্রেই উদার মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি খুরাসান-এর দুইটি প্রভাবশালী পরিবারে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯২ /৮০৭ সালে সিলিসিয়ার গভর্নর ছাবিত ইবন নাসর ইবন মালিক কর্তৃক উক্ত প্রদেশের তারসূসে কাদী নিযুক্ত হন। ২১০/৮২৫ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। পরে কিছুকাল ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া পরবর্তী দশ বৎসরের জন্য বাগদাদে বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়ে 'আবদুল্লাহ ইবন তাহির তাঁহার সদয় পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন। ২১৯/৮৩৪ সালে তিনি হজ্জ আদায় করেন এবং মক্কায় ইন্তিকাল করার আশায় তথায় বাস করিতে থাকেন। ২২৪/৮২৮ সালে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। জা'ফার ইবন আবী তালিব-এর বাড়ীতে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ফিহরিসত-এর আবূ 'উবায়দ-এর বিশটি পুস্তকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাদের অনেক কয়টির পাণ্ডুলিপি এখনও সংরক্ষিত আছে। তাঁহার প্রধান তিনটি পুস্তকই কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত 'গারীব' অর্থাৎ বিরল ও জটিল শব্দ ও বাক্যের ব্যাখায় রচিত। এই পুস্তক তিনটির নাম গারীবুল-মুসান্নাফ, গারীবুল-কুরআন ও গারীবুল-হাদীছ। গারীবুল-মুসান্নাফ 'আরবী ভাষার প্রথম বৃহৎ অভিধান বলা হইয়া থাকে, ইহাতে মোট ১০০০টি অনুচ্ছেদ, ১২০০টি শাওয়াহিদ (প্রামাণ্য উদাহরণ) ও ১৭৯৯০টি শব্দ রহিয়াছে। ইহার স্বীকৃতিস্বরূপ 'আবদুল্লাহ ইবন তাহির তাঁহাকে একটি বৃত্তি প্রদান করেন। গারীবুল হাদীছ, এই বিশাল গ্রন্থটি 'আবদুল-'আযীয ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন ছালাব (মৃ.৪৬৫/১০৭২) বর্ণানুক্রমিকভাবে পুনর্বিন্যাস করেন এবং আলী ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-'উকায়লী (মৃ. ৫৪৬/১১৫১) গ্রন্থটিকে পদ্যে রূপান্তরিত করেন। এই সকল পুস্তক রচনায় তিনি অন্য পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনার মান পূর্ববর্তীদের রচনাকে অতিক্রম করিয়াছিল। পরবর্তী লেখকগণ উহা হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহু উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ফিকহে কিতাবুল-আমওয়াল (কায়রো ১৩৫৩) ও সাহিত্যে কিতাবুল-আমছাল মাত্র সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিসত, ৭১-২; (২) আল-খাতীব, তা'রীখু বাগদাদ, xii, ৪০৩-১৬; (৩) আনবারী, নুযহা, ১৮৮-৯৮; (৪) য়া'কূত, ইরশাদ, vi, 262-6; (৫) G. Flugel, Die grammatisehen Schulen der Araber, 86; (৬) M.J. De Goeje, in ZDMG, 1864, 781-814; (৭) Brockelmann, I, 106, SI, 166; (৮) H. L. Gottschalk, in ist., 1936, 245-89; (৯) A. Spitaler, in Documenta Islamica, inedita, Berlin, 1252, 1-24 (Partial edition of Fadail al-kuran); (১০) আল-আযহারী, তাহযীবুল-লুগা Le Monde oriental, 1920 খৃ., ১৪, ১৯-২০; (১১) ইবন আবী য়া'লা আল-ফাররা, তাবাকাতুল-হানাবিলা, ১৯০-৯২; (১২) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফাজ, ২খ., ৬-৭; (১৩) আল-য়াফিঈ, মিরআতুয-জানান, ২,৮৩-৮৬; (১৪) ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী, হাদয়াতুল-'আরিফীন, ইস্তাম্বুল ১৯৫১-৫৫ খৃ.।

H.L. Gottschalk (দা.মা.ই. ও E.I. 2) / মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ 'উবায়দ আল-বাকরী (ابو عبيد البكرى) ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদিল-'আযীয ইবন মুহাম্মাদ ইবন আয়্যুব, আশ-শারীফ আল-ইদরীস (দ্র.), মুসলিম প্রতীচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ এবং ৫ম /১১শ শতকে 'আরব আন্দালুসী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অতি বৈশিষ্ট্যময় প্রতিনিধি ছিলেন।

আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর জীবন বৃত্তান্তের অল্পই জানা যায়। তবে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতার বিবরণ প্রদান করা যাইতে পারে। আর সেই সকলই তিনি নিজ দেশের মধ্যে করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুত তিনি কখনও প্রাচ্যদেশসমূহের, এমনকি উত্তর আফ্রিকার তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তথায়ও সম্ভবত কখনও সফর করেন নাই। প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুসারে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নিম্নরূপ ঃ

তাঁহার পিতা 'ইয়্যুদ-দাওলা 'আবদুল-'আযীয আল-বাকরী ক্ষুদ্র রাজ্য ওয়ালবা (দ্র.) ও শালতীশ (দ্র.)-এর প্রথম ও একমাত্র বা তাঁহার পিতা আবূ মূসা আবূ মুহাম্মাদ ইবন আয়্যুব-এর পরে দ্বিতীয় স্বাধীন শাসক ছিলেন।

কর্ডোভার মারওয়ানী রাজ্যের পতনের কালে ৪০৩/১০১২ সালে আইবেরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণস্থ আটলান্টিক উপকূলে নীবলা (লাবলা)-এর অদূর পশ্চিমে রাজ্যটি স্থাপিত হয়। ৪৪৩/১০৫১ সালে 'ইয়্যাদ-দাওলা তাঁহার বিরুদ্ধে আল-মু'তাদিদ ইবন 'আব্বাদ (আব্বাদীগণ দ্র.) কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক চাপের মুখে সেভিলের সুলতানের নিকট নিজ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং তিনি উহাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। আবূ 'উবায়দ-এর সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় না। তবে এই ঘটনার সময়ে তিনি অন্তত ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার পিতা অতঃপর কর্ডোভাতে বসবাস করা স্থির করিলে তিনিও পিতার সঙ্গে গমন করেন। কর্ডোভার শাসক আবুল-ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবন জাহওয়ার (তু. জাহওয়ারীগণ) তাঁহাদেরকে মোটামুটি সক্রিয় নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছিলেন। এই তথ্যগুলি ইব্ন হায়্যান হইতে প্রাপ্ত ('আল-মাতীন', ইবন বাসসাম-এর আয-যাখীরা ২-তে ইব্ন ইযারী কর্তৃক আল-বায়ান, ৩খ., ২৪০-২, ও Dozy, `Abbad', 252-3-তে পুনউদ্ধৃত)। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই; তবে অপর একটি সূত্র হইতে (আল-বায়ান, ৩খ., ২৯৯-এর পরিশিষ্ট দ্র.) বিশেষ করিয়া জানা যায়, আবূ 'উবায়দ ও তাঁহার পিতা (মৃ. আনুমানিক ৪৫৬/১০৬৪) স্বেচ্ছায় সেভিলেই গমন করেন; ইহাও অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, আবূ 'উবায়দ অল্পদিনের মধ্যেই একজন বিশিষ্ট লেখক হিসাবে পরিচিত হন। তিনি ঐতিহাসিক আবূ মারওয়ান ইবন হায়্যান ও অন্যান্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের ছাত্র ছিলেন এবং প্রাদেশিক দরবারী মহলসমূহে, বিশেষ করিয়া আলমেরিয়ার বানূ সুমাদিহ-এর দরবারে চলাফেরা করিতেন। পরে তিনি সেইখানে আল-মুরাবিতীগণের সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং একের পর এক মুলূকুত-তাওয়াইফ-এর পদচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেন। তাহার পূর্বেই তিনি তাঁহার গ্রন্থবলীরও অধিকাংশ লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহার জন্য ইতিপূর্বে অসংখ্য নোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ডোভাতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন (সুলতান য়ূসুফ ইবন তাশুফীন কর্ডোভাকে পুনরায় আল-আন্দালুসের রাজধানীর মর্যাদা দান করিয়াছিলেন) এবং সেখানেই তিনি পরিণত বয়সে শাওওয়াল, ৪৮৭/ অক্টোবর-নভেম্বর ১০৯৪-এ মারা যান। আদ-দাব্বী-যিনি তাঁহাকে 'যু'ল-বিযারাতায়ন' আখ্যা দিয়াছিলেন-এর মতে তাঁহার মৃত্যু সন ৪৯৬ হি.।

রচনার বৈচিত্র্য বিবেচনায় আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীকে একজন যথার্থ মুশারিক (বহু বিষয়ে ব্যুৎপন্ন) বলিয়া মনে হয়। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধানত একজন ভূগোলবিদ, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, এমনকি তিনি কবিতাও রচনা করেন। জীবনীকারগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কিছু কিছু মৌলিক কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং তাঁহার নিজেরও সুরা আসক্তি ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহাকে একজন গ্রন্থ-প্রেমিকরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ তিনি মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসমূহ অতি মিহি কাপড়ের মোড়কে রক্ষা করিতেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবন বাশকুওয়াল গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর নবুওয়াতের চিহ্ন বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (فى اعلام) তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে ইবন খায়র (ফাহরাসা, BAH, 9-10 খ., ৩২৫, ৩২৬, ৩৪৩, ৩৪৪) তাঁহার রচিত বলিয়া চারটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) আবূ 'আলী আল-কালী (দ্র.)-এর একখানি সমালোচনা, 'আত-তানবীহ 'আলা আওহামি আবী 'আলী ফী কিতাবিন-নাওয়াদির', সম্পা. আ. সালহান, ৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৬; তু. Brockemann, SI, 202; (২) একই গ্রন্থকারের 'আমালী'-এর উপর একখানি ভাষ্য, سمط اللالى فى شرح الامالى সম্পা. 'আবদুল 'আযীয মায়মানী, কায়রো ১৩৫৪/১৯৩৬; তু Brockelmann পু. গ্র.; (৩) আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম-এর 'আল-গারীবুল-মুসান্নাফ'-এ উদ্ধৃত কবিতাসমূহের উপর একখানি ভাষ্যগ্রন্থ, নাম 'সিলাতু'ল-মাফসূল;' (৪) একই আবূ 'উবায়দ ইবন সাল্লাম কর্তৃক সঙ্কলিত একখানি প্রবাদ গ্রন্থের টীকা فصل المقال فى شرح كتاب الامثال (পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে রক্ষিত; তু. MO, vii, 123; ZDMG, 1910; Brockelmann, SI, 166 F.N.)। অবশেষে আরো একখানি গ্রন্থের নাম করা যায়, 'আল-মু'তালাফ ওয়াল-মুখতালাফ'। এইটি বিভিন্ন আরব গোত্রের নাম বিষয়ক আধা ঐতিহাসিক, আধা-ভাষাতাত্ত্বিক ধরনের, সম্ভবত ইহা হারাইয়া গিয়াছে।

আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাবুন-নাবাত' এর উল্লেখ পাওয়া যায়-ইবন খায়র-এর 'ফাহ্রাসা'-তে, পৃ. ৩৭৭; ইহার পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, আন্দালুসিয়ার বর্ণনামূলক উদ্ভিদতত্ত্বের সিরিজে গ্রন্থখানির যথার্থ স্থান রহিয়াছে। ইহাতে বিষয়বস্তুসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের 'মুহতাসিব' ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী ইবন 'আবদুন (দ্র.) আল-ইশবীলী তাঁহার "উমদাতুত-তাবীব ফী শারহি'ল-আশাব' (তু. M. Asin Palacios, `Glosario de voces romances Registaradas por un botanico anonimo hispanomusuulman', মাদ্রিদ-গ্রানাডা ১৯৪৩, ২৭ ও নোট ১) রচনার জন্য সরাসরি ইহার উপর নির্ভর করেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ যেটিকে ইবন আবী উসায়বী'আ মাত্র কয়েক ছত্রে বর্ণনা করিয়াছেন (তু. M. Meyerhof, `Esquisse d histoire de la Pharmacologe et botanique chez les Musulmans d' Espagne" in ``al-and", 1935, 14; একই গ্রন্থ "Un glossaire de matiere medicale de Mainmonide" in Men, inst. d' Egypte, ixli, 1940, xxvii) ইবন 'আবদুন-এর গ্রন্থের ন্যায় ইহাও প্রধানত আল-আন্দালুস উপদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। শুধু ইবন 'আবদুনই নহে, বরং প্রকৃতিবিজ্ঞানী গাফিকী ও ইবনুল-বায়তারও ইহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন।

আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর সুখ্যাতি প্রধানত তাঁহার ভূগোল গ্রন্থের জন্যই সমগ্র 'আরব জাহানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ সংখ্যা দুই এবং সেই দুইটি আকার ও গুরুত্বের দিক হইতে অসম ঃ (১) মু'জামু মা ইসতা'জাম ও (২) আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক। 'মু'জাম' (ইহা F.

Wustenfeld প্রধানত জাযীরাতুল-'আরাব-এর কতগুলি স্থানের নামের তালিকা যাহা তাঁহার নিজস্ব স্বাক্ষরসহ "Das geographische worter-buch" নামে প্রকাশ করেন। Gotingen, 1876-7; ৪খণ্ড কায়রো ১৯৪৫-৫১) জাহিলিয়্যা যুগের কাব্য ও হ'াদীছ সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহাদের বানান সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তালিকার আগে প্রাচীন 'আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও অতি গুরুত্বপূর্ণ গোত্রসমূহের বাসস্থান সম্বন্ধে একটি চমৎকার ভূমিকা রহিয়াছে।

আল-বাকরীর প্রধান গ্রন্থ 'আল-মাসালিক'-এর এই পর্যন্ত অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অসংখ্য খণ্ড-অংশরূপে এবং সেইগুলিও এখন পর্যন্ত সমস্ত প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম উপক্রমণিকা খণ্ডে সাধারণ ভূগোল, মুসলিম ও অমুসলিম অধিবাসীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে (পাণ্ডুলিপি প্যারিসে রক্ষিত, B. N.5905)। ইহার প্রধান অংশ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে (রুশীয় ও স্লাভদের বিষয়ে A. Kunik ও V. Rosen কর্তৃক সেন্ট পিটার্সবার্গ হইতে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত, Izvestiya al-Bekri i drugikh avtorov o rusi I Slavyanakh', i; cf. also A. Seippel, Rerum Normannicorum Fontes Arabici', Oslo 1896-1928)। কিন্তু আফ্রিকার পশ্চিমাংশের মুসলিমদের সম্পর্কে যে অংশে আলোচনা রহিয়াছে নিঃসন্দেহে গ্রন্থের সেই অংশই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা বহুদিন হইতে Mac Guckin de Slane কর্তৃক সম্পাদিত ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত সংস্করণের মাধ্যমে সুপরিচিত (তবে এই সংস্করণ ও অনুবাদ উভয়ই বর্তমানে আর কালোপযোগী নহে; Description de 1' Afrique septentrionale', Arabic text, Algiers 1857, 2nd ed., Algiers 1910; Fr. tr., JA 1857-8, 2nd ed. Algiers 1910)। তৎপূর্বে ১৮৩১ সালে Quatremere কর্তৃক প্যারিস হইতে একখানি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ (Note et extraits, xii) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের লেখক 'আল-মাসালিক'-এর আল-আন্দালুস বিষয়ক কিছু কিছু অপ্রকাশিত অংশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইবন 'আবদিল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী আস-সাবতী কর্তৃক 'আর-রাওদু'ল-মি'ত'ার নামের ইতিহাস-ভূগোল সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ চিহ্নিত করিয়াছেন (La Peninsule iberique au Moyen-Age', Leyden 1938, 245-52; cf. also La Desription de Espagne, of Ahmad al-Razi' in And, 1953, 100-4)। এজন্য তিনি ফেযে অবস্থিত জামি'উল-কারাবিয়ান-এর কুতুবখানার একখানি পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিখানিতে আইবেরীয় উপদ্বীপ সম্বন্ধে এ যাবত প্রাপ্ত সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

আবূ 'উবায়দ আল-বাকরী তাঁহার কালের ও পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর ভৌগোলিকগণের রীতি অনুসরণ করিয়া সর্বাগ্রে গ্রন্থের নাম অনুযায়ী 'ভ্রমণপথ ও রাজ্যসমূহ'-এর বর্ণনা এইভাবে দিয়াছেন, উহা একটি ভ্রমণ-নির্দেশিকা (roadbook)-এর রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে, আর উহাতে বিভিন্ন শহর ও মানযিলের মধ্যবর্তী আনুমানিক দূরত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। ফলে এইরূপ সংকলন হয়ত আকর্ষণহীন নামের তালিকায় পরিণত হইত যদি না গ্রন্থকার তাহাতে ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখিতেন এবং সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যাদির মধ্য হইতে শুধু সুনির্বাচিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করিতেন। এইসব তথ্য শুধু ভূগোল বিষয়কই নহে, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, এমনকি নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর এই কারণেই অন্তত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট আল-বাকরীর 'মাসালিক'-এর মূল্য অপরিসীম। তাঁহার মন ছিল অনুসন্ধিৎসু ও সুশৃংখল। তিনি এমন কিছু ঐতিহাসিক চিত্র অংকন করিয়াছিলেন যাহার তুলনা অদ্যাবধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ইদরীসীগণ বা আল-মুরাবিতগণ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথমোক্ত বংশের পূর্ণ আর শেষোক্ত বংশের উত্থান সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎস। বিভিন্ন শহর সম্বন্ধে তাঁহার যেই বর্ণনা সেইগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্ষিপ্ত ও নির্ভুল; আল-মাগরিব, ইফরীকিয়্যা ও 'বিলাদুস-সুদান'-এর স্থানীয় নাম সম্পর্কীয় তথ্যাবলী অতি পূর্ণাঙ্গ ও বেশ চিত্তাকর্ষক।

বলা বাহুল্য, নিজ বাসস্থান কর্ডোভা বা সেভিলে বসিয়া উত্তর আফ্রিকার মূল্যবান বিবরণ লেখার সময়ে আবূ 'উবায়দ-এর নিকট ইফরীকিয়্যা বা আল-মাগরিব হইতে আগত লোকদের প্রদত্ত মৌখিক তথ্যাবলী তো ছিলই, অন্যান্য যাহারা উপরিউক্ত অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও ছিল। যে প্রধান সূত্র তিনি স্বীয় গ্রন্থে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছিল মুহ'াম্মাদ ইবন য়ূসুফ আল-ওয়াররাক রচিত ইফরীকিয়্যার ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক'। এই গ্রন্থকার (দ্র. Al-Warrak and R. Brunschvig, in Melanges Gaudfroy-Demombynes, Cairo 1935-45, 151-52) দীর্ঘকাল আল-কা'য়রাওয়ানে বসবাস করিয়া খলীফা ২য় আল-হা'কাম-এর রাজত্বকালে তাঁহারই আমন্ত্রণে কর্ডোভাতে গিয়া বাস করেন। আল-বাকরী তাঁহার গ্রন্থের (যাহা বর্তমানে সম্ভবত হারাইয়া গিয়াছে) তথ্যাদি ব্যবহার করেন যাহার ফলে আমরা ১০ম শতক পর্যন্ত কালের তথ্যাদি লাভ করিয়াছি। তদুপরি নিঃসন্দেহে তাঁহার নিকট কর্ডোভার সংগ্রহশালার দলীল-প্রমাণাদিও ছিল (যথা ধর্ম বিরোধী বারগাওয়াতা (দ্র.) গোত্রের]। অপরপক্ষে আল-মুরাবিতূন কর্তৃক স্পেনে হস্তক্ষেপের বিষয় যাহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল-বাকরী তাঁহার 'আল-মাসালিক' গ্রন্থ রচনা ৪৬০/১০৬৮ সালে অর্থাৎ আল-খাল্লাকার যুদ্ধের আঠার বৎসর পূর্বে সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

আল-ওয়াররাক-এর গ্রন্থের ন্যায় প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ তাঁহার অপর একখানি সূত্র গ্রন্থ ছিল আবূ 'উবায়দ-এরই অন্যতম শিক্ষক আহ'মাদ ইবন 'উমার আল-'উযরীর ভূগোল সম্পর্কীয় পুস্তক। আল-'উযরী ছিলেন Dalias (দোলায়া এবং উহা হইতে তাহার পরিচয় ইবন দালাঈ)-এর অধিবাসী। ৪৭৮/১০৮৫ সালে তিনি আলমেরিয়াতে মারা যান (তু. Pen iber. xxiv. n. 2)। উক্ত গ্রন্থখানির নাম 'নিজ'ামুল-মারজান। উহা পরবর্তী কালে আল-কাযবীনী কর্তৃকও তথ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয় এবং এই পুস্তকে 'আজাইব' (দ্র.) সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত

গ্রন্থ দুইখানি আবার স্বয়ং আল-বাকরীও ব্যবহার করেন। অবশেষে আরও একখানি সূত্রে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। উহার রচয়িতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু সেইটি সম্ভবত আবূ 'উবায়দ আল-বাকরীর নিজের রচনা। 'মাজমূ'উল-মুফতারাক' নামক এই গ্রন্থখানি হইতে পরবর্তী কালে ইবন 'ইযারী ও আল-মাককারী তথ্যাদি গ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণাদির জন্য আবূ 'উবায়দ তুরতুশ-এর জনৈক য়াহূদী ইবরাহীম ইবন য়া'কূ'ব আল-ইসরাঈলী আত-তুরতুশীর রচনা হইতে তথ্য গ্রহণ করেন। তিনি ৪র্থ-১০ম শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রচনাবলী (মূলে সম্ভবত হিব্রুতে লিখিত, পরে 'আরবী বা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত?) বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। আল-বাকরী নিঃসন্দেহে আল-উযরী-এর মাধ্যমে তাঁহার লেখা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া থাকিবেন। কেননা আল-ক'াযবীনীও একই রকম পরোক্ষভাবে এই য়াহূদী লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আল-বাকরীর 'মাসালিক'-এর যতটুকু অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে তাঁহার একখানি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধেও অদ্যাবধি আলোচনা হয় নাই। আল-বাকরী 'হিসবা' গ্রন্থাবলীর রচয়িতা, যথা ইবন 'আবদুন আল-ইশবীলী, ইবন 'আবদির-রাঊফ ও মালাগার আস-সাকাতীর ও কৃষি বিষয়ক লেখকগণের সমগোত্রীয়। এই আন্দালুসীয় লেখকের শব্দসম্ভারে সর্বাধিক হিস্পানী বাকধারার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ১০ম ও ১১শ শতকের মাগরিব-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কীয় তাঁহার রচনাবলী হইতে, এমনকি খণ্ড খণ্ড আকারে হইলেও বিপুল পরিমাণ তথ্য (ওজন ও পরিমাপ বিজ্ঞান, জীবনযাত্রার ব্যয়, বাণিজ্যিক সম্পর্কাদি ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ও বিলাস দ্রব্যাদির ব্যবসায়) লাভ করা যায়। সেইগুলি অবলম্বনে এখনও বিশ্লেষণাত্মক তালিকা রচনা ও মানচিত্রাদি অংকনের সুযোগ রহিয়াছে। এইসব বিবেচনায় গ্রন্থখানি আশ-শারীফুল ইদরীসীর। নুযহাতুল মুশতাক-এর সঙ্গে তুলনীয়। পরবর্তী কালে রচিত সেই গ্রন্থখানিও মধ্যযুগের ইসলামী দুনিয়ার ঐতিহাসিক ভূগোল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-বাকরীর জীবনীমূলক রচনাবলী, সবই সংক্ষিপ্ত বিরল তথ্য (১) ইবন বাশকুওয়াল, সিলা, নং ৬২৮; (২) দাবি, বুগয়া, নং-৯৩০; (৩) ইবনুল আবরার, আল-হুল্লাতুস-সিয়ারা' (in Dozy Corrections.., Leyden 1883, 118-23; (৪) আল-ফাতহ ইবন খাকান, কালাইদুল-ইক'য়ান, ২১৮; (৫) ইবন সা'ঈদ, মুগ'রিব, ১খ., কায়রো ১৯৫৩, ৩৪৭-৮; (৬) ইবন বাসসাম, যাখীরা, ২খ. (ইহার বিবরণী ৫নং-এর উল্লিখিত গ্রন্থেও রহিয়াছে); (৭) সুয়ূতী বুগ'য়া, ২৮৫; (৮) ইবন আবী উসায়বি'আ, ২খ., ৫২; (৯) মাককারী, নাফহ' (Analectes), ২খ., ১২৫' আরও দেখুন; (১০) Pons Boigues, Ensayo. n. 125; (১১) J. Alemany Bolufer, La geografia de la Peninsula iberica en los escritores arabes, Granada 1921. 45-6; (১২) R. Blachere, 'Extraits des Principaux geographes arabes' Paris 1932, 183, 255 (আল-বাকরীর রচনাবলীর তথ্যগত মূল্য ও রচনারীতি বা স্টাইল সম্বন্ধে খুবই দ্বিধাযুক্ত প্রশংসা সমেত); (১৩) Levi-Provencal, La Peninsule iberiwue au Moyen Age, Leyden 1938, xxi-xxiv; (১৪) Brockelmann, 1, 476, Sl, 875-6; (১৫) Reinaud-এর বিবরণ 'Intr. a la Geogr, d'Aboulfeda', ciii এবং (১৬) M G de Slane কর্তৃক তাঁহার অসম্পূর্ণ সংস্করণের ভূমিকাতে প্রদত্ত বিবরণ বর্তমান কালে খুবই অনুপযোগী। পরিশেষে আল-বাকরীর রচনাবলীতে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের বিষয়াদি সম্বন্ধে তিনি ইবরাহীম আত-তুরতুশী হইতে যে সকল তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য দেখুন; (১৭) C. E. Dubler, Abu Hamid al-Granadino, y su relacion de viaje for tierras eurasiaticas, Madrid 1953, 161-2.

E. Levi-Provencal (E.I.²) হুমায়ূন খান

আবূ 'উবায়দা (ابو عبيدة) ঃ ৭২৮-আনু. ৮২৫, য়াহূদী-ইরানী পিতামাতার দাসপুত্র, বসরায় জন্ম ও বসবাস। সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিদ্বান, ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্বে তাঁহার অবদান বিরাট। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইলেও আবুল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী ও ইবনুল-আছীরের রচনাবলীর মাধ্যমে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ উভয়েই তাঁহার গ্রন্থাদির প্রচুর সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি 'আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন না; এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থের নাম কিতাবুল-মাছালিব (যাহাতে 'আরবদের দোষাবলীর বর্ণনা করা হইয়াছে)।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ 'উবায়দা (ابو عبيدة) ঃ (রা) 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনুল-জাররাহ্, উপাধি আমীনুল-উম্মাহ। তাঁহার মাতার নাম উমায়মা বিনত গ'নাম ইবন জাবির। তাঁহার পিতা 'আবদুল্লাহ কাফির অবস্থায় বদ্র যুদ্ধে নিহত হয় (তাহয'ীবুত-তাহয'ীব)। তাঁহার মাতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাহাবিয়্যাদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

ওয়াকি'দীর বর্ণনামতে বদ্র যুদ্ধের সময় আবূ 'উবায়দার বয়স ছিল ৪১ বৎসর। অতএব তাঁহার ইসলাম-পূর্ব বয়স ২৮ বৎসর। এই হিসাবে তিনি হযরত 'উমার (রা)-এর সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি তাঁহার কুন্য়া আবূ 'উবায়দা উপনামে খ্যাত ছিলেন (আল-ইসতী'আব)। তিনি আস-সাবিকূনাল-আওয়ালূন ও আল-'আশারাতুল-মুবাশশারা-এর অন্তর্ভুক্ত। সাহীহ বুখারীতে তাঁহার আমীনুল উম্মাহ উপাধির উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি 'উছমান ইবন মাজ'উন (রা) 'আবদুর-রাহ'মান ইবন 'আওফ (রা) ও তাঁহাদের বন্ধুদের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর আহ্বানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দাবী সম্ভবত সত্য নহে। হিজরতকারী দ্বিতীয় দলে তিনি শামিল ছিলেন, এই তথ্যও সন্দেহাতীত নহে। তিনি ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কার কাফিরদের সকল প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন। ওয়াকি'দীর বরাতে ইবন সা'দ বর্ণনা

করিয়াছেন, তিনি মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন এবং হযরত কুলছূম (রা) ইবনুল হিদম-এর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও একটি বর্ণনানুযায়ী ত'ালহ'া (রা)-এর সহিত তাঁহার ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের (مواخاة) উল্লেখ রহিয়াছে এবং আমাদের মতে এই বর্ণনাটিই অধিকতর শুদ্ধ। সাহীহ বুখারীর বর্ণনায় বদ্‌রী সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁহার নামের উল্লেখ না থাকিলেও বদ্‌র যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাঁহার অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ইবন 'আবদিল-বারর-এর বর্ণনাকে অস্বীকার করা যায় না (আল-ইসতী'আব)। ইসলামের জন্য তাঁহার উৎসর্গের নমুনা উহুদের যুদ্ধেও প্রকাশ পাইয়াছিল। এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাবীউছ্-ছানী, ৬ হি, তারিখে ছা'লাবা ও আনসার গোত্রদ্বয়কে শায়েস্তা করিতে তাঁহাকে পাঠান হয়। এই গোত্রের লোকেরা মদীনার উপকণ্ঠে লুটতরাজ করিত। আবূ 'উবায়দা (রা) তাঁহাদের কেন্দ্র যুল-কাসসা আক্রমণ করেন। ফলে লুণ্ঠনকারীদের দলটি বিভিন্ন পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এক ব্যক্তি ধৃত হয় এবং সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে (ইব্‌ন-সা'দ)। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে (৬ হি.) সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তিনি যাতুস-সালাসিল (হি) সীফুল-বাহ্‌র (রাজাব, ৮ হি.) ও গ'াযওয়াতুল-ফাতহ' অভিযানেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত যুগে তাঁহার উপর সেনাবাহিনীর একাংশের পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছিল। ৯ম হিজরীতে নাজরান-এর প্রতিনিধি দলটি ইয়ামান ফিরিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ 'উবায়দা (রা)-কে ধর্ম প্রচার ও কর আদায় করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। বর্ণনাকারীদের বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) এই সময়ই তাঁহাকে আমীনুল-উম্মাহ (উম্মাতের বিশ্বাসভাজন) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর এই বৎসরই তিনি (৯ম হি.) জিযয়া আদায়ের জন্য বাহ্‌রায়ন সফর করেন (বুখারী)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আনসারগণ যখন ছাক'ীফা বানূ সা'ইদা-য় খিলাফাত-এর প্রশ্ন তোলেন তখন এতদ্‌বিষয়ের আলোচনায় আবূ বাক্‌র (রা) ও 'উমার (রা)-এর সঙ্গে আবূ 'উবায়দা (রা)-ও শরীক ছিলেন (বুখারী)। এই আলোচনা সভায় আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবূ 'উবায়দা (রা)-এর মধ্যে একজনের বায়'আত গ্রহণ কর (বুখারী) এই বর্ণনাটি কিতাবুল-হুদূদ অধ্যায়-৩১-এও উল্লিখিত আছে। সেইখানকার বাক্যগুলি এইরূপ ঃ "আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে পছন্দ করি। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাঁহার বায়'আত গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি 'উমার (রা) এবং আবূ বাক্‌র (রা)-কে হাত ধরিয়া তোলেন এবং নিজে বসিয়া পড়েন। আল-য়া'ক্'বীর (৩ খ., পৃ. ১৩৭) গ্রন্থে আবূ 'উবায়দা-এর এই বাক্যালাপ বর্ণিত আছে। যখন মতবিরোধ বাড়িতে থাকে এবং উপস্থিতদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়, তখন হযরত আবূ 'উবায়দা উঠিয়া দাঁড়ান এবং বলেন, "হে আনসারগণ! তোমরাই সর্বপ্রথম সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়াইয়াছিলে। অতএব তোমরা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিপতিত হইও না। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রা)-এর বায়আত-এর সম্মত সিদ্ধান্ত হইলে হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) বায়আত গ্রহণকারীদের অগ্রভাগে ছিলেন। কিন্তু বুখারীর কিতাবুল হু'দূদ-এর বর্ণনায় 'উমার (রা)-এর বক্তৃতার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তথায় স্পষ্টতই বলা হইয়াছে, হযরত 'উমার (রা) সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর মুহাজির ও আনসারগণ বায়'আত গ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ হিজরীর শুরুতে আবূ বাক্‌র (রা) যখন সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন তখন সাত হাযার সৈন্যসহ হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) সিরিয়ায় যাত্রা করেন (তাবারী)। আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহাকে হিম্‌স বিজয়ের জন্য মনোনীত করিয়াও পদব্রজে বেশ কিছুদূর আবূ 'উবায়দার সঙ্গে অগ্রসরও হইয়াছিলেন। হযরত আবূ 'উবায়দা ইয়ারমূক অতিক্রম করিবার সময় প্রথমে বুসরা অবরোধ করেন। তারপর জিযয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করিয়া দামিশক-এর দিকে অগ্রসর হন। রোমীয় বাহিনীর সমর প্রস্তুতির মুকাবিলা করিবার জন্য মুসলিম বাহিনী তথায় একত্র হইয়াছিল। প্রথমে আজনাদায়ন-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত খালিদ (রা) ইবন ওয়ালীদও এই যুদ্ধে আবূ 'উবায়দা (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। এই যুদ্ধে রোমক বাহিনীর পরাজয়ের পর (১৩ হি.) মুসলিম বাহিনী দামিশক অবরোধ করে। এই অবরোধ চলাকালেই আবূ বাক্‌র (রা) ইন্তিকাল করেন (২২ জুমাদাল-উখরা, ১৩ হি. ইবন সা'দ)। কাজেই 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে দামিশক বিজিত হয় বলিয়া ধরা যায়। অবরোধ কালে একদিন খালিদ (রা) কৌশলে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিলে দেখিতে পান, আবূ 'উবায়দা (রা) সৈন্যবাহিনী লইয়া নগরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। খালিদ (রা) দরজা খুলিতেই হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) সৈন্যবাহিনী লইয়া নগরে প্রবেশ করেন। সৈন্যবাহিনী নগরের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই অবস্থা দর্শনে নগরবাসীরা নগরের অন্য ফটকগুলিও খুলিয়া দেয় এবং মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে (১৪ হি.)। ত্রয়োদশ হিজরীর রাজাব মাসে 'উমার (রা) খিলাফাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। খিলাফাত গ্রহণ করিয়াই তিনি একটি ফরমান জারী করিয়াছিলেন, যাহার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ 'উবায়দা সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং খালিদ (রা) যিনি এতদিন মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন, তাঁহাকে এই পদ হইতে অপসারিত করা হয়। খালিদ (রা)-এর অপসারণের ব্যাপারে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা অনস্বীকার্য যে, আবূ 'উবায়দার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন, তাঁহার মধ্যে সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা ও ঐ সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল, যেগুলি নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। সিরিয়ার সেনাপতি হিসাবে তিনি প্রথমেই ফাহ'ল নামক স্থানে অবস্থানরত রোমক বাহিনীকে বিপর্যস্ত করেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মারজুর-রূম অধিকার করেন। অতঃপর তিনি হিম্‌স-এর দিকে অগ্রসর হন। অতিরিক্ত শৈত্য প্রবাহে জন্য তুষারপাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি হিম্‌স অবরোধ করেন। রোমকদের ধারণা ছিল, শীতের আধিক্যহেতু অবরোধকারীরা অবরোধ পরিহার করিবে। এই ধারণায় তাহারা দুর্গ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু আবূ 'উবায়দা (রা) স্বীয় অবরোধে অটল রহিলেন। বসন্তের আগমনে রোমকগণ অবরোধকারীদেরকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়ে এবং জিযয়া দানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় (১৪ হি.)। হিম্‌স বিজয়ের পর হামাত, শায়যার ও মা'আররাতুন-নু'মান একের পর এক আনুগত্য স্বীকার করে। আবূ 'উবায়দা (রা)-এর নেতৃত্বে একটি মামুলী অভিযানে

লাযকিয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) হিরাক্লিয়াস-এর রাজধানী আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। খলীফার দরবার হইতে নির্দেশ আসিল, এই বৎসর আর অধিক অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ যেন না নেওয়া হয়। অতএব তিনি হিম্স-এ ফিরিয়া আসেন এবং ১৫ রাজাব ইয়ারমূকের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। এই যুদ্ধে সিরিয়ার ভাগ্য নির্ণিত হইয়া যায়। রোমকগণ বারবার পরাজিত হইয়া ইন্তাকিয়ায় গিয়া উপনীত হয়। তাহারা হেরাক্লিয়াস-এর নিকট আবেদন করে, আরবগণ সমগ্র সিরিয়া জয় করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে কায়সার আক্রমণকারীদেরকে সমূলে নির্মূল করার উদ্দেশে কনস্টান্টিনোপল, আল-পযারী, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশের নরপতিদের নিকট হইতে সৈন্যবাহিনী তলব করেন। তাহার ধারণা ছিল, আরবদের আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য লুণ্ঠন করা। অতএব তাহাদের পরাস্ত করিয়া পুনরায় মরু আরবে পাঠাইয়া দেওয়া সম্ভব। আরবদের সম্পর্কে তাহার এই ধারণা রূম ও পারস্যের বহু শতাব্দী যাবত শ্রুত কাহিনীরই ফল। কারণ ইতিপূর্বে এতদ্ঞ্চলের জনসাধারণ আরবদেরকে লুণ্ঠনকারী হিসাবেই জানিত। তাহারা বুঝিতে পারে নাই, ইতিহাসের পাতা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্ব-ব্যাপারে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) তখন পর্যন্ত হিম্স-এ ছিলেন। তিনি যখন হেরাক্লিয়াস-এর এই সংকল্প অবগত হন, পরামর্শের পর সকল মুসলিম বাহিনীকে দামিশকে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। হিম্স-এর অমুসলিম জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের জানমালের নিরাপত্তার শর্তে আদায়কৃত জিয্য়া তাহাদেরকে ফেরত দিয়া দামিশক-এর দিকে যাত্রা করেন। অন্য যেইসব শহরকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেইগুলির ব্যাপারেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইহাতে মুসলমানদের সম্পর্কে সিরিয়াবাসীদের অনুকূল ধারণার সৃষ্টি হয়। তাহারা মুসলমানদেরকে লুটতরাজকারী ও অত্যাচারী হিসাবে ধারণার পরিবর্তে উদ্ধারকারী ও নিরাপত্তাদানকারীরূপে চিত্রিত করে। অতএব হেরাক্লিয়াস-এর যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ পাইয়া জর্দানের (উরদূন) কয়েকটি জেলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) খলীফা 'উমার (রা)-কে সমস্ত সংবাদ অবহিত করিলে তিনি মুসলমানদের অটল থাকার নির্দেশ দেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তাঁহার সাহায্যকারী আরও একটি সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই আসিয়া পৌছিবে। ইয়ারমূক নদীর তীরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের মুহূর্তে মুসলমানদের সাহায্যকারী দলটি আসিয়া পৌছে। অতঃপর মুসলমানরা বিজয়লাভ করে এবং রোমকগণ পরাজয় বরণ করে। হেরাক্লিয়াস রোমকদের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া চিরদিনের জন্য সিরিয়া ত্যাগ করিয়া কনস্টান্টিনোপল যাত্রা করেন। হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) মুসলমানদের এই বিজয়ের সংবাদ দিয়া সেই দলে আবূ হু'যা'য়ফা (রা)-এর একটি প্রতিনিধি দল খলীফার নিকট প্রেরণ করেন।

ইয়ারমূকের পর কি'ন্নাসরীন বিজিত হয় এবং পরপর হালাব ও ইনতাকিয়াও। ইহার পর আবূ 'উবায়দা (রা) বায়তুল-মুক'াদ্দাস যাত্রা করেন। 'আমর ইবনুল-'আস' (রা) ইতিপূর্বেই উহা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 'উমার (রা)-এর উপস্থিতিতে বায়তুল মুক'াদ্দাস মুসলমানের অধিকারে সমর্পণ করা হয়। হিজরী ১৭ সালে খৃস্টানগণ দ্বিতীয়বার হিম্স-এ সৈন্য প্রেরণ করিয়া ব্যর্থ হয়। ইহাই ছিল হযরত আবূ 'উবায়দা (রা)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। প্রধান সেনাপতি হিসাবে সৈন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছাড়াও মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি বিজিত দেশসমূহে দারস (পাঠচক্র)-এর ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সাহাবীগণ কু'রআন ও প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসাইল শিক্ষা দিতেন। 'আমুর-রামাদায় (দুর্ভিক্ষের বৎসর) হযরত 'উমার (রা) যখন সকলের নিকট সাহায্যের আহ্বান জানান, তখন হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি চারি হাযার উট বোঝাই খাদ্যশস্যসহ খলীফার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮/৬৩৯ সালে সিরিয়ায় 'আমওয়াস' (মহামারী) ছড়াইয়া পড়িলে হযরত 'উমার (রা) সিরিয়ায় গমন করেন। তিনি আবূ 'উবায়দা' (রা) ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মুসলিম সৈন্যসহ আবূ 'উবায়দা (রা)-কে মহামারীমুক্ত এলাকায় চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবূ 'উবায়দা (রা) তাক'দীরের উপর বিশ্বাস করিয়া তথায়ই অবস্থান করেন। তথায় তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া ইন্তিকাল করেন। মু'আয' ইবন জাবাল (রা) তাঁহার দাফন-কাফন সম্পন্ন করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ৫৮ বৎসর। তাঁহাকে কোথায় দাফন করা হইয়াছে, ইহাতে মতবিরোধ রহিয়াছে। এক বর্ণনায় তিনি জর্দানের উপকণ্ঠে অবস্থিত ফাহ'ল নামক স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর এক বর্ণনায় বায়সান নামক স্থানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসাবা গ্রন্থে উভয় বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে। উসদুল-গা'বা গ্রন্থে 'আমওয়াস'-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; আর স্থানটি ছিল বায়তুল-মুক'াদ্দাস হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে।

হযরত আবূ 'উবায়দা (রা)-এর তাক'ওয়া, তাঁহার ত্যাগ ও সরলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, অন্যের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন, সদাচার ও প্রাণ-প্রাচুর্যে সাহাবীগণের মধ্যে অনন্য ছিলেন। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি মহব্বত ও তাঁহার সুন্নাতের অনুসরণে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও জনকল্যাণকামিতা ছিল প্রবল। তিনি ছিলেন ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কু'রআন পাক ইসলামের যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়াছে, আবূ 'উবায়দা (রা)-এর চরিত্রে তাহা পরিস্ফুট ছিল।

যে সকল সাহাবীর চরিত্র স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষায় অনন্য রূপ লাভ করিয়াছিল, হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতটুকু বিশ্বাসভাজন ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক আবূ 'উবায়দা (রা)-কে 'আমীনুল-উম্মা, উপাধি দান করা দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হয়। তিনি আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-এর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর সাকীফা-ই বানূ সা'ইদার আলোচনা সভায় আবূ বাক্র (রা) নিজে খলীফা হিসাবে আবূ 'উবায়দা (রা)-এর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আনসার ও মুহাজির উভয় সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁহার ব্যবস্থাপনা ও সামরিক যোগ্যতার উপর 'উমার (রা) বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হাদীছ ঃ (১) বুখারী, ফাদাইলু আসহাবিন নাবিয়্যিস, বাব ২১; মাগাযী, বাব-৭২, আখবারুল-আহাদ, বাব ১; (২) মুসলিম, ফাদাইলুস-সাহাবা হাদীছ ৫৩; (৩) আবূ-দাউদ, আস-সুনান, বাব ৮; (৪) তিরমিযী, আল-মানাকিব, বাব, ২৫; (৫) আহমাদ ইবন হাম্বাল, ১খ., ১৯৩, ১৯৬; (৬) ইবন মাজা আল-মুকাদ্দামা, বাব ১১; (৭) ইবন হিশাম, ৯৯২; (৮) ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৩/১ খ., পৃ. ২৯৭, ৩০১; (৯) আল-য়া'কূবী, তারীখ ২০, ১৩৭, ১৩৯, ৫; (১০) তাবারী, তারীখ, প্রাগুক্ত, (১১) ইবন 'আবদিল-বাররা, আল-ইসতী'আব, ২খ., ৬৮৯; (১২) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, মিসর ১২৮৬ হি., ৩খ., ৮৪; (১৩) ইবন হাজার, আল- ইসাবা ২খ., ৪৫; (১৩) ঐ, তাহযীব, ১৫, ৭৩; (১৪) আল-খামীস, ২খ., ২৪৪; (১৫) হিলয়াতুল-আওলিয়া, ১খ., ১০০; (১৬) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭খ., ৯৪; (১৭) আল-বাদউ ওয়াত-তারীখ, ৫খ., ৮৭; (১৮) ইবন 'আসাকির, তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক ৭খ., ১৫৭; (১৯) সিফাতুস-সাফওয়া, ১খ., ১৪২; (২০) আশহুরু মাশাহীরি'ল-ইসলাম, পৃ. ৫০৪; (২১) আর-রিয়াদুন-নাকাবা, ২খ., ৩০৭।

সা'ঈদ আনসারী (দা. মা. ই.) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ 'উবায়দা আত-তামীমী ঃ (দ্র. ইবাদিয়্যা)

আবূ 'উবায়দা মা'মার ইবনুল-মুছান্না (ابو عبيدة معمر بن المثنى) ঃ একজন 'আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ। বসরা নগরীতে ১১০/৭২৮ সালে তাঁহার জন্ম এবং ২০৯-৮২৪-৫ (তারীখে বাগদাদ ও পরবর্তী পুস্তকাদিতে ভিন্ন তারিখও রহিয়াছে) সালে মৃত্যু হয়। তিনি কুরায়শ গোত্রের মাওলারূপে এই গোত্রের তায়ম শাখার 'উবায়দুল্লাহ মা'মার-এর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (তু. ইবন হাযম, জামহারাতু আনসাবিল-'আরাব, কায়রো ১৯৪৮, পৃ. ১৩০)। তাঁহার পিতা অথবা পিতামহ ছিলেন মূলত বাজারওয়ান (সম্ভবত মেসোপিটেমিয়ার আর-রাককার নিকটবর্তী একটি গ্রাম, শিরওয়ানস্থ উক্ত নামের গ্রামটি নহে)-এর অধিবাসী এবং অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বলা হইয়া থাকে, তিনি য়াহূদী ছিলেন। আবূ 'উবায়দা বসরার বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবূ 'আমর ইবনুল-'আলা ও য়ূনুস ইবন হাবীব প্রমুখের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন, কিন্তু উহাদের কোনটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না। ভাষাতত্ত্ব চর্চার মধ্যেই তাঁহার শিক্ষকগণের আগ্রহ সীমিত ছিল। তাঁহার শিক্ষকগণের সংকীর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহের সীমা অতিক্রম করত আবূ 'উবায়দা 'আরবদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত যাবতীয় জ্ঞান চর্চাকে নিজস্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বাচনিক উপাদানের বিন্যাসে তিনি ভাষাতত্ত্বে প্রযুক্ত রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগ করত সংগৃহীত একই প্রকার বা সদৃশ উপাদানের সুসমঞ্জস শ্রেণী বিন্যাস ও সংকলন করেন। উহার ভিত্তিতে তিনি 'আরবদেশের ও প্রথম যুগের ইসলামী ইতিহাস ও গোত্রীয় কিংবদন্তী সম্পর্কে কয়েক ডজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রাক-ইসলামী 'আরবদেশ সম্বন্ধে যাবতীয় গবেষণা কাজে তাঁহার এই পুস্তিকাগুলি প্রথম সোপানরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ তথ্য সরবরাহ করে। তাঁহার পরিবেশিত তথ্যাদি প্রথমে সাধারণ শিরোনামে ও পরে শ্রেণীগত উপশিরোনামে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে 'কিতাবুল-খায়ল' অর্থাৎ বিখ্যাত 'আরব ঘোড়া সম্পর্কীয় অধ্যায়ের উল্লেখ করা যায় যাহা এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে (হায়দরাবাদ সং, ১৩৫৮ হি.)। একইভাবে গোত্রীয় জীবন যাত্রা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'গুণ-গরিমা' (মানাকিব) ও দোষত্রুটি (মাছালিব) উপ-শিরোনামে বিন্যস্ত। শেষোক্ত শ্রেণীর উপকরণগুলি দ্বারা তিনি 'আরবদের গোত্রীয় গর্বে বিশেষভাবে আঘাত হানিয়াছিলেন, এই আঘাত আরও তীব্র হয় যেহেতু পারস্যের শু'উবিয়্যা (দ্র.) সম্প্রদায়কে 'আরব বিরোধী বিতর্কমূলক রচনার জন্য উহা হাতিয়ার সরবরাহ করিয়াছিল। একজন খাঁটি খারিজী হিসাবে (তু. ইবন খাল্লিকান, জাহিজ, বায়ান, কায়রো ১৯৩২, ১খ., ২৭৩-৪; আশ'আরী, মাকালাত, ১খ., ১২০) তদানীন্তন 'আরব শরীফদের, বিশেষত মুহাল্লাবীদের প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না এবং তাহাদের ভড়ংয়ের অসারতার কথা তিনি জনসমক্ষে ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন। এই উভয়বিধ কারণে 'আরবদের নিন্দাকারীরূপে শু'উবিয়া বিরোধিগণ কর্তৃক তিনি অভিযুক্ত হন (كان اغرى الناس بمثالم الناس; দেখুন ইবন কুতায়বা, কিতাবুল-'আরাব, রাসাইলুল-বুলাগ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ৩৪৬)। কিন্তু Goldziher ও আহমাদ আমীন যেইভাবে তাঁহাকে পারস্যের শু'উবিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন, ইহার উপযুক্ত প্রমাণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে বরং ব্যাপারটি ইহার বিপরীত (তু. মাসউদী, তানবীহ, ২৪৩)। সুধী সমাজে তাঁহার নিখুঁত পাণ্ডিত্য অত্যন্ত জোরালো স্বীকৃতি (তু. জাহিজ, পূ. স্থা. ও তারীখ বাগদাদ, ১৩খ., ২৫৭) লাভ করিয়াছে। এমন কি তাঁহার সমালোচকগণও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা স্বীকার করিতে ও তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেবল রচনার কলা-কৌশলের সহিত অধিকতর সম্পর্কিত কবিতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আল-আসমা'ঈ (দ্র.) অপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের বলিয়া বিবেচিত হইতেন, যদিও তৎকালে একটি প্রবচনে বলা হইতঃ জ্ঞান অন্বেষীরা যখন আল-আসমা'ঈর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন তাঁহারা যেন মুক্তার বাজার হইতে গোবর ক্রয় করেন'; কিন্তু যখন আবূ 'উবায়দার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন যেন গোবরের বাজার হইতে মুক্তা ক্রয় করেন। এই উক্তি আবূ 'উবায়দা-এর অপরিচ্ছন্ন স্বভাব ও দুর্বল পরিবেশনার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কাব্যের সম্পাদক ও টীকাকার হিসাবে তাঁহার যোগ্যতার স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে জারীর ও ফারাযদাক-এর নাকাইদ সংকলনে, যাহা মুহাম্মাদ ইবন হাবীব ও আস-সুককারীর মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে (সম্পা. A.A Bevan, Leiden 1905-12)। এক বা দুইবার বাগদাদে অল্প দিনের সফর ছাড়া তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ জীবনই বসরায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকসমূহের প্রকাশ ও প্রচারের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের অনুলিপি সংগ্রহ করিবার জন্য বাগদাদের ছাত্রগণ যে কলা-কৌশল অবলম্বন করিত সে সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ গল্প প্রচলিত রহিয়াছে (তারীখ বাগদাদ, ২খ., ১০৮)। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, আবূ হাতিম (ইবন) আস-সিজিসতানী, 'উমার ইবন শাববা ও কবি আবূ নুওয়াস বিখ্যাত।

ঐতিহাসিক কিংবদন্তী ও সাহিত্যিক উপাদানের সংকলন ছাড়াও আবূ 'উবায়দা কু'রআন ও হ'াদীছ সম্পর্কে কয়েকটি ভাষাতাত্ত্বিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ'ারীবুল-হ'াদীছই এই জাতীয় প্রাচীনতম রচনা বলিয়া মনে করা হয়। ইহা ছিল ইসনাদবিহীন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক (ইবন দুরুসতাওয়ায়হ, তারীখ বাগ'দাদ, ১২খ., ৪০৫)। তাঁহার রচিত মাজাযুল-কু'রআন (এই ক্ষেত্রে 'মাজায' অর্থ ব্যাখ্যা বা প্রতিশব্দের সাহায্যে অর্থ প্রকাশ) উপরিউক্ত পুস্তক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কু'রআন মাজীদের জ্ঞাত তাফসীরগুলির মধ্যে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ। ইহাতে চয়িত শব্দ বা বাকরীতি সম্বন্ধে সূরাসমূহের ক্রমানুসারে টীকা রহিয়াছে। এই পুস্তকটি তাঁহার ছাত্র 'আলী ইবনুল-মুগীরা, আল-আছরাম-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত। ইহার দুইটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রহিয়াছে (কায়রোতে মুদ্রণ সম্পন্ন হইয়াছে); ইবন ইসহ'াক-এর সীরা, যাহার সম্পাদনা করিয়াছেন ইবন হিশাম, উহাতেও আবূ 'উবায়দা-র ভাষাতত্ত্বমূলক কিছু টীকা সংযোজন করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিসত, ৫৩-৪; (২) তারীখ বাগ'দাদ নং ৭২১০ (১৩ খ., ২৫২-৮); (৩) ইবন খাল্লিকান, নং ৭০২; (৪) য়াকূ'ত, ইরশাদ, ৭খ, ১৬৪-৭০; (৫) আগ'ানী, Tabbs; (৬) Goldziher, Muh. Stud. i. 194 প. (দ্র. H.A.R. Gibb, in Studia Orientalia Ioanni Pedersen dicata, Copenhagen, 1953, 105 প); (৭) Brockelmann, 1, 103, S I, 162; (৮) F. Krenkow, in Kitabul-khayl, 174-9; (৯) E. Mittwoch, Proelia Arabum Paganorum, Berlin 1899; (১০) আহ'মাদ আমীন, দু'হাল ইসলাম, ২ খ., ৩০৪-৫; (১১) তাহা আল-হাজিরী, আর-রিওয়ায়া ওয়ান-নাক'দ 'ইনদা আবী 'উবায়দা, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯৫১ খৃ.।

H. A. R. Gibb (E.I.')/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ 'উবায়দিল্লাহ মু'আবি'য়া (ابو عبيد الله معاوية) ঃ ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন য়াসার আল-আশ'আরী একজন উযীর ছিলেন। খলীফা আল-মানসূ'র তাঁহাকে স্বীয় পুত্র আল-মাহদীর পারিষদ হিসাবে নিয়োগ করেন এবং আল-মাহদী খিলাফত লাভের পর (১৫৮/৭৭৫) তিনি উযীর পদ লাভ করেন। সম্ভবত ১৬৩/৭৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। কিন্তু ১৬১/৭৭৭-৮ সালে উযীর পুত্র মুহাম্মাদকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ফলে তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। শক্তিশালী রাজগৃহাধ্যক্ষ আর-রাবী ইবন দাউদ-এর শত্রুতা তাঁহার পতন সম্পূর্ণ করে এবং তাঁহার স্থলে য়াকূ'ব ইবন দাউদ উযীর পদ লাভ করেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে ১৬৭/৭৮৩-৪ সাল পর্যন্ত দীওয়ানুর-রাসাইল-এর দায়িত্বে থাকিতে দেওয়া হয়। তিনি ১৭০ /৭৮৬-৭ সালে ইন্তিকাল করেন।

সকল সূত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মাক্ষ ও সৎ গুণের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইবনুত-তিক'তাক'া তাঁহার সাংগঠনিক ও শাসনতান্ত্রিক কৃতিত্বের যে বর্ণনা দিয়াছেন তন্মধ্যে খারাজ ব্যবস্থার সংস্কার শীর্ষস্থানীয়। তিনি ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চলে ভূমি করের পরিবর্তে উৎপাদিত শস্যের নির্দিষ্টাংশ কর ধার্য করেন এবং এই বিষয়ে একটি পুস্তকও রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূবী ও ত'াবারীর নির্ঘন্টদ্বয়; (২) জাহ'শিয়ারী, উযারা (কায়রো ১৯৩৮), পৃ. ১০২-১১৮; (৩) আগ'ানী, তালিকা; (৪) ইবন খাল্লিকান, ১১খ., ৮৮; (৫) ইবনুত-তিক'তাক'া, ফাখরী (Derenbourg), 246-50; (৬) S. Moscati, in orientalia, 1946, 162-164.

S. Moscati (E.I.[2])/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ 'উমার (ابو عمر) ঃ আল-আনস'ারী (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। ইসহ'াক ইবন রাহওয়ায়হ স্বীয় মুসনাদে তাঁহার উল্লেখ নিম্নবর্ণিত সূত্রে করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ফাদ'ল ইবন মুসা হইতে, তিনি বাশীর ইবন সালমান হইতে, তিনি 'উমার আল-আনস'ারী হইতে, তিনি পিতা (আবূ 'উমার আল-আনস'ারী) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করিবে সে বানী ইসমা'ঈল-এর একজন দাস মুক্ত করিবার সমতুল্য ছাওয়াব লাভ করিবে। এই হ'াদীছটি তাবারানীও উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৩৯।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'উমার (ابو عمر) ঃ (রা) হইলেন 'উমার ইবনুল-খাত্'তাবের মুক্তদাস, হ'াসান ইবন সুফয়ান তাঁহাকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। হ'াসান বাকি'য়্যার সূত্রে 'উমার (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ 'উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহারও চক্ষু যেন কখনও অপর ভাইয়ের গ্রাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে।" আবূ না'ঈমও এই হ'াদীছ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আবূ মূসা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা, ৪খ., ১৩৯; (২) আয-য'াহাবী, তাজরীদু আসমাইস-স'াহ'াবা, ২খ., ১৮৯।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ 'উমার ইব্ন আল-হ'াজ্জাজ (ابو عمر بن الحجاج) ঃ ১০৭৩-৭৪ খৃ. সনে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি স্পেনীয় মুসলিম কৃষিতত্ত্ববিদ আল-মাকনা (প্রাচুর্য) নামক গ্রন্থ প্রণয়নকারী (১০৭৩-৭৪)। তিনি বৈয়াকরণ হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ উয'আয়না (أبو أذينة) ঃ (রা), বাগ'াবীর মতে তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) হইতে একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা তাহা বাগ'াবীর জানা নাই। ইবনুস-সাকান বলেন, উয'আয়না আস-সাদাফী সাহাবী ছিলেন এবং নারীদের সম্পর্কে তাঁহার একটি হাদীছ মিসরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস সাহ'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ. ৪-৫।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ উসামা আল-হারাবী (ابو اسامة الهروى) ঃ জুনাদা ইবন মুহ'াম্মাদ ৪র্থ/১০ম শতকের একজন ব্যাকরণবিদ ও অভিধান রচয়িতা, খুরাসানের অন্তর্গত হারাতের অধিবাসী। তিনি আবূ মানসূর আল-আযহারীর ছাত্র ছিলেন, যাঁহাদের রচনাকর্মসমূহ তিনি পরবর্তীদের কাছে পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহার শীরায বাসের পর, যেখানে তিনি প্রায়শই মন্ত্রী স'াহি'ব ইবন 'আব্বাদ (দ্র.)-এর মজলিসে গমন করিতেন, কায়রো চলিয়া যান। সেখানে তিনি নিলোমিটার মসজিদ (জামি'উল-মিক্য়াস)-এ শিক্ষকতা করিতেন এবং মুহ'াদ্দিছ 'আবদুল-গ'ানী ইবন সা'ঈদ আল-মিসরী ও ব্যাকরণবিদ 'আলী ইবন সুলায়মান আল-আনতাকীর সমভিব্যাহারে তিনি দারুল-'ইলম নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করিতেন। পরবর্তী কালে তিনি নীল নদের উপর যাদুমন্ত্র করিয়া ইহার প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেন বলিয়া অভিযুক্ত হন, খলীফা আল-হ'াকিম কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ৩৯৯/১০০৯ সালে তাহা কার্যকর করা হয়। তাঁহার জীবনী লেখকগণ তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজনেরই অর্থাৎ আবূ সাহল আল-হারাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার কোন রচনাকর্মের কথা উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ইমরুউল-কায়স-এর মুআল্লাক'া-র উপর তাঁহার লিখিত একটি ভাষ্য আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Brockelmann, S.I, 36; (2) Sezgin, GAS, ২খ., ৫২; (৩) য়াকূ'ত, ইরশাদ, ২খ., ৪২৬; (৪) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ১খ., ৩৭২, অনু. de Slane, ১খ., ৩৩৭; (৫) সুয়ূতী, বুগয়া, পৃ. ২১৩।

G. Troupeau (E. I. Suppl.) /মুহাম্মদ মূসা

আবূ উসায়দ আস-সাইদী (ابو أسيد الساعدى) ঃ (রা), আনসা'র সাহাবী। মদীনার খ্যাতনামা খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ সা'ইদায় আনু. ৬০৪ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক ইব্ন রাবী'আ, আবূ উসায়দ উপনাম। এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ও অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম 'উমরা বিনতুল-হা'রিছ ইব্ন হুবাল ইব্ন উমায়্যা ইব্ন হ'ারিছা ইব্ন 'আমর ইবনুল-খাযরাজ ইব্ন সা'ইদা। আবূ উসায়দ (রা)-এর বংশলতিকা হইল ঃ আবূ উসায়দ মালিক ইব্ন রাবী'আ ইবনুল-য়াদী (মতান্তরে বাদিল) ইব্ন 'আমির ইব্ন 'আওফ ইব্ন হারিছা আবী 'আমর ইবনুল-খাযরাজ ইব্ন সা'ইদা ইব্ন কা'ব ইবনিল-খাযরাজ আল-আনসা'রী আস-সা'ইদী।

আবূ উসায়দ (রা) মদীনায় হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় সা'ইদা গোত্রের পতাকা তিনিই বহন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে যখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় তখন একদিন বদর যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া তিনি সাহল ইব্ন সা'দ আস-সা'ইদী [দ্র.] (রা)-কে বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি আর আমি যদি বদর প্রান্তরে থাকিতাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিতেন তবে বদরের যে ঘাঁটি হইতে ফেরেশতা বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিল উহা আমি তোমাকে দেখাইতে পারিতাম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই (ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব ৪খ., ১৫০৮)।

তিনি ছিলেন খর্বাকৃতির, মাথার চুল ছিল খুবই ঘন। শেষ বয়সে চুল-দাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও তিনি দাড়িতে হলুদ খিযাব লাগাইতেন। হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের শেষভাগে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হইলে তিনি এই বলিয়া শুকরিয়া আদায় করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে ফিতনার ফয়সালা যখন করিলেন তখন উহা দেখা হইতে আমার চক্ষুকে অপারগ করিয়া রাখিয়াছেন (আয-য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা', ২খ., ৫৪০)। তিনি ৬০ হি. ৭৮ বৎসর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনামতে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ইনতিকালকারী সাহাবী।

তাঁহার ৬ পুত্র ও ৪ কন্যার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণের বিবরণ হইল পুত্র ঃ (১) উসায়দ আকবার, (২) আল-মুনযি'র, এতদুভয়ের মাতার নাম ছিল সালামা বিন্ত ওয়াহ ইব্ন সালামা ইব্ন উমায়্যা; (৩) গ'ালীজ', ইহার মাতার নাম সালামা বিন্ত দামদাম ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন সাকান; (৪) হ'ামযা, ইহার মাতার নাম সালামা বিন্ত ওয়ালান ইব্ন মু'আবি'য়া ইব্ন সাকান; (৫) হুমায়দ ও (৬) যুবায়র। কন্যা (১) মায়মূনা, ইঁহার মাতার নাম ফাতি'মা বিনতুল-হা'কাম; (২) হাব্বান্ ইঁহার মাতার নাম আর-রাবাব; (৩) হা'ফসা' ও (৪) ফাতি'মা, এতদুভয়ের মাতা ছিলেন দাসী। মদীনা ও বাগদাদে তাঁহার বংশধর বসবাস করিত।

আবূ উসায়দ আস-সা'ইদী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বেশ কিছু হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন আনাস ইব্ন মালিক (রা), সাহল ইব্ন সা'দ আস-সা'ইদী (রা), 'আব্বাস ইব্ন সাহল, তাঁহার আযাদকৃত দাস 'আলী ইব্ন 'উবায়দ, আবূ সা'ঈদ, আবূ সালামা ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান, 'আবদুল-মালিক ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সুওয়ায়দ, ইব্রাহীম ইব্ন সালামা ইব্ন ত'ালহ'া, কুররা ইব্ন আবী কুররা যায়দ ইব্ন যিয়াদ আল-মাদানী, তাঁহার পুত্র হ'ামযা, যুবায়র ও আল-মুনযি'র ইব্ন আবী উসায়দ আস-সা'ইদী প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৫৫৭-৫৫৮; (২) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ৪র্থ সং., বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সন, ২খ., ৫৩৮-৫৪০ সংখ্যা ১১০; (৩) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৪৮, সংখ্যা ১৮১৫; (৪) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ১২৭; (৫) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৩৪৪., সংখ্যা ৭৬২৮, মালিক ইব্ন রাবী'আ শিরো; (৬) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ১০খ., ১৫-১৬, সংখ্যা ১৬, মালিক ইব্ন রাবী'আ শিরো.; (৭) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫ সন, ২খ., ২২৫, সংখ্যা ৮৭২; (৮) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-স'াহ'াবা, ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর তা.বি., ৩/১খ., ২৩৯; (৯) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩৩৭; (১০) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল- ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৪খ., ১৫৯৮-১৫৯৯, সংখ্যা ২৮৪৫; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকর আল-'আরাবী,

১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ, ৩২৫; (১২) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০৪; (১৩) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল-মাগ'াযী, 'আলামুল- কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৪, ১খ., ১৬৮।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ উহ'ায়হা (ابو أحيحة) ঃ (রা) আল-কু'রাশী, তাঁহার উল্লেখ ইবন ইসহ'াক-এর 'ফুতূহু'শ-শাম' গ্রন্থে য়ূনুস ইবন বুকায়র-এর বর্ণনায় আসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আবূ উহ'ায়হ'া আল-কু'রাশী খালিদ (রা) ইবন ওয়ালীদের আস-সামাওয়াত হইতে দামিশক ভ্রমণ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন।

ইবন 'আসাকির বলেন, আবূ উহ'ায়হা দামিশক বিজয়ে খালিদ (রা)-এর সহিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাটি কাকা ইবন 'আমর আত-তামীমীর নিকট তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। বিদায় হ'জ্জে তিনি মুসলিম হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযি'স-সাহাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৪।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ কাবশা (ابو كبشة) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর লালন-পালনের দায়িত্বে ছিলেন। এই কারণে কুরায়শ রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইবন আবী কাবশা নামে অভিহিত করিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ধাত্রী মাতা হ'ালীমা (রা)-এর স্বামী আল-হ'ারিছ ইবন 'আবদিল-'উযযা আস-সা'দী বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন।

ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণিত এক হ'াদীছে 'রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই তাঁহার লালন-পালনের দায়িত্বে আবূ কাবাশা নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা, ৪খ., পৃ. ১৬৫ সংখ্যা ৫৬০, মিসর ১৩২৮ হিজরী।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজলী

আবূ কাবীর আল-হুয'ালী (ابو كبير الهذلى) ঃ (রা), প্রাথমিক যুগের একজন আরব কবি, আবূ যুআয়ব-এর পর হুয'ায়ল গোত্রের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম কবি। তিনি বানূ সা'দ, কাহারও কাহারও মতে বানূ জুরায়ব-এর লোক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'আমির (বা 'উওয়ায়মির) ইবনুল-হুলায়স (অথবা ইবন হুলায়স) মতান্তরে 'আমির ইবন জামরা। কিন্তু তিনি সর্বদা নিজ কুন্য়া (উপনাম) আবূ কাবীর দ্বারাই পরিচিত ছিলেন। কোন কোন ভাষ্যকারের মতানুসারে (দ্র. যেমন আত-তিবরীযী, হ'ামাসা-র ভাষ্যে), আবূ কাবীর বিখ্যাত কবি তা'আব্বাতা শাররান-এর মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু তা-আব্বাতা শাররান এই বিবাহে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই কথিত আছে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে হত্যা করার জন্য আবূ কাবীরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাআব্বাতা শাররান-এর সাহসিকতার কারণে আবূ কাবীর স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হন। এই গল্পটি আদৌ সত্য নহে, বরং হ'ামাসা বর্ণিত আবূ কাবীরের সুপরিচিত পংক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করারই প্রয়াস মাত্র, যেইখানে তিনি 'আরবদের ধারণানুসারে একজন আদর্শ বীর বা অস্ত্রধারী সঙ্গীর বর্ণনা দিয়াছেন। অধিকন্তু কোন কোন সংস্করণে তাহাদের ভূমিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় (দ্র. ইবন কু'তায়বা, আশ-শি'র, ৪২২), যেমন তাআব্বাতা শাররান আবূ কাবীরের মাতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যে গল্পে তাআব্বাতা শাররানকে আবূ কাবীর-এর সার্বক্ষণিক সহচররূপে প্রদর্শিত হয় উহাও অবিশ্বাস্য। কারণ তাঁহার গোত্র ফাহমীদের (তাআব্বাতা শাররানের গোত্রের) সহিত অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই জীবনীকারগণ যেমন 'ইয়্যুদ্দীন ইবনুল-আছীর (উসদুল-গ'াবা, কায়রো ১২৮০ হি., ৬খ., ২৭২) ও ইবন হ'াজার আল-'আসকালানী (আল-ইসাবা, কায়রো ১৩২৫ হি., ৭খ., ১৬২) তাঁহাকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁহাকে নিশ্চিতভাবেই জাহিলী শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। তাঁহার দীওয়ান সর্বপ্রথম F. Bajrakterevic কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হয়। উহাতে কেবল চারটি দীর্ঘ কাসীদা ও ১৯টি ক্ষুদ্র কবিতাংশ স্থান পাইয়াছে, যাহার অনেক কয়টি ভুলক্রমে তাঁহার নামে আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও উহা অনেক ক্ষেত্রেই চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান, বিশেষত যেরূপ ইবন কু'তায়বা (আশ-শি'র, ৪২০) বর্ণনা করিয়াছেন। আর সকল কাসীদা একই (কামিল) ছন্দে রচিত এবং উহাদের প্রারম্ভও একইভাবে। তাঁহার কবিতায় যে বিষয়টি আরও বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহা হইল, উটের বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। 'আরব সমালোচকগণ আবূ কাবীরকে কবি হিসাবে প্রায়শই অতি উচ্চে স্থান দিয়া থাকেন। ইহা সত্য যে, আল-মা'আররী তাঁহাকে বিষয়বস্তুর সংকীর্ণতার জন্য অভিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কোন কোন কবিতাকে অত্যন্ত সুন্দর বলিয়াও প্রশংসা করিয়াছেন। অপরদিকে 'আওফ ইবন মুহাললিম (য়া'কূ'ত, ইরশাদ, ৬খ., ৯৭) তাঁহাকে হুয'ায়ল গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দীওয়ানুল-হুয'ালিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৮, ২খ., ৮৮-১১৫; (২) হ'ামাসা (Freytag), ১খ., ৩৬প.; (৩) ইবন কু'তায়বা শি'র, ৪২০-৫; (৪) আবুল 'আলা' আল-মা'আররী, রিসালাতুল-গু'ফরান, কায়রো ১৩২১ হি., ১০০-১ (ইংরেজী অনুবাদ : Nicholson, JRAS, 1900, 708-9); (৫) সুয়ূতী, শারহ' শাওয়াহিদিল-মুগ'নী, কায়রো ১৩২২ হি., ৮১-৩; (৬) 'আবদুল-ক'াদীর আল-বাগ'দাদী (খিযানাতুল-আদাব, বূলাক ১২৭৭ হি., ৩খ., ৪৬৬-৭৩, ৪খ., ১৬৫-৭, ৪২০-১; (৭) 'আয়নী, আল- মাকাসিদুন-নাহাবি'য়্যা (খিযানাতুল-আদাব-এর হাশিয়ায়), ৩খ., ৫৪-৭, ৩৬১-৪, ৫৫৮-৬০ (৮) ইসকান্দার আগা আবকারিউস, রাওদাতুল-আদাব ফী ত'াবাক'াতিশ-শু'আরাইল-'আরাব, বৈরূত ১৮৫৮, ১৯২-৬; (৯) মুহ'াম্মাদ বাকি'র, জামি'উশ-শাওয়াহিদ, কুম্ম ১৩০৮ হি., ৬৭-৮, ১৬৭, ২৭৮-৯; (১০) মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-ক'াদির আল-ফাসী, তাকমীলুল-মারাম বি-শারহি' শাওয়াহিদ ইবন হিশাম, ফেয ১৩১০ হি., ১৮[৮], ২৪[১৩]; (১১) F Bajraktarevic, La

Lamiyya d'Abu Kabir al-Hudali, Publice avec le commentaire d'as-Sukkari, trduite et annotee, JA 1923-59-115; (১২) ঐ লেখক, Le Diwan d'Abu Kabir al-Hudali, public avecle commentaire d'as Sukkari, traduit et annote, JA, 1927, 5-94; (১৩) Brockelmann, S. ১খ., ৪৩।

Fehim Bajraktarevic (E.I.2)/ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আবূ কামিল শুজা' ইবন আসলাম (ابو كامل شجاع بن اسلم) ঃ ইবন মুহাম্মাদ ইবন শুজা 'আল-হাসিব আল-মিসরী মুসলিম জগতের প্রাচীনতম বীজ গাণিতিকদের মধ্যে যাঁহাদের পুস্তকাদির কোন কোনটি এখনও বিদ্যমান, তাঁহাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিযমী (দ্র.)-এর অব্যবহিত পরেই আবূ কামিল শুজা' আল-মিসরীর স্থান। তাঁহার বিদ্যমান গ্রন্থাদির ভিত্তিতে আমরা তাঁহাকে মধ্যযুগের মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞরূপে গণ্য করিতে পারি (বীজগণিত বিকাশের ইতিবৃত্তের জন্য আল-জাবর ওয়াল-মুক'াবালা নিবন্ধ দ্র.)। পিসা নগরীর বীজগণিতবিদ লিওনার্দ ও তাঁহার অনুগামিগণের মাধ্যমে ইনি ইউরোপে বীজগণিতের বিকাশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। পাশ্চাত্য জ্যামিতির ক্ষেত্রে তাঁহার গ্রন্থাদির (জ্যামিতির জটিল প্রশ্নের বীজ গাণিতিক সমাধানে) প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি আল খাওয়ারিযমী (মৃ. ৮৫০ খৃ. কাছাকাছি)-র পরে ও 'আলী ইবন আহ'মাদ আল-'ইমরানী (মৃ. ৩৪৪/৯৫৫-৬)-র পূর্বে জীবিত ছিলেন, এই পর্যন্তই তাঁহার জীবন সম্পর্কে জানা যায়, আর কিছু পাওয়া যায় না। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার বীজগণিতের একখানা ভাষ্য রচনা করেন।

ফলিত জ্যোতিষ, গণিত ও পক্ষীর উড্ডায়ন ইত্যাকার বিষয়ে তাঁহার পুস্তকাদির একটি তালিকা ফিহরিস্ত গ্রন্থে (পৃ. ২৮১) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উক্ত তালিকাভুক্ত দুইখানি পুস্তকের নাম কিতাব ফিল-জাম'ই ওয়াত-তাফরীক'। On augmenting and diminishing (ফিহরিসত গ্রন্থে উক্ত নামে অভিহিত একখানি কিতাবের প্রণেতারূপে খাওয়ারিযমীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে) ও কিতাবুল খাত'আয়ন, On the two errors' অর্থাৎ দুইটি ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে। ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত augmentum et diminutio গ্রন্থখানিকে F. Woepeke (JA. 1863, 514) আল-জাম'ই ওয়াত তাফরীক'-এর সাথে অভিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করার সময় হইতেই উল্লিখিত গ্রন্থ দুইখানি সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়। গ্রন্থখানি Histoire des sciences mathematiques en Italie আখ্যাত গ্রন্থ মধ্যে Libri কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া Liber augmenti et diminutinis শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছে (প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ১ম সং, পৃ. ২৫৩-৯৭; ১৮৬৫ খৃ., ২য় সং, ৩০৪-৬৯ দ্র.; তু. H. Suter, in Bisl, Math., 1902, 350-4 ও J. Ruska, Zur aftesten arab, Algebra und Rechenkunst, in SBAK. Heid., 1917/2, 14-23)।

ফিহরিসত-এ তালিকাভুক্ত আবূ কামিল রচিত কোন 'আরবী পুস্তক বর্তমানে পাওয়া যায় না। যে একখানি মাত্র 'আরবী গ্রন্থ এখনও সংরক্ষিত আছে তাহার নাম আত-ত'রাইফ (MS, Leiden, 1001, fol. 50v-58v), H. Suter কর্তৃক অনুবাদ ও টীকা Das Buch der Seltenheiten der Rechenkunst von Abu Kamil al-Misri, Bibl, Math., 1910-1, 100-20 দ্র.। বহিখানি অনির্ণীত সমীকরণের পরিপূরক সমাধান (Integral Solutions) সম্পর্কে লিখিত। আধুনিক পরিভাষায় উহাকে Diophantine analysis' বলা হয়। [That Part of algebra which treats of finding particular values for general expressions under a surd form. Chambers Dict. It takes its name after Alexandrian mathematician Diophantus (c. 275 A. D.)-vide Chambers Biographical Dictionary, 1968 Revised Edition. P. 386]। এই ক্ষেত্রে বলা সঙ্গত যে, উক্ত পরিভাষাটি ইতিহাস অনুযায়ী অশুদ্ধ। কেননা ৩য় শতাব্দীর গণিতবেত্তা যে Diophantus-কে অন্ততপক্ষে গ্রীক জগতে অনির্ণীত সমীকরণের (Indeterminate Equation) সমাধান সূত্রের উদ্ভাবক বলিয়া আমাদেরকে মানিয়া লইতে হইতেছে, তিনি কেবল তাঁহার সমস্যাবলীর মূলদ (Rational) সমাধানে আগ্রহী ছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে পরিপূরক সমাধানে (Integral) নহে। আত্-তারাইফ গ্রন্থটির একখানি অনুবাদ গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত হয় (মিউনিখ ২২৫.৪)। Mantua-র Merdekhai Finzi উক্ত অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেন (c. 1460)। ইনি আবূ কামিলের বীজগণিতখানিরও অনুবাদ করিয়াছিলেন (মিউনিখ ২২৫-৩) ১৮৯৬ খৃ. Leipzig হইতে প্রকাশিত Festschrift Steinschnider গ্রন্থের II trattato del Pentagono e del decagono di Abu Kamil শীর্ষক নিবন্ধে (১৬৯-৯৪ পৃ.) G. Sacerdote মনে করেন এবং Suter প্রমাণ করেন, এই সকল অনুবাদ স্পেনীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি হইতেই করা হয়, 'আরবী বা ল্যাটিন হইতে নহে (Suter, Die Abhandlung des Abu Kamil Shoga b. Aslam 'Uber das Funfeck und Zehneck' শীর্ষক নিবন্ধ, (Bibl Math, 1909-10, 15-42)। গণিতবিদ Suter-এর মতে, Paris MS-7377 A. No. 6, পাণ্ডুলিপিখানি আত্-তারাইফ গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ হওয়ারই সম্ভাবনা (আবূ কামিলের বীজগণিত ও তাঁহার পঞ্চভুজ ও পঞ্চকোণী সমতল ক্ষেত্র এবং দশভুজ ও দশকোণী সমতল ক্ষেত্র (Pentagon and decagon) বিষয়ক পুস্তকাদির ল্যাটিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপিও তন্মধ্যে রহিয়াছে। খৃ. ১১৫০ সালে অনির্ণীত সমীকরণের সমাধান-সূত্রাদি ভারতে ভাস্করের বীজগণিত পুস্তকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয় বলিয়া ধরা যায় (তু. Colebrooke, Algebra with Arithmetic and mensuration, London 1817, 233-5)। কিন্তু আর্যভট্ট (জ. ৪৭৬ খৃ.) ইহার পূর্বেই এই জটিল জ্যামিতিক সমস্যাটি তাঁহার পুস্তকে

উল্লেখ করিয়াছেন এবং ধারাবাহিক ভগ্নাংশ পদ্ধতিতেই যে তাহার সমাধান মিলিবে সেই কথাও তিনি অনুমান করিয়াছেন, ভাস্কর যাহার নাম কুত্তাকা বা বিচ্ছুরণ পদ্ধতি রাখিয়াছেন (তু. M. Cantor, Gesch. d. Math. 2, i, 588 ff.)। আবূ কামিলের সমাধান পদ্ধতি ততদূর প্রণালীবদ্ধ না হওয়ায় উহা ভারতীয় সমাধান-পদ্ধতি অপেক্ষা নিম্নমানের। প্রধানত পরীক্ষার মাধ্যমে সমাধানে উপনীত হওয়াই আবূ কামিল উদ্ভাবিত পদ্ধতি। কিন্তু এ পদ্ধতির অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করিতে গিয়া তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কুত্তাকা পদ্ধতি জানিতেন কিনা তাহা সন্দেহাতীতভাবে বলা শক্ত। সে যাহা হউক, এই কথা নিশ্চিত যেই অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার আত-তা'রাইক-এর টীকা রচনা করিয়াছেন, লাইডেনস্থ পাণ্ডুলিপিটিতে যাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত রহিয়াছে (fol. 101-2), পদ্ধতিটি তাঁহার অজানা ছিল না। পরিপূরক সমাধানের (Integral Solution) লক্ষ্যে পৌঁছিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, স্পষ্টত উহা কুত্তাকা পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্নতর কিছু হইতে পারে না।

কৌতুহলোদ্দীপক বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ইতিবৃত্তের মধ্যে আবূ কামিল ও ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগের নিদর্শন দেখান হইয়াছে। উভয় দলের সমস্যাবলীর মধ্যে অভিন্ন বা সদৃশ্য পক্ষী জাতির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইউরোপে পিসা (Pisa) নগরীর গণিতবেত্তা লিওনার্দ লিখিত Liber abaci (1202; Scritti, ed. Boncompagni, Roma 1857-62, i) নামক গ্রন্থে অনির্ণীত সমীকরণের (Indeterminate Equations) অংক রহিয়াছে। উহাতেও পক্ষীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। আনুমানিক খৃ. ১০০০ সালে Reichenau-এর খৃষ্টীয় যাজকদের মঠে রচিত একখানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে ইউরোপে সর্বপ্রথম এই সমস্যাটি আলোচিত হয়। পরবর্তী ইউরোপীয় বীজ গণিতবেত্তাগণ, বিশেষত জার্মান Cossist-গণ (Adam Riese, etc.) সচরাচর পক্ষীর স্থানে নর, নারী বা কুমারীদের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এ ধরনের সমস্যা বুঝাইতে তাহারা মঠ জীবনের নিয়মাধীন কুমারী (rogula virginum) পদটি অথবা (r. Potatorum r. coeci, r. coeti) পদগুলি ব্যবহার করিয়াছেন (তু. Bibl. Math. 1905, 112)।

আবূ কামিলের বীজগণিত গ্রন্থ কেবল ল্যাটিন (MS Paris 7377 A, fol. 71v-94v) ও হিব্রু (Paris 1029, 7 ও Munich 225, 5) অনুবাদে পাওয়া যায়। Brockelmann উল্লিখিত মূল 'আরবী পাণ্ডুলিপি এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। গ্রন্থটি প্রধানত তাঁহার সুখ্যাতির ভিত্তি। আল ইস'তাখরী ও আল-'ইমরানীর লিখিত ভাষ্য দুইখানিও এখন আর পাওয়া যায় না। L. C. Karpinski-র বিস্তারিত গবেষণামূলক গ্রন্থ The Algebra of Abu Kamil Shoja ben Aslam, Bibl. Math. 1911-2, 40-55 প্যারিসে রক্ষিত ল্যাটিন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে রচিত। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক পটভূমির জন্য আরও দেখুন : O Neugebauer. Zur geometrischen Algebra, Quellen und Studien z. Gesch d. Math. B (Studien), 1936, 245-59, and S Gandz, The Mishnat ha Middot ও মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিযমী, Geometry; ঐ A. (Quellen), 1932, বিশেষত ৩৭, ৬৮ ও ৮৩ পৃ.। পারিভাষিক শব্দ djazr (radix, root অর্থাৎ বর্গমূল), mal (census, capital) ও adad mufrad (numerus, absolute number)-এর সংজ্ঞা দানের ক্ষেত্রে আবূ কামিল আল-খাওয়ারিযমীকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, তবে অনেক বিষয়েই তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে তিনি অমূলদ (পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন) বর্গমূলের যোগ - বিয়োগের অঙ্ক আধুনিক সূত্র == ক + --খ+--২কখ-এর ভিত্তিতেই কষিতেন। উহার একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ '১৮-এর বর্গমূল হইতে ৮-এর বর্গমূল বিয়োগের যে নিয়ম তিনি প্রবর্তন করিলেন, তদনুযায়ী '২৬ হইতে ২৪' বিয়োগ কর, হাতে থাকিবে ২। এই সংখ্যাটির বর্গমূল ১৮-এর বর্গমূল বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার সমান হইবে।

আল-কারাজী (মৃ. ১০২৯, দ্র.) প্রণীত বীজগণিত বিষয়ক পুস্তক আল-ফাখরী-তেও অভিন্ন দৃষ্টান্তের উল্লেখ রহিয়াছে (F. Woepcke, Extrait du Fakhri, Paris 1853, 57-9 দ্র.)। অথচ পিসা নগরীর লিওনার্দ একই পদ্ধতির দৃষ্টান্তে ১৮ ও ৩২ সংখ্যা দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন। ঘনমূলের ক্ষেত্রে আল-কারাজী ব্যবহৃত অনুরূপ পদ্ধতি আবূ কামিলের গ্রন্থাদিতে এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পঞ্চভুজ ও পঞ্চকোণী সমতল ক্ষেত্র এবং দশভুজ ও দশকোণী সমতল ক্ষেত্রে (On the pentagon and decagon) নামক গ্রন্থখানির ল্যাটিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপি প্যারিস 'এ' Suter-কৃত জার্মান অনুবাদ, তু. উপরের অনুচ্ছেদের হিব্রু অনুবাদ, মিউনিখ ২২৫, ৩. Sacerdote-কৃত ইতালীয় অনুবাদ (তু. উপরের অনুচ্ছেদ)। গ্রন্থখানির উল্লিখিত যাবতীয় জ্যামিতিক সমস্যাদির ক্ষেত্রে বীজ-গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সুস্পষ্ট অতীব সরল সমাধান লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আবূ কামিল তাঁহার গ্রন্থের সর্বাংশে বিশেষ মান বাছিয়া লইয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রদত্ত সংখ্যাকে কোনও অক্ষর দ্বারা না বুঝাইয়া বা তাহার মান ১ না ধরিয়া তৎপরিবর্তে তিনি ১০ ধরিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি আল-খাওয়ারিযমীর পদ্ধতির প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করেন নাই। কিন্তু সমস্যা সমাধানে তিনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার পূর্বগামীর পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর। তাঁহার গ্রন্থখানি সুনিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সূচনা করে। Sacerdote দেখাইয়াছেন, পিসার লিওনার্দ আল-কামিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং Practioca geometriae (Seritti, ii) প্রণয়নে উহা হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Suter, 43; (2) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ৩৯০; (৩) M. Steinschneider, Hebraische Ubersetzumeen, 54-8.

W. Hartner (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ কায়স ইবনুল-আসলাত (ابو قيس ابن الاسلت) ঃ আল-আওসী (রা) আওস গোত্রের বানূ বাহিল শাখায় তাঁহার জন্ম। আবূ কায়স তাঁহার উপনাম। প্রকৃত নাম সায়ফী। 'আবদুল্লাহ, হারিছ, হারব বা সিরমা বলিয়াও উল্লেখ আছে। পিতার নাম আসলাত ইব্ন 'আমির ইব্ন জুশম।

আবূ কায়স মুসলিম তথা সাহাবী ছিলেন কি না সেই ব্যাপারে মতভেদ আছে। আবূ 'উবায়দ ইবনুল-কাসিম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পিতা সাহাবী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমারা বলিয়াছেন, বীরত্বে ও কাব্যে তিনি আবূ কায়স ইবনুল-খাতীম-এর সমকক্ষ ছিলেন এবং তিনি স্বীয় কওমকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে যাইয়া বলিতেন, তোমরা এই লোকটির [রাসূলুল্লাহ (স)] প্রতি ধাবিত হও। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে দেখা করিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণের পর ইহা করিতেন। ইহার পূর্বে জাহিলিয়্যা যুগে তিনি একজন তীরন্দাজ ছিলেন এবং হানীফ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক ও যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলিয়াছেন, তিনি মক্কায় পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজয় পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

ওয়াকিদীর বরাতে ইব্ন সা'দ (র) বলেন, সেকালে আবূ কায়স ইবনুল-আসলাতই সর্বাপেক্ষা অধিক দীন-ই হানীফ-এর স্তুতিকারী এবং ইহার অনুসন্ধান প্রয়াসী ছিলেন। তিনি য়াহূদীগণকে তাহাদের ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন; তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিতেন। পরে তিনি তথায় আল-ই জাফানা-এর সাথে মিলিত হন। আল-ই জাফানা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেন। তিনি তথায় ধর্মযাজকদের সহিত প্রশ্নে অবতীর্ণ হইলে তাহারা তাহাদের ধর্মের দিকে তাঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি তাহা হইতে বিরত থাকেন। তখন তাহাদের একজন (আবূ কায়স-এর মেযাজ বুঝিতে পারিয়া) তাঁহাকে বলেন, হে আবূ কায়স! আপনি যেই দীন-ই হানীফ-এর সন্ধানে আছেন, তাহা আপনি যেইখান হইতে বাহির হইয়াছেন সেইখানেই; তাহা হইল দীন-ই ইবরাহীম (আ)।

তখন আবূ কায়স 'আমি দীন-ই ইবরাহীম (আ) আছি' এই বলিয়া 'উমরা করার নিয়াতে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথে যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল-এর সহিত সাক্ষাত হয়; উভয়ের মধ্যে সেখানে মত বিনিময় হয়। আবূ কায়স তাই বলিতেন, "আমি ও যায়দ ইব্ন 'আমর ছাড়া আর কেহ দীন-ই ইবরাহীম ('আ)-এ নাই।"

আবূ কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করিতেন আর বলিতেন, তিনি মদীনায় হিজরত করিবেন। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে সংঘটিত বু'আছ-এর ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আগমন করেন, তিনি সেখানে আসিয়া তাঁহার খেদমতে হাজির হন এবং তাঁহার (স) দাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সম্মুখে ইসলামী শারী'আ-এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। আবূ কায়স তাহা শুনিয়া ইসলামের সুতীব্র প্রশংসা করেন এবং ইহাতে দীক্ষিত হইবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ফিরিবার পথে মুনাফিক নেতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল-এর সাথে দেখা হয়। সে তাঁহার সাথে অশালীন ব্যবহার করে। তখন তিনি বলেন, অবশ্যই আমি তাঁহার (স) অনুসরণ করিব। বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স) দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন ঃ "তুমি.... বল। ইহাতে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করিব। বলা হইয়া থাকে, তখন তাঁহাকে কলেমা পড়িতে শোনা গিয়াছিল।

কোন কোন রিওয়ায়াত মতে তাঁহার সাথে 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর অশোভন আচরণের পর তিনি বলিয়াছিলেন, অবশ্য আমি এক বৎসরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করিব না। (দুর্ভাগ্যবশত) এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া পূর্বেই সেই বৎসর হিজরতের দশম মাসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবূ কায়স একজন কবি ছিলেন। কবিতায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন, তিনি (স) ইয়াছরিব-এ হিজরত করিবেন। কা'বা ধ্বংস করিতে আসিয়া আসহাবে ফীল-এর পরাজয়ের উপর তাঁহার কিছু কবিতা রহিয়াছে (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ৫১, ৫২. বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.)।

আবূ কায়স ও তাঁহার স্ত্রীর প্রসংগে আল-কুরআন-এর একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। আল-মুসতাগফিরীর বর্ণনা আনুযায়ী আয়াতটি ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا .

"হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে" (৪ ঃ ১৯)।

আর তাবারী প্রমুখ মুফাসসির-এর মতে আয়াতটি ঃ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.

"তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের পাণি গ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরকে তোমরা বিবাহ করিও না" (৪ ঃ ২২)।

আবূ কায়স-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তাঁহার স্ত্রী (পুত্রের সৎমা)-কে নিকাহ -এর পায়গাম জানাইলে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ১৬১, ১৬২, সংখ্যা ৯৪৪, মিসর ১৩২৮ হি., পৃ. ৩০২-৩০৪, সংখ্যা ৯৩৩, মাত'বা' মুজহিরিল-'আজাইব, কলিকাতা ১৩৮৩ হি.; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, (আল-ইসাবা, ৪খ., ১৬০; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৫১, ৫২, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.; (৪) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ৩৮৩-৩৮৬, বৈরূত, ত. বি.।

মুহাম্মদ মুহিব্বর রহমান ফজলী

আবূ কায়স ইবনুল-হারিছ (ابو قيس بن الحارث) ঃ আল- কুরাশী (রা), একজন সাহাবী ছিলেন। কুরায়শ গোত্রের বানূ সাহ্ম শাখায় তাঁহার জন্ম। পিতার নাম আল-হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদী। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি ও তাঁহার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনুল-হারিছ হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) হিজরত করিয়াছিলেন (দ্র. ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ৪খ., ১৬১; ইব্ন হিশাম,

সীরাত ১খ., পৃ. ২৪৮, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ইবন হিশাম, সীরাত ২খ., পৃ. ৮ বৈরূত ১৩৯৮ হি.)। পরবর্তী কালে তিনি মদীনায় চলিয়া আসেন। উহুদ ও ইহার পরে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন। আবূ কায়স ডাকনামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

তিনি ইয়ামামা-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ইব্ন ইসহাক ও যুবায়র ইব্ন বাক্কার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ১৬১; সংখ্যা ৯৪০, মিসর, ১৩২৮ হি.; (২) ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ২৪৮, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.; (৩) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৮, বৈরূত ১৩৯৮ হি.।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজলী

আবূ কালামূন (ابو قلمون) ঃ অর্থ মূলত ছিল বিশেষ ধরনের চাকচিক্যবিশিষ্ট এক প্রকার বস্ত্র; পরবর্তীতে ইহা এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর, একটি বিশেষ পাখী ও শম্বুক জাতীয় একটি প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না, তবে 'আরব ভাষাতত্ত্ববিধগণ সকলেই একমত, আবূ কালামূন একটি বায়যান্টাইন সামগ্রী। ইহাতে প্রমাণিত হয়, শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে আগত। আত-তাবাসসুর বিত-তিজারা (MMIA, ১৯৩২, ৩৩৭; Arabica, 1954, 158, 162) গ্রন্থে আবূ কালামূন মূল্যবান এক প্রকার বায়যান্টাইন বস্ত্র হিসাবে তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। H. L. Fleischer-এর মতানুসারে (De Glossis Habichtianis, Leipzig 1836, 106) ইহা একটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত যাহার অর্থ ডোরাকাটা কাপড় বলিয়া অনুমিত হয়। Dozy-ও এই মতের অনুসারী (Suppl., i, 6, 85)। S de Sacy "বহুরূপী গিরগিটি" (Chameleon, যাহা রং পরিবর্তনের জন্য প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে) অর্থে ব্যবহৃত ভিন্ন একটি গ্রীক শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে করেন (Chrest. rabe, iii, trad, 268)। কিন্তু কোন অভিধানে 'বহুরূপী গিরগিটি'র নাম হিসাবে আবূ কালামূন-এর উল্লেখ নাই; জাহিজ কিংবা দামীরীও এ সম্পর্কে জ্ঞাত নহেন (যদিও বুরহান-ই কাতি' অনুসারে শব্দটি ফারসী ভাষায় অনুরূপ অর্থ বহন করিয়া থাকে)। 'আবূ কালামূন অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তনশীল' অথবা 'আবূ বারাকিশ অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তনশীল' এই প্রবাদ বাক্যে (উদাহরণ : Freytag, Proverbia, i, 409, হামাযানী, মাকামাত, বৈরূত ১৯২৪, ৮৬; ইবন হাযম, তাওক ৬৯, তু. And., 1950, 353) শব্দটি বহুরূপী গিরগিটি অর্থে অথবা আবূ বারাকিশ নামে অভিহিত কোন রং পরিবর্তনশীল পাখী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (দ্র. কাযবীনী, সম্পা. Wustenfeld, 1. 406)। অধিকন্তু মুকাদ্দাসী (২৪০-১, সম্পা. ও অনু. Pellat, 53 ও নং ১৪৩)-এর মতে আবূ কালামূন বলিতে শম্বুক (mollusc) জাতীয় প্রাণী (Pinna) বুঝায় যাহার মিহি পশম (byssus or beard) বিশেষ ধরনের উজ্জ্বল বস্ত্র বয়নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বস্ত্র সুফুল বাহ্‌র নামেও পরিচিত (তু. Dozy, Suppl.)। P. Kraus (জাবির ইবন হায়্যান ২খ., ১১০) প্রাচীন রসায়নশাস্ত্র S. De Sacy নির্দেশিত মূল গ্রীক শব্দটি স্পর্শমণি (Philosophers' stone) অর্থে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (তু. Lippmann, Entstehung Alchemie, i, 298)। শব্দটির এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায়, কেন জাবির যে পুস্তকে ধাতুর (আজসাদ) বিভিন্ন রং সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহার নামকরণ করিয়াছেন 'কিতাব আবী কালামূন' (P. Kraus, পূ. গ্র., ১খ., ২৪; তু. Ruska, in Isl., 1925, 102 নং)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে প্রদত্ত সূত্রের অতিরিক্ত; (১) ইসতাখরী, ৪২; (২) G. Jacob, studien in arab, Geog., ২খ., ৬১; ও (৩) P. Kraus প্রদত্ত সূত্রাদি, জাবির ইবন হায়্যান, ২খ., ১০৯, নং ৪।

A. J. W. Huisman (E.I.[2])/মুহাঃ আবদুল মান্নান

আবূ কালাম্মাস (দ্র কালাম্মাস)

আবূ কালী (Abu Klea-ابو كلى) ঃ আবূ তুলায়হ'-এর বিকৃত বানান। একটি বৃক্ষ (তুলায়হ - Acaeia Syeal)-এর নামানুসারে স্থানটির এই নামকরণ হইয়াছিল। একটি পানির উৎসকে কেন্দ্র করিয়া জনপদটির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ১৯১ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার উপর অবস্থিত, যে রাস্তাটি বায়ুদা মরুভূমি হইতে আরম্ভ হয় এবং নীলনদের আবূ হামাদ নামক বাঁকটি এড়াইয়া Dangola-এর দক্ষিণে কুরতী (Korti) হইতে আল-মিতাম্মা পৌঁছে। আবূ কালী খ্যাতি অর্জন করেন একটি যুদ্ধের জন্য যাহা ১৮৮৫ সালের ১৭ জানুয়ারি মুহাম্মাদ আহামাদ (দ্র.)-এর দরবেশগণ ও এক হাজার আট শত জনের একটি বৃটিশ 'মরুসেনা' বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। মাহদী-এর অনুসারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ জেনারেল Charles Gordon ও মিসরীয় বাহিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য এই মরুবাহিনী কুরতী হইতে খারতুমের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। Sir Herbert Stewart-এর অধীনে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মাহদী-এর শ্রেষ্ঠ সেনাদলের একটি বিরাট অংশের (প্রায় তিন হাজার বাককারা ও পাঁচ হাজার জালীয়ীন) সম্মুখীন হয়। মাহদীর সেনাদল কূপসমূহ অধিকার করিয়াছিল ও বর্গাকারে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদেরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয় এবং তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধের পর মাহদী বাহিনী ১০০০ মৃত সৈন্যকে পিছনে ফেলিয়া পিছে হটিয়া যায়। ৭৪ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত হয় এবং ৯৪ জন আহত হয়। তখন আল-মিতাম্মা পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা শত্রুমুক্ত হয়। ইতিমধ্যে খারতুম হইতে Gordon কর্তৃক প্রেরিত বৃটিশ সৈন্যের চারটি স্টীমার মিতাম্মায় আসিয়া বৃটিশ মরুসেনাদলের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকটি দিনের মারাত্মক বিলম্বের দরুন মহদী বাহিনী এক ঝটিকা আক্রমণে খারতুম দখল করিতে সমর্থ হয় (১৬ জানুয়ারি)। অতএব উদ্ধারকারী বৃটিশ বাহিনী উদ্দেশ্যে সাধনে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) N. Shoucair (শুকায়র), তারীখুস সূদান, কায়রো ১৯০৩; (২) H. E. Colville, History of the Soudan Compaign, লন্ডন ১৮৮৯ (সরকারি ফৌজ ইতিবৃত্ত); (৩) A. B. Theobald, The Mahbiya, লন্ডন ১৯৫১; (৪) B. M. Allen, Gordon and the Sudan, লন্ডন ১৯৩১ খৃ.।

S. Hillelson (দা. মা. ই.) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ কালীজার আল-মারযুবান (ابو كاليجار المرزبان)ঃ ইবন সুলত'ানিদ-দাওলা বুওয়ায়হী (দ্র.) বংশের রাজকুমার, শাওয়াল ৩৯৯/মে-জুন, ১০০৯ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। ৪১২/১০২১ সালে যখন মুশাররিফুদ-দাওলার দায়লামী সৈন্যদল আল-আহওয়াযে তাঁহার উযীরকে হত্যা করিয়া তদীয় ভ্রাতা সুলতানুদ-দাওলা (দ্র.)-র কর্তৃত্ব ঘোষণা করে, তখন সুলতানুদ-দাওলা (যিনি পরবর্তী বৎসর মুশাররিফ কর্তৃক ইরাকের শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন), অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বার বৎসরের বালক পুত্র আবূ কালীজারকে নিজ নামে শহরটির দখল গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত সৈন্যদলের নিকট প্রেরণ করেন। পরবর্তী বৎসর মুশাররিফ ও সুলতান শান্তি স্থাপন করিলে মুশাররিফ ইরাক এবং সুলতান ফারস ও খুজিস্তান লাভ করেন। কিন্তু শাওওয়াল ৪১৫/ ডিসেম্বর ১০২৩ জানুয়ারি, ১০২৪ সালে সুলতান মৃত্যুবরণ করিলে পরবর্তী দুই বৎসর ঐ প্রদেশদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণ লইয়া আবূ কালীজার (যাঁহার বয়স তখনও ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই) ও তাঁহার অপর এক চাচা কিরমানের শাসনকর্তা আবুল-ফাওয়ারিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবূ কালীজার এই সংগ্রামে বিজয়ী হন। কিন্তু আবুল-ফাওয়ারিসকে কিরমান হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না। পরে ৪১৮/১০২৭ সালে তাঁহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং আবুল-ফাওয়ারিসকে আবূ কালীজার বার্ষিক ২০,০০০ দীনার কর প্রদান করিতে বাধ্য হন। এই ব্যস্ততার কারণে আবূ কালীজার আমীরুল-উমারা হিসাবে তাঁহার তৃতীয় চাচা জালালুদ-দাওলা (দ্র.)-র স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য বাগদাদ সেনাদলের আমন্ত্রণ গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন। রাবী'উছ ছানী ৪১৬/জুন ১০২৫ সালে মুশরিফুদ-দাওলার মৃত্যুর পর জালালুদ-দাওলা রাজধানীতে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া আবূ কালীজারকে এই আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আবূ কালীজার প্রায় আঠার মাস যাবত (শাওয়াল ৪১৬/ডিসেম্বর ১০২৫ হইতে জুমাদাল-উলা ৪১৮/জুন-জুলাই ১০২৭ পর্যন্ত) বাগদাদের খুতবায় তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইত। ৪১৭/১০২৬ সালে অনুরূপভাবে তিনি কূফার খুতবায়ও স্বীকৃতি লাভ করেন এবং পরবর্তী বৎসর স্বীয় উযীর ইবন বাবশাযকে ফুরাত জলাভূমি অঞ্চলে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রেরণ করিতে সক্ষম হন। তবে উযীরের শোষণের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্রোহ ঘোষণা ব্যতীত এই পদক্ষেপ গ্রহণে তাঁহার আর কিছু ফল লাভ হয় নাই। ৪১৯/১০২৮ সালে আবূ কালীজার বসরা ও কিরমান স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করেন। প্রথমটি জালালের সেনাবাহিনীর দায়লামী ও তুর্কী সৈন্যদের মধ্যকার বিরোধ চলাকালে সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এবং পরেরটি আবুল-ফাওয়ারিসের মৃত্যুর সুযোগে দখল করেন। ৪২০/১০২৭ সালে আবূ কালীজার ওয়াসিত দখল করিলে জালাল আল-আহওয়ায লুণ্ঠন করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং রাবীউল আওওয়াল ৪২১/এপ্রিল ১০৩০ সালে তিন দিনের এক যুদ্ধে আবূ কালীজার জালাল-এর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই সময় জালাল ওয়াসিত ও জলাভূমিসমূহ পুনর্দখল করেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁহার সৈন্যদল বসরাও পুনর্দখল করিয়া লয়। কিন্তু অচিরেই আবূ কালীজারের সৈন্যবাহিনী তাহা পুনরুদ্ধার করে এবং একই বৎসরের শাওওয়াল/ অক্টোবর মাসে তিনি আল-মাযারে জালালকে পরাভূত করেন।

পরবর্তী পাঁচ বৎসর জালাল তাঁহার তুর্কী পেশাদার সৈন্যদের পুনঃপুনঃ বিদ্রোহের ফলে বারংবার বাগদাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় দুইবার ৪২৩/১০৩২ ও ৪২৮/১০৩৭ সালে উক্ত সৈন্যদের উদ্যোগে রাজধানীতে জালালের নামের পরিবর্তে আবূ কালীজারের নাম খুতবায় উল্লিখিত হয়। এই দুইবারের দ্বিতীয়বার আবূ কালীজার প্রধান তুর্কী সেনাপতির সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা ওয়াসিত দখল করিয়া কয়েক মাসের জন্য উহা নিজেদের অধিকারে রাখে। অপরদিকে ৪২৪/১০৩৩ সালের অধিকাংশ সময় বসরা জালালের সৈন্যবাহিনীর দখলে থাকে এবং সেইখানকার খুতবায় আবূ কালীজারের নামের পরিবর্তে তাঁহার নাম পঠিত হয়। কিন্তু এই পারস্পরিক আক্রমণে কাহারও কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে ৪২৮/১০৩৭ সালে জালাল কর্তৃক ওয়াসিত পুনরুদ্ধারের পর একে অন্যের আর অবমাননা না করার প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

৪৩১/১০৩৯ সালে আবূ কালীজার বসরার তদীয় করদ গভর্নরকে দমনের জন্য 'উমানের ইবন মুকরামের সহিত মিলিত হন। উল্লেখ্য যে, গভর্নর পূর্বেই ইবন মুকরামের বিরাগভাজন ছিলেন। পরে একই বৎসর ও পুনরায় ৪৩৩/১০৪১-২ সালে ইবন মুকরামের মৃত্যুতে বিশৃংখলা দমনের জন্য আবূ কালীজার 'উমানে সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। শেষোক্ত বৎসর কাকাওয়ায়হ বংশীয় 'আলাউদ-দাওলার পুত্রদের মধ্যকার বিবাদে আবূ কালীজারের হস্তক্ষেপ বিফল প্রমাণিত হয়। কিন্তু ৪৩৪/ ১০৪২-৩ সালে তাঁহার সৈন্যবাহিনী কিরমানে প্রথম সালজূক আক্রমণ প্রতিহত করে। অতঃপর শা'বান, ৪৩৫/মার্চ ১০৪৪ সালে জালাল পরলোকগমন করেন এবং প্রথমে যদিও বাগদাদের সৈন্যগণ তাঁহার পুত্র আল-মালিকুল-'আযীয (দ্র.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু পরে আবূ কালীজার প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে উহা তাঁহার অনুকূলে প্রত্যাহার করাইতে সমর্থ হন। সুতরাং সাফার ৪৩৬/সেপ্টেম্বর ১০৪৪ সালে শুধু বাগদাদেই নহে, বরং সমগ্র হুলওয়ান অঞ্চল, ফুরাত এলাকা ও দিয়ারবাক্‌রেও খুতবায় তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। এইভাবে তিনি একক বুওয়ায়হী সার্বভৌম শাসকে পরিণত হন এবং খলীফার নিকট হইতে মুহ'য়িদ্দীন পদবীতে ভূষিত হন।

পরবর্তী চার বৎসরের রাজত্বকালে আবূ কালীজার প্রধানত সালজূক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা সুসংহত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে রাজধানী শীরাযকে তিনি প্রথমবারের মত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিতে আরম্ভ করেন। ৪৩৭/১০৪৫-৬ সালে তাঁহার অশ্বকুলের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম জিবালে সালজূক অগ্রাভিযানের মুকাবিলা হইতে বিরত থাকেন। দুই বৎসর পর তিনি সালজূকদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তু'গ'রিল (দ্র.) উহাতে অনুকূল সাড়া দেন। ফলে আবূ কালীজারের কন্যার সহিত তু'গ'রিলের বিবাহ এবং তু'গ'রিলের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত আবূ কালীজারের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ দ্বারা এই মৈত্রী সুদৃঢ় করা হয়। এই মৈত্রীতে তাঁহার পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য সালজূকদের পুনর্বার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু ৪৪০/১০৪৮

সালে একটি সালজূক বাহিনী পুনরায় কিরমান আক্রমণ করে এবং আবূ কালীজারের কিরমানস্থ গভর্নর উহাতে বাধা দানের পরিবর্তে তাহাদের সহিত যোগদান করেন। অবশেষে তিনি স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে রওয়ানা হন, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন (জুমাদাল-উলা ৪৪০/অক্টোবর ১০৪৮)।

আবূ কালীজার কমপক্ষে নয়জন পুত্রসন্তান রাখিয়া মারা যান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মালিকুর-রাহ়ীম (দ্র.) নাম ধারণ করিয়া আমীরুল-উমারা হিসাবে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। বাগদাদ ও ইরাকে শাসন ক্ষমতার অধিকারী এই বংশের তিনিই শেষ ব্যক্তি। দ্বিতীয় পুত্র ফুলাদ সুতুন ৪৫৪/১০৬২ সালে এক বিদ্রোহীর হাতে নিহত হওয়া পর্যন্ত ফারসের শানসকর্তা হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত থাকেন।

৪২৯ সালে শীরাযে অবস্থানকালে আবূ কালীজার তাঁহার দায়লামী সৈন্যদের অনেকের ন্যায় ফাতিমী বংশের দা'ঈ আল-মুআয়্যাদ ফিদ-দীন (দ্র.) কর্তৃক ইসমাঈলী মতবাদে দীক্ষিত হন। প্রায় চার বৎসর পর 'আব্বাসী বংশের আল-কা'ইমের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার উদ্দেশে তিনি নিজ রাজ্য হইতে দা'ঈকে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শেষোক্ত জনের সীরাতে (সম্পা. কামিল হুসায়ন, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৭৭) বর্ণিত এই সকল ঘটনার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ফাতিমী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আল - মুআয়্যাদের সহিত আবূ কালীজারের সম্পর্কের বিষয় ইবনুল-বালখীও তাঁহার ফারসনামায় উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (২) ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজ'াম, ৭খ., ১৭, ২১, ৩০, ৩৭, ৫৬, ৬৯ ৭২-৩, ১১৯, ১২৮, ১৩৬, ১৩৯; (৩) সিবত' ইবনুল-জাওযী, মিরআতুয-যামান (পাণ্ডুলিপি, প্যারিস ১৫০৬), পত্রঃ 2v, 47v, 78v; (৪) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, তারীখ-ই গুযীদা, ৯২; (৫) ইবন খালদূন, ৪খ., ৪৭২ প; (৬) মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতুস-সাফা (Wilken কর্তৃক Mirchonds Geschichte der Sultane aus dem Geschlechte Bujeh নামে উদ্ধৃতাংশ প্রকাশিত, বার্লিন ১৮৩৫ খৃ., পৃ. ৪৫-৫৭); (৭) খাওয়ানদ আমীর হ'াবীবুস-সিয়ার (Ranking কর্তৃক A History of the Minor Dynasties of Persia নামে উদ্ধৃতাংশ প্রকাশিত, ১৯১০ খৃ., পৃ. ১১৮-২০); (৮) H. Bowen, The Last Buwayhids, JRAS, 1929, 226 প.।

Harold Bowen (E.I.2)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আবূ কাহিল (ابو كاهل) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। এই উপনামে তিনি পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম ও বংশপরিচিতি জানা যায় নাই। তবে তিনি যে আবূ কাহিল আল-আহমাসী নহেন—এই ব্যাপারে ইবনুস সাকান ও আবূ আহ'মাদ আল-হ'াকিম প্রমুখ হাদিসবেত্তা একমত। নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণিত হয় নাই। তাঁহার একটি দীর্ঘ 'মুনকার হ'াদীছ' রহিয়াছে। আবূ আহমাদ আল 'উকায়লী ও ইবনুস-সাকান প্রত্যেকে এই হ'াদীছটি দা'ঈফ (দুর্বল) হ'াদীছের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ত'াবারানী ও আবূ আহ'মাদ আল-আসসাল উল্লিখিত দুইজন আবূ কাহিল অভিন্ন ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইসাবা; ৪খ., পৃ. ১৬৪, সংখ্যা ৯৫৭, মিসর ১৩২৮ হি.; (২) ইবন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, (আল-ইসাবা, ৪খ.-এর হাশিয়ায়, পৃ. ১৬৪)।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজলী

আবূ কীর (ابو قيـر)ঃবা বুকীল, পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট শহর। ইহা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ১৫ মাইল পূর্বে রাশীদ (Rosette) গামী রেল লাইনের উপর অবস্থিত। 'আরব ভূগোলবিদ আল-ইদরীসী সর্বপ্রথম আবূ কীর-এর অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বে প্রাচীন মিসর সম্পর্কে রচিত 'আরবী গ্রন্থসমূহে তথায় একটি 'বাতিঘর' (মানার) নির্মাণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ পথিকদের পথ নির্দেশের জন্য রাস্তার স্থানে অনুরূপ স্তম্ভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সা'ঈদ ইবনুল-বিতরীক (Eutychius) ফাতিমীদের মুকাবিলায় মিসরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারসূস হইতে প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনীর আবূ কীরে যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'আলী পাশা মুবারাক একটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাতে লিখিয়াছেন, ২৭ শাবান, ৭৬৪/১১ জুন, ১৩৬৩ সালে ইউরোপীয় জলদস্যুরা আবূ কীর আক্রমণ করে এবং প্রায় ষাটজন বাসিন্দাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহারা সেই বাসিন্দাদেরকে সিডন (صيداء) নামক স্থানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভিযানের সময়ই আবূ কীর প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ ১ আগস্ট, ১৭৯৮ সালে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি Nelson নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ২৫ জুলাই, ১৭৯৯ সালে তুর্কী বাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়। ৮ মার্চ, ১৮১০ সালে আবূ কীর-এ বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করে। তাহারা মিসর হইতে ফরাসী অধিকার তুলিয়া দেয়। অবশেষে মার্চ ১৮০৭ সালে আবূ কীর আবার বৃটিশ বাহিনীর সৈন্যশিবির (Operation base)-এ পরিণত হয়। এই সময় আবূ কীর জাহাজ নোঙ্গরের একটি উত্তম স্থান, একটি নিরাপদ পোতাশ্রয় ছিল। কিন্তু এই সময় জনপদটির অবস্থা শোচনীয় ছিল।

Amelineau-এর এইরূপ একটি ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল যে, তিনি (আল-য়াকূ'বীর কিতাবল-আসবাক') Jacobite Synaxary-এর মধ্যে আবূ কীর-এর নাম দেখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা ছিল Apa kyros-এর নামে উৎসর্গীকৃত প্রাচীন কায়রোর একটি গির্জা।

Elienne combe আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রাশীদগামী রাস্তা ও উপকূলীয় হ্রদসমূহের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং 'আরব লেখকও ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের এক দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বিভিন্নরূপে আবূ কীর নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে কিছুটা কষ্টসাধ্য ভ্রমণের একঘেঁয়ে বর্ণনাও রহিয়াছে। যেমন পরিব্রাজকদের নির্জন ও অনাবাদী বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করিতে হইত।

তবে এখানে সেখানে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ দেখিয়া তাহারা আগ্রহ বোধ করিত। পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকগামী রাস্তার উপর যে তিনটি হ্রদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ইহাদের নাম ছিল যথাক্রমে মারয়ুত, আবূ কীর ও আত্‌কূ। আল-কালকাশান্দী-এর সুবহু'ল আ'শা গ্রন্থে কেবল আবূ কীর-এর হ্রদটির বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। তিনি উক্ত এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছিল কেবল একটি অতীতের বস্তু। হ্রদের তীরে কিছু কিছু পাখী বাসা নির্মাণ করিয়াছিল এবং হ্রদ মাছে ভর্তি ছিল। লোকেরা 'বুরী' নামক মৎস্য (Mullet) শিকার করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া লইয়া যাইত। এই সমস্ত মৎস্য আলেকজান্দ্রিয়ার লোকদের খাদ্য সরবরাহের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তীরে কয়েকটি বড় বড় লবণ তৈরির অঞ্চল ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলের উৎপাদিত লবণ ইউরোপে রফতানি করা হইত। আবূ কীর ও মারয়ুত হ্রদের মধ্যবর্তী প্রস্তরময় একটি মযবুত বাঁধ ইহাদেরকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। মাহমূদিয়া খালটি ও কায়রো হইতে আলেকজান্দ্রিয়াগামী রেলপথটি ইহার বরাবর নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে আবূ কীর হ্রদটি জনশূন্য করিয়া ফেলা হয়; তদবধি তথাকার ভূমিতে কৃষিকাজ হইয়া আসিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন আবদিল হাকাম (সম্পা. Torrey), পৃ. ৪০; (২) সা'ঈদ ইবনুল বিতরীক (Eutychius), ২খ., ৮১; (৩) আল-মাক্‌রীযী, খিতাত, MIFAO, ৪৬ খ., ৮২; (৪) Synaxaire, Patrologia orientalis, ৩খ., ৪০৪; (৫) Amelineau, Geographie, পৃ. ৬, ৫৭৯, ৫৮১; (৬) U. Monneret de Villarb, in Bulletin de la societe de geographie d'Egypte, ১৩খ., ৭৪, ৭৬; (৭) E. Combe, Alexandrie musulmane, in Bulletin de la societe de geographie d'Egypte, ১৫খ., 201, 238, 16J, 111-179, 269-292; (৮) Deherain, L'Egypte turque, Hist. de la nation egyptienne, ৫খ., 275, 277, 281-285, 433, 440, 445, 518-519, ফলক ১১; (৯) Durand and Viel, Les campagnes navales de Mohammd Aly ১খ., ৪৯, ৬৩, ৬৫, ফলক, ১০, ১১, ১৩, ১৯।

মিসরের কয়েকটি অখ্যাত স্থানের নামও আবূ কীর। ইহাদের মধ্যে মিসরের মধ্যভাগে মিনযা-এর উত্তরে অবস্থিত জাবালুত-তায়র (পাখীদের পাহাড়)-এর গিরিখাতটি (বুকীরান, বুকীরাত) উল্লেখযোগ্য। 'আরব গ্রন্থকারগণ এই স্থানটির সঙ্গে একটি অদ্ভুত কাহিনীকে সম্পর্কিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা লিখেন, বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনে আবূ কীর নামক পাখী তথায় একত্র হইয়া পাহাড়ের ফাটলে মস্তক স্থাপন করে। ইহার পর যে কোন একটি মস্তকসহ ফাটলটি বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পাখীটি ঝুলিয়া থাকে এবং তথায় মরিয়া যায় (য়াকূত, মু'জাম, ২খ., ২১-২৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wiet and J Maspero, Materiaux pour servir a la geographe de I'Egypte, MIFAO, ৩৬খ., ৬৪-৬৬।

G Wiet (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ কু'বায়স (ابو قبيس) ঃ পবিত্র মক্কার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি পাহাড়। মাসজিদুল-হ'ারাম-এর কয়েক শত মিটার দূরে অবস্থিত সমতল ক্ষেত্র হইতে এইভাবে সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে যে, তথা হইতে মাসজিদটি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। পবিত্র কা'বার যে কোণে 'কৃষ্ণ প্রস্তর' গ্রথিত, তাহা উক্ত পাহাড়ের অবস্থানের দিক নির্দেশ করে। আস-সাফা এই পাহাড়টির পাদদেশে এবং আল-মাসআর দক্ষিণ প্রান্তে। বর্তমান পাহাড়টির প্রায় চতুর্দিক অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। হযরত আদম (আ) ও অতি প্রাচীন যুগের কতিপয় লোকের কবর এইখানেই ছিল বলিয়া কথিত হয়। পাহাড়টির প্রাচীন নাম ছিল আল-আমীন। হযরত নূহ' (আ)-এর মহাপ্লাবনের সময় কালো পাথরখানিকে নিরাপত্তার কারণে উহার উপরে সংরক্ষণ করা হয় বলিয়াই পাহাড়টির এই নাম। আবূ কু'বায়স নামটির উৎস ব্যাখ্যা করিতে অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে (য়াকূ'ত, আবূ কু'বায়স)। আল-আযরাকী (পৃ. ৪৭৭-৮) এই মত সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন যে, ইয়াদ এলাকার অধিবাসী আবূ কু'বায়স নামক কোন লোক আবূ কুবায়স পাহাড়ে প্রথম গৃহ নির্মাণ করে। উপত্যকাটির পশ্চিম পার্শ্বস্থ আবূ কুবায়স ও আল-আহমার পাহাড় দুইটি একত্রে আল-আখশাবান (এবড়ো-থেবড়ো দুইটি) নামে অভিহিত।

বলা হইয়া থাকে, যতদিন এই পাহাড় দুইটির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন মক্কার ধ্বংস নাই। জনশ্রুতি আছে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত (কুরআন ৫৪ ঃ ১) হওয়ার সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ কু'বায়স পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। ৬৪/৬৮৩-৪ সনে পাহাড়টির উপর স্থাপিত মানজানীক নামক ক্ষেপণাস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত গোলা দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহ ধ্বংস করা হয়। মধ্যযুগে পাহাড়টির শীর্ষদেশে একটি দুর্গ শোভা পাইত, কিন্তু বর্তমানে উহার কোন নিদর্শন নাই। শানূসী ত'রীকা'র প্রথম যাবিয়া (زاوية) ১২৫২-৩/১৮৩৭ সনে আবূ কুবায়স পাহাড়ে নির্মিত হয় এবং Snouck Hurgronje-এর সময়ে উহার ঢালু দিকটাতে এক বিশাল নাক্‌শবান্দী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল (Mekka, ii, 285)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য দ্র. মক্কা প্রবন্ধ।

[illegible]entz (E.I.2)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ কুররা (ابو قرة) ঃ থিওডোর (Theodore) হাররান-এর মেলকাইট Melkite বিশপ। কথিত আছে, যে সকল কৃতী খৃস্টান লেখক 'আরবী ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই প্রথম। তিনি আনু. ৭৪০ খৃস্টাব্দে এডেসা (Edessa) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আনু. ৮২০ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তৎলিখিত নিবন্ধাদিতে তিনি নিজেকে দামিশকের John (মৃ. ৭৪৯)-এর ভক্ত বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু যৌবনে তিনি ফিলিস্তীনের খৃস্টান সন্ন্যাসীদের সেন্ট সাবা (St. Saba) মঠে অধ্যয়ন করিয়া থাকিলেও তাহার পক্ষে এই দামিশকবাসীর ছাত্র হওয়া সম্ভবপর ছিল না। John-এর ন্যায় প্রাথমিক যুগের যে সকল খৃস্টান লেখক ইসলাম সম্পর্কিত রচনাদিতে সখেদে অপরাধ স্বীকার করিয়া কৈফিয়ত দিতেন, তন্মধ্যে তাহার নামটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার দেশজ সিরীয়, গ্রীক ও 'আরবী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন। কিন্তু তাহার রচিত নিবন্ধাদির অধিকাংশই বিতর্কমূলক। ইহার

কারণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, তৎকালে হাররান নগরী তেজস্বী মেধাপ্রধান (বুদ্ধিজীবীর) জীবনযাত্রার কেন্দ্রভূমি ছিল। সেখানে প্রকৃতি-উপাসক, মানী-অনুসারী, [Followers of Mani, a native of Ecbatana (215-276 A. D) who taught that everything sprang from two chief principles, light and darkness, or good and evil-chambers] য়াহূদ, মুসলিম, গোঁড়া খৃষ্টান ও উদারপন্থী খৃষ্টানগণ আপন আপন ভূমিকা পালন করিতেন। তৎলিখিত যে সকল পুস্তক অদ্যপি বর্তমান, তাহাতে তিনি এ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নিজের গোঁড়া ধর্মমতকে সমর্থন করিয়াছেন। তাহার গ্রীক ভাষায় লিখিত আদিম ক্যাথলিকপন্থী ধর্ম পুস্তিকাদি Patr. Gr. Xcvii, গ্রন্থে Migne কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। তাহার 'আরবীতে প্রণীত পুস্তকাদি Oeuvres arabes de Theodore Aboucara, eveque de Haran গ্রন্থে কনস্টানটাইন বাচা (Constantine Bacha) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বৈরূত হইতে প্রকাশিত (তা. বি) হইয়াছে। তবে এসকল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় পুস্তিকার প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে (দ্র. Peeters, in Acta Bollandiana, 1930, 94 and H Beck, in Orientalia christiana analecta, 1937, 40-3)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Michael Syrus, Chronique, iii, 29-34; (২) C. Bacha in Mach., 1903, 633-6; (৩) G. Graf, Gesch d christl. arab Lit. ii 7-26; (৪) ঐ লেখক, Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra, Paderborn 1910. His Part in the Muslim controversy is discussed in A Palmieri, Die Polemik des Islam, 18 f.; (৫) G. Guterbock Der Islam im Licht der byzantinischen Polemik, 1912, 15 ff.; (৬) I. Kratschkovsky, in Khristianskij Vostok, 1916, 301-9; (৭) A. Guillaume, in the Centenary Suppl. to JRAS, 1924, 233-44; (৮) C.H. Becker, Islamstudien, i 434 প.; (৯) W. Eichner, in Isl,. 1936, 136 প.।

A. Jeffery (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ খিরাশ খুওয়ায়লিদ (ابو خراش خويلد) ঃ ইবন মুররা আল-হুযালী একজন মুখাদ'রাম (দ্র. مخضرم) জাহিলী ও ইসলামী যুগের) আরব কবি। ইনি খলীফা হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সেই আমলেই ইয়ামান হইতে আগত হাজ্জযাত্রীদের জন্য পানি সংগ্রহকালে সর্পদষ্ট হইয়া ইন্তিকাল করেন। ফলে খলীফা তাঁহার 'দিয়া' (রক্তপণ) উহাদের উপরে ধার্য করেন। জাহিলী যুগের যে সমস্ত যোদ্ধা অশ্বের চাইতে দ্রুততর বেগে দৌড়াইতে পারিত, আবূ খিরাশকে তাহাদের অন্যতম মনে করা হয়। আবূ জুনদুব, 'উরওয়া, আল-আবাহ, আল-আসওয়াদ, আবুল- আসওয়াদ, 'আমর যুহায়র, জান্নাদ ও সুফয়ান-তাঁহার এই নয় ভ্রাতাও দৌড়ের গতিতে অনুরূপ বৈশেষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ইহারা সকলে উচ্চ মর্যাদার কবিও ছিলেন। ইবন 'আবদিল বারর ও ইবনুল আছীর তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না (দা.মা.ই. ১খ., ৭৯২ পৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ খিরাশ, দীওয়ান, প্রকাশ J. Hell Neue Hudailiten-Diwane, ii, Leipzig 1933; (২) জাহিজ, হায়াওয়ান, Biographical notes and verses iv, 267, 351; (৩) ইবন কু'তায়বা, শি'র, ৪১৭-১৮; (৪) আবূ তাম্মাম, হ'মাসা (Freytag), 365, 370; (৫) আগানী ২১, ৫৪-৭০; (৬) ইবন হ'াজার, ইসাবা নং-২৩৪৫; (৭) বাগ'দাদী, খিযানা, কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ., ৪০০০; (৮) 'আসকারী, দাওয়ানুল-মামানী, ১খ., ১৩১, ২খ., ৭২; (৯) Nallino, Scritti, vi=Letteratura, 46 (French translation 77).

Ch. Pellat (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ গ'ানিম (ابو غانم) ঃ বিশর ইবন গ'ানিম আল-খুরাসানী, ২য়/৮ম শতকের শেষদিকের এবং ৩য়/৯ম শতকের প্রথম দিকের একজন ইবাদী আইনশাস্ত্রবিদ, খুরাসানের বাসিন্দা। তিনি রুস্তামী ইমাম 'আবদুল-ওয়াহহাব (১৬৮-২০৮/৭৮৪-৮২৩) রচিত আল-মুদাওওয়ানা গ্রন্থ উপহার দেওয়ার উদ্দেশে তাহারত যাওয়ার পথে জাবাল নাফুসার ইবাদী শায়খ আবূ হাফস' 'আমর ইবন ফাতহ'-এর নিকট যাত্রাবিরতি করেন। তখন উক্ত শায়খ আল-মুদাওওয়ানার একটি কপি আল-মাগ'রিবে সংরক্ষণ করেন, যাহা ইবাদী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার একটি বড় খিদমত।

আবূ গ'ানিমের 'আল-মুদাওওয়ানা' উসূল ফিক'হ-এর প্রাচীনতম ইবাদী গ্রন্থ, ইহা আবূ 'উবায়দা মুসলিম আত-তামীমী আল-মানসূ'র-এর সময়ে ১৩৬-৫৮/৭৫৪-৭৫ (তু.) ইবাদিয়্যা-এর শিক্ষা অনুযায়ী বিন্যস্ত যাহা তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক বর্ণিত আম্‌রূস ইবন ফাতহ' কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অনুলিপি বার অংশে বিভক্ত ছিল। আবুল-ক'াসিম আল-বাররাদী (৮ম/১৪শ শতাব্দী) ইবাদী গ্রন্থসমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে ঐ খণ্ডসমূহের শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ বর্তমানে অত্যন্ত দুর্লভ। S Smogorzewski প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, এই গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি (Mzab Guerrara) নামক স্থানের এক ইবাদী পণ্ডিতের নিকট সংরক্ষিত ছিল। আল-বাররাদীর তালিকায় আবূ গ'ানিমের একটি আইন গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাম্মাখী, আস-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ২২৮; (২) সালিমী, আল-লামআ, ছয়টি ইবাদী গ্রন্থ আলজিয়ার্সে প্রকাশিত হইয়াছে, ১৩২৬ হি., পৃ. ১৮৪, ১৯৭-৮, (৩) A de Motylinski Bull corr, afr. 1885, 18, nos 12 and 14.

T. Lewicki (E.I.[2])/সিরাজউদ্দীন আহমদ

আবূ গ'াযওয়ান (ابو غزوان) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল-আস'-এর হ'াদীছে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত হাদীছ আত-তাবারানী ইবন ওয়াহব-এর সূত্রে বর্ণনা

করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সাতজন লোক আগমন করিয়াছিল। সাহাবীদের মধ্য হইতে প্রত্যেকে এক এক ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এক ব্যক্তিকে গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার নাম আবূ গা'যওয়ান বলিয়া জানান। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেন, অতঃপর তাঁহার জন্য সাতটি বকরী দোহন করা হইল। তিনি সাতটি বকরীর সম্পূর্ণ দুগ্ধ পান করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলে তিনি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিলেন। পরবর্তী দিন তাঁহার জন্য একটি বকরী দোহন করা হইল, উহার সম্পূর্ণ দুগ্ধ তিনি পান করিতে পারিলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আবূ গা'যওয়ানকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন! নিঃসন্দেহে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি।' রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "ইতোপূর্বে তুমি সাতটি অন্ত্রের অধিকারী ছিলে এবং এখন তুমি মাত্র একটি খাদ্য অন্ত্রের অধিকারী।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হা'জার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৫২।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী।

আবূ গা'যিয়্যা (ابو غزية) ঃ আল-আনসা'রী (রা), একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী (স) হইতে একটি হা'দীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন এক সফরে তিনি নবী (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "তোমরা আমার নাম ও উপনাম (كنية) একত্র করিও না (কাহারও নাম রাখার ব্যাপারে)। তাঁহার আর একটি হা'দীছ জাবির আল-জু'ফীর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি য়াযীদ ইবন মুররা হইতে এবং তিনি আবূ গা'যিয়্যা আল-আনসা'রী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করিতেন। একদা ছায়ার ন্যায় কিছু তাহার সম্মুখে আসিল। এই কথা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ। যদি তুমি স্থির থাকিতে তাহা হইলে উহা হইতে আশ্চর্য কিছু প্রত্যক্ষ করিতে।" আবূ না'ঈম এই বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৫২; (২) ইবন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসা'বা-র হাশিয়ায়, ৪খ., ১৫২)।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ গা'লীজ' (ابو غليظ) ঃ (রা) ইবন উমায়্যা ইবন খালফ আল-জুমাহী। ভিন্নমতে তিনি আবূ গা'লীজ' ইবন মাস'উদ ইবন উমায়্যা ইবন খালাফ একজন সাহাবী। আবূ গা'লীজে'র নাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ 'আমবাসা এবং কেহ নশীত বলিয়াছেন। আবূ গা'লীজ' ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন মু'আবি'য়া আল-জুমাহী-এর প্রপিতামহ। আল-খাতীব ইবন গা'লীজে'র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একটি পক্ষী (صرد) আমার হাতে দেখিয়া বলিলেন, ইহাই প্রথম পক্ষী যাহা 'আশূদরার দিন সিয়াম পালন করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসা'বা, ৪খ., ১৫৩, সংখ্যা ৮১০; (২) হাফিজ শামসুদ্দীন আয-য'াহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহা'বা ২খ., ১৮৯; (৩) ইবন সা'দ, আত-তাবাক'াতুল-কুবরা, ৮খ., ২৭৩।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ গু'সায়ল (ابو غسيل) ঃ (রা) আল-'আমা (অন্ধ) যাঁহাকে আবূ বুসায়র বলা হইত, একজন সাহাবী ছিলেন। ছালাবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হু'মায়দুত-তা'বীল সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একজন অন্ধ ব্যক্তিকে উযু করিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার পায়ের তলা (ধৌত কর)"। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাঁহার পায়ের তলদেশ ধৌত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার উপনাম হয় আবূ গু'সায়ল। ভিন্ন সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আবূ বুসায়র নামে সম্বোধন করিয়া অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি আবূ বুসায়র নামেও পরিচিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসা'বা, ৪খ., ১৫২-৫৩, সংখ্যা ৮৮৮।

মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ ছাওর (ابو ثور) ঃ ইবরাহীম ইবন খালিদ ইবন আবিল-য়ামান আল-কাল্বী, খ্যাতনামা মুফতী ও স্বতন্ত্র ফিক'হী মাযহাবের প্রবর্তক, মৃত্যু বাগদাদে (সাফার ২৪০/জুলাই ৮৫৪)।

আবূ ছাওর ইমাম শাফিঈ (র)-এর এক পুরুষ পরে ইরাকে বাস করিতেন এবং মনে হয়, হা'দীছকে অপরিহার্য দলীলরূপে গ্রহণের ব্যাপারে শাফি'ঈ-র পদ্ধতিগত মতবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তবে প্রাচীন মায'হাবসমূহের রীতি অনুযায়ী তিনি রায় (দ্র.)-এর প্রয়োগ বহাল রাখিয়াছেন। পরবর্তী কালের জীবনীকারগণ বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, আবূ ছাওর পূর্ব ইরাকী রায় প্রয়োগ রীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া শাফি'ঈ মাযহাব গ্রহণ করেন। বাস্তবিকই অনেকে তাঁহাকে শাফি'ঈ মায'হাবপন্থী বলিয়া গণ্য করিয়াও থাকেন। কিন্তু তাঁহার মতামত কখনও কখনও শাফি'ঈ মতবাদ হইতে ভিন্ন হইলেও সেগুলিকে উক্ত মাযহাবের রীতিনীতির ভিন্নতর রূপ (উজূহ) বলিয়া মনে করা হয় না অথবা তিনি কোন বিশেষ উঁচুদরের হা'দীছবেত্তা বলিয়াও পরিগণিত ছিলেন না। মুফতী হিসাবে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সতর্ক প্রশংসা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ইমাম আহ'মাদ ইবন হা'ম্বাল (র)-এর প্রতি আরোপ করা হয়। ফিক'হ সম্পর্কে আবূ ছাওর-এর স্বল্প সংখ্যক মতামত 'ইখতিলাফ' বিষয়ক গ্রন্থাদিতে (দ্র.), বিশেষত আত-তা'বারীর 'ইখতিলাফুল-ফুক'াহা (ed. Kern, Cairo 1902 ও Schacht, Leiden 1933)-এর দুইটি খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৪র্থ/১০ম শতকেও, বিশেষ করিয়া আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানে, আবূ ছাওর-এর মায'হাবের বেশ কিছু অনুসারী ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিস্ত, ১খ., ২১১, ২খ.; ৯১; (২) আল-খাতী'ব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৬খ., ৬৫প.; (৩) সুবকী তা'বাকা'তুশ শাফি'ঈয়্যা, ১খ., ২২৭ প.; (৪) ইবন হা'জার আল-'আসক'ালানী, 'তাহযীবুত- তাহযী'ব, ১খ., ১১৮ প.; (৫) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাত, ২খ., ৯৩; (৬) Juynboll, Handleiding, 369, 371.

J. Schacht (E. I.[2])/ হুমায়ুন খান

আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী (ابو ثعلبة الخشني) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। ইমাম মুসলিম ও আহ'মাদ-এর মতে তাঁহার নাম জুরহুম; অনেকের মতে জুরছুম ও এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মতামত রহিয়াছে। উপনাম আবূ ছালাবা। এই উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত। পিতার নাম নাশিব, নাসিম ও লাশির ছাড়া আরও মতামত পাওয়া যায়। বানূ কু'দা'আ গোত্রের খুশায়ন উপগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়ায় মতান্তরে হি'মস-এ বসবাস করিতেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করেন। তিনি এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী কারীম (স)-এর সহিত খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে খায়বার-এর গ'নীমাতের অংশ প্রদান করেন। ৬ষ্ঠ হি. হু'দায়বিয়ার সন্ধির সময় বায়'আতুর রিদ'ওয়ান-এ শরীক ছিলেন। ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তাঁহার কওমের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহার কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন। সিফফীনের যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসনামলের প্রথমভাগে ইন্তিকাল করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি ৭৫ হি. 'আবদুল- মালিক ইবন মারওয়ান-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার বর্ণিত কয়েকটি হ'াদীছ রহিয়াছে, তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম-এ রাবী'আ ইবন য়াযীদ-এর সূত্রে বর্ণিত হ'াদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীছটি হইতেছে ঃ আবূ ছা'লাবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ (স)! আমি আহল-ই কিতাব-এর দেশে বসবাস করি; তাহাদের পাত্রে আহার করি: আবার আমি একজন শিকারের দেশের লোক, তীরধনুক দ্বারা শিকার করিয়া থাকি; কখনও কখনও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা, আবার কখনও বা প্রশিক্ষণহীন কুকুর দ্বারা। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোনটি হ'ালাল তাহা আমাকে বলিয়া দিন" ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন, "আহল-ই কিতাব-এর পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্র থাকিলে সেইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদেরটিতে আহার করিবে না। আর না থাকিলে তাহাদের পাত্র ভালভাবে ধুইয়া উহাতে আহার করিবে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার নির্দ্বিধায় খাইতে পার; কিন্তু প্রশিক্ষণহীন কুকুরের শিকার কেবল জীবিত থাকিলেই উহা যবেহ করিয়া খাইতে পারিবে" (বুখারী, দেওবন্দ, তা বি, ২খ., ৮২৫, ৮২৬)।

আবূ 'ইদরীস আল-খাওলানী, আবূ উমায়্যা, আশ-শায়বানী, আবূ আসমা, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, জুবায়র ইবন নুফায়র, আবূ কিলাবা, মাকহূল প্রমুখ তাবি'ঈ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন।

ইবন আসাকির মাহফূজ ইবন আলকামার সূত্রে ইয়াসি্র ইবন সুমায়্যি হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আবূ ছা'লাবা-র ন্যায় সত্যবাদী আমরা আর দেখি নাই। প্রতি রাত্রেই তিনি নির্নিমেষভাবে আকাশের দিকে তাকাইতেন এবং ফিরিয়া আসিয়া সিজদায় রত হইতেন। আল্লাহর রহমাতের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি আমার অগাধ আস্থা রহিয়াছে, তিনি আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রেহাই দিবেন। সত্য সত্যই তিনি রাত্রে সালাতে সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কন্যা স্বপ্নে পিতাকে মৃত দেখিতে পান। জাগ্রত হইয়া তিনি পিতাকে ডাক দেন। কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তিনি কাছে গিয়া পিতাকে সিজদারত অবস্থায় মৃত দেখিতে পান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি. ৪খ., ২৯-৩০, সংখ্যা ১৭৬; (২) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা বৈরূত তা. বি. ২খ., সংখ্যা ১৫৩; (৩) ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক'রীবুত তাহযীব, বৈরূত তা. বি. ২খ., ৪০৪; (৪) ইবন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইস'াবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত), ৪খ., ২৮; (৫) ইবন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ৩২৯; (৬) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা তেহরান ১২৮৬ হি., ১খ., ২৭৬।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ জানদাল (ابو جندل) ঃ (রা), ইব্ন সুহায়ল ইব্ন 'আমর আল-কু'রাশী আল-'আমিরী, প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী, মক্কার মুশরিকগণ কর্তৃক সাংঘাতিকভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার মুশরিক দলে ছিলেন, কিন্তু দলত্যাগ করিয়া মুসলিম সৈন্যদলে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি মুশরিকগণ কর্তৃক ধৃত হন। তাঁহাকে মক্কায় লইয়া যাওয়া হয় এবং ভীষণ অত্যাচারেও কিছুতেই তিনি ইসলাম ত্যাগে রাযী হন নাই। ভিন্ন মতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন আবূ জানদাল (রা)-এর ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ, আবূ জানদাল (রা) নহেন।

হুদায়বিয়ায় যখন কুরায়শদের সহিত সন্ধিপত্র লিখিত হইতেছিল (৬/৬২৭ সনে) ঠিক সেই সময় আবূ জানদাল (রা) শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় সেইখানে উপস্থিত হন। সন্ধিশর্ত আলোচনায় তাঁহার পিতা সুহায়ল শরীক ছিল। স্বীকৃত হইয়াছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করিয়া কেহ মক্কা হইতে মদীনায় পলায়ন করিলে তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে....। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ জানদালকে মুক্তি দিতে এবং মুসলিমদের সঙ্গে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দিতে তাঁহার পিতাকে এই বলিয়া অনুরোধ করেন যে, এখনও সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই, সুতরাং মুসলিম পক্ষে আবূ জানদালকে ফেরত না দিলে সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে বলা যাইবে না। ইহাতে সুহায়ল রাগান্বিত হইয়া সন্ধি করিতে অস্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) অগত্যা তাহার দাবি মানিয়া লইলেন এবং আবূ জানদালকে বলিলেন, "তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ তোমার মুক্তির পথ করিয়া দিবেন।" আবূ জানদালের আর্তনাদে সাহাবীগণ অধীর হইলেন।

মক্কার তাঁহারই ন্যায় বন্দী জীবন যাপন করিতেছিলেন আবূ বাসীর (রা) নামে এক সাহাবী, যিনি মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া লোহিত সাগরের উপকূলে এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। আবূ জানদাল (রা)-সহ আরও কিছু মজলুম মুসলিম মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া আবূ বাসীরের (রা) সঙ্গে মিলিত হন। স্থানটির পার্শ্ব দিয়াই মক্কার কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ায় যাতায়াত করিত। এই ক্ষুদ্র মুসলিম দলটি কুরায়শদের কাফেলা আক্রমণ শুরু করে। কুরায়শগণ বাধ্য হইয়া সন্ধির উক্ত বিশেষ শর্তটি বাতিল বলিয়া গণ্য করিতে ও লোহিত সাগরের উপকূলে

অবস্থানরত মুসলিম দলটিকে মদীনায় ডাকিয়া লইতে নবী কারীম (স)-কে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। ফলে সঙ্গিগণসহ আবূ জানদাল (রা) মদীনায় চলিয়া আসেন।

মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নিরাপত্তার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফতকালে য়ামামার জিহাদে (১২/৬৩৩ সালে) শাহাদাত লাভ করেন। ভিন্ন মতে আবূ জানদাল (রা)-এর ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ (রা) য়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আবূ জানদাল (রা) ও তাঁহার পিতা সিরিয়ায় গমন করেন এবং সেখানে বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। আবূ জানদাল (রা) 'উমার (রা)-এর খিলাফত কালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, কিতাবু'শ-শুরূত ফিল-জিহাদ; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত, ১৩৮৮/১৯৬৮, ২খ., পৃ. ৯৭, ১৩৪; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৩৪; সংখ্যা ২০৩; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব, পূর্বোক্ত আল-ইসাবার হাশিয়ায়, ৪খ., পৃ. ৩৩-৩৫;(৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ১৫৬, সংখ্যা ১৮১২।

এ. টি. এম. মুছলেহ্ উদ্দীন

আবূ জা'ফার (ابو جعفر) ঃ উস্তায হারমুয (হারমুয দ্র.) উমানে শারাফুদ-দাওলা বুওয়ায়হীর নায়েব বা প্রতিনিধি, যদিও পরবর্তীকালে তিনি সামসামুদ-দাওলার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লন। এইজন্য প্রথমোক্ত জন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ৩৭৪/৯৮৪ সালে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর ৩৭৯/৯৮৯ সালে শারাফুদ-দাওলার ইন্তিকালের পর সামসামুদ-দাওলা তাঁহাকে কিরমান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু ৩৮৮/৯৯৮ সালে শেষোক্ত জনের হত্যার পর তিনি কিরমানের দায়লামী ফৌজের নেতৃত্ব স্বহস্তে তুলিয়া লন এবং পুনরায় বাহাউদ-দাওলা বুওয়ায়হীর চাকুরিতে প্রবেশ করেন, যদিও অধিক বয়সের কারণে তিনি তাঁহাকে সত্বর চাকুরি ত্যাগে বাধ্য করেন। ৪০৬/১০১৫ সালে ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপুত্র হাসানও বানূ বুওয়ায়হ-এর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন (তু. হাসান ইবন উস্তায হারমুয)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর (Tornberg সং) ৯খ., ২৮ প.।

M. Th Houtsma (E.I.² ও দা. মা. ই.)/

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আবূ জা'ফার আল-খাযিন, (ابو جعفر الخازن) ঃ জ. খুরাসান, মৃ. ৯৬১-৯৭১; গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ। ইউক্লিডের কতিপয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন; কনিক সেকশন (শংকুগণিত)-এর সাহায্যে কতিপয় দুরূহ ত্রি-মাত্রিক সমীকরণের সমাধান করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ জাবী (ابو ظبى) ঃ (প্রচলিত আবূ ধাবী) একটি শহর, (পূর্ব দ্রাঘিমা ৫৪০°২২, উত্তর অক্ষাংশ ২৪° ২৯) ১৯৭১ খৃ.-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সন্ধি শর্তাধীন (Trucial Coast of the Gulf) আরব উপকূলে অবস্থিত শায়খ-শাসিত একটি রাজ্য ছিল। উক্ত সনের ২ ডিসেম্বর বৃটিশ সরকারের সহিত সম্পাদিত বন্ধুত্ব চুক্তি অনুযায়ী এখন ইহা United Arab Emirates-এর অন্তর্ভুক্ত, লোকসংখ্যা (১৯৮০ আদমশুমারী) ৪,৪১,০০ (Statesman Year Book 1983-84)। এখানকার সর্বাপ্রেক্ষা উল্লেখযোগ্য দালান শাসনকর্তার দুর্গতুল্য প্রাসাদ।

জানা যায়, শহরটি বানূ য়াস (দ্র.) কর্তৃক ১১৭৪-১১৭৫/- ১৭৬১ সালে স্থাপিত হইয়াছিল। তখন উক্ত গোত্রের লোকেরা আল-জাফরা (দ্র.)-এর অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করিত। তাহাদের পূর্বে এখানে অপর কাহারও বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সমুদ্র উপকূলে একটি ত্রিভুজাকার দ্বীপে অবস্থিত, যাহা একটি সংকীর্ণ অগভীর প্রণালী (আল-মাক্তা) দ্বারা স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন। অতএব, স্থলভাগ হইতে সরাসরি আক্রমণের আশংকামুক্ত। এখানে ছোট ছোট নৌ-যানের জন্য আংশিক রক্ষিত একটি পোতাশ্রয় আছে, কিন্তু পানীয় জলের সরবরাহ অপ্রতুল।

১২০৯-১০/১৭৯৫ সালের দিকে আলু বু-ফালাহ গোত্রের শাখবুত ইবন যিয়াদ-এর রাজ্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত বানী য়াস-এর নেতৃবৃন্দ ইহার অভ্যন্তর অঞ্চলে বসবাস করিতেন। ইহার পর ১২১৪-১৫/১৮০০ সালের দিকে নাজ্দ-এর ওয়াহহাবীগণ উপকূল বরাবর উপনীত হয়। কিন্তু তাহারা আবূ জাবীর পরিবর্তে কাওয়াসিম ও আল-বুরায়মী অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। সম্ভবত খালীফা ইবন শাখাবুত-এর ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১২৪৮/১৮৩৩) বানূ য়াস ওয়াহহাবী প্রভাবের আওতায় আসে নাই।

রা'সুল-খায়মা (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের পরবর্তীকালে ১২৩৫/১৮২০ সালে বৃটেনের উদ্যোগে শাখবুত একটি সাধারণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১২৫১/১৮৩৫ সালে আবূ জাবী প্রথম সাময়িক সামুদ্রিক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি মানিয়া নেন। (Maritime Truce) এই চুক্তি (Truce) হইতেই এই অঞ্চলটি 'ট্রুসাল (Trucial) কোস্ট' নামে পরিচিত হয় (তু. বাহ'র ফারিস)। ১৮৯২ সালে সম্পাদিত একটি পৃথক চুক্তি গ্রেট বৃটেনকে আবূ জাবীর উপর বিশেষ অধিকার প্রদান করে। ইহার ফল আবূ জাবী অন্যান্য চুক্তি রাজ্য (Truical states)-গুলির ন্যায় বৃটেনের নিরাপত্তাধীন স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ১৩৫৭/১৯৩৯ সালে আবূ জাবীর শায়খ বৃটেনকে ৭৫ বৎসরের জন্য তেল উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করেন। ইহার ফলে পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট (Trucial Coast) লিমিটেড কোম্পানী দ্বারা এই চুক্তি কার্যকরী হয়। এই কোম্পানীটি ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৩৭২/১৯৫২ সাল পর্যন্ত তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপকূলের অদূরবর্তী অঞ্চল হইতে তৈল সন্ধানের অধিকার অন্যান্যদের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে।

যায়দ ইবন খালীফা (মৃ. ১৩২৬/১৯০৮) ৩ বৎসর আবূ জাবী শাসক ছিলেন। তাঁহার শাসনামলে তিনি আবূ জাবীকে উপকূলের চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে

তাঁহার চারি পুত্র ক্ষমতাসীন হইলে আশ-শারিকা ও দুবাই (Dubay) [দ্র.] আবূ জাবী হইতে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। কেননা তাঁহারা আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে অতি দ্রুত সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। আবূ জাবীর বর্তমান শাসনকর্তা শায়খ যায়দ সুলতান আন-নাহয়ান (১৯৭৯ হইতে)।

সংযুক্ত আরব আমীরাতের মধ্যে আবূ জাবী সর্বাপেক্ষা বড়। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরভাগের সীমান্ত এখনও অনির্ধারিত। আবূ জাবী দাবী করে, ইহার স্থল সীমান্ত আল উদায়দ (দ্র.)-এর সন্নিকটে কাতার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আজ- জাফরার অনেক অঞ্চলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। সেইখানকার আল-জিওয়া অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামে বানুয়াস-এর লোকেরা এখনও বসবাস করে। আল-বুরায়মী-এর কয়েকটি গ্রামও আল-বু-ফালাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। আমীরাতের অঞ্চলও কাতারের মধ্যবর্তী পারস্য উপকূলের কয়েকটি দ্বীপে বানূয়াস-এর লোকজনের বসতি রহিয়াছে। তাঁহারা মুক্তা উত্তোলন, মৎস শিকার ও জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য অন্যান্য দ্বীপেও যাতায়াত করে। অভ্যন্তরভাগের অনেক বেদুঈন গোত্রের সঙ্গে আল বু-ফালাহ-র সম্প্রীতি রহিয়াছে যদিও মানাসীর (দ্র.)-এর সঙ্গে সাবেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছে।

G. Rentz (E. I. 2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

সংযোজন

আবূ জাবী (ابو ظبى) ঃ প্রচলিত আবূ ধাবী, সংযুক্ত আরব আমীরাতের একটি অঙ্গরাজ্য (United Arab Enirates বা UAE নামে পরিচিত), আরবী নাম (ছোট আকারে) আল-ইমারাতুল-'আরাবিয়্যা আল-মুত্তাহিদা। অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধ সাতটি রাজ্যের একটি জোট যাহা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য ছয়টি অঙ্গরাজ্য হইতেছে ঃ দুবাই 'আজমান, আশ-শারিক, উম্মু কায়ওআয়ন, রা'সূল-খায়মা এবং আল-ফুজায়রা। বৃটেনের সঙ্গে আবূ জাবীর একটি চুক্তির (১২৪১/১৮৩৫) ফলে এই এলাকাটি ট্রুস্যাল (Trucial) কোষ্ট নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই জোটবদ্ধ (ফেডারেল) রাষ্ট্রের (UAe) মোট আয়তন ৮৩,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। এইগুলির মধ্যে ৬৭,৩৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের আবূ জাবী রাজ্য প্রশ্নাতীতভাবে UAe-র সর্ববৃহৎ অঙ্গরাজ্য যাহা সমগ্র দেশের মোট আয়তনের তিন-চতুর্থাংশের চাইতে বেশী। মূল ভূখণ্ডে ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইহার মূল্যবান তেলক্ষেত্রসমূহে ইহাকে পার্শ্ববর্তী দুবাইসহ দেশটির দুইটি সম্পদশালী রাজ্যের মধ্যে একটি হিসাবে পরিগণিত করিয়াছে। উল্লেখ্য, আবূ জাবী UAE-র চার পঞ্চামাংশ বাজেটের যোগানদার।

আবূ জাবীর উত্তরে প্রায় ২৮০ মাইল (৪৫০ কিলোমিটার) ব্যাপী রহিয়াছে পারস্য উপসাগর। এই উপকূলভাগে অনেক সাবখা (سبخة) (লবণাক্ত জলাশয়) এবং সাগরবক্ষে অনেক (প্রায় ২০০) দ্বীপ রহিয়াছে। আবূ জাবীর পশ্চিমে কাতার, দক্ষিণে সৌদি-আরব এবং পূর্বে উমান, প্রাক্তন মাসকাত ও উমান অবস্থিত। অভ্যন্তরীণভাবে ইহা দুবাইকে অর্ধবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং আশ-শারিকা-এর সহিত ইহার একটি নাতিদীর্ঘ সীমানা রহিয়াছে। আবূ জাবীর ভৌগোলিক অবস্থান ঃ প্রান্তীয় স্থানাঙ্কসমূহে, উত্তর ২৭°, উত্তর-দক্ষিণ ঃ ২২°, উত্তর-পূর্ব ঃ ৫৭°, পূর্বে-পশ্চিম ঃ ৫১°।

আবূ জাবীর জলবায়ু গরম ও শুষ্ক। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত মাত্র চার হইতে আট ইঞ্চি (১০০ মিলিমিটার হইতে ২০০ মিলিমিটার)। গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানের তাপমাত্রা ১১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) পর্যন্ত উঠিতে পারে। জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)। শীতকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়া বিরাজ করে এবং তাপমাত্রা ১৭ হইতে ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে উঠানামা করে। জুলাইতে তাপমাত্রা ৯২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (৩৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) পৌঁছে। মরু প্রকৃতিবিশিষ্ট আবূ জাবীর বাতাসের আর্দ্রতা খুব বেশী। শীতকালের মধ্যভাগে এবং গ্রীষ্মকালের শুরুতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ধূলাবালিপূর্ণ সামাল (شمال) নামক বায়ুস্রোত আবূ জাবীর উপর দিয়া প্রবাহিত হয়।

আবূ জাবীর রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী। স্থানীয় আরব জনগণের অধিকাংশই এই ভাষাতে কথা বলে। অবশ্য আমীরাতটির আরব অধিবাসীদের তুলনায় মূলত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও ইরান হইতে আগত অনারব অভিবাসীদের সংখ্যা বেশী। সেজন্য আবূ জাবীতে ইংরেজী, ফার্সী, হিন্দী, উর্দূ ও বালাভাষাও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আবূ জাবীতে বসবাসরত মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% ভাগ দেশটির স্থানীয় অধিবাসী বা নাগরিক। রাজ্যটির ৯৬% ভাগ অধিবাসী মুসলমান (৮০% ভাগ সুন্নী এবং ১৬% শী'আ)। বাকী ৪% ভাগের মধ্যে খৃস্টান এবং হিন্দুদের প্রাধান্য বেশী।

আবূ জাবীর রোমান ক্যাথলিক চার্চভুক্ত খৃস্টানদের Apostolic vicariate of Arabia-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির আবূ জাবীস্থ কেন্দ্র হইতে সমগ্র আরব উপদ্বীপ (সৌদ আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, উমান, কাতার, বাহরায়ন ও য়ামান)-এর আনুমানিক ১,৩০,০০০ জন ক্যাথলিক খৃস্টান (৩১ ডিসেম্বর, ২০০১) জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার-আচরণ পরিচালন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। আবূ জাবীর দি এ্যাঙলিকান কমিউনিয়ন খৃস্টান জনগোষ্ঠীর সবাই বিদেশী। তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি স্থানীয় সেন্ট এড্রুস চার্চে অনুষ্ঠিত হয়।

আবূ জাবীর জাতীয় পতাকাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১ ঃ ২। ইহাতে সবুজ, সাদা ও কালো এই তিনটি রঙের আনুভূমিক ডোরাকাটা দাগ রহিয়াছে। তৎসহ পতাকার উত্তোলন প্রান্তে রহিয়াছে একটি লাল খাড়া ডোরাকাটা দাগ। আবূ জাবী আমীরাতের রাজধানী একই নামের উপসাগরীয় একটি দ্বীপে অবস্থিত, যাহা সংযুক্ত আরব আমীরাতেরও রাজধানী। রাজধানী শহর আবূ জাবীকে দুইটি সেতু দ্বারা মূল ভুখণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে।

জনসংখ্যা (২০০৪ খৃ.) ঃ সংযুক্ত আরব আমীরাতের ৩.৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে আবূ জাবী আমীরাতের জনসংখ্যা ১.৪৭ মিলিয়ন (২০০৪ খৃ.)। গড় আয়ু ৭৪.৪ বৎসর (জন্মকালে, ২০০১ খৃ.)। জনসংখ্যার ঘনত্ব ২৯ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে = ৭৪ জন প্রতি বর্গমাইলে (২০০৪ খৃ.)।

জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণ ঃ বাংলাদেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা হইতে আগত বিদেশী ৪৫%; আরব ২৫ % ভাগ, যাহার মধ্যে সংযুক্ত

আরব আমীরাত বহির্ভূত আরব (প্রধানত মিসরীয়গণ) ১৩%, সংযুক্ত আরব আমীরাতের আরবগণ ১২%; ইরানী ১৭%; অন্যান্য এশীয় ও আফ্রিকান ৮%, ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকানগণ ৫%।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ তথ্য ঃ প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ ঃ মাথাপিছু ৩৩৭২ ক্যালরি নিরাপদ পানির সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যা ৯৮% ডাক্তার প্রতি লোকসংখ্যা ৭২০ প্রতি এক হাজার লোকের জন্য হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ২.৬৪।

অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার কর্মক্ষেত্র কৃষি, শিকার, বনায়ন, মৎস্য আহরণ, খনিজ সম্পদ আহরণ, উৎপাদন শিল্প, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, নির্মাণ, হোটেল, যানবাহন, আর্থিক মধ্যস্থতা, স্থাবর সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহকর্ম ইত্যাদি। মাহিলা শ্রমশক্তি ১৫%।

উদ্ভিদ ও প্রাণী ঃ মরু আবহাওয়ার কারণে আবূ জা'বীতে গাছগাছড়া কম দেখা যায়। কিছু অনুচ্চ ঝোপঝাড় ও লতাপাতা জন্মে, যাহা যাযাবর পশুপালের খাদ্যের যোগান দেয়। মরূদ্যানগুলিতে আলফালফা ও খেজুর চাষ করা হয়। এখানে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে গম, বার্লি ও জোয়ার উল্লেখযোগ্য। আবূ জা'বীতে অনেক ধরনের ফল জন্মে যাহার মধ্যে বুরায়মী মরূদ্যানের আম বিখ্যাত।

আবূ জা'বীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মরূদ্যান শহর আল-আয়ন ইহা পরিকল্পিত বৃক্ষায়নের জন্য পর্যটকদের নিকট এক নয়নাভিরাম শহর হিসাবে বিবেচিত হয়। ইহার পার্ক, উদ্যান ও বৃক্ষশোভিত বুলভারগুলি মনোহর। এখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় কৃষি কেন্দ্রগুলিও অবস্থিত।

আবূ জা'বীর গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে উট, ভেড়া ও ছাগল উল্লেখ্যযোগ্য। ইহার উপসাগরীয় জলভাগে ম্যাকারেল, গ্রুপার, টুনা এবং পর্জি জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য, হাঙ্গরও কখনও কখনও তিমি মাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিহাস ঃ আবূ জাবী একটি সুপ্রাচীন জনপদ। এখানে ব্রোঞ্জ যুগেও জনবসতি ছিল বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। Abu Dhabi Islam Archaeological Survey (ADIAS)-এর সূত্রমতে এখানকার সামাওআহ দ্বীপে ৭,৫০০ বৎসর পূর্বের একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে (দি আশ-শারকু'ল আওসাত, ১৮ নভেম্বর, ২০০৪)। খৃষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দে উম্ম আম্মার নামক একটি সভ্যতা এখানে বিকাশ লাভ করে। ধারণা করা হয়, আবূ জাবীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি দ্বীপের নাম অনুসারে সভ্যতাটির এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। উম্ম আন-নার সভ্যতার প্রভাব বর্তমানের উমানসহ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে এখানে গ্রীক সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে আবূ জাবী আরব ও ইসলামী সভ্যতার প্রভাবাধীনে চলিয়া আসে। মধ্যযুগে ইহা হুরমুয রাজতন্ত্রের অংশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে, তখন তাহারা উপসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করিত।

পর্তুগীজগণ ১৪৯৮ খৃ. অত্রাঞ্চলে উপনীত হয় এবং ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা রা'স আল-খায়মা আমীরাতের সন্নিকটে জুলফার নামক স্থানটি দখল করত একটি শুল্ক ভবন নির্মাণ করিয়া তথা হইতে ভারত উপমহাদেশ ও দূর প্রাচ্যের সহিত উপসাগরীয় অঞ্চলের বিকাশমান বাণিজ্যের উপর শুল্ক ও কর আদায় করিতে থাকে। ১৬৩৩ খৃ. পর্যন্ত পর্তুগীজগণ এলাকাটিতে তাহাদের প্রভাব অব্যাহত রাখে। অতঃপর ইংরেজদের আগমন ঘটে। তাহারা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উপসাগরীয় অঞ্চলে তাহাদের নৌশক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে।

এই সময় উপসাগরীয় উপকূলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রচারী গোত্রীয় শক্তির উদয় ঘটে। উহাদের একটি ছিল কাওয়াসিম, যাহাদের বংশধরগণ এখন শারিকাহ ও রা'স আল-খায়মা শাসন করিতেছে। অপর প্রবল গোত্রটি এখন আবূ জাবী ও দুবাইয়ের শাসনকার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে।

আদিতে বানূ য়াস গোত্রের লোকেরা আবূ জা'বী আমীরাতের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত আল-জিওয়ান (আল-লিওয়া) নামক মরূদ্যানে বসবাস করিত। এই গোত্রের অন্তর্গত আল্ বূ ফালাহ্' নামক উপগোত্রীয়রা ৭৪-১১৭৫/১৭৬১ সালে উপকূলবর্তী এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অভিবাসন করত আবূ জা'বী শহরটি স্থাপন করে, যাহা এখন সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাজধানী হিসাবে পরিচিত। তদবধি বানূ য়াস গোত্রের বংশধরগণ এই শহরটির শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োজিত আছেন। এখানে সুপেয় পানীয় জলের সন্ধান পাওয়ায় তাহারা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আবূ জা'বী শহরে তাহাদের সদর দফতর স্থাপন করেন।

বানূ য়াস গোত্রের লোকেরা তাহাদের ঐতিহ্যগত বেদুঈন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। জীবিকার উপকরণ ছিল উষ্ট্র পালন, ক্ষুদ্র কৃষিকর্ম, গোত্রীয় অতর্কিত আক্রমণ এবং তাহাদের এলাকার মধ্য দিয়া চলাচলকারী ক্যারাভানসমূহের নিকট হইতে শুল্ক আদায়। তাহারা মুক্তা উত্তোলন, মৎস্য শিকার ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য অন্যান্য দ্বীপেও যাতায়াত করিত।

১৮১৯ খৃ. কাওয়াসিম সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র কর্তৃক একটি বৃটিশ জাহাজ দখলের প্রেক্ষিতে গ্রেট বৃটেন অত্র উপকূলে নৌশক্তি প্রয়োগ করে। তাহারা অত্র এলাকাকে তথাকথিত জলদস্যু কলিত উপকূল বা Pirate Coast নামকরণ করত ১২৩৫/১৮২০ সালে রা'স আল-খায়মা-এর বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করে। কাওয়াসিমদের সকল জাহাজ দেখামাত্র ধ্বংস বা দখল করিয়া নেওয়া হয়।

রা'সুল-খায়মা ও শারিকা অঞ্চলের কাওয়াসিম স্বাধীনতা প্রিয় জনতা ছিল আবূ জা'বীর চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহারা উমান সালতানাতের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন থাকায় আবূ জাবীর শাসকর্তাগণ সর্বপ্রথম উমান সালতানাতের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে আবূ জা'বীও উমান-এর সঙ্গে সৌদি আরবের বর্তমান রাজন্যবর্গের পূর্বপুরুষ নাজদের ওয়াহ্হাবীগণের সম্প্রসারণশীল তৎপরতার কারণে সীমানাগত বিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধের মীমাংসা অদ্যাবধি হয় নাই। ইহার মধ্যে আল-বুরায়মী মরূদ্যান সম্পর্কিত বিরোধটি মারাত্মক আকার ধারণ করে।

জলদস্যু রাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও ১২৩৫/১৮২০ সালে বৃটেনের উদ্যোগে আবূ জা'বী একটি সাধারণ শান্তি চুক্তিতে (General Treaty of Peace) স্বাক্ষর করে। ঐ সময় আবূ জা'বীর শাসনকর্তা ছিলেন আল বূ ফালাহ্ গোত্রের শাখবূত; ইবন যিয়াদ যিনি ১২০৯-১০/১৭৯৫ সালের দিকে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১২৫১/১৮৩৫ সালে আবূ জা'বী প্রথম সাময়িক সামুদ্রিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি (Maritime Truce)-তে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি (Truce) হইতেই অঞ্চলটি "ট্রুস্যাল (Truceal) কোষ্ট" নামে

অভিহিত হয়। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে বৃটেনের উদ্যোগে আবূ জ'াবী চিরস্থায়ী সামুদ্রিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি (Perpetual Maritime Truce)-তে স্বাক্ষর করে। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে সম্পাদিত একচেটিয়া চুক্তি (Exclusive Agreement)-এর ক্ষমতাবলে আবূ জ'াবীর বৈদেশিক বিষয়াদি বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। এই চুক্তি গ্রেট বৃটেনকে আবূ জ'াবীর উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। ইহার ফলে আবূ জ'াবী অন্যান্য চুক্তি-রাজ্যগুলির (Trucial States) ন্যায় বৃটেনের নিরাপত্তাধীন স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

শায়খ যায়দ ইব্ন খালীফা (১৮৩৫-১৯০৮ খৃ.)-এর সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসর রাজত্বকালে আবূ জ'াবী উপকূলের চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু ১৩২৬/১৯০৮ সালে তাঁহার ইন্তিকালের পর পর্যায়ক্রমে তাঁহার চারি পুত্র ক্ষমতাসীন হইলে শারিক'াহ ও দুবায় দুবাই আবূ জ'াবী হইতে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। কেননা এই দুই রাজ্য আধুনিক বিশ্বের সহিত অতি দ্রুত সম্পর্ক গড়িয়া তোলে।

আবূ জ'াবীর অর্থনীতি মুক্তা উত্তোলন ও বাণিজ্য নির্ভর ছিল। কিন্তু ২০শ শতাব্দীর প্রথমদিকে জাপানী মুক্তা চাষ শিল্পের উদ্ভব ঘটে এবং ১৯২৯ খৃ. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব প্রকট হয়। ফলে সমগ্র উপকূলীয় এলাকা শোচনীয়ভাবে দরিদ্র পীড়িত হইয়া পড়ে। অত্র এলাকাতে যে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, বৃটিশদের আগমনের পর তাহাও নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য বা নূয়াসে গোত্রের লোকেরা বুরায়মীতে দাসব্যবসায় চালাইয়া যাইতে থাকে এবং এইভাবে একদা স্থানটি পূর্ব আরবের এক প্রধান দাস ব্যবসায়ের বাজার হিসাবে পরিগণিত হয়। বুরায়মী মরূদ্যানের এই সুবিস্তৃত দাস ব্যবসায় খৃস্টীয় ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

আবূ জ'াবীর বেদুঈনদের প্রাত্যহিক বা চলতি জীবনযাত্রায় বৃটিশদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তাহারা ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের সামুদ্রিক যোগাযোগ পথের নিরাপত্তা বিধানে আগ্রহী ছিল। ফ্রান্সের ন্যায় তাহাদের অপরাপর ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাশিয়াকে অত্র অঞ্চল হইতে বাহিরে রাখাও তাহাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

অঞ্চলটিতে তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় এই ক্ষেত্রে বৃটেনের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তৈল অনুসন্ধান চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে বিভিন্ন শায়খ শাসিত রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেহেতু স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, সেহেতু সাতটি আমীরাতের মধ্যকার সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব বৃটিশদের উপরেই বর্তায়। ঘটনাক্রমে এই আমীরাতগুলির সমন্বয়েই পরবর্তী কালে সংযুক্ত আরব আমীরাত (United Arab Emirates - UAE) গঠিত হয়। ১৩৫৭/১৯৩৯ সালে আবূ জ'াবীর শায়খ বৃটেনকে ৭৫ বৎসরের জন্য তৈল উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করেন। ১৯৫৮ খৃ. আবূ জাবীতে তৈল আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৬২ খৃ. হইতে উহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। ইহার প্রেক্ষিতে তৎকালে ১৫,০০০ অধিবাসী উপসাগরীয় এই দরিদ্রতম আমীরাতটি সর্বাপেক্ষা ধনী হিসাবে ক্রমবিকাশ লাভ করে।

শায়খ শাখবূত ইব্ন সুলতান আন-নাহয়ান ১৯২৮ খৃ. হইতে আবূ জাবীর শাসনকর্তা ছিলেন কিন্তু তিনি তৈল সম্পদ হইতে আহরিত রাজস্ব দ্বারা তাহারা দেশের উন্নয়নে ব্যর্থ হন। ইহার ফলে আগস্ট ১৯৬৬ খৃ. ক্ষমতাসীন রাজপরিবার তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ যায়দ ইব্ন সুলতানকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

১৯৬৮ খৃ. বৃটেন উপসাগরীয় অঞ্চল ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অধিকাংশ শায়খ শাসিত রাজ্যের শাসকগণ মর্মাহত হন। তখন বৃটেনের অভিপ্রায়ে আবূ জ'াবী বাহ'রায়ন ও ক'াতারসহ অন্যান্য ট্রুস্যাল স্টেটগুলির সমন্বয়ে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয় এবং সেই মর্মে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ খৃ. বাহ'রায়ন ও ক'াতার পৃথক দুইটি রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বৃটেন ট্রুস্যাল স্টেটগুলির সহিত তাহার পূর্বতন চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং আবূ জাবী, দুবায় আজমান, শারিক'াঃ উম্মুল কায়ওয়ান, রা'সুল-খায়মা ও আল-ফুজায়রা এই সাতটি আমীরাত সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব আমীরাত নামে একটি স্বাধীন ফেডারেল রাষ্ট্র গঠিত হয় (২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খৃ.)। রা'সুল–খায়মা প্রথমে সংযুক্ত আরব আমীরাতভুক্ত হইতে দ্বিধান্বিত থাকিলেও ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ খৃ. উহা সংযুক্ত আমীরাতভুক্ত থাকিতে মনস্থির করে।

সংযুক্ত আরব আমীরাতের অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে আবূ জ'াবী দেশটির ৮৬.৬৭% ভূভাগ ও ৯০% ভাগেরও বেশী তৈলসম্পদসহ নেতৃস্থানীয় অবস্থানে থাকিয়া ফেডারেল রাষ্ট্রটির প্রশংসনীয় উন্নয়নে দৃঢ় ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে। দুবায় ব্যতীত অন্যান্য আমীরাতগুলি আবূ জাবীর ন্যায় বিশাল সম্পদের মালিক না হওয়ায় তাহাদেরকে আবূ জ'াবী প্রদত্ত ভর্তুকীর উপর নির্ভর করিতে হয়। সংযুক্ত আরব আমীরাত রাষ্ট্রের শুরুতে আবূ জাবীকে পাঁচ বৎসরের জন্য আমীরাতের রাজধানী হিসাবে বাছিয়া নেওয়া হয়। পরবর্তীতে এই মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর বর্ধিত করা হয়। আবূ জ'াবী ও দুবায় আমীরাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী এক বিরান ভূমিতে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা পরবর্তী কালে করা হইলেও তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিল কর্তৃক আবূ জ'াবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত আরব আমীরাতের স্থায়ী রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আবূ জাবীর শাসনকর্তা শায়খ যায়েদ ইব্ন সুলতান আন-নাহ্য়ান সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খৃ.)। তিনি ১৯৭৬, ১৯৮১, ১৯৯১, ১৯৯৬ খৃ. এবং ২ ডিসেম্বর, ২০০১ খৃ. পুন পুন নির্বাচিত হন।

সংযুক্ত আরব আমীরাতের শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রাভিমুখী করার একটি উদ্যোগ ডিসেম্বর ১৯৭৩ খৃস্টাব্দে আবূ জ'াবী কর্তৃক গৃহীত হয়। সেই সময় মন্ত্রীসভায় পরিবর্তনের পর মন্ত্রীসভার কতিপয় প্রাক্তন সদস্য ফেডারেল সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে সংযুক্ত আরব আমীরাতের সাতটি অঙ্গরাজ্য উহাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে একীভূত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দেশটির সংবিধানকেও তদনুযায়ী নভেম্বরে সংশোধন করত আবূ জাবী ভিত্তিক ফেডারেল সরকারকে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করার এবং অস্ত্র ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

আগস্ট ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে শায়খ যায়দ দেশটির শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণে হতাশ হইয়া পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণে

তাঁহার অস্বীকৃতির কথা জানান। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে সাতটি আমীরাতের শাসকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত 'সুপ্রীম কাউন্সিল অব রুলারস' কোন রকম মতদ্বৈধতা ছাড়াই তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত করে এবং দুবায় ভিত্তিক ফেডারেল সরকারকে প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা, ইমিগ্রেশন, গণনিরাপত্তা ও সীমানা নিয়ন্ত্রণে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করে। এবং এই মর্মে অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে একটি উর্ধ্বতন নিয়োগের ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতার কারণে দুবায় ও রা'সুল-খায়মা ফেডারেল প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে রা'সুল-খায়মা ফেডারেল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহিত পুনর্মিলিত হইলেও দুবায় পৃথক থাকিয়া যায় এবং স্বাধীনভাবে অস্ত্র ক্রয় করিতে থাকে।

আবূ জা'বীর সহিত দুবায়য়ের বৈরিতা নিরসনে দেশটির শাসক শায়খ যায়দ সুলতান আন-নাহ্য়ান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি দুবায়-এর শাসক পরিবারকে সংযুক্ত আরব আমীরাতের মন্ত্রীসভাতে প্রতিরক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করেন।

ফেডারেল আইনসভার যে কোন সিদ্ধান্ত ভেটো প্রদানের অধিকারও তিনি দুবায়কে প্রদান করেন। আবূ জা'বীর শাসক রাষ্ট্রপতি এক অলিখিত সম্মতি অনুসারে দুবায়য়ের শাসক আমীরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এইভাবে জুলাই ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে দুবায়-এর শাসক শায়খ রশীদের ফেডারেল সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের মাধ্যমে আবূ জাবী ও দুবায়-এর মধ্যকার বৈরী ভাবের অবসান হয়।

জুলাই ১৯৯১ খৃস্টাব্দে সংযুক্ত আরব আমীরাতের শাসকগোষ্ঠী একটি আর্থিক কেলেঙ্কারীর সহিত জড়াইয়া পড়েন। এই ঘটনায় আর্থিক অনিয়মের জন্য ৬৯টি দেশে Bank of Credit and Commerce International (BCCI)-এর কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ব্যাংকটিতে আবূ জাবীর শাসক গোষ্ঠী ও এজেন্সীসমূহের ৭৭% ভাগ নিয়ন্ত্রণ স্বার্থ ছিল। এই প্রতারণার জন্য বিচারে ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে দায়ী ব্যক্তিগণের তিন হইতে চৌদ্দ বৎসরের জেল হয়।

১৯৯৬ খৃ. হইতে দুবায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস করত আবূ জা'বী ভিত্তিক সংযুক্ত আরব আমীরাত কমান্ডের সহিত ইহার সমগ্র বাহিনীর সমন্বয় সাধন করে। যদিও ১৯৯৩ খৃ. হইতে দুবায়-এর তৈল খাতে আয় ৩৫% ভাগ কমিয়া যাওয়াতে এই প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানো হয়, তথাপি এই সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই বুঝা যায় দুবায়-এর সীমিত সম্পদ দ্বারা ফেডারেশনভুক্ত আবূ জাবীর সহিত দুবায়-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আর সম্ভব নহে। প্রায় তিন যুগ সহযোগিতার পর এখন দুবায় ও আবূ জা'বীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল। ইহা ছাড়া দুবায় আবূ জা'বীর ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জও করে না। এই সমস্ত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয়, অতঃপর সংযুক্ত আরব আমীরাতের ফেডারেল কাঠামোতে আবূ জা'বীর সহিত দুবায়-এর বিবাদ শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যমে নিষ্পন্ন হইবে।

আগস্ট ১৯৯০ সনে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের প্রেক্ষিতে আবূ জা'বী তথা সংযুক্ত আরব আমীরাত (যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাক বিরোধী বহুজাতিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে) ঘোষণা করে যে, ইরাকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত বৈদেশিক সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে সামরিক সুবিধা প্রদান করা হইবে। কিন্তু ইরাকের উপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকী জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আবূ জা'বীর শাসক শায়খ যায়দ ১৯৯০ খৃ. হইতে ২০০১ খৃ. পর্যন্ত নিরবধি প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসি-তে আত্মঘাতী হামলার প্রেক্ষিতে আবূ জা'বী কাবুলের তালেবান সরকারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নির্দেশে পরিচালিত তদন্তক্রমে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় প্রধান সন্দেহভাজন বিন লাদেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের ব্যাংকসমূহে লেনদেন করত অর্থ সংগ্রহ করে। ইহাতে আবূ জাবী আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে। ইহার প্রেক্ষিতে আবূ জা'বীস্থ আমীরাত কেন্দ্রীয় ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত ২৭ টি এবং পরে আরো ৬২ টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করে। অতঃপর ডিসেম্বর ২০০১ সালে আবূ জা'বী কর্তৃপক্ষ উপসাগরীয় অঞ্চলের আল-কায়দা প্রধান 'আবদুর-রাহ'ীম নাশিরীকে গ্রেফতার পূর্বক মার্কিন সেনাবহিনী নিকট সোপর্দ করে।

মার্চ ২০০২ খৃস্টাব্দে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শায়খ হামদান ইব্ন যায়দ আন-নাহয়ান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে ইরাকের সাদ্দাম সরকারের উৎখাত অভিযানে আবূ জাবী বিরোধিতা করিবে।"

অবশ্য মার্চ ২০০৩ সনে আবূ জা'বী আরব লীগের কতিপয় সদস্যের আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সামরিক অভিযানে ৩,০০০ মার্কিন বিমান সেনা ও ৭২ টি যুদ্ধ বিমানকে সংযুক্ত আরব আমীরাতে অবস্থান গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে।

আবূ জা'বী শহর ঃ আবূ জা'বী সংযুক্ত আরব আমীরাতের (প্রাক্তন ট্রুস্যাল স্টেটস)-এর অন্তর্গত আবূ জা'বী অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। আবূ জা'বী সংযুক্ত আরব আমীরাত ফেডারেল রাষ্ট্রের রাজধানী শহরও বটে। আবূ জা'বী আমীরাতের ২০০ দ্বীপের মধ্যে একই নামের ত্রিভুজ কৃতি একটি দ্বীপের প্রায় সর্বাংশ জুড়িয়া শহরটি বিস্তৃত। পারস্য উপকূলের অনতিদূরে অবস্থিত এই দ্বীপটিকে দুইটি সেতু দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ইহা স্থানীয় অধিবাসী অধ্যুষিত একটি অনুন্নত শহর ছিল। কিন্তু ১৯৬২ খৃ. হইতে তৈল সম্পদের আয় ইহাকে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী এবং মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ ধনী শহরের মর্যাদা দান করিয়াছে। খৃস্টীয় ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর প্রথমদিকে শহরটি ট্রুস্যাল কোস্টের একটি প্রধান শায়খ শাসিত রাজ্যের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী শায়খ শাসিত রাজ্যসমূহের রাজধানী দুবায় শহর ও শারজাহ শহরের ব্যবসায় এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বের কাছে প্রাধান্য হারায়। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আবূ জা'বী শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬,০০০। মুক্তা উত্তোলন এবং ইরানী ও হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে কিছু স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে তখন দ্বীপটির অর্থনীতির চাকা সচল ছিল। জাপানী মুক্তাচাষ পদ্ধতি এবং বিশ্বব্যাপী ১৯২৯ খৃ. মুক্তাচাষ পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে দ্বীপটির মুক্তা উত্তোলন শিল্পের অবনতি ঘটে।

১৯৫৮ খৃ. তৈল আবিষ্কার এবং ১৯৬২ খৃ. উহা উৎপাদনের প্রেক্ষিতে শহরটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তৎকালীন ট্রুস্যাল স্টেটগুলির সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রেট বৃটেন দুবায়-এ অবস্থিত রাজনৈতিক এজেন্টের উপর শায়খ শাসিত রাজ্যটির নির্ভরতা অপসারণ করত আবূ জাবী শহরে একটি পৃথক রাজনৈতিক এজেন্সি স্থাপন করে। অঞ্চলটির প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশের রাজধানী হিসাবে আবূ জাবীর নগরায়ন ও উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দেওয়া হয়। অবশ্য আবূ জাবী শহরের নগরায়ন শ্লথগতিতে হয়। ইহার কারণ ছিল, ১৯২৮-৬৬ খৃ. পর্যন্ত আবূ জাবীর শাসক শায়খ শাখবূত ইব্ন সুলতান কর্তৃক অনুসৃত অত্যন্ত সংরক্ষণশীল নীতিমালা। পরবর্তী বর্ষে তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করত তাহার ছোটভাই আল-বুরায়শী মরূদ্যানের আবূ জাবী নিয়ন্ত্রিত অংশের গভর্নর শায়খ যায়দ শহরটির শাসনভার গ্রহণ করেন। শায়খ যায়দ ইব্ন সুলতান আবূ জাবী শহরের সহিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন এবং দ্বীপটির শহর সমন্বিত উত্তর প্রান্তে একটি সাগর দেওয়াল নির্মাণ করেন। ১৯৬৮ খৃ. গৃহীত একটি উচ্চাভিলাষী পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে শহরটি ব্যাপক আধুনিকায়ন করা হয়। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং কেন্দ্রীয় পয়নিষ্কাষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। তৎসহ নির্মাণ করা হয় আধুনিক আবাসিক ও সরকারী ভবনাদি, হোটেলসমূহ এবং বর্ধিত বন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১৯৭৬ খৃ. উম্ম আন নার দ্বীপের নিকট একটি তৈল শোধনাগার নির্মাণ করা হয়। আবূ জাবী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দ্বীপটির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। মুসাফাহ-এর নিকট হালকা শিল্প দ্রব্যের স্থাপনাগুলি কেন্দ্রীভূত। শহরের ঠিক উত্তর-পূর্ব দিকে ইতিপূর্বের বিরান জনমানবহীন দ্বীপ আস-সাদীয়াত-এ সরকার একটি অনুর্বর ভূমি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে; সেখানে মার্কিন কারিগরী সহায়তা ও প্রচুর লবণ বিমুক্ত পানি সুবিধা থাকায় বিপুল পরিমাণ শাকসব্জি উৎপাদিত হয়। আবূ জাবীর সহিত দুবায় শহর (উত্তর-পূর্ব) আল-আয়ন মরূদ্যান (পূর্ব) এবং কাতার (পশ্চিম)-এর সংযোগ রক্ষার জন্য অনেকগুলি আধুনিক পথ নির্মিত হইয়াছে যাহাতে ১৯৮০ খৃ. শহরটির জনসংখ্যা ছিল ২,৪২,৯৭৫, শহরতলীসহ যাহা ২০০১ খৃস্টাব্দে ৪,৭১,০০০-তে উন্নীত হয়। অতঃপর ২০০৩ খৃ. ৬০ কিলোমিটার আয়তনের এই শহরটির জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০০,০০০।

শহরটির প্রধান ব্যবসায়িক জেলার আয়তন সামান্য ১ বর্গ কিলোমিটার (০.৪ বর্গমাইল) যাহার উত্তরে শায়খ খালীফা ইব্ন যায়দ ও ইসতিক'লাল সড়কদ্বয়, দক্ষিণে দ্বিতীয় যায়দ সড়ক, পশ্চিমে খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ সড়ক এবং পূর্বে আস-সালাম সড়ক অবস্থিত।

আবূ জাবী শহরে উপভোগ করার মত অনেক কিছু আছে। যাহারা ঐতিহ্যগত আরব আতিথেয়তা আস্বাদন করিতে চাহেন তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাতীয় ঐতিহ্য গ্রাম (Nationad Heritage Village); যেখানে চিরাচরিত কুটির ঐতিহ্যবাহী বেদুঈন তাঁবু এবং নৌকাযোগে মুক্তা উত্তোলনের কঠিন জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। সুদূর অতীতের ঐরূপ অবস্থা হইতে আবূ জাবী কিভাবে বর্তমানের উন্নত পেট্রো-ডলার সিটিতে উন্নীত হইয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য পেট্রোলিয়াম প্রদর্শনী ভ্রমণে যাওয়া যাইতে পারে। এখানে পেট্রোলিয়াম শিল্প, তৈল শোধনাগর এবং জ্বালানী পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা যায়।

আবূ জাবী শহর ইহার পার্ক উদ্যান, বিশ্বমানের শপিং, সমুদ্র সৈকত (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটিসহ) বরফ স্কেটিং, স্কুবা ডাইভিং, উটের দৌড়, সৌখিন প্রত্ন সামগ্রীর দোকান এবং প্রাচীন দুর্গের জন্যও বিখ্যাত। এখানে এত কিছু দেখার ও করার আছে যে, পর্যটকগণ কোনটি আগে করিবেন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যায় পড়িয়া যান।

আবূ জাবী শহরের অফিসের সময়সূচী ঃ ইসলামিক সাপ্তাহিক ছুটি বৃহস্পতিবার দুপুরে শুরু হয়। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি, এই দিন অফিস ও ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ থাকে। শনিবার হইতে বুধবার সকাল ৮ টা হইতে বেলা ২ টা পর্যন্ত সরকারী অফিস খোলা থাকে, গ্রীষ্মকালে অফিসের সময়সূচী এক ঘন্টা আগাইয়া যায়। ব্যবসায়িক লেনদেন সকাল ৮টা হইতে বেলা ১ টা; পুনরায় বেলা ৩-৪টা হইতে রাত ৭-৮ টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

আবূ জাবীর উল্লেখযোগ্য ভবনাদি ঃ আরব্য পেট্রো ডলার নগরী হিসাবে খ্যাত আবূ জাবী ইহার তকতকে ঝকঝকে সুউচ ভবনাদির জন্য বিখ্যাত। এখানকার ভবনগুলি আধুনিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। ভবনগুলির নকশায় আরব্য ও পাশ্চাত্য নির্মাণশৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ভবনগুলির আধুনিকায়নের এই ধারা বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ অব্যাহত রহিয়াছে। এইগুলির নির্মাণ উপকরণাদির মধ্যে কংক্রিট, ইস্পাত এবং কাঁচের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। নিম্নে আবূ জাবীর উল্লেখযোগ্য ভবনাদির একটি তালিকা প্রদান করা হইল ঃ

১. আবূ জাবী বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের ভবন, উচ্চতা ১৮৫ মিটার, ৩৯ তলাবিশিষ্ট।

২. আবূ জাবী ন্যাশনাল ব্যাংক ভবন, উচ্চতা ১৭৩ মিটার, ৩৩ তলা, নির্মাণকাল ২০০২ খৃ.।

৩. বায়নুনাহ হিলটন টাওয়ার হোটেল, উচ্চতা ১৬৪.৯ মিটার, ৪০ তলা, নির্মাণকাল ১৯৯৪ খৃ.। ইহা আবূ জাবীর সর্বোচ্চ ভবন।

৪. ইতিসালাত টেলিযোগাযোগ ভবন, ২৭ তলা, নির্মাণকাল ২০০১ খৃ.। টেলিযোগাযোগ কোম্পানীর সকল ভবন শীর্ষে একটি বিশাল গ্লোব লক্ষ্য করা যায়, কাজেই আবূ জাবীর সদর দফতর ভবনেও ইহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

৫. Le Royal Meridien হোটেল ভবন, উচ্চতা ১২০.৭ মিটার, ৩২ তলা, নির্মাণ কাল ১৯৯৩ খৃ.।

৬। ইউনিয়ন ন্যাশনাল ব্যাংক ভবন, উচ্চতা ১২০ মিটার, ২১ তলা, নির্মাণকাল ১৯৯৬ খৃ.।

৭. আবূ জাবী ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানী (ADNOC) সদর দপ্তর, ১ ও ২ নম্বর টাওয়ার, উভয় ভবনের উচ্চতা ১১৭ মিটার, ২৮ তলা। ইহা হিলটন হোটেলের ঠিক পিছনটায়, আল-খালিদিয়াতে অবস্থিত।

৮. আবূ জাবী ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানী, ৮৯.৯ মিটার, ২৪ তলা।

৯. আবূ জাবী বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ, ৩৩ তলা।

১০. আবূ জাবী তৈল শোধনাগার কোম্পানী, ২৯ তলা।

১১. আবূ জাবী গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানী, ২৯ তলা।

১২. যায়েদ মিলিটারী সিটি টাওয়ার, ১০টি ভবন , প্রতিটি ২৫ তলা।

১৩. আবূ জাবী বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র, ২৫ তলা।

১৪. আবূ জাবী গ্রান্ড হোটেল, ২৫ তলা।

১৫. চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টিস, ২৩ তলা।

১৬. সিটি টাওয়ার ২; ২২ তলা।

আবূ জাবীর যাদুঘর এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত আকর্ষণসমূহ

সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাজধানী আবূ জাবী ইহার যাদুঘর ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলির জন্য বিখ্যাত।

দেশটির সমগ্র ভূভাগের ৮৬% ভাগেরও বেশী আয়তনবিশিষ্ট আমীরাতের রাজধানী হিসাবে অধিকাংশ পর্যটক আকর্ষণ আবূ জাবী শহরেই অবস্থিত। রাজধানী শহরটি ৫ মাইল প্রশস্ত এবং ৯ মাইল দীর্ঘ একটি দ্বীপে অবস্থিত যাহা মূল ভূভাগের সহিত আল- মাকতা ও মুসসাফাহ নামক দুইটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত। সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাষ্ট্রপতি ভবন এই স্থানে অবস্থিত। ঘনবসতি সন্নিবিষ্ট এই আধুনিক শহরে আরও আছে ফেডারেল সরকারের দফতরসমূহ, সংসদ ভবন ও বিদেশী দূতাবাসসমূহ। যেহেতু সংযুক্ত আরব আমীরাতের তৈল সম্পদের ৯০% ভাগেরও বেশী আবূ জাবীতে অবস্থিত এবং যেহেতু ইহা দেশটির ৮৫% ভাগেরও বেশী তৈল উৎপাদন করে সেহেতু প্রধান তৈল কোম্পানীগুলি এখানে অবস্থিত। এইভাবে আবূ জাবী একটি প্রধান ব্যবসায় ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেও খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

স্থাপত্যগতভাবে আবূ জাবী একটি আকর্ষণীয় শহর যেখানে চিরাচরিত মসজিদগুলির গম্বুজ ও মিনারগুলি আধুনিক তকতকে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় আকাশচুম্বী ভবনাদির সহিত এক অনির্বচনীয় ঐকতানে সহাবস্থান করিতেছে। বৃক্ষ সন্নিবিষ্ট বুলভার, সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত চলাচল পথ, মনোহর ঝর্ণা এবং সুবিস্তৃত সড়কসমূহ আধুনিক শহরের পরিবেশকে মনোরম ও স্নিগ্ধ করিয়াছে। অধিকাংশ শপিং মল এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহের স্থানগুলি সুগম্য স্থানে অবস্থিত। শহরের কেন্দ্রস্থল হইতে অনতিদূরে বিস্ময়করভাবে কারুকার্য খচিত আবূ জাবী কর্নিস দ্বীপটি বৃক্ষশোভিত। ইহা শ্বেত শুভ্র সমুদ্রতীর ঘেঁষিয়া ৮ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। শহরটির অনেক নামীদামী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট শহরতলীর এই নয়নাভিরাম অংশে অবস্থিত।

কাস'র আল-হুসন ঃ আবূ জাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ সড়কে অবস্থিত শ্বেত দুর্গ বা প্রাচীন দুর্গ এখানকার সর্বপ্রাচীন ভবন। আবূ জাবীর শাসনকর্তাদের সরকারী বাসভবন হিসাবে ১৭৯৩ খৃ. মূল স্থাপনাটি নির্মিত হয়। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে ভবনটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। দর্শকরা নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গটি দেখিতে পারে।

আবূ জাবী সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন, পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক ঃ কা'স'র আল-হু'সন-এর সন্নিকটে মনোহর ইসলামী স্থাপত্য মণ্ডিত সমদূরবর্তী শুভ্র স্তম্ভসমূহ খিলানযুক্ত আধুনিক ভবনে এই ফাউন্ডেশন অবস্থিত। ইহার শীতল প্রাঙ্গণ এবং সুন্দর বাগানগুলি অবসর সময় কাটানোর এক উপযোগী স্থান হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এখানে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার, থিয়েটার, সিনেমা, সভাকক্ষ, একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র ও কফির দোকান। এখানে সারা বৎসরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রহিয়াছে দেশী-বিদেশী শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কনসার্ট, ফিল্ম ফেস্টিভাল, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

হেরিটেজ ভিলেজ/ বেদুঈন গ্রাম ঃ আবূ জাবী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রের পিছনে মুসাফ্ফাহ্ সড়কে অবস্থিত পুরাতন বেদুঈন বসতির একটি নমুনা তৈল-সম্পদ প্রাপ্তির পূর্বযুগের আমীরাত সমাজ-চিত্র এখানে লক্ষ্য করা যায়। এখানে মাটি ও ইটের তৈরী একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ বাড়ী, একটি চিরাচরিত মসজিদ ও দোকান রহিয়াছে। এখানে উটের পিঠে চড়া এবং ঈগল পাখীর প্রাচীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের অভিজ্ঞতাও অর্জন করা যাইতে পারে।

হেরিটেজ ভিলেজ ঃ আবূ জাবীর সমুদ্র সৈকতে কর্ণিসের পটভূমিতে ১৬০০ বর্গমিটারের এই হেরিটেজ ভিলেজটি অপেক্ষাকৃত নূতন। ইহা আমীরাতের হেরিটেজ ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। তৈল সম্পদের আয় হইতে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বকালের আমীরাতের চিরায়ত জীবন যাপন ব্যবস্থা কেমন ছিল এইস্থান ভ্রমণে তাহার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। বেদুঈন তাঁবু ছাড়াও এখানে আছে খর্জুর বৃক্ষ (আরিশ) ও অন্যান্য উপকরণাদি দ্বারা নির্মিত ঘর-বাড়ী, প্রাচীন মৎস্য পল্লী ও প্রাচীন দোকান-পাটের নিদর্শন। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় এখানে সাগর কুলের মানুষের জীবনযাত্রার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এখানে আরও আছে স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকান, চিত্র প্রদর্শনী এবং পবিত্র কুরআনের একটি অনবদ্য সংগ্রহ।

পেট্রোলিয়াম প্রদর্শনী ঃ ইহা আগ্নেয় ঝর্ণা এবং কর্নিস রোডের পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে আছে পুরাতন আলোকচিত্র, বিমানে তোলা ভৌগোলিক ছবি, চলচিত্র (ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায়)। আমীরাতের অধিবাসীদের মরূদ্যান কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা কিভাবে দ্রুত লয় পাইয়াছে এবং আধুনিক শহুরে জীবনধারায় পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার একটি চিত্র এই প্রদর্শনীতে লক্ষ্য করা যায়।

মহিলাদের শিল্পকেন্দ্র ঃ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি আগ্রহীদের জন্য ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইহা আবূ জাবী মহিলা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত যাবতীয় সামগ্রী, যেমন সুগন্ধী তৈল হইতে লোকজ পোশাকপরিচ্ছেদ ও মৃৎশিল্প প্রদর্শিত হয়। কিছু সামগ্রী বিক্রিও হয়। এখানে অবস্থিত রান্নাঘরগুলিতে উপসাগরীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ ধরনের খাবারগুলি পরিবেশিত হয়।

রশীদ ইব্ন সাঈদ আল-মাকতূম সড়কে অবস্থিত এই শিল্পকেন্দ্রটি শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। তাঁতে বোনা বস্ত্র, কারুশিল্প এবং স্যুভেনির ক্রয়ের জন্য একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র। এখানে শেষোক্ত দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালীও প্রদর্শন করা হয়।

মানহাল রাজপ্রসাদ ঃ ১৯৭৪ খৃ. পর্যন্ত ইহা শায়খ যায়দ-এর আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিমান বন্দর সড়কে ডাকঘরের পরেই ইহার অবস্থান।

পোতাশ্রয় ঃ বন্দর যায়দের সন্নিকটে দ্বীপটির উত্তর-পূর্ব সম্মুখভাগে ইহা অবস্থিত। এখান হইতে নিয়মিত নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়। জেটি বরাবরে অবস্থিত ক্ষুদ্র মার্কেটটিতে ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।

বাতিন শিপইয়ার্ড ঃ আবূ জাবী দ্বীপের পশ্চিম দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল সন্নিকটে অবস্থিত শিপইয়ার্ড একটি চমৎকার দর্শনীয় স্থাপন। কাষ্ঠনির্মিত সুন্দর সুন্দর পাল তোলা নৌকা প্রস্তুতের জন্য এখানে অনেক সেগুন কাঠের স্তূপীকৃত গুঁড়ি লক্ষ্য করা যায়। বিগত শতাব্দীসমূহে এই নৌকা প্রস্তুত প্রণালী অল্পই পরিবর্তিত হইয়াছে। এখানে যে সমস্ত নৌকা প্রস্তুত বা মেরামত করা হয় সেগুলির অধিকাংশই ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত না হইয়া বরং বাইচের নৌকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মসজিদ ঃ আবূ জাবীতে সুন্দর সুন্দর অনেক মসজিদ রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে আছে শহরতলীর আকাশচুম্বী ভবনাদির আশেপাশে মনোমুগ্ধকরভাবে স্থাপিত ছোট ছোট মসজিদ হইতে শুরু করিয়া আবূ জাবীর সর্ববৃহৎ জামে মসজিদ যাহা একটি দর্শনীয় স্থাপনা বটে।

আবূ জাবীর আশেপাশে ঃ আবূ জাবী আমীরাতের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রহিয়াছে বহু প্রত্নস্থল সম্বলিত প্রীতিকর মরুশহর আল-আয়ন এবং ইহার দক্ষিণে লিওয়াতে সুন্দর বালিআড়ির দৃশ্য। আবূ জাবীর দ্বীপগুলিও দর্শনীয়।

আবূ জাবী শহরের পর্যটন নির্দেশিকা ঃ দৃশ্যত একটি আধুনিক শহর হইলেও আবূ জাবী ইহার সমৃদ্ধ অতীতের কিছুটা অদ্যাবধি সংরক্ষণ করিতেছে। ১৭৯৩ খৃ. নির্মিত দীওয়ান আমীরী (শ্বেত দুর্গ) অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। অনেকগুলি মসজিদ আছে; যেমন কর্নিসের কোণায় অবস্থিত বৃহৎ নীল মসজিদ হইতে শুরু করিয়া বৃক্ষশোভিত গোলাকার খলীফা সড়ক-কেন্দ্রের ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদ অবলোকন করা যাইতে পারে। একটি যাদুঘরও আছে। শহরের সর্বপ্রাচীন অংশের নাম বাতিন অঞ্চল, সেখানকার ছোট ছোট বন্দরগুলিতে উপসাগরীয় বাগদা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ভর্তি জেলে নৌকাগুলির নিত্য দিনের সমারোহ লক্ষ্য করার মত। এখানকার পুরাতন নির্মাণ কারখানাগুলির কারিগরদের নির্মাণশৈলীর দক্ষতা বহু শতাব্দীতেও যে পাল্টায় নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। শহরটির প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র উম্ম আন-নার এলাকায় অবস্থিত।

আবূ জাবী শহরে উটের জকি ঃ আবূ জাবী তথা সংযুক্ত আরব আমীরাত ১৩ মার্চ, ২০০৫ তারিখের এক আদেশবলে উটের দৌড়ে জকি হিসাবে মানব শিশু ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তেল সমৃদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলে ইহা জনপ্রিয় খেলা হইলেও শিশুদেরকে উটের জকি হিসাবে ব্যবহার ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।

সরকার ব্যবস্থা ঃ আবূ জাবীর শাসক সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। ৩ নভেম্বর, ২০০৪ খৃষ্টাব্দে শায়খ খালীফা ইব্‌ন যায়দ আন-নাহ্‌য়ান আবূ জাবীর শাসক ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে যায়দ ইব্‌ন সুলতান আন-নাহয়ান ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খৃ. হইতে ২ নভেম্বর, ২০০৪ খৃ. তাঁহার ইন্তিকাল অবধি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাতটি আমীরাতের স্ব স্ব অঙ্গরাজ্যে সার্বভৌম বংশানুক্রমিক শাসকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত শাসকবৃন্দের সুপ্রীম কাউন্সিল (Supreme Council of Rulers)-এর উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা আরোপ করা হয়। সুপ্রীম কাউন্সিলের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবূ জাবী ও দুবায়সহ কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের অনুমোদন আবশ্যক। সুপ্রীম কাউন্সিল ইহার সদস্যদের মধ্য হইতে একজন (অলিখিতভাবে আবূ জাবীর শাসককে) রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী (অলিখিতভাবে দুবায়-এর শাসককে) নিয়োগ করেন এবং ফেডারেল মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

আবূ জাবী ভিত্তিক ফেডারেল সরকার ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে ঃ

(১) সুপ্রীম কাউন্সিল; (২) মন্ত্রীসভা; (৩) ফেডারেল জাতীয় কাউন্সিল; (৪) ফেডারেল বিচার ব্যবস্থা; (৫) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং (৬) ঐতিহ্যগত সরকার ব্যবস্থা (মজলিস)।

আবূ জাবীতে অবস্থিত ফেডারেল মন্ত্রণালয়সমূহ (এপ্রিল ২০০৩ খৃ.) ঃ (১) উপ-প্রধানমন্ত্রীর দফতর; (২) কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়; (৩) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়; (৪) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; (৫) অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; (৬) শিক্ষা ও যুব মন্ত্রণালয়; (৭) বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; (৮) অর্থ ও শিল্প মন্ত্রণালয়; (৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; (১০) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; (১১) উচ্চ শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয়; (১২) তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়; (১৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; (১৪) বিচার, ইসলাম এবং ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (১৫) শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; (১৬) পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; (১৭) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; এবং (১৮) গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়।

আবূ জাবীর সংবিধান ও আইনসভা ঃ আবূ জাবীর শাসক শায়খ যায়দ সুলতান আন-নাহয়ানের নেতৃত্বে সংযুক্ত আরব আমীরাতের সাময়িক সংবিধান ডিসেম্বর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে কার্যকর হয়। ইহাতে ইতিপূর্বে ট্রুস্যাল স্টেটস নামে পরিচিত সাতটি আমীরাত সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব আমীরাত গঠনের ভিত্তি রচনা করা হয়। জুন ১৯৯৬ খৃ. সংবিধানটি চূড়ান্ত করা হয়।

আইনসভা ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিল নামে পরিচিতি। ইহার সদস্য সংখ্যা ৪০ জন। তাহারা আমীরাতসমূহ হইতে দুই বৎসর মেয়াদে নির্বাচিত হন। আইনসভাতে আবূ জাবীর সদস্য সংখ্যা ৮ জন। উল্লেখ্য আবূ জাবীতে বা সমগ্র আরব আমীরাতে কোন রাজনৈতিক দল নাই।

অর্থনীতি ঃ ফেডারেল বাজেটে আবূ জাবীর যোগান ১৯৯৯ খৃ. ১২,১৪২ মিলিয়ন দিরহাম, ২০০০ খৃ. ১২,১১২ মিলিয়ন দিরহাম এবং ২০০১ খৃ. ১২,২০৩ মিলিয়ন দিরহাম। বার্ষিক মুদ্রাস্ফিতির হার ঃ ২%। GDP = মাথাপিছু ৬০,১২৯ আমীরাত দিরহাম, বেকার হার ২%। সাধারণ মুদ্রা ঃ ২০০১ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা কাউন্সিল (GCC- বাহরায়ন, কুয়েত, উমান, কাতার, সৌদি আরব ও আবূ জাবী তথা সংযুক্ত আরব আমীরাত) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১ জানুয়ারী, ২০১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একটি একক মুদ্রাসহ তাহারা একটি মানিটারি ইউনিয়ন গঠন করিবে (তু. ইউরোপীয় ইউনিয়ন)।

আবূ জাবীর অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে অপরিশোধ তৈল উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। ১৯৫৮ খৃ. উপকূলের ১২৫ কিলোমিটার (৭৫ মাইল) দূরবর্তী

উম্ম যায়ফের ক্ষেত্রের ৯,০০০ ফুট (২৭৫০ মিটার) গভীরতায় পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হয়। এই তেল একটি সাগর গভীরে নির্মিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইতিপূর্বের জনশূন্য দাসদ্বীপে আনয়ন করা হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় ও আনুসঙ্গিক সুবিধাসহ আমীরাতের প্রধান অফশোর ট্যাঙ্কার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়। ভূ-ভাগে অবস্থিত তৈল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রহিয়াছে মুরাবান বা বাবে আসাব এবং বূ হাসসাহ যেগুলির কেন্দ্র উপকূলভাগ হইতে ২৫-৪০ মাইল দূরবর্তী আমীরাত কেন্দ্রে অবস্থিত। পাইপ লাইনসমূহের মাধ্যমে এই তৈলক্ষেত্রগুলিকে উত্তর-পশ্চিমে জাবাল আজ-জাননাহ (জাবাল দাননাহ)-তে অবস্থিত একটি উপকূলীয় টার্মিনালের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য অফশোর তেলক্ষেত্রগুলির মধ্যে রহিয়াছে রুক আজ-জাকরুম (রাক আয-যাককুম) তীরবর্তী তৈলক্ষেত্র যাহা আবূ জাবী শহরের ঠিক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং সমুদ্রগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে দাস দ্বীপের সহিত সংযুক্ত। ফাতহ-এর অফশোর তৈলক্ষেত্রটি আবূ জাবী শহরের ৫৫ মাইল উত্তরে উন্মুক্ত উপসাগরের অবস্থিত। আবূ জাবীর উত্তোলনযোগ্য তৈল মজুদের পরিমাণ ৯৭,৮০০ মিলিয়ন ব্যারেল, যাহা পৃথিবীর মোট তৈল সম্পদের ৯.৩% ভাগ। ২০০১ খৃ. দৈনিক উৎপাদিত পরিমাণ ছিল ২.৪ মিলিয়ন ব্যারেল। ১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ খৃ. হইতে তৈল রপ্তানীকারক দেশসমূহের সংস্থা OPEC-এর কোটা অনুযায়ী আবূ জাবীর দৈনিক তৈল উৎপাদন ২.১ মিলিয়ন ব্যারেলে নির্ধারণ করা হয়।

আবূ জাবী বৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদেরও মালিক, ২০০১ খৃ. যাহার পরিমাণ ৬,০১০,০০০ মিলিয়ন ঘন মিটার অনুমিত হয়। ইহা সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতির গ্যাস সম্পদের ৩.৯% ভাগ। সংযুক্ত আরব আমীরাতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অধিকাংশই আবূ জাবীতে অবস্থিত।

আবূ জাবীর ভারী শিল্পের অধিকাংশই হাইড্রোকার্বন সংশ্লিষ্ট। যাবাল দাননাহ রুওয়ায়স শিল্প এলাকায় এইগুলি কেন্দ্রীভূত। এখানে উল্লেখযোগ্য উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে রহিয়াছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস, ডিস্টিলেট জ্বালানী তেল এবং জেট জ্বালানী। আবূ জাবীতে দুইটি পেট্রোলিয়াম শোধনাগার রহিয়াছে। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে আবূ জাবীর বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা মিটানো হয়।

আবূ জাবী একটি প্রধান দাতা দেশ। আবূ জাবী উন্নয়ন তহবিল (Abu Dhabi Fund for Development ADFD)-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়। দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আবূ জাবী ইহার বেসরকারীকরণ কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখিয়াছে এবং টেলিযোগাযোগ সহ বিদ্যুৎ ও পানি খাতকে ইতিমধ্যে সরকারী রাজস্ব খাতমুক্ত করিয়াছে। ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সরকারকে উৎখাতের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে উপসাগরীয় এলাকায় ব্যাপক সৈন্য সমাবেশের ফলে তেলের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার প্রেক্ষিতে ২০০২ খৃ. ও ২০০৩ খৃ. আবূ জাবীর রফতানী বাণিজ্যে অধিকতর গতি সঞ্চারিত হয়। এই বৎসরদ্বয়ে আমীরাতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও গণসেবা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হয়।

ব্যাংকিং সেক্টর ঃ আবূ জাবী ভিত্তিক সংযুক্ত আরব আমীরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকিং, ক্রেডিট ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিয়া থাকে। আমীরাতের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন, মূল্য স্থিতিশীলতা রক্ষা, আমীরাত দিরহামের পৃষ্ঠপোষকতা করা, ইহার সঠিক মূল্যমান ও স্থিতিশীলতা এবং অন্যান্য মুদ্রায় ইহার অবাধ রূপান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদা সচেষ্ট।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশটিকে কর্মরত অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা সরকারের ব্যাংকার ও আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবেও বিবেচিত। জাতীয় অর্থনীতির তেজিভাব রক্ষা এবং বিদেশে ইহার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্য ব্যাংকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২০০২ খৃ. আবূ জাবীর ব্যাংকসমূহের আয় ২০০১ খৃস্টাব্দের তুলনায় ৫.৪৯% বৃদ্ধি পায়। ২০০২ খৃ. আমীরাতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক অব আবূ জাবীর পরিসম্পদ ৩৯ বিলিয়ন দিরহামে উন্নীত হয়। ২০০৩ খৃস্টাব্দে প্রথম তিন-চতুর্থাংশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ৫.২৫ বিলিয়ন দিরহাম লাভ করে। ব্যাংকের ব্যবসায় বহুমুখী করাতে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হইয়াছে। ২০০৪-০৫ ব্যাংকিং প্রতিযোগিতায় সেবার মান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আবূ জাবী ইসলামিক ব্যাংক ১৯৯৭ খৃ. স্থাপিত হয়, ১৯৯৭ মূলধন ১,০০০ মিলিয়ন দিরহাম; রিজার্ভ ১২৭.৮ মিলিয়ন দিরহাম; জমা ৪,৬৮৭.১ মিলিয়ন দিরহাম (ডিসেম্বর ২০০১ খৃ.)।

সংযুক্ত আরব আমীরাত এবং উপসাগরীর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানীগুলির শেয়ার আবূ জাবী সিকিউরিটিজ মার্কেটে (ADSM) লেনদেন হয়। পুঁজি বাজারটির প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক। ২০০৩ খৃ. শেষে আবূ জাবীর পুঁজি বাজারে ৩০টি কোম্পানী তালিকাভুক্ত ছিল। তাহাদের মূল্য পরিশোধিত শেয়ারের সংখ্যা ছিল ৩.১ বিলিয়ন, যাহার মোট পুঁজি ছিল ১৩.৮ বিলিয়ন দিরহাম।

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ (১) আবূ জাবী ন্যাশন্যাল ইন্স্যুরেন্স কোং (Adnic); (২) আল-আয়ন আহলিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং এবং (৩) ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোং।

২১ আগস্ট, ২০০৪ খৃ. আবূ জাবী উহার সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে।

আমীরাতের অর্থনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসাবে অডিট কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সকল সরকারী আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষণ করিবে, যাহাতে রাজ্যের অর্থ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। অডিট কর্তৃপক্ষ আর্থিক অনিয়ম দূরীকরণ, বাজেটের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে। আর্থিক অডিট কর্তৃপক্ষ (Financial Auditing Authority -FAA) নামে পরিচিত এই নিরীক্ষা কার্যালয়ের সদর দফতর আবূ জাবী মহানগরীতে অবস্থিত।

ইতিপূর্ব হইতে বিরাজিত সংযুক্ত আরব আমীরাতের অডিট কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র ফেডারেল তহবিল নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ইহার কার্যাবলী শুধু দাফতরিক আর্থিক রেকর্ডসমূহ পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিপুল পরিমাণ

তেল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত আরব আমীরাতের বার্ষিক বাজেট সবচেয়ে বেশী এবং ইহার ব্যয় ফেডারেল বাজেটের প্রায় তিন গুণ।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ আবূ জাবীতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ছয় বৎসর মেয়াদী এই শিক্ষা শিশুদের ছয় বৎসর বয়সে শুরু হয়। ১২ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হয় এবং ৩ বৎসর মেয়াদী দুইটি ধাপে উহা আরও ৬ বৎসর স্থায়ী হয়। ১৯৯৬ খৃ. সকল বিদ্যালয় গমনের বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের হার ছিল ৮৫% (ছাত্র ৮৫%, ছাত্রী ৮৫%)।

১৯৯৬ খৃ. সংশ্লিষ্ট বয়স সীমার ৭১% কিশোর-কিশোরী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়। ছাত্র ৬৮% এবং ছাত্রী ৭৪% জন)। অধিকাংশ শিক্ষক -শিক্ষিকা অন্যান্য আরব দেশ হইতে আগত। ২০০৪ সালে শিক্ষার হার উন্নীত হইয়া ৯০% ভাগে দাঁড়ায়।

আবূ জাবীতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং ইনস্টিটিউটসমূহের তালিকা ঃ

১. আজমান বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আয়ন শাখা, আল-আয়ন শহরে অবস্থিত।

২. আজমান বিশ্ববিদ্যালয়, আবূ জাবী শাখা।

৩. ফলিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উৎকর্ষতা কেন্দ্র, আবূ জাবী।

৪. প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চতর কলেজ, আবূ জাবী (পুরুষদের জন্য)।

৫. প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চতর কলেজ আবূ জাবী (মহিলাদের জন্য)।

৬. প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চতর কলেজ, আল-আয়ন (পুরুষদের জন্য)।

৭. প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চতর কলেজ, আল-আয়ন (মহিলাদের জন্য)।

৮. সংযুক্ত আরব আমীরাত বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আয়ন আবূ জাবী। আল-আয়ন শহরে অবস্থিত এই রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্থগারে পুস্তক সংখ্যা ৪৫০,০০০, শিক্ষক ৬৪৩ জন, ছাত্র ১৭,০০০ জন (২০০৪ খৃ.)।

৯. যায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়, আবূ জাবী ও দুবায়।

১০. বৃটিশ কাউন্সিল, আবূ জাবী, এখানে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য যে, আবূ জাবী তথা সমগ্র আরব আমীরাতের শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক।

সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঃ ১৯৯৫ খৃ. সামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০,০০০ (সেনাবাহিনী ৯২.৮%, নৌ-বাহিনী ২.১%, বিমান বাহিনী ৫.১%। ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে GDS-র শতকরা হারে সামরিক ব্যয় ছিল ৫.৭% (বিশ্ব ২.৬%); এবং মাথাপিছু ব্যয় ছিল ১,১৪৯ মার্কিন ডলার। ২০০২ খৃস্টাব্দে সামরিক বাহিনীসমূহের আনুমানিক লোকবল ছিল ৪১,৫০০ জন (যাহার ৩০% ছিল বিদেশী) ঃ সেনাবাহিনী ৩৫,০০০, বিমানবাহিনী ৪,০০০ এবং নৌবাহিনী ২,৫০০। সামরিক বাহিনীর চাকুরী স্বেচ্ছামূলক। ২০০২ সালে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ৬,০০০ মিলিয়ন আমীরাত দিরহাম।

ভূমি ব্যবহার ঃ আবাদযোগ্য ভূমি ৩%, অনাবাদী ও মরুভূমি ৯৭%; কৃষি শ্রমশক্তি ৫%, GDP-তে কৃষির অংশ ২%; উৎপাদিত ফসলাদি টমেটো, খেজুর, বেগুন, পাতাকপি, লেবু, লাউ, স্কোয়াশ, শজি, গোল, আলু, স্পিনাক, ফুলকপি, শসা, মরিচ, তরমুজ ইত্যাদি।

পশু সম্পদ ঃ গবাদি পশু উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগী। উটের গোশত, খাসীর গোশত. ছাগলের গোশত, মুরগীর গোশত, গো-দুগ্ধ, উটের দুধ, ভেড়ার দুধ, ছাগলের দুধ, মুরগীর ডিম ইত্যাদি।

শিল্প শ্রমশক্তি ঃ ৩৮% GDP-তে শিল্পের অংশ ৫৫%, শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি সিমেন্ট, এলুমিনিয়াম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পেট্রো-রাসায়নিক দ্রব্যাদি। উৎপাদিত খনিজ দ্রব্যাদি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সালফার, জিপসাম, মার্বেল, সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত পাথর ইত্যাদি। জ্বালানী ব্যবহার (কিলোগ্রাম, মাথাপিছু) ১৯৯৭ বিদ্যুৎ ব্যবহার (মাথাপিছু) ১০,৬৪৩ কিলোওয়াট, বার্ষিক পানি ব্যবহার (মাথাপিছু) ৮৮৪ মেট্রিক টন। মোট জনসংখ্যার অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়তার হার ৩৬.৯%

বহির্বাণিজ্য--আমদানী দ্রব্যাদি ঃ জীবন্ত প্রাণী এবং প্রাণীজ দ্রব্যাদি, সব্জি, প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রী, বেভারেজ, স্পিরিট এবং তামাক, রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যাদি, প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্যাদি টেক্সটাইল, স্বর্ণ, মুক্তা ও ধাতব দ্রব্যাদি, যন্ত্রাংশ, যানবাহন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি। মাথাপিছু আমদানী ১৭,৪১০ মার্কিন ডলার।

রফতানী দ্রব্যাদি ঃ জীবন্ত প্রাণী ও প্রাণীজ দ্রব্যাদি, প্রস্তুতকৃত সামগ্রী, স্বর্ণালঙ্কার, কোমল পানীয়, স্পিরিট, তামাক, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী, মুক্তা, ধাতব দ্রব্যাদি, যন্ত্রাংশ, যানবাহন, খনিজ দ্রব্যাদি, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। মাথাপিছু রপ্তানী ২৪,৭৫৬ মার্কিন ডলার।

ট্রাফিক ও গণযোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (২০০৪ খৃ.) ঃ যানবাহন ঃ ১৫৯ টি প্রতি ১,০০০ লোকের জন্য। রেলপথ- নাই। নৌ-চলাচলের উপযোগী অভ্যন্তরীণ নৌপথ নাই। টেলিফোনের মালিক প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে ৪০৭ জন। রেডিও আছে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে ৩১৮ জনের। টেলিভিশন আছে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে ২৯৪ জনের। সংবাদপত্র সার্কুলেশন ঃ ১২৬ প্রতি ১,০০০। প্রতি ডাকঘর পিছু লোকসংখ্যা ঃ ১৩,২০০। পার্সোনাল কম্পিউটার আছে প্রতি ১,০০০ জনের মধ্যে ১৫৪ জনের।

আবূ জাবীতে ৫০টি দেশের দূতাবাস আছে ঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র ইত্যাদি।

সংবাদপত্র ঃ (১) আবূ জাবী ম্যাগাজিন। মাসিক এই সাময়িকীর ভাষা আরবী, তবে কিছু কিছু নিবন্ধ ইংরেজীতেও প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রচার সংখ্যা ১৮,০০০। (২) আজ জাফরা। স্বাধীন আরবী সাপ্তাহিক। (৩) Emirates News. ইংরেজী দৈনিক, প্রচার সংখ্যা ২১,১৫০। (৪) আল-ফাজর। আরবী দৈনিক, প্রচার সংখ্যা ২৮,০০০। (৫) হিয়া (সে, মহিলা), মহিলাদের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা। (৬) আল-ইত্তিহাদ (একতা), আরবী দৈনিক এবং সাপ্তাহিক। প্রচার সংখ্যা ৫৮,০০০ দৈনিক, ৬০,০০০ সাপ্তহিক। শিশুদের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রচার সংখ্যা ১,৪৫,৩০০। (৭) আর-রিয়াদা ও আ-শাহবি (ক্রীড়া ও যুব), সাধারণ আগ্রহের বিষয়ে আরবী সাপ্তাহিক। (৮) সংযুক্ত আরব আমীরাত এবং আবূ জাবী দাফতরিক গেজেট। দাফতরিক রিপোর্ট এবং চিঠি পত্রাদির খবর সম্বলিত আরবী দৈনিক। (৯) UAE Press Service Daily News. ইংরেজী

দৈনিক পত্রিকা। (১০) আল-ওয়া'হদাহ, দৈনিক স্বতন্ত্র পত্রিকা, প্রচার সংখ্যা ২০,০০০। (১১) যাহ্রাত আল-খালীজ (উপসাগরের গৌরব), মহিলাদের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রচার সংখ্যা ১০,০০০।

আবূ জাবীর সংবাদ সংস্থাসমূহ ঃ (১) আমীরাত নিউজ এজেন্সি (WAM); (২) সংযুক্ত আরব আমীরাত প্রেস সার্ভিস

আবূ জাবীতে কর্মরত বিদেশী সংবাদ ব্যুরোসমূহ ঃ (১) Agenzia Nationale Stampa Associata (ANSA) (ইতালী); (২) কুয়েত নিউজ এজেন্সি (KUNA); (৩) রয়টার্স (যুক্তরাজ্য)।

উল্লেখ্য যে, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কোন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে। রাজনৈতিক দলবিহীন এই দেশটিতে সরকার সংবাদ ও গণমাধ্যমগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

আবূ জাবীর প্রকাশনা সংস্থাসমূহ ঃ (১) আল-ইত্তিহাদ প্রেস, প্রকাশনা ও বিতরণ কর্পোরেশন। (২) অল প্রিন্টার্স, প্রকাশনা ও বিতরণী সংস্থা।

আবূ জাবীর বেতার সম্প্রচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ (১) আমীরাত টেলিযোগাযোগ কর্পোরেশন (ইতিসালাত)। প্রতিষ্ঠানটি আমীরাতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্থান করিয়া থাকে। (২) আবূ জাবী রেডিও। বহু বিষয় আরবীতে সম্প্রচার করা হয়। ফরাসী, বাংলা, ফিলিপিনো ও উর্দূতেও ইহার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (৩) ক্যাপিটাল রেডিও। ইংরেজী ভাষায় এফ এম মিউজিক এবং সংবাদ সম্প্রচার কেন্দ্র, ইহা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। (৪) সংযুক্ত আরব আমীরাত টেলিভিশন আবূ জাবী (UAE TV)। কেন্দ্রটি তথ্য, মনোরঞ্জন, ধর্ম, সংস্কৃতি, সংবাদ এবং রাজনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করিয়া থাকে।

আবূ জাবীর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ (১) আবূ জাবী উন্নয়ন অর্থ কর্পোরেশন; (২) আবূ জাবী উন্নয়ন তহবিল (ADFD); (৩) আবূ জাবী বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (ADIA); (৪) আবূ জাবী বিনিয়োগ কোঃ (ADIC); (৫) আবূ জাবী পরিকল্পনা বিভাগ; (৬) সাধারণ শিল্প কর্পোরেশন (FIC); (৭) আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম বিনিয়োগ কোঃ (IPIC)।

(২) আবূ জাবী জাতীয় তেল কোঃ (ADNOC)। রাষ্ট্রীয় এই কোম্পানী ১৯৭১ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মূলধন ৭,৫০০ মিলিয়ন আমীরাত দিরহাম। ইহার তত্ত্বাবধানে আছে দুইটি তৈল পরিশোধনাগার, হাবশান গ্যাস ট্রিটমেন্ট প্লান্ট গ্যাস পাইপলাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক একটি লবণ ও ক্লোরিন প্লান্ট। তৎসহ কোম্পানীটি দেশে এবং বিদেশে তৈল শিল্পের সকল পর্যায়ে বিনিয়োগ ও ব্যবসায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকে।

পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ খৃ. এক সরকারী আদেশবলে বেসরকারীকরণের প্রস্তুতি হিসাবে এই খাতকে পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। এই খাতের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ

(১) আবূ জাবী পানি ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (ADWEA), ১৯৯৯ খৃ. স্থাপিত হয়; (২) আবূ জাবী ডিস্ট্রিবিউশন কোং, ১৯৯৯ খৃ. স্থাপিত হয়। ইহা পানি ও বিদ্যুৎ বিতরণ করিয়া থাকে; (৩) আবূ জাবী পানি ও বিদ্যুৎ কোং (ADWEC); (৪) বায়ওউনাহ পাওয়ার কোং; (৫) আল-মিরফা পাওয়ার কোং, ১৯৯৯ খৃ. স্থাপিত হয়। ইহা মিরফা এবং মাদীনাত যায়েদ প্লান্টগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতিদিন, ১৬ মিলিয়ন গ্যালন পানি প্রতিদিন; (৬) আল-তাওঈলাহ পাওয়ার কোং; (৭) আমীরাত CMS পাওয়ার কোং, ১৯৯৯ খৃ. স্থাপিত হয়; (৮) উম্ম আন-নার পাওয়ার কোং; (৯) আল-আয়ন ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ, ১৯৯৯ খৃ. স্থাপিত, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়ে থাকে।

যানবাহন ঃ আবূ জাবী তথা সংযুক্ত আরব আমীরাতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতেছে। আবূ জাবী ও দুবায় একটি সুন্দর দ্বৈত পরিবহন পথ দ্বারা সংযুক্ত। রাস্তাটি UAE উত্তর উমান সীমান্তের শাম হইতে পশ্চিম উপকূলীয় সংযোগ পথের অংশবিশেষ, যাহা দুবায় ও আবূ জাবীর উপর দিয়া তারিফ গমন করিয়াছে। একটি পূর্ব উপকূলীয় পথ দিব্বা-কে মাসকাতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা ছাড়াও আছে আবূ জাবী আল-'আয়ন মহাসড়ক। ১৯৯৮ খৃ. আবূ জাবীকে সংযোগকারী ১,০৮৮ কিলোমিটারের একটি সড়ক-জাল বিস্তৃত ছিল, যাহার মধ্যে ২৫৩ কিলোমিটার মটর পথ ও ১৩৯ কিলোমিটার প্রধান সড়ক ছিল।

শিপিং ঃ পোর্ট যায়দ নামক কৃত্রিম পোতাশ্রয় স্থাপন করার পর হইতে আবূ জাবী একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর হিসাবে পরিগণিত হয়। আবূ জাবী সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৯৭২ খৃ. স্থাপিত হয়। ইহা সমুদ্র বন্দর যায়দ-এর প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল ঃ আবূ জাবী এবং আমীরাতটির আল-আয়নে ২টি বিমান বন্দর রহিয়াছে। ১৯৯৬ খৃ. ৩.৩ মিলিয়ন যাত্রী আবূ জাবীর বিমান বন্দরসমূহ ব্যবহার করেন। আবূ জাবীর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেসামরিক বিমান চলাচলের সার্বিক বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। আমীরাত এয়ার সার্ভিস ১৯৭৬ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল আবূ জাবী এয়ার সার্ভিসেস। প্রতিষ্ঠানটি বিমানের ইঞ্জিন ওভারহলিং, সার্ভিসিং, যন্ত্রাংশ মেরামত এবং বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯৫০ খৃ. গালফ এয়ার কোম্পনী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ খৃ. হইতে প্রতিষ্ঠানটি আবূ জাবী, বাহরায়ন ও উমান সরকারের যৌথ মালিকানাধীনে পরিচালিত হইতেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী বিমান চালনা করিয়া থাকে।

পর্যটন শিল্প ঃ মিসর, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, ইরান, পাকিস্তান, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০০ খৃ. যথাক্রমে ২,৯৯০,৫৩৯ জন, ৩,৩৯২,৬১৪ জন ও ৩,৯০৬,৫৪৫ জন পর্যটক আবূ জাবী তথা সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্রমণ করেন। এইভাবে পর্যটকের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

আবূ জাবীর National Corporation for Tourism and Hotels (NCTH) পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটিতে আবূ জাবী সরকারের ২০% ভাগ মালিকানা রহিয়াছে। এইভাবে পর্যটন আবূ জাবীতে একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আমীরাতের তৈল সম্পদের বিপুল বৈভব, নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাশ্চাত্য মানের হোটেল, যোগাযোগ ও সর্বোপরি

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক কেন্দ্র হওয়ায় পর্যটন আকর্ষণ হিসাবে স্থানটির গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ডাক বিভাগের ইতিহাস ও ফিলাটেলি (Philateli) ঃ আবূ জাবীর ডাক বিভাগের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সময় ভিত্তিক এই ভাগগুলি হইতেছে বৃটিশ, স্বাধীন ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের ডাক প্রশাসন। ১৯৫৯ খৃ. আবূ জাবীর দাস দ্বীপে কর্মরত কয়েক শত কর্মীর জন্য ডাক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তখন বৃটিশ ডাকটিকেটের উপর "বাহরায়ন" ওভারপ্রিন্ট করত এই সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। জানুয়ারী ১৯৫৯ খৃ. ট্রুস্যাল ডাক টিকিটের উপর আবূ জাবী ওভারপ্রিন্ট করত তাহা আবূ জাবীতে প্রচলন করা হয়।

১৯৬০ খৃ. বৃটিশ ডাক টিকিটের উপর "NP" বা RUPEFS" সারচার্জ করত তাহা আবূ জাবীতে প্রচলন করা হয়। ১ ডিসেম্বর, ১৯৬০ খৃ. হইতে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ খৃ. পর্যন্ত সময়ে বাহ'রায়নে নিযুক্ত বৃটিশ পোষ্টাল সুপারিন্টেন্ডের নিয়ন্ত্রণে আবূ জাবীতে ব্যবহৃত ডাক টিকিটসমূহ ব্যবহৃত হয়। ৩০ মার্চ, ১৯৬৩ খৃ. আবূ জাবীর প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়। আবূ জাবীর তৎকালীন শাসক শায়খ শাখবুত ডাকটির উদ্বোধন করেন। তখন বৃটিশ "Value Only" নামাঙ্কিত ডাক টিকিটগুলি আবূ জাবীতে ব্যবহার করা হয় এবং অনেক নূতন ডিজাইনের ডাক টিকিট মুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অতঃপর আবূ জাবী ট্রুস্যাল টেস ও দাস দ্বীপের নামে ইস্যুকৃত ডাক টিকিটগুলি ১২ অক্টোবর, ১৯৭১ খৃ. পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

আবূ জাবীর প্রথম ডেফিনিটিভ ডাক টিকিট ৩০ মার্চ, ১৯৬৪ খৃ. ইস্যু করা হয়। ৬ জানুয়ারী, ১৯৬৬ খৃ. বাহ'রায়ন হইতে ডাকঘর দাস দ্বীপে স্থানান্তর করা হয়। বৃটিশ আমলে আবূ জাবীকে ১৬ ধরনের ডাকটিকিট ব্যবহার করা হয়। স্বাধীন ডাক প্রশাসন আমল জানুয়ারী ১৯৬৭ খৃ. শুরু হয়। এই সময় আবূ জাবী ডাক প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খৃ. সংযুক্ত আরব আমীরাত (UAE) গঠিত হওয়ার পর ১ আগস্ট, ১৯৭২ UAE ডাক প্রশাসন ইহার ৭টি আমীরাতের ডাকসেবা নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। ফেডারেল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর আবূ জাবী ৮ ডিসেম্বর ইহার প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) John Daniels, Abu Dhabi a portrait, লন্ডন ১৯৭৪ খৃ; (২) Abu Dhabi ww the website World History com 2004; (৩) Abu Dhabi, in The Columbia Encyclopaedia, Sixth Edition, Columbia 2003; (৪) Youth 2000 profile, United Arab Emirates, in World population prospects (United Nations, New York 2002); (৫) Czastka, J, Traditional architecture of Abu Dhabi (Journal of the Emirates Natural History Group), 7.1 : 9-11, 1997; (৬) Czastka, J and p. Hellyer, An Archaeological survey of the mantakha As'sirra in Abu Dhabi's Western Region. Tribulus (Journal of the Emirates Natural History Group), 4.1: 9-12, 1994; (৭) Hellyer, p, Islands Sutvey Tribulus (Journal of the Emirates Natural History Group), 2.2: 37, 1992; (৮) Heller, p., UAE-a New Frontier in Archaeology. Arts and the Islamic World (Special Issue : Architecture, Archaeology and the Arts in the United Arab Emirates), 23 : 41-45. Islamic Arts, London 1993; (৯) Hellyer, p., Filling in the Blanks Recent Archaeological Discoveries in Abu Dhabi. Motivate Dubai, for the Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, 1998a; (১০) Hellyer, p., Hidden Riches— An Archaeological Introduction to the United Arab Emirates. Union National Bank Abu Dhabi, 1999; (১১) Hellyer, p. and M. Beech, Protected Areas and Cultural Heritage : An Abu Dhabi Case Study. Research and Management Options for Protected Areas Proceedings of the First International Workshop on Arid Zone Environment (January 2000). Environmental Research and Wildlife Development Agency, Abu Dhabi 2001, 195-213; (১২) Beech, M. H. Kallweit and p. Hellyer, New archeological investigations at Abu Dhabi Airport, United Arab Emirates. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 34 :1-15, 2004; (১৩) CIA, World Fact Book, "United Arab Emirates", United States National Foreign Assessment Center 1997, 511-513; (১৪) Gina L. Crocetti, Culture Shock! United Arab Emirates, http://www. hejleh. com, 31 January, 2005; (১৫) Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (http//www. adcci-uae. com), 25 November, 2005; (১৬) Abu Dhabi National Oil Company (http//www. adnoc com/), 25 November, 2005; (১৭) Abu Dhabi Postal History (http: //www. angel fire. com/ok/ABUDHABISTAMPS/), 25 November, 2005; (১৮) Abu Dhabi-Wikipedia, the free encyclopedia, retrieved from http: //www en wikipedia. org/ wiki/ Abu-Dhabi, 25 November, 2005; (১৯) Energy Information Agency, Country Analysis Brief : United Arab

Emirates http: //www EIA. DOE. GOV, 30 January, 1998 (Hereinafter cited as Country Analysis Brief); (২০) Sean Foley, The UAE : Political Issues and Security Dilemmas, in Middle East Review of International Affairs, vol. 3, No. 1, March 1999, 25-45; (২১) Jane's Sentinel, Country Report, United Arab Emirates 1996-42; (২২) Richard Schofield, "Borders and territoriality- in the Gulf and the Arabian Peninsula during the twentieth Century". In Territorial Foundations of the Gulf States, New York 1994; (২৩) United Arab Emirates : Youthful Trend in UAE Parliament, Al-Wasat (Arabic), London 22 December, 1997; (২৪) Richard Scott, Gulf Navies look Further offshore, Jane's Navy International, 1 March, 1997; (২৫) William Rugh, Foreign Policy of the United Arab Emirates, Middle East Journal, vol. 50, Winter 1996; (২৬) Anthony Cordsman, US Forces in the Middle East, New York 1997, 76-77; (২৭) Abdullah Al-Shayeji, Dangerous Perceptions : Gulf Views of the US Role in the Region, Middle Eastern Policy, September 1997, 3-4; (২৮) Amin Badr El-Din, The Offsets program in the United Arab Emirates, Middle East Policy, January 1997, 120-123; (২৯) Anthony Cordesman, Bahrain, Oman and the UAE, Washington DC 1997, 353-61; (৩০) United Arab Emirates Report on Human Rights, http : //www state. gov, 23 march, 2005; (৩১) UAE Population Gazette, 17 February, 1998; (৩২) Gary Sick, The Coming Crisis, the Persian Gulf at the Millennium : Essays on politics, Economy, Security and Religion, New York 1997, P. 18; (৩৩) George Rentz, Abu Dhabi, in the Encyclopedia Americana, International Edition, vol. 1, Connecticut 1996, 58-64; (৩৪) Abu Dhabi, in the New Encyclopaedia Britannica, vol. 1, Chicago 1987, 45; (৩৫) United Arab Emirates in Britannica Book of the Year, Chicago 2002; (৩৬) The United Arab Emirates, in The Europa World Year Book 2003, London and New York 2003, ২খ., ৪২৩৩-৪২৪৯; (৩৭) আমিরাতে উটের জকি হিসাবে মানবশিশু ব্যবহার নিষিদ্ধ, প্রথম আলো, ঢাকা, ১৫ মার্চ, ২০০৫; (৩৮) IMF, UAE- Selected Issues and Statistical Appendix (March 2003); (৩৯) Un Statistical Year book 2005; (৪০) UNESCO, Statistical Year book, 2005.

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

আবূ জাবীরা (ابو جبيرة) ঃ (রা) ইবনুদ-দা'হ'হা'ক ইবন খালীফা আল-আনসারী আল-আশহালী, ছাবিত ইবনুদ দাহহাক (রা)-এর ভ্রাতা। তিনি হিজরতের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সাহাবী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। তিনি কয়েকটি হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী আল-আদাবুল-মুফরাদ গ্রন্থে তাঁহার হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আল-হ'াকিম তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। স্বীয় পুত্র মাহ'মূদ, আশ-শা'আবী, ক'ায়স ইবন আবী হাযিম, শিবল ইবন 'আওফ ও 'আমির আশ-শা'বী তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। "এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না" (وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ) [৪৯ ঃ ১১] আয়াতটি তাঁহাদের (বানূ সালামা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩১, সংখ্যা ১৮৮; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সা'হাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ১৫৪, সংখ্যা ১৭৯২; (৩) ইবন কাছীর, তাফসীর, মিসর তা. বি., ৪খ., ২১২।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ জারিয়া আল-আনস'ারী (ابو جارية الانصارى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তাঁহার পুত্র জারিয়া প্রমুখাৎ নিম্নোক্ত হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন ঃ নবী কারীম (স) বলেন ঃ আল-কু'রআন-এর সকল বাণীই সত্য। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর ইন্তিকালের সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় তাঁহার জন্য জানাযার সালাত আদায় করিয়াছিলেন, এই মর্মে একটি হ'াদীছও তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯, সংখ্যা ১৮৬; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সা'হাবা-বৈরূত তা. বি., ২খ., ১৫৪, সংখ্যা ১৭৮৮।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ জাহল (ابو جهل) ঃ প্রকৃত নাম আবুল-হ'াকাম 'আমর ইবন হিশাম ইবন আল-মুগ'ীরা। তাহার মাতার নাম অনুসারে ইবনুল-হানজ'ালিয়া নামেও সে অভিহিত হইত। মক্কার বিখ্যাত কুরায়শ গোত্রের মাখযূম পরিবারের সে ছিল একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এক হাদীছ অনুযায়ী সে ও মহানবী (স) ছিলেন প্রায় সমবয়স্ক। মক্কার অভিজাতদের মধ্যে সে ছিল মহানবী (স)-এর অন্যতম ঘোর শত্রু। সে

স্বয়ং মহানবী (স)-কে গালিগালাজসহ নানাভাবে নির্যাতন করিত, কেবল অলৌকিক ব্যাপার দর্শন দ্বারা নিবৃত্ত হওয়াতেই তাঁহার দৈহিক ক্ষতি করে নাই। কতিপয় ভাষ্যকারের মতে কুরআনের ৯৬তম সূরার ৬ষ্ঠ ও তৎপরবর্তী আয়াতেও তাহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। মহানবী (স) প্রদত্ত দোযখের বিবরণকে উপহাস করায় তাহার সম্পর্কে কুরআনের ১৭ ঃ ৬০ ও ৪৪ ঃ ৪৩ আয়াত নাযিল হয়। মহানবী (স)-এর হিজরতের অল্প পূর্বে অনুষ্ঠিত কুরায়শদের সভায় সে মক্কায় প্রতিটি পরিবারের লোক দ্বারা মহানবী (স)-কে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। হিজরতের পর সে হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে প্রেরিত একদল সৈন্যের সম্মুখীন হয়, কিন্তু তখন কোন যুদ্ধ হয় নাই; তবে তাহার শত্রুতা ও কলহপ্রিয়তার দরুন বদরে বাস্তবিকই একটা যুদ্ধ হয়। এই উপলক্ষে 'উৎবা ইবন রাবী'আ তাহাকে উপহাস করিয়া সুবাসিত নিতম্বযুক্ত ব্যক্তি নাম দেয়। হাদীছ অনুসারে যুদ্ধের পূর্বে সে প্রার্থনা করে, রক্তের বন্ধন কর্তনের ব্যাপারে যে সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী, সে যেন ধ্বংস হয়। এতদ্বারা সে নিজের ধ্বংসই ডাকিয়া আনে। যুদ্ধে সে মু'আয ইবন 'আমর ইবনুল-জামূহ' ও মু'আওবি'য' ইবন 'আফরা (রা) কর্তৃক মারাত্মকরূপে আহত এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ কর্তৃক নিহত হয়। তাহার মৃতদেহ দর্শনে মহানবী (স) তাহাকে তাহার জাতির ফিরআওন বলিয়া অভিহিত করেন। মৃত্যুর পর মক্কাবাসীরা তাহার শোকগাথা রচনা করে। ইহাতে তাহারা তাহাকে মক্কার সর্দার, মহান নেতা, উদার লোক, শিষ্ট ও চিরনির্লোভ ইত্যাকার গুণে চিত্রিত করে। হযরত 'ইকরিমা (রা) তাহার পুত্র ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হিশাম, ইবন সা'দ, ৩খ., ৫৫; ৮খ., ১৯৩; (২) তাবারী ১; (৩) য়া'কূবী ২খ., ২৭; (৪) নাওয়াবী, পৃ. ৬৮৬; (৫) Sprenger, Das Leben and die Lehre des Mohammad, ii, 115; (৬) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, P. 169, 243.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আবূ জাহ্‌শ আল-লায়ছী (ابو جحش الليثى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। আবুশ-শায়খ কিতাবুল আজামাতে ও আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক-এ 'আবদুল-মালিক ইবন কু'দামার সূত্রে ইবন 'উমার হইতে নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মদীনার মসজিদে সালাত আদায় করা হইতেছিল। এমন সময় 'উমার (রা) তথায় আসিয়া দেখিতে পাইলেম, তিনটি লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন আবূ জাহ্‌শ। 'উমার (রা) বলিলেন, তোমরা উঠ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সালাত আদায় কর। তখন দুইজন উঠিয়া সালাতে শরীক হইলেন। কিন্তু আবূ জাহ্‌শ বলিলেন, যতক্ষণ আমার দুই বাহু হইতে অধিকতর শক্তিশালী বাহুর অধিকারী কেহ আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া না দিবে যে, আমার মুখমণ্ডল হইতে মাটিতে রক্ত গড়াইয়া পড়িবে ততক্ষণ আমি উঠিব না। অতঃপর 'উমার (রা) তাঁহার সঙ্গে তাহাই করিলেন।

উক্ত হাদীছে ফেরেশতাদের 'ইবাদতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, নবী (স) তখন বলিলেন, 'বস, মহান প্রতিপালক আবূ জাহ্‌শ-এর সালাতের মুখাপেক্ষী নহেন। পৃথিবীর নিকটতম আকাশে এমন বহু ফেরেশতা রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া সিজদায় আছে, আর তাহারা কিয়ামাত পর্যন্ত মস্তক উত্তোলন করিবে না। এই হাদীছে আরও উক্ত হইয়াছে, 'উমার (রা) সন্তুষ্ট হইলে আল্লাহর রহমত মিলিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইসাবা মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩১-৩২, সংখ্যা ১৯০; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ১৫৪, সংখ্যা ১৭৯৩।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দিন

আবূ জুমু'আ আল-আনসারী (ابو جمعة الانصارى) ঃ (রা) আল-কানানী অথবা আস-সিবা'ঈ। কুন্‌য়া দ্বারাই তিনি পরিচিত। নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে; যথা জুনদার, জুনবাদ অথবা হাবীব; পিতার নাম সিবা বা ওয়াহব। তিনি হুদায়বিয়া ঘটনার প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত হইতে জানা যায়, তিনি দিবসের প্রারম্ভে কাফিররূপে এবং দিবসের শেষভাগে মুসলিমরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গী অর্থাৎ তিনজন পুরুষ ও ছয়জন নারী সম্বন্ধে ২৬ ঃ ২৫ আয়াতটির নিম্নরূপ অংশ নাযিল হয় ঃ (তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত) "যদি এমন কতক নর ও নারী না থাকিত যাহাদেরকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদেরকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে, (ইবন কাছীর, তাফসীরু সূরাতিল-ফাতহ')। তবে তিনি আনসারী ছিলেন না, কারণ সকল আনসার হুদায়বিয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন মতে তিনি আনসারের হালীফ হিসাবে আনসারী ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র)-ও তাঁহার বর্ণিত হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। বর্ণিত আছে, তিনি আবূ 'উবায়দা ইবন আল-জাররাহসহ একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত প্রাতঃরাশে শামিল ছিলেন। তিনি অনেক সাহাবী হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার মাওলা (মুক্তদাস), সালিহ ইবন জুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন মুহায়রীয, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওদ আর-রামলী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। একমতে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা ,মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৩, সংখ্যা (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৫৫, সংখ্যা ১৮০৭।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দিন

আবূ জিহাদ আল-আনসারী (ابو جهاد الانصارى) ঃ (রা) আস্-সালামী, একজন সাহাবী। তাঁহার খানদাক (পরিখা)-এর যুদ্ধে (৫/৬২৭) অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আবূ নু'আয়মের বর্ণনামতে তিনি মিসরে বসবাস করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি, ৪খ., ৩৫, সংখ্যা ২০৬; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা বৈরূত তা. বি. ২খ., ১৫৬, সংখ্যা ১৮১৬।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ তাকা (দ্র. সিককা)।

আবূ তাগ'লিব (ابو تغلب) ঃ ফাদ'লুল্লাহ আল-গাদানফার আল-হামদানী, 'উদ্দাতুদ-দাওলা, মাওসিল (Mosul)-এর হামদানী (দ্র.) আমীর এবং আমীর আল-হা'সান নাসি'রুদ-দাওলা ও কুর্দিশ মাতা ফাতি'মার পুত্র ; জন্ম ৩২৮/৯৪০ সালে। ধারণা করা হয়, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের উপর কিছুটা কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হইলে কেবল অপর মাতার গর্ভজাত তাঁহার এক ভ্রাতা আবুল-মুজাফফার হামদান ব্যতীত অন্য সকলের নিকট হইতে তাঁহার পিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার এবং মাওসিলের উত্তর-পূর্বে জাবাল জুদীর আরদুমুশতের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিবার মৌন সম্মতি লাভ করে। ফাতি'মার সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁহার এই পরিকল্পনা জুমাদাল-উলা ৩৫৬/মে ৯৬৭-এর প্রারম্ভে বাস্তবায়িত হয় এবং নাসি'রুদ-দাওলা উক্ত দুর্গে ১২ রাবী'উল-আওওয়াল, ৩৫৮/৩ ফেব্রুয়ারি, ৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু এই ক্ষমতাচ্যুতির তৎপরতা হামদানের মত ব্যতীতই সাধিত হয় এবং হামদান তখন নিসীবীন, মারদীন ও রাহবা শহর ছাড়াও আলেপ্পোর হামদানী সায়ফুদ-দাওলার মৃত্যুতে রাককা-এর নিয়ন্ত্রণ ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবূ তাগ'লিব বাগদাদে-র বুওয়ায়হী আমীরুল-উমারা ও খিলাফাতের প্রধান বাখতিয়ার-এর সমর্থন লাভ করিয়া হামদানকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে রাফ্কা সমর্পণে ও রাহবা ত্যাগে বাধ্য করেন।

হামদানের বিরুদ্ধে আবূ তাগলিব যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকেন, কিন্তু হামদান এইবার বাখতিয়ারের সমর্থন লাভ করেন এবং রাহবায় পুনরায় প্রবেশ করেন। একই সময়ে আবূ তাগ'লিব-এর অপর কতিপয় ভ্রাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া হামদানের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহার এক নূতন আক্রমণের ফলে হামদানকে বাগদাদে পলায়ন করিয়া বুওয়ায়হী আমীরের আশ্রয় লইতে বাধ্য করা হয়। এইবার তিনি মাওসিলে তাঁহার ক্ষমতা সংহত করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ভ্রাতার সকল সম্পতি বাজেয়াপ্ত করেন। সায়ফুদ-দাওলার পুত্র ও তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতার অধিকারভুক্ত আলেপ্পোর হামদানী আমীরাতের অধীন এলাকাসমূহ তাঁহার নিজ কর্তৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান এবং খলীফা আল-মুতী' বিল্লাহর নিকট হইতে মাওসিল ও আলেপ্পোর জন্য একটি সংযুক্ত আমীরাতের সরকারী ফরমান লাভ করেন। তিনি দিয়ার বাক্র ও মায়্যাফারিকীন পর্যন্ত তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তার করেন এবং সায়ফুদ-দাওলার মাতা ও তাঁহার ভগ্নী জামীলাকে ঐ অঞ্চলের কিছু পরিমাণ কর্তৃত্ব দান করিয়া ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি হা'ররান ও দিয়ার মুদ'ার (৩৫৯-৬০/৯৬৯-৭০) অধিকার করেন। তাঁহার পিতা নাসি'রুদ-দাওলা বাগদাদে আমীরল-'উমারা ছিলেন এবং ৩৩৪/৯৪৫ সালে তিনি উক্ত পদ হইতে বাখতিয়ার-এর পূর্বসূরী বুওয়ায়হী মু'ইয্যুদ-দাওলা কর্তৃক অপসারিত হন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া আবূ তাগলিব এইবার বাগদাদে তাঁহার এই ভূমিকাটি পুনরুদ্ধার এবং তদ্দারা খিলাফাতের মূল শক্তিতে পরিণত হইবার স্বপ্ন দেখিতে শুরু করেন। অপরপক্ষে বাখতিয়ার এই সময়ে তাঁহার সহিত অবস্থানকারী হামদানের প্ররোচনায় আবূ তাগ'লিব-এর সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন।

যাহা হউক, বাখতিয়ারের আবূ তাগ'লিবের সহিত একটি আঁতাত স্থাপনে আগ্রহী হইয়া পড়েন এবং দিয়ার মুদ'ার ও দিয়ার বাক্রসহ তাঁহার শেষ অধিকারসমূহ নিশ্চিত করিবার মানসে একটি চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী হন। এই লক্ষ্যে অধিকতর বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বাখতিয়ারের এক কন্যার সহিত আবূ তাগ'লিব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সম্ভবত এই চুক্তির পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল, ফাতিমী উচ্চাভিলাষ হইতে উদ্ভূত উভয় পক্ষের জন্য সম্ভাব্য আশংকা। সুতরাং উভয়েই যৌথভাবে ফাতিমীগণের শত্রু কারমাতী দলপতি হা'সানুল-আ'সাম্মকে সহয়তা প্রদান করেন। ইঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদানের শক্তিতে তিনি যথাযথভাবে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া স্বল্প সময়কালের জন্য দামিশক অবরোধ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হামদানের পরামর্শক্রমে বাখতিয়ার ৩৬৩/৯৭৩ সালে মাওসিলের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং নগরীর উত্তর পার্শ্বে দায়রু'ল-আলা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। আবূ তাগ'লিব শহর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে বাগদাদ নগরের ফটকসমূহ পর্যন্ত পিছু হটিলে তথায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহার পর তিনি পুনরায় মাওসিল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাখতিয়ার যদিও সংখ্যাধিক্যে শক্তিশালী ছিলেন, তথাপি আবূ তাগ'লিবের সহিত আপোস-আলোচনায় সম্মত হন এবং ইহার ফলে আবূ তাগ'লিব তাঁহার জন্য সুবিধাজনক একটি চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন। বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের পর আবূ তাগ'লিবের অবস্থান অতি সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া বাখতিয়ার পুনরায় মাওসিলে আর একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। পুনরায় আপোস আলোচনা শুরু হয়, আবূ তাগ'লিব বুওয়ায়হীগণকে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হন এবং প্রতিদানে ৯৭৪ হিজরীতে খলীফার নিকট হইতে 'উদ্দাতুদ-দাওলা (রাজ্য সমর্থক) উপাধি প্রাপ্ত হন। বাখতিয়ারের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ বন্ধুত্ব থাকে এবং বাগদাদ বুওয়ায়হীগণ তাঁহার ভাড়াটিয়া তুর্কী সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের সম্মুখীন হইলে তিনি বাখতিয়ারকে সমর্থন দান করেন।

তুর্কী সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের ফলে বাখতিয়ার সাহায্যের জন্য পরিবার প্রধান রুকনুদ-দাওলার নিকটও আবেদন প্রেরণ করেন এবং রুকনুদ-দাওলা ফারস-এর শাসক 'আদু'দু'দ -দাওলাকে বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। ইহার ফলে শেষোক্ত ব্যক্তির আধিপত্য ইরাক এলাকায় সুদৃঢ় করিবার বাসনা বাস্তবায়নের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়। ইতোমধ্যে বাখতিয়ারকে উৎখাতকারী তুর্কীগণের চাপে আবূ তাগ'লিব বাগদাদ পরিত্যাগে বাধ্য হন। 'আদু'দু'দ-দাওলা তুর্কীগণকে বহিষ্কৃত করেন এবং এইবার তিনি বাখতিয়ারের পূর্ণ আনুগত্য লাভ করেন। বাখতিয়ারকে সিংহাসন পরিত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং চুক্তি সম্পাদনের ফলে আবূ তাগ'লিব-এর উপর নগরীর সকল রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা অর্পিত হয়। আবূ তাগ'লিব ও বাখতিয়ার-এর মধ্যে পূর্বে সম্পাদিত চুক্তিটিও নবায়ন করা হয় এবং হামদানীগণকে রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কিন্তু রুকনু'দ-দাওলা বাখতিয়ার ও 'আদু'দু'দ-দাওলার মধ্যকার সুসম্পর্কের প্রতি বিরোধিতা প্রদর্শন করেন এবং 'আদু'দু'দ-দাওলাকে তাঁহার পদ হইতে অপ্রসারণ করেন। ইহার পর বাখতিয়ার পুনরায় বাগদাদের ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু 'আদু'দু'দ-দাওলা 'ইরাক সম্পর্কে তাঁহার

উচ্চাভিলাষ কখনও পরিত্যাগ করেন নাই এবং ৩৬৬/৯৭৭ সালে রুকনুদ্- দাওলা মৃত্যুবরণ করিলে তিনি ৯৭৭ সালের নভেম্বরে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়ে আবূ তাগ'লিব-এর অবস্থা ছিল সুসংহত। কিন্তু হামদান যিনি সব সময়েই বাখতিয়ারের পারিষদবর্গের অন্যতম সদস্য ছিলেন, বাখতিয়ারকে মাওসিল আক্রমণ করিতে পুনরায় প্ররোচিত করেন এবং বাখতিয়ার তিকরীত পর্যন্ত অগ্রসর হন। আবূ তাগ'লিব বাখতিয়ারকে বাগদাদের পুনরুদ্ধার এবং 'আদু'দুদ-দাওলার নিকট হইতে নিষ্কৃতি লাভের সহায়তার অঙ্গীকার প্রদান করেন; তবে ইহার বিনিময়ে তিনি তাঁহার নিকট হামদানকে হস্তান্তরের দাবি করেন। বাখতিয়ারের সহিত যুগপৎভাবে তিনি বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সামাররা-এর নিকট 'আদু'দুদ-দাওলা তাহাদের পরাস্ত করেন এবং বাখতিয়ারকে বন্দী করেন। আবূ তাগ'লিব পলায়ন করেন। 'আদু'দুদ-দাওলা ৯৭৮ সালের জুন মাসে মাওসিল শহরে প্রবেশ করেন এবং আবূ তাগ'লিবের সহিত আপোস করিতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। আবূ তাগ'লিব নিসীবীন-এ ও তথা হইতে মায়্যাফারিকীন-এ পলায়ন করেন এবং বুওয়ায়হী সেনাদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। তাঁহার ভগ্নী জামীলার আশ্রয়স্থল বিতলিস-এ গমন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তিনি তাইগ্রিস-এর কুর্দ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করেন। খাবুরুল হাসানিয়্যার কর্তৃত্বাধীনে এই অঞ্চলে প্রবেশ করার পশ্চাতে তাঁহার সম্ভবত এই আশা ছিল, তিনি হামাদানীদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি আর দুমুশত-এ নিরাপত্তা লাভ করিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাইগ্রিসের উৎসমুখ অঞ্চলের দিকে গমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তথা হইতে ইউফ্রেটিস-এর বিশাল বাঁকে বায়যানটাইন বিদ্রোহী স্কেলেরোস (Skleros)-এর সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। শেষোক্তের সহিত তাঁহার পূর্ব যোগাযোগ ছিল এবং রাজকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁহাকে সাহায্যের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 'আদু'দু'দ-দাওলার বাহিনী তাঁহাকে এই স্থানেও তাড়া করিয়া আসে এবং স্কেলেরোস-এর অধিকৃত এলাকাধীন হি'স্'ন যিয়াদ (খারপুত)-এর পার্বত্য অঞ্চলে ৩৬৮/৯৭৮ (আগস্ট)-এর শুরুতে তাহাদের সহিত তাঁহার একটি সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষে তিনি জয়ী হন এবং কিছু কালের জন্য তিনি হি'স্'ন যিয়াদ অঞ্চলে অবস্থান করেন। তাঁহার আশা ছিল রাজকীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্কেলেরোস বিজয়ী হইবে এবং তাঁহার সমর্থন ও সহায়তায় তিনি মাওসিল পুনরাধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কেলেরোস পরাজিত হয়। তাঁহার সমর্থকগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ম্যায়্যাফারিকী'ন বুওয়ায়হীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া আবূ তাগ'লিব দিয়ার বাকরের আমিদে উপস্থিত হন। ইহার পর তিনি দিয়ার বাকর ও দিয়ার রাবী'আকে 'আদু'দুদ-দাওলার নিকট পরিত্যাগ করিয়া ভগিনী জামীলার সহিত রাককায় পলায়ন করেন।

বুওয়ায়হী আমীর তাঁহার সহিত আলোচনা করার জন্য আবূ তাগ'লিবের সকল প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা আলেপ্পোতে অবস্থানকারী আবুল-মা'আলী সা'দুদ-দাওলার নিকট হইতে তিনি কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা ইতোমধ্যে 'আদু'দুদ-দাওলার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি এই সময় পর্যন্ত তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন দিয়ার মুদ'ারও পরিত্যাগ করিয়া ফাতিমী এলাকায় গমনের মানসে দামিশক অভিমুখে রওয়ানা হন, কিন্তু ঠিক মিসরের অভিমুখে যাত্রা করিবার মত সাহস তিনি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতাদের অনেকেই তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করে এবং ফাতিমী সেনা ও দামিশকের বিদ্রোহী দলপতি বাসসাম-এর সেনাদলের আক্রমণের মুখে তিনি 'উক'ায়ল নামক সিরিয়ার একটি আরব গোত্রের সহায়তায় তায়ী মুফাররিজ ইবন দাগ'ফাল ইবনিল-জাররাহ'-এর নিকট হইতে ফিলিস্তীনের রামলা অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফাতিমী সৈন্যদলের সহিত এক সংঘাতের পর তিনি ও তাঁহার মিত্রবর্গ স'াফার ৩৬৯/ আগস্ট ৯৭৯ তারিখের শেষদিকে পরাজিত হন এবং তাঁহাকে মুফাররিজ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। মুফররিজ তাঁহাকে ফাতিমীয় সেনাপ্রধানের নিকট হস্তান্তর না করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করেন। আপাতভাবে মনে হয়, আবূ তাগ'লিব-এর হত্যার পশ্চাতে 'আদু'দুদ-দাওলার ইঙ্গিত ছিল। কারণ শেষোক্তকে মুফাররিজ ৩৭১ সালেই সার্বভৌম কর্তারূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন [দ্র. Madelung, in JNES, 76 খৃ. (১৯৬৭), ২২, টীকা ২৯]। এইভাবে চল্লিশ বৎসর বয়সে নাসি'রুদ-দাওলার পুত্র ও মাওসিলের শেষ হামদানী শাসক ও মাওসিলের হামদানী আমীরাতের অবসান ঘটে। এই স্থানে অতঃপর নূতন শক্তির উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে; কিন্তু স্থানীয় জনগণের স্মৃতিতে হামদানীগণ ইহার বহুকাল পরেও বিরাজ করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ M. Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides de Djazira et de syrie, ১খ., আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে (পৃ. ৫৪১-৭২) আবূ তাগ'লিবের কর্মজীবনের অবস্থা বা ভাগ্যের পরিবর্তন বর্ণিত হইয়াছে।

M. Canard (E.I.2)/আবদুল বাসেত

আবূ তাম্মাম (ابو تمام) ঃ হা'বীব ইবন আওস, আরব কবি ও কবিতা সংকলক। তাঁহার পুত্র তাম্মাম-এর মতে তাঁহার জন্ম ১৮৮/৮০৪ সালে। তাঁহার নিজস্ব বর্ণনামতে ১৯০/৮০৬ সালে (আখবার, পৃ. ২৭২-৭৩)। জন্মস্থান দামিশক ও তাইবেরিয়াস-এর মধ্যবর্তী জাসিম শহর। তাঁহার পুত্রের মতে ২৩১/৮৪৫ সালে মৃত্যু; অন্যদের মতে মুহ'াররাম ২৩২/২৯ আগস্ট ৮৪৬। তাঁহার খৃস্টান পিতার নাম ছাদুস (Thaddeus, Theodosing? দ্র. তাদুস, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, মিসর ১৩১০ হি., ১খ., ১২১), যাহার দামিশকে একটি মদের দোকান ছিল। পরবর্তী কালে আবূ তামমাম পিতার নাম পরিবর্তন করিয়া 'আওস' রাখেন (আখবার, ২৪২) এবং নিজের জন্য একটি বংশ-তালিকা উদ্ভাবন করেন, যাহা দ্বারা তিনি নিজেকে তা'য়ি গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছিলেন। সেই কারণে কিছু ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হয় (আখবার, ২৩৫-৩৮)। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বংশ-তালিকা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করত তাঁহাকে আত-তা'ঈ অথবা আত-তা'ঈদুল কাবীর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যৌবনে তিনি দামিশকের এক তাঁতীর সহকারী হিসাবে কাজ করেন (ইবন 'আসাকির, ৪খ., ১৯)। অতঃপর তিনি মিসর চলিয়া যান এবং সেখানে

প্রথম দিকে 'জামি' কাবীর' (বড় মসজিদ)-এ পানি সরবরাহ করিয়া জীবিকা অর্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'আরবী কবিতা ও ইহার নিয়মাবলী অধ্যয়ন করিবার সুযোগ করিয়া নেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা কঠিন, অন্তত যতদিন তাঁহার কবিতায় উল্লিখিত ঘটনাপঞ্জী অথবা যাঁহাদের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী সঠিকভাবে নির্ণয় না করা হয়। একটি বর্ণনামতে কবি 'আলী ইবনুল-জাহ্‌ম-এর ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইবনুল-জাহ্‌ম-এর প্রশংসায় তাঁহার প্রথম স্তুতি কবিতা দামিশকে রচনা করেন (আল-মুওয়াশশাহ, ৩২৪)। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ খলীফা আল-মু'তাসিম এই ব্যক্তিকে মাত্র হি. ২২৫ সালে দামিশকের গভর্নর নিযুক্ত করেন (খালীল মারদাম বেক, আলী ইবনুল-জাহম-এর দীওয়ানের ভূমিকা, পৃ. ৪)। কবির নিজের বর্ণনামতে তিনি মিসরে কর আদায়কারী অফিসার 'আয়্যাশ ইবন লাহীআ-র প্রশংসায় তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা করেন (আখবার, পৃ. ১২১; আল-বাদী'ঈ, পৃ. ১৮১)। কিন্তু ইবন লাহীআ কবিকে নিরাশ করেন। ফলে যথারীতি ইবন লাহীআ সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া কবি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন (তু. আল-বাদী'ঈ, ১৭৪ প.)। আল-কিনদী আবূ তাম্মামের কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে হি. ২১১-১৪ সালে মিসরে সংঘটিত কিছু ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে (Governors and Judges of Egypt, সম্পা. Guest, 181, 183, 186, 187)। কবি মিসর হইতে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। আবুল-মুগীছ মূসা ইবন ইবরাহীম আর-রাফিকী সম্পর্কে প্রশংসা ও বিদ্রূপমূলক কবিতাগুলি আপাত দৃষ্টিতে তিনি এই সময়েই রচনা করিয়াছিলেন। খলীফা আল-মামূন যখন বায়যানটাইনদের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান সমাপ্ত করিয়া (হি. ২১৫-১৮) প্রত্যাবর্তন করেন তখন কবি তাঁহার চিরপ্রিয় বেদুঈন পোশাক পরিধান করিয়া খলীফার সম্মুখে একটি কাসীদা আবৃত্তি করেন, কিন্তু খলীফা ইহা পছন্দ করেন নাই। কারণ একজন বেদুঈনের পক্ষে নাগরিক পদ্ধতিতে কবিতা রচনা তাঁহার নিকট সঙ্গত মনে হয় নাই (আবূ হিলাল আল-'আসকারী, দীওয়ানুল-মা'আনী, ২খ., ১২০)। হয়ত বা এই সময় যুবক বুহ্‌তুরীর সঙ্গে হিমস-এ তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (আখবার ৬৬, তু. ১৩৫)।

খলীফা আল-মু'তাসিম-এর সময়ে আবূ তাম্মাম সর্বপ্রথম পরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। ২২৩/৮৩৮ সালে 'আম্মুরিয়্যা (Amorium)-র ধ্বংসের পর মু'তাযিলী কাদিল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) আহ্‌মাদ ইবন আবী দুআদ (দ্র.) তাঁহাকে সামাররায় খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। মাসীসায় কবির কর্কশ স্বর শ্রবণ করার কথা খলীফার স্মৃতিতে উদিত হওয়ায় তিনি কবিকে তখনই কেবল দরবারে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন যখন তিনি সুনিশ্চিতভাবে জানিতে পারেন, কবির সহিত একজন সুকণ্ঠ রাবী (আবৃত্তিকারী) থাকিবে (আখবার, ১৪৩-৪৪)। এই সময় হইতেই একজন শ্রেষ্ঠ স্তুতিকার কবিরূপে আবূ তাম্মাম-এর খ্যাতি ও স্বীকৃতি আরম্ভ হয়। খলীফা ব্যতীত তিনি তাঁহার কালের আরও কতিপয় উচ্চপদস্থ প্রশাসক ও সরকারি কর্মচারীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইবন আবী দুআদ, যদিও সাময়িকভাবে তিনি আবূ তাম্মাম-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ কবি এক কবিতায় দক্ষিণ 'আরব (তায়্যি গোত্র যাহার অন্তর্ভুক্ত) সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছিলেন, যাহাতে উত্তর 'আরবের লোকদেরকে (যাহাদের বংশধর বলিয়া কাদিল-কুদাত দাবি করিতেন) পরোক্ষভাবে কিছুটা হেয় করা হইয়াছিল। ফলে আবূ তাম্মামকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একটি কাসীদা রচনা করিতে হয়। তৎপর তিনি তাঁহার পদে পুনর্বহাল হন (আখবার, পৃ. ১৪৭)।

অন্য যে সকল ব্যক্তির প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন উদাহরণস্বরূপ তাঁহাদের নাম সেনাপতি আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ ইবন য়ূসুফ আল-মারওয়াযী, যিনি বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও বাবাকে আল-খুররামীর বিরুদ্ধে অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র ইউসুফ যিনি আরমেনিয়ার গভর্নর থাকাকালীন আরমেনীদের হস্তে হি. ২৩৭ সালে নিহত হন; আবূ দুলাফ আল-কাসিম আল-ইজলী (মৃ. ২২৫ হি.); ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-মুস'আবী, যিনি ২০৭ হইতে ২৩৫ হি. পর্যন্ত বাগদাদের পুলিস প্রধান (সাহিবুল-জিসর) ছিলেন। উযীর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল-মালিক আয-যায়্যাত-এর সচিব হাসান ইবন ওয়াহবও আবূ তাম্মাম-এর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। কবি প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কয়েকটি এলাকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যথা জাবাল-এর গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনুল-হায়ছাম (আখবার, ১৮৮ প.)। খালীফা আল ওয়াছিক'-এর আমলে আরমেনিয়ার গভর্নর খালিদ ইব্ন য়াযীদ ইবন মাযয়াদ আশ-শায়বানী, মৃ. ২৩০ হি. প্রমুখ (আখবার, ১৮৮ প.)। খুরাসান-এর গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইবন তাহির-এর সাক্ষাতের জন্য তাঁহার নীশাপুর সফর সুপ্রসিদ্ধ। গভর্নর 'আবদুল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং তথাকার শীতল আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় তিনি সত্বর প্রত্যাবর্তন মানসে যাত্রা করেন। তুষারপাতের ফলে হামাযান-এ তাঁহার যাত্রাবিরতি ঘটে। আবুল-ওয়াফা ইবন সালামার গ্রন্থাগারের সাহায্যে কবি এই অবসর সময়ে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য সংগ্রহ 'আল-হামাসা' সংকলন করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্বে হাসান ইবন ওয়াহব মাওসিলে তাঁহার জন্য ডাক বিভাগের অধ্যক্ষের পদ যোগাড় করিয়া দেন। কথিত আছে, বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের (শিদ্দাতুল-ফিকর) ফলে তাঁহার মৃত্যু হইবে বলিয়া দার্শনিক আল-কিনদী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (ইবন খাল্লিকান, বাহ্যত আস-সূলীর অনুসরণে, যদিও সেখানে যুগোপযোগী কোন অনুচ্ছেদ নাই, তু. আখবার, ২৩১-৩২)। মাওসিলেই আবূ তাম্মাম ইন্তিকাল করেন। বাবাক-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে যে মুহাম্মাদ ২১৪ হি.-তে নিহত হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা আবূ নাহশাল ইবন হুমায়দ আত্-তূসী কবির সমাধির উপর একটি গুম্বুজ নির্মাণ করেন যাহা ইবন খাল্লিকান দর্শন করিয়াছিলেন। কবির বর্ণ ছিল কাল, আকৃতি দীর্ঘ এবং তিনি বেদুঈনদের ন্যায় পোশাক পরিধান করিতেন। তিনি অতি বিশুদ্ধ 'আরবী বলিতেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না এবং তাঁহার উচ্চারণে কিঞ্চিৎ জড়তা ছিল। ফলে রাবী (আবৃত্তিকারী) সালিহ'-এর দ্বারা তিনি তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করাইতেন (আখবার, ২১০)।

আবূ তাম্মাম-এর কাসীদায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনাও আছে; যথা আম্মুরিয়ার বিজয়, বাবাক-এর বিরুদ্ধে অভিযান ও তাঁহার হত্যা

Contents

(২২৩/৮৩৭/৮), আফসীন-এর হত্যা (২২৬-৮৪০) যাহার প্রশংসায় পূর্বে তিনি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন এবং আরও অনেক ঘটনা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার কাসীদা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সম্পূরক (তু. ত'াবারী, The reign of Al-Mutasim, অনু. ও টীকা E. Martin, New Haven 1951, নির্ঘন্ট ও M. Canard, Les allusions a la guerre byzantine chezles poetes Abutamman et Buhtari in A.A Vassiliev, Byzance et les Arabes, I. La dynastie d. Amofium, Bruselles 1935, 397-403)।

আবূ তাম্মাম-এর জীবদ্দশাতেই তাঁহার কবিতার কাব্যগুণ সম্পর্কে মতবিরোধের উদ্ভব হয়। কবি দিবিল, যাহার শাণিত উক্তি ভীতির সঞ্চার করিত, বলিতেন, আবূ তাম্মাম-এর কবিতার এক-তৃতীয়াংশ চুরি করা, এক-তৃতীয়াংশ নিকৃষ্ট এবং এক-তৃতীয়াংশ উত্তম (আখবার, ২৪৪)। তাঁহার শিষ্য আল-বুহ'তুরী যিনি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, বলিতেন, আবূ তাম্মাম-এর উত্তম কবিতা তাঁহার নিজের উত্তম কবিতা হইতে উৎকৃষ্টতম এবং আবূ তাম্মাম-এর নিকৃষ্ট কবিতা তাঁহার নিজের নিকৃষ্ট কবিতা হইতে নিকৃষ্টতর (আখবার, ৬৭)। কবি 'আলী ইবনুল-জাহ'ম (মৃ. ২৪৯ হি; আখবার, ৬১-২) আবূ তাম্মাম-এর বন্ধু ও গুণগ্রাহী ছিলেন। বাগদাদের মসজিদে কবি মিলনায়তনে (কু'ববাতুশ-শু'আরা) আবূ তাম্মাম-এর প্রথম প্রবেশের বিবরণ কবি আলী হইতে গৃহীত (তারীখ বাগদাদ, ৭খ., ২৪৯, আল-মু'আফা ইবন যাকারিয়্যা-এর অনুসরণে, দীওয়ান 'আলী ইবনুল-জাহ'ম, ভূমিকা, ৬-৭)। তাঁহার মৃত্যুর পর বহুদিন ধরিয়া তাঁহার প্রশংসায় ও বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিত হইয়াছে। এই সকল রচনায় অপরের রচনা হইতে তাঁহার 'অপহরণে'র বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ ইবন 'উবায়দিল্লাহ আল-কুতরাবুল্লী তাঁহার বিপক্ষে লিখিয়াছেন (আল-মুওয়াযানা, ৫৬) এবং তাঁহার পক্ষে লিখিয়াছেন আবূ বাকর মুহাম্মাদ আস-সূলী যাঁহার গ্রন্থ 'আখবার আবী তাম্মাম' একাধারে কবির প্রাচীনতম জীবন চরিত ও সমসাময়িক ঘটনা সম্বলিত উত্তম সূত্র গ্রন্থ। তাঁহার পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে আল-মারযুকী (মৃ. ৪২১ হি.)-র নামও অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় যিনি 'কিতাবুল ইনতিস'ার মিন জ'ালামাতি আবী তাম্মাম' (তু. Orions, 1949, 268) রচনা করিয়াছে। কাদী আবুল-হ'াসান 'আলী আল-জুরজানী (মৃ. ৩৬৬/৯৭৬-৭) তাঁহার 'ওয়াসাতা বায়না'ল- মুতানাব্বী ওয়া 'খুসূমিহ' (সায়দা ১৩৩১ হি., পৃ. ৫৮ প.) এবং আল- আমিদী (মৃ. ৩৮১ হি.) তাঁহার 'মুওয়াযানা বায়নাত-তাইয়্যান আবী তাম্মাম 'ওয়াল- বুহতুরী' ইস্তাম্বুল ১২৮৭ হি. (তুর্কী অনু. মুহ'াম্মাদ ওয়ালাদ, ইস্তাম্বুল ১৩১২ হি.) গ্রন্থদ্বয় তাঁহার গুণাগুণ পর্যালোচনা করিয়াছেন। আল-মারযুবানী (মৃ. ৩৮৪ হি.) তাঁহার 'আল-মুওয়াশশাহ' (কায়রো ১৩৪৩ হি. ৩০৩, ৩২৯) গ্রন্থে আবূ তাম্মাম-এর ত্রুটিগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। আশ-শারীফ আল-মুরতাদা তাঁহার 'আশ-শিহাব ফীশ-শায়ব ওয়াশ-শাবাব' (ইস্তাম্বুল ১৩০২ হি.) পুস্তকে কবির বিরুদ্ধে আল-আমিদীর সমালোচনা খণ্ডন করিয়াছেন। আধুনিক পাঠকগণ প্রাচীন সমালোচকদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিবে। কাসীদাগুলিতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠাকারী চমৎকার কল্পনার উল্লেখের সঙ্গে বেশ কিছু অপ্রীতিকর বস্তুও রহিয়াছে। বিরল, এমনকি কৃত্রিম শব্দাবলী ও জটিল বাক্য গঠনের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। ফলে সেইগুলি বুঝিবার জন্য আরব ভাষ্যকারগণকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিমূর্ত কল্পনাসমূহের প্রতি অসুন্দর ব্যক্তিত্ব আরোপ, কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত উপমাসমূহ যাহা এক নাগাড়ে অনেকগুলি শ্লোক পর্যন্ত পাঠকের মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করে না, বরং বিরক্তির উদ্রেক করে—যে পর্যন্ত না পাঠক চমৎকারি কাব্যালংকারবিশিষ্ট একটি শ্লোকের সাক্ষাৎ লাভ করে। এতদ্ব্যতীত দুর্ভাগ্যবশত শব্দালংকার ও দুর্বোধ্য বিরোধালংকার ব্যবহারের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক থাকায় তিনি প্রায়শ সেইগুলির জন্য বাক্যের স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য বিসর্জন দেন (তু. 'আবদুল-কাহির আল-জুরজানী, আশরাফুল-বালাগা, সম্পা. Ritter, 15)। তাঁহার দীওয়ান আসসূলী (বর্ণানুক্রমে) ও 'আলী ইবন হ'ামযা' আল -ইসফাহানী (বিষয়ানুক্রমে) সংকলন করিয়াছেন, আস-সুককারী (Oriens, 1949, 268) ও আরও অনেকে উহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণ কায়রোতে ১২৯৯ হি. ও বৈরূত খৃ. ১৮৮৯, ১৯০৫, ১৯২৩ ও ১৩৯৪-এ প্রকাশিত হইয়াছে। Margoliouth কর্তৃক উহার নির্ঘন্ট JRAS, 1905, 763-83 পৃ.। তাঁহার কাব্য বুঝিবার জন্য অপরিহার্য বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন আস-সূলী, আল-মারযুকী, আত-তিবরীযী ও ইবনুল-মুসতাওফী (আখরার, ভূমিকা, ৮ ; H. Ritter, Philoligika, xii, in Oriens, 1949, ২৬৬-৯, হ'াজ্জী খালীফা দীওয়ান আবী তাম্মাম শিরোনামের ও ইসমাঈল পাশা, ঈদা'হু'ল মাকনূন ফিয-যায়ল 'আলা কাশফিজ্-জু'নূন, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫, ১খ., ৪২২, কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই (আত-তিবরীযীর ভাষ্য কায়রো হইতে ১৯৫২ খৃ. প্রকাশিত হইবার কথা ছিল)।

এতদ্ব্যতীত আবূ তাম্মাম জাহিলী ও প্রাথমিক ইসলামী যুগের বেশ কিছু কবিতাও সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে স্বল্প পরিচিত কবিদের খণ্ড কবিতার সংকলন আল-হ'ামাসা-ই সুপরিচিত, যাহা তিনি হামাযান-এ অনিচ্ছাকৃত অবস্থানের সময় সংকলন করেন। আত-তিবরীযীর ব্যাখ্যাসহ G. Freytag কর্তৃক সম্পা. hamasae carmina caum Tbrisii Scholiis, bonn 1828, ল্যাটিন অনু. ১৮৪৭-৫১, সকল ভ্রমসহ, মুদ্রিত বূলাক ১২৮৪ হি. ও কায়রো ১৯৩৮ খৃ.। ইহার বিভিন্ন ভাষ্য গ্রন্থের জন্য দ্র. Brockelmann, I, 134 প., H, Ritter, Philologika, iii, in orins, 1949, 246-61; হ'াজ্জী খালীফা, দ্র. হ'ামাসা ও ইসমা'ঈল পাশা, ঈদা'হুল, মাকনুন ১খ., ৪২২। (হ'ামাসা অর্থ ধৈর্য, দৃঢ়তা, মানসিক বল, (Fortitude)। যেই সকল গুণ আরবদের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসিত ইহা দ্বারা তাহা বুঝায়; যথা, যুদ্ধে সাহসিকতা, বিপদে ধৈর্য, প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়তা, দুর্বলকে আশ্রয় দান, সবলের প্রতিরোধ ও বজ্র কঠিন মনোবল। এই সংকলনটির দশটি অধ্যায়ের প্রথমটি হ'ামাসা যাহা ইহার অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়িয়া আছে। ইহা পাঠে জাহিলী যুগের 'আরব চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। এতদ্ব্যতীত কবিতা রচনায় উহার সাক্ষ্যও বহন করে। তিবরীযী বলিয়াছেন, আবূ তাম্মাম-এর কাব্য প্রতিভা তাঁহার স্বরচিত কবিতার তুলনায় এই

সংকলনটিতে অধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে (R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1953, 79, 129-30) উর্দূ অনু. য়ু'ল-ফাক'ার 'আলীর ভাষ্যসহ তাসহীলুদ-দিরাসা, আর একটি উর্দূ অনু. হয'ায 'আলীর ভাষ্যসহ। কাবীরুদ্দীন আহমাদ প্রভৃতি কর্তৃক মুদ্রিত দীওয়ানুল-হামাসা, কলিকাতা ১৮৫৬ খৃ., লক্ষ্ণৌ ১২৯৩ হি.। যায়দুল-হাসান যায়দীন ভাষ্য, বোম্বাই ১২৯৯ হি. A. Krimski মুদ্রিত, মস্কো ১৯১২ খৃ., জার্মান অনু. F Ruckert Stuttgart 1846 খৃ.।

তাঁহার আরও কতিপয় কবিতা সংকলন (যেইগুলির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে) (১) হামাসাতুস-সু'গ'রা অথবা আল-ওয়াহ'শিয়্যাত (দ্র. Oriens, 1949, 291-2),আল-আমিদী উল্লিখিত কোন ইখতিয়ারাত-এর সঙ্গে ইহাকে অভিন্ন মনে করা যাইবে না; (২) ইখতিয়ারুশ-শু'আরাইল ফুহুল যাহা মাশহাদে রক্ষিত (দ্র. MMTA, xxiv, 274)। অন্যান্য সংকলনের শুধু নামই জানা যায় ঃ (১) আল-ইখতিয়ারাত মিন শি'রিশ-শু'আরাওয়া মাদহিল-খুলাফা ওয়া আখযি' জাওয়াহিযিহিম (ফিহরিস্ত, ১৬৫, মা-আহিদুত তানসীস; ১৮); (২) আল-ইখতিয়ারাত মিন আশআরিল-কাবাইল, (ফিহরিস্ত)=আল ইখতিয়ারুল কাবাইলিল আকবার ও আল-ইখতিয়ারুল কাবাইলী (মুওয়াযানা, ২৩); (৩) ইখতিয়ারুল মুকাত্তাআত যাহার প্রারম্ভ গাযাল (প্রণয়মূলক কবিতা) দ্বারা (ঐ); (৪) আল-ইখতিয়ার মিন আশ-আরিল-মুহদাছীন, (ঐ)। নাকাইদু জারীর ওয়াল-আখতাল, সম্পা. সালহানি, বৈরূত ১৯২২, তাঁহার নিকট হইতে গৃহীত।

গ্রন্থপঞ্জী (১) আবূ বাকর মুহ'াম্মাদ ইবন য়াহয়া আস-সূলী, আখবারু আবী তাম্মাম, সম্পা. খালীল মাহমূদ 'আসাকির, মুহাম্মদ আবদুর রাহ'মান, 'আযযাম, নাজীরুল ইসলাম আল-হিন্দী, কায়রো ১৯৩৭; (২) নাজীরুল ইসলাম, Die Ahbar uber Abu Tammam von as-Suli, Diss, Breslau 1940; (৩) আগানী, XV, 160-8; (৪) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৮খ., ২৪৮-৬৩; (৫) ইবন আসাকির, আত-তারীখুল কাবীর (বাদরান), ৪খ., ১৮-২৬; (৬) ইবনুল আনবারী-নুযহা, ২১৩-৬; (৭) ইবন নুবাতা, শারহুল উয়ূন, কায়রো, মাতবা মুহ'াম্মাদ আলী সুবায়হ, ২০৫-১০; (৮) আল-'আব্বাসী, মা'আহিদুত-তানসীস, কায়রো, ১৮-২০; (৯) ইবন খাল্লিকান, নং ১৪৬; (১০) য়ূসুফ আল-বাদী'ঈ, হিবাতুল-আয়্যাম ফীমা য়াতা'আল্লাকু' বিআবী তাম্মাম, কায়রো ১৯৩৪; (১১) 'আবদুল কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাতুল আদাব, ১৩৪৭ হি., ১খ., ৩২২-৩; (১২) নাজীব মুহ'াম্মাদ, আবূ তাম্মাম আত-তাঈ, হ'ায়াতুহ ওয়া শি'রুহ; (১৩) মুহ'াম্মাদ আলী আয-যাহিদী, আখবারু আবী তাম্মাম; (১৪) ইবনুল-'ইমাদ, শায'ারাতুয-যাহাব, ২খ., ৭২; (১৫) Brockelmann, I, 12, 83-5, S-I, 39-40, 134-7, 940, III, 1194; (১৬) O. Rescher, Abriss, Stuttgart 1933, ii, 103-81; (১৭) দা.মা.ই., ১খ., ৭৬১-৬৫।

H. Ritter (E.I.²)/এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ তায়্যিব (দ্র. মুতানাব্বী, আত-তাবারী)

আবূ তালহা আল-আনসারী (ابو طلحة الانصارى) ঃ (রা) আনসার সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম যায়দ ইব্ন সাহল। আবূ তালহা তাঁহার উপনাম। নাম ও উপনাম উভয়টিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তবে হাদীছবিশারদগণের নিকট উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত। মদীনার খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ নাজজার-এ আনু. ৬০৩ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল 'উবাদা বিন্ত মালিক ইব্ন 'আদিয়্যি। তিনিও খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখার মহিলা ছিলেন। আবূ তালহা (রা)-এর পঞ্চম পুরুষ যায়দ মানা-এ গিয়া পিতৃ ও মাতৃকুলের বংশধারা মিলিত হয়। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ তালহা যায়দ ইব্ন সাহল ইব্নিল-আসওয়াদ ইব্ন হ'ারাম ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ মানা ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন 'আমন ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'আমর ইব্ন মালিক গোত্র মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে বাবু'র-রাহ'মাত-এর দিকে বসবাস করিতেন। আবূ তালহা (রা) তাঁহার সময়ে উক্ত গোত্রের নেতা হন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মূর্তিপূজা করিতেন এবং অন্যদের ন্যায় মদ্য পান করিতেন। তাঁহার মদ্যপানের সাথী-সঙ্গীদের লইয়া তিনি মজলিসও বসাইতেন। অতঃপর তিনি খ্যাতনামা সাহাবী আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর মাতা উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণের শর্তারোপ করেন। মদীনার ঘরে ঘরে তখন মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা) [দ্র.] ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাইতেছিলেন। সেই দা'ওয়াতের প্রথম দিকেই আবূ তালহা (রা) মুসলমান হন। অতঃপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জ মৌসুমে ৭০ জন আনসার সাহাবীর সহিত তিনিও মক্কায় গমন করিয়া 'আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশগ্রহণ করেন। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আরকাম ইবনুল-আরকাম (মতান্তরে আবূ 'উবায়দা ইব্নুল-জাররাহ')-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আনসারদের নাকীব নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আবূ তালহা (রা) ছিলেন একজন খ্যাতিমান যোদ্ধা ও সুদক্ষ তীরন্দায। বদর, উহুদ ও খনদকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সেই দিন নিজের জীবন বাজি রাখিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিফাজতের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি ঢাল হাতে সীনা টান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাফিরদের দিকে তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এত জোরে তিনি তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন যে, কাফিরদের শরীরে উহা সমূল বিদ্ধ হইতেছিল। সেই তীর কোথায় বিদ্ধ হইতেছে উহা দেখিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) যখন মাথা উঠাইতেছিলেন তখন আবূ তালহা (রা) বলিতেছিলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তীর আপনার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। কারণ আমার গ্রীবা আপনার গ্রীবার সম্মুখে। বিদ্ধ হইলে তাহা আগে আমার গ্রীবায় বিদ্ধ হইবে। তিনি তখন অত্যন্ত আবেগের সহিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

نفسى لنفسك الفداء + ووجهى لوجهك الوقاء

"আমার জান আপনার জানের জন্য কুরবান, আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের জন্য ঢালস্বরূপ।"

রাসূলুল্লাহ (স)-কে হিফাজতের এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় খুশী হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সৈন্যদের মধ্যে আবূ তা'লহা'র আওয়াজ এক হাজার (অন্য বর্ণনায় এক শত) সৈন্যের আওয়াজ অপেক্ষা উত্তম (ইব্ন সা'দ, তাবাকা'ত, ৩খ., পৃ. ৫০৫; ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গা'বা, ৫খ., পৃ. ২৩৫)। সেই দিন তিনি এত বীরত্বের সহিত লড়াই করেন যে, দুই দুইটি ধনুক তাঁহার হাতে ভাঙ্গিয়া যায়।

খায়বার যুদ্ধে আবূ তা'লহা' (রা)-এর উট রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটের একেবারে পাশাপাশি থাকিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। উক্ত যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (স) গাধার গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন। আর এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা আকারে প্রচারের দায়িত্ব দেন আবূ তা'লহা' (রা)-কে। হু'নায়নের যুদ্ধেও তিনি অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে যাহাকে হত্যা করিবে, নিহত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদ সেই হত্যাকারী প্রাপ্ত হইবে। আবূ তা'লহা (রা) এই যুদ্ধে ২০ জন কাফিরকে হত্যা করেন এবং ইহাদের সমুদয় সম্পদ প্রাপ্ত হন (তাবাকা'ত, ৩খ., পৃ. ৫০৫)। তাঁহার নাম ও বীরত্বের কথা প্রকাশ করিয়া তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেনঃ

انا ابو طلحة واسمى زيد

وكل يوم فى سلاحى صيد

"আমি আবূ তা'লহা', আমার নাম যায়দ। প্রতিদিন আমার অস্ত্রে আসে শিকার।"

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন। মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কিরাম-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবরকে মক্কায় সিন্দুক কবর এবং মদীনায় বুগলী কবরের প্রচলন ছিল। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন কবর খননে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে আবূ 'উবায়দা ইবনুল-জাররাহ (রা), তিনি সিন্দুকী কবর খনন করিতেন। আর আনসারদের মধ্যে আবূ তা'লহা' (রা) তিনি বুগলী কবর খনন করিতেন। উভয়ের নিকট লোক পাঠানো হইল এবং সিদ্ধান্ত হইল, যিনি আগে পৌঁছাইবেন তিনিই কবর খনন করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু বুগলী কবর পসন্দ করিতেন, তাই মুসলমানগণ মনে মনে কামনা করিতেছিলেন, আবূ তালহা' (রা) আগে পৌঁছুক। এই আলোচনা চলাকালেই আবূ তালহা (রা) আসিয়া হাজির হইলেন এবং তিনিই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবর খনন করার সৌভাগ্য লাভ করিলেন (সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১খ., পৃ. ১৬২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। তাই দেখা যায়, যুদ্ধের ময়দানে বা অন্য সফরে সর্বদাই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে পাশে থাকিতেন। তাঁহার উট রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটের সমান্তরালে চলিত। বিভিন্নভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহায্য করিতেন। খায়বার হইতে ফিরিবার সময় উম্মুল-মু'মিনীন সা'ফিয়্যা (রা)-র উটটি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। সাফিয়্যা (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ (স) পড়িয়া গেলেন। আবূ তালহা'-এর উট পাশেপাশেই চলিতেছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সওয়ারী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে কিনা জানিতে চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সা'ফিয়্যা (রা)-এর খবর লইবার জন্য বলিলেন। তিনি রুমালে মুখ ঢাকিয়া সা'ফিয়্যা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং উটের হাওদা ঠিক করিয়া তাঁহাকে উটের উপর বসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১ খ., পৃ. ১৬৭)। এমনিভাবে একবার মদীনায় শত্রুর আশঙ্কা দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ তালহা' (রা)-এর 'মানদূব' নামক ঘোড়াটি লইয়া যেদিক হইতে ভয়ের আশঙ্কা ছিল সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন। আবূ তা'লহা' (রা)-ও পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছাইবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স) ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত দেখা হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ওদিকে ভয়ের কোনই কারণ নাই। তোমার ঘোড়াটি তো খুবই দ্রুতগামী (সিয়ারুস-সাহাবা ৩/১খ., পৃ. ১৬৭-১৬৮)। ঘরে কোন খাবার আসিলেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হাদিয়া পাঠাইতেন। একবার আনাস (রা) একটি খরগোশ ধরিয়া আনেন। আবূ তা'লহা' (রা) উহা যবেহ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি অংশ পাঠান। এই সামান্য অথচ মহব্বতপূর্ণ হাদিয়া রাসূলুল্লাহ (স) কবুল করেন (প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহাকে গভীরভাবে মহব্বত এবং তাঁহার মহব্বতের কদর করিতেন। হজ্জের পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন মিনায় মাথা মুণ্ডন করেন তাঁহার মাথার ডান দিকের চুল অন্যান্য সাহাবী ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়া যান। কাহারও একটি আর কাহারও বা দুইটি চুল ভাগে পড়ে। আর বামদিকের সবগুল চুল তিনি আবূ তা'লহা' (রা)-কে প্রদান করেন। আবূ তালহা' (রা) ইহাতে এত খুশী হন যেন উভয় জগতের ধনভাণ্ডার তিনি লাভ করিয়াছেন (তা'বাকা'ত, ৩খ., পৃ. ৫০৫-৫০৬; সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১ খ., পৃ. ১৬৮)।

রাবী 'উবায়দা বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বংশধরদের নিকট উহার কিছু চুল আমি দেখিয়াছি (প্রাগুক্ত)। দান করার ক্ষেত্রে আবূ তা'লহা' (রা) ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যখন

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

"তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করিবে না" (৩ঃ৯২), এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন তিনি তাঁহার প্রিয় বি'র হা' নামক কূপটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক'ফ করিয়া দেন। উহার পানি ছিল সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত। উহার পানি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খুবই প্রিয় ছিল।

মেহমানদারিতেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবার হইতে আগ্রহ সহকারে তিনি একজন মেহমান সঙ্গে লইয়া আসেন। এদিকে ঘরে কোন খাবার ছিল না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার তৈরি করা হইয়াছিল। আবূ তালহা' (রা) স্ত্রীকে বলিলেন, বাচ্চাদের ঘুম পাড়াইয়া দাও এবং তৈরীকৃত খাবার আমাদের সম্মুখে আন। খাওয়া শুরু করার আগেই কৌশলে তুমি বাতি নিভাইয়া দিবে। তাহা হইলে আমি শুধু খাওয়ার ভান করিব আর মেহমান সমগ্র খানা খাইয়া লইবে। এইভাবে তৈরীকৃত খাবার সবটুকু মেহমানকে খাওয়াইয়া পরিবারের সকলেই অনাহারে রাত কাটাইলেন। সকালবেলা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) জানাইলেন যে, তাঁহার ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

"আর তাহারা তাহাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও" (৫৯ ঃ ৯) এবং তাহাদের রাত্রের আচরণে আল্লাহ তা'আলা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন (মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ১৯৮; সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১ খ., পৃ. ১৬৯-১৭০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর দুঃসহ স্মৃতির জ্বালা নিবারণের জন্য বহু সাহাবী মদীনার আবাস ত্যাগ করিয়া শাম (সিরিয়া) চলিয়া যান। আবূ তালহা (রা)-ও ছিলেন সেই সকল দুঃখভারাক্রান্ত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনিও শাম চলিয়া যান। কিন্তু সেখানে মন যখন অতিমাত্রায় ভারি হইয়া উঠিত তখন মদীনায় চলিয়া আসিতেন এবং আবু বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলের বেশীর ভাগ সময় তিনি শাম-এ কাটান। 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের আমলের শেষভাগে তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। 'উমার (রা) খিলাফাতের জন্য ছয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিয়া যান এবং আবূ তালহা (রা)-কে উহা তদারকির দায়িত্ব প্রদান করেন।

আবূ তালহা (রা) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গিয়া ইনতিকাল করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, একদিন তিনি সূরা তাওবার এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা অভিযানে বাহির হইয়া পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারী অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে" (৯ ঃ ৪২)!

তখন তাঁহার মধ্যে জিহাদের স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। তিনি পরিবারের লোকজনকে বলিলেন, "আমি দেখিতেছি আল্লাহ তো যুবা-বৃদ্ধ সকলের উপরই জিহাদ ফরজ করিয়াছেন, তাই তোমরা আমার জিহাদের সফরের ব্যবস্থা কর, হে বৎস!" এইরূপ দুইবার বলিলেন। যেহেতু তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন রোযা রাখার কারণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাই তাঁহার পুত্রগণ বলিল, আপনি তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় তাঁহার সঙ্গে আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমরা আপনার পক্ষ হইতে জিহাদে অংশগ্রহণ করিব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শহীদী মৃত্যু তাঁহাকে হাতছানি দিতেছিল। তিনি আবারও দৃঢ়ভাবে বলিলেন, আমার জিহাদের ব্যবস্থা কর। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া পরিবারের লোকজন তাঁহার সফরের রসদপত্র প্রস্তুত করিয়া দিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বাহির হইলেন। এই জিহাদ ছিল নৌপথে। আবূ তালহা (রা) জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজ কিছু দূর যাওয়ার পর আবূ তালহা (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে কবর দেওয়ার মত কোনও ভূমি বা দ্বীপাঞ্চল পাওয়া যাইতেছিল না। তাই তাঁহার লাশ জাহাজেই রাখা হইল। অবশেষে জাহাজ ক্রমাগত সাতদিন চলার পর মাটি পাওয়া গেল। সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হইল। এই সাতদিন পরও তাঁহার লাশ কোনরূপ পরিবর্তিত হয় নাই, বরং অবিকল ঠিক ছিল (তাবাকাত, ৩খ., ৫০২; উসদু'ল-গাবা, ৫খ., পৃ. ২৩৫)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। তাঁহার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার-এর বর্ণনামতে তিনি 'উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলে ৩৪ হি. মদীনায় ইনতিকাল করেন। 'উছমান (রা) তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ৫০৭)। কাহারও মতে ৩১ হি. আবার কাহারও মতে ৩২ হি. তিনি ইনতিকাল করেন। তবে তাঁহার গৃহে লালিত-পালিত তাঁহার স্ত্রী উম্মু সুলায়ম (রা)-এর পূর্বের পক্ষের পুত্র আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বর্ণনাই সঠিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বর্ণনামতে আবূ তালহা (রা) ৫১ হি. ইনতিকাল করেন (সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১ খ., পৃ. ১৬৫-১৬৬; উসদুল-গাবা, ৫খ., পৃ. ২৩৫)। আনাস (রা) আরও বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর ৪০ বৎসর রোযা রাখেন (উসদুল-গাবা, ৫খ., ২৩৫)।

আনাস (রা)-এর পিতা মালিক ইব্নুন-নাদার ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া শাম (সিরিয়া) চলিয়া যায় এবং সেখানেই মারা যায়। তখন প্রস্তাবের মাধ্যমে আবূ তালহা (রা) আনাস (রা)-এর মাতা উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিবাহ করেন। উম্মু সুলায়ম (রা) তাঁহাকে বিবাহের জন্য ইসলাম গ্রহণ করার শর্তারোপ করেন। আবূ তালহা (রা) উহা কবুল করেন। এই ইসলাম গ্রহণই তাঁহার মাহ্ররূপে গণ্য হয়। উম্মু সুলায়ম (রা)-এর গর্ভে আবূ তালহা (রা)-এর কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 'আবদুল্লাহ (রা) দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন এবং হাদীছবিশারদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাহা হইতেই আবূ তালহা (রা)-এর বংশধারা চালু ছিল। আবূ 'উমায়র নামে তাঁহার আর এক পুত্র ছিল, যাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স) খুবই স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে লইয়া কৌতুক ও হাসি-তামাশা করিতেন। সে বাল্যকালে নুগায়র নামক একটি ছোট্ট পাখি পুষিয়াছিল। একদিন তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, আবূ 'উমায়রকে বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন? পরিবারের লোকজন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁহার সেই নুগায়র পাখিটি মারা গিয়াছে, যাহা লইয়া সে খেলা করিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য কৌতুক করিয়া কাব্যাকারে বলিলেন ঃ

يا ابا عمير + ما فعل النغير

"ওহে আবূ 'উমায়র! কি করিল নুগায়র?" (তাবাকাত, ৩খ., ৫০৬)। 'উমায়র বাল্যকালেই ইনতিকাল করে বলিয়া জানা যায়। অপর এক পুত্রও যাহার নাম অজ্ঞাত বাল্যকালে রোগাক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করে। সে রোগাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় একদিন আবূ তালহা (রা) মসজিদে নববীতে গমন করেন। এদিকে তাঁহার এই পুত্রটি ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়, এদিকে রাত্রে কিছু সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাড়িতে ফিরিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁহারা বিদায় হইলে তিনি ঘরে আসিয়া পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উম্মু সুলায়ম (রা) বলিলেন, আগের তুলনায় ভাল। অতঃপর তাঁহারা একত্রে শয়ন করিলেন। শেষ

রাত্রের দিকে উম্মু সুলায়ম (রা) তাঁহাকে পুত্রের সংবাদ দিয়া প্রবোধ দিলেন, পুত্র ছিল আমাদের নিকট গচ্ছিত আল্লাহ আ'আলার আমানত, যাহার আমানত তিনি উহা উঠাইয়া লইয়াছেন। উহাতে আমাদের দুঃখ করা ঠিক নহে। আবূ তালহা (রা) ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং সবর করিলেন (সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১খ., ১৬৪)। এই পুত্রের পরই 'আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।

আবূ তালহা (রা) হইতে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর সহিত তাঁহার দীর্ঘকালীন সাহচর্যের তুলনায় উহা নিতান্তই কম। কারণ তিনি হাদীছ বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছে মাসআলা ও যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে, আমলের ফযীলাত সম্পর্কিত বিষয় নহে। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৯২ টি (সিয়ারুস-সাহাবা, ৩/১খ., ১৬২)। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পৌত্র ইসহাক ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী তালহা, তিনি তাঁহার সাক্ষাত পান নাই, বানূ মাগালার আযাদকৃত দাস ইসমাঈল ইব্ন বাশীর, তাঁহার পালকপুত্র আনাস ইব্ন মালিক (রা), যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী, আবুল-হুবাব সাঈদ ইব্ন য়াসার, তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী তালহা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদ আল-কারী, তাঁহার চাচা 'আবদুর-রাহমান ইব্ন 'আবদ আল-কারী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতবা প্রমুখ (আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, ৬খ., ৪৬৩)।

তাঁহার দেহের রং ছিল গৌর বর্ণের, অবয়ব মধ্যমাকৃতির। দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু খেযাব ব্যবহার করিতেন না। মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমারা আল-আনসারীর বর্ণনামতে মদীনা ও বসরায় আবূ তালহা (রা)-এর বংশধর ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম, ৯ ঃ ৪১; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., ৫০৪-৫০৭; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ২৩৪-২৩৫; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৬৯৭-১৬৯৯, সংখ্যা ৩০৫৫; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত, ত. বি., ২খ., পৃ. ১৮০, সংখ্যা ২০৯৭; (৬) শামসুদ্দীন-আবুল-হাজ্জাজ য়ুসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কালাম, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ৬খ., পৃ. ৪৬৩-৬৪, সংখ্যা ২০৯২; (৭) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-সাহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর, তা. বি., ৩/১ খ., পৃ. ১৬০-১৭০; (৮) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., পৃ. ৫৬৬-৫৬৭, সংখ্যা ২৯০৫, যায়দ ইব্ন সাহল শিরো.; (৯) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১০ম সং, ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ২খ., পৃ. ২৭-৩৪; সংখ্যা ৫; (১০) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., পৃ. ৩৪৩; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকার আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., পৃ. ৩১৮; (১২) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহয়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৪৯৬; (১৩) আল ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, 'আলামুল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., পৃ. ১৬৩।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ তালিব (ابو طالب) ঃ 'আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব মহানবী (স)-এর চাচা। পিতা 'আবদ আল-মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি হাতীম ভ্রাতুষ্পুত্র মহানবী (স)-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হাদীছের বর্ণনানুসারে মহানবী (স) তাঁহার বাণিজ্য যাত্রায় সঙ্গী হইতেন। আবূ তালিব ছিলেন দরিদ্র, তাঁহার পরিবারে বহু লোক ছিল। মহানবী (স) তাঁহার পুত্র 'আলীকে স্বগৃহে লালন-পালন করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বলিয়া বর্ণিত আছে। মহানবী (স)-এর ইসলাম প্রচারের দরুন মক্কাবাসীরা তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং মক্কাবাসীদের পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই পিতৃব্যসুলভ কর্তব্য পরিত্যাগে সম্মত হন নাই। আবূ লাহাব ভিন্ন অন্যান্য হাশিমীও আবূ তালিবের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ইহার পরিণামে কুরায়শরা তাহাদেরকে সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিলে তাঁহারা শহরের যে অঞ্চলে বাস করিতেন (আবূ তালিবের উপত্যকা), সকলেই সেখানে চলিয়া যান এবং সেখানে বেশ কিছুকাল খুব দুরবস্থার মধ্যে বাস করেন। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে ও নবূওয়াত লাভের দশ বৎসর পর এই মহান ও বিশ্বস্ত পিতৃব্যের মৃত্যু মহানবী (স)-কে খুবই আঘাত দিয়াছিল। একটি হাদীছে তাঁহাকে কুরায়শদের সায়্যিদ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। একাধিক কাসীদা তাঁহার রচিত বলিয়া বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, না কাফির অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল—এই প্রশ্ন পরে বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকিয়াও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহাই সাধারণভাবে গৃহীত, নিঃসন্দেহ ও অভ্রান্ত মত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ., ১১২৩, ১১৭৪ প. ১১৯৯; (২) ইবন হিশাম (ed. Wustenfeld), ১খ., ১১৫, ১৬৭ প., ১৭২ প.; (৩) ইবন-হাজার, ইসাবা, ৪খ., ২১১-২১৯; (৪) Caetani, Annali del Islam, i, 308; (৫) Goldziher, Muhamm Stud., ii, 107 পৃ.; (৬) Noldeke, in ZDMG, ii, 27 প.; (৭) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, P. 115-118, 171, 175, 181.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আবূ তালিব কালীম (দ্র. কালীম)

আবূ তালিব খান (ابو طالب خان) ঃ ১৭৫২-১৮০৬ তুর্কী বংশোদ্ভূত, পিতা হাজী মুহাম্মাদ বেগ, লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবন মুর্শিদাবাদে মুজাফফার জঙ্গ-এর দরবারে কাটে। আসাফুদ-দাওলা মসনদে বসিলে (১৭৭৫) তিনি অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইটাওয়া ও অন্যান্য জেলার 'আমলদার' নিযুক্ত হন। সারওয়ার অঞ্চলে কৃষিকার্যে ব্যাপৃত কর্নেল হ্যানে (Hannay) -এর অধীনেও তিনি কিছুকাল রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি অযোধ্যার

ইংরেজ রেসিডেন্ট ন্যাথানিয়েল মিডলটন (Nathaniel Middleton) কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া রিচার্ড জনসনের সঙ্গে অযোধ্যার বেগমগণের বাজেয়াফতকৃত জায়গীর তদারকি করেন। তিনি ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত অযোধ্যাতে ছিলেন। ১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জাহাজযোগে কলিকাতা হইতে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং ইংলন্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশ সফর করিয়া ১৮০৩ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সেই ভ্রমণ কাহিনী 'মাসির-ই তালিবী ফী বিলাদ-ই ইফরানজী' (مسير طالبى فى بلاد افرنجى) নামে ১৮১২ সালে প্রকাশিত হয় এবং C. Stewart কর্তৃক ইংরেজিতে (১৮১৪) ও Ch. Malo কর্তৃক ফরাসী ভাষায় (১৮১৯) অনূদিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি 'লুববুস-সিয়ার ওয়া জাহাননুমা' ও 'খুলাস'াতুল-আফকার রচনা করেন। তাঁহার 'তাফদ'ীহুল-গাফিলীন' গ্রন্থখানি আস'াফুদ-দাওলা আমলের অযোধ্যার ইতিহাস। ইহা হ'ায়দার বেগ ও বিভিন্ন ইংরেজ রেসিডেন্টের ইতিহাসের জন্য একখানি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগ্রন্থ। ইহাতে তিনি হ্যানে-এর রাজস্ব প্রশাসনের পক্ষে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি W. Hoey কর্তৃক ১৮৮৮ সালে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। আবূ ত'ালিব খান 'দীওয়ান-ই হাফিজ'-এর প্রথম সংস্করণও ১৭৯১ সালে কলিকাতা হইতে পুনঃপ্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Elliot and Dowson, History of India, viii, 298; (২) Rieu, Cat. of Persian Mss. i, 378.

C. Collin Davies (E.I.2)/হুমায়ুন খান

আবূ তালিব আল-মাক্কী (ابو طالب المكى) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-হ'ারিছী আল-মাক্কী মৃত্যু বাগদাদে ৩৮৬/৯৯৮, মুহ'াদ্দিছ ও সূ'ফী, বসরাস্থ গোঁড়াপন্থী সালিমিয়া (দ্র.) দার্শনিক দলের প্রধান ছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কূ'তুল-কুলূব, কায়রো হইতে ১৩১০ হি. সালে প্রকাশিত হয়। আল-গাযালী (র) তাঁহার ইহ'য়া-'উলূমিদ-দীন গ্রন্থে ইহার অনেক পৃষ্ঠা অবিকৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, 200, S. I: 359-6; (২) সায়্যিদ মুরতাদা'া, ইতহ'াফ, কায়রো ২, ৬৭, ৬৯ ও স্থা; (৩) শারাবী, লাত'াইফ, কায়রো, ২খ., ২৮; (৪) ইব্‌ন 'আব্বাদ আর-রুনদী, আর-রাসাইলুল-কুব্‌রা লিথোগ্রাফে ছাপা, ফেয ১৩২০ হি., পৃ. ১৪৯, ২০০-১; (৫) L. Massignon, 'Essai sur les origines du lexique technique du la mystiqe musulmane, 2nd ed., index and reff. Cites.

L. Massignon (E. I.2) হুমায়ুন খান

আবূ তাশুফীন ১ম (ابو تاشفين اول) ঃ 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন আবী হাম্মু, 'আবদুল-ওয়াদ (واد) বংশের পঞ্চম সুলতান। পিতা ১ম আবূ হাম্মু নিহত হইলে তিনি ২৩ জুমাদাল-উলা, ৭২৮/২৩ জুলাই, ১৩১৮ সালে সুলতানরূপে ঘোষিত হন এবং তৎপর সিংহাসনের সম্ভাব্য দাবিদার সকল আত্মীয়-স্বজনকে স্পেনে নির্বাসিত করিয়া কনসটানটাইন ও বিজায়া (Bougie) অবরোধ এবং পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া লন। অতঃপর হাফসীগণ মারীনীগণের সঙ্গে একতাবদ্ধ হন এবং মারীনী সুলতান আবুল-হাসান, আবূ তাশুফীনের রাজ্য অধিকার করিয়া তেলেমসেন (Tlemcen) অবরোধ করেন (৭৩৫/১৩৩৫)। দুই বৎসর পরে রাজধানীর পতন ঘটে এবং যুদ্ধে সুলতান নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য আবদুল ওয়াদীদ নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

A. Bel (E. I. 2)/ হুমায়ুন খান

আবূ তাশুফীন ২য় (ابو تاشفين ثانى) ঃ ইব্‌ন আবী হাম্মু মূসা, 'আবদুল-ওয়াদ রাজবংশের সুলতান, জন্ম রাবী'উল-আওয়াল, ৭২৫/এপ্রিল-মে, ১৩৫১। তাঁহার যৌবন কাল নেড্রোমা (Nedroma)-তে অতিবাহিত হয়। ২য় আবূ হাম্মু তিউনিসে পলায়ন করিলে মারীনী সুলতান আবূ 'ইনান তাঁহাকে ফেয-এ প্রেরণ করেন। ৭৬০/১৩৫৯ সালের পূর্বে তিনি তেলেমসেন-এ প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন না। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ক্ষমতার দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি আবূ হাম্মু হইতে মুক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ওরান-এর কারাগারে বন্দী হইলেও আবূ হাম্মু সেখান হইতে পলায়ন করেন। পরে তাঁহাকে হজ্জের জন্য প্রেরণ করা হইলেও সেখান হইতে তিনি বিজয়ীর গৌরবে তেলেমসেন-এ প্রত্যাবর্তন করেন। সর্বশেষ আবূ তাশুফীন একটি মারীনী বাহিনীর পরিচালন ভার লইয়া আবূ হাম্মুকে পরাজিত করিয়া শাহী তখত অধিকার করেন (যু'ল-হি'জ্জা, ৭৯১ নভেম্বর ১৩৮৯)। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মারীনী রাজবংশের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৭ রাজাব, ৭৯৫/২৯ মে, ১৩৯৩ তারিখে ইন্তিকাল করেন।।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য 'আবদুল ওয়াদ নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

A Bel (E. I.2)/ হুমায়ুন খান

আবূ ত'াহির ত'ারসূসী (ابو طاهر طرسوسى) ঃ বা তারতুসী বা তূসী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মূসা সাধারণ্যে তিনি তেমন পরিচিত নহেন। তবে তিনি ফারসী গদ্যে অতি দীর্ঘ ও জটিল ভাষায় রচিত কয়েকখানি উপন্যাসের লেখক বলিয়া কথিত। উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুতে 'আরবী এবং ইরানী কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতির বিভ্রান্তিজনক মিশ্রণ রহিয়াছে। ফারসী ভাষায় রচিত এই উপন্যাসগুলি পরে তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে 'কাহরামান নামাহ' (পারস্যের হুশাং যুগের একজন অর্ধ-পৌরাণিক রাজা, কাহরামান ইহার নায়ক), 'কিরান-ই হাবানী' (কায়ানী বংশীয় বাদশাহ কায়কু'বাদ-এর আমলের জনৈক বীর নায়কের কাহিনী); 'দারাবনামাহ' (দারা ও ইস্কান্দারের ইতিহাস)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিরদাওসী, Livre des rois, সম্পা. ও অনু. J. Mohl, i, Preface, 74 প.; (২) H. Ethe, in Grunder, d. iran. Philol., ii, 318; (৩) E. Blochet, Cat. mss. Persans Bibl, Nat. Paris, Nos. 121-2; (৪) ঐ লেখক, Cat. mss, tures, anc, fonds, nos, 335-7; (৫) Ch. Rieu Cat Turkish Mss-Brit. Mus., 219 পৃ.।

M. Masse (E. I.2)/ হুমায়ুন খান

আবূ তাহির সুলায়মান (দ্র. আল-জান্নাবী)

আবূ তুরাব (দ্র. 'আলী ইব্ন আবী তালিব)

আবূ তুরাব, মীর (میر ابو تراب) ঃ ১৭১২ খৃ. মুর্শিদ কুলী খান কর্তৃক হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং হুগলীর তদানীন্তন ফৌজদার উদ্ধত যিয়াউদ্দীন খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ভূষণার সীতারাম রায় কর্তৃক ১৭১৩ খৃ. নিহত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ দাউদ আল-আনসারী (ابو داود الانصارى) ঃ আল-মাযিনী (রা) বদ্‌রী সাহাবী। নাম 'আমর, মতান্তরে 'উমায়র; পিতার নাম 'আমির ইব্ন মালিক। মাতার নাম নাইলা বিনত আবী 'আসি'ম। মদীনার বানূ মাযিন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় তাঁহাকে আল-মাযিনী বলা হইত। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। 'আকাবার রাত্রে তিনি ও সালীত ইব্ন আমর রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত করার উদ্দেশে রওয়ানা হইয়াছিলেন। কিন্তু গোত্রের সকলের বায়'আত সম্পন্ন হওয়ার কারণে তিনি সর্বাধিনায়ক আস'আদ ইব্ন যুরারার হাতে বায়'আত করেন। বদ্‌র, উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুল-বাখতারী আল'আস ইব্ন হিশামকে তিনি হত্যা করেন এবং তাহার তরবারি হস্তগত করেন।

দাউদ, সা'দ ও হামযা নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মাতা ছিলেন নাইলা বিনত সুরাকা। জা'ফার নামে তাঁহার আর একজন পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন কালব গোত্রীয়। বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার বংশধর জীবিত ছিল; কিন্তু বর্তমানে তাঁহার বংশের কোন অস্তিত্ব নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি. ,৪খ., ৫৮, সংখ্যা ৩৭২; (২) ইব্ন 'আবদিল-বাররা, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত), ৪খ., ৫৮; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ., ৫১৮, ৮খ., ১১; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৪১২, সংখ্যা ৪৪৫১; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., ৩২৩, ২৮৫; (৬) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ., ১১৮।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (ابو داود الطيالسى) ঃ পূর্ণ নাম সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্নুল-জারূদ আল-বাসরী। তিনি একজন উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিছ। ১৩৩/৭৫০ সালে তাঁহার জন্ম এবং সাফার (মতান্তরে রাবী'উল-আওয়াল) ২০৪/৮১৯ সালে বসরায় মৃত্যু (তাঁহার মৃত্যু সাল হি. ২১৪ বলিয়া কথিত বর্ণনাটি ভুল)। ইব্ন 'আসাকির য়াহ্‌য়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ তাঁহার জানাযার সালাত পড়ান। তিনি বংশগতভাবে ইরানী, পরবর্তী কালে বসরায় বসবাস করিতে শুরু করেন। তাঁহার নামে প্রকাশিত মুসনাদখানি মূলত তাঁহার সংকলিত নহে, বরং জনৈক খুরাসানী ইহাতে ঐ সকল হাদীছ সংকলন করিয়াছেন, যেইগুলি ইমাম আত-তায়ালিসী হইতে য়ূসুফ ইব্ন হাবীব বর্ণনা করিয়াছিলেন। কাশফুজ জুনূন গ্রন্থের মন্তব্য হইল, তিনিই সর্বপ্রথম 'মুসনাদ' সংকলন করেন; কিন্তু এই মন্তব্য সঠিক নহে। উক্ত 'মুসনাদ'-এ বর্ণিত হাদীছগুলি ছাড়াও ইমাম আত-তায়ালিসী বর্ণিত আরও হাদীছ রহিয়াছে যাহার কোন কোনটি আল-বাকাঈ আল-আলফিয়া নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহের পার্শ্বে (হাশিয়ায়) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কথিত আছে, তাঁহার নিকট হইতে ইসফাহানের অধিবাসিগণ চল্লিশ হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসনাদুত্-তায়ালিসী হায়দরাবাদে ১৩২২ হি. মুদ্রিত হয়। ফিক্‌হশাস্ত্রের অধ্যায়গুলির ক্রমধারা অনুসারে ইহার অধ্যায়গুলিও আমাতুর-রাহমান 'উমার কর্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহার পাণ্ডুলিপি কুতুবখানা-ই নূর-এ সংরক্ষিত আছে। ইমাম আত-তায়ালিসী-র নিকট হইতে যাহারা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গও রহিয়াছেন ঃ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, জারীর ইব্ন 'আবদিল-মাজীদ, ইব্নুল মাদীনী, ইব্ন আবী শায়বা, বুনদার, ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ৯খ., ২৪-২৯; (২) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফাজা, ১খ., ৩২২; (৩) আয- যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, ১খ., ৪১৩; (৪) আর-রাফি'ঈ, মিরআতুল- জিনান, ২খ., ২৯; (৫) ইব্ন হাজার, তাহযীব, ৪খ., ১৮২ প.; (৬) শাহ, 'আবদুল-'আযীয, বুসতানুল-মুহাদ্দিছীন, পৃ. ৩৩; (৭) খুলাসা তাহযীবিল- কামাল, পৃ. ১৩৮; (৮) আল-লুবাব, ২খ., ৯৬; (৯) হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনূন; য়ালতাকায়াত মুদ্রিত, স্তম্ভ ১৬৭৯; (১০) ইব্নুল-'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২খ., ১২; (১১) Brokcelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., ২৭৫।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা.ই.)/ যোবায়ের আহমদ

আবূ দাউদ আস-সিজিসতানী (ابو داود السجستانى) ঃ (রা) সুলায়মান ইব্নুল আশ'আছ একজন হাদীছবিশারদ (মুহাদ্দিছ)। তিনি ২০২/৮১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দূর দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং জ্ঞান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরিশেষে তিনি বসরাতে বসতি স্থাপন করেন এবং এই কারণেই অনেকে ভুলবশত ধারণা করিয়া থাকেন, তাঁহার সম্পর্ক বসরার নিকটবর্তী সিজিস্তান (অথবা সিজিসতানা) নামক একটি গ্রামের সহিত, সিজিসতান প্রদেশের সহিত নহে। তিনি শাওয়াল ২৭৫/ফেব্রু. ৮৮৯-তে ইন্তিকাল করেন।

আবূ দাউদ-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল কিতাবুস-সুনান, যাহা মুসলমানগণ কর্তৃক গৃহীত ছয়টি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা)-এর অন্যতম কথিত আছে, তিনি এই গ্রন্থখানি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর নিকট পেশ করিলে তিনি ইহা অনুমোদন করেন। ইব্ন দাসা (এই গ্রন্থের জনৈক রাবী) বলেন, আবূ দাউদ দাবি করেন, ৪৮০০ হাদীছ সম্বলিত এই গ্রন্থখানি তিনি পাঁচ লাখ হাদীছসমষ্টি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহাতে কেবল ঐ সকল হাদীছ স্থান পাইয়াছে যাহা সহীহ বলিয়া অনুমিত কিংবা সহীহ হাদীছসমূহের নিকটবর্তী। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'যেই সকল হাদীছ অত্যন্ত দুর্বল, উহাদের বর্ণনা এই গ্রন্থে আমি স্পষ্টভাবে প্রদান করিয়াছি এবং যেই সকল হাদীছ সম্পর্কে আমি কিছু বলি নাই উহা উত্তম (সালিহ), যদিও উহার কোন কোন হাদীছ অন্য কোন হাদীছের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ।

ইহা ঐ সকল মন্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যাহাতে তিনি হাদীছ সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সাহীহ-এর শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেন যাহাতে তিনি সমালোচনার কিছু সাধারণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন, কিন্তু আবূ দাউদ হইলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীছের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ফলে তাঁহার শিষ্য তিরমিযী-র জন্য উক্ত হাদীছসমূহের উপর পৃথকভাবে ও সুষ্ঠু বিন্যাসের সহিত সমালোচনা ও পর্যালোচনার পথ সুগম হয়, যাহা তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেন। আবূ দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন যাঁহাদের উল্লেখ সাহীহ হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে (বুখারী ও মুসলিম) নাই। কেননা তাঁহার নীতি হইল সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য করা যাঁহাদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাঁহার সংকলনের সাধারণ নাম হইল 'আস-সুনান' যাহাতে ফরয, মুবাহ ও হারাম বিষয়সমূহ স্থান পাইয়াছে এবং তাঁহার এই সংকলন উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবূ সাঈদ আল-আরাবী বলেন, 'যেই ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ব্যতিরেকে কিছুই জানেন না, তিনিও একজন বড় 'আলিম বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বলেন, হাদীছবিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করেন যেমন তাঁহারা কুরআন গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, যদিও হি. ৪র্থ শতাব্দীর অনেক মনীষী এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, তবুও ইবনুন-নাদীমের আল-ফিহরিসত-এ উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য উহাতে আবূ দাউদ কেবল স্বীয় পুত্রের পিতা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছেন।

পরবর্তী যুগে এই গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করা হইয়াছে। যেমন আল-মুনযিরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮), যিনি আল-মুজতাবা নামে এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন, এমন কিছু হাদীছের সমালোচনা করিয়াছেন যাহার সহিত টীকা সংযোগ করা হয় নাই এবং ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা আরও কিছু অতিরিক্ত সমালোচনা করিয়াছেন। যদিও উক্ত গ্রন্থে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবুও উহার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। উক্ত সুনানটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় এমন সব হাদীছ পাওয়া যায় যাহা অন্য বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয় না। আল-লু'লুঈর বিবরণটি বিশেষভাবে সমাদৃত। প্রাচ্যে সুনানখানি একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. Brokelmann)। আবূ দাউদ কর্তৃক সংকলিত আর একটি মুরসাল হাদীছের ক্ষুদ্র সংকলন আছে যাহা কিতাবুল মারাসীল নামে কায়রো হইতে ১৩১০/১৮৯২ সনে প্রকাশিত হয়। আবূ দাউদ লিখিত সুনানের উপর কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থঃ

(১) মুহাম্মাদ আশরাফ আজীমাবাদী প্রণীত 'আওনুল মাবুদ (عون المعبود) ১৩২৩ হি. (ভারত); (২) আবুল হাসানাত মুহাম্মদকৃত ভাষ্য, ১৩১৮ হি. (লক্ষ্ণৌ); (৩) 'আল্লামা খালীল আহমাদ সাহারানপুরী কৃত বাযলুল-মাজহূদ (بذل المجهود); (৪) খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৩ হি.)-কৃত মা'আলিমুস-সুনান (معالم السنن); (৫) আস-সুয়ূতীকৃত মিরকাতুস-সুঊদ (مرقاة الصعود)।

আবূ দাউদের পুত্র আবূ বাকর 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৩১৬ হি.) একজন উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিছ ছিলেন, তিনি কিতাবুল মাসাবীহ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I' 168 প., S. I. 266 প.; (২) ইবন খাল্লিকান, সংখ্যা ২৭১; (৩) ইবনুস সালাহ, উলূমুল হাদীছ, আলেপ্পো ১৩৫০/১৯৩১, পৃ. ৩৮-৪১; (৪) ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, ৪খ., ১৬৯-১৭৩; (৫) নাওয়াবী, তাহযীবুল আসমা (Wustenfeld), পৃ. ৭০৮-১২; (৬) হাজ্জী খালীফা সংখ্যা ৭২৬৩; (৭) Goldziher, Muh, Stud, ii, 250 প. ২৫৫ প.; (৮) W. Marcais, in JA, 1900 খৃ., PP. 330, 502 প.; (৯) J. Robson, in MW, 1951 খৃ., PP. 167 এ.; (১০) ঐ লেখক, in BSOS, 1952 খৃ., ৫৭৯ প.; (১১) আয-যাহাবী, তায কিরাতুল-হুফফাজ; ২খ., ১৫৩; (১২) ইবন 'আসাকির, তাহযীব, ৬খ., ২৪৪; (১৩) তাবাকাতুল-হানাবিলা, পৃ. ১১৮; (১৪) তারীখ বাগদাদ, ৯খ., ৫৫; (১৫) আল-ইয়াফিঈ, মিরআতুল জিনান, ২খ., ১৮৯; (১৬) আয-যারী'আ, ১খ., ৩১৬; (১৭) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, ২খ., ১৬৭; (১৮) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ., ৫৪; (১৯) শাহ 'আবদুল 'আযীয, বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃ. ১১৮; (২০) দা. মা. ই. ১খ.।

J. Robson (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আবূ দামদাম (ابو ضمضم) ঃ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে খ্যাত কতকগুলি আখ্যানের নায়ক। তাঁহার প্রতি সর্বপ্রকার নির্বোধ মন্তব্য আরোপিত হইয়াছিল, বিশেষত ফিকহী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, যেমন পরবর্তী কালে কারাকূশ-এর প্রতি আরোপিত হইয়াছিল। এই আবূ দামদাম সম্ভবত একই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি নহেন যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁহার পূর্বে দেয় যাকাত-এর বিনিময়ে নিজের সুনাম বিসর্জন দিতে চাহিয়াছিলেন। সমসাময়িকগণের মধ্যে নিজ সুনাম বর্জন দ্বারা এই আল্লাহভক্ত ব্যক্তিটি নিজেকে বোকারূপেই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই একই আবূ দামদাম নামধারী অপর এক ব্যক্তি প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ও আলোচ্য ব্যক্তি যে অভিন্ন নহেন তাহা সহজে অনুমেয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন কুতায়বা, আদাবুল-কাতিব, (Grunert), 3-4; (২) ঐ লেখক, শি'র, ৩ প.; (৩) ফিহরিস্ত, ৩১৩; (৪) ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ, কায়রো ১৩০২ হি., ৩খ., ৪৪৫; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদ, ৫খ., ২৩২; (৬) ইবন হাজার, ইসাবা, ৪খ., ২০৪; (৭) M Hartmann, in Zeitschr. d Vereins f. Volkskunde. v; (৮) J. Horovitz, Spuren griechischer Mimen 31, note; (৯) দা. মা. ই., ১খ.।

J. Horovitz (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

আবূ দাহবাল আল-জুমাহী (ابو دهبل الجمحى) ঃ ওয়াহ্‌ব ইবন যাম'আ, মক্কার কুরায়শ কবি। তিনি ৪০/৬৬০ সালের পূর্বে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন এবং ৯৬/৭১৫ সালের পরে তিহামার 'উলায়ব বস্তীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি হিজাযের রোমান্টিক প্রেমের কবিগণের অন্যতম। তিনি তাঁহার কবিতায় তিনজন রমণীর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়াছেন। মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা 'আমরা' জনৈকা সিরীয়

রমণী যাহার কারণে কবি নিজ পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া 'আতিকা বিনত মু'আবিয়া যাঁহাকে তিনি হ'জ্জের মৌসুমে প্রথম দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কবি আতিকাকে অনুসরণ করিয়া দামিশক-এ গমন করেন। যদিও খলীফা স্বীয় কন্যার সঙ্গে আবূ দাহবাল-এর এই সম্পর্ক পবিত্র বলিয়া জানিতেন, তবুও তিনি ইহাকে অপমানিত বোধ করিয়া কবিকে দামিশক হইতে দূরে সরাইয়া দেন।

আবূ দাহবাল শুধু প্রেমের কবিই ছিলেন না, তাঁহার রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাদরামাওতের গর্ভনর 'উমারা ইব্ন 'আমর ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন আল-যুবায়র কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের আল-জানাদ-এর গভর্নর ইব্ন আল-আযরাক-এর প্রশস্তিতে পূর্ণ। আবীর মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক তাঁহার প্রতি গৃহীত ব্যবস্থার ফলে তিনি উমায়্যাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং খলীফা বিরোধিগণের সঙ্গে যোগদান করেন। কিতাবুল-আগ'ানীতে তাঁহার রচিত আল-হু'সায়ন ইব্ন 'আলীর হত্যাকাণ্ডের ইঙ্গিত সম্বলিত কবিতাও উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, পরিশিষ্ট ১, ৪০ ও সেইখানে প্রদত্ত বরাতসমূহ; (২) আগানী, ৬খ., ১৫৪-৭০-এর মূল প্রবন্ধের সঙ্গে আল-মারযুবানী, আল-মুওয়াশশাহ', পৃ. ৭০, ১৮৯ সংযোগ করিতে হইবে; (৩) ঐ লেখক, মু'জাম, পৃ. ১১৭, ৩৪২; (৪) Nallino, Scritti, ৬খ., ৫৫; (৫) O. Rescher, Adriss, ১খ., ১৪৪-৫; (৬) বিশেষ করিয়া F. Krenkow-র বরাতসমূহ JRAS, ১৯১০ খৃ., পৃ. ১০১৭-৭৫, যিনি কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন; (৭) আল-মু'তালাফ ওয়াল-মুখতালাফ, পৃ. ১১৭; (৮) আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ২৩৫; (৯) আল-'আয়নী, ১খ., ১৪১; (১০) সিমতুল লা-আলী, ৩খ., ৮৮।

Ch. Pellat (E. I. 2)/ হুমায়ুন খান

আবূ দি'য়া তাওফীক' বেক : (দ্র. তাওফীক' বে)

আবূ দু'আদ আল-ইয়াদী (ابو دؤاد الايادى) : জুওয়ায়রা, জুওয়ায়রিয়্যা অথবা হ'ারিছা ইবনুল-হ'াজজাজ (অথবা হ'ানজ'ালা ইব্নুশ-শারকী, খুব সম্ভব ইহা আবুত-ত'াম্মাহ'ান আল-কায়নীর নাম ছিল, (দ্র. ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র, পৃ. ২২৯)। আল-হীরা-র অধিবাসী, জাহিলী যুগের কবি, হীরা অধিপতি আল-মুনযি'র ইব্ন মাইস-সামা (আনু. ৫০৬-৫৫৪ খৃ.)- এর সমসাময়িক, যিনি কবিকে তাঁহার অশ্বসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। 'জারুন কাজারি আবী দু'আদ (جار كجار ابى دؤاد) আবূ দু'আদের প্রতিবেশীর ন্যায় প্রতিবেশী) বাক্যটি কায়স ইব্ন যুহায়র-এর কবিতার একটি পঙক্তিতে উল্লিখিত হইয়া প্রবাদে পরিণত হয় এবং বেশ কিছু কিংবদন্তীর জন্ম দেয়, যাহা হইতে জানিতে পারা যায়, আবূ দু'আদ একজন সম্ভ্রান্ত ও দয়ালু ব্যক্তির আশ্রিত (Protege) ছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন আল-মুনযি'র অথবা আল-হ'ারিছ ইব্ন হাম্মাম কিংবা কা'ব ইব্ন মামা (مامة)।

কবিতায় ঘোড়ার বর্ণনা প্রদানের জন্য আবূ দু'আদ বিখ্যাত ছিলেন। সমালোচকদের মতে এই ধরনের কবিতা রচনায় তিনি তু'ফায়ল আল-গ'ানাবী ও আন-নাবিগ'া আল-জা'দী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অভিধান সংকলকগণ সুবিন্যস্তভাবে তাঁহার কবিতাসমূহ সংগ্রহ করেন নাই, যেমন 'আদী ইব্ন যায়দ-এর কবিতা সংগ্রহ করা হয় নাই। কারণ তাঁহার ভাষা নাজদী ছিল না এবং তিনি কাব্য রচনার প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেন নাই। অন্যপক্ষে আল-আসমা'ঈ খালাফুল-আহ'মারকে এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, খালাফ স্বরচিত ৪০টি কবিতাকে আবূ দু'আদ-এর কবিতা বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন (আল-মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', পৃ. ২৫২)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Brockelmann, S. I 58; (২) Caussin de Perceval, Essai sur (Histoire des. Arabes. ii. 110-3; ইহাতে কিংবদন্তীগুলি এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে; (৩) আগ'ানী, ১ম সং, ১৫ঃ ৯৫-৯। (৪) ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র, ১২০-৩; (৫) মায়দানী, আমছাল, কায়রো ১৩৫২, ১খ., ৪৯, ১৭০ (জারুন কাজারি আবী দু'আদ (A. D) ও 'আনান-নায়'ীরুল-'উরয়ানী প্রবাদদ্বয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে) (৬) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ' ৭৩-৪, ৮৮; (৭) ঐ লেখক, মু'জাম, ১১৫; (৮) ইব্ন দুরায়দ, ইশতিক'াক', ১০৪; (৯) য়া'কূ'বী, ১খ., ২৫৯-৩০৬; (১০) W. Ahlwardt, Sammlungen, i. 8-9; (১১) O. Rescher, Abriss, i, 80-1; (১২) Nallino, Scritti, vi, 36, যিনি তাঁহাকে খৃস্টান কবিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যদিও Cheikho নাস'রানিয়্যা গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই; (১৩) বেশ কিছু সংখ্যক কবিতার সংগ্রহ পাওয়া যাইবে Ahlwardt-এ, পৃ. গ্র., I. 27-8, 68-70; (১৪) বুহতুরী, হ'ামাসা, ৮৭ (Cheikho); (১৫) জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (১৬) ভাষাতত্ত্ববিদ ও অভিধান সংকলকদের গ্রন্থ দ্র.; (১৭) G. E. von Grunebaum, আবূ দু'আদ আল-ইয়াদী-এর খণ্ড কবিতাসমূহের সংগ্রহ, WZKM ১৯৪৮, ১৯৫২।

Ch. Pellat (E. I.2) মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ দুজানা (ابو دجانة) : (রা) আল-আনসারী আস-সাইদী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। নাম সিমাক, আবূ দুজানা উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত। পিতার নাম খারাশা, মতান্তরে আওস ইব্ন খারাশা, মাতার নাম হাযমা বিনত হারমালা । তিনি খাযরাজ গোত্রের বানূ সাইদা শাখা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সা'দ ইব্ন 'উবাদা ও মুনযি'র ইব্ন 'আমর-এর সহিত বানূ সাইদা-র মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

আবূ দুজানা ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তিনি বদরের যুদ্ধে লাল পাগড়ী পরিধান করিয়া অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি লাল পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, তাই দূর হইতেও তাঁহাকে চেনা যাইত। উহুদের যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। রাসূলুল্লাহ (স) যথাযথ ব্যবহারের অঙ্গীকার লইয়া তাঁহাকে একখানি তরবারি প্রদান করেন। যুবায়র ইবনুল-'আওয়াম (রা) বলেন, উক্ত তরবারি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে না দিয়া আবূ দুজানাকে উহা দান করিলেন। ইহাতে আমি কিছুটা মনক্ষুণ্ন হইয়া মনে মনে বলিলাম, "আমি তাঁহার ফুফু সাফিয়া-র পুত্র, কুরায়শ বংশের লোক এবং তাঁহার (রাসূলের) নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলাম, উপরন্তু আমিই প্রথমে উহা চাহিয়াছিলাম; কিন্তু

আমাকে না দিয়া আবূ দুজানাকে প্রদান করিলেন। দেখি সে উহা দ্বারা কি করে! অতঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম; দেখিলাম সে লাল পাগড়ী বাহির করিয়া মস্তকে পরিধান করিল। আনসারগণ বলিতে লাগিল, 'আবূ দুজানা মৃত্যুর পাগড়ী বাহির করিয়াছে। অতঃপর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইলঃ

ان الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل
ان لا اقوم الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله والرسول

"পাহাড়ের পাদদেশে খর্জুর বৃক্ষের নিকট আমার বন্ধু আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছেন, আমি যুদ্ধের ময়দানে দলের শেষভাগে দণ্ডায়মান থাকিব না। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের তরবারি দ্বারা শত্রুর গর্দান উড়াইয়া দিব"।

ইহার পর বীর বিক্রমে তিনি শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন, বহু শত্রু নিধন করেন। তাঁহার তরবারির নিচে একবার আবূ সুফয়ান-এর স্ত্রী হিন্দ পড়িয়া গেল। তখন তরবারি সংবরণ করিয়া লইলেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে শত্রুগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘিরিয়া ফেলিলে হযরত মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা) ও আবূ দুজানা (রা) প্রাণপণে উহা প্রতিহত করেন। ইহাতে মুস'আব (রা) শাহাদাত বরণ করেন এবং আবূ দুজানা বহু স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায'যাব-এর হত্যাকার্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আসিম ও ওয়াহ'শী ইব্ন হারব-এর সহিত তিনিও শরীক ছিলেন এবং এই (য়ামামার) যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ব্যক্তি। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বানূ নাদীর গোত্রের সম্পদ (যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এরই প্রাপ্য ছিল) আনসারদের মধ্য হইতে কেবল তাঁহাকে ও সাহল ইব্ন হু'নায়ফকে প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) 'উতবা ইব্ন গ'াযওয়ান-এর সহিত তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, রোগশয্যায় আবূ দুজানার চেহারা চাঁদের ন্যায় হাসিতেছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল; কোন্ নেক 'আমল-এর বদৌলতে আপনার চেহারা এমন উজ্জ্বল দেখাইতেছে?' তিনি উত্তর দিলেন, "দুইটি কাজ ব্যতীত নির্ভরযোগ্য ও ভাল 'আমল আমার নাই। একটি হইতেছে, আমি কখনও বেহুদা কথা বলি না। আর অপরটি হইতেছে, মুসলমানদের জন্য আমার অন্তঃকরণ নির্মল।"

খালিদ নামে তাঁহার এক পুত্র সন্তান ছিল, যাহার মায়ের নাম ছিল আমিনা। মদীনা ও বাগদাদে অদ্যাবধি তাঁহার বংশধর বর্তমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৫৮-৫৯, সংখ্যা ১৭৩; (২) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস, স'াহ'াবা বৈরূত তা. বি., ১খ., ২৩৮, সংখ্যা, ২৪৯৫; (৩) ইব্ন সা'দ আত তাবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., ৫৫৬-৫৫৭, ৬১৪, ৪৪১, ৯৯, ৪৭২, ৫৫৯, ২খ., ৫৮ (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতীআব, উক্ত ইসাবা-র হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, ৪খ., ৫৯; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., ৩১৯, ৪খ., ১৬-১৭; (৬) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ২খ., ৩৫২; (৭) ইদরীস কানদেহলাবী, সীরাতুল-মুসতাফা, দেওবন্দ ১৪০০ হি., ২খ., ২০০-২০১ (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়া, বৈরূত ১৯৭৫, ৩খ., ১৯।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ দুলাফ (ابو دلف) ঃ মিসআর ইব্ন মুহালহিল আল-খাযরাজী আল-য়ানবু'ঈ, আরব কবি, পরিব্রাজক ও খনিজ বিজ্ঞানী। তাঁহার জীবন চরিতের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তারিখ ছিল না সর ইব্ন আহমাদ (মৃ. ৩৩১/৯৪৩)-এর রাজত্বের শেষের দিকে যখন তিনি বুখারা নগরীতে আগমন করেন। তাঁহার পারস্য ভ্রমণের বিবরণে ৩৩১-৪১/৯৪৩-৫২ সালের মধ্যবর্তী কালের সময়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবূ দুলাফ-এর বর্ণনামতে সীসতানে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ (পড়ুন আহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ) যাঁহার রাজত্বকাল ছিল ৩৩১-৫২/৯৪২-৬৩। ফিহরিস্ত (সমাপ্ত ৩৭৭/৯৮৭)-এর লেখক তাঁহাকে জাওয়ালা, Globe trotter' (বিশ্ব পরিব্রাজক) ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার পরিচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আছ-ছা'আলিবী তাঁহার য়াতীমাতুদ-দাহর (দামিশক ৩খ., ১৭৬-৯৪)-এ তাঁহাকে আস-স'াহি'ব ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদ (৩২৬-৮৫/৯৩৮-৯৫)-এর সম্ভবত জীবনের শেষের দিকে—চক্রে সংযুক্ত করিয়াছেন। আছ-ছা'আলিবী উল্লেখ করেন, আবূ দুলাফ-এর কবিতাসমূহের বর্ণনাকারী ছিলেন প্রধানত হামাযান-এর স্থানীয় অধিবাসী, বিশেষত বাদী'উয-যামান (মৃ. ৩৯৮/১০০৭) যে দীর্ঘ কাসীদাটি তিনি ইতরদের (বানূ সাসান) ভাষা সম্বন্ধে রচনা করিয়াছিলেন, যাহা আস সাহিবকে মুগ্ধ করিয়াছিল। উহা উকায়ল আল-উকবারীর কবিতার অনুকরণে রচিত হইয়াছিল যিনি 'রায়'-এর একই সাহিত্যচক্রের সদস্য ছিলেন (য়াতীমা ২খ., ২৮৫-৮৮)। এই কবিতার কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যা আবূ দুলাফ নিজেই প্রদান করিয়াছেন।

আবূ দুলাফ যে দুইজন পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশে তাঁহার দুইটি ভৌগোলিক রিসালা উৎসর্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা উহাতে স্ব স্ব মন্তব্য সংযোগ করিয়াছেন—তাঁহাদের পরিচয় অদ্যাবধি অজ্ঞাত। তাঁহার প্রথম রিসালায় বর্ণিত আছে, তুরস্কের বাদশাহ কালীন ইব্ন শাখীর-এর বুখারা হইতে সানদাবিল প্রত্যাবর্তনকারী দূতদের সঙ্গে তিনিও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। Marquart (Streifzuge, 88-90) সানদাবিলকে পশ্চিম উয়গুর-রাজের রাজধানী কাঁচো (Kan-Cou) বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। এই ভ্রমণ পথে অবস্থিত কতিপয় তুর্কী গোত্রের নাম যাহাদের পরিদর্শন করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন—আবূ দুলাফ অত্যন্ত বিশৃংখলভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সানদাবিল হইতে তিনি হঠাৎ কিলা (Kila), ক্রা (kra), মালয় গমন করেন। অতঃপর বিক্ষিপ্তভাবে কতিপয় ভারতীয় স্থানের নাম উল্লেখ করেন এবং শেষ পর্যন্ত সীসতানে উপনীত হন। Grigoriev, Marquart ও von Mik এই ভ্রমণের অবান্তর প্রকৃতি (বুখারা হইতে সানদাবিল ও সীসতান-এর সোজা রাস্তা ব্যতীত উপলব্ধি করিয়াছেন। পরবর্তী কালে ১৯৪৫ সালে Marquart-এর মনে হয়,

আল-ফিহরিসত-এর উদ্ধৃতিগুলিতে সম্ভবত সত্যিকারের আবূ দুলাফকে আবিষ্কার করা যায়। মাশহাদে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়, উভয় রিসালা অকৃত্রিম এবং একই লেখকের রচনা। অতএব আবূ দুলাফকে উহার কৃত্রিম রচয়িতা বলিতেই হয়। ফিহরিস্ত-এর উদ্ধৃতিসমূহ যদিও প্রথম রিসালা (মুদ্রণ বার্লিন ১৮৪৫, সম্পা. C. Schlozer, ল্যাটিন অনু.-সহ) হইতে বিভিন্ন, তথাপি সত্যতার বিচারে উহাও নির্ভরযোগ্য নহে। অন্যদিকে দ্বিতীয় রিসালায় সহজে যাতায়াত করা যায় এমন অঞ্চলে (পশ্চিম ও উত্তর পারস্য ও আরমেনিয়া) আবূ দুলাফের ভ্রমণের একটি সুন্দর ও স্পষ্ট বৃত্তান্ত এবং বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে, যাহার সত্যতা যাচাই করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) F. Wustenfeld ,Des Abu Dolef Misar Bericht uber die turkischen Horden, in Zeitschr. f. vergl. Erdkunde, 1842 খৃ. (পাঠ কা্যবীনীর অনুসরণ); (২) C Schlozer, Abu Dulaf Misaris... de itinere suo asiatico Commentarius. Berlin 1845 খৃ. (পাঠ য়া'কূ'তের অনুসরণে); (৩) V. Grigoriev, Ob arabe, Puteshestvennike... Abu Dulaf, in Zurnal Min. Narod-prosv., 1872 খৃ., ১-৪৫; (৪) Marquart, Streifzuge 1903 খৃ., ৭৪-৯৫; (৫) id., Das Reich Zabul in Festschrift E. Sachau, 1915, 271-2; (৬) A Von Rohr-Sauer Des Abu Dulaf Bericht uber seine Reise nach Turkestan. China und Indien, Bonn 1939 (A. Z. Validi-Togan কর্তৃক আবিষ্কৃত মাশহাদ পাণ্ডুলিপি পাঠের অনু., H. Von Mzik এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গ, OIZ, 1942, 240-2, তিনি Rohrsauer-এর সিদ্ধান্তের নমনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন); (৭) V. Minorsky, Ladeuxieme risala d'Abu Dulaf, in Oriens 1952 23-7; (৮) id., Abu Dulaf's travel's in Iran (কায়রো ১৯৫৪ মুদ্রিত)-এ দ্বিতীয় রিসালার মাশহাদ পাঠ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ রহিয়াছে।

V. Minorsky (E.I.[2]) মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদ (ابو نصر محمد وحيد) : শামসুল উলামা-তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের আসাম প্রদেশে (সিলেট শহরে) ১৮৭২ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ১৮৯২ খৃ. এন্ট্রান্স পাস করেন। অতঃপর সিলেট মুরারি চাঁদ কলেজ হইতে ফার্স্ট আর্টস (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. (সম্মান)-এ ভর্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৯৭ সালে 'আরবীতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তদানীন্তন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী একজন খ্যাতনামা 'আলিম ও তাঁহার ভগ্নীপতি শামসুল উলামা আবদুল ওয়াহ্হাবের নিকট 'আরবী, ফার্সি ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব সিলেটে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মাওলানা ওহীদ তাঁহার শিষ্যত্বে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

খৃ. ১৯০১ সনে তিনি গৌহাটি কটন কলেজের 'আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯০৫ খৃ. তিনি ঢাকার সরকারি সিনিয়ার মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদরাসাটি (তদানীন্তন বাংলা প্রদেশের চট্টগ্রাম, হুগলী ও রাজশাহীতে অবস্থিত অপর তিনটি মাদরাসাসহ) পুনর্গঠিত হয়। অতঃপর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীতে অবস্থিত তিনটি মাদরাসা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায়ে উন্নীত হয়। সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজ)-এর অধ্যক্ষ পদে বহাল থাকেন।

১৯২১ খৃ. তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে (I.E.S.) উন্নীত এবং শামসুল 'উলামা' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯০৫ খৃ. যখন তিনি ঢাকা সিনিয়ার মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন তখন বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা কি হইবে উহা ছিল একটি জটিল ও বহু বিতর্কিত বিষয়। মুসলিম শাসন আমলের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম যুবকগণের কর্মক্ষেত্র তখন অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বৃটিশ ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে লব্ধ বিদ্যাই যোগ্যতার মাপকাঠিরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার কোন স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু মুসলিম সমাজ বৃটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মবিবর্জিত (বা Godless) শিক্ষা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। অথচ অপর সম্প্রদায়গুলি এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যপক্ষে সরকারি আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত তদানীন্তন বাংলা প্রদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সরকার মাদরাসার যুগোপযোগী সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করিল না, বরং মাদরাসার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিল। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হইতে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়িতে লাগিল। এই পরিস্থিতি মাওলানা ওয়াহীদকে ব্যাকুল করিল। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা তৈরির প্রস্তুতিস্বরূপ প্রাচ্য বিদ্যার প্রধান কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক (পূর্ববংগ ও আসাম) সরকারের মনোনয়নক্রমে তিনি সফরে বাহির হইলেন। মিসরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার এই সফরসূচি অনুমোদন করে নাই। মধ্যপ্রাচ্যে তখন বৃটিশ-বিরোধী প্যান-ইসলামিজম তৎপরতা জোরদার ছিল এবং ভারতে ইহার সংক্রমণ বৃটিশ শাসকদের অনভিপ্রেত ছিল। সুতরাং অনুমিত হয়, রাজনৈতিক কারণেই মাওলানা ওয়াহীদের মনোনয়ন বাতিল হইয়াছিল। অগত্যা মাওলানা ছুটির দরখাস্ত করিয়া নিজ ব্যয়ে মিসর, লেবানন, তুরস্ক, ইটালী ও ফ্রান্সে তাঁহার প্রায় ছয় মাসব্যাপী সফর সমাপ্ত করিলেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের একটি প্রকল্প রচনা করেন। ইহার মর্মকথা ছিল—ইসলামী শিক্ষার সহিত ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন, যাহাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক লাভ করিতে গিয়া কোন মুসলিম শিক্ষার্থীকে তাঁহার ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে না হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাই ছিল মাওলানা

ওয়াহীদের শ্রেষ্ঠ অবদান এবং ইহাকে সার্থক করিবার জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। এই কাজে মাওলানার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী ছিলেন মরহুম নওয়াব সলীমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তদুপরি বেসরকারি প্রচেষ্টায় স্থাপিত বহু মাদরাসাও পুনর্গঠিত মাদরাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া সরকারি সাহায্য লাভ করে। বিশিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি মাদরাসাকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাতে 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামক একটি বিভাগ যুক্ত করা হয় এবং পুনর্গঠিত মাদরাসার ছাত্রগণ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাসের পর যেন এই বিভাগে ভর্তি হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এই বিভাগের পাঠক্রমকে তদুপযোগী করিয়া বিন্যস্ত করা হয়। মাওলানা ওয়াহীদই অতিরিক্ত কর্তব্যরূপে ১৯২১ হইতে ১৯২৩ খৃ. পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে বহু রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের শিক্ষার্থিগণ যুগপৎভাবে ইসলামিক ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন।

তিনি বহু বৎসর যাবত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, একাডেমিক কাউন্সিল ও একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কিছুকাল তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টেরও সদস্য ছিলেন। ১৯১৪-১৫ খৃ. যখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন তিনি উহার আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

চাকুরি জীবনের প্রারম্ভ হইতে মাওলানা ওয়াহীদ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ খৃ. হইতে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার কমিটির সদস্যরূপে স্থান লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ (১) Earle কনফারেন্স-১৯০৭-৮; (২) মাদরাসা কমিটি ১৯০৯-১৩; (৩) Mohammedan Education Advisory (Hornell) কমিটি ১৯৩১-৩৪; (৪) East Bengal Educational Systems Reconstruction (Akram Khan) কমিটি-১৯৪৯-৫১।

পুনর্গঠিত মাদরাসার পাঠক্রমের চাহিদা পূরণের জন্য আধুনিক আঙ্গিকে সরল ও বাহুল্য বর্জিত ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সংকলনে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তাঁহার আদর্শ ও সক্রিয় সাহায্য তাঁহার সহধ্যায়িকগণকেও এই কাজে বিস্তর অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনায় ঢাকায় স্বরচিত 'আরবী কবিতা পাঠের আসর (মুশা'আরা) আয়োজিত হইত।

১৯২৭ খৃ. তিনি সরকারি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সিলেটে বাস করিতে থাকেন। ১৯৩৭ খৃ. তিনি আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সমাপ্তিতে ১৯৫৩ খৃ. ৩১ মে ৮১ বৎসর বয়সে ঢাকায় মাওলানা ওয়াহীদ ইন্তিকাল করেন এবং নারিন্দা শাহ সাহেব বাড়ীর গোরস্তানে তিনি সমাধিস্থ হন।

মাওলানা ওয়াহীদ কর্তৃক সম্পাদিত 'আরবী সাহিত্য পুস্তকের কয়েকটি আধুনিক সংকলনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ (১) মিরকাতুল আদাব; (২) বাকূরাতুল-আদাব; (৩) সালাসিলুল-কিরাআত; (৪) মাদারিজুল কিরাআত, ১খ. ও ২খ.; (৫) নুখাবুল-উলূম, ১খ. ও ২খ.,।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আবূ নাম্মী (দ্র. মক্কা)

আবূ নাস'র (দ্র. আল-ফারাবী)

আবূ নাস'র খান (ابو نصر خان) ঃ আনু. ১৭শ শতকের মধ্যভাগে পরিচিত, শায়েস্তা খানের পুত্র। উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ নু'আয়ম (ابو نعيم) ঃ আল-ফাদ'ল ইবন দুকায়ন আল-মুলাঈ হাদীছশাস্ত্রজ্ঞ ও ঐতিহাসিক তথ্যদাতা পণ্ডিত (জ. ১৩০/৭৪৮, মৃ. ২৯ শা'বান, ২১৯/৮ সেপ্টেম্বর, ৮৩৪)।

তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ত'লহ'া (রা)-এর পরিবারের মিত্র (مولى) ছিলেন। তিনি কূফাতে বসবাস করিতেন এবং মাঝে মাঝে বাগদাদ-এ গমন করিতেন। সেইখানে একবার খলীফা আল-মা'মুন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুকায়ন-এর প্রকৃত নাম ছিল সম্ভবত 'আমর। তাঁহার এক পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান (সম্ভবত 'ফিহরিস্ত' ৩৪-এ উল্লিখিত কুরআন-এর ভাষ্য রচয়িতা) এবং এক পৌত্র আহ'মাদ ইবন মীছাম-এর নাম পাওয়া যায়।

আবূ নু'আয়ম হাদীছের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাবী (راوى) বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ধর্মীয় 'আক'ীদা সম্পর্কে মু'তাযিলা তদন্তকারিগণের মুকাবিলায় কু'রআন সৃষ্ট নহে, এই মতবাদের পক্ষে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে যে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেন। অপরপক্ষে তিনি আবার শী'আপন্থী বলিয়া সন্দেহভাজন হন। হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতি তাঁহার যে গোপন শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও বুঝাইতে চাহিতেন, তাঁহার সেই সমর্থন কোন উগ্র সমর্থন ছিল না। তিনি 'আলীপন্থিগণের সম্বন্ধে তথ্যাদি সরবরাহ করিতেন (উদাহরণস্বরূপ ইবন সা'দ, ৩খ., ১৬০; ৪/১খ., ২৩, ৩০; ৫খ., ৬৬, ২৩৬-৮ ও আবু'ল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, "মাকাতিলু'ত-তালিবিয়্যীন" কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, ৪৬ তু.)। তিনি শী'আপন্থী ও 'আব্বাসী সকলের নিকটই সমভাবে আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রথমে আবূ তালিব-এর জনৈক বংশধর জানাযা পড়ান। কিন্তু কূফার 'আব্বাসী শাসক (Governor), যিনি সেই সময়ে সিংহাসন আসীন খলীফা আল-মু'তাসি'ম-এর দূর সম্পর্কিত চাচাতো ভাই (fifth cousin) ছিলেন, পুনরায় জানাযা পড়াইবার আদেশ দেন।

ঐতিহাসিকগণের বহু বরাত ব্যতীত আবূ নু'আয়ম-এর কোন রচনারই সন্ধান পাওয়া যায় না। মনে হয় তিনি প্রধানত জীবনী বিষয়ক তথ্য সরবরাহকারী ছিলেন, কিছু কিছু সাধারণ ঐতিহাসিক তথ্যও প্রদান

করিতেন। তিনি নিজে সম্ভবত কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। তবে "ফিহ্রিস্ত" (২২৭) তাঁহাকে "কিতাবু'ল-মানাসিক", "কিতাবু'ল-মাসাইল ফিল-ফিক্হ" নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ও আইন সংক্রান্ত দুইখানি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন সা'দ, ৬খ., পৃ. ২৭৯ ও স্থা; (২) বালাযু'রী, আনসাব (Goitein), ৫খ., নির্ঘণ্ট; (৩) বুখারী, তারীখ., হায়দরাবাদ ১৩১৬ হি., ৪/১ খ., ১১৮; (৪) ইবন কু'তায়বা মা'আরিফ, ১২১, ২৬২; (৫) ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (৬) ইবন হি'ব্বান, ছিক'াত পাণ্ডুলিপি তোপকাপু সারায়-এ রক্ষিত আহমেত ৩, ২৯৯৫, পত্র ২৯২খ.; (৭) আগানী ১, ১৪খ., ১১; (৮) ফিহরিস্ত, ২২৭; (৯) আল-খাতীবুল-বাগদাদী, তারীখু বাগাদাদ, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১, ১২খ., ৩৪৬-৫৭; (১০) 'আবদুল-গ'ানী আল-জাম্মাঈলী, কামাল, in MSOS As. 1904, 189-93; (১১) য'াহাবী, হু'ফফ'াজ, (Wustenfeld), ১খ., ৮২; (১২) ঐ লেখক, নুবালা পাণ্ডুলিপি, তোপকাপু সারায়-এ রক্ষিত, আহমেত ৩, ২৯১০, ৭খ., পত্র ১৭৪ ক -১৭৮ ক; (১৩) ইবন হ'াজার, তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫-৭ হি., ৮খ., ২৭০-৬।

Fr. Rosenthal (E.I.²)/হুমায়ুন খান

আবূ নু'আয়ম আল-ইস ফাহানী (ابو نعيم الاصفهانى) ঃ আহ'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন ইসহ'াক ইব্ন মূসা ইব্ন মিহ্‌রান আশ-শাফি'ঈ, জন্ম ইসফাহানে, রাজাব ৩৩৬/জানু-ফেব্রুয়ারি ৯৪৮ (ইব্ন খাল্লিকান অথবা ৩৩৪, ইয়াকুত, বুলদান, ১, ২৯৮, ৩৩০) মৃত্যু সোমবার ২১ মুহাররাম (ইব্ন খাল্লিকান বা সাফার, য়া'কু'ত সোমবার, ২০ মুহাররাম, যাহাবী-সুবক, ২০ মুহ'াররাম) ৪৩০/২৩ অক্টোবর, ১০৩৮। ফিক'হ ও তাসাওউফ বিশারদ পণ্ডিত তাঁহার দাদা মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ একজন সুবিখ্যাত সূফী ছিলেন। তিনিই বংশের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্ন খাল্লিকান)। আবূ নু'আয়ম হি'লয়াতুল-আওলিয়া (১খ. ৪) গ্রন্থে তাঁহাকে স্বীয় অগ্রদূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পিতাও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন (য়া'কু'ত, বুলদান, ৪খ., ৩৪৪)। তিনি পুত্রের ছয় বৎসর বয়স হইতেই জাফার আল-খুলদী ও আল-আস'াম্ম-এর ন্যায় সুবিখ্যাত উস্তাদগণের নিকট বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ৩৫৬/৯৬৭ সাল হইতে তিনি ইরাক, হিজায ও খুরাসান-এ ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা লাভ করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর যাবত তিনি শ্রেষ্ঠ হ'াদীছবেত্তাগণের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার সমসাময়িক আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী এই মত প্রকাশ করেন এবং তাঁহার উদ্ধৃতিসমূহ প্রদান করেন (তারীখ বাগদাদ, ১২খ., ৪০৭, ৪১২), আয-যাহাবী ও আস-সুবকীও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, কিন্তু আল-খাতীব বা য়া'কূ'ত ইহাদের কেহই স্ব স্ব রচিত বিদ্বান ব্যক্তিগণের জীবনী গ্রন্থে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কথিত আছে, তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ সংগ্রহকারিগণের সংখ্যা ছিল প্রায় আশি। তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক আস-সুলামী তাঁহার বরাত দিয়া মধ্যবর্তী অপর একজন কর্তৃক বর্ণিত বলিয়া একটি হ'াদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন (ত'াবাক'াতুস-সূফিয়া, প্রসঙ্গ-আবুল-'আব্বাস ইব্ন 'আতা')। আল-খাত'ীব, যিনি আস-সুবকীর মতে তাঁহার অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন, তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন এইজন্য যে, তিনি 'ইজাযা'কে হাল্কাভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে আয-য'াহাবী (২৭৮) আবার ভিন্ন মত পোষণ করেন। হ'াম্বালী ও শাফি'ঈগণের মধ্যে সংঘাত বিরাজমান থাকা হেতু তিনি তাঁহার একই শহরবাসী আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন মানদা (তু. Brockelmann, SI. 281) কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত হন এবং পরিণামে এমনকি দৈহিকভাবেও আক্রান্ত হন। তাঁহাকে ইসফাহানের মসজিদ হইতেও বহিষ্কৃত করা হয়। তাহারা অবশ্য তাঁহার প্রাণরক্ষাই হয়। কেননা জনশ্রুতি মতে এই শহর জয় করার পরে সুবুক্তিগীনের সৈন্যবাহিনী মসজিদটিতে জুমু'আর সালাতের জন্য সমবেত সকলকে হত্যা করেন। এই ঘটনাকে আবূ নু'আয়ম-এর অন্যতম 'কারামাত' বলিয়াও মনে করা হইয়া থাকে। আন-নাবহানী (তু. Brockelmann, S. II. 763 f) বর্ণনা করেন, আবূ নু'আয়ম-এর অভিশাপের ফলেই মসজিদটি দুইবার ভাঙিয়া পড়ে এবং লোকজন সব চাপা পড়িয়া মারা যায়।

আবূ নু'আয়ম-এর গ্রন্থ হি'লয়াতুল-আওলিয়া' ওয়া ত'াবাক'াতুল-আস'ফিয়া (কায়রো ১৩৫১/১৯৩২-১৩৫৭/১৯৩৮) ৪২২/১০৩১ সালে (দ্র. ১০খ., ৪০৮) সমাপ্ত হয়। যথার্থ সূফীবাদ বলিয়া তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন উহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। সূফীবাদ সম্বন্ধে সাধারণ বর্ণনার পরে তিনি সূফী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিভিন্নতার উল্লেখ করেন, সর্বোপরি 'সূ'ফ' মূল ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দাবলী আলোচনা করেন। শুধু এই বিষয় সম্বন্ধেই তিনি লাবসুস-সূ'ফ নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেইখানে বিনয়-নম্রতা ও দান-ধ্যানের যথার্থ সংজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন (১ খ., ২০, ২৩)। বইটির বাকী অংশে রহিয়াছে সূফী বলিয়া বিবেচিত ও স্বীকৃত ৬৪৯ জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি (নুসসাক نساك)-এর বিবরণ ও বাণী। শুরু হইয়াছে খুলাফা-ই রাশিদীন-এর কাহিনী ও বাণী দ্বারা যাহা সূফীবাদ ও শারী'আতের ভাবধারার পারস্পরিক প্রভাব বা অনুপ্রবেশের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি অধ্যায় এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে, 'শায়খ আবূ নু'আয়ম বলিয়াছেন যে,...'। আস-সুলামীর ত'াবাক'াত-এর সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে, সেইখানে শুধু বাণীই সঙ্কলিত হইয়াছে, কাহিনী বা বর্ণনা প্রায় নাই বলিলেই চলে। কথিত আছে, আবূ নু'আয়ম নিজে এই গ্রন্থখানি নীশাপুরে লইয়া যান এবং সেইখানে ৪০০ দীনারে বিক্রি করেন। গ্রন্থখানির বিভিন্ন উদ্ধৃতি ইব্‌নুল জাওযী-এর সাফওয়াতুস-সাফওয়া-তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় বড় গ্রন্থ 'যি'করু আখবারি ইস'বাহান (ed. S. Dedering, Leiden 1931), ইসফাহানের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের, বিশেষত পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের জীবনী। গ্রন্থটির প্রথম অংশে সংক্ষেপে ইসফাহানী শহরের ভূগোল ও ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয়ের উপর অবশ্য তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন লেখকের রচিত গ্রন্থও ছিল (তু. Dedering ii, viii-x)। এইগুলি ছাড়াও তিনি নবুওয়াতের প্রমাণ সম্বন্ধে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চিকিৎসা ও ঔষধ সম্বন্ধে, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হ'াদীছ-এর উদ্ধৃতি সমেত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম অনুসারী বা সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি ছোট ছোট বই রচনা করেন। তিনি ইসফাহান-এ মারা যান; য়া'কূ'ত-এর মত অনুযায়ী (১ খ., ২৯৮) তাঁহার মাযার মুরদবাব-এ অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S. I. 616 f; (২) য়া'কূ'ত নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, কায়রো, নং ৩২; (৪) যাহাবী তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ; হায়দারাবাদ ১৩৩৪ হি., ৩ খ., ২৭৫-৭৯; (৫) সুবকী, তাবাক'াতুশ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৭-৯; (৬) শা'রানী-আত-তাবাক'াতুল-কুবরা, কায়রো ১৩১৫ হি., ১খ., ৫৬; (৭) ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায'রাত, ৩খ., ২৪৫; (৮) নাবাহানী, জামি' কারামাতিল আওলিয়া, কায়রো ১৩২৯, হি., ১ খ., ২৯৩।

J. Pedersen (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

আবূ নুওয়াস (ابو نواس) ঃ আল-হ'াসান ইবন হানী আল-হ'াকামী, 'আব্বাসী যুগের খাতনামা আরব কবি, ১৩০/৭৪৭ ও ১৪৫/৭৬২ সনের মধ্যভাগে আল-আহওয়ায-এ জন্ম, ১৯৮/৮১৩ ও ২০০/৮১৫ সনের মধ্যভাগে বাগদাদে মৃত্যু (হ'ামযা আল-ইস'ফাহানী, পাণ্ডু. ফাতিহ, ৩৭৭৩, পত্র ৬ r)। তাঁহার দীওয়ানে (কবিতা সংকলন) খলীফা আল-আমীন (মৃ. ১৯৮/৮৭৩) সম্পর্কে একটি শোকগাথা (মারছিয়া) থাকায় ইহার পূর্বে মৃত্যু হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা শেষ উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান-এর সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং আল-জাররাহ' ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হ'াকামীর মাওলা (মুক্তদাস) ছিলেন। আল-জাররাহ' ছিলেন দক্ষিণ 'আরবের সা'দ ইবন 'আশীরা গোত্রীয়। এইজন্যই আবূ নুওয়াস-এর নিসবা (সম্বন্ধবাচক নাম) ছিল আল-হ'াকামী। উত্তর 'আরবদের সম্পর্কে তাঁহার বিরূপ মনোভাব ছিলে। তাঁহার মাতা গুল্লবান (=গুলবান) ইরানী ছিলেন।

অতি অল্প বয়সে আবূ নুওয়াস প্রথমে বসরায় ও পরে কূফায় গমন করেন। ওয়ালিবা ইবনুল-হু'বাব তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। ওয়ালিবার মৃত্যুর (তু. মারছিয়া দীওয়ান, কায়রো ১৮৯৮ খৃ. ১৩২) পর তিনি কবি ও রাবী খালাফ আল-আহ'মার-এর শিষ্য হন। আবূ নুওয়াস কু'রআন হি'ফজ করিয়াছিলেন (ড. শাওক'ী দ'ায়ফ, আল-আসরু'ল-'আব্বাসী আল-আওওয়াল, মিসর, ৭ম মুদ্রণ, পৃ. ২২১) এবং কুরআন ও হাদীছে উত্তম জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তদুপরি তিনি আবূ 'উবায়দা ও আবূ যায়দ প্রমুখ ব্যাকরণবিদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভাষা জ্ঞান উন্নত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বেদুঈনদের মধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর আবূ নুওয়াস প্রশংসাবাচক গীতি রচনা করিয়া খলীফার অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশে বাগদাদ গমন করেন। কিন্তু খলীফার দরবারে তিনি তেমন কোন অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই; তবে বারমাকীগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। বারমাকীদের পতনের পর তাঁহাকে মিসরে পলায়ন করিতে হয়। সেখানে তিনি রাজস্ব বিভাগের (দীওয়ানুল-খারাজ) প্রধান আল-খাতীব ইবন 'আবদিল-হ'ামীদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি সত্বরই তাঁহার প্রিয় শহর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং খলীফা আল-আমীনের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্টতম সময় অতিবাহিত করেন। আল-আমীন তাঁহাকে মদ্যপান করিতে নিষেধ করিতেন এবং এই মদ্যপানের জন্য তাঁহাকে একবার কারারুদ্ধ করেন।

আবূ নুওয়াসের মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়; এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার একটি কবিতায় ধর্মদ্রোহী ভাব প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং এই কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী আন-নাওবাখত-এর বিদ্বান শী'আ পরিবারের গৃহে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই পরিবারের সহিত, বিশেষত ইসমা'ঈল ইবন আবী সাহল আন-নাওবাখতীর সহিত তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য এই সম্পর্কে ইসমা'ঈল সম্বন্ধে মর্মপীড়াদায়ক কিছু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিতে তাঁহাকে বাধা দেয় নাই (দীওয়ান, ১৭১ পৃ.)। সুতরাং নাওবাখতীদের দ্বারা তিনি নিহত হইয়াছেন—এমন উক্তি শুধু একটি অপবাদ, বিশেষত পরবর্তী কালে এই পরিবারই যখন আবূ নুওয়াস-এর কবিতাগুলি সংগ্রহ করিতে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হ'ামযা আল-ইসফাহানী তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করিয়াছেন (তু. পাণ্ডু. ফাতিহ ৩৭৭৩, পত্র ৩ v)।

আরবী সাহিত্য সমালোচকগণ আবূ নুওয়াসকে আধুনিক ভাবধারার কবিদের (মুহদ'াছূন) প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন। "প্রাচীনদের জন্য ইমরুউল-কায়স যাহা—আধুনিকদের জন্য আবূ নুওয়াসও সেই পর্যায়ের" (ফাতিহ'৩৭৭৩, পত্র৭r)। ন্যূনপক্ষে সম্ভবত একমাত্র বাশশার ইবন বুরদ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন, যদিও আবূ নুওয়াস প্রশংসামূলক কবিতায় সাধারণত প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিয়াছেন (তু. দৃষ্টান্তস্বরূপ দীওয়ান, ৭৭, মানহুকা নামের প্রশংসামূলক যাহা আল-ফাদ'ল ইবনুর-রাবী'র প্রশংসায় রচিত, ইবন জিন্‌নী যাহার একটি বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন)। তথাপি প্রাচীন রীতি, বিশেষত নাসীব [কাসীদা (গীতি কবিতা)-র প্রণয়মূলক ভূমিকা] সম্পর্কে তাঁহার বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য রহিয়াছে। একটি কবিতা তিনি হঠাৎ এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন (কাসীদা -র সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম) ঃ আমি এইজন্য ক্রন্দন করি না যে, প্রিয়ার বাস্তুভিটা পানি ও বৃক্ষলতাহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে (ফাতিহ' ৩৭৭৫, পত্র ১২r)'। প্রিয়ার পরিত্যক্ত বসতবাড়ীর পরিবর্তে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত মদ্যশালার জন্য ক্রন্দন করেন এবং দূরে চলিয়া গিয়াছেন তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জন্য দুঃখ করেন। 'আরবী সাহিত্যে সর্বপ্রথম আবূ নুওয়াসের দীওয়ানের একটি বিশেষ অধ্যায়ে শিকার সম্পর্কিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কবিতাগুলিতে শিকারী কুকুর, বাজ পাখী, অশ্ব, এমনকি বিভিন্ন প্রকারের শিকারের জীব-জন্তুর বর্ণনাও রহিয়াছে। এইগুলি উন্নত মানের শব্দসম্ভারে অতি সমৃদ্ধ। প্রাচীন বেদুঈন কাব্যে জীব-জন্তুর এই ধরনের বিবরণের নমুনা আবূ নুওয়াস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইহাকে একটি স্বতন্ত্র রচনাশৈলী দান করিয়াছেন। পরবর্তী কালে ইবনুল-মু'তায্য (মৃ. ২৬৯/৯০৮) ইহার আরও বিকাশ সাধন করিয়াছেন।

সামসাময়িক কথ্য ভাষার বাক-পদ্ধতি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করিলেও আবূ নুওয়াসের ভাষা ছিল মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। ভাষাগত ভুল-ত্রুটি তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্ববর্তীদের মধ্যেও সাধারণত প্রচলিত ছিল (তু. J.W. Fuck, Arabiya, পৃ. 51)। তাঁহার কিছু বিশেষ শ্রেণীর কবিতায় প্রায়ই ফারসী শব্দ পরিলক্ষিত হয় (যথা দাশত-ই বিয়াবান, ফাতিহ' ৩৭৭৫, পত্র ২৯. ইদ'াফাত-এর একটি পূর্ণ পদবিন্যাস)।

মোটামুটিভাবে তাঁহার কবিতায় পারস্য সভ্যতার উল্লেখযোগ্য প্রভাব দৃষ্ট হয় (তু. Gabrieli, OM, 1953-283) । আমরা তাঁহাকে প্রায়ই পারস্য ইতিহাসের বীর পুরুষদের উল্লেখ করিতে দেখি, তদ্রূপ প্রাচীন 'আরবদের উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। কাজেই ইহা তেমন কোন গুরুত্বের বিষয় নহে এবং তাঁহাকে এই কারণে শু'উবিয়্যা আন্দোলনের সমর্থক কবিও বলা যায় না। 'আব্বাসী আমলের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে ইরানী উপাদানের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, আর সেই সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রতিচ্ছবি আবূ নুওয়াসের কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে (তু. A.sahadde, Zur Herkunft der Urfour einiger Abu Nuws Geschichten in 1001 Nacht, ZDMG. 1934, পৃ. 259; ঐ লেখক, Weiteres zu Abu Nuwas in 1001 Nacht, ZDMG,1936; পৃ. 602; W. H. Ingrams, Abu Nuwas in Life and in Legend. London 1933. Schaade in OLZ. 1935, 525-7)।

আবূ নুওয়াস নিজে তাঁহার কবিতার কোন সংকলন প্রস্তুত করেন নাই। ফলে একদিকে তাঁহার অনেক কবিতাই, বিশেষত মিসরের যেই সকল কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন যাহা ইরাকে অজ্ঞাত ছিল (তু. ফাতিহ' ৩৭৭৩, পত্র 4 r), সেইগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার দীওয়ান কয়েকটি সংশোধিত পাঠে বিদ্যমান, তন্মধ্যে আস-সূলী ও হ'ামযা আল-ইস'বাহানী-এর দুইজনের দুইটি পাঠই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (শেষোক্তটির জন্য দ্র. E. Mittwoch MSOS, 1909, পৃ. 156)। আস-সূলী প্রক্ষিপ্ত কবিতাগুলি বর্জন করার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং কবিতাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করিয়াছেন। হ'ামযা তেমন সতর্কতা প্রদর্শন করেন নাই। কারণ ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সন্দেহজনক কোন একটি কবিতা প্রকৃতই আবূ নুওয়াসের রচিত নহে। ফলে হ'ামযার সংকলনটি আস-সূলীর সংকলন হইতে তিন গুণ বৃহৎ যাহা ১৫ শত কবিতায় ১৩ হাজার শ্লোক সম্বলিত। অধিকন্তু হ'ামযা ইস'বাহানী অনেক কবিতার সঙ্গে 'আখবার" (রচনার পটভূমি)-ও সংযোজন করিয়াছেন, যাহা আস-সূলীর সংকলনে অনুপস্থিত এবং কতক অধ্যায়ে তিনি ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন। মুহালহিল ইবন য়ামূত কর্তৃক "আবূ নুওয়াসকে তাঁহার অন্যের রচনা হইতে চুরি (সারিক'াত) সম্পর্কে লিখিত "সিরীয় রিসালা"-ও হ'ামযার সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। Ahlwardt সংকলিত মদ্য সংক্রান্ত কবিতার সংস্করণটিতে আস-সূলীর পাঠ অনুসরণ করা হইয়াছে। হ'ামযার পাঠের উপর ভিত্তি করিয়া কায়রোর সংকলনটি (১৮৯৮ খৃ.) প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সংস্করণসমূহের তুলনায় উপরিউক্ত উভয় সংশোধিত পাঠের অনেক উত্তম পাণ্ডুলিপি, বিশেষত ইস্তাম্বুলে বর্তমানে বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সংস্করণসমূহ (১) W. Ahlwardt, Diwan d. Abu Nuwas, I, Die Weinlieder, Greiffswald 1861; (২) লিথোগ্রাফ, কায়রো ১২৭৭ হি.; (৩) বৈরূতে মুদ্রিত ১৩০৬ হি.; (৪) ইসকানদার, আসাফ, কায়রো ১৮৯৮ খৃ., ১৯০৫ খৃ.; (৫) সম্পা. মাহ'মূদ কামিল ফারীদ, কায়রো ১৯৩২; (৬) সম্পা. আন-নাবাহানী, কায়রো ১৩২২-৩ হি.; (৭) A. A. al-Ghazzali, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (৮) হ'াদীক'াতুল-ইনাস ফী শি'রি আবী নুওয়াস, বোম্বাই ১৩১২.; (৯) মানসূ'র 'আবদু'ল-মুতা'আলী, আল-ফুক'াহা ওয়াল-ই'তিনাস ফী মুজুন আবী নুওয়াস, কায়রো ১৩১৬ হি, অনু. A. von Kremer. Diwan des Abu nuwas. des grossten lyrischen Dichters der Araber, vienna 1855, জীবনী গ্রন্থাদির সূত্রসমূহ; (১০) ইবন কুতায়বা, শি'র, ৫০১-৫২; (১১) ইবনুল মু'তায্য, ত'াবাক'াতুশ-শু'আরাইল মুহ'দাছীন (G. M. S), 87-99; (১২) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', কায়রো ১২৯৪ হি., ২৬৩-৮৯; (১৩) ইবনুল-আনবারী, নুযহা, ৯৬-১০৩; (১৪) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৭খ., ৪৩৬-৪৯; (১৫) ইবন খাল্লিকান, সংখ্যা ১৬৯। আধুনিক গ্রন্থকার (১৬) Brockelmann. I, 74-6, S I, 114-8, 940, 111, 1193; (১৭) ঐ লেখক, E.I.[1]; (১৮) H. Ritter, I A; (১৯) ইবন মানজূ'র, আখবার আবী নুওয়াস তারীখুহ, নাওয়াদিরুহ, শি'রুহ, মুজুনুহ, কায়রো ১৯২৪ খৃ.; (২০) আবুল-'আব্বাস মুস'তাফা 'আম্মার, আবূ নুওয়াস, হ'ায়াতুহ ওয়া শি'রুহ, কায়রো তা. বি.; (২১) 'উমার ফাররূখ, আবূ নুওয়াস, শা'ইরু হারূনির- রাশীদ ওয়া মুহাম্মাদ আল-আমীন ১খ., দিরাসা ওয়ান-নাকা'দ, বৈরূত ১৯৩২ খৃ.; (২২) 'আবদুর-রাহ'মান সি'দকী, আবূ নুওয়াস, কায়রো ১৯২৪ খৃ.;(২৩) ইবন হাফফান, আখবার আবী নুওয়াস; (২৪) V. Rosen, Ob Abu Nuwas i ego poesii, in pamiati Akademika V. R. Rozena, Moscow-Leningrad 1947, 57-71; (২৫) F. Gabrieli, Abu Nuwas, Poeta Abbaside, OM. 1953, 279-96; (২৬) জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগ'াতিল-'আরাবিয়্যা, মিসর তা. বি., ২খ., ৬৮-৭২; (২৭) আহ'মাদ হ'াসান আয-যায়্যাত, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, মিসর ২৪তম মুদ্রণ, পৃ. ২৭২-৬; (২৮) R. A. Nicholson, A, literary History of the Arabs, Cambridge 1953, পৃ. ২৯২-৬; (২৯) Clement Huart, A History of Arabic Literature, বৈরূত ১৯৬৬, পৃ.৭১-২।

Ewald Wagner (E.I.[2])/ এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ নুখায়লা (ابو نخيلة) ঃ আল-হিম্মানী আর-রাজিয, বসরার কবি। একটি খেজুর গাছের (নাখলা) পার্শ্বে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মা তাঁহার এইরূপ নামকরণ করেন। তাঁহাকে আবুল-জুনায়দ ও আবুল-ইরমাস এই দুইটি উপনাম বা কুনয়া এবং ইয়ামার (বা হাযন, হাবীব ইবন হ'াযন) ইবন যাইদা ইবন লাকী'ত এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু খুব সম্ভব তিনি তামীম গোত্রের সা'দ ইবন যায়দ মানাত-এর সঙ্গে স্বীয় বংশসূত্র যুক্ত করার জন্য একটি কাল্পনিক বংশ-তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বস্তুত আল-ফারাযদাক' তাঁহার হস্তক্ষেপে জেল হইতে মুক্তি লাভ করিবার কারণে ক্রোধবশে তাঁহাকে দা'ঈ বংশীয় বলিয়া অভিহিত করেন। ইবনুল-কালবী তাঁহার জামহারা গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। কথিত আছে, অকৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলে তিনি কিছুকাল মরুভূমিতে গিয়া বাস করেন। সেইখানে তিনি বেদুঈনদের 'আরবী ভাষা সম্বন্ধে সম্যক

জ্ঞান লাভ করেন এবং কিছুটা খ্যাতিও অর্জন করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়াতে গমন করেন এবং মাসলামা ইবন 'আবদিল-মালিক (দ্র.)-এর সঙ্গে যোগদানে সক্ষম হন, ব্যক্তিগত অনীহা সত্ত্বেও যাঁহার প্রভাবে প্রথমে তিনি রুবা (দ্র.)-এর রাজায ছন্দে রচিত একটি কবিতা (উরজুযা) নিজের বলিয়া দাবি করেন এবং তাঁহার পর হিশাম ইবন 'আবদিল-মালিকও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত উপহার-সম্পদাদি প্রদান করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার কোন নৈতিকতাবোধ ছিল না, আর সেই কারণেই তিনি পূর্বে হিশামকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত 'দাল' অন্ত্যমিলযুক্ত স্তুতিগীতি (উরজুযা) আবুল-'আব্বাস আস-সাফফাহ'-এর সম্মুখেও পাঠ করেন। তাঁহার প্রথম 'আব্বাসীগণের প্রশস্তিসূচক কবিতাগুলিতে তাঁহার পূর্বেকার পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যই তিনি "বানূ হাশিমদের কবি" উপাধি লাভ করেন, কিন্তু অতি লোভের কারণেই শেষ পর্যন্ত পতন ঘটে। একটি কবিতা রচনা করিয়া সেইটি তিনি ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন, সেই কবিতাটিতে তিনি খলীফা আল-মানসূরকে আস-সাফফাহ' কর্তৃক পরবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত ঈসা ইবন মূসার পরিবর্তে তাঁহার নিজ পুত্র মুহ'াম্মাদ (আল-মাহদী)-কে উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। খলীফা সেই কবিতাটির জন্য তাঁহাকে উদারভাবে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে খুরাসানে পলায়ন করিয়া যাইতেও উপদেশ দেন। যাহা হউক, 'ঈসা-এর একজন অনুচর তাঁহাকে অনুসরণ করে এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া মুখের চামড়া তুলিয়া নিয়া মৃতদেহটি শকুনের ভক্ষ্য হিসাবে নিক্ষেপ করে। ১৩৬/৭৫৪ সালের সামান্য পরে কোন এক সময়ে এই ঘটনাটি ঘটে।

আবূ নুখায়লা কিছু সংখ্যক কাসীদা রচনা করেন, কিন্তু সর্বোপরি তিনি "রাজায" ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পছন্দ করিতেন। অপর একজন বিখ্যাত রাজিয আল-আজ্জাজ (দ্র.)-এর সঙ্গে তিনি এক কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক কবিতা একটি দীওয়ান সংকলনের জন্য উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কবিতা বুঝা সব সময়ে সহজসাধ্য নহে, কারণ এইগুলিতে বেদুঈন প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কিন্তু এইগুলির ভাব ও বাণী অতি স্থূল ধরনের এবং এরূপ হাস্য-উদ্দীপক ছিল যে, কবির প্রতিদ্বন্দ্বিগণ একেবারে নিরস্ত্র হইয়া যাইতেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীও হাসিতে হাসিতে উদ্বেলিত হইত, আর তাঁহারা কমবেশী এইজন্যই অর্থের থলি খুলিতেও প্রবৃত্ত হইত। এই অর্থ সংগ্রহই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। মনে হয় যেন অর্থ উপার্জনের বিষয়ে তিনি একেবারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। শিকারের কাহিনী ভিত্তিক কবিতা, বিস্তারিত প্রশংসা সূচক কবিতা, অপ্রত্যাশিত শোকগাথা রচনার পাশাপাশি তিনি ক্ষুদ্র বিদ্রূপাত্মক কাব্য সৃষ্টি করিতে পারঙ্গম ছিলেন। কারণ তাঁহার মধ্যে অকৃতজ্ঞতার একটি মনোভাব স্বভাবগতভাবে থাকিলেও কবি কখনও কখনও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেও জানিতেন, বিশেষ করিয়া আল-মুহাজির ইবন 'আবদুল্লাহ আল-কিলাবীর মৃত্যুর পর হইতে, যিনি তাঁহার ন্যায় একই মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সমালোচকগণ, বিশেষ করিয়া ইবনুল-মুতায্য তাঁহাকে একজন স্বভাব কবি বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। ৩য়/৯ম শতকে তাঁহার কবিতার ব্যাপক প্রচার হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হাওয়াওয়ান, ২খ., ১০০ ও নির্ঘণ্ট; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ৩খ., ২২৫, ৩৩৬; (৩) ইবন কু'তায়বা, শি'র, পৃ., ৫৮৩-৪; (৪) ইবনুল-মু'তায্য, ত'াবাক'াত, পৃ. ২১-৩; (৫) ইবন দুরায়দ, ইশতিকাক, পৃ. ১৫৪; (৬) ঐ লেখক, জামহারা, ৩খ., ৫০৪; (৭) তাবারী , ৩খ., ৩৪৬-৫০; (৮) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ., ১১৮-২০-২৩৩২; (৯) আগ'ানী, বৈরূত সংস্করণ, ২০ খ., ৩৬০ -৯২ ; (১০) সূ'লী, আওলাদুল-খুলাফা', পৃ. ৩১০-১৪; (১১) হু'স'রী, যাহরুল-আদাব, পৃ. ৯২৫; (১২) বাগদাদী, খিযানা, বূলাক সংস্করণ, ১খ., ৭৮-৮০, কায়রো সংস্করণ, ১খ., ১৫৩-৭; (১৩) ইবন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ২খ., ৩১৮-২২; (১৪) গারসুন-নিমা, হাফাওয়াত, নির্ঘণ্ট; (১৫) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', পৃ. ২১৯-২০; (১৬) ইবনুশ-শাজারী, হ'ামাসা, পৃ. ১১৭; (১৭) আমিদী, মু'তালিফ, পৃ. ১৯৩-৪; (১৮) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, ১খ., ১৯৫; (১৯) Nallino, Litterature, পৃ. ১৫৯-৬০; (২০) Pellat, Milieu, পৃ. ১৫৯-৬০; (২১) O. Rescher, Abriss, ১খ., ২২৩; (২২) A. H. Harley, Abu Nukhaylah, a postclassical Arab poet, JRAS Bengal, ৩য় সিরিজ, ৩খ. (১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ৫৫-৭০; (২৩) বুসতানী, DM, ৫খ., ১৪৫-৭; (২৪) যিরিকলী, আ'লাম, ৮খ., ৩৩১।

Ch. Pellat (E.I.², Suppl.)/ হুমায়ুন খান

আবূ ফাতিমা (ابو فاطمة) ঃ (রা) কেহ কেহ তাঁহাকে আল-আযদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার আদ-দাওসী বা আল–লায়ছী বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। ইবন য়ূনুস তা'রীখু মিস'র গ্রন্থে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, আবূ যুর'আ বাগাবী ও ইবন সামী' তাঁহাকে সিরিয়ায় অধিবাস স্থাপনকারী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইবনুর রাবী' আল-জীযী তাঁহাকে মিসরে বসবাসকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বারকী বলিয়াছেন, তিনি মিসরে ছিলেন এবং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম তাঁহাকে সাহাবী বলিয়াছেন। আল-ফাদ'ল আল-আলাঈ তাঁহার কবর সিরিয়ায় ফাদ'ালা ইবন 'উবায়দার কবরের পার্শ্বে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হ'াকি'ম আবূ আহ'মাদ, আবূ ফাতি'মা আল-লায়ছী ও আবূ ফাতি'মা আল-আযদী-র মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তি মিসরীয় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সিরীয় বলিয়া কথিত। আল-মামী 'আত-তাহযীব' কিতাবে তাঁহার নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন, কেহ কেহ তাঁহার নাম উনায়স আর কেহ কেহ 'আবদুল্লাহ ইবন উনায়স বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে কাছীর ইবন ফালীত, কাছীর ইবন মুরবা ও আবূ 'আবদি'র-রাহ'মান আল-হাবালী প্রমুখ রাবী হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

অধিক পরিমাণে সিজদার কারণে তাঁহার কপালে ও হাঁটুদ্বয়ে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১৫৩-১৫৪, সংখ্যা ৮৯৪।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজলী

আবূ ফাতি'মা আল-আনস'ারী (ابو فاطمة الانصاری) ঃ (রা) একজন সাহাবী। আনাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি হ'াদীছে উল্লেখ আছে, আবূ ফাতি'মা আল-আনস'ারী একদা রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অবশ্য ইসিয়াম পালন করিবে। কারণ ইহার সাথে তুলনীয় কোন কিছু নাই।" হ'াদীছটি উল্লেখ করিয়া ইবন হ'াজার বলেন, যেহেতু আনসারগণ প্রায় সকলেই আযদ বংশোদ্ভূত, আবূ ফাতি'মা আল-আযদী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু আরো কয়েকটি সূত্রে আল-আযদীর হ'াদীছে সিয়ামের উল্লেখ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১৫৪ সংখ্যা ৮৯৫; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস- সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ১৯২, সংখ্যা ২২২৪।

মুহাম্মদ মহিববুর রহমান ফজলী

আবূ ফাতি'মা আদ-দা'মরী (ابو فاطمة الضمری)ঃ (রা) একজন সাহাবী। মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র) ইবন 'আক'ীল হইতে একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবূ আয়াস ইবন ফাতি'মা আদ-দামরী-এর কাছে যাই। তখন তিনি বলেন, 'হে আবূ 'আক'ীল! আমার পিতা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার আমাদের নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে সুস্থ হওয়ার পর রোগাক্রান্ত হওয়া পসন্দ করে?"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., সংখ্যা ৮৯৭।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজলী

আবূ ফিরাস আল-হ'ামদানী (ابو فراس الحمدانی) ঃ আল-হ'ারিছ ইবন আবিল-'আলা সা'ঈদ ইবন হামদান আত-তাগলিবীর কবি নাম। তিনি ছিলেন একজন 'আরব কবি। ৩২০/ ৯৩২ সালে সম্ভবত ইরাকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সা'ঈদ নিজেও একজন কবি ছিলেন। তিনি যখন ৩২৩/৯৩৫ সালে মাওসিল অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাসি'রুদ-দাওলা হ'াসান কর্তৃক নিহত হন। কবির চাচাত ভাই সায়ফুদ-দাওলা কর্তৃক ৩৩৩/৯৪৪ সালে আলেপ্পো অধিকারের পর আবূ ফিরাস তাঁহার মাতার (যিনি ছিলেন গ্রীক উম্মুল-ওয়ালাদ) মুক্ত দাসীর সঙ্গে আলেপ্পো নীত হন। সায়ফুদ-দাওলার তত্ত্বাবধানে আবূ ফিরাস শিক্ষা লাভ করেন। সায়ফুদ-দাওলা তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবূ ফিরাস ৩৩৬/ ৯৪৭-৮ সালে মানবিজের গর্ভনর পদে নিযুক্ত হন (এবং পরে হাররানেরও গর্ভনর হন)। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দিয়ার মুদ'ারের যিয়ারী গোত্রসমূহের সঙ্গে যুদ্ধে ও সিরীয় মুরুভূমির যুদ্ধে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি অনেক সময় সায়ফুদ-দাওলার সঙ্গে বায়যান্টাইন অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করিতেন। ৩৪৮/৯৫১ সালে তিনি বায়যান্টীয়দের হাতে বন্দী হন। কিন্তু খারশানার কারাগার হইতে অশ্বে আরোহণ করত ফুরাত নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং পলাইতে সক্ষম হন। ৩৫১/৯৬২ সালে গ্রীকদের দ্বারা আলেপ্পো অবরোধের সময় তিনি পুনরায় মানবিজে বন্দী হন এবং কনস্টান্টিনোপলে নীত হন। সায়ফুদ- দাওলার নিকট তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য বারবার আবেদন সত্ত্বেও ৩৫৫/৯৬৬ সালে সাধারণ বন্দী বিনিময়ের সময় পর্যন্ত তাঁহাকে বন্দী থাকিতে হয়। অতঃপর তাঁহাকে হিমসের গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। সায়ফু'দ-দাওলার মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে ও উত্তরাধিকারী (আবূ ফিরাসের ভাগিনেয়) আবুল-মা'আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত ও বন্দী হন। আবুল-মা'আলীর সেনাপতি কারাগাওয়ায়হ কর্তৃক ২ জুমাদাল-উলা, ৩৫৭/৪ এপ্রিল, ৯৬৮ সালে নিহত হন।

আবূ ফিরাস তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উত্তম বংশমর্যাদার অধিকারী, সাহসী ও উদার ছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের দ্বারা "সকল গুণে গুণান্বিত ও শ্রেষ্ঠ" বলিয়া প্রশংসিত হন (যদিও তিনি দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন)। তাঁহার জীবন আরব বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আদর্শ তিনি তাঁহার কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্ভবত এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া ইবন 'আব্বাদের সেই প্রবাদ বাক্যের উদাহরণ অনেক সময় দেওয়া হয় ঃ কবিতা আরম্ভ হইয়াছে এক বাদশাহর সময় হইতে (অর্থাৎ ইমরুল কায়স) এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে আর এক বাদশাহর সময়ে (অর্থাৎ আবূ ফিরাস)।

তাঁহার প্রাথমিক রচনাসমূহ প্রাচীন কাসীদা আকারে রচিত। এইসব কবিতায় তিনি তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্য ও যুদ্ধে বীরত্বের বর্ণনা দিয়াছেন (প্রসঙ্গত রাঈয়া নামক ২২৫ লাইনের কাসীদা উল্লেখযোগ্য, যাহাতে তিনি হামদানী পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন) অথবা আত্মপ্রশংসার বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ইরাকী পদ্ধতিতে প্রেম ও বন্ধুত্ব বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা রচনা করেন। আবূ ফিরাসের কাসীদা অকৃত্রিম, খাঁটি, স্পষ্টবাদী ও প্রাকৃতিক বর্ণনার বলিষ্ঠতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার কাসীদায় সায়ফুদ-দাওলার দরবারে তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মুতানাব্বীর কবিতার মত উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের বাড়াবাড়ি ছিল না। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতা আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য অত্যন্ত কম; তদুপরি এইগুলি অমৌলিক। তাঁহার সেই সকল গীতিকবিতাও উল্লেখযোগ্য যেইগুলিতে শী'আ মতবাদের প্রতি তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে এবং 'আব্বাসীদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ রহিয়াছে। কিন্তু বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁহার রচিত "রূমিয়্যাত" কবিতা তাঁহার খ্যাতিকে অম্লান করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কবিতা তিনি মর্মস্পর্শী ও অলংকারপূর্ণ বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক বন্দীর মানসিক অবস্থা, যে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পুনর্মিলনের জন্য অতি ব্যাকুল। এতদ্ব্যতীত এইগুলিতে রহিয়াছে

তাঁহার নিজস্ব কিছু প্রশংসা। মুক্তিপণ প্রদান করত তাঁহাকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সায়ফুদ-দাওলার নিন্দা এবং তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য তীব্র অভিযোগ ভাষ্য (যাহার অধিকাংশ স্বয়ং আবূ ফিরাস হইতে গৃহীত)-সহ তাঁহার দীওয়ান তাঁহার শিক্ষক ও বন্ধু, ব্যাকরণবিদ ইবন খালাওয়ায়হ (মৃ. ৩৭০/৯৮০) কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পর সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহার পাণ্ডুলিপিসমূহের পাঠ ও বিন্যাসে এত পার্থক্য ও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যে, তাহাতে মনে হয় অন্য কতক সংস্করণও প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইহাতে আল-বাবাগা (মৃ. ৩৯৮/১০০৮)-এর সংস্করণও খুব সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ত্রুটিযুক্ত সকল প্রাচীন সংস্করণ (বৈরূত ১৮৭৩, ১৯০০, ১৯১০ খৃ.) এস. দাহহান (৩ খণ্ডে, বৈরূত ১৯৪৪) -এর পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ সমালোচনামূলক সংস্করণ কর্তৃক বাতিল হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তানূখী, নিশওয়ারুল- মুহাদারা, লন্ডন ১৯২১, ১খ., ১১০-২; (২) ছা'আলিবী, য়াতীমা, ১খ., ২২-৬২ (কায়রো, ১খ., ২৭-৭১); (৩) ভূমিকাসহ অনূদিত ও সম্পাদিত R. Dvorak, Abu Firas, en arab, Dichter und Held, Leiden 1895; (৪) ইবন খাল্লিকান, নং ১৪৬; (৫) Brockelmann, ১খ., ৮৮; Si, 142-4; (৬) M. Canard, সায়ফুদ-দাওলা (Recueil de textes), Alger-Paris1934, নির্ঘণ্ট; (৭) ঐ, Hist. de la Dynastie des Hamdanides, I Alger 1951, 379, 395 পৃ.; ৩৯৬পৃ, ৬৬৯পৃ, ৭৬৩, ৭৭২,৭৯৬, ৮১০, ৮২৪; (৮) H Ritter, Oriens 1948, 377-85.

H. A. R Gibb (E.1.2)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আবূ ফুতরুস (দ্র. নাহর আবী ফুতরুস)

আবূ ফুদায়ক (ابو فديك) ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন ছাওর, বানূ কায়স ইবন ছা'লাবা গোত্রের একজন খারিজী আন্দোলনকারী । তিনি প্রথমত নাফি' ইবন আযরাক-এর সহযোগী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নাজদা ইবন 'আমির-এর সহিত যোগদান করার জন্য নাফি' ইব্‌ন আযরাক (দ্র.)-কে ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে নাজদা ইবন 'আমিরকে হত্যা করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। এই হত্যার পর তিনি সমগ্র বাহ'রায়নের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন (৭২/৬৯১) এবং বসরা হইতে খলীফা 'আবদুল-মালিক কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হন। অল্পকাল পরেই (৭৩/৬৯৩) দ্বিতীয় অভিযানে 'উমার ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন মা'মার-এর নেতৃত্বে বসরা হইতে ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। তাঁহারা তাঁহাকে পরাজিত ও হত্যা করিতে সক্ষম হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আজদাজ, নং; ১১; (২) মুবাররাদ, কামিল, ৬৬২; (৩) বালাযুরী, আনসাব, ৫খ., ৩৪৬, ১১ (=Anonyme arab. Chronik, ed. Ahlwardt), 134 প.; (৪) ত'াবারী, ২খ., ৮২৯, ৮৫২প.; (৫) আশ'আরী, মাকালাত, ১০১; (৬) শাহরাস্তানী (ইবন হ'াযমের ফিস'াল-এর হাশিয়ায়), ১খ., ১৬২-১৬৭; (৭) R. Brunnow, Die Charidschiten, 47 প.; (৮) J. Wellhausen, Die Religios-politisochen Oppositions-parteien, 32, খাওয়ারিজ।

M. Th. Houtsma (E. I.2)/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আবূ বকর, মুহম্মদ (محمد ابو بكر) ঃ কুষ্টিয়া জেলার শংকরদিয়া গ্রামের বাসিন্দা, জ. ১ মার্চ, ১৯২২ খৃ., ইন্তিকাল ২৯ জুলাই, ১৯৭৩ খৃ.; পিতার নাম খোন্দকার আউলাদ আলী, দাদা মীর রহম আলী।

তাঁহার এক পূর্বপুরুষ মীর রহমতুল্লাহ ছিলেন নাটোরের বিখ্যাত রাণী ভবানীর গৃহশিক্ষক। এইজন্য রাণী ভবানী শংকরদিয়া গ্রামে তাঁহাকে কিছু লা-খিরাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহারা এই সম্পত্তি ভোগদখল করিয়া থাকেন। মুহম্মদ আবূ বকর পুরাতন নিসাবের মাদরাসায় শিক্ষিত ছিলেন। খৃ. ১৯২৬ সালে কলিকাতা 'আলিয়া মাদরাসা হইতে মুমতাযুল-মুহাদ্দিছীন (এম. এম.) ডিগ্রী লাভ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেও তিনি আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'আরবী ভাষায় বি.এ. অনার্স ডিগ্রী বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন (১৯৩৩ খৃ.)। কর্মজীবনে ইনি শিক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাইমারী শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করিয়া ১৯৭১ খৃ. চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ও গযল-গানের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার গযল রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রেডিও) হইতে প্রচারিত হইত। তাঁহার ইসলামী কবিতাবলী 'ভোরের আজান' নামক কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল (কলিকাতা ১৯৪০ খৃ.)। তিনি পবিত্র কুরআনের শেষ খণ্ড 'আম-পারার বাংলা অনুবাদ করেন (১৯৩৩)। তাঁহার বহু কাব্য, গল্প, নাটিকা ইত্যাদি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। 'আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বাংলাতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

বাংলা সাংবাদিকতায় তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। কলিকাতায় থাকাকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'দোপেঁয়াজা' ছদ্মনামে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। কুষ্টিয়াতে চাকুরিকালে তিনি 'সন্ধানী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে শুরু করেন, কিন্তু তথা হইতে বদলি হওয়ার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ছিলেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর লিখিয়াছেন। (তথ্যাবলী পারিবারিক সূত্র হইতে সংগৃহীত)

আবূ তালিব

আবূ বকর সিদ্দিকী (ابو بكر صديقى) ঃ মাওলানা, শাহ (র), হুগলী জেলার ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন (জন্ম সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সন ১২৫৩ ব. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৪৩; সন ১২৬৫ ব., এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আওলিয়াগণ, ফেনী ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩৫; মুহাম্মদ মুতীউর-রাহমান, আঈনা-ই ওয়ায়সী, পাটনা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ২৪২; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়ত, রাজশাহী ১৩৯০, পৃ.

৩)। তিনি প্রথম খলীফা আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ মানসূ'র বাগদাদী ৭৪১/১৩৪০ সালে বঙ্গদেশে আসেন এবং হুগলী জেলার মোল্লাপাড়া গ্রামে বাস করেন (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৮৬৩ খৃ., পৃ. ১১৭-২৬)। মানসূ'র বাগদাদীর অধস্তন অষ্টম পুরুষ মুসতাফা মাদানী ছিলেন শায়খ আহ'মাদ সিরহিন্দী (র) [মৃ. ১০৩৪/১৬২৪]-এর তৃতীয় পুত্র মা'সূ'ম রাব্বানীর মুরীদ। কথিত আছে, মা'সূ'ম রব্বানীর অন্যতম মুরীদ ছিলেন সম্রাট আওরংগযেব (মৃ. ১১১৮/১৭০৭)। তিনি মুসতাফা মাদানীকে মেদিনীপুর শহরে একটি মসজিদ সংলগ্ন মহল ও বহু লা-খারাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন (ইসলাম প্রসঙ্গ)।

আবূ বকর সিদ্দিকীর বয়স যখন মাত্র নয় মাস, তখন তাঁহার পিতা 'আবদুল-মুক'তাদির ইন্তিকাল করেন (১২৬৬ ব.)। তাঁহার মাতা মাহাব্বাতুন- নিসা'র আগ্রহে ও যত্নে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। সিতাপুর মাদরাসা ও পরে হুগলী মুহসিনিয়া মাদরাসায় তিনি অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত মাদরাসা হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত জামা'আত উলা (ফাযিল) পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা সিন্ধুরিয়া পট্টির মসজিদে হাফিজ জামালুদ-দীন-এর নিকট তাফসীর, হাদীছ ও ফিক'হ অধ্যয়ন করেন। হাফিজ সাহেব শহীদ সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলবী (র) [মৃ. ১২৪৬/১৮৩১]-এর খালীফা ছিলেন। কলিকাতা নাখোদা মসজিদে মাওলানা বিলায়াত (র)-এর নিকট তিনি মানতিক, হি'কমা (গ্রীক দর্শন) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩/২৪ বৎসর বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনা গমন করেন। তথায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং রাওদা মুবারাক-এর খাদিম বিখ্যাত 'আলিম আদ-দালাইল আমীন রিদ'ওয়ান-এর নিকট হইতে ৪০ হাদীছ গ্রন্থের সনদ লাভ করেন (হাকীকতে ইন্‌সানিয়ত, পৃ. ৪; বাংলাদেশের পীর-আওলিয়াগণ, পৃ. ৩৬; আবূ ফাতেমা মোহাম্মাদ ইসহাক, ফুরফুরার পীর হ্যরত আবূ বকর সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০, পৃ. ১০-১১)। তৎপর দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া একাদিক্রমে ১৮ বৎসর তিনি ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন (ফুরফুরার পীর হ্যরত আবূ বকর সিদ্দিকী, পৃ. ১১)।

পাঠ্যাবস্থাতেই 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। রাত্রি জাগিয়া তিনি যিকির করিতেন। শারী'আতের হুকুম-আহকাম সাধ্যমত পালন করিতে তিনি অতিশয় যত্নবান ছিলেন। এইভাবে যখন তিনি নিরলস সাধনায় রত ছিলেন, তখন কলিকাতায় বিখ্যাত ওয়ালী শাহ সূফী ফাত্‌হ আলী (র) [মৃ ১৩০৪/১৮৮৬]-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আবূ বকর সিদ্দিকী তাঁহার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠার সহিত 'ইলমে মা'রিফা শিক্ষা করেন। তিনি সূফী ফাতহ আলীর প্রধান খলীফা ছিলেন। ফিক'হশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ফিক'হী মাসআলার সঠিক উত্তর জিজ্ঞাসা মাত্রই তিনি কিতাব না দেখিয়া বলিয়া দিতেন। কথিত আছে, স্বপ্নে তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর নিকট কিছু দীনী মাসআলা শিক্ষা করিয়াছিলেন (বাংলাদেশের পীর-আওলিয়াগণ, পৃ. ৩৭)। তিনি দুইবার (১৩১০ ও ১৩৩০ ব.) হজ্জ আদায় করেন। শেষবারের হজ্জে তাঁহার সঙ্গে প্রায় ১৩০০ জন মুরীদও ছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৩৮)। তৎকালে বঙ্গদেশের হজ্জযাত্রীদেরকে বোম্বাই যাইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে হইত। ফলে তাঁহারা বিশেষ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইতেন। তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী হাজীদের জন্য কলিকাতা হইতেই জাহাজের ব্যবস্থা করা হয় (ফুরফুরার পীর হ্যরত আবূ বকর সিদ্দিকী, পৃ. ৩৬-৩৭)।

তিনি একজন কামিল পীর ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতি এলাকায় ও বাহিরেও তাঁহার অনেক মুরীদ রহিয়াছেন। তাঁহার মতে শারী'আত ব্যতীত মা'রিফাত হয় না। ইবাদত-বন্দেগীতে, কাজ-কর্মে, চাল-চলনে, আচার-অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে, মোটকথা সকল ব্যাপারে যিনি শারী'আতের অনুবর্তী হন, তিনিই পীর হইতে পারেন। তিনি বলিতেন, কেবল পীরের বংশেই যে পীরের জন্ম হইবে, এমন কথা কিতাবে নাই। যে বংশেরই হউক না কেন, যিনি শারী'আত ও মারিফাত ইত্যাদিতে কামিল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন (রুহুল আমীন, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ২৪৬-৪৭; হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৯৮-৯৯)।

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। বাংলা ও আসামের শহরে-গ্রামে তিনি বহু ধর্মসভায় ওয়াজ-নসীহত করিয়াছেন, বিদ'আতপন্থী ও বে-শার'আ পীর-ফকীরদের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করিয়াছেন। তৎকালে 'আলিমগণ সাধারণত বাংলা শিখিতেন না এবং বাংলা ভাষায় কিছু লিখিতে আগ্রহী ছিলেন না। সহজ সরল বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া শারী'আতের বিধিবিধান তথা ইসলামী বিষয়াদির উপর বই-পুস্তক রচনা করিতে তিনি তাঁহার 'আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদগণকে উৎসাহিত করেন। ফলে রুহুল আমীন (মৃ. ১৯৪৫), মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (দ্র.), আবদুল হাকীম (বিখ্যাত তাফসীরকার), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র.) প্রমুখ আরও অনেকে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অনুমোদনক্রমে অথবা তাঁহার নির্দেশে লিখিত এই ধরনের কিতাব-পুস্তকের সংখ্যা হাজারের অধিক হইবে। মাওলানা রুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁহার নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদনপ্রাপ্ত কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। যথাঃ আক্বায়েদে ইসলাম, এলমে তাসাওউফ, ছিরাজুস-ছালেকীন, পীর-মুরীদতত্ত্ব, বাতেল দলের মতামত, নছীহতে সিদ্দিকীয়া, ফাতওয়া সিদ্দিকীয়া, তালিমের তরীকত, এরশাদে সিদ্দিকীয়া ইত্যাদি। তরীকত দর্পণ বা তাছাওউফতত্ত্ব বইটি আবূ বকর সিদ্দিকীর মুখনিঃসৃত বাণী-সংগ্রহ (হাকীকতে ইন্‌সানিয়ত, পৃ. ৯৬-৯৭)। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু বিবৃতি, কিছু প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে [দ্র.] (শরীয়তে এসলাম, আল-এসলাম ও ছুন্নত অল-জামাত পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি)। তাঁহার রচিত তারিখুল ইসলাম (বাংলা), কাওলুল-হাক্ক (উর্দু) ও অছীয়ৎনামা (বাংলা) প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া নামে 'আরবীতে একটি কিতাবও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই (দ্র. ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেব (র)-এর মত ও পথ, পাবনা হইতে রমযান আলী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬), বাংলাদেশের পীর-আওলিয়াগণ, পৃ. ৪১-৫১)। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মাদরাসার পাঠ্য তালিকার

সংস্কারের জন্য তিনি দাবি জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি তিনি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বালক-বালিকাদেরকে ইবতিদাঈ তালীম (প্রাথমিক শিক্ষা) ইসলামী তারীকা অনুযায়ী ও ইসলামী পরিবেশে দেওয়ার জন্য তিনি জোর তাকীদ করেন। তাঁহার মতে নারী শিক্ষাও জরুরী, তবে পর্দার সহিত। তাহাদের জন্য বিশেষত উচ্চ শ্রেণীর বেলায় পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে তিনি উপদেশ দেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ৬৬-৭৪, ১৪০; শরিয়তে এসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)। তাঁহার চেষ্টায় বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রায় ৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজ গ্রামে তিনি একটি 'ওল্ড স্কীম', একটি 'নিউ স্কীম' মাদরাসা ও একটি ভাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৬৫-৬৬)। ১৯২৮ সালে কলিকাতা 'আলিয়া' মাদরাসার প্রথম গভর্নিং বডি (Governing Body) গঠিত হয়। তিনি উহার সদস্য ছিলেন (আবদুস সাত্তার, তারীখ-ই মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা, ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৮৪-৮৫)।

সমাজ সংস্কারক হিসাবে আবূ বকর সিদ্দিকীর অবদান রহিয়াছে। তিনি মুসলিম সমাজ হইতে শিরক, বিদ'আত ও অনৈসলামী কাজকর্ম দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাঁহার পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩১৭/১৯১১ 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১২৫)। ইহার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল মুসলিমগণকে হিদায়াত করার জন্য ওয়াজ-নসীহত-এর ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিবিধান করা ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা। এই আঞ্জুমানের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭; মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃ. ৩২৫)। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন।

জামইয়াত-ই উলামা-ইহিন্দ ১৯১৯ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার একটি শাখা জামইয়াত-ই উলামা-ই বাংগালা (ও আসাম)। মাওলানা সিদ্দিকী শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফতে পূর্ণরূপে আমল করিয়া দেশ ও কওমের খিদমতের জন্য আলেমদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া আবশ্যক (শরিয়তে এসলাম, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪২)।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে আলেমদেরকে সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কাজ হইতেছে" (পূ. স্থা.)।

কলিকাতায় ১৯২৬ সালে জামইয়্যাত-ই উলামা-ই হিন্দের বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি উহার বিরোধিতা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট ও মহাক্ষতি সাধিত হইতেছে। স্বরাজ স্বাধীনতা সকলের কাম্য, উহা লাভ করিবার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন; নতুবা তাঁহার ফল হইবে ভয়ংকর বিষময়। ভারতের মুসলমানগণ এই বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তাঁহারা সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। সুতরাং তাহাদেরকে শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত করিতে হইবে, নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন (শরিয়তে এসলাম, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ১৪২-৪২)। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁহার মুরীদান, মুতাকিদীন ও সাধারণ মুসলিমগণকে মুসলীম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করেন (ছুন্নত অল-জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৬; হাকীকতে ইন্‌সানিয়ত, পৃ. ২৪৬)।

জামইয়্যাতের সভাপতি হিসাবে তিনি সাউদী আরবের সুলতান আবদুল আযীয ইবন সাউদকে শরীয়াত বিরোধী কার্যাদি রোধ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিয়া ১৩৫১ হি.-তে পত্র লিখেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আরও চেষ্টা করা হইবে বলিয়া বাদশাহ তাঁহার পত্রের জবাব দিয়াছিলেন (হাকীকতে ইন্‌সানিয়ত, পৃ. ১১৫-১৭)।

তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি এই কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর্থিক সংকটে পতিত হইয়াছে এমন অনেক পত্রিকাকে তিনি নিজ তহবিল হইতে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন (হাকীকতে ইন্‌সানিয়ত, পৃ. ২৯)। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল উহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল ঃ (১) মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক), সম্পা. শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ, ১৮৯৫; (২) নবনূর (মাসিক), সম্পা. সৈয়দ এমদাদ আলী, ১ম প্রকাশ, ১৯০৩; (৩) মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক), সম্পা. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ১ম প্রকাশ ১৯০৮, (৪) সোলতান (সাপ্তাহিক) পরবর্তী কালে দৈনিক, সম্পা. প্রথমে রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও পরে মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ১ম প্রকাশ ১৯০২; (৫) মুসলিম হিতৈষী (সাপ্তাহিক), সম্পা. শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ ১৯১১; (৬) ইসলাম দর্শন (মাসিক), আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র, সম্পা. মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও নূর আহমদ, ১ম প্রকাশ ১৯২০; (৭) হানাফী (সাপ্তাহিক), সম্পা. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ১ম প্রকাশ ১৯২৬; (৮) শরিয়তে এসলাম (মাসিক), সম্পা. আহমদ আলী এনায়েতপুরী, ১ম প্রকাশ ১৯২৬।

তাঁহার খলীফাদের সংখ্যাও অনেক। ইঁহারা তাঁহার অনুসরণে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ফলে তাঁহার ইন্তিকালের পরও তাঁহার আরব্ধ কাজে ছেদ পড়ে নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র। প্রথম পুত্র শাহ সূফী আবূ নসর মুহাম্মদ 'আবদুল, হাই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পুত্ররা সকলেই 'ইলমে শারীআতে জ্ঞানসম্পন্ন এবং তাঁহার খালীফা ছিলেন।

তিনি ১৯৩৪ খৃ. হইতে বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯৩৮ খৃ. তাঁহার আরও কিছু রোগ দেখা দেয়। ফলে তিনি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়েন। তখন তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গমন করেন এবং সেইখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফুরফুরায় ফিরিয়া যান। ১৯৩১ খৃ. মার্চ মাসের ৫, ৬ ও ৭ তারিখের ঈসালে ছাওয়াব অনুষ্ঠানে

হাজার হাজার ভক্তের সঙ্গে তিনি নিয়ম মাফিক দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদেরকে যথারীতি তালীম দেন। তিনি মাহফিলের আখিরী মুনাজাতও পরিচালনা করেন। ২৫ মুহাররাম, ১৩৩৮ হি./৩ চৈত্র, ১৩৪৫ ব/১৭ মার্চ, ১৯৩৯ খৃ. শুক্রবার প্রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরার মিয়াপাড়া মহল্লায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। এখনও প্রতি বৎসর ফাল্গুনের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে সেইখানে ঈসালে ছাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শাহ আবূ বকর সিদ্দীকী সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাদী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সেই যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছেন (হাকীকতে ইনসানিয়ত, পৃ. ১২৫)। তাঁহার কিছু কারামাতেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (পূ. গ্র., পৃ. ১৮৫-১৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ও সাময়িকীসমূহ ও (১) হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ১২৪-২৫, ১৩৬-৯৯, ৩১৭-৩৮, ৩৯৯-৪০০; (২) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ৪৩৮।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ বাক্‌র (ابو بكر) ঃ দিল্লীর সুলতান (১৩৮৯-১৩৯০) ফীরোয শাহ তুগলাকের পৌত্র। আবূ বাকরের চাচাতো ভাই সুলতান ২য় গিয়াছুদ্দীন-তুগলাক শাহকে হত্যা করিয়া (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৩৮৯) আমীরগণ তাঁহাকে সিংহাসন দান করেন। ফীরোয শাহের পুত্র (আবূ বাকরের চাচা) নাসিরুদ-দীন মুহাম্মাদের সহিত সিংহাসনের অধিকার লইয়া অতি শীঘ্র বিরোধ বাঁধে। আবূ বাকর আত্মসমর্পণ করিলে নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। অল্পকাল বন্দী অবস্থায় থাকার সময়ই মীরাটের দুর্গে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্‌র আল-খাওয়ারিযমী (দ্র. আল-খাওয়ারিযমী)

আবূ বাক্‌র আল-খাল্লাল (দ্র. আল-খাল্লাল)

আবূ বাক্‌র আত-তুরতুশী (ابو بكر الطرطوشى) ঃ ১২শ শতকের প্রথমার্ধের স্পেনীয় মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ। পূর্ণ নাম আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আত-তুরতূশী। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সিরা-জুলমুলূক (রাজন্যবর্গের দীপ) নামে ব্যবহারিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা, ইহাতে বহু ঐতিহাসিক কাহিনী আছে।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্‌র আল-বায়তার (দ্র. ইবনুল-মুনযি'র)

আবূ বাক্‌র আর-রাযী, (ابو بكر الرازى) ঃ মৃ. ৯৩৬-৩৭, স্পেনে প্রসিদ্ধি লাভ, স্পেনীয় মুসলিম ঐতিহাসিক; স্পেনীয়গণ তাঁহাকে 'এল ক্রনিস্তা পরে একসেলেনসিয়া' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি সর্বশেষ ভিসিগথীয় রাজন্যবর্গ ও মুসলমানদের স্পেন বিজয় সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসম্বলিত একখানি ইতিহাস রচনা করেন। মূল 'আরবী পাঠ পাওয়া না গেলেও ইহার পর্তুগীজ সংস্করণ হইতে অনূদিত ক্যাসটীলীয় সংস্করণ বিদ্যমান।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্‌র (সায়্যিদ) (سيد ابو بكر) ঃ বাংলার মুগল শাসনকর্তা কাসিম খানের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত কর্মচারি। বিপুল সৈন্যসহ কাসিম খান ইঁহাকে আসাম অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কামরূপের পুরাতন রাজধানী বারনগর ও তদানীন্তন রাজধানী হাজো অধিকার করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থানা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তিনি বার নদীর তীরে সীমান্ত শহর কোহাটা ও ১৬১৫ খৃ. ১৫ নভেম্বর অহম সীমান্তের কাজালী অধিকার করেন। পরবর্তী পর্যায়ে অহম-রাজের সহিত সামধারার যুদ্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করায় ১৬১৬ খৃ. (জানু.) যুদ্ধে পরাজিত ও কয়েকজন সহকারীসহ নিহত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্‌র আস-সি'দ্দীক' (ابو بكر الصديق) (রা) ইসলামের প্রথম খলীফা, পারিবারিক নাম 'আবদুল্লাহ', কুন্‌য়াত (উপনাম) আবূ বাক্‌র; শেষোক্ত নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন (ইস'াবা, ৩/২খ., ৮২৯)। পিতার নাম 'উছমান, অপর নাম আবূ কু'হ'াফা ইবন 'আমির; এইজন্য কোন কোন সময় আবূ বাক্‌র (রা)-কে ইবন আবী কু'হ'াফা বলা হইয়া থাকে। মাতার নাম উম্মুল-খায়র সালমা বিনত সাখর। পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন কুরায়শ গোত্রের শাখাগোত্র তায়ম ইবন মুররা-পরিবারের লোক। মক্কায় বসবাসকারী গোত্রদের জন্য প্রয়োজনবোধে রক্তপণ নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল এই পরিবারের (আল-'ইক'দুল-ফারীদ, ২খ., ৩৭)। আবূ বাক্‌র (রা) 'আতীক' নামেও পরিচিত ছিলেন। এই নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেন, আবূ বাক্‌র (রা.) জাহান্নাম হইতে মুক্ত (তিরমিযী, ২খ., ২১৪)। প্রাচীন 'আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে 'আতীক' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাবিদগণ 'আতীক' নামের এক অর্থ জামীলা (সৌন্দর্যের অধিকারী) (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১২; আল-ইশতিক'াক, পৃ. ৩০; ইবন না'ঈম আল-মা'রিফা, ইসাবার বরাতে)। ইবন দাকীনের মতে আবূ বাক্‌র (রা)-কে এইজন্য 'আতীক' নামে ডাকা হইত যে, তিনি প্রথম জীবন হইতেই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন (ইস'াবা)। পরবর্তী কালে তিনি 'সি'দ্দীক'' উপাধিতে পরিচিতি লাভ করেন যাহার অর্থ সত্যবাদী ও সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। শেষোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এই বর্ণনায় যে, আবূ বাক্‌র (রা) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মি'রাজ (দ্র.) গমনের ঘটনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইব্‌ন হ'াজার ও মাহ্'মূদ আল-'আক্'কাদ 'আতীক'' নামের আরও অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবূ বাক্‌র (রা)-এর জন্ম ৫৭১-৭২ খৃস্টাব্দে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) অপেক্ষা আড়াই বৎসরের ছোট ছিলেন। অতএব, আবূ বাক্‌র (রা)-এর জন্ম হইয়াছিল 'আমুল-ফীল (হস্তীবর্ষ)-এর আড়াই বৎসর পরে অর্থাৎ হিজরতের ৫০ বৎসর ৬ মাস পূর্বে।

আবূ বাক্র (রা) পাঁচটি বিবাহ করিয়াছিলেন (E.I.[2] -এর নিবন্ধকার তাঁহার চারিটি বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বিবরণটি সঠিক নহে)ঃ (১) মক্কার 'আমের গোত্রের কুতায়লা বিন্ত 'আব্দিল-'উযযা, তাঁহার গর্ভে 'আব্দুল্লাহ (ইব্ন সা'দের বর্ণনা অনুসারে) ও আস্মা (যাঁহাকে আয্-যুবায়র ইব্নুল-'আওওয়ামের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন)-এর জন্ম হয়। এই স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরং আবূ বাক্র (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ ছিন্ন করিয়া মক্কায় অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। একবার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে মদীনায়ও গমন করিয়াছিল; (২) কিনানা গোত্রের উম্ম রূমান বিন্ত 'আমির ইব্ন 'আমের, তাঁহার গর্ভে 'আব্দুর-রাহ্'মান ও উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর জন্ম হয়; কিন্তু উম্ম রূমানের ইহা ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তু'ফায়ল ইব্ন সান্জারা-এর সঙ্গে। এক বর্ণনামতে 'আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁহার প্রথম স্বামীর সন্তান। অতএব, 'আবদুল্লাহ ছিলেন হযরত 'আইশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা; (৩) কাল্ব গোত্রের উম্ম বাক্র, সে আবূ বাক্র (রা)-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরাতও করে নাই এবং ইসলামও গ্রহণ করে নাই। আবূ বাক্র (রা) তাহাকে তালাক দিয়াছিলেন (বুখারী, কিতাবু মানাকি'বিল-আনস'ার, বাব ৪৫)। (E.I.[2]-এর নিবন্ধকার এই বিবাহের উল্লেখ করেন নাই); (৪) খাছ্'আম গোত্রের আস্মা বিন্ত 'উমায়স মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র তাঁহার গর্ভজাত ছিলেন । তিনি ছিলেন জা'ফার-এর স্ত্রী। জা'ফার (রা)-এর শাহাদাতের (৮ হি.) পর আবূ বাক্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। আবূ বাক্র (রা)-এর ইন্তিকালের পর 'আলী (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; (৫) মাদানী বংশীয় আল-হ'ারিছ ইব্নুল-খায্রাজ গোত্রের হ'াবীবা বিন্ত খারিজা, তাঁহার গর্ভে উম্ম কুলছুমের জন্ম হয়; কিন্তু তাঁহার জন্মের পূর্বেই আবূ বাক্র (রা) ইন্তিকাল করেন; শেষ দুইটি বিবাহ আবূ বাক্র (রা)-এর জীবনের শেষদিকে হইয়াছিল। প্রথম দুইটি বিবাহ সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে হইয়াছিল। কেননা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন 'আব্দুর-রাহ্'মান; মদীনায় হিজরাতের সময় কেবল উম্ম রূমান তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

আবূ বাক্র (রা)-এর পিতা-মাতা উভয়ই সাহাবী ছিলেন। ইহা তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহার বংশের চারি পুরুষ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। আবূ বাক্র (রা)-এর জীবনের ইসলাম গ্রহণের পূর্বকালীন অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম পুঁজিসম্পন্ন একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের কারণে মক্কার বাহিরেও অনেকেই আবূ বাক্র (রা)-কে ভাল করিয়া চিনিত (বুখারী, কিতাবু মানাকি'বিল-আন্স'ার, বাব-৪৫)। আঠার বৎসর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম ভ্রমণে বাহির হন। মদীনায় হিজরতের পরও তিনি ব্যবসা প্রসঙ্গে বস্রা ও অন্যান্য স্থানে গমন করিয়াছিলেন (ইব্ন মাজা, আস্-সুনান, কিতাবুল-আদাব, বাবুল-মাযাহ)। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করিতেন, এই ব্যবসা দ্বারা তিনি খুবই লাভবান হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পদশালী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কু'রআনে ২৪ ঃ ২২ আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

উপরিউক্ত আয়াতের বরাতে ইব্ন মাজা সুনান গ্রন্থে হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর এই উক্তিটি বর্ণিত হইয়াছে, আমি কুরায়শদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিলাম। অনুরূপভাবে ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন (৩/১ খ., ১২২), তিনি একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন।

আবূ বাক্র (রা) লেখাপড়া জানিতেন এবং আরবদের কুলজিশাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন সৎ চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার চরিত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্রের অনেকটা অনুরূপ ছিল। উম্মুল-মু'মিনীন খাদীজা (রা) প্রথম ওয়াহ'য়ি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে যে বাক্যগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন, প্রায় একই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন আবূ বাক্র (রা)-এর প্রশংসায় ইব্নুদ-দাগি'না। মক্কার কুরায়শদের সামনে আবূ বাক্র (রা)-এর প্রশংসা করিতে যাইয়া তিনি বলেনঃ আবূ বাক্র (রা) গরীব-দুঃখীদের বন্ধু, তিনি বিপদে আপতিত ব্যক্তিদের বিপদ দূর করেন, আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন এবং সত্যের পথে যাহারা বিপদে পতিত হয়, তিনি তাহাদেরকে সাহায্য করেন (বুখারী, কিতাবুল-কাফালা, বাব ৪; কিতাবু মানাকি'বিল আনসার, বাব ৪৫)। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে খাদীজা (রা) যেই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, উহার জন্য দ্র. বুখারী, কিতাবু কায়ফা কানা বাদ্উল-ওয়াহ্'য়ি, হ'াদীছ ৩; কিতাবুল কাফালা, বাব ৪)। হাফিজ ইব্ন আব্দিল-বার্র তাঁহার আল-ইস্তী'আব গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আবূ বাক্র (রা) জাহিলী যুগেও মদ স্পর্শ করেন নাই। সম্পর্কের দিক দিয়া আবূ বাক্র (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাতো ভাই। নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বভাব-চরিত্রের সাদৃশ্যের ফলে তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যহ সকালে ও বিকালে আবূ বাক্র (রা)-এর গৃহে অবশ্যই গমন করিতেন। নবূওয়াত প্রাপ্তির পরেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রায় এক যুগ পর্যন্ত এই রীতি বিদ্যমান ছিল (বুখারী, কিতাবু মানাকি'বিল-আনস'ার, বাব-৪৫)।

(২) ইসলাম গ্রহণের পর হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ঃ আত্-তাবারী (১খ., পৃ. ১৬৫) ইব্ন সা'দ (ত'াবাক'াত ৩/১ খ., ১২১) ও ইব্ন হ'াজার (আল-ইস'াবা) বর্ণনা করেন, আবূবাক্র (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। একটি মত হইল, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবূ বাক্র (রা), বালকদের মধ্যে 'আলী (রা) এবং মহিলাদের মধ্যে খাদীজা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর আবূ বাক্র (রা) তাঁহার ধন-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনবল সমস্তই ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেন। ইসলামের দাওয়াত কাফিরদের অপসন্দ ছিল এবং তাহারা মুসলিমগণকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার প্রয়াসী ছিল। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার হ'াদীছ (স'াহীহ') গ্রন্থে "কিতাবু মানাকি'বিল-আন্'সার" নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় (২৯) রচনা করিয়াছেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীদের উপর মক্কার কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই নির্যাতন হইতে সম্পদশালী ও প্রভাবশালী হযরত আবূ বাক্র (রা)-ও রেহাই পান নাই। কাফিরদের অত্যাচার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজ্রত করার অনুমতি দেন। অতঃপর মুসলমানদের দুইটি দল আবিসিনিয়া গমন করে; প্রথম দলে ছিলেন এগারজন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রীলোক এবং দ্বিতীয় দলের সদস্য

সংখ্যা ছিল আশিজনের কিছু উপরে। আবূ বাক্‌র (রা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে কাফিরদের নির্যাতন সহ্য করেন। কিন্তু 'ইবাদতের ক্ষেত্রেও কাফিররা বাধা প্রদান করিলে স্বাধীনভাবে 'ইবাদাতের উদ্দেশে আবূ বাক্‌র (রা) গৃহত্যাগ করিয়া ইয়ামানের পথে আবিসিনিয়া যাত্রা করেন। পাঁচটি মনযিল অতিক্রম করিয়া বার্‌কুল-গোমাদ নামক স্থানে উপনীত হইলে আল-কাদা গোত্রের নেতা ইব্‌নুদ-দাগি'না-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। ইব্‌নুদ্ দাগিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় যাইতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমার কওম আমাকে বহিষ্কৃত করিয়াছে; আশা করিতেছি অন্য কোথাও গিয়া ইবাদাত করিব।" ইব্‌নুদ্-দাগি'না বলেন, "আপনি এমন ব্যক্তি যিনি বাহিরে যাইতে পারেন না এবং যাঁহাকে বহিষ্কৃত করা যায় না।" অতএব, ইব্‌নুদ্-দাগি'না তাঁহাকে মক্কায় ফিরাইয়া আনেন এবং মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেন। আবূ বাক্‌র (রা) তখন পর্যন্ত নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবীদেরকে ইয়াছরিব (মদীনা) হিজরতের অনুমতি প্রদান করিলে আবূ বাক্‌র (রা)-ও রাসূলুল্লাহর নিকট মদীনা হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেন (বুখারী, কিতাবুল-মানাকিব, ব-২৮)। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "তুমি আপাতত ধৈর্য ধারণ কর; কেননা আশা করি আমিও হিজরতের অনুমতি লাভ করিব।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) হিজরতের আদেশ লাভ করিলে আবূ বাক্‌র (রা)-কে তাঁহার সফরসঙ্গী মনোনীত করেন এবং তাঁহারা গোপনে মদীনার পথে বহির্গত হন। পথিমধ্যে ছাওর পর্বত গুহায় তাঁহাদেরকে আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাই ছিল আবূ বাক্‌র (রা)-এর জীবনের পরম গৌরবের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে "দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয়" (৯ঃ৪০) আখ্যায় তাঁহার নাম অমর করিয়া এই আত্মত্যাগী মহান ভক্তকে পুরস্কৃত করেন। তিনি মদীনায় পৌঁছার পরপরই তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ অর্থাৎ উম্মু রূমান (রা), হযরত 'আইশা (রা), আসমা (রা) ও 'আবদুল্লাহ (রা) মদীনায় হিজরত করেন। আবূ বাক্‌র (রা)-এর পিতা আবূ কু'হা'ফা (রা) মক্কায়ই থাকিয়া যান এবং তাঁহার পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান বদ্‌র ও উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন, তবে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদীনায় আবূ বাক্‌র (রা) বানূ হা'রিছ ইব্‌ন খায্‌রাজ গোত্রের আস-সানুহ্ মহল্লায় একটি গৃহ লাভ করেন।

মদীনায় তাঁহার আনুস'ারী ভ্রাতা ছিলেন খারিজা ইব্‌ন যায়দ (রা) (উস্‌দুল-গা'বা), যিনি পরবর্তীকালে তাঁহার শ্বশুর হইয়াছিলেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম যেই মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহার স্থান ছিল সাহ্‌ল ও সুহায়ল নামক দুইটি ইয়াতীম বালকের। তাঁহারা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশে বিনা মূল্যে স্থানটি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বাক্‌র (রা)-কে স্থানটির মূল্য পরিশোধ করিতে বলিয়াছিলেন। আবূ বাক্‌র (রা) মক্কা হইতে যে পাঁচ হাজার দিরহাম লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহার মূল্য পরিশোধ করিয়াছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে আবূ বাক্‌র (রা)-এর আরও অধিক বিশেষত্ব এই ঃ আবূ বাক্‌র (রা)-এর কন্যা 'আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পার্শ্বে থাকিতেন, কোন অবস্থাতেই তিনি সাহস হারাইতেন না। জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর মতৈক্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) হুদায়বিয়ার সন্ধির কতিপয় শর্ত সম্পর্কে এবং তাইফের অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেকেই আপত্তি তুলিয়াছিলেন [আপত্তিকারীদের মধ্যে 'উমার (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন], কিন্তু আবূ বাক্‌র (রা) নির্দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সিদ্ধান্তের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম হুদায়বিয়ার সন্ধির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ৮/৬৩০ সালে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যাহার সুফল দেখা দিয়াছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরেই তাঁহার নাম ছিল (আত-তাবারী, পৃ. ১৫৪৮)। সারিয়াসমূহের কয়েকটি তাঁহার নেতৃত্বে সংঘটিত হইয়াছিল (বুখারী, কিতাবুল-মাগা'যী)। ৮ম হিজরীর রামাদান মাসে মক্কা বিজিত হয়। সেই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর শহরের প্রবেশের মুহূর্তে কাস্‌ওয়া নামু উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে আবূ বাক্‌র (রা)-ও উপবিষ্ট ছিলেন। হিজরী ৯ম সালে তিনি আমীরুল-হাজ্জ নিযুক্ত হন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনের শেষদিকে অসুস্থ হইয়া পড়িলে মস্‌জিদে নাবাবীতে আবূ বাক্‌র (রা) সালাতের ইমামতি করিতে নির্দেশিত হইয়াছিলেন।

(৩) আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাতকাল (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) ঃ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তিকালের দিনটি ছিল নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য একটি অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত। মদীনায় আনুস'ারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা মনোনয়নের সলাপরামর্শ করিতে শুরু করে; কিন্তু 'উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাহাদেরকে আবূ বাক্‌র (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করিতে সম্মত করান। আবূ বাক্‌র (রা) "রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খলীফা" উপাধি গ্রহণ করেন। কয়েক দিন পর তিনি মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি গৃহে তাঁহার বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর সর্বপ্রথম হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানের বিষয়টি আবূ বাক্‌র (রা)-এর সামনে উপস্থিত হয়। ৮ রাবী'উল-আওয়াল, ১১ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (স) স্বহস্তে উসামা (রা)-এর হাতে নির্ধারিত যুদ্ধাভিযানের পতাকা অর্পণ করিয়াছিলেন এবং 'উমার (রা) ও আবূ বাক্‌র (রা)-কেও তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের ফলে এই যুদ্ধ স্থগিত থাকে। আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাত লাভের পর ধর্মত্যাগের বিভ্রান্তি ও ভণ্ড নবীদের বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট অবস্থায় সাহাবীগণ এই যুদ্ধ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন, এমনকি 'উমার (রা)-ও সেই সময়ে অভিযানটি স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আবূ বাক্‌র (রা) সাহাবীদের মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন, "আল্লাহ্ না করুন, মদীনা যদি এইরূপ জনশূন্য হইয়া পড়ে যে, জীবজন্তু আসিয়া আমার চরণ ধরিয়া টানিতে থাকে, তথাপি আমি সেই অভিযানকে স্থগিত রাখিতে পারিব না যাহা প্রেরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি সেই অভিযানটি প্রেরণ করেন।

আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাত কাল ছিল মাত্র দুই বৎসর তিন মাস এগার দিন। কিন্তু এই স্বল্পকালের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে ধর্মত্যাগীদের

আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। খিলাফাতের এই স্বল্প সময়েও তিনি এমন কতগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন ইসলামের ইতিহাসে যাহা গৌরবোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে । যে সকল আরব ঐতিহাসিক উহাকে "রিদ্দার যুদ্ধ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহা ছিল একটি ধর্মীয় আন্দোলন; তবে আধুনিক কালের ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ, বিশেষত J. Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten, ৬ খ., বার্লিন, পৃ. ৭-৩৭) ও L. Caetani (Annali, ২খ., ৫৪৯-৮৩১) প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক। খুব সম্ভব এই যুদ্ধে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। কারণ তখন মদীনা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধানের একটি কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল যাহার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ধর্ম। অতএব, মদীনার শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা, তাহাতে যে ধর্মীয় চরিত্রও বিদ্যমান ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল আন্দোলনের প্রধান ছয়টি কেন্দ্র ছিল; উহাদের মধ্যে চারিটি আন্দোলনের নেতা ছিল নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবক্তা। তাহাদেরকে সাধারণত "ভণ্ড নবী" নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা ছিল ইয়ামানে আল-আসওয়াদ আল-আন্‌সী, ইয়ামামায় বনূ হানীফা গোত্রের মুসায়লিমা, আসাদ, গাত'ফান গোত্রের তু'লায়হ'া ও তামীম গোত্রের সাজাহ্'। প্রতিটি অঞ্চলের অবস্থাভেদে রিদ্দার যুদ্ধের প্রকৃতিও ছিল বিভিন্ন রকম। মদীনাকে যাকাতদানে অস্বীকৃতি এবং মদীনা হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিদের নির্দেশ অমান্য করাই সাধারণভাবে এই সকল বিদ্রোহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইয়ামানে ধর্মত্যাগীদের আন্দোলন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পূর্বেই শুরু হইয়াছিল এবং আবূ বাক্র (রা) খিলাফাত লাভের পর সেখানে ক'ায়স ইব্‌ন (হুবায়রা ইব্‌ন আব্‌দ-য়াগূছ) আল-মাশ্‌কুহ আল-আসওয়াদের স্থলাভিষিক্ত হয়। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি বিরাট বাহিনী সিরিয়া অবস্থানকালে মদীনার আশেপাশের কয়েকটি বিদ্রোহী গোত্র মদীনা আক্রমণের চেষ্টা করে; কিন্তু পরিশেষে তাহারা যু'ল-ক'াস্‌সা নামক স্থানে পরাজিত হয়। মুসলিম সৈন্যবাহিনী সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বিরাট সৈন্যদল বিদ্রোহীদের দমন করিতে প্রেরণ করা হয়। খালিদ (রা) সর্বপ্রথম বুয্যা নামক স্থানের যুদ্ধে তু'লায়হাকে পরাজিত করেন এবং উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে নূতন করিয়া ইসলামের আনুগত্যে ফিরাইয়া আনেন। ইহার পরপরই তামীম গোত্রের লোকেরা সাজাহ্'-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং আবূ বাক্র (রা)-এর আনুগত্য স্বীকার করে। ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইয়ামামার আক্‌রা নামক স্থানে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা এত অধিক হওয়ার কারণে ইহাকে হাদীক'াতুল-মাওত (মৃত্যু-কানন) নামে অভিহিত করা হয় (রাবী'উল-আওয়াল ১২/মে ৬৩৩)। এই যুদ্ধে ইসলামের চরম শত্রু মুসায়লিমা পরাজিত ও নিহত হয় এবং মধ্যআরব আবার মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীনে ফিরিয়া আসে। ইহার পর খালিদ (রা) ইরাকের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ইয়ামামায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় রত হন এবং অধীন অধিনায়কদের নেতৃত্বে উমান ও বাহ্'রায়নের দিকে ছোট ছোট অভিযান প্রেরণ করেন। অপর সেনাপতি আল-মুহাজির ইব্‌ন আবী উমায়্যা ইয়ামান ও হাদ্‌রামাওত অঞ্চলের বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করেন। আবূ বাক্র (রা) বন্দী গোত্রপতিদের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। ইহাতে তাহাদের অনেকেই ইসলামের পথে ফিরিয়া আসে। বর্ণনা অনুযায়ী ১১ হিজরীর শেষ দিকে / মার্চ ৬৩৩-এর প্রথমদিকে ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হইয়াছিল। কিন্তু L. Caetani অভিমত পোষণ করেন, এইসব বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল; তাই সম্ভবত ১৩/৬৩৪ সাল পর্যন্ত এই সকল অভিযান অব্যাহত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) যেইভাবে সিরিয়ার পথে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) আরবদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সিরিয়ার সকল অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবূ বাক্র (রা)-ও ইহার সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় আরবদের বিদ্রোহ বিস্তারের চরম সংকটময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিকল্পনা মাফিক উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনড় ছিলেন। অতঃপর মধ্যআরবে মুসায়লিমা পরাজিত ও নিহত হইলে আবূ বাক্র (রা) খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-কে ইরাকে প্রেরণ করিতে কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই। এইভাবে আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত কালেই "মহাবিজয়ে"র সূচনা হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই সকল বিজয়ে যেই অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন এবং এই সকল যুদ্ধের যেই সময় ও তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্তী কালের গবেষকদের বর্ণনা পরম্পরায় ইহাতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে (Wellhausen, পূ. গ্র., পৃ. ৩৭-১১৩; De Geoje, Memoire sur la Conqauete de la Syrie, ২য় সংস্করণ, লাইডেন ১৯০০ খৃ.; N.A. Miednikoff, Palestina, St. Petersburg ১৮৯৭-১৯০৭ খৃ. (ফরাসী ভাষায়); Caetani, Annali, ২য় ও ৩য় খণ্ড)।

আবূ বাক্র (রা)-এর ইন্তিকালের সময় খালিদ (রা) ইব্‌নুল ওয়ালীদ আল-মুছান্নার নেতৃত্বে পরিচালিত বানূ বাক্র ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইরাকের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং প্রাচীন শহর হীরার নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাকার জনসাধারণ ষাট হাজার দিরহাম কর প্রদান করিয়া নিরাপত্তা লাভ করেন। মুছান্না সেখানেই থাকিয়া যান, কিন্তু খালিদ (রা) দামিশকের দিকে অগ্রসর হন এবং য়ালগার নামক শহরে গিয়া পৌঁছেন। সেইখানে তিনি য়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফয়ান, শুরাহ্'বীল ইব্‌ন হ'াসানা ও 'আম্‌র ইবনুল-'আস'-এর সঙ্গে মিলিত হন যাঁহারা ফিলিস্তীনে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ঐ সময় তাঁহারা এক বিরাট বায়য্যান্টীয় বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মুসলমানদের এই সম্মিলিত বাহিনী জুমাদাল-উলার শেষ দিকে/জুলাই ৬৩৪ সালে জেরুসালেম ও গায্‌যার মধ্যবর্তী আল-আজনাদায়ন (সম্ভবত আল-জানাবাতায়ন-এর বিকৃত রূপ) নামক স্থানের যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করেন। অনুরূপভাবে আবূ বাক্র (রা) পারস্য সাম্রাজ্যেও ইসলামের বিস্তারের সূচনা করেন। ইহার পরও সিরিয়ার দিকেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল। কোন্ অবস্থায় কেবল

আনুগত্য স্বীকারকেই বিজয়রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল, এই বিষয়টি স্পষ্ট নহে।

পনের দিন অসুস্থ থাকার পর ২২ জুমাদাল-উখ্‌রা, ১৩/২৩ আগস্ট, ৬৩৪ সালে মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে আবূ বাক্‌র (রা) ইন্তিকাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। ইহাতে ধনৈশ্বর্যের কোন স্থান ছিল না।

আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার খিলাফাতকালে হ'জ্জ সম্পাদন করিয়াছিলেন কিনা ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে। সাধারণ মতে সেই সময় তিনি হ'জ্জ সম্পাদন করেন নাই। কিন্তু তিনি হ'জ্জ করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা অভিমত পোষণ করেন, তাঁহাদের মতে তিনি ১২ হি. সালে হ'জ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন (তা'বারী, পৃ. ২০৭৮)।

ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া অনেক কু'ররা শহীদ হইয়াছিলেন। ইহাতে 'উমার (রা) কু'রআনের সংরক্ষণ বিষয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এইজন্য তিনি খলীফা আবূ বাক্‌র (রা)-কে কু'রআনের অংশগুলি একত্র করিয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে সম্মত করান। খলীফার তত্ত্বাবধানে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কাগজে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। কাগজে লিপিবদ্ধ পবিত্র কু'রআনের এই প্রথম সংকলনটি আবূ বাক্‌র (রা)-এর জীবনকাল পর্যন্ত তাঁহার কাছে, তাঁহার মৃত্যুর পর 'উমার (রা)-এর কাছে এবং তাঁহার পর উম্মুল-মু'মিনীন হ'াফসা' (রা)-এর নিকট সরকারী পাণ্ডুলিপিরূপে সংরক্ষিত ছিল।

স্বভাব-চরিত্র ঃ আবূ বাক্‌র (রা)-এর চরিত্র এতটা উন্নত মানের ছিল যে, সকল যুগের মুসলমানের জন্য উহা আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। যেই সময় ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই ছিল একটি জটিল ও কঠিন কাজ , সেই সময় তিনি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌'কাস (রা), 'উছমান (রা), ত'ালহ'া (রা), যুবায়র (রা), 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন 'আওফ (রা), আবূ 'উবায়দা ইবনুল-জাররাহ' (রা), 'উছমান ইব্‌ন মাজ'উন (রা), আবূ সালামা (রা), ইব্‌ন 'আব্‌দিল-আসাদ ও খালিদ ইব্‌ন সা'ঈদ (রা) ইবনুল-'আসে'র ন্যায় বিশিষ্ট লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবের কারণে তাঁহার সন্তানদের মধ্যে আসমা (রা) ও 'আব্‌দুল্লাহ (রা) এবং তাঁহার সন্তানদের গোলাম 'আমির ইব্‌ন ফুহায়রা (রা) শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার পিতা-মাতাও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিফাজত করাকেই তিনি তাঁহার নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলামের জন্য তিনি তাঁহার ধন-সম্পদ বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি সাতজন বিশিষ্ট সাহাবী, যেমন বিলাল (রা), 'আমির ইব্‌ন ফুহায়রা (রা), যানীরা (রা), তাঁহার কন্যা নাহদিয়্যা (রা), জারিয়া বিন্‌ত মুওয়াম্মাল (রা), উম্ম 'আবীস (রা) ও লুবায়না (রা)-কে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়াছেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁহার ব্যবসায় চল্লিশ হাজার দিরহাম ইসলামের জন্য মক্কায় খরচ করেন এবং বাকী পাঁচ হাজার ও তৎসহ মদীনায় অর্জিত সমুদয় অর্থও একই উদ্দেশে খরচ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। তাঁহার এই ধরনের ত্যাগের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই তাঁহার শেষ ভাষণে বলিয়াছিলেন, "বন্ধুত্ব ও অর্থ সাহায্যের দিক দিয়া আমি আবূ বাক্‌রের নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক ইহসান প্রাপ্ত হইয়াছি" (বুখারী, মানাকি'বুল-আনসার, বাব ৪৫)।

বীরত্ব ও সাহসিকতায়ও আবূ বাক্‌র (রা) ছিলেন বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্বে ছিলেন। তাঁহাকেই সবচেয়ে বেশী সাহসী মনে করা হইত, যিনি রাসূলুল্লাহ (স) -এর উপরই বেশী পতিত হইত। তিনি বদ্‌রের যুদ্ধে (২য় হি.) রাসূলুল্লাহ (স) -এর সর্বাধিক নিকটে ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে (৩য় হি.) কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেলে বড় বড় যোদ্ধা পশ্চাদ্‌পসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় যেই বারজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স) -এর সঙ্গে ছিলেন, আবূ বাক্‌র (রা)-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধের ময়দান খালি দেখিয়া আবূ সুফ্‌য়ান পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া চীৎকার করেন, "মুহাম্মাদ জীবিত আছে?" রাসূলুল্লাহ (স) -এর নির্দেশক্রমে কেহ উত্তর না দিলে আবূ সুফ্‌য়ান তিনবার আবূ বাক্‌র (রা)-এর নাম ধরিয়া ডাকে (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ১৬৪)। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরেই আবূ বাক্‌র (রা)-কে মুসলমানদের নেতা বলিয়া মনে করিত। হাওয়াযিনের যুদ্ধে শত্রুদের তীর নিক্ষেপের ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ অধৈর্য হইয়া পড়িলে আবূ বাক্‌র (রা)-সহ কয়েকজন সাহসী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই (আত্‌-তাবারী, পৃ. ১৬৬০)।

কু'রআন, হ'াদীছ ও ফিক্‌'হশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি ছাড়াও বাগ্মিতা, কাব্য চর্চা, বংশ-বৃত্তান্ত ও স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কাব্যচর্চা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর তিনি তিনটি শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন। ইব্‌ন সা'দের তা'বাক'াত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (২/২ খ., ৭৯ প.)। ফাতওয়াদান, কু'রআন ও হ'াদীছ চর্চা এবং ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ইব্‌ন সা'দ (২/২ খ., ১০৯ প.), তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ (৩খ. ১), তা'বারী ও আল-য়া'কূ'বীর গ্রন্থে অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খিলাফাতকালে তিনি বায়তুল মাল হইতে প্রয়োজনানুযায়ী যে ভাতা গ্রহণ করিতেন, তাঁহার নিজের বর্ণনা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়, "আমি মুসলমানদের অর্থ হইতে যৎসামান্য গ্রহণ করিয়াছি এবং মোটা কাপড় দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়াছি। মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কোন কিছুই আমার কাছে সঞ্চিত নাই।" মৃত্যুকালে তিনি দীনার বা দিরহাম কোন কিছুই রাখিয়া যান নাই (ইব্‌ন সা'দ, ৩/১ খ., ১৩৯)। তাবূকের যুদ্ধের সময় চরম আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তিনি তাঁহার সকল গৃহসামগ্রী রাসূলুল্লাহ (স) -এর সামনে নিয়া উপস্থিত করেন। সন্তান-সন্ততির জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল" (আবূ দাঊদ, কিতাবুয্‌-যাকাত)। কু'রআনের উপর আমলের বিষয়টি সর্বদা তাঁহার চিন্তায় বদ্ধমূল ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁহার যেরূপ ভালবাসা ছিল, তেমনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর

বংশধরদের প্রতিও তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। নিজের আত্মীয়-স্বজনের অপেক্ষা তাঁহাদেরকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন (বুখারী, কিতাবু ফাদা'ইলি আস্'-হা'বিন-নাবিয়্যি, বাব ১২)।

'আম্র ইব্নুল-'আস (রা)-কে যাতুস-সালাসিলের সারিয়্যার আমীর নিযুক্ত করা হইলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স) -এর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "পুরুষদের মধ্যে আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি কে ?" উত্তরে বলিলেন, "আবূ বাক্র (রা) (বুখারী, কিতাবু ফাদা'ইলি আস্'হা'বিন-নাবিয়্যি, বাব ৫; কিতাবু তাফসীরিল-কুরআন, সূরা আল-আর'াফের তাফসীর, বাব ৩)। এইজন্য 'উমার (রা) সাকী'ফা বানূ সাইদায় আবূ বাক্র (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ আপনি আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি (বুখারী, কিতাবু ফাদা'ইলি আস'হা'বিন-নাবিয়্যি, বাব-৫)। ১৩ হিজরীর ২২ জুমাদাল-উখ্রা তিনি ইন্তিকাল করেন। মাহ'মূদ আল-আক'কা'দের ভাষায় "পৃথিবী হইতে এমন একটি জীবনের অবসান হইল, যাহা শিষ্টাচার ও ভদ্রতায় ইতিহাসে অতুলনীয় ছিল"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কু'রআন, ৯ ঃ ৪০ প. ৯২ ঃ ১৭ [(ইমাম ইব্নুল-জাওযী বলেন, সূরাতুল-লায়লের আয়াত وسيجنبها الاتقى আবূ বাক্র (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে); ৬৬ ঃ ৪ (শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ লিখিয়াছেন, অধিক সংখ্যক তাফসীরকারের মতে উক্ত আয়াতটি আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে); ২৪ ঃ২২; ৪৬ ঃ ১৫ (ইব্ন আব্বাস বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত আবূ বাক্র (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে); আবুল-হা'ক্কা আল-ওয়াহিদী, আসবানুন-নুযূল, মিসর, পৃ. ২৮৪); ৫৭ ঃ ১০ (ইযালাতুল-খিফা, ৪৮); ৫ ঃ ৫৭ (আস সা'ওয়া'ইকু'ল-মুহ'রিকা', পৃ. ২)]; (২) আল-হা'দীছ, (ক) বুখারী, কিতাবু ফাদাইলি আস্'হা'বিন-নাবিয়্যি, বাব ৫; কিতাবুত-তাফসীর, বাব ১৩ (আল-আর'াফ, আন্-নূর); কিতাবুল-বুয়ূ, বাব ১৫, ৫৭; কিতাবু মানাকি বিল-আনসার, বাব ২৯, ৩০, ৪৫; কিতাবুল-আহ'কাম, বাব ৫১; কিতাবুল-কাফালা বাব ৪; কিতাবুল-মাগাযী, বাব ২৮, ৩৫, ৬৬, ১১৪; কিতাবুন-নিকাহ', বাব ১১; কিতাবুল-জিহাদ, বাব ১৮, ৭৯, ১৬৪; কিতাবুশ্-শাহাদাত, বাব ১৫; কিতাবুশ-শুরূত, বাব ১৫; কিতাবুল-আযান, বাব ৪৬; কিতাবু ইস্তিতাবাতিল-মুরতাদ্দীন, বাব-৩; (খ) মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ, বাবুল-ইমদাদি বিল-মালাইকাতি ফী গা'যওয়াতি বাদরিন, বাবুত-তানফীল ওয়া ফিদাউল মুসলিমীনা বিল-উসারা; (গ) আবূ দাঊদ, কিতাবুয-যাকাত ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ; (৩) ইব্ন হিশাম, স্থা.; (৪) ওয়াকি'দী (অনু. বার্লিন ১৮৮২ খৃ. স্থা.; (৫) ইব্ন সা'দ ৩/১ খ., পৃ. ১১৯, ১৫২, ২০০২ খৃ.; (৬) আত্-তা'বারী, ১খ., ১৮১৬-২১৪৪; (৭) আল-বালাযু'রী, ফুতূহ', ৯৬, ৯৮, ২০২, ৪৫০; (৮) মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-'ইশারী,ফাদা'ইলু আবী বাক্র আস্-সি'দ্দীক', মুলতান ১৯৩৯ খৃ.; (৯) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব; (১০) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ., ১৭৩-১৯০; (১১) ইব্ন হাজার, আল-ইস'াবা, ২খ., ৮২৮-৮৩৫; ৮৩৯; (১২) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৩খ., ২০৫-২২৪; (১৩) ইব্ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, মিসর ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৭৩; (১৪) W. Montgomary Watt, Mohammad at Mecca, অক্সফোর্ড ১৯৫৩ খৃ., আলোচ্য প্রবন্ধ; (১৫) Becker, The Expansion of the Saracens, Cambridge Medieval History-এর বরাতে, ১৯১২ খৃ., ২খ., ৩২৯-৩৪১ (Islamstudien, Leipzig ১৯২৪ খৃ., ১খ., ৬৬-৮২); (১৬) হা'বীবুর-রাহ'মান খান, সীরাতুস্-সি'দ্দীক'; (১৭) মু'ঈনুদ্দীন নাদাবী, খুলাফা-ই রাশিদীন, আজমগড় ১৯৪৩ খৃ., ১খ., ৮১; (১৮) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, ইযালাতুল-খাফা; (১৯) আবদুল-কারীম সিয়ালকোটী, খিলাফাতে রাশেদা; (২০) সা'ঈদ আন্সারী, সিয়ারুস্-সাহাবা, ১খ., ১৯৯-৩২১; (২১) সা'ঈদ আহ'মাদ আকবারাবাদী, সি'দ্দীক' আকবার, ২য় সংস্করণ, দিল্লী ১৯৬১ খৃ.; (২২) 'আতা' মুহ্‌য়িদ-দীন, Abu Bakr,; (২৩) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কা'ল, আস-সি'দ্দীক' আবূ বাক্র; (২৪) 'আবদুল-হা'ফীজ', আল-'আতীক, আগ্রা ১৯৩৫ খৃ. (২৫) 'আবদুর-রাহীম দানাপুরী, সীরাতুস্-সি'দ্দীক', কলিকাতা ১৩১৩ হি.; (২৬) 'আলী হা'য়দার, হযরত আবূ বাক্র, ২য় সংস্করণ, মুতী ইস্লাহ কাজাহওয়া ১৩৭৮ হি.; (২৭) 'আব্বাস মাহ'মূদ আল-'আক'কা'দ, 'আবক'ারিয়াতুস্-সি'দ্দীক', মিসর, উর্দূ অনু. সি'দ্দীক'-ই কামিল, মিনহাজুদ্দীন ইস্লাহীকৃত, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (২৮) শাহ মু'ঈনুদ্দীন আহ'মাদ, তারীখ-ই ইসলাম, প্রথম খণ্ড।

'আবদুল-মান্নান 'উমার ও W.Montgomery Watt (দা.মা.ই.)
এ.এন.এম. মাহ্বুবুর রহমান ভূঞা

আবূ বাক্র ইব্ন 'আবদির-রাহমান (ابو بكر بن عبد الرحمن) ঃ মৃ. ৯৪ হি., মুহাম্মাদ নাম আবূ বাক্র ছদ্মনাম, এই নামেই বিখ্যাত। হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে জন্ম। বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মদীনার বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রবিদদের অন্যতম বিবেচিত হন। হাদীছশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন; বহু হাদীছ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। উমায়্যা বংশীয় খলীফাগণ, বিশেষত আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্র ইব্ন 'আলী (দ্র. ইব্ন হিজ্জা)

আবূ বাক্র ইব্ন দাঊদ (ابو بكر بن داود) ঃ ১৩৮০-১৪৫২, বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণেতা। পূর্ণ নাম 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন আবী বাক্র ইব্ন দাঊদ, আদ-দিমাশ্কী স'ালিহী। তৎপ্রণীত আল-কান্জুল-আক্বার ফিল-আম্র বিল-মা'রূফ ওয়ান্-নাহ্য়ি 'আনিল- মুনকার অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। ফাতুহুল আগ্লাক্ ফিল হাছছি আলা মাকারিমিল্ আখ্লাক চরিত্র গঠনের জন্য উত্তম গ্রন্থ; মাওয়াকি'উল্ আন্ওয়ার ওয়া মাআছিরুল মুখতার, মহানবী (স)-এর জীবনী গ্রন্থ; তুহ্ফাতুল-ইবাদ ফী আদিল্লাতিল-আওরাদ, ওয়াজীফা গ্রন্থ; নুয্হাতুন্-নুফস ওয়াল-আফ্কার ফী খাওয়াসসিল-হায়ওয়ানাত ওয়ান্-নাবাতাত ওয়াল-আহ্জার, (তিন খণ্ডে) জীবজন্তু, অন্যান্য সৃষ্টি, খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ। দামিশ্কে মৃত্যু।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্‌র ইবনুল-মুজহির (ابو بكر بن المظهر) ঃ ১২শ শতকের শেষার্ধের বা ১৩শ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম ফারসী বিশ্বকোষ সংকলক পূর্ণ নাম আবূ বাক্‌র ইবনুল-মুজহির (বা আবূ বাক্‌র আল-মুত়াহ্‌হার) ইব্‌ন মহাম্মাদ আল-জামাল আল-য়াযদী। তিনি ফারহাঙ্গ নামা-ই-জামালী নামে বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা জৈব ও অজৈব জগতের প্রসঙ্গাদি তৎকালীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার অনুযায়ী লিপিবদ্ধ হয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে গ্রন্থটির মূল্য সমধিক নয়; কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ বাক্‌রা (ابو بكرة) ঃ (কপিকলওয়ালা), সাহাবী নুফায় ইব্‌ন মাস্‌রূহ় (রা)-এর পরিচিত উপাধি। তিনি ছিলেন হাবশী ও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাইফের ছাকীফ গোত্রের দাস। মহানবী (স) তাইফ অবরোধ করিলে (৮/৬৩০) তিনি একটি কপিকলের সাহায্যে অবতরণ করিয়া মুসলিমদের সঙ্গে যোগদান করেন। এই ঘটনা হইতেই তিনি আবূ বাক্‌রা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহানবী (স) তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। এইজন্য তিনি নিজেকে আতীকুন-নাবী (নবী কর্তৃক আযাদকৃত) বলিতেন। অতঃপর তিনি ইয়ামানে অবস্থান করিতে থাকেন। বসরা শহরের ভিত্তি স্থাপন ও আবাদ করার কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেইখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। বসরাতেই ৫১/৬৭১ অথবা ৫২/৬৭২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ব্যভিচারের জন্য অভিযুক্ত মুগীরা (দ্র.) ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিযোগটি প্রমাণিত না হওয়ায় খলীফা 'উমার (রা) তাঁহাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করেন। তিনি রাজনীতিতে জড়িত হন নাই। তিনি জামাল (উষ্ট্র)-এর যুদ্ধে (৩৫/৬৫৬) অংশগ্রহণ করেন নাই। খলীফা 'উমার (রা) কর্তৃক প্রদত্ত জোত-জমির চাষাবাদে তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন এবং হাদীছ প্রচার করিতেন। মুহ়াদ্দিছদের মতে তিনি হ়াদীছের একজন বিশ্বস্ত রাবী (বর্ণনাকারী) ছিলেন।

চরিতকারগণ সুমায়্যাকে তাঁহার মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রে তিনি যিয়াদ ইব্‌ন আবীহ (দ্র.)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। যিয়াদ মু'আবিয়া (রা দ্র.)-কে সমর্থন করিতেন; এই কারণে তাঁহার সহিত আবূ বাক্‌রার মনোমালিন্য হয়।

আবূ বাক্‌রা (রা)-র জীবিতকালেই তাঁহার পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীর সংখ্যা ছিল এক শতেরও অধিক (আল-মুহাববার, পৃ. ১৮৯)। তাঁহার পুত্রদের নাম ছিল ঃ 'আবদুল্লাহ, 'উবায়দুল্লাহ, 'আবদুর-রাহ়মান, 'আবদুল-'আযীয, মুসলিম রাওওয়াদ, য়াযীদ ও 'উত্‌বা। ইঁহারা সকলেই হাদীছ রিওয়ায়াতের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। জনসারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হাম্মামখানার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও যিয়াদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আবূ বাক্‌রা যথেষ্ট ধনৈশ্বর্যের মালিক হইয়াছিলেন এবং বসরার ধনীদের মধ্যে গণ্য হইতেন।

তাঁহার বংশ পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১) ইবনুল তিক্‌তিকা, আল-ফাখ্‌রী (Derenbourg), পৃ. ২৪৫; (২) আল-মাক্‌দিসী, আল-বাদ্‌উ, (Huart), 6, ra. 94-5; (৩) I. Goldziher, Muh. Stud., ১খ. ১৩৭ প.।

তাঁহার এক বংশধর আবূ বাক্‌রা বাক্কার ইব্‌ন কু'তায়বা (১৮২/৭৯৮-২৭০/৮৮৪) মিসরের কাদী ছিলেন (দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, ক্রমিক সংখ্যা ১১৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩, হি. পৃ. ১২৫-৬; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৭/১ খ., ৮-৯, ১৩৮-৯; (৩) বালাযু'রী, ফুতূহ, পৃ. ৩৪৩ প.; (৪) ইব্‌ন দুরায়দ, আল-ইশতিকাক, ১৮৫-৬; (৫) তাবারী, ১খ., ২৫২৯ প., ৩খ., ৪৭৭ প.; (৬) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইস্‌তী'আব, ক্রমিক সংখ্যা ২৮৪২; (৭) ইব্‌ন মাকূলা, আল-ইকমাল, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৬২, ১খ., ৩৯৪; (৮) ইবনুল-ফাকীহ, ১৮৮; (৯) আল-আগানী, ১খ., ২য় সং., ৪৮, ৭ম, ১৪১, ৯ম, ১০০, ১৪শ, ৬৯; (১০) নাওয়াবী, তাহযীব, ৩৭৮-৯, ৬৭৭-৮; (১১) ইবনুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, ১খ., ৩৮, ১৫১; ২খ., ২১৫; (১২) ইব্‌ন হ়াজার, ইসাবা, ক্রমিক সংখ্যা ৭৮৯৪; (১৩) য়া'কূত, ১খ., ৬৩৮-৬৪৪, স্থা.।

Ch. Pellat & M. Th. Houtsma (E.I.[2]) / আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ বায়হাস (ابو بيهس) ঃ আল-হায়সাম ইব্‌ন জাবির, বানূ সা'দ ইব্‌ন দুবায়আ গোত্রের একজন খারিজী। আল-হ়াজ্জাজ-এর নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি মদীনায় পলায়ন করেন, কিন্তু মদীনার প্রাদেশিক শাসক (والى) 'উছমান ইব্‌ন হ়ায়্যান কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (৯৪/৭১৩)। বায়হাসিয়্যা খারিজী সম্প্রদায় তাঁহার নামানুসারে পরিচিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়াপন্থী আযরাকী এবং অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী সুফরী ও ইবাদীগণের মাঝামাঝি পথ অবলম্বী। বায়হাসীরা তাহাদের মতানুসারী নহে এমন লোকদেরকে কাফির বলিয়া মনে করে, আবার তাহাদের সঙ্গে সমাজে একত্রে বাস করা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের সম্পত্তি লাভ করাকে বৈধ (جائز) মনে করে। পরে ইহাদের তরীকায় বিভেদ দেখা দেয় এবং বায়হাসীরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুবাররাদ, কামিল, পৃ. ৬০৪, ৬১৫; (২) বালাযুরী (Ahlwardt, Anonyme Arab, Chronik), পৃ. ৮৩; (৩) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৫খ., ২৩০; (৪) আশ'আরী, মাকালাত, পৃ. ১১৩ প., ৯৫; (৫) বাগদাদী, ফারক, পৃ. ৮৭ প.; (৬) ইব্‌ন হ়াযম, ফিস়াল, ৪খ., ১৯০; (৭) শাহ্‌রাস্‌তানী, মিলাল, ৯৩ প.; (৮) নাজ্‌মুল-গানী, মাযাহিবুল-ইসলাম, লক্ষ্ণৌ ১৩২৭ হি., পৃ. ৪৭৬-৭।

M.th, Houtsma (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

আবূ বাসীর (ابو بصير) ঃ (রা) মহানবী (স)-এর একজন সাহাবী, মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হুদায়বিয়ায় গমন করেন। তখন হুদায়বিয়া চুক্তির শর্তসমূহ আলোচিত হইতেছিল। সম্মত শর্তাদির মধ্যে একটি শর্ত ছিল, কোন ব্যক্তি মুসলমান হইয়া মদীনায় গমন করিলে তাহাকে ফেরত দিতে

হইবে। এই শর্তের বলে কুরায়শগণ মহানবী (স)-এর দরবারে আবূ বাসীরকে ফেরত পাইবার দাবি করিলে অগত্যা তিনি অত্যাচারিত আবূ বাসীরকে তাহাদের সহিত মক্কা গমন এবং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দান করেন।। ইহাতে সাহাবী (রা)-গণের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পথে তিনি তাঁহার দুই সাথীর মধ্যে কৌশলে একজনকে হত্যা করিলে অন্য সাথী মদীনায় পৌঁছিয়া হত্যার অভিযোগ করে। এই সময় আবূ বাসীর উপস্থিত হইয়া মহানবী (স)-এর দরবারে আরয করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চুক্তি অনুযায়ী আমাকে ফেরত দিয়াছিলেন, আমার পরবর্তী কার্যের জন্য আমিই দায়ী।" হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) তবুও তাঁহাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি না দেওয়ায় তিনি লোহিত সাগরের উপকূল সন্নিহিত আল-ঈস নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানগণ আবূ বাসীর (রা)-এর অবস্থানের সন্ধান লাভ করিয়া একে একে পলায়ন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে উক্ত স্থানে মুসলমানদের একটি দলের সমাবেশ ঘটে। তাঁহারা আবূ বাসীরের নেতৃত্বে কুরায়শদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ চালাইতে শুরু করিলে কুরায়শগণ হুদায়বিয়া চুক্তির উক্ত শর্তটি বাতিল করিবার সানুনয় অনুরোধ এবং আবূ বাসীর (রা) ও তাঁহার দলকে মদীনায় ফিরাইয়া নেয়ার প্রার্থনা করিল। মহানবী (স) তাহাদের অনুরোধে উক্ত শর্ত বাতিল ঘোষণা করিলে আবূ বাসীর সদলবলে মদীনা প্রবেশ করিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

সংযোজন

আবূ বাসীর (ابو بصير) ঃ (রা) একজন বিপ্লবী সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম 'উতবা ইব্ন উসায়দ, মতান্তরে 'উবায়দ ইব্ন উসায়দ। তবে ইব্ন হ'াজার- 'আসক'ালানী 'উতবা নামকে সঠিক এবং 'উবায়দকে ভুল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (দ্র. আল-ইস'াবা, ২খ., ৪৫২) এবং 'উতবা শিরোনামেই তিনি তাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করিয়াছেন। আবূ বাসীর (রা) ছিলেন কুরায়শ গোত্রের শাখা বানূ যুহরার মিত্র। ইব্ন শিহাব-এর বর্ণনামতে তিনি কুরায়শ গোত্রের লোক (আল-ইসতী'আব, ৪খ., ১৬১২)। আর ইব্ন হিশাম তাঁহাকে আছ-ছাক'াফী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ., ২৭০)।

তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ বাসীর 'উতবা ইব্ন উসায়দ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন সালামা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন গি'য়ারা ইব্ন 'আওফ ইব্ন কায়ান (যিনি ছাক'ীফ নামে পরিচিত) ইব্ন মুনাব্বিহ ইব্ন বাক্র ইব্ন হাওয়াযিন (প্রাগুক্ত)। তাঁহার মাতার নাম ছিল সালিমা। মাতার বংশ হইল ঃ সালিমা বিনত 'আবদ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন হাশিম ইবনুল-মুত্ত'ালিব (উসদুল-গা'বা, ৫খ., ১৪৯)।

আবূ বাসীর (রা) এমন এক সময় মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন রাসূলুল্লাহ (স)-সহ প্রবীণ সাহাবী সকলেই হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছেন এবং কাফিররা মক্কায় নও মুসলিমগণকে অভিভাবকহীন ও দুর্বল পাইয়া ইচ্ছামত নির্যাতন চালাইতেছিল ও বন্দী করিয়া রাখিতেছিল। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে আবূ বাসীর (রা)-এর ভাগ্যেও সেই নির্যাতন ও বন্দিত্ব জুটিয়াছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে আসিয়া মক্কার কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে হুদায়বিয়া (দ্র.) সন্ধি সম্পন্ন হয়। উক্ত সন্ধি সমাপন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় আবূ বাসীর (রা) কোনওভাবে বন্দিত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সন্ধির একটি শর্ত ছিল, কাফিরদের কোনও সদস্য যদি ইসলাম গ্রহণ করত মদীনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তবে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে কাফিরদের নিকট অবশ্যই ফেরত দিবেন।

চুক্তির উক্ত ধারামতে কাফির দলের যুহরা গোত্রের আযহার ইব্ন শুরায়ক আছ-ছাক'াফী আবূ বাসীরকে ফেরৎ চাহিয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট এক পত্র প্রেরণ করে। তাহারা 'আমের ইব্ন লুআয়্যি গোত্রের এক লোককে ভাড়া করিয়া তাহাকে ও তাহার দাসকে (মতান্তরে তাহাদের দুইজনের দাস) উক্ত পত্রসহ মদীনায় প্রেরণ করে। অতঃপর বাহকদ্বয় উক্ত পত্র লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি আবূ বাসীর (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আবূ বাসীর! আমরা উক্ত কওমের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছি যাহা তুমি অবগত আছ। আর আমাদের এই দীনে কোনরূপ ওয়াদা খেলাফী, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার স্থান নাই। আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার সহিত যাহারা নির্যাতিত মুসলিম রহিয়াছে তাহাদের জন্য একটি পথ খুলিয়া দিবেন। সুতরাং তুমি তোমার কওমের নিকট চলিয়া যাও।

আবূ বাসীর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ পাঠাইতেছেন? তাহারা তো আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলিয়া দিবে! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আবূ বাসীর! তুমি যাও, কারণ আল্লাহ অতি সত্বর তোমার ও তোমার সঙ্গী নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য একটি পথ খুলিয়া দিবেন। তখন অগত্যা আবূ বাসীর (রা) তাহাদের দুইজনের সহিত রওয়ানা হইলেন।

মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে যু'ল-হু'লায়ফা নামক স্থানে আসিয়া আবূ বাসীর (রা) একটি দেওয়ালের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ও তাঁহার সহিত বসিয়া পড়িল (ইহা ইব্ন হিশাম ও আত-তাবারীর বর্ণনা, দ্র. আস-সীরা, ৩খ, ২৬৯; আত-ত'াবারী, তারীখ, ২খ, ৬৩৮)। ইব্ন 'আবদিল- বারর-এর বর্ণনামতে তাহারা সকলেই খেজুর খাওয়ার জন্য এখানে যাত্রাবিরতি করে (আল-ইসতী'আব, ৫খ, ১৬১২)।

তখন আবূ বাসীর (রা) 'আমের গোত্রের লোকটির তরবারি দেখিয়া বলিলেন, হে 'আমের গোত্রের ভ্রাতা! তোমার তরবারি তো খুবই সুন্দর ও ধারালো। লোকটি তাঁহার স্তুতিবাক্যে প্রীত হইয়া বলিল, হাঁ, ইহা অনেক পরীক্ষিত। আবূ বাসীর (রা) বলিলেন, আমি কি উহা দেখিতে পারি? সে বলিল, তোমার ইচ্ছা হইলে দেখ। তখন আবূ বাসীর (রা) উহা হাতে লইয়া কোষমুক্ত করত লোকটিকে হত্যা করিলেন।

তাহার সঙ্গী গোলামটি ইহা দেখিয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি লোকটিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে তো ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাইতেছে। অতঃপর লোকটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনাদের সঙ্গী আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আবূ বাসীর (রা)-কে তরবারি হাতে আসিতে দেখা গেল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করিয়াছেন। আপনি আমাকে কওমের নিকট সোপর্দ করিয়াছেন। আমি আমার দীনের মধ্যে ফিতনায় পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে অথবা আমার সহিত ঠাট্টা-তামাশা করা হইবে সেই ভয়ে তাহাদের সহিত যাওয়া হইতে বিরত রহিয়াছি। এক বর্ণনামতে তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে তাহাদের কবল হইতে নাজাত দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, সর্বনাশ! সে তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করার পাত্র, যদি তাহার সহিত আরও লোক থাকিত (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ, ২৭০)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই কথা শুনিয়া আবূ বাসীর (রা) বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে আবার মক্কায় কুরায়শদের নিকট অর্পণ করা হইবে। তাই তিনি এইখান হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রোপকূলবর্তী যু'ল-মারওয়ার কাছে 'আল-ঈস' নামক স্থানে চলিয়া যান। জায়গাটি ছিল কাফির কুরায়শদের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি পথ। ব্যবসায় ব্যাপদেশে এই পথে তাহারা শাম-এ যাতায়াত করিত।

এদিকে আবূ বাসীর (রা)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উক্তি যে, সে তো যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পাত্র, তাহার সহিত যদি আরও লোক থাকিত এবং পরে আবূ বাসীর (র)-এর আল-ঈস-এ আগমনের সংবাদ শুনিয়া মাক্কা হইতে আবূ জানদাল (রা) (দ্র.) চলিয়া আসেন এবং আবূ বাসীর (রা)-এর দলে যোগ দেন। অতঃপর মক্কায় নির্যাতিত ও বন্দী মুসলমানগণ আবূ বাসীর ও আবূ জানদাল (রা)-এর খবর পাইয়া একে একে পলায়ন করিয়া আল-ঈস-এ সমবেত হইতে লাগিলেন। আবূ জানদাল (রা)-এর আগমনের খবর রাষ্ট্র হইয়া গেলে গি'ফার, আসলাম ও জুহায়না গোত্রের বহু লোক এখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। ইহা ছাড়াও আরবের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আরও আনেক লোক আসিয়া আল-ঈস-এ জড়ো হইল। এমনিভাবে তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল তিন শত (আল ইসতী'আব, ৪খ, ১৬১৪)। ইব্ন হিশাম, আত-তাবারী ও আরও কিছু সীরাতবিদ ও ইতিহাসবিদ এই সংখ্যা ৭০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ, ২৭০; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., ৬৩৯)।

অতঃপর কুরায়শদের কোনও কাফেলা এই পথ দিয়া যাতায়াত করিলে এই দলটি তাহাদেরকে আক্রমণ ও হত্যা করত তাহাদের সমুদয় মালামাল লুট করিয়া লইত। ইহাতে অতিষ্ঠ হইয়া কুরায়শগণ আল্লাহ তা'আলা ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়া তাহাদেরকে ফিরাইয়া লওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করিল। তাহারা ইহাও জানাইল যে, এখন হইতে যাহারা পলায়ন করিয়া তাঁহার নিকট যাইবে তাহারা মুক্ত ও স্বাধীন। তাহাদেরকে আর ফেরৎ দিতে হইবে না। অতঃপর নবী কারীম (স) মদীনায় চলিয়া আসিবার জন্য তাহাদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَهُوَالَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (٢٦-٢٤ : ٤٨).

"তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদের হস্ত তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হস্ত উহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন উহাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হইতে...../ অহমিকা, অজ্ঞতার যুগের অহমিকা" (৪৮ ঃ ২৪-২৬; আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুশ-শুরূত, বাবুশ-শুরূত ফিল-জিহাদ ওয়াল-মুসালাহা মা'আ আহলিল-হারব, হাদীছ নং ২৫৩১; ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ৩খ., ২৫৭-৫৮)।

এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ বাসীর ও আবূ জানদাল (রা)-এর নামোল্লেখ করিয়া পত্র লিখেন। তিনি তাহাদেরকে মদীনায় চলিয়া আসিতে এবং অন্যদিগকে স্বস্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দেন (আল-ইসতী'আব, ৪খ, ১৬১৪)। এই পত্র তাঁহাদের নিকট এমন এক সময় গিয়া পৌঁছে যখন আবূ বাসীর (রা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই পত্র হাতে লইয়া পাঠ করিতে করিতে তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পরও এই পত্র তাঁহার হাতে ছিল (প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা, ২খ, ৪৫৩)। এক বর্ণনামতে আবূ জানদাল (রা) তাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় এই পত্র পাঠ করিয়া শোনান (উসদুল-গাবা, ৫খ, ১৫০)।

আবূ বাসীর (রা)-এর ইনতিকালের পর আবূ জানদাল (রা) তাঁহার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন, অতঃপর সেই নির্জন মরুভূমিতে যেখানে তিনি ইনতিকাল করেন সেই স্থানেই তাঁহাকে দাফন করেন এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (আল-ইসতী'আব, প্রাগুক্ত; উসদুল-গাবা, ৫খ, ১৫০)।

আবূ বাসীর (রা)-এর আল্লাহ্র প্রতি গভীর বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থা ছিল। তাই স্বীয় দীনের উপর অটল ও অবিচল থাকিবার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি লইয়াও এই সমস্ত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। আল-ঈস-এ প্রথম প্রথম তিনিই সালাতে ইমামতি করিতেন। তিনি বেশী বেশী এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

الله العلى الاكبر من ينصر الله فسوف ينصره.

"আল্লাহ্ই সুমহান সমুচ্চ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সাহায্য করে অতি সত্ত্বর আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিবেন।"

অতঃপর আবূ জানদাল (রা)-ই সালাতের ইমামতি করিতেন (আল-ইসতী'আব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১৪; আল-ইসাবা, ২খ, ৪৫৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম, ৪৮ ঃ ২৪-২৬; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং;

(৩) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মাকতাবাতু নাহদা, কায়রো তা. বি, ৪খ, ১৬১২-১৪; (৪) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গা'বা, দার ইহ্'য়াইত- তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা. বি, ৫খ, ১৪৯-১৫০; (৫) ঐ লেখক, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১ম সং, ২খ; (৬) ইব্‌ন হ'াজার-'আসকালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৫২-৫৩, সংখ্যা ৫৩৯৭, 'উতবা ইব্‌ন উসায়দ শিরো; (৭) আত-ত'াবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৬৩৮-৩৯; (৮) ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজ'াম ফী তারীখিল-উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়া, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং, ৩খ., ২৭০-৭১; (৯) ইব্‌নুল ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৪১৫/১৯৯৫, ৩খ., ২৪৭, ২৫৭-৫৮; (১০) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকর আল-'আরাবী, জীযা, মিসর ১৩৫১/১৯৩২, ১ম সং, ৪খ., ১৭৬-৭৭; (১১) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ্'য়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা. বি, ৩খ., ৩৩৫-৩৬; (১২) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুদ-দায়্যান লিত-তুরাছ, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ১ম সং, ৩খ, ২৬৯-৭০; (১৩) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল-মাগ'াযী, 'আলামুল-কুতুব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৩য় সং, ২খ, ৬২৪ প.; (১৪) আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, দার ইহ্'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং, ৬খ, ৪৭০, ৪৯২-৯৩; (১৫) শাহ মু'ঈনুদ-দীন নাদাবী, সিয়ারুস-সাহ'াবা, ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর তা. বি, ৪খ, ২৫৬-৫৯, সংখ্যা ১৩৪।

ড. আবদুল জলীল

আবূ বিলাল (দ্র. মিরদাস ইব্‌ন উদায়্যা)

আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (ابو بردة نيار) ঃ আল-আনস'ারী (রা) আনসার সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম হানি'। আবূ বুরদা তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মদীনার প্রখ্যাত খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ হ'ারিছার মিত্র। মদীনার বালিয়্যি গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা সাহাবী আল-বারাআ ইব্‌ন 'আযিব (রা)-এর মামা। তাঁহার বংশলতিকা আবূ বুরদা হানি ইব্‌ন নিয়ার ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন দুহমান ইব্‌ন গ'ানম যুহল (মতান্তরে যুবয়ান) ইবন হু'মায়ম ইব্‌ন যুহল ইব্‌ন হানিয়্যি ইব্‌ন বালিয়্যি ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল-হাফ ইব্‌ন কু'দ'াআ।

আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন উহা সঠিকভাবে জানা না গেলেও এতটুকু বলা যায় যে, 'আকাবার প্রথম শপথে অংশগ্রহণকারী ১২জন সাহাবী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করত ইসলাম প্রচার শুরু করিলে (আনু. ৬২১ খৃ.) তাঁহাদের নিকট তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বৎসর হজ্জের মৌসুমে ৭০ জন আনসার সাহাবীর সহিত মক্কায় গিয়া তিনি আকাবার দ্বিতীয় শপথে শরীক হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মুবারক হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত গ্রহণ করেন।

আবূ বুরদা (রা) ছিলেন একজন বীর পুরুষ। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁহার ভগ্নী ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি ভাগিনেয় আবূ উমামা ইয়াস ইব্‌ন ছা'লাবাকে তাঁহার মাতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলেন। অবশেষে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আবূ উমামাকেই তাঁহার মাতার খেদমতে থাকিবার নির্দেশ দিলেন এবং আবূ বুরদা (রা) যুদ্ধে গমন করিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন এক এক গোত্রের পতাকা সংশ্লিষ্ট গোত্রের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে ছিল। হ'ারিছা গোত্রের পতাকা ছিল সেইদিন আবূ বুরদা (রা)-এর হাতে। উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের মাত্র দুইটি ঘোড়া ছিল, উহার একটি ছিল আবূ বুরদা (রা)-এর (অপরটি ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইনতিকালের পর 'আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে সংঘটিত সকল যুদ্ধেই তিনি তাঁহার সহিত অংশগ্রহণ করেন। মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফত আমলে ৪১ হি. (মতান্ত করে ৪২ ও ৪৫ হি.) তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার কোনও বংশধর ছিল না।

আবূ বুরদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বেশ কিছু হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, সংখ্যা ২০টি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থসমূহে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার ভাগিনেয় বারা'আ ইব্‌ন 'আযিব (রা), জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন জাবির, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সা'ঈদ ও কা'ব ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন 'উক'বা ইব্‌ন নিয়ার-নাস'র ইব্‌ন সায়্যার (বর্ণনান্তরে য়াসার), বাশীর ইব্‌ন য়াসার, 'আবদুর-রাহ'মান-ইবন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, জুমায় ইব্‌ন 'উমায়র আত-তায়মী প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., ৪৫১-৪৫২; (২) ইব্‌ন-আছীর, উসদুল-গা'বা, তেহরান, ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ১৪৬; (৩) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১৮-১৯; সংখ্যা ১১৭; (৪) ঐ লেখক, তাকরীবুত তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত, ১৩৯৫/১৯৭৫ সন, ২খ., ৩৯৪, সংখ্যা ৮; (৫) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ১২খ., পৃ. ১৯, সংখ্যা ৯৬; (৬) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিযযী, তাহ'যীবুল- কামাল, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ২১খ., পৃ. ৫২-৫৩, সংখ্যা ৭৮১৫; (৭) য়ূসুফ কানধলাবী, হ'ায়াতুস-সাহ'াবা, লাহোর, তা. বি., ১খ., পৃ. ৪৫০; (৮) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৬০৮-১৬০৯, সংখ্যা ২৮৬৯; (৯) ইব্‌ন হিশাম, আস সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, দারুর-রাযান, ১ম সং., কায়রো, ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., পৃ. ৩৩০; (১০) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহাবায় বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৫১; সংখ্যা ১৮৫৫; (১১) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারুস-স'াহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর, তা. বি., ৩/২খ., পৃ. ১৯৮-১৯৯; (১২) আয- য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১০ম সং., বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ২খ., পৃ. ৩৫, সংখ্যা ৬; (১৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক'হ আল-'আরাবী, ১ম সং., ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., পৃ. ৩২৫; (১৪) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল- 'আরবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ.

৫০৬; (১৫) আল-ওয়াকি'দী কিতাবুল- মাগাযী, আ'লামুল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., পৃ. ১৫৮।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ বুরদা (দ্র. আল-আশআরী)

আবূ মাদয়ান (ابو مدين) ঃ শু'আয়ব ইব্নুল-হু'সায়ন আল-আন্দালুসী। খ্যাতনামা আন্দালুসী সূফী; আনুমানিক ৫২০/১১২৬ সালে সেভিলের ২০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছোট শহর ক্যানটিল্লানা (Cantillana)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তন্তুবায় পেশা শিক্ষা করেন। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য জ্ঞানতৃষ্ণার আকর্ষণে তিনি প্রথমে কু'রআন অধ্যয়ন করেন এবং সুযোগ হওয়া মাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য উত্তর আফ্রিকাতে গমন করেন। ফেয-এ তিনি বিখ্যাত উস্তাদগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই শিক্ষকগণ তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের জন্য যত বিখ্যাত ছিলেন তদপেক্ষা বেশী ছিলেন ধর্মনিষ্ঠা ও তাপস জীবনের জন্য। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন আবূ য়া'আযযা আল-হাযমীরী, 'আলী ইব্ন হিরযিহিম ও আদ্-দাক'কাক। শেষোক্ত উস্তাদ আদ্ দাক্'কাক্ তাঁহাকে "খিরকা" বা সূফী তারীকার পরিচয়বোধক আলখাল্লা (الخلة) প্রদান করেন; কিন্তু সূফীতত্ত্বে তাঁহার প্রধান উস্তাদ ছিলেন সম্ভবত আবূ য়া'আযযা।

উস্তাদের অনুমতিক্রমে তিনি প্রাচ্য দেশাভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি আল-গাযালী ও অন্যান্য বিখ্যাত ও মহান সূফীগণের ঐতিহ্য আয়ত্ত করেন। মক্কা শরীফে তিনি সম্ভবত শায়খ 'আবদুল-কা'দির গীলানী (র) (মৃ. ৫৬১/১১৬৬]-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি 'মাগ'রিব'-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিজায়া (Bougie)-তে আস্তানা স্থাপন করেন। সেইখানে তিনি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান প্রচার ও আদর্শ জীবন যাপনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার সুখ্যাতির কথা মুমিনী (আল-মুওয়াহ্'হি'দ) বংশের শাসক আবূ য়ূসুফ য়া'কূ'ব আল-মানসূ'র-এর কানে পৌঁছে। তখন তিনি তাঁহাকে নিজ দরবার মাররাকুশ-এ আহ্বান করেন। মনে হয় আল-মুওয়াহ্'হি'দী তারীকার বহির্ভূত অপর একটি তারীকার জনপ্রিয়তা ও সম্মান প্রাপ্তি তাঁহাকে কিছুটা শঙ্কিত করিয়াছিল। আবূ মাদয়ান তেলেমসেন (Tlemcen)-এর নিকটবর্তী হইতেই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন (৫৯৪/১১৯৭)। তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহাকে তেলেমসেন-এর উপকণ্ঠে আল-'উব্বাদ গ্রামে দাফন করা হয়। বাহ্যত এই গ্রামটি পূর্ব হইতেই দরবেশগণের মিলন স্থানরূপে খ্যাত ছিল। তাঁহার মাযার স্থাপিত হইবার পরে ইহা আরও অধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

মুসলিম পাশ্চাত্যে আবূ মাদ্য়ান-এর উচ্চ মর্যাদা সঠিকভাবে বলিতে গেলে তাঁহার রচনার জন্য নহে। কারণ বর্তমানে প্রাপ্ত তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে রহিয়াছে মাত্র কিছু সংখ্যক মরমী কবিতা, একটি 'ওয়াসি'য়্যা' (وصية) ও একখানি আকীদা গ্রন্থ (A. Bel)। শিষ্য ও ভক্তগণের মাঝে যেই মহান স্মৃতি পুরুষ পরম্পরায় বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহার ধর্মীয় উপদেশসমূহের জন্যই। তিনি একজন কুত্'ব (قطب), গা'ওছ (غوث) ও ওয়ালী-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার উপদেশসমূহ সূফী জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য, পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের মোহ ত্যাগ, বিনয় ও আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কথায় পূর্ণ। তিনি বলিতেন, "কর্মের সঙ্গে অহঙ্কার থাকিলে তাহা মানুষের কোন উপকারে আসে না। অলসতার সঙ্গে বিনয় থাকিলে মানুষের অনিষ্ট হয় না। যে নিজ ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয় না এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব পরিহার করে, সে উন্নত জীবন যাপন করে।" এই একটি কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন, "বল, আল্লাহ এবং যাহা কিছু দুনিয়া বা দুনিয়াদারীর সঙ্গে সম্পর্কিত তাহার মায়া ত্যাগ কর, তবেই তুমি সত্যিকারের ঈপ্সিত গন্তব্যে (منزل مقصود) পৌঁছিতে পারিবে।"

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সূফী সাধনায় কোন মৌলিকত্ব নাই, কিন্তু তাঁহার সাফল্য ও সুদীর্ঘ কালব্যাপী প্রভাবের মূলে ছিল তৎকর্তৃক বিভিন্ন প্রবণতার সামঞ্জস্য সাধন এবং যে সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃতি। "তাঁহার বিশাল কৃতিত্ব ও বিরাট সাফল্যের আরও একটি কারণ ছিল। তিনি জনগণের নিকট তাহাদের বোধগম্য ভাষায় নিজের মরমী অভিজ্ঞতাসমূহের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। এক শতাব্দী পূর্বে আল-গ'াযালী, প্রধানত উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য গোঁড়া ইসলামী মতবাদের সঙ্গে উদারপন্থী সূফীতত্ত্বের যে সমন্বয় ঘটাইয়াছিলেন তাহাই তিনি উত্তর আফ্রিকার উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য উপযোগী করিয়া প্রচার করেন। আবূ মাদয়ান সর্বকালের জন্য উত্তর আফ্রিকার সূফী সাধনার রূপ নির্ধারণ করিয়া দেন" (R. Brunschvig)।

বিভিন্ন আওলিয়া জীবনী-গ্রন্থে তাঁহার নানা অলৌকিক কার্যের বর্ণনা আছে। তাঁহার মৃত্যুস্থল তেলেমসেন (Tlemcen)-এর অধিবাসিগণ তাঁহাকে পৃষ্ঠপোষক সূফীরূপে গ্রহণ করে। তাঁহার মাযারকে কেন্দ্র করিয়া এক চমৎকার স্থাপত্য সমাহার (আল-'উব্বাদ-এর মসজিদ ৭৩৭/১৩৩৯, মাদ্রাসা ৭৪৭/১৩৪৭, ক্ষুদ্র প্রাসাদ, হাম্মাম") গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইগুলি প্রধানত ফেয-এর মারীনী সুলতান আবুল-হা'সান, তেলেমসেন-এর শাসক কর্তৃক নির্মিত। এই স্থানটি অদ্যাবধি ওরান প্রদেশের ও পূর্ব মরক্কোর গ্রামবাসীদের যিয়ারতগাহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন মার্য়াম, আল-বুসতান (BenCheneb) আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮; অনু. Provenzali, Algiers 1910, 115 প.; (২) গুবরীনী, উন্ওয়ানুদ-দিরায়া (BenCheneb), আলজিয়ার্স ১৯১০; (৩) ইব্ন খালদূন (য়াহ'য়া) Hist, des, B. 'আবদুল-ওয়াদ, অনু. A.bel আলজিয়ার্স ১৯০৪, ১খ., ৮০-৩; (৪) আহ'মাদ বাবা, নায়লুল- ইব্তিহাজ, ফেয ১৯১৭, ১০৭-১১২; ৫) J.J.J. Barges, Vie du Celeber marabout Cidi Abou Medien, Paris 1884; (৬) Brasselard, Les inscriptions arabes de Tlemcen, in RAFr., 1859; (৭) A. Bel, La Religion Musulmane en Berberie, I, Paris 1938; (৮) ঐ লেখক, Sidi Bou Medyan et son maitre Ed-Daqqaq, in Melanges R. Basset, Paris 1923, i, 31-68; (৯) R. Brunschvig, La berberie orientale sous les Hafsides, ii, Paris 1947, 317-9; (১০) M.

Asin Palacios, El mistico murciano Abenarabi, Madrid 1925, 32.

G. Marcais (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

আবূ মাদী (ابو ماضى)ঃ ঈলিয়্যা (১৮৮৯-১৯৫৭), লেবাননের কবি ও সাংবাদিক, জন্মস্থান বিকফায়ার নিকটবর্তী আল-মুহায়দিছা গ্রামে বাল্যকাল অতিবাহিত করত ১১ বৎসর বয়সে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মামার ব্যবসায়ে সহায়তা করিবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়া গমন করেন। মিসরে প্রায় ১২ বৎসর অবস্থানকালে তিনি নিজ চেষ্টায় উচ্চতর সাহিত্যিক জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হন, প্রচুর চিরায়ত ও আধুনিক কাব্য অধ্যয়ন করেন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত অল্পাধিক জড়িত বুদ্ধিজীবিগণের মহলে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন যাহা কর্তৃপক্ষের সন্দেহের উদ্রেক করিত। তাঁহার অন্য বহু স্বদেশবাসীর মত তিনিও অল্প বয়সেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন এবং ইহাতে কিছুটা প্রাথমিক খ্যাতিও অর্জন করেন, এমনকি ১৯১১ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তায্‌কারুল-মাদী, দীওয়ানু ঈলিয়্যা দাহির আবূ মাদী নামে প্রথম কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু উহার বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য ছিল না বলিয়া সমালোচকগণ সকলেই একযোগে মত প্রকাশ করেন। একই বৎসর ১৯১১ খৃ. তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়া তাঁহার ভাইয়ের সঙ্গে যোগদান করিতে মনঃস্থির করেন, যিনি তাঁহার চাচার ন্যায় ব্যবসায়ী ছিলেন। অতঃপর সিনসিনাটিতে তিনি কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন এবং কবিতা রচনা করিতে থাকেন। অবশেষে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি কবিতা রচনা ও সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৯১৬ খৃ. নিউ ইয়র্ক গমন করেন। সেইখানে গিয়াই তিনি দীওয়ান ঈলিয়্যা আবূ মাদী নামে প্রথম কাব্য-সংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু এইবার তিনি সামাজিক সমস্যাদি সম্বন্ধে আরবীয় ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কতিপয় কবিতা যোগ করেন যাহা পূর্বে তায্‌কারুল-মাদীতে তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। এই উভয় সংস্করণই বর্তমানে খুব দুর্লভ; কিন্তু এইগুলি তাঁহার কবিখ্যাতি বৃদ্ধি করে নাই, তবে ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে।

নিউ ইয়র্কে আবূ মাদী একান্তভাবে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রথমে আল-মাজাল্লাতুল-'আরাবিয়্যা, পরে 'আল্-ফাতাত' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি মাহজার সাহিত্যের (প্রবাসী) খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বগণের সঙ্গে যুক্ত হন, যাঁহারা আর-রাবিত তুল-কালামিয়্যা-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই তিনি 'মিরআতুল-গার্‌ব'-এর পরিচালক নাজীব দিয়াব-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯১৮-২৯ খৃ. পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তিনি মাসিক আস-সামীর পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি উহা দৈনিকে রূপান্তরিত করেন এবং ২৩ নভেম্বর, ১৯৫৭ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহা পরিচালনা করেন।

আবূ মাদীর প্রতিভা রূপলাভ করিতে শুরু করে নিউ ইয়র্কে যে সাময়িকীগুলিতে তিনি লিখিতেন উহারা তাঁহার কবিতা কতকাংশে প্রচার করে এবং সেইগুলি একত্রে একটি নূতন দীওয়ান আল-জাদাবিল গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (নিউ ইয়র্ক ১৯২৭ খৃ.) এবং ১৯৩৭ ও ১৯৪৯ খৃ.-এর মধ্যে তিনবার নাজাফে পুনর্মুদ্রিত হয়। এইভাবে তাঁহার খ্যাতি নিশ্চিত হইলে তাঁহার জীবনকালে প্রকাশিত শেষ সংকলন আল-খামাইল (নিউ ইয়র্ক ১৯৪০ খৃ., দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈরূত ১৯৪৮ খৃ.) দ্বারা তাঁহার কাব্য-প্রতিভা আরও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আরও কিছু কবিতা সংকলিত হইয়া তিব্‌র ওয়া তুরাব নামে ১৯৬০ খৃ. প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে কাব্য ক্ষেত্রে আবূ মাদীর কৃতিত্বের বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নহে, তবে তাঁহার বহু কবিতায় যে দার্শনিক ভাবধারা দেখা যায় তাহাই পাঠকগণের বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই ভাবধারা সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত একটি দর্শন; উহাতে সংশয়বাদের উপর পুনঃপুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই দিক হইতে বিখ্যাত চতুষ্পদীসমূহ যেইগুলি জাদাবিল গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেইগুলি আত-তালাসিম নামে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, সেইগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এইগুলিতে মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রতিটি স্তবকের শেষে কবি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং উহার উত্তর দিয়াছেন লাস্‌তু আদ্‌রী- "আমি জানি না" বলিয়া (তাঁহার এই প্রশ্ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শায়খ মুহাম্মাদ জাওয়াদ আল-জাযাইরী তদীয় হাল্লুত-তালাসিম (বৈরূত ১৯৪৬ খৃ.) গ্রন্থে কবিতার প্রতি স্তবকের শেষে কতকটা আত্মম্ভরী সুরে জবাব দিয়াছেন। "আনা আদ্‌রী" আমি জানি বলিয়া। তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, যেইগুলি পূর্বেই তাঁহার প্রথম দীওয়ানকে স্পন্দিত করিয়াছিল, ক্রমে অধিক পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হয় এবং কবি তাহা একটি সুবিখ্যাত কবিতা 'আত- তীন'-এ নীতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করত মানুষের অহংকারের নিন্দা ও বিনয়ের প্রশংসা করেন এবং সাম্যের বাণী প্রচার করেন (দ্র. জ. রিকাবী ও অন্যদের ভাষ্য আল-ওয়াফী ফিল-আদাবিল-'আরাবী আল-হাদীছ গ্রন্থে, দামিশক ১৯৬৩, পৃ. ১৮০-৪; L. Norn, E. Tarabay, ফরাসী অনু. Anthol. de la litterature arabe conte-mpoaine, iii La poesee, প্যারিস ১৯৬৭, পৃ. ৮৩-৪-তে স্থান লাভ করিয়াছে)। কিন্তু অশান্তিমূলক ও দার্শনিক সন্দেহ সত্ত্বেও কবি নিজে আশাবাদী ও প্রাণবন্ত চরিত্রের মানুষ ছিলেন, যেইজন্য তিনি দৈনন্দিন জীবনকে ভালবাসিতেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের শাশ্বত মূল্যে তাঁহার বিশ্বাস ঘোষণা করিয়াছিলেন। খামাইল কাব্যে তিনি লেবাননের প্রশংসা গাহিয়াছেন, কিন্তু সেই দেশের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সামান্যই অবহিত ছিলেন; মাতৃভূমির জন্য তিনি আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ১৯৪৮ খৃ.-এর পূর্বে তিনি পুনরায় স্বদেশ দেখেন নাই।

কবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধে আশা করা গিয়াছিল, আবূ মাদী অমিত্রাক্ষর ছন্দ (আশ-শি'রুল-হুর্‌র) অবলম্বন করিবেন। বস্তুত তিনি প্রাচীন চিরায়ত ছন্দ ও মাত্রার প্রতি অনুগত থাকেন। যেইখানে স্তবকের শেষে তিনি প্রশ্নের (Strophic pattern) অবতারণা করিয়াছিলেন কেবল সেইখানেই এই পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৯ শ্লোকের দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা 'আশ-শা'ইর ওয়াস-সুলতানুল-জাইর (১৯৩৩ খৃ.)-এর ক্ষেত্রে তিনি কয়েক প্রকারের ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কখনও বা অন্ত্যমিলও পরিবর্তন করিয়াছেন।

আবূ মাদীর সফল কাব্য সৃষ্টি পাঠকের নিকট সহজলভ্য হওয়ার ফলে তাঁহার সাংবাদিকতা ও গদ্য রচনার অবমূল্যায়ন প্রবণতা দেখা গিয়াছে। এই কথা বলিলে অবশ্যই অতিশয়োক্তি হইবে, যেই সমস্ত মাহ্জার সাময়িকীর সহিত তিনি সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশিত তাঁহার সমুদয় রচনাই গদ্য কবিতা ছিল। তবে কবির ব্যক্তিত্ব প্রতিনিয়ত তাঁহার সম্পাদকীয়সমূহ ও তাঁহার প্রবন্ধসমূহের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। স্বীকৃতভাবে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে অবশ্যই, এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক প্রবন্ধসমূহও তিনি অনন্য কাব্যিক রীতিতে রচনা করিতেন যাহাতে তাঁহার কবিসুলভ মনোভাব ও কাব্য রচনার ঐকান্তিকতা প্রতিভাত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আবূ মাদী সম্বন্ধে ইতোমধ্যে কিছু গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে; (১) ফাত্হী সাফ্ওয়াত নাজ্দা, ঈলিয়্যা আবূ মাদী ওয়াল-হ'ারাকাতুল-আদাবিয়্যা ফিল-মাহ্জার, বাগদাদ ১৯৪৫; (২) যুহায়র মীর্যা, ঈ. আবূ মাদী শা'ইরুল-মাহ্জারিল আকবার, দামিশক ১৯৫৪; (৩) 'আবদুল-লাতীফ শারারা, ১খ., আবূ মাদী, বৈরূত ১৯৬১। মাহ্জার সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে স্বভাবতই আবূ মাদীর রচনার উল্লেখ থাকে; তাঁহার গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া দ্রঃ; (৪) 'আবদুল-কারীম আল্-আশ্তার, আল্-নাছরুল-মাহ্জারী, বৈরূত ১৯৬৪, নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, ফুনূনুন-নাছরিল্-মাহ্জারী, বৈরূত ১৯৬৫, নির্ঘণ্ট। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে দ্রঃ; (৬) ইলয়াস আবূ শাবাকা, ঈ. আবূ মাদী, আল্-মুক্'তাত'াফ-এ, অক্টোবর ১৯৩২; (৭) জ. 'আবদুন-নূর, ঈ. আবূ মাদী, আল্-আদাব-এ, ১৯৫৩; (৮) ঐ লেখক, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৫খ., ১০১-৪ (গ্রন্থপঞ্জী সম্বলিত); (৯) জি. ডি. সেলিম, The poetic vocabulary of Iliya Abu Madi (1889?-1957); a Computational study of 47, 766 content words Ph. D. thesis, জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৯ (অপ্রকাশিত); (১০) R. C. Ostle, I. Abu Madi and Arabic poetry in the inter-war period, in idem (ed.), Studies in modern Arabic literature, Warminster ১৯৭৫, পৃ. ৩৪-৪৫; (১১) Salma Khadra Yayyusi, Trends and movements in modern Arabic poetry (লাইডেন ১৯৭৭, ১খ, ১২৩-৩৫)।

সম্পাদনা বোর্ড (E. I.[2]. Suppl.)/হুমায়ুন খান

আবূ মান্সূর (দ্র. আছ-ছা'আলিবী)

আবূ মান্সূর ইল্য়াস (ابو منصور) ঃ আন-নাফূসী, তাহার্ত-এর রুস্তামী ইমাম আবুল-য়াক'জান মুহাম্মাদ ইবন আফ্লাহ' (মৃ. ২৮১/৮৯৪-৫) কর্তৃক জাবাল নাফূসা ও ত্রিপোলিতানিয়াতে নিযুক্ত গর্ভনর। তিনি জাবাল নাফূসার অন্তর্গত তিনদেমীরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না। শুধু ত্রিপোলী শহর ব্যতীত সমগ্র ত্রিপেলিতানিয়া তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ত্রিপোলী ছিল আগ'লাবীদের অধীন। তাঁহার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ মাত্রই যাওয়াগা গোত্রের বার্বার ইবাদী শাখার সহিত তাঁহাকে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। কারণ তাহারা ত্রিপোলী ও জেরবা-এর মধ্যবর্তী উপকূলভাগ দখল করিয়া লইয়াছিল এবং নাফূসার করতলমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। খালাফ ইদাবা ইবনুস-সাম্হ-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট আশ্রয়গ্রহণকারী খালাফ-এর পুত্রের নেতৃত্বে আবূ মানসূ'র-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবূ মান্সূর যাওয়াগাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করত তাহাদের পরাজিত করেন। তাহাদের নেতা জের্বা দ্বীপে গিয়া নিজেকে সুরক্ষিত করেন, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ উৎকোচ গ্রহণ করত তাঁহাকে আবূ মানসূ'রের নিকট সমর্পণ করে।

আশ্-শাম্মাখী কর্তৃক উদ্ধৃত ইব্নুর-রাকীক-এর মতে ২৬৬/ ৮৭৯-৮০ সালে আগ্রাসী আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন তূ'লূন ত্রিপোলীর আগ'লাবী গভর্নর মুহ'াম্মাদ ইবন কুর্হুবকে পরাজিত করেন এবং তেতাল্লিশ দিন যাবত শহরটি অবরোধ করিয়া রাখেন, তখন শহরবাসিগণ আবুল -মানসূ'র-এর সাহায্য প্রার্থনা করে। আবুল-মানসূ'র বার হাজার সৈন্য সমেত সেইখানে উপস্থিত হন এবং শহরের বহির্ভাগে ইব্ন তূলূনকে আক্রমণ করত তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Masqueray, Chronique d' Abou Zakaria. Algiers 1878, 188-94; (২) দারজীনী, তাবাক'াতুল-মাশাইখ (পাণ্ডুলিপি); (৩) আশ-শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি., ২২৪-৫; (৪) A. de Motylinski, Le Djebel Nefousa, Paris 1899, 91. r. 3; (৫) R. Basset, Les Sanctuaires du Djebal Nefousa, JA. 1899, 432.

T. Lewicki (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

আবূ মানসূ'র মুওয়াফ্ফাক (ابو منصور موفق) ঃ ইব্ন আলী আল-হারাবী, সামানী সুলতান মানসূ'র ইব্ন নূহের আমলে (৯৬১-৭৬ খৃ.) হিরাতে খ্যাতি লাভকারী পারস্যের ভেষজতত্ত্ববিদ। ফারসী ভাষায় তিনিই প্রথম ভেষজ বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে পারস্য ও ভারত সফর করেন। তাঁহার কিতাবুল-আব্নিয়া 'আন্ হাকাইকিল্-আদ্বিয়া বইটি আধুনিক ফার্সী ভাষার প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থও বটে। ইহাতে গ্রীক, সিরীয়, আরবীয় ও ভারতীয় উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে; ৫৮৫টি রোগ-প্রতিকারক বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে (এই সকলের ৪৬৬টি উদ্ভিদসমূহ হইতে প্রাপ্ত, ৭৫টি খনিজ দ্রব্যজাত ও ৪৪টি প্রাণিজ) এবং কার্যকারিতা অনুযায়ী সেইগুলি ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি সাধারণ ভেষজ-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণীও প্রদত্ত হইয়াছে। আবূ মানসূর সোডিয়াম কার্বনেট ও পটাসিয়াম কার্বনেটের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন অক্সাইড ও অ্যাসিডের গুণাগুণ এবং তামা ও সীসার যৌগিকসমূহের বিষাক্ত গুণের বিষয়েও তিনি অবগত ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ মানসূ'র ইবন য়ূসুফ (ابو منصور بن يوسف) ঃ পূর্ণ নাম 'আবদুল-মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন য়ূসুফ, সম্পদশালী হ'াম্বালী

সওদাগর, হাম্বালী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক এবং ৫ম/১১শ শতকের আব্বাসী খিলাফাতের শক্তিশালী সমর্থক। নিজামুল-মুল্ক খুরাসান ও তথাকার সুলতানের জন্য যাহা ছিলেন, আবূ মান্সূর ইব্ন যূসুফ বাগদাদ ও খলীফার জন্য তাহাই ছিলেন। উভয়েই স্ব স্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিভা এবং সম্পদ ও ক্ষমতা দ্বারা সমসাময়িকগণের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আবূ মান্সূর ধন-সম্পদ অর্জন করিয়াছিলেন ব্যবসা দ্বারা, আর নিজামুল-মুল্ক অর্জন করিয়াছিলেন সুলতানের নামে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে।

৪৫৩/১০৬১ সনে আবূ মানসূর খলীফার উযীর আবূ তুরাব আল-আছিরীকে কপর্দকহীন করাইয়া ইব্ন দারুস-এর দ্বারা তাঁহাকে অপসারিত করেন। ৪৪৭/১০৫৫ সনে মানসূরই খলীফাকে প্রভাবিত করিয়া হানাফী আবূ 'আবদিল্লাহ আদ-দামাগানীকে কাদীল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত করেন। হানাফী সালজূক বিজয়িগণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশে তিন বৎসর পরে আবূ মানসূর, যিনি সালজূকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন, বাসাসিরী কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বাসাসিরী তাঁহার প্রধান শত্রু সালজূক তুগরিল বেগ-এর অনুপস্থিতির সুযোগে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ মানসূর বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তুগরিল বেগ-এর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করেন নাই। তুগরিল বাসাসিরীর নিকট হইতে ক্ষমতা দখল করিয়া তাঁহার সঞ্চিত সকল সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। খলীফার কন্যার সঙ্গে তুগরিল বেগের যে বিবাহের জন্য স্বয়ং খলীফা নিন্দিত হন, সেই ব্যাপারে আবূ মানসূর ও আবূ 'আবদিল্লাহ আদ-দামাগানী খলীফা ও সুল্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেন।

আবূ মানসূর ইব্ন যূসুফ তাঁহার সৎ কাজ ও সমসাময়িকগণের মধ্যে অনুগ্রহ প্রদানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার কীর্তির মধ্যে রহিয়াছে আদুদী হাসপাতাল (বিমারিস্তান-ই আদুদী)-এর পুনর্নির্মাণ, যাহার চিরন্তন প্রয়োজনের জন্য তিনি বিস্তর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করিয়া দেন। তাঁহার দানে উপকৃত হইয়াছিলেন হাম্বালী 'উলামা ও সূফী-দরবেশগণ যাঁহাদের অসংখ্য অনুসারী ছিল ধর্ম প্রচারকগণ, নেতৃস্থানীয় হাশিমী ও তাঁহাদের অনুসারিগণ, শিহ্নাগণ ও আমীদগণ সমেত সালজূক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং বেদুঈন ও তুর্কী আমীরগণ।

আবূ মানসূর-এর এই ব্যাপক প্রভাবে নিজামুল-মুল্ক বিশেষ খুশী ছিলেন না। এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সময়কার কোন কোন ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাগদাদে বিখ্যাত নিজামিয়্যা মাদরাসার প্রতিষ্ঠা (উদ্বোধন ৪৫৯/১০৬৭) ইহার একটি উদাহরণ। যে আবূ ইসহাক আশ-শীরাযীর জন্য মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তিনি ধর্মীয় কারণে (আত্মসাৎকৃত উপাদানে নির্মিত) আইনশাস্ত্রের (ফিক্হ) অধ্যক্ষ হইতে অস্বীকার করিলে আবূ মানসূর খলীফার সম্মতিক্রমে তাঁহার স্থলে অপর এক শাফি'ঈ ইবনুস-সাব্বাগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজামুল-মুল্ক কর্তৃক মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠাকে আবূ যূসুফ তাঁহার স্বার্থের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিতেন।

এই দুই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যকার বৈরিতা আদর্শের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আবূ মানসূর ছিলেন বাগদাদের গোঁড়া ও ঐতিহ্যপন্থী 'আলিমগণের বড় পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ হাম্বালী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতাস্বরূপ, আর নিজামুল-মুল্ক সমর্থন করিতেন তাঁহাদের বিরুদ্ধপন্থী আশ'আরী আন্দোলনকে। আবার নিজামুল-মুল্ক যেখানে বুদ্ধিবাদী মু'তাযিলী আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন, আবূ মানসূর সেখানে বাগদাদে সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আমলের বাগদাদের মু'তাযিলী অধ্যাপক 'আলী ইব্নুল-ওয়ালীদ শহরে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে পারিতেন না। ৪৬০ হি. বাগদাদে ইব্নুল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যবাদিগণ কর্তৃক পরিচালিত যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তাহা ইব্নুল-ওয়ালীদ কর্তৃক পুনর্বার প্রকাশ্যে মু'তাযিলা মতবাদ প্রচারকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। সেই বৎসরের প্রথম দিকেই আবূ মানসূর প্রেক্ষাপট হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। কিছু কিছু প্রমাণ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আবূ মানসূরের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না এবং নিজামুল-মুলকের পরিকল্পনাসমূহে হস্তক্ষেপ করিবার কারণেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, সমসাময়িক ইবনুল-বান্না আবূ মানসূর-এর মৃত্যুর মাস পাঁচেক পরে তাঁহার দিনপঞ্জীতে একটি স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, আবূ মানসূর যেন খালি পায়ে হাঁটিতেছেন! তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাইতে গেলে এইভাবে হাঁটিয়াই যাইতে হয়" (হাযা মাশয়ুল-মুতাজাল্লিমীন)। সেই দিনপঞ্জীরই অন্যত্র (২ খ., ২৬, ৪৭) এই দু'আ করা হইয়াছে, "আল্লাহ (আবূ মানসূর) ইব্ন যূসুফের রক্তের উপর যেন রহমত করেন।" এই প্রসঙ্গে 'রক্ত' কথাটি দ্বারা রক্তপাত, প্রতিশোধপ্রার্থী বা বিচারপ্রার্থী বুঝায়। একটি বিষয় সম্ভবত তাৎপর্যপূর্ণ, যে আশ্-শায়খুল-আজাল্ (অতি সম্মানিত শায়খ) উপাধিটি তাঁহার জীবনকালে শুধু আবূ মানসূরের জন্য ব্যবহৃত হইত, পরবর্তী কালে শুধু যে তাঁহার দুই জামাতা ইব্ন জারাদা ও ইব্ন রিদওয়ানের জন্য ব্যবহৃত হইত তাহাই নহে, নিজামুল-মুলকের জন্যও ব্যবহৃত হইত (E. Combe et al., Repertoire, vii, নং ২৭৩৪, ২৭৩৬ ও ২৭৩৭)।

আবূ মানসূরের দুই জামাতা উত্তরাধিকারসূত্রে শ্বশুরের উপাধি লাভ করিলেও তাঁহারা নিজামুল-মুলকের প্রতি ভীতির কারণ হন নাই। ইব্ন রিদওয়ান খলীফার দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের দিক হইতে তাঁহার শ্বশুর আবূ মানসূরের মর্যাদায় উন্নীত হইলেও নিজামুল-মুলকের বিরোধিতায় তাঁহার শ্বশুরের পদাংক অনুসরণ করেন নাই, বরং নিজামুল-মুলকের পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার সঙ্গে আপোস করিয়াছিলেন। অন্য দিকে ইব্ন জারাদা ঐতিহ্যবাদিগণের নিকট তাঁহার শ্বশুরের যে সম্মানজনক আসন ছিল তাহা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাগদাদে তিনি তাঁহাদের জন্য মস্জিদ ও কলেজসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Makdisi, Ibn 'Aqil et la resurgence del' Islam traditionaliste au xi siecle (ve siecle de l' hegire) দামিশ্ক ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৭৪ ও টীকা ৩

(উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী); (২) ঐ লেখক, Muslim institutions of Learining in eleventh century Baghdad, in BSOAS, ssiv (১৯৬১ খৃ.), পৃ. ৩০, ৩৫-৭; (৩) ঐ লেখক. Nouveauxe details sur l' affaire d' Ibn Aqil, in Melanges Louis Massignon, দামিশ্ক ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৩, ৯১-১২৬, স্থা.; (৪) ঐ লেখক, Autograph diary of an eleventh-century historian of Baghdad, in BSOAS, সংখ্যা ১৮-১৯ (১৯৫৬-৭ খৃ., পৃ. ১৯, ২৮৫, ২৯৬-৭, স্থা.।

G. Makdisi (E. I.[2] Suppl.)/ হুমায়ুন খান

আবূ মারওয়ান (দ্র. ইব্ন যুহ্‌র)

আবূ মারছাদ আল-গানাবী (ابو مرثد الغنوى) ঃ (রা) মুহাজির সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম কান্নায। আবূ মারছাদ তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মক্কায় আরবের সুপ্রাচীন মুদার গোত্রে আনু. ৫৬৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হ'ামযা ইব্ন 'আবদিল- মুত্ত'ালিব-এর মিত্র। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ মারছাদ কান্নায ইবনুল- হু'সায়ন ইব্ন য়ারবূ ইব্ন ত'ারীফ ইব্ন খারাশা ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আওফ ইব্ন কা'ব্ ইব্ন জিল্লান ইব্ন গ'ানম ইব্ন য়াহ'য়া ইব্ন য়াসুর ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়লান ইব্ন মুদার ইব্ন নিযার।

আবূ মারছাদ (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করেন উহার সঠিক সময় জানা না গেলেও এতটুকু বলা যায় যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মারছাদ (রা)-ও একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেওয়া হইলে পিতা-পুত্র একই সঙ্গে হিজরত করেন। মুহ'াম্মাদ ইব্ন সালিহ'-এর বর্ণনামতে মদীনায় গিয়া তাঁহারা খ্যাতনামা অতিথিপরায়ণ সাহাবী কুলছূম ইব্নুল-হিদ'ম (রা)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তবে 'আসি'ম ইব্ন 'উমার-এর বর্ণনামতে তাঁহারা সা'দ ইব্ন খায়ছামা (রা)-এর মেহমানদারি গ্রহণ করেন। আবূ মারছাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (স) 'উবাদা ইবনুস-স'ামিত (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

আবূ মারছাদ (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কা আক্রমণের সংকল্প করিলে হ'াতি'ব আবী বালতা'আ (রা) মক্কায় অবস্থিত তাঁহার পরিবার-পরিজন একটু নিরাপত্তা ও ভাল ব্যবহার পাইবে এই আশায় এবং মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হইবে না এই ধারণায় মক্কার কাফিরদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সংকল্পের কথা জানাইয়া পত্র লিখেন। পত্রটি এক নারী মারফত তিনি মক্কায় পাঠাইয়া দেন (এই ব্যাপারে বিস্তারিত দ্র. হ'াতি'ব ইব্ন আবী বালতা'আ শিরো.)। রাসূলুল্লাহ্ (স) ওহী মারফত এই সংবাদ অবগত হইয়া পত্র উদ্ধারের জন্য তিনজন অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ারকে রাওদ'া খাখ নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আবূ মারছাদ (রা) ছিলেন উক্ত তিনজনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা রাওদা খাখে পৌঁছিয়া উক্ত নারীর সন্ধান পান এবং তাহার চুলের খোঁপার মধ্য হইতে উক্ত পত্র উদ্ধার করেন।

আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলে ১২ হি. আবূ মারছাদ (রা) ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর। মারছাদ ও উনায়স নামে তাঁহার দুই পুত্রের কথা জানা যায়। তন্মধ্যে মারছাদ (রা) তাঁহার জীবদ্দশায় ৪র্থ হি. রাজী' নামক স্থানে শহীদ হন।

আবূ মারছাদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সাহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈতে স্থান পাইয়াছে। ওয়াছিলা ইব্নুল -আসকা (রা) তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মারছাদ (রা) ছিলেন দীর্ঘ অবয়ব ও ঘন চুলবিশিষ্ট। তিনি শাম (বর্তমান সিরিয়া)-এ বসবাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৪৭; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালালানী, আস-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১৭৭ সংখ্যা ১০৩২; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ৯৪; (৪) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল'কামাল, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ১৫ খ., পৃ. ৪১৯-৪২০; সংখ্যা ৫৫৮৩; (৫) শাহ মু'ঈনুদ্দীন নাদবী, সিয়ারুস-সা'হাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর, তা. বি., ২/২খ., পৃ. ২৯৮-৩০০; (৬) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫ সন, ২খ., ১৩৬-১৩৭ম, সংখ্যা ৭১; (৭) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৮খ., পৃ. ৪৪৮, সংখ্যা ৮১২, কান্নায ইবনুল-হু'সায়ন শিরো.; (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুর রায়্যান কায়রো, ১ম সং., ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., পৃ. ৩২২; (৯) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৭৫৪-১৭৫৫, সংখ্যা ৩১৬৭; (১০) আয'-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস- স'াহাবা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ২০১, সংখ্যা ২৩১৫; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকার আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., পৃ. ৩২৬; (১২) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল- মাগ'াযী, 'আল্মুল কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৫৩; (১৩) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, দার ইহ্'য়াইত তুরাছ আল-'আরবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৫০৫।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ মা'শার (ابو معشر) ঃ জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন উমার 'আল্-বাল্খী, জ্যোতিষী, পাশ্চাত্য জগতে Albumasar নামে পরিচিত। তিনি পূর্ব খুরাসান-এর অন্তর্গত বাল্খ-এ জন্মগ্রহণ করেন, বাগদাদ-এ শিক্ষালাভ করেন এবং বিখ্যাত দার্শনিক আল-কিন্দীর সমসাময়িক ছিলেন (৩য়/৯ম শতকের প্রথমার্ধ)। ইসলামী ঐতিহ্যগত বিষয়াদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করত তিনি বিশেষ করিয়া জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্যই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তখন বাগদাদে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা অত্যন্ত উন্নত মানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি উহার সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতিই তিনি বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন। তিনি সমসাময়িক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে জ্যোতির্বিদ্যার যেসব নিয়ম ও সূত্র

লাভ করিয়াছিলেন জ্যোতিষ বিষয়ক তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে উহা নির্ণয় করা সম্ভবপর। তিনি ২৭২/৮৮৬ সালে প্রায় শতায়ু হইয়া ওয়াসিত-এ ইন্তিকাল করেন।

আবূ মা'শার-এর রচনায় তৎকালীন 'আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরে পারস্যের (পাহ্লাবী ভাষায়) এবং আরও পরোক্ষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আবূ মা'শার শুধু যে তাঁহার সমসাময়িকগণের বিদ্যাবত্তা হইতেই জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার জীবনকালেই তিনি অন্য লেখকদের রচনা হইতেও উপকরণ আত্মসাৎকারী (Plagiarist) বলিয়া খ্যাত হন। "ফিহ্রিস্ত"-এর লেখক ইব্নুল-মুক্তাফীর বরাত দিয়া লিখেন, আবূ মা'শার বিভিন্ন লেখকের রচনা, বিশেষত সিন্দ ইব্ন 'আলীর রচনা হইতে উপকরণ আত্মসাৎ করিতেন; আধুনিক সমালোচকগণও সেই অভিযোগ সমর্থন করিয়াছেন।

তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ (১) জ্যোতির্বিদ্যার কতগুলি ছক (Table)-এর সংগ্রহ। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থখানি হারাইয়া গিয়াছে, উহাতে গাঙ্গদিয (Gangdiz বা পাহ্লবী ভাষায় গাঙ্গদেয)-কে মান ধরিয়া গ্রহাদির গতিপ্রকৃতি নির্ণীত ছিল, সেই গণনারীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত সহস্রচক্র (হাযারাত) পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

(২) "আল্-মাদ্খালুল্-কাবীর" (জ্যোতিষশাস্ত্রের বৃহৎ ভূমিকা), আট খণ্ডে বিভক্ত জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক একখানি বৃহৎ আরবী গ্রন্থ। ইহা মূল আরবীতে অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। ল্যাটিন ভাষায় দুইবার অনূদিত হইয়াছে, প্রথমে Johannes Hispalensis কর্তৃক ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ও পরে Hermannus Secundus বা "জার্মান" সাহেব কর্তৃক ১১৫০ খৃষ্টাব্দে। খৃষ্টান ইউরোপ এই গ্রন্থটি দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। ইহার বহু সংখ্যক ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে এবং Hermann-এর অনুবাদ বহু পূর্বেই ১৪৮৯ খৃ. Augsburg হইতে "Introductorinm in astronomiam Al-bumasaris A balachii octo continens libros Partiales" নামে মুদ্রিত হয়। ইহা ভেনিস হইতেও একবার ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনযোগ্য যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের এই বৃহৎ গ্রন্থখানি (corpus)-তে জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে এবং বলা যায়, মধ্যযুগের ইউরোপীয়গণ এই গ্রন্থ হইতেই সর্বপ্রথম সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এই গ্রন্থে প্রদত্ত তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কতকগুলি সম্পূর্ণ উদ্ভট ব্যাখ্যাও রহিয়াছে। এখানেও বলা হইয়াছে, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও সমগ্র চন্দ্রাধীন জগৎ চাঁদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে।

(৩) "আহ্'কাম তাহাবীল সিনীল-মাওয়ালিদ", ইহা Johannes Hispalensis কর্তৃক "De magnis coniunctionibus et annorum revolutionibus ac eorum profectionibus octo continens tractatus" নামে ১৪৮৯ খৃ. আগ্সবার্গ-এ ও ১৯১৫ খৃ. ভেনিসে মুদ্রিত হয়। আরবী পাঠ রক্ষিত আছে Escurial ms. 917 (Brockelmann, I, 221 ভ্রান্তভাবে অনুমান করিয়াছেন, ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি) এবং প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থশালায় (Bibl. Nat.)-এ পাণ্ডুলিপি নং ২৫৮৮। Nallino-র ধারণা ছিল, "De magnis coniunctionibus.." এর অনুবাদ "দালালাতুল্-আশখাস আল-উল্বি'য়্যা" ("Indicazioni date dalle persone superiori dagli astri") নামক কোন মূল আরবী গ্রন্থ অবলম্বনে করা, আর "Suter De magnis coiunctionibus" ও ইহার (Albumasae) রচিত "কিতাবুল্-কিরানাত"-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক অস্বীকার করেন; কিন্তু J. Vernet তাঁহার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, দুইটি গ্রন্থের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৪) "আন্-নুকাত"– পূর্ববর্তী বৃহৎ গ্রন্থের কতকটা সংক্ষিপ্তসার ধরনের, Johannes Hispalensis কর্তৃক ইহা "Flores astrologiae" নামে অনূদিত হয়; আরবী পাঠ Escurial ms. 918, 1., 938'5-এ ও প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থশালায় (Bibl Nat) ২৫৮৮ নং পাণ্ডুলিপির ১-২৯ পত্রে রহিয়াছে। ল্যাটিন অনুবাদ ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আগ্সবার্গে ও ১৮৮৫ খৃ., ১৪৮৮ খৃ. ও ১৫০৬ খৃ. ভেনিসে মুদ্রিত হয়।

(৫) "আল্-উলুফ ফী বুয়ূতিল্-ইবাদাত"–পরবর্তী কালের লেখকগণ ইহা হইতে যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে ধারণা করা যায়, ইহা ছিল প্রতি হাযার বৎসরে দুনিয়াতে যে সকল মস্জিদ বা উপাসনালয় নির্মিত হইয়াছিল সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা।

(৬) "মাওয়ালীদুর্-রিজাল ওয়ান-নিসা", ইহা বার অধ্যায়ে বিভক্ত পুরুষ ও নারীর রাশিচক্র বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার পাণ্ডুলিপি বার্লিনে (নং ৫৮৮১) রক্ষিত আছে।

এতদ্ভিন্ন আরও কিছু গ্রন্থ আবূ মা'শার-এর প্রতি আরোপিত হয়। কিন্তু উহাদের যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না। যাহা হউক, উহা আমাদের আলোচনা গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পর্কে ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করে না। তাঁহার মনোভাব ছিল একান্তভাবেই জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, I, 221, SI. 394; (২) H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber, 28, Nachtr, 162; (৩) ইব্নুল্-কি'ফ্তী, তারীখুল্-হু'কামা (Lippert), 152; (৪) J. Lippert, Abu Mashars Kitab al-ulut, WZKM, 1895, 351-8; (৫) M. Steinschenider, Die europaschen Uberetzungen, 35-8; (৬) P. Duhem, Le systeme du monde, ii, 369-860; (৭) C. Nallino, Scritti, iv, 331-2; (৮) G. Sarton, Introd. to the Hist. of Science, i. 568; (৯) J. Vernet, Problemas bibliograficos en torno a Albumasar, Barcelona 1952।

J. M. Millas (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

আবূ মা'শার (ابو معشر) ঃ নাজীহ ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান আস-সিন্দী আল-মাদানী, সম্ভবত ভারতীয় পিতা-মাতাজাত ইয়ামানী ক্রীতদাস। তিনি মনিবকে অর্থ দিয়া স্বাধীনতা ক্রয় করেন এবং মদীনা

শরীফে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাকে একজন দা'ঈফ (দুর্বল) ধরনের হ'াদীছ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করা হইলেও কিতাবুল-মাগাযী-এর গ্রন্থকার হিসাবে তিনি যথার্থ কৃতিত্বের দাবিদার ও খ্যাত। এই গ্রন্থের অনেক খণ্ডাংশ আল-ওয়াকি'দী ও ইব্‌ন সা'দ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক রিওয়ায়াত তিনি ইব্‌ন 'উমার'-এর মুক্তদাস নাফি' মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাজী ও মদীনার অন্যান্য 'আলিম হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৬০/৭৭৬-৭ সালে তিনি মদীনা ত্যাগ করেন এবং মৃত্যুর (রামাদ'ান (?) ১৭০/৭৮৭) পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদে বাস করেন। সেখানে তিনি "আব্বাসী খলীফাদের কয়েকজন সভাসদের অনুগ্রহ লাভ করেন। আত-তাবারী তাঁহার নিকট হইতে বাইবেল-এ উল্লিখিত ইতিহাস বিষয়ক, হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী, বিশেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত কালানুক্রমিক বিবরণী গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, Sl. 207; (২) বুখারী, তারীখ, হায়দরাবাদ ১৩৬০ হি., পৃ. ১১৪; (৩) ইব্‌ন হি'ব্বান, মাজরূহীন (পাণ্ডুলিপি আয়া সোফিয়া ৪৯৬, পত্র ২৩৪); (৪) ইব্‌ন 'আদী, দু'আফা, পাণ্ডুলিপি তোপকাপু সারায়ে, আহমেত ৩ (Ahmet iii), ২৯৪৩, ৩, পত্র ১৮৩ খ-১৮৫ ক); (৫) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৩ খ., কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১, ৪৫৭-৬২; (৬) ইব্‌ন হ'াজার, তাহযীব, ১০ খ., হায়দরাবাদ ১৩২৫-৭, ৪১৯-২২; (৭) যাহাবী, নুবালা (পাণ্ডুলিপি তোপকাপু সারায়ে, আহমেত ৩, ২৯১০, ৬, পত্র ১৮৮ খ-১৯০); (৮) ঐ লেখক, তারীখুল-ইসলাম, ১৭শ তাবাকা এর সম্মানসূচক কুন্‌য়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত; (৯) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ (Wustenfeld), ২৫৩; (১০) য়া'কূবী ২খ., ৫২৩; (১১) য়া'কূ'ত মু'জাম, ৩খ., ১৬৬; (১২) ঐ লেখক, মুশ্‌তারিক, ২৫৬; (১৩) J. Horovitz, in IC, 1928, 495-8।

J. Horovitz-F. Rosenthal (E. I.[2])/ হুমায়ুন খান

আবূ মাস'ঊদ আল-বাদ্‌রী (ابو مسعود البدری) ঃ (রা) মৃ. ৪০ হি., মহানবী (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবী। মদীনা হইতে যে দুইটি দল মক্কায় মহানবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দলে ছিলেন। 'উক্‌বা নাম, আবূ মাস্‌ঊদ উপনাম, খাযরাজ গোত্রীয়, বদ্‌রের যুদ্ধের পর কিছুদিন তথায় অবস্থান করায় বদ্‌রী বলা হয়। মহানবী (স)-এর আমলে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত 'আলী (রা)-এর বিশিষ্ট বন্ধু। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের সময় হযরত 'আলী (রা) তাঁহাকে কূফার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। পরে তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। তদীয় কন্যার সহিত ইমাম হু'সায়ন (রা)-এর বিবাহ হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ মাহ'াল্লী (ابو محلی) ঃ (মুদ্রার গায়ে অঙ্কিত আল-মাহ'াল্লী) আল-ফিলালী আস-সিজিল মাস্‌সী, যেই নামে আবুল-'আব্বাস আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ পরিচিত, সা'দী রাজবংশের (দ্র.) শেষ অবস্থাকালে মরক্কো ধ্বংসের কাজে অংশগ্রহণকারী ভণ্ড দাবিদারদের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী সাফল্য দৃষ্টান্ত হিসাবে মূল্যবান।

তাঁহার অদ্যাবধি অপ্রকাশিত আত্মজীবনী যাহা তাঁহার কিতাবুল ইস্‌তীলীতিল-খিরূরীত ফিল-কা'ত'ই বি-'উলূমিল-ইফরীত-এর প্রারম্ভের অংশ, কিন্তু যাহা আল-ইফরানী তাঁহার নুযহা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তদনুসারে তিনি ৯৬৭/১৫৫৯-৬০ সালে সিজিলমাসসা-তে এক আইনজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচার বংশধর বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন কাদী। তিনি প্রথমে নিজেই পুত্রের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, পরে পাঠ সমাপ্ত করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে ফাস-এ প্রেরণ করেন, যেখানে তিনি কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। আহ্‌'মাদ আল্‌-মানসূ'র-এর সিংহাসনে আরোহণ, উত্তর মরক্কোর মারাত্মক গোলযোগের অবসানের পর তিনি বারবার সূফী আবূ য়া'আযযা (দ্র.)-এর মাযার যিয়ারত করিতে যান, সূফীগণের প্রতি অতিশয় অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি সূফীবাদ গ্রহণ করেন, শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুবারাক আয্‌ যাঈরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং আট বৎসর তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁহার উস্তাদ তাঁহাকে সিজিলমাসসার "অধিবাসিগণের উপর আল্লাহ্‌র রহমত আনয়নের জন্য" সেইখানে গমন করিবার আদেশ দেন। ১০০২/১৫৯৪ সালে আবূ মাহ'াল্লী মক্কা শরীফে হজ্জ পালন করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মরক্কোর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ সফর করেন এবং শেষ পর্যন্ত সপরিবারে সাওরা উপত্যকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং আমাদের অজানা কোন স্থানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে ব্যাপৃত থাকেন।

জীবনের এই পর্যায়ে এই প্রথম শ্রেণীর আইনবিশারদ, বর্তমানে সূফীবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন দরবেশ ঘোষণা করেন, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং তিনিই ইমাম মাহ্‌দী। আল-য়ূসী বলেন, তখন হইতে তিনি আর প্রাঞ্জল ভাষায় আইন বিষয়ক গ্রন্থাদি বা গতানুগতিক কবিতা সংযোজনে সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং এমন সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন যাহা হইতে বুঝা যাইত, তিনি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ (য'াওক') লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য আরো অনেক দাবিদারের ন্যায় সম্ভবত নিজের অন্তরে তিনি কোন প্রকার অলৌকিক শক্তি অনুভব করিতেন। ১০১৯/১৬১০ সালে যখন তিনি অবগত হন, সুলতান ২য় মুহ'াম্মাদ আশ-শায়খ লারাচা (Larache) শহরটি (আল্‌-আরাইশ দ্র.) স্পেনীয়দের নিকট হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন তখন তিনি সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, গণঅসন্তোষ ও বিদেশীদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানকে উস্কানি দেন, অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ঘটনাবলীকে ব্যবহার করিয়া জিহাদের আহ্বান ও সা'দী বংশের পতন ঘোষণা করেন। তাঁহার প্রচারিত বাণী ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ মাত্র কয়েক শত অনুসারী সমেত তিনি আইন সঙ্গত গভর্নরের নিকট হইতে সিজিল্‌মাস্‌সা শহরটি দখল করিয়া নিতে সক্ষম হন এবং সেখানে ন্যায়বিচারের শাসন কায়েম করেন। তাঁহার মর্যাদা এত বৃদ্ধি পায় যে, সুদূর তিমবাকতু (Timbuctu) হইতেও তাঁহার স্বীকৃতি আসে, দূরবর্তী উপজাতীয় গোত্রসমূহ, এমনকি তেলেমসেন শহর হইতেও একটি প্রতিনিধিদল তাঁহাকে সম্মান জানাইতে আসে। অতঃপর তিনি দিলার যাবিয়ার (নিম্নে দ্র.) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতে আরম্ভ করেন।

মাওলায় যায়দান, মুহাম্মাদ আশ্-শায়খ ২য়-এর ভ্রাতা, যিনি মাররাকেশ ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন এবং ওয়াদী দ্রা-তে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী সংগঠন করেন। আবূ মাহ'ল্লী তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অতিপ্রাকৃত শক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে মনে করিয়া শত্রুদল অস্ত্রত্যাগ করে এবং বিধ্বস্ত হয়।

এই ভণ্ড মাহ্‌দী জনৈক বিদ্রোহী কমান্ডারের বিচক্ষণ উপদেশ অনুসারে দৈনিক বর্ধমান কঠোর ও উগ্র সাহারীয় অনুসারিগণের নেতা হিসাবে মার্‌রাকেশ অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান মাওলায় যায়দান কোন বাধা না দিয়া সাফি-তে পশ্চাদপসরণ করেন। ২০ মে, ১৬১২ খৃ. আবূ মাহ'ল্লী রাজকীয় কাসাবা অধিকার করেন এবং সকল রাষ্ট্রীয় পদবী ও সম্মানাদি গ্রহণ করেন। যেহেতু মার্‌রাকেশে স্বর্ণ আমদানী অব্যাহত ছিল, তিনি স্বনামে অতি উৎকৃষ্ট মানের স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করেন। যাহা হউক, যদিও তিনি বিদেশিগণ কর্তৃক মরক্কো ভূখণ্ডে অধিকার স্থাপনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তথাপি খৃস্টান বণিকগণের ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই শেষোক্তগণের বিবরণ হইতেই আমরা মাহ্‌দীর দাবিদার এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য এবং সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাধীন জনগণের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ মর্যাদার কথা জানিতে পারিয়াছি।

মাওলায় যায়দান দূরদৃষ্টির সঙ্গে সাফি হইতে সূস-এ গমন করেন। সেইখানে তিনি অপর ধর্মীয় নেতা য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-হাদী-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এবং যিনি আবূ মাহ'ল্লীকে মার্‌রাকেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক সেনা সংগ্রহ করেন এবং শীঘ্রই উহাদের সহিত দক্ষিণের রাজধানীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হন। আবূ মাহ'ল্লী তাঁহার বিশ্বস্ত সাহারীয় সেনাবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কিন্তু শুরুতেই তিনি গুলীর আঘাতে নিহত হন। তাঁহার সেনাবাহিনী তখন মনে করে, তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ফলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হয়। ৩০ নভেম্বর, ১৬১৩ খৃ. য়াহ্‌য়া শহরটি অধিকার করেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর খণ্ডিত শির কাসাবার তোরণের উপরে ঝুলাইয়া রাখেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. El. Oufrani (আল্-ইফরানী), নুয্‌হাত এলহাদী, histoire de la dynastie sa'adienne au Maroc (1511-1670), আরবী পাঠ ও ফরাসী অনুবাদ O Houdas, প্যারিস ১৮৮৮-৯, নির্ঘণ্ট; (২) H. al-Yusi, কিতাবু'ল-মুহাদারাত, লিথো, ফাস ১৩১৭/১৮৯৯, ৯০-১; (৩) H. de Castries, sources in-edites de l'histoire du Maroc, Iee. serie, Saadiens (1530-1600), Pays Bas, ২, প্যারিস ১৯০৭, নির্ঘণ্ট; (৪) P. de Cenival, ঐ I eye, serie Saadiens (1530-1600) Angleterre, ২, প্যারিস ১৯২৫; (৫) G.S. Colin, Chronique anoyme de la dynastie saadienne, Collection de textes arabes publ. par, l'I N. F. M., প্যারিস ১৯৩৪; (৬) একটি ত্রুটিযুক্ত পাঠভিত্তিক আংশিক ফরাসী অনুবাদ ১৯২৪ খৃ. প্রকাশিত হয়, আলজিয়ার্স E. Fagnan, Extraits inedits sur le Magherb, v, 442-4; (৭) J. D. Brethes Contribution a l'historre du Maroc par les recherches numismatiques, কাসাব্লাঙ্কা (১৯৩৯), ২১১ ও Plate, xxviii; (৮) এ. আন-নাসি'রী, কিতাবুল-ইস্‌তিক'সা, পৃ. ৬, আদ্-দাওলাতুস-সা'দিয়্যা; নূতন সটীক সংস্করণ, কাসাবলাংকা ১৯৫৫; (৯) R. Le Tourneau, Abu Mahalli, rebelle a la dynastie sadienne (1611-1613), in studi orientalistici in onore di G. Levi Della Vida-২খ., রোম ১৯৫৬; (১০) J. Berque, Al-Yousi, problemes de la culture marocaine au XVIe siecle, প্যারিস ১৯৫৮, ৬২-৪; (১১) R. Le Tourneau, La decadence sadienne et l'anarchie marocaine au XVI siecle, in annales de la Faculte des Letters d' Aix, xxxii (১৯৬০), ১৮৭-২২৫।

G. Deverdun (E. I.², Suppl.)/হুমায়ুন খান

আবূ মিখ্‌নাফ (ابو مخنف) ঃ লূত' ইব্‌ন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মিখ্‌নাফ আল্-আয্‌দী, প্রথম যুগের আরব মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকগণের অন্যতম, মৃ. ১৫৭/৭৭৪। "ফিহ্‌রিস্ত" গ্রন্থে তাঁহাকে আরব ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে ৩২টি পুস্তিকার রচয়িতা বলিয়া কৃতিত্ব প্রদান করা হইয়াছে। পুস্তিকাগুলি প্রধানত ইরাকের ইতিহাস বিষয়ক এবং সেইগুলির বিষয়বস্তুর অধিকাংশই আল-বালাযু'রী ও আত্-তা'বারীর ইতিহাসে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি আরোপিত অন্য যে সকল রচনা আমাদের কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে সেইগুলি পরবর্তী লেখকগণের রচনা। তাঁহার প্রপিতামহ মিখ্‌নাফ হযরত 'আলী (রা)-এর পক্ষ অবলম্বনকারী ইরাকী আয্‌দ গোত্রীয়গণের নেতা ছিলেন (তাঁহার বিষয়ে জানিবার জন্য ইব্‌ন সা'দ, ৬খ., ২২ ও নাস'র ইব্‌ন মুযাহি'ম রচিত ওয়াক'আত সি'ফ্‌ফীন (কায়রো ১৩৬৫ হি., নির্ঘণ্ট দ্র.)। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, আবূ মিখ্‌নাফ-এর ঐতিহাসিক বর্ণনা বিশ্লেষণ খাঁটি শী'আ দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা ইরাকী বা কূফী দৃষ্টিভঙ্গীরই অধিক পরিচায়ক। হ'াদীছবেত্তা হিসাবে তিনি দুর্বল (দা'ঈফ) ও অনির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্‌রিস্ত, ৯৩; (২) তূ'সী, তালিকা নং ৫৭৫; (৩) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ., ১৭৫ (কায়রো সং, ১৯৫১, নং ৩৬০); (৪) Brockelmann, I, 65; (৫) SI, 101-2; (৬) Storey, ii, 229; (৭) J. Wellhausen, Ar. Reich, pref, III-V (তাঁহার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি); (৮) F. Wustenfeld, Der Tob Husaeins und die Rache (AGGW, 1883); (৯) Bartold, in Zapiski Vostoch otd imper. arkheol,.obshch., xvii, 147 প.; (১০) R. E. Brunnow, Die Charidschiten, Leiden 1884.

H. A. R. Gibb (E. I.²)/হুমায়ুন খান

আবূ মিদফা (দ্র. সিককা)

আবূ মিহ'জান (ابو محجن)ঃ (রা) 'আবদুল্লাহ (বা মালিক বা 'আমর) ইবন হাবীব, ছাক'ীফ গোত্রীয় আরব কবি, ইনি "মুখাদ'রামূন"-এর (যাঁহারা জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগেই কবিতা রচনা করিয়াছেন) অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তাইফ অভিযানকালে (৮/৬৩০) তিনি প্রতিরক্ষা দলের সঙ্গে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর এক পুত্রকে আহত করেন। তিনি ৯/৬৩১-২ সালে ইসলাম কবূল করেন এবং আল-কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তিনি প্রথমে তাঁহার রক্ষীর নিকট হইতে পলায়ন করেন (কারণ 'উমার (রা) তাঁহাকে হাদাওদাতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন (Goldziher, Abhandl, i, দ্র.), অতঃপর সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর স্ত্রীর সহায়তায় সাময়িকভাবে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। সা'দ মদ্যপান ও নেশাগ্রস্ততার অপরাধে তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে কবির কৃতিত্বের জন্য সেনাপতি পরে তাঁহাকে ক্ষমা করেন। ঐতিহাসিকগণ এই কৃতিত্বকে বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মিহ'জান সম্ভবত vologesias (Ullays)-এর যুদ্ধেও যোগদান করিয়াছিলেন। ১৬/৬৭৭ সালে পুনরায় তিনি 'উমার (রা) কর্তৃক নাসি-তে নির্বাসিত হন এবং স্বল্পকাল পরে সেখানে মারা যান। তাঁহার সমাধি আযারবায়জান-এর অথবা জুরজানের সীমান্তে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত আছে।

আবূ মিহ'জান-এর কবিতার যে খণ্ড খণ্ড অংশ সংরক্ষিত আছে সেগুলিতে তাঁহার কোন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল প্রধানত সুরা-প্রশস্তিমূলক গানের জন্য (বিখ্যাত ছত্রঃ 'যখন আমি মারা যাইব, তখন আমাকে আঙুর লতার পাশে কবর দিও' তাঁহারই রচিত বলিয়া কথিত)। আরেক গুচ্ছ কবিতায় তিনি মদ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছেন। এই মনোভাবের কারণে 'উমার (রা) তাঁহাকে কয়েকবার নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

এই কবি ও তাঁহার একই নামধারী আবূ মিহ'জান নুসায়ন ইব্ন রাবাহ্ (নুসায়ব দ্র.) দুই ভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ মিহ'জান-এর "দীওয়ান" C-Landberg কর্তৃক "Primeurs arabes" নামে সম্পাদিত হয়, Leiden 1886 (অপর একটি সংস্করণ আল-'আসকারী-এর টীকাসমেত কায়রো হইতে তারিখবিহীনভাবে মুদ্রিত হয়) এবং Abel কর্তৃক Lieden হইতে ১৮৮৭ সালে (জীবনী ও ল্যাটিন অনুবাদ সমেত) প্রকাশিত হয়; (২) তাঁহার জীবন-কাহিনী পাওয়া যাইবে জুমাহ'ীর ত'াবাক'াত-এ, (কায়রো), ১০৫-৬; (৩) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, ২৫১-৩; (৪) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৪খ., ২১৩-১৯; (৫) আগানী, ৯খ., ১৩৭-৪৩, ২১খ., ২১০-২৪; (৬) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা ৪, নং ১০১৭; (৭) বাগ'দাদী, খিযানা (বূলাক), ৩খ., ৫৫০-৬; (৮) কায়তানী (Caetani), আন্নালী (Annali), ৫খ, ২২৪ প.; (৯) Brockelmann, 1, 40, Sl, 70; (১০) O. Rescher, Abriss, ১খ., ১০৫-৭; (১১) Nallino, Scritti, vi, 46.

N. Rhodokanakis-Ch. Pellat/হুমায়ুন খান

আবূ মুস্‌লিম খুরাসানী (ابو مسلم خراسانى)ঃ ছিলেন খুরাসানের বিপ্লবী আব্বাসী আন্দোলনের নেতা। তাঁহার বংশ পরিচয় অস্পষ্ট; সম্ভবত তিনি পারস্য দেশীয় ক্রীতদাস ছিলেন এবং কূফায় বানূ ইজল-এর অধীনে কোন কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এখানে শী'আ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার যোগাযোগ হয় এবং ১১৯/৭৩৭ সালে তাঁহাকে গালী (গোঁড়াপন্থী) আল্-মুগ'ীরা ইব্ন সা'ঈদের অনুসারিগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৪/৭৪১-২ সালে মক্কা অভিমুখে অগ্রসরমান আব্বাসীদের খুরাসানী নেতৃস্থানীয় প্রচারকগণ (نقباء) তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পান। তাঁহারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া ইমাম ইব্রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদের নিকট লইয়া যান। ইমাম তাঁহাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করিয়া ১২৮/৭৪৫-৬ সালে খুরাসান প্রদেশে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশে প্রেরণ করেন।

খুরাসান আগমনের পর আন্দোলনের স্থানীয় নেতাদের (বিশেষ করিয়া সুলায়মান ইব্ন কাছীর-এর) প্রাথমিক বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া আবূ মুসলিম সুদক্ষ ও শক্তিমান প্রচারের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের আব্বাসী প্রচারণার সুফল ভোগ করিতে সক্ষম হন। ১ শাওওয়াল, ১২৯/১৫ জুন, ৭৪৭ তারিখে বিদ্রোহীদের কাল পতাকা প্রকাশ্যে উত্তোলিত হয়। উমায়্যা সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আবূ মুসলিম ইয়ামানীদের সমর্থন লাভ করেন এবং রাবী'উছ-ছানী কিংবা জুমাদাল-উলা ১৩০/ডিসেম্বর ৭৪৭ কিংবা জানুয়ারী ৭৪৮ সালে মার্ দখল করিতে সফল হন। সেইখান হইতে তাঁহার সেনানায়কগণ পার্শ্ববর্তী সকল এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং অন্যতম সেনানায়ক ক'াহ্'তা'বা ইব্ন শাবীব (দ্র.) পশ্চিম অভিমুখে ধাবমান উমায়্যা বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। উমায়্যা বংশের পতনের মধ্য দিয়া ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আস্-সাফ্ফাহ্' খলীফা ঘোষিত হইবার পর আবূ মুসলিম খুরাসানের গভর্নর হিসাবে বহাল থাকেন। একদিকে তিনি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান (১৩৩/৭৫০-১ সালে বুখারায় শীআ বিদ্রোহ দমন) করেন, অপরদিকে পূর্ব অভিমুখে আব্বাসী সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেন (একই বৎসর আবূ দাউদের অভিযান পরিচালিত হয়)। নূতন রাজবংশ ইহার সাফল্যের জন্য অনেকাংশেই তাঁহার নিকট ঋণী ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উক্ত রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি ঘটিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের কোন পরিকল্পনা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। ধর্মদ্রোহিতার ইতিহাস রচনাকারীদের অনুসরণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যদিও বলেন, তিনি একটি চরমপন্থী ধর্মীয় আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, কিন্তু ইহা সত্য মনে হয় না। আসলে তাঁহার প্রচুর সম্মান ও প্রতিপত্তিই আব্বাসীগণের আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল। ১৩৬/৭৫৩-৪ সালে আল্-মান্‌সূ'র-এর ক্ষমতা লাভের পর সংকটের সূচনা হয়। স্বীয় পিতৃব্য 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী (দ্র.)-র বিরুদ্ধে আবূ মুস্‌লিমের ক্ষমতাকে কাজে লাগাইবার পর আল্-মান্‌সূ'র তাঁহাকে রাজদরবারে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানান। আবূ

মুসলিম স্বীয় বিপদ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও সম্পূর্ণরূপে উহা বিশ্বাস করিতেন না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি খলীফার আদেশ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে নিহত হইলেন। তাঁহার স্মৃতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে জাগরূক থাকে এবং আল্-মুকান্না (দ্র.)-র আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৎসর যাবৎ অনেক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দীনাওয়ারী, আল্-আখবারুত-তিওয়াল (Guirgass), য়া'কূ'বী, তাবারী, নির্ঘণ্ট; (২) আগানী, Tables; (৩) G. van Vloten, De Opkomst, der Abbasiden in Chorasan, Leiden 1810, 70-131; (৪) J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, ৩২৩-৫২; (৫) R. N. Frye, The Role of Abu Muslim in the Abbasid Revolt, MW, ১৯৪৭, ২৮-৩২; (৬) S. Moscati, Studi su Abu Muslim, I-III, Rend, Line., ১৯৪৯, ৩২৩-৩৫, ৪৭৪০৯৫; ১৯৫০, ৮৯-১০৫।

S. Moscati (E. I.²)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আবূ মুহ'াম্মাদ (ابو محمد) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন বারাকা আল-উমানী, সাধারণভাবে ইব্ন বারাকা নামে পরিচিত। উমানের বাহ্লা নামক ছোট শহরের অধিবাসী ইবাদী লেখক। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সঠিক তারিখ অজ্ঞাত, কিন্তু উমানের জনৈক ইবাদী লেখক ইব্ন মুদাদ তাঁহাকে ইমাম সা'ঈদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মাহ্'বূব–যিনি ৩২৮/৯৩৯-৪০ সালে নিহত হন-এর শিষ্য ও মতানুসারী বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি স্বয়ং উমানের রাজনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন এবং কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। সেইগুলির মধ্যে কেবল নিম্নলিখিতগুলি বর্তমানে বিদ্যমান ঃ

(১) আল্-জামি', আইনের মূলতত্ত্ব (উসূল ফিক্হ) বিষয়ক গ্রন্থ; (২) আল্-মুওয়াযানা, ইমাম আস্-সালৃত ইব্ন মালিক-এর আমলে উমানের অবস্থা সম্পর্কে, উহাতে আইনের কিছু সংখ্যক নীতিগত সমস্যা ও সমাধান রহিয়াছে; (৩) আস্-সীরা, ইহা কতকটা পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই অনুরূপ; (৪) মাদ্হু'ল্-'ইল্ম, জ্ঞান ও সাধকদের স্তুতিমূলক; (৫) আত-তাকয়ীদ; (৬) আত্-তা'আরুফ; (৭) আশ্-শারহ' লি' জামি ইব্ন জা'ফার, ইহাই নিঃসন্দেহে উমানের আবূ জাবির মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার আল-আয্কাবী রচিত আইনের মূলতত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ক গ্রন্থ (আল্-জামি'-এর টীকাগ্রন্থ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সালিমী, তুহ্'ফাতুল-আ'য়ান ফী সীরাতি আহ্লি উমান, ১খ., কায়রো ১৩৩২ হি., ১৫৩, ১৬৬, ১৬৭; (২) ঐ লেখক, আল-লামআ, ছয়খানি ইবাদী সঙ্কলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, আলজিরিয়া হইতে হি. ১৩২৬ সালে প্রকাশিত, ২১০-১; (৩) আস-সিয়ারুল-উমানিয়্যা, ms. Lwow, পত্র ১৮৩v ১৯৮v ও ২৭১¹ আ.; (৪) E. Masqueray, Chronique d' Abou Zakaria, Algiers 1878, 130, n; (৫) A. de Motylinki, Bibliographie du Mzab, in Bull, de carr. Afr., Algiers 1885, 19 nos, 19 and 20.

T. Lewicki (E. I.²)/হুমায়ুন খান

আবূ মুহ'াম্মাদ সা'লিহ্' (ابو محمد صالح) ঃ ইব্ন য়ানস'ারান ইব্ন গ'াফিয়্যান আদ্-দুককালী আল্-মাজিরী ছিলেন হিজরী ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে মরক্কোর বিখ্যাত সাধক ও আস্ফী (দ্র.) বর্তমান কালের সাফী নামক শহরের পৃষ্ঠপোষক (Patron)। তিনি ৫৫০/১১৫৫ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তেলেমসেন (Tlemcen)-এর পৃষ্ঠপোষক সুপ্রসিদ্ধ আবূ মাদয়ান (দ্র.) আল্-গ'াওছ ছিলেন তাঁহার প্রধান গুরু। তিনি হজ্জ্ পালনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাস দেখা যায় যে, মরক্কো বংশোদ্ভূত সূফী আবদুর-রাযযাক আল-জাযূলীর শিক্ষা অনুসরণের জন্য তিনি বিশ বৎসরকাল আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেন। মরক্কো প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স্বীয় দেশবাসীর মধ্যে হজ্জ ও প্রাচ্যে জ্ঞানাহরণের (طالب العلم) পক্ষে প্রচারে ব্রতী হন। অতঃপর তিনি আস্ফীর রিবাত-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। সেইখানে তিনি ২৫ যু'ল-হি'জ্জা, ৬৩১/২২ সেপ্টেম্বর, ১২৩৪ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার প্রপৌত্র আহমাদ ইব্রাহীম ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবী মুহাম্মাদ সা'লিহ্' রচিত আল-মিন্হাজুল-ওয়াদি'হ্' ফী তাহ্ক'ীক কারামাত আবী মুহ'াম্মাদ সা'লিহ্' শীর্ষক একটি পুস্তিকা তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন ফারহূন, দীবাজ, কায়রো ১৩২৯ হি., ১৩২; (২) বাদিসী, মাক্স'াদ, অনু. G. S. Colin, in AM, 1926. 92, 195 (n. 295); (৩) কাত্তানী, সালওয়াতুল-আন্ফাস, ফেয ১৩১৬, ২খ., ৪৩-৪৪; (৪) Levi-Provencal, Fragments historiques sur les Berberes au Moyen Age, রাবাত ১৯৩৪, ৭৭-৮; (৫) ঐ লেখক, Hist. Chorfa, 221 and n. 3.

E. Levi-Provencal (E.I.²)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (ابو موسى الاشعرى) ঃ (রা) একজন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী, প্রশাসক ও সেনাধ্যক্ষ। তাঁহার প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স। উপনাম আবূ মূসা। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তৎকালীন ইয়ামান দেশের আশ'আর গোত্রে আনু. ৬০২ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল জাব্য়া বিনত ওয়াহ্ব। তিনি ছিলেন 'আক্ক' গোত্রীয়। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইনতিকাল করেন (ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াত, ৪খ., পৃ. ১০৫)। আবূ মূসা (রা)-এর বংশলতিকা হইল ঃ আবূ মূসা 'আবদুল্লাহ ইব্ন ক'ায়স ইব্ন সুলায়ম ইবনুল-হাদ্দার ইব্ন হারব ইব্ন 'আমির ইব্ন 'আনায ইব্ন বাকর ইব্ন 'আমির ইব্ন আয়ার ইব্ন ওয়াইল ইব্ন নাজিয়া ইব্নিল-জামাহির ইব্নিল আশ'আর ইব্ন উদাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন ইয়াশজুব ইব্ন আরীব ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহলান ইব্ন সাবি' ইব্ন য়াশজুব ইব্ন য়া'রুব ইব্ন ক'াহত'ান (ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ১০৫; তু. ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, ৩খ., পৃ. ২৪৫)।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্ন সা'দ ও ওয়াকি'দী প্রমুখের বর্ণনামতে আবূ মূসা (রা) ছিলেন সা'ঈদ ইবনুল-'আস ইব্ন 'উমায়্যার মিত্র। তিনি আশ'আরীদের একটি দলের সহিত তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতাসহ মক্কায় আগমন করেন। অতঃপর মক্কায়ই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরে হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বার যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি হাবশা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। হাবশা হইতে মুসলমানগণ দুইখানি নৌকায় করিয়া ফেরৎ আসেন। তাঁহাদের সহিত উক্ত নৌকায় আবূ মূসা (রা)-ও আগমন করেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ১০৫)।

কোন কোন সীরাতবিদ মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ও আল-ওয়াকি'দী-খালিদ ইবনুল-'আস-আবূ বাক্র ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবিল-জাহ্ম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হাবশায় হিজরত করেন নাই। আর কুরায়শ বংশের সহিত তাঁহার মিত্রতাও ছিল না, বরং তিনি বহু পূর্বেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বহুদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ইহার পর তিনি ও আশ'আর গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের আগমন ও হাবশা হইতে নৌকারোহী হযরত জা'ফার (রা) ও তাঁহার সঙ্গীবৃন্দের আগমন একই সময়ে ঘটে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-ও তখন খায়বার যুদ্ধে গমন করেন। তাই কোন কোন সীরাতবিদ বলিয়াছেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) নৌকারোহীদের সহিত আগমন করেন। আসল ঘটনা আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি (উসদুল-গাবা, ৫খ., পৃ. ৩০৮; তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ১০৫)।

আবূ 'উমার (র) বলেন, ইব্ন ইসহাক'ই কেবল তাঁহাকে হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনামতে আবূ মূসা (রা) তাঁহার কওমের সহিত নৌকায় করিয়া মক্কায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন। অতঃপর ঝড়ে নৌকা ভাসিয়া যায় এবং হাবশায় গিয়া পৌঁছে। অতঃপর হাবশায়ই তাঁহারা অবস্থান করেন এবং জা'ফার (রা) ও তাঁহার সঙ্গীরা যখন হাবশা ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন তখন তাঁহারাও একটি নৌকায় আরোহণ করেন। আর আবূ মূসা (রা)-সহ আশ'আর গোত্রের লোকেরাও তাঁহাদের নৌকায় আরোহণ করিয়া একই সঙ্গে রওয়ানা হন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর খায়বার জয়ের সময় মদীনায় আসিয়া পৌঁছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) উভয় নৌকারোহীদেরকে গনীমতের সম্পদে হিস্যা দান করেন (উসদুল-গাবা, ৫খ., পৃ. ৩০৮)।

এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় অন্য একটি বর্ণনায়। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভূত হওয়ার সংবাদ পৌঁছিল। আমরা তখন য়ামানে ছিলাম। অতঃপর আমরা আমি ও আমার দুই ভাই হিজরতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি ছিলাম তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। আমার ভ্রাতাদ্বয়ের একজন হইলেন আবূ বুরদা এবং অপরজন আবূ রুহ্ম। এক বর্ণনামতে তিনি বলেন, আমার কওমের ৫৩ জন লোকসহ আমরা বাহির হই। অতঃপর আমাদের নৌকা হাবশায় নাজাশীর নিকট গিয়া পৌঁছায়। সেখানে আমরা গিয়া তাঁহার নিকট জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের সাক্ষাৎ পাইলাম। জা'ফার (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এইখানে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাদেরকে এইখানে অবস্থানের নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তোমরাও এইখানে অবস্থান কর। অতঃপর আমরা সেইখানে অবস্থান করি। ইহার পর আমরা একইসঙ্গে (মদীনায়) আগমন করত রাসূলুল্লাহ (স)-কে খায়বার বিজয়ের সময় সেইখানে পাইলাম। তিনি আমাদেরকে গনীমতের হিস্যা দিলেন। অথবা তিনি বলেন, আমাদেরকে গনীমত হইতে কিছু দান করিলেন। তাঁহার সহিত খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি গনীমতের হিস্যা প্রদান করেন নাই। জা'ফার (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত আমরা যাহারা নৌকারোহী ছিলাম তাহারা ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম (উসদুল-গাবা, ৫খ., পৃ. ৩০৯)।

ইব্ন সা'দও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের দুইবার হিজরত হইল। একবার তোমরা নাজাশীর কাছে এবং একবার আমার কাছে হিজরত করিলে (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ১-০৬)। এই রিওয়ায়াতটি সহীহ। ইব্নুল-আছীর ইহাকেই সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (উসদুল- গাবা, ৩খ., পৃ. ২৪৫)। এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদেরকে গানীমাতে হিস্যা দেন নাই (উসদুল-গাবা, ৫খ., ৩০৯)। তবে সম্ভবত ইহার অর্থ হইল, তিনি হিসাব করিয়া পূর্ণ হিস্যা দেন নাই; বরং কিছু অংশ দান করিয়াছিলেন। কারণ একাধিক রিওয়ায়াতে তাঁহাদেরকে গানীমাতের হিস্যা দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

আবূ মূসা (রা) একজন ভাল যোদ্ধা ও অশ্বারোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অশ্বারোহীদের সরদার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ১০৭)। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হাওয়াযিন গোত্র হুনায়ন হইতে পলায়ন করত আওতাস উপত্যকায় সমবেত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদেরকে দমন করার জন্য আবূ 'আমির (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আবূ মূসা (রা)-ও ইহাতে শরীক ছিলেন। তাঁহারা আওতাসে গিয়া শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং তাহাদের নেতা দুরায়দ ইবনুস সিম্মাকে হত্যা করেন। কিন্তু জুশামী নামে এক কাফিরের তীরাঘাতে সেনাপতি আবূ 'আমির (রা) মারাত্মকভাবে আহত হন। আবূ মূসা (রা) জুশামীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে হত্যা করেন এবং আবূ 'আমির (রা)-কে ইহার সুসংবাদ প্রদান করেন। উক্ত আঘাতের ফলে আবূ 'আমির (রা) ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি আবূ মূসা (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া যান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম ও দু'আর আবেদন পৌঁছাইবার ওসিয়াত করিয়া যান। আবূ মূসা (রা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে আবূ 'আমির (রা)-এর ঘটনা জানাইলে তিনি উযূ করিয়া আল্লাহ্র দরবারে আবূ 'আমিরের মাগফিরাত ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য দু'আ করেন। তখন আবূ মূসা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আল্লাহ! 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স -এর গুনাহ মাফ কর এবং কিয়ামতের দিন তাহাকে সম্মানের সহিত জান্নাতে দাখিল কর

(বুখারী), আস-সাহীহ, কিতাবুল-মাগাযী, হাদীছ নং ৪৩২৩; মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাব ফাদাইলুস সাহাবা, হাদীছ নং ৬১৮১)।

৯ম হি. তাবূক যুদ্ধেও তিনি তাঁহার কওমের লোকজনসহ অংশগ্রহণ করেন। কওমের জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সওয়ারী প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমত সওয়ারী দিতে অস্বীকার করেন। তিনি তখন রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি তা বুঝিতে না পারায় দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসি। পরক্ষণেই রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে পাঠাইয়া আমাকে ডাকাইয়া লইলেন এবং দুইটি দুইটি করিয়া মোট ছয়টি উট প্রদান করেন (বুখারী, বাবু গাযওয়া তাবূক, ২খ., পৃ. ৬৩৩)।

তাবূক হইতে ফিরিবার পর দুইজন আশ'আরী আবূ মূসা (রা)-কে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তাহারা তাহাদেরকে কোনও পদ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবেদন করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মিসওয়াক করিতেছিলেন। তাঁহার মিসওয়াক করা বন্ধ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আবূ মূসা! অথবা বলিলেন, হে 'আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! আবূ মূসা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন! তাহাদের অন্তরে কী আছে তাহা তাহারা আমাকে অবহিত করে নাই। আর তাহারা যে কোনও পদ চাহিবে তাহাও আমি বুঝিতে পারি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যে নিজেই কোন পদ চাহিবে আমরা তাহাকে কখনও কোন পদে নিয়োগ করিব না। তবে হে আবূ মূসা! তুমি য়ামানে যাও (বুখারী, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল-মু'আনিদীন, ২খ., পৃ. ১০১২, হাদীছ নং ৬৯২৩)। এই ঘোষণার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে য়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তৎকালীন য়ামান দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যাবীদ ও আদান অঞ্চলের শাসক নিয়োগ করা হয় আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে এবং অন্য অঞ্চলের জন্য নিয়োগ করা হয় মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে (তাহযীবুত-তাহযীব, ৫খ., ৩৬২; তাহযীবুল-কামাল, ১০খ., পৃ. ৪২৬)। তাঁহাদেরকে রওয়ানা করাইয়া দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স) নসীহত করেন ঃ

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا.

"সেখানকার অধিবাসীদের সহিত তোমরা নম্র ব্যবহার করিবে, কঠোর ও রূঢ় ব্যবহার করিবে না; তাহাদেরকে সুসংবাদ দিবে, পলায়নপর করিয়া তুলিবে না এবং তোমরা পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবে" (বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, হাদীছ নং ৪৩৪৪)।

১০ম হি. বিদায় হজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত হজ্জ পালন করেন। কুরবানীর জন্তু সঙ্গে না থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইফরাদ হজ্জ করার হুকুম দেন (বুখারী, কিতাবুল-হাজ্জ, হাদীছ নং ১৫৫৯; কিতাবুল মাগাযী, হাদীছ নং ৪৩৪৬)। বিদায় হজ্জ হইতে ফিরিবার পর য়ামানে ভণ্ডনবী আসওয়াদ আল-'আনাসীর ফিতনা জোরদার হয়। ফলে আবূ মূসা আশ'আরী ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) য়ামানের এই উভয় শাসনকর্তাই বাধ্য হইয়া হাদরামাওত চলিয়া আসেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর আবূ বাক্র (রা) খলীফা হইয়া মুরতাদদের কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে আবূ মূসা (রা) আবার য়ামানে ফিরিয়া আসেন এবং উমর (রা)-এর খিলাফাত পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন (সিয়ারুস-সাহাবা, ২খ, ৩১৯)। 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে ১৭ হি. ইরাকে অভিযান প্রেরণ করা হয়। এই সময় আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে নাসীবীন জয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি সফলতার সহিত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং নাসীবীন জয় করেন (প্রাগুক্ত)।

এই ১৭ হিজরীতেই হযরত 'উমার (রা) বসরার গভর্নর মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-কে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁহারই যোগ্য নেতৃত্বে ও সক্রিয় সহায়তায় ১৭ হি. খুযিসতান, ২১ হি. নিহাওয়ানদ ও ২৩ হি. ইসফাহান বিজিত হয় (সিয়ারুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৩২০-২৫)। কূফাবাসীদের আবেদনক্রমে 'উমার (রা) ২২ হি. তাঁহাকে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এক বৎসর পর ২৩ হি. তিনি ইসফাহান জয় করেন, অতঃপর আবার তাঁহাকে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। এই সময় বসরায় পানির খুব সংকট ছিল। বসরা হইতে ছয় মাইল দূরে দিজলা নদীর একটি শাখা ছিল। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) উক্ত শাখা হইতে বসরা শহর পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন যাহা এখনও 'নাহ্‌ব আবী মূসা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (সিয়ারুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৩২৫)।

২৩ হি. যু'ল-হিজ্জার শেষদিকে 'উমার (রা) শাহাদাত লাভ করেন। অতঃপর 'উছমান (রা) খলীফা নিযুক্ত হইবার পর 'উমার (রা)-এর আমলের অধিকাংশ শাসনকর্তাই বরখাস্ত হন। কিন্তু আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তখনও বসরায় স্বপদে বহাল ছিলেন, ইহার মূলে ছিল 'উমার (রা)-এর ওসিয়াত। মুজাহিদ (রা) শা'বী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমার তাঁহার ওসিয়াত নামায় লিখেন, আমার নিযুক্ত প্রশাসকদের কেহই এক বৎসরের বেশী সময় স্বপদে বহাল থাকিতে পারিবে না, তবে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে চার বৎসর প্রশাসকের পদে বহাল রাখিবে। (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩৬০; তাহযীবুত-তাহযীব, ৫খ., পৃ. ৩৬৩)। 'উমার (রা)-এর এই ওসিয়াত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর প্রশাসন ক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় বহন করে। অতঃপর ২৯ হি. বসরাবাসীর আবেদনক্রমে উছমান (রা) তাঁহাকে বসরার গভর্নর পদ হইতে বরখাস্ত করেন (সিয়ারুস-সাহাবা, ২খ., ৩২৫-২৬)। এদিকে 'উছমান (রা) সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে কূফার আমীর নিযুক্ত করিলে কূফাবাসী ইহার জোর প্রতিবাদ জানায় এবং তাঁহার পরিবর্তে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করিবার আবেদন জানায়। সেই প্রেক্ষিতে 'উছমান (রা) ৩৪ হি. আবূ মূসা (রা)-কে কূফার আমীর নিযুক্ত করেন। ৩৫ হি. 'আলী (রা)-এর খিলাফাত লাভ করা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। 'আলী (রা)-ও খলীফা নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। অতঃপর 'আলী (রা), তালহা ও যুবায়র (রা)-কে প্রতিরোধ করিতে বসরায় গমন করিলে কূফাবাসীর নিকট তিনি সাহায্য চাহিয়া লোক পাঠান। কিন্তু আবূ মূসা (রা) কূফাবাসীকে তাঁহার সাহায্য করিতে নিরুৎসাহিত করেন এবং ফিতনায় না জড়াইয়া আপন স্থানে নিষ্ক্রিয় থাকার নির্দেশ দেন। তিনি তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ শুনান যে,

ফিতনা-ফাসাদের সময় শয়নকারী ব্যক্তি উপবেশনকারী ব্যক্তি হইতে, উপবেশনকারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হইতে উত্তম হইবে (বুখারী, কিতাবুল-ফিতান, হাদীছ নং ৭০৮১, ৭০৮২)। আবূ মূসা (রা)-এর এহেন পদক্ষেপের ফলে 'আলী (রা) তাঁহাকে বরখাস্ত করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭খ., পৃ. ২৫৭-২৫৮)।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা) উভয় পক্ষে ফয়সালাকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হইলে আবূ মূসা (রা) 'আলী (রা)-এর পক্ষে সালিস নিযুক্ত হন। আর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে সালিস নিযুক্ত হন 'আমর ইবনুল-'আস (রা)। উভয়ে একান্তে মিলিত হইবার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, 'আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা) উভয়কেই বরখাস্ত করা হইবে এবং শূরা নূতন খলীফা নির্বাচন করিবে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক উভয়েই জনসমাবেশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আবূ মূসা (রা) দাঁড়াইয়া আল্লাহর হ'ামদ ও ছানা এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর দুরূদ পাঠ-এর পর বলিলেন, হে লোকসকল! আমি ও 'আমর এই ব্যাপারে একমত হইয়াছি যে, আমরা 'আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা) উভয়কেই বরখাস্ত করিব এবং বিষয়টি শূরার উপর ছাড়িয়া দিব, তাহারাই উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিবে। তাই আমি 'আলী ও মু'আবি'য়া উভয়কে বরখাস্ত করিলাম। এই কথা বলিয়া তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর 'আমর (রা) আসিয়া তাঁহার স্থানে দাঁড়াইয়া আল্লাহর হা'মদ ও ছানার পর বলিলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীকে বরখাস্ত করিয়াছেন। আমিও তাঁহার ন্যায় তাঁহাকে বরখাস্ত করিলাম এবং আমার সঙ্গী মু'আবি'য়াকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত রাখিলাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, পৃ. ৩০২, ৩০৯-৩১০)।

এইরূপ আচরণেআবূ মূসা আশ'আরী (রা) খুবই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। তিনি 'আলী (রা)-এর সহিত দেখা পর্যন্ত না করিয়া সোজা মক্কায় চলিয়া আসেন এবং সেখানেই যু'ল-হি'জ্জা ৪৪ হি. ইনতিকাল করেন। অন্য এক বর্ণনামতে তিনি কূফা হইতে দুই মাইল দূরে ছাবিয়্যা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন (তাহযীবুল-কামাল, ১০খ., পৃ. ১৩০)। তাঁহার ইনতিকালের সন সম্পর্কে আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায় ঃ ৪২, ৪৯, ৫০, ৫২ ও ৫৩ হি.। ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর (উসদুল-গা'বা, ৫খ., পৃ. ৩০৯)।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ছিলেন শারী'আতের বড় আলিম, দক্ষ প্রশাসক ও সফল বিচারক। প্রশাসন পরিচালনায় তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়াই 'উমার (রা) তাঁহার অন্যান্য প্রশাসককে যেখানে এক বৎসর বহাল রাখিবার ওসিয়াত করেন সেখানে আবূ মূসা (রা)-কে চার বৎসর বহাল রাখিবার ওসিয়াত করেন যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের কু'রআন তিলাওয়াত শুনিয়া যে কোন মানুষই মুগ্ধ হইত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাঁহাকে দাঊদ (আ)-এর সুরের একটি অংশ দেওয়া হইয়াছে (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকি'ব, হাদীছ নং ৩৯৫৫; ইব্ন সা'দ, তা'বাকা'ত, ৪খ., পৃ. ১০৭)।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহার তিলাওয়াত শুনিতে খুবই পছন্দ করিতেন। এক রাত্রিতে তিনি উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা)-কে সঙ্গে লইয়া কোথাও যাইতেছিলেন, তখন আবূ মূসা (রা)-এর তিলাওয়াত শুনিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার কু'রআন তিলাওয়াত শুনিলেন, ইহার পর যাত্রা শুরু করিলেন। সকাল বেলা আবূ মূসা (রা) আসিলে তিনি বলিলেন, আবূ মূসা! গতরাত্রে তুমি যখন কু'রআন তিলাওয়াত করিতেছিলে তখন আমি তোমার কি'রাআত শুনিয়াছিলাম। আবূ মূসা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপস্থিতির কথা জানিতে পারিলে আরও সুন্দর আওয়াযে তিলাওয়াত করিতাম (হা'কেম, আল-মুসতাদরাক, ৩খ., পৃ. ৪৬৬)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একরাত্রে মসজিদে নববীতে তিনি সালাত আদায় করিতেছিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত শ্রবণ করিয়া উম্মুল মু'মিনীনগণ তাঁহাদের হুজরার পর্দার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তিলাওয়াত শুনিতে লাগিলেন। সকাল বেলা আবূ মূসা (রা) যখন বিষয়টি জানিতে পারিলেন তখন বলিলেন, সেই সময় আমি জানিতে পারিলে তাঁহাদেরকে কু'রআনের প্রতি আরও আগ্রহী করিয়া তুলিতাম (ইব্ন সা'দ, তাবাকা'ত, ৪খ., পৃ. ১০৮)। আবূ 'উছমান আন-নাহদী (র) বলেন, আমি আবূ মূসা (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করিয়াছি। তাঁহার তিলাওয়াতের সুর এতই মর্মস্পর্শী ছিল যে, জাহিলী যুগের কোন বাদ্যযন্ত্রের সুরই আবূ মূসা (রা)-এর চাইতে সুরেলা আছে বা ছিল বলিয়া আমি শুনি নাই (তাহযীবুত-তাহযীব, ৫খ., পৃ. ৩৬৩; আল-ইসা'বা, ২খ., পৃ. ৩৬০)। উমার (রা) তাঁহাকে দেখিলেই বলিতেন, হে আবূ মূসা! আমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করাইয়া দাও। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিতেন, আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি আগ্রহী বানাইয়া দাও। তখন তিনি তাঁহাকে কুরআন শুনাইতেন (তাহযীবুত-তাহযীব, ৫খ., পৃ. ৩৬৩; আল-ইসা'বা, ২খ., পৃ. ৩৬০)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একবার আবূ মূসা (রা) আমাকে 'উমার (রা)-এর নিকট পাঠাইলেন। 'উমার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ মূসাকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ ? আনাস (রা) বলিলেন, তিনি লোকজনকে কু'রআন শিক্ষা দেন। 'উমার (রা) বলিলেন, তিনি খুব উঁচু পর্যায়ের লোক। তবে ইহা তাঁহার সম্মুখে বলিবে না (তা'বাকা'ত, ৪খ, ১০৮)। পরবর্তী খ্যাতিমান তাবি'ঈগণও তাঁহার ইলমের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইমাম শা'বী (র) তাঁহার ছাত্র ও শুভানুধ্যায়িগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, ছয় ব্যক্তি হইতে ইলম গ্রহণ কর। উক্ত ছয় ব্যক্তির মধ্যে আবূ মূসা আশ'আরী (র)-এর নামও তিনি উল্লেখ করেন। 'আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন, উম্মতের কাযী চারজন ঃ 'উমার (র), 'আলী (রা), আবূ মূসা (রা) ও যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) (প্রাগুক্ত)।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) একজন খ্যাতিমান হাদীছ রিওয়ায়াতকারীও ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চার খলীফা এবং সাহাবীদের মধ্যে মু'আয ইব্ন জাবাল, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ, উবায়্যি ইব্ন কা'ব, ইব্ন 'আব্বাস, 'আম্মার ইব্ন য়াসির ও উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা) হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার রিওয়ায়াতকৃত হা'দীছের সংখ্যা ৩৬০। তন্মধ্যে বুখারী-মুসলিমে যৌথভাবে ৫০টি, এককভাবে সহীহ বুখারীতে ৪টি, সহীহ মুসলিমে ২৫টি হা'দীছ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন তাঁহার পুত্র মূসা, ইবরাহীম, আবূ বুরদা ও আবূ

বাক্র, তাঁহার স্ত্রী উম্মু 'আবদিল্লাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবূ সা'ঈদ, আনাস ইব্ন মালিক ও ত'ারিক' ইব্ন শিহাব (রা)। প্রবীণ তাবিঈ ও অন্যদের মধ্যে যায়দ ইব্ন ওয়াহ্ব আল-জুহানী ও আবূ 'আবদির-রাহ'মান আস-সুলামী, আবূ সা'ঈদ সা'দ ইব্ন মালিক আল-খুদরী, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র, সা'ঈদ ইব্ন আবী হিন্দ, 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র, কায়স ইব্ন আবী হ'াযিম, আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী, সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব, যির্র ইব্ন হুবায়শ, আবূ 'উছমান আন-নাহ্দী, আবূ রাফি' আস-সাইগ', আবূ 'উবায়দা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, রিব্'ঈ ইব্ন হিরাশ, হি'ত্ত'ান ইব্ন 'আবদিল্লাহ আর-রুকাশী, আবূ ওয়াইল শা'কী'ক ইব্ন সালামা আল-আসাদী, সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয আল-মাযিনী প্রমুখ (তাহযীবুল- কামাল, ১০খ., পৃ. ৪২৬-২৭; আল-ইস'াবা, ২খ., পৃ. ৩৫৯-৬০)। হ'াদীছ ছাড়াও বসরাবাসীকে তিনি কুরআন ও দীনী জ্ঞান শিক্ষাদান করেন (প্রাগুক্ত)।

ইনতিকালের পূর্বক্ষণে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িলে পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজন জোরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং কিছু ওসিয়াত করার পর ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি ইব্রাহীম, আবূ বাক্র, আবূ বুরদা ও মূসা নামক চার পুত্র সন্তান রাখিয়া যান (তাহযীবুত-তাহযীব, ৫খ., পৃ. ৩৬২)। ইহাদের মধ্যে ইব্রাহীম-এর নামকরণ এবং তাঁহার মুখে বরকতস্বরূপ খাবার দেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) (তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ১০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আস-স'াহীহ', দারুস-সালাম, রিয়াদ ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং.; (২) মুসলিম ইবনুল-হা'জ্জাজ, আস-স'াহীহ', কুতুবখানা রাহ'ীমিয়্যা, দিল্লী, তা. বি.; (৩) আত-তিরমিযী, আল-জামি' আস-স'াহীহ', কুতুবখানা রাহ'ীমিয়্যা, দিল্লী, তা. বি., ৪খ.; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতাতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি.; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকর আল-আরাবী, জীযা, মিসর ১৩৫১/১৯৩৩, ১ম সং., ৭খ.; (৬) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১ম সং., ২খ.; (৭) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, বৈরূত, ১৩৭৭ হি., ৩খ.; (৮) ইব্ন আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি.; (৯) ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, তাহ'যীবুত তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৫খ.; (১০) আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ভারত ১৩৭৬/১৯৫৬, ৩য় সং., ১খ; (১১) জামালুদ্দীন আবুল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, বৈরূত, ১৪১৪/১৯৯৪, ১০খ;, (১২) আত্-ত'াবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত তা. বি., ৪খ.; (১৩) শাহ মু'ঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস-সাহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়্যাত, লাহোর, তা. বি., ২খ.।

ড. আবদুল জলীল

আবূ যাকারিয়্যা আল-ওয়ারজালানী (ابو زكريا الورجلانی) ঃ য়াহ'য়া ইব্ন আবী বাক্র, মাগ'রিব-এর ইবাদী ঐতিহাসিক। ইবাদী ঘটনাপঞ্জীর লেখক আদ্-দারজীনী (৭ম/১৩শ শতাব্দী) ও শাম্মাখী (মৃ. ৯২৮/১৫২২) যাঁহারা তাঁহাদের রচনাবলীর ভিত্তি হিসাবে আবূ যাকারিয়্যার ইতিহাসকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, এমনকি তাঁহারা তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। দার্জীনী হইতে এতটুকুই জানা যায়, তিনি ওয়ার-জালান-এর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ওয়াদীরীগ-এ ইবাদী শায়খ আবুর-রাবী সুলায়মান ইব্ন ইখ্লাখ আল-মাযাতী (মৃ. ৪৭১/১০৭৮-৭৯)-র নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আবূ যাকারিয়্যার ইতিহাস অবশ্যই ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষে অথবা ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর শুরুতে লিখিত হইয়াছে। ওয়ারজালান-এর ইবাদীদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী আবূ যাকারিয়্যা সেখানেই ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে অথবা ইহার নিকটবর্তী সাদ্‌রাতা মরূদ্যানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আবূ যাকারিয়্যার লিখিত ঘটনাপঞ্জী আস্-সীরা ওয়া আখ্বারুল-আইম্মা মাগ'রিব-এর ইবাদীদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক গ্রন্থ যাহা সেই সম্প্রদায়েরই একজন সদস্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রহিয়াছে ঃ মাগ্'রিব-এ ইবাদী মতবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, রুস্তাম বংশীয়দের ইতিহাস ও তাহাদের পতন, ফাতি'মীদের বিরুদ্ধে ইবাদীদের সংগ্রাম, অধিকন্তু লেখকের পূর্ববর্তী কালের ও তাঁহার সময়ের প্রসিদ্ধ ইবাদী শায়খদের জীবনী। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটি এখনও অপ্রকাশিত। ইহার যে স্বল্প সংখ্যক পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে তাহা সাধারণত সাম্প্রতিক কালের, বিশেষত দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিগুলি বিরল ও ত্রুটিপূর্ণ। E. Masquerey (Chronique d.Abou Zakaria, Algiers ১৮৭৮) কর্তৃক ইহার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি খুব সাধারণভাবে ইহার একটি নিম্নমানের পাণ্ডুলিপির অনুসরণে অনূদিত হইয়াছে। A.de Motylinski ইহার বিষয়সূচীর তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আল-বার্‌রাদী ইবাদী গ্রন্থাবলীর যে তালিকাপত্র তৈরি করিয়াছেন (৭৭৫/১৩৭৩-১৩৭৪), তদনুযায়ী আবূ যাকারিয়্যা 'আক'াইদ (عقائد) সম্বন্ধীয় ফাতওয়ার ও চিঠিপত্রের রচয়িতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ্-শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রো, ১৩০১ হি., ৪২৭-২৮; (২) আদ-দারজীনী, ত'াবাক'াতুল-মাশাইখ (পাণ্ডু.); (৩) আল-কুতুবী, ফাওয়াত, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ., ৪০০ প.; (৪) A. de Motylinski, Bibliographie du Mzab, Bull. de Coor, Afr, ১৮৮৫ খৃ., পৃ., ২৭, ৩৬-৮, ৩৯, ৪২; (৫) R. Basset, Les Sanctuaries du Djebel Nefousa, JA, 1899/i, 424-5; (৬) Dalet ও R. Le Tourneau কর্তৃক আবূ যাকারিয়্যার ইতিহাস গ্রন্থের সম্পাদনা ও নূতন অনুবাদ; (৭) Brockelmann, ১খ., ৩৩৬।

A.De. Motylinski-T. Lewicki (E. I.[2])/
এ. এম. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ যাকারিয়া আল-জানাউনী (ابو زكريا الجناونى) য়াহ্য়া ইবনুল-খায়র, জাবাল নাফূসা-র ইবাদী আলিম। তিনি ইজনাউন-এর বাসিন্দা ছিলেন (আধুনিক Djennaouen যাহা জাবাল নাফূসার পূর্ব পার্শ্বে Djado নামক স্থানে অবস্থিত। (তু. J. Despois, Le Dijbel Ntfousa, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২১৩, স্থা.)। আশ-শাম্মাখী

৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জাবাল নাফূসার অপর একজন ইবাদী আলিম আবুল-খায়র তূযীন আল-জানাউনীর পৌত্র ছিলেন এবং আবুল-খায়র জানাউনী আবুল-খায়র তূযীন আয্-যাওয়াগীর সমসাময়িক ছিলেন। শেষোক্তজন যীরী বংশীয় শাসক আল-মু'ইয্য ইব্নুল-বাদীস-এর শাসনামলে (৪০৬-৪৫৪/১০১৬-৬২, দ্র. শাম্মাখী, সিয়ার, পৃ. ৩৩৫-৩৩৯) জীবন যাপন করেন। এইজন্য ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবূ যাকারিয়্যা জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি (জাবাল নাফূসায়) ইব্নায়ন-এর মসজিদে-শায়খ আবুর-রাবী' সুলায়মান ইব্ন আবী হারূন-এর নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও রচনাবলীর জন্য (যাহার বেশীর ভাগই আইনশাস্ত্র বিষয়ক) বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। আল-বার্‌রাদী ইবাদী গ্রন্থাবলীর তালিকায়, যাহা ৭৭৫/১৩৭৩-৭৪ সালের কিছু কাল পরে প্রস্তুত করা হইয়াছে, আবূ যাকারিয়্যার শুধু একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত বিষয় সম্বলিত সাত খণ্ডে পুস্তকটি সমাপ্ত হইয়াছে, যথা সা'ওম, নিকাহ্, তালাক, ওয়াস'ায়া, নাফাক'াত, ফাতাওয়া, গুফ'আ ও কাফালাত। ইহাদের মধ্যে কিতাবুস্-স'াওম অধ্যায়টি (কায়রো ১৩১০ হি.) ও কিতাবুন-নিকাহ' অধ্যায়টি (মিসর) প্রকাশিত হইয়াছে। মুহাম্মাদ আবূ সিত্তা আল-কাস্বী শেষোক্তটির টীকা সংযোজন করিয়াছেন। বাকী অংশগুলি প্রকাশিত হয় নাই। আবূ যাকারিয়্যা আল-লাম (অথবা আল-ওয়াদা) নামক গ্রন্থটিও রচনা করিয়াছেন। পুস্তকটি ১৩০৫ হি. কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও মুহাম্মাদ আবূ সিত্তা আল-কাস্বী টীকা সংযোজন করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে আকাইদ (পৃ. ১-১১৬) ও শারী'আতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে, যথা উযূ, ত'াহারাত, সালাত, স'াদাক'াত, হ'জ্জ (পৃ. ১১৭-৬৯২) ইত্যাদির বর্ণনা রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ-শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রো ১৩০১ খৃ., পৃ. ৫৩৫-৫৩৭; (২) A. de Motylinski, Bibliographie du Mzab, Bull, de corr. Afr., 1885, পৃ. ২২; (৩) ঐ লেখক, Le Djebel Nefousa, J ১৮৯৯, ২খ., ৯৮ টীকা ১; (৪) R. Basset, Les San Ctuaires du DJcbel Nepousa, JA, ১৮৮৮ খৃ., ২খ., ৯৮।।

A. De Motylinski-T. Lewicki (E.I.2)/
এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ যাকারিয়্যা ইব্ন খালদূন (দ্র. ইব্ন খালদূন)

আবূ যা'বাল (ابو زعبل) ঃ নিম্ন মিসরের একটি প্রাচীন গ্রাম, কায়ারোর আনু. ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার আসল নাম ছিল আল্-কুসায়র। এই নামেই ইবন মাম্মাতী (মৃ. ৬০৬/১২০৯) ইহাকে তাঁহার কিতাবু কাওয়ানীনিদ-দাওয়াবীন-এ উল্লেখ করিয়াছেন। মামলূক আমলের শেষদিক হইতে ইহা আবূ যাবাল নামে পরিচিত হয়। এই নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় একটি ওয়াক্'ফ দলীলে যাহা মিসরের উছমানী শাসনকর্তা খয়্যির-বে আল-জারকাসী (৯২৩-৮/১৫১৭-২১) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল ৯২৬ হি. ১০ রাজাব। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইহার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০।

১৮২৭ খৃ. মুহ'াম্মাদ আলী আবূ যা'বালে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সেনা ব্যারাকের নিকটে সুবিধাজনক অবস্থান বিধায় তিনি এই স্থানটি মনোনীত করেন। স্কুলটি আবূ যা'বালে ১৮২৫ খৃ. নির্মিত মিসরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মিলিটারী হাসপাতালের সংলগ্ন ছিল। মুহ'াম্মাদ আলী ফ্রান্স দেশীয় ক্লত-বে (Clot-Buy-তৎকালীন মিসরী সেনাবাহিনীর প্রধান চিকিৎসক ও সার্জন)-কে ইহার প্রথম পরিচালক নিয়োগ করেন। ফরাসী ও ইতালীয় প্রফেসর এবং স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যকার ভাষার প্রতিবন্ধকতার কারণে সৃষ্ট অসুবিধা দূরীকরণার্থে ক্লত-বে একদল দোভাষী নিয়োগ করেন। মেডিকেল পাঠ্য বইসমূহ 'আরবীতে অনুবাদের দায়িত্বও তাঁহাদের উপর অর্পিত ছিল। এই সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থের প্রথমটি আল-ক'াওলুস-স'ারীহ' ফী 'ইলমিত-তাশ্রীহ' আবূ যা'বালের মেডিকেল স্কুলের প্রেসে (প্রেসটি মুহাম্মাদ আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) ১২৪৮ হি./১৮৩২ খৃ. (আবূ যা'বাল-এ মুদ্রিত প্রথম পুস্তক) মুদ্রিত হয়।

আবু যা'বাল মেডিকেল স্কুলের সহিত পরবর্তী কালে সংযুক্ত করা হয় ফার্মেসী (ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যা) স্কুল (১৮৩০), পশু চিকিৎসা বিদ্যা স্কুল (১৮৩১) এবং ধাত্রীবিদ্যা স্কুল (১৮৩২)। ১৮৩৭ খৃ. মেডিকেল স্কুলটি উহার বর্তমান অবস্থান কাসবুল-'আয়নী প্রাসাদে (কায়রো) স্থানান্তরিত করা হয় যাহা ৮৭০ হি./১৪৬৬ খৃ.-তে সুলতান মুশ্ক'াদামের পৌত্র আহমাদ ইবনুল আয়নী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের দখল আমলে আবূ যা'বালের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তর সামরিক তৎপরতা ঘটিয়াছিল। খোদ আবূ যা'বাল দুইবার ফরাসী সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যখন ২৩ সাফার, ১২১৩ হি./৭ আগস্ট, ১৭৯৮ খৃ. নেপোলিয়নের সৈন্যদল সামরিক বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য আবূ যা'বালের জনগণের নিকট কর দাবি করে, তখন তাহারা উহা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফলে ফরাসীরা গ্রামটি লুণ্ঠন করে এবং উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পাঁচ মাস পরে ফরাসীরা আবার আবূ যা'বাল আক্রমণ করে এবং সমস্ত গৃহপালিত ও ভারবাহী পশু লুণ্ঠন করে (৩০ রাজাব, ১২১৩/১১ জানুয়ারী, ১৭৯৯)। আল-জাবারতী ইহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আবূ যা'বাল ৬ জুমাদাল উলা, ১২০৭/২৩ ডিসেম্বর, ১৭৯২-এ মুরাদ-বে এবং তাঁহার মামলূক সেনাবাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। তাহারা প্রায় ২৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে এবং আবূ যা'বালের শায়খদের গ্রেফতার ও বন্দী করে।

বর্তমানে আবূ যা'বাল তথাকার বৃহৎ কারাগারের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুর-রাহ' মান আল-জাবারতী, 'আজাইবুল-আছার ফিত-তারাজিমি ওয়াল-আখবার, বূলাক ১২৯৭/১৮৮০, ২খ., ২৩৯-৪০ ৩খ., ১৩, ১৪, ৩৮; (২) মুহ'াম্মাদ আমীন আল্-খান্জী, মুনজামুল-উমরান ফিল-মুসতাদরাক আলা মু'জামিল-বুলদান (য়া'কূ'ত আর-রূমী), কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ১খ., ১০৯; (৩) আহ'মাদ 'ইয্যাত 'আবদুল-কারীম, তারীখুত-তা'লীম ফী 'আস'রি মুহ'াম্মাদ 'আলী, কায়রো ১৯৩৮, ২৫১-৩১৬; (৪) Nagib Mahfouz Pasha, The history of medical education in Egypt, লণ্ডন ১৯৪৮, ১৪-১৬; (৫) জামালুদ্দীন আশ-শায়্যাল, তারীখুত-তারজামা ওয়াল-হ'ারাকাতি ছাক'াফিয়্যা ফী 'আস'রি মুহ'াম্মাদ 'আলী, কায়রো ১৯৫১, স্থা.; (৬)

আবুল-ফুতহ রিদ'ওয়ান তারীখ মাতবা'আতি বূলাক, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ৩৫৪-৮; (৭) মুহাম্মাদ রামযী, আল-ক'ামূসুল-জুগ'রাফী লি'ল-বিলাদিল-মিসরিয়্যা, ii/1, কায়রো, ১৯৫৪-৫, ৩১।

R. Y. Ebied (E.I.[2] Suppl.)/আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক

আবূ যায়দ (ابو زيد) ঃ বানূ হিলালের কিংবদন্তীর নায়ক। বানূ হিলাল গোত্রের গল্প-কাহিনীতে তাঁহাকে বিলাদুস-সারব-এর শাসক রিয্ক' ও মক্কার শারীফ-এর কন্যা খাদ্'রা-এর পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, তাঁহার আসল নাম ছিল বারাকাত। আরবে কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযানের পর তিনি স্বীয় গোত্রের সঙ্গে মাগ্রিব চলিয়া যান। সেখানে তিনি কাহিনীর অপর নায়ক দিয়াব (অথবা যিয়াব)-এর প্রতারণায় নিহত হন। ইহার প্রতিশোধে দিয়াবও নিহত হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন লিখিত প্রমাণ হস্তগত হয় নাই যদ্দারা প্রমাণিত হইতে পারে, আবূ যায়দ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'হিলাল' নিবন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Basset, Un episode dune chanson de Geste arabe, in Bull de Corr, Afr., 1885/12; (২)। লেখক, La legende de Bent El Khass, in R Afr., Lix (1905), 18-34; (৩) a. Vaissiere, Cycle heroique des Ouled Hilal in RAfr, xxxvi (1892), 242-3312-24; (৪) মূসা সুলায়মান, আল- আদাবুল-কাসাসী 'ইন্দাল-আরাব, বৈরূত ১৯৫৬, ৮৫-৮৯; (৫) A. Bel. La Djazya, Chanson Arabe precedee d'observations sur quelques legendes arabes et sur la Geste des Banu Hilal in JA, 1902-3; (৬) Ahlwardt, Vergleich, d, arab Handschriften der Konyg, Bibl, zu Berlin, 1896, viii, nos 9188-9391; (৭) Chauvin, Bibliog., iii; 128-9; (৮) M. Hartmann, Die Beni Hilal-Geschi Chten, in Zeitschr, fur afrikan. und ozean, Sprachen, iv, 289; (৯) Brockelmann, 11, 62, S II, 64.

J. Schleifer (E.I.[2])/এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ যায়দ (দ্র. আল-বালাখী)

আবূ যায়দ (দ্র. হারীরী)

আবূ যায়দ আল্-আনসারী (ابو زيد الانصارى) ঃ সা'ঈদ ইব্ন আওস। জ. ১২২/৭৪০ মতান্তরে ১১৯/৭৩৭, মৃ. ২১৪-২১৫/৮৩০-৮৩১, বসরায়। বসরার একজন বিখ্যাত আরব ব্যাকরণবিদ ও অভিধান-রচয়িতা। তিনি মদীনার খায্রাজ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। আবূ 'আম্র ইবনুল-'আলা তাঁহার উস্তাদ ছিলেন। বসরার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা কূফায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তথায় তিনি কিতাবুন-নাওয়াদির নামে আরবী কাব্য সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন যাহার বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু তিনি মুফাদ্দালুদ্-দাব্বী (দ্র.) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। খলীফা আল-মাহ্দী তাঁহাকে বাগদাদ যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তিনি আবূ 'উবায়দা ও আসমা'ঈ-র সমসাময়িক ছিলেন। ব্যাকরণবিদ হিসাবে তাঁহাকে উভয়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করা হইত। তাঁহার রাসাইল-এর মধ্যে মাত্র দুইটি সংরক্ষিত আছে। যথা ঃ (১) কিতাবুল-মাত'ার, ইহার মধ্যে বৃষ্টি সম্পর্কিত আরব ধ্যান-ধারণার বর্ণনা সম্বলিত কবিতা স্থান পাইয়াছে (ed. R.Gottheil. JAOS, ১৬খ., ২৮২-৩১২, নিউ ইয়র্ক ১৮৯৫; সম্পা. L. Cheikho, Marh. ১৯০৫; (২) আন- নাওয়াদির ফিল্-লুগা, বিরল কবিতা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তিসমূহের একটি সংকলন। শেষোক্ত গ্রন্থটি তাঁহার শিষ্য আবূ হ'াতিম আস্-সিজিস্তানী ও আবুল-হ'াসান আল-আখফাশ-এর মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে। সা'ঈদ শারতুনী গ্রন্থটি ১৮৯৪ খৃ. বৈরূত হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। 'আলী ইব্ন হাম্যা আল্-বাস্রী এই গ্রন্থের ভুল সংশোধনের উদ্দেশে আত্-তানবীহ 'আলা আগ'লাতি' আবী যায়দ ফী নাওয়াদিরিহ্" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (তু. আল-বাগদাদী, খিযানা, ৫খ., ৩৯; Th. Noldeke, in ADMG, ১৮৯৫, ৩১৮ প.; H.L. Fleischer, Kleinere Schriften, ৩খ., ৪৭১ প.)। পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুইটি ছাড়াও আবূ যায়দের আরও গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিতাবুল-লুবা ওয়াল-লাবান (كتاب اللبا واللبن) সম্পা. Cheikho, বৈরূত এবং হাম্য, সম্পা. Cheikho, বৈরূত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, কিতাবুল-মা'আরিফ, পৃ. ২৭০; (২) আনবারী, নুয্হাতুল-আলিব্বা, পৃ. ১৭৩-১৭৯; (৩) যুবায়দী, তাবাক'াত, সম্পা. Krenkow, RSO, ১৯১৯, পৃ. ১৪১; (৪) সীরাফী, আখ্বারুন-নাহ্বিয়্যীন, সম্পা. Krenkow, পৃ. ৫২-৫৭; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, সংখ্যা ২৬২; (৬) G. **Flugel**, Die gram, Schulen, ৭০ প.; (৭) Brockelmann, তাক্মিলা, ১খ, ১৬২; (৮) জামহারাতুল-আন্সাব, পৃ. ৩৫২; (৯) আনবাউর-রুওওয়াত, ২খ, ৩০ প.; (১০) তারীখ বাগদাদ, ৯খ, ৭৭-৮০; (১১) দা.মা.ই., ১খ, ৮১১।

C . Brockelmann (E.I.[2]) /
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ যায়দ আল-কু'রাশী (ابو زيد القرشى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আবিল-খাত্তাব ৩য়/৯ম শতকের শেষার্ধের অথবা ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধের আরব সাহিত্যিক এবং কেবল জাম্হারাত আশ'আরিল-আরাব (সং. বূলাক ১৩০৮/১৮৯০) গ্রন্থের সংকলক হিসাবে পরিচিতি। এই সংগ্রহ হইতে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না এবং এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্র মাত্র দুইটি; প্রথমটি (পৃ. ১৩) দুইজনের মাধ্যমে আল-হায়ছাম ইব্ন 'আদী (মৃ. আনু. ২০৬/৮২১ [দ্র.]-র সহিত সম্পর্কিত এবং অন্যটি (পৃ. ১৪) একজনের মাধ্যমে ইবনুল-'১আরাবী (মৃ. ২৩১/৮৪৬, দ্র.)-র সহিত সম্পর্কিত। এইভাবে এই সূত্রগুলির সাহায্যে আমরা জাম্হারাকে সম্ভবত তৃতীয় শতকের শেষ সময়ের রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। আল-জাওহারীর (মৃ. আনু.

৩৯৪/১১০৭-৮, দ্র.) সীহাহ-এর উল্লেখ সম্ভবত একজন পাঠকের নোট, যাহা মূল গ্রন্থের মধ্যে লিপিকর কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে। অন্য সমস্যাটি জনৈক মুফাদ্দালের প্রসঙ্গ উল্লেখের মাধ্যমে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাকে ভুলক্রমে আল-মুফাদ্দাল আদ-দাব্বী (মৃ. আনু ১৭০/৭৮৬, দ্র.) হিসাবে সনাক্ত করা হইয়াছে (পৃ. ১)। কেননা এখানে ইহা মুফাদ্দালিয়াতের সংকলকের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হইতে পারে না। Brockelmann অনুমান করেন যে, আবূ যায়দ আল-কু'রাশী এবং আল-মুফাদ্দাল সম্ভবত দুইটি ছদ্ম নাম এবং নাম দুইটি আবূ যায়দ আল-আন্সারী (মৃ. ২১৫/৮৩১. দ্র.) এবং কূফাবাসী কাব্য সংকলকের সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু এই ধারণা আদৌ গ্রহণীয় নয়। এ. জে. আরবেরী স্বীয় গ্রন্থে (The Seven odes, London 1957, 23)- এ বিচক্ষণতার সহিত আবূ যায়দ ও 'উমার ইব্ন শাব্বা (মৃ. ২৬২/৮৭৫ দ্র.)-কে একই ব্যক্তি হিসাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন; কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে তিনি দৃঢ়তা সহকারে কিছু বলেন নাই।

ভূমিকায় ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে কবিতার মূল্যায়ন এবং কবিতার প্রতি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগ্রহ বর্ণনা, কু'রআনের ভাষা ও কবিদের ভাষার মধ্যে তুলনা, কবিদের গুণগত মানের বিচার এবং কিছু খণ্ড অংশ—যাহাতে আদাম (আ), শয়তান, ফেরেশতামণ্ডলী, জিন্নজাতি ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার পরই গ্রন্থটিতে ৪৯টি কাসীদা সংকলিত হইয়াছে। এইগুলি ৪৯ জন জাহিলী যুগের ও ইসলামের প্রথম যুগের কবিদের দ্বারা রচিত। এই কবিতাগুলি সাত ভাগে বিভক্ত, যাহার প্রতিটিতে সাতজন কবি অন্তর্ভুক্ত আছেন। কিন্তু আনতারা, ভূমিকায় যিনি দ্বিতীয় গ্রুপের সাতজন কবির অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি (মুদ্রিত সংস্করণে, পাণ্ডুলিপিতে নয়) মু'আল্লাক'ার কবিদের সহিত অষ্টম কবিরূপে স্থান পাইয়াছেন। সুতরাং এই বিশেষ বিভাগে আটটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহার পরবর্তী বিভাগে মাত্র ছয়টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আবূ যায়দ নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দগুলি বাছাই করেন : মু'আল্লাকাত, মুজাম্হারাত, মুন্তাকায়াত, মুযাহ্হাবাত, মুয্বাহাত, মারাছী, মাশুবাত ও মুল্হামাত। তিনি অবশ্যই সূক্ষ্ম বিচার শক্তির অধিকারী ছিলেন না, তাঁহার জাম্হারা কোন মৌলিক সৃষ্টি নয়। কিন্তু ইহা বিভিন্ন আকর্ষণীয় বস্তু উপহার দিয়াছে, সর্বপ্রথম মুআল্লাক'াতকে বিন্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছে, এমন এক সময়ে জনসাধারণের রুচি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়াছে যখন রাবী (কবিতা আবৃত্তিকারীগণ) কর্তৃক বেশ কিছু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ফলে সেই সব রচনার বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস সহজ হইয়াছে যাহা শেষ পর্যন্ত আরব মানসিকতা ও তাহাদের চিরায়ত আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটি ধারণা দান করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন রাশীক', 'উমদা, নির্ঘণ্ট; (২) বাগদাদী, খিযানা, সং. কায়রো, ১খ., ৩৩; (৩) F. Hommel, in Actes du VIe congres Intern des Orientalistes, 387-408; (৪) Noldeke, in ZDMG, xlix, 290-3; (৫) M. Nallino in RSO, xiii/4 (1932), 334-4; (৬) Brockelmann, S1, 38-9; (৭) Blachere, HLA, নির্ঘণ্ট; (৮) A. Trabulsi, La critique poetique des Arabes, Damascus 1955, 28-30; DM, iv, 331.

Ch, Pellat (E.I.[2] Suppl.) / আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক

আবূ যায়্যান-১ম (ابو زيان اول) : মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ সা'ঈদ 'উছমান ইব্ন ইয়াগমুরাসিন, 'আবদুল-ওয়াদ বংশীয় তৃতীয় শাসক। ৬৫৭/৬ জুন, ১৩০৪ সালে Tlemcen-এ তাঁহার ক্ষমতা লাভের ঘোষণা দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার রাজধানী হইতে মারীনী বাহিনীর অবরোধ দূরীকরণে সফলতা লাভ করেন, অতঃপর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় গোত্রদেরকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তিনি তূজীন বারবারদেরকে বশ্যতা স্বীকার করিতে ও করদানে বাধ্য করেন। তাঁহার আমলে আরব গোত্রদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা হয় এবং তাহাদেরকে আবার মরুভূমির দিকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। Tlemcen--এ ফিরিয়া আসিয়া তিনি অবরোধকালে রাজধানীর যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই ২১ শাওয়াল, ৭০৭/১৪ এপ্রিল, ১৩০৮ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৭খ., ৭২-১৪৯- Hist. des Berberes, ed. de Slane, 2: 109-224, transl. de Slane, 3: 340-495. (২) য়াহ্'য়া ইব্ন খালদূন, বুগ্-য়াতুর রুওওয়াদু ফী যি'ক্রিল-মুলূক মিন বানী 'আবদিল-ওয়াদ, ed. and transl. A Bel (Hist. des. beni Abd-Al-Wad), আলজিয়ার্স ১৯০৩-১৯১৩; (৩) তানাসী, নাজ্মুদ-দুরর ওয়াল-ইক্'য়ান ফী বায়ানি শারীফি বানী যায়্যান, আংশিক অনু. J.J.L Barges (Hist. des. beni Zeian. rois de Tlemcen), প্যারিস ১৮৫২; (৪) ইব্ন মারয়াম, El-Bostan, Biographies des Saints et Savants de Tlemcen, ed. M. Ben Cheneb, Algiers, 1908; (৫) I. Provenzali, algiers 1910; (৬) Leo Africanus, Description de L Afrique, ed, Ch. Scherfer, iii, Paris 1898; (৭) 'আবদুল-বাসিত ইব্ন খালীল, সম্পা. ও অনু. R. Brunschvig (Deux recits de voyage inedits en Afrique de Nord au XVeme siecle), Paris 1936; (৮) J.J.L. Barges, Complement a l Hist. des Beni Zeian, Paris 1887; (৯) ঐ লেখক, Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, Paris 1859; (১০) Brosselard, Inscriptions arabes du Tlemecen, GAfr.,1859; (১১) ঐ লেখক, Memoire epigraphique historique Sur les tombeaux des Emirs Beni zeiyan, JA, 1876; (১২) W. marcais, Musee de Tlemcen (Musees de 1' Algerie et de la Tunisie) Paris 1906; (১৩) G. Marcais, Les Arabes en Berberie, Paris 1913; (১৪) ঐ লেখক, Le Makhzen des Beni `Abd-al-Wad, Bull, de la societe de geographie et d' archeologie

d Oran, 1940; (১৫) W and G. Marcais, Les monuments arabes de Tlemcen, Paris 1903; (১৬) G. Marcais, Tlemcen (Les villes d'art celebres), Paris 1950; (১৭) Zambaur, 77-8; (১৮) Tilimsan নিবন্ধ দ্র.।

A. Cour (E.I.²) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ যায়্যান ২য় (ابو زيان ثانى) ঃ মুহাম্মাদ ইবন আবী হাম্মু ২য় আবদুল-ওয়াদ বংশীয় একজন শাসক। পিতার জীবিতাবস্থায় তিনি আলজিয়ার্স-এর ওয়ালী (গভর্নর) ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি মারীনী সুলতান আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ-এর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আবুল-'আব্বাস তেলেমসেন (Tlemcen) আক্রমণ করেন এবং মুহাররাম, ৭৯৬/নভে-ডিসে. ১৩৯৩ সালে আবূ যায়্যান-এর রাজক্ষমতা লাভের ঘোষণার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেন। তিনি মারীনী বংশীয় শাসকদের আনুগত্য স্বীকার ও কর দানের অঙ্গীকার করেন। তিনি কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, অতঃপর ৮০১/১১৯৮ সালে তাঁহাকে হত্যা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য আবূ যায়্যান ১ম শীর্ষক নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র।

A. Cour (E.I.²)/এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা

আবূ যায়্যান ৩য় (ابو زيان ثالث) ঃ আহ'মাদ ইবন আবী মুহাম্মাদ তেলেম্‌সেন Tlemcen)-এর 'আবদুল-ওয়াদ্দ বংশীয় সর্বশেষ শাসকের পূর্ববর্তী শাসক। আলজিয়ার্স-এর তুর্কীদের সহায়তায় তিনি ক্ষমতা লাভ করেন এবং ৯৪৭/১৫৪০ সালে রাজ্য লাভের ঘোষণা প্রচারিত হয়। তাঁহার ভ্রাতা আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ-এর অনুগত ওরান (Oran-وهران)-এর স্পেনীয়গণ Don Alfanso de Martiviz-এর নেতৃত্বে তেলেমসেন Tlemcen) আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হয় (৯৪৯/১৫৪৩)। কিন্তু স্পেনীয়দের দ্বিতীয় বিজয়াভিযানে আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ক্ষমতা লাভে সক্ষম হন (৩০ যুল-কাদা, ৯৪৯/৭ মার্চ, ১৫৪৩)। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি স্বীয় প্রজাদের দ্বারা বিতাড়িত হন এবং তাহারা তাঁহার ভ্রাতা আবূ যায়্যানকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। তিনি নিজেকে তুর্কীদের অনুগত সামন্ত বলিয়া স্বীকার করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (৯৫৭/১৫৫০) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Marmol Caravajal, Description Generale de 1 Afrique (Fr. transl. by Perrot d' Ab lancourt), Paris 1667, ii, 345 ff; (২) Heado, Epitome de los reyes de Argel, Fr. transl. by Grammont, in RAfr, xxiv, 231 ff.; (৩) Fey, Hist, d Oran, 45 f.; (৪) Sander-Rang and Denis, Fondation de la rigence, d' Alger, Paris 1873; (৫) Barges, Complement de 1 Histoire des Beni Zeiyan, 449 ff.; (৬) Ruff. Domination espagnole a Oran sous le gouvernement du comte d' alcaudete, Paris 1900, 90 ff.; (৭) Cour, `L Etablissement des dynasties des Cherifs au Maroc, Paris 1900 84 f.

A. Cour (E.I.²) /এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আব যায়্যান (দ্র. বানূ মারীন)

আবূ যার্‌র আল-গি'ফারী (ابو ذر الغفارى) ঃ (রা) প্রখ্যাত বিপ্লবী সাহাবী। মৃ. ৩২/৬৫২-৫৩-এ মদীনার সন্নিকট রাবায'া নামক মরুপল্লীতে। আবূ য'াররর তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। আসল নাম জুনদুব ইব্ন জুনাদা। কোন কোন ঐতিহাসিক আসল নাম বুরায়র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন হিশাম, সীরাত, পৃ. ৩৪৫)। তাঁহার গোত্র বানূ গি'ফার-এর আদি পুরুষ ছিলেন গি'ফার ইব্ন খালীল ইব্ন দামীর। ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ পর্যন্ত বানূ গি'ফার ও কুরায়শ একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গি'ফার গোত্রের লোক বলিয়া আবূ য'ার্‌রকে আল-গি'ফারী (রা) বলা হয়। তাঁহার মাতার নাম রাম্‌লা বিন্‌তুর-রাকীকা।

তাঁহার সত্যানুরাগ, অসত্যের মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, বিলাসস্পৃহামুক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মহানবী (স) তাঁহাকে মাসীহু' হাযি'হিল-উম্মাহ (مسيح هذه الامة) [এই উম্মাতের ঈসা মাসীহ] বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল শায়খুল-ইসলাম।

মহানবী (স)-এর নবূওয়াত ঘোষণার পূর্বে যে কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব নিজদেরকে দীন-ই হানীফের উপর প্রতিষ্ঠিত ও জাহিলী কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা হইতে মুক্ত রাখিয়া দীন-ই হাক্‌ক-এর অন্বেষায় ছিলেন, আবূ য'ার্‌র (রা) তাঁহাদের অন্যতম। এই সময়েও তিনি সালাত আদায় করিতেন। হারাম মাসসমূহের (الاشهر الحرم) মর্যাদা লংঘন করিত বলিয়া তিনি তাঁহার গোত্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়াছিলেন (ইমাম মুসলিম, সাহীহ; ইব্ন সা'দ, তাবাকা'ত, ৪খ., ২১৯-৩৭)।

মহানবী (স)-এর আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার ছোট ভাই আনীস (রা)-কে মহানবী (স) সম্পর্কে খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে নিজেই তথায় গমন করেন এবং 'আলী (রা) (দ্র.)-এর মাধ্যমে [বর্ণনান্তরে আবূ বাক্‌র (রা) দ্র.] মহানবী (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। মানাজির আহসান গীলানীর মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম (মানাজির আহসান গীলানী, আবূ য'ার্‌র গিফারী, দেওবন্দ ১৯৫৬, পৃ. ৪৭)। তিনি মক্কার কাফিরদের নির্যাতন ও অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া কা'বা শারীফের চত্বরে গিয়া ঈমানের ঘোষণা দিয়াছিলেন। পরে তিনি মহানবী (স)-এর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে স্বীয় গোত্রে ফিরিয়া যান। তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহার মাতা, ভ্রাতা আনীস, বানূ গি'ফার ও পার্শ্ববর্তী গোত্র বানূ আসলাম ইসলামে দীক্ষিত হয়।

৫/৬২৬-২৭ সালে আবূ য'ার্‌র (রা) মদীনায় হিজরত করেন এবং মহানবী (স)-এর সংসর্গে বসবাস করিতে থাকেন। তাবূক যুদ্ধে

(৯/৬৩০-৩১) তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন। যাতুর-রিকা' (ذات الرقاع) যুদ্ধ গমনকালে মহানবী (স) তাঁহাকে স্বীয় খলীফা হিসাবে মদীনার আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর 'উমার (রা) [দ্র.]-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত তিনি মদীনায় অবস্থান করেন এবং হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের প্রারম্ভে সিরিয়া গমন করেন।

আবূ যার্‌র (রা)-সম্পদ পুঞ্জীভূত রাখার বিরোধী ছিলেন। মুহাদ্দিছ ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র উল্লেখ করেন, আবূ যার্‌র (রা) হইতে এমন বহু বক্তব্য বর্ণিত আছে, যদ্দ্বারা মনে হয়, তাঁহার মতে পানাহার ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত যে কোন সম্পদ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিলে কুরআনের ৯ ঃ৩৪-৩৫ আয়াত মুতাবিক সঞ্চয়কারী শাস্তির যোগ্য হইবে। সুতরাং তিনি উক্ত আয়াতের আলোকে সকল সঞ্চয়কারীরই নিন্দা করিতেন (মানাজির আহসান গীলানী, আবূ যার্‌র গিফারী, দেওবন্দ ১৯৫৬, পৃ. ১১৪)। তবে তিনি সম্পদে ব্যক্তি মালিকানার বিরোধী ছিলেন না। তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ-এ উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি নিজে ফসলের মাঠ, বাগান ও বহু উট-বকরীর পালের মালিক ছিলেন, এমনকি বায়তুল-মাল হইতে প্রাপ্ত ভাতা দিয়া এক বৎসরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিয়া রাখিতেন (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., ২১৯-২৩৬)। তাঁহার সম্পদ অভাবী জনের প্রয়োজন মিটাইতেই সংরক্ষিত থাকিত। একবার জনৈক অভাবীকে তাঁহার সম্পদের শ্রেষ্ঠ উটটি দিতে ইতস্তত করায় তিনি তাঁহার এক শাগরিদকে খিদমত হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর অনারবদের সংস্পর্শে ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের মধ্যেও, বিশেষত সিরিয়া ও ইরাক অঞ্চলে বসবাসরত নব্য মুসলিমদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা ও সম্পদ সঞ্চয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এতদ্দর্শনে আবূ যার্‌র (রা) একান্ত ক্ষুব্ধ হন। সিরিয়ায় তিনি ৯ ঃ ৩৪-৩৫ আয়াতের আলোকে সম্পদ সঞ্চয় করার বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে সিরিয়ার তৎকালীন শাসনকর্তা মুআবিয়া (রা)-এর সহিত তাঁহার বিরোধ বাঁধে। খলীফার অনুরোধে আবূ যার্‌র (রা) মদীনায় ফিরিয়া আসেন। মদীনায়ও তাঁহার নিকট এত লোকের ভীড় হইতে থাকে যে, তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন এবং 'উছমান (রা)-এর সহিত পরামর্শক্রমে মদীনার অদূরবর্তী রাবাযা নামক মরুপল্লীতে চলিয়া যান। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেন, "আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেইখানে কুরআনের কানয সম্পর্কিত একটি আয়াত-এর বিষয়ে মু'আবিয়ার সহিত আমার মতানৈক্য হয়। তিনি বলেন, উক্ত আয়াত য়াহূদী-নাসারা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আমি বলিলাম, য়াহূদী-নাসারা ও আমাদের সকলের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। তিনি আমার নামে অভিযোগ করিয়া 'উছমান-এর নিকট পত্র লিখেন। 'উছমান আমাকে মদীনায় আসিতে লিখিলে আমি মদীনায় চলিয়া আসি। এইখানে আমার নিকট এত লোকের ভীড় হয় যেন পূর্বে তাহারা আমাকে দেখে নাই। 'উছমান-এর নিকট বিষয়টি বলা হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, "ইচ্ছা হইলে আপনি একান্তে চলিয়া যাইতে পারেন। ইহাতে মদীনার নিকটে থাকিতে ও লোকের উপকার করিতে পারিবেন।" অতঃপর আমি মদীনা ছাড়িয়া এই স্থানে (রাবাযা) চলিয়া আসি" (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., ২২৬)।

এই রাবাযাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা) তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন। বহু হাদীছ (২৮১) আবূ যার্‌র (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১টি হাদীছ বুখারী ও মুসলিম-এর সাহীহ-এ স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি যদিও বদ্‌র যুদ্ধে শরীক নন, তবুও 'উমার (রা) বদ্‌রে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সমান ভাতা (পাঁচ হাযার দিরহাম) তাঁহাকে প্রদান করিতেন (ইসাবা, পৃ. ৬৫)। তাঁহাকে ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা)-এর সমতুল্য সাহাবী বলিয়া মনে করা হয়। মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ আবূ যার্‌র অপেক্ষা সত্যবাদী কাহাকেও আকাশ ছায়া দেয় নাই এবং পৃথিবী ধারণ করে নাই" (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত, (মুদ্রণ তারিখবিহীন), ৪খ., ২১৯-২৩৭; (২) ইব্‌ন কুতায়বা (Wcstenfeld সম্পা.), পৃ. ১৩; (৩) আল-য়া'কূবী, ২খ., ১৩৮; (৪) আল-মাসউদী, মুরূজ, ৪খ., ২৬৮-৭৪; (৫) ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, হায়দরাবাদ, হি. ১৩৪৬, পৃ., ৮২ প., ৬৪৫ প.; (৬) ইব্‌নুল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, ৫খ., ১৮৬-৮৮; (৭) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ৭খ., ১৫৫-১৬৪; (৮) আন-নাওয়াবী, তাহ্‌যীবুল-আসমা (Wustenfeld সম্পা.), ৭১৪ প.; (৯) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, ৪খ., ৬৩ প.; (১০) ঐ লেখক, তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব, ১২খ., ৯০; (১১) আদ-দিয়ারবাকরী, তারীখুল-খামীস, ১ম মুদ্রণ, হি. ১৩০২, ২খ., ২৮৮; (১২) শাহ মুঈনুদ্দীন, মুহাজিরীন, ২৬৮-৯০; (১৩) মানাজির আহসান গীলানী, সাওয়ানিহ আবূ-যার্‌র আল-গিফারী, দেওবন্দ ১৯৫৬; (১৪) ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও হযরত আবূ যর গিফারী (রা), ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর ১৯৮২; (১৫) দা.মা.ই., লাহোর, ১ম মুদ্রণ, ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ., ৮০৬।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

আবূ যু'আয়ব আল-হুযালী (ابو ذؤيب الهذلى) ঃ খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুহাররিছ, এক আরব কবি, রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তিনি তরুণ। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশে তিনি যেই দিন প্রভাতে মদীনায় গিয়া পৌঁছেন তাহার পূর্ব দিনই রাসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করেন। ইহা ধারণা করার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। খলীফা 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি মিসর হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। সেইখান হইতে তিনি ইব্‌ন আবী সারহ'-এর আফ্রিকা অভিযানে (২৬/৬৪৭) অংশগ্রহণ করেন। মিসর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার সেই শেষ সফরে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয-যুবায়র-এর সঙ্গে ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয-যুবায়রকে ইব্‌ন আবী সারহ্ তাঁহার সেনাবাহিনী আফ্রিকার বিজয়ের সংবাদ খলীফা 'উছমান (রা)-এর নিকট পৌঁছাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন (সম্ভবত ২৮/৬৪৯ সালে)। ইহা ছাড়া আরও জানা যায়, মিসরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার পাঁচটি পুত্র সন্তান এক বৎসরেই মৃত্যুবরণ করে। সম্ভবত ঘটনাটি সঠিক। মনে হয় তাঁহার কবিতার প্রথম কিছু চরণ হইতে ঘটনাটি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

'আরব সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁহাকে তাঁহার গোত্রের প্রধানতম কবি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আধুনিক পাঠক সমাজ এই মতামত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। তাঁহার কাসীদাগুলিতে সুনিপুণভাবে শব্দ যোজনের ফলে তিনি জাহিলী যুগের কবিদের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাসীদা (قصيدة) গীতি কবিতাসমূহের সৌকর্য সাধনে যে সযত্ন প্রয়াস পান তাহা হুযায়ল গোত্রের পূর্বতন কবি সা'ইদা ইব্ন জুআয়্যা (ساعدة بن جئية)-র কবিতায়ও পরিদৃষ্ট হয়। আবূ যু'আয়ব ছিলেন উল্লিখিত সা'ইদার কবিতার একজন রাবী (বর্ণনাকারী)। উভয় কবি তাঁহাদের বর্ণনায় জঙ্গলের মধু ও ইহার সংগ্রহকারীদের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। সেই সাথে মৌমাছি ও তাহাদের মধু সংগ্রহকারীদের কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিতে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। অথচ অন্যান্য হুযালী কবির নিকট এই জাতীয় রচনা তেমন জনপ্রিয় ছিল না।

আকাশ জুড়িয়া মেঘমালার— পুঞ্জীভূত হওয়া ও বারি বর্ষণের চিত্র—এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁহাদের কবিতায় অঙ্কন করিয়াছেন। উভয় কবির কবিতার ইহা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবূ যুআয়ব-এর প্রেমের কবিতাগুলিতে সেই রচনাশৈলীর প্রাথমিক নমুনা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় যাহা পরবর্তী কালে মদীনার কাব্যরীতির এক বিশেষ ধারার রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁহার রচনার আর এক বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি কাসীদার প্রণয়মূলক অংশ (نسيب)-কে বর্ধিত করিয়া একটি পূর্ণ কাসীদায় পরিণত করিয়াছেন। আর ইহা এই ধরনের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য দিশারী হইয়াছে (তু. ২ ও ১১ নং কাসীদা যাহাতে অন্য সকল ভাবধারা নাসীব দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে)।

তিনি তাঁহার শিক্ষক সাইদার ন্যায় অস্ত্রের ও শিকারের দৃশ্য বর্ণনা করার আগ্রহ রাখিতেন এবং এই ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শীও ছিলেন। কিন্তু ঘোড়ার বর্ণনা প্রদানে তাঁহার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় (যেমন আল-আসমাঈ এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন)। তাঁহার যে সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে উহার প্রায় অর্ধেক শোকগাথা (মারছিয়্যা)। বিশ্বের নশ্বরতা সম্পর্কে স্থায়ী অনুভূতি তাঁহার মধ্যে এক গভীর বিষণ্ন ভাবের উন্মেষ ঘটাইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহার মারছিয়্যাগুলির জন্য তিনি ভাবাবেগপূর্ণ যথোপযুক্ত পটভূমির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা, (তাঁহার দীওয়ান-এর প্রথম কবিতা), কল্পনা ও ভাবাবেগের এক সুন্দর সমন্বয় ইহাতে পরিস্ফুট। মৃত্যু বা ধ্বংস যে অনিবার্য এই চিন্তাধারাটি মারছিয়্যার ঘটনার সঙ্গে নিপুণতার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। পরে তিনটি করুণ দৃশ্যের মাধ্যমে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শেষ শ্লোকে এই ভাবধারাই অতি সংক্ষেপে পুনঃবর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রাচীন কবিতায় ইহা হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার দীওয়ানের এক অংশ অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১)Brockelmann, ১খ., ৩৬-৭, পরিশিষ্ট ১, ৭১; (২) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, ৪১৩-৬; (৩) য়া'কূত, ইরশাদ, ৪খ., ১৮৫-৮; (৪) আগানী, ৬খ., ৫৮-৬৯; (৫) J.Hell, Der Diwan des Abu Duaib, হ্যানোভার ১৯২৬; (৬) E Braunlich, Abu Duaib-Studien, in Isl., ১৯২৯, পৃ. ১-২৩; (৭) ঐ লেখক, Versuck einer literargeschichtlichen Betrachtungesweise altarabischer Poesien, ঐ, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ২০১-৬৯।

G.E. von Grunebaum (E.I.[2])/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ যুর্'আ (ابو زرعة) ঃ এই কুন্য়া (উপনাম) দ্বারা শাফি'ঈ 'আলিম ও আইনবেত্তা আহ্‌মাদ ইব্ন 'আবদুর-রাহ্‌ীম, যাঁহাকে ইব্নুল-'ইরাকী বলা হইত, প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবূ যুর'আ কুরদী বংশজাত একজন বিখ্যাত শাফিঈ আইনবেত্তার পুত্র। তিনি ৩ যু'ল-হি'জ্জা, ৭৬২/১৪ অক্টোবর, ১৩৬১-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন জনৈক মামলূক অফিসারের কন্যা। কোন এক সময়ে তাঁহার পিতা মদীনার কাদী ছিলেন। আবূ যুর'আ কায়রো, দামিশক, মক্কা ও মদীনায় লেখাপড়া করেন এবং অল্প বয়সে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তিনি শিক্ষক হিসাবে তাঁহার কর্ম-জীবন শুরু করেন এবং কায়রোর বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় হাদীছ ও ফিক্‌হ শিক্ষা দেন। সম্ভবত ৭৯২/১৩৯০ সালে তিনি কায়রোর শাফি'ঈ উপ-কাদী হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ এই পদে ও রাজধানীর বাহিরে অন্যান্য বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শিক্ষক হিসাবে তাঁহার আসল কাজে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিয়োজিত থাকেন। ৮২২/১৪১৯ সালে সুলতান ত'াতার কর্তৃক কায়রোর প্রধান শাফি'ঈ কাদীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হন। এই পদটি ছিল মাম্‌লূক সাম্রাজ্যের প্রধান বিচার বিভাগীয় পদ। তিনি যে কঠোরতা ও সততার সহিত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন তাহাতে শক্তিশালী মাম্‌লূক আমীরগণ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন। ইঁহারা তাতারের উত্তরাধিকারী বারস্‌বায়-এর উপর ৮২৫/১৪২১ সালে এই পদে মাত্র চৌদ্দ মাস চাকুরীর পর, তাঁহাকে বরখাস্তের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। আবূ যুর্'আ তাঁহার চাকুরী হইতে বরখাস্তের কয়েক মাস পর ২৭ শা'বান, ৮২৬/৫ আগস্ট, ১৪২৩ ইন্তিকাল করেন।

সেই যুগে যখন বিচার বিভাগে দুর্নীতি ব্যাপক ছিল এবং যখন বিখ্যাত আইনবিদগণ বিচার বিভাগে উচ্চ পদে মনোনয়ন লাভের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করিতেন, সেই সময়েও আবূ যুর্'আ কাযী ও আইনবেত্তা হিসাবে অসামান্য সততার পরিচয় দেন। আলিম হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল বিপুল এবং ব্যক্তিগত জীবনে অমায়িকতার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। প্রধান কাদী হিসাবে নিযুক্তির পর তিনি তাঁহার সাধারণ পোশাক পরিধান করিয়া স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকেন। সরকারী অফিসের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রচলিত কারুকার্য খচিত পোশাক পরিধানে তাঁহাকে সম্মত করাইতে অনেক বেগ পাইতে হয়। তাঁহার সমসাময়িক সকলেই তাঁহার চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও আরবী ভাষায় তাঁহার দক্ষতার প্রশংসায় একমত। তিনি হাদীছ ও আইনশাস্ত্রের অনেক বই রাখিয়া গিয়াছেন। এইসব গ্রন্থের অধিকাংশই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ভাষ্য। তিনি অন্যান্য বিষয়েও লিখেন এবং ৭৬২-৯৩ হিজরী সনের (এখন খোয়া গিয়াছে) মৃত্যু সংবাদ সক্রান্ত বিবরণ রাখিয়া যান। তাহা ছাড়া তিনি মুনাফিকদের সম্পর্কে কিছু সত্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন (আখ্‌বারুল-মুদাললিসীন)। বীজগণিত সম্পর্কে

রাজায ছন্দে রচিত একটি কবিতার ভাষ্য ও কিছু বিচ্ছিন্ন কবিতাও তিনি রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাখাবী, আদ্-দাওউল-লামি', ১খ., ৩৩৬-৪৪; (২) ইব্ন তাগ্রীবির্দি নুজূম, ৬খ., ৫১৪, ৫১৬, ৫৬৩, ৫৭৮; (৩) সুয়ূতী হুসনুল-মুহাদারা ফী আখ্বার মিস্র ওয়াল-কাহিরা, কায়রো ১৩২১ হি., ২খ., ১১৬; (৪) Brockelmann, ২খ., ৬৬-৭; (৫) 'উমার রিদা কাহ্হালা, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ১খ., ২৭০-১।

K.S. Salibi (E.I.[2])/ আ.ফ.ম.আবূ বকর সিদ্দীক

আবূ যুহায়র (ابو زهير) ঃ (রা) আন-নামীবী ; মতান্তরে আবূ যুহায়রুল-আনসারী, আবূ-যাহ্র নামে খ্যাত। তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মতে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি উপনাম "আবূ যুহায়র" সমধিক প্রসিদ্ধ। তাবারানী ও আল-বাগাবী তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সাক্ষ্যও দিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য (صحبة) লাভ করিয়াছিলেন। ইব্ন মানদা তাঁহার হাদীছ সংকলনে দু'আর সমাপ্তিতে "আমীন" বলা সম্পর্কে তাঁহার একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)-এর অধিবাসী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার-'আস্কালানী, আল-ইসাবা ,মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৭৭-৭৮, সংখ্যা ৪৫৬।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ য়া'আয্যা (ابو يعزى) ঃ অথবা য়া'যা, য়ালান-নূর ইব্ন মায়নমূন, আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলের একটি বার্বার গোত্রে (দুক্কালা হায্মীরা অথবা হাস্কুরা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মরক্কোর একজন প্রসিদ্ধ ওয়ালী ছিলেন। কিছুকাল ফেয-এ বসবাসের পর, যেখানে আল-বলীদা (আঞ্চলিক ভাষায় শব্দটির রূপ আল-বুলায়দা) নামক মহল্লায় আজও তাঁহার খান্কাহ জনসাধারণের যিয়ারতগাহরূপে বিদ্যমান। তিনি মধ্যআতলাসে, রাবাত ও তাদ্লা নামক কস্বার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তাগ্য়া নামক পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। পল্লীটি বর্তমানে একটি ছোট প্রশাসনিক কেন্দ্র। তাঁহারই নামানুসারে পল্লীটির নামকরণ করা হইয়াছে এবং বর্তমান উচ্চারণ অনুসারে পল্লীটির নাম মূলায় বু'আয্যা। কথিত আছে যে, তিনি আযাম্মুরের মুরুব্বী ওয়ালী আবূ শু'আয়ব আয়্যূব ইব্ন সা'ঈদ আস্-সান্হাজী (স্থানীয় উচ্চারণ, মূলায় বুশ্ঈব)-এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন আবূ মাদ্য়ান (দ্র.) আল-গাওছ। ১ শাওয়াল, ৫৭২/২ এপ্রিল, ১১৭৭ তারিখে তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া তাগ্য়া-র নিজ খান্কাহে ইন্তিকাল করেন, যেখানে তিনি তাঁহার সূফী মতবাদে দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংযমী তপস্যার জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার খানকাহে মাযার যিয়ারতকারীদের একটি বাৎসরিক সমাবেশ(মওসিম) অনুষ্ঠিত হয়। মরক্কোর আলাবী সুলতান মূলায় ইসমা'ঈলের নির্দেশে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার খানকাহটি সুসজ্জিত করা হয়।

আত-তাদিলী স্বীয় গ্রন্থ 'আত্-তাসাওউফ ইলা রিজালিত-তাসাওউফ"-এ আবূ য়া'আয্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার সম্পর্কে মরক্কোর একজন সূফী লেখক আহ্মাদ ইব্ন আবিল-কাসিম আস্-সাওমাঈ (মৃ. ১০১৩/১৬০৪) "আল-মু'আয্যা ফী মানাকিবি আবী য়া'আয্যা" নামক একখানা বিশেষ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। আরও দ্র. E.Levi-Provencal, Fragments historiques sur les Berbers au Moyen Age, রাবাত ১৯৩৪ খৃ. পৃ. ৭৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-কাদী, জায্ওয়াতুল-ইকতিবাস, ফাস ১৩০৯ হি., পৃ. ৩৫৪ প.; (২) মুহাম্মাদ আল-'আরাবী আল-ফাসী, মির'আতুল-মাহাসিন, ফাস ১৩২৪ হি., পৃ. ১৯৯; (৩) আল-য়ুসী, মুহাদারাত, ফাস ১৩১৭ হি., পৃ. ১১৭; (৪) আল-কাত্তানী, সালওয়াতুল-আন্ফাস, ফাস ১৩১৬ হি., ১খ., ১৭২-৭৫; (৫) Leo Africanus, Description del Afrique, সম্পা. Schefer, ২খ., ৩০; (৬) L. Massignon, Le Maroc dans les premieres annees du XVIe siecle, Algiers 1909, 37; (৭) E. Lev-Provencal, Hist. Chorfa, পৃ. ২৩৯-৪০।

E. Levi-Provencal (E.I.[2]) /
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ য়া'কূব ইসহাক (ابو يعقوب اسحاق) ঃ ইব্ন আহ্মাদ আস-সিজযী ইসমাঈলী দা'ঈ (ধর্ম প্রচারক) ও এই সম্প্রদায়ের একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। রাশীদুদ্দীন-এর বর্ণনানুসারে (জামি'উত-তাওয়ারীখ, পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়াম Add. 7628, পত্র. 277r), "ঐ সময়ের পর" অর্থাৎ বুখারায় আন-নাসাফীর মৃত্যুদণ্ডের (৩৩১/৯৪২) পর ইসহাক আস্-সিজ্যী ওরফে খায়শাফুজ আমীর খালাফ ইব্ন ইসহাক আস্-সিজ্যী ওরফে খায়শাফুজ আমীর খালাফ ইব্ন ইসহাক (পাণ্ডুলিপি এইরূপই আছে, তবে ইসহাক-এর স্থলে আহমাদ পড়ন)-এর হাতে ধরা পড়েন। (দ্বিতীয় সাফ্ফারী বংশের এই খালাফ ইব্ন আহমাদ হি. ৩৪৯-৯৯ সালে রাজত্ব করেন)। ইহা হইতে অনুমতি হয়, আবূ য়া'কূব আমীর খালাফ কর্তৃক নিহত হন [W. Ivanow, Studies in Early Persian Ismailism, পৃ. ১১৯, টীকা ১-এর বর্ণনা মতে আবূ য়া'কূবের পুস্তক আল-ইফ্তিখার (ইহার অন্তস্থিত সাক্ষ্য ও ইঙ্গিত অনুসারে, যদিও এই সাক্ষ্যসমূহের কোন বিস্তারিত বিবরণ নাই) ৩৬৪/৯৭১ সালের পর রচিত হয়]। সাধারণভাবে বলা হয়, আবূ য়া'কূব ৩৩১ হি. সালে বুখারায় আন্-নাসাফীর সাথে একসঙ্গে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (আবূ য়া'কূব-এর ডাকনাম খায়শাফুজ যাহা অনুমান করিয়া পড়া হইয়াছে, কারণ পাণ্ডুলিপিতে এই শব্দে নুক্তা নাই, সম্ভবত ইহার অর্থ তুলাবীজ, তু. Dozy ১খ., ৪১৭; আল-বুস্তীর ইসমাঈলী মতবাদের খণ্ডনেও ইহার উল্লেখ আছে। Aambrosiana-এর পাণ্ডুলিপি Griffin-এর সংগ্রহ ৪১, যাহা প্রবন্ধকার বিশদভাবে অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন)।

আবূ য়া'কূব রচিত বহু সংখ্যক প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে খুব সম্ভব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হইল আল-ইফ্তিখার, তবে এই পর্যন্ত ইহার একটি মাত্র পুস্তক কাশ্ফুল-মাহ্'জূব প্রকাশিত হইয়াছে (H.Corbin, Teheran 1949); কিন্তু ইহাও মূল আরবী রচনা (যাহা বর্তমানে বিলুপ্ত) নহে, বরং উহার ফারসী অনুবাদ। আবূ য়া'কূবের রচনাসমূহের উপর আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন রহিয়াছে; কারণ ৪র্থ/১০ম শতকে ইসমাঈলী মতবাদের দার্শনিক দিক সম্পর্কে তিনিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিশারদ। আবূ য়া'কূব যেই দার্শনিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা মূলত আন্-নাসাফী (দ্র.)-এর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। আর আন্-নাসাফীই ইসমাঈলী মতবাদে নব্য প্লেটোনিক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছিলেন। আন-নাসাফীর গুরুত্বপূর্ণ রচনা আল-মাহ্সূ'ল-এর সমর্থনে ও ইহার বিরুদ্ধে আবূ হা'তিম আর্-রাযী কর্তৃক আনীত অভিযোগের জবাবে আবূ য়া'কূব একটি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আর উহা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি হইতে আন্-নাসাফীর পদ্ধতিকে উহার প্রধান রূপরেখায় হয়ত বা পুনঃলিপিবদ্ধ করা সম্ভব। তদ্রূপ আবূ-য়া'কূবের প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত পুস্তকসমূহের সাহায্যে তাঁহার দার্শনিক পদ্ধতি তিনি যেইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন সেইভাবে প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণসহ অধ্যয়ন করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বাগ'দাদী, ফারক', পৃ. ২৬৭; (২) আল-বীরূনী, হিন্দ, পৃ. ৩২; (৩) W. Ivanow, A guide to Ismaili Literature, 33-5; (৪) ঐ লেখক, Studies in Early Persian Ismailism, নির্ঘণ্ট, ফিহরিস্ত (দ্র. ১৮৯-৯০) কর্তৃক উল্লিখিত আবূ য়া'কূব এবং ৪র্থ/১০ম শতকের মাঝামাঝির সেই দাঈ (প্রচারক) আবূ য়া'কূব আস-সিজ্যী একই ব্যক্তি কিনা এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

S.M. Stern (E.I.^{2}) /মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ য়া'কূব আল-খুরায়মী (ابو يعقوب الخريمى) ঃ ইসহা'ক ইব্ন হাস্সান ইব্ন কূহী, আরব কবি, খুব সম্ভব খলীফা আল-মা'মূন-এর খিলাফাতকালে ২০৬/৮২১ সনের নিকটবর্তী কোন এক সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সুগ্দিয়ানার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর ছিলেন এবং সময়ে সময়ে গর্ব সহকারে তিনি ইহার উল্লেখও করিয়াছেন (য়াকূ'ত, ৫খ., ৩৬৩)। তাঁহার নিস্বা (সম্বন্ধবাচক নাম) আল-খুরায়মী (আল্-খুযায়মী অশুদ্ধ), ইহার অর্থ খুরায়ম আল-নাঈম-এর প্রত্যক্ষ মাওলা নহে, যদিও অধিকাংশ চরিতকারের ইহাই ধারণা, বরং তাঁহার বংশধরগণের অর্থাৎ খুরায়ম ইব্ন 'আমির ও তাঁহার পুত্র 'উছমান হইতে এই নিস্বাতের উৎপত্তি (দ্র. ইব্ন আসাকির, তারীখ, ২খ., ৪৩৪-৭; ৫খ., ১২৬-৮)। বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইরাক, সিরিয়া, বসরা ইত্যাদি স্থানে বাস করিয়াছেন এবং সেই সকল স্থানে হাম্মাদ আজরাদ, মুতী ইব্ন য়াস প্রমুখ উচ্ছৃঙ্খল কবিদের সহিত অবাধে মেলামেশা করেন (আগা'নী, ৫খ., ১৭০, ১৩খ., ৮২)।

বাগদাদে খলীফা আর-রাশীদের পরিষদবর্গের সহিত (আগ'নী, ১২ খ., ২১-২), বিশেষত বারমাকী পরিবারের য়াহ্'য়া (আল-খাতীব, তারীখ বাগদাদ, ৬ খ., ৩২৬), আল-ফাদ্'ল (আল-জাহ্শিয়ারী, আল-ওয়ারা, ১৫০) ও জা'ফার (আগানী, ১২খ., ২১-২) ও তাঁহাদের সচিব আল-হ'াসান ইব্ন বাহ্বাহ, আল-বালাখী ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন মানসূ'র ইব্ন যিয়াদ (ইব্নুল-জার্রাহ', ১০৩ ; আল-জাহ্শিয়ারী, ১১৮/১৭০খ.)-এর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমীন ও মা'মূন-এর মধ্যকার সংঘর্ষের সময় তিনি আমীনকে সমর্থন করেন (আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৬খ., ৪৬২-৩)। মা'মূন কর্তৃক বাগদাদ অবরোধের সময় তিনি নগরটির ধ্বংসের বর্ণনা দিয়া একটি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন। উক্ত কাসীদায় এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি মা'মূনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান (আত-ত'াবারী, ৩খ, ৮৭৩-৮০)।

উপরে উল্লিখিত কাসীদা ও বিভিন্ন ইতিহাস ও সাহিত্য পুস্তকে উদ্ধৃত তাঁহার কবিতাসমূহ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে তাঁহার কাব্যকর্ম যাহা "আল্-মাগ'রিব"-এ পরিচিত ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ [তু. আল-হুস্রী, যাহ্র যাকী মুবারাক সং. ৪খ., ২০১; ইব্ন শারাফ, ইন্তিকাদ Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫৩, নির্ঘণ্ট]। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যঙ্গ কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন এবং সেই সকল কবিতার কিছু আল-লাওয়ায়হ্ কর্তৃক গীতও হইয়াছে, কিন্তু তিনি ছিলেন আসলে একজন শীর্ষ স্থানীয় মাদ্হি'য়্যা (প্রশস্তিমূলক প্রশংসিত ব্যক্তির নির্বাচন সাধারণত ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে হইত) ও মারছিয়্যা (শোকগাথা) রচয়িতা। প্রধানত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের, বিশেষত মুহ'াম্মাদ ইব্ন মানসূ'র ইব্ন যিয়াদ ও খুরায়ম পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে তিনি এই জাতীয় কবিতাসমূহ রচনা করিয়াছেন (ইব্ন 'আসাকির, পূ. গ্র.)। জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি তাঁহার দ্বিতীয় চক্ষুটিও হারান [ইহার পূর্বে তিনি এক চক্ষবিশিষ্ট ছিলেন এবং এই কারণেই কখনও কখনও আল-আ'ওয়ার (এক চক্ষুবিশিষ্ট) নামে পরিচিত হইতেন], তিনি এই সময় হইতে মর্মস্পর্শী কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত হন (আল-জাহি'জ, হ'ায়াওয়ান, ৩খ., ১১৩; ৭খ., ১৩১-২; আগানী, ১৫খ., ১০৯; আস-সাফাদী, নাকৃতুল-হিম্য়ান, ৭১)।

সমালোচকগণ আল-খুরায়মীর প্রতিভাবে স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাঁহার কবিতাসমূহ মূলত খলীফা ও সুলতানদের সচিবগণের নিকটই সমাদৃত ছিল। ইহার অন্যতম কারণ, তিনি অনারব ছিলেন যদিও শুউবিয়্যা আন্দোলনে তাঁহার কোন ভূমিকা ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতের বাহিরে (১) জাহি'জ, আল-বায়ান (সানদুবী), ১খ., ১০৫ ও স্থা.; (২) ঐ লেখক, বুখালা (হাজিরী), ৩২৮ প.; (৩) ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র, ৫৪২-৬; (৪) ঐ লেখক, 'উয়ূন, ১খ., ২২৯; ২খ., ১২৫; (৫) ইব্নুল-জার্রাহ', আল-ওয়ারাক'া, কায়রো ১৯৫৩, নির্ঘণ্ট; (৬) ইব্নুল-মু'তায্য, তাবাকাত, ১৩৮-৯; (৭) ইব্ন 'আবদি রাব্বিহ, 'ইক'দ, কায়রো ১৯৪০, ৮খ., ১৪৬; (৮) ফিহ্রিস্ত, নির্ঘণ্ট; (৯) 'আস্কারী, দীওয়ানুল-মা'আনী, ১খ., ৭৪, ২৭৯; ২খ., ১৭৫, ১৯৭; (১০) ঐ লেখক, সি'না'আতায়ন, ৩৪৫; (১১) ছা'আলিবী, খাসসুল-খাস্স, তিউনিস-১২৯৩ হি., পৃ. ৯৭; (১২) রিফা'ঈ, 'আস্'রুল মা'মূন, ৩খ., ২৮৬-৯৪; (১৩) এ. আমীন, দু'হ'াল-ইসলাম, ১খ., ৬৪-৫;

(১৪) O. Rescher, Abriss, ii, 37-8; (১৫) Brokelmann, i, 111-2.

Ch. Pellat (E.I.[2])/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আবূ য়া'কূ'ব য়ূসুফ (ابو يعقوب يوسف) ঃ ইব্ন 'আব্দিল-মু'মিন, মুমিনী [দ্র.] (আল-মুওয়াহ্'হি'দ রাজবংশের দ্বিতীয় শাসনকর্তা, রাজত্বকাল ৫৫৮-৮০/১১৬৩-৮৪। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মাদকে ৫৪৯/১১৫৪ সালে যুবরাজ হিসাবে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং তিনি প্রায় দুই মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা সত্ত্বেও আবূ য়া'কূ'ব য়ূসুফ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শক্তিমান উযীর 'উমার ইব্ন 'আবদিল-মু'মিন এই বলিয়া— তাঁহার পিতার মৃত্যুর চারদিন পূর্বে খুতবা হইতে নির্ধারিত উত্তরাধিকারীর নাম বাদ দিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং স্বীয় মৃত্যুশয্যায় তাঁহার (উমারের) নিকট ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি য়ূসুফকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচন করিতে চাহেন—য়ূসুফকে সেভিল হইতে খুব তাড়াতাড়ি ডাকিয়া পাঠান, যেখানে তিনি ছয় বৎসর যাবত গভর্নর হিসাবে অবস্থান করিতেছিলেন এবং শায়খ ও সেনাবাহিনী দ্বারা তাঁহাকে রিবাতু'ল-ফাত্‌হ (রাবাত)-এ নূতন খলীফা হিসাবে ঘোষণা দান করান।

য়ূসুফের সিংহাসনারোহণ সকলের অনুমোদন লাভ করে নাই। তাঁহার ভ্রাতা ফেয-এর গভর্নর 'আলী তিনমাল্লালে স্বীয় পিতাকে দাফন করিতে গিয়া এই স্বেচ্ছাচারী মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, কিন্তু এটলাস (Atlas) হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। অপর দুই ভ্রাতার একজন বিজায়ার গভর্নর 'আবদুল্লাহ অল্প কিছুদিন পরেই বিষ প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেন এবং অন্যজন কর্ডোভার গভর্নর 'উছমান তাঁহাকে স্বীকৃতি দান করেন নাই। এমতাবস্থায় য়ূসুফ আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করিতে সাহস পান নাই, বরং পাঁচ বৎসর যাবত আমীরুল-মুসলিমীন উপাধি নিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

মাররাকুশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাবাতে কেন্দ্রীভূত স্বীয় পিতার বিশাল সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার পর য়ূসুফকে সিউটা (Ceuta) ও আল-কাযার কুইভিরের (Alcazarquiour) মধ্যবর্তী স্থানে গুমারাদের বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। এই সময় সায়্যিদ 'উমার ও উছমান আল-আনদালুসে ইব্ন মারদানীশ [দ্র.] ও তাহার খৃষ্টান ভাড়াটিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযানে নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন। তাঁহারা তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিয়া ৫৬০/১১৬৫ সালে মুরসিয়া হইতে দশ মাইল দূরে তাঁহার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। কিন্তু শহরটি প্রতিরোধ রচনা করিয়া পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে।

বিরোধী সায়্যিদগণ আত্মসমর্পণ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে ইব্ন মারদানীশ পরাজিত এবং গুমারার বিদ্রোহ দমিত হইলে য়ূসুফ ৫৬৩/১১৬৮ সালে আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ করেন। তবুও তাঁহার ঘোষণার মুহূর্তেই যুদ্ধংদেহী ক্ষুদ্র রাজ্য পর্তুগাল তাঁহার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আফোনসো হেনরিক্স (Afonso Henriques)-এর সুবিখ্যাত নাবিক গিরালডো সেমপ্যাভর (Giraldo sempavor), ইভোরা (Evora), ট্রুজিল্লো (Trojillo), ক্যাকেরেস (Caeres), মনটাচেয (Montanchez), সেরপা (Serpa), জুরোমেনথা (Juromentah) শহরগুলি অধিকার করেন এবং স্বীয় রাজার সমভিব্যাহারে বাদাজোয Badajoz) অবরোধ করেন, যাহা কেবল আল-মুওয়াহ'হি'দদের মিত্র লিওনের দ্বিতীয় ফারডিনাণ্ডের হস্তক্ষেপের ফলেই রক্ষা পাইয়াছিল।

লিভান্তে (Levante) ইব্ন মারদানীশের সমস্যার প্রায় স্বাভাবিক-ভাবেই সমাধান হইয়া যায়। ইব্ন মারদানীশের সহযোগী ও শ্বশুর ইব্ন হামুশক্ জামাতার সহিত ঝগড়া করিয়া আল-মুওয়াহহিদগণের বশ্যতা স্বীকার করেন। য়ূসুফ তখন তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া প্রণালী অতিক্রম করেন। য়ূসুফ স্বীয় সদর দফতর কর্ডোভা হইতে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া মুরসিয়া অবরোধ করেন। নগরীটি অধিকার করিতে য়ূসুফ ব্যর্থ হন। ইব্ন মারদানীশের সৈন্যগণ একের পর এক তাঁহাকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁহার অত্যাচারের কারণে তাঁহার সর্বশেষ অনুগামীকেও তিনি হারান। তাঁহার সকল কর্ম ভণ্ডুল হইতে দেখিয়া তিনি হতাশায় মৃত্যুবরণ করেন (৫৬৭/১১৭২)। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিলাল এবং তাঁহার সকল ভ্রাতা শীঘ্র "তাওহীদ" নীতি গ্রহণ করেন ও য়ূসুফের বশ্যতা স্বীকার করেন। য়ূসুফ তাঁহাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজ দরবারে স্থান দান করেন।

শেষোক্ত ব্যক্তিগণ যখন সেভিল আগমন করেন তখন তাঁহারা য়ূসুফকে হুয়েত (ওয়াবযা) অবরোধের পরামর্শ দেন। সাম্প্রতিক কালে এই শহরটিতে খৃষ্টান জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উহা কুয়েনসা (Cuenca) ও লিভান্তের সীমান্তের প্রতি এক হুমকিতে পরিণত হইয়াছিল। য়ূসুফ সেভিল ত্যাগ করেন। ভিলচেজ (Vilches) ও আল কারায (Alcaraz) অধিকার করেন এবং আল-বাসেত (Al-bacete) সমভূমির ভিতর দিয়া কুচকাওয়াজ করত জুলাই মাসে হুয়েত (Huete) পৌছেন। হুয়েত অবরোধের পরপরই খলীফার কর্মশক্তির অভাব ও তাঁহার সৈন্যদলের দ্বিধা ও যুদ্ধের প্রতি অনীহা প্রকাশ পায় এবং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অবরুদ্ধ বাহিনী আল-মুওয়াহ'হি'দ আক্রমণের সাহসিকতার সহিত মুকাবিলা করিলেও পানির অভাবে তাহাদের আত্মসমর্পণ করিতে হইত, কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ঝড়-বৃষ্টিতে তাহাদের জলাধারসমূহ পূর্ণ হইয়া যায় এবং শত্রু শিবির বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। খাদ্যের অভাবে ও ক্যাস্টিলিয়ান সৈন্যের আগমনে আল-মুওয়াহহিদগণ অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লয় এবং কুয়েনসা (Cuenca), জাতিভা (Jativa), ইলচি (Elche) ও অরিহুয়েলা (Orihuela), হইয়া মুরসিয়া (Murcia) প্রত্যাবর্তন করে; সেইখানে সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

৫৬৮ / ১১৭২-৩ সালে শীতকালে য়ূসুফ সেভিলে (Seville) বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কিন্তু কুজো (আল - আহদাব) কাউন্টজিমেনো-যে এ্যাভিলার (Avila) লোকজনের সহিত গুয়াদালকুইভার (Guadalquivir) উপত্যকায় প্রচুর ক্ষতি সাধন করিয়াছিল, শাবান ৫৬৮/এপ্রিল ১১৭৩ সালে ইসিজা (Eija) এলাকায় অনুপ্রবেশ করিয়া প্রচুর মালামাল লুণ্টন করিয়া লইয়া যায়। হুয়েত হইতে যে সেনাবাহিনী ফিরিয়া

আসিয়াছিল তাহাদের পুনরায় সংগ্রহ করা হয় এবং অক্লান্ত আবূ হ'াফ্স 'উমার ঈনতী (দ্র.) খলীফার দুই ভ্রাতা য়াহ্'য়া ও ইসমা'ঈল সহকারে কারাসুয়েলের (Caracuel) নিকট কাউন্টকে অতর্কিতে হামলা করিয়া তাহাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। পরবর্তী কালে বাদাজোযে রসদপত্র সরবরাহ করা হয় এবং টালাভেরা (Talavera) হইতে টলেডো (Toledo) পর্যন্ত টাগুস (Tagus) নদীর সমগ্র বাম তীর বিধ্বস্ত হয়। ফলে পর্তুগালের পক্ষে আফোনসো হেন্‌রীক্ (AfonsoHenriques) এবং ক্যাসটিলের (Castile) পক্ষে কাউন্ট নুনো দ্যা লারা (Count Nunode lara) পাঁচ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানাইতে ও উহা স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। ৫৬৯/১১৭৩-৪ সালে শীতকালে আলগার্ভ (Lagarve)-এর বেজা (Beja)-তে পুনর্বসতি স্থাপনে ও দুর্গ নির্মাণপূর্বক উহার শক্তি বৃদ্ধিকরণে ব্যয়িত হয়। দুই বৎসর পূর্বে নগরীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় উহার অধিবাসীবৃন্দ অপসৃত হইয়াছিল।

পরবর্তী কালে য়ূসুফ ইব্‌ন মারদানীশের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করেন এবং ৫৭০/১১৭৫ সালের পূর্ণ বৎসরব্যাপী তিনি আর সেভিল ত্যাগ করেন নাই। আল-আনদালুসে য়ূসুফের এই দ্বিতীয়বারের অবস্থান প্রায় পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল যখন তিনি হঠাৎ মাররাকুশের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

এই সময় সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী এক মারাত্মক মহামারী দেখা দেয়। য়ূসুফ তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতাকে হারান এবং নিজেও দীর্ঘদিন পীড়িত থাকেন। এই সুযোগ ৮ম আলফোনসো কুয়েনসা অবরোধ করে এবং নয় মাস পর ১১৭৭ সালের অক্টোবর মাসে এই বিখ্যাত দুর্গটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। কর্ডোভা ও সেভিলের সৈন্যবাহিনী টালাভেরা ও টলেডোর দিকে ভিন্নমুখী আক্রমণ পরিচালনা করিয়া নগরটি উদ্ধারের চেষ্টা করে, কিন্তু উহাতে বাস্তব কোন ফল লাভ হয় নাই। কুয়েনসা হারানোর পর য়ূসুফ, যিনি ইতিপূর্বে নিজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, স্বীয় ভ্রাতাদের এবং কর্ডোভা ও সেভিলের গভর্নরগণের সহিত খৃস্টানদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন প্রতিহত করিবার উপায় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। পর্তুগালের সহিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং যুবরাজ সানচো নিম্ন গুয়াদালকুইভার উপত্যকা, ত্রিয়ানা, তৎপর নিব্‌লা ও সমগ্র আলগার্ভ আক্রমণ করিয়া নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিজা হইতে পুনরায় লোক অপসারণ করিতে হইয়াছিল।

য়ূসুফ এই আক্রমণসমূহ প্রতিহত করিবার জন্য ইফরীকিয়্যার 'আরবদেরকে মরক্কো ও আল-আন্দালুসে প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহারা বানূর-রান্দ-এর বংশধর 'আলীর নেতৃত্বে দিন দিন অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল। আর এই বানূর-রান্দই ছিল কাফসা-এর নেতৃবৃন্দ যাহারা সেখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। এমতাবস্থায় য়ূসুফ অনৈক্যের এই বিপজ্জনক কেন্দ্রটিকে আয়ত্তে আনিয়া 'আরবদের স্পেনের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য মাঠে অবতীর্ণ হন। তিনি ইফরীকিয়্যার উদ্দেশে মাররাকুশ ত্যাগ করেন এবং তিন মাস অবরোধের পর ৫৭৬/১১৮০ সালের শীতকালে কাফসা অধিকার করেন। আত-তাবীল উপাধিধারী 'আলী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে এবং রিয়াহ আত্মসমর্পণের ভান করে। তাহাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র য়ূসুফের অনুগমন করে, বৃহত্তর অংশটি ইফরীকিয়াতেই থাকিয়া যায়। তাহারা আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে কোন প্রচেষ্টাকে সমর্থন দান এবং কারাকূশ [দ্র.] ও বানূ গানিয়া [দ্র.]-কে সহায়তা দানের জন্য প্রস্তুত থাকে।

এই সময় আইবেরিয়ান উপদ্বীপে কয়েকটি ঘটনা একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। এইগুলি হইতেছে ৮ম আলফোনসোর ইসিজা অভিমুখে অগ্রাভিযান, লোরা ডেল রিও-র (Lora del Rio) নিকটবর্তী সানতাফিলা অধিকার, সান লুকারলা মেয়র, আজনাল ফারচি ও নিবলা অভিমুখে পর্তুগীজ অভিযান ও এ্যান্টি-এটলাসে বানূ ওয়াওয়াযগীতের বিদ্রোহ, যাহারা যাজুনদারের রৌপ্য খনি দখল করিয়া লয়। এই সকল বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য খলীফাকে ব্যক্তিগতভাবে গমন করিতে হয়, আর তখন ইব্‌ন ওয়ানূদীন তালাভেরার বিরুদ্ধে এক লুণ্ঠন অভিযান পরিচালনা করে। অবশেষে য়ূসুফ দক্ষিণ দিকে মার্‌রাকুশের সম্প্রসারণ কাজ সমাধা করিয়া এবং ৫৭৯/১১৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে প্রাচীরসমূহের সম্প্রসারণ কাজ শেষ করিবার পর হুয়েতের নিরুৎসাহব্যঞ্জক উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও পর্তুগীজদের স্পর্ধা দমন করিবার উদ্দেশে পরিচালিত অভিযানে তাঁহার সকল সেনাবাহিনী নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মাররাকুশ সম্প্রসারণের কাজ পরবর্তীতে তাঁহার পুত্র য়া'কূ'ব আস-সা'লি'হার রাজকীয় ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পুনরারম্ভ করিয়াছিলেন।

অভিযানের জন্য প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশ পর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু এজন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। মে মাসে ক্যাসটিল ও লিওন ফ্রেসনো ল্যাভানডেরা (Fresno-Lavandra)-এর শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। ফার্ডিনান্ড এই সময় আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের সহিত তাহার পুরাতন মৈত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করে। তিন মাস পর য়ূসুফ তাঁহার সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। ১৬ রাবীউল-আওওয়াল, ৫৮০/২৭ জুন, ১১৮৪ সালে তিনি সানতারেন (শান্‌তারীন) সম্মুখে আবির্ভূত হন। পর্তুগীজগণ দুর্গটি রক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রায় দশ মাস সময় পাইয়াছিল; আর এই দুর্গটি দীর্ঘ অবরোধ না করিয়া জয় করা সম্ভব ছিল না। নদীর নিকটবর্তী শহরতলী অধিকার করিতে আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং সপ্তাহব্যাপী নিষ্ফল প্রচেষ্টা ও দৃঢ় প্রতিরোধ শেষে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড ও তাহার লিওনীয় বাহিনীর আগমনে আল-মুওয়াহ্‌হিদ বাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং নদীটি পুনরায় পার হইয়া যায়। শিবির তুলিবার সময় খলীফা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ১৮ রাবীউছ ছানী, ৫৮০/২৯ জুলাই, ১১৮৪ সালে সেভিলের পথে ইভোরার নিকটবর্তী স্থানে পরলোকগমন করেন।

আবূ য়া'কূ'ব য়ূসুফ আল-মুওয়াহ্‌হিদ খলীফাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুণান্বিত ব্যক্তিরূপে বিবেচিত। তিনি কাদী ইব্‌ন 'ইমরানের কন্যা মাসমূদী মহিলার পুত্র ছিলেন, এটলাসের কেন্দ্রস্থলে তিনমাল্লালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাররাকুশে তাওহীদ নীতিতে দীক্ষিত হন। তবুও তাঁহার মাগরিবী জন্ম ও শিক্ষা সত্ত্বেও সেভিলে তাঁহার দীর্ঘ অবস্থান, যেখানে তিনি সতর বৎসর বয়সে আগমন করেন, সেই কালেই মুলূকুত-তাওয়াইফের মত তাঁহাকে

একজন রুচিবান আন্দালুসীয় সাহিত্যিকে পরিণত করে। প্রখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসক ও কবিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তাঁহার সাহিত্য জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তাঁহার শিল্পবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সেভিলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি উহাকে আল-আন্দালুসের রাজধানীর মর্যাদা পুনরায় প্রদান করেন, যাহা তাঁহার পিতার রাজত্বের শেষভাগে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল এবং অসংখ্য স্মৃতিসৌধ ও গণপূর্ত কর্ম দ্বারা উহাকে সুশোভিত করেন। ইব্ন তুফায়ল, ইব্ন রুশ্দ ও ইব্ন যুহ্রের ন্যায় বিদগ্ধজন কর্তৃক অলংকৃত বিজ্ঞান সভায় অংশগ্রহণ করিতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী তাঁহারই উৎসাহে প্রণয়ন করিয়াছেন।

একই সময় এই জ্ঞানের বন্ধু মাগরিবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করিতে সক্ষম হন। এজন্য ধন্যবাদ সেই সন্ত্রাসকে যাহার মাধ্যমে তাঁহার পিতা নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইফরীকি'য়্যা তখনও তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ইব্ন মারদানীশের মুরসিয়াস্থ বিপদসঙ্কুল ছিটমহল বিলুপ্ত হইয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও আল-আন্দালুসে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধে সামরিক নেতা হিসাবে তাঁহার অক্ষমতা, তাঁহার বিশাল বাহিনীর নৈতিক অবনতি ও তাঁহার রসদ সরবরাহকারী বিভাগের অদক্ষতাই প্রমাণিত হয়। উপদ্বীপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খৃষ্টান রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এবং লোক ও সম্পদের অভাব সত্ত্বেও তাঁহার চরম বিপর্যয় সাধনে সক্ষম হয়। তাঁহার জিহাদ পরিচালনার উদগ্র বাসনা, যাহা খৃষ্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই, অবশেষে সানতারেনের পর্তুগীজ দুর্গের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যুর কারণ ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জ ঃ (১) ইব্ন ইযারী, আল-বায়ানুল-মুগ্'রিব, ৪খ., অনুবাদ Huici, Tetuan ১৯৫৩, ১-৮৪; (২) মাররাকুশী, মুজিব (Dozy), ১৬৯ প.; (৩) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ১খ., ৩১৮ প.; (৪) ইব্ন আবী য'র, রাওদু'ল-কি'রত'াস, ফেয, ১৩০ প.; (৫) আল-হু'লালুল-মাওশিয়্যা (Allouche), ১৩১, অনু. Huici, ১৮৮; (৬) R. Dozy, Recherches[3], ১খ., ১৬৭, ২খ, ৪৪৩-৮০; (৭) Primera cronica General (R. Menendez Pidal), ১খ., ৬৭৫; (৮) E. Levi-Provencal, Documents inedits d'histoire almohade, ১২৬-২১৪; (৯) da Silva Tarouca, Cronicas dos sete primeiros reis de Portugal, ১খ., ৯৯ প.।

A. Huici Miranda (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আবূ য়াযীদ (বায়াযীদ) [র] ত'য়ফূর ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সুরূশান আল-বিস্ত'ামী (ابو يزيد (بايزيد) طيفور بن عيسيا بن سروشان البسطامى) ঃ (একই নামধারী আবূ য়াযীদ তায়ফূ'র আল-বিস্ত'ামী আল-আস'গ'ার ভিন্ন ব্যক্তি) ছিলেন কুমিস প্রদেশের অন্তর্গত বিস্তাম-এর অধিবাসী, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সূফী সাধক। তাঁহার পিতামহ সুরূশান ছিলেন অগ্নিউপাসক (Zoroastrian)। তাঁহার নামটি সেই পরিচয়ই বহন করে। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোঁড়া শারীআতপন্থী আলিমগণের বিরোধিতার কারণে কিছু দিনের জন্য বিস্তাম হইতে দূরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আবূ ইয়াযীদের সমগ্র জীবন কূমিস প্রদেশের অন্তর্গত বিসতাম নগরীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং সেইখানেই ২৬১/৮৭৪ অথবা ২৬৪/৮৭৭-৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঈল্‌খানী সুলতান উলজায়তু মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দা ৭১৩/১৩১৩ সালে বায়াযীদের সমাধির উপর একটি গুম্বয নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত।

বায়াযীদ-এর কোন লিখিত গ্রন্থ নাই। তবে তাঁহার বাণীরূপে প্রায় পাঁচ শত উক্তি (শাতাহাত) প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি খুবই দুঃসাহসিক এবং এমন মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে যেন বায়াযীদ নিজ সাধারণ পরিণতিতে আল্লাহর সত্তায় বিলীন (عين الجمع) হইয়া যাইবার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ঘনিষ্ঠ মহলে লোক ও দর্শনার্থিগণ কর্তৃক উক্ত বাণীগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদাম-এর পুত্র, তাঁহার শিষ্য ও পরিচালক আবূ মূসা ঈসা ইব্ন আদাম বাণীগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁহার নিকট হইতে বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ সূফী আল-জুনায়দ এই ধরনের বাণী ফারসী ভাষায় প্রাপ্ত হন এবং তিনি তাহা আরবীতে অনুবাদ করেন (কিতাবুন-নূর ১০৮-৯, ১২২)। আবূ মূসার নিকট হইতে বাণীগুলির প্রধান বর্ণনাকারী হইতেছেন তাঁহারই পুত্র মুসা ইব্ন ঈসা' যিনি (আম্মীরূপে পরিচিত) তাঁহার নিকট হইতে 'কনিষ্ঠ তায়ফূ'র' ইব্ন ঈসা' (যাঁহার নাম পারিবারিক বংশতালিকায় খুব স্পষ্ট নহে) এবং অন্যান্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বাণীগুলি বর্ণিত হয়। দর্শনার্থীদের মধ্যে যাঁহারা বায়াযীদের বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ও প্রথমে উল্লেখযোগ্য (ক) আরমেনিয়ার অন্তর্গত দাবীল-এর অধিবাসী আবূ মূসা (ছানী) আদ-দাবীলী (নূর, ৫৫); (খ) ইব্রাহীম ইব্ন আদহাম-এর অন্যতম শিষ্য ও ইস্তান্‌বা (সাতান্‌বা) নামে পরিচিত আবূ ইসহাক ইবরাহীম আল-হারাবী (হি'লয়া, ১০খ., ৪৩-৪) ও (গ) বিখ্যাত সূফী আহ'মাদ ইব্ন খিদরাওয়ায় যিনি হজ্জের সময় বায়াযীদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। জুনায়দ বায়াযীদের বাণীর একটি টীকা প্রণয়ন করেন যাহার অংশবিশেষ আস-সাররাজ-এর 'লুমূআত'-এ সংরক্ষিত আছে। বায়াযীদের জীবনী ও বাণীর অত্যন্ত বিশদ বিবরণ সম্বলিত উৎস হইতেছে আবুল-ফাদ্'ল মু'হাম্মাদ ইব্ন 'আলী আহ'মাদ ইব্ন হু'সায়ন ইব্ন সাহল আস্-সাহলাগী আল-বিস্তামী (জ. ৩৮৯/৯৯৮-৯৯-মৃ. ৪৭৬/৯৮৪) প্রণীত কিতাবুন-নূর ফী কালিমাতি আবী য়াযীদ ত'য়ফূর শীর্ষক গ্রন্থ ['আবদুর-রাহ'মান বাদাবী কর্তৃক শাতাহাতুস-সূফিয়্যা, ১খ., নামে কায়রো (১৯৪৯) হইতে প্রকাশিত] কিন্তু সংস্করণটি তেমন সন্তোষজনক নহে।

আস্-সাহ্‌লাগীর বিবরণের উৎসসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য (ক) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আশ-শীরাযী ইব্ন বাবূয়া [আল-হাল্লাজ-এর বিখ্যাত জীবনীকার, মৃ. ৪৪২/১০৫০; আস-সাহ্‌লাগী ৪১৬ কিংবা ৪১৯ সালে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন (নূর, ১৩৮)] এবং (খ) শায়খুল-মাশাইখ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আদ-দাস্‌তানী (হুজবীরী, কাশফুল-মাহ্'জূব, অধ্যায় ১২)। জুনায়দ (ছদ্মনাম) রচিত "আল-কাস'দ ইলাল্লাহ" শীর্ষক পুস্তকে বায়াযীদের "মি'রাজ"-এর এক রূপকাহিনী সুলভ বর্ণনা পাওয়া যায় (R. A. Nicholson, An

Early Arabic version of the mi'raj of Abu Yazid al-Bistami, in Islamica, 1926, 402-15)।

বায়াযীদ প্রথমে হানাফী ফিক্হ অধ্যয়ন করেন এবং পরে সূফীতত্ত্বে মনোনিবেশ করেন। সূফীতত্ত্বে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন আবূ 'আলী আস্-সিন্দী। বায়াযীদ তাঁহাকে ফিক্হ শিক্ষা দিতেন, বিনিময়ে সিন্দীর নিকট হইতে তিনি তাসাওউফের গূঢ় রহস্য (التوحيد والحقائق) সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতেন। সম্ভবত এই শিক্ষকের মাধ্যমে বায়াযীদের উপর ভারতীয় ভাবধারার প্রভাব পড়ে। পরবর্তী সূফী আবূ ইসহাক আল-কাযারূনী ও আবূ সাঈদ ইব্ন আবিল-খায়র হইতে ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন বায়াযীদ অর্থাৎ তিনি আত্মসমাহিত অবস্থায় থাকিতেন এবং লোকজনের সহিত বেশী মেলামেশা করিতেন না। পূর্বোক্ত দুইজনের ন্যায় তিনি দীনহীনের সেবায় (خدمة الفقراء) আত্মনিয়োগ করিতেন না, যদিও তিনি 'জাহান্নাম' হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে আগ্রহী ছিলেন। যে পাপীরা তাঁহার মতে কেবল এক এক মুষ্টি ধুলার সমতুল্য, ইহার বেশী কিছুই নহে, তিনি তাহাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির বিধানের সমালোচনা করিয়াছেন। আল্লাহভীতি তাঁহার মনে এতই প্রবল ছিল যে, তিনি নিজকে আল্লাহর সমীপে প্রায় কাফির বলিয়া মনে করিতেন; তিনি ইলাহিয়্যাত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। আল্লাহ্র সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সকল পরদা (হুজুব) হইতে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার উদগ্র বাসনা ছিল তাঁহার অন্তরে। এই প্রক্রিয়াকে তিনি আত্মসমীক্ষামূলক ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি নিজকে আপন 'নফস'-এর হাদ্দাদ (কর্মকার) মনে করেন। তাঁহার মতে যুহ্দ (সংসার ত্যাগমূলক সাধনা), ইবাদাত, কারামাত (আলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড), এমনকি মাকামাত (সূফী সাধকদের সাধনা পথের বিভিন্ন স্তর বা মান্যিল) দুনিয়ার মত আল্লাহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার পক্ষে কতকগুলি ফাঁদ বা অন্তরায়বিশেষ। সর্প যেমন নিজের খোলস পরিত্যাগ করে ঠিক তেমনি নিজের অস্তিত্ব (انانية) বিসর্জন দিয়া (تجريد) অবিমিশ্র একত্বে (فناء بالتوحيد) উপনীত হইবার জন্য তিনি নির্মমভাবে এই নৈতিকতাবাচক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাজ্রীদ বা আমিত্ব বর্জনের প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকিতেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্র সিফাত অবলম্বনে তিনি বলেন, سبحاني ما اعظم شأني অর্থাৎ 'আমি কতই না পবিত্র! আমার কি মহিমা! উদাহরণস্বরূপ তাঁহার ইত্যাকার আরও কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি বলেন, "আমি যদি একান্তভাবে বলিতে পারিতাম, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাহা হইলে আমি কোন পরওয়াই করিতাম না (হিলয়াতুল আওলিয়া, Leyden Ms., ii, ২০০)। বার বৎসর যাবত আমি নিজ নফসের কর্মকার ছিলাম, পাঁচ বৎসর যাবত আমার কলব-এর দর্পণের রূপ পরিগ্রহ করিলাম, অতঃপর এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম নফস ও কলবের স্বরূপ নির্ধারণে। কী আশ্চর্য! আমি দেখিতে পাইলাম, কুফরের এক কোমর বহির্ভাগে আমার কোমর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে কর্তন করিবার জন্য বার বৎসর যাবত সাধনা করিলাম। তখন আমি আমার অভ্যন্তরে একটি বেষ্টনী অবলোকন করিলাম। ইহাকে কর্তন করিবার জন্য পাঁচ বৎসরব্যাপী সাধনার পর দেখিলাম ইহা একটু শিথিল হইয়াছে। আল্লাহ্র যাবতীয় সৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া আমি অনুভব করিলাম ইহারা সকলেই মৃত। সুতরাং আমি (সালাতুল জানাযার) চারি তাকবীর উচ্চারণ করিলাম (কু'শায়রী, রিসালা, কায়রো ১৩১৮ হি., পৃ. ৫৭, ১, ২৩ প.; তু. আত্তার, তাযকিরাতুল-আওলিয়া, ১খ., ১৩৯, ১, ৫ প.; IRAS,১৯০৬, পৃ. ৩২৭ প.)। আমি যখন ওয়াহদানিয়্যাত-এ উপনীত হইলাম, তখনই আমি আহাদিয়্যাত (احدية)-এর দেহ এবং দায়মুমিয়্যা (ديمومية) -এর ডানাবিশিষ্ট একটি পাখিতে পরিণত হইলাম এবং দশ বৎসর যাবত উড়িয়া বেড়াইলাম কায়ফিয়াত (كيفية)-এর বাতাসে। অবশেষে আমি উপনীত হইলাম প্রকারবিহীন (لا كيفية)-এর পরিমণ্ডলে যাহা কায়্ফিয়্যা পরিমণ্ডল অপেক্ষা দশ কোটি গুণ বৃহত্তর। আমি উড়িতেই থাকিলাম যতদিন না আমি অনন্ত বা আযালিয়্যা (ازلية)-এর ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম এবং সেইখানেই আমি একত্ব তরু অবলোকন করিলাম।" বায়াযীদ এই "একত্ব তরু"-র ক্ষেত্র মূল, শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও ফলের বর্ণনা দান করিয়া বলেন, "আমি তাকাইলাম, বুঝিলাম, সবই কেবল মোহ" (লুম্'আ, পৃ. ৩৮৪)। "মোহ" কথাটিরই তাৎপর্য বোধ হয় এই, পরম সত্তার সকল প্রকার বর্ণনাই মোহময়।

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বায়াযীদ অতীন্দ্রিয় জগতে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার এই ভ্রমণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মি'রাজ-এর অনুকরণে মি'রাজরূপে চিত্রিত হইয়াছে। এইজন্য কতিপয় শারীআতপন্থী উলামা তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় জগতে ভ্রমণের সময় চরম মরমী অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিস্বরূপ তিনি নানা প্রকার উক্তি করিতেন। যথা (কিছু পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) "আমিই লাওহ মাহফূজ (لوح محفوظ), আমি কা'বা-কে আমার চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি" ইত্যাদি। এই জাতীয় উক্তি প্রকাশের সময় তাঁহাকে জনগণ হইতে আড়াল করিয়া রাখা হইত। মনে হয় বায়াযীদ সূফীতত্ত্বের চরম সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শাতাহাত-এর ভাষ্যকার পরবর্তী সূফী জুনায়দ পূর্বসূরী বায়াযীদের অপরিপক্বতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন (লুম্'আ)। অন্যপক্ষে হিরাতনিবাসী আবদুল্লাহ আল-আনসারী (মৃ. ৪৮১ হি.) মনে করেন, মি'রাজের কল্পিত কাহিনীটি বায়াযীদের প্রতি আরোপিত হইয়াছে (নাফাহাতুল উন্স, সম্পা. Nassau, Less, p. 63)। ফারসী ভাষায় রচিত পরবর্তী সূফী সাহিত্যে হাল্লাজের ন্যায় বায়াযীদকেও প্রবলভাবে আবেগ প্রভাবিত অতি উৎসাহী অদ্বৈতবাদী (pantheist)-রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তবে তাঁহার দেশবাসী সর্বতোভাবে তাঁহাকে ভুল বুঝেন নাই এবং তাঁহার মতবাদের ধারার কদর্থ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সার্রাজ, লুম্'আ, সম্পা. Nicholson, ৩৮০-৯৩ ও পরিশিষ্ট; (২) সুলামী, তাবাকা'তুস-সূ'ফিয়্যা, কায়রো ১৯৫৩, ৬৭-৭৪; (৩) আন্সা'রী হারাবী, তাবাকা'তুস-সূ'ফিয়্যা, পাণ্ডুলিপি নাফিয পাশা, ৪২৫, ৩৮ক-৪১খ.; (৪) জামী, নাফাহা'তুল-উন্স, সম্পা. Nassau Lees, পৃ. ৬২প.; (৫) আবূ নু'আয়ম, হি'লয়াতুল আওলিয়া, ১০ খ., ৩৩-৪২; (৬) কু'শায়রী, রিসালা, কায়রো ১৩১৮, ১৬-৭; (৭) হুজবীরী, কাশফুল-মাহ্'জূব, অধ্যায় ১১, নং ১২; (৮) 'আবদুর-রাহ'মান বাদাবী, শাতাহা'তুস সূ'ফিয়্যা ১খ., আবূ য়াযীদ আল-বিসতামী, কায়রো ১৯৪৯ (ইহাতে রহিয়াছে

সাহ্লাগীকৃত কিতাবুন-নূর, সিব্‌ত' ইব্নুল-জাওযীকৃত মিরআতুয-যামান হইতে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ, নাফাহাতুল-উন্‌স, আস-সুলামীর তা'বাক'াত ও সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে পৌরাণিক গল্প (এই শেষোক্তটি আলোচিত হইয়াছে—A.J. Arberry, A. Bistami lagend, JRAS ১৯৩৮, ৮৯-৯১; তুর্কী ভাষায়ও ইহা বিদ্যমান, পাণ্ডুলিপি আয়্যূব মিহর শাহ সুলতান, ২০২ ও ৪৪৩; ফাতিহ ৫৩৩৪; আরবী ভাষায়, ফাতিহ ৫৩৮১); (৯) রূযবিহান বাক্‌লী, শারহু'শ-শাতহিয়্যাত, পাণ্ডুলিপি শাহিদ 'আলী পাশা, ১৩৪২ হি., ১৪খ.-২৬খ.; (১০) ইব্নুল-জাওযী, তাল্‌বীসু ইব্‌লীস, ৩৬৪ প.; (১১) 'আত্তা'র, তায'কিরাতুল-আওলিয়া, সম্পা. Nicholson, ১৩৪প.; (১২) ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক ১২৭৫ হি., ১খ., ৩৩৯; (১৩) নূরুল্লাহ শুশ্‌তারী, মাজালিসুল-মুমিনীন, পৃ. ৬; (১৪) খাওয়ানসারী, রাওদ'াতুল-জান্নাত, ৩৩৮-৪১; (১৫) R. A. Nicholson, in JRAS, ১৯০৬, ৩২৫ প.; (১৬) L. Massignon, Essai....... mystique musulmane, প্যারিস ১৯২২, পৃ. ২৪৩-৫৬। তাঁহার সমাধির ছবির জন্য দেখুনঃ (১) সানীউদ-দাওলা মুহ'াম্মাদ হ'াসান খান, মাত'লা'উশ-শামস, তেহরান ১৩০১ হি., ১খ, ৬৯-৭০; (২) E. Diez, Die kunst der islamischen volker, বার্লিন ১৯১৭, পৃ. ৬৯।

H. Ritter (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আবূ য়াযীদ মাখ্লাদ (ابو يزيد مخلد) ঃ ইব্‌ন কায়দাদ আন-নুক্‌কারী ছিলেন একজন খারিজী নেতা [ইবাদী আন্‌-নুক্‌কারে (দ্র.) গোত্রভুক্ত]। তাঁহার বিদ্রোহে উত্তর আফ্রিকার ফাতিমী সাম্রাজ্যের ভিত্তিগাত্র পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা কাসাতীনিয়্যা জেলার অন্তর্গত তাকয়ূস (বা তূযার)-এর একজন যানাতা গোত্রীয় বার্‌বার ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি তাদমাকাত হইতে সাবীকা নাম্নী একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই গর্ভে আবূ য়াযীদ ২৭০/৮৮৩ সালের কাছাকাছি (দৃশ্যত সূদান-এ) জন্মগ্রহণ করেন। আবূ য়াযীদ ইবাদী মায্‌হাব অধ্যয়ন করেন এবং তাহার্‌ত-এ একজন স্কুল শিক্ষক নিযুক্ত হন। আবূ 'আবদুল্লাহ আশ-শীঈর বিজয়ের সময় তিনি তাকয়ূস আগমন করেন এবং ৩১৬-৯২৮ সালে তাঁহার সরকার বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন। প্রথমবারের গ্রেফতারের পর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি আওরাস পর্বতে বানূ কামলান গোত্রের উপগোত্রীয় অঞ্চলে উপনীত হন এবং তাহাদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক অনুসারী লাভে সমর্থ হন (তাঁহারা শেষ পর্যন্ত তাঁহার ঘোর সমর্থক ছিল)। নুককারী ইমাম আবূ 'আম্মার আল-আমা তাঁহার অনুকূলে নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন। আবূ য়াযীদ তূযার-এ গ্রেফতার হন, কিন্তু আবূ আম্মার জেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। তিনি (আবূ য়াযীদ) অতঃপর সুমাতা জেলায় এক বৎসর যাবৎ বাস করিয়া আওরাস পর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৩৩২/৯৪৩ সালে তিনি তাঁহার বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি পরপর অধিকার করেন (১) তাবিস্‌সা, (২) মারমাজান্না (যেখানে তিনি তাহার সওয়ারের প্রিয় গাধাটি উপঢৌকনস্বরূপ লাভ করেন এবং যে কারণে তাঁহার উপাধি হয় সাহিবুল-হিমার), (৩) আল-উরবুস (বা লারিবুস, ১৫ যুল-হিজ্জা, ৩৩২ হি.) (৪) বাজা (১৩ মুহ'াররাম, ৩৩৩ হি.)। ফাতিমী সেনাপতি খলীফা ইব্‌ন ইসহ'াক ও নগরীর কায়ীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিয়া আল-কায়রাওয়ানে সুন্নীগণ প্রথমে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল; কারণ যদিও তাহারা আবূ য়াযীদকে ধর্মদ্রোহীরূপে গণ্য করিত, তবুও তিনিই তাহাদের ফাতিমী শাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন [মালিকী ফুকাহার মনোভাবের জন্য দ্র. আবূ বাক্‌র আল-মালিকী, রিয়াদু'ন-নুফূস, analyzed by H.R. Idris, REI, 1936, 80-7; আবুল-'আরাব, ed. Ben Cheneb, Classes des Savants de l'Ifriqiya] introd., viii, f., xvi)। কিন্তু বার্‌বারদের নিপীড়নমূলক আদায়-উসূল ক্রমে ক্রমে তাহাদেরকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিয়া তোলে। অন্যপক্ষে, গোঁড়া সাম্প্রদায়িক জনগণ তাহাদের নেতাকে তাঁহার পুরাতন সাধারণ জীবন যাপন রীতি পরিত্যাগ করিয়া রেশমী পোশাক পরিধান ও অতি সদ্‌বংশজাত ঘোড়ায় আরোহণ করিতে দেখিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হয়।

পুত্র ফাদ্'ল ও আবূ 'আম্মার-কে আল-কায়রাওয়ানে ছাড়িয়া গিয়া আবূ য়াযীদ ফাতিমী সেনাপতি মায়সূরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহাকে (১২ রাবী'উল-আওওয়াল) পরাজিত (ও হত্যা) করিয়া আল-মাহ্‌দিয়্যার দিকে অগ্রসর হন। প্রচণ্ড আক্রমণে (৩ জুমাদা আছ-ছানী) নগরী অধিকার করার প্রয়াসের পর তিনি "মুসাল্লা"য় (এক প্রখ্যাত ফাতিমী কাহিনী অনুসারে আল-মাহ্‌দী এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এক ঘোরতর বিদ্রোহী ঐ মুসাল্লা পর্যন্ত পৌঁছিবে, উহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিবে না) পৌঁছিয়া উহা অবরোধ করেন। জুমাদা আছছানী, রাজাব ও শাওওয়াল পূর্ণ তিন মাসব্যাপী পুনঃপুনঃ ঝটিকা আক্রমণে মুসাল্লা দখলের প্রয়াস চালাইবার পর যু'ল-কা'দা, ৩৩৩ ও সা'ফার, ৩৩৪ সালে অবরুদ্ধ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের মুখে আবূ য়াযীদ আল-কায়রাওয়ান অভিমুখে পশ্চাদ্দপসরণ করেন। তিনি তাঁহার বিলাসিতার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং পূর্বেকার সাধারণ জীবনে ফিরিয়া আসেন। ফলে বার্‌বারগণ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়। তুনিস (যাহার কয়েকবার হাত বদল হইয়াছিল) এবং বাজার চতুষ্পার্শ্বে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়; রাবী'উছ-ছানীতে আবূ য়াযীদের পুত্র আয়্যূব ফাতিমী সেনাপতি হ'াসান আলীর নিকট শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। হ'াসান কুতামা অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করেন এবং (তীজিস ও বাগায়া অধিকার করত) নিজেকে আবূ য়াযীদের কর্তৃত্বাধীন এলাকার পশ্চাতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬ জুমাদাছ-ছানী তারিখে আবূ য়াযীদ সূমা অবরোধ করেন। ১৩ শাওওয়াল আল-কাইম ইন্তিকাল করেন এবং আল-মাহদিয়্যা হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-মানসূ'র কর্তৃক প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী বাহিনী আবূ য়াযীদকে সূমার সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সক্ষম হয় (২১ শাওওয়াল) ফলে আবূ য়াযীদ দ্রুত গতিতে আল-কায়রাওয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে আল-কায়রাওয়ানের অধিবাসিগণ আবূ 'আম্মারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং এক্ষণে তাহারা আবূ য়াযীদকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। আল-মানসূর ২৩ শাওওয়াল আল-কায়রাওয়ান প্রবেশ করেন; নগরীর সুরক্ষিত ফাতিমী বাহিনীর উপর কয়েকটি ব্যর্থ আক্রমণ (যু'ল-কা'দা, ৩৩৪; মুহ'াররাম ৩৩৫) পরিচালনা করিয়া এবং ১৩ মুহ'াররামের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর

আবূ য়াযীদ পশ্চিমে পশ্চাদপসরণ করেন। আল-হ'াসান ইব্ন 'আলী আবূ য়াযীদের কিছু সংখ্যক অবশিষ্ট সৈন্যের (যেমন বাজায় অবস্থিত সৈন্যদল) বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং আল-মানসূ'রের সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হন। উমায়্যা নৌ-সেনাপতি ইব্ন রুমাহিস-এর ইফরীকিয়্যা অভিমুখে ধাবমান নৌবহর আবূ য়াযীদের পরাজয়ের সংবাদে ফেরত চলিয়া যায়। (৩য় 'আবদুর-রাহ'মানের সহিত আবূ য়াযীদের দৌত্যকর্মের তথ্য সম্বন্ধে আরও দ্র. ইব্ন ইযারী, ২খ., ২২৮ প.; E. Levi-Provencal, Hist. ESP. mus., ২খ., ১০৩-৪)।

আবূ য়াযীদ পশ্চিম অভিমুখে পলায়ন করেন, আল-মানসূ'র প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। আল-মানসূর ২৬ রাবী'উল-আওওয়াল আল-কায়রাওয়ান ত্যাগ করেন, পরে (সাবীবা ও মার্মাজান্না হইয়া) বাগায়া পৌছেন এবং সেখান হইতে আবূ য়াযীদকে বিললিয়্মা, তুব্না ও বিস্ক্রা অভিমুখে অনুসরণ করেন (যেখানে তিনি ৫ জুমাদাল-আওওয়াল পৌছেন)। সেখান হইতে তিনি তুব্না প্রত্যাবর্তন করেন, মাককারার নিকট আবূ য়াযীদকে পরাজিত করেন (১২ জুমাদাল-আওওয়াল) এবং আলমাসীলা প্রবেশ করেন। আবূ য়াযীদ জাবাল সালাত অভিমুখে পলায়ন করেন। আল-মানসূর সেই জঙ্গলাকীর্ণ দেশে তাঁহার তালাশে ব্যর্থ হইয়া পশ্চিমে সানহাজা অঞ্চলে উপনীত হন। তখন আবূ য়াযীদ আল-মানসূ'রের পশ্চাতে আল-মাসীলা অবরোধ করেন। আল-মানসূ'র ফিরিয়া আসেন এবং ৫ রাজাব আল-মাসীলা প্রবেশ করেন। আবূ য়াযীদ তখন আকার ও কিয়ানা অঞ্চলের পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১০ শাবান আল-মানসূ'র আল-মাসীলা ত্যাগ করেন এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধে আবূ য়াযীদকে পরাজিত করেন; রামাদান মাসে পুনরায় তিনি আবূ য়াযীদকে পরাজিত করেন এবং আবূ য়াযীদ এইবার কিয়ানা (পরবর্তী কালে যাহার উপরিভাগে কাল্‌আ বানী হাম্মাদ স্থাপিত হয়) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২ শাওওয়াল আল-মানসূ'র দুর্গটি অবরোধ করেন এবং ২২ মুহ'াররাম, ৩৩৬ সালে তিনি উহাতে প্রবেশ করেন; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ আবূ য়াযীদ ও আবূ 'আম্মারকে রাত্রে দুর্গ হইতে বহন করিয়া বাহিরে আনে, কিন্তু আবূ 'আম্মার নিহত হন এবং আবূ য়াযীদ ভূপাতিত হইয়া বন্দী হন। আল-মানসূ'র ও তাঁহার বন্দীর মধ্যে যে কৌতূহলোদ্দীপক কথোপকথন হয় তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আবূ য়াযীদ ২৭ মুহ'াররাম/১৯ আগস্ট, ৯৪৭ সালে যখমের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। জনসাধারণ কর্তৃক অবমাননার উদ্দেশে খড় ভর্তি করা তাঁহার লাশকে আল-মাহ্দিয়্যার একটি প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হয়। আবূ য়াযীদের পুত্র ফাদ্'ল আওরাস পর্বত ও কাফ্সা জেলায় আরও কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। অবশেষে তিনিও যু'ল-কা'দা ৩৩৬ সালে পরাজিত ও নিহত হন। আবূ য়াযীদের অন্যান্য পুত্র কর্ডোভায় উমায়্যাদের নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রধান উৎস হইতে একটি সমসাময়িক ফাতিমী ঘটনা বিবরণী যাহার সারাংশ ইদ্রীস 'ইমাদুদ্দীনকৃত উয়ূনুল-আখ্বার, ৫ম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধে সংরক্ষিত রহিয়াছে; (২) একই ঘটনা বিবরণী ইব্নুর-রাকীক তাঁহার ইফ্রীকিয়্যার লুপ্ত ইতিহাসে ব্যবহার করিয়াছেন; (৩) ইব্ন হাম্মাদ-এর সমগ্র বিবরণ (Vanderheyden, 18 ff.) নিঃসন্দেহে ইব্নুর-রাকীক হইতে গৃহীত; (৪) ইব্ন শাদ্দাদ তাঁহার রচিত আল-কায়রাওয়ানের লুপ্ত ইতিহাসেও নিঃসন্দেহে ইব্নুর-রাকীকের নকল করিয়াছেন; (৫) ইবনুল-আছীরের বিবরণ (৮খ., ৩১৫ প.) যাহা এখনও ফাতিমী ঘটনা-বিবরণীর সংক্ষিপ্তসাররূপে সহজেই চিহ্নিত করা যায়; দৃশ্যতই ইহা ইব্ন শাদ্দাদের পূর্ববর্তী সময়কার; (৬) তিজানী, রিহ'লা, তিউনিস ১৯২৭, ১৭ ১৮-৯ ২০-১, ২৩৩-৫ (অনুবাদ, JA. ১৮৫২, ৯৬ প., ১০১ প., ১০৬প. ১৯৫৩, ৩৬৩প.)-এর অংশবিশেষ ইবনুর-রাকীক হইতে গৃহীত অন্যান্য উৎস; (৭) আবূ যাকারিয়্যা (chronique d'Abou Zakaria, transl. Masqueray), আলজিয়ার্স ১৮৭৯, ২২৬ প.; (৮) ইব্ন ইযারী, আল-বায়ানুল-মুগরিব (Colin and Provencal), ১খ., ৩১৬ (ইহাতে ইব্ন হাম্মাদ, ইব্ন সা'দূন ও ইবনুর-রাকীকের উদ্ধৃতি রহিয়াছে, কিন্তু ইব্ন হাম্মাদূর এখানকার উদ্ধৃতি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর-উপরস্থ ইব্ন হাম্মাদূর উদ্ধৃতি একরূপ নহে); (৯) মাক'রীযী, ইত্তিআজ (Bunz), প্রধানত ইবনুল-আছীর হইতে তথ্যাদি গৃহীত হইলেও ইহাতে কিছু অতিরিক্ত টীকা রহিয়াছে (৫৫, ৫৬-৭); (১০) আরও দ্রষ্টব্য G. Marcais, La Berberic et l'Orient, ১৪৭-৫৩; (১১) R. Le Tournean, La revolte d'Abu Yazid, Cahiers de Tunisie, ১৯৫৩, ১০৩-১২৫।

S. M. Stern (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আবূ য়া'লা আল-ফাররা (ابو يعلى الفراء) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্নুল-হু'সায়ন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন খালফ ইব্ন আহ'মাদ আল-বাগদাদী; প্রখ্যাত হাম্বালী ইমাম এবং ফিক্'হশাস্ত্রীবিদ; জ. ১৯ রামাদ'ান, ৩৮০/১১ ডিসেম্বর, ৯৯০; মৃ. ৪৫৮/১০৬৬। 'আব্বাসী খলীফা আল-কা'দির বিল্লাহ এবং আল-কাইম বি'আমরিল্লাহ-এর আমলে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল শীর্ষস্থানীয়। আল-কাইম তাঁহাকে রাজধানীর বিচারকের পদ প্রদান করেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে তিনি এই শর্তে রাযী হন যে, তিনি রাজকীয় বৈঠক, সরকারী অনুষ্ঠানাদি ও রাজদরবারের উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

আবূ য়া'লা দীর্ঘদিন পর্যন্ত শায়খ আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন হ'ামিদ-এর সান্নিধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার শায়খদের মধ্যে এমন সকল মনীষীও ছিলেন যাঁহাদের এবং ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মাঝে কেবল আল-বাগাবীই একজন যোগসূত্র। আল-মানসূ'র মসজিদে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহ'মাদ-এর আসনে উপবেশন করিয়া জুমুআর সালাতশেষে দার্স (পাঠ) দান করিতেন। অত্র বৈঠক এই দিক দিয়া স্মরণীয় যে, ইহাতে অধিকাংশ রাজকীয় কর্মকর্তা ও 'আলিম অংশগ্রহণ করিতেন এবং উপরন্তু উক্ত মজলিস এমন বড় আকারের হইত যে, তৎকালে বাগদাদে অনুরূপ মজলিস খুব কমই দৃষ্টিগোচর হইত। আবূ য়া'লা ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল-এর কবরস্তানে সমাধিস্থ হন।

আকাঈদ-এর ক্ষেত্রে আবূ য়া'লার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। তাঁহার যুগে আল্লাহ তা'আলার সি'ফাত (গুণাবলী) সংক্রান্ত ব্যাপক বিতর্কের ধারা অব্যাহত ছিল। এই বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী মনীষীদের মত গ্রীক দর্শনের প্রভাবমুক্ত আকীদা ও নীতির অনুসারী ছিলেন। উহা হইল ঃ (الايمان بأخبار الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تفسير

(تأويل ولا) অর্থাৎ সিফাতের বিবরণের মাধ্যমে যেই জ্ঞান লাভ করা যায় শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আল্লাহতে ঈমান স্থাপন করা; (১) কোন প্রকার تعطيل (تعطيل অর্থ সেই মতবাদ যাহাতে বলা হয়, 'আক্ল-এর সৃষ্টির পর আল্লাহ্র যাত-এর সহিত তাঁহার সিফাত-এর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়াছে, আল্লাহ্ তখন হইতে সিফাত বিবর্জিত, যেই মতবাদে সিফাতকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করা হয়); (২) تشبيه (تشبيه অর্থ উপমা দান অর্থাৎ মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গুণাবলীর উপমা দ্বারা আল্লাহকে উপলব্ধি করার মতবাদ), (৩) تفسير ব্যাখ্যামূলক বিবরণ (تفسير অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা) এবং কোন প্রকার تأويل ব্যতিরেকে تأويل শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাব্য অর্থ গ্রহণ করা; যথাঃ يد অর্থে শক্তি)। এই নীতির ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কিতাব ইবতালিত তাবীলাতিল-আখবারিস সিফাত-এ প্রদান করিয়াছেন। প্রথমদিকে ইহার খুবই সমালোচনা হয়, কিন্তু অবশেষে আল-ক'াদির বিল্লাহ উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের পূর্ব সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আল-কাদির বিল্লাহ স্বয়ং তাঁহার "আর-রিসালতুল- ক'াদিরিয়্যাতে যেই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আবূ য়া'লা-এর নীতির অনুরূপ। আবূ ইয়ালা এই বিষয়ে "আর-রাদ্দু আলাল-আশ'আরিয়্যা ওয়াল-কাররামিয়্যা ওয়াস সালিমিয়্যা ওয়াল-মুজাস্সামিয়্যা ওয়াল-ইব্নিল লাব্বান" শিরোনামে আর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

আবূ য়া'লার আর একটি প্রসিদ্ধ রচনা হইল আল-আহ'কামুস-সুলতানিয়্যা, প্রখ্যাত শাফিঈ ইমাম আল-মাওয়ারদী (আবুল-হ'াসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াবীব আল-বাস'রী আল-বাগদাদী) একই শিরোনামে যেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন উহার ইবারাত আর আবূ য়া'লার এই গ্রন্থটির ইবারাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আবূ ইয়ালা স্বীয় ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল-এর মাযহাব অনুযায়ী হাদীছসমূহ ও আমল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং আল-মাওয়ারদী স্বীয় ইমাম আশ-শাফিঈর মাযহাব বর্ণনা করেন এবং অন্যান্য মাযহাব-এর সহিত উহার তুলনা করিয়া থাকেন। আবূ য়া'লা ও আল-মাওয়ারদী ছিলেন সমসাময়িক এবং উভয়ে একই সময়ে বাগদাদে বসবাস করিতেন (আল-মাওয়ারদী ছিয়াশি বৎসর বয়সে ৪৫০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন)। এখনও এই বিষয়টি অনুসন্ধানসাপেক্ষ যে, উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের কোনটি পূর্বের এবং উভয়ের মধ্যে কি প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান।

আবূ য়া'লা সম্পর্কে একটি মত হইল, আহ'মাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর মাযহাব সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় ও উহার সমর্থনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। অবশ্য রিজাল (হাদীছ বর্ণনাকারিগণ) ও 'ইলাল (হাদীছের রুগ্নতা বর্ণনা)-এর ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নহেন, অনেক সময় তিনি দুর্বল হাদীছসমূহ প্রমাণস্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন।

আবূ য়া'লার গোটা পরিবার জ্ঞান-গরিমার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। তাঁহার পিতা ও চাচা প্রখ্যাত 'আলিম ও ফাকীহ ছিলেন। তাঁহার নিম্নোক্ত তিন পুত্র জ্ঞান ও ফিক্হ বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন এবং স্বীয় পিতার অবদানসমূহের কলেবর বৃদ্ধি করেন ঃ (১) 'উবায়দুল্লাহ আবুল-কাসিম (৪৪৩-৫৪৯ হি.); (২) মুহ'াম্মাদ আবুল-হুসায়ন (৪৫১-৫২৬ হি.), তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ ত'াবাক'াতুল-হ'ানাবিলা এই পদ্ধতির রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলিয়া পরবর্তী সময়ে উহার বেশ কয়েকটি টীকা ও পরিশিষ্ট লিখিত হইয়াছে; (৩) মুহ'াম্মাদ আবূ খাযিম (৪৫৭-৫২৭ হি.); তাঁহার এক পুত্র কাদী 'ইমাদুদ্দীন "আবূ য়া'লাস-স'াগীর" উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আবূ য়া'লার রচনাবলীর সংখ্যা প্রচুর। ইহার তালিকা ইব্ন আবী য়া'লা-এর ত'াবাক'াতুল-হ'ানাবিলা (২খ., ২৫০) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ (১) আল-কিফায়া ফী উস়ূলিল-ফিক্হ; (২) আল্-ঈদ্দাতু ফিল-উস়ূল; (৩) আল-মু'তামাদ ফী উস়ূলিদ্দিন; (৪) কিতাবুল-ঈমান; (৫) আল-মুজাররাদ; (৬) শারহু' মুখতাস'ারিল-খারকী (আবুল-ক'াসিম 'উমার ইবনুল-হু'সায়ন ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহ'মাদ, জ. ২৩৪ হি. রচিত আল-মুখ্তাস'ার ফিল-ফিক্হের ভাষ্য); (৭) আহকামুল-কুরআন; (উয়ূনুল-মাসাঈ); (৯) আরবাআ মুকাদ্দামাত ফী উস়ূলিদ্দিয়ানাত; (১০) ইছবাতু ইমামাতিল-খুলাফাইল আরবা'আ ওয়া তাবরিআতু মু'আবিয়া; (১১) মুক'াদ্দামা ফিল-আদাব; (১২) তাফদ'ীলুল- ফাক্'রি 'আলাল-গি'না; (১৩) কিতাবুত-তি'ব্ব; (১৪) কিতাবুর- রিওয়ায়াতায়নি ওয়াল-ওয়াজহায়ন, উহার পরিশিষ্ট "আত্-তামাম লি কিতাবির-রিওয়ায়াতান" শিরোনামে আবূ য়া'লার পুত্র আবুল-হু'সায়ন লিখিয়াছেন; (১৫) আল-খিলাফুল-কাবীর; (১৬) আল-খিস'াল ওয়াল-আক'সাম; (১৭) ইব্ত'ালূল-হি'য়াল; (১৮) তাকয'ীবুল খায়াবিরাত ফীমা য়াদ্দাউনাহু মিন ইস্কাতি'ল-জিয়্যা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী য়া'লা, ত'াবাক'াতুল-হ'ানাবিলা, সংশোধন, মুহ'াম্মাদ হ'ামিদুল-ফাকী, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ২খ., ১৯৩ প.; উক্ত তাবাক'াত-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, শামসুদ্দীন (আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-ক'াদির ইব্ন 'উছমান) আন-নাবলুসী (জ. ১৯৭ হি.), সংশোধনে আহ'মাদ 'উবায়দ, দামিশক ১৩৫ হি.; (২) মুখ্তাস'ারু তাবাকাতিল হানাবিলা (ত'াবাক'াতুল হ'ানাবিলার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, ৯০০ হি. পর্যন্ত, আল-আলীমী আল-মাক্দিসী 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন মুহ্'াম্মাদ ইব্ন 'আবদুর-রাহ'মান কর্তৃক প্রণীত, সংগ্রহ ও সংক্ষিপ্তকরণ ঃ মুহ'াম্মাদ জামীলুশ-শাত্'তী, দামিশ্ক ১৩৩৯ হি.; (৩) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফিয়্যাত, দামিশক ১৯৫৩, ৩খ., ৭; (৪) ইব্নুল-জাওযী, আল-মুন্তাজ'াম, ৮খ., ২৪৩-২৪৪ (সংখ্যা ১৯৫); (৫) তারীখু বাগদাদ (আস-সা'আদা মুদ্রণালয়, ১৯৩১), ২খ., ২৫৬; (৬) শাযারাতুয-যাহাব, ৩খ., ৩০৬; (৭) আবূ য়া'লা, আল-আহ'কামুস- সুলত'ানিয়্যা, সংশোধন, মুহ'াম্মাদ হ'ামিদুল-ফাকী মুস'তাফা আল-বাবী আল-হ'ালাবী, কায়রো, ১৯৩৮; (৮) Brockelmann, ১খ., ৩৯৮।

সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ য়ূসুফ (দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

আবূ য়ূসুফ (ابو يوسف) ঃ (র), য়া'ক্'ব ইব্ন ইব্রাহীম আল-আনসারী, আল-কূফী, হ'ানাফী মাযহাবের ইমাম, কাদী, বিশিষ্ট ফাকীহ হ'ানাফী (দ্র.) মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি ছিলেন খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত। তাঁহার আদি পুরুষ স়া'দ ইব্ন হাবতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় যুবক ছিলেন এবং তিনি মদীনা মুনাওওয়ারায় বসবাস করিতেন (বিস্তারিত কুলজীর জন্য দ্র. আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তারীখু বাগদাদ,

১৪খ., ২৪৩)। আবূ য়ূসুফের জন্ম তারিখ যাহার হিসাব তাঁহার ইন্তিকালের তারিখ হইতে ধরা হয়, আনুমানিক ১১৩/৭৩১-৭৩২ সাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পরস্পর বিরোধী বর্ণনা সম্বলিত একটি ঘটনা অনুযায়ী আবূ য়ূসুফ শৈশবে দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া তদীয় শিক্ষক ইমাম আবূ হানীফা (র) [দ্র.] তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকেন এবং তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন। আমরা তাঁহার সম্পর্কে এতটুকু জানি যে, আবূ য়ূসুফ কূফা ও মদীনা মুনাওওয়ারায় ইমাম আবূ হ'নীফা, ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, আল-লায়ছ ইব্‌ন সা'দ প্রমুখের নিকট ফিক্‌হ ও হ'াদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন (আল-খাতীব আল-বাগ্‌দাদী, ১৪খ., ২৪২, আবূ য়ূসুফ (র)-এর শিক্ষকগণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদান করিয়াছেন)। আমাদের ইহাও জানা আছে, আবূ য়ূসুফ বাগদাদে বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কূফায় অবস্থান করেন এবং তিনি তাঁহার ইন্তিকাল (৫ রাবী'উল-আওওয়াল, ১৮২/২৭ এপ্রিল, ৭৯৮) পর্যন্ত উক্ত বিচারপতির পদে সমাসীন থাকেন। তাঁহার সম্পর্কে এই বর্ণনাও রহিয়াছে, তিনি হি. ১৭৬ ও ১৮০ সালে বসরা গিয়াছিলেন। খলীফা আল-মাহ্‌দী, হাদী, হারূনুর-রাশীদ প্রমুখের মধ্যে কে তাঁহাকে এই পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় নাই। আত্‌-তানূখী (মৃ. ৩৮৪ হি.) স্বীয় পিতা হইতে যেই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, (নিশ্‌ওয়ারুল- মুহ'াদাবা, পৃ. ১২৩ প.) উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, আবূ য়ূসুফ একদা জনৈক সরকারী কর্মকর্তাকে ফিক্‌'হী প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান দিয়াছিলেন। ফলে তিনি তাঁহাকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেন। পরবর্তী কালে এক পর্যায়ে তিনি খলীফা হারূনের নিকট তাঁহার জন্য সুপারিশ করেন। আবূ য়ূসুফ (রা) যখন খলীফাকে সন্তোষজনক ফায়সালা প্রদান করেন তখন খলীফা তাঁহাকে নিজ সান্নিধ্য দান করেন এবং অবশেষে তাঁহাকে বিচারপতির পদে নিয়োগ করেন। এই বর্ণনাটি সঠিক হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ইহাকে কেবল ইহার ভিত্তিতেই নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবুও ইহা স্বীকৃত, তিনি কর্মদক্ষতা ও সচেতনতা বলে শীঘ্রই হারূনুর-রাশীদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ফেলেন। বলা বাহুল্য, খলীফার জন্য তাঁহার সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। আবূ য়ূসুফের এই সাফল্যকে তাঁহার বন্ধু ও অপরিচিত উভয় শ্রেণীর লোক অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে একজন নীতিবিহীন ফাকীহ্‌তে পরিণত করিবার অপপ্রয়াস পাইয়াছেন। আবূ য়ূসুফের কিতাবুল হিয়ালের বিদ্যমানতা, তাঁহার মহৎ ফিক্‌'হী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি অনিবার্যভাবে এই ভ্রমাত্মক ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে (তু. Schacht, in Isl., ১৯২৬ খৃ., পৃ. ২১৭)। ইসলামের ইতিহাসে হারূনুর-রাশীদ প্রথমবারের মত আবূ য়ূসুফকে প্রধান বিচারপতি (কাদী আল-কুদাত, কাদিল-কুদাত)-এর পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালে "কাদিল-কু'দা'ত" একটি সম্মানজনক উপাধি ছিল যাহা কেন্দ্রীয় রাজধানীর বিচারপতিকে প্রদান করা হইত। কিন্তু খলীফা কেবল ইসলামের নীতি অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, অর্থনৈতিক কর্মপন্থা ও এই ধরনের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেই আবূ য়ূসুফ (র)-এর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, বরং রাষ্ট্রের অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁহার মতামত দ্বারা উপকৃত হইতেন।

আবূ য়া'কূ'ব (র)-এর পুত্র ইউসুফ (মৃ. ১৯২ হি.) পিতার জীবদ্দশায় বিচারপতি হইয়াছিলেন এবং বাগ্‌দাদের পশ্চিমাংশে স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আল-হ'াসান আশ্‌-শায়বানী [দ্র.] (মৃ. ১৮৯ হি.)। আবূ য়ূসুফের রচনা ও সংকলনের সংখ্যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আল-ফিহ্‌রিস্ত-এ তাঁহার যে সমস্ত রচনার নাম উল্লেখ রহিয়াছে তন্মধ্যে কেবল একটি ব্যতীত সবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই অবশিষ্ট গ্রন্থটির নাম হইল কিতাবুল-খারাজ—যাহা সাধারণ অর্থনীতি, ভূমি রাজস্ব ও ফৌজদারী বিচারবিধি ও এই ধরনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত এবং যাহা হারূনুর রাশীদ-এর নির্দেশে আবূ য়ূসুফ (র) প্রণয়ন করিয়াছিলেন (আরবী মূল, ১ম সং., বূলাক ১৩০২ হি.; ফরাসী ভাষায় অনু. E. Fagnan প্যারিস ১৯২১ খৃ.)। নিঃসন্দেহে তাঁহার আরও তিনখানা গ্রন্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে যদিও উহা আবূ য়ূসুফ (র)-এর পুরাতন গ্রন্থ তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই (১) কিতাবুল-আছার আবূ য়ূসুফ (র) হইতে বর্ণিত হাদীছগুলির সমষ্টি (কায়রো ১৩৫৫ হি.); (২) কিতাব ইখ্‌তিলাফ আবী হ'ানীফা ওয়া ইব্‌ন আবী লায়লা, যাহাতে কূফার সেই দুইজন সর্বজনমান্য ও নির্ভরযোগ্য ইমামের অভিমতের তুলনা করা হইয়াছে যাহা কিতাবের সূচনাতে আলোচিত হইয়াছে (কায়রো ১৩৫৭ হি.; আশ-শাফি'ঈ, কিতাবুল-উম্ম, পৃ. ৮৭-১৫০); (৩) কিতাবুর-রাদ্দ 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ, সিরীয় আলিম আর-আওযাঈর জিহাদ সম্পর্কিত অভিমতসমূহ প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠু ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ খণ্ডন করা হইয়াছে (কায়রো, তা. বি. ও শাফিঈ, কিতাবুল-উম্ম, পৃ. ৩০৩--৩৩৬)। আল-ফিহ্‌রিস্তে অন্তত আরও দুইখানা এই ধরনের বিতর্কমূলক কিতাবের শিরোনাম উল্লিখিত হইয়াছে কিতাব ইখ্‌তিলাফিল-আন্‌সার ও কিতাবুর-রাদ্দ 'আলা মালিক ইব্‌ন আনাস। আবূ য়ূসুফের কিতাবুল-হি'য়াল-এর কিছু উদ্ধৃতি তাঁহার শিষ্য শায়বানী স্বীয় কিতাবুল-মাখারিজ ফিল-হি'য়াল (সম্পা. Schacht, লাইপজিগ ১৯৩০ খৃ.) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বিরোধী মতামতসমূহ অপনোদনের উদ্দেশে লিখিত আবূ য়ূসুফের বিতর্কমূলক গ্রন্থাদিতে (যেমন কিতাবুর-রাদ্দ'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ) ইসলামী আইনের মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, উসূল ফিক্‌'হের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল (তু. আল্‌-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৭ ও ২০৩)। কিন্তু ইহাও বলা হইয়া থাকে, তিনি উস্‌'ল ফিক্‌'হের উপর সুনির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। সামগ্রিকভাবে আবূ য়ূসুফ তাঁহার শিক্ষক আবূ হ'ানীফার ন্যায়ই ধর্মীয় অভিমত পোষণ করিতেন। এইজন্য আবূ য়ূসুফের ফিক্‌হী চিন্তাধারার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেই সকল সূক্ষ্ম ব্যাপারে তিনি আবূ হানীফার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন তাঁহার তুলনায় যেই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে তিনি তাঁহার সহিত ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন, সেইগুলি অধিকতর প্রাসঙ্গিক। আবূ য়ূসুফ (র)-এর ফিক্‌'হী মতবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি তাঁহার শিক্ষকের তুলনায় হাদীছের উপর অধিকতর নির্ভর করিতেন। কারণ তাঁহার যুগে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অধিক সংখ্যক হাদীছ সংকলন

বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়ত, আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতবাদে কিছুটা আবূ হ'নীফা (র)-এর স্বাধীন আঙ্গিকে দলীল-প্রমাণ সংযোগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা এইরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না, আবূ য়ূসুফের আচরণ সর্বক্ষণের জন্য একই রূপ ছিল, বরং তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-এর সঙ্গে বিরোধিতা করিয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও উন্নততর অভিমত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৃতীয়ত, আবূ য়ূসুফ (র)-এর ফিক্'হ্ সম্পর্কীয় গবেষণায় দলীল-প্রমাণের বহু আকর্ষণীয় দিক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, দলীলুল-খুল্ফ (reductio ad absurdum) অর্থাৎ কোন মৌলিক নীতি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলে উহা হইতে নিঃসৃত ফলাফল ও অভিমতও অর্থহীন ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে কিছুটা তিক্ত বিতর্কের অভ্যাসও পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতবাদের উল্লেখযোগ্য দিক হইল, তিনি তাঁহার অভিমত অনেক সময় পরিবর্তন করিতেন, যাহা সর্বক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অভিমত হইতে শ্রেয় হইত না।

সমসাময়িক উৎসের বর্ণনানুযায়ী মতামতের এই পরিবর্তন কখনও বিনা মাধ্যমে হইয়া থাকিত। আবার কখনও যেহেতু আবূ য়ূসুফ বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেইজন্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁহাকে অভিমত পরিবর্তন করিতে হইত। আবূ য়ূসুফ (র) যেই কার্যধারার সূচনা করেন তাহার ফলে কূফায় ইরাকী ফাকীহগণের প্রাচীন মতবাদের স্থলে ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-র অনুসারীদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইন্তিকালের প্রাক্কালে তিনি ঘোষণা করেন, "আমি যেই সমস্ত ফাতওয়া প্রদান করিয়াছি তন্মধ্যে যেইগুলি কুরআন ও হাদীছের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ তাহা ব্যতীত অন্যগুলি আমি প্রত্যাহার করিতেছি" (শাযারাতুয্-য'াহাব)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২০৩; (২) আল্-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪খ., ২৪২ প.; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৮৩৪ (অনু. De slane, ৪খ., ২৭২ প.; (৪) আল্-য়াফি'ঈ মির্'আতুল-জানান, ১খ., ১৮২ ; (৫) ইব্ন কাছীর, আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১৮০ প.; (৬) আয্-য'াহাবী, তায্'কিরাতুল-হু'ফ্ফাজ, ১খ, ১৬৭; (৭) আন-নুজূমু্য্-যাহিরা, ২খ., ১০৭; (৮) আল্-জাওয়াহিরুল-মুদী'আ, ২খ., ২২০; (৯) আখ্বারুল-কু'দ্'াত, ৩খ, ২৫৪; (১০) 'আলামুল-'আরাব ফিল-উনূম ওয়াল-ফুনূন, ১খ., ৩; (১১) শাযারাতুয-যাহাব, ১খ., ২৯৮ প.; (১২) আল্-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, ১ম সং., পৃ. ২২৫; (১৩) মিফ্তাহুস্-সা'আদা, ২খ., ১০০ প.; (১৪) আহ'মাদ আমীন, দুহ'াল-ইস্লাম, ২খ., ১৯৮ প.; (১৫) মুহ'াম্মাদ যাহিদুল-কাওছারী, হু'স্নুত্-তাকাদী, কায়রো, ১৯৪৮ খৃ.; (১৬) K. Kufrali, in IA, ৪খ., ৫৯ প.; (১৭) J. Schacht, The Origins of Mahammadan jurisprudence, অক্সফোর্ড ১৯৫০ খৃ.; (১৮) Brockelmann, ১খ., ১৭৭ ও পরিশিষ্ট ১খ., ২৮৮; (১৯) শিব্লী নু'মানী, সীরাতুন-নু'মান, দিল্লী, পৃ. ১৫৬ প.।

J. Schacht (E.I.[2])/এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

সংযোজন

আবূ য়ূসুফ (র) (ابو يوسف) ঃ হানাফী মাযহাবের দ্বিতীয় ইমাম এবং আবূ হ'নীফা (র)-এর অন্যতম সহচর (১১৩/৭৩১- ১৮২/৭৯৮)। তিনি ইরাকের কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন (আন-নুজূমুয-যাহিরা, ২খ., ১৩৭; মিফতাহু'স-সা'আদা, ২খ., ২১১; মানাকিবুল-ইমাম আবূ হ'নীফা পৃ. ৫৮; আল-আ'লাম, ৮খ., ১৯৩)। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও জীবনীকারের মতে তিনি ১১৩/৭৩১ সনে জন্মগ্রহণ করেন (তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., ২৪৩; দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া (আরবী), ১খ., ৪২২; কাশফুজ- জুনূন, ৬খ., ৫৩৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ৮খ., ৫৩৬; মিফতাহু'স- সা'আদা, ২খ., ২১১; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., ৩৮৮; আন-নুজূমুয-যাহিরা, ২খ., ১৩৭)। আবুল-কা'সিম 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আস-সিমনানী (মৃ. ৪৯৯ হি.) রাওদা'তুল-কু'দা'ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) ১৮২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৯ বৎসর। ইব্ন ফাদ'লুল্লাহ আল-'উমারীর মাসালিকুল-আবসা'র গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাওদা'তুল-জান্নাতের গ্রন্থকারও প্রায় অনুরূপ লিখিয়াছেন। ভিন্ন মতে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ৯৩ হিজরী, ১১৩ হিজরী নয় (বিস্তারিত দ্র. হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ৬-৭; ইসলাম কা নিজা'মে মাহ'াসি'ল, ভূমিকা, টীকা ৪, পৃ. ৩০; মানাকি'বুল-ইমাম আবূ হ'ানীফা, পৃ. ৫৮)।

নাম ও বংশপরম্পরা ঃ নাম য়া'কূব, আবূ য়ূসুফ তাঁহার উপনাম। তিনি আরবের বাজীলা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতৃকুল মদীনার আনসার ছিলেন বিধায় তাঁহার বংশকে আনসারী বংশ বলা হইত (তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., পৃ. ২৪৩; তা'বাকা'তুল-হু'ফ্ফাজ, পৃ. ১২৭; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., ৩৭৮)। তাঁহার বংশপরম্পরা মদীনার আনসার আওস গোত্রের বাজীলা শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। বংশপরম্পরা নিম্নরূপ ঃ য়া'কূ'ব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হ'াবীব ইব্ন সা'দ ইব্ন হাবতা, ভিন্ন মতে বুজায়র ইব্ন মু'আবি'য়া ইব্ন কুহ'াফা ইব্ন নুফায়ল (বুলায়ল) ইব্ন সাদূস ইব্ন 'আবদে মানাফ ইব্ন আবূ উসামা ইব্ন সুহমা (শাহ্'মা) ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন কুরাদা (কুদার) ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন মু'আবি'য়া ইব্ন যায়দ ইবনুল-গাওছ (আওয) ইব্ন বাজীলা (আত-তা'াবাক'াতুল-কুবরা, ৭খ., ৩৩০; তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., ২৪৩; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., ৩৭৮-৩৭৯)।

ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর প্রপিতামহ সা'দ ইব্ন হাবতা (রা) সাহাবী ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন রাফি' ইব্ন খাদীজ ও ইব্ন 'উমার (রা)-এর সহিত তাঁহাকেও যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন বিধায় যুদ্ধে যাইবার অনুমতি পান নাই। খন্দক ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আমি সা'দ ইব্ন হাবতা। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) বলিয়াছেন, আমি সেই দু'আর বরকত আমার মধ্যেও অনুভব করিতেছি (আল-ইনতিকা, পৃ. ৩৩০; তারীখ বাগদাদ, ১৪খ., ২৪৩; হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ৬)।

শিক্ষা জীবন ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর পিতা ইবরাহীম ইব্ন হ'াবীব দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার পরিবারের জীবনযাত্রা সীমাহীন কষ্টে অতিবাহিত হইত। পরিবারের আর্থিক দৈন্যতার কারণে অল্প বয়সেই আবূ য়ূসুফ

আয়-রোজগারে নিয়োজিত হইতে বাধ্য হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ধোপার দোকানে চাকুরী দিয়াছিলেন। কিন্তু লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল বিধায় অবসর সময়, এমনকি অধিকাংশ সময় কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আলিমগণের মজলিসে শরীক হইতেন। তিনি বলেন, আমি হ'াদীছ ও ফিক্'হ শিক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আমাকে লেখাপড়া করাইতে আগ্রহী ছিলেন না।

একদা আমি ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর দরবারে পাঠরত ছিলাম। আমার পিতা আমাকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য আসিলে আমি তাঁহার সহিত চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে বুঝাইলেন, বেটা! তুমি তো আবূ হ'ানীফার নিকট থাকিতে পারিবে না। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, আর তোমার তো জীবিকারই কোন ব্যবস্থা নাই। আমি পিতার আনুগত্য করাকে অগ্রাধিকার দিলাম এবং ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর দরবারে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার মজলিসে উপস্থিত না দেখিয়া আমার খোঁজ নিলেন। অপর বর্ণনামতে কিছু দিন পর আমি পুনরায় তাঁহার পাঠদানের মজলিসে উপস্থিত হইলে তিনি আমার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আর্থিক অসচ্ছলতা ও পিতার আনুগত্য। পাঠদানশেষে সকলে চলিয়া গেলে তিনি আমার হাতে এক শত দিরহাম ভর্তি একটি থলিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, ইহা দ্বারা পরিবারের ব্যয় বহন করিতে থাক। ইহা শেষ হইয়া গেলে আমাকে অবহিত করিবে এবং কখনও আমার মজলিসে অনুপস্থিত থাকিবে না। কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর তিনি আমাকে একশত দিরহামের আরও একটি থলিয়া প্রদান করিলেন। ইহার পর হইতে কয়েক দিন পরপর তিনি এক শত দিরহাম ভর্তি একটি থলিয়া আমার বাড়ীতে পৌঁছাইতে থাকিলেন। দিরহাম ফুরাইয়া যাওয়ার ও আমার প্রয়োজনের কথা কখনও তাঁহাকে বলিতে হইত না। তিনি নিজ হইতেই যেন তাহা জানিতে পারিতেন। তাঁহার অব্যাহত সহযোগিতায় আমি সম্পূর্ণরূপে অভাব ও চিন্তামুক্ত হইয়া গেলাম। তিনি আমার গোটা পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন (তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., ২৪৪; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., ৩৮০; শাযারাতুয-যাহাব, ১খ., ৩০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ৮খ., ৩৩৬)। হাদীছ শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই তিনি 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন আবী লায়লার দরসেও শরীক হইতেন। তাঁহার দরসে হ'াদীছের সহিত ফিক্'হ্-এর চর্চাও চলিত। সেইখানে তিনি দীর্ঘ নয় বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিলেন (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসিল, ভূমিকা, পৃ. ৩১)।

অধিকাংশ সময় তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফার সাহচর্যে অতিবাহিত করিতেন। কখনও তিনি বাড়ী না যাইয়া একাধারে কয়েক দিন ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর সান্নিধ্যে কাটাইতেন। তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার সাহচর্যে অতিবাহিত করিলেন। একদিনও এমন ছিল না যে, তিনি ফজর নামায ইমাম আবূ হানীফার সহিত একত্রে পড়েন নাই। তিনি তাঁহার সাহচর্যে ছিলেন একাধারে সতের বৎসর এবং মাঝে অল্প কিছু দিনের বিরতিসহ ঊনত্রিশ বৎসর (হুসনুত-তাকাদী, পৃ. ২৩; তারীখ বাগ'দাদ, ১৪ খ., পৃ. ২৫২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১০খ., ১৮১; মিফতাহ'স-সা'আদা, ২খ., ২১২)। ইমাম সরাখসীর বর্ণনামতে তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফার পাঠশালায় নয় বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন (কিতাব আল-মাবসূত, ৩০খ., ১২৮)।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পাঠশালা ঃ ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর নেতৃত্বে তৎকালীন ইরাকের সুবিখ্যাত চল্লিশজন বিশিষ্ট আলিমের সমন্বয়ে একটি ফাকীহ্ মজলিস গঠিত হয়। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) ছিলেন ইহার পরিচালক ও উস্তাদ। ফিক্'হী বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট দলীল-প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা ছিল এই মজলিসের কাজ। ইহাতে বর্তমান যুগের ন্যায় গতানুগতিক নিয়মে ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান হইত না, বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হইত। ছাত্র-শিক্ষক সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। আলোচনার ধরন এইরূপ ছিল যে, এক একটি করিয়া আলোচ্য বিষয় উত্থাপন করা হইত। সকল ছাত্র বিষয়টির পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন এবং পক্ষে-বিপক্ষে কু'রআন ও হ'াদীছের দলীল পেশ করিতেন। অধিকাংশ সময় ইমাম আবূ য়ূসুফ ও যুফার (র) অথবা অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক হইত। আবূ হ'ানীফা নীরবে তাহা শুনিতেন। ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন ও দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর তিনি দলীল-প্রমাণসহ স্বীয় রায় প্রদান করিতেন এবং এই রায় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইত। কোন কোন মাসআলা সম্পর্কে কয়েক দিন, এমনকি মাসাধিক কাল পর্যন্ত আলোচনা চলিত। অবশেষে ইমাম আবূ হানীফা (র) মাসআলার সকল দিকের উপর বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া নিজের চূড়ান্ত রায় প্রদান করিতেন। এইভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইবার পর ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আসাদ ইবনুল-ফুরাত বলেন, ইমাম আবূ হ'ানীফার প্রখ্যাত চল্লিশজন ছাত্র তাঁহার সহিত একত্রে ফিক্'হ্ সংকলন করিয়াছেন। ইমাম আবূ য়ূসুফ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (হুসনুত-তাকাদী, পৃ. ১১-১২)।

আবূ য়ূসুফ (র) আরও অনেক প্রথিতযশা 'আলিমের নিকট ফিক্'হ ও হ'াদীছের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বলেন, আমি আগেকার মুহ'াদ্দিছগণের বর্ণিত হ'াদীছসমূহ লিখিয়া রাখিতাম। আমি ইব্ন ইসহাকে'র নিকট মাগাযীর 'ইল্‌ম হাসিল করিয়াছি, তাফসীর শিক্ষা করিয়াছি কালবী হইতে এবং সা'দ ইব্ন আবী 'আরূবার রচনা হইতে। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর প্রখ্যাত ছাত্র আসাদ ইব্নুল ফুরাতের (মৃ. ২১৩ হি.) নিকট হইতে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক শ্রবণ (শিক্ষা) করেন। তিনি যেইসব উস্তাদের নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা শতাধিক। তাঁহাদের মধ্যে সুলায়মান ইব্ন মিহরান, আল-আ'মাশ, মিস'আর ইব্ন কি'দাম, শু'বা, ইমাম মালিক ও সুফ্য়ান ইব্ন উ'আয়না (মৃ. ২০৪ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসিল, ভূমিকা, পৃ. ৩৩-৩৪)।

ইহা ব্যতীত তিনি মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী লায়লার নিকটও ফিক্'হ শিক্ষা করিয়াছেন (তিনি উমায়্যা ও 'আব্বাসী উভয় রাজবংশের রাজত্বকালে দীর্ঘকাল বিচারকের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তিনি হযরত 'আলী (রা) ও কাযী শুরায়হ'-এর বিচার পদ্ধতি হইতেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন (শেষোক্তজন হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফতকাল হইতে হ'াজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফের শাসনকাল পর্যন্ত কাযীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন)। ইমাম আবূ

য়ূসুফ (র) ইব্ন আবী লায়লার দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পূর্বসূরীগণের বিচারকার্যের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করিয়া নিজেকে বিচারকার্যের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন (হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ১৩)।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) ছিলেন ফিক্'হ শাস্ত্রের মুজতাহিদ ফাকীহগণের স্তরবিন্যাস অনুসারে কালানুক্রমে দ্বিতীয় স্তরের মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব। ফিক্'হ শাস্ত্রের মূলনীতি ও আইন প্রণয়নে তিনি তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাক্ষর রাখিয়াছেন। তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফার মজলিসে পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে দীর্ঘ গবেষণা ও ইজতিহাদ করিয়া স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন মুজতাহিদের মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজেকে ইমাম আ'জ'মের মাযহাবের সহিত সম্পৃক্ত রাখেন (হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ২৩)। আবূ হ'ানীফা (র) বলেন, সমকালীন 'আলিমগণের মধ্যে আবূ য়ূসুফ সর্বশ্রেষ্ঠ। 'আলী ইব্নুল জা'দ বলেন, আমি তাঁহার সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখি নাই (হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ২৩)।

বস্তুত ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) ছিলেন ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তাঁহার মর্যাদা ছিল সর্বজনস্বীকৃত এবং তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ফাকীহ। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও যোগ্যতায় তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তিনিই সর্বপ্রথম ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর মাযহাবের উসূলে ফিক্'হ্-এর কিতাব রচনা করেন এবং হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে প্রচার করেন। এভাবে তিনি আবূ হ'ানীফা (র)-এর 'ইলম সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন (তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., পৃ. ২৪৫-৬; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৮২; শায'রাতুয-য'াহাব, ১খ., পৃ. ৩০১; হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ৮৬)।

'আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক (র) বলেন, বিচারপতি হিসাবে তিনি মর্যাদার সহিত বাহনে আরোহিত অবস্থায় খলীফা হারূনুর-রাশীদের দরবারে পর্দার অন্তরালে প্রবেশ করিতেন, যেখানে প্রধান মন্ত্রীকে পায়ে হাঁটিয়া প্রবেশ করিতে হইত। খলীফা আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রথমে সালাম করিতেন (মির'আতুল-জানান, ২খ., পৃ. ২৪০; য'য়লুল জাওয়াহিরিল-মুদিয়্যা, পৃ. ৫২৬)। খলীফাকে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, জ্ঞানের যেই শাখাতেই আমি তাঁহাকে পরখ করিয়াছি উহাতেই তাঁহাকে পরিপূর্ণ পাইয়াছি। উপরন্তু তিনি একজন সত্যাশ্রয়ী ও দৃঢ় চরিত্রের লোক (মির'আতুল-জানান, ২খ. পৃ. ২৩২)।

রচনাবলী ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রামাণ্য কিতাবসমূহে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার খুব কম সংখ্যক কিতাবই টিকিয়া আছে। ইবনুন-নাদীম তাঁহার গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন ঃ

(১) কিতাবুস-স'ালাত, (২) কিতাবুয্-যাকাত, (৩) কিতাবুস-সি'য়াম, (৪) কিতাবুল-ফারাইদ', (৫) কিতাবুল-বুয়ূ', (৬) কিতাবুল-হুদূদ, (৭) কিতাবুল-ইকালা, (৮) কিতাবুল-ওয়াস'ায়া, (৯) কিতাবুস-স'ায়দ ওয়ায-য'াবাইহ্, (১০) কিতাবুল-গ'াস'ব ওয়াল-ইস্তিবরা, (১১) কিতাবু ইখতিলাফিল-আনসার, (১২) কিতাবুর-রাদ্দ 'আলা মালিক ইব্ন আনাস, (১৩) রিসালা ফিল-খারাজ (খলীফা হারূনুর-রাশীদের নিকট প্রেরিত একখানা পত্র), (১৪) কিতাবুল জাওয়ামি', যাহা তিনি য়াহ'য়া ইব্ন খালিদের জন্য রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি চল্লিশটি কিতাবের সমষ্টি। ইহাতে তিনি ফাকীহগণের মতবিরোধ এবং প্রতিটি বিরোধপূর্ণ মাসআলায় গ্রহণযোগ্য অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন (আল-ফিহরিস্ত লি-ইবনিন-নাদীম, পৃ. ২৮৬; আরও দ্র. কাশফুজ-জু'নূন, ৬খ., পৃ. ৫৩৬; আল-আ'লাম, ৮খ., পৃ. ৯৩; হু'সনুত-তাকাদী ফী সীরাতিল-ইমাম আবূ য়ূসুফ আল-ক'াদী, পৃ. ৩৩; কিতাব আল-খারাজ-এর ভূমিকা (উর্দূ), পৃ. ৪৫; হ'ায়াতে ইমাম আবূ হ'ানীফা, উর্দূ অনু., পৃ. ৩৫৩; দামাই, ১খ., পৃ. ৯৪৬-৭)।

তালহ'া ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন জা'ফার বলেন, ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ফিক্'হ শাস্ত্রের সকল মৌলিক শাখার উপর হ'ানাফী মাযহাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইমাম আবূ হ'ানীফার 'ইল্মকে সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছেন (ওয়াফিয়াতুল- আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৮২; আরও দ্র. তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., ২৪৬; মিফ্তাহু'স-সা'আদা, ২খ., পৃ. ২১৩; হু'সনুত-তাকাদী ফী সীরাতিল-ইমাম আবূ য়ূসুফ আল-ক'াদী, পৃ. ৩৩; শায'রাতুয-য'াহাব, ১খ., পৃ. ৩০১)।

হ'াজ্জী খালীফা কাশফুজ-জু'নূন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) আদাবুল-ক'াদী শিরোনামে একখান কিতাব রচনা করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, ইমাম আবূ য়ূসুফের কিছু আমালী গ্রন্থ রহিয়াছে যেইগুলি কাযী বিশর ইবনুল-ওয়ালীদ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহা ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং তিন শতাধিক অংশে বিন্যস্ত। ইহা ইমাম আবূ য়ূসুফের অভিমতের সমষ্টি (হু'সনুত-তাকাদী, পৃ. ৩৪; আরও দ্র. কিতাব আল-খারাজ, উর্দূ অনু., পৃ. ৪৫-৪৬; হযরত ইমাম আবূ হ'ানীফা, পৃ. ৩৫৪)।

ইবনুন-নাদীম তাঁহার গ্রন্থে ইমাম আবূ য়ূসুফের কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করেন নাই। এই কিতাবসমূহে ইমাম আবূ হ'ানীফার চিন্তাধারা ও অভিমত এবং তাঁহার উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করা হইয়াছে। সেইগুলি হইল ঃ (১) কিতাবুল-আছার, (২) ইখতিলাফ আবী হ'ানীফা ওয়া ইব্ন আবী লায়লা, (৩) আর-রাদ্দ-'আলা সিয়ারিল আওযা'ঈ ও (৪) কিতাবুল-খারাজ (হ'ায়াতে ইমাম আবূ হানীফা, পৃ. ৩৫৪; আরও দ্র. ইমাম আজম আবূ হানীফা, পৃ. ২৭৪)। উপুরিউক্ত চারটি কিতাবই শুধু বিদ্যমান রহিয়াছে (কিতাব আল-খারাজ, উর্দূ অনু., পৃ. ৪৬)।

(এক) কিতাবুল-আছার (كتاب الآثار) ঃ ইহা ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হ'াদীছের সংকলন। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর পুত্র আবূ মুহ'াম্মাদ য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূ'ব (মৃ. ১৯৯ হি.) স্বীয় পিতা হইতে হ'াদীছসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিছু হ'াদীছ স্বয়ং ইমাম আবূ য়ূসুফও বর্ণনা করিয়াছেন। এই কিতাবের অপর নাম মুসনাদ আবী য়ূসুফ। ইহাকে মুসনাদ আবী হ'ানীফাও বলা হয়। এই কিতাবে এমন কিছু দুর্লভ হ'াদীছ রহিয়াছে যাহা হ'াদীছের অন্য কোন সংকলনে পাওয়া যায় না। ১৩৫৫ হিজরী সনে দক্ষিণ হায়দরাবাদের লাজনাতুল ইহ্'য়া আল-মা'আরিফ আন-নু'মানিয়ার উদ্যোগে কিতাবটি মুদ্রিত হইয়াছে। বৃহৎ আকারের ২৪২ পৃষ্ঠার এই কিতাবে ৩৯টি অধ্যায় ও ১০৬৭টি অনুচ্ছেদ রহিয়াছে। শাখ্ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহাতে

মহানবী (স) হইতে ১২৮৯টি হ'াদীছ এবং সাহাবায়ে কিরাম হইতে ৩৭২টি হ'াদীছ বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশক মিসরের দারুল-কুতুব নামক গ্রন্থাগারে ইহার হাতের লিখা পাণ্ডুলিপির একটি কপি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই এবং কোন কোন জায়গায় লেখা মুছিয়া গিয়াছে। শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা এবং কিতাবুন-নিকাহ' (বিবাহ অধ্যায়) ও কিতাবুল-আয়মান-এর অধিকাংশ, কিতাবুল-হু'দূদ ও কিতাবুশ-শাহাদাত মোটেই পাওয়া যায় নাই।

এই কিতাব অধ্যয়ন করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) কোন সব হ'াদীছের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করিয়াছেন, হ'াদীছের উপর নির্ভর করিবার জন্য তাঁহার সামনে কি কি শর্ত ছিল এবং তাঁহার দৃষ্টিতে মুরসাল হ'াদীছ এবং কোন সাহাবীর ফাতওয়ার কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল (কিতাব আল-আখরাজ, উর্দূ অনুবাদ-এর ভূমিকা, পৃ. ৪৬-৪৭)।

শায়খ আবূ যুহরা লিখিয়াছেন, তিনটি কারণে এই কিতাব অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদার অধিকারী। (১) কিতাবটি মুসনাদ ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর মর্যাদা রাখে এবং তাঁহার ফাতাওয়া ও আহ'কাম ইস্তিম্বাত' (উদ্ভাবন) করিবার জন্য তিনি যেই সকল হ'াদীছের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায়।

(২) ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ফাত্ওয়াসমূহ কিভাবে গ্রহণ করিতেন এবং মুরসাল হাদীছকে মারফূ'-এর শর্তারোপ করা ব্যতীত কিভাবে প্রমাণযোগ্য মনে করিতেন। ইহা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার নিকট কোন্ ধরনের রিওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইত।

(৩) এই কিতাবে কূফায় অবস্থানকারী তাবি'ঈ ফাকীহ্গণের এবং সাধারণভাবে ইরাকের ফাকীহ্গণের ফাত্ওয়াসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) পছন্দ করিয়াছেন। এই কিতাব যেন আমাদের সামনে ইরাকী ফাকীহগণের ফাত্ওয়াসমূহের এক অমূল্য দুষ্প্রাপ্য ভাণ্ডার পেশ করিয়াছে, যাহা তৎকালে ইরাকে ব্যাপকভাবে চর্চা হইত এবং যাহাকে তাঁহারা শারী'আতের বিধানের ভিত্তি সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার আলোকে তাঁহারা উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করিতেন। যেহেতু কিতাবটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ফাকীহগণেরও মতামতের সমষ্টি ছিল, সেহেতু ইহা অধ্যয়নে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যাহাতে তিনি এইসব ফিক্'হী বিধান নির্ণয় (ইস্তিম্বাত) করিয়াছেন। উপরন্তু আরও জানা যায়, স্বীয় অনুসারীগণের মধ্যে ইমাম আ'জম আবূ হ'ানীফার কিরূপ মর্যাদা ছিল এবং সাধারণ মুজতাহিদগণের মধ্যে তাঁহার অবস্থান কেমন ছিল (হ'ায়াতে ইমাম আবূ হানীফা, পৃ. ৩৫৮; ইমাম আ'জম আবূ হানীফা, পৃ. ২৭৭ -৮)।

(দুই) আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ (الرد على سير الاوزاعى) ঃ এই কিতাব সমরনীতি এবং এতদসম্পর্কীয় বিষয়সমূহ, যেমন নিরাপত্তা, সন্ধি, শত্রুসম্পত্তি, গনীমত (Warbooty), শত্রুসেনা, মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী), বিদ্রোহী, যি'ম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) প্রভৃতি বিষয়ক বিধানসমূহ ইহাতে সন্নিবেশিত। ইমাম আওযা'ঈ (র) ইমাম আবূ হানীফার কিতাব আস-সিয়ার-এর অভিমতসমূহ খণ্ডন করিয়াছিলেন যাহাতে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত ছিল। ইহার জবাবে ইমাম আবূ য়ূসুফ উপরিউক্ত কিতাব রচনা করেন। এই কিতাবে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের প্রতিটির জন্য তিনি স্বতন্ত্র শিরোনাম যোগ করিয়াছেন এবং প্রতিটি শিরোনামের অধীনে প্রথমেই তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফার বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, অতঃপর ইমাম আওযা'ঈর আপত্তি ও তাঁহার মতামত তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার পর যুক্তি-প্রমাণ সহকারে ইমাম আওযা'ঈর আপত্তি ও মতামত খণ্ডন করিয়া স্বীয় উস্তাদের মতামত ও বক্তব্য যথার্থ প্রমাণ করিয়াছেন। কোথাও তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইমাম আওযা'ঈ ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য খণ্ডন করিতে গিয়া দলীল হিসাবে যে, হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন উহার সঠিক মর্ম তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই বিধায় তিনি ভুল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসি'ল, পৃ. ৪৭; সূত্রঃ আর-রাদ্দ 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ, পৃ. ১৪, ১৫; আরও দ্র. দামাই (উর্দূ), ১খ., পৃ. ৯৪৭)। কোথাও তিনি কু'রআনের আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে ইমাম আওযা'ঈর ত্রুটি নির্দেশ করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, সূত্র আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ, পৃ. ৬৬)। আবার কোথাও তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইমাম আওযা'ঈর মতবিরোধপূর্ণ দুইটি বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি ও বৈপরীত্য রহিয়াছে (প্রাগুক্ত, আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল- আওযা'ঈ, পৃ. ৭৭, ১২৪)।

এই কিতাবের প্রকৃতি বিতর্কিত। কোথাও কোথাও ইহার বাচনভঙ্গী কঠিন হইয়া গিয়াছে (প্রাগুক্ত সূত্র আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ, পৃ. ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১)। এই কিতাব অধ্যয়ন করিলে ইমাম আবূ হ'ানীফার যুক্তি প্রদর্শন ও ইস্তিম্বাত' পদ্ধতি, আইনগত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা এবং কু'রআন ও হ'াদীছের দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা একটি দুর্লভ কিতাব। হিন্দুস্তানে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইয়াছে। লাজনাতু আল-ইহ্'য়া আল-মা'আরিফ আন-নু'মানিয়ার তত্ত্বাবধানে ১৩৫৭ হিজরীতে কিতাবটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হয়। ১৩৫ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট এই কিতাবের কিয়দংশ ইমাম শাফি'ঈর (র) কিতাবুল-উম্ম-এ বিদ্যমান রহিয়াছে (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসি'ল, পৃ. ৪৭-৪৮)।

(তিন) কিতাব ইখতিলাফি আবী হ'ানীফা ওয়া ইব্ন আবী লায়লা (كتاب اختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليلى) ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাহচর্য গ্রহণ করিবার পূর্বে সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাদী ইব্ন আবী লায়লার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আজীবন তিনি ইমাম আ'জমের সান্নিধ্যে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁহার দুই উস্তাদের মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ সংকলন করেন। তিনি প্রতিটি মাসআলা গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ মাসআলায় তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফার রায় সমর্থন করিয়াছেন, যদিও কোন কোন বিষয়ে ইব্ন আবী লায়লার মতকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। মাসআলাসমূহ পর্যালোচনা করিতে গিয়া তিনি আবূ হ'ানীফা ও ইব্ন আবী লায়লা উভয়ের দলীল-প্রমাণসমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসি'ল, পৃ. ৪৮; আরও দ্র. হযরত ইমাম আবূ হ'ানীফা, পৃ. ৩৫৯-৩৬০; ইমাম আযম আবূ হানীফা, পৃ. ২৭৮-২৮০;

দামাই উর্দূ, ১খ., পৃ. ৯৪৭)। এই কিতাব ইমাম মুহ'াম্মাদ (র) ইমাম আবূ য়ূসুফ হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই কারণে মাঝে মাঝে "ক'ালা মুহ'াম্মাদ" (মুহ'াম্মাদ বলেন) শব্দাবলী দৃষ্ট হয়।

ইমাম সারাখসী আল-মাবসূত' কিতাবে লিখিয়াছেন, ইমাম মুহ'াম্মাদ ইমাম আবূ য়ূসুফের এই কিতাবে কতিপয় মাসআলা নিজের পক্ষ হইতে সংযোজন করিয়াছেন, যদিও মুখ্য রচয়িতা হইলেন ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)। ইমাম মুহ'াম্মাদ (র) ইহা সংগ্রহ ও সংকলনের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন বিধায় কিতাবটি তাঁহার রচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। ইমাম হ'াকিম তাঁহার আল-মুখতাস'ার কিতাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ইমাম সারাখসীর উপরিউক্ত কথা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত নহে (হযরত ইমাম আবূ হ'ানীফা, পৃ. ৩৬০-৬১; ইসলাম কা নিজামে মাহ'াসি'ল, পৃ. ৪৮)।

কিতাবটি ১৩৫৭ হিজরীতে লাজনাতু ইহ্'য়াইল-মা'আরিফ আন-নু'মানিয়ার তত্ত্বাবধানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ২২৬ পৃষ্ঠার এই কিতাবের কিয়দংশ ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর কিতাব আল-উম্ম (৭খ., ৮৭-১৫০)-এ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কিয়দংশ ইমাম সারাখসী তাঁহার আল-মাবসূত (৩০ খ., পৃ. ১২৮ -১৬৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসিল, পৃ. ৪৮)।

(চার) কিতাবুল খারাজ (كتاب الخراج) ঃ আবূ য়ূসুফ (র) খলীফা হারূনুর-রাশীদের সত্তায় পরস্পর বিরোধী গুণাবলী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কড়া মেযাজের সৈনিক, আরামপ্রিয় বাদশাহ এবং আল্লাহ্ভীরু দীনদার। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, খলীফা হারূনুর-রাশীদ ওয়া'জ-নসীহত শুনিয়া সকলের চাইতে বেশী কাঁদিতেন এবং ক্রোধ উদ্রেককালে সর্বাধিক অত্যাচারী ছিলেন। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) নিজের প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতা দ্বারা তাঁহার দুর্বল দিকগুলিকে উত্যক্ত না করিয়াই তাঁহার প্রকৃতির দীনী দিকসমূহকে আপন জ্ঞান ও নৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত করিতে থাকেন। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন তিনি নিজেই রাষ্ট্রের জন্য একটি আইন গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন যাহার আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়। ইহাই ছিল "কিতাবুল-খারাজ" রচনার প্রেক্ষাপট। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) কিতাবুল-খারাজের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, আমীরুল-মু'মিনীনের ইচ্ছা, আমি তাঁহার জন্য এমন একটি সর্বাত্মক গ্রন্থ রচনা করি, কর, 'উশর, সাদাকা ও জিয্য়া উসূল এবং অন্যান্য ব্যাপারে যাহার সাহায্য নেয়া যাইতে পারে।

এই কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদের পক্ষ হইতে প্রেরিত প্রশ্নমালার যেইসব উদ্ধৃতি দিয়াছেন মনে হয়, সরকারী দপ্তরের পক্ষ হইতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক, আইনগত, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর আলোকে এই প্রশ্নমালা প্রণীত হইয়াছিল, যাহাতে আইন বিভাগ হইতে এই সকল প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব পাইয়া রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা নির্ধারণ করা যায়। কিতাবটির নাম হইতে বাহ্যত মনে হয় যে, নিছক রাজস্বই এই কিতাবের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে রাষ্ট্রের প্রায় সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কিতাবখানির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

খিলাফাতে রাশিদার দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ এই কিতাবে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) খলীফা হারূনুর-রাশীদকে বনী উমায়্যা ও বনী 'আব্বাসীর কায়সার ও কিসরাসুলভ ঐতিহ্য হইতে সরাইয়া আনিয়া সর্বতোভাবে খিলাফাতে রাশিদার ঐতিহ্যের অনুসরণের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি গোটা কিতাবের কোথাও পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ত্যাগ করিতে বলেন নাই। কিন্তু বনী উমায়্যা তো দূরের কথা, কিতাবের কোথাও তিনি স্বয়ং হারূনুর-রাশীদের পূর্বপুরুষদের কোন কর্মধারা ও ফয়সালাকে ভুল করিয়াও নযীর হিসাবে আনেন নাই। সকল ব্যাপারেই তিনি কু'রআন ও সুন্নাহ হইতে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন অথবা হযরত আবূ বাক্র, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা)-এর শাসনামলের নজীর পেশ করিয়াছেন। প্রয়োজনে তিনি কোথাও উমায়্যা খলীফা হযরত 'উমার ইব্ন 'আবদুল-'আযীয (র)-এর কর্মনীতিকে নজীর হিসাবে পেশ করিয়াছেন। 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের এই আইন গ্রন্থ রচনাকালে তিনি 'উমার ইব্ন 'আবদুল-'আযীযের আড়াই বৎসর ব্যতিক্রমসহ হযরত 'আলী (রা)-এর ওফাতের পর হইতে হারূনুর-রাশীদের শাসনামল পর্যন্ত প্রায় ১৩২ বৎসরের শাসনকালের সকল কার্যবিবরণী এড়াইয়া গিয়াছেন। একজন প্রধান আইনমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করিয়াই সম্পূর্ণ সরকারীভাবে তদানীন্তন খলীফা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া এই কাজ করিয়াছেন। ফলে ইহা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্র সরকারের ধারণা ঃ এই কিতাবের শুরুতেই তিনি খলীফার সামনে রাষ্ট্র সরকারের যে ধারণা পেশ করিয়াছেন তাহা হইল ঃ আমীরুল-মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা, যিনি সকল প্রশংসা ও স্তুতির অধিকারী, আপনার উপর এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন। এই কাজের ছওয়াব সর্বাধিক এবং শাস্তি সবচাইতে ভয়াবহ। তিনি মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব আপনার উপর সোপর্দ করিয়াছেন। আপনি প্রতিনিয়ত এক বিশাল জনতার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন, মহান আল্লাহ আপনাকে জনগণের রক্ষক করিয়াছেন, তাহাদের নেতৃত্ব আপনাকে দান করিয়াছেন এবং তাহাদের দ্বারা আপনাকে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন, তাহাদের কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্র ভয় ব্যতীত অন্য কিছুর উপর যে প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত হয় তাহা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। আল্লাহ উহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া নির্মাতা ও নির্মাণকার্যে তাহার সহযোগিতা দানকারীর উপর নিক্ষেপ করেন। ..... দুনিয়ায় রাখাল যেমন মেষপালের আসল মালিকের সামনে হিসাব দিয়া থাকে ঠিক তেমনি রক্ষককেও আপন প্রভুর সামনে হিসাব দিতে হইবে।..... বাঁকা পথে চলিবেন না, তাহা হইলে আপনার মেষপালও বাঁকা পথে চলিবে। আল্লাহ্র বিধানের ব্যাপারে আপনার দূর অথবা নিকটবর্তী সকলকে সমানভাবে দেখিবেন। আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে কাহারও তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। .... কিয়ামতের দিন যেন আপনাকে আল্লাহ্র সামনে অত্যাচারী নাফরমান হিসাবে হাযির হইতে না হয়। রোজ হাঁশরে যে মহান সত্তা বিচারকার্য পরিচালনা করিবেন তিনি মানবজাতির কৃতকর্মের ভিত্তিতে তাহাদের বিচার করিবেন, পদমর্যাদার ভিত্তিতে নয়। .... মেষ পালের ক্ষতিসাধনে ভয় করুন। মেষপালের মালিক আপনার নিকট হইতে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন (কিতাবুল-খারাজ, পৃ. ৩, ৪, ৫)।

ইহার পর সমগ্র কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদকে এই অনুভূতি প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি দেশের মালিক নন, বরং আসল মালিকের খলীফা, প্রতিনিধি মাত্র। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হইলে সফলতা দেখিতে পাইবেন, আর অত্যাচারী শাসক হইলে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হইবেন (কিতাবুল-খারাজ, পৃ. ৫, ৮)। এক জায়গায় তিনি খলীফাকে হযরত 'উমার (রা)-এর উক্তি শুনাইয়াছেন, পৃথিবীতে কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্র নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাহার আনুগত্য করিতে হইবে (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১৭)।

জনগণের নিকট শাসকের জবাবদিহিতা ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) এই ধারণা পেশ করিয়াছেন যে, কেবল স্রষ্টার সামনেই নয়, বরং সৃষ্টির সামনেও খলীফাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহার পক্ষে তিনি বিভিন্ন জায়গায় হাদীছ ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেইগুলি হইতে প্রমাণিত হয়, শাসকবর্গের সামনে স্বাধীনভাবে তাহাদের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার মুসলমানদের রহিয়াছে। আর এই সমালোচনার স্বাধীনতার মধ্যেই সরকার ও জনগণের কল্যাণ নিহিত (আল-খারাজ, পৃ. ১২)। ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য। ইহার দ্বার রুদ্ধ হইবার পরিণতি হইতেছে, জনগণ সর্বগ্রাসী ধ্বংসে নিমজ্জিত হইবে (আল-খারাজ, পৃ. ১০-১১)। সত্য কথা শুনিবার মত ধৈর্য শাসকের থাকা উচিত। তাহাদের কটুভাষী ও অসহিষ্ণু হইবার চাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর আর কিছুই নাই। শারী'আতের দৃষ্টিতে শাসক শ্রেণীর উপর জনগণের যেই কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে, জনগণের সম্পদের যেই আমানত তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এই ব্যাপারে তাহাদের নিকট হইতে হিসাব নেওয়ার ও জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার মুসলমানদের রহিয়াছে (আল-খারাজ, পৃ. ১১৭)।

খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ খলীফার যেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই যে, আল্লাহ্র সীমারেখা বজায় রাখা, সঠিকভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপকদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কর্মধারা পুনরুজ্জীবিত করা (আল-খারাজ, পৃ. ৫)। অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা এবং অনুসন্ধান করিয়া জনগণের অভাব-অভিযোগ দূর করা, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জনগণকে আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা এবং তাহাদেরকে পাপাচার হইতে বিরত রাখা, আপন-পর সকলের উপর সমভাবে আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করা, ইহার আঘাত কাহার উপর পড়িবে সেই ব্যাপারে কোন প্রকার পরোয়া না করা (আল-খারাজ, পৃ. ১৩)। জনগণের নিকট হইতে বৈধ ও সঙ্গতভাবে রাজস্ব আদায় করা এবং বৈধ খাতে তাহা ব্যয় করা (আল-খারাজ, পৃ. ১০৮)।

মুসলিম নাগরিকদের কর্তব্য ঃ অপরদিকে সরকারের ব্যাপারে মুসলমানদের যেইসব কর্তব্যের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল, তাহারা সরকারের আনুগত্য করিবে, বিদ্রোহ করিবে না, সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, তাহাদেরকে গালমন্দ করিবে না, তাহাদের কঠোরতায় ধৈর্য ধারণ করিবে, তাহাদেরকে প্রতারিত করিবে না, আন্তরিকভাবে তাহাদের কল্যাণ কামনা করিবার চেষ্টা করিবে, মন্দ কাজ সম্পর্কে তাহাদেরকে সতর্ক করিবে এবং উত্তম কাজে তাহাদের সহযোগিতা করিবে (আল-খারাজ, পৃ. ৯, ১২)।

বায়তুল মাল ঃ বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় সম্পদ)-কে তিনি শাসনকর্তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে রাষ্ট্র ও জনগণের আমানত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি খলীফাকে হযরত 'উমার (রা)-এর উক্তি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। খলীফা 'উমার (রা) বলিয়াছেন, খলীফার জন্য রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার য়াতীমের পৃষ্ঠপোষকের জন্য য়াতীমের সম্পদের অনুরূপ। সে যদি বিত্তবান হয় তাহা হইলে কু'রআনের হিদায়াত অনুযায়ী য়াতীমের সম্পদ হইতে তাহার কিছুই খরচ করা উচিত নহে, বরং আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাহার সম্পদ দেখাশুনা করা উচিত। আর যদি সে অভাবী হয় তাহা হইলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সেবার বিনিময়ে সে কেবল ততটুকু গ্রহণ করিবে, যতটুকু গ্রহণ করাকে সকল মানুষ বৈধ বলিয়া মনে করে (আল-খারাজ, পৃ. ৩৬, ১৩৬)।

তিনি হযরত 'উমার (রা)-এর এই কর্মধারাকেও খলীফার সামনে নমুনাস্বরূপ পেশ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদ হইতে ব্যয় করিবার ব্যাপারে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে, বায়তুল-মাল হইতে ব্যয় করিবার ব্যাপারে খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাহার চাইতেও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতেন।

কর ধার্যের নীতি ঃ কর আরোপের ব্যাপারে তিনি যেইসব মূলনীতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল, কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের উপরই কর ধার্য করা হইবে। জনগণের সম্মতিক্রমে তাহাদের উপর বোঝা চাপাইবে। কাহারও উপর তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাইবে না। বিত্তবানদের নিকট হইতে উসুল করিয়া বিত্তহীনদের মধ্যে তাহা ব্যয় করিতে হইবে (আল-খারাজ, পৃ. ১৪)। রাজস্ব নির্ধারণ এবং তাহা নিরূপণে এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে যে, সরকার যেন জনগণের রক্ত চুষিয়া না নেয়। কর আদায়ের ব্যাপারে যেন অন্যায় পন্থা অবলম্বন না করা হয় (আল-খারাজ, পৃ. ১৪, ১৬, ৩৭, ১০৯, ১১৪)।

আইনানুগ উপায়ে আরোপিত কর ব্যতীত সরকার যেন অন্য কোন অবৈধ কর আদায় না করে। ভূমির মালিক এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও যাহাতে এই ধরনের কোন কর আদায় করিতে না পারে, সেই দিকেও সরকারকে কড়া নযর রাখিতে হইবে। যেইসব যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহাদের নিকট হইতে যেন জিয্‌য়া আদায় না করা হয় (আল-খারাজ, পৃ. ১০, ১৩২, ১২২, ১৩১)।

এই প্রসঙ্গে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মধারাকে নজীর হিসাবে পেশ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন যে, গভর্নরদের হেদায়াত প্রদানকালে তিনি জনসমক্ষে বলিতেন ঃ তাহাদের নিকট হইতে পুরাপুরি ব্যয়ভার আদায় করিতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করিবে না। কিন্তু তাহাদেরকে একান্তে ডাকিয়া বলিতেন, সাবধান! কাহাকেও মারপিট করিয়া অথবা রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া রাজস্ব আদায় করিবে না। তাহাদের উপর এমন কঠোরতা আরোপ করিবে না, যাহাতে সরকারের পাওনা পরিশোধ করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের জামা-কাপড়, তৈজসপত্র কিংবা গবাদি পশু বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

হযরত 'উমার (রা)-এর নিয়মের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বন্দোবস্ত দানকারী কর্মকর্তাগণকে জেরা করিয়া এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইতেন যে, কৃষকদের উপর কর আরোপে তাহাদের হাড় ভাঙ্গার কারণ ঘটান নাই। কোন অঞ্চলের উসুলকৃত সম্পদ আসিবার পর জন-প্রতিনিধিগণকে ডাকিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেন যে, কোন মুসলমান কিংবা যিম্মী কৃষকের উপর অত্যাচার করিয়া এইসব উসুল করা হয় নাই (আল-খারাজ, পৃ. ১৫, ১৬, ৩৭, ১১৪)।

অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) হযরত 'উমার (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া তিনটি মূলনীতি বারবার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (এক) তাহাদের সহিত যেই অঙ্গীকারই করা হউক তাহা পূরণ করিতে হইবে। (দুই) রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাহাদের নয়, বরং মুসলমানদের। (তিন) তাহাদের উপর সাধ্যের চাইতে বেশী জিয্য়া ও আয়করের বোঝা চাপানো যাইবে না। অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, মিসকীন, অন্ধ, বৃদ্ধ, ধর্মযাজক, উপসনালয়ের কর্মচারী, নারী ও শিশুদের উপর জিয্য়া আরোপ করা যাইবে না। যিম্মীদের সম্পদ ও পশুপালের উপর কোন যাকাত ধার্য করা যাইবে না। যিম্মীদের নিকট হইতে জিয্য়া উসূল করিতে গিয়া তাহাদেরকে দৈহিক নির্যাতন করা যাইবে না। উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে তাহার শাস্তি হিসাবে বড়জোর আটক করা যাইতে পারে। তাহাদের নিকট হইতে ইহার অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হারাম। অচল, অক্ষম ও অভাবী যিম্মীদের লালন-পালন সরকারী ভাণ্ডার হইতেই করা কর্তব্য।

ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যিম্মীদের সহিত উদার ও ভদ্রোচিত আচরণ করা স্বয়ং রাষ্ট্রের জন্যই কল্যাণকর। এই ধরনের ব্যবহারের ফলে হযরত 'উমার (রা)-এর শাসনামলে সিরিয়ার খৃষ্টানরা স্বধর্মী রোমকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও তাহাদের কল্যাণকামী হইয়া যায় (আল-খারাজ, পৃ. ১৪, ৩৭, ১২৫, ১২২, ১২৬, ১২৯)।

ভূমি বন্দোবস্ত ঃ ভূমি বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) সেই ধরনের জমিদারীকে হারাম প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যাহাতে কৃষকদের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য সরকার এক ব্যক্তিকে তাহাদের উপর ভূস্বামী হিসাবে নিয়োগ করে এবং তাহাকে কার্যত এই ক্ষমতা প্রদান করে যে, সরকারের প্রাপ্য কর পরিশোধের পর কৃষকদের নিকট হইতে যত খুশী উসুল করা যাইবে। তিনি বলেন, ইহা জনসাধারণের প্রতি নির্দয় অত্যাচার এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ। এহেন পন্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের জন্য হিতকর নহে (আল-খারাজ, পৃ. ১০৫)।

অনুরূপভাবে সরকার কোন ভূমি দখল করিয়া তাহা কাহাকেও জায়গীর হিসাবে প্রদান করাকেও তিনি হারাম প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি লিখেন, কোন আইনানুগ বা সুবিহিত অধিকার ব্যতীত কোন মুসলিম অথবা যিম্মীর দখল হইতে কিছু ছিনাইয়া নেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নিজ ইচ্ছামত জনগণের মালিকানা ছিনাইয়া লইয়া তাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া তাঁহার মতে ডাকাতি করিয়া আদায়কৃত অর্থ অপর কাহাকেও দান করার সমতুল্য (আল-খারাজ, পৃ. ২৮, ৬০, ৬৬)। তিনি বলেন, ভূমি প্রদানের শুধু একটি পন্থাই আইনসিদ্ধ। তাহা এই যে, অনাবাদী কিংবা মালিকানাবিহীন ভূমি অথবা লাওয়ারিশ পরিত্যক্ত ভূমি চাষাবাদের উদ্দেশ্যে অথবা সত্যিকার সমাজসেবার জন্য পুরস্কার হিসাবে যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে দান করা যাইতে পারে। যেই ব্যক্তিকে এই ধরনের দান হিসাবে জমি দেওয়া হইবে সে যদি তিন বৎসর যাবত তাহা অনাবাদী ফেলিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাও তাহার নিকট হইতে ফেরত লইতে হইবে (আল-খারাজ, পৃ. ৫৯-৬৬)।

অত্যাচার-অনাচারের মূলোৎপাটন ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) খলীফা হারূনুর-রাশীদের উদ্দেশ্যে এই কিতাবে লিখেন, অত্যাচারী ও খেয়ানতকারী লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত করা, তাহাদেরকে মহকুমা প্রশাসক বা আঞ্চলিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা আপনার জন্য হারাম। এমতাবস্থায় তাহারা যেইসব অত্যাচার চালাইবে তাহার পরিণতি আপনাকেই বহন করিতে হইবে (আল-খারাজ, পৃ. ১১১)।

তিনি বারবার বলেন, সৎ, আল্লাহ্ভীরু এবং আমানতদার ব্যক্তিদেরকে আপনি রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত করুন। সরকারী কাজের জন্য যাহাদেরকে বাছাই করা হইবে, যোগ্যতার সাথে সাথে তাহাদের চরিত্রের ব্যাপারেও নিশ্চিত হউন। ইহার পরও তাহার পিছনে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা নিয়োগ করুন যাহাতে তাহারা বিকৃত হইয়া অত্যাচার-অনাচার শুরু করিলে খলীফা যথাসময়ে তাহা অবহিত হইতে পারেন এবং অভিযুক্ত করিতে সক্ষম হন (আল-খারাজ, পৃ. ১০৬, ১০৭, ১১১, ১৩২, ১৮৮)।

তিনি খলীফাকে আরও বলেন, খলীফাকে সরাসরি জনগণের অভিযোগ শুনিতে হইবে। তিনি প্রতি মাসে একবার গণসমাবেশের আয়োজন করিলে প্রতিটি নির্যাতিত মানুষ তাহাতে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অভিযোগ পেশ করিতে পারিবে। আর সরকারী কর্মকর্তাগণ জানিতে পারিবেন, তাহাদের কর্মকাণ্ডের খবর সরাসরি খলীফার কাছে পৌঁছায়। তাহা হইলে অত্যাচার-অনাচারের মূলোৎপাটন হইবে (আল-খারাজ, পৃ. ১১১, ২১২)।

বিচার বিভাগ ঃ বিচার বিভাগ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইনসাফপূর্ণ ও পক্ষপাতমুক্ত সুবিচারই হইতেছে বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য। শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি না দেওয়া এবং শাস্তির অযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উভয়ই হারাম। সন্দেহের ভিত্তিতে শাস্তি না দেওয়া উচিত। ভুল করিয়া শাস্তি দেওয়ার চাইতে ভুল করিয়া ক্ষমা করা শ্রেয়। ইনসাফের ব্যাপারে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ ও সুপারিশের সুযোগ বন্ধ করা উচিত। বিচারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদা বিন্দুমাত্র বিবেচনা করা যাইবে না (আল-খারাজ, পৃ. ১৫২, ১৫৩)।

ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ ঃ তিনি আরও বলেন, নিছক অপবাদের ভিত্তিতে কাহাকেও আটক করা যাইবে না। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে যথারীতি মামলা দায়ের করা উচিত। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্তকে আটক করিতে হইবে, অন্যথা রেহাই দিতে হইবে। তিনি খলীফাকে পরামর্শ দেন, কারাগারে আটক ব্যক্তিদের ব্যাপারে তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত যাহাদেরকে আটক করা হইয়াছে তাহাদেরকে মুক্তি দিতে হইবে। নিছক অভিযোগ ও অপবাদের ভিত্তিতে মামলা দায়ের না

করিয়া ভবিষ্যতে কাহাকেও গ্রেফতার করা যাইবে না, এই মর্মে সকল গভর্নরকে নির্দেশ দিতে হইবে (আল-খারাজ, পৃ. ১৭৫-১৭৬)। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়া বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে নিছক অপবাদের ভিত্তিতে মারপিট করা আইন বিরুদ্ধ। আদালতে দণ্ডযোগ্য প্রমাণিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত শারী'আতের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নাগরিকের পৃষ্ঠদেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ (আল-খারাজ, পৃ. ১৫১)।

কারা-সংস্কার ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) কারাগার সংস্কারের যেই সকল পরামর্শ দিয়াছেন তাহা হইল ঃ আটককৃত ব্যক্তি সরকারী ভাণ্ডার হইতে আহার্য এবং পরিধেয় বস্ত্র পাইবার যোগ্য। ইহা তাহার অধিকার। 'উমায়্যা ও 'আব্বাসী আমলের প্রচলিত পন্থা ছিল, তাহাদের শাসনামলে কয়েদীদেরকে হাতে-পায়ে বেড়ী লাগাইয়া কয়েদখানার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত এবং তাহারা ভিক্ষা করিয়া নিজেদের আহার্য ও পরিধেয় সংগ্রহ করিত। তিনি ইহার কঠোর নিন্দা করিয়া বলেন, মুসলমানদের জন্য ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সরকারের পক্ষ হইতে মৃত কয়েদীদের দাফন-কাফন এবং জানাযার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তিনি এই সুপারিশও করেন, হত্যার অপরাধে আটক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন কয়েদীকে কারাগারে বাঁধিয়া রাখা যাইবে না (আল-খারাজ, পৃ. ১৫১)।

বিচারপতির পদ গ্রহণ ঃ 'আব্বাসী খলীফা আল-মাহদী (১৫৮-১৬৮ হিজরী) ১৬৬ হিজরী সনে (৭৮২ খৃ.) ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-কে পূর্ব বাগদাদের কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করেন (ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৭৯; আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৮৬; মিফতাহু'স-সা'আদা, ২খ., পৃ. ২১১; আল-ইনতিকা, পৃ. ৩৩১; আত-তাবাক'াত আল-কুবরা, ৭খ., পৃ. ৩৩০-৩৩১)।

বর্ণনান্তরে খলীফা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র ও যুবরাজ আল-হাদীর গৃহশিক্ষক এবং জুরজানের কাযী নিযুক্ত করেন। হাদী খলীফা হইলে পর তাঁহাকে বাগদাদে আনয়ন করিয়া তাঁহার পূর্ণ খিলাফতকাল (১৬৮-১৭০ হি.) সমগ্র বাগদাদের কাযীর দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর হারূনুর-রাশীদ তাঁহার আমলে ১৭১ হিজরীতে তাঁহাকে সমগ্র 'আব্বাসী সম্রাজ্যের কাযী আল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি) নিয়োগ করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে বহাল ছিলেন (আত-তাবাক'াত আল-কুবরা, ৭খ., পৃ. ৩৩০-৩৩১)। মতান্তরে খলীফা আল-হাদী তাঁহাকে বাগদাদের কাযী নিযুক্ত করেন (মানাকি'ব ইমাম আবূ হ'নীফা ওয়া স'াহি'বায়হ্, পৃ. ৬১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১০খ., পৃ. ১৮০)। মতান্তরে খলীফা হারূনুর-রাশীদ তাঁহাকে কাযী নিযুক্ত করেন। ইহার প্রেক্ষাপট হিসাবে বলা হইয়াছে, একদা ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) সরকারের একজন মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিক্'হী মাসআলার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারায় মন্ত্রী তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এবং খলীফার নিকট তাঁহার জ্ঞান ও যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া তাঁহার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। পরে খলীফাকে তিনি কোন বিষয়ে সন্তোষজনক রায় প্রদান করিয়া মুগ্ধ করিলে তিনি তাঁহাকে কাযী নিযুক্ত করেন (দামাই, উর্দূ, ১খ., পৃ. ৯৪৬; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৮১; দামাই) এবং পরবর্তী কালে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দান করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১০খ., পৃ. ১৮০; আন-নুজূমুয-যাহিরা, ২খ., পৃ. ১৩৮; আল-আ'লাম, ৮খ., পৃ. ১৯৩)। মুসলিম রাষ্ট্রে এই প্রথমবারের মত উক্ত পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইতোপূর্বে খিলাফতে রাশিদা, 'উমায়্যা বা 'আব্বাসী সাম্রাজ্যে প্রধান বিচারপতির পদ ছিল না। বর্তমান যুগের ধারণা অনুযায়ী এই পদটি নিছক উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির পদই ছিল না; বরং আইন মন্ত্রীর দায়িত্বও এই পদের সহিত সংযুক্ত ছিল। তিনি খলীফার বিশেষ পরামর্শদাতাও ছিলেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলাসহ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়সমূহে আইনগত পরামর্শ প্রদানও তাঁহার দায়িত্ব ছিল (দামাই, উর্দূ, ১খ., পৃ. ৯৪৬; দাইরাতুল-মা'আরিফ, আরবী, ২খ., পৃ. ৩৮৮; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৭৯; মিফতাহু'স-সা'আদা, ২খ., পৃ. ২১১)।

খলীফা ইমাম আবূ য়ূসুফকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তাঁহার প্রতি খলীফার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি খলীফার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। খলীফার একান্ত বৈঠকাদিতেও তিনি শরীক হইতেন এবং একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়সমূহেও খলীফা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইত যে, ইমাম আবূ য়ূসুফ ব্যতীত খলীফা অচল (দামাই, ১খ., পৃ. ৯৪৬)। কাযীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়া ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) সর্বদা শারী'আত মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি সাধারণ-অভিজাত, আমীর-ফকীর, ধনী-গরীব, রাজা ও প্রজা নির্বিশেষে কোন পার্থক্য করিতেন না। তাঁহার নিকট আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান ছিল।

বিচারপতির দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি কাযী নিযুক্ত হইয়া এমনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিয়াছি যে, আমি আল্লাহ্র দরবারে আশাবাদী, তিনি আমাকে কাহারও প্রতি অবিচার বা পক্ষপাতিত্বের কারণে পাকড়াও করিবেন না।

হ'নাফী ফিক্'হ-এর বাস্তবায়ন ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) প্রধান বিচারপতির ন্যায় সম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিয়া হ'নাফী ফিক্'হের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। হ'নাফী ফিক'হের এইরূপ নমনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে যে, ইহা সকল এলাকা, সকল শ্রেণী ও সকল যুগের চাহিদা পূরণ করিতে সক্ষম। উপরন্তু ইহা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া দ্রুত 'আব্বাসী খিলাফতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে (ইসলাম কা নিজামে মাহ'াসি'ল, পৃ. ৩৯)।

ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হইয়াছে। (এক) তিনি নিছক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা নির্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত থাকার তুলনায় আরও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। তিনি তৎকালীন বৃহত্তম মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সহিত কার্যত পরিচিত হওয়ার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। ইহাতে হ'নাফী ফিক্'হ-কে বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যশীল করিয়া অধিকতর কার্যকর আইন ব্যবস্থায় রূপান্তরের সুযোগ ঘটে।

(দুই) গোটা সাম্রাজ্যের বিচারপতিদের নিয়োগ ও বদলীর দায়িত্ব যেহেতু তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, সেহেতু হ'নাফী চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বিচারকের পদে নিয়োজিত হন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে হ'নাফী ফিক্'হ অনায়াসে দেশের আইনের উৎসে

পরিণত হয় এবং ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া ও মিসর হইতে আফ্রিকা পর্যন্ত তাহা বিস্তার লাভ করে (নাযরাতুত-তারীখিয়্যা, পৃ. ৯)।

(তিন) উমায়্যা খলীফাদের শাসনামল হইতে মুসলিম সাম্রাজ্যে আইনের শূন্যতা এবং বাদশাহদের উচ্ছৃংখল ব্যবস্থা বিরাজ করিতেছিল। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) তাঁহার অতুলনীয় নৈতিক ও পাণ্ডিত্যসুলভ প্রভাব দ্বারা তাহাদেরকে আইনের অনুবর্তী করিতে সক্ষম হন। শুধু তাহাই নহে, তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য একটি আইনের সংকলন প্রণয়ন করিতে সক্ষম হন। এই গ্রন্থটি কিতাবুল-খারাজ নামে আমাদের মাঝে বিদ্যমান।

মৃত্যু ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) খলীফা হারূনুর-রাশীদের শাসনামলে ৬৯ বৎসর বয়সে ১৮২ হিজরীর পাঁচ রাবী'উল-আওয়াল জুহরের ওয়াক্ত মুতাবিক ২১ এপ্রিল, ৭৯৮ খৃ. ইনতিকাল করেন (তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., ২৬১; ওয়াফিয়াতুল-আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৮৮; দা ইরাতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, আরবী, ১খ., পৃ. ৪২২; কাশফুজ-জু'নূন, ৬খ., পৃ. ৫০৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ৮খ., পৃ. ৫৩৮; আল-ফিহরিসত, পৃ. ২৮৬)। মতান্তরে তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে ১৮২ হিজরীর রাবী'উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন (ত'াবাক'াত ইব্ন সা'দ, ৭খ., ৩৩১; তাবাক'াতুল- হু'ফ্ফাজ, পৃ. ১২৮; আন-নুজূমুয-যাহিরা, ২খ., পৃ. ১৩৮)। মতান্তরে তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদের শাসনামলে ১৭২ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তবে বর্ণনাটি সঠিক নয় (তারীখ বাগ'দাদ, ১৪খ., পৃ. ২৬১; ওয়াফিয়াতুল- আ'য়ান, ৬খ., পৃ. ৩৮৮)। খলীফা তাঁহার লাশের অনুগমন করেন এবং তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন (ইসলাম কা নিজ'ামে মাহ'াসিল, পৃ. ৫২)।

সন্তান-সন্ততি ঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর এক পুত্র বাল্যকালেই মারা যায় এবং এক পুত্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়া পূর্ব বাগদাদের কাযী নিযুক্ত হন এবং এই পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৩ হি. ইনতিকাল করেন। ইমাম সাহেবের আর কোন সন্তান ছিল কিনা তাহা অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৪৮, আশরাফ বুক ডিপো., দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (২) হ'াকেম আন-নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, দারুল কুতুব আল-'আরাবী, বৈরূত, লুবনান; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্ন আলী আশ-শাওকানী, দুররুস-স'াহ'াবা, মাকতাবা সায়্যিদ আহ'মাদ শহীদ, ১ম সংস্করণ, লাহোর ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ খৃ.; (৪) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফুজ-জু'নূন, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৪০২ হি. / ১৯৮২ খৃ.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, তা.বি.; (৬) ইব্ন আবী হ'াতিম আর-রাযী, কিতাবুল জারহ' ওয়াত-তা'দীল, মাজলিস দাইরাতিল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, হায়দরাবাদ, দক্ষিণাত্য, তা.বি.; (৭) আয-যাহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফ্ফাজ (উর্দূ অনু.), ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, ১ম সংস্করণ, লাহোর ১৪০১ হি. / ১৯৮১ খৃ.; (৮) মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'উছমান আয-য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, মুয়াসসাসা আর-রিসালা, ১ম সংস্করণ ১৪০১ হি. / ১৯৮১ খৃ., ২য় সংস্করণ ১৪০২ হি. / ১৯৮২ খৃ., ৩য় সংস্করণ ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ.; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মাকতাবাতুল-মা'আরিফ, বৈরূত, তা.বি.; (১০) য়া'কূ'ব ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-হ'ামাবী, মু'জামুল-বুলদান, দারু ইহ্'য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ খৃ.; (১১) বুতরুস আল-বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি.; (১২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, লিসানুল-মীযান, ইদারাতু তা'লীফাতি আশরাফিয়া, মুলতান, তা.বি.; (১৩) মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'উছমান আয-য'াহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, দারুল-মা'রিফা, ১ম সংস্করণ, বৈরূত ১৩৮২ হি. / ১৯৬৩ খৃ.; (১৪) খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, দারুল-'ইল্ম লিল-মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ.; (১৫) ইব্ন 'আবদুল-বারর, আল-ইনতিকা, মাকতাব মাত'বূ'আতিল-ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, হালাব ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (১৬) মুহ'াম্মাদ আবূ যুহরা, হ'য়াতে ইমাম আবূ হ'ানীফা (উর্দূ), মালিক সন্স, ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, তা.বি., বাংলা অনু., এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আযম আবূ হ'ানীফা (র), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ ২০০০ খৃ.; (১৭) শিবলী নু'মানী, হযরত আবূ হ'ানীফা (র), অনুবাদ ঃ মুহ'াম্মাদ বাজি নো'মানী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ২০০১ খৃ.; (১৮) ইবনুল ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, ই'লামুল-মুওয়াক্'কি'ঈন, দারুল জীল, বৈরূত তা.বি.; (১৯) ইব্ন হ'াজার 'আসকালানী, তাহযীবুত- তাহযীব, 'আবদুত-তুরাব একাডেমী, মুলতান, তা.বি.; (২০) ইমাম শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, কিতাবুল-মাবসূত', দারুল মা'রিফা, ৩য় সংস্করণ, বৈরূত; (২১) ড. মুহ'াম্মাদ মাহদী 'আল্লাম, দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া (আরবী); (২২) ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম (উর্দূ), পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর ১৩৮৪ হি. / ১৯৬৪ খৃ.; (২৩) 'আবদুল্লাহ ইব্ন আস'আদ আল-য়ামানী আল-মাককী, মিরআতুল-জানান, দাইরাতুল- মা'আরিফ আন-নিজ'ামিয়া, ১ম সংস্করণ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৩৭ হি.; (২৪) ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শায'ারাতুয-য'াহাব, দারুল মাসীরা, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ খৃ.; (২৫) জা'ফর আহ'মাদ 'উছমানী, মুক'াদ্দিমা ই'লাউস-সুনান, ইদারাতুল-কু'রআন ওয়াল-'উলূমুল-ইসলামিয়া, করাচী, তা.বি.; (২৬) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ত'াবাক'াতুল-হু'ফ্ফাজ, দারুল- কুতুবিল-'ইলমিয়া, বৈরূত; (২৭) ইবনুন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, দারুল- মা'রিফা, বৈরূত; (২৮) আহ'মাদ ইব্ন মুস'ত'াফা, মিফতাহু'স-সা'আদা, দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়া, বৈরূত; (২৯) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল- আ'য়ান, দারু সাদির, বৈরূত, তা.বি.; (৩০) য়ূসুফ ইব্ন তাগ'রীবিরদী আল-আতাবিকী, আন-নুজূমুয-যাহিরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত; (৩১) মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'উছমান আয-য'াহাবী, মানাকি'বুল- ইমাম আবূ হ'ানীফা, ইহ্'য়াউল-মা'আরিফ আন-নু'মানিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য; (৩২) সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত; (৩৩) আহ'মাদ ইতমুর পাশা, নাযরাতুন তারীখিয়্যা। আল-মাত'বা'আতুস- সালাফিয়্যা, কায়রো ১৩৫১ হি.; (৩৪) ইমাম আবূ য়ূসুফ, কিতাবুল-খারাজ, ইদারাতুল-কু'রআন ওয়াল-উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খৃ.; (৩৫) মুহ'াম্মাদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, ইসলাম কা নিজামে মাহ'াসি'ল (উর্দূ অনু. কিতাবুল খারাজ), মাকতাবা চেরাগে রাহ, ১ম সংস্করণ, করাচী ১৯৬৬ খৃ.।

মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

আবূ য়ূসুফ য়া'কূব (ابو يوسف يعقوب) ঃ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন 'আবদিল-মুমিন আল-মানসূর বানূ মুমিন অর্থাৎ আল-মুওয়াহ্হিদ বংশের তৃতীয় বাদশাহ ছিলেন, ৫৮০-৫৯৫/১১৮৪-১১৯৯ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। ১৮ রাবী'উছ-ছানী, ৫৮/২৯ জুলাই, ১১৮৪ সনে শান্তারীন দুর্গের সম্মুখে তাঁহার পিতা আবূ য়া'কূব য়ূসুফ-এর মৃত্যুর পর পিতার শবদেহ লইয়া ইশ্বীলিয়া (Sevilla) প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানে ১ জুমাদাল-উলা, ৫৮০/১০ আগস্ট, ১১৮৪-তে সিংহাসনে আরোহণের কথা ঘোষণা করেন। অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া মার্রাকুশ পৌঁছিয়া আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণপূর্বক আর্থিক বিষয়ে কতিপয় কঠোর ফরমান জারী করেন। প্রজাদেরকে পুরাতন ধর্ম বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। কিছুদিন স্বয়ং সাধারণ রাজদরবারে উপস্থিত থাকিয়া বিচারকার্য সমাধা করেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকেন। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া তিনি তাঁহার সুন্দর সৌধ নির্মাণাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। আল-মুরাবিতদের রাজপ্রাসাদ, দারুল হাজার, যেখানে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বসবাস করিতেন, পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের অভাব বোধ করিয়া তিনি আস-সালিহার বাহিরে বসবাস করার উদ্দেশে একটি উপশহর (রাবাত) গড়িয়া তুলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নূতন প্রাসাদ নির্মাণের শুরুতেই সংবাদ পাইলেন, বানূ-গানিয়ার (দ্র. ইব্ন গানিয়া)-এর মুরাবিতী সৈন্যরা বিজায়া (Baugie) অবতরণ করিয়াছে।

যখনই শান্তারীনের অকস্মাৎ বিপদের সংবাদ মায়ুর্কা (Majorca) পৌঁছিল তখন বানূ গানিয়া আল-মুওয়াহ্হিদদের পক্ষ হইতে যেই আনুগত্যের দাবি করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং বিজায়ার বানূ হাম্মাদের উস্কানি পাইয়া এক নৌবহর সংগঠন করিয়া ১৯ সাফার, ৫৮১/২৪ মে, ১১৮৫ বিজায়া অধিকার করে। বিজায়া অধিকারের দরুন রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া 'আলী ইব্ন গানিয়া আলজিয়ার্স, মিল্য়ানা, আশীর ও বানূ হাম্মাদের দুর্গ জয় করেন। আবূ য়ূসুফ য়া'কূব তৎক্ষণাৎ পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন তাঁহার সেনাবাহিনী সাতো (Ceuta)-র নৌ-বহরের সাহায্যে ৫৮২/১১৮৬ সনের বসন্তকালে আলজিয়ার্স, বিজায়া ও মুরাবিতদের অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চল পুনর্দখল করিয়া 'আলী ইব্ন গানিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। 'আলী তখন কুসান্তীনাহ (Constantine) অবরোধ করিয়াছিলেন। আল-মুরাবিত নেতা অবিলম্বে অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া আল-জারীদের দিকে পশ্চাদপসরণ করেন। সেইখানে তিনি তযার ও কাফ্সা (Gafsa) অধিকার করিয়া ত্রিপোলীর কারাকূশের সহিত সন্ধি করেন। এইভাবে আফ্রিকাতে শুধু তিউনিস ও আল-মাহ্দিয়্যা মুওয়াহ্হিদদের অধিকারে থাকিয়া যায়। এমতাবস্থায় আবূ য়ূসুফ য়া'কূব পূর্বাঞ্চলে একটি বিরাট অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তিউনিস পৌঁছিয়া বিদ্রোহিগণ ও তাহাদের মিত্রগণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ১৫ রাবী'উছ-ছানী, ৫৮৩/২৪ জুন, ১১৮৭ তারিখে কাফসার নিকট উমরার প্রান্তরে এই বাহিনী পরাজিত হয়। আল-মুওয়াহহিদী খলীফা তিন মাস পর (৯ শা'বান/১৪অক্টোবর) আল-হাম্মা নামক স্থানে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ফলে ইফ্রীকিয়্যার সমগ্র দক্ষিণাংশ পুনরায় আল-মুওয়াহ্হিদদের অধিকারে চলিয়া আসে। অতঃপর বাদশাহ পশ্চিমাঞ্চলে ফিরিয়া আসেন এবং তিলিমসানে উপনীত হন। ইহার কিছুদিন পর 'আলী ইব্ন গানিয়্যার মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও ইফ্রীকিয়ায় পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত হয়। 'আলীর ভাই য়াহ্য়া ইব্ন গানিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আল-মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। ইহা মুওয়াহ্হিদদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

অপরদিকে পর্তুগীজ ও Castille-এর অধিবাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে আবূ ইউসুফের স্পেন (Iberia) উপদ্বীপের প্রতি লক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই স্থানটি তিনি পাঁচ বৎসর পূর্বে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। মুমিনী বাদশাহ যখন উহার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন প্রথম Sancho ফিলিস্তীনগামী ক্রুসেডারদের একটি শক্তিশালী দলের সাহায্যে দক্ষিণ তীরে অবস্থিত Silves অবরোধ করেন এবং তিন মাস পর ২০ রাজাব, ৫৮৫/৩ সেপ্টেম্বর, ১১৮৯ তারিখে শহরটি দখল করেন। এই সময় Castille-এর বাদশাহ মুওয়াহ্হিদদের অধিকৃত Magacela, Reina, আল-কালকালাহ্ ওয়াদী আরা (Alcala de guadaira) ও Calasparra আক্রমণ করেন। ৫৮৬/১১৯০ সনে আবূ য়ূসুফ য়া'কূব প্রতি আক্রমণ করেন এবং কাশতালীর ও লিয়ূনীদের সময়িকভাবে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি শান্তারীন-এর উত্তরে পর্তুগীজদের Torres Novas ও Torres দুর্গ আক্রমণ করেন। এইদিকে তাঁহার আর একদল সৈন্য Silves অবরোধ করে। Torres Novas দুর্গের সৈন্যদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তাহারা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তুমার (Tomar) দুর্গের রক্ষায় নিয়োজিত খৃস্টান ক্রুসেডার বাহিনী দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে থাকে, এমনকি দুর্গের বাহিরে আসিয়াও তাহারা তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করিতে থাকে। রসদের স্বল্পতা ও আল-মুওয়াহ্হিদী সেনাদের মধ্যে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় খলীফা তুমার ও শিল্ব-এর অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

পর বৎসর খলীফা সেই দিকে পুনরায় অগ্রাভিযান পরিচালনা করেন এবং তাজাহ (Tagus) নদীর দক্ষিণস্থ বিভিন্ন দুর্গ, যথা কাস্র আবী দানিস (Alcacer do Sol), পালমেল্লাহ (Palmella) ও আল-মাদান (Almada) জয় করেন এবং ২৫ জুমাদাল-আখিরা, ৫৮৭/১০ জুলাই, ১১৯১ তারিখে আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া শিল্ব (Silves) দখল করেন। আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ৫৮৯/১১৯৩ সনে ইশ্বীলিয়ার নিকট আশ্-শারাফ (Ajarafe)-এর সর্বোচ্চ, অথচ সংকীর্ণ স্থানটিতে হিস্নুল-ফারাক (Aznalfarache) দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। এই দুর্গের প্রশংসায় কবিগণ বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। পরে ১১৯০ খৃস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে অষ্টম Alfonso ইশ্বীলিয়া অঞ্চল আক্রমণ করিয়া বসেন। ফলে তাঁহাকে স্পেনীয় খৃস্টানদের বিরুদ্ধে একটি নূতন অভিযান পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। আবূ য়ূসুফ প্রণালী অতিক্রম করিয়া ইশ্বীলিয়া পৌঁছেন এবং অষ্টম Alfonso-এর সৈন্যদের মুকাবিলা করিতে মুরাদাল (Muradal)-এর সংকীর্ণ গিরিপথ অভিমুখে রওয়ানা হন। ৮ শা'বান, ৫৯১/১৮ জুলাই, ১১৯৫ আল-আরাক (Alarcos)-এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাশতিলীয়রা (Castillians) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আল-মুওয়াহ্হিদগণ Campo de Calatrava অঞ্চলের পাঁচটি দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। আবূ য়ূসুফ ইশ্বীলিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ আল-মান্সূর-বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন।

পরবর্তী বসন্তকালে য়া'কূ'ব আল-মানসূ'র স্বীয় সাফল্য দ্বারা অধিকতর সুবিধা অর্জনের আশায় Maontanchez, Trujillo ও Santa Cruz নামক শহরগুলি অধিকার করেন। Togus নদীর উপত্যকায় অবস্থিত Talavera অঞ্চল ধ্বংস করিয়া Vega of Toledo পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানকার আঙ্গুর ও ফলের বাগানসমূহ উজাড় করিয়া দেন। পর বৎসর অভিযান চালাইয়া Diego Lopez de Haro-এর শাসনাধীন আল-কি'ল্'আতুন-নাহ্র (Alcala de Henares) ও হিজারা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু এই অভিযানে তিনি তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

মাররাকুশ প্রত্যাবর্তনের পর শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতাবশত তিনি পুত্র মুহ'াম্মাদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং শাসনকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর আধ্যাত্মিক সাধন ও সৎ কর্মে (যথা দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্রদের অর্থ দান ইত্যাদি) কালাতিপাত করিতে থাকেন। স্বতন্ত্র পরিচিতির জন্য তিনি ইয়াহূদীদের এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করিতে বাধ্য করেন। কতিপয় নিকটাত্মীয়কে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন বলিয়া শেষ বয়সে তিনি অত্যন্ত মর্মযাতনা অনুভব করিতেন। তিনি আস-সালিহাস্থ স্বীয় প্রাসাদে মুওয়াহ্হিদ শায়খ ও নিকট আত্মীয়দেরকে একত্র করিয়া তাঁহার অন্তিম ইচ্ছাসমূহ ব্যক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ২২ রাবী'উল-আওওয়াল, ৫৯৫/২৩ জানুয়ারী, ১১৯৯ নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত করা যায়।

য়া'কূ'ব আল-মান্সূ'র-এর শাসনামল আল-মুওয়াহ্হিদদের সালতানাতের চরম উন্নতির যুগ। বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনকার্যে তিনি যে কর্মতৎপরতা, সতর্কতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন এবং তৎসহ তাঁহার ব্যক্তিগত সাহসিকতার গুণে তিনি ইফ্রীকিয়্যা ও স্পেনে তাঁহার সকল শত্রুকে যেইভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার সৈন্যদের মনোবল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি ভবিষ্যত বংশধরদের স্মৃতিতে কিংবদন্তীর নায়ক হিসাবে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। আস-সালিহার রাজকীয় আবাসিক এলাকায় নির্মিত সুরম্য অট্টালিকা, সুউচ্চ মিনারসহ মার্রাকুশের আল-কুত্বিয়্যীন মসজিদ, ইশবীলিয়ার জীরালদা (Giralda) ও রাবাতের জামি হ'াস্সান-এর সামগ্রিক রূপ—এই সব হইতে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ স্থাপত্যশিল্পে যেই ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনি তাহা গৌরবজনকভাবে অব্যাহত রাখেন। ধন-সম্পদ, রাজদরবারের জৌলুস, জ্ঞানীদের সংশ্রব, যুদ্ধ জয়ের সফলতা ইত্যাদি অসামান্য কীর্তি। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার এই সফলতায় এই রাজবংশের অধঃপতনের অঙ্কুরও উপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Trente sept letters officielles almohades, সম্পা. E. Live-Provencal, পৃ. ২৭ প.; (২) ঐ লেখক, Un recueil de letters officielle almohades, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্নুল-ইযারী, আল-বায়ানুল-মুগরিব, ৪খ., অনু. Huici Tetuan ১৯৫৩, ৮৫ প.; (৪) আল-মাররাকুশী, মুজিব (Dozy), পৃ. ১৮৯ প.; (৫) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ১খ., ১৮৯ প.; (৬) ইব্ন আবী য'ার, রাওদু'ল-কি'র্তাস, ফেয, পৃ. ১৩৭; (৭) ইব্নুল-আছীর, ১২খ., ৭৪, ৭৫; (৮) ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৮০০; (৯) ইব্ন 'আবদিল-মুন'ইম আল-হি'ময়ারী, আর রাওদু'ল-মি'ত'ার (Levi-Provencal), পৃ. ১৮; (১০) যার্কাশী, তারীখুদ-দাওলাতায়ন, অনু. Fagnan, পৃ. ১৭; (১১) আল-মাককারী, নাফহু'ত-তীব, ২খ., ২৮৯; ২৯০; (১২) Primera, cronica General (R. Menendez Pidal, ১খ., ৬৭৮); (১৩) Chronique des rois de Castille (Cirot), পৃ. ৪১ app. xi; (১৪) A. Bel Les Benou Ghaniya, ৩৮ প.; (১৫) de Silva Tarouca, Cronicas dos sete reis de Portugal, ১খ., ১৫১; (১৬) সা'দ যাগ'লূল আবদুল-হ'ামীদ, য়া'কূ'ব আল-মানসূ'র, অপ্রকাশিত থিসিস, প্যারিস ১৯৫১।

A. Huici Miranda (E. I.[2])/মুহাম্মদ রুহুল আমীন

আবূ রাকওয়া (দ্র. ওয়ালিদ ইব্ন হিশাম)

আবূ রাশীদ আন্-নীসাবূরী (ابو رشيد النيسابورى) : (বা নীশাপূরী) সা'ঈদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ, বসরার মুতাযিলী চিন্তাধারার ধর্মতত্ত্ববিদ এবং আবদুল-জাব্বার আল-হামাযানী (দ্র.)-র ছাত্র। আবূ রাশীদ প্রথম বাগদাদের মু'তাযিলী চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন, পরে তিনি 'আবদুল-জাব্বার-এর পাঠকক্ষে নিয়মিত শরীক হইতেন। ফলে সাবেক আল-কাবী ও বাগদাদীগণের মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া পুরাপুরিভাবে 'আবদুল-জাব্বার-এর মতবাদ অনুসরণ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার নিশাপুরের ধর্মীয় চক্র (হাল্কা) ত্যাগ করিয়া তিনি স্থায়ীভাবে রায়-এ গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। উস্তাদ 'আবদুল-জাব্বার-এর মৃত্যুর পরে (৪১৫/১০২৫) তিনি বসরার মু'তাযিলীগণের সর্বস্বীকৃত নেতা হন। তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে জানা যায়, আবূ রাশীদের শিক্ষাধারা ও 'আবদুল-জাব্বারের শিক্ষাধারা সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে : (১) কিতাবুল-মাসাইল ফিল-খিলাফি বায়নাল-বাস'রিয়্যীন ওয়াল-বাগ্'দাদিয়্যীন (বার্লিন ৫১২৫-Glaser ১২); ইহার প্রথম খণ্ড A. Biram কর্তৃক Die atomistische Substanzlehre aus dem Buch der Streitfragen (বার্লিন ১৯০২ খৃ.) নামে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির অধিকাংশের সংক্ষিপ্তসার M. Horten-এর Die Philosophie des Abu Raschid গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (বন ১৯১০ খৃ.)। এই গ্রন্থখানিতে কয়েকটি অধ্যায়ের শিরোনামে ইহার নাম পাওয়া যায় আল-মাসাইল ফিল-খিলাফ বায়না শায়খিনা আবী হাশিম ওয়াল-বাগ'দাদিয়্যীন। বসরার দার্শনিক তত্ত্বাবলীর কতকগুলি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাকে আল-কাবী-র অবিশ্লেষিত গবেষণা কার্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে এবং চৌদ্দটি প্রধান প্রধান বিষয়ে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং (২) যিয়াদাতুশ-শারহ্' (কিতাবুল-মাসাইলে উল্লিখিত পত্র, 112V°) যাহার প্রথম দীর্ঘ অংশ মুহ'াম্মাদ আবূ রিদা কর্তৃক ফিত-তাওহীদ নামে প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৬৯ খৃ.) এবং পরবর্তী একটি বড় অংশ, যদিও ভিন্ন একটি সংশোধিত সংস্করণ (rescenseon), উহা রহিয়াছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, পাণ্ডু. নং Or ৮৬১৩। আলোচ্য শারহ্'টি ইব্ন

খাল্লাদ-এর রচনা; তিনি ছিলেন আবূ হাশিম (দ্র.)-এর ছাত্র, মনে হয় 'আবদুল-জাব্বার সেইখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে বলিয়া জানা যায় না, রহিয়াছে ঃ (৩) দীওয়ানুল-উসূল, একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ 'আবদুল-জাব্বার-এর নির্দেশে তালীকের জন্য রচিত, দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত; প্রথম পরিচ্ছেদ দর্শন বিষয়ক এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক। যথাঃ (ক) আল-জাওয়াহির ওয়াল-আরাদ ও (খ) আত্-তাওহীদ ওয়াল-'আদ্ল; (৪) আত-তায্‌কিরা; (৫) কিতাবুল-জুয; (৬) কিতাবুশ-শাহ্ওয়া; (৭) মাসাইলুল-খিলাফ বায়নানা ওয়া বায়নাল-মুশাব্বিহা ওয়াল-মুজবিরা ওয়াল-খাওয়ারিজ ওয়াল-মুরজিআ ও (৮) নাক্দ 'আলা আস্হাবিত-তাবাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র. (১) ইবনুল-মুরতাদা, তাবাকাতুল-মু'তাযিলা, সম্পা. S. Diwald-Wilzer, Wiesbaden ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১১৬; (২) R. Martin, A Mu'tazilite treaties on prophetthood, গবেষণা প্রবন্ধ, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ খৃ., অপ্রকাশিত; (৩) R. Frank, Beings and their attributes, আলবানী ১৯৭৭ খৃ., নির্ঘণ্ট ও আরো দ্র. (৪) Brockelmann, S I, পৃ. ২৪৪ ও (৫) Sezgin, GAS,২খ., ৬২৬ প.।

R. M. Frank (E. I.[2] Suppl.)/হুমায়ুন খান

আবূ রিগাল (ابو رغال) ঃ পৌরাণিক চরিত্র। তাহার সম্পর্কে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিংবদন্তী অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি অনুসারে সে তাইফ-এর একজন ছাকীফ যে মক্কা অভিযানে আবরাহা (দ্র.)-র পথপ্রদর্শক ছিল। আল্-মুগাম্মাস (দ্র.) নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হইলে সেখানেই তাহাকে সমাহিত করা হয়। তাহার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপের প্রথা প্রচলিত ছিল (অনুরূপ প্রথা সম্পর্কে তু. আল-জাম্‌রা)। ছাকীফদের নামে কলঙ্ক রটাইবার জন্য কাহিনীটি মাঝে মাঝে প্রচার করা হয় এবং হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর একটি শ্লোকে সর্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (ed. Hischfeld, lxii, I)। আবূ রিগালের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপের প্রাচীন প্রথাটি কবি জারীর লিখিত একটি শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয়, "আল্-ফারায্‌দাক-এর মৃত্যু ঘটিলে আবূ রিগালের সমাধির প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিও যেমন নিক্ষেপ কর তাহার প্রতি।"

আত্-তাবারী ও আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল অপর কাহিনীটি সরল বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে আবূ রিগাল ছামূদ (দ্র.) গোত্রের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। ছামূদ গোত্রের লোকজন আকস্মিক দুর্বিপাকের শিকার হওয়ার সময় তা মক্কায় অবস্থান করিতেছিল আর স্থানটির মহিমায় রক্ষা পান। তবে মক্কা ত্যাগের সাথে সাথেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেনাবাহিনী লইয়া মহানবী (স) যখন আল্-হিজর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি এই কাহিনী বর্ণনা করেন। ঘটনাটির প্রাচীনতম বর্ণনামতে ছাকীফদের সঙ্গে আবূ রিগালের কোন সম্পর্ক নাই। প্রথম কাহিনীটির প্রভাবেই যে পরবর্তী কালে এক্ষেত্রে একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করা হইয়াছে, সেকথা বিশ্বাস করার কারণ আছে। আল্-আগানী পুস্তকের একটি কাহিনীতে তাহাকে, এমনকি তাইফ-এর রাজা ও ছাকীফ গোত্রের পূর্বপুরুষ বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরপক্ষে আল-জাহিজ, ইব্ন কুতায়বা, আল্-মাস্উদী প্রমুখ যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দারা স্পষ্টতই ছাকীফদের পক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে। নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলিয়া তাহারাই আবূ রিগালকে হত্যা করে। পরবর্তী লেখকরা কাহিনী দুইটিতে আরও জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। আদ্-দিয়ার বাক্‌রী তাহার নামটিকে আবূ রিগাল যায়দ ইব্ন মুখাল্লিফরূপে লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জুমাহী, তাবাকাত, ৬৯; (২) ইব্ন হিশাম, ১খ., ৩২; (৩) ইব্ন কুতায়বা, মাআরিফ, ৪৪; (৪) জাহিজ হায়াওয়ান, কায়রো ১৯০৬, ৬খ., ৪৭; (৫) তাবারী, ১খ., ২৫০-১, ৯৩৭; (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৩খ., ১৫৯-৬১, ২৬১; (৭) আয্‌রাকী (Wustenfeld), ৯৩, ৩৬২; (৮) আগানী, ১৪খ., ৭৪-৬, ১৫খ., ১৩১; (৯) ছা'লাবী, কিসাস, কায়রো ১৩৪৭ হি., ৫০, ৩০৮; (১০) য়াকূত, ২খ., ৭৯৩, ৩খ., ৮১৬, ৪খ., ৫৮৩; (১১) ইবনুল-আছীর, ১খ., ৬৬, ৩২১; (১২) দিয়ারবাক্‌রী, খামীস, কায়রো ১২৮৩ হি., ১৮৮; (১৩) কাযবীনী (Wustenfeld), ২খ., ৭৩, TA and LA. (দ্র.) r-gh-1, শিরোনামে।

S. A. Bonebakker (E. I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

আবূ রিম্‌ছা (ابو رمثة) ঃ (রা), আত-তায়মী, কেহ কেহ আত-তায়মীর স্থলে আত-তামীমী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার নামের ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে ঃ কাহারও মতে তাঁহার নাম রিফাআ ইবন য়াছরাবী, মতান্তরে উমারা ইব্ন য়াছরাবী ইব্ন 'আওফ অথবা হাবীব ইব্ন হায়্যান অথবা হায়্যান ইব্ন ওয়াহ্ব ইত্যাদি। তাবারানীর দৃঢ় মত, তিনি য়াছরাবী ইব্ন রিফা'আ আবূ রিম্‌ছা (রা); আত-তামীমী ইমরুল-কায়স-এর বংশধর বলিয়া কথিত।

আবূ রিমছা (রা) একদা তাঁহার পুত্রকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিলেন। পিতা ও পুত্রের পরিচয় লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "তোমার অপরাধে তোমার পুত্র দোষী হইবে না এবং তোমার পুত্রের অপরাধে তুমি দোষী হইবে না।"

আবূ রিমছা (রা) কূফায় বসবাস করিতেন। আয়াদ ইব্ন লাকীত (র) ও ছাবিত ইবন মুনকিয (র) আবূ রিমছা (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খুযায়মা, ইব্ন হিব্বান, হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার হাদীছকে সাহীহ বলিয়া সাক্ষ্য দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৭০, সংখ্যা ৪১৪; (২) ইব্ন 'আব্দিল-বার্র, আল-ইস্তী'আব (আল-ইসাবা, ৪খ.-এর হাশিয়া ৭০-৭১)।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ রিয়াশ আল-কায়সী (ابو رياش القيسى) ঃ আহ্মাদ ইব্ন ইব্‌রাহীম আশ্-শায়বানী, রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী) ভাষাবিদ ও কবি; আসলে ইয়ামামার অধিবাসী, পরে বসরায় বসতি স্থাপন করেন। চতুর্থ/দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবী ভাষা, বংশবিজ্ঞান ও প্রাচীন কাব্যে অসামান্য জ্ঞানের জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন,

পরে বেসামরিক পদে যোগদান করেন। ঐ সময়ে তিনি আব্বাদানে আগত জাহাজের উপর শুল্ক ধার্য করিবার দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা বিবর্জিত ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ জ্ঞানের খাতিরে তাঁহার দোষ-ত্রুটিগুলি ক্ষমা করা হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ এবং শব্দান্তের স্বরধ্বনি (ই'রাব) সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া বেদুঈনদের মত কথা বলিতেন যখন কথ্য ভাষায় সাধারণত ইরাব উচ্চারণ করা হইত না। কথিত আছে, তিনি নিজেকে যায়দী শী'আ বলিয়া জাহির করিতেন। তিনি ৩৩৯/৯৫০ সনে মৃত্যুবরণ করেন (কিন্তু আস-সুয়ূতীর মতে তাঁহার মৃত্যু হয় ৩৪৯/৯৬০ সনে। আস-সুয়ূতী তাঁহাকে ইব্ন আহ্'মাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন)।

আবূ রিয়াশ-এর অপরিচ্ছন্নতা তাঁহাকে সহজে জব্দ করিবার একটি সুযোগ দিয়াছিল ইব্ন লানকাক (মৃ. ৩৬০-৯৭০) (দ্র.)-কে। তাঁহাদের বিরোধ আবূ রিয়াশকে বিস্মৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু য়াকূ'ত (উদাবা, ১৯, ৬) বলিষ্ঠভাবে এই অভিমত প্রকাশ করেন, তৎকালের দুই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আল্-মুতানাব্বী (মৃ. ৩৪৫/৯৬৫) ও আবূ রিয়াশ ইব্ন লানকাক-কে রাহুগ্রস্ত করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত কবির ক্ষেত্রে এই ধরনের মন্তব্য প্রযোজ্য হইলেও দ্বিতীয় কবির ক্ষেত্রে ইহা আদৌ যৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ আবূ রিয়াশ যদি তেমন গুণী কবিই হইতেন তবে উত্তরপুরুষ তাঁহার রচনাবলী অধিকতর যত্নে রক্ষা করিত। বাস্তবে তাঁহার কিছু সংখ্যক কবিতা মাত্র সংরক্ষিত আছে। যথা লানকাকের জবাবে লিখিত কবিতাগুলি ব্যতীতও মুহাল্লাবী (দ্র.)-এর প্রশংসায় রচিত একটি খণ্ড কবিতা— মুহাল্লাবী নিজেই যাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন। আবূ রিয়াশ নিজেই তাঁহার খ্যাতির অংশবিশেষের জন্য তাঁহার শিষ্য আত্-তানূখী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪) [দ্র.] ও আবুল-'আলা আল্-মাআররী (মৃ. ৪৪৯/১০৫৮) [দ্র.]-এর নিকট ঋণী। কথিত আছে, আবূ রিয়াশ আবূ তাম্মাম-এর রচনাকে প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁহার হ'়ামাসার একটি ভাষ্য লিখেন যাহা আল-কি'ফ্‌তী কর্তৃক সমালোচিত হইলেও আল-বাগদাদী কর্তৃক বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল যদিও তিনি তাঁহার খিযানা গ্রন্থে উৎসসমূহের তালিকায় উহা উল্লেখ করেন নাই (সং. কায়রো ১/৩৩) এবং তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আল-হ'়ামাসাতুর-রিয়াশিয়্যা নামে স্বনির্বাচিত একটি কাব্য সংকলন প্রস্তুত করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন (ফিহরিস্ত, কায়রো ১২০ গ্রন্থের "হামাসা" প্রবন্ধে "আবূ দিমাস" সংশোধনপূর্বক "আবূ রিয়াশ" পড়িতে হইবে)। এই সঙ্কলন অবশ্যই কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কারণস্বরূপ বলা যায়, আর-মাআররী ইহার উপর ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার খ্যাতি নষ্ট হইল বলিয়া মনে করেন নাই, এই ভাষ্যটির শুধু নামই জানা যায় রিয়াশুল-মুস্তানিঈ (য়াকূ'ত, উদাবা, ৩.১৫৭, আবুল-'আলার জীবন চরিত্রে [তু. M. Saleh, in BEO, ২৩ (১৯৭০) ২৭৮]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ছা'আলাবী, য়াতীমা, ২খ., ১২০-১; (২) কি'ফ্‌তী, ইনবাহ, সং, কায়রো ১৯৫০, ২৫-৬; (৩) তানূখী, নিশওয়ার, সং. কায়রো ১৩৯২/১৯৭২, ২খ., ১৫৮; (৪) য়াকূ'ত, উদাবা, ২খ., ১২৩-৩১; (৫) স'াফাদী, ওয়াফী, ৬খ., ২০৫, নং ২৬৬৯; (৬) সুয়ূতী, বুগ'য়া, ১৭৮; (৭) Fuck, 'Arabiya, ফরাসী অনু. ১৭৮; (৮) বুসতানী, DM, ৪খ., ৩১৪।

Ch. Pellat (E. I.[2] Supl.)/ড. আজহার আলী

আবূ রুওয়ায়হ'া (ابو رويحة) ঃ (রা), আল-খাছ'আমী, সাহাবী। আবূ রুওয়ায়হ'া ডাক নামেই প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান আল-খাছ 'আমী। আবূ আহ'মাদ আল-হ'াকিমের মতে তিনি রাসূল (স)-এর সুহবত লাভ করিয়াছেন। রাসূল (স) বিলাল ইব্ন রাবাহ' (রা) তাঁহার মধ্যে মুওয়াখাত (ভ্রাতৃবন্ধন) কায়েম করিয়াছিলেন।

'উমার (রা) বায়তুল-মাক'দিস বিজয়ের পর প্রত্যাবর্তনকালে বিলাল (রা)-কে শামে (সিরিয়া) রাখিয়া আসিতে মনস্থ করেন। বিলাল (রা) আবূ রাওয়াহ'াকেও সঙ্গে রাখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। 'উমার (রা) উভয়কে তথায় রাখিয়া আসেন। তাঁহারা উভয়ে বানূ খাওলান-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমরা আজ তোমাদের নিকট প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি, আমরা কাফির ছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়াছেন। আমরা ফকীর ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়াছেন। যদি তোমরা আমাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কর তাহা হইলে আল্লাহর প্রশংসা, অন্যথায় আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান। অতঃপর বানূ খাওলান-এর লোকেরা উভয়ের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৭২; (২) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতীআব (আল-ইসাবা ৪খ. সংলগ্ন), পৃ. ৭১-৭২।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ রুহ্'ম আল-গিফারী (ابو رحم الغفارى) ঃ (রা) নাম কুলছূম, আবূ রুহ্'ম উপনাম, মহানবী (স)-এর হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। উহুদ ও অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে মহানবী (স)-এর সহিত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তাঁহার বক্ষে তীরবিদ্ধ হইলে মহানবী (স) স্বহস্তে ক্ষতস্থলে ঔষধ প্রয়োগ ও মলম পট্টি লাগান। হুদায়বিয়ার চুক্তির সময়ও মহানবী (স)-এর সহিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (স) তাঁহাকে মদীনায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন; 'উম্‌রাতুল-কাদ'ার সময়ও তিনি এই মর্যাদা লাভ করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ লাহাব (ابو لهب) ঃ অর্থ অগ্নিশিখার জনক, হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর চাচা ও ক্রোধান্ধ শত্রুর উপনাম (১১১ ঃ ১)। তাহার শরীরের রং ছিল অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল। সেহেতু তাহার পিতা তাহাকে এই নামে ডাকিতেন। তাহার প্রকৃত নাম 'আবদুল-উয্‌যা ইব্ন 'আবদিল-মুত্তালিব। এই লোকটি ছিল মক্কায় মহনাবী (স)-এর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু। তাহার স্ত্রী উম্মু জামীল বিন্‌ত হ'ার্‌ব ইব্ন উমায়্যা ছিল মহানবী (স)-এর শত্রুদের প্রসিদ্ধ নেতা আবূ সুফ্‌য়ানের ভগিনী। মহানবী (স)-এর প্রতি শত্রুতার পরিণামে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শাস্তি ও চরম অবমাননার উল্লেখ করা হইয়াছে সূরা লাহাবে। সূরাটির তরজমা এইরূপ ঃ

(১) "আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হইক, সে নিজেও ধ্বংস হউক; (২) তাহার ধন-সম্পদ ও সে যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহার কোন উপকার হয় নাই; (৩) সে শীঘ্রই শিখাযুক্ত অনলে প্রবেশ করিবে, (৪) আর তাহার স্ত্রী, সেই কাষ্ঠ বহনকারিণী, (৫) তাহার গলায় পড়িবে খর্জুরের আঁশের রজ্জু।

উক্ত সূরার শানে নুযূল হিসাবে ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, "তোমার নিকট-আত্মীয়গণকে সতর্ক কর" (২৬ ঃ ২১৪), এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মহানবী (স) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট-আত্মীয়গণকে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা সমবেত হইলে তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের আড়ালে শত্রুরা তোমাদেরকে আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করিবে না? তাহারা সমস্বরে বলিল ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করিব, কারণ তুমি ত কখনও মিথ্যা বল না! তখন মহানবী (স) তাহাদেরকে তাহাদের দুষ্কর্মের আসন্ন চরম শাস্তির কথা শুনাইলেন। তখন আবূ লাহাব বলিল, তুমি উচ্ছন্নে যাও (تبالك)! এইজন্যই কি তুমি আমাদের এখানে ডাকিয়া আনিয়াছ? এই উপলক্ষে সূরা লাহাব নাযিল হয়। ইব্ন ইসহাক প্রদত্ত বিবরণও প্রায় এইরূপ। ইব্ন হিশাম কর্তৃক উদ্ধৃত ইব্ন ইসহাক-এর অন্য এক বর্ণনানুযায়ী কোন এক উপলক্ষে হিন্দ বিন্ত 'উত্বার সম্মুখে অভিসম্পাতসূচক "তাব্বান" (تبا) শব্দ উচ্চারণ করিয়া আবূ লাহাব মহানবী (স)-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। সূরা লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ প্রাচীনতম সূরাগুলির অন্তর্ভুক্ত। Noldeke-ও এই মত প্রকাশ করেন।

আবূ লাহাব অসুস্থতার কারণে (মতান্তরে দুঃস্বপ্নজাত কারণে) বদরের যুদ্ধে যোগদান করে নাই পরিবর্তে তাহার গোলাম আসী ইব্ন হিশামকে যুদ্ধে প্রেরণ করে। এই ব্যক্তিকে আবূ লাহাব ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত করে। বদর যুদ্ধের মারাত্মক পরিণামের সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সে সংবাদদাতা ও তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে। এই যুদ্ধের অল্প দিন (ইব্ন হিশাম-এর মতে ৭ দিন) পরই বসন্ত রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রেরা ভয়ে তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করে নাই। উহাতে পচন ধরিলে তাহারা অতীব অবজ্ঞার সহিত মৃতদেহটিকে লাঠির সাহায্যে ঠেলিয়া দূরে লইয়া গিয়া মাটিচাপা দেয়। আবূ লাহাবের স্ত্রী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত। এইজন্য রূপক অর্থে তাহাকে حمالة الحطب বলা হইয়াছে। বাস্তবে সে কাঁটাযুক্ত কাঠ কুড়াইয়া তাহা মহানবী (স)-এর যাতায়াতের পথে ছড়াইত। খেজুরের আঁশে পাকানো রজ্জুতে বাঁধিয়া সে কাঠ বহন করিত। একদিন কাঠের বোঝার সেই রজ্জু দুর্ঘটনাক্রমে গলায় ফাঁস হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়।

আবূ লাহাব বিরাট বপু, স্থুলকায়, প্রচুর বিত্তশালী, অলস ও ক্রোধপরায়ণ লোকরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পুত্র 'উত্বা মহানবী (স)-এর এক কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু মহানবী (স) নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষণা করিলে 'উত্বা তাঁহার কন্যাকে তালাক দিয়া নিজে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, ১খ., ৬৯, ২৩১ প., ২৪৪, ৪৩০, ৪৬১; (২) তাবারী, ১খ., ১১৭০, ১২০৪ প., ১৩২৯; ৩খ., ২৩৪৩; (৩) ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী (ed. Wellhausen), পৃ. ৪২, ৩৫১ প.; (৪) বায়দাবী, সূরা ১১১; (৫) তাবারী, (তাফসীর) ৩০খ., ১৯১ প.; (৬) বাগাবী (তাফসীর), বুখারী ও ওয়াকিদী, in Sprenger, Das Leben und die Leher des Mohammad, ১খ., ৫২৬; (৭) Noldeke-Schwally, Gesch. d. Qorans., ১খ., ৮৯প.; (৮) A. Fischer, Die Wert der vorhandenen koran-Ubersetzungen und Sura ১১১, in Berichte u. d. Verh. d. Sachs. Ak. d. Wiss., ৮৯, ১৯৩৭, Heft. 2; (৯) F. Buhl. Das leben Muhammeds, p. 198.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আবূ লুবাবা ইব্ন 'আবদিল-মুনযি'র (ابو لبابة بن عبد المنذر) ঃ (রা) আনসার সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম বাশীর, মতান্তরে রিফা'আ। আবূ লুবাবা তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মদীনার খ্যাতনামা আওস গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম নুসায়বা বিন্ত যায়দ ইব্ন দুবায়আ। তাঁহার বংশলতিকা হইল আবূ লুবাবা ইব্ন 'আবদিল-মুনযি'র ইব্ন রিফা'আ ইব্ন যানবাব ইব্ন উমায়্যা ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন 'আওফ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওফ ইব্ন মালিক ইবনুল-আওস আল-আনসারী।

আবূ লুবাবা (রা) 'আকাবার দ্বিতীয় শপথের কাছাকাছি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর, কায়নুকা ও সাবীক যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে তিনি বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেন। যুদ্ধ করিবার অদম্য আগ্রহ লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত তিনিও বদর প্রান্তরে রওয়ানা হইয়াছিলেন। এক একটি উষ্ট্রের উপর তিন তিন ব্যক্তি সওয়ার হইতেছিলেন। আবূ লুবাবা (রা) যে উষ্ট্রের উপর সওয়ার ছিলেন উহা ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাহন। 'আলী (রা)-ও উক্ত বাহনে সওয়ার ছিলেন। তাঁহারা পালাক্রমে সওয়ার হইতেছিলেন এবং নামিয়া একজন উষ্ট্রের রশি ধরিয়া হাঁটিয়া চলিতেছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অবতরণ করিবার পালা আসিল তখন তাঁহারা তাঁহাকে সওয়ার অবস্থায় রাখিয়া নিজেরা পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার আবেদন করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমরা আমার চাইতে বেশী হাঁটিতে সক্ষম হইবে না এবং আমি তোমাদের চাইতে ছাওয়াবের কম মুখাপেক্ষী নই (যুসুফ কানধলাবী, হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৬০৪-৬০৫)। এমনিভাবে পালাক্রমে তাঁহারা পথ চলিতে থাকেন। মদীনা হইতে দুই মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) আবূ লুবাবা (রা)-কে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া ফেরত পাঠান। এইজন্য তিনি সক্রিয়ভাবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে যুদ্ধশেষে যখন গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) মুজাহিদদের প্রত্যেকের সমপরিমাণ একটি অংশ তাঁহাকেও দান করেন এবং তাঁহাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করেন। কায়নুকা ও সাবীক যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। ৫ হি. রাসূলুল্লাহ্ (স) মুসলমানদের বড় শত্রু ইয়াহূদী গোত্রের বানূ কুরায়জাকে

চুক্তি ভঙ্গ ও ঔদ্ধত্যের দরুন অবরোধ করেন। বানূ কুরায়জা ছিল আওস গোত্রের মিত্র। তাই তাহারা পরামর্শের জন্য আওস গোত্রের শাখা বানূ আমর ইব্ন আওফ-এর কাহাকেও তাহাদের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করে। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন আবূ লুবাবা (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছিলে বানূ কুরায়জার মহিলা ও শিশুরা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। এই মর্মবিদারী দৃশ্যে আবূ লুবাবা (রা)-এর মন বিগলিত হয়। তিনি বলিলেন, আমার মতে তোমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ মানিয়া লও। এই সঙ্গে তিনি গলদেশের দিকে ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, না মানিলে তাহাদের গলায় ছুরি চালান হইবে। এই ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, তিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া খেয়ানত করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি মসজিদে নববীতে চলিয়া আসিলেন এবং একটি মোটা ও ভারী শিকল দিয়া মসজিদে নববীর স্তম্ভের সহিত নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বন্ধনমুক্ত না করিবেন ততক্ষণ আমি এইভাবে আবদ্ধ থাকিব। রাসূলুল্লাহ্ (স) লোকমুখে তাঁহার ঘটনা জানিতে পারিয়া বলিলেন, সে যদি আমার নিকট আসিত তবে আমি নিজে তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিতাম। এখন আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা না করা পর্যন্ত আমি তাহাকে তাহার অবস্থান হইতে হটাইতে চাহি না। এইভাবে ৮/৯ দিন (মতান্তরে ২০ দিন) অতিবাহিত হইল। সালাত ও অন্যান্য জরুরী হাজতের সময় তাঁহার কন্যা (মতান্তরে স্ত্রী) আসিয়া বাঁধন খুলিয়া দিত, প্রয়োজন শেষে আবার বাঁধিয়া দিত। এই সময় তিনি খানাপিনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি লোপ পাইয়াছিল। দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে দুর্বলতায় বেঁহুশ হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। এই সময় আল্লাহর তা'আলা তাঁহার তওবা কবুল করিয়া আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে। আল্লাহ হয়ত উহাদেরকে ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১০২)।

আর কাহারও কাহারও মতে আয়াতটি হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ ذُوا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

"হে মু'মিনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। জানিয়া রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়" (৮ ঃ ২৭-২৯)।

ফজরের কিছু পূর্বে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন উম্মু সালামা (রা) -এর গৃহে ছিলেন। খুশিতে তিনি মুচকি হাসিয়া উঠিলেন। উম্মু সালামা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই আপনাকে হাসিমুখে রাখুন! কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আবূ লুবাবার তওবা কবুল হইয়াছে।

এই খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেই লোকজন দ্রুত মসজিদে আসিয়া আবূ লুবাবা (রা)-এর বাঁধন খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তিনি বলিলেন, না আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজ মুবারক হাতে আমার বাঁধন খুলিবেন ততক্ষণ আমি এই অবস্থায় থাকিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) ফজরের সালাতের জন্য বাহিরে আসিলেন তখন স্বীয় মুবারক হাতে আবূ লুবাবা (রা)-এর বাঁধন খুলিয়া দিলেন। আবূ লুবাবা (রা) খুশিতে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পূর্ণ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় আমি দান করিয়া দিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, না, বরং এক-তৃতীয়াংশ দান কর (ইউসুফ কানধলাবী, হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ১৮০)।

৮ম হি. মক্কা বিজয়ে আবূ লুবাবা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেই দিন বানূ 'আমর ইব্ন 'আওফ-এর পতাকা ছিল তাঁহার হাতে, তাবূক যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন। কাহারও কাহারও ধারণামতে তাবূক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই, বরং যাহারা পিছনে থাকিয়া গিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্যই তিনি নিজকে মসজিদের খামের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু এই মতটি সঠিক নহে। কারণ তাবূক যুদ্ধে বিনা ওযরে যে সব মুসলমান পিছনে থাকিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ছিল তিন জন। যেমন কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا.

"অপর তিনজনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল" (এবং তিনি ক্ষমা করিলেন ৯ ঃ ১১৮)। উক্ত তিনজন হইলেন মুরারা ইব্ন রাবী, হিলাল ইব্ন উমায়্যা ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা)।

আবূ লুবাবা (রা)-এর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তবে এতটুকু সর্বজনস্বীকৃত যে, তিনি 'উছমান (রা)-এর হত্যার ঘটনার পর ইনতিকাল করেন। 'আলী (রা)-এর হত্যার পূর্বে হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে আস-সাইব নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, যাহার মাতার নাম ছিল যায়নাব বিনতে খিযাম ইব্ন খালিদ। 'আবদুর-রাহ'মান নামে তাঁহার আর এক পুত্রের কথা জানা যায়। লুবাবা নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল। এই কন্যার নামানুসারেই তাঁহার উপনাম। লুবাবার মাতার নাম ছিল নুস'আয়রা বিনত ফাদা'লা ইবনুন-নু'মান। যায়দ ইবনুল-খাত'তা'ব (রা) তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং এই স্ত্রী হইতে তাঁহার সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে।

আবূ লুবাবা (রা) দীর্ঘকাল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বহু হাদীছও তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই তুলনায় তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন বহু কম। রাসূলুল্লাহ্ (স) ছাড়াও 'উমার (রা) হইতেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ইবনুল-খাত্ত্বাব, 'আবদুর রাহ'মান ইব্ন য়াযীদ ইব্ন জারিয়া আবূ বাকর ইবন 'আমর ইব্ন হ'াযম, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, সালমান আল-আগার আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার, উবায়দুল্লাহ ইবন আবী য়াযীদ, নাফি মাওলা ইব্ন 'উমার, তাঁহার দুই পুত্র সাইব, 'আবদুর রহমান প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ৮ ঃ ২৭-২৮, ৯ ঃ ১০২; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৪৫৭; (৩) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১৬৮, সংখ্যা ৯৮১; (৪) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান, ১৩৭৭ হি. ৫খ., পৃ. ২৮৪-২৮৫; (৫) য়ূসুফ কানধলাবী, হ'ায়াতুস-সাহ'াবা, লাহোর, তা. বি., ২খ., পৃ. ৩৬৫; (৬) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল-কামাল, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪ সন, ২১খ., পৃ. ৪৮৫, সংখ্যা ৮১৮৫; (৭) সা'ঈদ আনস'ারী, সিয়ারুস-স'াহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর, তা. বি., ৩/১ খ., পৃ. ২১৪-২১৭; (৮) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ১২খ., পৃ. ২১৪, সংখ্যা ১৯০; (৯) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত, ১৩৯৫/১৯৭৫ সন, ২খ., পৃ. ৪৬৭; সংখ্যা ১; (১০) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহাবা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ১৯৮, সংখ্যা ২২৮১; (১১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর রায়্যান, ১ম সং., কায়রো, ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., পৃ. ৩২২; (১২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর, তা. বি., ৪খ., ১৭৪০-১৭৪২, সংখ্যা ৩১৪৯; (১৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক'র আল-'আরবী, ১ম সং., ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., পৃ. ৩২৬; (১৪) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা. দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৫০৭; (১৫) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগ'াযী, আ'লামুল- কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., পৃ. ১৫৯।

ড° আবদুল জলীল

আবূ শাকূর বাল্খী (ابو شكور بلخى) ঃ সম্ভবত ৩০০/৯১২-১৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। সামানী রাজত্বকালে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের অধিকারী পারস্য কবিদের অন্যতম। 'আওফীর লুবাবুল-আল্বাব গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ৩৩৬/৯৪৭-৪৮ সনে মুতাক'ারিব ছন্দে আফারীন নামাহ্ শীর্ষক মাছ্নাবী (مثنوى) রচনা করেন। গ্রন্থটি আমীর নূহ' ইব্ন নাস্র (৩৩১-৪৩/৯৪৩-৫৪)-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

কবির জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁহার কবিতা পরোক্ষভাবে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয়, তিনি একজন পেশাদার কবি ছিলেন। তিনি জীবনে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

তাঁহার রচনাবলীর যতটুকু টিকিয়া আছে তাহা হইতেছে কিছু কবিতা ও কতক বিচ্ছিন্ন শ্লোক যাহা বিভিন্ন অভিধান, সঙ্কলন গ্রন্থ ও কিছু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ৬০টি গীতিধর্মী দ্বিচরণবিশিষ্ট শ্লোক ও বিভিন্ন ছন্দে রচিত মাছনাবীর অংশ বিশেষ আছে। ইহা ছাড়াও ১৪০টি মুতাকারিব ছন্দে রচিত দ্বিচরণবিশিষ্ট শ্লোক যাহা আফারীন নামাহতে ছিল। ইহার সঙ্গে প্রায় ১৭৫টি দ্বিচরণবিশিষ্ট শ্লোক বেনামীতে 'আলী ইব্ন আবী হাফ্স' ইসফাহানী (৭ম/১৩শ শতাব্দী) সংকলিত তুহ'ফাতুল-মুলূক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এইগুলি তাঁহার একই রচনার চয়নিকামাত্র। শেষোক্তটি বাহ্যত ক্ষুদ্র উপাখ্যানের সংকলনমাত্র। ইহাতে আবূ শাকূরের নৈতিক আবেগ, সারগর্ভ প্রবচন ও নীতি বাক্যগুলি বিশদভাবে পদ্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রাক-ইসলামী পারস্যে যে জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যকর্ম ছিল, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর যে সকল ফারসী কবি উহার চর্চা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। তৎকালে তিনি খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। মানুচেহ্রী তাঁহাকে রূদাকী ও শাহীদ বাল্খী-এর ন্যায় বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে প্রাচীন সুকবিদের একজন হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Lazard, Les Premiers poetes persans,২ তেহরান, প্যারিস ১৯৬৪, ১খ., ৯৪-১২৬, ২খ., ৭৮-১২৭ পৃষ্ঠাতে কবির রচনার খণ্ড কবিতাগুলি ফরাসী অনুবাদসহ একটি সংস্করণ করা হইয়াছে। উহাতে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হইয়াছে। আরও দ্র.; (২) J. Rypka, History of Iranian Literature, Dordrecht 1968, নির্ঘণ্ট।

G. Lazard (E. I.[2] Suppl.)/মোহাম্মদ মোমতাজ হোসেন

আবূ শাদী (ابو شادى) ঃ আহ'মাদ যাকী (১৮৯২-১৯৫৫ খৃ.), মিসরীয় চিকিৎসক, সাংবাদিক, লেখক ও কবি, বিভিন্ন কর্মতৎপরতার এক অসাধারণ ও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের অধিকারী ব্যক্তি।

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২ তারিখে কায়রোতে জন্ম, কায়রোতেই তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর ১৯১২ খৃ. চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য লন্ডন গমন করেন এবং সেইখানে অণুজীববিদ্যায় বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। একই সময়ে তিনি মৌমাছি পালন বিষয়ে আগ্রহী হন এবং স্যাক্সন সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর তিনি ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন যাহা তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯২২ খৃ. তিনি মিসরে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে অণুজীববিদ্যায় গবেষণা কার্যে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজেকে কর্মতৎপর রাখেন এবং শীঘ্রই মৌমাছি পালনকারী, কৃষি-শিল্পপতি, হাঁস-মুরগী প্রতিপালনকারী প্রভৃতি বেশ কিছু সমিতির সচিব নিযুক্ত হন। তাহা ছাড়াও শীঘ্রই তিনি আহ'মাদ শাওকী ও খালীল মুত্রানের অনুপ্রেরণায় অ্যাপোলো দলের (Apollo group) সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই অ্যাপেলো নামক সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ খৃ. পর্যন্ত ইহা পরিচালনা করেন। এই কাজ তিনি এমন সময়ে করেন যখন সবেমাত্র তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অন্য তিনটি

সাময়িকীও প্রতিষ্ঠা করেন, মামলাকাতুন-নাহ্'ল (১৯৩০), আদ্-দাজাজ (১৯৩২) ও আস্-সিন'আতুয-যিরাইয়্যা (১৯৩২)। এই সমস্ত দায়িত্ব পালন আবূ শাদীকে বক্তৃতা ও ভাষণ প্রদান, তাঁহার পসন্দনীয় বিষয়ে নিবন্ধ রচনা এবং সর্বোপরি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করা হইতে কোনক্রমেই বিরত রাখিতে পারে নাই, যাহা কর্মের প্রতি তাঁহার সবিশেষ আগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ। যাহারা তাঁহার চিন্তাধারাকে, বিশেষত আধুনিক কবিতার ব্যাপারে গ্রহণ করিতে পারে নাই— তাহাদের মহলে স্বভাবতই তাঁহার মত এইরূপ নিরবসর কর্মতৎপর ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব বর্তমান থাকা কতকটা অপরিহার্য। তাঁহার অভিনব ধ্যান-ধারণার প্রতি যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সম্ভবত তাহার ফলেই তিনি ১৯৪৬-এ দেশ ত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দি ভয়েস অব্ আমেরিকা বেতার সম্প্রচারে, প্রথমে নিউ ইয়র্ক ও পরে ওয়াশিংটন কেন্দ্রে, কাজ করেন এবং সেইখানেই ১২ এপ্রিল, ১৯৫৫ সালে ইন্তিকাল করেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সমসাময়িক আরবী কবিতার বিবর্তনে তাঁহার ভূমিকার মূল্যায়ন করা এবং তাঁহার চিন্তাধারার বর্ণনাসমূহের ও তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকর্মের সংখ্যায়ন ও শ্রেণীবিন্যাস করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাঁহার সাহিত্যকর্ম প্রধানত কবিতা ও নাট্যকর্ম লইয়া গঠিত এবং ভিত্তিমূলে তাহা মুখ্যত মিসরীয় ফির্আওনী ও আরব উভয় অনুপ্রেরণায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি কবিতার প্রায় প্রতিটি শাখায় পদচারণা করিয়াছেন, নিজেকে কখনো রোমান্টিকাতায়-আবার কখনো প্রতীকবাদে নিয়োজিত রাখিয়াছেন এবং কখনো, এমন কি এতদূর পর্যন্ত গিয়াছেন যে, ১৯৩৬-এ "আদাবী" (আমার সাহিত্যকর্ম) নামে একটি স্বল্পস্থায়ী সাময়িকীর প্রতিষ্ঠা করেন। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আবূ শাদী মুওয়াশ্শাহ্' (দ্র.)-এর কাঠামো ও অন্যান্য পালা-গান (strophic)-এর গঠন প্রণালী ব্যবহার করেন, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ (الشعر المرسل) ও মুক্ত ছন্দ (الشعر الحر)-এর প্রবক্তা যাহাতে তিনি অ্যাংলো=স্যাক্সন কবিতা ও মাহ্জার (مهجر) কবিতা দ্বারা যুগপৎ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং এই ধারায় তিনি একটি সাহিত্য আন্দোলনও গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন।

তাঁহার রচনা-সংকলনের প্রদত্ত টীকায়, নিজের ভাবধারা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিত তাঁহার বিভিন্ন নিবন্ধে এবং তাঁহার সমালোচনামূলক গ্রন্থ মাসরাহুল-আদাব (কায়রো ১৯২৬-২৮)-এ তিনি কবিতায় ছন্দের প্রাথমিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়াছেন। তিনি অন্ত্যমিলের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করেন, কিন্তু একই সময়ে এক কবিতার মধ্যে বিভিন্ন ছন্দের সংমিশ্রণ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সনাতন ছন্দ-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। [এই বিষয়ে ও আবূ শাদীর প্রভাব সম্পর্কে দ্র. S. Moreh, Free verse (الشعر الحر) in modern Arabic literature : Abu Shadi and his school, 1926-46, BSOAS, xxx/1 (1968), 28-51]। যদিও তাঁহার শত্রু ছিল, তাঁহার বন্ধু ও ভক্তের দলও ছিল, যাঁহারা তাঁহার কবিতাসমূহ একত্রে সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকলনে গ্রন্থিত করার কাজে নিজদেরকে ব্যস্ত রাখেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় এইভাবে প্রকাশিত হয়, মিসরিয়্যাত (১৯২৪), আশ-শাফাকুল-বাকী (১৯২৬); হস,আল-জাদ্দাবীর উদ্যোগে আমীন ওয়া-রানীন আও সুওয়ার মিন শিরিশ-শাবাব (১৯২৫), মুহ'াম্মদ সুবহী-এর উদ্যোগে শি'রুল বি'জ্দান (১৯২৫) এবং 'আবদুল-হ'ামীদ ফুআদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় আল-মুনতাখাব মিন শির আবী শাদী (১৯২৬)।

আবূ শাদী নিজেই তাঁহার যে দীওয়ানসমূহ প্রকাশ করেন, তাহাদের মধ্যে প্রধানগুলি হইল ওয়াত'নুল-ফারাইনা (১৯২৬), আশিআ ওয়াজিলাল (১৯৩১); আস্-শুলা (১৯৩৩); আত্' রাফুর-রাবী (১৯৩৩, খালীল মুত'রান ও অন্যদের ভূমিকাসহ); আগানী আবূ শাদী (১৯৩৩); আনদাউল-ফাজ্র (১৯৩৪ ঃ তাঁহার যৌবন কালের কবিতাসমূহ): আল-য়ানবূ' (১৯৩৪); ফাওফুল-উবাব (১৯৩৫); আল-কাইনুছ-ছানী (১৯৩৫); আওদাতুল-রাঈ (আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৪২) ও মিনাস্সামা (নিউ ইয়র্ক ১৯৪৯)। ইহা ছাড়াও আমেরিকায় রচিত এখনও অপ্রকাশিত তাঁহার আরও কবিতা সংগ্রহ রহিয়াছে।

তাঁহার দীওয়ানসমূহের মতই আবূ শাদী পনরটির মত উপন্যাস ও নাটিকা রাখিয়া গিয়াছেন, যেইগুলির ফিরআওনী ও আরব অনুপ্রেরণা তাঁহার কবিতার সহিত তুলনীয় এবং যাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার বিরল নয়ঃ যায়নাব, নাফাহ'াত মিন্ শি'রিল-গি'না (১৯২৪); মাফ্খারাতু রাশীদ (১৯২৫); 'আবদুহ্ বেক (১৯২৬); আল-আলিহা (১৯২৭) (একটি প্রতিকী গীতি-নাট্য); ইহ্'সান (১৯২৭, একটি মিসরীয় নাটক); আরদাশীর (১৯২৭, একটি গীতিনাট্য); আখনাতোন (১৯২৭, একটি গীতিনাট্য); নিফেরতিতি; মাশুকাত ইব্ন তূলূন ও আয-যিব্বা মালিকাত-তাদমূর (১৯২৭, বিন্‌তুস-সাহ'রা (১৯২৭, একটি গীতিনাট্য); ইহ্'তিদার ইমরিইল-ক'ায়স; ইব্ন যায়দুন ফী সিজ্নিহি, বায়রূন ওয়া তীরীয্ ও মাহা (একটি প্রেম কাহিনী)।

আবূ শাদীর বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়; কিন্তু ইহা উল্লেখ করা উচিত হইবে, তিনি একই সময়ে ছিলেন মুক্ত ছন্দের তাত্ত্বিক এবং মিসরে মৌমাছি পালনের উৎসাহী ব্যক্তি, বিশেষত এই ক্ষেত্রে তাঁহার তার্বিয়াতুন-নাহ্'ল (১৯৩০) গ্রন্থখানা উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন চিকিৎসকও। তিনি আত্-ত'াবীব ওয়াল-মামাল (১৯২৮) নামক চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি যে একজন মুসলমান তাহাও তিনি ভুলেন নাই। সেই প্রেক্ষিতে তিনি কেন মুমিন তাহা তিনি তাঁহার 'লিমা আনা মু'মিন' (১৯৩৭) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর বৎসরে আল-ইসলামুল-হ'য়্যি গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর পক্ষে তাঁহার রূহুল-মাসুনিয়া (১৯২৬) গ্রন্থে ফ্রী ম্যাসনারী মতবাদের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। পরিশেষে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি 'উমার খায়্যাম ও হাফিজ-এর রুবাইয়াত-এর পদ্যানুবাদ (১৯৩১) করেন এবং অনুরূপভাবে Shakespeare-এর The Tempest-এরও। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তাঁহার মত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি আংশিক ধারণামাত্র দিতে পারে, যিনি অনেক আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছেন, কিন্তু আবার প্রশংসাও লাভ করিয়াছেন এবং যিনি প্রকৃতই অন্যের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার মত যোগ্যতার অধিকারী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ S. Moreh-এর নিবন্ধ ছাড়াও তাঁহার উপর লিখিত প্রধান প্রবন্ধসমূহ হইতেছে ঃ (১) মুহাম্মাদ আবদুল-গাফূর, আবূ শাদী ফিল-মীযান,

কায়রো ১৯৩৩ খৃ.; (২) I. A. Edhem, Abushady, the poet. Acritical study with specimens of his poetry, লাইপজিগ ১৯৩৬ খৃ.; ও (৩) মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-ফাত্তাহ' ইব্‌রাহীম, আহ'মাদ যাকী আবূ-শাদী, আল-ইন্‌সানুল-মুন্‌তিজ, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.। আরো দ্র.; (৪) বুস্তানী, DM, ৪খ., ৩৭৩-৪ (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৫) N. K. Kotsarev, Pisateli Egipta, মস্কো ১৯৭৫ খৃ., ৩১-৪ (গ্রন্থপঞ্জীসহ) ও নির্ঘণ্ট; (৬) সাল্‌মা খাদ্‌'রা জায়্যুসি, Trends and movements in modern Arabic poetry, লাইডেন ১৯৭৭ খৃ., ২খ., ৩৭০-৮৪।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.² Suppl.)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

আবূ শামা শিহাবুদ-দীন (ابو شامه شهاب الدين) ঃ আবুল-কাসিম 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্‌-মাক্‌'দিসী আরব ঐতিহাসিক, ২৩ রাবী'উছ-ছানী, ৫৯৯/১০ জানুয়ারী, ১২০৩ সালে দামিশক-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সারা জীবন দামিশকে অতিবাহিত হয়; কেবল এক বৎসর শিক্ষা লাভের জন্য মিসরের অবস্থান করেন এবং চৌদ্দ দিনের জন্য জেরুসালেম ও হজ্জ উপলক্ষে দুইবার আল-হিজায সফর করেন। ১৯ রামাদ'ান, ৬৬৫/১৩ জুন, ১২৬৮ সালে তাঁহার ইন্তিকালের মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি দামিশকের আর্‌-রুক্‌নিয়্যা ও আল্‌-আশ্‌রাফিয়্যা মাদরাসাদ্বয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তাঁহার সময়কার অধিকাংশ মনীষীর ন্যায় তিনিও সুন্নী চিন্তাধারার বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং ফলে তাঁহার সাহিত্যকর্মও বিভিন্ন বিষয়ে পরিব্যাপ্ত ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনাতেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) কিতাবুর-রাওদ'াতায়ন ফী আখবারিদ-দাওলাতায়ন, নূরুদ-দীন ও স'ালাহু'দ-দীনের ইতিহাস (কায়রো ১২৮৮, ১২৯২; Barbir de Meynard-কৃত ফরাসী অনুবাদসহ উদ্ধৃতি, Recueil des historiens des croisades Hist. or., iv, v, প্যারিস ১৮৯৮, ১৯০৬; E. P. Goergens-কৃত অসতর্ক ও অসম্পূর্ণ জার্মান অনুবাদ, Buch der beiden Garten 1879)। গ্রন্থটি আদি সূত্র হইতে রচিত এবং ইহাতে 'ইমাদুদ্দীন আল্‌-কাতিব রচিত আল-বারকুশ-শামী ও ইব্‌ন আবীত'ায়্যি রচিত সীরাতি সালাহু'দ-দীন শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থদ্বয় ও আল্‌-ক'াদী আল্‌-ফাদি'ল রচিত বহু সংখ্যক রাসাইল আংশিকভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহাতে ঘটনাবলী কালানুক্রমে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বিবরণসমূহ প্রধানত আল-ফাদি'ল ও আল্‌-'ইমাদ হইতে গৃহীত প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি উদ্ধৃতি প্রদানকালে তাঁহার উৎসের নাম উল্লেখ করেন এবং আল্‌-'ইমাদ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁহাদের ভাষাও অবিকলভাবে ব্যবহার করেন। (২) আয-য'ায়লু আলার-রাওদ'াতায়ন, পূর্বোক্ত গ্রন্থটির সংযোজন। এই গ্রন্থের প্রথম অংশ আবূ শামা প্রধানত সিব্‌ত ইব্‌নিল-জাওযী রচিত মিরআতুয-যামানের ভিত্তিতে রচনা করিয়াছেন। শেষ অংশে তিনি নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে প্রধান উৎস গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা অধিক সংখ্যক জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে, বিশেষত উহার দ্বিতীয় অংশে ও কিতাবুর-রাওদাতায়ন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ (তারাজিমু রিজালিল- কার্‌নায়ন; আস-সাদিসু, ওয়াস-সাবি (শিরোনামে কায়রোর মুদ্রিত ১৯৪৭; ফরাসী অনুবাদসহ উদ্ধৃতি, Recueil des historiens des croisades)। (৩) তারীখু দিমাশ্‌ক (দুই সংস্করণ), ইব্‌ন আসাকিরের একই শিরোনামযুক্ত বিশাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার (Ahlwardt, verz. arab, HS. Berlin, নং ৯৭৮২; (৪) কাসীদাতুশ-শাতিবিয়্যা ভাষ্য, আব্‌রাযুল-মা'আলী নামে, (কায়রোয় মুদ্রিত)। (৫) তাঁহার শিক্ষক 'আলামুদ-দীন আস-সাখাবী (মৃত্যু ৬৪৩/১২৪৫) কর্তৃক মহানবী (স)-এর প্রশংসায় রচিত সাতটি কবিতার ব্যাখ্যা, পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (প্যারিস, ৩১৪১, ১)। (৬) আল্‌-বা'ইছু 'আলা ইনকারিল-বিদ্‌ই ওয়াল-হ'াওয়াদিছি, মিসর ১৩১০ হি.। (৭) মুখ্‌তাস'ার কিতাবিল-মুআম্মাল লির্‌-রাদ্দি ইলাল-আমরিল-আওওয়াল (প্রকাশিত)। (৮) আল্‌-মুর্‌শিদুল-ওয়াজীয, পাণ্ডুলিপি বায়তুল-মুক'াদ্দাসে আল-ক'াদিরিয়্যা গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাঁহার অন্যান্য রচনা বিলুপ্ত বা অপ্রাপ্তব্য। কোন কোন জীবনীকারের মতে ঐগুলি তাঁহার গ্রন্থাগারসহ আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুতুবী, ফাওয়াত, ১খ., ২৫২; (২) সুয়ূত'ী, তাবাক'াতুল-হুফ্‌ফাজ, ১৯খ., ১০; (৩) যাহাবী, তায'কিরাতুল- হু'ফ্‌ফ'াজ, হায়দরাবাদ, ৪খ., ২৫১; (৪) মাক'রীযী, খিত'াত', ১খ., ৪৬; (৫) Orientalia, ed., Juynboll, ২য় ২৫৩; (৬) Brockelmann, I. ৩৮৬ S. I, ৫৫০; (৭) দা. মা. ই., ১খ., ৮২৯ পৃ.০।

হি'ল্‌মী আহ্'মাদ (E. I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আবূ শাহ্‌র (দ্র. বুশাহ্‌র)

আবূ শায়বা (ابو شيبه) ঃ ঃ(রা) আল-আনসারী আল-খুদরী। হিজাযে বসবাসকারী আনসার সাহাবী। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-র ভ্রাতা। ইতিহাসে তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবূ শায়বা ডাকনামে তিনি প্রসিদ্ধ। আবূ যুর'আ আর-রাযীর মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইবন মানদা হিজায অধিবাসী সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ তৃতীয় স্তরের আনসারী সাহাবীদের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করিয়াছেন।

আবূ শায়বা আল-খুদরী রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনুস-সাকান, ত'াবারানী, বাগাবী, আবুল বাশার আদ-দাওলাবী, ইব্‌ন মানদা প্রমুখ মুহাদ্দিছ য়ূনুস ইবনুল হারিছ-এর সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌-এর সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইব্‌ন 'আইয', আবুল বাশার আদ-দাওলাবী, ইবন মানদা প্রমুখ সুলায়মান ইব্‌ন মূসা আল জুফীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ শায়বা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সহিত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-র সাক্ষ্য দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তবে তোমরা আমল করিতে থাক, (নিজের উপর) ভরসা করিও না। ইবনুস- সাকান-এর মতে তাঁহার সূত্রে এই একটি হাদীছই বর্ণিত হইয়াছে।

মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসনামলে আবূ শায়বা আল-খুদরী (রা) কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে তিনি ইনতিকাল করেন। সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসাক'লানী, আল-ইসা'বা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১ ০৪; (২) ইব্ন 'আবাদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০০-১০১; (৩) ইব্ন হি'ব্বান, কিতাবুছ-ছিকা'ত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭ হি., ৩খ., পৃ. ৪৫৬।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ শু'আয়ব (ابو شعيب) ঃ (রা), আল-লাহ্‌হাম আল-আনসারী, সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবূ মাস'ঊদ আল-বাদরী-এর হাদীছে আবূ শু'আয়ব-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাগ'াবী, ইবনুস-সাকান, ইবন মানদা প্রমুখ ঐতিহাসিক 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র-এর সূত্রে আবূ মাস'ঊদ আল-বাদরীর মাধ্যমে আবূ শু'আয়ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলাম এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষুধার ছাপ পরিস্ফুট দেখিতে পাইলাম। অতঃপর আমি আমার গোলামকে পাঁচজনের পরিমাণ খাবার রান্না করিতে আদেশ করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাশরীফ রাখুন। হাদীছটি ছাওরী, শু'বা, 'আব্বাস প্রমুখ ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'লানী, আল-ইসা'বা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০২; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০৪।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ শুজা' আহ্'মাদ ইব্ন হা'সান (ابو شجاع احمد بن حسن و حسين) ঃ (বা হু'সায়ন) ইব্ন আহ্'মাদ প্রসিদ্ধ শাফি'ঈ ফাকীহ, মুফ্তী (আইনবিদ)। তাঁহার পরিবার ইস্‌ফাহান হইতে আগমন করে এবং পিতা 'আব্বাদানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে ৪৩৪/১০৪২-৩ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল শাফি'ঈ আইন শিক্ষা দেন। তিনি ৫০০/১১০৬-৭ সালে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। কোন এক সময়ে তিনি কাদী ছিলেন। তিনি আল্-গা'য়া ফিল্-ইখতিয়ার বা আল্-মুখতাসা'র বা আত্-তাক'রীব নামক শাফি'ঈ আইনের একটি ক্ষুদ্র সংকলন প্রণেতা। ইহা হইতেই শাফি'ঈ মতাদর্শের এক মহান সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সূচনা হয় এবং ৭/১৩ হইতে ১৩/১৯ শতাব্দী পর্যন্ত ইহাতে প্রচুর সংখ্যক ব্যাখ্যা ও ভাষ্য যুক্ত হয় তাহার অনেককয়টিই মুদ্রিত হইয়াছে। যথা (অনির্ভরযোগ্য) অনুবাদসহ উক্ত মূল পাঠ, S. Keyser, Precis de jurisprudence musulmane, ১৮৫৯ লাইডেন ও বোম্বে ১২৯৭/১৮৭৯; মূল গ্রন্থের অনুবাদ, G. H. Bousquet-কৃত Abrege de la loi musulmane, Revue Algerienne হইতে পৃথকভাবে মুদ্রিত ১৯৩৫; ফাতহু'ল-কাবীর শীর্ষক ইবন কা'সিম আল-গা'য্যীর (মৃ. ৯১৮/১৫১২) ভাষ্য ও ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ L.W.C. Van den Berg, লাইডেন ১৮৯৫ (অনুবাদের কতিপয় ভুল সংশোধন করিয়াছেন Bousquet, কিতাবুত্-তানবীহ, Bibliotheque de la Faculte de Droit de I'Universte d' Alger, II, XI, XIII, XV, আলজিয়ার্স ১৯৪৯-৫২)। ইব্রাহীম আল-বাজুরী (মৃ. ১২৭৭/১৮৬১)-এর টীকার আংশিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহের পুনর্মুদ্রণসহ E. Sachau Muhammedanisches Recht, বার্লিন ১৮৯৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত ইরশাদুল--আরীব, ৩খ., পৃ. ৫৭৮; (২) তাজুদ-দীন আস্-সুবকী, ত'াবাক'াতুশ-শাফি'ঈয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৪খ., ৩৮; (৩) Juynboll, Handleiding, ৩৭৪ প.; (৪) Brockelmann, I, ৪৯২ প., SI, ৬৭৬ প.।

J. Schacht (E. I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আবূ শুজা' মুহা'ম্মাদ ইবনুল-হু'সায়ন (দ্র. আর-রূযরাওয়ারী)

আবূ শুরা'আ (ابو شراعة) ঃ আহ'মাদ ইব্ন মুহা'ম্মাদ ইবন শুরা'আ আল-ক'ায়সী আল-বাক্‌রী, বসরার জনৈক অপ্রধান কবি। তিনি ৩য়/৯ম শতাব্দীতে তাঁহার নিজ শহরের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতেন। মনে হয় হজ্জ পালনের উদ্দেশে অথবা অতি নিকটবর্তী কোন এলাকা পরিদর্শন ব্যতীত তিনি নিজ শহর কদাচিৎ পরিত্যাগ করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবনের অপরাপর ঘটনা অতি সামান্যই দলীলাদিতে নিবন্ধিত হইয়াছে। ইবনুল-মু'তায্য-এর বর্ণনামতে (তা'বাক'াত ১৭৭-৮) তিনি আল-মাহ্‌দী (১৫৮-৫৫) জীবন কালে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন কিংবা আল-মা'মূন-এর আমলে বয়োবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা আল-মুতাওয়াক্‌কিল (২৩২-৪৭/৮৪৭-৬১)-এর খিলাফাতের সময়ে ইন্তিকাল করেন। এই সকল বর্ণনা অসম্ভাব্য মনে হয়। আগা'নীর বর্ণনামতে তাঁহার সহিত ইব্রাহীম ইবনুল-মুদাব্বির (মৃ. ২৭৯/৮৯২-৩) [দ্র. ইবনুল মুদাব্বির]-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় বসরায় এবং শেষোক্ত ব্যক্তির নিজ বর্ণনামতে তিনি তথায় গভর্নররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন (ইহা অসম্ভব নহে, তিনি ২৫২/৮৬৬ সনের পূর্বে তথায় গভর্নররূপে কর্মরত ছিলেন; কিন্তু শুধু এইটুকু উল্লিখিত আছে, আনু. ২৫০/- ৮৬৪ সালে তিনি আহওয়ায-এ কর সংগ্রাহক ছিলেন)। আহওয়াযে আবূ শুরা'আ-এর সহিত দি'বিল (মৃ. ২৪৬/৮৬০ দ্র.-এর সাক্ষাৎ সম্পর্কীয় তথ্যটি কোন কাজে আসে না। অধিকন্তু যতদূর জানা যায়, আল-জাহি'জ আস-সাদ্‌রী (তু. আগা'নী ১২খ., ৪৩৫)-র উদ্দেশে লিখিত একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতায় আবূ শুরা'আর নাম একবার মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন (রাসাইল, সম্পা. হারূন, ২খ., ৩১৪)। অপরপক্ষে আবূ শুরা'আ প্রাচীনতর হইলে নিশ্চিতভাবেই তাঁহার নাম আরও অধিকবার উল্লিখিত হইত। উপরন্তু অপর কতিপয় গ্রন্থকার তাঁহার অতি সাধারণ মানের পাঁচটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. Pellat Milion, ১৬৬)। কথিত আছে, এই সকল কবিতা তিনি আল-জাহি'জ-এর মৃত্যু (২৫৫/৮৬৮) উপলক্ষে রচনা করেন। শেষত তাঁহার পুত্র আবুল-ফায়্যাদ সাওওয়ার, যিনি নিজেও একজন কবি, ৩০০/৯১৩ সালের পরে বাগদাদে গমন করেন এবং তিনিই পরোক্ষভাবে

তাঁহার পিতা সম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্যই আবুল-ফারাজকে সরবরাহ করেন। এই সকল তথ্য হইতে এইরূপ ধারণা সম্ভব, আবূ শুরা'আ ২৫৫ সালের পরে পরিণত বয়সে ইন্তিকাল করন।

যদিও তিনি পত্রাবলীর প্রণেতা ও সুবক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পরিচিতি ছিল প্রধানত একজন পদ্য লেখকরূপে। আবূ বাক্র আস-সূলী তাঁহার রচনাবলীকে একটি দীওয়ানে (ফিহ্রিস্ত, ২১৬) সন্নিবিষ্ট করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আগানীর মতে তাঁহার কবিতা ছিল বেদুঈন রীতির ও অনেকটা অসম্পষ্ট, তবে তাঁহার বর্তমানে বিদ্যমান রচনার উপর কোন প্রকার সুস্পষ্ট বিচার সম্ভবপর নহে। তাঁহার সর্বনাশী বদান্যতার অনুপ্রেরণায় রচিত কবিতাবলী ব্যতীত তিনি প্রধানত রচনা করিয়াছেন কতকগুলি স্থূল বিদ্রূপাত্মক পদ্য, ইবনুল-মুদাব্বিরের বিদায় উপলক্ষে একটি আকর্ষণীয় কবিতা এবং উপলক্ষ ভিত্তিক কতিপয় বিক্ষিপ্ত রচনা যাহাতে সেই আমলে বসরার কবি সম্প্রদায়ের অলস জীবনধারা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সকল কবি পুরস্কারের আশায় উদ্গ্রীব অথবা নিরাশকারী পৃষ্ঠপোষককে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করিতে সদা প্রস্তুত থাকিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত দ্র. (১) আগানী সং., বৈরূত, ২২খ., ১৭৮-৯, ৪২৯-৫০; (২) মারযুবানী, মুওয়াশ্শাহ', ২১৯; (৩) ঐ লেখক, মু'জাম, ৪৩১ প.; (৪) খাতীব বাগদাদী, তারীখ, ১২খ., ২১৯-২০; (৫) মুবাররাদ, কামিল, ৩০৬; (৬) সানদূবী, আদাবুল-জাহি'জ, ১৯৫; (৭) বুসতানী, DM, ৪খ., ৩৮৩-৪।

Ch. Pellat (E. I.[2] Suppl.)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ-দীন

আবূ শুরায়হ (ابو شريح) ঃ (রা) আল-খুযা'ঈ, হিজাযের অধিবাসী খুযা'আ গোত্রীয় সাহাবী। তাঁহার নামের সঙ্গে সম্বন্ধবাচক নাম আল-কা'বীও যোগ করা হইত। ইব্ন জারীর আত-তাবারীর বর্ণনামতে তাঁহার নাম ও বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ খুওয়ায়লিদ ইব্ন আমার ইব্ন সাখর ইব্ন 'আবদিল-'উযযা। ইব্ন নুমায়র-এর মতে তাঁহার নাম কা'ব ইব্ন 'আমর, মতান্তরে 'আবদুর-রাহ'মান। ভিন্ন একটি মতে তাঁহার নাম হানি। প্রথমোক্ত মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

আবূ শুরায়হ মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিবসে বানূ খুযা'আ গোত্রের পতাকা ছিল তাঁহার হস্তে।

আবূ শুরায়হ' রাসূলুল্লাহ (স) ও ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হইতে অনেক হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। নাফি ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ইম, আবূ সা'ঈদ আল-মাকবূরী, তদীয় পুত্র সা'ঈদ, ফুদ'ায়ল ও সুফয়ান ইব্ন আবি'ল-আওজা প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, য়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়ার শাসনামলে মদীনার গর্ভনর 'আমার ইবন সা'ঈদ আল-আশদাক যখন মক্কা অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল তখন আবূ শুরায়হ' 'আমর ইব্ন সা'ঈদ-এর নিকট আরয করিল, অনুমতি হইলে আমি একটা হাদীছ বর্ণনা করিতে চাই ঃ কাহারো পক্ষে বৈধ নয় তথায় (মক্কায়) রক্তপাত ঘটানো। 'আমর ইব্ন সা'ঈদ তদুত্তরে বলিল, নিশ্চয় হ'ারাম শরীফ নাফরমানকে আশ্রয় দেয় না।

আবূ শুরায়হ' মদীনাতেই বসবাস করিতেন। ইব্ন সা'দ ও ইব্ন জারীর আত-ত'াবারীর মতে তিনি ৬৮ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। ওয়াকিদীর মতে তিনি মদীনার বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০১-১০২; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতীআব আল-ইসাবার হাশিয়ায়, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০১-১০২; (৩) ইব্ন হ'াজার-আল-'আসক'ালানী তার্'ীবুত-তাহয'ীব, মদীনা, তা. বি., ২খ., ৪৩৪; (৪) শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আত-তিরমিযী, আল- ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, দিল্লী, তা. বি., পৃ. ৬০০।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সা'ঈদ (ابو سعيد) ঃ (রা) আল-আনস'ারী, সাহাবী। অনেকে আবূ সা'ঈদ-এর স্থলে আবূ সা'দ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম 'আমির ইব্ন সা'দ মতান্তরে 'আমর ইব্ন সা'দ। শামে বসবাসকারীদের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয়।

তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 'উবাদা ইব্ন নাসসা, কায়সা ইব্ন হ'াজার, 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান, ফিরাস আশ-শাবানী প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অগ্নিস্পৃষ্ট খাদ্য (রন্ধনকৃত) পানাহারের পর উযু করার নির্দেশ সংক্রান্ত হাদীছটি আবূ সা'ঈদ কর্তৃক বর্ণিত। আবূ আহ'মাদ মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদ-এর সূত্রে আবূ সা'ঈদ আল-আনস'ারী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের ৭০ হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, অতঃপর প্রতি হাজারকে ৭০ হাজারের জন্য শাফা'আত-এর অধিকার প্রদান করিবেন এবং আরো তিনবার আল্লাহ তাআলা অঞ্জলিভর করিয়া নিজ হাতে জান্নাতে দাখিল করিবেন। অতঃপর এক প্রশ্নের উত্তরে আবূ সা'ঈদ আল আনসারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছি এবং আমার কাল্ব তাহা সংরক্ষণ করিয়াছে, এইভাবে তিনবার বলিলেন। আবূ সা'ঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম সর্বমোট সংখ্যা ৪৯ কোটিতে পৌঁছাইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহু আকবার, ইহা মুহাজিরদের সংখ্যা; আ'রাবদের (বেদুঈনদের) ব্যাপারেও আমরা সাহায্য কামনা করিব। ইব্ন হ'াজার উক্ত হাদীছের বর্ণনা সূত্রকে সাহীহ বলিয়াছেন। তাবারানী আবূ তাওবা-এর সূত্রে উল্লিখিত হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অন্যত্র তাবারানী কর্তৃক যুবায়দীর সূত্রে বর্ণিত এবং আবূ আহ'মাদ আল-হ'াকিম কর্তৃক আবূ তাওবা-র সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীছে আবূ সা'ঈদ আল-আনসারী-এর স্থলে আবূ সা'ঈদ আল-খায়র-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ণনা পার্থক্যের এই প্রেক্ষিতকে সামনে রাখিয়া খাত'ীব আল-বাগদাদী, ইব্ন মাকূলা প্রমুখ মুহাদ্দিছ শেষোক্ত বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আল-আনসারীর স্থলে আল-খায়র উহার ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা আবূ সা'ঈদ আল খায়র-এর নাম বাহীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং শামের অধিবাসী সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৮৮-৮৯; (২) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯১-৯২।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সা'ঈদ আল-আফলাহ (দ্র. আর-রুস্তামিয়্যা)

আবূ সা'ঈদ ইবনুল-মু'আল্লা (ابو سعيد بن المعلى) ঃ (রা), আল-আনসারী। হিজায অধিবাসী সাহাবী ছিলেন। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে তাঁহার আসল নাম হারিছ, মতান্তরে আওস। পিতার নাম নুফাস। বংশলতিকা ঃ হারিছ ইবনুন নুফায় ইবনিল-মু'আল্লা ইব্‌ন লাওয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছালাবা। অন্যমতে তাঁহার পিতার নাম হারিছ মু'আল্লা, ভিন্ন মতে আওস ইবনুল-মু'আল্লা। কেহ কেহ তাঁহার নাম রাফি ইবনুল-মু'আল্লা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই তথ্য নির্ভুল নহে। রাফি ইবনুল-মু'আল্লা নামক ভিন্ন একজন সাহাবী ছিলেন যিনি বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আবূ সা'ঈদ ছিলেন যুরাকী গোত্রের আনসারী সাহাবী। বানূ সালামা গোত্রের কুরত ইব্‌ন খানসা-তনয়া আমীমা বিনত কুরত তাঁহার জননী।

তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফস ইব্‌ন 'আসিম উবায়দ ইব্‌ন হুনায়ন প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী তাঁহার সহীহে হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

আবূ 'উমার-এর ভাষ্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত দুইটি হাদীছ হইতে তাঁহার সাহাবী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ঃ (১) হাবীব ইব্‌ন 'আবদির রাহমান-এর সূত্রে শু'বা বর্ণনা করেন, আবূ সা'ঈদ বলেন, আমি সালাত আদায় করিতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডাক দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডাকে সাড়া দিতে পারিলাম না। অতঃপর সালাত শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম। রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সালাত আদায় করিতেছিলাম বলিয়া জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নাই, আল্লাহ ও রাসূল যখন তোমাদের আহ্বান করেন তখন তোমরা সাড়া দাও? (২) খালিদ-এর সূত্রে লায়ছ ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন, আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে বাজারে গমন করিতাম। মসজিদের নিকট দিয়া যাতায়াতকালে আমরা তথায় সালাত আদায় করিতাম। একদা আমরা মসজিদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, কোন নূতন বিষয় ঘটিয়াছে নিশ্চয়। অতঃপর সেখানে বসিয়া অপেক্ষা করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন। আমি বারবার আকাশের দিকে তোমার তাকানকে লক্ষ্য করি।" তিনি আয়াত পাঠ শেষ করিলেন। আমি আমার সাথীকে বলিলাম, মিম্বর হইতে রাসূলের অবতরণের পূর্বেই চল আমরা দুই রাকাত সালাত পড়িয়া লই। তিনি ৬৪ বৎসর বয়সকালে ৬৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৮৮; (২) ইবনে 'আবদিল-বারর আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯০-৯১; (৩) ওয়ালীউদ্দীন আত-তাবরীযী, দিল্লী, তা. বি., ৫৯৮; (৪) 'আল্লামা ইদরীস কানদেহলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ., ৬১৫; (৫) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, মদীনা, তা. বি., ২খ., পৃ. ৪২৭; (৬) ইব্‌ন হিব্বান-কিতাবুছ-ছিকাত, হায়রাবাদ ১৩৯৭ হি., ৩খ., পৃ. ৪৫০।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সা'ঈদ ঈলখানি (দ্র. ঈলখানিয়্যা)

আবূ সা'ঈদ আল-'আফীফ (ابو سعيد العفيف) ঃ ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সামারীয় চিকিৎসাবিদ। পূর্ণ নাম আবূ সা'ঈদ (বাসাদ) আল-'আফীফ ইব্‌ন আবী সুরূর আল-ইসরাঈলী আস-সামারী আল-'আসকালীনী। আরবীতে ২ খানা চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুল-লামহা ফিত্-তিব্ব (চিকিৎসা প্রসঙ্গ); ও খুলাসাতুল-কানূন (কানুনের সারকথা), ইব্‌ন সীনার "কানূন" অনুযায়ী লিখিত।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ সা'ঈদ 'উবায়দুল্লাহ (ابو سعيد عبيد الله) ঃ ইব্‌ন বাখ্‌তীশূ, জাযীরার (মেসোপটেমিয়া) মায়্যাফরিকীনে খ্যাতি লাভ, মৃ. ১০৫৮ খৃ. (চিকিৎসাবিদ, সিরিয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রে বিখ্যাত বাখ্‌তীশু পরিবারের সর্বশেষ এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। প্রধান রচনাবলী (আরবী) ভেষজশাস্ত্রে ব্যবহৃত দার্শনিক বিষয়সম্বলিত তায্‌কিরাতুল হাদির। কিতাব-ই ইশক-ই মারদান নামক প্রেমরোগ সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। এই পরিবারের অপর দুইজন ঊর্ধ্বতন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন জুরজীস ইব্‌ন জিব্‌রীল ইব্‌ন বাখতীশূ, ৮ম শতকের মধ্যভাগের বিখ্যাত চিকিৎসক (জুন্দীশাপুর ও বাগদাদ) ও জিব্‌রীল ইব্‌ন বাখ্‌তীশু (জুরজীস-এর পৌত্র)-ইনি জা'ফার বারমাকী, হারূনুর-রাশীদ ও আল-মামুনের চিকিৎসক ছিলেন (মৃ. ৮২৮-২৯)।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ সা'ঈদ আল-খুদ্‌রী (ابو سعيد الخدرى) ঃ (রা) জ. হি. পূ. ১০ (?), মৃ, ৭৪ (?), কুন্‌য়া (উপনাম), এই নামেই তিনি পরিচিত; নাম সা'দ, পিতার নাম মালিক (রা), বংশ-তালিকা সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আব্‌জার (আবজার ছিলেন খুদ্‌রা নামে পরিচিত এবং তাঁহার এই নাম হইতে সম্বন্ধবাচক খুদ্‌রী নিসবাব উৎপত্তি)। ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌নিল-খায্‌রাজ ,মাতার নাম আনীসা বিন্‌ত আবী হারিছা। দাদা সিনান মহল্লাপ্রধান ছিলেন এবং আজ্‌রাদ নামক একটি দুর্গও তাঁহার ছিল। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই একসঙ্গে (৬২২ খৃ.) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিজরতের দশ বৎসর পূর্বে আবূ সা'ঈদ (রা)-এর জন্ম। ফলে বাল্যকাল হইতেই ইসলামী পরিবেশে তাঁহার লালন-পালন হইয়াছিল।

মাস্‌জিদে নববীর নির্মাণ কার্যে অন্যদের সঙ্গে আবূ সা'ঈদ (রা)-ও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের যুদ্ধে (৩/৬২৪) শরীক হওয়ার জন্য আগ্রহ সহকারে গমন করিলে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় মহানবী (স) তাঁহাকে যুদ্ধের অনুমতি দেন নাই। তাঁহার পিতা মালিক (রা) এই যুদ্ধে শহীদ হন।

তাঁহাদের বিশেষ কোন সম্পত্তি ছিল না। ফলে পিতার অবর্তমানে আবূ সা'ঈদ (রা) বড়ই বিপদে পড়েন। মহানবী (স)-এর নিকট কিছু চাহিবার ইচ্ছায় মসজিদে গমন করিলে তিনি মহানবী (স)-কে বলিতে শোনেন, যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে সবর করিবে আল্লাহ্ তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী করিবেন না। তখন আবূ সাঈদ (রা) কিছু না চাহিয়াই ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার উটটি বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরেই তিনি আনসারদের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিগণিত হন।

সর্বপ্রথম তিনি যে যুদ্ধাভিযানে গমন করেন তাহা ছিল বানূ মুস্‌তালিকের বিরুদ্ধে গায্‌ওয়া (৫/৬২৬)। তিনি আহ্'যাব, হু'দায়বিয়া, খায়বার, মক্কা বিজয়ের অভিযান, হু'নায়ন, তাবূক, আওতাস ইত্যাদি মোট ১২টি গায্‌ওয়ায় শরীক ছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক সারিয়্যা [মহানবী (স) স্বয়ং যে অভিযানে শরীক ছিলেন না, (দ্র. জিহাদ)]-তেও যোগদান করিয়াছিলেন। একবার মহানবী (স) ৩০ জন সাহাবীর একটি সারিয়্যা মদীনার বাহিরে প্রেরণ করেন। আবূ সা'ঈদ (রা) ছিলেন তাঁহাদের দলপতি। এক পর্যায়ে তাঁহাদের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। তাঁহারা আরব সমাজের রীতি অনুযায়ী পথিপার্শ্বস্থ এলাকার লোকদের নিকট মেহমানদারীর দাবি করিলেন, কিন্তু তাহা স্বীকৃত হইল না। এমন সময় তাঁহাদের গোত্রপতি সর্প/বৃশ্চিক দংশের বেদনায় অভিভূত হইল, সাধ্যমত চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার ব্যথা-বেদনা এতটুকু লাঘব হইল না। তখন গোত্রপতিকে সাহাবীদের নিকট আনা হয়। আবূ সাঈদ (রা) বলিলেন, "আমি ইহার ঝাড়ফুঁক জানি, তবে আমাদেরকে ৩০টি মেষ দিতে হইবে।" তাহারা রাযী হইল। তিনি সূরা আল-ফাতিহা পড়িয়া দংশিত স্থানে তাঁহার থুথু লাগাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। ফাতিহ'া পাঠের পারিশ্রমিকরূপে মেষগুলি গ্রহণ করা বৈধ হইবে কিনা—এই বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আবূ সা'ঈদ (রা) হযরত (স)-এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। মহানবী (স) স্মিতহাস্যে বলিলেন, "আল-ফাতিহ'া যে রুক্'য়া (ঝাড়-ফুঁক) হিসাবে কার্যকরী ইহা তুমি কিরূপে জানিলে? তুমি ঠিকই করিয়াছ। মেষগুলি সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও, আর আমাকেও অংশ দিও।"

তিনি 'উমার (রা) ও 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত কালে মদীনায় মুফতীর কাজ করিতেন। 'আলী (রা)-এর সঙ্গে নাহ্‌রাওয়ান (৩৮/৬৫৮)-এর যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হু'সায়ন (রা) [দ্র.]-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে কূফা যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) [দ্র.]-এর তিনি সমর্থক ছিলেন। য়াযীদের প্রেরিত সেনাবাহিনী ৬৩/৬৮৩ সালে মদীনা আক্রমণ করিয়া তথায় যে নির্মম হত্যা ও লুটপাট করিয়াছিল তাহা দেখিয়া আবূ সা'ঈদ (রা) মর্মাহত হন এবং শহর পরিত্যাগ করিয়া এক পাহাড়ের নিভৃত স্থানে আশ্রয় নেন। য়াযীদের এক সৈনিক তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু তাঁহার পরিচয় পাইয়া নিবৃত্ত হয়। অতঃপর তাঁহাকে শহরে ফিরাইয়া আনা হইল এবং য়াযীদের বায়'আত (আনুগত্য শপথ) গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

৬৪/৬৮৪ সালে (ভিন্নমতে ৭৪/৬৯২ সালে) তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন এবং বাকী নামক কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন ঃ যায়নাব বিন্‌ত কা'ব'ও উম্মু 'আবদিল্লাহ বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ। তাঁহার সন্তানদের নাম 'আবদুর-রাহ'মান, হাম্‌যা ও সা'ঈদ।

আবূ সা'ঈদ (রা) তাঁহার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাকীহ ছিলেন। তিনি স্বয়ং মহানবী (স)-এর নিকট দীনী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১১৭০; বুখারী (র) ও মুসলিম (র) উভয়ে তাঁহাদের সংকলনে (সাহীহায়ন) তাহার বর্ণিত ৪৬টি হাদীছকে স্থান দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বুখারী (র) আরও ১৬টি ও মুসলিম (র) আরও ৫২টি হাদীছকে তাঁহাদের গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। হযরত খুদ্‌রী (রা) সারা জীবন ধর্মীয় শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষার্থীদের ভিড় লাগিয়াই থাকিত।

তিনি নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করিতেন। মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফতকালে দরবারে ও সমাজে কতিপয় বিদ্'আত (দ্র.)-এর প্রচলন হওয়ায় তিনি দীর্ঘ ভ্রমণের তাক্‌লীফ স্বীকার করিয়া দামিশ্‌ক যান এবং মু'আবি'য়া (রা)-কে সতর্ক করেন। তবুও সত্য প্রকাশের ব্যাপারে মহানবী (স)-এর নির্দেশ পুরাপুরি পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন। মারওয়ান মদীনার প্রশাসক থাকাকালে প্রায়ই তিনি তাহার কার্যকলাপের সমালোচনা তাহার সম্মুখেই করিতেন। একবার মারওয়ান ঈদের খুতবা দিতে অগ্রসর হইলেন ঈদের সালাতের পূর্বে। সুন্নতের খেলাফ এই মর্মে অপর সাহাবীদের সহিত আবূ সা'ঈদ (রা) প্রতিবাদ করেন। এইজন্য তাঁহাকে বিপদেও পড়িতে হইয়াছিল।

তিনি অতি সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন। কেহ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুক—ইহা তিনি পসন্দ করিতেন না। নিজের ছাত্রদের প্রতি তিনি স্নেহপরবশ ছিলেন। ইয়াতীম ও অসহায় ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ চিত্তে সাহায্য করিতেন। মোট কথা, সকল কাজে সর্বাবস্থায় মহানবী (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ তাঁহার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, সীরা, মাত'বা'আ মুস্'তাফা আল-বাবী আল-হ'ালাবী ওয়া আওয়াদিহী, ১৩৫৫/১৯৩৬, ৩খ., পৃ. ৮৫; (২) আহ'মাদ, মুসনাদ, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরূত ১৩৮৯/১৯৬৯, ৩খ., পৃ. ২-৯৮; (৩) ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (আল-ইসা'বা-এর সহিত একত্রে মুদ্রিত), মিসর ১৩৫৮/১৯৩৯, ২খ., পৃ ৪৪; (৪) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মাতবা'আ আস-সা'আদা, মিসর, প্রথম মুদ্রণ ১৩২৮ হি., ২খ., পৃ. ৩৫, ক্রমিক সংখ্যা ৩১৯৬; (৫) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহয'ীব, আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়া, মদীনা, ১খ., পৃ. ২৮৯; (৬) ইবনুল-আছীর, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, দাইরা আল-মা'আরিফ আন-নিজামিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য হি. ১৩১৫, ১খ.; (৭) ঐ লেখক, আল-লুবাব ফী তাহয'ীবিল-ইনসান, মাকতাবা আল-কু'দসী, আল-ক'াহিরা ১৩৫৭ হি., ১খ., পৃ. ৩৪৯; (৮) আবূ যাকারিয়া য়াহ্'য়া আন-নাবাব'ী, কিতাব তাহয'ীবিল আসমা, ed. Wustenfeld, Gottingen 1824-47, পৃ. ৭২৩-২৪; (৯) সাঈদ আনসারী, সিয়ার-ই আনসার, দারুল-মুসান্নিফীন, আ'জামগড় ১৯৪৮, ১খ., পৃ. ২০৬-১৬; (১০) মুহ'াম্মাদ আবদুর-রাহীম, 'হাদীছ' সংকলনের ইতিহাস, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ২৬৫; (১১) বাদরুদ্দীন 'আল-আয়নী, 'উমদাতুল-কারী, ১খ., পৃ. ১৬১।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ সা'ঈদ আল-জান্নাবী (দ্র. আল-জান্নাবী)

আবূ সা'ঈদ আদ-দারীর (ابو سعيد الدرير) ঃ আল-জুরজানী মৃ. ৮৪৫-৬, মুসলিম জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক; ইবনুল-'আরাবীর শিষ্য। বিসি জ্যামিতিক সমস্যাবলী ও ভৌগোলিক মধ্যরেখা (মেরিডিয়ান) অংকন সম্পর্কে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ সা'ঈদ ফাদ'লুল্লাহ ইব্ন আবিল-খায়র (ابو سعيد فضل الله بن ابى الخير) ঃ ইরানের সূফী সাধক; (১) মুহ'াররাম, ৩৫৭/৭ ডিসে. ৯৬৭ তারিখে খুরাসানের মেআনা (সাবেক মায়হানা, মিহানা বা মেহনা) নামক স্থানে জন্ম। আবীওয়ার্দ ও সারাখস-এর মধ্যবর্তী স্থানে উহা অবস্থিত। ৪ শা'বান, ৪৪০/১২ জানুয়ারি. ১০৪৯ তারিখে সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হালাত ওয়া সুখূনান-ই শায়খ আবূ সা'ঈদ ইবন আবিল-খায়র নামক গ্রন্থে তাঁহার বংশধর মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী রাওহ' লুত'ফুল্লাহ ইবন আবী তা'হির ইবন আবী সা'ঈদ ইবন আবিল-খায়র তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। ১৮৯৯ খৃ. উহা সেন্ট পিটার্সবার্গের V. Zhukowski কর্তৃক সম্পাদিত হয় (Cihil Makam-চিহিল মাকা'ম শিরোনাম সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটি Aya Sofya 4792, 29 ও ৪৮১৯, ৪ তুর্কী অনুবাদ ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর ঈলদীয ৯৫৮ দ্র.) প্রাগুক্ত লেখকের চাচাতো ভাই মুহ'াম্মাদ ইবনুল-মুনাওওয়ার ইব্ন আবী সা'ঈদ 'আসরারুত-তাওহ'ীদ ফী মা'কা মাতিশ-শায়খ আবী সা'ঈদ নামক গ্রন্থে আরও বিশদভাবে তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। দুইটি ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সেন্ট পিটার্সবার্গের V. Zhukowski কর্তৃক উহা সম্পাদিত হইলে তেহরানে উহা পুনর্মুদ্রিত হয় (১৩১৩ H. Sh)। নূতন সং., তেহরান ১৩৩২ H Sh (quoted as AT) Skutari, Huda'i, Tas. 238; Istanbul, Shehid Ali Pasha 1416 প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি দ্র.) 'আততার লিখিত তাযকিরাতুল 'আওলিয়া আল-জামী লিখিত নাফাহ'াতুল উনস রচনায় শেষোক্ত গ্রন্থখানিকে উৎস গ্রন্থরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। আবূ সা'ঈদের পিতার নাম আবুল-খায়র। তিনি ঔষধ বিক্রেতা ছিলেন। উক্ত শহরে সূফী সাধকরা পালাক্রমে নিজ নিজ বাসস্থানে সংগীত (সামা) ও নৃত্যের বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে সেখানে তাহার পুত্রকে লইয়া যাইতেন। আবুল-কা'সিম বিশর-ই য়াসীন (মৃ. ৩৮০/৯৯০)-এর হাতেই আবূ সা'ঈদ সর্বপ্রথম তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবুল- কা'সিম বিশব কখনও কখনও রচনা করিতেন। আবূ সা'ঈদ উত্তরকালে তাঁহার বক্তৃতায় যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করিতেন, সেইগুলির অধিকাংশই আবুল-কা'সিম-এর রচনা। যৌবনকালে আবূ সা'ঈদ, আবূ 'আবদুল্লাহ আল-বাস'রী ও আবূ বাকরুল-কাফফাল (মৃ. ৪১৭ আস-সুবকী, তাবাকা'ত, ৩খ., ১৯৮-২০০)-এর কাছে শাফি'ঈ ফিক'হ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ইমামুল-হারামায়ন-এর পিতা আবূ মাহাম্মদ আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৩৮ হি.; আস-সুবকী, ৩খ., ২০৮-১৯)-ও ছিলেন। অতঃপর তিনি সারাখসে আবূ 'আলী যাহির (মৃ. ৩৮৯; আস-সুবকী, ২খ, ২২৩)-এর কাছে কুরআনের তাফসীর, হ'াদীছ ও 'আকাইদ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষক সারাখস্ হইতে মু'তাযিলাবাদের প্রভাব নির্মূল করিতে সমর্থ হন।

সারাখসের আত্মনিমগ্ন (মাজযূব) দরবেশ লুকমান আস-সারাখসী তাঁহাকে সূফী আবুল-ফাদ'ল মুহ'াম্মাদ ইবন হাসান আস-সারাখসীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। আর ইনিই আবূ সা'ঈদকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সূফীবাদের অনুশীলনে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিতে রাজি করান। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার 'পীর' হন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনায় কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলেই তিনি তাঁহার সাথে পরামর্শ করিতে থাকেন। অধিকন্তু ইবনুল-হ'াসানের মৃত্যুর পর যখন তিনি মনমরা হইয়া পড়িতেন তখনই আবূ সা'ঈদ সারাখসে অবস্থিত তাঁহার কবরগাহ যিয়ারাত করিতে যাইতেন। খ্যাতিমান সূফী আস-সুলামী কর্তৃক আবুল-ফাদ'লের নির্দেশ মুতাবিক তাঁহাকে খিরকা প্রদান করা হয়। আবুল-ফাদ'ল-এর মৃত্যুর পর ইনি নাসা হইয়া আমূল পর্যন্ত যান এবং সেখানে আবুল-'আব্বাস আল কা'সসাব-এর সাহচর্যে কিছুদিন কাটান। তিনিও তাঁকে তাঁহার খিরকা প্রদান করেন। ইহার পর জন্মভূমি সায়হানায় প্রত্যাবর্তন করিয়া (ঐ সময়ের ঘটনাক্রম প্রমাণ করা মোটেই সহজ নহে) তিনি মুরাকা'বা, মুজা'হাদা প্রভৃতি কঠোর অনুশীলন নিজকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন। তিনি কখনও কখনও তাঁহার পৈতৃক আবাসগৃহের নিকট একটি কক্ষে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেন, আবার কখনও কখনও তিনি নিকটবর্তী খানকাহসমূহে, বিশেষত রিবা'ত-ই কুহান-এ অবস্থান করিতেন। এই স্থানে তাঁহার পিতা কোন কোন সময় তাঁহাকে অতিমাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়াছেন। তিনি অযু-গোলসের ব্যাপারে নির্ধারিত ধর্মীয় বিধি-বিধানের মাত্রা অতিক্রম করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার প্রকোষ্ঠের দরজা, দেয়াল প্রভৃতিও ধৌত করিতেন। দিবাভাগে কখনও ঠেস দিয়া বসিতেন না এবং কিছুই আহার করিতেন না; রাত্রিতে কেবল এক লুক'মা রুটি খাইতেন। কেবল অপরিহার্য হইলেই তিনি কাহারও সাথে কথা বলিতেন, আর যি'কর অনুষ্ঠানকালে মনোযোগ বিনষ্টের ভয়ে তিনি তাঁহার কান দুইটি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তিনি তাঁহার সমক্ষে লোকজনের উপস্থিতি পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া নিকটবর্তী মরুভূমিতে বা পাহাড়-পর্বতে মাসের পর মাস ধরিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। কথিত আছে, নাফস বা কুপ্রবৃত্তিসূচক আত্মাকে পরাভূত করার উদ্দেশে কঠোর তপশ্চর্যা বা ইবাদাত ও রিয়াযতের দ্বারা চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সকল পার্থিব সম্পর্ক পরিত্যাগ ও মহানবী (স)-এর আদর্শ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়া আত্মশুদ্ধি প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার আচরণে ইহার পূর্ব হইতেই সূফীবাদের সামাজিক প্রেরণা অর্থাৎ অভাবগ্রস্তের সেবার মনোভাব (খিদমাত-ই দারবীশান) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে থাকে। তিনি মিসকীনকে আহার দিতে ভিক্ষা করিতেন; মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া, গোসলখানা পরিচ্ছন্ন রাখা—এ ধরনের কার্যাদিতে তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। গোড়ার দিকে মূলত আত্মম্ভরিতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করিলেও মিসকীনের এই সেবাব্রত পরবর্তীকালে তাঁহার আচরণে প্রাধান্য লাভ করে। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, কোন মুসলমানের মনে শান্তি প্রদান করাই

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সংক্ষিপ্ততম পন্থা (রাহ'াতী বা-দিল-ই মুসলমানী রাসানদার আসরারুত-তাওহীদ, পৃ. ২৪২)। খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরে তিনি এক বৎসরকাল বসবাস করেন। সেখানেই জীবন-যাত্রার এই ধরনটি তাঁহার আচরণে প্রকাশ পায়। তিনি সেখানে আদানী কুবান মহল্লায় আবূ 'আলী তারসুসীর খানকাহয় অবস্থান করিতেন। যুব সম্প্রদায়ের লোকজন দলে দলে তাঁহার কাছে গেলে বিপুল এক সমাবেশে তিনি নিজেকে আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শকরূপে জাহির করিয়া ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ দান করিতেন (সি'দক মা'আল-হ'াক'ক-সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, রিফত মা'আ'ল-খালক'-সৃষ্টির প্রতি মমতা)। অন্যের মনের কথা বুঝিতে পারার (ফিরাসাত) যে সহজাত ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন, এই জীবন-সন্ধিক্ষণে তাঁহার অনুগামীরা উহাকে তাঁহার অলৌকিক কার্যকলাপ (কারামাত) বলিয়া প্রচার করে। ফলে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষমতাবলে, এমনকি তাহার শত্রুদের অন্তরের গোপনীয় আবেগ-প্রবণতাগুলির রহস্যও তাহার কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ইহাতে আঘাত করিবার শক্তি হারাইয়া উহারা অনেকেই তাঁহার অনুসারীদের দলে ভিড়িত। তিনি তাঁহার অনুগামীদের জন্য ব্যয়বহুল এমনকি অপচয়কর খানাপিনার বন্দোবস্ত করিতে পসন্দ করিতেন, যাহার পরিসমাপ্তি হইত নৃত্য ও সামা-এর মাধ্যমে। এই সকল সমাবেশে নৃত্য ও উচ্চ চিৎকার প্রথা (না'রা যাদান) সাধারণ প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। ভাবাবেগের আতিশয্যে সেই সকল অনুষ্ঠানে গায়ের আল-খেল্লা খুলিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া সমাগত জনতার মধ্যে বিতরণ করা হইতে। এই সকল বিলাসবহুল অনুষ্ঠানে দৈনিক এক হাজার দীনার পর্যন্ত খরচ হইত বলিয়া ধারণা করা হয় এবং বিরাট খরচের সঙ্কুলানের জন্য তিনি ঋণ গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। এইজন্য পরবর্তীকালে আবূ সা'ঈদ দরবেশী হালে নয়, বরং একজন সুলতানের মত জীবন-যাপন করিতেন বলিয়া 'আওফী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। (Barthold, Turkestan, 311)। এ ধরনের ঘটনা প্রায়শ তাহার গৃহস্থাপক হ'াসান-ই মু'আদ্দিবকে বিচলিত করিয়া দিত। অবশ্য সর্বদাই তাহার এমন কোন বিত্তশালী ভক্ত জুটিয়া যাইত যিনি শেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতেন। কোন কোন সময় তিনি হ'াসানকে তাহার অনুসারীদের কাছে, এমনকি বেহায়ার মত তাহার এমন বিরোধীদের কাছেও (তিনি যাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিতেন) অর্থ সংগ্রহের জন্য পাঠাইতেন। তিনি কিছুই জমা না করার বা কোন স্থায়ী সম্পদের মালিক না থাকার নীতি মানিয়া চলিতেন। তদনুযায়ী উক্ত প্রাপ্ত অর্থ সঙ্গে সঙ্গেই ব্যয় করা হইত। তাহার জীবন-যাপন পদ্ধতি কোন কোন সময়ে অপরাধের পর্যায়ে পড়িত। কারামিয়্যা সম্প্রদায়ভুক্ত আবূ বকর মুহা'ম্মাদ ইবন ইসহ'াক' ইবন মিহমাশায় হানাফী মাযহাবের কাযী-সা'ঈদ ইবন মুহাম্মাদ (আল-ইসতুওয়াঈ-এর সঙ্গে একযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন (মৃ. ৪৩২, উভয় বিষয়ে Utbi-Manini, ii, 309 পৃ., দ্র. জুরফাদকানী কর্তৃক ফারসী অনুবাদ, তেহরান, ১২৭২, ৪২৭ পৃ, W. Barthold, Turkestan, 289-90, 311, শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ইবন আবিল-ওয়াফার আল-জাওয়াহিরু'ল-মুদী'আ, ৬৮৫ নং ও আস- সাম'আনী, আনসার আল-ইসতুওয়াঈ-এর নিবন্ধ) এবং সুলতান মাহমুদ ইবন সবুক্তাগীনের কাছে আবূ সা'ঈদের সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করিলে তিনি তদন্ত অনুষ্ঠানের আদেশ দান করেন। প্রাগুক্ত কারামিয়্যা গর্ভনর আবূ বকর (Barthold, Turkestan, 290 দ্র.) প্রচারিত ধর্মমত বিরোধিগণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যে অনুসন্ধান (মিহ'না) চালাইয়াছিলেন, এ ঘটনা তৎসঙ্গে সম্পৃক্ত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, অপরের মনোভাব অনুধাবনে দক্ষ হওয়ায় আবূ সা'ঈদ উভয়কে নিরস্ত্র করিতে সমর্থ হন। ফলে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। ইহাই ছিল তাঁহার (শায়খ-এর) বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, মসজিদের মিহ'রাবে দাঁড়াইয়া কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীছের পরিবর্তে তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতেন, অতিমাত্রায় বিলাসবহুল ভোজসভার অনুষ্ঠান করিতেন এবং যুব সম্প্রদায়কে নৃত্যে আসক্ত করিতেন। মহাপুরুষ আল-কু'শায়রীর সঙ্গে নিশাপুরে আবূ সা'ঈদের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তিনি তাঁহার (শায়খ-এর) অত্যধিক ব্যয়বহুল জীবন যাত্রা ও তাহার নাচ-গানের সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ করেন। এই দুই ব্যক্তির চারিত্রিক বৈপরীত্য একটি ছোট ঘটনায় পরিস্ফুট হয়। আল-কু'শায়রী জনৈক দরবেশকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে শহরের বাহিরে নির্বাসিত করেন, অথচ আবূ সা'ঈদ একটা ভোজসভায় তাহাকে বুঝাইয়া দেন, কিভাবে নম্র পন্থায় কোন দরবেশকে ভ্রমণে পাঠাইয়া দেওয়া সম্ভব (Nicholson, 35-6)। প্রকৃতিগতভাবে দৃঢ় সদাশয়তা ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার আবূ সা'ঈদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তওবা করার জন্য কখনও তাকী'দ দিতেন না। তিনি তাঁহার খুতবায় জাহান্নামের আযাব সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত কৃচিৎ উল্লেখ করিতেন। কি উপায়ে তিনি ফিরাসা (দূরদৃষ্টিজাত জ্ঞান) দ্বারা পাপাচারী ও তাঁহার বিপক্ষীয়গণের গোপন চিন্তা-ভাবনার খবর সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অপ্রতিভ করিয়া দিতেন তৎসম্পর্কে বহু গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য একটি হাদীছে বিধৃত হইয়াছে ঃ সিল মান কাতা'আক ওয়া আতি মান হ'ারামাক, ওয়াগ'ফির মান জ'ালামাক— তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাহাকে দান কর এবং যে তোমার প্রতি জুলুম করে তাহাকে ক্ষমা কর (আসরারুত-তাওহীদ মৃ. ৩১১)। যুবকগণকে প্রবীণদের সঙ্গে বসিতে অনুমতি দেওয়া, উভয় দলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা, তাহাদের নৃত্য করিতে অনুমতি দেওয়া, পরিত্যক্ত খিরকা উহার সাবেক মালিককে প্রত্যর্পণ করা (যাহা পরিত্যক্ত হওয়ার দরুন সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে)- এই প্রকার কাজের জন্য প্রখ্যাত সূফী ইবন সাকুয়া (মৃ. ৪৪২/১০৫০) আবূ সা'ঈদকে ভর্ৎসনা করেন, অথচ আবূ সা'ঈদ এই সকল বিদ'আত কার্যের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইতেন (At 170-1)। তিনি কখনও পশমী কাপড়, কখনও রেশমী কাপড় পরিতেন, আবার কোনদিন এক হাজার রাকআত সালাত আদায় করিতেন, অথচ কোনদিন এক রাকআতও পড়িতেন না (ফিস'াল, ৪খ., ১৮৮)। ইবন হ'াযম এইজন্য তাঁহাকে কাফির আখ্যা দেন। তাঁহার কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা (মুরাক'াবা) অপেক্ষা কল্যাণমুখী সামাজিক কার্যকলাপেই ব্যয়িত হইয়াছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করিলে মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহাকে আবূ ইসহ'াক আল-কা'যারূনী

(দ্র.)-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। যাহা হউক, মানসূ'র আল-হাল্লাজ যেমন একদা আনাল-হা'ক্'ক (আমিই সত্য) বলিয়াছিলেন, তেমনই একটা ঘোষণা তিনিও প্রচার করিয়াছিলেন। একদিন খুতবা পাঠকালে তিনি অভ্যন্তরীণ আবেগে অভিভূত হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠেন, "লায়সা ফিল-জুব্বাতি ইল্লাল্লাহ"- এই আলখেল্লার মধ্যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ নাই। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার আলখেল্লা ছিদ্র করেন। পরে পোশাকটিকে দুই ভাগে করিয়া উক্ত ছিদ্রসমেত এক ভাগ সংরক্ষিত রাখা হয়।

নিশাপুরে তাঁহার সঙ্গে দার্শনিক ইবন সিনারও সাক্ষাৎ ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয় বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রাদি সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে উক্ত দার্শনিককে আবূ সা'ঈদ প্রশ্ন করেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আল্লাহকে পাইবার সহজ পথ কোন্‌টি এবং তিনি ইহার উত্তরও পান (H. Ethe, কর্তৃক মুদ্রিত SBBayr AK. 1878, 52 r.; ইব্‌ন সীনা, আন-নাজাত, কায়রো ১৩৩১, ১২-৫; ইবন আবী উসায়বি'আ ২খ., ৯-১০; আল-আমিলী, আল-কাশকূল, কায়রো ১৩১৮, ২৬৪-৫)। নিশাপুর বসবাসকালের শেষের দিকে তিনি তাঁহার পুত্র আবূ ত'াহিরের সঙ্গে হজ্জে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খারাকানস্থ প্রসিদ্ধ সূফী আবুল-হাসান খারাকানী (র)-এর দ্বারা তিনি নিবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি বিসতাম-এ গিয়া আবূ য়াযীদ-এর কবর যিয়ারত করেন এবং দামগান অতিক্রম করিয়া 'রায়্য'-এ যান। পরে তাঁহার পুত্রকে লইয়া তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি জন্মস্থান মায়হানা শহরে কাটাইয়া দেন।

আবূ সা'ঈদকে বহু সংখ্যক চতুষ্পদী (رباعی) কবিতার রচয়িতা বলিয়া ধারণা করা হয় (Nicholson, সংস্করণ ৪৮ টীকা, বোম্বাই সংস্করণ ১২৯৪; লাহোর ১৯৩৪ দ্র.)। যাহা হউক, একথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে, তিনি কেবল একটি কবিতা ও একটি চতুষ্পদী (Nicholson), 4) রচনা করেন। সুতরাং চতুষ্পদী কবিতাটি যে তৎকর্তৃক রচিত, একথা বলা চলে না। তন্মধ্যে একটি যদ্দ্বারা তিনি তাঁহার কুরআন-শিক্ষক আবূ স'ালিহ'কে রোগমুক্ত করেন (AT. 229) এবং হাওরা শব্দ দ্বারা যাহা শুরু হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 'আবদুল্লাহ ইবন মাহ'মূদ আশ-শাশী রিসালা-ই হা'ওরাইয়া শিরোনাম তাঁহার ভাষ্য লেখেন (AT. 322-5)।

আবূ সা'ঈদ বৃহৎ একটি পরিবার রাখিয়া ইন্তিকাল করেন। উহার সদস্যরা এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া তাঁহার কবরগাহের খিদমত করেন। তাঁহারা মায়হানাতে বড়ই সম্মানে ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবূ ত'াহির সা'ঈদ (মৃ. ৪৮০ হি.) দীনহীনের সেবাকর্ম চালাইয়া যাইতে থাকিলে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন নিজ'ামুল-মুলক তাহা পরিশোধ করেন। তাঁহার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করায় তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। শুধু কুরআনের ৪৮তম সূরা (সূরা ফাতহ') তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। পিতার মৃত্যুর পর একটি শিষ্য সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার উপযোগী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তিনি ছিলেন না (জামালুদ্দীন রূমীর পুত্র সুলতান ওয়ালাদ যেমনটি করেন). যদিও আবূ সা'ঈদ একটি শিষ্যশ্রেণী গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া যান বলা চলে (Nicholson, 46)।

যাহা হউক, রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা বংশগত ঐতিহ্য ব্যাহত হয়। আবূ সা'ঈদের জীবৎকালে সালজূকগণ খুরাসানে আগমন করেন। তাহারা মায়হানা দখল করিলে তুগরিল চাগরি বেগের সঙ্গে (Chagris) আবূ সা'ঈদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। সুলতান মাস'উদ শহরটি অবরোধ করেন এবং ৪৩১/১০৪০ সালে দান্দানকান-এ তাঁহার চূড়ান্ত পরাজয়ের কিছুদিন পূর্বেই ইহা অধিকার করেন। ৫৪৮/১১৫৩ সালে গুযদের দ্বারা খুরাসান সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত হইবার পূর্বেই এলাকাটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আবূ সা'ঈদের পরিবারের অন্তত ১১৫ জন লোককে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। 'দুস্ত বু সা'দ দাদা' নামে আবূ সা'ঈদের যে অনুসারীকে শায়খ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার পুঞ্জীভূত ঋণ পরিশোধের অনুরোধ পেশের জন্য গাযনায় সুলতানের কাছে পাঠান, তথা হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আবূ সা'ঈদকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। সুতরাং দুস্ত বু সা'দ বাগদাদে গিয়া সেইখানে মায়হানা খানকাহর একটি শাখা স্থাপন করেন। ইবনুল-মুনাওয়ারের সমসাময়িক কালে তাঁহার পরিবার বাগদাদের 'শায়খুশ-শুয়ূখ' মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিজনগণের পরবর্তী ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই (AT. 294-300)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উদ্ধৃত সূত্রাদি ছাড়াও (১) সুবকী, আত-তাবাকা'তুল- কুবরা, ৩খ., ১০; (২) R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, 1-76.

H. Ritter (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (ابو سعيد بن محمد) ঃ ইবন মীরানশাহ ইবন তীমূর তীমূর বংশীয় সুলতান। ৮৫৩/১৪৪৯ সনে তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি যাঁহার দরবারে অমাত্য পদে বহাল ছিলেন, সেই উলুগ-বেগকে হতাশাগ্রস্ত দেখিয়া ট্রান্সঅক্সিয়ানায় স্বীয় ভাগ্যান্বেষণে চলিয়া যান। সামারকান্দ অবরোধ (১৪৪৯ খৃ.) ও বুখারায় অভ্যুত্থান (মে ১৪৫০) এই উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি ইয়াসী (তুর্কিস্তান) জয় করিয়া 'আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম সুলতান ইবন শাহরুখ-এর সেনাদলের বিরুদ্ধে ইহাতে নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। উযবেগ খান আবুল-খায়র-এর সহযোগিতায় তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীমকে জুমাদাল-উলা ৮৫৫/ জুন ১৪৫১ সনে সামারকান্দ হইতে বিতাড়িত করেন। ৮৫৮/- ১৪৫৪ সনের বসন্তকালে আবূ সা'ঈদ অক্সাস নদী (আমুদরিয়া) অতিক্রম করিয়া বালখ রাজ্য অধিকার করেন। খুরাসানের অধিপতি আবুল-ক'াসিম বাবুর ট্রান্সঅক্সিয়ান আক্রমণ করিয়া সামারকান্দ অবরোধ করিলে (অক্টোবর- নভেম্বর) তথাকার খ্যাতিমান নাক'শবান্দী শায়খ 'উবায়দুলাহ আহ'রার তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন। কথিত আছে, তিনি আবূ সা'ঈদকে রাজধানীতে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। অবশেষে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। তদনুসারে আবূ সাঈদ অক্সাস নদীর দক্ষিণ অববাহিকার শাসনভার গ্রহণ করেন। বাবুরের মৃত্যু (রাবী'উছ-ছানী, ৮৬১/মার্চ, ১৪৫৭) পর্যন্ত নৃপতিদ্বয়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় ছিল।

তৎপর আবূ সা'ঈদ হারাত দখলে সচেষ্ট হন। ইবরাহীম ইবন 'আলাউদ-দাওলা ইব্ন বায়সুনগুর নিজেকে সেইখানকার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইবরাহীমের সঙ্গে গোপন আঁতাতের দায়ে অভিযুক্ত হওয়াতে গাওহার শাদ-এর মৃত্যুদণ্ড উক্ত অবরোধ (জুলাই-আগস্ট ১৪৫৭)-এর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শেষ পর্যন্ত এই অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। কারা কোয়ূনলু জাহান শাহ-এর হাতে পরাজিত হওয়ার পর ইবরাহীম আবূ সা'ঈদের সাথে একটা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করিতে আগ্রহী হন (৮৬২-এর প্রথমাংশ/১৪৫৭-৮-এর শীতকাল)। ফলে একটা আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৪৫৮ জুনের শেষের দিকে জাহান শাহ হারাত অধিকার করেন। আবূ সা'ঈদ ঘটনাচক্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মুরগাব নদীতীরে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। জাহান শাহ শহরটির শাসনভার হস্তগত করিতে অসুবিধায় পড়িলে (নভেম্বর ১৪৫৮) সেই সুযোগে তিনি খুরাসানের বাঞ্ছিত শাসন কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। জুমাদাল-উলা ৮৬৩ মার্চ ১৪৫৯ সালে অনুষ্ঠিত সারাখস-এর যুদ্ধে 'আলাউদ-দাওলা, ইবরাহীম ইবন 'আলাউদ-দাওলা ও সুলতান সানজার তীমূর বংশীয় নৃপতিত্রয় পরাস্ত হন।

পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যগণকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেফতার বা শাস্তি দান করিতেই সমগ্র ১৪৫৯ খৃ. কাটিয়া যায়। ১৪৬০ সনে আবূ সা'ঈদ মাযানদারান দখল করেন। আমীর খালীল সীসতান হইতে আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎদিকে হারাত অবরোধ করেন (গ্রীষ্মকাল ১৪৬০)। সীসতানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (শরৎকাল ১৪৬০ খৃ.) ট্রান্সঅক্সিয়ানায় আবূ সা'ঈদকে একটি বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে হইয়াছিল। এই সুযোগে সুলতান হু'সায়ন মাযানদারান পুনর্দখল করেন এবং হারাত অবরোধ করেন (সেপ্টেম্বর ১৪৬১)। কিন্তু সেই বৎসরই আবূ সা'ঈদ মাযানদারান পুনরাধিকার করেন।

আবূ সা'ঈদের রাজত্ব ট্রান্সঅক্সিয়ানা, তুর্কিস্তান (কাশগার ও দাশত-ই কিপ্চাক' সীমান্ত পর্যন্ত), কাবুলিস্তান, যাবুলিস্তান, খুরাসান ও মাযানদারান পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ধরা হইত। তবে বাস্তবিকপক্ষে সীরদরিয়ার দক্ষিণ দিকে উযবেগ আক্রমণে বাধা দিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। তীমূর বংশীয় উওয়ায়স ইব্ন মুহ'ম্মাদ ইব্ন বায়কারা ১৪৫৪-৫ খৃ. আবুল-খায়র উযবেক-এর সহযোগিতায় ওতরার-এ বিদ্রোহী হন এবং আবূ সা'ঈদকে ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। ৮৬৫/১৪৬১ সনে মুহ'ম্মাদ জুকী ইবন 'আবদুল-লাত'ীফ ইবন উলুগ বেগ ট্রান্সঅক্সিয়ানা লুণ্ঠন করিয়া শাহরুখিয়্যা (তাশকান্দ)-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবূ সা'ঈদ দশ মাস যাবৎ দুর্গটি অবরোধ করিয়া রাখেন (নভেম্বর ১৪৬২-সেপ্টেম্বর ১৪৬৩)। উযবেগগণ প্রতি বৎসরই ট্রান্সঅক্সিয়ানা লুণ্ঠন করিত। ৮৬৮/১৪৬৪ সনে সুলতান হু'সায়ন যিনি খাওয়ারিযম-এ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি আবী ওয়ার্দ ও মাশহাদ হইতে খুরাসানের তুন পর্যন্ত বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় আবূ সা'ঈদ-এর ভাগ্যে উক্তরূপ কোন বিপর্যয় সৃষ্টি হয় নাই। তিনি এই সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণ এড়াইতে সক্ষম হন। সামারকান্দে রাজত্বকালে তিনি এসেনবুগা নামক মোঙ্গল খানের দুইটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৪৫৬ খৃ. তিনি এসেনবুগার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা য়ূনুসকে স্বীকৃতি দেন আর তিনি যাহাতে মুগুলিসতান-এর পশ্চিমাঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, সে উদ্দেশে কয়েকবার তাঁহাকে সহায়তা করেন। ৮৬৮/১৪৬৪ সালে য়ূনুস আরও একবার তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আবূ সা'ঈদ তাঁহাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন।

আবূ সা'ঈদ বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু সেইগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার রাজত্বকালে তেমন কোন আকর্ষণীয় বলিষ্ঠ নীতি প্রবর্তন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার পার্শ্বচর তুর্কি অভিজাত অমাত্যগোষ্ঠী আরগুনরা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহারা শুরু হইতে আবূ সা'ঈদকে সর্বপ্রকার সমর্থন দিয়া বড় বড় পদ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। আবূ সা'ঈদ তৎপূর্ববর্তী নৃপতিদের মত তাঁহার পুত্রগণকে প্রায়ই জায়গীর (সুয়ূরগান) প্রদান করিতেন (সুলতান মাহমূদকে মাযানদারান ও 'উমার শায়খকে ফারগানার জায়গীর ইত্যাদি) এবং স্থানীয় নেতৃবর্গ (যেমন সীসতান) ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহারা তুর্কী, তাজীক, ধর্মবিষয়ক বা রাজ্যবিষয়ক যে কোন শ্রেণীর লোক হউন না কেন, তিনি তাঁহাদেরকে জায়গীর দান করিতেন। আবূ সা'ঈদের রাজত্বকালে খাওয়াজা আহ'রার (দ্র.) সেই ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন, Barthold তাহার বিবরণ দিয়াছেন। খাওয়াজা আহ'রার সামারকান্দে অবিসম্বাদী শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানার মাশাইখ ধর্মীয় 'আলিমগণের প্রধান ছিলেন। আবূ সা'ঈদ নিজেকে এই শায়খের মুরীদ বলিয়া প্রচার করিতেন এবং তাঁহার অনুকূল পরামর্শেই আবূ সা'ঈদ ১৪৬৮ সনে পশ্চিমাঞ্চলে বৃহৎ অভিযান প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবূ সা'ঈদ দেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কৃষককুলকে সাহায্য করার জন্য তিনি বহু অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। খাওয়াজা আহ'রার-এর অনুরোধে তিনি ৮৬০/১৪৬৫ সনে আদেশ দেন, ফসল সংগ্রহের আগে খারাজ-এর এক-তৃতীয়াংশের অধিক কর যেন মোটেই ধার্য করা না হয়। সাধারণত খারাজ তিন কিস্তিতে আদায় করা হইত। সামারকান্দ, বুখারা ও হেরাত-এ 'তামঘা' হ্রাস বা বিলোপ করা হয়। ৮৭০/১৪৬৫-৬ সনের বসন্তকালে শীতের প্রকোপ দেখা দিলে আবূ সা'ঈদ ফলবান বৃক্ষের কর মওকুফ করিয়া দেন। খাসসা জমিতে সেচের জন্য তিনি মাশহাদের সন্নিকটে গুলিস্তানের বিখ্যাত বাঁধ নির্মাণ করেন। তাঁহার রাজদরবারে যেই সকল যোগ্য ব্যক্তি মন্ত্রিত্বের আসন অলংকৃত করেন, তন্মধ্যে কু'ত'বুদ-দীন তাউস সিমনানী একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি হেরাত-এর উত্তরে জুয় ই-সুলতানী তাঁহার রাজত্বের যাযাবর জনসংখ্যার ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। ৮৭০/১৪৬৫-৬-এ আবূ সা'ঈদ ১৫ হাযার যাযাবর পরিবারকে খুরাসানে পুনর্বাসিত করেন। উহারা সেইখানে কারাকোয়ূনলু অঞ্চল হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল। মোটের উপর পশ্চিম অংশের প্রতিবেশীদের তুলনায় যাযাবর জনসংখ্যার দিক দিয়া তীমূর বংশীয় সাম্রাজ্য দুর্বল এলাকা ছিল। আর এই কারণেই তাহারা সামরিক অভিযান পরিচালনার পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৪৬৮ খৃ. অভিযান ঃ শাহরুখের মৃত্যুর পর তীমূর সাম্রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চল তুর্কমানদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধারের আশায় আবূ সা'ঈদ তীমূর বংশীয়দের পুরাতন মিত্র আককোয়ূনলুর বিরুদ্ধে

কারাকোয়ুনলু হ'াসান 'আলী ইবন জাহান শাহকে সাহায্য করিতে অভিযান চালান। সম্ভাব্য বিজিত শহরগুলির জন্য বিজয়ের পূর্বেই শাসনকর্তা মনোনীত করা হয়। আবূ সা'ঈদের সাম্রাজ্যের অবস্থা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে তাড়াহুড়ার সহিত অভিযানের পরিকল্পনা লওয়া হয় বলিয়া সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইহার প্রস্তুতি ছিল খুবই দুর্বল। সেনাবাহিনীর যুদ্ধসরঞ্জাম বহনের জন্য খুরাসান ও মাযন্দারানে যে হাযার হাযার গাড়ি হুকুমদখল করা হয়, সেইগুলির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই অশ্বারোহী সেনাদলের সহিত আবূ সা'ঈদ যুদ্ধযাত্রা করেন, এইদিকে পশ্চাদ ভাগ রক্ষী খুরাসানের সেনাদল দলত্যাগী সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। যখন হেরাতে আবূ সা'ঈদের মৃত্যুর খবর পৌঁছিল তখনও হিন্দুস্তান (অর্থাৎ আফগান)-এর নবগৃহীত সেনাদল সুসংগঠিত হয় নাই। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কথা বাদ দিলেও আযারবায়জানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শীতের অসহ্য প্রকোপ মুকাবিলা করাই আবূ সা'ঈদের পক্ষে ভ্রমাত্মক কার্য হইয়াছিল। মুগান-এর কাছে 'উযুন হ'াসান তাঁহাকে মূল সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বন্দী করেন। ইহার কয়েক দিন পর উযুন হ'াসানের জনৈক পোষ্য তীমূর বংশীয় য়াদগার মুহাম্মাদ তাঁহার দাদী গাওহার শাদ-এর মৃত্যুর প্রতিশোধস্বরূপ তাঁহার প্রাণ বধ করান (ফেব্রু. ১৪৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উৎসসমূহ ঃ (১) 'আবদুর রাযযাক' সামারকান্দী রচিত 'মাত'লা'উস-সা'দায়ন, সম্পা. এম. শাফী লাহোর ১৯৪১-৯ খৃ.; গ্রন্থখানা হইল নিবন্ধটির প্রধান উৎস। Beveridge কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত; (২) রাওদাতুস সা'ফা; (৩) হা'বীবুস-সিয়ার; (৪) মু'ইযযুল-আনসাব; (৫) বাবুর-নামাহ প্রভৃতি সম্পূরক গ্রন্থাদি; (৬) ইসফিযারী, রাওদা'তুল-জান্নাত ফী তা'রীফ হারাত (তু. Barbier de Meynard, JA, 1862/II)। ইলয়াস কর্তৃক সম্পাদিত, E.D. Ross কর্তৃক অনূদিত, Mongol Policy বিষয়ক; (৭) তারীখ-ই রাশীদী; (৮) জীবনী বিষয়ক—সায়ফুদ-দীন হা'জী, আছারুল-উযারা (পাণ্ডুলিপি); (৯) খাওয়ানদামীর, দাসতূরুল-উযারা' সং., তেহরান ১৩১৭ হি.; নাক'শবান্দী সঙ্কলন গ্রন্থাদি; (১০) কাশিফী, রাশাহাত 'আয়নিল-হা'য়াত দুই সংস্করণ, তাশকান্দ ও লখনৌ; (১১) আবী ওয়ারদী, রাওদা'তুস-সালিকীন (পাণ্ডুলিপি) ইত্যাদি নথিপত্র; (১২) দ্র. ইনশার সংকলন গ্রন্থাদি পাণ্ডুলিপি (বিশেষত B. N. Paris, Suppl. Pers. 1815); (১৩) A. N. Kurat, Topkapi Sarayi Muzesi arsivindeki... Tarlik ve bitikler, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ (One letter);তু.; আরও (১৪) ফেরীদূন বে. মুনশাআত।

গবেষণা ঃ আলোচ্য যুগ বিষয়ে লিখিত কোন রচনা পাওয়া না গেলেও ইহা সম্পর্কে লিখিত পুস্তক বা সমকালীন না হইলেও কাছাকাছি যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাদি অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে। বিশেষত দ্র.; (১৫) V.V. Barthold, Ulug Beg i iego vremja, 1918 (Hinz-এর জার্মান অনু. Ulug beg und scine Zeit, 1935); (১৬) Mir Ali Shir i Politiceskaja ziza (Hinz-এর অনু. Herat unter Husain Baiqara); (১৭) প্রবন্ধসমূহ (রচনা Yakubovskij, Molcanov, Belenitskij, Rodonacal'nik uzbekskoj literatury, তাশকন্দ ১৯৪০; (১৮) Ali Shir Navoj Sbornik, তাশকন্দ ১৯৪৬—এই সঙ্কলন গ্রন্থদ্বয় হইতে Yakubovskij, Molcanov, Belenitskij প্রমুখ প্রাবন্ধিকগণের প্রবন্ধ; (১৯) Belenitskij, K istorii feodalnago zem levladenija Srednej Azii pri Timuridakh, Istorik-Marksist, 1941-4 খৃ.; (২০) I. P. Petrushevskij প্রণীত গ্রন্থাবলী; (২১) W. Hinz প্রণীত Irans Aufstieg zum Nationalstaat, 1936 খৃ., ১৪৬৪ খৃ., হেরাত-এ অবস্থিত রুশ দূতাবাস সম্পর্কিত নিবন্ধ তু. ZVO, ১খ., ৩০প., আরও Browne, ৩খ.; (২২) Grousset, Empire des Steppes, Bouat, Essai sur La civilisation timouride, JA, 1926 খৃ. ও L Empire mongol (ze Phase), প্যারিস ১৯২৭ গ্রন্থদ্বয়ের তথ্যাদি উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

J. Aubin (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ সা'খর (ابو صخر) ঃ (রা) আল-আকলী। বানূ 'আক'ীল গোত্রের সাহাবী। ইব্ন আবদিল-বারর-এর বর্ণনামতে তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন কু'দামা। বুখারী, মুসলিম, ইব্ন হি'ব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিছ সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন খুযায়মা তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে ও হা'সান ইব্ন সুফয়ান তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে যালিস ইব্ন নূহ-এর সূত্রে আবূ সা'খর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে একবার ব্যবসায় উপলক্ষে আমি মদীনায় আগমন করি এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করিবার পরে আমার মনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার বাসনা জাগিল এবং তাঁহার উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। মদীনার একটি পথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত পাইলাম; আবূ বাক্র ও উমার (রা) সমভিব্যাহারে তিনি চলিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলাম। ঐ সময়ে এক ইয়াহূদী তাহার অসুস্থ সন্তানের পাশে তাওরাত পাঠ করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতেছিল। রাসূল (স) তাহার দিকে ধাবিত হইলেন, আমিও সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে ইয়াহূদী! যে সত্তা মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করিয়াছেন এবং যে সত্তা বানূ ইসরাঈল-এর জন্য সমুদ্রের পানিকে বিভক্ত করিয়াছেন তাঁহার শপথ সহকারে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করি, তাওরাতে কি তোমরা আমার গুণাবলী ও আমার আবির্ভাব সম্পর্কিত তথ্য দেখিতে পাও নাই ? ইয়াহূদী মাথার ইঙ্গিতে বলিল, না। অতঃপর তাহার মুমূর্ষু সন্তান বলিয়া উঠিল, শপথ সেই সত্তার যিনি মূসার প্রতি তাওরাত নাযিল করিয়াছেন! নিশ্চয় আপনার গুণাবলী, আপনার রিসালাত ও আপনার আবির্ভাব সংক্রান্ত বিষয় তাওরাতে রহিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ এক এবং আপনি তাঁহার প্রেরিত রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার নিকট হইতে ইয়াহূদীকে অপসারিত কর। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (স) বালকটির অভিভাবকরূপে তাহার দাফন সম্পন্ন করিলেন এবং তাহার জানাযায় ইমামতি করিলেন। ইব্ন সাদ প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল ইসা'বা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০৭; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ভী'আব,

মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ১০৮; (৩) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ ছিক'াত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭ হি., ৩খ., ৪৫৭।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সাখর আল-হুযালী (ابو صخر الهذلى) ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন সালামা ১ম/৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 'আরব কবি। তিনি হিজায-এর হুযায়ল গোত্রের সাহম শাখাভুক্ত ছিলেন এবং মারওয়ান পক্ষের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি খলীফা বিরোধী 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ইবনুয-যুবায়রের শাহাদাতের পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার নিজের বিবরণমতে তিনি ৭২/৬৯২ সালে মক্কা শরীফ অধিকার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কবিতায় তিনি খলীফা 'আবদুল-মালিক-এর ও তাঁহার ভাই 'আবদুল আযীয-এর প্রশস্তি রচনা করেন (আগ'ানী, ১ম মুদ্রণ, ২১খ., ১৪৪)। সর্বোপরি তিনি আসীদ গোত্রের আমীর আবূ খালিদ 'আবদুল-'আযীয-এর প্রশংসা করেন, তাঁহার ভাই উমায়্যা ৭১/৬৯০ সাল হইতে ৭৩/৬৯২ সালের শেষ পর্যন্ত বসরার শাসনকর্তা ছিলেন (আত-তাবারী, নির্ঘণ্ট দ্র.) এই পরিবারটির প্রতি খলীফার সুদৃষ্টির বিষয়ে দ্র. ইবন 'আবদ রাব্বিহি, 'ইক'দ, কায়রো ১৩৫৯, ৮খ., ৫৫)।

আবূ সাখর-এর প্রায় বিশটি কবিতা ও খণ্ড কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, সেইগুলি আস-সুক্কারী কর্তৃক তাঁহার হুযায়ল-এর 'দীওয়ান' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। সেইগুলির মধ্যে কতগুলি ক্লাসিক ধরনের কাসীদা; অন্যগুলি 'উমার ইবন আবী রাবী'আ-এর কবিতার অনুরূপ কর্মোদ্দীপক ও শোক প্রকাশক রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগ'ানী, ১খ., ২১, ১৪৪-৫৪; (২) Wellhausen, Letzter Teil der Lieder der Hudhailiten, Berlin 1884, i, Arabic text, nos 250-269; (৩) আল-বুহতুরী, হামাসা নং ১০০৯; (৪) কু'দামা ইবন জা'ফার, নাক'দুশ-শি'র ১৩, ৪৪-৪৫।

R. Blachere (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

আবূ সা'দ (ابو سعد) ঃ 'আমীদুদ-দাওলা মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হ'াসান ইবন 'আলী ইবন 'আলী ইবন 'আবদির-রাহ'ীম, বুওয়ায়হী শাসকদের একজন উযীর। তিনি যু'ল-কা'দা ৪৩৯/১০৪৮ সালে ৫৬ বৎসর বয়সে জাযীরা ইবন 'উমার-এ ইন্তিকাল করেন। আমীর জালালুদ-দাওলা আবূ তাহির ইবন বাহাউদ-দাওলা (মৃ. ৪৩৫/১০৪৩) সর্বপ্রথম তাঁহাকে ৪১৮/১০২৭ সালে উযীর নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি কয়েকবার উক্ত পদ হইতে পদচ্যুত এবং পুনরায় নিয়োজিত হন। কথিত আছে, তিনি কমপক্ষে ছয়বার উক্ত পদ হইতে বরখাস্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন ভাল কবিও ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি., ৯খ., ২২৫; (২) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান -নিহায়া, ১২খ., ৫৯; (৩) ইবন খালদূন, আল-'ইবার, মিসর ১২৮৪ হি., ৪খ., ৪৭৬; (৪) E.I. লাইডেন, ১খ., ১০৩।

'আবদুল-মান্নান "উমার (E.I.² ও দা. মা. ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আবূ সা'দ (ابو سعد) ঃ (রা) আনসারী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবী ফুদায়ক ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, পাপের জন্য অনুশোচনাই সত্যিকার তওবা। গুনাহ হইতে যে তাওবা করে সে এমন ব্যক্তিসদৃশ যাহার কোন পাপ নাই। পাপের জন্য অনুশোচনাই প্রকৃত তওবা। আবূ নু'আয়ম আলোচ্য সাহাবী আবূ সা'দকে বানূ নাদীর গোত্রের আবূ সা'দ ইব্ন ওয়াহব আন-নাদারী বলিয়া ধারণা করিয়াছেন এবং আবূ বকর আর-রাযীর ধারণা অনুযায়ী কুরবানীর উত্তম পশু হইল ভেড়া। হ'াদীছটি আলোচ্য আবূ সা'দ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, উভয় ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইব্ন 'আবদিল বাররর-এর ধারণা অনুযায়ী উভয় হ'াদীছই আবূ সা'দ আয্-যুরাকী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৮৭; (২) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯৩; (৩) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব, মদীনা, তা. বি., পৃ. ২২৭।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সা'দ আল-মাখ'যূমী (ابو سعد المخزومى) ঃ নামটি সম্প্রতি 'ঈসা ইবন খালিদ ইবনিল-ওয়ালীদকে দেওয়া হইয়াছে, বাগদাদের একজন অপ্রধান কবি। দি'বিল (দ্র.)-এর সঙ্গে তাঁহার বিরোধের ফলেই তিনি বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দক্ষিণ আরব (ইয়ামান) ও উত্তর আরবের অধিবাসী (নিযারী)-দের মধ্যে অতীত কালে যেই বিবাদ ছিল ইহা কতকটা সুপ্ত থাকিলেও এই দুই কবির দীর্ঘস্থায়ী কলহ উহারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি এবং সম্ভবত দিবিল কর্তৃক দক্ষিণ 'আরবের অধিবাসীদের প্রশংসায় রচিত একটি প্রসিদ্ধ কাসীদা এই কলহের সূত্রপাত করে ('আবদুল-কারীম আল-আশতার, শি'র দিবিল, দামিশক ১৯৬৪, সংখ্যা ২১২)। তাহার প্রত্যুত্তর আবূ সা'দ দিয়াছিলেন 'রা' বর্ণের অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতাটি তৎকালে কিছুটা সুনাম অর্জন করিয়াছিল। এই ঘটনার পর বানূ মাখ'যূম খুব সম্ভবত দিবেলের জন্য তাঁহাদের দরজা বন্ধই করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি যেই ভীতি তাহাদের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তাহাদেরকে এমন সন্ধিক্ষণে লইয়া যায় যে, তাহারা তাহাদের রক্ষাকর্তাকে জানায়, তাহাদের গোত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এবং আল-মা'মূনের পরামর্শে তাহারা এই প্রসঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও প্রদান করে (আগানী, সং., বৈরূত ২০ খ., ১২৭, ১৩০)। আবূ সা'দ যিনি নিজেকে আল-হ'ারিছ ইবন হিশামের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন, তিনি তাঁহার অঙ্গুরীর উপর "আল-'আবদ ইবনুল-'আবদ" খোদাই করা এবং আল-জাহি'জ নিজেই তাঁহাকে দা'ঈ-বানী মাখ'যূম নামে অভিহিত করেন (বায়ান, ৩খ., ২৫০-১; হায়াওয়ান, ১খ., ২৬৫)। আগানী আবূ সা'দ-এর উপর কোন বিশেষ দৃষ্টি না দিলেও দিবিল সম্পর্কে লিখিত অংশে (২০খ., ১২১পৃ.) দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও শেষোক্ত কবি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেই সম্বন্ধে কিছু বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবূ সা'দকে কাওসার (একজন মহিলাকে চিহ্নিত করিবার লক্ষণালংকার, কিন্তু ইবন কাওসারা-র

অর্থ সমাজচ্যুত বা সমাজে পরিত্যক্ত ব্যক্তি) নামে অভিহিত করিয়া ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করিবার পর দিবিল কিছু সংখ্যক বালক-বালিকাকে ভাড়া করিয়া পথে পথে উহা সুর করিয়া গাহিবার জন্য নিয়োজিত করেন (শি'র দিবিল, সংখ্যা ১১৯; আগ'ানী ২০খ., ১২৩, ১৩১, ইব্নুল-মু'তায্য, তাবাক'াত, ১৪০)। ইহা আবূ সা'দকে ক্রোধান্বিত করিয়া তোলে। তিনি নিজে আল-মা'মূনকে, দক্ষিণ-আরববাসীদের এক কবির বিরুদ্ধে যিনি তাঁহার কোন এক কবিতায় মা'মূনকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন (আগ'ানী, ২খ., ১৩০) ও এমন কি তিনি খলীফার নিকট দিবিলের খণ্ডিত শির আনিবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা প্রদানের আবেদন করেন (আগানী, ২০খ., ৯৩, ১৩০, ১৩২)। কিন্তু খলীফা তাঁহার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁহাকে আক্রমণের প্রত্যুত্তর দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পরামর্শ দেন। অভিযোগে বর্ণিত আছে, দিবিল তাঁহার শত্রুকে বধ করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিয়াছিলেন (আগ'ানী, ২০খ., ১২৭) এবং আগ'ানীতে লিপিদ্ধ ২০খ., ১২৫-২৭-এর উল্লিখিত আপাত সমঝোতার বিবরণ যদি নির্ভরযোগ্য হয়, নিশ্চিতভাবে ইহা আবূ সাদের ছলনারই নির্দেশ করে। তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিত কতিপয় খণ্ড কবিতা শির দিবিল-এ একত্র করা হইয়াছে (শি'র দি'বিল, সংখ্যা ৬৮, ৮১, ৯৬, ১১৯, ২২৩, ২৩৫; আরও দ্র. পৃ. ২৯৩)।

দি'বিলের জ্ঞাতি ভাই ছিলেন আবুশ-শীস-এর পুত্র যাঁহার আক্রমণের শিকার হন আবূ সা'দ (আগ'ানী, ২০খ., ১৩০-১; শি'র দি'বিল; ৩৪৯), কিন্তু তিনি নিজে আল-আশ'আছ ইব্ন জা'ফার আল খুযা'ঈকে তাঁহার আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন এবং আল-আশ'আছ ইবন জা'ফার আল- খুযা'ঈ আবূ সা'দকে এক শত দোররা মারিয়াছিলেন (ইবনুল-মু'তায্য, তাবাক'াত, ১৩৯-৪০)। অবশেষে তিনি রায়-এ আশ্রয় সন্ধানের উদ্দেশে বাগদাদ পরিত্যাগ করেন যেইখানে তিনি আল-ওয়াছিক-এর খিলাফাতের সময় ইন্তিকাল করেন (আনু. ২৩০/ ৮৪৫, ঐ)।

মজার ব্যাপার হইল, আবূ সা'দ শুধু তাঁহার রচিত কবিতার একটি স্তবক দিবিলের একটি কবিতায় সংযোজন করিতে দ্বিধা করেন নাই (আগ'ানী, ২০ খ., ১২৪)। অপরপক্ষে সময়ে কিছু সংখ্যক কবিতা আবূ সা'দ অথবা দিবিলের প্রতি কিম্বা উভয়ের প্রতি আরোপিত হইতে থাকে (শি'র দি'বিল, ২৮৯, ৩১৩, ৩২২, ৩৩৮)। তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলির লক্ষ্য ছিল তাঁহার শত্রুবর্গ। আবূ সা'দ আল-মা'মূনের গুণ-কীর্তন করেন এবং কতকগুলি কবিতাংশ নিযারের উচ্চ প্রশংসা করিয়া রচনা করেন। আগ'ানী, ২০খ., ১২৮-তে, এমন কি 'দাফতারুন-নিযারিয়্যাত' নামে তাঁহার একটি কবিতার উল্লেখ আছে। দিবিলের রচনা দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়ায় তাঁহার সুখ্যাতি আবূ সা'দ-এর রচনাকে ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলে, যদিও আবূ সা'দ-এর কবিতা কোন রকমেই নিম্নমানের নয়। আল-মারযুবানীর মতে (মুওয়াশশাহ', ৩২৯) আবূ তাম্মাম তাঁহার সমুদয় কাব্য কীর্তির অর্ধেক, যাহা তিনি পসন্দ করিতেন, আবূ সা'দ-এর একটি অপূর্ণ পংক্তির বিনিময়ে দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আবূ সা'দ, নিজেকে যিনি উত্তর আরববাসীদের সমর্থক বলিয়া মনে করিতেন এবং এই কাজ দ্বারা নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংঘাতের সময়ে দিবিলের শী'আ মতবাদের বিরুদ্ধে সুন্নী মতবাদের রক্ষক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ কিছুতেই উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। সৌভাগ্যবশত রাযযূক ফারাজ রাযযূক' সম্প্রতি তাঁহার দীওয়ান গ্রন্থ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন (বাগদাদ ১৯৭১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-কারীম আল-আশতার, শি'র দি'বিল, নির্ঘণ্ট; (২) ঐ লেখক, দি'বিল ইবন "আলী আল-খুযাঈ, দ্বিতীয় সং., দামিশক ১৯৬৭, ১৪৫ প. ও নির্ঘণ্ট ; (৩) ইবন কু'তায়বা, 'উয়ূনুল-আখবার, ১খ., ১৯০; ৯৪০ জাহি'জ, বায়ান, ৩খ, ২৫০ ৯৫০, ঐ লেখক, হ'ায়াওয়ান, ১খ., ২৬২, ২৬৫; (৪) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', ৩২৯, ৩৪৭; (৫) ঐ লেখক, মু'জাম, ৯৮, ২৬০; (৬) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ২খ., ৯১; (৭) হুসরী, যাহরুল-আদাব, ৩২০; (৮) ইবনুল-মু'তায্য, তা'বাক'াত, ১২৬, ১৩৯-৪১; (৯) বুসতানী, DM, ৪খ., ৩৩৯-৪০; (১০) যিরিকলী, আ'লাম, ৫খ., ২৮৬, তাহার দীওয়ানের ভূমিকা।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.)/ড. আজহার 'আলী

আবূ সাফয়ান (ابو سفيان) ঃ প্রচলিত লোক-কাহিনী অনুযায়ী ইনি জাহিলী যুগে জাবালুয-যাবিয়ার আল-বারা এলাকার রাজা ছিলেন। স্থানটি প্রাচীন আপামিয়া-এর উত্তরে ও মাআররাতুন-নু'মান-এর পশ্চিমে অবস্থিত। সমগ্র এলাকাটির মধ্যে আল-বারার ধ্বংসস্তূপই অধিকতর দৃশ্যমান, সিরিয়াক ভাষায় কাফ্রা যে বারতা নামে পরিচিত নগরটি খৃ. ৫ম-৭ম শতাব্দীতেই উন্নতির শিখরে উপনীত হয়। ইসলামী শাসনকালেও বহুদিন যাবৎ ইহার শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। রাজ্যটিতে একটি ইয়াহূদী উপনিবেশও ছিল। ক্রুসেডের যুদ্ধকালে স্থানটি সংঘর্ষের কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে যে শহরের নাম ক'াল'আত, আবূ সাফয়ান উহার উত্তরে মুসলিমগণ যে দুর্গ নির্মাণ করেন, তাহা এই যুদ্ধকালেই নির্মিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ আছে (আল-বারা নগরীর বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. ইবন খুররাদাযবিহ, ৭৬; য়া'কূ'বী ৩২৪; য়াকূ'ত, ১খ., ৪৬৫, Littmann (See Bibl.) M. ben Berchem, Voyage en Syrie, 196-200 R. Dussand, Topojn. hist. dela syric, 181 and index দ্র.)। লোক-কাহিনী অনুসারে দুর্গটি জাহিলী যুগে নির্মিত হয় আর আবূ সাফয়ান নামক ইয়াহূদী নরপতি উহাকে রাজধানীরূপে ব্যবহার করেন। এই সময়কার একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে, আবূ বাক্র (রা)-এর পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান আবূ সাফয়ানের কন্যা লুহায়ফার প্রেমে পড়েন। যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তখন তিনি উক্ত দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। এই অবস্থায় উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করিয়া পলায়ন করেন। আবূ সাফয়ান তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে যেই সংঘর্ষ ঘটে তাহাতে ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা, বিশেষত হযরত 'উমার (রা) ও খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ (রা) অংশগ্রহণ করেন। ফেরেশতা প্রধান জিবরাঈল (আ) তাহাদেরকে উহাতে সাহায্য করার আহ্বান জানান। হযরত 'উমার (রা) ইবনুল-খাত'তা'ব-এর হস্তে আবূ সাফয়ান নিহত হইলে সমগ্র রাজ্যটি মুসলিম শাসনাধীনে আসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ E. Littmann, Semitic Inscriptions 191, 193 ff.

E. Littmann (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ সাবরা ইব্ন আবী রুহম (ابو سبرة بن ابى رهم) ঃ (রা) একজন মুহাজির সাহাবী। আবূ সাবরা তাঁহার উপনাম। কিন্তু ইহা এত ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল উহা আর জানা যায় না। তাঁহার মাতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স) -এর ফুফু বাররা বিনত 'আবদিল-মুত্তালিব। এই হিসাবে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাতো ভাই এবং আবূ সালামা ইব্ন 'আবদিল-আসাদ (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। মক্কার খ্যাতনামা কুরায়শ গোত্রের বানূ 'আমির ইবন লুআয়্যি শাখায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ সাবরা ইব্ন আবী রুহম ইব্ন 'আবদিল-'উয্যাইব্ন আবী ক'য়স ইব্ন 'আবদ উদ্দ ইব্ন নাস'র ইব্ন মালিক ইব্ন হি'স'ল ইব্ন 'আমির ইব্ন লু'আয়্যি আল-কু'রাশী আল-'আমিরী।

ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিকেই আবূ সাবরা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হাবশায় হিজরত করেন। হাবশার উভয় হিজরতেই তিনি শরীক ছিলেন। দ্বিতীয়বার হিজরতের সময় তাঁহার স্ত্রী উম্মু কুলছূম বিন্ত সুহায়ল ইব্ন 'আমর (রা)-ও তাঁহার সঙ্গে হিজরত করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে হইতে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় গিয়া তিনি আল-মুনযি'র ইব্ন মুহ'াম্মাদ [দ্র.] (রা)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সালামা ইব্ন ওয়াক্'শ [দ্র.] (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

আবূ সাবরা (রা) বদর, উহুদ ও খনদকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় তিনি মদীনায়ই বসবাস করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর সাবরা (রা) পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করত সেখানে বসবাস করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মদীনায় হিজরত করার পর পুনরায় মক্কায় আসিয়া বসবাস করেন। অন্যান্য মুসলমান ও তাঁহার পুত্রগণ পর্যন্ত বিষয়টি ভাল চোখে দেখিত না। আবূ সাবরা (রা) 'উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলে মক্কায় ইনতিকাল করেন। স্ত্রী উম্মু কুলছূম বিনত সুহায়ল ইব্ন 'আমর (রা)-এর গর্ভে মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ ও সা'দ নামে তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., ৪০৩; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৮৪, সংখ্যা ৫০০; (৩) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ২০৭; (৪) শাহ মু'ঈনুদ্দীন নাদবী, সিয়ারুস-স'াহাবা, ইদারা-ইইসলামিয়্যাত, লাহোর, তা. বি., ২/২খ., পৃ. ৩০১-৩০২; (৫) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস স'াহাবা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৭১, সংখ্যা ১৯৯৪; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ২খ., পৃ. ৩২৮; (৭) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আর-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৬৬৬-১৬৬৭, সংখ্যা ২৯৮৪; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক্র আল-আরাবী, ১ম সং., ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., পৃ. ৩২৬; (৯) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়া, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৫০৭; (১০) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল-মাগ'াযী, আলামু'ল কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., পৃ. ১৫৬।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ সায়ফ (ابو سيف) ঃ (রা), আল-কায়ন। মদীনাবাসী আনসার সাহাবী। তিনি কর্মকার ছিলেন বিধায় তাঁহাকে আবূ সায়ফ আল-কায়ন (কামার) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তনয় ইবরাহীমকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন আবূ সায়ফ আল-কায়ন-এর স্ত্রী উম্মু সায়ফ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম ছাবিত-এর সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন বলিলেন ঃ রাত্রে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়াছে, আমি পিতা ইবরাহীম (আ)-এর নামে তাঁহার নামকরণ করিয়াছি এবং আবূ সায়ফ নামক মদীনার জনৈক কর্মকারের স্ত্রী উম্মু সায়ফের নিকট দুগ্ধ পান করানোর জন্য তাঁহাকে সোপর্দ করিয়াছি। অতঃপর আমরা আবূ সায়ফের নিকট পৌঁছাইলাম, তখন তিনি তাঁহার হাপর দ্বারা বাতাস করিতেছিলেন। গৃহটি ধোয়াচ্ছন্ন ছিল। আমি দ্রুত গিয়া আবূ সায়ফকে বলিলাম, আবূ সায়ফ! তোমার হাপর বন্ধ কর, রাসূলুল্লাহ (স) আসিয়াছেন। অতঃপর সে বিরত হইল (আল-হাদীছ)। অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বারাআ ইব্ন আওস-এর স্ত্রী উম্মু বুরদা বিনতু'ল-মুনযি'র-এর নিকট তাঁহার পুত্র ইবরাহীমকে সোপর্দ করিলেন। পরস্পর বিরোধী উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইব্ন হ'াজার প্রমুখ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) প্রাথমিকভাবে বারাআ ইব্ন আওস-এর স্ত্রীর নিকট ইবরাহীমকে সোপর্দ করেন এবং পরবর্তীতে আবূ সায়ফের স্ত্রীর নিকট পুনঃ সোপর্দ করেন। ইব্ন আবদিল-বারর প্রমুখ-এর ভাষ্য অনুযায়ী বারা'আ ইব্ন আওস ও আবূ সায়ফ উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। আবূ সায়ফ তাঁহার কুন্য়া (পিতৃ পদবীযুক্ত নাম) এবং বারাআ ইব্ন আওস তাঁহার প্রকৃত নাম।

এতদ্‌ব্যতীত ওয়াকি'দী কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কেও অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। অপরদিকে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার নির্ভরযোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯৮; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২ হি., ৪খ., পৃ. ৯৮।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সায়্যারা (ابو سيارة) ঃ 'উমায়লা ইবনুল-আযাল ইবন খালিদ আল-'আদাওয়ানী জাহিলিয়া যুগের অন্তিম লগ্নের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সর্বপ্রথম হত্যার ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়্যা

(دية) অর্থাৎ আর্থিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক শত উট ধার্য করেন এবং ঐ যুগের শেষ ব্যক্তি হিসাবে হজ্জযাত্রীদের 'আরাফাত ত্যাগ করা (ইফাদা)-র অথবা আল-মুযদালিফা হইতে মিনা যাত্রা (ইদিয়াজা)-র নেতৃত্ব দান করেন। তবে বিভিন্ন সূত্র এই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করে এবং অধিকতর সতর্ক গ্রন্থকারগণ শুধু দাফা'আ বিন-নাস (دفع بالناس) ভাবধারারই ব্যবহার করিয়াছেন। এই ব্যক্তি, যিনি তাঁহার এই কুনিয়া সম্ভবত তাঁহার নিজের এই কাজের জন্যই লাভ করিয়াছেন, যে দায়িত্ব ছিল 'আদাওয়ানের কায়সী গোত্রের অধিকার, কিংবদন্তীর নায়ক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন (দ্র. ইবনুল-কালবী-কাসকেল, তালিকা ৯২ ও ২খ., ১৪৪)। কেননা তিনি সদাসর্বদা একটা কৃষ্ণ বর্ণ গাধার (যাহা আল-আসমা'ঈ ও অন্যদের মতানুসারে ছিল স্ত্রী গাধা এবং এক চক্ষুবিশিষ্ট) পিঠে আরোহণ করিয়া সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত তাঁহার কর্ম সম্পন্ন করেন। কৌতুকের সঙ্গে আল-জাহিজ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, (হায়াওয়ান ১খ., ১৩৯) কোন ব্যক্তিই এই গাধাটির আয়ু সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ সকল গাধার মধ্যে এই গাধাটিই সবচেয়ে দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। ইহার ফলে আসাহহু মিন 'ঈর আবী সায়্যারা (اصح من عير ابى سيارة) অর্থাৎ 'আবূ সায়্যারার গাধার চাইতে অধিকতর সবল' এই প্রবাদ বাক্যের জন্ম হয় (আল-মায়দানী, আমছাল, ১খ., ৪২২-২৩; আবূ 'উবায়দ আল-বাকরী, ফাস্লুল-মাকাল ফী শারহ কিতাবিল-আমছাল, বৈরূত ১৩৯১/১৯৭১, ৫০০-১)। আল-জাহিজ ইহার একটি ভিন্নরূপ (হায়াওয়ান, ২খ., ২৫৭) আসবাব মিন....'অধিক সহ্যগুণসম্পন্ন...' এই উক্তি সরবরাহ করিয়াছেন।

নম্রতার জন্য আবূ সায়্যারাকে 'উযায়র ও যীশু খৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যাঁহারা এই নীচ জাতের সওয়ারী পশু পছন্দ করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার গাধাটির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উক্ত বরাত ছাড়া দেখুন ঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান ৭খ., ২১৫; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ১খ., ৩০৭-৮; (৩) ঐ লেখক, বুখালা, পৃ. ১৮৭; (৪) ইবন হিশাম, সীরা, ১খ., ১২২; (৫) তাবারী, ১খ., ১১৩৪; (৬) আযরাকী, মক্কা, পৃ. ১২০-১; (৭) ইবন দুরায়দ, ইশতিকাক; ১৬৪; (৮) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৩খ., ১১৬-৯৬ (৯) ছা'আলিবী, ছিমারুল-কুলূব ২৯৫; (১০) নাকাইদ, সং. বেভান, ৪৫০; D. M, ৪খ., 173.

Ch. Pellat (E.I.², suppl.)/ ড. আজহার 'আলী

আবূ সালামা (ابو سلمة) ঃ হাফস ইবন সুলায়মান আল-খাল্লাল, উযীর। তিনি প্রথমে কূফার জনৈক আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। ১২৭/৭৪৪-৫ সালে অন্যতম প্রধান 'আব্বাসী প্রতিনিধি (Emissary)-রূপে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে খুরাসানে প্রেরণ করা হয়। যেই সশস্ত্র উত্থানের ফলে উমায়্যা বংশের পতন ঘটিয়াছিল তাহাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন; পরে কূফার শাসক (Governor) নিযুক্ত হন। বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি 'আলীপন্থিগণের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং ধারণা হয়, তিনি 'আলী বংশীয় খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ইহা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত দ্ব্যর্থবোধক প্রচারণার ফল যাহা বিপ্লবিগণ তাহাদের প্রচার কার্যে ব্যবহৃত করিয়াছিল। আস-সাফফাহ খলীফারূপে মনোনীত হইলে আবূ সালামা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন (১৩২/৭৪৯)। খলীফা আবূ সালামা-কে উযীর নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহার আনুগত্যের বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হইতে না পারিয়া সেই বৎসরই আবার তাঁহাকে অপসারিত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ইহাতে খুরাসানের প্রভাবশালী শাসক আবূ মুসলিম শত্রুভাবাপন্ন হইবেন বলিয়া খলীফার আশঙ্কা হয়। কেননা আবূ মুসলিম 'দাওয়া'তে আবূ সালামার সহযোগী ছিলেন এবং হয়ত বা তাঁহারা পরস্পরে যুক্ত মন্ত্রণায় কাজ করিয়াছেন। তখন খলীফা স্বীয় ভ্রাতা আবূ জা'ফার (আল-মানসূর)-কে আবূ মুসলিম-এর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য খুরাসানে প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম কোনই বিঘ্ন করেন নাই, বরং তিনি নিজ হইতেই আবূ সালামাকে হত্যা করিবার জন্য একজন ভাড়াটিয়া গুপ্তঘাতক প্রেরণ করেন। এই অপরাধের দায় শেষ পর্যন্ত খারিজীদের উপর চাপানো হয়।

আবূ সালামা একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং আব্বাসী স্বার্থের জন্য তাঁহার যে অবদান তাহাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তথাপি তাঁহার আনুগত্য সম্বন্ধে খলীফার মনে যে ভীতি ছিল তাহা বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণে যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দীনাওয়ারী, আল-আখবারুত, তিওয়াল (Guirgass); (২) য়া'কূবী; (৩) তাবারী; (৪) মাসঊদী, মুরূজ, নির্ঘণ্টসমূহ; (৫) ইবন খাল্লিকান, নং-২০০; (৬) ইবনুত তিকতাকা, ফাখরী (Derenbourg), 205-10; (৭) S. Moscati, in Rend Line, 1949, 324-31.

S. Moscati (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

আবূ সালামা (ابو سلمة) ঃ (রা) উক্ত নামে একাধিক সাহাবীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহাদের একজন ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাওলা (দ্র.), অন্য একজন ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেষ পালক যাঁহার আরেক নাম দুরায়হ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শাম, মতান্তরে কূফায় বসবাস করিতেন। যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাওলা ছিলেন তিনিও রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। সারবী ইব্ন য়াহয়ার সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আবূ সালমা বলিয়াছেন, আমি ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (স)-কে اذا الشمس كورت সূরাটি পাঠ করিতে শুনিয়াছি। ইব্ন 'আবদিল-বারর ও ইব্ন আবী হাতিম-এর উল্লেখ অনুযায়ী সাহাবী আবূ সালামার সহিত সারবী ইব্ন য়াহয়ারও সাক্ষাৎ হইয়াছে। আবূ আহমাদ আল-হাকিম-এর ভাষ্য অনুযায়ী কোন সাহাবীর সহিত সারবী ইব্ন য়াহয়ার সাক্ষাত হয় নাই বা কোন সাহাবী হইতে তাঁহার কোন রিওয়ায়াতও পাওয়া যায় নাই। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী সারবী ইব্ন য়াহয়া হইতে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে আবূ সালামা হইতে আবূ সালীম আল-আলবারী এবং তাঁহার হইতে সারবী রিওয়ায়াত করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। আলোচ্য সাহাবীই রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেষ পালক ছিলেন বলিয়া ইব্ন হিব্বান উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর (১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯৪; (২) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯৩-৯৪; (৩) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবুছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৩৯৭ হি., ৩খ., পৃ. ৪৫৮।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদিল-আসাদ (ابو سلمة ابن عبد الاسد) ঃ (রা), মুহাজির সাহাবী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাত ও দুধভাই, উম্মুল-মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর পূর্বের স্বামী। তাঁহার প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ, আবূ সালামা তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি মককার খ্যাতনামা কুরায়শ গোত্রের বানূ মাখযূম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ জানা যায় না। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ সালামা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল-আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন রাকজা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআয়্যি ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর আল-কুরাশী আল-মাখযূমী। তাঁহার মাতার নাম ছিল বাররা বিনত 'আবদিল-মুত্তালিব ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসায়্যি, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফু।

আবূ সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইসলাম প্রচারের অর্থাৎ দা'ওয়াত ও তাবলীগের প্রথমদিকেই ১০ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-ও তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ সালামা (রা)-এর ইনতিকালের পর তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীনদিগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন (আল-ইসাবা, ২খ., ৩৩৫)। আবূ সালামা (রা), 'উবায়দা ইবনু'ল-হারিছ, আরকাম ইব্‌ন আবিল-আরকাম ও 'উছমান ইব্‌ন মাজ'উন (রা) একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের প্রতি মক্কার কাফির কুরায়শদের অত্যাচার ও নির্যাতন চরমে পৌঁছিলে নির্যাতিত মুসলিমদেরকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়। মুসলিমগণ দুই দুইবার হাবশায় হিজরত করেন। আবূ সালামা (রা) দুইবারই সস্ত্রীক হিজরত করেন। প্রথমবার ভুল সংবাদ শুনিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলে আবূ তালিব তাঁহাকে আশ্রয় দেন। অতঃপর হাবশা হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় তিনি মদীনায় হিজরত করেন। আবূ উমামা ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ-এর বর্ণনামতে তিনিই সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরতকারী সাহাবী (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৩৯)। মুস'আব আয-যুবায়রী ও ইব্‌ন মানদা (দ্র.)-এর বর্ণনামতে হাবশায়ও তিনি সর্বপ্রথম হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩৫১)। আবূ সালামা (রা) ১০ মুহাররাম হিজরত করেন। ইহার প্রায় দুই মাস পর ১২ রাবী'উল-আওয়াল রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করেন (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪০)। হিজরত করার সময় আবূ সালামা (রা) যখন স্বীয় স্ত্রী উম্মু সালামা ও শিশু পুত্র সালামাকে উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রওয়ানা হন তখন তাঁহার শ্বশুর গোত্র বানুল-মুগীরার কিছু লোক আসিয়া সন্তান ও তাঁহার স্ত্রীসহ উট ছিনাইয়া লইয়া যায়। ফলে আবূ সালামা (রা) একাই হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করেন। অপরদিকে তাঁহার নিজ গোত্র বানূ 'আবদিল-আসাদ-এর লোকজন ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট হইতে এই বলিয়া তাঁহার সন্তান ছিনাইয়া লইয়া গেল যে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তাহাকে আমাদের ভাইয়ের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছ। এখন আমরা আমাদের সন্তানকে কিছুতেই তাহার নিকট থাকিতে দিব না। ফলে তিনজন তিন স্থানে বিরহ যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন যাহা ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। উম্মু সালামা (রা)-এর কান্নাকাটি দেখিয়া দীর্ঘ এক বৎসর পর তাঁহাকে মদীনা যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন বানূ 'আবদিল-আসাদ তাঁহার সন্তানকেও ফেরত দেয় (সায়্যিদ আবুল-হাসান আলী নাদবী, নবীয়ে রাহমাত, পৃ. ১৬১-৬২)। অতঃপর তিনি পুত্র সালামাসহ মদীনায় পৌঁছেন।

আবূ সালামা (রা) হিজরত করিয়া কুবায় 'আমর ইব্‌ন 'আওফ গোত্রের মুবাশশির ইব্‌ন 'আবদিল-মুনযির (দ্র.)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং তাঁহার বসবাসের জন্য বানূ 'আবদিল-'আযীয-এর নিকট একখণ্ড জমি প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত জমি বিক্রয় করিয়া বানূ কা'ব-এর নিকট চলিয়া আসেন (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪১)।

আবূ সালামা (রা) বদর ও উহুদ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি আবূ উসামা আল-জুশামী নিক্ষিপ্ত তীরে বাহুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। দীর্ঘ এক মাস চিকিৎসার পর বাহ্যিকভাবে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে উহার বিষক্রিয়া শরীরে ছড়াইতে থাকে। ২ হি. গাযওয়া 'উশায়রার সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান।

৪ হি. মুহাররাম মাসের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (স) মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত ১৫০ জনের একটি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করিয়া কাতান অভিযানে প্রেরণ করেন ইতিহাসে যাহা সারিয়া আবূ সালামা নামে প্রসিদ্ধ। কাতান একটি পর্বতের নাম, যাহার পাদদেশে বানূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার বসবাস ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সংবাদ পাইলেন যে, ভণ্ড নবী তুলায়হা ও আসাদ ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ তাহাদের নিজেদের কওম-এর অন্যান্য সমমনা কওমকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করিতেছে। এই সংবাদের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত ফিতনার মূলোৎপাটন করিবার জন্য আবূ সালামা (রা)-এর নেতৃত্বে উক্ত অভিযান প্রেরণ করেন। আবূ সালামা (রা) অপরিচিত রাস্তা পাড়ি দিয়া অসীম সাহসিকতার সহিত বানূ আসাদ গোত্রের উপর অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই আক্রমণে বানূ আসাদ দিগ্বিদিক পলায়ন করিতে থাকে। আবূ সালামা (রা) তাঁহার সেনাবাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী বহুদূর পর্যন্ত তাহাদেরকে ধাওয়া করিয়া তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর মুসলিম বাহিনী গনীমত সম্পদ হিসাবে বহু উট-বকরী লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে (ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৪০-৩৪৬)।

এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর আবূ সালামা (রা)-এর পূর্বের সেই ক্ষত আবার তাজা হইয়া উঠে। ইহার ফলে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস

যাবত তিনি অসুস্থাবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিতেন। শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ জুমাদাল-আখিরা, ৪ হি. আবূ সালামা (রা) ইনতিকাল করেন। ইব্‌ন 'আবদিল-বারর তাঁহার মৃত্যু সন ৩ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সঠিক নহে। মৃত্যুকালে তাঁহার চক্ষু উন্মিলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) স্বহস্তে তাঁহার চক্ষু বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, মানুষের রূহ যখন লইয়া যাওয়া হয় তখন উহা দেখিবার জন্য চক্ষু খোলা থাকে (ত'াবাক'াত, ৩খ., পৃ. ২৪১)।

আবূ সালামা (রা)-এর ইনতিকালে পর্দার অন্তরালে মহিলাগণ ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে বদদু'আ ও আহাজারী করা হইতে বিরত থাকিতে এবং তাহার রূহের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন, এই সময় ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তির নিকট (অথবা তিনি বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের নিকট) হাজির হইয়া তাহাদের দু'আয় আমীন, আমীন বলিতে থাকেন। তাই তোমরা এই সময় ভাল দু'আ ছাড়া কোনও রূপ বদদু'আ করিবে না। অতঃপর তিনি আবূ সালামা (রা)-এর জন্য দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাঁহার কবর প্রশস্ত করিয়া দাও এবং তাহার জন্য সেখানে আলোর ব্যবস্থা কর। পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দাও তাহার কবর এবং তাহাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা সুউচ্চ করিয়া দাও। রব্বুল-'আলামীন! আমাদেরকে এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও" (ত'াবাক'াত, ৩খ., পৃ. ২৪১-২৪২)।

মদীনার নিকটবর্তী 'আলিয়া (উচ্চভূমি)-তে নিজ বাসস্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। কুবা হইতে আসিয়া এইখানেই তিনি বসবাস করিতেন। বানূ উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ-এর য়ুসায়রা নামক কূপ (জাহিলী যুগে যাহার নাম ছিল বি'র 'আবীর, রাসূলুল্লাহ (স) যাহা পরিবর্তন করিয়া উক্ত নাম রাখেন) হইতে পানি লইয়া তাঁহাকে গোসল করানো হয় এবং মদীনায় আনিয়া দাফন করা হয়।

হযরত উম্মু সালামা (রা) (দ্র.) বলেন, একদিন আবূ সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবার হইতে খুশী মনে বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি বাণী আজ আমাকে অভিভূত করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কোনও বিপদগ্রস্ত মুসলমান যদি তাহার বিপদের সময় انا لله وانا اليه راجعون পড়ে এবং বলে ঃ اللهم عندك احتسب مصيبتى فاجرنى فيها وابدلنى خيرا منها (উসদুল-গ'াবা, ৫খ., পৃ. ২১৮), (হে আল্লাহ! আমি আমার বিপদ তোমার কাছে পেশ করিতেছি, তাই উহা হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর এবং উহার পরিবর্তে উত্তম বস্তু আমাকে দান কর) আল্লাহ তা'আলা তাহার দু'আ কবুল করেন। অতঃপর আবূ সালামা (রা)-এর ইনতিকালে যখন আমি শোকাভিভূত হইয়া পরিলাম তখন আমি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করিয়া উক্ত দু'আ পাঠ কড়িলাম। কিন্তু আমার মনে একটু দ্বিধা ছিল যে, আমার জন্য আবূ সালামার পরিবর্তে উত্তম বিনিময় আর কী দিবেন। অতঃপর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হইলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) যখন বিবাহের পয়গাম পাঠাইলেন তখন বুঝিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা এই উত্তম বিনিময়ই দান করিয়াছেন (সিয়ারুস-সাহাবা, ২/১খ., পৃ. ৪২৯; মুসনাদ আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৪খ., পৃ. ১২৭-এর বরাতে)।

সালামা ও 'উমার নামে তাঁহার দুই পুত্র এবং যায়নাব ও দুররা নামে তাঁহার দুই কন্যা ছিল। তাঁহারাও সাহাবী ছিলেন। আবূ সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজায় উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি তাঁহার নিকট হইতে উম্মু সালামা (রা) রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., পৃ. ২৩৯-২৪২; (২) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., পৃ. ৩৩৫, সংখ্যা ৪৭৮৩, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল-আসাদ শিরো.; (৩) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৫খ., পৃ. ২৮৭-২৮৮, সংখ্যা ৪৮৭, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল-আসাদ শিরো.; (৪) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৫ হি./১৯৭৪ খৃ., ১খ., ৪২৭, সংখ্যা ৪১৭, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল-আসাদ শিরো.; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ২১৮; (৬) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল-হ'াজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, বৈরূত ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ খৃ., ১০খ., পৃ. ২৬৯-২৭০, সংখ্যা ৩৩৫১, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল-আসাদ শিরো.; (৭) শাহ মু'ঈনুদ-দীন নাদবী, সিয়ারুস-স'াহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর তা.বি., ২/১খ., পৃ. ৬২৮-৪২৯; (৮) আয-য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ৪র্থ সং., বৈরূত ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ., ১খ., পৃ. ১৪০-১৪৩, সংখ্যা ৮; (৯) ইব্‌ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৪খ., ১৬৯২, সংখ্যা ৩০-৩১; (১০) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, কায়রো, ১ম সং., ১৪০৮ হি./১৯৯৭ খৃ., ২খ., পৃ. ৩২৬; (১১) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল-মাগ'াযী, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৪০-৩৪৬; (১২) সায়্যিদ আবুল-হ'াসান 'আলী নাদবী, নাবী-ই রাহ'মাত, ২য় সং., লক্ষ্ণৌ ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ., পৃ. ৬১-৬২; (১৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৭৫, সংখ্যা ২০৩৪; (১৪) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকার আল-আরাবী, ১ম সং., ১৩৫১ হি./১৯০২ খৃ., ৩খ., ৩২১; (১৫) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., পৃ. ৫০০; (১৬) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবুল-মাগাযী, আ'লামুল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪ হি./১৯৮৪, ১খ., পৃ. ১৫৫।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ স'ালিহ' আস-সাম্মান (ابو صالح السمان) ঃ (র), মদীনা নিবাসী তাবি'ঈ ও মুহ'াদ্দিছ। তাঁহার আসল নাম যাকওয়ান, উপনাম আবূ সালিহ'। অপর পুত্র সুহায়ল-এর নামানুসারে তাঁহাকে আবূ সুহায়লও বলা হইয়া থাকে, মুহ'াম্মাদ নামে তাঁহার আরও একজন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই পিতার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ স'ালিহ' জুওয়ায়রিয়া বিনতুল-আহ'মাস' আল-গ'াত'াফানিয়্যার মাওলা ছিলেন। তিনি কুফায় তেল ও ঘি-এর ব্যবসা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে আস-সাম্মান (ঘৃত ব্যবসায়ী) ও

আয-যায়্যাত (তৈল বিক্রেতা) বলা হইত। ইতিহাসে যাকওয়ান-এর বংশতালিকা পাওয়া যায় না। তিনি বহু সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। তিনি হযরত 'উছমান (রা)-এর অবরোধ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট যাকাত সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবুদ-দারদা (রা), আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা), 'আক'ীল ইব্ন আবী তা'লিব (রা), জাবির (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), ইব্ন 'আব্বাস (রা), মু'আবি'য়া (রা), 'আইশা (রা), উম্মু হা'বীবা (রা), উম্মু সালামা (রা) প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ বাক্র (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সূত্রে মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ঃ তাঁহার তিন পুত্র, 'আবদুল্লাহ, 'আত'া ইব্ন আবী রাবাহ', 'আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, রাজা' ইব্ন হা'য়ওয়া, যায়দ ইব্ন আসলাম, আল-আ'মাশ, আবূ হা'যিম, সালামা ইব্ন দীনার, সুমায়্যা মাওলা আবী বাক্র ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান, আল-হাকাম ইব্ন 'উতায়বা, 'আসিম ইব্ন বাহদালা, 'আবদুল-'আযীয ইব্ন রুফায়, 'আমর ইব্ন দীনার, আয-যুহরী ও য়াহ'য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-আনসা'রী। তিনি আল্লাহভীতিতে বিগলিতপ্রাণ বুযুর্গ ছিলেন। আল-আ'মাশ বলেন, আবূ সা'লিহ' আমাদের মসজিদের মুআযযিন ছিলেন। একদিন ইমামের আগমন বিলম্বিত হইলে তিনি আমাদের সালাতে ইমামতি করিয়াছিলেন। সেইদিন অতিশয় ভাবাবেগ ও ক্রন্দনের ফলে তিনি সালাত সম্পন্ন করিতে পারিতেছিলেন না। কুফায় গমনকালে বানূ আসাদ গোত্রে অবস্থান করিতেন। এই সময় তিনি বানূ কাহিল গোত্রের ইমামতি করিতেন। ঐতিহাসিকগণ ও হাদীছবিশারদগণ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করিয়াছেন। আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বালের বরাতে তদীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ বলেন, তিনি একজন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত রাবী এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠতম মুহ'াদ্দিছ ছিলেন। আবূ হাতিম বলেন, তাঁহার বর্ণিত হা'দীছ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। ইব্ন সা'দ তাঁহাকে কাছীরুল-হাদীছ (প্রচুর সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আল-আ'মাশ তাঁহার নিকট এক সহস্র হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহের রাবী হিসাবে তাঁহার স্থান ছিল প্রথম সারিতে। তিনি বলিতেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে কেহ হাদীছ বর্ণনা করিলে আমি বলিতে পারি সে সত্যবাদী না মিথ্যুক। আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিতেন, এই যুবক বানূ 'আব্দ মানাফের (অর্থাৎ কুরায়শ বংশের) নহে বলিয়া অসুবিধার কি আছে? আবূ সা'লিহ'-এর দাড়ি ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তিনি উহা খিলাল করিতেন। ১০১ হি. সালে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যা'হাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৮৫৬/১৩৭৬, ১খ., ৮৯, ৯০; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তা'বাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৫খ., পৃ. ৩০১, ৩০২; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আত-তারীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৬২/১৩৮২, ১ম ভাগ, ২খ., পৃ. ২৬০, ২৬১; (৪) ইব্ন হি'ব্বান, কিতাবুছ-ছিক'াত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/১৩৯৭, ৪খ., ২২১, ২২২; (৫) ইব্ন হা'জার আল-'আসক'ালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ২খ., পৃ. ৪৩৬; (৬) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৮৪/১৪০৪, ৩খ., পৃ. ১৮৯, ১৯০; (৭) ইব্ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৯৭৬/১৩৯৬, পৃ. ২১০; (৮) জালালুদ-দীন আস-সুয়ূতী, ইস'আফুল-মুওয়াত্তা', ("তানবীরুল-হাওয়ালিক"-এর সহিত সংযুক্ত), মিসর তা.বি., পৃ. ১২, ১৩; (৯) ওয়ালিয়্যুদ-দীন আল-খাতীব, আল-ইকমাল (মিসবাহুল-মাসাবীহ-র সহিত সংযুক্ত), দিল্লী তা.বি., পৃ. ৬০১; (১০) আন-নাওয়াবী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাত, মিসর তা.বি., ১ম ভাগ, ২খ., পৃ. ২৪৪।

আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

আবূ সাল্লাম (ابو سلام) ঃ (রা) আল-হাশিম, দীর্ঘ কাল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাদিম ছিলেন। আবূ আহ'মাদ আল-হা'কিম তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আযাদকৃত দাসদের তালিকায় শামিল করিয়াছেন। খালীফা ইব্ন খায়্যাত' 'তাসমিয়াতুস-সা'হা'বা নামক গ্রন্থে তাঁহাকে বানূ হাশিমের আযাদকৃত দাস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আবূ দাউদ ও নাসাঈ শু'বা-র সূত্রে আবূ সাললাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সাললাম (রা) একদিন হিমস শহরের মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খাদিম ছিলেন জানিতে পারিয়া জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে অনুরোধ করিল এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন যাহা অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলিম সকাল সন্ধ্যায় তিনবার বলে ঃ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا (আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহ'াম্মাদ (স.)-কে নবীরূপে গ্রহণ করিয়া আমি সন্তুষ্ট) তাহাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ নিজের জন্য অবধারিত করিয়াছেন। নাসাঈ ও বাগ'াবী কর্তৃক হুশায়ম-এর সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীছ-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন হা'জার আল-আসক'ালানী, আল ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি. ৪খ., ৯৩, সংখ্যা ৫৫৫; (২) ইবন 'আবদিল-বারর আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৯৮; (৩) ইবন হা'জার আল-'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, মদীনা, তা, বি., ২খ., ৪৩; (৪) ইবন সা'দ, তাবাকা'তুল কুবরা, বৈরূত, তা. বি. ৫খ., ৫৫৪।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সিনবিল (ابو سنبل) ঃ নীল নদের পশ্চিম তীরে প্রথম ও দ্বিতীয় জলপ্রপাতের মাঝামাঝি অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা আসওয়ান হইতে আনুমানিক ১৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত; ২২০২২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ দ্বিতীয় রামসেস (১৩০৪-১২৩৭ খৃ. পৃ.) নির্মিত সুবিশাল দুইটি পর্বতগাত্রে খোদিত মন্দিরের ফরাসী আবিষ্কারকগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাকে ইপসামবাল (Ipsamboul) নামে উলেখ করেন। আবূ সিনবিল (শস্যশীষের পিতা) নামটি হইতেছে স্থানীয় নুবীয় আখ্যায় একটি জনপ্রিয় 'আরবীকৃত রূপ। বানানের তারতম্যে উহা আবূ সিনবিল/সিনবুল/সুনবুল ও সুনবূল নামেও পরিচিত।

পরবর্তীতে সরকারের প্রশাসনিক দলীলে আবূ সিনবিল ফারীক নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইহা ছিল ইবরীম (পিরোমি আবূ সিনবিল হইতে আনু. ৩৫ মাইল উত্তরে) জেলার অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধীন গ্রামসমূহের একটি। ১২৭২/১৮৫৫ সালের পর হইতে ইবরীম একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এলাকায় পরিণত হয়। ১৯১৭ সালে ফারীক নামটি পরিত্যক্ত হয় এবং গ্রামটিকে পুনরায় ইহার সাবেক নাম আবূ সিনবিল দেওয়া হয়। ইহার সেচ সুবিধাযুক্ত কৃষি ভূমি কয়েক শত একরব্যাপী বিস্তৃত।

আবূ সিনবিল এই স্থানে অবস্থিত দুইটি প্রস্তর মন্দিরের অবস্থানের জন্য খ্যাতি লাভ করে। মন্দির দুইটি গ্রামটিকে বিশেষভাবে শৈল্পিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব দান করিয়াছে। এই মন্দির দুইটি প্রাচীন মিসরীয় স্থাপত্যের অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ নিদর্শন। ১৮১৩ সালে J.L. Burckhardt কর্তৃক ক্ষুদ্রতর মন্দিরটির উদ্‌ঘাটনের এবং ১৮১৭ সালে ইতালীর প্রকৌশলী Giovanni Belzoni কর্তৃক উহা উন্মোচনের পূর্ব পর্যন্ত বহির্বিশ্বে সম্পূর্ণভাবে অজানা ছিল।

আবূ সিনবিলের প্রধান মন্দিরটি প্রস্তর গাত্রে খোদিত এবং ৩৩ মিটার উচ্চ ও ৩৮ মিটার চওড়া। মন্দিরের বহির্ভাগে (Facade) রহিয়াছে দ্বিতীয় রামসেস-এর বিশাল আকারের চারটি আসীন মূর্তি। মন্দিরের প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া স্থাপিত এই সকল মূর্তির প্রতিটি ২০ মি. উচ্চ। দ্বিতীয় রামসেস এই মন্দিরটিকে দুইটি সূর্যদেবতা Thebes-এর Amon Re ও Heliopolis-এর Re-Horakhti-এর নামে উৎসর্গ করে।

ক্ষুদ্রতর মন্দিরটি (উত্তর পার্শ্বে) নির্মিত হয় পঞ্চাশ গজ অপেক্ষা স্বল্প দূরে এবং ইহা দেবী Hathor-এর প্রতি শ্রদ্ধার্থে দ্বিতীয় রামসেস-এর পত্নী রাণী Nelentar-এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। ইহার সম্মুখভাগের অলংকরণে রহিয়াছে ফির'আওন ও তাহার পত্নীর ছয়টি ৩৫ ফুট উচ্চ মূর্তি।

উচ্চ দুরারোহ আবূ সিনবিল পাহাড়টি বিশাল বালুকা প্রবাহ দ্বারা নিমজ্জিত এবং মন্দিরটি Burckhardt কর্তৃক পুনর্নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আবৃত ছিল। কিন্তু ক্ষুদ্রতর মন্দিরটি বালুকাতলে নিমজ্জিত হয় নাই এবং নিকটস্থ বিলয়ানী (আবূ সিনবিল হইতে আনুমানিক ৫ মাইল) গ্রামের অধিবাসিগণ ইহাকে নুবিয়ার লুণ্ঠনকারী বেদুঈন গোত্রসমূহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়রূপে ব্যবহার করিত। কেবল আধুনিক 'আরব গ্রন্থকারগণ ফরাসী সূত্রের ভিত্তিতে ও উনবিংশ শতাব্দীতে খননকার্য পরিচালনাকারী ফরাসী পুরাতাত্ত্বিক অভিযানের বিবরণের সূত্রে আবূ সিনবিলের তথ্যাদি দিয়াছেন।

আসওয়ান-এর উচ্চ বাঁধ নির্মাণের ফলে ১৯৬৬ সালে নীল নদের পানিতে মন্দিরের মূল এলাকাটি নিমজ্জিত হয়। নীল নদের ক্রমবর্ধমান পানি হইতে মন্দির দুইটিকে রক্ষা করার জন্য উহাদের করাতের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করা হয় এবং যেই পর্বত গাত্র হইতে মূলত খোদাই করা হইয়াছিল তাহার উচ্চ শীর্ষে পুনরায় উহাদের সংযোজিত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতুত-তাওফীকিয়্যাতিল- জাদীদা, বূলাক ১৩০৫ হি., ৮খ., ১৪-১৫; (২) G. Rawlinson, A History of Ancient Egypt, লন্ডন ১৮৮১, ২খ., ৩১৮-২০; (৩) E. A. Wallis Budge. Cook's Handbook for Egypt and the Sudan2, লন্ডন ১৯১১, ২৫৯-৬৬; (৪) A. E. P. Weigall, A guide to Antiquities of Upper Egypt. লন্ডন ১৯১৩, ৫৬৫-৭৬; (৫) P. Bovier Lapierre et alii, Precis de l'histoire d'Egypte, প্যারিস ১৯৩২, ১খ., ১৬০-১; (৬) S. Mayes, The Great Belzoni, লন্ডন ১৯৫৯, ১৩২ প.; (৭) মুহাম্মাদ রামযী, আল-কামূসুল-জুগরাফী লিল-বিলাদিল- মিসরিয়্যা, কায়রো ১৯৬৩, ২খ./৪খ., ২৩০-১; (৮) W. Macquitty, Abu Simbel, লন্ডন ১৯৬৫, স্থা., (৯) G. Gerster, Saving the ancient temples at Abu Simbel, in National Geographic Magazine, cxxix/৫ (১৯৬৬), ৬৯৪-৭৪২।

R. Y. Ebied (E. I.[2], Suppl.) মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আবূ সিনান ইব্ন মিহ্সান (ابو سنان بن محصن) ঃ (রা), একজন মুহাজির সাহাবী। তাঁহার প্রকৃত নাম ওয়াহ্ব। আবূ সিনান তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। মক্কার বানূ খুযা'আ গোত্রে আনু. ৫৮৭ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত খ্যাতনামা সাহাবী 'উককাশা ইব্ন মিহ্সান (রা) (দ্র.)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। 'উক্কাশা (রা) হইতে তিনি দুই বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ সিনান ইব্ন মিহ্সান ইব্ন হুরছান ইব্ন কায়স ইব্ন মুররা ইব্ন কাবীর ইব্ন গানম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা।

আবূ সিনান (রা) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সাহাবীর সহিত মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। ৫ হি. ইয়াহূদী গোত্র বানূ কুরায়জার অবরোধে শরীক হন এবং উক্ত অবরোধকালে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪০ বৎসর। অতঃপর তাঁহাকে বানূ কুরায়জার কবরস্থানে দাফন করা হয়। ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ, যিরর ইব্ন হুবায়শ প্রমুখের বর্ণনামতে তিনি হুদায়বিয়ার সময় বায়'আতুর-রিদওয়ান (দ্র.)-এ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত হন, কিন্তু এই বর্ণনা সঠিক নহে। কারণ বায়'আতুর-রিদওয়ান সংঘটিত হয় ৬ষ্ঠ হি., আর বানূ কুরায়জার অবরোধ সংঘটিত হয় ৫ম হি.। আর আবূ সিনান (রা) যে এই অবরোধকালে ইনতিকাল করেন সে ব্যাপারে প্রায় সকল ঐতিহাসিক ও সীরাতবিদ একমত। প্রকৃত ব্যাপার হইল, বায়'আতুর-রিদওয়ান-এ প্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন তাঁহার পুত্র সিনান ইব্ন আবী সিনান (দ্র.); ইহাকেই তাহারা ভুলবশত আবূ সিনান বলিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., পৃ. ৯৩; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯৬, সংখ্যা ৫৭২; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ২২১-২২২; (৪) শাহ মু'ঈনুদ-দীন নাদবী,

সিয়ারুস-সাহাবা, ইদারা-ই ইসলামিয়্যাত, লাহোর তা.বি., ২/২খ., পৃ. ৩১৮; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., পৃ. ১৭৫-১৭৬, সংখ্যা ২০৪৩; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুর-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খৃ., ২খ., পৃ. ৩২৩; (৭) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৪খ., পৃ. ১৬৮৪-১৬৮৫, সংখ্যা ৩০২১; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিকর আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১ হি./১৯৩২ খৃ., ৩খ., পৃ. ৩২৬; (৯) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত তা.বি., ২খ., পৃ. ৫০৭; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ., ১খ., পৃ. ১৫৪।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ সিরমা (ابو صرمة) ঃ (রা), আল-আনসারী আল-মাযিনী, সাহাবী। আবূ সিরমার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম কায়স ইব্ন মালিক, মতান্তরে মালিক ইব্ন কায়স। কাহারও মতে ইব্ন সা'দ। ইবনুল-বারকীর মতে কায়স ইব্ন সিরমা ইব্ন আবী সিরমা ইব্ন মালিক ইব্ন 'আদী ইবনুন-নাজজার। ইব্ন কানি' ও আদ-দিময়াতী প্রমুখও তাঁহার অনুরূপ বংশতালিকা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে সিরমা ইব্ন কায়সও বলা হইত।

আবূ সিরমা (রা) মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মুহাম্মাদ ইবনুর-রাবী' আল-জীযীর ভাষ্য অনুযায়ী সেখানেই বসবাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। তিনি বদরসহ বিভিন্ন যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন।

আবূ সিরমা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ আয়্যূব (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহায়রীয, লু'লুআ, মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স ও যিয়াদ ইব্ন না'ঈম প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ শারীফে আবূ সিরমা হইতে হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রথম রাত্রে ঘুমাইয়া না পড়া পর্যন্ত রোযাদারদের জন্য আহারের অনুমতি ছিল। ঘুমাইয়া পড়িলে খাদ্য গ্রহণের অনুমতি ছিল না। একবার আবূ সিরমা রোযা অবস্থায় সারাদিন কাজ করিয়া ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যায় বাড়ি আসেন। তাঁহার স্ত্রী খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিতে আনিতে তিনি অবসাদে ঘুমাইয়া পড়েন। ফলে তিনি পরদিনও না খাইয়া রোযা রাখেন। ইহাতে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ (স) এই কথা জানিতে পারিয়া খুবই চিন্তিত হন। এই উপলক্ষে তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ "তোমরা ভোরের কৃষ্ণরেখা হইতে শুভ্ররেখা দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার কর" (২ ঃ ১৮৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০৮; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ১০৭; (৩) শায়খ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আত-তিবরিযী, আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, দিল্লী তা.বি., পৃ. ৬০০; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহযীব, মদীনা, তা.বি., ২খ., পৃ. ৪৩৮।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সীর (দ্র. বুসীর)

আবূ সু'আদ আল-জুহানী (ابو سعاد الجهنى) ঃ (রা) 'আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র জুহায়নার সদস্য, একজন সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং মু'আয ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন হাবীব, মুআবিয়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ প্রমুখ রাবী তাঁহার সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কেহ কেহ 'উকবা ইব্ন 'আমির আল-জুহানীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলিয়াছেন, 'উকবা ইব্ন 'আমির আল-জুহানী আবূ সুআদ হইতে ভিন্ন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁহার উপনামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তাঁহার কুনয়াত আবূ হাম্মাদ, কাহারও মতে আবূ 'উমার, মতান্তরে আবূ 'আমির বা আবূ সু'আদ। ইব্ন 'আবদিল-বারর-এর মতে 'উকবা ইব্ন 'আমিরের পাঁচটি কুনয়াত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৮৫, সংখ্যা ৫০১; (২) ইব্ন 'আবদিল-বাবর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৯৬।

হেমায়েত উদ্দিন

আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব (ابو سفيان بن حرب) ঃ (রা) ইব্ন উমায়্যা কুরায়শ বংশের 'আবদ শামস গোত্রের সদস্য এবং মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অর্থের যোগানদার [মুহাম্মাদ (স)-এর চাচাত ভাই আবূ সুফয়ান ইবনুল-হারিছ ইব্ন 'আবদিল-মুত্তালিব হইতে ভিন্নতর]। তাঁহার নাম সাখর এবং তাঁহার উপনাম (কুন্য়া) কখনও কখনও আবূ হানজালারূপে উক্ত হইয়াছে। 'আবদ শামস এক সময়ে মুতায়্যাবূন নামে খ্যাত একটি রাজনৈতিক সংস্থার সদস্য ছিলেন (হাশিম গোত্রও উক্ত সংস্থাভুক্ত ছিল)। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে তিনি এই সংস্থা ত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা মাখযূম, জুমাহ, সাহম প্রভৃতির সহিত কোন কোন বিষয়ে সহযোগিতা করেন। আবূ সুফয়ান (রা) 'আবদ শামস গোত্রের প্রধানরূপে হিজরীপূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু তাঁহার বিরোধিতা আবূ জাহলের ন্যায় অতটা তীব্র ছিল না। বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজে বাণিজ্য কাফেলার নেতৃত্ব দান করিতেন এবং ২/৬২৪ সনে এক সহস্র উষ্ট্রের যে কাফেলা সিরিয়া হইতে তাঁহারই নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, পথিমধ্যে উহা হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন হইয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইলে মক্কাবাসিগণ আবূ জাহলের নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার জওয়ান প্রেরণ করিয়াছিল। কুশলী ও শক্তিমান নেতৃত্বের ফলে আবূ সুফয়ান (রা) মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ এড়াইতে সক্ষম হইলেও আবূ জাহল যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। ফলে মক্কাবাসিগণ বদ্‌রের বিপর্যয়ে পতিত হয়। আবূ সুফয়ান (রা)-এর পুত্রদের মধ্যে হানজালা নিহত ও 'আমর বন্দী হয়, কিন্তু পরে মুক্তিলাভ করে, আর তাঁহার স্ত্রী হিন্দ নিজ পিতা 'উতবাকে হারায়। আবূ সুফয়ান (রা) দৃশ্যত বদ্‌রের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন এবং ৩/৬২৫ সনে মদীনা অভিমুখে প্রেরিত বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। ইহা সম্ভবত উত্তরাধিকারমূলক অধিকার

'কিয়াদ' (নেতৃত্ব)-এর কারণে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, আসন্ন উহুদের যুদ্ধের ফলাফল কুরায়শদের জন্য সন্তোষজনক নহে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মদীনার মূল বসতি আক্রমণ হইতে তাহাকে স'াফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (জুমাহ গোত্রের) সম্ভবত বিদ্বেষবশত বিরত রাখে। আবূ সুফয়ান ৫/৬২৭ সনে মদীনা অবরোধকারী বিশাল মিত্র বাহিনীটিও সংগঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তখন তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং মক্কায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব তখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অন্যান্য নেতা, যথা স'াফওয়ান ইব্ন উমায়্যা, সুহায়ল ইব্ন 'আমর ও 'ইকরিমা ইব্ন আবী জাহলের হাতে চলিয়া যায়। আল-হুদায়বিয়া সন্ধির ব্যাপারে আবূ সুফয়ান (রা)-এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৮/৬৩০ সালে যখন কুরায়শের মিত্রগণ প্রকাশ্যে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে তখন আবূ সুফয়ান আলাপ-আলোচনার জন্য মদীনা গমন করিয়াছিলেন। উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত কোন প্রকার সমঝোতায় পৌঁছিতে পারেন নাই। তাঁহার কন্যা উম্ম হ'াবীবা (রা)-র সহিত হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর বিবাহের ফলে সম্ভবত তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়া পড়ে, যদিও উম্ম হ'াবীবা (রা) প্রায় পনর বৎসরকাল যাবত একজন মুসলিম হিসাবে আবিসিনিয়ায় বসবাসরতা ছিলেন। অনতিকাল পরেই যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স) মক্কা জয় করেন তখন আবূ সুফয়ান হ'াকীম ইব্ন হি'যামের সহিত বাহির হইয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তখন তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। যাহারা আবূ সুফয়ান (রা)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নিরাপত্তা দান করা হয়। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার শান্তিপূর্ণ পতনের জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে ও আত-তাইফ অবরোধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একটি চক্ষু হারাইয়াছিলেন। মনে হয় অন্যান্য মক্কাবাসীর ন্যায় তিনি ভালভাবেই অবহিত ছিলেন, হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয় মক্কা ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সমভাবেই ঘোর বিরোধী। যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটি বিশেষ বড় অংশ আবূ সুফয়ান (রা) ও হ'াকীম লাভ করিয়াছিলেন। আত-তাইফ অধিকারের পর আবূ সুফয়ান (রা)-এর সেখানকার আল-লাত প্রতিমা ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, সেইখানে তাঁহার ব্যবসায় ও পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনি নাজরানের ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে হযরত মুহ'াম্মাদ (স.) না আবূ বাকর (রা) নিযুক্ত করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রহিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তিনি মুহ'াম্মাদ (স.)-এর মৃত্যুর সময় মক্কায় উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত আবূ বাকরের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, তবে তিনি নাজরানের গভর্নর থাকিতে পারেন না। তবে উক্ত বক্তব্য আবূ সুফয়ান বিষয়ক অনেক বিবৃতির ন্যায় উমায়্যা বিরোধী প্রচারণাও হইতে পারে। তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তবে যেহেতু তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল, তিনি সেহেতু নবীন বয়সীদের তাঁহার সাধ্যমত অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিলেন। তিনি ৩২/৬৫৩ সালের দিকে ৮৮ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে য়াযীদ (রা) ফিলিস্তীনে ১৮/৬৩৯ সালের দিকে একজন মুসলিম সেনাপতি হিসাবে প্লেগরোগে ইন্তিকাল করেন এবং মু'আবি'য়া (রা) উমায়্যা বংশের প্রথম খলীফা হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, ওয়াকি'দী, ইব্ন, সা'দ, ত'াবারী দ্র. নির্ঘণ্ট; (২) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা, ২খ., ৪৭৭-৮০; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদ, ৩খ., ১২-৩, ৫খ., ৩১৬; (৪) Caetani, Annali, ১খ., ২(১)খ.।

W. Montgomery Watt (E. I.²) মু. আবদুল মান্নান

আবূ সুফ্য়ান ইবনুল-হ়ারিছ (ابو سفيان بن الحارث) ঃ ইব্ন 'আবদুল-মুত্তালিব আল্-হাশিমী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাতো ভাই এবং দুধভ্রাতা; হালীমা আস-সা'দিয়া উভয়কে দুধ পান করান। গুযিয়া বিনত কা'য়স আবূ সুফয়ান-এর জননী। ইবনুল-মুবারাক ও ইবরাহীম ইবনুল-মুনযি'র প্রমুখের মতে আবূ সুফ্য়ান-এর নাম মুগ'ীরা, মতান্তরে মুগ'ীরা তাঁহার ভ্রাতা, আবূ সুফয়ান উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

আবূ সুফয়ান মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর আবূ সুফয়ান ও তাঁহার পুত্র জা'ফার ইব্ন আবী সুফয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। কাহারও মতে আবূ সুফয়ান ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমায়্যা আ'রাজ ও সূকয়া মধ্যবর্তী স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) তখন আবূ সুফয়ান-কে বলিয়াছিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রমুখ প্রবেশকালে বলিবে ঃ

«لقد أثرك الله علينا وان كنا لخاطئين»

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধী ছিলাম"। আবূ সুফয়ান তাহাই করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

«لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.»

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু"।

রাসূলুল্লাহ (স) উভয়ের ইসলাম গ্রহণকে মনেপ্রাণে মানিয়া লইলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত য়ূসুফ (আ) ও তাঁহার পরবর্তী ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে এই ধরনের কথোপকথন হইয়াছিল (দ্র. সূরা য়ূসুফ)।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবূ সুফয়ান কুরায়শদের যোগসাজশে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করিতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের নিন্দামূলক বিভিন্ন কবিতা রচনা করিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে হ'াসসান ইব্ন ছাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের স্মৃতিগাথা রচনার মাধ্যমে তাহার উত্তর দিতেন। কথিত আছে, ইসলাম-পূর্ব জীবনের কার্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে লজ্জায় সর্বদা জড়সড় থাকিতেন, স্বীয় মস্তক তাঁহার সম্মুখে সর্বদা অবনত রাখিতেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে নিবেদিত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের গুণকীর্তন করিয়া

কাব্য রচনা করেন। হুনায়নের যুদ্ধে সাময়িকভাবে মুসলিম সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময়ও তিনি 'আব্বাস (রা)-এর পাশাপাশি 'দুলদুল' নামক রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাহনের লাগাম ধারণ করিয়া দৃঢ়পদ থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জান্নাতের সুখবর প্রদান করিয়া বলেন, আবূ সুফয়ান ইবনুল-হারিছ জান্নাতবাসী হইবেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আবূ সুফয়ান আমার পরিবারের একজন উত্তম লোক, আমি তাহাকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিতেন, আমি আশা করি তুমি হামযা (রা)-এর অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন কানি' তাঁহার সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ সুফয়ান বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে সম্প্রদায় সবল হইতে দুর্বলদের অধিকার আদায় করিয়া দেয় না সে সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেন না।

কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যাহাদের চেহারাগত সাদৃশ্য ছিল তাহারা হইলেন ঃ জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা), হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন 'আবদিল-মুত্তালিব, 'সাহিব ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন 'আবদ য়াযীদ ও আবূ সুফয়ান ইবনুল-হারিছ (রা)।

হজ্জশেষে আবূ সুফয়ান (রা) মস্তক মুণ্ডনের সময় মাথার কিছু অংশ কাটিয়া গেলে রক্তক্ষরণ হইলে ইহাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কাহারও মতে তিনি শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। ২০ হি., ভিন্নমতে ২৫ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। দার-ই আযীলে তাঁহাকে দাফন করা হয়। কথিত আছে, মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে নিজ তত্ত্বাবধানেই তিনি কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত 'উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা) তাঁহার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯০-৯১; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৮৩-৮৫; (৩) ওয়ালিয়্যুদ্দীন আত-তিবরীযী, আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, দিল্লী তা.বি., পৃ. ৫৯৮; (৪) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা.বি., ৪খ., পৃ. ৪৯।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ সুলায়মান (ابو سليمان) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ইব্ন বাহরাম আস-সিজিসতানী আল-মানতিকী একজন দার্শনিক; জ. আনুমানিক ৩০০/৯১২, মৃ. আনুমানিক ৩৭৫/৯৮৫ সাল। তিনি মাত্তা ইব্ন ইউনুস (মৃ. ৩২৮/৯৩৯) ও য়াহ্য়া ইব্ন 'আদী (মৃ. ৩৬৪/৯৭৪)-এর ছাত্র ছিলেন এবং বাগদাদে জীবন যাপন করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'আদু'দ-দাওলা। তাঁহার নামে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। রাজধানীর দার্শনিকগণের মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। নিজ পরিবেশের অন্যান্য দার্শনিকের অধিকাংশের ন্যায় তাঁহার দর্শন পদ্ধতিতেও নব্য প্লাটোনীয় ধারার গভীর প্রভাব ছিল।

তাঁহার শিক্ষার বিষয়বস্তুর জন্য আমরা প্রধানত আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী (দ্র.)-এর নিকটে ঋণী। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী, বিশেষ করিয়া 'আল-মুকাবাসাত' ও 'আল-ইমতা' ওয়াল-মুআনাসা' দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে আবূ সুলায়মানের উক্তিতে পরিপূর্ণ। উক্তিগুলি সাধারণত দুরূহ ও অস্বচ্ছ ভাষায় ব্যক্ত। আবূ সুলায়মানের কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত রচনা পাণ্ডুলিপি আকারে অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। গ্রীক ও মুসলিম দার্শনিকগণের ইতিহাস বিষয়ক 'সিওয়ানুল হিকমা' গ্রন্থখানির কেবল সংক্ষিপ্তসার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (তু. M. Plessner, in Islamica, 1931, 534-8; add Brit. Mus. Or 9033; cancel Bodl. Marsh 539; Leiden 133 নম্বরে আল-গাদানফার আত-তিবরীযীকৃত অধিকতর সংক্ষিপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে) 'সিওয়ানু'ল-হিকমা' হইতে আশ-শাহরাসতানী তাঁহার 'আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল' গ্রন্থের জন্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের উপকরণ সংগ্রহ করেন (তু. P. Kraus, in Bie, 1937, 207-IC, 1938, 146)। অন্য আরও বহু গ্রন্থকার দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক তথ্যাবলীর জন্য আবূ সুলায়মানের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন; যথা ইবনুন নাদীম (তাঁহার ছাত্র), ফিহরিস্ত, ২৪১-২৪৩, ২৪৮; ইব্ন মাত'রান, দ্র. P. Kraus, Jabir Ibn Hayyan, i. p. 43; ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১, ৯, ১৫, ৫৭, ১০৪, ১৮৬-৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিস্ত, ২৬৪, ৩১৬; (২) আবূ শুজা', যায়লু তাজারিবিল-উমাম, (Amedroz-Margoliouth), 75-7; (৩) বায়হাকী, তাতিম্মাতু সিওয়ানিল-হিকমা (এম. শাফি), ৭৪-৫; (৪) য়াকূত, ইরশাদ, ২খ., ৮৯; ৩খ., ১০০; ৫খ, ৩৬০, ৩৯৮ (আবূ হায়্যান অনুসারে); (৫) সাঈদ আল-আন্দালুসী, ৮১; (৬) ইবনুল-কিফতী, ২৮২-৩; (৭) ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ., ৩২১-২; (৮) Brockelmann, 1. 236, SI, 377; (৯) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহহাব কাযবীনী, শারহ-ই হাল-ই আবূ সুলায়মান মানতিকী সিজিস্তী (Publ. de la Societe des Etudes Iraniennes. No. 5), Chalons- surSaone 1933-বীসত মাকালা (Bist Makala), Teheran 1934, 94 প.।

S. M. Stern (E. I.[2]) হুমায়ুন খান

আবূ সুলালা (ابو سلالة) ঃ (রা), আল-আসলামী, আসলাম গোত্রীয় সাহাবী। ইবনুস-সাকান-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। আবূ হাতিম আর-রাযীর মতে তিনি সালামী গোত্রের। ইব্ন মানদা তাঁহার নাম আবূ সালামা এবং তাবারানী আবূ সালাম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বাগাবী, আবূ 'আলী ইবনুস-সাকান, ইব্ন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার নামের ব্যাপারে আবূ সুলালা হওয়ার স্বপক্ষে প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ আবূ সুলালার-র স্থলে আবূ সুলাফা উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনুল-জারূদ, আবূ 'আলী ইবনুস-সাকান প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আল-কুনাল মুফরাদা গ্রন্থে হাকাম-এর সূত্রে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আবূ সুলালা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের নিকট এমন ইমামগণের আবির্ভাব হইবে যাহারা তোমাদের নিকট মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করিবে। ইবনুস সাকান (র) 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন শারীকের বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ

সুলালা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন সব আমীর নিযুক্ত হইবে যাহাদের হাতে থাকিবে তোমাদের জীবনোপকরণ। তাহারা তোমাদের অধিকার প্রদান হইতে বিরত থাকিবে যতক্ষণ না তোমরা তাহাদের মিথ্যাকে সমর্থন ও তাহাদের অন্যায়-অবিচারে সহযোগিতা দান কর। তোমরা যে বিষয়ে বায়'আত করিয়াছ ততটুকুতে তাহাদের হক আদায় করিয়া দাও। অতঃপর যদি তাহারা প্রতারণা করে তাহা হইলে তাহাদের সহিত লড়াই কর। ইহাতে কাহারো মৃত্যু ঘটিলে সে শহীদ গণ্য হইবে।"

বাগাবী আবূ বাক্র ইব্ন আবী শায়বা-র সূত্রে তাঁহার অন্য একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সুলালা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমি যে কোন ব্যক্তিকে তাহার মায়ের ব্যাপারে তিনবার ওসিয়াত করি এবং চতুর্থবার তাহার পিতার ব্যাপারে"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯২; (২) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৯৭-৯৮।

হেমায়েত উদ্দীন

আবূ হাতিব (ابو حاطب) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাঁহারা ঈমান আনিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বংশপরিচয় নিম্নরূপঃ আবূ হাতিব ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদিশ-শামস ইব্ন উদদ (ود) ইব্ন নাস'র ইব্ন মালিক ইব্ন হিসল ইব্ন-আমির ইব্ন লুওয়াই (لؤى) আল-কুরাশী আল-'আমিরী। ইনি সুহায়ল ইব্ন 'আমর-এর ভ্রাতা ছিলেন। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবীদের নামের তালিকায় ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ হাতিব (রা)-এর জীবনী সম্পর্কে আর কিছু পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৪০-৪১ পৃ., সংখ্যা ২৪৬; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি. ২খ., ১৫৭, সংখ্যা ১৪৩০।

মোঃ মাযহারুল হক

আবূ হাতিম আল-মুযানী (ابو حاتم المزنى الحجازى) ঃ আল-হিজাযী (রা) নবী কারীম (স)-এর সাহাবী। তিরমিযী, ইব্ন হিব্বান ও ইব্ন সাকান বলেন, আবূ হাতিম আল-মুযানী রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হইতে তিরমিযী শরীফে তাঁহার সূত্রে মাত্র একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহার প্রারম্ভিক শব্দগুলি এই اذا جاءكم من ترضون دينه অর্থাৎ যাহার দীনদারী সম্বন্ধে তোমরা সন্তুষ্ট এমন লোক যখন (বিবাহের প্রস্তাব লইয়া) উপনীত হয়... অর্থাৎ তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিও।

ইমাম আবূ দাউদ-এর মতে তিনি তাবি'ঈ ছিলেন। ঐতিহাসিক ইব্ন কানি-এর ধারণা, তাঁহার নাম 'উকায়ল ইব্ন মুকরিন, ইব্ন হাজার 'আসকালানীর মতে উক্ত ধারণা ভ্রান্ত। তাঁহার বিস্তারিত জীবনী ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৩৯।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ হাতিম য়া'কূব ইব্ন লাবীদ (ابو حاتم يعقوب بن لبيد) ঃ (কিংবা লাবীব বা হাবীব) আল-মালযূমী আন-নাজীসী। আল-মাগরিব অঞ্চলের ইব্নদী সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন। গোঁড়া আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে কেবল বার্বার বিদ্রোহীদের নেতারূপে চিত্রিত করেন। যাহা হউক, ত্রিপোলিতানিয়ার (লিবিয়ার প. অঞ্চল) ইব্নদী সম্প্রদায় তাঁহাকে 'ইমামুদ দিফা' (প্রতিরক্ষা বিষয়ক ইমাম) উপাধিতে ভূষিত করায় তাঁহার ভূমিকা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে।

আবূ যাকারিয়্যা আল-ওয়ারজালানী লিখিত ইতিবৃত্ত অনুযায়ী আবুল খাত্তাব-এর মৃত্যুর এক বৎসর পরই রাজাব ১৪৫/সেপ্ট-অক্টো. ৭৬২ সনে উক্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইতিবৃত্তকার আশ-শাম্মাখী আসসিয়ার গ্রন্থে (কায়রো ১৩০১ হি., ১৩৪ পৃ.) লিখিয়াছেন, হি. ১৫৪ সনে আবূ হাতিম সরকারের কার্যকাল শুরু হয়। মনে হয়, এই তারিখটি ১৪৫ হি. সনের স্থলে ভুলক্রমে লিখিত হইয়াছে।

আবূ হাতিমের ইমামাত (রাষ্ট্র পরিচালনা)-এর প্রথম কয়েক বৎসর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি তাঁহার অনেক শত্রুকে হত্যা করেন এবং ত্রিপোলী অধিকার করিয়া উহাতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক আবূ যাকারিয়্যার মতে তাঁহার ইমামাতের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুর-রাহমান ইব্ন রুস্তাম পার্বত্য এলাকা 'সুফ আজাজ-এ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করিলে আবূ হাতিম তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইফরীকিয়্যার 'আব্বাসী শাসনকর্তা 'হাযারমারদ' নামে প্রসিদ্ধ 'উমার ইব্ন হাফস-এর বিরুদ্ধে তিনি ১৫৪/৭৭১ সনে বার্বারদের এক ব্যাপক বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। নিজস্ব সেনাদল লইয়া তিনি 'যাব' অঞ্চলের 'তুবনা' নামক স্থান অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। আবূ হাতিমের আর একটি সেনাদল আট মাস অবরোধের পর ১৫৫/৭৭১-২ সনের প্রথম দিকে আল-কায়রাওয়ান অধিকার করে। তাঁহার আল-কায়রাওয়ান দখলের অব্যবহিত পরেই মিসর হইতে 'আব্বাসী সেনাবাহিনীর একটি দল ত্রিপোলিতানিয়ার পূর্ব সীমানায় উপস্থিত হইলে তিনি ত্রিপোলী হইতে অগ্রসর হইয়া উহাদের যুদ্ধে পরাভূত করেন। যুদ্ধটি মাগমাদাস-এর অদূরে মারসা যাফরান (প্রাচীন নাম Macoma-des Syrtis, আধুনিক মানচিত্রে Marsa Zafran)-এ সংঘটিত হয়, ইব্নদী ঐতিহাসিকদের এইরূপ বিবরণ ভ্রমাত্মক হওয়ারই আশংকা। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই য়াযীদ ইব্ন হাতিম আল-আযদীর সেনাপত্যের একদল 'আব্বাসী সৈন্য কায়রো হইতে ত্রিপোলীর দিকে অগ্রসর হয়। আবূ হাতিম তখন নাফূসা, হাওয়ারা দারীসা প্রভৃতি ত্রিপোলিতানিয়ার ইব্নদী বার্বার গোত্রগুলিকে সংগঠিত করিয়া শত্রুর মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হন। উক্ত যুদ্ধ ২৭ রাবী'উল 'আওয়াল, ১৫৫/মার্চ ৭৭২ সনে জাবাল নাফূসার পূর্বে জানবী (আবূ যাকারিয়া) বা জানদবা (আশ-শাম্মাখী) নামক স্থানের পশ্চিমে সংঘটিত হয়। এই লড়াইয়ে ইব্নদী বাহিনী সমূলে বিধ্বস্ত হয় এবং আবূ হাতিমসহ ৩০ সহস্র সৈন্য নিহত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ যাকারিয়া আস-সীরা ওয়া আখবারুল-আইম্মা (Ms of the coll. of S. Smogorzewski), fol. 14r-16r; (২) E. Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, Algiers 1878, 41-49; (৩) শাম্মাখী, সিয়ার, কায়রো ১৩০১, হি. ১৩৮-৮ প.; (৪) বালাযুরী, ফুতূহ; ২৩২-৩; (৫) ইব্‌ন খালদূন, Hist. des. Berb., i. 221-3, 379-85; (৬) ইদরীসী, Descriptio আল-মাগরিবী (de Goeje), 83-4; (৭) H. Fournel, Les Berberes, 370-80; (৮) R. Basset, in JA, 1899, ii, 115-20.

A. De Motylinski-T. Lewicki (E. I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ হাতিম য়ূসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (দ্র. আর-রুসতাম)

আবূ হাতিম আর-রাযী (ابو حاتم الرازى احمد) ঃ আহ্‌মাদ ইব্‌ন হামদান রায়-এর প্রাচীন ইসমাঈলী গ্রন্থকার ও দাঈ (প্রচারক), রায়-এর নিকটবর্তী বাশাউঈ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীছবিশারদ ও কবিতা চর্চায় সিদ্ধহস্ত। রায়-এর দাঈ-(শী'আ প্রচারক) গিয়াছ' তাঁহাকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করেন। অতঃপর আবূ জা'ফার গিয়াছ-এর স্থলাভিষিক্ত হইলে আবূ হাতিম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁহাকে অপসারিত করেন। এইভাবে তিনি রায়-এর শী'আ প্রচারণার (দাওয়া) নেতৃত্বের পদ নিজেই কুক্ষিগত করেন। বিবরণে প্রকাশ, তিনি রায়-এর শাসনকর্তা আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলীকে (৩০৪-১১/- ৯১৬-২৪) স্বমতে (ইসমা'ঈলী) দীক্ষিত করেন। সামানী সেনাবাহিনী রায় অধিকার করিলে (৩১১/৯২৩/৪) আবূ হাতিম 'আলীপন্থীদের সাথে একত্রে দল গঠনের জন্য দায়লাম-এ যান। যতদূর মনে হয় গোড়ার দিকে মারদাবিজ (দ্র.) তাঁহার কার্যকলাপ সমর্থন করিত। পরবর্তী কালে যখন মারদাবিজ ইসমা'ঈলীদের বিরোধিতা করিতে শুরু করিল, আবূ হাতিম তখন পালাইয়া মুফলিহ-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (ইনি ৩১৯/৯৩১ সনে আযার-বায়জান-এর শানসকর্তা হন)। সেইখানেই ৩২২/৯৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া ইতিবৃত্তকার ইব্‌ন হাজার মনে করেন। তবে মৃত্যুর তারিখটা সন্দেহাতীত নহে।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আয-যীনা'ই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। উহা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শব্দাবলীর অভিধান। উহাতে তাঁহার ভাষা জ্ঞান স্পৃহাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অথচ উহাতে ইসমা'ঈলী মতবাদের সতর্ক ইঙ্গিত রহিয়াছে (গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য তু. A. H. al-Hamdani, Actes xxle congres des Orientalistes 291-40; আল-ইসলাহ নামক একখানা লুপ্ত গ্রন্থে তিনি আন-নাসাফী (দ্র.)-র দর্শন সংক্রান্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। উক্ত মতবাদ আন-নাসাফীর 'আল-মাহসূল' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়। উক্ত মতবিরোধের বিষয়টি পুংখানুপংখরূপে পরীক্ষা করিয়া আবূ হাতিম-এর আ'লামুন-নুবূওয়া নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে এই ব্যাপারে গ্রন্থকারের নিজস্ব মতামত আরও সুস্পষ্ট হইবে (দার্শনিক আবূ বাকর আর-রাযী ও আবূ হাতিম-এর বিরোধ লিপিবদ্ধ করিয়া P. Kraus আলামুন নুবূওয়া পুস্তকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিয়াছেন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিজামুল-মুলক, সিয়াসাতনামা Schefer, 186 (সম্পা. খালখালী, ১৫৭); (২) মাকরীযী, ইত্তি'আজ (সং. Bunz), 130; (৩) ফিহরিস্ত, ১৮৮, ১৮৯; (৪) বাগদাদী, আল-ফারক; ২৬৭; (৫) ইব্‌ন হাজার, লিসানুল-মীযান, ১খ., ১৬৪; (৬) W. Ivanow, A guide to Ismaili lit., 32; (৭) ঐ লেখক, Studies in early Persian Ismailism, 115 প.; (৮) P. Kraus, in Orientalia, 1936, 38 প.; (৯) ঐ লেখক, রাসাইলু ফালসাফিয়া লি আবী বাক্র আর-রাযী, ১খ., ২৯১ প.; (১০) Brockelmann, Suppl. ১খ., ৩২৩।

S. M. Stern (E. I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ হাতিম আস-সিজিসতানী (ابو حاتم السجستانى) ঃ সাহল ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুশামী বসরার 'আরবী ভাষা-বিজ্ঞানী, মৃ. ২৫৫/৮৬৯। কথিত আছে, বসরা অঞ্চলের সিজিসতান গ্রামের সহিত সম্পর্কিত করিয়া তাঁহাকে সিজিসতানী বলা হয় (য়াকূত, ৩খ., ৪৪)। তিনি আবূ যায়দ আল-আনসারী, আবূ 'উবায়দা মা'মার ইব্‌নুল-মুছান্না, আল-আসমা'ঈ প্রমুখের শাগরিদ ছিলেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে ইব্‌ন দুরায়দ ও আল-মুবাররাদ উল্লেখযোগ্য। ব্যাকরণবিদরূপে তিনি তেমন খ্যাতিমান ছিলেন না। প্রাচীন কবিদের কাব্যগ্রন্থাদি, তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দাবলী ও ছন্দশাস্ত্রই তাঁহার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতারা তাঁহার রচিত সাঁইত্রিশখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (A Haffner, Drei arabische Quellenwerke uber die Addad, Beirut 1913, 160-2)। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি অদ্যাপি ও প্রচলিত রহিয়াছে ঃ (১) আল-আদ্দাদ, ed. Haffner, পৃ. গ্র. ১৬৩-২০৯; (২) আন-নাখল, ed. B. Lagumina in Atti... Lincei, Scienze morali, Ser 4, 8, 5-41; (৩) আত-তাযকীর ওয়াত-তা'নীছ, Ms. তায়মূর, তু. MMIA, 1923, 340; (৪) আল-মুআম্মারূন, ed. I. goldziher, Abh. Z arab. Philologie, ii, Lieden 1899.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিসত, ৫৮-৯; (২) আযহারী, তাহযীবুল-লুগা ed. K.V. Zettersteen in MO, 1920, 22; (৩) যুবায়দী, তাবাকাত ed. F. Krenkow in RSO, 1919-20, 127, no. 35; (৪) আনবারী, নুযহা, ২৫১-৪; (৫) য়াকূত, আল-ইরশাদ, ৪খ., ২৫৮; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ২৬৬; (৭) য়াফি'ঈ, মিরআতুল জানান, হায়দরাবাদ ১৩৩৭-৮ হি. ২খ., ১৫৬; (৮) ইব্‌ন হাজার, তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ২খ., ২৫৭; (৯) সুয়ূতী, বুগয়া, ২৬৫; (১০) Brockelmann, I, 107, S.I. 157.

B. Lewin (E. I.[2]) মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান (ابو حاتم بن حبان) ঃ মৃ. ৩৫৪ হি., তাঁহার সময়ের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ তামীমী

ইব্ন হি'ব্বান ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন হি'ব্বান। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই উদ্দেশে ইরাক, সিরিয়া, হিজায, খুরাসান, মাওয়ারাউন-নাহার ও তুরস্ক সফর করেন। এই সমস্ত দেশের বিজ্ঞ আলিমদের নিকট জ্ঞান অর্জন করিয়া যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গের অন্যতম হন। বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দান করেন। কিতাবুস-সাহাবা (৮ খণ্ড), কিতাবুত-তাবি'ঈন (১২ খণ্ড), কিতাব আতবাইত-তাবা (২০ খণ্ড), আল-ফাস'ল বায়নান নাক'লা (১০ খণ্ড), কিতাবু ইলা লি-আদহাম আস'হ'াবিত-তাওয়ারীখ (১০ খণ্ড), কিতাবু আতবাইত- তাবি'ঈন (১৫ খণ্ড)। এতদ্ব্যতীত হাদীছ ও ফিক'হশাস্ত্রে তাঁহার আরও বহু গ্রন্থ আছে। সীসতানএ মৃত্যু, বুসতে সমাহিত।

বাংলা বিশ্বকোষ

আবূ-হ'ানীফা আদ-দীনাওয়ারী (দ্র. আদ-দীনাওয়ারী)

আবূ হ'ানীফা (ابو حنيفة) ঃ (র) আন-নু'মান ইব্ন ছাবিত ইব্ন যুতা (যাওতা), একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ 'আলিম, ফাকীহ, মুজতাহিদ, মুফতী ও হ'ানাফী মায'হাবের প্রতিষ্ঠাতা। ইমাম আ'জ'াম নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার জন্ম তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি মত দৃষ্ট হয়; যথা ৬০/৬৭৯, ৬১/৬৮০, ৭০/৬৮৯। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০/৬৯৯ সালে উমায়্যা খলীফা 'আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ানের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে 'আল্লামা যাহিদ আল-কাওছারী বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আবূ হ'ানীফা (র)-এর জন্মতারিখ ৭০/৬৮৯ সালকে প্রাধান্য দিয়াছেন ('আকীদাতুল-ইসলাম, পৃ. ৮৬-৮৯)। 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূ'র-এর শাসনামলে ১৫০/৭৬৭ সালে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাগদাদের খেযরান নামক কবরস্থানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন তাঁহার মাজার রহিয়াছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু লোক প্রতিদিনই এই মাযার যিয়ারতে আসেন। ইমাম আ'জ'ামের নামানুসারে তাঁহার মাযারস্থ অঞ্চলটি আ'জ'ামিয়া নামে খ্যাত।

তাঁহার পিতামহ যুতা কাবুলের অধিবাসী ও ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে যুদ্ধবন্দী হইয়া কূফায় নীত হন। খাতীব আল-বাগদাদী তাঁহার তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে তাঁহাকে নাবাতী বংশোদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কূফায় তায়মুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা গোত্রের আশ্রিত (মাওলা) ও মিত্র (হ'ালীফ) ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আত-তায়মীও বলা হইত। হযরত 'আলী (রা)-এর সাথে তাঁহার গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। কয়েকজন চরিতকারের মতে তিনি পারস্যের প্রাচীন রাজাদের বংশধর ছিলেন। ইমাম সাহেবের পিতা ছাবিত কূফা নগরীতে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন।

আবূ হানীফা তাঁহার প্রকৃত নাম নহে; ইহা একটি উপনাম (كنية)। এই নামটি দ্বারা হ'ানীফা জাতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁহার উপর ইহার নেতৃত্ব আরোপিত হয়। কূফায় তাঁহার 'খায' নামক এক প্রকার রেশমী বস্ত্র তৈরি করিবার কারখানা ছিল এবং তিনি ইহার ব্যবসা করিতেন। কূফার জামি মসজিদের পার্শ্বে দারু 'আমর ইব্ন হ'ারীছে তাঁহার কারখানা ও দোকান ছিল। ইমাম সাহেবের নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী তিনি প্রাথমিক জীবনে কু'রআন, হ'াদীছ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের পর দীর্ঘকাল দর্শন ও কালামশাস্ত্রের চর্চায় অতিবাহিত করেন এবং পরে ফিক'হশাস্ত্র অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশে তিনি তৎকালীন কূফার খ্যাতনামা ফাকীহ ও ইসলামী আইনবিদ হ'াম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান (মৃ. ১২০/৭৩৭)-এর শিক্ষা মজলিসে নিয়মিত যোগদান করিতেন (আল-মাক্কী) মানাকি'ব, ১খ., ৫৫৫)। জীবনীকারগণ তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফাকীহ ও মুহ'াদ্দিছগণের এক বিরাট তালিকা উল্লেখ করিয়াছেন। আয-যাহাবী তায'কিরাতুল -হু'ফফাজ গ্রন্থে, আল-মাক্কী তাঁহার মানাকি-বু আবী হানীফা গ্রন্থে ও আবুল-মাহ'াসিন 'উকূ'দুল-জুমান গ্রন্থে তাঁহার শতাধিক উস্তাদের নামের তালিকা দিয়াছেন। তাঁহার উস্তাদের তালিকায় সাতজন সাহাবী ও তিরানব্বইজন তাবি'ঈ রহিয়াছেন। তাবি'ঈদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ইমাম যায়দ ইব্ন 'আলী, ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকি'র, ইমাম জা'ফার আস-সা'দিক', ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'াসান, 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া, নাফি', ইকারমা, 'আমির ইব্ন শুরাহ'বীল প্রমুখ। তবে ফিকহশাস্ত্রে তাঁহার প্রধান শিক্ষক হইলেন হ'াম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান।

আবূ হানীফা (র) ছিলেন একজন তাবি'ঈ (ইব্নুন-নাদীম, পৃ. ১০১)। ইব্ন সা'দ তাঁহাকে তাবি'ঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (মৃ. ৯৩ হি.)-কে দেখিয়াছিলেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (মৃ. ৮৭ হি.), সাহ্ল ইব্ন সা'দ (মৃ. ৯১ হি.), আবুত-তু'ফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা (মৃ. ১০২ হি.) প্রমুখ সাহাবীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। হাম্মাদ-এর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এক বৎসর কাল ফিক'হশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং সমসাময়িক যুগে ইসলামী আইনশাস্ত্রের অনন্যসাধারণ ইমাম ও ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। চরিতকারদের মত তৎকালীন কূফার উমায়্যা শাসনকর্তা য়াযীদ ইব্ন 'উমার ইব্ন হুবায়রা তাঁহাকে কাযীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে রাযী হন নাই। পরবর্তী কালে 'আব্বাসী খালীফা আল-মানসূ'র তাঁহাকে কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন, কিন্তু আবূ হানীফা (র) উক্ত প্রস্তাবে রাযী না হওয়ায় খলীফা রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং ১৫০/৭৬৭ সালে বন্দী অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার গ্রেফতারের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত আবূ হ'ানীফা (র)-এর কোন মতবাদের ব্যাপারে খলীফা ভীত ছিলেন (তারীখ বাগদাদ, ১৩খ., ৩২৯)। যায়দিয়া সূত্র অনুসারে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) যায়দিয়া ইমাম ইবরাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদের সমর্থক ছিলেন এবং ইহাই তাঁহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ বলিয়া মনে করা হয়।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রখর মেধা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল (আয-যা'হাবী, 'ইবার)। কুরআন ও সুন্নাহর অনুশীলনে তিনি তাঁহার অসাধারণ মেধা, গভীর জ্ঞান ও পরিশীলিত যুক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া একটি বিধিবদ্ধ আইন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্নুলী মুবারাকের মতে, কু'রআন ও হাদীছের আলোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) যে অনবদ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, উক্ত

শাস্ত্রের পাঠকদেরকে উহা সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দিবে। কোন কোন মুহাদ্দিছ তাঁহার মাযহাবকে ব্যক্তিগত মত (রায়) ভিত্তিক বলিয়া অমূলক ধারণা পোষণ করেন। কিতাবুস-সিয়ানা গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সংকলিত মাসআলার সংখ্যা বার লক্ষ নব্বই হাজারের উপরে। ইসলামী জীবনধারার বিভিন্ন দিক —'ইবাদাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটিরশিল্প, রাজস্ব, বিচার ব্যবস্থা, শাসন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত এই বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের সমাধানে তাঁহার অভিমতের মূল সূত্র কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী আইন সংকলনের ব্যাপারে তিনি যে পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ছিল খুবই ব্যাপক ও দুরূহ। এতদুদ্দেশে তিনি তাঁহার সাত শতাধিক শাগরিদের মধ্যে হইতে চল্লিশজনের সমন্বয়ে একটি আইন পরিষদ গঠন করেন, যাঁহাদের মধ্যে ইমাম আবূ যূসুফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮), ইমাম যুফার (মৃ. ১৫৮/৭৭৪), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান (মৃ. ১৮৯/৮০৪) ও ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্নুল-মুবারাক-এর ন্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও আইনবিদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে তাঁহার শাগরিদগণের মতামত সূক্ষ্মভাবে যাচাই করিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। এইভাবে ইসলামী আইন চর্চা একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে ত্রিশ বৎসর যাবত ইসলামী শারী'আ আইনের সামগ্রিকভাবে বিধিবদ্ধকরণ (Codification)-এর কার্য অব্যাহত থাকে। তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাহার প্রদত্ত ফাতওয়া ও আইন সংক্রান্ত অভিমত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার ফাতওয়াসমূহ সঙ্গে সঙ্গেই সর্বমহলে প্রচারিত হইয়া যাইত। এইভাবে তাঁহার নেতৃত্বে বিধিবদ্ধ ও সংকলিত ইসলামী শারী'আ আইন মুসলিম জগতের অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে গৃহীত হয়। 'আব্বাসী খিলাফাত, 'উছমানী তুর্কী সালতানাত ভারতীয় সুলতানী আমল ও মুগল শাসনামলে এই আইনটি অনুসৃত হইত।

ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর ফিকহশাস্ত্র সংকলনে আইন-বিধি প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব বর্ণনাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি সর্বাগ্রে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধির অনুসরণ করি; সেইখানে যদি সুষ্ঠু কোন নির্দেশ না পাই, তবে প্রামাণ্য হাদীছের অনুসন্ধান করি; সেইখানে যদি কিছু না পাওয়া যায়, তবে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁহাদের যেই অভিমত অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বিবেচিত হয় আমি তাহা অনুসরণ করি। তাঁহাদের সকলের অভিমত পরিত্যাগ করিয়া আমি নূতন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। যদি তাঁহাদের কাহারও কোন অভিমত না পাওয়া যায়, শুধু সেই ক্ষেত্রে ইমাম নাখ'ঈ, শা'বী, হাসান বাসরী, ইব্ন সীরীন, সা'ঈদ ইব্নুল-মুসায়্যাব প্রমুখ তাবি'ঈর ন্যায় আমি ইজতিহাদ করি (তাহযীবুত-তাহযীব, ১খ., ৪৫১; তারীখ বাগদাদ ১৩খ., ৩৬৮; আল-ইনতিকা, পৃ. ১৪২-৪৪; মানাকিবু আবী হানীফা, ১খ., ৮০-৮১)।

আবূ হানীফা (র) শেষোক্ত ক্ষেত্রেও নিজের মতের ব্যাপারে শাগরিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিতেন। তাঁহার শাগরিদদের কতিপয় গ্রন্থাবলী যেমন, আবূ যূসুফ (র)-এর ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইব্ন আবী লায়লা, আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ এবং কিতাবুল-খারাজ ও ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী রচিত আল-মাবসূত; আল জামিউস সাগীর, আল-জামি'উল-কাবীর, আস-সিয়ারুল-কাবীর, আস-সিয়ারুস-সাগীর ও অন্যান্য গ্রন্থ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য মৌলিক উৎস। আবূ হানীফা (র) তাঁহার উসতাদ হাম্মাদ হইতে যেই সকল ফিকহী তত্ত্ব অর্জন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তথ্য লাভের প্রধান উৎস আবূ যূসুফ (র)-এর আল-আছার ও আশ-শায়বানী (র)-এর আল-আছদ।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারীদের জীবনী ও কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করিলে আবূ হানীফা (র) ইসলামী আইনশাস্ত্রের সার্বিক বিকাশের জন্য যে অক্লান্ত সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সামগ্রিক বিচারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহী চিন্তাভাবনা তৎকালীন কূফার কাদী ইব্ন আবী লায়লার চিন্তাভাবনা হইতে অনেক উন্নততর ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র) আইনের উৎস নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের সমসাময়িক ধরন-পদ্ধতির তাত্ত্বিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন এবং ইসলামী আইনের প্রয়োগিক বিধি-বিধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সরকারি কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকার কারণে তাঁহার চিন্তা-ভাবনা সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমসাময়িক বিচার পদ্ধতিরও কোনরূপ তোয়াক্কা করিতেন না। তাঁহার আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারাও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রায়োগিক বিচার-বিশ্লেষণে উহা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ছিল; সর্বোপরি উহা ছিল অধিকতর বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর। সমসাময়িক কালের অন্যান্য ফাকীহ ফিকহী বিষয়াদিতে রায় ও কিয়াসকে যতটুকু স্থান দিয়াছেন, আবূ হানীফাও ততটুকুই গুরুত্ব দিতেন। সমসাময়িক কালের অন্য ফাকীহদের ন্যায় (যেমন মদীনার ফাকীহগণ) তিনিও খাবর-ই আহাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কোন আকীদা পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অবিস্মরণীয় অবদান হইল, তিনি ইসলামী আইনের চারিটি মৌলিক সূত্র নির্ধারণ করে আল-কুরআন, আস-সুন্না, আল-ইজমা ও কিয়াস। এতদ্ব্যতীত তিনি 'আল-ইসতিহসান'কেও পঞ্চম সূত্র হিসাবে গণ্য করেন। আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি শাব্দিক ব্যাখ্যার অনুসারী জাহিরী সম্প্রদায় ও নিছক যুক্তিবাদের অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের তুলনায় একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। আল-কুরআনের 'মুহকাম আয়াত' দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত মৌলিক নীতির আলোকে ও প্রামাণিক হাদীছের সাহায্যে তিনি আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করিতেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। পরস্পর বিরোধী হাদীছের ক্ষেত্রে যেই হাদীছটির মর্ম সর্বদিক দিয়া যুক্তিসংগত বিবেচিত হইত তিনি সেইটি গ্রহণ করিতেন। বিরোধীয় বা বিতর্কিত সকল হাদীছ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নূতন কোন অভিমত পোষণ করিতেন না। সাহাবীদের মতভেদের ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে সাহাবীর ইহা শুনিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সব

ক্ষেত্রে তিনি সকল ব্যক্তিগত অভিমতের উপর সাহাবীদের অভিমতের প্রাধান্য দিতেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে কু'রআন ও হাদীছের মর্মানুযায়ী বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে কি'য়াস-ই জালী বা সুস্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি অধিক সমীচীন মনে করিতেন। ইহাকে উসূলের পরিভাষায় আল-ইসতিহ'সান বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভবিষ্যতে কোন জিনিস প্রস্তুত করিয়া দিবে কিংবা উৎপন্ন হইলে সরবরাহ করিবে—এই ধরনের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় কি'য়াস অনুযায়ী সিদ্ধ নহে। কিন্তু এই ধরনের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জনস্বার্থে কখনও কখনও অতি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়; তদুপরি হাদীছেও ইহার সমর্থন আছে। কাজেই কি'য়াস বিরোধী হইলেও ইমাম সাহেব এই ধরনের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শারী'আতসম্মত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) এইরূপ নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে ফিক'হশাস্ত্রকে গতিময় ও যুগোপযোগী এবং যে কোন যুগের যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা ও সমস্যার সমাধানের উপযোগী অবলম্বন ও সূত্র হিসাবে বিকশিত করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তিনি ফিক'হশাস্ত্রের কোন কোন প্রাচীন বিধি-বিধান পরিহার করিয়া ইহাতে নিজস্ব মত সংযোজন করিয়াছেন। খাত'ীব আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৪৬৩/ ১০৭১) এইসব বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভাষ্যকারস্বরূপ পরিগণিত হন। এইরূপ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা তাঁহার নিজস্ব উক্তি, অনুসৃত নীতি-পদ্ধতি ও তাঁহার সংকলিত ফিক'হ হইতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। শারী'আ আইন সংক্রান্ত তাঁহার প্রতিটি অভিমত ও সিদ্ধান্তের মূল উৎস যে কুরআন ও হাদীছ, প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ ও ফাকীহগণ তাঁহাদের বহু গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি সহকারে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর সংকলিত ফিক'হ মুসলিম বিশ্বের আব্বাসী যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হয়। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে ইসলামী সংহতি ঐক্য রক্ষা ও জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল-কু'রআন, হ'াদীছ, ইজমা ও কি'য়াসের আলোকে একটি উদার বিবেকবুদ্ধিসম্মত মধ্যম পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শগত মতাপার্থক্য জনিত অনৈক্য, বিশৃংখলা ও সংঘাত হইতে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে রক্ষায় ইহার সফলতা অনস্বীকার্য।

ইমাম সাহেবের নিজস্ব রচিত আল-'আলিম ওয়াল-মুতা'আল্লিম, আল-ফিক'হুল-আকবার ও আল-ফিক'হুল-আবসাত গ্রন্থে ইসলামী 'আকীদা ও ধর্মীয় মতাদর্শের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই তিনটি গ্রন্থে তিনি চরমপন্থী খারিজী, শী'আ, দাহরিয়া, জাবারিয়া, কা'দারিয়া, মুরজিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ যুক্তি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করিয়া আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের 'আকীদা ও মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরবর্তী কালে হ'ানাফী 'আলিমগণ তাঁহার ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইমাম ত'াহাবী (র) (মৃ. ৩২১/৯৩৩)-র আকীদা, আবুল-লায়ছ সামারক'ান্দী (মৃ. ৩৮৩/৯৯৩) রচিত 'আকীদা, ইমাম আল-মাতুরীদী (র) (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪)-র তাব'ীলাতু আহলিস-সুন্নাহ ও কিতাবুত-তাওহীদ, ইমাম নাসাফী (র) [মৃ. ৫৩৭/১১৪২]-র 'আকীদা ও শরীফ জুরজানীর শারহু'ল-মাওয়াকি'ফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আল্লামা তাফতাযানী (র) [মৃ. ৭৯২-১৩৯০]-এর ভাষ্যসহ ইমাম নাসাফীর আল-'আকাইদ গ্রন্থটি জামি'উল-আযহার ও প্রাচ্যের অধিকাংশ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকাভুক্ত। ইমাম আবুল-লায়ছ-এর গ্রন্থটি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বহুল সমাদৃত যদিও সেই সকল অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানই ইমাম শাফি'ঈর অনুসারী। ইমাম রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯) মানাকি'বুশ-শাফি'ঈয়া গ্রন্থে এই ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর রচিত কোন গ্রন্থই বিদ্যমান নাই। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা সত্য নহে। ইব্নুন নাদীম আল-ফিহরিস্ত-এ আবূ হ'ানীফা (র)-এর রচিত 'আকীদা সম্পর্কিত চারটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (১) আল-ফিক'হুল-আকবার, (২) 'উছমান আল-বাত্তীকে লিখিত চিঠি, (৩) আল-'আলিম ওয়াল-মুতা'আল্লিম, (৪) আর-রাদ্দ 'আলা'ল-কা'দারিয়্যা। খাওয়ারিযমী (মৃ. ৬৬৫/১২৬৬) সংকলিত মুসনাদু আবী হ'ানীফা গ্রন্থের কথা ফিহরিস্তে উল্লেখ নাই। আবূ হ'ানীফা (র) 'রিসালাতুল-ইমাম আবী হ'ানীফা ইলা 'উছমান আল-বাত্তী নামে পরিচিত 'উছমান আল-বাত্তীকে লিখিত তাঁহার চিঠিতে মার্জিতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। আবূ হ'ানীফা (র) এই চিঠি আল-'আলিম ওয়াল- মুতা'আল্লিম ও আল-ফিক'হুল-আবসাতে'র সঙ্গে কায়রো হইতে ১৩৬৮/১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর ইসলামী 'আকীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হইল আল-ফিক'হুল-আকবার। এই গ্রন্থটি মিসর ও হিন্দুস্তান হইতে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। হায়দরাবাদের দাইরাতুল-মা-'আরিফ কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৩২১ হি. সালে হায়দরাবাদ হইতে মাজমূ'আ-ই-শুরূহ' আল-ফিক'হুল- আকবার-এর প্রথম খণ্ডরূপেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ইসলামের দশটি মৌলিক 'আকীদার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে খারিজী, কা'দারিয়া, জাবারিয়া, চরমপন্থী মুরজিয়া, শী'আ ও জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে সুন্নাতুল- জামাআতের যুক্তির বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আল-ফিক'হুল-আকবারের অনেক ভাষ্য লিখিত রহিয়াছে। মুল্লা 'আলী আল-কারী (মৃ. ১০১৪/১৬০৫) রচিত ভাষ্যটি সমধিক প্রসিদ্ধ। মিসর ও অন্যান্য দেশে ইহা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। আল-ফিক'হুল-আবসাত নামক পুস্তিকায় আবূ হ'ানীফা (র) তাঁহার জনৈক ছাত্র আবূ মুতী' আল-বালকী (মৃ. ১৮৩/৭৯৯)-এর ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করিয়াছেন। যাহিদ আল-কাওছারীর সম্পাদনায় পুস্তিকাটি কায়রো হইতে ১৩৬৮ হি. সনে প্রকাশিত হইয়াছে। হ'াজ্জী খালীফা কাশফুজ-জু'নূন গ্রন্থে, কামালুদ্দীন আল-বায়াদী ইশারাতুল-মারাম গ্রন্থে ও মুরতাদা' আল-হু'সায়নী রচিত বিখ্যাত শারহু'ল-ইহ'ইয়াউল-উলূম গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রচিত 'আকাইদ সম্পর্কিত পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ আল-ফিক'হুল-আকবার, আল-ফিক'হুল-আবসাত, কিতাবুল-'আলিম ওয়াল-মুতা'আল্লিম, আর-রিসালা ও আল-ওয়াসি'য়্যা (বিশেষ পর্যালোচনার জন্য দ্র. 'আকীদাতুল-ইসলাম, ৯৯-১৩০)। ইমাম সাহেব বিভিন্ন সময় তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে যে উপদেশ দেন তাহা আল-ওয়াসি'য়্যা নামে পরিচিত।

এই সকল ওয়াসি'য়্যা নামক কয়েকখানা পুস্তকের মধ্যে তিনি জীবন সায়াহ্নে মুসলিম উম্মাহ-এর জন্য যে অমূল্য উপদেশমালা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সমধিক খ্যাত। বহু জীবনী গ্রন্থে তাঁহার এই ওয়াসিয়াতটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ইহার বেশ কয়েকটি ভাষ্যও রহিয়াছে। ঈমান, ক'দা' ও ক'দার (অদৃষ্টবাদ) ও আল-কু'রআনের চিরন্তনতাসহ বারটি বিতর্কিত প্রশ্নে আহলুস-সুন্নার-র অভিমত ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে (দ্র. 'আকীদাতুল-ইসলাম, পৃ. ১২৬-২৮)।

আবূ হানীফা (র) হাদীছ উপেক্ষা করিতেন বলিয়া পরবর্তী কালের কোন কোন হিজাযী 'আলিম তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন সংকীর্ণ মনোবৃত্তির সমালোচক আবূ হ'নীফা (র) হাদীছ জানিতেন না বলিয়া হীন অভিযোগও করিয়া থাকেন। বিভিন্ন মাসআলার দলীলরূপে আবূ হ'নীফা (র) কর্তৃক অসংখ্য হাদীছের ব্যবহার দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের উপরিউক্ত ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। আবূ হ'নীফা (র) যেই সকল হাদীছের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার শাগরিদ ও পরবর্তী কালের সুখ্যাত হ'নাফী ফাক'ীহগণ উহার বিভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেন। এই সকল সংকলন 'মুসনাদু আবী হ'নীফা' নামে পরিচিত (GAL. Suppl. 1. 86-87)। সংকলন প্রণয়নের কার্যটি প্রথম শুরু করিয়াছিলেন ইমাম আবূ য়ূসুফের পুত্র য়ূসুফ। ইব্নুন নাদীম আবূ হানীফা (র)-এর অপর এক শাগরিদ হাসান ইব্ন যিয়াদ আল-লুলুঈ সংকলিত অপর একটি সংকলন আল-মুজাররাদু লিআবী হানীফা-র উল্লেখ করিয়াছেন (ফিহরিস্ত, পৃ. ২০৪)। ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-এর সূত্রসমূহের সঠিক বর্ণনা সেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছিল। পরিশেষে আবুল-মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্ন মাহ'মু'দ আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৬৫৫/১২৫৭) অনুরূপ পনরটি পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন (জামি'উ মাসানীদি আবী হ'নীফা, হায়দারাবাদ ১৩৩২ হি.)। এই সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষণীয়।

নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলিকেও ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-এর নামে আরোপ করা হয়ঃ (১) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচিত আল-ক'াসীদাতুন-নু'মানিয়া, লিথো, ইস্তাম্বুল ১২৬৮ হি.; (২) স্মারকশাস্ত্রের উপর লিখিত আল-মাক'সু'দ (বূলাক ১২৪৪ হি., ইস্তাম্বুল ১২৯৩ হি.)। আল-মাত'বূ'উ শারহি'ল' মাক'সূ'দ নামে ইহার একটি ভাষ্যও প্রকাশিত হইয়াছে (মিসর ১২৯৩ হি.)। হিজরী ১৩২৪ সালে তাকমিলাতুল-মাক'সূ'দ নামে অপর একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আবূ হ'নীফা (র)-এর নামে গ্রন্থটি আরোপের বিষয়টি পরীক্ষাসাপেক্ষ।

আবূ হ'নীফা (র)-এর রাজনৈতিক মতবাদ ঃ সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা মুসলমানদের একটি অপরিহার্য ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য। মুসলমানদের জন্য ইহা এমন একটি ফরয যাহা পবিত্র কুরআনে বারবার উক্ত হইয়াছে। এতদ্সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে "হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না—যদি তোমরা সৎ পথে থাক" (৫: ১০৫)। ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-এর রাজনৈতিক মতবাদ ছিল ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মানবিকতার একটি সমন্বিত রূপ। তিনি মনে করিতেন, পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া সৎ কার্যের আদেশ ও অসৎ কার্য হইতে নিষেধ করিতে হইবে, বরং কু'রআনের অন্যান্য আয়াত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ ও সাহাবীদের কার্য পদ্ধতিকে সামনে রাখিয়াই এই বিষয়ের কার্যক্রম নির্ধারণ করিতে হইবে। আল-কুরআনে বর্ণিত হইয়াছেঃ 'হে নবী!) লোকদেরকে উপদেশ দান করুন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়, (৮৭ ঃ ৯)। অতএব বুঝা যায়, যে কোন অবস্থায়ই শক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যায় হইতে বিরত রাখা ফরয নয়। যেমন অন্য একটি আয়াতে রহিয়াছেঃ 'আপনি লোকদেরকে উপদেশ দিন, আপনি শুধু উপদেশদাতা; আপনি উহাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নহেন" (৮৮ ঃ ২১-২২)।

তাই ইমাম আবূ হ'নীফা (র) অভিমত ব্যক্ত করেন, সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত দায়িত্ব পালনার্থে জীবন উৎসর্গের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ সৎ কার্যে আদেশকারী ব্যক্তি যদি নিহত হয়, তখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে প্রেরণার প্রয়োজন, অন্যের মধ্যে তখন উহাও অবশিষ্ট থাকে না। এই সম্পর্কে আবূ হানীফা (র) আরও বলেন, সৎ কার্যের আদেশ ও অসৎ কার্য হইতে বিরত রাখা এমন একটি ফরয যাহা সকলকে সমবেতভাবে আদায় করিতে হইবে এবং ইহাতে এমন কিছু শর্ত রহিয়াছে যাহা গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহা ফরয হইতে পারে না। তাহা সত্ত্বেও কেহ যদি উক্ত ফরয আদায় করিতে প্রস্তুত হইয়া যায় এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তাহার সম্পর্কে আবূ হ'নীফা (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি হইল ঃ সেই ব্যক্তি যদি মনে করে, বিরোধীদের নিপীড়ন সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার আছে এবং এই সম্বন্ধে সে কাহারও নিকট কোন অভিযোগ করিবে না, তাহা হইলে সে ঐ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, বরং এই ক্ষেত্রে তাহাকে মুজাহিদ বলা হইবে। হ'নাফী ফাক'ীহগণ এই মতের সমর্থনে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়া থাকেন ঃ অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ইনসাফের বাণী প্রচার করাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) উমায়্যা ও 'আব্বাসী শাসকদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করিলেও তিনি ইঁহাদের বিরুদ্ধে 'আলী বংশীয়দের পরিকল্পিত ও পরিচালিত বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কখনও অংশগ্রহণ করেন নাই।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আবূ হ'নীফা (র)-এর অভিমত হইল ঃ (১) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, (২) আল্লাহ তা'আলার প্রতিভূ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ অপরিহার্য এবং (৩) আল-কু'রআন ও সুন্নাহ-এর বিধানসমূহ চিরন্তন ও চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

খিলাফাত সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ছিল সুস্পষ্ট। বিজ্ঞজনদের (আহলুর-রায়) সঙ্গে পরামর্শ ও জনগণের স্বাধীন সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হইবেন। শক্তিবলে ক্ষমতা দখল করিয়া পরবর্তী কালে যবরদস্তী করিয়া জনগণের সম্মতি আদায় করাকে তিনি অবৈধ ও অনৈসলামী পন্থা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খলীফা আল-মানসূ'রের সম্মুখে জীবনের ঝুঁকি

লইয়াও তাঁহার খিলাফাত সম্পর্কে তিনি নিঃসংকোচে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন (History of Muslim Philosophy, Vol. I, 681-83)।

পরবর্তী কালের বিরুদ্ধবাদীরা ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-কে মুরজিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এমন কি এমন কিছু 'আকীদা তাঁহার উপর আরোপ করা হইয়াছে যাহাতে বিশ্বাসী হওয়া তাঁহার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব ছিল না। যেমন তাঁহাকে দোষারোপ করা হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে তিনি বৈধ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু এইসব অপবাদ আবূ হ'ানীফা (র)-এর রাজনৈতিক নীতি ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আবূ হানীফা (র)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁহার পুত্র হ'াম্মাদ ও পৌত্র ইস্মা'ঈল (যিনি বসরা ও আর-রাক্কা-র কাযী ছিলেন, মৃ. ২১২/৮২৭) ফাকীহ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে যুফার ইব্ন হুযায়ল (মৃ. ১৫৮/৭৭৫), দাউদ আত-তা'ঈ (মৃ. ১৬৫/৭৮১-৮২), কাযী আবূ য়ূসুফ (দ্র.) আবূ মুতী আল-বালকী (দ্র.), আসাদ ইব্ন 'আমর (মৃ. ১৬০/৮০৬) ও হাসান ইব্ন যিয়াদ আল-লুলু'ঈ (মৃ. ২০৪/৮১৯-২০)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ 'আবদুল্লাহ ইব্নুল-মুবারাক (মৃ. ১৮১/৭৯৭) আবূ হ'ানীফা (র)-কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখিতেন। 'আব্বাসী খলীফাগণ নিজেরা ইজতিহাদের দাবিদার হইলেও খলীফা হারূনুর-রাশীদের সময় হ'ানাফী মাযহাব সরকারি মাযহাবের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। মুগল আক্রমণের পরবর্তীকালীন রাজবংশসমূহের অধিকাংশই হ'ানাফী মায'হাবের অনুসারী ছিলেন। সালজূকী, মাহ'মূদ গাযনাবী (তাঁহার সময়ে হ'ানাফী মাযহাবের উপর রচিত কিতাবুত-তাকরীদ গ্রন্থটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ), নূরুদ্দীন যাংগী, মিসরের চারাকসী, ভারতের মুগল সম্রাটগণ সকলেই হ'ানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আওরংগযীবের শাসনামলে 'ফাতওয়া 'আলামগীরী, হ'ানাফী মায'হাবের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তুর্কী খলীফাদের প্রায় সকলেই হ'ানাফী ছিলেন। বর্তমান তুরস্ক, মধ্যএশিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিমই হ'ানাফী মাযহাবের অনুসারী।

'আল্লামা শিবলী নু'মানী তৎরচিত সীরাতুন-নু'মান গ্রন্থে হ'ানাফী ফিকহ রোমান ল হইতে গৃহীত বলিয়া কথিত মতবাদটি খণ্ডন করিয়াছেন।

চরিত্র ঃ ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর চরিত্রের সঠিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর সেই বর্ণনায় যাহা তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদের সামনে বর্ণনা করিয়াছিলেন। আবূ হ'ানীফা (র) অত্যন্ত পরহেযগার ছিলেন, সর্বদা নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিতেন, অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। তাঁহার নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাস করা হইলে জানা থাকিলে উত্তর দিতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। দুনিয়ার শানশওকত ও জাঁকজমক তিনি পসন্দ করিতেন না। অন্যকে অপবাদ দেওয়া হইতে সর্বদা বিরত থাকিতেন। পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, মাতার খিদমত , উস্তাদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি বহু বিরল গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। চরিতকারগণ তাঁহার বিভিন্ন গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৪৬৩/১০৭১), তারীখ বাগদাদ, ১খ., ৩২৩-৩২৫; (২) সায়্যিদ মানাজির আহসান গীলানী, ইমাম আবূ হানীফা কী সীয়াসী যিন্দেগী (বাংলা অনু.), ঢাকা ১৯৮৪ খৃ.; (৩) 'আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নু'মান, দিল্লী; (৪) আল-আশ'আরী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪), মাকালাতুল-ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৩৮-৯; (৫) আবুল-মুওয়ায়্যিদ আল মুওয়াফফাক' ইব্ন আহ'মাদ আল-মাক্কী (মৃ. ৫৬৮/১১৭২) ও মু'হাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুরদ (মৃ. ৮২৭/১৪২৩), মানাকি'বুল-ইমামিল- আ'জাম, হায়দরাবাদ ১৩২১ হি.; (৬) ইব্ন খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১/১২৮২), নং ৭১৬ (de Slane কর্তৃক অনূদিত, ৩খ., ৫৫৫ প.); (৭) আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফফাজ, ১খ., ১৫৮ প.; (৮) ঐ লেখক, দুওয়ালুল-ইসলাম, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি., ১খ., ৭৯; (৯) আবুল মাহ'াসিন মুহ'াম্মাদ, উকূদুলজুমান; (১০) ইব্ন হাজার আল-মাক্কী (মৃ. ৯৪৭/১৫৬৬) আল-খায়রাতুল-হাসান; (১১) ইব্ন খাকান, কালাইদুল ইকয়ান; (১২) আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬/৮৭১) তারিখ সাগীর; (১৩) ইব্ন কুতায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৭৮), আল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ, মিসর ১৯৩৪ খৃ., প. ২১৬; (১৪) আবুল ফিদা (মৃ. ৭৭৪/১৩৭৯), ২খ., ৫; (১৫) তাজুদ্দীন আস-সুবকী (মৃ. ৭৭১/১৩৬৯), তাবাকাতুশ-শাফিইয়া, ১খ., ৪৮; (১৬) আল-খাওয়ানসারী, রাওদাতুল জান্নাত, ২খ., ২৪০; (১৭) ইব্ন তাগরিবিরদী আন-নুজূমুযযাহিরা, ১খ., ৪০৩ (জৈনবুল সংস্করণ); (১৮) ইব্নুল আছীর (মৃ. ৩৩০/১২৩২), আল কামিল, ১খ., ১০৭; (১৯) ইব্ন আবিল ওয়াফা আল-কুরাশী, (মৃ. ৭৭৫/১৩৭৩), আল জাওয়াহিরুল মুদিয়া ১খ., ২৬; (২০) আল মুসূবী, নুযহাতুল-জালীস, ২খ., ১৭৬; (২১) আদ-দিয়ার বাকরী, আল-খামীস, ২খ., ৩২৬ প.; (২২) ইব্ন আবদিল-বারর (মৃ. ৪৬৩/১০৭১), আল-ইনতিকাফী মানাকি-বিছ-ছালাছাতিল ফুকাহা, পৃ. ১২২ প.; (২৩) আহমাদ ইব্ন মুসতাফা, (মৃ. ৯৬২/১৫৫৪), মিফতাহুস সাআদা ২খ., ৬৩, ৮৩; (২৪) মাতালিউল বুদূর, ১খ., ১৫; (২৫) আল-ইয়াফিঈ, মিরআতুল-জিনান, ১খ., ৩০৯প.; (২৬) আল-'আফীফী, হায়াতুল-ইমাম আবূ হানীফা; (২৭) 'আবদুল-হ'ালীম আল-জুনদী, আবূ হ'ানীফা; (২৮) মু'আল্লামাতুল ইসলাম, পৃ. ৯০; (২৯) আহ'মাদ আমীন (মৃ. ১৩৭৩/১৯৫৪), দুহ'াল-ইসলাম, ২খ., ১৭৬ প.; (৩০) শায়খ আবূ যুহরা, আবূ হ'ানীফা, ২য় সংস্করণ, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.; (৩১) Goldziher, Zahiriten, পৃ. ৩, ১২ প.; (৩২) A. J. Wensinck, Muslim Creed, আলোচ্য নিবন্ধ; (৩৩) হালীম ছাবিত শিবাঈ, ইসলামী বিশ্বকোষ (তুর্কী); (৩৪) Schacht, Origins of Muhammadan jurisprudence, আলোচ্য নিবন্ধ; (৩৫) Brockelmann, ১খ., ১৭৬ প., পরিশিষ্ট ১, ২৮৪ প.; (৩৬) ফাকীর মুহ'াম্মাদ জিলানী, হ'াদাইকু'ল হ'ানাফিয়্যা, নাওল কিশোর, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ১৭-১০৭; (৩৭) M. M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Wiesbaden, Otto harrass owitz, p. 673-703; (৩৮) ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম আল-মাতুরীদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ.; ৮৬-২৩০; (৩৯) ইমাম আবূ হানীফা,

আল-ফিকহুল-আকবার, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দরাবাদ ১৩৪২ হি.; (৪০) ঐ লেখক, আল-ফিকহুল আবসাত, সম্পা. যাহিদ আল-কাওছারী, কায়রো ১৩৬৮ হি.; (৪১) ঐ লেখক, আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম, সম্পা. আল-কাওছারী, কায়রো ১৩৬৮ হি.; (৪২) শারহুল ফিকহিল-আকবার, মুল্লা 'আলী কারী, কায়রো ১৩২৩ হি.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা
পরিবর্ধন ও পরিমার্জনায় ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

আবূ হা'ফস 'উমার ইব্ন জামী' (ابو حفص عمر بن جميع) ঃ ইবাদী পণ্ডিত, সম্ভবত জাবাল নাফূসার অধিবাসী ছিলেন। আশ-শাম্মাখীর 'কিতাব আস-সিয়ার' গ্রন্থে (কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ৫১৬-২) তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেইখানে একটি সংক্ষিপ্ত টীকাতে তাঁহার নাম রহিয়াছে, কোন কালানুক্রমিক তথ্য উল্লিখিত নাই। কিন্তু তাহা হইতে ধারণা করা যায়, তিনি ৮ম/১৪শ' শতকের শেষে অথবা ৯ম/১৫শ শতকের শুরুতে বর্তমান ছিলেন।

তিনি মূলে বার্‌বার ভাষায় রচিত মাগরিবের ইবাদীগণের 'আকীদা' নামক গ্রন্থখানা 'আরবীতে অনুবাদ করেন। আশ-শাম্মাখী (মৃ. ৯২৮/১৫২১-২২)-এর আমলের এই অনুবাদ জারবা দ্বীপে ও জাবাল নাফূসা ছাড়া মাগরিবের অন্যান্য ইবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখন পর্যন্ত উহা মাযহাব ও জারবার ইবাদীগণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ধর্মশিক্ষা গ্রন্থরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। আবূ হা'ফস'-এর আকীদা গ্রন্থখানির অসংখ্য ভাষ্য রচিত হয় আশ-শাম্মাখীর ভাষ্যে (পাণ্ডুলিপি আকারে প্রচারিত); আবূ সুলায়মান দাউদ ইব্ন ইবরাহীম আছ-ছালাতী জারবারী (মৃ. ৯৬৭-১৫৫৯-৬০)-এর ভাষ্য (দ্র. Exiga dit Kayser, Description et histoire de lile de Djerba, তিউনিস ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৯-১০, মূল পাঠ, ৯-১০ অনু.) এবং সবশেষে 'উমার ইব্ন রামাদা'ন আছ-ছালাতী (১২শ / ১৮শ শতক) প্রণীত ভাষ্য, সেইগুলি 'আকীদার' পরে আলজিরিয়া সংস্করণে (যথা কনস্টানটাইন ১৩২৩) অথবা কায়রো সংস্করণে হস্তলিখিত বা টাইপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

আবূ হা'ফস'-এর আকীদা গ্রন্থখানা ইহার অনুবাদ ও ইবাদী ভাষ্যসমূহ হইতে গৃহীত টীকাসহ প্রকাশ করেন A. de Motylinski L. Aqida des Abadhites, Recueil Mem. et Textes XIVe Congres des Orientalistes, আলজিয়ার্স ১৯০৫, পৃ. ৫০৫-৪৫।

A. De Motylinski-T Lewicki (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

আবূ হা'ফস 'উমার ইব্ন য়াহ্‌'য়া (ابو حفص عمر بن يحيى) ঃ আল-হিনতাতী মরক্কোর পার্বত্য অঞ্চলীয় পশ্চিম এটলাস (Anti Atlas)-এর হিনতাতাহ নামক বার্‌বার গোত্রের নাম হইতে এই হিনতাতী উপনাম (نسبة) গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা শেষ উপনামটি অধিকতর প্রচলিত বার্‌বার শব্দরূপ 'ঈনতী' হইতে গৃহীত। তিনি আল-মুওয়াহ'হি'দ মাহদী ইব্ন তূমারত (দ্র.)-এর প্রধান সহচর এবং মুমিনিয়া বংশের (দ্র.'আবদুল-মুমিন) সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সমর্থক। এই আবূ হা'ফস'-এর পৌত্র 'আমর আবূ যাকারিয়া য়াহ্‌'য়া ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহি'দ ৬৩৪/১২৩৬-৩৭-এ মু'মিনিয়া বংশের প্রতি আনুগত্য বর্জন করিয়া আফ্রিকায় হাফসী বংশ (দ্র. বানূ হা'ফস')-এর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বীয় বংশধরসহ নিজেকে হাফসী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে ঘোষণা করেন।

আবূ হাফস' ঈনতী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের সূত্র হিসাবে আল-বায়যাক (দ্র.)-এর স্মৃতিকথা উল্লিখিত হইয়া থাকে এবং উহার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বলিয়াই দৃঢ় প্রতীতি হয়। আল-মুওয়াহ'হি'দ মাহদীর আন্দোলনের পূর্বে আবূ হা'ফস' নিজে তাঁহার অন্যান্য স্বগোত্রীয় লোকের মত বার্‌বারী নাম অর্থাৎ 'ফাসকাত উমযাল' গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন তূমারত তাঁহাকে স্বীয় মতের সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিখ্যাত সাহাবী ও খলীফার স্মরণে তাঁহাকে আবূ হা'ফস' 'উমার নাম প্রদান করেন। তাঁহার পার্বত্য অঞ্চলীয় জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তনের পর সম্ভবত ৫১৪/১১২০-২১ সালে তাঁহাদের উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। আবূ হা'ফস'-এর বয়স তখন ছিল ৩০ বৎসর। এই সময়ের পর হইতে তাঁহার জীবনের স্মরণীয় যুগের সূচনা হয় এবং তিনি অতি উন্নত মানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম আল-মুওয়াহ'হি'দ খলীফার (যাঁহাকে তিনি নিজে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন) উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এই নূতন শাসনামলে যাঁহারা উপকৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৫৭১/১১৭৫-১১৭৬ সালে পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সাহসী বার্‌বার, বিজয়ী সেনাপতি, সুদক্ষ পরামর্শদাতা ও মহামান্য শায়খ ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে মাগরিব, লুস ও ইফরীকিয়ায় প্রায় সর্বক্ষণ অগ্রণী নায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. 'আল-মুওয়াহহিদূন ও মুমিনী বংশ' নিবন্ধদ্বয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Documents, inedits dhistoire almohade, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., নির্ঘণ্ট; (২) Unrecueil de letters officielles almohades প্যারিস ১৯৪২ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্নুল, কাত্তান, in Melanges, R. Basset, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ২খ., ৩৩৫-৩৯৩ ও আল-মুওয়াহহিদূন-এর ইতিহাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি (নাজমুল-জুমান) [নাজমুল-জুমান-এর এক অংশ আল-বায়ানুল-মুগরিব-এর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, লাইডেন ১৮৩৮ খৃ., সম্পা. Dozy]; (৪) 'আবদুল-ওয়াহি'দ আল-মাররাকুশী, আল-মুজিব, সম্পা. Dozy ও অনু. Fagnan, নির্ঘণ্ট; (৫) আল-মুওয়াহহিদূন পরবর্তী ঘটনাবলী (মাগরিবী, আল-হুলালুল-মাওশিয়া, ইব্ন-ইযারীর বায়ান, ইব্ন খালদূন, 'ইবার, রাওদুল-কি'রতা'স, তারীখুদ-দাওলাতায়ন ইত্যাদি; মাশরিকী, ইব্নুল-আছীর, নুওয়ায়রী) ইত্যাদি (৬) আবূ হা'ফস' ঈনতীর সাধারণ বিবরণ সম্পর্কে এই পর্যন্ত লিখিত সর্বোত্তম গ্রন্থ ঃ R. Brunschvig, La Berberie occidentale sous los Hafsides, I. প্যারিস ১৯৪০ খৃ., ১খ., ১৩-১৬।

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/এ.এফ.এম. হোসাইন আহমদ

আবূ হাফস 'উমার ইব্ন শু'আয়ব (ابو حفص عمر بن شعيب) ঃ আল-বাল্লুতী কর্ডোভার উত্তরে অবস্থিত ফাহ্স আল-বাল্লুত জেলার পেড্রোকি (Pedroche Bitrawdj)-এর অধিবাসী এবং একটি ক্ষুদ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ ২১২/৮২৭ সন হইতে ৩৫০/৯৬১ সন পর্যন্ত ক্রীট দ্বীপ (ইক'রীতিশ দ্র.) শাসন করে। অতঃপর এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী 'আবদুল-'আযীয ইব্ন শু'আয়বকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বায়যানটিয় সেনাপতি এবং পরবর্তী সম্রাট নিসেফোরাস ফোকাস (Nicephorus Phocas) দ্বীপটি পুনরাধিকার করেন।

কর্ডোভার বিখ্যাত শহরতলীর বিদ্রোহ, যাহা ২০২-৮১৮ সালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আমীর ১ম হাকাম (দ্র. স্পেনীয় উমায়্যা) তাহা কঠোরভাবে দমন করিলে একদল আন্দালুসীয়, যাহারা সংখ্যায় প্রায় কয়েক হাজার ছিল, রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তাহারা প্রথমে মিসরে গিয়া অবস্থান সুদৃঢ় করে এবং কয়েক বৎসর যাবত আলেকজান্দ্রিয়ার নিজেদের অধিকারে রাখে। মিসরের ওয়ালী (গভর্নর) 'আবদুল্লাহ ইব্ন ত'াহির ২১২/৮২৭ সালে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং অতঃপর তাহারা ক্রীট দ্বীপে অবতরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহাদের প্রধান আবূ হাফস' আল-বাল্লুতীর নেতৃত্বে তাহারা দ্বীপটি দখল করিয়া নেয় এবং এভাবেই ক্রীটে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আল-বাল্লুতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশের কালানুক্রমিক ইতিহাস বা দ্বীপটির সেই সময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য মাত্র তথ্য পাওয়া যায়। সেই সামান্য তথ্যও পাওয়া যায় বায়যানটীয় ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে। তাঁহারা আবূ হাফস'কে আপোক্যাপসো বা আপোচ্যাপসা (Apocapso or Apochapsa) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, বায়যানটীয়গণ কর্তৃক ক্রীট দ্বীপটি পুনরুদ্ধারের সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ২২৫/৮৪০ সনে বায়যানটীয় সম্রাট থিওফিলাস (Theophilus) স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করিয়াও ২য় 'আবদুর-রাহ'মান (দ্র.)-এর নিকট হইতে দ্বীপটি পুনরাধিকার করিতে ব্যর্থ হন।

মুসলিম শাসনামলে ক্রীটের সঙ্গে আন্দালুসের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং ইহার রাজধানী খানদাক (আধুনিক ক্যানডিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি অতি চমৎকার কেন্দ্র ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খালদূন, ইবার ,৪খ., ২১১; (২) কিনদী (GMS XIX), ১৫৮-১৬৪; (৩) M. Gaspar Remiro, Cordobeses musulmanes en Alejandria y Creta, Homenaje Codera, Saragosa 1904, pp. 217-33; (৪) A.A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, i (ফরাসী সং, Gregoire and Canard), Bruxelles 1935, 49 প.; (৫) Zambaur, সংখ্যা ৪৮, ৭০; (৬) A. Freixas, Espana cn los historiadores bizantinos, Cuadernos de Hist. de Esp. Buenos Aires, xi, 1949, 21-2; (৭) Levi-provencal, Hist. Esp. Mus, i., 169-73, ii, 145-6.

E. Levi-provencal (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

আবূ হামযা ঃ (দ্র. আল-মুখতার ইব্ন 'আওফ)

আবূ হামিদ আল-গারনাতী (ابو حامد الغرناطى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুর-রাহ'মান (ভিন্ন বর্ণনায় আর-রাহী'ম) ইব্ন সুলায়মান আল-মাযিনী আল-কায়সী, আন্দালুসীয় পর্যটক এবং ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রারম্ভকালের 'আজাইব (দ্র.) সংগ্রাহক। তিনি একজন যথার্থ পাশ্চাত্য রাহ'হালা (رحالة) ছিলেন, তালাবুল ইলম (জ্ঞানান্বেষণ) ও দুঃসাহসিক অভিযানের দুর্বার টানে ইসলামী দুনিয়ার শেষ প্রান্ত সফরে আকৃষ্ট হন। তাঁহার জীবনী বিষয়ক যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, কেবল অভিযাত্রী জীবনের প্রধান প্রধান তারিখ তিনি নিজে তাঁহার রচনাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ৪৭৩/১০৮০ সনে গ্রানাডাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অবশ্যই নিজ শহর গ্রানাডাতে শিক্ষালাভ করেন, সম্ভবত কিছুকাল Ucles (বা উকলীশ)-এ অবস্থান করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন, কখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি ইফরীকিয়াতে অতিবাহিত করেন, সেখান হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে জাহাজে আরোহণ (৫১১/১১১৭-৮) করেন। কিছুকাল তিনি সেই বন্দরে অবস্থান করেন, পরে ৫১৫/১১২৩ পর্যন্ত কায়রোতে অবস্থান করেন। সেইখান হইতে রওয়ানা হইয়া দামিশকে যাত্রাবিরতি করেন। সেইখান হইতে বাগদাদ গমন করেন এবং চার বৎসর সেইখানে অতিবাহিত করেন। ৫২৪/১১৩০ তিনি পারস্যের আভার (Abhar)-এ ছিলেন। অতঃপর তিনি ভলগা নদীর মোহনার নিকটে অবস্থান করেন। ইহার বেশ কিছুকাল পরে তিনি হাঙ্গেরীতে যান এবং তিন বৎসরকাল (৫০৮/১১৫৩) সেইখানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর সাকালিবা (পূর্ব ইউরোপীয় Slav) এলাকাসমূহ অতিক্রম করিয়া খাওয়ারিযম পৌছান, সেইখান হইতে বুখারা, মারব (مرو), নীশাপুর, রায় (رى), ইসফাহান ও আল-বাসরা হইয়া হজ্জ করিবার উদ্দেশে 'আরবে গমন করেন। ৫৫০/১১৫৫ তিনি বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন, কিন্তু ছয় বৎসর পরে মাওসিল-এর উদ্দেশে যাত্রা করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া যান এবং আলেপ্পোতে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া দামিশক-এ পুনরায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেইখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন (৫৬৫/১১৬৯-৭০)।

বাগদাদ ও তারপরে মাওসিল-এ অবস্থানকালে আবূ হামিদ তাঁহার দুইটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। বাগদাদে তিনি খ্যাতনামা উযীর য়াহ্'য়া ইব্ন হুবায়রার উদ্দেশে المعرب عن بعض عجائب المغرب রচনা করেন। মাওসিল-এ তাঁহার আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক (Maecenas) আবূ হা'ফস' আল-আরদাবীলী (দেখুন Brockelmann, i, 783-4)-এর অনুরোধে তুহফাতুল-আলবাব (বা আল-আহবাব) ওয়া নুখবাতুল-আ'জাব রচনা করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম লেখকগণ এই গ্রন্থ হইতে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করেন। দুইটি গ্রন্থেরই অসংখ্য কপি পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে। সেইগুলিতে চমৎকার তথ্য ও নির্ভুল বিবরণী তো আছেই, জনশ্রুতিমূলক অনেক আশ্চর্য কাহিনীর বর্ণনাও রহিয়াছে। সেইগুলি অবলম্বনে বহু বিস্তারিত প্রবন্ধও রচিত হইয়াছে। মূল পাঠসমেত সঠিক অনুবাদ সংস্করণও রহিয়াছে। 'তুহ'ফা, G. Ferrand কর্তৃক প্রকাশিত (JA. 1925, 1-148, 195-303), মু'রিব, C.E.

Dubler কর্তৃক স্পেনীয় অনুবাদ ও অত্যধিক সমালোচনামূলক টীকাসমেত মূলপাঠ Abu Hamid el Grenadino y su relacion de viaje por tierras eurasiaticas' নামে মাদ্রিদ হইতে ১৯৫৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। একটি পালের্মো পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে 'তুহ'ফা' গ্রন্থ হইতে রোমের বর্ণনা অংশের একটি অনুবাদ একই শহর হইতে C. Crispo Moucada কর্তৃক ১৯০০ সনে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Makkari, Analectes' i, 617-18; (2) হা'জ্জী খলীফা, ২খ., পৃ. ২২২, ৪খ., পৃ. ১৮৯-৯০; (৩) Pous Boigues, 'Ensayo bio-bibliografico', pp. 229-31; (8) Brockelmann, S I, pp. 877-8.

E. Levi-Provencal (E. I.[2])/ হুমায়ুন খান

'আবূ হাম্মূ (ابو حمو) ঃ ১ম, মূসা ইব্ন আবী সা'ঈদ 'উছমান ইব্ন য়াগমুরাসান ছিলেন 'আবদুল-ওয়াদ রাজবংশীয় চতুর্থ শাসক। ২১ শাওওয়াল, ৭০৭/১৫ এপ্রিল, ১৩০৮ তারিখে তিনি শাসকরূপে ঘোষিত হইয়া সর্বপ্রথমে মারীনীদের Tlemcen অবরোধের দরুন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মেরামতের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি বহিরাক্রমণ আশংকায় রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং নূতন অবরোধের আশংকার দরুন ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। বহির্দেশে তিনি বানূ তুজীন ও মাগরাওয়ানের উপরে তাঁহার শাসন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিজায়া (Bougie) ও কনস্টানটাইন (Constantine) পর্যন্ত অগ্রসর হন। রাজ্যের পশ্চিমাংশে মারীনী বাহিনীকে ওয়াজদা (Oujda)-র অতিক্রমণের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী রক্ষায় সর্বদা সক্রিয় থাকার দরুন তিনি প্রজাসাধারণের বৈষয়িক উন্নতি ও শিক্ষা সৌকর্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে সক্ষম হন নাই। তিনি তদীয় পুত্র আবূ তাশুফীন-এর প্রতিও অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। ১ জুমাদাল-উলা, ৭১৮/২২ জুলাই, ১৩১৮ তারিখে পিতাকে হত্যা করিয়া আবূ তাশ্ফীন তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বরাতের জন্য আবদুল-ওয়াদ নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

A Bel. (E.I.[2])/ কামরুল আহসান

আবূ হাম্মূ (ابو حمو) ঃ দ্বিতীয়, মূসা ইব্ন আবী য়া'কূ'ব য়ূসুফ ইব্ন আবদুর-রাহ'মান ইব্ন য়াহ্'য়া ইব্ন ইয়াগমুরাসান, 'আবদুল-ওয়াদ রাজবংশীয় একজন শাসক ছিলেন। তিনি ৭২৩/১৩২৩-২৪ সনে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তেলেমসেন (Tlemcen) রাজদরবারে লালিত পালিত হন। জুমাদা ১ম, ৭৫৩/জুন ১৩৫২ তারিখে তাঁহার পিতৃব্য আবূ সা'ঈদ ও আবূ ছাবিত মারীনী বাহিনীর নিকট পরাজিত হইলে তিনি তিউনিসে হাফসী রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মারীনী ও হাফসীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিলে তাঁহাকে একটি সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয় এবং তিনি Tlemcen পুনরুদ্ধার করেন। রাবী'উল-আওয়াল, ৭৬০/৯ ফেব্রুয়ারি, ১৩৫৯ তিনি Tlemcen-এর শাসকরূপে ঘোষিত হন। কিন্তু ৭৭২/১৩৭০ সনে মারীনীরা পুনরায় রাজধানী অধিকার করিয়া লয়। অতঃপর ৭৭৪/১৩৭২ সনে মারীনীগণ Tlemcen পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। দ্বিতীয় আবূ হা'ম্মূ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া বহু সংখ্যক বিদ্রোহের, বিশেষত তাঁহার পুত্র ২য় তাশুফীন (দ্র.)-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। হি. ৭৯১-তে তিনি একটি মারীনী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়করূপে তাঁহার পিতার রাজধানী Tlemcen আক্রমণ করেন। ১ যু'ল হি'জ্জা, ৭৯১/২১ নভেম্বর, ১৩৮৯ আবূ হা'ম্মূ এই সংঘর্ষে নিহত হন।

দ্বিতীয় আবূ হাম্মূ অত্যন্ত উচ্চ স্তরের সংস্কৃতিমনা শাসক ছিলেন। তিনি কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের সাহচর্য চাহিতেন। রাজনৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে তিনি স্বয়ং একটি গ্রন্থ (ওয়াসিতাতুস-সুলূক ফী সিয়াসাতিল-মুলূক, আলজিরিয়া ১২৭৪ হি.) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারি য়াহ্ইয়া ইব্ন খালদূন ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ঐতিহাসিক যিনি রামাদান ৭৮০/ডিসেম্বর ১৩৭৯ সালে আবূ তাশুফীনের ইঙ্গিতে গুপ্তঘাতক দ্বারা নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বরাতের জন্য দ্র. আবদুল ওয়াদী নিবন্ধ।

A. Bel, (E.I.[2]) /কামরুল আহসান

আবূ হা'যিম আল-আনসা'রী (ابو حازم الانصارى) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বানী বায়াদা গোত্রীয়, তাঁহার পূর্ণ নাম জানা যায় না। উপনামেই তিনি পরিচিত। আবূ হাযিম (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স) হইতে ই'তিকাক সম্পর্কিত একটি হাদীছ ও গা'নীমাতের মাল সম্পর্কিত অপর একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে (বাগ'াবী, ইসহা'ক ইব্ন রাহওয়ায়হ, হা'সান ইব্ন সুফয়ান কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থসমূহ)। আবূ হা'যিম (রা)-এর জীবনী সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হা'জার আল-'আসক'ালানী, আল-ইসা'বা ,মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৪০, সংখ্যা ২৪৪; (২) আয-যা'হাবী, তাজরীদ আসামাইস- সা'হা'বা বৈরূত, তা. বি. ২খ., ১৫৬, সংখ্যা ১৮২৫।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ হা'যিম আল-আ'রাজ (ابو حازم الاعرج) ঃ আল-মাখযূমী, মদীনা নিবাসী তাবি'ঈ, মুহা'দ্দিছ ও সাধক। তাঁহার প্রকৃত নাম সালামা ইব্ন দীনার, আবূ হা'যিম তাঁহার পিতৃপদবীযুক্ত নাম। খোঁড়া বলিয়া তিনি আল-আ'রাজ নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি আল-আসওয়াদ ইব্ন সুফয়ান আল-মাখযূমীর আযাদকৃত দাস (মাওলা) ছিলেন। অনেকের মতে তিনি বানূ শাজা' গোত্রের মাওলা ছিলেন। এই গোত্রটি বানূ লায়ছ'-এর একটি শাখাবিশেষ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিল। মাতা ছিলেন একজন রোমীয়। গাঢ় লালিমাযুক্ত পীত ছিল তাঁহার বর্ণ। একটি চক্ষু টেরা ছিল।

একজন সূফী দরবেশ ও বুযুর্গ হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি গাধা ছিল। ইহাতে আরোহণ পূর্বক তিনি মসজিদে যাইতেন এবং মানুষকে ওয়াজ-নসীহত করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা হইত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, হিকমত ও প্রজ্ঞায় ভরপুর। 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, "আমি আবূ হা'যিমের ন্যায় এমন আর কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই যাহার প্রতিটি কথায় হিকমত নিঃসৃত হয়।" তিনি বলিতেন, যেসব কর্মের কারণে তুমি মৃত্যুকে অপসন্দ কর সেইগুলি বর্জন

কর। তাহা হইলে যখনই তোমার মৃত্যু হউক, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি আরও বলিতেন, পার্থিব জীবনের যাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহা স্বপ্নবিশেষ। আর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা কল্পনামাত্র। তিনি আরও বলিতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তা'আলা লোকালয়ে তাহার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁহার মাঝের সম্পর্ককে বক্র করিলে আল্লাহও মানুষের সহিত তাহার সম্পর্ককে বাঁকাইয়া দেন। মনে রাখিতে হইবে, হাজারটি মুখ খুশী করার তুলনায় একটি চেহারা সন্তুষ্ট করা অনেক সহজ।

আবূ হাযিম সমসাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ ফাকীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সাহাবী সাহ্ল ইব্ন সা'দ আস-সা'ইদী (রা)-র সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। অনেকের মতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-র সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। কিন্তু য়াহ্'য়া ইব্ন সালিহ' এই সম্পর্কে তাঁহার পুত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার পিতা কি সরাসরি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, যদি কেহ বলে আমার পিতা সাহল ইব্ন সা'দ আস-সা'ইদী (রা) ব্যতীত অপর কোন সাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন তবে সে মিথ্যা বলে। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল-'আস' (রা) হইতে মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা তিনি তাঁহাদের নিকট হাদীছ শ্রবণ করেন নাই।

তিনি অসংখ্য তাবি'ঈর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হুনায়ফ, সা'ঈদ ইবনুল-মুসায়্যাব, 'আমির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্নুয-যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী কাতাদা, আন-নু'মান ইব্ন আবী 'আয়্যাশ য়াযীদ ইব্ন রূমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আ, বাজা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন বাদর, আবূ সালিহ' আস-সাম্মান উম্মুদ-দারদা আস-সুগ'রা, আবূ সালামা ইব্ন 'আবদির-রাহমান ও ইবনু'ল মুনকাদির (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার সূত্রে অগণিত মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা আয-যুহরী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, ইব্ন আজ্লান, ইব্ন আবী যিব, মালিক ইব্ন আনাস আল-মাস'উদী, মূসা ইব্ন 'উবায়দা, সুফয়ান আছ, ছাওরী, সুফয়ান ইব্ন 'উয়ায়না, 'আমর ইব্ন সুহ্বান, সুলায়মান ইব্ন বিলাল, 'আবদুর-রাহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা'দ, মুহাম্মদ ইব্ন 'উয়ায়না, মা'মার, ফুদায়ল ইব্ন সুলায়মান, আদ-দারাওয়ারদী, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন আবী কাছীর ও উসামা ইব্ন যায়দ আল-লায়ছী (র)। তাঁহর পুত্র 'আবদুল-'আযীয ও 'আবদুল-জাব্বারও তাঁহার সূত্রে হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছগণ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা, সমুন্নত মর্যাদা ও প্রশংসায় ঐকমত্য পোষণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা বলেন, আবূ হাযিম তাঁহার যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্ব স্ব হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ মা'শার বলেন, আমি আবূ হাযিমকে দেখিয়াছি যে, তিনি মসজিদে ওয়াজ করিতেছেন আর তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে। দেখিলাম তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলে চোখের সেই ধারা মাখিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ হাযিম! এমন করিতেছেন কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুতে যে অঙ্গ সিক্ত হইয়াছে তাহা দোযখের আগুনে জ্বলিবে না।

খলীফা সুলায়মান-এর কাছে তাঁহার অতীব সমাদর ছিল। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া নসীহত শ্রবণ করিতেন। একদা এমনিভাবে নসীহত শ্রবণান্তে খলীফা তাঁহার সম্মুখে এক শত দিরহাম নযরানা পেশ করিলেন। কিন্তু আবূ হাযিম তাহা এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, আমার আশংকা হইতেছে,আপনি আমার নসীহতের কারণেই ইহা দান করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে খলীফা অত্যন্ত প্রীত ও আশ্চর্যন্বিত হন। খলীফার এত মূল্যায়নের পরও আবূ হাযিম কখনও শাসক শ্রেণীর দ্বারস্থ হইতেন না। একদা সুলায়মান ইব্ন 'আবদিল-মালিক তাঁহাকে ডাকিবার জন্য ইমাম আয-যুহরীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে আয-যুহরীকে জানাইয়া দিলেন, তাহার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তিনিই যেন আসেন। কিন্তু আমার তাঁহার কাছে কোন প্রয়োজন নাই।

তাঁহার মৃত্যু তারিখ লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন সা'দ বলেন, খলীফা আবূ জা'ফর মানসূ'র ইব্ন সুফয়ান-এর মতে তিনি ১৩০ ও ১৪০ হি. সালের অন্তর্বর্তী কালে ইন্তিকাল করেন। 'আমর ইব্ন আলী বলেন, তিনি ১৩৩ হি. সালে ইনতিকাল করেন। খালীফা, ইব্ন হিব্বান ও আন-নাওয়াবী তাঁহার মৃত্যু তারিখ ১৩৫ হি. সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন মা'ঈনের মতে তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ১৪৪ সালে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৭৬/১৯৬৫, ১খ., ১৩৩, ১৩৪; (২) ইব্নুল-'ইমাদ আল-হান্বালী, শাযারাতুয-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ., ২০৮; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ., ৩১৬; (৪) ঐ লেখক, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৪খ., ১২৬, ১২৭; (৫) আন-নাওয়াবী, তাহ্যীবু'ল-আস্মা ওয়া'ল-লুগাত, মিসর তা, বি., ২খ., ২০৭, ১০৮; (৬) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ., ৩১৬; (৭) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৩৯৬/১৯৭৬, ২১০; (৮) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২য় ভাগ, ২খ., ৭৮; (৯) আস-সুয়ূতী, ইস্'আফুল-মুবাত্তা' বিরিজালি'ল-মুওয়াত্তা, মিসর তা, বি., পৃ. ১৭; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/ ১৯৬৮, ৫খ, ৪২৬; (১১) ইব্নুল-জাওযী, সিফাতু'স-সাফওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৮/১৯৬৮, ২খ, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

আবূ হাযিম আল-বাজালী (ابو حازم البجلى) ঃ আদ দাকীস (রা) জনৈক সাহাবী, তাঁহার নাম 'আওফ, ভিন্ন মতে 'আবদু 'আওফ। নিম্নের হাদীছটি তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খুতবা প্রদান অবস্থায় আমি তাঁহার নিকট গিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইলাম। তিনি

আদেশ করিলে আমি ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলাম (বুখারী, আবূ দাঊদ, হা'কিম, ইব্‌ন খুযায়মা ও ইব্‌ন হিব্বান)।

আবূ হাযিম আম-বাজালী (রা) সিফফীনের যুদ্ধে নিহত হন। ইতিহাসে তাঁহার বিস্তারিত জীবনী পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হা'জার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮হি.,; ৪খ., পৃ. ৪০।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ হা'য়্যা আন-নুমায়রী (ابو حيا النميرى) ঃ আল-হায়ছাম ইব্‌নুর-রাবী' ইব্‌ন যুরারা-এর সাধারণভাবে ব্যবহৃত নাম। তিনি ছিলেন ২য়/৮ম শতকে বসরার জনৈক অপ্রধান কবি। বিভিন্ন জীবনীমূলক উৎসে তাঁহার মৃত্যু কাল হিসাবে বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত সূত্রসমূহে তাঁহার মৃত্যুকাল ১৪৩/৭৬০ হইতে ২১০/৮২৫ সনের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে, তিনি আল-ফারাযদাক' (মৃ. ১১০/৭২৮)-এর রাবি'য়া (আবৃত্তিকারী) ছিলেন। আল জাহি'জ-এর কিতাবুল হা'য়াওয়ান গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতা ও পরবর্তীকালীন গ্রন্থকারগণের রচনাসমূহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদুঈন বংশীয় আবূ হা'য়্যা নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘকালের জন্য মরুভূমিতে বসবাস করিয়াছিলেন। জীবন-কাহিনীমূলক সূত্রাবলীতে তাঁহার সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যাবলী পাঠ করিলে এই ব্যক্তি সম্পর্কে যেই চিত্র ভাসিয়া উঠে তাহার সহিত অবশ্য এই ভাষ্যের তেমন কোন সাদৃশ্য নাই। কিংবদন্তীতে তাঁহার স্থান লাভের পশ্চাতে কারণসমূহের মধ্যে ছিল তাঁহার কাপুরুষতা (আড়ম্বরপূর্ণভাবে লু'আবুল-মানিয়া لعاب المنية) নামে কথিত তাঁহার তরবারি সম্পর্কীয় গল্প, একটি কুকুরের তাড়ার ভয়ে তাঁহার ম্রিয়মাণ হওয়ার গল্প ইত্যাদি) আবেগপ্রবণতা, দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদনে তাঁহার সদম্ভ ঘোষণা (বিশেষভাবে তিনি জিন-এর সহিত কথোপকথনে সমর্থ বলিয়া দাবি করিতেন) এবং তাঁহার চিত্তের দুর্বলতা (লুছা), যাহার ফলে মাঝে মাঝে তাঁহাকে জিননগ্রস্ত বলিয়া ধরা হইত। (কথিত আছে, তাঁহার মৃগীরোগ ছিল), বিশেষত যেহেতু তিনি মৃগী রোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া দাবি করা হয়, এমন কি আল-জাহি'জ তাঁহাকে নিরেট নির্বোধ (নাওকা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং কল্পিত বহু কাহিনীর নায়করূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।

জীবনীকারগণ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ হা'য়্যা শেষ উমায়্যাগণ ও প্রথম 'আব্বাসী খলীফাগণের স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন। প্রতীয়মান হয়, তাঁহার এই স্তুতিমূলক রচনার একটিও সংরক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা আরো উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উরযুজা (রাজায ছন্দের খণ্ড কবিতা) ও কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত যেই সমস্ত কবিতা এখনও বিদ্যমান আছে উহার কোনটাই রাজায ছন্দে রচিত নয়। ফিহরিস্ত ২৩১ অনুযায়ী তাঁহার দীওয়ান ৫০ পৃ. ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এই রচনাটিতে গুণগত মানের অভাব ছিল না। কারণ সমালোচকগণ ইহার খণ্ড কবিতা ও অংশবিশেষের সুখ্যাতি করিয়াছেন। যদিও কতিপয় দোষের জন্য তাঁহাকে সমালোচনা করা হয়, বিশেষত তাঁহার স্বকীয় সারল্যের জন্য (আল-আসকারী, সি'না'আতায়ন, ১৬৫; আল-মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', ২২৭-৮), তথাপি তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহার রচনাশৈলী কৃত্রিমতা ও বাহুল্যবর্জিত ছিল— যদিও মাঝে মাঝে তাহা ছিল দুর্বোধ্য, এমন কি আবূ 'আমর ইব্‌নুল-'আলা আবূ হা'য়্যাকে তাঁহার সমগোত্রীয় আর-রাঈ (দ্র.)-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিয়াছেন। সাধারণভাবে সংরক্ষিত কাব্যসমূহ মোটের উপর বর্ণনামূলক, Bacchic, বিদ্রূপাত্মক অথবা প্রশংসাবাচক রীতির (ইব্‌নুল মু'তায্য-এর মতে তাঁহার স্ত্রী দ্বারা অনুপ্রাণিত) যৌবন বয়সে মৃত্যুবরণকারিণী) কবিতাবলী প্রায়শই উদ্ধৃত করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহের অতিরিক্ত (১) জাহি'জ; বায়ান, ১খ., ৩৮৫, ২খ., ২২৫, ২২৯-৩০; (২) ঐ লেখক, হা'য়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা শি'র, ৭৪৯-৫০; (৪) ঐ লেখক, 'উয়ূন, নির্ঘণ্ট, (৫) ঐ লেখক, মা'আরিফ, ৮৭; (৬) আবূ তাম্মাম হা'মাসা, ২খ., ১০৫; ১৩৩; (৭) বুহ'তুরী, হা'মাসা, ২৮৭; (৮) ইব্‌নুল মু'তায্য, তাবাক'াত, ৬১-৩; (৯) কালী, আমালী, ১খ., ৬৯, ২খ., ১৮৫; (১০) বাকরী, সিমতুল- লাআলী; ১খ., ৯৭, ২৪৪; (১১) মুবাররাদ, কামিল, নির্ঘণ্ট; (১২) আগ'ানী, সং বৈরূত, ১৬খ., ২৩৫-৯; (১৩) আল-মুখতার, মিন শি'র, বাশশার সং. ১৩৫৩, ৩৮, ৩৯, ২৩৮; (১৪) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ, 'ইক্‌দ, নির্ঘণ্ট; (১৫) মারযুবানী, মু'জাম, ১৯৩; (১৬) হুসরী, যাহরুল-আদাব, ১৪-৫, ১৯৮, ২১৮-১৯; (১৭) ঐ লেখক, জাম'উল-জাওয়াহির, ২১৭-৯, ২৯২, ২২-৩, ২২৭. ৪৭৭-৮; (১৮) ইব্‌ন হা'জার, ইসাবা, ৪খ., নং ৩২৭; (১৯) আমিদী, মু'তালিফ, ১০৩; (২০) ইব্‌নুল-জাওযী, আখবারুল-হা'মকা' ওয়াল- মুগা'ফফালীন, বাগদাদ ১৯৬৬, ২২৬; (২১) য়াকূ'ত, বুলদান, ৩খ., ৩৫; (২২) বাগ'দাদী, খিযানা, সং. বূলাক, ৩খ., ১৫৪, ৪খ., ২৮৩-৫; (২৩) ইবশীহী, মুসতাত'রাফ, ১খ., ৩০৫; (২৪) আল-'আসকারী, সি'না'আতায়ন, ১৬৫, ২০৮; (২৫) ঐ লেখক, দীওয়ানুল-মা'আনী, সং. ১৯৩৩, ২খ., ১২৭; (২৬) সুয়ূতী, মুযহির, নির্ঘণ্ট; (২৭) R. Basset, Mille et un contes, ১খ., ৫৩৬; (২৮) Pellat, milieu. ১৬০; (২৯) বুসতানী, DM, ৪খ., ২৮১-২; (৩০) যিরিকলী, আ'লাম, ৯খ., ১১৪; (৩১) ওয়াহহাবী, ১খ., ১৬৮-৭০।

Ch. Pellat (E.I.[2] Suppl.)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবূ হা'য়্যান আছীরুদ্দীন (ابو حيان اثير الدين) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-গা'রনাতী ইনি ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আরব ব্যাকরণবিদ। স্পেনের গ্রানাডা (غرناطه) নগরীতে শাওয়াল ৬৫৪/নভেম্বর ১২৫৬ সনে তাঁহার জন্ম এবং মিসরের কায়রো নগরীতে সা'ফার ৭৪৫/জুলাই ১৩৪৪ সনে তাঁহার মৃত্যু। সমগ্র আরব জগতে ভ্রমণ ও সৃজনশীল অধ্যয়ন কার্যে ১০ বৎসর অতিবাহিত করিবার পর তিনি কায়রো নগরীর তুলূনী মসজিদের কু'রআন ভিত্তিক জ্ঞানসমূহের অধ্যাপনা করেন। সৃজন শক্তিসম্পন্ন এই পণ্ডিত ব্যক্তি 'আরবী ও অন্যান্য ভাষা (বিশেষত তুর্কী, আবিসিনীয় ও ফারসীতে) কু'রআন ভিত্তিক জ্ঞান, হাদীছ, ফিক'হ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও কবিতা বিষয়ে ৬৫ খানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হয়, তন্মধ্যে অনেক কয়টি বহু খণ্ডে সমাপ্ত।

তৎপ্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে যেই ১৫খানি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) মানহাজুস-সালিক (ইব্ন মালিক-এর আলফিয়া গ্রন্থের টীকা, ed. sidney glazer, New Haven 1947; মূল রচনা ছাড়াও ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে আবূ হ'ায়্যানের জীবন চরিত সম্বন্ধে লিখিত পূর্ণ একটি জীবনী-গ্রন্থপঞ্জী (bio-Bibliography)। আর আঞ্চলিক 'আরবী ভাষার ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]। (২) আল-ইদরাক লি-লিসানিল-আতরাক, তুর্কী ভাষার সর্বপ্রাচীন ব্যাকরণ যাহা প্রাপ্তিসাধ্য (ed. A Caferoglu, Istanbul 1931; cf. also JA, 1892, 325-35)। (৩) আল বাহরুল-মূহীত, কুরআনের বিশদ তাফসীর (cf. Gesch, des Qor, iii, 243 and Brockelmann, S. II, 136)।

কেবল ভাষাবিদ্যাগত তথ্যসমূহের ব্যাপক জ্ঞান ও তাহার পূর্বসূরীদের আয়াসলব্ধ গ্রন্থাবলীর সহিত সম্যক পরিচয়ই লিখিত (سيبويه الكتاب) আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখস্থ ছিল এবং ধর্মীয় সাহিত্যে হাদীছের যেই স্থান, ব্যাকরণ জগতে এই কিতাবকে তিনি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে তদ্রূপ মর্যাদা দান করিতেন। আবূ হ'ায়্যানের প্রসিদ্ধির কারণ ছিল না, বরং বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ (তু. S Glazer, in JAOS, 1942) প্রণয়নে তাঁহার লক্ষণীয় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল তাঁহার খ্যাতির কারণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'মানহাজুস-সালিক' গ্রন্থখানিকে অসামান্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অন্যান্য ভাষা হইতে উদ্ধৃতির সাহায্যে 'আরবী ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্বকে বিশদ করার জন্য তাঁহার আগ্রহ উল্লিখিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক ছিল। বাকরীতির ব্যাপারে তিনি দুইটি ব্যবহারিক নীতি অনুসরণ করিতেনঃ (১) ব্যবহারের আধিক্যের ভিত্তিতে ভাষা বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে; (২) সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রচিত বাকরীতি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির পরিপন্থী হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠা ও লব্ধ তথ্যাদির প্রতি অনুরাগ তাঁহার রচনাকে মহিমময় করিয়াছে। ইব্ন মালিক রচিত 'আলফিয়্যা' রচয়িতা অতি চমৎকারভাবে সমগ্র 'আরবী ব্যাকরণকে এক হাজার চরণে কাব্যাকারে (কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মকভাবে) সমন্বিত করিয়াছেন। আবূ হ'ায়্যান ইহার সংশোধন ও বিশদ ব্যাখ্যা দান করেন। অধিকন্তু 'মানহাজ' গ্রন্থে তিনি সমগ্র ব্যাকরণ বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীর বিবরণপূর্ণ তালিকা ছাড়াও উহাতে ব্যাকরণের দুরূহতম সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন আর এতদুপলক্ষে নজীরস্বরূপ শত শত ব্যাকরণবিদ, কু'রআন পাঠক ও আভিধানিকের মতামত উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র ইব্ন 'আকীল ও ইব্ন হিশাম একই বিষয়ে সহজতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে উক্ত পুস্তকখানিক খ্যাতি হ্রাস পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাককারী, Analectes, i, 823-62; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ., ২৮২, ৩৫২-৬; (৩) ইব্ন হাজার-'আসকালানী, আদ দুরারুল-কামিনা, Hyderabad 1350/ 1931, iv, 303-8; (৪) সুয়ূতী, বুগ'য়াতুল-উ'আত, ১২১-২; (৫) যারকাশী, তারীখুদ-দাওলাতায়ন, Tunis 1289/1872, 63; (৬) Brockelmann, II, 109, S II, 136; (৭) I Goldziher, Die Zahiriten, Leipzig 1884, 188 ff.

S. Glazer (E. I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী (ابو حيان التوحيدى)ঃ 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইবনিল-'আব্বাস। সম্ভবত তাওহীদ নামক এক শ্রেণীর খেজুরের সহিত সম্বন্ধবাচক পদ আত-তাওহীদী। কথিত আছে, তাঁহার পিতা বাগদাদে এই জাতীয় খেজুরের ব্যবসায় করিতেন (ইব্ন খাল্লিকান, ২খ., পৃ. ৯০)। তিনি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর সাহিত্যিক ও দার্শনিক (আস-সুবকীর মতে তিনি সূফীতত্ত্বের ইমাম, ফাক'ীহ ও ঐতিহাসিক ছিলেন)। তাঁহার জন্মস্থান নিশাপুর, শীরায, ওয়াসিত অথবা বাগদাদ। হি. ৩১০-২০/খৃ. ৯২২-৩২-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে তাঁহার জন্ম। তিনি বাগদাদে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; আস-সিরাফী ওয়ার রুম্মানী-এর নিকট 'আরবী ব্যাকরণ ও আবূ হ'ামিদ আল-মারব আর-রূযী ও আবূ বাক্র আশ্-শাশী-র নিকট শ্যাফি'ঈ ফিক'হ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সূফীতত্ত্বের জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ওয়ালী-দরবেশদের সংসর্গেও অবস্থান করিয়াছেন। কিতাব নকল করিয়া তিনি তাঁহার জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ধর্মবিরোধী মতবাদের জন্য তাঁহাকে উযীর আল-মুহাল্লাবী (মৃ. ৩৫২/৯৬৩) শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া একটি সন্দেহজনক বিবরণ রহিয়াছে (দ্র. আস-সুবকী, আস-সাফাদী, আয-যাহাবী, ইব্ন হাজার)। তিনি ৩৫৩/৯৬৪ সালে ছিলেন মক্কায় (আল-ইমতা', ২খ., ৭৯; বাসাইর, পাণ্ডুলিপি, কেমব্রিজ, folio 167 V) এবং ৩৫৮/৯৬৮-৬৯ সালে রায় নামক শহরে (য়াকূত, ইরশাদ, ২খ, ২৯২; আবুল-ফাদ'ল ইব্নুল-'আমীদ মৃ. ৩৬০/৯৭০-এর দরবারে?)। তাঁহার আল মুকা'বাসাত গ্রন্থ (পৃ. ১৫৬) হইতে জানা যায়, তিনি ৩৬১/-৯৭১ সালে বাগদাদে দার্শনিক য়াহ'য়া ইব্ন 'আদী-এর দর্শন বিষয়ক বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। উযীর আবুল-ফাতহ' ইব্নুল-'আমীদ (মৃ. ৩৬৬/৯৭৬)-এর নিকট পার্থিব কিছু সুবিধা আদায়ের উদ্দেশে তিনি রায় গমন করিয়াছিলেন এবং এই প্রেক্ষিতে ইব্নুল-'আমীদকে একটি দীর্ঘ পত্রও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত উযীর সম্পর্কে তাঁহার বিরূপ মনোভাব হইতে বুঝা যায়, তিনি সেইখানে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইতে পারেন নাই। উযীর ইব্ন 'আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) তাঁহাকে ৩৬৭/৯৭৭ সালে নকলনবীসের পদে নিযুক্ত করেন। এই কাজেও তিনি তেমন কৃতকার্য হন নাই। ইহার কারণ সম্ভবত তাঁহার রুক্ষ প্রকৃতি ও নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা। ইব্ন 'আব্বাদ-এর পত্রাবলীর বিরাট সংগ্রহ তিনি নকল করিতে রাযী হন নাই। তিনি ইহাকে সময়ের অপচয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি পদচ্যুত হন। তাঁহার ধারণা, কর্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই; তাই তিনি (য'াম্ম=ذم অথবা মাছালিব অথবা আখলাকু'ল-ওয়াযীরায়ন নামক) একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তিকাটিতে চমৎকার ভাষায় ইব্নুল-'আমীদ ও 'আব্বাদকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে (ইহার অংশবিশেষের উদ্ধৃতির জন্য দ্র. য়াকূ'ত, ১খ., পৃ. ২৮১; ২খ., ৪৪ প., ২৮২ প., ৩১৭ প., ৫খ., ৩৫৯ প., ৩৯২ প. ৪০৬ প.)। তিনি ৩৫০/৯৬১ হইতে ৩৬৫/৯৭৫-এর মধ্যে ১০ খণ্ডে তাঁহার সাহিত্য সংকলন বাস'াইরুল-কুদামা লিপিবদ্ধ করেন। ইহা আল-বাস'াইর ওয়ায-য'াখাইর নামেও পরিচিত (১খ. হইতে ৫খ., ইস্তাম্বুলের ফাতিহ' গ্রন্থাগার, সংখ্যা ৩২৯৫-৩২৯৯; ১ম ও ২য় খণ্ড, কেমব্রিজ সংখ্যা ১৩৪; ইস্তাম্বুলের জারুল্লাহ গ্রন্থাগার ও Manchester

767; অজ্ঞাত পরিচয় খণ্ডসমূহ 'উমূমিয়া গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুল, রামপুর, ১খ., ৩৩০ Ambrosiana?) সম্ভবত রায়্যা-এ থাকাকালীন তিনি ইব্ন মিসকাওয়ায়হ (দ্র.)-কে ১৮০টি গ্রন্থ (আল-হাওয়ামিল) করিয়াছিলেন। ইব্ন মিসকাওয়ায়হ রচিত আশশাওয়ামিল পুস্তকে ইহার জবাব দেওয়া হইয়াছে (তাতিম্মাতু সি'ওয়ানিল-হি'কমা-লাহোর ১৩৫১, পৃ. ১৮৬)। উক্ত প্রশ্ন ও উত্তরের সমষ্টি আল-হা'ওয়ামিল ওয়াশ-শাওয়ামিল নামক পুস্তক আকারে মুদ্রিত (কায়রো ১৩৭০/১৯৫১)। তিনি ৩৭০/৯৮১ সালে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন যায়দ ইব্ন রিফা'আ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবুল-ওয়াফা আল-বুযজানী তাঁহার জন্য ইব্ন সাদান-এর নিকট সুপারিশ করেন। সেনাবাহিনীর পরিদর্শকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া ইব্ন সাদানকে 'আল-আরিদ' বলা হইত (তু. আল-রুযরাওয়ারী, য'ায়ল তাজারিবুল-উমাম, পৃ. ৯)। ইহার ফলে ইব্নুল-কি'ফতী ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইব্ন সাদান-এর উদ্দেশে তিনি বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আসস'াদাক'া ওয়াস-স'াদীক' নামক একটি পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন এবং ৩০ বৎসর পরে উহা সমাপ্ত হয়। এই সময় তিনি প্রায়ই আবূ সুলায়মান আল-মানতি'কীর নিকট যাতায়াত করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায়, বিশেষত দর্শনাশাস্ত্রে তিনি আল-মানতিকীকে তাঁহার প্রধান গুরু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামস'ামুদ-দাওলা ৩৭৩/৯৮৩ সালে ইব্ন সাদানকে উযীর নিয়োগ করেন। আবূ হা'য়্যান তখন ইব্ন সাদান-এর স্থায়ী সভাসদের মর্যাদা লাভ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে উযীরের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত এবং তথায় ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সাহিত্য সম্পর্কীয় খোশগল্প ও নানা দরবারী বিষয়ক বিবিধ প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিতে হইত। প্রায়শ আবূ হা'য়্যান আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখিতে গিয়া আবূ সুলায়মান-এর মতামত ও চিন্তাধারা প্রকাশ করিতেন। আবূ সুলায়মান তখন দরবারে যাতায়াত ত্যাগ করিয়া নির্জনে বসবাস শুরু করিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ আবুল-ওয়াফা-এর অধ্যয়নের জন্য তাঁহারই অনুরোধে ইব্ন সাদান-এর দরবারে অনুষ্ঠিত ৩৭টি সভার কার্যবিবরণী আবূ হায়্যান লিপিবদ্ধ করেন এবং বিবরণীর নাম রাখেন আল-ইমতা' ওয়াল-মুআনাসা (আহ'মাদ আমীন ও আহ'মাদুয যায়ন-এর সম্পাদনায় কায়রোতে ১৯৩৯-১৯৪৪-এ প্রকাশিত)। ৩৭৫/৯৮৫-৮৬ সালে ইব্ন সাদানের পতন হয় এবং তিনি নিহত হন। আবূ হা'য়্যান-এর তখন দৃশ্যত কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না (আবুল-কা'সিম আল-মুদলিজী, শীরায ৩৮২/৯৯২ হইতে ৩৮৩/৯৯৩ পর্যন্ত স'ামস'ামুদ দাওলা-র উযীর ছিলেন। তাঁহার জন্য আবূ হা'য়্যান আল-মুহা'দা'রাত ওয়াল-মুনাজা'রাত নামক পুস্তক রচনা করেন (দ্র. য়াকূ'ত ১খ., পৃ. ১৫; ৩খ, পৃ. ৮৭; ৫খ., পৃ. ৩৮২; ৬খ., ৪৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত পুস্তকের উদ্ধৃতিসমূহ)।

তাঁহার শেষ জীবনের ঘটনাবলী বিশেষ জানা যায় নাই। কিন্তু তখন যে তিনি অভাব-অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করিয়াছেন, ইহা অনেকটা নিশ্চিত। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে তিনি তাঁহার আল-মুক'াবাসাত গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইহাতে দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে কথোপকথন আকারে ১৬০টি আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থেও প্রধান বক্তা হইলেন আবূ সুলায়মান আল-মানতি'কী; অবশ্য আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বাগদাদের দার্শনিক গোষ্ঠীর প্রায় সকল সদস্যই। তাঁহার গ্রন্থদ্বয় অর্থাৎ আল-মুক'াবাসাত ও আল-ইমতা' ওয়াল-মুআনাসা তৎকালীন বুদ্ধিভিত্তিক জীবনের তথ্যভাণ্ডাররূপে গণ্য। বাগদাদের দার্শনিক গোষ্ঠীর মতবাদ ও চিন্তাধারার পুনর্বিন্যাসে এই দুইটি পুস্তক অত্যন্ত সহায়ক হইতে পারে। জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে উপেক্ষা ও অবমাননার শিকার হইয়া এক পর্যায়ে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি পোড়াইয়া দেন। বন্ধুত্ব সম্বন্ধে লিখিত পুস্তিকায় (আস-স'াদাক'া ওয়াস-স'াদীক' বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি পুস্তিকার সহিত মুদ্রিত, ইস্তাম্বুল ১৩০১) ভূমিকায় (যাহার রচনা ৪০০/১০০৯ সালে সমাপ্ত হইয়ালি)-ও তিনি অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। শীরাযের কবরস্থানের পরিচিতিমূলক পুস্তিকায় (شـــد الازار عن حط الاوزار) শাদ্দুল-ইযার 'আন হা'তি'ল-আওযার) উল্লিখিত আছে, শীরাযেই তাঁহার সমাধি বিদ্যমান (অবশ্য ইহাতে তাঁহার নাম আহ'মাদ ইব্ন 'আব্বাস লিখিত আছে) এবং তাঁহার মৃত্যু সন ৪১৪/১০২৩।

আবূ হা'য়্যান আরবী রচনাশৈলীর একজন দক্ষ শিল্পী। তিনি আল-জাহি'জ (দ্র.)-এর একজন বড় গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাখরীজুল- জাহি'জ নামে একটি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন (দ্র. য়াকূ'ত, ১খ., ১২৪, ৩খ., ৮৬ ৬খ., ৫৮, ৬৯; ইব্ন আবিল-হাদীদ, শারহ' নাহজিল-বালাগা, ৩খ., ২৮২ প.) আল-জাহি'জ-এর লিখন পদ্ধতির অনুসরণের প্রয়াস তাঁহার সাহিত্যকর্মে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। মানুষের চরিত্র বর্ণনায় রচিত বাক্যাবলীতে তাঁহার সৃজনশীল প্রতিভার বিশেষ বিকাশ পরিলক্ষিত। তিনি 'আক'াইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) সংক্রান্ত কোন মৌলিক চিন্তাধারার উদ্ভাবক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আবূ সুলায়মানের ন্যায় তৎকালীন বাগদাদের দার্শনিকমণ্ডলী নিও-প্লাটোনিক মতবাদে প্রভাবান্বিত ছিলেন। এই মতবাদ দ্বারা আবূ হা'য়্যান নিজেও বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক দার্শনিকদের ন্যায় তিনিও সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত সূফীদের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। তাঁহার আল-ইশারাতুল-ইলাহিয়া (সম্পা. 'আলী আল-বাদাবী, কায়রো ১৯৫১) গ্রন্থে দুআ' ও ধর্মোপদেশাদি রহিয়াছে। তবে সূফীতত্ত্বে ব্যবহৃত পারিভাষিক কতিপয় শব্দ কেবল প্রসঙ্গক্রমে মাঝে মাঝে উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্নুর-রাওয়ানদী ও কবি আল-মা'আররীর ন্যায় তাঁহাকেও যিনদীক (দ্র.)-দের মধ্যে গণ্য করা হয় (JRAS, ১৯০৫, পৃ. ৮০), কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদি (যাহা এখনও মওজুদ আছে) হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না (D.S. Margoliouth, in E.I., প্রথম সংস্করণ, Lieden, ১খ., ৮৭, আবূ হায়্যান প্রবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ইরশাদ, ৫খ., পৃ. ৩৮০; (২) ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৭০৭ (মিসরে প্রকাশিত, ২খ., পৃ. ৫৯); (৩) আস-সুবকী ৪খ., ২; (৪) আস-সাফাদী, ওয়াফী, JRAS, ১৯০৫, পৃ. ৮০; (৫) আয-য'াহাবী, মীযান, ৩খ., ৩৫৩; (৬) ইব্ন হা'জার, লিসান, ৪খ., ৩৬৯; (৭) আস সুয়ূতী, বুগয়া; ৩৪৮; (৮) Brockelmann, i, 283; S.I, 435; (৯) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহহাব আল-ক'াযবীনী, শারহ'-ই হাল-ই আবূ সুলায়মান মানতি'কী সিজিসতানী, Chalon-sur-Saone, 1933. 32 ff (বিসত মাক'ালা-তেহরান ১৯৩৫); (১০) 'আবদুর-রাযযাক মুহ'য়িদ্দীন আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী (আরবীতে), কায়রো ১৯৪৯; (১১)

I. Keilani, Abu Hayyan at-Tawhidi (ফরাসী ভাষায়), বৈরূত ১৯৫০; (১২) Abu Hayyan's little treatise on writing ed. F. Rosenthal. Ars. Islamica, 1948, I ff.; (১৩) আবূ হ'ায়্যানের তিনটি প্রবন্ধ ঃ (ক) রিসালাতুল-ইমামা ইবনুল-'আরাবী কর্তৃক উদ্ধৃত মুসামারাত, ২খ., ৭৭; ইব্ন আবিল-হ'াদীদ, শারহ' নাহজিল-বালাগা ২খ., পৃ. ৫৯২ ইত্যাদি। আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক 'আলী (রা)-কে প্রদত্ত একটি সংবাদ ও আবূ হ'ায়্যানের উক্ত পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ইহা আবূ হায়্যানের উদ্ভাবিত বলিয়া সন্দেহ করা হয়; (খ) রিসালাতুল-হায়াত, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এবং (গ) উপরিউক্ত রচনা বিষয়ক তাঁহার পুস্তিকা; এই তিনটি I. Keitani কর্তৃক সম্পাদিত, ছালাছা রাসাইল, দামিশক ১৯৫২, আয-যুলফা ইহতে একটি উদ্ধৃতি আর-রূযরাওয়ারী, ৭৫; (১৪) মুহ'াম্মাদ বাকি'র খাওয়ানসারী, রাওদ'াতুল-জান্নাত, তেহরান ১৩১৫ হি. ৪খ., ২০৫।

S. M. Stern (E.I.[2]) এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আবূ হাশিম (ابو هاشم) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনিল-হ'নাফিয়া, শীঈ নেতা, যিনি শী'আদের একটি ক্ষুদ্র শাখা (দ্র. কায়সানিয়া)-র ইমাম হিসাবে স্বীয় পিতা মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হ'নাফিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার সম্পর্কে কেবল তাঁহার মৃত্যু এবং বানূ 'আব্বাস সম্বন্ধে তাঁহার ওসিয়াত—এই দুইটি বিষয়ই আমাদের জানা আছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্র ও বিদ'আতপন্থী দলগুলির সংকলনাদিতে বর্ণিত আছে, তিনি শীআদের এক সমাবেশের সহিত সুলায়মান ইব্ন 'আবদিল-মালিকের দরবারে গমন করেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধি, মেধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভীত হইয়া ফিরিবার পথে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া তিনি স্বীয় যাত্রাপথ পরিবর্তন করিয়া হুমায়মার দিকে অগ্রসর হন। ঐ স্থানটির অদূরেই 'আব্বাসীদেরই আশ্রয়স্থল ছিল। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-'আব্বাসী (দ্র.) ইমামাতের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, এই ওয়সিয়াতটি করিবার পর তিনি পরলোক গমন করেন। এই বিবৃতিটিকে সাধারণত 'আব্বাসী পক্ষের সমর্থকদের কল্পিত বলিয়া মনে করা হয়। তাহা সত্ত্বেও অপ্রাসঙ্গিক বাক্য ও অতিরঞ্জন বর্ণনা থাকিলেও উহাতে কিছুটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয়, বিশেষত এইজন্য যে, আবূ হাশিম-এর পর 'আব্বাসীগণ তাহাদের গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে এবং ইরাকের শী'আগণ তাঁহার আদেশ পালনে তৎপর হইয়া উঠে (আরও দ্র. বানূ 'আব্বাস নিবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৫খ., ২৪০-১; (২) ইব্ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, সম্পা. Wutenfeld, ১১১; (৩) বালাযু'রী, আনসাবুল-আশরাফ, পারিস পাণ্ডুলিপি নং Schefer (ক) ২৪৭, পত্র ৬৮৫ ক-৬৮৬ খ., ৭৪৫খ; (৪) য়া'কূ'বী এবং (৫) আততাবারী, নির্ঘন্টের সাহায্যে; (৬) নাওবাখতী, ফিরাকু'শ-শী'আ, Ritter, সং, পৃ. ২৯-৩০; (৭) আল-আশ'আরী, মাকা'লাত, Ritter. সং. ১খ., ২১; (৮) আল-বাগ'দাদী, আল-ফিরাক', পৃ. ২৮, ২৪২; (৯) শাহরাস্তানী, পৃ. ১৫, ১১২; (১০) S. Moscati, 11 testamento di Abu Hasim, RSO, 1952. pp. 28-46.

S. Moscati (E.I.2, দা.মা.ই.)/আবদুল হক ফরিদী

আবূ হাশিম আল-কু'রাশী (أبو هاشم القرشى) ঃ (রা) সাহাবী। মক্কার খ্যাতিমান কুরায়শ বংশের এক নেতৃস্থানীয় পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রকৃত নাম সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেহ বলেন তাঁহার নাম মুহাশ্শাম, কেহ বলেন খালিদ। ইমাম নাসাঈ (র) এই নামটি জোরালভাবে সমর্থন করিয়াছেন। কেহ বলেন শায়বা, কেহ বলেন কায়তা, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা ইহার উপর জোর দিয়াছেন। কেহ বলেন, হুশায়ম-আবার কেহ বলেন হিশাম। আবূ সুফ্য়ান বলিয়া তাঁহার আর একটি উপনাম ছিল এবং এই উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা 'উতবা ইব্ন রাবী'আ ও চাচা শায়যা ইব্ন রাবী'আ উভয়ে ছিল কাফির কুরায়শদের শীর্ষস্থানীয় নেতা। উভয়ে বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়। খ্যাতিমান সাহাবী আবূ হু'যায়ফা (দ্র.) (রা) ছিলেন আবূ হাশিম (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং খ্যাতিমান দা'ঈ মুবাল্লিগ ও মুকরী (কুরআন শিক্ষাদাতা) সাহাবী মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (দ্র.) (রা) ছিলেন তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। মুস'আব ও আবূ হাশিম (রা)-এর মাতার নাম ছিল খুনাস বিনত মালিক আল-'আমিরী। তিনিও ছিলেন কুরায়শ বংশের মহিলা (আল-ইস'াবা, ৪খ., ২০০-২০১)।

তবে ইব্ন 'আবদিল-বারর তাঁহার মাতার নাম উম্মু খুনাস বিনত মালিক আল-কু'রাশিয়্যা আল-'আমিরিয়্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আল-ইসতী'আব, ৪খ., ১৭৬৭)। তাঁহার বংশলতিকা হইলঃ আবূ হাশিম ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ ইব্ন 'আবদ শামস ইব্ন 'আবদ মানাফ আল-কু'রাশী আল-আবশামী। তিনি ছিলেন মু'আবি'য়া (রা)-এর মামা (প্রাগুক্ত; উসদুল-গাবা, ৫খ, ৩১৪)।

আবূ হাশিম (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একনিষ্ঠ মুসলিম হিসাবে তাঁহার পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন। ইবনুস সাকান-এর বর্ণনামতে তিনি পরবর্তী কালে শাম (সিরিয়া)-এ চলিয়া যান এবং সেখানে বসবাস করিতে থাকেন, অতঃপর উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে ইনতিকাল করেন (আল-ইস'াবা, ৪খ., ২০১)। ইবনুল-বারকীর বর্ণনামতে তিনি মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসনামলে ইনতিকাল করেন (প্রাগুক্ত)। খালীফার বর্ণনা দ্বারা এই বর্ণনাটি আরও জোরদার হয়। তিনি বলেন, মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে আল-জাযীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)।

অপেক্ষাকৃত পরে ইসলাম গ্রহণ করিলেও আবূ হাশিম (রা) ছিলেন একজন নেককার লোক। আবূ হুরায়রা (রা) যখনই তাঁহার কথা উল্লেখ করিতেন তখনই الرجل الصالح (নেককার ব্যক্তি) বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিতেন। কুহায়ল ইব্ন হারমালা (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) দিমাশক্ আসিয়া আবূ কুলছূম আদ-দাওসীর মেহমান হন। তখন আমরা তাঁহার নিকট গিয়া الصلوة الوسطى সম্পর্কে আলোচনা করি। উহা দ্বারা কোন সালাত বুঝানো হইয়াছে সেই ব্যাপারে আমরা মতভেদ করিলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, আমরাও তোমাদের ন্যায় এই ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছিলাম। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গৃহের আঙ্গিনায় ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন الرجل الصالح (নেককার ব্যক্তি) আবূ হাশিম ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ ছিলেন। তিনি

উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী ব্যক্তি। অতঃপর তিনি বাহির হইয়া আসিয়া জানাইলেন যে, উহা আসরের সালাত (প্রাগুক্ত)।

আবূ হাশিম (রা) খুবই সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন এবং শেষ বয়সে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপদেশাবলীর কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেন। আবূ ওয়াইল (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার ভাগিনেয় মু'আবি'য়া (রা) তাঁহার খোঁজখবর লওয়ার জন্য তাঁহার নিকট গেলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। মু'আবি'য়া (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, মামা! আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? কোন যন্ত্রণার কারণে নাকি দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের কারণে? তিনি বলিলেন, না, কখনও না, ইহার কোনটির কারণে আমি ক্রন্দন করিতেছি না; বরং আমি এইজন্য ক্রন্দন করিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে একটি ওসিয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, দুনিয়াতে তোমার জন্য একটি খাদিম ও আল্লাহ্র রাস্তায় যাওয়ার জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট। কিন্তু আমি দেখিতেছি, আমি দুনিয়া সঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছি (উসদুল-গা'বা, ৫খ, ৩১৪)।

এই হাদীছ ইমাম বাগা'বী ও ইবনুস-সাকান (র) সামুরা ইব্ন সাহ্ম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার কওমের এক লোক বলেন, একবার আমি আবূ হাশিম ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আর বাড়িতে মেহমান হইলাম। তখন মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে দেখিতে আসিলে আবূ হাশিম (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই হাদীছে আরও বর্ণনা করেন যে, আবূ হাশিম (রা) (মু'আবি'য়ার প্রশ্নের উত্তরে) বলিলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি (রাসূলুল্লাহ্) আমাকে একটি ওসিয়াত করিয়াছিলেন। আফসোস! আমি যদি উহার অনুসরণ করিতে পারিতাম! রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছিলেন, তুমি হয়তোবা এমন কিছু সম্পদের সন্ধান পাইবে যাহা কওমের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। তখন তোমার জন্য যথেষ্ট ....অতঃপর তিনি উপরে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (আল-ইসাবা, ৪খ, ২০১)।

তিনি যে দুনিয়া সঞ্চিত করার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন উহার পরিমাণ কতটুকু ছিল সেই সম্পর্কে ইব্ন রাযীন এই হাদীছ বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন, ইনতিকালের পর তাঁহার রাখিয়া যাওয়া সম্পদ জড়ো করিয়া হিসাব করিয়া দেখা গেল, উহার মূল্য মাত্র ত্রিশ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে। ইহার মধ্যে তাঁহার সেই পাত্রটি হিসাব করা হয় যাহাতে তিনি আটা গুলিতেন এবং খানা খাইতেন (হা'য়াতুস-সাহাবা, ২খ, ২৭০; আত-তারগী'ব ওয়াত-তারহীব, ৫খ, ১৮৪-এর বরাতে)।

আবূ হাশিম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁহার হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিছেন আবূ হুরায়রা (রা), সামুরা ইব্ন সাহম ও আবূ ওয়াইল শাকীক ইব্ন সালামা আল-আসাদী (র) প্রমুখ। তবে ইব্ন মানদা বলেন, আবূ ওয়াইল সরাসরি আবূ হাশিম (রা)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন নাই, বরং তিনি সামুরা ইব্ন সাহম হইতে এবং সামুরা ইব্ন সাহম আবূ হাশিম (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন (তাহযী'বুল-কামাল, ২২খ, ৮৬; তাহযী'বুত-তাহযীব, ১২খ, ২৬১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-'আসকা'লানী, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ২০০-২০১, সংখ্যা ১১৮০; (২) ঐ লেখক, তাহযী'বুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১২ খ, ২৬১, সংখ্যা ১২০৬; (৩) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহযী'ব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২য় সং, ২খ, ৪৮৩, সংখ্যা ৪; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বাররু, আল-ইসতী'আব, মাকতাবা নাহাদা'তু মিসর, কায়রো তা. বি., ৪খ, ১৭৬৭, সংখ্যা ৩২০৫; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গা'বা, দার ইহ্'য়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা. বি, ৫খ, ৩১৪; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তা'বাকা'তুল-কুবরা, দার সা'দির, বৈরূত তা. বি., ৭খ, ৪০৭; (৭) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল-হা'জ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহযী'বুল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৪, ২২খ, ৮৬-৮৭, সংখ্যা ৮২৭২; (৮) তিরমিযী', আল-জামি' আস-সা'হীহ', কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবান্দ ইউ. পি., তা.বি, কিতাবুয-যুহদ, হা'দীছ নং ২৩২৭; (৯) য়ূসুফ কানধলাবী, হা'য়াতুস-সাহা'বা, ইদারা-ই নাশরিয়াত-ই ইসলাম, লাহোর তা. বি, ২খ, ২৭০; (১০) আয-যা'হাবী, তাজরীদ আসমাইস-সা'হাবা', বৈরূত তা. বি, ২খ.।

ড. আবদুল জলীল

আবূ হাশিম (দ্র. আল-জুব্বাঈ)

আবূ হাশিম, শারীফ মাক্কা (দ্র. মক্কা)

আবূ হা'সি'র (ابو حاصر) ঃ (রা) মহানবী (স)-এর জনৈক সাহাবী। তাঁহার বংশ পরিচয় জানা যায় না।

আবূ হা'সি'র (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স) হইতে নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হা'সি'র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সালাতুল-জানাযায় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ (اللهم نحن عبادك وانت خلقتنا وانت ربنا واليك معادنا) "হে আল্লাহ! আমরা তোমারই বান্দা, তুমিই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই আমাদের পরওয়ারদিগার, আমরা তোমারই কাছে ফিরিয়া যাইব" (ইব্ন মানদা, বাগা'বী)। আবূ হা'সি'র (রা)-এর বিস্তারিত জীবনী ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হা'জার আল-'আসকা'লানী, আল-ইসা'বা, মিসর ১৩২৮হি., ৪খ., ৪০ সংখ্যা ২৪৫।

মোঃ মাজহারুল হক

আবূ হি'ফফান (ابو حفان) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন হা'রব আল-মিহযামী, কবিতা বিষয়ক আখবার-এর সংগ্রাহক, রাবী (কবিতা আবৃত্তিকারী) ও আরবীভাষী কবি (মৃত্যু ২৫৫/৮৬৯ ও ২৫৭/৮৭১-এর মধ্যে)। তিনি আবদুল কায়স-এর শাখা বানূ মিহযাম হইতে উদ্ভূত এক বাসরী পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তিনি তাঁহার আরব বংশজ হওয়ার জন্য গৌরব বোধ করিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা

যায় না। তিনি দরিদ্রাবস্থায় ও আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। খাদ্য সংগ্রহের জন্য সময় বিশেষে তাঁহাকে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইত এবং তাঁহার কবিতায় তিনি এই ব্যাপারে বারংবার অভিযোগ করিয়াছেন।

কবিতা বিষয়ক ইতিবৃত্তের একজন বর্ণনাকারী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি গড়িয়া উঠে। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ইসনাদে বা বর্ণনাকারীদের তালিকায় তাঁহার নাম রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে কিতাবুল-আগ'নী, আল-মারযুবানীর মুওয়াশ্শাহ' ও আস-সূলী ও ইব্নুল-জাররাহ'-এর রচনাসমূহ। সমকালীন কবি মহলের সহিত তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার কতিপয় পিতৃব্য ও মাতুল সাহিত্য-কাহিনীসমূহ সংগ্রহে ও প্রচারে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। আবূ নুওয়াস-এর সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল এবং তাঁহার আশ্রিত ও রাবীরূপে বিবেচিত হইতেন। এই সংযোগের মাধ্যমে তিনি ক্রমোন্নতি লাভে সক্ষম হন এবং সমকালীন খ্যাতিমান কবিদের, বিশেষত অসংযত কবিদের অনুসরণে কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভাবলে স্থান করিয়া লন। তাঁহার আশ্রয়দাতা আবূ নুওয়াস-এর মত আল-হুসায়ন ইব্নুদ-দা'হ'হাক আল-বুহ'তুরী, আল-খুরায়মী, ও আল-জাহি'জ, ছা'লাব, আল-মুবাররাদ প্রমুখের সংসর্গে তিনি প্রায়শই গমন করিতেন।

তিনি নিজে আখবারু আবী নুওয়াস নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যাহা এখন পর্যন্ত টিকিয়া আছে। ইহা ব্যতীত তিনি কিতাব আখবারিশ-শু'আরা' ও কিতাবুস-সি'না'আতিশ-শু'আরা নামে অপর দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন যাহার কোন সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এই গ্রন্থসমূহ ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে কতিপয় সাহিত্যিক কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আবূ হি'ফফান নিজেও একজন কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবিতাবলীর মাত্র কয়েক ডজন নমুনা বর্তমানে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে 'আলী ইব্ন য়াহ্'য়া আল-মুনাজ্জিম ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন য়াহ্'য়া ইব্ন খাক'ান-এর উদ্দেশে রচিত প্রশংসামূলক কবিতাংশ। আহ'মাদ ইব্ন আবী দু'আদ ও আল-বুহতুরীকে লক্ষ্য করিয়া রচিত বিদ্রূপাত্মক কবিতা, আবূ 'আলী আল-বাসীর, সা'ঈদ ইব্ন হু'মায়দ, আবুল-আয়না' ও ইয়াকূব আত-তামার-এর নিকট (সব ক্ষেত্রেই সুরুচিকরভাবে নয়) লিখিত শ্লেষাত্মক পত্রাবলী (ইঁহারা সকলেই ছিলেন নৈশ বৈঠকে তাঁহার সহযোগী) ও কতিপয় প্রেমের কবিতা। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, তাঁহার মদ্যবিষয়ক কবিতা হইতে কোন উদাহরণ আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই, অথচ ইব্নুল-মু'তায্য-এর মতে এইগুলি অত্যন্ত বহুল প্রচলিত ছিল। একজন অবিখ্যাত কবি হওয়া সত্ত্বেও আবূ হি'ফফান তাঁহার কাহিনীসমূহের মাধ্যমে ২য়/৮ম ও ৩য়/৯ম শতাব্দীর কবিতার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আ আহ'মাদ ফাররাজ, আখবার আবী নুওয়াস-এর সম্পাদনা করিয়াছেন, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৩ (ভাষ্যে) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সুনির্বাচিত কবিতার একটি সংস্করণ-এর Bencheikh কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থপঞ্জী, Les voies dune creation টাইপ করা থিথিস, the Sorbonne 1971 খৃ., ১খ, ১১৬-৭; (২) ঐ লেখক, Les secretaires poeters et animaturs de cenacles aux IIe He siecles de Phegire, in JA (1975 খৃ), পৃ. ২৬৫-৩১৫।

J. E. Bencheikh (E.I.[2] Suppl.)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবূ হুযাবা (ابو حزابة) ঃ আল-ওয়ালীদ ইব্ন হু'নায়ফা (ইব্ন নাহীক, তাবারী, ২খ., ৩৯৩) আত-তামীমী, ১ম/৭ম শতাব্দীর একজন অপ্রধান কবি। তিনি ছিলেন একজন বেদুঈন এবং পরে বসরায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি যিয়াদ ইব্ন আবীহ (৪৫-৫৩/৬৬৫-৭২)-এর কালে অথবা তাঁহার স্বল্পকাল পরে ফারস-এর 'আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ ইব্ন আসীদ-এর সময়ের একজন স্তুতি কবি ছিলেন। য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া খিলাফাতের কর্তৃত্ব লাভের পূর্বে (৬০/৬৮০) আবূ হু'যাবা-র পরিবার অত্যন্ত জোরালোভাবে তাঁহাকে য়াযীদের সভায় যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষায় সচেষ্ট হন, কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইলে তিনি বসরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহাকে সীসতান (সিজিস্তান)-এ প্রেরণ করা হয় এবং ৬০/৬৮০-১ সাল হইতে সালম ইব্ন যিয়াদ-এর আদেশ অনুসারে তিনি ওয়ালী গভর্নর তালহ'াতুত-তালাহাত (দ্র.)-এর প্রশংসা কীর্তন করেন। তিনি শেষোক্ত ব্যক্তির উদ্দেশে একটি জানাযার শোকগাথা আবৃত্তি করেন এবং ইহাতে তালহার উত্তরাধিকারী 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী 'আল-আবশাযীর প্রতি সমালোচনামূলক ইঙ্গিত অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'আবদুল্লাহ কবির প্রতি আচরণে তালহ'া-র তুলনায় কম উদারতা প্রদর্শন করিতেন। সিজিস্তানে অবস্থানকালে তিনি জনৈক নাশিরাতুল-যাববুঈর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইব্নুয-যুবায়রের আমলে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার লিখিত শোকগাথাটিকে ইব্ন জামি' (দ্র.) সঙ্গীতে রূপ দান করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার পর কতিপয় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পর ইব্নুল-আশ'আছ (দ্র.)-এর পক্ষে জনসমর্থন সংগ্রহ করেন এবং সম্ভবত আশ'আছ-এর একই সময় (৮৫/৭০৪) নিহত হন।

আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কারের আশা হইতে নিরাশ হইলে আবূ হুযাবা অত্যন্ত রুক্ষ ও তীব্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানা যায়। তিনি কিছু সংখ্যক রাজায (رجز) কবিতা ও একই সঙ্গে কতিপয় কাসীদা রাখিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদের মাধ্যমে তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতলতলে হারাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান, ১খ., ২৫৫, ৩খ., ৩৮১-২; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ৩খ., ৩২৯; (৩) ইব্নুল-কালবী কাসকেল, Tab, ৭২ ও ২খ., ৫৮৬; (৪) মুসআব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, ১৮৮; (৫) বালাযুরী, আনসাব, ৪খ., ১৫৩; (৬) আগ'ানী, সম্পা. বৈরূত, ২২খ., ২৭১-৮২; (৭) আমিদী, মুতালিফ, ৬৪; (৮) যাহাবী, মুশতাবিহ, ১৬০; (৯) বুসতানী, DM, ৪খ., ২৪৭।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আবূ হু'যায়ফা (ابو حذيفة) ঃ (রা), মুহাজির সাহাবী, তাঁহার প্রকৃত নাম হুশায়ম (মতান্তরে মিহশাম বা হিশাম)। আবূ হু'যায়ফা তাঁহার উপনাম। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশের এক অভিজাত পরিবারে আনু. ৫৮০ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা 'উতবা ইব্ন রাবী'আ ছিলেন কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ইসলামের চরম দুশমন ছিল। আর মাতা ছিলেন উম্মু সা'ফওয়ান ফাতি'মা বিন্ত সা'ফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ইব্ন মুহ'াররিছ আল-কিনানী। খ্যাতনামা সাহাবী ও মদীনায় ইসলামের প্রথম দা'ঈ মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (দ্র) ছিলেন আবূ হু'যায়ফা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আবূ হুযায়ফা হুশায়ম ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ ইব্ন 'আব্দ শাম্স ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইব্ন কু'সায়্যি ইব্ন কিলাব আল-কু'রাশী। চতুর্থ পুরুষ 'আব্দ মানাফ-এ গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার বংশধারা মিলিত হয়।

ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিকেই অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) আরকাম গৃহকে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং নওমুসলিমগণের তালীমের কেন্দ্ররূপে নির্ধারণের পূর্বেই আবূ হু'যায়ফা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। ৪৩ জনের পর তিনি ইসলাম কবুল করেন ('আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ৪খ, ৪২), অতঃপর স্বীয় স্ত্রী সাহলা বিন্ত সুহায়ল (রা) ইব্ন 'আমরসহ হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর মক্কার কুরায়শগণ মুসলমান হইয়াছে এই মর্মে এক ভ্রান্ত সংবাদ শুনিয়া তিনি অন্যান্য মুহাজির-এর সহিত প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মক্কার প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া তিনি পুনরায় হাবশা হিজরত করেন। এইভাবে হাবশার উভয় হিজরতে তিনি শরীক ছিলেন। সেখানে মুহাম্মাদ নামে তাহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করত স্বীয় গোলাম সালিম (দ্র.)-সহ তিনি মদীনায় হিজরত করিয়া তাঁহারা 'আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা)-এর গৃহে মেহমান হন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে 'আব্বাদ ইব্ন বিশর (র)-এর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। হাবশা ও মদীনার উভয় হিজরতের এবং উভয় কিবলা (বায়তুল-মাক'দিস ও কা'বা)-এর দিকে ফিরিয়া সালাত আদায়ের সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন।

আবূ হু'যায়ফা (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। বদর যুদ্ধের দিন স্বীয় পিতা ও কুরায়শ নেতা 'উতবা ইব্ন রাবী'আ-কে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করেন। এই কারণে তাঁহার ভগ্নী ও আবূ সুফয়ান ইবন হ'ারব-এর স্ত্রী হিন্দ বিন্ত 'উতবা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কবিতা রচনা করে যাহার অংশবিশেষ হইল ঃ

الاحول الاثعل المشئوم طائره + ابو حذيفة شر الناس فى الدين

اما شكرت أبا رباك من صغر + حتى شبت شبابا غير محجون

"টেরা চোখ, অতিরিক্ত দাঁতবিশিষ্ট যাহার ফলাফল অমঙ্গলজনক, আবূ হু'যায়ফা সে ধর্মের দিক দিয়া খুবই নিকৃষ্ট। তুমি কি সেই পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ নহ, যে ছোটবেলা হইতে তোমাকে লালন-পালন করিয়াছে, অবশেষে তুমি নিষ্কলুষ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ?"

বদর যুদ্ধে তাঁহার পিতা 'উতবা ইব্ন রাবী'আ কয়েকজন প্রবীণসহ কুরায়শদের নেতা নিহত হয়। তাহাদেরকে একটি গর্তে ফেলা হয়। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের এক একজনের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিতেছিলেন, ওহে 'উতবা! ওহে শায়বা! ওহে উমায়্যা ইব্ন খালাফ! ওহে আবূ জাহ্ল! তোমরা কি আল্লাহ্র ওয়াদা ঠিক ঠিকমত পাইয়াছ? আমাদেরকে যে ওয়াদা করা হইয়াছিল তাহা তো আমরা সত্যরূপে পাইয়াছি (আল-বুখারী, আস-সাহীহ', ২খ., পৃ. ৫৬৬)। এই সময় আবূ হু'যায়ফা (রা)-এর চেহারা খুবই মলিন ছিল। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আবূ হু'যায়ফা! মনে হয় তোমার পিতার জন্য আফসোস হইতেছে! আবূ হুযায়ফা (র) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্র কসম! না, তিনি নিহত হওয়ায় আমার কোনও দুঃখ নাই। তবে আমার ধারণা ছিল যে, তিনি একজন বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তি। তাই আশা ছিল যে, এক সময় তিনি ঈমান আনয়ন করিবেন। কিন্তু আপনি যখন তাহার কুফরীর উপর মৃত্যু হইবে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা দিলেন তখন আমার সেই ভ্রান্ত ধারণার জন্য অনুশোচনা হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আবূ হু'যায়ফা (রা) মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন (উসদু'ল-গাবা, ৫খ., পৃ. ১৭১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলে য়ামামায় মুসায়লামা কায'যা'ব নবুওয়াত দাবি করে। তাহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য যে বাহিনী প্রেরিত হয় আবূ হু'যায়ফা (র)-ও উক্ত বাহিনীতে শামিল ছিলেন। অতঃপর ১২ হি. য়ামামার যুদ্ধে তিনি তাঁহার ভৃত্য সালিম (রা)-সহ শাহাদাত লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বা ৫৪ (একমতে ৫৬) বৎসর (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ., পৃ. ৮৫; সিয়ারু'স-সাহাবা, ২/১ খ., পৃ. ৪৪১)।

আবূ হু'যায়ফা (রা) ছিলেন দীর্ঘাকৃতির সুদর্শন ব্যক্তি। দৈহিক সৌন্দর্যের ন্যায় তাঁহার অন্তরটাও ছিল ইসলামের সুমহান গুণাবলীতে ভাস্বর। তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী, দাসদাসীর প্রতি অত্যন্ত সদয়। অভিজাত বংশে ও নেতৃস্থানীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও আভিজাত্য ও কৌলিন্যবোধ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। হযরত সালিম (রা) ছিলেন তাঁহার স্ত্রীর ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি তাঁহাকে আযাদ করিয়া দেন। তখন আবূ হু'যায়ফা (রা) তাঁহাকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাই জনসাধারণের নিকট তিনি সালিম ইব্ন আবী হু'যায়ফা (রা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর কুরআন কারীমে যখন সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল হয় যে, পালকপুত্র আপন পুত্রের ন্যায় মাহরাম নহে (দ্র,. আয়াত ৩৩ ঃ ৪) তখন অন্দর মহলে তাহার যাতায়াত আবূ হু'যায়ফা (রা) অপসন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী সাহ্লা বিন্ত সুহায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালিম আমাদের পুত্রের ন্যায় ঘরে যাতায়াত করিত, কিন্তু আবূ হু'যায়ফা উহা অপসন্দ করিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাঁহাকে তোমার স্তনের দুধ পান করাইয়া দাও। তাহা হইলে সে তোমার মহরাম হইয়া যাইবে (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., ৫৭০,. টীকা নং ১৩)।

আবূ হু'য'ায়ফা (রা)-এর স্ত্রী সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল (রা)-এর গর্ভজাত তাঁহার এক পুত্র ছিল যাঁহার নাম ছিল মুহ'াম্মাদ। তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। 'আসি'ম নামে তাঁহার অপর এক পুত্র ছিল যাহার মাতা ছিলেন আমিনা বিন্‌ত 'আমর ইব্‌ন হ'ারব ইব্‌ন উমায়্যা। তাঁহার এই পুত্রদ্বয় নিঃসন্তান অবস্থায় ইনতিকাল করে। ফলে আবূ হুযায়ফা (রা)-এর কোনও বংশধর বর্তমান নাই। ছুবায়তা বিন্‌ত য়া'আর আনসারিয়া নামে তাঁহার অপর এক স্ত্রীর কথা জানা যায়।

আবূ হু'যায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা-তে স্থান পাইয়াছে (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন- নুবালা', ১খ., ১৬৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কু'রআনুল-কারীম, ৩৩ ঃ ৪; (২) আল-বুখারী, আস-স'াহীহ, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, তা.বি., ২খ., ৫৭০; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত-ত'াবাকা'তুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., ৮৪-৮৫; (৪) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসকালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৪২-৪৩, সংখ্যা ২৬৪; (৫) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১৫৮, সংখ্যা ১৮৪৬; (৬) ঐ লেখক, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা, ৪র্থ সং., বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সন, ১খ., ১৬৪-১৬৭, সংখ্যা ১৩; (৭) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ১৭০-১৭১; (৮) শাহ মু'ঈনু'দ-দীন নাদবী, সিয়ারু'স-স'াহ'াবা, ইদারা-ই ইসলামিয়্যাত, লাহোর তা.বি., ২/১খ., ৪৩৯৪৪২; (৯) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি.., ৪খ., ১৬৩১-১৬৩২, সংখ্যা ২৯১৪; (১০) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, দারু'র-রায়্যান, ১ম সং., কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭ সন, ২খ., ৩২২; (১১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, দারু'ল-ফিকর আল-'আরাবী, ১ম সং., বৈরূত ১৩৫১/১৯৩২ সন, ৩খ., ৩২৫; (১২) ঐ লেখক, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ'য়্যাই'ত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৫০৭; (১৩) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবু'ল-মাগ'াযী, 'আলামু'ল-কুতুব, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ., ১৫৪।

ডঃ আবদুল জলীল

আবূ হুরায়রা (ابو هريرة) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম সহচর এবং তাঁহার বাণী ও কর্মের উৎসাহী প্রচারক। তিনি দক্ষিণ 'আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইব্‌ন ফাহম বংশোদ্ভূত। 'আবূ হুরায়রা' উপনামে তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অধিকতর বিশ্বস্ত বিবরণ মতে তাঁহার নাম 'আবদুর-রাহ'মান ইব্‌ন স'াখর (নাওয়াবী, Wustenfeld সংকলিত, ৭৬০ পৃ.) অথবা 'উমায়র ইব্‌ন 'আমির (ইব্‌ন দুরায়দ, কিতাবুল-ইশতিকা'াক, ২৯৫ পৃ.)। বিড়ালের প্রতি স্নেহাধিক্যের জন্য তিনি আবূ হুরায়রা (অর্থাৎ ছোট বিড়ালের পিতা) নামে অভিহিত হন। এই উপনামের জনপ্রিয়তা তাঁহার আসল নামটিকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়।

আবূ হুরায়রা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধি ও খায়বার (৭/৬২৯) যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশ বৎসরের মত। তখন হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং 'আসহ'াবুস সুফফার অন্তর্ভুক্ত হন।

প্রথম দিকে তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু পরিমাণ মজুরের কাজ করিতেন। যথা জঙ্গল হইতে জ্বালানি সংগ্রহ, মনিবের উটের রশি টানিয়া চলা ইত্যাদি। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতের প্রতিটি সুযোগ গ্রহণের মানসে ও তাঁহার পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী শোনার ঐকান্তিক আগ্রহে আবূ হুরায়রা (রা) সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হন, এমনকি তিনি প্রায়ই মহানবী (স)-এর উযু ও শৌচের জন্য পানির পাত্র লইয়া আগাইয়া যাইতেন (আবূ দাউদ), হজ্জ ও জিহাদে তাঁহার অনুগামী হইতেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যে খাদ্য হাদিয়া (উপহার) পাইতেন, প্রায় সময়ই তাহা আস'হ'াবুস-সু'ফফার মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর ভাগে যতটুকু পড়িত, অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হইলেও তাহা খাইয়াই তিনি দিন কাটাইয়া দিতেন। সাহাবীগণ তাঁহাকে কখনও ক্ষুধায় কাতর দেখিলে নিজদের গৃহে ডাকিয়া আনিয়া আহার করাইতেন। একদা জা'ফার (রা) ইব্‌ন আবী তা'লিব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু ঘরে কিছু না থাকায় ঘিয়ের শূন্য পাত্রটি হাযির করিলেন। আবূ হুরায়রা (র) তাহাই চাটিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পাইলেন। অনেক সময় শুধু খেজুর আর পানি খাইয়া তিনি দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেন। কখনও কখনও পেটে পাথর বাঁধিয়া শুইয়া থাকিতেন, কিন্তু কোনদিন কাহারো নিকট কিছু চাহিতেন না। এই শ্রেণীর সাহাবীগণের সম্পর্কে ২ ঃ ২৭৩ আয়াত উল্লেখ রহিয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) সর্বাধিক হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছের মোট সংখ্যা ৫৩৭৫ (পাঁচ হাজার তিন শত পঁচাত্তর)। তন্মধ্যে সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে মোট ৩২৫টি হাদীছ, এককভাবে বুখারীতে রহিয়াছে ৭৯টি, আর মুসলিমে ৭৩টি হাদীছ (ইব্‌ন হ'াজার 'আসকালানী, তাক'রীবুত-তাহযীব, হাশিয়া, পৃ. ৪৪১)।

সাহাবীদের যুগেই আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক অপর সকলের অপেক্ষা অধিকতর হাদীছ বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমার সম্বন্ধে অভিযোগ, আমি কেমন করিয়া এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করি। ইহার কারণ, মুহাজিরগণ যখন তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের আর আনসার যখন তাঁহাদের ক্ষেত-খামারের কাজে বাহিরে থাকিতেন, তখন কেবল আহার ইত্যাদির সময় বাদে আমি মহানবী (স)-এর সাহচর্যে থাকিতাম, তাঁহার হাদীছ শুনিতাম এবং মুখস্থ করিয়া লইতাম।"

আবূ হুরায়রা (রা)-এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য। একদা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আমি আপনার নিকট বহু হাদীছ শুনি কিন্তু ভুলিয়া যাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, তোমার গায়ের চাদর মেলিয়া ধর। তিনি উহা মেলিয়া ধরিলেন, আর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত দিয়া কিছু দেওয়ার ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর মহানবী (স)-এর নির্দেশে আবূ হুরায়রা (রা) চাদরটি গুটাইয়া লইলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি আর কোনদিন কোন

Contents

হাদীছ ভুলি নাই, (বুখারী, কিতাবুল-'ইল্‌ম)। সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ এই হাদীছটি বুখারী, মুসলিম, অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ও রিজাল (হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থ)-এর কিতাবসমূহে স্থান লাভ করিয়াছে। কোন সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা)-এর উপরিউক্ত উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) ব্যতীত আমার চেয়ে অধিক হাদীছ আর কেহই জানে না (বুখারী)। কিন্তু ইব্‌ন 'আমর (রা) বলিয়াছেন, হাদীছে আবূ হুরায়রা (রা) আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। স্বয়ং 'উমার (রা) সাক্ষ্য দিয়াছেন, আবূ হুরায়রা হাদীছ শ্রবণের অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল (ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইসাবা)।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর একটি অভ্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীছ বর্ণনার পূর্বে বরাবর রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করিবে, সে জাহান্নামের আগুনে তাহার বাসস্থান রচনা করিবে।'

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ ছাড়াও আবূ হুরায়রা (রা) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ বাক্‌র, 'উমার, ফাদ'ল ইব্‌ন 'আব্বাস, উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব, উসামা, কা'ব আল-আহ'বার, 'আইশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ হইতে হাদীছ গ্রহণ করেন এবং উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষে বুখারীর বর্ণনামতে আট শত রাবী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। সাহাবীগণের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, ইব্‌ন 'উমার, জাবির, আনাস, ওয়াসীল ইব্‌ন আসফা (রা) প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শুনিয়াছেন। অনেক সময় হযরত 'উমার, 'উছমান, 'আলী, তালহ'া ও যুবায়র (রা) প্রয়োজনে তাঁহার কাছে হাদীছ-এর অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার নিকট যে সকল তাবি'ঈ (দ্র.) হাদীছ শুনিয়াছেন, ইব্‌ন হ'াজার 'আসকালানী 'আল-ইস'াবা-য় তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর দেহের রং ছিল গৌর, অপর এক বর্ণনায় কিঞ্চিত গৈরিক, দুই কাঁধ প্রশস্ত, মেযাজ বিনম্র, ভাল কাজে তিনি ছিলেন উদ্যোগী, মেহমানদারীতে ছিলেন অগ্রণী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে সংসার-বিরাগীরূপে চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাইলেও পরবর্তী জীবনে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন, সন্তান-সন্ততির পিতা ও ধন-সম্পদের অধিকারী হন। প্রাচুর্যের সময় অভাবের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আবূ হুরায়রা (রা) অতি ধর্মভীরু এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

ইসলামী শারী'আতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ও বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় 'উমার (রা)-এর গভীর আস্থা ছিল। তিনি তাঁহাকে বাহরায়ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অর্থ সঞ্চয়ের অপবাদে তিনি তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। যথাবিহিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সন্দেহ দূর হইলে পরে তাঁহাকে পুনরায় উক্ত পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা)-এর আহত আত্মসম্ভ্রমবোধ উক্ত পদ পুনঃ গ্রহণে তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিয়া তোলে। ফলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। মু'আবি'য়ার খিলাফাত যুগে মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীছ কণ্ঠস্থ রাখিবার অদ্ভুত শক্তি ও হুবহু বর্ণনার আশ্চর্য ক্ষমতা অজান্তে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন।

হযরত 'উমার (রা) হইতে মু'আবি'য়া (রা) পর্যন্ত প্রত্যেক খলীফা তাঁহার নিকট হাদীছ অনুসন্ধান করিতেন এবং সাহাবী ও তাবি'ঈগণ যে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট যাইতেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন একজন শারী'আতবিদ, প্রজ্ঞাশীল ও মুহাক'কিক' (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানী) ফাকীহ; তাঁহার সরলতা, সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। পরবর্তীকালে কেহ কেহ তাঁহাকে 'গ'ায়র ফাকীহ' (অন্তর্দৃষ্টিহীন) আখ্যা দান করিয়াছেন এবং বর্তমানে যাঁহারা হাদীছের গুরুত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যাধিক্যের জন্য তাঁহার হাদীছ সাধারণত অগ্রাহ্য মনে করেন। কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নাই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ তথা ইসলামের বহু অমূল্য শিক্ষার প্রসারে তাঁহার অতুলনীয় ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহ অগ্রাহ্য করিলে ইসলামী শারী'আতে বড় একটি শূন্যতার সৃষ্টি হইবে।

তাঁহার মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তিনি ৫৭/৫৮/৫৯ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আটাত্তরের কাছাকাছি। ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উক'বা ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন। সাহাবীদের মধ্যে ইব্‌ন 'উমার ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) উহাতে শরীক হন। মদীনার অদূরে ক'াস'বা নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তথা হইতে তাঁহার লাশ মদীনায় আনিয়া দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ২খ., ১১৭-১১৯, ৪খ., ৫২-৬৪; (২) ইব্‌নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৫খ., ৩১৫; (৩) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad, iii, Lxxx iii; (৪) Goldziher, Abh, Zur Arabphillogie, i. 49; (৫) do in ZDMG, i. 487; (৬) D. S. Margoliouth, Mohammad, p. 352; (৭) মুসলিম, সাহীহ; ৫খ., ২২; (৮) সাহীহ বুখারী, ফাতহুল-বারীসহ; (৯) সিহাহ সিত্তা-র অন্যান্য হ'াদীছ গ্রন্থ; (১০) ইব্‌ন হ'াজার 'আসকালানী, তাক'রীবুত-তাহযীব ও আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযিস-সাহ'াবা; (১১) আবদুল সালাম নাদবী, উসওয়া-ই সাহ'াবা।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

সংযোজন

আবূ হুরায়রা ঃ (রা) ছিলেন য়ামান-এর আয্‌দ গোত্রের শাখা দাওস গোত্রের সদস্য। উক্ত দাওস-এরই অধস্তন পুরুষ সুলায়ম ইব্‌ন ফাহম। তাঁহার বংশ লতিকা ঃ 'উমায়র ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন 'আবদ যি'শ-শারা ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন গিয়াছ ইব্‌ন লুহায়না ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন ফাহম ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দাওস (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৪খ., ৫২)।

আবূ হুরায়রা তাঁহার উপনাম। এই নামে তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম মানুষ প্রায় বিস্মৃতই হইয়া যায়। তাই দেখা দেয় তাঁহার প্রকৃত নাম সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ। এত মতভেদ অন্য কাহারও নামের বেলায় পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার নাম সম্পর্কে ২০টি এবং তাঁহার

পিতার নাম সম্পর্কে ১৫টি মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইটি মত সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ (১) আল-হায়ছাম ইব্ন 'আদীর বর্ণনামতে ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁহার নাম ছিল 'আবদ শামস এবং ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন 'আবদুল্লাহ। (২) আর ইবন ইসহাক-এর বর্ণনা হইল, আমার কোন কোন সঙ্গী আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল 'আবদ শামস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমার নাম রাখেন 'আবদুর রহমান (উসদুল গাবা, ৫খ, ৩১৬)।

তাঁহার উপনামের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি একটি বিড়াল পাইয়া তাহা কোলে করিয়া লইয়া গেলাম এইজন্য লোকে আমাকে আবূ হুরায়রা (বিড়ালের পিতা) বলিল। অন্য বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কোলে একটি বিড়াল দেখিয়া বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা!

ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার পরিবারের বকরী চরাইতাম। আমার একটি ছোট্ট বিড়াল ছিল। রাত্রিবেলা আমি উহাকে একটি গাছের উপর রাখিয়া দিতাম। আর দিনের বেলা আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতাম, উহার সহিত খেলা করিতাম। তাই লোকজন আমাকে আবূ হুরায়রা নামে অভিহিত করে (প্রাগুক্ত)।

তুফায়ল ইব্ন 'আমর আদ-দাওসী (দ্র.) নামে তাঁহারই গোত্রের এক লোক মদীনায় হিজরত সংঘটিত হইবার পূর্বে মক্কায় আসেন। এখানে তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করত ইসলাম প্রচারের জন্য স্বদেশ য়ামানে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় দাওস গোত্রে ইসলামের প্রসার ঘটে। অতঃপর খায়বার (দ্র.) যুদ্ধের সময় (৭/৬২৯ সাল) তিনি য়ামান-এর ৮০ জন লোক লইয়া মদীনায় আগমন করেন। উক্ত দলে আবূ হুরায়রা (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তখন যুদ্ধের জন্য খায়বার গমন করিয়াছিলেন, তাই ইহারাও মদীনা হইতে খায়বার পৌঁছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁহার মাতা ছিলেন মুশরিক। একদিন তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমালোচনা করিলেন এবং তাঁহার নিন্দাবাদ করিলেন। ইহাতে আবূ হুরায়রা (রা) কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন এবং ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মাতার জন্য দু'আ করিলেন, "আল্লাহুম্মাহ্দে উম্মা আবী হুরায়রা" (হে আল্লাহ! আবূ হুরায়রার মাতাকে তুমি হিদায়াত দাও)।

তখন আবূ হুরায়রা (রা) বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। পানির শব্দ শোনা যাইতেছে। ইহার পর দরজা খুলিয়াই তাঁহার মাতা বলিয়া উঠিলেন, "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (স)" আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল)। আবূ হুরায়রা (রা) এইবার আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে ও আমার মাতাকে মু'মিনদের নিকট প্রিয়পাত্র করিয়া দেন।" রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জন্য উক্ত দু'আ করিলেন (আল-ইসাবা, ৪খ, ২০৬)।

সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী। সকল সাহাবী ইহা বিশ্বাস করিতেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সর্বদা ছায়ার মত লাগিয়া থাকার কারণেই তিনি বেশী হাদীছ শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দু'আর বরকতে (যাহার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে) তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাই স্মরণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম তাহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করিতেন, যেমন আশ'আছ ইব্ন সুলায়ম তাহার পিতা সুলায়ম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায় আসিয়া দেখিলাম, আবূ আয়্যূব (রা) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী কারীম (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতেছেন। আমি বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হইয়া আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করিতেছেন! তিনি বলিলেন, তিনিই ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে (সরাসরি) হাদীছ বর্ণনা করার চাইতে তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে ভালবাসি (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২খ, ৬০৬)।

হাদীছের ক্ষেত্রে তাহার জ্ঞান ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সাহাবায়ে কিরাম। তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ (রা) বলেন, আমি কোনও সন্দেহ পোষণ করি না যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে যাহা শুনিয়াছেন আমরা তাহা শুনি নাই (ইসাবা, ৪খ., পৃ. ২০৮)। ইব্ন উমার (রা) বলেন, আবূ হুরায়রা আমা হইতে উত্তম। তিনি হাদীছ সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ (প্রাগুক্ত)।

ইমাম নাসাঈ (র) উত্তম সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক লোক হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলে যায়দ (রা) বলিলেন, তুমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট যাও। কারণ একবার আবূ হুরায়রা, অমুক ব্যক্তি ও আমি মসজিদে বসিয়া দু'আ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আসিয়া বসিলেন, অতঃপর বলিলেন, তোমরা যাহা করিতেছিলে পুনরায় তাহা শুরু কর। যায়দ (রা) বলেন, তখন আমি ও আমার সঙ্গী লোকটি দু'আ করিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের দু'আয় আমীন বলিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) দু'আ করত রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনার সঙ্গীদ্বয় যাহা চাহিয়াছে আমি তাহা চাহিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন 'ইলম চাহিতেছি যাহা আমি কখনও ভুলিব না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমীন (হে আল্লাহ! কবুল কর)। ইহা শুনিয়া আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও এমন 'ইলম চাহিতেছি যাহা ভুলিব না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, দাওসী যুবক তোমাদের পূর্বেই সুযোগ লইয়া গিয়াছে (নাসাঈ, কিতাবুস-সুনান, 'ইলম অধ্যায়, ইসাবার বরাতে, ৪খ, ২০৮)।

য়াহূদী পণ্ডিত হযরত কা'ব আল-আহবার (রা) বলেন, যাহারা তাওরাত অধ্যয়ন করে নাই তাহাদের মধ্যে তাওরাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আর কাহাকেও আমি দেখি নাই (প্রাগুক্ত)।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী ছাড়াও বহু সংখ্যক প্রবীণ তাবি'ঈ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ঃ মারওয়ান ইবনুল হাকাম, কাবীসা ইব্ন যুআয়ব, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা,

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, 'উরওয়া ইবনুয-যুবায়র, সুলায়মান আল-আগারর, আল-আগারর, আবূ মুসলিম, শুরায়হ ইব্ন হানী, আবূ সা'ঈদ আল-মাকবূরী, সুলায়মান ইব্ন য়াসার, সিনান ইব্ন আবী সিনান, 'আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক, আবদুর রাহমান ইব্ন আবী 'উমরা, ইরাক ইব্ন মালিক, আবূ রাযীন ইবনুল আসাদী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন কারিত, বুসর ইব্ন সা'ঈদ, বাশীর ইব্ন নাহীক, না'জা-আল-জুহানী, হানজালা আল-আসলামী, ছাবিত ইব্ন 'ইয়াদ, হাফস ইব্ন আসিম ইব্ন আমর; সালিম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উমার, আবূ সালামা ও হুমায়দ ইব্ন 'আবদির রাহমান ইব্ন 'আওফ, হুমায়দ ইব্ন আবদির রাহমান আল-হিময়ারী, জুলাস ইব্ন 'আমর, যুরারা ইব্ন আবী আওফা, সালিম আবুল-গায়ছ, সালিম মাওলা শাদ্দাদ, 'আমির ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, সা'ঈদ ইব্ন 'আমর ইব্ন সা'ঈদ ইব্নিল-'আস, আবুল হুবাব সা'ঈদ ইব্ন য়াসার, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, সা'ঈদ ইব্ন মারজানা, আল-আ'রাজ 'আবদুর রাহমান ইব্ন হুরমুয, আল-মাক'আদ আবদুর রাহমান ইব্ন সা'ঈদ, তাহাকেও আল-'আরাজ বলা হয়, 'আবদুর রাহমান ইব্ন আবী নু'আয়ম, 'আবদুর রাহমান ইব্ন য়া'কূব, আবূ সালিহ আস-সম্মান, উবায়দা ইব্ন সুফয়ান, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উতবা ইব্ন মাস'ঊদ, 'আতা ইব্ন মীনা, আতা ইব্ন আবী রাবাহ, 'আতা ইব্ন য়াযীদ আল-লায়ছী, 'আতা ইব্ন য়াসার, 'উবায়দ ইব্ন হুনায়ন, 'আজলান, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী রাফি', 'আনবাসা ইব্ন সা'ঈদ ইবনিল 'আস, 'আমর ইবনুল হাকাম, আবুস-সাইব মাওলা ইব্ন যাহ্রা, মূসা ইব্ন য়াসার, নাফি' ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ইম, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ, আবদুর রাহমান ইব্ন মিহরান, 'আমর ইব্ন আবী সুফয়ান, মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ আল-জুমাহী, 'ঈসা ইব্ন তালহা, মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স ইব্ন মাখরামা, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্বাদ ইব্ন জা'ফার, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী 'আইশা, আল-হায়ছাম ইব্ন আবী সিনান, আবূ হাশিম আল-আশজা'ঈ, আবূ বাকর ইব্ন 'আবদির রাহমান ইব্নিল হারিছ ইব্ন হিশাম, আবুশ শা'ছা আল-মুহারিবী, য়াযীদ ইবনুল আসাম্ম, নু'আয়ম ইব্নুল-মুজাম্মার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ, আবূ 'উছমান আত-তানাবুখী ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুক্তদাস আবূ কায়স প্রমুখ (আল-ইসাবা, ৪খ., ২০৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) ইবাদাতেও ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। আবূ 'উছমান আন-নাহদী (র) বলেন, একদিন আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর মেহমান হইয়া দেখিলাম, তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার দাস তিনজন মিলিয়া পূর্ণ রাত্রটি তিনভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। একজন সালাত আদায় করিবে, অতঃপর অন্যদেরকে জাগ্রত করিবে (ইসাবা, ৪খ., পৃ. ২০৯)। ইব্ন সা'দ সাহীহ সনদে 'ইকরিমা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) প্রতি দিন বারো হাজার বার তাসবীহ পাঠ করিতেন (প্রাগুক্ত)।

৫৭ হি. তিনি রোগাক্রান্ত হন। এই সময় খ্যাতিমান লোক সকল তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আগমন করেন। আবূ সালামা ইব্ন 'আবদির রাহমান (রা)-ও আগমন করেন। তিনি দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আবূ হুরায়রাকে সুস্থ কর। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে দুনিয়ায় ফিরাইয়া দিও না। তারপর বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! এমন এক সময় আসিবে যখন কেহ তাহার ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়া গমন করিবে এবং কামনা করিবে যে, সে নিজেই যদি এই কবরবাসী হইত (ইসাবা, ৪খ., পৃ. ২১০; তাবাকাত, ৪খ., পৃ.১৬২)! তিনি ওসিয়াত করিয়া যান, তোমরা আমার কবরের উপর তাঁবু টাঙ্গাইও না, আমার জানাযার পিছনে পিছনে অগ্নি বহন করিও না। আমার জানাযা লইয়া দ্রুত গমন করিও। (তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ৬২-৬৩)।

মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, বহু দূরের সফর, কিন্তু পাথেয় যৎকিঞ্চিৎ। মারওয়ান ইবনুল-হাকাম তাহাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে ভাল বাসি। তাই আপনিও আমার সাক্ষাত পছন্দ করুন। অতঃপর মারওয়ান বাজার পর্যন্ত পৌছিতে না পৌছিতেই আবূ হুরায়রা (রা) ইনতিকাল করেন। মদীনার অদূরে আকীক নামক স্থানে স্বীয় বাসগৃহে তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পর তাঁহার লাশ মদীনায় আনা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। রীতি অনুযায়ী মদীনার গভর্নর আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'উকবা ইব্ন আবী সুফয়ান তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযাশেষে উছমান (রা)-এর পুত্রগণ তাঁহার লাশ বহন করিয়া জান্নাতুল বাকী'তে লইয়া যান এবং মুহাজিরদের কবরের নিকট তাহাকে দাফন করেন।

প্রথম জীবনেই পিতৃহীন হওয়ায় তিনি খুবই দরিদ্রতার মধ্যে লালিত-পালিত হন। সামান্য রুটি ও কাপড়ের বিনিময়ে তিনি বাররা বিন্ত গাযওয়ান নাম্নী মহিলার চাকরের কাজ করিতেন। তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব ছিল, তাহার কোথাও যাওয়ার সময় সওয়ারীর রশি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। খালী পায়ে তিনি সওয়ারীর রশি ধরিয়া আগে আগে দৌড়াইতেন। পরবর্তী কালে ঘটনাক্রমে উক্ত মহিলার সহিতই তাহার বিবাহ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াও দ্র. (১) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, মুআস-সাসাতুর-রিসালা, বৈরূত লেবানন ১৪১০ হি./১৯৯০ খৃ., ৭ম সং, ২খ, ৫৭৮-৬৩২, সংখ্যা ১২৬; (২) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ., ২২খ., পৃ. ৯০-৯৯, সংখ্যা ৮২৭৫; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফাজ, দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ভারত ১৩৭৬ হি./১৯৫৬ খৃ., ৩য় সং, ১খ., পৃ. ৩২-৩৭, সংখ্যা ১৬; (৪) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ.; (৫) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর, ১৩২৮ হি., ৪খ., ২০২-২১১, সংখ্যা ১১৯০; (৬) ঐ লেখক, তাকরীবুত তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খৃ., ২য় সং, ২খ.; (৭) ইবনুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ৩১৫-৩১৭; (৮) ইব্ন 'আবদিল বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৪খ.; (৯) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৪খ., পৃ. ৩২৫-৩৪১; (১০) মু'ঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস-সাহাবা, ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর তা.বি., ২খ., ৪৯-৬৬।

ড. আবদুল জলীল

আল-আবূর (দ্র. নুজম)

আবেল (দ্র. হাবীল)

আবেশর (ابيشر) ঃ বিষুব রেখাস্থিত আফ্রিকার অন্তর্গত শাদ রাজ্যের রাজধানী, ১৪° উত্তর অক্ষাংশ ও ২১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে পুরাতন রাজধানী ওয়ারার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ১৮৫০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত ইহা অত্র এলাকার প্রধান শহর এবং ১,২৫,০০০, অধিবাসীর একটি জেলা (১১৯ জন ইউরোপীয়)। সূদান ও শাদের মধ্যে যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র অমদুরমান হইতে আগত বহু সংখ্যক জাল্লাবা সওদাগর এই শহরে বসতি স্থাপন করিয়াছে। শহরটি গবাদি পশু, গোশত হিমায়িতকরণ প্রকল্পের পরিকল্পনা আছে এবং কারাকুল মেষের (যাহা প্রতিবেশী আবূগুদাম চারণভূমিতে পালিত হইত) ব্যবসা কেন্দ্র। ১৯৫১ সালে এইখানে একটি ফরাসী-'আরবী মাদরাসা খোলা হয়, যাহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন অপর সকল ওয়াদাইদের ন্যায় তীজানী তারীকার অনুসারী। শহরটি নির্মিত হইয়াছিল বিচ্ছিন্ন পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত এক প্রশস্ত শুষ্ক সমতল ভূমিতে। পাঁচটি বড় গ্রাম ও একটি ইউরোপিয়ান অধ্যুষিত অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lt. J. Ferrandi, Abeche, Capitale des Ouadai (Publ. Comite de l'Afr, franc), 1913; (২) আরও দ্র. Wada'i.

J. Dresch (E.I.[2]) মুহাম্মদ রইছ উদ্দীন

'আব্বাদ ইব্ন ক'ায়স (عباد بن قيس) ঃ (রা) ইব্ন 'আব্সা ইব্ন উমায়্যা আল-আনস'ারী, মদীনার খাযরাজ গোত্রভুক্ত একজন সাহাবী। তিনি ছিলেন আবুদ-দারদার চাচা। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৬৬, নং ৪৪৭৬; (২) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৩ হি., ৩খ., ১০৩; (৩) য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস- স'াহ'াবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ২৯২।

লোকমান হোসেন

'আব্বাদ ইবন বিশর ইবন ওয়াক্'শ (عباد بن بشر بن وقش) ঃ (রা) ডাকনাম (কুন্য়া) আবূ বিশর (বা আবু'র-রাবী), 'আবদুল-আশহাল গোত্রের লোক ছিলেন। এই কারণে তাঁহার নামের সঙ্গে 'আশহালী' শব্দ যোগ করিয়া 'আব্বাদ ইবন বিশর আল-আশহালী বা আবূ বিশর আল-আশহালীও বলা হয়। বংশতালিকা এইরূপ ঃ 'আব্বাদ ইব্ন বিশর ইবন ওয়াক'াশ ইব্ন যাগ'বা ইব্ন যাউরা ইবন 'আবদিল-আশহাল ইব্ন জাশম ইবনিল-হ'ারিছ ইবনিল-খাযরাজ ইব্ন 'আমর ইব্ন নাবীত ইব্ন মালিক ইবনিল-আওস আল-আনস'ারী আল-আওসী আল-আশহালী। তিনি ছিলেন প্রথম কাতারের সাহাবীদের অন্যতম। সা'দ ইবন মু'আয' ও উসায়দ ইবন হু'দ'ায়র-এর পূর্বে তিনি মুস'আব ইবন 'উমায়র-এর হাতে মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবূ হু'য'ায়ফা ইব্ন 'উতবার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সঙ্গে বদ্‌র, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে শরীক হন (উসদুল-গ'াবা ,৩খ., তেহরান ১৩৭৭ হি., পৃ. ১০০)।

কা'ব ইব্ন আশরাফ নামক ইয়াহূদী হযরত মুহ'াম্মাদ (স) ও মুসলমানদের উপর নানারকম অত্যাচার আরম্ভ করিলে এবং কবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুহ'াম্মাদ (স)-এর নিন্দাবাদ প্রচার করিতে থাকিলে 'আব্বাদ ইব্ন বিশর, হ'ারিছ ইব্ন আওস, মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাসলামা, আবূ 'আব্স ইব্ন জাবর, আবূ নাইলা মালকান ইব্ন সালামা প্রমুখ সাহাবী মিলিত হইয়া এই ইয়াহূদীকে হত্যা করেন। ইসলামের এত বড় শত্রুকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অসাধারণ সফলতা লাভ করার আনন্দে তিনি কয়েক লাইন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কবিতার মর্মে বুঝা যায়, কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যার ঘটনাটি এইরূপঃ 'আব্বাদ কা'বকে ডাক দিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার নিকট কিছু বন্ধক রাখিতে আসিয়াছেন। কা'ব তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন মুহ'াম্মাদ ইবন মাসলামা তাঁহার ঘাড়ে তরবারির আঘাত করিলেন এবং আবূ 'আব্স তাহাকে হত্যা করিয়া এক কোণে নিক্ষেপ করিলেন।

ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মক্কার কাফিররা হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর আগমন বার্তা শুনিয়া মুসলিমগণকে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে দুই শত সৈন্যসহ অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'আব্বাদ ইব্ন বিশর তখন মাত্র বিশজন মুসলিম সেনা লইয়া খালিদের বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

চতুর্থ হিজরতে পরিখার যুদ্ধকালে 'আব্বাদ ইব্ন বিশর কয়েকজন আনসারকে সঙ্গে লইয়া সারা রাত্রি মহানবী (স)-এর তাঁবুতে পাহারা দিতেন। নবম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধকালে তিনি প্রহরী বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে সারা রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত সৈন্যবাহিনীর দেখাশুনা করিতেন। তাইফ যুদ্ধের পর নবম হিজরী মুহ'াররাম মাসে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) তাঁহাকে সুলায়ম ও মুযায়না গোত্রে সাদাকা আদায়ের কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই বৎসরই তিনি এই কাজে বানূ মুসতালিক গোত্রেও প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি সাদাকা আদায় করা ছাড়াও কু'রআন মাজীদ শিক্ষা দিতেন এবং অতি দক্ষতার সহিত শারী'আতের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন।

ইব্ন সা'দের বর্ণনামতে মহানবী (স)-এর নির্দেশসমূহ পালনে 'আব্বাদ (রা) এক চুল পরিমাণও হেরফের করেন নাই এবং কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপও করেন নাই।

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ জনিত কর্মতৎপরতা 'আব্বাদ (রা)-এর ঈমানী আবেগের সাক্ষ্য দেয়। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া মহানবী (স) ও তাঁহার অনুসারীদের হিফাজতের জন্য সারা রাত্রি পাহারা দিয়া এবং দিনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি বীরত্বের ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স) 'আইশা (রা)-এর গৃহে তাহাজ্জুদ আদায় করিতে উঠিয়া 'আব্বাদ (রা)-এর আওয়াজ শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন, "আল্লাহ তাহাকে রহম করুন।" এতদ্ব্যতীত তিনি রাত্রির উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহ্‌র ইবাদতে বরাবর অতিবাহিত করিতেন।

ইমাম বুখারীর ইতিহাসে ও আবূ য়া'লার মুসনাদে 'আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আনসারদের মধ্যে তিনজন লোক ছিলেন যাঁহাদের মর্যাদা আর কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। এই তিনজনই ছিলেন 'আবদুল-আশহাল গোত্রের অন্তর্ভুক্তঃ (১) সা'দ ইবন মু'আয', (২) উসায়দ ইবন হু'দ'আয়র ও (৩) 'আব্বাদ ইবন বিশর (রা)।

বর্ণিত আছে, উসায়দ ইব্ন হু'দ'আয়র ও 'আব্বাদ ইবন বিশর এক অন্ধকার রাত্রিতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা দুইজনই তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন তাঁহাদের একজনের লাঠি উজ্জ্বল আলো ছড়াইতে লাগিল এবং তাঁহারা সেই আলোতে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা যখন পরস্পর পৃথক হইলেন তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের লাঠি আলো ছড়াইতে লাগিল।

একাদশ হিজরীতে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া 'আব্বাদ (রা) শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৫ বৎসর। তিনি কোন সন্তান রাখিয়া যান নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক'রীবুত-তাহযীব, কায়রো ১৩৮০ হি./১৯৬০ খৃ., ১খ., ৩৯২; (২) তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি., ৫খ., ৯০; (৩) আল-ইস'াবা, মুসতাফা মুহাম্মদ প্রেস, মিসর ১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খৃ., ২খ., ২৫৪-২৫৫; (৪) ইবন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর ১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৪৪৪; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, কায়রো ১২৮৬ হি., ৩খ., ১০০; (৬) সা'ঈদ আনস'ারী, সিয়ারুল-আনস'ার, আজমগড় ১৩৬৬ হি./১৯৬৭ খৃ., ২খ., ৮৩-৮৫; (৭) আল-খাত'ীব ওয়ালিয়্যুদ্দীন মুহ'াম্মাদ, মিশকাতুল-মাস'াবীহ', করাচী ১৩৬৮ হি., পৃ. ৬০৫।

ডঃ মুহাম্মদ সিকান্দার আলী ইব্রাহীমী

'আব্বাদ ইবন বিশর ইবন ক'য়জী (عباد بن بشر بن قيظى) ঃ আল-আনস'ারী আল-আওসী (রা) একজন আনসারী সাহাবী, বানূ হারিছা গোত্রে তাঁহার জন্ম। 'ইব্ন ইসহ'াক' তাঁহাকে বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইবন মানদা ইবরাহীম ইব্ন জা'ফার ইব্ন মাহ'মূদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুসলিম-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা তাঁহার দাদী তাবীলা বিনত আসলাম ইব্ন 'উমায়রা হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমরা বানূ হ'ারিছার পল্লীতে জু'হর বা 'আস'রের সালাতে ব্যাপৃত ছিলাম। আমরা বায়তুল-মাক'দিসের দিকে মুখ করিয়া দুই সিজদা আদায় করিয়াছি, এমন সময় একজন লোক আসিয়া খবর দিলেন, কি'বলা আল-মাসজিদুল-হ'ারামের দিকে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (স) আল-মাসজিদুল-হ'ারামের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। তাবীলা বলেন, আমরা এই খবর শুনিয়া সালাতের মধ্যেই বায়তুল-মাক'দিসের দিক হইতে ঘুরিয়া আল-মাসজিদুল-হ'ারামের দিকে ফিরিলাম। যে ব্যক্তি আসিয়া কিবলা পরিবর্তনের খবর দিয়াছিলেন তিনিই ছিলেন 'আব্বাদ ইব্ন বিশর ইব্ন ক'য়জী আল-আনস'ারী। আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাতকালে য়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হ'াজার, আল-ইস'াবা, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯ ২খ., ২৬৩; (২) ইবন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ৪৫০; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, কায়রো ১২৮৬ হি, ৩খ., ১০৩।

ডঃ মুহাম্মদ সিকান্দার আলী ইব্রাহীমী

'আব্বাদ ইব্ন যিয়াদ (عباد بن زياد) ঃ ইব্ন আবী সুফ্য়ান, আবূ হ'ারব একজন উমায়্যা সেনাপতি ছিলেন। মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে সিজিস্তান-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এই পদে তিনি সাত বৎসর বহাল ছিলেন। সিজিস্তান-এর পূর্বদিকে অভিযান পরিচালনা করিয়া তিনি কান্দাহার অধিকার করেন। ৬১/ ৬৮০-১ সালে য়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়া 'আব্বাদকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করেন এবং তাঁহার ('আব্বাদের) ভ্রাতা সালমকে সিজিস্তান ও খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৬৪/৬৮৪ সালে মারজ রাহিত-এর যুদ্ধে তাঁহারই গোত্রের লোকদের দ্বারা গঠিত একটি সেনাদলের তিনি অধিনায়ক ছিলেন। অতঃপর তিনি সৈন্যবিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দূমাতুল জানদাল-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আল-মুখতার ইব্ন আবী 'উবায়দ (দ্র.)-এর এক সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের সময় জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) বালাযু'রী, ফুতূহ', পৃ., ৩৬৫, ৩৯৭, ৪৩৪; (২) ঐ লেখক, আনসাব, ৫খ., ১৩৬, ২৬৭-৮; (৩) ত'াবারী, ২খ., ১৯১ প.; (৪) ইব্ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, ১৭৭; (৫) আল-আগ'ানী, ১৭খ., ৫৩প.।

K.B. Zettersteen(E.I.[2]) / মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাদ ইবন শায়বান (عباد بن شيبان) ঃ (রা) ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি কুরায়শের মিত্র ছিলেন। ইব্ন সা'দের মতে তিনি ছিলেন বানূ 'আবদিল-মুত্ত'ালিবের মিত্র।

'আব্বাদ ইবন শায়বান বলেন, "আমি এক সময় উমামা (বা উমায়মা) বিন্‌ত রাবী'আকে বিবাহ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রস্তাব দিলাম। তিনি আমার প্রস্তাব মুতাবিক তাঁহাকে আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন।

জুনাদা ইব্ন মারওয়ানের একটি রিওয়ায়াত হইতে জানা যায়, 'আব্বাদ একদা এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন যখন মুআযযিন স'ালাতুল-ফাজর-এর আযান দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহাকে সাহ'রীতে শরীক হইতে বলিলেন। 'আব্বাদ স'াওমের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ আমাদের মুআযযিন ফজর হইবার পূর্বেই ফজরের আযান দিয়া ফেলিয়াছেন। আমিও স'াওমের সংকল্প করিয়াছি। তাঁহার পুত্র য়াহ'য়া তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৬৫, সংখ্যা ৪৪৬৮; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ১০২; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২৯২, সংখ্যা ৩০৮৫।

ডঃ মুহাম্মদ সিকান্দার আলী ইবরাহীমী

'আব্বাদ ইবন সুলায়মান (عباد بن سليمان) ঃ আস-সায়মারী (অথবা আদ-দ'ায়মারী), বসরার একজন মু'তাযিলী, ২৫০/৮৬৪ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি হিশাম ইবন 'আমর আল-ফুওয়াতী (মৃ. ২১০/৮২৫)-র ছাত্র ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বসরার মু'তাযিলী শাখার প্রধান (অর্থাৎ আবুল-হুয'ায়ল-এর) মতবাদের সমালোচক ছিলেন। তিনিও পালাক্রমে আবুল-হুয'ায়ল-এর অনুসারী আল-জুব্বাঈ ও আবূ হাশিম কর্তৃক সমালোচিত হইয়াছেন। 'আব্বাদের স্বতন্ত্র মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রধানত আল-আশ'আরীর মাক'ালাত হইতেই প্রাপ্ত।

আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্যের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে, আল্লাহকে 'কিছু' (شئى–Thing) বলা যাইতে পারে এই অর্থে, তিনি 'অন্য কিছু' (غير– other) (পৃ. স্থা., ৫১৯)। বিশেষত এই কথাই তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ শাশ্বত এবং শাশ্বত হওয়ার কারণেই তিনি সকল নশ্বর পার্থিব বস্তু হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। সুতরাং আল্লাহ অনাদি অবস্থায় শ্রোতা ও দ্রষ্টা ছিলেন না। কারণ তাহা হইলে তখন শ্রবণীয় শব্দ ও দর্শনীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় (ঐ, পৃ. ১৭৩, ৪৯৩)। আকস্মিক কোন ঘটনা (যথা বাহ্যত কোন এক অলৌকিক ঘটনা) ইহার নশ্বরতার জন্য আল্লাহ্র (অস্তিত্বের) প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইতে পারে না (ঐ, ২২৫)। এইরূপে তিনি আল্লাহর কর্মগুণ (সি'ফাতুল-ফি'ল) ও শাশ্বত গুণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন (ঐ, ১৭৯,১৮৬, ৪৯৫-৫০০)।

অত্যন্ত জোরালোভাবে তিনি বারবার বলিয়াছেন, যাহা অন্যায় আল্লাহ তাহা কোন অবস্থাতেই করেন না, এমনকি আল্লাহ কুফরকে মন্দ (ক'বীহ') কর্মরূপে সৃজন করিয়াছেন, ইহাকেও তিনি অস্বীকার করেন। জাহান্নামে দুষ্টদের শাস্তি প্রদানও তাঁহার মতে মন্দ (ক'বীহ') নয় (ঐ, ২২৭-৮, ৫৩৭-৯৩)। তদানীন্তন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমঝোতা আনয়ন তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় (ঐ, পৃ. ৪৫৪, ৪৫৮-৯, ৪৬৭)। তবে এই বিষয়ে বিশদ গবেষণা আজও হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আশ'আরী, মাক'ালাতুল-ইসলামিয়্যীন, দ্র. নির্ঘণ্ট; (২) আল-খায়্যাত', আল-ইনতিস'ার, পৃ. ৯০-১, ২০৩; (৩) আল-বাগ'দাদী, আল-ফারক', পৃ. ১৪৭-৮, ২১৬-২; (৪) ইবনুল-মুরতাদ'া, আল-মু'তাযিলা, সম্পা. Arnold, পৃ. 88; (৫) আশ-শাহরাসতানী, পৃ. ৫১; (৬) A. S. Tritton, Muslim Theology, পৃ. ১১৫-৯; (৭) Montgomery Watt, Free Will and Predestination in erarly Islam, পৃ. ৮১-৪।

W. Montgomery Watt (E.I.[2])/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাদ ইবনুল 'আবদী (عباد بن العبدى) ঃ বাহরায়নের 'আবদুল-ক'ায়স গোত্রভুক্ত। ইব্ন হি'ব্বানের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইবন হ'াজার, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৬৭, সংখ্যা ৪৪৮৫।

লোকমান হোসেন

আব্বাদান বা 'আবাদান (ابادان، عبادان) ঃ শাত্তু'ল-'আরাবের বাম দিকে এই নামের একটি দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। ধারণা করা হয়, 'আববাদ নামক এক দরবেশ কর্তৃক খৃষ্টীয় ৮ম অথবা ৯ম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয় (বসরার অধিবাসিগণ ব্যক্তি নামের পরে 'আন' শব্দাংশ যোগ করিয়া স্থানের নামরূপে ব্যবহার করিত।) ঐ সময় 'আব্বাদান সমুদ্রতীরেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু শাত্তু'ল-'আরাব ব-দ্বীপের আয়তন বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে পারস্য উপসাগর হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল। 'আব্বাদান 'আব্বাসী যুগের প্রথম দিকে রিবাত-এ অবস্থানকারী দরবেশদের কেন্দ্র ছিল (L Massignon, Essai, 135; আবুল-'আতাহিয়া, দীওয়ান, ২১৮)।

হু'দূদুল-'আলাম (পৃ. ১৩৯; আরও দ্র. পৃ. ৩৯২)-এ উল্লিখিত আছে, 'আব্বাদান সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী শহর। এই স্থান হইতে 'আব্বাদানী মাদুর রফতানি এবং বসরা ও ওয়াসিত-এর জন্য প্রয়োজনীয় লবণও সরবরাহ হইত। সাড়ে তিন শত বৎসর পর যখন ইবন বাত্তু'ত'া 'আব্বাদান ভ্রমণ করেন তখন ইহা একটি বড় গ্রাম অপেক্ষা বেশি উন্নত ছিল না এবং লবণাক্ত ও অনাবাদী সমভূমিতে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ইহার অধিবাসিগণ নদী তীরবর্তী ভূমি হইতে লবণাক্ততা দূর করিয়া তথায় খর্জুর বৃক্ষ রোপণ করে। বর্তমানে শাত্তু'ল-'আরাব ও 'আব্বাদানে দ্বীপের উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত বাহমাশীর নদীর উভয় তীরের বৈশিষ্ট্য হইল সারি সারি খর্জুর বৃক্ষের উদ্যান। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এ্যাংলো-ইরানিয়ান তৈল কোম্পানীর শোধনাগারের স্থান হিসাবে নির্ধারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'আব্বাদান একটি গ্রামই ছিল। অতঃপর ইহার আয়তন ও কলেবর বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ এবং ইহার তৈল শোধনাগারটি বিশ্বের বৃহত্তম শোধনাগারে পরিণত হইয়াছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রিদ'া শাহ কর্তৃক আরবী নামসমূহের ফারসীকরণের নীতি গৃহীত হইলে এই শহরের নাম 'আব্বাদান-এর পরিবর্তে আবাদান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাসি'র-ই খুসরাও, সাফারনামাহ, সম্পা. Schefer, পৃ. ৮৯; (২) Le Strange, 48 f.; (৩) L. Lockhart, Khuzistan-Past & Present, Asiatic Review, Oct. 1948; (৪) Abadan Refinery, Review of Middle East Oil Petroleum; Times, London, June 1948.

L. Lockhart (E. I.[2])/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাদী (العبادى) ঃ আবূ 'আসি'ম মুহ'াম্মদ ইবন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আব্বাদ, ক'াদি'ল-হ'ারাবী নামেই সাধারণত পরিচিত। শাফি'ঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফাক'ীহ। তিনি ৩৭৫/৯৮৫ সালে হারাত-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার শিক্ষা জীবন হারাত ও নীশাপুর-এ অতিবাহিত হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ভ্রমণকালে বহু বিদ্বান ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হারাতের ক'াদী নিযুক্ত হন এবং ৪৫৮/১০৬৬ সালে সেইখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁহার রচনায় কঠিন ও দুর্বোধ্য প্রকাশ ভঙ্গীর জন্য সমালোচিত হইয়াছিলেন। আস-সুবকীর বর্ণনায় তাঁহার যে সকল পুস্তকের

উল্লেখ রহিয়াছে তন্মধ্যে দুইটি মাত্র পাওয়া যায় ঃ (১) ত'াবাক'াতুশ-শাফি'ইয়্যীন, (আল-আসনাবী কর্তৃক ব্যবহৃত), ইহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে; (২) আদাবুল-ক'াদা, তাঁহার ছাত্র আবূ-সা'দ (অথবা সা'ঈদ) ইব্ন আবী আহ'মাদ ইব্ন আবী য়ূসুফ আল-হারাবী (মৃ. আনু. হি. ৫০০ সালে) গ্রন্থটির একটি ভাষ্য রচনা করেন, উহার নাম আল-ইশরাফ 'আলা গ'াওয়ামিদিল-হু'কূমাত (সুবকী, ৪খ., ৩১) তাঁহার পুত্র আবুল-হ'াসান 'কিতাবুর-রাক'ম' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুবকী, তাবাক'াত, ৩খ., ৪২ (তাঁহার রচনার উদ্ধৃতি ও রচনাশৈলীর আলোচনাসহ); (২) ইবন খাল্লিকান, নং ৫৫৮; (৩) F. Wustenfeld, Schafiten, no. 408; (4) Brockelmann, i. 484; si. 669.

J. Schacht (E.I.2)/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাস ১ম (عباس الاول) ঃ পারস্যের সাফাবী বংশের বাদশাহ। তিনি মহান 'আব্বাস নামে পরিচিত। মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দার দ্বিতীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী। জন্ম ১ রামাদ'ান, ৯৭৮ / ২৭ জানুয়ারী, ১৫৭১ ও ৪২ সৌর বৎসর রাজত্বের পর মৃ. মাযানদারানে ২৪ জুমাদাল উলা, ১০৩৮/১৯ জানুয়ারী, ১৬২৯। ৯৮০/-১৫৭২-৭৩ সালে তাঁহার পিতার শীরায গমনকালে তিনি হারাতে থাকিয়া যান। ৯৮৪/১৫৭৬-৭৭ সালে দ্বিতীয় ইসমা'ঈল, 'আব্বাসের লালা (শিক্ষক)-কে হত্যা করেন এবং 'আলী কু'লী খান শামলূকে হারাতের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া খোদ 'আব্বাসকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করেন। 'আলী কু'লী দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয় ইসমা'ঈলের মৃত্যুতে (৯৮৫/১৫৭৭-৭৮) এই আদেশ রহিত হইয়া গেলে মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দা কর্তৃক 'আলী কু'লী খান 'আব্বাসের 'লালা' নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পর 'আলী কু'লী' 'আব্বাসের নামে হারাতে খুত'বা পাঠ করেন। কিন্তু রাজকীয় সেনাবাহিনীর হুমকির প্রেক্ষিতে গুরিয়ান-এ পুনরায় মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই 'আলী কু'লীর আশ্রিত 'আব্বাস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তুরবাত-গভর্নর মুর্শিদ কু'লী খান উস্তাজলুর কবলে পতিত হন এবং ৯৯৫/১৫৮৭ সালে তিনি কাযবীন আক্রমণে অগ্রসর হন। মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দা সিংহাসনচ্যুত হন এবং ১৬ বৎসর বয়সে 'আব্বাস সিংহাসন লাভ করেন। মুরশিদ কু'লী তাঁহার ওয়াকীল-ই দীওয়ান-ই 'আলীর পদ গ্রহণ করেন।

কি'যিলবাশ আমীরদের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পারস্য রাজ্যের উপর পশ্চিম দিক হইতে উছমানী (তুর্কী) ও পূর্বদিক হইতে উযবেক কর্তৃক রাজ্যসীমা লঙ্ঘন প্রতিরোধ করিবার দ্বিবিধ কর্তব্যের সম্মুখীন হইয়া আব্বাস অবিলম্বে খৃস্ট ধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত জর্জিয়ান বন্দীদের সমন্বয়ে গু'লামান-ই খাসসা-ই শারীফা নামে পরিচিত একটি অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন যাহাদের খরচ সরাসরি রাজকোষ হইতে বহন করা হইত। তাহাদের সহায়তায় ও শাহী-সেবন (দ্র.)-এর আনুগত্য আহ্বান করিয়া তিনি আমীরদের একটি বিদ্রোহ দমন করেন এবং সেই মুহূর্তে অতি শক্তিশালী মুরশিদ কু'লীর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। গুলামদের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আল্লাহ ওয়ার্দী খান ফার্স-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার ফলে একজন গুলাম কি'যিলবাশ আমীরদের সমমর্যাদা লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে গুলামগণ উচ্চ প্রশাসনিক পদসমূহের শতকরা বিশ ভাগ অধিকার করে। 'আব্বাস সুশৃঙ্খলভাবে ইরাক-ই আজাম, ফার্স, কিরমান ও লুরিস্তান প্রদেশসমূহের উত্তেজনা প্রশমিত করেন। তিনি গীলান ও মাযানদারানের স্থানীয় শাসনকর্তাদেরকে পরাভূত করেন। একই সংগে দুই সীমান্তে যুদ্ধ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে 'আব্বাস ৯৯৮/১৫৮৯-৯০ সালে ইস্তাম্বুলে পারস্যের স্বার্থের একান্ত প্রতিকূলে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আযারবায়জান, কারাবাগ, গানজা, জর্জিয়াসহ কারাজাদাগ, লুরিস্তান ও কুর্দিস্তানের অংশবিশেষ উছমানী তুর্কীদের কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং সৎপথপ্রাপ্ত প্রথম তিন খলীফার বিরুদ্ধে শী'আ অভিশাপের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

তৎকালে পারস্য রাজদরবারে উপস্থিত Robert Sherley নামক একজন ইংরেজ দুঃসাহসী অভিযাত্রীর পরামর্শ অনুসারে 'আব্বাস আল্লাহ ওয়ার্দী খানকে সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন। স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায় হইতে বার হাজার গাদা বন্দুকধারী (musketeer) সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করা হয়। তাহাদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। জর্জিয়ান ধর্মান্তরিতদের মধ্য হইতে আরও সৈন্য নিয়োগ করিয়া গুলামদের সংখ্যা দশ হাযারে উন্নীত করা হয়; আরও তিন হাযারকে মুলাযিমান অথবা শাহ-এর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নিযুক্ত করা হয়। গুলামদের মধ্য হইতে বার হাযার সৈন্যের একটি গোলন্দাজ বাহিনী গঠিত হয় যাহাদের নিকট পাঁচ শত বন্দুক ছিল। Sherley-এর তত্ত্বাবধানে কামান ঢালাই করা হইত। একইভাবে 'আব্বাসের সাঁইত্রিশ হাযার লোকের একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়।

শায়বানী 'আবদুল্লাহ ইবন ইসকান্দার (দ্র.) ও 'আবদুল-মু'মিনের মৃত্যুর পর বংশগত কোন্দল উযবেকদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয় এবং 'আব্বাস (১০০৭/১৫৯৮-৯৯) তাহাদেরকে হারাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া মাশহাদ ও হারাত অধিকার করেন যে মাশহাদ ও হারাত ১০ বৎসর তাঁহাদের অধিকারে ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে 'আব্বাস নিজের অনুগত উযবেক প্রধানদেরকে বালখ, মারব ও আস্তারাবাদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ট্রান্স-অক্সিয়ানার নূতন খান বাকী মুহ'াম্মাদ পুনরায় বালখ অধিকার করেন (১০০৯/১৬০০-১) এবং 'আব্বাস তাঁহার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন, কিন্তু কৌশলগত কারণে ব্যর্থ হন এবং বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ করেন। অসুস্থতার দরুন তাঁহার বহু সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান অংশ তাঁহাকে হারাইতে হয়। এই সময় পূর্বাঞ্চলের অভিযান স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ১০১১/১৬০৩-৪ সালে পশ্চিমাঞ্চলে আযারবায়জান আক্রমণ করেন এবং নাখ্‌সিওয়ান ও ইরিওয়ান অধিকার করেন। সিগালযাদার অধীনে 'উছমানী তুর্কীগণ বিশ হাজার লোক হারাইয়া তাবরীযের নিকটবর্তী সীস-এ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় (১০১৪/১৬০৫-৬)। সাফাবীগণ গান্‌জা ও তিফ্‌লীস দখল করে। তুরস্কের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে পারস্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুখ্‌র সা'দ ও নাখ্‌চিওয়ান অঞ্চল ধ্বংস ও জনশূন্য করিবার পারস্য নীতির ফলে আযারবায়জানে পুনঃপুনঃ তুর্কী আক্রমণ ব্যাহত হয়। অবশেষে ১০২৭/১৬১৭-১৮ সালে

সারাব-এ শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু ১০৩৩/১৬২৩-২৪ সালে 'আব্বাস যখন উছমানীদের নিকট হইতে বাগদাদ ও দিয়ারবাক্র অধিকার করেন তখন এই শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করা হয়।

অন্যদিকেও 'আব্বাস সাফাবী রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। ১০১০/১৬০১-২ সালে বাহ্'রায়ন সংযুক্ত হয় এবং ১০১৬/১৬০৭-৮ সালে শীরওয়ানে পুনর্বার বিজিত হয়। বৃটিশ সহায়তায় ১০৩০-১৬২০-২১ সালে পর্তুগীজদের নিকট হইতে হরমুয দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু জর্জিয়াতে অনেকগুলি তিক্ত যুদ্ধের ফলে বিজিত রাজ্যসমূহ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে না এবং অবশেষে 'আব্বাস জর্জিয়ান যুবরাজ তায়মুরাযকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে প্রায়ই বিপুল সংখ্যক লোককে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হইত। এর্যেরুম অঞ্চল হইতে বিশ হাজারের মত আর্মেনীয় লোকদেরও গুলামদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরও তিন হাজার পরিবারকে জুল্‌ফা হইতে ইস্ফাহানে স্থানান্তরিত করা হয়। ১০২৩/১৬১৪-৫ সালে ক'রাবাগ-এর কারামান্‌লু গোত্রকে ফার্স-এ স্থানান্তরিত করা হয়। কাখেতিয়া হইতে জর্জিয়ানদের আগমনের ফলে কেবল ১০২৫/১৬১৬-৭ সালের অভিযানেই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোককে বন্দী করা হয়। বহু জাতি ও ধর্মমতের সংমিশ্রণ ছিল প্রধান উপাদান যদ্দারা 'আব্বাস কি'যিলবাশের ক্ষমতাকে খর্ব করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'আব্বাসের শাসনামলে ইউরোপীয় দেশসমূহ ও ভারতের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কিন্তু 'উছমানীদের বিরুদ্ধে একটি ইউরোপীয় মৈত্রী গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। মুগল সম্রাট আক্‌বার ও জাহাঙ্গীরের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার ব্যাপারে সতর্ক থাকিলেও তিনি সর্বদাই আক্‌বার কর্তৃক দখলকৃত (৯৯৯/১৫৯০-১) কান্দাহারকে পারস্য রাজ্যের অংশ মনে করিতেন এবং ১০৩১/১৬২১-২ সালে 'আব্বাস নগরটি পুনর্দখল করেন। 'আব্বাস রাশিয়ান রাজন্যবর্গ ও ক্রিমিয়ার তাতার খানদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। বিদেশী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে, যেমন কারমেলী ও আগস্টিনীয় সম্প্রদায় এবং কাপুচিন সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় আচরণসমূহ বিনা বাধায় অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ১০০৭/১৫৯৮-৯ সালে রবার্ট-এর ভ্রাতা স্যার এনথনি শার্লিকে হু'সায়ন 'আলী বেগ বায়াত নামক পারস্যের একজন দূতের সহিত ইউরোপ প্রেরণ করা হয়; তিনি Prague, ভেনিস, রোম, Valladalid ও লিসবন ভ্রমণ করেন। তাঁহার নিকট স্পেনীয় পর্তুগীজ ও ইংরেজগণ সৌজন্যের প্রতিদানে দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ দূত Sir Dodmore Cotton ছিলেন পারস্যের রাজদরবারে প্রেরিত প্রথম স্বীকৃত (accredited) রাষ্ট্রদূত।

সড়ক (বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাযানদারান এলাকার উপকূল সড়ক) সেতু ও সরাইখানা নির্মাণ করিয়া 'আব্বাস যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তিনি মসজিদ, প্রাসাদ ও বাগানসমূহ দ্বারা ইসফাহানকে সুসজ্জিত করেন, যাহা ১০০৬/১৫৯৭-৮ সালে তাঁহার নূতন রাজধানীতে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি কাযবীন, আশরাফ ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ফারাহ্‌বাদ প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং এইখানে তিনি তাঁহার শেষ বয়সের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কারূন নদীর পানি স্রোত যায়ান্দা রূদ-এর অববাহিকায় প্রবাহিত করিয়া দে ওয়ার সম্ভাবনা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখেন।

মহৎ গুণাবলীতে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও 'আব্বাস নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন এবং তাঁহার পরিবারের লোকজনকে তাঁহার নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষার শিকার হইতে হয়। তাঁহার পিতা মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দা ও তাঁহার দুই ভ্রাতা আবূ ত'ালিব ও ত'াহমাসপকে অন্ধ করিয়া আলামূত-এ কারারুদ্ধ রাখা হয়। ১০২২/১৬১৩ সালে মুহ'াম্মাদ বাকি'র মীর্যা নামে তাঁহার এক পুত্রকে রাজদ্রোহিতার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং আর এক পুত্র ইমাম কু'লীকে 'আব্বাসের অসুস্থতার সময় ১০৩০/ ১৬২০ সালে তাঁহার আপাত উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়, কিন্তু নিরাময়ের পর সেই পুত্রকেও অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার পূর্ণ শাসনামল ব্যাপিয়া 'আব্বাস তাঁহার প্রজাদের সহিত পীর-মুর্শিদ সম্পর্ক বজায় রাখিবার ব্যাপারে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই কারণে তিনি প্রায়ই আদাবীল ও মাশহাদে অবস্থিত শী'আদের পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন করিতেন। উযবেক আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত এই সকল স্থান তিনি মেরামত করিয়া দেন। অধিকন্তু উছমানীদের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লওয়ার পর তিনি কারবালা ও নাজাফের শী'আদের তীর্থস্থানগুলিও মেরামত ও পরিদর্শন করেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইস্কান্দার মুনশী, তারীখ-ই 'আলাম আরা-ই 'আব্বাসী, তেহরান ১৮৯৭ খৃ.; (২) A True Report of Sir Anthony Sherley's journey, লন্ডন ১৮৯৭ খৃ.; (৩) Gracias di silvay Figueroa, De rebus Persarum Epistola, Antwerp 1620 খৃ.; (৪) Ambassade en perse, অনু. de Vicqfort, প্যারিস ১৬৬৭ খৃ.; (৫) Pietro della Valle, Voyages, প্যারিস ১৭৪৫ খৃ.; (৬) Sir John Malcolm, History of Persia, লন্ডন ১৮১৫ খৃ., ১খ., ৫৫ প.; (৭) Chardin, Voyages du Chevalier Chardin, সম্পা. Langles, প্যারিস ১৮১১; (৮) The Three Brothers, লন্ডন ১৮২৫; (৯) W. Parry, A new and large discourse, লন্ডন ১৬০১ খৃ.; (১০) Huart, histoire de Bagdad, 55 প.; (১১) Browne, ৪খ., ৯৯প.; (১২) L. L. Bellan, Chah Abbas I, প্যারিস ১৯৩২; (১৩) V. Minorsky, তায'কিরাতুল-মুলূক, লন্ডন ১৯৪৩ খৃ.।

R.M. Savory (E.L.2)/ পারসা বেগম

আব্বাস আলী (عباس على) ঃ মাওলানা, খৃ., ১৮৫৯/বাং ১২৬৬ সালে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার অত্যন্ত অনুন্নত, শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ চণ্ডীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তমীযুদ্দীন। তিনি কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর তাঁহার চাচা বিখ্যাত ওয়া'ইজ' (واعظ) ও মুহ'াদ্দিছ মাওলানা মুনীরুদ্দীন-এর নিকট আরবী, ফারসী ও উর্দু শিক্ষা করেন। বহু বৎসর যাবৎ তদানীন্তন বাংলার বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে টাঙ্গাইলের করটিয়া জমিদার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় ভর্তি এবং বিখ্যাত

মুহাদ্দিছ, আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত মাওলানা আবদুর রাহমান কান্দাহারীর নিকট ১৫ বৎসর কাল আরবী সাহিত্য, কু'রআন, হ'াদীছ ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উক্ত মাদরাসায়ই ১৫ বৎসর কাল শিক্ষকতা করার পর তিনি স্বীয় বাসভূমিতে আসিয়া অজ্ঞ, মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। চব্বিশ পরগনা, যশোহর, খুলনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বহু লোক তাঁহার হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ইসলামী পুস্তকাবলীর অভাব পূরণের জন্য তিনি তৎকালীন প্রচলিত পুঁথির ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাওহীদ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বারকুল-মুওয়াহহিদীন (برق الموحدين) শীর্ষক পুস্তক ও মাসাইল শিক্ষার জন্য মাসাইল-ই দ'ারুরিয়্যা সংকলন করেন। এই পুস্তকদ্বয়ে কু'রআন ও হ'াদীছের আরবী উদ্ধৃতি থাকায় মুদ্রণ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি কলিকাতার তাঁতী বাগান নিবাসী হাজী আবদুল্লাহর সহায়তায় নূর আলী লেনে 'আলতাফী প্রেস' নামক মুদ্রণালয় স্থাপন করেন। উক্ত প্রেসে তিনি তাঁহার লিখিত পুস্তকদ্বয় ও তৎপূর্বে চাচা মওলানা মুনীরুদ্দীন লিখিত পুস্তক মুনীরুল-হুদা'র মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম জনগণের মধ্যে জিহাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য তিনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর বিজয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তিনখানি ইতিহাস পুস্তক রচনা এবং জুমু'আর খুতবা প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তকের ভাষা ইসলামী ভাবধারায় রঞ্জিত ছিল। উপরিউক্ত আলতাফী প্রেসে পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল।

তখনকার দিনে বাংলার বিরাট মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মোসলেম হিতৈষী ও মিহির সুধাকর (মাসিক) নামক মাত্র দুইখানি সংবাদপত্র ছিল; হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত বহু সংখ্যক সংবাদপত্রের তুলনায় ইহা ছিল খুবই নগণ্য এবং ইহাদের গ্রাহক সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। মুসলিম সমাজের এই বিরাট অভাব দূরীকরণার্থে তিনি মোহাম্মদী নামক দুই পাতাবিশিষ্ট একটি মাসিক পত্রিকা উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছু দিন পর উহাকে সাপ্তাহিকে পরিণত করেন এবং উহার কলেবর ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানসে চব্বিশ পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামে নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

তৎকালে বাংলা ভাষায় কোন মুসলিমের কৃত পূর্ণ কুরআন মাজীদের অনুবাদ ছিল না, বরং এক শ্রেণীর 'আলিম অন্য কোন ভাষায় কু'রআনের অনুবাদ কতকটা অনভিপ্রেত বা অবাস্তব কর্ম মনে করিতেন। মুসলিমগণ ব্রাহ্ম সমাজ সদস্য গিরিশচন্দ্র সেনের কৃত কু'রআন-এর বাংলা অনুবাদ, খৃস্টান মিশনারীদের বিকৃত বাংলা তরজমা পড়িতে বাধ্য হইত। তৎকালে মওলবী নঈমুদ্দীন কু'রআনের কয়েক পারার তাফসীরসহ বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার ভার মাওলানা আকরম খাঁর উপর অর্পণ করিয়া মরহুম 'আব্বাস আলী কু'রআন মাজীদের পূর্ণ ত্রিশ পারার বাংলা অনুবাদ করিতে এবং হ'াদীছের আলোকে তাঁহার টীকা লিখিতে মনোনিবেশ করেন। এই কাজে তাঁহাকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

এককভাবে আলতাফী প্রেস পরিচালনা, মোহাম্মদী পত্রিকার প্রকাশনা ব্যয় বহন, বহু সংখ্যক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাকে যেই অবিরাম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, উহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষ বয়সে তিনি পল্লী জীবনে ফিরিয়া যান। কিন্তু সেইখানেও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধাবস্থায় বহু পরিশ্রমে নিজ গ্রামে তিনি একটি ইসলামী মাদরাসা স্থাপন করেন এবং দেশ-বিদেশের দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা ব্যয়ে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

দেশবাসীর যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিবার গরজে তিনি বশিরহাট লোকাল বোর্ডের সদস্য পদ ও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড-এর চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বর্তমান মসলন্দপুর তেতুঁলিয়া রোড নামক বিরাট রাস্তাটি তাঁহার অমর কীর্তি। এই রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের সময় তাঁহাকে এক জমিদার তনয়ের বন্দুকের গুলীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ৭৩ বৎসর বয়সে ১৯৩২ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি মাযহাবী কোন্দল পসন্দ করিতেন না, প্রচলিত চারি মাযহাবের কোন একটিকে মানিয়া অন্য তিনটির প্রতি তাচ্ছিল্য বা বিরূপভাব প্রদর্শন করিতেন না। একাধারে তিনি নিজেকে মুহাম্মদী, আহলে হাদীছ ও আহলুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেন, যাহাতে তাঁহার অনুসারিগণ মাযহাবী দলাদলি ভুলিয়া যায়। এইরূপ দলাদলির অবসান ঘটানোই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। এই ঐক্য সাধনায় প্রথম জীবনে তাঁহাকে বহু বিপদের সম্মুখীন ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বহুলাংশে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। বশিরহাট ও বারাসাত মহকুমার হানাফী, মুহাম্মদী, শী'আ, ফকীর প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মাযহাবের লোক তাঁহাকে আপনজন মনে করিয়া ভক্তি করিতেন। কেবল মুসলিমগণের মধ্যে নহে, বরং আপন অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলিমগণের মধ্যেও তিনি ঐক্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুগণ শ্রদ্ধার সহিত আজও তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকেন।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আব্বাস আলী খান (عباس على خان) ঃ (১৯১৪-১৯৯৯) ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক, ইতিহাসবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, জাতীয় পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী, ইসলামী সমাজ-সংগঠক। তিনি ১৯১৪ সালে জয়পুরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আফগানিস্তান হইতে বাংলায় আগমন করিয়াছিলেন। আব্বাস আলী খান সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন দীনদার পারিবারিক পরিবেশে লালিত-পালিত হন। কলিকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের আন্দোলনের কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ খৃ.) হওয়ার পটভূমিতে বাংলার মুসলমানদের রাজনীতিতে তখন অপেক্ষাকৃত তরুণদের নেতৃত্বে সংগ্রামী ও সক্রিয় ধারায় এক নূতন মোড় পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন (১৯২০ খৃ.) বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খৃ.) প্রভৃতি ঘটনা মুসলিম সমাজে সেই সময় আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। তৎকালীন এই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আব্বাস আলী খানের মানস গঠনে ভূমিকা পালন করে।

হুগলী নিউ স্কীম মাদ্রাসা হইতে তিনি ১৯৩০ সালে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রংপুর কারমাইকেল কলেজ হইতে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন। আব্বাস আলী খান ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ দায়িত্ব পালন করেন। এই সুবাদে তিনি তৎকালীন এমন সব নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, যাহারা বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশের পর্যুদস্ত মুসলমানদের ভাগ্য বদলের রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আব্বাস আলী খান জয়পুরহাট হাইস্কুল ও হিলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই সময় তিনিই ছিলেন উক্ত হাইস্কুলের প্রথম মুসলিম প্রধান শিক্ষক। তিনি তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট দীনী সংস্কারক ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকীর (র) মুরীদ হন। পীর সাহেব তাঁহার দীনী ইল্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে খলীফা নিযুক্ত করেন।

১৯৫৪ সালের শেষদিকে আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রমের সহিত পরিচিত হন। ভালো উর্দূ জানার সুবাদে তিনি মূল উর্দূ ভাষায় মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা -মওদূদীর অনেকগুলি বই ও রচনা পাঠ করেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জন করেন এবং ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারী তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জমিদার পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁহার সামাজিক অবস্থান কিংবা ফুরফুরার পীর সাহেবের খলীফা হিসাবে তাঁহার মর্যাদা জামায়াতের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ আনুগত্য ও শৃংখলার পথে কখনও বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবন ইসলামী আন্দোলনের সহিত এমনভাবে একাত্ম হইয়া যায় যে, বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও পীড়ন যন্ত্রণার মধ্যেও তাহা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় ছিল (আল-মাহমুদ, মানব দরদী আব্বাস আলী খান, পৃ. ৮৯)। ১৯৫৭ সালে তাঁহার উপর জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী বিভাগীয় দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৫৮ সালে মাওলানা মওদূদীর দ্বিতীয় দফা পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে আব্বাস আলী খান রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও রাজশাহীতে তাঁহার জনসভা ও সমাবেশে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৭ সালের শেষ দিকে মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানীর মালিকানাধীন 'দৈনিক ইত্তেফাক' বন্ধ হইয়া গেলে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে উক্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন, 'পত্রিকার ছাপাখানা ওরিয়েন্টাল প্রেস' ও ১৩ নং কারকুন বাড়ি লেনের বাড়ির দখলীস্বত্ব খরিদ করা হয়। ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে আব্বাস আলী খান তাঁহার ব্যক্তিগত পুঁজি উক্ত প্রেসে নিয়োজিত করেন। (মুহাম্মদ নূরুযামান, আমাদের প্রিয় খান সাহেব আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৩০)।

আব্বাস আলী খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আইয়ূব খানের প্রবর্তিত কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্য তিনি ১৯৬২ সালের ৪ জুলাই জাতীয় পরিষদে একটি বিল পেশ করেন। সরকারী দলের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। ইসলামী আদর্শের পক্ষে নিরাপোষ ও সাহসী ভূমিকা পালনের কারণে সারাদেশ হইতে এই সময় আব্বাস আলী খানের কাছে অজস্র অভিনন্দন বার্তা আসিতে থাকে। বিপরীত পক্ষে আইয়ূব খানের সমর্থকগণ এই সময় পিন্ডি, লাহোর ও করাচীতে তাঁহার কুশ পুত্তলিকা দাহ করে। ইসলাম বিরোধী চক্র তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। রাওয়ালপিন্ডির এক রাস্তার পাশে তাঁহাকে গাড়ি চাপা দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। আল্লাহর রহমতে তিনি প্রাণে বাঁচিয়া যান। তবে তাহার একটি হাত ভাঙ্গিয়া যায় এবং এক দিক থেতলাইয়া যায় (খান জেবুন্নেছা চৌধুরী, আমার আব্বা (স্মৃতি), আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ১৪৮)।

১৯৬৪ সালে আইয়ূব খানের সামরিক স্বৈরাচার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় জোট বা কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি (কপ) গঠিত হয়। এই জোটের অন্যতম নেতা হিসাবে আব্বাস আলী খান উত্তরবঙ্গে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে আইয়ূব খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গঠিত বিরোধী দলীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পিডিএম-কে সম্প্রসারিত করিয়া ইহার পর গঠন করা হয় ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন বা ডাক। ডাক-এর অন্যতম নেতা হিসাবেও তিনি ১৯৬৯ সালের আইয়ূব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।

আব্বাস আলী খান ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালন করেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেরিন বায়োলজী' পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেন। (শামসুর রহমান, আমার প্রিয় ভাই আব্বাস আলী খান, আব্বাস আলী, খান স্মারকগ্রন্থ পৃষ্ঠা ৩২)। তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময়ই চট্টগ্রামে 'মেরিন একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয় (মকবুল আহমদ, সত্যপন্থী ন্যায়পরায়ণ আব্বাস আলী খান, আব্বাস আলী খান স্মারকগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৯)।

স্বাধীনতার পর আব্বাস আলী খান ১৯৭২ সাল হইতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই বছর কারাজীবন যাপন করেন। জেল হইতে বাহির হইয়াই তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সংগঠিত করিবার জন্য ঝুঁকি লইয়া মাঠে অবতীর্ণ হন। তিনি সারাদেশের নেতা-কর্মীদের অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং তাহাদের সংগঠিত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীন রাজনৈতিক ভবিষ্যত গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে এই সময় জাস্টিস সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ, আবুল মনসুর আহমদ আতাউর রহমান খানসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ ও রাজনিতিবিদদের সহিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও মত বিনিময় করেন।

১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান আব্বাস আলী খানকে তাঁহার মন্ত্রীসভায় যোগদান করিবার জন্য পরপর দুইবার আমন্ত্রণ জানান (ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, স্মৃতিতে অম্লান আব্বাস আলী খান,

আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৮)। কিন্তু তিনি ইসলামী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষে আল্লাহ্র রঙে রঙিন একদল সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক তৈরীর কর্মসূচীতে নিয়োজিত থাকাকেই অপরিহার্য বিবেচনা করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল হইবার পর ১৯৭৯ সালের মে মাসে ঢাকার ইডেন হোটেল চত্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু হয়। আব্বাস আলী খান বাংলাদেশে জামায়াতের প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দানের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় হইতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বৎসর তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮২ সাল হইতে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আপোসহীন আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এই আন্দোলনে তাঁহাকে জেল-জুলুম সহ্য করিতে হয়। তাঁহার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের পাশাপাশি যুগপৎ বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়িয়া তোলে। সেই আন্দোলনের মধ্যে দিয়া ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাহাবউদ্দীন আহমদের কেয়ার টেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বাধ্য হন। 'কেয়ার টেকার সরকার ব্যবস্থার ফর্মূলা আব্বাস আলী খানই ১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর বায়তুল মুকাররম দক্ষিণ গেটে আয়োজিত এক জনসভা হইতে প্রথম ঘোষণা করেন। এই দাবি ক্রমশ গণদাবিতে পরিণত হয় এবং পরে তাহা বাংলাদেশের সংবিধানে বিধিবদ্ধ হয় (মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আমাদের প্রিয় নেতা, আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫০)।

তাঁহার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬টি, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ১০টি এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ২০টি আসন লাভ করে। আব্বাস আলী খানের সক্রিয় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জামায়াত নানা বাধা-বিপত্তি ও বিরোধী প্রচারণার ঝড় মুকাবিলা করিয়া রাজপথের আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকার মধ্যে দিয়া ক্রমশ জনপ্রিয় দলে পরিণত হয় এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১৩ শতাংশ ভোটারের সমর্থন লাভে সক্ষম হয় (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০)।

১৯৯৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল হইবার পর হইতে আব্বাস আলী খান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামের মর্মবাণী গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার কারণে তিনি ছিলেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল ও দরদী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসিয়া কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার সেই রাত্রেই তিনি শোকার্ত ছাত্র-শিক্ষকদের পাশে গিয়া সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেন। অনুরূপভাবে ১৯৯০ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পটভূমিতে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে তিনি নিজে রামকৃষ্ণ মিশনসহ বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হইয়া সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন (মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, স্মারকগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫১)।

দাম্পত্য জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। কন্যাকে বিবাহ দিয়া জামাতার হাতে বাড়ীঘর, জমি-জমা ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার মেধা, শ্রম ও সময় আল্লাহর দীনের পথে ব্যয় করেন।

বাংলা, উর্দু, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় পারদর্শী আব্বাস আলী খান ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন শিক্ষিত, ওয়াকিফহাল ও আধুনিক মানুষ এবং একজন একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক ও গবেষক। ইসলামী আন্দোলনের কাজে তিনি এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ সফর করেন। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন গানের পাগল, গানও গাইতেন। পরবর্তীতে গান ছাড়িয়া সুর করিয়া কুরআন পড়া শুরু করেন এবং মুখস্ত করেন সূরার পর সূরা।

তাঁহার মৌলিক রচনা, অনুবাদ সাহিত্য, স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ কিংবা তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে গভীর ইতিহাস-চেতনা ও দার্শনিকতা এবং একজন উচ্চাঙ্গের কথা সাহিত্যিকের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অন্তত ৩৫ টি মৌলিক গ্রন্থ ও পুস্তিকা এবং অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে তাঁহার জীবনের পরম লক্ষ্য ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব (১৯৯১ খৃ.), (২) মৃত্যু যবনিকার ওপারে (১৯৭৫ খৃ.), (৩) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংক্ষিত মান, (৪) একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ, তার থেকে বাঁচার উপায় (১৯৯৮), (৫) বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৯৯৪), (৬) জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, (৭) জামায়াতে ইসলামীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (৮) মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন (১৯৬৭), (৯) আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী (১৯৮৫), (১০) মওদূদীর বহুমুখী অবদান (১৯৮৫), (১১) বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী (১৯৮৭), (১২) স্মৃতির সাগরের ঢেউ (১৯৭৬), (১৩) বিদেশে পঞ্চাশ দিন, (১৪) যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, (১৫) দেশের বাহিরে কিছু দিন, (১৬) ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবি, (১৭) ঈমানের দাবি, (১৮) ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব, (১৯) সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক, (২০) Muslim Ummah। ইহা ছাড়া তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থগুলি হইল ঃ (১) সীরাতে সরওয়ারে আলম (২-৫ খণ্ড ১৯৮২-১৯৯৬), (২) সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (সহ-অনুবাদ) (১৯৯৪), (৩) আদর্শ মানব, (৪) ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, (৫) ইসলামী অর্থনীতি (সহ-অনুবাদ-১৯৯৪), (৬) ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা, (৭) তাসাউফ ও মাওলানা মওদূদী, (৮) বিকালের আসর, (৯) আদর্শ মানব, (১০) জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি, (১১) আসান ফিকাহ (১-২ খণ্ড), (১২) একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার, (১৯৮৪), (১৩) পর্দার বিধান, (১৪) পর্দা ও ইসলাম, (১৫) মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী (১৯৮৮), (১৬) ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার (১৯৮৯) ইত্যাদি।

জীবনের শেষ দিনগুলিতেও তিনি জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসাবে সাংগঠনিক ব্যস্ততার বাহিরে অবসর সময়টুকুতে 'আল্লামা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী একাডেমীর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং

জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁহার জন্য নির্ধারিত কামরায় গভীর অধ্যয়ন ও লেখালেখির কাজে নিমগ্ন ছিলেন। জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৯৯ সালের ৩ অক্টোবর অপরাহ্ন সোয়া একটায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে নিজ বাড়ির আঙিনায় জয়পুরহাটে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী পাঠাগারের পাশে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ ঃ মৃত্যুহীন প্রাণ, প্রকাশক সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃ.; (২) পারিবারিক সূত্র; (৩) জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর; (৪) আব্বাস আলী খানের কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মীর সাক্ষাতকার।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

'আব্বাস ইফেন্দ (দ্র. বাহাঈ)

'আব্বাস ইব্ন আনাস (عباس بن انس) ঃ (রা) ইব্ন 'আমের আস-সুলামী, বানূ সুলায়ম গোত্রের নেতা। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা 'আবদুল্লাহর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। 'আব্বাস ইবন আনাস মক্কার মুশরিকদের সহিত খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী পরাজয় বরণ করিলে তিনি বানূ সুলায়ম গোত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৭০, নং ৪৫০৫; (২) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১২৮৩ হি., ৩খ., ১০৮; (৩) যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা বি., ১খ., ২৯৪।

লোকমান হোসেন

'আব্বাস ইবন 'আবদিল-মুত্তালিব (عباس بن عبد المطلب) ঃ (রা) কুনয়া আবুল-ফাদল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা 'আবদুল্লাহর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার মাতা ছিলেন আন-নামির গোত্রের নুতায়লা বিনত জানাব। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহর পরবর্তী বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত 'আব্বাসী খিলাফাত তাঁহার নামের সহিত সম্পর্কিত। 'আব্বাসী যুগের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ফলে তাহারা তাঁহার জীবনী আলোচনায় অনেকটা আবেগপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবূ তালিব অপেক্ষা অধিকতর সচ্ছল। আবূ তালিব একটি ঋণ আদায়ের বদলাস্বরূপ হাজ্জীদের পানি পান করান (সিকায়া) এবং আহার দানের (রিফাদা) পদটি 'আব্বাস (রা)-কে সমর্পণ করেন। যদিও তাইফ-এ তাঁহার একটি বাগান ছিল, তথাপি তিনি 'আবদ শামস ও মাখযূম গোত্রের গোত্রপ্রধানদের সমকক্ষ ছিলেন না।

'আব্বাস (রা) ছিলেন খুবই মর্যাদাসম্পন্ন, প্রভাবশালী, বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে খুবই সম্মান করিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বানূ হাশিমের নিঃস্ব ও অসহায় গরীবদের অন্ন, বস্ত্র ও অপরাপর প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তিনি বহন করিতেন। বিভিন্ন বর্ণনা হইতে জানা যায়, তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহযোগী ছিলেন। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি 'আকাবা-র সমাবেশে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি কুরায়শদের পক্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

৭/৬৩০ সালে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানান এবং মক্কা বিজয়ের পর পানি পান করানোর (সিকায়া) বংশীয় পদটি তাঁহাকে প্রদান করেন। হুনায়নের যুদ্ধে তিনি খুবই বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং স্বীয় উচ্চ নিনাদে যুদ্ধের গতি পাল্টাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। তাবূকের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিলেও কোন কোন বর্ণনামতে তিনি সম্ভবত সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন নাই। 'উমার (রা) মসজিদে-নববী সম্প্রসারিত করার ইচ্ছা করিলে তিনি এতদুদ্দেশে তাঁহাকে স্বীয় গৃহ দান করেন। ইহাও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে খায়বারে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী হইতে বার্ষিক একটি অংশ প্রদান করিতেন। 'উমার (রা) ভাতাপ্রাপ্তদের তালিকা সংশোধন করিয়া তাঁহাকে বদ্রী সাহাবীদের সমান মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি ৩২/৬৫৩ সালে ইন্তিকাল করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৮ বা ৮৬ বৎসর। মদীনার ফকীহ, মুফাসসির ও সাহাবীদের মধ্যে তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন বিশেষ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা হিজরতের প্রাথমিক পরিকল্পনায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসও শরীক ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হিশাম, আস-সীরা; (২) আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, সম্পা. Wellhausen; (৩) তাবারী, তারীখ, নির্ঘণ্ট; (৪) ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৪/১খ., ১-২২; (৫) য়া'কূবী, তারীখ, ২খ., ৪৭; (৬) ইবন হাজার, আল-ইসাবা, ২খ., ৬৬৮-৭১; (৭) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, ৩খ., ১০৯-১২; (৮) বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., নির্ঘণ্ট; (৯) যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন- নুবালা', ২খ., ৫৭-৬৭; (১০) আল-মুহিব্বুত-তাবারী, যাখাইরুল-'উকবা ফী মানাকিব যাবিল-কুরবা, পৃ. ১৯৫; (১১) Goldziher, Muh. Stud., ২খ., ১০৮-৯; (১২) Th. Noldeke, ZDMG, ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ২১-৭; (১৩) Caetani, Annali, ১খ., ৫১৭-৮, ২খ., ১২০-১ ইত্যাদি; (১৪) MO, ১৯৩৪ খৃ., ১৭-৫৮।

W. Montgomery Watt (E.I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আব্বাস ইবন আবিল-ফুতূহ' (عباس بن ابى الفتوح) ঃ য়াহ্য়া ইব্ন তামীম ইব্ন মু'ইয্য ইব্ন বাদীস আস-সানহাজী, আল-আফদাল রুকনুদ্দীন আবুল-ফাদল, ফাতিমী খিলাফাত আমলের একজন উযীর, উত্তর আফ্রিকার যীরি বংশোদ্ভূত। অনুমিত হয়, ৫০৯/১১১৫ সালের কিছু পূর্বেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কারণ ঐ বৎসর পর্যন্ত তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। তাঁহার পিতা আবুল-ফুতূহ' তখন বন্দী ছিলেন এবং ৫০৯/১১১৫ সালে তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসনে

যাওয়ার সময় তিনি তাঁহার স্ত্রী বুল্লারা ও শিশু 'আব্বাসকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

আবুল-ফুতূহ'-এর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী বুল্লারাকে আলেকজান্দ্রিয়া ও আল-বুহ'য়রা-এর সেনাধ্যক্ষ ইব্‌ন সাল্লার বিবাহ করেন। ইব্‌ন সাল্লার ফাতিমী যুগের অন্যতম ক্ষমতাবান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। খলীফা আজ-জা'ফির ৫৪৪/১১৪৯-৫০ সালে ইব্‌ন মাসালকে উযীরের পদে নিয়োগ করায় ইবন সাল্লার ইহার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করিয়া সসৈন্য কায়রোর দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে উযীরের পদে নিয়োগ করিতে খলীফাকে বাধ্য করেন। এই গোলযোগের সময় 'আব্বাস প্রথমবারের মত রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁহার সৎপিতা ইব্‌ন সাল্লার-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়া পলায়নপর ইব্‌ন মাসালের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ফলে ইব্‌ন মাসালের পতন ঘটে এবং ইবন সাল্লার (২৩ যু'ল-ক'া'দা, ৫৪৪/২৪ মার্চ, ১১৫০) কায়রো প্রবেশ করেন।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে 'আব্বাস কায়রোর ফাতিমী দরবারেই অবস্থান করেন এবং তাঁহার পুত্র নাসি'রুদ-দীন-নাস'র খলীফার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। 'আব্বাস ৫৪৮ হিজরীর প্রথমে/১১৫৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে 'আসক'ালান দুর্গের প্রধান নিযুক্ত হন। সিরিয়াতে ইহাই ছিল ফাতিমী খিলাফাতের অধীন একমাত্র এলাকা। সিরিয়া গমনের পূর্বেই তিনি তাঁহার সৎপিতাকে হত্যা করিয়া উযীরের পদ দখল করার সংকল্প করেন। জনরব ছিল, উসামা ইব্‌ন মুনকি'য'ই তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন (তু. Cahen, 19, Note 2)। আব্বাসের পুত্র নাস'র গোপনে কায়রো গমন করেন এবং পিতার পক্ষে খলীফার অনুমোদন গ্রহণ করেন। অতঃপর (৬ মুহ'াররাম, ৫৪৮/৩ এপ্রিল, ১১৫৩) ইবন সাল্লারকে হত্যা করা হইয়াছিল। 'আব্বাস দ্রুত কায়রো প্রত্যাবর্তন করিয়া উযীরের পদ দখল করেন। এই অবসরে ২৭ জুমাদাল-উলা, ৫৪৮/২৯ আগস্ট, ১১৫৩ 'আসক'ালান ফ্রাঙ্কদের হস্তগত হয়।

'আব্বাস বেশী দিন উযীরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। উসামার বক্তব্য অনুসারে (যিনি নাস'র-এর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন এবং এই ঘটনায় তাঁহারও কিছু ভূমিকা ছিল) 'আব্বাস ও তাঁহার পুত্র একে অন্যকে সন্দেহ করিতেন। 'আব্বাসের ধারণা ছিল, তাঁহাকে হত্যা করার জন্য নাস'রকে খলীফা উৎসাহিত করিয়াছিলেন। উসামা নিজেকে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমঝোতাকারী বলিয়া দাবি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহারা সকলেই খলীফাকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। নাস'রের আমন্ত্রণে খলীফা তাঁহার গৃহে গমন করিলে খলীফাকে মুহ'াররামের শেষ তারিখ হি. ৫৪৯/১৬ এপ্রিল, খৃ. ১১৫৪ হত্যা করা হয়। অতঃপর 'আব্বাস খলীফার নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের বিরুদ্ধে খলীফাকে হত্যা করার অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাহাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া হত্যা করেন। আজ-জা'ফিরের নাবালক পুত্রকে আল-ফাইয বিনাস'রিল্লাহ উপাধি প্রদান করিয়া তিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল কার্যের পরিণামে জনগণ ও পারিষদবর্গ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং 'আব্বাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসয়ূত' (اسيوط)-এর প্রশাসক তালাই ইব্‌ন রুযযীক-এর নিকট তাহারা সংবাদ পাঠান। তখন ভীত-সন্ত্রস্ত 'আব্বাস ও নাস'র সিরিয়ার দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু 'আব্বাসের শত্রুগণ ফ্রাঙ্কদেরকে পূর্বাহ্নেই সাবধান করিয়া দেন, তাহারা যেন 'আব্বাসকে আশ্রয় প্রদান না করে। অতএব ফ্রাঙ্কগণ ২৩ রাবী'উল-আওওয়াল, ৫৪৯/৭ জুন, ১১৫৪ সালে আল-মুওয়ায়লিহ-এর নিকট 'আব্বাসকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উসামা ইব্‌ন মুনকি'য', আল-ই'তিবার, সম্পা.. Derenbourg, পৃ. ৫-৬, ১৩-২২, ৬৯; (২) ইবন আবী ত'ায়্য, দ্র. Cahen; (৩) ইবন জ'াফির, দ্র. Wustenfeld and Cahen; (৪) ইবনু মুয়াসসার, সম্পা. Masse, ra. 89, 90, 92-95; (৫) ইবনুল-আছীর, ১১খ., ৯৩-৪, ১২২, ১২৫-৮; (৬) আবূ শামা, কিতাবুর-রাওদাত'ায়ন, কায়রো ১২৮৭ হি, ১খ., ৯৭, প.; (৭) ইবন খালদূন, আল-'ইবার, ৪খ., ৭৪ প.; (৮) আবুল-ফিদা, ৩খ., ২৯-৩০; (৯) ইবন তাগ'রীবিরদী, ৩খ.; (১০) ইবন খাল্লিকান, সংখ্যা ৪৯৬, ৫২২; (১১) মাক'রীযী, আল-খিত'াত', ২খ., পৃ.৩০; (১২) F. Wustenfeld, gesch. der Fatimiden-Chalifen, 314 ff.; (১৩) Lane -poole, History of Egypt, 174; (১৪) H. Derenbourg, Ousama Ibn Mounkidh, i, 220 ff., 238-58; (১৫) ঐতিহাসিক সূত্রের সমালোচনার জন্য দেখুন CL. Cahen, Quelques chroniques anciens relatives aux derniers Fatimides, BIFAO, 1937-8, 19, nite-2; (১৬) 'আব্বাস সংক্রান্ত কবিতার উদ্ধৃতি রহিয়াছে- 'ইমাদুদ্দীন, খারীদাতুল-ক'াস'র, মিসরীয় কবিগণ (কায়রো ১৯৫১ খৃ.), ১খ., ১১৯, ১৯০।

C. H. Becker-S. M. Stern (E.I.[2])/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আল-'আব্বাস ইব্‌ন 'আমর (العباس بن عمرو) ঃ আল-গ'ানাবী, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে / খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আব্বাসী যুগের একজন বিখ্যাত সমরনায়ক ও শাসনকর্তা ছিলেন। ২৮৬/৮৯৯ সালে তিনি ইরাকের আরব গোত্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। খলীফা আল-মু'তাদি'দ তাঁহাকে ইয়ামামা ও বাহ'রায়ন-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বাহরায়নের কারমাতী (দ্র.) প্রধান আবূ সা'ঈদ আল-জান্নাবীর সহিত যুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী বসরা হইতে কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও বেদুঈন সহকারী সেনাসহ তিনি বসরা ত্যাগ করেন। বেদুঈন সেনা ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে প্রথম সংঘর্ষেই বিপদসংকুল অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়া যায় এবং পরবর্তী দিবসে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর প্রায় ৭০০ জন সৈন্যসহ তিনি বন্দী হন (রাজাব-এর শেষে ২৮৭/জুলাই ৯০০)। সকল বন্দীকে হত্যা করা হয়, কিন্তু ক'ারমাতী'রা আল-'আব্বাসকে এই শর্তে ছাড়িয়া দেয় যে, তিনি খলীফাকে তাহাদের পক্ষ হইতে বলিবেন, তাহাদের (ক'ারমাতী'দের) বিরুদ্ধে নূতন অভিযান ফলপ্রসূ হইবে না, বরং ইহাতে বিপদের আশংকা আছে। উক্ত যুদ্ধ ও ইহার ফলাফলের বর্ণনার জন্য দ্র. M.J. de goeje's Memoire sur les Carmathes de Bahrain, 37-41. এই যুদ্ধ সংক্রান্ত বর্ণনা ত'াবারী ও অন্যান্য লেখকের মধ্যে

আত-তানূখীর (আল-ফারাজ বা'দাশ-শিদ্দা ,কায়রো ১৯০৩ খৃ., প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১০-১) বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

আল-'আব্বাসের মুক্তির এই কাহিনী তাঁহার সমসাময়িকদের ও ঐতিহাসিকদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল। যে সমস্ত সমরনায়ক খলীফা আল-মুক্তাফীর পরামর্শে প্রধান সেনাপতি বাদ্রকে ২৮৯/৯০১-২ সালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন আল-'আব্বাস তাহাদের অন্যতম। ইবনুল-আছীর বলিয়াছেন, তিনি ২৯৬/৯০৮-৯ সালে কু'ম্ম ও কাশান-এর শাসনকর্তা ছিলেন। ৩০৩/৯১৪-৫ সালে ফাতিমী আক্রমণ হইতে মিসরকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মুনিস-এর সেনাবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন (ইবন তাগ'রীবিরদী, কায়রো, ৩খ., ১৮৬)। শেষ জীবনে 'দিয়ার মুদ'ার'-এর সামরিক ও বেসামরিক শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি আর-রাক্কাতে বসবাস করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই ৩০৫/৯১৭ সালে ইন্তিকাল করেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেই জেলাতেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং নিসিবিস ও সিনজার-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ক'াস'রুল-'আব্বাস-এর নাম তাঁহারই নামানুসারে হইয়াছিল (য়াকূ'ত, ৪খ., ১১৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ২১৯৩, ২১৯৬-৭, ২২১০; (২) আরীব, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৬৯; (৩) মিসকাওয়ায়হ, সম্পা. Amedroz, ১খ., ৫৬; (৪) ইবনুল-আছীর, ৭খ., পৃ., ৩৪৪-৫, ৩৫৮; (৫) মাস'উদী, মুরূজ, ৮খ., ১৯৩-৪; (৬) ঐ লেখক, আত-তানবীহ, ৩৯৩ প.; tead, carra de vaux, 499-500; (৭) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো তা. বি., ৩খ., ১২২, ১৮৬; (৮) ইবন খাল্লিকান, সংখ্যা ৭৪৫, অনু. De Slane, ১খ., ৪২৭, ৩খ., ৪১৭, ৪খ., ৩৩১; (৯) ইবনুল-'ইমাদ, শায'রাত, ২খ., পৃ. ১৪৪-৫; (১০) C. Lang, Mutadidals prinz und Regent, ZDMG, 1887 খৃ., পৃ. ২৭০-১।

M. Canard (E.I.²)/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আল-'আব্বাস ইবন আহ'মাদ (العباس بن احمد) ঃ ইবন তূ'লূন আহ'মাদ ইবন তূ'লূন (দ্র.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সিরিয়া বিজয়ের জন্য রওয়ানা হইবার সময় আহ'মাদ ইব্ন তূ'লূন মিসরের শাসনভার তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী আল-'আব্বাসের উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সিংহাসনের অধিকারী হইবার জন্য আল-'আব্বাসকে প্ররোচিত করা হয়। উযীর আল-ওয়াসিতী ইব্ন তূ'লূনকে সতর্ক করাইলে তিনি মিসর প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন এবং তাঁহার পুত্র আল-'আব্বাস রাজকোষ শূন্য করত প্রচুর অর্থ একত্র করিয়া স্বীয় অনুগামীবৃন্দসহ আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে বারকা চলিয়া যান। ৪ রামাদ'ান, ২৬৫/৩০ এপ্রিল, ৮৭৯ ইব্ন তূ'লূন মিসর প্রত্যাবর্তন করিয়াই তাঁহাকে বিচার-বুদ্ধিসম্মত আচরণে আনার চেষ্টা করেন এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক তাঁহার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। আল-ক'লক'াশানদী (সুবহ, ৭খ., ৫-১০) এই পত্রখানা সংরক্ষণ করেন এবং সাফওয়াত (জামহারাতু রাসাইলিল-'আরাব, ৪খ., ৩৬৬-৭৩) ইহা পুনউদ্ধৃত করেন। কিন্তু পিতার এই সকল মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় বিদ্রোহী পুত্র কর্ণপাত করিলেন না, বরং ৮০০ আশ্বরোহী ও ১০,০০০ পদাতিক সৈন্যের এক সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইফরীকি'য়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী ইহার সহিত মিলিত হইলে ইহা বৃহদাকার ধারণ করে।

অতঃপর আল-'আব্বাস দাবি করিলেন, খলীফা আল-মু'তামিদ (দ্র.) তাঁহাকে ইফরীকি'য়ার গভর্নর নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আগলাবী বংশের ২য় ইবরাহীমকে এই স্থানটি তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। ইহার উত্তরে ইবরাহীম তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল লাবদায় 'আব্বাসের সহিত সাক্ষাৎ করে, কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস করে নাই। লাবদার গভর্নর তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিলেও আল-'আব্বাস লাবদা অবরোধ করেন এবং পরে ত্রিপোলীও অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হন। ইবাদী নেতা ইলয়াস ইবন মানসূ'র আন-নাফূসী তাঁহাকে বাধা দেওয়ার আয়োজন করেন এবং ২য় ইবরাহীম কর্তৃক সাহায্যার্থে প্রেরিত অতিরিক্ত বাহিনীগুলির সহায়তায় বিদ্রোহী সৈন্যদলকে পলায়নে বাধ্য করার চেষ্টায় সফলকাম হন (২৬৭/৮৮০-৮১)। আল-'আব্বাস মিসরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বাহিরে ইব্ন তূ'লূন কর্তৃক প্রেরিত এক সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ চলাকালে তিনি গ্রেফতার হন। তাঁহাকে ফুসতাত -এ আনা হয় এবং খচ্চরের পৃষ্ঠ আরোহণ করাইয়া শহরে ঘুরান হয় (য়াকূ'ত, উদাবা, ৭খ., ১৮৩)। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত কবি জা'ফার ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন হুযার ও অন্যান্য ব্যক্তিকে, যাহারা এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, স্বয়ং তাঁহার দ্বারাই হত্যা করা হয়। সর্বশেষে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। সম্ভবত তিনি তথায় দীর্ঘকাল ছিলেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মনোভাবের দরুন মিসরের সিংহাসনে তাঁহার উত্তরাধিকারী হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। ইবন তূ'লূন-এর মৃত্যুর (যু'ল-ক'া'দা ২৭০/মে ৮৮৪) পর তাঁহার পুত্র খুমারাওয়ায়হ (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। 'আল-আব্বাস ইহার বিরোধিতা করেন, কিন্তু ব্যর্থ ও নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাবী, সীরাত আহ'মাদ ইবন তূ'লূন, সম্পা. মুহ'াম্মাদ কুরদ আলী, দামিশক ১৩৫৮ হি, পৃ. ২৫২-৫৫; (২) কিন্দী, উলাত মিসর, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৪৬-৫০; (৩) M. Talbi, Emirat aghliabide, পৃ. ৩৪৭-৫২।

Ed. (E.I.² Suppl.)/ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম

'আব্বাস ইব্ন নাসি'হ' (عباس بن ناصح) ঃ আছ-ছাকা'ফী, আবুল-'আলা, ৩য়/৯ম শতাব্দীর আন্দালুসী কবি। তিনি বহু দিন মিসর, হিজায ও ইরাকে অবস্থান করিয়া সেই সকল স্থানের সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। আমীর প্রথম আল-হ'াকাম (হি. ১৮০-২০৬) তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। তিনি 'আব্বাসকে তাঁহার জন্মভূমি আলজেসিরাস-এর ক'াযী নিযুক্ত করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন আইনজ্ঞ ও ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে পরিচিত হইলেন। ইবন হ'ায়্যান (দ্র.)-এর আল-মুক'তাবিস গ্রন্থে তাঁহার কিছু কবিতার নমুনা সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন আরব কবিদের অনুসরণে তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তিনি একজন

ফাক'ীহ ও মুহ'াদ্দিছ ছিলেন, কিন্তু কবিতার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বেশী থাকায় চরিতকারগণ তাঁহাকে কবিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ২৩৮/ ৮৫২ সালে দ্বিতীয় 'আবদুর-রাহ'মান-এর রাজত্বের (২০৬/ ৮২২-২৩৮/৮৫২) শেষভাগে তিনি ইন্তিকাল করেন বলিয়া ধারণা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হায়্যান, আল-মুক'তাবিস, ১খ., ১২৯; (২) ইবনুল-ফারাদী, তারীখ, নং ৮৭৯; (৩) মাককারী, নাফহ', নির্ঘণ্ট।

E. Levi Provencal (E.I.[2])/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাস ইবন ফিরনাস (عباس بن فرناس) ঃ ইবন ওয়ারদুস, আবুল-ক'াসিম, আনদালুসের একজন কবি ও সাহিত্যিক। আয-যুবায়দী তাঁহাকে নুহাতুল-আনদালুসের তৃতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (বুগ'য়াতুল-উ'আত)। ৩য়/৯ম শতাব্দীতে তিনি আনদালুসী উমায়্যা আমীর প্রথম আল-হ'াকাম, দ্বিতীয় 'আবদুর-রাহ'মান ও প্রথম মুহ'াম্মাদের পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেবল এতটুকু জানা যায়, তিনি বারবার বংশোদ্ভূত একজন উমায়্যা মাওলা (মিত্র) ছিলেন এবং রুনদা অঞ্চলের কুরা (জেলা) তাকুরুন্না-র অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২৭৪/৮৮৭ সালে ইন্তিকাল করেন।

অধুনা ইব্ন হ'ায়্যান রচিত আল-মুক'তাবিস-এর একটি খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। খণ্ডটি আনদালুসী আমীরাতের বর্ণনা সম্বলিত এবং ইহাতে 'আব্বাস ইব্ন ফিরনাস সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ ও তাঁহার বহু সংখ্যক কবিতার উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ইহার বিবরণ দ্বারা তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। তিনি তাঁহার কবিতার বদৌলতে ক্রমাগত তিনজন শাসকের শাসনামলে কর্ডোভার রাজদরবারে স্থায়ী স্থান লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত বিবরণে 'আব্বাস ইবন ফিরনাসকে এমন একজন ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, যিনি কৌতূহলী ও উদ্ভাবনক্ষম মনের অধিকারী। কথিত আছে, তিনি ইরাক ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে সংগে করিয়া 'সিন্দহিন্দ' গ্রন্থখানা আনদালুসে লইয়া আসেন। কর্ডোভার মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি খালীল ইব্ন আহ'মাদের 'ইলম 'আরূদ' (ছন্দপ্রকরণ) সম্পর্কিত গ্রন্থখানা ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম। স্ফটিক তৈরি (প্রস্তর হইতে কাচ তৈরির শিল্প)-এর আবিষ্কারটিও তাঁহার প্রতি আরোপ করা হয়। তিনি একটি ঘড়ি (منقالة) তৈরি করেন এবং ঘড়িটি তাঁহার উস্তাদদেরকে উপহার দেন। তিনি একটি আংটাযুক্ত গোলক (ذات الحلق- armillary sphere)-ও নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি নভশ্চরণের প্রবীণ দিশারীও ছিলেন। তিনি পালক ও চলমান ডানা সম্বলিত একটি খোলস তৈরি করেন এবং ইহা পরিধান করিয়া একটি উঁচু স্থান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি কয়েক মুহূর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাতাসে উড্ডয়নের পর ভূপৃষ্ঠে পতিত হন এবং অলৌকিকভাবে মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। তিনি তাঁহার নিজ গৃহে আকাশের একটি আকৃতি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রতি দৃষ্টিপাতকারী তারকা, মেঘ, বিজলি ও বজ্র সম্পর্কে অনুমান করিতে পারিত। তাঁহার উপর কখনও কখনও ধর্মদ্রোহিতার (যিনদীক') অভিযোগ আনয়ন করা হয়, কিন্তু অভিযোগকারিগণ ইহাতে সফল হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'ায়্যান, আল-মুক'তাবিস, ১খ., পত্র ১৩০-২ ও স্থা.; (২) আল-'ইক'দুল-ফারীদ, ২খ., ৩০৫; (৩) আদ-দ'াব্বী, বুগ'য়াতুল-মুলতামিস, পৃ. ১৮, সংখ্যা ১২৪৭; (৪) আল-মাককারী, নাফহু'ত-ত'ীব (Analectes), ২খ., ২৫৪; (৫) আস-সুয়ূত'ী, বুগ'য়াতুল-উ'আত, পৃ. ২৭৬; (৬) A. Gonzalez Palencia, Morosy Christianis en Espana Medieval, মাদ্রিদ ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৩০ প.; (৭) E. Levi-proveencal, La Civilization Arabe en Espagne, ৭৬ প.; (৮) ঐ লেখক, Esp. mus, ১খ., ২৭৪।

E. Levi-provencal (E.I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আব্বাস ইব্ন মিরদাস (عباس بن مرداس) ঃ (রা) ইব্ন আবী 'আমের ইব্ন হ'ারিছা ইব্ন 'আবদ ক'ায়স আস-সুলামী, একজন মুখাদ'রাম (দ্র.) আরব কবি। তাঁহাকে অল্প বয়সী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। পিতামাতা উভয় কুলের বিচারে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিত্ব হওয়ার দরুন গোত্রের নেতা ছিলেন। একজন অশ্বারোহী ও একজন কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল, কিন্তু বিমাতা কবি খানসা-র ন্যায় খ্যাতি লাভ সম্ভব না হইলেও তিনি তাঁহার কবি ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা সুরাক'া ইব্ন মিরদাস ও ভগ্নী 'উমারা বিনত মিরদাস তাঁহার পরেও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহারা 'আব্বাস (রা)-এর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, তাঁহার পিতার দিমার নামে একটি প্রতিমা ছিল (দি'মাদ নয়; তু. তাজুল-'আরূস, ৩খ., ৩৫৩)। তিনি ও তাহার গোত্রের লোকেরা এই প্রতিমার পূজা করিত। একবার মধ্যরাতে তিনি সেই প্রতিমার মধ্যে একটি আওয়াজ শুনিতে পান। দ্বিতীয়বার এক ব্যক্তি তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তোলে, তখনও তিনি একটি বিকট আওয়াজ শুনিতে পান। উভয় সময়ই তিনি সত্যিকার নবীর আবির্ভাবের ঘোষণা শ্রবণ করেন। ইহাতে তাঁহার মধ্যে ভাবান্তর উদয় হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনা গমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই সময় মক্কাজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 'আব্বাসকে ইসলাম গ্রহণের পর এই পরামর্শ দেন, মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি যেন তাঁহার গোত্রের লোকজনসহ আল-কু'দায়দ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে মিলিত হন।

'আব্বাস আপন গোত্র সুলায়ম-এর নিকট ফিরিয়া যান এবং নিজের প্রতিমাটি পোড়াইয়া ফেলেন। তাঁহার স্ত্রী হ'াবীবা বিনত দ'াহ'হ'াক স্বামীর ধর্মান্তরিত হওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়া আপন গোত্রের লোকজনের নিকট ফিরিয়া যান। 'আব্বাস স্বীয় অংগীকার রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজ গোত্রের নয় শত সশস্ত্র বাহিনীসহ মক্কা বিজয়ে (৮/৬৩০) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (মিরদাস নিজে এক হাযার সৈন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন)। তাঁহাকে মুআল্লাফাতুল-কু'লূবদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ত'াহারা ছিলেন ঐ সকল প্রভাবশালী ব্যক্তি, যাহাদেরকে মুক্ত হস্তে দান করিয়া শান্ত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আদিষ্ট হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদেরকে দেখিয়া অন্যরাও ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হইবে (মুনতাহাল-'আরাব)।

হু'নায়নের যুদ্ধে (৬৩০ খৃ.) হাওয়াযিন গোত্র হইতে প্রাপ্ত গ'নীমাত যখন মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তখন 'আব্বাস অন্যদের তুলনায় নিজের অংশ কম দেখিয়া একটি ক'াসীদার মাধ্যমে ইহার অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দেন এবং তাঁহাকে শান্ত করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি নিজ গোত্রে ফিরিয়া যান এবং দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা)-এর শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে, তিনি 'উমার (রা)-এর সামনে অপর কবির সংগে বিতর্কে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইব্‌ন সা'দের বর্ণনামতে তিনি বসরার নিকটে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই শহরে আসা-যাওয়া করিতেন, সেইখানে বসরাবাসিগণ তাঁহার নিকট হ'াদীছ শ্রবণ করিত। তাঁহার পুত্র জুলহুমাকেও হ'াদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁহার বংশধরগণ বসরা ও ইহার আশেপাশে বসতি স্থাপন করে।

কবি হিসাবে 'আব্বাসের খ্যাতির মধ্যে সুন্দর বাক-বিন্যাসের সংগে সংগে তাঁহার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ ক'াসীদা সম্ভবত এইগুলি, যথাঃ (১) মুহাজাত, যাহা তাঁহার ও তাঁহার স্বগোত্রীয় খুফাফ ইব্‌ন নাদরা-র মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল; (২) যাহা তিনি দিমার প্রতিমা দগ্ধ করা ও তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রচনা করিয়াছিলেন; (৩) ক'াসীদা যাহা তিনি গ'নীমাতের মাল নিজ অংশে কম পড়া সম্পর্কে রচনা করিয়াছিলেন; (৪) ক'াসীদা যাহা তিনি ইয়ামানে বানূ যুবায়দের উপর তাঁহার একটি সফল অভিযান সম্পর্কে রচনা করিয়াছিলেন (আসমা'ইয়্যাত, সংখ্যা ৪৮, তু. ভূমিকা, পৃ. ১২)।

কিন্তু মনে হয়, তাঁহার কবিতাগুলি কখনও একটি দীওয়ানে সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার যে সকল কবিতা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দ্বারা তাঁহাকে একজন বলিষ্ঠ কবিরূপে প্রমাণিত করা যায়। তবে তাঁহার মধ্যে কোনরূপ অসাধারণ শক্তিমত্তার সাক্ষাত পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যের কারণেও তাঁহার কিছু কবিতা বেশ চিত্তাকর্ষক। আর তাঁহার সেই সকল কবিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেইগুলিতে তিনি তাঁহার ইসলাম সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা তুলিয়া ধরিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আগ'ানী, ১৩খ., ৬৪-৭২; (২) ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবুশ -শি'র, পৃ. ৪৬৭-৭০; (৩) ইবন সা'দ, ৪/২খ., ১৫-১৭; (৪) আবূ তাম্মাম, আল-হ'ামাসা, পৃ. ৬১-৬৩ (কবিতা সন্দেহজনক), ২১৪-৬, ৫১২-৩; (৫) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, নির্ঘণ্ট; (৬) খিযানাতুল-আদাব, নির্ঘণ্ট; (৭) ত'াবারী, নির্ঘণ্ট; (৮) C. Rabin, Ancient West Arabia, লন্ডন ১৯৫১ খৃ., নির্ঘণ্ট।

G. E. von Grunebaum (E.I. 2)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-'আব্বাস ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (العباس بن محمد) ঃ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ছিলেন খলীফা আবুল-'আব্বাস আস-সাফফাহ' ও খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূ'র-এর ভাই। 'আব্বাস ১০৯/৭৫৬ সালে মালাতয়া পুনর্দখল করিতে সাহায্য করেন। ইহার তিন বৎসর পর খলীফা আল-মানসূ'র তাঁহাকে আল-জাযীরা ও ইহার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত জেলার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ১৫৫/ ৭৭২ সালে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। ইহা সত্ত্বেও পরবর্তী বৎসরগুলির ইতিহাসে প্রায়ই তাঁহার নাম লক্ষ্য করা যায়, যদিও সমসাময়িক রাজনীতিতে তাঁহার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর ছিল। প্রধানত বায়যানটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলিতে সাফল্যের জন্য তিনি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৫৯/ ৭৭৫-৬ সালে খলীফা আল-মাহদী এশিয়া মাইনর আক্রমণের উদ্দেশে যে বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাকে উহার সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই দায়িত্ব কৃতিত্বের সহিত পালন করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬/৮০২ সালে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ত'াবারী, ৩খ., ১২১; (২) বালাযু'রী, ফুতূহ', পৃ. ১৮৪; (৩) য়া'কূ'বী, ২খ., পৃ. ৪৬১ প.; (৪) ইবনুল-আছীর, ৫খ., পৃ. ৩৭২; (৫) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ., ২৬৬, ৯খ., ৬৪ প.; (৬) Fragm. Hist. Arab. (de Goeje and de jong), 225, 227,265, 275, 284; (৭) আবুল-মাহ'াসিন (Juynboll and Matthes), ১খ., দ্র. নির্ঘণ্ট; (৮) আল-আগ'ানী, নির্ঘণ্ট; (৯) S. Moscati in rientalia, 1945, 309-10.

K. V. Zettersteen (E. I.2)/ মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আল-'আব্বাস ইবনুল-আহ'নাফ (العباس بن الاحنف) ঃ আবুল-ফাদ'ল, ইরাকের প্রণয়মূলক কবিতা রচয়িতা। খুব সম্ভব ১৯৩/ ৮০৮ সালের পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরিবার বসরা জেলায় আরব গোত্র হ'ানীফা বংশোদ্ভূত ছিল। তাঁহারা পরবর্তী কালে খুরাসান-এ হিজরত করেন। যাহা হউক, মনে হয় আল-'আব্বাস-এর পিতা বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে, তিনি সেইখানেই ১৫০/৭৬৭ সালে ইন্তিকাল করেন (আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, পৃ. ১৩৩)। আল-'আব্বাস আনুমানিক ১৩৩/৭৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে লালিত-পালিত হন (ইহা অবশ্য ইব্‌ন কু'তায়বার একটি অনুচ্ছেদ মর্ম, পৃ. ৫২৫ ও আস-সূলীর বক্তব্যেরও মর্ম যাহা আল-খাত'ীব কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১২৮ অথবা আল-আখফাশ-এর বক্তব্যের মর্ম যাহা আগ'ানী পুনরুল্লেখ করিয়াছেন (৭খ., ৩৫৩)।

তাঁহার কৈশোর জীবন অথবা শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই অতি ছোট বয়সে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। যেমন বাশশার ইবন বুরদ (মৃ. ১৬৭/ ৭৮৩) তাঁহার কাব্য রচনার প্রারম্ভের বর্ণনায় তাঁহাকে ফাতা (যুবক) অথবা গুলাম (বালক) আখ্যায়িত করিয়াছেন (আগ'ানী, ৫খ., ২১০ ও আল-খাত'ীব, ১৩০)। আমরা তাঁহার কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত যাহা জানি তাহা হইল, তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদ-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। খলীফার স্তুতি পাঠক হিসাবে নয়, বরং তাঁহার অবসর সময়ে তাঁহাকে আনন্দদানের জন্যই আল-'আব্বাসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (দ্র. দৃষ্টান্তস্বরূপ আগ'ানী, ৮খ., ৩৫০ প. ও আল-খাত'ীব, ১৩১)।

খুরাসান ও আরমেনিয়া অভিযানের সময় তিনি খলীফার সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অস্থির হইয়া উঠায় বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করেন (আগ'ানী, ৮খ., ৩৭২)। বারমাকী পরিবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া য়াহ'য়া ইব্‌ন জা'ফার-এর সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল (আগ'ানী, ৫খ., ১৬৮, ২৪১)। অনুমিত

হয়, খলীফার পরিবারের কতক মহিলার নিকট তাঁহার কবিতা খুবই উপভোগ্য ছিল। যথা উম্ম জা'ফার যিনি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন (আগানী, ৮খ., ৩৬৯)।

মনে হয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যাহার ফলে তিনি প্রভাবশালী পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি নিজেও কবি ছিলেন, সর্বোচ্চ আদালতের সচিব ছিলেন (দ্র. আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ., ২৩৭-৪৫ ও আল-খাতীব, ১২৯; এখানে উল্লেখ্য, তাঁহার সূত্রেই আল-'আব্বাস বিখ্যাত আবূ বাক্র আস-সূলী (দ্র.) -র বড় চাচা)। সাহিত্যাঙ্গনে কোন ব্যক্তির সহিত আল-'আব্বাসের সম্পর্ক ছিল তাহা কিছুই জানা যায় নাই। মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ (আল-খাতীব, ১২৮) ও মু'তাযিলী আবুল হুয'আয়ল আল-আল্লাফ (আগানী, ৫খ., ৩৫৪)-এর সহিত তাঁহার ভাল সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। আল-আগানী ৫খ., ২৫৪ অনুসারে ১৮৮ / ৮০৩ সালে, আল-খাতীব, ১৩৩ কর্তৃক পুনরুল্লিখিত অথবা ১৯২ / ৮০৭ সালে ঐ লেখক, ১১৩ ও য়াকূত, ৬খ., ২৮৩ অনুসারে তাঁহার এক বন্ধু যিনি বাগদাদে আর-রাশীদ-এর মৃত্যুর পর আল-'আব্বাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে মৃত্যু সন ১৯৩/৮০৮-এর পরে (আল-খাতীব, ১৩৩ ও ইব্ন খাল্লিকান)। মৃত্যুর সময় আল-'আব্বাসের বয়স ছিল প্রায় ৬০ বৎসর। কথিত আছে, হজ্জ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশে সফরে থাকাকলীন তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে বসরায় দাফন করা হয় (আল-খাতীব, পৃ. ১৩২-৩; আল-মাস'ঊদী, ৭খ., ২৪৭)।

তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথমে যুন্বুর তাঁহার রচনাবলী সংগ্রহ করেন এবং উহা উদ্ধৃতি আকারে আবূ বাক্র আস্-সূলী কর্তৃক সংগৃহীত হয় (ফিহ্রিস্ত, ১৬৩, ১৫১)। আস্-সূলী কবির জীবনীও রচনা করেন (ঐ, ১৫১) যাহা আবুল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী আগানীতে আল-'আব্বাস সম্পর্কিত প্রবন্ধে বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন তাহির (মৃ. ৩০০/৯১২; তু. আগানী, ৮খ., ৩৫৩)-এর জীবনকালে কবির রচনার যেই সকল অংশ খুরাসানে প্রচারিত হয় সেই সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা নাই। ইহার সম্ভাবনা অনস্বীকার্য যে, অজ্ঞাত লেখকদের কবিতা ভুলক্রমে তাঁহার ঐ সকল রচনায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (তু. মারযুবানী কর্তৃক উদ্ধৃত বিস্তারিত বর্ণনা, ২৯২)।

যাহা হউক, য়াকূত, ৪খ., ২৮৪-এ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সময়কার পাণ্ডুলিপিসমূহ বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। আল-'আব্বাস-এর রচনাবলী আস-সূলীর সংকলন হইতে মাত্র দুইটি পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত আছে। তৃতীয় আর একটি (বর্তমানে যাহা পওয়া যায় না) হইতেও একটি সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা সন্তোষজনক নহে, ইস্তাম্বুল ১২৯৮/১৮৮০, কায়রো-বাগদাদে পুনর্মুদ্রিত ১৩৬৭/১৯৪৭, তু. এ. খুসরাজীর একটি থিসিস, দীওয়ানুল-'আব্বাস ইব্নিল-আহ্'নাফ, ১৯৫৩ সালে প্যারিসে সাহিত্য অনুষদে পেশকৃত। বর্তমান সংগৃহীত কিছু খণ্ড কবিতার সমষ্টি, অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত এবং কিছু বড় কবিতার অংশবিশেষ। আল-আব্বাসের মুসলিম চরিতকারগণের বর্ণনানুসারে তিনি কেবল গাযাল (দ্র.) অর্থাৎ প্রেম সংক্রান্ত কবিতা ও শোকগাথা রচনা করিয়াছেন (তু. দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্ন কুতায়বা, ৫২৫; ফিহ্রিস্ত, ১৩২; আগানী, ৮খ., ৩৫২)। বর্তমানে তাঁহার কবিতার যে সকল খণ্ডাংশ পাওয়া যায় সেগুলি এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। এই সকল কবিতা ইহাও প্রমাণ করে, তিনি হিজাযের নিম্নবর্ণিত কবিদের অনুসারী ছিলেন ঃ

'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ, বিশেষ করিয়া জামীল, আল-আহ্ওয়াস' ও আল-'আরজী, যাহাদের রচনায় কবিতার এই বিশেষ পদ্ধতি একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। তাঁহার কবিতায় বিনয়ী প্রেমিকের মনস্তাত্ত্বিক রীতির পুনঃপ্রকাশই ঘটে নাই, বরং রাকীব (প্রেমের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী) ও ওয়াশী (নিন্দুক)-র কাল্পনিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়াছে। যে রমণীর তিনি প্রশংসা করিয়াছেন তাহাকে তিনি এমন এক বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, ইহা হইতে বলা যায় না, তিনি কি কেবল গতানুগতিক প্রেম সংক্রান্ত পদসমষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন, না ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। তাঁহার সকল কবিতাই যে কেবল আদর্শ প্রেমের প্রকাশ তাহা নহে, তাঁহার কবিতায় গায়িকাদের সহিত রাত্রিকালীন প্রমোদের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় (দীওয়ান, ইস্তাম্বুল, পৃ. ১৪৮-৫০)।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায়, আল-'আব্বাসের কবিতা আবূ নুওয়াস-এর কবিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। শেষোক্ত কবির কবিতায় প্রেমিকার প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রকাশ প্রকট। আল-'আব্বাসের রচনাশৈলী ছিল গতানুগতিক ও প্রেরণা সম্বলিত; তাঁহার ভাবধারা একঘেঁয়ে। তাঁহার রচনারীতি ছিল আলংকারিক শব্দবর্জিত, ভাষা ছিল সহজ, সাবলীল ও অশালীনতামুক্ত, কতকটা আবূ নুওয়াসের রচনা রীতির অনুরূপ।

প্রথম হইতে আল-'আব্বাস-এর কবিতার যে জনপ্রিয়তা উহার কারণ শুধু এইভাবেই ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয় যে, ইহা কেবল গ্রীক প্রভাবে কিংবা প্রাচীন আরবীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ফলে হইয়াছে। কবি যে সমাজে বাস করিতেন তাহার প্রভাবের বিষয়টিও বিবেচনা করিতে হইবে। আর-রাশীদ-এর সুকুমার কাব্যানুরাগ ও রাজদরবারে রমণীদের পসন্দ—এই দুইয়ের সহিত মিলিয়া আল-'আব্বাসের কবিতা সুরকার ও গায়কদের জন্য, যথা ইব্রাহীম আল-মাওসিলীর মত ব্যক্তির জন্য তৈরী জিনিস হিসাবে গৃহীত হইত (তু. আগানী, ৬খ., ১৮২, ৮খ., ১৬১, ৩৫৪-৬)।

তদুপরি তাঁহার কবিতার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন অনেক সুপণ্ডিত যাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আল-জাহিজ, ইব্ন কুতায়বা, আল-মাস'ঊদী, আল-ওয়াছিকের মত সঙ্গীতপ্রিয় খলীফা, আবূ বাক্র আস্-সূলীর মত রসিক ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান সালামা ইব্ন 'আসিম (তু. ইব্ন কুতায়বা, আশ্-শি'র, ৫২৫প., বিশেষত আগানী, ৮খ., ৩৫৪ প.)। ইহাতে প্রমাণিত হয়, তাঁহার কবিতা ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও উপভোগ করিতে পারিতেন।

আরবী কবিতার ইতিহাসে আল-'আব্বাস ইবনুল-আহ্নাফ-এর কবিতার গুরুত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। মুসলিম স্পেনে প্রাচ্যের এই কবিকে সত্যিই সমাদর করা হইত (তু. ইব্ন হাযম, [তাওকুল-হামামা, Bereher], ২৮৫; Peres, la poesie andalousc en arabe classiquc au xle siecie, 54, 411)। তাহা হয়ত এইজন্য যে, শোকসূচক প্রেম কবিতায় যাহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল তিনি

তাহাদের অন্যতম ছিলেন, আর এই ধরনের কবিতার স্পেনে সমাদর ছিল। এই ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কবিতার ক্রমবিকাশে তাঁহার ভূমিকা অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হইত। সম্প্রতি প্রাচ্যের দুই সমালোচক এফ. রিফাঈ ও বাহ্বীতী তাঁহার রচনার স্থায়ী মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন। Hell ও Torcy তাহাদের দুই গবেষণা সন্দর্ভে কবিকে তাঁহার সামাজিক পরিবেশে স্থাপন করিয়াছেন এবং 'আরবী সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব নিরূপণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র (de Goeje), ৫২৫-৭; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ., ১৫৪-৮; (৩) আল-আগ'ানী, স্থা., ৮খ., ৩৫২-৭২; (৪) মার্যুবানী, আল-মুওয়াশ্শাহ্', ২৯০-৩; (৫) ফিহ্রিস্ত, ১৩২, ১৫১, ১৬৩; (৬) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ১২খ., ১২৭-৩৩; (৭) য়াকূ'ত, ইরশাদ, ৪খ., ২৩৩-৪; (৮) ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৩১৯ (আল-খাত'ীব ও আল-মাস'ঊদীর-র পরে); (৯) এফ. রিফাঈ, 'আস্'রুল-মা'মূন, ২খ., ৩৯৩-৯; (১০) বাহ্বীতী, তারীখুশ্-শি'রিল- 'আরাবী, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ৪০১-৬; (১১) J. Hell, Al-abbas i. al. Ahanff der Minnesanger am Hofe Harun al-Rasids, Islamica, 1926, 271-307; (১২) C.C. Torrey, The History of al-Abbas b. al-Ahnaf and his fortunate verses, JAOS, 1894, 43-70; (১৩) Brockelmann, I, 74, S I, 114.

R. Blachere (E.I.²)/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আল-'আব্বাস ইব্নুল-ওয়ালীদ (العباس بن الوليد) ঃ খলীফা প্রথম আল-ওয়ালীদ (খৃ. ৭০৫-১৫)-এর পুত্র। তিনি উমায়্যা সেনাপতি ছিলেন। বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে উমায়্যাদের ক্রমাগত সংগ্রামে তাঁহার বিশিষ্ট বীরোচিত ভূমিকার জন্য তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রথম আল-ওয়ালীদের খিলাফাতের প্রথম ভাগে তিনি ও তাঁহার চাচা মাস্লামা ইব্ন 'আবদিল-মালিক রোমান অধিকৃত প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চলের কাপ্পাডোসিয়া (Cappadocia)-য় অবস্থিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তুওয়ানা দখল করেন। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিল তখন আল-'আব্বাসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ পুনরায় সংগঠিত হয়। গ্রীকগণ শহরে আশ্রয় লইলে মুসলিম বাহিনী শহরটি অবরোধ করে। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর গ্রীকগণ আত্মসমর্পণ করে। আরব ঐতিহাসিকদের মতে দুর্গটির পতনের তারিখ জুমাদাছ-ছানিয়া ৮৮/মে ৭০৭। কিন্তু বায়যান্টাইন ঐতিহাসিকদের মতে উহার পতন ঘটে আরও দুই বৎসর পরে।

পরবর্তী সময়ে তিনি ও তাঁহার চাচা মাস্লামা বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়া আরব ইতিহাসে উল্লিখিত রহিয়াছে। কখনও তাহারা উভয়ে একত্রে, আবার কখনও পৃথক পৃথকভাবে এই সমস্ত অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল আল-'আব্বাস কর্তৃক ৯৩/৭১২ সালে সাইলিসিয়া-র সেবাস্টোপোল অধিকার। ঐ বৎসরই মাস্লামা পোনটাসের অন্তর্গত আমাসিয়া দখল করেন। আল-'আব্বাস পরের বৎসর এন্টিওক (Antioch) অবরোধ করেন। তিনি বিশ্বস্ততার সহিত পরবর্তী যুদ্ধসমূহে মাস্লামাকে সাহায্য করিতে থাকেন।

খলীফা দ্বিতীয় 'উমার (র) [খৃ. ৭১৭-২০]-এর মৃত্যুর পর ১০১/৭২০ সালে ইরাকের শাসনকর্তা য়াযীদ ইব্নুল মুহাল্লাব-এর উস্কানিতে সৃষ্ট বিদ্রোহের মুকাবিলা করার জন্য আল-'আব্বাসকে প্রেরণ করা হয়। পরে মাস্লামাও এই বিদ্রোহ দমনে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। য়াযীদ ১০২/৭২০ সালে যুদ্ধে মারা যান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ওয়ালীদের (খৃ. ৭৪৩-৪) খিলাফতকালে তিনি প্রথমদিকে খলীফার অনুগত ছিলেন। ভ্রাতা য়াযীদ (খৃ. ৭৪৪) খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে তিনি য়াযীদকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন এবং পরে অন্য মারওয়ান বংশীয়দের সহিত একযোগে খলীফার পক্ষে কাজ করেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল উমায়্যা খিলাফাতকে সুদৃঢ় করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১২৬/৭৪৪ সালে তিনি খলীফার বিরোধী পক্ষে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে শেষ উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান (খৃ. ৭৪৪/৫০) তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং ১৩২/৭৫০ সালে হ'ার্রান-এর কারাগারে মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ২খ., ১১৯১প.; (২) য়া'কূ'বী, ২খ., ৩৫০ প.; (৩) বালাযু'রী, ফুতূহ', পৃ. ১৭০, ১৮৯, ৩৬৯; (৪) G. Weil, Gesch d. Chalifen, ১খ., ৫১০ প.; (৫) A. Muller, Der Islam in Morgen und Abendland, ১খ., ৪১৫ প.; (৬) W. Brooks, in Journal of Hellenic Studies, ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ১৮২; (৭) J. Wellhausen, Die Kampfe der Araber mit den Romaern, NGW Gott, ১৯০১ খৃ., পৃ. ৪৩৬ প.; (৮) F. Gabricli, in RSO, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৯-২০, ২২।

K.V. Zetterteen & F. Gabrieli (E.I.²)/
মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আল-'আব্বাস ইবনুল মা'মূন (العباس بن المأمون) ঃ আল-মু'তাসি'ম-এর সময়ে সিংহাসনের একজন দাবিদার ছিলেন। তাঁহার পিতা খলীফা আল-মা'মূন ২১৩/৮২৮-৯ সালে তাঁহাকে আল-জাযীরা ও ইহার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত জেলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং সেই সময়ে বায়যান্টাইন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেন। আল-মা'মূন-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা আবূ ইসহ'াক' মুহ'াম্মাদ আল-মু'তাসি'ম বিল্লাহ ২১৮/৮৩৩ সালে 'আব্বাসী সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল-মা'মূন গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য যেই সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারা আল-'আব্বাসকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করে, যদিও তিনি নিজে তাহা আদৌ চাহেন নাই, বরং তিনি তাঁহার চাচার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমর্থক সৈন্যবাহিনীর নিকট ফিরিয়া যান এবং উহাদেরকে শান্ত করিতে সক্ষম হন।

তখন খলীফা তাঁহার অবস্থান সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশে কিছু সাবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তুওয়ানা (তায়আনা) দুর্গটি ধ্বংস করেন, বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেন এবং আল-'আব্বাসের সমর্থক বাহিনীর সৈন্যগণকে কর্মচ্যুত করেন। ইহার পর কিছু তুর্কী সেনাকে তাঁহার দেহরক্ষী হিসাবে সংগঠিত করিয়া তাহাদেরকে এত মর্যাদা দান করেন যে, 'আরব সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

এই আরব সেনাগণ আল-মা'মূনের মৃত্যুর পর হইতেই অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আল-মু'তাসিম-এর একজন আরব সেনাপতি উজায়ফ ইব্ন 'আন্বাসা আরব সেনাদলের এই অসন্তোষের সুযোগে খলীফাকে হত্যা করিয়া আল-'আব্বাসকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিয়াছিলেন। উজায়ফ এই ষড়যন্ত্রের প্রতি আল-'আব্বাসের সমর্থনও আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে ষড়যন্ত্রকারিগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আল-'আব্বাসকেও গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি ২২৩/৮৩৮ সালে মান্বিজ-এর কারাগারে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূবী; (২) তাবারী; (৩) মাস্'উদী, মুরূজ, নির্ঘণ্টসমূহ; (৪) আল-আগানী, Tables, Fragm. Hist. Arab, (de Goeje and de Jong), স্থা.; (৫) ইব্নুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৬) E. Marin, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী-এর The Reign of al-Mu'tasim, New Haven 1951, নির্ঘণ্ট।

K. V. Zettersteen (E.I.[2])/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আল-'আব্বাস ইব্নুল-হুসায়ন (العباس بن الحسين) ঃ আশ্-শীরাযী আবুল-ফাদ্'ল মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে তিনি সরকারী ব্যয় বিভাগের প্রধান ছিলেন। ৩৫২/৯৬৩ সালে আল-মুহাল্লাবীর মৃত্যুর পর তাঁহাকে বুওয়ায়হী মু'ইয্যুদ-দাওলা (দ্র. বুওয়ায়হী) অন্য একজন সচিব ইব্ন ফাসানজাস-এর সহিত একত্রে উযীরের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু কাহাকেও উযীরের পদবী দেওয়া হইল না। ৩৫৬/৯৬৭ সালে মু'ইয্যুদ-দাওলার ইন্তিকালের পর তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাখতিয়ার আল-আ'লামকে উযীরের পদে নিয়োগ করেন। আল-'আব্বাস মু'ইয্যুদ-দাওলার আর এক পুত্রের বিদ্রোহ দমন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। রাজগৃহাধ্যক্ষ (হাজিব), সুবুকতাকীন-এর শত্রুতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও ইব্ন ফাসানজাস-এর ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি ৩৫৯/৯৬৯-৭০ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। ইব্ন ফাসানজাস-এর ষড়যন্ত্রের কারণ ছিল, আল-আব্বাসের নিকট হইতে তিনি কিছু অর্থ আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারণের পর তাঁহাকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে সমর্পণ করা হয়। সচিব ইব্ন ফাসানজাস কর্তব্য পালনে আল-আব্বাসের তুলনায় অধিক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। ৩৬০/৯৭১ সালে আল-'আব্বাস মুক্তিলাভ করত উযীর পদে পুনঃনিয়োজিত হইলেন (ইব্ন মিসকাওয়ায়হ, ৩১২) এবং ইব্ন ফাসানজাস-কে অপসারণ করিতে সক্ষম হইলেন।

অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করিয়া সৈন্যদের বেতন প্রদান করায় তিনি পুনরায় আক্রোশের শিকার হন, বিশেষত বাখতিয়ার-এর শক্তিশালী প্রাসাদে অধ্যক্ষ ইব্ন বাকিয়্যার কোপে পড়েন। ৩৬২/৯৭৩ সালে ইব্ন বাকিয়্যার অপকৌশলে তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং ইব্ন বাকিয়্যা নিজেই উযীরের পদ লাভ করেন। কূফায় এক 'আলাবী ('আলী সমর্থক)-এর গৃহে আল-'আব্বাসকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। সম্ভবত বিষ প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৫৯ বৎসর (ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ, পৃ. ৩১৩)।

বাগদাদে আল-'আব্বাসের খাকান নামে একটি প্রাসাদ ছিল, বাখতিয়ারের আদেশে উহা ধ্বংস করা হয়। ঐ প্রাসাদ, উহাতে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি ও আল-'আব্বাসের অন্যান্য ইমারত সম্পর্কে দ্র. আল-হুস্রী, যায়লুয-যাহ্রিল-আদাব, কায়রো ১৩৫৩ হি., পৃ. ২৭৫।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিস্কাওয়ায়হ, ২খ., ১২১, ১৯৮, প., ৩১০ প.; (২) তানূখী, নিশ্ওয়ারুল-মুহাদারা ১খ., ২১৫; (৩) ইব্নুল-আছীর, ৮খ., ৪০৫প.।

M. Canard (E.I.[2])/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

আব্বাস উদ্দীন আহমদ (عباس الدين احمد) ঃ (১৯০১-১৯৫৯), সুরশিল্পী, লোকগীতিকার, গায়ক ও সংস্কৃতিসেবী। ভারতের তৎকালীন কুচবিহার রাজ্যের বলরামপুর গ্রামে ১৯০১ সনের ২৭ অক্টোবর জন্ম। পিতা মওলবী জাফর আলী আহমদ উকিল ছিলেন। মাতার নাম হীরামন নেসা। শৈশবে বলরামপুরের গ্রাম্য পাঠশালায়, তারপর পিতার কর্মস্থলে তুফানগঞ্জ হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। তুফানগঞ্জের মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে পল্লীর খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের গান ও গাড়িয়ালের গান, কৃষাণের গান তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত। পাগারু নামে এক বৃদ্ধ পল্লীগায়ক ও দোতারা বাদকের সঙ্গীত শুনিয়া সঙ্গীত চর্চার প্রতি আসক্ত হন এবং সরকারী ডাক্তার মোবারক হোসেনের কাছে প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানেরও অনুরক্ত ছিলেন এবং বন্ধু মহলে ঐ গান গাহিতেন। ইহা বিশ শতকের প্রথম পাদের কথা। তখন এই দেশের মুসলিম সমাজের অনেকেই সঙ্গীত চর্চার ঘোর বিরোধী ছিল। রাজনীতিক জাস্টিস স্যার আবদুর রহীম বলিয়াছিলেন, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ইমাম গাযালী (র) সঙ্গীতকে জায়েয বলিয়াছেন, তবুও আব্বাস উদ্দীন তৎকালীন সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। হাই স্কুলের ছাত্র থাকিতেই তিনি তুফানগঞ্জের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তুফানগঞ্জ হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া রাজশাহী কলেজে ও কুচবিহার কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। শেষোক্ত কলেজের এক মিলাদ মাহফিলে তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বঙ্গদেশের জন্য ইসলামী সঙ্গীত জগতে প্রবেশের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে ইহা এক যুগান্তকারী ঘটনারূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আব্বাস উদ্দীন ১৯৩০ সনে কলিকাতার হিজ মাস্টার ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানীতে সর্বপ্রথম গান রেকর্ড করেন। 'কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো' এবং 'মরণ পারের ওগো প্রিয় তোমার মাঝেই আপন-হারা' এই দুইটি গানই তাঁহার প্রথম রেকর্ড। এই কাজে অধ্যাপক দাশগুপ্ত ও সঙ্গীতশিল্পী মুনশী মুহম্মদ কাসেম (ইহার শিল্পী নাম বাংলা রেকর্ডে কে.আর. মল্লিক, আর হিন্দী রেকর্ডে পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্র) তাঁহাকে সাহায্য করেন। কবি শৈলেন রায় লিখিত গান দুইটির প্রথমটিতে সুর দেন শৈলেন রায় ও আব্বাস উদ্দীন এবং দ্বিতীয়টিতে সুর দেন ধীরেন দাস। এই কণ্ঠশিল্পীর রেকর্ডকৃত প্রথম ইসলামী গযলটি ছিল 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। পাকিস্তান সম্পর্কে বাংলায় (১৯৪৬) ও উর্দুতে তিনিই সর্বপ্রথম গান রেকর্ড করেন। গান দুইটি এই ঃ (১) 'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা

দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান' ; (২) জামী ফেরদৌস পাকিস্তান কি হোগি যমানে মে'। তাঁহার রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা প্রায় সাত শত। তন্মধ্যে ২০৪ টি গান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার মোস্তফা কামাল ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া 'আব্বাস উদ্দীনের গান' (১০৬১) নামে গ্রন্থিত হইয়াছে।

ইংরেজরা যখন বাংলার তথা ভারতের মুসলিম সমাজকে ছল-চাতুরী ও পাশবিক শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া এদেশে বৃটিশ শাসনকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশে হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিল, তখন দেশে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুদেরই একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ বর্ণাশ্রম সম্পৃক্ত হিন্দু অভিজাত শ্রেণী তাহাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত-এ স্থান দান করে শুধু সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। এদেশবাসীর কোটি কোটি জনসাধারণ ছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতে উপেক্ষিত। ইহা গৌরবের কথা যে, যে তিনজন বাঙালী বিশেষভাবে সাহিত্যে ও সঙ্গীতে বাংলার জনসাধারণকে সম্মানের আসন দান করেন, তাঁহারা তিনজনই বাঙালী মুসলিম। তাঁহারা হইলেন সর্বহারার কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ও লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচার সভায় আব্বাস উদ্দীনের গান শুধু শ্রোতৃবর্গের চিত্রবিনোদনই করিত না, তাহাদেরকে ইসলামী জীবনাদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধও করিত। তিনি কয়েক সহস্র সভায় যোগদান করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে চতুর্দিকে বিশৃংখলার মধ্যে তাঁহার উদ্দীপনাময়ী ইসলামী সঙ্গীতে এদেশবাসীর আত্মমহিমাবোধ ও দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটে।

তিনি কুচবিহার ও রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক গান ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল, চটকা আর পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, মুর্শিদী, মারেফতী, জারী, সারী প্রভৃতি গানকে অভিজাত সঙ্গীতের দরবারে পরিবশনের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক গানের, বিশেষত ভাওয়াইয়া গানের সংগ্রাহকও ছিলেন। তাঁহার গানগুলি হিজ মাস্টার্স ভয়েস, মেগাফোন ও সেনোলা গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ড করে।

এই লোকসঙ্গীত শিল্পী ১৯৫৫ সনে ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় লোকসঙ্গীত সম্মেলনে, ১৯৫৬ সনে জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত কাউন্সিলের অধিবেশনে এবং ১৯৫৭ সনে রেঙ্গুনে প্রবাসী (বঙ্গ সাহিত্য) সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি বিশ্বের দেশে দেশে এভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩১ সন হইতে তিনি কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি প্রথমে বঙ্গীয় শিক্ষা পরিচালকের অফিসে একটা কেরানীর চাকরি পান। তারপর কৃষি দফতরের প্রচার বিভাগে চাকরী করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে তিনি অতিরিক্ত সঙ্গীত সংগঠক পদে বহাল ছিলেন। পাকিস্তান হইলে ঢাকায় আসিয়া কণ্ঠশিল্পীরূপে ঢাকা রেডিওতে যোগদান করেন। তিনি সদালাপী, বন্ধুবৎসল, সাহিত্যানুরাগী ও সুরসিক ছিলেন। ফুলবাগিচা পরিচর্যা ও পত্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার শখ ছিল। তাঁহার 'আমার শিল্পী জীবন' একটি চমৎকার রসোত্তীর্ণ আত্মজীবন চরিত।

ঢাকার পুরানা পল্টনের স্বগৃহে হীরামন মঞ্জিলে বহু দিন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী থাকার পর তিনি ১৩৭৬/১৯৫৬ সনের ৩০ ডিসেম্বর ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির অকৃত্রিম সেবক। তাঁহার সত্যাশ্রয়ী চরিত্র-আচরণ এদেশের সঙ্গীতশিল্পীদের অনুকরণীয় আদর্শ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, আব্বাস উদ্দীন (কবি আল-মাহমুদ সম্পা.), ১৯৭৯ সং., পৃ., স্থা; (২) বাংলা একডেমী, ঢাকা, চরিতাভিধান (শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পা.), ১৯৮৫ সং., পৃ. ৩৮; (৩) সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (শ্রী অঞ্জলী বসু সম্পা.), ১৯৭৬ সং., পৃ. ৪৪; (৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাপ্তাহিক বাংলা ম্যাগাজিন অগ্রপথিক, বর্ষ ১, সংখ্যা ১৩, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ৬৭; (৫) শিশু একাডেমী, আব্বাস উদ্দীন (করুণাময় গোস্বামী রচিত), ১৯৮২ সং; (৬) আমার শিল্পী জীবন, আব্বাস উদ্দীন আহমদ।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

'আব্বাস মীরযা (عباس ميرزا) ঃ ফাতহ' 'আলী শাহের পুত্র। যু'ল-হি'জ্জা ১২০৩/সেপ্টেম্বর ১৭৮৯ সালে নাওয়া নামক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ জুমাদা-উখরা, ১২৪৯/২৫ অক্টোবর, ১৮৩৩ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র না হইলেও পারস্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়াছিলেন; কারণ তাঁহার মাতাও কাজার বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা তাঁহার বীরত্ব, দানশীলতা ও অন্যান্য সৎ গুণের প্রশংসায় একমত। আর. জি. ওয়াটসন (History of Persia, পৃ. ১২৮-৯) তাঁহাকে কাজার বংশের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সমরশিল্পের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন এবং ক্রমাগত রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেনের সামরিক কর্মকর্তা ও সৈন্যদের সহায়তায় স্বীয় আযারবায়জানী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ইউরোপীয় রণকৌশল ও আইন-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। তিনি বহু বৎসর আযারবায়জান প্রদেশের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। সামরিক সংস্কার সাধন সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি ব্যর্থ হন, কিন্তু তুরস্কে প্রেরিত অভিযানে তিনি সফলতা লাভ করেন (১৮২১-১৮২৩ খৃ.)।

তিনি পিতার জীবদ্দশায়ই মাশহাদে ইন্তিকাল করেন (১৮৩৩ খৃ.)। ইহার পরবর্তী বৎসর (১৮৩৪ খৃ.) ফাতহ' 'আলী শাহের মৃত্যু হইলে 'আব্বাস মীরযা-র পুত্র মুহ'াম্মাদ সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ হ'াসান খান, মাত'লা'উশ-শামস, তেহরান ১৩০১ সৌর হি., পরিশিষ্ট ৫; (২) রিদ'া কু'লী খান, রাওদ'াতুস-সাফা-ই নাসি'রী, ৯খ., ৩৪২; (৩) J Morier, A second journey through Persia, Armenia and Asia Minor, লন্ডন ১৮১৮ খৃ., পৃ. ১৮৫ প., ২১১-২০; (৪) Maurice de kotzebue, Voyage en Perse, প্যারিস ১৮১৯ খৃ., ২খ., ২৩৫; (৬) P.A Jaubert, Vayage en Armenie et en Perse, প্যারিস ১৮২১ খৃ., পৃ. ১৫১-৭২; (৭) JRAS ১৮৩৪ খৃ., পৃ. ৩২২; (৮) ZDMG, ১৮৪৮ খৃ., পৃ. ৪০১; ১৮৬৬ খৃ., পৃ. ২৯৪।

L. Lockhart (E.I.²)/ এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আব্বাস সারওয়ানী (عباس سروانى) ঃ ভারতের মুগল আমলের একজন ঐতিহাসিক। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না; তবে তিনি বানূর শহরে (সিরহিন্দ সরকারের অন্তর্গত) বসবাসকারী সারওয়ানী আফগান পরিবারের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ বাহলূল লোদীর রাজত্বকালে ২,০০০ বিঘা জমি ভরণ-পোষণের জন্য অনুদানস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবুর ইহা ৯৩২/১৫২৬ সালে পুনরাধিকার করেন, যেজন্য 'আব্বাসের পিতামহ শায়খ বায়াযীদ সারওয়ানী রোহ চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। শের শাহ্ সূর ৯৪৭/১৫৪০ সালে মুগলদের বিতাড়িত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিলে তিনি পুনরায় উক্ত জমি শায়খ বায়াযীদকে প্রদান করেন। ইসলাম শাহ সূরও 'আব্বাসের পিতা শায়খ 'আলীকে উহা নবায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ৯৮৭/১৫৭৯ সনে উহা পুনরায় রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত হয়। 'আব্বাস তখন আকবরের এক বিদগ্ধ কর্মচারী সায়্যিদ হা'মীদের চাকরি গ্রহণ করেন। ৯৯০/১৫৮২ সালে তিনি আকবারের অনুরোধক্রমে তাঁহার বিখ্যাত 'তুহ'ফা-ই আকবারশাহী', যাহা সাধারণ্যে 'তারীখ-ই শের শাহী' নামে পরিচিত, গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহা অবশ্য শের শাহ্ সূরের একটি জীবনী গ্রন্থ এবং প্রকৃত অর্থে কোন ইতিহাস গ্রন্থ নহে।

'তুহ'ফা-ই আকবারশাহী' যখন রচিত হয় তখন স্বল্পস্থায়ী সূর রাজবংশ ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল এবং আফগান শক্তির পুনরুত্থানের আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে একজন আফগান লেখক কেবল আফগান শাসনের মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। সুতরাং 'আব্বাস তাঁহার গ্রন্থে আফগানদের অতীত সম্পর্কে নিতান্তই ভাবাবেগের পরিচয় দান করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার পূর্ব হইতে পোষণকৃত ধারণা অনুযায়ী গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন এবং যেখানেই বাস্তব অপমানজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে সেইখানেই তিনি সত্যকে সংকুচিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি স্বয়ং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। শের শাহের জীবন ও কর্মজীবন সম্পর্কে তিনি যেই বিবরণ দান করিয়াছেন তাঁহার সমস্ত কিছু অথবা প্রায় সমস্তটাই ছিল সারওয়ানী অমাত্যদের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে, যাঁহারা লোদী ও সূরদের অধীনে চাকরি করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। লোদী সুলতানদের প্রধান অমাত্য খান-ই আ'জ'াম 'উমার খান সারওয়ানীর বংশধর হিসাবে তাঁহাদের নিকট হইতে শের শাহের অতীত সম্পর্কে অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে শের শাহ নিজে ও তাঁহার পূর্বে তাঁহার পিতা উক্ত সুলতানগণেরই কর্মচারী ছিলেন। এই কারণে শের শাহের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে 'আব্বাস কর্তৃক তাঁহার সারওয়ানী আত্মীয়দের নিকট হইতে সংগৃহীত তথ্যে অনেক বড় বড় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, যাহার কিছু কিছু 'ওয়াকি'আত-ই মুশতাকী'তে প্রাপ্ত মুশতাকীর অসংলগ্ন বর্ণনা দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। 'তুহ'ফা-ই আকবার শাহী' উহার ত্রুটি সত্ত্বেও শের শাহের রাজত্বকালের একটি প্রধান উৎসরূপে পরিগণিত। গ্রন্থটি শের শাহের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে অনেক বিশদ বিবরণ ও তাঁহার রাষ্ট্রনায়কত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করিয়া থাকে। পরবর্তী কালে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে রচিত গ্রন্থসমূহ, যথাঃ নি'মাতুল্লাহ হারাবীর তারীখ-ই খান-ই জাহানী, আহ'মাদ য়াদগারের 'তারীখ-ই শাহী' ও 'আবদুল্লাহর 'তারীখ-ই দাউদী' শের শাহ্ সম্পর্কে খুব কমই অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আব্বাস সারওয়ানী, তুহ'ফা-ই আকবারশাহী, সম্পা. ইমামুদ্দীন, ঢাকা ১৯৬৪ খৃ.; (২) Sir H. M. Elliot and J. Dowson, The History of India as told by its own Historians, ৪খ., ৩০১-৪৩৩; (৩) Storey, ১খ., ৫১৩-৫, (৪) I. H Siddiqui, History of Sher Shah Sur, আলিগড় ১৯৭১ খৃ; (৫) S. A.A. Rizvi, Religious and intellectual history of the Muslims in Akbar's reign, নয়াদিল্লী ১৯৭৫ খৃ., ২৩৪-৮।

I. H. Siddique (E.I.[2])/আবদুল মান্নান

'আব্বাস হি'লমী (عباس حلمى) ঃ প্রথম মিসরের শাসনকর্তা, ১৮১৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আহ'মাদ তূসূন (খৃ. ১৭৯৩-১৮১৬)-এর পুত্র এবং মুহ'াম্মাদ 'আলীর (দ্র.) পৌত্র। তিনি তাঁহার চাচা ইবরাহীম (মৃ. ১০ নভেম্বর, ১৮৪৮)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতেই তিনি বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে থাকেন। পূর্ববর্তী সময়ে যেই সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তিনি সেইগুলিকে নিন্দনীয় ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই তাঁহার মতে ঐগুলি বর্জন করাই ছিল বাঞ্ছনীয়। তিনি মুহ'াম্মাদ 'আলী কর্তৃক স্থাপিত অধিকাংশ স্কুল, কল-কারখানা, কর্মশালা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করিয়া দেন, এমন কি ডেলটা বাঁধ প্রকল্পের সম্পাদিত কাজসমূহ ধ্বংস করিতে আদেশ দেন। অনেক বিদেশী, বিশেষত ফরাসী কর্মচারীকে তিনি বরখাস্ত করেন। ফলে তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতেই মিসরে ফরাসী প্রভাব কমিতে থাকে। অন্যদিকে বৃটিশ শক্তির প্রভাব তাঁহার উপর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মিসরে তানজ'ীমাত-এর প্রবর্তন বিষয়ে 'উছমানী খলীফার সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বে বৃটেন তাঁহাকে সমর্থনের আশ্বাস দেয় এবং এই সমর্থনের বিনিময়ে বৃটেন ১৮ জুলাই, ১৮৫১-তে আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোর মধ্যকার রেলপথ নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। এই রেলপথটি সুয়েজ পর্যন্ত বর্ধিত করিবার পরিকল্পনাও করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই রেলপথ প্রকল্পটি ছিল সুয়েজ খাল খননের ফরাসী পালটা ব্যবস্থা।

'আব্বাস তাঁহার অস্থিরচিত্ততা, নিষ্ঠুরতা ও কর্কশ স্বভাবের কারণে অল্পদিনের মধ্যেই জনসমর্থন হারাইয়া ফেলেন। উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য প্রভাবে যেই সকল সংস্কারমূলক কার্যকলাপ প্রবর্তিত হইয়াছিল সেইগুলির প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাবের ফলে উহাদের অধিকাংশ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে সরকারি ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পায়। ইহাতে দরিদ্র শ্রেণী কিছুটা উপকৃত হয়। তাঁহাদের করভার লাঘব করা হয় এবং জোরপূর্বক সৈন্যবিভাগে যোগদান কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য করা হইতে তাঁহাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া কিছু পাশ্চাত্য ও মিসরীয় ঐতিহাসিক তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বিদেশীদের প্রতি ঘৃণার ভাবকে দেশাত্মবোধের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। এই ঐতিহাসিকদের মতে

এই মনোভাবই তাঁহাকে প্রধানত বাহিরের প্রভাবে আরব্ধ নানা প্রকল্প সঙ্কুচিত করিতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ তিনি বহিঃপ্রভাবের পরিণাম সম্পর্কে ভীত ছিলেন। ইহাই তাঁহার দেশপ্রেমের বড় পরিচয় বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। কিন্তু সামমারকো (Sammarco) এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

'আব্বাস তাঁহার চরিত্রের জন্য জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এই পরিস্থিতিতে যখন বেনহা-এ অবস্থিত প্রাসাদে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন তখন ১৩ জুলাই, ১৮৫৪-এ তাঁহার দুই ভৃত্য তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে। হত্যার সঠিক কারণ নির্ণয় এযাবত সম্ভব হয় নাই। তাঁহার চাচা মুহ'াম্মাদ সা'ঈদ (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Precis de lhistoire de I' Egypte par divers historiens et archeologues, vol. iv: Les regnes de 'Abbas, de said et d'ismail (1848-1879) by A. Sammarco, Cairo 1935, I-17; (২) G. Hanotaux, Histoire de la nation Egyptienne, vol. vi, Paris 1936; (৩) J. Heyworth-Dunne, Introduction to the History of Education in Moern Egypt London 1939, 285-312 ও নির্ঘণ্ট।

M. Colombe (E.I.[2]) মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাস হি'লমী (عباس حلمى) ঃ দ্বিতীয়, মিসরের খেদীব ছিলেন, ১৪ জুলাই, ১৮৭৪-এ আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৪-এ জেনেভায় ইন্তিকাল করেন। তিনি ও তাঁহার ভাই মুহ'াম্মাদ 'আলী (দ্র.) ভিয়েনায় অবস্থিত থেরেসিআনুম (Theresianum)-এ অধ্যয়ন করেন। ৮ জানুয়ারি, ১৮৯২-তে তিনি তাঁহার পিতা মুহ'াম্মাদ তাওফীক'-এর স্থলাভিষিক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই কায়রোয় অবস্থিত বৃটিশ কূটনৈতিকদের ও কনসাল জেনারেলের সহিত তাঁহার বিরোধ দেখা দেয়। এই বিবাদ চলাকালীন বৃটিশ কনসাল ছিলেন প্রথমে স্যার ইভেলিন ব্যারিং (Sir Evelyn Baring), লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) ও পরে লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener, দ্র. মিসর)।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন 'আব্বাস হি'লমী ইস্তাম্বুলে ছিলেন। সেইখানে তিনি গ্রীষ্মকালে গমন করিয়াছিলেন। ২৫ জুলাই, ১৯১৪-এ তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হইলে তিনি আহত হন এবং চিকিৎসার জন্য ইস্তাম্বুলে থাকিয়া যান। তুরস্ক কেন্দ্রীয় শক্তি জোটের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে তিনি ইস্তাম্বুল হইতে মিসরী ও সূদানীদেরকে দখলকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যাইতে আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে কায়রো মিত্রশক্তি কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। এক মাস পর ১৮ ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার মিসরকে তাহাদের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯ ডিসেম্বর খেদীব 'আব্বাস হি'লমীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং মুহ'াম্মাদ 'আলী পরিবারের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র হু'সায়ন কামিলকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

যুদ্ধের সময় নব্য-তুর্কী দল 'আব্বাস হি'লমীকে তাহাদের একজন সাহায্যকারী হিসাবে লাভ করে। তিনি প্রথমে ইস্তাম্বুলে অবস্থান করিতে থাকেন এবং পরে ভিয়েনায় গমন করেন। সেইখান হইতে বেশ কয়েকবার সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি সুইজারল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। মিসর ১৯২২ খৃ. একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইলে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২-এর বৃটিশ ঘোষণায়) হু'সায়ন কামিল-এর উত্তরাধিকারী (মৃ. ১৯১৭ খৃ.) সুলতান ফুআদ (দ্র.) বাদশাহ (মালিক) উপাধি গ্রহণ করেন (১৪ মার্চ, ১৯২২)। সেই সঙ্গে পদচ্যুত খেদীব 'আব্বাস হি'লমী সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হইল, তখন হইতে মিসরের সিংহাসনের উপর তাঁহার আর কোন অধিকার রহিল না (এই সিদ্ধান্ত তাঁহার সরাসরি ও বৈধভাবে জাত পুরুষ সন্তানের ব্যাপারে প্রযোজ্য ছিল না, ১৩/৪/১৯২২-এর সরকারি ফরমান, মিসরের সরকারি পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা ১৫/৪ তারিখের নং ৩৮)। তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত করা এবং তাঁহার মিসরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়; তথাপি তাঁহার বেশ কিছু সমর্থক ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ খৃ. মে মাসে তিনি সিংহাসনের দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করেন।

'আব্বাস হি'লমীর দুই পুত্র ছিল ঃ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-মুন'ইম ও মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-ক'াদির। বাদশাহ ফুআদ-এর সিংহাসন ত্যাগের পর তাঁহার প্রথম পুত্র (জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯) রাজপ্রতিনিধি পরিষদের (regency council) সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৫২ খৃ. অক্টোবর হইতে মিসরকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত (জুন ১৯৫৩) তিনি পরিষদে একবার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lord Cromer, Modern Egypt, London 1908; (২) ঐ লেখক, Abbas II, London 1915; (৩) G. Hanotaux, Histoire de la nation egyptienne, vol. vii; (৪) Hasan Chafik, Statut juridique international de I'Egypte, Paris 1928; (৫) Mohamed Seif Alla Rouchdi, L'Heredite du torne en Egypte contemporainc, Paris 1943; (6) Abbas Hilmi II, A few words on the Anglo-Egyptian settlement, London 1929.

M. Colombe (E. I.[2]) মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাসা (عباسة) ঃ খলীফা আল-মাহ্দী (১৫৮/৭৭৫-১৬৯/৭৮৫)-র কন্যা, খলীফা আল-হাদী ১৬৯/৭৮৫-১৭০/৭৮৬) ১৭০/৭৮৬-১৯৩/৮০৯) এবং খলীফা হারূনুর-রাশীদের ভগ্নী; মুওয়ায়কাতুল- 'আব্বাসা স্থানটি তাঁহারই নামে নামকরণ করা হয়। পরপর তাঁহার তিনবার বিবাহ হয়, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিন স্বামীর মৃত্যু হয়। কবি আবূ নুওয়াস (মৃ. ৮১০ খৃ.) এই কারণে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন; কোন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করিতে চাহিলে খলীফা যেন তাহাকে 'আব্বাসার সহিত বিবাহ দেন, এই জাতীয় উক্তিই তাঁহার এই সকল ব্যঙ্গ কবিতায় ছিল। বারমাকী পরিবারের পতনের ব্যাপারে তাঁহার নাম জড়িত

হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ ছিল জা'ফার ইব্ন য়াহ্'য়া আল-বারমাকীর সঙ্গে তাঁহার কথিত গোপন প্রেম। আত্-ত'াবারী তাঁহার উক্ত প্রেম সম্বন্ধে কিছু ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রাচীন কতিপয় ঐতিহাসিক এই জাতীয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। আরও উল্লেখ্য, আবূ নুওয়াস কবিতায় 'আব্বাসার স্বামীদের নামের যে তালিকা দিয়াছেন উহাতে জা'ফারের নাম নাই। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মত আত্-ত'াবারীও এই ঘটনাকে জা'ফার হত্যার একটি কারণ হিসাবেই কেবল উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন খাল্দূন ইহার সত্যতার প্রতি যতদিন পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ জা'ফার ও 'আব্বাসার এই প্রণয় কাহিনীর কলেবর বাড়াইয়াই গিয়াছেন। ফারসী ভাষায় অনূদিত ত'াবারীর এই বিশদ বর্ণনাটিকে সত্য মনে করিলে জা'ফারের সহিত তাঁহার এই সম্পর্ক যখন শুরু হয় তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪০ বৎসর। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হয় জা'ফারের মৃত্যুর ১১ বৎসর পূর্বে। বয়সের এই পর্যায়ে এই ধরনের প্রেম বিরল। সব কিছু বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই উপাখ্যানটি কল্পনাপ্রসূত। জা'ফারের মত একজন সম্মানিত মন্ত্রীর পতনের ঘটনাকে একটি কাব্যিক রূপ দেওয়াই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতে জা'ফারের মৃত্যুর পর 'আব্বাসার কি হইয়াছিল তাহার কোন সন্ধান মিলে না। পরবর্তী লেখকগণই কেবল তাঁহার রহস্যজনক ও ভয়াবহ পরিসমাপ্তির জাল বুনিয়াছেন। 'আব্বাসা ও জা'ফারের প্রেম ইউরোপীয়দের, এমন কি আরবদের কল্পনাকেও যথেষ্ট আলোড়িত করিয়াছে। এই ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া ১৭৫৩ খৃ. একটি ও ১৯০৪ খৃ. আর একটি ফরাসী উপন্যাস প্রকাশিত হয়। জুরজী য়ায়দানও (মৃ. ১৯১৪) ইহার উপর 'আল-'আব্বাসা উখতুর-রাশীদ' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। জা'ফার ও 'আব্বাসার প্রেম কাহিনী আরব্য উপন্যাসেও স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ নুওয়াস, দীওয়ান, সম্পা. ইস্কানদার আসাফ, পৃ. ১৭৪; (২) য়াকূ'ত, ৩খ., ২০০; (৩) মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ, দীওয়ান, পৃ. ২১৩, ৩০৪; (৪) আল-আগ'ানী, ২০ খ., ৩২; (৫) ইব্ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ১৯৩; (৬) আত-ত'াবারী, ৩খ., ৬৭৬; (৭) একই লেখকের ফারসী ভাষায় রচিত টীকাসহ সংশোধিত গ্রন্থ, Zotenberg, ৪খ., ৪৬৪; (৮) মাস্'ঊদী, মুরূজ, ৬খ., ৩৩৮; (৯) Fragmenta historicorum arab., ed. de Goeje and de jong, i. 307; (১০) ইব্ন কু'তায়বার প্রতি আরোপিত আল-ইমামা, ২খ., ৩৩০; (১১) ইব্ন বাদ্রূন, ed. Dozy, পৃ. ২২৯; (১২) ইব্ন তাগ'রীবির্দী, ১খ., ৪৬৫, ৪৮১; (১৩) ইব্ন খাল্লিকান, নং ১২৯; (১৪) ইব্ন আবী হাজালা, দীওয়ানুস্-সাবাবা (তায্য়ীনুল-আসওয়াক'-এর হাশিয়ায় লিখিত), ১খ., ৫৪; (১৫) ইত্লীদী, ই'লামুন-নাস, পৃ. ৮৭; (১৬) আলফ লায়লা ওয়া-লায়লা, সম্পা. Habicht, ৭খ., ২৫৯; (১৭) G. Weil., Gesch. d. Chalifen, ২খ., ১৩৭; (১৮) A. Muller, Der Islam in mangen und Abendland, ১খ., ৪৮০; (১৯) Chauvin, Bibliogr., ৫খ., ১৬৮।

G. Horovitz (E.I.²)/মুহাম্মাদ তাহির হুসাইন

'আব্বাসা (عباسة) ঃ মিসরের একটি শহর, আহ্'মাদ ইব্ন তূ'লূন-এর কন্যা 'আব্বাসার নামানুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে। এইখানে রাজকন্যা তাঁহার তাঁবু খাটাইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও খুমারাওয়ায়হ-এর কন্যা কাত্রুন-নাদা যখন খলীফা আল্-মু'তাদি'দ-এর সহিত বিবাহের জন্য যাইতেছিলেন তখন 'আব্বাসা কাত্রুন-নাদাকে এইখানে হইতেই বিদায় দিয়াছিলেন। যে স্থানে সাময়িকভাবে তাঁবু খাটান হইয়াছিল তাহার আশেপাশে বেশ কিছু দালান-কোঠা নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহাদের একটির নাম ক'াস্'র 'আব্বাসা (আব্বাসা প্রাসাদ) ছিল। পরবর্তী কালে শহরটিই 'আব্বাসা নামে অভিহিত হইতে থাকে। সেই সময় ইহা ছিল সিরিয়ার পথে শেষ শহর এবং ওয়াদী তুমীলাতের প্রবেশ পথে অবস্থিত। ওয়াদী তুমীলাত গাছপালা সমৃদ্ধ একটি সংকীর্ণ অঞ্চল, পূর্বদিকে Bitter Seas (আল্-বুহ'য়রাতুল-মুরসা) পর্যন্ত বিস্তৃত; মধ্যযুগে ইহাকে বলা হইত ওয়াদীউস্-সাদীর বা ওয়াদী আব্বাস।

সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এই শহরটি সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হইত। তূ'লূনী শাসনের শেষ ভাগে ও মামলূকদের আমলে এই স্থানটি সৈন্য সমাবেশের একটি কেন্দ্র ছিল। সিরিয়া হইতে আমদানীকৃত সামগ্রীর উপর ধার্য কর আদায়ের জন্য এই শহরে একটি শুল্ক ঘাঁটি ছিল। সুলতান বারকুক কর্তৃক শুল্কের হারের যে পরিবর্তন করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শুল্ক ঘাঁটিরও উল্লেখ রহিয়াছে।

ফাতিমী শাসকগণ রাজধানীর বাহিরে কোথাও সাধারণত যাইতেন না। তথাপি আল-মাক'রীযীর বর্ণনামতে ফুসতাতের তুলনায় আব্বাসায় বহু সুদৃশ্য বাড়ীঘর ছিল। আয়্যূবী সুলতান আল-মালিকুল-কামিল এই শহরটিকে আরও সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সুলতান এই শহরে অধিক সময় অবস্থান করিতেন। তিনি এইখানে বেশ কিছু উদ্যান ও সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। শাসনকর্তা পশু, পাখী ও মৎস্য শিকার করিতে সেইখানে যাইতেন। এই সময় রাজকীয় সংবাদবাহক এক বিশেষ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া কায়রো হইতে রাজনীতি ও শাসন সংক্রান্ত খবরাখবর তাহার নিকট পৌঁছাইত।

মামক শাসনের শেষের দিক পর্যন্ত আব্বাসা শিকারীদের জন্য মিলন কেন্দ্র ছিল, এমন কি কাইত্ বেও মাঝে মধ্যে সেখানে ভ্রমণের উদ্দেশে গমন করিতেন। এই শহরটি অনেক দিন হইতে সামরিক গুরুত্ব হারাইয়াছে। কারণ ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে সালিহিয়া শহর এবং পরে আব্বাসা শহরের অতি নিকটেই জাহিরিয়া শহরটি গড়িয়া উঠে।

শহরটিতে প্রধানত 'আরব বেদুঈনগণ বাস করিত। ইহারা ওয়াদী তুমীলাত্ অঞ্চলের যাযাবর ছিল এবং কোন কোন লেখকের মতে ইহাদের গোত্রীয় প্রধান 'আব্বাসাতেই বাস করিতেন। অপরপক্ষে 'উছমানী তুর্কীর শাসনামলে আব্বাসার কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। আল-জাবার্তীর ইতিহাসে এই শহরের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সালিহিয়া হইতে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির (মৃ. ১৮২১ খৃ.) সৈন্যগণ মরুভূমির দিকে রাস্তার প্রতি নজর রাখিত। 'আব্বাসা বর্তমানে আবূ হ'াম্মাদ ও তাল্লুল-কাবীর-এর মধ্যবর্তী গুরুত্বহীন শহরে পরিণত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Maspers and G. Wiet, Materiaux, MIGAO, XXXvi, 1245-তে উল্লিখিত বরাতের বাহিরে দেখুন আল-মাক্‌রীযী, সং. MIFAO, xlvi ও xlix, index; (২) মাক'দিসী, ১৯৬ (৩) কিনদী, ২৪৭; (৪) ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো, ৩খ, ১০৯-১১, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৮, ৮খ., ১৪১; ১৭০-১, ২৩২; (৫) ইব্‌ন ইয়াস, সম্পা. কাহলে ও মুসতাফা, ৩খ., ৬৫, ১২৩, ১৮৮, অনু. Wiet, ii, 74. 143, 214; (৫) যাকী মুহ'াম্মাদ হ'াসান, Les Tulunides, পৃ. ১৪৭, ১৪১, ১৭৯।

G.wiet (E.I.2)/মুহাম্মদ তাহির হুসাইন

'আব্বাসাবাদ (عباسا باد) ঃ পারস্যের অনেকগুলি স্থানের নাম; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত সাব্‌যাওয়ার (আনু. ৭৫ মাইল) ও শাহরূদ (আনু. ৬৮ মাইল)-এর মধ্যবর্তী খুরাসান সড়কের উপর চাশম-ই গাস-এর পার্শ্বে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত পৌর শহর। এখানে প্রথম শাহ্‌ 'আব্বাস (দ্র.) আনু. এক শত জর্জীয় পরিবারের একটি বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃ. সেখানে কেবল একজন বৃদ্ধা মহিলা জর্জীয়দের স্মৃতি রক্ষার্থে বাঁচিয়াছিলেন। অপর এক 'আব্বাসাবাদ শাহযাদা আব্বাস মীরযা (দ্র.) Araxce-এর বাম তীরে (Nakhcuwan-এর নিকট) নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃ. চুক্তি দ্বারা এই শহরটি ডান তীরে অবস্থিত উহার সেতুর সম্মুখভাগ (tete-de pont)-সহ রাশিয়ার নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

V. Minorsky (E.I.2)/ মু. আবদুল মান্নান

আল-'আব্বাসিয়া (العبا سية) ঃ আল-কায়রাওয়ানের তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ইফরীকিয়া (তিউনিসিয়া)-র প্রাচীন শহর। ইহা কাস'রুল-আগ'লিবা ও আল-কা'স'রুল-কা'দীম নামেও পরিচিত। ইহা ১৮৪/৮০০ সনে আগ'লাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-আগ'লাব কর্তৃক নির্মিত হয়। উক্ত সনে তাঁহাকে আরব সৈন্যদের কতিপয় নেতার বিদ্রোহের কারণে ইফরীকিয়ার আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি আব্বাসী খলীফাগণের সম্মানে শহরটির নাম রাখেন আল-'আব্বাসিয়া। শহরটিতে গোসলখানা, সরাইখানা, বাজার ও একটি জুমুআ মসজিদ ছিল। মসজিদের সহিত ইটের তৈরী সাততলায় বিন্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশোভিত বেলনাকারের একটি মীনারও ছিল। কায়রাওয়ানের বিশাল মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদেও মিহরাব সংলগ্ন কাষ্ঠখোদিত একটি মাকসূরা আমীর ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। শহরের কয়েকটি ফটক ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাবুর-রাহ'মা (দয়ার ফটক), বাবুল-হ'াদীদ (লৌহ ফটক), বাব গালবান (প্রথম যিয়াদাতুল্লাহর আত্মীয় ও মন্ত্রী আল-আগ'লাব ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইবনিল-আগ'লাবের নামানুসারে) এবং বাবুর-রীহ' (বায়ুর ফটক)— এই সকল ফটক পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল এবং পশ্চিম দিকে বাবুস-সা'আদা (সৌভাগ্যের ফটক)। শহরের মধ্যস্থলে আল-মায়দান নামে একটি বিরাট উন্মুক্ত স্থান ছিল, সেইখানে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়ায ও পর্যবেক্ষণ (আরদ) অনুষ্ঠিত হইত। ইহার অনতিদূরেই ছিল আর-রুসাফা প্রাসাদ যাহা দামিশক্‌ ও বাগ্‌দাদে অবস্থিত একই নামের প্রাসাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। এই প্রাসাদেই প্রথম ইবরাহীম শারলামেনের দূতগণের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, যাহারা সেন্ট সাইপ্রিয়ান (St. Cyprian)-এর সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যর্পণের অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আগমন করিয়া খলীফা হারূনুর রাশীদের জন্য আনীত উপঢৌকন হস্তান্তর করে। এইখানেই সিসিলীর শাসক কনস্টান্টাইনের দূতদের সহিত দশ বৎসরের সন্ধি চুক্তি (هدنة) ও বন্দী বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়। ফরাসী বায়য্যান্টাইন, আন্দালুসীয় ও আরও অনেক দূতকে এখানে বসিয়াই পরবর্তী আগ'লাবী শাসকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শহরটি নির্মাণের শুরু হইতেই আল-'আব্বাসিয়াতে একটি টাঁকশাল (دار الضرب)-এর শহরের নামাঙ্কিত দীনার ও দিরহাম প্রস্তুত হইত। একটি সরকারি বস্ত্র কারখানায় (طراز) রাজকীয় পোশাক (خاعة) ও পতাকা তৈরি করা হইত। প্রথম ইবরাহীমের পরবর্তী শাসকগণের আমলে আল-'আব্বাসিয়াতে অনেক প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সৌধ নির্মিত হয়। আবূ ইব্‌রাহীম আহ'মাদ একটি বৃহৎ পানি সংরক্ষণাগার (سهريج বা فقية) নির্মাণ করেন যাহার প্রধান ধ্বংসাবশেষ এখনও সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষণাগারে প্রচুর পানি সরবরাহ হইত বলিয়া গ্রীষ্মকালে যখন রাজধানী কায়রাওয়ানের জলাধারগুলি শুষ্ক হইয়া যাইত তখন এখান হইতে পানি সরবরাহ করা হইত। দ্বিতীয় ইবরাহীম কর্তৃক ২৬৪/৮৭৭ সনে 'আব্বাসিয়ার দক্ষিণে অদূরে রাককাদা নগরী রাজমহলরূপে উহার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতঃপর আল-আব্বাসিয়া একটি ছোট শহরে পরিণত হয় এবং সেখানে মাওয়ালী ও ব্যবসায়ীদের বসতি গড়িয়া উঠে। হিলালী আক্রমণ (৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্যন্ত উহা কোনমতে টিকিয়া থাকে। কিন্তু পরবর্তী কালে চিরতরে বিলীন হইয়া যায়। যে টিলা (قل)-এর উপর আল-'আব্বাসিয়্যা নগরী অবস্থিত ছিল ১৯২৩ খৃ. উহার কিছু অংশ খনন করা হইলে আগলাবী যুগের অনেক ভগ্ন মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কালো, সবুজ ও নীল রঙ্গের পুরু নক্‌শা খচিত এই শ্বেত মৃৎপাত্র নিঃসন্দেহে ইরাক (সামাররা, রাককা) ও মিসর (ফুসতাত)-এর আদর্শের অনুকরণে তৈরি করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, আল্‌-আব্বাসিয়ায় বহু মনীষীর জন্মস্থান ছিল, তন্মধ্যে আল-কায়রাওয়ানের প্রথম ঐতিহাসিক আবুল-'আরাব (দ্র) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন তামীম (মৃ. ৩৩৩/৯৪৫)-এর নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ', পৃ. ২৩৪; (২) বাকরী, আল-মাসালিক (de slane), পৃ.২৪; (৩) ইদ্‌রীসী (de Goeje, Descriptional Magribi), পৃ. ৬৫-৭; (৪) ইবনুল-ইযারী, আল-বায়ানুল-মুগ'রিব, লাইডেন ১৯৪৮, ১খ., ৮৪; (৫) Desvergers, Hist. del Afr et de la sicilie (ইব্‌ন খালদুনের অনুবাদ), প্যারিস ১৮৪১ খৃ., পৃ. ৮৬-৮; (৬) G. Marcais, Manuel de 1 Art Musulman, প্যারিস ১৯২৬ খৃ., ১খ., ৪০।

H.H. Abdul-Wahab (E.I.2) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

'আব্বাসী (দ্র. সিক্কা)

আবিক (দ্র. 'অবাদ)

আম (آم) ঃ mango. উষ্ণমণ্ডলীয় এশিয়ায় স্বভাবজ সপুষ্পক চিরহরিৎ বৃক্ষ (ম্যাংগিফেরা ইনডিকা) ও ইহার ফল। বর্তমান আমেরিকা (ফ্লোরিডা, ক্যালিফোরনিয়া), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালটা, আফ্রিকা (নাটাল, মিসর), ও অস্ট্রেলিয়ায় (কুইনসল্যান্ডে) ইহা জন্মানো হইতেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,০০০ ফুট উচ্চ স্থানসমূহে ইহার ফলন বেশি। বড় বড় গাছের কাঠ হইতে দরজা, কপাট ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ আম গাছকে বিশেষ পবিত্র জ্ঞান করে। হিন্দুদের বিবাহাদি, মংগল উৎসব অথবা দেবদেবীর পূজাদিতে আম্র শাখার আবশ্যক হয়। স্নিগ্ধ, রসালো, মিষ্ট ও সুস্বাদু পাকা আম একটি অতি উপাদেয় ফল। বাংলা-পাকভারত উপমহাদেশের বহু অঞ্চলে উৎকৃষ্ট আমের ব্যাপক উৎপাদন হইয়া থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া রাজশাহী বিভাগে বহু উৎকৃষ্ট জাতের আম জন্মে। উৎকৃষ্ট আমের মধ্যে ফজলি, ল্যাংড়া, কাঁচামিঠা, বোম্বাই, আলফানসো, ক্ষীরসাপতি সুপরিচিত। পাকা আমের রস হইতে আমসত্ব এবং কাঁচা আম হইতে নানা প্রকার আচার, মোরব্বা ও আমচুর প্রস্তুত হয়। ইউনানী আয়ুর্বেদীয় মতে কাঁচা আম অত্যন্ত অম্ল রস, রুক্ষ ও ত্রিদোষজনক, আমচুর অম্লমধুর কষায়রস, কফ ও বায়ুনাশক; দুগ্ধসহযোগে আম শুক্রবর্ধক, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আম'আক (عمعق) ঃ শিহাবুদ্দীন বুখারী, ট্রান্সঅক্সানিয়ার ইলেকখানগণের (কারাখানীগণ) [দ্র.] রাজসভায় পারস্য কবিদের অন্যতম প্রধান কবি। পরবর্তীকালীন উৎসসমূহ (যথা তাকি'য়্যুদ্দীন কাশানী) তাঁহার প্রতি আবুন-নাজীব উপনাম আরোপ করেন। ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, 'আম'আক' নামটি তাঁহার ব্যক্তিগত নাম ছিল, না লাকা'ব ছিল যাহা কবিনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাকে বর্তমানে প্রচলিত কোন 'আরবী, ফারসী বা তুর্কী শব্দের সহিত সম্পর্কিত করা যায় না। য সাফা মনে করেন, ইহা সূযানীর দীওয়ান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে জনৈক কবির নামরূপে উল্লিখিত একটি মৌলিক নাম 'আক'আক' (ম্যাগপাই পাখি)-এর অপভ্রংশ। স. নাফীসী ধারণা করেন, শব্দটি সম্ভবত সোগদীয় উৎস হইতে আগত জামী প্রণীত বাহারিসতান-এর কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'আমীক ও 'আমীকী-রূপে ব্যবহৃত যেই সকল শব্দরূপ পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

'আম'আক' বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার সম্ভাব্য জন্মকাল ৫ম/১১শ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে। পরবর্তী কালের জীবনীকারগণ তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে যেই সকল তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ৫৪২ (উদা' দাওলাত শাহ ও রিদা-কু'লী খান হিদায়াত) ৫৪৩ (তাকিয়্যুদ্দীন কাশানী) অথবা ৫৫১ (সাদিক ইব্ন সা'লিহ' ইস'ফাহানী তাঁহার শাহিদ-ই সা'দিক' গ্রন্থে) তাঁহার যেই কোনটি যদি সঠিক হয় তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই শতবর্ষব্যাপী জীবনের অধিকারী হইতেন।

'আম'আক'-এর রচিত বলিয়া কথিত যে সকল প্রাচীনতম কবিতার কাল নির্ণয় করা যায় তাহা হইতেছে ইলেক খান নাস'র ইব্ন ইবরাহীম (৪৬০-৭২/১০৬৮-৮০)-এর জন্য রচিত কাসীদাসমূহ। কবি নিশ্চয়ই অন্ততপক্ষে ৫২৪/১১২৯-৩০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারণ একটি কাহিনী মুতাবিক তাঁহাকে ঐ একই বৎসর মৃত্যুবরণকারী সুলতান সানজার-এর কন্যা মাহ-ই মুলক খাতুন-এর উদ্দেশে তাঁহাকে একটি শোকগাথা রচনা করার আদেশ করা হয় ('আম'আক-এর সমসাময়িক খাতুনীর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দাওলাত শাহ)। অপরদিকে তাঁহার একটি খণ্ড কবিতায় উল্লিখিত জনৈক যুবরাজ মাহ'মূদ ৫২৬/১১৩২ সালে সানজার কর্তৃক সামারকানদ-এর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ইলেকখান যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন তবে তাঁহার মৃত্যুকাল আরও পরবর্তী সময়ে হইবে।

খিদ'র ইব্ন ইবরাহীম-এর স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বকালের (৪৭২-৩/১০৮০-১) মধ্যেই 'আম'আক' আপাতদৃষ্টিতে সামারকান্দের রাজসভায় একটি প্রভাবশালী অবস্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চাহার মাক'লায় বর্ণিত রাশীদীর সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কিত গল্পে তাঁহাকে একজন আমীরুশ-শু'আরারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কথিত আছে, জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি একটি নির্জন জীবন অতিবাহিত করেন এবং হা'মীদী অথবা হা'মীদুদ্দীন নামক তাঁহার এক পুত্রের মাধ্যমে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। আমআক সালজূক শাসক আলপ আরসালান-এর জন্যও একটি কবিতা রচনা করেন।

যদিও 'আম'আক-এর কাব্য সৃষ্টির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাঁহার রচিত কাসীদাসমূহের কিছু সংখ্যক কবিতা বিভিন্ন কাব্যসংগ্রহ অথবা মাজমূ'আ পাণ্ডুলিপিসমূহে সংরক্ষিত আছে। ইহা ভিন্ন তাঁহার নামে প্রচলিত কতিপয় চতুষ্পদী কবিতারও সন্ধান পাওয়া যায়। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গঠন করা সম্ভব ছিল বলিয়া কথিত য়ূসুফ ও যুলায়খা বিষয়ক তাঁহার একটি মাছনাবী কবিতার অবশ্য আজ আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

৭ হাজার বায়ত (হাফত ইক'লীম)-এর সংগ্রহ বলিয়া অনুমিত তাঁহার এই দীওয়ান প্রাথমিক পর্যায়েই হারাইয়া যাওয়া সত্ত্বেও 'আম'আক' সুস্পষ্টভাবেই তাঁহার সমসাময়িক এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী কালের কবিদের কাব্য সৃষ্টিতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বয়ং আনওয়ারীর ন্যায় একজন ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে 'কাব্য শিল্পের একজন গুরু' (উসতাদ-ই সুখান) নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং 'আম'আক প্রদত্ত কাব্য আদর্শে তাঁহার নিজের একটি কাব্য রচনা করেন (তু. দীওয়ান-ই আনওয়ারী, ১খ., তেহরান ১৩৪৭[২], পৃ. ২০৫, ২৭৪)। তাঁহার এই খ্যাতির ভিত্তি ছিল প্রথমত 'আম'আক'-এর ব্যবহৃত সুচারুভাবে উপস্থাপিত আলংকারিক শব্দবিন্যাস, যাহা তাঁহার কালেও একটি অভূতপূর্ব সাহিত্যিক শিল্পরীতি ছিল। এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ প্রায়শই তাঁহার একটি কাসীদার অংশ উদ্ধৃত করা হয়, যাহার প্রতিটি বায়ত-এ মূর (পিপীলিকা) ও মূয় (চুল) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে। একজন শোকগাথা রচয়িতারূপেও 'আম'আক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সানজার-এর অনুরোধে তিনি যেই সামান্য কয়েকটি বায়ত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অধিক আর কিছু সংরক্ষিত হয় নাই।

'আম'আক'-এর কাব্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে কবিতার জন্য দীর্ঘ ও বিশদ মুখবন্ধের ব্যবহার। ইহার সর্বাপেক্ষা চরম উদাহরণ হইতেছে ১০০ বায়ত-এর একটি মুখবন্ধ, যাহাতে 'ঈসা (আ)-এর গাধার পৃষ্ঠে সমাসীন অবস্থায় একটি কল্পিত জগতে পরিভ্রমণের আধ্যাত্মিক কল্পনার সহিত কবির প্রতিদ্বন্দ্বীবৃন্দের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত সংযুক্ত হইয়াছে (দীওয়ান, সম্পা. নাফীসী, পৃ. ১৪১ প.)। কাল্পনিক চিত্রের প্রতি 'আম'আক'-এর সুস্পষ্ট প্রবণতা ছিল। নৈশ দৃশ্য সম্পর্কে তাঁহার বহু সংখ্যক বর্ণনার একটিতে রাত্রিকে উপস্থাপন করা হইয়াছে একজন ধর্ম-প্রচারকরূপে, যিনি তাঁহার বক্তৃতা মঞ্চ হইতে কবির নিজস্ব শহর বুখারার গুণাবলী বর্ণনা করিতেছেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৭৬প.) য' সাফার মতে, তাঁহার কবিতার প্রতিটি বায়ত-এ 'আম'আক যেই 'কাল্পনিক উপমা' (তাশবীহ-ই খিয়ালী) ব্যবহার করেন তাহাও তাঁহার কল্পনামূলক কার্যাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবরীয-এ প্রকাশিত 'আম'আক'-এর দীওয়ানটি ১৩০৭ সৌর (৬২৪ বায়ত) নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ইহাতে এমন কতিপয় কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা প্রকৃতপক্ষে অন্য কবিদের রচনা; (২) নাফীসী বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগৃহীত ৮০৬টি বায়ত তাঁহার দীওয়ান 'আম'আক'-ই বুখারীতে সংকলন করিয়াছেন, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০। গ্রন্থটিতে অবশ্য এই সকল সংগৃহীত কাব্যের প্রতিটির উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয় নাই। ইলেক-খানগণের জন্য রচিত কাসীদাসমূহও নাফীসী কর্তৃক সম্পাদিত তারীখ-ই বায়হাকী'র তা'লীকাত-এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (তেহরান ১৩৩২/১৯৫৩, ৩খ., ১৩০১-২৩)।

তাঁহার কবিতাসমূহে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে–এই প্রকার উৎসসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছেঃ (১) 'আওফী, লুবাব, সম্পা. Browne, 181-9, সম্পা. নাফীসী, ৩৭৮-৮৪, তু. তা'লীকা'ত ৬৮৬-৯৪; (২) রাশীদ-ই ওয়াতওয়াত; হাদাইকু'স সিহ'র, তেহরান ১৩০৮/১৯২৯, ৪৪-৫; (৩) শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স আররাযী, আল-মু'জাম ফী মাআয়ীর আশ'আরিল-'আজাম, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯, পৃ. ৩৫১, ৩৮১; (৪) জাজারমী, মুনিসুল-আহ'রার ফী দাকা'ইকি'ল-আশ'আর, ২খ., তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, পৃ. ৪৯৯; (৫) দাওলাত শাহ, পৃ. ৬৪-৫; (৬) জামী, বাহারিসতান, দুশাম্বে ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১০৭; (৭) আমীন আহ'মাদ রাযী, হাফত ইক'লীম, তেহরান ১৩৪০/১৯৬১, ৩খ., ৪০৯-২০; (৮) কাসিমী, সুল্লামুস-সামাওয়াত, তেহরান ১৩৪০/১৯৬১, পৃ. ৫৩, তু. হাওয়াশী, পৃ. ৩০৩-৪; (৯) লুত্'ফ 'আলী বেগ আযার, আতশকাদাহ, লিথু, বোম্বাই ১২৯৯ হি., পৃ. ৩৩৭-৪২; (১০) রিদাকু'লী খান হিদায়াত, মাজমাউল-ফুস'াহা, লিথু, তেহরান ১২৯৫ হি., ১খ., ৩৪৫-৫০; সং., তেহরান ১৩৩৬/১৯৬৭, ২খ., ৮৭৯-৮৮।

'আম'আক' রচিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এই প্রকার মাজমূআর পাণ্ডুলিপির জন্যঃ (১) E. Blochet, Catalogue des manuscrits persans de la Bibliotheque Nationale, প্যারিস ১৯১২, ২খ., ৪৮প.; (২) Ch. Riew, Catalogue of Persian manuscripts in the British Museum, লন্ডন ১৮৮১, ২খ., ৮৬৯, Supplement 105; (৩) A. J. Arberry, in JRAS (১৯৩৯), রট. ৩৭৯; (৪) আ. মুনযাবী, ফিহরিসত-ই নুসখাহা-ই খাত্ত-ই ফারসী, ৩খ., তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, পৃ. ২৫৫১, নং ২৪৮৭৬-৯।

আমআক সম্পর্কে গ্রন্থপঞ্জীমূলক নির্দেশনার জন্য দ্র. ঃ (১) নিজামী আরূদী প্রণীত চাহার মাকালা, তেহরান ১৯৫৫-৭, মূল পাঠ ৪৪, ৭৩, ৭৪, তু. তালীকাত, পৃ. ১৩, পৃ. ২৩২ প. ও ৬১৫. ও সেই সঙ্গে উপরে উল্লিখিত তাযকিরা গ্রন্থাবলী। অতিরিক্ত দ্র. (২) Browne, ২খ., 298, 303, 335 প.; (৩) য. সাফা, 'আমআক-ই বুখারাঈ, in Mihr, ৩খ. (১৩১৪-১৫ সৌর হি.), ১৭৭-৮১, ২৮৯-৯৫, ৪০৫-১১; (৪) ঐ লেখক, তারীখ-ই আদবিয়্যাত দার ঈরান, ২খ., তেহরান ১৩৩৯/ ১৯৬৩, ৫৩৫-৪৭; (৫) E.E. Bertely's Istoria Persidsko-tadzikskoy literaturi, মস্কো ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৪৬১-৬ ও স্থা.; (৬) স নাফীসী, তাঁহার নিজ সম্পাদিত দীওয়ান-এর মুকাদ্দামা, পৃ. ৩-১২৭ ও ২০৬ প.; (৭) Yu N. Marr ও K.I. Caykin, Pisma o persidskoy literature, তিফলিস ১৯৭৬ খৃ., ১১৯-২৫।

J.T.P. De Bruijn (E.I.[2] Suppl.)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আমওয়াস অথবা 'আমাওয়াস (عمواس) ঃ প্রাচীন Emmaus, অদ্যাবধি বৃহৎ একটি গ্রাম দ্বারা চিহ্নিত, Judaea-র সমভূমিতে পর্বতসমূহের পাদদেশে, জেরুযালেম হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে, জেরুযালেমগামী অন্যতম প্রধান সড়কের নিয়ন্ত্রণসম্পন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। স্থানটি (site) ছিল খৃষ্টপূর্ব ১৬৬ সালে Judas Maccabaeus কর্তৃক অর্জিত বিজয়ের স্থল এবং খৃ. পূ. ১৬০ সালে সেলুকাস-এর এক সেনাপতি দুর্গ নির্মাণ করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। পরে সীজারের অধীনে ইহা একটি জেলার প্রধান শহর হিসাবে গড়িয়া উঠে, কিন্তু খৃ. পূ. ৪ সালে Varus কর্তৃক অগ্নিসংযোগের ফলে ইহা একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য নগরীতে পরিণত হয়। ইহার সামরিক কৌশলগত গুরুত্বের জন্য Vespasian ইহাকে একটি সুরক্ষিত সেনা ছাউনির স্থান নির্বাচন করেন এবং ২২১ খৃষ্টাব্দে Elagabalus যখন শহরটিকে Nicopolis নামে ভূষিত করেন, তখন ইহা পুনরায় একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়। ইহার খৃষ্টান ঔপনিবেশিক শহরটিকে একটি প্রাসাদ দ্বারা সুশোভিত করে। পরে খনন কার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহা বায়যান্টীয় ও ক্রুসেডারগণ কর্তৃক পরপর পুনর্নির্মিত হইয়াছিল।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক সূত্রানুসারে ১৩/৬৩৪ সালে আজনাদায়ন-এর বিজয় অথবা ১৭/৬৩৮ সালে ইয়ারমূক-এর বিজয়ের মাধ্যমে আরবদের দখলের পর এই এলাকাটির চূড়ান্ত পতন ঘটে। কুখ্যাত 'আমওয়াস মহামারীর উৎপত্তিস্থলরূপে প্রধানত পরিচিত এই স্থানটি সমসাময়িক ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছে। প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি আবূ 'উবায়দা (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) ও য়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ানসহ ২৫,০০০ লোক এই মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে ইহার স্থান অধিকার করে প্রথমে লুদ্দ (Ludd) ও পরে উমায়্যা আমলে প্রতিষ্ঠিত রামলা (Ramla)। 'আরব ভূগোলবিদগণ এই ছোট শহরটির কেবল্ নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এমন কি ক্রুসেডের

সময়েও ইহার কোনও ভূমিকা ছিল না। আল-মালিকুল-কামিল এবং দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত জাফফা চুক্তির ফলে ফ্রাঙ্কদের নিকট যখন 'আমওয়াস সাময়িকভাবে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল তখনও এই শহরের ভাগ্য জেরুসালেমের মতই ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূবী, ১খ., ১৭২; (২) বালাযুরী, ফুতূহ ১৩৮; (৩) তাবারী, ১খ., ২৫১৬-২০; (৪) ইব্নুল-আছীর, ২খ., ৩৮৮-৯; (৫) মাক'দিসী, ১৭৬; (৬) বাকরী, মু'জাম (Wustenfeld), ২খ., ৬৬৯; (৭) হারাবী, যিয়ারাত, দামিশক ১৯৫৩, ৩৪; (৮) য়াকূ'ত, ৩খ., ৭২৯; (৯) Caetani, Chronographia Islamica, 209; (১০) Annali, ৩খ., হি. ১৩, ২০৬, হি. ১৭, ১৪১; ৪খ., হি. ১৮, ৪ ও ৪৭; (১১) G. Le strange, Palestine under the Moslems, London 1890, 393; (১২) A.S. Marmardji, Textes geographiques arabes sur la Palestine, Paris 1951, 150-1; (১৩) Vincent and Abel Emmaus, Paris 1932; (14) F. M. Abel, Histoire de la plaestine, Paris 1952, ১খ., ১৩৬-৯, ১৬৭, ৪১১-১, ২খ., ৬, ১৮৭-৯, ৩৯৩-৪০৬; (১৫) R.Grousset, Histoire des Croisades, Paris 1934-6, ৩খ., ৩০৮।

J. Sourdel-Thomine (E.I.²)/শাহাবুদ্দীন খান

আল-'আমক (العمق) ঃ উত্তর সিরিয়ার বিশাল পাললিক (انطاكيه) সমতল ভূমি এনটিওক-এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং ভূ-গঠনিক (tectonic) নিম্ন ভূমি দ্বারা বেষ্টিত যাহা কুর্দদাগ হইতে ইলমা দাগ বা Amnus-কে বিচ্ছিন্ন করে এবং যাহা তৌরুস পর্বতের পার্শ্বীয় (Spurs) নিম্ন শাখা পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ২৬০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই স্থানটি জলাভূমি বেষ্টিত একটি হ্রদ দ্বারা আচ্ছাদিত, যাহার নাম বুহ'য়রাত আন্তাকিয়া (এনটিওকের হ্রদ) বা বুহায়রাত য়াগরা এবং তুর্কী ভাষায় আকদেনিয। বন্যার সময় প্রচণ্ড রূপধারিণী দুই জলধারা 'আফরীন (দ্র.) ও কারা সুর স্রোত এই হ্রদে উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হয় এবং এই হ্রদের স্রোত ওরোনটেস অভিমুখে প্রবাহিত হয়। কুচূক 'আসী নামক এই জলস্রোতকে গ্রহণের পূর্বে ওরোনটিস নিজ পানির প্রবাহ উক্ত জলাভূমিতে না ঘটাইয়া উহার পাশাপাশি নিম্নভূমির অনুসরণ করে। ইহা উক্ত নিম্নভূমির কয়েক মিটার উপর দিয়া প্রবাহিত এবং উহা হইতে পাললিক বা শিলাময় একটি তাক (Shelf) দ্বারা বিচ্ছিন্ন। জলাভূমির আয়তন মৌসুমের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। ইহা মহিষ পালন ও মৎস্য শিকারের (ঈল ও সিলুরাস, সেইজন্য ইহার বিকল্প নাম বুহায়র'াতুস-সিল্লাওর যাহা ক্রুসেডারদের Casal sellorie-তে দেখা যায়) স্থানরূপে চিহ্নিত জলাভূমির পার্শ্ববর্তী বরাবর প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকাসমূহ খাদ্যশস্য চাষের জন্য সংরক্ষিত।

প্রায় খৃস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দীতে এ্যাসীরীয় শিলালিপিতে এনটিওকের সমতল ভূমিকেন্দ্রিক 'উনূকি নামের একটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছে, হ্রদটি সম্ভবত তৎকালে বর্তমানের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেমিটিক মূল ও বাদশাহ যাকির-এর সিরিয়া দেশীয় কেন্দ্র স্তম্ভ হইতে প্রতিভাত 'আমক' নামটি নাম বিশেষ্য হইতে উৎপন্ন, এখনও 'আরবীতে যাহার অর্থ 'নিম্ন স্থান' অথবা আরও সঠিকভাবে ইব্ন খুরদাযবিহ (৯৭)-এর মতানুসারে 'পর্বত পরিবেষ্টিত কোন তৃণভূমি। ইহা হইতে বুঝা যায়, কি কারণে ঐতিহাসিকগণ পূর্বে এই দেশটির নাম আরও উত্তরের 'আমক' মার'আশ (দ্র.) হইতে পৃথক 'আমক' তীযীন রাখিয়াছিলেন।

এনটিওকগামী পথ নিয়ন্ত্রণকারী সংযোগ স্থাপক স্থান হিসাবে 'আমকের সমতলভূমি (Amykes pedion) নামে গ্রীক (Hellenistic) যুগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়াছিল। মুসলিম বিজয়ের পর ইহা আরব ও বায়যানটাইনদের মধ্যকার বিতর্কিত এলাকার অংশে পরিণত হয় এবং ৩৫৯/৯৬৯ সালের চুক্তি মাধ্যমে বায়যান্ট ইনদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দুর্গ পরিবেষ্টিত ও সিরিয়ার পশ্চাদ্ভূমি (আরতাহ, ইম্ম, হারিম, তীযীন) হইতে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলটি এনটিওকের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য মুসলমানদের পুনর্দখলে আসে। তাহাদেরকে ইহা পুনরায় ক্রুসেডারদের নিকট সমর্পণ করিতে হয় এবং ৫৪৩/১১৪৯ সালে নূরুদ্দীন ইয়াগরার নিকট সংঘটিত যুদ্ধ জয়ের পর ইহা চূড়ান্তরূপে পুনরুদ্ধার করেন। হ্রদটির উত্তরে অবস্থিত ইয়াগরা নামক স্থানে পরবর্তী কালে সুলতান কায়ত বে তাঁহার বিখ্যাত সিরীয় ভূখণ্ড পরিদর্শনকালে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। মামলূক ও 'উছমানী আমলের 'আমক আলেপ্পো প্রদেশের অংশে পরিণত হয়; এনটিওক হইতে আলেপ্পোর (হ্রদের দক্ষিণে জিসরুল-হাদীদ হইয়া) পথ, এনটিওক হইতে মারআশগামী পথ ও আয়াস-বাগরাস আলেপ্পো ডাক পথ ইহার উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। শেষোক্ত পথটি বায়লান গিরিপথের নিকটে এমানুশ অতিক্রম করিয়া জলাভূমির উত্তরে চলিয়া গিয়াছে (দ্র. বাগরাস শীর্ষক নিবন্ধ)।

সমভূমির উন্নয়ন ও হ্রদের পানি নিষ্কাষণকল্পে ফরাসী Mandate-এর অধীনে গৃহীত বহু সংখ্যক প্রকল্প সন্তোষজনক সমাধান দানে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে তুরস্কের নিকট 'আমকসহ আলেকজান্দ্রেটার সানজাক প্রত্যর্পণকালে সমতল ভূমি উহার সংযোগ সড়ক এলাকার মর্যাদা হারাইয়া ফেলে, যাহা ছিল উহার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের অন্যতম প্রধান কারণ, আর ইহাই বর্তমানে উহার অবহেলিত অবস্থার জন্য দায়ী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ; ১৬১-২; তাবারী, ২খ, ২০১৬; (২) ইব্নুল-আদীম, যুবদা (Dahan), ২খ., ২৯২; (৩) ইব্নুল-আছীর, ১১খ., ৮৯ ও Hist. Or. Cr., ২খ., ১৬৪; (৪) য়াকূ'ত, ১খ., ৩১৬, ৫১৪, ৫১৬, ৭২৭; (৫) আবুল-ফিদা; তাক'বীম, ৪১-২, ৪৯, ২৬১; (৬) Pauly-wissowa, ১খ., ১৯৯৬, Suppl., ১খ., ৭২; (৭) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, লন্ডন ১৮৯০, ৬০, ৭১-২ (এনটিওকের হ্রদ ও ইয়াগরা-র হ্রদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ভুল হইয়াছে), ৩৯১; (৮) R. Sussaud, Topographie historique de la Syrie, প্যারিস ১৯২৭, index (বিশেষত ৪২৫ ও ৪৩৫-৯); (৯) M. Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Jazira et de Syrie, ১খ., আলজিয়ার্স ১৯৫১, ২২৯, ৮৩১ পৃ.; (১০) Cl Cahen, La Syrie du nord a l' depoque des Croisades, প্যারিস

১৯৪০, Index (বিশেষত ১৩৩-৮); (১১) M. Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a lepoque des Mamelouks, প্যারিস ১৯১৩, ২২; (১২) Ch. Clermont-Genneau, Rec. Archeol. or., ৩খ., ২৫৫; (১৩) J. Sauvaget, La Poste aux cheveux, প্যারিস ১৯৪১, ৯৬; (১৪) J. Weulersse, L'Oronte, Tours 1940, 77-80

D. Sourdel (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আমঘার (Amghar) ঃ বার্বার ভাষায় 'আরবী শায়খ (দ্র.) শব্দের প্রতিশব্দ, অর্থ 'জ্যেষ্ঠ' (বয়স অথবা কর্তৃত্বের বলে)। তুয়ারেগ (Touareg) তাহাদের মধ্যে এই শব্দটি গোত্র সমষ্টির প্রধানকে বুঝায় আমেনোকাল (দ্র. amenokal) ও তাঁহার গোত্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী (দ্র.) Ch. de Foucauld, Dict., touareg francais, Paris ১৯৫২, ৩খ., ১২৩৭; H. Lhote, Les Touaregs du-Hoggan, Paris 1944, 157-8) অথবা এমন কি একটি মিত্র সংঘের (Confederation) প্রধানত বুঝায় (তু. H. Bissule, Les Touaregs de I'Ouest. Algiers 1888, 23)। কাবিলিয়াতে (দ্র.) A. Hanoteau and A. Letourneau, La Kabylie et les coutumes Kabyles2, Paris 1893, ii, 9) ও মরক্কোর ইমাযিখানদের (দ্র) মধ্যে G. Surdon, Institutions et contumes berberes du Maghreb2, Tangier-Fez 1938, 187-90) আমঘার জামা'আ (দ্র.) কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি এবং গোত্রের বা গোত্রসমষ্টির অনুমোদিত নির্বাহী প্রতিনিধি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত। মরক্কোর শুহ গোত্রসমষ্টির মধ্যে জামাআ কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানের উপাধি মুকাদ্দাম এবং আমঘার বিশেষভাবে সেই ইহজীবনকালীন শাসক যাহার কর্তৃত্বের উৎস ছিল শক্তি, নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Montagne, La vie Sociale et Politique des Berberers, Paris ১৯৩১, ৭৮ প., ৯৪ প; (২) G. Surdon. পূ.গ্র., ৩০৭।

Ch. Pellat (E.I.²)/ পারসা বেগম

আমছাল (দ্র. মাছাল)

আমতলী (امتلی) ঃ উপজেলা, বরগুনা জিলাধীন। অবস্থান ঃ উত্তরে পটুয়াখালী সদর, দক্ষিণে কলাপাড়া উপজেলা ও বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গলাচিপা উপজেলা ও পশ্চিমে বুড়িশ্বর নদী। এই উপজেলার প্রধান নদীগুলির মধ্যে বুড়িশ্বর ও আন্দার মানিক উল্লেখযোগ্য। আমতলী উপজেলা শহরটি ১টি মৌজা নিয়া গঠিত এবং উহার আয়তন ১২.২৫ বর্গ কি.মি.। উপজেলার মোট আয়তন ৭২০.৭৬ বর্গ কি.মি.। ১৮৫৯ সালে স্থাপিত গুলিশাখালী থানা, ১৯০১ সালে আমতলীতে স্থানান্তরিত হয় এবং নামকরণ করা হয় আমতলী। ১৯৮২ সালে এই থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১০, মৌজা ৬৬, গ্রাম ১৮৬ (বাংলা পিডিয়া, ১খ., পৃ. ২২৯)। তবে ১৯৭৪ সালের হিসাব মোতাবেক ইউনিয়ন ১২, গ্রাম ১৫৩, (জনসংখ্যা ১,৮২,১২১, পুরুষ ৯২,৩৬১,; মহিলা ৮৯,৭৬০)। সাক্ষরতা ৩৮,৫৪৮, খানা সংখ্যা ৩৫,১৫৩।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নতত্ত্ব ঃ টেপুরার রূপকার গাজী কালুর মাযার, চাওড়া পাতাকাটার মাটির দুর্গ।

উপজেলার জনসংখ্যা ঃ ২,৪৪,৪৩৮; পুরুষ ৫০,৩৯%, মহিলা ৪৯.৬১%। মুসলমান ৯২.৪৫%, হিন্দু ৬.৬০%, খৃস্টান ০.০৫%, বৌদ্ধ ০.৮৬%, অন্যান্য ০.০৪%। ১৯৫১ সনে ১,১৬,০০৯; পুরুষ ৬০,১৩৬ মহিলা ৫৫,৮৭৩ জন; ১৯৬১ সনে ১,৪১,৫৮৮; পুরুষ ৭২,৩৪৮ মহিলা ৬৯,২৪০; ১৯৭৪ সনে ১,৮২,১২১; পুরুষ ৯২,৩৬১ মহিলা ৮৯,৭৬০ এবং ১৯৮১ সনে মোট জনসংখ্যা ছিল ২,২৬,৩৩০ তন্মধ্যে পুরুষ ১,১৩,৬৭৫ ও মহিলা ১,১২,৬৫৫ জন (B.D.G. Patuakhali, Page 45-47)। উপজেলা বড়বগী ও পচাকোড়ালিয়া ইউনিয়নের ১৭টি পাড়ায় ১৭০০ রাখাইন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বসবাস করিতেছে।

উপজেলার ৪৪০টি মসজিদসহ হিন্দু ও বৌদ্ধ উপাসনালয় আছে। তাহা ব্যতীত এখানে ৮টি পীর-ওলীদের মাযার আছে।

উপজেলায় শিক্ষার হার ঃ ৩৩.৯%; পুরুষ ৩৯.৫% ও মহিলা ২৮.১%। ১৯৭৪ সনে পটুয়াখালী জেলার সাক্ষরতার হার ছিল ২৭.৭%। তখন আমতলীর সাক্ষরতার হার ছিল ২১% (B.D.G. Patuakhali, Page 201)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ উপজেলায় কলেজ ৫, কলেজিয়েট স্কুল ২১, উচ্চ বিদ্যালয় ২৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৩, মাদ্রাসা ৪৩, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০১ ও ৯৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে আমতলী ডিগ্রী কলেজ, আমতলী পাইলট স্কুল, বাজেমহল ওবাইদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, বিলবিলাস নেছারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, খলিশাবুনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৮-৬৯ সনে ২৮টি সিনিয়র ও ১৯টি দাখিলসহ মোট মাদ্রাসা সংখ্যা ছিল ৪৭। ১৯৭৪-৭৫ সনে এই উপজেলার কামিল ১, ফাযিল ১৭, আলিম ২৭, দাখিল ৩৩ ও ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়াসহ মোট মাদ্রাসা সংখ্যা ছিল ১৮৩ টি। District Gazzetteers Patuakhali, Page 213)।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ গ্রামীণ ক্লাব ২৬, পাবলিক লাইব্রেরী ১, সাহিত্য সংগঠন ২ ও ২৬টি মহিলা সংগঠন আছে।

পেশা ঃ ১৭,২১% কৃষি শ্রমিক, ৩,০৯% অকৃষি শ্রমিক, ৭.১৪% ব্যবসা, ২.৮১% চাকরি ও ৯.৫৫% অন্যান্য পেশাজীবী।

আবাদযোগ্য জমি ঃ ৩৮,২৫০.০১ হেক্টর, তন্মধ্যে ৬২.৭৯% এক ফসলি, ২৫.৪০% দুইফসলি ও ১১.৮১% জমি তিন ফসলি। তাহা ব্যতীত ৩২.৪৫% সেচের আওতাধীন চাষযোগ্য জমি আছে।

প্রধান কৃষি ফসলের মধ্যে–ধান, খেসারি, ছোলা, মুগ, সরিষা, মরিচ, আলু, লাউ, কুমড়া ও পান উল্লেখযোগ্য।

ফল-ফলাদির মধ্যে পেয়ারা, তরমুজ ও আমড়া বেশী জন্মায়। এইখানে অনেকগুলি গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার ও হ্যাচারি আছে। তাহা ছাড়া এই উপজেলায় অনেকগুলি স' মিল, আটা কল, সাবান ফ্যাক্টরি ও কলম কারখানা আছে। ৩৮টি হাট-বাজার ও গাজীপুরের গরুর হাট ও গাজী-কালুর মেলা উল্লেখযোগ্য।

কুটির শিল্প ঃ ১৯১টি তাঁত, ১৯০ টি কাঠের কাজ, ৯৭ টি বাঁশ ও বেতের কাজ, ৪৫ টি মৃৎ শিল্প ও ৮টি কুমার শিল্প আছে।

এনজিও ঃ বহু এনজিও এই উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ব্র্যাক, কেয়ার, আশা, প্রশিকা, কারিতাস, সিএমএইচ, ডিওআরপি, ভিওএসডি ও ঢাকা আহসানিয়া মিশন। ইহা ব্যতীত এই উপজেলায় ১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩টি স্যাটেলাইট, ৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে।

আমতলী উপজেলায় ইসলাম কখন ও কিভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, ইসলাম প্রচারে হযরত খানজাহান আলী (৮৬৯ হি./১৪৫৯ খৃ.), হাজী শরীয়ত উল্লাহ, হযরত শাহ ইয়ার, ইয়ার উদ্দীন খলীফা (মৃ. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) ও হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র)-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে (১৮৭২-১৯৫২) শর্ষিনার পীর হযরত শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদসহ অনেক পীর-দরবেশ অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Population Census of Bangladesh, 1974, District Census Report, Patuakhali; (২) Bangladesh District Gazzetteers Putuakhali, General Editor Major (Retired) M. A. Latif, 1982; (৩) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ১খ., বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৯/ মার্চ ২০০৩, পৃ. ২২৮-২২৯; (৪) আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (৫) District Census Report, Bakerganj 1961.

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া

আম্বন (Ambon) ঃ Encyclopaedia Britannica Amboina ও New Adbanced Atlas-Amboyna, ইন্দোনেশিয়া (দ্র.)-র মালাক্কা (Moluccas) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (প্রায় ২৫,০০০) মুসলিম, বিশেষ করিয়া উত্তরাংশে। পর্তুগীজ আগমনের (১৫১২ খৃ.) পূর্ব হইতেই পূর্ব জাভার গরম মসলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিতু (Hitu) ও অন্য কয়েকটি স্থানে ইসলাম প্রচার শুরু হইয়াছিল। স্থানীয় বর্ণনা অনুসারে এই প্রকার কার্য সেই সকল নেতা করেন যাঁহারা পূর্ব জাগ পাসিয়া (Pasia) ও মক্কা মুকার্‌রামা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলির পর হইতে যদিও মুসলিমগণ নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন, তবুও তাঁহারা জড়তা ও অমনোযোগিতার শিকার হইয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহারা মূল ভাষা ও প্রাচীন পোশাকের রীতিনীতি অনেকখানি বজায় রাখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Valentijn, Oud en Nieuw OostIndien, Dordrecht ১৭২৪ খৃ., ২খ., ৩খ.; (২) H. Kraemer, Mededeelingen over den Islam op Ambon en Haroekoe, জাভা ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৭৭-৮৮; (৩) F. D. Hollemen, Het adatgrondenrecht van Ambon en de Oeliassers, Delft ১৯৩৩ খৃ.; (৪) Adatrechtbundel. ১৯২২ খৃ., পৃ. ৬০-৬৪; ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৩৫৪-৩৭১; ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২০১-২০৮; ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৪৩৮-৪৫৯।

J. Noorduyn (দা. মা. ই.)/মু. আবদুল মান্নান

আমবালা (انبالا) ঃ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত শহর। ইহা সিরহিন্দের পথে দিল্লী হইতে ১২৫ মাইল দূরে ৩০°-২১′ অক্ষাংশ উত্তরে এবং ৭৬ ডিগ্রী ৫২′ দ্রাঘিমা পূর্বে অবস্থিত। এই শহরটি পুরাতন শহর এবং চার মাইল দূরে অবস্থিত সেনানিবাসের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৬১ সনে ইহার জনসংখ্যা ছিল ১০৫৫৪৩, যদিও প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে আমবালার নিকটবর্তী স্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহরটির নাম প্রথম উল্লিখিত হয় সাফারনামা-ই কাদী তাকী মুত্তাকী গ্রন্থে (বিজনাওর, ১৯০৯, পৃ. ২ প.)। এতদনুসারে মুইয়্যুদ্দীন ইবন সাম-এর দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণের সময় (৫৮৭/১১৯২) আমবালা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। কথিত আছে, ইলতুৎমিশ (৬০৮-৩৩/১২১১-৩৬) এইখানে একজন কাদী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৭৮১/১৩৭৯ সালে ফীরূয তুগলক সামানা ও শাহাবাদের সহিত এই শহরটিও দখল করেন। ৯৩৩/১৫২৬ সালে পানিপথের চূড়ান্ত যুদ্ধ যাত্রাকালে বাবুর এই স্থানে তাঁহার শিবির স্থাপন করেন। ৯৫৬/১৫৪৫ সালে আমবালা পাঞ্জাবের নিয়াযী বিদ্রোহীদের ও ইসলাম শাহ সূরের অধীনে পাঠান সৈন্যবাহিনীর মধ্যকার প্রচণ্ড যুদ্ধের নাট্যভূমি ছিল। মুগল আমলে শহরটি সিরহিন্দের অধীন ছিল এবং লাহোর অথবা কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রাকালে মুগল সম্রাটদের প্রিয় অস্থায়ী বিশ্রামস্থল ছিল (শিবির স্থাপনের স্থানটি এখন পর্যন্ত বাদশাহীবাগ নামে পরিচিত)। ইহা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপেরও একটি কেন্দ্র ছিল। এই স্থানের দুইজন বিদ্বান ব্যক্তির নাম (মাওলানা আবদুল-কাদির ও মাওলানা নূর মুহাম্মাদ) শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র)-এর মকতূবাত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (১খ., নং ২৮৪; ২খ., নং ৫৬, ৬৩, ৯৪; ৩খ., নং ৩১৬)। শাহজাহানের আমলে বেশ কয়েকটি মাদরাসা এইখানে গড়িয়া উঠে। আদাব-ই আলামগীরী বা আওরাঙ্গযীব-এর পত্রাবলীর সংকলনকারী সাদিক মুত্তালিবী আমবালার অধিবাসী ছিলেন। ১১২২/১৭১০ সালে শহরটি বান্দা বায়রাগীর অধীনে শিখরা অধিকার করিয়া লয়। পরবর্তী কালে আহমাদ শাহ দুররানীর হাতে মারাঠাদের পরাজয় ও মুগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সৃষ্ট অরাজকতার সময় (১৭৬৩ খৃ.) সাংগাত সিংহ নামক এক দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী শিখ ইহা অধিকার করিয়া লয়। তাহার মৃত্যুতে ইহা তাহার শ্যালক ধিয়ান সিংহ-এর হাতে চলিয়া যায়। ধিয়ান সিংহ ইহাকে গুরবাখশ সিংহ কাবকা-র নিকট ইজারা দেন। গুরবাখশ সিংহ-এর মৃত্যুতে ১১৯৮/১৭৮৩ সালে তাঁহার বিধবা পত্নী মাই দয়া কাউর তাহার উত্তরাধিকারী হিসাবে ইহা লাভ করেন। তিনি ১৮০৮ খৃ. রঞ্জিত সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হন, কিন্তু এক বৎসর পরে বৃটিশরা তাহাকে পুনর্বহাল করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুতে শহরটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। সিপাহী বিপ্লবের সময় শহরটি শান্ত ছিল। ১৮৬৪ খৃ. এইখানে আমবালার বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচার ছিল আহমাদ বেরেলবী (র)-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে আমবালা অভিযানের পরিণাম ফল। শহরটি একটি রেলকেন্দ্র, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বিমান

ঘাঁটি। এইখানে একটি কর্মব্যস্ত শস্যবাজার রহিয়াছে। শহরটি ইহার 'দড়ি' বা সূতী গালিচার জন্য বিখ্যাত। এইখানে পাঠান আমলের একটি মসজিদ ও শের শাহ সূর কর্তৃক নির্মিত কয়েকটি স্তম্ভ আছে। এইখানকার হ'ায়দার শাহ লাখী ও সাঈন তাওয়াক্কুল শাহ-এর মাযার ও মসজিদ আল-আক'সা'র সদৃশ জুমুআ মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Gazetteer of the Ambala District, 1892-3; (২) Imp. Gaz. of India, পৃ. ২৭৬, ২৮৭; (৩) মুহাম্মাদ সালিহ কানবোহ, আমাল-ই স'ালিহ (Bibl. Ind).১খ., ৬২৫, ৩খ., ১৮; (৪) 'আবদুল-হ'ামীদ লাহোরী, বাদশাহ-নামাহ (Bibl. Ind), নির্ঘণ্ট; (৫) শামস সিরাজ 'আফীফ, তারীখ-ই ফীরূযশাহী (Bibl. Ind), নির্ঘণ্ট; (৬) Memoirs of Babur, অনু. Leyden and Erakinc, পৃ. ৩০২; (৭) ঈশ্বরী প্রসাদ, The Life and Time of Humayun, কলিকাতা ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৮১, ১৮৭; (৮) বানারসী প্রসাদ সাকসেনা, History of Shahjahan of Dehli, এলাহাবাদ ১৯৩২ খৃ., পৃ. ২৪৮; (৯) Lepel Griffin, Chiefs and Families of Note in the Punjab, পৃ. ১০০; (১০) W. L. Mc Gregor, A History of the Sikhs, পৃ. ১৫৯; (১১) এস, এম. লাতীফ, History of the Punjab, কলিকাতা ১৮৯১ খৃ., পৃ. ৩২৮-৯, ৩৩৪, ৩৬৮ প.; (১২) এইচ. আর. গুপ্ত, Later Mughal History of the Punjab, Lahore 1944 খৃ., পৃ. ২৯৭; (১৩) W. Irwine, Later Mughals, ১খ, ৯৮; (১৪) W.W. Hunter, our Indian Mussulmans2, কলিকাতা ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৭৬।

A. S Bazmee Ansari (E.I.[2])/ পারসা বেগম

আমবালা (Ambala) ঃ (১) বিভাগ, ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে ১৪৭৫০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা (১৯৪১) ৪৬৯৫৪৬২। (২) জেলা, আমবালা বিভাগ, ২১৩৪ ব. মা; জন সংখ্যা, (১৯৬১) ১৩,৭৩,৪৭৭। পাবের নূতন নির্মিত রাজধানী শহর চণ্ডীগড় আমবালা জেলায়। অন্যান্য শহর আমবালা, আমবালা ক্যান্টনমেন্ট, রূপার (সাবেক রূপনগর), জগধারী। (৩) আমবালা জেলার সদর শহর, আমবালার জনসংখ্যা ১,০৫,৫৪৩। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও কাচ শিল্পের কারখানা আছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ কারখানা ও কাগজের কল আছে। হাঁস-মুরগী পালন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, ইহার রেল জংশনও। ১৮৪৩ খৃ. আমবালার আমবালা ক্যান্টনমেন্ট নামক বৃহৎ সেনানিবাস স্থাপিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমবাসেডার (দ্র. ইনচিরসূল)

আমবিয়া (দ্র. নবী)

আল-আমবিয়া (الأنبياء) ঃ পবিত্র কুরআনের এক ২১তম সূরা। ইহার নামকরণের কারণ হইল, ইহাতে বিভিন্ন নবীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সূরা মক্কায় নাযিল হয়। ইহাতে সাতটি রুকূ' ও এক শত বারটি আয়াত রহিয়াছে।

এই সূরার মূল বিষয়বস্তু ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতের দাবি, তাওহীদের প্রতি আহ্বান ও আখিরাত সংক্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুশরিকদের বিভিন্ন ধরনের পরস্পর বিরোধী সমালোচনার বিস্তারিত উত্তর ও ফলপ্রসূ খণ্ডন বিদ্যমান। এই সূরার প্রথম, মধ্যম ও শেষাংশে মানবমণ্ডলীকে তাহাদের আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা হইতে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের হিসাব-নিকাশের দিবস অতি সন্নিকটে (আয়াত ১, ২৪, ৩৯, ৪৬, ১০৩, ১০৮-১১)।

পবিত্র কু'রআন সমগ্র দুনিয়ায় হিদায়াত ও সঠিক পথনির্দেশনার উৎস (আয়াত ৪০) এবং ইহার শিক্ষা বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। মূলত সকল নবীর ধর্ম এক ও অভিন্ন (আয়াত ২৪)। কিন্তু মানুষই ইহাতে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ধর্মকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে (আয়াত ৯২, ৯৩) এবং এই বিভক্তি পথভ্রষ্ট মানুষেরই কৃতকর্ম। সকল নবীর দাওয়াতের পদ্ধতি একই রূপ ছিল। সুতরাং তাঁহাদের আহ্বান যদিও প্রত্যক্ষভাবে স্ব স্ব গোত্রের (দ্র. উম্মাহ নিবন্ধ) প্রতি ছিল, কিন্তু তাঁহারা সর্বদা তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করত গোত্রীয় লোকদের সার্বজনীন সত্যের প্রতি আকৃষ্ট ও অন্যায়-অনাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেন। নবীদের (আ) প্রত্যেককেই তাঁহাদের দাওয়াতের কর্তব্য পালন করিতে গিয়া নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। গোত্রীয় লোকেরা তাঁহাদের কুৎসা রটনা, জ্বালাতন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রতি সাহায্য আসে। ফলে বিরুদ্ধচারীরা ব্যর্থ ও বিফলকাম হয়।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াতে মক্কার মুশরিকদের আচরণও পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহ হইতে ভিন্নতর ছিল না। ফলত তাহারা তাওহীদের বিরোধিতা করত শিরকের উপর অটল থাকে। সত্যের প্রতি আহ্বানের উত্তরে তাহারা কখনও কখনও এই বলিয়া অস্বীকার করে, নবী মানুষ বৈ অন্য কিছু নহেন। তাহারা তাঁহার শিক্ষাকে অলীক ও তাঁহাকে কবি ও যাদুকর আখ্যা দিয়াছে। আবার কখনও বা তাঁহার নবূওয়াতের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিদর্শনাদির দাবি করিয়াছে (আয়াত ৩, ৪)। বিধর্মীদের এই অবিশ্বাস ও পথভ্রষ্টতার মূল কারণ জীবন সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা, ইহা পরিণামহীন খেলাধূলা মাত্র। সুতরাং মানুষকে পরকালে হিসাব-নিকাশ কিংবা শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে না। এই কারণেই যখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পুন পুন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও তাহাদের উপর কোন শাস্তি আপতিত হয় নাই, তখন তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী পর্যন্ত বলিয়াছে। না'উযু বিল্লাহ!

সূরাতুল-আমবিয়াতে বিধর্মীদের এই ধরনের একগুয়েমীসূচক ও অযৌক্তিক বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাহাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহাদের সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ প্রশ্নাবলীর যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তাহাদেরকে অসৎ পথ অবলম্বনের কুপরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সূরার এক পর্যায়ে বিভিন্ন নবীর (হযরত নূহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব ইদরীস, যুলকিফ্ল, ইউনুস, দাউদ, সুলায়মান, আয়্যুব, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)] অবস্থা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া এই সত্য প্রকাশ করা হইয়াছে (আয়াত ৫১-৯১) যে, মানুষ তাহার অসতর্কতার দরুন হীনতার অতল গহ্বরে পতিত হয় এবং যখন নবীগণ

মানুষকে সঠিক পথ অবলম্বন করিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন তাহারা অবাধ্যতার পথ পরিহার না করিয়া তাঁহাদেরকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাঁহাদেরকে নানারূপ জ্বালাতন করিয়াছে। নবীদের উদাহরণ পেশ করিয়া এই কথাই বুঝান হইয়াছে, তাঁহারাও মানুষ বটেন! পার্থক্য শুধু এই, আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে নবূওয়াত প্রদান করিয়াছেন। বিধর্মীরা নবীদের ধ্বংসের জন্য যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করিলেও তাহারা পরিণামে আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বিচারে ধ্বংস হইয়া যায়। অপরপক্ষে বিশ্বাসিগণ পরিণামে আল্লাহর হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য হন এবং যমীনের উত্তরাধিকারী হইবার গৌরব লাভ করেন। বস্তুত নবীগণ সৃষ্টিজগতের জন্য রাহমাতস্বরূপ। সুতরাং তাহাদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া মানুষের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

সূরার শেষাংশে পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতের সত্যতা বর্ণনা করত তাঁহার সাফল্য ও বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। অপরপক্ষে বিধর্মীদেরকে এই বলিয়া সাবধান করা হইয়াছে, তাহাদের দুষ্কর্মের পরিণাম অতি সন্নিকটে (আয়াত ১০৭-১২)।

ইদারা (দা. মা. ই.) এ. কে. এম. নূরুল আলম

আল-আমবীক (الانبيق) ঃ মধ্যযুগের ল্যাটিন ভাষার Alemtic. পাতনযন্ত্রের এই অংশের নাম যাহাকে মাথা (Head) বা টুপি (Cap)-ও বলা হয়। শব্দটি গ্রীক Ambix হইতে লওয়া হইয়াছিল। আল-আমবীক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে Discoride-এর একটি আনুবাদে, মাফাতীহুল উলূম-এ আর রাযী গ্রন্থে। আমবীককে 'গোলাপপানি পাতন কার্যে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র' হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্পূর্ণ পাতনযন্ত্রটি তিন অংশে গঠিত ঃ 'রাসায়নিক পাত্র'-Cucurbit (قرعة) head অথবা 'টুপি' Cap ও বায়ুধারা receiver (انبيق) আধুনিক-বকযন্ত্রে/টুপি এবং রাসায়নিক পাত্র একই সঙ্গে তৈরী। আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহে পাতনযন্ত্রের যে সচিত্র বর্ণনা আছে তাহা আদ-দিমাশকীর قرعة (Cosmography), সম্পা. Mehren, পুস্তকের ১৯৪ পৃ. পরিদৃষ্ট হয়। স্বভাবত টুপি রাসায়নিক পাত্রটির উপরে থাকে, কিন্তু চিত্রে ইহা রাসায়নিক পাত্রের সম্মুখে দেখান হইয়াছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় টুপিটির আকৃতি শিঙ্গা (cupping glass عجائب البر والبحر)-এর মত, যেমন মাফাতীহ (সম্পা. van Vloten, পৃ. ২৫৭) গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। ইব্নুল আওয়াম (অনু. Clement Mullet, ২খ., ৩৪৪) গোলাপ পানির পাতন পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আমবীক-এর বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় নামটি সর্বদাই সম্পূর্ণ টুপিকে নির্দেশ করে না, বরং প্রায়ই কেবল অতিরিক্ত পিপানলকে বুঝানো হইয়া থাকে, যাহা ইহার মধ্যে স্থাপন করা হয় (অর্থাৎ যদি মূল পাঠ বিকৃত না হইয়া থাকে)। আমবীককে পাতন কার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পাত্রের রাস (محجمة) বা মাথাও বলা হইয়া থাকে।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতির বিভিন্ন তালিকায় অন্যান্যের মধ্যে আমবীক-এর উল্লেখ আছে। যেমন মাফাতীহুল উলূম ও আর-রাযীর কিতাবুল-আসরার, যেইখানে ইহার বিভিন্ন রকমের নামের উল্লেখ ও ইহাদের বিবরণ রহিয়াছে। অধিকন্তু Berthelot কর্তৃক প্রকাশিত 'কারশুনী' লিপিতে (একটি সিরীয় লিপি) লিখিত একটি পুস্তিকার বিবরণের সহিত আর-রাযীর বিবরণের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিশেষ ধরনের আমবীকসমূহের মধ্যে একটিকে অন্ধ আমবীক (النبيق الاعمى) বলা হয়। ইহার কোন অতিরিক্ত পিপানল (ميزاب) নাই যাহার ফলে ইহা সম্পূর্ণ বন্ধ। ইহা ছাড়া ঠোঁটওয়ালা আমবীক ও বিভিন্ন গঠনের অন্যান্য আমবীক'ও রহিয়াছে। ইব্নুল-'আওয়াম-এর গ্রন্থে এই অতিরিক্ত পিপানলটিকে যানাব (ذناب) বলিয়া উল্লেখ করেন (Cl. Mullet-এর পাঠ অনুসারে), কিন্তু Dozy মনে করেন, মূল গ্রন্থে শব্দটির রূপ যাবাব (ذباب)। কারণ তিনি ঘনত্বকরণে ব্যবহৃত একটি জীবাণু নল (worm-pipe)-এর সঙ্গে অতিরিক্ত পিপানলটিকে (ميزاب) একত্র করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্তটির কোন ব্যাখ্যামূলক ছবি দেখা যায় না।

যেহেতু আরব আলকেমীবিদগণ প্রধানত গ্রীক আলকেমীবিদদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এইজন্য (গ্রীক) প্রাচীন রচনাবলীতে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা এই সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। জাবির ইব্ন হায়্যান (Geber) কর্তৃক লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের ল্যাটিন আনুবাদেও ইহার কতকগুলির উল্লেখ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Wiedemann, ZDMG, ৩২খ., ৫৭৫; (২) ঐ লেখক, Diergart Beitr. aus d. Gesch. d. Chemic, 1908 খৃ., পৃ. ২৩৪; (৩) M. Berthelot La chimie au moyen age, ২খ., ৬৪খ., ৬৬, ১০৫ প.; (৪) J. Ruska. Al-Razis Buch der Geheimnisse (1937 খৃ.) দ্র. নির্ঘণ্ট; (৫) A. Siggel, Arab-deutsches Worterbuch der Stoffe, 1950 খৃ., পৃ. ৯৫; (৬) দা. মা. ই., ৩খ., ৩০১-২।

E. Wiedemann-[M. Plessner] (E.I.[2])/ মনোয়ারা বেগম

আমভি ঃ খৃ. পৃ. ৪র্থ শতক, তক্ষণীলার রাজা। পুরুব রাজ্যের পার্শ্বেই ইঁহার রাজ্য ছিল। আলেকজাণ্ডার খৃ. পূ. ৩২৭ অব্দে পেশাওয়ারের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়া উহার প্রধান শহর পুস্কলাবতী বা পুস্করাবতী (এখন ধ্বংসস্তূপ মাত্র) দখল করেন। পেশাওয়ারের ১৭ মাইল উ. পূ. চরসাদ্দাই প্রাচীন পুস্কলাবতী। অতঃপর বিজেতা খৃ. পূ. ৩২৬ অব্দে সিন্ধু অতিক্রমের আয়োজন করেন। এই সময় আম্ভি শান্তির প্রস্তাবসহ একজন দূতযোগে ৩০টি হাতী এবং ১০,০০০ গরু, ছাগল ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। আলেকজাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া আপন দেবতার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং রণক্লান্ত সেনাদের জন্য ভোজের আয়োজন করেন। ভারতে তাঁহার বিজিত রাজ্যগুলি শাসনের জন্য ম্যাসিডোনীয় ও পারসিক গভর্নর নিযুক্ত করিয়া তিনি তাহাদের সাহায্যের জন্য রাজা আম্ভি এবং অনুরূপ আরও কতিপয় রাজার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমযীগ (দ্র. বার্বার)

আম্‌র (امر) ঃ ইমাম রাগি'ব-এর মতে ইহার আভিধানিক অর্থ شان বা অবস্থা, বহুবচন 'উমূর'; ব্যাপার (معاملة) ও আদেশ (حكم) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনে 'আমরুল্লাহ' কথাটি আল্লাহর শাস্তি, কিয়ামত ও আদি সৃষ্টি (ابراع) অর্থাৎ কোন মাধ্যম, যন্ত্র অথবা উপাদান ব্যতিরেকে স্থান ও কাল নিরপেক্ষভাবে কোন কিছুর সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরআনের আয়াত ঃ

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (৭ ঃ ৫৪) এবং

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ (১৭ ঃ ৮৫)-এ 'আম্‌র' আদি সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আমি কোন কিছু ইচ্ছা করিলে সেই বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও'; ফলে ইহা হইয়া যায়" (১৬ ঃ ৪০)। এই আয়াতেও আদি সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

"আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত" (৫৪ ঃ ৫০)। এই আয়াতে আল্লাহর অব্যাহত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে যে পরম্পরা প্রচলিত আছে তাহার দ্রুততা বুঝাইবার জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে (كلمح بالبصر) যাহা আমাদের ধারণাশক্তি অপেক্ষাও উর্ধ্বে (মুফরাদাত, امر শীর্ষক নিবন্ধ)।

আম্‌র শব্দটি শারী'আত সম্মত দায়িত্ব (تكليفات شرعية), আদেশ (احكام) ও নিষেধ (نواهى) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আর-রাযী, মাফাতীহু'ল-গা'য়ব, ৪খ., ২৩৯-২৪১, কায়রো ১৩০৮ হি.)। যামাখশারী আম্‌র-এর অর্থ করিয়াছেন জ্ঞান (حكمة) ও অনুধ্যান (تدبر) কাশশাফ, আয়াত ৭: ৫৪। বৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন অনেক বাচ্চা প্রসবকারী পশুকে মামুরা বলা হয়। ইসলামের শক্তি ও মুসলিমগণের সম্পর্কে বর্ণিত আবূ সুফয়ানের উক্তি হাদীছে দেখা যায় ঃ (امر هم امر ابى كبشة) অর্থাৎ মুসলিমগণের সংখ্যা বাড়াইয়াছে এবং তাঁহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে (ইব্‌নুল-আছীর, নিহায়া, 'আম্‌র শীর্ষক নিবন্ধ)। আম্‌র ও খালক' (خلق)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য দ্র. মাফাতীহু'ল-গায়ব, পূর্বোক্ত বরাত। সূফীদের মতে আম্‌র সেই জগতকে বুঝায়, যাহা উপাদান (مادة) ও কাল (مدة)-এর সম্পর্ক ব্যতিরেকে সৃষ্ট অথবা যাহার আয়তন (مساحة) ও পরিমাণ (مقدار) নির্ধারণ করা সম্ভব নহে (তাহানাবী, কাশশাফ, 'আম্‌র নিবন্ধ)।

কু'রআনে বাহাত্তরবার 'আমর' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন আয়াত কালামবিদ ও দার্শনিকদের বিভিন্ন কিয়াস (قياس)-এর অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ইসলামী মূলনীতিসমূহ গ্রীক দর্শনসম্ভূত 'আকাইদ-এর সঙ্গে এত বহুল পরিমাণে সম্পৃক্ত হইয়া গিয়াছে যে, ইসলামী মূলনীতিসমূহ তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমর-এর পূর্ণ সমার্থক কোন পরিভাষা সংশ্লিষ্ট গ্রীক দর্শনে বাহ্যত বর্তমান নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর আম্‌র সম্পর্কিত বিভিন্ন মুতাকাল্লিম সুলভ ধ্যানধারণা কতিপয় মুসলিমের চিন্তাপ্রসূত।

এই সিদ্ধান্ত হইতে এই প্রতিপাদ্যের এমন সমর্থন মিলে যাহার প্রেক্ষিতে Theology of Aristotle-এর দীর্ঘতর কপি অর্থাৎ যাহা লাতিন তরজমার ভিত্তি এবং যাহার 'আরবী পাঠ Barisov বিবেচনা করিয়াছেন তাহা মুসলিম পরিবেশে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। বস্তুত এই কপিতে 'আমর' সম্পর্কিত ধ্যানধারণা সংক্রান্ত কিছু সংখ্যক বর্ণনা রহিয়াছে। অপরপক্ষে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, উক্ত দীর্ঘতর পাঠে আমর-এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, মনে হয় উহা হুবহু কোন কোন ইসমাঈলী চিন্তাবিদ কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, উক্ত পাঠ ও উল্লিখিত ইসমাঈলী গ্রন্থগুলি একই উৎস হইতে গৃহীত, যদিও এই সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

Theology of Aristotle-এর দীর্ঘতর পাঠ অনুযায়ী 'আমর কালিমাতুল্লাহ-রই একটি নাম যাহাকে 'আল্লাহর ইচ্ছা (مشية الله)-ও বলা হইয়া থাকে যাহা আল্লাহর ذات (সত্তা) ও 'আক'ল-ই আওয়াল (আদি প্রজ্ঞা)-এর মধ্যে যোগসূত্র এবং শেষোক্তটির কারণ (علة)-ও বটে। অতএব, একটি বিশেষ অর্থে ইহাকে কারণসমূহের কারণ (علة العلل) Cause of Causes) বলা যায়। অপরপক্ষে ইহাকে (ليس) কিছু নাও বলা যায়, কেননা ইহা গতি (حركة) ও স্থিতি (سكون) উভয়ের উর্ধ্বে। عقل যাহা প্রথম সৃষ্ট তাহা 'কালিমা'র এত নিকট ও সংশ্লিষ্ট যে, উহা হুবহু 'কালিমা'র রূপ লাভ করিয়াছে।

এই মতবাদটি হুবহু এই আকারে অথবা প্রায় ইহার অনুরূপ আকারে ইসমাঈলীদের মধ্যে বারবার আলোচিত হইয়াছে। যথা নাসির-ই খুসরাও-এর প্রতি আরোপিত খাওয়ান-ই ইখওয়ান-এর মধ্যে। কিন্তু নাসির-ই খুসরাও-এর প্রতি আরোপিত অন্যান্য গ্রন্থে ইহার বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'যাদু'ল-মুসাফিরীন' নামক গ্রন্থে খাওয়ান-ই ইখওয়ান গ্রন্থে উপস্থাপিত এই ধারণাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই যাহাতে 'আমর'কে ابراع অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিক্রিয়ার সমার্থকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে 'গুশাইশ ওয়া রাহাইশ' নামক গ্রন্থে 'আমর-কে ('খাওয়ান-ই ইখওয়ান-এ যাহাকে ليس বলা হইয়াছে) প্রথম অস্তিত্ব (موجود اول)-রূপে স্থির করা হইয়াছে।

অপর একজন ইসমাঈলী লেখক হা'মীদুদ্দীন আল-কিরমানীর ধারণা দৃশ্যত এই ছিল, 'আমর একটি অন্তপ্রবাহ (influx) পূর্ববর্তী (سباق) কথার প্রেক্ষিতে 'মাদ্দা' শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ আবশ্যক মনে হয় যাহা আল্লাহর সত্তা হইতে গুণাবলীর মাধ্যমে আসে এবং প্রজ্ঞা (عقل)-র সঙ্গে মিশিয়া যায়। তাঁহার মতে,'আমর' এইরূপ কোন আদি বস্তু (اصول) নহে যাহা عقل হইতে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী। অন্যান্য ইসমাঈলী চিন্তাবিদের ন্যায় তিনিও 'আমর-কে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার (ارادہ) সমার্থক বলিয়া সিদ্ধান্ত

করেন। কাদারিয়াগণের মতবাদও ইহার প্রায় কাছাকাছি যাহাদের মতে আল্লাহর (امر ও اراده) অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে (لازم وملزوم) সম্পর্কিত অর্থাৎ ইহাদের একটির অনুপস্থিতিতে অপরটির উপস্থিতি সম্ভব নহে। কিন্তু ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) ও অধিকাংশ 'আলিমের মতে আল্লাহর ইচ্ছা (اراده) না হওয়া পর্যন্ত তিনি সম্ভাব্য জগতের (عالم امكان) কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন না, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর শক্তি (قدرة) ও ইচ্ছার সহিত সম্পৃক্ত।

একটি ইসমাঈলী গ্রন্থ যাহা নাসি'রুদ-দীন আত-তূ'সীর প্রতি আরোপিত, রাওদা'তুত-তাসলীম বা তাস'াওউরাত (সম্পা. W. Ivanow, ৫৪ পৃ., তু. পৃ. ২৯)-এর আমরুল্লাহর বিষয়টি সম্পর্কে এই ধ্যানধারণা (تصور)-র প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, রূহানী স্তরে ঊর্ধ্ব গমন, যাহার ইন্দ্রিয়ানুভূতির পর্যায়ক্রম কল্পনা (وهم) নাফস ও 'আক'ল, امر-এ ইহাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ইসমাঈলী আকাইদগুলিতেও উক্ত تصور যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যাহা য়াহূদী চিন্তাবিদ Judah Halewi-এর সেই কথোপকথন পাওয়া যায় যাহা সাধারণত Kuzari নামে পরিচিত। একদিকে Halewi-কে ইহা অনুমান করিতে অথবা কমপক্ষে জায়েয মনে করিতে দেখা যায়, আমর ও ইরাদা একই বস্তু (সম্পা. Hirschfeld, পৃ. ৭৬), অপরদিকে আমরুল্লাহকে একটি শক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন, যাহা নবীর স্বভাবে (فطرة) নিহিত (مضمر) এবং 'আকল অপেক্ষা উন্নততর হইয়া থাকে (যথাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ প.)

কুরআনের ১৭ ঃ ৫৪ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন সময় আমরকে খালক' (خلق)-এর মুক'াবিল (مقابل) মনে করা হয়। এই অবস্থায় খালক'-এর অর্থ হয় উপাদান بسائط। মনে করা হয়। এই অবস্থায় খালক'-এর অর্থ হয় উপাদান بسائط। এবং মাধ্যম (وسائط) সহকারে সৃষ্টি হয়। আমর-এর অর্থ হয় উপাদান ও মাধ্যম ব্যতিরেকে সৃষ্টি (তু. মুফরাদাত, প্রাগুক্ত বরাত) অথবা 'আমর' অর্থ রূহানী বস্তুসমূহের সৃষ্টি বা স্বয়ং রূহানী বস্তুসমূহের এবং খালক' অর্থ পার্থিব (مادية) বস্তুসমূহের সৃষ্টি অথবা স্বয়ং পার্থিব বস্তুসমূহ (তু. 'আলাম শীর্ষক নিবন্ধ)। ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল আমর ও খালকে'র মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন (দ্র. Massignon, Lapassion d'Al-Hallaj, ২খ., ৬২৭, হাশিয়া-২)।

কোন কোন ইসমাঈলী গ্রন্থে এই ধারণার পুনরুক্তি করা হইয়াছে। যথা তাস'াওউরাত (পৃ. ৫৫)-এ যেইখানে আমর শব্দের অর্থে উপরোল্লিখিত দৃষ্টিকোণের সহিত এই দৃষ্টিকোণের সংঘর্ষ বাঁধে, বিশেষত ঐ সমস্ত পাঠে (متون) যাহা ইসমাঈলীদের প্রতি আরোপিত হয়। যথা রাসাইলু ইখওয়ানিস-সাফা (তু. Goldziher, in REJ, 1905 খৃ., পৃ. ৩৮, টীকা ৪) ও 'সাবিউন আওর হ'ানাফীউন কে মুনাজিরে-এর মধ্যে; এই বিতর্কটি আশ-শাহরাস্তানীর গ্রন্থে কিতাবুল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল-এ (সম্পা. আহ'মাদ ফাহমী মুহ'াম্মাদ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২খ., ১১৮) উল্লিখিত রহিয়াছে। জামি'উল- হি'কমাতায়ন (সম্পা. Corbin, পৃ. ১৪৫) গ্রন্থে (যাহা নাসির খুসরাও-র প্রতি আরোপিত) عالم امر অর্থ, ইসমাঈলীদের مامورين اعلى (আদিষ্ট প্রধানগণ) ও عالم অর্থ পার্থিব (مادى) জগত।

আমর সম্পর্কিত আলোচনায় সূফীগণ পরস্পর বিরোধিতার অবতারণা করিয়াছেন যদ্দারা তাঁহারা বুঝাইতে চাহেন, কখনও কখনও আল্লাহ امر। ও আল্লাহর مشيت ভিন্নতর হয়। বাস্তবিকপক্ষে কোন কোন সূফী সাধক এই ধরনের বিরোধ সম্ভবপর মনে করেন। তবে যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা এই ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হইতে বিরত রহিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-জুরজানী, আত-তারীফাত, 'আমর' নিবন্ধ; (২) A Borisov Ob iskhondnoy tochke volyuntarisma solomona Ibn Gabirolya, in Bulletin de I'Academie de I.U. R. S.S., 1933, পৃ. ৭৫৫-৬৮; (৩) H. Corbin, তাঁহার সম্পাদনায় জামি'উল-হি'কমাতায়ন, ভূমিকা (Etude Preliminaire), পৃ. ৭৫; (৪) I. Goldziher, Le amr ilahi (ha-inyan ha-elohi), chez Juda Halevi, in REG, ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৩২-৪১; (৫) L. Massignon, La Passion d' al-Hallaj, ২খ., ৬২৪ প.; (৬) S. Pines, Nathanael ben Al-Fayyumi et la theologie ismaelienne, in bulletin des Etudes Historiques Juives, কায়রো ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ৭ প.; (৭) ঐ লেখক, La longue recension de la 'Theologie d'Aristote' dans ses rapports avec la doctrine ismaclienne, in REI, 1954; (৮) J. M. S. Balyon, Jr. Amr in the Koran, in AO, খণ্ড ২২। আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনিল-মুনকার-এর জন্য দ্র. মু'তাযিলা নিবন্ধ।

S. Pines (E.I.[2] ও দা. মা.ই.) /
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আমর ইব্ন 'আদিয়্যি (عمرو بن عدى) ঃ ইব্ন নাস'র ইব্ন রাবী'আ হীরার প্রথম লাখ্মী সুলতান। তাঁহার পিতা 'আদিয়্যি ছিলেন জাযীমাতুল-আবরাশ-এর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। তিনি জাযীমাতুল-আবরাশ (দ্র.)-এর ভগ্নী রাকাশ-এর পাণি গ্রহণের জন্য একটি ছল-চাতুরীপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন (যেরূপ সচরাচর আরব লোক-কাহিনীতে পরিলক্ষিত হয়, দ্র. 'আব্বাসা বিনতুল-মাহদীর গল্প)। এই বিবাহজনিত সন্তান 'আমর জাযীমার আনুকূল্য লাভে সফল হন, কিন্তু সেই সময় তাঁহাকে জিন্ন অপহরণ করে এবং তিনি হারাইয়া গিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার মাতুলের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। যাববা (পালমিরার রাণী যেনোবিয়া (Zenobia)-রূপে সনাক্তকৃত) জাযীমাকে ফুসলাইয়া নিয়া হত্যা করিলে 'আমর লাখ্মী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং হীরায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর মহাজ্ঞানী কুসায়র-এর সহায়তায় তিনি কৌশলে (ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে যাহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে) মাতুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ও যাববাকে হত্যা করিতে সক্ষম হন।

আরবী উৎসসমূহের বিবরণ ইহাই। অতএব, আমর ইব্ন 'আদিয়্যি, যিনি খৃস্টীয় ৩য় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা দুরূহ (Caussin de perceval, Essai, ২খ., ৩৫, তাঁহার রাজত্বকাল ২৬৮-৮৮ খৃ. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ১১৮ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছেন) অধিকন্তু নামারার শিলালিপিতে তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। অপরদিকে অসংখ্য প্রবাদের ব্যাখ্যায় তাঁহার নাম উল্লেখ থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও যেনোবিয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলী কালের অতল গহ্বরে তলাইয়া যাওয়ায় ঐতিহাসিক ক্রম হইতে স্থানচ্যুত ঘটনাবলীর তারিখ নির্ধারণের জন্য রূপকথার লেখকগণ তাঁহার নামের ব্যবহার করিয়াছেন এবং যেই সকল প্রবাদ দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল উহাদের ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশে গল্পসমূহের আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে যেনোবিয়া বিজয়ীরূপে দেখাইতে গিয়া রূপকথা তাঁহাকে উরেলিয়ান (Aurelien)-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইয়াছে, যিনি ২৭০-৩ খৃস্টাব্দে পালমায়রা রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান², ১খ., ২০৩, ৫খ., ২৭৯, ৬খ., ২০৯; (২) ইব্ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ২০২; (৩) ত'াবারী; (৪) ইব্নুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৫) মাস'উদী, মুরূজ, ৩খ., ১৮৩ প.; (৬) মারযুবানী, মু'জাম, ২০৫; (৭) ছা'আলিবী, ছিমারুল-কুনূব, পৃ. ৫০৫; (৮) মায়দানী, কায়রো ১৩৫২ হি., ১খ., ২৪৩-৭, ২খ., ৮৩-৫, ১৪৫; (৯) Caussin de Perceval, Essai, ২খ., ১৮-৪০; (১০) G. Rothstein, Lahmiden, বার্লিন ১৮৯৯ খৃ., নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E.I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

'আমর ইব্ন 'আবদি ওয়াদ্দ (عمرو بن عبدود) ঃ আরবের বিখ্যাত বীর। কথিত আছে, সে একাকী সহস্র অশ্বারোহীর মুকাবিলা করিতে সক্ষম হইত; 'আলী (রা)-র তরবারির আঘাতে খনদকের যুদ্ধে (৫ হি.) মৃত্যু। ওয়াদ্দ (ود আয়াত ৭১:২৩) 'আরবদের একটি দেবমূর্তির নাম, মুশরিকরা অনেক ক্ষেত্রে মূর্তির নাম অনুসারে নিজেদের নামকরণ করিত।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আমর ইব্ন 'আবাসা (عمرو بن عبسة) ঃ আস-সুলামী (রা), ইব্ন আমির, একজন প্রথম যুগের সাহাবী। তাঁহার কুনয়া আবূ নাজীহ; বানূ সুলায়ম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না।

তাঁহার দাবি অনুযায়ী তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪র্থ ব্যক্তি। প্রাথমিক যুগে মক্কায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করত নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর খায়বার যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মদীনায় আগমন করেন এবং মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য কাহারও কাহারও মতে উহুদ যুদ্ধের পর তিনি হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেন।

এক বর্ণনামতে তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ য'ারর আল-গি'ফারীর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মূর্তি পূজা হইতে দূরে থাকিতেন। আবূ উমামা (রা) তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে দীর্ঘ একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যাহার মূল বক্তব্য হইতেছে, জাহিলী যুগে মানুষকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত দেখিতে পান। তাহাদের ইলাহ্কে তিনি ইলাহ্ বলিয়া মান্য করিতেন না। তিনি মনে করিতেন, মূর্তি পূজার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। কারণ উহারা নিছক প্রস্তর মূর্তি; মানুষের উপকার বা ক্ষতি কিছুই করিতে পারে না। অতঃপর একদিন তিনি কিতাবী একজন 'আলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'কোন দীন উত্তম' জানিতে চাহিলেন। 'আলিম উত্তর দিলেন, মক্কায় এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন, যিনি তাঁহার কওমের ইলাহ হইতে মানুষকে পৃথক এক সত্তার দিকে আহ্বান করিবেন। তাঁহার দীনই হইবে উত্তম দীন। তিনি তাঁহাকে নসীহত করিলেন, 'সেই ব্যক্তির আগমন সংবাদ শুনিলে তুমি তাঁহার অনুসরণ করিও।' ইহার পর হইতে তিনি মক্কার খবরাখবর সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। একদিন তাঁহার আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। নিভৃতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেশ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে স্বগোত্রে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন ঃ যখন আমার মক্কা হইতে হিজরতের সংবাদ পাইবে তখন আমার সহিত সা'ক্ষাত করিও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের কিছুদিন পর তিনি মদীনায় আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর তিনি সিরিয়ায় (শাম) চলিয়া যান এবং সেইখানেই বসবাস করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে তিনি বহু হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ৪৮টির সন্ধান হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাহাবীদের মধ্যে ইব্ন মাস'উদ (রা) আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা), সাহল ইব্ন সা'দ (রা) ও তাবিঈদের মধ্যে শুরাহবীল ইব্নুস সামত, সা'দান ইব্ন আবী ত'ালহ'া, সুলায়ম ইব্ন 'আমির, 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন 'আমির, জুবায়র ইব্ন নুফায়র ও আবূ সাল্লাম প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন হ'াজারের মতে তিনি তৃতীয় খলীফা "উছমান (রা)-এর আমলের শেষ দিকে হিমসে ইন্তিকাল করেন। এক মতে আমীর মু'আবি'য়ার শাসনামলে তিনি ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাকা'তুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি. ৪খ., ২১৪-১৯, ৭খ., ৪০৩; (২) ইব্নুল আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি, ৪খ., ১২০-২১; (৩) ইব্ন হ'াজার 'আল-'আসক'ালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৫-৬, সংখ্যা ৫৯০৩; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, ইস'াবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, মিসর ১৩২৮ হি. ২খ., ৪৯৮-৫০১; (৫) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক'রীবুত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ., ৭৪, সংখ্যা ৬২৯; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহ'াবা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., ৪১৩, সংখ্যা ৪৪৬৪; (৭) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., ১৯১।

ড. আবদুল জলীল

'আমর ইব্‌ন 'আমির মাউস-সামা (عمرو بن عامر ماء السماء) ঃ ৩য় শতকের, হিময়ার বংশীয় জনৈক 'আরব রাজা। তাঁহার ডাকনাম ছিল আল-মুযায়কিয়া অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের পোশাক ছিঁড়িয়া ফেলে। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ নূতন রাজকীয় পোশাক পরিধান করিয়া পূর্ববর্তী দিনের পোশাক ছিঁড়িয়া ফেলিতেন বলিয়া তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহার সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার স্ত্রী যুরায়ফা (বা তুরায়ফা) একজন খ্যাতিমান দৈবজ্ঞ ছিলেন। একবার তিনি 'আমরকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন, শীঘ্রই মারিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং এই বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে। 'আমর তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রাজধানী সাবা ও মাতৃভূমি ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্ট আতংক পাছে তাঁহার ভূমি বিক্রয় ব্যাঘাত ঘটায় সেইজন্য সংকল্প গোপন রাখিয়া তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের পুত্রের সহিত বিবাদ সৃষ্টি করিয়া পুত্র দ্বারা প্রহৃত হন এবং এই অবমাননাকে অজুহাত হিসাবে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেশত্যাগ করেন। অবশ্য কার্যসিদ্ধির পর তিনি আশংকিত বিপদের কথা তাঁহার প্রজাগণকে জানান। ফলে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জন্মভূমি ত্যাগ করে। কথিত আছে, এই ঘটনা হইতে 'সাবার লোকদের ন্যায়ই চলিয়া গিয়াছে' এই প্রবাদ বাক্যটির উদ্ভব হইয়াছে। 'আমরের নেতৃত্বে সাবাবাসিগণ প্রথমে উত্তর 'আরবে ও পরে তথা হইতে সিরিয়ায় গমন করে। পরবর্তী কালে এখানেই আমরের পুত্র জাফনা গাসসানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আমর ইব্‌ন 'উবায়দ (عمرو بن عبيد) ঃ আবূ 'উছমান প্রাচীনতম মু'তাযিলীদের অন্যতম। প্রথমে ছিলেন হাসান আল-বাসরী (র) এর সূফী সমাজের অনুবর্তী। পরে কোন মুসলিম পাপাচার করিলে তাহার অবস্থা কি হইবে—এই প্রশ্নে তিনি ওয়াসি'ল ইব্‌ন 'আতা (র)-এর মত গ্রহণ করেন। তাঁহার সাহিত্য চর্চা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই, তবে তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি নৈতিক ঔৎসুক্য ও ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দ্বিতীয় ওয়ালীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তৃতীয় য়াযীদ খিলাফাত দাবি করিলে তিনি ধর্মনিষ্ঠার তাগিদে য়াযীদের দলে যোগদান করেন। 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূ'রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৪৫/৭৬২ সালে মারবান নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ (Wustenfeld), পৃ. ২২৪; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৫১৪; (৩) Arnold, Al-Mutazilah, p. 22প.; (৪) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৬খ., ২২১; (৫) Houtsma, De Strijd over het dogma, পৃ. ৫১ প.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

'আমর ইব্‌ন উমায়্যা (عمرو بن امية) ঃ (রা) ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ (ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ) ইব্‌ন ইয়াস (দ্র. Wustenfeld, তাহযীব; ইব্‌ন হাযম, জামহারা একজন সাহাবী তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহাকে ইসলামের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূত বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তবে হিজরী-পূর্ব ২৫ সনের কাছাকাছি সময়ে নির্ধারণ করা যায়। কেননা হিজরতের প্রারম্ভেই তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে দেখা যায়। পরে এই সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। তিনি আমীর মু'আবি'য়া (রা)-র খিলাফাত কালে (অর্থাৎ ৬০ হি. পূর্বে) কোন এক তারিখে ইন্তিকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দা'মরা গোত্র বদ্‌র ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করিত। ইব্‌ন হা'বীব (কিতাবুল-মুনাম্মাক, পৃ. ১৯৪, খাজওয়া লাইব্রেরী, লক্ষ্ণৌ)-এর মতে 'আমর ইব্‌ন উমায়্যার বিবাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্পর্কের ফুফু সুখায়লা (বিনত 'উবায়দা ইবনিল-হা'রিছ 'ইব্‌ন 'আবদিল-মুত্তালিব)-এর সহিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বংশধরগণকে বানূ 'আবদ শামস-এর মিত্রগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁহার শ্বশুর 'উবায়দা প্রথম যুগের সাহাবীদের অন্যতম যিনি বদ্‌রের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। ইব্‌ন হা'জার (তাহযীব, ৮খ, ৬)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 'উবায়দার উপনাম ছিল আবূ উমায়্যা।

তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জা'ফার, 'আবদুল্লাহ ও আল-ফাদ'ল এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আয-যিবরিকান হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্র বলেন, 'আমর ইব্‌ন উমায়্যা-র এক পুত্র আবূ হুরায়রা (রা)-এর ছাত্র ছিলেন, যিনি তাঁহার গৃহে হাদীছের বহু পাণ্ডুলিপি দেখিতে পান (দ্র. জামি' বায়ানিল-'ইলম, ১খ., ৭৪)।

'আবদ শামস বংশের মিত্র গোত্রের (হা'লীফ) সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় সম্ভবত 'আমর ইব্‌ন উমায়্যা প্রায়শ ইথিওপিয়ায় (হাবশা) যাতায়াত করিতেন। কেননা মক্কাবাসিগণ বৈদেশিক শাসকদের নিকট হইতে ঈলাফ (إيلاف) অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাফেলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমতি লাভ করিলে নাজাশী 'আবদ শামসকে তাঁহার দেশে অবাধ যাতায়াতের অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, ১/১খ., ৪৩-৪৫; আত-তা'বারী, সিরিজ ১, পৃ. ১০৮৯; আল-য়া'কূ'বী, তারীখ, ১খ., ২৮০; আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ., ৪৮; ইব্‌ন হা'বীব, আল-মুহা'ব্বার, পৃ. ১৬২; মুরূজুয-যাহাব, ৩খ., ১২১-২২; আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., ২৬, ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি)। আস-সুহায়লী (১খ., ২১৫) বলেন, কোন এক গৃহযুদ্ধের সময় এক হাবশী রাজপুত্রকে তাঁহার চাচা বন্দী করত বিক্রয় করিয়া দেয়। আর সে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বদ্‌রের দা'মরা গোত্রে ক্রীতদাস হিসাবে অবস্থান করে এবং 'আরবী ভাষা শিক্ষালাভ করে। অতঃপর তাঁহার দেশের অবস্থা অনুকূল হইলে সেই ক্রীতদাসই আবিসিনিয়া প্রত্যাবর্তন করত তথাকার নাজাশী (বাদশাহ) হইয়াছিল। উল্লেখ্য, ইনিই পরবর্তী কালে মক্কার মুহাজিরদেরকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন সা'দ (৪/১খ., ১৮২-৮৩)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 'আমর ইব্‌ন উমায়্যাকে বদ্‌র ও উহুদের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের শিবিরে দেখা গিয়াছিল। তিনি মুশরিকদের উহুদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী ৩ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদ্‌রের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রোষাক্রান্ত মক্কাবাসীরা ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজাশীর দরবারে একটি প্রতিনিধি দল এই উদ্দেশে

প্রেরণ করে যেন অপরাধী মুসলমান মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা)-কে মুসলমানদের পক্ষে ওকালতী ও সুপারিশ করার জন্য হাবাশা (ইথিওপিয়া) প্রেরণ করেন। সীরাতুশ-শামীতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'আমর ইব্ন উমায়্যা ঐ সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।'

হিজরী ৪ সনে যে সত্তরজন মুবাল্লিগকে বি'র মা'উনা প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং যাহাদেরকে 'আমির ইবনুত-তুফায়ল রাস্তায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা)-ও ছিলেন এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। 'আমর ইব্নুত-তুফায়ল এই বলিয়া তাঁহাকে হত্যা হইতে রেহাই দিয়াছিল, "আমার মাতা একটি ক্রীতদাস আযাদ করার মানত করিয়াছিলেন।" 'আমর ইব্ন উমায়্যা পদব্রজে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সময় রাস্তায় বানূ কিলাবের দুই ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু 'আমর ইব্ন উমায়্যা অজান্তে প্রতিশোধের বশে উভয়কে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ পাইয়া নিহতদের উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়াত বা শোণিত পণ আদায় করিয়াছিলেন।

উক্ত সময় আরও কিছু সংখ্যক সাহাবীকে তাবলীগের নামে আহ্বান করিয়া আর-রাজী' নামক স্থানে হত্যা করা হয়। কিন্তু উঁহাদের মধ্যে বন্দী খুবায়বকে মক্কায় আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর একটি উৎসবের মধ্যে পৈশাচিকভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার লাশ শূলবিদ্ধ করত। ঝুলাইয়া রাখা হয় বদ্‌রের যুদ্ধে আবূ সুফয়ানের এক পুত্র ও শ্বশুর নিহত হইলে সে এক বেদুঈনকে গোপনে মদীনায় প্রেরণ করে যেন সে অলক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণনাশ করে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) 'আমর ইব্ন উমায়্যা ও সালমা ইব্ন সালামাকে মক্কায় প্রেরণ করেন যেন খুবায়ব (রা)-এর লাশ শূল হইতে নামাইয়া দাফনের ব্যবস্থা করেন এবং আবূ সুফয়ানকেও হত্যা করেন। ইব্ন সা'দ (২/১খ., ৬৮ ইত্যাদি)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আবূ সুফয়ান রক্ষা পায়, কিন্তু তাঁহারা খুবায়ব (রা)-এর লাশ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদুপরি 'আমর (রা) স্থানীয় মক্কার তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং অন্য একজনকে গ্রেফতার করিয়া জীবিত মদীনায় লইয়া আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে তাঁহারা সমস্ত কার্যবিবরণী প্রদান করেন।

আল-য়া'কূবী (২খ., ৭৭) বলেন, 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা)-কে বানুদ্-দীল গোত্রে দূত ও মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

ইব্নুল-জাওযী (আল-মুনতাজাম, ২খ., ৮৮)-এর মতে ৫ম, অন্য মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মক্কায় একবার এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে, মানুষ যবেহকৃত (ذبيحة) পশুর রক্ত রান্না করিয়া ভক্ষণ করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। এই সংকটকালে মক্কাবাসীদের চিত্তাকর্ষণ ও মানবিক কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের জন্য পাঁচ শত দীনার-এর একটি মোটা অংক 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) মারফত প্রেরণ করেন যেন তিনি উহা মক্কার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। ইহাতে আবূ সুফয়ান রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিল, মুহাম্মাদ (স) আমাদের যুবকদের বাগে আনিতে চাহে (আস-সারাখসী, শারহ আস- সিয়ারিল-কাবীর, ১খ., ৬৯)। সম্ভবত এই কূটনৈতিক কার্যক্রমের সহিত ইহাও উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার প্রধান তিনজন সর্দার, যথা আবূ সুফয়ান, সুহায়ল ইব্ন আমর ও সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা-এর জন্য উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সুহায়ল ও সাফওয়ান তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, কিন্তু আবূ সুফয়ান তাহা গ্রহণ করিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় (আল-য়া'কূবী, ২খ., ৫৭)। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বিপুল পরিমাণে খেজুর মদীনা হইতে আবূ সুফয়ানের নিকট চামড়ার বিনিময়ে প্রেরণ করার ব্যাপারটি এই সময়কারই ঘটনা (দ্র. আস-সারাখসী, শারহ সিয়ারিল-কাবীর, ১খ., ৭০; ঐ লেখক, আল-মাবসূত', ১০খ., ৯২)। ইহাও ঐ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশবিশেষ হইলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই, যেহেতু ইহার উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শদের সন্তুষ্টি সাধন।

[এই কূটনৈতিক পর্যায়ে বানূ দামরা ও বানূ খুযাআ গোত্রের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্ক সম্বন্ধেও সন্ধান পাওয়া যায়। ইব্ন সা'দ (৪/১খ., ৩২-৩৩)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) 'আমর ইব্ন উমায়া (রা)-কেও 'আমর ইব্নুল-কাওয়া (রা)-এর সফরসঙ্গী করিয়াছিলেন]। গোত্রীয় ঝগড়া-বিবাদের দরুন বানূ দামরার সহিত শেষোক্ত ব্যক্তির বিরূপ সম্পর্ক ছিল। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) সতর্কতা অবলম্বন করিতে তাকীদ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) কোন প্রয়োজনে তাঁহার সঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং সম্ভবত বানূ দামরা গোত্র এই সম্পর্কে খবর পায়। ইব্নুল-কাওয়া ব্যাপারটি টের পাইয়া দ্রুত উষ্ট্র হাঁকাইয়া দামরীদের বাধা দানের পূর্বেই তাঁহাদের এলাকা অতিক্রম করেন; অতঃপর আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) নিরাপদে তাঁহার বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ক্ষমা চাহেন। অতঃপর অবশিষ্ট সফর বিনা বাধায় সমাপ্ত হয়।

হিজরী ষষ্ঠ সনের শেষভাগে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাইয়া বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদেরকে পত্র প্রেরণকালে নাজাশীর নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রখানি 'আম্‌র ইব্ন উমায়্যা (রা)-এর মাধ্যমেই প্রেরিত হয় এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, এই সময়েই হাবশায় অবস্থানরত উম্ম হাবীবা বিনতে আবী সুফয়ান-এর রাসূলুল্লাহ (স)-এর গায়েবানা বিবাহ বন্ধন (আকদ) সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তিনি যেন উম্ম হাবীবা (রা)-সহ তথাকার মুসলমানদেরকে মক্কার মুহাজির হউক কিংবা হাবাশী নও-মুসলিম, সংগে করিয়া মদীনায় আসেন। এই দায়িত্ব 'আম্‌র (রা) সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেন (ইব্ন সা'দ, ৪/১খ., ১৮৩ ইত্যাদি)।

হিজরী নবম সনে তাবূক যুদ্ধে দূমাতু'ল-জানদাল অভিযানে হযরত খালিদ (রা)-ও ছিলেন। দূমাতুল-জানদাল-এর শাসক উকায়াদরের গ্রেফতারের সংবাদ এবং কিছু কিছু মূল্যবান যুদ্ধলব্ধ (গানীমাত) সামগ্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে পৌঁছানোর দায়িত্ব খালিদ (রা) তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছিলেন (আল-মাকরীযী, আল-ইমতা, ১খ., ৪৬৪)।

হিজরী দশম সনের কাছাকাছি সময়ে মুসায়লামা আল-কাযযাব (দ্র.) নবূওয়াতের দাবি করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে পত্র প্রেরণ

করিলে সেই পত্রের উত্তর পৌঁছানের দায়িত্ব 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা)-এর উপর ন্যস্ত হয় (ইব্নুল কালবী, জামহারাতুল-আনসাব, পাণ্ডুলিপি, লন্ডন)। অবশেষে তিনি মদীনায় বাসস্থান নির্বাচন করিয়া খাররাতীন মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন (ইব্ন সা'দ, ৪/১খ., ১৮৩) এবং সেইখানেই তিনি পরিণত বয়সে ইন্তিকাল করেন (ইব্ন হ'াজার, তাহযীব, ৮খ., পৃ. ৬)।

'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা)-র সতর্কতা প্রবাদ বাক্য হইয়া রহিয়াছে। কুরায়শরা তাঁহাকে অত্যন্ত চতুর, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহাকে ভীষণ ভয় করিত। কথিত আছে, বিখ্যাত আমীর হ'ামযাঃ' উপাখ্যানে 'আমর 'আয়্যার ((عمرو بن قميئة ابن ذريح (ذريح) [ابن سعد الضبعي] দ্বারা 'আমর ইব্ন উমায়্যার ব্যক্তিত্বের কৃতিত্বই বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া (১) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতি'আব; (২) ইব্ন হ'াজার, আল-ইসা'বা; (৩) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গা'বা ইত্যাদিতে তাঁহার নামের নিবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থসমূহের নির্ঘন্টে তাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হয়।

মুহা'ম্মাদ হা'মীদুল্লাহ (দা.মা.ই.)/ এ. কে. এম. নুরুল আলম

আমর ইব্ন ক'মীআ (عمرو بن قميئة) ঃ ইব্ন যিররীহ (যারীহ) ইব্ন সা'দ আদ-দুবাঈ বাক্র গোত্রের ক'ায়স ইব্ন ছা'লাবা নামক শাখার প্রাক-ইসলমী 'আরব কবি। তাঁহার জীবনের একমাত্র বৃত্তান্ত আমরা যাহা জানি তাহা হইতেছে স্বীয় পিতৃব্য মারছাদ ইব্ন সা'দ-এর সহিত বিবাদ, যাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইমরুল-ক'ায়স (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার বায়য্যান্টিয়াম সফর। ইব্ন কু'তায়বার মতানুসারে (শি'র, পৃ. ১৫) তিনি ইমরুল-ক'ায়সের পিতা হুযূরের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আগ'ানীর মতে (১৬খ., ১৬৫-৬) 'আমর যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন কবিদ্বয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে এবং বায়যান্টাইন ভূখণ্ডে 'আমরের মৃত্যু হয় (৫৩০ ও ৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে), যাহাতে তাঁহার নাম পড়িয়া যায় 'আমর আদ-দা'ই' (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। ২য়/৮ম শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক সংগৃহীত তাঁহার কবিতা সমালোচকগণ প্রায়শ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, যাহা মাধুর্য ও প্রাঞ্জলতার জন্য তাঁহার প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, Ch. Lyall তাঁহার The poems of 'Amr son of Qamiah, কেমব্রিজ ১৯১৯, গ্রন্থে ঐ কবিতাগুলির সম্পাদনা ও ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন।

সাধারণভাবে যেহেতু তিনি ইব্ন ক'মীআ নামে পরিচিত, সেইহেতু একই মা'রিফা (উপনাম)-ধারী অন্যদের সহিত তাঁহাকে লইয়া বিভ্রান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়াছেন জামীল আল-উযরী (দ্র)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ (অথবা মা'মার) ইব্ন ক'মী'আ ও কবি রাবী'আ ইব্ন ক'মীআ আস-সাবী (দ্র. 'আমিদী, মূলতালিফ, ১৬৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দীওয়ানের সংস্করণে উদ্ধৃত উৎসহগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, পৃ. ২২২-২৩; (২) আগানী, ১৬খ., ১৬৩-৬৬; (৩) বাগ'দাদী, খিযানা, ২খ., ২৪৭-৫০; (৪) Cheikho, নাস'রানিয়্যা, পৃ. ২৯৩-৯৭; আরও দ্র.; (৫) G. Rothstein, Lahmiden, বার্লিন ১৮৯৯, পৃ. ৭৬-৭; (৬) O. Rescher Abriss, ১খ., ৭১-৩; (৭) Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., পৃ. ৫৮।

Ch. Pellat (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আমর ইব্ন কিরকিরা (عمرو بن كركره) ঃ আবূ মালিক আল-আরাবী, বানূ সা'দ গোত্রের মিত্র (مولى)। মরুভূমিতে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং বাসরাতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন (যেইহেতু তাঁহার মাতা আবুল-বায়দা [দ্র.]-কে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি আজীবন শেষোক্ত ব্যক্তির রাবিয়ারূপে কাজ করিয়াছিলেন)। কিন্তু তাঁহার খ্যাতির পশ্চাতে ছিল 'আরবী ভাষা সম্পর্কে তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান; প্রায়শ ব্যবহৃত একটি পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি ইহার পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অপরপক্ষে আল-আসমাঈ ইহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, আবূ 'উবায়দা (অথবা আল-খালীল ইব্ন আহ'মাদ) ইহার অর্ধেক এবং যায়দ আল-আনসারী (অথবা মুআররিজ) ইহার দুই-তৃতীয়াংশ অবগত ছিলেন। তাঁহার বিশেষত্ব ছিল কদাচিৎ ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যবহার। আবূ মালিক অন্ততপক্ষে দুইটি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন বলিয়া দাবি করা হয়। এইগুলি হইতেছে কিতাবু খালকি'ল-ইনসান ও কিতাবুল-খায়ল। আল-জাহি'জ তাঁহার শ্রোতা ছাত্রবৃন্দের অন্যতম ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান, ৪খ., ২৩; (২) ঐ লেখক, হ'ায়াওয়ান, ৩খ., ৫২৫-৬; (৩) ফিহরিস্ত, পৃ. ৬৬; (৪) সুয়ূতী, মুযহির, ২খ., ২৪৯-৫০; (৫) ঐ লেখক, বুগ'য়া, পৃ. ৩৬৭; (৬) যুবায়দী, তাবাক'াত, পৃ. ১৩৯; (৭) আনবারী, নুযহা, পৃ. ৮২; (৮) য়া'কূত, উদাবা, ১৪খ., ১৩১-২।

ED. (E.I.², Suppl.)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

'আমর ইব্ন কুলছূম (عمرو بن كلثوم) ঃ প্রাক-ইসলামী সর্দার ও কবি; মাতার মাধ্যমে তিনি গোত্র সরদার ও কবি আল-মুহালহিল (দ্র.)-এর দৌহিত্র ছিলেন। যুবা বয়সেই তিনি মধ্যফুরাত এলাকার তাগলিব (দ্র.) গোত্রের জুশাম নামক স্বীয় শাখার প্রধান হন। তাঁহার জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কয়েকটি প্রাচীন কাহিনীতে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে একটিতে আনুমানিক ৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আল-হীরার রাজা 'আমর ইব্ন হিন্দকে তৎকর্তৃক হত্যা করার আনুপূর্বিক অবস্থা বিধৃত হইয়াছে। অপর একটিতে ঐ একই শহরের আর এক শাসক আন-নু'মান ইব্নুল-মুনযি'র (৫৮০-৬০২খৃ.)-এর বিরুদ্ধে কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক কবিতার ভাষ্য স্থান পাইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমদিকে 'আমর ইব্ন কুলছূম তাঁহার স্বগোত্র তাগলিব বংশের লোকদের নিকট একজন দৃষ্টান্ত (তিনি মু'আম্মারূনের অন্তর্ভুক্তরূপে পরিগণিত হইতেন!) ও মর্যাদাবান ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। এই মর্যাদা তিনি আল-হীরার রাজাদের অধিপত্য প্রতিরোধ করিয়া এবং জাহিলিয়্যা যুগের গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করিয়াছিলেন। সর্বোপরি তাঁহারা বাকর গোত্রের সহিত সংঘর্ষকালে তাঁহাদের বীরত্বপূর্ণ কর্মের প্রশংসাসূচক একটি কবিতার রচয়িতারূপে তাঁহাকে গর্বের সহিত স্মরণ করে। পরে কবিতাটি

মু'আল্লাকাত (দ্র.) কাব্য সঞ্চয়নে স্থান লাভ করে এবং যতদূর সম্ভব ইহা অন্যের অনুকরণে রচিত কবিতা নহে। তবে ইহাতে পরবর্তীকালের হাতের ছাপ পরিদৃষ্ট হয় (দ্র. তাহা হুসায়ন)। এই কবিতা ব্যতীত 'আমরের আরও কতকগুলি কবিতাংশের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা একটি ছোট দীওয়ানরূপে Krenkow-র সম্পাদনায় মানচেস্টার ১৯২২ খৃ., পৃ. ৫৯১-৬১১-তে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাক-ইসলামী প্রেরণায় সমৃদ্ধ এই কবিতাংশগুলি গতিশীল রীতি ও প্রাঞ্জল ভাষার জন্য বিখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, শি'র (de Goeje), পৃ. ১১৭-২০; (২) আগানী৩, ১১খ., ৪২-৫, ৫২-৬০ (Cheikho, Poetes Chretiens, পৃ. ১৯৭-২২০ কর্তৃক পুনরুক্ত এবং Caussin de Perceval, Essai sur L'histoire des Arabes, প্যারিস ১৮৪৭, ২খ., ৩৬৩-৬৫, ৩৭৩-৮৪, কর্তৃক অনুসৃত; (৩) মারযুবানী, মু'জাম (Krenkow), পৃ. ২০২, Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in Hira, বার্লিন ১৮৯৯, পৃ. ১০০; (৪) Noldeke, Funf Moallakat, ভিয়েনা ১৮৯৯, ১খ.; (৫) তাহা হুসায়ন, ফিল আদাবিল-জাহিলী, কায়রো ১৩৪৫/১৯২৭, পৃ. ২৩৬-৪১; (৬) Kosegarten কর্তৃক মু'আল্লাকা'র অনুবাদ ১৮১৯, Caussin de Perceval, 1847; দ্র. Brockelmann, পরিশিষ্ট ১খ., পৃ. ৫২।

R. Blachere (E.I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

'আমর ইব্ন মা'দীকারিব (عمرو بن معد يكرب) ঃ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়দী আবূ ছাওর, একজন বীর 'আরব যোদ্ধা এবং মুখাদরাম (জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ প্রাপ্ত) কবি ছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত য়ামানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে অতুলনীয় শৌর্যের অধিকারী যোদ্ধা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি তাঁহার রূপকথায় বর্ণিত তলোয়ার আস-সামসামা (الصمصامة) সজ্জিত হইয়া জাহিলী যুগে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০/৬৩১ সালে তিনি মদীনায় উপনীত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনরূপ পরিবর্তন আসে নাই। মহানবী (স)-এর মৃত্যুতে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করেন এবং আল-আসওয়াদুল 'আনসী (দ্র.)-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। খলীফা আবূ বাকর (রা) কর্তৃক রিদ্দা বিদ্রোহ দমনকালে তিনি বন্দী হন তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুক্তি পান। য়ারমূকের যুদ্ধে (১৫/৬৩৬) অংশগ্রহণ করেন এবং আল-কাদিসিয়ার যুদ্ধে (খুব সম্ভব ১৬/৬৩৭) তিনি তাঁহার শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট জনশ্রুতির আলোকে আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর আমলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থকারদের মতে তিনি খুব সম্ভব আল-কাদিসিয়া অথবা নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধে (২১/৬৪১) ইন্তিকাল করিয়াছেন। বীরত্বগাথা সম্বন্ধে রচিত তাঁহার কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল উহার সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী। এই সকল কবিতার অতি সামান্যই রক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কবিতা ও ইহার সমালোচনা নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাইবে ঃ (১) 'আবকারিয়ুস, রাওদাতুল-আদাব, ২৩৯-৪৩; (২) এফ. ই. বুসতানী, আল-মাজানিল হাদীছা, বৈরূত ১৯৪৬, ১খ., ৩০৯-৩১৪; (৩) জাহিজ; বায়ান ও হায়াওয়ান, নির্ঘন্ট; (৪) ইব্ন কুতায়বা, শি'র (De Goeje), 219-22; (৫) mMহতুরী, হামাসা, নির্ঘন্ট; (৬) ইব্ন দুরায়দ, ইশতিকাক, ২৪৫; (৭) ইব্ন হিশাম, নির্ঘন্ট; (৮) আগানী, নির্ঘন্ট (বিশেষত ১৪খ., ২৫/৪১); (৯) মারযুবানী, মু'জাম, ২০৮-৯; (১০) বাগদাদী, খিযানা, ২খ., ৪৪৫; (১১) 'আমিদী, মু'তালিফ, ১৫৬; (১২) ইব্ন হাজার, ইসাবা, নং ৫৯৭০; (১৩) আরও C.A. Nallino, Letteratura (Scritti, vi), 48 (ফরাসী অনুবাদ, ৭৬-৭); (১৪) O. Rescher, Abriss, ১খ., ১১৭; (১৫) আল-মুহাব্বার, হায়দারাবাদ ১৩৬১ হি., পৃ. ২৬১, ৩০৩।

Ch. Pellat (E.I.²)/ আফিয়া খাতুন

'আমর ইব্ন মাস'আদা (عمرو بن مسعدة) ঃ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সূউল, আল-মা'মূনের সচিব ছিলেন। তুর্কী বংশীয় এবং ইবরাহীম ইব্নুল-'আব্বাস আস-সূলী (দ্র.)-র একজন আত্মীয়। তাঁহার পিতা আল-মানসূরের অধীনে সরকারি নিবন্ধকের দফতর (ديوان الرسائل)-এর সচিব ছিলেন। তিনি নিজে বারমাকীদের অধীনে চাকরি করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি আল-মা'মূনের একজন প্রধান সহকারী সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং আরও বহুবিধ আর্থিক দায়িত্বসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইসব পদে আসীন থাকায় তিনি যথেষ্ট অর্থ সম্পদের অধিকারী হন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনি কখনও উযীর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন নাই। তিনি খলীফার সহিত দামিশকে যান এবং তাঁহার বায়যান্টাইন ভূখণ্ডের অভিযানে শরীক হন। ২১৭/৮২৩ সনে সিরিয়ার উপকূলে আদানায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার চিঠিপত্র সংক্রান্ত রচনায় কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং আরব গ্রন্থকারগণ তাঁহার রচনার বেশ কয়েকটি নমুনা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন তায়ফূর, নির্ঘন্ট; (২) য়া'কূবী, নির্ঘন্ট; (৩) তাবারী, নির্ঘন্ট; (৪) জাহশিয়ারী, কিতাবুল-উযারা, নির্ঘন্ট, ও D. Sourdel, Melanges, Massignon; (৫) বায়হাকী, মাহাসিন, (Schwally), বিশেষত ৪৭৩-৭৬; (৬) মাস'উদী, তানবীহ, পৃ. ৩৫২; (৭) আগানী, ছকসমূহ; (৮) তানূখী, ফারাজ, কায়রো ১৯৩৮; ১খ., ৭৪-৫, ১০৫, ২খ., ২৫-৬, ৩৮-৪৫; (৯) য়া'কূত, ইরশাদ, ৬খ., ৮৮-৯১; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ৩খ., ১৪৫-৮; (১১) মুহাম্মাদ কুরদ 'আলী, MMIA ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৯৩-২১৮।

D. Sourdel (E.I.²)/আফিয়া খাতুন

'আমর ইব্ন লুহায়্যি (عمرو بن لحى) ঃ 'আরবের বহু দেবতাবাদের আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং মক্কার খুযা'আ (দ্র.) গোত্রের পূর্বপুরুষ। যেহেতু কুরআনের মতে (৩ঃ৯৬/০) কা'বা মানব জাতির প্রথম পবিত্র স্থান, ইহা অনস্বীকার্য যে, সঠিক ধর্মের বিকৃতির ফলে বহু দেবতার জন্ম লাভ একটি পরবর্তীকালীন ঘটনা। ইসমাঈল (আ)-এর আত্মীয় জুরহুম অথবা

নবী (স)-এর স্বীয় গোত্র কুরায়শ কেহই ইহার জন্য সম্ভবত দায়ী নহে। অতএব কথিত আছে, খুযা'আর নেতা 'আমর ইব্ন লুহ'আয়্যি, যে জুরহুম গোত্রকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, আরবদেশে মূর্তি পূজার প্রবর্তন করে, সে মেসোপটেমিয়ার হীত অথবা বালক'আর মাআব হইতে দেবমূর্তি আনিয়া কা'বার চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করে। একইভাবে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম বিকৃত করে। কেহ কেহ এই অভিমতও পোষণ করেন, 'আমর ইব্ন লুহ'আয়্যি জিদ্দা হইতে নূহ' (আ)-এর সমকালীন লোকদের পাঁচটি দেবমূর্তি আনিয়া (কু'রআন ৭১ ঃ ২৩-এ উল্লিখিত) আরবদের মধ্যে বিতরণ করে যাহাদের উপর তাহার ধন-সম্পদ ও বদান্যতার দরুন একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। এইসব দেবমূর্তির সম্মানার্থে সে কতকগুলি উট ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। ইহা এক প্রকার কুসংস্কার যাহা কু'রআনে অবিশ্বাসীদের আবিষ্কার বলিয়া অভিহিত এবং ধিকৃত হইয়াছে (৫ ঃ ১০৩/২)। সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য গণনা ও পৌত্তলিক তালবিয়া-এক কথায় সর্বপ্রকার পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তক ছিল। বর্ণিত আছে, মহানবী মুহ'াম্মাদ (স) তাহাকে জাহান্নামে দেখিয়াছিলেন। তাহাকে আকৃতিতে তাঁহার একজন সাহাবীর সদৃশ বলিয়া মনে হইতেছিল (অর্থাৎ চেহারা সকল প্রতারণাপূর্ণ)। নবী (স) খুযা'আর বংশতালিকা সম্পর্কে বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসা করিয়া যান। তিনি বলেন ঃ 'আমর ইব্ন লুহ'আয়্যি ইব্ন কামাআ ইব্ন রিনদিফ ছিল খুযাআ গোত্রের আদি পিতা। বংশ-বৃত্তান্তবিদদের প্রচলিত মতের সহিত ইহার গরমিল ছিল। তাহাদের প্রচলিত মতে খুযা'আ য়ামানী বংশোদ্ভূত ছিল এবং 'আমর-এর পিতা লুহ'আয়্যি ছিল রাবী'আ ইব্ন হ'ারিছ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আমির আল-আযদী। আমরের বংশতালিকা সম্পর্কীয় মতভেদ এবং কোন প্রাচীন কাব্যে তাহার নামের উল্লেখ না থাকার কারণে এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, যদিও 'আমর একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, তথাপি তাহার সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৫০; (২) ইব্ন কালবী, আস'নাম, পৃ. ৮ (ও Nyberg, Bemerkungen zum Buch der Gotzenbilder, Skrifter utg.af Svenska Instit. i Rom, ১৯৩৯, পৃ. ৩৫৫); (৩) আযরাকী, নির্ঘণ্ট; (৪) য়া'কূবী ১খ., পৃ. ২৬৩, ২৯৫; (৫) ইব্ন দুরায়দ, ইশতিক'াক, পৃ. ২৭৬; (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৩খ., ১১৪ প.; ৪খ., ৪১৬; (৭) শাহরাস্তানী, ২খ., ৪৩০ প.; (৮) সুহায়লী, রাওদ', ১খ., ৬১ প.; (৯) য়া'কূত, নির্ঘণ্ট; (১০) বুখারী, মানাকি'ব, ৯; (১১) মুসলিম, জান্না, ৫০, ৫১; কুসূফ, ৩, ৯; (১২) আলাউদ্দীন কানযুল-'উম্মাল, ৬খ., ২১৩; (১৩) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums2, পৃ. ৭২; (১৪) দা.মা.ই., ১৪/২খ., ২৬৩-২৬৫।

J.W. Fuck (E.I.[2])/ আফিয়া খাতুন

'আমর ইব্ন সা'ঈদ (عمرو بن سعيد) ঃ ইবনিল-'আস ইব্ন উমায়্যা আল-উমাবী, আল-আশদাক নামে পরিচিত, উমায়্যা গভর্নর ও সেনাপতি। য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া যখন সিংহাসন আরোহণ করেন (৬০/৬৮০) সেই সময় তিনি মক্কার ওয়ালী (গর্ভনর) ছিলেন এবং সেই বৎসরই তাঁহাকে মদীনার ওয়ালী (গভর্নর) নিয়োগ করা হয়। য়াযীদের নির্দেশে তিনি মু'আবি'য়্যার খিলাফাতের বিরুদ্ধাচরণকারী 'আবদুল্লাহ ইব্নুয-যুবায়রকে দমন করিবার জন্য মক্কায় সৈন্য প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনি সরল বিশ্বাসে 'আবদুল্লাহ ইব্নুয-যুবায়র (রা)-এর ভ্রাতা 'আমরকে নিয়োগ করেন। যুদ্ধে 'আমর বন্দী হন। 'আমরের ব্যক্তিগত শত্রুগণ তাঁহার ভ্রাতার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বেত্রাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরবর্তী বৎসরের শেষ দিকে আল-আশদাককে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তী কালে তিনি খলীফা মারওয়ানের সঙ্গে মিসর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। খলীফার অনুপস্থিতির সুযোগে মুস'আব ইব্নুয-যুবায়র সিরিয়া পুনর্বিজয়ের লক্ষ্যে ফিলিস্তীন আক্রমণ করিলে খলীফা মারওয়ান আল-আশদাককে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁহাকে অভিযান প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করেন। য়াযীদের মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় 'আমরকে মারওয়ানের পর সম্ভাব্য খলীফা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তিনি মাতৃপক্ষে খলীফার ভাগিনেয় এবং পিতৃপক্ষেও আত্মীয় ছিলেন। যেহেতু তিনি সিরিয়াতেও বেশ জনপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং তিনি বিপদের কারণ হইতে পারিতেন। মারওয়ান নিজের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করিবার পর তাঁহার দুই পুত্র 'আবদুল-মালিক ও 'আবদুল- 'আযীযের অনুকূলে বায়'আত গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। 'আবদুল-মালিক ক্ষমতায় আরোহণের পরেও 'আমর সম্পর্কে আশঙ্কা করিতেন এবং ইহা অমূলকও ছিল না। বস্তুত ৬৯/৬৮৯ সালে যখন খলীফা ইরাকের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন, তখন আল-আশদাক খিলাফাতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য খলীফার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া খিলাফাতের দাবি করিয়া বসেন এবং দামিশকে এক মারাত্মক বিদ্রোহ সৃষ্টি করেন। ফলে 'আবদুল-মালিককে 'ইরাক হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। 'আমর কেবল তাঁহার জীবন ও স্বাধীনতার অঙ্গীকারের বিনিময়েই আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু খলীফা তাঁহার এই সম্ভাব্য শত্রুকে নির্মূল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি 'আমরকে প্রাসাদে আহ্বান করেন এবং বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করেন (৭০/৬৯০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযু'রী, আনসাবুল-আশরাফ, ৪, নির্ঘণ্ট; (২) ইব্ন সা'দ, ৫খ., ১৭৬-৭; (৩) য়া'কূ'বী, ২খ., ৮১ প.; (৪) ত'াবারী, ১খ., ১৭৭৯ প.; (৫) ইব্নুল-আছীর, ২খ., ৩১৮ প.; (৬) মাস'ঊদী, মুরুজ, ৫খ., ১৯৮ পৃ., ২০৬, ২৩৩ পৃ. ৯, ৫৮; (৭) আগ'ানী, নির্ঘণ্ট; (৮) মারযুবানী, মু'জাম, ২৩১; (৯) Wellhausen, Das arabische Reich, 108, 118; (১০) Buhl, Die Krisis der Unajjadenherrschaft in Jahre, ৬৮৪, in ZA, ২৭খ., 50-64।

K. V. Zettersteen (E.I.[2])/ এ. এইচ. এম. রফিক

'আমর ইব্ন হিন্দ (عمرو بن هند) ঃ লাখমী রাজকুমার আল-মুনযি'র ও কিনদী মহিলা হিন্দ-এর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আল-হীরার রাজা হন (৫৫৪-৫৭০ খৃ.)। তিনি রণলিপ্সু ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির নরপতি ছিলেন। কবি আল-মুতালাশিস ও কবি তারাফাকে স্ব স্ব মৃত্যুর আজ্ঞা সম্বলিত চিঠিসহ তিনি কিভাবে বাহরায়নের গভর্নরের নিকট প্রেরণ

করিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত। চারিত্রিক কঠোরতার জন্য তাঁহার উপনাম হইয়াছিল 'মা দাররিতুল-হিজারা' (ضرط হইতে উৎপন্ন, পাথরের পেট হইতে যে বায়ু নিঃসরণ করায়)। তিনি মুহ'াররিক (দগ্ধকারী) উপনামেও অভিহিত ছিলেন। এই উপনামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরবগণ বিস্তারিতভাবে বলেন, তাঁহার এক ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে তিনি দশজন হ'ানজ'ালীকে অগ্নিদগ্ধ করাইয়াছিলেন। অবশ্য যেহেতু আরও কয়েকজন লাখমীও মুহ'াররিক নামে পরিচিত ছিল, সুতরাং এই উপনমটি প্রাচীন কোন প্রতিমার নামও হইতে পারে (দ্র. Rothstein, Lahmiden, 46 প.)। তিনি যখন আহার করিতেছিলেন তখন কবি 'আমর ইব্ন কুলছুম (দ্র.) তাঁহাকে হত্যা করেন। কারণ শেষোক্ত জনের মাতা 'আমর ইব্ন হিন্দের মাতা কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira, ৯৪ প.; (২) Noldeke, Gesch.der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, ১০৭ প.; (৩) Causin de Perceval, Essai sur I'histoire des Arabes avant l'islamisme, ii, ১১৫ প.; (৪) ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র ও ওয়াশ-শুআরা, (de Goeje), নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, মা'আরিফ (Westenfeld), ৩১৮-৯; (৬) আগ'ানী, ৯খ., ১৭৮পৃ.; ২১খ., ১৮৬-২০৭; (৭) মুবাররাদ, কামিল, ১খ., ৯৭-৮; (৮) ত'াবারী, ১খ., ৯০০; (৯) ইব্ন নুবাতা, শারহু'ল-'উয়ুন, আলেকজান্দ্রিয়া ১২৯০ খৃ., ২৪০ প.; (১০) আল-য়া'কূ'বী, ১খ., ২৩৯-৪০; (১১) হ'ামযাতুল-ইসফাহানী (Gottwald), ১খ., ১০৯-১০; (১২) ইবনুল-আছীর, ১খ., ৪০৪প.।

A.J. Wensinch (E.I.[2])/ মু. আবদুল মান্নান

'আমর ইব্নুল-আস (عمرو بن العاص) ঃ আস-সাহমী (রা), কুরায়শ বংশীয় প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি ৮/৬২৯-৩০ সালে (ভিন্ন মতে আহযাবের যুদ্ধ ও হুদায়বিয়া সন্ধির মধ্যবর্তী সময়ে) ইসলাম গ্রহণ করেন। উহার পর হইতে ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শুরু। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল। কারণ ৪২/৬৬৩ সালে ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স নব্বই বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি সেই কালের একজন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কূটকৌশলে নাজাশীর আশ্রয় হইতে নও-মুসলিমগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কু'রায়শ সর্দারগণ তাঁহাকে (ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আকে) দৌত্যকার্যের জন্য আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়াছিল। দৌত্য কাজে সফলতা লাভ হইল না, অথচ আবিসিনিয়ার খৃস্টান অধিপতি নাজাশী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, 'আমর (রা)-এর মনের উপর এই অভাবনীয় ঘটনাটি দাগ কাটিয়াছিল। ৫ম হিজরীতে সম্মিলিত 'আরব বাহিনীর (আহ'যাব) মদীনা অবরোধ ব্যর্থ হইবার পর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 'আমর বুঝিতে পারিলেন, ইসলামের জয় আসন্ন। তিনি মদীনায় আগমন করিয়া [খালিদ (রা) ইব্ন ওয়ালীদ ও 'উছমান (রা) ইব্ন ত'ালহ'া-এর সহিত একযোগে] মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (স) তাঁহাকে প্রথমে কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্যবেক্ষণ অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশেষে উমানের যুগ্ম শাসক দুই ভ্রাতা জায়ফার ও 'আব্বাদ ইব্ন জুলানদা-এর সকাশে ইসলামের প্রতি আহ্বানমূলক একটি চিঠি সহকারে মহানবী (স) 'আমর (রা)-কে উমানে প্রেরণ করেন। তাঁহার নিপুণ দৌত্যকার্যে উভয় ভ্রাতা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সম্মানজনক শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয়। অতঃপর 'আমর (রা) উমানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। মহানবী (স)-এর ইন্তিকাল অবধি 'আমর (রা) উমানেই ছিলেন। তারপর তিনি মদীনায় আসিলে আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে সম্ভবত ১২/৬৩৩ সনে ফিলিস্তীন অভিযানে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে 'আমর (রা) গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। জর্ডান নদীর পশ্চিম অঞ্চল জয় করার কৃতিত্ব বিশেষভাবে তাঁহারই। আজনাদায়ন ও য়ারমূকের যুদ্ধে ও দামিশক জয়ের অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

'উমার (রা)-এর সময় মিসর জয় ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব। তিনিই 'ফুসতাত' (ছাউনি নগর) প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহা পরবর্তীতে মিসর ও ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে 'আল-ক'াহিরা (কায়রো) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও পুরাতন কায়রোর মসজিদ তাঁহার নাম বহন করিতেছে। জয়ের পর হইতে 'উমার (রা)-এর সময়ে ও 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের শুরুতে প্রায় চারি বৎসর যাবত 'আমর (রা) মিসরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'উসমান (রা) অতঃপর তাঁহাকে এই পদ হইতে অপসারিত করেন। উষ্ট্র-যুদ্ধের পর 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি মু'আবি'য়া (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। সিফফীন-এর যুদ্ধে তিনি মু'আবি'য়া (রা)-এর অশ্বারোহী সিরীয় বাহিনী পরিচালনা করেন। যুদ্ধের গতি 'আলী (রা)-এর অনুকূল দেখিয়া তিনিই বর্শার মাথায় কুরআনের পাতা গাঁথিয়া যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়কে আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি আহ্বানের রব তুলিবার কূটকৌশলটি উদ্ভাবন করিয়া 'আলী (রা)-এর বাহিনীতে বিভেদের সূত্রপাত ঘটাইয়াছিলেন। ইহাতে অমীমাংসিতভাবে যুদ্ধের বিরতি ঘটে। পরবর্তীতে যে সালিসী বোর্ড গঠিত হয়, তাহাতে 'আমর (রা) মু'আবি'য়া (রা)-এর পক্ষে সালিস মনোনীত হন। তাঁহার কূটকৌশলে 'আলী (রা)-এর প্রতিনিধি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) জনসমপক্ষে দাঁড়াইয়া "আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা) উভয়কেই খিলাফাতের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর 'আমর (রা) 'আলী (রা)-এর অযোগ্যতার পক্ষে রায় দেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ তীব্রতর আকার ধারণ করে, বিরোধী খারিজী দলের সৃষ্টি হয় এবং মু'আবি'য়া (রা)-এর শক্তি বৃদ্ধি হয়। মিসরের তৎকালীন শাসনকর্তা ছিলেন 'আলী (রা) পক্ষীয় মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাকর। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া 'আমর (রা) শক্তি বৃদ্ধিতে মু'আবি'য়া (রা)-এর সহায়ক হন এবং পুনরায় মিসরের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হন (৩৮/৬৫৮)। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন।

তিনজন ধর্মান্ধ খারিজী একই দিনের ফজরের সালাতের সময় 'আলী (রা), মু'আবি'য়া (রা) ও "আমর (রা) ইব্ন আল-'আস' এই তিন ব্যক্তিকে একযোগে হত্যা করিয়া সকল দ্বন্দ্ব কোলাহলের অবসান ঘটাইবার মানসে কূফা, দামিশকে ও ফুসতাতের মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করে। 'আমর (রা) সেইদিন অসুস্থতার দরুন খারিজা ইব্ন হু'য'াফাকে ইমামাতের জন্য

মনোনীত করেন। ফলে ইব্ন হুযাফা মারাত্মকভাবে আহত হন,'আমর (রা) বাঁচিয়া যান (৪০/৬৬১, ১৫ রামাদান/২২ জানুয়ারি)।

৪২/৬৬৩ সনে মিসর এই বিচক্ষণ রণকৌশলী, দক্ষ শাসনকর্তা ও 'দাহি'য়্যাতুল'-'আরাব' অর্থাৎ 'আরবদের কূটনীতিবিদরূপে খ্যাত 'আমর (রা)-এর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, শেষ বয়সে তিনি মু'আবি'য়ার পক্ষ অবলম্বনের জন্য অনুতপ্ত হন।

'আমর (রা) ইব্নুল-'আস' মিষ্টভাষী, সুবক্তা, অভিজ্ঞ শাসক, রাজনীতিবিদ ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) অভিযানাদির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সম্মান করিতেন এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমর কুরায়শদের নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত।" তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) প্রজ্ঞা, ধর্মীয় জ্ঞান ও 'ইবাদাতের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ২, সংখ্যা ৫৮৮২; (২) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, (কায়রো ১২৮৬ হিজরী), ৪খ., ১১৫; (৩) নাওয়াবী, (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ৪৭৮ প.; (৪) বালাযুরী, (সম্পা. de Goeje), নির্ঘন্ট; (৫) ত'াবারী, নির্ঘন্ট; (৬) ইব্ন সা'দ, ৩খ., ২১; (৭) Wustenfeld, Die Statthatlter von Agypten (Abh. d. Gesellsch. d. Wissensch zu Gottingen, xx); (৮) Wellhausen Skizzen und Vorarbeiten, vi. 51. 89; (৯) য়াকূবী (Houstsma), সূচী দ্র.; (১০) Cactani, Annali dell' Islam, নির্ঘন্ট; (১১) Butler, The Arab Conquest of Egypt, London 1902; (১২) S. Lane Poole, A History of Egypt, (London 1901), (১৩) ইব্ন কুতায়বা, মাআরিফ (ed. Wustenfeld), P. 145; (১৪) G. Wiet, L'Egypte arabe (Paris 1937).

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ও সম্পাদনা পরিষদ

'আমর ইব্নুল-আহতাম (সিনান) (عمرو بن الاهتم) (سنان) ঃ ইব্ন সুমায়্যি আত-তামীমী আল-মিনকারী একজন খ্যাতনামা তামীম বংশীয় লোক, কাব্য ও বাগ্মিতায় প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং দৈহিক সৌন্দর্যের জন্যও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, যে কারণে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল আল-মুকাহহাল (সুরমার প্রলেপ দেয়া ব্যক্তি)। হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল হইয়া ৯/৬৩০ সালে মদীনা গমন করেন। ১১/৬৩২ সালে তিনি নবূওয়াতের এক মিথ্যা দাবিদার সাজাহর (দ্র.) একজন অনুসারী ছিলেন। কিন্তু অচিরেই ইসলামে দীক্ষিত হন এবং বিজয়ের যুদ্ধগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'উমার (রা)-কে রাশাহর অধিকারের খবর কবিতার মাধ্যমে জানাইয়াছিলেন। ৫৭/৬৭৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার কবিতার কিছু কিছু অংশ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে যাহা দৃশ্যত খুবই চমৎকার, কিন্তু জ্ঞানগর্ভ নহে। প্রাচীন বর্ণনা অনুসারে তাঁহার বাকপটুতার মুগ্ধ হইয়া মহানবী (স) এই বিখ্যাত উক্তিটি করিয়াছিলেন ঃ ইন্না-মিনা'ল বায়ানি লা সিহ'রান (ان من البيان لسحرا)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা শি'র, পৃ. ৪০১-৩; (২) মুফাদ্দাল আদ-দাববী, মুফাদ্দালিয়্যাত, (Lyall), পৃ. ২৪৫-৫৪, ৮৩০-৭; (৩) আগ'ানী ১, ৪খ., ৮-১০, ১২খ., ৪৪, ২১খ., ১৭৪; (৪) বালাযু'রী, ফুতূহ, পৃ. ৩৮৭; (৫) মুবাররাদ, কামিল, ১খ., ৪৭৬; (৬) ত'াবারী, ১খ., ১৭১১-১৬, ১৯১৯; (৭) হামাসা (Freytag), ১খ., ৭২২; (৮) ইব্নুল-আছীর, উস্দ, কায়রো ১২৮৬ হি. ৪খ., ৮৭প.; (৯) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা, নং ৫৭৭০; (১০) ইব্ন নুবাতা, শারহু'ল-'উয়ূন, আলেকজান্দ্রিয়া ১২৯০হি., পৃ. ৭৭ প.; (১১) মারযুবানী, মু'জাম, পৃ. ১৬২।

A.J. Wensinck-Ch Pellat (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

'আমর ইব্নুল-জামূহ' (عمرو بن الجموح) ঃ (রা) আল-আনসারী আস-সালামী, একজন সাহাবী। আনসারদের সরদার। তিনি খাযরাজ-এর বানূ সালামা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না। এক বর্ণনামতে তিনি 'আক'াবা ও বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'মানাফ' নামে একটি কাষ্ঠমূর্তির তিনি পূজা করিতেন। বানূ সালামা গোত্রের কয়েকজন যুবক যাহাদের মধ্যে তাঁহার পুত্র মু'আয ও মু'আয (রা) ইব্ন জাবাল প্রমুখও ছিলেন— ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার উক্ত মূর্তিটি বানূ সালামার একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পরদিন সকালে তিনি বহু অনুসন্ধানের পর ময়লাযুক্ত অবস্থায় উহা উদ্ধার করিলেন। অতঃপর উহাকে উত্তমরূপে গোসল করাইয়া সুগন্ধি লাগাইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমার সহিত কে এইরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে আমি অবশ্যই তাহাকে অপদস্থ করিতাম।" অতঃপর উক্ত যুবকগণ কয়েকবারই এইরূপ করিলেন। অবশেষে তিনি একখানি তরবারি মূর্তির গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার মধ্যে যদি কোন কল্যাণ থাকে তবে এই তরবারি দ্বারা তোমার উপর কৃত অত্যাচার প্রতিহত করিও।" সন্ধ্যায় যুবকগণ উহার গলদেশ হইতে তরবারি খুলিয়া লইয়া তদস্থলে একটি মৃত কুকুর বাঁধিয়া আবারও উহাকে কূপে নিক্ষেপ করিলেন। পরদিন সকালে মূর্তির এইরূপ করুণ অবস্থা দর্শনে 'আমর ইব্নুল-জামূহ'-এর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। ইব্নুল-কালবীর মতে 'আমর ইব্নুল'ল-জামূহ ছিলেন আনসারদের মধ্যে সর্বশেষ ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। পূর্বে বানূ সালামার সরদার ছিলেন জাদ্দ ইব্ন ক'ায়স। বানূ সালামার লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সরদার কে?" তাঁহারা উত্তর দিল, "জাদ্দ ইন ক'ায়স; কিন্তু তিনি অতিশয় কৃপণ।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'কৃপণতা হইতে অধিকতর আর কোনও রোগ নাই। এখন হইতে 'আমর ইব্নুল-জামূহ' তোমাদের সরদার'।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহে তিনি ওয়ালীমা-র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন খঞ্জ। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করিলে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, "আপনি বিকলাঙ্গ, তাই আপনার উপর জিহাদ

ফরয নহে।" কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জিহাদ করিয়া শহীদ হই তবে এই পা দ্বারা জান্নাতে কি উত্তমরূপে চলাফিরা করিতে পারিব?" রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, "হাঁ!" তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে শাহাদাত নসীব কর, আমাকে আর আমার পরিবারের নিকট জীবিত ফিরাইয়া লইও না।' অতঃপর তিনি বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহাদাত বরণ করিলেন। যুদ্ধে খাল্লাদ নামে তাঁহার এক পুত্র, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হ'রাম নামে এক শ্যালক ও তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রও শাহাদাত বরণ করেন। 'আমর-এর মৃতুদেহ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি তোমার এই পা দ্বারা সুন্দর ও স্বচ্ছন্দভাবে জান্নাতে চলাফিরা করিয়া বেড়াইতেছ।"

তাঁহার স্ত্রী হিনদ উহুদের ময়দান হইতে যখন আপন পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামীর লাশ উটের পিঠে করিয়া মদীনায় রওয়ানা করিতে চাহিলেন। উট তখন কোন প্রকারেই মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করান হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছে, যে কসম করিলে আল্লাহ তাহা পূরণ করিয়া দেন, 'আমর ইব্নুল জামূহ তাহাদের অন্যতম। আমি তাহাকে জান্নাতে স্বচ্ছন্দে চলাফিরা করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি।

উহুদ-এর প্রান্তরে শ্যালক আবদুল্লাহ (রা) ইব্ন 'আমর ও তাঁহাকে একই কবরে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৪৩-৪৪, ৩খ., ৫৬২, ৮খ., ৩৯৪; (২) ইব্নুল-আছীর, উসদুল- গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ., ৯৩-৯৫; (৩) ইব্ন হ'াজার আল- 'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৫২৯-৩০, সংখ্যা ৫৭৯৭; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, ইস'াবা-র হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৫০৩-৫০৬; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-স'াহাবা, বৈরূত তা. বি. ১খ., ৪০৩, সংখ্যা ৪৩৫৪; (৬) ইদর'ীস কানদেহলাবী, সীরাতুল-মুস'তাফা, ইদারা-ই 'ইলম ওয়া হি'কমা, দেওবন্দ ১৪০০/১৯৮০, ২খ., ২৩২-৩৩; (৭) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২, ১খ., ১৯২।

আবদুল জলীল

'আমর ইব্নুল-লায়ছ (عـمـرو بن الليث) ঃ ইরানী সেনাপতি, সিজিস্তানের সাফফারী (দ্র.) শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা য়া'কূ'ব ইব্নুল-লায়ছ (দ্র.)-এর ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী। কথিত আছে, যৌবনে তিনি খচ্চর-চালক ছিলেন এবং পরবর্তী কালে হইয়াছিলেন রাজমিস্ত্রি। স্বীয় ভ্রাতার অভিযানসমূহে তিনি নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখেন এবং ২৫৯/৮৭৩ সালে য়া'কূ'বের পক্ষে তাহিরী রাজধানী নিশাপুর অধিকার করেন। দায়রুল-আকূল-এ য়া'কূ'বের পরাজয় ও তৎপর তাঁহার মৃত্যুর (শাওয়াল, ২৬৫/জুন ৮৭৯) পর সৈন্যবাহিনী 'আমরকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচিত করে। তিনি খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে ফারিসসহ পূর্ব পারস্য ও সিন্ধুর প্রাক্তন তাহিরী রাজ্যের প্রদেশগুলির শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং বাগদাদ ও সামাররায় শুরত'া (পুলিশ বাহিনী)-এর নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পণ করা হয় (সাফার ২৬৬/অক্টোবর ৮৭৯)। তিনি ২৬৮/ ৮৮১-২ সালে ফারিস পুনর্দখল করেন। কিন্তু খুরাসানের উপর তাঁহার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কেবল ২৮০/৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য তাঁহাকে আহ'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-খুজিস্তানী (মৃ. ২৬৮/৮৮২) ও রাফি' ইব্ন হারছামার সহিত দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয়। ইত্যবসরে তাঁহাকে দুইবার গুরুতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার নিকট হইতে প্রদেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হয়। একবার ২৭১/৮৮৫ সালে, আহ'মাদ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয ইব্ন আবী দুলাফ-এর নেতৃত্বাধীন খলীফার সৈন্যদলের নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইলে এবং দ্বিতীয়বার ২৭৬/৮৯০ সালে। ২৭৪/৮৮৭ সালে তিনি ফারিসও হারান। তৃতীয়বারের মত ২৭৯/৮৯৩ সালে খুরাসান ও সিজিস্তানের গভর্নররূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়া তিনি রাফি' ইব্ন হারছামার স্বল্পকালীন পুনর্দখলের পর ২৮৩/৮৯৬ সালে পূর্বোক্ত স্থানের উপর চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁহার নিজের অনুরোধে (ট্রান্সঅক্সিয়ানায় সামানী বংশের উপর প্রাক্তন তাহিরী সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁহার নিজ অনুকূলে পুনঃস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত) তাঁহাকে ২৮৫/৮৯৮ সালে মা ওয়ারাউন-নাহরের তাওলিয়া প্রদান করা হয়। তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার প্রয়োগের প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন রাবী'উছ্ছানী ২৮৭/এপ্রিল ৯০০ সালে সামানী ইসমাঈল (দ্র.) বালখে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত এবং তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। 'আমরকে বাগদাদ প্রেরণ করা হয় এবং সেইখানে এক বৎসরেরও বেশি সময় বন্দী জীবন যাপনের পর ৮ জুমাদাল-উলা, ২৮৯/২০ এপ্রিল, ৯০২ তারিখে তাঁহার জীবন নাশ করা হয়। তাঁহার সরকার পরিচালনা এবং পারস্যের ইতিহাসে তাঁহার অভিযানসমূহের সাধারণ গুরুত্বের জন্য সাফফারীয়া শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ৩খ., ১৯৩০-২২০৮, স্থা.; (২) মাসউদী, ৮খ., ৪৬, ১২৫, ১৪৪, ১৮০, ১৯৩, ২০০ প.; (৩) গারদীযী, যায়নুল-আখবার, লণ্ডন ১৯২৮, পৃ. ১৪-১৯; (৪) তারীখ-ই সীস্তান, তেহরান ১৩১৪ হি., পৃ. ২৩৩-৬৯ এবং নির্ঘণ্ট; (৫) নারশাখী, History of Bukhara (অনু. R.N. Frye.), Cambridge Mass., 1954 খৃ., নির্ঘণ্ট; (৬) ইব্ন খাল্লিকান (Wustenfeld), নং ৮৩৮, (কায়রো) নং ৭৯৯; (৭) Th. Noldeke, Orientalische Skizzen, (বার্লিন) ১৮৮৭, পৃ. ১৮৭-২১৭ (ইং অনু. Sketches from Eastern History, লন্ডন-এডিনবার্গ ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১৭৬-২০৬); (৮) W. Barthold, Turkestan², পৃ. ২১৬-২২৫; (৯) ঐ লেখক, Zur Geschichte der Saffariden Festschrift Noldeke I, Giessen ১৯০৬ খৃ., পৃ. ১৭৭-১৯১; (১০) B. Spuler, Iran in Fruh-islamischer Zeit, Wiesbaden ১৯৫২, পৃ. ৬৯-৮১ ও নির্ঘণ্ট।

W. Barthold (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আল-'আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনিল-মুনকার (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) ঃ একটি অত্যাবশ্যকীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতি; ইহার অর্থ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সৎ ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করা ও অন্যায়-অসংগত কাজ হইতে বিরত থাকা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, তেমন অপরকে সৎ ও ন্যায়সংগত কাজে আদেশ, উপদেশ ও উৎসাহ দেওয়া এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখাও পবিত্র দায়িত্ব। এই গুরুদায়িত্বের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াই আল্লাহ মুসলিমদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কুরআন মাজীদে বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (মঙ্গলের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্য হইতে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর" (৩ ঃ ১১০)। যাহাতে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটি শৃংখলার সহিত নিয়মিতভাবে কার্যকরী হইতে পারে সেইজন্য আল্লাহ একটি বিশেষ সংগঠন স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কার্য হইতে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম" (৩ ঃ ১০৪)। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক নর-নারীর সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কোন অন্যায় কাজ দেখিতে পায় তবে নিজ শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা উহা সংশোধন করিবে, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে উপদেশ দিয়া সংশোধন করিবে, আর যদি তাহাও না পার তবে আন্তরিক ঘৃণা দ্বারা উহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু তাহা দুর্বল ঈমানের চিহ্ন।"

বাংলা বিশ্বকোষ

'আমরা (عمرة) ঃ (কুসায়র আমরা) 'আমরা-র ছোট প্রাসাদ, উমায়্যাদের একটি প্রাচীন প্রাসাদ যাহা জর্দান নদীর পূর্ব দিকের অঞ্চলে, গ্রীনিচের প্রায় ৩৬ ডিগ্রী ৩৫´ পূর্বে এবং ৩১ ডিগ্রি ৫০ মেরু রেখার উত্তরে, মরু সাগরের উত্তর প্রান্তের পূর্বদিকে এবং সেই নীচের জল-বিভাজিকার (Water-Shed) অপর দিকে অবস্থিত। Alois Musil কুসায়র 'আমরা-কে জুন ১৮৯৮-তে আবিষ্কার করেন এবং তিনি দ্বিতীয়বার উহা ১৯০০ ও ১৯০১ খৃ. ভিয়েনার Imperial Academy of Sciences-এর তত্ত্বাবধানে চিত্রকর A. L. Mielich-এর সাথে পরিদর্শন করেন এবং উহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করেন।

ইহা একটি সাধারণ আকৃতির অট্টালিকা যাহার কক্ষসমূহের ধারাবাহিকতা এইরূপ ঃ উত্তর দিকে উহার একেবারে পশ্চিমে লম্বা আকারের বড় কক্ষ যাহাকে দুইটি অর্ধ গোলক আকারের প্রাচীর তিনটি অট্টালিকায় বিভক্ত করে; তাঁহার উপর তিনটি দীর্ঘ ছাদ আছে। ছাদগুলি ধনুকের আকৃতির ন্যায়। মধ্যের অট্টালিকাটি একটি অতি প্রশস্ত উচ্চতর প্রান্তে পৌছিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার উপরও গোলক আকারের ধনুক আকৃতির ছাদ। উক্ত অংশ হইতে দুইটি ছোট ছোট দরজা দিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করা যায় যাহা দুইটি মিহরাবের মত দেখায়; উহা প্রথম দুইটি অট্টালিকার প্রান্তে অবস্থিত। বড় কক্ষের পূর্ব প্রাচীরের একটি দরজা দিয়া তিনটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করা যায়। সেই কক্ষগুলির মধ্যে প্রথম দুইটিতে একটি হইতে অপরটিতে যাওয়ার পথ আছে এবং উভয়ে মিলিয়া বড় একটি কক্ষের সমান। তৃতীয়টি পূর্বদিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব প্রাচীরগুলির সাথে লাগানো বেঞ্চি তৈরী আছে এবং দক্ষিণ বেঞ্চির নিচে মাটিতে পানি গড়াইয়া পড়িবার জন্য একটি ছিদ্র আছে। উহার পার্শ্বের কক্ষটি সমচতুর্ভুজ আকারের যাহার ধনুক আকৃতির ছাদ আছে এবং আরও রহিয়াছে একটি তাক ও একটি ক্ষুদ্র জানালা। উহার বৈশিষ্ট্য হইল মেঝে হইতে প্রায় ছয় ফুট উচ্চে প্রাচীরের উপরের অংশ সামনে বাড়ানো আছে যাহা কতকটা বারান্দার মত, উহার নীচে চারটি নল আছে, যাহার ব্যাস প্রায় ২.৫০ ইঞ্চি। ছাদের উপর হইতে সিমেন্টের নলের সাহায্যে পানি নিষ্কাশন করা হইত। ত্রিভুজ আকারের বায়ু রন্ধ্রগুলিতে চারটি নল আছে যাহা দ্বারা ভিতরে বাতাস প্রবেশ করে। তৃতীয় কক্ষটি নির্মাণ শিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন, উহা চতুর্ভুজ আকারের , কিন্তু উহার উপর গম্বুজ রহিয়াছে, যাহা গোলাকার তিন স্তম্ভের উপর অবস্থিত। গম্বুজের নিচে পাথরের তাকের উপর আঁকাবাঁকা সাজ আছে এবং ইহাই গম্বুজের কার্নিশের কাজ করে। উহার মধ্যে চারটি অর্ধ গোলাকারের ক্ষুদ্র জানালা আছে। কক্ষের উত্তর-দক্ষিণে প্রাচীরের মধ্যে পুরু তাক আছে, যাহার অর্ধ গোলাকার আচ্ছাদন দেখিতে বেঞ্চির মত। দুইটি সিঁড়িবিশিষ্ট আরও একটি আচ্ছাদন আছে, যাহা সোজা পূর্ব প্রাচীর সংলগ্ন। ঐ তিন কক্ষের সহিত মিলিত পূর্বদিকে আরও একটি কক্ষ আছে, যদিও এখন উহার মধ্যে কোন দরজা নাই। ইহা ধনুকের মত সংকীর্ণ ছাদযুক্ত একটি কুঠরি, যাহার প্রস্থ তৃতীয় কক্ষের পূর্ব প্রাচীরের সমান এবং যাহা বেশ প্রশস্ত। ইহা দীর্ঘ একটি কুঠরির দিকে উন্মুক্ত। ইহার ছাদ এখন আর অবশিষ্ট নাই। এখানে একটি চৌবাচ্চা আছে এবং সম্ভবত এখানে গরম পানি করার ব্যবস্থাও ছিল। বৃহৎ কক্ষসমূহ ও তিনটি ক্ষুদ্র কক্ষের মেঝে মর্মর পাথরের, যাহা প্রাচীন গোসলখানার অনুকরণে ভিতর হইতে খালি।

আশপাশের এইরূপ আরও প্রাসাদগুলি (যেমন কুব্বাতুল বি'র) হইতে ইহা প্রমাণ করা যায়, কুসায়র 'আমরায় একটি গোসলখানা ছিল। এখানে পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, প্রথম কক্ষটি কাপড় খোলার স্থান (Apodyterium); দ্বিতীয় কক্ষটি উহার পানির নল এবং উক্ত খালি মেঝের কারণে গরম করার স্থান মনে হয়। বস্তুত তৃতীয় কক্ষটি একটি অত্যন্ত গরম গোসলখানা (Caldarium)। কুসায়র আমরার মধ্যে বড় কক্ষটি গোসলখানার প্রবেশদ্বারের কাজ করে এবং সম্ভবত দুইটি কক্ষসহ উহা দ্বারা কোন গৃহস্থালির কাজও লওয়া হইত। Musil-এর ধারণা সেই দরজা যাহা তৃতীয় কক্ষ এবং উহার সঙ্গে পূর্বের কক্ষটিকে মিলাইত, প্রকৃত প্রবেশ পথ ছিল, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অট্টালিকাটি দেখিয়া অনুমান করার কোন কারণ নাই, উহার মধ্যে কোন পরিবর্তন করা হইয়াছিল এবং ইহা আরও অধিক ধারণাবহির্ভূত, বিভিন্ন সময়ে অট্টালিকাটির বিভিন্ন অংশ তৈরি করা হইয়াছিল। উপরন্তু এই রকম কোন নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয় না। অধিকন্তু মনে হয়, গোসলখানার এই বিন্যাস, যাহা কাপড় খোলার কক্ষ হইতে আরম্ভ এবং

উষ্ণ পানির গোসলখানায় শেষ, এই রকম কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

ইমারতটির বহির্বিভাগের নির্মাণের গঠন অভ্যন্তরীণ বিভাগের অবিকল অনুকরণ। নির্মাণ পদ্ধতির এইরূপ সামঞ্জস্যের কারণ প্রধানত দেশের জলবায়ু। অতএব, অভ্যন্তরীণ নির্মাণ পদ্ধতি ও বহির্বিভাগের দৃশ্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়, এই ইমারত প্রাচ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরই ধারক।

কুসায়র 'আমরা-র আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উহার অতি চমৎকার চিত্রসমূহ, কোথাও এইরূপ পরিপূর্ণ অবস্থায় এই ধরনের চিত্র রক্ষিত নাই, আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (যাহা অন্য স্থানে খুবই বিরল), ইহাতে প্রস্তর ফলক আছে যাহাতে নির্মাণ তারিখ সূচিত হয় এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কক্ষগুলির প্রাচীরসমূহে চিত্রগুলি রহিয়াছে, বৃহৎ কক্ষ ও সেই গোসলখানার কক্ষগুলির কেবল পূর্ব দিকস্থ কক্ষে কোন চিত্র নাই। ঐ চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে গোসলের দৃশ্যাবলী, শারীরিক ব্যায়াম সংক্রান্ত দৃশ্য, শিকারী কুকুরের দল অথবা জাল দ্বারা সর্বপ্রকার পশু শিকার অথবা নৌকায় ভ্রমণ; অনেক চিত্রে বিভিন্ন পেশাজীবীর দৃশ্যও দেখানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি নিদর্শনমূলক চিত্র আছে ঃ যেমন মানুষের জীবন কাল, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, একজন খলীফা সিংহাসনে উপবিষ্ট ইত্যাদি। ইসলামের শত্রুদের একটি চিত্র এবং একটি আড়ম্বরপূর্ণ মণ্ডপে সুসজ্জিত মহিলাদের বিভিন্ন চিত্র, যাহা তাকের উপর অংকিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে মানুষ ও বিভিন্ন পশুর চিত্র আছে, আরও রহিয়াছে ফুলদানীগুলিতে রক্ষিত পত্রসমূহ, আঙুরের ফল ও ফুল, খেজুরের সজ্জিত বৃক্ষরাজি, যাহাতে ফলের আগাছা লাগিয়া আছে, উহার পার্শ্বে দৃশ্যমান বন্য পশু অংকিত হইয়াছে। একজন উলংগ মহিলার একটি চিত্রও রহিয়াছে; সে সুন্দর একটি টুপী পরিধান করিয়া আছে, যাহাতে মতির হার আটকানো আছে। এইরূপ একখানা ফলকের অংশ, এখন বার্লিনের Kaiser Friedrich যাদুঘরে আছে। ইমারতের নির্মাণ পদ্ধতি, চিত্রসমূহ ও বিশেষ ধরনের ছাদ পাশ্চাত্য প্রভাবের ইঙ্গিতবহ। আবার কক্ষগুলির ছাদ, গোসলখানা ও গম্বুজসমূহ সিরীয় রীতি দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। পূর্ণ ইমারতটির সাধারণ অবয়ব গ্রীক জাতীয়, কিন্তু বহির্বিভাগের বিশেষ কাঠামো প্রাচ্য ধারার। এই অট্টালিকাটির নির্মাণ তারিখ নিরূপণ বড়ই কঠিন। উহার চিত্রগুলিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা বেশী হইলে পঞ্চম শতাব্দীর ক্লাসিক্যাল শিল্প বলিয়া ধারণা করা যায়। শিলাগুলিতে হরফের সহজ লিখন প্রকাশ করে যে, উহা হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে লাগানো হয়। সুতরাং ইহা কতকটা নিশ্চিত, কুসায়র আমরা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত হইয়াছিল অর্থাৎ ৭১১ খৃ. হইতে (যখন শেষ গথিক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয় 'আরবদের) ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, যখন উমায়্যা বংশের পতন ঘটে। এই সময়ে প্রথম ওয়ালীদের সঙ্গে রডারিকের সম্পর্ক ছিল। এই ধারণা করা যাইতে পারে, এই খলীফার যুগে ইহা নির্মাণ করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু Musil যে ঐতিহাসিক বর্ণনা সংগ্রহ করেন এবং যাহার মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ালীদের অট্টালিকাসমূহ নির্মাণের অত্যধিক প্রবণতার বর্ণনা আছে ও তাঁহার কুসায়র 'আমরা-র অঞ্চলে বসবাস করাও উল্লেখ আছে, উহা হইতে দ্বিতীয় ওয়ালীদকে উহার নির্মাণকারী বলা যাইতে পারে।

M. Max van Berchem ইদানীং একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন যাহাতে নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সেই সকল ঐতিহাসিক তথ্য হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, কুসায়র 'আমরা সম্ভবত প্রথম ওয়ালীদের যুগের অট্টালিকা এবং ৭১২-৭১৫ খৃ. মধ্যে নির্মাণ করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Kusejr Amra (সং. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, ভিয়েনা ১৯০৭ খৃ.); (২) C.H. Becker, Das Wiener Qusair, Amra-Werk (Zeitschr, f. Assyriologie, ভলিউম ২০); (৩) A. Musil, Kusejr 'Amra und andere Schlosser Ostlich von Sitzungs berichte d., (ভিয়েনা ১৯০২ খৃ.), Moab, 144, Kaiserl. Akad d. Wissensch. zu Wien; (৪) J. von Karabacek, Uber die Auffindung eines, Chalifenschlosses in der nordarabischen Wuste Almanach der Kaiserl, Akad. d. (ভিয়েনা ১৯০৩ খৃ.); (৫) Th. Noldeke; Zeitschr d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. ৫৬ঃ২২৫ প.; (৬) M van Berchem, Aux pays de Moab Edom, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ খৃ., Journ. des Savants.।

E. Herzfeld (দা.মা.ই.)/মোহাম্মদ হোসাইন

আমরি (Amri) ঃ প্রাগৈতিহাসিক শহর, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের দক্ষিণ তীরে মোহেনজোদারোর ১৬০ মা. দক্ষিণে এবং হায়দরাবাদের ৬৩ মা. উত্তরে কোটারি-কোয়েটা রেলপথের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম আমরির নিকটে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত গ্রামের নাম হইতে শহরটির নাম আমরি হইয়াছে। শহরটি এখন বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। স্তূপটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮০০ ফুট ও উ-দক্ষিণে ৪৫০ ফুট বিস্তৃত। বস্তুত ইহা ঘনসন্নিবিষ্ট কয়েকটি স্তূপের সমষ্টি, বৃহত্তমটি ৪০ ফুট উচ্চ। সম্ভবত সিন্ধুর পৌনঃপুনিক বন্যায় নিম্নভূমির সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় পর্যটক বার্নস ১৮৩৪ খৃ. প্রথম ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন; কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ পায় এনজি মজুমদারের চেষ্টায়; মজুমদার ১৯২৯ খৃ. স্তূপ খনন শুরু করেন; কিন্তু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর তিনি সিন্ধুতে খননকার্য পরিচালনাকালে গুলীর আঘাতে নিহত হন। তাঁহার এই স্বল্প পরিমাণ কাজের ফলে আমরিতে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর মৃৎশিল্প কর্ম ও গৃহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে তাহা 'আমরি-কৃষ্টি'রূপে পরিচিত হইয়াছে। মজুমদারের উদ্যোগের ৩০ বৎসর পর ১৯৫১ খৃ. ফরাসী সরকারের উদ্যোগে গঠিত ও মি. জে. এম. ক্যাসল-এর দ্বারা পরিচালিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম বিভাগের সহযোগিতায় আমরিতে খননকার্য শুরু করে এবং ১৯৬২ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনটি শীতকাল ব্যাপিয়া তাহা চলে। ইহার ফলে স্তূপের নীচে সুন্দর সুন্দর রঙ ও

জ্যামিতিক নকশা করা বহু মৃৎপাত্র, পাথর ও পোড়া মাটির দ্রব্য এবং তৎসহ বিভিন্ন যুগের ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত কৃষ্টি-স্তরগুলি খৃ. পূ. ৩০০০ বৎসর হইতে শুরু করিয়া খৃ. পূ. ১০০০ বৎসরের বলিয়া অনুমিত হয়। অতঃপর স্থানটি মুগলদের দ্বারা অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরিত্যক্ত ছিল। খয়েরপুরের নিকটে কোয়েটা উপত্যকায় ও আফগানিস্তানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় প্রতীয়মান হয়, আমরি-কৃষ্টি বিচ্ছিন্নভাবে গড়িয়া উঠে নাই। আমরির অধিবাসিগণ রৌদ্রদগ্ধ ইটের তৈরী গৃহে বাস করিত এবং স্ত্রীলোকগণ পাথরের বা পোড়া মাটির পুঁতির মালা পরিধান করিত।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমরোহা (امروها) ঃ মধ্যযুগের উত্তর ভারতে অবস্থিত একটি জিলা ও শহর, বর্তমানে একটি শহর। সুলতান গি'য়াছুদ্দীন বলবন ৬৬৪/১২৬৬ সালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর ইহা ক্রমশ একটি মহানগরী (Metropolitan city)-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কীতেহার বা কাতাহর (উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বর্তমান বেরেলী শহর)-এর রাজপুত্র রাজা বিদ্রোহী হইয়া বাদাউন-এর এলাকা পর্যন্ত তাহার দুষ্কর্ম প্রসারিত করিলে বলবন তাহাকে তাহার এলাকাতেই আক্রমণ করেন এবং এই বিশাল এলাকাটি হইতে বিদ্রোহ নির্মূল করিবার পর পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত আধুনিক বেরেলী, মুরাদাবাদ, রামপুর ও বীজনৌর সমন্বয়ে আমরোহা ইক্তা গঠন করেন। তাঁহার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি এই ইক্তা তাঁহার সরাসরি (খালিসা) প্রশাসনের অধীনে আনয়ন করেন এবং দক্ষ রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। এই সকল পদক্ষেপের ফলে শহরটি শীঘ্রই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি লাভ করে এবং বহু সংখ্যক সরকারি ভবন, যথা একটি দুর্গ, কতিপয় মসজিদ, মাদরাসা ও সূফী খানকাহ গড়িয়া উঠে। এই সকল ভবনের মধ্যে সুলতান মুইযযুদ-দীন কায়কু'বাদ-এর জনৈক কর্মচারী কর্তৃক ৬৮৬/১২৮৭ সালে নির্মিত কেবল একটি মসজিদ হুবহু টিকিয়া আছে।

৮ম/১৪শ শতকে আমরোহা মুসলিম সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ইহা সালতানাত-এর একজন উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কর্তৃত্বে ছিল। উদাহরণস্বরূপ সুলতান 'আলাউদ্দীন খাল্জীর জ্যৈষ্ঠ পুত্র যুবরাজ খিদ'র খান তাঁহার পিতার রাজত্বের শেষদিকে আমরোহার গভর্নর নিযুক্ত হন। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগালাকে'র রাজত্বকালে (৭২৫-৫২/ ১৩২৫-৫১) ইব্‌ন বাত্তূতা আমরোহাকে একটি সুন্দর নগরীরূপে দেখিতে পান। তখন ইহা কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যৌথ দায়িত্বে শাসিত হইত। 'আযীয খাম্মার গভর্নররূপে ইহার রাজস্ব ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন; অপরদিকে শামসুদ্দীন বাদাখশানী ইহার সেনানায়করূপে কার্যরত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কাদী পদে ছিলেন সায়্যিদ আমীরু আলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ তদারকের জন্য ও জ্ঞানী, দরবেশ ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন শায়খুল- ইসলাম। সামরিক দায়িত্ব পালনে ৪ হাজার রাজকীয় ক্রীতদাসের একটি বাহিনী মালিক শাহ-এর অধীনে এই স্থানে মোতায়েন ছিল। কিছু সংখ্যক হ'ায়দারী কালানদার দরবেশ গোষ্ঠীও এই স্থানে বসতি স্থাপন করে।

সুলতান ফীরূয শাহের আমলে আমরোহা প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে ইহার গুরুত্ব হারায়। কারণ কাতেহরিয়া রাজপুত্র জমিদারগণের অবাধ্য কার্যকলাপের জন্য প্রশাসনিক দফতরসমূহ এই স্থান হইতে সামভাল-এ স্থানান্তরিত করা হয়; তথাপি বহু সংখ্যক সাধক ও জ্ঞানীজনের উপস্থিতিতে আমরোহা সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে স্থিত থাকে। সুলতান সিকানদার লোদীর রাজত্বকালে আমরোহাতে ছিলেন একজন সম্মানিত সূফী সাধক আজুদহান-এর শায়খ ফরীদুদ্দীন গানজ-ই শাকার-এর বংশধর শায়খ চাইলদা। সামভাল অঞ্চলের গভর্নর মাসনাদ-ই 'আলী মাহ'মূদ খান লোদী চাইলদাকে তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য নিনদ্র পরগণায় (বর্তমানে বিজনৌর জেলার অন্তর্গত) দুইটি গ্রাম প্রদান করেন।

মুগল আমলে আমরোহায় জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত সূফী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, যথা আকবার-এর রাজত্বকালে শায়খ ইব্বান চিশতী, বিখ্যাত মীর 'আদল (প্রধান বিচারক), মীর সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ও একজন নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাওলানা আল্লাহদাদ (মৃ. ৯৯০/- ১৫৮২) আমরোহার অধিবাসী ছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত উর্দূ কবি মাসহাফী আমরোহাঈও এখানেই জন্মগ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ খানের সহযোগী ও 'আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বি'কারুল-মুলকও আমরোহার নাগরিক ছিলেন। বর্তমানে ইহা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মুরাদাবাদ জেলার একটি তাহ'সীলের দফতর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-ফাদ'ল, আইন-ই আকবারী, ইং. অনু. Jarrett, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৯২৭ খৃ.; (২) 'আবদুল-কা'দির বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, ৩খ., Bibl, Ind., কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ.; (৩) যিয়াউদ্দীন বারানী, তারীখ-ই ফীরূযশাহী, সম্পা. স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.; (৪) ইব্‌ন বাত্তুতা, রিহ্‌লা, ৩খ., ৪৩৬-৪০, ইং. অনু. Gibb, ৩খ., ৭৬২-৪; (৫) ইসামী, ফুতূহ'স-সালাতীন, সম্পা. উশা, মাদ্রাজ ১৯৪৮ খৃ.; (৬) শায়খ 'আবদুল-হা'ক্ক মুহাদ্দিছ, আখবারুল-আখয়ার, দিল্লী ১৯১৪ খৃ.; (৭) শামস সিরাজ 'আফীফ, তারীখ-ই ফীরূয শাহী, Bibl. Ind., ১৮৯০ খৃ.।

I.H. Siddiqui (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ 'ইমাদুদ-দীন

আমলকি ঃ Emblica officinalis or Phyllanthus emblica, ইউফরবিয়াসী (Euphorbiaceac) গোত্রের ছোট বা মাঝারি আকারের পাতা ঝরা বৃক্ষ ও উহার কষায় ফল। ইহার বাকল স্তরবিশিষ্ট; ছোট ফুল হলুদাভ সবুজ; কাঠ কিঞ্চিৎ লাল বা লালচে-বাদামী; পাতা ও ফলে ২২% হইতে ২৮% ট্যানিন থাকে (চামড়া ট্যান করিতে পাতা ও ফল ব্যবহার্য)। গাছের পাতা হইতে প্রাপ্ত রঙ দিয়া রেশমী কাপড়ে হালকা বাদামী রঙ প্রয়োগ করা চলে। ফল খাওয়া যায় এবং ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার্য। হাকিমী মতে আমলকি ফল উদর, যকৃত, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের বলবর্ধক, রক্ত পরিষ্কারক, রক্ত ও পিত্তের উগ্রতা হ্রাসকারক, অর্শের রক্তরোধক, অর্শজনিত দাস্তরোধক, কেশের জন্য হিতকারক।

আমলকি তৈল কেশ উঠা রোধ করে, কেশের কৃষ্ণতা বর্ধক। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রমতে আমলকির মোরব্বা কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারক, মেধা ও কান্তি বর্ধক। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, আমলকি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমলা গবেষণা খামার : গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা এলাকায় কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং কৃষকদের মধ্যে উহার প্রচার এই খামারের লক্ষ্য। কুষ্টিয়া শহরের ১৬ মাইল পশ্চিমে ১১১ একর জমির উপর ইহা স্থাপিত। সমস্ত খামারটি ১১ ভাগে বিভক্ত। ফসল উৎপাদনে পানি সেচের প্রভাব, দেশী ও বিদেশী নূতন নূতন খাদ্যশস্য প্রবর্তন, প্রচলিত এক-ফসলী ব্যবস্থার বদলে একই বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ইহার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। পানি সেচের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গবেষণার ফল কাজে লাগানোর উদ্দেশে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ খোলা হইয়াছে। চাষীদের শিক্ষাদান, সার ও ভাল বীজের উপকারিতা বর্ণনা ও আর্থিক ঋণ প্রাপ্তির জন্য চাষীদের সাহায্য ইহার অন্তর্গত।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমা : (দ্র. 'আবদ)

আল-আ'মা আত-তুতীলী (الاعمى التطيلى) : Tudela অন্ধ লোক), আবুল-'আব্বাস (অথবা আবু জা'ফার) আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন হুরায়রা আল-উতবী (বা আল-কায়সী), স্পেনীয় 'আরব কবি, জন্ম তুদিলায়, কিন্তু সেভিলে লালিত, মৃ. ৫২৫/১১৩০-১; তাঁহার রচিত ক্লাসিক্যাল কাব্যসম্বলিত দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি লন্ডন ও কায়রোতে পাওয়া যায় (দ্র. Brockelmann, 1, 320, S I 480), কিন্তু তিনি প্রধানত 'মুওয়াশশাহ' কবিতার বড় বড় উস্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত। সাধারণ গ্রন্থাবলীতে আনুষঙ্গিক উদ্ধৃতি ব্যতীতও তাঁহার রচিত মুওয়াশশাহ বিশেষ প্রকারের কাব্য সংকলনসমূহে রক্ষিত রহিয়াছে। যেমন ইব্ন সানাউল-মুলক-এর দারুত-তিরায (সম্পা. Rikaby, নং. ১, ৩০, ৩৪), ইব্ন বুশরার 'উদ্দাতুল-জালীস, ইব্নুল-খাতীব-এর জায়শুত-তাওশীহ (দ্বিতীয় অধ্যায়) ও আস-সাফাদীর তাওশীউত-তাওশীহ (নং ১৪এ, ১৬-এ, শেষ দুইটির জন্য তু. S. M. Stern, in Arabica, 1955 খৃ., ১৫০ পৃ.), তু. মুওয়াশশাহ'।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন বাসসাম, যাখীরা, Ms. Oxford, 749, পত্রক ১৬৭, v ff; (২) ইব্ন খাকান, কা'লাইদুল-'ইক্য়ান, ২৭১-৮; (৩) সাফাদী, ওয়াফী, MS Oxford 664, পত্রক ৭৩-প.; (৪) মাককারী, Analectes, ii, 139 (-162), 235, 275, 336, 360, 652; (৫) ইব্ন সা'ঈদ, ইব্ন খালদূন-এর মুকাদ্দিমায়, ২খ., ৩২৯; (৬) H. Peres, Poesie andalouse, index, s.v. L'Aveugle de Tudele.

S. M. Stern (E.I.[2])/ পারসা বেগম

'আমাদিয়া (عمادية) : কুর্দিস্তানের একটি শহর, গারা নদীর (বৃহৎ যাব নদীর ডান দিক হইতে মিলিত উপনদী) অববাহিকায় মাওসিল-এর প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। শহরটি একটি খাড়া পর্বতশৃঙ্গের উপর নির্মিত দুর্গের ছায়ায় অবস্থিত। দুর্গে সরবরাহকৃত পানি পাহাড়ে খননকৃত চৌবাচ্চা হইতে আসে। দুর্গটি এমন স্থানে অবস্থিত যাহা পূর্বদিকে যাব নদীর বাম দিককার উপনদীসমূহের (শামদীনান, রূ-কুচুক, রাওয়ান্দুয) উপত্যকা এবং পশ্চিম দিকে খাবুর অববাহিকার উপত্যকার সহিত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদিয়ার আবহাওয়া উষ্ণ ও অস্বাস্থ্যকর।

ইব্নুল-আছীরের মতানুসারে দুর্গটির নামকরণ করা হয় ইহার নির্মাতা 'ইমাদুদ্দীন যান্গীর নামানুসারে। তিনি ৫৩৭/১১৪২ সনে এমন এক স্থানে দুর্গটি নির্মাণ করেন যেখানে আশিব (আল-কামিল, ৯খ., ৬০) অথবা আশ-শারানিয়া (তারীখুল-আতাবাকিয়া, Recueil des Hist. des croisades, ২খ., ২, ১১৪-৫) নামক প্রাচীনতর একটি দুর্গ ছিল। ইহার নামকরণের ক্ষেত্রে বুওয়ায়হী 'ইমাদু'দ-দাওলা-র (মৃ. ৩৩৮/৯৪৯ দ্র. নুযহাতুল-কুলূব, পৃ. ১০৫) প্রতি আরোপ গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত নামটির মূল রূপ 'ইমাদিয়া হইলেও ইহার আধুনিক উচ্চারণ 'আমাদিয়া।

আমাদিয়াতে বাহদীনান পরিবারের কুর্দী নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন, যাহারা মূলত শামসুদ্দীনান (শামদীনান) অঞ্চলের তারুন (তু. Hoffmann, Auszuge, 222) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শারাফুদ-দীন (১খ., ১০৬-১৫)-এর মতে আনুমানিক ৬০০/-১২০৩ সনে তাঁহাদের আগমন ঘটে। ইহার উন্নতির দিনগুলিতে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকা লইয়া রাজ্যটি গঠিত ছিল (Akr Shush, Dahuk, এমনকি Zakho)। পরবর্তী বাহদীনান আমীরগণ সাফাবীদের এবং কখনও কখনও 'উছমানীদের পক্ষাবলম্বন করিত। অবশেষে 'উছমানীগণ তাঁহাদের অঞ্চলগুলিকে নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল, যাহাদের অধীনে 'আমাদিয়া' কখনও ওয়ান প্রদেশের এবং কখনও মাওসিলের অন্তর্গত ছিল। ১৯২৬ খৃ. মাওসিল প্রশ্নের মীমাংসার পর হইতে 'আমাদিয়া ইরাকের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইয়াকূত, ৩খ., ৭১৭; (২) K. Ritter, Erdkunde, ৯খ., ৭১৭-২০, ৭২৭; ১১খ., ৫৯০ প.; (৩) E. Reclus, Nouv. geogr, univ., ৯খ., ৪৩০; (৪) G. Hoffmann, Auszuge aus syrischen Akten Persischer Martyrer, Leipzig 1880, 203, 219 প.; (৫) M. Hartmann, Bohtan-(Mitteil, der berliner Vorderasiat, Gesellsch, 1897-1898), 10, টীকা ২, ৬২; টীকা ১, ১০৭; (৬) (M. Rousseau), Description du Pachalik de Bagdad, Paris 1809, 198 ও স্থা. (দ্র. নির্ঘণ্ট, ২৩৫); (৭) H. A. Layard, Nineveh and its remains, 1854, ১খ., ১৫৭-৬২; (৮) Sandreczki, Reise nach Mossul und Urmia, ৩খ., ২৭৫ প.; (৯) Thielmann, Streifzuge im Kaukasus, 1875, 529; (১০) Cuinet, La Turquie d' Asie, 2, ৭৯৫; (১১) Le Strange, 92 প.; (১২) Sir A. wilson, Mesopotamia, 1917-20, লন্ডন ১৯৩০, নির্ঘণ্ট।

M. Streck [V. Minorsky] (E.I.[2])/ পারসা বেগম

আমান (امان) ঃ নিরাপত্তা, আশ্রয়, অভয়পত্র, আবাসস্থল; মুসতামান, যে ব্যক্তি আমানপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই শব্দটি কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয় নাই, তবে নবম সূরার ৬ আয়াত হইতে লওয়া হইয়াছে "মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাঁহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পায়। অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থান (مأمن)-এ পৌঁছাইয়া দিবে" (আরও তু. সূরা ১৬ঃ১১২)। 'আরব উপজাতিদের নিকট মুহাম্মাদ (স)-এর চিঠিতে আমান مأمن (অথবা আমান= শব্দটি আহদ عهد (দ্র.) যি'ম্মা ذمة (দ্র.) ও জিওয়ার جوار-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। আমান প্রতিষ্ঠান আসলে প্রাক-ইসলামী 'আরব প্রতিষ্ঠান জিওয়ার-কে প্রচলিত রাখে। ইহাতে নীতিগতভাবে দল হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি তাহার নিজের জীবন ও সম্পত্তির জন্য এমন একটি দলের কোন সদস্যের আশ্রয়প্রাপ্ত হয় যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে ছিল না এবং সেইজন্য সমগ্র দলেরই আশ্রয় সে পাইয়া থাকে (তু. E. Tyan, Institutions du droit public Musulman, ১খ., ৬০প.)। এই সব কিছুই প্রাচীন সামী (Semitic) যুগের ঘটনা (তু. হিব্রু)। হযরত মুহাম্মাদ (স) গোত্রীয় সংহতির পরিবর্তে ধর্মীয় সংহতির প্রবর্তন করেন এবং মদীনার সংবিধানে উল্লেখ করেন (১ অথবা ২ হিজরী) ঃ "আল্লাহর যি'ম্মা এক ও অভিভাজ্য এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (বিশ্বাসীদের মধ্যে হইতে) কোন ব্যক্তি জিওয়ার প্রদান করিলে সকলের উপর ইহার দায়িত্ব বর্তায় (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৪২)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ হইতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় (তু. Wensinck, Handbook, দ্র. যিম্মা, জার)।

উপরে বর্ণিত আয়াত সম্বলিত পবিত্র কুরআনের ৯ম সূরা তাওবা-র প্রথম আয়াতগুলিতে মুমিন ও মুশরিকদের মধ্যে 'আহদ বলিয়া কথিত নিরাপত্তা চুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (তু. Blachere, Le Coran, trad., ২ক, ১০৭৬)। রাসূলুল্লাহ (স)ও প্রথম খলীফাগণ ও তাঁহাদের সেনাধ্যক্ষদের তরফ হইতে প্রেরিত সংশ্লিষ্ট পত্রাদিতে (তু. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, Documents sur la diplomatie musulmane, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ. গ্রন্থপঞ্জীসহ) স্থায়ী নিরাপত্তা প্রদানের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এই নিরাপত্তা অর্জিত হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্যের মাধ্যমে (তু. আহলুয-যি'ম্মা)। বিদেশী পর্যটকদের জন্য অভয়পত্রের কমপক্ষে একটির উল্লেখ রহিয়াছে, ইব্ন সা'দ, ১/২খ., ৩৭। কিন্তু আমানকে ইহার সর্বশেষ পারিভাষিক অর্থে যিম্মা-এর সাধারণ ধারণা হইতে পৃথক করা হয় নাই। যখন ইসলামের ধর্মীয় আইন বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা হয় তখনই উহার পার্থক্য করা হয়।

ইসলামের ধর্মীয় আইনে আমান একটি অভয়পত্র অথবা নিরাপত্তার চুক্তি যদ্দারা একজন হারবী বা বৈদেশিক শত্রু অর্থাৎ দারুল-হারবের অন্তর্ভুক্ত একজন অমুসলমানের জীবন ও সম্পত্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়। প্রত্যেক স্বাধীন বয়োপ্রাপ্ত মুসলিম নর-নারী ও অধিকাংশ মতবাদ অনুসারে, এমনকি একজন ক্রীতদাসও, কোন ব্যক্তি বা সীমিত সংখ্যক বৈদেশিক শত্রুকে বৈধ আমান প্রদানের যোগ্যতা রাখে। কোন অঞ্চলের ইমাম (নেতা)-ই কেবল কোন শহর বা রাজ্যের জনসাধারণকে অথবা সকল ব্যবসায়ীকে আমান প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি। মুসলিমগণ কর্তৃক বৈদেশিক শত্রুর দলভুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধাবস্থায় অথবা সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত অবস্থায়, যথাযথভাবে প্রদত্ত আমান বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা মৌখিকভাবে যে কোন ভাষায় বা বোধগম্য সংকেতের মাধ্যমে প্রদান করা যাইতে পারে। মুসতামান বা আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি লইয়া 'নিরাপদ স্থানে' যাওয়ার অধিকার আছে, যেখানে মুসলিমদের দ্বারা তাহার সহসা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা নাই, আমানের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে (অথবা তাহার পূর্বে) অথবা আমান প্রদানের এক বৎসর (ইমাম শাফি'ঈর মতে ৪ মাস) পর্যন্ত, যদি না সে যিম্মী বা আহলুয-যিম্মা হিসাবে ইসলামী রাজত্বে অবস্থান করিতে পছন্দ করে। কূটনীতিক ও রাষ্ট্রদূতগণ, যাহারা পরিচিত অথবা নিজদের সেইভাবে সনাক্ত করেন, আপনা আপনিই আমানের সুবিধা ভোগ করেন, কিন্তু ইহা ব্যবসায়ী বা জাহাজডুবিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকালে, সাধারণভাবে বলিতে গেলে, দেওয়ানী আইন অনুযায়ী মুসতামান যিম্মীদের শামিল হইয়া যায়; ফৌজদারী আইন সম্পর্কে তাহাকে যিম্মীদের প্রতি প্রযোজ্য হাদ্দ শাস্তির অধীন করা হইবে, না কেবল তাহাকে দেওয়ানী ধরনের দায়ে দায়ী করা হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই এবং সর্বশেষ বর্ণনাগুলিতে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। যাহা হউক, মুসতামান যদি মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে অথবা খারাপ ব্যবহার করে, তবে ইমাম তাহার 'আমান' শেষ করিয়া দিতে পারেন এবং তাহাকে 'নিরাপদ স্থান'-এ পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন। হারবীগণ কর্তৃক কোন মুসলিমকে তাহাদের রাজ্যে অনুরূপ অভয়পত্র প্রদানকে 'আমান' বলা হয় না, বরং 'ইয'ন' (অনুমতি) বলা হয়।

বস্তুত উমায়্যা যুগের শেষদিকে (১০৪-১০৮/৭২৩-৭২৬) ও পরবর্তীকালীন আমান-পত্রাবলী দ্বারা প্রত্যয়িত হয়, ব্যক্তিগত আমান-পত্রও প্রদান করা হইত। সর্বাপেক্ষা পুরাতন আমান, যাহা ভ্রমণ ও বাণিজ্যের উদ্দেশে সকল দলকে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা মিসরে মুসলিম প্রশাসকগণের এবং নূবীয় ও বেজার মধ্যকার যথাক্রমে ৩১/৬৫১ ও ১০৪-১১৬/৭২২-৭৩৪ সালের সন্ধির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। পরবর্তী সময়ের মোটামুটি বর্ণনাসমূহ আল-কালকাশান্দী-র সুব্হু'ল-আ'শ, ১৩ শ' খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায় ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পাওয়া যায়। (বস্তুসংক্ষেপ Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staatskanzleiim islamischen Agypten, হামবুর্গ ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৭০ প.)। আল-কালকাশান্দী মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুসলমানদের আমানপত্র প্রদানেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং অধিকাংশেরই উদাহরণ পরবর্তী রাজত্বকাল হইতে দিয়াছেন। এইগুলি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত শর্তহীন ক্ষমা এবং সঠিকভাবে বলিতে গেলে, অপ্রয়োজনীয় অথবা এমনকি ধর্মীয় আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ তথাপিও ঐগুলি প্রায়ই প্রকাশ করা হইত এবং ঐতিহাসিকগণ এই ধরনের আমানের অসংখ্য উদাহরণ পরিবেশন করিয়া থাকেন, যাহা 'আব্বাসীদের রাজত্বকালের প্রথম হইতে নীতিজ্ঞানশূন্যভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে নিয়মিত আমান-বিধি কেবল কূটনৈতিক সম্পর্কই স্থাপন করে নাই (তু. M. Canard, Deux episodes des relations diplomatiques arabe-byzantines au Xe siecle, B. Et, Or., ১৩খ., ৫১-৬৯), বরং মুসলিম ও খৃস্টান জগতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সম্ভব করিয়াছিল এবং আমান-পত্র নিয়মিতভাবে ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের প্রদান করা হইত। ধারণা করা হয়, আমানের ইসলামী মতবাদ রোমান বায়যান্টাইন আইনের অনুরূপ বিধির প্রভাবে প্রাচীন 'আরব ও ইসলামী মতবাদের ভিত্তিতে বিশদভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ/১২শ' শতাব্দীর শেষদিক হইতে, ভূমধ্যসাগরের পারাপার ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির যুগে, খৃস্টান ও মুসলিম শক্তিদ্বয়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চুক্তি 'আমান' প্রতিষ্ঠানকে কার্যত সরাইয়া রাখিয়াছে যাহাতে আগন্তুকদের অধিকতর নিরাপত্তা ও অধিকারের ব্যবস্থা ছিল। অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে, এমনকি 'আমান' শব্দটি কোন কোন সময় সন্ধির 'আরবী প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহারও করা হইয়াছে এবং মুসলিম 'উলামা'-কে উহাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করা হইলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহারা কেবল আমান হিসাবেই চিন্তা করিতেন (তু. A.S. Atiya, একখানা ১৬শ' শতাব্দীর ফাতওয়া, Studien zur Geschichte und Kultur des Nahen und Fernen ostens [P.Kahle Festschrift]. লাইডেন ১৯৩৫ খৃ., ৫৫-৬৮)। যাহা হউক এই সন্ধিগুলি, যাহা পরবর্তী কালে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণে পরিগণিত হয় (তু. ইমতিয়ায), ইসলামী আমানের ক্রমবিকাশ নহে, বরং ইহা এক ধরনের চুক্তিকে বুঝায় যাহা ইটালী ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক শহরগুলি এবং ক্রুসেডারদের অধীনে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান ছিল (তু. R. Brunschvig, La Berberie orientale sous les Hafsides, ১খ., প্যারিস ১৯৪০, পৃ. ৪৩০-৪০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উৎসসমূহ ঃ (১) আবূ য়ূসুফ (মৃ. ১৮২ হি.), কিতাবুল-খারাজ, বূলাক সংস্করণ ১৩০২ হি., ও কায়রো সংস্করণ ১৩৪৬ হি. অনু. E. Fagnan, প্যারিস ১৯২১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আর-রাদ্দ 'আলা সিয়ারিল-আওযা'ঈ [এই গ্রন্থে তিনি আবূ হানীফা, (মৃ. ১৫০ হি.)-এর মতবাদকে সমর্থন করেন আওযা'ঈ (মৃ. ১৫৭ হি.)-এর মতবাদের বিপক্ষে]; কায়রো (১৩৫৭ হি.]; (৩) একই গ্রন্থ, ইমাম শাফি'ঈর মন্তব্যসহ, শাফিঈ (মৃ. ২০৪ হি.), কিতাবুল-উম্ম, ৭খ., বূলাক ১৩২৫ হি., ৩০৩-৩৩৬; (৪) মুহাম্মাদ ইব্নুল-হ'াসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি.), কিতাবুস-সিয়ার আল-কাবীর, সারাখসী (মৃ. ৪৮৩ হি.)-এর ভাষ্যসহ, ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩৩৫-৬ হি.; (৫) মুহাম্মাদ মুনীব 'আয়নতাবী, উক্ত গ্রন্থের তুর্কী অনুবাদ (রচনা ১২১৩ হি.), ২খ., ইস্তাম্বুল ১২৪১ হি.; (৬) য়াহ্য়া ইব্ন আদাম (মৃ. ২০৩ হি.), কিতাবুল-খারাজ, লাইডেন ১৮৯৬ খৃ. ও কায়রো ১৩৪৭ হি.; (৭) আবূ 'উবায়দ (মৃ. ২২৪ হি.), কিতাবুল-আমওয়াল, কায়রো ১৩৫৩ হি.; (৮) ত'াবারী (মৃ. ৩১০ হি.), ইখতিলাফুল-ফুক'াহা', সম্পা. J. Schacht, লাইডেন ১৯৩৩ খৃ.; (৯) ফিক'হ গ্রন্থাবলীর জিহাদ অধ্যায়; (১০) শাওকানী, নায়লুল-আওতার, ৮খ., কায়রো ১৩৪৪হি., ১৭৯-৮৩ (বিভিন্ন হাদীছ ও মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা) গবেষণাসমূহ; (১১) W. Heffening, Das islamische Fremdenrecht, হ্যানোভার ১৯২৫ খৃ. (সাবেক গবেষণার উপর প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, তু. Bergstrasser, in Isl. ১৫খ, ৩১১ প., ইহাতে গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃতিসমূহ রহিয়াছে); (১২) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, Muslim Conduct of State, পরিবর্তিত সংস্করণ, লাহোর ১৯৪৫ খৃ., ১১৭ প., ১৯২ প., ২০০-৩; (১৩) N. Kruse, Islamische Volkerrechtslehre, Gottingen ১৯৫৩ খৃ. (দেখা হয় নাই); (১৪) মাজীদ খাদ্দূরী, War and Peace in the Law of Islam, বালটিমোর ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৬২-১৬৯, ২২৫ প., ২৪৩ প.।

J. Schacht (E.I.[2])/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আমান, মীর (দ্র. আম্মান, মীর)

আমানত (امانت) ঃ সায়্যিদ আগা হাসান, পিতা মীর আগ 'আলী ওরফে মীর আগা, রিদাবী সায়্যিদ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ইরান হইতে আসিয়াছিলেন এবং প্রপিতামহের পিতা সায়্যিদ 'আলী রিদাবী ছিলেন ইরানের মাশহাদ নগরীতে ইমাম 'আলী আর-রিদা (রা) রাওযার চাবি রক্ষক।

আমানাত ১২৩১/১৮১৫ সালে লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় বিশ বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি বাকশক্তি হারান। ঐ অবস্থায়ই পবিত্র স্থানসমূহ দর্শন করিবার উদ্দেশে তিনি ইরাক গমন করেন (১২৬০/১৮৪৪)। কথিত আছে, একদিন আমানাত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযারের নিকট বসিয়া দু'আ করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার বাকশক্তি ফিরিয়া আসে। কিন্তু তাঁহার পরেও জিহ্বার জড়তা থাকিয়া যায়। গোটা বৎসর ইরাকে কাটাইয়া অবশেষে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কথায় জড়তার কারণে অধিকাংশ সময় বাড়িতেই থাকিতেন এবং কাব্যচর্চায় লিপ্ত থাকিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি তাঁহার সেই অবস্থার কথা 'শারহ-ই আন্দারসাভা' (রচনা ১২৭০ হি.) গ্রন্থে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 'শারীরিক অবস্থার দরুন কোথাও যাওয়া-আসা করিতাম না। জিহ্বার জড়তার দরুন ঘরে বসিয়া থাকায় উদ্বেগের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতাম'। আমানাত তাঁহার এই বাক-জড়তার কথা বিভিন্ন কবিতায়ও বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি চতুষ্পদী কবিতায় তিনি নিজের বাকশক্তিহীনতা ও বাকশক্তি ফিরিয়া পাইবার পরেও জিহ্বার জড়তা থাকিয়া যাওয়ার কথা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 'জিহ্বা কখনও বাকশক্তিহীন, আবার কখনও তোতলা যেন আদি হইতেই বাকশক্তি ইহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, বিশ্বসভায় আমি এখন একটি প্রদীপ, নীরবতার মাঝেও যাহার অবস্থা উজ্জ্বল'। একজন জীবনীকার আমানতের এই তোতলামিকে বংশীয় রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (তাযকিরা-ই খোশ মারাকা-ই যীবা)। চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে আমানাত লক্ষ্ণৌতে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে অনেক কবি মৃত্যু তারিখ সম্বলিত খণ্ড কবিতা (قطعات) লিখেন। মীর ওয়াবীর 'আলী নূরের খণ্ড

কবিতায় আমানাতের মৃত্যুর সন, মাস, দিন ও সময় জানা যায় (মঙ্গলবার, ২৮ জুমাদাল-উলা, ১২৭৫/৩ জানুয়ারি, ১৮৫৯, সন্ধ্যার সময়)।

পনর বৎসর বয়সে আমানাতের কবিতা রচনার আগ্রহ জন্মে। তিনি মিঞা দিলগীরের শিষ্য হন এবং গুরু তাঁহার কবিনাম (تخلص) রাখেন 'আমানাত'। প্রথম প্রথম কেবল শোকগাথা (মারছিয়া) ও প্রশংসা-গীতি (কাসীদা) রচনা করিতেন। পরবর্তী কালে গাযাল লিখিতে আরম্ভ করেন। বাকশক্তি হারাইবার পর কবিতা রচনা ও শিষ্যদের কবিতা শুদ্ধকরণ ব্যতীত তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না।

রচনাবলী ঃ (১) তাঁহার পুত্র সায়্যিদ হ'াসান লাতাফাতের বর্ণনানুযায়ী আমানাত আনুমানিক এক শত পঁচিশটি শোকগাথা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এইসব শোকগাথার কোন সংকলন প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার পাণ্ডুলিপিটির হস্তলিখিত শোকগাথা, যাহার মোট শ্লোক সংখ্যা ১৭৫৫, অধ্যাপক মাস'উদ হ'াসান রিদ'াবীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

(২) দীওয়ান বা কবিতার সংকলন (খাযাইনুল-ফাস'াহাত), যাহা ১২৮৫ হিজরীতে প্রথম মুদ্রিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার গাযালসমূহের সংকলন। কিন্তু উহাতে একটি দ্বিপদী (مثنوى)-সহ কিছু পঞ্চপদী (مخمس) ষষ্ঠপদী (مسدس) ও একটি ওয়াসোখত (واسوخت) ও কতকগুলি চতুষ্পদী (رباعيات) কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

(৩) ওয়াসোখত-ই আমানাত, ইহাতে তিন শত সাতটি শ্লোক আছে; একাধিকবার ছাপা হইয়াছে। ১২৭৬ হিজরীতে কানপুরের আফদালুল-মাত'াবি' মুহাম্মাদী প্রেসে যে সংস্করণটি ছাপা হইয়াছিল তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশুদ্ধ।

(৪) আন্দারসাভা (রচনা ঃ ১২৬৮ হি.) ইহা তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় রচনা।

(৫) গুলদাসতা-ই আমানাত (বিন্যাস ও মুদ্রণ ১২৬৯ হি.), ইহা তাঁহার নির্বাচিত রচনাবলীর সংকলন।

(৬) শারহ'-ই আন্দারসাভা, যাহা আন্দারসাভার সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ গদ্যে লিখিত, লক্ষ্ণৌ রচনা পদ্ধতির এক চমৎকার নমুনা।

আমানাত-কাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইল শব্দের সামঞ্জস্য রক্ষা। ইহা লইয়া তিনি নিজেও অনেক গর্ব করিয়াছেন এবং এই কারণেই তাঁহাকে 'মূজিদ-ই রি'আয়াত-ই লাফজী' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তাঁহার এই উপাধি দীওয়ানের উপর-পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। গাযাল ছাড়াও তাঁহার ওয়াসোখত ও শোকগাথাগুলিতেও শব্দের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হইয়াছে। আমানাতের গোটা দীওয়ানে অতি কষ্টে দুই একটি শ্লোক পাওয়া যাইতে পারে, যাহা হৃদয়ে দাগ কাটিতে সক্ষম। দুর্বোধ্যভাবে শব্দ বিন্যাস, নীরস অতিশয়োক্তি এবং উপমা ও রূপকের উদ্দেশ্যবিহীন প্রয়োগ তাঁহার কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যে কারণে উহার মাধুর্য বিনষ্ট হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উহাতে স্বাভাবিক গাম্ভীর্যেরও অভাব ঘটিয়াছে।

'আন্দারসাভা'র রচনা সম্পর্কে অনেক দিন যাবত নানা রকম কথা বলাবলি হইয়া আসিতেছে, যাহা হইতে এই রকম একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, ওয়াজিদ 'আলী শাহের কাছে তাঁহার এক ফরাসী সহচর পাশ্চাত্য থিয়েটার ও ফরাসী অপেরার (Opera) নমুনা পেশ করিলে উহার অনুকরণে তিনি আমানাতকে 'আন্দারসাভা' লিখিত আদেশ করেন এবং ইহা উর্দূ ভাষার প্রথম নাটক। কিন্তু বাস্তবে এইসব কথার কোনটিই সত্য নয়। 'আন্দারসাভা' ফরাসী অপেরার অনুকরণ নয় এবং উহা ওয়াজিদ 'আলী শাহের নির্দেশে লিখিত কিংবা তাঁহার সামনে মঞ্চে উপস্থাপিত হয় নাই। 'আন্দারসাভা' উর্দূর প্রথম নাটকও নয় কেননা ওয়াজিদ 'আলী শাহ উহার পূর্বেই নাটক লিখিয়াছিলেন এবং সেই নাটক মঞ্চেও অভিনীত হইয়াছিল। অবশ্য উর্দূ ভাষায় ইহা প্রথম গণনাটক। ছাপা হইবার পূর্বেও ইহার জনপ্রিয়তা ছিল। ছাপার পরে তো ইহার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহার অনুকরণে আরও অনেক নাটক লিখিত হয়। বিদেশেও ইহা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। Friedrisch Rosen জার্মান ভাষায় 'আন্দারসাভা' অনুবাদ করেন এবং তাহাতে দীর্ঘ এক ভূমিকা সংযোজিত করেন। ভারতবর্ষেও এই বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে উহার আটচল্লিশটি বিভিন্ন সঙ্কলন আছে; তন্মধ্যে এগারটি নাগরী, পাঁচটি গুজরাটী ও একটি গুরমূলী বর্ণমালায় লিখিত। উর্দূতে উহার অনেক সংস্করণ লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, মীরাঠ, লাহোর, অমৃতসর, পাটনা ও গোরখপুরে ছাপা হইয়াছে।

কয়েকজন পারস্যবাসী বোম্বাইতে থিয়েটার কোম্পানী খুলিলে সেখানে 'আন্দারসাভা' বারবার মঞ্চস্থ করা হয় এবং উহার রচনা রীতিতে উর্দূ ভাষায় অসংখ্য নাটক লিখিত ও মঞ্চস্থ হয়। এইভাবে প্রাথমিক যুগের উর্দূ নাটকসমূহের উপর 'আন্দারসাভা'র সুগভীর প্রভাব রহিয়াছে। 'আন্দারসাভা'র যে সংস্করণটি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কিতাবনগর, লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়, উহা বিভিন্ন দিক দিয়া বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Garcin de Tassy, Histoire de la litterature Hindoui et Hindoustanie, প্যারিস ১৮৭০ খৃ., ১খ., ১৯৪ ও ২খ., ৪৪২; (২) মিরযা মুহ'াম্মাদ 'আসকারী, তারীখ-ই আদাব-ই উর্দূ (সাকসেনা'র ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ), লক্ষ্ণৌ ১৯৫২ খৃ., ১২১, ৩৫১; (৩) T. G. Bailey, A History of Urdu Literature, কলিকাতা, ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৬৭; (৪) মুহ'সিন লাখনাবী, সারাপা সুখান, মাতবা নওলকিশোর, লক্ষ্ণৌ ১৮৯৮ খৃ.; (৫) সা'আদাত খান, নাসি'র লাখনাবী, তাযকিরা-ই খোশ মারাকা-ই যীবা, পাণ্ডুলিপি, কুতুবখানা-ই মাশরিকী, পাটনা (পার্শ্বটীকায় আমানাতের স্বহস্ত লিখিত বিবরণ সন্নিবেশিত আছে); (৬) খাযাইনুল-ফাস'াহাত (দীওয়ান-ই আমানাত), মাতবা আনওয়ারী, লক্ষ্ণৌ; (৭) মা'জ'হার 'আলী সান্দীলাবী, এক নাদির রোযনামচা, সারফারায কাওমী প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৯৫৪ খৃ.; (৮) আন্দারসাভা, ভূমিকাসহ, অনু. জার্মান, Friedrisch Rosen, লাইপযিগ, ১৮৯২ খৃ.; (৯) আন্দারসাভা আওর শারহ-ই আন্দারসাভা, উর্দূ রিসালা, এপ্রিল ১৯২৭; (১০) 'হামারী যুবান' সাময়িকী, দিল্লী, ১ নভেম্বর, ১৯৪৪; (১১) বরুম হার্ট, ফিহরিস্ত-ই ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন ১৯০০ খৃ.; (১২) নূর ইলাহী মুহ'াম্মাদ 'উমার, নাটাক সাগার, লাহোর ১৯২৪ খৃ.; (১৩) মাস'উদ হ'াসান রিদাবী, লাখনাউ কা শাহী স্টেজ,

মুনাজ্জাম প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৯৫৭ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, লাখনাউ কা 'আওয়ামী স্টেজ, সালীমী প্রেস, এলাহাবাদ ১৯৫৭ খৃ.; (১৫) লালা শ্রীরাম, খুমখানাহ-ই জাবীদ, দিল্লী ১৯০৮ খৃ., ১খ., ৪০১-৪০৪; (১৬) আবুল-লায়ছ সিদ্দিকী, লাখনাউ কা দাবিসতান-ই শাইরী, আলীগড় ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ২৯০ প.।

সায়্যিদ ওয়াকার 'আলী (দা.মা.ই.) / ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আমানাত-ই মুক'াদ্দাসা (امانت مقدسة) ঃ [(তুর্কী ভাষায় এই নামটি 'মোনেত মুকাদ্দেসেহ') ইস্তাম্বুলের যাদুঘরে (طوب قپو محل) রক্ষিত প্রাচীন পবিত্র বস্তুগুলির প্রতি প্রযোজ্য। ইহাদের মধ্যে যে বস্তুসমষ্টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া কথিত তাহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই সমষ্টির মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার খিরকা (দ্র.), একটি জায়নামায, একটি পতাকা, একটি ধনুক, একটি লাঠি, ঘোড়ার খুরের এক জোড়া নাল, বিশেষত একটি দন্ত, কিছু কেশ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদচিহ্ন সম্বলিত বলিয়া কথিত একটি পাথর। এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র, বাসন ও কাপড় যাহার সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে, এইগুলি অতীত কোন কোন নবী, খুলাফা-ই রাশিদীন ও কোন কোন সাহাবীর ব্যবহৃত জিনিস। আরও আছে কা'বা শরীফের একটি চাবি এবং কুরআনের কিছু পাণ্ডুলিপি। বলা হয়, এই পাণ্ডুলিপিগুলি 'আলী (রা) ও 'উছমান (রা)-র হস্তলিখিত। 'উছমানী শাসনামলে প্রতি বৎসর ১৫ রামদান-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই বস্তুগুলি যিয়ারাত করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আলোকচিত্রসমেত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (১) Oz Tahsin, Hirkai Saadat dairesi ve Emanete-e-Mukadese, ইস্তাম্বুল, ১৯৫৩ খৃ., পবিত্র বস্তুগুলির জন্য; (২) I. Goldziher, Muh. St., ২খ., ৩৫৬-৩৬৮, আরও দ্র. 'আছার' শীর্ষক নিবন্ধ।

দা.মা.ই./এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমানুল্লাহ (امان الله) ঃ আফগানিস্তানের আমীর ও হ'াবীবুল্লাহ (দ্র.)-র তৃতীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী। 'উলায়া হাদরাত (মৃ. ১৯৬৫ খৃ.) তাঁহার মাতা। তাঁহার জন্ম পাগমান-এ ২ জুন, ১৮৯২ সালে। তিনি সামরিক একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বুদ্ধিমান, উদ্যমী ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। সিরাজুল-আখবার-এর সম্পাদক মাহ'মূদ তারযী (১৮৬৬-১৯৩৫ খৃ.)-এর জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী আধুনিকতাবাদী ভাবধারার প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি তারযীর কন্যা ছুরায়্যা (মৃ. ২১ এপ্রিল, ১৯৬৮)-কে ১৯১৪ খৃ. বিবাহ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ সালে তাঁহার পিতা যখন নিহত হন, আমানুল্লাহ তখন কাবুলের গভর্নর হিসাবে রাজধানী ও ইহার সেনা ছাউনি, অস্ত্রাগার ও কোষাগার-এর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। সেনাবাহিনী, তরুণ জাতীয়তাবাদী দল এবং বারাকযাঈ গোত্রের সমর্থন লাভ করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃব্য নাস'রুল্লাহ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'ইনায়াতুল্লাহ-এর দাবি প্রতিহত করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি আমীররূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ইতোপূর্ব আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিল। আমানুল্লাহ এই ব্যাপারে আফগানিস্তানকে দ্রুত বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিতে তৎপর হন। সম্ভবত যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হইবেন আশায় তিনি ভারত সীমান্ত এলাকায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু সংঘর্ষ আরম্ভ হয় ৩ মে তারিখে এবং তাহা জুন মাসে সম্পাদিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তি (তৃতীয় আফগান যুদ্ধ) পর্যন্ত চলে। রাওয়ালপিণ্ডি চুক্তির শর্তানুসারে (৮ আগস্ট, ১৯১৯) বৃটেন পরোক্ষভাবে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করে, যদিও ডুরান্ড লাইন সীমান্ত নির্দেশক রেখারূপে অব্যাহত থাকিয়া যায়। মুসৌরী (এপ্রিল-জুন ১৯২০) ও কাবুলে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত আপোস আলোচনার পর বৃটেন ও আফগানিস্তান ২২ নভেম্বর, ১৯২১ সালে সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইতোমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১) ও তুরস্কের (১ মার্চ, ১৯২১) সহিত সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে আমানুল্লাহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত ইতালী, ফ্রান্স ও ইরানের সহিতও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালের প্রাথমিক পর্যায়ে আমানুল্লাহ প্যান-ইসলামী নীতির একজন প্রবক্তা ছিলেন। ইহার উদ্দেশে ছিল, ভারতীয় মুসলিমগণের প্রতি সমর্থন প্রদান, তুরস্ক ও ইরানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন এবং বুখারা ও খীওয়াসহ আফগান নেতৃত্বে একটি মধ্যএশীয় ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু তুর্কিস্তানের উপর সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তিত হইলে এই পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমানুল্লাহর নীতি ছিল একটি অতি দ্রুত আধুনিকায়নের প্রয়াস। তাঁহার গৃহীত সংস্কারসমূহ মূলত দুইটি প্রধান ধারায় সাধিত হয়। ১৯২১-৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আফগান সরকারের কাঠামো সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। এই সময়ে প্রথম রাষ্ট্রীয় বাজেট (১৯২২) প্রণয়ন করা হয় এবং শাসনতন্ত্র (১৯২৩) ও প্রশাসনিক নীতিমালা (১৯২৩) প্রবর্তন করা হয়। তিনি আইন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করিয়া পারিবারিক আইন বিধি (১৯২১ ও একটি দণ্ডবিধি ১৯২৪-২৫) প্রবর্তন করেন। আইন বিষয়ক সংস্কারসমূহ অংশত ছিল প্রাক্তন 'উছমানী উপদেষ্টাগণের কাজ এবং ইসলামী চিন্তাধারার আধুনিকীকরণের প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত। এই সকল মূলত শারী'আত হইতে গৃহীত। তবে আলিমগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রত্যাহার করিয়া তাহা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয়। তাঁহার সংস্কার কার্যের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এই লক্ষ্যে তিনি নূতন নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও আফগান ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার উৎসাহ ও সমর্থন প্রদানের ফলে তিনি নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের সমালোচনার সম্মুখীন হন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য আমানুল্লাহ কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন (বিমান, বেতার, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও রেলপথের জরীপ শুরু করা), মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন (রূপীর পরিবর্তে আফগানী প্রবর্তন), শুল্ক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও হালকা শিল্পে সাহায্য প্রদান। অবশ্য তাঁহার আমলে প্রকৃত প্রস্তাবে অর্জিত অর্থনৈতিক সাফল্য কোনভাবেই তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টার ফলে সাধিত হয় নাই। ইহা হইয়াছে উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে উযবেক গোত্রসমূহের বসতি স্থাপন এবং কারাকুল ও কার্পেট শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের ফলে। ইহা ভিন্ন কৃষি ক্ষেত্রেও কিছু পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়।

আমানুল্লাহর সংস্কারসমূহ প্রধানত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ হইতেই সাধিত হইয়াছিল এবং ব্যয় ক্ষেত্রে অর্থের অভাব বহু ক্ষেত্রেই বাধার সৃষ্টি করে, এই অবস্থাটি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তাঁহার সামরিক সংস্কার কার্যে। বৈদেশিক প্রশিক্ষকগণের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সাহায্যে (প্রধানত তুর্কী) আমানুল্লাহ একটি অ-উপদলীয় জাতীয় সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য সংগ্রহের ভিত্তিতে স্থাপিত এই সেনাবাহিনী গঠনের সাথে সাথে তিনি সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার ফলে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রতি উপজাতিগুলির মধ্যে প্রচণ্ড অনীহার সৃষ্টি হয় এবং একটি নিস্পৃহ, বিতৃষ্ণ ও অযোগ্য সেনাবাহিনী গঠিত হয়। ১৯২৪ সালে সংঘটিত খূস্ত (দ্র.) বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ, বাধ্যতামূলকভাবে লোক ভর্তি ও কতিপয় সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্যমান মনোভাব। কেবল দীর্ঘকাল স্থায়ী সংঘর্ষের পরেই এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। কিছু সময়ের জন্য আমানুল্লাহ তাঁহার সংস্কারমূলক উদ্যম সংযত করিতে বাধ্য হন।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমানুল্লাহ ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং ১ জুলাই, ১৯২৮ কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার মতে তাঁহার সেই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল প্রগতি ও উন্নতির পথের গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করা। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বহু কালের জীর্ণ ভাবধারা ও প্রথাসমূহ পরিহারের মাধ্যমে ইহা অর্জন করা সম্ভব। তিনি একটি জাতীয় পরিষদ (লয়া জিরগা) আহ্বান করেন (২৮ আগস্ট-৫ সেপ্টেম্বর) এবং তাঁহার নূতন ভাবনা ও পরিকল্পনাসমূহ শ্রবণের জন্য আগত প্রতিনিধিদের ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত করেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবনাসমূহ বর্জন করিতে তাঁহাকে সম্মত করানো সম্ভব হইলেও শাসনতন্ত্র, নূতন সামাজিক সংস্কার ও বর্ধিত কর ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ঘোষিত পরিবর্তনসমূহ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। তথাপি নিরুৎসাহিত না হইয়া আমানুল্লাহ ৩০ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মধ্যে তিন ঘণ্টাব্যাপী পাঁচটি বক্তৃতামালার মাধ্যমে তাঁহার এই প্রস্তাবসমূহ পুনর্ব্যক্ত করেন। আমন্ত্রিত এই শ্রোতৃবর্গ নাটকীয়ভাবে নিজেকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করা রাণী সুরাইয়ার দর্শন লাভ করে।

বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার, 'আলিমগণের কর্তৃত্ব অপহরণ, শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে 'আলিমদেরকে দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা এবং দেওবন্দে শিক্ষিত 'আলিমগণকে বহিষ্কার করা—আমানুল্লাহর এবম্বিধ কার্য 'আলিম শ্রেণীকে ক্রোধান্বিত করিয়া তোলে এবং তাহারা শোর বাযার-এর হাযরাত পরিবারের নেতৃত্বে আমানুল্লাহকে ধর্মদ্রোহীরূপে আখ্যায়িত ও নিন্দিত করেন। আমীর এই 'আলিমগণের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন; কিন্তু নভেম্বর মাসে তিনি স্বয়ং দুইটি উপজাতীয় বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। উলামা শ্রেণী সমর্থিত এই বিদ্রোহ দুইটির একটি সংঘটিত হয় জালালাবাদের নিকটে এবং ইহাতে শিনওয়ারী ও অন্যান্য উপজাতি জড়িত ছিল। অপরটি ঘটে কুহিসতানে এবং ইহার নেতৃত্ব প্রদান করেন বাচ্চায়ি সাকাও নামে পরিচিত এক তাজীক দস্যুনেতা। তাহার বহু বিভক্ত অপ্রতুল বাহিনী দ্বারা কুহিসতান হইতে পরিচালিত কাবুলের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আমানুল্লাহ সক্ষম হন নাই এবং তাঁহার প্রায় সকল সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাহার এই বিদ্রোহীদের শান্ত করিতে ব্যর্থ হয়। ১৯২৯ সালের ১০ জানুয়ারি আমানুল্লাহ 'ইনায়াতুল্লাহ-এর পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং কান্দাহার অভিমুখে পলায়ন করেন। ১৮ জানুয়ারি 'ইনায়াতুল্লাহ নিজেও সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং বাচ্চা দ্বিতীয় হ'াবীবুল্লাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া কাবুলের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন। কান্দাহার হইতে আমানুল্লাহ ২৪ জানুয়ারি তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা প্রত্যাহার করেন, বৃটেন (শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখে) ও সোভিয়েট ইউনিয়ন (তাঁহার স্বল্প সময়ের জন্য উত্তর আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে) এবং আফগান উপজাতিসমূহের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। আমানুল্লাহ যদিও হাযারা ও অন্যান্য কতিপয় উপজাতির নিকট হইতে সাহায্য লাভ করেন, তিনি দূররানী ও গালযাঈগণের অধিকাংশের সমর্থন আদায় করিতে ব্যর্থ হন এবং কাবুল অভিমুখে পরিচালিত তাঁহার অগ্রযাত্রা গাযনাতে পুনরায় প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ২৩ মে তিনি আফগানিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৬ এপ্রিল, ১৯৬০ সালে সুইজারল্যান্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শবদেহ দেশে আনা হয় এবং তাঁহাকে জালালাবাদে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আমানুল্লাহ সম্পর্কে পুরাতন জীবনীসমূহ, যেমন বৃটিশ আরকাইভ-এর তথ্যভিত্তিক নূতনতর গবেষণামূলক গ্রন্থের তুলনায় R. Wild, লন্ডন ১৯৩২ খৃ. এবং ইকবাল আলী শাহ, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ. প্রকৃতপক্ষে মূল্যহীন। (১) Rhea Tallcy Stewart, Fire in Afghanistan 1914-29, নিউ ইয়র্ক ১১৭৩ খৃ.; (২) L. B. Poullada, Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919-29, Ithaca 1973 খৃ.; (৩) L. W. Adamec, Afghanistan 1900-1923, বার্কলে ও লস এলেস ১৯৬৭ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Afghanistan's Foreign affairs to the mid-twentieth Century, Tucson 1974 খৃ.; (৫) V. Gregorian, The emergence of modern Afghanistan, স্ট্যানফোর্ড ১৯৬৯ খৃ.। এই সকল গ্রন্থে মূল্যবান অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত আছে।

N.E. Yapp (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমদুদ্দীন

'আমারা (عمارة) ঃ ৪৭ ১৩ পূ. দ্রা. ৩১ ৫০ উ. অক্ষ রেখায় অবস্থিত। ১৩৩৩/১৯১৪ সন পর্যন্ত তুর্কী শাসনাধীন দক্ষিণ ইরাকের আমারা নামক Sandjak (বিভাগ, তুর্কী ভাষায়)-এর রাজধানী ছিল। ১৩৪০/১৯২১ সন হইতে উহা ইরাক রাজ্যের একটি Liwa (তুর্কী, প্রদেশ)-এর সদর শহর। 'আলী আল-গ'ারবী ও কাল'আ স'ালিহ এই (কাদী শাসিত) জেলা দুইটিও এলাকাটির অন্তর্ভুক্ত। নিকটতম ইরানী পর্বতমালা হইতে ৩০ মাইল দূরে তাইগ্রীস (দাজলা) নদীর বাম তীরে এক মনোরম আবহাওয়ায় অঞ্চলটি অবস্থিত। বৃহৎ সেচ খালের বদৌলতে সম্ভাবনাসমৃদ্ধ, পর্যাপ্ত চাউল ও খেজুর উৎপাদন ও মেষ পালনের সুবিধা থাকায় অর্ধ-জলা ও অর্ধ-আবাদী জমীনবিশিষ্ট এলাকাটি অবিরাম যুদ্ধবাজ বানূ লাম ও আল বু মুহাম্মাদ গোত্র দুইটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার উদ্দেশেই এই তুর্কী সামরিক ঘাঁটিটি কেবল ১২৭৯/১৮৬২ সনে স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর স্থানীয় বাণিজ্য ও সাধারণ প্রশাসন কেন্দ্র ও নদীবাহিত নৌযানের জ্বালানি সরবাহের

জন্য শহরটি অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। ১৩০৮/১৮৯০ সন হইতে সুলতান ২য় 'আবদুল-হামীদের নিজস্ব ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যের সদর দফতররূপেও অতি দ্রুত উহার উন্নতি হইতে থাকে। শহরটির অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগুরু অংশ শী'আ, সংখ্যালঘু সুন্নী 'আরব মুসলিম ছাড়াও কালদীয় খৃস্টান, লূরস-এর বাসিন্দা, ইরানের অধিবাসী, সাবীয় (Sabaean) রৌপ্যকারগণ ও ১৩৭০/১৯৫০ সন পর্যন্ত কিছু সংখ্যক য়াহূদী সম্প্রদায় ছিল। জাতিসংঘ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে (mandate) বৃটিশ অধিকারভুক্ত (১৩৩৪/১৯১৫ হইতে ১৩৫১/১৯৩২ সন পর্যন্ত) থাকাকালে ও ইরাক সরকারের শাসনামলে শহরটি আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং উহাতে আধুনিক অট্টালিকাদি নির্মিত যানবাহন ও জনসেবামূলক সুবিধাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু গোষ্ঠীর শাসনের জটিল সমস্যাদি এবং এতদ্‌ঞ্চলের ভূসম্পত্তি প্রশাসন ও ভোগদখলের শর্তাবলী আজও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তুর্কী আমলের জন্য (১) V. Cuinet, Le Turquie d Asie, প্যারিস ১৮৯২ খৃ.; ৩খ., ২৭৯ প.; (২) S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, অক্সফোর্ড ১৯২৫ খৃ.; (৩) J.G.Lorimer, Persian Gulf Gazeteer, ৩খ., কলিকাতা ১৯০৮ খৃ.। চতুর্দশ/বিংশ শতাব্দীর জন্য S.H. Longrigg, Iraq 1900-1950, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ.।

S. H. Longrigg (E.I.[2]) মুহাম্মদ এলাহি বখশ

'আমাল (আমাল-ই মুহাম্মদ আলী) (عمل محمد على) ঃ আবি. ১৬০০ খৃ. সম্রাট আকবরের সভার মুসলিম চিত্রকর। চিত্রে মোগল ও পারস্য ধারার অপূর্ব সফল সমন্বয়কারী। 'উদ্যানে কবি' নামক চমৎকার চিত্রটি তৎকর্তৃক অংকিত বলিয়া অনুমিত হয়। পারসিক ধারা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও এই ছবিটিতে মোগল রীতিতে অংকিত বৃহদাকার ফলের সাম স্যপূর্ণ চিত্ররূপ স্থান পাইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ

'আমাল (عمل)।

১। **'আমাল ঃ** সম্পাদন, কর্ম, সাধারণত দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদগণ (متكلمون) কেবল বিশ্বাস ('ইলম, ঈমান দ্র.) অথবা 'ইলম ও নাজ'র (نظر علم) সম্পর্কে আলোচনাকালে ইহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। মুসলিম দার্শনিকগণ দর্শনের সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভাল কাজ সম্পাদন করা (তু. মাফাতীহ', সম্পা. van Vloten, পৃ. ১৩১ প.)। বহু মুসলিম চিন্তাবিদ 'ইলম ও 'আমালের সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার অথবা অন্ততপক্ষে বাঞ্ছনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন (তু. Goldziher, কিতাব মা'আনিন-নাফস, পৃ. ৫৪-৬০)। কিন্তু গ্রীক দর্শনের বুদ্ধিবাদ ও নীতিশাস্ত্রের নয়-দশমাংশ দার্শনিক ও সূফীবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, যাহারা এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, 'আমাল কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে এবং ইহা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বটে। দার্শনিক প্লেটো প্রজ্ঞাকে মৌলিক সদগুণাবলী (ন্যায়বিচার, বিচক্ষণতা, মিতাচার ও সহিষ্ণুতা)-র প্রথমেই স্থান দিয়াছেন; স্টোইক (Stoic) ও নব্য-প্লেটোনীয়গণ (Neo-Platonists-গ্রীক দার্শনিক জেনো ও প্লেটোর মতাবলম্বী) তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। এরিস্টোটলও তত্ত্বীয় (যুক্তিসম্পন্ন) গুণাবলীকে নৈতিক চরিত্রের অনেক উর্ধ্বে গণ্য করিতেন। ইহাই তথাকথিত 'এরিস্টোটলের থিয়োলজি বা ধর্মতত্ত্ব' মতবাদ যাহাতে বলা হইয়া থাকে, বুদ্ধিমান জগতকে উপলব্ধি ও ভোগ করার জন্য মানুষের আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা উন্নত করা হয়–কাজের মাধ্যমে নয়।

আত-তাওহীদী তাঁহার মুক'াবাসাত (কায়রো ১৯২৯ খৃ., পৃ. ২৬২ প.) নামক গ্রন্থে জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রধানত বুদ্ধিগত ধারণার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। উদাহরণস্বরূপ আল-ফারাবীর প্রণীত বলিয়া কথিত ফুস্'স' (philosophische Abhandlungen, 72 পৃ. (আরবী), ed. Dieterici] গ্রন্থের কথা ধরা যাইতে পারে (বাস্তবে এই গ্রন্থটি ইব্‌ন সীনা প্রণীত)। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) ও অধিবিদ্যামূলক (metap- hysical) মতবাদ স্থান পাইয়াছে। তিনি আত্মায় তিনটি কার্যকর কর্মশক্তিকে (যাহা কেবল সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে) এবং দুইটি তত্ত্বীয় কর্মশক্তিকে (যাহা অধিকতর পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে) স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর আত্মার কর্মতৎপরতা, মানুষের আত্মার অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার মতই বাস্তব বা ব্যবহারিক। কিন্তু মানুষের আত্মা কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়, বরং সুন্দর জিনিসকে বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে এবং জগতে স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তত্ত্বীয় কর্মশক্তি বা বিভাগ আরও একটু উচ্চ মানের। ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি (প্রাণীর আত্মা) হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বীয় যুক্তি বস্তুজগত ছাড়াইয়া অগ্রসর হয় এবং বুদ্ধিগত পরিমণ্ডলে পৌছে। ব্যবহারিক যুক্তি কেবল পরাধীন, তত্ত্বীয় (যুক্তি), কিন্তু স্বাধীন (তু. আল-ফারাবীর মুসতারসাত, আরবী, সম্পা. Dieterici, পৃ. ৪৭)।

উপসংহার ইহা উল্লেখ করা যায়, এরিস্টোটলকে অনুসরণ করিয়া দার্শনিকগণ বিজ্ঞানকে তত্ত্বীয় (নাজ'রিয়া- نظرية) ও ব্যবহারিক ('আমালিয়া عملية) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। শেষোক্ত ভাগই নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A.G. Wensinck, The Muslim Creed, ক্যামব্রিজ ১৯৩২ খৃ. নির্ঘণ্ট, দ্র. আমাল (Works); (২) Tj. de Boer, Ethics and Morality (Muslim) in Hasting Enc. of Religion and Ethics.

Tj. De Boer (E.I.[2])/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

২। **'আমাল** (عمل) ঃ ব. ব. أعمال। 'যাহা করা হয়' এবং কু'রআন ও হা'দীছে প্রয়োগ অনুসারে 'কাজ'। ইহা প্রতিপূরকভাবে নাজ'র (দ্র.) ও অনুধ্যানমূলক জ্ঞানের বিরোধী এবং সাধারণ কাজ (فعل ব. ব. أفعال) হইতে ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে হইবে। 'আমাল দ্বারা নৈতিক কাজের ব্যবহারিক প্রসঙ্গ বুঝায় এবং গৌণভাবে কার্য সম্পাদনের ব্যবহারিক ক্ষেত্র বুঝায়। ফালসাফা বা দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষায় আল-'ইলমুল-'আমালী ব্যবহারিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আল-খাওয়ারিযমী (মাফাতীহু'ল-'উলূম) কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা অনুসারে নীতিশাস্ত্র, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও রাজনীতি ইহার

অন্তর্ভুক্ত। সেই সুরে এরিস্টোটলের বৈশিষ্ট্যকে পুনরুৎপাদন করা হইয়াছে—ইহা এমন একটি মনোভাব যাহা বিদেশী বিজ্ঞানের প্রতি প্রযোজ্য। ফালসাফাতে, বিশেষ করিয়া 'ব্যবহারিক' ও 'তত্ত্বীয় বুদ্ধিমত্তা'র পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, ইহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 'আমাল সা'লিহ (নীতিগতভাবে সৎ কাজ)-এর ধারণা মা'রূফ-এর সহিত সমার্থক হিসাবে ইসলামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রিসালাতুল-লাদুন্নিয়্যাতে (সচরাচর আল-গা'যালী কর্তৃক রচিত গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়) অনুধ্যানমূলক জ্ঞান (এখানে 'ইলমী) ও ব্যবহারিক জ্ঞান ('আমালী)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। উহাতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে, ওয়াহ'য়ির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ('ইলম শার'ঈ) একটি অনুশাসন (Canon-ফিক'হ) এবং 'আমালী বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক কর্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান। কালামশাস্ত্রের আলোচনার বিষয় ঈমানের প্রকৃতি ও ইসলামের সঙ্গে উহার সম্পর্ক। অপর পক্ষে শারী'আতের নির্দেশে যে সকল কর্ম সাধারণত বাহ্যিকভাবে সম্পন্ন করা হয় তাহাই সাধারণভাবে 'আমাল বলিয়া অভিহিত। ইব্ন হা'যমও এই ধরনের মত প্রকাশ করিয়াছেন (অপরপক্ষে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রশ্ন আলোচনা করার সময় মানবিক কর্মসমূহকে বর্ণনা করার জন্য সাধারণভাবে আফ'আল ব্যবহার করা হয়)।

আল-গা'যালী, বিশেষ করিয়া তাঁহার য়াহ্'য়া গ্রন্থে বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে 'আমাল ও ইহার বহুবচন আ'মাল-কালামশাস্ত্রে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি নিম্নলিখিত সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন ঃ তাস'দীক' বা মানসিক সম্মতি, ক'াওল বা মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং 'আমাল বা কাজ আর এইগুলির সমষ্টিই ঈমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাফতিহু'ল-'উলূম, কায়রো ১৩৪২ হি., পৃ. ৭৯; (২) আর-রিসালাতুল-লাদুন্নিয়্যা, কায়রো ১৩৫০/১৯৩৪, পৃ. ৩১; (৩) য়াহ্'য়া 'উলুমিদ-দীন, কায়রো ১৩৫৩ হি., ১খ., ১০৩; (৪) ইব্ন হা'যম-এর ফিসাল ও The Treatises of Kalam-এর আল-আসমা- ওয়াল-আহ'কাম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

L. Gardet (E.I.[2])/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

৩। **'আমাল** ঃ বিচার সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা। আইনের উৎস হিসাবে আইন বিজ্ঞানের সমস্যা ইসলামে প্রতিটি প্রদেশে ও প্রতি সময় আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধ্যাপনার জন্য মরক্কো সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ-সবিধার ব্যবস্থা করিয়াছে (১৯১৭ খৃ. L. Milleot কর্তৃক সেইখানে নিয়ন্ত্রণ শক্তি রহিয়াছে—এমন একটি 'আমাল আবিষ্কারের পর হইতে)।

আন্দালুসিয়াতে, মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, 'কর্ডোভার পদ্ধতি' অনুসরণ করার জন্য সেইখানে বিচারকদের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। 'লৌকিকতা' (ওয়াছাইক'), 'জবাব' (ফাতাওয়া) ও এমনকি 'বিধি' (কা'ওয়ানীন)-এর সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে আইন বিজ্ঞান বা জুরিসপ্রুডেন্স অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ইব্ন 'আসি'ম (মৃ. ৮২৯/১৪২৬)-এর তুহ'ফা নামক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এই বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মরক্কোতে (যেখানে স্থানীয় অবস্থা দ্বারা বিবর্তনের রূপরেখা নিরূপিত হইত) ইহার বিরাট সাফল্য পূর্ব হইতে অবধারিত ছিল।

ফেয শহরে কাযীদের (কা'দী) বৈধ কর্তৃত্ব পৌরসভার কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল এবং বিশেষ প্রথাকে বিবেচনার মধ্যে আনা হইত। এই জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি একবার লিপিবদ্ধ হইলে নির্দিষ্টভাবে 'আমালে পরিণত হইত যাহা ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি স্বীকৃত স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'আলী আয-যাককাক (মৃ. শাওওয়াল ৯১২/ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৫০৭)-এর লামিয়্যাতে পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকাতে এই সমস্যার (টেকনিক্যাল) কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠা জ্ঞাপনে ও নগরভিত্তিক অর্থনীতিতে ফিক্'হ, সর্বোপরি একটি 'বিদ্যা'। একই সময়ে অস্বাভাবিক অভ্যাসের দরুন অথবা যাঁহাকে আমরা প্রথাগত আইন বলিতে পারি উহার দরুন যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছিল উহার প্রতিফলন ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

আহ'মাদ ইব্নুল-কা'দী (৯৬০ সাফার, ১০২৫/১৫৫২- ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৬১১) মালিকী 'আমালের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল-'আরাবী আল-ফাসী (৬ শাওয়াল, ৪৮৮-১৪ রাবী 'উছ-ছানী, ১০৫২/১৪ নভেম্বর, ১৫৮৮-১২ জুলাই, ১৬৪২) 'লাফীফ' বা 'অপরীক্ষিত' সাক্ষীর প্রমাণকে অনুমোদন দেন, এই সাক্ষ্য কোন ধার্মিক ('আদল) অথবা পেশাদার ব্যক্তি হইতে উদ্ভূত হয় নাই, বরং 'সাধারণ লোক' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেইজন্য সমগ্র জনতার (জামা'আ) সহজাত সাধুতার উপর এই সাক্ষ্যকে নির্ভর করিতে হয়। নূতন প্রথার এই প্রবর্তন, যাহা গ্রামাঞ্চলের অবস্থার সহিত বিচ্ছিন্ন নয়, মতবিরোধের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে সাফকা, যাহা যুগ্ম মালিকের বিক্রয়কে বহাল রাখিয়া গ্রাম্য পরিবারের ঐক্য নিশ্চিত প্রমাণ করিয়াছে, উহা মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ মায়্যারা (১৫ রামাদা'ন, ৯৯৯-৩ জুমাদাল-উখরা, ১০৭২/৭ জুলাই, ১৫৯১-২৪ জানুয়ারি ১৬৬২)-এর রচনার বিষয় ছিল।

১১শ/১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'আবদুর-রাহ'মান আল-ফাসী (১৭ জুমাদাল-উখরা, ১০৪০-১৬ জুমাদাল-উলা ১০৯৫/২১ জানুয়ারি ১৬৩১-২০ এপ্রিল, ১৬৯৫) আল-'আমালু'ল-ফাসী নামক স্মৃতিচারণ কাব্যে কয়েক শত বিধি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি, যাহার কমপক্ষে তিনটি ভাষ্য রহিয়াছে, সমগ্র সাহিত্যিকে এই নাম প্রদান করিয়াছে। 'সাধারণ অভ্যাস' ('আমাল-মুত'লাক'), বিশেষ করিয়া দক্ষিণাঞ্চলীয় অভ্যাস যাহা স্থানীয় অনিয়মিত প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া হইলেও ইহার বিরাট তথ্যগত মূল্য রহিয়াছে। ইহা নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশের ব্যাপারে কাদী 'ঈসা আস-সুকতানী (মৃ. ১০৬২/১৬৫২) ও আরও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সূস প্রদেশের সাবেক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা, দিলা', বিশেষ করিয়া তামগুরুত-এর মত যাবি'য়াগুলির চতুষ্পার্শ্বে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল—তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

মতামত (আজবি'বা), 'বিচার' (আহ'কাম) অথবা 'পূর্ব দৃষ্টান্ত' (নাওয়াযিল) প্রভৃতি শিরোনামে প্রত্যেক শিক্ষাবিদ তাঁহার পূর্ববর্তিগণের অবদান পুনঃপ্রকাশ ও কোন কোন সময় সংশোধন করিয়াছেন। উৎসের সমালোচনার অভাব ও নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন দ্বারা সুবিধাজনক সমাধানে

বাধা দানের প্রবণতা, ধ্যান-ধারণার ক্রমবিকাশ ও সামগ্রিকভাবে আইন সম্পর্কীয় সাহিত্যের এই দীর্ঘ অংশের সন্ধান করাকে কষ্টকর করিয়া ফেলে। যাহা হউক, এই সাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্য ও ধারাবাহিকতায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য ইহাকে স্পষ্ট আইন তৈরী করার সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করিতে আগ্রহী। এল. মিল্লিয়ট (L. Milliot) কর্তৃক এই গবেষণামূলক বিষয়টি সুনিপুণ রীতিতে পেশ করা হইয়াছে। মরক্কোবাসীর ভাষ্য 'আমালকে খাট করত সম্পূর্ণরূপে একটি যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত করে। স্থানীয় প্রথার জন্য প্রয়োজন হইলে কাযী (কা'দী) প্রচলিত প্রধান মতবাদ উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র বা ব্যতিক্রমী মত গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার ক্ষমতা অসংখ্য শর্ত ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সীমাবদ্ধ, কেবল সাময়িক ও ব্যতিক্রমী ব্যাপারে সমাধান দানের উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে 'আমাল কার্যত একটি বাস্তবধর্মী আইন। কিন্তু ইহা মতবাদ সংক্রান্ত সমালোচনার উপর নির্ভর করে এবং যে কোন মুহূর্তে প্রত্যাহৃত হইতে পারে। তথাপি ইহা ঐতিহাসিকগণের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহা তাহাদেরকে সাধারণত কাহিনীকারগণ যাহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন সেই সব তথ্যগত সংবাদ ও মরক্কোদেশীয় আইনে উন্নয়ন সম্পর্কে বহুমুখী দলীল পরিবেশন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Dogmatic theory of jurisprudence ঃ (১) কারাফী, আল-ইহ'কাম ফী তাময়ীযিল-ফাতাওয়া 'আনিল-আহ'কাম, ২২তম প্রশ্ন ; (২) ইব্ন ফারহূ'ন, তাবসি'রা, মিসর সং. ১৩০২ হি., ১খ., ৪৫-৮। পূর্বকালীন ব্যবহার পদ্ধতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোভাবের সহিত তুলনার জন্য; (৩) J. Schacht, The origins of Muhammadan Jurisprudence, অক্সফোর্ড ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৯০ প.; (৪) ঐ লেখক, Esquise dune histoire du droit musulman, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., ৭০ প.। মুসলিম স্পেনে বিচার সংক্রান্ত সাহিত্য ঃ (৫) Gonzalex Palencia, Historia de la literature arabigoespanola, মাদ্রিদ ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ২৮০। কর্ডোভার 'আমালের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিরোধের জন্য ঃ (৬) মাককারী, নাফহু'ত-তীব দারুল-মা'মূন সং., তা. বি. ৫খ., ৩৩-৪০ মরক্কো 'আমালের ইতিহাসের জন্য ঃ (৭) হাজ্জাবী, আল-ফিকরুস-সামী, ফেয তা. বি., ৪খ., ২২৬ পৃ.; অনু. J. Berque, Essai sur la methode juridique maghrebine, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১২০। আইন ব্যবসাকে নিয়মানুগ করার সুলতান মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহর শেষ চেষ্টার জন্য ঃ (৮) 'আব্বাস ইব্ন ইবরাহীম, ই'লাম, ১৩৫৮ হি., ৫খ., ১২৩ প.। 'আমালের উপর প্রধান গ্রন্থাবলী ঃ (৯) যাককাক; লামিয়্যা, 'উমার আল-ফাসীর ব্যাখ্যাসহ, লিথোগ্রাফ, ফেয ১৩০৬ হি., মিরাদ ইব্ন 'আলী কর্তৃক মূল গ্রন্থসহ অনুবাদ ও L. Milliot লিখিত মুখবন্ধ, কাসাব্লাঙ্কা ১৯২৭ খৃ.; (১০) 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন 'আবদিল-কা'দির আল-ফাসী, আল 'আমালুল-ফাসী, সিজিলমাসীর ব্যাখ্যাসহ, লিথোগ্রাফ, ফেয, ২য় সং. তা. বি. এবং আরও দুইটি সংস্করণ ১২৯৮ হি. ও ১৩১৭ হি.; (১১) সিজিলমাসী রিবাতী, 'আম্লুল-মুত'লাক'; লিথোগ্রাফ, ফেয ১১৯৬ হি. (?) মুদ্রিত সং. তিউনিস ১২৯০ হি.; বিচার সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা সাধারণভাবে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তসার উত্তরাঞ্চলে; (১২) আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-ওয়ানশারীসী (মৃ. ৯২৪/১৫০৮-৯)-র গ্রন্থাবলী, মিয়ার নামক আইন বিশ্বকোষের সংকলক; (১৩) আল-কাদী আল-মিকনাসি নামে অভিহিত মুহ'াম্মাদ (৮৩৫-৯১৭/ ১৪৩২-১৫২২); 'আলী ইব্ন হ'ারূন (মৃ. ৯১৫/১৫৪৫); ইয়াহ্ইয়া আস-সাররাজ (মৃ. ১০০৭/১৫৯৮), 'আবদুল-কা'াদির আল-ফাসী (১০০৭-১০৯১/ ১৫৯৮-১৬৮০); মুহ'াম্মাদ বুরদাল্লা (১০৪২-১১৩৩/ ১৬৩২-১৭২০); মুহাম্মাদ আল-মাজ্জাসী (মৃ. ১১৩৯/১৭২৬-৭); 'আলী ইব্ন 'ঈসা আল-আলামী (১২শ, ১৮শ শতাব্দী); আল-মাহদী আল-ওয়াযযানী (১২৬৬-১৩৪২/১৮৪৯-১৯২৩-৪)। নূতন মি'য়ার-এর রচয়িতা, দক্ষিণাঞ্চলে ঃ (১৪) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের রচনাবলী ঃ 'ঈসা আস-সুকতানা, মুহ'াম্মাদ ইব্ন নাসি'রুদ-দারঈ (মৃ. ১০৮৫/১৬৭৪-৫), আহ'মাদ আল-'আব্বাসী (মৃ. ১১৫২/১৭৩৯-৪০), আহ'মাদ আল-রাসমূকী (মৃ. ১১৩৩/১৭২০-২১); (১৫) L. Milliot সর্বপ্রথম 'আমাল স্পষ্ট আইন বলিয়া উল্লেখ করেন, Demembrements du habous, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৩-৩০, সিজিলমাসীর ব্যাখ্যাসহ 'আমালের একটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ, পৃ. ১০৯-১৭; (১৬) ঐ লেখক, Recueil de jurisprudence cherifienne, প্যারিস ১৯২০-২৩ খৃ., ৩ খণ্ডে, ভূমিকার ৪র্থ পরিচ্ছেদ বর্ণিত; (১৭) ঐ লেখক, La conception de l'Etat dt de lordre legal dans I'Islam, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৬৪৪-৪৭; (১৮) Recueil de jurisprudence cherifienne (প্যারিস ১৯৫২, v-xix) নামক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের মুখবন্ধে L. Milliot-এর মতবাদের সর্বাধুনিক সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'আমালের মরক্কোদেশীয় মতবাদের জন্য ঃ (১৯) আহ'মাদ ইব্ন 'আবদুল-'আযীয আল-হিলালী (মৃ. ১১৭৫/১৭৬১), নূরুল-বাস'ার, লিথোগ্রাফ, ফেয ১৩০৯ হি. fasc, i-fasc, ২খ., ৬; (২০) আল-মাহদী আল-ওয়াযযানী, লামিয়্যার হাশিয়া, কায়রো ১৩৪৯ হি., পৃ. ৩৩০-৩৮; (২১) ঐ লেখক, শারহু'ল-'আমালি'ল-ফাসী, লিথোগ্রাফ, ফেয, তা.বি. ২খ., ২২-২৭; (২২) মুহ'াম্মাদ আল-কা'দিরী, রাফউল-'ইতাব ওয়াল-মালাম 'আম্মান কা'লা আল-'আমাল বিদ-দা'ঈফি ইখতিয়ারান হ'ারাম, প্রকাশনার স্থান অনুল্লিখিত, ১৩০৮ হি., পৃ. ৭-১০, ১৭-২০; (২৩) মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাবী, আল-ফিকরুস-সামী, ফেয, তা. বি., ৪খ., ২২৯ প., অনু. J. Berque, Essai, পৃ. ১২৬-২৯; (২৪) 'আরও তু. ঐ, পৃ. ৬৩ প.।

J. Berque (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক

৪। **'আমাল** ঃ অর্থ শ্রম, আইন এবং অর্থনীতির অর্থে মূলধনের বিপরীতার্থ সেইজন্য অনেক চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ইহা আলোচিত হয়, যেমন ইজারা (ভাড়া), মুদ'ারাবা (অথবা কিরাদ, নিষ্ক্রিয় অংশীদারী), মুসাকাত ও মুযারা'আ (কৃষি কাজে অংশীদারী); (দ্র. এই সকল প্রবন্ধ), ইহা কোন কাজ বা কর্তব্য সম্পাদন করাও বুঝায় (নিয়াত, অভিপ্রায়ের বিপরীত)। সুতরাং সুয়ূতী (দ্র.)-র 'আমালুল-য়াওম ওয়াল-লায়লা (প্রতিদিন ও রাত্রিতে যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতে হইবে Brockelmann ২খ., ১৯০ নং

১১৩) এবং শী'আ দলভুক্ত মুহাম্মাদ আল-ইসফাহানীর অনুরূপ রচনা 'আমালুল-য়াওম ওয়াল-লায়লা ওয়াল-উসবূ' ওয়াশ-শুহূর ওয়াস-সানা (প্রতিদিন রাত্রি, সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের করণীয় কাজ), Brockelmann, S. I পৃ. ৭৯৫ নং, ১৬) এবং আল-'আমাল বিন-নিয়্যাত (নিয়াত অনুযায়ী কার্য) নামক হাদীছ (তু. Goldziher, Vorlesungen, ৪৫, vorlesunger2, ৪১)।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আমাল্‌রিক বা আমূরী (Amalric or Amury) ঃ জেরুসালেমের ল্যাটিন রাজাদের কয়েকজনের নাম। ১ম আমালরিক, আনু. ১১৩৭-৭৪ খৃ., রাজত্বকাল ১১৬২-৭৪ খৃ.। সিরিয়ার মুসলিম সমর নায়ক নূরুদ্দীনের নিকট তাঁহাকে মিসরের সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করিতে হয়। ২য় আমালরিক (মৃ. ১২০৫ খৃ.) ১ম আমালরিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইসাবেলাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসন লাভ করেন (১১৯৭ খৃ.)। তিনি ইতিপূর্বেই (১১৯৪ খৃ.) তাঁহার ভ্রাতা সাইপ্রাস রাজগাই অব লুযীনিআঁ-এর মৃত্যুর পর সাইপ্রাসের রাজা হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২০০

আমালী (দ্র. দারস)

'আমালীক বা 'আমালিক'া (عمالقة / عماليق) ঃ বাইবেলে উল্লিখিত Amaleikites, আমালীক বংশীয়গণ। কু'রআন শারীফে ইহাদের কোন উল্লেখ না থাকিলেও এই প্রাচীন সম্প্রদায় মুসলিম সাহিত্যের ঐতিহ্যে বাইবেলের Genesis দশম অধ্যায়ে প্রদত্ত বংশতালিকা অনুসরণে (লুদ-লাউয অথবা আরপাখশাদ-এর মাধ্যমে) সাম (Shem) অথবা হাম (Ham)-এর বংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা ফিলিস্তীনীদের (جالوت বা গোলিয়াথ) ও মিদিয়ানবাসীদের স্থান দখল করে (بلعمBalaam ইসরাঈলীদেরকে লাম্পট্যে প্ররোচিত করে) কথিত আছে, ফির'আওন তাহাদের বংশধর। অপরদিকে পৌরাণিক প্রাক-ইসলাম 'আরবের ইতিহাসে ও ইয়ামানীদের দেশত্যাগের কাহিনীতে তাহাদেরকে তাসম (طسم), জাদীস, (جديس) ও ছামূদ (ثمود) জাতির সহিত আরবী ভাষাভাষী প্রথম সম্প্রদায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হূদ (আ)-এর সময় তাহারা হিজাযে বসবাস করিত; কিন্তু ইহাও বর্ণিত হয় যে, বাবেল শহরে একই নবী তাহাদের নিকট ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী, যাহাকে বর্জন করা হইয়াছিল, একজন আমালীক বংশীয়া ছিলেন। নৈতিক অবনতি তাহাদেরকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। রাজা 'আমলুক-এর কুকার্যসমূহ Jus primae noctis (প্রথম রাত্রির বা কৌমার্য হরণের অধিকার) সংক্রান্ত লোক কাহিনীর সহিত সংযুক্ত। নবী যশুয়া (يوشع) ('আ) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইয়াছরিবে (মদীনায়) য়াহূদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা আমালীকদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহারই (يوشع) আদেশে পরিচালিত যুদ্ধের অদৃষ্টপূর্ব ফল বলিয়া কথিত, যদিও এই যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। হযরত দাঊদ (আ)-ও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইয়ামামাতে 'আমালীকদের বসতিরও উল্লেখ করিয়াছেন, এমনকি ওদিনাথুস (Odenathus) ও যেনোবিয়া (Zenobia)-র পামিরীন (Palmyrene-تدمرى) সাম্রাজ্যের বিভ্রান্তিকর স্মৃতিও 'আমালীকদের সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। Noldeke পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, বাইবেলের অস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত এই সমস্ত বিবরণের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, সীরা (Wustenfeld), ৫; (২) আত-তীজান, হায়দরাবাদ ১৩৪৭/১৯২৮, ২৯ প. ও ৪৫ প.; (৩) ত'াবারী, ১খ., ২১৩, ৭৭১, ১১৩১; (৪) আগ'ানী, ৩খ., ১২-৩; (৫) ১৩খ., ১০৯; (৬) ১৯খ., ৯৪; (৭) মাস'ঊদী, মুরূজ, ২খ., ২৯৩; (৮) ৩খ., ৯১-১০৪, ২৭০, ২৭৩ প.; (৯) কিসাঈ (I. Eisenberg), 102,144 প. ২৪১; (১০) ছা'লাবী, আরাইসুল-মাজালিস, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, ৬২, ৮২, A useful resume of most of legends in causson de Perceval, Essaisur I'histoire des Arabes, প্যারিস ১৮৪৭ খৃ., নির্ঘণ্ট, (দ্র.) 'আমালিকা; (১১) Th. Noldeke, Uber die Amalekiter, Orient und Occident, ২খ., ৬১৪ প., (পৃথকভাবে মুদ্রিত Gottingen 1864 খৃ.); (১২) D. Sidersky, Les Origines des Legendes Musulmanes dans le coran et dans la vie des Prophetes, 1933 খৃ., ৫১-৩; (১৩) G. Wiet L' Egypte de Murtadi, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., ২২-২৬।

G. Vijda (E.I.[2])/মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আল-আ'মাশ আবূ মুহ'ম্মাদ (الاعمش ابو محمد) ঃ সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান হাদীছবেত্তা ও ক'ারী। ৬০/৬৭৯-৮০ সনে, অন্য মতে ১০ মুহ'াররাম, ৬১/১০ অক্টোবর, ৬৮১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিল ইরানী। তিনি কূফা নগরীতে বসবাস করিতেন এবং সম্ভবত রাবী'উল-আওওয়াল ১৪৮/মে ৭৬৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ইমাম যুহরী ও আনাস ইব্‌ন মালিক (র)-এর নিকট হইতে হাদীছ সংগ্রহ করেন। কি'রাআত-এ তাঁহার শিক্ষক ছিলেন মুজাহিদ, আন-নাখ'ঈ, য়াহ্'য়া ইব্‌ন ওয়াছছাব ও 'আসি'ম। আর হ'ামযা ছিলেন তাঁহার শিষ্য। তিনি কি'রাআত-এ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ও উবায়্যি (রা)-এর পঠন পদ্ধতির অনুসারী ও 'চতুর্দশ ক'ারীর তালিকাভুক্ত ছিলেন।

তিনি 'আলী (রা)-এর পরম ভক্ত ছিলেন। কবি আস-সায়্যিদুল-হি'ময়ারী (দ্র.) উক্ত খলীফার সম্মানে যে প্রশস্তিগাথা রচনা করেন, ইহার তথ্যগত উপাদানাদি তিনিই সরবরাহ করেন বলিয়া ধারণা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কু'তাবা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/ ১৯৩৪, পৃ. ২১৪, ২৩০, ২৩৯; (২) ইব্‌নুল-জাযারী, কু'ররা, নির্ঘণ্ট; (৩) আন-নাওয়াবী, তাহ্'যীব, পৃ. ৭৬৫; (৪) ইব্‌ন আবী দাঊদ, মাস'াহি'ফ, পৃ. ৯১; (৫) A. Jeffery, Materials, লাইডেন ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ৩১৪.; (৬) R. Blachere, Introduction au Coran, পৃ. ১২৩, ১২৭।

C. Brockelmann [Ch. Pellat]
(E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আমাসিয়া (اماسيه) ঃ উত্তর আনাতোলিয়ার একটি শহর, য়েশেল ঈরমাক' নদীর (য়েশেল ঈরমাগ-সবুজ নদী, অনুরূপভাবে তুযানলী বা রূদ-ই তুকাতও বলা হইয়া থাকে) তীরে অবস্থিত। শহরটি উক্ত নদী ও তেরস আকান-নদীর সঙ্গমস্থলের উপরিভাগে অবস্থিত। ১৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রেললাইন উহাকে সামসুন বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শহরটির উচ্চতা চারি শত মিটার। ইহা একটি প্রদেশের রাজধানী এবং একটি সংকীর্ণ এলাকা জুড়িয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। য়েশেল ঈরমাক-বাহিত চুনা পাথর দ্বারা গঠিত উচ্চ সমতল প্রস্তরময় ভূমির মধ্যভাগে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই উপত্যকাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত। নদীর তীর ঘেঁসিয়া ইহার সারি সারি শস্যক্ষেত্র। পানি-চাকা দ্বারা পানি উঠাইয়া এই সকল শস্যক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করা হয়। আমাসিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের বিশেষভাবে বিমুগ্ধ করে। একদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ, যেইখানে অসংখ্য গৃহ নির্মিত হইয়াছে; অপরদিকে উহার দুই পার্শ্বে নগ্ন পাহাড় প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। এই দুই পার্শ্বের মধ্যে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ নদীর ডান তীরে যে প্রস্তরময় ভূমি রহিয়াছে, যাহার নিম্নাঞ্চল প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত কম দীর্ঘ, উহাকে 'কুহ-ই ফারহাদ' বলা হয় এবং পূর্বদিকে বিস্তৃত প্রস্তরময় ভূমিকে 'কুহ-ই লুকমান' বলা হয়। উত্তর দিকে (নদীর বাম তীরে) পাহাড় প্রায় খাড়া এবং সেইখানে গুহার প্রাচুর্যহেতু বোলতার চাকার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। এখানে বাদশাহদের কবর রহিয়াছে এবং পাহাড়ের চূড়ায় আমাসিয়ার প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত। সেখানকার সুন্দর দৃশ্য ও ইমারত দর্শনে শীরী-ফারহাদের কাহিনী মনে পড়ে। সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী ফারহাদকেই আমাসিয়ার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করা হয়। লোকেরা বলিয়া থাকে, তুযানলী নদীর গতিপথ সেইদিকে সৃষ্টির পূর্বে ফারহাদ পাহাড় কাটিয়া ঝরনা প্রবাহ তৈরি করিয়াছিলেন। আজকাল এই স্থানটিকে ইসফেনদিয়ার সারায় বলা হয়।

আওলিয়া চেলেবী সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমাসিয়া একটি বড় শহর। এই শহরে ৪৮টি মুসলিম মহল্লা ও পাঁচটি খৃষ্টান মহল্লা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া পাঁচ হাজার গৃহ, ১০৬০টি দোকান, অনেক মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, লঙ্গরখানা, সরাইখানা ও হাম্মামখানা রহিয়াছে। সেই সময় আসাসিয়াকে আনাতোলিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য জ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হইত। কেননা এইখানে প্রতি যুগে কয়েকজন 'আলিম ও সূফীর আবাস ছিল। কাতিব চেলেবী জিহাননুমা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আমাসিয়া রূমের বাগদাদরূপে আখ্যায়িত হইত। অন্যান্য গ্রন্থে আমাসিয়াকে 'বিজ্ঞ ব্যক্তিদের শহর' (মাদীনাতুল-হুকামা) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (Banse-এর বর্ণনানুসারে আমাসিয়াকে 'দুররাতুল-আমসার' বলা হইত)। উনবিংশ শতাব্দীতে শহরটি সামসুন-সীওয়াস-খারপুত-এর বৃহৎ রাজপথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে নানা ফলমূল ও প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হইত। শহরের ভিতরে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে রেশম পোকার চাষ হইত। আমাসিয়ায় বিভিন্ন প্রকার কাপড়ও তৈরী করা হইত। সেই সময়ে উক্ত শহরের পঁচিশ/ত্রিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে (Banse-এর মতে সাঁইত্রিশ হাজার) অধিকাংশ ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত এবং কিছু সংখ্যক ছিল আরমেনীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আনাতোলিয়ার অপরাপর অধিকাংশ শহরের ন্যায় আমাসিয়াকেও অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯১৫ সালে একটি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে শহরের একটি অংশ ভস্মীভূত হয়।

আমাসিয়ার প্রাচীন অবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ট্রাবো (Strabo) কর্তৃক বর্ণিত খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শহরটির অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে আমাসিয়ার মযবুত দুর্গটি পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত ছিল। ইহার নীচ দিয়া Iris (প্রাচীন য়েশেল ঈরমাক) নদী প্রবাহিত হইত। এই দুর্গ হইতে দুইটি দেওয়াল বাহির হইয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং Iris নদীর বাম তীর দিয়া শহরটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

স্ট্রাবো শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরও বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে এই সকল অঞ্চল নদীর ডান তীরে অবস্থিত হওয়া অপরিহার্য। একটি সেতু দ্বারা শহরটি সরাসরি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। অপর একটি সেতু কৃষি ভূমির এপার-ওপার বিস্তৃত ছিল। খুব সম্ভব শহরের এই ভৌগোলিক অবস্থা মধ্যযুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কেননা ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারাও ইহাই প্রতীয়মান হয়। কিছুকাল পর ধারণা জন্মে, বহিস্থ অঞ্চলকে এখন আর দেওয়ালের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, নদীর ডান তীরকে অধিকতর অনুকূল বলিয়া ধরা হয় এবং তথায় জনবসতি দ্রুত বাড়িতে থাকে। জনবসতি দেওয়ালের বাহিরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িলে য়েশেল ঈরমাকের উভয় সংযোগকারী সেতুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

আওলিয়া চেলেবী সপ্তদশ শতাব্দীতে আমাসিয়ার যে অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন, উহা আশ্চর্যজনকভাবে Strabo-এর বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। তিনিও পর্বত চূড়ায় অবস্থিত দুর্গটির বর্ণনা দিয়াছিলেন এবং তুযানলী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত দেওয়ালেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ গর্তে তিনটি দরজা ছিল। এই সকল সাক্ষ্য দ্বারা জানা যায়, এই সমগ্র শতাব্দীতেও আমাসিয়ার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। A. Gabriel লিখিয়াছেন, সম্ভবত তুর্কী আমলে এই শহরটি, বিশেষত উত্তর সামসুন-এর রাজপথ বরাবর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অভিমত, উছমানী শাসকগণ এই সকল অঞ্চলের মহল্লাগুলির গোড়াপত্তন করেন।

বর্তমানে শহরের উত্তরাংশ (য়েশেল ঈরমাকের বাম তীরে) সেই পাহাড়ের বিপরীত দিকের একটি সংকীর্ণ স্থানে অবস্থিত। তথায় শাহী কবর ও দুর্গের স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। গর্ভনরের আবাস, মিউনিসিপ্যালিটির অফিস ও ঘণ্টা-ঘরও তথায় রহিয়াছে। কিন্তু আমাসিয়ার যে অংশ ডান (দক্ষিণ) তীরে অবস্থিত, উহা অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত। কুহ-ই ফারহাদের নিম্নভাগে বৃত্তাকৃতির সিঁড়ি রহিয়াছে। সালজূক ও 'উছমানী আমলের স্থাপত্য কীর্তি ছাড়াও উক্ত এলাকায় বাজার ও অনেক জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত অঞ্চলের মধ্যাংশে যে সকল প্রাসাদ ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সেইগুলির মেরামত করা হয় নাই। পাহাড়ের উপরের দিকে পতিত ভূমি রহিয়াছে। শহরের উভয় অংশের মধ্য

দিয়া য়েশেল ঈরমাক নদী প্রবাহিত। পাঁচটি সেতু উভয় অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই সেতুগুলির অধিকাংশই এখন পর্যন্ত আওলিয়া' চেলেবীর বর্ণিত নামেই পরিচিত। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই সেতুগুলির নাম ঃ (১) মায়দান, (২) মাদাহ নুস; (৩) আলচাক (গভীর); (৪) হুকূমাত (প্রাচীন কালে ইহাকে Helkis বা Selkis বলা হইত) ও (৫) কূশ (শিকারী পাখী, 'বাজ' ইত্যাদি) অথবা কুনজ (?)। ইহাদের মধ্যে আলচাক' সেতুটি যাহা পাথরের থামের উপর কাঠ দ্বারা নির্মিত, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। স্ট্রাবো (Strabo)-ও এই সেতুটির উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য সেতুগুলি মূলত সালজূক ও 'উছমানী শাসনামলের সহিত সম্পর্কিত।

আমাসিয়া কৃষ্ণ সাগরের উপকূল অঞ্চল ও মধ্য আনাতোলিয়ার পূর্বাংশের সংযোগকারী রাজপথের পাশে অবস্থিত। ১৯৩০ খৃ. সামসূন-সীওয়াস রেল লাইনটি সমাপ্ত হইলে এই শহরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। এই রেল লাইনটি আমাসিয়ার য়েশেল 'ঈরমাক' নদীর তীর বরাবর চলিয়া গিয়াছে এবং ইহা যে পাহাড়ে দুর্গ অবস্থিত তাঁহার পার্শ্বস্থিত দুইটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়া প্রবাহিত।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে জানা যায় যে, সেই সময় আমাসিয়া শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৩,৭৩২ জন। ইহাদের মধ্যে অমুসলিমের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ শত। তাহারা তুর্কী ভাষাভাষী ছিল না। ১১৭টি গ্রামসহ আমাসিয়া জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৬৬,৬০০ জন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে আমাসিয়া প্রদেশের লোকসংখ্যা (যাহার আয়তন ছিল ৫৫৫০ বর্গ কিলোমিটার) ছিল ১,২৮,১১৩ জন।

Besim Darkot (দা.মা.ই. E.I.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমাসিয়ার ইতিহাস ঃ আমাসিয়া শহরের এই বিশেষ নামটি প্রাচীন কাল হইতেই অবিকৃত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। নামটিতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। এই পাহাড়টির বিশেষ সামরিক গুরুত্ব ছিল বলিয়া এখানে দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। এইজন্য ইহা বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন অধিবাসিগণ এই পাহাড়েই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহা নিশ্চিত অতি প্রাচীন কালেই এই শহরটির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শহরটি Pontus-এর রাজন্যবর্গের শাসন কেন্দ্র ছিল। পরে একটি রোমক প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়। সেই সময় ইহা ধর্মীয় কেন্দ্ররূপেও গণ্য ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহা Armeniakon (বায়য্যান্টীয় সাম্রাজ্যের একটি সামরিক প্রদেশ অর্থাৎ Thema)-এর সামরিক দুর্গরূপে গণ্য হইতে থাকে (দ্র. Studia Pontica, ৩খ., ১১২ পৃ.)। এই সময় সম্রাট জাস্টিনিয়ান আমাসিয়ার স্মরণীয় ইমারতগুলি মেরামত করেন (Procopius, De aedif, 3খ., ৭)। ৭১২ খৃস্টাব্দে আমাসিয়া স্বল্পকালের জন্য 'আরবদের অধীন হইয়া পড়ে (Brooks, The Arabs in Asia Minor, JHS, 18 খ., 193)। কিন্তু সালজূকদের আক্রমণের পরে ইহা চিরদিনের জন্য বায়যান্টাইনদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

Pontus এলাকায় তুর্কী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তাহা সত্ত্বেও দানিশমান্দ নামার এই বর্ণনাটি (যাহা আলী, জেনাবী ও হাযার ফান হুসায়ন আফেন্দীও উদ্ধৃত করিয়াছেন) সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, বাদশাহ দানিশমান্দ গাযী আমাসিয়া অবরোধ করিয়া জয় করিয়াছেন। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইহা দানিশমান্দীয়দের শাসনাধীন ছিল। ১০০১ খৃস্টাব্দে Raymond de Toulouse আষ্কাররা ও কানগারী অধিকারের পর আমাসিয়ার দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু তুর্কীগণ ইহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় (তু. Histoiriens des Croisades, in Hist Grecs, ১/২, ৭১ প.)। কিলীজ দ্বিতীয় আরসালান কর্তৃক দানিশমান্দী এলাকাগুলিকে কূনিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত আমাসিয়া দানিশমান্দী শাসনাধীন ছিল।

কিলীজ দ্বিতীয় আরসালানের শাসনাধীন অঞ্চলগুলি তদীয় এগার পুত্রের মধ্যে বণ্টিত হইলে (৫৮৮/১১৯২) আমাসিয়া নিজামুদ্দীন আরগুন শাহের অংশে পড়ে (ইব্ন বীবী, Houtsma, Recuieil des textes Seldjoukides, ৪খ., ৫)। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা তুকার্ত বেক রুকনুদ্দীন সুলায়মান সমস্ত অঞ্চল নিজের শাসনাধীন আনিতে শুরু করিলে নিজামুদ্দীন আরগুন শাহের নিকট হইতে আমাসিয়াও ছিনাইয়া নেন। আল-মুসতাওফীর বর্ণনা অনুযায়ী শহরটি 'আলাউদ্দীন কর্তৃক পুনর্নিমিত হইয়াছিল (নুযহাতুল-কুলূব, পৃ. ১৫)। সম্ভবত কোন ভূমিকম্পের পর পুনর্নির্মাণ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বর্ণনার সত্যতা প্রমাণে কোন লিখিত শিলালিপির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না (Le strange, The Lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ১৪৬)। কাতিব চেলেবী কেবল এতটুকু লিখিয়াছেন, 'আলাউদ্দীন দুর্গটি মেরামত করিয়াছিলেন (জিহান নুমা, পৃ. ৬২৫)। উক্ত সুলতানের শাসনামলেই শহরটিকে খাওয়ারিযমী আশ্রয়প্রার্থীদের একজন নেতা বেরকেতকে সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করা হয় (ইব্ন বীবী, ৪খ., ১৯১ প.)।

আনাতোলিয়ায় মোঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও আমাসিয়া বরাবরই আনাতোলিয়ার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য হইতে থাকে। সালজূকদের পতন ঘটিলে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আনাতোলিয়ায় বিভিন্ন মোঙ্গল গভর্নরের শাসন অব্যাহত থাকে। এক সময় আমাসিয়া তাজুদ্দীন আলতীন বাশ (শেষ সালজূক সুলতান গি'য়াছুদ্দীন দ্বিতীয় মাস'ঊদের পুত্র)-এর শাসনাধীনে আসে। ৭৪২/১৩৪১ সালে ইহার উপর হাবীল-উগলুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু অল্পকাল পরেই সীওয়াসের শাসক এরেতনাহ (Eretna) ইহা অধিকার করেন। ইহার কিছুকাল পর আমীর হাজ্জী শাদগেলদী (আযীয ইব্ন আরদাশীর আসতারাবাদী, বাযম ওয়া রাযম, প্রকাশনায় Turkiyat Enst., পৃ. ১০০ প., ১৩৭-১৪০) এই শহরকে এরেতনাহ উগলু 'আলী বেকের কবল হইতে মুক্ত করেন। এরেতনাহ পরিবারের শেষ প্রতিনিধির মৃত্যুর পর শাদগেলদী ও তাঁহার মিত্র মালিক আহমাদ (পূ. গ্র., পৃ. ২২৫, ২৩৫ প.)-এর সঙ্গে আমাসিয়া অধিকারের প্রশ্নে কাদী বুরহানুদ্দীনের বিরোধ শুরু হয়। একটি অতর্কিত আক্রমণে শাদগেলদীর মৃত্যু হইলে কাদী বুরহানুদ্দীন সুলতান উপাধি ধারণ করেন।

কিন্তু এই শহরটি শাদগেলদীর পুত্র আমীর আহমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কেননা তাঁহার নিকট ক্রমাগত 'উছমানী সাহায্য পৌঁছিতেছিল এবং তিনি নিজে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। 'উছমানী সুলতান ইলদিরীম বায়াযীদ কাদী বুরহানুদ্দীনের হাতে পরাজিত হইলে আমাসিয়া লইয়া আবার বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে আমাসিয়াহ অধিকারে তিনি কৃতকার্য হন। তায়মূর Pontus পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী শহরগুলি অধিকার করেন নাই। আঙ্কারা যুদ্ধের পর বায়াযীদকে গ্রেফতার করা হইলে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ চেলেবী প্রধান উযীর বায়াযীদ পাশার সহিত আমাসিয়া পলাইয়া যান। মোঙ্গল সৈন্যবাহিনী ফিরিয়া গেলে মুহাম্মাদ চেলেবী আমাসিয়া হইতে ভ্রাতা 'ঈসা ও সুলায়মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশেষে প্রথম মুহাম্মাদ সালতানাতকে নব জীবন দান করিলে আমাসিয়া তাঁহার রাজ্যের সীমানাভুক্ত হয়।

'উছমানী শাসনামলে সুলতান ও তাঁহার পুত্রগণ এই শহরের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় মুহাম্মাদের পুত্র দ্বিতীয় বায়াযীদকে ইহার শাসক নিযুক্ত করা হইলে তিনি শহরটির গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি করেন, এমনকি সুলতান সুলায়মান প্রায়ই এই শহরে অবস্থান করিতেন। প্রথম ফার্দিনান্দের অস্ট্রীয় দূত Busbecq-কে সুলতান এই স্থানে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে G. Perrat (Souvenirs d'un Voyage eu Asia Mineure, পৃ. ৪০৩) আমাসিয়াকে আনাতোলিয়ার অক্সফোর্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শহরের ২৫০০০ অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুই হাজার। তাহারা আঠারটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিত। যেহেতু সালজূকদের শাসনামল হইতে আমাসিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল এবং পরবর্তী কালে 'উছমানী শাহযাদাদের অবস্থানস্থলে পরিণত হইয়াছিল, এইজন্য ইহার গুরুত্ব আরও অধিকতর বৃদ্ধি পায়। শহরটি আনাতোলিয়ার প্রধান পাঁচটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইত। আমাসিয়া সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ও সুলতান প্রথম সালীমের জন্মস্থান হওয়ার ফলে প্রথম হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিও এখানে জন্মলাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ঐতিহাসিক শুকরুল্লাহ খাত্তাত, শায়খ যাদাহ হামদুল্লাহ খাত্তাত, বিখ্যাত সাহিত্যিক তাজী বেক, তদীয় পুত্র জা'ফার, সাদী চেলেবী ও মহিলা কবি মিহরী (মিহরমাহ খাতুন); 'আলিমদের মধ্যে মুওয়ায়্যিদযাদাহ 'আবদুর-রাহমান চেলেবী, যেনবীল লী 'আলী আফেন্দী, চিকিৎসক সাবুনজী যাদাহ শারাফুদ্দীন প্রমুখ। ইহা ছাড়া তারীখ-ই আমাসিয়া গ্রন্থের লেখক হুসায়ন হুসামুদ্দীন আফেনদীও এখানেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন।

ইতিহাস প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা অপরিহার্য, জাতীয় আন্দোলন শুরু করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল এই শহরেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৯/২০ জুন (১৩৩৭/১৯১৯)-এর রাত্রে পুরাতন ব্যারাকের নিকটস্থ একটি প্রাসাদে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মুসতাফা কামাল পাশা, সাবেক নৌ-বাহিনী প্রধান হুসায়ন রাউফ বে, কমান্ডার 'আলী ফুওয়াদ পাশা ও কমান্ডার রাফ'আত বে। এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে মুসতাফা কামালের এই প্রস্তাব সমর্থন করে যে, সীওয়াসে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। সেই সম্মেলনে এই মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করা হইবে, তুর্কী জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াইবে, অন্যদের সহিত একটি সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদন করিবে, যে কোন মূল্যে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবে এবং এই সমস্ত কাজ ইস্তাম্বুল সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই সম্পন্ন করা হইবে। কারণ ইস্তাম্বুল সরকার বিচ্ছিন্নভাবে হইলেও বহির্বিজয়ীদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই সময় আরদ রূমের সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন কমান্ডার কাজিম কারাহ বাকর পাশা। তাঁহার নিকট টেলিফোনের মাধ্যমে মতামত চাওয়া হইলে তিনি প্রস্তাব করেন, প্রথমে পূর্বাঞ্চলীয় অংশের আরদ রূমে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হউক, ইহার পর সীওয়াসে একট সাধারণ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইবে। এই সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি দলীল প্রণয়ন করা হয়। এই দলীলে কারাহ বাকর পাশার প্রস্তাব এবং তাঁহার সম্মতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই রাত্রেই মুসতাফা কামাল পাশা, হুসায়ন রাউফবে, 'আলী ফুওয়াদ পাশা ও রাফ'আত বে উক্ত দলীলে স্বাক্ষর করেন (দ্র. গাযী মুসতাফা কামাল, নুতক, আনকারা ১৯২৭, ১খ., ২১; ৩খ., দাস্তাবীয, সংখ্যা ২৬ ইত্যাদি)।

স্মরণীয় স্থাপত্য কীর্তি ঃ আমাসিয়ায় বিভিন্ন কালের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাদশাহদের পাঁচটি বৃহৎ সমাধি ছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত অসংখ্য কবর প্রাচীন নিদর্শনরূপে গণ্য করা হয়। এই সকল স্মৃতিচিহ্নের আদি রূপ ও প্রকৃতি বেশীর ভাগই অক্ষত রহিয়াছে। বায়যান্টীয় শাসনামলের বিভিন্ন ইমারত, বিশেষত গির্জা ও খানকাহ যেইগুলি সালজূক শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ছিল, আজকাল সেইগুলি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত বারবার ভূমিকম্পের ফলে সেইগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট সামগ্রী অন্যান্য ইমারত নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষগুলিকে পাহাড়ের প্রস্তরময় অঞ্চলে (যেখানে দুর্গ অবস্থিত) একটি প্রশস্ত মঞ্চের ন্যায় দেখা যায়। (আধুনিক গ্রীক নমুনায় নির্মিত) দুর্গের প্রাচীরের নিম্নাংশ (আওলিয়া' চেলেবী যাহার উল্লেখ করিয়াছেন) এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু নদীর তীর বারবার বিস্তৃত প্রাচীরের অংশ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত প্রাচীরের যে অংশ বিস্তৃত ছিল, উহার কিছু কিছু অংশ এখন পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকদের নির্মিত আমাসিয়ার দুর্গটি বায়যান্টীয়, সালজূক ও 'উছমানী শাসকেরা মেরামত করেন তবে শেষোক্তদের নির্মিত ইমারতাদির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দুর্গের রূপটি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আওলিয়া চেলেবী ষোড়শ শতাব্দীতে যখন দুর্গটি দেখিয়াছিলেন, তখন পঞ্চ কোণাকৃতির দুর্গটির অবস্থা অনেক ভাল ছিল এবং ইহার একটি মহল প্রাচীন অবস্থায়ই অক্ষত ছিল। ইহার অভ্যন্তরে অস্ত্রাগার, গুদাম ও জলাধার বর্তমান ছিল; কিন্তু বিভিন্ন বাজার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল (সিয়াহাতনামাহ, ২খ., ১৮৪)। তৎকালে এখানে একটি জামি মসজিদ ছিল এবং বায়াযীদ ইলদিরীম কর্তৃক নির্মিত একটি কয়েদখানা ছিল। এই কয়েদখানাটিকে 'নরক কূপ' বলা যায়। অতঃপর শপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে দুর্গটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে দুর্গটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বলিয়া মনে হয়। দুর্গের অভ্যন্তরে মুহাম্মাদ

আগা কর্তৃক ৮৯০/১৪৮৫ সালে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হইয়াছিল। ৯১৭/১৫১১ সালে তাঁহার পুত্র মুসতাফা পাশা সেখানে একটি মকতব সংযোগ করেন। তিনি তথায় একটি লঙ্গরখানা, একটি খানকাহ ও দুইটি হাম্মামও নির্মাণ করেন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই আজকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে তথায় কেবল একটি মসজিদ রহিয়াছে। এই মসজিদটিকে 'জামে বুরমা লুমনার' বলা হয়। মসজিদটি সালজূক' শাসনামলে নির্মিত। আওলিয়া চেলেবী খুব সম্ভব ইহাকেই 'মাহ'কামা-ই জামি'ঈ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হু'সামুদ্দীনের বর্ণনা (আমাসিয়া তারীখী, ১খ., ১১৬ প.) অনুসারে ইমারতটি ৯৯৯/১৫৯০-১৫৯১ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার ইহা ১০১১/১৬০২ সালের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়। পরবর্তী কালে ইহা পুনর্নির্মিত হয় এবং ইহার মধ্যে একটি চৌকোণাকৃতির মিনার সংযোগ করা হয়। ১১৪৩/১৭৩০-৩১ সালে ইহা আবার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় এবং আবার নূতন করিয়া মেরামত করা হয়। এই সময় উহাতে একটি বক্রাকৃতির মিনার সংযোগ করা হয়। বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দরজায় স্থাপিত শিলালিপি হইতে জানা যায়, মসজিদটি গি'য়াছুদ্দীন দ্বিতীয় কায়খুসরূর-র শাসনামলে (৬৩৪/১২৩৭-৬৪৪/১২৪৭ সালে) নির্মিত হইয়াছিল। ইহা মসজিদ ও মাদরাসা উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইত। ইহাও সালজূক শাসনামলের একটি নিদর্শন; কিন্তু বর্তমানে বিলুপ্ত। ইহার সঙ্গে একটি সমাধিসৌধ (তুরবাত) রহিয়াছে। মসজিদটির বর্তমান অবস্থা দর্শনেও ইহার অতীত সৌন্দর্যের অনুমান করা যায়। বাহ্যত বুঝা যায়, মসজিদ ও সমাধি উভয়ই আমাসিয়ার গভর্নর সায়ফুদ্দীন তুরুমতায় কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। শিলালিপি হইতে বুঝা যায়, সমাধিটি ৬৬৫/১২৬৬-৬৭ সালে নির্মিত। 'উছমানী শাসনামলের যে সকল জামে মসজিদ বর্তমান রহিয়াছে, সেইগুলি হইল জামে বায়াযীদ পাশা (৮১২/১৪০৯), জামি' ইউরগচু পাশা (৮৩৪/১৪৩০), জামে সুলতান বায়াযীদ (৮৯১/১৪৮৬), জামে মুহ'াম্মাদ পাশা (৮৯১/১৪৮৬) ও মসজিদ পাযার (তারিখ অনিশ্চিত)।

এই সকল ইমারত ছাড়া আমাসিয়ার একটি দারুশ-শিফা (আরোগ্য সদন) [৭০৮/১৩০৮], 'উছমানী শাসকদের নির্মিত শারখ পীর ইলয়াসের আস্তানা (৮১৫/১৪১২) এবং কুচুক আগা নির্মিত মাদরাসা অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন। দারুশ-শিফায় সকল প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা করা হইত। তথায় অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও ছিল। তাহা ছাড়া মস্তিষ্ক পীড়ার চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ ছিল। ইহাকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আকৃতিতে নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং ইহার প্রাচীর ও দরজা খুবই সুন্দর ছিল। এই ইমারতটি সুলতান মুহাম্মাদ উলজায়তুর শাসনামলে 'আনবার ইব্ন 'আবদিল্লাহ ৭০৮/১৩০৮-৯ সালে নির্মাণ করিয়াছিলেন। খলীফা গাযীর সমাধি (৬২২/১২২৫), তুরুমতায়-এর সমাধি (৬৭৭/১২৭৮) ও সুলতান মাস'ঊদ (তারিখ অজ্ঞাত)-এর সহিত সম্পর্কিত সমাধি সালজূক শাসনামলের নিদর্শন। শাদ গেলদী (৭৮৩/১৩৮১) ও শাহযাদাহ (তারিখ অজ্ঞাত)-এর সমাধি 'উছমানী শাসনামলের নিদর্শন।

বর্তমান নিদর্শনাবলীর মধ্যে য়েশীল ঈরমাকের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি রাজপ্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা 'উছমানী সুলতানদের দ্বারা নির্মিত। ইহাতে সালামলিকসহ মহিলাদের জন্য একটি আবাসস্থল ছিল এবং আগাদের জন্য তিনটি বৃহৎ কক্ষ, দুইটি হ'াম্মামখানা, দুইটি রন্ধনশালা ও দুইটি বৃহৎ বাগান ছিল। বাগানে মর্মরনির্মিত জলাধার ছিল এবং পূর্ণ ইমারতটিকে 'বেকলার সারায়' বলা হইত। এই রাজপ্রাসাদ ও এই সকল ইমারতের পাশাপাশি একটি উঁচু প্রাচীর ছিল। কিন্তু প্রাসাদটি ১১৪৭/১৭৩৪ ও ১২৪১/১৮২৫ সালের ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়।

২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৯ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দারুশ-শিফা, জামে সুলতান বায়াযীদ মুহ'াম্মাদ পাশা ও পীর ইলয়াসের আস্তানাটি ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা ছাড়া শহরের অন্যান্য ইমারতেরও বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমাসিয়া সম্পর্কিত সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ A. Gabriel, Monuments tures d' Anatolie (২য় খণ্ড ঃ আমাসিয়া তূকাত-সীওয়াস), প্যারিস ১৯৩৪ খৃ.। ইহাতে তিনি সরকারি নির্দেশের ভিত্তিতে প্রণীত বিভিন্ন চিত্র সংযোজন করিয়াছেন। এই সকল চিত্রে সালজূক ও 'উছমানী স্থাপত্য কীর্তি দেখান হইয়াছে; (২) প্রাচীন বরাতসমূহের মধ্যে Strabo, Geographie, ১২খ., ৩,৩৯-এর উল্লেখ করা যায়। নিকট অতীতে অনেক পরিব্রাজক আনাতোলিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন এবং এই শহরের অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। তুর্কী রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য; (৩) আওলিয়া' চেলেবী, সিয়াহ'াত নামাহ, প্রকাশনায় আহ'মাদ জাওদাত, ২খ., ১৮৩ প.; (৪) আবূল ফিদা (সম্পা. Reinaud, Geographie d' Aboul-feda, ২খ., ১৩৮); (৫) ইব্ন বাত্তূতা (সম্পা. Defremery,Voyages, ২খ., ২৯২); (৬) কাতিব চেলেবী, জিহাননুমা, পৃ. ৬২৫ প.; পাশ্চাত্য রচনাবলীর মধ্যে (৭) W.J.Haton, Researches in Asia Minor.... লন্ডন ১৮৪২ খৃ.; (৮) H. Barth, Reise von Trapezuntnach Scutari; (৯) Petermann's Mitteilungen (Erganzungsheft), ১৮৬০ খৃ.; (১০) G. Perrot, Souvenir d'un Voyage en Asie Mineure, ১৮৬৪ খৃ.; প্রাচীন রচনাবলীর জন্য A,.Gabriel ব্যতীত দ্র.; (১১) F. Cumont, Voyage dons le Pont; (১২) G. Perrot, Exploration archeologique de la Galatie et de la Bithynie, ১৮৬২-৬৩ খৃ.; (১৩) Ch. Texier, Asie Mineure, পৃ. ৬০৩ প.; (১৪) G.Hirrschfeld, Perthes Geogr. Jahrbuch, ১০খ., ৪৩৯; (১৫) K. Ritter, Erdkunde, ১/৯, ১৫৪ প.; (১৬) V. Cuinet La Turquie d' Asie, ১খ., ৭৪১ প.; (১৭) E. Reclus, Nouvelle Geographie Universelle, ১৮৮৪ খৃ.; ৯খ., ৫৫৬ প.; (১৮) Taeschner, Das anatolische Wegenetz nach Osmanischen Quellen পৃ. ১৯৯ প.; (১৯) ১৯৩৫ সালের আদমশুমারী পুস্তিকা-৫; আমাসিয়া শহরের ইতিহাস সম্পর্কিত দলীলাদির বরাতসহ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র.; (২০) হু'সায়ন হু'সামুদ্দীন, আমাসিয়া তারীখী (পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে), ইস্তাম্বুল হি. ১৩৩০-১৩৩২ ও খৃ. ১৯২৭-১৯৩৫, কিন্তু ইহাতে আরও সংযোজনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই নিবন্ধের ইতিহাস ও স্থাপত্য নিদর্শন সম্পর্কিত অংশটুকু A. Gabriel, Monument turcs d' Anatolie, ২য় খণ্ড (প্যারিস ১৯৩৪ খৃ.)-এর সারসংক্ষেপ এবং ইহাতে বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করা হইয়াছে।

মুকাররামীন খালীল য়িনায়নচ (দা.মা.ই.) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-আমিদী, আবুল-ক'াসিম (الآمدى ابو القاسم) ঃ (অথবা আবূ 'আলী) আল-হ'াসান ইব্ন বিশর ইব্ন য়াহ্'য়া (রাওদাতুল-জান্নাত গ্রন্থে য়াহ্'য়া-এর পরিবর্তে বাহ'র) একজন বৈয়াকরণ, সমালোচক, লেখক ও কবি। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন (তু. Huart, পৃ. ১৪৭)। তথায়ই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেইখানে তিনি সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আল-হ'ামিদ (মৃ. ৩০৫ হি.), আল-আখফাশুল-আস'গ'ার (মৃ. ৩১৬ হি.), ইব্নুস-সাররাজ মুহ'াম্মাদ ইব্নুস-সারিয়্যি আল-বাগ'দাদী (মৃ.-৩১৬ হি.) ও ইব্ন দুরায়দ (মৃ. ৩২১ হি.) প্রমুখ উচ্চ স্তরের 'আলিমের সাহচর্য লাভ করেন। আয-যাজজাজ (মৃ. ৩১১ হি.) ও নিফতাওয়ায়হ (মৃ. ৩২৩ হি.) এর নামও তাঁহার উসতাদবৃন্দের তালিকা অন্তর্ভুক্ত।

'আবুল-কাসিম আল-আমিদী, খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহর দরবারে 'উমানের প্রতিনিধিবৃন্দ আবূ জা'ফার হারূন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হারূন আদ-দাব্বী (মৃ. ৩৩৫ হি.) প্রমুখের সচিব ছিলেন। পরবর্তী কালে আল-আমিদী বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিলে তথায় আবূ হ'াসান আহ'মাদ ও আবূ আহ'মাদ ত'ালহ'া ইব্নুল-হ'াসান ইবনিল-মুছান্নার সচিবরূপে কাজ করেন। অতঃপর বসরার কাদী আবুল ক'াসিম জা'ফার ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহি'দ আল-হাশিমী এবং তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা কাদী আবুল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ আল-আমিদীকে ওয়াক্'ফ বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবুল-হ'াসানের পর আল-আমিদী আর কাহারও চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। শেষ সময়ে বসরা থাকাকালে তাঁহার দ্বারা সংবাদ পরিবেশন করা হইত।

সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী আল-আমিদী হিজরী ৩৭০ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন (মু'জামুল-বুলদান, ১খ., ৬৯; ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, সং ১৩৫৩ হি., ৭খ., ১০৬)। কিন্তু য়া'কূত আল-হ'ামাবীর বর্ণনা অনুযায়ী আল-মুবাররাদ প্রণীত কিতাবুল-কাওয়াফীর একটি পাণ্ডুলিপি, যাহা আবুল-মানসূর আল-জাওয়ালীকীর হস্তলিখিত ছিল, তাহাতে বর্ণিত ছিল, 'আবদুস-স'ামাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন হুনায়শ (অথবা হারবুশ, দ্র. তারীখ বাগদাদ, ১১খ., ৪২) আল-খাওলানী আল-হি'মসী আন-নাহবী এই গ্রন্থটি আবুল-কাসিম আল-আমিদীর সামনে ৩৭১ হি. পাঠ করিয়াছিলেন। ইব্নুন-নাদীম স্বীয় গ্রন্থ আল-ফিহরিস্ত (রচনা সাল ৩৭৭ হি.)-এ আবুল-কাসিম আল-আমিদী সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "নিকট কালের ব্যক্তি এবং আমার ধারণা তিনি এখনও জীবিত।"

আবুল-ক'াসিম আল আমিদীর রচনাবলী, যেইগুলি আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে, সাবলীল ও উত্তম। রচনারীতিতে তাঁহাকে জাহি'জে'র অনুসারী বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে কিতাবুল-মুওয়াযানা বায়না আবী তাম্মাম ওয়াল-বুহ'তুরী (দুই খণ্ড, কনস্টান্টিনোপল ১২৮৮ হি.) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতে তিনি আল-বুহ'তুরীকে আবূ তাম্মামের তুলনায় উচ্চে স্থান দিয়াছেন। 'আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ ফী আসমাইশ-শু'আরা ওয়া আলকাবিহিম"-ও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। খিযানাতুল-আদাব গ্রন্থে ইহার ৭৫টি বরাতের উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. ইক'লীদুল-খিযানা, পৃ. ১২২) এবং সুয়ূতী, "শারহ' শাওয়াহিদিল-মুগ'নী" গ্রন্থে রহিয়াছে বিশের অধিক। আল-মুখতালিফ গ্রন্থটি আল-মারযুবানী প্রণীত মু'জামুশ-শু'আরার সংগে F. Krenkow-এর সম্পাদনায় ১৩৫৪/১৯৩৫ সালে কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অপরাপর রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি অন্তর্ভুক্ত ঃ

দীওয়ান, প্রায় এক শত পৃষ্ঠা, বর্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ্য, কেবল কতিপয় বিচ্ছিন্ন কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; কিতাবু মা'আনী শি'রিল-বুহ'তুরী; নাছরুল-মানজূ'ম; ফা'আলতু ওয়া আফ'আলতু (এইরূপ রচনা বিরল-য়া'কূত) কিতাবুল-হু'রূফ মিনাল-উসূ'ল ফিল-আদ্দাদ; আর-রাদ্দ 'আলা ইব্ন 'আম্মার ফীমা খাত্তা'আ ফীহি আবা তাম্ম; কিতাবুন ফী আন্নাশ-শা 'ইরায়নি লা ইয়াততাফিকু' খাওয়াতি' রুহুমা; কিতাবা মাফী ইয়ারিশ-শি'র লিবন তাবাতাবা মিনাল-খাতা [ইব্ন তাবাতা আবুল-মা'মার ইয়াহুয়া ইব্ন মুহ'াম্মাদ তাবাতাবা আল-আলাবী আন-ন্যাহ'বী- রাওদাতুল-জান্নাত]; ফারক' মা বায়নাল-খাসস ওয়াল-মুশতারিক মিন মা'আনিশ-শি'র; কিতাব তাফদীলি শি'রিই-মরিইল-ক'ায়স আলাল-জাহিলিয়্যীন; কিতাব ফী শিদ্দাতি হাজাতিল-ইনসান ইলা আনয়া'রিফা নাফসাহ; শারহ' দীওয়ানিল-মুসায়্যিব ইব্ন 'আলাস [খালুল-আশা-শারহ' শাওয়াহিদিল-মুগ'নী, পৃ. ২৯৭, ও শারহ' দীওয়ানিল-আ'শা [মায়মূন] (উল্লিখিত দুইটির প্রতিটি, আস-সুয়ূতী, শারহ' শাওয়াহিদিল-মুগ'নী, ১৪, ৪১, ৯০, ৩২৭); তাবয়ীন গালাত কুদামা ইব্ন জা'ফার ফী কিতাব নাক'দিশ-শি'র; আল-আমালী, হ'ারীরী প্রণীত দুররাতুল-গাওয়াস-এ উল্লিখিত; বিভিন্ন গোত্রীয় কাব্যের বহু সংকলন, যথা দ্র. খিযানাতুল-আদাব, ৩খ., ১০৮ ও Brockelmann, পরিশিষ্ট, ১খ., পৃ. ১৭২, ছত্র-১২ ও আল-মু'তালিফ, যাহাতে বিভিন্ন স্থানে ইহাদের রহিয়াছে; যথা দ্র. পৃ. ৩৬, ৩৭, ৪৯ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, সম্পা, Flugel, লাইপযিগ ১৮৭১ খৃ., পৃ. ১৫৫; (২) আবুল-ক'াসিম আল-মাহ'াসিন আত-তানূখী, নাশওয়ারুল-মুহ'াদ'ারা , কায়রো ১৯২১ খৃ., পৃ. ৫০; (৩) আছ-ছা'আলিবী, য়াতীমাতুদ-দাহর, ১খ., ৭৮, ১৪২; (৪) য়া'কূত আল-হ'ামাবী, ইরশাদুল-আরীব, ৩খ., ৫৪-৬১; (৫) ইব্নুল-কি'ফতী, ইনবাহুর-রুওয়াত, ১খ., ২৬৫; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি. হাবীব ইব্ন আওস শীর্ষক নিবন্ধ, ১খ., ১২১ ও যুর-রুম্মা নিবন্ধ, ১খ., ৪০৪; (৭) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফুজ-জু'নূন, ইউরোপীয় সংস্করণ, নং ৪৫৯১; (৮) সুয়ূতী, বুগ'য়া, পৃ. ২১৮; (৯) ঐ লেখক, শারহ'-শাওয়াহিদিল-মুগনী, কায়রো ১৩২২ হি.; (১০) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতুল-জান্নাত, ১৩৮৬ হি., পৃ. ২১৯; (১১) Hammer

purgstall, Lit. Gesch Arab, Wien ১৮৫৩ খৃ., ৫খ., ৪৪৪; (১২) CL. Huart, History of Arabic Literature, লন্ডন ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১৪৭-১৪৮; (১৩) যাকী মুবারাক, আন-নাছরুল-ফান্নী, কায়রো, ১৯০৪ খৃ., ২খ., ৮২ প.; (১৪) Brockelmann, GAL, ১খ., ১১১; পরিশিষ্ট ১ পৃ. ১৭১ প.; (১৫) The Encyclopaedia of Islam, ২য় সং, আলোচ্য শীর্ষক নিবন্ধ; (১৬) আবদুল-'আযীয মায়মান, ইকলীদুল-খিযানা, লাহোর ১৯২৭ খৃ.।

ইহ'সান ইলাহী রানা (দা.মা.ই.) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-আমিদী আলী (الامدى على) ঃ ইব্‌ন আবী 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত-তাগলিবী, সায়ফুদ-দীন (ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আ ও সুবকীর বর্ণনানুসারে; কিন্তু ইব্‌ন খাল্লিকানের বর্ণনানুসারে 'আলী ইব্‌ন আবী 'আলী মুহাম্মাদ) একজন 'আরব ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি ৫৫১/১১৫৬-৭ সালে আমিদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি হাম্বালী মতের অনুসারী ছিলেন; কিন্তু পরে বাগদাদে গমন করিয়া শাফি'ঈ মতের অনুসরণ করেন। তিনি দর্শনকে স্বীয় অধ্যয়নের বিষয় নির্ধারণ করেন। তিনি কারখ-এর খৃস্টান ও য়াহূদীদের নিকট হইতে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন (ইব্‌নুল-কিফতী)। তিনি সিরিয়া গমন করিয়াও তাঁহার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। অতঃপর কায়রো গমন করিয়া ইমাম শাফি'ঈ (র)-র মাযারের সন্নিহিত আল-কারাফাতুস-সুগ'রা মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর ৫৯২/১১৯৫-৯৬ সালে জামি'উজ-জাফিরীর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘদিন এই পদে নিয়োজিত থাকেন। তিনি তাঁহার মেধা ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানের জন্য গৌরবোজ্জ্বল খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু ইহা তাঁহার জন্য দুর্দশার কারণ হইয়া পড়িল। কেননা ফাকীহগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা ও মুক্ত চিন্তাধারার (ইলহাদ ও যানদাকা) অভিযোগ আনয়ন করেন এবং নিজেরা সম্মিলিতভাবে তাঁহাকে হত্যা করা বৈধ বলিয়া ফাতওয়া প্রণয়ন করেন। ইহার ফলে তিনি পলাইয়া হামাত-এ চলিয়া যান। তথায় তিনি আয়্যূবী সুলতান আল-মালিকুল-মানসূ'র (নাসি'রুদ-দীন) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মালিকুল-মুজাফফার তাকিয়্যুদ-দীন 'উমার)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (৬১৫/১২১৮-৯)। আল-মানসূরের মৃত্যুর (৬১৭ হি.) পর সুলতান আল-মালিকুল-মু'আজ্জাম (শারাফুদ-দীন 'ঈসা ইব্‌ন আল-মালিকিল-'আদিল আবী বাকর আয়্যূবী) তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আল-মাদরাসাতুল-আযীযিয়্যার প্রধান নিযুক্ত করেন (৬১৭/১২২০-১)। কিন্তু আল-মালিকুল-আশরাফ তাঁহাকে ৬২৯/১২৩২ সালে উক্ত পদ হইতে বরখাস্ত করেন এইজন্য যে, তিনি দর্শন পড়াইতেছিলেন। তিনি স'াফার ৬৩১/নভেম্বর ১২৩৩ সালে দামিশকে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার ছাত্র ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আ তাঁহাকে একজন অতি জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় 'আলিম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলেন, তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন অতি মেধাবী ব্যক্তি। দর্শনশাস্ত্র, ধর্মীয় আইন-কানুন ও চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকন্তু সুশ্রী, স্পষ্টভাষী ও উত্তম লেখক। ইব্‌ন খাল্লিকানও বর্ণনা করেন, দর্শনশাস্ত্রে তিনি গভীর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় এই শাস্ত্রসমূহে তাহার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি ছিল না।

ধর্মশাস্ত্র, ফিক'হ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁহার অনেক পুস্তক রহিয়াছে। যথা আবকারুল-আফকার (কালামশাস্ত্র বিষয়ক) পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়। ইহা দার্শনিক, মু'তাযিলা, সাবিঈ ও মানী ধর্মাবলম্বীদের মতবাদ খণ্ডনের বিষয়ে রচিত। তাঁহার রচিত মানাইহুল-কারাইহ' উপরিউক্ত গ্রন্থেরই একটি সংক্ষিপ্তসার। আইনশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার রচিত গ্রন্থ আহ'কামুল-হু'ককাম ফী উসূ'লিল-আহ'কাম, আল-মালিকুল-মু'আজ' জামের নামে উৎসর্গীকৃত, মুদ্রণ-কায়রো ১৩৪৭ হি.; মুনতাহাস-সু' উল ফি'ল-উসূ'ল, কায়রো, তা.বি; উক্ত গ্রন্থেরই সারসংক্ষেপ। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে। ধর্মীয় বিতর্কশাস্ত্রে আল-জাদাল, দর্শনশাস্ত্রে দাকা'ই কু'ল-হা'কাইক' ফিল-মানাসিক; কাশফুত-তামবীহাত ইব্‌ন সীনার মতবাদের খণ্ডনে, আল-মানসূ'রের নামে উৎসর্গীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুবকী, ত'াবাক'াতুশ-শাফি'ঈয়্যা, ৫খ., ১২১-৩০; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৮ খৃ.; ২খ., ৪৫৫, কায়রো ১৩১০ হি.; ১খ., ৩২৯; (৩) ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আ, ২খ., ১৭৪; (৪) ইব্‌নুল-কিফতী, পৃ. ২৪০-১; (৫) আন-নু'আয়মী, আদ-দারিস, দামিশক ১৯৪৮-৫১ খৃ., ১খ., ৩৬২-৩৮৯, ৩৯৩ এবং ২খ., ৪, ১২৯; (৬) Brockelmann, GAL, ১খ., ৩৯৩/৪৯৪, পরিশিষ্ট, ১, পৃ. ৬৭৮; আল-মাশরিক', ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৬৯-১৮১।

D. Sourdel (দা.মা.ই.) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমিনা (آمنة) ঃ নবী কারীম (স)-এর মাতা। তাঁহার পিতা ছিলেন ওয়াহহাব ইব্‌ন 'আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহরা আল-কু'রাশী এবং মাতা বাররা' বিনত 'আবদিল-'উযযা ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন 'আবদিদ-দার। তাঁহার চাচা উহায়ব ইব্‌ন 'আবদ মানাফ তাঁহার ওয়ালীরূপে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল-মুত্তালিব-এর সহিত আমিনার বিবাহ দেন (ইব্‌ন সা'দ, ১/১ খ., ৫৮)। মনে হয়, বিবাহের পর কিছুদিন আমিনা পিত্রালয়েই অবস্থান করেন। 'আবদুল্লাহ নবী কারীম (স)-এর জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এক বর্ণনা মতে (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১০২) যখন হযরত আমিনা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তখন এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, একটি জ্যোতি যেন তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হইল এবং উহাতে সিরিয়ার বুসরা শহরের মহল্লাগুলি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হইল।

বেদুঈন ধাত্রী হ'ালীমার গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যতদিন তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন বালক মুহ'াম্মাদ (স) মাতার নিকট মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়স্ক সন্তানকে লইয়া আমিনা মদীনায় তাঁহার স্বামীর সমাধি দর্শন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে মক্কা ও মদীনায় মধ্যবর্তী আবওয়া' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। উম্মু আয়মান নাম্নী এক পরিচারিকা সঙ্গে গিয়াছিল। সে বালক মুহাম্মাদ (স)-কে মক্কায় আনিয়া 'আবদুল-মুত্তালিবের হাতে সোপর্দ করে।

সংযোজন

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরত করিবার পর তাঁহার সাহাবীগণ সমবিভ্যাহারে অন্তত একবার তাঁহার মাতার কবর যিয়ারত করিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত হাদীছে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান ঃ

عن ابى هريرة قال زار النبى ﷺ قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربى فى ان استغفر لها فلم يؤذن لى واستاذنته فى ان ازور قبرها فاذن لى فزوروا القبور فانها تذكركم الموت.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁহার মাতার কবর যিয়ারত করিলেন। তিনি নিজেও কাঁদিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদেরকেও কাঁদাইলেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অনুমতি চাহিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট তাহার কবর যিয়ারত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। অতএব তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত কর। কেননা উহা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, (৩৬) বাব যিয়ারাতিন-নাবিয়্যি (স) কাবরা উম্মিহি, নং ২২৫৯/১০৮; নাসাঈ, জানাইয, (১০১) বাব যিয়ারাতি কাবরিল মুশরিক, নং ২০৩৬; ইব্ন মাজা, জানাইয, (৪৮) বা ঐ, নং ১৫৭২; মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ৪৪১, রিয়াদ সং. পৃ. ৬৯৯, নং ৯৬৮৬)।

মুহাম্মদ মূসা

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৭০, ১০০-১০২, ১০৭; (২) ইব্ন সা'দ, ১/১ খ., ৬০, ৭৩; (৩) তা'বারী, ১খ., ৯৮০, ১০৭৮-১০৮১; (৪) মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কুঁরায়শ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৬২১; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, কলিকাতা, ১খ. ৭২৬, নং ১৮১৮; (৭) Caetani, Annali, ১খ., ১১৯, ১৫০, ১৫৬।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আমিনা বেগম (آمنة بيگم) ঃ মৃ. ১৭৬০ খৃ., নওয়াব 'আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠা কন্যা এবং নওয়াব সিরাজুদ-দাওলার মাতা। 'আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজ্জী আহমাদের কনিষ্ঠ পুত্র যায়নুদ-দীন আহমাদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যায়নুদ-দীন বিহারের নাইব নাজিম নিযুক্ত হন (১৭৪০ খৃ.)। আমিনার জীবন বড় দুঃখের ছিল। মাত্র তিনটি সন্তানের জন্মের পর 'আলীবর্দীর দলত্যাগী আফগানরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিয়া পাটনা অধিকার করে এবং তাহাকে লাঞ্ছনার সহিত ধরিয়া লইয়া যায় (১৭৪৮ খৃ.)। চারি মাস পর তিনি বন্দিত্ব হইতে মুক্তি পান (১৭৪৯ খৃ.)। পুত্র আকরামুদ-দাওলার অকাল মৃত্যুর শোক না ভুলিতেই সিরাজুদ-দাওলা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন (১৭৫৭ খৃ.)। শোকার্ত জননী স্নেহাস্পদ পুত্রের খণ্ডিত শবের উপর প্রকাশ্য রাজপথে আছড়াইয়া পড়েন, কোথায় রহিল জুতা, কোথায় বোরকা! মীর জাফরের অনুচরেরা এমতাবস্থায়ও তাঁহাকে আঘাত করিতে করিতে প্রাসাদে টানিয়া লইয়া যায়। পাঁচ মাস পরেই তাঁহাকে পুত্র মীর হাদীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে আবার অশ্রু বিসর্জন করিতে হয়। তৎপরে আসে আকরামের শিশুপুত্র মুরাদুদ-দাওলার হত্যার পালা। এত দুঃখের মধ্যে ভগিনী ঘসেটি বেগম ও বিধবা পুত্র বধু লুতফুননিসাসহ তাঁহাকে কিছুকাল এক জঘন্য গৃহে আটক রাখিয়া শেষে অভদ্রভাবে ঢাকার জিনজিরায় নির্বাসিত করা হয় (ডিসেম্বর ১৭৫৮)। দেড় বৎসর পর মুর্শিদাবাদে নেওয়ার ছলে দুই ভগিনীকে নৌকায় তুলিয়া পথিমধ্যে নৌকা ডুবাইয়া হত্যা করা হয়। কথিত আছে, আমিনা ইংরেজদের মাধ্যমে আফিম ও সোরার ব্যবসা করিতেন; তজ্জন্য তিনি সিরাজকে কলিকাতা আক্রমণে নিষেধ করেন। ওয়াটসের পত্নীকে তিনি চন্দনগড়ে পাঠাইয়া দেন; তাঁহার সুপারিশেই সিরাজ ওয়াটসকে মুক্তি দান করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমিনুর রশীদ চৌধুরী (امين الرشيد چودهرى) ঃ আমীনু'র-রশীদ চৌধুরী (১৯১৫-৮৫ খৃ), যিনি ১৭ নভেম্বর, ১৯১৫ সনে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সুনামগঞ্জ জিলার সাগলা পরগণার দুর্গপাশা গ্রামের অধিবাসী। তাঁহাদের পূর্বপুরুষের জনৈক ফুলখান তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিমের পাঠান জাতি অধ্যুষিত এলাকা হইতে সিলেটে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি বৃটিশ শাসনামলে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ও চা-বাগান মালিক ছিলেন।

আমিনুর রশীদের মাতা বেগম রাজিয়া রশীদ ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত পরমা সুন্দরী মহিলা। তিনি কলিকাতার কনভেন্ট স্কুল হইতে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেন। তিনি ইংরাজী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় কবিতা লিখিতেন। আমিনুর রশীদের জন্মের তিন মাস পর বেগম রাজিয়া যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। তখনও যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ের কোন নির্ভরযোগ্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। তৎকালে এদেশে প্রবাদ ছিলঃ 'যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা'। রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক। তাই ডাক্তারের পরামর্শে আমিনুর রশীদকে তাঁহার মায়ের সান্নিধ্য হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। তাঁহার মাতার সহপাঠিনী মিসেস এলিজাবেথ বেল আমিনুর রশীদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। এলিজাবেথ ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁহার স্বামী মিঃ রিচার্ড বেল কলিকাতার এক কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন।

আমিনুর রশীদের বয়স যখন তিন বৎসর তখন তাঁহার মাতা ইনতিকাল করেন। ফলে বেল পরিবারেই আমিনুর রশীদ লালিত-পালিত হন। তিনি শৈশবে মাতৃভাষা হিসাবে কথাবার্তা ইংরাজীতেই বলিতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রায় বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বাংলাভাষা শিক্ষাও করেন নাই। তাঁহার শিক্ষা জীবন শুরু হয় ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে।

বেল দম্পতি বিলাতে চলিয়া যাইবার পর আমিনুর রশীদকে সিলেট লইয়া আসা হয়। তিনি রজার স্কুলে ভর্তি হন ও ১৯২৮ খৃ. ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য আলীগড়ে গমন করেন। এই সময় তিনি ভারতীয় কংগ্রেস দলের বিপ্লবী ধারার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হন। বিপ্লবী

কর্মকাণ্ডের দরুণ প্রায় পনের মাস কারাভোগ করেন। ফলে তাঁহার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৩০ খৃ. যখন তিনি পনের বৎসর বয়সের এক অপরিণত কিশোর তখন তিনি ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। এই ভুলের জন্য পরবর্তী কালে বিশেষভাবে অনুতপ্ত ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের সন্তান, অভিজাত ইংরেজ মি. রিচার্ড বেল-এর পরিবারে বাল্যে লালিত এবং এক বুর্জোয়া ধনী পিতার পুত্র হইয়াও কিশোর বয়সে খদ্দর পরিধানে অভ্যস্ত হন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। তদুপরি রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেন। ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার! আমিনুর রশীদ নিজেই বলিয়াছেন ঃ 'আমার তিন মাস বয়সের সময় আমার মা প্রাণঘাতী যক্ষ্মারোগের কবলে পড়েন। সে সময় বাবার বৃটিশ বন্ধু রিচার্ড বেল স্বেচ্ছায় তুলে নেন আমার লালন-পালনের ভার। অথচ সেই ভিন্ন পরিবেশে লালিত হয়ে আমিই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে এমন সব কার্যকলাপ করেছি যার দরুন আমার ফাঁসী হওয়া উচিত ছিল।'

তাঁহার এই গভীর অনুশোচনার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য তৎকালীন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু রাজনীতিবিদগণের মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা (বর্তমান নাম ওড়িশা) ও আসাম লইয়া বৃটিশ বঙ্গপ্রেসিডেন্সী গঠিত হয়। ইহার শাসনভার একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা ছোট লাটের উপরে ন্যস্ত ছিল। এত বিশাল এক প্রদেশের শাসনভার এক কর্তা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকায় শাসনকার্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। তৎকালে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী দুইটি বঙ্গ প্রেসিডেন্সী অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট ছিল এবং শাসনকার্যে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে সহায়তার জন্য কাউন্সিল ছিল। অথচ বঙ্গপ্রেসিডেন্সীর লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে সাহায্যের জন্য কোন কাউন্সিল ছিল না। অতএব এই দেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্ব লাঘবের জন্য ১৮৭৪ খৃ, আসামকে বঙ্গপ্রেসিডেন্সী হইতে স্বতন্ত্র ঘোষণা করিয়া উহার শাসনভার একজন চীফ কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু আসামকে বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও বঙ্গপ্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গপ্রেসিডেন্সীর আওতাভুক্ত রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে আসাম অঞ্চল লইয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন। উহার রাজধানী হয় ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রজা সাধারণকে হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচার-অবিচার হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার লক্ষ্যেও নূতন প্রদেশটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার ফলে নূতন প্রদেশে মুসলিম সংস্কৃতি, শিক্ষা ও অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা অপসারিত হয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ পূর্ববঙ্গের এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া নূতন প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। ফলে তাহাদের সর্বাত্মক মদদে অনুশীলন সমিতি. যুগান্তর ও নিউভায়োলেন্স পার্টি প্রভৃতি গুপ্ত ঘাতক দল গঠিত হয়। এই সকল ঘাতক দলের সদস্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধানত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারে কর্মরত ইউরোপীয় কর্মকর্তাগণকে হত্যা করিবে ও সমিতি পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের খয়ের খা জমিদারগণের গৃহে ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে—ইহাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। এইজন্য তাহাদেরকে গুপ্ত স্থানসমূহে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত।

সেই সময় অনেক জেলা সদরে স্বদেশী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয় বিপ্লবীদের ট্রেনিং কেন্দ্র ছিল। ঢাকা শহরে ৫১ নং উয়ারী ঠিকানায় ছিল তদ্রূপ একটি জাতীয় বিদ্যালয়। ইহা অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র ছিল। তবে প্রধান কেন্দ্র ছিল ৫০, উয়ারী, যেখানে ইহার নেতা পুলিন বিহারী দাস থাকিতেন। অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা ও প্রধান নেতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র যিনি ব্যারিস্টার পি-মিত্র নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গ এলাকার দায়িত্ব ছিল পুলিন বিহারী দাসের উপর। দক্ষিণ মৈশণ্ডীতে "ভূতের বাড়ি" নামে খ্যাত একটি বাড়িতে অনুশীলন সমিতির দুই শতাধিক কিশোরের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে প্রাথমিক সভ্য, পূর্ণ সভ্য ও বিশেষ সভ্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ ছিল।

ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাহারা বিবাহ করিবে না, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করিয়া সমিতির কার্যক্রম প্রসারের জন্য জীবনপণ সাধনা করিবে এবং সমিতির গোপন কথা কাহারও সহিত আলোচনা করিবে না এইভাবে তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত, তাহাদেরকে পুলিন বিহারী দাস (ফরিদপুরের লোন সিং গ্রামে পৈতৃক নিবাস) রমনা কালীবাড়ী কিংবা বুড়োশিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন।

অনুশীলন সমিতিতে নেতার সর্বপ্রকার আদেশ সর্বদা বিনা প্রতিবাদে পালন করিতে হইত। তবে মুসলিম বিত্তশালী পিতার অপরিণতবুদ্ধি কিশোর পুত্রকে কি আশায় ভুলাইয়া সংসারত্যাগী করানো হইত তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই।

আমিনুর রশীদের অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রকাশভঙ্গী হইতে এই ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত যে, তিনি তাঁহার এই কাজের জন্য লজ্জিত ছিলেন। তিনি এই কারণে কিছুদিন আসামের জেলে বন্দী ছিলেন এবং সম্ভবত রাজানুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তি লাভ করেন।

তিনি ২০ বৎসর বয়সে ফটো তোলাকে হবি হিসাবে গ্রহণ করেন। খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের দুর্গম গুহার সুড়ঙ্গ পথের দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তিনি নানান বিচিত্র আলোকচিত্র তোলেন। তৎকালে ফ্লাশলাইটের প্রচলন হয় নাই। তবু তিনি অল-ইন্ডিয়া ফটো প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। তিনি বিমান চালনা শিক্ষা করেন। তাঁহার একক উড্ডয়ন রেকর্ড ছিল প্রায় দেড় শত ঘন্টা। পরবর্তী কালে তিনি ইস্ট ফ্লাইং ক্লাবের সভ্য হন। তিনি একজন দক্ষ শিকারী ও প্রসিদ্ধ গলফ খেলোয়াড় ছিলেন।

মুসলিম সাহিত্য সংসদ ১৯৩৬ খৃ. গঠিত হয়। আমিনুর রশীদ সেই সংসদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই উহার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সংসদের কর্মী, পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতিরূপে তাঁহার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সংসদের মুখপত্র 'আল-ইসলাহ' তাঁহার নিকট হইতে

আর্থিক ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হয়।

'যার চিত্ত আছে তার বিত্ত নেই, আর যার বিত্ত আছে তার চিত্ত নাই'—এদেশের বহুল প্রচারিত একটি তত্ত্বকথা। আমিনুর রশীদের জীবনে বিত্ত ও চিত্তের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার বদান্যতা সম্পর্কে তাঁহার পরিবারের কর্মচারী বাবু হিমাংশু শেখর বলেন, ১৯৫৫ হইতে ১৯৫৮ খৃ. পর্যন্ত চারি বৎসর যাবৎ তিনি ছাত্রগণকে যে বৃত্তি দিয়াছেন তাঁহার মোট পরিমাণ চারি লক্ষ টাকার কম হইবে না। জনাব চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন আর তাহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ আমলাও আছেন। তাঁহার এই ধরনের দানের খবর কেবল তিনি, তাঁহার স্ত্রী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও বৃত্তি প্রাপক ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইত না। বিবাহ উৎসব ও আপদ-বিপদে বন্ধু পরিবার তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে।

১৯৩০ খৃ. আমিনুর রশীদের পিতার প্রচেষ্টায় ও মকবুল হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনায় যুগভেরী পত্রিকার প্রচার শুরু হয়। যুগভেরী আজও টিকিয়া আছে এবং বাংলাদেশের মফঃস্বল শহর হইতে প্রকাশিত এত দীর্ঘজীবী (প্রায় পঁচাত্তর বৎসর) পত্রিকা আর একটিও আছে বলিয়া মনে হয় না।

পিতার আদেশ পাইয়া আমিনুর রশীদই 'যুগভেরী' পত্রিকাটির নামকরণ করেন। তিনি 'যুগবাদী' পত্রিকার নাম হইতে 'যুগ' এবং শিশু পাঠ্য পুস্তক 'রণভেরী' হইতে 'ভেরী' লইয়া 'যুগভেরী' পত্রিকার নাম স্থির করেন।

১৯৬১ খৃ. হইতে তিনি 'যুগভেরী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার সাংবাদিকতা ছিল বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ। খৃষ্টীয় বিশ শতকের চল্লিশের দশকে যুগভেরী অফিস হইতে মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'আসাম হেরাল্ড' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পত্রিকাটির নাম হয় "ইস্টার্ণ হেরাল্ড"। রিজাউর রহমান চৌধুরীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি অনেক দিন চলে। পরে আমিনুর রশীদ 'ইস্টার্ণ হেরাল্ডে'র স্বত্বাধিকারী হন। পত্রিকাটি বর্তমানে বিলুপ্ত।

সিলেটের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে আমিনুর রশীদের অবস্থান উজ্জ্বল। তাঁহার বাসস্থান "জ্যোতি মনজিল" ছিল নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সিলেট প্রেমিক আমিনুর রশীদ সিলেট একাডেমীর জন্য চৌহাট্টায় একখণ্ড মূল্যবান জমি দান করিয়া গিয়াছেন। সিলেট একাডেমীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে নজর দিলে বুঝা যায়, এই একাডেমী সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কি ব্যাপক অবদান রাখিয়াছে। আমিনুর রশীদ এই একাডেমীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

আমিনুর রশীদ ছিলেন নীরব কর্মী ও প্রচার বিমুখ। তাঁহার মানবিক গুণাবলী, তাঁহার প্রতিভা, মেধা, সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁহাকে এক সার্থক জীবনের অধিকারী করিয়াছে। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সাহচর্যেই তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয়িত হইয়াছে। তিনি বহু দেশ-ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার দেশী বিদেশী বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল অগণিত। বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ "জ্যোতি মনজিলে" আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আমিনুর রশীদ সিলেট লায়নস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সিলেট স্টেশন ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি সিলেট প্রেস ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। চা বাগান মালিক হিসাবেও তাঁহার ব্যাপক পরিচিতি রহিয়াছে। তিনি কয়েকবার জেনেভার 'টি প্লান্টার' হিসাবে আই. এল. ও. সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আমিনুর রশীদের প্রথম স্ত্রীর নাম নূর জাহান বেগম। স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার একটি চা বাগানের নামকরণ করা হয় 'নূর জাহান টি এস্টেট'। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বেগম ফাহমিদা রশীদের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার এক পুত্র নুরুর রশীদ ও এক কন্যা ফাহমিনা রশীদ জন্মগ্রহণ করে। আমিনুর রশীদ ৭০ বৎসর বয়সে ১৯৮৫ খৃ. ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফজলুর রহমান প্রণীত 'সিলেটের একশত একজন', ফখরুল কবির কর্তৃক ব্রাহ্মণপাড়া, টিলাগড়, সিলেট হইতে প্রকাশিত বৈশাখ ১৪০১/এপ্রিল ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ৩৩৭-৪১; (২) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) প্রণীত "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম", প্রকাশক শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, গ্রাম ও ডাকঘর কাপাসটিয়া, জেলা ময়মনসিংহ, প্রথম সং. ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৬-২৬।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

'আমির (عامر) : আল-মালিক আজ-জাফির সালাহুদ্দীন রাসূলীদের পতনের পর ৮৫৫/১৪৫১ সালে তাঁহার ভাই 'আলী (আল-মালিকুল-মুজাহিদ শামসুদ্দীন)-এর সহযোগে য়ামান-এ বানূ তাহির রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ৮৭০/১৪৬৬ সালে সানআ দখলের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রাণ হারান।

গ্রন্থপঞ্জী : 'আমির দ্বিতীয় প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দেখুন।

(E. I. 2) শাহাবুদ্দীন খান

'আমির (عامر) : ২য় (ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহহাব আল-মালিক আজ-জাফির সালাহুদ্দীন) ছিলেন বানূ তাহির বংশের সর্বশেষ যুবরাজপুত্র। তিনি য়ামান-এর ৮৯৪/১৪৮৮ হইতে ৯২৩/১৫১৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্বেই ৯২২/১৫১৬ সালে মিসরের নৌ-সেনাপতি (Admiral) হুসায়ন য়ামানের রাজধানী 'যাবীদ' দখল করিয়াছিলেন। কারণ 'আমির পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে প্রেরিত নৌবহরের রসদ সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। হুসায়ন তাঁহার ভ্রাতা বারস বে-কে শহরটিতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পরবর্তী বৎসর 'আমির যিনি তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল-মালিকের সহিত একত্রে পলায়ন করিয়াছিলেন, বারসবে-এর সহিত এক যুদ্ধে ধরাশায়ী হইলেন। ইত্যবসরে যেহেতু মামলূক বংশ 'উছমানী সুলতান সেলীম কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়াছিল, সুতরাং য়ামানও 'উছমানীদের ক্ষমতাধীন হইয়া গেল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুতবুদ্দীন, in Notices et Extraits, ৪খ., ৪২১; (২) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae, ১৮২৮ খৃ., ১৮৬ প., ২২৯ প.; (৩) Weil, Gesch. d. Chalifen, ৫খ., ৩৭৮ প.; (৪) Zambaur, ১২১, O. Lofgren, Arab.

Texte zur Kenntnis der stadt Aden, index; (৫) Khalil Edhem, Duwe-i-Islamiyye, পৃ. ১৩৩ প.।

(E.I.[2])/মুহাম্মদ শফীউদ্দীন

(বানূ) 'আমির (بنو عامر) ঃ পশ্চিম ইরিত্রিয়া ও সুদানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী যাযাবর উপজাতি। উষ্ট্র ও গো-পালন তাহাদের প্রধান পেশা। জনসংখ্যা প্রায় ৬০,০০০ (ত্রিশের দশকের হিসাবে বর্তমান জনসংখ্যা লক্ষাধিক)। ১৭টি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এই উপজাতির কিছু সংখ্যক বেজা (একটি হেমিটিক ভাষা) ও অন্যরা টিগরে (একটি সামী ভাষা) ভাষায় কথা বলে। তাঁহারা একই বংশোদ্ভূত, যাহার বিস্তারিত বিবরণ দশ পুরুষ পূর্বের 'আমির নামক পূর্বপুরুষের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য কেবল ক্ষুদ্র শাসক জাতের (নাবতাব) মধ্যে পাওয়া যায়। বাকী অন্যান্য গোত্রীয় জনসমষ্টির মধ্যে রহিয়াছে অধিকাংশ লোক। ইহারা ভূমিদাস (হেদরের অথবা টিগরে নামে পরিচিত); ইহারা বিভিন্ন সময়ে বল প্রয়োগের ফলে অথবা স্বেচ্ছা আনুগত্যের মাধ্যমে 'আমিরী শাসনের আওতায় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিছু সংখ্যক ভূমিদাস দল কেবল একজন বিশেষ প্রধানের অধীনে থাকে, আর অধিকাংশই বংশগতভাবে নাবৃতাব পরিবারসমূহের অধীনে গো-পালন অথবা দুগ্ধ দোহনের মত নিম্নমানের কাজকর্ম করিয়া থাকে। পরিবর্তে প্রভুরা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকে। যদিও ব্যক্তিগত আনুগত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তথাপি আন্ত-দলীয় বৈবাহিক সম্পর্ক ও অন্যান্য রীতিগত বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে এই সকল দাসদের দলগত প্রভেদ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা হয়। প্রথম দিকে তথায় একটি বিশেষ শ্রেণীর দাস ছিল যাহারা সম্পূর্ণভাবে তাহাদের প্রভুদের সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

গোটা উপজাতিটি মুসলমান। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার পালনের ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই নয়, দলগতভাবেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অত্যন্ত ক্ষীণ রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ এই জাতি প্রায়শ ক্ষমতার রদ-বদলের সম্মুখীন হয়। উপজাতীয় সরকারটি বিভিন্ন দলের নির্বাচিত একজন প্রধান (দিগলাল) ও দল প্রধানের একটি পরিষদের (শেরফাফ) হাতে ন্যস্ত থাকে। ১৮২৯ খৃস্টাব্দ হইতে নির্বাচিত প্রধানের কার্যালয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যাইত। কিন্তু ১৮৯৭ খৃ. হইতে স্বতন্ত্র প্রধানগণ, যদিও পরস্পর নিকট-আত্মীয়, ইরিত্রীয় ও সুদানী উপজাতীয় দলসমূহকে শাসন করিয়া আসিতেছিল।

এই উপজাতিদের তাহাদের প্রতিবেশী দলসমূহের সাথে সম্পর্ক অহরহ আক্রমণ ও রক্তকলহে রঞ্জিত। এই অবস্থা অতীতে যেমন ছিল বর্তমানে তেমনই আছে। যদিও এই দলসমূহ প্রায়শ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে, কিন্তু তাঁহারা কখনও শ্রেণীগত ধারাকে অনুসরণ করে না। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ নাবতাব শ্রেণীর মার্যাদাকে চরমভাবে দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং দাসদেরকে বিভিন্ন প্রকার আইন-শৃংখলাবিরোধী ধ্বংসক কার্যকলাপ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে আগ্রহী করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C.C. Rossini, principi di Diritto Consuetudinario dell' Eritrea 1916; (২) A. Pollera, Le Popolazioni indigene dell Eritea, Bologna 1935; (৩) Races and Tribes of Eritrea, Asmara 1943; (৪) S.H. Longrigg, Short History of Eritrea, অক্সফোর্ড ১৯৪৫ খৃ.; (৫) C.G and B. Z. Seligman, Note on the History and present condition of the Beni Amer, Sudan Notes and Records, 1930; (৬) S.F. Nadel, Notes on BEni Amer Society, ঐ, ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৫১৯৪; (৭) S. Hillelson, Aspects of Mohammedanism in Eastern Sudan, JRAS, ১৯৩৭; (৮) J.S. Trimingham, Islam in Ethiopia, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১৫৫-৮ এবং নির্ঘণ্ট।

S. F. Nadel (E.I.[2])/ শাহাবুদ্দীন খান

'আমির ইব্ন 'আবদিল-ক'য়স (عامر بن عبد القيس) ঃ পরবর্তী কালে 'আবদুল্লাহ আল-আনবারা (র), বসরার একজন তাবি'ঈ এবং সংসার বিরাগী দরবেশ। তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী খলীফা 'উছমান (রা)-এর কর্মচারী হুমরান ইব্ন আবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। হুমরান খলীফার নিকট তাঁহার সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির দ্বারা 'আমিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে দামিশকে নির্বাসন দেওয়া হয়। সম্ভবত মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফাতকালে সেইখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আহার-বিহারে নানা প্রকারের সংযম (তিনি ঐশ্বর্য ও স্ত্রীলোকগণকে অবজ্ঞা করিতেন) ও নেক কাজ তাঁহার জীবন যাপন প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাঁহার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্ভবত কৌমার্য (celibacy)-এর পক্ষ সমর্থন করা হইতে তাঁহাকে বিরত রাখার উদ্দেশেই করা হইয়াছিল, এমন এক সময়ে যখন মুসলিমদের যোদ্ধা পুরুষের প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে ইব্ন কু'তায়বা তাঁহার মা'আরিফের ১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, তাঁহার গোঁড়াধর্মী মতবাদ বা অতি নৈতিকতার জন্য তাঁহাকে খারিজী বলিয়া সন্দেহ করা হইত, যদিও এই সকল ঘটনা ২৯/৬৫০ হইতে ৩৫/৬৫৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিয়াছিল। পরবর্তী বংশধরদের দৃষ্টিতে 'আমির ইব্ন 'আবদিল-কায়স শুধু এমন একজন বাগ্মী মানুষই ছিলেন না যাহার বাণীসমূহ সংরক্ষিত রহিয়াছে, বরং সূফীবাদের প্রধান আটজন যাহিদের (অবিরাম আধ্যাত্মিক সাধনারত সাধক) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সূফীবাদের একজন অগ্রদূতরূপে অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। সূফীবাদের অনুসারিগণ তাঁহার দ্বারা অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বায়ান, সূচীপত্র; (২) ইব্ন কু'তায়বা উয়ূন, ১খ., ৩০৮, ২খ., ৩৭০, ৩খ., ১৮৪; (৩) বালাযু'রী, আনসাব, ৫খ., ৫৭-৮; (৪) ইব্ন সা'দ, তাবাক'াত, ৭/১ খ., ৭৩-৮০; (৫) তাবারী; (৬) ইবনুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৭) আবূ নু'আয়ম, হি'লয়া, ২খ., ৮৭-৯৫, সংখ্যা ১৬৩; (৮) ইব্ন হা'জার, ইসা'বা, সংখ্যা ৬২৮৪; (৯) Massignon, Essai, নির্ঘণ্ট; (১০) Pellat, Milieu basrien, পৃ. ৯৬।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

'আমির ইব্ন ফুহায়রা (عامر بن فهيرة) ঃ (রা) উপনাম আবূ 'আমর। রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রথম দিকের সাহাবী। আবূ বাক্র (রা)-এর আযাদকৃত গুলাম। তিনি আয্দ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন আইশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা তু'ফায়ল ইব্ন 'আবদিল্লাহর ক্রীতদাস। রাসূলুল্লাহ (স) আরক'াম (রা)-এর গৃহে ইসলাম প্রচারের পূর্বে ক্রীতদাস থাকাকালীন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁহাকেও কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেন।

হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাক্র (রা) যখন ছাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন তখন তিনি আবূ বাক্র (রা)-এর উষ্ট্রী লইয়া সন্ধ্যায় তথায় উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদেরকে দুগ্ধ পান করাইতেন, দিনের বেলায় আবার লোকালয়ে ফিরিয়া আসিতেন, কোন রাখাল ইহা টের পাইত না। অতঃপর তাঁহারা যখন মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন, 'আমির (রা)-ও তখন তাঁহাদের সফরসংগী ছিলেন। 'আইশা (রা) বর্ণনা করেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী জ্বরে আক্রান্ত হন, 'আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা) তাঁহাদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স.) হ'ারিছ ইব্ন আওস আল-আনস'ারীর সহিত তাঁহাকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

'আমির (রা) বদ্র ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বি'র মা'উনায় (৪র্থ হি.) শাহাদাত বরণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪০ বৎসর।

আবূ বারা'আ-এর কপট আবেদনক্রমে ৪ হি. স'াফার মাসে রাসূলুল্লাহ (স) ৭০ জন সুশিক্ষিত সাহাবীকে [যাঁহারা কু'ররা' (قراء) নামে অভিহিত হইতেন] ইসলাম প্রচারের জন্য নাজ্দ-এ প্রেরণ করেন। 'আমির (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এই দলটি মক্কা ও 'উসফান-এর মধ্যবর্তী বি'র মা'উনা নামক স্থানে পৌঁছিলে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাদের হত্যা করা হয়। 'আমির (রা)-কে বল্লম দ্বারা আঘাত করা হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ فزت والله (আল্লাহর শপথ, আমি সফলতা লাভ করিলাম)! শাহাদাত লাভের পর তাঁহার লাশ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দেখা গেল, তাঁহাকে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ফেরেশতাগণ তাঁহার লাশ লইয়া 'ইল্লিয়্যিন-এ অবতরণ করিল।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাহীহ্ বুখারী, আস'াহ'হু'ল-'মাত'াবি', দিল্লী তা. বি., ২খ., ৫৮৭, বাবু গ'াযওয়াতির-রাজী, রিলি ওয়া যাকওয়ান; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহু'ল-বারী, বৈরূত, তা. বি., ৭খ., ৩৯০; (৩) বাদ্রুদ-দীন 'আয়নী, 'উমদাতুল-ক'ারী, বৈরূত, তা. বি., ১৭খ., ১৭৩-১৭৪; (৪) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবাঃ, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৫৬, সংখ্যা ৪৪১৫; (৫) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী 'আব, দ্র. ইস'াবার হাশিয়া, ৩খ., ৭-৯; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস- স'াহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ., ২৮৭, সংখ্যা ৩০৩৩; (৭) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ., ৯০-৯১; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় সং, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., ১৭৯, ৪খ., পৃ. ৭২; (৯) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবি'য়্যা, আল-আয্হার, মিসর তা. বি., ৩খ., ১১১; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২২৯-৩০, ২খ., ৫২, ৫৪, ৩খ., ১৭৩, ২৪৮, ২৩০-৩১, ৪৩৭; (১১) ইদরীস কানদেহলাবী, সীরাতুল-মুস'ত'াফা, ইদারা 'ইলম ওয়া হি'কমা, দেওবন্দ ১৪০০/১৯৮০, ১খ., ৩৮৪-৮৫, ২খ., পৃ. ২৬৭-৭০; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., পৃ. ১৯৫।

ডঃ আবদুল জলীল

'আমির ইব্ন রাবী'আ (عامر بن ربيعة) ঃ আল-'আনাযী আল-'আদাবী (রা) উপনাম আবূ আব্দিল্লাহ, একজন প্রথম যুগের সাহাবী। স্ত্রী লায়লা বিন্ত আবী খায়ছামা আল-'আদাবীকে সংগে লইয়া তিনি হাব্শায় (ইথিওপিয়া) হিজ্রত করেন এবং পরবর্তীতে সস্ত্রীক হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন। বদ্র, উহুদ, খন্দক ও পরবর্তী সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন।

'উমার (রা)-এর পিতা খাত্তাব তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রথমে 'আমির ইবনুল-খাত্তাব নামে ডাকা হইত। পরে কু'রআন কারীম-এর আয়াত ادعوهم لا بائهم ("তোমরা উহাদেরকে ডাক উহাদের পিতৃ পরিচয়ে" ৩৩ ঃ ৫) নাযিল হইলে তাঁহাকে 'আমির ইব্ন রাবী'আ নামে সম্বোধন করা শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (স) দারুল-আরক'ামে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হাবশায় হিজ্রত করেন।

তিনি ছিলেন মদীনায় হিজরতকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ঃ "আবদিল-আসাদ ব্যতীত আমার পূর্বে আর কেহ মদীনায় হিজরত করে নাই।" কোন বর্ণনায় তাঁহার স্ত্রী লায়লা বিন্ত আবী খায়ছামাকে প্রথম মুহাজিরা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। য়াযীদ ইব্নুল-মুনযির আল-আনস'ারীর সহিত রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা) হইতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্নুয-যুবায়র (রা), আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল (রা) প্রমুখ সাহাবী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

হযরত 'উছমান (রা) যখন হজ্জ করেন তখন 'আমির ইব্ন রাবী'আকে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের সন সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। মুস'আব আয-যুবায়রী ও আবী 'উবায়দার বর্ণনামতে তিনি ৩২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২৪০, ২খ., ১২২, ৫৭৫,৩৮৬৮৭, ৭খ., ৪৭ ৮খ., ২৬৭; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২৫৯, সংখ্যা ৪৩৮১; (৩) ইব্ন আবদিল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, দ্র. ইস'াবার হাশিয়া, ৩খ., ৪-৫; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহ'াবা, বৈরূত তা. বি, ১খ., ২৮৪, সংখ্যা ৩০০১; (৫) ইবনুল আছীর, উসদুল-গ'াবা, তেহ্রান ১৩৭৭ হি., ৪খ., ৮০-৮১; (৬) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক্র'ীবুত-তাহ্য'ীব, বৈরূত

১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ., ৩৮৭, সংখ্যা ৪১; (৭) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯২৭ খৃ., ১খ., ১৯৫-৯৬; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., সং. বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., ৬৬; (৯) ইদরীস কান্‌দেহ্‌লাবী, সীরাতুল-মুস্'তাফা, ইদারা ইল্‌ম ওয়া হি'কমা, দেওবন্দ ১৪০০/১৯৮০, ১খ., ২৪২, ২৪৭।

ডঃ আবদুল জলীল

আল-আমির বিআহকামিল্লাহ (الامر باحكام الله) ঃ আবূ 'আলী 'আল-মানসূর, দশম ফাতিমী খলীফা, জন্ম ১৩ মুহাররাম, ৪৯০/৩১ ডিসেম্বর, ১০৯৬। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা আল-মুসতা'লীর মৃত্যুর (১৪ সাফার, ৪৯৫/৮ ডিসেম্বর, ১১০১) পর উযীর আল-আফদ'াল তাঁহাকে খলীফা হিসাবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী ২০ বৎসর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল-আফদ'াল (দ্র.)-এর হাতে অর্পিত ছিল। ৫১৫/১১২১ সনে আল-আফদ'াল নিযারী দূতগণ কর্তৃক নিহত হন, কিন্তু এই দুষ্কর্মে সহযোগিতা করার দায়ে খলীফাকে অভিযুক্ত করা হয়। ইহার পর আল-মা'মূন ইব্‌নুল-বাত'াইহ'ী (দ্র.)-কে উযীর নিয়োগ করা হয়; কিন্তু পরে ৪ রামাদ'ান, ৫১৯/১১২৫ সনে তাঁহাকে বন্দী করা হয় (তিন বৎসর পর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়)। যদিও ইহার পর আর কোন নূতন উযীর নিয়োগ করা হয় নাই, তবুও খৃষ্টানপ্রধান রাজস্ব আদায়কারী আবূ নাজাহ ইব্ন কাননা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, কিন্তু ৫২৩/১১২১-৩০ সালে তাঁহাকে বন্দী ও পরে হত্যা করা হয়। আল-আফদ'াল উযীর থাকাকালীন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কিছু কর্মতৎপরতা দেখান এবং সা'দুদ' দাওলা আত-তাওয়াশী (৪৯৫/১১০১), আল-আফদ'ালের পুত্র শারাফুল-মা'আলী (৪৯৬/১১০৩), তাজুল-'আজাম ও ইব্ন কাদুস (৪৯৭/১১০৩), জামালুল-মুল্‌ক (৪৯৮/১১০৪), আল–আফদ'ালের অন্য এক পুত্র সানাউল-মুল্‌ক আল- হু'সায়ন (৪৯৯/১১০৫), পরে আল-আ'আযয (৫০৫/১১১২) ও মাস'উদ (৫০৬/১১১৩)-এর নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান চালান হয়। ফিলিস্তীনে তাহাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল 'আসক'ালানে। তাহা সত্ত্বেও ফিলিস্তীনের বিরাট এলাকা ও সিরীয় উপকূল খৃষ্টান যোদ্ধাদের দখলে চলিয়া যায়। ত'ারতূ'স ৪৯৫/১১০২ সালে, 'আককা ৪৯৭/১১০৩ সালে, ত'ারাবলুস ৫০২/১১০৯ সালে (তু. 'আম্মারিয়্যা, সায়দা ৫০৪/১১১১ সালে, সূর ৫১৮/১১২৪ সালে, এমন কি মিসরও ৫১১/১১১৭ সালে জেরুসালেমের রাজা বলডউইন কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বলডউইন ফারামা দখল করিয়া তিন্নীস পর্যন্ত পৌঁছেন। পরে অবশ্য অসুস্থতার কারণে তিনি পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য হন। পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫১৭/১১২৩ সনে বার্বার এলাকার লুওয়াতা উপজাতির আক্রমণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লুওয়াতা উপজাতি আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু পরে আল-মা'মূন তাহাদেরকে পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য করেন।

আল-আমিরের শাসনকালে নিযারীদের বিভেদের ফলে ফাতিমীগণ ইসমা'ঈলী 'দলত্যাগী'দের (diaspora) এক বিরাট অংশের সমর্থন হারান। ফলে মিসরের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। ইসমা'ঈলী দলত্যাগিগণের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য আল-মা'মূন পুলিসী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সময় নিযারীদের দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং মুসতা'লী বংশের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য কায়রোতে এক বিরাট গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয় (শাওওয়াল ৫১৬/১১২২)। ইহার উপর প্রকাশিত এক প্রামাণ্য দলীল 'আল-হিদায়াতুল-আমিরিয়্যা' (সম্পা. এ. এ. এ. ফায়যী, অক্সফোর্ড ১৯৩৮ খৃ.) শিরোনামে রক্ষিত আছে।

৫২৪/১১৩০ সালে আত্-ত'ায়্যিব নামে আল-আমিরের এক উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়; তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। ২ যু'ল-ক'াদা, ৫২৪/৮ অক্টোবর, ১১৩০ নিযারীদের দ্বারা খলীফা নিহত হওয়ার পর শাসন ব্যবস্থায় অন্যায় পরিবর্তনের অধ্যায়ের সূচনা হয়। (তু. আল-আফদ'াল কুতায়ফাত, আল-হাফিজ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-মুয়াস্‌সার, আখবার মিসর (Masse, ২৪-৩, ৫৬-৭৪ (ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে বিলুপ্ত কিছু সংখ্যক উদ্ধৃতাংশ আন-নুওয়ায়রী কর্তৃক রক্ষিত আছে, ফাতিমীদের উপর লিখিত অধ্যায়); (২) ইব্‌নুল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৭৫৩, ২৮০ (অনু. de Slane, ৩খ., ৪৫৫); (৪) আবুল-ফিদা (Reiske-Adler), নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৪খ., ৬৮০৭১; (৬) ইব্ন তাগ'রীবিরদী ২খ., ৩২৬/৯১ স্থা.; (৭) ইব্ন দুক্‌মাক; ইনতিস'ার, নির্ঘণ্ট; (৮) মাক'রীযী, খিত'াত, ১খ., ৪৬৮-৯৩, ২খ., ১৮১, ২৮৯ প.; (৯) সুয়ূত'ী, হু'সনুল, মুহাদ'ারা ২খ., ১৬প.; (১০) H.C. Kay, Yaman, its early mediaeval history, by Najm al-Din 'Omarah at-Hakami, নির্ঘণ্ট; (১১) Rohricht, Gesch. d. Konigreiches Jerusalem, স্থা.; (১২) R. Grousset, Histoire des Croisades, ১খ., স্থা. (বিশেষ করিয়া ২১৮-৮৪, ৫৯৭-৬১৮); (১৩) E. Wusten feld, Gesch, der Fatimiden-Chalifen, পৃ. ২৮০ প.; (১৪) S. Lane-Poole, A hist. of Egypt, নির্ঘণ্ট; (১৫) B. Lewis, History of the Crusades, ফিলাডেলফিয়া ১৯৫৬ খৃ., ১খ., ১১৮-৯; (১৬) S. M. Stern, the Epistle of the Fatimid Caliph al-Amir (al-Hidaya al-Amiriyya), JRAS, ১৯৫০ খৃ., ২০-৩১; (১৭) ঐ লেখক, The Succession to the Fatimid Caliph al-`Amir, ওরিয়েন্স ১৯৫১ খৃ., ১৯৩ প. ও তু.; (১৮) Bibl. to Al-Afdal, Al-Mamun B. Al-Bataihi.

S.M. Stern (E.I.²)/ শাহাবুদ্দীন খান

'আমিরিয়্যা (عامرية) ঃ আল-মানসূ'র ইব্ন আবী 'আমির (দ্র.)-এর বংশধর (ও মাওয়ালী) প্রথমত তাঁহার দুই পুত্র 'আবদুল-মালিক (দ্র.) ও 'আবদুর-রাহ'মান (দ্র.)। 'আবদুর-রাহ'মানের এক পুত্র 'আবদুল-'আযীয আল-মানসূ'র ভ্যালেন্সিয়াতে (স্পেনে) 'আমিরী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনি ৪১২-৫৩/১০২১-৬১ সনে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র 'আবদুল-মালিক আল-মুজ'াফফার (দ্র.) শাসন ক্ষমতা লাভ করেন (৪৫৩-৭/১০৬১-৫)। টলেডোর আল-মা'মূনের কর্তৃত্বাধীনে দশ বৎসরের বিরতির পর 'আবদুল-মালিকের ভ্রাতা আবূ বাক্‌র

ইব্ন 'আবদিল-'আযীয ভ্যালেন্সিয়াতে ৪৬৮-৪৭৮/ ১০৭৫-১০৮৫ সন পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। শেষোক্ত বৎসর শহরটি আবূ বাকরের পুত্র কাদী 'উছমান (ইব্ন আবী বাক্র)-এর নিকট হইতে কাড়িয়া নেওয়া হয় এবং টলেডোতে সিংহাসনচ্যুত আল-কাদিরের কর্তৃত্বের আওতায় আসে (আরও বিশদ বিবরণের জন্য ভ্যালেন্সিয়া শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.)। এই বংশের পূর্ববর্তী মাওয়ালীদের মধ্যে মুবারাক ও মুজাফফার ৪০১/১০১০-১ সন হইতে অল্প দিনের জন্য ভ্যালেন্সিয়া শাসন করিয়াছিলেন এবং মুজাহিদ আল-'আমিরী (দ্র.) Denia ও Balearic) দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন।

C.F. Seybold (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আমিরী (عامرى) ঃ আমীরী নহে, যেরূপ সাহিত্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, জা'দা-এর একটি উপগোত্র 'আমিরের এলাকা, পশ্চিম এডেনের নয়টি ক্যান্টনের অন্যতম, লোকসংখ্যা প্রায় ২৭০০০ (বৃটিশ এজেন্সী, ১৯৪৬ খৃ.)। সুলতান দালি (Dhala)-তে বসবাস করেন। ইহা ইয়ামান সীমান্ত ও কাতাবার প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে এবং জাবাল জিহাফের দক্ষিণ-পূর্ব ঢালে অবস্থিত একটি ছোট শহর। Von Maltzan-এর মতে শাফিল নামের প্রয়োগ শুধু দেশটি ও উহার রাজধানীর (বিলাদ শাফিল) প্রতিই ছিল না, বরং শাসনরত সুলতানের প্রতিও হইত। তিনি ছিলেন প্রথমে ইয়ামানের যায়দী ইমামদের একজন মামলুক। পরবর্তী কালে তিনি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং নিজ অঞ্চলটিতে শান্তি-শৃংখলার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃ. বৃটিশ সরকারের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৪ খৃ.। এডেন সরকারের সহিত এক উপদেষ্টা চুক্তি দ্বারা উহার পূর্ণতা সাধিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী আমিরের উপজাতীয় রক্ষীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দালিতে একটি স্থায়ী সামরিক বিমান অবতরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহার ছাত্রসংখ্যা গড়ে ৫০জন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Von Maltzan, Reise, পৃ. ৩৫৩ প. (পূর্ণ বৃত্তান্তসহ); (২) 'আবদুল্লাহ মানসূর (Wyman Bury), The Land of Uz, ১৯১১ খৃ., ১৭ প.; (৩) আলাবী শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ।

O. Lofgren (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আল-'আমিরী (العامرى) ঃ আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ দার্শনিক, প্রধানত পারস্যে বসবাস করিতেন। তিনি ৪র্থ/ ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে খুরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত ভূগোলবিদ ও দার্শনিক আবূ যায়দ আল-বালখী (দ্র. আল-বালখী)-র নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। আনু. ৩৫৫/৯৬৬ সন হইতে কয়েক বৎসর তিনি রায়-এ অতিবাহিত করেন এবং তথায় বুওয়ায়হী উযীর আবুল-ফাদ্'ল ইব্ন আল-'আমীদ তৎপুত্র ও উত্তরাধিকারী আবুল-ফাতহ্-এর পৃষ্ঠাপোষকতা লাভ করেন [দ্র. ইবনুল-'আমীদ]। আল-'আমিরী অন্তর দুইবার বাগদাদ ভ্রমণ করেন, একবার ৩৬০/৯৭০-১ এবং দ্বিতীয়বার ৩৬৪/৯৭৪-৫ সনে। সেখানে তিনি তৎকালীন অনেক নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু আত-তাওহীদীর মতে তাঁহাকে অমার্জিত প্রাদেশিক লোক মনে করিয়া অত্যন্ত শীতলভাবে গ্রহণ করা হয়। ৩৭০/৯৮০ সনের দিকে তিনি খুরাসান ফিরিয়া আসেন, সেইখানে তিনি একটি গ্রন্থ সামানী উযীর আবুল-হু'সায়ন আল-'উতবীকে (মৃ. আনু ৩৭২/৯৮২) উৎসর্গ করেন। অপর একটি বুখারায় ৩৭৫/৯৮৫-৬ সনে রচনা করেন। আল-'আমিরী ২৭ শাওওয়াল, ৩৮১/৬ জানুয়ারী, ৯৯২ সালে নীশাপুরে ইনতিকাল করেন।

আল-'আমিরী তাঁহার মৃত্যুর মাত্র ছয় বৎসর পূর্বে রচিত কিতাবুল-আমাদ 'আলাল-আবাদ (পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল Servili, 179 E. K. Rowson-এর সংস্করণ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে) গ্রন্থে একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে চারটি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা যায়। যথা চক্ষু সম্পর্কীয় গ্রন্থ কিতাবুল-ইবসা'র ওয়াল-মুবসা'র (পাণ্ডুলিপি, কায়রো, তায়মুরিয়্যা হি'কমা ৯৮), অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে দুইটি গ্রন্থ-ইনকা'য়ু'ল-বাশার মিনাল-জাবর ওয়াল-কা'দার ও আত-তাক'রীর লিওআওজুহিত-তাক'দীর (একত্রে পাণ্ডুলিপি, Princeton 2163 (393 B) এবং দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগে ইসলামের সমর্থনে লিখিত গ্রন্থ কিতাবুল-ই'লাম বি-মানাকিবিল-ইসলাম (সম্পা. A. Ghurab, কায়রো ১৯৬৭ খৃ.)। আলোচ্য তালিকাটিতে তাঁহার এরিস্টোটলীয় ভাষ্য বাদ পড়িয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি ভাষ্যের (On the categories, Posterior Analytics, and De Anima) উল্লেখ তিনি অন্য স্থানে করিয়াছেন। অধিকন্তু উক্ত তালিকায় ফুসূ'ল ফিল-মা'আলিমিল-ইলাহিয়্যারও (পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল Esat Ef. 1933) উল্লেখ নাই যাহা অধিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ এবং যাহাতে বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল-খায়রিল-মাহ্দ (ল্যাটিন ভাষায় Liber de causis নামে পরিচিত)-এর একটি বৃহৎ অংশ শব্দান্তরিত করা হইয়াছে। অপর একটি গ্রন্থ কিতাবুস-সা'আদা ওয়াল-ইস'আদ (Facs, সম্পা, M. Minovi, Wiesbaden ১৯৫৭-৮ খৃ.)-ও সম্ভবত আল-'আমিরী রচিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল-'আমিরীর দর্শন কতকটা নব্য-প্ল্যাটোবাদও এরিস্টোটলবাদের প্রচলিত সংমিশ্রণ এবং উহা তাঁহার সমসাময়িক মিসকাওয়ায়হ (দ্র.) প্রমুখ মনীষীর রচনায় প্রকাশিত মতবাদেরই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দর্শন অন্বেষণকে যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান করাই তাঁহার বিশেষ প্রয়াস বলিয়া মনে হয়। ই'লাম গ্রন্থে তিনি 'আলিমগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিভাবে দর্শন ও ইসলামকে একে অপরের বিরোধী মনে করার পরিবর্তে সম্পূরকরূপে দেখা যাইতে পারে। অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে দার্শনিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার দ্বারা তিনি তাঁহার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে 'আমাদ' গ্রন্থে পরকাল সম্পর্কিত এক আলোচনায় দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদকে একত্র করেন এবং 'আলিমগণের জন্য গ্রীক দার্শনিকদের একটি প্রাথমিক (এবং খুবই কৈফিয়তমূলক) পরিচিতিও উহাতে প্রদান করা হয়। ইসলামের প্রতি এই আপোসমূলক মনোভাব সেই ঐতিহ্যের ধারাকেই সচেতনভাবে বজায় রাখার প্রয়াসস্বরূপ যাহা আল-'আমিরীর শিক্ষক আল-বালখী ও তাঁহার শিক্ষক আল-কিনদী (দ্র). উভয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছিল।

আল-'আমিরীর খ্যাতিসম্পন্ন একমাত্র শিষ্য ছিলেন ইব্ন হিনদ (দ্র.) এবং পরবর্তী কালের মনীষীদের উপর তাঁহার প্রভাব অতি সামান্য ছিল

বলিয়া অনুমিত হয়। ইব্ন সীনা যিনি আল-'আমিরীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে 'আমিরীর স্মৃতি ব্যতীত সব কিছুই মুছিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহীদী, আখলাকুল-ওয়াযীরায়ন, সম্পা. এম. আত-তানজী, দামিশক ১৯৬৫ খৃ., ৩৩৫ প.; ৪১০ প., ৪৪৬ প. ও (২) ঐ লেখক, আল-মুক'াবাসাত, সম্পা. এইচ. আস-সানদূবী, কায়রো ১৯২৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) ঐ লেখক, আল-ইমতা' ওয়াল-মুআনাসা, সম্পা. এ. আমীন ও আহ'মাদ আয-যায়ন, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ.; (৪) আবূ সুলায়মান আস-সি'জসতানী, সি'ওয়ানুল-হি'কমা, সম্পা. আহ'মাদ বাদাবী, তেহরান, ১৯৭৪ খৃ., ৮২ প., ৩০৭ প.; (৫) ইব্ন সীনা, আন-নাজাত, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, ২৭১; (৬) য়া'কূত, উদাবা, ১খ., ৪১১ প.; (৭) আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, সম্পা. এম. আবদুল-হ'ামীদ, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ., ৯৫; (৮) M. Minovi প্রদত্ত পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীঃ আল-খাযাইন-ই তুরকিয়্যা, in Revue de la faculte des lettres de 1, Universite de Tehran, ৪থ./৩ (১৯৫৭), ৬০-৮৭;Brocklemann, S 1, ৭৪৪, ৯৫৮, ৯৬১; (৯) F. Rosenthal, State and Religion According to Abu 1'- Hasan al- Amiri in IQ, ৩খ., (১৯৫৬), ৪২-৫২; (১০) M. Arkoun, Logocentrisme et verite religieuse dans Ia pensee islamique dipres al- I 'lam bi-manakib al-islam d'al-Amiri,in Stud.Is, ৩৫ (১৯৭২), ৫-৫২; (১১) M. Allard,Un philosophe theologien, Muhammad b. Yusuf al-'Amiri, in RHR, ১৮৭ (১৯৭৫ খৃ.), ৫৭-৬৯।

E.K. Rowson (E.I.[2] Suppl.)/ মু. আবদুল মান্নান

'আমিল (عامل) ঃ ব.ব. উম্মাল (عمال) অর্থ কর্মকর্তা বা কর্ম সম্পাদন। 'আরবী ধাতু হইতে কর্তৃবাচক বিশেষ্য 'আমিল শব্দটি এমন মুসলমানের জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি স্বীয় মাযহাবের নির্দেশিত কাজের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আলিম (ব. ব. 'উলামা)-এর পরিভাষার সহিত ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী ব্যক্তির গুণবাচক বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিষয় ভিত্তিক পরিভাষায় 'আমিল শব্দের নিম্নোক্ত অর্থ হইয়া থাকে ঃ (১) কোন অংশীদারী ব্যবসা (মুদারাবা বা কিরাদ) শেয়ার ভিত্তিক ব্যবসায় কার্যত অংশগ্রহণকারী; (২) সরকারী কর্মকর্তা বা পদাধিকারী, বিশেষ করিয়া কর আদায়কারী; শেষোক্ত অর্থে এই শব্দটি ইতিপূর্বে কু'রআন মাজীদ-এ ব্যবহৃত হইয়াছে (والعاملين عليها) যদিও শব্দটি তখনও পরিভাষার মর্যাদা লাভ করে নাই। নবী কারীম (স) আরব গোত্রসমূহে বা নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাসমূহে মুসলিমদের নিকট হইতে সাদকাত (দ্র. যাকাত) ও অমুসলিমদের নিকট হইতে খারাজ (কর) আদায় করার জন্য স্বীয় প্রতিনিধিবর্গ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কাহারও কাহারও উপর রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্বও অর্পিত হইত (হ'ামীদুল্লাহ, আল-ওয়াছাইকু'স-সিয়াসিয়্যা ফী-'আহদিন-নাবাবী ওয়াল- খিলাফাতির-রাশিদা, কায়রো ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৬৩, ১১২; ঐ লেখক, Documents sur ladiplomatie musulmane ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৬৩, ২১২; আত-তশবারী, Annales, ১খ., ১৭৫৮, ১৯৯৯-২০০৮ আল-কাত্তানী, আত-তারাতীবুল-ইদারিয়া, ১খ., ২৪৩, আবূ য়ূসুফ, কিতাবুল-খারাজ, বূলাক ১৩০২ হি., পৃ. ৪৬ প.)। খায়বারস্থ 'আমিলকে তথাকার উৎপাদিত শস্যে মুসলিমদের অংশ আদায় করার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছি (আল-কাত্তানী, ১খ., ২৫৫)।

খুলাফা-ই রাশিদীন-এর শাসনকালে 'আমিল সাধারণত প্রদেশের গর্ভনর বা শাসনকর্তা অর্থে ব্যবহৃত হইত (আত-ত'াবারী, ১খ., পৃ. ২৬৬৫, পৃ. ২৯৩৩, পৃ. ২৯৩৬ ২৯৪৪; হ'ামীদুল্লাহ পৃ. ২৪৪)। 'উমার (রা)-এর শাসনকালে ইরাকের 'আমিলদের মধ্যে প্রাদেশিক গভর্নর কাদী যিনি প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষও হইতেন এবং দুইজন কর নির্ধারণকারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (আবূ য়ূসুফ, ২০ প. আল-বালাযু'রী, আনসাব, ৫খ., ২৯)। 'উছমান (রা)-এর যুগে সিরিয়ার নৌ-বাহিনী প্রধানকে 'আমিল বলা হইয়াছিল (আত-ত'াবারী, ১খ., ৩০৫৮)। খারাজ ও জিযয়া আদায়কারী ও জেলা প্রশাসকগণ, যাহাদের প্রধান কাজ কর আদায় করা, তাহাদেরকেও 'আমিল বলা হইত (আত-ত'াবারী, ১খ., ৩০৫৮, ৩০৮২-৩০৮৭; আবূ য়ূসুফ, পৃ. ৫৯)।

উমায়্যা যুগে ও 'আব্বাসীদের প্রথম দিকে সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে 'আমিল শব্দটি উর্ধ্বতর ও নিম্নতর উভয় পর্যায়ের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। উময়্যা যুগে 'আমিল বলিতে প্রাদেশিক গভর্নর বা তাঁহার নায়েবকেও বুঝাইত (আত-ত'াবারী, ২খ., ১৪৮১ আল-বালাযু'রী, ৫খ., ২৭৩; আল-কিন্দী, আল-উলাত, পৃ. ৬৩, ৬৫)। যখন রাজস্ব বিভাগকে অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগ হইতে পৃথক করা হইল তখন 'আমিলের পরিভাষা, বিশেষভাবে প্রদেশের রাজধানীর অর্থ বিভাগের পরিচালকের পদবী হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। যথা মিসরে (আল-কিন্দী, পৃ. ৭৩-৭৫, ৮৪), ইরাকে (আত-ত'াবারী, ২খ., ১৩০৫) অথবা খুরাসানে (আত-তাবারী, ২খ., ১২৫৬, ১৪৫৮)। ঐ সকল 'আমিলকে খালীফা স্বয়ং অথবা প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করিতেন (আল-কিন্দী, ৭০-৭৫; আত-ত'াবারী, ২খ., ১৩০৫, ১৩৫৬)। বিভিন্ন জেলার কর আদায়কারিগণকেও 'উম্মাল বলা হইত; যেমন কোন কোন মিসরীয় Papyr-তে দেখা যায় (দ্র. A. Grohuan, Arabic Papyri in the Egyptian Library, ৩খ., ১২ পৃ. ১২১ পৃ. ১৩৭)। 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীয (র) কূফায় আমিলদের নানাবিধ মারাত্মক অবিচারের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন (আত-ত'াবারী, ৩খ., ১৩৬৬)। খুরাসানে আমিলগণ সাধারণত অমুসলিম হইতেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৭৪৯); তবে অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সম্প্রদায় হইতে 'আমিল নিয়োগ করা হইত (যাকী হ'াসান, Les Tulunides, পৃ. ২১৩, ২৪৮); কোন কোন সময় জনসাধারণ নিজেরাই 'আমিল নিযুক্ত করিত (আত-ত'াবারী, ২খ., ১৪৮১, 'আমিলুল-হাদার)। এক স্থানে আমিল-ই মাউনা বা স্থানীয় পুলিস প্রধানের উল্লেখ রহিয়াছে (আত-ত'াবারী, ৩খ., ১৭৪০)।

'আব্বাসী যুগের প্রথম দিকেও 'আমিল বলিতে প্রাদেশিক গভর্নর বুঝাইত (আল-জাহ'শিয়ারী, আল-উযারা, কায়রো ১৩৫৭ হি., পৃ. ১৩৪, ১৩৯, ১৫১; আল-বালাযু'রী, ৫খ., ৪০২)। মিসরের 'আমিল-ই খারাজ (কর আদায়কারী) সাধারণত বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করিত (আল-মাক'রীযী, আল-খিত'াত, ১খ., ১৫)। যদিও কোন কোন সময় গভর্নরকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হইত (আল-কিন্দী, পৃ. ১২০, ১২৫), তথাপি এই পরিভাষাটি জেলার কর আদায়কারীদের জন্য অধিকতর ব্যবহৃত হইত, যেমন আমরা শুনিয়া থাকি, 'আমিল-উকরা (রাসাইলুল-বুলাগ'া, সম্পা., কুর্দ 'আলী, ৩খ., ৪০৩), 'উম্মালুস-সাওয়াদ (সাওয়াদ দ্র.] আল-জাহ'শিয়ারী, পৃ. ১৩৪), উম্মাল-উ-খারাজ (ঐ, পৃ. ৯৩, ২৩৩), গভর্নরের 'আমিলগণ ও শহরের 'আমিলগণ (আল-কিন্দী, পৃ. ১৯৪, ২০৩; রাসাইলুল-বুলাগা, ৩খ., ৮৬)।

খৃস্টীয় চতুর্থ/দশম শতাব্দী পর্যন্ত 'আমিল সাধারণত রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাকে বুঝাইত। প্রাদেশিক আমীরের সহিত একজন 'আমিল থাকিত (আস-সাবী, উযারা', পৃ. ১৫৬) এবং আমীর ও 'আমিল একযোগে করিলে এক ব্যক্তিকে তখন প্রদেশে তাহাদের ক্ষমতা হইত সীমাহীন (ইব্নুল-আছীর, ৮খ., ১৬৫ পৃ.)। স্থানীয় 'উম্মাল ('আমিল কুরাত, 'আমিল-তাসসূজ, 'আমিল-নাহি'য়া) কৃষি উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা, রাজস্ব আদায় এবং নিজ নিজ এলাকার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিতেন (আস-সাবী, পৃ. ৭১, ১৯৩, ৩১৩, ৩১৮; মিসকাওয়ায়হ, Eclipse [তাজারিবুল-উমাম], ১খ., ২৭ প. ও ২খ., ২৩; আস-সাবী, আর-রাসাইল = Letters, সম্পা. আরসালান, পৃ. ২১১)। বিভিন্ন কিতাবে এমন কিছু 'আমিল-এর উল্লেখও পাওয়া যায় যাহাদের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োগ করা হইত এবং এই দায়িত্ব শুধু রাজস্ব সংক্রান্ত ছিল না। যেমন 'আমিল মুআবিন যাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে পুলিস বিভাগ থাকিত (মিসকাওয়ায়হ, ১খ., ১৩৯; খারাজ-এর সহিত সংযুক্ত, ২খ., ২৯); 'আমিল মাসালিহ', সংরক্ষিত সীমান্ত ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত (২খ., ৪৮) অথবা 'আমিল জাহবাযা, আর্থিক প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত (কুম্মী, তারীখ, পৃ. ১৪৯)। কখনও কখনও রাজধানীতে প্রধান 'আমিলের নায়েব (নাইব) তাহার প্রতিনিধিত্ব করিত (মিসকাওয়ায়হ, ১খ., ৩২৪)।

যাঁহারা ইসলামের গঠনতন্ত্র আইন (আল-আহ'কামুস-সুলতানিয়্যা) সম্পর্কে গ্রন্থ রচার করিয়াছেন তাঁহারা 'উম্মাল ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। যথা আল-মাওয়ারদী ও আবূ য়া'লা। তাঁহারা সীমিত বা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী প্রদেশের গভর্নর ও বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত 'আমিলগণের মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রদেশের 'আমিলকে খলীফা বা উযীর বা গভর্নর নিযুক্ত করিতেন এবং প্রাদেশিক গভর্নর অথবা 'আমিল জেলার 'আমিল নিযুক্ত করিতে পারিতেন।

স্বাধীন রাজবংশসমূহের যুগেও সামান্য পরিবর্তন সহকারে উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত থাকে। মিসরের স্বাধীন তূলূনী ও ইখ্শীদী শাসকবর্গের ক্ষমতাধীন এলাকার রাজস্ব আদায়কারীদের অধিকাংশ ছিল কিবতী (যাকী হা'সান, Les Tulunides, পৃ. ২১৩, ২৮৪; কাশিফ, The lkhshidids, পৃ. ১৩৬ প.)। 'আমিলুল-মা'উনা, অর্থাৎ পুলিশ প্রধানের উল্লেখ রহিয়াছে (ইব্নুদ-দায়া, আল-মুকাফাআ, সম্পা. আহ'মাদ আমীন ও আল-জারিম, পৃ. ৭০ প.)। মিসরের ফাতিমী খলীফাদের 'আমিলদের কর্ম পর্যবেক্ষণ করিতেন নাজি'র ও মুশরিফগণ (মাক'রীযী, ইত্তি'আজ', পৃ. ১৭৯; খিত'াত, ৪খ., ৭৭ প.)। আয়্যূবীদের 'আমিলগণের সম্পর্কেও এই বক্তব্য সঠিক (ইব্নুল-মাম্মাতী, কাওয়ানীনুদ-দাওয়াবীন, সম্পা. 'আযীয সুরয়াল 'আতি'য়্যা, পৃ. ৩০৩)। মামলুক শাসনকালে স্থানীয় 'উম্মাল অর্থাৎ 'উম্মালুল-বিলাদ গ্রামের জমিদার বা স্থানীয় কৃষিজীবী হইতেন (A. N. Poliak, Feudalism, পৃ. ৪৫, টীকা ১, পৃ. ৪৭, টীকা ১)। সামানীদের সম্পর্কে দ্র. গারদীযী, যায়নুল-আখবার, বার্লিন ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৫১; গাযনাবীদের সম্পর্কে দ্র. নিজামী 'আরূদী, চাহার মাকালা, পৃ. ৪৮; সালজূকদের সম্পর্কে দ্র. নিজ'ামুল-মুলক, সিয়াসাত নামাহ, পৃ. ২৮; বাল্খী, ফারসনামাহ, পৃ. ১২১; ঈলখানী সম্পর্কে জালাইরী ও আক-কোয়ুন লুদের সম্পর্কে দ্র: জুওয়ায়নী, তারীখ-ই জাহান গুশায়, ২খ., ৩৩; V. Minorsky, in BSOAS, ৯খ., ৯৫০; A.K.S. Lambton Landlord and Peasant in Persia, পৃ. ১০২ প.; তায়মূরীদের সম্পর্কে দ্র. খাওয়ান্দামীর, দাসতূর, পৃ. ১৭৯; সাফাবীদের সম্পর্কে দ্র. Minorsky, তায'কিরা, পত্র ৭৫খ. হইতে ৭৬ক, ৮২ ক-খ; Lambton, পৃ. ১১৬। মুসলিম ভারতে প্রথমে "আমিল বলিতে সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত গভর্নরকে বুঝাইত। পরবর্তী কালে এই শব্দটি ছোট ছোট জেলা রাজস্ব আদায়কারীদেরকে নির্দেশ করিত (Moreland, Agrarian System of India, পৃ. ২৭০; Lybyer, Ottoman Government, পৃ: ২৯৪)।

'উছমানী তুর্কীগণ 'আমিল শব্দটি রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদারগণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিত। কিন্তু পরে কখনও কখনও প্রদেশগুলির নিম্ন পর্যায়ের রাজস্ব আদায়কারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে থাকে (Mantran ও Sauvaget, Reglements fiscaux Ottomans, পৃ. ২০)।

মুসলিম উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে উমায়্যা যুগের রীতিনীতি প্রচলিত থাকে এবং 'আমিল পরিভাষাটি প্রদেশের গভর্নর বা উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসকের জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি সাধারণ প্রশাসন ও রাজস্ব—উভয়ের দায়িত্বে থাকিতেন। (আন্দালুসের) উমায়্যা খিলাফাতের শেষ অবধি এই রীতি প্রচলিত থাকে (ইব্ন ইযারী, আল-বায়ানুল-মুগ'রিব, স্থা; E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, ১খ., ৯২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত আরও দ্র. (১) Dozy, Supplement, 'আমিল; (২) A. Mez, Renaaissance des Islams; (৩) ফুওয়াদ কপরূলু, in IA, তুর্কী, 'আমিল দ্র. (শেষ যুগের জন্য বিশেষ মূল্যবান)।

A. A. Duri (E.I.[2])/যোবায়ের আহমদ

'আমিল (عامل) ঃ আরবী, ব.ব. عوامل ইহার শাব্দিক অর্থ ক্রিয়াকারী অথবা প্রভাব সৃষ্টিকারী। 'আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় 'আওয়ামিল দ্বারা এমন সব কারণ বা প্রভাবকে বুঝায় যাহার পরিপ্রেক্ষিতে

'আরবদের বাক্যে শব্দের শেষের স্বরচিহ্ন নির্ধারিত হয়। যথা কোন শব্দের শেষ বর্ণে সাধারণত 'পেশ' হওয়া (مضموم) বা 'যবর' (لفظا يا حكما منصوب) বা 'যের' (لفظا يا حكما مكسور) হওয়া। ইব্ন মানজূরের মতে শব্দটির এই ব্যবহারিক অর্থ (লিসানুল -'আরাব, 'আমাল শীর্ষক নিবন্ধ) গৃহীত হইয়াছে। قد عمل الشيء فى الشيء احدث فيه نوعا من الاعراب হইতে। "একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহাতে কোন নূতন স্বরচিহ্নের প্রয়োগ ঘটাইয়াছে" (দাসতূরুল-'উলামা', ২খ., ৩৯৩ প.। এই 'আমিলটি কখনও ক্রিয়া পদ হইয়া থাকে (যথা زيد এ- ضرب زيد) শব্দটি পেশযুক্ত হইয়াছে, ضرب ক্রিয়ার কর্তৃ কারক (فاعل) হওয়ার কারণে। কখনও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য আবার কখনও বিশেষ্য হইয়া থাকে (এই শর্তে, ইহারা এমন বিশেষ্য হইবে যাহাদের 'আওয়ামিলরূপে গণ্য করা যায়) এবং কখনও অব্যয় (حرف) হইয়া থাকে। যথা যের দানকারী, (حروف جارة) যবর দানকারী (حروف ناصبة), জাযম দানকারী (حروف جازمة) ইত্যাদি (লিসানুল-'আরাব, 'আমাল নিবন্ধ)।

ইমাম 'আবদুল-কা'হির আল-জুরজানীর মতে (শারহু'শ-শারহি' লি-মিআতি "আমিল, দিল্লী, পৃ. ১০ পৃ.) 'আওয়ামিলের মোট সংখ্যা এক শত। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি শাব্দিক অর্থাৎ উচ্চারিত আকারে প্রকাশিত হয়; এইগুলি ক্রিয়া বিশেষ্য অথবা অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন 'আমিল ভাববাচক (معنوى) হইয়া থাকে অর্থাৎ মুখ দিয়া উচ্চারিত হয় না; বরং ভাবগতভাবে ইহার অবস্থান ধরিয়া নেওয়া হয়। (যেমন 'আরবী ব্যাকরণের এই নিয়ম যে, مبتدا ও خبر পেশযুক্ত হইবে। যথা زيد قائم এই বাক্যে পেশ দানকারী 'আমিল বাহ্যত উল্লিখিত না হইলেও ভাবগতভাবে ইহার উপস্থিতি ধরিয়া লওয়া হয়। 'আওয়ামিল দুই প্রকারঃ (১) সামাঈ ও (২) কি'য়াসী। 'আমিল সামাঈ অর্থাৎ 'আরবদের নিকট হইতে এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে, 'আলা (على) এমন একটি অব্যয় যাহা اسم-কে যের দান করে অর্থাৎ ইসম مجرور হয় এবং لن এমন একটি অব্যয় যাহা مضارع-কে যবর দান করে অর্থাৎ منصوب করে, কিন্তু ইহা বলা যাইবে না, على -এর وزن-এর সকল অব্যয়ই اسم-কে যের দান করিবে অথবা لن -এর وزن-এর সকল অব্যয়ই مضارع-কে যবর দান করিবে। কি'য়াসী 'আমিলের অর্থঃ 'আরবদের নিকট আমরা শুনিয়াছি, ضرب একটি فعل যাহা স্বীয় فاعل-কে পেশ ও مفعول-কে যবর দান করে। সুতরাং ইহা হইতে কিয়াস করিয়া বলা হয়, সকল فعل স্বীয় فاعل-কে পেশ এবং مفعول-কে যবর দান করিবে (দাসতূরুল-'উলামা, ২খ., ২৯৩)।

এক শত 'আমিলের মধ্যে ৯৮টি 'আমিল لفظى, মাত্র দুইটি 'আমিল لفظى معنوى 'আমিলের মধ্যে ৯১টি 'আমিল সামাঈ এবং সাতটি 'আমিল কিয়াসী (শারহুশ-শারহ' লি-মিআতি 'আমিল, পৃ. ১০-১৩)।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আরবী ব্যাকরণে প্রায়শই 'আমিল উহ্য রাখা হয় (দ্র. আয-যামাখ্শারী। আল-মুফাসসা'ল-সূচী, ইদমার 'আমিল اضمار عامل শীর্ষক নিবন্ধ)। কিন্তু এই অবস্থায় عامل معنوى-কে উহ্য 'আমিল হইতে পৃথক করা দরকার; কেননা তর্কশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বৈয়াকরণিকগণ جملة اسمية-এর فاعل উল্লেখ করিয়া থাকেন, যাহার عامل নির্দেশ করা অসম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাশশাফু ইস'তিলাহ'াতিল ফুনূন, সম্পা. (Sprenger, পৃ. ১০৮৫; (২) আল-জুরজানী, কিতাবুত-তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, পৃ. ১৫০; (৩) 'আবদুল-কা'হির আল-জুরজানী, কিতাবুল-'আওয়ামিলি'ল-মিআ, সম্পা. Erpenius; (৪) 'আবদুন-নাবী আহ'মদ নাগরী, দাসতূরুল-'উলামা, দাক্ষিণাত্য ১৩২৯ হি.; (৫) ইব্ন মানজূর, লিসানুল-'আরাব, 'আমাল শীর্ষক নিবন্ধ; (৬) ইব্নুল-আনবারী, আসরারুল-'আরাবিয়্যা, দামিশক ১৯৫৭ খৃ.; (৭) ইব্ন হিশাম, শারহু' শুযুরিয-যাহাব ফি' মারিফাতি কালামিল-'আরাব, কায়রো।

G. Weil (E.I.[2], দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-'আমিলী (العاملى) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন হু'সায়ন বাহাউদ্দীন, কবি নাম বাহাঈ, ৯৬৩/১৫৪৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩০/১৬২১ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে 'আরবী ও ফারসীতে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। জন্মভূমি জাবাল 'আমিলা (সিরিয়া) হইতে তিনি পারস্য দেশে হিজরত করেন এবং কালক্রমে তথাকার শাহ 'আব্বাসের দরবারে এক সম্মানিত পদ লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে 'আল-কাশকূল' (ভিক্ষার ঝুলি) নামক কাব্য সংকলন উৎকৃষ্টতর। এই গ্রন্থখানা প্রাচ্যে বারবার মুদ্রিত হয়। তিনি 'জামে' 'আব্বাসী' নামে শী'আ ফিক'হশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহা ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্র বিষয়েও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। একজন ফারসী ভাষার কবি হিসাবে তিনি 'নান ওয়া হালওয়া' নামে একখানি মাছনাবী লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইথে (Ethe)-এর মতে ইহা জালালুদ্দীন রূমীর মাছনাবীর ভূমিকাস্বরূপ বিবেচিত হয়। 'শীর ও শাকার' নামক তাঁহার দ্বিতীয় মাছনাবী গ্রন্থখানি স্বল্প পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহি'ব্বী, খুলাস'াতুল-আছার, ৩খ., ৪৪০-১; (২) I. Goldziher, SBAK, Wien Phil-hist.; Cl., ৭৮ খ., ৪৫৮-৯; (৩) Brockelmann, ২খ., ৪১৪, পরিশিষ্ট ২, ৫৯৫; (৪) Ethe, the Gr. I. Ph. 301.

(E.I.[2])/ মকবুল আহমদ

'আমীদ (عميد) ঃ 'আরবী, ইহা সামানী-গাযনাবী প্রশাসনে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপাধি। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাদের উত্তরাধিকারী সালজূক রাজবংশ তাঁহাদের সাম্রাজ্য সর্বত্র এই উপাধিটির ব্যবহার সম্প্রসারণ করেন। 'আমীদ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ পদের দায়িত্ব ও ক্রিয়াকলাপ বুঝায় না; যে কর্মকর্তা শ্রেণী হইতে বেসামরিক গভর্নর, 'আমিল (সামরিক গভর্নর, সাল্লার, শিহ'না নহে) নিয়োগ করা হইত সেই শ্রেণীকে বুঝায়। সিবত' ইব্নুল-জাওযী (মিরআতুয-যামান, পাণ্ডুলিপি, প্যারিস ১৫০৩ খৃ., ১৯৩ v.), জনৈক 'আমীদ গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইব্নুল-আছীরের সম্পর্কে সমর্থিত একই গ্রন্থকারের

বর্ণনার সাহায্যে সালজূক শাসনামলে বাগদাদের 'আমীদগণের পেশা-জীবনের ইতিহাস নির্ভুলভাবে অনুসরণ করা সম্ভব। কেহ কেহ গভর্নর পদ হইতে অবসর গ্রহণের পরও 'আমীদ উপাধি দ্বারা পরিচিত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহান সালজূক আমলের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব 'আমীদ-খুরাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর আন-নাসাবী ইব্‌ন খাল্লিকান-এর বর্ণনা অনুসারে বুওয়ায়হীদ আমলের একজন কৃষ্টিবান উযীর ইব্‌নুল-'আমীদ পিতার উপাধি হইতে স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে Barthold (তুর্কিস্তান, ২২৯) প্রমাণ করিয়াছেন, সামানী ও গাযনাবী শাসনামলে সাহিবুল-বারীদদের উপাধি ছিল 'আমীদুল-মুলক। বাখারযীর 'দুময়াতুল-কাসর গ্রন্থেও বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ইহা সমর্থিত হইয়াছে। তুগরিল বেগ-এর বিখ্যাত উযীর 'আমীদুল-মুলক আল-কুনদূরী সম্ভবত তাঁহার পেশা জীবন এইভাবেই শুরু করিয়াছিলেন। সম্ভবত তাঁহাদের সাবেক 'আমীদ উপাধিটি উযীরগণও ব্যবহার করিতেন, সুবিখ্যাত জায়হানী বোধ হয় ইহার একটি দৃষ্টান্ত (ইব্‌ন ফাদলান, ed. Kratchkovsky, 197b)।

বুওয়ায়হীদ শাসনামলে 'আমীদ উপাধিটি যুক্ত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'আমীদুদ-দাওলা, 'আমীদুদ্দীন, 'আমীদুল-জুয়ূশ ইত্যাদি।

ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপাধিটি, এমন কি বাগদাদেও সময় সময় পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু সামরিক শাসকগণ কর্তৃক যখন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের বিশেষ অধিকারগুলি ক্ষুণ্ন হইতে লাগিল তখন উপাধিটির ব্যবহারও বিরল হইয়া পড়িল। মোঙ্গলদের আমলে ইহার ব্যবহার দেখা যায় নাই।

অন্য কোন মুসলিম দেশে ইহার ব্যবহার সম্প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে কেবল 'ইমাদ ও উমদা সংযুক্ত লাকাবই ব্যবহৃত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সালজূক-পূর্ব ও সালজূক সাম্রাজ্যের সমস্ত ইতিহাস, পূর্ব পারস্যের পত্র সংগ্রহ ও কাব্য সংকলনসমূহ; Lane-এর গ্রন্থাবলী।

C.L. Cahen (E.I.²)/ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

'আমীদ তূলাকী সুনামী (عميد تولكى سونامى) ঃ খাওয়াজা (খাজা) 'আমীদুদ-দীন ফাখরুল-মুলক মুসলিম ভারতের একজন কবি। তিনি সুনাম শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা বর্তমানে ভারতীয় পাঞ্জাব প্রদেশের পাতিয়ালা জেলায় অবস্থিত। এই শহরটি ৭ম/১৩শ শতকে ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি কেন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়। 'আমীদ নিজকে সুনামী ও তূলাকী উভয় নামে অভিহিত করিতেন। কারণ তাঁহার পিতা খুরাসান-এর অন্তর্গত তূলাক হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রখ্যাত শিহাব মাহমরা-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কবিজীবন মুলতানে শুরু হয় যাহা মালিক 'ইযযুদ্দীন খান-ই আয়ায এবং তৎপুত্র তাজুদ্দীন আবূ বাক্‌র (মৃ. ৬৩৮/১২৪১)-এর অধীনে এক স্বল্পস্থায়ী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যযুগের কাব্য সংকলনে সংরক্ষিত তাঁহার দুইটি কাসীদা সুলতান তাজুদ্দীন-এর প্রশংসায় রচিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুর পর তিনি মুলতান হইতে দিল্লী আগমন করেন এবং সুলতান বলবনের রাজত্বকালে তাঁহাকে মুলতান ও উচ জেলাদ্বয়ের মুসতাওফী (রাজস্ব বিভাগের হিসাব রক্ষক) পদে নিয়োগ করা হয়। এই সময়ে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন শাহযাদা মুহাম্মাদ-এর অধীনে যিনি পরবর্তী কালে খান-ই শাহীদ নামে পরিচিত লাভ করেন।

'আমীদ-এর দীওয়ান বর্তমানে অবলুপ্ত, কিন্তু মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্য সংকলন ও অন্যান্য সাহিত্য কর্মে প্রতীয়মান হয়, ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে দিল্লী সালতানাতের তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন এবং ইন্দো-ফারসী সাহিত্যের উন্নয়নে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্য হইতে এই সত্যটি প্রতীয়মান হয়, তিনি 'ইশরাক' দর্শনে অনুরক্ত ছিলেন যাহার উদ্‌গাতা ও প্রবক্তা ছিলেন শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (মৃ. ৫৮৭/১১৯১)।

তাঁহার সমসাময়িক অন্য কবিদের অধিকাংশের ন্যায় 'আমীদ মূলত একজন কাসীদা কাব্যের কবি ছিলেন এবং তাঁহার জ্ঞাত কবিতাবলীর অধিকাংশই শাসনকর্তা, রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রশংসায় রচিত ছিল। তাঁহার কাব্য সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি তারজী' বান্দ যাহাতে প্রতিটি স্তবকের পর একই চরণ পুনরাবৃত্ত হয়, দুইটি গাযাল ও একটি হাযল (রসাত্মক কবিতা) অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল সরলতা, সাবলীলতা, চিন্তার নূতনত্ব ও রচনা-শৈলীর সৌন্দর্য। তাঁহার হাবসিয়্যাত [কারাগারে লিখিত কাব্যসমূহ (দ্র. হাবসিয়া)] মধ্যযুগীয় কারাগারসমূহের প্রকৃত অবস্থার উপর আলোকপাত করে। এই প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা যায় হানসীর শায়খ জামাল-এর গাযালের ন্যায় তাঁহার গাযালসমূহও পরবর্তী কালে গাযাল-এর জনপ্রিয়তার পথ উন্মুক্ত করিয়া উহাকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য-শাখারূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-কাদির বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, ১খ., Bibl. Ind. edn. কলিকাতা ১৮৬৯ খৃ.; (২) আহমাদ কুলাতী ইসফাহানী, মু'নিসুল-আহরার, পাণ্ডু; হাবীব গানজ সংগ্রহ, মাওলানা আযাদ গ্রন্থাগার, 'আলীগড়; (৩) তাকীকাশী, খুলাসাতুল-আশ'আর, পাণ্ড, খুদা বাখশ লাইব্রেরী, পাটনা; (৪) হুসায়ন আজমু, ফারহাঙ্গ-ই জাহানগীরী, নওল কিশোর সং.; (৫) ইকবাল-হুসায়ন, The Early Persian Poets of India, পাটনা ১৯৩৭ খৃ.; (৬) নাজির আহমাদ, 'আমীদ তূলাকী সুনামী, ফিকর ওয়া নাজর (উর্দূ ত্রৈমাসিক), অক্টোবর ১৯৬৪, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।

I.H. Siddiqui (E.I².)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আল-'আমীদী (العميدى) ঃ রুকনুদ্দীন আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দী, একজন হানাফী ফাকীহ। মৃ. ৯ জুমাদাছ-ছানিয়া, ৬১৫/৩ সেপ্টেম্বর, ১২১৮ বুখারায়। তর্কবিদ্যার কলা-কৌশল বর্ণনায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। স্বীয় গ্রন্থ 'আল-ইরশাদ' ও 'আত-তারীকাতুল-'আমীদিয়া ফিল-খিলাফি ওয়াল-জাদাল' (পাণ্ডুলিপি আকারে)-এ তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

'যোগ' (Yoga) বিষয়ক ভারতীয় একখানা পুস্তক, Amrtakunda-এর অনুবাদের সহিত তাঁহার নামের সংযোগ দেখা যায় 'মিরআতুল-মা'আনী লিইদরাকি'ল-'আলামিল-ইনসানী' শীর্ষক এই পুস্তকের একখানা 'আরবী আনুবাদ আছে; উহার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে মূল রচনার সহিত সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাঁচখানা পাণ্ডুলিপির (এইগুলি এখন

আর অবশিষ্ট নাই) ভিত্তিতে পুস্তকটি JA (পৃ. ২৯১ প.)-তে ১৯২৮ সালে য়ূসুফ হু'সায়ন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ফারসী ও তুর্কী ভাষায়ও উহার অনুবাদ রহিয়াছে (তু. also M. de Guignes, in Memoires de l'Acadimie des Inscriptions et Belles-Letteres, ancienne serie, xxvi. 791; J. Gildemeister, Script, ar de rebus indicis, 115; W. Perisch, in Festgruss an Roth, 1893, 208-12)। পুস্তকটির ভূমিকায় একজন যোগী ব্রাহ্মণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে যিনি আনু. ৬০৫/১২০৮ সালে 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্ন মারদানের রাজত্বকালে কামরূপ (আধুনিক আসাম) হইতে লাখনৌতে আসেন এবং রুকুনুদ্দীন আস-সামারক'ন্দী কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। প্রতিদানে রুকনুদ্দীন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে যোগ প্রণালী আয়ত্ত করেন। কিছু কিছু পাণ্ডুলিপির বর্ণনা অনুসারে পুস্তকটি প্রথমে ফারসী ভাষায় এবং পরে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়; তবে উহার অনুবাদ কার্যের সঠিক ইতিহাস এবং উহাতে আল-'আমীদীর-অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণীতে (যাহা আরও একটি ভিন্ন বিবরণের সহিত যুক্ত) তেমন কোন সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৫৭৫; (২) ইব্ন কু'তলুবুগা, তাজুত-তারাজিম (Flugel), পৃ. ১৭১; (৩) সাফাদী, ওয়াফী, ১খ., ২৮০; (৪) হাজ্জী খালীফা, দ্র. ইরশাদ আত-ত'ারীক' মির'আতুল-মা'আনী; (৫) Brockelmann, I. 568, SI, 785.

S. M. Stern (E.I.[2])/ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

'আমীদুদ্দীন আল-আবযারী (عميد الدين الابزارى) ঃ আল-আনসারী, আসআদ ইব্ন নাসর, একজন মন্ত্রী ও কবি, দক্ষিণ শীরাযের আবযার-এর অধিবাসী। তিনি ফারস-এর আতাবেগ সা'দ ইব্ন যাঙ্গীর চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। স্বীয় প্রভু কর্তৃক রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ-এর নিকট প্রেরিত হন। তিনি তাঁহাকে কিছু পদে নিয়োগের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া মন্ত্রী হিসাবে রুকনুদ্দীন স'লাহ কিরমানীর স্থলাভিষিক্ত হন এবং সা'দ-এর মৃত্যু পর্যন্ত তথায় স্বীয় পদমর্যাদায় আসীন থাকেন। সা'দ-এর পুত্র তথা উত্তরাধিকারী আবূ বাক্র তাঁহাকে খাওয়ারিযম শাহের সহিত পত্র যোগাযোগ এবং শাহের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করিবার দায়ে আটক করেন। অতঃপর তিনি ইসতাখর-এর নিকটবর্তী উশকুনওয়ান দুর্গে কারারুদ্ধ হন এবং পাঁচ অথবা ছয় মাসের শেষদিকে (জুমাদাল-উলা অথবা ছানিয়া, ৬২৪/এপ্রিল-জুন, ১২২৭) তথায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বীয় পুত্র তাজুদ্দীন মুহ'াম্মাদকে ১১১ শ্লোকের একটি 'আরবী কবিতা (আল-কাসীদাতুল-উশকুনওয়ানিয়া) শ্রুত লিখনের জন্য আবৃত্তি করিয়া শোনান; উহাতে তিনি স্বীয় দুর্ভাগ্য লইয়া বিলাপ করিয়াছেন। কবিতাটি শিল্পালংকারসমৃদ্ধ একটি কাব্য সংকলন হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মীরখাওয়ান্দ, ৪খ., ১৭৪ (-W. Morley, Hist. of the Atabeks, 28; (২) খাওয়ান্দামীর, ২খ., ৪, ১২৯, (৩) ওয়াসসাফ, ১৫৬; (৪) CI. Huart, L'ode arabe dochkonwan, Revue semitique, 1893; (5) Brockelmann, 298, ii. 667, S.I. 456.

CI. Huart (E.I[2].) / সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

আমীন (أمين) ঃ আ. ব. ব. উমানা' অর্থ 'বিশ্বস্ত, যাহার উপরে কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারে'। এই কারণেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-কে তাঁহার যুবা বয়সেই আল-আমীন আখ্যা দেওয়া হয়। বিশেষ্য পদ হিসাবে ইহার অর্থ দাঁড়ায় 'যাহার উপর কিছু আস্থা স্থাপন করা যায়; পরিদর্শক, প্রশাসক।' আমীনুল-ওয়াহ'য়ি, যাঁহার উপর প্রত্যাদেশ বহনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)। আমীন শব্দটি সচরাচর উপাধি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়; যথা আমীনুদ-দাওলা (উদাহরণস্বরূপ ইব্নুত-তিলমীয' ও অন্যান্য), আমীনুদ্দীন (উদাহরণস্বরূপ য়া'কূত) আমীনুল-মুলক, আমীনুস- সালতানা।

আমীন শব্দের এই সমস্ত সাধারণ ও অনির্দিষ্ট ব্যবহার ব্যতীত মুসলমানদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে আমীন শব্দটি বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করিয়া আমীন তাহাগদর বলা হয় যাহাদের উপর অর্থনৈতিক অথবা রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পিত হইয়া থাকে। আইন সংক্রান্ত শব্দটি 'বৈধ প্রতিনিধি' (Legal Representatives) বুঝায়। 'আব্বাসী যুগের প্রাথমিক আমলে 'আমীনুল-হু'কম' অপরিণত বয়স্ক য়াতীম শিশুদের ধন-সম্পদের দায়িত্ব যে অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকিত তাঁহাকেই বলা হইত (Tyan, Organisation Judiciaire, ১খ., ৩৮৪)। ব্যাপক অর্থে শব্দটি কোষাধ্যক্ষ, শুল্ক কর্মকর্তা, ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (দ্র. ইব্ন মাম্মাতি, ক'াওয়ানীনুদ-দাওয়াবী'ন ('আতি'য়্যা), অধ্যায় ৩, মিসর সম্বন্ধে ও পাশ্চাত্যের জন্য Levi-Provencal, Hist. de l'Espagne musulmane, ৩খ., ৪০, ৫২; Le Tourneau, Fes avant Le Protectorat, নির্ঘণ্ট, বিশেষ করিয়া পৃ. ২৯৯, টীকা ৩ ইত্যাদি।

আমীন শব্দের অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক অর্থ হইতেছে 'ব্যবসায়ী সংঘের প্রধান। এই অর্থে শব্দটির বহু বচন প্রায়ই আমীনাত (امينات) হয় (Le Tourneau পৃ. স্থা)। কিন্তু এই অর্থে আমীন শব্দটির ব্যবহার মুসলিম পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশে সীমাবদ্ধ ছিল এবং মুসলিম প্রাচ্যে প্রাক-তুর্কী আমলে এই অর্থে 'আরীফ (عريف) (দ্র.) শব্দের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ছিল; আধুনিক যুগে এই অর্থে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যবসায়ী সংঘের প্রধান সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. 'আরীফ, সিনফ।

Cahen (E.I[2].)/ মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

আমীন (امين) ঃ তুর্কী এমীন, উছমানী শাসনামলের একটি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদবী, তাঁহার পদ বা দায়িত্বকে 'আমানাত' বলা হইত। 'উছমানী সরকারী পরিভাষায় 'আমীন' পদবী দ্বারা বেতনভোগী এমন একজন কর্মকর্তাকে বুঝাইত, যিনি সাধারণত 'বারাত' বলে স্বয়ং সুলতান

কর্তৃক অথবা তাঁহার নামে নিয়োজিত হইতেন এবং যাহার উপর কোন বিভাগ, বিশেষ কাজ অথবা রাজস্বের উৎসের ব্যবস্থাপনা বা দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পিত হইত। অনুরূপভাবে সংগ্রহ ও সরবরাহ, টাঁকশাল, খনিজ সম্পদ, শুল্ক বিভাগ ও অপরাপর বিভাগের জন্য বিভিন্ন প্রকার আমীন নিযুক্ত হইতেন। তাহা ছাড়া ভূমির তালিকা প্রণয়ন, ইজারা প্রদান, জমি আবাদকরণ ও জায়গীর বণ্টন ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগ (তাহরীর দ্র.)-এর জন্যও একজন আমীন নিযুক্ত করা হইত। অধ্যাপক ইনালজিকের ভাষায় 'তাহরীর বিভাগের আমীন পদের জন্য গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইত; ইহা ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদ। সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে দুর্নীতির অবকাশও ছিল প্রচুর। সাধারণত প্রভাবশালী 'বে' ও কাদীগণ এই দায়িত্বে নিয়োজিত হইতেন। যেহেতু আমীন ছিলেন একজন বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আদায়কৃত কর হইতে নিজের জন্য কোন কিছু গ্রহণ করার অধিকার ছিল না, বরং আদায়কৃত সমুদয় অর্থই সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হইত। কোন কোন সময় আমীন 'পদবীটি এমন সব প্রতিনিধিও কর্তকর্তাদের ক্ষেত্রে ও প্রয়োগ করা হইত, যাহারা সুলতান ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্বশীলদের দ্বারা নিয়োজিত হইতেন; যথা কোন কাদী অথবা কর আদায়কারী। অনেক সময় আমীন ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া নিজেই কর আদায়কারীর দায়িত্ব পালন করিতেন।

রাজধানীর ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপাধিও ছিল 'আমীন'। যথা বারুদখানার কর্মকর্তা 'বারুতখানাহ আমীনী', অস্ত্রাগারের কর্মকর্তা 'তেরসানাহ আমিনী', 'দাফতার-ই খাকানী'র কর্মকর্তা দাফতার-ই আমীনী অথবা দাফতার-ই খাকানী আমীনী। এই পদাধিকারী উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারিজন আমীন ছিলেন সবিশেষ প্রসিদ্ধ, যাহারা প্রাসাদের বহিস্থ কর্মচারীদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ঃ (১) শহরের কমিশনার 'শহর আমীনী', তিনি প্রাসাদের অর্থ, রসদ সরবরাহ এবং প্রাসাদ ও নগরের অন্যান্য সরকারী ও রাজকীয় ইমারতসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; (২) রন্ধনশালার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা 'মাতবাখ আমীনী'; (৩) যবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা 'আরপাহ আমীনী'; সুলতানের রন্ধনশালার খাদ্যসামগ্রী ও শাহী-আস্তাবলের পশুর জাব সরবরাহ করা তাঁহার দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল; (৪) টাঁকশালের পরিচালক (দারবখানাহ আমীনী), তিনি প্রাসাদস্থিত টাঁকশালের দেখাশুনা করিতেন (দ্র. দারুদ্-দারব)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খালীল ঈনালজিক, হিজরী ৮৩৫, তারীখলী সুরাত-ই দাফতার-ই সানজাক আরওয়ানীদ, আঙ্কারা ১৯৫৪ খৃ.; (২) R. Anheggar, Beitraege zur Geschichte des Bergbaus in Osmanischen Reich, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ. ১/১ খ., ২২-২৩; ৩২-৩৫; ১০৪-১০৭; (৩) ঐ লেখক, খালীল ইনলাজিক', কানুন নামা-ই সুলতানীবের মুজেব 'উরফ-ই 'উছমানী, আঙ্কারা ১৯৫৬ খৃ, সূচী; (৪) N. Beldiceanu, Les actes des premiers Sultans, প্যারিস-হেগ ১৯৬০ খৃ., সূচী; (৫) বুরকান, কানুনলার, সূচী; (৬) L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift in der turkischen Financvewaltung. Budapest ১৯৫৫ খৃ., ১খ., ৮৬ ও সূচী; (৭) U. Heyd, Ottoman documents on Palestine, ১৫৫২-১৬১৫, অক্সফোর্ড ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৫৯-৬০, ৯৩ ও সূচী; (৮) S.J. Shaw, The financial and administrative organization and development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton ১৯৬২ খৃ.; পৃ. ২৬-২৭, ৩১ ও সূচী; (৯) 'আবদুর-রাহমান ওয়াফীক, তাকালীফ কাওয়াঈদী, ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি., ১খ., ১৭৬-১৮৪; (১০) I.H. Uzun Carsili, Osmanli devletinin Saray teshkilati, আঙ্কারা ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৩৮৭; (১১) Gibb and Bowen, ১/১ খ., ৮৪-৮৫, ১৩২-৩৩, ১৫০, ১/২ খ., ২১; (১২) Pakalin, ১খ., ৫২৫-৫২৬।

B. Lewis (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমীন (آمين) ঃ হিব্রু; শায়খ রাদীর বর্ণনা অনুসারে ইহা একটি সিরীয় শব্দ এবং আমিন (أمن), আমীন (امين), আমীন (آمين) ইত্যাদি বিভিন্নরূপে লেখা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারেও বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আবূ 'আলী আল-ফাসাবী বর্ণনা করেন, ইহা আল্লাহর প্রতি নির্দেশক একটি সর্বনাম সম্বলিত শব্দ। কেননা 'আমীন' শব্দে 'দু'আ কবুল কর' ভাবার্থ দ্বারা প্রতিনির্দেশক একটি সর্বনাম বর্তমান। ইহা একটি নামবাচক ক্রিয়া (اسم فاعل) হওয়ার দরুন 'দু'আ' 'শুনা', 'কবুল কর', 'তথাস্তু' 'এমনই কর' ইত্যাদি অর্থ ছাড়া ইহাও বর্ণিত আছে, শব্দটি 'সঠিক' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুরআনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহার শেষে শব্দটি পড়া হইলেও এই ব্যাপারে সকলেই একমত, ইহা কুরআনের শব্দ নয়। খালীফা 'উছমান (রা) যে কুরআন সংকলন করিয়াছিলেন, ইহাতে এই শব্দটি ছিল না এবং কোন সাহাবী বা তাবি'ঈ-এর বর্ণনায়ও আমীন শব্দটি কুরআনে ছিল বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। সূরা ফাতিহার পাঠকের প্রতি পাঠশেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত। এক হাদীছে এই নির্দেশ আছে, ইমাম যখন সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করিবেন তখন জামা'আতের মুসল্লীগণ চুপে চুপে 'আমীন' বলিবে। ইমামকেও 'আমীন' বলিতে হইবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। হানাফীদের মতে ইমাম আমীন বলিবেন। শী'আগণ ফাতিহার শেষে 'আমীন' বলে না, বরং তাহাদের মতে আমীন বলিলে সালাত ভঙ্গ হইয়া যায়। তুর্কীদের মধ্যে প্রাচীনকালে ছেলেমেয়েদেরকে মক্তবে ভর্তি করার আনুষ্ঠানিকে সাধারণত 'আমীন' বলা হইত। ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন খতমের উপলক্ষে গীত, কবিতা ও দু'আর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে (দ্র. ফারহাঙ্গ-ই আসাফিয়া, ১খ., ২২৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আর-রাগিব, মুফরাদাত, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ২৫; (২) মুহাম্মাদ 'আবদুহ, তাফসীর, ১খ., ৯৮-১০০; (৩) Lane, মাদ্দুল-কামূস, ১খ., ১০২; (৪) Murray, English Dictionary, অক্সফোর্ড ১৮৮৮ খৃ., ১খ., ২৭৬; (৫) Islam Encyclopaedesi (তুর্কী)।

মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন-ইয়ালতকায়া (দা.মা.ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-আমীন (الامين) ঃ মুহা'ম্মাদ, 'আব্বাসী খলীফা (১৯৩-৮/৮০৯-১৩)। তিনি শাওওয়াল ১৭০/এপ্রিল ৭৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খালীফা হারূনুর-রাশীদ ও যুবায়দা বেগমের ঔরসজাত সন্তান এবং যুবায়দা ছিলেন খলীফা আল-মানসূ'রের পৌত্রী। তিনি পিতামাতা উভয় দিক দিয়া খাঁটি হাশিমী বংশসম্ভূত ছিলেন (যুবায়দা বিনত জা'ফার ইব্ন মানসূ'র ও হারূনুর-রাশীদ ইব্ন হাদী ইব্ন মানসূ'র)। এইজন্য পিতার খিলাফাতের উত্তরাধিকার লাভে তদীয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ (যিনি পরবর্তী কালে আল-মা'মূন নামে পরিচিত), যিনি একজন দাসীমাতার গর্ভে আমীনের ছয় মাস পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপর আল-আমীনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রকৃত ঘটনা এই, খলীফা হারূনুর-রাশীদ ১৭৫/৭৯২ সালে আল-আমীনের পাঁচ বৎসর বয়সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার বায়'আতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ১৮৩/৭৯৯ সালে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারীরূপে আল-মা'মূনের নাম যুক্ত করেন। এই দ্বৈত উত্তরাধিকারের সম্পূর্ণ বিষয়টিকে হারূনুর-রাশীদ স্বয়ং ১৮৬/৮০২ সালে 'মক্কা দলীল'রূপে নিরংকুশভাবে নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন এবং সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় ও উত্তরাধিকারীদের সম্ভাব্য বিরোধের মীমাংসা করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল দলীলের প্রথমটিতে আল-আমীন অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী আল-মা'মূন তাঁহার প্রাপ্য অধিকার লাভ করিবেন এবং তিনি কার্যত সাম্রাজ্যের পূর্ব অর্ধাংশের শাসনাধিকার লাভ করিবেন। অপর দলীলে আল-মা'মূন উপরিউক্ত অধিকার লাভ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন, তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে খলীফারূপে মানিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার অঙ্গীকার রক্ষা করুন আর না-ই করুক। এই বাধ্যবাধকতা ও পাল্টা বাধ্যবাধকতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, খলীফা হারূনুর-রাশীদ এই দ্বৈত উত্তরাধিকারের নাযুক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তাঁহার মনে দুই ভ্রাতার পারস্পরিক বিরোধের আশংকাও জাগরূক ছিল (যাঁহারা চরিত্র ও প্রবণতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন)। তিনি ধর্মীয় ও আইনগত অনুষ্ঠান ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে একটি নাযুক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেন।

হারূনুর-রাশীদ ৩ জুমাদাল-উখরা, ১৯৩/২৪ মার্চ, ৮০৯ সালে তূসে ইন্তিকাল করিলে আল-আমীনকে বাগদাদ ও সমগ্র সাম্রাজ্যে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আল-মা'মূন অতি দ্রুততার সহিত স্বীয় জায়গীর খুরাসানের দিকে ধাবিত হন। পরের বৎসর (১৯৪/৮১০) আল-আমীন জুমু'আর খুতবা পাঠে তাঁহার ও আল-মা'মূনের পরে স্বীয় পুত্র মূসার নাম প্রবর্তন করেন। ইহা আইনত দলীলের বিরোধী না হইলেও ইহাতে প্রতীয়মান হয়, দলীলটিকে উপেক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। স্বীয় ভ্রাতার নামের সঙ্গে ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি এমন একজনের নাম সংযুক্ত করিলেন যাঁহাকে তিনি অধিকতর যোগ্য মনে করেন। ফল এই দাঁড়ায়, শীঘ্রই উভয় ভ্রাতার মধ্যে (যথাক্রমে উযীর আল-ফাদ'ল ইব্ন রাবী' ও ভাবী উযীর আল-ফাদ'ল ইব্ন সাহল দ্বারা সমর্থিত হইয়া) কূটনৈতিক পত্র যোগাযোগ শুরু হয়। ত'াবারী এই সকল পত্রাবলীর মূল বিবরণ, যাহা বাগদাদ ও মারব-এর মধ্যকার সশস্ত্র বিবাদের পূর্বে স্নায়ু যুদ্ধের রূপ লাভ করিয়াছিল, সংরক্ষণ করিয়াছেন। আল-আমীনের চেষ্টা ছিল, তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে প্রথমে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং খুরাসানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে রাযী করাইয়া উত্তরাধিকারের ক্রমধারার পরিবর্তনে সম্মতি আদায় করিবেন। কিন্তু বুদ্ধিমান আল-মা'মূন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনড় থাকেন। ফলে আল-আমীন ক্ষিপ্র পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হন। হি. ১৯৫ সালের শুরুতে অর্থাৎ খৃ. ৮১০ সালের শেষদিকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে 'মক্কা চুক্তি'র বিরোধিতা করিয়া জুমু'আর খুতবায় আল-মা'মূনের নামের স্থলে সরাসরি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীয় পুত্রের (ও স্বীয় ভ্রাতা আল-ক'াসিম, যিনি পরবর্তী কালে আল-মু'তাসি'ম উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন) নাম পাঠ করেন। আল-মা'মূনের বিরোধিতা নিস্তব্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য 'আলী ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মাহানের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরিত হয়। ইহার ফলে ইরাক ও খুরাসানের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয় (জুমাদাল-উখরা ১৯৫/ মার্চ ৮১১)।

আল-মা'মূনের পক্ষে দুর্ধর্ষ সেনাপতি ত'াহির ইবনুল-হু'সায়ন (দ্র.) যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। রায়-এর সন্নিকটে প্রথম সংঘর্ষেই তিনি প্রতিপক্ষীয় সেনাপতি 'আলী ইব্ন 'ঈসাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। প্রতিপক্ষীয় পরবর্তী সেনাপতি 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন জাবালা আল-আবনাবীও নিহত হন। আল-জিবাল-এর সম্পূর্ণ অতি দ্রুত খুরাসানী সৈন্যের নিয়ন্ত্রণে আসে। আল-আমীন তাঁহাদের প্রতিরোধের জন্য সিরীয় 'আরবদের একটি সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রেরণ করেন, কিন্তু এই দলটিও ব্যর্থ হয়। এককালের ইরাকী মিত্রদলের বিপরীতে সিরীয় শক্তিকে কাজে লাগাইবার আল-আমীনের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সিরিয়ায় ভয়ানক বিরোধ দেখা দেয়। বাগদাদে হু'সায়ন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা অকস্মাৎ বিদ্রোহ করিয়া সাময়িকভাবে আল-আমীনের অপসারণ ও আল-মা'মূনের খিলাফাতের ঘোষণা দান করেন। কিন্তু এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা (রাজাব ১৯৬/মার্চ ৮১২) সফলকাম হয় নাই। আল-আমীন আবার বহাল হন। এখন রাজধানী অভিমুখী খুরাসানী বাহিনীর প্রতিরোধ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যু'ল-হি'জ্জা ১৯৬/আগস্ট ৮১২ সালে হারছামা ইব্ন আ'য়ান ও ত'াহিরের নেতৃত্বে দুইটি বাহিনী বাগদাদ ঘিরিয়া ফেলে। ত'াহির ইতিমধ্যে খুযিস্তানের বিদ্রোহ দমন সমাপ্ত করেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও (ইরাক, মেসোপটেমিয়া, 'আরব) আল- আমীনের শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। তাঁহার অপসারণ ও তদীয় ভ্রাতার খিলাফাতের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইহা সত্ত্বেও সারা বৎসর রাজধানীর প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। এই সময় শহরের সর্বাপেক্ষা অশান্ত দল (যাহারা 'উরা বা নগ্ন নামে খ্যাত) মা'মূনের পক্ষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবরোধকারীদের প্রতিরোধ করিতে থাকে। মুহাররাম ১৯৮/ সেপ্টেম্বর, ৮১৩ সালের পূর্বে অবস্থা স্পষ্ট হয় নাই। এই সময় সকল প্রকার প্রতিরোধ বিদূরিত হয়। আল-আমীন নিরাপদে শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু পিতার আমলের বিশ্বস্ত সেনাপতির সঙ্গে, যিনি তাঁহার জীবন রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাহির হইয়া যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ত'াহিরের লোকজন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হন। শিকার হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে তাঁহারা তাঁহাকে গ্রেফতার করে এবং ২৪-২৫

মুহাররাম, ১৯৮/সেপ্টেম্বর ৮১৩ সালের মধ্যরাতে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। জানা যায়, আল-মা'মূন স্বয়ং ভ্রাতৃহত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ি ছিলেন না যদিও তাঁহার মৃত্যুতে আল-মা'মূন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতার এই সংঘর্ষকে 'আব্বাসী খিলাফাতের প্রথম দিকে কেহ কেহ ইরানী ও আরবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলত ইহা ছিল বংশগত দ্বন্দ্ব—যদিও দুই ভ্রাতার উৎপত্তির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বৈষম্য ছিল এবং যাহাদের উপর তাঁহারা নির্ভরশীল ছিলেন সেই সৈন্যদলের মধ্যেও নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যগত সমর্থন বিদ্যমান ছিল। খুরসানী ও ইরানীগণ সাধারণভাবে মা'মূনের সমর্থক ছিল। তবুও ইহা দাবি করা যায় না, আল-আমীন 'আরবীয় কৃষ্টির প্রবক্তা ছিলেন অথবা 'আরবগণ শ্রেণীগতভাবে তাঁহার সমর্থক ছিল। স্বভাবত আল-আমীন ছিলেন ভোগ-বিলাসী, আরামপ্রিয় ও রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে অদূরদর্শী এবং খিলাফাতের ক্ষমতা তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত হউক তজ্জন্য তিনি অধীর ছিলেন। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেন নাই। এই সকল কর্মপদ্ধতি আল-আমীনের স্বকীয় ছিল না, বরং তাঁহার উযীর ও পরামর্শদাতা আল-ফাদ'ল ইব্নুর-রাবী' (দ্র.)-এর নির্দেশিত ছিল, যাহাকে আমাদের সূত্রসমূহে আল-আমীনের দুষ্টগ্রহরূপে প্রতীয়মান করা হইয়াছে। আসলে বিজয়ীর নিকট হইতে ক্ষমা লাভের আশায় ইব্নুর-রাবী' বিপদের সময় আল-আমীনের পক্ষ ত্যাগ করেন। বাগদাদ অবরোধের সময় যে আনুগত্য ও প্রবল প্রতিরোধ ঘটে তাহা আইনগত ও বংশীয় আদর্শ ভিত্তিক ছিল না, বরং তাহা ছিল আল-আমীনের অতি উদার দানশীলতা ও শহরের পঙ্কিল লোকদের হত্যা ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তির ফল। এইরূপে প্রকৃতপক্ষে আল-আমীনের পক্ষে শেষ পর্যন্ত দরবারীদের একটি ছোট দল, কয়েকজন কবি ও তাঁহার অমিতাচারের কয়েকজন সহযোগী ছাড়া কেহ ছিল না। যেমন আবূ নুওয়াস শেষ পর্যন্ত আল-আমীনের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর একটি শোকগাথা রচনা করিয়া আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে আল-আমীনকে কোন কোন উমায়্যা খলীফা, যেমন য়াযীদ, দ্বিতীয় ওয়ালীদ প্রমুখের সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, যাহারা তাঁহারই মত স্বেচ্ছাচারী, ভোগ-বিলাসী শাসক ছিলেন, যদিও তাঁহার মেধা ও রাজনৈতিক যোগ্যতা সেই সকল স্বেচ্ছাচারী শাসকদের মত ছিল না। তাঁহার চারি বৎসরের শাসনামলে (অবরোধকাল বাদে তিন বৎসর) তাঁহার তুলনায় অধিকতর বুদ্ধিমান ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন ভ্রাতাকে খিলাফাত হইতে বঞ্চিত করার যুদ্ধ ব্যতিরেকে কোন উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয় নাই। অবশেষে সংগতভাবেই তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসন লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রধান সূত্র ত'াবারী, ৩খ., ৬০৩-৯৭৪ (সংক্ষেপিত ইব্নুল-আছীর, ৬খ., ১৫২-২০৭)। অন্যান্য সূত্র : (২) আল-য়া'কূ'বী, ২খ., ৪৯৩ প., ৫২৪-৫৩৮; (৩) দীনাওয়ারী, পৃ. ৩৮৮-৩৯৬; (৪) Fragmenta Historicorum Arabicorum (সম্পা. de Goeje), পৃ. ৩২০-৩৪৪; (৫) ইব্নুত-তিকতাকা, পৃ. ২৯১-২৯৭; অধিকতর কাহিনী ভিত্তিক, তবে বাগদাদ অবরোধের বিবরণের জন্য মূল্যবান, (৬) আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৬খ., ৪১৫-৪৮৭। পাশ্চাত্য গ্রন্থাবলীতে খিলাফাতের সাধারণ ইতিহাস ব্যতীত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী (৭) F. Gabrieli, Documenti relativial califfato di al-Amin in at-Tabari, in Rend Lin, ১৯২৭ পৃ. ১৯১-২২০; ও (৮) ঐ লেখক, La successione di Harun al-Rasid e la guerra fra al Amin eal-Mamun, in RSo, ১৯২৮, পৃ. ৩৪১-৩৯৭; (৯) শিবলী, আল-মা'মূন, আজামগড়।

F. Gabrieli (E.I^{2}.)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আমীন আহসান ইসলাহী (امين احسن اصلاحى) ঃ মাওলানা, রাজনীতিবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, তাফসীরকার ও ইসলামী বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ১৩২২ হি./১৯০৪ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় জিলার বেম্বোর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হাফিয মুহাম্মাদ মুরতাদা একজন অতিশয় আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। বালক আমীন আহসানের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের মক্তবে শুরু হয়। এখানে তিনি কুরআন মজীদের পাশাপাশি উর্দূ ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন।

১৩৩৩ হি./১৯১৪ সালে তাঁহাকে 'সারায়ে মীর' এলাকায় অবস্থিত মাদরাসাতুল ইসলাহ-এ ভর্তি করা হয়। এই মাদরাসা ছিল উপমহাদেশের দুই খ্যাতনামা মনীষী মাওলানা শিবলী নু'মানী ও মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর যৌথ চিন্তার ফসল। প্রতিষ্ঠানটি তখন মাওলানা শিবলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ছিল। বালক আমীন আহসান দশ বৎসর বয়সে এখানে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হন। প্রতিষ্ঠানটির অনুকূল পরিবেশ তাঁহার মানস গঠন এবং উন্নত মানের শিক্ষা লাভে সহায়ক হয়। এখানে তিনি আট বৎসরব্যাপী পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করিয়া ১৩৪১ হি./১৯২২ সালে মাদরাসার সেরা ছাত্রের শিরোপা অর্জন করেন।

এই সময় গোটা উপমহাদেশে জোরেশোরে খিলাফত আন্দোলন চলিতেছিল। আমীন আহসানও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার লেখনীর যোগ্যতার সুবাদে বিজনৌর হইতে প্রকাশিত 'মাদীনা' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রায় তিন বৎসর দায়িত্ব পালন করেন।

১৩৪৪ /১৯২৫ সালে 'মাদরাসাতুল ইসলাহ' পরিচালনার দায়িত্বভার মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর উপর অর্পিত হয়। তিনি মাদরাসার পাঠ্যসূচীতে মৌলিক পরিবর্তন আনেন এবং কুরআন মজীদের উপর গবেষণায় সহযোগিতার জন্য তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র আমীন আহসান ইসলাহীকে মনোনীত করেন। উস্তাদের ডাকে সাড়া দিয়া তিনি সাংবাদিকতা ত্যাগ করিয়া 'মাদরাসাতুল ইসলাহ'-এ অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

আমীন আহসান ইসলাহীকে ফারাহী চিন্তাধারার উত্তরসুরি বলা যায়। মাওলানা ফারাহীর সান্নিধ্যে থাকাকালে স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৩৫০ / ১৯৩১ সালে উপমহাদেশের বিশিষ্ট হাদীছ শাস্ত্রবিদ ও জামে' আত-তিরমিযীর ভাষ্যকার

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান মুবারকপুরীর নিকট উক্ত কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাদীছ অধ্যয়নের মূলনীতি গ্রন্থ শারহু নুখবাতিল ফিক্র ছাড়াও রিজাল শাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণা পদ্ধতিও শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় স্নাতক মানে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী মাদরাসাতুল ইসলাহ-এ অবস্থানকালে ১৯৩৪ খৃ. 'দায়রায়ে হামীদিয়া' নামে একটি শিক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল, মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী রচিত আরবী তাফসীরখানা উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করা এবং তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ সম্পাদনা ও প্রকাশনা। ইহা ছাড়া তিনি আল-ইসলাহ শিরোনামে একটি মাসিক গবেষণা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি চার বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার মাধ্যমে তিনি পশ্চাৎপদ মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের আহ্বান জানাইতে থাকেন। ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ সালে থেকে ১৯৩৯ খৃ. পর্যন্ত তিনি মাদরাসাতুল ইসলাহ-এর উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৩৬০ হি./১৯৪১ সালে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সংকল্প নিয়া জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত থাকেন এবং সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদীর অনুপস্থিতিতে আমীরে জামায়াতের দায়িত্বও পালন করিতেন।

১৩৬৫ হি./১৯৪৫ সালে গোড়ার দিকে তিনি আমীরে জামায়াতের অনুরোধে মাদরাসার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়া পূর্বপাঞ্জাবের পাঠানকোর্টে অবস্থিত 'দারুল ইসলাম' নামক জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলিয়া আসেন। ১৩৬৭ /১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় লাহোরে স্থানান্তরিত হয় এবং মাওলানা ইসলাহীও এখানে চলিয়া আসেন। এখানে অক্টোবর মাসে পাঞ্জাব নিরাপত্তা আইনে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ বিশ মাস বিনা বিচারে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি রচনা করেন 'পাকিস্তানী আওরাত দো রাহে পর'। গ্রন্থখানি 'ইসলামী মু'আশারাহ মে আওরাত কা মাকাম' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘ ১৬/১৭ বৎসর জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর ১৩৭৮ / ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ইহার সদস্য পদে ইস্তিফা দিয়া একান্তভাবে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। জামায়াতে ইসলামীতে থাকাকালে জামায়াতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। (তালিকা নিম্নে দ্র.)

১৩৭৮/১৯৫৮ সালে তিনি হজ্জ আদায় করেন এবং মুশাহাদাতে হারম শিরোনামে এই সফরের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁহার নিভৃত জীবনে একান্তভাবে কুরআন গবেষণা ও তাফসীর রচনায় নিয়োজিত থাকেন। ইহার ফসল হইল নয় খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল তাফসীর 'তাদাব্বুরে কুরআন'। তিনি স্বীয় চিন্তাধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খৃ. মাসিক 'মীছাক' নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করেন। একই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে তিনি 'হালকায়ে তাদাব্বুরে কুরআন ও হ'াদীছ' নামে একটি নিয়মিত দরস চালু করেন। দরসের এই সিলসিলা ১৯৯৩ খৃ. তাঁহার অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই মজলিসে তিনি কুরআন মজীদ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সাহীহ মুসলিম ও সাহীহ বুখারীর দরস দিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দশকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ মাবাদীয়ে তাদাব্বুরুল কুরআন, মাবাদীয়ে তাদাব্বুরুল হাদীছ, ফাল্সাফাকে বুনিয়াদী মাসায়েল কুরআন-হাদীছ কী রৌশনী মে, মাকালাতে ইসলাহী (ইসলাহী প্রবন্ধ সংকলন), তাফহীমে দীন, উসূলে ফাহমে কুরআন প্রভৃতি। তাঁহার গ্রন্থাবলীকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ঃ

(এক) তাঁহার শায়খ মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর রচনাবলী অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ (১) মাজমূ'আয়ে তাফসীরে ফারাহী, (২) তাফসীরে কুরআন কে উসূল, (৩) হিকমাতে কুরআন, (৪) আকসামে কুরআন ও (৫) যাবীহ কোন হাঁয়?

(দুই) তাঁহার কুরআনের তাফসীর ও কুরআন বিষয়ক গ্রন্থাবলী ঃ (১) কুরআনে হাকীম, উর্দূ তরজমা, (২) মাবাদী তাদাব্বুর কুরআন ও (৩) নয় খণ্ডে রচিত বিশাল তাফসীর গ্রন্থ তাদাব্বুরে কুরআন।

(তিন) হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী (১) মাবাদীয়ে তাদাব্বুরে হাদীছ, (২) তাদাব্বুরে হ'াদীছ ঃ শারহে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র), উক্ত গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যা ও (৩) তাদাব্বুরে হাদীছ ঃ সাহীহ বুখারীর নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যা।

(চার) ইসলামী ব্যক্তি ও ব্যক্তি চরিত্র গঠন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী ঃ (১) হাকীকতে শির্ক ওয়া তাওহীদ, (২) হাকীকাতে নামায, (৩) হাকীকাতে তাকওয়া, (৪) তায্কিয়ায়ে নাফ্স, (৫) দাওয়াতে দীন আওর উসকে তরীকে কার (দীনের দাওয়াত ও তার কর্মপদ্ধতি নামে বাংলায় অনূদিত)।

(পাঁচ) ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সমাজ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ঃ (১) ইসলামী রিয়াসাত, (২) ইসলামী রিয়াসাত মে ফিকহী ইখতিলাফাত কা হল, (৩) ইসলামী কানূন কী তাদবীন, (৪) ইসলামী মু'আশারা মে আওরাত কা মাকাম, (৫) কুরআন মে পর্দে কা আহকাম প্রভৃতি।

(ছয়) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণ, প্রবন্ধাবলী, জিজ্ঞাসার জবাব, ও অভিযোগ খণ্ডন প্রভৃতি ঃ (১) তাওযীহাত, (২) তানকীদাত, (৩) মাকালাতে ইসলাহী, (৪) তাফহীমে দীন প্রভৃতি। ইহা ছাড়া ফালসাফা কে বুনয়াদী মাসায়েল কুরআনে হাকীম কী রৌশনী মে এবং হজ্জের অভিজ্ঞতা সম্বলিত গ্রন্থ 'মাশাহাদাতে হারাম' প্রভৃতি তাঁহার অনবদ্য রচনাকর্ম।

১৩৩৯ হি./১৯২০ খৃ. তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ সফর করেন। তিনি ১৪৪৮ হি./১৯৯৭ সালে ১৫ ডিসেম্বর লাহোরে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মরহুমের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।

লুৎফর রহমান ফারুকী

আমীন-আল-হু'সায়নী (امين الحسينى) ঃ ফিলিস্তীনের মুফতী ও নেতা। তিনি ১৮৯৩ খৃ. জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম তাহিরুল-হুসায়নী। হুসায়নীগণ জেরুসালেমের অন্যতম প্রধান পরিবার ছিলেন ও তাঁহারা শারীফী মর্যাদা দাবি করিতেন, যদিও তাঁহাদের এই দাবি অন্যান্য পক্ষ হইতে প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। কারণ দুইবার পারিবারিক বংশক্রম পরিবারের মহিলা সদস্যগণের মাধ্যমে অতিক্রম

করিয়াছে। এই পরিবারের সদস্যবৃন্দ অতীতে বহুবার মুফতীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং ১৮২১ খৃ.-এর অব্যবহিত পূর্বে ইঁহাদের তিনজন মুফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীনের পিতামহ মুস'তাফা, তাঁহার পিতা তাহির ও তাঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামিল এই পদের অধিকারী হওয়ার ফলে পরিবারটির সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহাদের অপরাপর ব্যক্তি অন্যান্য উচ্চ পদ লাভ করেন। ইহার মধ্যে ছিল জেরুসালেমের মেয়র পদ ও উছমানী পার্লামেন্টের একজন ডেপুটি। সুতরাং যেই পরিবারের লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব পদে অভ্যস্ত ছিলেন, আমীন তেমন একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন। অপরপক্ষে একই সঙ্গে জেরুসালেমের অপরাপর প্রধান পরিবারসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেও তাঁহারা মুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু ইসলামী জগতের তৃতীয় পবিত্রতম নগররূপে জেরুসালেমের ধারণা ও ইহার এই মর্যাদা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবেই তাঁহাদের চিন্তাধারার মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। মুফতী পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে হু'সায়নীগণ এই সংরক্ষণ কার্যে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আমীনুল-হু'সায়নী অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে একটি স্থানীয় মুসলিম বিদ্যালয়ে ও অতঃপর জেরুসালেমের 'উছমানী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অনুমিত হয়, তিনি Alliance Israclite Universell-তেও এক বৎসর পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এইখানে তিনি ফরাসী ভাষা চর্চা করেন। ১৯১২ খৃ. তিনি কায়রো গমন করেন এবং আল-আযহারে প্রবেশ করেন; কিন্তু তথায় তিন বৎসরেরও কম সময় অতিবাহিত করেন এবং স্নাতক বা 'আলিম ডিগ্রী লাভের পূর্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি হজ্জ পালনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং তথা হইতে তিনি জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ধর্মীয় শিক্ষা ছিল অসম্পূর্ণ এবং তাহা মুফতী পদে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'উছমানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালীন তিনি অধিকতর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সরকারি অফিসারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'মুলকিয়ে' ও সামরিক একাডেমীতে মৌলিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। যুদ্ধকালীন তিনি প্রধানত ইযমীর-এর একটি দফতরে কর্মরত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণের ফলস্বরূপ তিনি 'উছমানী কর্মকর্তার প্রতীকরূপে চিহ্নিত 'তারবুশ' পরিধান করার অনুমতি লাভ করেন; তবে ইহা কোন ধর্মীয় কর্তৃত্ব নির্দেশ করিত না।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে আমীন জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরবর্তী উনিশ বৎসরের জন্য ইহাই ছিল তাঁহার কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। তিনি শিক্ষক, অনুবাদক ও সরকারি কর্মচারিরূপে কার্য করিয়াছেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সাংবাদিকতা ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সুদৃঢ় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং প্রথম হইতেই তিনি গভীরভাবে লালিত দুইটি ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আরব জাতীয়তাবাদী ফিলিস্তীনের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের য়াহূদীবাদী প্রচেষ্টার প্রতি ছিল তাঁহার প্রচণ্ড ঘৃণা। তাঁহার মতে ফিলিস্তীন ছিল বৃহত্তর 'আরব জগতের অন্তর্ভুক্ত একটি ইসলামী 'আরব রাষ্ট্র, এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন, ইহার মৌল আরব চরিত্রের যেই কোন পরিবর্তন ইহাকে ও ইহার অধিবাসীদেরকে তাঁহাদের আরব প্রতিবেশীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, তাঁহাদের দেশের ভবিষ্যৎ সরকারের রূপরেখা নির্ধারণ ফিলিস্তীনবাসীদেরই অধিকার ও বৃটিশ সরকার অথবা য়াহূদীবাদী সংগঠন—কাহারও এই অধিকার নাই। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন, ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয় য়াহূদীরা এমন সকল প্রথা ও রীতিনীতি বিস্তার করিবে যাহা ইসলামী জীবনযাত্রার অধিকতর ঐতিহ্যবাহী চরিত্রের প্রতি বিজাতীয় ভাবাপন্ন। ফিলিস্তীনে যদি পরিবর্তন আসেই তবে তাহা হইবে দেশজ ও অভ্যন্তরীণ এবং তাহা বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি পরিবর্তনের এই ক্ষেত্রধারা ব্যাহত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেন।

মিত্র বাহিনীর হস্তে জেরুসালেম ও দামিশক পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের 'আরবগণের মধ্যে য়াহূদীবাদীদের প্রতি বিরোধিতা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। এই বিরোধিতা প্রদানে নেতৃত্ব প্রদান করেন একদল তরুণ ফিলিস্তীনী যাঁহাদের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আমীনুল-হুসায়নী ও 'আরিফুল-'আরিফ। বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত এই মৌখিক বিরোধিতা ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই সকল প্রতিবাদ নিষ্ফল প্রমাণিত হইলে য়াহূদী রক্তপাত ঘটাইবার আহ্বান জানান হয় সম্পাদকীয় ও ধর্মীয় বক্তৃতার মাধ্যমে। আমীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফিদাইয়ুন দল সংগঠিত করিতে শুরু করেন। তাহাদের লক্ষ্য ছিল য়াহূদী ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে যখন সিরীয় জাতীয় কংগ্রেস সিরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দান করে, ফিলিস্তীনী 'আরবগণ তখন আন্দোলন করিতে থাকে এই উদ্দেশে যে, তাঁহাদের দেশও এই নূতন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। 'আরিফ-এর সংবাদপত্র সুরিয়্যা আল-জানুবিয়্যা নিম্নোক্ত শিরোনামটি প্রকাশ করে "আরবগণ জাগ্রত হও; বিদেশীদের অন্তিম-কাল আজ সমুপস্থিত। য়াহূদীরা তাঁহাদের নিজ রক্তে নিমজ্জিত হইবে।" আমীর ফায়স'াল-এর শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদানে অক্ষমতার ফলে ফিলিস্তিনীগণ তাঁহার রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের অনুসৃত পথ অবলম্বনের দিকে ধাবিত হয়। এপ্রিল মাসে জেরুসালেমের 'আরব অধিবাসিগণ বিরাজমান এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এক পর্যায়ে য়াহূদী অধিবাসীদের উপর আঘাত হানে।

আমীন এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব প্রদান করিতেছিলেন এবং বলা হয়, যাহাতে অঘটন কিছু না ঘটে সেইজন্য মিছিলকারীদেরকে সংযত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুই দিনব্যাপী এই দাংগা-হাংগামায় ৫ জন য়াহূদী নিহত ও ২১১জন আহত এবং ৪ জন 'আরব নিহত ও ২১ জন আহত হয়। এই গোলযোগ চলাকালে Vladimir Jabotinky-এর নেতৃত্বাধীন Jewish Self-Defence Group আমীন ও 'আরিফকে হত্যা করার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের নেতৃত্বাধীন ফিদাইয়ুন ইহার প্রত্যুত্তর দানের চেষ্টা করে। বৃটিশ গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এবং দাঙ্গায় উস্কানি

প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার পর এই দুইজনকে ট্রানস-জর্ডানে পলায়ন করিতে হয়। আমীন-এর জীবনকালে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত বহু সংখ্যক অভিযোগের মধ্যে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম। প্রদত্ত উস্কানিতে তাঁহার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা কখনই সঠিকভাবে নির্ণিত করা সম্ভব হয় নাই। তবে ইহা সুনিশ্চিত, য়াহূদী অধিবাসীবর্গের জন্য অস্বস্তি উদ্রেককর সকল কার্যের প্রতি তাঁহার অনুমোদন ছিল এবং রক্তপাত ঘটাইবার ব্যাপারেও হয়ত বা তাঁহার মৌন সম্মতি ছিল। ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও ফিদাঈ-এই দুই ধারণার সকল সময়েই লক্ষ্য অর্জনের পথে মৃত্যুবরণের আশংকার সহিত যোগসূত্র ছিল। সকল মুসলিমকেই যে কোন সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে জিহাদে আহ্বান করা যাইতে পারে। অপর দিকে যে কোন ফিদাই কোন শত্রুকে হত্যা করার সময়ে নিজের মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

ফিলিস্তীনে নিযুক্ত প্রথম বৃটিশ হাই কমিশনার Herbert Samuel ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমীনকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং তিনি জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তন করেন। Samuel-এর এই ক্ষমা প্রদর্শন করার পশ্চাতে 'আরব মনোভাব শান্ত করা এবং তাঁহার গৃহীত নীতিসমূহের প্রতি 'আরব জনগণের সমর্থন লাভ করার প্রচেষ্টা নিহিত ছিল। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে জেরুসালেম-এর মুফতী কামিলুল-হু'সায়নী ইন্তিকাল করেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ 'উছমানী সরকারের অনুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে ধর্মীয় বিষয়ে নিয়োগ প্রদানও তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। একটি নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় 'আলিমগণকে মুফতী পদের জন্য তিনজন প্রার্থী নির্বাচন করিতে হইত। ইঁহাদের মধ্যে হইতে একজন সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করিতেন। আল-হু'সায়নী পরিবার তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী হাজ্জী আমীন-এর পক্ষে প্রচারণা চালায়, কিন্তু এপ্রিল মাসে যে তিনজনকে নির্বাচন করা হয় তিনি তাঁহাদের একজন ছিলেন না, তথাপি ইহা প্রতীয়মান হয়, দেশে তিনি কিছু মাত্রায় জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন এবং সরকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। Samuel শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমীন যথোপযুক্ত ব্যক্তি এবং মে মাসে তাঁহাকে গ্রান্ড মুফতী (আল-মুফতিয়্যুল-আকবার) পদে নিয়োগ করা হয়। পদটির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই নূতন উপাধিটি প্রদান করে।

ফিলিস্তীনের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে আমীন-এর নিয়োগ প্রদান ঐ দেশের মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাবলী সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। 'উছমানী রাজত্বকালে শারী'আ বিচারালয়সমূহ শায়খুল-ইসলাম-এর সার্বিক খতিয়ারের অধীনে আনয়ন করা হইয়াছিল এবং ওয়াক'ফসমূহ পরিচালনা করিবার ভার আওক'াফ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই সকল দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করে, কিন্তু মুসলিমগণ শীঘ্রই তাঁহাদের নিজস্ব ধর্মীয় কার্যাবলী নিজেদের দ্বারা পরিচালনা করার অধিকার প্রদানের দাবি জানায়। সরকার এ ব্যাপারে একমত হইলে প্রধান প্রধান মুসলিম ব্যক্তি সর্বোচ্চ মুসলিম শারী'আ পরিষদ (আল-মাজলিসুশ-শারা'ঈ আল-ইসলামী আল-আ'লা) নির্বাচন করেন। হ'াজ্জী আমীন রাঈসুল-'উলামা পদের জন্য নির্বাচিত হন এবং পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন, এই পদে তিনি আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইভাবে এই তরুণ ব্যক্তি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনী 'আরবগণের নেতা হিসাবে তাঁহার অবস্থান সুসংহত করিতে সমর্থ হন। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে তিনি বৃটিশ উপনিবেশ সংক্রান্ত সচিব Winston Churchil-এর নিকট প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে ফিলিস্তীনী প্রতিরোধের বিষয় ও যেই ভাবনার উপর তাঁহার ভবিষ্যত নীতিমালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা ব্যাখ্যা করেন ঃ উহাতে ছিল য়াহূদী বসতি স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ, Jewish National Home-এর অবলুপ্তি ও ফিলিস্তীনে একটি আরব সরকার প্রতিষ্ঠা করার দাবি।

১৯২১-২৯ সালের মধ্যবর্তী কালে মুফতী তাঁহার সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। সর্বোচ্চ মুসলিম পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি ওয়াক'ফসমূহের রাজস্ব আয় নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং তাহা কেবল জনসেবামূলক কার্যাবলীতে ব্যবহৃত হইত না, ধর্মীয় প্রচারকগণকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য অর্থ প্রদান করা হইত এবং যাহারা তাঁহার নীতিমালা সমর্থন করিত না তাহাদের পদচ্যুত করা হইত। 'আরব বিদ্যালয়সমূহকে তাঁহাদের ছাত্রবৃন্দকে 'আরব জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন ও অসহযোগ আন্দোলনে উৎসাহিত করা হয়। ইসলামী বিশ্বে জেরুসালেম ও ইহার মসজিদসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেও অর্থ ব্যয় করা হয়। আমীন-এর নিকট হ'ারাম এলাকাটি তাঁহার লক্ষ্যের মূল কেন্দ্র ও নিদর্শন ছিল যাহা জেরুসালেম ও ফিলিস্তীনকে 'আরব ও ইসলামী রাষ্ট্ররূপে সংরক্ষণ ও স্থাপন করিতে পারে। ১৯২৮ খৃ. য়াহূদী প্রার্থনাকারী পুরুষ ও নারীদেরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পশ্চিম প্রাচীরের পার্শ্বে একটি পর্দা স্থাপন করা হয়। এই পদক্ষেপটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য একটি হেতুরূপে বিবেচনা করা হয় এবং মুসলিমগণ ইহাকে হারাম অঞ্চলে য়াহূদী সম্প্রসারণের প্রচেষ্টারূপে অনুভব করে। মুফতী অত্যন্ত গভীরভাবে এই হুমকি অনুধাবন করেন এবং এই মর্মে প্রচারণায় উৎসাহ প্রদান করেন যে, য়াহূদীগণ সকল মুসলিম পবিত্র স্থান দখল করার পরিকল্পনা করিতেছে। এক বৎসর পর এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা এত অধিক তীব্র আকার ধারণ করে যে, 'আরবগণ য়াহূদীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে থাকে। ১৩৩ জন য়াহূদী 'আরবদের হাতে এবং পুলিসী তৎপরতায় ১১৬ জন 'আরব নিহত হয়। ইহার প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার যেই সকল প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাহাতে সরাসরিভাবে মুফতীকে এই সকল আক্রমণ পরিচালনায় উস্কানি প্রদানের অভিযুক্ত করা হয় নাই; কিন্তু তাঁহাকে এই সকল দাঙ্গা রোধ করিবার লক্ষ্যে যথেষ্ট সক্রিয়তা প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ার এবং জনগণের অনুভূতি লইয়া খেলা করার জন্য দোষারোপ করা হয়। বিক্ষোভসমূহ এমন একটি ধর্মের নামে পরিচালনা করা হয় ফিলিস্তীনে যাহার নেতা ছিলেন স্বয়ং তিনি। তখনও পর্যন্ত বৃটিশ পক্ষ তাঁহাকে একটি আপোসকামী শক্তিরূপে বিবেচনা করিয়াছিল, যদিও ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছিল, তিনি একটি আপোসহীন য়াহূদীবিরোধী নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং য়াহূদী জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করিতে তাঁহার সমার্থ্যানুযায়ী সকল চেষ্টা করিবেন।

১৯৩১ খৃ. তিন জেরুসালেমে একটি প্যান-ইসলামী সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ইহাকে তাঁহার য়াহূদীবাদ বিরোধী নীতির সম্প্রসারণের জন্য উত্তমরূপে ব্যবহারের চেষ্টা করেন, যদিও অবশ্য অন্যান্য ফিলিস্তীনী নেতা তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেন। পরবর্তী কালে তিনি রাজনৈতিক সমর্থন আদায় ও আর্থিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩৫ খৃ. তিনি প্যালেস্টাইন 'আরব পার্টি' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। হু'সায়নীপন্থী এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন মুফতীর জ্ঞাতি ভ্রাতা জামাল। এই দলের নীতি এবং আমীনের নীতি অভিন্ন ছিল। এই দল য়াহূদী বসতি স্থাপনকারীদের নিকট 'আরব ভূমি বিক্রয়ের প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে।

১৯৩৬ খৃ. ছিল ফিলিস্তীনে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সময় এবং ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে আরব বিদ্রোহের মাধ্যমে। নাৎসীবাদের উত্থানের ফলে য়াহূদী বসতি স্থাপনকারীদের আগমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে 'আরবগণ শংকিত হইয়া পড়ে যে, ভবিষ্যতে য়াহূদীরা তাহাদের দেশটি অধিকার করিয়া লইবে। এপ্রিল মাসে আমীনের নেতৃত্বে খৃস্টান ও মুসলিমগণের সমন্বয়ে একটি উচ্চতর 'আরব কমিটি গঠন করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই এই কমিটি একটি সার্বজনীন ধর্মঘটের আহ্বানে সমর্থন প্রদান করে, কেবল বৃটিশ সরকারের য়াহূদী বসতি স্থাপন পরিকল্পনা স্থগিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতেই যাহার অবসান ঘটান হইবে। য়াহূদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা ঘটিতে শুরু হয়, কিন্তু খুব শীঘ্রই 'আরবগণের আন্দোলনের স্রোতধারা বৃটিশ শক্তি বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত 'আরবগণের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়। এই ধর্মঘট ও বিশৃঙ্খলা অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানে নিয়োজিত বৃটিশ কমিশন এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য অধিকাংশ দোষ মুফতীর উপর আরোপ করে। তাঁহার নেতৃত্বাধীন 'আরব উচ্চতর কমিটি স্পষ্টভাবেই বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে ইন্ধন যোগাইয়াছে। মুফতীর দৃষ্টিতে এই বিদ্রোহ ছিল জনগণ দ্বারা সংগঠিত একটি আন্দোলন যাহাদের অধিকাংশ ছিল কৃষক এবং যাহারা তাহাদের দেশ ও তাহাদের অধিকারের প্রতিরক্ষায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে; তিনি এই প্রেক্ষাপটে ইহাকে উৎসাহ প্রদান করেন।

বৃটিশগণ তখন পর্যন্ত তাহাদের এই আশায় অবিচল ছিল যে, আমীনকে তাহারা মধ্যপন্থী প্রভাবরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু ১৯৩৭ খৃ. জনৈক সরকারী কর্মচারী নিহত হইবার পর কঠিনতর বিধিসমূহ প্রবর্তন করা হয়। আরব উচ্চতর কমিটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং আমীন সর্বোচ্চ মুসলিম পরিষদের সভাপতি পদ হইতে অপসারিত হন। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের ছয়জন সদস্যকে গ্রেফতার ও নির্বাসিত করা হয় (যদিও জামালুল-হু'সায়নী পলায়ন করিতে সমর্থন হন) এবং মুফ্তী স্বয়ং গ্রেফতারের আশংকায় লেবাননে পলায়ন করেন। লেবানন হইতে তিনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে একটি প্রচারণামূলক যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকেন। অপরদিকে তাঁহার অনুসারীবৃন্দ ফিলিস্তীনের অব্যাহত অশান্তিতে সহায়তা যোগায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তীনের ভবিষ্যত নির্ধারণী সম্মেলনে তাঁহাকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই, যদিও নিষিদ্ধ ঘোষিত উচ্চতর কমিটির পক্ষ হইতে একটি চার সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল সেখানে উপস্থিত ছিল।

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে মুফ্তী পুনরায় স্থান পরিবর্তন করেন। এইবার তাঁহার গন্তব্য স্থল ছিল ইরাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা ক্রমশ সাফল্য অর্জন করিতে থাকিলে তিনি এই আশায় তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন যে, যুদ্ধশেষে তিনি হয়ত বিজয়ীদের পক্ষে অবস্থান করিবেন। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সচিবকে বার্লিন প্রেরণ করেন এবং জার্মানদের নিকট হইতে আরবদের জন্য সতর্ক প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করেন। ইহাদের মধ্যে ছিল আরব রাষ্ট্রসমূহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতি, বিভিন্ন ম্যান্ডেটসমূহের বাতিলকরণ এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে জার্মান-ইতালীয় মডেল অনুযায়ী ফিলিস্তীনের য়াহূদী সমস্যাটির সমাধানে 'আরবগণের অধিকারের স্বীকৃতি। শেষোক্ত বক্তব্যটি বস্তুতপক্ষে আমীনের সচিবের সহিত নাৎসী স্বরাষ্ট্র সচিবের কথোপকথনের প্রতিবেদন হইতে গৃহীত এবং ইহা বিন্দুমাত্র সুস্পষ্ট নয় যে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাগদাদে অবস্থানকালে মুফ্তী য়াহূদী সমস্যা সমাধানের নাৎসীদের পরিকল্পিত ব্যবস্থা (model) সম্পর্কে ঠিক কতখানি অবহিত ছিলেন। তথাপি বার্লিনে তাঁহার প্রেরিত এই পত্র দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে তিনি ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কিছু সুযোগ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই জার্মান ঘেষা মনোভাবের ফলে তিনি বৃটিশ বিরোধী ইরাকী রাজনীতিবিদ রাশীদ 'আলী আল-গায়লানীকে সমর্থন প্রদান করেন। রাশীদ ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ইরাকের প্রধান মন্ত্রী পদে আসীন হন। তাঁহারা উভয়ে অক্ষ-শক্তির নিকট হইতে বাস্তব সাহায্য লাভের পক্ষে প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে চেষ্টা করেন এবং ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে আল-গায়লানী ও তাঁহার সমর্থকবৃন্দ একটি স্বল্পকাল স্থায়ী জার্মানপন্থী অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন। অঙ্গীকারকৃত জার্মান সমর্থন ছিল অতি নগণ্য পরিমাণের এবং তাহাও অনেক বিলম্বে প্রেরিত হয়। ফলে ক্ষুদ্র একটি বৃটিশ বাহিনী তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে সমর্থ হয়। আমীন একটি ফাতওয়া প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম জনগণকে এই অভ্যুত্থান সমর্থন এবং বৃটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাই এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইলে তাঁহাকে পুনরায় ইরানের মধ্য দিয়া ইতালীতে পলায়ন করিতে হয়।

মুসোলিনী তাঁহাকে উষ্ণতার সহিত অভ্যর্থনা জানান। তাহার আশা ছিল তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে মুফতীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন। মুফ্তী কিন্তু বার্লিনে অক্ষ-শক্তির বয়োজ্যেষ্ঠ শরীক জার্মানীর সহিত আলোচনা করিতে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন এবং ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি তথায় গমন করেন। আল-গায়লানী একই মাসে কিছুদিন পর সেইখানে পৌঁছান আর এই দুইজনের মধ্যে আরব স্বার্থের মুখপাত্র পদ লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমীন দাবি করেন, তিনিই 'আরব জাতীয় আন্দোলনের নেতা। তিনিই প্রথম ২০ নভেম্বর হিটলারের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পুনরায় তাঁহার নিকট 'আরব রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতার প্রতি জার্মান স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান। এই ব্যাপারে ফুহরার কোন অঙ্গীকার প্রদানে রাযী হন নাই। অবশ্য মুফ্তী তাঁহাকে 'আরবগণের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

নাৎসী জার্মানীতে তিনি নভেম্বর ১৯৪১ হইতে মে ১৯৪৫ খৃ. পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ইহা হইতেছে তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত সময়কাল। তিনি জার্মানীতে পলায়ন করিয়াছিলেন বৃটিশদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং যুদ্ধে অক্ষ-শক্তি জয় লাভ করিবে এই আশায়। একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে ন্যাশনাল সোস্যিয়ালিজম-এর প্রতি তাঁহার কোন প্রকার সমবেদনা থাকিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তীন ভূমিকে য়াহূদী মুক্ত করা। নাৎসী সরকারের গৃহীত য়াহূদী 'সমস্যার' চূড়ান্ত সমাধানের সহিত তাঁহার চিন্তাধারার কোনই মিল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্ভাব্য সকল বৃটিশ বিরোধী ও য়াহূদী বিরোধী শক্তিসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, একটি স্বাধীন 'আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অক্ষ-শক্তিসমূহ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবে। জার্মানদের পক্ষ হইতে তিনি কখনই কোন লিখিত অঙ্গীকার আদায়ে সক্ষম হন নাই (যদিও এই ব্যাপারে ইতালীয়গণ অধিকতর আগ্রহী ছিল) এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ও সম্ভাব্য সর্বাধিকভাবে নাৎসী প্রচারণায় ব্যবহার করা হয়। জার্মানগণ অবশ্য Das Arabische Buro-এর জন্য জনবল ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং এখান হইতে "gross mufti"-এর নামে লিখিত, মুদ্রিত প্রচারপত্র ও বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে প্রচার কার্য চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। মুফ্তী আমীন 'আরবদের প্রতি বৃটিশ ও য়াহূদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে এবং উভয়কেই ধ্বংস করিতে আহ্বান জানান। 'কেবল যখন বৃটিশ ও তাহার মিত্রবর্গ ধ্বংস হইবে তখনই আমাদের মারাত্মকতম বিপদ— য়াহূদী সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব হইবে' (১১ নভেম্বর, ১৯৪২ সালের সম্প্রচার)। ইহা ব্যতীত তিনি মধ্যপ্রাচ্যে পঞ্চম বাহিনী সংগঠনে এবং জার্মান সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম ও আরব সেনাদল গঠনে সাহায্য করেন।

নাৎসী বাহিনীর 'নির্মূল অভিযানে'র নীতি সম্পর্কে তাঁহার পূর্বেই অবগত থাকা, এই প্রসঙ্গে তাঁহার মনোভাব এবং এই নীতির প্রতি তাঁহার সম্ভাব্য উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারেই তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। Balfour ঘোষণার সময় হইতেই য়াহূদী বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার ও তাহাদের ধ্বংস করিবার জন্য ফিলিস্তীনবাসীদের প্রতি বারবার আহ্বান জানান হয়। সংবাদপত্রের শিরোনামে ও বিক্ষোভ মিছিলের স্লোগানে ইহার উপস্থিতি ছিল বহু পুরাতন ও স্বাভাবিক। কিন্তু নাৎসী জার্মানী হইতে ইহার প্রচারণা ঘোষিত হইবার পর হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষতিকর রূপ গ্রহণ করে। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সাক্ষীর অভাবে প্রমাণিত হয় নাই। কথিত আছে, তিনি হিটলারের নীতির প্রধান নির্বাহীদের অন্যতম ব্যক্তি আইখ্ম্যান-এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। ১৯৬১ খৃ. জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত তাঁহার বিচারের সময় আইখ্ম্যান অবশ্য মুফতীর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকার কথা অস্বীকার করেন এবং উক্তি করেন, তিনি মাত্র একবার একটি সরকারী অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে মুফ্তীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। আইখ্ম্যানের সহিত যোগসাজশ করিয়া অথবা অন্য কোনভাবে তিনি ইউরোপীয় য়াহূদীদের ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায় নাই। আইখ্ম্যানের সহকারীবৃন্দের অন্যতম ব্যক্তি Wisliceny মুফ্তীকে এই নিধননীতির একজন 'উদ্যোক্তা'রূপে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু Wisliceny-এর উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্য অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ইহা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমীন সক্রিয়ভাবে নাৎসী অধিকৃত দেশসমূহ হইতে য়াহূদী অধিবাসীদের ফিলিস্তীনে আগমনে বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, তিনি ফিলিস্তীনে য়াহূদী অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির যে কোন প্রচেষ্টা প্রতিহত করার চেষ্টা করিবেন।

তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া উত্থাপিত অপর একটি সাক্ষ্য হইতেছে তাঁহার প্রচারিত একটি বেতার সম্প্রচার। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রচারিত এক বক্তৃতায় তিনি পৃথিবীর ১১ মিলিয়ন য়াহূদী সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন— যখন এই প্রকার দাবি করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বে য়াহূদী জনসংখ্যা ছিল ১৭ মিলিয়ন। ইহা হইতে বুঝা যায়, মুফতী এই ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, ছয় মিলিয়ন য়াহূদীকে নির্মূল করা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ শেষ হইয়া যায় নাই, কারণ আইখ্ম্যান অন্ততপক্ষে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপ অক্ষুণ্ন রাখেন। উপরন্তু আইখ্ম্যান কেবল ৫ মিলিয়ন নিহতের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। মুফ্তী প্রদত্ত সংখ্যা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না, সর্বোচ্চ নাৎসী নেতৃবৃন্দ ব্যতীত একমাত্র তিনিই এই বিভীষিকার সম্পূর্ণ চিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার করিতে হয়, তিনি জার্মানদের দ্বারা পরিচালিত এই বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞের অনেক কিছুই জানিতেন। ১৯৬১ খৃ. এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আইখ্ম্যানের সহিত পরিচয় থাকার ও মৃত্যু শিবিরসমূহ পরিদর্শনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। জার্মানীতে তাঁহার উপস্থিতির মাধ্যমে এবং তাঁহার নানাবিধ প্রচারণা দ্বারা তিনি নাৎসী নীতির প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহাকে অবশ্যই কখনও একজন যুদ্ধ অপরাধীরূপে বিচারের জন্য অভিযুক্ত করা হয় নাই। ইহার মূল হেতু ছিল, বৃটিশ দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি একজন শত্রুপক্ষীয় নাগরিক ছিলেন না। আমীন এই যুদ্ধে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন ফিলিস্তীনী 'আরব জাতীয়তাবাদী হিসাবে তাঁহার ইহা ভিন্ন আর কিছু করার ছিল না। কারণ ইহা তো জানাই ছিল যে, নাৎসী পক্ষ জয় লাভ করিলে তাহারা ফিলিস্তীনে একটি য়াহূদী বিরোধী নীতি গ্রহণ করিত। আর বৃটিশ পক্ষ জয় লাভ করিলে তাহারা য়াহূদী জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাহাদের সমর্থন অব্যাহত রাখিত।

যুদ্ধের ফলাফল যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তখন তিনি পুনরায় পলায়ন করেন, প্রথমে ১৯৪৫-৪৬ সালে প্যারিসে এবং তাহার পর পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যে, মিসরে। যুদ্ধের সময়ে ফিলিস্তীনের রাজনীতি মোটের উপর নীরব ও নিথর অবস্থায় ছিল, কিন্তু ১৯৪৪ খৃ. হু'সায়নীগণ পুনরায় ফিলিস্তীন 'আরব দল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শীঘ্রই সকল রাজনীতিবিদকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায়। আমীন তাঁহার সাবেক অবস্থা ও প্রভাব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি য়াহূদীবাদীদের বিরুদ্ধে 'আরব প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হইয়াছিলেন। 'আরব লীগ ফিলিস্তীনীদের মধ্যে

অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাপ্তির চেষ্টা হিসাবে 'আরব উচ্চতর কমিটি ও উচ্চতর ফ্রন্ট (হুসায়নী বিরোধী সংগঠন)-এর অবলুপ্তি ঘোষণার আদেশ দান করে এবং মুফতীকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া একটি 'আরব উচ্চতর নির্বাহী পরিষদ গঠন করিতে নির্দেশ দান করে। বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং তাঁহাকে বাহির হইতেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পরিচালনা করিতে হয়। তিনি তাঁহার আপোসহীন মনোভাবে অবিচল থাকেন, ফিলিস্তীন প্রসঙ্গে গঠিত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটিকে বর্জন করেন, কোন প্রকার বিভক্তির পরিকল্পনা বিবেচনা করিতে অগ্রাহ্য করেন এবং য়াহূদীবাদীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতা প্রদানের আহ্বান জানান। উভয় পক্ষেই হিংসাত্মক ঘটনাবলী ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটিতে থাকিলে উচ্চতর নির্বাহী পরিষদ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে সামরিক প্রতিরোধ সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদান করিতে আরম্ভ করে। মুফতীর প্রতি আংশিকভাবে আনুগত্য স্বীকারকারী একটি 'আরব মুক্তি বাহিনী (Arab Liberation Army) সৃষ্টি করা হয়। ইহা পরবর্তী কালে অন্যান্য 'আরব সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার চেষ্টা করে।

আন্তআরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সহযোগিতা বাধাগ্রস্ত হয়, এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পর জর্দান-এর পশ্চিম তীর সম্পর্কে ট্রানস-জর্ডান-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে ঐক্যে ফাটলের সৃষ্টি হয়। মিসর মুফতীর পক্ষ সমর্থন করে এবং তাঁহাকে গাযা অঞ্চলে অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করে। এই স্থানে তিনি ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ফিলিস্তীন সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। একটি স্ব-গঠিত পরিষদ তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করে এবং কয়েকটি 'আরবদেশ এই গাযা সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। তথাপি ফিলিস্তীনের মূল অংশ ট্রানস-জর্ডান-এর নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া যায় এবং ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ট্রানস্-জর্ডান কর্তৃক ইহার চূড়ান্ত দখল প্রক্রিয়া 'আরব লীগ-এর পক্ষ হইতে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয় নাই। ইহার পর হইতে মুফ্তীর কোন প্রকার প্রকৃত ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে নাই এবং তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরসমূহে ইসরাঈলের ধ্বংস সাধন প্রচেষ্টায় সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ট্রান্স-জর্ডান-এর আমীর 'আবদুল্লাহ তাঁহার নিজস্ব মুফ্তী ও সর্বোচ্চ মুসলিম পরিষদের সভাপতি পদে লোক নিয়োগ প্রদান করেন।

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে 'আবদুল্লাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং ধারণা করা হয়, এই ব্যাপারে আমীন জড়িত ছিলেন, যদিও ইহা কখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায় নাই। ১৯৫১ খৃ. তিনি একটি বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং এই সম্মেলনকে তাঁহার নীতি ও আদর্শ প্রচার করার জন্য একটি মঞ্চরূপে ব্যবহার করেন। লঘু মর্যাদায় তিনি বান্দুং-এর আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদুন-নাসি'র-এর প্রাধান্য তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। বস্তুতপক্ষে মুফ্তীর প্রতি 'আবদুন-নাসিরের শ্রদ্ধাবোধের অভাবের কারণেই মুফতী ১৯৫৯ খৃ. বৈরূতে স্থান পরিবর্তন করেন। লেবাননে তাঁহার কার্যক্রমের অধিকতর স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু তাঁহার আর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ইরাকের প্রেসিডেন্ট কা'সিম, সাউদীগণ ও জর্ডানের সহিত তিনি ঐক্য স্থাপন করিতে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। আন্তআরব রাজনীতির অপসৃয়মান বালুকা-স্রোতে আমীন-এর প্রয়োজনীয়তা এখন নগণ্য পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। ইতস্ততভাবে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তিনি দামিশ্‌ক, আর-রিয়াদ ও পুনরায় বৈরূতে গমন করেন। ফিলিস্তীন আন্দোলনে প্রথম আহ'মাদ শুকায়রী ও পরে ফিলিস্তীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য অর্জন করে।

আলহাজ্জ আমীন ৪ জুলাই, ১৯৭৪ সালে বৈরূতে ইন্তিকাল করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন যে, তাঁহার দেশ বেআইনীভাবে বৈদেশিক শক্তি দ্বারা অপর বৈদেশিক শক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং এই দুই বৈদেশিক শক্তির কোনটিরই এই দেশটির 'আরব ও ইসলামী চরিত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ নাই। তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিণত জীবনকাল ফিলিস্তীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনমনীয় মনোভাবের ফলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর প্রাধান্য অর্জনের জন্য তাঁহার অভিলাষের নির্মিত ও তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও তাঁহার রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে তাঁহার ব্যর্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার নিজের সর্বস্ব ও ফিলিস্তীনের 'আরব জনগণেরও প্রায় সর্বস্ব হারাইতে বাধ্য হন।

গ্রন্থপঞ্জী : দুইটি গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে কেবল মুফতী প্রসঙ্গে রচিত : (১) M. Pearlman, Mufti of Jerusalem, লন্ডন ১৯৪৭ খৃ., গ্রন্থটি বস্তুতপক্ষে লিখিত হয় তাঁহাকে যুদ্ধ অপরাধীরূপে বিচারের সম্মুখীন করার প্রচেষ্টায়; (২) J.B. Schechtman, The Mufti and the Fuehrer, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন ১৯৬৪ খৃ., ইহা তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ রচনা, কিন্তু ইহাতে Pearlman হইতে বহু তথ্য পরীক্ষিত সত্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রসঙ্গে নির্দেশনার জন্য ফিলিস্তীন সমস্যার বহু ইতিহাস, মধ্যপ্রাচ্যের সহিত জার্মান সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ ও য়াহূদী প্রসঙ্গে নাৎসী সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

D. Hopwood (E.I.[2]) মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আমীন জী ইব্ন জালাল (امين جى بن جلال) : বোহ্‌রাহ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন খ্যাতনামা ফাকীহ। তিনি এমন কতগুলি গ্রন্থের প্রণেতা, যেইগুলি বর্তমান কালেও সমাদৃত। তাঁহার জন্ম ঐ সময়ে হইয়াছিল যখন গুজরাটে বোহ্‌রাহ সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল এবং তাহাদের মধ্যে খাওয়াজ ইব্ন মালিক কাপাড় ওয়ানজীর মত লোকের জন্ম হইয়াছিল। আমীন-জী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ১৩ শাওওয়াল, ১০১০/৬ এপ্রিল, ১৬০২ সালে আহমাদাবাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিতাবুল হা'ওয়াশী। ইহাতে বাতিনিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ ফাতিমী যুগের প্রসিদ্ধ ফাকীহ কাযী আন-নু'মান ইব্ন মুহাম্মাদ (মৃ. জুমাদাল-উখরা ৩৬৩/মার্চ ৯৭৪) প্রণীত 'দাআইমুল-ইসলাম'-এর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখা রহিয়াছে এবং এই সকল ব্যাখ্যার সমর্থনে নির্ভরশীল ফাকীহ্দের সমাধান উল্লেখ করা হইয়াছে। আমীনজীর অপর একখানি গ্রন্থ হইল 'মাসাইল' যাহা প্রায় উল্লিখিত গ্রন্থটির অনুরূপ। ইহাকে "আস্-সুওয়াল ওয়াল-জাওয়াব ফিল-ফিক্হ"-ও বলা হয়। ইহাতে

তিনি কয়েকটি জটিল আইনগত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আরও কিছু রচনা রহিয়াছে; যথা উত্তরাধিকার বণ্টন সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা ও ফিক্‌হ-এর মৌলিক বিষয়ে পদ্যে রচিত একখানি পুস্তিকা।

W. Ivanow (দা.মা.ই.) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমীন ইব্‌ন হ'াসান আল-হ'ালাওয়ানী (امين بن حسن الحلوانى) ঃ আল-মাদানী একজন আরব পর্যটক। তিনি প্রথম দিকে তাঁহার পৈতৃক শহর মাদীনা মুনাওওয়ারার মাসজিদে নববীতে শিক্ষক ছিলেন। ১২৯২/১৮৭৫ সনে তিনি মাদীনা মুনাওওয়ারায় পুণ্যবান বস্তুসমূহের, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুলের পবিত্রতা ও উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি একজন পুস্তক বিক্রেতা হিসাবে প্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ১৮৮৩ খৃ. তিনি আমস্টারডাম ও লাইডেন পৌঁছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি লাইডেন গ্রন্থাগারে বিক্রয় করেন। পরবর্তী কালে বোম্বাই শহর তাঁহার সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ১৩০৪/১৮৮৭ সনে তিনি 'মাত'লিউস-সুঊদ বিতীব আখবারিল- ওয়ালি দাউদ' শিরোনামে দাউদ পাশার জীবন-ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'নাশ্‌রুল-হায'য়ান মিন তারীখ জুরজী যায়দান' (বোম্বাই ১৩০৭/১৮৯০) শিরোনামে জুরজী যায়দানের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা এবং 'আস্‌-সুযলুল-মুগ'রিক'া 'আলাস-স'াওয়াইকি'ল-মুহ্‌রিক'া' (১৩১২/১৮৯০) শিরোনামে সায়্যিদ আহ'মাদ আস'আদ আর-রিফা'ঈ-র বিরুদ্ধে অপর একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত রিসালায় তিনি 'আবদুল-বাসিত আল-মুনফী' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাই শহরে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Snouck Hurgronje, Het Leidsche Orientalisten Congressc (1883), Tijdschrift Indische Taal-Land en volkenkunde, ৩৯ খ.; (২) C. Landberg, Catalogue des Mss. arabes provenants d'une bibliotheque Privee a el-Medina.

(দা.মা.ই.) এ.কে.এম. নূরুল আলম

আমীন পাশা (امين باشا) ঃ আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী একজন বিশিষ্ট জার্মান পরিব্রাজক, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল Carl Oscar Eduard Theodor Schnitzer। তিনি ২৮ মার্চ, ১৮৪০ সাল হইতে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত Breslau ও Berlin Konigsberg নামক স্থানে চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি ডাক্তারী ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৬৪ সালের শরৎকালে তিনি Antivari গমন করেন, এই স্থানটি তখন পর্যন্ত তুর্কীদের শাসনাধীন ছিল। তথায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা পেশার কাজ শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী গ্রীষ্মকালে তাঁহাকে উক্ত জেলার সঙ্গরোধ (quarantine) ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উত্তর আলবেনিয়ার গভর্নর ইসমা'ঈল হাক্কী যিনি স্কুতারীর অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী যিনি ট্রানসিলভেনিয়ায় বসবাস করিতেন, তাঁহারা Schnitzer-এর উপর বিশেষভাবে দয়াপরবশ হইয়া পড়েন। ১৮৭৩ খৃ. ইসমাঈলের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে দুই বৎসর অবস্থান করেন এবং ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের শেষদিকে তথা হইতে বিদায় লইয়া খার্তুম চলিয়া যান। এপ্রিলের মাঝামাঝি নিরক্ষীয় প্রদেশের গভর্নর গর্ডন (Gordon) তাঁহাকে লাদু (Lado) নামক স্থানের সরকারী মেডিকেল অফিসার নিয়োগ করেন। ৭ মে, ১৮৭৬-এ Schnitzer তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন এবং নিজেকে জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তুর্কী বলিয়া ঘোষণা করিয়া আমীন আফেন্দী নাম ধারণ করেন। ৩ জুন গর্ডন-এর পক্ষ হইতে তাঁহাকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিরূপে উগান্ডার শাসক Mtesa-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। ১৮৭৭-১৮৭৮ খৃ. Unyoro-এর Kabrega-র নিকট এবং দ্বিতীয়বার Mtesa-এর নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। জুন ১৮৭৮ সালে গর্ডন, যিনি ইতিমধ্যে সূদানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রুশীয়-জার্মান পরিব্রাজক জুনকের (Junker)-এর পরামর্শে আমীনকে নিরক্ষীয় প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আমীন এখন 'বে' উপাধি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে পাশা উপাধিতে ভূষিত হন। নূতন পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির ক্ষেত্রে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি দানাকিল নামক এক প্রকার অনিয়মিত সৈন্যদেরকে, যাহারা সর্বদা লুণ্ঠনের প্রতি আসক্ত থাকিত, নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার সাধন করেন। তিনি স্বীয় রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। তাঁহার শাসনভার গ্রহণের পূর্বে প্রতি বৎসর উক্ত প্রদেশের ত্রিশ হাজার পাউন্ড ঘাটতি দেখান হইত। কিন্তু তাঁহার শাসনভার গ্রহণের তিন বৎসরের মধ্যেই বার শত পাউন্ড উদ্বৃত্ত হইতে থাকে (তু. G. Schweitzer, Emin Pascha পৃ. ২২০ প.)। এই আয় পরবর্তী কালে, যখন মাহ্‌দাবীগণের আন্দোলনের দরুন আমীন মিসর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলেন, হস্তীদন্তের মাধ্যমে সঞ্চিত থাকিত। গর্ডন-এর উক্ত প্রদেশ ত্যাগের সময় তথাকার বসতির সংখ্যা ছিল পনের, আমীন তাহা বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চাশটিতে উন্নীত করেন। মাহ্‌দাবী আন্দোলনের সূচনার সময় (১৮৮১-১৮৮২ খৃ.) আমীনের এলাকা পূর্ব-পশ্চিমে চারি শত মাইল বিস্তৃত ছিল এবং উত্তর-দক্ষিণে তিন শত মাইল। মাহ্‌দাবী বিদ্রোহের ফলে ১৮৮৩ সালে এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ হইতে কয়েক বৎসর আমীন মিসরীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে কারামুল্লাহ কুরকুশাবী, যিনি বাহ'রুল-গাযাল প্রদেশ বিজয়ী মাহদী বাহিনীর নেতা ছিলেন, তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের প্রস্তাব দেন। আমীন অস্ত্রত্যাগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতঃপর ১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে তিনি লাদু পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় রাজধানী আরও দক্ষিণে ওয়াদলায় স্থানান্তরিত করেন। ২ জানুয়ারী, ১৮৮৬ সালে জুনকের, যিনি ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দিকে যাত্রা করেন। ১৮৮৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে তিনি তথায় পৌঁছেন। অপর একজন ইতালীয় পরিব্রাজক Casati ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী হইতে তাঁহার অব্যাহতি পর্যন্ত আমীনের সঙ্গে ছিলেন। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে, লাদু যেখানে তখন পর্যন্ত একটি দুর্গস্থিত বাহিনী মোতায়েন ছিল, সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হয়। আমীন ১৮৮৭ খৃ. দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিবিরো নামক

স্থানে অবস্থান করেন, যাহা এলবার্ট নায়ান্‌যা (Albert Nyanza) নামক ঝিলের পূর্ব উপকূলস্থিত একটি বসতি ছিল। এই সময় Royal Scottish Geographical Society-এর উদ্যোগে স্কটল্যান্ডের ব্যবসায়ী সমিতি, যাহারা সেই দেশের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, আমীন-এর পরিত্রাণের জন্য একটি অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই অভিযান পরিচালনার জন্য স্টানলীর (Stanley) নাম প্রস্তাব করা হয় এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমীনের নিকট (তবে নিরক্ষীয় প্রদেশ পর্যন্ত নয়) উপনীত হন। রাস্তায় স্ট্যানলীর সঙ্গীদের এত ক্ষতি সাধিত হয় যে, তাহার আগমন আমীনের জন্য সহায়ক না হইয়া অস্বস্তির কারণ হইয়া পড়িল, বিশেষত এইজন্য যে, স্ট্যানলীর কর্মরীতি এমন ছিল না, যাহাতে আমীনের অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারিত। আমীন স্বীয় কর্মকর্তাদেরকে যখন মিসরের এই নির্দেশ অবহিত করেন যে, তাহারা স্ট্যানলীর সঙ্গে স্বীয় অবস্থানস্থল পরিত্যাগ করিয়া পিছনে হটিয়া যাইবে (অর্থাৎ পূর্ব উপকূলের দিকে), তখন তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১৮৮৮ সালের আগস্টের মাঝামাঝি হইতে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাহারা আমীনকে দুফীলিয়া (Dufile) নামক স্থানে আটক রাখে। ইতোমধ্যে ১১ জুন, ১৮৮৮ সালে 'উমার সালিহ-এর নেতৃত্বে একটি মাহদাবী বাহিনী উমদুরমান হইতে জাহাজযোগে যাত্রা করে এবং ১১ অক্টোবর লাদু পৌঁছে। 'উমার সালিহ্ আমীন পাশাকে অস্ত্র পরিহারের দাবি জানায়। ইহাতে বিদ্রোহী সৈন্যগণ মাহদাবী বাহিনীর মুকাবিলা করে এবং আমীনকে মুক্ত করিয়া দেয় (১৬ নভেম্বর)। প্রত্যাবর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমীন ১৮৮৯ সালের ১৭ ফ্রেব্রুয়ারী এলবার্ট নায়ানযা-র পশ্চিম উপকূলে স্ট্যানলীর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে বাগামোয়া (Bagamoya)-র উপকূলে উপনীত হয়। তথায় তাঁহাকে সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানান হয়। কিন্তু একটি দুঃখজনক ঘটনার কারণে তাঁহাকে তিন মাস পর্যন্ত শয্যাশায়ী অবস্থায় কাটাইতে হয়। সুস্থ হওয়ার পর আমীন (প্রথমে অস্থায়ীভাবে) জার্মান রাজ্যের বৈদেশিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল তিনি পূর্ব উপকূল হইতে যাত্রার সময় তাঁহার সঙ্গে দুইজন অফিসার Stuhlmann ও Lengheld, তিনজন সার্জেন্টি, এক শতজন সিপাহী ও পাঁচ শত দ্রব্যসামগ্রী বহনকারী ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি জার্মানীর জন্য ভিকটোরিয়া নায়ানযা (Victoria Nyanza) ঝিলের দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলগুলি অধিকার করিবেন। তাবোরায় (Tabora) জার্মান পতাকা উত্তোলন করা, ভিকটোরিয়া নায়ানযার পশ্চিম উপকূলে বুকোবায় (Bukoba) বসতি স্থাপন করা এই অভিযানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উভয় বিষয়ই পূর্ব আফ্রিকার জার্মান গর্ভনর Wissmann-এর ইচ্ছার বিরোধী ছিল। কিন্তু আমীনের সংকট দূরীকরণের জন্য জার্মান কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কার্ল পিটার্স (Karl Peters) যিনি ১৮৯০ সালের জুন মাসের পূর্বে Mpwapwa--এ পৌঁছিতে পারেন নাই, তাঁহার সাহায্য করেন। এই অভিযানকালে আমীন সব সময়ই আরবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কঠোরতা প্রদর্শন করেন। শুধু Wissmann-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যসমূহের উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি স্বীয় পুরাতন অফিসার ও সিপাহীদেরকে নিজের পার্শ্বে একত্র করিয়া তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া মোমবুত্ত (Mombuttu) রাস্তা দিয়া যতদূর সম্ভব পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবেন এবং ক্যামেরুনের পশ্চাৎভূমি অধিকার করিবেন কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রমাণিত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর আন্দেলাবি (Ituri অথবা Aruwimi নদীর উজানে অবস্থিত) হইতে পশ্চাদ্‌পসরণ শুরু হয়। বসন্ত মহামারীর আক্রমণে অভিযানের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়ে। ৭ ডিসেম্বর আমীন Stuhlmann-কে সুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বুকোবা (Bukoba) পাঠাইয়া দেন এবং তিনি নিজে রোগীদের সঙ্গে সেইখানে থাকিয়া যান। পশ্চাদ্‌পসরণের অপর কোন পথ না থাকায় তিনি পশ্চিম দিকের রাস্তা অনুসরণ করেন। ১৮৯২ সালের মার্চ মাসে তিনি এই সফর শুরু করেন। প্রথমে তিনি ইপোতো (Ipoto) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। ইহা Kilonga-Longa-র নিকটবর্তী Aruwimi নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তথা হইতে তিনি উক্ত নদীর উজানের দিকে যাত্রা করেন। অতঃপর প্রাচীন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাইতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি কঙ্গোর পার্শ্বে অবস্থিত Kibonge নামক স্থানে উপনীত হইবেন। কিন্তু লক্ষ্যস্থল হইতে এক শত মাইল দূরে অবস্থিত কিনেনা (Kinena) নামক স্থানে ২৩ অক্টোবর, ১৮৯২ সালে Kibonge-এর শাসকের নির্দেশে প্রতারণার মাধ্যমে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। দানিস (Dhanis) নামক বেলজীয় কাপ্তান ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে Manyuema-র রাজধানী Nyangwe-এ প্রবেশ করিলে আমীনের রোযনামচার অর্ধাংশ হস্তগত হয় এবং অপরাংশ Kassongo ছিল প্রসিদ্ধ দাস ব্যবসায়ী তিপু-তিপ (Tippo Tipp) -এর প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। আমীনের হন্তাকে সামরিক আদালতে হাযির করা হয় এবং ৯ জানুয়ারী, ১৮৯৪ সালে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

আমীন তুর্কী বাহিনীতে থাকাকালে বাহ্যত একজন তুর্কী মুসলমানের রীতিনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। মিসরীয় চাকুরীতে থাকাকালেও তিনি একই রীতি অনুসরণ করেন (G. Schweitzer, Emin Pasha. ১খ., ২১)। এই কারণেই তিনি নিরক্ষীয় প্রদেশে দীর্ঘদিন স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিষয়টি পূর্বেই স্পষ্ট হইয়াছে, তাঁহার এই বাহ্যিক বেশের দরুন দাস ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা কোনরূপ প্রশমিত হয় নাই, যদিও তিনি স্বীয় প্রদেশে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেন নাই। ইহার কারণ ছিল, দাসদের দ্বারা কাজ করান ছাড়া তাঁহার পক্ষে কোন কাজ সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি পরবর্তী কালে জার্মানীতে চাকুরীরত অবস্থায় 'আরব অঞ্চল হইতে হাবাশীদের অঞ্চল সম্পূর্ণ পৃথক করার এবং অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী আরবদেরকে, যাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, বহিষ্কৃত করার চেষ্টা করেন। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারকগণ তাঁহার কাছে অধিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা লাভ করে (যদিও তিনি নিজে একজন প্রটেস্টান্ট ছিলেন)। কেননা তাঁহারা সুন্দর সুন্দর বস্তি স্থাপন করিত এবং হাবাশীদেরকে প্রয়োজনীয় শ্রমিকে পরিণত করিত (Schweitzer, ২খ., ১০৯)। সামগ্রিকভাবে আমীন হাবাশীদের মেধাগত সংশোধন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে তেমন কিছু আশাবাদী

ছিলেন না (Schweitzer, ২খ., ১২৪)। যাহা হউক, আমীন ছিলেন একজন সতর্ক সংগঠক ও শাসক, কিন্তু তাঁহাকে একজন বিজেতারূপে চিহ্নিত করা কঠিন ব্যাপার। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি স্বীয় সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তিনি সাগ্রহে কোনরূপ ঝুঁকি লইতে পসন্দ করিতেন না। তিনি বিজ্ঞানে, বিশেষত পক্ষী বিজ্ঞান ও জাতিতত্ত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদও ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Schweitzer, Emin Pasha, his life and work, ২খ., লন্ডন ১৮৯৮; (২) P. Reichard, Emin Pasha; (৩) Vita Hassan, Die Wahrheit uber Emin Pasha; (৪) G . Casati, Ten years in Equatoria and the Return with Emin Pasha. লন্ডন ১৮৯৮; (৫) F. Stuhlmann, Mit Emin Pasha ins Herz von Afrika; (৬) C, Peeters, Die deutsche Emin Pasha-Expedition; (৭) Emin Pasha, Eine Sammlung von Reisbriefen, u.s. w., সম্পা. G, Schweinfurth এবং F. Ratzel.; (৮) Emin Pasha in East Africa, লন্ডন ১৮৯৮ খৃ.; (৯) H.M. Stanley, In Darkest Africa, লন্ডন ১৮৯০। অধিক বরাতের জন্য দ্র.ঃ (১০) R.L. Hill, A bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan, ২খ., লন্ডন ১৮৩৯, পৃ. ১২৬, ১৪৫-৬, নির্ঘন্ট; (১১) Biography catalogue of the Library of the Royal Commonwealth Society, লন্ডন ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১১৪-১১৫; (১২) আবদুর রাহমান আন-নাস্‌রী, A bibliography of the Sudan, 1938-1958, লন্ডন ১৯৬২ খৃ., নির্ঘন্ট। আমীন পাশার লিখিত একখানা পত্র, তাং সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ সাল, মিসরের স্বারাষ্ট্র মন্ত্রীর নামে যাহার একটি অনুলিপি সূদানের সরকারী দফতরে (archives) সংরক্ষিত আছে। Cairint, ৩/১৪, পৃ. ২৩৬; Photostat Copy, School of Oriental and African Studies, লন্ডন।

P. M. Holt ও Schaade (E.I.[2] Suppl.) /
এ: এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আমীনা (امينة) ঃ প্রাচীন য়াহূদী উপাখ্যান অনুযায়ী সুলায়মান (আ)-এর একজন স্ত্রীর নাম। কথিত আছ, যে অঙ্গুরীর উপর তাঁহার রাজত্ব ও প্রজ্ঞা নির্ভরশীল ছিল, একদিন তাহা সেই স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। আমীনা সুলায়মান (আ)-এর আকৃতি ধারণকারী এক দৈত্যের নিকট অঙ্গুরীটি হস্তান্তর করেন। অনেক ঘটনার পর এই অঙ্গুরী আবার সুলায়মান (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসে। ইহা একটি অসমর্থিত পৌরাণিক কাহিনী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Grunebaum, Neue Beitrage zur Semitischen Sagenkunde, পৃ. ২২২ প.।

(E.I.[2])/ এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

'আমীমুল ইহসান (عميم الاحسان) ঃ মুহাম্মাদ, সায়্যিদ, মুফ্‌তী, আল-মুজাদ্দিদী আল-বারাকাতী, ২২ মুহাররাম, ১৩২৯/২৪ জানুয়ারী, ১৯১১ সনে বিহার প্রদেশের মুংগের জেলায় পাচনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মুফ্‌তী সাহেবের নাম মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান এবং মুফ্‌তী হিসাবে তিনি পরিচিত। তিনি মুজাদ্দিদী তারীকাভুক্ত সায়্যিদ আবূ মুহাম্মাদ বারাকাত আলী শাহ সাহেবের মুরীদ ও জামাতা ছিলেন বলিয়া নিজ নামের সহিত 'মুজাদ্দিদী' ও 'বারাকাতী' এই দুইটি লাক'াব (لقب) যোগ করিতেন। তাঁহার বংশপরম্পরা হযরত হু'সায়ন (রা) পর্যন্ত পৌঁছায়, এই দাবিতে তিনি নিজেকে হু'সায়নী সায়্যিদ বলিয়া মনে করিতেন।

মুফ্‌তী সাহেবের পিতা মাওলাবী হাকীম সায়্যিদ আবুল আজীম মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান কলিকাতার জালিয়াটুলী মহল্লায় বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই বালক 'আমীমুল ইহসান মাত্র ৫ বৎসর বয়সে কু'রআন মাজীদ খতম করেন এবং স্বীয় চাচা শাহ 'আবদুদ-দায়্যান সাহেবের নিকট ফার্সী ও উর্দূ শিক্ষা করেন। অতঃপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ 'আলিমের নিকট আরবী, কু'রআন, হাদীছ, ফিক'হ, কালাম, মানতি'ক ও তাস'াওউফের শিক্ষা লাভ করেন।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর মুফ্‌তী সাহেব মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তদস্থলে মসজিদ, দাওয়াখানা ও হ'ালক'া-ই যি'কর পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা হইতে তিনি ১৯৩১ খৃ. ফাযিল ও ১৯৩৩ খৃ. কামিল (হাদীছ) পরীক্ষা পাস করেন। উভয় পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

অতঃপর তিনি অবসর সময়ে বিশেষ ব্যবস্থায় শামসুল-উলামা মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের নিকট ইলম 'হায়আত' ও শামসুল 'উলামা মাওলানা সুলতান আহমাদ কানপুরী সাহেবের নিকট 'মাকূলাত' শিক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সাফল্যের সহিত নাক'শবান্দী ও মুজাদ্দিদী তারীকার অনুসরণ করিতেন।

তিনি ১৯৩৪ খৃ. কলিকাতায় কুলুটোলাস্থিত 'নাখোদা' মসজিদের মাদরাসার প্রধান মুদাররিস পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তী বৎসর তিনি মসজিদের 'দারুল-ইফতা' বা ফাতওয়া বিভাগের মুফতী পদে নিযুক্ত হন। তদানীন্তন বাংলার প্রাদেশিক সরকার তাঁহাকে কাযীর পদে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৩ খৃ. তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং কাযী পদে হইতে ইস্তিফা দেন।

১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভাগের পর যখন ঢাকায় মাদরাসা আলিয়া স্থানান্তরিত হয়, তখন অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে মুফতী সাহেবও ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা শহরের কুলুটোলার মসজিদ সংলগ্ন বাড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মসজিদটির সংস্কার সাধন করেন এবং তৎসঙ্গে একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৪৯ খৃ. পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৪ খৃ. তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার হেড্ মাওলানার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৪ খৃ. হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুফতী সাহেব ঢাকার 'বায়তুল মুকাররাম' মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন।

মুফ্‌তী সাহেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান কিতাব ও পাণ্ডুলিপি

সংগৃহীত হইয়াছিল। স্বরচিত অপ্রকাশিত কতিপয় পাণ্ডুলিপিও তাঁহার কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। তিনি ছিলেন পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা 'আলিম, মুহ'াদ্দিছ, ফাকীহ ও মুফ্‌তী। মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারতকালে তাঁহার অসংখ্য গুণগ্রাহীর অনুরোধে কা'বার চত্বরে ও মসজিদে নববীতে তিনি হাদীছের দারস প্রদান করেন। লেখাপড়াই ছিল তাঁহার সার্বক্ষণিক কর্ম। তিনি প্রায় এক শত পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা বা সংকলক। অধিকাংশ পুস্তক তিনি উর্দূ ভাষায় লিখেন। আরবী ভাষায় রচিত তাঁহার কতগুলি মূল্যবান গ্রন্থ দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(١) فقه السنن والاثار (٢) قواعد الفقه (٣) التشريف لادب التصوف (٤) فتاوى بركتيه (٥) ادب المفتى (٦) اوجز المير (٧) تاريخ علم الفقه (٨) تاريخ علم الحديث (٩) التنوير فى اصول التقسير (١٠) ميزان الاخبار (١١) سيرة حبيب اله (١٢) هدية المصلين.

মুফ্‌তী সাহেব ঢাকা শহরে কুলুটোলায় অবস্থিত নিজ গৃহে ১০ শাওওয়াল, ১৩৯৪/২৭ অক্টোবর, ১৯৭৪ সনে ইনতিকাল করেন এবং উপরিউক্ত মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বের কামরায় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আমীর (امير) : (আরবী) সেনাপতি, শাসক, নেতা। শব্দটি মূলত একটি ইসলামী পরিভাষা (নাকাইদ, পৃ. ৭, ৯৬৪; ইব্‌ন দুরায়দ, জামহারা, ৩খ., ৪৩৭)। কু'রআনে কেবল উলিল-আমর (اولى الامر) বাক্যটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৪ : ৫৯ ও ৮৩) ; কিন্তু হাদীছে 'আমীর' শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় (তু. Wensinck, Concordance, আলোচ্য শব্দ দ্রষ্টব্য)। হাদীছে 'আমীরুল-মু'মিনীন-এর ব্যবহারের জন্য দ্র. আল-বুখারী, কিতাবু ফাদ'াইলিস-সাহাবা বাব ৮; আবূ দাঊদ, কিতাবুল- মানাসিক, বাব ৩৪; আদ-দারিমী, কিতাবুল-মানাসিক, বাব ১৮, কিতাবুল-আদ'াহী, বাব ৩ ও কিতাবু ফাদ'াইলিল-কু'রআন, বাব ৯। হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা হয় : আপনার পরে কাহাকে আমীর বানান হইবে (من يؤمر بعدك)? জবাবে তিনি বলেন, তোমরা যদি আবূ বাক্‌র (রা)-কে আমীর বানাও, তাহা হইলে তাঁহাকে আমানাতদাররূপে পাইবে (ان تؤمر ابا بكر تجدوه امينا الخ); আহ'মাদ, মুসনাদ, ১খ., ১০৯)। অপর একটি বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ'শ আল-আসাদী সম্পর্কে বলা হইয়াছে, امير امر فى الاسلام (মুসনাদ, ১খ., ১৭৮)। বানূ কিনানা-এর উপর আক্রমণের সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে একটি সৈন্যদলের নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে 'আমিল (দ্র.) ও আমীর পরিভাষা দুইটিকে সমার্থকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে (তু. হ'ামীদুল্লা, Documents, পৃ. ৩৬, ৩৮-৩৯, ৮৩)। সাকীফার সম্মেলনের বিবরণে আমীর বিশেষণটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ১৮৪০, ১৮৪১ খৃ.; ইব্‌ন সা'দ, ২খ., ৩, ১২৬, ১২৯; আহ'মাদ, মুসনাদ, ১খ., ৫, ২১; আল-বুখারী, ফাদ'াইলুস-সাহাবা, বাব ৫)। মদীনার খিলাফাতকালে সেনাপতি ও কোন কোন সময় সৈন্যদলের কোন অংশের দলপতিকে আমীর (বা আমীরুল-জায়শ বা আমীরুল-জুনদ) বলা হইত। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক গর্ভনরগণকে যাহারা প্রথম বিজেতা বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, আমীর বলা হইত (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ১৮৮১-৮৪, ২০১৩, ২০৫৪, ২৫৩২, ২৫৯৩, ২৬০৬, ২৬৩৪, ২৬৩৭, ২৬৪৫, ২৬৬২, ২৭৭৫, ২৮৬৪, ৩০৫৭; আল-কিন্দী, উলাত, পৃ. ১২, ১৩, ৩১, ৩২, ৩০০, ৩০২, ৩০৫ ; হ'ামীদুল্লাহ, পৃ. ২০৭, ২৫৭)।

উমায়্যা খলীফাদের শাসনামলে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য করা শুরু হইলেও অধিকাংশ সময় উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই আমীরদের পূর্ণ এখতিয়ার ছিল। আমীরগণ মনে করিতেন, সমগ্র দেশে যেমন খলীফার কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তেমনি নিজ নিজ প্রদেশে তাঁহাদের কর্তৃত্ব বর্তমান (আত-ত'াবারী, ২খ., ৭৫; আল-কিন্দী, উলাত, পৃ. ৩৫; আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৫খ., ৩০৮-৩১২)। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টিতে আমীরের স্থান ছিল ইরানী কাতখুদা (আকা, আত-ত'াবারী, ২খ., ১৬৩৬) অথবা শাহ (বাদশাহ; আত-ত'াবারী ২খ., ৩০০)-এর অনুরূপ।

আমীরের দায়িত্ব ছিল সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করা। তিনি আরীফ (বহুবচন উরাফা) নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা নিজ নিজ ইউনিটের লিখিত বিবরণ (Register) সংরক্ষণ করিতেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, বেতন প্রদান করিতেন এবং ঘটনাবলীর প্রতিবেদন পাঠাইতেন। আমীর স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধি অভিযানের নেতৃত্ব করিতেন, চুক্তি সম্পাদন করিতেন এবং বিজিত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিচার বিষয়ক প্রশাসনও তাঁহার হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমীর কাদী নিযুক্ত করিতেন। আমীর নিজে তৎকর্তৃক নিযুক্ত পুলিস কর্মকর্তা (স'াহি'বুশ-শুরত'া)-এর মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। তাঁহার একজন প্রাসাদ-অধ্যক্ষ (হ'াজিব) ও একজন দেহরক্ষী থাকিত। তিনি ডাক বিভাগীয় প্রধান (স'াহি'বুল-বারীদ) নিয়োগ করিতেন যাহার দায়িত্ব ছিল আমীরের অধীনে শাসকদের সম্বন্ধে ও সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ আমীরকে যথাসময়ে সরবরাহ করা। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রদেশসমূহে খলীফার অনুমতিক্রমে প্রতিনিধি ('আমিল বা আমীর) নিযুক্ত করা হইত। কখনও কখনও খলীফা সরাসরি প্রতিনিধি নিয়োগ করিতেন (আত-ত'াবারী, তারীখ, ২খ., ১১৪০, ১৫০১, ১৫০৪)।

আমীর টাকশালের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং রৌপ্য মুদ্রা তৈরি করাইতেন। সাধারণত মুদ্রায় তাঁহারই নাম খোদিত হইত। কোন কোন আমীর তাঁহাদের উত্তম দিরহামের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মুদ্রার চিহ্নিত প্রতীক, ইহার ওজন ও তৈরির স্থান কখনও কখনও খলীফা নিজেই নির্ধারিত করিতেন।

পূর্ণ এখতিয়ারপ্রাপ্ত আমীর অর্থনৈতিক ব্যাপারেও দায়ী থাকিতেন। তিনিই কর আদায়ের সময়, পদ্ধতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতেন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ জারী করিতেন। কর-নীতির সংশোধন ও সৈন্যদের বেতন হারের পরিবর্তন তাঁহার এখতিয়ারে ছিল। তিনিই সৈন্যবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রদান করিতেন। আমীর জনহিতকর কার্যাবলী, যেমন পুল, সড়ক, খাল, সরকারী ইমারত ও দুর্গ মেরামত ও নির্মাণ ব্যয়ের অর্থ সরবরাহ করিতেন। আয়ের উদ্বৃত্তি অংশ (উমায়্যা শাসনামলে) দামিশ্‌কে প্রেরণ করা হইত।

খারাজ আদায়ের জন্য খলীফা পৃথক কোন 'আমিল নিযুক্ত করিলে আমীরের কর্তৃত্ব অনেকাংশ কমিয়া যাইত। হিশামের অধীন মিসরের 'আমিল ইবনুল-হাবহাব্ এত প্রভাবশালী ছিলেন যে, তিনি আমীরগণকেও পরিবর্তন করিতে সক্ষম ছিলেন (আল-কিন্দী, পৃ. ৭২, ৭৬; ইব্‌ন-'আবদিল-হাকাম, ফুতূহ' মিস'র, পৃ. ১৭৮)। আমীর নিজ আদেশে জনসাধারণের নিকট খলীফা অথবা তাঁহার প্রতিনিধির জন্য বায়'আত গ্রহণ করিতেন। আমীর তাঁহার প্রদেশের জন্য খলীফার দরবারে প্রেরিত প্রতিনিধিদলেরও নেতৃত্ব দিতেন। তিনি গোত্রপ্রধান, কবি ও কাহিনীকারদের মাধ্যমে অথবা অর্থ ব্যয় ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া জনমতকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেন (আল-বালাযু'রী, আনসাব, ৪/২ খ., ১০১, ১১৬-১১৭; Pedersen, in Melanges, Goldziher, ১খ, ২৩২)।

আমীর নিজ প্রদেশ অথবা রাজধানী ত্যাগ করিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্য পরিচালনার জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন (আল-কিন্দী, পৃ. ১৩, ৩৫, ৪৯, ৬২, ৬৫; আত-তাবারী, ২খ., ১১৪০)।

আমীরকে বেতন ছাড়াও প্রশাসনিক ভাতা (আমালা) দেওয়া হইত। কোন কোন আমীর সম্পদ লাভের ভিন্ন উপায় তালাশ করিতেন। যেমন ব্যবসা করা, রাজস্ব হইতে নিজের জন্য পৃথক অংশ গ্রহণ করা, খাজনা হিসাবে প্রাপ্ত শস্য বিক্রয়ে ফটকাবাজি করা অথবা নজরানা আদায় করা ইত্যাদি। অনেক আমীর প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করিতেন এবং শেষ উমায়্যা খলীফাদের শাসনামলে আমীরদের চাকুরী সমাপ্তির পর তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে তদন্ত অত্যন্ত পীড়াদায়ক পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল।

আমীরদের নিয়োগের সময় বিশেষ জটিল সময়ে খলীফা প্রদেশের 'আরব অধিবাসীদের মতামত বিবেচনা করিতেন (আল-বালাযু'রী, ফুতূহ; পৃ. ১৪৬ আল-জাহ'শিয়ারী, পৃ. ৫৭)। নূতন খলীফা সাধারণত নূতনভাবে আমীর নিয়োগ করিতেন, বিশেষত শেষ উমায়্যা খলীফাগণ এই নীতি অনুসরণ করিতেন।

'আব্বাসী শাসকগণও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উমায়্যা রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে ক্রমশ নূতন ভাবধারা প্রবর্তন দ্বারা প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। 'আব্বাসী শাসকগণ গোত্রীয় শরাফতের পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তন করেন এবং কেন্দ্রীয়করণের উপর জোর দেন।

'আব্বাসী শাসনামলে অধিকাংশ আমীর 'আব্বাসী বংশীয়দের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা আমলাতন্ত্রের সদস্য ছিলেন। উমায়্যা শাসনামলে সাধারণত 'আরবদের মধ্য হইতে আমীর নিযুক্ত করা হইত। 'আব্বাসী শাসনামলে বহু ইরানী ও পরবর্তী কালে অনেক তুর্কীও আমীর নিযুক্ত হইতেন। এই সময় আসহাবুল-বারীদ (ডাক বিভাগ কর্মকর্তাগণ)-এর গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারা আমীরদের কর্মকাণ্ড ও প্রবেশের অবস্থা সম্পর্কে খলীফাকে প্রতিবেদন প্রেরণ করিতেন। কাদী সরাসরি খলীফা দ্বারা মনোনীত হইতেন বলিয়া তাহারা কার্যত আমীরের অধীন ছিলেন না। এই সময় আমীরের কার্যকাল অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইত। তাহা ছাড়া সরকারী কর্মচারী ও আমীরদের অন্যায়-অবিচারের ব্যাপারে জনসাধারণের অভিযোগের তদন্ত ও বিচার-বিবেচনা করার জন্য সাহিবুন-নাজার ফিল-মাজালিম নামক একজন নূতন কর্মকর্তা নিযুক্ত হইতে থাকে।

'আব্বাসী শাসনামলের প্রথম দিকে অধিকাংশ আমীরই সাধারণত দেওয়ানী ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কর্তৃত্ব লাভ করিতেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে আমীরের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বিষয়ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য একজন পৃথক কর্মকর্তা ('আমিল) নিযুক্ত হওয়ার রীতি প্রচলিত হয় (আল-কিন্দী, পৃ. ১৮৫, ১৯২, ২১৩)।

আমীর প্রধানত প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর আদায় নিশ্চিতকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত হইতেন। কোন কোন সময় আমীর কর বৃদ্ধি অথবা মওকুফ করিতে পারিতেন এবং বকেয়া কর মাফ করিতে পারিতেন। তিনি স্থানীয় অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং বিশেষত আমীর সম্বন্ধে অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করিতেন, বিশেষত আমীর সম্বন্ধে অসন্তোষ কোনরূপ জটিল আকার ধারণ করিলে তাঁহার অনুসন্ধান হইত এবং ফলে তাঁহার পদচ্যুতিও ঘটিত (আল-জাহশিয়ারী, পৃ. ৯৯-১০০; আল-কিন্দী, পৃ. ১৯২; আত-তা'বারী, ৩খ., ৭১৬-৭২১)।

প্রথম 'আব্বাসী শাসনামলের সমাপ্তির পূর্বে কিছু নূতন পরিবর্তন দেখা দেয়। আল-মা'মূন স্বীয় ভ্রাতা আবূ ইসহ'াক'কে মিসরের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি নিজে রাজধানী বাগদাদে থাকিয়াই মিসরে দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন; একজন খারাজ আদায় করার জন্য, অন্য একজন সালাতে ইমামতি করার জন্য। তূ'লূনী শাসকদের ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত মিসরে এইরূপ অনুপস্থিত আমীরদের ধারা প্রচলিত ছিল (আল-কিন্দী, পৃ. ১৮৫)।

এই সম্পর্কিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। আমীরগণ খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ কর কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রদান করিয়া প্রদেশে তাঁহার নিরংকুশ কর্তৃত্ব লাভ করিতেন। এই সকল আমীর নিজ নিজ প্রদেশে বংশীয় কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফার সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক এতটুকু ছিল যে, খলীফার নিকট হইতে নিয়োগপত্র লইবেন, খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হইবে এবং তাঁহারই নামে মুদ্রা তৈরি করা হইবে। তিউনিসের বানূ আগলাব ও খুরাসানের বানূ তাহির এই ধরনের শাসক-পরিবার ছিলেন। অপরাপর কোন কোন আমীর খুতবা ও স্বর্ণ মুদ্রায় খলীফার নামের সঙ্গে নিজেদের নাম যুক্ত করিয়া সার্বভৌম কর্তৃত্বে খলীফার অংশীদারে পরিণত হইয়াছিলেন। বানূ তূ'লূন, বানূ ইখ্‌শীদ, সামানী ও বানূ হামদান এইরূপ আমীরদের উদাহরণ।

অনেক এইরূপ আমীরও দেখা যায়, যাহারা নিজেদের শক্তিবলে কোন অঞ্চল জয় করিতেন এবং উক্ত অঞ্চলে স্বীয় কর্তৃত্বের বৈধতাস্বরূপ খলীফার

আহ্‌দ লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেন; যেমন সাফফারী ও গায়নাবী আমীরগণ। এই সকল আমীর কার্যত স্বাধীন ছিলেন। বুওয়ায়হী আমীরগণ, যাহারা নিজেদের শক্তিবলে আমীর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ব্যাপারে আরও অগ্রগামী ছিলেন। তাহারা বাগদাদ জয় করেন এবং খলীফার সমস্ত ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে পেনশনভোগীতে পরিণত করেন। তাহারা নিজেরাই উযীর নিযুক্ত করিতে থাকেন এবং খলীফার উত্তরাধিকারী নিয়োগেও হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। জনগণ খলীফাকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসরূপে বিশ্বাস করিত বলিয়া তাঁহারা 'আব্বাসীদের উৎখাত করিতে বিরত থাকেন এবং তাহাদের কর্তৃত্বের বৈধতাস্বরূপ খলীফার নিকট হইতে 'আহ্‌দ লাভ করিতে বাধ্য হইতেন। স্পেনের উমায়্যা শাসকগণ নিজেদেরকে আমীররূপেই চিহ্নিত করিতে থাকেন। অতঃপর 'আবদুর-রাহ্‌মান আন-নাসির নিজেকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদের ও ফাতিমী গভর্নরদেরকে আমীরের পরিবর্তে ওয়ালী বলা হইত।

আল-মাওয়ারদী (মৃ.৪২২/১০৩১) সেই সময়কার আমীর প্রথার প্রবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী আমীরগণের সঙ্গে সীমিত কর্তৃত্বের অধিকারী আমীরদের পার্থক্য বর্ণনা করিবার পর তিনি নিজ শক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত আমীরদের (ইমারাতুল-ইসতিলা) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় বিভেদ ও বিদ্রোহ এড়াইবার জন্য তিনি এই শ্রেণীর আমীরদের এই শর্তে বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি দেন যে, খলীফার প্রদত্ত 'আহ্‌দ তাঁহাদের শারী'আত অনুসরণ করিতে বাধ্য করিবে (তু. Gibb, in Isl. Cult, ১৯৩৭ খৃ.)।

অপরদিকে হি. ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে (১০ম/১১শ খৃ.) প্রাচীন আমলাতান্ত্রিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তন আমীরদের পদমর্যাদার বেলায়ও প্রভাব ফেলে। সালজূক আয়্যূবী ও মামলূকদের শাসনামলে সর্বস্তরে সামরিক কর্মকর্তাগণকে (তাহা ছাড়া সালজূক বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতিকেও) আমীর উপাধি দেওয়া হইত। ইব্‌ন জামা'আ (মৃ. ৭৩৩/১৩৩৩)-এর বর্ণনায় এই পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনা রহিয়াছে। তিনি বর্ণনা করেন, তাঁহার সময় সেই সকল সামরিক কর্মকর্তাকে আমীর বলা হইত যাহাদেরকে সৈন্যদল সংরক্ষণের জন্য জায়গীর প্রদান করা হইত এবং যাহাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল সামরিক ব্যাপারে সহায়তা করা (Isl., iii, 367)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাচীন কালের প্রধান সাহিত্যিক সূত্র হইল ত'াবারী রচিত ইতিহাস। অন্যান্য ঐতিহাসিক, যথা আল-বালাযু'রী, ইব্‌ন 'আব্‌দিল-হ'াকাম, আল-কিন্দী, আল-মাক'রীযী ও আল-ক'াল্‌ক'াশান্দী রচিত গ্রন্থাবলীতেও প্রাচীন কালের অনেক উপাদান রহিয়াছে। প্রাচীন নিদর্শনাবলীর প্রধান সূত্র হইল মুদ্রা এবং (উমায়্যা শাসনাধীন মিসর সম্পর্কিত আলোচনার জন্য) Papyri পত্রে লিখিত লিপি। আরও দ্র.এ.এ. দূরী, আন-নুজূ'মুল-ইসলামিয়্যা ও সেই সমস্ত গ্রন্থ মূল প্রবন্ধে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দুস্তানী আমীরদের জন্য দ্র. সংশ্লিষ্ট যুগের ইতিহাস, বিশেষত আঈন-ই আকবারী ও মাআছিরুল-'উমারা।

A. A. Duri (E.I.²) এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আমীর আখূর (امير آخور) ঃ ফারসীতে 'মীর আখূর' ঊর্ধ্বতন অশ্বপাল, প্রাচ্য দেশীয় রাজদরবারে সর্বোচ্চ কর্মচারীদের অন্যতম। মামলূক সুলতানদের আমলে আমীর আখূর রাজকীয় আস্তাবলসমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন এক হাজার সৈন্যের আমীর ও চল্লিশ জনের হ'কুমরান। তিনজন আমীর তাঁহার অধীনে থাকিতেন। সার্কাসীয় (Circassion) আমলে প্রধান আমীরগণের মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থানাধিকারী হইতেন। তু. A.N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria etc., London, 1919 খৃ., প. ৩০; D. Ayalon, Studies on the Structure of the Mamluk Army, BSOAS, ১৯৫৪, ১৯৬৩, ১৯৬৮ খৃ.।

D. Ayalon (E.I.²) মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

আমীর 'আলী, সায়্যিদ (امير على، سيد) ঃ তাঁহার জন্ম ১৮৪৯ সালের ৬ এপ্রিল উড়িষ্যার কটক শহরে। তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল ইরানে। আমীর 'আলীর পূর্বপুরুষ আহ্'মাদ আফদ'াল খান ইরান হইতে নাদির শাহের সঙ্গে সেনানায়করূপে ১৭৩৯ খৃ. ভারতে আসেন। নাদির শাহ ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আফদ'াল খান মুগল বাদশাহের অধীনে চাকুরী লইয়া ভারতেই থাকিয়া যান। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আবহাওয়া তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আফ্‌দ'াল খানের পুত্র সা'আদাত 'আলী খান সম্বলপুরের (মধ্যপ্রদেশ) সম্ভ্রান্ত জমিদার শামসুদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করেন। সা'আদাত 'আলী কটকে ইউনানী মতে চিকিৎসা করিতেন। 'আরবী ও ফার্সী ভাষায় ছিল তাঁহার গভীর জ্ঞান। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবনী প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার সুযোগ্য সন্তান আমীর আলী অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন।

অতঃপর সা'আদাত 'আলী হুগলীতে চলিয়া আসেন। 'আমীর আলীর বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা মারা যান। তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। আমীর 'আলী হুগলী কলেজ হইতে ১৮৬৭ খৃ. বি.এ. পাস করেন। ১৮৬৮ খৃ. তিনি ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম এম. এ.। ১৮৬৯ খৃ. বি. এল. পাশ করিয়া আমীর 'আলী আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া আমীর 'আলী ১৮৭০ খৃ. বিলাত যান। ১৮৭৬ কৃ. Inner Temple হইতে ব্যারিস্টারী পাস করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। তাঁহার পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টে মাত্র তিনজন এই দেশীয় লোক ব্যারিস্টাররূপে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম ব্যারিস্টার। মুসলিম আইন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান তাঁহাকে আইন ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৮৭৪ খৃ. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের মুসলিম আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইহার পরের বৎসর। ১৮৭৮ খৃ. তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহাকে স্থায়ীভাবে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। আমীর 'আলী ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আত্মবিশ্বাসী। ১৮৮১ খৃ. চাকুরীতে ইস্তিফা দিয়া তিনি হাই কোর্টে আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসেন।

এই সময় হইতে তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের নেতারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৭ খৃ. তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপন করিয়া মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধন করেন। এই সমিতি ছিল ভারতীয় মুসলিমদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সারা ভারতে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। আমীর 'আলী একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার আট বৎসর পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হয়।

১৮৭৭ খৃ. আমীর 'আলী বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত হন। ১৮৭৬ খৃ. তিনি হুগলীর ইমামবাড়া কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ আটাশ বৎসর যাবৎ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৪ খৃ. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Tagore Law Professor নিযুক্ত হন। আইনজ্ঞ হিসাবে পারদর্শিতা ও সমাজ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে C.I. E. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২১ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল. এল. ডি. উপাধি প্রদান করে।

১৮৯০ খৃ. আমীর 'আলী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনিই কলিকাতা হাই কোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি। ইহার পূর্বে স্যার সায়্যিদ আহ্'মাদের পুত্র সায়্যিদ মাহ'মূদ ১৮৮২ সালে এলাহাবাদ হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিচারক হিসাবে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও গভীর আইন জ্ঞানের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৪ খৃ. চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিলাতের বার্কশায়ারের লেম্বডেন নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবন ক্রয় করিয়া সেইখানে বাস করিতে থাকেন।

বিলাতের স্থায়ী বাশিন্দা হইয়াও আমীর 'আলী অধঃপতিত ভারতীয় মুসলিমগণকে ভুলিলেন না। ১৯০৮ খৃ. তিনি 'মুসলিম লীগ'-এর লন্ডন শাখা স্থাপন করেন। প্রথম হইতেই তিনি এই শাখার সভাপতি ছিলেন। মর্লী-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সময় এই সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উক্ত শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমীর 'আলীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আমীর 'আলীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ইসলামের মূলনীতি প্রচার ও বিশ্বে ইসলামের মর্যাদার উন্নয়ন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান The Spirit of Islam (১৮৯১) নামক ইংরেজী গ্রন্থ। সমগ্র মুসলিম জগতে, বিশেষত মিসর ও তুরস্কে এই গ্রন্থ ইসলাম ধর্মের মূলনীতির শ্রেষ্ঠতম বিশ্লেষণরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং কয়েকটি ভাষায় উহা অনূদিত হইয়াছে। আমীর 'আলীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "A Short History of the Saracens" ১৮৯৯ খৃ. প্রকাশিত হয়। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে ইংরেজী ভাষায় লেখা আরবদের ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আইনের বিশ্লেষণে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ " The Mohamedan Law" (১৮৯৪ খৃ.)। তিনি চার খণ্ডে 'হিদায়া'র উর্দূ অনুবাদ করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ হইল A. Critical Examination of the Life and Teachings of Muhammed (১৮৭৩ খৃ.), The Personal Law of the Mohammedans (১৮৮০ খৃ.), বিচারপতি উডরকের সহযোগিতায় তিনি লেখেন The Law of Evidence Applicable to British India, Civil Procedure Code A commentary on the Bengal tenancy Act.

১৮৮৪ খৃ. আমীর 'আলী এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন মধুময় ছিল। তাঁহার দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠ সায়্যিদ ওয়ারিছ 'আলী C.I.E. (জন্ম ১৮৮৬ খৃ.) ১৯২৯ খৃ. Indian Civil Service হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র স্যার তারিক আমীর আলী (জন্ম ১৮৯১ খৃ.) ১৯৪৪ খৃ. কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ওয়ারিছ 'আলী ও তারিক 'আলী বিলাতে বসবাস করেন।

আমীর 'আলীর অবসর জীবনের প্রধান কীর্তি ১৯১১ খৃ. Red Crecent Society স্থাপন। ১৯০৯ খৃ. তিনি প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির সদস্য হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবজনক পদ লাভ করেন। তাঁহার গভীর আইন জ্ঞান ও বিচার বিভাগে অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে দুর্লভ খ্যাতির অধিকারী হন। ১৯০৪ খৃ. বিলাতে স্থায়ী বাশিন্দা হওয়ার পর হইতে আমীর 'আলী ছিলেন বিশ্ব মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক। মুসলিমদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর 'আলী আজীবন চেষ্টা করেন। ১৮৯৯ খৃ. তিনি নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

এই দেশপ্রাণ নেতার শেষ জীবন অনাবিল শান্তিতে কাটে। পরিবার-পরিজন পরিবৃত অবস্থায় তিনি ১৯২৮ সালের ৩ আগস্ট ইন্তিকাল করেন। তাঁহার জানাযায় শরীক হন পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিগণ। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা মুহাম্মাদ আলী, স্যার আব্বাস 'আলী বেগ, স্যার য়িয়াউদ্দীন আহ'মাদ প্রমুখ। ব্রকউডের কবরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Autobiography (Islamic Culture 1934-35), Eminent Mussulmans GA Water & Co., Madras 1926; (২) Calcutta Weekly Notes 1928; (৩) W.C. Smith, Modern Islam in India, London 1947, Index; (৪) H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago1947, Index.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আমীর কাবীর (امیر کبیر) : মীরযা তাকী খান (আনু. ১২২২-৬৮/১৮০৭-৫২) ঊনবিংশ শতকের ইরানের বিখ্যাত সংস্কারবাদী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ছিলেন কাজার মন্ত্রীদ্বয় 'ঈসা ও আবুল-কাসিম কাইম মাকাম-এর প্রধান পাচক কারবালাঈ কু'রবান-এর পুত্র। ইঁহাদের মাধ্যমে তিনি কাজার রাজসভায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। প্রয়োজনীয় আরবী ও ফারসী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর তিনি রাজদরবারে সচিবের পদে কার্য শুরু করেন এবং অতি দ্রুততার সহিত একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ খেতাব লাভ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি 'মীরযা', 'খান' 'ওয়াযীর-ই নিজ'াম', আমীর-ই নিজ'াম এবং শেষ পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে সর্বোত্তম 'আমীর-ই কাবীর

আতাবাক-ই আ'জ'াম' খেতাব লাভ করেন। তিনি নাসি'রুদ্দীন শাহ-এর ভগ্নী 'ইয্যাতুদ-দাওলাকে বিবাহ করেন।

আমীর কাবীর বিভিন্ন পদমর্যাদায় পারস্য সরকারের দায়িত্ব পালন করেন। ইহার মধ্যে ছিল আনু. ১২৪০-৭/১৮২৯-৩৪ সালে আযারবায়জান-এর রাষ্ট্রীয় হিসাবরক্ষক এবং ১২৫৩/১৮৩৭ সালে সেনাবাহিনী বিভাগীয় মন্ত্রীর পদ। ১২৬৪/১৮৪৮ সালে প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্তি লাভ করিবার পূর্বে আমীর কাবীর তিনটি কূটনৈতিক মিশনে অংশ গ্রহণ করেন। ১২৪৪/১৮২৮ সালে তিনি ইরানে নিযুক্ত রাশিয়ার বিশেষ দূত Griboyedov- এর গুপ্তহত্যা হইতে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে খুস্‌রাও মীরযার সহিত সেন্ট পিটার্সবার্গ গমন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় কূটনৈতিক সফরটি ছিল ১২৫৩/১৮৩৭ সালে, তদানীন্তন যুবরাজ নাসিরুদ্দীন মীরযার সহিত রুশ সম্রাটের সহিত একটি বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য এরিভান গমন। আমীর ইরানী প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া 'এরযুরুম সম্মেলনে' গমন করিয়াছিলেন; ১২৫৯-৬৩/১৮৪৩-৬ সালে এরযুরুমে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন 'উছমানী পারস্য আঞ্চলিক এলাকা ও সীমান্ত সম্পর্কে বিতর্কিত বিষয়সমূহ সমাধানকল্পে অনুষ্ঠিত হয়।

রাশিয়া ও তুরস্কে এই সকল সফরে থাকাকালীন আমীর অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই সকল দেশে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব প্রধান উযীররূপে তাঁহার কর্মরত থাকাকালীন তিনি তাঁহার নিজ দেশেও কতিপয় আধুনিকায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ইরানী বিচার ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ, ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথকীকরণ, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন, সংবাদপত্র প্রকাশনা, আনুষ্ঠানিক উপাধিসমূহের অবলুপ্তি, আধুনিক কল-কারখানা ও বিদ্যালয় স্থাপন ও এইরূপ অন্যান্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইরানে একটি আইন প্রণেতা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের চরম শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রতি অবশ্য তিনি যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করেন নাই। কথিত আছে, এই সমস্যা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি (Constitutionalism) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার বৃহত্তম বাধা ছিল রুশগণ" (ফেরীদুন আদামিয়্যাত, মাক'ালাত-ই তারীখী, তেহরান ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৮৮-৯)।

প্রধান উযীররূপে তাঁহার দায়িত্ব পালনকালে আমীর স্থানীয়ভাবে ও বিদেশে নিজের জন্য বহু সংখ্যক শত্রু সৃষ্টি করেন। কারণ একদিকে যেমন তিনি সরকারী কর্মকর্তা ও রাজদরবারের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক (যাঁহাদের মধ্যে স্বয়ং শাহ-এর মাতা যাহদ উলয়া অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) সম্পাদিত ক্ষমতার অপব্যবহার, অবিচার ও উৎকোচ গ্রহণ সীমিত করিয়া দেন। অপরদিকে তেমনি তিনি ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইঙ্গ-রুশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজদরবারে এই শত্রুতামূলক পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে ইঙ্গ-রুশ হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত আমীর তাঁহার প্রধান উযীরের পদ হইতে পদচ্যুত হন। দুই মাস পর তাঁহাকে কাশান-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই পদে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন একজন বৃটিশ অনুগৃহীত ব্যক্তি আকা নূরী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আকবার হাশিমী রাফসানজানী, আমীর কাবীরয়া কাহরামান-ই মুবারাযা বা ইস্‌তি'মার, তেহরান ১৯৬৭ খৃ.; (২) 'আব্বাস ইক'বাল, মীরযা তাকী খান আমীর কাবীর, তেহরান, ১৯৬১ খৃ.; (৩) হু'সায়ন মাক্কী, যিনদিগানী-ই মীরযা তাকী খান-ই আমীর কাবীর, তেহরান ১৯৫৮ খৃ.; (৪) ফেরীদুন আদামিয়্যাত, আমীর কাবীর ওয়া ঈরান, তেহরান ১৯৬৯ খৃ.; (৫) J.H. Lorentz, Iran's great reformer of the nineteenth century : an analysis of Amir Kabir's reforms, in Iranian Studies, ৪খ. (১৯৭১ খ.), ৮৫-১০৩; (৬) ইয়াহইয়া দাওলাতাবাদী, কুনফিরানস রাজিবি-আমীর কাবীর, তেহরান ১৯৩০ খৃ.; (৭) কু'দরাতুল্লাহ রূশানী যাফারানুলু সম্পা., আমীর কাবীর ওয়া দারুল-ফুনূন, তেহরান ১৯৭৫ খৃ., ইরানী পণ্ডিত কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংগ্রহ। আরও দ্রষ্টব্য ১৯শ শতকের পারস্য সম্পর্কে সাধারণ ইতিহাসসমূহ।

Abdul-Hadi Hairi (E.I.²) /মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আমীর কারূড় জাহান পাহালওয়ান সূরী (امیر کروڑ جہان پہلوان سوری) ঃ পশ্‌তু ভাষার প্রাচীনতম কবি যাঁহার সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত আছি তিনি হইলেন আমীর কারূড় ইব্‌ন পুলাদ সূরী। সূর ছিল গোরের বিখ্যাত উপজাতিগুলির অন্যতম (দ্র. প্রবন্ধ 'সূর' ও আফগানিস্তান)। ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতে এই গোত্রের একটি বংশ শাসন ক্ষমতার অধিকারীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। সূরী গোত্রের বংশধরগণ এখনও গোর, বাদগীস ও হারাতে বর্তমান এবং তাহারা ঘুরী নামে পরিচিত (দ্র. প্রবন্ধ আফ্‌গানিস্তান যুদ্ধ গোরী শীর্ষক শিরোনামের অধীন)।

আমীর কারূড় সূরী জাহান পাহালওয়ানের পশতু কবিতা শায়খ কাটাহ মাতী যাঈ-র গ্রন্থ লারগুনী পাশ্‌তানা হইতে পাটাহ খাযানাহ-র রচয়িতা উদ্ধৃতি করিয়াছেন এবং স্বয়ং শায়খ কাটাহ ঐ সকল কবিতা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-বুস্‌তীর গ্রন্থ তারীখ সূরী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে আমীর কারূড়ের যে জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

আমীর পুলাদের পুত্র আমীর কারূড় ১৩৯ হিজরী সনে গোরের মান্‌দেশ নগরীর আমীর ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি দিল 'জাহান পাহালওয়ান'। তিনি গোরের সকল দুর্গ, যথা খায়সার, তিমরান, বারকুশাক ইত্যাদি জয় করেন এবং রাসূলল্লাহ (স)-এর বংশীয়দের অর্থাৎ 'আব্বাসীদের খিলাফাত লাভের ব্যাপারে সাহায্য করেন। তিনি একজন যোদ্ধা বীরপুরুষ ছিলেন, যিনি এক শত লোকের সঙ্গে একাকী লড়িতেন। এইজন্য তাঁহাকে কারূড় অর্থাৎ শক্ত ও দৃঢ় বলা হইত। শীতকালে তিনি যামীনদাওয়ারে অবস্থিত নিজ প্রাসাদে বাস করিতেন। তিনি সেই সূরীর বংশের লোক ছিলেন যিনি সাহাক (দাহ্‌হাক)-এর বংশধর ছিলেন এবং গোর, বালিশতান ও বুস্‌ত-এ রাজত্ব করিতেন। বানূ উমায়্যার বিরুদ্ধে আবুল-'আব্বাস আস-সাফফাহ্'-এর আন্দোলনে তিনি আবূ মুসলিম খুরাসানীর সাহায্যকারী ছিলেন। আমীর কারূড় ১৫৪ হিজরী সনে ফুশানজ-এর যুদ্ধে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আমীর নাসি'র গোর সূর, বুসত ও যামীন দাওয়ার রাজ্যগুলিকে তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। কথিত আছে, আমীর কারূড় অত্যন্ত

ন্যায়পরায়ণ ও সুশৃঙ্খল শাসক ছিলেন এবং খুব ভাল কবিতা রচনা করিতেন। 'আব্বাসীদের আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করেন এবং এই সম্পর্কে পশতু ভাষায় কবিতা রচনা করেন। এই সকল কবিতায় তিনি স্বীয় বিজয়ের গর্ব এইভাবে প্রকাশ করেন, "আমি অসম সাহসী এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় বীর নরপতি। কুস্তিবিদ্যায় ভারত, সিন্ধু, তুখার, কাবুল ও যাবুলে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। হারাত, জুরূম, মারবু, পুরীর-রূদ, গারজ, যারানজ, বামিয়ান ও তুখার সবই আমার তরবারির ছায়াতলে। রোমেও আমাকে লোকে চিনে। শত্রু আমার নামে কাঁপিয়া উঠে। আমি সূরীদের নাম উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমার আদেশ উচ্চ পর্বতসমূহেও জারী রহিয়াছে। স্তুতিকার আমার নাম মিম্বারের উপর হইতে উচ্চারণ করে। আমি আমার প্রজাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু এবং শত্রুদের প্রতি কঠোর ও আক্রমণপ্রবণ" (পাটাহ খাযানাহ্, পৃ. ৩৩-৩৬)।

পশতু ভাষার যে কবিতাগুলির মর্মার্থ উপরে বর্ণনা করা হইল তাহা একটি পুরাতন ছন্দে রচিত হইয়াছে এবং উহাতে এইরূপ শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা বর্তমানে পরিত্যক্ত ও অপ্রচলিত। এই কবিতাগুলি হইতে ভাষার প্রাচীনত্ব, ভাবের পরিপক্বতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা প্রকাশ পায়। পশতু ভাষার প্রাচীনতম কাব্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা ইহাই। এই কবিতাগুলি ১৫০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে রচিত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন সূরী ও গোরীদের পুরাতন শাসকবংশের ভাষা ছিল পশতু (দ্র. প্রবন্ধ আফগানিস্তান 'সূর' ও গোরিয়্যা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাবীবী, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই পাশতু, ২খ., কাবুল ১৯৫০ খৃ.; (২) সি'দ্দীকু'ল্লাহ, মুজায-ই তারীখ-ই আদাব-ই পাশতু, কাবুল ১৯৪৬ খৃ.; (৩) মুহা'ম্মাদ হূতাক, পাটাহ খাযানাহ্, তা'লীকা'ত-ই 'আব্দুল-হা'য়্যি হা'বীবী, কাবুল ১৯৪৪ খৃ.; (৪) মিন্হাজ-ই সিরাজ-ই জুযজানী, তাবাকা'ত-ই নাসি'রী, ১খ., সম্পা. 'আব্দুল-হায়্যি হাবীবী, কোয়েটা ১৯৪৯ খৃ.; (৫) Minorsky, ভাষ্য ও অনুবাদ হুদুদুল-'আলাম, অক্স্ফোর্ড ১৯৩৭ খৃ.।

'আব্দুল-হা'য়্যি হা'বীবী আফ্গানী (দা.মা.ই.)/ মু. আবদুল মান্নান

আমীর খান, নাওওয়াব (امیر خان نواب) ঃ (১১৮১/১৭৬৮ হইতে ২৫ জুমাদাল-উখ্রা, ১২৫০/২৯ অক্টোবর, ১৮৩৪), আমীরুদ-দাওলা, আমীরুল-মুল্ক, শামশীর জাঙ্গ, ইব্ন হা'য়াত খান ইব্ন তালিব খান (যিনি তালি খান নামে পরিচিত), ইব্ন কালে খান, গোত্র সালারযাঙ্গ, টোঙ্ক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা (রাজপুতানা, ভারত), জন্মস্থান জুওওয়াড় (বুনীর, সুওয়াত, পাকিস্তান)। তালি খান ছিলেন 'আলী মুহা'ম্মাদ খান রোহীলা ও দোন্দে খানের একজন বন্ধু, তাঁহার পুত্র হায়াত খান সাম্ভালে (মুরাদাবাদ জেলা) বসবাস শুরু করেন। তিনি তথাকার জমিদার ছিলেন। প্রথম হইতেই আমীর খানের স্বভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জমিদারীর শান্তিপূর্ণ জীবন তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি পিতার নিকটে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু পিতা তাঁহাকে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ অনুমতি ছাড়াই বাহির হইয়া পড়েন। কিন্তু কোন অভিযানেই তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিতে পারেন, পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে বহির্গমনের ফল ভাল হয় না। তিনি আবার দেশে ফিরিয়া আসেন। কিছুকাল পর অনুমতি লইয়া আবার ভ্রমণে বাহির হন এবং গুজরাট ও খানদীসের দিকে যাত্রা করেন। ক্রমে ক্রমে অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন জমিদার বা কোন অঞ্চলের শাসকের প্রয়োজন দেখা দিলে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিত এবং পারিতোষিক লাভ করিত। এইভাবে আমীর খান একটি সৈন্যদল গঠন করেন। ইহার পর যশোবন্ত রাও হাল্কার-এর সহিত পাগড়ী বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁহার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হয় যে, বিজিত এলাকা উভয়েই সমান সমান ভাগ করিয়া লইবেন। ইংরেজগণ মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করিলে আমীর খান ও যশোবন্ত রাও উভয়কেই প্রথমে পাতিয়ালা, অতঃপর পাঞ্জাবে পশ্চাদ্পসরণ করিতে হয়। আমীর খানের ইচ্ছা ছিল, কাবুলের আমীর অথবা স্বীয় বন্ধু-বান্ধব হইতে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া ইংরেজদের মুকাবিলা করিবেন। কিন্তু যশোবন্ত রাও রাজত্বের দাবিদার ছিলেন। ফলে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া ইন্দোর রাজ্য লাভ করেন। আমীর খান দশ-বার বৎসর মধ্যভারতে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করিতে থাকেন এবং জয়পুর, যোধপুর ও মেওয়ারের বিবাদ হইতেও তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময় সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলবী (র) তাঁহার নিকট গমন করেন এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আত্মনিবেদন করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। তিনি বিরাট শক্তির অধিকারী হন। এক সময় তাঁহার নিকট বিশ হাজার অশ্বারোহী, আট হাজার পদাতিক বাহিনী ও দুই শত কামান ছিল। কিন্তু ইংরেজরা তাঁহার কোন কোন অনুচরকে প্রলোভন দিয়া ইহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। ফলে অবস্থা এমন হয় যে, অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় ইংরেজদের সহিত সন্ধি ছাড়া তাঁহার আর কোন গত্যন্তর থাকিল না। এইভাবে ১৮১৭ খৃ. টোংক রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সতের বৎসর শাসন করার পর আমীর খান টোংকেই মারা যান। সৌর বৎসর অনুযায়ী মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ঊনসত্তর বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাসাওয়ান লাল, সাওয়ানিহ' আমীরুদ-দাওলা মুহা'ম্মাদ আমীর খান, ফারসী (ইংরেজী অনু. Henry Thoby Prinsep, The Memoirs of a Pathan Soldier of Fortune, ১৮৩২); (২) John Malcolm, A Memoire of Central India, লন্ডন; (৩) Prinsep, A History of the Political and Military Transactions during the Administration of the Marquess of Hastings, ১৮২৩ খৃ.; (৪) Aitchison, Treaties, Engagments and Sanads, ২খ., ১৯০৯ খৃ.; (৫) তাওয়ারীখ মুহা'ম্মাদ আবাদ; (৬) হাকামী সায়্যিদ মুহা'ম্মাদ আসগা'র 'আলী আব্রূ, হাদীকা ই-রাজিস্তান-ই টোংক. প্রকাশনা সিতারা-ই হিন্দ, আগ্রা; (৭) আকবার শাহ খান নাজীব আবাদী, নাওওয়াব মুহা'ম্মাদ আমীর খান।

গু'লাম রাসূল (দা.মা.ই.) এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমীর খুস্রূ (খুস্রাও) দিহ্‌লাবী (امیر خسرو دهلوی) ঃ উপমহাদেশের বিশিষ্ট কবি, ৬৫১/১২৫৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত ইতাহ্ জেলার পাতিয়ালী (মুমিন আবাদ)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সায়ফুদ্দীন মাহ্‌মূদ ছিলেন তুর্কী, যিনি সুলতান শাম্‌সুদ্দীন ইলতুৎমিশ-এর সময় ভারতে আগমন করেন এবং সুলতানের সেনাবাহিনীতে অফিসারের চাকুরী গ্রহণ করেন; তাঁহার মাতা সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি 'ইমাদুল-মুল্‌ক্-এর কন্যা। আমীর খুস্রূর স্বীয় বর্ণনানুসারে শৈশবকাল হইতেই একজন প্রতিশ্রুতিশীল কবি ছিলেন। আট বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার ইন্তিকালের পর আমীর খুস্রূ মাতামহের প্রযত্নে লালিত-পালিত হন। মাতামহের মৃত্যুর পর সুলতান বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র 'আলাউদ্দীন কিশলু খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে সুলতান যখন তদীয় পুত্র নাসি'র উদ্দীন বুগ'রা খানকে সামানার গর্ভনর নিয়োগ করেন তখন আমীর খুসরূ তাঁহার অধীন কাজ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি বুগরা খানের সঙ্গে বাংলায় আসেন, অতঃপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহ'াম্মাদ কাআন মালিকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মুলতান গমন করেন।

৬৮৩/১২৮৪ সালে মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে মুহ'াম্মাদ নিহত হন ও আমীর খুসরূ বন্দী হন এবং শীঘ্রই মুক্তিও লাভ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন এবং মালিক 'আলী সারজানদার হ'াতাম খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া অযোধ্যা গমন করেন। সুলতান মু'ইয়্যুদ্দীন কায়কু'বাদ ৬৮৬/১২৮৭ সালে তাঁহার পিতা বুগ'রা খানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বঙ্গদেশে গমন করিলে আমীর খুসরূ তাঁহার সঙ্গী হন। হাতাম খান অযোধ্যার গর্ভনর নিযুক্ত হইলে আমীর খুসরূ দুই বৎসর কাল তাঁহার সহিত অতিবাহিত করেন। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করিয়া তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতান কায়কুবাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

সুলতান জালালুদ্দীন খালজীর শাসন আমলে (৬৮৯/১২৯০-৬৯৫/১২৯৫) আমীর খুসরূকে বার শত টাকা বাৎসরিক রাজকীয় ভাতারূপে প্রধান করা হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক বারানীর বর্ণনামতে তিনি সুলতানের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু জালালুদ-দীন নিহত হইলে তাঁহার হত্যাকারী 'আলাউদ্দীন খালজীর আনুগত্য তিনি স্বীকার করেন এবং 'আলাউদ্দীন ও তাঁহার বৃত্তি বহাল রাখেন; তবে তিনি একজন অন্যায় দাবিকারী পৃষ্ঠপোষক বলিয়া প্রমাণিত হন। মূলত 'আলাউদ্দীন খাল্‌জীর রাজত্বকালই (৬৯৫/১২৯৫-৭১৫/১৩১৫) আমীর খুসরূর সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার উর্বর কাল।

আমীর খুসরূ সুলতান কু'ত্‌বুদ্দীন মুবারাক শাহ (৭১৬/১৩১৬-৭২০/১৩২০) ও গিয়াছুদ্দীন তুগলক (৭২০/১৩২০-৭২৫/১৩২৫)-এরও আনুকূল্য লাভ করেন।

আমীর খুসরূ জীবনের শেষ ভাগে চিশ্‌তীয়া তারীকার বিখ্যাত সাধক নিজ'ামুদ্দীন আওলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান মুহ'াম্মাদ তুগ'লাকে'র সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাস পর ৭২৫/১৩২৫ সালে আমীর খুসরূ ইন্তিকাল করিলে তাঁহাকে নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারের পাদদেশে দাফন করা হয়। আমীর খুসরূর নিম্নলিখিত রচনাবলী অদ্যাপি বর্তমান ঃ

(১) পাঁচখানা দীওয়ান ঃ যথা (ক) তুহ'ফাতুস-সি'গ'ার, কিশোর বয়সের কবিতা সংকলন, আনুমানিক ৬৭১/১২৭২; (খ) ওয়াসাতু'ল-হ'য়াত, মধ্যবয়সের কবিতা যাহা প্রথমে আনুমানিক ৬৮৩/১২৮৪ সনে সংকলিত হয়; (গ) গু'ররাতুল-কামাল, প্রৌঢ় বয়সের কবিতা যাহা প্রথমে আনুমানিক ৬৯৩/১২৯৩ সালে সংকলিত হয়; (ঘ) বাকি'য়্যা নাকি'য়্যা সংকলিত আনুমানিক ৭১৬/১৩১৬ সালে; (ঙ) নিহায়াতুল-কামাল, আনুমানিক ৭২৫/১৩২৫ সালে সংকলিত।

(২) আল-খাম্‌সা (পঞ্চ গ্রন্থ) ঃ যথা মাত্‌লা'উল-আন্‌ওয়ার, ৬৯৮/১২৯৮; (খ) শীরীন ওয়া খুসরূ, ৬৯৮/১২৯৮; (গ) আঈনা-ই সিকানদারী, ৬৯৯/১২৯৯; (ঘ) হাশ্‌ত্ বিহিশ্‌ত, ৭০১/১৩০১; (ঙ) মাজনূন ওয়া লায়লা, ৬৯৮/১২৯৮।

(৩) গ'াযালিয়্যাত বা গীতি কবিতা।

(৪) গদ্য রচনাবলী ঃ যথা (ক) খাযাইনুল-ফুতুহ্'; সুলতান 'আলাউদ্দীন খাল্‌জীর বিজয় কাহিনী। (খ) আফ্‌দ'ালুল-ফাওয়াইদ, নিজ'ামুদ্দীন আওলিয়ার সাধনালব্ধ বাণী সংকলন যাহা আমীর খুসরূ তাঁহাকে ৭১৯/১৩১৯ সালে উপহার দেন; (গ) ই'জায-ই খুস্‌রাবী, অলংকারময় গদ্য রচনার নমুনাসমূহ যাহা ৭১৯/১৩১৯ সালে সমাপ্ত হয়।

(৫) ঐতিহাসিক কাব্য ঃ যথা (ক) কিরানুস-স'াদায়ন, সম্পূর্ণ হয় ৬৮৮/১২৮৯ সালে; সুলতান মু'ইয্‌যুদ্দীন কায়কু'বাদ ও তাঁহার পিতা নাসি'রুদ্দীন বুগরা খান অযোধ্যার সারজু নদীর তীরে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মাছনাবী; (খ) মিফ্‌তাহু'ল-ফুতুহ্', সুলতান জালালুদ্দীন ফীরূয খাল্‌জীর চারটি বিজয়ের উপর একটি মাছনাবী কাব্য, যাহা ৬৯০/১২৯১ সালে সম্পন্ন হয় এবং গু'ররাতুল-কামাল-এর অংশবিশেষ; (গ) দুওয়াল রাণী খিদ্'র খান অথবা আশীকা, একটি মাছনাবী যাহা ৭১৫/১৩১৬ সালে সম্পন্ন হয়; ইহা সুলতান 'আলাউদ্দীন খাল্‌জীর পুত্র খিদ্'র খান ও নাহ্‌রওয়ালার রাজা কর্ণের কন্যা দেবালদীর প্রেম কাহিনীমূলক গাঁথা। ইহাতে শাহ্‌যাদাহ খিদ্'র খান তাঁহার পিতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ, গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁহার বন্দীদশা এবং মালিক কাফুরের প্ররোচনায় তাঁহাকে অন্ধ করিয়া হত্যা করার কাহিনী পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়; (ঘ) নূহ্ সিপিহ্‌র-ইহাতে সুলতান কু'ত্‌বুদ্দীন মুবারাক শাহ খাল্‌জীর গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালের রূপদান করা হইয়াছে, ৭১৮/১২১৮ সালে সমাপ্ত হয়; (ঙ) তুগ'লক' নামাহ-খুসরূ খানের উপর গিয়াছুদ্দীন তুগলকের বিজয়ের কাহিনী। ৭২০/১৩২০ সালে সম্পন্ন একটি মাছনাবী।

আমীর খুসরূ ও তৎকালীন ইতিহাস ঃ আমীর খুসরূর রচনায় মধ্যযুগীয় ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি তাঁহার রচনাবলীতে ৮ম/১৪শ ও ৯ম/১৫শ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, কলাশাস্ত্রের ধারা, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের দরবারী তা'লীম এমন সার্থকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা তৎকালীন ভারত-পারস্য সাহিত্যে অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

আমীর খুসরূ প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ছিলেন না। তাঁহার রচনাবলীতে সমসাময়িক বহু ঘটনার সঠিক ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থাকিলেও তাঁহার ঐতিহাসিক কবিতা বা দীওয়ান ও গাযালসমূহে অতীত মানব ইতিহাসের

সমালোচনামূলক পর্যালোচনার কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। আমীর খুসরূ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের আবেগ-অনুভূতি ও মন-মানসিকতাকে রূপদান করিয়া তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনাবলীতে তদানীন্তন শিষ্টাচারসম্পন্ন শিক্ষিত মুসলিম সমাজের অসার দম্ভও তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমীর খুসরূর মতে ইতিহাসে মানব জীবন-কাহিনী হইল মুসলিম আচার-আদর্শের প্রতীক প্রভাবশালী সুলতান ও আমীর-উমারার জাঁকজমকপূর্ণ বাঁধাধরা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের প্রদর্শনী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ্‌মাদ সা'ঈদ, হা'য়াত-ই খুসরূ; (২) শিবলী নু'মানী, বায়ান-ই খুসরূ (শি'রুল-'আজাম হইতে গৃহীত); (৩) মুহ'াম্মাদ ওয়াহীদ মীরযা, আমীর খুসরূ, হিন্দুস্তানী একাডেমী, ইলাহাবাদ ১৯৪২ খৃ.; (৪) প্রফেসর মুহ'াম্মাদ হা'বীব, Hazrat Amir Khusrau of Delhi, বোম্বে ১৯২৭ খৃ.; (৫) মুহা'ম্মাদ ওয়াহীদ মীর্যা, The Life and Times of Amir Khusrau, কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ.; (৬) Storey, Section II Fasciculus 3., M. History of India. London 1939; (৭) তাকী মুহ'াম্মাদ খান, হা'য়াত-ই আমীর খুসরূ দিহ্‌লাবী, করাচী ১৯৫৬ খৃ. ; (৮) দা.মা. ই., ৮খ., ৯৩১-১৩৪।

P. Hardy (E.I.[2])/আবদুল বাতেন ফারুকী

আমীর গানিয়্যা (দ্র. মীর গানিয়্যা)

আমীর দাদ (امیر داد) ঃ ন্যায়বিচার বিষয়ক আমীর, সাল্‌জূক আমলে আমীর দাদ ছিল বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর উপাধি, বিশেষত এশিয়া মাইনরে। অন্য আমীরগণ স্বতন্ত্র উপাধিরূপে এই নাম ধারণ করিতেন (দ্র. ইব্‌নুল-আছীর, নির্ঘণ্ট, আমীর দাদ শীর্ষক নিবন্ধ)।

ভারতীয় সুলতানগণের আমীরগণের তালিকায় বাহ্যত এই পদবীধারী 'দাদবেক' আখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছেন (দ্র. বারনী, তারীখ-ই ফীরূয্‌শাহী)। আক্‌বারের শাসনামলের 'আমীর দাদ' ও 'মীর 'আদ্‌ল'-এর জন্য দ্র. আঈন-ই আক্‌বারী, সম্পা. Blockmann পৃ.৫. ছত্র ১৩, ২২; পৃ. ১৯৮ ছত্র-১০; Blockmann-এর অনু. পৃ. VIIF, ২৬৮; আমীর দাদ-এর দয়িত্ব সম্পর্কে দ্র. ইশ্‌তিয়াক হু'সায়ন কু'রায়শী, The Administration of the Sultanate of Delhi, লাহোর ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১৫৩ ও স্থা., সূচী)।

(দা.মা.ই.) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আমীর নিজ'াম (امیر نظام) ঃ হাসান 'আলী খান গাররূসী (১২৩৬-১৩১৭-১৮২০-৯৯) পশ্চিম ইরানের গাররূস এলাকায় এক কুর্দী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ও আত্মীয়-স্বজন তীমূরী, সাফাবী, আফ্‌শারী, যান্‌দী এবং অবশেষে কাজার বংশীয় শাসকবর্গের রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফারসী, আরবী, ইতিহাস ও হস্তলিপিবিদ্যা অধ্যয়ন করার পর তিনি সতের বৎসর বয়সে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং গাররূস রেজিমেন্টের একজন সেনাপতি হিসাবে তিনি ১২৫৩/১৮৩৭ সালে মুহ'াম্মাদ শাহ কাজার-এর সেনাবাহিনী কর্তৃক হারাত নগরীর অবরোধ কার্যে তাহাদেরকে সাহায্য প্রদান করেন। ইহার পর হইতে আমীর নিজ'াম (এই উপাধিটি তিনি ১৩০২/১৮৮৪ সালে নাসি'রুদ্দীন শাহ-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন) কার্যত কোন প্রকার বিরতি ছাড়া পরবর্তী আনুমানিক ৬২ বৎসর কাল তাঁহার প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেন। তাঁহার সামরিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল ১২৬৫/১৮৪৮ সালের মাশহাদ অভিযানে তাঁহার বিজয়সূচক অংশগ্রহণ এবং ১২৭৩/১৮৫৬ সালে সংঘটিত হারাত অভিযান। ইহা ভিন্ন ১২৬৭/১৮৫০ সনে যানজান-এর ভাবী আন্দোলন নস্যাৎকারী এবং ১২৭৯ সালে কুর্দিস্তানে শায়খ 'উবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠিত নাক্‌'শ্‌বান্‌দী সূফীগণের আন্দোলন দমনকারী সামরিক অধিনায়কগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। প্রথমোক্ত অভিযানে সাফল্য লাভের পুরস্কারস্বরূপ তিনি নাসি'রুদ্দীন শাহ-এর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী অফিসার (aide-de-camp) উপাধি লাভ করেন এবং শেষোক্তটির জন্য তিনি পশ্চিম ইরানের ভাটি অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত হন।

বেসামরিক দফতরে আমীর নিজ'াম অপরাপর বহু পদ ছাড়াও নিম্নোক্ত পদগুলিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঃ রাজকীয় সম্পত্তি ও কোষাগার দফতরের পরিচালক (১২৭৩/১৮৫৬-৮), সর্বোচ্চ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (১২৮৩-৮ ১৮৫৬-৭১), গণপূর্ত মন্ত্রী (১২৮৯-৯৯/১৮৭২-৮১) ও বিভিন্ন সময়ে কুর্দিস্তান, কিরমান, বেলুচিস্তান ও অন্য প্রদেশসমূহের গভর্নর।

নাসি'রুদ্দীন শাহ-এর বিশেষ রাজনৈতিক দূতরূপে আমীর নিজ'াম ১২৭৫/১৮৫৮ সালে ইউরোপ গমন করেন এবং লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ব্রাসেলস্‌ ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় রাজধানীতে উক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত সাক্ষাত করেন। এই সফরকালেই তাঁহার সহিত ৪২ জন ছাত্রের একটি দল উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশে ইউরোপে গমন করে। পরবর্তী কালে ১২৭৬/১৮৫৯ সাল হইতে ১২৮৩/১৮৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে Minister Plenipotentiary (ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত)-রূপে নিযুক্ত হন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের Tobacco Regie Concession বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমীর নিজা'ম, শাহ-এর সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন। কথিত আছে, এই রেয়াত আযারবায়জান-এ বিস্তৃতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই কারণে তিনি উক্ত প্রদেশে শাহ-এর সাক্ষাত উত্তরাধিকারীর নিকটে (মুহ'াম্মাদ হাসান খান, ই'তিমাদুস-সাল্‌তানা রূযনামা-ই খাতিরাত, তেহরান ১৯৭১ খৃ., ৭৬৫-৭০ ও স্থা.) তাঁহার মন্ত্রীপদ হইতে পদত্যাগ করেন। Curzon-এর মতে 'আমীর নিজা'ম একজন শক্তিমান রুশপন্থীরূপে খ্যাত ছিলেন (Persia and the Persian question, ১খ., পুনর্মুদ্রণ, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৪১৫, ৪৩১)। ইহা ছাড়া ই'তিমাদুস-সালত'ানা এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, রূশগণ আমীর নিজামকে আযারবায়জানে তাঁহার পূর্ব পদে বহাল করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিতেছে (রূযনামা, ৭৭৩) । আমীর নিজ'াম রুশদের এত অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে অর্ডার অব দি হোয়াইট তমগা লাভ করেন (আমীর নিজ'াম, মুনশাআত, তেহরান ১৯০৮ খৃ. পৃ. ১৪)। ইহা হইতে অনুমিত হয়, আমীর নিজ'াম Tobacco Concession-এর বিরোধিতা করিয়াছিলেন জাতীয় স্বার্থ রক্ষার খাতিরে নহে, বরং তিনি কার্যত রুশ স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেছিলেন। কারণ রুশ

সরকার এই রেয়াত প্রদানের বিরুদ্ধে সর্বদাই দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল।

আমীর নিজ'াম বিদেশে তাঁহার কূটনৈতিক সফরসমূহের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সহিত তাঁহার পূর্ব যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখেন। নাসি'রুদ্দীন শাহ-এর বিশিষ্ট সহযাত্রীদের অন্যতম হিসাবে আমীর নিজ'াম ১২৯০/১৮৭৩ সালে তাঁহার সহিত ইউরোপ ভ্রমণ করেন (নাসি'রুদ্দীন শাহ, সাফারনামা, তেহরান ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১২)। এই সফর সম্পর্কে শাহ বলেন, এই সফরে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংস্কার ও উন্নয়নের ভিত্তি এবং অগ্রগতি ও আয় বৃদ্ধিকরণের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাহা অন্যান্য দেশে জনগণের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে চাহি এবং উহা হইতে আমাদের জনগণের জন্য যাহা উপকারী তাহা নির্বাচন করিতে ইচ্ছা রাখি" (Abdul Hadi Hairi, Shiism and constitutionalsim in Iran : a study of the role played by the Persian residents of Iraq in Iranian politics, লাইডেন ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ১৫)। ইহা ব্যতীত আমীর নিজ'াম, মালকাম খান ও য়ূসুফ খান মুসতাশারুদ-দাওলা তাবরীযী-এর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরচিত ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি আধুনিকতাবাদী ভাবধারার প্রচারকরূপে সুপরিচিত ছিলেন (ঐ লেখক, The idea of constitutionalism in Persian Literature prior to the 1906 revolution, in Akten des vii, Kongresses fur Arabistik un Islam wissenschaft, Gottingen, 15 bis 22, August 1974, Gottingen ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ১৮৯-২০৭)। এমনকি এইরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি অপরাপর কতিপয় পারস্য দেশীয় আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদের সহযোগে এই মর্মে একটি হলফনামা স্বাক্ষর করেন যে, তাহারা 'তাহাদের প্রিয় দেশ ও জনগণের উন্নতির জন্য' কাজ করিয়া যাইবেন (ফেরীদুন আদামিয়্যাত, আনদীশায়ি তারাককী ওয়া হুকুমাত-ই কানূন আস্‌র-ই সিপাহসালার, তেহরান ১৯৭২ খৃ., ২৪৯ প.)।

এই সকল বাস্তব তথ্য সত্ত্বেও কিন্তু আমীর নিজ'াম বাস্তব ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী পথেই অধিকতর বিচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, যে সকল রুটি প্রস্তুতকারী তাহাদের ক্রেতাদের নিকট হইতে অধিক মূল্য আদায় করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইত তিনি তাহাদেরকে চুল্লিতে অগ্নিদগ্ধ করিতেন বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে এবং কুর্দিগণের বিদ্রোহ দমনে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইলে তিনি তাহাদের অঙ্গহানি করেন। এক সময়ে আধুনিকায়ন ধারণার প্রতি তাঁহার শত্রুতা তীব্র ছিল। কথিত আছে, তিনি 'আলী কু'লী সাফারোভকে বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করেন এবং তাবরীয হইতে প্রকাশিত তাঁহার সংবাদপত্র ইহতিযাজ-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (১৩১৬/১৮৯৮); কারণ সাফারোভ ইরানের শিল্পায়নের ধারণাটির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন (মাহ্‌দী বামদাদ, শারহ্'-ই হা'ল-ই রিজাল-ই ঈরান, ১খ., তেহরান ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৬৭, 'হাসান 'আলী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, এক রচনাশৈলীর অধিকারী, প্রবন্ধ রচয়িতা, একজন চমৎকার হস্তলিপিকার ও একজন কঠোর আমলারূপে আমীর নিজ'ামের সুনাম রাজদরবারে তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল, যাহার ফলে ১৩১৬/১৮৯৮ সালে রাজকীয় উত্তরাধিকারী মুহ'াম্মাদ 'আলী মীরযার সহিত আমীর নিজ'াম-এর বিরোধ দেখা দিলে মুজ'াফফারুদ্দীন শাহ-এর ন্যায় ব্যক্তি আমীর নিজ'াম-এর পক্ষ গ্রহণ শ্রেয় মনে করেন (মাহ্‌দী কু'লী হিদায়াত, খাতিরাত ওয়া খাতারাত, তেহরান ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৯৮-৯)। বিদেশী পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে Curzon তাঁহাকে "একজন কঠোর আত্মবিশ্বাসী ও সংকল্পের ব্যক্তি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (Persia. ১খ., ৪৩১)।

আমীর নিজ'াম পান্দ-নামায়ি য়াহ্'য়াবি'য়্যা নামে পরিচিত একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক সন্তানকে প্রদত্ত তাঁহার বিবিধ উপদেশসমূহের সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থটি ১৩১৫/১৮৯৭ সাল হইতে কয়েকবার তেহরান ও তাব্‌রীযে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি মুনশাআত (উপরে উল্লিখিত) নামক তাঁহার পত্রাদির সংকলনেও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অন্তর্ভুক্ত বহু সংখ্যক ইরানী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নিকট লিখিত আমীর নিজ'াম-এর পত্রসমূহ হইতে ১৯শ শতকের ইরান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার অপর কতিপয় পত্র 'আব্বাস ইকবাল-এর আমীর নিজ'াম গাররূসী নামক প্রবন্ধে (য়াদগার, ৩খ./৬-৭ (১৯৪৭ খৃ., ৮-৩৩) ও নিম্নে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের কোন কোনটিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমীর নিজ'াম গাররূসী, মাতন্-ই ইয়াক মাকতুব মুওয়াররাখ-ই ১৩১১, হুনার ওয়া মারদুম N.S. ৪১-২(১৯৩৭ খৃ.); (২) ঐ লেখক, ইয়াক নামা, নাশরিয়্যায়ি ফারাহানগ-ই খুরাসান, ৪খ./৪ (১৯৬০ খৃ.), ৩০-১; (৩) ফেরীদুন আদামিয়্যাত, আমীর কাবীর ওয়া ঈরান, তেহরান ১৯৬৯ খৃ.; (৪) কারীম কিশাওয়ারয, হাযার সাল নাছর-ই-পারসী, ৫খ. তেহরান ১৯৬৭ খৃ.; (৫) সায়্যিদ নাস্'রুল্লাহ তাকাবী, আনদারয-নামায়ি আমীর নিজাম গাররূসী, তেহরান ১৯৩৫ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ হাসান খান ইতিমাদুস্-সালত'ানা, আল-মাআছির ওয়াল-আছার, তেহরান ১৮৮৮ খৃ., (৭) ঐ লেখক, মিরআতুল-বুলদান-ই নাসি'রী, ২খ., তেহরান ১৮৭৭ খৃ.; (৮) দূসত 'আলী, মুআয়্যিরুল-মামালিক, রিজাল-ই আস'র-ই নাসি'রী, য়াগ্'মা, ৮খ. (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ৩৬৯-৭৩; (৯) খান বাবা মুশার, মুআল্লিফীন-ই কুতুব-ই চাপীয়ি ফারসী ওয়া আরাবী, ২খ., তেহরান ১৯৬১ খৃ., নং ৬৭৯-৮১; (১০) গুলাম হু'সায়ন মুস'াহিব, সম্পা. দাইরাতুল-মা'আরিফ-ই ফারসী, ১খ., তেহরান ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২৫৩, আমীর নিজ'াম প্রবন্ধ; (১১) হু'সায়ন মাহবূবী আরদাকানী, তারীখ-ই মুআসসাসাতে-ই তামাদ্দুনী-য়ি জাদীদ দার ঈরান, তেহরান ১৯৭৫ খৃ.; (১২) আহ'মাদ কাসরাবী, তারীখ-ই মাশরূত'া-য়ি ঈরান, তেহরান ১৯৬৫ খৃ.; (১৩) মুহ'াম্মাদ মু'ঈন, ফারহান-ই ফারসী, ৬খ., তেহরান ১৯৭৩ খৃ., গাররূসী প্রবন্ধ; (১৪) আলী আমীনুদ-দাওলা, দাস্‌তখাত্তী আয আমীর নিজ'াম, ওয়াহীদ ২খ., ১১(১৯৬৫ খৃ.), পৃ. ৭০-১; (১৫) ঐ লেখক, খাতিরাত-ই সিয়াসী, তেহরান ১৯৬২ খৃ.; (১৬) বুস্‌তানী পারীযী, তালাশ-ই

আযাদী, তেহরান ১৯৬৮ খৃ.; (১৭) E.g. Browne, The Persian revolution of 1905-1909, কেম্ব্রিজ ১৯১০ খৃ.; (১৮) সা'ঈদ নাফীসী, হাসান 'আলী খান আমীর নিজ'াম, ওয়াহীদ, ৩খ., নং ২ (১৯৬৫ খৃ.) পৃ.১০১-১২; (১৯) আহ'মাদ সুহায়লী খাওআন্সারী, সিফারাত-ই আমীর নিজ'াম ওয়া ইজাম-ই দানিশজুয়ান-ই ঈরানী বি উরূপা বারায়-ই আওওয়ালীন বার, ওয়াহীদ, ১খ., নং ৪ (১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ১৮-২০; (২০) মানসূ'র তাক'ীযাদা তাবরীযী, বুযুরগান-ই হুসন-ই খাত্ত ওয়া খুশনিবীসান আমীর নিজ'াম, ওয়াহীদ, নং ১৯৭ (১৯৭৫), পৃ. ৫১১-৩, ৫১৫; (২১) ফেরেশতেহ এম. লূরাই, তাহ'কীক দার আফকার-ই মীরযা মালকাম খান নাজি'মুদ- দাওলা তেহরান ১৯৭৩ খৃ.; (২২) 'আব্বাস মীরযা মুলকারা, শারহ-ই হাল, তেহরান ১৯৪৬ খৃ.; (২৩) নাজিমুল-ইসলাম কিরমানী, তারীখ-ই বিদারীয়ি ঈরানিয়ান, মুক'াদ্দিমা, তেহরান ১৯৬৭ খৃ. ; (২৪) 'আলী আফ্শার, গুরিশ-ই শায়খ 'উবায়দুল্লাহ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তেহরান ১৯৬৭ খৃ.; (২৫) মাহ্দী খান, মতাহিনুদ-দাওলা শাকাকী খাতিরাত, তেহরান ১৯৭৪ খৃ.।

Abdul -Hadi Hairi (E.I.[2] Suppl.) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আমীর মাজলিস (امير مجلس) ঃ অথবা শাহী উৎসব অনুষ্ঠানাদির দর্শনার্থীদের দায়িত্বে নিযুক্ত সর্বোচ্চ কর্মচারী বা সভাস, এশিয়া মাইনরের সালজূক শাসকদের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের একজন (দ্র. সালজূক)। মামলূক শাসনামলে আমীর মাজলিস চিকিৎসক ও নেত্ররোগ বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধান করিতেন। সংশ্লিষ্ট বরাতে আমীর মাজলিসের পদ এবং উক্ত বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ, ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যা নাই। মামলূক শাসনামলে আমীর মাজলিসকে আমীর সিলাহ-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হইলেও সেই সময়ে দুইটির কোনটিরই বেশী গুরুত্ব ছিল না। সিরকাসী শাসনামলে আমীর মাজলিসের গুরুত্ব আমীর সিলাহ অপেক্ষা কম হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ আমীরদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল তৃতীয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মাক'রীযী, Histoire des Sultans mamloks (অনু. Quatremere), ২/১ খ., ৯৭; (২) M.van Berchem, CIA, L Egypte, পৃ. ২৭৪, ৫৮৫; (৩) M. Gauderfro Diemombynes, La syrie etc, পৃ. ৫৭; (৪) L.A. Mayer, Saracenic Heraldry, পৃ. ৬৯, ১০১; (৫) D. Ayalon, BSOAS ১৯৫৪ খৃ., ৫৯,৬৯।

D. Ayalon (E.I.[2])/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আমীর মীনাঈ (امير مينائى) ঃ আমীরুশ-শু'আরা' (কবি সম্রাট) মুফতী আমীর আহ'মাদ খাল্ফ (পুত্র)-ই মাওলাবী কারাম মুহ'াম্মাদ (গুল-ই রা'না, পৃ. ৪০২-এ লিখিত 'কারীম আহ'মাদ' সঠিক নহে), লাখনাবী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে উর্দূ ভাষার সর্বজনস্বীকৃত উস্তাদ ও বিশেষজ্ঞ। তিনি কাব্যচর্চা ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব, চিকিৎসা جفر (অক্ষরের সাহায্যে সম্ভাব্য ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী) ও জোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নাস'ীরুদ্দীন হ'ায়দার-এর আমলে ১৬ শা'বান, ১২৪৪/২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। মাখ্দূম শাহ মীনা, যাঁহার মাযার লখ্নৌতে সকল শ্রেণীর যিয়ারাতস্থল, তাঁহার প্রপিতামহের সহোদর ছিলেন। এই সম্পর্কের দরুন তাঁহাকে মীনাঈ বলা হয় (আফতাব আহ্'মাদ সি'দ্দীকী, সাহ্বা-ই মীনাঈ, পৃ. ৬০)। বাল্যকাল হইতে তারুণ্য পর্যন্ত তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাফিজ 'ইনায়াত হু'সায়ন ও পিতার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন। মুফতী সা'দুল্লাহ মুরাদাবাদী হইতে মানতিক ও ফাল্সাফা এবং মীর তুরাব 'আলী হইতে ফারসী ও আরবী সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করেন। ফিরিংগী মহলের 'আলিমগণের নিকট হইতে ফিক্হ ও উসূল-এর জ্ঞান অর্জন করেন। তবে তাঁহার লিখিত পত্রে জানা যায়, তিনি প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশীর ভাগ নিজ প্রচেষ্টায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন (ইনতিখাব-ই য়াদগার, পৃ. ৩৩; ইহা ব্যতীত 'আবিদ কিয়ানী, আমীর মীনাঈ প্রবন্ধ, পৃ. ২)। কাব্যচর্চার প্রতি তাঁহার সহজাত সম্পর্ক ছিল। পনর বৎসর বয়সে মুনশী মুজ'াফফার 'আলী আসীর-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, যিনি সেকালের প্রখ্যাত বাগ্মী ও বিজ্ঞ ছন্দ-প্রকরণবিদ ছিলেন। তৎকালে লখ্নৌতে কাব্য চর্চার মহাকলরব শ্রুত হইত। আতিশ ও নাসিখ এবং আনীস ও দাবীর-এর কাব্য যুদ্ধ মানুষের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল। রিন্দ, খালীল, সাবা, নাসীম, বাহ্'র, রাশ্ক ও ওয়াযীর-এর রাগ-লহরী শ্রবণ করিয়া আমীরের কাব্য স্পৃহা জাগরূক হয়। আমীরের কবিতা ও যোগ্যতার খ্যাতি শ্রবণ করিয়া ১২৬৯/১৮৫২ সনে নাওয়াব ওয়াজিদ 'আলী শাহ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে শাহযাদাদেরকে শিক্ষা দানের জন্য ও পরবর্তী কালে দুই শত টাকা মাসিক ভাতায় তাঁহাকে দেওয়ানী আদালতে নিযুক্তি প্রদান করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সংযুক্তির ঘটনায় এই সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে আমীর গৃহবাস অবলম্বন করেন। পরবর্তী বৎসর বিদ্রোহ সংঘটিত হয় যাহাতে বাড়ীঘর ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দীওয়ানও লোপ প্রাপ্ত হয়। তিনি কাকূরে চলিয়া যান এবং বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করিবার পর কানপুর হইয়া মীরপুর পৌঁছান। সেইখানে তাঁহার শ্বশুর শায়খ ওয়াহ'ীদুদ্দীন খান ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁহার সুপারিশক্রমে রামপুরের ওয়ালী নাওয়াব য়ূসুফ 'আলী খান নাজিম তাহাকে আহ্বান করেন (১২৭৫/১৮৫৯; দ্র. 'আবিদা কিয়ানী, আমীর মীনাঈ প্রবন্ধ, পৃ. ৭)। দেওয়ানী আদালতের সদস্য ও শারী'আতের মুফ্তী হিসাবে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাহার পর ১২৮১/১৮৬৫ সনে কাল্ব 'আলী খান মস্নদে অধিষ্ঠিত হইলে ছাপাখানার তদারক সংক্রান্ত দায়িত্ব ও মুসাহিব পদও তাঁহার সহিত সংযুক্ত হয়। সুবিবেচক নাওয়াব বেতন (মাসিক দুই শত ষোল টাকা) ব্যতীত প্রতি বৎসর অত্যন্ত শোভনভাবে তাঁহাকে চার-পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিতেন (মাকাতিব-ই আমীর মীনাঈ, পৃ. ৩৩৪, দ্র. মাহ্দী হ'াসান খান শাদাব-এর নামে লিখিত পত্র)। পোশাক, বখ্শিশ ও বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা ছিল ইহার অতিরিক্ত।

কাল্ব 'আলী খানের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, গুণগ্রাহিতা ও প্রতিভার কদরের দরুন বিভিন্ন বিষয়ের অধিকাংশ বিদগ্ধ জন তাঁহার দরবারে একত্র হইয়াছিলেন। কবিগোষ্ঠীর মধ্যে দাগ, আমীর, জালাল, বাহ্'র, কালাক, আসীর, মুনীর, তাসলীম, উজ, উরূজ, রাসাহায়া প্রমুখ কথাশিল্পী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কবি কজনের মধ্যে আমীর-এর কাব্য উন্নতির উচ্চ শিখরে

আরোহণ করিয়াছিল। কাল্ব 'আলী খানের পর মুশতাক 'আলী খান, তৎপর হ'ামিদ 'আলী খান তাঁহাকে বহাল রাখেন, কিন্তু বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা হয়। যখন দাগ রামপুর হইতে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ গিয়া খ্যাতি লাভ করেন তখন তাঁহার প্রেরণায় আমীরও তথায় যাইতে আগ্রহী হন। ১৮৯৯ খৃ. হায়দরাবাদের নিজ'াম যখন কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদ প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন দাগ-এর উপস্থাপনায় আমীর-এর ডাক পড়ে এবং বানারসে উপনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। স্তুতিমূলক কবিতা শুনিয়া নিজ'াম আগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পরবর্তী বৎসর ভূপাল হইয়া ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০০ খৃ., হায়দরাবাদ উপস্থিত হন। আগমনের পরপর তিনি এমন রোগে আক্রান্ত হন যাহা তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দাগ, সারশার, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (مدار المهام) মহারাজ কিষণ পরশাদ প্রমুখ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। অতঃপর ১৯ জুমাদাল-উখরা, ১৩১৮/১৩ অক্টোবর, ১৯০০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন (খুমখানা-ই জাবীদ, ১খ., ৪২৬; গুল-ই রা'না, পৃ. ৪০৬) [৩১৯ জুশদান উলা ও চান্দ হাম-'আসর, পৃ. ৭) গ্রন্থে ১৭ জুমাদাল-উখ্রা উল্লেখ রহিয়াছে যাহা সঠিক নহে)। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে জালীল, রিয়াদ, হাফীজ, মুদ্তার, স'াফ্দার ও সারশার প্রসিদ্ধ। পুত্র সন্তানের মধ্যে মুহ'াম্মাদ আহ'মাদ (কবিনাম মাহবু ও কামার), মুমতা আহ'মাদ আরযু, মাস্'উদ আহ্'মাদ দ'ামীর ও লাত'ীফ আখতার ছিলেন (মুহাম্মাদ শেষের দিকে সারীর কবি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন)।

আমীর স্বভাবগতভাবে খুবই ভদ্র, অন্যের কল্যাণকামী, 'ইবাদাতগুযার ও মুত্তাক'ী ছিলেন। সাবিরিয়্যা দরগাহ-এর গদ্দীনশীন আমীর শাহ সাহিব হইতে বায়আত ও খিলাফাত লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। ফাক'ীরী (পার্থিব সম্পদে বিকর্ষণ)-এর প্রবণতার দরুন তাঁহার চরিত্রে তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা) আরও চমকপ্রদ হইয়াছিল। ইস্তিগ'না (অনাসক্তি), তাওয়াদু'' (ভদ্রতা) ও ইনকিসার (বিনয়), সত্ত্বেও সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদা তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল। বন্ধু-বাৎসল্য, সহৃদয়তা, ক্ষমা ও অপরের দোষ গোপনের ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে দাগ'-এর সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল (মাকাতীব-ই আমীর, পৃ. ২৭৫; ইহা ব্যতীত নুকূশ, শাখ্সিয়্যাত নং, ২খ., পৃ. ১৩৯৮)। এতদ্সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি হ'নাফী 'আক'ীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে আমীর এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কাসীদার ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি সর্বজনস্বীকৃত। গাযালের ক্ষেত্রে তাঁহার ভাষার সাবলীলতা, বিষয়বস্তুর পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টবাদিতা ব্যাপকভাবে সমাদৃত যাহাতে লক্ষ্ণৌ-এর সহিত সম্পর্কের ফলে সৌন্দর্যের ছাপ ও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান...।

রচনাবলী ঃ ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ, কাব্যচর্চা ও তাসাওউফ আমীরের পসন্দনীয় বিষয়বস্তু। এই বিবেচনায় তাঁহার রচনা ও সংকলনসমূহে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উহার পৃথক পৃথক বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

(ক) কবিতা ঃ (১) গ'ায়রাত-ই বাহারিস্তান প্রথম দীওয়ান যাহা সিপাহী-বিদ্রোহ-এ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; (২) মিরাআতুল-গ'ায়ব দীওয়ান, যাহা ৩৪৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট ও কাসীদা, গাযাল, মুসাদ্দাস (অষ্টপদী), রুবা'ঈ (চতুষ্পদী), কা'তাআ-ই তারিখ (জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন-তারিখ, কবিতার আকারে প্রকাশিত) সংক্রান্ত কবিতার সংগ্রহ; ধ্বংসপ্রাপ্ত দীওয়ানের কিছু কবিতা ইহাতে পাওয়া যায়; (৩) গাওহার-ই ইনতিখাব, ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত দীওয়ানের সেই সকল গাযাল ও কবিতার সমষ্টি যাহা স্মৃতির সাহায্যে একত্র করা হয়; (৪) স'নাম খানা-ই 'ইশ্ক' ঃ তৃতীয় দীওয়ান, বিন্যাস ১৩০৬/১৮৮৮-এ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৮, নামটি ঐতিহাসিক যাহাতে আমীর-এর গাযাল চর্চা উন্নতির চরম শীর্ষে উত্তীর্ণ। তিনি নিজেও বাশীর আহ'মাদ খানকে (জোশ মালীহ'াবাদীর পিতা) এক চিঠিতে লিখেন, এই দীওয়ান পূর্ব সংগ্রহসমূহ হইতে উত্তম (মাকাতীব-ই আমীর মীনাঈ, পৃ. ৩৪৭); (৫) জাওহার-ই ইনতিখাব, আমীরের নিজস্ব দীওয়ানসমূহের সংকলন; (৬) মাদ'ামীন-ই আশূবঃ একটি কবিতা যাহার প্রকৃতি জানা নাই; (৭) মাজমূ'আ-ই ওয়াসূখ্ত (ষষ্ঠপদী কবিতা যাহাতে প্রেমিকের অন্যায় আচরণের উল্লেখ থাকে (impassioned style), ছয়টি ওয়াসূখ্ত অর্থাৎ অস্থিরতার ধ্বনি (৩২৫ টি স্তবক); ওয়াসূখ্ত-ই উর্দূ (৮৯টি স্তবক); শিকায়াত-ই রান্জিশ (১২৯ টি স্তবক); সাফীর-ই আতাশবার (১৬৩টি স্তবক); হ'াসাদ-ই আগ'য়ার (৫৫টি স্তবক) ও গুবার-ই তবা' (৩৬টি স্তবক)-এর সমষ্টি যাহা দাইরা-ই আদাবিয়্যা, লক্ষ্ণৌ, মীনা-ই সুখান নামে মুদ্রিত করিয়াছে। অনেক পূর্বে নাওলকিশোর-এর মাজমূ'আ-ই ওয়াসূখ্ত অর্থাৎ শুলা-ই জাওওয়ালাতেও এই ওয়াসূখ্ত প্রকাশিত হইয়াছিল (সাহ্বা-ই মীনাঈ, পৃ. ২৫৭)। শেষ দীওয়ান যাহাতে কাসীদাসমূহ পঞ্চপদ, চতুষ্পদ ও বিভিন্ন রচনা আছে মুদ্রিত হয় নাই।

(খ) মায'হাব ও আখলাক ঃ (১) মাহ'ামিদ-ই খাতামুন-নাবিয়্যীন, না'তমূলক দীওয়ান; (২) যি'ক্র-ই শাহ-ই আম্বিয়া, সু'ব্হ'-ই আযাল, শাম-ই আবাদ ও লায়লাতুল-ক'াদ্র নামে চারিটি মুসাদ্দাস যাহাতে ক্রম অনুসারে মহানবী (স)-এর জীবনচরিত, জন্ম, মৃত্যু ও মি'রাজের উল্লেখ রহিয়াছে; (৩) নূর-ই তাজাল্লী ও (৪) আব্র-ই কারাম, দুইটি মাছনাবী যাহা আখলাক ও মা'রিফাত সম্বন্ধে রচিত; (৫) নামায-কে আসরার, (৬) যাদুল-আমীর (দু'আর সমষ্টি) ও (৭) খায়াবান-ই আফরীনাশ (মাওলূদ শারীফ) পদ্যে।

(গ) ভাষা বিশ্লেষণ ঃ (১) সুরমা-ই বাসীরাত, আরবী ও ফারসী শব্দাবলী, যাহা উর্দূতে ভুল ব্যবহারে প্রচলিত আছে (প্রায় তিন শত পৃষ্ঠা); (২) বাহার-ই হিন্দ, উর্দূ বাগধারা ও পরিভাষা যাহার প্রমাণস্বরূপ কবিতার উল্লেখও করা হইয়াছে। এই গ্রন্থকে আমীরুল-লুগ'াত-এর ভিত্তি অথবা প্রথম নমুনা মনে করা হয়। (৩) আমীরুল-লুগ'াত উর্দূ ভাষার এই অসম্পূর্ণ অভিধান, কেবল আলিফ মামদূদা (১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা) ও আলিফ মাকসূরা (২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা) সম্বলিত, Sir Alfred Lyall (যুক্তপ্রদেশের গভর্নর) ১৮৮৪ খৃ. নাওয়াব কালব 'আলী খানকে উর্দূ ভাষায় একখানি ব্যাপক অভিধান সংকলনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংগিতে আমীর বিপুল সংখ্যক কর্মী সংগ্রহ করিয়া এই কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ খৃ. পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা নমুনাস্বরূপ দেশের সাহিত্যমনা ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করা হয় (আমীরুল-লুগ'াত, ১ম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ৪)। এই সময়ে

Alfred Lyall ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করেন এবং কাল্ব 'আলী খান ইন্তিকাল করেন, তবে জেনারেল 'আজীমুদ্দীন ও নাওয়াব মুশতাক 'আলী খান কর্মচারীদের বেতনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হ'মিদ 'আলী খানের যুগে দুই খণ্ড আগ্রার মুফীদ-ই আম প্রেসে ছাপা হয়। অতঃপর গুণগ্রাহিতার অভাবে কাজের এই ধারার সমাপ্তি ঘটে। সাহাবা-ই মীনাঈ-এর রচয়িতা তৃতীয় খণ্ডের কথাও উল্লেখ করেন; তবে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারেন নাই (পৃ. ২৬২)। এই গ্রন্থ সংকলনকারীর অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ খান ও আক্বার ইলাহাবাদী প্রশংসাসূচক মুখবন্ধ লিখিয়া উহাকে উন্নত মানের ও অদ্বিতীয় বলিয়া মত ব্যক্ত করেন (আমীরুল-লুগাত, ভূমিকা, ২খ., পৃ. ৮), কিন্তু সংকলক অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ বর্ণনার সাহায্যে এমন শত শত অনুচ্ছেদ ও বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন যাহাকে কখনও ভাষা পদবাচ্য বলা যায় না।

(ঘ) বিভিন্ন রচনা ঃ (১) ইরশাদুস-সুল্তান ও (২) হিদায়াতুস-সুলতান, আমীর এই দুইটি গ্রন্থ ওয়াজিদ 'আলী শাহ্-এর ইংগিতে লিখিয়াছেন। এখন উহা বিলুপ্ত ও বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। মাওলাবী 'আবদুল-হাক্ক-এর ধারণা যে, ইহা ওয়াজিদ আলী শাহ-এর কোন কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, (চান্দ হাম 'আস্'র, পৃ. ৩) একেবারেই অনুমান নির্ভর। (৩) ইন্তিখাব-ই য়াদ্গার দুই খণ্ড যাহাতে রামপুরের কথাশিল্পী, নাওয়াবগণ ও সেই সকল কবির উল্লেখ আছে যাঁহারা রামপুর দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা তথাকার অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রন্থ কাল্ব 'আলী খানের নির্দেশক্রমে লিখিত হয়, এই কারণে উহার বাগধারা কৃত্রিম, আড়ম্বরপূর্ণ, ছন্দোবদ্ধ ও সমালোচনা বা পর্যালোচনা বা প্রশংসা অথবা সুখ্যাতির রঙ্গে রঞ্জিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আফতাব আহ্'মাদ, সাহবা-ই মীনা'ঈ, আরিফীন প্রকাশনী, ঢাকা, তা.বি.; (২) মাওলাবী 'আবদুল-হ'াক্ক, চান্দ্হাম আস্'র আনজুমান-ই তারাক্কী-ই হিন্দ, ১৯৪২ খৃ.; (৩) লালা শ্রী রাম, খুম্খানা-ই জাবীদ, ১খ., সং, নাওলকিশোর, লক্ষ্ণৌ ১৯০৮ খৃ.; (৪) হ'াকীম আব্দুল-হায়্যি, গুল-ই রা'না, মা'আরিফ প্রেস, আলীগড় ১৩৭০ হি.; (৫) 'আবদুস-সালাম নাদাবী, শি'রুল-হিন্দ, ১ম সং, মাআরিফ প্রেস, আলীগড়, তা. বি.; (৬) রাম বাবু সাক্সেনা, তারীখ-ই আদাব-ই উর্দূ, অনু., মিরযা মুহাম্মাদ 'আস্কারী, নওলকিশোর প্রেস, লখ্নৌ ১৯২৯ খৃ.; (৭) আবিদা কিয়ানী, আমীর মীনাঈ শীর্ষক প্রবন্ধ, পাণ্ডু., পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী; (৮) ডক্টর আব্দুল লায়ছ সিদ্দীকী, লখ্নৌ কা দাবিস্তান-ই শাইরী আলীগড় ১৯৪৪ খৃ.; (৯) মুহাম্মাদ য়াহ্ য়া তান্হা মিরআতুশ-শি'র, মুদ্রণে মুবারাক আলী, লাহোর, তা. বি.; (১০) রিসালা নিগার জানু-ফেব্রু., লাখ্নৌ ১৯৫৭ খৃ.; (১১) রিসালা নুক্'শ শাখ্সি'য়্যাত, সংখ্যা ২খ., লাহোর; (১২) মাকাতীব-ই আমীর মীনাঈ, আহসানুল্লাহ ছাকি'ব সংখ্যা দ্বিতীয় সং, লাখ্নৌ সাহিত্য সংস্থা, তা. বি.; (১৩) আমীর মীনাঈ, আমীরুল-লুগাত, মুফীদ আম প্রেস, আগ্রা ১৮৯১ খৃ.; (১৪) আমীর মীনাঈ, মিরআতুল গায়ব, নাওলকিশোর প্রেস, লখ্নৌ ১৮৮০ খৃ.; (১৫) আমীর মীনাঈ, সানাম খানা-ই ইশ্ক, আমীরুল মাতাবি, হায়দ্রাবাদ ১৩৩৪ হি.; (১৬) মুম্তায 'আলী শাহ্, সীরাত-ই আমীর আহ'মাদ, আদাবী প্রেস, লাখ্নৌ ১৯৪১ খৃ.; (১৭) আমীর আহ'মাদ 'আলাবী, তুরবা-ই-আমীর, আনওয়ারুল-মাতাবি', লখ্নৌ ১৯২৮ খৃ.।

নাজি'র হ'াসান যায়দী (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ ইসলামী গণী

আমীর সিলাহ' (امیر سلاح) ঃ অস্ত্রশস্ত্রের প্রধান অধিনায়ক। মাম্লূক রাজ্যে তিনি বর্ম-বাহকগণের (سلاح دارية) পরিচালক ও অস্ত্রাগারের (سلاح خانه) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানাদিতে বাদশাহের অস্ত্রশস্ত্র বহন করা এবং যুদ্ধে ও অন্যান্য উপলক্ষে তাঁহার নিকট ঐগুলি পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাঁহার কর্তব্য। মাম্লূক আমলের প্রথমদিকে আমীর-ই সিলাহ'-এর পদটি খুব উচ্চ ছিল না (দ্র. আমীর মাজ্লিস)। চারকাসী মামলূকদের আমলে রাজ্যের সর্বোচ্চ আমীরদের মধ্যে ইহা ছিল দ্বিতীয় মর্যাদার পদ। সুলতানের উপস্থিতিতে আমীর সিলাহে'র রাসূল-মায়সারারূপে আসন গ্রহণের অধিকার ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. A. Mayer, Saracenic Heraldry, নির্ঘণ্ট; (২) D. Ayalon, BSOAS, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৬০, ৬৮, ৬৯।

D. Ayalon (E.I.[2])/নিসার উদ্দিন

আমীর সুলত'ান (امیر سلطان) ঃ সায়্যিদ শামসুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-হুসায়নী আল-বুখারী (খৃ. ১৩৬৮-১৪১৯), একজন তুর্কী ওয়ালী। সুলতান প্রথম বায়াযীদ-এর শাসনামলে তিনি বুখারা হইতে হিজরত করিয়া ব্রুসায় আসেন। সাধারণে আমীর সায়্যিদ নামে পরিচিত, আমীর সুলতান নামে অধিকতর পরিচিত। তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রস্তুত জীবনী গ্রন্থ অনুসারে তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সায়্যিদ 'আলী বুখারার একজন সূফী ছিলেন এবং আমীর কুলাল নামে পরিচিত ছিলেন। আমীর সুলতান বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকেই তিনি উক্ত অঞ্চলের বড় বড় সূফী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ইহার ফলে তাঁহাকে কুব্রেবিয়েহ্ ও নূর বাখ্শী তারীকার সহিত সম্পর্কিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমীর সুলতানের ব্রুসা গমনের বহু পরে সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ নূর বাখ্শের আবির্ভাব হয়। অতএব তাঁহাকে শুধু কুব্রেবিয়েহ যাবিয়ার সহিত সম্পর্কিত মনে করা অধিকতর সঠিক হইবে।

আমীর সুলতান মক্কায় হজ্জ সমাপনের পর কিছুকাল মদীনায় ইরাক হইয়া আনাতোলিয়ায় পৌঁছেন। তিনি কারাহ্মান হ'ামিদ ঈলী কূতাহিয়া ও ইনাহ্গোলেল রাস্তা ধরিয়া ব্রুসায় আসেন। তথাকার একটি খানকাহ্ বা গুহায় তিনি যুহ্দ ও তাক'ওয়ার জীবন যাপন শুরু করেন। তিনি সূফীদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন এবং অল্প কালের মধ্যেই তিনি ব্রুসার আশেপাশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আশেপাশের অঞ্চল হইতে বহু ভক্ত তাঁহার নিকট জমায়েত হয়। ব্রুসার 'আলিম ও শায়খদের সঙ্গে তিনি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইহাও বলা হইয়া থাকে, এই সময় তিনি মাওলানা শামসুদ্দীন আল-ফানারীর নিকট স'াদরুদ্দীন কুনূবী প্রণীত মিফ্তাহু'ল-গ'ায়ব গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান প্রথম বায়াযীদের কন্যা কূন্দী খাতূনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র

(আমীর 'আলী চেলেবী) ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহাও জানা যায়, আঙ্কারার যুদ্ধের পর ব্রুসা আমীর তায়মূর কর্তৃক অধিকৃত হইলে আমীর সুলতান বন্দী হন। তাঁহাকে তায়মূরের সামনে হাযির করা হয়। তায়মূর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন এবং তিনি ব্রুসায় ফিরিয়া যান। সমসাময়িক তুর্কী সুলতানগণ তাঁহাকে খুবই সম্মান করিতেন। তাঁহাদের তরবারি অর্পণ উৎসব তিনিই পরিচালনা করিতেন এবং তাঁহাদের জন্য দু'আ করিতেন। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সঙ্গে তাঁহার পিতৃব্য মুস'তাফা চেলেবীর যুদ্ধ শুরু হইলে আমীর সুলতান সর্বদা সুলতান মুরাদকে প্রেরণা দিতে থাকেন। ১৪২২ খৃ. সুলতান মুরাদ ইস্তাম্বুল অবরোধ করিলে আমীর সুলতান শত শত সূফীসহ তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন (এই অবরোধের ইতিহাস প্রণেতা Joannis Cananos আমীর সুলতান সম্পর্কে অনেক বিবরণ দিয়াছেন)। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে যে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে ৮৩৩/১৪২৯ সালের তারিখটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কেননা 'ইন্তিকাল আমীর'-এর গঠন দ্বারাও ইহারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলিয়া ধরিলে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর। তাহা হইলে তাঁহার জন্ম সাল ৭১০/১৩৬৮-৬৯ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

'আমীর সুলতানের অনুসারীদের মধ্যে হাসান খাজা (মুযীলুশ্-শুকূক গ্রন্থের প্রণেতা, এই গ্রন্থে আমীর সুলতান সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে) তাঁহার খলীফা হন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সিল্সিলার আইন উসূল-আমীর-এর উপর ভিত্তিশীল থাকে। কিন্তু সালামী আফেন্দী শায়খ তারীকাত হওয়ার পর জালওয়াতী উসূল ও উনবিংশ শতাব্দীতে নাক্শবান্দী উসূল গ্রহণ করা হয়। ১৩৩২/১৯১৪ সাল পর্যন্ত পঁচিশ ব্যক্তি এই সিলসিলার খলীফা মনোনীত হন।

আমীর সুলতান যাঁহার সম্পর্কে আমরা জানি, বুখারা হইতে রূম ঈলীর দিকে হিজরতের পর হইতে তিনি তুর্কী অভিযানসমূহে বরাবর অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। তিনি স্বীয় অনুসারিগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের ধারণা ছিল, মৃত্যুর পরেও সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধরত গাযীগণকে তিনি উৎসাহিত করিতেন এবং নাযুক ও সংকটময় স্থানে তাঁহার সাহায্য তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়া যাইত। তাঁহার কারামতসমূহের বর্ণনা দ্বারা যাহা জীবনী গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি জনসাধারণের মধ্যে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

আমীর সুলতান কবিতা রচনা করিতেন বলিয়াও বলা হইয়া থাকে। তাঁহার দরগাহে একটি কাব্য সংরক্ষিত আছে যাহা তাঁহার রচিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাব্যটি অবশ্যই তাঁহার পরবর্তী কালে লিখিত হইয়া থাকিবে। ব্রুসার উত্তরাংশের একটি বিস্তীর্ণ মহল্লা আমীর সুলতানের নামে খ্যাত। এইজন্য সেখানে তাঁহার বৃহৎ মসজিদ, কবর ও তাঁহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু ইমারত রহিয়াছে। জানা যায়, 'আমীর সুলতান নামক মহল্লায় এই সকল ইমারত ছাড়াও খালীল পাশা তথায় একটি মুসাফিরখানা, কাসিম পাশা একটি মাদ্রাসা ও হাম্মামখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় একটি দরগাহ বিদ্যমান ছিল। ইহার সন্নিকটের কবরস্থানে অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে দাফন করা হইয়াছে। ব্রুসার ইতিহাসে আমীর সুলতান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই তাঁহার মাযার ও মসজিদ যিয়ারাত করিয়া থাকেন এবং সেই স্থানকে দু'আ কবূলের স্থান বলিয়া মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আমীর সুলতানের জীবনী ও কারামাত সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) য়াহ্'য়া, মানাকি'বুল-জাওয়াহির (বায়াযীদ ইনকিলাব কুতুবখানাহ, পাণ্ডু. মুহাম্মাদ জাওদাত বে. সংখ্যা ২৩৮); (২) শাওকী, মানাকি'ব-ই এমীর সুলতান (বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা-৬৪১২); (৩) হুসামী, যুবদাতুল-মানাকি'ব (বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা ২৩৭০; (৪) নি'মাতুল্লাহ, মানাকি'ব-ই-এমীর সুলতান (বায়াযীদ উমূমী কুতুবখানাহ, সংখ্যা ৩৮৩২); (৫) সেনাঈ, মানাকি'ব-ই এমীর সুলতান (কাশফ নামাহ), ইস্তাম্বুল ১২৮৯ হি.। ইতিহাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (৬) বেহেশ্তী, তারীখ আল-'উছমান, বৃটিশ মিউজিয়াম, সংখ্যা ৭৮৬৯, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনকাল; (৭) খাওয়াজা সা'দুদ্দীন আফেন্দী, তাজুত- তাওয়ারীখ (ইস্তাম্বুল ১২৭৯ হি.), ১খ., ১৪৫, ১৮৮ প., ১৯৫প.; (৮) আলী, কুন্হুল-আখবার (ইস্তাম্বুল), ৫খ., ৮৩, ১৯৫ প.; (৯) Le Beau, Histoire du Bas-Empire (প্যারিস ১৮৩৬ খৃ.), ২১খ., ১০৪, প.; (১০) J. V. Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman (প্যারিস-১৮৩৫ খৃ.), ১খ., ৩২১ প., ২খ., ১০৬, ২৩৮ প., ৪৮৪ (তাহাদের উভয়েই ইস্তাম্বুল অবরোধে আমীর সুলতানের অংশ গ্রহণের বিবরণটি বায়যানটীয় ঐতিহাসিক Joannis Conanos-এর বিবরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন); (১১) কুয়ূন্লূ উগ্লূ মাম্দূহ তূরাগ্দ, ইয়্নীক ওয়া ব্রুসা তারীখী: (১২) বালদীর যাদাহ সেলিম্সী মুহাম্মাদ আফেন্দী; রাওদাতুল-আওলিয়া (বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা ২৫৫৬); (১৩) তাশকোপরূ যাদাহ, শাকাইকুন-নু'মানিয়্যা (তুর্কী অনু., ইস্তাম্বুল ১২৬৯ হি.), পৃ. ৭৬ প., ১৩২; (১৪) নূঈ যাদাহ আতাঈ, দায়লুশ্-শাকাইক (ইস্তাম্বুল ১২৬৯ হি.), পৃ. ৬১প.; (১৫) বূরসাহলী বেলীগ, গুলদাস্তা-ই রিয়াদি ইর্ফান (খুদাওয়ান্দ্গার, ১৩২০ হি.), পৃ. ৬৯ প.; (১৬) গায্যী যাদাহ 'আবদুল-লাতীফ, খুলাসাতুল-ওয়াফায়াতি বারাওসাহ (বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা ২২৪); (১৭) মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন য়াদগার শেম্সী (ব্রুসা ১৩৩২ হি.), পৃ. ৩প.; (১৮) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ (ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ.), ২খ, ১৬ প.; (১৯) B. Poujaulat, Voyages dans l'Asie Mineure (প্যারিস ১৮৪০ খৃ.), ১খ., ১৬৫ প.; (২০) লামিঈ, শাহর আঙ্গেয ব্রুসা (খুদাওয়ান্দগার ১২৮৮ হি.); (২১) কোপরূলো যাদাহ মুহাম্মাদ ফুআদ, তুরক আদাবিয়্যাতিন্দাহ ঈল্ক মুতাসাওওয়াফ্লার (ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ.), পৃ. ২৯৬; (২২) ঐ লেখক, আনাদাউলূদাহ ইসলামিয়াত (আদাবিয়্যাত ফাকুলতাহ সী মাজমূ'আ, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৪-৬, বিশেষত পৃ. ৪১৭ প.; (২৩) সা'দুদ্দীন, নুযহাত এরগুন তুরক্ শাঈরলেরী, ৩খ., ১২৪৯ প.; (২৪) মুহাম্মাদ কাপলান, এমীর সুলতান (আদাবিয়াত ফা কূলতাহসী, প্রবন্ধ, ১৯৩৮-১৯৩৯ খৃ.)।

মুহাম্মাদ জাবীদ বায়সুন (দা.মা.ই.) এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমীর হামযা (দ্র. হামযা ইব্ন আবদিল-মুত্তালিব)

আমীর হামযা (امیر حمزة) ঃ দোভাষী পুঁথি। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পিতৃব্য আমীর হামযার যুদ্ধ-বিগ্রহমূলক কাল্পনিক বৃত্তান্ত ইহার বিষয়বস্তু। আমীর হামযার কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেকেই কাব্য লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় প্রথম এই কাব্য লিখিয়াছিলেন 'আবদুন-নাবী (১৬৮৪খৃ.)। মুন্‌শী গরীবুল্লাহ (আনু. ১৭৬৬ খৃ.) আমীর হামযা (১ম খণ্ড) রচনা করেন এবং সৈয়দ হামজা ইহার ২য় খণ্ড (১৭৯৩-১৭৯৫ খৃ.) রচনা করেন। তবে গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যই বাঙ্গালায় বেশী প্রচলিত। তাঁহার ১ম খণ্ড কাব্যটি ৭৮ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং কবি 'হামদ ও নাত' দিয়া কাব্য শুরু করিয়াছেন। এখানে আমীর হামযার জন্মগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া 'খোয়াজ খেজেরের বেয়াক্কেল দেও'-কে সিন্দুকে বন্ধ করার ১৮ বছর পরে তান্‌জার গড়ে হামযার সঙ্গে মেহ্‌র-নেগারের সাক্ষাৎ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। নাওশিরওয়ান, বুজুর্‌চে মেহের, বক্তেক উজির, মকবুল হলব্বি, উমর উম্মিয়া, উমরাদির ও মেহ্‌র নেগার এই কাব্যের অন্যান্য প্রধান চরিত্র। গরীবুল্লাহর কাব্যে 'আরবী ও ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। সৈয়দ হামজা ৬৫ অধ্যায়ে ২য় খণ্ড সমাপ্ত করেন। তান্‌জার গড় হইতে নাওশিরওয়ান ও জোসিফের পলাইয়া যাওয়া হইতে শুরু করিয়া আমীরের দামিশকে যাওয়া, হিন্দার হস্তে আমীরের শহীদ হওয়া এবং আমীরের কন্যা কুরছি-পুরীর রাজ্য হইতে বহু লশ্‌কর পিতৃহত্যার শোধ লইবার জন্য হিন্দার সহিত যুদ্ধ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। কাব্যের নায়কের ধীর উদাত্ত গুণ, বীরত্ব, সাহস, লৌকিক-অলৌকিক নানা ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির বর্ণনা পুঁথিখানিকে মহাকাব্যোচিত মর্যাদা দিয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমীরী (امیری) ঃ মীরযা মুহ'াম্মাদ স'াদিক' আদীবুল-মাসালিক, পারস্যবাসী কবি ও সাংবাদিক; ১৮৬০ খৃ. সুলতানাবাদ (আধুনিক আরাক)-এর নিকটে কাযারান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার দিক হইতে তিনি সরাসরিভাবে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগের লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ মীরযা আবুল-ক'াসিম ক'াইম্-মাকাম ফারাহানীর বংশোদ্ভূত ছিলেন। অপর দিকে তাঁহার মাতাও এই একই পরিবারের সদস্যা ছিলেন। ১৮৭৪ খৃ. তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবার অত্যন্ত শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থায় নিপতিত হয় এবং এই অবস্থা ১৮৯০ খৃ. পর্যন্ত চলে। অতঃপর মীরযা স'াদিক' আমীর-ই নিজাম গারূসীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত তাবরীয, কিরমান শাহ ও তেহরান গমন করেন। এই সময়ে তিনি প্রথমে আমীরুশ-শু'আরা (ইহা হইতে তাঁহার কবিনাম হয় আমীরী) এবং পরে আদীবুল-মামালিক উপাধি অর্জন করেন। ১৮৯৪ খৃ. তিনি তেহরানে সরকারী অনুবাদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি তাবরীয-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ধর্মতত্ত্বে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করার পর লুকমানিয়্যা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। কিছু কালের জন্য তিনি আদাব নামক একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০০ খৃ. তিনি ককেসাস ও খীওয়া হইয়া মাশহাদ গমন করেন এবং ১৯০৩ খৃ. তিনি তেহরান গমন করেন। এই দুই স্থানেই তিনি তাঁহার পত্রিকার প্রকাশনা পুনরারম্ভ করেন। ১৯০৪ খৃ. তাঁহার কর্মস্থল ছিল বাকু, এইখানে তিনি তুর্কী সাময়িকী ইরশাদ-এর জন্য একটি ফার্‌সী ক্রোড়পত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৬ খৃ. শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর তিনি জাতীয় পরিষদের বিতর্কসমূহের কার্যবিবরণী মাজলিস-এর সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং ইহার পরে সরকারী সাময়িকী রোযনামা-ই দাওলাত-ই ঈরান ও আফতাব-এর সম্পাদনা করেন। ইহার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা ইরাক-ই 'আজাম-এর প্রকাশনা শুরু করেন। ১৯১১ সালে তিনি আইন বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সিমনান, সাউজবুলাগ, সুলতানাবাদ ও য়ায্‌দ-এ বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৭ খৃ. তেহরানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমীরীর বিশেষ মনোযোগের ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। ভূগোলবিদ্যা, গণিত, অভিধানতত্ত্ব হইতে শুরু করিয়া ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্র পর্যন্ত তাহা প্রসারিত ছিল। ফার্‌সী ও 'আরবী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এই দুই ভাষাতেই তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তদুপরি তিনি অপর কয়েকটি ভাষার সহিতও পরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, তিনি কোন গজদন্ত দুর্গের কবি ছিলেন না। তাঁহার কাব্যধারা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত সাহিত্যকে পুনরায় সংমিশ্রিত করিয়া তাঁহার যুগের অস্থির ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটাইয়াছে। এই অস্থিরতার মধ্যে সার্বিকভাবে তিনি ছিলেন শাসনতান্ত্রিকতাপন্থীদের পক্ষে। তাঁহার পরবর্তী জীবনকালের রচনাবলী সমাজ ব্যঙ্গ ও বিপ্লবী উদ্দীপনার ভাবধারা বিশেষভাবে চিহ্নিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমীরীর দীওয়ান-ই কামিল, ওয়াহি'দ দাস্‌তগিরদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে, তেহরান ১৯৩৩ খৃ.। জীবনীমূলক তথ্য সংগ্রহের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (২) E. G. Browne, Literary History of Persia, 1530-1924, কেম্ব্রিজ ১৯২৪ খৃ., পুনঃমুদ্রণ ১৯৩০ খৃ., ৩৪৬-৯; (৩) মুহ'াম্মাদ ইসহা'ক, সুখান ওয়ারান-ই ঈরান দার 'আস্'র-ই হ'াদির, ২খ., কলিকাতা ১৯৩৭ খৃ., ৪৮-৬৩; (৪) রাশীদ ইয়াসিমী, আদাবিয়্যাত-ই মু'আসি'র, তেহরান ১৯৩৭ খৃ., ২০-২; (৫) মুহাম্মাদ ইসহাক, Modern Persian Poetry, কলিকাতা ১৯৪৩ খৃ., স্থা,; (৬) মুহ'াম্মাদ স'াদর-হাশিমী, তারিখী-ই জারাইদ ওয়া মাজাল্লাত-ই ঈরান, ১খ., তেহরান ১৯৪৮ খৃ., ৮০-৯৮; (৭) J. Rypka, Iranische Literatur geschichte, লাইপযিগ ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৩৩৬-৭; (৮) ঐ লেখক, History of Iranian Literature, ডরড্রেখট ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৬; (৯) বোযোর্গ আলাভি, Geschichte und Entwicklung der modernen persischen Literatur, বার্লিন ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩৫-৬।

L. P. Elwell-Sutton (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আমীরুদ্দীন (امیر الدین) ঃ দোভাষী পুঁথিকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন নবী (আ), রাসূলুল্লাহ্ (স), চারি খলীফা (রা) ও ইমামদের (র) বিবরণ লইয়া রচিত পুঁথি কাছাছোল-আম্বিয়া-র মধ্যভাগ রচনা করেন। ১৮৬০ খৃ. সমাপ্ত এই পুঁথির প্রথম ও শেষ অংশ অন্য দুইজন কবি কর্তৃক লিখিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ

আমীরুল-উমারা (امير الامراء) ঃ প্রধান আমীর, সেনাদলের সর্বাধিনায়ক। পদবী হইতেই বুঝা যায়, এই পদমর্যাদা পূর্বে একমাত্র সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ অধিকতর ক্ষমতাবান হইতে থাকেন। এই পদবীর প্রথম ধারক খোজা 'মুনিস' অচিরেই দেশের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়ান। কারণ ২৯৬/৯০৮ সালে 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মু'তায্য-এর পক্ষে এক ষড়যন্ত্রের সময় দুর্বল ও অক্ষম খালীফা আল-মুকতাদির তাঁহার উদ্ধারের জন্য মুনিসের নিকট ঋণী ছিলেন। ৩২৪ হি. (নভেম্বর, ৯৩৬) খালীফা আর-রাদ'ী কর্তৃক ওয়াসিত-এর শাসনকর্তা মুহ'াম্মাদ ইব্ন রাইক-কে 'আমীরুল-উমারা হিসাবে নিযুক্তি প্রদানের পর এই হতাশ খালীফা শাসনকর্তা সমস্ত বেসামরিক কর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন, এমন কি খলীফার নামের সহিত আমীরুল-উমারা-র নামও জুমু'আর সালাতে বরাবর উল্লেখ করা হইত। ফলে আমীরগণই দেশের প্রকৃত শাসক হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে খলীফাগণ উত্তরোত্তর তাঁহাদের পূর্ব ক্ষমতার ছায়াতে পরিণত হন।

মাম্লূক সুলতানদের সম্বন্ধে বরাত গ্রন্থসমূহে এই পদবীর তেমন কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এক সূত্রমতে এই পদবী 'আতাবাকুল-'আসাকিরকে দেয়া 'বাকলারবাকী' পদমর্যাদার অনুরূপ। অন্য আমীরগণও অনুরূপ পদবী ধারণ করিতেন বলিয়া মনে হয়। (তু. D. Ayalon, BSOAS, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৫৯)।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের রীতি অনুসারে আমীরুল-উমারা বা উহার সমতুল্য মীর-ই মীরান Beylerbeyi (দ্র.)-এর অনুরূপ সাধারণ পদবীবিশেষ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Tornb.), ৮খ., ১০৩; (২) Weil, Gesch. d. Chalifen, ২খ., ৫৪৩ প.; (৩) Muller, Der Islam im Morgen und Abendland, ১খ., ৫৩২ প.; (৪) Muir, The Caliphate, its rise, decline and fall (৩য় সং.), পৃ. ৫৬৮; (৫) Defremery, Memoire relatif aux Emirs al Omera.

K.V. Zettersteen (E.I.²)/মকবুল আহমদ

আল-আমীরুল-কাবীর (الامير الكبير) ঃ মহান আমীর, মামলূক রাজ্যে চাকরি ও বয়সে জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারী সমস্ত কর্মকর্তাকে আদিতে এই খেতাব দেওয়া হইত। ফলে তথায় একটি বৃহৎ আমীরশ্রেণী গঠিত হইয়াছিল যাহাদের প্রত্যেককে আল-আমীরুল-কাবীর বলা হইত। শায়খূন আল-উমারীর আমলে (৭৫২/১৩৫২) খেতাবটি ঐ রাজ্যের সেনাবাহিনী প্রধান (আতাবাকুল-'আসাকির)-এর জন্য সংরক্ষিত হইয়া যায়। ঐ সময় হইতে সেনাবাহিনী প্রধানের স্বীয় পদের শ্রেণীগত উপাধির পাশাপাশি ইহা তাঁহার বহুল প্রচলিত খেতাবে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. van Berchem, CIA, L'Egypte, 276, 290, 452, 593; (২) মাক্রীযী, Histoire des Sultans Mamlouks, অনু. Quatremere, ১খ., ৩; (৩) Poliak ও Ayalon, যেমন Amir Akhur প্রবন্ধে বরাত দেওয়া হইয়াছে।

D. Ayalon (E.I.²)/নিসার উদ্দীন

আমীরুল-মু'মিনীন (امير المؤمنين) ঃ মু'মিনগণের নেতা। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Prince of the Believers; কিন্তু এই অনুবাদ ভাষাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক কোন দিক দিয়াই সঠিক নহে। 'উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন (ইব্ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা, সম্পা. ওয়াফী, ২খ., ৫৭৮ প.; শিব্লী নুমানী, আল-(ফারূক, বাব, তাদ্বীর ওয়া সিয়াসাত)। আমীর (দ্র.) শব্দটি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যাঁহার উপর আমর অর্থাৎ হুকুম বা নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সামরিক নেতৃত্বও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে আমীর পদটিকে আল-মু'মিনীন শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ইহা দ্বারা সেই আমীরকে বুঝান হইত, যাঁহার উপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কালে অথবা তাঁহার পরবর্তীকালে বিভিন্ন সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল; যেমন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'কাস (রা., দ্র.)-কে আমীর বলা হইয়াছে। তিনি কাদিসিয়্যার যুদ্ধে পারস্যের মুকাবিলায় মুসলিম বাহিনীর নেতা ছিলেন। কিন্তু 'উমার (রা)-এর আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ খুব সম্ভব কু'রআনের আয়াতের সহিত সম্পর্কিত

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"তোমরা আনুগ্যত কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী" (৪ ঃ ৫৯)।

'উমার (রা)-এর সময়কাল হইতে যতদিন পর্যন্ত খিলাফাতের ধারা অব্যাহত ছিল, ততদিন পর্যন্ত আমীরুল-মুমিনীন উপাধিটি কেবল খলীফার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। কোন শাসক স্বেচ্ছায় এই উপাধি ধারণ করিলে ধারণা করা হইত, তিনি খলীফা পদেরও দাবিদার (খিলাফাত ও খলীফা শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)। ইহা সাধারণ অর্থের খিলাফাত হউক (যেমন ছিল বানূ উমায়্যা, বানূ 'আব্বাস ও ফাতিমী খলীফাগণ) অথবা স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অর্থে খিলাফাত হউক (যেমন ৩১৬/৯২৮ সাল হইতে স্পেনে উমায়্যা খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত ছিল; দ্র. 'আবদুর-রাহমান ৩য়) অথবা মাগরিব-এ বানূ মুমিনের (দ্র. E. Levi-Provencal, Trente-sept lettres offcielles al-mohades, Hesp. ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১ প.) এবং মুওয়াহ'হি'দদের বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে স্পেনের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কতিপয় রাজবংশ কর্তৃক ব্যবহৃত উপাধি হিসাবে হউক। ৬৫০/১২৫৩ সালে ইফরীকিয়্যার বানূ হা'ফ্সে'র আমীরগণ কর্তৃক বানূ মু'মিনের খিলাফাতের দাবি উত্থাপন করা হয়। ৬৫৬/১২৫৮ সালে 'আব্বাসী খিলাফাতের বিলুপ্তির পর মিসরের মামলূক সুলতানগণ কিছু কালের জন্য উক্ত দাবির স্বীকৃতি দান করেন। অতঃপর তাঁহারা নিজেরাই মিসরে 'আব্বাসী খিলাফাতের একটি নূতন ধারার প্রতিষ্ঠা করেন (দ্র. বানূ 'আব্বাস)। মাগরিবে মরক্কোর বানূ মারীনীগণ বানূ হাফসের খিলাফাতের

দাবির বিরোধিতা করে এবং ৮ম/৯ম শতাব্দীতে তাঁহারা নিজেরাই আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ করে। পরবর্তী কালে মরক্কোর সকল রাজবংশ এই ধারার অনুসরণ করেন।

আইনবেত্তাগণ আমীরুল-মু'মিনীন উপাধিটিকে জিহাদে নেতৃত্ব দানের বিশেষ অর্থ ছাড়া সাধারণ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে জিহাদের ঘোষণা খিলাফাতের একটি বিশেষ অধিকাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য মুসলিম সমাজে, বিশেষত যায়দীদের মধ্যে সক্রিয় জিহাদ পরিচালনা অর্থে এই উপাধিটি এখনও প্রচলিত। একই অর্থে প্রাথমিক 'উছমানী সুলতানগণ কখনও কখনও আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ করিতেন (দ্র. H. A. R. Gibb, in Bibl.)। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্তী উত্তরধিকারিগণ কখনও ইহাকে রীতিসিদ্ধভাবে গ্রহণ করে নাই, এমনকি ৯২২/১৫১৭ সালে প্রথম সালীম কর্তৃক মিসর দখলের পরও এই উপাধি ধারণ করা হয় নাই। পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন নেতা একই অর্থে আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ করিয়াছেন (দ্র. আহ'মাদ আশ-শায়খ ও আহ'মাদ লোব্বো); উত্তর নাইজিরিয়ায় তাহাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এই উপাধিটি এখনও প্রচলিত। শী'আদের একটি দল ইমামিয়্যা আমীরুল-মু'মিনীন উপাধিটি কেবল 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর জন্য নির্দিষ্ট বলিয়া মনে করে। ইসমা'ঈলীদের প্রতিটি উপদল নিজ নিজ স্বীকৃত খলীফাদের জন্য আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ব্যবহার করে। শী'আদের মধ্যে যিনি শক্তিবলে স্বীয় দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, যায়দীদের মতে তিনি আমীরুল-মু'মিনীন হওয়ার দাবিদার হইতে পারেন (যেমন ইয়ামানের যায়দী ইমাম)। খারিজীদের মধ্যে তাহারত-এর রস্তামীগণ ছাড়া আমীরুল-মু'মিনীন উপাধির ব্যবহার খুবই বিরল।

কোন কোন সময় এই উপাধিটি খ্যাতনামা 'আলিমদের উপরও আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ শু'বা ইব্নুল-হাজ্জাজকে আমীরুল-মু'মিনীন ফির-রিওয়ায়া বলা হইয়াছে (আবূ নু'আয়ম, হি'লয়াতুল-আওলিয়া, ৭খ., ১৪৫)। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবূ হ'ায়্যান গ'ারনাতীকে 'আমীরুল-মু'মিনীন ফিন-নাহ্'বি বলা হইয়া থাকে (আল-মাককারী, নাফহ্'ত-তীব, পৃ. ৮২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, কিতাবুল-আদাব; (২) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ্কামুস্-সুলতানিয়া, মাত্' বা'উল-ওয়াতান, ১২৯৮ হি.; (৩) আল-মাককারী, Analectes (নাফহ্'ত্-তীব) বূলাক ১৮৫৫-১৮৬১ খৃ.; (৪) আল-কাল্কাশান্দী, মাআছারুল-আনাফা, কুয়েত ১৯৬৪ খৃ., ১খ., ২৬ প.; (৫) ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দমা, সম্পা. আলী 'আবদুল-ওয়াহি'দ ওয়াফী, ১৩৭৮/১৯৫৮; (৬) শিবলী নু'মানী আল-ফারূক; (৭) Goldziher, Muhammednische studien, ২খ., ৬১; (৮) M. Van Berchem, Titres califiennes d' Occident, in JA, ১৯০৭ খৃ., ২৪৫-৩৩৫; (৯) E. Tyan, Institutions de Droit public Musulman, ১খ., Le caliphat, প্যারিস ১৯৫৪ খৃ., বিশেষত পৃ. ১৯৮প.; (১০) H. A. R. Gibb, Some Considerations Etc., Archives d'Histoire et de Droit Oriental, iii. Wetteren 1948, 401-10; তাহা ছাড়া খলীফা ও খিলাফাত নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

H. A. R. Gibb (E.I.[2] ও দা.মা.ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আমীরুল-মুস্লিমীন (امير المسلمين) ঃ অর্থাৎ মুসলিমগণের নেতা। আমীরুল-মু'মিনীন (দ্র.) উপাধির সহিত পার্থক্য নির্দেশের জন্য মুরাবিত শাসনকর্তাগণ আমীরুল-মুসলিমীন অর্থাৎ মুসলিমদের নেতা উপাধিটি প্রথমে ধারণ করেন। মাগরিব-এর স্বাধীন বাদশাহগণ আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি ধারণ করিতেন। যাহা হউক, মুরাবিত বাদশাহগণ 'আব্বাসী খলীফাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং উক্ত উপাধিটি (আমীরুল-মু'মিনীন) গ্রহণ করিবার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা এক প্রকার উপ-খিলাফাত স্থাপন করিয়া একটি নিজস্ব উপাধি ধারণ করিতেন। পরবর্তী কালে আফ্রিকার ও স্পেনের রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা 'আব্বাসী খলীফাগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন তাঁহারা আমীরুল-মুস্লিমীন এবং যাঁহারা স্বাধীন খিলাফাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করিতেন তাঁহারা আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. van Berchem, Titres Califiens d'Occident (Journ. As. ১০ম সিরিজ, ৯খ., ২৪৫-৩৩৫)।

A. J. Wensinck (E.I.[2]) / নিসার উদ্দিন

আমীরুল-হাজ্জ (امير الحاج) ঃ হজ্জের উদ্দেশে মক্কাগামী দলের নেতা। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বাক্র (রা)-কে ৯/৬৩০ সালে আমীরুল-হ'াজ্জ মনোনীত করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি হজ্জীগণকে হজ্জের নিয়মাবলী পালনে সাহায্য করিবেন এবং ঘোষণা দিবেন যে, ভবিষ্যতে আর কোন মুশ্রিক কা'বা শারীফে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১০/৬৩১ সালে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে আমীরুল-হজ্জের দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর হইতে এই দায়িত্বটি সরাসরি খলীফার দায়িত্বাধীন হইয়া পড়ে। হয়ত তিনি নিজে এই দায়িত্ব পালন করিবেন অথবা নিজের স্থলে অন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এই দায়িত্বের জন্য মনোনীত করিবেন (উদাহরণস্বরূপ মক্কা বা মদীনার গভর্নর অথবা অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা)। খিলাফাতের ব্যাপারে বিরোধের পরিস্থিতিতে প্রতিটি বিরোধী দল নিজ নিজ হজ্জযাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক আমীরুল-হ'াজ্জ মক্কায় প্রেরণ করিতেন (উদাহরণস্বরূপ ৬৮/৬৮৮ সালে চারিজন আমীরুল-হ'াজ্জ ছিলেন, তাঁহাদের একজন ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্নুয-যুবায়র)। হজ্জ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমীরুল-হ'াজ্জকে খুবই সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে দেখা হইত। কেননা তিনি হজ্জীদের মহাসম্মেলনের (حج بالناس) নেতৃত্ব দিতেন। আমীর খলীফার পক্ষ হইতে মনোনীত হইলে তাঁহাকে কোন বিশেষ দলের নেতারূপে ডাকা হইত। যথা আমীরুল-হ'াজ্জ আল-'ইরাকী (ইরাকী হজ্জযাত্রী দলের নেতা)। ৬৬০/১২৬২ সালের পর মিসরের নামেমাত্র 'আব্বাসী খলীফাদের আমলে এই পদটি ধর্মীয় মর্যাদা হারাইয়া ফেলে এবং মামলূক সুলতানগণের পক্ষ হইতে উহা মনোনীত হইতে থাকে। মিসরে আমীরুল-হ'াজ্জ ছিলেন সাধারণভাবে এক হাজার কর্মচারীর নেতা, যিনি প্রতি

বৎসর মনোনীত হইতেন। হা'রামায়নে তাঁহাকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করা হইত। আমীরুল-হা'জ্জ উপাধিটি কোন কোন সময় অন্য হজ্জযাত্রীদের নেতাদের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে (যথাঃ দামিশ্ক বা ইরাকের যাত্রীদল) নিজ নিজ হজ্জযাত্রীদলের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহাদের ছিল (দলের রসদপত্র সংগ্রহ, সফরের ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ী, ব্যাধিগ্রস্ত ও মিস্কীনদের সংরক্ষণ, পুলিসী দায়িত্ব পালন, কু'রআনী দণ্ডের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। দায়িত্ব প্রতিপালনে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ কর্মীদল থাকিত। তাহারা বেদুঈনদের আক্রমণ এড়াইয়া যাওয়ার সকল প্রকার প্রয়োজনীর উপায় অবলম্বন করিত। কায়রোর মামলূক সুলতানগণ স্বীয় আমীরুল-হা'জ্জকে হিজাযে ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজেও ব্যবহার করিতেন। মাহ্মাল (দ্র.) এই কার্য পদ্ধতির একটি নমুনা। প্রাপ্ত দান ও নগদ অর্থ (সুররা) বণ্টন করাও তাহাদের দায়িত্ব ছিল। ৯২৩/১৫১৭ সালের পর 'উছমানী সুলতানগণও এই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আমীরুল-হা'জ্জ (কায়রো, দামিশক ও কিছু দিনের জন্য য়ামান) কয়েক বৎসরের জন্য নিয়োজিত হইতেন এবং পুনরায় ডাকিয়া নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করিতেন। 'উছমানী শাসনাধীনে মিসরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই পদটি একজন প্রধান বে-এর উপর অর্পিত ছিল। আমীরুল-হা'জ্জের দায়িত্ব পালনে তাহাদের প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত যাহার বেশীর ভাগ অংশ সুলতানগণ বহন করিতেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা প্রচুর দান লাভ করিতেন এবং পথিমধ্যে ওয়ারিছবিহীন লাশের পরিত্যক্ত সম্পদ ও জিনিসপত্র আইনত তাঁহারই প্রাপ্যরূপে গণ্য হইত অতএব তিনি নিজে নিজে কিছু ব্যবসাও করিতে পারিতেন। এইজন্য এই পদাধিকারী মোটা অংকের অর্থ অর্জন করিতে পারিতেন। এই পদ লাভকে খুবই সম্মানজনক বলিয়া মনে করা হইত। 'আবদুল-'আযীয ইব্ন সা'উদ ১৯২৪-২৫ খৃ. হইতে হিজাযের শাসনভার গ্রহণ করিলে এই রীতি অব্যাহত থাকে। অতএব ১৯২৭ খৃ. মিসরীয় মাহমালের কারণে ঠিক হজ্জের স্থানে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ইহাকে ইব্ন সাউদ কৌশলে দমন করিলেও ইহার পর হইতে মিসরের পক্ষ হইতে মাহমাল প্রেরণের রীতি বন্ধ হইয়া যায়। মাহ্মালের সঙ্গে কা'বা শারীফের গি'লাফ ও মক্কাবাসীদের যে ভাতা দেওয়া হইত, ইহার দায়িত্ব মিসর হইতে মক্কার উপর আসে। ইব্ন সাউদ নিজে মক্কায় গিলাফ তৈরির ব্যবস্থা করেন। ফলে আমীরুল-হা'জ্জের পূর্বেকার মর্যাদা আর বাকী নাই। ১৯৫৪ খৃ. মিসর আমীরুল-হা'জ্জের উপাধিটির পরিবর্তে "রাঈসু বা'ছাতিল-হা'জ্জ" (হা'জ্জ ডেলিগেশনের নেতা)-এর নূতন উপাধির প্রচলন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Jomier, Le Mahmal et la caravane egyptienne des pelerins de La Mecque, কায়রো ১৯৫৩ খৃ. ও উদ্ধৃত বরাতসমূহ।

J. Jomier (E.I.2)/এ, এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আমূ দারয়া (امو دريا) ঃ জায়হুন নদী (Oxus), উহার নাম; প্রাচীন কালে এই নদী ল্যাটিন ভাষায় Oxus নামে পরিচিত ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ২৪৯৪ হইতে ২৫৪০ কিলোমিটার। পারস্য ভাষায় ইহার আধুনিক নামের সূচনা হইয়াছে আমূল (দ্র.) নগরীর নাম হইতে যাহা পরে আমূ নামে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুরাসান হইতে ট্রান্সঅক্সানিয়াগামী রাজপথ এই আমূল নগরী দিয়াই আমূ নদী অতিক্রম করিত। W. Geiger ও J. Markwart (Wehrot, ৩খ., ৮৯)-এর মতে আমূ নদীর গ্রীক নাম পারস্য ভাষায় মূল শব্দ 'ওয়াখ্শ' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে যাহার অর্থ 'বৃদ্ধি করা'। ইহার সমুচ্চারিত আর একটি শব্দ হইতেও নামটির উৎপত্তি হইতে পারে, যে শব্দটির অর্থ 'ছিটানো' (তু. আমূ নদীর একটি উপনদী ওয়াখ্শাব-এর নাম)। সাসানী যুগে নদীটির নাম বিহ্'রূদ অথবা বিহ্'রূয ছিল (Markwart, Wehrot, ১৬, ৩৫)। 'আরব ও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পারস্যবাসিগণ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ইহার নাম তাহাদের জ্ঞান বিষয়ক রচনাবলীতে জায়হূ'ন লিখিতেন (একাদশ শতকে গারদীযী জায়হূ'ন শব্দটিকে নদীর সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন)। বাইবেল গ্রন্থে উল্লিখিত স্বর্গের একটি নদী জিহোন (আদি পুস্তক, ২ ঃ ১৩)-এর নাম হইতে এই নামটির উৎপত্তি। চীনা ভাষায় এই নদীটি কুই-শূই (Kui-shui), উ-হূ (Wu-hu) অথবা পোত-সু (Pot-su) নামে প্রসিদ্ধ। আমূ দারয়ার উত্তরাঞ্চলকে মুসলমানগণ ما وراء النهر (দ্র. "নদীর অপর পার্শ্বের অঞ্চল" Transoxania) বলিয়া থাকেন।

নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল ঃ আমূ দায়রা বিভিন্ন খরস্রোতের উৎস (Head Waters) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বদক্ষিণের পাঞ্জ (যে ওয়াখ্খাব-মধ্যযুগে জারয়াব, তু. Markwart, Wehrot, পৃ. ৫২; Barthoald, Turkestan, পৃ. ৬৫ ও পামীর দারয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে)-এর উৎসমুখ পামীর-এ অবস্থিত। প্রথম দিকে নদীটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ইশ্কাশিম-এর নিকটে উত্তর দিকে গতি পরিবর্তন করে এবং ডান (পূর্ব) দিকে হইতে গুন্দ ও আকসূ (দ্র.) ইহার সহিত মিলিত হয়; এইখানে হইতে উহা আবার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। উহার ডান দিকের সীমা হইতে উহার সংলগ্ন য়াযগুলাম, ওয়ানচাব ও সর্বশেষে কূলাব নদী উহার সহিত মিলিত হয়। এই নদীগুলি ও যে সকল নদীর নাম পরে উল্লেখ করা হইবে এইগুলি বিভিন্ন উৎস ও উপনদী হইতে পানি লাভ করে।

পাঞ্জ-এর ডান দিকে হইতে যে সকল নদী মিলিত হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপনদী হইল 'ওয়াখ্শাব' (যাহা কীযীল সূ অথবা সুরখাব নামে পরিচিত) যাহাকে 'আলী য়াযদী রচিত জা'ফার নামাহ গ্রন্থে (১৪২৪-১৪২৫ খৃ., মুদ্রণ-মুহাম্মদ ইলাহদাদ, কলিকাতা ১৮৮৭, ১৮৮৮ খৃ., ১খ., ১৭৯ প.) আমূ দারয়ার উচ্চ অববাহিকা বলা হইয়াছে, অপরদিকে ঐ অঞ্চলের বর্তমান বাসিন্দাগণ ও মধ্যযুগের ভূগোলবিদগণ পান্জকেই মূল উচ্চ অববাহিকা মনে করেন। আধুনিক যুগের ভূগোলবিদগণ আক্সূকে আমূ দারয়া আখ্যা দেওয়ার পক্ষপাতী।

আমূ দারয়ার উৎস অঞ্চল সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দী হইতে তথ্যাদি সংগৃহীত হইতে থাকে (তু. A. Schultz, Landeskundliche Forschungen im Pamir, হামবুর্গ ১৯১৬ খৃ., পৃ. ২৪-২৫; খুঁটিনাটির জন্য পামির দ্র.)। 'আরব ভূগোলবিদগণ বিষয়টি সঠিকভাবে

অনুধাবন করিতে পারেন নাই। উপরন্তু তাঁহারা নদীটির উৎসসমূহের নাম সম্পর্কে যেই সব ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও বিতর্কিত বিষয়। আল-ইস্তাখরী (পৃ, ২৯৬) ইব্ন হাওকাল ([Kramers), ৪৭৫] এমন পাঁচটি নদীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন যেইগুলির জেরয়াব নদীর সহিত মিলিত হওয়ার দরুন জায়হূন নদীর সৃষ্টি হয়। W. Barthold এই নামগুলির সহিত আধুনিক নামের যেই সমন্বয় সাধন করিয়াছেন এবং V. Minorsky-ও সাধারণত যাহার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় (দ্র. Barthold, Turkestan, পৃ. ৬৮ প.; Minorsky, হূদূদ, পৃ. ২০৮, ৩৬০; Marquart Eransohr, পৃ. ২৩৩ Wehort পৃ. ৫৩ ও Lestrange, পৃ. ৪৩৫ বিভিন্নভাবে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন)। ত্রয়োদশ শতকে এই নদীগুলোর সঙ্গম এলাকা আরহান (ইব্ন হাওকাল আরহান জা'ফার নামাহ-তে আরহাংগ) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আল-বীরূনী উহাকে হু (ব) সারা লিখিয়াছেন। আল-মাক্দিসী, পৃ.২২-তে আল-কাওয়াযিয়ান নদীকে জায়হূন নদীর উৎস বলিয়া গণ্য করেন। কুক্চা ও কুন্দূয নদীদ্বয় হইল বাম দিকের অপর উপনদী যাহার উল্লেখ 'আরবগণ করিয়াছেন (আত-তাবারী, ২খ., ১৫৯০; ইব্ন খুর্রাদাযবিহ্, পৃ. ৩৩; ইব্নুল-ফাকীহ্, পৃ. ৩২৪; ইব্ন রুস্তা, পৃ. ৯৩; Minorsky, হুদূদ, পৃ. ৩৫৩ প.), ডান দিকে ইহাতে কাফিরনিহান (২৬০ কিলোমিটার, মধ্যযুগে রামিয, ইব্ন রুস্তা, পৃ ৯৩-তে যামিল, যাহা বর্তমানে উক্ত (জায়হূন) নদীর অন্যতম উপনদী নাম এবং সুরখান (২০০ কিলোমিটার, মধ্যযুগে ও চতুর্দশ শতাব্দীতে চাগান রূয নামে পরিচিত) আসিয়া মিলিত হয়। কোন কোন ভূগোলবিদ মনে করেন, মূল জায়হূন নদী পাঞ্জাব (আধুনিক আওয়াজ, Barthold, Turkestan, পৃ. ৭২) নামক স্থানে কাফিরনিহান নদীর মোহনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মোহনার আগে (দূরত্ব ১১৭৫ কিলোমিটার) উহার সর্বশেষ (ডানদিকের) শাখা হইল সুরখান নদী। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় শীরাবাদ ও কালিফ নদীদ্বয় আমূ দারয়া পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না এবং যারাফ্শান (দ্র.) নদীর পানিও শুকাইয়া যায়। উহাও আমূ নদীর সহিত মিলিত হয় না। এইভাবে বাম দিকের অসংখ্য নদীও আমূ নদী পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে বালির মধ্যে শুকাইয়া যায়। মুরগাব (নিম্ন দিকের) নদীও ইসলামী যুগে জায়হূন নদী পর্যন্ত পৌঁছিত না। গ্রীক গ্রন্থরাজি হইতে প্রাপ্ত এই তথ্য আজও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই যে, তাহাদের যুগে এই নদী আমূ নদীতে আসিয়া মিলিত হইত (Ptlemy, vi, 10, তু. Murghab); হারীরূদ (দ্র.), Arius, কারা কুম মরুভূমিতে শুকাইয়া যাইত (Strabo, Xi, 58; Potelmy, vi, 17, তু. Pauly-Wissowa, ii, 623 f.)।

আমূ দারয়ার উপরিভাগ অঞ্চলে নিম্নে উল্লিখিত জেলাগুলি অবস্থিত ঃ ওয়াখান (পাঞ্জ নদীর তীরে) অতঃপর বাদাখ্শান (নদীর উভয় তীরে) ও শুগ্নান যাহাতে পাঞ্জ ও মুরগাব নদীর উপরিভাগ মিলিত হইয়াছে–এই মিলন স্থানের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিকে গারান (গারান) অবস্থিত এবং আরও উত্তরে দারওয়ায। আমূ দারয়া ও ওয়াখ্শ-এর মধ্যখানে গুত্তালান অবস্থিত। ওয়াখ্শ পামির অঞ্চলের (য়া'কূবী, আল-বুলদান, পৃ, ২৯০-তে ও আদ্-দিমাশ্কী ইহাকে পামির বলিয়াছেন) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাশ্ত (গারদীযী, সম্পা. নাজিম, ৩৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে এবং ইহাই সঠিক) ও কুমীয (য়া'কূবী, কামাদ)-কে স্পর্শ করিয়াছে। ওয়াখ্শ ও কাফিরনিহান নদীদ্বয়ের মাঝখানে মধ্যযুগে ওয়াশ্জির্দ (বর্তমানে ফায়দাবাদ) ও কুওয়াযিয়ান (বর্তমানে কাবাদিয়ান) অবস্থিত ছিল। সুরখান উপত্যকা চাগানিয়ান ('আরবী সাগানিয়ান) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাম দিকে বাদাখ্শান-এর পশ্চিমে তুখারিস্তান প্রদেশ অবস্থিত ছিল (প্রায় বাল্খ পর্যন্ত)। এই স্থানে আসিয়া আমূ দারয়া এক বালুময় অঞ্চলে প্রবেশ করে যাহা বর্তমান যুগের (বামদিকে) কারাকুম ও (ডানদিকে) কীযীল কুম-এর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। এইখানে আসিয়া নদীর পানির বিরাট অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অতঃপর ইহা সুগ্দিয়া (Sogdia)-র নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে খাওয়ারিয্ম-এ গিয়া পৌঁছিয়াছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এইখানে বুখারা ও খীওয়া-এর রাজত্ব ছিল। দক্ষিণ দিকে ১৮৮৬-১৮৯৩ খৃ. সীমান্ত চিহ্নিতকরণের পর হইতে আমূ নদী পামীর নদী হইতে পাঞ্জ কিল্লার নিকট দিয়া কালিফ-এর দক্ষিণে Bosaga পর্যন্ত আফগানিস্তানের ১, ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রেখার কাজ করে। ১৯২৪ খৃ. হইতে আমূ নদী দ্বারা তাজিকিস্তান-এর দক্ষিণ সীমান্তের রূপরেখা প্রণীত হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাদেশিক সীমানার সর্বশেষ সংশোধনের (১৯৩৬ খৃ.) পর হইতে নদীটি নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে তুর্কমেনিস্তান হইতে উযবেকিস্তানকে (কাবা-কালপাকিয়াসহ যাহা সম্পূর্ণ বদ্বীপটিকে ঘিরিয়া আছে) প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক মানচিত্রের জন্য দ্র. Minorsky, হূদূদ, পৃষ্ঠা ৩৩৯; Le Strange, মানচিত্র ৯ ও ১০; Atlas Istorii SSSR ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৪৯, ৬, ১২, ২৬; A Herrmann, Atlas of China, Cambridge (Mass.) ১৯৩৫ খৃ. ২৪, ৩২, ৪৯, ৬০; পরবর্তী যুগের জন্য তু. Atlas Istorii SSSR, ii, মস্কো ১৯৪৯ খৃ., ১৫, ১৭, দক্ষিণ নিম্নাংশ ১৮; বুরহানুদ্দীন খান কুশকেকী, কাত্তাগান-ই বাদাখশান, ফারসী হইতে রুশ ভাষায় অনুবাদ by A. A. Semenov, তাশকেন্ত ১৯২৬; A. Herrmann, Atlas of China, পৃ. 66 (জাতীয়তার বিভক্তি), Westermanns Atlas zur Weltgeschichte, iii, Brunswick 1953 পৃ. ১৩৪, ১৩৫।

মধ্যযুগে আমূ দারয়ার তীরবর্তী নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। তির্মিয, কালিফ, যাম্ম (কার্খী, বাম দিকে) যাহার বিপরীত দিকে আখ্শীকাছ অবস্থিত, আমূল (চার জুই, বাম দিকে) যাহার বিপরীত দিকে ফিরাব্র অবস্থিত এবং সর্বশেষে খাওয়ারিয্ম-এর বিভিন্ন নগরী অবস্থিত (তু. the articles)।

আমূ দারয়ার পানি মধ্যঅববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বাড়িয়া যায়; এপ্রিল ও মে মাসে ইহার বিস্তৃতি ৩,৫৭০ হইতে ৫,৭০০ মিটার পর্যন্ত এবং গভীরতা ১½ হইতে ৮ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জুলাই মাসে নদীর পানি আবার নামিয়া যায়। ইহার তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের ডান দিকের অঞ্চলসমূহে প্রায় বন্যার আগমন ঘটে। ফলে এইখানে প্রায়ই ঘন বনরাজি ও ঝোপঝাড়

উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলসমূহে সেচের জন্য সরাসরি নদী হইতে পানি সংগ্রহ করা হয় না, তথাপি মধ্যযুগে ইহার বাম তীরের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়া একটি সরু নদী প্রবাহিত হইত যাহার পানি কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হইত। মনে হয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে এই অঞ্চল বৃক্ষহীন প্রান্তরে পরিণত হইতে থাকে (Bartold, Turkestan, পৃ. ৮১ প.)।

নিম্ন অববাহিকা ও উহার গতি-প্রকৃতি ঃ সুদূর অতীত কাল হইতে ও পরবর্তী কালেও আমূ দার্‌য়া তাহার মধ্যঅববাহিকা অঞ্চলের আগে ও কালিফ-এর কিছু পরে যাইয়া বিভিন্ন দিকে গতি পরিবর্তন করিতে থাকে। Ptolemy-এর কথা অনুসারে কালিফ ও যাম্‌ম (কার্‌খী)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আমূ দার্‌য়া প্রায় পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া (বর্তমান যুগের বিপরীত, কেননা বর্তমানে ইহার গতি উত্তর-পশ্চিমে) কারাকূম মরুভূমিতে প্রবেশ করিত। আল-বীরূনীও কোন এক অতীত কালে নদীটির এই গতির কথা অনুমান করিয়াছেন (তু. A.Z.V. Togan, Biruni's Picture)। প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি প্রাচীন গতিপথের সন্ধান করা সম্ভব। নদীটি কার্‌খী নামক স্থান হইতে শাখারূপে বাহির হইয়া Repetek ও উচ্চ হাজ্জী-এর মধ্য দিয়া গমন করিয়া (পূর্ববর্তী) উংগুয নদীর গমন পথ ধরিয়া সোজা প্রবাহিত হইত। যেমন ১৯২৮ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে আমূ দার্‌রায় গতি দক্ষিণমুখী হইতে থাকে। সুতরাং ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ইহার গতিপথের এই পরিবর্তনকে অসম্ভব বলা যায় না। প্রাচীন ভূগোলবিশারদদের সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বর্ণনা দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে (আল-বীরূনীর বর্ণনামতে তথায় প্রাপ্ত ঝিনুকের নমুনা সত্ত্বেও) উংগুয নদীর গতিপথ সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করা প্রয়োজন। আল-বীরূনীর মতে আমূ দার্‌য়া উংগুয এক বৃহৎকায় মরু-ঝিলে গিয়া পতিত হইত এবং কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত পৌছিতে পারিত না। অন্যদিকে Strabo (xi, 50) উহার কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। যাহা হউক, খাওয়ারিয্‌ম-এর সভ্যতা যাহার পশ্চাতে রহিয়াছে দশ শতাব্দীর ইতিহাস এবং যাহার উৎকর্ষ সম্ভব হইত না যদি আমূ দার্‌য়ার পানি দ্বারা সেচকার্য না হইত। ইহাই এই কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, সেই যুগে কেবল উংগুযই আমূ দার্‌য়ার একমাত্র নিম্ন গমন পথ হইতে পারে না।

আল-বীরূনী মনে করেন, আমূ দার্‌য়ার গতিপথে কিছু বাধা ছিল বলিয়া পরবর্তী কালে উহা উংগুয নদীতে পতিত না হইয়া দুল্‌দুল্ আত্‌লাগান ও তুঈ মূয়ূন (বর্তমানে Pitnyak নদীর মোহনা হইতে ৩৮৪ কিলোমিটার দূরে)-এর মধ্যবর্তী এক সংকীর্ণ নদীমুখে (৩৬০ মিটার) পতিত হইয়া ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইত, যাহা দাহান-ই শীর (ফামূল-আসাদ বা 'সিংহ মুখ') নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এইখানেও ভূতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়, পথের বাধা অতিক্রম করিয়া নদীটির অগ্রসর হওয়ার ঘটনা কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটিয়া থাকিবে। এই নদীর দক্ষিণে নদীটি বড় বড় শাখা নদীতে বিভক্ত হইয়া যায়। খাওয়ারিয্‌ম-এর মরূদ্যান সভ্যতার বিকাশ এই সকল শাখানদীর কল্যাণেই সম্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর 'আরব ভূগোলবিদগণ তাহিরিয়্যা-কে যাহা নদীমুখের উত্তরে অবস্থিত, সেচসমৃদ্ধ অঞ্চলের দক্ষিণ সীমারূপে নির্দেশ করেন। আবার একাদশ শতাব্দীতে আরও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত (নদীমুখের উত্তরে) দার্‌গান-কে ইহার শেষ সীমা বলিতেন (বায়হাকী, সম্পা. Morley, পৃ. ৮৫৯)। খান-ই খীওয়া-র সাম্রাজ্যের সীমানা প্রথম রুশ বিজয়ের পর (১৮৭৩ খৃ.) আরও দক্ষিণে (পিতানিয়াক-এর দক্ষিণে) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান কালের সাদ্‌ওয়ার-এর বিপরীত দিকে (নদীমুখের অপর দিকে তিন ফারসাখ দূরত্বে) নদীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে গাওখারা উৎপন্ন হয় এবং সেইখান হইতে আরও পাঁচ ফারসাখ সম্মুখে কির্‌য়া অবস্থিত। এই সকল নদী ধারাবাহিকভাবে উত্তরে সুলতান উওয়ায়স দাগী-র সীমা ও উহার পূর্বে উক্ত প্রশস্ত ভূমি পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল এবং বর্তমান কালের দুর্‌তকূল (Turtkul)-এর উত্তরে যাহা কারাকালপাকিয়া প্রদেশের রাজধানী, আমূ দার্‌য়ার নিম্ন দক্ষিণাঞ্চলে ইসলামী ও তৎপূর্ববর্তী যুগে এক উন্নত সভ্যতার ভিত্তি রচনা করিয়াছিল (তু. Tolstov, in Bibl., and Khawrizm)।

এইখান হইতে আরও উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর দিকে আমূ দার্‌য়ার মূল গতিপথ যুগে যুগে বার বার পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং এখন পর্যন্ত উহা পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। সুদূর অতীদুতে আমূ দার্‌য়ার নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে অন্য কিছু ছিল কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছে। De Goeje ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পেশ করিয়াছেন, আমূ দার্‌য়া যুগে যুগে সর্বদা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া আরাল সাগরেই পতিত হইত। W. Barthold এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, মোঙ্গল জাতি ১২২১ খৃ. প্রাচীন উরগান্‌জ (দ্র.) শহর জয় করিবার উদ্দেশে নদীটির প্রধান বাঁধে ছিদ্র করিয়া উহার গতি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং নদীটি নিম্নাঞ্চলে আসিয়া সারী কামীশ-এর নদীবিধৌত ও জলাশয় এলাকা অতিক্রম করিয়া চিন্‌ক (Cink)-এর পাহাড়ী বাঁধের পূর্ব দিকে ও আরও সম্মুখে উযবুই (রুশ ভাষায় Uzboy)-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইত। এই দাবীর সমর্থনে Barthold হ'ামদুল্লাহ মুস্‌তাওফী (২১৩, অনু. ২০৬, ১১৭, অনু. ১৭০), হ'াফিজ'-ই আবরূ (দ্র. W. Barthold, Aral, পৃ. ৪৮ প.) ও জ'াহীরুদ্-দীন মার্'আশীর বর্ণনা পেশ করেন। মার'আশী (সম্পা. B. Dorn, Mohammed. Sources etc., St. Petersburg 1850, ১খ., ৪৩৬, অনু. ৪৩৬) একটি জাহাজের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা কাস্পিয়ান সাগরে উযবুই-এর মোহনা হইতে শুরু করিয়া জায়হুন পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিল। খওয়ান্‌দামীর (৩খ., ২৪৪-২৪৬, বোম্বাই-এর মুদ্রণে এই তথ্য পাওয়া যায় নাই) লিখিয়াছেন, সুলতান হু'সায়ন বায়করা, আগরিচাহ (বালখান পর্বত) হইতে আযাক (বর্তমানে আককালআ) পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং 'সাত দিন পর' আমূ দার্‌য়া অতিক্রম করেন। কিন্তু এই তথ্যের বেশীর ভাগই সন্দেহজনক। কেননা খাওয়ান্‌দামীর নিজেই তাঁহার ভৌগোলিক বর্ণনার পরিশিষ্টে সুস্পষ্টভাবেই আমূ দার্‌য়ার আরাল সাগরে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল তথ্যকে সামনে রাখিয়া De Goeje যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন তাহা Barthold-এর চিন্তাধারা হইতে অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও প্রায় সকল ইতিহাসবিদ Barthold-এর মতামত সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং Le Strange, A. Herrmann এবং যাকি ওয়ালিদী তূগান (Biruni's Picture যাহার পুনরাবৃত্তি সংক্ষেপে IA, ১খ., ৪২৩-২৬-এ করা হইয়াছে)-এর মত ইহাই যে, সুদূর অতীতে আমূ দার্য়া কাস্পিয়ান সাগরেই পতিত হইত।

Barthold (তাঁহার মত গ্রহণ করে তূগান)-এর ধারণা এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে আমূ দার্য়ার মোহনা একবার আরাল সাগরের দিকে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই ব্যাপারে তাঁহার উভয়ে ১৫৫৮ খৃ. এখানে আগমনকারী Anthony Jenkinson নামে জনৈক ইংরেজ পর্যটক (in R. Hakluyt, The Principal Navigtions etc., London 1927, ১খ., ৪৪৯) ও ৯৯০/১৫৮২ সনে এখানে আগত সায়্ফী নামে 'উছমানী বংশীয় আর এক পর্যটক (Barthold, Aral, 71; ঐ লেখক, Oroshenie, 93)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তদুপরি তাঁহারা আবুল-গা'যী (জ. ১৬০৩ খৃ.)-এর উদ্ধৃতিও দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী আমূ দার্য়ার গতি আবুল-গা'যীর জন্মের ৩০ বৎসর পূর্বে (১৫৭৩ খৃ.-এর কাছাকাছি) পরিবর্তিত হইয়াছিল। খাওয়ারিয্‌মী লেখক আগিহী ও মুনি (ঊনবিংশ শতাব্দী)-এর খীওয়া সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জী অনুযায়ী এই ঘটনা ১৫৭৮ খৃ. সংঘটিত হইয়াছিল (Barthold, Aral, পৃ. ৬৯-৭৪)। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কালে আমূ দার্য়ার আরাল সাগরে পতিত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উযবুই আমূ দার্য়ার নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল, এই প্রতিপাদ্যটি যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে উহার নিম্ন অববাহিকা সংক্রান্ত বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে (তু. A. Herrmann, Gitt noch ein Oxus-Problem? Petermans Mitteilungen, 1930, পৃ. ২৮৬ প.), তথাপি ভূগোলবিদ ও ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ সর্বদাই এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছেন (দ্র. A. S. Kes, 1. P. Gerasimov and K. K. Markov, and S. P, Tolstov, in Bibliogr.)। আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয়, আমূ দার্য়ার সাময়িকভাবে গতি পরিবর্তন করিয়া সারী কামীশ-এ পতিত হওয়া প্রমাণিত হইলেও সুদূর অতীতে কাস্পিয়ান সাগরের দিকে প্রবাহিত হওয়ার কালে উযবুই যে আমূ দারয়ার গতিপথে ছিল তাহা কখনও প্রমাণিত হয় না।

বদ্বীপ অঞ্চলে আমূ দার্য়ার বিভিন্ন শাখায় গতি পরিবর্তন এমন কোন বিষয় নয় যাহার প্রতি সুদূর অতীতে বা বর্তমানে সন্দেহ পোষণ করা যাইতে পারে। খাওয়ারিয্‌ম-এর প্রাচীন ইসলামী রাজধানী কাছ আমূ দার্য়ার গতি পরিবর্তনের দরুন ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই বিষয়ে দশম শতাব্দীর ভূগোলবিদদের বর্ণনাগুলির অনুবাদ সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা হ্রদশ্রেণীর (খালীজান) উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন রুস্‌তার ভাষায় (পৃ. ৯২) এই সকল হ্রদ কৃষ্ণ পাহাড় (চিনক)-এর পাদদেশে অবস্থিত ছিল, কিন্তু আল-ইস্‌তাখ্‌রী (পৃ. ৩০৩) ও ইব্‌ন হা'ওকা'ল (Kramers, পৃ. ৪৮০)-এর ভাষ্য অনুযায়ী আরাল সাগরে অবস্থিত ছিল। আল-মাক্‌দিসী (পৃ. ২৮৮, ৩৪৩ প.) কোন খুঁটিনাটি বিবরণ দেন নাই (তু. Barthold, Turkestan, পৃ. ১৫২; ঐ লেখক, Oroshenie, পৃ. ৮৪; ঐ লেখক, Aral, পৃ. ২২)। উরগাঞ্জ নগর (প্রাচীন) মোঙ্গলদের বিজয়ের পর 'নদীর দক্ষিণ তীরে' (দার্য়ালিক) অবস্থিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সারী কামীশ হইতে উহার বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সম্ভবত পুনরায় সেচকার্য পূর্ণ উদ্যমে শুরু হওয়ায় উহার পানি প্রয়োজন অনুসারে নেওয়া হইত। যাহা হউক, (প্রাচীন) উরগাঞ্জ পানি সরবরাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং উহার স্থান ওয়াযীর-এর শহরসমূহ (১৪৫০ খৃ. হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান দীও কাল'আ দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত) ও নূতন উরগা দখল করে। অবশেষে খীওয়ার এই প্রদেশের রাজধানী হওয়ার গৌরব লাভ ও নদীর গতির উক্ত পরিবর্তনসমূহের কল্যাণেই সাধিত হইয়াছিল। ইহার ফলে 'বদ্বীপ' (আরাল) গুরুত্ব লাভ করে। এইখান হইত এক নূতন সুসমৃদ্ধ বামদিকে প্রবাহিত খালসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় এবং (প্রাচীন) উরগাঞ্জ শহর পুনরায় তাহার অস্তিত্ব কিছুটা ফিরিয়া পায়।

আমূ দার্য়ার মোহনা অঞ্চলের লোকবসতি সম্পর্কে দ্র. খাওয়ারিয্‌ম, খীওয়া, আলান, পেচেংগ, ওগুয, তুর্কমান, উযবেক, কারাকালপাক, সার্ত।

আমূ দার্য়ার বদ্বীপ ও উহার নিম্নাঞ্চল বরফে আবৃত থাকে এবং উহা সাধারণত ডিসেম্বরের শেষভাগ হইতে মার্চ-এর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়টি আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকগণের জন্য বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল (ইব্‌ন বাত্তুতা, ২খ., ৪৫০ প., ৩খ., ১প.)। ১২৯৯ খৃ. মোঙ্গলদের নিকট হইতে পলায়নপর অবস্থায় এই বরফের শিকার হইয়া য়া'কূত (বুলদান, ১খ., ১৯২, ডিসেম্বর ১২১৯) তাঁহার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। তীব্র শীতের মৌসুমে বরফের স্তর বার ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু হইয়া থাকে। পাহাড় এলাকায় নদীর উপরিভাগ অধিকাংশ সময় বরফে জমিয়া থাকে।

আধুনিক কালে আমূ দার্য়ার গতি পবির্তন করত উহাকে কাস্পিয়ান সাগরে পতিত করাইবার কয়েকটি পরিকল্পনা আছে। ১৭১৬ খৃ. পিটার দি গ্রেট যুবরাজ আলেকজান্ডার বেকুবিচ-চে-কাস্‌কীকে (প্রকৃতপক্ষে দাওলাত কিযদেন মীর্‌যাকে, তু. Brockhaus-efron, Entiskl, Slovar, iii, 356 f.; Bol' shaya Sovetskaya Entsikl.[2], vi, 406, with referenccs) প্রায় ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত নদীপথ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃ. উক্ত পরিকল্পনা পুনর্বার পর্যালোচনা করা হয় এবং নীতিগতভাবে কার্যকর করিবার জন্য অনুমোদন করা হয়। চারজুই হইতে উন্‌গুয-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত গতিপথ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা ইহাতে সারী কামীশ-এর নিম্নভাগ ভরাট করিবার ন্যায় দুঃসাধ্য কাজের ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না (তু. A. I. Glucovskiy, Propusk vod r. Amu-Dar'i postaromuyeya ruslu v Kaspiyskoe More, St. Petersburg 1893)। বলা হইয়া থাকে, ১৯৫২ খৃস্টাব্দের ব্যাপক বন্যার পর সোভিয়েত সরকার ১৯৫৩ খৃ. এই ভয়াবহ অশান্ত নদীর গতি পরিবর্তন করত উহাকে উযবুঈ-এর একাংশ দিয়া প্রবাহিত করাইবার

পরিকল্পনা আবার হাতে নেয়। নদীটির প্রাচীন গতিপথে অবস্থিত তাশিয (Tashiz) ও তাশ (Tash) নামক স্থানদ্বয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। পানি প্রবাহের প্রধান অংশকে ১১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ খালের সাহায্যে নিম্ন উযবুঈতে পতিত করান হইবে এবং উহা কীযীল সূ (Krasnovodsk) নামক স্থানে গিয়া কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইবে। দুইটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং উহার সংলগ্ন বড় বড় হ্রদ থাকিবে যেন অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। উপরন্তু ১.৩ মিলিয়ন (১৩ লক্ষ) হেকটর (১ হেকটর ২.৪৭১ একর) তূলা উৎপাদনযোগ্য জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। এইভাবে নূতন জনপদ গড়িয়া উঠিবে। উহার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আরও দুইটি খাল তৈরী করা হইবে। এই পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়িত হইয়াছে বা কত দিনে উহার বাস্তবায়নের আশা করা যায় তাহা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণত ইসলাম-পূর্ব যুগের জন্য দ্র. (১) A. Herrmann, in Pauly-Wissowa, xviii/2 (1942), 2006-7; (২) W. Barthold, in, EI[1], s. v.; (৩) আহ'মাদ যাকী ওয়ালিদী তূগান, (এই মনীষীদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাবলী মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) আহ'মাদ যাকী তূগান-এর সাম্প্রতিককালের প্রবন্ধ আমূ দারয়া; (৪) Entsiklop. Slovar of Brockhaus-Efron, i (1890), 676 f., xxxiv (1902), 610, 742 (Uzboy, Unguz); (৫) Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya[2], ii (1950), 304-6 (with a map of river area)। ভৌগোলিক ঃ (৬) F.Machatschek, Landeskunde von Russisch-Turkestan Stuttgart 1922; (৭) Trudy Karakumskoy ekspeditsii, Leningrad 1934, iv; (৮) W. Leimbach, Die Sowjunion, Stuttgart 1950, পৃ. ১১০ প.; (৯) Th. Shabad, Geography of the USSR, New York 1951, পৃ. ৩৬৪-৪০৮ (তু. নির্ঘন্ট), Geographical geological examination of the river bed, etc, Zap Imp, Russk. Geogr. Ob-va po obshcey geogr., iv (R. E. Lenz), ix, xvii (A. V. von Kaulbaras), xiv (Zubov), xx (V. A. Obruchev, Zakaspiyskaya nizmennost'), xxxiii (A. Konshin, Raz' yasnenie voprosa o drevnem tecenii Amu-Dar'i); (১০) Trudy Amu-Darinskoy ekspeditsii, ii-iv, St. Petersburg 1877-1881; (১১) A. I. Tkhorzvskiy, Amu-Darya mezdu g. Kerki i Aral'skim Morem, st. Petersburg 1916; (১২) L. A. Molcanov, Proiskhozdenie presnovodnykh ozer Uzboya. Izv. Gos. Gidrolog. Instituta, 1929, 43-57; (১৩) A.S. Kes, Ruslo Uzboy i ego genezis, Trudy instituta geografii Ak. nauk SSSR, 1939; (১৪) I. P. Gerasimov and K. K. Marcov, Cetverticnava geologiya, Moscow 1939; (১৫) ঐ লেখক, Lednikovyy period na territorii, SSSR, Moscow Leningrad, 1939, General historical geography; (১৬) W. Geiger, Ostiransiche kultur im Altertum, Erlangen 1882 (বিশেষভাবে পৃ. ১০-৩০); (১৭) W. Barthold, Turkestan (বিশেষ করিয়া পৃ. ৬৪-৮২, ১৪ ২-৫৫); (১৮) ঐ লেখক, Istoriya Orosheniya Turkestana, St. Petersburg 1914; (১৯) J. Marquart, Eransahr, Berlin 1901; (২০) হ'দূদুল-আলাম, নির্ঘন্ট (মানচিত্রসহ); (২১) আহ'মাদ যাকী ওয়ালিদী তূগান, Biruniş Picture of the World, New Delhi 1940; (২২) S. P. Tolstov Drevniy Khoresm, Moscow 1948; (২৩) ঐ লেখক, Po sledam drevnekhorezmiyskoy tsivilizatsii, Moscow-Leningrad 1948 (জার্মান অনু. O. Mehlitz, Auf den Spuren der altchorezmischen Kultur, Berlin 1953); শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থের জন্য তু. (২৪) S. P. Tolstow, Die Arbeitsergebnisse der sowjetischen Expedition zur Enforschung des alten Choresm, Sowjetwissenschaft, Geisteswiss, Abt., 1950. 105-30 ও (২৫) B. Spuler, Chwarizms (Chorasmiens) Kultur nach S. P. Tolstovs Forschungen, Historia, 1950, 601-15; (২৬) S. P. Tolsow, Die archaol. Forschungen der Choresm- Expedition vom Jahre 1952, Sowjetwissenschaft, Geisteswiss. Abt. 1954, 267-80. আমূ দারয়ার উচ্চ অববাহিকা ঃ (২৭) J. Wood, A Journet to the Source of the River Oxus, দ্বিতীয় মুদ্রণ, লন্ডন ১৮৭২ খৃ. (With historical geographical introduction by H. Yule); (২৮) J. Markwart, Wehrot und Arang, Lieden 1938 (বিশেষত পৃ. ৫২ প., তু. নির্ঘন্ট)। আমূ দারয়া-উযুবুই সমস্যা ঃ (২৯) M. J. de Goeje, Das alte Bett des Oxus, Lieden 1875; (৩০) Barthold, Svedeniya ob aral'skom more i nizovyakh Amudar'i, Tashkent 1902 (in German; Nachrichten uber den Aralsee und den unteren Lauf des Amudarja. Leipzig (1910); (৩১) V. Lokhtin, Reka Amu-Dar'ya i eya drevenee soyedinenie s Kaspiyskim Morem, St. Petersburg 1879; (৩২) Le Strange, 433-45, 455-58 ও নির্ঘন্ট; (৩৩) D. D. Bukinic. Starye rusla Oksa i amu-dar'insksya problema, Moscow 1906; (৩৪)

A. Herrmann, Alte Geographie des unteren Oxus-gebietes (Abh. G. W, Gott., N. F, xv/4), Berlin 1914; (৩৫) F. Kolacek, Etait l'Ouzboi Pendant les temps historiques un ancien lit de l'Amou-Daria?, Spisy vydavane Prirodovedeskon fakultetou Masarykovy University, 1927 (মানচিত্রসহ); (৩৬) W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, 1938, পৃ. ৪৯১-৪৯৩।

B. Spuler, সম্পাদক মণ্ডলী দ্বারা সংক্ষেপিত (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

'আমূদ (عمود) ঃ (আ) অর্থ ঃ তাঁবুর খুঁটি, সুতরাং একই প্রস্তর খণ্ড হইতে তৈরী স্তম্ভ বিরল ক্ষেত্রে নির্মিত স্তম্ভকেও বুঝায়। মুসলিম স্থাপত্যে, বিশেষত তাহাদের ধর্মীয় ইমারতসমূহে মসজিদ ও উপাসনাগৃহকে বিভিন্ন কক্ষে বিভক্তি ও মসজিদের আঙ্গিনা পরিবেষ্টিত ছাদবিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণের জন্য স্তম্ভের ব্যবহার করা হয়। ঐই ধরনের উপাসনাকক্ষ ও ছাদবিশিষ্ট রাস্তার ন্যায় স্তম্ভও গ্রীক স্থাপত্যের উত্তরাধিকার বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, বিশেষত এই কারণে যে, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা ও স্পেনের প্রাথমিক যুগের মসজিদসমূহের স্তম্ভগুলি ব্যবহৃত উপাদান দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তবুও প্রাথমিক অবস্থায় কমবেশি প্রাচীন নমুনাসমূহের অনুকরণের যুগ শেষ হইবার পর এমন একটি যুগের সূচনা হয় যখন ইসলামী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তম্ভ তৈরীর কাজ শুরু হয় এবং তাহা তুলনামূলকভাবে সাদাসিধা ধরনের ছিল। এই সকল স্তম্ভের মূলদেশ ও শীর্ষের মধ্যবর্তী অংশ প্রাথমিক যুগের স্তম্ভের ন্যায় কোনরূপ অর্ধবৃত্তাকার উন্নত উপরিভাগবিশিষ্ট (convex) ছিল না এবং উহাদের ব্যাস পূর্ণ দৈর্ঘ্যে একই রকমের ছিল। উহাদের আকৃতি সাধারণত গোলাকার অথবা বহু কোণবিশিষ্ট হইত। স্তম্ভের শীর্ষদেশ বিভিন্ন আকারের হইত যাহাকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই উভয় শ্রেণীই সম্ভবত করিন্থীয় স্তম্ভ শীর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণীতেই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

প্রথম শ্রেণীতে সেই সকল স্তম্ভশীর্ষ রহিয়াছে যাহার ঘণ্টার ন্যায় ফুল (Herzfeld) সম্ভবত প্রাচীন মিসরের স্তম্ভের পদ্মফুলের কলির স্তবক হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকারের স্তম্ভশীর্ষ ৩য় /৯ম শতাব্দীর সামাররা ও রাক্‌কায় অবস্থিত 'আব্বাসী অট্টালিকাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর এই স্তম্ভশীর্ষ অনেকখানি নূতন আঙ্গিকে কায়রোর তূ'লূনী বংশের অট্টালিকাসমূহে (৩য় /৯ম শতাব্দীর শেষভাগ) দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার প্রচলন মিসরে বুরজী ও চারকাসী মামলূক আমলেও অব্যাহত থাকে। উহাদের ভিত্তিমূল একই ধরনের, তবে বিপরীতমুখী। ঘণ্টার আকৃতির ন্যায় এই স্তম্ভশীর্ষ ইরানেও দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ইট ও টালির অট্টালিকাতে প্রকৃত স্তম্ভের খুব কমই অবকাশ আছে। এই স্তম্ভশীর্ষ কাঁসা অথবা চীনা মাটির মেহরাবের ছোট ছোট নকল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তম্ভশীর্ষের আকৃতি অনেকখানি করিন্থীয় করবেল (corbel)-এর ন্যায়। ইহা শেষোক্তটির এক সরল সংস্করণ যাহাতে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্য ও উহার নানাবিধ আকৃতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা বেশীর ভাগ পাশ্চাত্যের ইসলামী অট্টালিকাসমূহে পরিলক্ষিত হয়। ৩য় /৯ম শতাব্দীতে আল্-কায়রাওয়ানে স্তম্ভের এইরূপ শীর্ষ বর্তমান ছিল যাহা কিব্‌তী নিদর্শনের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। উহাতে চারিটি চ্যাপ্টা পাতা এক নিম্ন স্থানে মিলিত হইয়া আঙটার ন্যায় ভিতর দিকে মোড় নিয়াছে। উহা হইতে ঐ অঞ্চলেই ৪র্থ /১০ম শতাব্দী ও ৫ম /১১শ শতাব্দীর ফাতিমী স্তম্ভশীর্ষের উদ্ভব হয়, যাহাতে ফুল ও পাতার মধ্যে কারুকার্যখচিত ছিল এবং যে স্তম্ভের উপর উহা নির্মিত হইত তাহাও হইত নানা কারুকার্যময়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে ও তৎপরবর্তীকালে তিউনিসীয় স্তম্ভশীর্ষও একই রূপ ছিল। প্রায় এই সময়ে স্পেনের উমায়্যা বংশীয়দের স্মৃতি অট্টালিকাসমূহকে এইরূপ শীর্ষস্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত করা হইত যাহাতে প্রাচীন আমলের উভয় প্রকারের অর্থাৎ করিন্থীয় ও মিশ্র নিদর্শন বিদ্যমান থাকিত। ঐগুলি উপরের দিকে গোল হইয়া যাইত; যথা কর্ডোভার জামে' মস্‌জিদে অথবা উহাতে গভীর দাগ খোদাই করা হইত; যথা মাদীনাতুয্-যাহ্‌রাতে (৪র্থ / ১০ম শতাব্দীর শেষার্ধ)। ইহা সেই সকল মনোরম ও বিভিন্ন প্রকারের স্তম্ভশীর্ষের প্রকৃত নিদর্শন যাহা সারাকুস্‌তা (Saragossa)-র কা'স্‌রুল-জাফারিয়্যা (৫ম /১১শ শতাব্দী), তীন্‌মাল ও মরক্কোর আল্-মুওয়াহ্‌'হিদূন-এর মসজিদগুলিতে নির্মিত হইয়াছিল (৬ষ্ঠ শতাব্দী/১২শ শতাব্দী)। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে স্পেনীয় মরক্কোর স্তম্ভশীর্ষ নির্মিত হইতে থাকে যাহার নীচের অংশ ছিল বেলুন সদৃশ এবং উপরের অংশ সমান্তরাল বাহুসমূহ সম্বলিত ছিল। উহাকে করিন্থীয় corbel-এর এক উন্নত রূপ বলা যাইতে পারে যাহা ইসলামের প্লাস্টিক (plastic) ভাস্কর্যের ধারণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং উহার যুক্তিসঙ্গত ফলও বটে। উত্তর আফ্রিকার মসজিদ ও মাদ্‌রাসাসমূহে ও গ্রানাডার আল্-হ'ামরা প্রাসাদে বিভিন্ন শ্রেণীর স্তম্ভশীর্ষ পরিলক্ষিত হয়। আল্-হ'ামরার কিছু কিছু স্তম্ভশীর্ষ চুনা অথবা লবণের ঝুলন্ত দণ্ডসমূহের শাখার (stalactites) ন্যায়ও রহিয়াছে যাহা সম্ভবত ইরানী স্তম্ভশীর্ষের নকল রূপ।

G. Marcais (E. I.[2] দা.মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

'আমূর (عمور) ঃ (জাবাল), দক্ষিণ আলজিরিয়ার একটি স্তূপ পর্বত। এই অঞ্চলে বসবাসকারী একদল লোকের নামানুসারে 'আমূর পর্বতসমূহের নামকরণ করা হয়। ইহা আলজিরিয়ার সাহারীয় আটলাস কুসূর পবর্তশ্রেণী ও আওলাদ নায়ল (Ouled Nail)-এর অংশবিশেষ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩,৯০০ ফুট উচ্চ এই পর্বতচূড়াসমূহ ওরান পর্বতের শৃঙ্গসমূহ (৩,২৭৫-৩,৯০০ ফুট) হইতে কিছুটা উপরে উঠিয়া সরাসরি সাহারা পার্বত্যাঞ্চলের (২,৯৭৫-৩,২৭৫ ফুট) পাদদেশে নামিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত এই পর্বতরাজির মাঝখানে সমতল ভূমির উপর দিয়া জলধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং বৈসাদৃশ্যরূপে মাঝে মাঝে গভীর উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে যাহা আল-জা'দা খাড়া ঢালু মালভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উচ্চতার দরুন অঞ্চলটিতে তীব্র শীতকাল, নাতিশীতোষ্ণ গ্রীষ্মকাল ও তুলনামূলকভাবে বৃষ্টিপাতের হারও অধিক। ফলে আমূর পর্বতশ্রেণী, বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিম এলাকা (৪৯২০-৫৫৭৫ ফুট) ও আল-জা'দা (৩৯৩৫-৪৫৯০ ফুট) এখনও বনে আবৃত। এই বনরাজি

প্রধানত চিরহরিৎ গুল্ম জাতীয়। ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদকুল এই পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলের ঢালু এলাকায় আলফার ন্যায় যে সমস্ত তৃণ অধিক জন্মে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। বেশ পূর্ব হইতেই বসতিপূর্ণ, শিলাচিহ্নিত ও দ্রাক্ষালতায় আবৃত পর্বতচূড়ার এই জাবাল 'আমূর দীর্ঘকাল ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অবহেলিত রহিয়া গিয়াছিল। রাশীদ বার্বারগণই সর্বপ্রাচীন অধিবাসী হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিজেদের গোত্রের নামানুসারে পর্বতশৃঙ্গমালার নামকরণ করে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে সাহারার আরবীয় যাযাবরগণ এই অধিবাসীদের স্থান দখল করে। আমূরবাসীরা সম্ভবত আংশিকভাবে এই পর্বত এলাকায় বসবাস স্থাপনকারী হিলালীয় বংশোদ্ভূত ও জাবাল রাশীদ নামটির স্থলে জাবাল 'আমূর নামটি প্রচলিত হয়।

'আমূরের গ্রামগুলিতে (কসূর) কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনের ব্যাপকতা যে বর্তমান সময় হইতে অনেক বেশী ছিল, এইরূপ অসংখ্য চিহ্ন আজও সেখানে বিদ্যমান। জাবাল 'আমূর মূলত একটি গ্রামীণ পার্বত্য অঞ্চল। মেষ ও ছাগলের পাল অঞ্চলের উত্তর হইতে দক্ষিণে চরিয়া বেড়ায় এবং অধিবাসীরা তাঁবুতে বসবাস করে। তাঁবুগুলি অনেক সময়ই বৃষপৃষ্ঠে বাহিত হয়। 'আমূরবাসীরা চমৎকার কার্পেট তৈরি করে। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র আফ্লু (Aflou) চারিটি বিদ্যমান গ্রামকে উপেক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Derrien, Le Djebel Amour (Bull. de la Soc, de geog. d'Oran, ১৮৯৫ খৃ.); (২) Cauvet, Le Djebel Amour (Bull. de la Soc. de geog. d'Alger, ১৯৩৫ খৃ.); (৩) L. Golvin, Les Tapis algeriens, Algiers ১৯৫৩ খৃ.; (৪) J. Despois, Pasteurs et villageois du Djebel Amour.

G. Yver [J. Despois] (E.I.2)/শাহাবুদ্দীন খান

আমূরীম ঃ (দ্র. আম্মূরিয়্যা)

'আমুল-ফীল (عام الفيل) ঃ অর্থাৎ হাতীর বৎসর ('আম-বৎসর, ফীল-হাতী)। ইয়ামানের হিম্য়ারী নৃপতি যূ-নুওয়াস আবিসিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হইলে (৫২৩-৫২৫ খৃ.) ইয়ামান আবিসিনিয়ার একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। নাজ্রানের খৃস্টানদের প্রতি বাদশাহ যু'-নুওয়াস (যিনি ছিলেন য়াহূদী, ভিন্নমতে মুশরিক) অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া আবিসিনিয়ার খৃস্টান রাজা নাজাশী (নাম কালেব এলা আস্বেহা, উপাধি নাজাশী, পি. কে. হিট্টি, ৬২) ইয়ামানে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইয়ামানের হাবশী শাসনকর্তা আবরাহা (দ্র.) রাজধানী সান্'আয় (কালীস কুলায়স নামে) একটি বৃহৎ গির্জা নির্মাণ করে। খৃস্ট ধর্মের প্রতি 'আরবদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার এবং মক্কার পবিত্র কা'বার (যেইখানে আরবের সকল এলাকার লোকজন প্রাচীনকাল হইতে হজ্জ পালনের উদ্দেশে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হইত) মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবার উদ্দেশে সে 'আরব গোত্রদেরকে এই গির্জায় আসিয়া উপাসনা করিতে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশে তাহাদের অনেকে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়। ফলে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি গির্জায় মলত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আবরাহা এই সংবাদে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং কা'বাগৃহের ধ্বংস সাধন করিয়া 'আরবদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করে। এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবরাহা (৫৭০ খৃ.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। উক্ত বাহিনীতে ১৩টি হাতী (আফ্রিকা হইতে আনীত) ছিল। তাই ইতিহাসে এই বাহিনী হস্তী-বাহিনী (আস'হাবুল-ফীল, কুরআন ১০৫ ঃ ১) নামে পরিচিত। 'আরবদেশে হাতী পাওয়া যাইত না, তাই সেই বাহিনীতে হাতীর উপস্থিতি 'আরব জনমনে কৌতূহল ও ভীতির সঞ্চার করে। এই স্মরণীয় ঘটনার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আরবগণ এই বৎসরকে হাতীর বৎসর ('আমুল-ফীল) বলিয়া অভিহিত করে। আল-কু'রআনের সূরাতুল-ফীল-এ এই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, 'তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী বাহিনীর প্রতি কি করিয়াছিলেন? .... অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।' এই ঘটনা মুহাররাম মাসে সংঘটিত হইয়াছিল (ইব্ন হিশাম, ১/১ খ., ১৫৮, টীকা ৪)। এই ঘটনার ৫০ দিন পর রাবী' উল-আওওয়াল মাসে মক্কায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জন্ম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, সীরা, মিসর তা. বি. ১/১ খ., ৪৩-৬১, ১৫৮; (২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, মিসর তা. বি., ২খ., ১৭০-৭৬; (৩) ঐ লেখক, তাফসীর, সূরাতু'ল-ফীল; (৪) P. K. Hitti, History of the Arabs. London 1949, p. 62, 64.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াত, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৯০-৯২, ১০০; (৬) যামাখ্শারী, কাশশাফ, বৈরূত, তা. বি., ৪খ., ২৮৫।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আমূল (آمول) ঃ দুইটি শহরের নাম; (১) পূর্ব মাজানদারান সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হারহায নদীর পশ্চিম তীরে কাস্পিয়ান সাগরের ১২ মাইল দক্ষিণে ইহার অবস্থান। বিশিষ্ট প্রাচীন লেখকদের মতে এই জেলায় মার্দই ('আমারদ ই)-এর বাসস্থান ছিল। (আমূল হয়ত প্রকল্পিত= Hypothetical) প্রাচীন ফার্সী Amardha-এর আধুনিক নাম। ইব্ন ইস্ফানদিয়ার (তারীখ-ই তাবারিস্তান, তেহ্রান ১৯৪১ খৃ., ৬২ প.)-এর মতে আমূলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দায়লামী সরদারের কন্যা ও বাল্খের বাদশাহ ফীরূয-এর স্ত্রী আমূলা। কিন্তু হ'াম্দুল্লাহ্ মুস্তাওফীর (নুয্হাতু'ল-কুলূব, ১৫৯) মতে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদ্শাহ তাহ্মূরাছ; কিন্তু এইগুলি কাহিনীমাত্র। সাসানী আমলে জীলান (বর্তমান গিলান)-সহ আমূল জেলা গ্রীক Nestorian বিশপের অধিকারভুক্ত এলাকায় পরিণত হয় (ZDMG, xliii, 407)। শহরটি শাহ্নামা গ্রন্থেও কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে। মুস্লিম আমলে আমূল বিখ্যাত শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আত-তাবারী ও বিখ্যাত আইনবিদ আবুত-ত'ায়্যিব আত-তাবারী এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। একজন বেনামী গ্রন্থকার তাঁহার হু'দূদুল-'আলাম (১৩৪,১৩৫) গ্রন্থে আমূলকে একটি বড় শহর ও তাবারিস্তানের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা তখন ছিল খুব সমৃদ্ধ এবং বহু ব্যবসায়ী ও জ্ঞানীদের বাসস্থান। তখন এই শহরে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এবং আশেপাশের এলাকাগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর ফলমূল উৎপন্ন হইত। ইব্ন হ'াওক'াল মন্তব্য করেন যে, আমূল কায্বীন অপেক্ষা বৃহত্তর।

৪২৬/১০৩৫-৩৬ সালে গায্নার সুলতান মাহ্‌মূদের পুত্র মাস্‌'উদ ও ৩৫০ বৎসর পর আবার তীমুর কর্তৃক আমূল শহর ভূলুণ্ঠিত হয়। ১৬২৮ খৃ. Thomas Herbert এই শহর সফর করিয়া ইহাকে 'ফলপূর্ণ ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত' বলিয়া উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন, "ইহাতে খুব নিকৃষ্টরূপে নির্মিত নহে– এইরূপ তিন সহস্র গৃহ" রহিয়াছে (A Relation of a Journey begun in 1610, London 1632 খৃ., 106-7) আমূল কয়েকবার ভূমিকম্পে ও বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সকল ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও ইহা এখনও উল্লেখযোগ্য শহর। আধুনিক আমূল প্রাচীন শহরের সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত যাহাতে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

পোড়া ইটের ঘর ও উহাদের লাল টালির ছাদসহ আমূল শহরকে চমৎকার ছবির মত দেখায়। শহরটি হারহায নদীর পূর্বতীরস্থ ইহার শহরতলীর সহিত ১২ খিলানবিশিষ্ট সুন্দর সেতুর সাহায্যে সংযুক্ত। কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ক্ষুদ্র বন্দর মাহমূদাবাদের সহিত কয়েকটি সড়কের সাহায্যে ইহা যুক্ত। পূর্বে বারবুল (বারফুরশ) ও পশ্চিমে Calus ও Rasht-এর সহিত ইহার সড়ক যোগযোগ রহিয়াছে। ১৯৪১ খৃ. আমূলের লোক সংখ্যা ছিল ১৪,১৬৬ (কিন্তু বৎসরের বিভিন্ন মৌসুমে লোক সংখ্যার তারতম্য ঘটে, গ্রীষ্মকালে বহু লোক গরম ও মশার উপদ্রবে শহর ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে চলিয়া যায়)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, ১খ., ৬৮; (২) Le Strange, 370; (৩) Sir W. Ouseley, Travels in various countries of the East, London 1819, 296-316; (৪) B. Dorn, Auszuge aus muhammed. Schriftstellern betreffend die Gesch und Geogr. der sudl. Kustenlander des kaspischen Meeres, St. Petersburg 1958, 382; (৫) F. Spiegel, Eranische Altertumskunde, Leipzig 1871, i, 70; (৬) E. Reclus, Nouv. geogr. univ., ix, 235,237; (৭) Pauly-Wissowa, s.vv. Amardoi and Amarusa; (৮) H. L. Rabino, Mazandaran and Astarabad, London 1928, 33-40,

L. Lockhart (E.I.[2])/এ.এইচ.এম রফিক

(২) ৩৯°৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৬৩°৪১ পূর্বে অবস্থিত শহর, Oxus (আমূদারয়া)-র বাম তীরে গ্রীনিচের তিন মাইল দূরে ইহার অবস্থান। (আরবী) মধ্যযুগে আমূল বৃহৎ প্রদেশ খুরাসানের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে ইহা চারজ্ (Cardju) বা চারজুই (Cardjuy) নামে সোভিয়েট ইউনিয়নের তুর্কমেনিস্তানের অন্তর্গত। যদিও ইহার চতুর্দিক মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু এককালে ইহা মরুভূমির কাফেলা (Caravan) বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। কারণ ইহার অবস্থান খুরাসানের সহিত Transoxiana ও খীওয়া (Khiwa)-এর সংযোগ সড়কের সংগম স্থলে। সামানী ইসমা'ঈল ২৮৭/৯০০ সালে আমূলের নিকটে 'আলী সমর্থক মুহাম্মাদ ইবন বাশীর ও তাঁহার সেনাবাহিনীকে ছত্রভংগ করেন। মোঙ্গলদের আক্রমণ ও তীমূরের অভিযান সংক্রান্ত বর্ণনার বিভিন্ন সূত্রে বারংবার এই শহরের উল্লেখ দেখা যায়। আমূল নামটি (১ নং-এ আমূল নামের মত) সম্ভবত 'মারদ-ই'র সহিত সংযুক্ত, বিশেষত উহার পূর্ব শাখার সহিত (তু. Pliny vi, 47)। য়া'কূত বলেন, ১ নং আমূল শহরের নাম হইতে ইহাকে পৃথক করার জন্য কোন কোন সময় নামের সহিত পরিচায়ক শব্দ যুক্ত করা হয়। যেমন য'াম (তু. যেমন বালাযু'রী, সম্পা. de Goeje, 410 and 420) অর্থাৎ য'াম-এর নিকটবর্তী আমূল (আধুনিক Kerki,) যাহা আমূলের ১২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অথবা আমূল জায়হূ'ন অর্থাৎ জায়হূ'নের (Oxus) তীরবর্তী আমূল অথবা বলা হয় আমূল আশ-শাত্ত্ অর্থাৎ নদী তীরবর্তী আমূল। ইতিপূর্বে মধ্যযুগ হইতে এই শহরের আরও একটি নাম অর্থাৎ আমূয়া (Amuya) [তু. বিশেষত আল-বালাযুরী, ৪১০; য়া'কূত, ১খ., ৩৬৫] অথবা আমূ (য়া'কূত, ১খ., ৭০), শেষোক্ত নামটি সম্ভবত আমূলের একটি কথ্য রূপমাত্র। ইহা হইতে (Oxus)-এর মধ্যযুগীয় নাম আমূ দারয়া (আমূর নদী) হইয়াছে। আরও প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত আমূয়া আমূ হইতে উদ্ভূত, ইহা Oxus-এর আদি নাম, আধুনিক নাম চারজুই (Cardjuy) অর্থাৎ চারি স্রোতধারা যাহা Oxus নদী পারাপারের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পায়ে চলা পথের (ford) প্রতি ইঙ্গিত করে। বর্তমানে পশ্চিম দিকে মার্ব (Marw) ও Krarsnovodsk-এর সহিত ও উত্তর-পূর্ব দিকে বুখারা, সামারকান্দ ও তাশখন্দের সহিত চারজুই-এর রেল যোগাযোগ রহিয়াছে। রেলপথের জন্য শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে Oxus নদীর উপর একটি দীর্ঘ সেতু আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, ১খ., ৬৯, ৭০, ৩৬৫; (২) Le Strange, 403 f, 434; (৩) Marquart, Eransahr n, d, Geogr, d. Pseudu Moses-Xorenao'i, Berlin 1901, 136, 311; (৪) ঐ লেখক, Untersuchungen zur Gesch, von Eran, Leipzig 1895, ii, 57।

M. Strec (E. I.[2])/এ. এইচ. এম. রফিক

তীমূরীদের সময় হইতেই চারজুই শহর বর্তমান নাম ধারণ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ৯০৩/১৪৭৭-৮ সালের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বাবুর (বাবুরনামা, ed. Beveridge, f. 58) চারজুইতে (gardju guzari) এই নদী অতিক্রমের কথা উল্লেখ করেন। ৯১০/১৫০৪ সালে তিনি চারজু দুর্গ উযবেকদের নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য হন (in মুহ'াম্মাদ স'ালিহ' শায়বানী নামাহ (Melioranski), 197; চারজুই কালআসী in Bana'i's Persian Shaybani-nama, quoted by Samoilovic, Zap. Vost. Otd, Arkh. Obshc. xix. 173ঃ কালআয়ি চারজুই)। মধ্যযুগে যেমন ছিল, উযবেকদের আধিপত্যকালেও আমূ দারয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারাপারের পর ছিল চারজুইতে। এই উদ্দেশে সর্বদা এইখানে নৌকা প্রস্তুত রাখা হইত। কোন কোন সময় বড় সেনাবাহিনীর পারাপারের জন্য নৌ-সেতু নির্মাণ করা হইত। উদাহরণস্বরূপ, একবার ১১৫৩/১৭৪০ সালে নাদির শাহের সেনাবাহিনীর জন্য করা হইয়াছিল। যাহা হউক, যতদূর জানা যায়, এই আমলে চারজুই যে একটি বড় শহর ছিল, এমনকি কোন রাজপুরুষ বা

উল্লেখযোগ্য গভর্নর এইখানে বাস করিয়াছেন বলিয়া কোনও সূত্রে উল্লেখ নাই (তু. Burnes, Travels, iii, 7ff. [১৮৩২ খৃ. সনে শহরটি পরিদর্শন করেন]; J. Wolff, Narrative of a Mission to Bukhara, 1844, 162ff. অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য [Mushketow, Turkestan, St. Petersburg 1886, 606ff. (visit of 1878)]। ১৮৮৪ খৃ. মার্ব-এর তুর্কমেনগণ রুশদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। পুরাতন পান্থ সড়কের স্থলে রেলপথ নির্মিত হয়, যাহা ১৮৮৬ খৃ. আমূ দারয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে চারজুই-এর গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই শহরে বুখারার একজন বেগ বাস করিতেন এবং বিপ্লবের পূর্বে ইহার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,০০০।

পুরাতন চারজুই হইতে ১০ মাইল দূরে আমু দারয়া রেল স্টেশনের কাছে, বুখারার আমীর যে জায়গাটি রুশ সরকারের নিকট ছাড়িয়া দেন সেইখানে একটি নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে একজন রুশ সেনাধ্যক্ষের দফতর ছিল। ১৯১৪ খৃ. ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৪ হইতে ৫ হাজার। চারজুই হইতে বুখারা ও তাশখন্দের মধ্যে রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করিবার জন্য ১৯০১ খৃ. আমূ দারয়ার উপর একটি সেতু নির্মাণ করা হয়।

নূতন চারজুই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং ১৯২৪ খৃ. হইতে একটি শিল্পকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৬ খৃ. ইহার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩,৯৫৯ হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল ৮০৬৯ জন রুশ, ৮৪৬ জন আর্মেনিয়ান, ৫২৫ জন উযবেক ও মাত্র ৪৮৫ জন তুর্কমেন। ১৯৩৩ খৃ. লোক সংখ্যা হয় ৫৪,৫০০, কিন্তু তুর্কমেনগণ সর্বদাই ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দল। ১৯৫৫ খৃ. ইহা ছিল তুর্কমেনিস্তান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় শহর এবং কিছুকাল যাবৎ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দর পূর্বে) ইহাকেই তুর্কমেনিস্তানের রাজধানীতে পরিণত করার প্রস্তাব ছিল। ১৯৩৯ সালের ২১ নভেম্বর হইতে নূতন চারজুই শহরটি একই নামে পরিচিত oblast জেলার প্রধান শহর হিসাবে গণ্য। ইহা একটি আধুনিক শহর; সরল রেখাবদ্ধ (rectilinear) নকশার ভিত্তিতে নির্মিত এবং ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা ২০০,০০০-এ দাঁড়াইবে, সেইভাবে শহরটি পরিকল্পিত। এইখানে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র। রেল (Krasnovodsk-Tashkent ও Cardjuy-Kungrat রেল লাইন) সড়ক (the Cardjuy-Khiwa মোটর সড়ক) ও নদী, যাহা আমূ দারয়া Termez (Tirmidh) হইতে আরাল সাগর পর্যন্ত নাব্য।

নূতন চারজুই শহরসীমার ৫ মাইল দূরে অবস্থিত পুরাতন চারজুই (বর্তমান নাম Kaganovicesk) একটি ক্ষুদ্র শ্রমিক শহর হিসাবে এখনও প্রাচীন ঐতিহ্য ধারণ করিয়া আছে। ১৯৩১ খৃ. ইহার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২০৪২। ইহারা প্রধানত Salor উপজাতিভুক্ত তুর্কমেন ও উয্বেক।

১৯৩৯ সালের ২১ নভেম্বরে সৃষ্ট তুর্কমেনিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চারজুই ঝিলা (oblast')-র মোট আয়তন ৩৬০০০ বর্গমাইল। চারজুই মরূদ্যান যাহা আমূ দারয়া হইতে কারাকুম মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত, এই জেলার কেন্দ্র। ইহা একটি সমৃদ্ধ কৃষি এলাকা (রেশম চাষ, উদ্যান পালন, তুলা চাষ, আংগুর চাষ, কারাকুল মেষ প্রজনন)।

A Bennigsen (E. I.²)/ এ. এইচ. এম. রফিক

আমেদ্জী (آمدجى) ঃ 'উছমানী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা। তানজীমাত-এর পূর্বে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাঈসুল-কুত্তাব-এর লিখিত প্রতিবেদনের অনুলিপি তৈরি করিতেন এবং ছোটখাট বিষয়ের উপর প্রতিবেদনের খসড়া রচনা করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি রাঈসুল-কুত্তাবের দফতরের সহিত সম্পর্কিত করণিকের সব দায়িত্বই পালন করিতেন। অধিকন্তু তিনি রাষ্ট্রদূতের ও রাঈস এফেন্দীর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে উপস্থিত থাকিতেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিতেন। বেলিক্জি (Beylikdji)-র মত তিনি খাওয়াজাগান্লিক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই পদটির নাম ও উৎস ফার্সী শব্দ 'আমাদ' (آمد) হইতে উৎসারিত; 'আমাদ' অর্থ 'আগত', 'লব্ধ'। নবনিযুক্ত সামরিক কর্মচারীবৃন্দের তীমার ও যিআমেতের জন্য রাঈসুল-কুত্তাবকে দেয় অর্থের প্রাপ্তি স্বীকারের দলীল বুঝাইতে আমাদ শব্দটি ব্যবহৃত হইত। যে ব্যক্তি এই দলীল তৈরি করিতেন তাঁহাকে 'আমেদজী' বলা হইত এবং এই দলীলাদি তৈরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী যে প্রতিষ্ঠানে পালিত হইত তাহাকে 'আমেদী' বলা হইত। আমেদী কাতিবি (আমেদীর সচিব) ও আমেদী কালেমী (আমেদী বিভাগ), এই শব্দগুলিও প্রচলিত ছিল। এই পদটি সম্ভবত খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পর সৃষ্টি হয়। তানজীমাতের পর আমেদ্জী পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আমেদী-ই দীওয়ান-ই হুমায়ুন নামেও পরিচিত হয়। ইহার কাজ ছিল সাদারাতের নিকট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত দলীলাদির অনুলিপি তৈরি করা। সাদার-ই আজাম বা মন্ত্রী পরিষদের প্রস্তাবনার পর ইহাকে বাদশাহের অনুমোদন লাভ করিতে হইত। যেই সকল দলীলের বেলায় এই নিয়মাবলী পালন করিতে হইত না, সেই ক্ষেত্রে তাঁহার দায়িত্ব ছিল এইগুলির সংশোধন করা, তালিকাভুক্ত করা ও প্রধান গৃহ সরকারের নিকট প্রেরণ করা এবং অপর দিকে সাদারাতের গোচরে আনীত রাজকীয় রায়সমূহ তালিকাভুক্ত করা। আমেদ্জী সচিবগণের তদারক করিতেন। সচিবদের দায়িত্ব ছিল মন্ত্রী পরিষদের কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা। আমেদজী সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন; সাদারাতের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় সংবিধানের ঘোষণার পর 'আমেদী-ই দীওয়ান-ই হুমায়ুন' নামটির পরিবর্তে 'সচিবালয় পরিষদ' ও 'দোভাষী বিভাগ' প্রবর্তিত হয়। ইহা একই কর্মকর্তার অধীনে ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে (১৯১২ খৃ.) পূর্বের নামটিই পুনরায় চালু হয় (দ্র. I. A.-তে, M. Tayyib Gokbilgin-এর প্রবন্ধ)।

M. Tayyib Gokbilgin (E.I.²)/পারসা বেগম

আমেনোফিস (امينوفس) ঃ বা আমেনহোটেপ্ (Amenophis or Amenhotep) প্রাচীন মিসরের ১৮শ রাজবংশের কতিপয় রাজার নাম। ইহাদের উপাধি ফির'আওন। ১ম আমেনোফিস্ আনু. ১৫৫৭ খৃ. পূ., স্বীয় পিতা ১ম আমেসিস-এর উত্তরাধিকারী। তিনি নীলনদের দ্বিতীয় জলপ্রপাত পর্যন্ত রাজ্যের দ. সীমা সম্প্রসারণ ও সিরিয়া আক্রমণ করেন। ২য় আমেনোফিস পিতা ৩য় থাটমোযের পর সিংহাসন লাভ (১৪৪৮ খৃ. পূ.) করেন এবং ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজ্য অটুট অবস্থায় রাখেন। ৩য়

আমেনহোটেপ্ পিতা ৪র্থ থাটমোযের (আনু. ১৪১১ খৃ. পূ.) পরবর্তী রাজা। তাহার রাজত্বকাল সমৃদ্ধির গৌরবময় যুগ ও অনেকাংশে শান্তির ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। তাঁহার পুত্র ইক্‌নাতন উত্তরাধিকারী হিসাবে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুনজিদ, বৈরূত তা.বি, (ফিল-আদাব ওয়াল-'উলূম, পৃ. ৩৭); (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৯৮।

আমেনেমহেট (امينمهات) ঃ Amenemhet) প্রাচীন মিসরীয় ১২শ রাজবংশসম্ভূত রাজাগণ। তাঁহারা ইতিহাসে তাঁহাদের উপাধি ফিরআওন দ্বারা সাধারণত পরিচিত। ১ম আমেনেমহেট, মৃ. ১৯৭০ খৃ. পূ., সিংহাসন দখল করিয়া শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রায়ত্ত ও অভিজাতদের অধিকার খর্ব করেন। ৩য় আমেনেমহেট, মৃ. ১৮০১ খৃ. পূ., ৩য় মিসস্‌ট্রিসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি পানি সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেন। তাঁহার সময়ে নীল নদের পানির উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (Nilometer) স্থাপিত হয় এবং ফাইউম অঞ্চলের বহু সহস্র একর পতিত জমি উদ্ধার করা হয়। ৪র্থ আমেনেমহেট, মৃ. ১৭৯২ খৃ. পূ.; ইহার আমলে এই রাজবংশের শক্তি হ্রাস পায়। তাহার পরে সেবেনেকফ্রুর নাম্নী মহিলা সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং তাহার সঙ্গেই এই বংশের রাজত্বের অবসান হয়। আমেনেমহেট বা সিসস্‌ট্রিস নামক ফিরআওন (Pharaoh) বংশের আমলে রাজ্যে শান্তি বজায় থাকে এবং তজ্জন্য শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেমন প্রসার লাভ ঘটে তেমন আর কখনও হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুন্‌জিদ, বৈরূত তা.বি., (ফিল-আদাব ওয়াল-'উলূম, পৃ. ৩৭); (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৯৮।

আমেনোকাল (AMenokal) ঃ বার্বার শব্দ আমেনুকাল-এর বর্তমান বানান; ইহার অর্থ 'অন্য কাহারও অধীনে নহে এমন রাজনৈতিক নেতা।' ইহা বিদেশী শাসক, উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় নেতা এবং কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বেলায় প্রযোজ্য। সাহারার কয়েকটি অঞ্চলে 'আমেনোকাল' উপাধিটি ছোট ছোট উপজাতির প্রধানদেরকে দেওয়া হয়, কিন্তু আহাগ্‌গারে (দ্র. আহাগ্‌গার) ইহা সংঘবদ্ধ সম্ভ্রান্ত শ্রেণী বা অধীন গোত্রগুলির অধিস্বামীকে দেওয়া হয়। আমেনুকাল ইহাগ্‌গারান সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইত ও তাহার মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য অভিজাতবর্গের ও অধীন গোত্রসমূহের প্রধানদের নিকট দাখিল করা হইত। মাতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত নিয়মানুসারে নীতিগতভাবে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার পূর্ববর্তী আমেনোকালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর অর্পিত হইত; কিন্তু এই নিয়ম সর্বদা কঠোরভাবে পালন করা হইত না। পদমর্যাদার চিহ্নস্বরূপ আমেনোকালের একটি ঢোল থাকিত (দ্র. Ch. de Foucauld, Dict. iv, 1922-5 খৃ.) এবং তিনি অধীন উপজাতি গোত্রগুলি হইতে রাজস্ব লাভ করিতেন। তাহার প্রধান ভূমিকা ছিল যুদ্ধনেতা হিসাবে; কিন্তু শান্তিপূর্ণ সময়ে তিনি অপরাধ আইন প্রয়োগ করিতেন, বিবাদ নিরসন করিতেন এবং প্রতিবেশী গোত্রগুলির সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে দায়িত্ব নিতেন। তিনি সর্বদা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সাহায্য লাভ করিতেন। তাঁহারা তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করিতেন এবং তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Duveyrier, Les Touareg du Nord. Paris ১৮৬৪, খৃ., পৃ. ৩৯৭; (২) Benhazera. Six mois chezles Touareg du Ahaggar, Algiers ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১০৭; (৩) E. F. Gautier, La conquete du sahara, Paris ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৯১; (৪) Seligman, Les races de l' Afrique, Paris ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১২৮; (৫) F. Nicolas, Notes sur la societe et l'etat des Touareg du Dinnik, IFAN, ১খ., ৫৮৬; (৬) H. Lhote, Les Touaregs du hoggar, Paris ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৫৪-৬; (৭) G. Surdon, Institutions et coutumes berbers du Maghreb[2], Tangier-Fez ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৪৮৯-৯২; (৮) Ch. de Foucauld, Dictionnaire touareg-francais, Paris ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১২১৩-৪।

Ch. Pellat (E.I.[2])/পারসা বেগম

আমেসিস ১ম (Amasis) ঃ মৃ. আনু. ১৫৫৭ খৃ. পূ., মিসরের রাজা। মিসরে ১৮শ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিকসোস্ নামক আক্রমণকারীদেরকে বিতাড়িত করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২০০

আম্মান (عمان) ঃ হাশিমী রাজ্য জর্ডান (الاردن)-এর রাজধানী। লোকসংখ্যা (১৯৫৩) আনুমানিক ১,০৮,৩০৪ জন এবং কিছু ভাসমান জনসংখ্যা, প্রধানত ৩০,০০০-এর মত ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তু।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হইতেই স্থানটি অধিকৃত ছিল। দুর্গের পাহাড় (جبل القلعة) নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন নগরীর স্থান যাহা তাওরাতে Rabbath Ammon Rabba of Ammon' এ্যামন-দেবের রাব্বা নামে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কয়েকটি কবর এবং সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর লৌহ যুগের নগর প্রাচীরের সামান্য ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত বর্তমানে এই প্রাচীন নগরীর আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। খৃষ্টপূর্ব ১১শ শতাব্দীতে হযরত দা'উদ (আ)-এর দৃঢ়তার সহিত আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক যুগের ইসরাঈলীগণ (আনু. ১৩০০খৃ. পূ.) নগরী কিংবা অঞ্চলটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হয়। ঐ আক্রমণের সময় হিট্টি জাতীয় উরিয়া (Uriah the Hittite)- এর ঘটনা সংঘটিত হয় এবং স্থানটির সহিত তাঁহার নাম খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত ঐতিহ্যগতভাবে যুক্ত ছিল (আল-মাকদিসী, পৃ. ১৭৫)। সুলায়মান (আ) -এর আমলে 'আম্মান উহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। খৃষ্টপূর্ব ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে ইহা দেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় অ্যাসিরিয়ার সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়, কিন্তু ব্যাবিলনীয় যুগে ক্ষীণ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। টলেমী ফিলাডেলফাস (২৮৫-২২৭খৃ. পূ.) যখন শহরটি জয় করেন তখন তিনি ইহার নাম রাখেন ফিলাডেলফিয়া এবং এই নামেই ইহা রোমান ও বায়যান্টাইন আমলে পরিচিত ছিল। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২১৮ সালে সেনিউসীয় রাজা তৃতীয় এনটিওকাস

(Antiochus III) ইহা দখল করেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে 'আম্মান ডিকাপোলিস লীগে (League of the Decapolis) যোগ দেয় এবং নাবাতীয়গণ নগরীটি কিছু কালের জন্য দখল করিয়া লয়, কিন্তু আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০ সালে সম্রাট হিরোদ (Herod) তাহাদেরকে বিতাড়িত করেন। তাঁহার নিকট হইতে রোমানগণ ইহা অধিকার করে। রোমান প্রাদেশিক পরিকল্পনার মান অনুসারে তথায় নাট্যশালা, মন্দির, গণ-মিলনায়তন (Forum), পরী-মন্দির (Nymphaeum) ও স্তম্ভশোভিত একটি প্রধান সড়ক নির্মাণ করে। এই সকল কীর্তির কিছু কিছু এখনও বর্তমান আছে। বায়যান্টাইন আমলে 'আম্মান বুসরা (Busra)-র অধীন প্যালেস্টিনা টারটিয়া (Palestina Tertia)-র অন্যতম বিশপ এলাকা ফিলাডেলফিয়া ও পেট্রোর বিশপের সদর দফতর ছিল। এই উপাধি এখনও গ্রীক ক্যাথলিক বিশপ ধারণ করিয়া থাকেন (প্রাচীন ইতিহাসের বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. Pauly-Wissowa, Philadelphia নিবন্ধ।

বর্তমান যাদুঘরের স্থানে অবস্থিত দুর্গের খনন হইতে প্রতীয়মান হয়, ১৪/৬৩৫ সালে দামিশকের পতনের প্রায় অব্যবহিত পরেই 'আরব সেনাপতি য়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ান (রা) যখন উহা অধিকার করিয়াছিলেন তখনও উহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। খননকালে নগর দুর্গে উমায়্যা যুগের বেসরকারী কতকগুলি সুন্দর বাড়ীর খোঁজও পাওয়া যায়। এইগুলির কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রহিয়াছে; কারণ এখন পর্যন্ত কেবল উমায়্যা খলীফাদের প্রাসাদসমূহই খনন করা হইয়াছে এবং তৎকালে সাধারণ লোক কিভাবে বসবাস করিত উহার প্রাথমিক প্রমাণ এইগুলিই আমাদের নিকট তুলিয়া ধরে। নগর দুর্গে গাসসানী কিংবা উমায়্যা আমলের একটি বর্গাকৃতির অট্টালিকাও রহিয়াছে।

দামিশক হইতে বাগদাদে দারুল-খিলাফাত স্থানান্তরের ফলে জর্দানের অন্যান্য অংশের ন্যায় 'আম্মানেরও বাহ্যত পতন শুরু হয়। ইবনুল-ফাকীহ (পৃ. ১০৫) ২৯২/৯০৩ সালে লিখিতে গিয়া 'আম্মানকে দামিশকের শাসনাধীন শহর বলিয়া উল্লেখ করেন। আল-মাকদিসী ইহার প্রায় ৮০ বৎসর পরে (৩৭৫/৯৮৫) তাঁহার গ্রন্থে তৎকালীন নগরীর কিছুটা পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন (পৃ. ১৭৫; য়াকূত কর্তৃক উদ্ধৃত, ৩খ., ৭৬০)। আল-মাকদিসী শহরটিকে ফিলিস্তীন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বালকা জেলার সদর দফতর বলিয়া উল্লেখ করেন (পৃ. ১৫৬; আরও তু. পৃ. ১৮০, ১৮৪)।

য়াকূত (৩খ., ৭১০) ৬২২/১২২৫ সালে ইহাকে দাকিয়ানুস বা সম্রাট ডেসিয়াস (Decius)-এর নগরী বলিয়া উল্লেখ করেন এবং লূত (আ) ও তাঁহার কন্যাদের কাহিনী 'আম্মানের সহিত যুক্ত করেন। তিনি তখনও ইহাকে ফিলিস্তীনের অন্যতম সমৃদ্ধ শহর ও বালকার সদর দফতররূপে অভিহিত করেন। কিন্তু দিমাশকী (পৃ. ২১৩) আনুমানিক ৬৯৯/১৩০০ সালে তাঁহার গ্রন্থে ইহাকে কারাক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ইহার কেবল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। আবুল-ফিদা' (পৃ. ২৪৭) ইহার মাত্র ২০ বৎসর পরে তাঁহার গ্রন্থে বলেন, "ইহা অত্যন্ত প্রাচীন শহর এবং ইসলাম আগমনের পূর্বেই ইহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।"

শহরটির ভাগ্যে হঠাৎ এই অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন; কারণ এই সময় হইতে কোন ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার পর হইতে লেখকগণ 'আম্মানের ব্যাপারে নীরবতা পালন করিয়া আসিয়াছেন এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন প্রথম পাশ্চাত্য পর্যটকগণ জর্দান নদীর পূর্বদিকে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইহা অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ১২৯৫/১৮৭৮ সালে তুর্কী কর্তৃপক্ষ সেইখানে সার্কাসীদের একটি দলের বসতি গড়িয়া তোলে, কিন্তু উহা পরবর্তী আরও অনেক বৎসর যাবৎ কেবল কয়েকটি বাড়ী-ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকে।

১৮৮১ সালে মেজর কন্ডার (Major Conder) ও তাহার দল শহর ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় সর্বপ্রথম নিয়মানুগ অনুসন্ধান কার্য চালান। তখন একটি বর্গাকৃতির মিনারসহ একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, সম্ভবত আল- মাকদিসী যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, বিদ্যমান ছিল। ১৯০৭ খৃ. বাটলার (Butler) যখন আরও পূর্ণ মাত্রায় জরীপ কাজ চালান তখনও উহা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু প্রধান প্রাচীরটিকে রোমান কিংবা বায়যান্টাইন আমলের বলিয়া মনে করেন। ঠিক কখন উহা ধ্বংস হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না, তবে সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই।

১৩৪০/১৯২১ সালে 'আবদুল্লাহ ইব্নুল-হুসায়ন (দ্র.) ইহাকে ট্রান্সজর্ডানের রাজধানী করেন এবং তখন হইতে ইহা প্রতিনিয়ত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ও উহার অব্যবহিত পরে ইহার সমৃদ্ধি চরমে পৌঁছে এবং ঐ যুদ্ধের অবসান হইতে নগরীর আয়তন কমপক্ষে ৫০% বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বর্তমানে রাজ্যের রাজধানী, প্রশাসনিক কেন্দ্র জর্দান নদীর উভয় তীরে অবস্থিত; রাজপ্রাসাদ, পার্লামেন্ট ভবন ও সকল মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরসমূহ এখানে অবস্থিত। বিগত কয়েক বৎসরে একটি যাদুঘরসহ বেশ কয়েকটি সুরম্য সরকারি ভবন ও বিদ্যালয় নির্মাণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার উন্নয়নের প্রাথমিক দিনগুলিতে অতীতের অনেক নিদর্শন বিলীন হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, পৃ. ১২৬ (২) Brunow ও Domaszewski, Provincia Arabia, ২খ., ২১৬; (৩) J. S. Buckingham, Travels among Arab Tribes, পৃ. ৬৮-৯; (৪) H. C. Butler, Publications of the Princetown University Archaecological Expedition to Syria, Div. II, Sec. A, Pt. I, পৃ. ৩৪ প.; (৫) Major Conder, Survey of Eastern Palestine, পৃ. ১৯ প.; (৬) ঐ লেখক, Heth and Mob, পৃ. ১৫২; (৭) Laborde, Voyage de le Syrie, ১৮৩৭ খৃ., পৃ. ৯৯ প., ফলক ৮২; (৮) G. Le Strange, Palestine under the Moslems; (৯) Letters of Lord Lindsay, ২খ., ১৮৩৯ খৃ., পৃ. ১০৮ প.; (১০) A. S. Marmardji, বুলদানিয়াত ফিলাসতীনিল-'আরাবিয়া, ১৯৪৮ খৃ.; (১১) S. Merrill, East of Jordan, ১৮৮১ খৃ., পৃ. ৩৯৯ প.; (১২) Puchstein, in Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen

Archaologischem, Instituts, 1902 খৃ., পৃ. ১০৮; (১৩) Saller ও Bagatti, Town of Nebo, পৃ. ২২৫; (১৪) J. Strzygowski, in Jahrbuch der Koniglich Preuszischen Kunstsammlungen, 1904 খৃ.; (১৫) W. M. Thomson, The Land and the Book, ৩খ.; (১৬) H.B. Tristram, Land of Israel, পৃ. ৫৩৫; (১৭) M. van Berchem, Journal des Savants, 1903 খৃ., পৃ. ৪৭৬; (১৮) Annals of the Department of Antiquities of Jordan, ১খ., পৃ. ৭প.; (১৯) Bolletina de Arte, ডিসেম্বর ১৯৩৪; (২০) Quarterly of the Department of Antiquities of Palestina, ১খ., ১১, ১২, ১৪খ.; (২১) খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, 'আমান ফী 'আম্মান, কায়রো ১৯২৫ খৃ.।

G. Lankester Harding (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আম্মান, মীর (امن امیر) ঃ মীর আম্মান নামে পরিচিত, কবিনাম লুত্ফ, জন্মভূমি দিল্লী। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সম্রাট হুমায়ুনের শাসনামলে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পুরুষানুক্রমে রাজসেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই সেবায় বিনিময়ে তাঁহারা জায়গীর লাভ করেন, মানসাব-এর হকদার হন এবং দিল্লীর অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হন। মীর আম্মান দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় প্রতিপালিত হন। কোন সূত্রেই তাঁহার জন্ম তারিখের সন্ধান পাওয়া যায় না। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে অবস্থান করেন। তিনি স্বচক্ষে মুগল সম্রাটদের পতন ও অধঃপতন অবলোকন করিয়াছিলেন। এই সময় বহিরাক্রমণ শুরু হয় এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতে থাকে। ১৭৫৬ সালে আহ্মাদ শাহ দুররানী দিল্লী লুণ্ঠন করেন। এই সময় সুরজমল জাঠ (ভরপুরী) বহু আমীরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। মীর আম্মানের পারিবারিক সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়। এই সন্ত্রাসের সময় অভিজাত ব্যক্তিগণ দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। মীর আম্মান সপরিবার দেশ ত্যাগ করেন এবং পথিমধ্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া 'আজীমাবাদ (পাটনা) উপনীত হন। প্রায় ছত্রিশ বৎসর তথায় অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে স্বাচ্ছন্দ্য জুটিল না। ফলে তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছাড়িয়া জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় উপনীত হন। নাওওয়াব দিলাওয়ার জঙ্গ তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতা মীর মুহাম্মাদ কাজিম খানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি দুই বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু অবশেষে গরমিল দেখা দিল। এই সময় কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলেজের জন্য ভাল লেখকদের সন্ধান শুরু হয়। মীর বাহাদুর 'আলী হুসায়নী ছিলেন প্রধান লেখক (মীর মুনশী) তাঁহার মধ্যস্থতায় মীর আম্মান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিচালক Dr. J.B. Gilchrist (মৃ.১৮৪১)-এর নিকট গমন করেন এবং কলেজের চাকুরী প্রাপ্ত হন।

একটি বর্ণনায় (বাগ ও বাহার, উর্দূ ট্রাস্ট, করাচী, নভেম্বর ১৯৫৮) মীর আম্মানের মৃত্যু সাল ১২১৭/১৮০২ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি ৪ জুন, ১৮০৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (মুহাম্মাদ 'আতীক সিদ্দীকী কর্তৃক হামারী যাবান-এ লিখিত প্রবন্ধ, আলীগড়, ১৫ অক্টোবর, ১৯৫৯; এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ 'আতীক গিলক্রাইট আওর উনকা 'আহদ')। ড. গিলক্রাইস্ট-এর নির্দেশে মীর আম্মান কলেজের জন্য দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন (১) বাগ ও বাহার ও (২) গানজ-ই খুবী।

'বাগ' ও 'বাহার' সম্পর্কে লেখক নিজেই লিখিয়াছেন, তিনি ১২১৫/১৮০০ সাল উহা শুরু করেন এবং ১২১৭/১৮০২ সালে শেষ করেন। বাগ ও বাহার তারীখী নাম যাহা দ্বারা উহার সমাপ্তির সন গণনা করা যায়। বাগ ও বাহার নিঃসন্দেহে উর্দূ সাহিত্যের একটি অতি জনপ্রিয় কাহিনী। উহার উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। কাহারও মতে মীর আম্মানের উক্ত গ্রন্থ ফারসী চাহার দারবীশ-এর অনুবাদ এবং উহার মূল রচয়িতা আমীর খসরূ, যিনি স্বীয় মুরশিদ নিজামুদ-দীন নিজামুল-আওলিয়ার (র) রুগ্ন অবস্থান মানসিক প্রশান্তির জন্য তাঁহাকে এই কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। অধ্যাপক মাহমূদ শীরানী এই বর্ণনাটিকে প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কাহিনীটি আমীর খসরূর রচিত নহে। ইহার মূল রচয়িতা কে এখনও পর্যন্ত ইহার কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অপর বর্ণনায় মীর মুহাম্মাদ 'আতা হুসায়ন খান তাহসীন ফার্সী হইতে বাগ ও বাহার উর্দূতে অনুবাদ করেন (তু. মুহাম্মাদ 'আতীক ও জ্ঞান চানদ) এবং নাম রাখেন নাও তারয-ইমুরাসসা। এই বর্ণনার সমর্থনে মাওলাবী 'আবদুল-হাক্ক 'বাগ' ও 'বাহারে'র সংকলিত সংস্করণের ভূমিকায় উদাহরণসহ স্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন, ইহার মূল উৎস নাও তারয-ই মুরাসসা। মূল উৎস স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি মীর আম্মানের প্রতি দোষারোপ করেন। অথচ 'বাগ' ও বাহারের যেই সংকলন প্রথমদিকে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার প্রারম্ভিক পৃষ্ঠায় এইরূপ একটি বিবরণের উল্লেখ ছিল। বাগ ও বাহার-এর সংকলক দিল্লীবাসী মীর আম্মানের মূল উৎস নাও তারয-ই মুরাসা' যাহা ফারসী কিসসা-ই চাহার দারবীশ হইতে আতা হুসায়ন খান অনুবাদ করিয়াছেন" (Duncan Forbes কৃত বাগ ও বাহারের সংকলনের প্রারম্ভিক পৃষ্ঠায়ও এই বিবরণটি রহিয়াছে (লন্ডন ১৮৬০)। ইহার শেষে লিখিত আছে, 'চতুর্থবার মুদ্রিত হইল।'

উর্দূ সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাহিনী এই বাগ ও বাহার ১৮০৩ সাল হইতে আজ পর্যন্ত বহু সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাদ্রাজ (১৮২২), কানপুর (১৮৩৪), দিল্লী (মাওলাবী আবদুল বাকিরের মুদ্রণালয়, ১৮৪৪), লক্ষ্ণৌ (১৮৪৪) ও দিল্লী মাদরাসা হইতে মুদ্রিত (১৮৪৭) গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাগ ও বাহারের কোন কোন কপি ইউরোপের প্রাচ্যবিদগণ সংকলন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্যাপ্টেন (Hallings de Rozario (কলিকাতা ১৮৩৬), E.B. Eastwick (লন্ডন ১৮৫৭) ও Duncan Forbes (লন্ডন ১৮৪৮)-এর সংকলনগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইহাদের মধ্যেও Forbes-এর 1846 সালের সংস্করণ সার্বিক বিচারে উত্তম।

বিভিন্ন ভাষায় 'বাগ' ও 'বাহার'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে Garcin de Tassy-এর ফরাসী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৮৮৪ সালে প্যারিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাগ ও বাহারের

কাহিনীগুলি উর্দূ পদ্যেও রূপান্তরিত হইয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. জ্ঞানচান্দ, শিমালী হিন্দ কী উর্দূ নাছরী দাসতানে, পৃ. ৫৮৪-৮৬)।

মীর আম্মানের অপর গ্রন্থ 'গানজ-ই খুবী' মুল্লা হু'সায়ন ওয়া'ইজ কাশিফীর রচিত 'আখলাক'-ই মুহ'সিনী'র ভাবানুবাদ। Garcin de Tassy ও তাঁহার বরাতে Fallon ও কারীমুদ-দীন খান লিখিয়াছেন, মূল গ্রন্থের তুলনায় অনুবাদটি অধিকতর মার্জিত, শিল্পসম্মত ও বিস্তারিত। 'বাগ ও বাহার' রচনা সমাপ্ত হইলে ১২১৭ হি. মীর আম্মান গানজ-ই খুবী-র রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে, ইউরোপ ও ভারতবর্ষের কোন গ্রন্থাগারেই ইহা পাওয়া যায় না।

'আরবাব-ই নাছর-ই উর্দূর রচয়িতা সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ আস'াফিয়্যা গ্রন্থাগারের একটি জীর্ণ পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন যাহা ১২৯২ হি. সালে বোম্বের মাহবুব প্রকাশনালয় হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। অপরাপর সংস্করণ বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। নিবন্ধকারের নিজস্ব গ্রন্থাগারেও একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে যাহা ১১৬২/১৮৪৮ সালে কলিকাতার মাতবা-ই আহমাদীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। মীর আম্মানের খ্যাতির মূল ভিত্তি এই গ্রন্থ দুইটির মধ্যে বাগ' ও বাহারের উপর অধিকতর নির্ভরশীল যাহা দিল্লীর সকল সহজ ও উর্দূভাষিগণের স্বীকৃত ভাষায় রচিত এবং রচনার দেড় শত বৎসর পরেও যাহার ভাষার প্রাণবন্ততা ও চিত্তাকর্ষণের কোন তারতম্য ঘটে নাই। ভাষার সৌন্দর্য ও সাবলীলতা ব্যতীত কাহিনীর বিচারেও বলিতে হয়, উর্দূ সাহিত্যের কোন জনপ্রিয়, গ্রন্থই 'বাগ ও বাহার-এর সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

মীর আম্মান সম্পর্কে কোন কোন স্থানে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি একজন কবিও ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আলোচনা এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, এমনকি 'গুলশান-ই হিন্দুর রচয়িতা মির্যা 'আলী লুত'ফও (যিনি মীর আম্মানের সমসাময়িক এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) স্বীয় আলোচনায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Garcin de Tassy 'তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই হিন্দী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মীর আম্মান 'লুত'ফ' কবিনাম ধারণ করিতেন। de Tassy-এর ধারণা, মীর আম্মান কলিকাতা আগমনের পূর্বে 'দীওয়ান' সংকলন করিয়াছিলেন। কিন্তু সংকলনটি কোথাও পাওয়া যায় না এবং ধারণা করা হয়, মীর আম্মান কবিতা চর্চার প্রতি কখনও এমন অনুরক্ত ছিলেন না যাহাতে তিনি 'সাহি'ব-ই দীওয়ান' হইবার মত যোগ্য কবিরূপে পরিগণিত হইবেন। তাহা হইলে সমসাময়িক আলোচকগণ অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিতেন। তদুপরি মীর আম্মান নিজে তাঁহার কবিতা চর্চা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন রীত্যানুযায়ী কবি ছিলেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মীর আম্মান, বাগ' ও বাহার, সম্পা. Duncan Forbes, লন্ডন ১৮৪৮, ১৮৬০; (২) ঐ লেখক, বাগ' ও বাহার, সম্পা. মৌলবী 'আবদুল-হাক্ক, আনজুমান তারাক্কী-ই উর্দূ (হিন্দ); (৩) ঐ লেখক, গানজ-ই খুবী, মাত'বা'-ই-আহ'মাদী, কলিকাতা ১২৬২ হি. (দুষ্প্রাপ্য একটি কপি নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত পাঠাগারে রক্ষিত আছে); (৪) মাকালাত-ই শীরানী (মাকালা-ই চাহার দারবীশ), লাহোর ১৯৪৮; (৫) M. Garcin de Tassy: Histoire de la Litterature Hindouie et Hindoustanie, ২য় সংস্করণ, প্যারিস, ১৯৭০; (৬) খুত'বাত-ই খারাসান দা-তাসী, আনজুমান-ই-তারাক্কী-ই উর্দূ, আওরঙ্গা বাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৩৫, পৃ. ৪২-৪৪, ৩৪৮-৩৫১; (৭) সায়্যিদ আহ'মাদ খান, আছারুস-স'নাদীদ, প্রথম সংস্করণ, মাত'বা'-ই সায়্যিদুল- আখবার, দিল্লী ১৮৪৭, অধ্যায় ৪, ১৩; (৮) কারীমুদ-দীন ও Fallon, তায'কিরা-ই শু'আরা-ই উর্দূ, দিল্লী ১৮৪৮, পৃ. ২৩৬; (৯) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ, আরবাব-ই নাছর-ই উর্দূ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯৩৭; (১০) Gilchrist, Hindi Manual, কলিকাতা ১৮০২; (১১) জ্ঞানচান্দ, শিমালী হিন্দ কী উর্দূ নাছরী দাসতানে, আনজুমান-ই তারাককী-ই উর্দূ প্রেস, করাচী ১৯৫৪, পৃ. ১৪৭-১৫৯; (১২) মীর মুহ'াম্মাদ 'আতা' হু'সায়ন খান তাহ'সী, নাও তারয-ই মুরাসসা, সায়্যিদ নূরুল-হ'াসান হাশিমী সংকলিত, মাত'বূ'আ-ই হিন্দুস্তানী একাডেমী, এলাহাবাদ ১৯৫৮; (১৩) মুহাম্মদ আতীক সিদ্দীকী, গিলক্রাইস্ট আওর উসকা আহদ, মাত'বূ'আ-ই আনজুমান-ই তারাককী-ই উর্দূ (হিন্দ), 'আলীগড় ১৯৬০; (১৪) সায়্যিদ মাহ'মূদ নাক'াবী, উর্দূ কী নাছরী দাস্তানো কা তনক'ীদী মুত'াল্যা'আ (পিএইচ. ডি.-র জন্যে লিখিত প্রবন্ধ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়); (১৫) মীর আম্মান, বাগ ও বাহার, সম্পা. মামতায হু'সায়ন, উর্দূ ট্রাস্ট, করাচী ১৯৫৮, পৃ. ২৭-২৮; (১৬) মুহাম্মাদ আতীক সিদ্দীকী, মীর আম্মান কী তারীখ-ই ওয়াফাত কা তা'আয়্যুন, হামারী যাবান, 'আলীগড়, ১৫ অকটোবর, ১৯৫৯।

সায়্যিদ ওয়াকা'র 'আজ'ীম (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

(বানূ) 'আম্মার (بنو عمار) ঃ অথবা বানূ ছাবিত, ত্রিপোলীতে (পশ্চিমের) ৭২৭/১৩২৭ সাল হইতে ৮০৩/১৪০০ সাল পর্যন্ত রাজত্বকারী রাজবংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছাবিত ইব্ন 'আম্মার জাতিতে একজন হুওয়ারা বায়রাত ছিলেন। তিনি কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া ইন্তিকাল করিলে স্বীয় পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। মুহ'াম্মাদের পুত্র ছাবিতের রাজত্বকালে জেনোয়াবাসিগণ অতর্কিতে ত্রিপোলী আক্রমণ করিয়া উহা লুণ্ঠন করে (৭৫৬/১৩৫৫)। ছাবিত প্রতিবেশী 'আরব প্রধানদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহাদের হাতে তিনি নিহত হন। ৭৭১/১৩৭০ অথবা ৭৭২/১৩৭১ সালে আবূ বাক্র ইব্ন মুহ'াম্মাদ ত্রিপোলী হইতে ক'াবিস (Gabes)-এর বানূ মাক্কীর গভর্নরকে বিতাড়িত করেন। আবূ বাক্র ৭৯২/১৩৯২ সালে ইন্তিকাল করেন এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র 'আলী ইব্ন 'আম্মার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৮০০/১৩৯৭-৮ সালে হাফসী বংশের আবূ ফারিস আলীকে গ্রেফতার করিয়া ঐ বংশেরই দুইজন সদস্য য়াহ'য়া ইব্ন আবী বাক্র ও তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল-ওয়াহি'দ-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ৬ রাজাব, ৮০৩/৩১ মে, ১৪০১ সালে আবূ ফারিস ত্রিপোলী দখল করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করেন এবং 'আম্মার বংশের আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘটান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খালদূন, Hist, des Berb, ১খ., ১৯৬ প. (২) মুনাজ্জিমবাশী, ২খ., ৫৯৫; (৩) R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hifsides, ১খ., ১৫০, ১৭৩, ১৯১, ২০৫-৭, ২১২-৩, ২খ., ১০৬ (আরও বরাতসহ)

G. Wiet (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

'আম্মার, বানূ (بنو عمار) ঃ কা'দীস-এর একটি বংশ যাহারা ৫০২/১১০৯ সালে ক্রুসেডারদের দ্বারা শহরটি দখলের পূর্ব পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর যাবত ত্রিপোলী (সিরিয়া) শাসন করিয়াছিলেন।

এই বংশের প্রথম শাসনকর্তা আমীনুদ-দাওলা আবূ ত'লিব আল-হ'াসান ইব্‌ন 'আম্মার শহরের কাদী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৪৬২/১০৭০ সালে ফাতিমী গভর্নর মুখতারুদ-দাওলা ইব্‌ন বাযযারের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে স্বাধীন শাসকরূপে ঘোষণা করেন। তিনি শহরটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী কেন্দ্রে পরিণত করেন এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন।

৪৬৪/১০৭২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। জালালুল-মুলক 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ তাঁহার ভ্রাতার অপসারণে সফল হন। তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি স্বীয় শাসন ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছিলেন। ৪৭৩/১০৮১ সালে তিনি বায়্যান্টাইনদের নিকট হইতে জাবালা অধিকার করেন। তিনি ফাতিমী ও সালজূকদের মধ্যখানে যথাসম্ভব কূটকৌশল অবলম্বন করেন। ইব্‌নুল-কালানিসী মন্তব্য করিয়াছেন, সাগর তীরবর্তী শহর টায়ার ও ত্রিপোলী, সেইখানকার স্বাধীন শাসনকর্তা কাদীগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল। সৈন্যবাহিনীসমূহের আমীর বাদ্‌র আল-জামালীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, বরং কূটনীতি ও উপঢৌকন দ্বারা তুর্কীদের সুনজর লাভেরও চেষ্টা করেন।

সর্বশেষ শাসনকর্তা ফাখরুল-মুলক 'আম্মার ৪৯২/ ১০৯৯ সালে স্বীয় ভ্রাতা জালালুল-মুলকের স্থলাভিষিক্ত হন এবং কয়েক বৎসরের জন্য ক্রুসেডার Raymund of st. gilles ও তাহার উত্তরাধিকারীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। ৫০১ সালে তিনি ফ্রাংকদের (Franks) বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের উদ্দেশে শহর পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। ফাতিমী রাজবংশের অনুগত শহরবাসিগণ মিসরীয়দেরকে আহ্বান জানায়, কিন্তু ফাতিমীদের বিস্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের নৌবহর ত্রিপোলীর পতনের আট দিন পর Tyre-এ উপনীত হয়। ফাখরুল-মুলক প্রথমে সালজূকদের, পরে মুসিলের রাজন্যবর্গের, সর্বশেষ 'আব্বাসী খলীফার চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ৫১২/১১১৮-৯ সালে ইন্তিকাল করেন।

জালালুল-মুলকের একটি খণ্ডিত শিলালিপি বিদ্যমান, যাহাতে একমাত্র তাঁহারই নাম রহিয়াছে এবং যদ্দারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, বানূ 'আম্মার ফাতিমীদের আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই কর্ম তাহাদের বাগদাদের খিলাফাতের দিক ধাবিত করে। যাহা হউক, তাহারা সাবধানে অগ্রসর হয়, কারণ তাহাদের প্রজাগণ ছিল 'আলীর বংশধরগণের প্রতি সহানুভূতিশীল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Sobernheim, Materiaux pourun Corpus inseriptionum Arabicarum, Syrie du nord, 39 প.; (২) ইবনুল-কালানিসী, তারীখু দিমাশক, Arabic text and translation of gibb and Le Tourneau, index; (৩) Wiet, Indcription dun Prince de Tripoli, Memorial Henri Basset, ii, 279, 84; (৪) R. Grousset, Histoire des croisades, iii, 785; (৫) A. History of the crusades, iii, 785; (৬) A. History ortal Crusades, Univ. of pennsylvania, i, 660.

G. Wiet (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

'আম্মার আল-মাওসি'লী (عمار الموصلى) ঃ আবুল-কাসিম 'আম্মার ইব্‌ন 'আলী আরবের একজন সুবিখ্যাত ও সর্বাধিক মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসক। তিনি প্রথমে ইরাক এবং পরে মিসরে বসবাস করেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাঁহার ভ্রমণ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। তিনি একদিকে খুরাসান ও অন্যদিকে ফিলিস্তীন ও মিসর পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তিনি সর্বত্র চক্ষু চিকিৎসা চালাইয়া যান এবং অনেক অস্ত্রোপাচার সম্পাদন করেন। আল-হ'াকিমের রাজত্বকালে (৯৯৬-১০২০) মিসরে তাঁহার চক্ষু চিকিৎসা গ্রন্থটি রচিত হয়। ইহাতে মনে হয় তিনি অধিকতর খ্যাতিমান কিন্তু কম মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসক 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা (দ্র.)-র সমসাময়িক ছিলেন। 'আলীর তায'কিরা নামক গ্রন্থখানা 'আরব দেশের চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের আদর্শ বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহাতে 'আম্মারের গ্রন্থ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ইহার কারণস্বরূপ তায'কিরার অধিকতর পরিপূর্ণতাকেই উল্লেখ করিতে হয়। 'আম্মারের গ্রন্থখানা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারের এবং উহার বিন্যাস খুবই যুক্তিভিত্তিক গ্রন্থটির শিরোনাম "আল-মুনতাখাব ফী 'ইলাজি'ল-আয়ন" হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ভূমিকায় পুস্তকটি সংকলনের বিবরণের পর প্রথমে চক্ষুর গঠন ও পরে চক্ষুর বিভিন্ন অংশের রোগ-যেমন চোখের পাতা, অক্ষি সংযোগ স্থল (Conjunctiva), অক্ষিগোলকের আবরণ, চক্ষুর তারা, শ্বেতাংশ ও দৃষ্টি সম্পর্কিত স্নায়ু ইত্যাদির রোগ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকে রোগসমূহ এবং সেইগুলির চিকিৎসার বর্ণনা খুবই সাবলীল, বিশেষ করিয়া তিনি নিজে যেই সকল অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন, সেইগুলির বিবরণে নাটকীয় স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। চক্ষুর ছানি বিষয়ক 'আম্মারের ছয়টি অস্ত্রোপচারের বর্ণনায় এই স্পষ্টতা আরও অধিক পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাঁহার আরও অধিক কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য হইল তাঁহার আবিষ্কৃত ধাতব ফাঁপা নলের সাহায্যে শোষণের মাধ্যমে চক্ষুর কোমল ছানির মৌলিক অস্ত্রোপচার। হামাতবাসী সা'লাহু'দ-দীন (সপ্তম/ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে) স্বীয় গ্রন্থ 'নূরুল-'উয়ুন'-এ আম্মারের গ্রন্থের ঐ অংশটুকু প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহারও পূর্বে (ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে) আল-গা'ফিকী স্বীয় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-মুরশিদ' প্রণয়নকালে 'আম্মারের গ্রন্থখানি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন।

'আম্মারের মূল 'আরবী গ্রন্থখানা এসকিউরিয়াল (Escurial)-পাণ্ডুলিপিগুলিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। কিন্তু সামান্য পরিবর্তনসহ Nathanha-Meathi (ত্রয়োদশ শতাব্দী)-কৃত উহার একখানা হিব্রু অনুবাদ আছে। লাটিন ভাষায় লিখিত tractatus de oculis canAm&jMusali ইহার একটি জাল গ্রন্থ। J. Hirschberg, J. Lippert ও E. Mittwoch-কৃত জার্মান অনুবাদ হইল Die arabisschen Augennarzte nach den Quellen bearbeitet, Leipzig 1905, ii.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী উস'ায়বি'আ, ২খ., ৮৯; (২) j. Hirschberg, etc., পৃ. স্থা., ভূমিকা; (৩) Stein schneider, Die hebr. Ubersetzungen d. Mittelalters, 667; (৪) G. Sarton, Introduction to the Hist. of Science, I, 729; (৫) Brockel Mann, S. I., 4251.

E. Mittwoch, (E.I. 2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আম্মার ইব্ন য়াসির (عمار بن ياسر) ঃ (রা) ইব্ন 'আমির ইব্ন মালিক, আবুল-য়াক'জান রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী এবং পরবর্তীকালে 'আলী (রা)-র সহকারী ছিলেন। তাঁহার পিতা মাখযূম গোত্রের আবূ হুযায়ফা (রা)-র একজন মাওলা' (গোত্রে সংযুক্ত) ছিলেন এবং তাঁহার দাসী সুমায়্যাকে বিবাহ করেন। সুমায়্যাকে আযাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু য়াসির ও তাঁহার পরিবার আবূ হু'য'ায়ফার সঙ্গেই থাকিয়া যান। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচারের প্রথম দিকেই তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ এবং তজ্জন্য চরম নির্যাতন ভোগ করেন। 'আম্মার (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর 'আম্মার (রা) তথায় হিজরত করেন। ইসলামের প্রাথমিক অভিযানগুলিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বদ্র, উহুদ ও অন্যান্য প্রায় সকল জিহাদে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন (مواخاة) উপলক্ষে তিনি হু'য'ায়ফা ইব্ন য়ামান-এর সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ হন। আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাতকালে ইয়ামামা-র যুদ্ধে তিনি একটি কান হারান। ২১/৬৪১ সালে 'উমার (রা) তাঁহাকে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি খুযিসতান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ৩৫/৬৩৬ সাল হইতে তিনি 'আলী (রা)-র বিশেষ আস্থাভাজন হইয়া উঠেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে তিনি কুফাবাসিগণকে 'আলী (রা)-র সহিত পুনঃসমাবেশে সাহায্য করেন। ৩৭/৬৫৭ সালে অত্যন্ত পরিণত বয়সে তিনি সিফফীন-এর যুদ্ধে শহীদ হন। বহু বৎসর পরও সিফফীনের নিকট তাঁহার সমাধির পরিচয় মিলে।

হাদীছে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইসলামের জন্য অসাধারণ ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম তাঁহাকে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী করিয়াছিল। মক্কার বিধর্মীদের হাতে নির্যাতিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি তাঁহাকে 'আত-ত'ায়্যিব ওয়াল-মুত'ায়্যিব, উপাধিও দান করেন। হাদীছে 'বিদ্রোহী দলের' (فئة باغية) হাতে তাঁহার শহীদ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুহ'াম্মাদ নামে 'আম্মার (রা)-র এক পুত্র ছিলেন, হাদীছবিদরূপে তাঁহার এই পুত্রও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৩/১, ১৭৬ প.; (২) ইব্ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, ৪৮, ১১১-২, ২৩৯, ২৫২; (৩) নাওয়াবী, তাহযীব, ৪৮৫-৭; (৪) ইব্ন হ'াজার, ইসাবা, নং ৫৭০৪; (৫) জাহি'জ, উছমানিয়া (ed. by pellat); (৬) আল-বালাযু'রী, আনসাবুল-আশরাফ, ১খ., নির্ঘন্ট; (৭) ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৪খ., ৩৪; (৮) ইব্নুল-জাওযী, সি'ফাতুস-স'াফাওয়াত; (৯) আয-য'াহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা'; (১০) দা.মা.ই, ১৪/২খ., ২৮৯-২৯০।

H. Reckendorf (E.I.2 দা. মা. ই.) সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

সংযোজন

'আম্মার ইব্ন য়াসির (রা) ঃ একজন মুহাজির ও নির্যাতিত সাহাবী। নাম 'আম্মার, উপনাম আবুল-য়াকজান, পিতার নাম য়াসির এবং মাতার নাম সুমায়্যা বিন্ত খায়্যাত। তিনি ছিলেন মাখযূম গোত্রের মিত্র। আর তাঁহার মাতা ছিলেন তাহাদের আযাদকৃত দাসী। তাঁহার বংশলতিকা হইল 'আম্মার ইব্ন য়াসির ইব্ন 'আমির ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন কায়স ইবনুল-হু'সায়ন ইবনুল-ওয়াদীম ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন 'আওফ ইব্ন হারিছা ইব্ন 'আমির ইব্ন য়াম ইব্ন আনস ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন উদাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন য়াশজুব ইব্ন 'আরীব ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহলান ইব্ন সাবা ইব্ন য়াশজুব ইব্ন য়া'রুব ইব্ন কাহ্তান আল-'আনসী আল-কাহতানী (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ, ২৪৬)।

'আম্মার (র)-এর পিতা য়াসির (রা)-এর আদি নিবাস ছিল ইয়ামান-এ। তাঁহার এক ভাই নিখোঁজ হওয়ায় অন্য দুই ভ্রাতা হারিছ ও মালিক-এর সহিত তিনি মক্কায় আগমন করেন। অতঃপর অপর দুই ভাই যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেও য়াসির (রা) মক্কায় থাকিয়া যান এবং মাখযূম গোত্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি মাখযূম গোত্রের আবূ হুযায়ফা ইবনুল মুগীরার সুমায়্যা নাম্নী এক দাসীকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে 'আম্মার (রা) জন্মগ্রহণ করেন। আবূ হু'যায়ফা ইবনুল-মুগীরা 'আম্মারকে মুক্ত করিয়া দেন (ইবনুল-আছীর, উসদুল-গ'াবা, ৪খ, ৪৩-৪৪)। কিন্তু য়াসির ও তাঁহার পরিবার আবূ হুযায়ফার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গেই থাকিয়া যান। আর আবূ হুযায়ফাও তাহাদিগকে খুবই স্নেহ-মহব্বত করিয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়া দেন।

'আম্মার (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি ৩১ বা ৩৩ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। আরকাম গৃহে তিনি ও সুহায়ব রূমী (দ্র.) একইসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, আরকাম গৃহের দরজায় আমি সুহায়ব-এর সাক্ষাত পাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তখন ভিতরে ছিলেন। আমি সুহায়বকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি চাও? সে আমাকে বলিল, তুমি কি চাও? আমি বলিলাম, ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুহাম্মাদ-এর কথা শুনিতে চাই। সে বলিল, আমিও তাহাই চাই। অতঃপর আমরা ভিতরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই অবস্থায় কাটাইলাম। অতঃপর আমরা বাহির হইলাম; কিন্ত আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিলাম (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১খ., পৃ. ৪; তাবাকাত, ৩খ., ২৪৭-৪৮)। 'আম্মার (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করি তখন তাঁহার সহিত আবূ বাক্র (রা), পাঁচজন গোলাম ও দুইজন মহিলা ছিল (বুখারী, কিতাবুল-মানাকিব, বাব ফাদলিস-সিদ্দীক, ২খ., পৃ. ৫১৬)। ইহারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। 'আম্মার (রা) ও তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিতে পারেন নাই, সত্বর তাহা প্রকাশ করিয়া নির্যাতনের শিকার হন। প্রথম যে সাত ব্যক্তি নিজদের ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন 'আম্মার (রা) ছিলেন তাহাদের অন্যতম। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাত ব্যক্তি প্রথম

ইসলাম-এর কথা প্রকাশ করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বাক্র (রা), বিলাল (রা), খাব্বাব (রা), সুহায়ব (রা), 'আম্মার (রা) ও তাঁহার মাতা সুমায়্যা (রা) (উসদুল-গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৪)।

'আম্মার (রা)-এর পিতামাতা ও ভাই 'আবদুল্লাহ তথা পরিবারের সকলে একই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। একেতো তাঁহারা ছিলেন পরদেশী, ইহার উপর তাঁহাদের আশ্রয়দাতা আবূ হুযায়ফা ইবনুল-মুগীরা পূর্বেই ইনতিকাল করিয়াছিলেন, তাই মুশরিকরা এই পরিবারটির উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাইতে শুরু করে। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় তাহাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে শোয়াইয়া রাখিত; জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া পোড়াইত; ঘন্টার পর ঘন্টা পানিতে ফেলিয়া রাখিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহারা তাওহীদ ও ঈমান পরিত্যাগ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) এই কষ্টের জন্য তাহাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। য়াসির পরিবারকে মক্কার মরুভূমি আবতাহ নামক স্থানে মাখযূম বংশের বনূ মুগীরা শাখার লোকজন ইসলাম গ্রহণের কারণে শাস্তি দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন সেইখান দিয়া অতিক্রম করার সময় তাহাদেরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, صبرا ال ياسر موعدكم الجنة "হে য়াসির পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করা হইয়াছে" (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৫২২)।

তাহাদের এই চরম দুর্দিনে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেন। তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। 'উছমান ইব্ন 'আফফান (রা) বলেন, একদা আমি সম্মুখ দিয়া আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) আমার হাত ধরিয়া বাতহায় হাঁটিতেছিলেন। আমরা হাঁটিতে হাঁটিতে 'আম্মারের পিতামাতা ও 'আম্মার-এর নিকট আসিলাম। তাহাদেরকে তখন শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। য়াসির (রা) বলিলেন, যুগ-যামানা বুঝি এই রকম! তখন নবী কারীম (স) তাঁহাকে বলিলেন, সবর কর। হে আল্লাহ! য়াসিরের পরিবারকে তুমি ক্ষমা কর। আর তুমি তাহা করিয়াছ (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৯)।

একদা কাফিররা 'আম্মার (রা)-কে আগুনের দ্বারা শাস্তি দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সেখান দিয়া যাওয়ার সময় স্বীয় হস্ত তাঁহার কপালে রাখিয়া বলিলেন, হে আগুন! 'আম্মারের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর জন্য হইয়াছিলে। (আর হে 'আম্মার!) তোমাকে তো বিদ্রোহীরা হত্যা করিবে (সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ১খ., পৃ. ৪১০-১১; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৮)।

আর একবার কাফিররা 'আম্মার (রা)-কে ধরিয়া লইয়া পানিতে চুবাইতে ছিল। কোনমতেই তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতেছিল না যতক্ষণ না সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয় এবং তাহাদের দেবতাকে ভাল বলে। অতঃপর বাধ্য হইয়া 'আম্মার (রা) তাহাই করিলেন। ছাড়া পাইয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার কি খবর? 'আম্মার (রা) উত্তর দিলেন, খুবই খারাপ। আমি আপনাকে গালমন্দ না করা এবং তাহাদের দেব-দেবীকে ভাল না বলা পর্যন্ত তাহারা আমাকে ছাড়ে নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার অন্তরের অবস্থা তখন কেমন ছিল? 'আম্মার (রা) বলিলেন, আমার অন্তর ঈমানে অবিচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহারা যদি আবারও ঐরূপ করে তবে তুমি আবারও ঐরূপ বলিও। তখন 'আম্মার (রা) সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয় (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৯; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৪) ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্কে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহ্র গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত" (১৬ ঃ ১০৬)।

শাস্তির তীব্রতায় তিনি কী বলিতেন তাহা নিজেও জানিতেন না। একই অবস্থা ছিল, সুহায়ব (রা), আবূ ফুকায়হা (রা), বিলাল (রা), 'আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা)-এর। তাহাদের সম্পর্কেই নাযিল হয় (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৮) ঃ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা নির্যাতিত হইবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাহাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১৬ ঃ ১১০)।

'আম্মার (রা)-এর পিঠে অঙ্গারের পোড়া দাগ, তপ্ত মরুভূমির পোড়া দাগ পরবর্তী কালেও বর্তমান ছিল। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজী (র) বলেন, যিনি 'আম্মার (রা)-কে একটি পাজামা পরিহিত অবস্থায় খালি গায়ে দেখিয়াছেন তিনি আমাকে বলেন, আমি তাঁহার পিঠে বহু যখমের চিহ্ন দেখিয়া বলিলাম, ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা বাতহার মরুভূমিতে কুরায়শদের দেওয়া শাস্তির চিহ্ন (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৮)। 'আম্মার (রা)-এর মাতা সুমায়্যা (রা)-এর গুপ্তাঙ্গে আবূ জাহ্ল বর্শা দ্বারা আঘাত করিলে তিনি শহীদ হইয়া যান। ইহাই ছিল ইসলামের প্রথম শাহাদাতের ঘটনা। তিনিই প্রথম শহীদ (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৩)। তাঁহার পিতা য়াসির (রা) ও ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ (রা)-ও কাফিরদের চরম নির্যাতনের শিকার হন।

'আম্মার (রা)-এর হাবশায় হিজরতের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন সীরাতবিদের মতে তিনি দ্বিতীয় দলটির সহিত হাবশায় হিজরত করেন (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫০)। মদীনায় হিজরতের হুকুম হইলে তিনি সেখানে হিজরত করেন এবং মুবাশ্শির ইব্ন 'আবদিল-মুনযির (রা)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে হুযায়ফা ইবনুল-য়ামান (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং পৃথকভাবে বসবাস করিবার জন্য তাঁহাকে এক খণ্ড জমি দান করেন (তাবাকাত, ৩খ., পৃ.

২৫০)। রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করিয়া মদীনায় পৌছার পর মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়। এই সময় সাহাবীদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও তাঁহাদের সহিত ইট বহন করেন। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা সকলেই একটি করিয়া ইট বহন করিতেছিলাম আর 'আম্মার (রা) দুইটি করিয়া ইট বহন করিতেছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে পড়িয়া যান। তখন রাসূলুল্লাহ (স) স্নেহভরে তাঁহার মাথা হইতে ধূলি ঝাড়িয়া দিয়া বলিলেন, হায় 'আম্মার! বিদ্রোহী গোষ্ঠী তোমাকে হত্যা করিবে (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫২)। ইট বহন করার সময় 'আম্মার (রা) কবিতার এই চরণ আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

نحن المسلمون نبتني المساجد .

"আমরা মুসলমান, আমরা মসজিদ নির্মাণ করি"।

বদর, উহুদ, খনদক, বায়'আতুর রিদওয়ানসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। আবূ বাক্‌র (রা)-এর সময়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহেও তিনি অংশগ্রহণ করিয়া বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, য়ামামার যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছিল তখন 'আম্মার (রা)-এর একটি কান কর্তিত হইয়া তাহার সামনেই মাটিতে পড়িয়া নড়াচড়া করিতে থাকে। তিনি সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আক্রমণের পর আক্রমণ রচনা করিতে থাকেন এবং তিনি যেদিকেই ফিরিতেছিলেন কাতারের পর কাতার লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছিলেন। একবার মুসলমানগণ কিছুটা পিছাইয়া পড়িলে তিনি একটি উচু টীলার উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা কি জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির। আমার নিকট আইস (উসদুল-গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৬; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫৪)। তাঁহার এই দীপ্ত আহ্বানে মুসলমানগণ সম্বিত ফিরিয়া পান এবং সবাই পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া শত্রুর উপর ঝাপাইয়া পড়েন।

'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি 'আম্মার (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করিয়া পাঠান। কূফাবাসীর নামে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখেন, যাহাতে 'আম্মার (রা)-এর সম্মান ও মর্যাদা তুলিয়া ধরা হয়। তিনি তাঁহাকে মুহাম্মাদ (স)-এর সম্ভ্রান্ত সাহাবী, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেন এবং তাঁহার আনুগত্য করার নির্দেশ দেন (পত্রের ভাষা দ্র. তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫৫)। এক বৎসর নয় মাস পর্যন্ত তিনি খুবই সফলতা ও সতর্কতার সহিত স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর অভ্যন্তরীণ কিছু গোলযোগ দেখা দেওয়ায় 'উমার (রা) তাঁহাকে প্রত্যাহার করিয়া লন (শাহ মু'ঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস সাহাবা, ২খ., পৃ. ৩৫২-৫৩ আত-তাবারীর বরাতে)। পরদিন উমার (রা) তাঁহাকে প্রত্যাহার করার কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সত্য বলিতে কি, প্রথমে আপনার নিয়োগেও আমার খারাপ লাগিয়াছে এবং বরখাস্তের সময়ও খারাপ লাগিয়াছে (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫৬)।

'আলী (রা)-এর সহিত তাঁহার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই 'উছমান (রা)-এর শহীদ হওয়ার পর 'আলী (রা) যখন খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তখন উম্মুল-মু'মিনীন আইশা (রা), তালহা ও যুবায়র (রা) প্রমুখ 'উছমান (রা) হত্যার বদলা গ্রহণের দাবি তোলেন এবং সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তাহারা বসরা রওয়ানা হন। এই সময় 'আলী (রা)-এর নির্দেশে হাসান (রা)-এর সহিত 'আম্মার (রা)-ও জনমত সংগঠনের জন্য কূফায় রওয়ানা হন।

সেখানে পৌছিয়া হাসান (রা)-এর সঙ্গে 'আম্মার (রা)-ও মিম্বারে আরোহণ করিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন, যাহার ফলে সাড়ে নয় হাজার লোক 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায় (সিয়ারুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৩৫৫)। অতঃপর ৩৬ হি. জুমাদাল আখিরায় সংঘটিত জামাল যুদ্ধে তিনি 'আলী (রা)-এর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর বাম বাহুতে মোতায়েন ছিলেন। যুবায়র (রা) তাঁহাকে 'আলী (রা)-এর পক্ষে লড়াই করিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করেন এবং এই যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধেও তিনি 'আলী (রা)-এর পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন।

আবূ 'আবদির রাহমান আস-সুলামী বলেন, সিফ্‌ফীন যুদ্ধে আমরা 'আলী (রা)-এর পক্ষে ছিলাম। তখন আমি দেখিতেছিলাম, 'আম্মার (রা) যেদিকেই যাইতেছিলেন নবী কারীম (স)-এর সাহাবীগণও তাঁহাকে পতাকার ন্যায় অনুসরণ করিয়া সেই দিকেই যাইতেছিলেন। সেই দিন আমি 'আম্মার (রা)-কে বলিতে শুনিলাম, আমি আজ আমার মাহবুব মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার দলবলের সহিত সাক্ষাত করিব। আল্লাহ্‌র কসম! তাহারা (প্রতিপক্ষ) যদি আমাদেরকে পরাজিত করিয়া 'হাজার' ঘাটি পর্যন্তও লইয়া যায় তবুও আমি মনে করিব, আমরা হকের উপর এবং তাহারা বাতিলের উপর রহিয়াছে (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৬; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫৭)।

আবুল বাখতারী (রা) বলেন, সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময় 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির (রা) বলিলেন, আমার জন্য কিছু পানীয় আন। তখন দুধ আনা হইলে তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিয়াছেন, দুনিয়াতে সর্বশেষ যে পানীয় তুমি পান করিবে তাহা হইল দুধ। ইহা বলিয়া তিনি কয়েক ঢোক দুধ পান করত যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইলেন। রাবী'উল-আওয়াল বা আখির ৩৭ হি. তিনি শাহাদাত লাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৪ বৎসর। ৯৩ বা ৯১ বৎসরের মতামতও পাওয়া যায়।

আবুল-গাদিয়া আল-মুযানী বা আল-জুহানীর বর্শাঘাতে তিনি আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন। অতঃপর এক শামী সৈন্য অগ্রসর হইয়া তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা উভয়ে 'আম্মার (রা)-কে হত্যা করার দাবি লইয়া মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পৌছিল। সেখানে 'আমর ইবনুল-'আস (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইহারা দুইজন জাহান্নাম লইয়া ঝগড়া করিতেছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কামনা করিতেছি যে, আমি যদি আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিতাম! এই সময় মু'আবিয়া (রা) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, যাহারা তাঁহাকে যুদ্ধে নামাইয়াছে তাহারাই তাহার হত্যাকারী, আমরা নহি (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫৯; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৭)।

'আম্মার (রা) ইনতিকালের পূর্বে ওসিয়াত করিয়া যান, আমার পরিহিত কাপড়েই আমাকে দাফন করিবে। কারণ (কিয়ামতের ময়দানে) আমি বাদী

হইব (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৭)। 'আলী (রা) তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন এবং তাঁহার ওসিয়াতমত রক্তাক্ত জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে দাফন করা হয় (প্রাগুক্ত)। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, রং গৌর বর্ণের, কাঁধ চওড়া ও পুরু শরীরবিশিষ্ট। তাহার বার্ধক্য তেমন একটা বোঝা যাইত না। তিনি চুল-দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করিতেন না (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৭; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৬৪)।

'আম্মার (রা) ছিলেন খুবই ইবাদাতগুযার ও তাহাজ্জুদের অনুরক্ত। তাঁহার সম্পর্কে নাযিল হয় (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৫০)।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ.

"যে ব্যক্তি রাত্রের বিভিন্নভাগে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না" (৩৯ ঃ ৯)।

এইজন্য জান্নাত তাহার প্রতি আগ্রহী বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি জান্নাত আগ্রহী ঃ 'আলী, সালমান ও 'আম্মার (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীছ নং ৩৭৯৭)। তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁহাকে পবিত্র বলিয়া অভিহিত করেন। একদা তিনি অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহার কণ্ঠ চিনিতে পারিয়া বলিলেন مرحبا بالطيب المطيب! "স্বাগতম হে পবিত্র ব্যক্তি এবং পবিত্রকারী" (তিরমিযী, কিতাবু'ল -মানাকিব, হাদীছ নং ৩৭৯৮)।

'আম্মার (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এক বর্ণনামতে তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩২টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে পাঁচটি হাদীছ স্থান পাইয়াছে (সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, ১খ., পৃ. ৪০৭)। সাহাবীদের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—'আলী ইব্‌ন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, আবূ মূসা আল- আশ'আরী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার, জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, আবূ উমামা আল-বাহিলী, আবুত তুফায়ল ও আবূ লাস আল-খুযাঈ প্রমুখ। আর তাবি'ঈদের মধ্যে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আম্মার, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবদির রাহমান, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা, আবূ ওয়াইল, আলকামা, যির্‌র ইব্‌ন হুবাশ, হাম্মাম ইবনুল-হারিছ, নু'আয়ম ইবনুল হানজালা, 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবযা, নাজিয়া ইব্‌ন কা'ব, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী, ইবনুল হাওতাকিয়্যা, ছারওয়ান ইব্‌ন মিলহান, য়াহয়া ইব্‌ন জা'দা, 'আতা (রা)-এর পিতা আস-সাইব, কায়স ইব্‌ন আব্বাদ, সিনান ইব্‌ন যুফার, মুখারিক ইব্‌ন সুলায়ম, 'আমির ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৭; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১খ., পৃ. ৪০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-কুরআনুল কারীম, ব. স্থা.; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবানদ (ইউ.পি.), তা.বি., ২খ., পৃ. ৫১৬; (৩) আত-তিরমিযী, আল-জামি', কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবানদ (ইউ.পি), তা.বি. কিতাবুল মানাকিব; (৪) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, দার সাদির, বৈরূত তা.বি., ৩খ., পৃ. ২৪৬-৬৪; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ., পৃ. ৪৩-৪৭; (৬) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, মু'আস্‌সাসাতুর-রিসালা, বৈরূত ১৪১০ হি./৯৯০ খৃ., ৭ম সং, ১খ., পৃ. ৪০৬-৪২৮, সংখ্যা ৮৪; (৭) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, দার ইহ্‌য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি.; (৮) হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্‌যী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪১৪ হি. /১৯৯৫ খৃ., ১৩খ., পৃ. ৪৪৩-৫০, সংখ্যা ৪৭৫৮; (৯) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর তা.বি., ২খ., পৃ. ৫১২-১৩, সংখ্যা ৫৭০৪; (১০) ঐ লেখক, তাহযীবুত-তাহযীব, ২খ., পৃ. ১৯, বৈরূত ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.; (১১) ইব্‌ন আবদিল বারর, আল- ইসতী'আব, মিসর তা. বি.।

ডঃ আবদুল জলীল

'আম্মারিয়া (عمارية) ঃ আলজিরীয় ধর্মীয় সম্প্রদায় 'আম্মার বু-সেননা-এর নাম হইতে এই সম্প্রদায়টির নামের উৎপত্তি। 'আম্মার বু-সেননা ১৭১২ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। কনসটানইন প্রদেশের বু হাম্মাম নামক স্থানে তাঁহার মা'যার রহিয়াছে। 'আম্মারিয়্যা সম্প্রদায়ের আদি খানকাহটি (যাবিয়া)-ও এই স্থানে ছিল। সম্পদায়টি প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১৮২২ খৃ. আলহাজ্জ মুবারাক আল-মাগরিবী আল-বুখারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ডিপো ও কোপোলানি (Depont and Coppolani)-এর বর্ণনা অনুসারে (Les Confreries Religienses musulmanes, আলজিয়ার্স ১৮৯৭ খৃ. পৃ. ৩৫৬-৭) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই সম্প্রদায়ের ছাব্বিশটি খানকাহ ও ৬৪৩৫ জন অনুসারী ছিল।

(E.I. [2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আম্মূরিয়্যা (عمورية) ঃ ফ্রিজীয়ায়, (Phrygia) অবস্থিত বিখ্যাত দুর্গ এমোরিয়ম (Amorium, সুরয়ানী এমোরীন, Amorin مور ين-এর নামের আরবী রূপান্তর। এই বিখ্যাত দুর্গ সেই বায়যান্টাইন সামরিক সড়কের উপর অবস্থিত যাহা কনস্টান্টিনোপল হইতে Cilcia-এর দিকে গিয়াছে এবং যাহা দারুললিয়া (Dorylaeum)-র দক্ষিণ-পূর্বে ও আনকারার দক্ষিণ-পশ্চিমে upper সাকারিয়া অথবা সাগরী (Sangarios)-এর দক্ষিণে অবস্থিত। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ইহার অবস্থান ছিল অজ্ঞাত। পর্যটক Hamilton ইহার ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করেন। আমীর তাগ (সাবেক আযীযিয়্যা) হইতে প্রায় ৭.১/২ মাইল পূর্বে হামযা হাজঈলী ও হিসার-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে ইহার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে; উক্ত পর্যটকের মতে স্থানীয় লোকজন ইহাকে Hergan Kala নামে অভিহিত করিত। বর্তমানে হারগান নামটি কেহই জানে না এবং উক্ত ধ্বংসাবশেষকে Asar অথবা মারবা-এর গাইডের বর্ণনায় Asar Kale নামে অভিহিত হইয়া থাকে। Ramsay-এর বর্ণনায় Amorium হাজী উমারের নামানুসারে সেই প্রান্তরের নামের মধ্যে হাজী 'উমাররূপে স্থিতি লাভ করিয়াছে। ৪৭৪ হইতে ৪৯১ খৃ. পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে

Zanon 'আমূরিয়্যা দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন; তবে আল-মাস'ঊদীর (মুরূজ, ২খ., ৩৩১) মতে এই কেল্লা নির্মাণ করিয়াছিলেন Anastasium (৪৯১ খৃ.-৫১৮ খৃ.) এবং উহা 'আরবদের আক্রমণ আশঙ্কায় ছিল। তাঁহারা উহা জয়ও করিয়াছিল। ২৫/৬৪৬ সালে আমীর মু'আবি'য়া (রা) আমূরিয়্যা পর্যন্ত পৌছেন এবং 'আবদুর-রাহ'মান ইবন খালিদ (রা) ইবন ওয়ালীদ ৪৬/৬৬৬ সালে দুর্গাধিপতিকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ৪৯/৬৬৯ সালে কনস্টান্টিনোপল অভিযানকালে য়াযীদ এই দুর্গে অধিকার করেন, কিন্তু Constans-এর সেনাপতি Andreas উহা পুনর্দখল করেন। ৮৯/৭০৮ সনে মাসলামা ইবন 'আবদিল-মালিক বায়যান্টাইন সেনাবাহিনীকে আমূরিয়্যার সম্মুখে পরাজিত করেন। ৯৮/৭১৬ মাসলামা কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অভিযানকালে তাঁহার জনৈক সেনানায়ক 'আমুরিয়্যা কেল্লা অবরোধ করেন। কিন্তু Leo the Isaurian (যিনি পরে সম্রাট হইয়াছিলেন) এই অবরোধ ব্যর্থ করিয়া দেন। পরে Leo ইহাকে অত্যন্ত শক্তিশালী এক কেল্লায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৬২/৭৭৯ সালে খলীফা আল-মাহদীর আমলে আল-হ'াসান ইবন ক'াহত'াবা-র এবং পরে ১৮১-৭৯৭ সনে হারূনুর-রাশীদ-এর আমলে ইহা সাফল্যের সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল। অবশেষে খলীফা আল-মু'তাসি'ম-এর বিশাল বাহিনীর হস্তে ইহার পতন ঘটে। তিনি বার দিন পর্যন্ত এই কেল্লা অবরোধ করিয়া রাখেন এবং অবশেষে জনৈক স্থানীয় অধিবাসীর সাহায্যে ২২৩/৮৩৮ সনে ইহা হস্তগত করেন।

আমূরিয়্যা বিজয় উপলক্ষে আবূ তাম্মাম তাঁহার বিখ্যাত কাসীদা লিখেন (যাহার প্রথম চরণের আনুবাদ নিম্নরূপঃ (বিজয়) সংবাদ বহনে তরবারি পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর সত্য, তরবারির তীক্ষ্ণ ধারে রহিয়াছে গুরুত্বপূর্ণ (الجد) ও কৌতুকের (اللعب) ব্যাপার (এই সম্পর্কে আরও দ্র. আস-সূ'লী, আখবারু আবী তাম্মাম, কায়রো ১৩৫৬ হি., পৃ. ১০৯ প., পৃ. ২৯ প.)। আল-মু'তাসি'ম শহরটিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইহা পুঃনির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ৩১৯/৯৩১ সালে তারসূস-এর আমীর ছামাল ইহাকে ভস্মীভূত করেন। অতঃপর ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বাহ্যত পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ভূগোলবিদ আল-ইদরীসী ও হ'ামদুল্লাহ আল-মুসতাওফীর বর্ণনা মুতাবিক খৃস্টীয় দ্বাদশ শতক, এমন কি চতুর্দশ শতক, পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব অবশিষ্ট ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, ১খ., ১৮৪২ খৃ. ৪৮৪ প.; (২) Ch. Texier, Descripton de l' Asie Mineure, ১৮৪৯ খৃ., পৃ. ৪৭১; (৩) W. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, ১৮৯০ খৃ., পৃ. ২৩০-৩১; (৪) Pauly-Wissowa, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ১৮৭৬; (৫) Murray, Hand-book for travellers in Asia Minor, ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ১৬; (৬) য়া'কূত, (মু'জামুল-বুলদান, ১খ., ৩৯১, ৫৬৮, ৯২৮; ২খ., ৮০৫, ৮৬৪; ৩খ., ২৬৪, ৬৯২, ৭৩০; ৪খ., ৯৫; ৫খ., ২৫–'আরবদের আক্রমণের সম্পর্কে। দ্র. (৭) E.Brooks, The Arabs in Asia Minor, পৃ. ৬৪১-৭৫০ ও Journal of Hellenic studies, ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ১৮২-২০৮; (৮) ঐ লেখক, The Campaign of 716-18 from Arabic Sources, ১৮৯৯, পৃ. ১৯-৩৩; (৯) ঐ লেখক, Byzantines and Arabs in the time of the Early Abbasids, in English Historical Review, ১৯০০ খৃ., পৃ. ৭২৮-৪৭; ১৯০১ খৃ., পৃ. ৮৪-৯২; (১০) J. Wellhausen, Die Kampfe der Araber mit den Romaern in der Zeit der Umaididen, in NGW, Gottingen, Phil. Hist., Kiasse ১৯০১ খৃ., পৃ. ৪১৪ প.; (১১) A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, সম্পা. La Dynastie d. Amorium, ফ্রান্স, ১৯৩৫ খৃ., ১খ., ১৪৪-৭৪ ও 'আরবী অনুবাদ ঃ আল-'আরনাবু ওয়া'র-রূপ, কায়রো, পৃ. ১৩০-৫৭ ও ফ্রান্স সংস্করণ, ২খ., La dynastie macedonienne, ২খ., Extraits des sources arabes : ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৫২-২৩৮, রুশ সংস্করণ, পৃ. ৩২-৩৩।

M. Canard (দা. মা.ই.)/এ. কে. এম. নূরুল আলম

আযইম্মূর (দ্র. আযাম্মূর)

আল-আয'ওয়া (الأذواء) ঃ 'যূ' শব্দের ভগ্নিত (مكسر) বহুবচন। যূ' শব্দ দ্বারা গঠিত ইয়ামান-এর রাজা ও শাসকবর্গের পরিচায়ক নাম। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন মাছামিনা হি'ময়ার (দ্র.)-এর অষ্ট যুবরাজ [কায়ল (দ্র.)] যাঁহারা বাদশাহ নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকারসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের নামের তালিকা ঃ যূ' জাদান, যূ হাযফার, যূ' খালীল, যূ' মুকার (মাকার), যূ' সাহার, যূ' সির্'ওয়াহ, যু ছুলুবান (ছালাবান), যূ' উছকুলান। আল-হামদানী [ইক্লীল, (সম্পা. N. A. FARIS), ৮খ., ১৫৯] যূ' মুরাছিদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার নাম নাশ্'ওয়ান, ১খ., ২৬৩-এর উদ্ধৃত শ্লোকে রহিয়াছে, তবে সেই স্থলে যূ সাহার-এর নাম বর্জন করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, পৃ. ৯৮৫ a; (২) আল-হামদানী, Sud-arab Mustabih, সম্পা. Lofgren, পৃ. ৪৮-৫৪ (এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য 'আয্ওয়া-ইয়্যিয়া 'আল-আযওয়া'-এর উপাধি বা পদবীর উৎপত্তি, তু. O. Lofgren, Eim hamdani Fund, Uppsala, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৩১); (৩) নাশ্'ওয়ান, শামসুল-'উলূম, সম্পা. Zettersteen, ১খ., ২৬৩, সম্পা., 'আজীমুদ্দীন আহ'মাদ, GMS, ২৪ ঃ ১৬, ৩৯, ৪৮; (৪) M. Hartmann, Die Arabische Frage, পৃ. ৩১৯ প.।

O. Lofgren (E.I.[1])/আবদুল বাসেত

আয্দ (ازد) ঃ [(আস্দ اسد) শব্দ হইতে প্রবর্তিত, দুইটি বানানই প্রচলিত], প্রাচীন আরবদের দুইটি গোত্রীয় দলের নাম, যাহারা আসীর পার্বত্যাঞ্চল (ازد سراة) ও উমান-এর অধিবাসী (ازد عمان) ছিল। উভয় দলই পরবর্তী কালে ইসলামী যুগে বস্‌রা ও খুরাসান-এ মিলিতভাবে বাস শুরু করে। সেইজন্যই ইয়ামান-এর একটি গোত্র আয্দ তাহাদের এক অংশ মারিব বাঁধ ধ্বংসের পর উত্তর দিকে ও অন্য অংশ পূর্বদিকে গমন করিয়াছিল বলিয়া পরবর্তী কালে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই একই

নামধারী দুইটি গোত্রের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ধারণ করা কঠিন। বংশ-তালিকায় (আল-আয্দ ইব্নুল-গাওছ ইব্ন নাব্ত ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহ্লান ইব্ন সাবা হইতে আল-আয্দ গোত্রীয় পূর্বপুরুষ দির বা দার্‌রা ইব্নুল-গাওছ-এর উপাধি) কেবল আয্দ সারাত ও আয্দ উমান-এরই সংমিশ্রণ হয় নাই, বরং ইহাতে গাস্সান, খুযা'আ, আর-আওস ও খায্‌রাজকে আয্দ-এর অংশ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আয্দ নামটি নিম্নলিখিত গোত্রগুলির প্রতি প্রযোজ্য ঃ নাস্‌র ইব্নুল-আয্দ-এর বংশধর গোত্রগুলি (সারাত ও উমান-এ), আদী ইব্ন হারিছা ইব্ন 'আম্‌র মুয়ায়কিয়ার বংশধর বারিক ও শাক্‌র (সারাত-এ), ইমরান ইব্ন আম্‌র মুয়ায়কিয়ার বংশধর আ-আতীক ও আল-হাজ্‌র (উমান-এ), আল-হিন্‌ব ইব্নুল-আয্দ, কারন ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্নিল-আয্দ, আরমান, আলমা ও হিজিনা ইব্ন 'আমর ইব্নিল-আয্দ (সারাত-এ)।

আয্দ সারাতে, যাহাদের বয়ন শিল্পে বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাহাদের অধিকাংশই স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ছিল। অতএব তাহাদের ঘরবাড়ির বিশেষ কোন পরিবর্তন হইত না। দাওস-গোত্রগুলি (সুলায়ম ইব্ন ফাহ্‌ম, তারীফ ইব্ন ফাহ্‌ম, মুন্‌হিব ইব্ন দাওস ও বানূ মাসিখা শাখা গোত্রগুলি সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী উত্তরাঞ্চলে, এমনকি তাহাদের কোন কোনটি তাইফের উত্তর-পূর্বেও বাস করিত। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের অবস্থান ছিল ওয়াদী দাওকার উচ্চ স্থানে। তাহাদের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল যাহরান গোত্রসমূহ (সালামান, কাতাদা, 'উবায়দ ইব্ন উব্‌রা); আরও পূর্বে সারাত গামিদ-এ ছিল নামির ইব্ন 'উছমান আল-গাতারীফ, যারা, আছবাব, লিহ্‌ব, ছুমালা, গামিদ; কারন ইব্ন আহজান ও অন্যরা। তাহাদের এলাকা ওয়াদী কানাওনা-র উপরিভাগ হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত ছিল। এই গোত্রগুলি অধিকতর পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী তাহাদের জ্ঞাতি গোত্রগুলি হইতে খাছ'আমদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। খাছ'আম-এর পূর্বে তুরাবা-য় ছিল আল-বুকুম গোত্র (হাওয়ালা ইব্নুল-হিন্‌ব-এর বংশধর), বানূ শাক্‌র (বানূ ওয়ালান) ছিল তাবালা-র উত্তর-পশ্চিমে আর কারন ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ গোত্রটি ছিল তাবালার দক্ষিণে। সারাতুল-হাজ্‌র-এরই অন্তর্গত আরও দক্ষিণাঞ্চলে বাস করিত আল-হাজ্‌র ইব্নুল-হিন্‌ব-এর বিভিন্ন শাখা গোত্র (তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বানূ শাহ্‌র ও বাল-আসমার গোত্র)। তাহাদের নিবাস ছিল হালাবার চতুষ্পার্শ্বে উত্তর দিকে যাহা ওয়াদী তানুমা, ওয়াদী বাল-আস্‌মার-এর দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল হালাবা, আল-খাদরা, নিমাস ও তানুমা। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আরও দক্ষিণে ওয়াদী ইবিল-এর দিকে আন্‌য গোত্রের প্রতিবেশীরূপে বাস করিত। বারিক গোত্রের লোকেরা পশ্চিম দিকে ওয়াদী বারিক এলাকায় খাছ'আম ছিটমহলকে দক্ষিণ দিক হইতে বেষ্টন করিয়া বসবাস করিত। মোটকথা, তাহারা উপত্যকাসমূহে বাস করিত, অপর দিকে খাছ্‌আমরা বাস করিত পার্বত্যাঞ্চলগুলিতে। আয্দ-এর কয়েকটি দল (আলমা ইয়ারফা ইব্নুল-হিন্‌ব ও আলহাজ্‌র ইব্নুল-হিন্‌ব-এর কতকাংশ) সমুদ্র উপকূলে হালীর চতুষ্পার্শ্বে কিনানা গোত্রের প্রতিবেশীরূপে বসবাস করিত। মূলত আয্দ সারাত আরও অনেক দক্ষিণে ও খাছ্'আমদের সাইত দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কেবল তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালে তাহাদের পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইসলামী যুগে ও তাহাদের অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক লোক তাইফ্-এর দক্ষিণ পূর্বে বানূ মা'আফির ও দাছীনায় বানূ আওয়াদ-এর অধীনে জীবন যাপন করিত। বহুল ব্যবহৃত শানূ আ (شنوءة) শব্দটির তাৎপর্য অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে, যেহেতু এই নামটি কবি হাজিয ইব্ন 'আওফ-এর একটি কবিতায় রণধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহা একটি ভৌগোলিক নাম নয়, বরং একটি বংশীয় নাম বটে। শব্দটির প্রচলিত ব্যাখ্যা (শানূ আ=আল-হারিছ ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন নাস্‌র ইব্নিল-আযদ) নিঃসন্দেহে ভ্রান্তিমূলক। কোন্ কোন্ গোত্র শানূ'আর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা নিরূপণ করা এখন আর সম্ভবপর নহে।

আয্দ উমানের বংশ-তালিকায় সেই সকল গোত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহারা মালিক ইব্ন ফাহ্‌ম-এর (হুনাআ, ফারাহীদ, জাহাদিম, নাওয়া কারাদীস, জারামীয, উকাআ, কাসামিল, সুলায়মী, আশাকির) বংশোদ্ভূত কতগুলি ছিল নাস্‌র ইব্ন যাহরান-এর বংশধর (য়াহ্‌মাদ, হুদ্দান মা'আবিল) আরও কতগুলি ছিল 'ইমরান ইব্ন 'আম্‌র মুযায়কিয়া-র বংশধর অর্থাৎ আল-'আতীক' ও আল-হাজ্‌র ইব্ন 'ইমরান (সম্ভবত ইমরান-এর সহিত এই সম্পর্কটি আনসার-এর সহিত তাহাদের ভ্রাতৃগোত্রের মর্যাদা লাভের দরুন মুহাল্লাবীদের সম্মানিত করার উদ্দেশে ধারণ করা হইয়াছিল (প্রকৃত সম্পর্ক আল-আতীক ইব্নুল-আস্‌দ ইব্ন 'ইমরান বংশতালিকায় সংরক্ষিত রহিয়াছে)। বিশেষ বিশেষ গোত্রের অবস্থানস্থল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অকিঞ্চিৎ। মা'আবিল-এর বাসস্থান ছিল সুহার ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকায়, ইয়াহ্‌মাদ ও হুনাআয় নিকটবর্তী উপকূল অঞ্চলগুলিতে। হুমায়ম (মান ইব্ন মালিক ইব্ন ফাহ্‌ম-এর বংশধর) ছিল নায্‌ওয়ায় আল আতীক দাবায় ও আল-হাজর তাহাদের নিকটবর্তী স্থানে হুদ্দানেরা বাস করিত পাইরেট কোস্ট (pirate coasts)-এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে। মধ্যবর্তী এলাকাতে বাস করিত আয্দ ছাড়া অন্যান্য গোত্র, বিশেষত সামা ইব্ন লুআয়্য, যাহারা পরবর্তী কালে সমষ্টিগতভাবে নিযার নামে অভিহিত হইত। বানূ জুদায়দ (আশাকির গোত্র হইতে ইসলামী যুগে পশ্চিম দিকে জুফার হাদারামাওত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং মাহ্‌রাদের সহিত কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর রায়সূত সামুদ্রিক বন্দর দখল করিয়াছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগেও আয্দ উমান-এর কিছু কিছু অংশ, যেমন সালিমা ইব্ন মালিক ইব্ন ফাহ্‌ম, পারস্য উপসাগরীয় দ্বীপসমূহে ও কিরমান-এ যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এখানে তাহারা মৎস্য শিকার, নৌ-চালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, কিন্তু অন্যান্য আরবের মধ্যে তাহাদের খুব একটা সুনাম ছিল না। তাহাদের প্রতি সময়ে সময়ে 'মুযূন' শব্দটির প্রয়োগে মনে হয় ইহা তাহাদের উপনাম ছিল। মনে করা হয়, তাহারা উত্তরাঞ্চল হইতে এখানে আগমন করিয়াছিল এবং পূর্ববর্তী বসতি স্থাপনকারী অনারবদের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছিল। সেই প্রবাদমতে তাহাদেরকে শিলালিপিসমূহে উল্লিখিত আসাদ (২) [দ্র.] গোত্রের সহিত একত্রীভূত বলিয়া মনে করা হয় এবং যদ্দরুন তাহাদেরকে তানুখ-এর মিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়, তাহা ভ্রান্ত ধারণা।

প্রাক-ইসলামী যুগের আয্‌দ সারাত সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। কেননা তাহাদের তেমন কোন কবিতা পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে একমাত্র বিখ্যাত কবি ছিল হাজিয ইব্‌ন 'আওফ (বানূ সালামান গোত্রের)। তাঁহার কবিতায় খাছ্‌'আম ও কিনানার সহিত তাহাদের যুদ্ধের এবং কোন কোন গোত্রের তাহাদের শক্তিশালী গোষ্ঠী আলগিতরীফ-এর বিরুদ্ধে (ওয়াদী কানাওনায়) খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে লড়াইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, সেই গোষ্ঠীর লোকেরা কু'দায়দ-এ অবস্থিত মানাত দেবীর তীর্থ মন্দিরের রক্ষক ছিল। মদীনার বংশতালিকায় গিতরীফ-এর যে নাম পাওয়া যায় সম্ভবত তাহা সেইখান হইতে আসিয়াছে। আয্‌দ সারাত-এর দেবতাদের নাম নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়' যু'শ্‌-শারা, যুল- খালাসা (তীর্থ মন্দির তাবালায়), যু'ল-কাফ্‌ফায়ন ও আইম। আয্‌দ উমান-এর প্রাথমিক যুগের ইতিহাস ইহা হইতে অধিকতর কম জানা যায়। পারসিক ও মাহ্‌রাদের সহিত তাহাদের অতীত কালের লড়াইসমূহ ছাড়াও 'আবদুল-ক'ায়স গোত্রের সহিত তাহাদের একটি লড়াইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাদের দেবতার নাম বাজার/নাজির ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

আয্‌দ সারাত ১০/৬৩১ সালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্মত্যাগ (ردة)-এর কালে তাহাদের ছোটখাট বিদ্রোহগুলি তাইফ-এর গভর্নর 'উছমান ইব্‌নুল-'আস' ১১/৬৩২ সালে অবিলম্বে দমন করিয়াছিলেন। ১৩/৬৩৪ সালে খলীফা 'উমার (রা) কর্তৃক ফুরাত অভিমুখে প্রেরিত সেনাদলেও আয্‌দ-এর-কিছু লোক ছিল। আয্‌দ সারাত-এর কিছু সংখ্যক লোক বসরা ও কূফায় প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিল আর কিছু সংখ্যক লোক মিসর গমন করে। যাহা হউক, মোটের উপর তাহাদের খুব কম সংখ্যক লোকই স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বেই ইসলাম 'উমান-এ পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ ছিল, 'উমান-এর শাসক দল বানূ জুলান্দার (সুহার-এর অধিবাসী বানূ মা'আবিল) গোত্রপতি দুই ভাই জায়ফার ও 'আবদ-এর সম্পর্ক আল-'আতীক গোত্রের ও লাকীত ইব্‌ন মালিক আল- 'আতিকীর নেতৃত্বাধীন সেই অঞ্চলের অভ্যন্তরে বসবাসকারী অন্যান্য গোত্রের সহিত খুবই গভীর ছিল। মদীনা হইতে ৮/৬২৯ সালে 'আম্‌র ইব্‌নুল-'আস (রা) সুহার প্রেরিত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের ক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। লাকী'ত রিদ্দার খণ্ড যুদ্ধে পুনর্বার তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিল এবং আম্‌র পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১১/৬৩২ সালে 'ইক্‌রিমা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল বিদ্রোহ শেষবারের মত দমন করিলেন। বানূ জুলান্‌দা অনেক বৎসর কাল 'উমান-এর একচ্ছত্র অধিপতি রহিল। খলীফা 'উছমান (রা)-এর শাসনামলে 'আব্বাদ ইব্‌ন 'আবদ ইব্‌নুল-জুলান্‌দা শাসনকার্য নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ৬৭/৬৮৬ সালে ইয়ামামায় খারিজীদের সহিত যুদ্ধে মারা যান। তাঁহার পুত্রদ্বয় সা'ঈদ ও সুলায়মান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। অবশেষে আল হাজ্জাজ-এর সময়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে চূড়ান্তভাবে 'উমান হইতে বহিষ্কার করা সম্ভব হয় এবং এলাকাটি পুনর্বার খলীফার অধীনে আনা হয়। আয্‌দ 'উমান-এর বহু সংখ্যক লোক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ৬০-৬১/৬৭৯-৮০ সালে বসরায় বসতি স্থাপন করে। এই অগ্রগমন কালে তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক পূর্ব 'আরবে রহিয়া গিয়াছিল, সেখানে পরবর্তী কালে যারা নামক স্থানে ৩য়/৯ম শতাব্দীতে আয্‌দী আমীরাত স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারা আয্‌দ সারাত-এর সহিত ঐক্যবদ্ধ হইলে যাহারা পূর্ব হইতেই বসরায় বসবাস করিতেছিল এবং রাবী'আ গোত্রের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ফলে তাহারা বানূ তামীম-এর বিরোধী দলভুক্ত হইয়া গেল। অনেক কাল আগে ৩৮/৬৫৮ সালে বসরায় আয্‌দ সারাতগণ সেইখানকার গভর্নর যিয়াদ ইব্‌ন আবীহ-কে বানূ তামীম-এর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দান করিয়াছিল। অনুরূপভাবে 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ আয্‌দ-এর সাহায্য লাভ করিয়াছিল। ১ম য়াযীদ-এর মৃত্যুর (৬৪/৬৮৩) পর বানূ তামীম তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। পরবর্তী কালের গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ, সম্মিলিত আয্‌দ রাবী'আর নেতা মাস'উদ ইব্‌ন আমর আল-'আতিকী নিহত হইবার পর বানূ তামীম-এর নেতা আল-আহ'নাফ-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি লাভ করে। কিন্তু শত্রুতা থাকিয়া যায় এবং তাহা খুরাসান পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, বিশেষত যখন আয্‌দ সেইখানে (আবার রাবী'আ-র সহিত যুক্ত হইয়া) মুহাল্লাবীদের অধীনে ৭৮/৬৯৭ সালের পর সর্দার গোত্রে পরিণত হইল। তাহারা মুহাল্লাবীদের অপসারণে খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহারা ৯৬/৭১৪ সালে কু'তায়বা ইব্‌ন মুসলিম-এর পরাজয় ও মৃত্যুর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। ২য় য়াযীদ-এর শাসনের প্রাথমিক যুগ ১০১/৭২০ পর্যন্ত আয্‌দ (খুরাসান-এর) নেতাদল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে মুহাল্লাবীদের উৎখাতের যে সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদেরকে কিছু দিনের জন্য কায়সী গভর্নরদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কায়সীদের প্রতি আয্‌দ-এর শত্রুতা উমায়্যাদের পতনের একটি প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। উমায়্যা শাসনের শেষভাগে গোলযোগপূর্ণ কালে কয়েকটি স্বল্পকাল স্থায়ী মৈত্রী ছাড়া আযদ (খুরাসানের উমায়্যা) গভর্নর নাস্‌র ইবন সায়্যার-এর বিরোধিতা করিয়াছিল, যাহার ফলে আবূ মুসলিম-এর অগ্রগতি অনেকখানি সুগম হইয়া ছিল। বানূ তামীম ও সিরীয় সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইয়া আয্‌দ বসরায় ও উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আব্বাসীদের অনুগামী হইল। প্রায় এই সময়ে বসরা হইতে আনীত ইবাদী ধর্মবিশ্বাস 'উমান-এর জনগণ কর্তৃক গৃহীত হইতে লাগিল। ১৩২/৭৪৯ সালে পুরাতন শাসক পরিবার বানূ-জুলান্‌দার একজন সদস্য আল-জুলানদা ইব্‌ন মাস'উদকে (ইবাদি'য়্যাদের) প্রথম ইমাম নির্বাচিত করা হইল। তিনি ১৩৪/৭৫১ সালে আবুল 'আব্বাস-এর সেনাপতি খাযিম ইব্‌ন খুযায়মার সহিত যুদ্ধে নিহত হন। পরবর্তী বৎসরগুলি দেশের জন্য খুবই দুর্যোগপূর্ণ ছিল। নামমাত্র ইহা 'আব্বাসী গভর্নর-এর অধীনে ছিল কিন্তু সচরাচর নিত্যই সেইখানে বানুল-জুলান্‌দা ও ইবাদি'য়্যার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। কেননা বানূ জুলানদা তাহাদের পূর্বের শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট ছিল। অবশেষে ১৭৭/৭৯৩ সালে ইবাদি'য়্যা জয়ী হইলও একজন নূতন ন্যায়সঙ্গত ইমাম নির্বাচন করিল। অতঃপর নাযওয়া ইবাদী ইমামদের সদর স্টেশনে পরিণত হইল। তাহাদের প্রায় সকলেই ইয়াহ্'মাদ গোত্রের ছিলেন। ২৩০/৮৪৪ সনের পর আবার অশান্তি দেখা দিল। বানূ জুলানদার ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও আয্‌দ ও নিযার-এর মধ্যে গোত্রীয় যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িল। ২৭৭/৮৯০ সনে বানূ সামা ইব্‌ন

লুআয়্য ইবাদ'ীদের বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্যার্থে খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর নিকট আবেদন জানাইল। ইবাদি'য়্যার শেষ স্বাধীন ইমাম আযযান ইব্ন তামীম ২৮০/৮৯৩ সনে বাহরায়ন-এর 'আব্বাসী গভর্নর মুহা'ম্মাদ ইব্ন নূর-এর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ২৮২/৮৭৫ সনের পর নাযওয়ায় পুনরায় ইবাদী ইমামদের আবির্ভাব হইল, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আখ্বার আহ্ল উমান মিন্ আওওয়াল ইসলামিহিম ইলাখতিলাফ কালিমাতিহিম, এক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের 'আরবের ইতিহাস, কাশ্ফুল-গু'ম্মাহ্র ৩৩শ অধ্যায়, সম্পা. H. Klein, Hamburg ১৯৩৮ খৃ.; (২) ইবনুল-কালবী, আল-জাম্হারা ফিন-নাসাব, পাণ্ডুলিপি Escorial 1698, ২৩৭, ৩১৪, প., ৩২৫প.; (৩) ইব্ন দুরায়দ, ইশ্তিকা'ক (Wustenfeld), পৃ. ২৮৭ প.; (৪) আল-হামদানী, পৃ. ৫১-৫২, ২১১; (৫) য়া'কূত, ১খ., ৪৬৩-৬৪, ২খ., ১৪৮, ১৮৭, ৩৭৭-৭৮, ৩৮৭, ৫৪৩, ৮৪৩, ৮৮৬, ৩খ., ৬৭, ৩৩০, ৪খ, ৩৮৬, ৫২২, ৬৫৪; (৬) ইবনুল-কাল্বী, আল-আস্'নাম (Klinke-Rosenberger), পৃ. ২২, ২৪, ২৫; (৭) আত-তা'বারী, ১খ., ৭৪৬, ৭৫০, ১৭২৯, ১৯৭৭, ১৯৮০, ২১৮৭, ২৩৭৮, ২৪৯০; (৮) আগ'নী², ১২খ., ৪৭-৫৪; (৯) ইব্ন সা'দ, ১/২ খ., ৭১, ৭৬, ৮০ প.; (১০) L. Forrer, Sudarabien nach al-Hamdani' "Bescheibung, der arabischen Halbinsel", Leipzig 1942; (১১) J. Wellhausen, Reste altarabischen Heidentums, Berlin 1897, পৃ. ২৬, ৬৪; (১২) ঐ লেখক, Skizzen und Vorarbeiten, বার্লিন ১৮৮৯ খৃ., ৪খ., ১০২, বার্লিন ১৮৯৯, ৬খ., ২৪ প.; (১৩) ঐ লেখক, Das arabische Reich und sein Sturz, বার্লিন ১৯০২ খৃ., পৃ. ৬৩, ১৩০ প., ১৪০ প., ২৪৮ প.; (১৪) Max Freiherr v. Oppenheim, Die Beduinen, ii, Leipzig 1943, ৪৪১, ৪৪২, ৩খ., সম্পা. W. Caskel, Wiesbaden 1952, পৃ. ১৫, ৯৮।

G. Strenziok (E.I.²)/ড. ছৈয়দ লুৎফর হক

আল-আয্দী (الأزدى) ঃ আবূ যাকারিয়্যা য়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াস ইবনিল-কা'সিম, মাওসিল-এর একজন ঐতিহাসিক, মৃ. ৩৩৪/৯৪৫-৬ সালে। আল-আয্দীর এক পুরুষ পূর্বে মাওসিল সম্বন্ধে ইব্রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াযীদ আল-মাওসি'লী একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই গ্রন্থখানা মনে হয় কেবল দীনী 'আলিমদের জীবনী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল মাওসিল-এর মুহা'দ্দিছগণের শ্রেণীবিভাগ ও মাওসিলের রাজনৈতিক ইতিহাস-একই গ্রন্থে কিংবা দুইখানা পৃথক পৃথক গ্রন্থে। কেবল বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার উদ্ধৃতিসমূহ হইতে মুহ'াদ্দিছদের সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে জানা যায়। মনে হয় ইহা কিছু সংখ্যক তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেইগুলি সচরাচর রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। মাওসিল শহরের বর্ণানুক্রমিক যেই রাজনৈতিক ইতিহাসখানা তিনি লিখিয়াছিলেন তাহা ছিল এই বিষয়ে প্রণীত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। ইহাতে ১০১/৭১৯-২০—২২৪/৮৩৮-৯ সালের ঘটনাবলী সংরক্ষিত আছে। ইহাতে মাওসিল-এর ইতিহাস সমসাময়িক সাধারণ ইতিহাসের কাঠামোতে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহা প্রাথমিক যুগের মুসলিম ইতিহাস রচনার এক অতি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাহাবী, তা'বাকা'তুল-হু'ফফাজ, ১২শ সং, সংখ্যা ১৪; (২) Brockelmann, S 1. 210; (৩) F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, পৃ. ১০৭, ১৩২-৪, ৪০৫, পাদটীকা ১, ৪৬৫; (৪) M. Canard, Histoire de la Dynastiedes H'amdani des, আলজিয়ার্স ১৯৫১ খৃ., ১খ., ১৭।

F. Rosenthal (E.I.²)/ড. ছৈয়দ লুৎফুল হক

আল-আয্দী (الأزدى) ঃ আয্দ-এর গোত্রীয় নাম হইতে আহৃত নিস্বা, বাগদাদের মালিকী মায্হাবভুক্ত একটি কাদী পরিবার এই নামে পরিচিত ছিল। পরিবারটি বিষয়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ইব্ন দিরহাম নামীয় প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

সম্পাদকমণ্ডলী (E.I.², Suppl.)/হুমায়ুন খান

আল-আয্দী (الأزدى) ঃ ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহা'ক ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন হা'ম্মাদ ইব্ন যায়দ আবূ ইসহা'ক আল-কাদী (১৯৯-২৮২/৮১৪-৯৫), মালিকী ফাকী'হ; আদিতে বসরার অধিবাসী। তিনি ২৪৬/৮৬০ সালে পূর্ব বাগদাদের কাদীরূপে সাওওয়ার ইব্ন 'আবদিল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত হন। ২৫৫-৬/৮৬৯-৭০ সালে একবার তিনি চাকুরীচ্যুত হন, পরে পুনর্বহাল হন। ২৫৮/৮৭১-২ সালে পশ্চিম বাগদাদের কাদী পদে বদলি হন এবং অতঃপর বাগদাদ শহরের উভয়ার্ধেরই কাদী পদে নিযুক্ত হন; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই পদে বৃত ছিলেন। কোন সরকারী পদবী না থাকিলেও সে সময়ে তিনি সর্বোচ্চ কাদীর পদাধিকারী ছিলেন এবং বর্তমানে তাঁহাকে কাদি'ল-কু'দা'ত বলিয়া আখ্যায়িত করা হইতেছে। তিনি সাফ্ফারীদের দরবারে রাষ্ট্রদূতেরূপেও প্রেরিত হইয়াছিলেন, যাহারা ২৬২/৮৭৫-৬ সালে আহ্ওয়ায প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল।

এই কাদী কু'রআন, হা'দীছ, ফিক্'হ ও কালামশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাহা ছাড়া ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি যে কোন নূতন রীতি-পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইমাম আশ-শাফি'ঈ এবং ইমাম আবূ হা'নীফার মতবাদ তিনি খণ্ডন করেন। সমগ্র ইরাক ব্যাপিয়া তিনি মালিকী মাযহাব প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। যেমন—(১) কিতাব আহ'কামিল-কু'রআন; (২) কিতাবুল-কি'রাআত; (৩) কিতাব মা'আনিল-কু'রআন; (৪) কিতাবুল-ইহ'তিজাজ বিল-কু'রআন; (৫) আল-মাবসূত' ফিল-ফিক'হ; (৬) কিতাবুল-আমওয়াল ওয়াল-মাগ'াযী; (৭) কিতাবুশ-শাফী'আ; (৮) কিতাবুস-স'ালাত 'আলান-নাবিয়্যি (স) (পাণ্ডুলিপি, কোপরুলু, ৪২৮); (৯) আল-ফারাইদ'; (১০) কিতাবুল-উস্'ল; (১১) শাওয়াহিদুল-মুওয়াত্তা'; (১২) কিতাবুস-সুনান; (১৩) পাঁচখানি মুস্নাদ; (১৪) কিতাবুশ-শুফ'আ ও (১৫) কয়েকখানি যুক্তি খণ্ডনমূলক গ্রন্থ।

তাঁহার গ্রন্থাবলী স্পেনেও পরিচিত ছিল। সম্ভবত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আহ্'মাদ আদ-দুহায়ম ইব্ন খালীল (২৭৮-৩৩৮/৮৯১-৯৪৯)-এর প্রচেষ্টাতে তাহা হইয়া থাকিবে। পরবর্তী বিভিন্ন লেখকের লেখাতে তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রায়শ উদ্ধৃতি দেওয়া হয় (দ্র. ইব্নুল-ফারাদী, BAH, ৭খ., নং ১১০; ইব্ন খায়র, ফাহরাসা, BAH, ৯খ., ৫১-২, ১৪৮, ২৪৭-৪, ৩০৩-৪), বিশেষ করিয়া তাঁহার কিতাব আহ'কামিল-কু'রআন (অন্যত্র শুধু ফিহরিস্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, কায়রো সং, পৃ. ৫৭) কা'সিম ইব্ন আস'বাগ (দ্র.) কর্তৃক কপিকৃত হয়, দ্র. Ch. Pellat, al-And.-এ প্রকাশিত, ১৯/১ (১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ৭৭।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তা'বারী, নির্ঘণ্ট; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, নির্ঘন্ট; (৩) খাতীব বাগ'দাদী, তারীখ, ৬খ., পৃ. ২৮৪-৯০; (৪) যাহাবী, হু'ফ্ফাজ, ২খ., ১৮০; (৫) ইব্নুল-'ইমাদ, শাযা'রাত, ২খ., ১৭৮; (৬) ইয়াদ, মাদারিক, সম্পা. বাকীর, ৩খ., ১৬৮-৮১; (৭) ইব্ন ফারহূ'ন, দীবাজ, পৃ. ৯২-৩; (৮) য়া'কূত, উদাবা, ৬খ., ১২৯-৪০; (৯) সূ'লী, আখবারুর-রাদী ওয়াল-মুত্তাকী, অনু. M. Canard, পৃ. ১০৭-৮; (১০) সুয়ূতী, বুগ'য়া, পৃ. ১৯৩; (১১) Brockelmann, পরিশিষ্ট ১, ২৭৩।

Ch. Pellat (E.I.^{2} Suppl.)/হুমায়ুন খান

আযভ (Azov) ঃ ইং. উচ্চারণ এযভ, এযফ, অ্যাযভ ইত্যাদি, রুশ উচ্চারণ আযফ, একটি নগর (জনসংখ্যা আনু. ৩৯,৮০০), দ.প. ইউরোপীয় আর. এস. এস. এস. আর. (সোভিয়েত রাশিয়া)-র অন্তর্ভুক্ত, ডন নদীর তীরবর্তী, নদীর মোহনা ও আযভসাগরের নিকটস্থ মৎস্যবন্দর, তায়মূলং কর্তৃক ১৩৯৫ খৃ. লুণ্ঠিত; রাশিয়া ও তুরস্ক পর্যায়ক্রমে অধিকার করে; ১৭৩৯ ও ১৭৭৪ খৃ. রুশীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২০০

আযভ সাগর (Sea of Azov) ঃ আনু. ১৪০০০ বর্গ মাইল, কৃষ্ণসাগরের উত্তর বাহু কার্চ প্রণালী দ্বারা যুক্ত। রোস্তব-অন-ডন, তাগানরগ, ঝদানভ, কার্চ ও বার্দিয়ান্স্ক প্রধান বন্দর। ভলগা-ডন খাল নির্মিত হওয়ায় আযভ সাগরের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে। মানিচ (Manych) খাল দ্বারা আযভ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগর সংযুক্ত হইবার কথা ছিল। ডনও কুব্যান নদী দ্বারা পরিপুষ্ট। গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য শিকার ক্ষেত্র।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২০১

'আযমী যাদাহ্ (عزمى زاده) ঃ মুস্'তাফা, 'উছমানী কবি ও বিশিষ্ট রচনাশৈলীসম্পন্ন লেখক। কবি হিসাবে হালেতী নামে পরিচিত। ১৫ শা'বান, ৯৭৭/২৩ জানুয়ারী, ১৫৭০ সালে ইস্তাম্বুলের তথাকথিত লায়লাতুল-বারাত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম 'আযমী এফেন্দী। তিনি ছিলেন ৪র্থ মুরাদ-এর সুপরিচিত ও সম্মানিত শিক্ষক এবং একই সঙ্গে একজন কবি, লেখক ও অনুবাদক (মৃ. ৯৯০/১৫৮২)। 'আযমী যাদাহ্ খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক সা'দুদ্দীন [দ্র.]-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি আইন অধ্যয়ন করেন এবং ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহের জন্য তিনি তাঁহার শিক্ষক সা'দুদ্দীনের নিকট ঋণী। ইস্তাম্বুলের হা'জ্জী খাতুন-এর মাদ্রাসায় তিনি মুদাররিস ছিলেন, কিন্তু ১০১১/১৬০২-৩ সালে তিনি দামিশকের বিচারক হিসাবে নিয়োজিত হন। দুই বৎসর পর সেই একই পদমর্যাদায় তিনি কায়রো গমন করেন। মিসরের গভর্নর দামাদ ইবরাহীম পাশা (তু. Hammer Purgstall, ৪খ., ১৩৬ প.) কায়রোতে সংঘটিত এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হইলে 'আযমী যাদাহ্ (যিনি মাঝে মাঝে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কাজ করিয়াছিলেন) তাঁহার দূরদর্শিতার অভাবের জন্য পদচ্যুত হন এবং ইহার অল্প কাল পরেই (১০১৫/১৬০৬-৭) তাঁহাকে একজন মুল্লারূপে ব্রুসাতে বদলি করা হয়। 'আলীপন্থী বিদ্রোহী কালেন্দার ওগলু-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে তাঁহার প্রশংসনীয় কার্যকলাপের পুরস্কারস্বরূপ ১০২০/১৬১১-২ সালে তাঁহাকে আদ্রিয়ানোপলের মুল্লা পদ প্রদান করা হয়। একজন বিচারক তাঁহার কৃতকর্মের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে তিনি যেই আচরণ করেন, তাঁহার ফলে তাঁহাকে দামিশ্কে বদলি করা হয়। অবশ্য সেইখানে তিনি মাত্র ১০২৩/১৬১৪ পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং তথা হইতে একজন বিচারকরূপে ইস্তাম্বুল গমন করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি ৪ বৎসর যাবত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর তাঁহাকে পুনরায় প্রদেশগুলিতে প্রেরণ করা হয়। এইবার তাঁহার কর্মস্থল হয় কায়রো। অতঃপর রাবী'উছ-ছানী ১০৩০/ফেব্রু-মার্চ ১৬২১ সালে তিনি আনাতোলিয়ার সামরিক বিচারক পদ লাভ করেন এবং রাবী'উল-আওওয়াল ১০৩৭/নভেম্বর ১৬২৭-এ রুমেলিয়াতে এই পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে যু'ল-কা'দা ১০৩২/সেপ্ট. ১৬২৩ হইতে তিনি পুনরায় কোন প্রকার সরকারী পদে (মাযূল) অধিষ্ঠিত ছিলেন না। শেষোক্ত পদটিতে তিনি মাত্র স্বল্পকালের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। রামাদা'ন ১০৩৮/এপ্রিল-মে ১৬২৯-এ তাঁহাকে পুনরায় পদচ্যুত করা হয় এবং ইস্তাম্বুলের সুলায়মানিয়্যা মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয় (দারুল-হা'দীছ)-এ প্রেরণ করা হয়। ইহার স্বল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। (২৬ শাবান, ১০৪০/৩০ মার্চ, ১৬৩১)। সোফুলার চারশুসুতে তাঁহার গৃহ হইতে অদূরে তাঁহার সেই বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

কবি হালেতী 'আযমী যাদাহ তাঁহার দীওয়ান (কবিতা সংকলন), সাকী-নামাহ্ ও চতুষ্পদী (রুবা'ঈ) কবিতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার উত্তরসুরিদের নিকট তিনি তুর্কী 'উমার খায়্যামরূপে পরিচিত। তাঁহার রচনাবলী প্রায় সর্বত্র পঠিত হইত। মৃত্যুকালে তিনি ৪০০০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সম্বলিত এক বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার রাখিয়া যান। এই সকল পাণ্ডুলিপিতে তিনি স্বহস্তে টীকাও সংযোগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থাগারটি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার রচনাবলীর কোনটিই অদ্যাবধি মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার কাব্য উহার নিজ বৈশিষ্ট্যেই পরিপূর্ণ সমালোচনামূলক অধ্যয়নের যোগ্যতা রাখে। 'আযমী যাদাহ্ প্রণীত সুলায়মান নামাহ গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে মহান সুলতান সুলায়মান (১৫২০-৬৬ খৃ.) সম্পর্কিত কোন কিছুর সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। ইহার অন্তর্গত বিষয়াবলী নিরীক্ষণের প্রয়োজন (আস'আদ এফেন্দী গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুলে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, নং ২২৮৪, তু Gow ৭৬) গদ্য সাহিত্যে তাঁহার দক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার মুনশাআত গ্রন্থ। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের হামীদিয়্যা লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে (নং ৫৯৯)। লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে অপর একটি পাণ্ডুলিপি (Or. ১১৬৯, তু. Rieu, ৯৬ খ.) রক্ষিত আছে। উহাতে যে বরাত আছে

তাহা হইতে জানা যায়, অপর একটি পাণ্ডুলিপি ভিয়েনাতে (National bibliothek) রক্ষিত আছে যাহাতে কেবল ১৩টি পত্র রহিয়াছে (তু. G. Flugel, তালিকা ১, ২৬৫), তু. Hammer Purgstall, ৪খ. (১৮২৮), ৮।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নেওঈ-যাদাহ্ আতাঈ, হাদাইকুল-হাকাইক, ইস্তাম্বুল ১২৬৮ হি., পৃ. ৭৩৯ প.; (২) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ২খ., ১০৩ প.; (৩) হাজ্জী খালীফা, ফেযলেকে, ২খ., ইস্তাম্বুল ১২৬৭ হি., ১৩৫; (৪) J. v. Hammer, GOD, ৩খ., (১৮৩৭ খৃ.), ২১৪প.; (৫) Gibb, Ottoman Poetry, ৩খ., ২২১ প.; (৬) Brusali Mehmed Tahir, Othmanli Muellifleri, ২খ. (১৩৩৩ হি.), ৩১১ প.; (৭) Hammer Purgstall, ৪খ. (১৮২৯ খৃ.), ৬২৯-এ প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত টীকাসমূহ আতাঈ-এর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

F. Babinger (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

'আয্যা ঃ (দ্র. কুছায়্যির)

'আয্রাঈল (عزرائيل) ঃ মৃত্যুর ফেরেশতার নাম, চারিজন প্রধান ফিরিশতার (জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও 'আয্রাঈল) অন্যতম। কুরআনে (৩২ ঃ ১১) মালাকুল-মাওত অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতার উল্লেখ যেমন দেখা যায়, তেমন জীবন হরণকারী ফেরেশতা সম্পর্কে বহুবচনে 'মালাইকা' (৪ ঃ ৯৭) ও 'রুসুল' (৬ ঃ ৬১) এই দুইটি শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। ৭৯তম সূরায় ১ম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত যথাক্রমে 'আন-নাযি'আত' ও 'আন-নাশিতাত' সম্বন্ধে মুফাস্সিরগণ বলেন, ইঁহারা জীবন হরণকারী দুই দল ফেরেশ্তা। প্রথম দলের ফেরেশতারা বেদনাদায়কভাবে পাপাচারীদের রূহ বাহির করেন; দ্বিতীয় দল মৃদু আকর্ষণে তাহা করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, 'আয্রাঈল একমাত্র মৃত্যুর ফেরেশ্তা নহেন, বরং বহু ফেরেশতা এই কাজে নিয়োজিত। নির্দিষ্ট সময় আসিবার পূর্বে 'আযরাঈলও জানেন না কখন কাহার মৃত্যুর হইবে।

ফেরেশতারা অশরীরী জ্যোতির্ময় জীব। তাঁহাদের দুই, তিন, চার কিংবা ততোধিক ডানা (কুরআন ৩৫ ঃ ১) আছে যদ্দারা আল্লাহ্র আদেশে তাঁহারা অতি ক্ষিপ্র গতিতে সর্বত্র বিচরণ করেন। সুতরাং 'আয্রাঈলও ইত্যাকার একজন ফেরেশ্তা। য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত উপাখ্যানসমূহে মৃত্যুর দূত 'আয্রাঈলের আকৃতি, অবস্থান ও জীবনহরণ প্রণালী সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। যথা চতুর্থ বা পঞ্চম আকাশে তাঁহার একটি আসন আছে যাহাতে তাঁহার একখানি পা স্থাপিত, তাঁহার অপর পা রহিয়াছে বেহেশ্ত ও দোযখের মধ্যবর্তী সেতুর উপর। বর্ণনান্তরে তাঁহার সাত হাজার পায়ের উল্লেখ দেখা যায়; তাঁহার চারি হাজার ডানা আছে এবং সমস্ত শরীর চক্ষু ও জিহ্বায় আকীর্ণ। জীবন হরণ করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন এবং আল্লাহ্র নির্দেশে বিভিন্ন উপায়ে সেই বাধা অতিক্রম করেন। হাদীছে মূসা (আ) সম্বন্ধে এমন একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মূসা (আ) চপেটাঘাতে 'আয্রাঈলের একটি চোখ থেতলাইয়া দিলে 'আয্রাঈল আল্লাহ্র নিকট নালিশ করেন। আল্লাহ তাঁহার চোখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া দিলেন এবং মূসা (আ)-এর কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যদি এখন মরিতে ইচ্ছুক না হন, তবে তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখিতে পারেন। ষাঁড়টির যতগুলি লোম তাঁহার হাতের তলায় পড়িবে ততগুলি বৎসর তাঁহার বর্ধিত আয়ুষ্কালরূপে গণ্য হইবে। এই বার্তা শুনিয়া মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর?" উত্তরে বলা হইল, "তারপর মৃত্যু।" অতঃপর মূসা (আ) মৃত্যুবরণ করিতে রাযী হইলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআন মাজীদের ৬ ঃ ৩২; ১১ ও ৭৯ ঃ ১ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দ্র.; (২) M.Wolfi, Muhammedanische Escatologie, পৃ. ১১ প., ১৯৫৭, পৃ. ১৬৫; (৩) আল-গাযালী, আদ-দুররাতুল-ফাখিরা, সম্পা. L. Gautier, পৃ. ৭ প.; (৪) আল-কিসাঈ, 'আজাইবুল-মালাকূত, Leiden MS. 538 warn., f 26 প.; (৫) আত্-তাবারী, ১খ., ৮৭; (৬) আল-মাস'উদী, ১খ., ৫১; (৭) ইব্নুল-আছীর, ১খ., ২০; (৮) আদ-দিয়ার বাক্রী, তারীখুল-খামীস (কায়রো ১২৮৩ হি.), ১খ., ৩৬; (৯) আছ-ছা'লাবী, কিসাসুল-আনবিয়া (কায়রো ১২৯০ হি.), পৃ. ২৩, ২১৬; (১০) আল-বুখারী, আল-জানাইয, বাব ৬৯; (১১) মুতাহ্হার ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী, কিতাবুল-বাদ্উত-তারীখ, সম্পা. Huart, ১খ., ১৭৫, ২খ., ২১৪; (১২) আল-খাতীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ, দিল্লী তা. বি., ১৩৪ প.; (১৩) Bodenschatz, Kirehliche Verfassung der heutingen Juden (Erlangen 1748), iii 93, (১৪) Eisenmenger, Entckles Judenthum (Konigsberg 1711), i., Chap. XIX, ii, 333.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আযরাকী (ازرقى) ঃ যায়নুদ্দীন আবূ বাক্র ইব্ন ইস্মা'ঈল আল-ওয়াররাক', ফার্সী কবি। Ethe-এর মতে তিনি ৫২৭/১১৩২-৩৩ অথবা ৫২৪/১১৩০ সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু মীরাযা মুহাম্মাদ কায্বীনী প্রমাণ করিয়াছেন (চাহার মাকালা, ১৭৫ প.), তিনি নিশ্চিতভাবে ৪৬৫/১০৭২-০৩ সালের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। তিনি একটি দীওয়ান রচনা করিয়াছেন যাহাতে অন্যান্য কাব্যের সহিত হারাত (প্রায়শ উল্লিখিত নীশাপুর নহে)-এর গভর্নর তুগান শাহ ইব্ন আল্প আর্স্লান ও কিরমান-এর প্রথম সাল্জূক সুল্তান কাউরদ [দ্র.]-এর পুত্র আমীরান শাহ সম্পর্কে স্তুতি কাব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার কাব্য অসাধারণ কাসীদা ও কিত'আসমূহের সমন্বয়ে গঠিত; তাঁহার নৈপুণ্য বর্ণনামূলক কাব্যে, তথাপি সময় সময় প্রশংসা বাক্যের ব্যাপারে মাত্রাহীন ও কষ্টকল্পিত ও কৃত্রিম তুলনা ব্যবহারের প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত নহেন। ইহা অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়, হাজ্জী খালীফা ও অন্যান্য গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি সিনদ্বাদ-নামাহ্ ও অপর একটি অশ্লীল গ্রন্থ আল্ফিয়া ওয়া-শাল্ফিয়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আওফী, লুবাব, ২খ., ৮৬প.; (২) দাওলাত শাহ, ৭২ পৃ.; (৩) নিজামী আরূদী, চাহার মাকালা (সম্পা.কাযবীনী), ৪৪, ১৭০ প. (অনু. Browne, ১২৩-১২৫ ও নির্ঘন্ট); (৪) জামী, বাহারিস্তান,

অধ্যায় ৭, (অনু. Masse; ১৭২); (৫) Houtsma, Recueil, ১খ., ১৪ প; (৬) Ethe, Gr, I. Phil.,২খ., ২৫৮; (৭)Browne, ২খ., ৩২৩।

H. Masse (E.I.2)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আল্-আয্‌রাকী (الأزرقى) ঃ আবুল-ওয়ালীদ মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্'মাদ, পবিত্র মক্কা নগরী ও হ'ারাম শারীফের ইতিহাস সংকলক। তাইফ নিবাসী কালাদা অর্থাৎ আল-হ'ারিছ ইব্‌ন কালাদার রূমী (অর্থাৎ বায়যানটীয়) জনৈক ক্রীতদাস এই বংশের পূর্বপুরুষ। তাঁহার চক্ষুর বর্ণ নীল ছিল বলিয়া তিনি "আল-আয্‌রাক'" (الأزرق) নামে অভিহিত হইতেন। ইব্‌ন 'আব্‌দিল-বার্‌র-এর বর্ণনামতে (ইস্‌তী'আব্, সুমায়্যা দ্র.) তিনি যিয়াদ ইব্‌ন আবীহির মাতা সুমায়্যাকে বিবাহ করেন। ৮/৬৩০ সালে তাইফ অবরোধের সময় আল্-আয্‌রাক' মহানবী (স)-এর শিবিরে যোগদান করিয়া দাসত্বমুক্ত হন এবং মক্কা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন ও অভিজাত উমায়্যা বংশের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। নিম্ন বংশে জন্মের কথা লোপ করিবার উদ্দেশে আল-আয্‌রাকী'র বংশধরগণ বানূ তাগ'লিব (بنو تغلب) বংশোদ্ভূত ইকাব গোত্রভুক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে ক'ায়স ও ইয়ামানের মধ্যকার বৈরিতা প্রকট হইয়া উঠিলে বানূ খুযা'আর অনুরোধক্রমে আল-আযরাকে'র বংশধরগণ ইয়ামানী শিবিরে যোগদান করে এই দাবি সূত্রে যে, আল-আয্‌রাক' 'আম্‌র ইব্‌নুল-হ'ারিছ ইব্‌ন আবী শামির-এর পুত্র। সুতরাং গাস্‌সানী রাজপরিবারের এককজন সদস্য ছিলেন।

আল-আয্‌রাকে'র একজন প্রপৌত্রের পুত্র আহ্'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নিল-ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উক্'বা (মৃ. ২২২/৮৩৭) [দ্র. ইব্‌ন সা'দ, ৫খ., ৩৬৭; আস্-সুবকী, ত'াবাক'াতুশ-শাফি'ইয়্যা, ১খ., ২২২; ইব্‌ন হ'াজার, তাহ্‌যীব, ১খ., ৭৯]। তিনি মক্কা ও হারাম শরীফের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে আগ্রহী ছিলেন। সুফ্‌য়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না, মুফ্‌তী সা'ঈদ ইব্‌ন সালিম, ফাকীহ আয্-যান্‌জী এবং দাঊদ ইব্‌ন 'আব্‌দির-রাহ'মান আল-'আত্তার ও অন্যান্য মক্কাবাসী হইতে প্রচুর প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র আবুল-ওয়ালীদ ঐ তথ্যাদির ভিত্তিতে এবং নূতন তথ্যাদি সংযোজনপূর্বক বিখ্যাত আখ্‌বারু মাক্কা (اخبار مكة) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হাদীছগুলিতে প্রধানত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর মতামত ও তাঁহার প্রদত্ত তাফ্‌সীরের প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

মক্কার ইসলামপূর্ব যুগের উপাখ্যানমূলক ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি ইব্‌ন ইস্‌হ'াক', আল-কাল্‌বী ও ওয়াহব ইব্‌ন মুনাববিহ-এর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। আবুল-ওয়ালীদের এই গ্রন্থখানি প্রধানত ভৌগোলিক বিবরণ সম্বলিত। তিনি গ্রন্থখানি 'পাঠক' আবূ মুহ'াম্মাদ ইস্‌হ'াক' ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-খুযা'ঈ ['উমার (রা) কর্তৃক নিয়োজিত মক্কার গভর্নর নাফি' ইব্‌ন 'আবদিল-হ'ারিছ-এর বংশধর] (মৃ. ৩০৮/৯২১)-কে প্রদান করিয়া যান। আবূ মুহ'াম্মাদ গ্রন্থখানির প্রভূত পরিবর্ধন সাধন, বিশেষত ২৮১-৪/৮৯৪-৭ সালে সম্পাদিত কা'বা শারীফের নবায়ন কর্মের বিবরণ যোগ করেন। তিনি গ্রন্থখানি তাঁহার প্রভাগীনেয় (Grandnephew) আবুল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন নাফি' আল-খুযাঈ (মৃ. ৩৫০/৯৬১)-কে প্রদান করেন (যিনি ইহাতে তিনটি মাত্র নূতন তথ্য সংযোজন করেন)। আখ্‌বার মাক্কা-র এই পাঠটিই Wustenfeld কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল, Die Chroniken der Stadt Mekka, ১খ., Leipzig 1858।

আয্‌রাকী'র এই গ্রন্থ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' আল-ফাকিহী আনু. ২৭২/৮৮৫ সালে নিজের রচনারূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন (দ্র. Wustenfeld, op. cit., i, xxiv-xxix and ii, i)। স'াদুদ্দীন সাদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার ইস্‌ফারাইনী আনু. ৭৬২/১৩৬১ সালে তাঁহার যুবদাতুল-আমাল (দ্র. Reiu, Supplement, nr. 575) প্রণয়নে এই গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ৮২১/১৪১৮ সালে আল-কির্‌মানী মুখ্‌তাস'ার তারীখি মাক্কা রচনা করিয়াছেন (বার্লিন, রচয়িতার স্বহস্তাক্ষরযুক্ত কপি, Ahlwardt No. 9752)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-আয্‌রাকী প্রসঙ্গে আরও দ্র. ঃ (১) ইব্‌ন কু'তায়বা, Handbuch, ১৩১; (২) ত'াবারী, ৩খ., ২৩১৫, ২ ও (৩) ইস'াবা, আরো দ্র. আল-আয্‌রাক' ও সুমায়্যা উম্‌ম 'আম্মার আবুল-ওয়ালীদ আল-আয্‌রাকী প্রসঙ্গে; (৪) দ্র. ফিহ্‌রিস্ত, ১১২; (৫) সাম্'আনী, ২৮ ক; (৬) Brockelmann, S. I, ২০৯; (৬) J. W. Fuck, Der Ahn des Azraqi (Studi Orientalistici in onore di G. Levi Della Vida, i, 336-40)।

J. W. Fuck (E.I.2)/মোঃ জহুরুল আশ্‌রাফ

আয'রি'আত (اذرعات) ঃ বাইবেলে বর্ণিত Edrei যাহা বর্তমানে দার'আ (Der'a) নামে পরিচিত। ইহা দামিশ্‌ক হইতে ১০৬ কিলোমিটার দক্ষিণে হাওরানের প্রধান শহর। সবুজাভ কৃষ্ণ প্রস্তরময় অঞ্চল ও মরুভূমির মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখায় ইহার অবস্থান বলিয়া পূর্বে শহরটি মদ ও তেলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা সর্বদাই খাদ্যশস্যের একটি বৃহৎ বাজার ও বাণিজ্যিক রাস্তাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এ্যাসিরীয় বিজয়ের পূর্বে (খৃ. পূ. ৭৩২) দামিশ্‌ক ও ইসরাঈলের মধ্যে এই শহরটির অধিকার লইয়া বিবাদ হইত। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাকে আমার্‌না স্মৃতিফলকে উল্লিখিত 'আদুরী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব ২১৮ সালে Batanea-এর রাজধানী Adraa তৃতীয় Antiochus-এর হস্তগত হয়। অতঃপর ইহা নাবাতীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ইহার পর ইহা রোমান কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১০৬ খৃ. হইতে ইহাকে আরব এলাকাভুক্ত করা হয়। খৃষ্টীয় শাসনামলে Adraa আরবের একজন বিশপের আবাসরূপে পরিগণিত হয়। ৬১৩ অথবা ৬১৪ খৃ. পারসিকগণ বায়্যান্টাইনদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানকালে শহরটি অবরোধ করে এবং উক্ত অঞ্চলের জলপাইয়ের বাগানগুলি ধ্বংস করিয়া দেয় (ত'াবারী, ১খ., ১০০৫, ১০০৭)। হিজরতের পূর্বে আয'রি'আত য়াহূদী উপনিবেশের একটি কেন্দ্র ছিল। বানূ নাদীর গোত্র হযরত মুহ'াম্মাদ (স) কর্তৃক মদীনা হইতে বিতাড়িত হইলে উক্ত অঞ্চলের স্বধর্মাবলম্বীদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাতকালে ইহার অধিবাসীরা মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল এবং 'উমার (রা) এই অঞ্চলের উপর দিয়া বায়তুল-মাক্'দিস গমনপথে তথাকার জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিল। কথিত আছে,

য়াযীদের পুত্র দ্বিতীয় মু'আবি'য়া তথায় জন্মগ্রহণ করেন। কারমাতী বিদ্রোহের সময় (২৯৩/৯০৬) ইহার অধিবাসিগণকে বেপরোয়াভাবে হত্যা করা হইয়াছিল।

ক্রুসেডের ঘটনাবলী সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাদের বর্ণনায়, বিশেষ করিয়া ১১১৯ ও ১১৪৭ খৃষ্টাব্দের বর্ণনায় City of Bernard d'Etampes নামে শহরটির উল্লেখ পাওয়া যায়। মামলূক ও 'উছমানী আমলে আয্‌রি'আত বাছানিয়্যা জেলার রাজধানী (কেন্দ্র) ও দামিশ্‌ক প্রদেশের একটি অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং হজ্জযাত্রীদের রাস্তায় একটি মন্‌যিল ছিল। দামিশক আম্মান ও মদীনার সংযোগকারী রেললাইন স্থাপিত হইলে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এবং বুসরা ও হায়ফার একটি জংশনে পরিণত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ খৃ. ইহা বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

বর্তমান দারআ একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র। দামিশ্‌ক হইতে বাগদাদগামী দক্ষিণ দিকের সড়কপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে এবং ইহা জর্দান সীমান্তের উপর সিরিয়ার একটি সীমান্ত ফাঁড়ি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বালাযুরী, ফুতূহ', পৃ. ১২৬, ১৩৯; (২) য়াকূত, ১খ., ১৭৫ প.; (৩) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৩৮৩; (৪) Baudrillart, Dict. Hist. et. Geogr. ecclesiastiques, Adraa নিবন্ধ; (৫) Schumacher, Across the Jordan, পৃ. ১২১ প.; (৬) R. Dussaud, Topographie hist. dela Syrie, পৃ. ৩২৫ প.; (৭) H. Lammens, Le Siecle des Omeyyades, পৃ. ১৬৯ প.; (৮) R. Grousset, Hist. des Croisades, ১খ., ৫৪৭, ২খ., ২১৫; (৯) J. Cartireau, Les Parlers due Haran. উৎকীর্ণ লিপির জন্য দ্র. (১০) Syria, Princ. Exp. ১খ., ১০, ২/A, ৩০৭, ৩/A, ২৮১ প. ও ৪/D, ৬৪ প.।

N. Elisseeff and F. Buhl (E.I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আয্‌রুহ (اذرح) ঃ (দ্র. Adroa), বিরল ব্যবহৃত রূপ উযরুহ। ইহা মা'আন ও পেট্রা (الرقيم)-এর মধ্যবর্তী একটি স্থান। এইখানে প্রবল বেগে প্রবহমান ঝর্ণাবিশিষ্ট একটি জাঁকজমকপূর্ণ রোমান শিবির ছিল (Brunnow ও Domaszewski কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন)। ইসলাম পূর্ব যুগে জুযাম গোত্রের এলাকায় অবস্থিত এই স্থানে কুরায়শ পর্যটক দলসমূহ আসা-যাওয়া করিত। তাবূক অভিযানের সময় (৯/৬৩১) তথাকার অধিবাসিগণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করে এবং কর প্রদানে সম্মত হয়। তাহাদের আত্মসমর্পণের সন্ধিপত্রটি যেই সূত্রের বরাতে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে সম্ভবত তাহা সঠিক। কথিত আছে, 'আলী (রা)-এর পুত্র হাসান (রা) এই স্থানে মু'আবি'য়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন। কতিপয় 'আরব ভৌগোলিকের মতে আযরুহ' আল-বালকা প্রদেশের অন্তর্গত আশ্‌-শারাত জেলার প্রধান শহর ছিল। ক্রুসেডারদের সময়ের পর হইতে কোথাও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না, অথচ সেই অঞ্চলের আহ্‌মান্‌ট, ওয়াদী মূসা ইত্যাদি তাহাদের কর্তৃত্বাধীন ছিল।

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর 'আলী (রা) ও মু'আবি'য়া (রা)-এর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য আয্‌রুহ'-তে যেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার জন্য এই স্থানটি ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে (দ্র. 'আলী ও মু'আবি'য়া)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইস্‌তাখ্‌রী, পৃ. ৫৮; (২) মাক'দিসী, পৃ. ৫৪, ১৫৫; (৩) য়া'কূবী, বুল্‌দান, পৃ. ৩২৬; (৪) হামদানী, ৯২৯; (৫) বাক্‌রী (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ৮৩; (৬) য়া'কূত, ১খ., ১৮৪ প.; (৭) Brunnow ও Domaszewski, Die Provincia Arabia, ১খ., ৪৪৩, প.; (৮) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৩৫, ৩৯, ৩৮৪—'হু'দূদুল-'আলাম গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় উক্ত স্থানে খারিজীদের আবাস ছিল বলিয়া যেই বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা আশ-শারাত ও আশ-শুরাত (=খারিজীগণ) শব্দের মধ্যকার বিভ্রান্তির ফল।

H. Lamens-L. Veccia Vaglieri (E.I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আয্‌রূ ঃ (বার্‌বার ভাষায় 'পাথর, নুড়ি' এবং সর্বোপরি 'পবর্ত শিলা') উত্তর আফ্রিকার অনেক গ্রামের নাম, পর্বতের আওতায় অবস্থানহেতু বা পর্বতের পাদদেশে নির্মিত বলিয়া বা পর্বতের ঢাল (Slope) কিংবা ইহার শীর্ষে অবস্থানের কারণে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ একটি গ্রাম মরক্কোতে অবস্থিত প্রাচীন ফাযায প্রদেশের মাঝখানে ১,২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, ১৫,০০০ অধিবাসীর একটি ছোট শহর। ১৯০১ খৃ. Marquis de Segonzac ইহার জনসংখ্যা অনুমান করিয়াছিলেন মাত্র ১,৪০০ [প্রধানত কাঠুরিয়া, তন্মধ্যে ২০০ ছিল আয়ত (Ayt) মূসা য়াহূদী], ১৯৪০ খৃ. জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৫০০।

আয্‌রূ শহরটি বর্তমানে দুইটি বৃহৎ বাদশাহী সড়কের মিলনস্থলে সুবিধামত স্থানে অবস্থিত, ফাস হইতে মার্‌রাকুশ পর্যন্ত ও মেকনেস হইতে তাফিলাল্‌ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শহর এখন গবাদি পশুর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র। শহরের সমৃদ্ধিতে আরও দুইটি ঘটনার অবদান রহিয়াছে প্রথম ১৯১৪খৃ. এখানে একটি ফরাসী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল বানূ Mgild-গণের যেই বিরাট বার্‌বার গোত্রসংঘ (confederation) গঠিত হইয়াছিল তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা (এই গোত্রীয়গণ আঞ্চলিক Tamazight ভাষাভাষী ও যানহাজা বংশ উদ্ভূত)। ফলে ইহা একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯২৭ খৃ. এখানে একটি বার্‌বার মাধ্যমিক কলেজ স্থাপিত হয় যাহা জনসংখ্যার উন্নতির প্রমাণ বহন করে। ইহাতে প্রাণবন্ত এক দীর্ঘস্থায়ী একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থানের কারণে আয্‌রূ শহরের নাম মরক্কোর ইতিহাসে প্রায়ই উল্লিখিত হয়। ৫৩৪/১১৪০ সনে আল-মুওয়াহ্‌হি'দূন (Almohades) খলীফা 'আবদুল-মু'মিন-এর আদেশক্রমে (এবং ইতিপূর্বে একটি আক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রয়াসে ইহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরে) সুদৃঢ়ভাবে নিজদেরকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাদের আমীর স্থানীয় এক মহিলাকে বিবাহ করেন যাঁহার গর্ভে Bougie-এর ভবিষ্যৎ গভর্নর শাহযাদা 'আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়।

৬৭৪/১২৭৪ সনে মারীনীদের আমলে সুলতান য়া'কূব-এর জনৈক পিতৃব্য তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও আয্রূ পর্বতে সুরক্ষিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। শাসনকর্তা সেইখানে চতুর্দিকে অবরোধ গড়িয়া তোলেন, পরে পিতৃব্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করেন। ১০৭৪/১৬৬৩-৪ সনে মাওলায় আশ্-শারীফ বহু সৈন্যসহ আয্রূতে শিবির স্থাপন করিতে আসেন। তখন ফাস-এর উলামা ও 'শুরাফা' আসিয়া সেখানে তাঁহাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু প্রজ্ঞাবান শাহ্যাদাহ্ সেই গ্রীষ্মকাল আয্রূতেই অতিবাহিত করেন। ১০৯৩/১৬৮৪ সনে মাওলায় ইসমাঈল সৈন্যসহ ফাযায পর্বতাঞ্চলে অভিযান করেন 'আয়ত ইদ্রাসান গোত্রীয়গণকে দমন করিবার উদ্দেশে যাহারা দীর্ঘকাল যাবত সাইস সমভূমিতে নানা রকম লুটতরাজ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহার আগমনের সঙ্গে লুণ্ঠনকারী দল ওয়াদী মুলুয়া উপত্যকার উপরিভাগের দিকে পলায়ন করে। তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সুলতান আয্রূতে একটি কাসাবা (জনপদ) স্থাপন করেন এবং সেইখানে ১০০০ অশ্বারোহী সেনা মোতায়েন রাখেন। উচ্চভূমির দিকে চাপের মুখে অপসারিত ও নিজদের কৃষিভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আয়ত ইদ্রাসান গোত্র শান্তি প্রার্থনা করে এবং অত্যন্ত কঠোর শর্তের বিনিময়ে 'আমান' (নিরাপত্তা) মঞ্জুর হয়। ১২২৬/১৮১১ সনে সুলতান মাওলায় সুলায়মান তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশের সেনাবাহিনী ও তাঁহার দুর্দিনে যেই সকল বার্বার সৈন্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁহার সহিত ছিল, তাহাদেরকে লইয়া ইগারওয়ান ও আয়ত য়ুসী গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহার সেই বাহিনী সুপরিচালিত না হওয়ায় আয্রূর সম্মুখে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করে এবং শুধু আয়ত ইদ্রাসান গোত্রীয়গণের সমর্থন দ্বারা তাহাদের নিরাপত্তাটুকু রক্ষিত হয়; এই গোত্রীয়গণই এক সময়কার (১০৯৩/১৬৮৪) শত্রু ছিল। 'আয্রূর ঘটনা'র ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সমগ্র মরক্কোব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে। ফলে সুলতানের যথেষ্ট 'ইয্যতহানি হয়। সেই অবস্থা হইতে তিনি আর কখনও পরিত্রাণ পান নাই এবং অল্পদিন পরেই ইন্তিকাল করেন।

মাওলায় ইসমাঈল-এর কাসাবা বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত; কিন্তু আধুনিক শহর দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে এবং শহরটি পশমী গালিচা তৈরির জন্য বিখ্যাত একটি সমৃদ্ধিশালী সমবায় সমিতি সেই গালিচা বয়ন করে। স্থানটির প্রাকৃতিক অবস্থান অত্যন্ত সুন্দর এবং নিকটবর্তী এলাকাতে মনোরম দেবদারু বন থাকার ফলে ইহা একটি সমৃদ্ধ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত এই আয্রূ শহরের সঙ্গে একই নামীয় উত্তর মরক্কোর বানী তূযীনদের অঞ্চলে অবস্থিত তাফারসিতের গুরুত্বপূর্ণ আয্রূকে অভিন্ন মনে করিলে বড় ভুল হইবে, যেমন কিরতাস ও যাখীরা-এর লেখক ও প্রক্ষেপকারিগণ এই প্রমাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইখানেই মারীনীগণের অধীনে তালহা ইবন ইয়াহইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতঃপর মক্কায় হজ্জে যাইবার অনুমতিপত্র লাভ করিয়া এই স্থান ত্যাগ করেন (দ্র. আল-বাদীসী, আল-মাক'স'াদ, ফরাসী অনুবাদ G.S.Colin, Vie des saints du Rif, AM-এ প্রকাশিত, ২৬ খ., ১৯২৬ খৃ., পৃ. ২০৯, টীকা ৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যায়্যানী, আত-তারজুমানুল-মুরিব.........., extract ed. & tr. O. Houdas, Le Maroc de 1631 a 1812, প্যারিস ১৮৮৬ খৃ., নির্ঘণ্ট; (২) নাসি'রী, কিতাবুল-ইসতিক্'স'া কায়রো ১৩১২/১৮৯৪, ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন E. Fumey, Chronique de la dynastie Alaouie au Maroc, AM-এ প্রকাশিত, ৯-১০খ, নির্ঘণ্ট; (৩)Marquis de Segonzac, Voyages au Maroc (1899-1901), প্যারিস ১৯০৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪) E. Levi-Provencal, Documents inedits d'histoire almohade, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৪৪-৫; (৫) H. Terrasse, Histoire du Maroc, কাসাব্লাঙ্কা ১৯৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট; ইহা ছাড়া আটলাস, বার্বারগণ ও মরক্কো প্রবন্ধসমূহ দ্র.।

G. Deverdun (E.I.[2])/হুমায়ূন খান

'আয্ল (عزل) : (রেতস্খলনের পূর্বে পৃথক হইয়া যাওয়া Coitus interruptus)। হাদীছের বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে 'আরবদের মধ্যে 'আয্ল প্রথার প্রচলন ছিল। 'আযলের প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্ণিত হাদীছের বিষয়বস্তু এই, "রাসূলুল্লাহ (স)-কে 'আয্লে অভ্যস্তদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয় এবং তিনি নীরব থাকেন। 'আয্লের বৈধতার অনুসারিগণ এই হাদীছটিকে তাঁহাদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়া থাকেন।" অপরদিকে 'আযল প্রসঙ্গে এমন কিছু হাদীছও রহিয়াছে, যদ্দারা বুঝা যায়, 'আয্ল একটি অপসন্দনীয় কাজ, কখনও কখনও ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয়। যাঁহারা 'আয্ল নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই হাদীছসমূহকে ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া থাকেন এবং প্রথম হাদীছটিকে মান্সূখ (রহিত) বলিয়া মনে করেন। ফিক্'হশাস্ত্রের ইমামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, মনির তাহার দাসীর সঙ্গে কোন শর্ত ব্যতিরেকেই 'আয্ল করিতে পারে এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে 'আযল করাও সিদ্ধ। তবে এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন হইবে কিনা এই ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইমাম গ'াযালীর মতে 'আয্ল স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবনের পরিপন্থী হইলেও নিষিদ্ধ নয়। বড়জোর এতটুকু বলা যায়, কাজটি কিছুটা নিন্দনীয়। 'আয্ল নিষিদ্ধ না হওয়ার একটি কারণ ইহাও হইতে পারে যেন ক্রমাগত সন্তান ধারণের ফলে স্বামী-স্ত্রীর যৌন উপভোগে বিঘ্ন না ঘটে। গর্ভ ধারণ রোধের একটি কারণ "অধিক সন্তানের ফলে আর্থিক জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে"-যদিও রিয্কের ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা জরুরী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মালিক, আল-মুওয়াত্তা, বাবুল-কা'দাফী উম্মাহাতিল-আওলাদ; (২) আবূ য়ূসুফ, আছার, কায়রো ১২৫৫ হি, হাদীছ সংখ্যা ৭১০-১২, ৮০৭; (৩) আশ-শায়বানী, আল-মুওয়াত্তা, লখ্নৌ ১২৯৭ হি. ও ১৩০২ হি., পৃ. ২৩৯; (৪) ঐ লেখক, কিতাবুল-আছার, লাখ্নৌ ১৩১২ হি., পৃ. ৬৮; (৫) ইবনুল-ক'াসিম, আল-মুদাওওয়ানা, কায়রো ১৩২৩ হি., ৮খ., ২৩, ২৬; (৬) আশ-শাফি'ঈ, কিতাবুল-উম্ম, বূলাক ১৩২১-১৩২৬ হি., ৭খ., ১৬০, ২১৩; (৭) Wensinck, Hand Book (মিফতাহ কুনূযিস্-সুন্না) আল-জিমা' নিবন্ধ; (৮) আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া, কিতাবা ১২,

অধ্যায় ৩, প্রথম খণ্ড, সংখ্যা ১০, 'রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সদাচার'। বিবাহ সম্পর্কে আলোচিত কিতাব ১২ Bauer কর্তৃক জার্মান ভাষায় এবং Bercher ও Bousquet কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অদিকন্তু দ্র. (৯) G. H. Bousquet, La Morale de l'Islam et son Ethique sexuelle, পৃ. ১৩৭-১৪০।

G. H. Bousquet (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

সংযোজন ঃ প্রাচীন ও পরবর্তী 'আলিমদের মধ্যে 'আয্‌ল প্রশ্নে মতবিরোধ রহিয়াছে। আজকাল বিভিন্ন দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের জোর আন্দোলন শুরু হইয়াছে। মুসলিম দেশসমূহে জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধতার বিতর্কে 'আয্‌ল-এর বরাত পেশ করা হয়। অতএব, মিসর ও পাক-ভারতের 'আলিমগণ (জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষেই হউক বা বিপক্ষে) 'আয্‌ল প্রশ্নে বিশেষ আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, 'আয্‌ল প্রশ্নে সাহাবীদের যুগেও দুইটি মত বর্তমান ছিল। হাফিজ' ইব্‌ন ক'ায়্যিমের বর্ণনা অনুসারে 'আয্‌লের পক্ষে প্রবক্তা সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন জাবির (রা) সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা), আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) ও ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ইব্‌ন ক'ায়্যিম, যাদু'ল-মা'আদ, ২খ., ২২১, কায়রো ১৩২৪ হি.। অপরপক্ষে যে সকল সাহাবী 'আয্‌লকে অপসন্দ করিতেন এবং ইহা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন 'উমার (রা), 'উছমান (রা), 'আলী (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবী (ইব্‌ন ক'ায়্যিম)। 'আয্‌লের স্বপক্ষের প্রবক্তাদের পেশকৃত প্রমাণাদির মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীছ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দুইটি হাদীছই জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত। তন্মধ্যে প্রথম হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) জাবির (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবদ্দশায় 'আয্‌ল করিতাম এবং ইহা সেই সময়ের ঘটনা যখন কু'রআন নাযিল হওয়া অব্যাহত ছিল।" (২)জাবির (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় 'আয্‌ল করিতাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইহার সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নাই।"

হাদীছের যে সকল বর্ণনা দ্বারা 'আযল একটি গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজ বলিয়া বুঝা যায়, তন্মধ্যে সাহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে 'আয্‌ল সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (জবাবে) তিনি বলেন, "পরোক্ষভাবে ইহা জীবিত কবর দেওয়ার শামিল।"

তাহা ছাড়া 'আয্‌ল নিষেধকারিগণের পক্ষ হইতে বিভিন্ন হাদীছ ও সাহাবীদের বিভিন্ন উক্তিও প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়। এই সকল বর্ণনায় 'আয্‌ল যে একটি গর্হিত কাজ ইহা জানা যায়। 'আয্‌ল নিষেধারীদের মধ্যে বর্তমান কালের অনেক 'আলিমও রহিয়াছেন, যাঁহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার-প্রোপাগান্ডাকে অপসন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করেন (তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ও উপস্থাপিত প্রমাণাদির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (১) আবুল-আ'লা মাওদূদী, ইসলাম আওর দা'ব্‌ত'-ই বিলাদাত, (২) মুহ'াম্মাদ তাকী 'উছমানী, দা'ব্‌ত'-ই বিলাদাত 'আক্‌লী আওর মারঈ হায়ছিয়্যাত সে, করাচী ১৯৬১ খৃ.)। বর্তমান কালে তাঁহারাই 'আয্‌লের বৈধতার মতটিকে সমর্থন করেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রমাণাদির প্রভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনের সাহায্যকারী ও সমর্থক। এই মতের সমর্থকদের ও তাহাদের প্রমাণাদির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. জা'ফার শাহ ফুলওয়ারাবী, তাহ'দীদ-ই নাস্‌ল, লাহোর ১৯৫৯ খৃ.। এই পুস্তকটিতে ড. খালীফা 'আবদু'ল-হ'াকীম ও সায়্যিদ জা'ফার শাহ ফুলওয়ারাবীর প্রবন্ধসমূহ ছাড়াও আল-বাহী আল-খাওলী ও খালিদ মুহ'াম্মাদ খালিদের 'আরবী প্রবন্ধসমূহের উর্দূ অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

কাদী 'আবদুন-নাবী কাওকাব (দা.মা.ই.)/

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আয্‌য়া (দ্র. নুজূম)

আল-আয্‌হার (الأزهر) ঃ (আল-জামি'উল-আয্‌হার)। এই বিশাল মসজিদটি 'উজ্জ্বল' [ইহাতে ফাতি'মা আয্‌-যাহ্‌রা' (রা)-এর প্রতি ইংগিত রহিয়াছে, যদিও কোন প্রাচীন দলীলে ইহার সমর্থন মিলে না]। বর্তমান কালে কায়রোর প্রধান মসজিদগুলির অন্যতম। ইহা ফাতি'মী আমলে ইস্‌মাঈলী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্পষ্টত প্রতিষ্ঠিত (৪র্থ/৯ম শতাব্দী)। সুন্নী আয়্যূবীগণের অধীনে ইহার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইলেও পরবর্তী কালে সুলতান বায়বার্‌সের আমল হইতে ক্রমশ ইহার পূর্ব গৌরব ও তৎপরতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। অবশ্য ইহা তখন হইতে সুন্নী শিক্ষাকেন্দ্রের রূপ লাভ করে। ইহার প্রভাব প্রথমত মুসলিম জগতে কায়রোর রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য (বিশেষত বাগদাদের 'আব্বাসী খিলাফাতের পতনের পর হইতে)। কারণ ইহা বহু সংখ্যক 'আলিম ও শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে এবং অনেক মাগ্‌রিবী হজ্জযাত্রী তাহাদের ভ্রমণ পথে এখানে যাত্রাবিরতি করিতে সক্ষম হইতেন। অপরদিকে এই বৃহদাকার মসজিদটির অবস্থান এমন একটি স্থানে যাহা ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত কায়রো নগরের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত ছিল। মামলূক যুগে ইহা ছিল বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি মাত্র। কিন্তু 'উছমানীগণের অধীনে কায়রোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। ফলে আল-আয্‌হার লাভবান হয় এবং রাজধানীর একমাত্র শক্তিশালী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেইখানে 'আরবী ভাষা ও ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮শ শতাব্দী হইতে ইহার শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা অবনতি ঘটিলেও ইহার সংগঠনগত অবস্থান সুদৃঢ় হয়, একই সংগে একটি প্রাথমিক শিক্ষায়তন ও উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থানরূপে ইহা একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে। তখন হইতেই ইহাকে সমগ্র মুসলিম জগতের সর্বপ্রধান ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বিবেচনা করা হয়। ২০শ শতাব্দীতে আল্‌-আয্‌হার ইহার সাবেক মসজিদের কাঠামো হইতে বৃহত্তর গণ্ডিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের একটি পরিপূর্ণ বিন্যাস গড়িয়া তোলে। কায়রোতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ইহার বিভিন্ন অনুষদ ও সমগ্র মিসরে বিস্তৃত ইহার সহিত সরাসরিভাবে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান সহযোগে ১৯৫৩ খৃ. পর্যন্ত ইহার সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০,০০০। ইহার মধ্যে বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪,৫০০। উপরন্তু মিসরের বাহিরে অবস্থিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান ইহার আওতাধীনে কাজ করিত। বর্তমানে ইহার কার্যাবলী সাধিত হয় ইহার শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে; ইহাদের কতিপয় সংখ্যককে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করা হয়। মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে

ইহার প্রভাব চতুর্দিকে অনুভূত হয়, বিশেষভাবে বিভিন্ন দেশ হইতে মিসরে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশীদের মাধ্যমে এই প্রভাব আরও প্রসারিত হয়। ইহাদের নগণ্য সংখ্যক কায়রোতে থাকিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই তাহাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং এইভাবে তাহাকে আয্হারের শিক্ষা ও মতবাদসমূহ প্রচারণায় অবদান রাখে।

১। ভবনসমূহ ও আসবাবপত্র ঃ আল্-আযহারের মসজিদটি প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল রাজধানী আল্-ক'াহিরার ইবাদতখানা হিসাবে। আল্-ক'াহিরা তাহার বাস্তবরূপ লাভ করে বিজয়ী ফাতি'মী সেনাপতি জাওহারু'ল-কাতিব আস-সি'ক্লীর হস্তে। তিনি তাঁহার নেতা ফাতি'মী খলীফা আবূ তামীম মা'আদ্দ আল-মু'ইয্যিলি-দীনিল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গী ও তাঁহার সেনাবাহিনীর বাসস্থানরূপে উহার নির্মাণ সম্পন্ন করেন। প্রাসাদের সন্নিকটে ও দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এই মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২৪ জুমাদা'ল-উলা, ৩৫৯/৪ এপ্রিল, ৯৭০ সালে এবং তাহা দুই বৎসর কাল চলে। নির্মাণ সমাপ্তির সংগে সংগে ইহা ৭ রামাদ'ান ৩৬১/২২ জুন, ৯৭২ সালে উদ্বোধন করা হয়; তু. বর্তমানে পাওয়া যায় না, গুম্বজের (cupola) একটি শিলালিপি, ৩৬০ হি. (আল্-মাক'রীযী, খিত'াত', কায়রো ১৩২৬ হি., ৪খ., ৪৯ প.)। ইহাকে 'কায়রোর মসজিদরূপে' (জামি'উল-ক'াহিরা) অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বাস্তবিকপক্ষেই ফাতিমী কায়রোতে ইহা মিসর ফুসতাতে অবস্থিত 'আম্র-এর মসজিদ বা আল্-কাতাই-এর ইব্ন তূ'লূনের মসজিদের ন্যায় ভূমিকা পালন করে। এই তিনটির প্রতিটিই উহাদের নিজ নিজ এলাকার ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। এই সকল এলাকা তখন ছিল ক্ষুদ্র; একটি অপরটির পাশাপাশি, অথচ পৃথক পৃথক শহর। এই মসজিদ তিনটিতে জুমু'আর সালাত আদায় করা হইত এবং খলীফা মাঝে মাঝে এখানে খুত্'বা পঠনের অনুমতি প্রদান করিতেন। ৩৮০/৯৯০ সালের পর হইতে ফাতিমী কায়রোর উত্তর পার্শ্বে নবনির্মিত আল-জামি'উ'ল-আনওয়ার (আল্-হ'াকিমী) আল-আয্হারের ন্যায় সুযোগ- সুবিধা লাভ করিতে থাকে। বহু ফাতিমী খলীফা আল-আয্হারের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহার জন্য অর্থ মঞ্জুরি ও উপহার প্রদান করিতেন। আসল ছাদটি অত্যন্ত নীচু ছিল বিধায় ইহাকে শীঘ্রই উচ্চতর করা হয়। অবশ্য কখন এই সংস্কার সাধিত হয়, তাহা অজ্ঞাত (খিত'াত', ৪খ., ৫৩)। আল-'আযীয নিযার (৩৬৫-৮৬/৯৭৬-৯৬) ও আল-হ'াকিম বি-আমরিল্লাহ্ (৩৮৬-৪১১/৯৯৬-১০২০) ইহার কতিপয় উন্নতি সাধন করেন। ৪০০/১০০৯-১০ সালের একটি ওয়াক্'ফ দলীল এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকজনের ইহাতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ইহাতে কোন তথ্য নাই (মূল পাঠ, খিতাত', ৪খ., ৪৯ প.)। এই সময় হইতেই পারস্য রীতির খিলান শোভিত স্তম্ভসমূহ দ্বারা ঘেরা বিশাল কেন্দ্রীয় অঙ্গন ও কিবলা প্রাচীরের পাঁচটি সমান দূরত্বের bay (মধ্যবর্তী স্থান)-সহ প্রার্থনা কক্ষের আবির্ভাব ঘটে। নির্মাণ কার্যে ইট ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা মসৃণ অথবা খচিত প্লাস্টার দ্বারা আবৃত। কেন্দ্রীয় অঙ্গন, প্রার্থনা কক্ষ ও পার্শ্বস্থ লিওয়ানসমূহের খিলানগুলি সরু স্তম্ভসমূহের উপর ভর করিয়া রহিয়াছে যাহা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হইয়াছে। খলীফ আল-মুস্তান্সি'র আল-হ'াফিজ' (উন্নত, পশ্চিম দ্বারের পার্শ্ব হইতে ফাতিমী মাক্'সূ'রার পুনর্বিন্যাস) ও আল-'আমির (বর্তমানে কায়রো যাদুঘরে সংরক্ষিত, কাঠনির্মিত মিহ্রাব)-এর দ্বারা সংযোজিত কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। এই সুযোগে আল-আয্হার ইহার শিক্ষার মাধ্যমে ফাতিমী প্রচারণায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইজন্যই আয়্যূবীগণের অধীনে ইহা সুন্নী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় (৫৬৭/১১৭১-২ হইতে মিসরের শাসনকর্তাগণ)। স'ালাহু'দ্-দীন ইহার কতিপয় অলংকরণ ছিন্ন করিতে আদেশ দান করেন (মিহ্রাব-এর রৌপ্য বন্ধনী) এবং স্বয়ং খুত'বা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্-ক'াহিরার জুমু'আর সালাত কেবল আল্-হ'াকিমী মসজিদে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ফ্রাংকগণ দ্বারা ইহা একটি গির্জারূপে ব্যবহৃত হইবার পর স'ালাহু'দ্-দীন পুনরায় ইহাকে মসজিদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্-আযহার ক্রমাগত ক্ষয় পাইতে থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখে। 'আবদুল-লাতীফ আল্-বাগদাদী সেইখানে ৬ষ্ঠ/১২ শতাব্দীর শেষভাগে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদান করেন (ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ২খ., ২০৭)। ইহার ভবনসমূহ অবহেলিত। মামলূক সুলতানগণের অধীনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আমীর 'ইয্যুদ-দীন আয়দিমুর আল্-হি'ল্লী ইহার নিকটে বাস করিতেন এবং ইহার মন্দ দশা দর্শনে মর্মাহত হইয়া তিনি সুলতান আজ্-জাহির বায়বার্স্-এর সাহায্যে ইহার কিছু সংস্কার কার্যে অর্থ প্রদান করেন। সুলতান অন্যান্য সহায়তার মধ্যে ৬৬৫/১২৬৬ সাল হইতে পুনরায় এখানে খুত'বা পঠনের অনুমতি প্রদান করেন (Corp' Inscr. Arab. Egypy. ১খ., ১২৮)। সুন্নী শিক্ষকমণ্ডলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াক্'ফ-এর কিছু অংশ বরাদ্দ করা হয়। ফলে পুনরায় ইহার কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয় এবং তাহা অদ্যাবধি প্রবহমান রহিয়াছে। ৭০২/১৩০২-৩ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ইহা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সাকাতা), কিন্তু আমীর সালার-এর বদান্যতায় পুনর্গঠিত হয়। অজ্ঞাত তারিখে সাধিত মিহ'রাবের পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে (১৪শ শতাব্দী হইতে শুরু) ইহার নির্মাণকার্যে নীরবে মার্বেল পাথরের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য মসজিদটির বহির্দেহের সহিত সংযোজিত করিয়া সূক্ষ্ম প্রস্তরে নির্মিত তিনটি ক্ষুদ্রতর নূতন ভবনের মিহ'রাবে ইহা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হয়। ভবন তিনটি পরে মূল মসজিদের সহিত যুক্ত করা হয়। আমীর বায়বার্স-এর মাদ্রাসা ৭০৯/১৩০৯ সালে পশ্চিম দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং এই দ্বারের পূর্ব পার্শ্বে ৭৪০/১৩৩৯-৪০ সালে আমীর আকবুগা 'আবদুল-ওয়াহি'দ-এর মাদ্রাসা ও মসজিদটির পূর্ব কোণে খোজা জাওহারুল-কান্কাবা'ঈ-এর অতি মনোরম মাদরাসা নির্মিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিকে ৮৪৪/১৪৪০-১ সালে সেইখানেই দাফন করা হয়। ৭২৫/১৩২৫ সালে কিছু নির্মাণ কার্য সমাধা হয় বলিয়া তথ্য পাওয়া যায় এবং আনু. ৭৬১/১৩৬০ সালে মাক্'সূ'রাসমূহ পুনর্নির্মাণ করা হয়। এইরূপ আরও কিছু উন্নতি সাধন করা হয়। দরিদ্রদের খাদ্য প্রদান ও শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অর্থ সরবরাহ—এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; উদাহরণস্বরূপ পানির একটি সাবীল ও অনাথদের কু'রআন শিক্ষা দানের ব্যবস্থা। বিপজ্জনকভাবে হেলিয়া পড়িয়াছে এমন একটি মিনার ভাংগিয়া ফেলিয়া তাহা পুনরায় নির্মাণ করা হয় এবং একই কারণে তাহা তিনবার করিতে হয় (৮০০, ৮১৭, ৮২৭/১৩৯৭-৮, ১৪১৪-১৫, ১৪২৩-২৪)। শেষোক্ত তারিখে মসজিদের

মধ্যস্থলে উযূ করিবার জন্য একটি আধার (মীদাআ)-সহ একটি পানির সংরক্ষণাগার (সাহ্রীজ) নির্মাণ করা হয় এবং প্রাঙ্গণে চারটি বৃক্ষ রোপণের ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়। সুলতান কায়ত বায়-এর উদ্যোগে বহু সংখ্যক সংস্কার কার্য পরিচালিত হয়ঃ পশ্চিম দ্বারটি বিধ্বস্ত করিয়া তিনি তাহার পরিবর্তে মিনার শোভিত একটি সুন্দর তোরণ দ্বার স্থাপন করেন (৮৭৩/১৪৬৯; Corp Inscr. Arab. ১খ., নং ২১)। সমতল ছাদের উপর আগাছার ন্যায় গড়িয়া উঠা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বাসগৃহ তিনি নির্মূল করেন (৮৮১/১৪৭৬) এবং সার্বিকভাবে মসজিদটির পুনর্বিন্যাস ও সংস্কারের আদেশ করেন। কানসাওহ আল-গাওরী আল্-আযহারে আর একটি মিনার সংযোজন করেন এবং এই মিনারটির কল্যাণে কায়রোর অন্যান্য সৌধের বহু সংখ্যক মিনারের মধ্যে আল্-আযহারকে দূর হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় (৯১৫/১৫১০)। এই সময়েও শিক্ষা প্রদানের জন্য অর্থ সরবরাহ অব্যাহত থাকে। 'উছমানী বিজয়কালে সুলতান সালীম আল্-আযহারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। আল্-আয্হারের ইতিহাসে ১৮শ শতাব্দী ফাতিমী যুগের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময় হইতে মিসরে ধর্মীয় শিক্ষদানের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করিয়া মসজিদটি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য 'উছমান কাতখুদা আল-কায্দোগলী (কাসিদ ওগলু) একটি পৃথক 'ইবাদতকক্ষ নির্মাণ করেন। তিনি ১১৪৯/১৭৩৬ সালে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী ছিলেন 'আবদুর-রাহ্'মান কাত্খুদা বা কিহয়া (মৃ. ১১৯০/১৭৭৬ ও মসজিদের প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ)। তিনি নিম্নলিখিত নির্মাণকার্য সমাপন করেন যাহা অতীত কালের নির্মাণকার্যের ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল না ঃ মূল মিহ্'রাব (যাহা বর্তমান আছে) ব্যতীত 'ইবাদতকক্ষের কিবলা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা, সামান্য উচ্চ ভূমিতে নির্মিত পশ্চাদ্দেশে প্রস্তর খিলানে বেষ্টিত চারটি নূতন সারি সংযোজন, একটি নূতন মিহ্রাব, তাহার সমাধিসৌধ, একটি পানির আধার ও শিশুদের জন্য একটি কু'রআনী মকতব। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য খাদ্যবস্তু ও বিভিন্ন উপহার সরবরাহ করা হইত। তোরণদ্বারসহ একটি নূতন আবদ্ধ এলাকা তৈরি করা হয় যাহা পশ্চিম পার্শ্বের তায়বারস্ ও আকবুগা-এর মাদ্রাসাদ্বয়কে ইহার সহিত যুক্ত করে এবং ইহাদের বহির্দেশ পুনর্নির্মাণ করা হয় (১১৬৭/১৭৫৩)।

সকল দেশের ছাত্রগণের ন্যায় আয্হারী ছাত্রগণও সময়ে সময়ে তাহাদের দাবি প্রচারণা ও প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তায় বহির্গত হইয়াছে। আল্-জাবারতী প্রদত্ত তথ্যে ইংগিত পাওয়া যায় যে, উক্ত এলাকায় কিছু গণ্ডগোল হইয়াছিল এবং ইহাতে তাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসীগণ বোনাপার্টির নেতৃত্বে কায়রো অধিকার করিলে (১০ জুমাদা-১, ১২১৩/২০ অক্টোবর, ১৭৮৯) তাহাদের বিরুদ্ধে আয্হারীদের বিদ্রোহের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে আল্-আয্হার ও ইহার পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহ অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়। চূড়ান্ত গোলা বর্ষণে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৈন্যদল ইহার পবিত্রতা লংঘন করে। মুহ'াম্মাদ 'আলীর রাজত্বে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হইলেও তাহা আল-আয্হারের জন্য বস্তুতপক্ষে মোটেই উপকারী হয় নাই। ইহার ওয়াক্ফসমূহ অপব্যবহার করা হয়। পরবর্তী কালে খেদিভগণ ও তাহাদের পরে মিসরের রাজন্যবর্গ ইহার পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। ইহার কার্য পরিচালনার চূড়ান্ত অধিকার তাঁহারা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ইহার বিনিময়ে আল্-আয্হারের শায়খগণের নিকট হইতে তাঁহারা সহযোগিতা ও নমনীয়তাপূর্ণ মনোভাব আশা করিতেন। সার্বিকভাবে তাঁহাদের এই আশা পরিপূর্ণ হইলেও ব্যতিক্রমরূপে কতিপয় ক্ষেত্রে আকস্মিক সাহসিকতার কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাহা আজ পর্যন্ত আলোচনার মূল বিষয়বস্তুরূপে বিবেচিত।

'আলী পাশা মুবারাক (খিত'াত্, ৪খ., ১৪-১৬) আনু. ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে আযহারীগণের জীবনযাত্রা ও ইহার ভবনসূহের একটি নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। এই সময় কায়রোর বহু মসজিদের ভাগ্যে যে চরম দুর্দশা ও অবক্ষয় নামিয়া আসে তাহা হইতে আল্-আয্হারও রক্ষা পায় নাই। খেদিভ তাওফীক ও 'আব্বাস হি'লমী গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সংস্কার কার্য সম্পাদন করেন ঃ কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণ ও ইহার চতুর্দিকে বেষ্টিত দর-দালানসমূহের সংস্কারকার্য সাধিত হয় ১৮৯০-২ খৃ.। মসজিদের পশ্চিম কোণে 'আবদুর-রাহ্'মান কাত্খুদা-র মিনারটি ভূমিসাৎ করিয়া উহার স্থানে 'আব্বাস হি'লমী একটি রিওয়াক নির্মাণ করেন যাহা তাঁহার নাম বহন করিতেছে। এই বিশাল ভবনটিতে ছাত্রদের জন্য আবাসিক এলাকা ও একটি বক্তৃতাকক্ষ অন্তর্ভুক্ত ছিল (১৩১৫/১৮৯৮ সালে উদ্বোধন করা হয়)। ১৮৮২ ('উরাবী পাশা) ও ১৯১৯ খৃস্টাব্দে (বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে) গণঅভ্যুত্থানে আয্হারীগণের অংশগ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় ইহার ভবনসমূহের কোন শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় নাই, কেবল দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের সময় ইহার শিক্ষাক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৩৫ খৃ. পর্যন্ত আল-আয্হারের ছাত্র সংখ্যার আধিক্যের জন্য ইহার শিক্ষাক্রমের একাংশ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মসজিদসমূহে অনুষ্ঠিত হইত। এই সকল মসজিদ ইহার সংযোজনরূপে কাজ করিত। ১৯৩০ খৃ. উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি অনুষদকে পৃথক করা হইলে এই সকল অনুষদকে মসজিদের বাহিরে স্থান প্রদানের জন্য কায়রোর কয়েকটি ভবন সরকারীভাবে দখল করা হয়। আল্-আয্হারের পশ্চাতে একটি নূতন এলাকা গড়িয়া উঠার পর এই সকল ভবন প্রত্যর্পণ করা হয়। এই এলাকায় আধুনিক ভবন, ডেস্ক ও বেঞ্চসহ শ্রেণীকক্ষ, রসায়ন গবেষণাগার ইত্যাদি নির্মিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ খৃ. আল্-আয্হারের উত্তর পার্শ্বস্থ এলাকায় একটি সার্বিক প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হয়। ইহার সহিত নির্মাণ করা হয় তিনটি চতুর্তল ভবন যাহা ব্যবহৃত হয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও রোগীদের আবাসিক ব্যবস্থাসহ একটি চিকিৎসা ভবনরূপে। ১৯৫০ খৃ. পুনরায় পূর্ব পার্শ্বে Aula Magna-এর জন্য একটি উচ্চ মিনার শোভিত ও ৪০০০ জনের স্থান সংকুলানে সক্ষম ভবন নির্মিত হয়। একই বৎসর নির্মাণ করা হয় শারী'আ আইন বিষয়ক অনুষদের জন্য একটি পৃথক ভবন। ১৯৫১ খৃ. আরবী ভাষা অনুষদের জন্য এক পৃথক ভবন নির্মিত হয়। ১৯৫৫ খৃ. পূর্ব পার্শ্বে কতিপয় পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং নির্মিতব্য ধর্মতত্ত্ব অনুষদের জন্য স্থান তৈরি করা হয় (তখনও পর্যন্ত ইহা শুবরা এলাকায় অবস্থিত ছিল)। বর্তমানে প্রধান লাইব্রেরীটি (পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির) আকবুগা-এর মাদরাসাতে (খেদিভ তাওফীক কর্তৃক পুনর্নির্মিত) অবস্থিত। নূতন মিসরীয় সাধারণতন্ত্রের

সামাজিক নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 'আব্বাসিয়্যাতে অবস্থিত প্রাচীন মীদানু'ল-গা'ফীর নামক স্থানে বিদেশী আযহারীগণের জন্য একটি Cite universitire নির্মাণ করা হইয়াছে ১৯৫৬-৫৭ খৃ.। ইহার মাধ্যমে ছাত্রগণের পুনর্বাসন সম্ভব হইবে। এতকাল পর্যন্ত ছাত্ররা মূল মসজিদের আঙ্গিনায় অত্যন্ত অপ্রতুল আবাসিক এলাকায় বাস করিত অথবা শহরে ওয়াক্ফসমূহের ট্রাস্ট্রীবর্গের সম্পত্তিতে অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাধীনে ব্যক্তিগত পরিবারের সহিত রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিত। মসজিদের 'ইবাদত খানা ও আঙ্গিনা এখনও বিদেশী ছাত্রদের জন্য কতিপয় শিক্ষাক্রম অতি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিছু সংখ্যক তরুণ আযহারী অবশ্য তাহাদের পাঠ পুনরালোচনার জন্য এখানে আগমন করে; পদচারণারত অবস্থায় অথবা মাটিতে বসিয়া পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে তাহারা প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করে এবং এইভাবে মসজিদটির সদা ব্যস্ত রূপ বজায় রাখে। ইহা ভিন্ন আযহারীগণের জন্য এখন সর্বত্রই আধুনিক ব্যবস্থাদি সংযোজিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে প্রদেশসমূহে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মসজিদের বাহিরে বিশেষ ভবনসমূহের অধিকারী হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ঃ (১) মাক'রীযী, খিত'াত', ৪খ., ৪৯-৫৬, ৬০-২, ২২৩-২৪; (২) জাবার্তী ও (৩) 'আলী পাশা মুবারাক; আধুনিক কালের জন্য ঃ (৪) Van Berchem ও Flury-কৃত গ্রন্থাবলী, যাহা Cresswell-এ বরাতসহ সংগৃহীত হইয়াছে; The Muslim Architecture of Egypt, ১খ., অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ., ৩৬-৪৬। ফলক ও পরিকল্পনাসহ আরও দ্রষ্টব্য (৫) Hautecoeur and Wiet, Les mosques du Caire, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., ২ খণ্ডে (৬) হ'াসান 'আবদুল-ওয়াহ্হাব, তারীখুল-মাসাজিদিল-আছারিয়্যা, ১খ., কায়রো ১৯৪৬ খৃ., See also E. I.[1], article Azhar' I.

২। **জনগণের পরিষদ ও আশ্রয়স্থলরূপে আল্-আযহারের ভূমিকা ঃ** অন্যান্য মসজিদের ন্যায় আল্-আয্হারের এই দ্বৈত দায়িত্ব ছিল। নিয়মিত সালাত অনুষ্ঠান ব্যতীত এখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ সালাতের আয়োজন করা হইত। এই দৃষ্টিকোণ হইতে এই মসজিদের ইতিহাস মিসরের ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জনগণ বিপর্যয়ের মুখে (মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের ক্ষেত্রে) এখানে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য ও দয়া প্রার্থনা এবং কু'রআন অথবা আল্-বুখারী হইতে পাঠ শ্রবণের জন্য জমায়েত হইত। একই সময়ে পলাতক আশ্রয়প্রার্থিগণের জন্য ইহা ছিল একটি নিরাপদ আশ্রয় (দ্র. ইব্ন ইয়াস, ২খ., ১৭৭, ২৬৪, ৩খ., ১০৬, ১৩২, ১৬৭)। আধুনিক যুগেও জাতীয় পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ কতিপয় ঘটনা এখানে সংঘটিত হইয়াছে। ইহার ভবনসমূহের বিশালতা ও ছাত্রমণ্ডলীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ইহাকে বিশাল জনসমাবেশের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলে। উদাহরণস্বরূপ ১৯১৯ খৃস্টাব্দের জমায়েত (দ্র. মাজাল্লাতু'ল-আয্হার, ২৭খ., ৩৯৬-৪০০)। এই স্থানে উপস্থিত জনতা ফিলিস্তীন যুদ্ধের সময়ে (১৯৪৮ খৃ.) মুজাহিদদের ও ১৯৫১-৫২ খৃ. সুয়েজ খালের ব্যাপারে বৃটিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার সময় নিজেদের যোদ্ধাদের উৎসাহ দান করে। উপরন্তু আল্-আয্হার হইতেছে সেই সকল দরিদ্র জনগণের জন্য একটি 'গণভবন' যাহারা এখানে ইহার স্থাপনকাল অবধি হয় স্থায়ী অথবা সাময়িক আশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছে। বহু লোক এইখানে রাত্রি যাপন করিত। এই প্রসংগে আল্-মাক'রীযী উল্লেখ করিয়াছেন, আল-আয্হারের নাজি'র আমীর সুদূব ৮১৮/১৪১৫-৬ সালে মসজিদটি হইতে তথায় বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে (ছাত্র অথবা অছাত্র) বহিষ্কার করার সংকল্প করেন। তাঁহার এই হস্তক্ষেপের ফলে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কায়রোর কোন কোন অধিবাসী, এমনকি ধনী ব্যক্তিবর্গও ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মসজিদে, বিশেষত রামাদ'ান মাসে রাত্রি যাপন করিতেন (খিত'াত', ৪খ., ৫৪-৫)। বর্তমান কালে সুদূর উত্তর আফ্রিকা, অ্যাটলাস পর্বতমালা অঞ্চল হইতে আগত দরিদ্র হাজ্জযাত্রীদের (১৯৫২ খৃ. ১৪০০ জন) অনেকেই রামাদ'ান মাসটি আল্-আয্হারে অবস্থান করেন এবং তাহার পর হিজায অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। বহু আয্হারী ছাত্র ইহাদের নৈতিক ও পার্থিব সাহায্য প্রদান করেন (মধ্যযুগে মাগরিবী হজ্জযাত্রিগণ ইব্ন তূ'লূন-এ তাহাদের শিবির স্থাপন করিতেন (খিত'াত', ৪খ., ৪০)। আল্-আয্হারের দরিদ্রদের জন্য সর্বকালেই ধনবান মুসলিম শ্রেণী অসংখ্য উপহার ও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। মধ্যযুগে আল্-আয্হার সূফী শ্রেণীর জন্যও উন্মুক্ত ছিল, যদিও ইহার লক্ষ্য ছিল আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন। তাঁহার জীবনের শেষাংশে সূফী কবি 'উমার ইব্নুল-ফারিদ এখানে বসবাস করিতে মনস্থির করেন (ইব্ন ইয়াস্, ১খ., ৮২-৩)। একটি পাঠে এখানে অনুষ্ঠিত যিকিরসমূহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (খিত'াত', ৪খ., ৫৪)। কথিত আছে, আকবুগা-র মাদরাসাতে একদল সূফী স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন (ঐ, ৪খ., ২২৫)। আল্-আয্হারের মসজিদ ছিল সর্বোপরি একটি 'গণভবন'। ইহার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ইহার চাতালের তলায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং ইহার ইতিহাস মিসরে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত (দ্র. ইব্রাহীম সালামা, L'enseignement islamique en Egypte, কায়রো ১৯৩৯ খৃ.)। শিক্ষকগণ ইহার চৌহদ্দীর মধ্যে শান্তি ও পর্যাপ্ত আবাসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সময় সময় অবশ্য তাঁহাদের পদ সরকারীভাবে স্বীকৃত ছিল না। মুসাফির 'আলিমগণ সেইখানে অবস্থানকালে প্রশাসকদের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিতেন, তাহার নজীরও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বোপরি বিভিন্ন প্রকার ওয়াক্'ফ ছিল যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন পরিচালনা এবং কতিপয় শ্রেণীর ছাত্রদের সহায়তা দানের জন্য ব্যবহৃত হইত।

৩। **মধ্যযুগ ও তৎপরবর্তী যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ** প্রাথমিক সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যাবলী একই সংগে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। ৩৬৫/৯৭৫ সালে ফাতিমীগণের আমলে প্রখ্যাত সরকারী প্রচারক আল্-কা'দী আন-নু'মান-এর পুত্র 'আলী আল্-আয্হারের ইসমা'ঈলী আইন সম্পর্কে শিক্ষাদান করিতেন এবং তাঁহার পিতার রচনা মুখতাসার হইতে ছাত্রদের লিখাইতেন (খিত'াত, ৪খ., ১৫৬; Brockelmann, S I, ৩২৫)। ওয়াযীররূপে মনোনীত হওয়ার পর য়া'কূ'ব ইব্ন কিল্লিস তাঁহার নিজ গৃহে সাহিত্যিক, কবি, আইনজ্ঞ ও কালাম বিশেষজ্ঞগণের সম্মেলন অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের তিনি ভাতা প্রদান করিতেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহারা

'আম্র-এর মসজিদে ইসমা'ঈলী মতবাদ শিক্ষাদান করিতেন। এই প্রথা হইতে আল-আয্হার লাভবান হয়। ৩৭৮/৯৮৮-৯ সালে আল্-'আযীয ৩৫ জন আইনবেত্তার জন্য আল-আয্হারের সন্নিকটে একটি বাসগৃহ বরাদ্দ করিয়া তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করেন। প্রতি শুক্রবার জুমু'আ ও 'আস্র সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহারা সভা অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহাদের প্রধান আবূ য়া'কূ'ব কাদী আল-খান্দাক শিক্ষা দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন (খিতাত, ৪খ., ৪৯; আল্-কালক'শান্দী ৩খ., ৩৬৭)। আল্-মাক'রীযী সেই সময়ে কেবল উদ্বোধন করা হইয়াছে আল্-আনওয়ার (আল্-হ'াকিমী) মসজিদ; ইহার প্রসংগে বর্ণনা দিতে গিয়া উল্লেখ করেন, ৩৮০/৯৯০ সালের রামাদান মাসে বহু সংখ্যক শ্রোতা কায়রোর মসজিদে অর্থাৎ আল-আয্হারে শিক্ষা দানকারী শিক্ষকগণের শিক্ষা কোর্সে অংশগ্রহণ করিতেন (খিতাত, ৪খ., ৫৫)। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, সব সময়েই নিশ্চিতভাবে ইহা একটি স্থিতিশীল সংগঠন ছিল। উপরন্তু ইহাও জানা যায়, ইব্নুল-হায়ছাম আল-আয্হারে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন (ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ২খ., ৯০-৯১)। কিন্তু পবিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, এই উভয় ক্ষেত্রেই ফাতিমীগণের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করে দারুল-হিকমাতে। ৩৯৫/১০০৫ সালে আল্- হ'াকিম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানই উক্ত সময়ে কায়রোর প্রকৃত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় (খিতাত, ৪খ., ১৫৮)। আয়্যূবীগণের অধীনে শী'ঈপন্থী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়। আল-আয্হার সকল সময়ে সকল শ্রেণীর 'আলিমদের জন্য তাহার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিল (উদাহরণস্বরূপ 'আবদুল লাতীফ আল্-বাগ'দাদী), কিন্তু এখন তাহা সৃষ্ট সরকারী সুন্নী মাদ্রাসাসমূহের দ্বারা অধিকৃত। মামলূকগণের অধীনে আল-আয্হার পুনরায় ইহার অবস্থান পুনরুদ্ধার করে।

৬৬৫/১২৬৬ সালে আমীর বীলবাকু'ল-খাযিনদার একটি বিশাল মাক্'সূ'রা স্থাপন করেন এবং ইহার জন্য উপযুক্ত অর্থ-সম্পত্তি বরাদ্দ করেন যাহাতে একদল (জামা'আ) আইনজ্ঞ এখানে শাফি'ঈ আইন শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি একজন হাদীছ ও সূফী গূঢ়তত্ত্বের (হ'াকাইক') শিক্ষক, কু'রআনের সাতজন কারী ও একজন গৃহশিক্ষক (মুদার্রিস) নিয়োগ করেন (খিতাত, ৪খ., ৫২)। ৭৬১/১৩৫৯-৬০ সালে হ'ানাফী আইন বিষয়ক একটি শিক্ষাক্রম চালু হয় এবং একই সময়ে অনাথ বালকদের জন্য একটি কু'রআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ৭৮৪/১৩৮২-৩ সালে সুলতান বারকূক এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রদান করেন, যেই সকল ছাত্র উত্তরাধিকারী না রাখিয়া ইনতিকাল করিবে তাহার সম্পত্তি তাহার সহপাঠী অন্যান্য ছাত্ররা প্রাপ্ত হইবে (দ্র. Tritton, Education, ১২৩)। এই প্রকারের ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে আল্-মাক্'রীযী ৭৫০ জন প্রাদেশিক বা বিদেশী বসবাসকারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মসজিদে বসবাসরত এই সকল ব্যক্তি মাগরিবী হইতে পারস্যবাসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাহারা কঠোর রিওয়াক অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। তাহারা কু'রআন পাঠ ও অধ্যয়ন করিত। তাহারা ফিক'হ, হাদীছ, তাফসীর ও ব্যাকরণ (বহু বিষয়ে) শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্ম প্রচার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভা ও যিকির-এ অংশগ্রহণের জন্য নিজদেরকে উৎসর্গ করিয়াছিল (খিতাত, ৪খ., ৫৩-৫৪)। আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, আল্-আয্হার সব সময়েই সর্বশ্রেষ্ঠ মিসরীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃত ছিল। বস্তুতপক্ষে মামলূকগণের রাজত্বকালে কায়রোতে, যাহা জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতায় চঞ্চল ছিল, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বটে, তবে তাহা ছিল অনুরূপ বহু সংখ্যক অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে একটি মাত্র (দ্র. মসজিদ)। ১৫শ শতাব্দীতে সক্রিয় আল-মাক'রীযী, কায়রোর প্রসঙ্গে ৭০টির অধিক মাদরাসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (খিতাত, ৪খ., ১৯১-২৫৮)। মসজিদসমূহের উদ্যোগে অনষ্ঠিত বিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত তৎপরতার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'আম্র-এর মসজিদে ৭৪৯/১৩৪৮ সালের ভয়াবহ প্লেগ মহামারীর পূর্বে চল্লিশ প্রকার শিক্ষাক্রম বা হালকা (ঐ, ৪খ., ২১) অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইব্ন তূ'লূন-এর মসজিদে ১৪শ শতাব্দীর শুরুতে চারিটি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ফিক'হ শিক্ষা ও একটি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত শিক্ষাক্রম চালু ছিল (ঐ, ৪খ., ৪০-১)। আল্-হ'াকিমের মস্জিদে এই একই সময়কালে ৪টি বিদ্যালয়ে ফিক্হ শিক্ষা প্রদান করা হইত (ঐ, ৪খ., ৫৭)। উপরন্তু সূফীতত্ত্ব শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন খানকাহ চালু ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, ইব্ন খালদূন ৭৮৪/১৩৮৩ সালে কায়রোতে তাঁহার আগমনের সময় হইতেই আল-আয্হারে শিক্ষকতা করিতেন; পরে তিনি অন্যত্র শিক্ষাদানের জন্য আল্-আযহার ত্যাগ করেন (ইব্ন খাল্দূন, তা'রীফ, পৃ. ২৪৮)। 'উছমানী রাজত্বকাল কায়রোর শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্য একটি ক্ষয়িষ্ণু ও অবনতির যুগরূপে চিহ্নিত ছিল। ইব্রাহীম সালামা (L'enseignement, পৃ. ১১১-১২১) ইহার হেতুসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, মিসরের দরিদ্রতা, ওয়াক্'ফসমূহের অবমূল্যায়ন অথবা ইহাদের অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্য উদ্দেশ্য সাধন ('উছমানীগণের প্রচলিত হ'ানাফী আইনের বলে কোন বিচারক ওয়াক্'ফ-এর উল্লিখিত ধারাসমূহ পরিবর্তন করিতে পারিতেন) এবং শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের স্থলে সূফী খানকাহসমূহের সাফল্যজনকভাবে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সূফীতত্ত্ব শিক্ষার বাহিরে প্রচলিত অপর সকল শিক্ষা কেবল আল্-আয্হারেই সম্ভব ছিল; হ'াজ্জী খালীফা (সম্পা. Flugel, ৭খ., ৩-২২) হইতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী এই সময়ে আল্-আয্হার ও ইহার প্রতিবেশী অন্যান্য মস্জিদের গ্রন্থাগারে অন্ততপক্ষে এক সহস্র খণ্ড বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। 'সিরীয়গণের রিওয়াক'-এ আল-আয্হারে ২,০০০-এর বেশী গ্রন্থ ছিল, উহার একটি তালিকার সন্ধান ১৮শ শতাব্দীর একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় (নং ৪. ৪৭৬, Slane, Bibl. Nat. de paris। 'উছমানী আমল সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য H. A. R. Gibb ও Harold Bowen, Islamic Society and the West, i/2, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ., নির্ঘণ্ট)।

কিন্তু এই সময় হইতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা বলিতে কেবল ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তুর সমাহার ও তাহার সহিত যুগ যুগব্যাপী যুক্ত অন্যান্য বিষয় মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মহান চিন্তাধারার সৃষ্টিতে সক্ষম সেই সব মহান পাঠ্যসমূহের প্রত্যক্ষ অধ্যয়নের পরিবর্তে শিক্ষাক্রম সীমাবদ্ধ ছিল কেবল নির্দেশক গ্রন্থ, ব্যাখ্যা পুস্তক (শারহ্), ব্যাখ্যা সংক্রান্ত টীকা (হ'াওয়াশী), এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে।

ছাত্রবৃন্দের সকল উৎসাহ ও শক্তি এই জটিল পাঠ্য বস্তু নির্ভুলভাবে কণ্ঠস্থ করার প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হইত এবং এই পাঠ্য বস্তু প্রদানে কোন প্রকার শিক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হইত না। সার্বিকভাবে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ছিল অস্তিত্বহীন। পাটীগণিত সংক্রান্ত অধ্যয়ন কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টন পদ্ধতি (ফারাইদ)-এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা, সালাতের সময় ও চান্দ্র মাসের প্রারম্ভ (আল-মীকাত) নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের পরবর্তী কালের এই অবক্ষয় দ্বারা কায়রোর মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কার্যকলাপ বিচার করা উচিত হইবে না।

মধ্যযুগে আল-আয্‌হারের তত্ত্বাবধায়কের দপ্তর (নাজি'র) পদে আসীন ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। উপরন্তু প্রতিটি রিওয়াক (শ্রেণী), যাহা ইউরোপের মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিভাষিক শব্দ nation (জাতি)-এর অনুরূপ ছিল, তাহার প্রতিটির জন্য ও প্রতিটি অনুষদের জন্য স্বতন্ত্র প্রধান (শায়খ, নাক'ীব) ছিলেন। 'উছমানী আমল হইতে আল্-আয্‌হারে রেক্টর (শায়খুল-আয্‌হার) পদ সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁহার পদত্যাগ, বরখাস্ত অথবা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। বিভিন্ন বিভাগের শায়খবৃন্দ তাঁহার নিকট দায়ী থাকিতেন এবং তিনি স্বয়ং সরকারের নিকট সরাসরি দায়ী থাকিতেন। আল-জাবার্‌তী ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইঁহাদের একটি আংশিক তালিকা প্রদান করিয়াছেন (দ্র. ৫ম, নিম্নে)। 'আলী পাশা মুবারাক আধুনিক সংস্কারের উষালগ্নে ১৮৭৫ খৃ. আল-আয্‌হারের জীবন যাত্রার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (খিতাত', ৪খ., ২৬-৩০)। এই বর্ণনা প্রাচীন প্রথা ও বিধিসমূহের সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে ঃ ছাত্রবৃন্দ এক একটি চক্রে দলবদ্ধ ছিল (হালকা আক্ষরিক অর্থে 'চক্র' বিস্তারিত অর্থে 'শিক্ষাক্রম' নির্দেশ করে). তাহারা শিক্ষকের চতুষ্পার্শ্বে মসজিদের মেঝেতে পাতা বিছানায় (হাসীরা) আসন গ্রহণ করিত। শিক্ষক স্বয়ং তুর্কী প্রথানুসারে একটি স্তম্ভের পাদদেশে চওড়া ও নীচু হাতলযুক্ত চেয়ারে আসন গ্রহণ করিতেন। প্রতিটি স্তম্ভের এক একজন নির্বাচিত অধিকারী ছিলেন এবং উপরন্তু ১৮৭২ খৃ. পর্যন্ত তাহা একটি আইন বিষয়ক বিদ্যালয়ের তর্কাতীত সম্পত্তিরূপে বিবেচিত ছিল। প্রভাতী বক্তৃতাসমূহ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ছিল যথাক্রমে তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্‌'হ; অন্যান্য বিষয় অপরাহ্নে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রতিটি বিষয়ের অধ্যয়নের পর ছাত্ররা তাহাদের শিক্ষকের হস্ত চুম্বন করিত। আয্‌হারীগণ সাধারণত নিয়মিত সরবরাহকৃত খাদ্যের উপর (জারায়াত) কোনক্রমে দিনাতিপাত করিত, ইহার সহিত সংযুক্ত হইত তাহার পরিবার হইতে যাহা কিছু আসিত তাহা এবং কিছু মাত্রায় উপার্জন করিবার জন্য তাহারা প্রায়ই কোন না কোন কাজ করিত। অবসর সময়ের এই কাজের মধ্যে ছিল কু'রআন হইতে পাঠ প্রদান, পাণ্ডুলিপি নকল করা ইত্যাদি। তাহারা সাধারণত মসজিদে অথবা শহরে বাস করিত। প্রতিটি শিক্ষাক্রমের পর কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইত না। ছাত্রদের অনেকেই বয়সের দিক হইতে যথেষ্ট প্রবীণ ছিল। যাহারা আল্-আযহার ত্যাগ করিত তাহারা একটি ইজাযা বা সনদ লাভ করিত। ইহা ছিল, যে শিক্ষকের অধীনে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে তাঁহার প্রদত্ত একটি সনদ এবং ইহাতে তাহার অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও দক্ষতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন থাকিত। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি ছিল মোটের উপর পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায় এবং শুধু বিরল ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের উদাহরণ এই সম্পর্কে ফাটল ধরাইতে সমর্থ হয়। তুলনামূলকভাবে বিরোধী ছাত্রচক্রের মধ্যে বিবাদের উদাহরণ ছিল অনেক বেশী। একজন প্রক্টর (জুন্‌দী) আইন পরিচালনা, পুস্তকসমূহের যত্ন সাধন ও রসদ বিতরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এই সকল কার্য নির্বাহের জন্য তাহার অধীনে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মী বাহিনী ছিল। ১২৯৩/১৮৭৬ সালে ৩৬১ জন শিক্ষক ও ১০,৭৮০ জন ছাত্রের বণ্টন ছিল বিভিন্ন বিদ্যালয় অনুসারে নিম্নরূপ ঃ শাফি'ঈ ১৪৭ জন শিক্ষক, ৫৬৫১ জন ছাত্র; মালিকী ৯৯ জন শিক্ষক, ৩৮২৬ জন ছাত্র; হ'নাফী ৭৬ জন শিক্ষক, ১২৭৮ জন ছাত্র; হাম্বালীগণের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য সংখ্যায়ঃ ৩ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্র। ইহা ভিন্ন কিছু সংখ্যক রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ছাত্র ছিল। ছাত্রদের ১৫টি হারাস ও ৩৮টি রিওয়াক-এ দলবদ্ধ করা হইয়াছিল (খিতাত', ৪খ., ২৮)। বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী ছাত্র ছিল (দ্র. রিওয়াক-এর তালিকা. E. I., দ্র. আযহার প্রবন্ধ ২, ৬.)। ছুটি শুরু হইত রাজাব মাসে এবং তাহা শাওওয়ালের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলিত। অতিরিক্তভাবে বায়রাম (কুরবানীর 'ঈদ)-এর জন্য ২০ দিন ছুটি বরাদ্দ হইত। তানতা, আহ'মাদ বাদাবী ইত্যাদি সাধকবর্গের মাওলিদের জন্যও অনুরূপ ছুটি প্রদান করা হইত (খিতাত', ৪খ, ২৮)।

৪। **আল্-আয্‌হার-এর সংস্কার ঃ** বোনাপার্টির অভিযান মিসরকে যে আকস্মিক আঘাত হানে এবং মুহ'াম্মাদ 'আলী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীবর্গ দেশকে আধুনিকীকরণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহার প্রতি আল্-আয্‌হারের প্রতিক্রিয়া ছিল শত্রুভাবাপন্ন অথবা উদাসীন। ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় সমর্থন থাকিলেও তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনমনীয় বিতৃষ্ণার সম্পর্কে কার্যত ক্ষমতাহীন ছিল। আল্-আয্‌হার কতিপয় ইউরোপীয় ধারণার প্রভাব সম্পর্কে সঠিকভাবেই ভীত ছিল। কিন্তু অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই ইসলামের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা ও ইহার জন্য পরিত্যাজ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ সম্ভব ছিল। অন্যদের নিয়ন্ত্রণীয় প্রতিরোধ ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠে। তথাপি আয্‌হারীগণের মধ্য হইতেই নয়া মিসরের সক্রিয় কর্মীবাহিনীর উদ্ভব ঘটে (সেই সময়ে অপর কোন বুদ্ধিজীবী গোত্র ছিল না)। ইহাদের মধ্যে ছিল ১৮২৫-৩১ খৃ. রিফা'আ আত্-তাহ'তাবীর নেতৃত্বে প্যারিসে গমনকারী মিসরীয় শিক্ষা প্রতিনিধি, মুহ'াম্মাদ 'আয়্যাদ আত্-তান্‌তাব'ী-র রাশিয়া ভ্রমণ. পরবর্তী কালে সা'দ-যাগলূল, মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু ও অন্যদের ভ্রমণ। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিত্ব সব সময়েই আল্-আয্‌হারের রক্ষণশীল অংশের সহিত সংঘাতের মুখোমুখী ছিলেন। কারণ ইঁহারা যেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন এবং যেইভাবে কার্য করিতেছিলেন তাহা ঐতিহ্যবাদীদের পসন্দীয় ছিল না। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্-আয্‌হারকে কার্যত একটি ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা হইত। দেশের পুনর্জাগরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় আধুনিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে এখানে কোন প্রকার শিক্ষা দান করা হইত না। অবশ্য ইহা প্রতীয়মান হয়, আল-আয্‌হারের রক্ষণশীল অংশ সেই সময়ে নূতন নূতন শিক্ষা শাখা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা (আল-আয্‌হারে অথবা উহার বাহিরে) অথবা আল্-আয্‌হারের সংগঠন ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কার সাধনের চিন্তাকে গ্রহণ করে নাই। ইউরোপের অনুকরণ দ্বারা দূষিত হইবার আশংকা সব কিছুকে অবশ করিয়া তোলে।

তথাপি আল্-আয্হারকে সংস্কারের পথ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার কার্যাবলীতে সরকারী হস্তক্ষেপ এই সময়ে অতি সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়ায় এবং বিদ্বেষের সহিত তাহা সহ্য করা হইত। এই হস্তক্ষেপ এই অবস্থায় চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কর্তৃপক্ষ যখন সংস্কারের বিরোধিতা করে (উদাহরণস্বরূপ মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্-এর অন্তিম বৎসরসমূহ), তখন রক্ষণশীল শক্তিসমূহ কোন প্রতিশক্তির অনুপস্থিতিতে সব কিছু অচল করিয়া তুলিল। পূর্ণ খেদীভীয় (পরবর্তী কালে রাজকীয়) ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল প্রয়োজনীয় সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন করা যায়। সংস্কার সাধনের প্রধান প্রধান স্তর ছিল নিম্নরূপ ঃ ১২৮৮/১৮৭২ সালে একটি ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের শেষে একটি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বোচ্চ ছয়জন ছাত্র প্রতি বৎসর এই এগারটি বিষয়ে একটি দীর্ঘ ও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। ইহাতে প্রাপ্ত সাফল্য তাহাদের 'আলিম উপাধিতে ভূষিত করিবে (তাহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অনুযায়ী ১ম, ২য় অথবা ৩য় শ্রেণী), তাহাদের জন্য বাস্তব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবে এবং আল্-আয্হারে শিক্ষকতা করিবার অধিকার প্রদান করিবে। এই ব্যবস্থাটি তখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই যথেষ্ট ছিল না (খিতাত, ৪খ., ২৭-৮; সংবাদপত্র ওয়াদী আন্-নীল, ২৬ ফেব্রু.১৮৮২)। ১৮৭২ খৃ. দারুল-'উলূম-এর অধীন উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারিতেন (মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-যাওওয়াদ, তাক'বীম-দারুল-'উলূম, কায়রো ১৯৫২ খৃ., Resume, in MIDEO, ১খ., ১৬০-২)। ১৩১২-৩/১৮৯৫ সালে খেদিভ 'আব্বাস একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন (মাজলিস ইদারাতিল-আযহার) যাহাতে আযহারীদের সাথে কতিপয় অ-আয্হারীকেও সদস্য পদে গ্রহণ করা হয়। মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু (দ্র.)-এর দাবিকৃত এই পরিষদের গঠন ছিল ১৮৯৬ খৃ. সংস্কারসমূহের সূচনামাত্র। এই পরিষদের একজন সদস্যরূপে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু ছিলেন ইহার প্রেরণা। ১৩১২/১৮৯৫ সালে তানতা দামিয়েত্তা ও দাসূক-এর প্রতিষ্ঠানসমূহ আল্-আয্হারের সহিত সংযুক্ত করা হয়। শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতা সম্পর্কিত একটি বিধি ঘোষিত হয়। শিক্ষকগণের অনেকেই এতকাল অত্যন্ত নগণ্য বেতন পাইতেন। মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু-এর প্রেরণায় প্রণীত ২০ মুহ'াররাম, ১৩১৪/১ জুলাই, ১৮৯৬-এর একটি আইনের আওতায় ঘোষণা করা হয় যে, আল্-আয্হারের পরিষদ গঠিত হইবে আল্-আয্হারের তিনজন 'উলামা' এবং সরকার হইতে নির্বাচিত দুইজন 'উলামা'-এর সমন্বয়ে। ইহা দ্বারা ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের নিম্নতম বয়স ১৫-তে নির্ধারণ করা হয়। ভর্তির শর্তরূপে নির্ধারিত হয় লিখিতে ও পড়িতে পারার ক্ষমতা ও কু'রআনের অর্ধেক মুখস্থ বলার ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। কার্যক্রমসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং নূতন ছাত্রদের জন্য ভাষা ও টীকা পঠন নিষিদ্ধ ও বয়স্কদের জন্য তাহা বাধ্যতামূলক করা হয়। দুইটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ৮ বৎসরব্যাপী অধ্যয়নের পর পরীক্ষায় সাফল্যের মাধ্যমে আহ্লিয়া নামক সনদ অথবা ১১ বৎসর পর 'আলিমিয়্যা সনদ প্রদত্ত হইত (তিনটি সম্মান শ্রেণীসহ)। আধুনিক বিষয়সমূহ প্রবর্তন করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল আবশ্যকীয় (পাটীগণিত ও বীজগণিতের প্রাথমিক পাঠ) ও নৈর্বাচনিক (যথাঃ ইসলামের ইতিহাস, রচনা, প্রাথমিক ভূগোল ইত্যাদি) বিষয়সমূহ। বাৎসরিক ছুটির পরিমাণ (গ্রীষ্মকালীন, রামাদ'ান, কুরবানী ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করা হয়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসা কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়। পাঠ্য তালিকার জন্য একটি নির্ধারিত পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এই শেষোক্ত আইনটির বাস্তবায়ন প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তাহার প্রকাশ লাভ ঘটে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ১৯০৩ খৃ. আল্-আয্হারের সহযোগীরূপে আলেকজান্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৩২৫ সালের মুহাররাম মাসে/ফেব্রু-মার্চ ১৯০৭-এর একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আল্-আয্হারের কক্ষের মধ্যে একটি কাদী বিদ্যালয় (শার'ঈ ট্রাইবুনালসমূহের জন্য) গঠন করা হয়। ২ সাফার, ১৩২৬/৬ মার্চ, ১৯০৮ সালে শিক্ষাক্রম ৪ বৎসর মেয়াদী তিনটি স্তরে-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি স্তরেরর চূড়ান্ত পর্বে সফল ছাত্রদের সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ খৃ. নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ আবশ্যিক করা হয়। এই আইনটিকে আল্-আয্হারের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি আঘাতরূপে গণ্য করা হয় এবং ইহার ফলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কায়রো ও তানতা শহরের গুরুতর ছাত্র বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহা দ্রুত দমন করা হয়; অপরাপর স্থান শান্ত থাকে। এই আইনটিকে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কায়রোর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা ছিল বর্তমানের পাশ্চাত্য ধারায় ৪টি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকুর। ইহা ছিল আল্-আয্হারের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ। ১৪ জুমাদা-১, ১৩২৯/১৩ মে, ১৯১১-এর আইনটি ১৯০৮ খৃ. আইনটির প্রতিধ্বনি করে। ইহাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর খেদিভ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রসারিত করা হয়। (রেক্টর, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খগণ, ওয়াক্‌ফসমূহের মহাপরিচালকগণ ও মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত অপর তিনজন সদস্য)। ৩০ জন প্রধান 'উলামা'র একটি বিচারকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়। তাঁহারা ৩০টি বিশেষ আসনের অধিকারী ছিলেন এবং উহাদের মধ্য হইতে রেক্টর নির্বাচিত হইত। ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের জন্য শর্তাবলীর মধ্যে বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয় ১০-১৭ বৎসর। অন্যান্য শর্ত ১৮৯৬ খৃ.-এর ন্যায় অব্যাহত থাকে। আধুনিক পাঠসমূহ সামান্য বৃদ্ধি করা হয়। এই আইনটি তখনও পর্যন্ত প্রতিবাদ ও বিরোধিতার বিষয়রূপে বর্তমান ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে; দারু'ল উলূম ও কাদী বিদ্যালয়সমূহ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ আয্হারীগণের তুলনায় অধিকতর সহজে বিভিন্ন পদ লাভ করিতে থাকে এবং তাহাদের শর্ত নিরূপিত হয় সম্পূর্ণ কু'রআন মুখস্থ থাকা, পূর্বে যাহা ছিল অর্ধেক কু'রআন মুখস্থ থাকা। ১৩ মুহ'াররাম, ১৩৪২/২৬ আগস্ট, ১৯২৩ সালের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ মানের নাম পরিবর্তন করিয়া বিশেষজ্ঞতা (তাখাস্‌সু'স') করা হয় এবং ইহার বহু সংখ্যক শাখা সৃষ্টি করা হয়। কাদী বিদ্যালয়সমূহ যাহা ১৯০৭ খৃ. হইতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে উপর্যুপরি স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা অবশেষে আল-আয্হারের সহিত সমন্বিত করা হয়। ইহার স্বকীয় অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া ইহাকে একটি বিশেষজ্ঞতার শাখায় পরিণত করা হয় (১৯২০-৫ খৃ.)। এই সময়ে আল-আয্হার হইতে কতিপয় শিক্ষা প্রতিনিধিদলকে ইউরোপে অধিকতর অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা আল্-আয্হারে

শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খৃ. কায়রো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ফু'আদ আল্-আওওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্বের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়। ২৪ জুমাদা-২, ১৩৪৯/১৬ নভেম্বর, ১৯৩০ সালের একটি আইনের আওতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, 'উলামা'র সমন্বয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী যে কোন 'আলিমের ব্যবহার ও আচরণ তাঁহার সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার যোগ্য। ইহাতে পুনরায় আল-আয্হারের উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রসারণ করা হয় (গ্রান্ড মুফ্তী, চার বিদ্যালয়ের শায়খগণের পরিবর্তে তিনটি অনুষদের শায়খগণ ইত্যাদি) এবং শর্ত আরোপ করে যে, ভর্তির সময়ে ছাত্রদের বয়স ১৬ বৎসরের নিম্ন হইতে হইবে (বিদেশী ছাত্রদের জন্য ইহা ছিল ১৮ বৎসর। তাহাদের জন্য কু'রআন কণ্ঠস্থ করার শর্তটি প্রযোজ্য ছিল না)। প্রাথমিক পাঠ্যক্রম ছিল ৪ বৎসরব্যাপী, মাধ্যমিক পাঁচ বৎসর এবং উচ্চ মাধ্যমিক ৪ বৎসর। এই পাঠ্যকাল এই আইনের আওতায় গঠিত তিনটি অনুষদের জন্য প্রযোজ্য ছিল (ইসলামী আইন বা শারী'আ, উসূ'লুদ-দীন 'আরবী ভাষা বা লুগা'ত 'আরাবিয়্যা) এবং যথোপযুক্ত ক্ষেত্র বিশেষে কেবল কায়রোতে অবস্থিত অনুষদসমূহে অধিকতর বিশেষজ্ঞতা বা তাখাস্সুস অর্জনকে অনুমোদন করা হইত। উচ্চতর মানের শিক্ষাক্রম ('আলিমিয়্যা) কেবল তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যাহারা নিজ নিজ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট মান অর্জনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ অমুক বা অমুক বিষয়ে উস্তাদের ন্যায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। স্বাভাবিক পাঠ্যক্রম অনুধাবন করিতে অসমর্থ ছাত্রদের জন্য একটি 'সাধারণ বিভাগ' সৃষ্টি করা হয়। প্রতি বৎসরের জন্য ছুটির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। মুহ'াররাম ১৩৫৫/২৬ মার্চ, ১৯৩৬ সালের আইনে যাহা ১৯৫৫ খৃ.ও বলবৎ ছিল, ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় বয়স ১২-'৬ নির্ধারণ করা হয়; বিশেষজ্ঞতা অর্জনের অধ্যয়ন কাল দুই বৎসর নির্ধারিত হয়। যে সকল বিষয় শিক্ষা দান করা হইবে তৎ সম্পর্কিত বিধিসমূহ (পরবর্তী কালে মুদ্রিতব্য পাঠ্যক্রমে এই সম্পর্কে অধিকতর সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রদত্ত হয়) এই আইনটিকে বর্তমান দিনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র বা স্বরূপ হিসাবে চিহ্নিত করে। ঐতিহ্যগত বিষয়সমূহের অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষা (উসূ'লু'দ্-দীন অনুষদের জন্য আবশ্যিক, অপর দুইটির জন্য নৈর্বাচনিক); দর্শন, দর্শনের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান (উসূ'লু'দ-দীন ও লুগা'ত 'আরাবিয়্যা-এর জন্য); শারী'আ অনুষদের জন্য সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন ও তুলনামূলক আইন। তাখাস্'সু'স'-এর কতিপয় শাখায় অতিরিক্ত আবশ্যিক বিষয়রূপে একটি প্রাচ্য ভাষা (ওয়া'জ' ওয়া ইরশাদ-এর শাখা) অথবা হিব্রু বা সিরিয়া-এর প্রাথমিক পাঠ (নাহ্'ও ও বালাগা-এর শাখা) অথবা ধর্ম সংক্রান্ত ইতিহাস ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইত। মাধ্যমিক মানের সাধারণ পাঠ্যক্রমে (নিজ'ামী) আধুনিক বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল তর্কশাস্ত্র, বক্তৃতাশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান (আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারসহ), রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান। প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, বীজগণিত (একটি অজ্ঞাত রাশিসহ সরল সমীকরণ পর্যন্ত) ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। স্বাভাবিক পাঠ্যক্রম অনুসরণে অক্ষম বিদেশী ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত কি'স্‌মু'ল্-বু'উছ' ৪ বৎসর মেয়াদী তিনিটি পাঠ্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত ছিল; ইহার পাঠ্যসূচীও ছিল সহজতর। আধুনিক বিষয়সমূহের মধ্যে ইহাদের শুধু পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। তবে ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই সকল আধুনিক বিষয় ছিল গৌণ স্থানের অধিকারী এবং শিক্ষা প্রদানে ইহারা সামান্য সময় লাভ করিত। ১৯৪৫ খৃ. দারু'ল-'উলূম একটি অনুষদের মর্যাদায় কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯৫২ খৃ. দারু'ল-'উলূম কেবল আয্হারীদের জন্য সংরক্ষিত অবস্থার অবসান ঘটে এবং সরকারী বিদ্যালয়সমূহ হইতে ছাত্রবৃন্দ এখানে আপাতত প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। ১৯৫৪ খৃ. একটি মহিলা বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫৪ খৃ. আল্-আয্হারের কার্যক্রমে সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হয়। লুগা 'আরাবিয়্যা অনুষদে একটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষকগণের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫-তে নির্ধারণ করা হয়। এই বয়সসীমা প্রধান 'উলামা'র জন্যও প্রযোজ্য হয়। পূর্বে তিনি আজীবনের জন্য নিয়োজিত হইতেন। ১৯৫৫ খৃ. শার'ঈ বিচার আদালতসমূহ অবলুপ্ত করা হয়। ফলে শারী'আ অনুষদ হইতে উত্তীর্ণ আয্হারীগণের প্রধান কর্মকেন্দ্র অবলুপ্ত হয়। আল-আয্হারের নিকট মহিলা বিভাগ সৃষ্টির কথা আলোচিত হইতে থাকে এবং ১৯৫৭ খৃ. শেষ পর্যায়ে সব কিছুই চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। কেবল অর্থ সংস্থান বিষয়টিই নির্ধারণ করা হয় নাই।

১৯৫৩ পৃ. অনুষদসমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ শারী'আ বিভাগে ১৬০৩ জন, লুগা 'আরবিয়্যাতে ১৬৫৫ ও উস্'লু'দ্-দীন ৭০৭ জন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রাথমিক পর্বে ১২৩৯৮ জন, মাধ্যমিক ৬৫৫৯ ও সংযুক্ত শাখাসমূহে ৩৭০৩ জন। অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ছিল ২৪৫৮ জন। ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে আল-আয্হারের সহিত সংশ্লিষ্ট মিসরীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান; কায়রো, তানতা, মানসূরা, শীবীন আল-কুম, কেনা সুহাজ, গিরগা (জিরজা), আসয়ূত, মিনয়্যা, ফায়্যূম, মানূফ্, সামান্‌দ, যাকাযীক, দাসূক, দামিয়েত্তা (দিময়াত), আলেকজান্দ্রিয়া, দামানহুর; (২) কেবল প্রাথমিক ঃ বানী সুওয়ায়ফ, বান্হা, কাফরু'শ-শায়খ; (গ) আল্-আযহারের তত্ত্বাবধানে অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (তাহ্'ত ইশ্রাফ), কেবল প্রাথমিক ঃ তাহতা, বালাসফুর, বানী 'আদী, মাল্লাবী, আবূ কুরকাস, আবূ কাবীর, ফাকাস, মিন্শাবী, কায়রো ('উছমান মাহির)।

১৯৫৩ খৃ. বহিরাগত ছাত্রদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ সূদান ২৬৩৪ জন; নাইজেরিয়া, সেনেগাল, স্বর্ণউপকূল ১৪১ জন; আবিসিনিয়া, ইরিট্রিয়া, সোমালিল্যান্ড, যানজিবার ৩০৯ জন; ফরাসী সূদান ৫৭জন; উগান্ডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৭ জন; ভারত ও পাকিস্তান ৪৬ জন; চীন ৮ জন; জাভা ও সুমাত্রা ৮০ জন; আফগানিস্তান ১৩ জন; কুওয়ায়ত ৬ জন; ইরাক, বাহ্রায়ন, ইরান (রিওয়াকু'ল-আক্রাদ) ২১ জন; তুরস্ক, আলবানিয়া, যুগশ্লাভিয়া (রিওয়াকু'ল আত্রাক) ২০৬ জন; সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তীন (রিওয়াকু'শ-শাওওয়াম) ৭২৪ জন; ইয়ামান ২০ জন; উত্তর আফ্রিকা ও লিবিয়া (রিওয়াকু'ল-মাগ'ারিবা) ২৬ জন; হিজায ১৭ জন; সর্বমোট ৪৫০৬ জন।

১৯৫৩ খৃ. আল-আয্হারের উলামা দলের ১১২ জন সদস্য শিক্ষক বা ধর্ম প্রচারকের দায়িত্বে নিম্নলিখিত দেশসমূহে কর্মরত ছিলেনঃ ইরাক ২ জন, কুওয়ায়ত ১৬ জন, সূদান (উম্মে দুরমান ইনস্‌টিটিউট) ২৩ জন, ফিলিপাইন মুসলিম বিদ্যালয় ২ জন, ইরিত্রিয়া (আসমারা ইন্‌সটিটিউটে) ৭ জন, মালাকাল ৫ জন, বারকা ৩ জন, গাযা ১জন, হিজায ৪০ জন, লেবানন ৫জন, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, লন্ডন ১ জন, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ওয়াশিংটন ১ জন, নিরক্ষীয় আফ্রিকা ১ জন, সিরিয়া ৩ জন, জুবা বিদ্যালয় ৩ জন, (১৯৫৩ খৃস্টাব্দের পরিসংখ্যানসমূহের উৎস আস্-সিজিল্লু ছাকীফা সানাত ১৯৫৩ খৃ., কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; ৪৭৩-৪ সাতি আল-হুসরী, হাওলিয়্যাতুছ-ছাকাফা আল-'আরাবিয়্যা, ৪খ., কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ৩০১)। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ১৫ নং আইন ঘোষিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আল-আয্হার প্রত্যক্ষভাবে বাদশাহ্র অধীনে ন্যস্ত ছিল। সেই সময় পর্যন্ত মন্ত্রী পরিষদকে রেক্টর ইত্যাদি নিয়োগের ব্যাপারে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে হইত। ইহার বাজেট সরকারের নিকট পেশ করা হইত এবং ক্রমশ তাহা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে (১৯১৯ খৃ. মিসরীয় পাউন্ড ১, ৩৬,০০০; ১৯৫৪ খৃ. মিসরীয় পাউন্ড ১৬,১৭,২০০। ইহার মধ্যে মাত্র মিসরীয় পাউন্ড ৯৪,৩৮০ ওয়াক্‌ফসমূহ হইতে গৃহীত হয়, অবশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরি হইতে প্রাপ্ত হয়; সকল গবেষক ও ছাত্র এই মঞ্জুরি হইতে লাভবান হয়। তাহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ভাতা প্রদান করা হইত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এই পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে ৫০ পিয়াস্তর (১৯৫৫ খৃ.); ইহার সহিত যুক্ত ছিল বিদ্যালয়ের পুস্তকাবলী ও মিসরীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত উপহার। বিদেশী ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থার জন্য সর্বনিম্ন মিসরীয় পাউণ্ড ২½ এর ব্যবস্থা ছিল। ফ্যাকাল্‌টির ছাত্রবৃন্দের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল এবং তাহার পরিমাণ ৫ মিসরীয় পাউন্ড-এর অধিক হইতে পারিত। সূদানবাসিগণ অধিকতর সুবিধা প্রাপ্ত হইত। তাহারা সর্বমোট ৮ মিসরীর পাউন্ড লাভ করিত। কোন কোন দেশ তাহাদের নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত আবাসিক ভাতা প্রদান করিত। ১৯৫৩ খৃ. হইতে ইসলামী কংগ্রেস কতিপয় আয্হারীকে সাহায্য প্রদান করিতেছে (M IDEO, ৩খ., ৪৭১-৮)। একইভাবে দারুল-'উলূম ইহার ছাত্রদের সাহায্য প্রদান করিত (১৯৫৩ খৃস্টাব্দের পরে আগত ছাত্রদের জন্য রহিত করা হয়)। এই সকল পার্থিব সুযোগ-সুবিধার ফলে আল-আয্হারই ছিল অতীতে ও বর্তমানে একমাত্র উচ্চ শিক্ষার স্থান যাহা দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য উন্মুক্ত ছিল (রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রদত্ত শিক্ষা সাহায্য ব্যতীত)। বর্তমানে আয্হারীগণের জন্য একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা রহিয়াছে।

মসজিদের সুসংগঠিত গ্রন্থাগারে প্রায় ২০ সহস্র পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে এবং ইহাদের একটি মুদ্রিত তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। কোন কোন রিওয়াক-এর গ্রন্থাগারে আকর্ষণীয় পাণ্ডুলিপি থাকিলেও ১৯৫৫ খৃ. পর্যন্ত তাহাদের কোন তালিকা প্রস্তুত করা হয় নাই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্তরূপে ছাত্রদের জন্য একটি গ্রন্থাগারে আছে। ১৩৪৯/১৯৩০ সালের আল্-আয্হারের একটি মাসিক পত্রিকা রহিয়াছে; শিক্ষকগণের সরকারী মুখপত্র এই পত্রিকাটির নাম ইহার ৬ষ্ঠ বৎসরে নূরুল-ইসলাম হইতে পরিবর্তন করিয়া মাজাল্লাতুল-আয্হার রাখা হয়। ওয়া'জ' ওয়া ইরশাদ-এর মুখপত্ররূপে দ্বিতীয় একটি মাসিক পত্রিকা নূরুল-ইসলাম নামটি অব্যাহত রহিয়াছে। অতিরিক্তরূপে কতিপয় শিক্ষা-পাঠ মুদ্রণ করা হয় এবং আয্হারীগণ বর্তমান মিসরের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে নিজস্ব বিশেষ অবদান রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। আল-আয্হারের প্রতি নির্দেশিত প্রচুর সংখ্যক আইন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য ১৩৫৪/১৯৩৫ সালে লাজ্‌নাতুল-ফাত্ওয়া নামে একটি কমিশন গঠন করা হয় (ইহার একজন সভাপতি ও ১১ জন সদস্য ছিল, প্রতি বিদ্যালয় হইতে তিনজন হিসাবে), মিসরের গ্রান্ড মুফ্‌তীর অধীনে দারুল-ইফতা-এর সহিত ইহাকে বিভ্রান্ত করা চলিবে না।

৫। রেক্‌টরবৃন্দের তালিকা ঃ আল-জাবার্‌তীর কালপঞ্জিতে আমাদের জন্য ১১০০ হিজরী সাল হইতে আল-আয্হারের শায়খগণের (বহুবচনে মাশাইখ) নাম সংরক্ষিত হইয়াছে। রেক্‌টর (মাশাইখ)-এর পদটি ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক ও সুবিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহার অধিকারী হইতেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে দীর্ঘ বিবাদ উদ্ভূত হইত। সমাজের অতি বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সকল স্তর হইতেই রেক্‌টর নির্বাচিত হইয়াছে ঃ ইহাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ভূ-সম্পত্তির অধিকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তেমনি ছিলেন এমন সব ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহাদের কর্মজীবনের প্রারম্ভে জীবিকা নির্বাহের জন্য নকল-নবীসের কার্য করিতেন। খৃস্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে ইঁহাদের প্রায় সকলেই ব্যাখ্যামূলক বা অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনীকারগণের ভাষ্য হইতে জানা যায়। ১৯৫৪ খৃ. আল্-আয্হারের বাজেটে রেক্‌টরের জন্য প্রতি বৎসর মিসরীয় পাউন্ড ২০০০ বরাদ্দ ছিল (দ্র. আল্-খাফাজী, আল্-আযহার ফী আলফ্ 'আম-এ প্রদত্ত তালিকাও নির্দেশনা, কায়রো ১৩৭৪ হি., ১খ., ১৪৭-৯৬)। ঘটনাক্রমে তৃতীয় একটি ব্যক্তিত্বের জীবনী সম্পর্কিত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আল-জাবার্‌তী আমাদের নিকট প্রাচীনতম পরিচিত রেক্‌টরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল্-খিরশী, মৃ. ১১০৯/১৬৯০, (২) মুহাম্মাদ আন্-নাশরাতী, মৃ. ১১২০ হি., (৩) 'আবদুল-বাকী আল্-কালীনী, ইঁহার মনোনয়ন প্রশ্নে সংঘর্ষ সূচিত হয় এবং মসজিদের অভ্যন্তরে কিছু মাত্রায় গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়; (৪) মুহাম্মাদ শানান, তাঁহার কালের অন্যতম ধনী ব্যক্তি, মৃ. ১১৩৩ হি.; (৫) ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আল্-ফায়্যূমী, মৃ. ১১৩৭ হি.; (৬) 'আবদুল্লাহ আশ-শাবরাবী; কবি ও রসজ্ঞ, সূফী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং তাঁহাদের সমর্থন করিতেন, মৃ. ১১৭১ হি.; (৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালিম আল-হিফ্‌নাবী আল্-খালওয়াতী, সূফী ও আইনজ্ঞ, ভাষ্য ও টীকা রচয়িতা, মৃ. ১১৮১ হি. সম্ভবত আমীরগণ দ্বারা বিষ প্রয়োগে নিহত। তাঁহার মাযার ক্রমে পবিত্র স্থানের মর্যাদা লাভ করে (Brockelmann, ২খ., ৩২৩, পরিশিষ্ট, ২খ., ৪৪৫); (৮) 'আবদুর-রাঊফ আস-সাজীনী, মৃ. ১১৮২, হি.; (৯) আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল-মুন'ইম আদঃ-দামান্‌হূরী, মৃ. ১১৯২, হি.; (১০) 'আবদুর-রাহমান আল্-আরীশী, হানাফী মায্‌হাবের অনুসারী; তিনি শায়খ আল্-হিফনাবী-র উদ্যোগে সূফীবাদের দীক্ষিত হন এবং দ্রুত শাফি'ঈ চাপের মুখে পদচ্যুত হন; (১১) আহমাদ আল-আরূসী, সূফী ও ভাষ্যকার, মৃ. ১২০৮/১৭৯৩-৪; (১২) 'আবদুল্লাহ আশ্-শার্‌কাবী তাঁহার রেক্‌টর থাকাকালে বোনাপার্টির অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি অত্যন্ত বিদগ্ধ ব্যক্তি

থাকাকালে বোনাপার্টির অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি অত্যন্ত বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার রচনাবলী সেই সময়ে বহুল পঠিত ছিল, মৃ. ১২২৭/১৮১২; (১৩) মুহাম্মাদ আশ্-শানাওয়ানী, তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আল্-মাহ্দীর স্থলাভিষিক্ত হন; শেষোক্ত জন নামেমাত্র রেক্টর ছিলেন, মৃ. ১২৩৩ হি.; (১৪) মুহাম্মাদ আল্-আরূসী, মৃ. ১২৪৫ হি.; (১৫) আহমাদ ইব্ন 'আলী আদ্-দামহূজী, মৃ. ১২৪৬ হি.; (১৬) হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-'আত্তার [দ্র.]. তাঁহার ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ ছিল এবং তিনি সংস্কার সাধনের পক্ষে ছিলেন। মৃ. ১২৫০ হি.; (১৭) হাসান আল-কুওয়ায়সনী, মৃ. ১২৫৪ হি.; (১৮) আহমাদ আস্-সা'ইম আস-সাফ্তী, মৃ. ১২৬৩ হি.; (১৯) ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-বাজূরী, মৃ. ১২৭৭, হি.; একজন ধর্মতত্ত্ববিদরূপে পরিচিত; (১৯ক) ৪ বৎসরব্যাপী এক রাজশাসন পর্ব, সেই সময়ে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ আল্-আযহারের কার্যাবলী পরিচালনা করে; (২০) মুস্তাফা আল্-আরূসী (১২৮৭/১৮৭০-১) পর্যন্ত তিনি সংস্কারের জন্য পথ তৈরি করেন। ফলে তাঁহার পরবর্তী রেকটরগণের পক্ষে সংস্কার সাধন সহজ হয়; (২১) মুহাম্মাদ আল্-'আব্বাসী আল-মাহ্দী আল্-হানাফী, উরাবী পাশার বিদ্রোহের সময়ে (১২৯৯/১৮৮২) সাময়িকভাবে মুহাম্মাদ আল্-আন্বাবী দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হন, ১৩০৪/১৮৮৬ সালে তিনি তাঁহার পদে ইস্তিফা দেন; (২২) মুহাম্মাদ আল্-'আন্বাবী, একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি সকল প্রকার নব প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। ১৩১৩/১৮৯৫ সালে তাঁহার অবসর গ্রহণের পূর্বে দীর্ঘকাল তাঁহার বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করিতে হয় (Brockelmann, S. ২খ., ৭৪২); (২৩) হাস্সূনা আন্-নাওয়াবী, চরিত্রবান এই ব্যক্তিত্ব মিসরবাসীর নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আইন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তাহারা মিসরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। তিনি আল্-আযহারের পরিচালকবর্গের কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের সংস্কারসমূহ পর্যালোচনা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন; ১৩১৭/১৮৯৯ সালে তিনি পদত্যাগ করেন; (২৪) 'আবদুর-রাহ্মান কুত্ব আন্-নাওয়াবী, তাঁহার উত্তরসুরিগণের দ্রুত পদত্যাগের মাধ্যমে সংস্কার সাধনের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার আভাস পাওয়া যায়; (২৫) সালীম আল-বিশরী, দরিদ্রতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ধার্মিক ব্যক্তি; সর্বশেষ মুহাদ্দিছ হাদীছসমূহের মূল সনদসমূহ তিনি সরাসরিভাবে জানিতেন; মুহাম্মাদ 'আবদুহ ও তাঁহার উদ্যোগে সৃষ্ট সংস্কারসমূহের তীব্র বিরোধী ছিলেন, ১৩২০ হি. পদত্যাগ করেন; (২৬) 'আলী আল্-বিবলাবী, ১৩২৩ হি. পদত্যাগ করেন; (২৭) 'আবদুর-রাহ্মান আশ্-শির্বীনী, তাঁহার সততা ও ধার্মিকতার জন্য অতি সম্মানিত ছিলেন, ১৩২৪ হি. পদত্যাগ করেন; (২৮) হাস্সূনা আন্-নাওয়াবী, দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হন ১৩২৭/১৯০৯ সালে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দের আইনের প্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেন; (২৯) সালীম আল্-বিশরী, দ্বিতীয়বারের জন্য, মৃ. ১৩৩৫ হি.; (৩০) মুহাম্মাদ আবুল-ফাদ্ল আদ্-দীযাবী, মৃ. ১৩৪৬/১৯২৮; (৩১) মুস্তাফা আল-মারাগী, মুহাম্মাদ 'আবদুহ-এর শিষ্য, ১৩৪৮/১৯২৯ সালে পদত্যাগ করেন; (৩২) মুহাম্মাদ আল্-আহ্মাদী আল-জাওয়াহিরী, ১৩৫৪/১৯৩৫ সালে পদত্যাগ করেন; (৩৩) মুস্তাফা আল-মারাগী, ২য় বার, মৃ. ১৩৬৪/১৯৪৫; (৩৪) মুস্তাফা 'আবদুর-রাযিক', একজন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব, মুহাম্মাদ 'আবদুহ-এর ভক্ত, University of Lyons (France)-এর 'আরবী এবং পরে মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম দর্শন শিক্ষা দান করেন। প্রধান 'উলামার সভামণ্ডলীর সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ ফারূক তাঁহাকে মনোনীত করেন এবং আল-আয্হারে তিনি এত তীব্র শত্রুতার সম্মুখীন হন যে, একটি বিক্ষোভ চলাকালে ১৩৬৬/১৯৪৭ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। (৩৫) মুহাম্মাদ মা'মূন আশ-শিন্নাবী, মৃ. ১৩৬৯/১৯৫০। ইহার পরবর্তী রেক্টরসমূহের স্বল্পকাল স্থায়ী কার্যকাল মিসরের রাজনীতির আন্তঃস্রোতের সহিত সংশ্লিষ্ট খাল অঞ্চলে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫২-এর কায়রোর দাঙ্গা, ২৩ জুলাই, ১৯৫২-এর সামরিক অভ্যুত্থান। কয়েকটি ক্ষেত্রে রেক্টরগণের অপসারণের জন্য সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর সরাসরি চাপ প্রয়োগ করা হয়; (৩৬) 'আবদুল্-মাজীদ সালীম, পদত্যাগ করেন ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১; (৩৭) ইব্রাহীম হামরূশ, ১০ ফেব্রু. ১৯৫২ পদত্যাগ; (৩৮) 'আবদুল-মাজীদ সালীম (দ্বিতীয়বার), পদত্যাগ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২; (৩৯) মুহাম্মাদ আল-খিদ্র্ হুসায়ন, ১৯৫৪ সালের জানুয়ারীর প্রারম্ভে পদত্যাগ করেন; (৪০) 'আবদুর-রাহ্মান তাজ, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের docteur es Lettres উপাধি প্রাপ্ত, মনোনয়ন লাভ ৮ জানুয়ারী, ১৯৫৪।

৬। **সাধিত সংস্কারসমূহের ফলাফল ঃ** যাঁহারা মুসলিম বা মিসরীয় কোনটিই নন তাঁহাদের পক্ষে ইহার মূল্যায়ন করা কষ্টকর, এমনকি অবাস্তব। এইজন্য প্রয়োজন কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়নের পথে প্রযুক্ত উদ্দীপনা কি ছিল তাহা জানা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহাদের যে যে অংশ শ্রেণীকক্ষে বাস্তবভাবে কার্যকর হইয়াছিল তাহা জানা। বাহির হইতে ইহাই কেবল অনুমান করা সম্ভব যে, উপরোল্লিখিত তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধনের পরেও সব কিছু স্বাভাবিক ছিল না। স্বয়ং মিসরীয়গণ দ্বারা নির্দেশিত অতিরিক্ত লক্ষণসমূহ এই ব্যাপারে আলোকপাত করে। আল্-আযহারের বহু শিক্ষক তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রদেরকে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনয়ন না করিয়া সরকারী বিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করেন। সরকার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও আল্-আযহারের উচ্চতর পর্বের শিক্ষকমণ্ডলীর সমতা নীতিগতভাবে স্বীকার করে না। আইনসংগতভাবে তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, তদুপরি ইমাম ও ধর্মপ্রচারক। তাহা সত্ত্বেও আল-আযহারের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাত্রার মান ও পদমর্যাদা রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের তুলনায় নিম্নপর্যায়ের ছিল। শার'ঈ ট্রাইবুনালসমূহের সাম্প্রতিক অবলুপ্তি আয্হারীগণের একটি মুখ্য সংস্থান লুপ্ত করিয়াছে। ৬ বৎসর বয়সে ফুরকানী মকতবে প্রবেশ লাভের মাধ্যমে একজন আয্হারী যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আত্মনিবেদিত হয় উহার স্রোতধারা সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়ের স্রোতধারা হইতে অপর মেরুতে অবস্থিত। রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আয্হারীগণের ছাত্র হিসাবে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। যদি আয্হারীগণ জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদস্যরূপে আরবী শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ করিতে চাহে তবে তাহাদের দারুল-'উলূম বা

Institute of Education-এর ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হয়। উপরন্তু আল্-আয্হার অনুভব করে যে, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ইহার সমালোচনায় লিপ্ত; আরও সন্দেহ করে যে, কতিপয় বিরোধী পক্ষ ইহার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন এবং ইহার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবলুপ্তি চাহে, এমনকি ইহার বিভিন্ন অনুষদের ব্যাপারেও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে উন্মুখ (দ্র. মাজাল্লাতুল-আয্হার ২৭, নং ৪, রাবী' ২, ১৩৭৫/১৯৫৫)। ইহাতে এই প্রকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার বিষয় পূর্ণভাবে আলোচিত। প্রশ্নটি আরও বেশী জটিল হইয়া পড়ে যখন মিসরীয়গণের মধ্যে শুধু নাস্তিক নয়, বরং খাঁটি মুসলিম, এমন কি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সদস্যবর্গ ইহাতে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের দাবি করে। ৬০ বৎসর যাবৎ আল্-আযহারের প্রশ্নটি সমাধানের বাহিরে রহিয়াছে। মূলত প্রশ্নটি হইতেছে, বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে একটি মুসলিম সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আদর্শের বিবেচনায় আল্-আয্হারের প্রকৃত লক্ষ্য কি হইবে এবং ইহার প্রদত্ত বুদ্ধিভিত্তিক ও নৈতিক শিক্ষা সেই সকল প্রয়োজন মিটাইতে সর্বতোভাবে সমর্থ কি না।

আল্-আয্হারের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ মিসর ও অন্যান্য দেশের জীবনযাত্রায় যে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং অদ্যাবধি যে স্থানের বিদগ্ধের বহুমুখী দিক ছিল। প্রথমত মহান মুসলিম মূল্যবোধ সম্পর্কে ইহার ছাত্রবৃন্দ যে বিশাল জ্ঞান লাভ করিত তাহা কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই সংগৃহীত হইত না, এই ব্যাপারে আয্হারের সাংস্কৃতিক পরিবেশও অনেকাংশে দায়ী ছিল। আল্-আয্হার এইভাবে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ইসলামী ও ইহার মৌল ধারণাসমূহ সংরক্ষণে তৎপর ছিল। আল্-আয্হার এমন কিছু সদ্গুণের উৎসাহ প্রদান করিয়াছে যাহার মাধ্যমে ইহার আবেদন সুগভীর হইয়াছে। সেইগুলি হইতেছে জীবনের প্রতি ধার্মিক ও গভীর মনোভাব, আতিথেয়তা, পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দরিদ্রকে সাহায্য দান। কু'রআন ও হাদীছ-এর ঐতিহ্যগতভাবে গুরুত্বপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠতম রূপসমূহ এই মহাপ্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইহার শিক্ষকমণ্ডলীর কোন কোন সদস্য আরবী ভাষা ও আইনশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তুসমূহে পুনরায় অধ্যয়নের মাধ্যমে সহজতরভাবে পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা মৌলিকভাবে কোন ধারণা বা নীতির পরিবর্তন সাধন করেন নাই (ব্যতিক্রমীভাবে উল্লেখযোগ্য বহু বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাসমূহ)। ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতিপয় আধুনিক প্রবন্ধ (উদাহরণস্বরূপ, স্বয়ং আল্-আয্হার প্রসঙ্গে) মধ্যযুগীয় প্রবন্ধের ন্যায় একই পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছে (দলীল-পত্রাদি সংকলন, জীবনীসমূহ ইত্যাদি)। প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মসংক্রান্ত রচনাবলী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন অপরাপর শিক্ষকগণ অতি মূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডলিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া সেইগুলি সম্পাদনা করিয়াছেন যাহা গবেষক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে এই প্রকার জ্ঞানচর্চা কোটি কোটি মুসলিম জনগণের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যাহাদের শান্তিপূর্ণ ও সমস্যামুক্ত বিশ্বাস বিদেশী ভাবধারা দ্বারা দূষিত হয় নাই, এমন কি 'প্রকৃতির নিকটবর্তী' বলিয়া (বর্তমান রেক্টরের মতানুযায়ী) কথিত আফ্রিকার সেই সকল জনগোষ্ঠীর নিকটও যাহা সমানভাবে গ্রহণীয়। ফলে ইসলাম সেখানে তাহার অগ্রযাত্রা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। অবশ্য আয্হারীগণ একথা স্বীকার করেন, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম বিশ্বাস কিছুটা শিথিল এবং পাশ্চাত্যে ইসলামের আহ্বান ব্যাহত হইয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পে তাঁহারা তাঁহাদের ছাত্রদের এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা শিক্ষা দিতেন; তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেন যাহাতে এইগুলি নূতনত্বহীন বা কৈফিয়তমূলক প্রবন্ধ না হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বা রচনা (ইন্শা) শিক্ষণের শ্রেণীতে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি, যাকাত-এর ব্যবহার, মদ্যপানের কুফল, বহু বিবাহ ইত্যাদি। পর্যালোচনা ও বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ে কৈফিয়ত প্রদানমূলক না হওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে সর্বদাই উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর জরুরী বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয় নাই। ১৯৫১ খৃ. মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ আল্-আয্হারকে শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক প্রশ্নাবলী, পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদির ন্যায় বিষয় সম্পর্কে পাঠ প্রদানের আহ্বান জানায় (সায়্যিদ কু'তব, আর-রিসালার পর্যালোচনা, ১৮ জুন, ১৯৫১)। ফলে মাজাল্লাতুল-আযহার পত্রিকায় ইহার কতিপয় জওয়াব প্রদান করা হয় (অন্যদের মধ্যে ২৩খ., ১৩৭১হি., পৃ. ৮৯-৯৫)। কিন্তু এই সকল উত্তরের সারকথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মনে হয় আত্মপক্ষ সমর্থনকারিগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রতিপক্ষগণ পাণ্ডিত্যের এই সকল ধারণা সম্বন্ধে অতীতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। তবুও তাঁহাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল নয়, বর্তমানে তাহা কার্যকর। কিন্তু পাশ্চাত্য ও আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিসরীয়গণের নিকট ইহার সীমাবদ্ধতা অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এখন পর্যন্ত আল-আযহারে আধুনিক ঐতিহাসিক পদ্ধতি অথবা আধুনিক ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নিজেদের চিন্তাধারা উদার করিবার মাধ্যমে সুফল লাভের প্রশ্ন অবান্তর। এখন পর্যন্ত ছাত্রদের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হইতেছে কণ্ঠস্থ করা এবং স্মৃতিতে বহু সংখ্যক ভাষা সঞ্চিত করা। কেহ কেহ হয়ত এই সীমাবদ্ধতার কারণরূপে এই অবস্থাকে দায়ী করেন যাহাতে উদাহরণস্বরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের ন্যায় বিষয় কেবল বিমূর্ত তার্কিক মহড়ার বস্তু ও ইহার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ইহার জন্য কোন মূল্য বহন করে না (দ্র. দৈনিক আল্-জুমহূরিয়্যা, ৯-১৭ জানু., ১৯৫৪)। অন্যান্য পক্ষ এই মর্মে আল্-আয্হারকে দোষী সাব্যস্ত করেন যে, ইহা সব সময়েই সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, প্রগতি মন্থর করিয়াছে, ইসলামের একমাত্র রক্ষকরূপে নিজেকে জাহির করিয়াছে, অথচ ইসলাম সাম্য ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বপ্রকার যাজকতার বিরোধী। মুসলিম সমাজে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মুমিন বিবিধ বিষয়ে মতামত দানের অধিকার রাখে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান, যথা: রাষ্ট্রীয় বিশ্বদ্যিালয়সমূহ যাহাতে তাফসীর, ফিক্হ, আরবী ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে তাঁহারা এই সকল বিষয় নিজেরাই বিচারক হইতে আগ্রহী, যদিও তাঁহাদের এই উদ্যোগ ত্রুটিমুক্ত নয়। ছাত্র ও শিক্ষকদের এই প্রবণতা তাহাদের অভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও সমাজের উপর উহার প্রভাব হয়ত সুফল আনয়ন করিবে না (মুহ. আহমাদ খালাফুল্লাহ সংক্রান্ত ঘটনা, ১৯৪৭-৫১ খৃ., দ্র. MIDEO, ১খ., ৩৯-৭২)। সাম্প্রতিক কালে আল-আয্হারের প্রদত্ত দুইটি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতে বাতিল হইয়া যায় ২৭ মে,

১৯৫০-এর রায়ে, যাহাতে মুহাম্মাদ খালিদ মুহাম্মাদ-এর বেআইনী ঘোষিত পুস্তক 'মিনহুনা নাবদাউ'-এর পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দান করা হয়; শায়খ বাখীত-এর মামলা, ১৯৫৫ খৃ. (MIDEO ৪খ., ৪৬, ৮)। একইভাবে তুর্কী সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ আন্কারায় অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে আয্হারের তুর্কী নাগরিকগণের ছাত্র মর্যাদা প্রদানের প্রশ্ন আলোচনা করে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি হয় যে, তাহারা ছাত্র নয় (১৩-১৬ ফেব্রু., ১৯৫৪)।

কিন্তু অন্যদিকে আয্হারীগণ আবার তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুসলিম সমাজের প্রয়োজনসমূহ বিস্মৃত হওয়ার জন্য অভিযোগ করে। কোন আয্হারী স্বেচ্ছায় তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ ধর্মীয় তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য একটি অনুষদে পরিণত করার সপক্ষে মত দিবে না যাহা তিউনিস-এর যায়তুনা-র ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। অন্যদিকে মিসরে আল-আয্হারের মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ন হইলেও বিদেশে তাহা পূর্বের ন্যায় অম্লান আছে। বহু সংখ্যক মুসলিমের জন্য আল-আয্হার অর্থই মিসর। হয়ত বা বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয়তার খাতিরে বর্তমান মিসরে আল-আয্হারের প্রতি যে বিরূপ ভাব তাহা ভবিষ্যতে নমনীয় হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্রষ্টব্য বিশেষভাবে ইব্রাহীম সালামা, Bibliographie analytique et Critique touchant la question de l'enseignement en Egypte depuis la periode des Mameluksjasqua nos jours, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.। উপরে প্রদত্ত বরাতের অতিরিক্ত আরও দ্র. (১) মাকরীযী, খিতাত, কায়রো ১৩২৬ হি., ৪খ., ৪৯-৫৬, (২) সুয়ূতী, হুসনুল-মুহাদারা, ১২৯৯ হি., ২খ., ১৮৩-৪, (৩) জাবারতীর ইতিহাস ও 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতুল-জাদীদা, ৪খ., ১৯-৪৪। ১৯শ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশের জন্য দ্রষ্টব্য, (৪) সুলায়মান রাসাদ আল-হানাফী আয-যায়্যাতী, কান্শল-জাওহার ফী তারীখিল্-আযহার (কায়রো, গ. ১৩২২ হি.) ও (৫) মুসতাফা বায়রাম, রিসালা ফী তারীখিল- আযহার, কায়রো ১৩২১ হি.। আধুনিক কালের জন্য (৬) আহ্মাদ আবুল- 'উয়ূন, আল-জামিউল-আযহার নুবযা ফী তারীখিহি, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯ ও বিশেষভাবে অপরিহার্য (৭) মুহাম্মাদ 'আবদুল-মুন'ইম খাফাজী, আল্- আযহার ফী আল্ফ 'আম, কায়রো ১৩৭৪ হি. (১৯৫৫ খৃ.), ৩ খণ্ডে, যাহাতে অনুরূপভাবে প্রাচীন দলীলপত্র সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে; ও (৮) 'আবদুল- মুতা'আল আস-সা'ঈদী, তারীখুল-ইস্লাহ' ফিল-আয্হার, কায়রো তা. বি., যাহা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে সমাপ্ত হয়। শেষোক্ত এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি আল-আয্হারের সাধিত সংস্কারসমূহের ফলে সৃষ্ট প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থের অন্যতম। ইহাতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যায় হইতে আল-আযহারের পঠিত পাঠ্য পুস্তকসমূহের একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গবেষণা সংগঠনের জন্য দ্রষ্টব্য (৯) Vollers EI' দ্র. আল-আযহার প্রবন্ধ; (১০) E. Dor, Linstruction Publique en Egypte, ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ৩৮ প., ২০৫ প.; (১১) P. Arminjon, L'enseignement, la doctrine et la vie dans les universites musulmanes, প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (১২) Johs Pedersen, Al-Azhar, et Muhammedansk Universitet, Copenhagen ১৯২২খৃ.; (১৩) AS. Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ.; (১৪) J. Heyworth Dunne An Introduction to the History of Education in Modern Egypt, লন্ডন ১৯৩৯ খৃ.; (১৫) ইব্রাহীম সালামো, L'enseignement islamique en Egypte, কায়রো ১৯৩৯ খৃ.; (১৬) 'আলী 'আবদুর-রাযিক', মিন আছার মুস'তাফা 'আবদুর-রাযিক', কায়রো ১৯৫৭খৃ.। ১৯১১ খৃ. হইতে আল্-আযহার সম্পর্কিত সরকারী গ্রন্থ, আইন ইত্যাদির ফরাসী অনুবাদ, REI, ১৯২৭ খৃ., ৯৫-১১৮, ৪৬৫-৫২৯; ১৯২৮ খৃ., ৪৭-১৬৫, ২৫৫-৩৩৭, ৪০১-৪০২; ১৯৩১ খৃ., ২৪১-২৭৬; ১৯৩৬ খৃ., ১-৪৩; (১৭) A Sekaly-এর পরবর্তী গবেষণা; (১৮) ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে বিভিন্ন সনদের জন্য নির্ধারিত সরকারী পাঠ্য তালিকা আল-আয্হারের নিজস্ব মুদ্রণালয় হইতে পৃথক পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। (প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় খৃষ্টীয় ১৯৩৮-৪৫ সালে; সামান্য পরিবর্তনসহ একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩-৬ খৃ.)। বার্ষিক বাজেটও মুদ্রণ করা হয়; (১৯) মিযানিয়্যাতুল-জামি আল-আযহার ওয়াল- মা'আহিদিদ-দীনিয়্যা লি সানা ٧٠٣–٤ (১৯৫৩-৪) আল-মালিয়্যা পুস্তকটি প্রবন্ধাকারে পড়িয়াছেন।

J. Jomier (E.I.²)/আবদুল বাসেত

আয্হার অমৃতসরী ঃ ১৯০৮-৫০খৃ., নাম খোদা বাখ্শ্, তাখাল্লুস (কবিনাম) আয্হার, জ. অমৃতসর. সাংবাদিক ও উর্দূ সাহিত্যিক। তিনি নিয়মিতভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই; বই-পুস্তক পাঠ করিয়াই 'আরবী, ফারসী ও উর্দূতে দক্ষতা লাভ করেন। প্রথম জীবন হইতে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে তারজুমান-ই সারহাদ নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯৩৪ খৃ.)। অতঃপর দৈনিক যামীনদার-এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। গদ্য রচনায় তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি অনেক গাযাল ও নাজ্ম রচনা করেন। ইন্কিলাবী তাহ্রীক ও খুনী তাহ্রীক নামক পুস্তক দুইটি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২০১

আয্হার 'আলী বাখ্তিয়ারী ঃ অনুবাদক; বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য-সাধক। মাওলানা রূমীর মাছনাবী-র গদ্যানুবাদ (পৃ. সংখ্যা ৪৯৬) করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২০২

আল-আয্হারী (الأزهرى) ঃ আল-আয্হারী একটি উপাধি। ইহা দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি কায়রোর আল্-আয্হার (দ্র.) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন।

আল-আয্হারী, আহ্মাদ (احمد بن عطاء الله الأزهرى) ঃ ইব্ন 'আতাউল্লাহ ইব্ন আহ্মাদ অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থের রচয়িতা। ১১৬১/১৭৪৮ সালে লেখা গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় 'নিহায়াতুল-ই'জায ফিল-হাকীক ওয়াল- মাজায'। গ্রন্থকারের পুত্র

কর্তৃক লিখিত ভাষ্যসহ ইহার একখান পাণ্ডুলিপি হইতে এই গ্রন্থখানা সম্বন্ধে জানা যায় যাহার বিবরণ Ahlwardt কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে; দ্র. Brockelmann, ২খ., ২৮৭।

C. Brocklemann, (E.I.2)/এ. এইচ.এম. রফিক

আল-আয্হারী, আবূ মানসূ'র (الازهرى ابو منصور) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন আল-আয্হার আরবী অভিধান সংকলক; তিনি ২৮২/৮৯৫ সালে হারাত-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং একই শহরে ৩৭০/৯৮০ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন তাঁহার স্বদেশবাসী অভিধান সংকলক মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার আল-মুনযি'রী (৩২৯/৯৪০)-র ছাত্র। আল-মুনযি'রী ছা'লাব (দ্র.) ও আল-মুবার্‌রাদ (দ্র.)-এর ছাত্র ছিলেন (দ্র. য়া'কূত, ইরশাদ, ৬খ., ৪৬৪, কায়রো সংস্করণ, ১৮খ., ৯৯ প.)। তরুণ বয়সেই আল-আয্হারী ইরাক আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। য়া'কূত-এর বর্ণনানুযায়ী বাগদাদে তিনি নিফ্তাওয়ায়হ-এর নিকট ব্যাকরণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আয্-যাজ্জাজ ও ইব্ন দুরায়দ দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। য়া'কূত কর্তৃক প্রদত্ত শাফি'ঈ ফাকীহগণ (যাঁহারা আল-আযহারীরও শিক্ষক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে)-এর তালিকার উপর যদি নির্ভর করা হয় তবে ইহা বলা যায়, নিশ্চয় শাফি'ঈ ফিক্'হ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। ৩১২/৯২৪ সালে তিনি যখন হজ্জযাত্রীসহ মক্কা হইতে কূফায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন আল-হাবীর-এ কারামিতা দল তাঁহাদেরকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করে এবং কিছু লোককে বন্দী করে। বাহ্‌রায়নের বেদুঈনদের হাতে আল-আয্হারী দুই বৎসর বন্দী জীবন যাপন করেন। এই বেদুঈনরা কারমাতী মতবাদে দীক্ষিত হইয়াছিল। য়া'কূত ও ইব্ন খাল্লিকান একটি অনুচ্ছেদে তাঁহার একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায়, তিনি এই যাযাবরদের সঙ্গে জীবন যাপন করিয়া তাহাদের ভাষা চর্চা ও তাহা পর্যালোচনা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহাদের ভাষা ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন রহস্যাবৃত। ধারণা করা হয়, বাকী জীবন তিনি তাঁহার জন্মস্থানেই পড়াশুনায় ও অবসর যাপনে কাটাইয়াছেন।

য়া'কূত ও ইব্ন খাল্লিকান কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা হইতে আল-আয্হারীর চৌদ্দটি পুস্তকের নাম জানা যায় (আস-সুয়ূতী তাঁহার বুগ'য়া গ্রন্থে উক্ত তালিকার আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছেন)। তাঁহার রচিত আবূ তাম্মাম-এর দীওয়ান ও মু'আল্লাকাত-এর ভাষ্য গ্রন্থ দুইটি ব্যতীত তালিকার অপরাপর গ্রন্থ অভিধান বিষয়ক। 'তাহযীবুল-লুগা' নামে তাঁহার একটি অভিধান আজও বিদ্যমান (ইব্ন খাল্লিকান-এর সময় দশ খণ্ডবিশিষ্ট ছিল)। গ্রন্থখানির সম্পাদনার কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই। লন্ডন, ইস্তাম্বুল ও ভারতে ইহার পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (দ্র. Brockelmann-এর তালিকা)। আল-আয্হারী তাঁহার শিক্ষক আল-মুনযি'রী হইতে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন উহার সমন্বয়ে উক্ত গ্রন্থখানি সংকলিত; য়া'কূত, ইরশাদ, পৃ. স্থা.; আল-মুনযি'রীর অন্তর্ধানের একটি রিওয়ায়াত সম্পর্কেও ইহাতে উল্লেখ আছে; গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য হইতেছে, খালীল তাঁহার কিতাবুল-'আয়ন-এ যে ঐতিহ্যের সূচনা করেন ইহাতেও তাহা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। মূল রচনা বর্ণানুক্রমিক সাজান হয় নাই। তবে ধ্বনিতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী কণ্ঠ্য বর্ণ হইতে শুরু করিয়া ওষ্ঠ্য বর্ণযুক্ত শব্দে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। ইব্নুল-মানজূ'র তাঁহার লিসানুল-'আরাব গ্রন্থে বহুল পরিমাণে তাহযী'ব গ্রন্থটির ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, ইরশাদ, ৬খ., ১৯৭-৯, কায়রো সংস্করণ, ১৭খ., ১৬৪-৭; (২) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো সংস্করণ ১৩১০ হি., ১খ., ৫০১; (৩) মুহ'য়িদ্দীন, কায়রো ১৯৪৮ খৃ, ৩খ., ৪৫৮-৬২; (৪) Zettersteen, MO, xiv (১৯২০ খৃ.), ১-১০৬; (৫) Kraemer, Oriens, vi (১৯৫৩ খৃ.), ২১৩; (৬) Brockelmann, ১খ., ২৯, SI,১৯৭।

R. Blachere (E.I.2)/এ. এইচ. এম. রফিক

আল-আয্হারী, ইব্রাহীম (الازهرى ابراهيم) ঃ ইব্ন সুলায়মান আল-হ'নাফী তিনি 'আর-রিসালাতুল-মুখ্তারা ফী মানাহিয্-যিয়ারা' গ্রন্থখানি ১১০০/১৬৮৮ সনের কাছাকাছি সময়ে লিখেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, কবর যিয়ারাতে গিয়া তাহা ছোঁয়া, চুমু দেওয়া অথবা কবরের উপর শোয়া শারী'আতের বিরোধী (দ্র. Ahlwardt, erzeichniss Vder arab Hss. Der Kgl. Bibliothek zu Berlin, নং ২৬৯৪)। ফিক্'হ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। থুথু, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি সম্পর্কে শারী'আতের হুকুম বিষয়ে লিখিত তাঁহার এই পুস্তকখানির নাম 'রাহ'ীকুল-ফিরদাওস ফী হু'কমির-রীক' ওয়াল-বাওস' (ঐ ৫৫৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Brockelmann, ২খ., ৪১০।

C. Brockelmann (E.I.2)/এ. এইচ. এম. রফিক

আল-আয্হারী, খালিদ (خالد بن عبد الله بن ابى بكر الازهرى) ঃ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন-আবী বাক্র মিসরীয় এই ব্যাকরণবিদ মিসরের পার্বত্য এলাকার জারজা' (جرجاء) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (জারজা-র সহিত সম্পর্কিত জারজাওয়াই নামের উদ্ভব)। এই নামটি কখনও কখনও তাঁহার বেলায় প্রয়োগ করা হয় এবং ৯০৫/১৪৯৯ সালে কায়রোতে ইনতিকাল করেন। তিনি 'আল-মুক'াদ্দিমাতুল-আয্হারিয়্যা ফী 'ইলমিল-'আরাবিয়্যা' শীর্ষক ব্যাকরণ গ্রন্থখানির রচয়িতা (সং বূলাক ১২৫২ হি., বিভিন্ন শিক্ষকের টীকাসহ)। তিনি আরো কয়েকটি ব্যাকরণ-পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি সেই ভাষ্যেরও ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। আল-বূসীরির বুরদা ও জারুরুমিয়া-রও তিনি ভাষ্য রচনা করেন। আস্-সুয়ূতীকে তাঁহার অন্যতম ছাত্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ২খ., ২৭; (২) সারকীস, মু'জামুল-মাত্'বূ'আতিল-'আরাবিয়্যা, পৃ. ৮১১।

C. Brockelmann, (E.I.2)/এ. এইচ. এম. রফিক

আযাক (ازاق) ঃ রুশ ভাষার Azov, ইটালীয়গণ প্রাচীন (গ্রীক) নাম Tanais (Jos Barbaro-এর "Old-Tana")-এর প্রেক্ষিতে Tana নামে অভিহিত করে। এই স্থানটি সর্বপ্রথম ১৩০৬ খৃ. একটি ইটালীয় মানচিত্রে দেখা যায়। তুর্কী নাম আযাক' (ازاق) ৭১৭/১৩১৭ সন

হইতে মুদ্রায় অংকিত দৃষ্ট হয়। আযাক-এ প্রথম জেনোয়াবাসিগণ [Genoese) (১৩১৬খৃ. অব্দের কাছাকাছি সময়ে ও তার পর ভেনিসবাসিগণ ১৩৩২ খৃ. বাণিজ্য-বসতি স্থাপন করেন)। কিন্তু জানা যায়, এই স্থানটি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম তাতারীদেরই শহর ছিল, যাহার উপর তাতারী গভর্নরগণ আধিপত্য করিতেন। উদাহরণস্বরূপ ১৩৩৪ খৃ. কাছাকাছি সময়ে মুহাম্মাদ খাজা ১৩৪৭ ও ১৩৪৯ খৃ. সারচী বেগ ও ১৩৫৮ খৃ. তুলুবেক। উল্লেখ্য, এখানে খানদের একটি টাঁকশাল ১৪১১ খৃ. পর্যন্ত কর্মরত ছিল। আযাক চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উহার পতনের কারণ বেশীর ভাগ ছিল জেনোয়াবাসীদের শহর কাফ্ফা (Kaffa)-র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইটালীর নূতন বসতি স্থাপনকারীদের প্রতি জানী বেগের (১৩৪৩-১৩৫৮ খৃ.) বৈরীভাব নহে অথবা তৈমূর কর্তৃক উহার লুণ্ঠনও (সেপ্টেম্বর, ১৩৯৬ খৃ.) নহে। উছমানীগণ এই শহরটি ১৪৭৫ খৃ. জয় করেন এবং ১৫৪৫ খৃ. 'দফতর' অনুযায়ী আযাক কাফ্ফা সান্জাকের একটি কা'দা (قضا)-রূপে উল্লিখিত হয়। এই শহরটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল (১) বিনদীক কালআ সী (আওলিয়া চেলেবি-তে ফরংগ হিসারী)। এই স্থানে দুর্গবাসী সৈন্যসহ ১৯৮ টি মুসলিম পরিবারের বাস ছিল; (২) জেনোবীজ কা'ল'আসী; ইহাতে দুর্গবাসী সৈন্যসহ ১০৯টি মুসলিম পরিবার বাস করিত; (৩) তৃপরাক কাল্'আ, ইহাতে ৫০০ তাতারী আকীন্জী, ১০৪ মৎস্যজীবী পরিবার এবং ৫৭টি গ্রীক পরিবার বসবাসরত ছিল। সেই আমলে এই শহরের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল বিপুল পরিমাণে মৎস্য শিকার, মাছের লবণাক্ত ডিম প্রক্রিয়াজাতকরণ (caviar) ও দাস ব্যবসায়। পরবর্তী কালে যখন ইহার উপর কাযাক (cossacks), চারকাস ও রুশদের আক্রমণের আশংকা দেখা দেয় তখন 'উছমানীগণ আযাকে'র উত্তর ভাগকে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাসে পরিণত করে। অবরোধের প্রথম ভয়ানক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১৫৫৯ খৃ. কাযাক দলপতি দিমিত্রাশ। অবশেষে ১৬৩৭ খৃ., কাযাকগণ ইহাকে অধিকার করিয়া লইলেও ১৬৪২ খৃ. তাহারা ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পরবর্তী বৎসরগুলিতে, বিশেষত ১৬৫৬ ও ১৬৫৯ খৃ. কাযাকগণ যেহেতু নূতন করিয়া হামলা শুরু করে, এইজন্য 'উছমানীগণ উহাকে পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে (১৬৬৬ খৃ. আওলিয়া চেলেবী এখানে তের হাজার দুর্গবাসী সৈন্য ও অনেক কামান দেখিতে পাইয়াছিলেন)। পরে তাহারা উহার আশেপাশে আরও রক্ষাব্যূহ তৈরি করে। ১৬৯৫ খৃ. আযাকে পিটার দি গ্রেট এক ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তিনি এই শহরটি দখল করিয়া নেন। পরে প্রুত (Prut) চুক্তি (১১২৩/১৭১১) অনুযায়ী ইহা 'উছমানীদের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি দুই বৎসর পর শহরটি হস্তান্তর করেন। রুশগণ এই শহরটি ১৭৬৩ খৃ. দ্বিতীয়বার জয় করে। ১৯৩৫ খৃ. গণনা অনুযায়ী আযাকের লোক সংখ্যা ১৯,৭৯৩ জন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. S. Orlov, Skazocnia Povsti ob Azov, Warsaw ১৯০৬ খৃ.; (২) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ্, ২খ., ও ৭খ.; (৩) I. Bykadorov, Donskce Voisko.... ১৫৪০-১৬৪৬, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; (৪) B.H.Sumner, Peter the Great and the Ottoman Empire, Oxford ১৯৪৯ খৃ.; (৫) W. Heyd, Hist. du Commerce du Levant, ২খ.; (৬) A. Refik, in TOEM, ১৬খ., ২৬১-২৭৫; (৭) A N. Kurat, Isvec Kirali XII Karl..., ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (৮) C. Baysun, Azak, in I. A.।

H. Inalcik (E.I.[2], দা.মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

আযাদ (آزاد) ঃ কবিনাম, মাওলাবী মুহাম্মাদ হুসায়ন নাম, শামসুল-'উলামা বৃটিশ সরকার প্রদত্ত উপাধি। ভারতের একজন উর্দূ গ্রন্থকার ও কবি, বিশেষত উর্দূ গদ্যে এক নূতন রচনাশৈলীর উদ্ভাবক। জন্ম দিল্লীতে, জন্ম তারিখ (পেনশানের আবেদনের ভিত্তিতে) ৫ জুন ১৮৩৫; তাঁহার পুত্রের বর্ণনানুসারে যুল-হিজ্জা ১২৪৫/জুন ১৮৩০ (দ্র. ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর, ফেব্রুয়ারী, ১৯২১, অধ্যায় ২১); যা'ওক' তাঁহার জন্ম তারিখ ('আবজাদ' পদ্ধতিতে) জুহূর-ই-ইক'বাল-১২৪৫ হি. উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রপিতামহ মাওলানা মুহাম্মাদ শুকোর, শাহ 'আলামের শাসনামলে হামাদান হইতে আসিয়া দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন, স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবলে শাহী দরবারের ভাতা লাভ করেন এবং সর্বসাধারণের নিকট একজন সম্মানী 'আলিম ও ফাকীহরূপে স্বীকৃত হন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আশরাফ ইজ্তিহাদ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আকবারও একজন দীনী আলিম ছিলেন। উক্ত তিনজন মনীষীই ইরানী মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আকবার পর্যন্ত এই পরিবারের সদস্যরা বিশুদ্ধ উর্দূ বলিতে অপারগ ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ আকবারের সময় হইতেই উর্দূ এই পরিবারের ভাষারূপে গৃহীত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আকবার স্বীয় পুত্র বাকি'রকে দিল্লীতে বসবাসরত ইরানী বংশোদ্ভূত এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভেই মাওলাবী মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদের জন্ম হয়। মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'র স্বীয় পিতার মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন এবং পিতার জীবদ্দশায়ই উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সায়্যিদ রাজাব 'আলী যিনি পরবর্তী কালে 'আরাসতুজাহ' (সেইকালের এরিস্টোটল) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি এই মাদ্রাসারই একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'র সরকারী চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং আদালতে নাজি'র-এর পদে উন্নীত হন কিন্তু পরবর্তীকালে মাওলানা মুহাম্মাদ আকবারের পরামর্শে বাকি'র উক্ত পদ হইতে ইস্তিফা দেন। অতঃপর পিতা-পুত্রকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। পরবর্তী কালে একজন বিখ্যাত ফাকীহ মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'র ও কারী জা'ফার আলীর মধ্যে ধর্মীয় মতবিরোধ দেখা দেয় এবং উভয়ের অনুসারিগণ জা'ফারী ও বাকি'রী নামে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'র-এর সহপাঠী ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আকবারের মৃত্যুর পর বিভিন্ন কারণে মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'র স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বিদ্যাগত ও বংশীয় মর্যাদার কারণে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কারী জা'ফার 'আলী নওয়াব হামিদ 'আলী খানের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হামিদ 'আলী খান এই সময়ে বাহাদুর শাহের দরবারে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফলে দিল্লীতে তাঁহার খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

এরই সময়ে দিল্লী কলেজের খুবই সুনাম ছিল। এই কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হইত। Mr. Taylor নামক এক ইংরেজ ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি স্বীয় তত্ত্বাবধানে ইংরেজী, গণিত, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'র স্বীয় পুত্র মুহ'াম্মাদ হু'সায়নকে প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে Mr. Taylor-এর উৎসাহে তাঁহাকে দিল্লী কলেজে ভর্তি করেন। এখানে ক'ারী জা'ফার 'আলী শী'আ ফিক্'হের শিক্ষক ছিলেন। মাওলাবী মুহ'াম্মাদ বাকি'র সৌজন্য রক্ষার্থে কখনও ক'ারী সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। কিন্তু স্বীয় ছাত্রদেরকে বিরূপ প্রশ্নবাণে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে উৎসাহ দিতেন। অতএব মুহাম্মাদ হু'সায়নও নানা প্রশ্ন করিয়া ক'ারী সাহবেকে ক্লাসে ব্যতিব্যস্ত করিতে প্রয়াস পান। ক'ারী সাহেবের অভিযোগের ভিত্তিতে অধ্যক্ষ মুহ'াম্মাদ হু'সায়নকে সুন্নী ফিক্'হ-এর ক্লাশে যোগদানের নির্দেশ দেন। ফলে মুহ'াম্মদ হু'সায়ন সুন্নী ও শী'আ উভয় মতের ফিক্'হশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে আযাদ কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকির ১৮৩৬ খৃ. দিহ্লী উর্দূ আখবার নামক সর্বপ্রথম উর্দূ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন রচনাশৈলীর প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় গৃহেই অর্জন করিয়াছিলেন। মাওলাবী মুহ'াম্মাদ বাকি'র স্বীয় জ্ঞান ও সাধনা বলে কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। ছাত্র জীবন হইতেই শায়খ ইব্রাহীম য'াওকে'র সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল। ক্রমে ক্রমে তাহা আরও গভীর হয়। তিনি স্বীয় পুত্র মাওলাবী মুহ'াম্মাদ হু'সায়নকে বাল্যকালেই য'াওকে'র অভিভাবকত্বে প্রদান করেন। য'াওক' মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং কবিতার প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন। সাফার ১২৭১/নভেম্বর, ১৮৫৪ সালে য'াওক' ইন্তিকাল করেন। ইহার পর মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ হ'াকীম আগাজান আয়শের অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি শাহী চিকিৎসক হওয়া ছাড়াও কবিতা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন মাত্র আড়াই বৎসর তাঁহার সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিপাহী বিপ্লবের কিছুদিন পরেই হাকীম আয়শ ইনতিকাল করেন।

মাওলাবী মুহাম্মাদ বাকি'রের সম্পত্তি ছিল প্রধানত দিল্লীতে। কুতুবখানা সংবাদপত্রের অফিস ও ছাপাখানাও তথায় ছিল। তাঁহার পরিবারের সদস্যরা খুবই স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছল জীবন যাপন করিতেছিল। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের সময় দিল্লীতে হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু হয়। দিল্লী কলেজের অধ্যক্ষ Mr. Taylor জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করেন এবং সোজাসুজি মাওলাবী মুহ'াম্মাদ বাকি'রের নিকট উপনীত হন। বাকি'রের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ দিনের হৃদ্যতা ছিল। তিনি Taylor-কে ইমাম বাড়াতে কয়েকদিন গোপনে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যগণ এই সংবাদ অবহিত হইলে তাঁহারা Taylor-কে হত্যা করে। দিল্লী ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে আসিলে মুহ'াম্মাদ বাকি'রকে Taylor-এর হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

এই সময় মাওলাবী মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ-এর বয়স ছিল তেইশ বৎসর। তাঁহার সঙ্গে ২২ ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ছিল। এই পরিবারের লোকেরা সকল মালপত্র তথায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে সেইখান হইতে চলিয়া যায়। তিনি ছাপাখানার একজন বিশ্বস্ত পরিচালক ছিলেন, পরিবার-পরিজনকে সোনীপথ পাঠাইবার দায়িত্ব তাঁহাকে দিয়া মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন তাঁহার স্বীয় ভাষ্য অনুযায়ী যাওকের কিছু গাযালের একটি সংকলন বগলদাবা করিয়া গৃহত্যাগ করেন। কিছুদিন মধ্যভারতে ঘুরাফিরা করিয়া তিনি পাঞ্জাব গমন করেন এবং জীন্দ (Jind) রাজ্যের রাজার নিকট হইতে পুরস্কার ও সম্মান লাভে সমর্থ হন। তথায় প্রায় ছয় মাসকাল অবস্থানের পর লুধয়ানা চলিয়া যান। সেইখানে পাঞ্জাবের গভর্নরের মীর-ই মুন্শী আরাস্তুজাহ সায়্যিদ রাজাব্ 'আলী মাজমা'উল-বাহ্'রায়ন নামক একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। আযাদ সেইখানে নকলনবীসীর ও রাজ্জাব্ 'আলীর সন্তানদের শিক্ষাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তথায় স্থিরতা আসিলে তিনি পরিবারস্থ সকলকে সোনীপথ হইতে লুধিয়ানা আনয়ন করেন।

কিন্তু এইখানে তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি লাহোর গমন করেন এবং ডাকঘরে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খৃ. তাঁহার সঙ্গে লুধিয়ানার ডাকবাংলায় পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের পরিচালকের সাক্ষাত হয়। ২৫মে, ১৮৬১ তারিখে তিনি উক্ত পরিচালকের নিকট একটি চিঠি লিখেন। মাকতূবাত-ই আযাদ-এ এই চিঠিখানা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি মাসিক পনের টাকা বেতনের ডাকঘরের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষা বিভাগে চলিয়া আসেন। ১ জানুয়ারী, ১৮৬৪ তারিখ হইতে তাঁহার এই চাকুরী শুরু হয়। প্রথমে তিনি মাসিক ৩৫ টাকা বেতনে নাইব-ই সিরিশ্তাদার পদে নিয়োজিত হন; পরে 'মুহ'ার্রির' পদে উন্নীত হন। শিক্ষা বিভাগের পরিচালক Major Fuller তাহার বিভাগের পক্ষ হইতে একটি শিক্ষা বিষয়ক সংবাদপত্র প্রকাশের ও একটি শিক্ষা বিষয়ক সমিতি (অঞ্জুমান) প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। অতএব 'আতালীক-ই পাঞ্জাব' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয় এবং 'আঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাব' নামে একটি সমিতিও গঠন করা হয়। মাস্টার পিয়ারে লাল আশূব দিহ্লাবী এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ও আযাদকে উপ-সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন আযাদ রচনা ও সংকলনের কাজে নিযুক্ত থাকায় ইহা হইতে পৃথক থাকেন এবং তাঁহার স্থলে খাওয়াজা আলত'াফ হু'সায়ন হালী উপ-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৮৬৫ খৃ. ভারত সরকারের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মধ্যএশিয়ার দেশসমূহে প্রেরণ করা হয়। মাওলাবী মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সময় গোয়েন্দা সন্দেহে একাধিকবার তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে প্রায় আট মাস পরে (২৩ জুলাই, ১৭৬৫-২৭ মার্চ, ১৮৬৬) প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। এই সময় সরকারী মহলে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সোয়া দুই বৎসর মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল বুক ডিপো-তে অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরিশেষে ৫ জুলাই, ১৮৬৯ তারিখে তাঁহাকে লাহোর সরকারী কলেজে বদলি করা হয় এবং তিনি আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় দশ মাস তিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং পরে স্থায়ী হন। অকটোবর ১৮৮৪ সালে তিনি ওরিয়েন্টাল কলেজের সহকারী

অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তথায় কয়েক মাস অধ্যাপনা করার পর আবার লাহোর সরকারী কলেজে ফিরিয়া আসেন। ওরিয়েন্টাল কলেজের ঘটনাবলী হইতে জানা যায়, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭ তারিখে মাওলানা ফায়দুল-হ'াসান সাহারানপুরীর মৃত্যু হইলে মাওলাবী মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ আরবী বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।

ক্রমাগত মানসিক শ্রম, বিভিন্ন রকমের ব্যাধি, পরপর সন্তান বিয়োগ ইত্যাদির ফলে তিনি স্থায়ীভাবে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃ. তিনি আবার ইরান সফরে বাহির হন। এক বৎসর পর ইরান হইতে ফিরিয়া আসেন এবং কুতুবখানা-ই আযাদ নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া উহাতে অতীব মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করেন। ১৮৮৭ খৃ. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আযাদকে শামসুল-'উলামা উপাধি ও সম্মানসূচক খিল'আত প্রদান করা হয়। ১৮৮৯ খৃ. আযাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ১৬ অক্টোবর, ১৮৮৯ সালে তিনি অসুস্থতার কারণে চাকুরী হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর সুস্থতা লাভ করেন নাই। পরিশেষে ২২ জানুয়ারী, ১৯১০ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। লাহোরের কারবালা-ই-গামে শাহ-তে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

উর্দূ গদ্য সাহিত্যে মাওলাবী মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ-এর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি একজন উচ্চ স্তরের ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। উর্দূ ভাষায় তাঁহার পূর্ণ দক্ষতা ছিল এবং ফার্সী ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর আগ্রহের ফলে উর্দূ ভাষাকে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য সাহিত্য ছিল খুবই আকর্ষণীয়। রচনায় সাবলীলতার সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্য ও হৃদয়াবেগের সমাবেশ ছিল আযাদের বিশেষ কৃতিত্ব। সুন্দর উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু চারিত্রিক রূপ প্রদান এবং কৃত্রিম ভাষালঙ্কার বর্জন ছিল তাঁহার ছন্দোবদ্ধ বাক্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

রচনাবলী ঃ আযাদের রচনাবলী ষোল-সতেরর অধিক। নিম্নে উহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ (১) নাস'ীহ'াত কা কারনফুল (বালিকাদের জন্য), ১৮৪৪ খৃ. রচিত এবং কয়েক বৎসর পরে প্রকাশিত (২য় সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃ.); (২) কিস'াস-ই হিন্দ, ২য় খণ্ড, ইহাতে কেবল মুসলিমদের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, লাহোর ১৮৭২ খৃ. (লাহোর সং. ১৯৬১ খৃ., খালীলুর-রাহ'মান দাউদী-র ভূমিকাসহ); (৩) নিগারিস্তান-ই ফারস, ১৮৬৭ হইতে ১৮৭২ খৃ. পর্যন্ত ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং আযাদের পৌত্র আগা তা'হির কর্তৃক ১৯২২ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে; (৪) সুখন্দান-ই ফারস, প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭ খৃ. সংকলিত হয় এবং ১৮৮৭ খৃ. ইহা সংশোধিত এবং আগা ইব্রাহীম কর্তৃক ১৯০৭ খৃ. প্রকাশিত হয়; (৫) নায়রাঙ্গ-ই খায়াল, ১৮৭৪ খৃ. রচিত এবং ১৮৮০ খৃ. প্রকাশিত (সংযোজনসহ ২য় সং., ১৮৮৩ খৃ.); জুলাই ১৮৭৫ সালে রিসালা-ই আঞ্জুমান কু'সূ'র-এ ইহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; (৬) নাজ'ম-ই আযাদ, ইহার অধিকাংশ কবিতা ১৮৭৪ খৃ. রচিত। আগা ইব্রাহীমকৃত সংকলনটি ১৯১৮ খৃ. প্রকাশিত ৩য় সং. ১৯২৬ খৃ.; (৭) আব-ই হায়াত, ১৮৮১ খৃ. প্রকাশিত হয়; (৮) কান্দ-ই-পারসী ১৮৮০-৮১ খৃ. পাণ্ডুলিপিটি ইরানে নীত হয়, সেইখানে হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ ইহা সংশোধন করেন। ১৯০৭ খৃ. ইহা প্রকাশিত হয়; (৯) জামিউল-ক'াওয়াইদ, ১৮৮৫ খৃ. ইহা প্রকাশিত হয়। (১০) দারবার-ই আক্বারী, ১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা রচিত এবং ১৮৯৮ খৃ. ইহা প্রকাশিত হয় (কিন্তু আযাদ ১৮৭৬ খৃ. রিসালা-ই আ মান-ই কু'সূ'র-এ 'আবদুর-রাহ'মান ও বীরবার (বীরবল) সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আকবারের যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অধ্যয়ন শুরু করিয়াছিলেন; (১১) দীওয়ান-ই যাওক', প্রথম সং. ১৮৯০ খৃ., ২য় সং. ১৯২২ খৃ.; (১২) লুগাত-ই আযাদ, ইরান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৮৭ খৃ. রচিত; তাঁহার ইনতিকালের পর ১৯২৪ খৃ. আগা তাহির কর্তৃক লাহোর হইতে প্রকাশিত; (১৩) ড্রামা-ই আক্বার, ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের দিকে ড্রামাটি অসমাপ্ত অবস্থায় রচিত হয়, ১৯০৬ খৃ. ইহা মাখযান-এ প্রকাশিত হয়, ১৯২২ খৃ. সায়্যিদ নাসি'র নাযীর ফিরাক ইহা সমাপ্ত করেন এবং লাহোর হইতে ১৯২২ খৃ. গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়; (১৪) আমুযগার-ই পারসী, ইরান হইতে ফিরিবার পর ১৮৮৭ খৃ. ইহা রচিত হয়; (১৫) মাকতূবাত-ই আযাদ, প্রথম সং. মাখযান প্রেস, লাহোর ১৯০৭ খৃ., সংকলক সায়্যিদ জালিব দিহ্লাবী, ২য় মুদ্রণ, সংশোধন ও সংযোজনসহ ১৯২৩ খৃ. আগা তাহির কর্তৃক প্রকাশিত হয়; খাওয়াজা হ'াসান নিজামী ও সায়্যিদ নাসি'র নাযীর ফিরাক ইহার ভূমিকা লিখেন; (১৬) উর্দূ ও ফার্সীর প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক অর্থাৎ উর্দূ কী পাহ্লী ও দোস্রী; উর্দূ কী রিডার, ফারসী কী পাহ্লী ও দোস্রী, প্রথম হইতে চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত; (১৭) সিনীন-ই ইসলাম, Dr. Leitner-এর সঙ্গে একত্র হইয়া ইহা রচনা করেন; অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও তিনি কিছু কিছু পুস্তক রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে (১৮) জানওয়ারস্তান; (১৯) রাসাইল-ই সিপাক ওয়া নামাক (দারুল-ইশা'আত, লাহোর, ২য় সং., লাহোর ১৯২৭ খৃ.); (২০) ফালসাফা-ই ইলাহিয়্যাত, লাহোর ১৯২৬ খৃ.-এর নাম উল্লেখযোগ্য; (২১) সিয়ার-ই ঈরান, লাহোর, মুদ্রণ সাল অনুল্লিখিত; (২২) খুমকাদা-ই আযাদ, কবিতা ও গাযালের একটি সংকলন, দিল্লী ১৯৩০ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগা মুহ'াম্মাদ বাকি'রের রচিত নিবন্ধ, পরিশিষ্ট, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খৃ., পৃ.৪১; (২) রামবাবু সাক্সীনা ও মুহ'াম্মাদ 'আসকারী, তারীখ-ই আদাব-ই উর্দূ, লখ্নৌ, পৃ. ৪৯০-৯৭; তায'কিরা-ই মাওলাবী মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ; (৩) মুহ'াম্মাদ য়াহ্য়া তান্হা, সিয়ারুল-মুস'ান্নিফীন, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৫৮প.; (৪) শায়খ 'আবদুল-ক'াদির, New School and Urdu Literature, লাহোর ১৯২১ খৃ., পৃ. ৩১-৪৯; (৫) ড. মুহ'াম্মাদ স'াদিক', (ক) মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, পিএইচ. ডি.-এর থিসিস (অপ্রকাশিত), কুতুবখানা-ই দানিশগাহ, পাঞ্জাব; (খ) আযাদ, মু'আসি'রীন কী নাজ'র মে, (প্রবন্ধ) নাঈ তাহ্'রীরে (ম্যাগাজিন), লাহোর, পৃ. ২২-৪১; (গ) আযাদ কী হি'মায়াত মেঁ, (প্রবন্ধ), স'াহীফা (ম্যাগাজিন), লাহোর, ডিসেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ৬৩-৮৫; (৬) গু'লাম হু'সায়ন, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যগাজিন, লাহোর, মে ১৯৬২, পৃ. ১৩৯প., ফেব্রুয়ারী ১৯৬২; (৭) মুহ'াম্মাদ শাফী', শামসুল-'উলামা মাওলাবী মুহাম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর, ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, পৃ. ১৯-২৯; (৮) জাহান বানূ বেগম নাক'াবী, মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৯৪০ খৃ.; (৯) রিসালা-ই আঞ্জুমান-ই কু'সূ'র, জুলাই-আগস্ট ১৮৭৬।

'আবদুল-মাজীদ মালিক (দা.মা.ই)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আযাদ, আবুল-কালাম, মাওলানা (ابوا لكلام محى الدين احمد ازاد) ঃ মুহয়িদ্দীন আযাদ তাঁহার কবি নাম। তাঁহার পরিবারে তিনটি পৃথক বংশধারা একত্র হইয়াছিল। এই বংশত্রয় ছিল হিজায ও তদানীন্তন ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পীর বংশ।

আযাদের পিতা মাওলানা খায়রুদ্দীন অল্প বয়সেই পিতার স্নেহছায়া হইতে বঞ্চিত হন। তিনি মাতামহের গৃহেই প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৭ খৃ.-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বেই তিনি নানার সহিত মক্কায় হিজরতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়া তাঁহার নানা ইন্তিকাল কারেন। মাওলানা খায়রুদ্দীন মক্কায় বসবাস করিতে থাকিলেন। তিনি মদীনায় বিবাহ করেন। বোম্বাই, কলিকাতা ও রেঙ্গুনে তাঁহার অসংখ্য মুরীদ ছিল। ইঁহাদের জন্যই তাঁহাকে ভারতে যাতায়াত করিতে হইত। ১২৯৫/১৮৭৮ সালে নাহ্‌র-ই যুবায়দার সংস্কার কালে তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন তজ্জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃ. মুরীদদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সেখানেই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আযাদ ১৩০৫ যু'ল-হি'জ্জা/১৮৮৮ সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক আবাস দিল্লীতে, মাতৃকুলের আবাস মদীনা মুনাওওয়ারায়, জন্ম মক্কা মুকাররামার কাদওয়াহ (قدوه) মহল্লায়। এই মহল্লা হারাম শরীফের বাবুস-সালামের সহিত সংলগ্ন ছিল (তায্‌'কিরা, ১ম সং পৃ. ২৮৭-২৮৯)। পাঁচ ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে ইনিই সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। দশ বৎসর বয়সে পিতা-মাতার সহিত কলিকাতায় আসেন। এক বৎসর পর তাঁহার মাতার ইন্তিকাল হয়। সেই সময় তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দূ বলিতে পারিতেন।

শিক্ষা ঃ গৃহেই তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। পিতা প্রতিটি বিষয়ে কোন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মুখস্থ করাইয়া দিতেন। ইহাই ছিল শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহ্‌লাবী পরিবারের শিক্ষাদানের নিয়ম। ১৯০০ খৃ. তিনি প্রচলিত পাঠক্রম অনুযায়ী ফারসী শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৯০৩ খৃ. দারস নিজা'মিয়া অনুসারে শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের 'ক'ানূন' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সব শিক্ষণীয় বিষয় তিনি পিতার শিক্ষকতায় পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। ইহার পর আযাদ গভীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে তিনি প্রথমে ফরাসী এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা করেন।

মাওলানা আযাদ এগার বৎসর বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম জীবনের লেখা গাযাল গ্রন্থ 'আরমুগান-ই ফাররুখ' বোম্বাইয়ে ও খিদাঙ্গ-ই নাজার' লখ্‌নৌতে ছাপা হয়। 'নায়রংগ-ই 'আলাম' নামে একখানি কাব্য সংগ্রহ তিনি নিজে প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি গদ্য রচনা শুরু করেন। তাঁহার প্রাথমিক প্রবন্ধগুলি 'আহ'সানু'ল-আখ্‌বার' ও 'তুহ'ফা-ই আহ'মাদিয়্যা'-এ কলিকাতায় ও 'মাখ্‌যান'-এ লাহোরে প্রকাশিত হইতে থাকে। ২০ নভেম্বর, ১৯০৩ খৃ. তিনি কলিকাতা হইতে মাসিক 'লিসানুস-সি'দক' প্রকাশ করিতে শুরু করেন। ইহা এক বৎসরকাল চলে। তিনি বার বৎসর বয়সে প্রথম বক্তৃতা করেন। চার বৎসর পর (১৯০৪ খৃ.) আন্‌জুমান-ই হি'মায়াত-ই ইসলামের (লাহোর) বার্ষিক সভায় তাঁহার বক্তৃতা সকলের প্রশংসা লাভ করে। এই সভা উপলক্ষেই কবি হ'ালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হ'ালী প্রথম বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই যে, তিনি 'লিসানু'স-সি'দ্‌ক'-এর সম্পাদক। মাওলানা শিব্‌লীর সহিত যখন বোম্বাইয়ে আযাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন শিবলী এই তরুণকে মাওলানা আযাদরূপে স্বীকৃতি দান করিতে ইতস্তত করেন। তারপর শিব্‌লী তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, 'আন্‌-নাদওয়া' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন। অক্‌টোবর ১৯০৫ হইতে মার্চ ১৯০৬ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন (হ'ায়াত-ই শিব্‌লী, পৃ. ৪৪৪ ও মাকাতীব- ই শিব্‌লী, ১খ., ২৬৩)। ইহার পর তিনি কিছুকাল অমৃতসরের 'ওয়াকীল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পিতার ইন্‌তিকালের পর প্রায় দুই বৎসর তিনি ইরান ও ইরাকে ভ্রমণ করিয়া কাটান।

১৩ জুলাই, ১৯১২ খৃ. তিনি কলিকাতা হইতে সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ছয় বৎসর পূর্বে অমৃতসরে তাঁহার মনে উদিত হয়। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল, উর্দূ ভাষায় এমন একখানি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা প্রকাশ করা যাহা কালের গতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে এবং চিন্তাধারা ও লেখার ক্ষেত্রে যেন একটি নূতন ধরন ও উন্নত মান সৃষ্টি করে। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমগণকে স্বাধীন ও রাজনীতিতে স্বকীয় মত ও কর্মের স্বাধীনতার দিকে তাঁহাদেরকে আহ্বান করা (আল-হিলাল, ২৪ জুন, ১৯২৭, পৃ. ২)। প্রকৃতপক্ষে আল-হিলাল উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাসম্ভারে, সাহিত্যিক রুচিতে, চিন্তাধারায় নূতনত্বে ও রাজনীতিমূলক মত প্রকাশে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অতি শীঘ্রই তদানীন্তন ভারতের অতুলনীয় পত্রিকায় পরিণত হয়। উহার লেখার প্রচারমূলক ভঙ্গি অতিশয় প্রেরণাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ছিল। মনোরম মুদ্রণও উহাকে আকর্ষণীয় করে।

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ খৃ. আল-হিলাল পত্রিকার জন্য দুই হাজার টাকা যামানত তলব করা হইয়াছিল। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ১৬ নভেম্বর, ১৯১৪ খৃ. এই যামানত বাযয়াফ্‌ত হওয়ায় আল-হিলাল বন্ধ হইয়া যায়। ১৩ নভেম্বর, ১৯১৫ খৃ. আল-হিলালের নামান্তর আল-বালাগ প্রকাশিত (নভেম্বর ১৯১৫-এপ্রিল, ১৯১৬ পর্যন্ত) হয়। ইহার সহিত 'দারু'ল-ইরশাদ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগেচ্ছু যুবকগণকে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুরআনের দারস্ দেওয়া হইত।

তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ১ম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। ফলে তদানীন্তন ভারতের বৃটিশ সরকার তুরস্কের প্রতি আস্থাশীল বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের প্রতি বিরূপ হইয়া পড়ে। ১৮ মার্চ, ১৯১৬ খৃ. ডিফেন্স এ্যাক্টের ৩য় ধারা মুতাবিক তদানীন্তন বাংলা সরকার আদেশ জারি করিলেন যে, আযাদকে চারিদিনের মধ্যে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং 'আল-বালাগ' ও 'দারুল-ইরশাদ' বন্ধ হইয়া গেল। ইহাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। আযাদ রাঁচী গেলেন। সেখানে ৫ মাস পর তাঁহাকে নজরবন্দী করা হয়। নজরবন্দী থাকাকালে তিনি সরকার হইতে কোন বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। সেই সময় দুইবার রাঁচীতে ও তিনবার কলিকাতায় তাঁহার গৃহে তালাশী চলে এবং সমাপ্ত ও সমাপ্তপ্রায় কতকগুলি গ্রন্থের

পাণ্ডুলিপি পুলিস লইয়া যায়। যথাঃ তারীখ-ই মু'তাযিলা, সীরাত-ই শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্, খাসাইস-ই মুসলিম, আম্‌ছালু'ল-কু'রআন, তার্‌জুমানু'ল-কু'রআন (সূরা হূদ পর্যন্ত), তাফ্‌সীরু'ল-বায়ান (সূরা নিসা' পর্যন্ত), ওয়াহ্'দাত-ই কাওয়ানীন-ই কাইনাত, কানূন-ই ইস্তিখাব-ই ত'াবাঈ আওর মানাবিয়াত-ই কাইনাত, গ'ালিবের উর্দূ দীওয়ানের সমালোচনা, শারফ-ই জাহ'ন কাযবীনীর দীওয়ানের সমালোচনা ইত্যাদি। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি ও এতদ্ব্যতীত বহু প্রবন্ধ ও স্মারকলিপি বিনষ্ট হয়। আযাদের ভাষায়ঃ এই পাণ্ডুলিপিসমষ্টি ছিল তাঁহার মস্তিষ্ক চালনার ফসল এবং জীবনের পুঁজি دماغ کا حاصل اور زندگی کا سرمایہ (আল-হিলাল, ২৪ জুন, ১৯২৭, পৃ. ৩-৪)।

নজরবন্দী থাকাকালে তিনি রাঁচীর মুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। সেখানে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্কুল পরে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত হয়। এখানে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা তায'কিরা (দুই খণ্ড), শায়খ আহ্'মাদ সিরহিন্দীর জীবনী, (তায'কিরা পৃ. ২৩১), সীরাত-ই আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (তায'কিরা, পৃ. ১৯৬), শারহ'-ই হ'াদীছ-ই গু'রবাত (তায'কিরা, পৃ. ২৫৪)। তায'কিরা, ১ম খণ্ড ব্যতীত সব গ্রন্থই পরে খানা তল্লাশীর সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

জানুয়ারী ১৯২০ খৃ. তিনি নজরবন্দী হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তখন দেশে স্বাধীনতা অর্জন ও খিলাফাত রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হইতেছিল। ফেব্রুয়ারী ১৯২০ খৃ. 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্স'-এর সভাপতি হিসাবে তিনি 'খিলাফত সমস্যা ও জাযীরাতু'ল-'আরাব' সম্পর্কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য চূড়ান্ত কথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। এই বক্তৃতাতে প্রথমে মুসলিমদিগকে সরকারের সহিত অসহযোগের আহ্বান জানান হয়। তারপর তিনি সর্বপ্রকারে এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং সাধারণভাবে প্রচার-প্রচেষ্টা ছাড়াও বিভিন্ন কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন। আন্দোলনে আহ্বানের জন্য তিনি সাপ্তাহিক "পায়গাম" প্রকাশ করেন।

এই সময়ে তিনি জনসাধারণের অনুরোধে ইমামাতের বায়'আত (আনুগত্য শপথ) গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ইহার পাঁচটি শর্ত ছিলঃ (১) সৎ কার্যের আদেশ, অসৎ কার্য হইতে নিষেধ ও ধৈর্যের উপদেশ, (২) আল্লাহ্‌র জন্য প্রেম এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা, (৩) আল্লাহ্‌র আদিষ্ট কার্যে সর্বপ্রকার লোকনিন্দা উপেক্ষা করা অর্থাৎ সত্যের পথে যাবতীয় বিরোধী শক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, (৪) আল্লাহ্ ও তাঁহার শারী'আতকে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বেশী প্রিয় জ্ঞান করা, (৫) সৎ কার্যে আনুগত্য। তদানীন্তন ভারতের সমস্ত প্রদেশেই বায়'আত-ই ইমামত প্রবল বেগে শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বন্দী থাকাকালে অবস্থার পরিবর্তনে ইহাও বন্ধ হইয়া যায়।

১০ ডিসেম্বর, ১৯২১ খৃ. তাঁহাকে গ্রেফতার করা এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান হয়। ফলে তাঁহার এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়। এই মোকদ্দমার তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা 'ক'াওল-ই ফায়সাল' নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহার 'আরবী তরজমা ثورة الهند السياسية (হিন্দ বা ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লব) শিরোনামে ১৩৪১ হি. কায়রোর 'আল-মানার' প্রেসে ছাপা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ খৃ. তিনি জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় এবং তৎসহ জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকেন। জুন, ১৯২৭ খৃ. দ্বিতীয়বার তিনি আল-হিলাল প্রকাশ করেন। উহার অর্ধেক টাইপে ও অর্ধেক লিথোগ্রাফে ছাপা হইত (এক খণ্ড জুন হইতে ডিসেম্বর, ১৯২৭ পর্যন্ত প্রকাশ লাভ করে)। ইহাতে প্রথম পর্যায়ের আল-হিলালের ব্যতিক্রমরূপে দাওয়াতের স্থলে জ্ঞান চর্চাই বেশী হইত। ডিসেম্বর ১৯২৭-এ তাঁহার রাজনৈতিক তৎপরতা অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় আল-হিলাল প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল।

মাওলানা আযাদ দুইবার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং ১৯২৩-এর পর চারিবার জেলে যান। রাঁচীর নজরবন্দী হইতে জুন ১৯৪৫ পর্যন্ত বন্দী জীবনের দৈর্ঘ্য মোট ১০ বৎসর ৭ মাস হয় (গু' বার-ই-খাতি'র তৃতীয় সং., পৃ. ৫৯)। তিনি ১৯৪৭ খৃ. (স্বাধীনতার পর) ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ পদেই বহাল থাকেন।

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃ. মাওলানা আযাদ দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে দিল্লীর জামি' মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে দাফন করা হয়।

তাঁহার রচনাঃ (১) লিসানু'স-সি'দ্‌ক' (মাসিক). প্রায় এক বৎসর; (২) আল-হিলাল (সাপ্তাহিক), প্রথম পর্যায়ে ৫ খণ্ড, জুলাই ১৯১২ হইতে নভেম্বর ১৯১৪ (কিছু সময়ের জন্য 'আল-হিলাল' এক পাতা দৈনিক বাহির হইত, ইহাতে শুধু খবর থাকিত); (৩) আল-বালাগ' (সাপ্তাহিক আল-হিলালের দ্বিতীয় পর্যায়), এক খণ্ড, নভেম্বর, ১৯১৫ হইতে এপ্রিল, ১৯১৬ পর্যন্ত; (৪) পায়গাম (সাপ্তাহিক), এক খণ্ড, সেপ্টেম্বর ১৯২১ হইতে ডিসেম্বর ১৯২১; শীর্ষে মাওলানাকে তত্ত্বাবধায়ক ও মাওলাবী 'আবদুর- রায্‌যাক মালীহ'াবাদীকে সম্পাদকরূপে লিখা হইত, কিন্তু পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ মাওলানাই লিখিতেন। (৫) আল-জামি'আ (আরবী, কয়েক মাস পাক্ষিক, তৎপর মাসিক), ১ এপ্রিল, ১৯২৩ হইতে জুন ১৯২৪ পর্যন্ত। উহারও মাওলানা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং মাওলাবী 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহ'াবাদী সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধ মাওলানাই লিখিতেন; (৬) আল-হিলাল (সাপ্তাহিক, তৃতীয় পর্যায়) এক খণ্ড, জুন ১৯২৭ হইতে ডিসেম্বর ১৯২৭ পর্যন্ত; (৭) আল- মারআতু'ল- মুস্‌লিমা, রূয বাযার প্রেস, অমৃতসর; (৮) হ'ালাত-ই সারমাদ, রাহমানী প্রেস, দিল্লী (সর্বপ্রথম এই জীবনী ও হু'সায়ন ইবন মান্‌সূ'র হ'াল্লাজ-এর জীবনীকে একত্র করিয়া খাজা হ'াসান নিজামী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সমন্বিত গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন, 'খূন-ই শাহাদাতকে দো ক'াত্'রে' (৯) তায'কিরা (প্রথম খণ্ড) আল-বালাগ প্রেস, কলিকাতা ১৯১৯ (পরে ইহার দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে); (১০) মাস'আলা ই খিলাফাত আওর জাযীরাতুল-'আরাব (বঙ্গীয় খিলাফত কনফারেন্স, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯২০ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ), আল-বালাগ প্রেস, কলিকাতায় ১৯২০-এ মুদ্রিত। কয়েক মাস পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ কিছু পরিবর্ধনসহ প্রকাশিত হইয়াছিল; (১১-১৩) প্রাদেশিক খিলাফাত কনফারেন্সে (২৫ অক্টোবর ১৯২১-এর আগ্রা অধিবেশনে) সভাপতির লিখিত অভিভাষণ, জাম'ইয়াতুল-'উলামা-এর লাহোর অধিবেশনে (নভেম্বর ১৯২১) সভাপতির লিখিত অভিভাষণ এবং ঐ

অধিবেশনের মৌখিক বক্তৃতা, এই তিনটি পৃথকভাবে স্বরাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, দিল্লীতে ছাপা হয়; (১৪) কাওল-ই ফায়সাল (১৯২১-এর মোকদ্দমায় মাওলানার লিখিত বিবৃতি), আল-বালাগ প্রেস, কলিকাতা (ইহার 'আরবী তরজমার কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।); (১৫-১৬) দিল্লীতে আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩), হিন্দুস্তান ইলেকট্রিক প্রেস, দিল্লী; অল ইন্ডিয়া খিলাফাত কনফারেন্স (কানপুর অধিবেশন, ডিসেম্বর ১৯২৫, মাহ্'াবুবু'ল-মাত'াবি' মছলীওয়ালা, দিল্লী; (১৭) জামি'উশ-শাওয়াহিদ (মসজিদে অমুসলিমদের প্রবেশের প্রশ্ন সম্পর্কে), এই রচনা প্রথমে আজমগড়ের মা'আরিফ পত্রিকায় মে ও জুন ১৯১৯ দুইটি সংখ্যায় ছাপা হয়। তারপর উহা পৃথকভাবে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়; (১৮, ১৯, ২০) তারজুমানুল-কুরআন, প্রথম খণ্ড, শুরু হইতে সূরা আল-আন্'আম পর্যন্ত (জায়্যিদ বারকী প্রেস, দিল্লী সেপ্টেম্বর ১৯৩১), ইহার সহিত সূরা আল-ফাতিহ'ার তাফ্সীর-এর কিছু অংশও ছাপা হইয়াছিল; দ্বিতীয় সংস্করণ, (যম্যম কোম্পানী, লাহোর ১৯৪৭ খৃ.), উহাতে উম্মু'ল-কু'রআন নামে সূরাঃ ফাতিহার সম্পূর্ণ তাফ্সীর ছাপা হয় এবং তার্জুমানের কতগুলি অতিরিক্ত টীকাও যোগ করা হয়; তারজুমানু'ল-কু'রআন দ্বিতীয় খণ্ড (সূরা আল-আ'রাফ হইতে সূরা আল-মু'মিনূন পর্যন্ত) মদীনা বারকী প্রেস, বিজনৌরে, এপ্রিল ১৯৩৬-এ ছাপা হয়; তারজুমানু'ল-কুরআন, তৃতীয় খণ্ড ও ভূমিকা, ইহাতে কুরআন সম্পর্কে ২৪টি মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়। এই গ্রন্থখানি গু'লাম রাসূল মিহ্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৬১ খৃ.-এ শায়খ গু'লাম 'আলী এন্ড সন্স কর্তৃক কাশ্মীরী বাজার, লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (২১) সভাপতির অভিভাষণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৯৪০ খৃ. রামগড় অধিবেশন), ইন্ডিয়ান প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ; (২২) গু'বার-ই খাতি'র (আহমাদপুর জেল হইতে মাওলানা হ'াবীবুর-রাহ্'মান খান শিরওয়ানীকে লিখিত মাওলানার পত্রাবলী), প্রথম ছাপা ১৯৪৬ খৃ. (প্রথম দুই সংস্করণ হালী পাবলিশিং হাউস ছাপে, তৃতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজে, মাক্তাবা-ই আহ্'রার প্রকাশ করে, ইহাতে আরও একটি পত্র যোগ করা হইয়াছে); (২৩) মাকাতীব (পত্রাবলী)। মাওলানার আরও কতগুলি পত্র ছাপা হইয়াছে। যথা কারওয়ান-ই খিয়াল, মদীনা প্রেস, বিজনৌর ১৯৪৬ খৃ., আতালীক-ই খাত্ত নাবীসী, দরবেশ প্রেস দিল্লী, মার্চ ১৯১৬, মা'আরিফ, আজমগড়, অকটোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫৩; (২৪) India Wins Freedom, ইহা মাওলানার বাণী অবলম্বনে লিখিত বলিয়া বিষয়গতভাবে তাঁহার রচনার মধ্যে গণ্য হয়; ভাষাগতভাবে নহে।

আল-হিলাল ও আল-বালাগে'র অধিকাংশ প্রবন্ধ ও রচনা এবং মাওলানার বিভিন্ন বক্তৃতা ছোট ছোট পুস্তিকাকারে ছাপা হইয়াছে। উহাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মওলানার বিভিন্ন পত্রিকা, সংবাদপত্র, চিঠিপত্র ও গ্রন্থসমূহ, (১) কারওয়ান-ই খিয়াল (মাকাতীব-ই মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ ও মাওলানা হ'াবীবুর-রহমান খান্ শিরওয়ানী, মদীনা প্রেস, বিজনৌর, উত্তর প্রদেশ; (২) আবূ সা'ঈদ বায্মী, মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ, ইক্'বাল একাডেমী, ইত্তিহাদ প্রেস, বুল রোড, লাহোর; (৩) কাযী মুহা'ম্মাদ 'আবদুল-গা'ফফার, মাওলনা আবুল-কালাম আযাদ, ন্যাশনাল ইন্ফরমেশন এন্ড পাবলিকেশনস, ন্যাশ্নাল হাউস, এপলো বন্দর, বোম্বাই ১৯৪৯ খৃ., (৪) 'আবদুল্লাহ্ বাট, আবুল-কালাম আযাদ, লাহোর ১৯৪৩ খৃ.; (৫) মুন্শী 'আবদুর-রাহ'মান শায়দা, মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী; (৬) মাকাতীব-ই শিবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড, আজমগড় ১৯২৭ খৃ.; (৭) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, হায়াত-ই চশবলী, আজমগড় ১৯৪৩ খৃ.; (৮) গু'লাম রাসূল মিহ্র-কে লিখিত মাওলানা আযাদের পত্রাবলী ও মাওলানার সহিত আলোচনার স্মৃতি, মা'আরিফ পত্রিকা, মার্চ ১৯১৯-অকটোবর ১৯৩২, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪; (৯) রাওশান বি. এ., আবু'ল-কালাম আযাদ, জয়হিন্দ্ পাবলিশার্স, লাহোর; (১০) A. B. Rajput, Maulana Abul Kalam Azad, Lion Press, Lahore 1946; (১১) H. L. Kumar, The Apistle of Unity, Hero Publications 1942; (১২) S. Sataya Murthi, Eminent Contemporaries: (M. A. E. Centeral) Shukla Printing Press, Lucknow; (১৩) Mehadev, Desai, Maulana Abul Kalam Azad, London 1915; (১৪) Aspects of Abul Kalam Azad, Maktaba-i Urdu, Lahore 1942; (১৫) John Gunther, Inside Asia, London 1939; (১৬) Louis Ficher, Imperialism Unmasked, Bombay 1944.।

গু'লাম রাসূর মিহির (দা. মা. ই.)/ আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন

আযাদ কাশ্মীর আন্দোলন ঃ ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের যে আযাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে নূতন আন্দোলন নহে। কাশ্মীর ও জম্মু এলাকা বিপুল পরিমাণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৮৪৬ খৃ. শিখ-যুদ্ধের অবসানে রাজা গোলাব সিং ডোগরা নামমাত্র ৭৫ লক্ষ টাকায় এই রাজ্যের অধিকার যুদ্ধ বিজয়ী ইংরেজদের কাছ হইতে ক্রয় করিয়া লয়। ইহার পর স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কালক্রমে জাগরণের সূচনা হয় এবং ১৯২৫-এ মহারাজা হরিসিং-এর শাসনকালে এই গণআন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠে। হরিসিং কঠোর হস্তে আন্দোলন দমাইয়া দিবার প্রয়াস পায়। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগ যখন প্রায় নিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়, কাশ্মীরের ডোগ্রা শাসনকর্তৃপক্ষ তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। কাশ্মীরের সংখ্যাধিক্য সমাজকে ভীতিগ্রস্ত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়ন কিংবা একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য অতঃপর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয়। নিপীড়িত জনগণ দলে দলে নিহত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ লক্ষ মুহাজির পাকিস্তান এলাকায় আসিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু তবু এক শ্রেণীর কাশ্মীরী মুসলিম তাহাদের আযাদী আন্দোলন অব্যাহতভাবেই চালাইয়া যাইতে থাকেন। পূন্চ ও মীরপুর এলাকাতেই এই আযাদী আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখা দেয়। পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় অঞ্চলের দুর্ধর্ষ পাঠানরাও এই সময়ে নির্যাতিত কাশ্মীরী ভাইদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় এবং এইভাবেই আযাদ কাশ্মীর আন্দোলন বাস্তব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে

রূপায়িত হইয়া উঠে। আযাদ কাশ্মীর সরকার এই আন্দোলনেরই অবদান। জম্মু ও কাশ্মীর দ্র.।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২০৩

আযাদ, নাওয়াব সায়্যিদ মুহাম্মাদ (نواب سيد محمد آزاد) ঃ ১৮৪৬-? উর্দূর হাস্যরসিক লেখক। ঢাকার এক বিশিষ্ট পরিবারে তাঁহার জন্ম। আগা আহ্‌মাদ 'আলী ইস্‌ফাহানীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ঘরোয়াভাবে অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজীতে দক্ষতা লাভ করেন এবং সাব-রেজিস্ট্রার পদে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ক্রমশ ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল পদে উন্নতি লাভ করেন। বাংলার কাউন্‌সিলে দুইবার সদস্য হন এবং আই. এস. ও. (ইমপিরিয়াল সার্ভিস অর্ডার) উপাধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে দূরবীন নামক ফারসী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন এবং পরে আওয়াধ আখ্‌বার, আওয়াধ পন্চ, আগ্রা আখ্‌বার ও অন্যান্য পত্রিকায় উর্দূ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'নাওয়াবী দার্‌বার' তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। বইটিতে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় নওয়াবদের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থা ফাঁস করার প্রয়াস পান (১৮৭৮ খৃ.)। তাঁহার হাস্যরসাত্মক ভাষায় রচিত 'নঈ লুগাত' একটি মনোজ্ঞ পুস্তক। তিনি ইংলন্ড ভ্রমণ করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২০৩

আযাদ বিলগ্রামী (آزاد بلگرامی) ঃ মীর গু'লাম 'আলী ইব্‌ন নূহ্ আল-হু'সায়নী আল-ওয়াসিতী ২৫ সাফার, ১১১৬/২৯ জুন, ১৭০৪ সনে বিলগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মীর তু'ফায়্‌ল মুহাম্মাদ বিল্‌গ্রামীর নিকট (সুব্‌হাতুল-মারজান, ৯৯-৪) প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে মীর 'আব্‌দুল-জালীল বিলগ্রামীর (মা'আছিরুল-কিরাম, ১খ., ২৫৭-৭৭) নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১১৫১/১৭৩৮ সনে হজ্জের উদ্দেশে তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনায় গমন করেন এবং শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্‌ধী আল্‌-মাদানী ও 'আব্‌দুল-ওয়াহ্‌হাব তান্‌তা'বী-র (মা'আছি'রু'ল-কিরাম, ১খ., ১৬২) নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ১১৫২/১৭৩৯ সালে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং আওরাঙ্গাবাদে বসবাস শুরু করেন। ১২০০/১৭৮৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। দাক্ষিণাত্যের খুল্‌দাবাদে তাঁহাকে দাফন করা হয় (T. W. Haig, Historic Landmarks of the Deccan, এলাহাবাদ ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৫৮)। ১১৭১/১৭৫৮ সনে যখন তাঁহার বন্ধু হায়দরাবাদের দীওয়ান সামস'ামুদ-দাওলা শাহ্‌-নাওয়ায খান (দ্র.)-কে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার বাড়ী লুণ্ঠন করা হয়, তখন আযাদ তাঁহার বন্ধুর লিখিত মা'আছিরুল-উমারার বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ উদ্ধার ও উহার পুনর্বিন্যাস করিয়া সম্পাদনা করেন। আযাদের নিজস্ব রচনার মধ্যে আছে হাদীছ, রম্য সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী ও কবিতা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্তুতিমূলক আরবী কাসাইদ রচনার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্তুতি রচয়িতা কবি হা'স্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (দ্র.)-এর নামানুসারে তিনি হা'স্‌সানুল-হিন্দ উপাধি লাভ করেন।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হইতেছেঃ 'আরবী ভাষায় (১) সুব্‌হা'তুল-মারজান ফী আছারি হিন্দুস্তান (লিথো, বোম্বাই ১৩০৩/১৮৮৬)। ইহার অন্তর্ভুক্ত লেখকের দুইটি স্বতন্ত্র রচনা শাম্মামাতু'ল-আন্‌বার ও তাস্‌লিয়াতুল-ফুওয়াদ। প্রথমোক্তটিতে ছিল তাফ্‌সীর ও হাদীছে (অবিভক্ত) ভারত সংক্রান্ত উল্লেখসমূহ এবং দ্বিতীয়টিতে ভারতীয় বিদ্বজ্জন ও 'আলিমগণের জীবনী। অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত অধ্যায়টি পরবর্তী কালে তিনি নিজেই গিয্‌লানু'ল-হিন্দ (MSS. আস'ফিয়্যা, ১খ., ১৬৯; Ethe ২১৩৫, বার্লিন ১০৫১) শিরোনামে ফার্সীতে অনুবাদ করেন; (২) দীওয়ান, তিন খণ্ডে (হায়দরাবাদ ১৩০০-১/১৮৮২-৩) যাহাতে তিন হাযারেরও বেশী শ্লোক আছে; আস-সাব'উস-সায়্যারা নামক তাঁহার অন্য সাতটি দীওয়ান হইতে বাছাই করা কবিতার সংকলন লখ্‌নৌ হইতে প্রকাশিত হয়, ১৩২৮/১৯১০; (৩) দাওউদ-দারারী শার্‌হ সাহীহিল-বুখারী শিরোনামে বুখারী শরীফের একটি অসম্পূর্ণ ভাষ্য (পাণ্ডুলিপি, নাদ্‌ওয়াতুল-উলামা, লখ্‌নৌ ৯৯)। ফার্সী ভাষায় ঃ (৪) খিযানা-ই 'আমিরা, বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ১৩৫ জন প্রাচীন ও আধুনিক ফার্সী কবি সম্পর্কিত ও মারাঠাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ (কানপুর ১৮৭১, ১৯০০ খৃ.)। (৫) মা'আছিরুল-কিরাম, বিলগ্রামের ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণের সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ (লিথো, আগ্রা ১৯১০ খৃ.); (৬) সার্‌ব-ই আযাদ, ভারতের ১৪৩ জন ফার্সী ও উর্দূ কবির জীবনী (লাহোর ১৯১৩ খৃ.); (৭) ইয়াদ-ই বায়দা বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ৫৩২ জন কবির জীবনী, মূলত সিওয়াস্তান-এ সিন্ধের অন্তর্গত সিহ্‌ওয়ান-এ (যেখানে তিনি ছিলেন নাইব ওয়াকাই-নিগার) ১১৪৫/১৭৩২ সালে সংকলিত, (পাণ্ডুলিপি-আসফিয়্যা, ৩খ., ১৬২; Ind. off. 3966 (b); (৮) রাওদা'তুল-আওলিয়া, দাক্ষিণাত্যের দরবেশগণেরর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (লিথো., আওরাংগাবাদ ১৩১০/১৮৯২)। তাঁহার রচনার বিস্তারিত তালিকার জন্য দ্র. GJASB (L), ১৯৩৬ খৃ., ১১৯-৩০ শাম্‌সুল্লাহ কা'দিরী, কা'মূসুল-'আলাম, ১খ., ৩২-৫ Storoey, ১/২, ৮৫৫-৬৬।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্মজীবনী, সুবহাতুল-মারজান গ্রন্থে পৃ. ১১৮-২৩; খিযানা-ই আমিরা, ১২৩-৪৫; মা'আছি রুল-কিরাম ১৬১-৬৪, ৩০৩-১১; (২) সি'দ্দীক হা'সান খান, ইত্‌হা'ফুন-নুবালা, ৫৩০; (৩) ঐ লেখক, আব্‌জাদুল-'উলূম, ৯২০; (৪) হা'দাইকু'ল-ই হা'নাফিয়্যা, পৃ. ৪৫৪; (৫) তায্‌'কিরা 'উলামা'-ই হিন্দ, পৃ. ১৫৪; (৬) ওয়াজীহুদ-দীন আশরাফ, বাহ্‌র-ই যাখ্‌খার (MS), fol. ৩১৫; (৭) Rieu, Pers. Cat., i, 373 b. iii, 976 b; (৮) Asiatick Miscellany, Calcutta ১৭৮৫ খৃ., ১খ., ৪৯৬-৫৯৭; (৯) শিব্‌লী নু'মানী, মাক'আলাত (উর্দূ ভাষায়), ৫খ., ১১৮-৩৫; (১০) Brockelmann, S ll, ৬০০-১; (১১) মাক্‌বুল আহ্‌মাদ সাম্‌দানী, হায়াত-ই জালীল বিলগ্রামী (উর্দূ ভাষায়), এলাহাবাদ ১৯২৯ খৃ., ২খ., ১৬৩-৭৭; (১২) ইব্‌রাহীম খালীল, সু'হু'ফ-ই ইব্‌রাহীম, দ্র. আযাদ; (১৩) যুবায়দ আহ্‌মাদ, Contribution of India to Arabic Literature, নির্ঘণ্ট; (১৪) লাছ্‌মী (লক্ষ্মী) নারায়ণ শাফীর, গুল-ই রা'না; (১৫) মুহয়িদ্‌-দীন যোর, গুলাম 'আলী আযাদ বিলগ্রামী, হায়দরাবাদ।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/ মোঃ সাহাবুদ্দিন খান

আযাদ সুব্‌হানী (آزاد سبحانی) ঃ ১৮৯৬/৯৭-১৯৬৩/৬৪ খৃ., পাক-ভারতের একজন বিখ্যাত 'আলিম, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক,

মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাবিদ, খিলাফাত আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা সায়্যিদ 'আবদুল-ক'াদীর আযাদ সুব্'হানী রাব্বানী। পিতার নাম সায়্যিদ মুর্তাদ'া 'আলী। ভারতের যুক্তপ্রদেশের বাল্লিয়া জেলার সিকান্দারপুর গ্রামে এক সায়্যিদ পরিবারে সুব্হ'ানীর জন্ম।

ছাত্রজীবনে সুব্হ'ানী প্রাচীনপন্থী জৌনপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ফাদ্'ল-ই রাহ'মান মুরাদাবাদী হইতে তিনি হাদীছের সনদ প্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনেই তিনি ইসলাম ধর্ম, 'আরবী ও উর্দূ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখিয়া ইসলাম ধর্মে যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তজ্জন্য তাঁহাকে 'আল্লামা বলা হয়। ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার দখল ছিল।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে সুব্হ'ানী ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি তাঁহার নিজ শহর কানপুরের ইলাহিয়্যাত মাদ্রাসায় কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাসার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক থাকাকালে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং প্রধানত তৎকালীন ভারতের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী পীর মাওলানা 'আবদু'ল-বারী ফিরিঙ্গী মাহ'ল্লী (১৮৭৪-১৯২৬ খৃ.)-কে অনুসরণ করিতেন (Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England 1979, pp 214-15, 426)।

তিনি প্যান-ইসলাম (বিশ্ব-মুসলিম সংহতি) আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৯১৩-১৪ খৃ. এই আন্দোলনের পক্ষে কাজ করিয়া সুব্হ'ানী রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বৃটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে ১ জুলাই কানপুর মস্জিদের উযূ-খানা ভাঙ্গিয়া রাস্তা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গোলযোগ আরম্ভ হয়। সুব্হ'ানী ছিলেন ইহার প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রধান নেতা। বহু স্থানীয় মুস্লিমসহ তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক বন্দী হন এবং কয়েক মাস যাবত কানপুরের কারাগারে অবস্থান করার পর বিচারে মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি শায়দাঈরূপে আঞ্জুমান-ই খুদ্দাম-ই কা'বা-য় যোগদান করেন। ১৯১৪ খৃ. তিনি যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের বহু স্থানে আঞ্জুমান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন (পূ. গ্র., পৃ. ২১৪-২১৫, ৪২৬)।

১৯১৮ খৃ. দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহাতে 'আলিমগণ সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। ভারতের খ্যাতনামা যে দশজন 'আলিম ইহাতে অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে সুব্হ'ানী ছিলেন অন্যতম। তখন হইতেই সুব্'হানী ও অন্যান্য 'আলিম মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করেন। কলিকাতা, 'আলীগড়, গোরখপুর, দিল্লী, করাচী পাটনা, নাগপুর, আহ'মাদাবাদ ইত্যাদি শহরে অনুষ্ঠিত লীগের বিভিন্ন বার্ষিক সম্মেলনে কানপুরের প্রসিদ্ধ নেতা হিসাবে সুব্হ'ানী অংশগ্রহণ করেন (Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi 1982, p. 182; Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), Foundation of Pakistan, All-India Muslim League Documents : 1906-1947, Dhaka, n. d.,/ vol, I. pp. 473, 554, 565.)। কোন কোন সম্মেলনে তিনি সভাপতিও ছিলেন। কলিকাতার মুহ'াম্মাদ 'আলী পার্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলিম লীগের প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি তিনিই ছিলেন।

১৯১৯ খৃ. নিখিল ভারত খিলাফাত কমিটি গঠিত হইলে সুব্হ'ানী ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে পরিগণিত হন (Robinson, Separatism, p. 215)। তিনি খিলাফাত প্রশ্নে মাওলানা 'আবদু'ল-বারী কর্তৃক প্রদত্ত 'জাযীরাতুল-'আরাব ফাত্ওয়া' (১৯১৯) ও 'মুত্তাফিক'া ফাত্ওয়া'-য় (১৯২০) স্বাক্ষর দান করেন (Minault, Khilafat, pp. 80-81, 121, 152)। প্রথমোক্ত ফাতওয়ার মর্মকথাঃ অনাতোলিয়া ও এশিয়া মাইনরসহ চিরকালই মুসলিম খলীফা (তখনকার জন্য তুরস্কের সুলতান)-র কর্তৃত্বাধীন থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় ফাত্ওয়াটি ছিল বৈরী কাফির (বৃটিশ)-দের সহিত সর্বাত্মক অসহযোগ (স্কুল, কলেজ ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি বর্জন, খেতাব পরিহার, সেনা ও পুলিস বাহিনীতে চাকুরী পরিত্যাগ, পণ্য বর্জন ইত্যাদি)। শেষ পর্যন্ত এই ফাত্ওয়ায় তৎকালীন ভারতের অনধিক পাঁচ শত 'আলিম স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'মুত্তাফিক'া' (সর্বসম্মত) ফাত্ওয়া নামে অভিহিত করা হয়। ফেব্রুয়ারী ১৯২০ খৃ. বোম্বাইতে নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্স অনষ্ঠিত হয় এবং সুব্হ'ানী ইহার 'উলামা' অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন (Robinson, Separatism, p. 92)। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্স আবার অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায় এবং 'আবদু'ল-মাজীদ বাদাউনী (মৃ. ১৯৩১)-এর স্থলে সুব্হ'ানী ইহার সভাপতিত্ব করেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক খিলাফাত কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং জেলা খিলাফাত কনফারেন্সগুলিতে বহুবার সভাপতিত্ব করেন (ঐ, পৃ. ৩২৫)।

১৯১৯ খৃ. (নভেম্বর) যে সকল 'আলিমের প্রচেষ্টায় জাম্'ইয়্যাত-ই 'উলামা'-হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়, সুব্হ'ানী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। জাম'ইয়্যাতের বিভিন্ন কনফারেন্সে তাঁহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একই বৎসর তিনি উর্দূ ভাষার উন্নতিকল্পে কানপুরে হালাকা-ই আদাবিয়্যা স্থাপন করেন।

বৃটিশ শাসকদের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতে প্রচলিত বিচারালয় হইতে পৃথক শারী'আত আদালত স্থাপনের পক্ষে 'আসির-ই শারী'আত প্রতিষ্ঠান'-এর ধারণার সর্বপ্রথম উদ্ভাবক ছিলেন সুব্হ'ানী ও মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ। এই ধারণার বাস্তবায়ন আরম্ভ হয় বিহার প্রদেশ হইতে। ১৯২১ খৃ. (জুন ২৫-২৬) পাটনায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক জাম্'ইয়্যাত-ই 'উলামার অধিবেশনে বিহারের আমীর নির্বাচিত ও তাহার কাউন্সিল গঠিত হয়। এই অধিবেশনের বক্তৃতায় সুব্হ'ানী ও মাওলানা আযাদ সমগ্র ভারতের মুসলিমগণকে নির্ধারিত ধর্মীয় নেতাগণের ও একজন সর্বসময় কর্তৃত্বাধিকারী আমীরের অধীনে সংগঠিত করার একটি পূর্ণাংগ প্রকল্প পেশ করেন (Minault, p. 153; Robinson, Separatism, p. 329)।

রাজনীতি ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে নহে এবং দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা 'আলিমগণের অন্যতম প্রধান কর্তব্য—এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ ধারক

ও বাহকগণের মধ্যে ছিলেন সুব্হ়ানী। ১৯২১ খৃ. বিহারে আমীর-ই শারী'আত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের সময় তিনি ঘোষণা করেন, 'উলামা'র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা ও তাঁহাদেরকে মাদ্রাসার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ (Minault, Khilafat, p. 150)।

মুসলিম লীগ, খিলাফাত আন্দোলন ও জাম্'ইয়্যাত-ই 'উলামা'র কনফারেন্সসমূহে সুব্হ়ানী বলিতেন, বৃটিশ শাসনের কারণে 'ইসলাম ধর্ম বিপদাপন্ন' ধর্ম রক্ষার্থে এই শাসন ধ্বংস করিতেই হইবে এবং ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে, ভারতীয় মুসলিমগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ভারতের জন্য 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবি করিবে, প্রয়োজন হইলে অস্ত্রধারণ করিবে এবং ইহা ইসলামী বিধানে ন্যায়সংগত। তিনি মত প্রকাশ করিলেন, ভারতীয় সৈন্যদল ও পুলিস বিভাগে মুসলিমদের চাকুরী করা হারাম। তাই এই চাকুরী হইতে তাহাদেরকে ইস্তিফা দিতে হইবে। কু'রআন ও হাদীছ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ও প্রয়োজনমত দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সুব্হ়ানী এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। (Robinson, Separatism, pp. 314, 332, 330; Minault, Khilafat, p. 182; Pirzada, Foundation, p. 565)।

খিলাফাত আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িলে (১৯২৩-২৪ খৃ.) সুব্হ়ানী ভারতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীর সহিত মুসলিমদের পক্ষে সহযোগিতা করিতে থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতের বিভিন্ন শহরে তিনি আবুল-কালাম আযাদসহ বহু সভার আয়োজন করেন এবং মূল্যবান ভাষণ দেন। ১৯২৩ খৃ. তিনি যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তখন হইতে তাঁহার চিন্তাধারায় সামান্য পরিবর্তন দেখা দেয়। গোঁড়া মুসলিম ভাবাদর্শের স্থলে তিনি তখন কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন (Robinson, Separatism, pp. 337-341)। ১৯৩৪ খৃ.-এ কংগ্রেসের হিন্দু ঘেষা নীতির কারণে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। ১৯৩৬ খৃ.-এ মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে ভারতের মুসলমানগণের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে অবহিত করার নিমিত্ত সমুদ্র পথে তিনি কায়রো গমন করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাস যাবৎ 'আরবী ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। কায়রো হইতে তিনি লন্ডন গমন করেন এবং ইউরোপের অন্য কয়েকটি শহর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি আমেরিকা পৌছেন। তথায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। নিউ ইয়র্কের মুসলিম সোসাইটিতে Islam and Christianity শীর্ষক ইংরেজী ভাষায় লিখিত যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার পাণ্ডুলিপি এখনও সংরক্ষিত আছে। আমেরিকা হইতে তিনি মক্কা মু'আজ্জ়ামা আসেন এবং বাদশাহ্ সা'উদের বিশেষ মেহমান হিসাবে তথায় তিন মাস অবস্থানকালে তিনি সা'উদী 'আরবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার কার্যে সহায়তা করেন। অতঃপর হজ্জ সমাপনপূর্বক তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের কতিপয় খ্যাতনামা 'আলিম যখন জাম্'ইয়্যাত-ই 'উলামা'-ই ইসলাম গঠন করেন, সুব্হ়ানী তখন জাম্'ইয়্যাত-ই 'উলামা'-ই হিন্দ (প্রতিষ্ঠিত ১৯১৯ খৃ.) হইতে পৃথক হইয়া এই সংগঠনে যোগদান করেন এবং ভারতীয় মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবি আদায়ের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ, বর্ধমান ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া এই দাবির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় তিনি ভারতের মুসলিমদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন এবং ১৯৪৬ খৃ. কলিকাতায় গড়ের মাঠের 'ঈদের সমাবেশে ইমামতি করিবার জন্য কংগ্রেসপন্থী মাওলানা আবুল কালাম আযাদের স্থলে তাঁহাকেই মনোনীত করা হয়।

দেশ বিভাগের পর সুব্হানী ভারতেই থাকিয়া যান এবং স্বীয় মতবাদ ও চিন্তাধারা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার চিন্তাধারা 'রব্বানী দর্শন' নামে পরিচিত। তাঁহার মতে এই দর্শন গভীর চিন্তার ফল ও পবিত্র কু'রআনের মর্মসঙ্গত। হযরত মুহ়াম্মাদ (স) ছিলেন রাব্বানীদের নেতা (امام الربانيين) [আযাদ সুব্হানী, তায কিরা-ই মুহাম্মাদী, লখ্নৌ, তা. বি., পৃ. ৬; ঐ লেখক, বিপ্লবী নবী, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ৮০]। রব্বানী ভাবধারা লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও তিনি জামা'আত-ই রব্বানী (جماعت ربانى) বা জাম'ইয়্যাত-ই রব্বানিয়্যা (جمعيت ربانية) বা হ়ালাক়াতুর-রব্বানিয়্যীন (حلقة الربانيين) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। ইহার কেন্দ্রীয় অফিস ছিল গোরখপুরে এবং স্থানীয় অফিস লক্ষ্ণৌর লালাবাগে। সুব্হানী নিজেই ছিলেন ইহার চেয়ারম্যান। ইহার সদস্যগণ পরস্পরের সহিত সাক্ষাতকালে বলিতেন, "আমরা আল্লাহ্র খালীফা (نحن خليفة الله)।' সুব্হানীর জীবদ্দশায় 'জামি'আ-ই রব্বানিয়্যা (جامعة ربانية) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁহার ধন-সম্পত্তি ইহার সংগঠনে ব্যয় করেন। তাঁহার পুত্র হ়াসান সুব্হ়ানী ছিলেন রব্বানী লাইব্রেরী ও রববানী অফিসের পরিচালক। তিনি রব্বানী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শায়খ'-ও ছিলেন। ইহার ঘর-বাড়ি এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু রব্বানী আন্দোলন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারত অপেক্ষা বাংলাদেশে ইহা অধিক কাল স্থায়ী ছিল। বাংলাদেশের যে সকল মনীষী রব্বানী দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী (র) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (আযাদ সুবহানী, বিপ্লবী নবী, ৩য় সং, ঢাকা ১৯৮০ খৃ., পৃ. ৭; ফিরোজ আল-মুজাহিদ, মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ঢাকা ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৬৮-৮৪)।

খিলাফাত আন্দোলন স্তিমিত হইবার পর সুব্হানী কানপুরে শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই সময় কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি তাঁহার একটু ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় (Robinson Separatism, p. 426)। দেশ বিভাগের পর রাশিয়া সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া রুশদের বিরোধিতা করা মানবতার বিরোধিতা করার সমতুল্য বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। এই কারণে কেহ কেহ তাঁহাকে কমিউনিস্ট ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া থাকেন।

হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৭ বৎসর বয়সে সুব্হ়ানী গোরখপুরে ইন্তিকাল করেন, তথায় সমাধিস্থ হন। তাঁহার পুত্র হ়াসান সুব্হানী রব্বানী উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ভারতের 'ক়াওমী আওয়ায' পত্রিকার সম্পাদক।

সুব্‌হানী কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকটি নিবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ

(১) তায্‌কিরা-ই মুহাম্মাদ, বাংলা অনুবাদ, বিপ্লবী নবী, ৩য় সং., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০ খৃ.; (২) তাফসীর-ই রব্বানী কা মুক'াদ্দিমা; (৩) দি'য়াউল-কু'রআন; (৪) আল-ফাল্‌সাফাতুর-রাব্বানিয়্যা; (৫) যাবুর-ই-রাব্বানিয়্যাত; (৬) সাফারনামাহ্‌-ই ইউরোপ ওয়া আমেরিকা; (৭) আল-কুল্লিয়্যাত। এই গ্রন্থগুলি দাইরা-ই রাব্বানিয়্যা লক্ষ্ণৌ কর্তৃক (তারিখবিহীন) প্রকাশিত এবং ইহাদেরকে জামি'আ রাব্বনিয়্যার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। সুব্‌হানীর মতে ইসলাম একটি বিপ্লবী ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) বিপ্লবী নেতা; এই মতের আলোকে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ রচিত।

একজন সুন্নী 'আলিম হিসাবে সুব্‌হানী তাঁহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতেন। তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর ও বিনয়ী। তিনি নিজ নামের সহিত 'গুনাহ্‌গার, 'অপরাধী' ইত্যাদি বিনয়সূচক শব্দ যোগ করিতেন (সুবহানী, তায্‌কিরা, পৃ. ৫)। বাগ্মিতা তাঁহার এক বিশেষ গুণ ছিল; অত্যন্ত তেজস্বী, দীর্ঘ বক্তৃতা দানে তিনি সক্ষম ছিলেন (Minault, Khilafat, p. 46).

শিক্ষকতা কাল হইতেই ক'াদিরিয়্যা তারীকার সহিত তাঁহার কিছু সম্পর্ক ছিল (Robinson, Separatism, p. 426)। ধন-সম্পদের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আযাদ সুব্‌হানী, তায্‌কিরা-ই মুহ'াম্মাদী, লক্ষ্ণৌ, তা. বি.; (২) ফিরোজ আল-মুজাহিদ, মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; (৩) Abul Hashim, The Creed of Islam, Dhaka 1980; (৪) Gail Min ault, The Khilafat Movement, Delhi 1982; (৫) Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambirdge, England 1974; (৬) Syed Sharifuddin Pirzada, Foudations of Pakistan, All India Muslim League Documents, vol.l. Dhaka, n.d.

ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আযাদী (آزادى) ঃ ফা. অর্থ মুক্তি বা স্বাধীনতা, ইহার সমতুল্য আরবী শব্দ হু'র্‌রিয়্যা (দ্র.)। এই ফার্সী শব্দটি আবেস্তীয় আ-যাতা শব্দ হইতে ও পাহলাবী শব্দ আযাত (মহৎ) হইতে গৃহীত। ফার্সী সাহিত্যের মতই আযাদী শব্দটিরও দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে। খ্যাতনামা ফার্সী লেখক ও কবিগণ, যথা ফিরদাওসী, ফাররুখী সীস্তানী, গুরগানী, রূমী, খাক'ানী, নাসির-ই খুরসাও ও যাহীর ফারিয়াবী এই শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন মনোনয়ন, বিচ্ছিন্নতা, সুখ, অবকাশ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, প্রশংসা, মুক্তি, দাসত্বহীনতা, ইত্যাদি (দ্র. দিহ্‌খুদা, শিরোনাম আযাদী, লুগাত নামাতে, ২/১ খ., ৮৬-৭)। আধুনিক কালে আযাদী শব্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে (কখনও কখনও এই একই অর্থে ইখতিয়ার শব্দটিও ব্যবহৃত হয়)। ইরানী দুনিয়াতে শেষোক্ত অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নে আলোচিত হইয়াছে।

প্রকৃতিগতভাবেই আযাদী শব্দটির আধুনিক সংজ্ঞা ফার্সী সংস্কৃতির উপর এবং সে কারণেই ইরানের ইতিহাসের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব যে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে, উহার সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের সঙ্গে (১৬০০ খৃ. হইতে) ইরানী লেখক ও কবিগণের ব্যাপকভাবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারত উপমহাদেশে গমনের যে যোগসূত্র রহিয়াছে উহা বিবেচনা করিলে এবং সেই সঙ্গে ই'তিসামুদ-দীন প্রমুখ পর্যটক যে সকল তথ্য ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন— ই'তিসামুদ-দীন ১৭৬৭ খৃ. তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সে সমস্ত হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান সঙ্গত হইবে যে, ভারতবর্ষে আগত ইরানীগণই ছিলেন প্রথম প্রাচ্য দেশীয় লোক যাঁহারা ইউরোপীয় নূতন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। তবে ১৭শ শতকের কোন ফার্সী লেখাতে তেমন লক্ষণীয় কোন পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা যায় না। ইউরোপ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রশংসাসূচক, কিন্তু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পাই মুহাম্মাদ আলী হাযীন (মৃ. ১৭৬৬ খৃ.)-এর লেখা হইতে। ১৭৩২ খৃ. তিনি লেখেন, কোন কোন ইউরোপীয় দেশে আইনের অধিকার, উন্নততর জীবন যাপন পদ্ধতি ও অধিকতর স্থায়ী ধরনের সরকার পদ্ধতি রহিয়াছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, জনৈক ইংরেজ ক্যাপ্টেন-এর উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ইউরোপ সফরে যাইতে পারেন নাই (দ্র. হাযীন, তা'রীখ-ই হাযীন, তেহরান ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৯২-৯৩, ১১০-১১)।

ফার্সী ভাষায় ইউরোপীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতি-পদ্ধতি বিষয়ক অন্যতম প্রথম এবং তুলনামূলকভাবে বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন শূশতারে জন্মগ্রহণকারী ভারতে বসবাসকারী 'আবদু'ল-লাতীফ মূসাবী জাযাইরী। তিনি ইউরোপের নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে গড়িয়া উঠা ও ভারতবর্ষে আমদানীকৃত নূতন ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন ছিলেন। ১৮০১ খৃ. লিখিতে গিয়া 'আবদু'ল-লাতীফ ফ্রীম্যাসনবাদ, সাম্য, স্বাধীনতা ও ইংলন্ডে প্রচলিত ন্যায়বিচার ইত্যাদি আধুনিক বিষয়সমূহ নিয়া আলোচনা করেন। তিনি ইংলন্ডে প্রচলিত মিশ্র ধরনের সরকার পদ্ধতি, যথা রাজা, লর্ড সভার সদস্যগণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমতা বন্টনের বিষয়ও উল্লেখ করেন। শেষোক্তগণ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ সেইখানে অবশ্যই সম্পদের মালিক এবং তাহারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকারী।

আধুনিক ধারণাসমূহ, সেই সঙ্গে আযাদীর ধারণার আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্বচক্ষে দেখা ঘটনার কথা পড়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে সর্বাধিক উদ্ধৃত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন মীরযা আবূ তালিব ইসফাহানী। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে বসবাসকারী অপর এক ইরানী মীরযা সালিহ শীরাযীর পুত্র। আবূ তালিব ইউরোপ সফর করিয়াছিলেন এবং ১৭৯৮ খৃ. হইতে ১৮০৩ খৃ. পর্যন্ত তথায় বসবাস করিয়াছিলেন এবং মীর্যা সালিহ ১৮১৫ খৃ. হইতে ১৮১৯ খৃ. পর্যন্ত ইংলন্ডে পড়াশুনা করিয়াছিলেন। উভয়েই তৎকালে ইংলন্ডে প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখেন। তবে তাঁহাদের দুইজনের বর্ণনাতে কিছু কিছু

তফাৎও লক্ষ্য করা যায়। আবূ তালিব বৃটিশ পদ্ধতি সম্বন্ধে অধিকতর সমালোচনামুখী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কতকটা ক্ষতিকারক বলিয়া মনে করেন এবং নিজে ফ্রীম্যাসন সমিতির সদস্য হইতে অস্বীকার করেন (দ্র. তাঁহার লিখিত মাসীর-ই তালীবী, তেহরান ১৯৭৪ খৃ., পৃ. ১৫২, ১৯৫-৬)। অপরপক্ষে মীর্যা সালিহ' ইংলন্ডের প্রশংসা করিয়া সেই দেশকে বলিয়াছেন বিলায়াত-ই আযাদী (স্বাধীনতার দেশ) এবং আগ্রহের সহিত নিজে ফ্রীম্যাসন সমিতির সদস্য হন (দ্র. সফরনামাহ্-য়ি মীরযা সা'লিহ' শীরাযী, তেহরান ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৮৯, ২০৭, ৩৭৪)। বস্তুত ১৯শ শতকে যে সকল ইরানী ইউরোপে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সকলে না হইলেও অধিকাংশই ফ্রীম্যাসন সমিতির সদস্য ছিল এবং সেখানে ম্যাসনগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা তাহারা শিক্ষা করে এবং ম্যাসনগণের বিখ্যাত স্বাধীনতার শ্লোগান liberte, egalite, fraternite-কে তাহাদের শ্লোগানের অন্তর্ভুক্ত করে [দ্র. (১) ইসমা'ঈল রাঈন, ফারামূশখানা ওয়া ফারামাসূনরী দার ঈরান, ১-৩খ., তেহরান ১৯৬৮ খৃ.; (২) মাহমূদ কাতীরা'ই, ফারামাসূনরী দার ইরান, তেহরান ১৯৬৮ খৃ.]।

ইউরোপে স্বাধীনতা, সাম্য লেসে-ফেয়ার (laissez fazire) বা সরকারের অবাধ নীতি ইত্যাদির ধারণা গড়িয়া উঠে পুরাতন সামন্তবাদী পদ্ধতি ও নূতন সৃষ্ট ধনতন্ত্রবাদের মধ্যকার সংঘাতের মধ্য দিয়া, যাহাতে নাকি সমাজের তৃতীয় গণশ্রেণীর (Third Estate) জন্য স্বাধীনতা দ্বারা বুঝাইত সামন্তবাদের জোয়াল হইতে মুক্তি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা। অতএব স্বাধীনতার এই ধারণা ইরানী শ্রোতৃবৃন্দের নিকট অতি সামান্যই ছিল। কারণ তাহারা তখন পর্যন্ত তাহাদের নিজেদের পদ্ধতির সামন্তবাদের অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়া আসিতেছিল এবং এই ইউরোপীয় ধারণা অবশ্যই তাহাদের নিকট একটি উপভোগ্য কাল্পনিক কাহিনীর মত মনে হইয়া থাকিবে।

পাশ্চাত্য জগতে পুঁজিবাদ গড়িয়া উঠার অন্যতম পরিণতি হয় এই যে, পাশ্চাত্যের দেশসমূহ অন্যান্য দেশের উপরে, অন্যান্যের মধ্যে কাঁচামাল, সস্তা শ্রম ও লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগের জন্য নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ১৯শ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যের তৎকালীন বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার নিকটে ইরান সামরিক ও অর্থনৈতিক এই উভয় দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্যের সেই অনুপ্রবেশের মুকাবিলা করিবার জন্য ইরান নিজেকে যখন দুর্বল বলিয়া অনুভব করিতে পারিল তখন পারস্য সরকার আধুনিকতার মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করে, আর সে কারণেই মীরযা সালিহ প্রমুখ ছাত্রকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপে পাঠান হয়। ইরানের পুরাতন সরকার পদ্ধতিকে সমর্থনকারী অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তি উভয়ই তখন পর্যন্ত যদিও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, তথাপি আধুনিকতার সেই ক্রমিক পদ্ধতি থামিয়া যায় নাই। ছাত্রগণকে বিদেশে প্রেরণ করা ব্যতীতও ফাতহ' 'আলী শাহ্ (১৭৯৭-১৮৩৪ খৃ.) ও মুহাম্মাদ শাহ (১৮৩৪-৪৮ খৃ.) এই উভয়েরই শাসনামলে কয়েকটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলকে ইউরোপে প্রেরণ করা হয়। মীরযা আবুল-হ'াসান ঈলচীর নেতৃত্বে প্রেরিত প্রতিনিধি দল (ইংলন্ড ১৮১৪ খৃ.), খুসরাও মীরযার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল (রাশিয়া, ১৮২৯ খৃ.) ও আজূদানবাসীর নেতৃত্বে প্রেরিত প্রতিনিধি দল (অস্ট্রিয়া ফ্রান্স, ও ইংলন্ড, ১৮২৪ খৃ.) প্রেরণের দ্বারা ইরানের শাসক মহল ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সম্বন্ধে অধিকতর তথ্যাদি লাভ করেন। কয়েকটি স্মৃতিকথা হইতে, যেমন খুসরাও মীরযার স্মৃতিকথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, স্বাধীনতার সঠিক ধারণা সম্বন্ধে কোন কোন ইরানী কূটনীতিকের ভুল মনোভাব ছিল। যাহা হউক, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সংসদীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে যথার্থ বুদ্ধিদীপ্ত স্মৃতিকথাও প্রকাশিত হয়।

নাসি'রু'দ-দীন শাহ-এর রাজত্বকালের (১৮৪৮-৯৬ খৃ.) শুরুতেই আমীর কাবীর কর্তৃক ব্যাপক আকারে আধুনিকতার ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৮ খৃ. মীরযা জা'ফার খান মুশীরুদ-দাওলা তাঁহার মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং মোটামুটিভাবে তাহা ইউরোপীয় সংসদীয় পদ্ধতির ছিল। জা'ফার খান-এর প্রগতিবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী অপর এক আধুনিকতাবাদী মীরযা মালকাম তাঁহাকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন, সেই পত্রে তিনি তাঁহাকে সরকার পদ্ধতির সংশোধন করিবার জন্য ও ক্ষমতা বিভক্ত করিবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ইরানী জনগণের মতামত স্বাধীন বা আযাদ বলিয়া ঘোষণা করেন। মালকাম-এর সেই পত্রের বিষয় প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরেই জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক স্বাধীন নির্বাচন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয় উত্থাপন করেন (পাণ্ডু. মজলিশ লাইব্রেরী, তেহরান, নং ৩১৮৬/৪১৪৭, দাফ্‌তার-ই তানজ'ীমাত, মাজমূ'আ য়ি-আছার-ই মীরযা মালকাম খান-এ, তেহরান ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২৪-৬)। একই বৎসরে (১৮৫৮ খৃ.) জনৈক ইতালীয় জাতীয়তাবাদী অরসিনি, যখন সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের প্রাণনাশের চেষ্টা করে তখন ফারুখ খান আমীনুদ-দাওলা এক কূটনৈতিক দায়িত্বে প্যারিসে ছিলেন। তিনি শুধু ফরাসী পার্লামেন্ট সম্বন্ধেই লেখেন নাই, বরং তিনি উক্ত অরসিনি কর্তৃক সম্রাটকে লিখিত একটি পত্রে দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা (liberty) ও ইতালীর স্বাধীনতা অর্থাৎ যে কারণে তিনি সম্রাটের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণনা করেন। ফাররুখ তাঁহার রচিত স্মৃতিকথাতে উক্ত পত্রের ফার্সী অনুবাদও প্রকাশ করেন (হু'সায়ন ইব্ন 'আবদুল্লাহ সারাবী, মাখযানুল-ওয়াকা'ই শারহ'-ই মামূরিয়্যাত ওয়া মুসাফারাত-ই ফাররুখ খান আমীনুদ-দাওলা, তেহরান ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩৫৪-৮৬)।

১৮৬৬ খৃ. জনৈক অজ্ঞতনামা লেখক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেইখানে তিনি আযাদী ও সাম্যের ধারণার উপরে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন এবং ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে সেইগুলির প্রয়োজনীয় দিক সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। তিনি 'প্রশংসনীয় আযাদী' (اختيار ممدوح)-কে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান যেইগুলির মধ্যে ছিল বাক-স্বাধীনতা. জনসমাবেশের স্বাধীনতা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা (পাণ্ডু. মাজলিশ লাইব্রেরী, ১৩৭; এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানির বিবরণ বিষয়ে দ্র. 'আবদুল-হোসাইন হায়রী, ফিহরিস্ত-ই কিতাবখানা-য়ি মাজলিকা-ই শূরা-য়ি মিল্লি, ২১, তেহরান ১৯৭৪ খৃ., পৃ. ১৩৫--৮)।

১৯শ শতকের শেষ কয়েক দশকে দেশের ভিতরে ও বাহিরে সংঘটিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বহু ইউরোপীয় ও কোন কোন এশীয় দেশেও সাংবিধানিক আন্দোলন দেখা দেয়; শক্তিশালী ও শিল্পোন্নত জাতিসমূহ অন্যান্য দেশে উপনিবেশ সম্প্রসারণ করিতে অধিকতর সচেষ্ট হয় এবং ইরানে অ্যাংলো-রুশ বিরোধ তীব্রতর হয়। এই সকল ঘটনাক্রম ও সেই সঙ্গে অন্য বিষয়াদি ইরানের সম্মুখে নূতনতর ধারণা তুলিয়া ধরে, এবং দেশে একটি নূতন রীতি প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে, যাহার ফলে দেশের জনসাধারণের জন্য কিছু পরিমাণ আযাদী বা স্বাধীনতা লাভ করা হয়। মীরযা হু'সায়ন খান সিপাহসালার (মৃ. ১৮৮১ খৃ.) কর্তৃক গৃহীত আধুনিকতাতে উত্তরণের ব্যবস্থাসমূহ, ১৮৭০ খৃ. দশকে ঈরান, ওয়াকাই-ই 'আদালিয়্যা, ওয়াতান নিজ'ামী 'ইল্‌মী, মিররীখ ইত্যাদি সংবাদপত্রের প্রকাশ, মীরযা ফাতহ' 'আলী আখূন্দ-যাদাহ (মৃ. ১৮৭৮ খৃ.) যূসুফ খান মুস্‌তাশার'দ-দওলা তাবরীযী (মৃ. ১৮৯৫ খৃ.), মালকাম খান (১৯০৮ খৃ.), প্রমুখ লেখক ও সামাজিক সমালোচকগণের আবির্ভাবকে সেই সকল ঘটনাক্রমের পটভূমিতে পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। সমালোচকগণ পুরাতন সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন করিয়া সেখানে স্বাধীন ব্যবস্থা পদ্ধতি প্রচলনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন এবং উহার ফলে কিছু পরিমাণে নির্বাচনের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদির জন্য আন্দোলন হয়। কোন কোন আধুনিকতাবাদী, যেমন মালকাম ও সিপাহসালার এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা শুধু ইরানে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে সমর্থনই করেন নাই, বরং উহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কার্যকর ভূমিকাও পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা বা আযাদীর ধারণাটি ইউরোপে যে অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যেমন উদাহণরস্বরূপ, আখূন্দ-যাদাহ্, এইরূপ মতও প্রকাশ করেন যে, আযাদী বা স্বাধীনতা ও ইসলামের মধ্যে কোনরূপ আপোস সম্ভব নহে। তিনি আযাদীর ধারণা দ্বারা ফ্রীম্যাসন কার্যাবলীতে সংরক্ষিত রীতি-পদ্ধতি বুঝিয়াছিলেন (ফারীদূন আদামিয়্যাত, আন্দিশাহা-য়ি মীরযা ফাত্‌হ্‌ 'আলী আখূন্দ যাদাহ্, তেহরান ১৯৭০ খৃ., পৃ. ১৪৮-৯)। তবে উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে অধিকাংশ লেখকই আযাদী সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণার সঙ্গে কিছুটা ইসলামী ভাবধারার ছোপ লাগাইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বাকস্বাধীনতাকে তাঁহারা আল-আম্‌র বি'ল মা'রূফ্‌ ওয়া'ন-নাহ্‌য়ি 'আনিল-মুনকার (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেন ('আবদু'ল-হাদী হা'ইরী, The idea of constitutionalism in Persian Literature prior to the 1906 Revolution, Akten des vll-এ প্রকাশিত। Kongresses fur Arabistik und Islamwissenschaft, Gottingen ১৯৭৮ খৃ., Gottigen ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ১৮৯-২০৭)। একই সময়ে আরও দুই দল বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহারাও স্বাধীনতা সম্বন্ধে লিখিতে থাকেন। মুমতাহিনুদ-দাওলা (মৃ. ১৯২১ খৃ.) নামক একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক ও মীরযা হু'সায়ন খান ফারাহ'ানী, যিনি ১৮৮৪-৫ খৃ. সময়ের মধ্যে রাশিয়া, তুরস্ক ও হিজায সফর করেন। লেখকদ্বয় আযাদীকে পুরাপুরি ক্ষতিকারক বলিয়া মনে করেন। ১৮৭০ খৃ. বৃটিশ পার্লামেন্টের কূটনীতিকগণের জন্য নির্ধারিত আসনে বসিয়া মুমতাহিনু'দ-দাওলা প্রত্যক্ষ করেন যে, জনৈক সদস্য রাণী ও বৃটেনের রাজতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ে মুমতাহিন বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের বাকস্বাধীনতাকে রীতিমত ঈর্ষা করেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে পারস্য কখনও অনুরূপ অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। কাজেই ১৯০৬-১১ খৃ. শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে ইরানীগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে নিন্দার চোখে দেখিয়াছিলেন (মাহ্‌দী খান মুমতাহিনুদ-দাওলা শাকাকী, খাতি'রাত-ই মুমতাহিনুদ-দাওলা, তেহরান ১৯৭৪ খৃ., পৃ. ১৮৮-৯, ২১-১১)। ফারাহ'ানীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ছিল ইতিহাসের ধ্বংসাত্মক উপাদান। তিনি মনে করিতেন, কোন পদ্ধতিই টিকিয়া থাকিতে পারে না যদি না তাহার ভিত্তি হয় এক ব্যক্তির শাসন (সাফারনামা-ই মীরযা হু'সায়ন খান ফারাহ'ানী, তেহরান ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১৩৯-৪৬)।

তৃতীয় আরেক দল বুদ্ধিজীবীরও উদ্ভব ঘটে। তাহাদের মধ্যে প্রথম দলের কিছু কিছু সদস্যও ছিলেন। তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল বিদেশী শক্তির পরস্পর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সরকারী অফিসসমূহে দুর্নীতি ও জুলুমের ব্যাপকতা এবং সর্বোপরি বিদেশিগণের প্রতি প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার দরুন। হা'জ্জী সায়্যাহ' (মৃ. ১৯২৫ খৃ.), যায়নুল-'আবিদীন মারাগা'ঈ (মৃ. ১৯১১ খৃ.), মীরযা 'আবদুর-রাহ'ীম তাবরীযী তা'লিবভ (মৃ. ১৯১১ খৃ.), মীরযা আক'া খান কিরমানী (মৃ. ১৮৯৬ খৃ.) প্রমুখের লেখা এবং মালকাম ও আফগানীর (মৃ. ১৮৯৬ খৃ.) কতিপয় রচনা ছিল তৎকালীন ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়ার সর্বোত্তম প্রতিনিধিত্বশীল প্রকাশ। আফগানী স্বাধীনতা বলিতে বুঝিতেন কোন ক্ষমতাসীন জালিম সরকারের পরিবর্তন ঘটাইয়া সেইখানে একটি জনকল্যাণকামী সরকারের প্রতিষ্ঠা। তবে অন্য লেখকগণ, বিশেষ করিয়া তালিবভ, স্বাধীনতার ধারণার উপরে অধিকতর অর্থ প্রয়োগ করেন। ইহাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসমাবেশের অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এই দলের সকল লোকই তৎকালীন 'সামন্ততন্ত্র' ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন এবং এমন অবাধ ব্যবসা- বাণিজ্যিক ব্যবস্থার কথা বলেন যেইখানে বিদেশিগণের বিশেষ সুবিধা থাকিবে না, বিদেশী দ্রব্যাদি বর্জন করা হইবে এবং কোন প্রকার বিদেশী হস্তক্ষেপ থাকিবে না।

এই একই সময়ে আহ'মাদ দানিশ (মৃ. ১৮৯৭ খৃ.)-এর নেতৃত্বে একদল সংস্কারবাদী বুদ্ধিজীবী বুখারাতে আত্মপ্রকাশ করেন। দানিশ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও দার্শনিক গ্রন্থ নাওয়াদিরুল-ওয়াকা'ই (রচনা ১৮৭৫-৮২ খৃ.)-এর মূল বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং তৎকালীন বুখারার আমীরের জুলুম হইতে জনগণের মুক্তি। তাঁহার অনেক শিষ্য, যথা শাহীন, সাওদা, আসীরী, 'আয়নী আরও অনেকে তাঁহাকে অনুসরণ করেন (দ্র.) জিরি বেচকা, Tajik Literature from the 16th century to the present, J. Rypka et alii, History of Iranian literature-এ, Dordrecht ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৪৮৫-৬০৫)। পরবর্তী আমলে আমরা

বিপ্লবাত্মক কিছু কবিতাও দেখিতে পাই। যেমন 'আয়নীর 'সুরূদ-ই আযাদী' ও 'আক্কাসবাশীর 'বি শারাফ-ই ইনকি'লাব-ই বুখারা' (স'াদরুদ-দীন 'আয়নী, নমুনা-য়ি আদাবিয়্যাত-ই তাজিক, ৩০০-১২০০ হি., মস্কো ১৯২৬ খৃ.)।

এই সময়েই আফগানিস্তানে আধুনিকতার কিছু কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আফগানদের কাছে ১৯শ শতাব্দীব্যাপী ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে 'রাজনৈতিক আযাদী' কথাটি দ্বারা একেবারে সাদামাটাভাবে বুঝাইত বিদেশী হস্তক্ষেপ হইতে তাহাদের দেশের স্বাধীনতা। সেই ধারণার প্রকাশরূপে কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। যেমন কাবুল (১৮৬৭ খৃ.) ও শামসুন্-নাহার (১৮৭৫ খৃ.)। স্বাধীনতার বিষয়ে আফগানদের যে উপলব্ধি তাহার সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধিত্বশীল মাধ্যম হইতেছে তাহাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক পত্রিকা সিরাজুল-আখবার-ই আফগানিয়্যা (১৯১১ খৃ.)। এই পত্রিকাতে আধুনিকতাবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ক সমস্যাদির অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হইত। ইহার প্রধান সম্পাদক মুহ'াম্মাদ তারযীর যুক্তি ছিল, 'সত্যিকারের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন সমাজ পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধিকার ভোগ করে' (vartan Gregorian, The emergence of modern Afghanistan, স্টানফোর্ড ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১৭৮)। স্বাধীনতার বিষয়ে এই ধরনের যুক্তি পরবর্তী কালের আমান-ই আফগান, ইত্তিহাদ-ই মাশ্রিকী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় [দ্র. সায়্যিদ কাসিম রিশতিয়া, Journalism in Afghanistan, Afghanistan পত্রিকায় প্রকাশিত, ২খ., (১৯৪৮ খৃ.), পৃ. ৭২-৭]।

১৯০৫-১১ খৃ. ইরানের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণ তিনটি পৃথক পৃথক উপায়ে স্বাধীনতার ধারণাকে উপলব্ধি করেন। একদল প্রধানত ইসলামী শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতা ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাধীনতা। উদাহরণস্বরূপ মীরযা মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন না'ঈনী (মৃ. ১৯৩৬ খৃ.) স্বাধীনতাকে গোলামীর বিপরীত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু Monte-cquieu -এর ন্যায় (De lesprit des lois, i, l. iii. অধ্যায় ৮) তিনি মনে করিতেন, কোন জালিম শাসকের অধীনে বাস করাও গোলামীরই শামিল; অতএব, স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় হইল তৎকালে বর্তমান ইরানের জালিম সরকারের পরিবর্তন [হাইরী, Shiism and Constitutionalism in Iran (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) পৃ. ১৭৭৩, ২১৮-১৯]। দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাবরীযের বিপ্লবিগণ। ইউরোপীয় ধারণা সম্বন্ধে তাঁহাদের অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, রাশিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, সেই কারণেই তাঁহাদের অধিকতর পাশ্চাত্য অর্থে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম ছিলেন। আন্দোলনের প্রকৃতিতে উভয় দলই পারস্যের জালিম শাসক ও শাসনের পতনের উপরে বিশেষভাবে জোর প্রদান করিতেন এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানোকে তাঁহারা স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া মনে করিতেন। তৃতীয় দল ও পুরাতন শাসনের সমর্থকগণ শায়খ ফাদ'লুল্লাহ নূরী (মৃ. ১৯০৯ খৃ.)-র নেতৃত্বে গণতন্ত্রের যে কোন মূলনীতিরই বিরোধিতা করিতেন, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা (liberty) ও সাম্যের ধারণার তাঁহারা বিরোধী ছিলেন, যেইগুলিকে শায়খ ইসলামের পক্ষে ক্ষতির কারণ বলিয়া মনে করিতেন (দ্র. 'আবদুল-হাদী হা'ইরি, Shaykh Fazl Allah Nuris Refutation of the Idea of constitutionalism, Middle-East Studies- এ প্রকাশিত)। এই শেষোক্ত দল, এমন কি অনেক গণ-বিক্ষোভ মিছিলও সংগঠন করে; জনগণ সেইগুলিতে শ্লোগান দিত, 'আমরা স্বাধীনতা চাই না, চাই রাসূল-এর ধর্ম।'

১৯০৭ খৃ. ও ১৯১৫ খৃ. ইঙ্গ-রুশ চুক্তি ও ১৯১৯ খৃ. ইঙ্গ-পারস্য চুক্তির ফলে কয়েকটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়িয়া উঠে, যেমন কুচাক খান (দ্র.)-এর নেতৃত্বে, খিয়াবানী (দ্র.)-র নেতৃত্বে ও মুহ'াম্মাদ তাকী খান পিস্য়ান-এর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন। ১৯১৭ খৃ. রুশ বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়া ইরানের উপর জারগণের দাবি-দাওয়া উঠাইয়া নেয়। ফলে স্বাধীনতা বলিতে একান্তভাবেই ১৯১৯ খৃ. সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হইয়া যাওয়ায় আর যে কোন বিদেশী হস্তক্ষেপ যাহা স্বাধীনতাকে সীমিত করিতে পারে, তাহা হইতে ইরানের মুক্তিকে বুঝায়। ইরানের নূতন প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট পার্টি (১৯২০ খৃ.) যাহা এই সকল আন্দোলনের কোন কোনটির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল, আযাদীর ধারণার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রঙ যোগ করে। কম্যুনিস্টগণ জমিদারের জমি কৃষকগণের মধ্যে বণ্টন করিবার মাধ্যমে কৃষকদের মুক্তি অর্জনের কথা প্রচার করিতে থাকেন।

কাজার রাজবংশের শাসনের শেষের দিকে কয়েকজন কবি ও লেখক, যেমন মীরযাদাহ 'ইশকী, মুহ'াম্মাদ-ফাররুখী য়াযদী, মুহ'াম্মাদ তাকী বাহার ও আবুল-কাসিম লাহূতী অত্যন্ত সমালোচনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ অত্যাচার ও বাহিরের প্রভাব এই উভয় হইতেই ইরানী জনগণের মুক্তির কথা লিখিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়। রেযা শাহের শাসনামলে (১৯২৫-৪১ খৃ.) 'আযাদী' এই কথাটি খুবই কৃচিৎ ব্যবহৃত হইত। যেমন ইত্তি'লা'আত পত্রিকাটি 'আযাদী' কথাটি দ্বারা কাজার রাজবংশ হইতে মুক্তি অথবা ইরানে বিরাজমান আন্দোলন ও বিদ্রোহসমূহ হইতে মুক্তিকেই বুঝাইত। ১৯৩২ খৃ. রেযা শাহ কম্যুনিস্ট পার্টিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু ড. তাকী আরানী (মৃ. ১৯৩৯ খৃ.)-র নেতৃত্বে পরিচালিত কিছু কিছু কম্যুনিস্ট কার্যকলাপ চলিতে থাকে। তাহাদের সাহিত্যে, যেমন দুন্য়া-তে সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণাসমূহ-তন্মধ্যে স্বাধীনতার ধারণাও-সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। অন্য কোন কোন বুদ্ধিজীবী, যেমন মহিলা কবি পারবীন ই'তিসামী (মৃ. ১৯৪১ খৃ.) আযাদী সম্বন্ধে প্রতীকীভাবে ও খুবই সূক্ষ্মভাবে লিখিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সাধারণ যে বাণী তাহা ছিল প্রচলিত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ।

রেযা শাহ-এর সিংহাসন ত্যাগের পরবর্তী সময়ব্যাপী (১৯৪১-৫৩ খৃ.) অ্যাংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানীকে জাতীয়করণের আন্দোলন চলিতে থাকে। নূতন কম্যুনিস্ট পার্টি, তখন হি'য্ব-ই তুদা-য়ি ঈরান নামে পরিচিত (প্রতিষ্ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খৃ.), তৈল জাতীয়করণ করাকেই স্বাধীনতা বলিয়া

মত প্রকাশ করিতে থাকে। তবে এই দল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নকেও স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিতে থাকে, যাহাতে ইরানেও একটি কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদিগণের নিকটে স্বাধীনতা শুধু তৈল জাতীয়করণের উপরেই নির্ভর করিত না, সেই সঙ্গে ইরান হইতে রুশ ও অন্যান্য সকল বৈদেশিক প্রভাব নিশ্চিহ্ন করাও বুঝাইত। এই সকল আদর্শগত দ্বন্দ্ব চরম অবস্থাতে পৌঁছায় ড. মুহাম্মাদ মুসাদ্দিক-এর ২৮ মাসব্যাপী শাসনকালে যে সময়টাকে তাঁহার সমর্থকগণ 'দাওরা-য়ি আযাদী' (স্বাধীনতার নবযুগ) নামে উল্লেখ করে। সেই সময়েই প্রথমবারের মত রাজনীতিতে কিছুটা পরিমাণে জনসাধারণের অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ হয় এবং রাজনৈতিক দলসমূহের বিরোধিতা করা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের মুখপত্রস্বরূপ বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রচারণা কতকটা সহ্য করা হয়। ১৯৫৩ খৃ. আগস্ট মাসে সেনাবাহিনী মুসাদ্দিক-এর সরকারকে উৎখাত করিলে এই আমলের অবসান ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-হাদী হাইরি, Shiism and constitutionalism in Iran : a study of the role played by the Presian residents of Iraq in Iranian politics, লাইডেন ১৯৭৬ খৃ.; (২) ঐ লেখক, European and Asian influences on the Persian Revolutions of 1906, Asian Affairs-এ প্রকাশিত, N.S. vi ((১৯৭৫ খৃ.) ১৫৫-৬৪; (৩) ঐ লেখক, Why did the Uhama participate in the Persian Constitutional Revolution of 1906-1909, WI-তে প্রকাশিত, ১৭খ. (১৯৭৬ খৃ.), ১২৭-৫৪; (৪) ঐ লেখক, Afghani on the decline of Islam, WI-তে প্রকাশিত, ১৩খ, (১৯৭১ খৃ.), ১২১-৫. ও ১৪খ, (১৯৭৩ খৃ.), ১১৬-২২; (৫) ঐ লেখক, সুখানী পীরামুন-ই ওয়াযহায়ি মাশ্রূতা 'ওয়াহীদ'-এ প্রকাশিত , ১২ খ. (১৯৭৪ খৃ.) ২৮৭-৩০০; (৬) ঐ লেখক, সুখানী পীরামুন-ই ওয়াযহায়ি ইসতিবাদ দার আদাবিয়্যাত-ই ইন্কিলাব-ই মাশরূতিয়াত-ই 'ঈরান ওয়াহীদ'-এ প্রকাশিত, ১২খ. (১৯৭৪ খৃ.), ৫৩৯-৪৯; (৭) এম. রিদ ওয়ানী, কাদীমতারীন যিক্র-ই দিমোক্রাসী দার নিবিশতাহায়ি পারসী, 'রাহনামায়ি কিতাব'-এ প্রকাশিত, ৫খ., (১৯৬২ খৃ.), ২৫৭-৬৩, ৩৬৭-৭০; (৮) 'আবদুল-লাতীফ মূসাবী, শূশতারী জাযাইরী, তুহ্ফাতুল-'আলাম, হায়দরাবাদ ১৮৪৬ খৃ.; (৯) মুজতাবামীনুবী, আওয়ালীন কারওয়ান-ই মা'রিফাত, তাঁহার তারীখ ওয়া ফার্হাঙ্গ-এ প্রকাশিত, তেহরান ১৯৭৩ খৃ.; (১০) হুসায়ন মাহ্বূবী আর্দাকানী, তারীখ-ই মুআস্সাতাত-ই তামাদ্দুনীয়ি জাদীদ দার ঈরান, ১খ., তেহরান ১৯৭৫ খৃ.; (১১) ঐ লেখক, দুমীন কারওয়ান-ই মারিফাত, য়াগ্মা-তে প্রকাশিত, ১৮খ. (১৯৬৫ খৃ.), ৫৯২-৫; (১২) মুস্তাফা আফ্শার, সাফারনামায়ি কুস্রাও মীরযা, তেহরান ১৯৭০ খৃ.; (১৩) মুহাম্মাদ মুশীরী, শারহ্-ই মামুরিয়্যাত-ই আজুদানবাশী, তেহরান ১৯৬৮ খৃ.; (১৪) ফারীদুন আদামিয়্যাত, মাকালাত-ই তারীখী, তেহরান ১৯৭৩; (১৫) ঐ লেখক, আমীর কাবীর ওয়া ঈরান, তেহরান ১৯৬৯ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, ফিক্র-ই আযাদী, তেহরান, ১৯৬১ খৃ.; (১৭) ঐ লেখক, আন্দীশায়ি তারাক্কী ওয়া হুকূমাত-ই কানূন ঃ আসর-ই সিপাহসালার, তেহরান ১৯৭২ খৃ.; (১৮) ঐ লেখক, আন্দীশাহায়ি তালিবভ, 'সুখান'-এ প্রকাশিত, ১৬খ., ১৯৬৬খৃ.; ৪৫৪-৬৪, ৫৪৯-৬৪, ৬৯১-৭০১, ৮১৫-৩৫; (১৯) ঐ লেখক, আন্দীশাহায়ি মীরযা আকা খান কিরমানী, তেহরান ১৯৬৭ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, ফিক্র-ই দিমুকাসীয়ি ইজতিমা'ঈ দার নাহদাত-ই মাশ্রূতিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৯৭৫ খৃ.; (২১) মালকাম খান, মাজমুআয়ি আছার, তেহরান, ১৯৪৮ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, কানূন, ১৮৮৯-১৮৯৮ খৃ.; (২৩) ঐ লেখক [রিসালাহা], সম্পা, হাশিম রাবী-যাদাহ্, তেহরান, ১৯০৭ খৃ.; (২৪) হামীদ আলগার, Mirza Malkam Khan : a biographical study in Iranian modernism, বার্কলে ১৯৭৩ খৃ.; (২৫) ফাত্হ 'আলী আখন্দ যাদাহ্, আলিফবায়ি জাদীদ ওয়া মাকতূবাত, বাকু ১৯৬৩ খৃ.; (২৬) ইউসুফ মুসতাশারুদ-দাওলা ইয়াক কালিমা, পারিস ১৮৭০ খৃ.; (২৭) Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal Al-din Afghani"\ a Political biography, বার্কলে ১৯৭২ খৃ.; (২৮) এম. এম. তাবাতাবাঈ, নাক্শ-ই সায়্যিদ জামালুদ-দীন আসাদাবাদী দার বীদারীয়ি মাশরিক যামীন, কুম ১৯৭১ খৃ.; (২৯) আকা খান কিরমানী, হাশ্ত বিহিশ্ত, তেহরান, ১৯৬০ খৃ.; (৩০) Mangol Bayat Philipp, The concepts of religion and Government in the thought of Mirza Aqa Khan Kirmani, a nineteenth century Persian revolutionary, IJMESএ প্রকাশিত, ৫খ., (১৯৭৪ খৃ.), ৩৮১-৪০০; (৩১) মানুচিহ্র কামালী তাহা, আন্দীশায়ি কানূন খাওয়াহী দার ঈরান-ই সাদায়ি নুযদাহ্, তেহরান ১৯৭৪ খৃ.; (৩২) ফারযামী, জাঙ্গ-ই 'আকাইদ, তেহরান ১৯৪১ খৃ.; (৩৩) মীরযা 'আবদুর-রাহীম তাবরীযী তালিবভ, সাফীনা য়িতালিবী যা কিতাব-ই আহমাদ, ১-২খ., ইস্তাম্বুল ১৮৮৯ খৃ.; ১৮৯৪ খৃ.; (৩৪) ঐ লেখক, মাসাইলুল-হায়াত, তিফ্লিস ১৯০৬ খৃ.; (৩৫) ঐ লেখক, মাসালিকুল-মুহ্সিনীন, তেহরান ১৯৬৮ খৃ.; (৩৬) ঐ লেখক, ঈদাহাত দার খুস্স-ই আযাদী, তেহরান ১৯০৬ খৃ.; (৩৭) ঐ লেখক, সিয়াসাত-ই তালিবী, তেহরান ১৯১১; (৩৮) যায়নুল-'আবিদীন মারাগাঈ, সিয়াহাত- নামায়ি ইব্রাহীম বায়ক, ১-৩খ., তেহরান, কলিকাতা ১৯০৬-৯; (৩৯) হাজ্জ স্যায়্যাহ (মুহাম্মাদ 'আলী), খাতিরাত-ই হাজ্জ সায়্যাহ্, তেহরান ১৯৬৭ খৃ.; (৪০) মুহাম্মাদ রিদা ফাশাহী, আয গাত্হাতা মাশরূতিয়্যাত গুযারিশী কুতাহ আয তাহাওউলাত-ই ইজতিমাই দার জামি'আ-য়ি ফিউদালি-য়ি ঈরান, তেহরান ১৯৭৫ খৃ.; (৪১) সায়্যিদ হাসান তাকী যাদাহ্, আখ্য-ই তামাদ্দুন-ই খারিজী ওয়া আযাদী, ওয়াতান, মিল্লাহ, তাসাহুল, তেহরান ১৯৬০ খৃ.; (৪২) ঐ লেখক, তারীখ-ই আওয়াইল-ই ইনকিলাব ওয়া মাশ্রূতিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৯৫৯ খৃ.; (৪৩) য়াহ্য়া দাওলাতাবাদী, হায়াত-ই য়াহ্য়া, ১-৪খ. তেহরান ১৯৪৯-৫৭ ; (৪৪) আহমাদ কাস্রাবী, তারীখ-ই মাশরূতায়ি ঈরান, তেহরান ১৯৫১ খৃ. ; (৪৫) ঐ লেখক, মাশরূতা বিহ্তারীন শাক্ল-ই হুকূমাত ওয়া আখিরীন

নাতীজায়ি আন্দীশায়ি নিজাদ-ই আদামিস্ত, তেহরান ১৯৫৬ খৃ.; (৪৬) ঐ লেখক, ইনকি'লাব চিস্ত?, তেহরান ১৯৫৭ খৃ.; (৪৭) গু'লাম হু'সায়ন য়ূসুফী, Dehkhodas place in the Iranian constitutional movement, ZDMG-তে প্রকাশিত, ১২৫খ. (১৯৭৫), ১১৭-৩২; (৪৮) E.G. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909, কেম্ব্রিজ ১৯১০ খৃ.; (৪৯) ঐ লেখক, The press and poetry of modern Persia. কেম্ব্রিজ ১৯১৪ খৃ.; (৫০) মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন নাঈনী, তানবীহুল-উম্মা ওয়া-তানযীহুল মিল্লা, তেহরান ১৯৫৪ খৃ.; (৫১) 'আবদুর-রাহ'মান আল-কাওয়াকিবী, তাবাইউল-ইসতিবাদ, অনু. 'আবদুল- হু'সায়ন কাজার, তেহরান ১৯০৮ খৃ:; (৫২) মাহদী কু'লী হিদ্বায়াত, খাতিরাত ওয়া খাতারাত, তেহরান ১৯৬৫ খৃ.; (৫৩) রিদ'া সাফীনীয়্যা, তারীখ-ই জু'হূর-ই আফ্কার-ই- মুতারাক্কি'য়ানা-য়ি ঈরানিয়ান কি মুনজার বি আযাদী ওয়া মাশরূতি'য়্যাত গারদীদ, সাল্নামায়ি দুন্য়া, ৫খ, ৭৫-৮৪ ; (৫৪) আহ'মাদ কাসিমী, শিশ্-সাল ইনকিলাব-ই মাশরূতায়ি ঈরান, মিলান ১৯৭৪ খৃ.; (৫৫) এম.বি. মুমিনী, ঈরান দার আসতানায়ি ইনকি'লাব-ই মাশরূতি'য়্যাত, তেহরান ১৯৭৩ খৃ.; (৫৬) ঐ লেখক, আদাবিয়্যাত-ই মাশরূতা, তেহরান ১৯৭৫ খৃ.; (৫৭) মুহ'াম্মাদ নাজি'মুল-ইসলাম কিরামানী, তারীখ-ই বীদারীয়ি ঈরানিয়ান, ১-২ খ. তেহরান ১৯৫৩ খৃ.; ১৯৭০ খৃ.; (৫৮) 'আলী গ'ারাবী নূরী, হিয্ব-ই দিমুক্রাত-ই ঈরান দার দাওরায়ি দুওম-ই মাজলিস-ই শূরা য়ি মিল্লী, তেহরান ১৯৭৩ খৃ.; (৫৯) দারিয়ুশ আশারী ও রাহীম রাইসনীয়া, যামীনায়ি ইক'তিস'াদী ওয়া ইজতিমাইয়ি ইনকি'লাবী-ই মাশরূতিয়্যাত-ই-ঈরান, তাবরীয ১৯৫৩ খৃ. (ঐ রূপ); (৬০) আলী আযারী, কিয়াম-ই কুলুনিল মুহ'াম্মাদ তাকী খান পিস্য়ান, তেহরান ১৯৬৫ খৃ.; (৬১) 'আলী আকবার মুশীর সালীনী, কুল্লিয়াত-ই মুসাওয়ার-ই ইশকী, তেহরান ১৯৭১ খৃ.; (৬২) 'আবদুল-হু'সায়ন যাররীনকুব, বাহার সিতায়িশগার-ই আযাদী, তাঁহার বা কারওয়ান-ই হুল্লাতে প্রকাশিত, তেহরান ১৯৬৪ খৃ.; (৬৩) মুহ'াম্মাদ ফাররূক ইয়াযদী দীওয়ান-ই ফাররুখ, সম্পা. হুসায়ন মাক্কী, তেহরান ১৯৪৯ খৃ.; (৬৪) আবদুল-হামীদ ইরফান, শারহ-ই আহওয়াল ওয়া আছার-ই মালিকুশ-শু'আরা মুহাম্মাদ তাকী বাহার, তেহরান ১৯৪৬ খৃ.; (৬৫) হুসায়ন মাক্কী, তারীখ-ই বিস্ত সালায়ি ঈরান, ১-৩ খ. তেহরান ১৯৪৪-৬ খৃ.; (৬৬) মানশুর গুরগানী, সিয়াসাত-ই শুরাবী দার ঈরান, ১-২খ., তেহরান ১৯৪৭ খৃ.; (৬৭) হিয্ব-ই তুদায়ি ঈরান, ইনকিলাব-ই উকতুবর ওয়া ঈরান ১৯৬৭ খৃ.; (৬৮) মাযদাক, আসনাদ-ই তারীখীয়ি জুনবিশ-ই কারিগারীয়ি সুসীয়াল দিমুক্রাসী ওয়া কুমুনিস্তয়ি ঈরান, ১-৫ খ, Florence 1970 খৃ.; (৬৯) আবদুস-সামাদ কামবাখ্শ, নাজারী বি জুন্বিশ-ই কারগারী ওয়া কুমুনিস্তি দার ঈরান, ১-২খ., স্টাসফুর্ট ১৯৭২-৪খৃ.; (৭০) পারবীন ই'তিসামী, দীওয়ান-ই কাসাইদ ওয়া মাছনাবিওয়্যাত ওয়া তামছিলাম ওয়া মুকাত্তাআত, তেহরান ১৯৫৪ খৃ.; (৭১) আবুল-ফাদ্ল আযমুদাহ, অনু. হাফ্ত মাকালা আয ঈরানশিনাসান-ই শুরাবী, তেহরান তা.বি.; (৭২) আব্বাস মাসঊদী, ইত্তিলাআত দার ইয়াক রুব-ই কারন, তেহরান ১৯৫০ খৃ.; (৭৩) ইয়াহইয়া আরিয়ানপুর, আযসাবা তানীমা, ১-২খ., তেহরান ১৯৭১ খৃ.; (৭৪) হুসায়ন কায় উসতুওয়ান, সিয়াসাত-ই মুওয়াযানায়ি মানফী দার মাজলিস-ই চাহারদাহুম, ১-২ খ., তেহরান ১৯৪৮ খৃ.; (৭৫) R.W. Cottam, Nationalism in Iran, পিট্সবার্গ ১৯৬৪ খৃ.; (৭৬) বাখতার-ই ইমরূয, ১৯৫০-৩ খৃ.; (৭৭) মুসতাফা রাহীমী, ইনসান সালারী, তাঁহার দীদ্গাহ্হা-তে তেহরান ১৯৭৩ খৃ.;(৭৮) আহমাদ-দানিশ, আছারহায়ি মুনতাখাব, স্টালিনাবাদ ১৯৫৭ খৃ.; (৭৯) ঐ লেখক, পারচাহা আয 'নাওয়াদিরুল-ওয়াকাই', স্টালিনাবাদ ১৯৫৭ খৃ.; (৮০) আরিয়ানা দাইরাতুল-মা'আরিফ, ১-৪ খ., কাবুল ১৯৪৯ খৃ.; (৮১) L.W. Adamec, Afghanistan, 1900-1923, বার্কলে ১৯৬৭ খৃ.; (৮২) সায়্যিদা জামালুদ-দীন আসাদাবাদী 'আফগানী,' মাকালাত-ই জামালিয়্যা, তেহরান ১৯৩৩ খৃ.; (৮৩) I. Spector, The first Russian Revolution, its impact on Asia, Englewood Chiffs, নিউ জার্সী ১৯৬২ খৃ.। আরও দ্র. আনজুমান, দুসতূর, জামঈয়্যা; জারীদা হিয্ব ও হুকুমা প্রবন্ধসমূহ।

আবদুল হাদী হাইরি (E.I.[2], Suppl.) হুমায়ুন খান

আযান (أذان) ঃ আয'ান — ঘোষণা, শুক্রবারের জুমু'আর সালাত ও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্'ত সালাতে যোগদানের আহ্বানসূচক বাক্য সমষ্টির পারিভাষিক নাম। হাদীছ অনুযায়ী মদীনায় হিজরতের (এক বা দুই বৎসর) পর নবী (স) মুসলমানদের নিকট সালাতের সময় ঘোষণার প্রকৃষ্ট উপায় সম্পর্কে সাহাবীদের সহিত আলোচনা করেন। কেহ সালাতের সময় আগুন জ্বালাইবার প্রস্তাব করিলেন কেহ বলিলেন, শিংগা ফুঁকিবার বা নাকূ'স' বাজাইবার কথা (এক খণ্ড লম্বা কাষ্ঠকে তৎসংযুক্ত আর এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিলে যে শব্দ হয় সেই শব্দে প্রাচ্যের খৃষ্টানগণ তখনকার দিনে প্রার্থনার সময় ঘোষণা করিত এবং ইহাকেই নাকূ'স বলা হইত)। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) নামক সাহাবী বলেন, তিনি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে মসজিদের ছাদে উঠিয়া কয়েকটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে মুসলমানগণকে সালাতে আহ্বান করিতে দেখেন। হযরত 'উমার (রা)-ও একই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা হাদীছে পাওয়া যায়। তিনিও আহ্বান প্রণালীর প্রস্তাব করেন। সকলে তাহাতে সম্মত হওয়ায় নবী (স)-এর আদেশে এই আযান প্রবর্তিত হয়। তখন হইতে বিলাল (রা) আযান ধ্বনিতে মুমিনগণকে সালাতের আহ্বান জানাইতেন এবং অদ্যাপি সালাতের সময় সেই আযানই দেওয়া হয়। সুন্নী মুসলিমদের আযান নিম্নোক্ত সাতটি বাক্য লইয়া গঠিত ঃ

(১) 'আল্লাহ আক্বার' (আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম) চারিবার বলিতে হয়, ইমাম মালিকের মতে দুইবার। (২) 'আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ নাই); দুইবার, (৩) আশ্হাদু আন্না মুহ'াম্মাদার-রাসূলুল্লাহ' (আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মুহ'াম্মাদ আল্লাহর রাসূল), দুইবার। (৪) 'হায়্যা 'আলাস-সালাহ' (সালাতের দিকে আইস), দুইবার। (৫) 'হ'ায়্যা 'আলাল-ফালাহ' (মুক্তির দিকে আইস), দুইবার। (৬) 'আল্লাহু আক্বার' দুইবার। (৭) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ভিন্ন ইলাহ নাই), একবার। ২য় ও ৩য় বাক্য দুইবার উচ্চারণের পর অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে তৃতীয় বার উচ্চারণ করাকে তারজী' বলা হয় এবং সাধারণত বিধিবদ্ধ বলিয়া

বিবেচিত হয়; কেবল হানাফীরাই ইহা নিষেধ করেন। প্রাতঃকালীন সালাতে 'আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান-নাওম' (নিদ্রার চেয়ে সালাত উত্তম) এই শব্দগুলি আযানের ৫ম বাক্যের পর দুইবার উচ্চারণ করা হয়। শী'আ সম্প্রদায় আযানের ৬ষ্ঠ বাক্যের পূর্বে আর একটি বাক্য 'হ'ায়্যা 'আলা খায়রিল-'আমাল' (উত্তম কার্যে আইস) যোগ করে। শী'আরা সর্বশেষ বাক্যটি দুইবার উচ্চারণ করে। সুন্নী ও শী'আদের আযানের মধ্যে এইটুকু পার্থক্য আছে।

আযান উচ্চারণের সময় শ্রোতারা আযানের বাক্যগুলি অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করে। তবে ৪র্থ ও ৫ম বাক্যের পরিবর্তে তাহারা 'লা হ'াওলা ওয়ালা কু'ওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ভিন্ন অন্যের কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই) আস্-সালাতু খায়রুম-মিনান-নাওম' বলিবার সময় শ্রোতারা বলে 'স'াদাক্'তা ওয়া বারারতা' (তুমি সত্য বলিয়াছ এবং ঠিকই বলিয়াছ)।

আযানের পর একটি দু'আ পড়ার রীতি আছে যাহাতে আযানের কথাগুলিতে যে আহ্বান সূচিত হয় সেই আহ্বানকে একটি পূর্ণ পরিণত আহ্বানরূপে এবং সালাতকে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁহার যোগ্য মর্যাদা ও প্রতিশ্রুত উচ্চ স্থান প্রদানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়।

আযানের কোন নির্দিষ্ট সুর নাই। বাক্যগুলির যথাযথ উচ্চারণের সহিত যে কোন পরিজ্ঞাত সুরের সংযোগ করা যাইতে পারে (দ্র. Snouck Hurgronje, Mekka, ২খ., ৮৭)। মক্কায় যুগপৎ বিভিন্ন সুর কানে ভাসিয়া আসে; সেখানে আযান একটি অত্যন্ত উন্নত কলা। কতক হ'াম্বালী 'আলিম আযানে কোন সুর সংযোগের পক্ষপাতী নহেন।

ইসলাম মুসলমানকে জামা'আত বা সংঘবদ্ধ সুষ্ঠ জীবন পরিচালনে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রশিক্ষণরূপে সংঘবদ্ধ সালাতের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। এই কারণে মুসলমান যখন গৃহে বা মাঠে সালাত অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়, তখন তাহার পক্ষে অনুমোদিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়া শ্রেয়, যাহাতে ইচ্ছুক শ্রোতাগণ সালাতে যোগদান করিতে পারেন। মসজিদে জুমু'আ ও প্রাত্যহিক পাঁচ সালাতের সময় আযান অবশ্য কর্তব্য।

দুই 'ঈদের সালাত, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের জন্য আস-স'ালাতু জামি'আ (সালাতের জামাআত আসন্ন), এই একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া সালাতের জন্য আহ্বান করিতে হয়। এই বাক্যটি নবী (স)-এর সময় হইতেই চালু আছে বলিয়া বর্ণিত হয় (তু., I. Goldziher, ZDMG, ৪৯, ৩১৫)।

ইসলামের প্রথম হইতেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আযানের বাক্যগুলির মধ্যে যে সাধারণ রকমের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য মাকরীযীর খিত'াত', ২য় খণ্ডে (পৃ. ২৬৯) পাওয়া যাইবে।

মুসলিমগণ নবজাত শিশুর জন্মের পরপরই তাহার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক'ামাত উচ্চারণ করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, যথা ঝড়, মহামারী ইত্যাদির সময় ঘন ঘন আযান উচ্চারণের রীতি প্রচলিত। তাহা ছাড়া কাহারও উপর জিনের প্রভাব পড়িয়াছে মনে হইলে কোন কোন অঞ্চলে তাহার ডান কানে আযানের বাক্যগুলি উচ্চারণ করা হয় (দ্র. Lane, Arab, Society in the Middle Ages, পৃ. ১৮৬; Snouck Hurgronje, Mecca, ২খ., পৃ. ১৩৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, সাহীহ, কিতাবুল-আযান; (২) ওয়ালিয়্যুদ্দীন, মিশকাতুল-মাসাবীহ, কিতাবুল-আযান; এবং অন্যান্য হাদীছ ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহ।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

সংযোজন

আযান (الأذان) ঃ নির্ধারিত বাক্যে সময় হওয়ার ঘোষণা (ফাতহু'ল-বারী, ২খ., পৃ. ৯২), নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত বাক্যে বিশেষ ধরনের ঘোষণা (ইরশাদুস-সারী, ২খ., পৃ. ২৪৮)। ইহা জামা'আতে সালাত আদায় করিবার আহ্বান ও ইসলামের একটি নিদর্শন বা প্রতীক (ফাতহু'ল-বারী, ২খ., পৃ. ৯২)। আযান ও ইক'ামাত উম্মাতে মুহ'াম্মাদীর একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্বের উম্মাতসমূহে সালাত আদায়ের পূর্বে আযান-ইক'ামাতের বিধান প্রচলিত ছিল না (শারহুয-যুরক'ানী 'আলা মুওয়াত্তা 'ইমাম মালিক, ১খ., পৃ. ২১৭)। আযানের দায়িত্ব পালনকারীর জন্য ইহা দুনিয়া-'আখিরাতের পর্যন্ত কল্যাণ বহিয়া আনে।

'আযানের সূচনা ও উহার প্রেক্ষাপট ঃ হ'াকেম, ইব্ন 'আসাকির ও 'আবূ নু'আয়ম-এর গ্রন্থত্রয়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আদম (আ) জান্নাত হইতে হিন্দুস্তানে অবতরণ করিয়া নির্জনতা অনুভব করিতেছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে আযানের মাধ্যমে ডাক দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, হযরত 'আদম (আ)-এর যুগেই 'আযানের সূচনা। এই প্রশ্নের দুইটি জবাব দেওয়া হইয়াছে ঃ (১) উক্ত বর্ণনার কোন সূত্রই বিশুদ্ধ নয়। কেননা অনেক বর্ণনাকারী অজ্ঞাত পরিচয়। সুতরাং এইরূপ বর্ণনা প্রমাণ্য নহে; (২) যদি বর্ণনার সূত্রকে বিশুদ্ধও ধরিয়া লওয়া হয় তবুও ইহা আমাদের বক্তব্য বিরোধী নহে। কেননা আমাদের বক্তব্য হইতেছে, সালাতের পূর্বে আযান ও ইক'ামাতের বিধান শুধু এই উম্মাতের বৈশিষ্ট্য, যদিও মূল আযানের অস্তিত্ব পূর্বের উম্মাতগণের মধ্যেও থাকিতে পারে।

অনুরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হযরত 'ইব্রাহীম (আ)-এর যুগেই আযানের সূচনা। কেননা হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুয-যুবায়র-এর সূত্রে আবুশ্-শায়খ বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এই 'ইরশাদ ঃ

وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ (٢٢ : ٢٧)

"এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা ('আযান) করিয়া দাও" (২২ ঃ ২৭)।

ইহার পর ইব্রাহীম (আ) যেই আযান (ঘোষণা) দিয়াছিলেন, তখন হইতেই আযানের সূত্রপাত হয়। উপরোক্ত বর্ণনার জবাবে হ'াফিজ' ইব্ন হ'াজার-'আস্ক'ালানী বলেন, বর্ণনাটির সূত্রে একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রহিয়াছেন বিধায় উহা গ্রহণযোগ্য নয় (শারহু'য-যুরক'ানী, ১খ., পৃ. ২১৭; ফাতহু'ল-বারী, ২খ., পৃ. ৯৫)।

তাহা হইলে আযানের সূচনা কখন, কোথায় ও কিভাবে? সেই সম্পর্কে ইমাম বুখারীসহ অনেক মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ্ নিজ নিজ গ্রন্থে "بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ।" শিরোনামে ইসলামে আযানের সূচনার প্রেক্ষপটে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইব্ন হাজার 'আসকালানী ফাতহুল-বারী-এর উল্লেখিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় যেই আলোচনা করিয়াছেন উহার সারমর্ম এই যে, তাবারানীতে হযরত 'উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মি'রাজ সংঘটিত হইল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সালাতের হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে আযানের জন্যও ওহী করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত বিলাল (রা)-কে আযান শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনুরূপ সুনান দারা কুতনীতে হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সালাত ফরয হইলে হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে আযানের হুকুম দিয়াছিলেন। এমনিভাবে মুসনাদে বায্যার-এ হযরত 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের প্রারম্ভে রহিয়াছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (স)-কে আযান শিক্ষা দিতে চাহিলেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট বুরাক নামের একটি প্রাণী নিয়া আসিলে তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন ...।

ইব্ন হাজার বলেন, যদিও এই সমস্ত বর্ণনাবলীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সালাত ফরয হওয়ার সময়ই 'আযানের বিধান নাযিল হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই আযানের সূচনা হইয়াছে, কিন্তু والحق انه لايصح شىء من هذه الاحاديث "সঠিক কথা এই যে, এতদসংক্রান্ত কোন বর্ণনাই বিশুদ্ধ নয়"। এই কারণেই 'ইবনুল-মুনযির অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, সালাত ফরয হওয়ার পর হইতে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত এবং আযান সম্পর্কে সাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করিবার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (স) বিনা আযানে সালাত আদায় করিতেন (ফাতহুল-বারী, ২খ., পৃ. ৯২-৩)। আযানের সূচনার সন সম্পর্কে যদিও ইব্ন ইসহাক সহ কোন কোন ঐতিহাসিক ১ম হিজরীর মত ঘোষণা করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ.২৮৪), কিন্তু অধিকাংশ সীরাতবিদ ও ঐতিহাসিক ইহাকে দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীর সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। ইব্ন হাজার 'আসকালানী এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ২খ., পৃ. ৯৩)।

মুহাম্মাদ 'ইব্ন য়ূসুফ সালিহী স্বীয় সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ গ্রন্থে আযানের সূত্রপাত সম্পর্কিত বহুবিধ বর্ণনার সন্নিবেশ ঘটাইয়াছেন। সেইগুলির সারমর্ম ইহল ঃ হযরত 'ইব্ন 'উমার, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ও আনাস (রা)-সহ অনেক সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) হিজরত করিয়া মদীনা তায়্যিবায় আগমন করিবার পর লোকজন জামা'আতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে বিনা ঘোষণাতেই মসজিদে সমবেত হইত। ইহার পর মুসলমানগণের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইলে "জামা'আতের জন্য সকলকে কোন পদ্ধতিতে সমবেত করা যায়" বিষয়টি লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) খুবই গুরুত্ব সহকারে ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সাহাবা-ই কিরাম-এর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতের সময় হইলে একটি পতাকা উত্তোলন করা হউক। লোকজন উহা দেখিয়া একে অপরকে ডাকাডাকি করিয়া মসজিদে লইয়া আসিবে। কেহ বলিলেন, সালাতের সময় হইলে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হউক। কিন্তু লোকজনকে জমায়েত করার এই পদ্ধতি যেহেতু য়াহূদীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত রহিয়াছে সেইজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহা পছন্দ করিলেন না। আবার কেহ বলিলেন, সালাতের সময় হইলে ঘণ্টা বাজানো হউক। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ ইহা খৃস্টানদের পদ্ধতি। এমনিভাবে কেহ কেহ বলিলেন, আমরা যদি উচ্চ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করি তাহা হইলে দূরের লোকজন উহার ধোঁয়া ইত্যাদি দেখিয়া সালাতের ওয়াক্ত হইয়াছে বুঝিয়া মসজিদে সমবেত হইবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) উহাকে অগ্নিপূজকদের নিদর্শন হওয়ার কারণে পছন্দ করেন নাই। হযরত 'উমার (রা) বলিলেন, এইরূপ করা যাইতে পারে যে, সালাতের সময় হইলে একজন লোক পাঠানো হইবে যিনি লোকজনকে ডাকিয়া আনিবেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেনঃ হে বিলাল! এখন হইতে তোমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হইল যে, সালাতের সময় হইলে লোকজনকে ডাকিয়া আনিয়া মসজিদে সমবেত করিবে। ইহার পর হইতে হযরত বিলাল (রা) সালাতের সময় হইলে اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ("সালাতের উদ্দেশ্যে সমবেত হউন") বলিয়া লোকজনকে সমবেত করিতেন। কিন্তু ইহাতে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিল। (১) হযরত বিলালকে বাড়ী বাড়ী যাইয়া প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া ডাকাডাকি করিতে হইবে। (২) যাহাদের নিকট আগে ডাক পৌঁছিত তাঁহাদেরকে আগে মসজিদে আসিয়া অবশিষ্টদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত ইত্যাদি। এইজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহার চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায় কি না সেই বিষয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু নূতন কোন পদ্ধতি না পাইয়া এক পর্যায়ে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, খৃস্টানের সহিত যেহেতু আমাদের বিরোধ তুলনামূলক কম সুতরাং তাদের পদ্ধতি "ঘণ্টা বাজানো" আপাতত নির্ধারণ করা যায়। তাঁহার অন্তরে এইরূপ চিন্তা-ভাবনা চলিতেছিল যে, কি করা যায়।

এইদিকে সাহাবা-ই কিরামও চিন্তিত ছিলেন। তবে বিশেষভাবে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) খুব বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনুরূপ হযরত 'উমার (রা)-ও চিন্তিত ছিলেন। তবে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-এর পেরেশানীর বিষয়টি বহু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ বলেন, এক পর্যায়ে আমি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম, দুইটি সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত জনৈক ব্যক্তি একটি ঘণ্টা হাতে লইয়া আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছে। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা! আপনি কি এই ঘণ্টাটি বিক্রয় করিবেন? তিনি বলিলেন, তুমি ইহা দ্বারা কি করিবে? বলিলাম, ইহা দ্বারা সালাতের জন্য ঘোষণা দিব। তিনি বলিলেন, উহার জন্য ইহার চেয়ে আরও উত্তম জিনিস কি তোমাকে শিখাইয়া দিব? আমি বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, এই বলিয়া ঘোষণা (আযান) দাও, অপর বর্ণনা অনুযায়ী তুমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এইরূপ ঘোষণা দিতে বল ঃ

الله اكبر – الله اكبر – الله اكبر – الله اكبر

اشهد ان لآ اله الا الله – اشهد ان لآ اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله–اشهد ان محمدا رسول الله

حى على الصلاة – حى على الصلاة –

حى على الفلاح – حى على الفلاح –

الله اكبر – الله اكبر

لآ اله الا الله.

এক বর্ণনামতে উক্ত আগন্তুক একটি প্রাচীরের উপর উঠিয়া, অপর বর্ণনামতে মসজিদের উপর উল্লিখিত ব্যাকগুলির দ্বারা আযান দিলেন। ইহার পর তিনি আমার নিকট হইতে খানিকটা পিছনে হটিয়া বলিলেন ঃ যখন জামা'আত দাঁড়াইয়া যাইবে তখন বলিবে ঃ

الله اكبر – الله اكبر – الله اكبر – الله اكبر

اشهد ان لآ اله الا الله – اشهد ان لآ اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله–اشهد ان محمدا رسول الله

حى على الصلاة – حى على الصلاة –

حى على الفلاح – حى على الفلاح –

قد قامت الصلاة – قد قامت الصلاة

الله اكبر – الله اكبر

لآ اله الا الله.

বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে ইক'মতের শব্দমালা একবার করিয়া বলার নির্দেশ রহিয়াছে। ইক'মতের ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত। মতপার্থক্য শুধু ফযীলাতের ক্ষেত্রে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে ইহা কি'রা'আতের পার্থক্যের অনুরূপ [হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা ১খ., পৃ. ১৯১; আবূ দাউদের বরাতে মিশকাত শারীফ, পৃ. ৬৪)।

অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, আগন্তুক নিজে আযান দিয়া অল্পক্ষণ বসিয়া আবার দাঁড়াইলেন এবং আযানের বাক্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করিলেন। তবে এইবার তিনি قد قامت الصلاة – قد قامت الصلاة বাড়াইয়া বলিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন, সকাল হইলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলাম। 'লোকে কি বলিবে' এই আশংকা না থাকিলে বলিতাম, আমি স্বপ্নটি এমন পরিষ্কারভাবে দেখিয়াছি, 'যেন আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত, ঘুমন্ত মোটেও নই'। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি রাত্রেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলেন। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি যেই রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই রাত্রে হযরত 'উমার (রা)-ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নবী কারীম (স)-কে অবহিত না করিয়া সকাল হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে অবহিত করিলেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

انها لرؤ يا حق ان شاء الله.

"ইনশাআল্লাহ্ ইহা একটি সত্য স্বপ্ন"। অন্য বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে অতি উত্তম একটি জিনিস দেখাইয়াছেন। তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা বিলালকে শিখাইয়া দাও। অপর বর্ণনায়, তুমি বিলালকে ইহা শিখাইয়া বল, সে যেন এইভাবে আযান দেয়। কেননা সে তোমার চেয়ে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। ইহার পর আমি বিলালের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আযান শিখাইতে লগিলাম, আর তিনি আযান দিতে লাগিলেন। তখন 'উমার (রা) তাহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাড়াহুড়ার দরুন তাঁহার চাদর মাটিতে হেঁচড়াইয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিলেন, যেই আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি, 'আবদুল্লাহ্ 'ইব্‌ন যায়দ যেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে আমিও হুবহু সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, হযরত 'উমার (রা) হযরত 'আবদুল্লাহ্ 'ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর পূর্বেই এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ দিন পর্যন্ত তাহা কাহাকেও বলেন নাই। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, 'উমার (রা) ঘণ্টা বাজানোর জন্য দুইটি কাষ্ঠ খরিদ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে কেহ বলিতেছেন, ঘণ্টা বাজাইও না বরং আযান দাও। তিনি স্বপ্নের কথা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, ইহার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে অনুরূপ আযান ওহীর মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি বিলালকে তাহা শিক্ষাও দিয়াছেন। অতঃপর বিলাল (রা) সেইরূপ আযান দিলেন যেইরূপ 'উমার (রা) স্বপ্নে দেখিয়াছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন, 'উমার (রা)-এর কথা শুনিয়া নবী কারীম (স) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ "তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখিয়াও বলিলে না কেন?" তিনি বলিলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ-এর পিছনে পড়িয়া যাওয়ায় লজ্জাবোধ করিতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। যুহ্‌রী, নাফে', ইব্‌ন জুবায়র ও ইবনুল-মুসায়্যাব বলেন, আযানের সূচনা হওয়ার পর الصلاة جامعة বলিয়া ঘোষণা দেওয়ার বিধান সালাতের ক্ষেত্রে রহিত হইল বটে কিন্তু অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে লোকজণকে সমবেত করার জন্য উহার ব্যবহার অব্যাহত রহিয়া গেল (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ৩৫১-৩ ও ৩৫৭; আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ১১৭-৯; আত্-তাবাক'াতুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ১১৯; ক'ামূসুল-ফিক'হ্, পৃ. ২৫১-৩)।

আযানের সূচনা স্বপ্ন না ওহী-এর মাধ্যমে ঃ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় আযানের সূচনা হইল কেবল হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্নের মাধ্যমে, ওহীর মাধ্যমে নয়। অথচ নবী ভিন্ন কাহারও স্বপ্নের দ্বারা শারী'আতের কোন বিধান সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আযানের সূচনা ওহীর মাধ্যমেই হয়। এইখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শুধু সাহাবীর স্বপ্নের দ্বারা আযানের বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে এমনটি নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ (স) ওহী লব্ধ নির্দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে।

আবূ দাউদ স্বীয় মারাসীল-এ বিখ্যাত তাবি'ঈ 'উবায়দ ইব্ন উসায়র-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত 'উমার (রা) স্বপ্ন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে আসিয়া জানিতে পারিলেন, এই মর্মে ইতোমধ্যে ওহী আসিয়াছে। পরক্ষণেই তিনি বিলালের আযান শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বপ্নের অনুরূপই আযান হইয়াছে। উক্ত হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, হযরত 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে স্বীয় স্বপ্নের বিষয়ে জানাইলে তিনি বলিলেন ঃ এই বিষয়টি লইয়া তোমার পূর্বেই ওহী আসিয়াছে।

ইহা ছাড়া আদ্-দাউদী 'ইব্ন ইসহাকে'র সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) আযানের বিধান লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিয়াছেন। মোটকথা, এই সমস্ত বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও দুইজন সাহাবী তাহাদের স্বপ্নের বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে অবহিত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আযানের জন্য যেই নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা ওহী-এর মাধ্যমেই প্রাপ্ত। অবশ্য তাঁহাদের স্বপ্ন ওহীর সহিত মিলিয়া গিয়াছে (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ৩৬১)।

যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের সূচনা হইয়াছিল, ইহার স্বপক্ষে বলা যায়, 'আল্লামা সুহায়লী বলিয়াছেন, নবী ভিন্ন অন্য লোকের মাধ্যমে আযানের প্রবর্তন করার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত ও হিকমাত রহিয়াছে। তাহা হইল ঃ ইহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উচ্চ প্রশংসা ও উন্নত আলোচনা করা। কেননা আযান হইল, তাঁহার উচ্চ প্রশংসা ও উন্নত আলোচনার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আর তাঁহার নিজের প্রশংসার বিধান নিজের যবানে না করাইয়া অন্যের যবানে করানোই অধিক যুক্তিযুক্ত। যেহেতু ইহাতেও তাঁহার প্রশংসা প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি" (৯৪ ঃ৪)। এই শেষোক্ত জবাবে নবী ভিন্ন অন্যের স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের প্রবর্তনের একটি বিশেষ রহস্য জানা গেল (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ৩৬১-২)।

মুল্লা 'আলী কারী-এর মতে শুধু স্বপ্নের ভিত্তিতে নয়, বরং 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ওহী বা তাঁহার ইজতিহাদ ভিত্তিক নির্দেশের ভিত্তিতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয় বলিয়া ঐকমত্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারও কোন দ্বিমত নাই (মিরকাতের বরাতে মিশকাতের পার্শ্বটীকা, পৃ. ৬৪)।

কুরআনুল-কারীমে আযানের আলোচনা ঃ পবিত্র কুরআনে اذان (আযান) শব্দটি শুধু একবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা আভিধানিক 'ঘোষণা' অর্থে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ.

"মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা ....." (৯ ঃ ৩)।

অবশ্য আযান ক্রিয়াগত পরিবর্তনসহ একই অর্থে কুরআনুল-করীমের আরও কিছু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ৭ ঃ ৪৪, ১২ ঃ ৭০, ২২ ঃ ২৭) আর পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কুরআনে اذان -এর অর্থবোধক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে نداء (ঘোষণা, আহ্বান) এবং তাহা দুইটি ক্রিয়ারূপে।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا.

"আর তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা উহাকে তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে" (৫ ঃ ৫৮)।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। (ক) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, কাফিররা সর্বপ্রথম আযানের ধ্বনি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট জড়ো হইল। তখন মুসলমানগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কাফিররা বলিল, হে মুহাম্মাদ! অদ্য আপনি এমন অদ্ভুত জিনিসের আবিষ্কার করিলেন যাহা ইতোপূর্বে কোন উম্মতে আমরা দেখি নাই। সুতরাং আপনি যদি সত্যিই নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে ত ইহার দ্বারা আপনার পূর্বের সকল নবীর বিরোধিতা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনার প্রবর্তিত এই আযানে মঙ্গল থাকিত তাহা হইলেও পূর্বেকার নবীগণই ইহার জন্য সবচাইতে অধিক উপযুক্ত ছিলেন। সুতরাং উষ্ট্রের আওয়াযের ন্যায় এই আওয়ায আপনি কোথায় পাইলেন? ইহার চাইতে নিকৃষ্ট আর কোন আওয়াযই হইতে পারে না। ইহা ত কুফরীর চাইতেও অধিক রুচিবিরুদ্ধ! তখন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল করেন (ইমাম ওয়াহিদী আন-নীসাবুরী, আসবাবুন-নুযূল, পৃ. ১৫৬-৭)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর" (৬২ ঃ ৯)।

আযানের বাক্যসমূহ ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আযানের বাক্যসমূহ ঐরূপ যেমন আযানের সূচনা প্রসঙ্গে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্নের বর্ণনায় উল্লেখ হইয়াছে। অর্থাৎ

প্রথমে ৪ বার الله اكبر

অতঃপর ২ বার اشهد ان لا اله الا الله

অতঃপর ২ বার اشهد ان محمدا رسول الله

অতঃপর ২ বার حى على الصلاة

অতঃপর ২ বার حى على الفلاح

অতঃপর ২ বার الله اكبر

সবশেষে ১ বার لا اله الا الله (আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ১৯-২১)।

ফজরের আযানে حى على الفلاح -এর পর ২ বার الصلاة خير من النوم অতিরিক্ত বলিতে হইবে। এই বাক্যটি বৃদ্ধি হইবার কারণ এই ছিল যে, একদা হযরত বিলাল (রা) ফজরের সালাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সালাতের সময় হইয়াছে, এই কথা বলিবার জন্য আসিয়া জানিতে পরিলেন যে, তিনি ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। তখন বিলাল (রা) ২ বার বলিলেন الصلاة خير من النوم। রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহা

শ্রবণ করিয়া বলিলেন ঃ বিলাল, কথাটি কতই না সুন্দর! তোমার আযানের সহিত ইহাও যুক্ত করিয়া লও। যেহেতু ফজরের সময় মানুষ গাফিল থাকে, সুতরাং উহাকে শুধু ফজরের আযানের সঙ্গেই যুক্ত করা হইল (আল-হিদায়া, ১খ., পৃ. ৮৭)।

মালিকী মায'হাব অনুযায়ী ঃ আযানের ৭ টি বাক্যের মধ্য হইতে ১ম ৬টি বাক্য ২ বার করিয়া ও সর্বশেষ বাক্যটি ১ বার উচ্চারণ করা। অবশ্য ইমাম মালিক (র) শাহাদাতায়ন-এর মধ্যে তারজী'-এর মত পোষণ করেন। অর্থাৎ প্রথমে

اشهد ان لا اله الا الله – اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله – اشهد ان محمدا رسول الله

স্বাভাবিক আওয়াজে বলিয়া পুনরায় সমুচ্চ আওয়াযে বলিতে হইবে ঃ

اشهد ان لا اله الا الله – اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله – اشهد ان محمدا رسول الله

ইহা ছাড়া অন্যান্য বাক্যসমূহ পূর্বাবস্থায় বহাল থাকিবে। এই পর্যন্ত মালিকী মায'হাব অনুযায়ী আযানের বাক্য হয় সর্বমোট ১৭ টি। আর ফজরের আযানে ২ বার الصلاة خير من النوم যুক্ত হইলে মোট বাক্য হইবে ১৯ টি (মাওসূ'আতিল-ফিক'হিল-ইসলামী, ৪খ., পৃ. ১৯০-১ বিদায়াতুল-মুজতাহিদ, পৃ. ৯৬)।

শাফি'ঈ মায'হাব অনুযায়ী ঃ হ'নাফী মায'হাবের অনুরূপই। অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি ৪ বার ও শেষ বাক্যটি ১ বার। আর অবশিষ্ট্য বাক্যসমূহ ২ বার করিয়া। তবে মালিকী মায'হাবের মত এইখানেও শাহাদাতায়ন-এর পর তারজী 'রহিয়াছে।

এই হিসাবে শাফি'ঈ মায'হাব অনুযায়ী আযানের সর্বমোট বাক্য হয় ১৯ টি। আর ফজরের আযানে ২ বার الصلاة خير من النوم যুক্ত হইলে সর্বমোট বাক্য হইবে ২১ টি।

হ'াম্বলী মায'হাব অনুযায়ী ঃ হা'নাফী মায'হাবের হুবহু অনুরূপ। এই দুই মায'হাবে কোনরূপ পার্থক্য নাই (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ১৯০-২)।

আযানের শব্দ ও বাক্যসমূহের তাৎপর্য ঃ আযানের শব্দ ও বাক্যসমূহের তাৎপর্য ও অর্থগত ব্যাপকতা, প্রভাব ও কার্যকারিতা এতই বিস্ময়কর যে, কতক সুবিজ্ঞ লেখক শুধু এই একটি বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইমাম হা'ফিজ' বুরহানুদ্দীন আল-বুকা'ঈ (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি الإيذان بفتح اسرار التشهد والأذان (আল-ঈযান বিফাতহি' আসরারিত- তাশাহহুদি ওয়াল-আযান) শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। লেখক উহাতে আযানের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের তাৎপর্য ও বিস্ময়তা বিশ্লেষণাত্মকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কাযী 'ইয়াদ'সহ অন্যান্য মুহাক্কি'ক' ও বিদগ্ধ লেখকগণ এই বিষয়ে যাহা কিছু আলোকপাত করিয়াছেন সংক্ষেপে উহা উপস্থাপন করা হইল। আযান এমন একটি বাক্যসমষ্টি যাহা ইসলামী 'আকী'দার যুক্তিভিত্তিক ও উক্তিভিত্তিক উভয়বিধ স্বীকৃতিকে সন্নিবিষ্ট করে। ইহার প্রথম বাক্য الله اكبر (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ)-এ অতি সংক্ষেপে আল্লাহ্র সত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁহার সমুদয় গুণাবলীর পূর্ণতার ও উহার বিপরীত গুণাবলী হইতে পবিত্রতাকে প্রমাণ করে। অতঃপর দ্বিতীয় বাক্য اشهد ان لا اله الا الله (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই), ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের স্বীকৃতি, উহার বিপরীত শিরক্‌কে চরমভাবে দূরীভূত করে। আর ইহাই হইল ঈমান ও একত্ববাদের স্তম্ভ এবং দীনের প্রতিটি দায়িত্বের প্রারম্ভ। অতঃপর তৃতীয় বাক্য–

اشهد ان محمدا رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহা'ম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল), ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নবূওয়াত ও রিসালাতের স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য পেশ করা হইতেছে, যাহা একত্ববাদের স্বীকারোক্তির পর সর্বপ্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব। উপরিউক্ত তিনটি বাক্যের দ্বারা যুক্তিভিত্তিক ইসলামী 'আকীদার পূর্ণতা সাধিত হয় যাহা প্রতিটি মানুষের জন্য আবশ্যিক। ইহার পর চতুর্থ বাক্য حى على الصلاة (সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে আস) ইহার দ্বারা সেই মৌলিক 'ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছে যাহার দিকে স্বয়ং আল্লাহ্ সকল মানুষকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা হইতেছে সালাত। আর ইহার আহ্বানকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নবূওয়াত ও রিসালাতের স্বীকৃতি সম্বলিত বাক্যের পর আনা হইয়াছে এইজন্য যে, সালাতের যাবতীয় বিধি-বিধান তাঁহার মাধ্যমেই জানা গিয়াছে, যুক্তির দ্বারা নয়। ইহা দ্বারা উক্তি ভিত্তিক আকীদার পূর্ণতা সাধিত হয়। অতঃপর পঞ্চম বাক্যে– حى على الفلاح (সফলতার উদ্দেশ্যে আস) সফলতার প্রতি আহ্বান করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল, জান্নাতে অনন্ত অসীম নি'আমতের অধিকারী হওয়া। ইহাতে আখিরাতের হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত হইয়া গেল। আর ইহাই হইতেছে ইসলামের সর্বশেষ 'আকীদা।

অতঃপর সালাত আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা ইকা'মতের মধ্যে আযানের বাক্যগুলিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যেন অন্তর ও যবানের দ্বারা 'ইবাদত শুরু করিবার সময় ঈমানের বিষয়টি পুনরুল্লেখ হইয়া যায়, যেন নামাযীর সামনে ঈমানের বিষয়টি আলোকোদ্ভাসিত হইয়া যায় এবং স্বীয় ঈমানী নূরসহ সালাতে প্রবেশ করিতে পারে এবং যেন সালাতের মাহাত্ম্য ও মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে পারে এবং সেই অনুপাতে প্রতিদানের লাভের যোগ্য হইতে পারে (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৩খ., পৃ. ৩৫৩; ইকমালুল-মু'আল্লিম বিকা'ওয়ায়িদি মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৩)।

আযানের হুকুম ঃ হা'নাফী মায'হাব অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমু'আর সালাতের জন্য 'আযান দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা। হা'নাফী মায'হাবের কোন কোন মাশাইখ ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেন এবং উহার কারণস্বরূপ বলেন, ইমাম মুহা'ম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "কোন এলাকাবাসী যদি সকলেই আযান-ইকা'মত ত্যাগ করিবার উপর একমত হয় তাহা হইলে মুসলিম শাসকের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জরুরী হইবে।" আর শুধু সুন্নাত ছাড়িয়ে দিলে জিহাদ করার হুকুম আরোপিত হয় না, বরং কমপক্ষে ওয়াজিব ত্যাগ করিলে জিহাদ জরুরী

হয়। প্রকৃত বিবেচনায় উভয় মতই একটি অপরটির নিকটবর্তী। কেননা ওয়াজিব ত্যাগ করিয়া যেই গুনাহ হয়, সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ত্যাগ করিলেও সেই গুনাহই হয়। সুতরাং উভয় মতের ফলাফল প্রায় অভিন্ন (ফাতহু'ল-কাদীর, ১খ., পৃ. ২৪৩)।

মালিকী মায'হাবও হ'নাফী মাযহাবের অনুরূপ। অর্থাৎ প্রতিটি জামা'আতের সালাতের জন্য আযান সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা, যদিও জামা'আতের স্থানসমূহ পরস্পরে নিকটবর্তী হয়। পক্ষান্তরে শাফি'ঈ মায'হাবের বিশুদ্ধ মত হইতেছে, আযান সুন্নাত 'আলাল-কিফায়া অর্থাৎ জামা'আতের স্থানসমূহ যদি পরস্পর নিকটবর্তী হয় তাহা হইলে এক স্থানের আযানই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য তাঁহাদের অপর মত অনুযায়ী আযান ফরযে কিফায়া। হাম্বালী মাযহাব অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ও জুমু'আর সালাতের জন্য আযান দেওয়া ফরযে কিফায়া (মাওসূ'আতুল-ফিকহিল-ইসলামী)।

আযানের ফযীলাত ও মুআয্যিনের মর্যাদা ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

"কথায় কে উত্তম সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (৪১ ঃ ৩৩)!

হযরত 'আইশা ও ইব্ন 'উমার (রা) এবং কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরের মতানুযায়ী উক্ত আয়াতে নেককার মুওয়াযযিনগণকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা স্বীয় আযানের দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিয়া থাকেন। তবে অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে, এই আয়াত শুধু মুওয়ায্যিনগণের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং যাহারাই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীসহ মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিবে সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত (ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১০২)।

(২) 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান স্বীয় পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদির-রাহ'মান-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) তাহাকে ('আবদুল্লাহ্কে) বলিলেন; আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, তুমি ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি গবাদি পশু পালন ও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিতে ভালবাস। কাজেই আমার একটি নসীহত শুনিয়া রাখ। তোমার ছাগল ভেড়া লইয়া চারণভূমিতে থাক বা বাড়ীতেই থাক, সালাতের জন্য যখন আযান দিবে তখন সাধ্যানুযায়ী উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা মুওয়ায্যিনের আযানের আওয়ায জিন, ইনসান বা যাহারাই শুনিতে পাইবে কিয়ামতের ময়দানে তাহারা আল্লাহ্র নিকট মুয়ায্যিন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি (বুখারী, হাদীছ ৬০৯)।

(৩) তালহা ইব্ন য়াহ্'য়া আপন চাচা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি একদা মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে তাঁহার মুওয়ায্যিন আসিয়া তাঁহাকে সালাতের জন্য ডাকিলে মু'আবিয়া (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "মুওয়ায্যিনগণ কিয়ামত দিবসে দীর্ঘতম গর্দানের অধিকারী হইবেন।" এই হাদীছের ব্যাখ্যায় 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ "শাব্দিক অর্থই উদ্দেশ্য" বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ 'দীর্ঘতম গর্দান' বলিয়া পরোক্ষভাবে তাহার মর্যাদা ও অধিক ছাওয়াবের অধিকারী হওয়ার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (মুসলিম, হাদীছ নং ১৪, পৃ. ৩৮৭)।

(৪) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আযানের আওয়ায শোনামাত্র শয়তান এমনভাবে পলায়ন করিতে থাকে যে, তাঁহার পায়ুপথে বায়ু নির্গত হইতে থাকে এবং এমন স্থানে চলিয়া যায় যেইখানে আযানের আওয়ায শোনা যায় না। অতঃপর মুওয়ায্যিন আযান শেষ করিলে সে আবার ফিরিয়া আসে এবং মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। অতঃপর ইকামতের আওয়ায শুনিয়া পুনরায় পলায়ন করিয়া এমন জায়গায় যায় যেইখানে ইকামতের আওয়ায শোনা যায় না। ইকামত শেষ হইলে আবার ফিরিয়া আসে এবং মুসল্লীগণকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, শয়তান মুসল্লীর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়া বলে, ইহা স্মরণ কর, উহা স্মরণ কর। যাহা সালাতের পূর্বে স্মরণে আসে না এমন জিনিসও স্মরণ করায়। ফলে কত রাকা'আত সালাত আদায় করিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায় (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ১৬-২০, পৃ. ৩৮৯)।

(৫) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, ইমাম যামানতদার আর মুওয়ায্যিন আমানতদার। হে আল্লাহ্! ইমামগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আর মুওয়ায্যিনগণকে ক্ষমা করুন।" 'উলামায়ে কিরাম বলেন, "ইমাম যামানতদার" ইহার অর্থ এই নয় যে, মুকতাদীগণের সালাতের জন্য ইমামকে জবাবদিহি করিতে হইবে, বরং ইহার অর্থ এই যে, সালাতের হিফাযত করা, রাকাআতসমূহ লক্ষ্য রাখা, কিরাআত তিলাওয়াত করা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্বশীল। আর "মুওয়ায্যিন আমানতদার" ইহার অর্থ হইল, লোকজনের সালাত সাওমসহ অন্যান্য সময় সম্পৃক্ত 'ইবাদতের জন্য সঠিক সময় নির্দেশ করার ব্যাপারে তিনি আমানতদার। মানুষ তাহার ঘোষণার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আপন আপন সালাত-সাওমের শুরু ও শেষ করে (হাদীছ নং ৫১৩, 'আওনুল-মা'বূদ, ২খ., পৃ. ১৫২)।

(৬) হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামতের ময়দানের মুওয়ায্যিনের অংশ মুজাহিদগণের সমপরিমাণ হইবে। মুওয়ায্যিন স্বীয় আযান ও ইকামাতের দ্বারা এতখানি ছাওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে যতখানি একজন মুজাহিদ আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় রক্তের সহিত গড়াগড়ি করিয়া ছাওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল-কুরআনিল-'আজীম, ৪খ., পৃ. ১০২)।

(৭) হযরত 'উমার ইব্নুল-খাত্তাব (রা) বলেন, আমি যদি মুওয়ায্যিন হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার সমস্ত বিষয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে একসাথে তিনবার এই দু'আ করিতে শুনিয়াছি, "হে আল্লাহ!·আপনি মুওয়ায্যিনগণকে ক্ষমা করুন।" অতঃপর

আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আযানের ব্যাপারে এতই উৎসাহিত করিয়াছেন যে, আমরা উহা লাভ করিতে এতখানি চেষ্টা করিব যতখানি কোন কিছু লাভ করিবার জন্য তরবারি চালনা করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ হে 'উমার! অচিরেই এমন একটি সময় আসিতেছে যখন লোকজন আযান দেওয়ার কাজটি তাহাদের মধ্যে সর্ববিষয়ে অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য রাখিয়া দিবে। অথচ মুওয়ায্যিনগণের শরীরটি এমন যাহার উপর আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করিয়া দিয়াছেন (প্রাগুক্ত)।

(৮) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, মানুষ যদি জানিতে পারিত যে, আযান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের ফযীলাত কত, তাহা হইলে লটারীর মাধ্যমে হইলেও উহাদের পাইবার চেষ্টা করিত। অনুরূপভাবে মানুষ যদি জানিতে পারিত যে, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আগে আগে আসার কত যে লাভ, তাহা হইলে প্রতিযোগিতামূলক আগে আসিত! অনুরূপ 'ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতের সহিত আদায় করার ফায়দা যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও উহাতে শরীক হইত (মুওয়াত্তা, মালিক, হাদীছ নং ১৪৬; শারহু'য-যুরক'ানী, ১খ., পৃ. ২২৩)।

(৯) হযরত ইব্ন 'উমার (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি বার বৎসর পর্যন্ত আযান দিবে তাহার জন্য জান্নত ওয়াজিব হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকবার আযানের জন্য ষাট নেকী ও ইক'ামতের জন্য ত্রিশ নেকী লেখা হইবে (আল-মুশতাদরাক, ১খ., পৃ. ২০৫; ইব্ন মাজা, ১খ., পৃ. ২৪১)।

(১০) হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি বিনিময় গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তাহাকে কিয়ামতের ময়দানে ডাকিয়া জান্নাতের দরোজার সামনে দাঁড় করাইয়া বলা হইবে, তুমি যাহার জন্য চাও সুপারিশ করিতে পার (পূর্বোক্ত, ২০৯০৭, ২০৯৩৬)।

(১১) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, মুওয়াযযিনকে তাহার আওয়াযের সমুচ্চতা অনুযায়ী (مدى صوته) ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। তাহার আওয়াযের আওতাভুক্ত সমুদয় বর্ধনশীল প্রাণী, তরুলতা ও জড় পদার্থ তাহার জন্য কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য প্রদান করিবে ('আওনুল-মা'বূদ শারহ' আবী দাউদ, ১খ., পৃ. ১৪৮)।

যেই সমস্ত সালাতের জন্য আযান দিতে হয় ঃ চার মায'হাবের ইমামগণ এই বিষয়ে একমত যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাতের জন্য আযানের বিধান রহিয়াছে। হ'নাফী মায'হাব অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের জন্য পাঁচবার এবং জুমু'আর সালাতের জন্য সপ্তাহে একবার আযান দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। সেই সালাতসমূহ নিজ বাড়ীতে অবস্থানরত অবস্থায় আদায় করা হউক অথবা সফরে সালাতসমূহ আদায় করা (মূল সময়ের মধ্যে) হউক কিংবা কাযা হিসাবে, অনুরূপ একাকী আদায় করা হউক কিংবা জামা'আতের সহিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন সালাতের জন্য আযান-ইক'ামতের বিধান নাই, তাহা ওয়াজিব হউক, যেমন 'ঈদায়ন; বি'তর অথবা নফল কিংবা সুন্নাত জামা'আতের সহিত পড়া হউক, যেমন সালাতুল কুসূফ, খুসূফ, ইসতিসকা' অথবা একাকী পড়া হউক (বাদাই'উস-সা'নাই', ১খ., পৃ. ১৫২; মাওসূ'আতুল- ফিক'হিল-ইসলামী, ৪খ., পৃ. ১৯৪-৫)।

(১) 'আযানের সময় ঃ আযান যেহেতু সালাতের সময় হওয়ার একটি ঘোষণা সুতরাং ওয়াক্তিয়া সালাত ও জুমু'আর সালাতের সময় শুরু হইবার পূর্বে আযান দেওয়া জাইয নয় (হিদায়া, ১খ., পৃ. ৯১)। অবশ্য ফজরের সালাতের আযানের ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হ'নাফী মায'হাবের মধ্যে ইমাম আবূ হ'নীফা ও ইমাম মুহ'াম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী ফজরের আযানও ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে দেয়া জাইয নয়। যদি দেওয়া হয় তাহা হইলে ওয়াক্ত হইবার পর পুনরার আযান দিতে হইবে। আর ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতে রাত্রির অর্ধেক অতিবাহিত হইলেই ফজরের আযান দেওয়া জাইয। তবে ফাতওয়া প্রথমোক্ত মতানুযায়ী (বাদাই'উস-সা'নাই', ১খ., পৃ. ১৫৪)। ইমাম শাফি'ঈ (র) শেষোক্ত মতের সহিত একমত পোষণ করিয়া বলেন, শীত কিংবা গ্রীষ্ম যে কোন ঋতুতে অর্ধরাত্রির পর ফজরের আযান দেওয়া জাইয। ইমাম আহ'মাদ (র) একধাপ অগ্রসর হইয়া উহাকে মুস্তাহ'াব বলিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, রাত্রের শেষার্ধের প্রথম ষষ্ঠাংশে (অর্থাৎ রাত্রের শেষার্ধকে ছয়ভাগে ভাগে করিয়া প্রথমভাগে) ফজরের আযান দেওয়া মুস্তাহ'াব (মাওসূ'আতুল- ফিক'হিল-ইসলামী, ৪খ., পৃ. ১৯৭-৮)।

আযানের সুন্নাতসমূহ ঃ আযানের সুন্নাত মূলত দুই ধরনের ঃ (ক) মূল আযানের সহিত সম্পৃক্ত; (খ) মুওয়ায্যিনের গুণাবলীর সহিত সম্পৃক্ত। প্রথম শ্রেণীর সুন্নাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. সমুচ্চ কণ্ঠে আযান দেওয়া। যেহেতু ঘোষণাই ইহার দ্বারা প্রধান উদ্দেশ্য।

২. প্রতি দুইটি বাক্যের মধ্যে সাকতাহ (স্বল্প বিরতি) দ্বারা পৃথকীকরণ করা। কিন্তু ইক'ামাতের মধ্যে বিরতিহীনভাবে এক জাতীয় দুই বাক্যকে উচ্চারণ করা। কেননা আযানের দ্বারা উদ্দেশ্য ঘোষণা। সুতরাং প্রতিটি বাক্য আলাদা উচ্চারণ করিলে ঘোষণার পূর্ণতা সাধিত হয়। বিরতির উদাহরণ হইলঃ الله اكبر—الله اكبر। বিরতি الله اكبر—الله اكبر। বিরতি اشهد ان لا اله الا الله। বিরতি لا اله الا الله এইভাবে শেষ পর্যন্ত।

৩. আযানের শব্দসমূহ ধীর গতিতে উচ্চারণ করা। পক্ষান্তরে ইক'ামাতের শব্দসমূহ দ্রুত উচ্চারণ করা।

৪. আযান ও ইক'ামাতের শব্দ ও বাক্যসমূহ সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী উচ্চারণ করা যেইভাবে উহাদের সূচনা হইয়াছে।

৫. আযান ও ইক'ামাতের শব্দ ও বাক্যসমূহের মধ্যে موالاة (মুওয়ালাত) অর্থাৎ চলমানতা বজায় রাখা। অর্থাৎ দীর্ঘ বিরতি না দেওয়া।

৬. আযান ও ইক'ামাত কিবলামুখী হইয়া দেয়া।

৭. আযান ও ইক'ামাতের তাকবীরে (الله اكبر) রা (ر) জযম অবস্থায় উচ্চারণ করা।

৮. গানের মত সুরেলা আবৃত্তিতে আযান-ইক'ামাত না দেওয়া।

৯. আযানের পর সঙ্গে সঙ্গে ইক'আমাত না দেওয়া। তবে হ'ানাফী মায'হাবে মাগরিবের সালাত ইহার ব্যতিক্রম।

মুওয়ায্যিনের গুণাবলী ঃ যেই সমস্ত সুন্নাত মুওয়ায্যিনের গুণাবলীর সহিত সম্পৃক্ত তাহা নিম্নরূপ ঃ

১. পুরুষ হওয়া। মহিলা ও নাবালেগের আযান দেয়া মাকরূহ।

২. বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগল ও মাতালের আযান মাকরূহ।

৩. মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া।

৪. সুন্নাত (মাস'আলা-মাসাইল) সম্পর্কে 'আলিম হওয়া।

৫. সালাতের ওয়াক্ত সংক্রান্ত জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া। সুতরাং অন্ধের তুলনায় চক্ষুষ্মান ব্যক্তির আযান উত্তম।

৬. আযানের দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করা।

৭. আওয়াজ সমুচ্চ করার লক্ষ্যে উভয় কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো।

৮. পবিত্রতার সহিত আযান দেওয়া।

৯. দাঁড়াইয়া আযান দেওয়া।

১০. এক ব্যক্তির এক মসজিদেই আযান দেওয়া, দুই মসজিদে আযান দেওয়া মাকরূহ।

১১. আযানদাতারই ইক'ামত দেওয়া। আবশ্যক হইলে অন্য কেহ ইক'ামাত দিতে পারিবে।

১২. ছাওয়াবের প্রত্যাশায় আযান-ইক'ামাত দেওয়া, বিনিময়ের আশায় নয়। তবে কেহ তাঁহাকে কোন কিছু উপঢৌকন দিলে বা জীবিকা নির্বাহের জন্য বেতন নির্ধারণ করিলে উহা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই (বাদাই'উস-সানাই', ১খ., পৃ. ১৪৯-৫২)।

১৩. আযান ও ইক'ামাতে حى على الصلاة বলার সময় ডান দিকে মুখ ফিরানো ও حى على الفلاح বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরানো (আল-ফিক'হুল-মুয়াসসার, পৃ. ৬৯)।

আযানের মাকরূহসমূহ ঃ উপরোল্লিখিত বিবরণে আযানের সুন্নাতসমূহের সাথে সাথে মাকরূহসমূহের ফিরিস্তিও উল্লেখ হইয়াছে। সেইসব ব্যতীত ঃ জুনুবী (অপবিত্র) ব্যক্তি ও ফাসিক (কবীরা গুনাহকারী)-এর আযান দেয়া মাকরূহ। মুওয়ায্যিনের জন্য আযান-ইক'ামাত চলাকালীন ফাঁকে ফাঁকে কথা বলা মাকরূহ (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭০-১)।

পাঁচ ব্যক্তির আযান মাকরূহ এবং সেই আযান পুনরায় দেয়া জরুরী। ১. অবুঝ বাচ্চা, ২. নারী, ৩. যাহার উপর গোসল ফরয, ৪. পাগল, ৫. নেশাগ্রস্ত, মাতাল। ইহা ছাড়া নিম্নোক্তদের আযান মাকরূহ হইবে তবে সেই আযান পুনরায় দেয়া জরুরী নহে। ১. বসিয়া আযান দিলে, ২. মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি যানবাহনে বসিয়া আযান দিলে (খুলাস'াতুল-ফাতাওয়া, ১খ., পৃ. ৪৮-৯)।

আযান ও ইক'ামাত চলাকালীন মুওয়ায্যিনের মধ্যে পাঁচটি জিনিসের যে কোন একটি পাওয়া গেলে আযান পুনরায় দিতে হইবে ঃ বেহুঁশ হইয়া পড়িলে, মৃত্যুবরণ করিলে, আযান চলাকালীন ওযূ ভাঙ্গিয়া গেলে মুওয়াযিযন যদি আযান ছাড়িয়া উযূ করিতে চলিয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় আযান দিতে হইবে, বোবা হইয়া পড়িলে, আযানের কোন বাক্য এমনভাবে ভুলিয়া গেলে যে, আর স্মরণই হয় না, তখনও পুনরায় আযান দিতে হইবে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯)।

আযানের তারজী' (ترجيع)-এর বিধান ঃ "আযানের বাক্যসমূহ" শীরোনামে তারজী'-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর নিকট আযানে তারজী' মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র) উহাকে সুন্নাত বলেন। ইমাম আহ'মাদ (র)-এর মতে মাকরূহ হইবে না, বরং জাইয (মাওসূ'আতুল-ফিক'হিল-ইসলামী, ৪খ., পৃ. ১৯২-৩)।

আযানের তাছবীব (تثويب) ঃ তাছবীর অর্থ হইল একবার ঘোষণা করিবার পর পুনর্বার ঘোষণা করা। অধিকাংশ ইমামের মতে আযানের তাছবীব হইল ফজরের আযানে حى على الفلاح -এর পর الصلاة خير من النوم দুইবার বলা। হ'ানাফী মায'হাব অনুযায়ী আযানের পর ইক'ামাতের পূর্বে লোকজনকে ডাকিয়া মসজিদে সমবেত করা হইল তাছবীব। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে শুধু ফজরের আযানের পর الصلاة خير من النوم বলিয়া সালাতের কথা পুনর্বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের সালাতের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সকল সালাতের ক্ষেত্রে উহা উত্তম হইবে। তবে কি বলিয়া পুনর্ঘোষণা করা হইবে সেই সম্পর্কে নির্ধারিত কোন কথা বর্ণিত নাই। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শব্দ বা বাক্য বলা যাইতে পারে। যেমন আস্‌সালাত, আস্‌সালাত, হ'ায়্যা আলাস্‌-স'ালাহ হ'ায়্যা 'আলাল-ফালাহ', বাংলায় এইরূপ বলা যায় ঃ সালাত সালাত, জামা'আতের সময় হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) বলিয়াছেন, মুওয়ায্যিন যদি জামা'আতের পূর্বে জনসাধারণের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে, যেমন বিচারক, মুফতী ও শিক্ষকগণকে যাইয়া বলেন, আস্‌সালামু 'আলাকুম! জনাব! সালাতের প্রতি আসুন, সফলতার প্রতি আসুন! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন ইত্যাদি, তাহা হইলে ইহা উত্তমই হইবে (বাদাই'উস-স'ানাই', ১খ., পৃ. ১৪৮-৯; মাওসূ'আতুল-ফিক'হিল-ইসলামী, ৪খ., পৃ. ১৯৩)।

যেই সমস্ত সালাতে আযান নাই উহার ঘোষণা ঃ ইমামগণের ইহাতে ঐক্যমত রহিয়াছে যে, যেই সমস্ত সালাতে জামা'আতের বিধান রহিয়াছে তবে আযানের বিধান নাই, যেমন দুই 'ঈদের সালাত, সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্র গ্রহণের সালাত, বৃষ্টির উদ্দেশ্যে স'ালাতুল-ইস্‌তিস্‌কা, রামাদ'ান মাসে বিতরের সালাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোকজনকে সমবেত করিবার উদ্দেশ্যে আযান দেওয়ার বিধান নাই, তবে الصلاة جامعة। আস-স'ালাতু জামি'আহ বা এইরূপ অর্থবোধক কোন বাক্য দ্বারা ঘোষণা করা যাইবে (মাওসূ'আতুল-ফিক'হিল-ইসলামী, ৪খ., পৃ. ১৯৫)।

মুসাফিরের জন্য আযান ঃ মুসাফিরগণের জন্য আযান-ইক'ামাতসহ জামা'আতের সহিত সালাত আদায় করা উত্তম। কেননা আযান-ইক'ামাত হইল মুস্তাহ'াব, জামা'আতের আবশ্যকীয় আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর মুসাফিরের জন্য যেহেতু জামা'আতের বিধান বাতিল হয় নাই. সুতরাং আযান-ইক'ামাতও বাতিল হইবে না। এতসত্ত্বেও মুসাফিরগণ যদি আযান ছাড়িয়া জামা'আত করিয়া লয় তাহাও মাকরূহ ব্যতীত জাইয হইবে।

অবশ্য ইকামাত ছাড়িলে মাকরূহ হইবে। তবে সফর ব্যতীত আবাসে অবস্থানকালে আযান ছাড়া শুধু ইকামাতের দ্বারা জামা'আত সম্পন্ন করিলে মাকরূহ হইবে। অনুরূপ মুসাফির একাকী অবস্থায় আযান ছাড়িয়া দিলে মাকরূহ হইবে না, তবে ইকামাত ছাড়িয়া দিলে অবশ্যই মাকরূহ হইবে। পক্ষান্তরে মুকীম (সফররত নয় এমন ব্যক্তি) একাকী অবস্থায় আযান-ইকামাত উভয়টি ছাড়িয়া দিলেও মাকরূহ হইবে না (বাদাই'উস-সানাই', ১খ., পৃ. ১৫৩)।

জুমু'আর দ্বিতীয় আযান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর" (৬২ ঃ ৯)।

জুমু'আর সালাতের জন্য সর্বপ্রথম একটি আযানই ছিল যাহা খুতবার পূর্বমুহূর্তে ইমামকে সম্মুখে রাখিয়া দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স), হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) ও হযরত 'উমার (রা)-এর যুগে উক্ত অবস্থাই অব্যাহত ছিল। অতঃপর হযরত 'উছমান (রা)-এর যুগে যখন মুসলমানগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মদীনা তায়্যিবার আয়তন চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল, তখন ইমামের সম্মুখে প্রদত্ত আযান আবাদীর শেষসীমা পর্যন্ত আর শোনা যাইত না। সেইজন্য হযরত 'উছমান (রা) জুমু'আর ওয়াক্ত হওয়ার পর প্রথমে আরও একটি আযানের সূচনা করিলেন যাহা তাঁহার বাড়ী যাওয়ার উপর দেওয়া হইত, যাহার আওয়ায় পুরা মদীনায় ছড়াইয়া পড়িত। হযরত 'উছমানের এই নবআবিষ্কারে কোন সাহাবী আপত্তি করেন নাই। ইহাতে সাহাবীগণের ঐক্যমতে জুমু'আর প্রথম আযান শরী'আতসম্মত হইয়া যায় এবং জুমু'আর আযানের পর জুমু'আর প্রস্তুতি ব্যতীত যাবতীয় কার্যকলাপ হারাম হওয়ার সম্পর্কে প্রথমে যেইভাবে ২য় আযানের সহিত সংশিষ্ট ছিল, হযরত 'উছমান (রা) কর্তৃক প্রথম আযানের সূচনার পর হইতে তাহার সম্পর্ক প্রথম আযানের সহিতও হইয় যায়। সুতরাং জুমু'আর প্রথম আযান হওয়ার পর জুমু'আর প্রস্তুতি ব্যতীত অন্য কিছুই জাইয হইবে না (তাফসীরে 'উছমানী, বায়ানুল-কুরআন, মা'আরিফুল-কু'রআন, শামী, ২খ., ১৬১; আহ'সানুল-ফাতাওয়া, ৪খ., পৃ. ১১৪)।

নবজাতকের কানে আযান-ইকামাত ঃ হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন, হযরত ফাতিমা (রা) হাসান ইব্ন 'আলীকে প্রসব করিলে আমি রাসূলুল্লাহ্র (স)-কে হাসানের কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখিয়াছি (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫১৮)। মুল্লা 'আলী কারী বলেন, উক্ত আযান হযরত হাসান (রা)-এর জন্মের সপ্তম দিবসেও হইতে পারে, তাহার পূর্বেও হইতে পারে। তিনি আরো বলেন, উক্ত হাদীছের আলোকে বুঝা গেল, নবজাতকের কানে আযান দেওয়া সুন্নাত। শারহু'স-সুন্নাহ গ্রন্থে রহিয়াছে, হযরত 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীয (র)-এর অভ্যাস ছিল, বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি বাচ্চার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিতেন। মুল্লা 'আলী কারী বলেন, মুসনাদ আবূ য়া'লা গ্রন্থে হযরত হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, কাহারও শিশু জন্মিলে তাহার ডান কানে যদি আযান আর বাম কানে ইকামাত দেওয়া হয় তাহা হইলে শিশুটি উম্মুস-সিবয়ান (ام الصبيان। শিশুদের একপ্রকার ব্যাধি যাহাতে তাহারা আক্রান্ত হইয়া বেহুঁশ হইয়া যায়) হইতে নিরাপদে থাকিবে (মিরকাত, ৮খ., পৃ. ১৫৯-৬০)। নবজাতকের কানে আযান ও ইকামাতের পদ্ধতি হইল, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহাকে উভয় হাতে উঠাইয়া কিবলামুখী হইয়া ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলা। হায়্যা 'আলাস্-সালাহ-এর সময় ডানে ও হায়্যা 'আলাল-ফালাহ্'-এর সময় বামে মুখ ফিরানো উচিত, যেমনটি সালাতের আযানের ক্ষেত্রে হইয়া থাকে (আহ্সানুল-ফাতাওয়া, ২খ., পৃ. ২৭৬)। তবে এই আযানের দ্বারা যেহেতু সালাতের ঘোষণা করা উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সালাতের আযানের ন্যায় সকল শর্তাবলী না পাওয়া গেলেও কোন অসুবিধা হইবে না। কাজেই অনুচ্চ আওয়াজে, মহিলাগণের পক্ষে, কিবলামুখী না হইয়া ইত্যাদি-সবকিছুই জা'ইয হইবে, যদিও প্রথমোক্ত পদ্ধতি উত্তম (ইমদাদু আহকাম, ২খ., পৃ. ৩০)।

আযানের বিনিময় গ্রহণ ঃ মুওয়ায্যিনের গুণাবলীর শিরোনামে এই সম্পর্কে হুকুম উল্লেখ হইয়াছে। আসলে বিষয়টি নির্ভর করে মুওয়ায্যিনের নিয়্যাতের উপর। যদি শুধু পয়সাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ছাওয়াব মোটেই হইবে না, যদিও আযান-ইকামাত সহীহ হইবে। সুতরাং উত্তম হইল, ফযীলাতের আশায়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আযান দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া, আর নিজের জীবিকার তাগিদে প্রয়োজনানুযায়ী বিনিময় গ্রহণ করা (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২৮৩)।

আযানের জবাব ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "চারটি বিষয় অহমিকার পরিচায়ক ১. দাঁড়াইয়া, পেশাব করা, ২. সালাত হইতে পুরাপুরি ফারিগ হওয়ার পূর্বেই কপাল হইতে ময়লা মোছা, ৩. আযান শ্রবণ করিয়াও উহার জবাব না দেওয়া, ৪. আমার আলোচনা শুনিয়াও দুরূদ না পড়া।" এই হাদীছের আলোকে আযানের জবাব দেওয়ার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয় (বাদাই'উস্-সানাই', ১খ., পৃ. ১৫৫)।

আযানের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি হইল ঃ মুওয়ায্যিন যাহা বলিবে তাহা পুনরাবৃত্তি করা। কেননা নবী কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি মুওয়ায্যিন যাহা বলে তাহাই বলিয়া জবাব দেয় তাঁহার অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। সুতরাং মুওয়ায্যিনের বাক্যসমূহের অনুরূপ বাক্যই পুনরাবৃত্তি করা উচিত। তবে শুধু হায়্যা 'আলাস-সালাহ ও হায়্যা 'আলাল-ফালাহ্'-এর স্থলে لاحول ولا قوة الا بالله এবং الصلاة خير من النوم -এর জবাবে বলিবে صدقت وبارت (আপনি সত্য বলিছেন এবং নেককাজ করিয়াছেন) (পূর্বোক্ত, ১খ., ১৫৫)।

আযানের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি ও তাহার ফযীলাত ঃ হযরত 'উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, মুওয়ায্যিন যখন বলে الله اكبر - الله اكبر তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ তাহা শুনিতে পাইয়া যদি সেও অনুরূপ الله اكبر - الله اكبر বলে,

অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে اشهد ان لا اله الا الله তখন সেও বলে اشهد ان لا اله الا الله, অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে اشهد ان محمدا رسول الله তখন সেও বলে اشهد ان محمدا رسول الله, অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে حى على الصلاة তখন সে বলে لاحول ولا قوة الا بالله, অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে حى على الفلاح তখন সে বলে ঃ لاحول ولا قوة الا بالله, অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে ঃ الله اكبر — الله اكبر তখন সেও বলে الله اكبر — الله اكبر, আর তাহার এই উত্তরসমূহ যদি অন্তর হইতে বলে, তাহা হইলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে (মুসলিম, হাদীছ নং ১২, ৩৮৫)।

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল-'আস' (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, তোমরা মুওয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনিলে সে যাহা বলে তোমরাও জবাবে তাহাই বল। অতঃপর আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ কর। কেননা যেই ব্যক্তি আমার প্রতি মাত্র একবার দুরূদ পড়িবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর দরবারে ওসীলার জন্য দু'আ কর। কেননা উহা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা যাহা কেবল আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য হইতে একজনই লাভ করিবে। আমার আশা যে, আমিই হইব সেই বান্দা। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দু'আ করিবে তাহার জন্য আমার শাফা'আতও জরুরী হইয়া যাইবে (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ১১/৩৮৪)।

হযরত সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস' (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি আযান শুনিয়া এই দু'আ পড়িবে ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا.

তাহার গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ১৩ /৩৮৬)।

ওসীলার দু'আ সম্পর্কে হযরত জাবির (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি 'আযান শুনিয়া এই দু'আ বলিবে ঃ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدان الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودان الذى وعدته.

তাহা হইলে কিয়ামতের ময়দানে তাহার জন্য শাফা'আত করা আমার উপর জরুরী হইয়া যাইবে (বুখারী, হাদীছ নং ৬১৪)।

আযান শুরু হইলে শ্রবণকারীর উচিত কথা বন্ধ করিয়া দেওয়া, তখন কু'রআন তিলাওয়াত কিংবা অন্য কোন কাজ শুরু না করা যদি পূর্ব হইতেই তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকিয়া থাকে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া, শুধু মনোযোগ সহকারে আযান শ্রবণ করা ও উহার জবাব দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া (বাদাই'উস্-সা'নাই', ১খ., পৃ. ১৫৫)।

একসাথে একাধিক স্থানে আযান চলাকালে জবাব ঃ একসাথে একাধিক আযান চলাকালে উত্তম হইল, সকল আযানের জবাব দেওয়া। ইহাতে সমস্যা হইলে প্রথম আযানের জবাব দেওয়া উচিত। সেই আযান নিজ মহল্লার হউক অথবা অন্য মহল্লার (আহ'সানুল-ফাতাওয়া, ২খ., পৃ. ২৯২)।

হাত উঠাইয়া আযানের দু'আ ঃ আযানের পরে হাত উঠাইয়া দু'আ করা বর্ণিত নহে। শুধু যবানের দ্বারা দু'আ মাছূরা পড়িয়া নেওয়া উচিত। আর দু'আ মাছূরা হইল, প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়া, অতঃপর দু'আ পড়া, অতঃপর ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا.

(আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, নামায কে মাসায়েল, আযান আওর ইক'আমাত, ২খ., পৃ. ১৬৭; আহ'সানুল-ফাতাওয়া, ২খ., পৃ. ২৯৭-৮; মুসলিম শারীফ, হাদীছ নং ১৩/৩৮৬)।

ইক'আমাতের জবাব ঃ ইক'আমাতের জবাব দেওয়া মুস্তাহ'াব। 'আযানের জবাবের ন্যায়ই ইক'আমাতের জবাব। তবে ইক'আমাতে قد قامت الصلاة-এর জবাবে اقامها الله وادامها (আক'আমাহাল্লাহ ওয়া আদামাহা) বলিতে হয় (শামী, ২খ., পৃ. ৮৭ই)। এই সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ আবূ দাঊদসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে (দ্র. আবূ দাঊদ, সালাত, বাব ৩৮, নং ৫২৮)।

জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব ঃ জুমু'আর দ্বিতীয় আযান যাহা খাতীবকে সম্মুখে রাখিয়া দিতে হয় তাহার জবাব দেওয়া যদিও জাইয; তবে খুত'বা শুরু করিবার পূর্বে জবাব দেওয়া অবশ্যই শেষ করিতে হইবে (ইমদাদুল-আহ'কাম, পৃ. ৪৫)। উক্ত আযানের জবাব মুখে মুখে না দিয়া মনে মনে দিতে হইবে (আহ'সানুল-ফাতাওয়া, ৪খ., ১২৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, ফাতহু'ল-বারী, দারুর রায়্যান লিত্-তুরাছ, কায়রো ১৪০৭/ ১৯৮৬ খৃ., কিতাবুল-আযান, ২খ., পৃ. ৯২-১৩৭; (২) আল-ক'াস্ত'াল্লানী, ইরশাদুস-সারী, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৬ /১৯৯৬, কিতাবুল-আযান, ২খ., পৃ. ২৫০-৭৭; (৩) আয-যুরক'ানী, শারহু'য-যুরক'ানী 'আলা মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, দারু ইহ'য়ায়িত্-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪১৭ /১৯৯৭, কিতাবুল-আযান, ১খ., পৃ. ২১৭-৪৭; (৪) কু'রতু'বী, তাফসীরুল-কু'রতু'বী, তাহ'কীক' 'আবদুর- রাযযাক' আল-মাহদী, দারুল-কিতাব আল-'আরাবী ১৪১৮ /১৯৯৭ ৬খ., ২১৮, সূরা ৫ ঃ ৫৮; (৫) তরজমা আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সপ্তদশ মুদ্রণ ১৩৮৭ /১৯৬৮, সূরা ২২ ঃ ২৭; (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ'য়াইত্-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৪১৩ /১৯৯৩, ৩খ., পৃ. ২৮৪-৬; (৭) মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস্-স'ালিহী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত, ১ম সং ১৪১৪/ ১৯৯৩, ৩খ., পৃ. ৩৫১-৩, ৩৫৭; (৮) আবূ দাঊদ

আস্-সিজিস্তানী, আস্-সুনান, দারুল-কুতুব 'আল- ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা, বি, ২খ., পৃ. ১১৭-৭০; (৯) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ-আত্- ত'াবাক'াতুল-কুবরা, দারু-ইহ'য়াইত্-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৪১৭/১৯৯৬, ১খ., পৃ. ১১৯-২০; (১০) খালিদ সায়ফুল্লাহ্ রাহ'মানী, নাদওয়া এজেন্সি, হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া ১৪০৯/ ১৯৮৮, পৃ. ২৫১-৬০; (১১) ইমাম ওয়াহিদী আন্-নীসাপুরী, 'আসবাবুন্-নুযূল., তাহকীক'-খায়রী সা'ঈদী, মাকতাবা তাওফীকিয়্যা, কায়রো, তা, বি, পৃ. ১৫৬-৭; সূরা ৫ ঃ ৫৮; (১২) 'আলী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, তা, বি, ১খ., পৃ. ৮৭; (১৩) মাওসূ'আতুল-ফিক'হিল-ইসলামী, মাওসূ'আ জামাল 'আবদুন-নাসি'র আল-ফিক'হিয়্যা, আল-মাজলিসুল আলা লিশশুউন আল-ইসলামিয়্যা, মিসর , তা, বি, ৪খ., পৃ. ১৮৭-২২০; (১৪) ইবনুল-হুমাম, ফাতহু'ল- কা'দীর, তাখরীজ ও তা'লীক' শায়খ 'আবদুর-রাযযাক' গা'লিব আল-মাহদী, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া ১৪২১/২০০০, ১খ., পৃ. ২৪৩; (১৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীছ নং ৬০৯; (১৬) মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কু'শায়রী, আস্-সাহীহ্, কিতাবুস সা'লাত, হাদীছ নং ১৪ (৩৮৭); (১৭) আবূ 'ঈসা আত্-তিরমিযী, আল-জামি', হাদীছ নং ২০৬; (১৮) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল- কু'রআনিল- 'আজীম, দারুল জীল, বৈরূত, তা, বি, সূরা ৪১ ঃ ৩৩; ৪খ., পৃ. ১০২; (১৯) ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, আল-মুওয়াত্তা, হাদীছ নং ১৪৬; (২০) 'আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযুল, 'উম্মাল, মুয়াস্সাসাতুর- রিসালাহ, বৈরূত ১৪১৩/১৯৯৩, ৭খ.; (২১) হা'কিম নীশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১খ., পৃ. ২০৫; (২২) আল-কাসানী, বাদাউস্-সা'নাই, মাকতাবা হাবীবিয়্যা, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা, বি, ১খ., পৃ.১৪৬-৫৬; (২৩) শাফীকু'র-রাহমান নাদাবী, আল-ফিকাহুল-মুয়াস্সার, মাকতাবুন্নাদওয়া, চট্টগ্রাম, ৫ম সং, ১৪১৬/১৯৯৬, পৃ. ৬৯; (২৪) তা'হির ইব্‌ন 'আবদির রাশীদ আল-বুখারী, খুলাস'াতুল-ফাতাওয়া, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা, বি, ১খ., পৃ. ৪৮-৫০; (২৫) মুল্লা 'আলী কা'রী, মিরকা'তুল- মাফাতীহ শারহুল মিশকাতিল মাসাবীহ, তা, বি, ৮খ., পৃ. ১৫৯-৬০, (২৬) মুফতী রাশীদ আহ'মাদ, আহ'সানুল ফাতাওয়া, যাকারিয়া বুক ডিপু. দেওবন্দ, ইন্ডিয়া ১৯৯৪ খৃ, ২খ., পৃ. ২৭৫-৯৭; (২৭) জাফর আহমাদ 'উছমানী, ইমদাদুল-আহ'কাম, যাকারিয়া বুক ডিপু, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, তা, বি, ২খ., পৃ. ৩০-৪৯; (২৮) মুহাম্মাদ য়ূসুফ লুধয়ানবী, আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল., না'ঈমীয়া বুক ডিপু, দেওবন্দ ১৪১৪/১৯৯৩, ২খ., পৃ. ১৫৬-৭৩; (২৯) মুফতী 'আযীযুর-রাহ'মান 'উছমানী, ফাতাওয়া দারুল উলূম, যাকারিয়া বুক ডিপু, দেওবন্দ, তা, বি, ২খ., পৃ. ৮৩-১৩০; (৩০) 'ইব্‌ন 'আবিদীন, রাদ্দুল-মুহ'তার 'আলাদ-দুররিল মুখতার (শামী), মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা, বি, ২খ., পৃ. ৫৮-৮৮; (৩১) শায়খী যাদা আল-হা'নাফী, মাজমা'উল আনহুর, শারহু মুলতাকা'ল- আবহুর, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৯/১৯৯৮, ১খ., পৃ. ১১৩-৮; (৩২) শাওকানী, নায়লুল-আওতা'র, দারুল কালাম, বৈরূত, তা, বি, ২খ., পৃ. ৩১-৫৯; (৩৩) আয়নী, 'উমদাতুল-ক'ারী, দারু ত'হ'ইয়ায়িত্ তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা, বি, ৫খ., পৃ.১০২-১৪৯; (৩৪) তাহতাবী, হাশিয়াতুত্ তাহতাবী 'আলা মারাকি'ল-ফালাহ্, মাকতাবা আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, তা, বি, পৃ. ১০৩-১১০; (৩৫) 'আবদুল- হা'মীদ মাহ'মূদ তাহমায, আল-ফিক'হুল-হা'নাফী ফী ছাওবিহিল-জাদীদ, দারুল কালাম দামিশ্‌ক ১৪১৯/১৯৯৮, ১খ., পৃ.১৮৯-৯৫; (৩৬) ইব্‌ন রুশদ আল-কু'রতু'বী, বিদায়াতুল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল-মুক'তাসিদ, দারু ইব্‌ন হাযম, বৈরূত ১৪১৬/ ১৯৯৫, ১খ., পৃ.২০৫-১৪; (৩৭) ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুর রিয়াদ, রিয়াদ তা, বি, ১খ., পৃ. ৪০২-৩১; (৩৮) আল-ফাতাওয়া আল-'আলামগীরিয়্যা, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান ১৪০৩/ ১৯৮৩, ১খ., পৃ. ৫৩-৭; (৩৯) আশরাফ 'আলী থানবী, ইমদাদুল-ফাতাওয়া, সম্পা. মুফতী শফী, মাকতাবা দারুল-উলুম, করাচী, তা, বি, ১খ., পৃ.২০৪-২৩; (৪০) মুফতী কিফায়াতুল্লাহ্, কিফায়াতুল-মুফতী, মাকতাবা হা'ক্কানিয়া, মুলতান-পাকিস্তান, ৩খ., ৬-২১; (৪১) ইব্‌ন আবী শায়বা, আল-কিতাবুল-মুস'ান্নাফ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৬/১৯৯৫, ১খ., পৃ.১৮৫-২০৭; (৪২) হা'কিম নীশাপুরী, আল-মুসতাদরাক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১১/১৯৯০, ১খ., পৃ. ৩১২-৫; (৪৩) শাব্বীর আহ'মাদ 'উছমানী, ফাতহু'ল মুলহিম শারহু সাহীহ মুসলিম, মাকতাবা রাশীদিয়া, করাচী, তা, বি, ১খ., পৃ. ১-১৬; (৪৪) ইব্‌ন নুজায়ম আল-মিসরী, আল-বাহ'রুর-রাইক' শারহ' কানযিদ-দাক'াইক', মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, ১৪১৯/১৯৯৮, ১খ., ৪৪২-৬১; (৪৫) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল-মা'আরিফ, করাচী ১৪১১/১৯৯০, ৮খ., ৪৪০, সূরা ৬২ ঃ ৯-এর তাফসীর দ্র.; (৪৬) ইব্‌ন মাজা, সুনান।

নূর মুহাম্মদ

আযান গাছী (اذان گاچھی) ঃ মাওলানা (র), প্রকৃত নাম অজ্ঞাত, কাহারও মতে আবদুল-ওয়াদুদ; হুগলী জেলার রূপনারায়ণ নদীর তীরে আযান গাছী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, গাছে উঠিয়া এক ব্যক্তি আযান দিয়াছিলেন এবং সেই আযানের শব্দ যতদূর গিয়াছিল সেই স্থানের নাম আযান গাছী হইয়াছে। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে একজন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া প্রথমে হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে ও পরে আযান গাছী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশেরই রাকীবুদ্দীন আহমাদ ফাকিরী তাঁহার পিতা। গ্রামের নামেই তিনি পরিচিত। দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) তাঁহার সপ্তত্রিংশতি পূর্বপুরুষ; শায়খ আহ'মাদ সিরহিন্দী (র) তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ 'আবদুস-সা'মাদ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তাঁহার পিতা জমিদার ছিলেন। পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে অতি আদর-যত্নে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হইয়া তিনি ইসলামী বিষয়সমূহ, 'আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। মাদ্‌রাসার শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মেদিনীপুরের পেয়ারডাঙ্গার মাওলানা খুদা বাখ্‌শ (র)-এর নিকট বাতিনী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য গমন করেন এবং

দুই বৎসর তাঁহার খিদমতে অবস্থান করেন। অতঃপর পীরের নির্দেশে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁহারা এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র এই সকল কিছুই তাঁহাকে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। সকল কিছুর মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি আরও জাহিরী ও বাতিনী 'ইল্ম লাভ করার উদ্দেশে দেশ ভ্রমণে বাহির হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ২৫ বৎসর। এই সফরে তিনি তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ 'আলিম ও সূফী-দরবেশের সাহচর্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়ঃ (১) হ'াজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র), (২) শাহ ফাদ'লুর-রাহ'মান গঞ্জ মুরাদাবাদী (র), (৩) শায়খ সূফী সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ গাযী (র), প্রথমজন তাঁহাকে খিলাফাত প্রদান করিয়াছেন বলিয়া একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহার এই সফরের এক পর্যায়ে তিনি মক্কা শারীফ ও মদীনা শারীফও গমন করিয়াছিলেন এবং হজ্জ সমাপনের পর মক্কা শারীফে বেশ কিছু কাল অবস্থান করিয়া মাওলানা দীন মুহাম্মাদ (র)-এর নিকট মুজাদ্দিদিয়্যা তারীকার ফায়য হাসিল করেন। অতঃপর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু সংসার জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ আর তাঁহার ছিল না। তিনি লোকালয় হইতে দূরে বনে-জঙ্গলে অবস্থান করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কথিত আছে, তিনি এই সময় সাওম পালন করিয়া দিনান্তে শুধু গাছের পাতা ও পানি দ্বারা ইফতার করিতেন।

মাওলানা আযানগাছী আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়সে পুনরায় লোকালয়ে আগমন করিয়া প্রথমে কলিকাতার মির্জাপুরস্থিত চুলিয়ার মসজিদে ও পরে মানিকতলা খালের পূর্বপারে বাগমারী রোডে একটি খড়ের ঘরে বাস করিতে থাকেন এবং হিদায়াতের গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশে তিনি 'হাক্কানী আন্জুমান' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও কায়েম করেন। তাঁহার অবিরাম প্রচেষ্টায় বহু লোকহিদায়াত প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতি রবিবার সকালে কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করিতেন। সাধারণ লোক ব্যতীত বিজ্ঞ 'আলিমগণও এই মাহফিলে শরীক হইতেন। তিনি কু'রআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করিতেন যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন। জটিল মাসআলা অতি সহজভাবে ব্যক্ত করিতেন, যাহা তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল।

তিনি ছিলেন মানবদরদী। উপস্থিত সকলের সহিত তাঁহার ব্যবহার ভ্রাতৃত্বসুলভ ছিল। অমুসলিমরাও তাঁহার নিকট দু'আর জন্য আগমন করিত। সকল সৃষ্টি ও সকল মানুষের জন্য দু'আর একটি সহজ পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করিতেন; তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন উরস-ই কুল অর্থাৎ সকলের জন্য দু'আ। ফাতিহা' ইখ্লাস ও মুআওয়াযাতায়ন (ফালাক ও নাস) এই চারটি সূরাসহ বিশেষ একটি দরূদ পাঠান্তে সকলের মঙ্গলের জন্য এই বলিয়া মুনাজাত করা, "ইলাহী! রাহমাত যিয়াদা কার তামাম আলাম পার (হে প্রভু! সকল বিশ্বের প্রতি রাহমাত বৃদ্ধি কর...)।" মুনাজাত শেষে আবেগভরা কণ্ঠে তিনি উর্দূ কবি আলিমীর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিতেনঃ

اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
سامان سو برس کا ہے، کل کی خبر نہیں

'কোন মানুষই তাহার মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত নহে; শত বৎসরের আয়োজনে সে লিপ্ত, কিন্তু আগামকল্যের খবর রাখে না।'

তিনি অতি সরল সহজ জীবন যাপন করিতেন। প্রায়ই তিনি একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন, কখনও কখনও ইহ'রাম (দ্র.)-এর বস্ত্রও পরিধান করিতেন। অগ্নি দ্বারা রন্ধনবিহীন অতি অল্প খাদ্য ও সামান্য ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। নিষিদ্ধ ৫ দিন ব্যতীত বৎসরের অন্য সকল দিন সাওম পালন করিতেন। মুরীদ ও ভক্তদের নিকট হইতে হাদ্য়া-তুহফা বা নযর-নিয়ায গ্রহণ করিতেন না, এমনকি কাহাকেও কদমবুসী করিতেও তিনি অনুমতি দিতেন না। তিনি বলিতেন, ত'রীকা'তপন্থীর তিনটি গুণ থাকা অপরিহার্য ঃ কম খাওয়া, কম ঘুমান ও কম কথা বলা।

তাঁহার একমাত্র পুত্র জাফারুয-যামানকে তিনি তাঁহার নিকট আনাইয়া শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু পুত্রকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান নাই। তিনি বলিতেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে আমার পরিচালিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য আমার মুরীদগণ আমার পরে তাহাদের নেতা নির্বাচিত করিয়া লইবেন। তাঁহার ইনতিকালের পর মুরীদগণের সম্মতিক্রমে সূফী মুআযযিন সাহেব তাঁহার খলীফা নিযুক্ত হন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাওলানা আযান গাছী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সুন্নাত মুতাবিক জীবন পরিচালনা করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি ২০ শা'বান, ১৩৫১/১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ তারিখ রোজ সোমবার তাঁহার নিজস্ব খানকায় ইন্তিকাল করেন এবং তথায় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হাক্কানী আন্জুমান-এর শাখাসমূহ দেশে-বিদেশে নানা এলাকায় তাঁহারই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। তাঁহার বহু কারামাতের কথা তাঁহার জীবনী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাগমারীতে প্রতি বৎসর পৌষ মাসের প্রথম শুক্রবার হইতে ১০দিন ব্যাপী তাঁহার উরস অনুষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহার মুরীদ ও ভক্তগণ দূর-দূরান্ত হইতে সেইখানে গমন করেন এবং তাঁহার শিক্ষা অনুশীলন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা মুহাম্মাদ ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী ১৩৮৯/১৯৬৯, পৃ. ৬৯-৭১; (২) মুহাম্মদ আবেদ, হজরত মাওলানা আজান গাছী, ঢাকা ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৪২-৮৬, ৬৯-৯০, ১০১-০৫, ১৭৭-৮২।

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

'আযাফী, বানূল (بنو العزفى) ঃ সিউটা বা সাবতা-এর (দ্র.) মধ্যযুগীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট পরিবার, সিউটার জনৈক ফাকী'হ আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ ইব্ন আল-কা'দী আবী 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-লাখমী হইতে উদ্ভূত, যাঁহার পূর্বপুরুষ মুহ'াম্মাদ আল-লাখমী, ইব্ন আবী 'আযাফা নামে পরিচিত ছিলেন, যাহা হইতে বংশের নাম হইয়াছে 'আযাফী। ৮ম/১৪শ শতকের কোন কোন সাবতীয়ের মতে 'আযাফীগণ মাজ্কাসা বারবারগণ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অপেক্ষাকৃত

আধুনিক কালের একটি যুক্তিসঙ্গত ধারণা হইতেছে এই যে, এই পরিবারটি আদিতে আন্দালুসীয় ছিল।

আবুল-'আব্বাস-এর জন্ম ১৭ রামাদান, ৫৫৭/৩০ আগস্ট, ১১৬২ এবং মৃত্যু ৭ রামাদান, ৬৩৩/১৬ মে, ১২৩৬। সকল সূত্র হইতেই জানা যায়, তিনি অতি ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং সমগ্র কর্মজীবন ব্যাপিয়া তিনি সিউটার বড় মসজিদে হাদীছ ও ফিক্হ শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই মাগরিবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম অনুষ্ঠান মাওলিদ (বা মুলুদ বা মিলুদ) প্রচলিত হয় এবং তাঁহার সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই পরে তাঁহার পুত্র আবুল-কাসিম এই মাওলিদকে বিরাট আকারে জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে প্রচলিত করেন। মৃত্যুকালে আবুল-'আব্বাস তাঁহার কিতাবুদ-দুররিল-মুনাজ্জাম ফী মাওলিদিন-নাবিল -মু'আজ্জাম রচনাতে রত ছিলেন এবং সম্ভবত রচনা প্রায় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই কিতাবখানি রচনার পিছনে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অনৈসলামী অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করা এবং মাওলিদকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করা। দুর্ গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায়; F, de la Granja সেইখানি সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করিয়াছেন (দ্র. আল-আন্দালুস, ৩৪ খ., ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১-৫৩)। কেহ কেহ সেইখানিকে আবুল-কাসিম-এর রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত ইতোপূর্বে সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিতে সংযোজন ও সংশোধন করিয়া থাকিবেন। আবুল-'আব্বাস 'দিআমাতুল-য়াকীন ফী যাআমাতিল-মুত্তাকীন' নামক একখানি গ্রন্থেরও রচয়িতা। ১২৩৬ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর সময়কালের মধ্যে তিনি ও তাঁহাদের পরিবার অবশ্যই সিউটাতে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া থাকিবেন। কেননা ৩য় ফার্ডিনান্ড-এর নিকটে সেভিলের পতন ঘটিবার (১২৪৮ খৃ. শেষভাগে) অল্পদিন আগে সেই শহরের অন্যতম বিখ্যাত পরিবার বানূ খালদূন সেই দুর্যোগের বিষয়টি অনুমান করেন এবং সেখান হইতে সিউটাতে চলিয়া যান। সেইখানে তাঁহারা 'আল-'আযাফী' পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন।

প্রথম দাওলা ঃ আবুল-'আব্বাস-এর মৃত্যুর পরে তের বৎসর যাবত 'আযাফী পরিবারের ইতিহাস জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের জন্মভূমি সিউটার ইতিহাস ছিল ঘটনামুখর। উহা ছিল আল-মুওয়াহ্হিদগণের পতনের কাল মুসলিম পাশ্চাত্য অঞ্চলে হাফসীগণের হস্তক্ষেপের ও স্পেনে খৃষ্টান শক্তির বিজয়ের কাল, যাহার ফলে কর্ডোভা ও সেভিল মুসলমানদের অধিকারচ্যুত হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ভ্যালেনসিয়া, মুরসিয়া, জায়েন ও জাতিভাও। ১২৪৩ খৃ. সিউটার গভর্নর জনৈক আবূ 'আলী ইব্ন খালাস আল-মুওয়াহ্হিদ খলীফার আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং তাহার অল্পকাল পরেই হাফসীয় আবূ যাকারিয়্যার আধিপত্য মানিয়া নেন। ইব্ন খালাস'-এর মৃত্যুর পরে (সেই সময় সেভিলের পতন ঘটিয়াছিল) সিউটাবাসিগণ আর তাঁহার উত্তরাধিকারী ইব্ন শাহীদকে সহ্য করিবার মত মানসিক অবস্থাতে ছিল না। এই ইব্ন শাহীদ ছিলেন আবূ যাকারিয়্যার এক অযোগ্য চাচাতো ভাই। সেভিলের বিপর্যয় তাহাদের মধ্যে নিদারুণ চাঞ্চল্য ও তৎপরতার সৃষ্টি করে। তাহাদের জাহাজগুলি গুয়াদালকুইভারে যুদ্ধ করে, আর তাহাদের পোতাশ্রয়গুলিতে সেভিল হইতে আগত বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ করে। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন সকলের ঘৃণ্য কাইদ শাক্কাফ যিনি প্রকৃতপক্ষে নিজ হাতে সেভিলের চাবি রাজা ফার্ডিনান্ড-এর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। হাফসী শাসনের আরও একটি দিক ছিল যাহার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা জোরালো প্রতিবাদ করিয়াছিল, ইহা ছিল শুল্ক কর্মকর্তা ইব্ন আবী খালিদ-এর অত্যধিক করারোপ। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আবূ যাকারিয়্যার মৃত্যু সংবাদ সিউটায় পৌঁছায় (২১ রাজাব, ৬৪৭/নভেম্বর ১২৪৯ বা অধিকতর সম্ভাব্য তারিখ ২৭ রামাদান, ৬৪৭/৩ জানুয়ারী, ১২৫০)। ইহা ছিল জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্কেত। সিউটার কাইদুল-বাহ্র আবুল-'আব্বাস হাজ্বুন আর্-রানদাহী সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আবুল-কাসিম আল-আযাফী-র নিকট গমন করেন এবং রাজশক্তিকে উৎখাত করিবার বিষয়ে তাঁহার সম্মতি আদায় করেন। স্থির হয়, পরিকল্পনা সফল হইলে তিনিই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। সেই পরিকল্পনা আর্-রান্দাহী বাস্তবায়িত করেন এবং শাক্কাফ ও ইব্ন আবী খালিদ-এর শিরশ্ছেদ করা হয়। তবে শেষোক্ত ব্যক্তিদের হত্যা আবুল-কাসিম চাহেন নাই। ইব্ন শাহীদকে দেশান্তরে পাঠান হয় এবং আযাফীগণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিয়া আল-মুওয়াহ্হিদ খালীফা আল-মুরতাদার প্রতি (শাসনকাল ৬৪৬-৬৫/১২৪৮-৬৬) আনুগত্য প্রকাশ করেন। খলীফাও যথাসময়ে সেখানে একজন গভর্নর নিয়োগ করেন। আল-মুওয়াহ্হিদ গর্ভনর সিউটাতে মাত্র কয়েক মাস অতিবাহিত করিবার পরে আবুল-কাসিম তাঁহাকে বহিষ্কৃত করেন এবং খলীফার নিকটে অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। খলীফা তাহা গ্রহণ করেন।

অতঃপর কি ব্যবস্থা করা হয় তাহা অজ্ঞাত। আমরা শুধু জানিতে পারি, ৬৫৪/১২৫৬-৭ সালে 'আযাফীগণ সিউটার সর্বময় শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। আবুল-কাসিম সেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট দৃঢ়তা ও জনকল্যাণমূলক মনোভাব লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। যাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তাহা হইল, কার্যত নিজের স্বায়ত্তশাসন থাকা সত্ত্বেও তিনি আল-মুরতাদার টলটলায়মান সিংহাসনের প্রতি অনুগত থাকেন ও প্রয়োজনবোধে তাঁহার স্বার্থ রক্ষার প্রতিও মনোযোগী হন।

আবুল-কাসিম তাঁহার জীবনের সাফল্যের দিনে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তি বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, অথচ তাঁহার জীবন ও শাসন সম্বন্ধে সঠিক তথ্যাবলী মাত্র বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। ফলে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায় তাহার অধিকাংশই তাঁহার নির্ধারণযোগ্য নীতি হইতে আহৃত। তিনি ৬০৬/১২০৯-১০ ও ৬০৯/১২১২-১৩ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষমতায় আরোহণ করিবার কালে তাঁহার বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি এবং মনে হয়, বয়সোপযোগী চিন্তার পূর্ণতা ও পরিপক্বতা তাঁহার ছিল। তিনি যে কোনরূপ আকস্মিক মানসিক প্রবণতাকে রোধ করিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল সিউটাকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী স্থানরূপে গড়িয়া তোলা, কিন্তু সময় তাঁহার অনুকূলে ছিল না। সেই সময় সিউটা ক্রমবর্ধমান খৃষ্টান শক্তি ক্যাস্টিলের প্রধান সামরিক লক্ষ্যস্থল ছিল, আবার মরক্কোর নিয়ন্ত্রণাকাঙ্ক্ষী মারীনীদেরও ইহা লক্ষ্যস্থলে পরিগণিত হইয়াছিল। অতএব তিনি সিউটার সামরিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং স্পষ্টতই ক্যাস্টিলের সঙ্গে পরপর দুইবার দুই বৎসরকালীন (১২৫১-৫) অতি

সুবিধাজনক প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি দ্বারা লাভবান হন। পূর্ব হইতেই সিউটার বহু ব্যাপক ভূমধ্যসাগর জোড়া বাণিজ্য ছিল, বিশেষ করিয়া বারসেলোনা, জেনোয়া ও মার্সাইলের সঙ্গে ইহার বড় রকমের বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। তাহা স্থিতিশীল, সংরক্ষণ এবং আরও বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে আবুল-কাসিম চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রায় বারো বৎসরের মধ্যে সিউটা সত্যিকারের নৌশক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করিতে সক্ষম হয় বলিয়া মনে হয়। ৬৫৯/১২৬১ সালে তাহার প্রথম বাস্তব পরীক্ষার সময় আসে, যখন নাস্রীয় সিউটার সমৃদ্ধি দেখিয়া গ্রানাডার ইবনুল-আহ্মার প্রলুব্ধ হন এবং সেখানে নৌ অভিযান করেন। সেই আক্রমণ গ্রানাডার জন্য বিপর্যয়স্বরূপ হইয়াছিল। আবুল-কাসিম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি পাশ্চাত্যে ইসলামের বিপদ সম্বন্ধে অতি সতর্ক অবস্থায় ছিলেন এবং সেইরূপ শক্তির মুকাবিলা করিবার জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তদ্রূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতেন। ৬৬২/১২৬৩-৪ সালে মারীনীগণ যখন স্পেনে সর্বপ্রথম জিহাদ করেন তখন তিনিও তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। উহার ঠিক পরবর্তী বৎসরগুলিতে দেখা যায়, তিনি সিউটা ও আটলান্টিক উপকূলীয় এলাকার মধ্যে স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। তাহাতে তিনি সাফল্যও লাভ করেন এবং তাহা করিতে যাইয়া দুর্বল ও বিভক্ত তানজিয়ারকে তিনি স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে লইয়া আসেন (৬৬৫/১২৬৬-৭)। অতঃপর ১২৭৪ খৃ. শেষদিকে বা ১২৭৫ খৃ. প্রথম দিকে আপাতত তিনি মারীনী আবূ য়ূসুফ-এর নিকটে নিজের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বিসর্জন দিতেছেন মনে হয়। বস্তুত অত্যন্ত কৌশলে তিনি ইসলামের বড় শত্রু আরাগণের সঙ্গে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি হইতে আবূ য়ূসুফকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। মারীনীদেরকে বাৎসরিক উপঢৌকন প্রদান করিয়া উহার বিনিময়ে তিনি স্বাধীনতা নিশ্চিত করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর স্পেনে জিহাদ করিবার জন্য তিনি শাসকের সঙ্গে যোগদান করেন, কারণ এই বিষয়ে তাঁহাদের উভয়ের লক্ষ্য একই ছিল। আবুল-কাসিম ১৩ যু'ল-হি'জ্জা, ৬৭৭/২৭ এপ্রিল, ১২৭৯ সালে যখন মারা যান তখন সিউটা সমৃদ্ধ এবং নৌশক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজ্য।

আবুল-কাসিম-এর পরে তাঁহার পুত্র আবূ হ'াতিম আহ্মাদ ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন আত্মভোলা ধরনের মানুষ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবূ তালিব 'আবদুল্লাহর উপর সিউটার শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তৃতীয় আর এক ভ্রাতা আবূ মুহাম্মাদ কাসিম সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। তবে তিনি সম্ভবত একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। কেননা দেখা যায়, ১২৮৫ খৃ. স্পেনে তিনি একটি সিউটীয় অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। আবূ তালিব মারীনীগণের সঙ্গে তাঁহার যে সহযোগিতামূলক নীতি ছিল উহা আরও বেশী করিয়া অনুসরণ করেন। তিনি 'আযাফীগণের এলাকাধীন সকল ভূভাগ মারীনীগণেরই বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার পিতা যতটুকু রাজনৈতিক জাঁকজমক ভোগ করিতেন তাহাও ত্যাগ করেন। তিনি তৎপরতার সঙ্গে জিহাদে যোগদান করেন এবং ১২৭৯ খৃ. জুলাই মাসে আলজেসিরাস (Algeciras) মুক্ত করেন। অতঃপর ১০ম আলফনসো মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ করিলে তাঁহার 'আযাফী রণতরীসমূহই মারীনী নৌবহরের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া আশ্চর্য বীরত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে ক্যাসটিলীয় নৌবহরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া দেয়। কিন্তু ক্রমেই শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের নিশ্চয়তা, বিশেষ করিয়া আরাগণের রাজার সঙ্গে বাণিজ্য জিহাদের অনিশ্চয়তা অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিতে থাকে। ১২৯০ খৃ. দিকে স্পেনে মারীনী পরাজয়সমূহ ও মাগরিবের দেশসমূহে তাহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি দ্বারা আযাফীগণ উৎসাহিত হন এবং প্রথমে ফেযকে তাহাদের দেয় কর প্রদান হইতে বিরত থাকেন। অতঃপর ১৩০৪ তাহারা সুলতান আবূ য়া'কূব-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যিনি আরাগনী নৌ-সহায়তা ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা বাস্তবায়িত করিতে অপারগ ছিলেন। কিন্তু 'আযাফী স্বাধীনতা ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১৩০৫ খৃ. মে মাসে নাসরী বাহিনী জনৈক সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ লইয়া সিউটা অবরোধ করে। আযাফী রাজপরিবারের সকল সদস্যকে গ্রানাডাতে অপসারিত করা হয়। সেখানে ৩য় মুহাম্মাদ-এর রাজকীয় আতিথেয়তায় তাহারা তাঁহার সিংহাসন চ্যুতির পূর্ব পর্যন্ত সসম্মানে অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় দাওলা ঃ ১৩০৯ খৃ. জুলাই মাসে এক অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের পরে নাসরী সিউটা মারীনী আবুর-রাবী-র নিকট আত্মসমর্পণ করে। তাঁহারা তখন আযাফী বংশীয়গণকে স্পেন হইতে আসিয়া ফেয-এ বসবাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সেখানে আবূ তালিব-এর এক পুত্র ইয়াহ্ইয়া স্থানীয় শাহযাদা আবূ সাঈদ উছমান-এর সহৃদয়তা লাভ করেন। এই শাহযাদাই সুলতান আবুর-রাবী-র মৃত্যুর পরে (নভেম্বর ১৩১০) সিংহাসন লাভ করেন। ৭১০/১৩১০-১১ সালে ইয়াহ্ইয়াকে সিউটার গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়, তিনি তখন পরিবারবর্গসহ নিজ শহরের প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ভ্রাতা আবূ যায়দ 'আবদুর-রাহ'মান ও আবুল হ'াসান 'আলীকে যথাক্রমে কাইদুল-বাহ্র ও নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণ কারখানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। সুলতানের বিদ্রোহী পুত্র আবূ 'আলীর সামরিক সাফল্যের ফলে (১৩১৪ খৃ. শেষভাগ) তাঁহাদেরকে পুনরায় ফেয-এ ডাকিয়া পাঠান হয় এবং তথায় অবস্থান কালে বৃদ্ধ আবূ ত'ালিব মারা যান। ৭১৫/১৩১৫ সালে য়াহ্'য়া পুনরায় সুলতান আবূ সা'ঈদ-এর গভর্নররূপে সিউটাতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আনুগত্যের নিশ্চয়তাস্বরূপ নিজ পুত্র মুহ'াম্মাদকে প্রতিভূ হিসাবে ফেয-এ রাখিয়া আসেন; তবে পরিবারের বাকী সকলকে তিনি সিউটাতে লইয়া আসেন; ইহার অল্পকাল পরেই আবূ হ'াতিম মারা যান এবং সেই সময়ে তাঁহার অন্তত এক পুত্র ইব্রাহীম জীবিত ছিলেন।

সিউটাতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া য়াহ'য়ায়া স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজের অধীনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক পরিষদ বা শূরা গঠন করেন এবং জনৈক মারীনী বাহ্যিক দাবিদারের সহায়তায় নিজ পুত্রকে ফিরাইয়া আনা এবং সিউটার স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা ও তাহা রক্ষা করা, এই উভয়টিতেই সক্ষম হন। ৭১৯/১৩১৯ সালে তিনি সুলতান আবূ সা'ঈদ-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং মারীনী গভর্নর হিসাবেই তাঁহাকে বার্ষিক কর পাঠাইতে স্বীকৃত হন। এইরূপ করিবার পিছনে তাঁহার যে মনোভাব কাজ করিয়াছিল তাহা সম্ভবত সিউটাতে হু'সায়নী বংশীয় জনৈক শারীফের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা অর্জন যাঁহার বিষয়ে তিনি ক্রমেই অধিকতর সন্দিহান হইয়া

উঠিতেছিলেন। উক্ত শারীফ তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করিতেন এবং সেই সঙ্গে আবার সুলতান আবূ সা'ঈদও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। ৭২২/১৩২২-২৩ সালে বা উহার কিছু পরে ইয়াহ্ইয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার অযোগ্য পুত্র আবুল-ক'াসিম মুহ'াম্মাদ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই নৌবাহিনী প্রধান (কাইদুল-আসাতীল) মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলীর অভিভাবকত্বাধীনে সিউটা শাসন করিতে থাকেন। যে পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত 'আযাফী বংশের পতন ঘটে তাহা এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। আমরা শুধু এতটুকু জানিতে পারি, তাঁহার কর্তৃত্বের পতন ঘটে। আবূ সা'ঈদ সসৈন্য সিউটাতে অভিযান পরিচালনা করেন (৭২৭/১৩২৭-৮) এবং অননুগত দরবার প্রধানগণ আযাফীগণকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করেন। আযাফীগণের পতনের কারণ অত্যন্ত জটিল, কিন্তু তাঁহাদের শত্রু হুসায়নী শারীফ আবুল-'আব্বাস আহ'মাদ শীঘ্রই সিউটার শূরার প্রধানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনিই যে তাঁহাদের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী তাহা মনে না করা কঠিন।

পরিস্থিতিগত কারণ হইতে মনে হয়, 'আযাফীগণের সকলকেই ফেয-এ লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁহাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করা হয়— অনেকটা নজরবন্দী অবস্থায়। কিন্তু মারীনী শাসকগণ এই পরিবারের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নাই এবং বাস্তবিক মুহ'াম্মাদ ইব্ন আলী পুনরায় আবুল-হ'াসানের নৌবাহিনীর আমিরুল-বাহ্ররূপে নিযুক্ত হন। ১৩৪০ খৃ. তাঁহার পরিচালনাধীনে সেই নৌবাহিনী আলজেসিরাস-এর অদূরে খৃস্টান ক্যাস্টাইলী নৌবাহিনীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। দশ বৎসর পরে চেলিফ সমভূমিতে 'আবদুল-ওয়াদ বংশীয়গণের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন তিনি রণক্ষেত্রে নিহত হন তখনও তিনি আমীরুল-বাহ্'র পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J.D. Latham, The rise of the Azafids of Ceuta, S.M. Stern স্মরণিকা গ্রন্থে প্রকাশিত (Israel Oriental Studies, ২ খ., ১৯৭২ খৃ., ২৬৩-৮৭); (২) ঐ লেখক, The later Azafids, Melanges Le Tourneau-তে প্রকাশিত), Rev. de 1 Occident musulman et de la Mediterranee, ১৫-১৬, ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ১০৯-২৫) (উহার ১২৫ পৃষ্ঠাতে আবূ যায়দ আবদুর-রাহমান-এর মৃত্যু তারিখ এখন বংশ-তালিকাতে দেওয়া যায়ঃ ৭১৭/১৩১৭); (৩) এম. হাবিব হিলা, Quelques lettres de la ehancellerie de Ceuta au temps des Azafides, Actas ii coloquio hispano tunecino-তে প্রকাশিত, মুদ্রিত ১৯৭২ কৃ., পৃ. ৪২-৭।

J.D. Latham (E.I.[2] Suppl.) হুমায়ুন খান

'আযা'ব (عذاب) ঃ 'আল্লাহ্ বা শাসকপ্রদত্ত কোন যন্ত্রণা, কষ্ট (দৈহিক বা মানসিক) ক্লেশ, এক কথায় দণ্ড (উকূবা عقوبة)। ইহাতে দণ্ড প্রদানকারীর পক্ষে তাহার ক্ষমতার প্রয়োগ যেমন সূচিত হয়, তদ্রূপ ন্যায়বিচারের প্রতি তাহার আকর্ষণও পরিলক্ষিত হয়। কু'রআনে আল্লাহ্র বিচারের কথা পুনপুন উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তি বিশেষ ও সমগ্র জাতির উপর ইহলোক ও পরলোক ও উভয় জীবনেই প্রযোজ্য। প্রধানত আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, নবীদের প্রতি অবিশ্বাস ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে 'আযাব-এর কথা কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে (যথা আদ, ফিরআওন, লূত, নূহ ও ছামূদ কাওম প্রভৃতির পরিণামের বিবরণ দ্র.)। পরকালের শাস্তি কবরেই আরম্ভ হয় (আযাবুল-কাব্র; এ বিষয়ে জাহান্নাম এবং মুনকার ও নাকীর দ্র.)।

শারী'আতে শাস্তি চারি প্রকার ঃ (১) কিসাস অর্থাৎ মানবদেহ ও প্রাণের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য অনুরূপ দৈহিক শাস্তি। এই নীতি অনুযায়ী অপরাধীকে নিহত, আহত বা অঙ্গহীন করা যাইতে পারে (কিসাস দ্র.)। (২) দিয়াত বা দিয়া অর্থাৎ রক্তপাত বা অঙ্গহানির পরিবর্তে অর্থদণ্ড। বাদী কিসাসের অধিকার ত্যাগ করিলে কিংবা কিসাস গ্রহণ অসম্ভব হইলে বা উহার অনুমতি প্রদত্ত না হইলে (দিয়া দ্র.) দিয়াতের ব্যবস্থা হয়। (৩) হ'াদ্দ অর্থাৎ শারী'আত নির্ধারিত শাস্তি যাহা বাড়ান বা কমান যায় না। যথা পাথর মারিয়া হত্যা করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক বেত্রাঘাত, হস্ত কর্তন (হাদ্দ দ্র.)। (৪) তা'যীর অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনানুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি। ইহা কারাদণ্ড, নির্বাসন, দৈহিক শাস্তি, কর্ণ মর্দন, তিরস্কার বা যে কোন প্রকার অবমাননাকর কার্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারক অপরাধীর মুখে কালি মাখাইতে, তাহার চুল কাটাইয়া দিতে বা তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইতে পারেন, ইত্যাদি (তা'যীর দ্র.)।

ইসলাম আইনে শাস্তি আল্লাহর অধিকার (হাক্'কু'ল্লাহ) বা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার (হ'াক্কুল-'ইবাদ) হইতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের (বা তাহার আত্মীয়-স্বজন বা ওয়ারিছের) অধিকার ও দাবির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত হয়, যেমন কিসাস প্রদত্ত হয় বাদীর ব্যক্তিগত অধিকার হিসাবে।

আল্লাহর বিধি লংঘনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শাস্তিকে ইসলামী আইনের এক বিশেষ নীতি অনুযায়ী 'হাক্কাল্লাহ'-রূপে গণ্য করা হয়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; প্রকৃতপক্ষে তিনি বান্দার শাস্তি কামনা করেন না। দণ্ড আল্লাহর অধিকাররূপে বিবেচিত হইলে অপরাধী যতদূর সম্ভব তাহার অপরাধ গোপন করিয়া অথবা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া গোপনে ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা বৈধ। এইরূপ অবস্থায় সাক্ষিগণের পক্ষে অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেওয়া, বিচারকের পক্ষে অপরাধীকে শাস্তি এড়াইবার সুযোগ দেওয়া, অপরাধীকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের সুবিধা দান করা অবৈধ নহে। তবে অপরাধী যুগপৎভাবে কোন মানুষের অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ন করিলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার শাস্তি দাবি করিলে কাহারও পক্ষে অপরাধীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন বৈধ নহে।

আইনে নির্ধারিত শাস্তির (হ'াদ্দ) বেলায় বিচারকের কোন স্বাধীনতা নাই এবং তিনি শাস্তি প্রদান করিতে বাধ্য। শেষোক্ত শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধীর পক্ষে সুপারিশ করা অবৈধ, করা হইলে তাহা গ্রহণের অনুমতি নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে আসামীর অপরাধ প্রমাণের জন্য বারবারই খুব কঠিন আইনানুমোদিত প্রমাণের প্রয়োজন। যথা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারিজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আইনের বিধান এত কঠিন যে, শাস্তি প্রদান প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কার্যত নির্ধারিত শাস্তি কেবল একটি মাত্র নিশ্চিত ভিত্তি অর্থাৎ অপরাধীর স্বীকারোক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি তাওবার শামিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বিভিন্ন মায'হাবের ফিক'হ্ গ্রন্থগুলি ব্যতীত শাফি'ঈ মতবাদের জন্য ঃ (১) E. Sachau, Muhamm. Recht nach Schafitischer Lehre (Berlin 1897), P. 757-849; (২) Snouck Hurgronje, in ZDMG, liii, 161 প. (Verspr.Gesch. ii, 408 প.); (৩) do., Mr, L.W, C. van den Berg's beoeferning van het Mohamm. recht, ii, 49-61 (Verspr, Geschr, ii. 888-201)। হানাফী মতবাদের জন্য ঃ (৪) J. Kresmarik, in ZDMG (lviii 69-133, 316-360, 539-581; (৫) L.W.C. van den berg, Le droit penal de la Turquie (in La legislation penale comparee, Berlin 1893); (৬) G. Bergstrasser, Grunzuge des Isl. Rechts, Berlin 1935. p. 96. প.; (৭) J. P. M. Mensing, De bepaalde straffen in het Hanbalietische recht, Leiden 1936; (৮) A von Kremer, Culturgesch. des Orients unter den Chalifen, I 459-469, 540 প.। মালিকী মতের জন্য; (৯) M.B. Vicent, Etudes sur la loi musulmane (rite de Malek); (১০) Legislation criminelle (Paris 1842); (১১) I, Goldziher, in Zum altesten Strafrecht der Kulturvolker, Fragen zur Rechtsvergleichung, gestellt von Th. Mommsen, beantwortet von H. Brunner, c.s. (Leipzig 1905), 102 প.; (১২) J. Kohler, in Zeitschr. fur vergl. Rechts-Wissensch. Viii, 238-261. O. Procksch, Uber die Blutrache bei den vorislamischen Arabern und Muhammeds, Stellung zu iher (Leipzig 1899) (১৩) J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums (2nd ed Berlin 1897). P. 186 প.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

'আযাব (عزب) ঃ আ., অবিবাহিত পুরুষ বা নারী, 'কুমারী'; ১৩শ ও ১৯শ শতকদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়কালে 'উছ'মানী ও অন্যান্য তুর্কী সরকারের অধীনে কর্মরত কতিপয় শ্রেণীর যোদ্ধা পুরুষের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।"উছমানী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলের অধীনে সৈন্যগণের জন্য, বিশেষত দিওশিরমে (দ্র.) দ্বারা ভর্তি করা হইয়াছে যেই সকল সৈন্য—তাহাদের জন্য অবসর গ্রহণের পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা অনুমিত হয়, প্রাচীনতম যেই সকল 'আযাব সৈন্যবাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকে আয়দীন ওগুল্লারী কর্তৃক নৌ-সেনারূপে যাহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহারা ছিল উপকূলে অবস্থিত গ্রামসমূহ হইতে সংগৃহীত অবিবাহিত যুবক। শব্দটি সম্ভবত কোনয়া-এর সালজূকী রাষ্ট্র ও সমুদ্র উপকূলের ইহার ক্ষুদ্রতর উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহের নৌ-সেনা দলের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত।

ধারণা করা হয়, যেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ক্ষেত্রেও অবিবাহিত ছিল, সেহেতু 'উছমানী আমলের প্রাথমিক কাল হইতেই হালকা তীরন্দাজ বাহিনীর ক্ষেত্রেও 'আযাব শব্দটি ব্যবহৃত হইত। সামরিক অভিযানের সময় যত প্রয়োজন সেই সংখ্যায় ইহাদের তাৎক্ষণিকভাবে সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করা হইত এবং যুদ্ধের সময় ইহাদের কর্তব্য স্থান ছিল গোলন্দাজ বহর ও জানিসারীগণের সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়া এবং এক ঝাঁক তীর বর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করা। প্রদেশসমূহের প্রতি বিশ বা ত্রিশ 'খান' (পল্লী) হইতে একজন হিসাবে 'আযাব বাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা হইত এবং তাহাদের কার্যকালে তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার ঐ সকল খান-এর প্রদত্ত সাহায্য হইতে নির্বাহ করা হইত। আর ইহা কর প্রদানের পরিবর্তে আরোপিত হইত (তু. 'আওয়ারিদ)।

১৪শ শতকের মধ্যভাগ হইতে, ইহা ব্যতীত 'উছমানী দুর্গসমূহে অবস্থিত সেনা ছাউনীতে 'আযাবগণকে নিয়োগ করা হইতে থাকে। কাল্'-এ 'আযাবলারী নামে পরিচিতি এই দলসমূহ মোটের উপর জানিসারী ও অন্য ওজাকগণের ন্যায় সংগঠিত হইত এবং দিওশিরমে কর্তৃক নিয়োগ লাভ করিত। ইহারা রাজকোষ হইতে নগদ অর্থে বেতন লাভ করিত। এই সকল সৈন্য যদিও তাহাদের কর্মজীবন অবিবাহিত অবস্থায় শুরু করে, তাহারা কালক্রমে নিঃসন্দেহে বিবাহ করিবার অনুমতি লাভ করে। কারণ দেখা যায়, এই বিশেষ বাহিনীসমূহ তাহাদের পদ উপযুক্ত পুত্রদের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকারযোগ্য ছিল। ১৬শ শতকের পর হইতে কাল'-এ 'আযাবলারী-এর সদস্যদের কখনও কখনও সেতু নির্মাণকারী ও পরিখা খননকারী (লাগমজীলার)-রূপে নিয়োজিত করা হইত। সম্ভবত এই সকল 'আযাব প্রসঙ্গে D. Ohsson মন্তব্য করিয়াছেন (Tableau. ৭খ., ৩০৯), ইহারা গোলা-বারুদের তদারকি কার্যে নিয়োজিত ছিল এবং জেবেজি বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে (Tableau, ৭খ., ৩৬৩), যদিও তাহারা প্রকৃতপক্ষে জেবেজি ছিল, কিন্তু প্রায়শই তাহাদেরকে 'আযাব নামে অভিহিত করা হইত, বিশেষত মিসরে। এই অন্তর্ভুক্তি সম্ভবত দিওশিরমে কর্তৃক জেবেজি বাহিনী সংগ্রহ করা বন্ধ হইয়া যাইবার পর সংঘটিত হয়। সীমান্তে নিযুক্ত 'আযাব বাহিনী সম্পর্কে অপর একটি পরবর্তীকালীন হাওয়ালা পাওয়া যায় Juchereau de Saint-Denys (Revolutions, ১খ., ৯০)-এর বর্ণনায়। নবম শতকের দ্বিতীয় দশক সম্পর্কে লিখিতে গিয়া (নিজাম-ই জাদীদ-এর পতন ও জানিসারী বাহিনীর অবলুপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে) তিনি সারহাদ্দ কুল্লারীর অধীনে 'আযাবগণকে সীমান্তে অবস্থিত একটি সুদক্ষ পদাতিক বাহিনীরূপে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

মোটকথা, 'উছমানীগণ নৌবহরে 'আযাবগণকে নিয়োজিত করার আয়দীন ওগুল্লারী-এর ঐতিহ্য বহাল ও চালু রাখে। কোষাগার হইতে প্রদত্ত অর্থে রক্ষিত এই সকল বন্দুকধারী সৈন্য অফিসার (রাঈস)-গণের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত হইত এবং হয় রণতরীর অধিকর্তা অথবা নৌ-বাহিনীর কোন কোন প্রধান পদে (যাহার পার্শ্বে একটি 'আযাব সেনা ছাউনি অবস্থিত থাকিত), উদাহারণস্বরূপ, ইহারা 'কাহয়ালিক' পদে উন্নীত হইত। নৌ-দফতরের ওজাক-এর লোকসমূহ প্রকৃতপক্ষে "আযাব নামে

পরিচিত ছিল। তাহারাও নৌ-বাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় সরকারী কোষাগার হইতে বেতন পাইত। বন্দরে থাকাকালীন যুদ্ধ জাহাজসমূহকে পাহারা দেওয়া তাহাদের দায়িত্ব ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুস'তাফা নূরী, নাতাজুল-উকূ' 'আত, ১খ., ১৪৪; (২) d' Ohsson, Tableau de l'Empire Ottomann, ৭খ., প. স্থা.; (৩) Hammer, Des osmaischen Reich Staatsverfassung, Etc., ২খ., 280, 287-8; (৪) Zinkeisen, ৩খ., ২০২; (৫) E.I., প্রবন্ধ Leend (Kramers); (৬) I A, প্রবন্ধ আযাব (Uzuncarsili); (৭) Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, ১খ., প্রথম অংশ, নির্ঘণ্ট।

H. Bowen (E.I.[2]) মুহাম্মদ ইমাদু'দ্দীন

'আয'াবুল-কা'ব্‌র (عذاب القبر) ঃ কবরের 'আযাব অর্থাৎ কবরে যে শাস্তি প্রদান করা হয়। ইহাকে আযাব-ই বারযাখ (দ্র.)-ও বলা হইয়া থাকে। এই ধারণাটি এমন যে, কবরেও মৃত ব্যক্তিদের এক প্রকার সজ্ঞান অস্তিত্ব বর্তমান। মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করা হইয়া থাকেঃ (১) কবর জান্নাতের একটা বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গহ্বর। নেক্‌কার ঈমানদার ব্যক্তির জন্য রহমাতের ফেরেশতা এবং কাফির ও পাপী মুসলমানদের জন্য 'আযাবের ফেরেশতা আসে। ঈমানদার ব্যক্তিদের আত্মা জান্নাতের বৃক্ষসমূহে পাখীর ন্যায় অবস্থান করে এবং কিয়ামতের দিন এই সকল আত্মা স্বস্ব দেহের সহিত মিলিত হইবে। শহীদগণ প্রথম হইতেই জান্নাতে অবস্থান করিবে।(২) আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কষ্ট হয়, বিশেষত পাপী ব্যক্তিরা তাহাদের ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনের চীৎকারে ভীষণ কষ্ট ভোগ করে। ঈমানদার ব্যক্তিগণের কবর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৭০ হাত বিস্তৃতি লাভ করে এবং অবিশ্বাসীদের কবর এমনভাবে সংকুচিত হয় যে, তাহাদের বুকের একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরের সংগে মিলিয়া যায়। কবরে মৃত ব্যক্তিকে তাহার ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহার নেক কাজ তাহার পক্ষ হইতে প্রশ্নের জবাব দেয়। পাপী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আগুনের সর্প নিয়োগ করা হইবে এবং ইহা কিয়ামাত অবধি তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে (৩) মুনকার ও নাকীর নামের দুইজন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে কবরে জীবিত করিয়া বসাইবে এবং তাহার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। মু'মিন ব্যক্তি দৃঢ়তার সংগে (দ্র. ১৪ ঃ ২৭) জবাব দিবে। ইহার পর ফেরেশতাগণ তাহাকে জাহান্নামের সেই স্থান দেখাইবে যেখান হইতে সে মুক্তি পাইল এবং জান্নাতের সেই স্থান দেখাইবে, যাহা তাহার জন্য সংরক্ষিত। অবিশ্বাসী কাফিররা ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে লোহার চাবুক দ্বারা প্রহার করিতে থাকিবে, যে আঘাতে দেহে অগ্নিকণা ছড়াইবে। মানুষ ও জিন ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টিজগত প্রহারের শব্দ শুনিতে পাইবে। একটি বর্ণনামতে কেবল আত্মা এই শাস্তি ভোগ করিবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ চাহেন এই শাস্তি চলিতে থাকিবে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে শুধু শুক্রবার ব্যতীত কিয়ামত পর্যন্ত এই শাস্তি অব্যাহত থাকিবে। ফেরেশতাগণ দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া আনিবে। ঈমানদার ব্যক্তিদের আত্মা সহজে বাহির হইয়া আসিবে, কিন্তু পাপী ও অবিশ্বাসীদের আত্মা দুঃসহ যন্ত্রণা প্রদানের মাধ্যমে টানিয়া বাহির করা হইবে। শহীদ ও নিষ্পাপ শিশুদের কোন প্রশ্ন করা হইবে না। কোন কোন বর্ণনায় কবরের 'আযাব ও কবরের চাপের মধ্য (দাগ'তা-ই ক'াবর) পার্থক্য দেখান হইয়াছে। ঈমানদার ব্যক্তিগণ কবরের 'আয'াব হইতে মুক্তি পাইবেন কিন্তু সাধারণত কবরের চাপ হইতে নহে এবং পাপী ও অবিশ্বাসীরা কবরের আযাব ও কবরের চাপ উভয়ই ভোগ করিবে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইহার ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। যথা ঃ

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ.

"যখন ফেরেশতাগণ তাহাদের মৃত্যু ঘটাইয়া তাহাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে" (৪৭ ঃ২৭)!

অপর এক স্থানে বর্ণিত আছে, যখন অত্যাচারীরা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিবে, তোমাদের প্রাণ সমর্পণ কর, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে; সেইজন্য আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি প্রদত্ত হইবে (দ্র. ৬ ঃ ৯৩)। অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে, যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখিতে পাইতে, যখন ফেরেশ্‌তাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া মৃত্যু ঘটাইবে এবং বলিবে, তোমরা দগ্ধকারী শাস্তি ভোগ কর (দ্র. ৮ ঃ ৫০)।

বহু হাদীছে কবরের 'আযাব সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফেরেশ্‌তাদের উল্লেখ ছাড়াই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সকল হাদীছে ফেরেশ্‌তাদের উল্লেখ নাই, সেইখানে শুধু এতটুকু বলা হইয়াছে, কবরের মৃতের আযাব হইবে অথবা আযাবের কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা বিশেষ বিশেষ পাপের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা মৃতের কবরের আযাবের কারণ। তিরমিযীর হাদীছে মাত্র একবার মুনকার-নাকীর নামের উল্লেখ রহিয়াছে (কিতাবুল-জানাইয, বাব ৭)।

ফিক্‌'হ আকবার (প্রথম) গ্রন্থ, যাহা ২য়/৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বলিয়া মনে করা হয়, কবরের আযাব সম্পর্কে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত বরাতের উল্লেখ করিয়াছে (ফিক্‌রা ঃ ১০)। ওয়াসি'য়্যাতু আবী হানীফা গ্রন্থে, যাহাকে ৩য়/৯ম শতাব্দীর সঠিক আকাইদের দর্পণ বলিয়া মনে করা হয়, কবরের আযাব ও মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। ফিক্‌'হ আকবার (দ্বিতীয়) যাহাকে যাহাকে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগের বিশুদ্ধ আকাইদের প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়, বিস্তারিতভাবে এই আকীদার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (ফাস'ল্ ২৩)। বর্ণনাটি এইরূপঃ কবরে মৃত ব্যক্তিকে মুনকার-নাকীর কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ ও মৃতদেহের সহিত আত্মার সম্মিলন হওয়া বাস্তব ঘটনা। কাফির ও পাপী মুসলমানদের প্রতি কবরের আযাব ও কবরের চাপ বাস্তব ঘটনা। পরবর্তী কালে রচিত আকাইদ ও

উসূল সম্পর্কিত পুস্তকাবলীতে মুনকার-নাকীর কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ ও কবরে মৃতের শাস্তি অতীব গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কোন কোন মু'তাযিলা মুন্কার-নাকীরের ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, মুনকার অর্থ কাফিরদের জবাবের ভুল-ভ্রান্তির প্রলাপ এবং নাকীর হইল কাফিরদের উপর কৃত শাস্তি ও উৎপীড়ন। কাহারও মতে মুন্কার-নাকীর অর্থ দুইজন ফেরেশ্তা নয়, বরং ইহা দ্বারা ফেরেশ্তার দুইটি শ্রেণী বুঝান হইয়াছে। কেননা প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের মৃত্যু হইতেছে আর একই সময়ে দুইজন ফেরেশ্তার বিভিন্ন স্থানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অপর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা এই যে, এই দুইজন ফেরেশ্তা মানুষের ভাল মন্দ কাজের প্রতিরূপ, যাহা শারীরিক রূপ ধারণ করিয়া মানুষের সামনে আসে এবং শাস্তি অথবা মুক্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

কারামাতিয়্যাদের মতে মুন্কার-নাকীর দুইটি পরিচালক ফেরেশ্তা, যাহারা মানুষের সঙ্গে অবস্থান করে ('আবদুল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী, উসূলুদ্দীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৪৬)। ইমাম গ'াযালী (র) বলেন, হ'াশ্র-নাশর সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সত্য এবং তাহা আলমে মালাকূতে সংঘটিত হইবে। আখিরাত ও তথাকার সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য, ইহা ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণ হয় না। হাদীছে বর্ণিত আছে, কবরে শুধু নেক আমলই কাজে আসিবে। কবরের অন্ধকারকে আলোকিত করার জন্য নেক আমল ও আল্লাহর রহ্মাতের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, 'সূরাতুল-মুল্ক' আল-মানি'আ' নামে পরিচিত; তিলাওয়াতকারী কবরের আযাব ও মুন্কার-নাকীরের দেয় কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবে (মাজদুদ্দীন ফীরূযাবাদী, বাসা'ইরু যাবীত-তাময়ীয, ১খ., ৪৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিফতাহ' কুনূযিস-সুন্নাহ, আল-কাবর ও আল-মায়্যিত শীর্ষক নিবন্ধ; (২) E.Sell, The Faith of Islam, লন্ডন ১৮৮০ খৃ., পৃ. ১৪৫; (৩) মু'জামুল ফিক্হিল-হাম্বালী, ২খ., কবর নিবন্ধ, কুয়েত ১৯৭৩ খৃ.; (৪) Wensinck, The Muslim Creed, কেমব্রিজ ১৯৩২ খৃ., নির্ঘণ্ট, Punishment, মুনকার-নাকীর শীর্ষক নিবন্ধ; (৫) শারহু-ওয়াসিয়্যাতি আবী হানীফা, হায়দরাবাদ ১৩২১ হি., পৃ. ৪৪; (৬) তাহাবী, বায়ানুস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আ, ১৩৪৪ হি., পৃ. ৯; (৭) আবূ হ'াফ্স' 'উমার আন-নাসাফী, 'আকাইদ, ইস্তাম্বুল ১৩১৩ হি., তাফ্তাযানীর টীকাসহ, পৃ. ১৩২ প.; (৮) আল-গ'াযালী, ইহ্য়া 'উলূমিদ্দীন, কায়রো ১৩০২ হি., ৪খ., ৪৫১ প.; (৯) ঐ লেখক, আদ-দুররাতুল-ফাখিরা, সম্পা. Gautier, পৃ. ২৩ প.; (১০) ইব্ন রাজাব আল-হ'ানবালী, আওয়ালুল-কুবূরি ফী আহ'ওয়ালি আহলিহা ইলান্-নুশূ মক্কা ১৩৫৭ হি.; (১১) কিতাবু আহ'ওয়ালিল-কি'য়ামা, সম্পা. M.Wolff., পৃ. ৪০ প.; (১২) Eklund, Life between Death and Resurrection according to Islam, Uppsala ১৯৪১ খৃ.; (১৩) ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আর-রিসালাতুল-ক'াব্রিয়্যা ফির-রাদ্দি 'আলা মুনকারি 'আযাবিল-ক'াব্র, কায়রো।

A.J. Wensinck and A.S. Tritton (E.I.[2])/
এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আযাম্মুর (ازمور) ঃ (ফরাসী আযেম্মুর, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ শব্দ আযামোর), ইহা আটলান্টিক উপকূলের অবস্থিত মরক্কোর একটি শহর। ইহা ক্যাসাব্লাঙ্কার প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মাযাগানের দশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ওয়াদী উম্মির-রাবী (উম্মুর- রাবী'আ)-র বাম তীরে, মোহনা হইতে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৯৫৩ খৃ. শহরটি প্রায় ১৫,০০০ (পনর হাজার) অধিবাসী অধ্যুষিত ছিল। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান, অল্প সংখ্যক য়াহুদী (মাল্লাহ) এবং খুবই নগণ্য সংখ্যক ইউরোপীয়। আযাম্মূর নামটি জঙ্গলী আযেম্মুরের (বন্য জলপাই গাছের) সহিত সম্পৃক্ত। উক্ত শহরটি শ্যাড মৎস্য শিকারের (Shad fishing) জন্য বিখ্যাত। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাস হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত এই মৎস্য শিকার চলিতে থাকে। এই মৎস্য শিকারই উক্ত শহরের অধিবাসীদের জীবন ধারণের অন্যতম প্রধান উপায়। ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন একজন সায়্যিদ সাধক, যিনি মুমিন বংশের মুলা-ই বুশ্ঈব (মাওলা-ই আবূ শু'আয়ব)-এর আমলে বসবাস করিতেন।

স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত আযাম্মূরের ইতিহাস অস্পষ্ট ছিল। প্রথমোক্তরা অর্থাৎ স্পেনীয়রা নিম্ন আন্দালুসিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া বহুবার এই শহর আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই অভিযানগুলির তারিখ নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। ১৪৮০ খৃ. টলেডোতে (Alca-Covas)-এর হিস্পানো-পর্তুগীজ সন্ধি অনুমোদিত হয় এবং এই সন্ধি অনুসারে মরক্কোর আটলান্টিক অংশকে পর্তুগালের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৪৮৬ খৃ. উক্ত (আযাম্মূর) শহরটি পর্তুগালের রাজার সর্বময় কর্তৃত্বাধীন চলিয়া যায়। তখন পর্তুগালের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জন (১৪৮১-১৪৯৫ খৃ.)। ইহার বিশ বৎসর পর যখন স্থানীয় গোত্রপ্রধানদের সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হইল তখন তাহাদের নিশ্চিত প্ররোচনায় পর্তুগীজরা উহাকে কার্যকরীভাবে দখল করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভাগ্যবান ম্যানুয়েলের (Manuel the fortunate, ১৪৯৫-১৫২১ খৃ.) রাজত্বকালে তাহারা ইহা দখল করিবার জন্য একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। পরে ১৫১৩ সালের সেপেটম্বরের শুরুতে ব্রাগানযার ডিউকের নেতৃত্বে তাহারা (পর্তুগীজরা) তাহাদের প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি করিল। এইবার তাহাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। মরক্কোর অন্যান্য স্থানে পর্তুগীজগণ যেমন শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল, তেমনি আযাম্মূরেও নির্মাণ করিয়াছিল এবং উহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৫৪১ সালের মার্চ মাসে যখন সান্তা ক্রুয ডু ক্যাবো দ্য গুঁই (Santa Cruz do Cabo de gue)-এর পতন হয় (দ্র. আগাদীর-agadir), তখন রাজা তৃতীয় জন [১৫২১-৭ খৃ.] মাযাগানে তাঁহার সমস্ত সৈন্য সমবেত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং সাফি (Safi)-র মত একই সময় ১৫৪১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে আযাম্মূর খালি করিয়া দিলেন (দ্র. আসফি)। এইভাবে আযাম্মুর পবিত্র যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃ. পর্তুগীজগণ মাযাগান পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আযাম্মূরের সহিত উহার শত্রুতা বিদ্যমান থাকে। আযাম্মুর ১৯০৮ খৃ. ফরাসী বাহিনী কর্তৃক প্রথম অধিকৃত হইয়াছিল এবং ১৯১২ খৃ. উহাকে ফরাসী সামন্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আযাম্মূর সম্ভবত একজন মরক্কোবাসী নিগ্রো ইস্তেব্যানিকো দ্য আযামোরের (Estebanico de Azamor) জন্মভূমি যিনি আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের ইতিহাসে বিখ্যাত। তিনি ১৫২৮-১৫৩৬ খৃ. স্পেনীয় ক্যাবেযা দ্য ভ্যাকা (Spaniard Cabeza de Vaca) বর্তমান কালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ অতিক্রমকারী দলের সহিত অত্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রায় (The great trek) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আসফি নিবন্ধের তালিকাভুক্ত পুস্তকগুলি দ্র., বিশেষত Sources inedites ইত্যাদি, Ricard, Etudes ইত্যাদি; (২) এতদ্ব্যতীত Villes et tribus du Maroc. xi. Rigion des Doukkala, ii, Azemmour et sa banlieue, প্যারিস ১৯৩২ খৃ. (ঐতিহাসিক অংশটি অনেকটা অনিশ্চিত); (৩) Ch. Le Coeur, Le rite et loutil, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ.।

R. Ricard (E.I.[2]) এ. বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া

'আযাযীল (عزازيل) ঃ ইসলামী বর্ণনামতে, জান্নাত হইতে বিতাড়িত ফেরেশ্‌তা বা জিন্ন (কু'রআন মাজীদে এই নামের উল্লেখ নাই)। এই নামকরণ করা হইয়াছে বাইবেলের Azazel শব্দ হইতে (Leviticus, xvi, 8, 10, 26), যাহার অর্থ সম্ভবত মরুভূমির দৈত্য (L. Koehler, Lexicon in Veteris testamenti Libros, 693)। প্রকৃত তথ্য এই যে, মুসলমানদের বর্ণনাগুলিতে বাইবেলের অপ্রামাণিক অংশসমূহ [(Enoch ও ইবরাহীম (আ)-এর সাহীফা] ও য়াহূদী মূল পাঠগুলি আরও ব্যাখ্যাত ও সম্প্রসারিত হয়। তদনুসারে আযাযেল (Azazel) বিতাড়িত ফেরেশ্‌তাদ্বয় উযযা (Uzza) ও আযাএল (Aza'el) [মুসলিম বর্ণনা মতে হারূত ও মারূত (দ্র.)]-এর সহিত অল্প বিস্তর সম্পর্কিত। যাহা হউক, হাদীছ হইতে এই তথ্যটি পাওয়া যায় যে, বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে ইব্‌লীস (দ্র.)-এর নাম ছিল 'আযাযীল। এই হাদীছটির ধারাবাহিকতা ইব্‌ন 'আব্বাস পর্যন্ত বিদ্যমান, এমনকি ইহার পুনরুল্লেখ পাওয়া যায় আল-জীলীর আল-ইনসানুল-কামিল গ্রন্থে।

[ইসলামী বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌লীস, 'আযাযীল ও শয়তান— এইগুলি একই জনের বিভিন্ন নাম। হযরত আদাম (আ)-এর পূর্বে পৃথিবীতে জিন্নের বসতি ছিল। ইব্‌লীসকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তাহাদের কাদী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সে এক হাযার বৎসর পর্যন্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী দুই হাযার বৎসর জিন্নেরা পৃথিবীতে হত্যাকাণ্ড ও গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। তখন ইব্‌লীসকে আসমানে গমন করার আদেশ দেওয়া হইল এবং সে কোষাধক্ষ নিযুক্ত হইল। সে আল্লাহ তা'আলার এত 'ইবাদত করিল যাহা অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়াছেন এমন ফেরেশ্‌তার মর্যাদা দান করিলেন এবং তাহার উপাধি হইল 'আযাযীল। কিন্তু আদাম সৃষ্টি উপলক্ষে আদাম (আ)-এর গৌরব ও মর্যাদায় তাহার গাত্রদাহ হইল এবং গর্বের কারণে অভিশাপের বস্তু হইয়া বিতাড়িত শায়তানে পরিণত হইল (আত-ত'াবারী, তারীখ, ১খ., ৮৫ প.; ইব্‌নুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ১৭প. দ্র.)]

[আরও দ্র. ইব্‌লীস, শয়তান প্রবন্ধদ্বয়]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Encyclopaedia Judaica-তে Asasel প্রবন্ধ, ৩খ., ৪১৮-৪২১ (Jehoschua Gutmann), (২) L. Ginzberg, The Legends of the Jews,সূচীতে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ (Philadelphia ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ৫২), Azazel দ্র.; (৩) Hans Bietenhard, Die himmlische Welt im Urchritentum und Spatjudentum, Tubingen ১৯৫১ খৃ., বিশেষত পৃ. ৬৯ ও ১১৪; (৪) B.J. Bamberger, Fallen Angels, Philadelphia ১৯৫৬ খৃ., সূচীতে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ Azazel দ্র.; (৫) তাবারী, ১খ., ৮৩; (৬) ঐ লেখক, তাফ্‌সীর, ২ (বাক'ারা) ঃ ৩৪ [৩২] কায়রো ১৩২১ হি., ১খ., ১৭৩; (৭) ছা'লাবী, আরাইসুল-মাজালিস, পৃ. ৩২; (৮) H. Ritter, Das Meer der Seele, Leiden ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৫৩৯; (৯) M. Gaudefroy Demombynes, Mahomet, Paris ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৪৭।

G. Vajda (E.I.[2])ও (দা.মা.ই.)/ছৈয়দ লুৎফুল হক

আযার (آزر) ঃ কু'রআন মাজীদের আয়াত ৬ ঃ৭৪-এর ভিত্তিতে ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার সাধারণতভাবে স্বীকৃত নাম। কু'রআনে এই নামের উল্লেখ একবারই (৬ ঃ৭৪) রহিয়াছে। বাইবেল (Gen, ১১ ঃ ২৬) অনুসারে ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার নাম তেরাহ (Terah) : আযার বিরক্তিজনিত উচ্চারণ বা ভর্ৎসনাপূর্ণ আখ্যা অথবা একটি মূর্তির নাম। অধিকাংশের মতে ইহা ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার নাম অথবা তাঁহার দ্বিতীয় নাম, যেমন য়া'কূ'ব (আ)-এর অপর নাম ইস্‌রাঈল অথবা ইহা একটি উপাধিও হইতে পারে। আযার একটি বিদেশী শব্দ এবং কু'রআনের মু'আররাবাত-এর তালিকাভুক্ত। বাইবেলে দেখা যায়, আযার ২০৫ বৎসর জীবিত ছিল এবং সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শহর হ'াররান-এ তাহার মৃত্যু হয় (Genesis, ১১ ঃ ৩২)। বাইবেলে আরও উল্লেখ আছে, তারেহ যখন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র লূত'-এর সঙ্গে উর (ur) হইতে কিনানের (কিন্'আন) দিকে হিজ্‌রত করে তখন ইব্‌রাহীম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যও তাহার সঙ্গে ছিলেন (Genesis, ১১ ঃ ৩১) । প্রসিদ্ধ য়াহূদী পণ্ডিতদের বর্ণনার উপর নির্ভর 'আরব ঐতিহাসিক ইব্‌ন হ'াবীব (কিতাবুল-মুহ'াব্বার, পৃ. ৪) তাহার বয়স ২৫০ বৎসর লিখিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে ঃ تارح وهو ازر অর্থাৎ তারিহ' যিনি ছিলেন আযার) এবং রাগি'ব-এর মুফ্‌রাদাতুল- কু'রআনে বলা হইয়াছে ঃ كان اسم ابيه تارح فعرب فجعل آزر (অর্থাৎ তাঁহার পিতার নাম ছিল তারিহ', অতঃপর মু'আররাব করিয়া ইহাকে আযার করা হইল)। তারিহ' ও আযার সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. তাফ্‌সীরুল-মানার, ৭খ., ৫২৫। ভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, আযার ইব্‌রাহীম (আ)-এর চাচা ছিল (সায়্যিদ আহ'মাদ খান, তাফ্‌সীরুল-কু'রআন, আগ্রা ১৩২২/ ১৯০৪ খৃ., ৩খ., ৫৬; আবুল-কালাম আযাদ, তারজুমানুল- কু'রআন, দিল্লী ১৯৩১ খৃ., ১খ., ৪৩১) এবং আরবেরা মাজাযীভাবে (সাধারণ কথায়) চাচাকে পিতা বলে; কিন্তু এই ব্যবহারের সমর্থনে কোন কারীনা (ইংগিত) পাওয়া যায় না।

এই সম্পর্কে উস্তাদ আমীনুল-খাওলী দাইরাতুল-মা'আরিফিল-ইস্‌লামিয়া (২/১ খ., ৩৯)-এ লিখিয়াছেন, ইহা বলা হয়, এই আয়াতে (৬ ঃ ৭৪)

আযার শুধু (ابراهيم) ইব্রাহীমের (আ) পিতার নাম, কিন্তু ইহা সঠিক নহে। কেননা আয়াতের পাঠ (কি'রাআত) কয়েকভাবে করা হইয়াছে, যাহাতে আযার শব্দটির ই'রাব পরিবর্তিত হয় এবং অর্থের তারতম্য ঘটে। ঐ ভিন্ন ভিন্ন পাঠের কোনটি দ্বারা ইহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, আযার ইব্রাহীম (আ)-এর পিতার নাম নহে এবং কোনটিতে মনে হয় নাম হইবার সম্ভাবনা আছে।

আযারের মূর্তিপূজার কথা কু'রআন ব্যতীত বাইবেলেও উল্লিখিত হইয়াছে (Jashua, 24 : 2)। ইসলামী ও য়াহূদী উভয় বর্ণনাতেই বলা হইয়াছে, সে মূর্তিপূজক ব্যতীত মূর্তি নির্মাতা ও বিক্রেতাও ছিল (দ্র. Sale, কু'রআনের অনুবাদ, পৃ. ৯৫, টীকা)। কু'রআন মাজীদে বর্ণিত হইয়াছে, ইব্রাহীম (আ)-এর উপদেশ ও হিদায়াত সত্ত্বেও আযার শেষ পর্যন্ত ঈমান আনে নাই এবং হাদীছে তাহার জাহান্নামে শাস্তি ভোগের বিশদ উল্লেখ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কু'রআন মাজীদ, ৬ ঃ ৭৪-এর তাফ্সীর; (২) আহ'াদীছ-ই নাবাবী; (৩) বাইবেল, Genesis, ১১ ঃ ২৬; (৪) Jewish Encylopaedia, ১২খ., পৃ. ১০৭; (৫) রাগি'ব, আল-মুফ্রাদাত ফী গ'ারীবিল-কু'রআন, (৬) ইব্ন হ'াবীব, কিতাবুল-মুহ'াব্বার; (৭) ইব্ন মান্জূ'র, লিসানুল-'আরার, ৫খ., ৭৬; (৮) তাবারী, তারীখ, ১খ., ২৫৩ প.; (৯) ছা'লাবী, কি'স'াসুল-আম্বিয়া, কায়রো ১৩৩৯ হি., পৃ. ৫১; (১০) সুয়ূত'ী, ইত্ক'ান, ৩১৮; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১৪২; (১২) ইব্ন আসাকির, আত-তারীখুল-কাবীর, ২খ., ১৩৪; (১৩) S. Fraenkel, in ZDMG, ৬খ., ৭২; (১৪) A. Jeffery, Foreign Vocabulary of Quran, ৫৩-৫৫; (১৫) J. Horovitz, Koranische Unter suchungen, ৮৫-৮৬; (১৬) মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহু, তাফ্সীরুল-মানার, কায়রো ১৩৩৭ হি., ৭খ., ৫৩৫-৫৩৮; (১৭) Sale, English Translation of the Holy Quran, ৯৫; (১৮) দাইরাতুল-মা'আরিফিল-ইস্লামিয়্যা, ১/২, ৩৯।

A. Jeffery, আবদুল-মাজিদ দারয়াবাদী
(E.I.[2]. দা. মা.ই.)/ও ইদারা/মোঃ রেজাউল করিম

আযার (آزر) ঃ পাহ্লাবী, প্রাচীন ইরানী সৌর বর্ষের নবম মাস। ১৬ জুন, ৬৩২ খৃ. হইতে ইরানী বর্ষ গণনা শুরু হয় এবং ১০৭৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরীয় বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের দিন সংখ্যা ছিল ৩৬৫ দিন। তখনও অধিবর্ষ (Leap year)-এর প্রচলন হয় নাই। খুরাসানের সুলতান জালালুদ্দীন মালিক শাহ বর্ষ পঞ্জিকার সংশোধন করেন এবং অধিবর্ষের প্রচলন করেন। এই সংশোধিত জালালী বৎসর এক সময় ইরানে খুবই জনপ্রিয় ছিল (উদাহরণস্বরূপ দ্র. সায়্যিদ জালালুদ্দীন তেহরানী, গাহ্নামাহ, ১৩১২ শা./ মার্চ ১৯৩৩-ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, তেহ্রান ১৯৩৩)। ভারতীয় পারসিকদের মধ্যে ইহা আজও প্রচলিত রহিয়াছে।

আযার মাসের প্রথম দিন 'রুকুবুল-কাওসাজ' নামক উৎসব উদ্যাপিত হয় (মুরূজ)। আযার মাসের (অথবা চতুর্থ মাস তীরমাহ-এর) নবম দিবসকে 'আযরে রোয' (আযার দিবস) অথবা আযার গান বলা হয়। প্রাচীন ইরানীদের কাছে দিবসটি ছিল আনন্দ-উৎসবের দিন।

আযার মাসের নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। (১) পাহ্লাবী ভাষায় আযার অর্থ 'অগ্নি'। এই মাসে সূর্য ধনুরাশিতে অবস্থান করে। ফলে আবহাওয়া শীতল হইয়া পড়ে এবং আগুনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। এইজন্য এই মাসকে আযার মাহ বলা হয়। (২) ইরানী দেবতাদের মধ্যে আগুনের পরিদর্শক এক ফেরেশতার নাম 'আযার ঈযাদ'। তাহার নামানুসারে মাসটির নামকরণ করা হয় আযার মাহ্ (মায়নাবী)।

'আগুনের স্থান' অর্থেও আযার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাতটি গ্রহের নামানুসারে 'হাফ্ত আযার' (ইরানের সাতটি অগ্নি উপাসনালয়) বিশেষ প্রসিদ্ধ, আযার মিহ্র, আযার নুশ, আযার বাহ্রাম, আযার আয়ীন, আযার খুরদাদ (অথবা আযার খুরীন), আযার বারযীন (আযার বুরযীন, দ্র. Justi, ৩) ও আযার যারুহুশ্ত।

আযার (বা 'আদার') য়াহূদীদের সালয়ুকসী সালের ষষ্ঠ মাসের নাম এবং সাধারণত এই মাসটি হয় ঊনত্রিশ দিনের। য়াহূদীগণ এই মাসের সপ্তম দিনকে মূসা (আ)-এর মৃত্যু দিবসরূপে মান্য করে এবং নবম দিনে তাহারা উপবাস পালন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ফারসী অভিধানসমূহ, যথা বুরহান-ই ক'াতি', লুগাত নামা-ই দেহ-খুদা ও Steingass ছাড়া দ্র. (১) আল-মাস্'উদী, মুরূজুয-যাহাব, প্যারিস ১৮১৭ খৃ., ৩খ., ৪১৩ প.; (২) 'উমার খায়্যাম, নাওরোয নামাহ, সম্পা. মুজ্তাবা মায়ানাবী, তেহরান ১৯৩৩ খৃ., ৬খ., ৮৩; (৩) আল-বীরূনী, আল-আছারুল-বাকি'য়া, লাইপযিগ ১৮৭৮ খৃ., পৃ. ৪২; (৪) হাসানতাকী যাদাহ, গাহ শুমারী দার ঈরান-ই ক'াদীম, তেহরান ১৩১৬ হি. (শামসী); (৫) ঐ লেখক, Old Iranian Calendars, লন্ডন ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৫২; (৬) B. Vincent, Haydn's Dictionary of Dates, লন্ডন ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৫৮৩, ৯৩৩; (৭) R. Scharm, Kalendario graphische und Chronologische Tafeln, লাইপযিগ, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৩৭-৮১; (৮) Jewish Encyclopaedia. লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক ১৯০১ খৃ., ১খ., ১৮৪-৫; (৯) Encyclopaedia Britannica, ৯ম সং, ৪খ., ৬৬৭, ৫খ., ৭১৭; (১০) S.B. Burnaby, The Jewsh and Muhammadan Calendars, লন্ডন ১৯০১ খৃ., পৃ. ১৯৪; (১১) Wustenfeld, Wiesbaden, Vergleichungs-tabellen, ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৪৬, ৮৫।

ইহ্'সান ইলাহী রানা (দা.মা.ই.)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আযার (آزر) ঃ লুত্'ফ 'আলী, হ'াজ্জী, ইস্ফাহানী বেগ্দিলী, আক'া খান বেগদিলীর পুত্র. ফার্সী কবিদের জীবনী গ্রন্থ আতিশ কাদার প্রণেতা, তুর্কমেন গোত্র বেগ্দিলীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার বংশ-তালিকা বেগদিলী খানে গিয়া মিলিত হয়, যিনি ছিলেন ইলদিগিয্ খানের চারি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় এবং ইল্দিগিয খান স্বয়ং ছিলেন ওগূয খানের ছয় পুত্রের মধ্যে তৃতীয়।

এই কারণে লুত্‌ফ 'আলী (আযার) বেগ্‌দিলী বলিয়া কথিত (আতিশ কাদাহ, তেহরান ১৩৩৭ শ., পৃ. ৩৬৩)। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা তুর্কিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। সুলতান মাহমূ'দের শাসনামলে অথবা চেঙ্গীস খানের অভিযানের সময় বেগ্‌দিলী ও তুর্কিস্তানের অন্যান্য গোত্র ইরান চলিয়া আসে এবং কোন কোন গোত্র সিরিয়ার (شام) দিকে গমন করে। আমীর তায়মূর এই শামী বেগদিলীগণকে ইরান লইয়া আসেন। তিনি যখন আরদাবীল পৌঁছেন তখন শায়খ সুল্‌তান খাজা 'আলী সাফাবীর সুপারিশে তাহাদেরকে তায়মূরের সৈন্যদল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাহারা শায়খ 'আলীর মুরীদ হয় (তু. 'আলাম আরা-ই 'আব্বাসী, পৃ. ১২) এবং বেগ্‌দিলী গোত্রটি দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। যাহারা শাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদেরকে বেগ্‌দিলী শামলু এবং যাহারা শাম গমন করে নাই তাহাদেরকে কেবল 'বেগ্‌দিলী' বলা হইত। সাফাবী শাসকদের আমলে এই কি'যিল্‌বাশ গোত্রের কতিপয় লোক উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন এবং মূল্যবান সেবা ও আত্মত্যাগে সকলের শীর্ষে ছিলেন (তারীখ 'আলাম আরা-ই 'আব্বাসী, পৃ. ১০৪, ৭৬২ ইত্যাদি)। এই প্রসঙ্গে আযার নিজ গোত্রের কৃতী পুরুষদের সেবার বিস্তারিত বিররণ দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দ্র. আতিশকাদাহ, পৃ. ৩৬৪ , ছত্র ৩; পৃ. ৩৬৫ ছত্র ৭ ও ২২, পৃ. ৩৬৬, ছত্র ১ ৩৬৭, ছত্র ২ (আযারের পিতা); পৃ. ৩৬৮ ছত্র ২৩ ও ১৫ (তু. পৃ. ৩৭৩, ছত্র ১৭) , পৃ. ৩৭৬, ছত্র ১ (তু. পৃ. ৪১৫, ছত্র ২৪) ও ৪১৬; তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির কাব্য চর্চা ও কবিদের মর্যাদা দান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন; যথা দ্র. পৃ. ৩৭৬, ছত্র ১ ও পৃ. ৪২১, ছত্র ৬ । আযার (আতিশকাদাহ, পৃ. ৩৬৪, ছত্র ৭) স্বীয় জন্ম সম্পর্কে লেখেন, তিনি শাহ সুল্‌তান হু'সায়ন সাফাবীর শাসনামলে (১০০৫-১১৩৫/১৬৯৪-১৭২২) রাবী'উছ-ছানী, ১১২৪ হি. ইস্‌ফাহানে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পৃ. ৪৩৩ , ছত্র ১২-তে ১১২৪ হি-র স্থলে ১১৩৪ হি. লিখিয়াছেন। আতিশকাদাহ্‌র উল্লিখিত সংস্করণের প্রকাশক সায়্যিদ জা'ফার শাহীদ স্বীয় ভূমিকায় (পৃ. ৭) ১১২৪ হি.-কে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। উল্লিখিত সনটি সুল্‌তান হু'সায়নের শান্তিপূর্ণ শাসনামলের নিকটবর্তী, ইহাই তাহার দলীল। কিন্তু আযার উল্লিখিত উভয় স্থানে তাঁহার জন্মের নিকটবর্তী কাল মাহ'মূদ আফগানের বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে নিরুপায় হইয়া তাঁহার সমস্ত পরিবার কুম্ম-এ হিজরত করে। লুত'ফ 'আলী (আযার) তাঁহার জীবনের চৌদ্দটি বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। মাহ'মূদ খান আফগান নয় মাস অবরোধের পর হি. ১১৩৫ সালের মু'হাররাম মাসের মাঝামাঝি ইসফাহান অধিকার করিয়াছিলেন (আতিশকাদাহ, পৃ. ৩৬৪)। এইজন্য ১১৩৪/১৭২২ সালকেই আযারের জন্মসাল ধরিতে হইবে (দ্র. লুগা'তনামা-ই-দেহখুদা, আযার শীর্ষক নিবন্ধ; আরও দ্র. শাম-ই আনজুমান, পৃ. ৫৬)। নাদির শাহের শাসনামলের প্রথম বৎসর তাঁহার পিতা আকা খান লার এবং পারস্য উপকূল অঞ্চলের কর্তৃত্বে প্রাধান্য লাভ করেন (জুলুস-ই নাদির, ১১৪৮/১৭৩৬ সন, Sykes, ২খ., ২৫৪। আর দ্র. Lockhart, Nadir Shah পৃ. ৯৬ প.। সেইখানে অধিবেশনের তারিখ ২৪ শাওয়াল, ১১৪৮/মার্চ ১৭৩৬ উল্লেখ রহিয়াছে)। এই সময় লুত্‌ফ 'আলী শীরায আসেন। দুই বৎসর পর (১১৫০/১৭৩৮) 'আব্বাসী বন্দরের নিকট তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করিলে তিনি স্বীয় পিতৃব্য হা'জ্জী মুহা'ম্মাদ বেগের সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশে ইরাকে আরবের পথে আরব যাত্রা করেন। ফিরিবার পথে তিনি ইরাকের পবিত্র স্থানগুলি যিয়ারত করেন। এক বৎসর পর ইমাম রিদ'ার ('ছামিনুল-আইম্মা ওয়া দা'মিনুল- উম্মা'। আতিশকাদাহ, পৃ. ৪৩৩) মাযার যিয়ারত করিবার বাসনা পূর্ণ করেন। এই সময় নাদির শাহের সৈন্যবাহিনী ভারত ও তুর্কিস্তান জয় সমাপ্ত করিয়া মাশ্‌হাদের উদ্দেশে লাগযিয়্যা (অর্থাৎ লাগ্‌যিয় অথবা লাগগীয়) পর্বতশ্রেণীর দিকে যাইতেছিল। তিনি মাশ্‌হাদে উপনীত হইলে আযার তাঁহার সঙ্গে মাযানদারানের পথে আযারবায়জান গমন করেন (নাদির শাওয়ালের শেষভাগে ১১৫৩/জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে ১৭৪১ সালে মাশহাদে প্রবেশ করেন এবং ২৬ যু'ল-হি'জ্জা, ১১৫৩/ ১৪ মার্চ, ১৭৪১ সালে তথা হইতে বাহির হন; Lockhart, পৃ. ১৯৭ প.)। আযার ইরাক 'আজাম-এ ফিরিয়া আসেন এবং স্বীয় পিতৃস্থান ইসফাহানে বসতি স্থাপন করেন। নাদির শাহের ইন্তিকালের (জুমাদাল-উখ্‌রা, ১১৬০/১৯-২০ জুন, ১৭৪৭) পর তিনি 'আলী শাহ, ইব্‌রাহীম শাহ, শাহ ইসমা'ঈল ও শাহ সুলায়মানের সহচর ছিলেন। অবশেষে তিনি ফাকীরী অবলম্বন করিয়া নির্জনবাস গ্রহণ করেন।

আযারের শিক্ষা লাভের বিস্তারিত বিবরণ জানা নাই। আতিশকাদাহ ৩৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি নাদির শাহের ইতিহাস লেখক মীর্যা মাহ্‌দী খানকে (যিনি ১১৪৬ হি. সালে ইসফাহানে ছিলেন, Rieu, ১খ., ১৯৩) আমার উস্‌তাদ আখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ৪৩৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, তিনি প্রসিদ্ধ 'উলামা, বুযুর্গান ও বড় বড় কবিদের সান্নিধ্যে গমন করেন এবং তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করেন। তিনি স্বভাবজাত উৎসাহ ও আগ্রহে কবিতা রচনা শুরু করেন। কবিতা রচনার নিয়মনীতি তিনি মীর সায়্যিদ 'আলী, কবিনাম মুশ্‌তাক'-এর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সাত হাযার কবিতা লিপিবদ্ধ (مدون) করিয়াছিলেন যাহা ইস্‌ফাহান লুণ্ঠনের ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়। পরবর্তী কালের কবিতাগুলিও হয়ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু দীওয়ান-ই আযারের পাণ্ডুলিপি এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য; রামপুরের সরকারী গ্রন্থাগারে ৬৪ পাতার একটি কাব্য সংকলন (দীওয়ান) রহিয়াছে। ইহাতে প্রায় দুই শতাধিক গাযাল রহিয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Oriental College Magazine, লাহোর, আগস্ট ১৯৩০, পৃ. ৬৭; হস্তলিখিত ফিহরিস্ত, রিদা' লাইব্রেরী, রামপুর নং ৩৭৩৪; বাঁকীপুর, ফারসী পাণ্ডুলিপির ফিহ্‌রিস্ত, ৩খ., ২১৯)।

মাছনাবী ইউসুফ-যুলায়খা (সংকলন ১১৭৬ হি.)-এর দীর্ঘ চয়ন এবং যেসব কাসীদা, গাযাল ও চতুষ্পদী কবিতা তাঁহার জীবনী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, তদ্দ্বারা তিনি একজন উন্নত মানের কবিরূপে প্রতীয়মান হন না (নাওয়াব সি'দ্দীক হা'সান খান, শাম-ই আনজুমান-এ লিখিয়াছেন, তিনি (আযার) মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার বিন্যাস চিত্তাকর্ষক ছিল, কিন্তু তাহাতে অর্থের সজীবতা ছিল অল্পই। যাহা হউক, তাঁহার গুরুত্ব একজন জীবনীকার হিসাবে এবং ইহাকেই তাঁহার আসল কৃতিত্ব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জীবনী গ্রন্থ সংকলন ঃ ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "আমার বয়স যখন ত্রিশ পার হইয়া চল্লিশে পৌঁছে, তখন আমি উস্‌তাদগণের রচনা হইতে কাসীদা ও গাযাল একত্র করিয়াছিলাম এবং আমি যখন বর্ধনশীল বয়স (سن نما) হইতে পরিপক্বতায় পৌঁছি, তখন প্রাচীন রচয়িতাদের

দীওয়ান আমার হস্তগত হয় এবং আমি উহা অধ্যয়ন করি। প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ জীবনী গ্রন্থাবলী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করি। সমসাময়িক সঙ্গী-সাথীদের রচনাবলীও চয়ন করি। যাঁহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে নাই, তাঁহাদের রচনাবলী অন্যের নিকট হইতে সংগ্রহ ও বাছাই করি। অধ্যয়নের মাধ্যমে কবিদের জন্ম ও লালন-পালনের স্থান সম্পর্কে অবগত হই, প্রতিটি অঞ্চলের কবিগণকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করি" (পৃ. ৪)। বাঁকীপুর গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি তালিকায় উল্লেখ আছে, তিনি জীবনী গ্রন্থটি ১১৭৪/১৭৬০ (পৃ. ১৩৫) সালে শুরু করেন। সর্বমোট জীবনীর সংখ্যা প্রায় ৮৪২ (Rieu)।

জীবনী গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংযোজন বহু দিন অব্যাহত ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। ইহাতে ১১৯৩ হি. সাল পর্যন্তের ইতিহাস পাওয়া যায়। ৪২০ পৃষ্ঠায় ত্রয়োদশ ছত্রে মুহ'াম্মাদ সা'দিক' মাহ্দী মুসাবী (কবিনাম 'নাসী')-র রচিত তারীখ 'যান্দিয়া' সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা তখনও লেখা হইতেছিল (সমাপ্তি সাল ১২০৯ হি.)। অনুরূপভাবে ৪১৫ পৃষ্ঠায় ৯ম ছত্র দারবীশ মাজীদ-এর মৃত্যু সাল ১১৮৫ হি., ৪২২ পৃষ্ঠায় ৪র্থ ছত্রে মিরযা মুহাম্মাদ নাসীরের মৃত্যু সাল ১১৯২ হি. নির্দেশ করা হইয়াছে। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে মিরযা হাবীবুল্লাহ ফারীবী-র অবস্থাও উল্লেখ করিয়াছে (আতিশ কাদাহ, ১২৮১ হি., পৃ. ৫৩৫)। আযার ফারীবীর মৃত্যু সালের যে সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দারা তাঁহার মৃত্যু সন ১১৯৩ হি. সনে উপনীত হয়। Ethe-র বর্ণনানুসারে আযার ১১৯৯/১৭৮৫ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (ফিহ্রিস্ত বাদলী, সংখ্যা-৩৮৪)। আতিশকাদাহ একাধিকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; Bland, JRAS, ৭খ., ৩৪৫-৩৯২; ৯খ., ৫১-এ গ্রন্থটির পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lockhart, Nadir Shah, লন্ডন ১৯৩৮ খৃ.; (২) Rieu, Catalogue of Peersian MSS . in British Museum, পৃ. ৩৭৪; (৩) Pertsch, Verzeichniss der Persischen Handshriften der Koniglichen Bibliothek zu, বার্লিন ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ৬২৪; (৪) আযার, আতিশকাদাহ, বোম্বাই ১২৯৯ হি., পৃ. গ্র. কলিকাতা ১২৪৯ হি., পৃ. গ্র., হ'াসান সাদাত নাসি'রী কর্তৃক সংশোধিত, তেহরান ১খ., বাহ্মান মাস ১৩৩৬ শ., ২খ., ১৩৩৮ শা, পৃ. গ্র. সায়্যিদ জা'ফার শাহীদী সংশোধিত, তেহরান ১৩৩৭ খুরশীদী; (৫) শহর নগর, Oudh Catalogue, পৃ. ১৬১; (৬) 'আবদুল-মুক'তাদির, Catalouge of the Arabic and Persian MSS in the Oriental Public Library Bankipur, ৮খ., পাটনা ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৩৮; (৭) Ethe, Bodl. Library Cat., ১খ., ২৬১ (সংখ্যা ৩৮৪); (৮) ঐ লেখক, Catalogue of Persian MSS, in the India Office Library, নং ৬৯৪ ; (৯) নাওয়াব মুহ'াম্মাদ সি'দ্দীক' হ'াসান খান, শাম্-ই আন্জুমান, ১২৯৩ হি., পৃ. ৬৫; (১০) Sykes, A History of Persia, ২খ.; (১১) Storey, Persian Literature, ১/২ খ., ৮৭১ প.।

ওয়াহীদ কু'রায়শী (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা

আযার কুহ্ল (দ্র. আয-যারকালী)

আযারগূন (اذرگون) ঃ (ফারসী, 'অগ্নি বর্ণ'; আরবী ভাষায় আয'ারয়ুন), দুই হইতে তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট, আঙ্গুলের সমান, দীর্ঘাকৃতি লোহিত হরিদ্রাভ পত্রবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ বীজসম্বলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পুষ্পবিশিষ্ট এক প্রকার উদ্ভিদ। এই ফুলের পরিচয় এখনও ভালভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। গ্রীক ভাষায় Khera azarion হইতেছে senecio vulgaris-এর সমার্থক যাহার অর্থ সাধারণ Groundsel জাতীয় উদ্ভিদ (B. Langkavel Botanik der spatern Griechen, ১৮৬৬ খৃ., পৃ. ৭৪; I. Low, Aramaische Pflanzennamen, ১৮৭৯ খৃ., পৃ. ৪৭)। আরব লেখকদের বর্ণনায় ইহাকে গাঢ় হলুদ বর্ণের bupthalmos, ক্লিমেন্ট মুলেট-এর মতেও অথবা Calendula Officinalis, গাঁদা ফুল হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই ফুলের আকার, বর্ণ ও গন্ধের বৈশিষ্ট্যের সহিত উহার মিল রহিয়াছে এবং পূর্বে ইহা ঔষধি ছিল। আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানে আযারয়ুন মনোবলবর্ধক, রোগপ্রতিষেধক প্রভৃতি হিসাবে বিবেচিত। এই উদ্ভিদটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনায় লোকায়ত বিশ্বাসে অধিক ভূমিকা রাখিয়াছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে কেবল ইহার গন্ধের সাহায্যেই প্রসবকার্য সহজ হইত এবং মাছি, ইঁদুর ও গিরগিটি বিতাড়িত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-বায়ত'ার, জামি, বুলাক (১২৯১ হি., ১খ., ১৬; (২) ইব্নুল-'আওয়াম, ফালাহ'া, অনু. ক্লিমেন্টমুলেট, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ., ১খ., ২৬৯; (৩) ক'াযবীনী (Wustenfeld), ১খ., ২৭১; (৪) L. Leclerc, Notices et extraits des manuscripts, ২৩খ., ৩৮; (৫) Meyerhof and Sobhy, The abridged version of "The Book of Simple Drug" ইত্যাদি, ১খ., ১৪৬ প.।

J. Hell (E.I.2)/ পারসা বেগম

আযারবায়জান (آذربيجان) ঃ বা আযারবায়জান (آذر بايجان) পারস্যের একটি প্রদেশ; (২) একটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

(১) পারস্যের বৃহৎ প্রদেশ, মধ্যযুগীয় ফারসী ভাষায় আতুর পাতাকান (آذر پاتاكان) আধুনিক ফারসী ভাষা প্রাচীনরূপে আযারবাযাগান, (آذربايگان) বর্তমানে আযারবায়জান (آذربايجان) গ্রীক Atropatene বায়য়্যান্টীয় গ্রীক Adrabiganon, আর্মেনীয় আত্রাপাতাকান Atrapatakan) সিরীয় ভাষায় আযারবায়গান (آذربايغان)। এই প্রদেশটির নাম জেনারেল এটরোপটিস (Atropates)-এর নামানুসারে রাখা হইয়াছে (Atropates)- 'অগ্নি দ্বারা সুরক্ষিত"। ইনি আলেকজান্ডার (اسكندر اعظم)-এর আক্রমণের সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (৩২৮ খৃ. পূ.) এবং এইভাবে পরবর্তী কালের পারস্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে তাঁহার রাজ্যটি (Media Minor, Strabo ১১খ., ১৩, ১) সংরক্ষণ করেন (তু. ইব্নুল-মুকাফ্ফা, য়া'কূত, ১খ., ১৭২ ও আল-মাকদিসীতে, পৃ. ৩৭৫ ঃ

আযারবায ইব্ন বীওয়ারাসূফ (ازرباذ بن بيــورسف)। এটরোপাটি-এর বংশ আর্শাকীদের অধীনে উন্নতি লাভ করে এবং রাজপরিবারের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই পরিবারের শেষ বংশধর গাইআস জুলিয়াস আরতাওয়ায্দ (Gaius Julius Artawazd) ৩৮ খৃষ্টাব্দে রোমে মৃত্যুবরণ করেন। রাজ্যটি ইতোমধ্যে আরশাকীদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল (প্রাচীন ইতিহাসের জন্য তু. Pauly Wissowa, Atropatene)। সাসানীদের আমলে আযারবায়জান একজন মারযুবান কর্তৃক শাসিত হইত এবং এই আমলের শেষভাগে ইহা ফাররুখ-হোরমিয্দ বংশের অধিকারে চলিয়া যায় (দ্র. Marquart, Eransahr, পৃ. ১০৮-১৪)। আযারবায়জানের রাজধানী ছিল শীষ-এ (অথবা গানাযাক-এ, যাহার সহিত লায়ানের (উরমিয়া হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত) ধ্বংসাবশেষের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহাতে একটি বিখ্যাত অগ্নি মন্দির ছিল, সাসানীয় নৃপতিগণ সিংহাসন আরোহণের সময় ইহা দর্শনে যাইতেন। পরবর্তী কালে Bitharmats, Thebarmats (এখন তাখ্ত-ই সুলায়মান)-এর কিছুটা দুর্গম আরশাকী প্রাসাদে এই অগ্নি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

'আরবদের আযারবায়জান বিজয় ১৮-২২/৬৩৯-৪৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। খালীফা 'উমার (রা)-এর আমলে হু'যায়ফা ইব্নুল-য়ামান সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি নিহাওয়ান্দ হইতে আসিয়া আযারবায়জান জয় করিয়াছিলেন; অন্যান্য অভিযান শাহ্রাযুর হইতে পরিচালিত হইয়াছিল। হু'যায়ফা মারযুবানের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন যাহার রাজধানী ছিল আরদাবীলে। তিনি ৮,০০,০০০ দিরহাম দিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং 'আরবগণ কাহাকেও দাসত্বে আবদ্ধ করিবেন না, অগ্নিমন্দির ও ইহাতে সম্পন্ন অনুষ্ঠানাদির সম্মান রক্ষিত হইবে এবং বালাসাগান, সাবালান ও সাত রুযানে যাযাবর কুর্দীদের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করা হইবে— এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন।

আযারবায়জানের জনসাধারণ (ইরান দেশ হইতে উদ্ভূত) বহু সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিত (আল-মাক্'দিসী, পৃ. ৩৭৫; আরদাবীলের নিকট ৭০টি ভাষায়)। 'আরব সরদারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাব্রীয অঞ্চলে রাওয়াদুল-আয্দী, মারান্দে বা'ঈছুর-রাবী'আ, উরমিয়া হ্রদের দক্ষিণে মুরর ইব্ন 'আলী আর -রুদায়নী ইত্যাদি। তাঁহারা ক্রমশ দেশীয় জনসাধারণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাওয়াদীগণকে কুর্দী হিসাবে গণ্য করা হইত (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. সায়্যিদ আহ্'মাদ কাস্রাবী, পাদ শাহান-ই গুমনাম, ১খ., ও ৩খ., তেহ্রান ১৯২৮-৯ খৃ.)।

বাবাক (দ্র.)-এর বিদ্রোহের পর আযারবায়জানের উপর খিলাফাতের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়ে। এই প্রদেশের শেষ উদ্যমশীল গভর্নরগণ (২৭৬-৩১৭, ৮৮৯-৯২৯) ছিলেন সাজীগণ (দ্র.) যাহারা নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যান। তাঁহাদের পতনের পর আযারবায়জানে স্থানীয় শাসক বংশসমূহের অভ্যুদয় ঘটে। খারিজী দায়সাম (অর্ধ আরব ও অর্ধ কুর্দী)-এর পর আযারবায়জান বাতিনী মতবাদের (দ্র. বানূ মুসাফির) দায়লামী মারযুবান ইব্ন মুহ'াম্মাদ কর্তৃক অধিকৃত হয়। দায়লামীদের পর কুর্দী রাওওয়াদী (দ্র.)-গণের আগমন ঘটে (৩৭৩-৪৬৩/৯৮৩-১০৭০)। ৫ম/১১শ শতাব্দীর গুরুত্বে গুয্য যোদ্ধৃবর্গ প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে এবং পরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সালজুকদের অধীনে আযারবায়জান অধিকার করে। ফলে আযারবায়জানের ইরানী জনগোষ্ঠী ও ট্রান্সককেসিয়ার সংলগ্ন অঞ্চল তুর্কীভাষী এলাকায় পরিণত হয়। ৫৩১/১১৩৬ সালে আযারবায়জান আতাবেক ইলদিগিযের [Eldigiz দ্র.] (অপেক্ষাকৃত ভাল Eldiguz) দখলে আসে যাঁহার বংশধরগণ আহ'মাদীলী (দ্র.)-দের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া খাওয়ারিয্ম শাহ্ জালালুদ্দীন (৬২২-৮/১২২৫-৩১)-এর আক্রমণের সংক্ষিপ্ত আমল পর্যন্ত শাসন করিতে থাকে; খাওয়ারিয্ম শাহের পর পরই মঙ্গোলদের আগমন শুরু হয়। ঈল্খান হুলাগু (৬৫৪/১২৫৬)-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আযারবায়জান আমুদারয়া (অক্সাস বা জায়হূ'ন) হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রথমে মঙ্গোলদের বসতিস্থান ছিল মারাগায় (দ্র.) এবং পরে তাব্রীয (দ্র.)-এ যাহা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। মঙ্গোল ও তাহাদের পরবর্তী জালাইর (দ্র.)-দের পর আযারবায়জান পশ্চিম হইতে প্রত্যাগত তুর্কমেনদের (কারা কোয়ুনলু [দ্র.) ও আক কোনুয়ুনলু [দ্র.] দ্বারা অধিকৃত হয়, যাহাদের রাজধানী ছিল তাব্রীযে (৭৮০-৯০৮/১৩৭৮-১৫০২)।

৯০৭/১৫০২ সালে আযারবায়জান আরদাবীলের স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় ইরানী আঞ্চলিক ভাষাভাষী সাফাবীগণের প্রধান দুর্গ ও মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে ১৫১৪ ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'উছমানী তুর্কীগণ তাব্রীয ও ঐ প্রদেশের অন্যান্য অংশ বারংবার দখল করে। শাহ্ আব্বাস কর্তৃক পারস্যদেশীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আফগান আক্রমণের সময়ে (১১৩৫-৪২/১৭২২০৮) 'উছমানীগণ আযারবায়জান ও পরস্যের পশ্চিমাঞ্চল পুনরায় অধিকার করে, তদন্তর নাদির শাহ তাহাদেরকে বহিষ্কার করে।

কারীম খান যান্দের শাসন কালের প্রথম দিকে আফগান আযাদ খান আযারবায়জানে বিদ্রোহ করেন এবং পরবর্তীকালে খোয় (Khoy) -এর দুম্বুলী কুর্দীগণ ও অন্যান্য গোত্রপ্রধান আযারবায়জানের বিভিন্ন অংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

কাজারগণের আগমেনের সঙ্গে সঙ্গে আযারবায়জান ভাবী উত্তরাধিকারীদের ঐতিহ্যবাহী বাসস্থানে পরিণত হয়। উত্তরে রাশিয়ার সাথে চূড়ান্তভাবে সীমারেখা নির্ধারিত হয় আরাস নদী (Araxes) বরাবর ১৮২৮ খৃ. (তুর্কমানচায়-এর সন্ধি)। তুরস্কের সহিত পশ্চিম সীমান্ত নির্ধারিত হয় মাত্র ১৯১৪ খৃ. এবং রিদা শাহের আমলে পারস্য আরারাত পর্বতের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল তুরস্ককে ছাড়িয়া দেয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর আযারবায়জানের প্রতিনিধিবর্গ পারস্য বিপ্লবে একটি প্রাণবন্ত ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৮ সালের ৩ এপ্রিল রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী গ্রেট বৃটেনের সহিত এক চুক্তির মাধ্যমে তাব্রীযে বৈদেশিক উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিবার উদ্দেশে আযারবায়জানে প্রবেশ করে কিন্তু তাহারা বিভিন্ন অজুহাতে সেইখানে তাহাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করে এবং ১৯১৪-১৭ খৃ. পর্যন্ত তুর্কীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। যুদ্ধে কখনও

তাহাদের জয় হয়, কখনও হয় পরাজয়। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭ খৃ.) পর তাহারা আযারবায়জান ত্যাগ করে এবং ৮ জুন তারিখে তুর্কীগণ আসিয়া তাব্রীযে একটি তুরস্ক সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। প্রায় এই সময়েই আযারবায়জানী আত্মসচেতনতার প্রাথমিক চিহ্নের প্রকাশ ঘটে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর রিদা খান (পরবর্তীতে রিযা শাহ) কর্তৃক পারস্যের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলীর পর (দ্র. ইরান) সোভিয়েত সৈন্যগণ আযারবায়জানসহ উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ অধিকার করে। এই দখলের অন্তরালে পারস্য রাজ্যের সীমার মধ্যে আযারবায়জানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠে। রুশগণ ১৯৪৬ সালের মে মাসের প্রথমদিকে (পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের মার্চের পরিবর্তে) আযারবায়জান ত্যাগ করে এবং এই বিলম্বের ফলে জাতিসংঘে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয় এবং মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ভাংগন ধরে। অপসারণের পর ইরানের প্রধান মন্ত্রী কাওয়াম ১৯৪৬ সালের ১৩ জুন তারিখে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিতে আযারবায়জানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দান করেন, যেই চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে অধিকার ও স্থানীয় তুর্কী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। যাহা হউক, ৪ নভেম্বর তারিখে ইরানী সেনাবাহিনী আযারবায়জানে প্রবেশ করে এবং পূর্ব স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়।

ভৌগোলিক বিবরণ ঃ ইব্ন খুররাদাযবিহ-এর ১১৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত আযারবায়জানের শহর ও জেলার তালিকা মুসলিম বিজয়ের অব্যহতি পরে এবং সম্ভবত সাসানীয়দের অধীনে প্রদেশের (কুরা) গঠন-কাঠামোর অবগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) মারাগা; (২) মিয়ানিজ; (৩) আরদাবীল; (৩ক) ওয়ারছান; (৪) সীসার (সেন্নাহ); (৫) বার্যা (সাক্কিয?); (৬) সাবুর খাস্ত; (৭) তাব্রীয; (৮) মারান্দ; (৯) খোয়; (১০) কুলসারা; (১১) মুকান; (১২) বারযান্দ; (১৩) জান্যা (গান্যাক); (১৪) জাবারওয়ান; (১৫) নারীয; (১৬) উরমিয়া; (১৭) সালমাস; (১৮) শীয; (১৮ক) বাজারওয়ান (১৯) রুস্তাকুস সালাক; (২০) রুস্তান সিন্দবায়া (সিন্দপায়েহ); (২১) আল বায্য; (২২) রুস্তাক উর্ম; (২৩) বাল্ওয়ান কারাজ (কারাজাদাগ?); (২৪) রুস্তাক সারাহ্ (সারাব); (২৫) দাস্কিয়াওয়ার(?); (২৬) রুস্তাক মায় পাহরাজ; এই নম্বরগুলির মধ্যে ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯ ও ২৬ উরমিয়া হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত (দায়নাওয়ারের দিকে); নম্বর ৭, ৮, ৯, ১৬ ও ১৭ উত্তর-পশ্চিম কোণে; নম্বর ১, ২, ৩, ১০, ১১, ১২, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ তাব্রীযের মধ্যরেখার পূর্বে; ২০ ও ২৫ নম্বরের স্থান নির্ণয় করা যায় নাই। দক্ষিণের সীমান্ত ছিল ২৬ নম্বর 'মীডিয়ার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে' (সম্ভবত বর্তমানের সুন্কুর [দ্র.]; পূর্ব দিকে ইহা মিয়ানা ও যান্জান (দ্র.)- এর মধ্য দিয়া বিস্তৃত; উত্তর-পূর্ব দিকে ইব্ন খুররাদায বিহ, ১২১ পৃষ্ঠায় ওয়ারছান্কে (বর্তমানে আরাস নদীর দক্ষিণ তীরের আলতান) "আযারবায়জান প্রদেশ (আমাল)-এর শেষ প্রান্ত' হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে সেই যুগের প্রদেশটির সীমানা ইহার বর্তমান বিস্তৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া যায়, কিন্তু যেহেতু আযারবায়জান সাধারণত ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আর্মেনিয়া ও আররানের সহিত যুগ্মভাবে শাসিত হইত (দ্র. আল-মাকদিসী, পৃ. ৩৭৪; ইকলীমুর-রিহাব তিনটি প্রদেশ দ্বারা সংগঠিত), সেইহেতু প্রশাসনিক সীমান্তসমূহ বিশেষভাবে পরবর্তীকালে পরিবর্তনশীল ছিল। আল-মাকদিসী, ৩৭৪-এ খোয়, উরমিয়া, এমন কি দাখাররাকান (তাব্রীযের দক্ষিণে) আর্মেনিয়ার অংশ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। য়া'কূতের মতানুসারে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) আযারবায়জান-এর উত্তর সীমান্ত বারযাআ (Parthav) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নুযহাতুল-কুলূব (৭৩০/১৩৪০)-এর ৮৯ পৃষ্ঠায় আরাস নদীর বাম তীরে অবস্থিত নাখিচেওয়ান ও ওর্দুবাদকে আযারবায়জান-এর অংশরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আযারবায়জানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পর্বতশ্রেণীসমূহ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত উচ্চ চূড়াসমূহ; আরদাবীলের পশ্চিমে সাওয়ালান পর্বত (১৫, ৭৯২ ফুট), তাব্রীযের দক্ষিণে সাহান্দ পর্বত (১২,০০০ ফুট), ছোট আরারাত (১২, ৮৪০ ফুট) যাহার দক্ষিণ দিক দিয়া দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী প্রলম্বিত যাহা তুরস্ক ও ইরাকে সীমান্ত রচনা করিয়াছে এবং যাহার দক্ষিণ অংশ উচ্চ চূড়ায় শোভিত। আযারবায়জানের মধ্যভাগ উল্লেখযোগ্য সমভূমি (তাব্রীয, মারান্দা, খোয়, সালমাস) এবং গভীর গিরিসঙ্কটসহ উচ্চ মালভূমি দ্বারা গঠিত।

আযারবায়জানের অঞ্চলসমূহ কাস্পিয়ান সাগর, উরমিয়া হ্রদ ও দিজলা (তাইগ্রীস) নদীর অববাহিকার সমন্বয়ে গঠিত যাহা কাস্পিয়ান সাগরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে ঃ (১) সাহান্দ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উৎপন্ন সাফীদ রূপ-এর উপনদীসমূহ ও (২) আরাস নদীর দক্ষিণ দিকের উপনদীসমূহ (আরদাবীল নদী, কারাসু, কারাজাদাগের নদীসমূহ, খোয় নদী ও মাকূ নদী, যান্গীচায়)। অভ্যন্তরীণ হ্রদ উরমিয়া (দ্র.) ৫২,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার পানি নিষ্কাশন করে (মারাগার নদীসমূহ, সুফী চায় ইত্যাদি); তাব্রীযের নদী, আজী-চায়, সালামাস ও উরমিয়ার বহু সংখ্যক নদী, কুর্দী অঞ্চলসমূহের প্রধান নদীগুলি, যাগাতু, তাতাউ, গাদির)। ছোট যাব নদী সীমান্ত পর্বতমালার পারস্য অংশে উৎপন্ন হইয়া আলানের ফাঁকের মধ্য দিয়া উত্তর ইরাকের সমভূমিতে প্রবাহিত হইয়া দিজলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

আযারবায়জানের জনসাধারণ প্রধানত গ্রামে বাস করে। বৃহত্তম শহরগুলি হইতেছে তাব্রীয (২,৮০,০০০ অধিবাসী), আরদাবীল (৬৩০০০), উরমিয়া খোয় (৪৯,০০০), মারাগা (৩৫,০০০)। আধা যাযাবরেরা থাকে মুগান তৃণভূমিতে [তুর্কী শাহসেওয়ান (দ্র.)] এবং তুর্কী সীমান্তে অবস্থিত কুর্দী জেলাসমূহে ও উরমিয়া হ্রদের দক্ষিণে। অধিকাংশ অধিবাসী আঞ্চলিক 'আযারবায়জানী তুর্কী' (দ্র. আযারী) ভাষায় কথা বলে। শেষোক্তদের বৈশিষ্ট্য হইতেছে পারস্য স্বরধ্বনি ও কণ্ঠস্বরে সুরলালিত্যের প্রতি উপেক্ষা এবং ইহা এইভাবে তুর্কীকৃত জনসাধারণের অতুর্কী উৎপত্তি প্রতিফলিত করে। প্রাচীন ইরানী (আযারী) আঞ্চলিক ভাষার অবশিষ্ট পাওয়া যায় সাহান্দ, জুলফা ইত্যাদির নিকটবর্তী কারাজাদাগের ছোট ছোট দলের মধ্যে। রাষ্ট্রভাষা ফারসী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়। উরমিয়া হ্রদের পশ্চিমে অবস্থিত জেলাসমূহে আরমেনীয় ও আসিরীয়দেরকে (আয়সর) দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম সীমান্ত ও দক্ষিণ দিকের জেলাসমূহে, তাতাউ নদীর পশ্চিমে কুর্দী ভাষা ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Marquart, Eransahr, ১৯০১ খৃ., ১০৮-১৪; (২) P. Schwarz, Iran im Mittelalter, ৮খ., ১৯৩২-৪ খৃ., পৃ. ৯৫৯-১৬০০ ('আরব ভূগোলবিদদের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ডাইজেস্ট); (৩) Le Strange, পৃ. ১৫৯ প.; (৪) V. Minorsky, Roman and Byzantine campaigns in Atropatene, BSOAS, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ২৪৫-৬৫ (তু. E. Honigmann, in Byzantion, ১৯৪৪-৫ খৃ., পৃ. ৩৮৯-৯৩); (৫) আরব গভর্নরদের তালিকায় জন্য তু. R. Vasmer, Chronologie der arabischen Statthalter von Armenien, ইত্যাদি (৭৫০-৮৮৭), ভিয়েনা ১৯৩১ খৃ.; (৬) Ritter, Erdkunde, ৯খ., ৭৬৩-১০৪৮; (৭) Khaniloff and Kiepert, Map of Aderbaijan, in Z. f. allgem, Erd., ১৮৬২ খৃ.; (৮) J. de Morgan, Mission scientifique, ১খ., ২৯০-৩৫৮; (৯) ফারহাঙ্গ-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, ৪খ., ১৯৫১ খৃ. (গ্রামসমূহের তালিকা, মানচিত্রসমূহ); (১০) A Monaco, L'Azerbeigian persiano, Soc, geogr. italiana ১৯২৮ খৃ.; (১১) আরও দ্র. আরদাবীল, বায়য়ান্দ, গানযা, খোয়, মারাগা, মারান্দ, মুকান, নিরীয, সাল্‌মাস, সাঊজ বুলাক (মাহাবাদ), শীয, সীসার, সুলদুয, তাব্রীয, উরমিয়া, উশ্‌নু।

V. Minorsky (E.I.²)/পারসা বেগম

(২) **আযারবায়জান,** সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Az. SSR) ট্রান্সককেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে, ককেশাসের দক্ষিণ-পূর্বদিকের শাখাসমূহ কাস্পিয়ান উপকূল ও আরাস পর্বত (যাহা একই আযারবায়জান নামক ইরানী প্রদেশ হইতে ইহাকে পৃথক করে)-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত। উত্তর-পূর্বদিকে ইহার সীমান্ত দাগেস্তান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র (রুশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল সোভিয়েত রিপাবলিক, RSFSR-এর অংশ) পর্যন্ত। উত্তর-পশ্চিমে ইহার সীমান্ত জর্জিয়ান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (আলাযান নদীর পার্শ্ব বহিয়া) এবং পশ্চিম দিকে আর্মেনীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (সিওয়ান হ্রদ গোকচ)-এর পূর্বদিকের রেখা বরাবর। দক্ষিণ-পশ্চিমে আর্মেনীয় অঞ্চলের ভিতরে অবস্থিত নাখচেওয়ানের স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র (ASSR) আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের অংশবিশেষ, অপরদিকে কারা-বাখ-এর পার্বত্যাঞ্চলসমূহ (উল্লেখযোগ্য আর্মেনীয় জন সংখ্যা অধ্যুষিত) লইয়া আযারবায়জানে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Oblast) গঠিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকভাবে এই প্রজাতন্ত্রের এলাকা আর প্রাচীন লেখকদের আলবেনিয়া (Strabo, ১১খ., ৪; Ptolemy, ৫খ., ১১) অথবা আরমেনিয়ার আল্‌ভান-ক (Alvan-k') ও আরবী ভাষায় আর্‌রান (দ্র.) একই এলাকা। কুর (কুরা) নদীর উত্তরে অবস্থিত প্রজাতন্ত্রের অংশ দ্বারা শারওয়ান [পরবর্তী কালে শিরওয়ান (দ্র.)] রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

রাজকীয় রুশ বাহিনীর পতনের পর রাশিয়ার পক্ষ হইতে মিত্র শক্তিবর্গ কর্তৃক (জেনারেল ডানস্টারভিল, ১৭ আগস্ট-১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮) প্রতিরক্ষার উদ্দেশে বাকূ অধিকৃত হয়। ১৯১৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, নূরী পাশার অধীনে তুর্কী বাহিনী বাকূ অধিকার করে এবং তিনি পূর্ববর্তী প্রদেশকে আযাররায়জান নামে পুনঃসংগঠিত করেন। কারণস্বরূপ বলা হয়, তুর্কী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সহিত পারস্য প্রদেশ আযারবায়জানের তুর্কী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। মুদ্রস (Mudros)-এর যুদ্ধ বিরতির পর যখন মিত্রশক্তি বাকূ পুনরাধিকার করে তখন জেনারেল টমসন (Thomson) [২৮ ডিসেম্বর, ১৯১৮] মুসাওয়াত দলের আযারবায়জান সরকারকে একমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। মিত্রশক্তির স্থানত্যাগের পর ১৯২০ সালের ২৮ এপ্রিল কোন রকম সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যতীতই বাকূ একটি সোভিয়েট রাজ্যরূপে ঘোষিত হয় এবং আযারবায়জান সম্মিলিত ট্রান্স-ককেশিয়ার তিনটি প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ে একটি রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালে ফেডারেশন শেষ হইয়া যায় এবং ১৯৩৬ সালের ৫ ডিসেম্বর আযারবায়জান সোভিয়েত ফেডারেল প্রজাতন্ত্র সংঘের ১৬টি অংগরাজ্যের অন্যতম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের আয়তন ৮৭,৭০০ বর্গকিলোমিটার বা ৩৩ হাজার বর্গমাইল। ইহার জনসংখ্যা ৩২ লক্ষ যাহার ২৮% শহরে বাস করে। স্থানীয় তুর্কীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, জনসংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশ, আরমেনীয় ১২%, রুশ ১০%। প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাকূ (দ্র.), জনসংখ্যা ৮,০৯,০০০, গান্‌জা [দ্র.] (পূর্ববর্তী কালের এলিযাভেটপল ও কিরোভাবাদ)-এর এই সংখ্যা ৯৯,০০০। অন্যান্য বড় শহর শামাখী, কুবা, সালিয়ান, নূখী, মিন্‌গেচাওর প্রভৃতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bolshaye Sovietshaye Entsik ১৯৫১ খৃ.; (২) Chambers's Encyc., ১৯৫০ খৃ.; (৩) L.C. Dunsterville, The Adventures of Dunsterfore, লন্ডন ১৯২০।

V. Minorsky (E.I.²)/ পারসা বেগম

সংযোজন

আযারবায়জান (آذر بيجان) ঃ বা আযারবায়জান (১) আযাঁরবায়জান-ই গারবী বা পশ্চিম আযারবায়জান, উত্তর-পশ্চিম ইরানের একটি প্রদেশ; (২) আযারবায়জান-ই শারকী (পূর্ব আযারবায়জান) উত্তর-পশ্চিম ইরানের একটি প্রদেশ; (৩) আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র, পশ্চিম এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ, প্রক্তন আযারবায়জান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

(১) **আযারবায়জান-ই গ'ারবী ঃ** ইহা পশ্চিম আযারবায়জান নামে পরিচিত। এলাকাটি উত্তর-পশ্চিম ইরানের একটি উসতান (প্রদেশ)। ইহার পূর্বে আযারবায়জান-ই শারকী উসতান, উরুমিয়া হ্রদ ও দক্ষিণে কুর্দিস্তান উসতান অবস্থিত। ইহার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইরাক ও তুরস্ক অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৫,১৪১ বর্গমাইল (৩৯,২১৬ বর্গ কিলোমিটার)। কথিত আছে, যোরোয়াস্টার উসতানটির বর্তমান রাজধানী ওরুমীয়েহ (প্রাক্তন রেযাঈয়েহ)-তে জন্মগ্রহণ করেন। এলাকাটি ৭ম শতাব্দীতে আরবদের এবং ১৩শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। উছমানী ও ইরানীদের মধ্যে অঞ্চলটি নিয়া ২০০ বৎসরেরও অধিককাল (১৫শ হইতে ১৮শ শতাব্দী) ধরিয়া যুদ্ধসংঘাত চলিতে থাকে, যাহার ফলে ইহা তুর্কী ও

পরবর্তীতে রুশগণের আক্রমণের শিকার হয়। অতঃপর ১৭৪০ খৃস্টাব্দে নাদির শাহ্ এলাকাটির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। ১ম মহাযুদ্ধকালে পশ্চিম আযারবায়জান তুরস্কের দখলে চলিয়া যায়। অতঃপর ২য় মহাযুদ্ধকালে প্রদেশটি সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক এখানকার মাহাবাদে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে একটি স্বল্পস্থায়ী কুর্দী প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, যাহা ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে অঞ্চলটি ইরানী সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকারভুক্ত হবার সময়কাল পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। ১৯৭৯-৮০ খৃস্টাব্দে ইরানী বিপ্লবের সময় কুর্দীরা মাহাবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শী'আ ও কুর্দীদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া যায়।

আযারবায়জান-ই গ'ারবী প্রদেশে যাগরস পর্বতমালার একাংশ অবস্থিত যেখানে ৫,০০০ হইতে ৬,০০০ ফুট (১,৫০০ হইতে ১,৮০০ মিটার) উচ্চতায় অনেক অধিত্যকা বিদ্যমান। উচ্চতা প্রান্তিক উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত বেশী এবং দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল অপেক্ষাকৃত কম। উঁচু-নীচু ভূ-প্রকৃতির কারণে খুয়-এর আশেপাশে অনেক কয়টি অববাহিকা ও নিম্নভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রদেশটির অধিকাংশ স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। ইহার নদ-নদীগুলি বৃষ্টিহীন, গ্রীষ্ম ও শরতের প্রথমভাগে গলিত বরফ প্রসূত ঝরনার মাধ্যমে প্রবহমান থাকে। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া গরম থাকে এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। প্রদেশটির পার্বত্য অঞ্চলগুলি বৎসরের সাত হইতে আট মাস যাবৎ বরফাবৃত থাকে। জনসংখ্যার অধিকাংশই তুর্কী, তৎসহ কুর্দী ও আর্মেনীয়গণও রহিয়াছে। কুর্দীরা সংখ্যায় কম, তাহাদের আবাসস্থল উত্তরে আরাস নদী হইতে দক্ষিণে খূয় পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে আর্মেনীয়রা সংখ্যালঘু হিসাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে। জনসংখ্যার অধিকাংশই শী'আ মুসলমান। দেশটির অর্থনীতি কৃষিনির্ভর, যাহা ওরূমীয়েহ অববাহিকায় কেন্দ্রীভূত। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে রহিয়াছে বার্লি, গম, ধান, গোল আলু, বাদাম, আখ, ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি। গবাদি পশুর মধ্যে ভেড়া ও ছাগল পালন করা হয়। শিল্পের মধ্যে রহিয়াছে চিনিকল, হিমাগার খাদ্য প্রক্রিয়ার ইউনিট, বস্ত্রকল ইত্যাদি। কার্পেট, বুননশিল্প ও ধাতব দ্রব্যের কাজকর্মও এখানে সম্পন্ন হয়। কয়লা, লবণ ও নানাবিধ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পাথরও পাওয়া যায়। প্রদেশটির মাঝ বরাবর একটি রেল-লাইন রহিয়াছে। ওরূমীয়েহ (জনসংখ্যা ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে ১৬৩,৯৯১), খূয় (জনসংখ্যা ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের হিসাবমতে শহর ৮১,৩৪৫; কান্টি, ১৮৮,২৭৪), মাকু, মিয়ানদেরোব সালমাপ (ভূতপূর্ব শাহপুর), পীরনশাহর ইত্যাদির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে। উরমিয়া হ্রদের উপর দিয়া বহু সংখ্যক ফেরী পারাপারের মাধ্যমে আযারবায়জান-ই গ'ারবী ও আযারবায়জান-ই শারক'ীর পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রদেশটির জনসংখ্যা ১৯৮৩ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী মতে ১,৬৮৮,০০০ জন।

(২) **আযারবায়জান-ই শারক'ী** ঃ উত্তর-পশ্চিম ইরানের পূর্বে আযারবায়জান প্রদেশ বা উসতান। ইহার পশ্চিমাংশে উরুমিয়া হ্রদ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক আযারবায়জান-ই গ'ারবী প্রসারিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার আয়তন ২৫,৯১০ বর্গমাইল (৬৭,১০২) কিলোমিটার)। এলাকাটি ৭ম শতাব্দীতে আরবদের দ্বারা বিজিত হয়। কথিত আছে, খলীফা হারূনুর-রাশীদের স্ত্রী প্রদেশটির বর্তমান রাজধানী তাবরীযে (১৯৯২ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী যাহার জনসংখ্যা ১,৪০০,০০০) বসবাস করিতেন (৭৯১ খৃ.)। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী কালে মোঙ্গল আক্রমণে প্রদেশটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কালক্রমে ইহা সিরিয়া হইতে অক্সাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত তাবরীয শহরটি কালক্রমে রাজধানীর মর্যাদায় একটি সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক এলাকার কেন্দ্রভূমি হিসাবে গণ্য হয়। উল্লেখ্য, তাবরীয কারা কোয়ূনলু ও আক কোয়ূনলু রাজবংশসমূহের রাজধানী হিসাবেও খ্যাতি লাভ করে (১৩৭৮-১৫০২ খৃ.)। রাশিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এবং পুনরায় ১৮২৬-১৮২৮ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত স্বল্পস্থায়ী রুশ-ইরান যুদ্ধকালে প্রদেশটি আক্রমণের শিকার হয়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে রাশিয়াকে বলশেভিক বিপ্লবের প্রাক্কালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহা রাশিয়ার দখলভুক্ত হয়। ২য় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনী এলাকাটি জবরদখল করে এবং সোভিয়েত সহায়তায় তুদেহ (সমাজতান্ত্রিক) দলের নেতৃত্বে স্বাধীন আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাবরীযকে উহার রাজধানী করা হয়। অতঃপর ইরানীরা ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে প্রদেশটি ফিরিয়া পায়।

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে প্রদেশটি পর্বতসঙ্কুল। পূর্ব যাগরস পর্বতমালা প্রদেশটির সমগ্র এলাকার উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত। প্রদেশটির উচ্চ উপত্যকায় অনেক বড় বড় আগ্নেয় কোণ্ পরিলক্ষিত হয়, যাহার মধ্যে রহিয়াছে সাবালান (১৪,০০০ ফুট বা ৪,২৭০ মিটার ও সাহানদ, ১২,১৩৮ ফুট)। এলাকাটি ভূমিকম্প প্রবণ। স্তেপ অঞ্চল, যেমন আরাস নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী দাসত-ই মোগান, ইহার ভূ-প্রকৃতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রধান প্রধান নদীর মধ্যে রহিয়াছে দক্ষিণের আরাস, কারেহ সূ যাহার একটি নদী পূর্বের কিযিল উযুন, কারানগূ আইদুঘখিল, যাহার শাখা-নদী ও জাঘাতু নদী। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া গরম, শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু বসন্তকাল উষ্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ ও আরামদায়ক বলিয়া ইহার খ্যাতি চতুর্দিকে সুবিদিত।

এলাকার অধিবাসীরা প্রধানত তুর্কী, আর্মেনীয় (যাহারা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী) এবং অল্প কিছু চালদিয়ান জনগোষ্ঠী। সাধারণত সংশ্লিষ্ট তুর্কীরা শী'আ মুসলমান, যাহারা আযারবায়জানী ভাষায় কথা বলে এবং আরবী লিপি ব্যবহার করে। অধিবাসীরা কৃষিজীবী। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে বার্লি, গম, ধান, নীল, শবজি, ফলমূল ইত্যাদি প্রধান অর্থকরী ফসল। ভেড়া, ছাগল ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পালন করা হয়। উৎপন্ন শিল্পসামগ্রীর মধ্যে রহিয়াছে ট্রাক্টর, কারখানার যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, বস্ত্রসামগ্রী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পশু-খাদ্য, টারবাইন, মোটর সাইকেল, ঘড়ি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (Food Stuff) ও কৃষি যন্ত্রপাতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে আছে তামা, আর্সেনিক, কাওলিন, সীসা, লবণ ইত্যাদি। সড়ক ও রেল যোগাযোগ নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে তাবরীযকে মারাগা, আরদাবিল, আহার, মীআনেহ, মারানদ ও সারাব-এর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। তাবরীয হইতে তেহরানগামী একটি তেলের পাইপ লাইন প্রদেশটির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৯৮৩ খৃস্টাব্দের আদম শুমারী অনুসারে প্রদেশটির জনসংখ্যা ১,৬৭,০০০ জন।

(৩) **আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র** ঃ পশ্চিম এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ, ইহা ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলে অবস্থিত। দেশটির আয়তন ৮৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার বা ৩৩,৪০০ বর্গমাইল। দেশটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৮ খৃ. হইতে ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত ইহা একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯২২ খৃস্টাব্দে হইতে ১৯৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫ টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের অন্যতম হিসাবে পরিচিত ছিল। অক্টোবর ১৮, ১৯৯১ খৃস্টাব্দে ইহার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আযারবায়জানের উত্তরে রাশিয়া, উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, দক্ষিণে ইরান ও পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর অবস্থিত। এতদ্‌সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

রাজধানী ঃ বাকু
জনসংখ্যা ঃ ৭,৯০৮,২২৪ (১৫ বৎসরে নিম্নে ৩২.৪%)
ঘনত্ব ঃ ২৩২ প্রতি বর্গমাইল (৯০ প্রতি বর্গ কিলোমিটার)
বিতরণ ঃ শহরবাসী ৫৪%, পল্লীবাসী ৪৬%
উচ্চতা ঃ সর্বোচ্চ স্থান ১৪,৬৫২ ফুট (৪,৪৬৬ মিটার)।
সর্বনিম্ন স্থান ৮৫ ফুট (২৬ মিটার)
সমুদ্র সমতলের নিম্নে।
প্রধান ভাষা ঃ আযেরী (আযারবায়জানী)
ধর্ম ঃ মুসলিম ৯৩.৪%
৭০% শী'আ
৩০% সুন্নী
রুশ অর্থোডক্স ২.৫%
আর্মেনীয় আর্থোডক্স ২.৩%
অন্যান্য ১.৮%
রাজনৈতিক বিভাজন ঃ ৬০ জেলা
১ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র
১ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ
মুদ্রার একক ঃ ১ মানাত = ১০০ গাপিক

জাতীয় ছুটির দিনসমূহ

১ জানুয়ারী নববর্ষ

২০ জানুয়ারী-স্মৃতিচিহ্ন দিবস। ১৯৯০ সনে বাকুতে সোভিয়েত আক্রমণে নিহতদের স্মরণে দিবসটি পালিত হয়।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২১-২২ মার্চ চান্দ্র নব র্ষ
৯ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয় দিবস
২৮ মে প্রজাতন্ত্র দিবস
১৫ জুন জাতীয় সংহতি দিবস
১৬ জুন সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী দিবস
৯ অক্টোবর সশস্ত্র বাহিনী দিবস
১৮ অক্টোবর স্বাধীনতা দিবস
১২ নভেম্বর সংবিধান দিবস
১৭ নভেম্বর জাতীয় পুনরুত্থান দিবস
৩১ ডিসেম্বর বিশ্ব আযেরী সংহতি দিবস

নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহ

আযেরী ৯০%
দাগেস্তানী ৩.২%
রুশ ২.৫%
আর্মেনীয় ২%, নোট = অধিকাংশ আর্মেনীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নগনো-কারাবাখ এলাকার অধিবাসী
অন্যান্য = ৩%

ভাষাসমূহ

আযেরী ৮৯%
রুশ ৩%
আর্মেনীয় ২%
অন্যান্য ৬%

গণমাধ্যম

সংবাদপত্র ঃ প্রতি ১,০০০ জনের জন্য ২৮ টি।

স্বাস্থ্য

গড় আয়ু ঃ পুরুষ ৫৯ বৎসর, মহিলা ৬৮ বৎসর
হাসপাতাল শয্যা ঃ প্রতি ১০০ জনের জন্য ১ টি
ডাক্তার ঃ প্রতি ২৫৬ জনের জন্য ১ জন
শিশু মৃত্যু হার ঃ প্রতি ১,০০০-এর মধ্যে ৩২
মাথা পিছু বার্ষিক গড় আয় ঃ ১,৪৬০ মার্কিন ডলার
শিক্ষার হার ঃ ১০০%

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ

জাতিসঙ্ঘ (UNO).
রাশিয়া হইতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েলথ (CIS)
ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (CSCE)
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IME)
ইসলামী ঐক্য সংস্থা (OIC)
কৃষ্ণসাগর অর্থনৈতিক সগযোগিতা সংস্থা
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)
তুর্কী রাষ্ট্র সমাজ
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
বিশ্ব ব্যাঙ্ক (WB)

ভূ-প্রকৃতি ঃ দেশটির প্রায় অর্ধাংশের অধিক পর্বতসংকুল। রুশ সীমানায় অবস্থিত সর্বোচ্চ পর্বতশৃংগ বাযারদ য়ুযয়ু-এর উচ্চতা ১৪,৬৫২ ফুট (৪,৪৬৬ মিটার)। দীর্ঘ ও সংকীর্ণ পর্বতশ্রেণী ও তন্মধ্যে প্রবাহিত ঝরনাধারাসমূহ এই অঞ্চলটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে। বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি সম্পন্ন আযারবায়জানের ৪০% ভাগেরও বেশী অঞ্চল জুড়িয়া আছে নিম্নভূমি, যাহার ১,৩০০ হইতে ৪,৯০০ ফুট (৪০০ হইতে ১,৫০০ মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত। ৪,৯০০ ফুটের

অধিক উচ্চতায় অবস্থিত এলাকা দেশটির মোট আয়তনের শতকরা ১০ ভাগের কিছু বেশী হইবে।

বনভূমি ও বন্য প্রাণী ঃ আযারবায়জানের পর্বত গাত্র ও উপত্যকায় বীচ, ওক ও পাইনের বনরাজি পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে হরিণ, বনবিড়াল, বাইসন, বাঘ ইত্যাদি বন্য প্রাণী বসবাস করে। ইহা ৪,১০০ প্রজাতির বৃক্ষ ও ১২,০০০ প্রজাতির প্রাণীর আবাসভূমিস্বরূপ জগতবাসীর নিকট সুপরিচিত।

নদী ও হ্রদ ঃ আযারবায়জানের ১,০০০ নদীর মধ্যে মাত্র ২১ টির দৈর্ঘ্য ৬০ মাইলের (৯৭ কিলোমিটার) উর্ধ্বে। ট্রান্সককেশিয়ার দীর্ঘতম নদী কুরা আযারবায়জানের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইয়াছে। দেশটির অধিকাংশ নদী কুরা অববাহিকায় অবস্থিত। সমভূমিতে নদীগুলি সেচকার্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সুবৃহৎ মিনগেকচাউর পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও জলাধার কুরা নদীতে অবস্থিত। জলাধারটির আয়তন ২৩৪ বর্গমাইল সর্বোচ্চ গভীরতা ২৪৬ ফুট (৭৫ মিটার)। কুরার প্রধান শাখানদী আরাক। উজানের কারারাখ খাল ও উজানের শিরভান খালও উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জলাধার, নদী ও খাল আযারবায়জানের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষিকার্যে সেচ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতেছে।

জলবায়ু ঃ আযারবায়জানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম আবহাওয়ার অপূর্ব সমাহার লক্ষ্য করা যায়। তেরটি বিদ্যমান আবহাওয়া অঞ্চলের মধ্যে দেশটিতে নয়টি আবহাওয়া অঞ্চল লক্ষ্য করা যায়। গড় বার্ষিক তাপমাত্রা নিম্নভূমিতে ৫৯° ফারেনহাইট (১৫° সেন্টিগ্রেড) হইতে পার্বত্য অঞ্চলে ৩২° ফারেনাহাইট (০° সেন্টিগ্রেড) লক্ষ্য করা যায়। নিম্নভূমিতে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের বিতরণ স্থানভেদে অত্যন্ত অসম ও অপ্রতুল ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় নিম্নভূমি ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি মধ্যম উচ্চতার পর্বতসমূহের পাদদেশে ১২ হইতে ৩৫ ইঞ্চি (৩০০ হইতে ৯০০ মিলিমিটার); বৃহত্তর ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলীয় ঢালুতে ৩৯ হইতে ৫১ ইঞ্চি এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় লালক্রান নিম্নভূমিতে ৪৭ হইতে ৫৫ ইঞ্চি দেশটির পার্বত্য বনাঞ্চলে মধ্যম মানের শীত অনুভূত হয়। ১০,০০০ ফুট ও তদূর্ধ্ব উচ্চতায় তুন্দ্রাঞ্চলীয় আবহাওয়া বিরাজ করে। ঐ সকল উষ্ণতাসম্পন্ন অঞ্চলের চলাচল পথ তুষারপাত ও ভারী বরফপাতের ফলে বৎসরের তিন-চার মাস দুর্গম থাকে।

অর্থনীতি ঃ প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাপকাঠিতে আযারবায়জান অত্যুন্নত বা 'অনুন্নত' কোনটিই ছিল না। বর্তমানে ইহা একটি শিল্পোন্নত ও কৃষিনির্ভর দেশ। মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও শিল্পের অবদানের পরিমাণের নিরিখে বলা যায়, দেশটি আস্তে আস্তে শিল্পের দিকে বেশী ঝুঁকিতেছে। ইহার প্রধান দুইটি গতানুগতিক শিল্প হইতেছে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস। অবশ্য প্রযুক্তিগত প্রকৌশল, হালকা শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানাসমূহ উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতেছে।

শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহা ছিল বিশ্বের প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশ। ইহা তৈল শোধনশিল্পের জন্মস্থানও বটে। বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে তৈলশিল্পের বিকাশের ফলে তৈল উৎপাদনে আযারবায়জানের ভূমিকা কমিয়া গেলেও অদ্যাবধি ইহার বার্ষিক তৈল উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে রহিয়াছে। ১৯৯১ সালে ইহার শিল্পজাত রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল অশোধিত তৈল (শতকরা ৫৭ ভাগ), বস্ত্র (শতকরা ১৫ ভাগ), রাসায়নিক দ্রব্যাদি (শতকরা ১০ ভাগ) ও শিল্পে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি (শতকরা ৯ ভাগ)।

আযারবায়জানের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে গ্যাস, আয়োডো-ব্রোমাইড পানি, সীসা, দস্তা, তামা, লোহা, লেফেলিন সিনাইট যাহা এলুমিনিয়াম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সাধারণ লবণ ও বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী, যেমন মার্ল মাটি, চুনা পাথর, মার্বেল ইত্যাদি।

জ্বালানি ও শক্তি ঃ দেশটিতে শিল্পের বিকাশ ঘটায় সেখানে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র প্রজাতন্ত্রে বিস্তৃত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে দেশটির বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তৈল ও গ্যাস সম্পদের বিশাল মজুদের কারণে আযারবায়জানের ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদশালী রাষ্ট্র হিসাবে সুপরিচিত। ইহা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান তৈল ও তৎসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির সরবরাহকারী দেশ। ইহার জ্বালানি শিল্প দুইভাগে বিভক্ত ঃ তৈল উৎপাদন ও তৈল শোধন। উত্তোলনযোগ্য তৈলের অধিকাংশই সাগর তীর হইতে দূরবর্তী তৈলক্ষেত্রসমূহে অবস্থিত, দাপ্তরিকভাবে ইহার পরিমাণ ১ বিলিয়ন টন হিসাবে নির্ণীত হইয়াছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ৫০০ মিলিয়ন ঘন মিটার বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কাস্পিয়ান সাগরে মজুদ আযারবায়জানের তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চলের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ এই পর্যন্ত উত্তোলন করা হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ ও সমভাবে তৈলসমৃদ্ধ হইবে বলিয়া ধারণা করা যায়। বর্তমানে তৈলশিল্পের আধুনিকীকরণের কাজ চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে পশ্চিমা তৈল কোম্পানীগুলিকে উৎপাদন ও অনুসন্ধানে নামাইবার জন্য আযারবায়জানের জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তৈল উত্তোলন সাধারণত চারটি তৈল ক্ষেত্রের মাধ্যমে করা হইয়া থাকে— গুনেশলি, চিরাগ, আযেরী ও কাপায। তৈল রপ্তানী সাধারণত সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইরান ও অন্যান্য দেশে করা হইয়া থাকে। আযারবায়জানের তৈল শোধনাগারসমূহের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ মিলিয়ন টন, যাহার পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। ১৯৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে তৈল শোধনাগারসমূহের উৎপাদন ছিল কার্যত নিম্নরূপ ঃ

জ্বালানি তৈল (শতকরা ৪৮ ভাগ)
ডিজেল তৈল (শতকরা ২৭ ভাগ)
গ্যাসোলিন (শতকরা ৯ ভাগ)
কেরোসিন (জেট কেরোসিনসহ) [শতকরা ৮ ভাগ]
অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য (শতকরা ৮ ভাগ)

শিল্প ঃ ইহার মধ্যে রহিয়াছে ভারী শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ— বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রসায়নজাত দ্রব্যাদি। প্রক্রিয়াজাত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এখানে খনিজ সার, গ্যাসোলিন, কেরোসিন, উদ্ভিদনাশক শিল্পে ব্যবহৃত তৈলাদি, সিনথেটিক রাবার ও প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ ঘটিতেছে। বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, তুলা ও পশমী যন্ত্র, সুঁচিকর্মযুক্ত পোশাক, লোকায়ত গৃহসামগ্রী, কার্পেট, আসবাবপত্র, খেলনা, বাইসাইকেল, উপহার দ্রব্যাদি, জুতা ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য বাকু শেকি, স্তেপানাকার্ত,

কিরোভাবাদ ও ঘিনগেকচাউর শহর কেন্দ্রগুলি খ্যাতি লাভ করিয়াছে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রগুলি সমগ্র দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা সহকারে সুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে আযারবায়জানের খাদ্যশিল্প মোট শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৩১ ভাগসহ সকল শিল্প উৎপাদনের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাহার পরে ছিল হালকা শিল্প (শতকরা ১৯ ভাগ), জ্বালানি শক্তি (শতকরা ১২ ভাগ) ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্প (শতকরা ১১ ভাগ)।

আযারবায়জানের খাদ্যশিল্পে শস্য উৎপাদন মুখ্য ভূমিকা পালন করে, সংশ্লিষ্ট বাজারের শতকরা ৫০ ভাগ পণ্যটির দখলে রহিয়াছে।

মৎস্যশিল্প-কেভিয়ার ঃ কাস্পিয়ান সাগরের স্টারজিয়ন মাছের জন্য আযারবায়জানের মৎস্যশিল্প দেশ-বিদেশে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্টারজিয়ন মাছের ডিম হইতে বিশ্ববিখ্যাত কেভিয়ার প্রস্তুত করা হয়। কেভিয়ার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান খাদ্য (দ্র. সৈয়দ আলী আহসান, কেভিয়ার-এর স্বাদ, নিউজ লেটার, ঢাকা, জুলাই-আগস্ট ২০০২ খৃ., পৃ. ২১-২৩)। অনেক রকমের কেভিয়ার পৃথিবীতে বিক্রয় হয়। স্টারজিয়ন মাছের পেট হইতে ডিম নিষ্কাশিত করিয়া পরিছন্ন করত তাহার মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের কিছু উপকরণ যোগ করিয়া সেগুলি বাজারজাত করা হয়। সারা পৃথিবীতে ৪০০ প্রজাতির স্টারজিয়ন মাছ আছে, তৎসত্ত্বেও একমাত্র কাস্পিয়ান সাগরের স্টারজিয়ন মাছ হইতে যে কেভিয়ার আহরণ করা হয়, তাহাই পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ও উপাদেয় ভোগ্য পণ্যস্বরূপ ব্যবহার বহুল। পৃথিবীর সমস্ত জায়গার পানির তাপমাত্রা এক রকম নয়। কাস্পিয়ান সাগরের তাপমাত্রা এই মাছের জন্য সমধিক উপযোগী। স্মরণাতীত কাল হইতে কেভিয়ার একটি সুদৃশ্য, সুস্বাদু, পূর্ণাঙ্গ রোগ প্রতিরোধক ও অভিজাত খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কেভিয়ার রপ্তানীতে আযারবায়জানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া ও ইরান।

কৃষি ঃ আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের শতকরা ৭ ভাগ হইলেও ইহা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট কৃষিজ উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগের যোগান দিত। স্বাধীন আযারবায়জানের কৃষিশিল্পের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটিতেছে। কাঁচা তুলা প্রধান উৎপন্ন কৃষি দ্রব্য। দেশটি মওসুম ও গর মওসুমে (আগাম) শাক-সবজি, ফলমূল উৎপাদনেও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। দেশটি রাশিয়াতে প্রচুর ফল রপ্তানী করিয়া থাকে। চা ও রেশম উৎপাদনে ইহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ ঃ কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী আপশেরন এলাকা একটি অনুর্বর অঞ্চল। তবে ভৌগোলিকভাবে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত হওয়ায় যোগাযোগ ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আয়োডো ব্রমাইড পানি ও চুনা পাথর। প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাকু, সুমগাইত ও অন্যান্য ঘন বসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল আপশেরন এলাকাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে।

বাকু ঃ আযারবায়জানের রাজধানী বাকু একটি সুবৃহৎ ও আকর্ষণীয় শহর। ইহা একটি প্রাচীন শহর, যাহা একটি দুর্গও বটে। সম্প্রতি ইহার নিকটবর্তী তুর্কয়ান গ্রামে ৫,০০০ বৎসরের প্রাচীন একটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা শুধু আযারবায়জান নয়, সমগ্র দক্ষিণ ককেসাসের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এক অত্যন্ত তাৎপর্য বহুল অবদান রাখিবে (দ্র. The Bangladesh Today, Dhaka, 6 October, 2004, P. 6, Col. 8)। স্থানটির অন্তর্গত একাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে রহিয়াছে একটি রাজপ্রাসাদের অংশ, একটি মসজিদ ও একটি মিনার। বৃহত্তর বাকু ১১ টি জেলা ও ৪৮ টি শহর সমন্বয়ে গঠিত। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বাকু উপসাগরস্থ কতিপয় শহর, তন্মধ্যে একটি কাস্পিয়ান সাগর বাহিত পলির উপর নির্মিত হইয়াছে, যাহা মূল বাকু হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। বাকু একটি প্রধান সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্রস্বরূপ সর্বজনবিদিত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। বাকুর অর্থনীতির মূল ভিত্তি হইতেছে পেট্রোলিয়াম, যাহার উপস্থিতি ৮ম শতাব্দী হইতে পরিজ্ঞাত ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাকুর তৈলক্ষেত্র পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ছিল। জাহাজ নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, বস্ত্র, পাদুকা ও খাদ্যশিল্পের জন্য বাকু বিখ্যাত। স্থানটি একাদশ শতাব্দীতে পারস্য, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মোঙ্গল ও ১৭২৩ খৃস্টাব্দে রাশিয়ার জার পিটার প্রথম-এর দখলে ছিল। ১৭৩৫ খৃস্টাব্দে ইহা পারস্যের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮০৬ খৃস্টাব্দে ইহা রাশিয়ার দখলে চলিয়া যায়। ১৯২০ খৃস্টাব্দে ইহা আযারবায়জানের রাজধানীতে উন্নীত হয়। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ১৭,১৩,০০০ জন ছিল।

আযারবায়জানের অন্যান্য অর্থনৈতিক এলাকা ঃ আধুনিক শহর সুমগাইত বাকুর ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা লৌহ, ইস্পাত, অলৌহজাত ধাতব শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও হালকা প্রকৌশলগত কাজের জন্য বিখ্যাত।

দক্ষিণ আযারবায়জানের লেনকোরান অঞ্চলকে প্রকৃতি চিরসবুজ বৃক্ষাদি, বীচ ও ওকের ঘন বনে আচ্ছাদিত করিয়াছে। এখানে ধান, আঙ্গুর, তামাক ও লেবু জাতীয় বৃক্ষাদি ভাল জন্মে। ইহা আযারবায়জানের বৃহত্তম বসন্তকালীন ও শীতকালীন শবজি উৎপাদন কেন্দ্র। শীতকালে কাস্পিয়ান উপকূল অনেক ফ্লেমিংগো, বুনো হাস, পেলিকান, হিরোন ও বাজার্ড জাতীয় পাখির আগমনে মুখরিত হইয়া উঠে।

লেনকোরান, আসতারা ও মাসালি শহরগুলি ছোট। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে রহিয়াছে কৃষিজাত দ্রব্যাদির প্রক্রিয়াজাতকরণ, রঙ-বাহারী কার্পেট ও মোটা সুতার কাপড়ের কাজ ইত্যাদি।

আযারবায়জানের অন্যান্য অর্থনৈতিক এলাকার মধ্যে রহিয়াছে কুবা কাচমাস এলাকা, শিরভান এলাকা, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নগর্নো কারাবাখ, লাচিন, ফিযুলি, কিরোভাবাদ-কাজাখ এলাকা, শেফি-যাকাতালি এলাকা ও রাখিচেভানের অর্ধ মরু এলাকা।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ঃ কাস্পিয়ান সাগর আযারবায়জানের একটি প্রাকৃতিক নৌপথ যাহা দেশটিকে রাশিয়া, মধ্যএশিয়া ও ইরাকের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের হিসাবমতে দেশটিতে ১,৩০০ মাইল রেললাইন ছিল, যাহার মধ্যে বৈদ্যুতিক রেলপথও অন্তর্ভুক্ত। একই বৎসরে ১৭,০০০ মাইল পাকা রাস্তাও ছিল। বাকুতে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও একটি ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দর রহিয়াছে।

শ্রমশক্তি ঃ বর্তমানে বেকারত্ব একটি সমস্যা। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে ৩.৯ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ২.৭ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান ছিল, কিন্তু চাকুরী প্রত্যাশী লোকেদের মাত্র এক-চতুর্থাংশকে দাফতরিকভাবে বেকার শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই বষয়টি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য বর্তমান কালের বেকারত্বকে তুলনামূলকভাবে সাময়িক বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সাংস্কৃতিক জীবন ঃ আযারবায়জানের একটি সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আছেন অনেক মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। উদাহরণস্বরূপ ইব্ন সিনা (যিনি পাশ্চাত্যে আভি সেনা নামে পরিচিতি) [৯৮০-১০৩৭ খৃ.)]-এর উল্লেখ করা যায়। তিনি অত্রাঞ্চলের একজন প্রভাবশালী দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাব আশ-শিফা (আরোগ্য লাভের উপায় নির্ণায়ক গ্রন্থ), একটি বিশাল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ছিল 'আল- ক'নূন ফিত-তীব' (Canon of Medecine)। চিকিৎসা জগতের গোটা ইতিহাসে ইহা অত্যন্ত বিখ্যাত কিতাব হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিনি লক্ষ্য করেন, "সমকালীন চিকিৎসাকালে কতই না বিভ্রান্ত হন যখন তাহারা মনে করেন যে, তাহাদের পূর্বের চিকিৎসকগণ কিছুই জানিতেন না।"

আযারবায়জানের অধিবাসীরা বিজ্ঞান ও সঙ্গীতে তাহাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে "আশুগ"দের কলা নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। তাহারা "কোবুয" নামক তারের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অদ্যাবধি যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কণ্ঠস্বর ও বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সংগঠিত মুগামও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ১৯২৮ খৃস্টব্দ আযারবায়জানের বিশ্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় এবং ঐতিহ্যগত আরবী বর্ণমালাকে লাতিন বর্ণমালা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে ৮ বৎসর বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে বিশ্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা হয়। ১৯৯১ খৃস্টাব্দ হইতে সংশোধিত লাতিন লিপিমালা গৃহীত হয়।

আযারবায়জানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে রহিয়াছে ১৯৫০ খৃস্টাব্দে স্থাপিত আযারবায়জানের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত বাকু স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৯১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত খাযার বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রহিয়াছে আযারবায়জানের কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আযারবায়জান এন. নারিমানভ মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আযারবায়জান রাষ্ট্রীয় ভাষারীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আযারবায়জান তৈল একাডেমী, ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আযারবায়জান রাষ্ট্রীয় কলা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উযেইর হাজিবেয়ভ সঙ্গীত একাডেমী, বাকু পুরকৌশল ইনস্টিটিউট ও গয়ানঝা প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

ইতিহাস ঃ বর্তমান কালের আযারবায়জানবাসীরা এক গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকারী। তাহাদের রহিয়াছে সুদূর অতীত কালের সংস্কৃতি ও সভ্যতাসমূহের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত আযারবায়জান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষার এশিয়া মহাদেশের এক কৌশলগত অবস্থানের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন রাজ্য, সাম্রাজ্য ও জগৎ বিখ্যাত যোদ্ধা ও নৃপতিবর্গ, যেমন পারস্যের মহান সাইরাস, রোমান জেনারেল পম্পি, মহান আলেক্সান্ডার, তামারলেন ও চেঙ্গিস খান এলাকাটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কালকালান্তরে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে আযারবায়জানে প্রথম মানব বসতি প্রস্তর যুগে স্থাপিত হয়। সমগ্র আযারবায়জানে প্রাগৈতিহাসিক গুহা বসতি ও শিলা-খচিত ও খোদিত চিত্রাংকনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে আযারবায়জানী জনগোষ্ঠী যাযাবর তুর্কী উপজাতি হইতে উদ্ভূত। বর্তমানে আযারবায়জানে ৭০ টির বেশী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী রহিয়াছে। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান আযারবায়জানের সূত্রপাত ঘটে। ঐ সময় দুইটি রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। একটি উত্তরের ককেশিয়ান আলবেনিয়া এবং অপরটি দক্ষিণের আতরোপাতান। শেষোক্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আতরোপাত, তিনি ছিলেন মেসিডোনিয়ার আলেক্সান্ডারের এক প্রাচীন পারসিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ইতিহাসবিদদের মতে, 'আযারবায়জান' নামটি আতরোপাতান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মতান্তরে নামটি ফারসী শব্দ আযার (আগুন) হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে আযারবায়জান বা "অগ্নিভূমি" নামের উৎপত্তি ঘটে। কারণ যরযুস্ত্র মন্দিরসমূহে সরবরাহকৃত প্রচুর তৈল দ্বারা সদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত।

ঐতিহাসিকভাবে আযারবায়জান দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল ঃ উত্তর ও দক্ষিণ আযারবায়জান। উত্তর আযারবায়জান বর্তমান কালের আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের অংশ লাইয়া সঠিক দক্ষিণ আযারবায়জান বর্তমানের উত্তর ইরানের অংশে অবস্থিত ছিল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ককেশিয়ান আলবেনিয়া একটি বৃহৎ ও বিস্ময়কর শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইহার সীমানা ছিল বর্তমান কালের আযারবায়জানের সীমানা, তৃতীয় শতাব্দীতে ব্যবসা, কলা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে বাকু, বারদা, গানজা ও নাখচিভান শহরগুলি লক্ষ্য করা যায়। খৃস্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে খৃস্ট ধর্ম অঞ্চলটিতে প্রাধান্য লাভ করে। সপ্তম শতাব্দী কালে ককেশিয়ান আলবেনিয়া আরব মুসলিম খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অঞ্চলটিতে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি লাভ করে। নবম শতাব্দীতে উত্তর আযারবায়জানে আরবদের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে উত্তর ককেশিয়ার শিরভান রাজবংশ (ষষ্ঠ হতে ষোড়শ খৃস্টীয় শতাব্দী) অঞ্চলব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে। দশম শতাব্দী নাগাদ তাহারা ককেশীয় আলবেনীয় রাজ্যের অধিকাংশের উপরই তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একাদশ শতাব্দীতে সালজূক তুর্কীদের আগমন ঘটে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহা চেঙ্গিজী, ঈলখানী ও তৈমুরীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে দক্ষিণ আযারবায়জানের সাফাবী রাজবংশ পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করে এবং নাখচিভান ও বারাবাগসহ শিরভান রাজ্যকে অধিগ্রহণ করে। কালক্রমে সাফাবী কর্তৃত্ব দুর্বল হইয়া পড়িলে রুশ ও উসমানিয়া এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ লাভে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দুই দশকে আযারবায়জানের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ঐ সময় রুশরা এলাকাটিকে তাহাদের

নিয়ন্ত্রণভুক্ত করে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্ক ও পারস্যের অধিকৃত এলাকাসমূহ সামরিকভাবে জবর দখলের মাধ্যমে রাশিয়ার আঞ্চলিক বিস্তৃতি ঘটে। এই সময় দুইটি রুশ-পারসিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি ১৮০৪-১৮১৩ খৃস্টাব্দে এবং অপরটি ১৮২৬-১৮২৮ খৃস্টাব্দে। প্রথম যুদ্ধটি গুলিস্তান চুক্তির (১৮১৩ খৃ.) মাধ্যমে সমাপ্ত হয় এবং ইহার আওতায় উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ খানতন্ত্র রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধটিতেও রাশিয়া পুনরায় জয়লাভ করে, যাহা তুর্কমানচায় চুক্তির (১৮২৮ খৃ.) মাধ্যমে সমাপ্ত হয় এবং ইহার আওতায় রাশিয়া ইয়েরেভান ও নাখচিভান এলাকার খানতন্ত্রগুলির অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এই দুইটি চুক্তির ফলে আযারবায়জান দ্বিখণ্ডিত হয় এবং উত্তর আযারবায়জান রুশ উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯১৮-২০ খৃ. আযারবায়জান স্বল্পকালের জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। কারণ ঐ সময়ে ১ম মহাযুদ্ধের শেষে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ঘটে।

এপ্রিল ১৯২০ খৃ. বলশেভিক আক্রমণে আযারবায়জানের স্বাধীন সরকারকে উৎখাত করা হয়। অতঃপর লাল বাহিনী এলাকাটি গ্রাস করিলে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯২২ খৃস্টাব্দে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আযারবায়জানকে জোরপূর্বক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত করা হয়। পরবর্তী ৭০ বৎসর ইহা সোভিয়েত রাষ্ট্রের কলোনী হিসাবে বিবেচিত হয়। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ আযারবায়জানী অঞ্চল যানজিযুরকে আর্মেনিয়ার সহিত সংযুক্ত করে এবং এইভাবে নাখচিভানকে আযারবায়জানের অবশিষ্টাংশ হইতে কর্তন করা হয়। যখন আযারবায়জানকে জোরপূর্বক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তখন ইহার মোট আয়তন ছিল ১,১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ খৃ. স্বাধীনতা অর্জনকালে আযারবায়জানের এলাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৮৬,৬০০ কিলোমিটারে অবনমিত হয়।

ইরানী আযারবায়জান ভূতপূর্ব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশকে ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে বিভক্ত করত তৃতীয় ও চতুর্থ উস্তানস্বরূপ (প্রদেশ), পরবর্তীতে পূর্ব ও পশ্চিম আযারবায়জান-এ পর্যবসিত হয়। প্রদেশ দুইটির রাজধানী যথাক্রমে তাবরীয ও রেযাইয়েহ। ৪২,৭৬২ বর্গমাইল যৌথ আয়তনসহ ইরানী আযারবায়জানের উত্তর সীমানায় আরাস নদী প্রবাহিত হইয়া ইহাকে আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র ও আর্মেনিয়া হইতে পৃথক করিয়াছে।

সত্যের অন্বেষণে আযারবায়জান-এর ইতিহাস পুনর্লিখন ঃ ৭০ বৎসরের সোভিয়েত শাসনামলে আযারবায়জান-এর ইতিহাসকে সমাজতন্ত্রের স্বার্থে বিকৃত করা হয়। ইহার ফলে নাম, তারিখ ও সংখ্যাসমূহের বিষয়ে মৌখিক তথ্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে।

সোভিয়েত-পূর্ব আমল ঃ বিগত শতাব্দীতে এখানে বিপুল পরিমাণে তৈলের সন্ধান লাভের ফলে ১৯১৮-১৯২০ খৃস্টাব্দে স্বল্পকালীন স্বাধীনতা কালের ইতিহাসকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করা হয়, এমনকি প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যথেষ্ট বিকৃত করা হইয়াছে। কাজেই আযারবায়জান-এর ইতিহাসকে সঠিক বস্তুনিষ্ঠ ও কোন প্রকার 'তন্ত্র' বা বাদমুক্তভাবে উপস্থাপন করা আবশ্যক। অবশ্য ইহা সময় সাপেক্ষও বটে।

আযারবায়জান-এর ইতিহাসবিদগণ এখন সোভিয়েত 'ইতিহাসবিদগণ'-এর পাকানো জট খুলিতেছেন। ইহার প্রেক্ষিতে দেশটির ইতিবৃত্ত জানার জন্য এখন সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীকে দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

১৯৯১ সনে স্বাধীনতা অর্জনের আগে ও পরে অসংখ্যবার দেশটির ইতিহাস রচিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরেই ইতিহাস বিনির্মাণ রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ও নির্দেশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সোভিয়েত আমলে আযারবায়জান-এর মানচিত্রকে বিকৃত করা হয়। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ আযারবায়জানের জানজিযুর (Zanjezur) এলাকাটিকে আর্মেনিয়ার নিকট সমর্পণ করে যাহার ফলে নাখচিভান মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যখন আযারবায়জানকে জোরপূর্বক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ইহার আয়তন ছিল ১,১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। অপরপক্ষে ১৯৯১ খৃস্টাব্দে দেশটি যখন পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে তখন ইহার হ্রাসকৃত আয়তন দাঁড়ায় ৮৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার।

বলশেভিকগণ ১৯২০ খৃস্টাব্দে আযারবায়জান দখল করিয়া দেশটির যে অগ্রগতি সাধন করে তাহা জার আমলের রাশিয়া (১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) ও আযারবায়জান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Azerbaijan Democratic Republic-ADR)-এর সময়কালের অর্জনকেও ছাড়াইয়া যায়। উল্লেখ্য যে, ADR ২৮ মে, ১৯১৮ হইতে ২৮ এপ্রিল, ১৯২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ মাসের স্থায়িত্ব লাভ করে।

বলশেভিকগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। অবশ্য তাহাদের সকল পুস্তক ও নিবন্ধ মার্কস ও লেনিনতত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সোভিয়েত ইতিহাসবিদগণ ধণিক শ্রেণীর নেতিবাচক ও গরীবদের ইতিবাচক দিকগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। রাজন্যবর্গকে অত্যাচারী শাসক ও গরীবদেরকে ধনীর হাতের পুতুল বা শোষিত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে চিত্রিত করা হইত।

সোভিয়েত কর্তৃক রচিত আযারবায়জানের ইতিহাস ঃ আযারবায়জান-এর সোভিয়েতকৃত ইতিহাস গ্রন্থগুলি সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত, সেখানে ইতিহাসকে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়। এইভাবে অনেক সুপরিচিত ঘটনা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা হয়। সোভিয়েত সমর্থিত ত্রুটিপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে—বহুল প্রচলিত "History of Azerbaijan"। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০-এর মাঝামাঝি সময়কালে বইটি Azerbaijan Academy of Sciences-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দাপ্তরিক এই ইতিহাসটির রচয়িতাবৃন্দের মধ্যে ছিলেন হুসেইনভ, তোকারজেভসিস্ক আলিয়েভ সুমবাতজাদে প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ।

বইটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, প্রথমবারের মত নিজস্ব দেশ, ভাষা ও ইতিহাসসহ আযারবায়জানকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাহাদেরকে পারস্য বা তুর্কী (উসমানী) জাতির অংশ বা রাশিয়ার তাতার হিসাবে চিত্রিত করা হয় নাই। বইটিতে উল্লেখ করা হয়, খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দী হইতে আযারবায়জান-এর জনগোষ্ঠী

অত্রাঞ্চলে তাহাদের একটি নিজস্ব পৃথক জাতিসত্তাসহ বসবাস করিয়া আসিতেছে।

ইরান ও তুরস্ক ঃ সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হওয়ায় "আযারবায়জানের ইতিহাস" গ্রন্থটিতে অনেক তথ্যের ঘাটতি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েট আমলে তুরস্ক ও ইরানকে আযারবায়জানের ঐতিহাসিক সূত্র হিসাবে বিবেচনা করা হইত। প্রসঙ্গত বইটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, "১৭শ শতাব্দীতে তুর্কী সেনাবাহিনী আযারবায়জানের তাবরীয ও অন্যান্য অঞ্চলে সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে.... এই সময়ে আযারবায়জান ইরান ও তুরস্কের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের এক রণাঙ্গনে পরিণত হয়.... হাজার হাজার লোককে হত্যা ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।.... আযারবায়জানের অধিবাসিগণকে চরম দুর্ভোগের শিকার হইতে হয়।"

অনেক আযারবায়জানী পাঠক এই ধারণার সহিত একমত নন। তাহারা জানেন, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র অতীতে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও তাহাদের জাতীয়তা বিঘ্নিত হয় নাই। সুতরাং বর্তমানে তাহারা পরস্পর শত্রু নয়। এমনকি রাশিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আযারবায়জান দখল করে এবং জেনারেল যুবভ বাকুতে শত শত বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেন। তাহা সত্ত্বেও রুশগণ আযারবায়জানের শত্রু প্রতিপন্ন হয় নাই। আযারবায়জানীরা বিস্ময় সহকারে অনুরূপ অটুট জাতীয়তা উপলব্ধি করে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ককে শত্রু রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কিছু হিসাবে চিত্রিত করা সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক ছিল। তাহারা তুর্কী সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। সোভিয়েতগণ ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কিছু কবি বুদ্ধিজীবীকে তুর্কী সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত করে, যাহার ফলাফল ছিল মারাত্মক। উদাহরণস্বরূপ, আহমাদ জাভেদ (১৮৯২-১৯৩৭ খৃ.) ADR আমলের একজন কবি ছিলেন। তাহার কবিতায় আযারবায়জানের স্বাধীনতার সুর ধ্বনিত হওয়ায় তাহাকে জাতীয়তাবাদী ও তুর্কী সমর্থক হিসাবে অভিহিত করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সালমান মুমতাজকে তুর্কী সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ তিনি আযারবায়জানী সাহিত্যকে তুর্কী সাহিত্যের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেন। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা KGB তাহাকে বন্দী দশায় হত্যা করে। অধিকন্তু তাহার রচনাবলীকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। বর্তমানে এই বইগুলি "সালমান মুমতায সংগ্রহ" নামে Institute of Manuseripts-এর আর্কাইভে সুরক্ষিত আছে।

"আযারবায়জানের সেক্সপিয়র নামে খ্যাত হুসেইন জাভিদ (১৮৮২-১৯৪৪ খৃ.) একজন তুর্কী সমর্থক হিসাবে অভিযুক্ত হন। তিনি একজন প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন। তাহাকে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে গ্রেফতার করা হয় এবং তাহার পরিবারবর্গ আর তাহার দেখা পায় নাই। তাহাকে সাইবেরিয়ান শ্রম শিবিরে প্রেরণ করা হয়, সেখানে তাহার অপমৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার সমাধিক্ষেত্র অসংখ্য দর্শনার্থীর তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। পেরেসট্রয় আমলে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার দেহাবশেষ আযারবায়জানে আনয়ন করা হয়। তাঁহার স্মরণে নাখচিভানে একটি বড় সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সম্প্রতি বাকুর কেন্দ্রীয় এভিনিউয়ের অঞ্চল বিশেষকে তাঁহার নামানুসারে নামকরণ করা হইয়াছে [Azerbaijan Interational 4.1, p. 24, Spring 1996.], আরও দ্র. Aliyev Memorialized Literary Giant" in Azerbaijan International 4.4, p.37, Winter 1996]।

এই ভীতি সত্ত্বেও কতিপয় আযারবায়জানী সাহসিকতার সহিত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে ফাটিয়া পড়েন। আবুল ফায আলীয়েভ (১৯৩৮-২০০০ খৃ.) তাহাদের একজন। তিনি ইলচি বে (Elchi bey) নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯৯২-১৯৯৩ খৃস্টাব্দ কালীন আযারবায়জানের রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আযারবায়জান স্টেট ইউনিভার্সিটি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাহার ছাত্রগণকে বলেন, সকল তুর্কী জনগোষ্ঠী ভাই ভাই, রাশিয়া আযারবায়জান দখল করে এবং ইহাকে দুইভাগে ভাগ করে ঃ উত্তরাংশ যাহাকে রাশিয়ার সহিত যুক্ত করা হয় এবং দক্ষিণাংশকে ইরানের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ইহার প্রেক্ষিতে ইলচি বে-কে ১৯৭০-এর দশকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাহাকে দুই বৎসর কারাভোগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে আযারবায়জানের স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর তিনি ইতিহাস গবেষণায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

তুরস্ককে এখন আর আযারবায়জানের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে আয়দিন বাল্লায়েভ ও অন্যরা তাহাদের লেখনীতে দেখাইয়াছেন, কিভাবে আর্মেনীয় ও বলশেভিকগণ কর্তৃক গণহত্যা হইতে আযারবায়জানী জনগণকে রক্ষায় তুরস্ক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯১৮ হইতে ১৯২৩ খৃস্টাব্দে জেনারেল নূরী পাশার তুর্কী সেনাবাহিনী আযারবায়জানে প্রবেশ করিয়া দেশটির অধিবাসিগণকে আর্মেনীয়দের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ হইতে রক্ষা করে। বাকু ও আযারবায়জানের সমগ্র অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ পুনপ্রতিষ্ঠায় তাহারা আযারবায়জানী সরকারকে সহায়তা দান করে।

আযারবায়জানীগণ তাহাদের দেশের প্রতি তুরস্কের জনগণের ও সৈন্যদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে। বাকুর শহীদলার খিয়াবানি 'শহীদ চত্বর'-এ অবস্থিত সৌধটিকে ১০ অক্টোবর, ১৯৯৮ খৃ. শহীদদের মহান স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়।

ইসলামের ভূমিকা ঃ সমাজতন্ত্র একটি নাস্তিক মতাদর্শ। সোভিয়েত ইতিহাসবিদগণ তাহাদের রচনায় উল্লেখ করেন, ইসলাম আযারবায়জানে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করিয়াছে। তাই "History of Azerbaijan" গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, "ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় গ্রামের গরীব কৃষক ও গরীব জনগোষ্ঠীকে বিনীত ও শান্তিপ্রিয় ক্রীতদাস হিসাবে বসবাসের শিক্ষা দান করে। এই ধর্মে ঘোষণা করা হইয়াছে ধনিক শ্রেণীর উপর গরীব জনগণের নির্ভরশীলতা ঈশ্বর সৃষ্ট........ মুসলিম ধর্মনেতাগণ ধৈর্য ও সহনশীলতার আহ্বান জানায়, কিন্তু তাহারা নিজেরা গরীবদেরকে মারাত্মকভাবে শোষণ করিয়া সম্পদের পাহাড় গড়ে। মুসলিম বিজেতাগণ যোরোয়াস্ট্রিয়ান ও খৃস্টীয় পাণ্ডুলিপিগুলিতে

অগ্নিসংযোগ করে, গীর্জাসমূহ ও অন্যান্য ধর্ম মন্দিরসমূহ ধ্বংস করে এবং সকল অমুসলিমকে ঘৃণা করার জন্য জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করে" (১খ., পৃ. ১০৮)।

স্টালিন আযারবায়জানী ঐতিহাসিকগণকে ইসলাম বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ কিছু লেখা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। যাহারা ইহার প্রতিবাদ করেন তাহাদের অনেককেই হত্যা বা সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়। ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভের আমলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা সংস্থা ইসলাম সমর্থক যে কোন ইতিহাসবিদকে একজন "ইসলামপন্থী" বা সোভিয়িতবিরোধী হিসাবে আখ্যায়িত করিত।

ঐসব ব্যক্তিকে সহসা গ্রেফতার করা হইত না। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ইতিহাসবিদকে একটি সাক্ষাৎকারে ডাকিয়া তাহাকে ঐরূপ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা হইতে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করা হইত। সেখানে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা বলিত, "আপনি ইতিহাস গবেষণায় ভ্রান্ত পথে ধাবিত হইতেছেন। আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আপনি একজন সোভিয়েত নাগরিক? আজিকার জন্য আমরা আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে আপনি যুক্তিসঙ্গত আচরণ করিবেন এবং কখনও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন না। বাড়ীতে যান, বন্ধু। অদ্য হইতে আমরা আপনার উপর সর্তক দৃষ্টি রাখিব।"

ঐরূপ ভীতিপ্রদ নির্দেশনার পর অধিকাংশ ইতিহাসবিদের গবেষণাকর্ম অবদমিত হইত। তাহারা ১৯৩০-এর দশকে স্টালিনকৃত নির্যাতনের কথা স্মরণ করিতেন। ঐ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নব্যাপী হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী ও বেসামরিক নাগরিককে গ্রেফতার করিয়া সাইবেরিয়াতে প্রেরণ অথবা গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। যাহা হউক, আযারবায়জানে কিছু সাহসী শিক্ষাবিদও ছিলেন। তন্মধ্যে একজন গানজাভি (১১৪১-১২০৯ খৃ.)-এর উপর গবেষণা করেন। তাহাকে ইসলামপন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও তিনি তাহার গবেষণা অব্যাহত রাখেন।

আযারবায়জানের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর অনুরূপ বিরাজমান পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষাবিদগণ এখন আর সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার হয়রানির শিকার হন না। বর্তমানে ইসলামের কোন তিক্ত ও অযৌক্তিক সমালোচনা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে ইসলাম অনেক বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক আলিয়ারলি ও অধ্যাপক ইসমাইল ভলভ বলেন, ইসলাম সকল আযারবায়জানীকে (উত্তরের খৃস্টান ও যোরেয়াস্ট্রিয়ানগণকে) একটি সাধারণ ধর্মের কাঠামোতে সম্মিলিত করেন, যাহাতে দেশটির জাতিসত্তা সুসংহত হয়। ইসলাম দেশটিতে যে নৈতিক মূল্যবোধ আনয়ন করিয়াছে, আধুনিক ইতিহাসবিদগণের লেখনীতেও তাহা পরিস্ফুটিত হইয়াছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও কর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ও পবিত্র কুরআনের অনেক কয়টি সংস্করণ, অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইসলামী গবেষণার ইরশাদ কেন্দ্র (Irshad Centre of Islamic Research) প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আধুনিক আযারবায়জানের কিছু ইতিহাস গবেষণা কতিপয় জাতীয় ও বৈদিশিক ইসলামী সংস্থা, বিশেষত ইরান, কুয়েত ও সৌদি আরবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জনহিতকর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের প্রকাশিত অনেক গ্রন্থে বিজ্ঞানমনস্কতার চাইতে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত গবেষণাকর্মের কিছু কিছুতে রাজনৈতিক মতাদর্শ যে একেবারেই নাই তাহা বলা চলে না। কিন্তু দেশটির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে এরূপ পরিলক্ষিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মধ্যযুগীয় বিপ্লবিগণ : সোভিয়েত আযারবায়জানের মধ্যযুগীয় ইতিহাসকেও ধনী ও গরীবদের মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিতে অবলোকন করা হইত। ইতিহাসবিদগণ নির্যাতিত জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অন্বেষণে থাকিতেন এবং ঐগুলিকে তাহারা বলশেভিক সংগ্রামের সহিত তুলনা করিতেন।

উদাহরণস্বরূপ, "History of Azerbaijan" গ্রন্থে (১খ., পৃ. ৯৮)-তে আমরা দেখিতে পাই, "খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আযারবায়জানে জনগণের জীবনযাত্রা আরও কষ্টকর হইয়া পড়ে। খাজনা বৃদ্ধি করা হয় এবং রাষ্ট্র ও জমিদারশ্রেণী কর্তৃক কৃষকদেরকে মারাত্মকভাবে শোষণ করা হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মাযদাক বাযদাদান-এর নেতৃত্বে একটি বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি বলেন, ধনিক শ্রেণীকে তাহাদের সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহা গরীবের মধ্যে বণ্টন করা উচিৎ। যদিও তাহার ৮০,০০০ অনুসারীকে হত্যা করিয়া তাহাদের সংগ্রামকে পরাভূত করা হয়, তথাপি এই বিদ্রোহ সামন্ত প্রভুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আযারবায়জানী জনগণের পরবর্তী সংগ্রামের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ৪৮৮ খৃস্টাব্দে তিনি একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং সকল মানুষের জন্য সমমর্যাদার একটি মতাদর্শের প্রচার করেন।"

মতাদর্শ ও আবেগ-অনুভূতি ছাড়া উপর্যুক্ত তথ্য মৌলিকভাবে সত্য। কিন্তু ইহা ইতিহাসসম্পন্ন নহে। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একথা উল্লেখ করেন নাই, অধিকাংশ আযারবায়জানী তাহাকে সমর্থন করে নাই। কারণ তিনি একটি "নারী প্রধান সমাজ" প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাইয়া প্রচলিত মূল্যবোধকে খর্ব করার উদ্যোগ নেন। তিনি বলেন, সকল স্ত্রীলোক সকল পুরুষের জন্য এবং প্রত্যেক পুরুষেরই অধিকার রহিয়াছে যৌন সংসর্গের শুধু তাহার নিজের স্ত্রীর সহিত নহে, বরং অন্য সকলের স্ত্রীর সহিতও বটে!

একাদশ শতাব্দীর লেখক নিজামুল-মুলক তূসী কঠোর ভাষায় মাযদাকের সমালোচনা করেন। শেষোক্ত এই বক্তব্যের জন্য, "হে আমার অনুসারিগণ! স্ত্রীগণও তোমাদের সাধারণ সম্পত্তি। প্রত্যেক স্ত্রীলোক তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কারণ কাহাকেও পৃথিবীর এই সব আনন্দ ও সুখ হইতে রহিত করা চলে না।" সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার পতনের পর আযারবায়জানী ঐতিহাসিকগণকে এখন আর মাযদাকের মতবাদ ও মধ্যযুগের অন্যান্য বৈপ্লবিক শিক্ষা মহিমা কীর্তন করিতে হয় না। এখন বস্তুনিষ্ঠভাবে তাহাদের ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।

বর্তমানে আযারবায়জানের ছাত্ররা জানে, সামরিক নেতা বাবাক (৭৯৫ বা ৭৯৮-৮৩৭ খৃ.) দেশটির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহা কোন 'শ্রেণী সংগ্রাম' ছিল না। তিনি তাহার এই বক্তব্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছেন : স্বাধীনভাবে একদিন বাঁচিয়া থাকা ৪০ বৎসর একজন ক্রীতদাস হিসাবে বাঁচিয়া থাকার চাইতে উত্তম।

আযারবায়জানীগণ বাবাককে সাহসিকতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। বলশেভিকগণ তাহার জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করিয়া তাহাকে "প্রাথমিক বলশেভিক" হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পায়।

স্বাধীনতার ফলে আযারবায়জানী ঐতিহাসিকগণ এখন ইহা বলিতে পারেন যে, তাহাদের বীর গাচহাফ নাবি (১৮৯৪-১৯৮৬ খৃ.) কখনও বলশেভিক ও মার্কসবাদ-লেলিনবাদের সহিত সমঝোতায় উপনীত হন নাই। আবশ্য একথাও সত্য যে, আযারবায়জানে রুশ দখলদারিত্ব ও জারতন্ত্রের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাহার সংগ্রামকে সোভিয়েতগণ মহিমান্বিত করে।

মধ্যযুগের কবিতা ঃ সোভিয়েত ইতিহাস লেখকগণ মধ্যযুগের বড় বড় কবিকে "নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামী" হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। "History of Azerbaijan" (১খ., পৃ. ১৬৫) অনুসারে, "খাগানি শিরভানি (১১২০-১১৯৯ খৃ.)-এর কবিতায় তাহার বিদ্রোহী মনোভাব শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়-অনাচারের প্রতি তাহার ক্রুদ্ধ আক্রমণ, পুরোহিততন্ত্রের ভণ্ডামি ও সামাজিক অনাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাহার শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়।" প্রকৃতপক্ষে খাগানি একজন আল্লাহভীরু মুসলমান ছিলেন। তিনি শিরভান শাহদের রাজকবি ছিলেন। তাহার "বিদ্রোহী মনোভাব" বিষয়ে বলা যায়, তিনি এক কঠিন চরিত্রের লোক ছিলেন এবং প্রায়শই আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি কখনও কোন সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নাই।

বর্তমানে বিশ্বাস করা কষ্টকর হইলেও ইহা সত্য যে, সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগীয় কবিগণকে মার্কসীয় তত্ত্ব অনুধাবনে তাহাদের দুর্বল উপলব্ধির জন্য তাহাদেরকে দোষারোপ করিতেন, যদিও এই তত্ত্ব শতাধিক বৎসর পরেও সুসংগঠিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ সোভিয়েত ইতিহাস লেখকগণের মতে নিযামি গানজাভি (১১৪১-১২০৯ খৃ.) সামন্ত রাষ্ট্রের শ্রেণী প্রকৃতির বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন না এবং শাসক গোষ্ঠীকে তাহার আন্তরিক ও তেজস্বী লেখনী দ্বারা প্রভাবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের গণনির্যাতন বন্ধে আশাবাদী ছিলেন। নিযামি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, অত্যাচারী শাসকের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। এইভাবে সোভিয়েত মতাদর্শবাদিগণ এই মহান চিন্তাবিদ ও কবিকে এমন একজন ক্রুদ্ধ বিপ্লবী হিসাবে দেখাইতে চেষ্টা করেন, যিনি শাসকগোষ্ঠীর রক্তপাতে প্রত্যাশী ছিলেন। কাজটি সহজ ছিল না। নিযামি একজন অতি মহান ও মানবতাবাদী দার্শনিক ছিলেন।

ইতিহাস লেখকগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি ইমাদুদ্দিন নাসিমী (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে নিহত)-কে তাহার "হতাশাব্যঞ্জক ও নেতিবাচক" পঙ্ক্তিমালার জন্য দায়ী করিয়াছেন, "নাযিমির রচনাবলী দুর্বোধ্য ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া কথিত। তিনি সত্যের জয়ে সন্দিহান ছিলেন। সামন্ত সমাজে নির্যাতন ও রক্তপাতের রাজত্ব ছিল; কিন্তু তিনি সংগ্রামের অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধানে ব্যর্থ হন।" ইহা সত্য যে, "History of Azerbaijan" গ্রন্থে আমরা নিযামির কবিতার উচ্চ দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয় ভাবাদর্শ লক্ষ্য করি না। এইভাবে সোভিয়েত আমলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যতিরেকে দর্শনশাস্ত্রকেই যুগের অনুপযোগী, নেতিবাচক ও ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচনা করা হইত। বর্তমানে আযারবায়জানী কবিগণকে বলা হয় নেতিবচাক মনোভাবসম্পন্ন, কবিরা মূলত বিপ্লবী নহে।

তুর্কী সমর্থন ভীতি ঃ সোভিয়েত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে আযারবায়জানী জনগণের তুর্কী বংশোদ্ভূত হওয়ার বিষয়ে কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। তৎপরিবর্তে তাহারা বলেন, তুর্কীরা একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আযারবায়জান দখল করে এবং ইহার প্রেক্ষিতে অধিবাসিগণ ক্রমশ তাহাদের প্রাচীন ককেশীয় ও ফার্সী আঞ্চলিক ভাষা হইতে তুর্কী ভাষায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

আযারবায়জানীগণ তাহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা তখনও বজায় রাখে এবং তুর্কী হয় নাই Hiostory of Azerbaijan (১ম., পৃ. ১৭২) গ্রন্থে দেখা যায়, "মধ্যএশিয়াতেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে খাওয়ারিযম, সোগদিয়ানা, বাকত্রিয়ানা, পার্থিয়া নামক প্রভৃতি ভাষাগুলিকে তুর্কী ভাষার মধ্যে প্রতিস্থাপিত করা হয়। তেমনিভাবে আযারবায়জানের আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে তুর্কী ভাষার মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়।"

সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণের এরূপ তুর্কী বৈরিতার কারণ কি? স্টালিন বিশ্বাস করিতেন, তুরস্ক পৃথিবীর সকল তুর্কী বংশোদ্ভূত জাতিগুলিকে ইহার নেতৃত্বে একত্র করিবে। সাইবেরিয়াসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধাংশেরও বেশী স্থানে ছিল বিভিন্ন তুর্কী জনগোষ্ঠীর বসতি। সুতরাং সোভিয়েত নেতৃত্বের নিকট "তুর্কী সমর্থনবাদ" ভীতিপ্রদ ছিল। তুর্কী জনগোষ্ঠী যাহাতে একত্র হইতে না পারে, সেই লক্ষ্যে স্টালিন ঐতিহাসিকগণকে নির্দেশ দেন, তাহারা যেন প্রমাণ করেন, তাহারা একে অপরের সহিত কোনক্রমেই সম্পর্কযুক্ত নয়, তাহাদের সকলেরই পৃথক রক্ত, ধর্ম ও ঐতিহ্য রহিয়াছে। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণের মতে যাহারা তুর্কী সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহে কথা বলে (যেমন আযারবায়জানী উযবেক, তুর্কমেন ও তুর্কীরা) তাহারা তুর্কী বা তৎজাতীয় ভাষাভাষী হইতে পারে, কিন্তু তুর্কী ঔরসজাত নহে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে হইতে শুরু করিয়া বিশাল সোভিয়েত প্রচার ব্যবস্থা যাহার মধ্যে ছিল ইতিহাস গ্রন্থমালা, উপন্যাসসমগ্র, সংবাদপত্র, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, এই ধারণা প্রচার করিতে থাকে। "তুর্কী সমর্থক" হিসাবে গ্রেফতার হওয়ার জন্য "আযারবায়জানী জনগণ"-এর পরিবর্তে "তুর্কী জনগণ" বলাই যথেষ্ট ছিল, এমনকি সপ্তম শতাব্দীর আযারবায়জানী মহাকাব্য "দাদা গরুদ" (The Book of my Father Gorud) গ্রন্থটিকেও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ উহাকে তুর্কী সমর্থক সাহিত্যকর্ম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

এখন আযারবায়জান স্বাধীন। ইহার নাগরিকেরা মুক্তভাবে ইতিহাস চর্চা করিবার ক্ষেত্রে তাহাদের তুর্কী শিকড়ের সন্ধান করিতে পারে। তথাপি দেশটির ইতিহাসে তুর্কী উপজাতীয়দের ভূমিকা অদ্যাবধি বির্তকের উর্ধ্বে নহে। এমনও দেখা যায়, কিছু "ঐতিহাসিক দেশপ্রেমিক" তুর্কীদের ভূমিকাকে অতিরিঞ্জিত করিয়া আরব, পারস্য ও ককেশীয় উপজাতীয়দের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

মিত্র হিসাবে জর্জিয়া ঃ সোভিয়েত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে আযারবায়জান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার জনগণকে এমন মিত্র হিসাবে দেখানো হইয়াছে যে,

যাহারা সর্বদা পারস্য, আরব ও তুরস্কের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াই করিয়াছে। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণের মতে ককেশাস একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় যাহার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে ভয়ানক মুসলিম বিশ্বের বিশাল সমুদ্রবৎ লোকবসতি। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণের মতে, ককেশীয়গণ (আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, লেযগিণ এবং তাতার জনগোষ্ঠী) আযারবায়জানীদের নিকট আরব, পারস্য ও তুরস্কের জনগোষ্ঠীর চাইতে ঘনিষ্ঠতর ছিল। ককেশীয় মৈত্রীকে অস্বীকার করা হয় না; তথাপি আযারবায়জানের কর্মকাণ্ড সর্বদাই ককেশিয়ার বাহিরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আযারবায়জান উপজাতীয়গণ (যেমন তুর্কগণ, তুর্কমেন ও উযবেকগণ) ককেশাসের বাহিরে ইউরেশীয় অঞ্চলে বসবাস করে। আধুনিক ইতিহাস বইগুলিতে উল্লেখ করা হয়, জর্জিয়া চিরাচরিতভাবে আযারবায়জানের মিত্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ আযারবায়জান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আমলে (১৯১৮-১৯২০ খৃ.) জর্জিয়া আযারবায়জানের সামরিক মিত্র ছিল। বিষয়টি সোভিয়েত আমলে কখনও উল্লেখ করা হয় নাই। অধিকন্তু ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্য করেন, মধ্যযুগে জর্জিয়া ছিল উত্তর আযারবায়জানে অবস্থিত শিরওয়ান শাহগণের মিত্র।-শিরওয়ান শাহগণ ও জর্জিয়ার শাসনকর্তাগণ প্রায়শই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একত্রে বিভিন্ন আক্রমণকারিগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন।

আযারবায়জানী ঐতিহাসিকগণ জর্জিয়ার বিরুদ্ধে কিছু নেতিবাচক তথ্যও উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ দ্বাদশ শতাব্দীতে গানজাতে ভূমিকম্প পরবর্তী কালে জর্জিয়ানগণ শহরটি আক্রমণ করিয়া উহার পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস সাধন করে। যে সমস্ত আযারবায়জানী ভূমিকম্প হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাদেরকে হত্যা অথবা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা হয়। সোভিয়েত আমলে শুধু শিক্ষাবিদ যিয়া বুনয়াদভ এই তথ্য প্রকাশের সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। অন্যান্য ঐতিহাসিক ভীত হইয়া নীরবতা অবলম্বন করেন।

সংঘর্ষ-আর্মেনিয়া ঃ যদিও সোভিয়েত মতাদর্শমতে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের জনগণকে বন্ধুপ্রতিম হিসাবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, তথাপি কিছু আর্মেনীয় ঐতিহাসিক বলেন, আযারবায়জান রাষ্ট্রের কখনও অস্তিত্ব ছিল না এবং আযারবায়জানের অধিকাংশ অঞ্চলই আসলে আর্মেনিয়ার অংশ ছিল। তাহারা আর্মেনিয়ার ঐতিহাসিক মানচিত্র ইস্যু করেন, সেখানে দেখানো হয়, আযারবায়জানের সর্বাংশ তাহাদের দেশের অন্তর্গত ছিল।

সোভিয়েত আমলে অধিকাংশ আযারবায়জানী ঐতিহাসিক আর্মেনীয়দের প্রতিবাদ করিতে ভয় পাইতেন। কারণ তাহারা সোভিয়েত মদদপুষ্ট ছিল। কিন্তু আযারবায়জানী ঐতিহাসিক ও অধ্যাপকগণের নীরবতায় তাহারা বিরক্ত ছিলেন।

আর্মেনীয়গণের বিরাধিতায় সবচেয়ে সাহসী আযারবায়জানী ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন অধ্যাপক বুনয়াদভ (১৯২৩-১৯৯৭ খৃ.)। আযারবায়জানের ইতিহাস গবেষণায় তিনি ছিলেন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব। তৎকৃত "খৃষ্টীয় সপ্তম ও নবম শতাব্দীতে আযারবায়জান" শীর্ষক গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়া দেখান যে, আযারবায়জানের কোন অংশই প্রাচীনকালে আর্মেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি শিরওয়ান ও আরান (ককেশীয় আলবেনিয়া)-এর স্বাধীন আযারবায়জানী রাষ্ট্রগুলির বর্ণনা দেন যাহা উত্তর আযারবায়জান ও কতিপয় অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। ইহাতে আর্মেনীয় ঐতিহাসিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে "উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী" ও আর্মেনিয়ার " ১নং শত্রু" হিসাবে চিহ্নিত করেন।"

কিন্তু বুনয়াদভ উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী ছিলেন না। তাঁহার মাতা ছিলেন রুশ ঔরসজাত। তিনি অনর্গল রাশিয়ান ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। আর্মেনীয় ও জর্জীয় ভাষাতেও তাঁহার বেশ দখল ছিল। তিনি জর্জিয়ার লোকদের পছন্দ করিতেন এবং কখনও কখনও জর্জিয়ার জাতীয় টুপি পরিধান করিতেন। রাশিয়া, জর্জিয়া, এমনকি আর্মেনিয়াতেও তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল। তিনি কখনও আর্মেনিয়া বা অন্য কোন জাতির উপজাতীয় মূল ধারার সমালোচনা করেন নাই। তিনি সহজ ও সঠিকভাবে আযারবায়জানের ইতিহাস রচনার প্রয়াসী হন।

বুনয়াদভ এইরূপ সাহস প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন। কারণ তাঁহাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীরের মর্যাদার ভূষিত করা হয়। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাবও লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শিক্ষা জগতে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। ব্রেজনেভ স্টালিনের ন্যায় অতটা দোষযুক্ত ছিলেন না। তিনি চাহিতেন না যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী রাশিয়াতে বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের নির্যাতনের বিষয়টি পরিজ্ঞাত হোক। আবুল কায আলিয়েভ [ইলচি বেয়]-এর ন্যায় কম বিখ্যাত ঐতিহাসিকদেরকে গ্রেফতার করা হইত, কিন্তু অত্যন্ত বিখ্যাত শিক্ষাবিদগণকে সাধারণত স্পর্শ করা হইত না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক আযারবায়জানে বুনয়াদভ সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন!

আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আরেকজন সমসাময়িক বিজ্ঞানী হইলেন ফারিদা মাম্মাদভা, যিনি "ককেশীয় আলবেনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভূগোল" গ্রন্থের রচয়িতা। মাম্মাদভা দেখান যে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ককেশীয় আলবেনিয়া (আধুনিক উত্তর আযারবায়জান) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল এবং ইহা কখনও "বৃহত্তর আর্মেনিয়া"-এর অংশ ছিল না। রুশ ও আর্মেনীয় পণ্ডিতগণ মাম্মাদভাকে সমালোচনা করেন কিন্তু তাঁহার গবেষণাকর্ম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা চলমান রহিয়াছে। প্রথমবারের মত আযারবায়জানের ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, কিভাবে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আযারবায়জানের বাকু ও অন্যান্য স্থানে আর্মেনীয়গণ হাজার হাজার আযারবায়জানীকে হত্যা করে। সুলেয়মান আলিয়ায়ভ ও বখতিয়ার ভাহাবযাদে (১৯২৫ খৃ.) তাহাদের রচিত ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী কালের আর্মেনিয়াতে হাজার হাজার আযারবায়জানীকে নির্বাসন ও গণহত্যার বিবরণ দিয়াছেন।

সোভিয়েত আমলে আযারবায়জানের ভৌগোলিক এলাকার রদবদল করা হয়। আযারবায়জানী ও কুর্দী অধ্যুষিত যানজিযুর প্রদেশকে আর্মেনিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হয়। আর্মেনিয়ার মানচিত্রে আযারবায়জানী এলাকা নাখচিভান ও কারাবাখ স্থানদ্বয়কেও প্রদর্শন করা হয় যাহার কোন বাস্তবতা ছিল না। ইহার ফলে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে আযারবায়জানের নগর্নো-কারাবাখ এলাকায় বসবাসকারী আর্মেনীয়গণকে তাহাদের আযারবায়জান সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত দীর্ঘ দিনের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘর্ষে আর্মেনিয়া সহযোগিতা করিতেছে। ১৯৪০ ও ১৯৬০-এর দশকেও আর্মেনিয়া অঞ্চলটি দখল ও সংযুক্তির চেষ্টা চালায়। ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দেও অনুরূপ চেষ্টার দীর্ঘস্থায়ী লড়াই এবং হাজার হাজার মৃত্যু ও শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়। নগর্নো-কারাবাখ এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় আর্মেনীয়গণ আর্মেনিয়ার সহিত এলাকাটির সংযুক্তির লক্ষ্যে গেরিলা যুদ্ধ করে। ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে এলাকাটির আর্মেনীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। যুদ্ধে আর্মেনিয়া ভাল অবস্থান লাভ করে। কারণ তাহারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে উন্নততর প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছিল। অপরপক্ষে সোভিয়েতগণ আযারবায়জানীগণকে প্রধানত 'নির্মাণ ব্যাটেলিয়ন'-এ ব্যবহার করায় নগর্নো-কারাবাখ যুদ্ধে তাহাদের আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে আযারবায়জানের রাষ্ট্রপতি হায়দার আলীয়েভের উদ্যোগে নগর্নো-কারাবাখে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তথাপি মে ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে অস্ত্র বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২০,০০০ মৃত্যু ও দশ লক্ষাধিক ব্যক্তি শরণার্থী হয়। ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে অবশিষ্ট আযেরী প্রতিবন্ধকতা প্রতিহত করায় কারাবাখ আর্মেনীয়গণ আবার স্বাধীনতা (আরতসাখ) ঘোষণা করে এবং দেশটির প্রায় ২০% অঞ্চল দখল করে। এইভাবে অনেক অস্ত্র বিরতি প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সত্ত্বেও এই ব্যয়বহুল বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আযারবায়জান অঞ্চলটির ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানে প্রত্যাশী, কিন্তু আর্মেনীয়গণ অঞ্চলটির স্বাধীনতা বা আর্মেনিয়ার সহিত সংযুক্তির অভিলাষী।

রাশিয়ার সহিত যোগদান ঃ সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ রাশিয়ার সহিত যোগাদানের 'মহান ঐতিহাসিক গুরুত্ব'-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপে কর্তৃপক্ষীয় চাপের মুখে থাকিতেন। তাহারা বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আযারবায়জান ইরানী সেনাবাহিনী দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়ায় খানতন্ত্র (KHANNATE) কর্তৃক রাশিয়ান জারকে আহ্বান জানানো হয়, তিনি যেন আযারবায়জানকে রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত করেন। সুতরাং রুশ বাহিনীর আগমন ঘটে। ইরানকে পরাজিত করা হয়। গুলিস্তান (১৮১৩ খৃ.) ও তুর্কমানচায় (১৮২৮ খৃ.) চুক্তিদ্বয় দ্বারা আযারবায়জানকে উত্তর (রুশ) আযারবায়জান ও দক্ষিণ (ইরানী) আযারবায়জান হিসাবে বিভক্ত করা হয়।

সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণের মতে আযারবায়জানকে রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত করার ফলে আযারবায়জান পশ্চাদপদ ইরান ও তুরস্কের দাসত্বে বন্দী হইবার ঝুঁকিমুক্ত হয়। তাহারা আরও বলেন, যদিও রাশিয়া ঐ সময় স্বৈরশাসক জার ও জমিদার শ্রেণীর শাসনাধীনে ছিল, তথাপি রাশিয়ার সহিত যোগাদান আযারবায়জানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

১৯২৫ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি নারিমান নারিমানভের (১৮৭০-১৯২৫ খৃ.) মতে আযারবায়জানের পরম শান্তি রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত। যাহারা এই ধারণার সহিত একমত হইত না, তাহাদেরকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও নানাবিধ হয়রানি করা হইত।

এখন আযারবায়জানী ঐতিহাসিকগণ তথাকথিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে রাশিয়ার সহিত যোগাদান বিষয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এমনকি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও এখনও জানেন যে, রাশিয়া জোরপূর্বক আযারবায়জান দখল করে যাহাতে আযারবায়জানের কোন সম্মতি ছিল না।

আযারবায়জানী জনগণ রাশিয়ার এই আগ্রাসনে বাধা দেন। উদাহরণস্বরূপ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গানজা খানতন্ত্রের প্রশাসক জাভাদ খান রুশ সেনাবাহিনীকে জেনারেল তমিতসিয়ান ভেরর নেতৃত্বে তাহার শহরে প্রবেশ বাধাদানের এক বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে শহীদ হন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বাকুর হুসেয়ন ওগলু খান রুশ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করত জেনারেল তসিতসিয়ানভকে হত্যা করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শাকির সালিম খান রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

অবশ্য আযারবায়জানের আত্মবিকাশের ইতিহাসে রাশিয়ার ভূমিকার প্রশ্নটি এখনও চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয় নাই। অনেক ঐতিহাসিক এখনও বিশ্বাস করেন যে, রাশিয়া একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তাহাদের প্রভাবে আযারবায়জান ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে, যাহার ফলে অনেক জাতীয় বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে, যেমন আখুনদভ, বাকিখানভ সাবির ও মাম্মাদ, আমিন রাসূলযাদে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র আযারবায়জান (উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল) ইরানের শাসনাধীনে থাকিলে ইহা স্বকীয়তা হারাইয়া আত্তীকৃত হইয়া যাইত।

তাহাদের বিরোধিগণ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাশিয়া আযারবায়জানীগণকে তাহাদের আবহমান কালের জীবনধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাদেরকে রুশ জীবনাচার অনুসরণে বাধ্য করে।

বলশেভিকদের আগমন ঃ সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীকালে আযারবায়জানের বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাদের মতে ১৮৭০ হইতে ১৮৮০-এর দশকটিতে রাশিয়াতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের অংশ হিসাবে আযারবায়জানে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। তাহারা এই সময়ে আযারবায়জানের বাকু ও অন্যান্য শহরে কতিপয় অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও সভার কথা উল্লেখ করিয়া হাজার হাজার পৃষ্ঠা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, অথচ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাকালে সে তুলনায় সামান্যই লেখা হইয়াছে।

স্বাধীনতার পর আযারবায়জানী ইতিহাসবিদগণ দেখান যে, শতাব্দীদ্বয়ের সংযোগ কাল ও ১৯০০ সালের প্রথম দিকে বাকুর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী সমাজতন্ত্রবাদী ও বলশেভিকগণ রুশ আর্মেনীয় ও অন্যান্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। আন্দোলনে অধিক সংখ্যক আযারবায়জানীকে আকৃষ্ট করার জন্য রুশ সামাজিক-গণতান্ত্রিক দল মুসলমান শ্রমিকদের জন্য হুম্মাত নামে দলটির শাখা স্থাপন করে। আসলে ইহা ছিল রুশ বলশেভিকদের মদদপুষ্ট একটি সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান।

সাম্প্রতিক ইতিহাস গবেষণায় আযারবায়জানের প্রথম বড় রাজনৈতিক দল মুসাওয়াত পার্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। দলটি ১৯১১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার নেতা ছিলেন মাম্মাদ আমিন রাসূলযাদে (১৮৮৪-১৯৫৫ খৃ.)। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই দলের তথ্যাদি গোপন করে এবং রাসূল যাদের রচনা ও গ্রন্থাবলীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ৭০ বৎসরের জন্য আযারবায়জানী পাঠকেরা স্বাধীন দেশটির নেতার বইগুলির অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত থাকে।

১৯২০ খৃস্টাব্দে লাল বাহিনীর আযারবায়জান দখলের ফলে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। এ বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাহারা বলে, বাকুতে শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে এবং রুশ বাহিনীর সাহায্য চায়। ইহার ফলে তাহাদের মহান রুশ ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় আযারবায়জানী বলশেভিকগণ কর্তৃক মুসাওয়াত সরকারকে উৎখাত করা হয়। এই তথ্য দ্বারা সোভিয়েতগণ ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে, আযারবায়জানী সরকারের উৎখাত করে বিদেশীরা নয়, স্বদেশীরা।

প্রকৃতপক্ষে আযারবায়জান সরকার জানিত যে, তাহাদের ক্ষুদ্র বাহিনী বিশাল লাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র তুর্কী নেতা কামাল পাশা ইউরোপীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হন। কাজেই তুর্কীরা লাল বাহিনীর আযারবায়জান প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য আযারবায়জানকে অনুরোধ করে। এই কারণে আযারবায়জানে রক্তপাত এড়াইবার জন্য মুসাওয়াত সরকার কতিপয় শর্তাধীনে পদত্যাগ করে কিন্তু বলশেভিকগণ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। তাহারা অচিরেই সকল শর্ত ভঙ্গ করিয়া আযারবায়জানের স্বাধীনতা খর্ব করে।

সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ ঃ সোভিয়েত আমলের ঐতিহাসিকগণ কতিপয় সমাজতন্ত্রবাদী নেতৃবৃন্দের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন। এইসব নেতার মধ্যে ছিলেন কিরোভ, শাউমিয়ান ও আযিযবেকভ। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে স্টালিনের মৃত্যুর পর তাহার নীতি পরিত্যক্ত হয়। স্টালিনবাদী আমলের আযারবায়জানী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা মিরজাফর বাঘিরভকে "গণশত্রু" আখ্যায়িত করিয়া হত্যা করা হয়। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্য করেন যে, তাহারা কতিপয় নেতা, যেমন স্টালিন, বেরিয়া বা বাঘিরভ বা স্টালিন আমলের মত কতিপয় সময়কালের সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা কদাচ সোভিয়েত ব্যবস্থা, মার্কসের মতাদর্শ বা লেনিনের মতবাদকে সমালোচনা করার সাহস পাইতেন না। এগুলি ছিল সোভিয়েত মতাদর্শ ও ইতিহাসের পবিত্র বস্তু।

নারিমান নাবিমানভ (১৮৭০-১৯২৫ খৃ.) ছিলেন আযারবায়জানের প্রথম সমাজতান্ত্রিক নেতা। তিনি আযারবায়জানে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের উগ্র স্বাদেশিকতাবাদের বিপক্ষে ছিলেন। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের অধিকার হরণ এবং বিনা মূল্যে তৈল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক অধিপত্যবাদের প্রতিবাদে তিনি সবেকাতে অভিযোগ পত্র প্রেরণ করেন। তিনি "প্রাচ্যের লেনিন" হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আযারবায়জানে একটি স্বাধীন নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

সোভিয়েত পেরেসত্রয়কা যাহা ১৯৮৫ খৃস্টাব্দে শুরু হয় এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্টালিনবাদী নির্যাতনকালে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়, তাহাদের তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। গুপ্ত ঘাতকেরা বাঘিরভের নির্দেশে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে।

বাঘিরভ কিন্তু ইতিবাচক কাজও করিয়াছিলেন। স্টালিন সকল আযারবায়জানী জনগণকে একত্র করিয়া তাহাদেরকে মধ্যএশিয়াতে পুনর্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তাহার ভয় ছিল, ঐ সময়ে মিত্র তুরস্ককে আযারবায়জানীরা সাহায্য করিবে। কিন্তু বাঘিরভ স্টালিনকে আশস্ত করায় আযারবায়জানীদেরকে স্থানচ্যুত করা হয় নাই।

সোভিয়েত আমলের আরও একটি গুপ্ত ঘটনার কথা সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আর্মেনীয় নেতা আরুতিনভ স্টালিনকে লিখিত এক পত্রে নগর্নো-কারাবাখ এলাকাটিকে আর্মেনিয়ার সহিত সংযোগের প্রস্তাব করেন। স্টালিন এই বিষয়ে বাঘিরভের মতামত চাহেন। উত্তরে তিনি বলেন, ইহাতে তাহার কোন অমত নাই, কিন্তু এজন্য প্রথমে আর্মেনিয়া কর্তৃক যানজিমুর এলাকাটিকে আযারবায়জানের নিকট প্রত্যর্পণ এবং অবশিষ্ট আর্মেনীয় অঞ্চলে বসবাসকারী আযারবায়জানীদেরকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাকে আরুতিনভ সম্মত না হওয়ায় কারাবাখ আযারবায়জানে রহিয়া যায়।

অবদমন ও উৎপীড়ন ঃ স্টালিন আমলে বিখ্যাত কৌলিতত্ত্ববিদগণকেও উৎপীড়ন করা হইত। কৌলিতত্ত্বকে "পুঁজিবাদী বিজ্ঞান" হিসাবে অভিহিত করা হয়। অধিকন্তু কৌলতত্ত্ববিদগণকে "গণশত্রু" হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। কৌলিতত্ত্বের জনকবৃন্দ জোহানা গ্রেগর মেনডেল, টমাস হান্ট মরগান এবং আগস্ট উইসম্যান প্রমুখকে "পুঁজিবাদের দালাল" আখ্যা দেওয়া হয়। পত্র-পত্রিকাসমূহে উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, বিখ্যাত আযারবায়জানী কৌলিতত্ত্ববিদ প্রফেসর মিরালি আখুনদভ তাহার ঘরের জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করেন। কারণ সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা KGB তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িয়াছিল। অনেক কৌলিক তত্ত্ববিদকে ডাকিয়া KGB নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন করিত। বলা হইত, শুধরাইতে না পারিলে তাহাদের আবার ডাকা হইবে। তখন গ্রেফতার ও নির্বাসনের ভয়ে ঐ বৈজ্ঞানিক ও তাহার পরিবারের ঘুম হারাম হইয়া যাইত, এমনকি তাহারা ছোট ব্যাগে কিছু কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ সদা প্রস্তুত থাকিতেন।

ইতিহাস পুনর্লিখন ঃ অনেক আযারবায়জানী ইতিহাসবিদ সোভিয়েত আমলের প্রশংসা করিয়া বলেন, সোভিয়েত আমলের পূর্বে প্রায় সকল আযারবায়জানী নিরক্ষর ছিল এবং তাহাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। সোভিয়েত-পূর্ব আমলে আযারবায়জানে চিকিৎসক, শিক্ষক ও বিজ্ঞানী কমই ছিল। সোভিয়েত আমলে বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও স্বয়ম্ভরতাসহ এইসব অর্জিত হয়, আযারবায়জানে কোন গৃহহীন বা বেকার ছিল না। তাহারা আরও বলেন, আযারবায়জানীরা পুনরায় গরীব ও গৃহহীন হইতে চলিয়াছে।

অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক মতাদর্শের ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঐসব অর্জন যদি কিছু হইয়া থাকে, রক্তাক্ত নির্যাতন ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের মাধ্যমে হইয়াছিল। আযারবায়জানের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণকে হত্যা

করা হয়। তাহাদেরকে তাহাদের ধর্ম, বর্ণ, লোকায়ত ও চিরায়ত প্রথা হইতে বঞ্চিত করা হয়। বর্তমানে আযারবায়জান একটি স্বাধীন জাতি। সাম্প্রতিক অভাব-অভিযোগকে সাময়িক বিবেচনা করা হয়।

অবশ্য আযারবায়জানের পূর্ণাঙ্গ বস্তুনিষ্ঠ ও নির্দিষ্ট পক্ষপাতমুক্ত ইতিহাস রচনায় আরও সময়ের প্রয়োজন হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Farid Alakbarov, Writing Azerbaijan's History-Digging for the Truth, Azerbaijan International (9.3), Autumn 2001; (২) CIA World Fact Book 1996; (৩) Swietochowski, Tadeusz, AZERBAIZAN, REPUBLIC OF, vol. 3, Colliers Encyclopaedia CD-ROM, 02-28-1996; (৪) History of Azerbaijan in www. azerb. com; (৫) Samani (Hyderabad), vi pp. 49-50 (a few 'olama' with the nesba "al-Ran"; (৬) Yagut (Beirut), iii, pp. 18-19; (৭) A. Manandian, Beitrage zue albanischen Geschicte, Leipzig 1897; (৮) Markwart, Eranshah, pp. 116-119; (৯) Idem, Osteuropkische and ostasiatische Streifzuge, Leipzig 1903, pp. 443 ff.; (১০) Le Strange, Lands, pp. 176-79; (১১) J. Laurent, L' Arm Mie entere Byzance et I'Islam, Paris-1919; (১২) P. Schwarz, Iran, pp. 978 ff., 1098-1100, 1139, 1144-45; (১৩) V. Minorsky and Cl. Cahen , "Le recueil trnscaucasien de Mas'ud b. Namdar (debut du vi/`xii' siecle)" JA, 1949, pp. 93-142; (১৪) Minorsky, "Caucasia, iv," BSOAS, 15, 1953, pp. 504-29; (১৫) Zeki Velidi Togan, "Arran" in IA, I, pp. 596-98; (১৬) Armenian text, ed. M. Emin, Moscow 1860, repr. Tiflis, 1912, annotated tr. C. J. F. Dowse tt, The History of Caucasian Albanians, London 1961; (১৭) E. von Zambaur, Die Munzprlgunfen des Islams, Zeitlich and ordich geordnet I, Weisbaden 1968, p. 39; (১৮) C. E. Bosworth, Geography of Iran : Arran Province (New Republic of Azerbaijan), in www iranchamber. com as Visited in October 2004; (১৯) The Encyclopaedia Americana, International Edition, Connecticut 1996, vol.2, pp. 889-892; (২০) The New Encyclopaedia Brittanica, Chiago 1987, Vols. 1, 6, 7, 8 and 28; (২১) সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইরানের পূর্ব আযারবাইজান প্রদেশ, নিউজ লেটার, জুলাই-আগস্ট ২০০৪, ইরান দূতাবাস, ঢাকা, পৃ. ৪৩ ; (২২) Dr. Nigar Efendiyeva, Medicine in Azerbaijan, A Brief Historical Review, Azerbaijan International (3.4), Winter 1996; (২৩) M. T. Faranarzi, A Travel Guide to Iran, 2nd ed. Tehran 1997, p. 254-259; (২৪) Azerbaijan, in The World of Learining, 54th Edition, London and New York 2004, p.-135-137; (25) Azerbaijan— History on Encyclopaedia. com, a Service of High Beam Research, LLC. Copyright (c) 2004; (২৬) Azerbaijan Development Gateway, www. gateway. az, searched as in October 2004; (২৭) Altsadt, Andrey L., The Azerbaijan Turks : Power and Identity under Russian Rule (Hoover Institition Press 1992); (২৮) Atkin, Mureil, Russia and Iran, 1780-1828 (Univ. of Mino. Press 1980); (২৯) Bennigsen, Alexandre, and Chantal Lemereier-Quelquejay, Islam in the Soviet Union (Pall Mall Press 1964); (৩০) Golden, Peter B., In Introduction to the History of the Turkic Peoples (Otto Harrassowitz 1992); (৩১) Nissman, David, The Soviet Union and Iranian Azerbaijan : The Uses of Nationalism for Political Penetration (Westview Press 1987); (৩২) Swietochowski, Tadeusz, Russian Azerbaijan, 1905-1920 (Cambridge 1985); (৩৩) ইন্টারনেট Goole search. Islamic History Azerbaijan, in http// www. google. com, and the references therein as of October 2004.

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

আযারিক'া (ازارقة) ঃ খারিজীদের (দ্র.) প্রধান শাখাসমূহের অন্যতম। দলটির নামকরণ করা হইয়াছে দলপতি নাফি' ইবনুল-আযরাক 'আল-হানাফী আল-হানজ'ালীর নামানুসারে, যিনি আল-আশ'আরীর মতে সর্বপ্রথম খারিজীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই মতবাদকে সমর্থন করিয়া যে, সকল বিরুদ্ধাচরণকারীকে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রসমেত হত্যা করা উচিত (استعراض)। তাহার ব্যক্তিগত অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি দাসত্ব হইতে মুক্ত গ্রীক বংশীয় কর্মকারের পুত্র ছিলেন এবং ৬৪/৬৮৩ সালে যখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) সিরীয় সেনাপতি হু'স'ায়ন ইব্ন নুমায়র আস্-সাকূনীর সেনাদল কর্তৃক মক্কায় অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার সাহায্যার্থে তথায় আগমন করেন। অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হইলে নাজদা ইব্ন 'আমির ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'ইবাদসহ অন্যান্য খারিজী নেতার সহিত বসরা প্রত্যাবর্তন করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া যাযীদ ইব্ন মু'আবি'য়ার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার পর সৃষ্ট গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ

করেন। তাহার আদেশে খারিজীরাই 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ কর্তৃক মনোনীত গভর্নর মাসউদ ইব্ন 'আম্‌র আল-আতাকীকে হত্যা করে এবং তাহারা পরবর্তী কালে 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র কর্তৃক প্রেরিত গভর্নর 'উমার ইব্ন 'উবায়দুল্লাহকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি শহর অধিকার করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারে তিনি শহরের অধিবাসীদের সহায়তা লাভ করেন, যাহারা খারিজীদের দাবিসমূহ পূরণে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। বসরা হইত বিতাড়িত হইয়া নাফি' শহরের ফটকের বাহিরে তাঁবু স্থাপন করিলেন এবং আরও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভীষণ যুদ্ধের পর 'উমার ইব্ন 'উমার উবায়দিল্লাহকে পরাজিত করিতে এবং শহর পুনর্দখল করিতে সক্ষম হন। স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করণার্থে ইব্নুয-যুবায়র সেনপতি মুসলিম ইব্ন উবায়স-এর নেতৃত্বাধীন একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সম্ভবত এই উপলক্ষে বসরায় খারিজী উগ্রপন্থী ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং তাহারা আযারিকা ও ইবাদিয়া নামে দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়; বর্ণনা অনুসারে ইহা ঐ বৎসরেরই (৬৫/৬৮৪-৫) ঘটনা। ইবাদিয়্যা দল যাহারা অপেক্ষাকৃত কম সাহসী ছিল— মুসলিম-এর সহিত যুদ্ধ না করা ভাল মনে করিল এবং বসরায় রহিয়া গেল। কিন্তু আযারিকা দল শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া শহর ত্যাগ করিল এবং নাফি'-এর নেতৃত্বাধীনে খুযিস্তান (আহওয়ায) যাত্রা করিল। মুসলিম দুলাব নামক স্থানে তাহাদের সাক্ষাৎ পাইল। অতঃপর উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং নাফি' ও যুবায়রী সেনাপতি (মুসলিম) উভয়েই নিহত হয় (৬৫/৬৮৫)। যাহা হউক, আযারিকাগণ নিজদেরকে 'উবায়দুল্লাহ ইব্নুল-মাহুয-এর কর্তৃত্বাধীনে পুনঃশৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং অনবরত সংগ্রাম চালাইয়া গেল। অবশেষে শত্রু সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া বসরার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। কয়েক মাস যাবত বসরা ও আহওয়ায-এর অন্তর্বর্তী এলাকা গণহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগের লীলাভূমি ছিল। কেননা যাহারা আযারিকা দলকে স্বীকৃতি দান করিত না তাহাদেরকে তাহারা নির্বিঘ্নে হত্যা করিত। বসরার অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া আল-মুহাল্লাব ইব্ন আবী সু'ফরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুরোধ জানাইলে তিনি আযারিকার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে সম্মত হইলেন। দিজলা নদীর এলাকা হইতে তাহাদেরকে বেদখল করার পর দুজায়ল-এর পূর্ব দিকে সিল্লাবরার নিকটে তাহাদেরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন (৬৬/৬৮৬)। এই পরাজয়ের পর তাহারা পারস্যের দিকে পশ্চাদ্‌পসরণ করিল। 'উবায়দুল্লাহ ইব্নুল-মাহুয এই যুদ্ধে গেলেন এবং সেনানায়কের দায়িত্ব তাহার ভ্রাতা যুবায়র-এর উপর ন্যস্ত হইল, যিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার সমর্থকদেরকে পুনঃসংঘবদ্ধ করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পুনর্বার তিনি ইরাকে অবতরণ করিলেন এবং মাদাইন পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি শহরটি লুণ্ঠন করিলেন এবং ইহার অধিবাসীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিলেন। কিন্তু কূফা হইতে আগত একটি সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইলে তিনি তথায় তাঁহার কার্যকলাপ বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ইস্‌ফাহান আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এখানকার গভর্নর ছিলেন তখন 'আত্তাব ইব্ন ওয়ারাকা'। শহরের নিকটে সংঘর্ষে আযারিকা পর্যুদস্ত হইল এবং যুবায়র ইব্নুল-মাহুয-এর মৃত্যুর কারণে তাহারা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে পারস্যের দিকে এবং সেইখান হইতে কিরমান-এর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিল (৬৮/৬৮৭-৮)। কাতারী ইব্ন ফুজাআ নামক লুরিস্তান-এর একজন বীর যোদ্ধা, যিনি অসাধারণ কবিত্ব ও বাগ্মিতার অধিকারী হওয়া ছাড়াও অদম্য শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন, তাহাদের ভিতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার অগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত করিতে এবং তাহাদের সাধারণ সৈন্যদলকে পুনঃসংঘবদ্ধ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় তৎপর হইয়া উঠিলেন এবং আল-আহওয়ায দখল করার পর পুনর্বার ইরাকে অবতীর্ণ হইলেন এবং বসরার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই শহরের নূতন গভর্নর মুস'আব ইব্নুয-যুবায়র-এর এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, কেবল আল-মুহাল্লাব-ই আযারিকাকে বাধাদানে সক্ষম। তিনি তাঁহাকে মাওসিল হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেখানে তিনি গভর্নর হিসাবে কার্যরত ছিলেন। মুস'আব তাঁহারই উপর সামরিক অভিযান পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিলেন। যদিও আল-মুহাল্লাব আযরাকী যুদ্ধবাজ দলপতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান এবং দুজায়ল নদীর বাম তীরে তাঁহার অবস্থান সীমিত রাখিতে কৃতকার্য হইয়াছিল, এমনকি মুস'আব-এর মাসকিন নামক স্থানে পরাজয়ের দরুন (৭১/৬৯০) ইরাক 'আবদুল-মালিক-এর হস্তগত হওয়ার পরেও। পশ্চিম আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পর আল-হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ ইরাকের শাসনভার গ্রহণ (৭৫/৬৯৪) না করা পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। আল-হাজ্জাজ যুদ্ধাভিযানসমূহের প্রধান হিসাবে আল-মুহাল্লাবকে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে আযারিকার উপর আক্রমণ পরিচালনার আদেশ দিলেন। তখন আযারিকার বিরুদ্ধে আল-মুহাল্লাব-এর ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ যুদ্ধাভিযানসমূহ আরম্ভ হইয়া গেল। ফলে তাহারা ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হইল। কারণ ভীষণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাহারা দুজায়ল পরিত্যাগ করিয়া কাযিরুন-এ পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে এবং অবশেষে ফারস ছাড়িয়া কিরমানে যাইতে বাধ্য হইল। তাহারা জীরুফ্‌ত শহরে তাহাদের সদর দফতর স্থাপন করিল এবং কয়েক বৎসর নিজেদের অবস্থান সংরক্ষণে সমর্থ হইল। পরবর্তী কালে মাওয়ালী ও আরবদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে তাহাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইল। আরবদেরকে লইয়া কাতারী শহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাবারিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অথচ মাওয়ালী দল 'আব্দ রাব্বিহ আল-কাবীর-এর কর্তৃত্বাধীনে জিরুফ্‌ত নিজেদের দখলে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল (এই 'আব্দ রাব্বিহ আল-কাবীর ছাড়া আমাদের উৎসসমূহে অন্য এক 'আব্দ রাব্বিহ আস-সাগীর-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে মনে করা হয়, তিনি কাতারীর দলত্যাগী দ্বিতীয় একটি উপদলের নায়ক ছিলেন)। ফলে আল-মুহাল্লাব-এর পক্ষে কিরমানের অবশিষ্ট আযারিকার মুকাবিলা ও তাহাদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা সহজসাধ্য হইয়াছিল। অন্যদিকে কাল্‌বী সেনানায়ক সুফ্‌য়ান ইব্নুল-আব্‌রাদ সসৈন্যে তাবারিস্তানের গভর্নরের সহিত মিলিত হইলেন, কাতারীকে এই এলাকার পার্বত্যাঞ্চলে পাকড়াও করিলেন এবং তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই বীর যোদ্ধা দলপতি স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত হইলে তাহার সঙ্গীরা তাহাকে একাকী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পরে শত্রুরা তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে হত্যা করিল (৭৮-৭৯/৬৯৮-৯৯)। খলীফার

সম্মুখে পেশ করার জন্য তাহার মস্তক দামিশকে প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট আযারিকা যাহারা 'আবীদা ইব্ন হিলাল-এর নেতৃত্বে কুমিস-এর নিকট সাযাওওয়ার-এ আত্মরক্ষার্থে ঘাঁটি বানাইয়া অবস্থান করিতেছিল, দীর্ঘদিন অবরোধের পর হঠাৎ বহির্গমনের চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এইভাবে এই বিদ্রোহটি যাহা খারিজী হাঙ্গামাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে ইসলামী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার প্রতি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এবং তাহাদের পাশবিক ধর্মীয় উন্মত্ততার দরুন সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল, উহার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ধর্মবিশ্বাস (عقائد) ঃ এমন কতগুলি বিশেষ বিশেষ মতবাদ যেইগুলি আযারিকাকে অন্যান্য খারিজী হইতে পৃথক করে; সেইগুলি, আল-আশ'আরীর-মতে, নিম্নরূপঃ

(১) বারাআতুল-কা'আদা (براءة القعدة) অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে ইসলাম হইতে বহিষ্করণ (براءة)।

(২) মিহ্'না ঃ (محنة) অর্থাৎ তাহাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান ইচ্ছুক লোকদেরকে পরীক্ষাকরণ (محنة)।

(৩) তাক্ফীর (تكفير) অর্থাৎ হিজরাত করিয়া তাহাদের দলে যোগ দেয় নাই এমন মুসলিমদিগকে কাফির বলিয়া গণ্যকরণ।

(৪) ইস্তি'রাদ' (استعراض) অর্থাৎ শত্রুদের স্ত্রী ও শিশুদের হত্যা বৈধ মনে করণ।

(৫) বারাআতু আহ্লিত-তাকি'য়্যা (براءة اهل التقية) অর্থাৎ কথায় কিংবা কার্যে তাকিয়্যাপন্থীদিগকে ইসলাম হইতে বহিষ্করণ।

(৬) বিশ্বাস পোষণ করণ যে, মুশরিকদের শিশু সন্তানগণও তাহাদের ন্যায় জাহান্নামবাসী। অধিকন্তু আশ-শাহ্রিস্তানী ও আর-বাগদাদীর মতে।

(৭) ব্যভিচারীদের প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা হত্যা মওকূফকরণ, যেহেতু কুরআন মাজীদে ইহার উল্লেখ নাই।

(৮) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক এমন ব্যক্তিকে একজন নবী হিসাবে প্রেরণের সম্ভাবনা, যাহার সম্বন্ধে তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই সে একজন অসৎ লোকে পরিণত হইবে কিংবা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সে একজন অসৎ ব্যক্তি ছিল। অধিকন্তু ইব্ন হ'াযম-এর মতে।

(৯) চোরের হস্তচ্ছেদন অর্থাৎ বাহু কর্তন, প্রগণ্ডাস্থি হইতে।

(১০) ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের সালাত আদায় ও সিয়াম পালনের আবশ্যকতা।

(১১) যে সকল লোক নিজেদেরকে য়াহূদী, খৃষ্টান বা জুরথুস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করে তাহাদের হত্যা নিষিদ্ধকরণ [বাহ্যত যেহেতু তাহারা যি'ম্মা (ذمة) ভোগ করিত]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আশ্'আরী, মাকালাতুল-ইসলামিয়্যীন, সম্পা. Ritter, Istanbul ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৮৬ প.; (২) 'আবদুল-কা'হির আল-বাগ'দাদী, কিতাবুল-ফারক' বায়নাল-ফিরাক', কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ৬২-৭৬; (৩) ইব্ন-হ'াযম, কিতাবুল-ফাস্'ল ওয়াল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, কায়রো ১৩২১ হি., ৪খ., ১৮৯; (৪) আশ্-শাহ্রাস্তানী, সম্পা. Cureton, পৃ. ৮৯-৯১; (৫) আল-বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ৫৬; (৬) ঐ লেখক, আল-আন্সাব, ৪খ., ৯৫-৯৬, ৯৮, ১০১-১০২, ১১৫ ও সম্পা. Ahlwardt, ৭৮ প., ৯০ প., ৯৬ প., ১২২-২৫; (৭) আবূ হ'ানীফা আদ্-দীনাওয়ারী, সম্পা. Guirgass and Kratchkovsky, ২৬৫-৬৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ৩১০, ৩১১, ৩১৯, ৩৪২; (৮) আত-ত'াবারী, সূচী; (৯) আল-মুবার্রাদ, আর-কামিল, সম্পা. Wright, সূচী; (১০) আল-য়া'কূ'বী, ২খ., ২২৯-৩০, ৩১৭, ৩২৪; (১১) ইব্ন কু'তায়বা, কিতাবুল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, ১২৬, ২১০; (১২) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৫খ., ২২৯; (১৩) আগ'ানী, ১খ., ৩৪, ৬খ., ২-৫; (১৪) য়া'কূত, ২খ., ৫৭৪, ৫৭৫, ৬২৩, ৩খ., ৬২, ৫০০; (১৫) ইব্নুল-আছীর, সূচী; (১৬) ইব্ন আবিল-হ'াদীদ, শারহ' নাহ্জিল-বালাগা, কায়রো ১৩২৯ হি. ১খ., ৩৮৮ প.; (১৭) ইব্ন খাল্লিকান, ৫৫৫; (১৮) আল-বার্রাদী, কিতাবুল-জাওয়াহির, কায়রো ১৩০২ হি., ১৫৫, ১৬৫; (১৯) M. Th. Houtsma, De Strijd over het Dogma in den Islam, Leiden 1875, ২৮ প.; (২০) Wellhausen, Die religios-politischen Oppositionsparteien, in Abh. G. W. Gott., N, S., ৫খ., ২, ১৯০১, ২৮ প.; (২১) R.E. Brunnow, Die charidschiten unter den ersten Umaiyaden, Leiden 1884; (২২) Caetani, Chronographia Islamica, ৩খ., ৭৩১, ৭৫৩, ৭৬২; ৪খ., ৭৬৮, ৭৮২, ৮৪০, ৮৬০; (২৩) Weil, Chalifen, সূচী; (২৪) Ch. Pellat, Le milieu basrien et la formation de Gahiz, Paris ১৯৫৩ খৃ., ২০৯ প.; (২৫) R. Rubinacci, Il califfo Abd al-Malik b. Marwan e gli Ibadits, in AIUNO, N.S., ৫খ. (১৯৫৪), ১০১।

R. Rubinacci (E.I.[2])/ছৈয়দ লুৎফুর হক

আযারিস্তান (ازارستان) ঃ আযার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Adzhar Autoomous Soviet Socialist Republic or Adzharistan), স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাষ্ট্র (১,১০০ বর্গমাইল; ১৯৬৫-এর জনসংখ্যা প্রায় ১,৮৮,০০০, অধিকাংশ মুসলমান), দ. প. জর্জিয়ান এস. এস. আর; রাজধানী বাটুম্। ১৮২৯ হইতে ১৮৭৮ খৃ. মধ্যে রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে লইয়া নিজ রাজ্যের সহিত যুক্ত করে। আযারগণ দক্ষিণ ককেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোক; ইহাদের ছাড়া কিছু কিছু জর্জীয়, আর্মেনীয়, রুশীয় ও গ্রীক অধিবাসীও এখানে আছে। ১৯২১ খৃ. স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১১৭

আযারী (اذرى) ঃ হামযা ইব্ন 'আলী মালিক (বা 'আবদুল-মালিক), হি. নবম শতাব্দীর খ্যাতনামা ইরানী কবিদের অন্যতম, সূফী-সাধক ও তাসাওউফ-এর শায়খ, উপাধি বুরহানুদ্দীন (তাকী কাশী), ভিন্নমতে জালালুদ্দীন (খাযীনা-ই গাঞ্জ-ই ইলাহী), নূরুদ্দীন (মাজমা'উল-ফুস'াহা), তাসাওউফ ও শারী'আত-এ ব্যুৎপন্ন।

আযারীর পিতা ইরানের খুরাসান প্রদেশের অন্তর্গত সাবযাওয়ার সারবাদার উপজাতির সদস্য ছিলেন। সার্বাদার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের

জন্য দেখুন হ'াফিজ' আব্রূ রচিত 'পাঞ্জ রিসালা-ই তারীখী, নামক গ্রন্থসমষ্টির অন্তর্গত তারীখ-ই উমারা-ই সার্বাদারিয়্যা ওয়া 'আকি'বাত-ই ঈশা (تاریخ امرائے سربداریۃ وعاقبت ایشان, সম্পা. Felex Tauer, Prag 1958)। তাঁহার উর্ধ্বতন বংশপরম্পরা মু'ঈন সাহি'বুদ-দা'ওয়া আহ্'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আয্-যামাজী আল-হাশিমী আল-মার্ওয়াযী পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ ইস্ফারাঈন অঞ্চলে পরাক্রম ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন।

আযারী হি. ৭৭৮ সন হইতে ৭৮৬ সনের (মতভেদ রহিয়াছে) মধ্যে প্রাচীন ইরানী সৌর বৎসরের নবম মাস আযার-এ ইস্ফিরাঈন অথবা মার্ব-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুল আমীর তায়মূর-এর কাহিনীকার ছিলেন (দাওলাত শাহ, পৃ. ৩৬৩)। বাল্যাবস্থায়ই [৮০০ হি. সনে (৮০২ হি.?) তু. য়ায্‌দী, ২খ, ২২২] তিনি তাঁহার মাতুলের সহিত কারাবাগ নামক স্থানে শাহ্‌যাদা উলুগ বেগ মীর্যার খিদমতে উপস্থিত হন এবং কয়েক বৎসর তাঁহার সহচর ও মোসাহেব হিসাবে তাঁহার সহিত অবস্থান করেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর ৮৫২ হি. উক্ত শাহ্‌যাদাহ্ ইস্ফারাঈনে গমন করেন (তু. মাত্'লা-ই সা'দায়ন, ২/৩খ, ৯৪৮)। এই সময়ে আযারী দরবেশ ও সূফীদের পোশাকে তথায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি দেখিবা মাত্র তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন।

আযারী ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূফীতত্ত্বে জ্ঞান অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করেন। যৌবনে তিনি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি সুলতান শাহ্রুখ-এর দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং সুলতান ও তাঁহার উচ্চপদস্থ অমাত্যগণের প্রশংসায় উন্নত মানের কাসীদা (দ্র.) রচনা করেন। সুলতান শাহ্রুখ তাঁহাকে মালিকুশ-শু'আরা (কবি-রাজ) উপাধিতে ভূষিত করেন অথবা করিতে মনস্থ করেন (দাওলাত শাহ ও Gharles Rieu; তবে মাত্'লা'-ই সা'দায়ন, ২, খণ্ডে কোথাও আযারীর উল্লেখ নাই)।

আযার মাসে তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি আযারী কবি নাম গ্রহণ করেন। স্বীয় সূক্ষ্ম কবি প্রতিভার গুণে তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। পৌঢ় বয়সে তিনি পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করত ইবাদত ও সাধনায় নিমগ্ন হন। কিছু কাল পর তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হন এবং অনেক প্রসিদ্ধ সূফী ও বুযুর্গ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তিনি শায়খ মুহ'য়িদ-দীন হু'সায়ন রাফি' তূসী-এর মুরীদ হন (উক্ত শায়খ রাফি'ঈ, ইমাম গ'াযালীর বংশধর ছিলেন)। তিনি সায়্যিদ 'আলী হামদানী (র.) [মৃ. ৭৮৬ হি.]-এর খলীফা আলী রাফি'ঈর মুরীদ ছিলেন। যৌবনে তিনি প্রথমে কাযবীন-এ এবং পরে তাব্রীয-এ ওয়া'ইজ (ধর্মোপদেশদাতা) ছিলেন। তিনি কবিও ছিলেন। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রচিত গ'াযালিয়্যাত-এর উত্তরে একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কবি-নাম ছিল মুহ্'য়ী (তাঁহার জীবনী ও রচনার নমুনার জন্য দ্র. তাকী কাশী, খুলাস'াতুল-আশ্'আর, ৩খ.)। আযারী পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাঁহার নিকট হাদীছ ও তাফ্সীর অধ্যয়ন করেন। স্বীয় শায়খ হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকালে তিনিও তাঁহার সহিত গমন করেন। হজ্জ সমাপনের পর শায়খ রাফি'ঈ হালাব-এ গিয়া লোকদেরকে তাসাওউফ শিক্ষা দানে ব্যাপৃত হন এবং এই অবস্থায় এখানেই তিনি ৮২৫ হি. (মতান্তরে ৮৩০ হি.) ইন্তিকাল করেন। শায়খ-এর ইন্তিকালের পর আযারী তাঁহার নিজ বর্ণনামতে ৮৩০ হি. সিরিয়া হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন (জাওয়াহিরুল-আস্রার গ্রন্থের সুতূ'র-ই আইন্দাহ্ দ্র.)। স্বীয় শায়খের ইচ্ছানুসারে তিনি সায়্যিদ নি'মাতুল্লাহ্ ওয়ালীর (মৃ. ৮৩৪.) খিদমতে উপস্থিত হন। তিনি বহুমুখী গুণ ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং একাধারে একজন কবি ও লেখকও ছিলেন [তাকী কাশীর বর্ণনামতে তাঁহার দীওয়ান (কবিতা সংগ্রহ)-এ পঞ্চদশ সহস্র কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে। উক্ত দীওয়ান প্রক্ষেপণ দোষে দুষ্ট। কোন এক অনুলিপি হইতে ১৩১৬ সৌর সনে তেহরানে প্রকাশিত হইয়াছে। সায়্যিদ নি'মাতুল্লাহ্র কবর কির্মান প্রদেশের অন্তর্গত মাহান নামক স্থানে অবস্থিত]। আযারী কয়েক বৎসর তাঁহার নিকট সূফীতত্ত্বে শিক্ষা লাভের পর লোকদেরকে দীক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ পালনের উদ্দেশে পদব্রজে পবিত্র কা'বার পথে রওয়ানা হন। হজ্জ সমাপনের পর ঐতিহাসিক দাওলাত শাহ্র বর্ণনামতে এক বৎসর এবং ঐতিহাসিক তাকী কাশীর বর্ণনামতে দুই বৎসর মক্কায় অবস্থান করেন এবং তথায় তাঁহার সায়্যুস-সাফা গ্রন্থ রচনা করেন। হজ্জ হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দেশ ভ্রমণের উদ্দেশে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন। তিনি দিল্লী হইতে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্যে) গমন করেন। তথায় তিনি সুলতান আহ্'মাদ শাহ বাহ্মানীর (৮২৫-৮৩৮ হি.) দরবারে পৌঁছেন, সুলতানের প্রশংসায় কতগুলি অনবদ্য কাসীদা রচনা করেন এবং মালিকুশ-শু'আরা উপাধিতে ভূষিত হন। আনুমানিক হি. ৮৩২ সনে যখন সুলতান বায়দারের দুর্গের নিকট আহ'মাদাবাদ বায়দার নামক শহর স্থাপন করেন, তখন তিনি সুলতানের প্রশংসায় ও শহর ও উহার ইমারাতরাজির সৌন্দর্যের বর্ণনায় বহু কাসীদা রচনা করিয়া শাহী দরবার হইতে বিপুল পুরস্কার লাভ করেন (দ্র. ত'াবাক'াত-ই আক্‌বারী, বুর্হান-ই মাআছির, তারীখ-ই ফেরেশতা, হাফ্ত ইক্'লীম, তু. দাওলাত শাহ্. মাজালিসুন-নাফাইস, পৃ. ১০; আতিশকাদাহ্ ও রিয়াদু'ল-'আরিফীন)। কয়েক বৎসর হায়দরাবাদে অবস্থানের পর আযারী খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দরবেশী লেবাসে নির্জনে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। এখানে বহু বৎসর ধরিয়া তিনি নিভৃতে ইবাদাতে মগ্ন থাকেন। এই সময়ে রাজন্যবর্গও তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। উদাহরণস্বরূপ সুলতান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন বায়সাঙ্গির-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ইরাক সফরকালে ৮৫৫ হি. তাঁহার নিকট গমন করেন (দাওলাত শাহ. পৃ. ৪০০)।

৮৬৬/১৪৬২ সালে শায়খ আযারী ইন্তিকাল করেন। সুলতান হু'সায়ন বায়কারার আমলের খাজা আওহ'াদ মুস্তাওফী 'খুসরাও' শব্দ হইতে আবজাদের গণনা অনুসারে তাঁহার মৃত্যু সন বাহির করিয়াছেন (এতদ্সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—দাওলাত শাহ, পৃ. ৪০৫)। উক্ত সনেই তূতী তার্শীযীও ইন্তিকাল করেন (মাজালিসুন-নাফাইস দ্র.)। তাঁহার আয়ুষ্কাল ৮২ বৎসর (Rieu, আমীন রাযী ৮০ বৎসর ও তাকী কাশী ৮৮ বৎসর)। তাঁহার কবর ইস্ফারাঈন-এ অবস্থিত। যে স্থানে তিনি সমাহিত আছেন, তথায় তিনি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া গিয়াছেন। দাওলাত শাহের যুগে (৮৯২ হি. সনের দিকে) মাযার সংলগ্ন স্থানটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ও সরগরম

ছিল। মাযার ও তৎসংলগ্ন স্থানে আলো ও ফরাশের ব্যবস্থা ছিল। সুলতান ও আমীরগণ মাযারের খাদিমগণের প্রতি বিশেষ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিতেন। ফলে তাহারা অনেক কষ্টসাধ্য সরকারী বাধ্যবাধকতা হইতে রেহাই পাইত (দাওলাত শাহ, পৃ. ৪০৪)। কিন্তু ঐতিহাসিক তাকী কাশী (৯৯৩ হি. সনের দিকে) বর্ণনা করেন, মাযার ও তৎসংলগ্ন স্থানে এখন তেমন জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা নাই। ১৩১১ হি. সৌর বৎসরের দিকে বিদ্যমান তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে আতিশকাদাহ্ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, মাযারের ছাদ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি জবরদখলকারীর দখলে চলিয়া গিয়াছে; উদ্যানে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশটি বৃক্ষ অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং বহুলোক গ্রীষ্মকালে প্রতি বুধবার রাত্রিতে যিয়ারতে সমবেত হইয়া গান-বাজনা করে (আতিশকাদাহ্, সম্পা. হাসান সাদাত নাসিরী, তা. বি., ২খ., ৪৪৫)।

শায়খ আযারী স্বীয় যুগের তাসাওউফপন্থী কবিদের অন্যতম ছিলেন। আধ্যাত্মিক রহস্য জগতের নানাবিধ রহস্য কথা তিনি গাযাল, মাছনাবী, কাসীদা ও রুবাঈ (চতুষ্পদী)-তে রূপকের মাধ্যমে তুর্কী ও ফারসী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন (মাজালিসুল-'উশ্শাক')। আওহাদ মুস্তাওফী তাঁহাকে কবি খুস্রাও (خسرو)-এর সমতুল্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (দাওলাত শাহ, পৃ. ৪০৫)। কারণ তিনি আমীর খুস্রাও ও হাসান দিহলাবীর রচনারীতির অনুসারী ছিলেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য কথা, সুগভীর তত্ত্বকথা ও আধ্যাত্মিক জগতের মরমী কথা তাঁহার কবিতায় বিধৃত রহিয়াছে। উত্তাপ ও আবেগে তাঁহার কবিতা ভরপুর তাঁহার গাযালে দার্শনিক সুলভ উপদেশ ও নীতিকথার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে যুগের অন্যান্য কবির কাব্যের ন্যায় তাঁহার কাব্যেও ওয়াহ্দাতুল-ওয়াজূদ (সর্বেশ্বরবাদ)-এর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার একটি বিশেষ ধরনের কবিতায় (ترجيع بند) মোট আটাত্তরটি শ্লোক রহিয়াছে যাহা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র কবিতাসমষ্টি (য়ার-ই শাতি'র, পৃ. ১৬৮, ১৭২)।

আযারীর কবিতাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বলা যায় না। তাঁহার কবিতায় কিছু ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাব প্রকাশে অস্থিরতা অথবা অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা, দীর্ঘ বাক্যে স্বল্প কথার অভিব্যক্তি, শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য-বিন্যাসেও ত্রুটি দেখা যায় (উদাহরণের জন্য দ্র. য়ার-ই শাতির, পৃ. ১০৮ প., ১৪১ প. ও ১৪৮ প.; হাসান সাদাত নাসিরী, ২খ., ৪৪৮ প.)। দাওলাত শাহ, তা'লিব জাজরামীর নাম আযারীর শাগির্দদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (দাওলাত শাহ, পৃ ৪২৫)।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ঃ (১) দীওয়ান ঃ উহা কাসীদা (তাওহীদ না'ত ও সুলতানদের প্রশংসায় রচিত কবিতা), গাযাল, খণ্ড কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতার সমষ্টি। তাকী কাশীর বর্ণনামতে, উহা মা'রিফাত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাঁহার ধারণা উহাতে আনুমানিক ত্রিশ হাযার শ্লোক রহিয়াছে। দাওলাত শাহ বলেন, আযারী কর্তৃক রচিত দীওয়ান পারস্য ও উহার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বিখ্যাত (তু. মাজালিসুন-নাফাইস, পৃ. ১০, ১৮৬)। St. Petersburg- এর গ্রন্থ তালিকা, পৃ. ৩৯৯ ও কোপেনহেগেনের গ্রন্থ তালিকার পৃ. ৪০-এ আযারী রচিত দীওয়ানের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে (Charles Rieu)। দীওয়ান-এর বিভিন্ন অনুলিপি সম্পর্কে জানিবার জন্য দেখুন য়ার-ই শাতি'র-এর ভূমিকা, পৃ. ১৫ ও Shrenger, পৃ. ৩১৫। তেহরানের কিতাবখানা-ই মিল্লী-ই মূলক' গ্রন্থাগারেও দীওয়ানের একটি নুস্খা সংরক্ষিত রহিয়াছে, ক্রমিক সংখ্যা ৫৯৩৮। 'হাফ্ত-ই ইকলীম' গ্রন্থে দীওয়ানের 'জীফা ওয়া জয়পাল (جيفه و جيپال) কাসীদাটি (শ্লোক ৪৪) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাকী কাশীও সম্ভবত তাঁহার স্বভাবসুলভ নিয়মে খুলাসাতুল-আশ্'আর-এ দীওয়ানের কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে উক্ত গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশটি বিদ্যমান নাই। দাওলাত শাহ তাঁহার গ্রন্থের ৪০০-৪০৪ পৃ. আযারীর কাসীদা, গাযাল ও খণ্ড কবিতার নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। খাযানা-ই আমিরা-এর সংকলকও দীওয়ান হইতে ৪৭টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য আরও তাযকিরায় দীওয়ানের কবিতাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। আযারীর গাযালসমূহের একটি সুবিন্যস্ত সংকলন অক্সফোর্ডে অবস্থিত কিতাবখানা-ই বাদালী (كتاب خانه بادلى) নামক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থাগারের তালিকায় উহার ক্রমিক সংখ্যা হইতেছে ৮৮৪। তেহরানে অবস্থিত কিতাবখানা-ই মুলক' গ্রন্থাগারেও আযারীর গাযালসমূহের একটি সংকলন সংরক্ষিত রহিয়াছে। গ্রন্থ-তালিকায় উহার ক্রমিক সংখ্যা হইতেছে ৫৩০৭ (নাসিরী)।

(২) মিরআত একটি মাছনাবী। খাযানা-ই আমিরা-এর লেখক বলেন, 'মিরআত কাব্যে চারটি কবিতা-পুস্তক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে' (খাযানা-ই 'আমিরা, পৃ.২৪)। আরও দ্র. Ethe, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ফার্সী পাণ্ডুলিপির তালিকা, কলাম ৩৬৬; উক্ত গ্রন্থাগারে 'মিরআত'-এর চারটি পুস্তকের মধ্যে মাত্র প্রথম পুস্তক দুইটি সংরক্ষিত রহিয়াছে। উক্ত পুস্তকদ্বয়ের উপাদান প্রধানত কাযবীনী কর্তৃক রচিত 'আজাইবু'ল-মাখ্লূকা'ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে 'মিরআত'-এর দ্বিতীয় পুস্তকের আরও দুইটি নুস্খা সংরক্ষিত রহিয়াছে। খাযানা-ই আমিরা গ্রন্থে মিরআত-এর চারটি পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ

(ক) তাম্মাতুল-কুব্রা, উক্ত কাব্য পুস্তকের পরিচ্ছেদসমূহের পরিচয় Ethe-এর তালিকায় ৩৬৭ সংখ্যক স্তম্ভে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

(খ) 'আজাইবু'দ-দুন্য়া (কাশ্ফুজ-জুনূন, মাজালিসুন্-নাফাইস, খুলাসাতুল-আশ্'আর ও মাজমা'উল-ফুসাহা গ্রন্থে উক্ত কাব্য পুস্তকের নাম উপরিউক্তরূপেই লিখিত হইয়াছে) হিদায়াত স্বয়ং উক্ত পুস্তক দেখিয়াছেন। St. Petersburg ও কোপেনহেগেনে অবস্থিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ তালিকাসমূহে উহার নাম অবশ্য 'গা'রাইবু'দ-দুনয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত কাব্য পুস্তক 'আজাইবু'ল-গা'রাইব নামেও পরিচিত (দ্র. রিয়াদুল-'আরিফীন ও সামী বেক)। পুস্তকের নাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য হাসান সাদাত নাসি'রীর আতিশকাদাহ, ২খ., ৪৪৬ দ্র.)। ভারতের রামপুরে অবস্থিত রিদা লাইব্রেরীতে 'আজাইবুল-মাখ্লূকা'ত' নামে উক্ত পুস্তকের পাণ্ডু. সংরক্ষিত রহিয়াছে (তালিকা সংখ্যা ৪১৪৪ ও ৪১৪৫)। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু কাযবীনীর 'আজাইবু'ল-মাখ্লূকা'ত-এর ভূমিকা ও 'ফি'স-সুফুলিয়্যাত (সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১২ প.)-এর অনুরূপ। অবশ্য অন্যান্য উৎস গ্রন্থও লেখক ব্যবহার করিয়াছেন। উক্ত কাব্য পুস্তকের

দুইটি অনুলিপি অক্সফোর্ডে অবস্থিত বডলিয়েন গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত রহিয়াছে, ক্রমিক সংখ্যা ৪০২ ও ৪০৩।

(গ) 'আজাইবু'ল-আলা, উহাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ প্রধানত কায্বীনী রচিত ফিল-উলুওবি'য়্যাত নামক গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ (পূ.গ্র.-এ) হইতে গৃহীত। উভয় গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তু প্রায় একরূপ।

(খ) সায়ুস-সাফা, উহাতে হজ্জের করণীয় কার্যাবলীর বিবরণ এবং পবিত্র কা'বাগৃহের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে (দাওলাত শাহ্)। খাযানা-ই আমিরা গ্রন্থে মিরআত কাব্যগ্রন্থ হইতে আটটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) বাহ্মান-নামাহ্ একটি কাব্যগ্রন্থ। তারীখ-ই ফেরেশ্তাহ্ নামক ইতিহাস গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে (১খ., ৬) উহা 'বাহমান-নামাহ্-ই মাঞ্জুম-ই শায়্খ আযারী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায়, আহ্'মাদ শাহ্ বাহ্মান (৮২৫-৮৩৮ হি.)-এর আদেশে শায়্খ আযারী বাহ্মানী রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনায় 'বাহ্মান নামাহ্-ই দাকানী' কাব্য গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রন্থ রচনার কাজ 'দাস্তান-ই আহ্'মাদ শাহ্' (داستان احمد شاه) নামক অংশ পর্যন্ত পৌঁছিবার পর আযারী খুরাসান প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অবসর মুহূর্তে 'বাহ্মান নামাহ্'-র পরিশিষ্ট রচনা করিতে থাকেন। এইরূপে কয়েক বৎসর পর গ্রন্থের কিয়দংশ রচিত হইয়া গেলে উহা হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্যে বাহ্মানী সুলতানদের রাধানীতে পাঠাইয়া দিতে থাকেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্তার বর্ণনামতে 'বাহ্মান-নামাহ্' কাব্য গ্রন্থের 'দাস্তান-ই সুলতান হুমায়ূন শাহ্ বাহমান' (৮৬২-৮৬৫ হি.) নামক অংশ পর্যন্ত আযারী কর্তৃক রচিত। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ৯৩৪ হি. পর্যন্ত বাহ্মানী রাজত্বের শেষাংশের ইতিহাস নাজীরী, সামিঈ প্রমুখ কবি কর্তৃক রচিত হইয়া উহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে, এমনকি মূল কাব্যের ভূমিকা পরিবর্তিত করিয়া অন্য কেহ সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই নিজ নামে চালাইয়া দিয়াছে (তারীখ-ই ফেরেশতাহ্, ১খ., ৬২৭ প.)। কিন্তু উক্ত বর্ণনার পূর্বে ফেরেশ্তাহ, ১খ., ৫৩৪-এ 'বাহ্মান-নামাহ্' আযারী কর্তৃক রচিত, এই তথ্যটি ভ্রান্ত ও প্রমাণবিহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে তিনি উহা আযারী কর্তৃক রচিত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথমত, আলোচ্য কাব্য গ্রন্থে বাহমান রাজবংশের যে কুলজি দেওয়া হইয়াছে, উহা সঠিক নহে। দ্বিতীয়ত, আলোচ্য কাব্য গ্রন্থের কোথাও কবির কবি নাম আযারী উল্লিখিত হয় নাই। তৃতীয়ত, আলোচ্য কাব্য গ্রন্থের কবিতাবলীতে (যাহা ফেরেশ্তা তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন) আযারীর সুপরিপক্ব রচনাশৈলীর কোন পরিচয় ও নিদর্শন নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও ফেরেশ্তা তাঁহার গ্রন্থে 'বাহ্মান নামাহ্' কাব্য হইতে কতগুলি শ্লোক আযারীর রচনাশৈলীর নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ফিরদাওসীর শাহ্নামাহ্র কবিতার ছন্দে রচিত বাহ্মান রাজবংশের ইতিহাস ও জীবনী সম্পর্কিত যে শ্লোকগুলি বাহ্মান নামাহ্ হইতে 'ফিরিশ্তাহ্' তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাদের সব না হইলেও অন্তত কতগুলি শ্লোক নিশ্চিতরূপে আযারী রচিত মূল বাহ্মান-নামাহ কাব্যের কবিতা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'ফিরিশ্তাহ্' তাঁহার গ্রন্থের ১খ., ৫৬৪-এ সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ঃ 'বাহ্মান-নামাহ্র কবি বলেন ... (ناظم بهمن نامه مى گويد)। বুরহান-ই মা'আছির গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রতিও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। অবশ্য উক্ত গ্রন্থের কোথাও বাহ্মান-নামাহ্ কাব্যের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তবে উল্লেখ্য যে, উহাতে উদ্ধৃত কোনও কোনও শ্লোক ও ফিরিশতাহ্র গ্রন্থে উদ্ধৃত কোনও কোনও শ্লোক হুবহু এক (উদাহরণস্বরূপ ফিরিশ্তাহ্, ১খ., ৫৮৭ ও বুর্হান-ই মা'আছির, পৃ. ৪১ প.)। ফিরিশ্তাহ্ তাঁহার গ্রন্থে বাহ্মান-নামায় বর্ণিত ঘটনা গদ্যের আকারেও বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্মান- নামাহ্র কোনও নুস্খা কোথাও সংরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায় না।

(৪) **তুগ্'রাই-হুমায়ূন** ঃ উক্ত কাব্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই; ঈদাহুল-মাক্নূন ফিয্যায়লি 'আলা কাশ্ফিজ্-জুনূন (ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون) গ্রন্থে উহার নাম তুগ্'রা-ই গু'র্‌রা-ই-হুমায়ূন উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫) **জাওয়াহিরুল-আস্রার** ঃ উহাতে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে (শের খান লোদী)। উহাতে বহু প্রবাদ বাক্য ও বিরল বাগ্‌ধারা রহিয়াছে। বিভিন্ন দুর্বোধ্য কবিতার ব্যাখ্যাও উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞানের কথা স্থান পাইয়াছে (দাওলাত শাহ্, পৃ. ৪০৪)। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'জাওয়াহিরুল-আস্রার'-এর অনুলিপিতে (যাহা ১০৩৪ হি. কপি করা হইয়াছে) একটি উপক্রমণিকা ও চার অধ্যায় রহিয়াছে। উপক্রমণিকায় ৮৪০ হি. সন লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ (ক) হু'রূফ মুকা'ত্তা'আত (আল-কু'রআনের বহু সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হরফ, যথা الم)-এর গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য। (খ) কিছু হাদীছ (দ্র.)-এর গূঢ় অর্থ ও ব্যাখ্যা। (গ) সূফীদের বাণী পদ্যে ও গদ্যে; (ঘ) কোন কোন কবির কবিতার ব্যাখ্যা (অধ্যায় চতুষ্টয় সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. ঃ (১) Ethe, ফার্সী পাণ্ড.-তালিকা, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ক্রমিক সংখ্যা ২০৩৬; (২) 'বডলিয়েন গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-তালিকা, ক্রমিক সংখ্যা ১২৬৯। এই গ্রন্থের ভূমিকায় আযারী লিখিয়াছেন, ৮৩০ হি. সিরিয়া হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রথমে 'মিফ্তাহু'ল-আস্রার' গ্রন্থ রচনা করেন। আহ্মাদ শাহ বাহ্মানী (৮২৫-৮৩৮ হি.)-এর রাজধানীতে অবস্থানকালে তিনি যখন দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করিবার উদ্দেশে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, বন্ধুগণ তখন তাঁহার নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থের অনুলিপি চাহিয়া লন। হজ্জ সমাপনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনায় পুনঃমনোনিবেশ করেন, উহাতে পূর্বে বর্ণিত বিষয়সমূহের বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং কয়েকজন শায়্খ-এর জীবনী (যাহা তিনি হজ্জ পালন করিতে গিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন) উহাতে সংযোজিত করেন (Charles Rieu, পৃ. ৪৩)। গ্রন্থ রচনার কাজ রাজাব ৮৪০/১৪৩৭-এ সমাপ্ত হয়। তৃতীয় অধ্যায় দীর্ঘতম। অতঃপর চতুর্থ ও দ্বিতীয় অধ্যায় দীর্ঘতম, প্রথম অধ্যায় সংক্ষিপ্ততম। দাওলাত শাহ্ তাঁহার গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের আটটি বরাতের উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. নির্ঘণ্ট, বিশেষত পৃ. ৭৯ ও ২৩৯; তু. মায়্খানাহ্, লাহোর সং., তা, বি., পৃ. ৬২)। উক্ত বরাতসমূহ জাওয়াহিরুল- আস্রার-এর চতুর্থ অধ্যায় হইতে গৃহীত। আযার (আতিশকাদাহ্, পৃ. ৮৫)-এর মতে দুর্বোধ্য

কবিতার ব্যাখ্যা করা শিল্পসম্মত কাজ নহে। কাশফুজ-জু'নূন গ্রন্থে জাওয়াহিরুল-আস্রার-এর শুধু নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উহাতে গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কাশ্ফুজ-জু'নূন-এর লেখক হ'াজ্জী খালীফা আলোচ্য গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। অবশ্য মাজমা'উল-ফুসাহ'া গ্রন্থের লেখক উহাকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। Sperenger তাঁহার গ্রন্থের ৩১৬ পৃ. উহার একটি কপির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ১৩০৩ হি. তেহ্রানে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে জাওয়াহিরুল-আস্রার-এর নির্বাচিত একটি সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে (হাসান সাদাত নাসিরী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাওলাত শাহ্, তায্কিরাতুশ-শু'আরা, লাইডেন ১৩১৮ হি., পৃ. ৩৯৮-৪১২ ও সূচীপত্র; (২) 'আলী শের নাওয়াঈ, মাজালিসুন-নাফাইস, 'আলী আস্গ'ার হিক্মাত কর্তৃক প্রকাশিত, তেহ্রান ১৩২৩ হি. সৌর সন, সূচীপত্র; (৩) সুলতান হ'াসান বায়াক্রা, মাজালিসুল- 'উশ্শাক', দ্বিতীয় সং, নওলকিশোর প্রকাশিত, ১২৯২/১৮৭৬, পৃ. ২৪৩ প.; (৪) খাওয়ান্দ আমীর, হ'াবীবুস্-সিয়ার, বোম্বাই ১৮৫৭ খৃ., ৩/৩খ., ১৭৩; (৫) তাকি'য়্যুদ-দীন মুহাম্মাদ কাশী, খুলাস'াতুল-আশ্'আর, ৯৯৬ হি. সংকলিত পাণ্ড., কাপুরথলা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত, পৃ. ২৭৭ ও ৩০৬ ও মায়্খানাহ্ গ্রন্থের হাশিয়ায় লিখিত আযারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, পৃ. ৯; (৬) আমীন আহ্'মাদ রাযী, হাফ্ত ইক'লীম, পাণ্ডু. মুহ'াম্মাদ শাফী' লাহোরীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত, তা. বি., (১২৪৬ হি. ছাপ অংকিত), পৃ. ৩৪৫; (৭) সায়্যিদ 'আলী তাবাতাবা, বুর্হান-ই মা'আছির, সায়্যিদ হাশিমী ফারীদ আবাদী কর্তৃক প্রকাশিত, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৩৬ খৃ., পৃ.৭১ ও ৭৩; (৮) খাজা নিজ'ামুদ্-দীন আহ্'মাদ, ত'াবাক'াত-ই আক্বারী, কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ., ৩খ., ২৪ প.; (৯) মুহ'াম্মাদ ক'াসিম ফিরিশ্তাহ্, তারীখ, বোম্বাই ১৮৩২ খৃ., ১খ., ৬২৭'প., ও ৫৩৪ ইত্যাদি, (দ্র. উক্ত গ্রন্থের বাহ্মান-নামাহ্ অধ্যায়ের অন্তর্গত সুতূ'র্-ই বালা, পৃ. ৫২প.); (১০) 'আব্দুন-নাবী ফাখ্রুয-যামানী ক'াযবীনী, মায়্খানাহ, লাহোর ১৯২৬ খ., পৃ. ৬৩ ও হাশিয়া; (১১) শের খান লোদী, মির্'আতুল-খিয়াল, বোম্বাই ১৩২৪ হি., পৃ. ৬৮; (১২) লুত'ফ 'আলী বেগ আযার আতিশ্কাদাহ্, বোম্বাই ১২৭৭ হি.,পৃ. ৮৪ প.; (১৩) মীর গু'লাম 'আলী আযাদ, খাযানা-ই আমিরা, কানপুর ১৮৭১ খৃ., পৃ. ২১; (১৪) রিদ'া কুলী খান হিদায়াত, মাজমা'উল-ফুসাহা, তেহরান ১২৯৫ হি., ২খ., ৬; (১৫) ঐ লেখক, রিয়াদুল-'আরিফীন, ২ সং, তেহরান ১৩১৬ সৌর সন, পৃ. ৬১ প.; (১৬) নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খান, শাম-ই আন্জুমান, ভুপাল ১২৯৩ হি., পৃ. ২৯; (১৭) ইহ্'সান ইয়ার-ই শাতির, শি'র-ই ফার্সী দার 'আহ্দ-ই 'শাহ্রুখ, তেহরান ১৩৩৪ সৌর সন, নির্ঘন্ট; (১৮) Sprenger, A Cat. of the Ar.,Per., and Hind MSS etc., Calcutta 1854, পৃ. ১৯, ৭০ ও ৩১৫; (১৯) Charles Rieu, ফার্সী পাণ্ডুলিপির তালিকা, বৃটিশ মিউজিয়াম, পৃ. ৪৩ ও ৬৪২; (২০) Beale, Oriental Biographical Dictionary, Calcutta 1881, পৃ. ৬১ (Shaikh), Azari প্রবন্ধ ও পৃ. ৩৮, Ali Hamza প্রবন্ধ; (২১) সামী বেক, ক'ামুসুল-'আলাম, ১খ., ৬৮; (২২) হ'াসান সাদাত নাসি'রী, আতিশকাদাহ্-ই আযার-এর হাশিয়া, তেহরান ১৩৩৭-১৩৩৮ সৌর সন, ২খ., ৪৪৩-৪৫৭ ও উক্ত গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ৪৫৭।

মুহ'াম্মাদ শাফী (দা. মা. ই.)/মু. মাজ্হারুল হক

আযারী (آذری) ঃ একটি তুর্কী কথ্য ভাষা। (১) ভাষা (২) সাহিত্য।

(১) ভাষা ঃ 'আযারী' শব্দটি (অর্থ আযারবায়জান সম্পর্কীয়) দশম শতাব্দী হইতে বিভিন্ন উপজাতির প্রতি প্রযোজিত হইয়া আসিতেছে। ১৯১৮ খৃ. ককেশাসে প্রতিষ্ঠিত আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের প্রতি এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইত। বর্তমানে শব্দটি দ্বারা শুধু সোভিয়েত আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র ও পারস্য-আযারবায়জান বুঝায় না, বরং খুরাসান, আস্তারাবাদ হামাদান ও পারস্যের অন্যান্য অঞ্চল, দাগিস্তান ও জর্জিয়ার তুর্কী জনগণকেও বুঝায়।

আযারী তুর্কী ভাষা বহুদিন যাবত সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ইহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। তুর্কী ভাষার সর্বশেষ ধ্বনিগত শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়া (Radlof ও Samoilovich) উহা আনাতোলিয়া, তুর্কমেনিস্তান, বলকান উপদ্বীপ ও ক্রিমিয়ান উপকূল বরাবর 'দক্ষিণ তুর্কী' ভাষাশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত। যদিও এই সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয় নাই, তবুও কথ্য আযারী ভাষা নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) বাকু শিরওয়ান, (২) গাঞ্জা কারাবাগ, (৩) তাব্রীয, (৪) উর্মিয়া।

আযারী ভাষার প্রধান স্বরধ্বনি ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হইল। বন্ধনীর মধ্যবর্তী রূপগুলি তুরস্কের তুর্কী ভাষা।

(ক) স্বরবর্ণ ঃ Vowel e বর্ণটির দুইটি উচ্চারণ : একটি স্পষ্ট উচ্চারণ (e), অপরটি হ্রস্ব উচ্চারণ (e) (এখানে e আকারে দেখান হইয়াছে)। প্রথমটি আরবী ও ফারসী ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের فتحة বা যবর ধ্বনি নির্দেশক; যেমন feget (fakat– فقط), veten (vatan= وطن)। উহা একই রূপে ع (আয়ন) সংযুক্ত শব্দগুলিতে উচ্চারিত হয় [ع বর্ণটি শব্দের মাঝখানে থাকিলে তুর্কীতে উহার উচ্চারণ থামিয়া যাওয়ার (وقفة) মত হয়]; etir (itir= عطر) eli (Ali= على), me'den (maden= معدن), Yeni (yani- يعنى), me'suk (ma'suk= معشوق)।

হ্রস্বোচ্চারণে 'e' বর্ণটি আধুনিক আযারী শব্দাংশগুলির ঐ সমস্ত স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে জনসমষ্টির অন্যান্য কথায় 'i' ব্যবহৃত ; যেমন enis (inis), endir (indir), ekiz (ikiz), elm (ilim علم), etibar (itibar = اعتبار)। ইহা যুক্ত স্বরধ্বনিতেও শ্রুত হয়ঃ eyn (ayn), eyni (ayni)। আধুনিক আযারী ভাষায় প্রাথমিক I ছোট i হইয়া গিয়াছে ঃ Irak (irak), Ilik (ilik); Ilam (yilan)।

অন্যান্য ভাষায় av, ev-এর ধ্বনি ও আরবী ভাষা au-এর ধ্বনি আযারী ভাষায় oy, oy, ou, o অথবা o-এর ন্যায় প্রতীয়মান হয়; Pilo (Pilav= پلاو), dousan, dosan (tavsan= খরগোশ), odan (avdan), Soymek (sevmek=পসন্দ করা, বন্ধুত্ব রাখা), oy (ev), doylel (devlet = دولتসম্পদ), dosurmek (devsirmek), tox (tavuk= لهمن রশুন), Coher (Covher= جوهر)।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ (Consonants) ঃ আযারী ভাষায় q (ق)-এর উচ্চারণ বিরল। প্রারম্ভে ইহা 'g' (گ) দ্বারা প্রতিরূপিত হয়, মধ্যে ও শেষে (غ) দ্বারা। কিন্তু বৈদেশিক ভাষায় ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য মধ্যবর্তী স্থলে q. (ق)-এর উচ্চারণ g (گ) অথবা (غ)-এর ন্যায় হয়। আবার দ্বিত্ব হইলে ইহা qg-এর মত উচ্চারিত হয়; যথাঃ gaya (Kaya), gardas (Kardes), bakmak (bakmak), hegiget (hakikat = حقيقت), egide (akide عقيدة), ayil (akil), teyvim (takvim= تقويم), baqgal (baqqal= بقال), Saqga (Saqqa)।

শব্দের শুরুতে তালব্য বর্ণ (জিহ্বার দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত বর্ণ) 'g'-এর পরিবর্তে তালব্য বর্ণ k ব্যবহৃত হয়; যথাঃ Koc (goc), Kolge (golge)। গাঞ্জা ও পারস্যের আযারী ভাষায় মধ্যবর্তী ও শেষের K জার্মান ich শব্দে ch-এর অনুরূপ উচ্চারিত হয় ঃ যথা boyuk (buyuk-বড়)। প্রারম্ভের y (ى) উচ্চারিত হয় না ঃ il (yil), uz (yuz)। বাহ্যত কোন নিয়ম ব্যতিরেকেই প্রারম্ভের t ও d পরস্পরে পরিবর্তিত হয় ঃ যেমন tut (dut), tusmek (dusmek)। X অথবা S-এর পরবর্তী t বিদেশী শব্দে লুপ্ত হয়। কিন্তু উক্ত বর্ণের পূর্বে স্বরবর্ণ থাকিলে উহা রক্ষিত হয়; যেমন Vak (vakit), evdes (abdest), dos (dost), কিন্তু evdests, dosta-এ এমন হয় না। প্রথমে 'b' বর্ণ থাকিলে তাহা প্রায়ই (পরবর্তী) 'n'-এর প্রভাবে 'm'-এ রূপান্তরিত হয় ঃ men (ben), minmek (bimbek), muncuk (boncuk), ব্যতিক্রম ঃ buynuz (boynuz), bende।

কতিপয় আঞ্চলিক ভাষায় 'n' থাকিয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে অনুনাসিক করত (বাংলা চন্দ্রবিন্দুর মত) ইহা পরিত্যক্ত হয়। বাকু ও পারস্য উপভাষায় উহা W-এ রূপান্তরিত হয়, বিশেষত যখন বিশেষ্য সম্বন্ধ কারকের আকারে কর্ম ও সম্প্রদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন উপভাষার কতিপয় শব্দ হইতে r লোপ পায়, কিন্তু ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই এবং পারস্যের আযারী উপভাষায় মধ্যম পুরুষ এক বচন ও বহুবচনে এবং নাম পুরুষ বহুবচন ক্রিয়া পদে ইহা লোপ পায়। উচ্চারণ জনিত ব্যতিক্রম সম্পর্কে বর্ণনা E.I.[2]-তে দ্রষ্টব্য।

(গ) আযারী ভাষায় সাধারণভাবে স্বরবর্ণের ঐক্য রক্ষা করা হয়। তবে বানু, নুখা ও পারস্যের ভাষা ব্যতীত। সেই সকল উপভাষায় তালুর নরম স্থান হইতে উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে শক্ত স্থান হইতে উচ্চারিত শব্দের বিভক্তি যুক্ত হয় (দ্র. E.I.[2])।

(ঘ) **শব্দ গঠন পদ্ধতি** (Morphology) ঃ এই ভাষায় শব্দ গঠন পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বহু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (দ্র. E.I.[2])। নিম্নে দুইটি উদাহরণ পেশ করা যাইতেছে ঃ (১) ক্রিয়া গঠনে উত্তম পুরুষ বহুবচনে Z-এর পরিবর্তে k ব্যবহৃত হয়। যেমন gelmirick (gelmiyoruz) (আমি আসিতেছি না), almarik (almayiz) (আমি ক্রয় করিতেছি না); Varajik বা Varacik (Varacagiz), Satabilmerik (Satamayiz) (আমি বিক্রয় করি না); (২) ব্যক্তিবাচক নামে বহুবচন বিভক্তির পরিবর্তে gil ব্যবহৃত হয়। কুওয়াশ (Cuwash) ভাষায় ইহার অর্থ গৃহ। যেমন Ahmetgil (Ahmet'ler), Memmetgil (Meumet'ler), Hesengil (Hasan'lar)

ক্রিয়া ঃ আযারী ভাষায় অত্যাবশ্যকীয় মনোভাব বুঝাইবার জন্য ক্রিয়া পদ নাই (necessitative mood)। যে অবস্থানে ইচ্ছা প্রকাশক কারকের (Optative case) সঙ্গে gerek ব্যবহৃত হয়। যেমন gerek alam, gerek satam, gerek isdiyesen (istemetisin)। আদেশসূচক মধ্যম পুরুষ একটি অপরিবর্তনীয় বিভক্তি (ginen) শুধু আযারী ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন gelginen (আস), atginen (ফেলিয়া দাও)। প্রথম বর্তমান কালবাচক ক্রিয়ার বিভক্তিরূপে ir ব্যবহৃত হয়। যেমন gelirem (আমি আসিতেছি), gelirsen/gelisen (তুমি আসিতেছ), gelir (সে আসিতেছে), gelirik/geluruk (আমরা আসিতেছি), gelirsiz/gelisuz (তুমি আসিতেছ), geliller/gellile (তাহারা আসিতেছে)। না-বোধক বিভক্তিরূপে mir ব্যবহৃত হয়। যেমন gelmirem (আমি আসিতেছি না), gelmezsen/gelmesen (তুমি আসিতেছ না), gelmir...gelmiller/gelmille, অসম্ভাব্যতার রূপ (impotential form) ঃ gelemmirem (আমি আসিতেছি না), gelemmirsen/gelemmisen (তুমি আসিতেছ না), gelemmir (সে আসিতেছে না)... gelemmiler/gelemille.

দ্বিতীয় বর্তমান কাল er/ar সংযোগে গঠিত হয়; যেমন gelerem/gellem (আমি আসিতেছি), gelerse (তুমি আসিতেছ); না-বোধক রূপ ঃ gelmerem/gelmenem (আমি আসিতেছি না), gelmezsen/gelmesen (তুমি আসিতেছ না)। gelmesuz, gelmezler/gelmezle, অসম্ভাব্যতায় ঃ gelemmerem (আমি আসিতে পরিতেছি না), gelemmezsen/gelemesen (তুমি আসিতেছ না) ইত্যাদি। সাহায্যকারী ক্রিয়া bilmemek-এর দ্বারাও অক্ষমতার ধারণা বর্ণনা করা হয়। যেমন gelebilmirem (আমি আসিতে পারিতেছি না), gelebilmirsen (তুমি আসিতে পারিতেছ না) ইত্যাদি।

আশাব্যঞ্জক ক্রিয়া ঃ olam/olum (আমি হইয়া যাইব), olasan (তুমি হইয়া যাইবে), ola, olak, olasiz/olasiniz, olalar/olala; না-বোধকরূপে ঃ almiyam/almiyem (আমি ক্রয় করিব না)। সংশয়মূলক ক্রিয়া ঃ almisam (আমি লইয়াছি, আমি ক্রয় করিয়াছি)। ক্রিয়া-বিশেষণ (Participle) ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Gerundives) সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্রিয়া-বিশেষণ en/an-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। যেমন gelen (আগন্তুক), Salan (বিক্রেতা); আযারী ভাষায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার খুবই কম। এই ভাষায় ken ও rek-এর পরিবর্তে ende/anda ব্যবহৃত হয়। যেমন gelende (gelirken)। dik দ্বারা সমাপ্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শর্তহীনভাবে ব্যবহৃত হয় না; কেবল সমাপ্তি সাধনেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১৯৩৩ খৃ. প্রকাশিত ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (১) A. Caferoglu, Sarkta ve garpta Azeri lehcesi tethikleri, Azerbaycan Yurt Bilgisi, iii, Istanbul 1933-4. প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক গবেষণার গ্রন্থ ঃ (২) Zenker, Allgemeine Grammatik der Turkischtatarischen Sprachen, Leipzig 1848; (৩) K. Foy, Azerbajganische Studien mit einer Charakteristik des Sudturkischen, MSOS 1903, 126-93, 1904. 197-265; (৪) H. Ritter, Azerbeidschanische Texte zur nordpersischen Volkskunde, Isl., 1921, 181-212, 1939, 234-68; (৫) A Djaferoglu, 75 Azarbajganische Lieder 'Bajaty' in der Mundart von Ganga nebst einer sprachlichen Erklarung, Breslau 1930; (৬) S. Taliphanbeyli, Karabag-Istanbul sivelerinin savtiyat cihetinden mukayesesi, Azerbaycan Yurt Bilgisi, iii; (৭) M. A. Shiraliev, Izsledovanie narechiy azerbaydjanskovo yazika, Moscow 1947; (৮) H. Seraja Szapszal, Proben der Volksliteratur der Turken aus dem persischen Azerbaidschan, Cracow 1935; (৯) Muharrem Ergin, Kadi Burhaneddin divani uzerinde bir gramer denemesi, Turk Dili ve Edebiyati Dergisi, iv, Istanbul 1951, 287-327; (১০) T. Kowalski, Sir Aurel Stein's Sprachaufzeichnungen in Ainallu-Dialikt aus Sudpersien, Cracow 1937; (১১) K. Dmitriev and O. Chatskaya, Quatrains populaires del' Azerbaidjan, JA. 1928, 228-65; (১২) Djeyhoun bey Hadjibeyli, Le dialecte etle folklore du Karabagh, JA. 1933, 31-144. আরও দ্র. M. F. Koprulu-এর নিবন্ধ Azeri, in IA.

আযারী সাহিত্য ঃ একাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া কথিত Kitab-i-Dede Korkud (গ্রন্থটির মূল পাঠ খুব সম্ভব চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে নির্ধারিত হয় নাই) গ্রন্থখানির কথা বাদ দিলে আযারী তুর্কী সাহিত্যের প্রথম বিশিষ্ট নাম শায়খ 'ইয্যুদ্দীন ইসফারাঈনী। তিনি ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের একজন খ্যাতনামা কবি এবং তাঁহার কবি-নাম ছিল হ'াসান উগলু বা পুরহ'াসান।

আযারী সাহিত্যের উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন চতুর্দশ শতকের দুইজন উল্লেখযোগ্য কবি কাদী বুরহানুদ্দীন ও নেসীমী। নেসীমী কখনও কখনও হুসায়নী কবি-নাম ব্যবহার করিতেন। তিনি ছিলেন আমীর তায়মূর (তীমূর)-এর সমসাময়িক। তিনি আরবী-ফারসী ভাষায় ও আযাবী ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার কাব্য প্রতিভাকে হুরূফী মতবাদ প্রচারে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল সহজ ও চিত্তাকর্ষক রচনাশৈলী তাঁহাকে সমসাময়িক কালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবিরূপে পরিগণিত করে। আযারী সাহিত্যের মধ্যযুগ তাঁহার সঙ্গেই শেষ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু তাঁহার কাব্য চর্চার বিষয়বস্তু ও গীতিসুর নব যুগের উন্নয়নেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

নেসীমী তুর্কী ভাষার যে সরল-সহজ রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে হাবীবী, শাহই ইসমাঈল সাফাবী ও ফুদূলী দ্বারা তাহা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। কবি, গায়ক ও 'আলিম হাবীবী কিছুদিন শাহ ইসমা'ঈল সাফাবীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নেসীমী, শাহ ইসমা'ঈল ও ফুদূলীর মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মরমিয়া কবিতার অতুলনীয় ভাষা এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের ভাষার মধ্যকার পার্থক্য খুবই কম। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কবি শাহ ইসমাঈল [দ্র.] (যাতাঈ, ১৪৮৫-১৫২৫ খৃ.) জনসাধারণের প্রকৃত আযারী তুর্কী ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করেন। ক্লাসিক্যাল (classical) সাহিত্য ভাষা হইতে ইহার পার্থক্যের কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে, শাহ ইসমা'ঈল তাঁহার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারাকে বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির নিকট পৌঁছানোর ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তিনি আযারী সাহিত্যে একটি নব যুগের সূচনা করেন। একদিকে তিনি ফুদূলী ব্যবহৃত আরবী, ফারসী ভাষার শব্দ ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকার চেষ্টা করেন, অপরদিকে স্বীয় অসাধারণ সৃজনী শক্তিকে প্রয়োগ করেন। তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ জনসাধারণের ভাষা ও সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এই নূতন পরিস্থিতি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিতে থাকে। ইহাতে সেই সময়কার আযারবায়জানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তৎকালে প্রতিষ্ঠিত আধা স্বায়ত্তশাসিত খানী অঞ্চলগুলিতে লোকসাহিত্যের পাশাপাশি ক্লাসিক্যাল সাহিত্য উন্নতি লাভ করিতে শুরু করে। এই লোকসাহিত্যের ফসল ছিল Kor-oglu, Ashik Gharib, Shah Ismail, asli we-Kerem প্রমুখ রোমান্টিক কবি। আশিখ (আশিক) নামে পরিচিত এই সাহিত্য আযারবায়জানে প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং ক্লাসিক্যাল সাহিত্য-ভাষা ও স্থানীয় উপভাষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।

ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের উন্নতিতে লোকসাহিত্যের অগ্রগতির বিশেষ প্রভাব ছিল, বিশেষত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মাসীহী, সাইব তাবরীযী (দ্র.), কাওসী, আগনামাসীহ শিরওয়ানী, নিশাত, বিদাদী ও ওয়াকি'ফের ভাষায় ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কাওসী ও মাসীহীর কাব্য প্রতিভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি সৃজনশীল লেখক বিদাদী ও ওয়াকি'ফ (অষ্টাদশ শতাব্দী) যাহারা আশিখ সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, নিজেদের কবিতার মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের নিকট সমাদৃত হন। বলিষ্ঠ গীতিকবি বিদাদী আযারী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার সমসাময়িক মূল্লা পানাহ ওয়াকি'ফ (১৭১৭-১৭৯৫ খৃ.) আধুনিক সাহিত্য ধারার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে

বিবেচিত হইয়া থাকেন। তিনি বাস্তব জীবন হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু চয়ন করিতেন এবং কাব্যে তিনি একজন ঐতিহাসিক ও বাস্তববাদীরূপে প্রতিভাত হন। নিজের প্রিয়া ও অন্যান্য সৌন্দর্যের প্রশংসায় তিনি যে সুমধুর গীতি কবিতা রচনা করিয়াছেন, উহার সরলতা, অকৃত্রিমতা সুমধুর আযারী ভাষাভাষীদের মধ্যে তাঁহার স্থায়ী খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর আযারী ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনায় সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন কবি যাকির (১৭৭৪-১৮৫৭ খৃ.) এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন আযারী ভাষার শীর্ষস্থানীয় কবি। তিনি তাঁহার কবিতায় অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় তৎকালীন অন্যায় অবিচার ও সংকীর্ণতাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ওয়াকিফের পর হইতে নূতন যুগের সূচনা হয়। আযারী সাহিত্যে কার্যত একটি গুণগত বিপ্লব দেখা দেয়। আখুন্দ যাদাহ-এর পরিণত কাব্য প্রতিভার ফলে নূতন ধাচের কবিতার জন্ম হয়। সেই সময়ই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, নাটক ও গদ্য রচনাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্যানুরাগী আব্বাস কুলী আগা কুদসী (বাকি খানলী ঃ ১৭৯৪-১৮৪৭ খৃ.) তাঁহার গীতি কবিতা ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। একদিকে মিরযা শাফী, 'ওয়াযেহ' নাবাতী ও নাতাওয়ান খানীম (১৮৩৭-৯৭ খৃ.) কর্তৃক গঠিত একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী, অপরদিকে কারাবাগ ও শামাখী-এ সায়্যিদ আজীম, আসী, নিউরেস (Newres)) কুদসী, সাফা ও সালিক প্রমুখ কবির নেতৃত্বে গঠিত সাহিত্যিক গোষ্ঠী এই দুইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আযারী সাহিত্যের ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকে। সায়্যিদ আজীম (১৮৩৫-৮৮ খৃ.) যিনি কাসীদা গাযাল কাব্যের একজন উস্তাদ হিসাবে পরিচিত, হাসান বেগ যেরদাবী (১৮৪১-১৯০৭ খৃ.) কর্তৃক ১৮৭৫ খৃ. প্রতিষ্ঠিত , প্রগতিশীল সংবাদপত্র ইকিঞ্জি (Ekindji)-তে যোগদান করেন এবং স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে জনসাধারণের ধর্মান্ধতার সমালোচনায় নিয়োগ করেন।

উনবিংশ শতকের শেষাংশকে আযারী সাংবাদিকতার উন্নতিকালরূপে বর্ণনা করা যায়। প্রথম আযারী সংবাদপত্র 'ইকিঞ্জি' (Ekindji) প্রকাশনের পর ইহার অনুসরণে অন্য কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ঃ তিফলিস (১৮৭৯-১৮৮৪ খৃ.)-এ দিয়া ও দিওয়াই কাফকাস; কেশ্কুল (Keshkul) ১৮৮৩-৯১ খৃ.) শারক-ই রূস (১৯০৩-৫ খৃ.) । এই সব সংবাদপত্র প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৯০৫ কৃ. রুশ বিপ্লবের পর অনুকূল পরিবেশের জন্য এই উন্নয়নের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হয় এবং নূতন নূতন বিষয়, ধ্যান-ধারণা ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইতে থাকে। নূতন নূতন সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের হিড়িক পড়িয়া যায় ঃ হ'য়াত, ইরশাদ, তারাক্কী কাসপি (Kaspiy) , আচিকসোয (Acik Soz) প্রভৃতি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এইগুলির প্রকাশক ছিলেন আহ'মাদ আগা ওগলু, 'আলীবে হুসায়ন যাদাহ, 'আলী মারদান তোপচী বাসী ও মুহাম্মাদ আমীন রাসূল যাদাহ ও রাসূল যাদাহ। তাঁহারা ছিলেন নব্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদী তুর্কী, রুশ ও ফারসী সাহিত্য ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল। তাঁহাদের অনুসারী অপরাপর লোকেদের প্রচেষ্টায় জনসাধারণ নব্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন আলেকপার সাবির (মৃ. ১৯১১ খৃ.)। তিনি ছিলেন আযারী ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় অতুলনীয় দক্ষতার অধিকারী। তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতা, ধর্মান্ধতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণার্থে ক্ষুরধার লেখনী শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক পত্রিকা মুল্লা নাসরুদ্দীন-এর সম্পাদক প্রসিদ্ধ কবি জালীল মামাত কুলী যাদাহ ও 'আব্বাস সিহ্হত (১৮৭৪-১৯১৮ খৃ.)-এর নিকট হইতেও সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

মুহাম্মাদ হাদী ও হু'সায়ন জাবীদ, নামীক কামাল, ফিক্রেত (Fikret) ও কবি হামিদের অনুকরণে তুর্কী সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কবি আহ'মাদ জাওয়াদের কবিতায় তুর্কী জাতীয় সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। নাজীফ বে ওয়াযীরলি ও 'আবদুর-রাহ'ীম বে হাকওয়ারদী নাটক রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। অপরদিকে মাগোমা (Magoma) ও হাজীবেইলী পরিবারের সদস্যগণ আযারী থিয়েটারের জন্য গীতিনাট্য ও ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনার মাধ্যমে জাতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র আযারবায়জানের পতনের পর হইতে আজ পর্যন্ত শেষদিকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হইতেছেন জালীল মামাত (মুহ'াম্মাদ), কূলী যাদাহ্, আকওয়ারদী, 'আবদুল্লাহ সাইফ, জাফার জাব্বারলী এবং তরুণদের মধ্যে কবি সুলায়মান রুস্তম, সামেদ উরগুন, রাফী বেইলী নিগার, মীরওয়ারী দিলবাযী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আযারী সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ IA-এতে তালিকাভুক্ত আছে। দ্র. AZERI শীর্ষক নিবন্ধ (M. F. Koprulu)। অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হইতেছে ঃ (১) B. Cobanzade, Azeri edebiyatinin yenidevri Baku 1930; (২) এম. 'আলী নাজি'ম, Azerbay djanskaya khudojestvennaya literatura, Trudi Azerbaydjanskovo filial'a xxx, Baku 1936; (৩) Muhtasar Azerbaycan edebiyati tarihi, Baku 1943; (৪) Antoligiya azerbaydjanskoy poezii, Moscow 1949; (৫) B. Nikitin, La Litterature des Musulamans en U. R. S. S., REI, 1934, cahier iii; (৬) M.E. Resulzade, Cagdas Azerbaycan edebiyati, Ankara 1950; (৭) A. Vahap Yurtsever, Sabir in Azerbaycan edebiya tindaki yeri, Ankara 1951.

A. Caferoglu (E.I.2)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আযালাঈ (ازلئی) ঃ বর্তমানে প্রচলিত উচ্চারণ রীতিঃ আযালাঈ, দক্ষিণ সাহারা অঞ্চলের লবণ সঞ্চয়সম্পন্ন স্থানসমূহ হইতে বসন্ত ও হেমন্ত কালে সূদান ও সাহেল অঞ্চলের নিরক্ষীয় স্থানসমূহে লবণ পরিবহনের জন্য নিয়োজিত কয়েক সহস্র উটের (অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে এক কুঁজবিশিষ্ট দূরপাল্লার ভ্রমণ শক্তিসম্পন্ন উট-dromedary) সমন্বয় গঠিত বিশাল

আকৃতির কাফেলাসমূহের জন্য ব্যবহৃত শব্দ। আল-বাক্‌রী প্রদত্ত তথ্যাবলী যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় (অনু. de Slane, ২য় সং., ৩২৭), তবে এই লবণ কৃষ্ণকায় জাতিসমূহ সেই সময়ে উহার সমওজনের স্বর্ণের বিনিময়ে লেনদেন করিত। বর্তমানে ইহা অবশ্য খাদ্যসামগ্রী, যথা চাউল, জোয়ার, চিনি, চা ইত্যাদির বিনিময়ে লেনদেন করা হয়। পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং সম্ভবত খৃস্ট অব্দ ৬ষ্ঠ শতক হইতে পরিচিত (Anonymus of Ravenna) ইজিল-এর লবণক্ষেত্র হইতে এই লবণ চিংগুইটি-এর কাউন্টা (Kounta, Moors)-গণের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস শ্রমিকদের দ্বারা সংগ্রহ করা হইত এবং মূরগণ এই লবণ পশ্চিম সূদানে অবস্থিত এই লবণের বাজারসমূহে পরিবহন করিত। Taoudenni-এর লবণ সঞ্চয়সমূহ তেগাযা-এর সঞ্চয়সমূহকে প্রতিস্থাপন করিয়াছে। শেষোক্ত এই সঞ্চয়টি মালি ও গাও-এর শাসক রাজাদের সম্পদ ও অর্থের উৎস ছিল (১৪শ-১৫শ শতক) এবং ১৫৮৫ খৃ. হইতে উৎপাদন চালু ছিল। একাকীভাবে নিয়োজিত খননকারীদের দ্বারা সংগৃহীত হইবার পর এই লবণ কাউন্টা-র ও অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র তুয়ারেগ কাফেলা দ্বারা তিম্বাকতুতে লইয়া যাওয়া হইত এবং সমগ্র মধ্যসুদান ও আপার ভোলটা অঞ্চলে ইহা পরিবেশিত হইত। পূর্বাঞ্চলে বিলমা, সেগুদিন ও ফাচী-এর লবণ খনি কানুরী (Kanoari) গোত্র দ্বারা পরিচালিত হইত এবং এখানে উৎপাদিত লবণ আযালাঈ পদ্ধতির মাধ্যমে এয়ার (Air) ও দামেরগু (Damergou)-এর তুয়ারেগগণ চালান করিত। এই লবণ নাইজেরিয়া ও নাইজার উপনিবেশে বিক্রয় করা হইত। বোরকু (Borkou Faya)-এর এন্‌নেদি অঞ্চলের লবণ ফরাসী মধ্যআফ্রিকার সমভূমি অঞ্চলের কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের নিকট সরবরাহ করা হইত। তামানরাসেত-এর উত্তরে অবস্থিত আমাদ্রোর-এর লবণ খনি হইতে লবণ উত্তোলন ও পরিবহন কেল আহাগ্‌গারও কেল আজ্জার গোত্রদ্বয় দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিশালাকৃতির কাফেলাসমূহের মধ্যে একমাত্র আযালাঈ-ই অবলুপ্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। দক্ষিণ সাহারার যাযাবর শ্রেণীর জন্য লবণ ব্যবসায় সর্বসময়েই তাহাদের প্রাচুর্যের উৎসরূপে চিহ্নিত ছিল। ইউরোপ হইতে আমদানীকৃত ও কাওলাক-এর সমুদ্রজাত লবণ সঞ্চয়সমূহ হইতে প্রাপ্ত লবণ দ্বারা সৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ইহা ইহার পুরাতন ঐতিহ্য নিয়া টিকিয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Capot-Rey, Le Sahara francais, ২য় সং, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ. (গ্রন্থপঞ্জী)।

J. Despois(E.I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আযালী (ازلى) ঃ বাব-এর মৃত্যুর পর, সুব্‌হ-ই আযাল (দ্র.) নামে পরিচিত মীরযা ইয়াহ্‌য়াকে অনুসরণকারী বাবী (দ্র.) গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দকে প্রদত্ত নাম।

(E.I.²)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আযীম শাহ (عظيم شاه) ঃ লক্ষীপুর 'দায়রা' বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য 'আলিম, কবি, হস্তলিপি বিশারদ ও ফারসী সাহিত্যিক। তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। তবে তিনি বিখ্যাত ধর্ম সংস্কারক মওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৯১-১৮৫৭ খৃ.) সমসাময়িক। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক।

সায়্যিদ বাখ্‌তিয়ার নামক জনৈক ব্যক্তিও ঐ সময় একই জিলায় হাওলা নদী তীরস্থ বালুর ঘাটে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শাহ্ দাইম নামক তাঁহার জনৈক বংশধর ছিলেন চট্টগ্রামের শাহ্ আমানতুল্লাহ্‌র মুরীদ। তিনি ঢাকা শহরের আজিমপুর এলাকায় এক দায়রা স্থাপন করেন। ঢাকার নওয়াব সাহেব তাঁহাকে ঐ স্থানটি লাখেরাজ দান করেন বলিয়া প্রকাশ। ঢাকা যাইতে তিনি বালক আযীমকে সংগে লইয়া যান তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালক আযীমও একমনে তাঁহার খেদমত করিতেন। এভাবে মুরশিদের সন্তুষ্টি সাধন করিয়া অসাধারণ মেধাশক্তির বলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি দীনী 'ইল্‌ম, ফারসী ভাষা, হস্তলিপি ও মা'রিফাত বা অধ্যাত্মবিদ্যায় প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। সাধনায় উন্নতি লাভ করিলে শাহ দাইম তাঁহার প্রিয় শাগরিদকে নোয়াখালী জেলায় গমন করিয়া স্থানীয় জাহিল মুসলমানদের হিদায়াত করিতে নির্দেশ দেন। উপযুক্ত তা'লীমের অভাবে তাহারা শিরক ও অন্যান্য নানা বেশরা কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহারা রীতিমত সালাত ও সিয়াম এবং যথাবিধি যাকাত-ফিৎরা আদায় করিত না। অনেকেই সূদ খাইত, পীরপূজা ও কবর পূজা করিত। কাজেই একাধিক উপযুক্ত ধর্মসংস্কারকের খুবই দরকার ছিল। এই অভাব পূরণ করেন মওলানা ইমামুদ্দীন ও শাহ্ আযীম।

ইমামুদ্দীন বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া ওয়াজ-নসীহত করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু আযীম ছিলেন কদমবন্দ অর্থাৎ আস্তানা ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। তিনি আশেপাশের অশিক্ষিত বালক ও কিশোরদের ডাকাইয়া বা ধরাইয়া আনিয়া তাহাদেরকে ধর্মশিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে দূরবর্তী স্থান হইতেও ছাত্র আসিতে লাগিল। তাহারা সেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। অর্থাৎ ইহা ছিল আবসিক মাদ্‌রাসা। তাঁহার ইন্তিকালের পর তৎপুত্র শামসুল হক তাঁহার হুজরাখানায় একটি একতলা মসজিদ নির্মাণ করেন। জানা যায়, সে সময়ে ফিরিংগি বা পর্তুগীজরা লক্ষীপুরায় তাহাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। তাহারা ভুল বুঝাইয়া ও তাহাতে ব্যর্থকাম হইলে বল প্রয়োগ করিয়া স্থানীয় জাহিল অধিবাসিগণকে খৃস্টান করিত। আযীম শাহের প্রচার কার্যের ফলে তাহাদের দীক্ষাদান কার্যে ভাটা পড়ে।

শাহ আযীমের দ্বিতীয় কার্যক্রম সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের পাঠদান ও যিকির-আযকারের পর তিনি যে সময় পাইতেন তাহা হস্তলিপি অনুশীলন ও ফারসী গ্রন্থ রচনায় ব্যয় করিতেন। তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত দুই কপি কুরআন শরীফ ও ১৯খানা ফারসী কিতাব এখনও রক্ষিত আছে। তাঁহার প্রস্তুত কপিগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঃ

১। বুরহানুল আরিফীন, ২। উমদাতুল কালাম, ৩। কাসীদায়ে হযরত আবদুল কাদের জিলানী, ৪। দীওয়ান, ৫। হযরত শাহ সূফী যাহিদ, ৬।পান্দে নামা-ই নবী করীম (হযরত আলীর প্রতি নসীহত), ৭। রাহাতে কুলূব, ৮। কিতাবুত-তিবব (চিকিৎসা পুস্তক), ৯।ফযীলাতুল নুসিওয়া সেত্তাহ (৩৩ আয়াতের ফযীলত), ১০। দুআ-এ মাছূরা, ১১। হাদীছে আরবাঈন, ১২। আল-'আমাল বিন্‌নিয়াত, ১৩। ফায়ায়েলে কিতাবুল মুত্তাকীন, ১৪। শামায়েল নবী করীম (স), ১৫। হেদায়াতে ইসলাম

(মাসআলা ও দু'আ পুস্তক), ১৬। মুনাযাতুল্লাহ তা'আলা, ১৭। মুখতাসারুল আমল; ১৮। তা'লীমে দীন, ১৯। লুবাবে আবরার। ফারসী সাহিত্যিক হিসাবে এদেশে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য।

ডঃ এম. আবদুল কাদের

'আযীমা (عزيمة) ঃ আভিধানিক অর্থ দৃঢ় সংকল্প, সিদ্ধান্ত, স্থির উদ্দেশ্য। ফিক্'হের একটি পরিভাষা হিসাবে ইহা দ্বারা বুঝায়ঃ (১) একটি বিধি যাহা যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। ইহা রুখসা-এর বিপরীত। রুখসা অর্থ অব্যাহতি ও নিস্তার (উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য সংহারের কারণ হইলে খাদ্য সংক্রান্ত আইনসমূহ পালন হইতে অব্যাহতি ও রেহাই প্রদান)। 'আবদুল-ওয়াহ্হাব আশ্-শা'রানী তাঁহার কিতাবুল-মীযান আল-কুবরা গ্রন্থে বিধানগত এই দুইটি বিপরীত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মায'হাবের ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তু. Goldziher, in ZDMG, ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৬৭৬ প.; ঐ লেখক, Die Zahiriten, লাইপযিগ ১৮৮৪ খৃ., ৬৮ প.।

(২) যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ইহার অর্থ মন্ত্র উচ্চারণ যাহা দ্বারা যাদু কার্যকর হওয়ার আশা করা হয়। তু. Goldziher, in Orientalische Studien Theodor Noldeke... gewidmet, Giessen ১৯০৬ খৃ., ১খ, ৩০৭।

I. Goldziher (E.I.2)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আল-'আযীয (দ্র. আল-আসমাউল-হুসনা)

আল-'আযীয (দ্র. আয়্যুবিয়্যা)

'আযীয ইফেন্দী (দ্র. 'আলী 'আযীয গিরিদলী)

'আযীয কোকা, মির্যা (مرزا عزيز كوكا) ঃ খৃস্টীয় ১৬শ শতক, সম্রাট আকবারের ধাত্রীমাতা মাহম আনাগা ও শামসুদ্দীন খানের পুত্র। কোকা অর্থ পালক ভাই। সম্রাট তাঁহাকে খান-ই আজাম উপাধি প্রদান করেন। বাংলার নামমাত্র সুবাদার (এপ্রিল ১৫৮২-মে ১৫৮৩) ছিলেন। বিদ্রোহীদের হাত হইতে তিনি তেলিয়াগাড়ি পুনরুদ্ধার করেন। বাংলার আবহাওয়া অসহ্য হইলে সম্রাট আকবার তাঁহাকে হাজীপুরে বদলি করেন। তাঁহার বাংলার সুবাদারী বিহার সীমান্তে শেষ হয়। তিনি জাহাঙ্গীরের পুত্র খুসরুর নিকট স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে খুসরুকে সাহায্য করেন। সম্রাট আকবারের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও সম্রাট বলিতেন, "আমার ও 'আযীযের মধ্যে দুগ্ধের নদী প্রবাহিত। উহা অতিক্রম করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।"

বাংলা বিশ্বকোষ

আল-'আযীয বিল্লাহ (العزيز بالله) ঃ নিযার আবূ মানসূ'র, পঞ্চম ফাতি'মী খলীফা এবং যাঁহার রাজত্ব মিসরে প্রথম শুরু হয়। ১৪ মুহাররাম, ৩৪৪/১০ মে, ৯৫৫ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা আল-মু'ইয্য ৩৬৪/৯৭৪ সালে তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। তিনি ১১ রাবী'উছ-ছানী, ৩৬৫/১৮ ডিসেম্বর, ৯৭৫ (অথবা ১৪ রাবী'উছ-ছানী/২১ ডিসেম্বর) তারিখে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইহার পূর্বের দিন তাঁহার পিতা স্বীয় উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার প্রতি নিজ পরিবার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের স্বীকৃতি আদায় করেন। সরকারীভাবে অবশ্য ১০ যু'ল-হি'জ্জা, ৩৬৫/৯ আগস্ট, ৯৭৬ তারিখে তাঁহার সিংহাসনারোহণের কথা ঘোষণা করা হয়।

তাঁহার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী , লোহিত কেশ ও নীল চক্ষুর অধিকারী, উদার, সাহসী, অশ্ব ও শিকারপ্রিয় এবং অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল প্রকৃতির। তিনি একজন উত্তম প্রশাসক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় অর্থকে তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করেন, কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন প্রথা চালু করেন এবং তাহাদেরকে ঘুষ ও উপহার গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন, আর এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করেন যে, লিখিত প্রমাণ ব্যতীত কাহাকেও কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না। তিনিই প্রথম তাঁহার সেনাবাহিনী ও প্রাসাদ কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে বেতন নির্ধারণ করেন। অধিকন্তু তিনি প্রথম ফাতি'মী খলীফা যিনি তুর্কীদেরকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন, যেজন্য পরবর্তীকালে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার মন্ত্রী ও কর বিভাগের পরিচালক য়া'কূ'ব ইব্ন কিললিসের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। এইজন্য তিনি য়া'কূ'ব ইব্ন কিললিসকে ৩৮৬/৯৭৯ সালে ওয়াযীর উপাধিতে ভূষিত করেন। পূর্বে য়া'কূ'ব ফাতিমীদের নিকট অজ্ঞাত ছিলেন। তিনি ৩৮০/৯৯১ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ওয়াযীররূপে বহাল থাকেন। কেবল দুইবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছিল। প্রথমবার ৩৬৮/৯৭৯ সালে তুর্কী আলপতাকীনকে (আলপতেগিন, নিম্নে দ্রষ্টব্য) বিষ প্রয়োগের জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করার কারণে এবং দ্বিতীয়বার ৩৭৩/৯৮৪ সালে যখন তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং তাঁহার সমুদয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার কারণে সম্ভবত এইরূপ করা হইয়াছিল। কিন্তু দুই মাস পরেই মুক্তি লাভ করেন এবং সম্পদ ও পদ ফিরিয়া পান। ইব্ন কিল্লিসের কারণেই আল-'আযীযের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বিদ্বান, আইনবিদ ও কবিগণকে নিজের দরবারে সমবেত করিয়া তাঁহাদের জন্য ভাতা মঞ্জুর করেন। তিনি আল-মু'ইয্য ও আল-'আযীযের আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া ইসমাঈলী আইনের একখানা পুস্তকও রচনা করেন।

তাঁহার পরবর্তী ওয়াযীরগণ তাঁহার মত এত দীর্ঘকাল ওয়াযীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা হইলেন 'আলী ইব্ন 'উমার আল-'আদ্দাস, আবুল-ফাদ্'ল জা'ফার ইব্নুল-ফুরাত (৩৮১/৯৯২), আল-হু'সায়ন ইব্নুল-হ'াসান আল-বাযিয়ার, আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আম্মার, আল-ফাদ্'ল ইব্ন সালিহ' (ইনি ইব্ন কিল্লিসের একজন সহযোগী ছিলেন) এবং সর্বশেষ প্রাক্তন অর্থ সচিব ঈসা ইব্ন নেস্তুরুস (৩৮৫-৩৮৬/ ৯৯৫-৯৯৬) [ইনি খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন]। আল-'আযীযের অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন য়াহূদী ধর্মাবলম্বী মানাশ্শা (মানাস্সেহ)। তিনি সিরিয়া বিষয়ক সচিব ছিলেন।

উচ্চ পদে একজন খৃস্টান ও একজন য়াহূদীর নিয়োগ ফাতিমীদের ধর্ম ও বর্ণের ব্যাপারে সহনশীলতারই পরিচায়ক। আল-'আযীয তাঁহার খৃস্টান স্ত্রী

এবং পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল হাকিমের মাতার প্রভাবে আরও বেশী সহনশীল হইয়া পড়েন। আল-'আযীযের উক্ত স্ত্রীর দুই ভ্রাতা খলীফার সহানুভূতির জন্য এবং তাঁহাদের চাকুরীর ব্যাপারে তাঁহার সুপারিশের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। এই সুপারিশের ফলে তাঁহাদের একজন ওরেসটেস জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক এবং অপরজন আসেনিয়াস মিসর ও কায়রোর গির্জাপ্রধান (মেট্রোপলিটান) পদে নিয়োগ (৩৭৫/৯৮৬) লাভ করেন। তাঁহার সমগ্র রাজত্ব কালে খৃষ্টানগণ প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। মিসরীয় খৃষ্টান প্যাট্রিয়ার্ক এফরেইম তাঁহার মুসলিম বিরোধিতার মুখেও আল-ফুসতাতের নিকট আবুস-সায়ফায়ন (সেন্ট মারকিউরিয়াস) গির্জা পুনর্নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। আশ্মুনায়নের বিশপ সেভেরুস ইব্নুল-মুক'াফ্ফা' ও মাজালিমস আদালতের সভাপতি কাদী ইব্নুন-নু'মানের মধ্যকার তর্ক-বিতর্ক খলীফা আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণকারী একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে খলীফা অস্বীকৃতি জানান। তাঁহার এই নীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং মানাসসেহ ও ইব্ন বেসতূরুসের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। মুসলমানদেরকে শান্ত করিবার জন্য খলীফা য়াহূদী ও খৃষ্টান কর্মকর্তাদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যেহেতু তাঁহাদের ছাড়া কাজ চালান দুষ্কর ছিল, তাই শীঘ্রই তাঁহাদেরকে নিজ নিজ পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ৩৮৬/৯৯৬ সালে এই অসন্তোষ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ইহার পূর্বে একটি নৌবহর জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেইজন্য আমালফির কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তাহাদেরকে নির্বিচারে হত্যা ও কয়েকটি গির্জা লুণ্ঠন করা হয়।

আল-'আযীয খৃষ্টান ও য়াহূদীদের প্রতি সহনশীল হইলেও সুন্নী মুসলমানদের প্রতি ততখানি সহনশীল ছিলেন না। তিনি কঠোর ইসমাঈলী নীতি অনুসরণ করিতেন। মহানবী (স)-এর সাহাবাগণের উদ্দেশে নিন্দাসূচক বাণী প্রদান, ৩৭২/৯৮২ সালের রামাদ'ান মাসে স'ালাতুত-তারাবীহ' বন্ধ করিয়া দেওয়া, ৩৮১/৯৯১ সালে এক ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্'তা রাখার দায়ে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি তাঁহার অনুসৃত নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩৬৬/৯৭৬ সালে তিনি কায়রোতে 'আশূরা উপলক্ষে শোক পালন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। পক্ষান্তরে রামাদ'ান মাসে প্রতি শুক্রবারে সমারোহপূর্ণ মিছিল অনুষ্ঠান এবং ইফ্তারের সময় মিষ্টান্ন বিতরণ একমাত্র তাঁহার প্রদর্শনপ্রিয়তার কারণে হইত।

আল-'আযীযের রাজত্বকাল প্রকৃতপক্ষে বিলাসিতায় পরিপূর্ণ ছিল। মূল্যবান পাথর, কাচের জিনিসপত্রের খণ্ডিত অংশ, দাবীকী ও সিক্'লাতূনের দামী জিনিসপত্র, বিরল প্রাণী ও সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল (একবার বা'আলবাক্ক হইতে তাঁহার জন্য বহনকারী কবুতর দ্বারা চেরী আনীত হইয়াছিল)। এইজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, আর তাই উপরে উল্লিখিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজন হইয়া পড়িত। কিন্তু একই সঙ্গে তাহা মিসরের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার ওয়াযীর ইব্ন কিল্লিস ১,০০,০০০ দীনার বেতন পাইতেন এবং তিনিও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন। আল-'আযীয নির্মাণ কার্যেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ক'াস্রুয্-যাহাব, কাস্রুল, বাহ্'র, বিশাল প্রাসাদ নামে আখ্যায়িত অট্টালিকারাজির অংশবিশেষ, আল-কারাফা মসজিদ ও আল-হাকীম নামে অভিহিত মসজিদ তাঁহার সময়ে নির্মিত হয়। আবশ্য শেষোক্তটির নির্মাণ কার্য আল-'আযীযের আমলে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র।

আল্-'আযীযের পররাষ্ট্র নীতি প্রকৃত অর্থে একমাত্র সিরিয়াতেই সক্রিয় ছিল। তিনি উত্তর আফ্রিকায় য়ূসুফ বুলুক্কীনকে তাঁহার নিজ পদে স্থায়ী করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আল-মান্সূ'রও (৩৭৩-৩৮৬/৯৮৪-৯৯৬) একইরূপে খলীফার অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু তিনি কোনক্রমেই সহজে বশ মানিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং তিনি খলীফার অননুমোদন সত্ত্বেও কুতামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে দ্বিধা করেন নাই এবং ক্রমে মিসর হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। অনুরূপভাবে সিসিলীতে কাল্বী বংশের আমীরগণকে বিভিন্ন পদ প্রদানেই খলীফা ব্যস্ত থাকেন। তিনি বুওয়ায়হীদ বংশের 'আদু'দুদ-দাওলার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। হিলাল আস-সাবী (সিব্ত' ইবনুল-জাওযীতে)-র মতানুসারে 'আদু'দুদ-দাওলা নিজেই এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 'আদু'দুদ-দাওলার সংরক্ষিত চিঠি সম্ভবত এই ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি ফাতি'মী সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু ইহা সংশয়াতীত নহে; কারণ ইব্ন জাফিরের মতে 'আদু'দুদ-দাওলা ফাতিমী বংশের সরকারী কুলজী স্বীকার করিতেন না।

আল-'আযীযের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ও মধ্যসিরিয়া এবং পরবর্তী কালে আলেপপো আমীরাতে তাঁহার অধিকার পাকাপোক্ত করা, যাহাতে বায়যান্টিয়াম ও আব্বাসীদের ক্ষতিসাধন করিয়া নিজের সম্প্রসারণ অভিলাষ বাস্তবায়িত করিতে পারেন। দক্ষিণ ফিলিস্তীনের রামলা অধিপতি বেদুঈন দলপতি মুফাররিজ ইব্ন দাগ্'ফাল আত-ত'াঈ খলীফার আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করিতেন না। দামিশকে বাগদাদ হইতে আগত তুর্কী আল-পতাকীন নিজেকে ৩৬৪/৯৭৫ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন এবং আব্বাসী সার্বভৌমত্বের ঘোষণা প্রদান করেন। আল-মু'ইয্য তাঁহাকে শহর হইতে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ ছিলেন। আল-'আযীয আল্পতাকীনের নিকট হইতে দামিশ্ক পুনরুদ্ধারের মনস্থ করেন। আল্পতাকীন ফাতি'মীদের শত্রু কারামিতাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। ৩৬৫/৯৭৬ সালে আল-'আযীয আলপতাকীনের বিরুদ্ধে জাওহারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। দামিশকের নিকট দুই মাস যাবত যুদ্ধ করিবার পর জাওহার কারামিতাদের আগমনে প্রথমে তাইবেরিয়াস এবং পরে রামলা ও আস্ক'ালান অভিমুখে পশ্চাদ্পসরণ করিতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি অবরুদ্ধ হন এবং পরিশেষে আপোস করেন। ফলে আলপতাকীনকে দামিশ্ক হইতে আস্কালান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাকে দ্বারের উপর ঝুলন্ত তরবারি ও বর্শার নীচে দিয়া স্থান ত্যাগ করিবার অপমানও সহ্য করিতে হয় (৩৬৭/৯৭৮) । খলীফার ইহাতে প্রতিক্রিয়া হয় এবং তিনি নিজে আল্প্তাকীনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে তিনি পরাজিত ও আটক করেন (মুহ'াররাম ৩৬৮/আগস্ট ৯৭৮)। কিন্তু কারামিতাদের অপসারণের জন্য খলীফা

তাহাদেরকে বার্ষিক কর প্রদান করিতে বাধ্য হন। সকল আশার বিপরীতে তিনি আল্পতাকীনের সহিত সদয় আচরণ করেন, তাঁহার তুর্কী বাহিনীসহ তাঁহাকে খলীফার চাকুরীতে গ্রহণ করেন এবং সম্মানে ভূষিত করেন। আল্প্তাকীন অল্পকাল পরে ইব্ন কিল্লিসের ঘৃণার শিকার হইয়া বিষক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইহা সত্ত্বেও খলীফা দামিশক্কে নিজ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। কিছুকাল পর উহা আল্প্তাকীনের জনৈক ভূতপূর্ব ভাড়াটিয়া সৈনিক এবং মূলে নৌবাহিনীর সদস্য কা'স্সাম-এর করতলগত হয়। ইব্ন কিল্লিসের অন্যতম প্রিয়ভাজন ফাদ্'ল ইব্ন স'লিহে'র নেতৃত্বে একদল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। কিন্তু ফাদ্'ল অকৃতকার্য হইয়া পড়েন এবং ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই সময় হামদানী বংশের আবূ তাগ'লিব দামিশ্ক অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর ফিলিস্তীনে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি মাওসিল হইতে বিতাড়িত হইয়া খলীফার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। মুফাররিজ ইব্ন দাগ্'ফাল তাঁহার সহিত শত্রুতামূলক আচরণ করিতে থাকেন। আল-'আযীয তাঁহার পরিবর্তে আবূ তাগ'লিবকে আনুকূল্য দান করিতে পারেন এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসেন। হামদানী তাঁহার হস্তে ধৃত হন এবং ৩৬৯/৯৭৯ সালে তাঁহার প্রাণ নাশ করা হয়। ফাতি'মী সেনাপতি এই ব্যাপারে সন্দেহজনক ভূমিকা পালন করেন। কা'স্সাম ও মুফাররিজ ফাতি'মীদের পুনর্বার অভিযান, বিশেষত সালমান ইব্ন জা'ফার ইব্ন ফালাহ' কর্তৃক পরিচালিত অভিযান সফলভাবে প্রতিহত করেন। ৩৭২/৯৮২ সালে তুর্কী সেনাপতি য়ালতাকীন তাঁহাদের দুইজনকে পরাভূত করিতে সক্ষম হন। মুফাররিজ পরাজিত হইয়া হিম্স পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে এনটিওক (আনতাকিয়া) গমন করেন, অতঃপর সেখানে বায়যানটাইনদের আশ্রয় লাভ করেন। কা'স্সাম আত্মসমর্পণ করেন এবং ৩৭৩/৯৮৩ সালের শুরুতে কায়রো প্রেরিত হন।

আল-'আযীয তখনও আলেপপো দখলের আশা পোষণ করিতেন। কিন্তু ইব্ন কিললিস ফাতি'মী সার্বভৌমত্বের প্রতি হামদানীদের নামমাত্র স্বীকৃতি যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উহা হইতে বিরত থাকিত সম্মত করান এবং এইরূপে তিনি হিম্সের হামদানী গভর্নর বাক্জুরকে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার একটি উপায়রূপে ভাবিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহা দ্বারা দামিশ্কের সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন এবং আলেপপোর আমীর সা'দুদ-দাওলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাঁহার সৈন্যের সমর্থনের আশ্বাস দান করেন। বাক্জুর ৩৭৩/৯৮৩ সালে আলেপ্পো অভিযানে বাহির হন। কিন্তু বায়যান্টাইন সেনাপতি বার্দাস্ ফোকাস আলেপ্পোর সাহায্যে আগাইয়া আসেন। মুফাররিজ, যিনি তখন বায়যান্টাইন সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন এবং বাক্জুরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, তাঁহাকে বিপদ সংকেত প্রদান করেন। ফলে শেষোক্ত জন পলায়ন করেন এবং হিম্সে না থামিয়া (সেখানে তখন বারদাস্ ফোকাস্ অবস্থান করিতেছিলেন) একেবারে ফাতি'মী ভূ-খণ্ডের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছেন। খলীফা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং দামিশ্কের সরকারের দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তাঁহার সহিত তখন মুফাররিজ যোগ দেন। ইব্ন কিল্লিস বাকজুর ও মুফাররিজকে অবিশ্বাস করিতেন এবং তিনি বাকজুর হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই চক্রান্তের ফলে বাকজুর ৩৭৮/৯৮৮ সালে ফাতি'মী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক দামিশক হইতে বিতাড়িত হন। তিনি রাক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩৮০ হিজরী সালে ইব্ন কিল্লিসের মৃত্যুর পর মুফাররিজ খলীফার ক্ষমা লাভ করেন এবং বাক্জুর আর একবার খলীফাকে আলেপ্পো বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। খলীফা তাঁহাকে ত্রিপোলীতে অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীর সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সচিব ইব্ন নেসতুরুসের প্ররোচনায় (যাহাকে বাকজুর নিজের প্রতি বৈরী করিয়া তুলিয়াছিলেন) ফাতি'মী সেনাপতি সা'দুদ-দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার মুহূর্তে বাকজুরকে পরিত্যাগ করেন। ফলে বাকজুর পরাজিত এবং ৩৮১/৯৯১ সালে হামদানীদের নিকট সমর্পিত হন। অতঃপর তাঁহার প্রাণনাশ করা হয়। সা'দুদ-দাওলা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আল-'আযীযের রাজ্য আক্রমণের হুমকি প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খলীফাকে পুনরায় আলেপ্পো অভিযানের জন্য বাক্জুরের প্রাক্তন সচিব ও মিসরে আশ্রয় গ্রহণকারী আল ইব্নুল-হুসায়ন আল-মাগ্রিবী ও হামদানী আবুল-ফাদাইলকে পরিত্যাগকারী কয়েকজন আমীর অনুপ্রাণিত করেন। ৩৮২/৯৯২ সাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আল-'আযীয নিয়মিতভাবে আলেপ্পো অধিকারের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। কারণ বায়যান্টাইনগণ সর্বদা তাহাদের প্রতি নির্ভরশীল আলেপ্পোর আমীরকে সমর্থন দান করিয়াছে। ইব্নুল-মাগ্'রিবী সমর্থিত তুর্কী সেনাপতি মাংগুতাকীন প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু উহা আলেপপোর ব্যর্থ অবরোধের মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয়। অবশ্য আলেপপোর উত্তরে এনটিওকের বায়যান্টাইন গভর্নর বুরতযেস (আল-বুরজী)-এর বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। উল্লেখ্য যে, সম্রাট দ্বিতীয় খাসিল বুলগেরিয়ায় অবস্থানকালে হামদানী দূতগণের মাধ্যমে আলেপ্পোর অবস্থা অবহিত হইয়া বুরত্যেস্কে হস্তক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ৩৮২ হিজরী সালের সমাপ্তিকালে (৯৯২ খৃষ্টাব্দের শেষ কিংবা ৯৯৩ খৃষ্টাব্দের শুরুতে) মাংগুতাকীন খলীফার বিনা অনুমতিতে এবং আল-মাগরিবীর প্ররোচনায় (যেজন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল) অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া দামিশ্ক প্রত্যাবর্তন করেন। আলেপ্পো আমীরাতের দক্ষিণে ফাতি'মী অধিকৃত ভূখণ্ড সুসংহত করিবার পর ৩৮৪/৯৯৪ সালে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথমে অবরোধ করা হয় যাহা দুই মাস স্থায়ী হয়। তারপর মাংগুতাকীন বুরত্যেসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে ৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওরোনটিস নদীর তীরে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেন। অতঃপর পুনরায় অবরোধ করা হয় এবং তাহা ৯৯৫ সালের মে মাস পর্যন্ত বহাল থাকে। এইবারের অবরোধ সম্রাট দ্বিতীয় বাসিলের আগমনে প্রত্যাহৃত হয়। তাঁহাকে হামদানী দূতগণ পুনরায় বুলগেরিয়া হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। সম্রাট আলেপ্পো রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ফাতি'মীদের বিরুদ্ধে আলেপ্পো আমীরাতের অগ্রবর্তী অবস্থানসমূহের প্রতিরক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করিতে পারিলেন না। কারণ যদিও তিনি শায়যারে একদল সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন, তবুও ত্রিপোলী দখল করিতে পারেন নাই। আল-'আযীয সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করিবার

মনস্থ করেন এবং ৩৮৫/৯৯৫ সালের সমাপ্তিকালে ও ৩৮৬/৯৯৬ সালের প্রারম্ভে মিসরে বিরাট স্থল ও নৌবাহিনী প্রস্তুত করা হয়।

ইব্‌ন নেসতুরুসের নির্মিত নৌবহর ঘটনাক্রমে অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিধ্বস্ত হইলে অনতিবিলম্বে একটি নূতন নৌবহর নির্মাণ করা হয় এবং উহা বায়য্যান্টাইনদের সুরক্ষিত ঘাঁটি আন্‌তারতুসের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এখানে মাংগুতাকীন ৯৯৬ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে এন্‌টিওক ও আলেপ্‌পো অভিমুখে কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করিবার পর অবরোধ রচনা করিয়াছিলেন। এন্‌টিওক হইতে বায়যান্টাইন সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু তবুও আলেপ্‌পো আমীরাতের দক্ষিণাঞ্চল ফাতি'মী প্রভাবাধীন থাকিয়া যায়। খলীফা স্বয়ং মাঠে অবতীর্ণ হইবার মনস্থ করেন এবং আফ্রিকা পরিত্যাগকালে আল্‌-মু'ইযযের ন্যায় স্বীয় পূর্বপুরুষদের শবাধার সঙ্গে লইয়া তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীর প্রধানরূপে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বিল্‌বায়সে ২৮ রামাদ'ান, ৩৮৬/১৪ অক্টোবর, ৯৯৬ তারিখে পরলোকগমন করেন।

আল-'আযীয মিসরের সকল ফাতিমী খলীফার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তাঁহার সকল আশা পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তবুও তাঁহার আমলেই ফাতি'মী আধিপত্য, অন্তত নামমাত্র হইলেও বিশালতম এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আটলান্টিক মহাসাগর হইতে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, য়ামান, মক্কা ও এক সময় উকায়লী শাসকের অধীনে মাওসিলেও তাঁহার নামে খুত্‌বা পাঠ করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিস্‌কাওয়ায়হ্‌, কিতাব তাজারিবিল-উমাম, ২খ., ৪০২ প.; (২) য়াহ'য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আন্‌তাকী, Annales, সম্পা. Cheikho, ১৪৬-১৮০, সম্পা. ও অনু. Kratch Kovsky ও Vasiliev, in Patr. Or. ২৩খ., ২, ৩৭১ (১৬৩)-৪৫০ (২৪২); (৩) আবূ শুজা'আর-রূয্‌রাওয়ারী, য'য়ল কিতাব তাজারিবিল-উমাম, ২০৮ প.;(৪) ইব্‌নুস-সায়রাফী, কিতাবুল-ইশারা ইলা মান নালাল-বি'যারা BIFAO, পৃ. ৫২ (১৯২৫), ১৯-২৬ (৮৭-৯৪); (৫) ইবনুল-কালানিসী, য'য়ল তারীখ দিমাশ্‌ক', পৃ. ১৪-৪৪; (৬) আবূ স'ালিহ', Churches and Monasteries of Egypt, সম্পা. ও অনু., Evetts, দ্র. নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্‌ন হ'াম্মাদ, Hist. des rois Obaidides, সম্পা. ও অনু. Vonderheyden, পৃ. ৪৮-৪৯ (৭৩-৭৫); (৮) ইব্‌ন জাফির, কিতাবুদ দুওয়ালিল-মুন্‌কাতি'আ, বৃটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি Or , ৩৬৮৫, পত্রক ৫০v প.; (৯) ইবনুল-আছীর, সম্পা., Tornberg, নির্ঘণ্ট; (১০) সিব্‌ত্‌ ইবনিল-জাওযী, মিরাআতুয্‌-যামান, প্যারিস পাণ্ডুলিপি, ৫৮৬৬, পত্রক ৫৪v-১৫৪r; (১১) কামালুদ্দীন ইব্‌নুল-আদীম, তারীখ হ'ালাব, সম্পা. এস. দাহহান, ১খ., ১৭৬ প.; (১২) ইব্‌ন মুয়াস্‌সার, Annales d' Egypte, BIFAO, ১৯১৯, পৃ. ৪৭-৫২; (১৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৭৬৯; (১৪) ঐ লেখক, বূলাক; ২খ., ১৯৯-২০১; (১৫) ইব্‌ন ইযারী, আল-বায়ানুল- মুগ'রিব, সম্পা. Dozy, ১খ., ২৩৭ প., ২৫৫, ২৫৭, ২৯৭; (১৬) আবুল- ফিদা, সম্পা. Reiske ও Adler, নির্ঘণ্ট; (১৭) ইব্‌ন কাছীর, আল্‌-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১১খ., ২৮০-২, ২৯২, ৩২০; (১৮) ইব্‌ন দুক্‌মাক, সং. বূলাক, ১৩০৯-১৩১৪ হি., নির্ঘণ্ট; (১৯) ইব্‌ন খালদূন, আল-ইবার, ৪খ., ৫১ প.; (২০) ক'াল্‌ক'াশানদী, সুবহুল-আ'শা, ৩খ., ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৬৯, ৪৩০, ৪৮৩, ৪৮৯, ১৪খ. ৩৯১ (২খ., ৯৩); (২১) Calcashand's Geographie und Verwaltung von Agypten, পৃ. ৭৮, ৮০, ৮৩, ১৩৩, ১৮১, ১৮৮; (২২) মাক'রীযী, খিত'াত, বূলাক, ১খ., ৩৭৯-৮০, ৪০৮, ৪৫১, ৪৫৭, ৪৬৮, ৪৭০, ২খ, ১৫৭, ২৬৮, ২৭৭, ২৮৪-৫, ৩১৮, ৩৪১, ৩৬৬; (২৩) আবুল-মাহ'াসিন ইব্‌ন তাগরীবিরদী, আন্‌-নুজূম, সম্পা. Popper, ২খ., ২, ১-৬০, কায়রো সং. ৪খ., ১১২-১৭৬; (২৪) সুয়ূতী, হু'সন, কায়রো ১৩২১ হি., ২খ., ১৪, ৪৪, ১২৯, ১৪৬, ১৫৫; (২৫) ইব্‌ন ইয়াস, বাদাইউয-যুহূর বূলাক, ১৩১২-১৩১৪ হি., ১খ., ৪৮-৫০ (ফাতিমীদের বিশাল ইসলাঈলী ইতিহাস ইদরীস ইবনুল-হ'াসান রচিত 'উয়ূনুল-আখ্‌বার এখনও সম্পাদিত হয় নাই এবং উহা পাঠ করা সম্ভব হয় নাই); (২৬) Di Gregorio, Rerum arabicarum quae ad hist. Sic, spectant... collectio, Panormi ১৭৯০ খৃ., পৃ. ২০, ৬৫, ৮৫, ৯৯; (২৭) Amari, Storia dei Musulmani di sicilia, ২য় সং, ৩খ., ৩৮৬-৭; (২৮) S. Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, নির্ঘণ্ট; (২৯) V Rosen, The Emperor Basil Bulgaroctonus (রুশ ভাষায়), সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৮৩ খৃ., পৃ.১৪-১৫, ১৭-১৯, ৩৪-৩৬, ২৪৪-২৫০, ৩০১-৩০৪, এবং দ্র. নির্ঘণ্ট; (৩০) A. Muller, Der Islam, in Morgen und Abendland, ১খ., ৬২৫ প.; (৩১) G. Wiet, Precis de l'Hist, de l'Egypte, index; (৩২) ঐ লেখক, Histoire de la Nation Eg, ৪খ., L'Egypte arabe, পৃ.১৮৮-১৯৫ (৩৩) P.K. Hitti, History of the Arabs, নির্ঘন্ট; (৩৪) হ'াসান ইব্‌রাহীম হ'াসান, আল্‌-ফাতি'মিয়্যুন ফী মিস'র, নির্ঘণ্ট; (৩৫) ঐ লেখক, তারীখুল-ইসলাম, ১৯৪৮, ৩খ., পৃ. ১৬৫ প. ও নির্ঘণ্ট; (৩৬) খাত্‌'তাব 'আতি'য়্যা 'আলী, আত-তাল'ীম ফী-মিস'র ফিল-'আস'রিল- ফাতিমিল-আওওয়াল, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩৭) মুহ'াম্মাদ কামিল হু'সায়ন, ফী আদাব মিস্'রিল-ফাতি'মিয়্যা, ১৯৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩৮) M. Canard, Histoire des Hamdanides, ১খ., ৬৭৭ প., ৬৮১ প., ৬৯৬ প., ৮৫৩ প.।

M. Canard,(E.I.[2]) মু. আবদুল মান্নান

'আযীয মির্যা, মৌলবী (مولوی عزیز مرزا) ঃ মৃ. ১৯১২ খ., বিখ্যাত উর্দূ প্রবন্ধকার। আলীগড় হইতে বি.এ. পাস (১৮৮৫ খৃ.) করেন এবং হায়দরাবাদ স্টেটে চাকুরি লাভ করেন। ১৯০৭ খৃ. চাকুরি হইতে অবসর লাভের পর অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার অন্যান্য রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ./২০৫

'আযীয মিস'র (عزيز مصر) ঃ মিসরের এক পরাক্রমশালী ব্যক্তি। পবিত্র কু'রআনে (১২ ঃ৩০, ৫১) আল-'আযীয য়ূসুফের ক্রেতা

জনৈক অজ্ঞাতনামা মিসরীয়ের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্তী কালে লোককাহিনী ও ভাষ্যে তাঁহাকে [বাইবেলের পটিফার (Potiphar)-এর নামানুসারে] কি'ত্ফীর নামে অভিহিত করা হয়। আল-'আযীয উপাধি সম্ভবত ফির'আওনের অধীনে প্রধান মন্ত্রী পদকে বুঝাইত। সেইজন্য য়ূসুফ ('আ) যখন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁহাকে সেই উপাধি দেওয়া হয় (কু'রআন, ১২ ঃ ৭৮, ৮৮)। কোন কোন আরবী অভিধানে শব্দটির অর্থ মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (Lane, দ্র.)। উছমানী দলীল-দস্তাবেজে 'আযীয মিস্'র বিশেষণটি কখনও কখনও মিসরে মামলূক সুলতানদের প্রতি ব্যবহার করা হইত (উদারহণস্বরূপ ফেরীদুনের মুন্শাআত-ই সালাতীন-এর শিরোনামসমূহ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উহা তাঁহাদের সরকারী উপাধির অংশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। একবার মিসরের গভর্নর ইস্মা'ঈল পাশা ও সুলতান আবদুল-'আযীযের মধ্যে আলোচনা চলাকালে এই উপাধিটি সরকারীভাবে ব্যবহারের জন্য প্রচেষ্টা চালান হইয়াছিল, কিন্তু সুলতান কর্তৃক পাশাকে খেদিভ উপাধি প্রদানের মধ্য দিয়া ১৮৬৭ খৃ. উক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইসমা'ঈল ১৮৪১ খৃস্টাব্দের ফরমান বলে পূর্ব হইতেই বংশানুক্রমিক মর্যাদা ভোগ করিয়া আসতেছিলেন এবং এক্ষণে তিনি উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য পাশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ বহনকারী একটি বিশেষ উপাধি লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং 'আযীয মিস'র উপাধির প্রস্তাব দান করেন। তদানীন্তন উছমানী অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী মেমদুহ পাশার মতানুসারে এই প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য ছিল না; উহার আংশিক কারণ সুলতানের নিজের নামের সহিত প্রস্তাবিত উপাধির মিল ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মেম্দুহ পাশা, মিরআত-ই শুউনাত, ইযমির ১৩২৮ হি., পৃ. ৩৪-৫; (২) E. Dicey, The story of the Khedivate, লন্ডন ১৯০২ খৃ., পৃ. ৩৮।

B. Lewis (E.I.2) / মু. আবদুল মান্নান

আযীয লাখ্নাবী (عزيز لكنوى) ঃ ১২৯৮/১৯৩৫, বিখ্যাত উর্দূ কবি। নাম মির্যা মুহাম্মাদ হাদী, আযীয কবিনাম। পূর্বপুরুষ কাশ্মীর হইতে লখনৌ আগমন করেন। বাল্যকাল হইতে কাব্যানুরাগী; সাফী লাখ্নবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লখনৌর বিখ্যাত কবি হওয়া সত্ত্বেও দিল্লীর প্রসিদ্ধ কবি গালিবের অনুকরণে কবিতা রচনা করেন। মাওলানা শিবলী নু'মানী তাঁহাকে 'রঈসুশ-শু'আরা' (কবিকুল প্রধান) বলিতেন; কাব্য সংগ্রহ গুল্কাদাহ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তদানীন্তন প্রখ্যাত কবিদের অন্যতম ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২০৬

আযীযী (দ্র. কারাচেলেবী যাদা)

'আযীযুদ্দীন আহ্মাদ (عزيز الدين احمد) ঃ নাওয়াব, কাযী, স্যার, ১৮৬১-১৯৪১(?) বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক। জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার বিসওয়ান গ্রাম। বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও তিনি আরবী, ফারসী, উর্দূ, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে জ্ঞান লাভ করেন। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রতিভাবলে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর হন। অবসর গ্রহণের পর প্রথমে ভরতপুর রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী, তৎপরে বাহওয়ালপুর রাজ্যের বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ও পরিশেষে দাতিয়া রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন। যুক্তপ্রদেশের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের প্রতিপত্তিশালী সদস্য ছিলেন। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ৩৫ খানা গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২০৬

আযীযুল হক, মুফতী (مفتى عزيز الحق) ঃ ১৩২৩ হিজরী সনে চট্টগ্রাম পটিয়া উপজেলার চরকানাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাওলানা নূর আহমাদ। বাল্যকালে স্থানীয় স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা ও কৈয়গ্রাম মাদরাসায় ইবতিদায়ী আরবী শিক্ষা অর্জন করেন।

১৩৩৩ হিজরী সনে জিরী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং তথায় হাদীছ, তাফসীর, মানতি'ক, ফিক্'হ প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। শায়খুল-হাদীছ মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ও মাওলানা আহমাদ হাসানের নিকট হইতে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ সাহারানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মাওলানা আবদুর-রাহমান ক্যাম্বেলপূরীর সাহচর্যে থাকিয়া কতিপয় বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইহার পর তিনি দেওবন্দ দারুল-'উলূমে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি হাকীমুল-উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী (র)-র সাহচর্যে কিছুদিন কাটান।

১৩৪৫ হিজরী সনে তিনি চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন এবং জিরী ইসলামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৫ বৎসর যাবত তিনি এই মাদরাসায় ফাতাওয়া বিভাগ পরিচালনা করিয়া মুফতী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৩৫৩ হিজরী সনে মাওলানা রাশীদ আহ্'মাদ গাংগূহীর খালীফা মাওলানা যামীরুদ্দীন আহমাদ-এর হাতে বায়'আত হন এবং পরবর্তী সময়ে খিলাফাত লাভ করেন।

মুফতী আযীযুল হক ১৩৫৮ হিজরী সনে পটিয়া শহরে কতিপয় সহকর্মীর সহযোগিতায় যামীরিয়্যা কাসিমুল-উলূম নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন; ইহা বর্তমানে জামিআ ইসলামিয়্যা পটিয়া নামে খ্যাত এবং বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেণীর ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্ররূপে পরিচিত।

তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, মুজাহিদ, আলিম ও সমাজ সংস্কারক। বিভিন্ন দেশে তাঁহার অসংখ্য মুরীদ রহিয়াছে। তিনি ১৩৮০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য কতিপয় ছাত্র হইতেছে শায়খুল হাদীছ মাওলানা আমীর হুসায়ন, শায়খুল হাদীছ মাওলানা মাসউদুল হক, শায়খুল হাদীছ মাওলানা গাযী মুহাম্মাদ ইসহাক, মাওলানা মুফতী নূরুল হক, মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইবরাহীম, পীরে কামিল মাওলানা সুলতান আহমাদ নানুপরী, মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী, মাওলানা আলী আহমাদ প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা আবদুল হাক্ক, য়াদ-ই আযীয (উর্দূ) কুতুবখানা আযীযিয়্যা, আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম; (২) মাওলানা হাফিজ ফায়য-আহমাদ, তাযকিরা-ই যামীর (র), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; (৩) মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ইসলামাবাদী

আযাল (দ্র. কিদাম)

আযুরদাহ (آزرده) ঃ সাদরুদ্দীন খান ইব্ন লুত্ফিল্লাহ কাশ্মীরীর বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক, ১২০৪/১৭৮৯ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ 'আবদুল-'আযীয (দ্র.) ও শাহ্ 'আবদুল-ক'াদির (দ্র.)-এর নিকট ঐতিহ্যগত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফাদ'ল-ই ইমাম খায়রাবাদীর নিকট যুক্তি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১২৪৩/১৮২৭ সালে দিল্লীর রাজদরবারের স'াদরুস-সু'দূর (প্রধান বিচারক) এবং সর্বশেষ প্রধান মুফ্তীরূপে ফাদ'ল-ই ইমামের স্থলাভিষিক্ত হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছাড়াও উর্দূ ভাষায় বিশেষজ্ঞরূপে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। গালিব ও মুমিনের ন্যায় প্রখ্যাত উর্দূ কবিগণও অনেক সময় নিজ নিজ রচনা সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানাইতেন। সিপাহী বিপ্লবের পূর্বে দিল্লীর মোতিমহলস্থ তাঁহার বাসভবন ছিল বুদ্ধিজীবী ও কবিদের প্রিয় মিলনকেন্দ্র (তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল-মুতানাব্বীর 'দীওয়ান'-কে ভারতে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন)। ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁহার বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারসহ তাঁহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নীলামে বিক্রয় করা হয়। কারামুক্তির পর তাঁহাকে সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হয় বটে, তবে তাঁহার গ্রন্থাগার ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ছিল অনেক। 'সাদরুস-সুদূর' পদে নিয়োগের পূর্বে তিনি রামপুর রাজ্যের শাসক ইউসুফ আলী খান (১৮৫৫-৬৫)-এর গৃহশিক্ষকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ছাত্রের মধ্যে সিদ্দীক হাসান খান (দ্র.), হাদাইকুল-হানাফিয়্যা গ্রন্থের রচয়িতা ফাকীর মুহাম্মাদ লাহোরী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পিতা মাওলানা আবুল-খায়র-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬২ খৃ. তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং ছয় বৎসর পর ২৪ রাবীউল-আওয়াল, ১২৮৫/১৫ জুলাই, ১৮৬৮ সালে ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন।

তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে কিছু সংখ্যক সিপাহী বিপ্লবের সময় বিনষ্ট হয়; অবশিষ্ট দুইটি আরবী পুস্তিকা হইল (১) মুনতাহাল-মাকাল ফী শারহ হাদীছ লা তাশুদ্দুর-রিহাল, পুস্তিকাটিতে সূফী-দরবেশগণের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণকে অবৈধ বলিয়া ইব্ন তায়মিয়্যা (র) ও অন্যরা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন উহা খণ্ডন করা হইয়াছে; (২) আদ-দুররুল-মানদূদ ফী হুকূম ইমরাআতিল-মাফ্কূদ। তিনি 'তাযকিরা-ই মুখ্তাসার দার হাল-ই রেখ্তাগুয়ান-ই হিন্দ' শীর্ষক উর্দূ কবিদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থেরও রচয়িতা (ব্রাউন, সাপ্লিমেন্টে, ৩০০)। তাঁহার কিছু সংখ্যক কবিতা (স্যার) সায়্যিদ আহমাদ খান কর্তৃক তাঁহার আছারুস-সানাদীদ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, দিল্লী ১৮৪৬ খৃ., ৭২-১১৪।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফাকীর মুহাম্মাদ লাহোরী, হাদাইকুল হানাফিয়্যা, লক্ষ্ণৌ ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৯৩-৪; (২) সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল-উলূম, ভূপাল ১২৯৫ হি., ৩খ., ৯১৭; (৩) মুজাফ্ফার হুসায়ন 'সাবা', রূযই রাওশান, ভূপাল ১২৯৭ হি., পৃ. ৭০-৩; (৪) রাহমান 'আলী, তাযকিরা-ই উলামা-ই হিন্দ[২], লক্ষ্ণৌ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৯৩-৪; (৫) মুসতাফা খান শেফ্তা, গুল্শান-ই বেক্হার, দিল্লী ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ১০-১; (৬) গাওছ মুহাম্মাদ খান, সাযর-ই মুহতাশাম, দিল্লী ১৮৫১ খৃ., পৃ. ২৪৭-৮; (৭) নূরুল-হাসান খান, তাযাকিরা-ই তূর-ই কালীম, আগ্রা ১২৯৮ হি., পৃ. ৬; (৮) 'আবদুল-গাফূর খান 'নাস্সাখ', সাখুন-ই শুআরা, লক্ষ্ণৌ ১২৯১ হি., পৃ. ২৩; (৯) ইমতিয়ায আলী আরশী, মাকাতীব-ই গালিব, বোম্বাই ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ৬২; (১০) গুলাম রাসূল মিহ্র, গালিব[৪], লাহোর ১৯৪৭ খৃ., ২৭৮-৮৫; (১১) আবদুল হায়্যি লাখনাবী, নুয্হাতুল-খাওয়াতির (পাণ্ডুলিপি), ৭খ., ২২০ প.; (১২) ঐ লেখক, গুল-ই রা'না, আজমগড় ১৩৬৪ হি., পৃ. ৩২৭-৮; (১৩) A Sprenger, Oudh Cat., দ্র. আযুরদাহ; (১৪) Storey, ১/২খ., ৯২২; (১৫) কাদির বাখ্শ সাবির, গুলিস্তান-ই সাখুন, (পাণ্ডুলিপি) দিল্লী ১২৭১/১৮৫৪, পৃ. ১১৩; (১৬) করীমুদ্দীন Fallon, তাবাকাতুশ-শুআরা, দিল্লী ১৮৪৮ খৃ., পৃ. ৪৪৬-৮; (১৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত- তিরহুতী, আল-ইয়ানিউল জানী ফী আসানীদিশ-শায়খ আবদিল-গানী, আল-আসতার আর-রিজাল মাআনিল-আছার গ্রন্থের হাশিয়াতে, লিথোগ্রাফ, দেওবন্দ ১৩৪৪ হি., পৃ. ৭৭; (১৮) লালা শ্রীরাম, খুম্খানা-ই জাবীদ, লাহোর ১৯০৮ খৃ., ১খ., ৫৩-৬১; (১৯) আসাদুল্লাহ খান 'গালিব', কুল্লিয়াত-ই নাছর-ই গালিব, কানপুর ১৮৭১ খৃ., পৃ. ১০১, ১২৩; (২০) সিদ্দীক হাসান খান, ইতহাফুন নুবালা, কানপুর ১২৮৮ হি., পৃ. ২৬০; (২১) আল্তাফ হুসায়ন হালী হায়াত-ই জাবীদ, দিল্লী ১৯৩৯ খৃ., ১খ., ২৯, ২খ., ২৫৩, ৩৮০; (২২) ফাদ্ল-ই হুসায়ন, আল-হায়াত বা'দাল মামাত, আগ্রা ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৪৪; (২৩) মাআরিফ (উর্দূ মাসিক), আজমগড়, ৭খ., ৫-৬ (১৯২১ খৃ.); (২৪) M. Garcin de Tassy, Histoire de la Litterature, Hindouie et Hindoustanie, প্যারিস ১৮৭০., ১খ., ২৭২; (২৫) কে. আহমাদ ফারূকী, ক্লাসিকী আদাব (উর্দূ), দিল্লী ১৯৫৬ খৃ., দ্র. আযুরদাহ।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/মোঃ আবদুল মান্নান

আযুলেজো (দ্র. খাযাফ)

আযেরী (দ্র. আযারী)

আয়ওয়ায, আয়ওয়াদ (عيواض) ঃ (১) এই শব্দটি 'উছমানী সাম্রাজ্যের শেষ যুগে সম্ভ্রান্ত লোকদের গৃহকার্যে নিয়োজিত ভৃত্যদের জন্য ব্যবহৃত হইত। আয়ওয়ায নামে পরিচিত এই গৃহভৃত্যগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভ্যান (Van)-এর আর্মেনীয়দের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত, তবে কখনও কখনও কুর্দদের মধ্য হইতেও নিয়োজিত হইত। চাবুশ্বাসীর প্রতি একটি হুকম-ই শেরীফ (তারিখ রাবীউল-আওয়াল ১১৬৪/ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৭৫১) যাহাতে আর্মেনীয় যিম্মীগণ সম্পর্কে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, আর্মেনীয় যিম্মীগণকে কিছু সময়ের জন্য রিজাল-ই দাওলাত-ই আলিয়্যার গৃহকার্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল, যাহারা মদ্য পান করে, তাহাদের কর্মস্থানে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে এবং 'জিযয়া' প্রদান এড়াইয়া চলে। এখন হইতে আর্মেনীয় ও গ্রীক যিম্মীদের আর সম্ভ্রান্ত লোকদের গৃহকার্যে নিয়োগ করা যাইবে না, বরং তাহাদের পরিবর্তে মুসলমানদের নিয়োগ করা হইবে (আহ'মাদ রাফীক', Hicri on ikinci asirda Istanbul hayati, ইস্তাম্বুল ১৯৩০, পৃ. ১৭১)। গৃহভৃত্যের এই

কাজে গ্রীকগণ প্রকৃতপক্ষে ঠিক কি সংখ্যায় নিয়োজিত হইত, তাহা সুস্পষ্ট নয়। এই আদেশ খুব বেশী দিন কার্যকরীভাবে বহাল ছিল না। কারণ ভ্যান-এর আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত 'সার্গিস' নামের একজন 'আয়ওয়ায-কে কারাগুয সাহিত্যের ছায়া-নাটকে একটি স্থায়ী চরিত্র হিসাবে পাওয়া যায়। আধুনিক আরবী সাহিত্যে সে এয়ওয়ায নামে পরিচিত এবং তাহার উম্ম মাওয়াযা নামে একজন স্ত্রী আছে (A. Barthelemy, Dictionnaire Arabe-Francais, প্যারিস ১৯৩৫-৫৪ খৃ., পৃ. ৫৬২, ৫৬৭)।

আয়ওয়াযগণকে যে সমস্ত কাজ করিতে হইত তাহার মধ্যে ছিল টেবিলে খাবার পরিবেশন করা, 'মাংগাল' (Mangals) প্রজ্বলিত করা এবং উহাতে জ্বালানি সরবরাহ করা, বাতি পরিষ্কার ও উহা তৈলে পূর্ণ করা এবং গৃহকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার করা (উপরে উল্লিখিত আদেশের বর্ণনায়-bazara giden)। শেষোক্ত কাজটি কখনও কখনও ভৃত্য ও ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য লাভের একটি উৎস ছিল— এইরূপ ধারণা করার পশ্চাতে কারণ রহিয়াছে। তুরস্কে আজিও একটি প্রবাদ বাক্য চালু আছে যাহা গৃহভৃত্য আয়ওয়ায ও গোশ্ত ব্যবসায়ী কসাই সম্পর্কে অভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়, ayvaz kasap hepbir hesap ('আয়ওয়ায ও কসাই সব সময় একই')। একজন জ্যেষ্ঠ (senior) আয়ওয়ায তত্ত্বাবধায়ক (Steward) হিসাবে কাজ করিত এবং তাহাঁকে আয়ওয়ায কায়াহ্‌য়া (কেত্‌খুদা) উপাধি দেওয়া হইত।

আয়ওয়াযগণের পোশাক ছিল সাধারণত একটি বেগুনী রঙের জ্যাকেট, সাদরিয়া, পায়জামা, বিভিন্ন রঙে চিত্রিত পশমী মোজা ও কাল জুতা, কাঁধের উপর একখানি সাদা তোয়ালে, নানা বর্ণের চওড়া ডোরাযুক্ত সজ্জারক্ষণী (apron), মাথায় ফেজ টুপী এবং তাহার চারি পাশে পাগড়ী।

পাকালীন (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) বর্ণনা করিয়াছেন, সরকারী অফিসের কোন কোন পুরুষ কর্মচারীকেও আয়ওয়ায নামে অভিহিত করা হইত এবং 'সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত' ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 'আয়ওয়ায' নামের কর্মচারী ছিল যাহাদের কাজ ছিল গালিচা পরিষ্কার করা।

শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস অস্পষ্ট। ইহাকে 'আরবী শব্দ 'ইওয়াদ (عوض)-এর অপভ্রংশ বলিয়া ধারণা করা হয় (এইরূপ IA, দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। তবে আরবী বহুবচন আওয়াদ (أعواض)-কে ইহার মূল শব্দ ধরাটা সাধারণভাবে অধিকতর যুক্তিসম্মত মনে হয়, যদিও গাযিয়ানতেপ আঞ্চলিক ভাষায় আরবী শব্দ 'ইওয়াদ. (عوض)-কে আয়ওয়াযরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ['ওমার আসিম আকসয় (Omer Asim Aksoy) Gaziantep agzi, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫-৬ খৃ., ৩খ., ৬০]। যাহা হউক না কেন, ধারণাগুলির সম্পর্ক বাহির করা কষ্টসাধ্য।

(২) আয়ওয়ায (আয়ওয়াদ অথবা 'ইওয়াদ' খান) একজন ব্যক্তির নাম যে কোরোগলু লোকসাহিত্যের প্রচলিত বর্ণনাসমূহে সব সময় প্রধান চরিত্র থাকে। সে ছিল এক কসাইয়ের পুত্র (যাহার বাসস্থান বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন রকম ঃ যেমন জার্জিয়া, উরফা অথবা উস্কুদার) সে কোরোগলু কর্তৃক অপহৃত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাহার একজন বীর সাহসী অনুচরে পরিণত হয়; (দ্র. Partev Naili, Koroghlu destani, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ., স্থা. ও Pertev Naili boratav, Halk hikayeleri ve halk hikaveciligi, আংকারা ১৯৪৬ খৃ., নির্ঘণ্ট, দ্র. Ayvaz)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) IA, Sabri Esat Siyavusgil কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ Ayvaz, যাহা হইতেই বর্তমান নিবন্ধের বেশীর ভাগ অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে; (২) M. Z. Pakalin-এর নিবন্ধ Ayvaz, Osmanli tarih deyimleri ve terimelri sozlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬-৫৬ খৃ.।

G. L. Lewis (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

আয়ওয়ান (দ্র. ঈওয়ান)

আয়ওয়ালীক (গ্রীক Kydonia) ঃ ঈজিয়ান (Aegean) সাগরের উপকূলে পশ্চিম আনাতোলিয়ার একটি ছোট শহর। এই শহর Mytilene (Midilli) দ্বীপের বিপরীতে ৩৯° ১৮' উত্তরেও ২৬° ৪০' পূর্বে Edremit উপসাগরীয় এলাকার একটি উপদ্বীপের উপর অবস্থিত। ইহা Balikesir প্রদেশ (বিলায়েত)-এর অন্তর্গত আয়ওয়ালীক নামেরই একটি জেলা (কাদা)-এর সদর। ১৯৪৫ খৃ. এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৩,৬৫০ এবং জেলার জনসংখ্যা ছিল ২৪,৭৪২ জন (V. Cuinet গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই শহরের জন্যসংখ্যা ২০,৯৭৪ জন ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের বেশীর ভাগ ছিল গ্রীক অর্থোডক্স্-এর অন্তর্ভুক্ত)। এই উপসাগরীয় এলাকায় কিছু সংখ্যক দ্বীপ আছে যাহা একত্রে Yund Adalari নামে পরিচিত। ইহাদের প্রাচীন নাম ছিল Hekatonnesoi.

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১২৩৬/১৮২১) আয়ওয়ালীক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীঘ্রই আবার ইহা উহার পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া পায়। তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী (৩০ জানুয়ারী, ১৯২৩) শহরের গ্রীক বাসিন্দারা (যাহারা তখন পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল) শহর ত্যাগ করে এবং Midilli, Crete ও Macedonia হইতে তুর্কীরা আসিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করে। বর্তমানে এই শহরের জনসাধারণ সকলেই তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Pauly-Wissowa, ৭খ., ২৭৯৯ (Hekatonnesoi), ৯খ., ২৩০৭-(Kydonia); (২) A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, ১খ., ৩১, ৮৬ প.; (৩) Ch. Texier, Asie Mineure, পৃ. ২০৭; (৪) V. Cuinet, La Turquie d Asie, ৪খ., ২৬৮-৭১; (৫) জাওদাত পাশা, তারীখ, ১১খ., ২৮৩-৮৫ (শহরটি ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়); (৬) IA, ২খ., ৭৮ (Besim Darkot)।

Fr. Taeschner (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

আল-আয়কা (দ্র. খাদায়ান)

আয়্ত (آيت) ঃ ইহা একটি বার্বার শব্দ যাহার অর্থ আরবী আব্নাউল বা ইংরেজী Sons of -এর অর্থের অনুরূপ। কোন ব্যক্তি কাহার পুত্র তাহা বুঝাইবার জন্য পিতার নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আয়ত (Ayt) বহু বচনের রূপ এবং ইহার এক বচন 'و' ('و' বিভিন্নভাবে উচ্চারিত, যথা উ, আও, এগ, আগ্গ, ই) অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্ত্য বর্ণিত (ت) পরিপূরক বর্ণ আ (ا) ও দুইট স্বরবর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারিত কণ্ঠ, বর্ণ 'و' যাহা দ্বারা আয়ত শব্দটি গঠিত। বার্বার মুসলিমদের অধিকাংশ আঞ্চলিক ভাষাতেই এই শব্দটি প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও যৌগিক শব্দের অংশ হিসাবে (যেমন আয়ত-মা-মাতার পুত্রসকল অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ), আবার কোথাও কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের অধীন তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের অর্থাৎ সেই গোত্রের নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় (যেমন আয়ত ইজ্দিগ-ইজদিগের বংশ, আয়ত ওয়ারায়ন ইত্যাদি), ঠিক যেমন আরবী ভাষায় 'বানূ' 'বানী' বা 'আওলাদ' শব্দ ব্যবহার করিয়া পুত্রসকল, বংশধর বা গোত্রভুক্তি বুঝান হইয়া থাকে। অধিকতর অগ্রসর আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে 'আয়ত' শব্দের পরিবর্তে তাহার আরবী প্রতিশব্দের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, তবু রক্ষণশীল ভাষাসমূহে এই শব্দের ব্যবহার এখনও চালু আছে, বিশেষভাবে মরক্কোর কথা উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এখানেও অন্য একটি যৌগিক শব্দ ইহার স্থান দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই শব্দটি হইতেছে ইদ-আও (Id-aw) ; যেমন ইদ-আও সামলাল' ইত্যাদি। 'রিক, 'কাবিলিয়া প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় মূল শব্দ 'আয়ত' রূপান্তরিত হইয়া আত্‌হ হইয়াছে যাহাতে শব্দের মূল রূপ অন্তর্হিত হইয়াছে আত্‌হ ইযনাসেন, আত্‌হ ইরাতেন ইত্যাদি। অবশ্য তুয়ারেগ (Touareg) ভাষায় আয়ত শব্দ উহার অপরিবর্তিত অবস্থায় ও অপরিবর্তিত অর্থ লইয়াই চালু আছে (দ্র. Ch. de Foucauld, Dict. touareg-francais, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., ৩খ., ১৪০০ প.); কিন্তু গোত্রসমূহের নাম প্রভৃতি লিখিবার সময় সকলের কাছে এই শব্দ পরিচিত থাকা সত্ত্বেও ইহার ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে (Ch. de Foucauld, Dict. abrege touateg-francais des noms propres, Paris 1940, স্থা.)।

Ch. Pellat (E.I.2)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

'আয়দারূস (عيدروس) ঃ (ঈদরূস, প্রায়শ ইদরীসরূপে ভুল করা হয়, শব্দ প্রকরণ অস্পষ্ট, তু. শিল্লী, মাশরা'আ, ২খ., ১৫২)। দক্ষিণ আরব, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার বিজ্ঞ সায়্যিদ ও সূফীবর্গের একটি পরিবার। এই পরিবারটি বা 'আলাবী [দ্র.]-র সাক্কাফ শাখার অন্তর্গত এবং অদ্যাবধি হাদরামাওত অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। Wustenfeld (Cufiten, ২৯ প.) আল-মুহি'ব্বীর সূত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই পরিবারের ত্রিশজনের অধিক সদস্য সম্পর্কে কালানুক্রমে ১১শ/১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হাদরামাওত অঞ্চলে পাঁচটি 'আয়দারূস মানসাব-এর অস্তিত্ব ছিল; ইহারা হইতেছে হ'ায্‌ম, বাওর, সালীলা, ছিবী ও রামলা। এই গোষ্ঠীর বহু সংখ্যক সদস্যের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্যিক কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ

১. পরিবারের পিতৃপুরুষ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র (আস্-সাকরান) ইব্‌ন 'আবদির রাহ'মান আস্-সাককাফ (৮১১-৮৬৫/১৪০৮-১৪৬১); তিনি তারীম-এর অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে আল-'আয়দারূস নামে ডাকিতেন। তিনি তাঁহার পিতা তাঁহাকে আল-মিহ্‌দার-এর নিকট হইতে খিরকা লাভ করেন এবং পিতৃব্যের মৃত্যু হইলে (৮৩৩/১৪৩০) বা আলবীর নাকীব (মানসাব)-রূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইতোপূর্বেই তিনি তাঁহার কঠোর সাধনার মাধ্যমে ধর্মনিষ্ঠরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাফসীর, হাদীছ ও ফিক'হ্ শিক্ষা দান করিতেন, তবে সূফীদের প্রতি (আল-গ'াযালী) তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

রচনাবলী ঃ (ক) আল-কিব্‌রীতুল-আহ্'মার; (খ) মানাকি'ব, তাঁহার শায়খ সা'দ ইব্‌ন 'আলী (অর্থাৎ আস্-সুওয়ানী বা মাদহিজ, মৃ. ৮৫৭/১৪৫৩) সম্পর্কে; (গ) রাসাইল; 'উমার ইব্‌ন 'আবদির-রাহ'মান সা'হি'বুল-হ'ামরা তাঁহার জীবনী রচনা করেন, ফাত্‌হু'র রাহ'ীম আর-রাহ'মান। দ্র. সাখাবী, দাও, ৫খ., ১৬ (রাকাব বিহীন!); মাশরা, ২খ., ১৫২ প.; Wust, Cufiten. ৫খ., ২৯; Brockelmann, S II, 566।

২. তাঁহার পুত্র, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-'আয়দারূস, ফাখরুদ্দীন (জ. ৮৫১/১৪৪৭, তারীমে, মৃ. আদান-এ ৯১৪/১৫০৮), আদান-এর প্রধান ওয়ালী। এখানেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ২৫ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং তাঁহার ধার্মিকতা ও মেহমানদারির জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। সা'দ ইব্‌ন 'আলী বা মাদহিজ (তু. উপরে) ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাকে সূফীবাদে দীক্ষা দান করেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের অন্যতম ছিলেন হু'সায়ন ইব্‌ন সি'দ্দীক' আল-আহ্‌দাল [দ্র.] জারুল্লাহ ইব্‌ন ফাহ্‌দ ও মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'উমার বাহ্‌রাক (মৃ. ৯৩০/১৫২৪), যিনি মাওয়াহিবুল-কু'দুস ফী মানাকি'ব ইব্‌নিল-'আয়দারূস রচনা করেন।

রচনাবলী ঃ (ক) আল-জুযউল-লাত'ীফ ফী 'ইলমিত তাহ'কীমিশ্-শারীফ (সূফীবাদ প্রসঙ্গে), তু. Serjeant, Mat., পৃ. ৫৮১; (খ) তিনটি প্রার্থনা সঙ্গীত (আওরাদ); (গ) দীওয়ান ('আবদুল-কা'দির একটি মুওয়াশ্‌শাহ'-এর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, নিম্নে, নং ৪)। আমীর মুরজান তাঁহার সমাধিসৌধ নির্মাণ করিয়াছেন যে স্থানে আমীর নিজেও ৯২৭/১৫২১ সালে সমাধিস্থ হন এবং তাঁহার মসজিদ Aden Crater-এ অবস্থিত; এই স্থানে ১৫ রাবী-২ দরবেশ-এর উর্‌স অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আল-গ'ায্‌যী তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে (নিম্নে দ্রষ্টব্য) এই আকর্ষণীয় বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন, ইব্‌নুল-'আয়দারূস আরবে কফি পানের অভ্যাস প্রবর্তন করেন; এই মতামতটি পরবর্তীকালে ইব্‌নুল-'ইমাদ গ্রহণ করেন। তাঁহার নিস্‌বা (সম্বন্ধবাচক নাম) আশ-শাযিলী সম্ভবত মাখা (মোক্‌হা)-এর বিখ্যাত শায়খ আলী ইবন 'উমার (মৃ. ৮২১/১৪১৮)-এর সহিত কোন প্রকার বিভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তু. কাহওয়া। ইব্‌নুল আয়দারূস-এর বৈরাগ্যবিমুখী মানসিকতা শাযিলিয়্যাগণের প্রবণতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু আয়দারূসিয়্যা গোষ্ঠীকে এই তরীকার একটি শাখারূপে বিবেচনা করা হয় না, বরঞ্চ ইহারা কুব্‌রাবিয়্যা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত (দ্র. ত'ারীক'া)। দ্র. ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায'ারাত, ৮খ., ৩৯ প. (s.a. ৯০৯! সংকলকের ভুল, Brock-এ পুনঃউল্লিখিত), ৬২ প.; গাযযী, কাওয়াকিব, ১খ., ১১৩ প.; নূর, ৮১ প.; মাশরা ২খ., প. ৩৪; আস-সাক্কাফ, তারীখ, ১খ., ১০৫ প.; Broceklmann, II, ১৮১, S II, ২৩৩।

৩. শায়খ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন শায়খ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (নং ১), তারীম-এ ৯১৯/১৫১২ সালে জন্ম এবং ৯৯০/১৫৮২ সালে আহমাদাবাদ (গুজরাত)-এ মৃত্যু। মক্কা, যাবীদ ও শিহর-এ তাঁহার অধ্যয়ন সমাপন করিবার পর তিনি ভারতে আগমন করেন। এই স্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল এবং উযীর ইমাদুদ্দীন-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন।

রচনাবলী ঃ (ক) আল 'ইক'দুন্-নাবাবী ওয়াস্-সির্‌রুল-মুস'তাফাবী; (খ) আল-ফাওয ওয়াল-বুশ্‌রা; (গ) তুহ'ফাতুল-মুরীদ (কাসীদা), ব্যাখ্যাসহ হাকাইকুত তাওহীদ ও সিরাজুত-তাওহীদ (তু. Broceklmann,) (ঘ) দীওয়ান; আহ'মাদ ইব্ন 'আলী আল-বাসকারী, নুযহাতুল ইখ্‌ওয়ান ওয়ান-নুফূস ফী মানাকিব শায়খ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আয়দারূস গ্রন্থ রচনা করেন। দ্র. নূর, পৃ. ৩৭২ প.; মাশরা ২খ., ১১৯প. ; আস্-সাক্কাফ, তারীখ, ১খ., ১৭১ প.;।

৪। 'আবদুল-ক'াদির ইব্ন শায়খ (নং-৩) আল-হিন্দী, আহমাদাবাদ-এর মুহয়িদ্দীন (৯৭৮-১০৩৮/১৫৭০-১৬২৮), সূফী, আলিম, জীবনী ও তাসাওউফ সম্পর্কে কতিপয় গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার সূফীবাদে দীক্ষা দান করেন তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ (৯৪৫-১০১৯ হি.) ও হাতিম আল-আহ্‌দাল [দ্র.]; তাঁহার স্মরণে তিনি আয-যাহ্‌রু (আদ্-দারর) ল-বাসিম মিন্ রাওদি'ল-উসতায হামিত রচনা করেন। অধ্যয়ন ও পুস্তক সংগ্রহের মানসে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের অন্যতম ছিলেন আহমাদ বা জাবির আল-হাদ্‌রামী এবং ১০০১ হি. তাঁহার অকাল মৃত্যু হইলে তিনি (আল-হাদ্‌রামী) সাদকুল-ওয়াফা বিহাক্কিল ইখা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পিতার তুহ্‌ফাতুল মুরীদ কাসীদার বুগ্‌য়াতুল-মুস্‌তাফীদ নামে তিনি একটি ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য রচনা ঃ (ক) আল-ফুতুহাতুল কুদ্দুসিয়্যা ফিল-খিরকাতিল-আয়দারূসিয়্যা; (খ) আন-নূরুস সাফির ইত্যাদি (নিম্নে দ্র.); (গ) ত'ারীফুল-আহ্‌য়া বি ফাদ'াইলিল ইহ'য়া (কায়রো ১৩১১ হি., মুরতাদা আয-যাবীদী প্রণীত ইতহাফুস্-সাদা-এর প্রান্তে লিখিত)। অতিরিক্ত তথ্যাবলীর জন্য দ্র. নূর, পৃ. ৩৩৪-৩৪৩ (আত্মজীবনী); মাশরা ১খ., ১৪৮ প. Wust., Cuf, পৃ. ৩১ প.; Broceklmann, ২খ., ৪১৮ প., S II, ৬১৭ ; সারকিস, পৃ. ১৩৯৯প.।

৫। শায়খ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন শায়খ (নং ৩), তারীম-এ ৯৯৩/১৫৮৫ সালে জন্ম, ১০৪১/১৬৩১ সালে দাওলাতাবাদ-এ মৃত্যু। তিনি তাঁহার নিজ শহর য়ামান ও হিজায-এ শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর ১০২৫ হি. ভারতের উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং তথায় আহমাদাবাদে তাঁহার পিতৃব্য 'আবদুল-ক'াদির-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। সে স্থান হইতে তিনি দাক্ষিণাত্য গমন এবং তথায় সুলতান বুরহান নিজ'াম শাহ ও তাঁহার প্রধান উযীর মালিক আনবার (আম্‌বার)-এর নিকট অনুকূল সম্বর্ধনা লাভ করেন। ইহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিলে তিনি বীজাপুর-এর ২য় ইব্‌রাহীম 'আদিল শাহ-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সুলতানের দরবারে তিনি বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন এবং সুলতানকে একটি রোগ হইতে সাফল্যজনকরূপে আরোগ্য করেন। 'আদিল শাহ-এর মৃত্যুর পর তিনি দাওলাতাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং আনবার-এর পুত্র উযীর ফাতহ' খান-এর বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেন। তিনি আস-সিলসিলা নামে সূফীবাদ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সংরক্ষিত নাই (দ্র. মাশরা, ২খ., ১১৭ প.; Wust., Cuf, পৃ. ৩৯প.)।

৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন শায়খ (নং-৫) জন্ম তারীম শহরে ১০১৭ (?)/১৬০৮ সালে, মৃত্যু শিহ্‌র- ১০৭৩/১৬৬২ সালে। তিনি তাঁহার পিতৃব্য 'আলী যায়নুল-আবিদীন (নং-৭) ও তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা 'আবদুর-রাহ'মান আস্-সাক্‌কাফ-এর নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং শেষোক্ত জনের স্থলাভিষিক্তরূপে মানসাব-এর মর্যাদা লাভ করেন। মক্কা ও মদীনায় দুইবার সফরের পর তিনি ভারত গমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও তাঁহার পিতার মুরীদ জা'ফার আস্-স'াদিক' (নং-৮)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য সূরাত গমন করেন এবং প্রধান উযীর হাবাশ খান ও সুলতান মাহ'মূদ ইব্ন ইব্‌রাহীম শাহ-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য বীজাপুর যান। আরবে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরসমূহ সমুদ্র বন্দর শিহ্‌র-এ অতিবাহিত করেন। এই স্থানে অবস্থিত তাঁহার কবর ও মসজিদ একটি পূর্ণ স্থানরূপে চিহ্নিত (দ্র. মাশরা, ২খ., ১৭৭ প.; Wust., Cuf, পৃ. ৪০ প. Berg, Hadhramout, ৮৫, ৯৪ প.)।

৭। 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন শায়খ (নং-৩, তারীম-এর যায়নুল-'আবিদীন ও তাজুল-'আরিফীন (৯৮৪-১০৪১/১৫৭৭-১৬৩২) নামে পরিচিত। তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্য ও অনুগামী ছিল এবং তিনি কাছীরী সুলতানের দরবারে প্রচণ্ড প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যকর্ম রাসাইল (পত্রাবলী)-এর সংকলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ইহার একটি হাদরামাওত-এর জনগণের নিকট আনুগত্য দাবি করিয়া যায়দী ইমাম আল-হু'সায়ন ইব্‌নুল-ক'াসিম যে বার্তা প্রেরণ করেন তাহার জবাবে লিখিত দ্র. মাশরা, ২খ., ২২১ প.; Wust., Cuf, পৃ. ৫৮)।

৮. জা'ফার আস-স'াদিক' ইব্ন 'আলী যায়নুল-'আবিদীন (নং-৭), তারীম-এ ৯৯৭/১৫৮৯ সালে জন্ম, সূরাতে ১০৬৪/১৬৫৪ সালে মৃত্যু। আরবদেশে তাঁহার শিক্ষা সমাপন করিবার পর তিনি ভারতের দাক্ষিণাত্যে স্থায়ীভাবে গমন করেন এবং তথায় প্রধান উযীর মালিক আনবার-এর রাজদরবারে একটি উচ্চপদ লাভ করেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং উক্ত ভাষায় আল-'ইক'দুন্-নাবাবী (উপরে নং-৩) অনুবাদ করেন। ১৩০৮ হি. ফাতহ' খানের পতন হইলে তিনি সূরাত-এ তাঁহার সাহিত্য কর্ম অব্যাহত রাখেন। তিনি তুহ'ফাতুল-আস'ফিয়া বি-তারজামাত সাফীনাতিল-আওলিয়া শিরোনামে দারা শুকূহ-এর রচিত ফারসী রচনাবলী আরবীতে অনুবাদ করেন (আনু. ১০৬৫/১৬৫৫ সাল)। দ্র. মাশরা, ২খ., ৯ প.; Wust., Cuf, পৃ. ৩৭ প.; (Brockelmann, S II, ৬১৯।

৯. জা'ফার ইব্ন মুস'তাফা ইব্ন 'আলী যায়নুল-'আবিদীন (নং-৭), জন্ম ১০৮৪/১৬৭৩ সালে তারীম-এ মৃত্যু সূরাতে ১১৪২/১৭২৯ সালে। ১১০৫ হি. তিনি তাঁহার গৃহত্যাগ করেন এবং শিহ্‌র হইতে ভারতের উদ্দেশে সমুদ্র যাত্রা করেন। তিনি বাহাদুর শাহ কর্তৃক সূরাত বিজয়কালে ভারতে পৌঁছেন এবং উক্ত যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত সুলতানের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হন। রচনাবলী (ক) কাশ্‌ফুল-ওয়াহ্‌ম 'আন্ মা গ'ামাদা মিনাল-ফাহ্‌ম; (খ) মি'রাজুল-হ'াকীকা;

(গ) আল- ফাত্হুল- কু'দ্দুসী ফিন্ নাজমিল-আয়দারূসী (আবূ বাক্র, নং-২, রচিত একটি মুওয়াশ্শাহ'- এর ভাষ্য); (খ) আরদুল-লাআলী ('উমার বা মাখরামা [দ্র.] রচিত একটি কাসীদা প্রসঙ্গে; (ঙ) দাওয়ান, দ্র. আস-সাক্কাফ, তারীখ, ২খ., ৭৮ প.।

১০. 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন মুস'তাফা ইব্ন শায়খ ইব্ন মুস'তাফা ইব্ন 'আলী যায়নুল-'আবিদীন (নং-৭), জন্ম ১১৩৫/১৭২৩ সালে তারীম-এ, মৃত্যু কায়রোতে ১১৯২/১৭৭৮ সালে বা আলাবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকদেশ ভ্রমণকারী এবং সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। হি. ১১৫৫ হইতে ১১৫৫ সাল পর্যন্ত ভারতে (সূরাত, ভারুচ) অবস্থান করিবার পর তিনি 'আরব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিছু কালের জন্য তাইফ-এ বসবাস করিবার পর কায়রোতে স্থায়ীভাবে বসতি গ্রহণ করেন (১১৭৪)। তিনি কিছু সময়ের জন্য দামিশ্ক গমন করেন (হি. ১১৮২) এবং তথা হইতে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। নিকট-প্রাচ্যে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বহুবার সফরের অনুক্রমের সমাপ্তি ঘটে তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ইস্তাম্বুল ভ্রমণের মাধ্যমে। ইসলামী জগতের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার বহু সংখ্যক অনুগামী শিষ্য ছিল; ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন সুলায়মান আল-আহ্দাল, তাঁহার পুত্র 'আবদুর-রাহ'মান ও মুহ'াম্মাদ মুরতাদা আয-যাবীদী [দ্র.]। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার নীতি প্রসঙ্গে আন নাফাহ'াতুল-কু'দ্দুসিয়্যা [তু. brock) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সাহিত্যিক সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে ষাটটির অধিক গ্রন্থ ও রচনা; আস্-সাক্কাফ ও Brockelmann এই সকল রচনার পূর্ণ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এ যাবত মাত্র দুইটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হইয়াছেঃ (ক) তারবীহুল-বালওয়া তাহ্বীজুল-বালবাল, বুলাক ১২৮৩ হি.; (খ) দীওয়ান (১৩০৪ হি.), তিন খণ্ডে সমাপ্ত তান্মীকুল-আসফার তান্মীকুস- সাফার ও যায়ল। অবশিষ্ট পুস্তক-শিরোনামসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত শ্রেণীসহ পৃথক করা যায় ঃ (ক) সূফীবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধসমূহ; যথা মিরআতুশ-শূমুস (আয়দারূসিয়্যা তরীকা প্রসঙ্গে), আল-ইরশাদাতুস-সানিয়্যা (নাক্- শবানদিয়্যা তরীকা সম্পর্কে), আন-নাফতাহু'ল-'আলিয়্যা (কা'দিরিয়্যা তারীকা সম্পর্কে) (খ) ভাষ্যসমূহ, যথা ফাতহু'ল-মুবীন (আবূ বাক্র, নং-২, প্রণীত একটি মুওয়াশ্শাহ্'-এর ভাষ্য, তৎসহ পুনঃব্যাখ্যা তাশ্নীফুল-কুউস মিন্ হুমায়্যা ইব্নিল-'আয়দারূস ও তারবীহুল-হুমুস মিন্ ফায়দ' তাশ্নীফিল-কু'উস), শারহু'র-রাহ'মান বি-শারহ' সালাত আবী ফিত্য়ান (অর্থাৎ আল- বাদাবী, তু. Brockelmann, I, ৪৫০) ও 'উমার বা মাখরামা [দ্র.] প্রণীত একটি কবিতার ব্যাখ্যা। (গ) মানাকি'ব রচনাসমূহ, উদাহরণস্বরূপ হা'দীক'াতুস- সা'ফা ('আবদুল্লাহ আল-বাহির ইব্ন মুস'তাফা সম্পর্কে), তানমীকুত্-তুরূস (শায়খ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, নং-৩ সম্পর্কে। তাশ্নীফুস্-সাম বিবা'দ লাতাইফিল- ওয়াদ গ্রন্থটি আস-সাক্কাফ প্রদত্ত তালিকায় তাঁহার রচনারূপে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু Broceklmann S III, পৃ. ১২৯০ -এর মতে ইহা তাঁহার রিসালা ফিল-ওয়াদ প্রসঙ্গে 'আবদুর-রাহ'মান আঁল-উজহূরীকৃত একটি ভাষ্য (ইনি আল-ইস্তিগ'াছাতুল-'আয়দারূসিয়্যা-এর ভাষ্যকার)। তাঁহার রচিত কাব্যসমূহে উক্ত গ্রন্থকার হুমায়নী নামে পরিচিত একটি বিশেষ হাদরামী রূপ ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. Serjeant, Poetry-5)। একটি স্মৃতিস্তম্ভ শোভিত তাঁহার কবর কায়রোতে যায়নাব বিন্ত ফাতি'মা-এর সমাধি সৌধের নিকটে একটি উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। তাঁহার পুত্র মুস'তাফা ফাতুহু'ল-কু'দ্দস নামে তাঁহার জীবনী (মানাকিব) রচনা করেন। দ্র. মুরাদী, সিলকুদ-দুরার, ২খ., ৩২৮; জাবারতী, 'আজাইবুনল-আছার, ২খ., ২৭-৩৪; 'আলী মুবারাক, আল-খিতাতুল-জাদীদা, ৫খ., ১১-১৪; আস্- সাক্কাফ, তারীখ, ২খ., ১৮৩-২১৪; সারকিস, পৃ. ১৩৯৮ প.; Broceklmann, II, ৩৫২, S II, ৪৭৮প.)।

১১. হু'সায়ন ইব্ন আবী বাক্র আল-'আয়দারূস (১৭৯৮ খৃ., বাটাভিয়াতে), ইন্দোনেশীয় দরবেশ। লুয়ার বাতানগ-এ তাঁহার কবর ও উহার পার্শ্বে বৃহৎ একটি মসজিদ রহিয়াছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এখানেই দর্শনার্থীদের সর্বাধিক সমাগম হয়।

কুবু (বোর্নিও)-এর 'আয়দারূস বংশ, যাহা আনু. ১৭৭০ খৃ. ঐ একই নামধারী জনৈক সায়্যিদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Berg, Hadgramout, পৃ. ২০২, তু. আওলাকী।

ব্যক্তি নাম হিসাবে 'আয়দারূস-এর ব্যবহার মোটের উপর সাধারণ; হাদরামী সায়্যিদ 'আয়দারূস ইব্ন 'উমার ইব্ন 'আয়দারূস আল-হ'াব্শী(মৃ. ১৩১৪/১৮৯৫ সাল, আল-গুরফা) 'ইক'দুল-য়াওয়াকীতিল-জাওহারিয়্যা ফী যি'ক্র ত'ারীক'াতিস সাদা আল-আলাবিয়্যা নামক গ্রন্থ রচনা করেন (সারকিস, পৃ. ৩৯৯,; Brockelmnn, S II, ৯১২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Wustenfeld, Die Cufiten in Sud-Arabien im xi (xviii) Jahrhundert, ১৮৮৩ খৃ. (মুহি'ব্বী, খুলাস'াতুল-আছার হইতে); (২) আল-গা'য্যী, আল-কাওয়াকিবুস-সাইরা বি-মানাকি'ব আ'য়ান আল-মিয়া আল-'আশিরা, সম্পা. জ. স. জাব্বুর, ১ ও ২, বৈরূত ১৯৪৫-৪৯ খৃ.; (৩) 'আবদুল-কা'দির ইব্ন শায়খ আল-'আয়দারূস, আন-নূরুস সাফির 'আন আখবারিল- কা'রনিল-'আশির, বাগদাদ ১৩৫৩ হি.; (৪) মুহা'ম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আশ-শিল্লী, আল-মাশ্রাআর্-রাবী ফী মানাকি'ব (আস্-সাদা আল-কিরাম) বানী (আল-আবী) আলাবী, ১-২ (১৩১৯); (৫) 'আবদুল্লাহ আস্-সাককাফ, তারীখুশ্-শু'আরা আল-হাদ্রামিয়্যীন, ১৩৫৩/৬; (৬) L. W. C. van den Berg, Le Hadhramout et Les colonies Arabes dans l'archipel Indien (১৮৮৬ খৃ.); (৭) R.B. Srejeant, Materials for South Arabian history in, BSOAS, ১৯৫০ খৃ., ২৮১-৩০৭, ৫৮১-৬০১; (৮) ঐ লেখক, South Arabian Poetry, 1 Prose and Poetry from Hadhramaut (১৯৫১ খৃ.)।

O. Lofgren (E.I.²) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আয়দীন (آيدين) ঃ [তুর্কী, অর্থ দীপ্তিমান] শহর, Guzel Hisar (সুন্দর দুর্গ) নামেও পরিচিত, সাবেক নাম Tralleis, পশ্চিম আনাতোলিয়া [তুরস্কের এশীয় অংশ]-এর অন্তর্গত; সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৬০-৮০ মিটার উচ্চতায় ৩৭° ৫০´ উ. অক্ষরেখা, ২৭° ৪৮´ পূ. দ্রাঘিমায় Gevizli (Messogis) পর্বতের [Daghi, তুর্কী, অর্থ পর্বত] পাদদেশে অবস্থিত। Buyuk [তুর্কী, অর্থ বড়] Menderes [গ্রীক,

নদী, প্রাচীন নাম Maeander] নামক উপত্যকার উত্তর প্রান্তসীমায় Tabak [তুর্কী, অর্থ থালা] Cay [চীনা অর্থ ক্ষুদ্র নদী] নদীতীরে Gevizli পর্বত অবস্থিত। তথা হইতে প্রবাহিত হইয়া ছোট নদীটি Menderes পর্যন্ত গিয়াছে। ইয্‌মির হইতে Dinar হইয়া Afyon Karahisar [শেষোক্ত তুর্কী শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে কাল, দুর্গ] পর্যন্ত রেলপথটি শস্যক্ষেত্র ও উদ্যান পরিবেষ্টিত Aydin শহরকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা Aydin নামক বিলায়েত (আরবী, অর্থ প্রদেশ)-এর রাজধানী। ইহার জনসংখ্যা ১৮,৫০৪ (১৯৪৫ খৃ.; Cuinet-এর মতে গত শতাব্দীর শেষের দিকে প্রভাবশালী গ্রীক সংখ্যালঘুসমেত ৩৬,২৫০) ছিল। সমগ্র বিলায়েতটি (জনসংখ্যা ২,৯৪,৪০৭) নিম্নোক্ত কয়েকটি ক'াদা (আরবী, অর্থ যে প্রশাসনিক জেলার শাসনকর্তা ক'াদী) লইয়া গঠিতAydin (জনসংখ্যা ১,০৫,১৫৫) Bozdogan, Cine, Karacasu, Nazilli এবং Soke.

সালজূক সুলতান Alp Arslan [তুর্কী, অর্থ বীর, সিংহ] ১০৭১ খৃ. Malazgerd-এর যুদ্ধে সম্রাট ৪র্থ Romanus-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলে তুর্কীরা সর্বপ্রথম Tralleis [হালনাম Aydin] দখল করে। কিন্তু Dorylaeum-এ ক্রুসেড যুদ্ধে ১০৯৮ খৃ. খৃস্টান পক্ষ জয়ী হইলে ইহার পতন হয়। আবার সুলতান ২য় Killic-Arslan [তুর্কী, শব্দ দুইটির অর্থ তরবারি, সিংহ] সম্রাট Manuel-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ১১৭৬ খৃ. Maeander উপত্যকাসমেত শহরটি দ্বিতীয়বার তুর্কীদের অধিকারে আসে; কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই সম্রাট Manuel শহরটির কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। পরিশেষে সুলতান গি'য়াছুদ্দীন কায়খুস্রাও (৩য়)-এর আমলে Mentesh-এর সাহিল বেগী" আমীর ১২৮০ খৃ. ইহাকে তুর্কী শাসনাধীনে আনয়ন করেন। তখন হইতে ইহা Guzel Hisar নামে পরিচিত। ১৩১০ খৃ. Aydin Oghlu [তুর্কী, বংশ] (Mehmed Beg নামক অপর এক তুর্কী রাজন্য শহরটি অধিকার করেন। তখন হইতে শহরটির নামের সঙ্গে তাঁহার বংশ পদবীটিও যুক্ত হয়। যাহা হউক, ক্ষুদ্র রাজ্য Aydin-এর রাজধানী প্রকৃতপক্ষে প্রায় বরাবরই Birgi-তে অবস্থিত ছিল। উছমানী সাম্রাজ্যের সুলতান ১ম বায়াযীদ ক্ষুদ্র রাজ্য Aydin-এর স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেও তীমূর পুনরায় উহা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে ৮০৬/১৪০৩ সনে নগরসহ এই রাজ্যটি উছমানী শাসনাধীনে আসিয়া পড়ে। তখন ইহার রাজধানী হয় Tire (তুর্কী, অর্থ তুলা) এবং রাজ্যটিকে একটি প্রশাসনিক Sandjak (বিভাগ?)-রূপে সাম্রাজ্যের anadolu নামক eyalet (আরবী, প্রদেশ)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Aydin Saruhan এই Sandjak -দ্বয় একত্রে কারা [তুর্কী কাল] 'উছমান ওগুল্লারী পরিবারের বংশানুক্রমিক শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। তারপর ১২৪৯/১৮৩৩ খৃ. সুলতান ২য় মাহ্‌মূদ অঞ্চলটিকে পুনরায় কনস্টান্টিনোপলস্থ কেন্দ্রীয় তুর্কী সরকারের আধিপত্যে আনয়ন করেন। এই সময় আবার অতীতের মতই স্বকীয় গুরুত্বের কারণে উহা Aydin বিলায়েত-এর রাজধানীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাহা হউক, ১৮৫০ খৃস্টাব্দে আবার এলাকাটিকে Sandjak -এর স্তরে অবনমিত করিয়া ইযমির প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯২৪ খৃ. কামাল পাশা অঞ্চলটিকে বিলায়েত (প্রদেশ)-এর মর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তুরস্কও গ্রীসের যুদ্ধ চলাকালে ১৯১২ খৃ. ৭ সেপ্টেম্বর Aydin শহরটিকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা হয়। শহরটিতে নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক সৌধমালা [সব মসজিদ] রহিয়াছে : Uways Djami (৯৯৮/১৫৮৯-সনের পূর্বে) Ramadan Pasha Djami (১০০০/১৫৯১-৯২). Suleyman Bay Djami (১০০৫/১৬৮৩) ও Djihanzade Djami (১১৭০/১৭৫৬ Djihanzade Abd al-Aziz efendi কর্তৃক নির্মিত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Philipson, Reisen und forschungen im westlichen Kleinasien, ii, 78 ff; (২) E. Chaput, voyages d' Etudes geologiques of geomorphogeniques en Turquie, 214-8; (৩) Ch. Texier, Asie Mineure, 279 ff.; (৪) E. Banse, Die turkei, 139 ff.; (৫) V. cuinet, La Turquie d Asie, iii, 591 ff. ; (৬) W. J. Hamilton, Recherches in Asia Minor i, 535; (৭) M. Heyd, Geschichte des Levan tehandels, see index; (৮) E. Reclus, Nouvelle geographie universelle, ix, 634; (৯) R. M. Riefstahl, Tarkish Architecture in South-Western anatolia, Cambridge 1931; (১০) ঐ লেখক, তারীখ-ই মুনাজ্জিম বাশী, ৩খ., ৩৫; (১১) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৬৩৬-৮; (১২) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ, ৯খ., ১৫০-৯; (১৩) Salname of the wilayet of Aydin, 1326/1908, 1A, ii., 61fe (Besim Darkot); (১৪) Sir Games Redhouse, New Redhouse Turkish- English Dictionary, Published by the publication Deptt. of the American Board, Redhouse press, Isanbul 1968 edition.

F.R. Taeschner (E.I.[2]) মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আয়াদীন উগ্‌লূ (أيدين اغلو) ঃ (তুর্কী, উচ্চারণ উলু), একটি তুর্কী রাজবংশ। এই রাজবংশ একই নামে আখ্যাত আমীরাতে হি. ৭০৮-৮২৯ (১৩০৮-১৪২৫) পর্যন্ত রাজত্ব করে। Germiyan-এর আমীরের Subashi (প্রধান সেনাপতি?) Aydin-oghlu Mehmed Beg (৭০৮-৭৩৪/১৩০৮-১৩৩৪) ৮ম /১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমীরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া Menteshe-এর আমীরের জামাতা Sasa Beg-এর সাথে মিলিত হইয়া যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। Birgi, ayasoluk ও Keles নামক এলাকাগুলি জয় করিবার পর Sasa Beg তাঁহার প্রাক্তন মিত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, কিন্তু তিনি ৭০৮/১৩০৮ সালে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। Izmir, Tyre, Sultan Hisari, bodemya প্রভৃতি দখল করিয়া Mehmed Beg তাঁহার বিজিত রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তৎপর Umur Beg (৭৩৪-৪৮/১৩৩৪-৪৮) অনেক

যুদ্ধাভিযানে জয়লাভ করিলে তাঁহাদের বংশগৌরব বর্ধিত হয় এবং এই বিজয় কাহিনীকে উপলক্ষ করিয়া একটি Destan (তুর্কী মহাকাব্য) রচিত হইয়াছে। তিনি জেনোয়ার নৃপতি (Martin Zaccria-এর নিকট হইতে ইযমির বন্দরের দুর্গ দখল করেন। অতঃপর তিনি সেখানে একটি নৌবহর গড়িয়া ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি গ্রীসের দ্বীপগুলি আক্রমণ করেন, এমনকি গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে হামলা চালান। রাজা ৩য় Andronicus পরলোক গমন করিলে রাজ্যটির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী ৫ম John Paleologus-এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ৬ষ্ঠ John Cantacuzenus আমীর Umur Beg-এর সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে Cantacuzenus আমীরের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন। Cantacuzenus-কে সাহায্য করিবার জন্য Umur Beg তুরস্কের ইউরোপীয় অংশে সমরাভিযান পরিচালনা করিয়া থ্রেস (Thrace) অঞ্চল পদানত করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার বন্ধুর বিজয় সুসম্পন্ন হইবার পূর্বেই পোপ ৬ষ্ঠ Clement আমীরের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেন। উক্ত ধর্মযুদ্ধে Venice, Genoa, Cyprus প্রভৃতি রাজ্য যোগদান করে। Rhodes-এর Knights Hospitallers ও Duke of Naxos উহাতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ১৩৭৪ খৃ. খৃস্টান ক্রুসেডারগণ ইযমির বন্দরের দুর্গ জয় করে। ইহার স্বল্পকাল পরেই অপর এক যুদ্ধে ক্রুসেডের অধিনায়কবৃন্দ আমীরের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ৭৪৬/১৩৪৬ সালে আমীর Humbert II (Dauphin, Humpert II le Viennois)-এর ক্রুসেডীয় সেনাবাহিনীকে হটাইয়া দেন। যাহা হউক, ইযমির দুর্গ পুনর্দখলের অভিযানে ১৩৪৮ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে উমর নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ১৩৪৮ খৃস্টাব্দের ১৮ আগস্ট এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিকগণ অনেক সুবিধা আদায় করেন। আমীরের মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পরিণামস্বরূপ এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাঁহার দুই ভ্রাতা খিদ্‌র (৭৪৮/৬০/১৩৪৮-৬০) ও ঈসা (৭৬০-৯১/১৩৬০-৯০)-এর রাজত্বকালে আমীরাতের গুরুত্ব হ্রাস পাইলে ১ম বায়াযীদ উহা অধিকার করেন। তিনি ১৩৪৮ খৃস্টাব্দে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি ১৩৯০ খৃস্টাব্দে পুনরায় বলবৎ করেন। ইহা দ্বারা ভেনিসবাসী বণিকগণ অধিক সুবিধা লাভ করে। ১৪০২ খৃস্টাব্দে সংঘটিত আঙ্কারার যুদ্ধের পর Timur ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে পুনরুদ্ধার করিয়া ঈসার দুই পুত্র মূসা ও ২য় 'উমরের হস্তে অর্পণ করেন। ঐ দুইজন আমীর পরলোকগত হইলে শাসন ক্ষমতা তাঁহাদের চাচাতো ভাই জুনায়দ (৮০৮-২৮/১৪০৫-২৫)-এর হস্তগত হয়। ইনি ছিলেন ইব্‌রাহীম বাহাদুর ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর পুত্র। ইব্‌রাহীম তুর্কীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরূপে কুখ্যাত ছিলেন। তিনি Duzmedje Mustafa ও তাঁহার পুত্রের দাবি সমর্থন করেন; কিন্তু ২য় মুরাদ কর্তৃক পরাজিত হইয়া Ipsili দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপর সেই স্থান হইতে Karaman Oghlu-ও ভেনিস অধিপতির সাহায্য লাভের চেষ্টায় অকৃতকার্য হন। তিনি ৮২৯/১৪২৫-২৬ সালে সুলতান কর্তৃক অবরুদ্ধ, বন্দী ও সবংশে নিহত হন। এইভাবে Aydin Oghlu বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং 'উছমানী তুর্কীরা তাহাদের আমীরাত পাকাপোক্তভাবে অধিকার করিয়া লয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Canlacuzenus, ii, 28 ff.; উক্ত গ্রন্থ, iii, 7, 56, 63 ff.; 86, 89, 95; (২) Himmet Akin, Aydin Ogullari Tarihi Hakkinda bir Arastirma, Istanbul 1946; (৩) Milikoff Sayap, Le Destan d' Umur Pacha, Paris 1954; (৪) Mukrimin Halil, Dusturnamei Enveri Medhal, Istanbul 1930.

I., Melikoff (E.I.[2]) মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

'আয়ন (عين) ঃ মৌলিক অর্থ চক্ষু, দর্শন ইন্দ্রিয়, অতঃপর ইহা আরও অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা দৃষ্টিশক্তির কার্য, দর্শন। শব্দার্থবিদ্যায় (Semantice) যাহা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় (তুলনাস্বরূপ উল্লেখ্য, খাল্‌ক-সৃষ্টি ও ফি'ল-কর্ম, যাহা আরবী ও ইংরেজী উভয় ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে কর্মতৎপরতা ও তাহার ফলাফল উভয় নির্দেশ করিতে পারে। সেই পদ্ধতিতে 'আয়ন-এর অর্থ একই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কর্মের ফলাফল, দৃশ্য, দৃশ্যমান বস্তু, বিশেষত উহার বহুবচনরূপ আ'য়ান দ্বারা দৃশ্যমান বহির্জগতে দৃষ্ট নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দেশ করিতে পারে। ইহা তাই বেশী বিস্ময়কর মনে হয় না যে, খাওয়ারিয্‌মী তাঁহার মাফাতিহু'ল-'উলূম (সম্পা. van Vloten, পৃ. ১৪৩) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল মুক'াফ্‌ফা'কৃত এরিস্টোটলের Categones গ্রন্থে একটি বিশেষ প্রত্যক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইতে আয়ন ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা একটি বিশেষ ব্যক্তি, একটি বিশেষ ঘোড়া। পরবর্তী কালে ইস্‌হা'ক ইব্‌ন হু'নায়ন উক্ত গ্রন্থের অনুবাদে আয়ন শব্দের পরিবর্তে ফারসী শব্দ জাওহার ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই শব্দটিই পরবর্তী সকল দর্শনশাস্ত্রে সারবত্তাবোধক পারিভাষিক শব্দে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মূর্ত বস্তুবোধক অর্থ নির্দেশনায় তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার হইলেও দার্শনিকগণ 'আয়ন শব্দের ব্যবহার অব্যাহত রা খেন। উদাহরণস্বরূপ, আবূ সীনা তাঁহার রচিত নাজাত গ্রন্থের প্রারম্ভে এরিস্টোটল Hermeneuties- এর সূচনায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখ করেনঃ লিখিত শব্দাবলী কথিত শব্দাবলীর চিহ্ন এবং কথিত শব্দাবলী হইতেছে মানুষের আত্মার গভীরে অবস্থানকারী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। এই ভাবনা বা ধারণা বহিঃজগতের বস্তুসমূহের নিদর্শন। তাই তিনি বহিঃজগতের বস্তুসমূহ প্রকাশ করিতে আয়ান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয়, ইস্‌হা'ক ইব্‌ন হু'নায়ন Hermeneuties গ্রন্থের অনুবাদে আল-মা'আনী (মর্মার্থ) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা গ্রীক শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ। মুসলিম দার্শনিকগণ Stoic-গণের এই মন্তব্যের স্বীকৃতি দিয়াছেন, বস্তু যাহা আরবী ভাষায় শায় (অর্থাৎ এমন কোন বস্তু যাহা কল্পনা করা যায়) দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগযোগ্য; এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে বহিঃজগতে অস্তিত্বমান বস্তসমূহ, অপর শ্রেণীতে রহিয়াছে মনোজগতে অস্তিত্বমান কল্পনাসমূহ। প্রথমটির জন্য তাহারা ফিল-আ'য়ান ও শেষোক্তটির জন্য ফিল আয'হান (যি'হ্‌ন [মন] -এর ব.ব.) শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন। দার্শনিকগণ বহিঃজগত ও মনোজগতের কল্পিত বস্তুসত্তার পারস্পরিক বিরোধিতা প্রকাশ

করিতে বিশেষত আয়ান শব্দটির ব্যবহার করেন। এই অর্থে 'আয়ন ও শাখ্স (individuum) সমার্থবোধক এবং ইহা একই সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুবাচক কোন সাধারণ শব্দ (যথা 'ঘোড়া') একই সঙ্গে দুইটি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। 'ঘোড়া' শব্দের মাধ্যমে কোন বিশেষ একটি ঘোড়া— যথা আমার আস্তাবলে রক্ষিত ঘোড়াটি এবং শ্রেণীবোধক অর্থে 'ঘোড়া' উভয়ই বুঝাইতে পারে। 'ইহা একটি ঘোড়া' বাক্যটি দ্বারা এমন একটি প্রাণী নির্দেশ করা হয় যাহার সব দিক দিয়া একটি ঘোড়ার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (আরবী বৈয়াকরণগণের মতে কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিবাচক কোন শব্দ বা ইস্ম আয়ন একটি ইস্মু জিন্স অর্থাৎ জাতিবোধক শব্দও হইতে পারে। কোন জিনিসের এই বিশ্বজনীন চরিত্রকে বুঝাইবার জন্য দার্শনিকগণ মাহিয়্যা (সারবত্তা) অথবা যাত (সত্তা) শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব ও মরমী শাস্ত্রে প্রায়শই এই একই অর্থ নির্দেশ করিতে 'আয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং যেহেতু নব্য প্ল্যাটোনীয় মরমীবাদের ও দার্শনিকগণের মতে সর্বজনীনতা শাশ্বতভাবে আল্লাহ্‌র মনে বিরাজ করে, এই সকল শাশ্বত ভাবনাসমূহকে তাই মরমিগণ আ'যন বা আ'যান ছাবিতা নামে অভিহিত করেন (ছাবিতা অর্থ চিরস্থায়ী বা স্থিতিশীল)। অন্যদিকে দার্শনিকগণ ভিন্নতর শব্দাবলী, যথা হ'াকাইক' ও মাআনিন ব্যবহার করেন। (কোন কোন মু'তাযিলীও আল্লাহ্‌র শাশ্বত ভাবনাসমূহ প্রকাশ করিতে আয়ান বা হালাত শব্দসমূহ ব্যবহার করেন)। এখন যেহেতু নব্য প্ল্যাটোনীয় মরমীবাদ অনুসারে এই বিশ্ব হইতেছে একটি স্বপ্নমা-ত্র-বিশ্ব ও সত্যিকার বাস্তবতা পরবর্তী জগতে বর্তমান এবং কেবল আল্লাহ্‌ই প্রকৃত ও চূড়ান্ত উৎস যাহা হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি, আয়ন ইহার দ্বিত্ব অর্থে— 'আরবীতে আয়ন অর্থ উৎসও হইতে পারে— মরমিগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌র মহাঅস্তিত্ব নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে ইহার ব্যবহার দর্শনে বিরল, কিন্তু আবূ সিনা ইহা তাঁহার ইশারাত (সম্পা. Forget, 205) গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা যে সকল মরমী আয়ন-এর গভীরে পৌঁছিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অন্ত-প্রকৃতির ধ্যানে আবিষ্ট, তাহাদের প্রসঙ্গে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন, 'আয়নুল- য়াক'ীন শব্দটি দৃশ্যমান বস্তুর অধ্যয়ন— ইহার দ্বিত্ব অর্থে 'স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান' অর্থ জ্ঞাপক হইতে পারে অর্থাৎ দার্শনিক প্রাথমিক নীতিসমূহের কার্যকারণ বহির্ভূত স্বজ্ঞামূলক উপলব্ধি ও মরমী সত্যসমূহের স্বজ্ঞামূলক উপলব্ধি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. আন্-নিয়্যা; শব্দটির মরমী ব্যবহারের জন্য দ্রষ্টব্য R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism.

S. van Den Bergh (E.I.[2]) আবদুল বাসেত

'আয়ন (عين) ঃ শব্দটি "কু-নজর" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুনজর ক্ষতিকর, জাহিলী যুগেও এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠবানদের মতে রাসূলুল্লাহ (স) এই বিশ্বাসের নিন্দা করিয়াছেন (মুনতাখাব, কানযুল-'উম্মাল, ৪খ., ২২)। মুসলিমদের মধ্যেও অনেকেই কু-নজরের অশুভ প্রভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করেন এবং আল-'আয়নু হা'ক্কুন (সাহীহ বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর) এই হাদীছে ব্যবহৃত আয়ন শব্দটি কেহ কেহ কু-নজর অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ

'আয়ন (عين) ঃ 'আরব চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পরিভাষায় শব্দটি ইউরোপীয় ভাষায় "eye", " oeil", "auge" ইত্যাদির ন্যায় কেবল চক্ষুগোলক বা বাল্ব (আরবী মুক্‌লা, কুরাতুল-আয়ন) নির্দেশ করে না, বরঞ্চ ইহা দ্বারা দর্শন ইন্দ্রিয় গঠনকারী সকল অংশ (জামি' 'আলাতিল-বাসার) নির্দেশ করে, যাহা দ্বারা দর্শন কার্য সম্পন্ন হয়। চক্ষু চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাহারা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন— এই উভয় শ্রেণীর জন্যই মানব চক্ষু সম্পর্কিত গবেষণা ছিল মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শাখা। বর্তমান কালে পাশ্চাত্যে চক্ষুরোগশাস্ত্র (opthalmology) নামে পরিচিত বিজ্ঞানের শাখার সমতুল্য এই বিষয়টি বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদের অন্যতম হইতেছে কুহ'ল। মূলত এই শব্দটি এ্যান্টিমনি ধাতুর কৃষ্ণ ভস্ম (সুর্মা) নির্দেশ করিত যাহা তৎকালীন প্রাচ্যের প্রধানতম ঔষধ ও প্রসাধনরূপে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে অনেক ব্যাপক অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়। যথা 'চক্ষুর যত্ন গ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও শিল্পকলা' অর্থে;একই শব্দমূল হইতে উদ্ভূত ও একই রূপ বিস্তৃত অর্থ বহনকারী শব্দ কাহ'হ'ালা— অদ্যারধি ব্যবহারে সুপ্রচলিত শব্দ তি'ব্বুল-'আয়ন, তি'ব্বুল-'উয়ূন;— তি'ব্ব রামাদী ও 'ইল্মুর-রামাদ। শেষোক্ত শব্দটি মূলত কেবল 'চোখ উঠা' (conjunctivitis) রোগ বুঝাইলেও বর্তমানে তাহা সকল প্রকার চক্ষুরোগ নির্দেশ করে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়, এই বিশেষ শাখাটির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে আরব ঔষধ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্মেষ ও ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। সেইজন্য ইহার মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন যুগ চিহ্নিত করা যায়ঃ প্রথম যুগে উন্মেষের পর্যায়ে প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ, যাঁহাদের অধিকাংশ ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী, গ্রীক চক্ষু চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানসমূহ আরবীতে অনুবাদ করিয়া তাহা অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যবহার করিতে থাকেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহার উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ের বিভিন্ন বিজ্ঞানী কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত ও নির্ভুল। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব অবদানের মাধ্যমে ইহাকে সম্পদশালী করেন। পূর্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে জুনদীশাপুর-এর স্থানীয় অধিবাসী ও কিতাব দাগালুল-আয়ন-এর প্রণেতা য়ূহ'ান্না ইব্ন মাসাওয়ায়হ্ ও হীরার অধিবাসী হু'নায়ন ইব্ন ইসহা'ক (১৯৪-২৬৪/৮০৯-৮৭৭), যাহাকে কিতাবুল-'আশ্র মাক'ালাত ফিল্-'আয়ন-এর প্রণেতা বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়। শেষোক্ত দলের মধ্যে রহিয়াছেন বাগদাদের অপর একজন খৃষ্টান 'আলী ইব্ন 'ঈসা [দ্র.] (৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। ইনি প্রখ্যাত গ্রন্থ তায্‌কিরাতুল-কাহ্‌হ'ালীন-এর প্রণেতা ছিলেন এবং তাঁহার সুবিখ্যাত সমসাময়িক কিতাবুল-মুনতাখাব ফী 'ইলাজ আমরাদি'ল-'আয়ন-এর অধিবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী আমযার ইব্ন 'আলী [দ্র.] এই চারিজন গ্রন্থাকারের রচনাবলীকে আরব চক্ষু চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তিরূপে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়টিতে আরব চিন্তাধারার মৌলিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে শুধু ইহা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, 'আলী ইব্ন 'ঈসা-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি Trachoma (অক্ষিঝিল্লীর সংক্রামক প্রদাহবিশেষ) [জারাবুল-'আয়ন, বর্তমানে রামাদ হুবায়বী, তারাকুমা, তারাখুমা] এবং ইহার পূর্ব-লক্ষণরূপে প্রচণ্ড নেত্রবর্ত্মন প্রদাহ এবং পরবর্তী ফলস্বরূপ "Cornea Pannus" (সাবাল) ও "entropiontrichiasis "ইনকিলাবুশ্-শা'আর)-এর মধ্যে বিদ্যমান হেতু ও কার্যকারণ সম্পর্কটি অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং চক্ষুর ছানি অপসারণে প্রযুক্ত অস্ত্রোপচারে (মা, মানাযিল ফিল-'আয়ন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় কাতারাকতা) আল-মাওসি'লী ব্যবহৃত (কোমল) স্ফটিকময় পরকলার আশ্চর্যজনক চোষণ (suction) পদ্ধতি আট শতাব্দীর পাশ্চাত্যে গৃহীত হয় এবং অদ্যাবধি তাহা একইভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রটি নূতনতর অবদানসমূহের জন্য সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী সন্ধান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ইব্ন সীনার কা'নূন গ্রন্থে আমরা সর্বপ্রথম চক্ষুর গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত বর্ণনায় চোখের মোটর (motor) পেশী ও অশ্রুনালী (Lachrymal ducts)-র বিবরণ দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন চিকিৎসক নন— এইরূপ গ্রন্থকারগণের রচনাবলী— যথা বসরার অধিবাসী আবূ 'আলী ইব্নুল-হায়ছাম (মৃ. আনু, ৪৩১/১০৩৯) প্রণীত আলোক বিজ্ঞান (Optics) সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল-মানাজি'র। ইহাতে তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত যুক্তিযুক্ত তত্ত্ব উপস্থাপন করিয়া আরবগণের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণের "দৃষ্টি-চেতনা" (sight-spirit) [রূহু'ল-বাসা'র, রূহ বাসা'রী, রূহ' নূরী ইত্যাদি] প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক অপ্রধান রচনা যাহা প্রায়শ ইসলামী দেশসমূহের প্রায় সর্বত্র ও প্রায় সকল সময় প্রকাশিত হইয়াছে— তাহাও অবেহলা করা উচিত হইবে না। ইহাদের কোন কোনটি কথোপকথনের রূপে [দ্র. হু'নায়ন প্রণীত কিতাবুল-মাসাইল ফিল্-'আয়ন] ও কোনটি এমনকি কাকে [দ্র. মানজুমা ফিল— কুহ'ল; গ্রন্থকার অজ্ঞাত], (Vat, Borg. ৮৭/৩) রচিত হইয়াছে। মোটকথা, ইহা বিস্মৃত হওয়া সমুচিত হইবে না, সেই যুগে কতিপয় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ বর্তমান ছিলেন যাঁহারা খ্যাতির শিখরে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রণীত কোন প্রকার গ্রন্থ বা রচনা অধ্যাবধি আমাদের গোচরে আসে নাই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ইস্‌হা'াক আল-ইস্রাঈলী (৩য়/৯ম শতক) আল্-কায়রাওয়ান-এ বসবাসের জন্য গমন করিবার পূর্বে কায়রোতে এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আল-কায়রাওয়ানে কালক্রমে মধ্যযুগের সার্বিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু ও গ্রন্থকারে পরিণত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (নেত্ররোগ চিকিৎসকগণ, যাঁহারা নিজেরাই 'আরবীবিদ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা নিজেরাই রচনা করেন। আর যাঁহারা আরবীবিদ ছিলেন না তাঁহারা 'আরবীবিদদের সহযোগিতায় রচনা করেন। আমাদের অধ্যয়ন এই দুই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ)। (১) J. Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde bei den Arabern, Leipzig ১৯০৮ খৃ.; (২) M. Meyerhof, The book of the Ten Treatises on the Eye ascribed to Hunain ibn Ishaq, কায়রো ১৯২৮ খৃ., ও আরব নেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার রচিত অন্য সকল গ্রন্থ; (৩) A. Casey A. Wood, Memorandum Book of a Tenth Century Oculist ('আলী ইব্ন 'ঈসা), শিকাগো ১৯৩৬ খৃ.।

T. Sarnelli (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

'আয়ন (দ্র. হিজা)

'আয়ন জালূত (عين جالوت) ঃ জালূত (Goliath)-এর ঝরনা যাহাকে মধ্যযুগীয় ভৌগালিকগণ বায়সান ও নাবুলুসের মধ্যবর্তী ফিলিস্তীনের 'জুন্দ'-এ অবস্থিত একটি গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রামটি 'ওয়াদী জালূত'-এর মাথায় অবস্থিত ছিল। ইহার নামকরণের পিছনে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, দাঊদ (আ) ইহার নিকটে জালূতকে হত্যা করিয়াছিলেন (তু. A-S. Marmardji, Textes Geographiques arabes sur la Palestine, প্যারিস ১৯৫১, পৃ. ১৫২; G. Le Strange, Palestine, ৩৮৪, ৪৬১)। Crusader-দের ইতিবৃত্তে সেই অঞ্চলকে বলা হইত Tubania অথবা Tubanie. ইহার সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় জুমাদাল-উখ্রা ৫৭৮/সেপ্টেম্বর ১১৮৩ তারিখে যখন সা'লাহু'দ্দীন ফিরিঙ্গীদের (Franks) মুখামুখী শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন যুদ্ধ ব্যতীতই তাহার-পৃথক হইয়া গিয়াছিলেন (W. B. Stevenson, The Crusades in the East, Cambridge ১৯০৭ খৃ., পৃ. ২৩২-৩; R. Grousset, Histoire des Croisadas, ii, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., ৭২৪; S. Runciman, A History of the Crusades, ii, Cambridge ১৯৫২ খৃ., ৪৩৯; K. M. Setton (ed.), A History of the Crusades, Philadelphia ১৯৫৫ খৃ., ৫৯৯)।

'আয়ন-জালূত প্রধানত পরিচিত হয় একটি যুদ্ধের ক্ষেত্ররূপে যাহা শুক্রবার ২৫ রামাদা'ান, ৬৫৮/৩ সেপ্টেম্বর, ১২৬০-এ সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহাতে Kitbuga Noyon নামক সেনাপতির পরিচালনাধীন একটি মোঙ্গল বাহিনী সুলতান আল-মালিকুল-মুজা'াফ্ফার কু'তুয পরিচালিত মিসরের মাম্লূক সৈন্যদের হাতে পরাজয় বরণ করে।

মাম্লূক বাহিনীর অগ্রদলের (vanguard) পরিচালক ছিলেন Baybars (দ্র.), আনু. সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০, আর মোঙ্গলদের ছিল ১০,০০০ অশ্বারোহী (Bar-Hebraeus-এর সিরীয় ও 'আরবী মূল বর্ণনায় সংখ্যা এইরূপ ছিল; রাশীদুদ্দীন বলেন কয়েক হাজার)। মোঙ্গল ও তাহাদের ভাড়াটিয়া খৃস্টান সৈন্যগণ প্রথম মামলূক বামদল (Left wing) বা ভিন্নমতে অগ্রদলকে ঝটিকা বেগে অপসারিত করিয়াছিল, কিন্তু মামলূক বাহিনীর প্রধান দলটি চড়াও হইয়া মঙ্গোল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল। মোঙ্গল সেনাপতি কিত্‌বুগা বন্দী ও নিহত হয়। Huleku এই পরাজয়ে ক্রোধান্বিত হইয়া সিরিয়া অভিমুখে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু সেপ্টেম্বর ১২৫৯-এ Mongke (Mangu) Khan-এর মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তাহারা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই (তু. রাশীদুদ্দীন, ৩৫৯)।

'আরবী, বিশেষত মিসরীয় কাহিনীকারগণ 'আয়ন জালূতের যুদ্ধকে চিহ্নিত করেন একটি চূড়ান্ত বিজয়রূপে যাহা কেবল সিরীয়-মিসরীয় সাম্রাজ্যকেই নয়, বরং সমুদয় মুসলিম মিল্লাতকেই মোঙ্গলদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এইবারই সর্বপ্রথম একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তুর্কী বাহিনী জয়লাভ করিয়াছিল। বিজয়ীরা ছিল বহুলাংশে তুর্কী এবং তাহারা নিজস্ব পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া মোঙ্গলগণকে পরাজিত করিয়াছিল। ইহা অন্ততপক্ষে তাহাদের জয়ের তাৎপর্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। কেননা অর্থ এই ছিল যে, মধ্যএশীয় মরূদ্যানবাসীদের (তুর্কীদের) কর্মশক্তি ও কর্মস্পৃহা তখন হইতে ইসলামের খিদমতে ব্যবহৃত হইতেছিল [উদাহরণস্বরূপ আবূ শামার মন্তব্য ও কবিতাগুচ্ছ, তারাজিম, পৃ. ২০৮ ও য়ূনীনী, পৃ. ৩৬৭; D. Ayalon তাঁহার রচিত The Wafidiya in the Mamluk Kingdom, IC. ১৯৫১, ৯০ পৃষ্ঠায় ইব্ন খাল্দূনের বিশেষ অর্থপূর্ণ অভিমত, আল-'ইবার, ৫খ., ৩৭১-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উহাতে তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও রেনেসাঁর ব্যাপারে মরূদ্যানবাসীদের ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন]। ইরানী ও অন্যান্য যে সকল উৎস মোঙ্গলদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহারা উহাকে একটি অমীমাংসিত যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলে, মোঙ্গলদের একটি ছোট সেনাদলকে বিপুল সংখ্যক শত্রু বাহিনী পরাজিত করিয়াছিল এবং তাহারা প্রতিশোধ হইতে এই কারণে রক্ষা পাইয়াছিল যে, হালাকু তখন অপর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিল।

এই বিজয় কোনক্রমেই মোঙ্গলদের আক্রমণাংশকার পরিসমাপ্তি ঘটায় নাই। কারণ তাহারা মেসোপটেমিয়া ও ইরাক নিজেদের দখলে রাখিয়াছিল এবং সিরিয়াকে উত্তর ও পূর্বদিক হইতে সংকটাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, 'আয়ন জালূত বিপদের স্রোতে ভাটা পড়ার পিছনে সম্ভবত পূর্বাঞ্চলের ঘটনাবলী, অন্ততপক্ষে মামলূকদের প্রতিরোধ দায়ী ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মিসরের সমসাময়িক যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাপঞ্জী বায়বারস-এর দুইজন কাহিনীকার (১) ইব্ন শাদ্দাদ ও (২) ইব্ন 'আব্দিজ-জ'াহির যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাই এবং তাঁহাদের বর্ণনা পরবর্তী মিসরীয় ঐতিহাসিকগণের অধিক সংখ্যকের বর্ণনার ভিত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত ইব্ন শাদ্দাদের 'আয়ন জালূত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ এখনও বিদ্যমান; তাঁহার গ্রন্থের অংশগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই (MS. Selimiye 1507, Edirne; কেবল তুর্কী অনুবাদে প্রকাশিত ঃ M. Serefuddin Yaltkaya, বায়পারস্ তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ.) যাহাতে বিজয়ের অনেক ইংগিত রহিয়াছে। সম্ভবত ইবন 'আবদিজ-জাহিরের বর্ণনার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বৃটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি হইতে এস. এফ. সাদিক কর্তৃক Baybars I of Egypt নামে ঢাকা হইতে ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত হইয়াছে (১৩ পত্র ও নির্ঘণ্ট)। উক্ত গ্রন্থের একটি পূর্ণতর পাঠ (Text) ইস্তাম্বুলে মওজুদ রহিয়াছে (পাণ্ডুলিপি ফাতেহ ৪৩৬৭)। সেই যুদ্ধে বায়বারসের শক্তিশালী অবদান ছিল, এই কথাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া 'আব্দুজ-জাহিরকে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। পরবর্তী মিসরীয় ঐতিহাসিকদের সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য গ্রন্থরাজি হইল ঃ (৩) মাক'রীযী (সুলূক, ১খ., ৪৩০ প.= Quatremere, Sultans Mamlouks, 1, i, পৃ. ১০৪-৬) ও (৪) আবুল-মাহ'াসিন (কায়রো সং, ৭খ., ৭৯)। তাহা ছাড়া সিরীয় উৎস হইতে আছে ঃ (৫) আবূ শামা, তারাজিমু রিজালিল্-ক'ার্নায়নিস্-সাদিস ওয়াত-তাসি', কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২০৭-৯; (৬) য়ুনীনী, য'ায়লু মির্আতিয-যামান, হায়দরাবাদ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩৬০ প. যাহাতে ইবনুল-জাযারী প্রমুখের উল্লেখ আছে ও (৭) ইরাকী (ইবনুল-ফুওয়াতী, আল-হাওয়াদিছুল জামি'আ, বাগদাদ, হি. ১৩৫১, পৃ. ৩৪৪), বিবরণ এবং ফ্রাংক ও পূর্বাঞ্চলীয় খৃষ্টীয় সূত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত ইংগিত (Eracles, ২খ., ৪৪৪; Wm. Tyre Cont. সম্পা. Migne, হি. ১০৪৪; (৮) Akanc-এর Grigor-এর আর্মেনীয় উপাখ্যান, সম্পা. R. P. Blake ও R. N. Frye, in HJAS, দ্বাদশ খণ্ড, ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩৪৯; (৯) মুফাদ্'দ'াল ইব্ন আবিল-ফাদ'াইল, সম্পা. ও অনু. E. Blochet, Patr Or., ১২খ., ৪১৭; (১০) Bar-Hebraeus, Chronographia, Oxford ১৯৩২ খৃ., ৪৩৯-৪০; (১১) আবুল-ফারাজ, তারীখু মুখতাস'ারিদ-দুওয়াল, বৈরূত ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৪৮৯; (১২) আল-মাকীনা ইবনুল-'আমীদ (ed. Cl. Cahen), BEt. Or. XV, ১৯৫৫-৭, পৃ. ১৭৫)। প্রধান ইরানী উৎস ঃ (১৩) রাশীদুদ্দীন (সম্পা. ও অনু. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৩৬ খৃ., পৃ. ৩৪৯-৫২)। আরও দ্র. (১৪) B. Spuler, Die Mongolen in Iran, Leipzig ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫৭; (১৫) H. H. Howorth, History of the Mongols, ৩খ., লন্ডন ১৮৮৮ খৃ., ১৬৭ প.; (১৬) R. Grousset, Croisades, ৩খ., ৬০৩ প.; (১৭) Runciman, Crusaders, ৩খ., ৩১২-৩১৩; (১৮) Stevenson, Crusaders, ৩৩৪; (১৯) A. Waas, Geschichte der Kreuzzuge, ১খ., Freiburg 1956 খৃ., পৃ. ৩১৭; (২০) Cl. Cahen, La Syrie du Nord, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৭১০-১১।

B. Lewis (E.I.[2])/মোহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন

'আয়নত'াব (عين طاب) ঃ আরামীয় আন্টাফ (Antaph), ল্যাটিন হ্যামটাব (Hamtab), ১৯২১ খৃ. হইতে ইহাকে আন্তেপ বা গাযিয়ানতেপ বলা হয়। উহার সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য (نسبة) 'আয়নী ও আন্তাবীও (দ্র. আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লা, রজনী সংখ্যা ৮৬৪, কায়রো সংস্করণ)। ইহা আনতোলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং একটি প্রদেশ (বিলায়েত)-এর রাজধানী; জনসংখ্যা ১৯৭৫ খৃ. পর্যন্ত ৭,১৫,৪৭৪ জন। এই দেশের অধীনে রহিয়াছে পাঁচটি কাদা বা জেলা; যথা গাযিয়ানতেপ, কিলিস, নিযিপ, ইসলাহিয়া ও পাযারজিক।

শহরটি ফুরাতের উপনদী 'সাজুর'-এর উজান অঞ্চলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মিলনস্থলে অবস্থিত। ইহাদের একটি মার'আশ হইতে আলেপ্পো পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। তবে মার'আশের দক্ষিণ পার্শ্বেই মালাতিয়ার দিকে ইহার একটি শাখা রহিয়াছে। অপরটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; শেষোক্ত সড়কটি দিয়ার বাক্র উরফা (Edessa) ও ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত

বিরেজিক প্রভৃতি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মার'আশ সড়কের কিয়দংশের সমান্তরালে চলিয়া গাযিয়ান তেপের বহিঃসীমা পর্যন্ত গিয়াছে। অতঃপর ইহার একটি শাখা আদনার দিকে চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য গাযিয়ানতেপ হইতে কিছু শাখা-সড়কও এদিকে-ওদিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের একটি গিয়াছে বেস্‌নী (বাহাস্‌না) অভিমুখে উত্তর-পূর্ব দিকে, অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত। গাযিয়ানতেপের মধ্য দিয়া একটি নূতন রেলপথ আদান-মালাতিয়া রেল সড়ককে বাগ্‌দাদ রেল সড়কের সহিত মিলিত করিয়াছে এবং সিরিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াই আলেপ্পো হইয়া বাগদাদ পৌঁছিয়াছে। গাযিয়ানতেপ হইতে বিরেজিকের দূরত্ব ৫৫ কি. মি., সিরিয়া সীমান্তের দূরত্ব ৪৫ কি. মি. এবং আলেপ্পো নগরীর দূরত্ব ১০০ কি. মি.।

'আয়নত'াব অঞ্চলটি সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহের মিলনস্থল ছিল। তবে সামান্য উত্তর-পূর্ব দিকস্থ ডলিশে (দুলূক, বর্তমানে দুলূকবাবা) প্রাচীন কালে 'আয়নত'াবারের স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং শেষোক্তটিই ছিল সম্ভবত টলেমী (Ptolemy) উল্লিখিত 'দাবী' ও সিসারো (Cicero) উল্লিখিত 'তায়বা'; ইহা ছিল দুলূক-এর অধীনে একটি অঞ্চল। হামদানী সুলতান সায়ফুদ-দাওলা শাসিত দুলূক অঞ্চলটি ৩৫১/৯৬২ সালে বায়যান্টীয়গণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পরই দুলূক-এর হারানো গুরুত্ব 'আয়নত'াব অধিকার করিয়া লয়। ফলে য়া'কূত ভুলবশত দুলূককে আয়নত'াব বলিয়া চিহ্নিত করেন। প্রথম ক্রুসেডের প্রাক্কালে উহা আর্মেনীয় ফিলারেটুস (Philaretus)-এর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। লাবুর্জের বলডুইন (Baldwin of Le Bourg) ও এডেসার কাউন্ট (Count of Edessa)-এর সামন্ত কোর্টেনীর জোসেলিন (Joscelin of Courteney)-কে ইহা তেলবাশিরসহ জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর ইহা তদীয় পুত্র ২য় জোসেলিনকে দেওয়া হইয়াছিল। ১১৫০ খৃ. সুলতান নূরুদ্দীন-এর বাহিনী কর্তৃক ২য় জোসেলিন বন্দী হইলে ফ্রাঙ্কগণ অন্য অঞ্চলসমূহের সহিত উক্ত অঞ্চলও বায়যান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল কম্‌নেনাস (Manual Comnenus)-কে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু ১১৫১ খৃ. কোন্‌য়ার সালজূক সুলতান মাসঊদ ইহা আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১১৫৩ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা সুলতান নূরুদ্দীন কর্তৃক অধিকৃত হয়। তদবধি ইহা আলেপ্পো প্রদেশের একটি অংশবিশেষ এবং একটি অগ্রগামী চৌকিতে পরিণত হয়। প্রথমে আয়্যূবীদের ও পরবর্তী কালে মামলূকদের সালজূক আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে। ১২৭১ ও ১২৮০ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলদের উত্তর সিরিয়া অভিযানের সময় উহা সাময়িকভাবে তাহাদের করতলগত হয়। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তায়মূর কর্তৃক অধিকৃত হয়। তৎপর কারাকোয়ুন্‌লূর তুর্কমান বংশীয় শাসক দুই ইরাকের অধিপতি কারা য়ূসুফ ইহা স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরবর্তী কালে ইহা য়ু'ল-কা'দ্‌র বংশীয় তুর্কমান শাসকদের অধিকারে চলিয়া যায়, যাহারা ষোড়শ শতাব্দীতে 'উছমানীদের বশ্যতা স্বীকার করে। তখন হইতে বরাবরই ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। কেবল ১৮৩২ ও ১৮৪০ খৃ. মধ্যবর্তী সময়ে ইহা মুহাম্মাদ 'আলীর শাসনামলে সাময়িকভাবে মিসরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ খৃ. প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে ইহা ইংরেজগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়, তৎপর ১৯২১ খৃ. পর্যন্ত ফরাসীগণের অধিকারে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে 'আয়নত'াবের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল আর্মেনীয়। এই অঞ্চলটি পেকমেয (Pekmez) নামক দ্রাক্ষারসের সংরক্ষণ কেন্দ্র ছিল। এইখানে উচ্চ টিলার উপর নির্মিত একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল; ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, ৩খ., ৭৫৯; (২) দিমাশ্‌কী, Cosmographie, সম্পা. মেহরেন, পৃ. ২০৫; (৩) আবুল-ফিদা, ২/২খ., ৪৫; (৪) ইব্‌ন শাদ্দাদ, আল-আ'লাকু'ল-খাত'ীরা, পাণ্ডু. Vatican, f. 156, r. (তু. A. Ledit), 'মাশ্‌রিক' পত্রিকায়, ৩৩খ., ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২১১-২ শিরো. দুলূক); (৫) ইব্‌নুশ-শিহ'না, আদ-দুররুল-মুন্‌তাখাব, বৈরূত ১৯০৯ খৃ., পৃ১৭১-২ ও স্থা.; (৬) কামালুদ্দীন, তারীখ হ'ালাব, দামিশ্‌ক ১৯৫১-৪ খৃ., ২খ., ৩০২-৩১১; (৭) RHC. Or. ১ ও ৩খ., নির্ঘণ্ট; (৮) Bar Hebraeus, Chronography, অক্সফোর্ড ১৯৩২ খৃ., ২৭৭, ২৮১, ৩১৫, ৩৭২-৩, ৪০০; (৯) গ'ায্‌যী, আন- নাহরুয্‌- য'াহাব ফী তারীখ হ'ালাব, আলেপ্পো ১৯২৭ খৃ., ১খ., ৪১৬-৪৫৫; (১০) Ritter, Erdkunde, ১০৩৪ প.; (১১) Cuinet, La Turquie d'Asie, ২খ., ১৮৮ প.; (১২) G. Le Strange, Palestine, পৃ. ৪২, ৩৮৬; (১৩) Honigmann, Hist. Topographie von Nordsyrien im Altertum, ZDPV-তে, ১৯২৩-২৪ খৃ., নং ১৬০; (১৪) Dussaud, Topographie hist. de la Syrie antique et medieval, e´ Paris 1927, ২৯৯, ৪৩৪, ৪৭২ ও স্থা.; (১৫) R. Grousset, Hist. des Croisades, ১৯৩৪-৩৬ খৃ., ১খ., ৪৯, ৩৯২, ২খ., ১৯২ ২৯৬-৭, ২৯৯ প., ৩০২ প., ৩০৬-৭, ৩খ., ৬৬১-৬৯৭; (১৬) Cl. Cahen, La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, প্যারিস ১৯৪০, ১১৫ প., ১১৮, ৩৮৮, ৪০৫, ৭০৫। ১৯৯০ খৃ. আয়ন তাবের চুতষ্পার্শ্বে যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য দ্র. (১৭) Andrea, La vie militaire au Levant, প্যারিস ১৯২৩ খৃ.; আরও দ্র. (১৮) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরো. আয়ন তাব, যেইখানে শহরটি সম্পর্কে তুর্কী প্রবন্ধসমূহের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

M. Canard (E.I.2) / ডঃ এ.বি. রফীক আহমাদ

'আয়ন তেমুশেন্‌ত (عين تمشنت) ঃ আলজিরিয়ার একটি শহর, ওরানের ৪৫ মাইল (৭২ কিলো) দক্ষিণ-পশ্চিমে Tlemcen অভিমুখী সড়কের উপর অবস্থিত। এই শহরটি রোম নগর Albulae ও কাস্‌র ইব্‌ন সিনানের প্রাচীন স্থানে অবস্থিত। আল-বাক্‌রী (৫ম/১১শ শতক) যীদূরের সমতল ভূমির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইহার অবস্থান ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (de Slane-এর অনু., ১৯১৩ খৃ., ১৪৬, ১৬০)। ফরাসীরা ১৮৩৯ খৃ. Ain Temouchent (ফরাসী শুদ্ধ বানান অনুসারে) নামক ঝরনার সন্নিকটে একটি দুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ. 'আবদুল-কা'দিরের সেনাবাহিনী এই শহরটি দখল করার জন্য

একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করে। শহরটি উপনিবেশ স্থাপনের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং বর্তমানে ইহার লোকসংখ্যা বিশ হাজারের অধিক। এই শহরের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ইউরোপীয়। ইহা ওরানিয়ার সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলের একটি বাজার। ইহার আগ্নেয়গিরি সম্ভূত কাল ও উর্বর মাটি প্রধানত আঙ্গুর, তরি-তরকারি, লেবু জাতীয় ফল, খাদ্যশস্য ও ডাল চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

J. Despois (E.I.2)/আফিয়া খাতুন

'আয়ন দারাহাম (عين درهم) ঃ তিউনিসিয়ার উত্তরে ২৬৪১ ফুট উচ্চে একটি স্থান যাহা জাবাল ফারসাগ (২৯৯৮ ফুট) ও জাবাল বির্ (৩৩৪৩ ফুট)-এর মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত। তথা হইতে একটি সড়ক 'ওয়াদী মুজাররাদা (سوغ العربه)' নামক উপত্যকা হইয়া ভূমধ্যসাগর (তীরকা) পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অতএব, সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'আয়ন দারাহাম খুমীরিয়্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং তথাকার সকল পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে উচ্চ স্থানে অবস্থিত। ১৮৮১ খৃ. ফরাসী অভিযান চলাকারে জেনারেল Delebeeque-এর সেনাদল ইহা অধিকার করিয়া লয়, আর তখন হইতে এইখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনা-ছাউনি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সেনানিবাসের চতুষ্পার্শ্বে ধীরে ধীরে একটি ইউরোপীয় বাণিজ্য কেন্দ্রও গড়িয়া উঠে। (বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে এখানকার ইউরোপীয়) অধিবাসীর সংখ্যা ছিল পাঁচ শত। তথাকার কাক-এর বনজ সম্পদ ছিল তাহাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধানতম উপায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Winkler, Les Principaux points Steategiques de la Khoumrie, in Revue Tunisienne, 1899 A.C.; (২) E. Vio lard, La Tunisie du Nord, Tunis 1906 AC.।

G. Yver (দা.মা.ই.)/ যোবায়ের আহমদ

'আয়ন দিল্ফা (عين دلفة) ঃ উত্তর সিরিয়ার একটি ঝরনা। এন্টিওক ও আলেপ্পো রাস্তার মধ্যবর্তীতে অবস্থিত বলিয়া উহা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা কাস্রুল-বানাত-এর বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের (যাহা সন্ন্যাসীদের আশ্রম ছিল) পশ্চিমে অবস্থিত। এই ঝরনাটির উৎস হইল জাবাল বারীশা (Djabal Barisha)-র উত্তর দিকের ঢালু অঞ্চলে। শিলা কাটিয়া যে সরু খালটি তৈরি করা হইয়াছিল উহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা এক কূপে (সাবীল) পতিত হইয়াছে। 'আরবী উৎকীর্ণ ফলক অনুসারে এই ঝরনাটি ৮৭৭/১৪৭২-১৪৭৩ সালে নিকটস্থ গ্রামের জনৈক অধিবাসী মাহ্মূদ ইবন আহ্মাদ খনন করিয়াছিলেন। সম্ভবত প্রাচীন কালে এই ঝরনাটির পার্শ্বে একটি জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। খৃস্টীয় শাসনামলে নির্মিত কিছু দালানের অবশিষ্টাংশ ও মুসলিম শাসনামলে নির্মিত বহু সংখ্যক দালানের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এই জায়গাটি বর্তমানে জনবসতিহীন, তবে উহা সার্মিদা (Sermeda) উপজাতির দখলে আছে। বহু যুগ ধরিয়া যাযাবর তুর্কমান বা কুর্দগণ সেইখানে তাঁবু ফেলিয়া ইহাকে তাহাদের সেনাছাউনি হিসাবে ব্যবহার করিত। ঝরনাটি এন্টিওক ও আলেপ্পোর মধ্যবর্তী মরুযাত্রীদলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ তাহারা সেখানে প্রায়শ বিশ্রাম গ্রহণ করিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Syria, Publ. of the Princeton Univ. Arch. Exp. to Syria in 1904-5 And 1909. Division IV. Section D : Arabic Inscriptions (by E. Littman), Leyden 1949, 88f।

E. Littmann (E.I.2)/এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম

'আয়ন মূসা (عين موسى) ঃ (১) সীকের প্রবেশপথে ওয়াদী মূসায় (পেট্রা) অবস্থিত একটি কূপের নাম। ইহা ছিল বর্তমানে তাবীলান নামে পরিচিত বিস্তৃত আদূমী (Edomie) নামক স্থানের পানির উৎস, যাহা খৃ. পূ. ১৩শ- ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দখল করা হয় (Nelson Glueck, The other side of The Jordan, নিউ হ্যাভেন ১৯৪০ খৃ., পৃ. ২৪)। ইসলামী বর্ণনামতে এই কূপটি কু'রআনের ২ ঃ ৫৭ আয়াতের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে যেইখানে হযরত মূসা (আ) তাঁহার সঙ্গীদের উপস্থিতিতে একটি পাথরে আঘাত করিয়া বারটি ঝরনা বাহির করেন। বাইবেলে (যাত্রাপুস্তক ১৫ ঃ ২৭) মতে উল্লিখিত বারটি ঝরনা এলীম (Elim) হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, আর প্রস্তরে আঘাত করা হইয়াছিল হোরেব (Horeb) নামক স্থানে (যাত্রাপুস্তক ১৭ঃ৬)। য়া'কৃত (দ্র. ওয়াদী মূসা)-ও অনুরূপ কাহিনীর অবতারণা করেন, যাহা পরবর্তী কালে কু'রআনের ভাষ্যকার আল-বায়দাবী কর্তৃক পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে (তাফ্সীর, কু'রআনের ভাষ্য ২ ঃ ৬০ মিসরীয় আয়াতের সংখ্যানুযায়ী)। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার সঙ্গে যেই পাথরটি আনিয়া এই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহা হইতেই বারটি ঝরনা ফাটিয়া বাহির হয়। William of Tyre ইহাকে (A History of Dees Done Beyond the Sea, অনু. E. A. Babcock ও A. C. Krey, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৩ খৃ., ২খ., ১৪৪) যাত্রাপুস্তকের ১৭ঃ ৬ সূত্রে উল্লিখিত স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়া মনে করেন, যাহা সম্ভবত তৎকালীন ক্রুসেডের কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। Musil বর্ণনা করেন (Arabia Patraea, ভিয়েনা ১৯০৮ খৃ., ৩খ., ৩৩০), তাঁহার সময়ে লিয়াছিনা (ليائنة) আরবরা মূসা (আ)-এর সহিত এই ঝরনার সম্পর্কের জন্য ইহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিত।

(২) সিরিয়ার হাওরানের আল-কাফ্র নামক স্থানের উত্তরে অবস্থিত একটি ঝরনার নাম (Rene Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et medievale, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩৪৯; Baedeker, Palestine and Syria, লাইপযিগ ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৬৫)।

(৩) কায়রোর পূর্বে জাবালুল মুফাত্তাম-এর পাদদেশের নিকটে অবস্থিত একটি ছোট ঝরনা (Les Guides Bleus, Egypte, প্যারিস ১৯৫০ খৃ., পৃ. ২৫৩)।

'আয়ন মূসা (عين موسى) ঃ (১) জর্দানের মাদাবা নামক স্থানের উত্তরে নেবো পর্বতের সন্নিকটে উদ্ভূত কতকগুলি ঝরনা। এইগুলির নামানুসারে ওয়াদী 'উয়ূন মূসার নামকরণ করা হয়, যাহার পানি মরু সাগরে (Dead Sea) পতিত হয়। এই সমস্ত ঝরনা, যেইগুলি বর্তমানে মাদাবা শহরে পানি সরবরাহের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে,

সম্ভবত ইতোপূর্বে বাইযানটাইন আমল হইতেই মূসা (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত ছিল (F.M. Abel, Geographie de la Palestine, ১খ., প্যারিস ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৪৬০)। স্থানীয় আরবরা এই ঝরনাগুলিতে ভূত বাস করে এইরূপ বিশ্বাস করে বলিয়া কথিত আছে, যাহাদের উদ্দেশে তাঁহারা প্রতি বৎসর বলি দেয় (Archimandrte Bulus Salman, খাম্‌সাত 'আওয়ামী ফী শারকিল-উরদুন্‌ন, হারীসা (লেবানন ১৯২৯ খৃ., পৃ. ১৮৫)।

(২) সুয়েজ শহরের প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সুয়েজ উপসাগরের তীরের অদূরে প্রায় ১২ টি ঝরনার সমন্বয়। আল-মাক'দিসী (২য় সং. de Goeje, লাইডেন ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৬৭)। এইগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলেন নাই। এইখানে একটি ছোট বস্তি আছে যাহারা পূর্বে সিনাই হইতে আগত বেদুঈনদের সহিত নীলকান্ত মণির ব্যবসা করিত (T. Barron, The Geography and Geology of Sinai [Western portion], কায়রো ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৩৬-৩৭, ১০১ ২১২; Leon Cart, Au Sinai et duns l'Arabie Petree, Neuchatel ১৯১৫ খৃ., পৃ.১৫-১৬)।

H. W. Glidden (E.I.[2])/আতাউর রহমান

'আয়ন যার্‌বা (عين زربة) ঃ Ayn Zarba আনাতোলিয়ার এই পরিত্যক্ত শহরটি সীসের (Sis) দক্ষিণে, মিস্‌সীসার (ভূতপূর্ব Mopsuestia) উত্তর এবং জায়হান-এর সহিত Sombaz cay-এর সংযোগ স্থলের সামান্য উত্তরে অবস্থিত। ইহা একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের উপর সমতল ভূমির মধ্যভাগে ও Anazarba (তু. Hirschberg in Pauly-Wissowa, ১খ., col. ২১০১) নামক একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হইয়াছিল। 'আরবগণ নামের প্রথমাংশ 'আনা (Ana)-এর স্থলে আরবী আয়ন (عين ঝরনা) ব্যবহার করে (তু. Sachau, in ZAVIII, ৯৮)। হারূনুর-রাশীদ-এর সময় হইতেই ইহা কিছু গুরুত্ব লাভ করে। তিনি ইহা সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিন্যস্ত করেন। ১৮০/৭৯৬ সালে তিনি এই শহরটি পুনঃনির্মাণ করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করেন এবং খুরাসানের লোকজনকে এইখানে বসবাস করান (আল-বালাযুরী,-পৃ. ১৭১; ইব্‌নুল-ফাকীহ, পৃ. ১১৩; ইবনুশ-শাদ্দাদ, in ইবনুশ-শিহ্‌না, আদ-দুর্‌রুল-মুন্‌তাখাব, পৃ. ১৮৫)। ২১২/৮২৭ সালে রাক্‌কা ও মিসরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির মিসর হইতে আফ্রিকীয়গণকে আনিয়া এই শহরে অবস্থান করান (Michael, The Syrian, ৩খ., ৬০)। ২২০/৮৩৫ সালে আল-মু'তাসিম কিছু সংখ্যক জোতত ((Zott) [আল-বালাযুরী, পৃ. স্থা., আল-মাস'উদী, আত-তান্‌বীহ, ৩৫৫] এই শহরে আনিয়াছিলেন। এই বৎসরই বায়যানটাইনে আক্রমণ ঘটে। ২৪১/৮৫৫ সালে বায়যান্‌টাইনগণ পুনরায় এই শহরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে এবং উহাদের (Zott) মহিষগুলিসহ পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া কনস্টান্‌টিনোপলে লইয়া যায় (আত্‌-তাবারী, ৩খ., পৃ. ১১৬৯ ও ১৪২৬; তু. Vasiliev, Byzance et les Arabes, ফরাসী, সম্পা., ১খ., La dynastie d'Amorium, ১২৬ ও ২২৪)। ২৮৭/৯০০ সালে খোজা ওয়াসীফ 'আয়ন যার্‌বা অতিক্রম করিয়া বায়যানটাইন ভূখণ্ডে প্রবেশের বাসনা পোষণ করিয়াছিলেন এবং পরিণামে এই স্থানের উত্তরে আল-মু'তাদীদের বাহিনীর হাতে বন্দী হন।

'আরব ভূগোলবেত্তাগণ 'আয়ন্‌ যার্‌বা-কে ছুগূ'র-এর (ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ, ১০০; কু'দামা, ২২৯, ২৫৩; ইব্‌ন রুস্‌তা, ১০৭, আল-য়া'কূবী, ৩২৬ ইত্যাদি) সীমান্তবর্তী শহরগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রধানত ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে এই শহরটি সমৃদ্ধি লাভ করে। ছুগূ'র সম্পর্কে লিখিত ইব্‌ন হা'ওক'াল-এর গ্রন্থে (১২১ পৃ.) এই শহরকে গাওর-এর শহরগুলি অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। খুব সম্ভব আবহাওয়া ও উৎপাদিত পণ্যাদির বিবেচনায় এই শহরের সহিত সাদৃশ্য থাকায় তিনি এই বর্ণনা দিয়াছেন। একটি সমতলের মধ্যভাগে Palm গাছ জন্মাইত এবং চতুর্দিক উর্বর ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল (দ্র. আল-ইস্‌তাখ্‌রী, ৫৫, ৬৩)। য়া'কূত-এর লিখিত গ্রন্থের (৩খ., ৭৬১) বর্ণনানুসারে হাম্‌দানী সায়ফুদ-দাওলা এই শহরটিকে দুর্গ দ্বারা সজ্জিত করার জন্য তিন মিলিয়ন দিরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ৩৫০/৯৬২ সালের শেষের দিকে ইহা Nicephorus Phocas-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে (এই শহরের অবরোধ ও বায়যানটাইনদের ধ্বংসলীলা, বিশেষত পঞ্চাশ হাজার পাম বৃক্ষ কর্তনের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্‌ন মিস্‌কাওয়ায়হ্‌, ২খ., ১৯০-১; অপরাপর তথ্যের জন্য দ্র. M. Canard, Hist. de la dynastie des Hamdanides, ১খ., ৮০৬-৮)। মুসলিমগণকে বহিষ্কার করা হয় এবং তাহারা সিরিয়া অভিমুখে গমন করেন। আর্মেনিয়া হইতে বহিষ্কৃত আর্মেনীয়গণ Cilicia-এর অপরাপর শহরের সহিত ইহাকে একত্রে দখল করিয়া Philaretus-দের কর্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডের অংশবিশেষে পরিণত করার পূর্ব পর্যন্ত এই শহর বায়যানটাইনগণের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু প্রথম ক্রুসেড শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে সাল্‌জূকগণ তার্‌সুস, মিস্‌সীসা ও 'আয়ন যারবা (Michacl the Syrian, ৩খ., ১৭৩, ১৭৯) দখল করিয়া লয়। ১০৯৭ খৃস্টাব্দে Bohemond-এর ভাগিনেয় (অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র) Tancred সিলিসিয়া জয় করেন এবং Bohemond-কে Antionh-এর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। Bohemond ১০৯৮ খৃ. Antionch-এর সহিত তারসুস, এডানা ও মিস্‌সীসা-র শাসনভারও গ্রহণ করেন। এই ভূখণ্ডগুলি Bohemond ও বায়যানটাইনদের মধ্যকার বিরোধের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং বায়যানটাইনগণ এই স্থানগুলি পুনর্দখল করে। Roupen-এর অধস্তন পুরুষ আর্মেনীয় শাসক ১ম Thcros সীসের দক্ষিণে অবস্থিত পার্বত্য ভূমিতে তাহার শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১১০০-১১২৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বায়যানটাইনগণের নিকট হইতে সীস ও Anazarba দখল করিয়া লন (RHC, Arm, I, ৪৯৯)। Tharos-এর ভাই ১ম Leo-এর রাজত্বকালে Bohemond পুনরায় Cilicia-তে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট এবং 'আয়ন যারবা অভিমুখে অগ্রসর হন। সিলিসিয়া জয়ে ইচ্ছুক Cappadecia-এর অধিপতি দানিশমানদীদের সহিত সংঘর্ষে

লিপ্ত হন এবং ১১৩০ খৃ. তিনি নিহত হন। ১১৩২-৩৩ খৃ. Leo তারসাস, আদানা ও মিস্‌সীসা দখল করার পর ১১৩৭ সালে বায়যানটাইনগণ সিলিসিয়া আক্রমণ করে। John Comnenus পুনরায় 'আয়ন যারবা জয় করিয়া Leo-কে বন্দী করেন (কামালুদ্দীন, সম্পা. S. Dahan, ২খ., 263)। G djbgks 1151 Ja., Leo-এর পুত্র ২য় Thoros সিলিসিয়ার অপরাপর বড় শহরসহ 'আয়ন যারবা পুনর্দখল করে। Konya-এর অধিপতি ২য় কিলীজ আর্‌সলান, তাহার মিত্র Manuel Comnenus-এর প্ররোচনায় 'আয়ন যারবা আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ১১৫৯ খৃ. Manuel সিলিসিয়ার অন্যান্য স্থানের সহিত ইহাও দখল করেন। কিন্তু ১১৬২ খৃ. দ্বিতীয় Thoros ইহা পুনর্দখল করেন (তু. এই ঘটনাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট, F. Chalandon, Les, Comnenes, ২খ., ১১৫-৬, ৪২৬-৩০ ও R. Grousset, Hist. des Croisades, ২খ., ৫১, ৮৬, ৩৩৩, ৩৯৯, ৫৬৬)।

চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত Rupenian-গণ সিলিসিয়া দখল করিয়া রাখে। ১২২৬ খৃ. হইতে মিসরের মামলূকগণ এই ক্ষুদ্র আর্মেনীয় রাজ্য দখলের জন্য কয়েকবার আক্রমণ পরিচালনা করে (দ্র. Armenia, Cilicia, Missisa ও Sis শীর্ষক প্রবন্ধ)। একবারের আক্রমণকালে 'আয়ন যারবা অঞ্চল লুণ্ঠিত হয় (১২৭৯ খৃ. Bar Hebraeus, Chronography, ৪৬২)। চূড়ান্তভাবে ৮২৩ Arm=৭৭৬ হি. ১৩৭৪ খৃ. মালিক আশ্‌রাফ শা'বান-এর রাজত্বকালে সিলিসিয়া বিজিত হয়, 'আয়ন যারবা ধ্বংস করা হয় এবং ১৩৭৫ খৃ. Leo কারারুদ্ধ হয় (দ্র. RHC Arm, ১খ., ৬৮৬ এবং ৭১৯)। অতঃপর শহরটি ইহার সকল গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিলিসিয়ার অবশিষ্ট অংশের মত ইহা রামাদান উগলুর তুরকোমান পরিবারের হস্তগত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উছমানীগণের কর্তৃত্বে চলিয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে এই শহরের বিকৃত নাম হয় নাওয়ারযা (তু. আবুল-ফিদা, ২খ., ও ২য় অংশ, ২৯)। বর্তমানে এই স্থানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং আনাভারযা নামে পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ব্যতীত দ্র. (১) Le Strange, ১২৯; (২) Ritter, Erdkunde, xix, ৫৬; G. Schlumberger Un empereur byzantin au Xme Siecle, Nicephore Phocas, ১৯১ প.।

M. Canard (E.I.[2])/আফিয়া খাতুন

'আয়ন শাম্‌স (عين شمس) ঃ মিসরে অবস্থিত একটি শহর। প্রাচীন মিসরের 'ওন' (On) শহরটির আরবী নাম 'আয়ন শাম্‌স। প্রসিদ্ধ সূর্য-মন্দির এই শহরে অবিস্থত বলিয়া গ্রীকগণ ইহার নামকরণ করিয়াছিল হেলিওপলিস (Heliopolis)। 'আরবী নামটি (ঝরনা অথবা সূর্যের চক্ষু) অবশ্য একটি প্রচলিত পুরাতন নামের 'আরবীকৃত রূপ এবং ইহা সূর্য দেবতার অর্চনার স্মৃতি জাগরিত করে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ইসলামের প্রথম শতাব্দীসমূহে 'আয়ন শাম্‌স একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং একটি জেলার (كورة) সদর ছিল আবার অন্যদের মতে ইহা ছিল প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ যাহা পাথর খাতরূপে ব্যবহৃত হইত। ফাতিমী বংশের আল-'আযীয এই স্থানে সুরক্ষিত প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা পরে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ, বিশেষত মন্দিরের দুইটি উর্ধ্বগামী চতুষ্কোণ স্তম্ভ (Obelisks مسلتان) 'আরবদের কল্পনাশক্তিকে আন্দোলিত করিয়াছিল। একটি স্তম্ভ বর্তমান কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে; অন্যটি ৬৫৬/১২৫৮ সালে ভাংগিয়া পড়ে। কথিত আছে, আনুমানিক ২০০ কুইন্টাল (قنطار)-এর অধিক পিতল এই স্তম্ভটিতে ছিল। দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে নির্মিত ভারবাহী একটি পশুর পৃষ্ঠে আসীন একটি মনুষ্য ভাস্কর্য 'আরবদের আমলেও বিদ্যমান ছিল।

'আয়ন শাম্‌শ-এর অন্য কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু ছিল সরকারী তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত সুগন্ধবাহী বালসাম বাগিচা (Balsamgarden)। কথিত আছে, মধ্যযুগে বালসাম কেবল এই স্থানেই জন্মিত, যদিও পূর্বে এই উদ্ভিদের জন্মস্থান ছিল সিরিয়া। মিসরীয় কিব্‌তী খৃষ্টানদের প্রচলিত বিশ্বাস (Coptic tradition) মতে যীশু-মাতা মেরী মিসরে পলায়নের পর ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের পথে 'আয়ন-শাম্‌স-এর ঝরনায় যীশুর বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। মুসলিমগণও এই কিংবদন্তী জানিত। তখন হইতে এই ঝরনা পবিত্র ও কল্যাণপ্রসূরূপে পরিগণিত হয়। মধ্যযুগে বালসাম বৃক্ষের মূল্যবান রস ক্ষরণ ঘটিত শুধু এই ঝরনার পানিসিক্ত মাটিতে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাক্‌রীযী, খিতাত, ১খ., ২২৮ প.; (২) de Sacy, Relation de l'Egypte, ২০ প. ৮৬ প.; (৩) আল-ইদরীসী, আল-মাগ'রিব্‌, ১৪৫; (৪) BGA, ১খ., ৫৪; ৮খ., ২২; (৫) কালক'াশন্দী, দাওউস-সু'বহ আল-মুসাফির (অনু. Wustenfeld), পৃ. ১৩, ৯৬; (৬) য়া'কৃত, ৩খ., ৭৬৩, ৪খ., ৫৬৮; (৭) ইব্‌ন দুকমাক ৫খ., ৪৪; (৮) Baedeker, Egypt; (৯) Casanova, Les Noms Coptes du Caire et Localities voisines, পৃ. ৪০ প.; (১০) W. Heyd, Levantehandel, ২খ., ৫৬৬ প.; (১১) মাক'রীযী, খিতাত, IFAO সং. ৪খ., ৮৯-১০২; (১২) J. Maspero and G. Wiet, Materiaux pourservir a la Geographie de l'Egypte, ১৩১।

C. H. Becker (E.I.[2])/ সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন

আয়না বাখ্‌তী ঃ গ্রীক ভাষায় যাহাকে Lepanto অথবা Naupaktos বলা হয় তাহার তুর্কী নাম। Corints উপসাগরের তীরে অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত এই ছোট শহরটি বর্তমানে দারিদ্র্যক্লিষ্ট। শহরটিকে ইহার অধিবাসিগণ বলে Epaktos, ইতালীয়রা ইহাকে Lepanto নামে অভিহিত করে। শহরটির চতুর্দিক ভগ্নপ্রায় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ভেনেসীয়দের শাসনামলে এই প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল; মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি ছোট দুর্গ। মধ্যযুগে আয়না বাখ্‌তী Corinth উপসাগরীয় এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং ১৪০৭ খৃ. ইহা ভেনেসীয় শাসনাধীনে আসে [তু. Vitt. Lazzarini, L'acquisto di Lepanto, ১৪০৭, in Nuovo Archivio Veneto, ১৫ খ. (ভেনিস ১৮৯৮ খৃ.), ২৬৭-৮৩৩]। ১৪৮৩ খৃ. তুর্কীরা শহরটি দখলের জন্য একটি ব্যর্থ অবরোধ পরিচালনা করে, কিন্তু ১৪৯৯ খৃ. শহরটি

তাহাদের দখলে আসে। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর Don Juan, অস্ট্রিয়ার ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক অধিপতি Oxia দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে এক রক্তক্ষয়ী সমুদ্র যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পোপের সমর্থনপুষ্ট Don Juan-এর নেতৃত্বাধীন ছিল ২৫০টি রণপোতের এক শক্তিশালী বহর (একাংশ বেনিসীয়, অপরাংশ স্পেনীয়)। এই নৌ-যুদ্ধে Don Juan সমশক্তি সম্পন্ন একটি তুর্কী নৌবহরের মুকাবিলা করে এবং দুই শত তুর্কী রণতরী ডুবাইয়া দেয়। ১৬৮৭ খৃ. অপর একটি ভেনিসীয় বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই শহর একজন বে (Bay) শাসিত তুর্কী সান্‌জাক (Sandjak)-এর রাজধানী ছিল। ভেনিসীয়রা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারীতে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এই শহর তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে রাখে। ইহার পর পুনরায় এই শহরটি তুর্কীদের দখলে চলিয়া যায় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ গ্রীকরা ইহা দখল করিয়া লয়। আয়না বাখ্‌তী উপসাগরের বিপরীত দিকে Corinth উপসাগরের প্রস্থ সংকুচিত হইয়া ১ $\frac{১}{৪}$ মা. (২ কি. মি.)-এ পরিণত হয়। বেনিসীয়র (যাহাদেরকে উত্তরাঞ্চলে Kastro Roumelias নামে এবং দক্ষিণাঞ্চাল Rastro Moreas নামে অভিহিত করা হইত) এই শহরের প্রতিরক্ষার্থ যেই দুর্গটি নির্মাণ করিয়াছিল ইহাদেরকে পূর্ববর্তী কালে 'ক্ষুদ্র দারদানেলিস' নামে আখ্যায়িত করা হইত। পরবর্তী কালে এইগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বর্তমানে দুই হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত এই শহরটিতে একজন বিশপ তাঁহার কার্য পরিচালনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ewliya Celebi, Seyahatname (viii, 1928), 612 ff.; (২) J. V. Hammer, Rumeli und Bosna, Vienna 1812, 125-7 (আয়দীন উগলু উমার-বেগ যন্ত্রের সাহায্যে স্থলপথে রণপোত স্থানান্তর করিয়াছিল— এই মর্মের এক চমকপ্রদ বর্ণনাসমেত); (৩) হাজ্জী খালীফা, তুহফাতুল-কিবার ফী আস্‌ফারিল (incunabulum 1141 A. H., ইস্তাম্বুল), ৪২-৩; (৪) (Lepanto-এর নেই যুদ্ধ-সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য দ্র. the bibliography in H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, iii, Gotha 1934, 579 ff.; as well as C. Manfroni, Storia della Marina Italiana, iii, Rome 1897, 437-51; (৬) F. Hartlaub. Don Juan d'Austria und die Schlacht bei Lepanto (১৯৪০); (৭) ও C. Anderson, Naval wars in the Levant, ১৫৫৯-১৮৫৩, প্রিন্সটন ১৯৫২ খৃ., ২য় অধ্যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আরও তথ্যমূলক ইংগিত পাওয়া যাইতে পারে ঃ (৮) W. Miller, The Latins in the Levant গ্রন্থে, লন্ডন ১৯০৮ খৃ., স্থা. (তু. ৬৭০ খ.); (৯) ঐ লেখক, Essays on The Latin Orient, কেম্ব্রিজ ১৯২১ খৃ., স্থা. (তু. ৫৬৮)।

F. Babinger (E.I.²)/আফিয়া খাতুন

'আয়নী (عينى) ঃ হাসান আফিন্দী, আস-সায়্যিদ হাসান ইব্‌ন হাসান আল-'আয়নতাবী, দ্বিতীয় মাহমূদের শাসনকালের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ১১৮০/১৭৬৬ সালে 'আয়ন তাব-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৫৩/১৮৩৭ সালে কনস্টান্টিনোপল-এ ইন্তিকাল করেন। খুবই সাধারণ এক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই কবি ১৭৮০ খৃ. নিজ শহর পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দশ বৎসর আনাতোলিয়ার বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুলে বসতি স্থাপন করেন এবং সেইখানে সুলতান আহমাদ-এর মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ অলংকৃত করার পর তিনি ১৮৩১ খৃ. 'উছমানী সাম্রাজ্যের সরকারী নিবন্ধকের দফতরে 'আরবী ও ফারসী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার কাব্য প্রতিভার গুণে দ্বিতীয় সুলতান মাহমূদের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে বৃত্তি প্রদান করেন এবং সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাকে গালাতা-র মাওলাবিয়্যা খানকাহ্-এ দাফন করা হয় ঃ তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা করিতেন না। বরঞ্চ তাঁহারা এই কবির যে চিত্র আমাদের নিকট তুলিয়া ধরেন তাহা হইতে মনে হয়, তিনি ছিলেন একজন তোষামুদে, বিলাসী, অর্থলোলুপ ও দাম্ভিক। মাওলাবী তারীকাপন্থী হইলেও তিনি নাকশবান্দী তারীকাপন্থীদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করিতেন; তাই শেষোক্ত তারীকার লোকগণ তাঁহার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

রচনাবলী ঃ (১) নাজমুল-জাওয়াহির (১২৩৬/১৮২০-১), তুর্কী, আরবী ও ফার্সী অভিধান; (২) নুসরাত-নামাহ, জেনিসারীদের (Janissaries) ধ্বংস সম্বন্ধে লিখিত একটি মাছনাবী; (৩) কুল্লিয়াত (১২৫৮/১৮৪২), যাহাতে রহিয়াছে তৃতীয় সুলতান সালীম ও দ্বিতীয় মাহমূদের জন্য লিখিত কাসীদাসমূহ ও স্তুতিমালা, গাযাল, কবিতা-স্তবক, (তারিখ নির্দেশক কবিতা) এবং মাছনাবী সম্বলিত দীওয়ান; (৪) সাকী- নামাহ, সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে মানুষের জীবন সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'আয়নী সম্পর্কে ইহা বলা যায় না যে, তিনি কাব্য অথবা সাহিত্যিক প্রতিভার বিরাট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আরিফ হিকমাত, তাযকিরা-ই শু'আরা; (২) আসআদ আফেন্দী, বাগাচা-ই সাফা-আন্দূয; (৩) ফাতীন, তাযকিরে; (৪) 'আসিম, তারীখ, ১খ., ১২১; (৫) লুতফী, তারীখ, ১খ., ১৭৩; ৫খ., ২৭, ৪২; (৬) জাওদাত, তারীখ, ৫খ., স্থা.; ৬খ., ২১১, ২৭৩; ৯খ., ৩৯, ৭১; (৭) J. von Hammer Purgstall, Geschichte d. Osman. Dichtkunst, ৪খ., ৫০২; (৮) Gibb, Ottoman Poetry, ৪খ., ৩৩৬প.; (৯) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্র. Fevziye Abdullah কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ।

R. Mantran (E.I.²)/আফিয়া খাতুন

আল-'আয়নী (العينى) ঃ আবূ মুহাম্মাদ মাহমূদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মূসা বাদরুদ্দীন ১৭ রামাদান, ৭৬২/২১ জুলাই, ১৩৬১ তারিখে আলেপ্পো ও এনটিওকের মধ্যে অবস্থিত আয়নতাব নামক স্থানে এক বিদ্বান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাদী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই অধ্যয়ন শুরু করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁহার জন্মস্থানে এবং পরে আলেপ্পোতে। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দামিশ্‌ক, জেরুসালেম ও কায়রো সফর করেন। শেষোক্ত শহরে তিনি সূফীতত্ত্বের দীক্ষা গ্রহণ করেন

এবং কিছু সময়ের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত বারকূকিয়্যা দরবেশ-এর খানকায় প্রবেশ করেন। কয়েকবার দামিশ্‌ক ও তাঁহার নিজ জন্মস্থান শহর সফর করার পর অবশেষে তিনি কায়রোতে বসবাস করেন। সেইখানে তিনি সুলতান আল-মালিকুজ-জ'াহিরের আমলে ৮০১/১৩৯৮-১৩৯৯ সনে মুহতাসিবের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকবার পদচ্যুত হন এবং পুনরায় নিয়োগ লাভ করেন। ৮০৩/১৪০০-১ সনে তিনি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধায়কের (নাজি'রুল-আহ'বাস) মত অতীব ঈর্ষার পদ লাভে সফলকাম হন। সুলতান আল-মালিকুল মুআয়্যাদ শায়খ (৮১৫/১৪১২)-এর সিংহাসন লাভের পর তিনি সুলতানী অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। যাহা হউক, অল্প দিন পরেই তিনি পুনরায় অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং মুহতাসিবের পদে নিয়োগ লাভ করেন। অধিকন্তু তাঁহার তুর্কী ভাষা জ্ঞান তাঁহাকে সেই কালের শাসকবৃন্দ সুলতান আল-মুআয়্যাদ, আল-মালিকুজ-জ'াহির তাতার, আল-মালিকুল আশরাফ বারস্‌বায় প্রমুখের আস্থাভাজন হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখিয়াছিল। তিনি ফিক্‌হ বিষয়ক আল-কুদুরী কিতাবখানা তাতারদের জন্য তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সুলতান আল-মালিকুল আশরাফের কাছে তাঁহার সহিত দীর্ঘ ও ঘন ঘন সাক্ষাৎকারে তাঁহার আরবীতে লিখিত ঘটনাপঞ্জী তুর্কী ভাষায় মৌখিকভাবে অনুবাদ করিয়া শোনান। পরবর্তী সময়ের জন্য এককালের বারকূকিয়্যা তারীকার সূফী এখন একজন পূর্ণাঙ্গ রাজসভাসদে পরিণত হন। তিনি তাঁহার শাসকদের সম্মানে বহু স্তুতি কবিতা রচনা (মুআয়্যাদ-এর জীবনী, আল-মালিকুল-আশরাফের উপর রচিত প্রশংসা কবিতা) করেন। তিনি ৮২৯/১৪২৫-৬ সনে হানাফীদের প্রধান কাদীর পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি একাধারে ১২ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮৪৬/১৪৪২-৩ সনে তিনি একাধারে মুহ'তাসিব, কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক ও হ'ানাফীদের প্রধান কাদীর পদ লাভে কৃতকার্য হন। তাঁহার জীবনী লেখকদের মতে ইহা ছিল এক অসাধারণ কৃতিত্ব। অধিকন্তু তিনি মুআয়্যাদিয়্যা মাদ্‌রাসার অধ্যাপক ছিলেন। ৮৫৩/১৪৪৯-৫০ সনে তিনি রাজদরবারের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন এবং দুই বৎসর পরে (৪ যু'ল হি'জ্জা-৮৫৫/২৮ ডিসেম্বর, ১৪৫১) ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আয়নিয়্যা মাদ্‌রাসায় দাফন করা হয়, যেইখানে পরবর্তী সময়ে সাহীহুল-বুখারীর অপর একজন ভাষ্যকার আল-কাস্‌তাল্লানীকেও দাফন করা হইয়াছিল।

মামলূক সুলতানদের সহিত বিদ্বান শ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল-'আয়নীর জীবনী একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সাক্ষ্য বহন করে। এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি স্বীয় শতাব্দীর বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্পর্ক অহৃদ্যতাপূর্ণ না হইলেও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তি সম্পন্ন সেই যুগের দুইজন অনন্য সাধারণ মনীষী— আল-মাকরিযী ও শায়খুল-ইসলাম ইব্‌ন হ'াজার আল 'আসকালানীর সংস্পর্শে আসেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে সরাইয়া তিনি মুহতাসিবের পদ লাভ করেন এবং তাঁহার ঘৃণার পাত্র হন। শেষোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত সাহীহুল-বুখারীর ভাষ্যের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো যুক্তি পেশ করেন।

আল-'আয়নীর রচনাবলী অনেক। এইগুলির অধিকাংশ 'আরবী ভাষায় রচিত হইলেও কিছু সংখ্যক তুর্কী ভাষায়ও রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ হইল (১) 'ইক'দুল-জুমান ফী তারীখি আহ্‌লিয্-যামান; ইহা সাধারণ ইতিহাসের একখানা গ্রন্থ (ইহার একটি সারসংক্ষেপ Recueil des historiens des Croisades. Hist. Or., II, 183-254-তে আছে); (২) ইহা ইব্‌ন মালিকের আলফিয়্যার চারিটি ভাষ্যে যেই সকল কবিতা উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে উহাদের ভাষ্যে। পুস্তকটির শিরোনাম 'আল-মাকা'াসি'দুন-নাহ'বিয়্যা ফী শারহি' শাওয়াহিদ শুরূহি'ল-আলফিয়্যা" (আল-বাগদাদীর 'খিযানাতুল আদাব'-এর প্রান্তদেশে মুদ্রিত হইয়াছে, বূলাক ১২৯৯ হি., ৪ খণ্ডে); (৩) 'উমদাতুল-কা'রী ফী শারহিল-বুখারী শিরোনামে ইমাম বুখারীর সাহীহ-এর বৃহৎ ভাষ্য (১৩০৮ হি., কায়রোতে এবং ১৩০৯-১৩১০ হি., কন্‌স্‌টানটিনোপলে ১১ খণ্ডে মুদ্রিত)। এই শেষোক্ত গ্রন্থে আল-আয়নী বিশেষ পদ্ধতির প্রমাণ দেখাইয়াছেন যাহা মুসলিম ভাষ্যকারদের রচনায় বিদ্যমান সাধারণ ভ্রম ও বিশৃঙ্খলার বিপরীত। প্রতিটি হাদীছ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।

হাদীছ ও ইহার অধ্যায়ের শিরোনামের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, ইসনাদ বিশ্লেষণ, ইহার বৈশিষ্ট্য ও মাধ্যমসমূহের (رواة) অধ্যয়ন, অন্যান্য গ্রন্থের কিংবা বুখারীর অন্যান্য অধ্যায়ের উল্লেখ, যেখানে হাদীছটি আনীত হইয়াছে; হাদীছটির শাব্দিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ এই হাদীছ হইতে নিঃসৃত ফিক্‌হশাস্ত্র আইন-কানুন ও তাহার পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Quatremere, Histoire des Mamlouks, ১খ., ২১৯ প.; (২) Wustenfeld, Die Geschichts Schreiber der Araber, 489; (৩) Brockelmann, II. 52, 53, S II. 50-I; (৪) আল-আয়নী ও ইব্‌ন হাজারের মধ্যকার বিতর্ক সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ : Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie. II, xxiv।

W. Marcais (E.I.²)/মু. আ. হক খতিবী

'আয়নুত্-তাম্‌র (عين التمر) : ইরাকের আন্‌বার ও কূফার মধ্যস্থলে মরুভূমি সীমান্তের উর্বর নিম্নভূমি এলাকায় অবস্থিত একটি ছোট শহর। ইহা কারবালা হইতে পশ্চিমে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত।

শহরটির আরবীয় নামের অর্থ খেজুরের ঝরনা। প্রচুর খেজুর গাছের জন্য সম্ভবত এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে (য়া'কূত ৩খ., ৭৫৯)।

ইব্‌নুল-কাল্‌বীর মতানুসারে এই শহরটি জুযায়মাতুল-আব্‌রাশের হীরা রাজ্যের একটি অংশ ছিল (আত-ত'াবারী, ১খ., ৭৫০; য়া'কূত, ২খ., ৩৭৮)। সেই স্থানে শাপুর হাত্‌রা-রাজ দায়যান-এর কন্যা নাদীরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (আত্-ত'াবারী, ১খ., ৮২৯; য়া'কূত, ২খ., ২৮৩; আল-হামদানী, আল-বুলদান, পৃ. ১৩০)। ইহা সম্ভবত বিহ্‌কুবাযুল আলার উস্‌তান ('জেলার) একটি তাস্‌সূজ ছিল, যেমন ইহা 'আব্বাসী আমলে ছিল (খুররাদাযবিহ, পৃ. ৮; কুদামা, পৃ. ২৩৬; য়া'কূত, ১খ., ২৪১, ৭৭১)।

মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইব্‌নুল-ওয়ালীদ (রা) ১২ হিজরীতে যখন 'আয়নুত-তাম্‌র আক্রমণ করেন তখন ইহা একটি সুরক্ষিত দুর্গবিশিষ্ট সামরিক চৌকি ছিল (আত-ত'াবারী, ১খ., ২০৫৭; আল-বালাযু'রী, পৃ. ২৪৬)। খালিদ (রা) শহর রক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া শহরটি দখল করেন (আত-ত'াবারী, ১খ., ২০৬৪; আল-বালাযু'রী, পৃ. ১১০; য়া'কূত, ৩খ., ৭৫৯; Caetani, Annali, ২খ., ২৬১, ৯৪০, ৯৯১)। তিনি ইহার কোন কোন বেসামরিক অধিবাসীকে বন্দী করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করেন। ইহারাই মদীনায় আগমনকারী প্রথম বন্দী ক্রীতদাস ছিল (আত-ত'াবারী, ১খ., ২০৭৬)। এই সকল বন্দীর অনেকেরই পুত্র ও পৌত্রগণ পরবর্তী কালে ইসলামের সামরিক, প্রশাসনিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন (তাঁহাদের নামের জন্য দ্র. আত-ত'াবারী, ১খ., ২০৬৪, ২১২১, ৩৪৭২; ২খ., ৮০১; আল-বালাযু'রী, পৃ. ১৪, ১৪২, ২৪৭, ২৩০, ৩৫২, ৩৬৭; ইয়াকূত, ৪খ., ৮০৭; আগ'ানী, ৪খ., ৩২৫৬)।

ঐতিহাসিক কিছু তথ্য হইতে জানা যায়, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে 'আয়নুত-তাম্‌র-এ খৃস্টান জনসংখ্যা ও একটি গির্জা ছিল (আত-ত'াবারী, ১খ., ২০৬৪; আল-বালাযু'রী, পৃ. ২৪৭; য়া'কূত, ৪খ., ৮০৭) এবং কিছু সংখ্যক য়াহূদী সম্প্রদায় ও তাহাদের একটি উপাসনালয়ও বিদ্যমান ছিল (আল-য়া'কু'বী, ২খ., ১৫১)। কিন্তু সম্ভবত অধিক সংখ্যক লোকই তাগ'লিব, নামির ও আসাদ গোত্রের আরব ছিল এবং স্থায়ী কৃষিজীবী ছিল।

ইসলামী আমলেও 'আয়নুত-তাম্‌রের গুরুত্ব ছিল। কারণ এখান হইতে আরব ও ইরাকের বেদুঈনদিগকে ইহার উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করা হইত, তদুপরি ইহা ইরাকের উর্বর কেন্দ্রস্থল ও সিরীয় মরুভূমির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যও উহার গুরুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। এই শহরটি পশ্চিমাঞ্চলীয় মরুভূমি হইতে ইরাক, বিশেষত কূফাগামী সামরিক পথও নিয়ন্ত্রণ করিত (দ্র. আত-ত'াবারী, ১খ., ২০৬৯, ২০৭২, ২১২১; ২খ., ৯৪৬, ১৩৫২; আল-বালাযুরী, পৃ. ৬২; য়া'কূত, ৪খ., ১৩৭; ইব্‌ন খুর্‌রাদায্‌বীহ, পৃ. ৯৭; ইব্‌ন হ'াওক'াল, ১খ., ৩৪; A. Musil, Middle Euphrates, পৃ. ৪১, ২৯৫-৩১১)।

'আয়নুত-তাম্‌রের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া কূফার গভর্নরগণ তাঁহাদের শহরের অন্যতম প্রবেশদ্বার রক্ষার জন্য সেখানে একটি সামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখিতেন (দ্র. আত-ত'াবারী, ১খ., ৩৪৪৪; ২খ., ২১, ৭৭৩, ১৩৫২ ১৯৪৫, ১৯৪৬; আল-বালাযু'রী, আন্‌সাব, ৫খ., ২৯৫)।

বস্তুত পক্ষে ইহার বিচ্ছিন্ন অবস্থানের জন্য কোন কোন খারিজী সম্প্রদায় নিজেদের বিপ্লবী বাহিনী সংগঠিত করিবার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য এই শহরটিকে বাছিয়া লয় (আত-ত'াবারী, ২খ., ১৮৩, ৭৭৩; আল য়া'কূ'বী, ২খ., ২২৮, ৩৮৭, আল-বালাযু'রী, আন্‌সাব, ৫খ., ৪৫, য়া'কূত, ৩খ., ৭৫৯)।

৩য়/৯ম শতাব্দীর সমাপ্তিকালে 'আয়নুত-তাম্‌রে বানী আসাদগণ বসবাস করিত (আত্‌-ত'াবারী, ৩খ., ২২৫)। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে 'আয়নুত-তাম্‌র একটি সুরক্ষিত শহর ছিল (আল-মাক্‌দিসী, পৃ. ১১৭) এবং উহা ছিল বিহ্‌কুবাযুল-আলার উস্‌তানের একটি তাস্‌সূজ। এই সময়ে উহার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বার্ষিক ১৪ বায়দার, ৩০০ কুর গম, ৪০০ কুর বার্লি ও ৪৫,০০০ দিরহাম অন্তর্ভুক্ত ছিল (ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ্‌, পৃ. ১০; কুদামা, পৃ. ২৩৭)। ইহার ভূমিকে উশ্‌রীরূপে গণ্য করা হইত (আল-বালাযুরী, পৃ. ২৪৮)।

৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে ইরাকের পতনকালীন আয়নুত-তাম্‌র সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায় এবং ইহার ব্যাপারে তখন শাছাছা নামক একটি পার্শ্ববর্তী গ্রামের সহিত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বাগদাদ দখলকারী মোঙ্গলগণ এই শহরটি অধিকার ও লুণ্ঠন করে (আয্‌যাবী, তারীখুল ইরাক বায়না ইহতিলালায়ন, ১খ., ৩৫৭)। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর বিশৃংখলাপূর্ণ সময়ে কোন কোন বেদুঈন ইহাকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করিত (আয্‌যাবী, পূ. গ্র., ৫খ., ১৮২)।

Gertrude Bell আয়নুত্‌-তাম্‌র পরিদর্শন করেন এবং ইহাকে একটি দুর্গসহ প্রাচীর বেষ্টিত গ্রামরূপে বর্ণনা করেন। তিনি ইহার গন্ধকযুক্ত পানি, খাদ্যশস্য ও ১,৭০,০০০ খেজুর গাছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (Amurath to Amarath, লন্ডন ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৩৯)।

বর্তমানে 'আয়নুত-তামর একটি জেলার (নাহিয়া) কেন্দ্র। ইহা চারটি এলাকায় বিভক্ত আলবু হারদান, কাসর ছামির, কাসরুল-'আয়ন ও কাসর আবূ হওয়ায়দী। স্থায়ী জনসংখ্যা ২১১৪ এবং গ্রামীণ ও বেদুঈন জনসংখ্যা ৩১৮৩ (ইরাকের ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী)।

গ্রন্থপঞ্জী : বরাত প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

Saleh A. El-Ali (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

'আয়নুদ-দীন (عين الدين) : (শায়খ), মুহাম্মাদ নাম, উপাধি 'আয়নুদ-দীন, আবুল-'আওন উপনাম (কুন্‌য়া), ডাকনাম গান্‌জুল- উলূম ইব্‌ন শায়খ শারাফুদ-দীন মুহাম্মাদ মুত্তাকী বালহাবী জুনায়দী ইব্‌ন সা'দুদ্দীন ইসমাঈল আওয়াব সামানূবী, বাদাউনী (৬০৯-৬৬০ হি.) ইব্‌ন শায়খ শারাফুদ্দীন হিবাতুল্লাহ কানি' জালানধারী সামানুবী (৫৬০-৬১০ হি.) ইব্‌ন ইমাম সা'দুদ-দীন ইসমাঈল মুজতাহিদী জুনায়দী জালানধারী (৫১০-৫৭৩ হি.), যিনি আবূ 'আবদির রাহমান মুহ'াম্মাদ সালামী বংশধর, শায়খ ইসমাঈল ইব্‌ন নাজীদ ইবনিল-জুনায়দ আল-বাগ্‌দাদী (র)-র পৌত্র (তারিখ-ই আওলিয়া, তাযকিরাতুল-কাদিরী ও শাজারা-ই জুনায়দিয়্যা)। কাহারও কাহারও মতে শায়খ সালামীর প্রপিতামহ ছিলেন মূসা সালামী এবং ইসমাঈল ইব্‌ন নাজীদ ছিলেন নানা। কিন্তু স্বয়ং শায়খ সালামী ইসমাঈল নাজীদকে শুধু 'জাদ্দী' (আমার দাদা) শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন (তাবাকাত-ইসালামী, আনসাবুস-সামআনী ও তারীখ-ই খাতীব আল-বাগদাদী)। শাজারা-ই নাসাব-ই জুনায়দিয়্যা, 'আলী 'আদিল শাহ (১ম) (৯৬৫-৯৮৮ হি.)-এর সমসাময়িক শায়খ 'আয়নুল্লাহ (৯৬৫-৯৮৮ হি.) সম্পাদিত, যাহা শায়খ হামিদ জুনায়দী (৯৬৭ হি.) ও গানজুল-উলূম (৭০৬-৭৯৫ হি.), ইসমা'ঈল ইব্‌ন নাজীদ ইবন জুনায়দ বাগদাদীর সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, জুনায়দ বাগদাদীর সন্তান ছিলেন কয়েকজন : কাসিম, নাজীদ, তাহির ও ইসমা'ঈল; আর সেইহেতু শায়খ জুনায়দ-এর পিতৃ-পদবীযুক্ত নাম ছিল আবুল-কাসিম। কাসিম-এর বংশধরদের একজন ছিলেন 'আলী দামিগ'ানী জুনায়দী, যিনি গানজুল-

'উলূম-এর প্রপিতামহ ইসমা'ঈল মুজতাহিদ-এর মামা ছিলেন এবং ইসমা'ঈল মুজতাহিদ-এর প্রপিতামহ ছিলেন নাজীদ ইব্‌ন জুনায়দ বাগদাদী (র) ও তাঁহারা পরস্পর সমখান্দানের আত্মীয় (আল্লাহ সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী)। শায়খ মাখদূম 'আলী হুজব'ীরী জুনায়দী (৪৬৫ হি.) প্রমুখ জুনায়দিয়্যা বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাহ'মূদ গা'যনাবী ও মাস'উদ গা'যনাবীর যুগে ভারত আগমন করেন (কানহিয়া লাল, তারীখ-ই লাহোর)। সম্ভবত গানজুল-'উলূম-এর পিতামহ ইসমা'ঈল মুজতাহিদ-এর বসবাস ছিল 'দানিশমান্দান-ই জালানধর' পল্লীতে। গানজুল-'উলূম-এর শ্রদ্ধেয় পিতা শায়খ শারাফুদ্দীন-মুত্তাকী ছিলেন 'আলাউদ্দীন খালজীর যুগের 'আলিমদের একজন। তাঁহার মাতার নাম ছিল মাহ খাতূন (মৃ. ৭৬০ হি.) বিনত নাস'রুল্লাহ্ সিরাজ (শাজারা)। গানজুল-'উলূম ৭০৬/ ১৩০৭ সালে নয়াদিল্লী (কিলূখড়ী)-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই লালিত-পালিত হন। বারম (বুলান্দ শাহর) ইলতুতমিশ ও 'আলাউদ্দীন খালজীর রাজত্বকালে শায়খ ও সায়্যিদ বংশীয় লোকজনের বসবাসের কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। গানজুল-'উলূম বারম এলাকার বহতাওয়ারাহ্‌তে ইমাম কি'ওয়ামুদ্দীন জালানধারীর নিকট স'ারফ ও নাহ'ও (আরবী ব্যাকরণ) ও ইমাম ইসমা'ঈল কালানূরী (পাঞ্জাব) ও শায়খ মিনহাজুদ্দীন তামীমী কানুরী (আগ্রা প্রদেশ)-এর নিকট ভাষাতত্ত্ব ও ক্যালিগ্রাফি বিদ্যায় পরম কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি জালূ (যোধপুর অধীনস্থ এলাকা)-তে তাজবীদ শিক্ষা করেন। গুজরাটের আমীরগণ, যথা আহ'মাদ লাশকারী গুজরাটী (৭১৪ হি.), মাওলা-ই খাওয়াজা রাশীদ প্রমুখ তাঁহার পিতার ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন। তিনি গুজরাটের 'আলিমগণ হইতে শিক্ষালাভ করত নূতন রাজধানী দাওলাতাবাদ (দেওগড়, দাক্ষিণাত্য) গমন করেন। সেইখানে হযরত নিজ'ামুদ্দীন আওলিয়া (র)-র সহপাঠী ও সাথী (সিয়ারুল-আওলিয়া) মাওলানা শামসুদ্দীন দামিগ'ানীর দারস (ক্লাস)-এ শরীক হন। কাযী ইফতিখারুদ-দীন কারঝীর-নিকট 'হীরূল' (দাওলাতাবাদ) নামক স্থানে তিনি ফিক'হ ও উসূ'ল ফিক'হ, সায়্যিদ 'আলাউদ্দীন জীওয়ারী (মৃ. ৭৩৪ হি.)-র নিকট দাওলাতাবাদ-এ 'মিফতাহ'' ও 'কাশশাফ' অধ্যয়ন করেন; তাঁহার নিকট বায়'আত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে খিলাফাত লাভ করেন। তাঁহার সুহরাওয়ারদিয়্যা সিলসিলা (ধারা) শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদী (র) [৬৩২ হি.] ও চিশতিয়া ধারা শায়খ বাদরুদ্দীন গাযনাবী (র) (মৃ. ৬৫৭ হি.) পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি জুনায়দিয়্যা ধারায় মাওলানা কি'ওয়ামুদ্দীন মাহ'মূদ দিহলাবী (মৃ. ৭১০ হি.)-র খলীফা ছিলেন। গানজুল-'উলূম স্বীয় মুরশিদের ইন্তিকালের পর ৭৭৮/১৩৭৬ সালে তদীয় বড় ভাই শায়খ রাদিয়্যুদ্দীন মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৭৮১ হি.) এবং বড় ভগ্নী মাস'উদা (মৃ. ৭৯১ হি.)-সহ 'সাগার' (ইসতাবাদ দুর্গ), জেলা গুলবার্গা, চলিয়া যান যাহা বাহমনী রাজ্যের কেন্দ্রীয় শহর ও 'আলিম ও সূফীগণের কেন্দ্র ছিল। তদুপরি সেখানে শায়খ সূফী সারমাসত দিহলাবী (মৃ. ৬৮০ হি.)-র মাযার ছিল। তিনি সেখানে ছত্রিশ বৎসর শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকেন (শাজারা)। সম্ভবত তাঁহারই নামানুসারে 'সাগার' 'আয়নাবাদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে (উর্দূ-ই ক'াদীম)। ৭৭৩/১৩৭২ সালে তিনি বীজাপুর আসেন এবং তথায় ৭৯৫/১৩৯৩ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার সমাধি ফাত্‌হ-ই দারওয়াযার সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। তাঁহার সমাধির গম্বুজটি ওয়াযীর খাওয়াজা মাহ'মূদ গাওয়াঁ হি. ৮৮৬ সালের পূর্বে নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ ঃ তাঁহার শ্যালক ও চাচাতো ভাই শায়খ সিরাজুদ্দীন জুনায়দী গুলবার্গাবী (৬৭০-৭৮১ হি.) [হ'াসান গাংগু বাহমানীর মুর্শিদ], শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন নিজ'ামুদ্দীন বাহরাইচী (মৃ. ৭৭২ হি.), শায়খ মিনহাজুদ্দীন তামীমী আনস'ারী জালানধরী, শায়খ শামসুদ্দীন খাওয়াজগী আল-'আরীদী মুলতানী কাড়াবী, শায়খ কামালুদ্দীন সামানুবী ও উসতাদ যায়নুদ্দীন দাওলাতাবাদী—ইঁহারা তাঁহার পীরভাই ছিলেন। সুলতান 'আলাউদ্দীন হ'াসান গাংগু বাহমানী (৭৪৮/১৩৪৭), মুহ'াম্মাদ শাহ বাহমানী (৭৫৯/১৩৫৮), মুজাহিদ শাহ বাহমানী (৭৫৯/১৩৫৮) ও সুলতান মাহ'মূদ বাহমানী (৭৮০/১৩৭৮) তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। মুল্লা ইসহাক সিরহিন্দী 'ইসামী, সংকলক (ফুতূহু'স-সালাতীন), স'াদরুশ-শারীফ সামারকান্দী ও বাদশাহ সায়ফুদ্দীন গূ'রীও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

বংশধর ঃ তাঁহার সন্তান-সন্ততি ছিলেন অনেক। জ্যেষ্ঠ পুত্র শায়খ মুহ'াম্মাদ বাহমানী রাজ্যের সেনাবাহিনীর মুফতী ছিলেন (সালাতীন-ই দাকান) এবং দ্বিতীয় পুত্র শায়খ 'আলাউদ্দীন, শায়খ মিনহাজুদ্দীন তামীমীর ভগ্নীপতি ছিলেন (শাজারা)। কন্যাদের মধ্যে বিবি রাওনাক ও খূন্দমান কু'রআন-এর হাফিজ ও মারিফাত জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পৌত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন 'আয়নুদ্দীন গানজুল-'উলূম ছানী (মৃ. ৮৩৫ হি.) ইব্‌ন শায়খ মুহ'াম্মাদ ও শায়খ মুস'তাফা জুনায়দী বীজাপুরী (মৃ. ১০৬৮ হি.) যিনি মালিকুল 'উলামা মাওলানা হাবীবুল্লাহ বীজাপুরী (মৃ. ১০৪১ হি.)-এর খলীফা। শুধু তাঁহার চাচাতো ভাই শায়খ সিরাজ গুলবার্গাবীর বংশধর ব্যতীত অন্য কাহারও বংশধর জীবিত নাই।

ছাত্র ঃ শায়খ দি'য়াউদ্দীন গা'যনাবী ও শায়খ ইবরাহীম সাংগানী (মৃ. ৭৫৩ হি.); এতদ্ব্যতীত খাওয়াজা সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ গীসূ দারায (র) (মৃ. ৮২৫ হি.) ও খাওয়াজা হুসায়ন শীরাযী দাওলাতাবাদ-এ অবস্থানকালে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন (রাওদা'তুল-আওলিয়া', বীজাপুর)।

খালীফাগণ ঃ শায়খ আবুল-কাসিম 'আবদুল্লাহ গা'যনাবী (মৃ. ৭৯৩ হি.) ও তদীয় পুত্র মুল্লা মাহ'মূদ তাঁহার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন (রাওদা'তুল-আওলিয়া)।

'গানজুল-'উলূম-এর বাণী ঃ জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য হইতেছে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঈমানের সাথে মৃত্যু।

রচনাবলী ঃ তিনি ১৩২ খানা গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে খাতিমা, আতওয়ারুল-আবরার, কিতাবুল-আনসাব ও মুলহ'াকাত-ই ত'াবাক'াত-ই নাসিরী নামক গ্রন্থগুলি ছিল, যাহা বীজাপুর ধ্বংসের সময় বিনষ্ট হইয়া যায়। তারীখ-ই ফিরিশতা (১০১৫ হি.) ও 'আবদুল-জাব্বার খান মালিকাপুরী-র 'সালাত'ীন-ই বাহমানিয়া দাকান' (১৩২৮ হি.)-এর সূত্র তাঁহার মুলহাক'াতই ছিল। মালিকাপুরী-র গ্রন্থাগারটি রূদ-ই মূসার প্লাবনে বিনষ্ট হয় (১৯০৮ খৃ.)।

শাজারা ঃ তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত কয়েকখানি কিতাব-এর নাম বিষয়ভিত্তিক উল্লিখিত আছে। যেইগুলির মধ্যে তাফসীর, হাদীছ, তাজবীদ, কালাম, স'ারফ, নাহ'ও, লূগ'াত, আনসাব, তি'ব্ব, গ্রীক দর্শন, 'ইল্‌ম-ই

সূলূক, তারীখ ইত্যাদি রহিয়াছে। কিন্তু মুলহ'কাত-ই ত'াবাক'াত-ই নাসি'রীর নাম শাজারায় উল্লিখিত নাই।'

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রাচীন উর্দূতে রচিত তাঁহার কোন কোন পুস্তক বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বর্তমানে এইগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহার মুলহাকাত শুধু ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী (৬৫৮ হি.)-র পরিপূরক নয়, বরং তারীখ-ই ফীরূয শাহী (৭৫৮ হি.)-রও পরিপূরক। তাহাতে দাক্ষিণাত্যের বিজিত এলাকার ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে (সালাতীন-ই দাকান)।

গানজুল-'উলূম-এর ইনতিকাল হয় ৭৯৫/১৩৯৩ সাল। কিন্তু মূলহ'াক'াত-এ ফীরূয শাহ বাহমানী (৮০০-৮২৫ হি.)-র অবস্থাদিও উল্লিখিত আছে এবং 'সালাতীন-ই দাকান'-এ ইহা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যত কিতাব-এর এই অংশটি পরবর্তী সময়ে সংযোজন করা হইয়াছে। মূল রচনার একটি সংখ্যা মালিকাপুরী-র নিকট ছিল যাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত মীর্যা (দা.মা.ই.)/যোবায়ের আহমদ

'আয়নুল-ওয়ারদা (عين الوردا) ঃ য়া'কূতের মতে এই স্থানটি রাস 'আয়ন (দ্র) হইতে অভিন্ন। ২৪ জুমাদাল-উলা, ৬৫/৬ জানুয়ারি, ৬৮৫ সালে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে এই স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই যুদ্ধে সিরীয়রা কূফার শী'আদের হত্যা করে। দ্র. (১) Weil, Chalifen, ১১খ., ৩৬০ প.; (২) Muller, Der Islam im Morgen und Adendland, ১১খ., ৩৭৪; (৩) আত-তাবারী, নির্ঘণ্ট, বিশেষত ১খ., ২৫৭ ও ২১খ., ৫৫৪ প.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)/আফিয়া খাতুন

'আয়নুল-জাররর (عين الجر) ঃ বিক'া' (بقاع) (দ্র.) উপত্যকার একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইহা ছিল উমায়্যা বংশের অন্যতম আবাস, ইহার আরবী নাম (বর্তমান উচ্চারণ 'আনজার) গ্রীক ও সিরীয় নাম Gerrha ও In Gero-এর অনুরূপ। অ্যান্টিলেবানন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত লিতানি নদীর প্রধান উৎপত্তিস্থল, বৈরূত হইতে দামিশক পর্যন্ত যে আধুনিক সড়ক চলিয়া গিয়াছে এই স্থানটি তাহা হইতে খুব বেশি দূরে নয়। ইহা দীর্ঘদিন যাবত কারাক নূহ' পর্যন্ত বিস্তৃত এক পানিপূর্ণ হ্রদ ছিল যাহা মামলূক আমলে নিষ্কাশন করা হয়। একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে একটি ছোট দুর্গে পরিণত করা হয়। ইহা হইতেই ক্রুসেডের সময় ব্যবহৃত হি'সন মাজদাল (Hisn Madjdal) কথাটি আসিয়াছে। ইহা বর্তমান মাজদাল 'আনজার গ্রামের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যযোগ্য বস্তু হিসাবে বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে এই গ্রাম লেবাননের প্রাচীন চালসিস (Chalcis) নামক স্থানের সহিত অভিন্ন। উহা ছিল Coelesyria হইতে Ituria পর্যন্ত বিস্তৃত এবং রাজ্যের রাজধানী। পরবর্তী কালে উহা রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অন্যদিকে অদূরেই অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক বিশাল ভূগর্ভ জুড়িয়া আছে অনেকগুলি মিনার এবং বর্তমানে যে খনন কাজ চলিতেছে তাঁহার ফলে আরও অনেক কিছু আমাদের কাছে ধরা পড়িবে। J. Sauvaget ইহাকে ৯৫-৯৬/৭১৪-৭১৫ সালে খলীফা আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদিল-মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উমায়্যাদের শহর বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক শ্রমের সাহায্যে বিক'া' এলাকার কামিদ নামক স্থানের পাথর দ্বারা ইহা তৈরি হইয়াছিল, যাহা খোদাই কাজ ও Aphrodito পাপিরাস লিপিসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়। উল্লিখিত ধ্বংসাবশেষের সমকালীন সেচ ব্যবস্থার অস্তিত্ব এতদঞ্চলের কৃষিপ্রধান হইবার প্রমাণ। তবে এই সেচ ব্যবস্থা কখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। এই স্থানেই ১২৭ হিজরীর সফর/ ৭৪৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে মারওয়ান ইব্ন মুহ'াম্মাদের সৈন্যরা সুলায়মান ইব্ন হিশামের বাহিনীর উপর বিজয়লাভ করে। সিরিয়া দখলের সময়েই এই স্থানটি ছিল 'আব্বাসী বাহিনীর যাতায়াতের পথ। তৎকালীন প্রাচীন উমায়্যা শহরটির প্রকৃত অবস্থার যথাযথ বিবরণ ছাড়াই 'আরবী সাহিত্যে প্রসঙ্গত এই স্থানটির বর্ণনা আসিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., বিশেষ করিয়া ৪০০-০২; (২) J. Sauvaget, Les ruines Omeyyades de 'Andjar, in Bull. du Musee de Beyrouth, ৩খ., ১৯৩৯, ৫-১১; (৩) ঐ লেখক, in 'Syria,' ২৪খ., ১৯৪৪-৪৫, ১০২; (৪) M. Chehab, in Actes du xxiv congres int. des Orientalistes, মিউনিক ১৯৫৭ খৃ.; (৫) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, লন্ডন ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৪৬৩; (৬) ইব্ন খুররাদাযবিহ, পৃ. ২১৯; (৭) য়া'কূত, ২খ., ৫৭; (৮) L. Caetani, Chronographia Islamica, ১৬১৭; (৯) য়া'কূ'বী, ২খ., ৪০৩; (১০) ত'াবারী, ২খ., ১৮৭৬-৭৭; ৩খ., ৪৮; (১১) ইবনুল-আদীম, যুবদা, ২খ., সম্পা. Dahan, পৃ. ২৬৩; (১২) ইবনুল-কালানিসী, সম্পা. Amedroz, পৃ. ১৮৪, ৩১৪; (১৩) M. Canard, H'amdanides, আলজিয়ার্স ১৯৫১ খৃ., পৃ. ২০৩ ও টীকা ২৪৩।

J. Sourdel-Thomine (E.I.2)/এ. এইচ. এম. রফিক

আয়বাক (ايبك) ঃ (তুর্কী উচ্চারণ আয়বেগ ايبك), পূর্ণ নাম 'ইযযুদ্দীন আবুল-মানসূ'র আয়বাক (আয়বেগ) আল-মু'আজ্জামী, তিনি আয়্যূবী বংশের সুলতান আল-মালিকু'ল-মু'আজ্জ'াম শারাফুদ্দীন 'ঈসা-র মামলূক (দাস) ছিলেন। এইজন্য তিনি আল-মু'আজ্জ'ামী নামে অভিহিত হইতেন। তিনি ৫৯৭/১২০০ হইতে ৬১৫/১২১৮ সন পর্যন্ত দামিশকের গভর্নর ছিলেন এবং তাঁহার পিতা আল-মালিকুল-'আদিলের মৃত্যুর পর দামিশক রাজ্যের সুলতান হন (৬১৫-৬২৪/১২১৮-১২২৭)। ৬০৮/১২১১-১২১২ সনে আয়বাক হ'াওরান-এর সালখাদ নামক শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন এবং উসতাযদার (Majordomo, প্রধান তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত হন। যখন আল-মালিকু'ন-নাসি'র দাঊদ স্বীয় পিতার স্থলে দামিশ্কের সিংহাসনে বসেন তখন আয়বাক দামিশকের নাইবুস-সালতানাত (regent) পদ লাভ করেন এবং রাজ্যের সকল রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ তাঁহার হস্তগত হয়। কিছুদিন পর দাঊদের পিতৃব্য আল-মালিকুল-আশরাফ দামিশক

অধিকার করেন। তখন আয়বাককে নাইবুস-সালতানাত পদ হইতে বরখাস্ত করা হয়, কিন্তু হা'ওরানের জায়গীর যথারীতি তাঁহার অধিকারে থাকিয়া যায়। ৬৩৬/১২৩৮-১২৩৯ সনেও তিনি 'আমীর সালখাদ ওয়া যুর'আ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ আরোপ করা হয় এবং তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। ৬৪৬/১২৪৮-১২৪৯ সনে কায়রোতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃতদেহ দামিশকে আনয়ন করা হয় এবং সেইখানে তাঁহার জন্য পূর্বনির্মিত সমাধিতে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আয়বাকের অধিকারভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর অট্টালিকাসমূহ তাঁহারই রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। তিনি দামিশকে তিনটি নূতন হ'ানাফী শিক্ষায়তন ও একটি জেরুযালেমে প্রতিষ্ঠা করেন। উসতাযদার হিসাবে সরাইখানাসমূহের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি যখন সালখাদের গভর্নর ছিলেন তখন উত্তর আরব ও ব্যাবিলোনিয়া হইতে দামিশকগামী বাণিজ্যিক সড়কসমূহের যেই সকল অংশ তাঁহার এলাকার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তাঁহার উন্নয়নের চেষ্টা করেন। মরুভূমির আল-আযরাক দুর্গটি তিনিই নির্মাণ করেন। 'ইনাক নামক স্থানে পানির বড় পুষ্করিণী (মাতৃখ্, অন্যান্য বর্ণনায় বিরকা) সংস্কার করেন এবং সালা নামক স্থানে একটি বড় সরাইখানা (খান) নির্মাণ করেন। স্থাপত্যের এই আগ্রহ তাঁহার অধীনস্থদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তাঁহার মামলূক 'আলামুদ্দীন ক'ায়স'ারের মধ্যেও জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার জায়গীরে যেই সকল অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

সালখাদে একটি সরাইখানা (৬১১/১২১৪-১২১৫); সালখাদের দুর্গে একটি বুরূজ (৬১৭/১২২০-১); সালখাদের মসজিদে মিহ'রাব, দরদালান ও মীনার (৬৩০/১২৩২-৩); ক'াল'আতু-আযরাক-এ একটি দুর্গ (৬৩৪/১২৩৬-৭); যুর'আয় একটি সরাইখানা (৬৩৬/১২৩৮); 'ইনাকের পুষ্করিণী (৬৩৬-৬৩৭/ ১২৩৮-১২৪০); 'আয়ন-এ একটি মসজিদ (৬৩৮/১২৪০-১)। সালার মসজিদ ও সরাইখানা অবশ্যই ৬৩০/১২৩২-৩ সালের কাছাকাছি সময়ে নির্মিত হইয়া থাকিবে। উৎকীর্ণ লিপির অবস্থা খুব জীর্ণশীর্ণ হওয়ায় উহাদের নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। শারাফুদ্দীন 'ঈসা ও তাঁহার মামলূক আয়বাক এই উভয়ের নামের উল্লেখ ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপারেও পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন খাল্লিকান, শিরো. আল-মু'আজ'জাম 'ঈসা; (২) Van Berchem, ZDPV-তে, ১৬খ., ৮৪ প.; (৩) E. Littmenn, Semitic Inscriptions, পৃ. ২০৪ প.; (৪) Dussaud ও Macler, Missions dans les regions desertiques de la Syrie Moyenne, ৩২৬ প., ৩৩৬ প.।

E. Littmann (E.I.², দা. মা.ই.) / মু. আবদুল মান্নান

আয়বাক, সুলতান কু'ত'বুদ্দীন (سلطان قطب الدين أيبك) ঃ আয়বাক নামেই সমধিক পরিচিত। ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান। তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এই দেশে মুসলিম দাস বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। আয়বাক একটি তুর্কী শব্দ। উহা 'আয়' (اى চন্দ্র)' ও 'বাক' (بك নেতা, সর্দার) এই শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত (দ্র. ফারহাঙ্গ-ই আনন্দরাজ), কিন্তু রেড হাউজ (Red House) উহার অর্থ লিখিয়াছেন, পাখীর মাথার ঝুঁটি বা হুদহুদ পাখী। ভারতের কোনও কোনও পরবর্তী তুর্কী রাজপুরুষ বা শাসনকর্তার নামের সহিতও আয়বাক উপাধি-নামটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে (যেমন ভাতিন্দার শাসনকর্তা তুগা খান আয়বাক, সুলতানা রাদি'য়্যা-র সেনাপতি সায়ফুদ্দীন আয়বাক প্রমুখ (তু. মাআছির-ই লাহোর, ১খ., ১৭৬, টীকা ১)। কবি মীরযা গ'ালিব তাঁহার রচিত একটি চরণে—আয়বাকাম আয জামা'আত-ই আতরাক (ايبكم از جماعت اتراك) নিজেকে তুর্কী বংশোদ্ভূত একজন আয়বাক বলিয়া দাবি করেন (কুল্লিয়াত-ই ফারসী, কি'ত'আ-ই ফাখরিয়্যা; তু. হ'ালী, য়াদগার-ই গ'ালিব, মীরযা কাহ'াসাব ওয়া নাসাব')। প্রায় সমসাময়িক ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী (সং. কলিকাতা, পৃ. ১৩৮; সং হাবীবী, ১খ., ৪৪২) গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে তাঁহার কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ভাঙ্গা ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'আয়বাক-ই শাল্ল' (ايبك شل) অর্থাৎ 'বিকলাঙ্গ আয়বাক' বলিত।

আয়বাকের জন্মতারিখ ও জন্মস্থান অজ্ঞাত। বাল্যকালেই তিনি তুর্কিস্তান হইতে নীশাপুরে আনীত হন এবং তথাকার কাদী ফাখরুদ্দীন 'আবদুল-'আযীয কূফীর নিকট শিক্ষা ও তারবিয়াত লাভ করেন (তাবাকা'ত-ই নাসি'রী পৃ. ৪৮৭; তু. তা'লীক'াত-ই-আক'াই-হ'াবীবী, পৃ. ৮৩২)। ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দী সনের শেষ পাদে যখন তিনি গাযনীতে সুলতান মু'ইয্যুদ্দীন গূরীর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি যুবক ছিলেন। প্রথম দিকেই সুলতান তাঁহার যোগ্যতা দর্শনে তাঁহার প্রতি সদয় হন এবং তাঁহাকে বিভিন্ন সরকারী ছোটখাট পদে নিযুক্ত করেন। গূরীদের ও খুরাসানের শাসনকর্তা সুলতান শাহ্-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি সুলতানের সেনাবাহিনীর জন্য রসদ-সামগ্রী সরবরাহকারী দলের (علفچيون) নেতা ছিলেন। উক্ত যুদ্ধে একদা শত্রুবাহিনী তাঁহার ক্ষুদ্র দলকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু যুদ্ধে গূরী সুলতানের জয় লাভের ফলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। শত্রুবাহিনী তাঁহাকে যেই উটের উপর বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, মুক্তির পর তাঁহাকে সেই উটের উপর বন্দী অবস্থায় সম্রাটের সম্মুখে আনা হইলে শত্রু কর্তৃক পরিহিত লৌহ বেড়ির স্থলে সুলতান তাঁহার কণ্ঠে মুক্তার হার পরাইয়া দেন।

ভারতে হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে সুলতান মু'ইয্যুদ্দীন গূরীর দ্বিতীয় চূড়ান্ত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়া ফুতূহু'স-সালাতীন গ্রন্থের লেখক বলেন, সুলতান গূরী উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার গোপন কৌশল সম্বন্ধে একমাত্র কু'ত'বুদ্দীন আয়বাককেই ওয়াকিফহাল করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে মাটি দ্বারা নকল হাতী বানাইয়া যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়াগুলিকে দিয়া উহাদের উপর আক্রমণ করাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল—হাতীর বিরুদ্ধে কৃত্রিম যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইবার ফলে যুদ্ধের ময়দানে শত্রু বাহিনীর হাতী দেখিয়া ঘোড়াগুলি যেন ভয় না পায়! তারাইন-এর দ্বিতীয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইবার ও তাঁহার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার পর শতদ্রু নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত অঞ্চলের শাসনভার কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের উপর অর্পিত হয়। উক্ত অঞ্চলের প্রথম রাজধানী ছিল কুহরাম-এ

(পূর্বের পাতিয়ালা রাজ্য)। তবে জানা যায়, যেই বৎসর পৃথ্বীরাজ নিহত হন, সেই বৎসরই দিল্লী আয়বাকের অধিকারে চলিয়া আসে এবং তিনি তাঁহার নব অধিকৃত প্রদেশের রাজধানী পৃথ্বীরাজ বা রায় পাথুরার কেল্লায় স্থানান্তরিত করেন। উক্ত ঘটনাবলীর সন তারিখ নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তবে দিল্লীর কু'ওওয়াতুল ইসলাম মসজিদে উৎকীর্ণ প্রথম লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়, দিল্লী ৫৮৭/১১৯১ সনের মধ্যেই বিজয়ী মুসলমানদের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল (দ্র. সায়্যিদ আহ'মাদ, আছারুস-সানাদীদ, চতুর্থ উৎকীর্ণ লিপির অনুলিপি ও রেখনপত্র (tracing paper), উৎকীর্ণ লিপিসমূহ বিষয়ক খণ্ড, পৃ. ১৫ ও ৮২; Fergusson, উর্দূ অনু. ইসলামী ফান্ন-ই তা'মীর, পৃ. ২০, টীকা; কানিংহামের বরাতে)। পরবর্তী দুই তিন বৎসরে কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের যেই সকল গৌরবোজ্জ্বল অব্যাহত বিজয়াভিযানের বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, উহাদের স্থান ও তারিখ নির্ণয় করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মুসলিম সুলতানদের শাসনকাল সম্পর্কিত সর্বপ্রথম ইতিহাস গ্রন্থ হইতেছে 'তাজুল-মাআছির'। উহাতে বিশেষত কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের শাসনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে [মুয'াকারাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯২৫ খৃ.; সায়্যিদ স'াবাহ'দ্দীন, বাযম-ই মামলূকিয়্যা, আজমগড় ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৪; তু. শিরো. নিজামী সাদরুদ্দীন হাসান]। ৫৯০/১১৯৩ সনে যখন সুলতান গূরী কনৌজ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন কু'ত'বুদ্দীন আয়বাক দিল্লী হইতে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে এক বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া যান (তারীখ-ই ফিরিশতা, সম্পা. Briggs, ১১খ., ১০৫-এর বর্ণনানুসারে উক্ত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার)। তাজুল-মাআছির গ্রন্থের মতে দুই নদীর মধ্যবর্তী উক্ত সর্বশেষ বৃহৎ হিন্দু রাজ্য জয়ের গৌরব মুকুট কু'ত'বুদ্দীন আয়বাক-এরই মস্তকে শোভা পাইয়াছিল (তু. ফাখর-মুদাব্বির, পৃ. ৪৩; ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী, ১খ., ৪৮৯; ফুতূহু'স সালাতীন, পৃ. ৮৯)। পরবর্তী বৎসর আয়বাক আজমীরের করদরাজ্য ও থাংকার (বায়ানা) অঞ্চল নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আনহোলওয়াড়া (পশ্চিম রাজপুতানা)-র রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একবার পরাজিত হইবার পর পরবর্তী বৎসর তিনি উহার কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যকে তছনছ করিয়া তাঁহার রাজধানী কাড়িয়া লন (৫৯৩/১১৯৭)। উল্লিখিত বৎসরগুলিতে রাজধানী দিল্লীর ঐতিহাসিক ইমারত ও ভবনগুলি নির্মিত হয়। অবশ্য উহাদের সমাপ্তি ও সম্প্রসারণ কার্য তাঁহার ইনতিকালের পরও চলিতে থাকে। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে দিল্লীর শাসনকর্তা ছাড়াও অযোধ্যা (বেনারস), বাদায়ুন, কোল (আলীগড়) ও থাংকার (বায়ানা) অঞ্চলসমূহে স্বতন্ত্র শাসনকর্তাগণ সরাসরি গূরী সম্রাটের অধীনে থাকিয়া উহাদেরকে শাসন করিতেন। লাহোর, মুলতান ও সিন্ধু ইহাদের প্রতিটি অঞ্চল পূর্ব হইতেই স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। কয়েক বৎসর পর হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে মুহ'াম্মাদ ইখতিয়ারুদ-দীন ইব্‌ন বাখতিয়ার খালজী বাংলা ও বিহার জয় করিলে উহাও একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

সুলতান কু'ত'বুদ্দীন আয়বাক তাঁহার বিভিন্ন রাজ্য বিজয় ও যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য সম্ভবত গূরী সুলতানের নিকট হইতে সাধারণ অনুমতি গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধলব্ধ বিপুল পরিমাণ গনীমতের মালের, যেমন –কয়েক মণ স্বর্ণালংকার (ফাখর-ই মুদাব্বির, পৃ. ২২; তাবাকাত, ১খ., ৪৪০; মাআছির-ই লাহোর, ২খ., ১৬৯; মুহাম্মাদ-শাফী লাহোরী, মাকালাত, পৃ. ২২৫) এবং উক্ত বিজয়সমূহের সংবাদ গাযনীর গূরী সুলতানের দরবারে নিশ্চয় পৌঁছিতে থাকিত। সে যাহা হউক, গাযনীর সুলতানের বিশেষ স্নেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও কু'ত'বুদ্দীন আয়বাক ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের ঈর্ষাপরায়ণতার বিপদ হইতে মুক্ত ছিলেন না। এইজন্য সুলতানের নিকট নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশে এক বা একাধিকবার তাঁহাকে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল (তাজুল- মাআছির, ফটোকপি, পৃ. ৪০; ফাখর-ই মুদাব্বির, পৃ. ২৫; ফুতূহু'স- সালাতীন, বিবরণসহ, পৃ. ৮৬ প.; তারীখ-ই ফেরেশতা, সম্পা. Brigges, পৃ. ১০৯)। সুলতানকে সন্দেহমুক্ত করার পর তিনি স্বীয় বিজয়াভিযানসমূহ অব্যাহত রাখেন। তিনি গোয়ালিয়র, কালিঞ্জার ও রণথম্ভোর-এর বিখ্যাত দুর্গসমূহ অধিকার করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের অনাবাদী অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন গোত্র, বিশেষত খোখর গোত্রের লোকেরা দস্যুবৃত্তি করিত। তাহাদের দুষ্কর্ম কখনও কখনও এইরূপ ব্যাপক হইয়া পড়িত যে, তাহাদেরকে দমন করিবার উদ্দেশে স্বয়ং গূরী সুলতানকে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে হইত। এই সকল অভিযানে দিল্লীর শাসনকর্তা আয়বাক সসৈন্য সুলতানকে সাহায্য করিতে আগাইয়া যাইতেন। সর্বশেষবার— যখন সুলতানের নিকট-আত্মীয় মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন (৬০১/১২০৫; ত'াবাক'াত, পৃ. ৪৩৫, ৪৪৯) এবং উক্ত দস্যু গোত্রসমূহের উপদ্রব দমন করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছিল, এমনকি গাযনীর সহিত লাহোরের যোগাযোগ পর্যন্ত ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন অন্য সকল জরুরী কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া তাহাদেরকে দমন করিবার উদ্দেশে সুলতানকে পুনরায় একবার পাঞ্জাবে আগমন করিতে হয়। উক্ত অভিযানেও আয়বাক তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া সুলতানের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উক্ত অভিযানে দস্যু খোখর গোত্রকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করিবার পর সুলতান তাঁহাকে 'মালিক' (বাদশাহ) উপাধি প্রদান করত ভারতে তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন (ফাখর-ই মুদাব্বির, পৃ. ২৮; তু. ফুতূহু'স-সালাতীন, পৃ. ৮৯)। ইতিহাসে জানা যায়, উক্ত নিযুক্তির বৎসরেই (শা'বান, ৬০২/মার্চ ১২০৬) যখন বাতিনিয়্যা নামক সন্ত্রাসবাদী দলের লোকদের হাতে সুলতান মু'ইযযুদ-দীন নিহত হন, তখন তাঁহার পূর্বোক্ত ঘোষণার ফলেই ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিনা দ্বিধায় কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের কর্তৃত্ব মানিয়া লন। মুহ'াম্মাদ ইবন বাখতিয়ার খালজীর উত্তরাধিকারী 'আলী মারদান খালজী দিল্লী আগমন করত বাংলার সুবাদারের সনদ এই নব নিযুক্ত সুলতান কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের নিকট হইতে গ্রহণ করেন (ত'াবাক'াত, পৃ. ৫০৬)। এইদিকে নিহত সুলতানের উত্তরাধিকারী মাহ'মূদ (ইবন সুলতান গি'য়াছুদ্দীন মুহ'াম্মাদ গূ'রীর ভ্রাতুষ্পুত্র) আয়বাকের নিকট রাজকীয় উপাধি ও ছত্র প্রেরণ করিবার মাধ্যমে তাঁহাকে ভারতের স্বাধীন সার্বভৌম সুলতান বলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। অবশ্য তিনি কাহারও পক্ষ হইতে বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই— এইরূপ কথা বলা যায় না। স্বয়ং তাঁহার শ্বশুর তাজুদ্দীন য়ালদায, যাঁহাকে

গাযনীতে নিহত সুলতান মু'ইযযুদ্দীনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হইয়াছিল অথবা নাসি'রুদ্দীন কাবাচা— যিনি তাঁহার জামাতা ও তৎকালে সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন (ত'াবাক'াত, পৃ. ৫৮৪, অনু. ও টীকা, Raverty, পৃ. ৫২৯)। উক্ত শাসনকর্তাদ্বয় প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের দাবিদার ছিলেন। বস্তুত পাঞ্জাব মূল ভারত ভূখণ্ডের অংশ হইবার বিষয়টি প্রকৃত বিরোধের বস্তু ছিল। উক্ত কারণেই দিল্লীতে গাযনীর রাজকীয় ঘোষণা প্রচার করিবার অব্যবহিত পরে কু'ত'বুদ্দীন আয়বাক সুলতান মাহ'মূদ গূরী কর্তৃক প্রেরিত রাজকীয় ফরমান ও ছত্রের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে (তারীখ-ই ফেরেশতা, পৃ. ১০৯) গ্রীষ্মের গরমের মধ্যেও দিল্লী হইতে লাহোর যাত্রা করেন এবং ১১ যু'ল-কা'দা ৬০২/ ২০ জুন (মতান্তরে ১৯ জুন), ১২০৬ সালে (তু. Mahler and Wustenfeld, Vergleichungs— Tabellen) লাহোর শহর হইতে এক মনযিল দূরে দাদীমূহ নামক স্থানে অবতরণ করেন (ফাখর-ই মুদাব্বির, পৃ. ৩০)। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও মুবারকবাদ জানাইবার উদ্দেশে তথায় উপস্থিত হন। বর্তমানে অবশ্য এই স্থানটির পরিচয় অজ্ঞাত। ১৭ যু'ল-কা'দা তারিখে তিনি লাহোরে প্রবেশ করেন। পরবর্তী দিন ১৮ যু'ল-কা'দা তারিখে ভারতের সর্বপ্রথম মুসলিম বাদশাহের অভিষেক অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হয়। ফাখর-ই মুদাব্বির ও তাবাক'াত (পৃ. ৫৮৪)-এর লেখক— উভয়ের বর্ণনানুসারে উক্ত অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল মঙ্গলবার। (এতদনুসারে তাঁহার সিংহাসনারোহণ অনুষ্ঠানের তারিখ দাঁড়ায় ১৮ যু'ল-কা'দা ৬০২/২৭ জুন, ১২০৬)। তাঁহাকে প্রদত্ত রাজকীয় উপাধি 'লুস'রাত আমীরিল-মু'মিনীন' (আমীরুল-মু'মিনীর- এর সহায়তাকারী) ও 'আদু'দুল-খিলাফা' (খিলাফাতের বাহু) দেখিয়া ধারণা হয়, তৎকালে প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফার পক্ষ হইতে তিনি স্বীকৃতির সনদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ধারণা সঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বা দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের শাসনামলে (৬২৫/১২২৯) উক্ত সম্মানসূচক উপাধি লাভ করে (দ্র. শিরো. শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ)।

লাহোরে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পর সুলতান কু'ত'বুদ্দীন আয়বাক দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া সংবাদ পাইলেন, তাঁহার শ্বশুর তাজুদ্দীন ইয়ালদায সসৈন্য পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উক্ত উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ রক্ষার্থে তিনি অবিলম্বে পাঞ্জাব প্রত্যাবর্তন করেন, যেমন ত'াবাক'াত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (পাঞ্জাব ও সিন্ধু সীমান্তে', পৃ. ৪৮২) হইতে মনে হয়। সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আয়বাক স্বীয় শ্বশুরকে পরাজিত করত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে গাযনী পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন। কয়েক সপ্তাহ উক্ত প্রাচীন রাজধানী অধিকার করিয়া রাখেন। অতঃপর য়ালদাযের পক্ষ হইতে আগত আকস্মিক আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন (ঐ, পৃ. ৪৮২, ৪৮৮)। যাহা হউক, স্বীয় রাজত্বকালে ও জীবদ্দশায় তিনি তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেন নাই। অবশ্য উক্ত ঘরোয়া বিরোধ আয়বাকের ন্যায় সাহসী বীর যোদ্ধাকে ভারতে অধিক রাজ্য বিজয় হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে। উক্ত কারণেই তাঁহার রাজত্বের শেষ তিন-চারি বৎসর ভারতের কোন অঞ্চলে তাঁহার কোনও সামরিক অভিযানের খবর আমরা ইতিহাসে পাই না। অবশ্য উক্ত সময়ে তিনি দেশে প্রশাসনিক শৃংখলা স্থাপন ও ন্যায়বিচার কায়েম করেন এবং নূতন বসতি স্থাপনকারী মুসলিমদেরকে ন্যায়, সত্য ও শারী'আত (হ'ানাফী ফিক'হ) অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে উৎসাহিত করেন। তাজুল-মাআছির গ্রন্থে আয়বাকের প্রশংসায় কবিসুলভ অতিরঞ্জিত বিবরণ রহিয়াছে। উক্ত অতিরঞ্জিত বিবরণ বাদ দিলেও ঐতিহাসিক ফাখর-ই মুদাব্বির তাঁহাকে খুলাফা' রাশিদীন-এর প্রকৃত অনুসারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ফাখর-ই মুদাব্বির, পৃ. ৫৪, ৫৯)। আয়বাকের উক্ত ধর্মপরায়ণতাকে আমরা তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা ও তারবিয়াতের ফল বলিয়া মনে করিতে পারি। কারণ তিনি একটি 'আলিম ও পারহেযগার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম আ'জাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর বংশধর ছিলেন। আয়বাকের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিকগণ তাঁহার যেই গুণটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, উহা হইতেছে তাঁহার দানশীলতা ও লক্ষ টাকার বদান্যতা। এইজন্যই কবি বাহাউদ্দীন উশী রচিত একটি রুবা'ঈ (চতুষ্পদী) কবিতা সর্বশ্রেণীর লোকের মুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। উহার একটি চরণ اے بخشش تو لک بجهان آورده "হে সুলতান! তোমার দানের পরিমাণ পৃথিবীতে 'লক্ষ' সংখ্যাটি প্রবর্তিত করিয়াছে।" ঐতিহাসিক আবুল-কা'সিম ফিরিশতাহ তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে (সম্পা. Briggs, ১খ., ১০৯, নওল কিশোর, পৃ. ৬৩) বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা কাহারও অধিক দানশীলতা ও বদান্যতার প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহাকে নাম দিয়া থাকে— 'কাল কু'ত'বদ্দীন' (হিন্দী 'কাল'-যুগ) অর্থাৎ বর্তমান যুগের কু'ত'বুদ্দীন (কিন্তু ইহা একটি অনুমানমাত্র, সঠিকভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা দুষ্কর।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আয়বাককে মাঝে মধ্যে লাহোরে অবস্থান করিতে হইত। এইরূপে একদা লাহোর অবস্থানকালে শহরের বাহিরে পোলো খেলিবার কালে ঘোড়া হইতে পতিত হইয়া তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং চার বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিবার পর ৬০৭/১২১০ সালে ইন্তিকাল করেন। ফুতূহু'স-সালাতীন গ্রন্থে (২খ., ১০১) একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে— "আয়বাকের আকস্মিক মৃত্যুর পশ্চাতে জনৈক পবিত্রাত্মা এক বুযুর্গ চামড়া পাকা করার ব্যবসায়ে রত ব্যক্তির বদদু'আ সক্রিয় ছিল। সুলতান তাঁহার চলাচলের পথ হইতে উক্ত ব্যক্তির অবস্থান জোরপূর্বক অপসারণের আদেশ দিয়াছিলেন।" তৎকালীন গাযনাবী যুগের লাহোরের বাহিরে তাঁহার গম্বুজবিশিষ্ট সমাধি নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং 'তাহ'কীকাত-ই চিশতী' গ্রন্থের প্রণেতার যুগ (১৮৬৪ খৃ., সঠিক ১৮৬৫ খৃ.) পর্যন্ত এই সমাধির প্রত্যক্ষকারী লোক জীবিত ছিল (পৃ. ২৩৯)। বর্তমানে উহা একটি সাদামাটা কবর, লাহোরের আনারকলী বাজারের একটি গলিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে, অথচ অটুট অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯৬৭ খৃ. উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কতগুলি ঘরবাড়ি বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তথায় একটি প্রশস্ত চত্বর নির্মাণ করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক 'আওফী কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের যুগের 'উলামাও মনীষীদের মধ্যে ফাখর-ই মুদাব্বির ও স'াদরুদ্দীন হাসান নিজাম (লুবাবুল-আলবাব,

১খ., ১৮৮) ছাড়াও বাহাউদ্দীন ঊশী, জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ও কাদী হ'ামীদুদ্দীন (১খ., ১১৭)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত নামের দুইজন বুযুর্গের উল্লেখ আমরা ইতিহাস পাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন উস্'লুত-তারীক'া নামক গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি নাগোর অঞ্চলে সমাহিত রহিয়াছেন। অপর জন তাওয়ালি'উশ-শুমূস নামক পুস্তিকার লেখক। তিনিও নাগোরী নামে পরিচিত (আখবারুল-আখয়ার, পৃ. ২৯, ৩৭)। শেষোক্ত পুস্তিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তাসাওউফপন্থীদের নিকট বেশ সমাদৃত গ্রন্থ। লাহোরের বুযুর্গ সূফীদের মধ্য হইতে হুমায়ুন যানজানী ও 'আযীযুদ্দীন মাক্কীকে এই যুগের ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে (মাআছির-ই লাহোর, ২খ., ৪৭ প.), কিন্তু চিশতী আওলিয়াকুলের শিরোমণি ছিলেন খাজাহ মু'ঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (র) যিনি কু'ত'বুদ্দীন আয়বাকের আজমীর বিজয়ের কিছুকাল পূর্বে তাওহীদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন (দ্র. শিরো. খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী)।

সুলতান কু'ত'বদ্দীন আয়বাকের কীর্তিসমূহের মধ্যে তাঁহার নির্মিত বিশাল ইমারতসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি দীর্ঘ আট শত বৎসর পরেও পূর্ণ বা আংশিক আকারে অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে দিল্লীর কু'ওওয়াতুল-ইসলাম মসজিদ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্ব দিকের দরজায় মসজিদের নির্মাণকাল, দিল্লী জয়ের সন-তারিখ (৫৮৭/১১৯১) ও সুলতান আয়বাকের নামের উৎকীর্ণ ফলক রহিয়াছে (আছারুস-স'ানাদীদ, অধ্যায় ২, ১৩)। পরবর্তী বৎসর আরেকটি জাঁকাল ইমারত নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়া ৫৯৪/১১৯৭ সনে সমাপ্ত হয়। এতদ্সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্বলিত লিপি উহার মধ্যবর্তী দরজায় উৎকীর্ণ করা হয় (ঐ)। মসজিদের আয়তন তখন পঞ্চাশ হাজার বর্গফুটও ছিল না, কিন্তু সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ কর্তৃক সম্প্রসারিত হইবার পর উহার আয়তন প্রায় তিন গুণ হয় (অর্থাৎ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চার শত বর্গফুট, তু. ইসলামী ফান্ন-ই তা'মীর, পৃ. ১৮ প.)। নবনির্মিত কুতুবী দালানের বৃহৎ মিহরাবগুলির উপরিভাগ ছিল মোচাকার ও বাহান্ন ফুট উচ্চ এবং উহার সম্পূর্ণ ছাদের আয়তন ছিল ১৩৫ X৩২ ফুট। তাজুল-মাআছির গ্রন্থে মসজিদটির স্বর্ণনির্মিত গম্বুজসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় (মুয়'াকারাত, পৃ. ২০, হায়দাবাদ পাণ্ডুলিপির বরাতসহ, পৃ. ২৪৬)। Fergusson অবশ্য উহার শুধু সদর দরজায় বিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গম্বুজ থাকিবার বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে মুসলমানদের উক্ত সর্বপ্রথম 'ইবাদতখানা যেই উৎসাহ ও সাহসিকতার সহিত নির্মাণ কর হয়, উহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইহার আযান-খানস্বরূপ এমন একটি সুউচ্চ শানদার মিনারও নির্মাণ করা হয়, যাহা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বস্তু হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে (দ্র. 'কু'ত'ব মীনার)। Fergusson-এর মতে 'উহা মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পতাকাস্বরূপ ছিল।' পৃথ্বীরাজের দুর্গের অভ্যন্তরে সম্ভবত সুলতান কু'ত'বুদ্দীন-এর রাজত্বের স্মরণে 'শ্বেত প্রাসাদ' নামে একটি নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছিল (৬০২/১২০৫-৬ সনে) বাদশাহ বলবন-এর সিংহাসনারোহণ কাল পর্যন্ত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় (আছারুস-স'ানাদীদ, ২য় অধ্যায়, ১৩-১৪)। কিন্তু পরবর্তী কালে উহা পরিত্যক্ত ও ধ্বংস হইয়া যায়। কু'ত'বুদ্দীনের আরেকটি গৌরবময় কীর্তি হইতেছে ৫৯৬/-১২০০ সনে আজমীরে নির্মিত কারুকার্যময় জাঁকাল জামে মসজিদ। দিল্লীর কু'ওওয়াতুল-ইসলাম মসজিদের ন্যায় এই মাসজিদটিও নানারূপে সর্বোৎকৃষ্ট কারুকার্য, কু'রআন মাজীদের আয়াতসমূহ ও উৎকীর্ণ লিপিরাজি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। Fergusson (ইসলামী স্থাপত্যশিল্প, পৃ. ২৭, ৩৯) স্বীকার করেন, 'এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্যের তুলনা কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। উহার নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত প্রস্তরগুলি যেহেতু অত্যন্ত কঠিন ও মসৃণ ছিল, সেইজন্য উহাতে খোদিত সূক্ষ্ম কারুকার্য আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে...'। সমগ্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিক দিয়া কায়রো বা ইরানে এইরূপ সুন্দর ও নিখুঁত কোন বস্তু পাওয়া যায় না এবং স্পেন ও সিরিয়ার কোন দেওয়ালের কারুকার্য উহার শিল্প নৈপুণ্যের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফাখরুদ্দীন (ফাখর-ই-মুদাব্বির), তারীখ-ই মুবারাক শাহী (গ্রন্থটির প্রকৃত নাম বাহ'রুল-আনসাব), সম্পা. Denison Ross, লন্ডন ১৯২৭ খৃ.; (২) মাহমূদ-শীরানী, তারীখ-ই মুবারাক শাহীর গ্রন্থ পর্যালোচনা, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন-এ, ১৯৩৯ খৃ; (৩) তাজুল মাআছির; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংখ্যা ৩৩৫৩; (৪) তাবাক'াত-ই নাসি'রী, কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ., হাবীবী সং, কোয়েটা ১৯৪৯ খৃ., ১খ., ইং অনু. Major Raverty, লন্ডন ১৮৮১ খৃ.; (৫) Redhouse, Turk, Eng. Dictionary; কন্সট্যান্টিনোপল ১৯২১ খৃ; [(৬) ফারহাঙ্গ-ই আনন্দরাজ; নওল কিশোর ও তেহরান]; (৭) ফুতূহ'স-সালাতীন, সম্পা. মাহদী, হিন্দুস্তানী একাডেমী ১৯৩৭ খৃ.; (৮) 'আওফী, লুবাবুল-আলবাব, সম্পা. ব্রাউন ও কাযবীনী, লন্ডন ১৯০৩ খৃ.; (৯) তারীখ-ই ফেরেশতাহ, সম্পা. Briggs, ১খ., বোম্বাই ১৮৩১ খৃ. ও নওল কিশোর, ১৮৬৪ খৃ.; (১০) আখবারুল-আখয়ার, দিল্লী ১৩৩২/১৯১৫; (১১) সায়্যিদ আহমাদ, আছারুস-সানাদীদ, সম্পা. রাহমাতুল্লাহ ১৯০৪ খৃ.; (১২) তাহ'কীকাত-ই চিশতী, লাহোর ১৮৬৫ খৃ; (১৩) মুয'াকারাত, হায়দরাবাদ [দাক্ষিণাত্য] ১৯২৫ খৃ.; (১৪) Fergusson, উর্দূ অনু. সায়্যিদ হাশিমী, ইসলামী ফান্ন-ই তা'মীর, 'উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খৃ.; (১৫) সায়্যিদ হাশিমী, তারীখ-ই মুসলমান-ই পাকিস্তান ওয়া ভারত, ১৯৪৯ খৃ. ১খ.; (১৬) সায়্যিদ হাশিমী, মাআছির-ই লাহোর, ইদারা-ই ছাক'াফাত-ই ইসলামিয়া, লাহোর ১৯৫৬ খৃ., ২খ.; (১৭) স'াবাহু'দ্দীন 'আবদুর-রাহ'মান বাযম-ই মামলূকিয়্যা, আজমগড় ১৯৫৪ খৃ.; (১৮) মুহ'াম্মাদ শাফী লাহোরী, মাক'ালাত, লাহোর ১৯৬০ খৃ.।

সায়্যিদ হাশিমী ফারীদাবাদী (দা. মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

আয়মাক (ايمق) ঃ মঙ্গোলীয় ও পূর্ব-তুর্কী শব্দ। ইহার অর্থ গোত্র, সম্প্রদায় ও 'গোত্রসমষ্টি' (তুর্কী শব্দ ইল-এর সমার্থক)। আধুনিক মঙ্গোলীয় ভাষায় প্রদেশ ও রাশিয়ায় 'রেয়ন' (Rayon)। আফগানিস্তান আংশিকভাবে যাযাবর উৎসের চারিটি যাযাবর সম্প্রদায় জামশীদী, হাযারা, ফীরূযকূহী ও তায়মানীকে 'চারি আয়মাক' (চার অথবা চাহার আয়মাক) বলা হয় (চাহার আয়মাক দেখুন)।

B. Spuler (E.I.²)/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আয়মান ইবন খুরায়ম (ايمن ابن خـريم ابن الاخـرم الاسدى) ঃ ইবন ফাতিক ইবনুল-আখরাম আল-আসাদী উমায়্যা যুগের আরব কবি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী খুবায়ব আন-নাইম (রা)-এর পুত্র, যাঁহার নিকট হইতে তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কূফাতে বসতি স্থাপন করার পরে ঐ শহরের অন্যান্য কবির ন্যায় তিনি গাযাল রচনা করিয়াছেন, উমায়্যা রাজপুত্রদ্বয় 'আবদুল-'আযীয ও মারওয়ানের পুত্র বিশর-এর প্রশংসামূলক কবিতাও রচনা করিয়াছেন। যদিও তিনি ক্ষয়রোগগ্রস্ত কুষ্ঠরোগে (আবরাস) আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তবুও তাঁহার কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই অনুগ্রহের ফলে তিনি খালীলুল খুলাফা (খলীফাগণের বন্ধু) উপাধি লাভ করেন। তাঁহার কিছু কিছু কবিতায় তিনি রাজনৈতিক বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বানূ হাশিম গোত্রের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন (বিশেষ করিয়া 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়রের বিরুদ্ধে, যাঁহার সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিতেন)। অপরদিকে তিনি খারিজী সম্প্রদায়ের ও হযরত 'উছমান (রা)-এর হত্যাকারিগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, আগানী তাঁহাকে শী'আ মতাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে হযরত 'উছমান (রা)-এর দলভুক্ত বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বায়ান, সানদূবী সংকলিত, ১৩৬৬/১৯৪৭, পৃ. ১৩৮, ২৫৮; (২) ঐ লেখক, হ'ায়াওয়ান, ৬খ., ৩১৮, ৪৬২; (৩) মুবাররাদ, কামিল, সূচী; (৪) ইবন কু'তায়বা, শি'র, ৩৪৫-৭; (৫) ঐ লেখক, মা'আরিফ, কায়রো সং. ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ৮৫, ১৪৮, ২৫২; (৬) আগ'ানী, ২১খ., ৭-১৩; (৭) ইবন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক, ৩খ., ১৮৫-৯; (৮) 'আসক'ালানী, ইস'াবা, নম্বর ৩৯৩, ২২৪৬; (৯) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, ইসতী'আব, ইস'াবার হাশিয়ায়, ১খ., ৮৯-৯০; (১০) য়া'কূত, সূচি; (১১) C.A. Nallino, Scritti, VI (Letterature index, ফরাসী অনু., সূচী)।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক

আয়র (ايـر) ঃ ইহাকে আসবেন (Asben)-ও বলা হয়, সাহারা মরুভূমির পাহাড়ী এলাকা, ১৭ হইতে ২১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭ ডিগ্রি হইতে ৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রহিয়াছে ঃ (১) উত্তর আয়র, ইহা সম্পূর্ণরূপে মালভূমি ও সমতল ভূমিসম্বলিত, (২) মধ্য আয়র, এখানকার ভূমি অসতমল, সর্বত্র একই ধরনের এবং কোথাও কোথাও উচ্চ শৃঙ্গসমূহ রহিয়াছে যাহাদের উচ্চতা পাঁচ শত ফুট পর্যন্ত পৌঁছে; (৩) দক্ষিণ আয়র, শিলাময় মালভূমি। এখানকার বৈশিষ্ট্য, ইহা সুদানের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। সাহারার অবশিষ্ট এলাকার তুলনায় আয়র-এ বৃষ্টিপাত বেশী হয় (বর্ষাকাল জুন হইতে আগস্ট পর্যন্ত) এবং ইহার ফলে নিম্ন অববাহিকায় যেই পানি পাওয়া যায় তাহা এক জাতীয় মূল্যবান উদ্ভিদ (গঁদ বৃক্ষ)-এর উৎপাদনে সাহায্য করে। কিন্তু ফসল এখানে অতি সামান্যই উৎপন্ন হয়। সাহারার অর্থনৈতিক জীবনে এই এলাকার গুরুত্বের একমাত্র কারণ এই যে, এলাকাটি বাণিজ্যিক সড়কসমূহের (Azalay) উপরে অবস্থিত। এইখানে বহু শ্লেট পাথরের স্তর ও গরম পানির কূপ মওজুদ রহিয়াছে। আদি কালের শিল্পগুলি এইখানে এখনও প্রচলিত আছে।

আয়রের অধিবাসিগণ দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত হাবাশী (হাওশা Hausa) ও বার্‌বার 'আল-কীল আয়র', যাঁহারা তূওয়ারেকের সাতটি প্রধান গোত্রের অন্যতম। তাঁহারা আবার আল-কীল জিরিস ও আল-কীল উই (এওয়ে) নামে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষোক্ত দলের লোকেরা বহুল পরিমাণে হাওশা সম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। ১৯৩৩-৮ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী আল-কীল আয়রের জনসংখ্যা ছিল ২৭,৭৬৫। তাহারা আধা-যাযাবর শ্রেণীর লোক এবং গ্রাম অথবা প্রাচীন কালের নমুনায় নির্মিত তাঁবুতে বসবাস করে। তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা বড় শহর হইল আগাদীস (Agades) যাহা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। ১৫১৫ খৃ. পর এই শহরটি আল-কীল উই গোত্রের সালতানাতের রাজধানীতে পরিণত হয়। তাঁহারা অল্প কিছুকাল পূর্বেই আল-কীল জিরিস সম্প্রদায়ের লোকদের হটাইয়া আয়র অধিকার করিয়াছিল। আগাদীস আজকাল একটি এলাকার (নাইজার অঞ্চল) প্রধান শহর ও আয়র উক্ত এলাকার একটি অংশ।

অধিবাসিগণ সকলেই মুসলিম (আল-কীল জিরিস সম্প্রদায় ৯ম/১৫শ শতাব্দী হইতে মুসলিম)। ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড তুলনামূলকভাবে বেশী। কারণ এইখানে কয়েকটি ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘ বিদ্যমান এবং প্রতিটিরই অনুসারীর সংখ্যা প্রচুর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord-und central Africa, গোথা ১৮৫৭ খৃ. (ফরাসী অনু. প্যারিস ১৮৬০খৃ.); (২) E. de Bary, Zeitsch.D.geog, Gesellsch-এ, ১৮৮০ খৃ.(ফরাসি অনু., Schirmer কর্তৃক, journal de Voyage, প্যারিস ১৮৯৮ খৃ.); (৩) Schimer, On the Ethnography of Air, Scott. geogr. Mag., ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ৫৩৮-৪০; (৪) E. Foureau, D'Alger au Congo par le Tchad, প্যারিস ১৯০২ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Documents Scientiques de la Mission Saharienne, প্যারিস ১৯০৫ খৃ.; (৬) E. F. Gautier, Le Sahara, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (৭) A. Buchanan, exploration of Air out of the world North of Nigeria, লন্ডন ১৯২১ খৃ.; (৮) F. R. Rodd, People of the veil, লন্ডন ১৯২৬ খৃ.; (৯) Y. Urvoy, Histoire des populations du Soudan central, প্যারিস ১৯৩৬; (১০) L. Chopard ও A. Villiers, Contribution a' l' etude de I' Air, Memoire de I, I. F. A. N., নং ১০, প্যারিস ১৯৫০ খৃ., বিশেষত F. Nicolas ও H. Lhote প্রণীত Ethnologie des Touarag de I' Air, ঐ, পৃ. ৪৫৯-৫৩৩; (১১) Lhote les Touaregs du hoggar, প্যারিস ১৯৪৪ খৃ.; (১২) L. Massignon, Annuaire du Moude Musulman[4], প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৩৩১।

G. yver এবং R-Capot-Rey (দা.মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

আয়লা (أيلة) ঃ আকাবা উপসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্র বন্দর, বর্তমানে আল-'আক'াবা (দ্র.) নামে অভিহিত। Nelson Glueck, যিনি লোহিত সাগরের নিকট আল-আকাবার প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বাইবেলো Ezion-geber (তাল্লুল-খুলায়ফা) এলাকায় খনন কার্য করিয়াছিলেন— তিনি মন্তব্য করেন, বাইবেলোক্ত Eziongeber -এর আদি স্থান ও ইলাত (Elath. আয়লার পূর্বসূরী) অভিন্ন। বাইবেলে উল্লিখিত বর্ণনায় কখনও কখনও এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে (Deut., ii, 8, I Kings, ix, 26, II Chron, viii, 17), অথচ বাইবেলেরই অন্য বর্ণনায় উহারা যেন এক– এইরূপ ধারণা জন্মে (II Kings, xiv, 22, 16:6)। Old Testament-এর Elath (যাঁহার শব্দ প্রকরণে সন্দেহ আছে) হইল 'আরবী أيلة-এর পূর্ব রূপ। সুলায়মান (আ)-এর সময় হইতে Elath-Ezion-geber এলাকার উপর য়াহূদীদের যেই কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, Ahaz (৭০৫-১৫ খৃ. পূ.)-এর রাজত্বকালের অবশেষে তাহা চূড়ান্তভাবে ইদুমী (Edomites)-দের কর্তৃত্বে চলিয়া যায়। এলাকাটি ৪র্থ খৃ. পূ. অব্দ পর্যন্ত অধিকৃত থাকে। পরের শতাব্দীতে. সম্ভবত নাবাতী (Nabataeans)-দের দ্বারা শহরটি সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে স্থানান্তরিত হয় যেইখানে ইসলামী বিজয়ের সময় ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

টলেমী যুগে (যখন কিছুদিনের জন্য স্থানটি Berenike নামে অভিহিত হইত) আয়লা 'আরবদেশ ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের জন্য বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। রোমান শাসনামলে আয়লা 10th legio fretensis নামক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সংরক্ষিত হয়। সিরিয়ার অন্তর্গত বোস্ট্রা (বুসরা)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সহিত এই বন্দরের সংযোগ সৃষ্টির জন্যে Trajan (৯৮-১১৭ খৃ.) যেই. সড়কটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, আয়লা ছিল এই সড়কের দক্ষিণ Terminus বা শেষ প্রান্ত। ইতোমধ্যে ২৩৫ খৃষ্টাব্দে আয়লা ছিল একজন বিশপের অবস্থান স্থল (Bishopric) এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'আকাবার শুল্ক ভবনের আঙ্গিনায় বায়যানটাইন গির্জার চারটি স্তম্ভশীর্ষ দেখা যাইত। ইসলামের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে আয়লা বায়যানটাইন শাসকদের পক্ষ হইতে নিয়োজিত গাসসানী শাসকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

ইসলামী যুগে ৯/৬৩০-৩১ সালে আয়লার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন শহরটি তাবুক অভিযানের সময় বিশপ Yuhanna, b. Ru'ba-এর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইসলামী যুগে আয়লা মিসর ও সিরিয়া হইতে মক্কাগামী হজ্জযাত্রীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলন স্থানে পরিণত হয় এবং এইখানে ব্যবসা-বাণিজ্যও সমৃদ্ধি লাভ করে। যদিও শহরটি মিসর, সিরিয়া ও হিজায-এর সংযোগস্থলে অবস্থিত, তবুও সাধারণত ইহাকে সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। ৯৮৫-৬ খৃ. আল-মুক'াদ্দাসী (১৭৮) ইহাকে 'ফিলিস্তীনের বন্দর' (Port of Palestine) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আল মুক'াদ্দাসীর বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শহরটি ৪র্থ/১০ম, শতাব্দীতে মুসলিম শাসনামলে চরম উন্নতি লাভ করে। ৪১৫/১০২৪-৫ সালে 'আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস আল-জাফরী ও বানূ জাররাহ'-এর একটি দল কর্তৃক শহরটি লুণ্ঠিত হয়, অপরপক্ষে ৪৬৫/১০৭২-৩ সালে একটি ভূমিকম্প শহরটি বিধ্বস্ত হয় বলিয়া জানা যায় [ইব্ন তাগ'রীবিরদী, নুজূম (Popper), ২খ., ২৩৯]। ক্রুসেডের যুগ আয়লার জন্য দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহ যুগ ডাকিয়া আনে এবং যুদ্ধশেষে শহরটি বহুল পরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। জেরুসালেমের রাজা প্রথম Baldwin ১১১৬ খৃ. আয়লা (Helim) দখল করেন, আল-কারাক ও Montreal-এর Barony (জমিদারী)-র অধীনে শহরটিকে জেরুসালেমের ল্যাটিন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১১৭১ খৃ. স'ালাহু'দ্দীন কর্তৃক ফিরিঙ্গীগণ (Franks) বিতাড়িত হয়। স'ালাহু'দ্দীন শহরটিতে রক্ষী সেনাদল নিয়োজিত করেন। আল-কারাকের শাসক Renaud de Chatillon কর্তৃক অল্প সময়ের জন্য ফিরিঙ্গী কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১১৮২-৮৩) যখন হিজায ও লোহিত সাগরের উপকূলে তাঁহার অতি উল্লেখযোগ্য অথচ ঔদ্ধত্যপূর্ণ অভিযান চলিতেছিল। ১১৮৩ সনে সালাহুদ-দীনের সেনাপতি হু'সামুদ-দীন লুলু' কর্তৃক Renaud-এ রণতরী ধ্বংস হওয়ার পর বিধ্বস্ত অবস্থায় আয়লা স্থায়ীভাবে ইসলামের করতলগত হয়। আবুল-ফিদা' (১২৭৩-১৩৩২)-এর মতে তাঁহার সময়ে শহরটিতে উপকূলের নিকটবর্তী দুর্গটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না (তাক'বীম, ৮৬-৭)।

খুব সম্ভব এই দুর্গটি ভূতপূর্ব মামলূক শাসকদের নির্মিত অদ্যাবধি বিদ্যমান 'আকাবা (দ্র.)-র সেই সুদৃঢ় সরাইখানার পূর্বসূরী; ইহা আয়লার আদি রক্ষণ ব্যবস্থার নমুনা নহে। আদি যেই দুর্গ আয়লাকে রক্ষা করিয়াছিল ইহা বর্তমানে জাযীরাতু-ফিরআওন নামে পরিচিত একটি দ্বীপে অবস্থিত ছিল, উপসাগরের অপর পাড়ে সিনাই উপকূলের শহর হইতে দেখা যায় এইরূপ স্থানে ইহার অবস্থান। এই শহরটি ইতোপূর্বে বায়যান্টাইনদের সময় অধিকৃত হয়। ইহাই সেই দ্বীপস্থিত দুর্গ যাহা ১১৮২ সালে Renaud অবরোধ করিয়াছিলেন। মূল ভূখণ্ডের প্রথম দুর্গ ১১৮২ বা ১১৮৩ সালে Renaud-ই নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। আবুল-ফিদার সময়ে মূল ভূখণ্ডস্থিত এই দুর্গটি ছিল একজন মিসরীর গভর্নরের আবাসস্থান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) N. Glueck, The Other Side of the Jordan, New Haven ১৯৪০ খৃ. পৃ. ৮৯, ১০৫, ১০৭-১০৮, ১১২-১১৩, (২) Ph. Schertl, Ela-Akaba, Orientalia Christiana Periodica, 1936, পৃ. ৩৩-৭৭; (৩) A. Musil, Arabia Petraea, ii/I, ভিয়েনা ১৯০৭ খৃ.; সূচী; (৪) মাক'রীযী, খিত'াত (Wiet), ৩খ., ২২৮-৩৫; (৫) H. Lammens, L Arabe occidentale avantl' Hegire, Beirut ১৯২৮ খৃ., index under Aila; (৬) H. W. Glidden, A Comparative Study of the Arabic Nautical Vocabulary from al-Aqabah, Transjordan, in JADS 1942 খৃ., ৬৮-৯; (৭) C. Leonard Woolley and T. E. Lawrence, The Wilderness of Zin, London 1936 খৃ., ১৪৫-৭; (৮) E.

Robinson, Biblical Researches in Palestine, London 1856 খৃ., পৃ. ১৬১, ১৬৩।

H. W. Glidden (E.I.[2])/ মু. রুহুল আমীন

আয়া (দ্র. আয়াত)

আয়া সোফিয়া (ايا صوفيا) : ইসতাম্বুলের বৃহত্তম মসজিদ এবং এক সময়ে ইহা প্রাচ্যের খৃস্টান সম্প্রদায়ের মহানগরীর প্রধান গির্জা (metropolitan church) ছিল। অতি সাম্প্রতিক গবেষণানুযায়ী আদি আয়া সোফিয়া Constantine the Great কর্তৃক নির্মিত হয় নাই, বরং তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার পুত্র Constantius তাঁহার শ্যালক Licinius-এর সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ইহা বিশাল সভামণ্ডপের আকারে নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি, ৩৬০ সনে ইহাকে উৎসর্গ করা হয় (তু. A. M. Schneider, Die Uorjustinianische Sophien-kirche, in BZ, ১৯৩৬, ৩৬)। এই 'মহান গির্জা' ঘন ঘন নানাবিধ পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প ইহার ক্ষতি সাধন করিয়াছে (Bishop John Chrysostom-এর বহিষ্কার উপলক্ষে খৃ. ৪০৪ সনের ২০ জুন প্রথম কাষ্ঠনির্মিত ছাদযুক্ত সভামণ্ডপটি আগুনে ভস্মীভূত হয়। ৪১৫ সনের ৮ অক্টোবর পুনঃউদ্‌ঘাটনের পরে এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ইহা অক্ষত ছিল, পরে ১৩ জানুয়ারি, ৫৩২ সনে রাত্রিতে ঘোড়দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে ইহা পুনরায় অগ্নিদগ্ধ হয় (রাজকীয় দফতরখানাসহ নগরের বৃহত্তর অংশে আগুন লাগিয়াছিল)।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান অবিলম্বে গির্জাটি এমন জমকালভাবে পুনঃনির্মাণ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যেমন পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই, এমন কি ইহার পূর্বেই তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের স্মৃতিস্তম্ভগুলি হইতে মূল্যবান উপকরণসমূহ সম্রাটের বাসভবনে পাঠাইতে হইবে এবং অগ্নিকাণ্ডের পরে এই উপকরণগুলি আয়া সোফিয়া-এর পুনঃনির্মাণের জন্য বহুলাংশে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ স্থপতিগণের মধ্য হইতে Tralles-এর Anthemius এবং Miletus-এর Isidore নামক দুই ব্যক্তিকে পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। যেইহেতু সম্রাট নির্দেশ দিয়াছিলেন, নবনির্মিত সৌধটিকে অগ্নি ও ভূমিকম্প প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে, তাঁহারা এই বিপর্যয়গুলি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিশ্চিত উপায় হিসাবে গম্বুজ ও খিলান (dome and cupola) সম্বলিত নকশা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ৫৩৭ সনের ২৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত এই জাঁকাল সৌধের উদ্বোধন করা হইল এবং দাম্ভিক জাস্টিনিয়ান চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হে সুলায়মান! আমি তোমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছি!" তথাপি তাঁহারই রাজত্বকালে গম্বুজের পূর্বাংশ এক ভূমিকম্পের ফলে (৭ মে, ৫৫৮) ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল এবং ambo, tabernacle ও altar চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত চ্যাপ্টা করিয়া গম্বুজটির নকশা করা হইয়াছিল। এখন ইহা পূর্বাপেক্ষা ২০ ফুটেরও অধিক উচ্চ ও বৃহৎ স্তম্ভগুলির অবলম্বন সুদৃঢ় করা হইল। ৫৬২ সনের ২৪ ডিসেম্বর পুনরায় উদ্বোধনের জন্য ইহাকে প্রস্তুত করা হইল। গির্জাটির তখন ঈর্ষোদ্দীপক অবস্থা অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে জাতীয় উৎসবের জন্য নির্মিত Augusteum এবং তৎসহ অশ্বারূঢ় জাস্টিনিয়ান-এর প্রস্তুত মূর্তি, উত্তর দিকে (আধুনিক যুগের Saray দেওয়ালের অভ্যন্তরে) গির্জার বিচারালয়, মহান সন্ন্যাসীদের আশ্রমগুলি, বিচারালয়ের কর্মচারীদের অট্টালিকা। পূর্বদিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।

পশ্চিম দিকে আগন্তুকের দৃষ্টিগোচর হয় Atrium নামক একটি অঙ্গন যাহার পার্শ্বদেশে খোলা দেওয়াল রহিয়াছে। এই স্থান হইতে কয়েকটি দরজা (সম্ভবত চার বা পাঁচটি) একটি ঘেরাও করা বৃহৎ কক্ষ (Exonarthex) পর্যন্ত গিয়াছে এবং ইহা এখনও Atrium-এর অন্তর্ভুক্ত। এই স্থান হইতে আবার পাঁচটি দরজা বর্তমান পশ্চিম দিকের ঘেরা বারান্দা (Esonarthex) পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়াও উত্তর প্রান্তে ও দক্ষিণ প্রান্তে এক একটি দরজা আছে। আরও কতক প্রবেশ পথ শাখা বিস্তার করিয়াছে এবং প্রবেশদ্বার হইতে নয়টি আয়তাকার উন্মুক্ত দ্বার গির্জার অভ্যন্তর পর্যন্ত গিয়াছে। ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বারটি জাঁকালভাবে রঞ্জিত করা হইয়াছিল এবং উহা রাজার প্রবেশদ্বাররূপে ব্যবহৃত হইত।

গির্জাটি যেই ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত উহা প্রায় সমচতুর্ভুজ, আভ্যন্তরিক দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫ মিটার (পূর্ব দিকের প্রধান অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভটি, apse) ব্যতীত এবং প্রস্থ প্রায় ৭০ মিটার। মেঝেটি একটি ক্রুশের আকারে তৈরী, উহার উপরে গোলার্ধ-প্রায় দোদুল্যমান গম্বুজটি ৫৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু। কেবল বাহিরের দেওয়ালগুলি সৌধটির ভার বহন করিতে পারিবে না—এইজন্য অতিরিক্ত চারটি স্তম্ভ ইহাদের অবলম্বনরূপে নির্মিত। ইহাদেরকে আবার পর্যায়ক্রমে ছোট কিন্তু স্থাপত্যের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ অর্ধগোলকৃতি খিলান এবং ইহাদের আওতায় নির্মিত স্তম্ভসমূহ দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে। গম্বুজটির পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আরও দুইটি অর্ধবৃত্তাকার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে, ইহাদের প্রতিটির উপরে তিনটি অর্ধগম্বুজ রহিয়াছে। আভ্যন্তরিক গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল মধ্যস্থলের স্তম্ভসারি সংলগ্ন পার্শ্ব (aisle) প্রকোষ্ঠগুলির দ্বিতল ব্যবস্থা যেই স্থানের গ্যালারীগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন (বায়যান্টাইন গির্জাসমূহের প্রথানুযায়ী) সংরক্ষিত থাকিত। ১০৭ টি স্তম্ভ (৪০টি নীচে ও ৬৭টি উপরে) অট্টালিকাটির ভার বহন করিত। স্তম্ভগুলি সাধারণত একশিলা (monolith) রঙ্গীন মার্বেল পাথরের (Verde antico) দ্বারা কিন্তু কোন কোনটি এক প্রকার কঠিন রক্তিম শিলা (porphyry) দ্বারা নির্মিত। ইহার অলংকরণ প্রাচুর্য মধ্যযুগীয় দর্শকদের অভিভূত করিত। যত্রতত্র মার্বেল পাথরের অপরিমিত ব্যবহার, যীশু খৃস্টের ও তাঁহার মাতার, প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিবর্গের, ধর্মপ্রচারকদের ও অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তির ছবি দেওয়ালগুলিকে রঙিন সমুদ্রে পরিণত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, উচ্চতম শ্রেণীর দেবদূতগণের (Seraphim) বিরাট প্রতিকৃতি (প্রধান গম্বুজের গোলাকার স্থানের ত্রিভুজাকৃতি স্থানগুলিতে) এবং গম্বুজ ও দেওয়ালগুলিতে স্বর্ণের কারুকার্যের (gold mosaic) ভূষণ উহাদেরকে এক অপূর্ব দীপ্তিময় শোভা প্রদান করিয়াছিল। রঙ্গীন প্রস্তরের কারুকার্য

সম্ভবত Justinian-এর জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে এবং দ্বিতীয় Justinos-এর রাজত্বকালের মধ্যে শেষ হয় নাই।

আদি দেওয়াল ও অট্টালিকার খিলান করা ছাদ সম্পূর্ণরূপে ইষ্টক নির্মিত ছিল। গির্জাটির মধ্যাংশের পূর্বদিকে পবিত্র স্থান (Sanctuary) অবস্থিত। ইহাকে গির্জা হইতে পৃথক করা হইয়াছে যথেষ্ট উচ্চ প্রতিমা অংকিত পর্দা (iconostasis) এবং চিত্র দ্বারা সজ্জিত ও মুক্তাকার্য স্তম্ভ দ্বারা। উহার মধ্যে রহিয়াছে বেদী ও চন্দ্রাতপ (ciborum) যাহা প্রধান অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ পর্যন্ত গিয়াছে। Justinian-এর সময় ৪২৫ জন পুরোহিত (যাঁহারা আরও তিনটি গির্জার কার্য করিতেন বলিয়া স্বীকৃত) এবং ১০০ দ্বাররক্ষী ছিলেন। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার অল্প পূর্বে আয়া সোফিয়ার কর্মচারীর সংখ্যা ৮০০ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

সম্রাট ২য় বেসিল (Basil)-এর সময় আয়া সোফিয়া-এর প্রথম বৃহদাকার সংস্কার সাধন করা হয়। ২৬ অক্টোবর, ৯৮৬ সনে গম্বুজের একটি অংশ ভূমিকম্পের ফলে ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট উহা সংস্কার করাইয়াছিলেন (অট্টালিকার পশ্চিমদিকস্থ সম্মুখ ভাগের কদাকার ঝুলন্ত আলম্বগুলি সম্ভবত ঐ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল; তু. A. M. Schneider, Die Grabungen im Westhop der Sophienkirche, Berlin 1941, 32ff.)। ১২০৪ খৃ. লাটিনগণ (ক্রুসেডার) কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল লুণ্ঠনের সময় গির্জাটি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন ইহা নির্মমভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তখন উহার পবিত্র পোশাকসমূহ ও পাত্রগুলি লুণ্ঠনকারীদের অশ্বের অঙ্গ মার্জনা ও উহাদের ভোজন পাত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তথাপি উহা প্রধান গির্জা ও নূতন রাজবংশের রাজ্য ভিষেকের স্থানরূপে নির্ধারিত ছিল। এই যাবৎ অত্যন্ত ব্যাপক পরিবর্তন যাহা হইয়াছিল তাহা বায়যান্টাইনদের সময়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে সংঘটিত। শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাকারগুলির চতুর্দিক দৃঢ় করা হয়, বিশেষত পূর্ব পার্শ্বভাগকে (wing) বাহিরের দিক হইতে উচ্চ ও প্রশস্ত আলম্ব দ্বারা মযবুত করা হইয়াছিল।

মুসলিম লেখকদের বিবরণে বায়যান্টাইনদের সময়কার আয়া সোফিয়ার অভ্যন্তরের কোন বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। মুসলিমদের মধ্যে প্রথম আহ্'মাদ ইবন রুস্তা (124 ff; trans. G. wiet, Cairo 1955, 139ff) এই গির্জার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই গ্রন্থকার ২৯০/৯০২-৯০৩-এর দিকে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ণনা নবম শতাব্দীতে কোন সময়ে কনস্টান্টিনোপলের হারূন ইব্ন য়াহ্'য়া নামক এক যুদ্ধবন্দীর বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হারূন প্রকৃতপক্ষে এই অট্টালিকার কোন বর্ণনা দেন নাই। এই অট্টালিকাকে তিনি আল-কানীসাতুল-'উজমা (বৃহৎ গির্জা) বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তিনি বায়যান্টাইন সম্রাটের গির্জার দিকে অগ্রসরমান এক উৎসব দিবসের শোভাযাত্রার প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই উপলক্ষে মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে গির্জায় (সম্ভবত গির্জার atrium-এ) লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং সেইখানে তাঁহারা সম্রাটকে অভিবাদন করিয়াছিলেন এই বলিয়া 'আল্লাহ সম্রাটকে দীর্ঘজীবী করুন' (ibid. 125)। একটি বর্ণনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, মাজলিস (সম্ভবত বেঞ্চি অর্থে)-এর অপর দিকে পশ্চিমের সিংহদ্বারে অর্ধবাহু সমচতুর্ভুজ ছিদ্রবিশিষ্ট ২৪টি দরজা ছিল (এই কথাগুলি অন্য কোথাও উল্লিখিত হয় নাই)। এই ক্ষুদ্র দরজাগুলির একটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় আপনা-আপনি খুলিয়া এবং বন্ধ হইয়া যাইত। খিলাফাতের পড়ন্ত অবস্থায় ইব্ন রুস্তার পরে মুসলিমগণ সুদূর কনস্টান্টিনোপল সম্বন্ধে ক্রমশ অধিকতর নীরবতা অবলম্বন করেন। তুর্কীগণ এশিয়া মাইনর অধিকার করার মাত্র চার শতাব্দী পরে শামসুদ্দীন মুহ'াম্মাদ আদদিমাশকী (সম্পা. Frahn and Mehren, St. Petersburg 1865, 227) তাঁহার কিছুকাল পূর্ববর্তী কাগজের ব্যবসায়ী আহ্'মাদ (ibid., viii)-এর লেখার উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটি মাত্র পংক্তিতে আয়া সোফিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণের একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই, গির্জাটি আশ্রয় দিয়াছিল একজন দেবদূতকে যাঁহার গৃহ একটি অবরোধক (দারাবাযীন) দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অনুমান করা হয়, ইহা দ্বারা গির্জাসহ বেদী চন্দ্রাতপের স্থানটিকে বুঝাইতেছে।

কয়েক দশক পরে মুহ'াম্মাদ ইবন বাত'তূ'তা (সম্পা. Defremery ও Sanguinetti, ii, 434) আয়া সোফিয়ার স্থাপয়িতা বলিয়া সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, আসাফ ইব্ন বারাখয়া (দ্র.)-র নাম যিনি রাজা সুলায়মান-এর চাচাত ভাই বলিয়া ধারণা করা হয়। Atrium-এর বিশদ বিবরণ প্রদান ইব্ন বাত'তূ'তার প্রধান কৃতিত্ব। তিনি জোরালভাবে বলিয়াছেন, তাঁহাকে গির্জার ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রবেশদ্বারে অবস্থিত ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হইবার আদেশ (তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন) মানিতে তিনি সম্মত হইবেন না, সম্ভবত ইহাই ছিল কারণ।

তুর্কীরা যখন কনস্টান্টিনোপল দখল করিলেন (২৯ মে, ১৪৫৩) তখন আশ্রয়হীন জনতা গির্জার মধ্যে পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আকাশে এমন এক দেবদূতের আবির্ভাব হইবে যিনি বিজয়িগণ, Constantine the Great-এর স্তম্ভ পর্যন্ত অগ্রসর হইলে তাহাদেরকে চিরতরে তাহাদের এশিয়াস্থ দেশে বিতাড়িত করিবেন। যাহা হউক, তুর্কীরা God-এর গৃহের দরজাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং ভীতবিহ্বল লোকদেরকে বাহির করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিল। প্রত্যক্ষদর্শিগণ এই পবিত্র স্থানে কোন রক্তপাতের কথা উল্লেখ করেন নাই, যদিও প্রায়শ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বিজয়ের পর শাসনকর্তা স্বয়ং গির্জায় প্রবেশ করিলেন, তবে সাধারণ বর্ণনানুযায়ী অশ্বপৃষ্ঠে নহে। তাঁহার মুআযযিন আযান ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন এবং শাসনকর্তা তাঁহার অনুসারিগণসহ এক আল্লাহর সম্মুখে অবনত হইলেন। এইরূপে কনস্টানটিয়াস ও জাস্টিনিয়ান-এর মন্দির ইস্লামের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজয়িগণের রুচি অনুযায়ী গির্জার অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হইল। মার্বেল পাথরের যেই কারুকার্য (mosaic) দ্বারা প্রাচীর ও ছাদের খিলানসমূহ সুশোভিত হইয়াছিল এবং যাহা গ্রীক নির্মাতাদের নিকট চিরন্তনরূপে প্রতীয়মান হইত, তাহা ধূসর বর্ণের চুনকামের অন্তরালে ঢাকা পড়িল (যেহেতু Ewliya Celebi সিয়াহ'াতনামাহ, ১-এ mosaic-এর উল্লেখ করেন, খুব সম্ভব উহার কতকগুলি তাঁহার সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দৃশ্যমান ছিল)। পুরোহিতমণ্ডলী ও সাধারণ

লোকদের মাঝখানের দেবস্মৃতি অংকিত বিদীর্ণ করা এবং পূর্বাংশের বহুমূল্য সাজসজ্জা (Bema) খুলিয়া ফেলা হইল। প্রাচীন বায়াযান্টাইন গির্জাগুলি জেরুসালেমমুখী ছিল, কিন্তু যেইহেতু মক্কামুখী হইয়া নামায পড়িতে হয়, তুর্কীরা বিজয়ের দিন হইতে দক্ষিণ পার্শ্বের (Wing) দিকে নামায পড়িতেন, পূর্বাংশের দিকে নহে। দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর সময় হইতে খাতীব একখানি কাষ্ঠনির্মিত তরবারি লইয়া প্রতি শুক্রবার, রামাদানের প্রতি অপরাহ্নে, দুই 'ঈদ উৎসবের দিন (দ্র. Anaza and Juynboll, Handbuch des Islam, Gesetzes, 84,87) মিম্বরে আরোহণ করিতেন এবং মিম্বরের দুই পার্শ্বে সর্বদা দুইটি পতাকা থাকিত। আমরা আরও জানি, দ্বিতীয় মুহাম্মাদ দক্ষিণ প্রাচীর সংলগ্ন বিশাল আলম্বসমূহ নির্মাণ করেন, তথায় বিদ্যমান সুউচ্চ ক্ষীণকায় মিনারসমূহের প্রথমটিও তিনি নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় সালীম উত্তর দিকে দুইটি আলম্ব, উত্তর-পূর্ব কোণের দ্বিতীয় মিনারটি এবং তাঁহার পুত্র তৃতীয় মুরাদ অপর দুইটি স্থাপন করেন।

সুলতান তৃতীয় মুরাদ মসজিদটির পূর্ণ সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমত সময়ের গতিতে ছোটখাট যেই ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তিনি সেইগুলির সংস্কার করান। এতদ্ব্যতীত নিরাভরণ প্রকোষ্ঠটিকে সুশোভিত করার ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। প্রধান প্রবেশদ্বারের নিকটে অভ্যন্তর ভাগে তিনি স্বচ্ছ শ্বেত প্রস্তরে (Alabaster) দুইটি জলাধার স্থাপন করেন। ইহাদের প্রতিটি ১২৫০ লিটার পানি ধারণক্ষম। তিনি দুইটি বৃহৎ অনুচ্চ প্লাটফর্ম (মাসতাবা) দান করেন। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মাসতাবা হইতে দিনের অধিকাংশ সময় কু'রআন পাঠ করা হইত এবং ইহা এমন সুমধুর সুরে উচ্চারণ করা হইত যাহা প্রাচ্যদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের পঠন পদ্ধতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইত। অপর মাস্তাবাটি ইমাম ও খতীবদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তৃতীয় মুরাদ বহু অর্থ ব্যয়ে গম্বুজটির শীর্ষদেশে স্থাপিত অর্ধচন্দ্রটিকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইহার ব্যাস ছিল ৫০ এল (ইংলিশ মাপে ১৮'-৬") এবং ক্রুশের স্থলে ইহা স্থাপিত ছিল। ইহার ফলে তুরস্কের মুসলিম প্রজাগণ সুদূর Bithynian Olympus-এর শীর্ষ হইতে তাহাদের ধর্মীয় প্রতীক-চিহ্ন অবলোকন করিতে পারিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মসজিদের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণটি সুলতানদের সমাধি স্থানে রূপান্তরিত করার কাজ আরম্ভ হয়। সুলতান দ্বিতীয় সালীমের সমাধিটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার পুত্র তৃতীয় মুরাদ ও তাঁহার পৌত্র তৃতীয় মুহাম্মাদকেও সেই স্থানে দাফন করা হয়। সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের ১৯ জন ভ্রাতাও এইখানে সমাধিস্থ হন। কয়েক দশক পরে সিংহাসনচ্যুত সুলতান প্রথম মুস'তাফা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য একটি উপযুক্ত সমাধিস্থান পাওয়া গেল না। তুর্কীরা বিজয়ের পর হইতে যেই স্থানটি তৈলাগাররূপে ব্যবহার করিত সেই প্রাচীন baptistry (পবিত্র পানি অভিসিঞ্চনের স্থান)-কে এই উদ্দেশে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা হয়। স্থানটি ছিল narthex (পুরাতন গির্জায় প্রায়শ্চিত্তরত স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান)-এর দক্ষিণ পার্শ্বে। পরবর্তী কালে প্রথম মুস'তাফার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান ইবরাহীমকেও সেইখানে দাফন করা হয়। তখন হইতে বৃহৎ তৈল সঞ্চয় দীক্ষাস্থলের (baptistry) উত্তর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে ও প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

সুলতান চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩-১৬৪০)-এর রাজত্বকালে সাধারণভাবে দেশের পুনরুজ্জীবন হয়। তিনি হস্তলিপিকার বিখ্যাত বিচ্চাকজি (Bicakdji) যাদা মুসতাফা চেলেবী দ্বারা নিরাভরণ প্রাচীরগুলি বড় বড় সোনালী অক্ষরে লিখিত কুরআনের আয়াত দ্বারা স্মরণযোগ্যভাবে সুশোভিত করেন। এই অক্ষরের কতকগুলি, যেমন আলিফ প্রায় ১০ এল (প্রায় ৩ ফিট) দীর্ঘ। এইরূপ সুন্দরভাবে অংকিত এবং প্রায়ই পরস্পর জড়ানভাবে লিখিত আয়াতগুলিকে খর্বাকৃতি করিয়া দিয়াছে পরিষ্কার হস্তে এবং বৃহদাকারে লিখিত প্রথম চারিজন খলীফার নাম (এই নামগুলি তেকনেজি -যাদাহ ইবরাহীম আফেনদি কর্তৃক লিখিত; তু. হাদীকাতুল-জাওয়ামি. ১খ., ৪)। মসজিদে সেই সময়কার একটি অতি জাঁকজমকপূর্ণ মিম্বর রহিয়াছে। ইহাও জানা যায়, তৃতীয় আহমাদ-ই প্রধান মিহরাবের (apse) উত্তর দিকে খলীফার জন্য পরিবেষ্টিত উচ্চাসন (মাকসূরা) নির্মাণ করেন। প্রথম মাহ'মূদ (১৭৩০-১৭৫৪) বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলেন দ্বিতলের গ্যালারীতে সুলতানের খোলা আচ্ছাদিত ভ্রমণ স্থানের (loggia) জন্য একটি মনোমুগ্ধকর ঝরনা ও একটি বিদ্যালয়ের জন্য (উভয়েই দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাঙ্গণে), উত্তর দিকে বৃহৎ ভোজনালয় (ইমারত) এবং সর্বোপরি মসজিদের অভ্যন্তরে একটি মূল্যবান গ্রন্থাগারের জন্য। তবে সন্দেহাতীত প্রমাণ রহিয়াছে যে, গ্রন্থাগারটি মসজিদের অভ্যন্তরে একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচ্যে এইগুলি আল্লাহ্র ঘরের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

বাগদাদ বিজয়ী চতুর্থ মুরাদ-এর সময় হইতে সাম্রাজ্যের সার্বিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারেও অবক্ষয়ের লক্ষণ অনুভূত হইতে থাকে। ১৮৪৭ খৃ. সুলতান আবদুল মাজীদ মসজিদটির অংশবিশেষকে ধ্বসিয়া পড়ার আংশকামুক্ত ও ইহাকে সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া নূতনভাবে নির্মাণ করিবার নিমিত্ত ইটালীর Fossati brothers-কে স্থপতি নিযুক্ত করিলেন। এই কাজে দুই বৎসর সময় লাগিল। যেই যেই স্থানে মনুষ্যাকৃতি চিত্রিত ছিল তাহাতেই চুনকাম করা হয়; এতদ্ব্যতীত পুরাতন দীপ্তি প্রকাশিত হওয়ায় দেওয়ালগুলি তাহাদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইল। পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় হইতে বহির্ভাগ লাল ও হলুদ রঙের রেখা দ্বারা চিত্রিত করা ছিল। সুলতান মহৎ কার্যাবলীর জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের প্রতি যেইভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুটা অদ্ভুত। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর চূড়ান্ত ও চরম আঘাত প্রদানকারী দ্বিতীয় মুহাম্মাদ নির্মিত মিনারটি ব্যতীত মসজিদের সকল মিনারের সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ইটালীর স্থপতিগণকে অন্যান্য মিনারের ন্যায় ঐ মিনারটিকেও উচ্চ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। সুলতান আবদুল-মাজীদের সময় হস্তলিপি বিশারদ মুসতাফা 'ইযযাত আফেনদি কর্তৃক খোদিত আটটি গোলাকার ফলক আয়া সোফিয়ার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, দশম শতাব্দী মসজিদটি আর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, ইহার জন্য গৌরবের অধিকারী

বহুলাংশে দেওয়ালগুলির তিন পার্শ্বস্থ আলম্বগুলি, যেইগুলি সর্বশেষ বায়যান্টাইনগণ ও তুর্কী খলীফাগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে এই বিশাল সৌধটি (ভূমিকম্প প্রবণ ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও) ইউরোপের অন্যান্য সৌধ অপেক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎ মানবের সেবা করিয়াছে। বলকান অঞ্চল হইতে অথবা অপর দিকে সমুদ্র হইতে প্রবাহিত ঝড় মসজিদটির পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হয়।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার সৌধটির পূর্ণ সংস্কারের আদেশ দিলেন, ইহা পরিদর্শনের দায়িত্ব পাঁচজন খোজার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে সপ্তাহে একদিন এই কার্যের তদারকি করিতেন।

রামাদান মাসে যখন 'উমারা' ও রাজকর্মচারীবৃন্দ 'আসরের নামাযের জন্য সমবেত হইতেন, তখন মসজিদের দৃশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক হইত। তারাবীহ নামাযের সময় (সূর্যাস্তের দেড় ঘণ্টা পরে) কম সমারোহ হইত। গম্বুজটির চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে সজ্জিত অসংখ্য প্রদীপ ইহাকে দীপ্তিময় করিত। যেই রাত্রিতে কু'রআন ধরাধামে নাযিল হইয়াছিল সেই ২৭ রামাদান-এর রাত্রিতে অর্থাৎ লায়লাতুল-কাদর-এ (তুর্কী কাদির জেছেসি), সর্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বর পরিলক্ষিত হইত। পূর্ববর্তী খলীফাগণ প্রায়ই এই উপলক্ষে আগমন করিতেন, কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় 'আবদুল-হামীদ কেবল রামাদানের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আগমন করিতেন। এই সময়ে তিনি সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের প্রাচীন দুর্গে নৌকাযোগে আসিতেন (য়াওম-ই যিয়ারাত-ই খিরকা-ই সা'আদাত)।

বিজয়ের অব্যবহিত পরে তুর্কীগণ বায়যান্টাইন শাসনের শেষ বৎসরগুলিতে গির্জাটির প্রথম স্থাপন এবং ইহার পরমোৎকর্ষ সম্বন্ধে যেই সকল জনশ্রুতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়া মুসলিম কায়দায় তাহাকে পরিমার্জিত করেন। আয়া সোফিয়ার একখানি ইতিহাস (আয়া সোফিয়া গ্রন্থাগার, নং ৩০২৫) দ্বিতীয় মুহাম্মাদের আদেশে বিজয়সূচক প্রবেশের অনতিকাল পরেই আহ'মাদ ইবন আহ'মাদ আল-গীলানী কর্তৃক (ফার্সী ভাষায়, গ্রীক আদর্শে) লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইহা নিমাতুল্লাহ (মৃ. ৯৬৯/১৫৬১-২) কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কাতিব চেলেবীর (সম্পা. Flugel, ২খ., ১১৬) মতে জ্যোতির্বিদ ও সৃষ্টিতত্ত্ববিদ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-কুশযী (দ্র.) কর্তৃক উপরিউক্ত শাসকের জন্য লিখিত দ্বিতীয় একখানি ফার্সী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ছিল। যাহা হউক, এই গ্রন্থখানি দৃশ্যত এখন আর চিহ্নিত করা যায় না। একজন বেনামী লেখক কর্তৃক ৮৮৮/১৪৮৩-৪ সালে লিখিত আর একখানি ভাষ্য আছে যাহা এখন Staatsbiblithek Berlin-এ (Ms. Orient 8.821) তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস (তাওয়ারীখ-ই কু'সত'ান তানিয়া; Fleischer, Kat. Dresden, No. 113, Pertch, Turkische Hss. zu Berlin, no. 237, তিন বৎসর পরে লিখিত]-এর পরিশিষ্টরূপে রহিয়াছে। ইহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইলেও উৎস ও চিন্তার ব্যাপারে এক। তাওয়ারীখ-ই কু'সত'ানতানিয়া অনুসারে একটি গল্প এই যে, মহান কনস্টানটিন ইব্ন 'আলানিয়্যা-র আসাফিয়া নাম্নী অত্যন্ত ধনবতী স্ত্রী যখন খুব অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি তাঁহার ওসিয়াতনামায় আদেশ করেন, পৃথিবীর সকল অট্টালিকা অপেক্ষা অধিক উচ্চ একটি গির্জা নির্মাণ করিতে হইবে। কথিত আছে, ফিরিঙ্গিস্তান (ফ্রান্স) হইতে একজন স্থপতি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য ৪০ এল (১৫০ ফুট) পরিমাণ খনন করিয়া ভিত্তি স্থাপন করত নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। অতঃপর গম্বুজ ছাড়া গির্জা নির্মাণ করিয়া তিনি পলায়ন করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। দশ বৎসর যাবত অট্টালিকাটি অস্পর্শ অবস্থায় ছিল। শেষ পর্যন্ত স্থপতি ফিরিয়া আসেন এবং গম্বুজ স্থাপন করেন। ইহাও কথিত আছে, যেই বিশেষ ধরনের মার্বেল প্রস্তরে ইহা নির্মিত উহা (প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার 'খনিজ মার্বেল' Mermer Madeni) বিভিন্ন দেশ হইতে আনা হইয়াছিল। নানা বর্ণে চিত্রিত চারিটি স্তম্ভ (সোমাকী)-এর জন্য 'ধাতু' (বস্তুত উহা অবশ্যই সর্বাপেক্ষা কঠিন মার্বেল প্রস্তর) কোহে কাফ (Mount Kaf) হইতে আসিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। বলা হয়, বৃহৎ দরজাগুলি নূহ' (আ)-এর জাহাজের তক্তা হইতে প্রস্তুত এবং তৎপূর্ব জেরুসালেম ও কায়যিকোস (আয়দিনজিক)-এ সুলায়মান (আ) তাঁহার সৌধসমূহের জন্য উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। বলা হয়, উহাতে ৩৬০,০০০ স্বর্ণপিণ্ড (প্রতিটির মূল্য ৩৬০,০০০ ফিলোরি) ব্যয়িত হইয়াছিল। মহান কনস্টানটাইন-এর পৌত্র সম্রাট হিরাক্লিয়াস [রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সমসাময়িক ও গোপন শিষ্য]-এর সময় গম্বুজটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু এই ধার্মিক শাসক অবিলম্বে উহা পুনঃনির্মাণ করেন। 'আলী আল-'আরাবী ইলয়াস রচিত তাওয়ারীখ-ই কু'সত'ানতি'নীয়া ওয়া আয়া সোফিয়া মহান সুলায়মান-এর সময় লিখিত হইয়াছিল। ইলয়াস তখন প্রধান উযীর স্থূলকায় 'আলী (The fat) [মৃত্যু ২৮ জুন, ১৫৬৫]-এর অধীনে কর্মরত ও একজন শিক্ষক (Flugel, Kat. der Kais, Hofbibl, Vienna, iii, 97) ছিলেন। সর্বপ্রথম সংস্করণ ৯৭০/১৫৬২-৩ সনের। দুই বৎসর পরে গ্রন্থকার কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর বিষয় উহাতে সংযোজন করেন এবং ভিন্ন শিরোনামে উহা প্রকাশ করেন (তাওয়ারীখ-ই বিনা-ই আয়া সোফিয়া; in the Bibl, Nationale. in Paris, Turkish Mss suppl., no 1546; তাওয়ারীখ-ই কু'সত'ানতি'নীয়া ওয়া আয়া সোফিয়া ওয়া বাদু-ই হি'কায়াত, in Pertsch: Catalogue of Turkish Manuscripts of the Kgl. Bibl. Berlin, no 232. Fourmont-এর আরও একখানি পাণ্ডুলিপি আছে, Cat. cod. man Bibl. Reg. 319, নং ১৪৭, ১)। এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে আয়া সোফিয়া সম্রাট উসতূনিয়ানূ-র শাসনামলে স্থপতি ইগনাদূস (মুহাম্মাদ আশিক-এর গ্রন্থেও) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে উহার লেখক আপাত দৃষ্টিতে অধিকতর যুক্তিসম্মত। তিনি তাঁহার পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বসূরীদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিবরণ দিয়াছেন, কারণ তিনি বিভিন্ন ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য তাহাকে তুরস্কের বৃহত্তর মসজিদের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য তুর্কী গ্রন্থকার হিসাবে বিবেচনা করিতে হয়, যদিও তিনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য।

আয়া সোফিয়াকে কেন্দ্র করিয়া যেই সমস্ত জনশ্রুতি গ্রথিত হইয়াছে তাহাদের বিষয়বস্তু এক যুগ হইতে অন্য যুগে পরিবর্তিত হইয়া যাইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন তুরস্কের সাধারণ লোকও এই দুনিয়ার প্রতি সাংঘাতিক অবজ্ঞা পোষণ করিতেন, তখন তাঁহারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে 'আরবদেশীয় বীরগণ কুসতানতানিয়া অবরোধ উপলক্ষে যেই স্থানে নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, সেই স্থানটি ও গির্জার মধ্যভাগের (naue) যেই স্থান হইতে খিদ'র (আ) গির্জার নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করিতেন সেই স্থানটি চিহ্নিত করা হইত। দক্ষিণ গ্যালারীতে একটি শূন্যগর্ভ প্রস্তরকে 'ঈসা (আ)-এর দোলনা ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অনেক পরবর্তী কালের যুবক ধর্মতত্ত্ববিদগণের কথিত একটি উপাখ্যান আজও শ্রুত হয়, উহাতে হুসায়ন তাবরীযীর কথা এবং তিনি কিভাবে মসজিদের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিজয়ী উছমানী সূফী সুলতান দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদ তাঁহার হস্ত তাবরীযীর দিকে এমনভাবে প্রসারিত করিয়া দিলেন যেন বাহিরের দিকের পরিবর্তে ভিতরের দিক (আয়া) চুম্বন করিতে হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আয়া সোফিয়ার মুদীর (অধ্যক্ষ)-এর পদ প্রার্থনা করিলেন। কিবলার নিকটস্থ তথাকথিত 'আর্দ্রস্তম্ভ' (য়াশদিরেক) ও 'শীতল বাতায়ন' (সাউক পঞ্জার) যিয়ারত-এর স্থানরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কেননা দ্বিতীয় 'আবদুল-হামীদ-এর সময় পবিত্র দেওয়ালের মধ্যে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই বাতায়নই ছিল সেই স্থান যেইখানে শায়খ আক শামসুদ-দীন (যাঁহার বাক্য তাঁহার সময়কার মানুষের মনে সত্যসত্যই উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী প্রভাব বিস্তার করিত, তন্মধ্যে বিজয়ী মুহাম্মাদ অন্যতম ছিলেন) প্রথম পবিত্র কু'রআনের তাফসীর বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রত্যেকে এই বিশ্বাস পোষণ করিত, এই 'শীতল বাতায়ন' পথে নূতন বায়ুপ্রবাহ যেই আশীর্বাদ বহন করিয়া প্রবেশ করিত, তাহা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের গভীর প্রদেশ পর্যন্ত হিতকর প্রভাব বিস্তার করিত।

১৯৩৪ খৃ. প্রেসিডেন্ট পাশা আতাতুর্ক আদেশ দিলেন, আয়া সোফিয়া আর মুসলমানগণের প্রার্থনার স্থান থাকিবে না। তিনি উহাকে যাদুঘর পরিচালনা পরিদফতরের অধীনে দিলেন। মোজাইকের যেই মূর্তিগুলিকে চুনকাম দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী কালে অপসারিত হইল এবং অন্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ছবিগুলি ১৯৩৬ খৃ. আবার দৃষ্টিগোচর হইলঃ দক্ষিণ দিকস্থ ঘেরা বারান্দার দরজার উপরে সম্রাট কনস্টান্টাইন (তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শহরের প্রতিকৃতিসহ) ও জাস্টিনিয়ান (সেন্ট সোফিয়া গির্জার প্রতিরূপসহ) দ্বারা পরিবেষ্টিত, সিংহাসনোপবিষ্টা কুমারী মেরী (Medonna) ও তাঁহার শিশুর একটি সুন্দর আলেখ্য, ঘেরা বারান্দা হইতে গির্জায় যাইবার পথের মধ্যবর্তী দরজার উপরে প্রাচীন সম্রাটের দরজা) সিংহাসনারূঢ় খৃস্টের পদতলে আরাধনারত এক সম্রাটের আলেখ্য (Leo vi? অথবা খুব সম্ভবত Basil I, তু. A. M. Schneider in oriens Christianus ১৯৩৫, ৭৫-৭৯) এবং পরিশেষে অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মধ্যে কুমারী মেরীর প্রতিকৃতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) জাস্টিনিয়ান-এর সময়ের বায়যান্টাইন উৎসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য Procopius, Agathius ও Paulus Silentiarius; (খ) অধিকতর সাম্প্রতিক উৎসগুলির মধ্যে ঃ (১) Pierre Gilles, De to topographia Constantinopoleos libri iv (Lyons, 1561 ও বহুবার ঐ তারিখের পরে); (২) ঐ লেখক, De Bosphoro Thracio libri tres (Lyons 1561 ও বহুবার ঐ তারিখের পরে); (৩) Charles du Fresne, sieur du Cange, Historia Byzantina, Paris 1680; (8) J. von Hammer, Constantinopolis unn der Bosporus, i, Pesth 1822; (৫) C. Fossati, Aya Sophia of Constantinople as recently restored, London 1852; (৬) W. Salzenberg, Altchristliche Baudenkmaler von Konstantinopel, Berlin 1854; (৭) Auguste Choisy, Lart de batir chez les Byzantins, Paris 1883; (৮) J. P. Richter, Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, special number of Quellenschriften fur Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters, Vienna 1897, by Eitelberger von Edelberg and llg; (৯) W.R. Lethaby and Har. Swainson, The Church of Sancta Sophia, Constantinople; (১০) A Study of Byzantine building, London and New York 1894; (১১) Heinr, Holzinger, Die Sophienkirche und verwandte Bauten der byzantinischen Architektur (in Die Baukunst. edited by R. Bormann and R. Graul, no. 10, Berlin and Stuttgart 1898); (১২) Alfons Maria Schneider, Die Hagia Sophin zu Konstantinopel, Berlin n.d. (1938); (১৩) একটি তুর্কী বিবরণ, তুর্কীদের সময়ের অতিরিক্ত সৌধগুলির শিরোনাম ও বিবরণ, হাফিজ হুসায়ন, হা'দীকা'তুল-জাওয়ামি, ইস্তাম্বুল ১২৮১/১৮৬৪, ১খ; ৩-৮; (১৪) আরও গ্রন্থ বিবরণী IA-এর মধ্যে, ২খ., ৪৭-৫৫ (আরিফ মুফীদ মানসেল)। হারূন ইব্‌ন য়াহ'য়ার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১৫) M. Izzedin, Un Prisonnier arabe a Byzance.. in REI, 1941-6. 41 ff. যেইখানে পূর্ববর্তী গবেষণালব্ধ তথ্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মুসলিম উপাখ্যান সম্পর্কে দ্র. (১৬) F. Touer, Notice Sur les versions persance de la legende de Iedification d' Aya Sofya, in Melanges Fuad Koprulu. Istanbul 1953, 487 ff.; (১৭) ঐ লেখক, Les versions persanes de la legende sur la construction d' Aya sofya, in Byzantinosiavica xv/1, 1954, 1-20.

মহান সোফিয়া হইতে অনতিদূরে জুনূদী ময়দানে ক্ষুদ্রকায় আয়া সোফিয়া (Kucuk Aya Sofya) অবস্থিত। ইহা জাস্টিনিয়ান কর্তৃক নির্মিত এবং পূর্বে ইহা Saint Sergius ও Saint Bacchus-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। একটি গম্বুজ একটি অষ্টভুজ ভিত্তিভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছে (ইহা চারিটি অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভ দ্বারা প্রসারিত হইয়াছে) দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর কীজলার আগাসী (অন্তঃপুরের অভিভাবক) হু'সায়ন আগা ইহাকে একটি মসজিদে পরিবর্তিত করেন এবং তখন হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম শিক্ষা ও নামাযের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। তোরণ ও উহা হইতে উত্থিত পাঁচটি চ্যাপ্টা গম্বুজ তুর্কীদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

K. Sussheim-FR. Taeschner (E.I.[2]) /
মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

আয়া সোলুক (آيا سـولوك) ঃ আয়া সুলূক; আয়া সুলুগ, আয়াছুলুগ (গ্রীক শব্দ আয়ুস থিয়ূলোগুস হইতে উৎপন্ন হযরত 'ঈসা (আ)-এর একজন অনুসারী, ইনজীল বিশারদ ইউহান্নার সহিত শব্দটি সম্পর্কিত, যিনি এইখানে বাস করিতেন এবং এইখানেই মৃত্যুবরণ করেন)। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য (ল্যাটিন) বরাতসমূহে আলতোলুগো (Altoluogo) নামে শহরটির উল্লেখ রহিয়াছে। বর্তমানে ইহা (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে) সেলচুক (Selcuk) নামে পরিচিত। ইহা আনাতোলিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট শহর। বুলবুল দাগী (Koressos পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কুচুক মেনডেরেস = (Kucuk Menderes) [প্রাচীন Kaystros] নদীর মুখ বেষ্টনকারী প্রাচীন Ephesus শহরের সমতল ভূমিতে (আরব ভৌগোলিকগণ আজ স্থানটিকে আফসূস বা উফসূস নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন) ৩৭.৫৫ উত্তর অক্ষাংশে, ২৭.২০ পূর্ব দ্রাঘিমায় ইহা অবস্থিত। বর্তমানে ইহা ইযমির আয়দীন রেল লাইনের পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা কুশাডাসী (ইযমির প্রদেশে) 'কাদা' (জেলা)-র অন্তর্গত আকিন চিলার নাহিয়া (উপজেলা)-র সদর দফতর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২,৭৯৩ (V. Cuinet, La Turquie d'Asie, iii, 505-এর বর্ণনা অনুসারে)। ১৯৩৫ খৃ. ইহার লোকসংখ্যা ৪,০২৫ (কুশাডাসী কাদার লোকসংখ্যা ছিল ১৭,৮১৯)।

মধ্যযুগে আয়া সোলুক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। ইব্ন বাততূতা (৭৩৩/১৩৩৩ সালে শহরটি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন) বর্ণনা করেন (রিহলা, ২খ., ৩০৮ প.), শহরের পনেরটি ফটক ছিল এবং ইহা Kaystros নদীর তীরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সেইখানে আংগুর ও অন্যান্য ফলের বাগান ছিল। শহরটির সমৃদ্ধির উৎস ছিল Kaystros নদীর পোতাশ্রয়। মধ্যযুগের প্রথম দিকে Kaystros নদীর পলিমাটি দ্বারা ইহা রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব Ephesus-এর পরিবর্তে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত (মধ্যযুগের পাশ্চাত্য বরাতসমূহে যাহাকে Scala nova নামে উল্লেখ করা হইয়াছে) কুশাডাসীর পোতাশ্রয়ের উন্নতি হইতে থাকে। ১৯৪৫ খৃ. ইহার জনসংখ্যা ছিল ৫,৪৪২।

Ephesus পর্যন্ত 'আরবদের অগ্রসর হওয়া ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার (১৮২/৭৯৮)। অনুরূপভাবে সালজূক সুলতান আলপ আরসলানের নেতৃত্বে মেলাযগারদ (Melazgerd) বিজয়ের (১০৭১ খৃ.) পর ইহার উপর তুর্কী সৈন্যবাহিনীর যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, Dorylaeum-এর নিকট প্রথম ক্রুসেডারদের বিজয়ের ফলে তাহারও পতন ঘটে। রূম সালজূক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে তুর্কী সৈন্যবাহিনী আবার পশ্চিম আনাতোলিয়ার ইজিয়ান (Aegean) উপকূল পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। এইখানে তাহারা তাহাদের নেতৃবৃন্দের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে এবং Ephesus/আয়া সোলূক আয়দীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইখানে স্থানীয় আমীর আয়দীন ওগলু খিযির বেগের সঙ্গে ইব্ন বাত'তূতার সাক্ষাৎ ঘটে। ইতালী প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্গে উক্ত আমীরের সম্পর্ক ছিল এবং আয়া সোলুকে ভেনিস ও জেনোয়ার কূটনৈতিক দফতর ছিল। ১৩৯১ খৃ. সুলতান দ্বিতীয় বায়াযীদ আয়দীন অঞ্চলটিকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে আয়া সোলুক প্রথমবারের মত 'উছমানী শাসনের অধীনে আসে। কিন্তু ১৪০২ খৃ. বায়াযীদ পরাজিত হইলে তীমূর ইহাকে আবার আয়দীন রাজ্যের আমীরগণকে ফিরাইয়া দেন। ১৪২৫ খৃ. সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনামলে আয়া সোলুক চূড়ান্তভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন হইতে ইহা আয়দীন সানজাক (বিভাগ)-এর (প্রথমে আনাদোলু ইয়ালাত ও পরে আয়দীন বিলায়েত) একটি 'কাদা'রূপে চলিয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে আয়া সোলুকের পতন হইতে থাকে এবং বর্তমানে ইহার অবস্থা একটি গ্রামের অধিক নয়। ইহার একটি কারণ এই যে, Kaystros নদীর মুখের সন্নিকটে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ফলে তথাকার সমতল ভূমি জলাশয়ে পরিণত হইয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছে। অপর কারণ, নিকটবর্তী বন্দর কুশাডাসীর বিকাশ।

এই স্থানের প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে রহিয়াছে Ephesus-এর ভগ্নাবশেষ, শিষ্য ইউহান্নার গির্জা (Basilica)-এর ভগ্নাবশেষ এবং আয়দীন ওগলু প্রথম ঈসাবেগ (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে)-এর নির্মিত আকর্ষণীয় মসজিদ যাহা দামিশকের উমায়্যা মসজিদের নমুনায় নির্মিত হইয়াছিল। দুর্গের পাহাড় Panayir Dagni (প্রাচীনকালের Pion)-এর পাদদেশে সেই গুহাটি আজও দেখা যায়, সাত ব্যক্তি যেই গুহায় নিদ্রিত রহিয়াছে (আস'হ'াবুল-কাহফ) বলিয়া কথিত আছে। বুলবুলদাগী পাহাড়ে প্রাথমিক যুগের একটি খৃস্টান ইমারত রহিয়াছে। এই ইমারতটি সম্পর্কে বলা হয়, মারয়াম (আ) এইখানে বসবাস করিতেন এবং এইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন (পানায়া কাপুলু)। সাম্প্রতিক কালে ইহা একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে এবং তুর্কী সরকার এই স্থান পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, 155; (২) W. Heyd, Geschichte des Levantehandels তু. নির্ঘণ্ট; (৩) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহ'ত নামাহ, ৯খ., ১৩৭ প.; (৪) সালনামা-ই বি'লায়াত-ই আয়দীন, ১৩২৪/১৯০৮; (৫) Ch. Texier, Asie Mineure, পৃ. ৩১০ প.; (৬) A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, iii, 87 ff.; (৭) A Grund, Vorlaufiger Bericht uder physiogeo-graphische Untersuchungen im

Delta-Gebiet des kleinen Maander bei Ajasolug (Ephesus) [SBAW] (SBAW, Vienna 1906, cxv 241-62, 1757 ff.) (৮) Besim Darkot, cograft arastirmalari, ১খ., ৩৯ প.; (৯) IA, ii, ৫৬প. (Besim Darkot); (১০) L. Massignon, Les Fouilles archeologiques d' Ephese et leur importance religieuse, in Les Mardis de Dar El-Salam, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১ প.; (১১) Les Sept Dormants d'ephese..., in REI, 1954, 59-112 1955, 93-106, 1957, 1-11.

Fr. Taeschner (E.I.2) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আয়াত (آية) ঃ 'বহুবচন আয়ি ও আয়াাত, ইহার অর্থ প্রকাশ্য নিদর্শন, চিহ্ন অথবা মু'জিযা (অলৌকিক কার্য) অথবা কুরআনের প্রবচন। কোন বস্তু চিনিবার উপায় বা নিদর্শন অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্ন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; যথা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁহার একত্ব প্রমাণের জন্য সমগ্র সৃষ্টিকে একটি নিদর্শন অথবা বিশেষ সৃষ্ট বস্তুকে এক একটি নিদর্শনরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। ভীতিপ্রদ ঘটনা বা বিপদাপদকেও চিহ্নিত করা হইয়াছে আল্লাহকে স্মরণ করিবার পক্ষে এক একটি আয়াত বা নিদর্শনরূপে। নবী-রাসূলদের মু'জিযা তাঁহাদের সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত আয়াত শব্দটি উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত সকল অর্থে শব্দটি কু'রআনে ব্যবহৃত হইয়াছে (দেখুন লিসানুল-আরাব, ১৮খ., পৃ. ১৬৬; 'আসি'ম, কামূস)। পারিভাষিক অর্থে আয়াত বলিতে সেই বাক্যকে বুঝায় যাহার একটি আরম্ভ ও একটি সমাপ্তি আছে এবং কু'রআনের কোনও সূরার মধ্যে উহা বিদ্যমান। অন্য এক সংজ্ঞা অনুযায়ী আয়াত কু'রআনের ঐ সকল অংশ যাহার প্রারম্ভ পূর্ববর্তী হইতে এবং সমাপ্তি পরবর্তী হইতে বিচ্ছিন্ন (দেখুন তাশপরূ যাদাহ, মিফতাহু'স'- সা'আদা, হায়দরাবাদ ১৩২৯ হি., পৃ. ২৫৩; মাওদূ' 'আতুল- উলূম, ইস্তাম্বুল ১৩১৩ হি., ২খ., পৃ. ৩৮)। কিন্তু উপরিউক্ত সংজ্ঞার ব্যতিক্রম কয়েকটি হরফ সমষ্টি পূর্ণ আয়াতরূপে স্বীকৃত। উদাহরণ الم (২ ঃ ১) المص (৭ ঃ ১) এক একটি আয়াতরূপে গণ্য, অথচ الر (১২ ঃ ১) পূর্ণ আয়াত নহে। ইহা ছাড়া কোন পূর্ণ অর্থ প্রদান করে না এমন কয়েক শব্দসমষ্টি পূর্ণ আয়াতরূপে গণ্য। যথা সূরা ফাতিহাতে الرحمن الرحيم সূরা আর-রাহমান-এ مدهامتن (৫৫ ঃ ৬৪) মহানবী (স) যেইভাবে (توقيفى) এইগুলির আবৃত্তি শুনিয়া সাহাবা (রা)-কে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে এইগুলি রক্ষিত হইয়াছে। আবার কতগুলি দীর্ঘ আয়াত অর্ধ পৃষ্ঠা, যথা ৪ ঃ ১২), এমনকি পূর্ণ এক পৃষ্ঠা (যথা ২ ঃ ২৮২) জুড়িয়া রহিয়াছে।

حمدى يازر حق دينى قرآن دلى ج استانبول ١٩٣١ ع مقدمه، ص ٢٣.

আয়াতগুলি ফাসি'লা (فاصلة ج فواصل) অর্থাৎ ছেদ চিহ্ন দ্বারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে। আয়াত-এর শেষ শব্দের শেষ হরফকে ফাসি'লার হরফ বলা হয়। যথা সূরা আল-ফাতিহা'তে ফাসি'লার হরফ نون। نون ও دال-ميم لام-قاف-راءباء , সূরা বাকারাতে ميم ও কুরআনের আয়াতগুলি নাযিল হওয়ার হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ মাক্কী ও মাদানী। এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ সাধারণত তিনটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) ঐ সমস্ত আয়াতকে মাক্কী বলা যায় যাহা হিজরতের পূর্বেই হউক বা পরে, মক্কা বিজয়কালে অথবা হাজ্জাতুল বিদা-এর সময় মক্কায় নাযিল হইয়াছিল। যেই আয়াতগুলি কোন সফরে বা অভিযানকালে নাযিল হইয়াছে উহা মাক্কীও নহে, মাদানীও নহে। (২) মাক্কী ঐ সমস্ত আয়াত যাহা মক্কাবাসী কাহারও সহিত সম্পর্কিত কোন উপলক্ষে নাযিল হইয়াছিল এবং মাদানী ঐ সমস্ত আয়াত যাহা মদীনাবাসীর উপলক্ষে নাযিল হইয়াছিল। (৩) হিজরতের পূর্বে নাযিলকৃত আয়াতগুলি মাক্কী ও হিজরতের পরে নাযিলকৃত আয়াতগুলি মক্কাতে নাযিল হইলেও মাদানী। এই মতটি গ্রহণযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও প্রকারভেদ আছে। যথা হ'াদারী (حضرى) অর্থাৎ গৃহে অবস্থানকালে নাযিল, সাফারী (صفرى) সফরের সময়ে নাযিল, স'য়ফী (صيفى) গ্রীষ্মকালে নাযিল, শিতায়ী (شتائى) শীতকালে নাযিল, ফারাশী (فراش) বিছানায় শায়িত অবস্থায় নাযিল, নাওমী (نومى) ঘুমন্ত অবস্থায় নাযিল, আরদী (ارضى) ভূপৃষ্ঠে নাযিল এবং সামাবী (سماوى) ঊর্ধ্বলোকে নাযিল। দেখুন আল-ইতক'ান, ১খ., ১০ প.; তাহানাবী, কাশশাফু ইস'তিলাহ'াতিল-ফুনূন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., ১খ., ১০৫ প.; মিফতাহু'স- সা'আদা, ২খ., ২৩৮; মাওদূ'আতুল-'উলূম, ২খ., ১৬প.)।

আয়াতসমূহ তন্মধ্যস্থ বিধানের স্বরূপ হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা মুহ'কামাত ও মুতাশাবিহাত এবং এই বিভাগের উল্লেখ কুরআন (৩ ঃ ৭)-এও পাওয়া যায়। মুহ'কামাত সেই সমস্ত আয়াত যাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট, মুতাশাবিহাত, যাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। শেষোক্ত আয়াতগুলি الحروف المقطعات। (কতগুলি সূরায় প্রথমে অবস্থিত একক হরফ বা হরফসমষ্টি)-এর নাম। উহাদের অর্থ সুস্পষ্ট নহে বলিয়া উহাদের ব্যাখ্যা একাধিক হইতে পারে (দেখুন আল-ইতক'ান, ২খ., ১; মিফতাহু'স- সা'আদা, ২খ., ২৯১; ও মাওদূআতুল-উলূম, ২খ., ৯১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ই আয়াতের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল; কুরআনে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চয় আমি তোমাকে বারংবার আবৃত্তির সাতটি আয়াত (سبعا من المثانى) ও মহান কু'রআন দিয়াছি" (১৫ ঃ ৮৭)। ভাষ্যকারগণের মতে ইহাতে সূরা ফাতিহ'ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা সালাতে বারংবার আবৃত্তি করা হয়। এই সূরায় সর্বসম্মতভাবে সাতটি (سبعا) আয়াত আছে। হাদীছ হইতেও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজীদের আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছিল।

তাফসীর বায়দ'াবীতে বলা হইয়াছে, সূরা আল-বাক'ারাতে ২৮১টি আয়াত আছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, অধিকাংশের মতে কুরআন মাজীদের নাযিলকৃত শেষ আয়াতটি সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেন, ইহাকে আল-বাক'ারার ২৮০তম আয়াতের পরে সন্নিবিষ্ট কর।' 'আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের কারী (قارى কু'রআন পাঠক)-গণ কু'রআনের আয়াত সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন। কূফীদের মতে এই সংখ্যা ৬২৩৬ (কথিত হয়, ইহা হযরত আলী (রা)-এর উক্তি, ইহাই সাধারণত গৃহীত মত), বসরাবাসীদের মতে ৬২১৬, সিরিয়াবাসীদের মতে ৬২৫০, ইসমাঈল

ইবন জা'ফার মাদানীর মতে ৬২১৪ (ইহাই ইরাকীদের মতে), মাক্কীদের মতে ৬২১২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মতে ২১৮; হযরত 'আইশা (রা)-এর মতে ৬৬৬৬। আয়াতের আরম্ভ ও শেষ কোথায়, এই সম্বন্ধে মতভেদের কারণে সংখ্যায় এইরূপ তারতম্য হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থরাজি, এতদ্ব্যতীত দেখুন (১) কুরতুবী, আল-জামি' লি আহ'কামিল-কুরআন, ১খ., ৫৭প; (২) সুয়ূতী, ইতক'ান, বাব ১খ., ১৯, ২৮, ৫৯, ৬২, ৬৩; (৩) Fleischer, Kleinere schriften, ১খ., ৬১৯, হা'শিয়া ২; (৪) Jaffery, Foreign vocabulary of the Kuran, p. 72, 73; (৫) A Spitaler, Die Verozah-lung des Qurans, 1935; (৬) C. A Keller, Das Wart Othals offenbarun-gszeichen Gottes 1946; (৭) R. Bell, Introduction to the Quran, p. 153-154.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আ'য়ান (أعيان) ঃ আরবী শব্দ, 'আয়ন (عين)-এর বহুবচন, অর্থ বিখ্যাত ব্যক্তি। খিলাফাত ও পরবর্তী মুসলিম শাসন আমলে শব্দটি বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থে প্রায়শই ব্যবহৃত হইত (তু. ইবন খাল্লিকানকৃত বিখ্যাত ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর বিবরণ)। 'উছমানী তুর্কীদের শাসনামলে প্রথমত শুধু যে কোন জেলা বা শহরের মহল্লার অত্যন্ত বিশিষ্ট অধিবাসীদেরকে বুঝাইতে প্রায়শ এক বচনরূপে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও সুনিশ্চিত অর্থ ধারণ করে এবং তাহাদের মধ্য হইতে সেই সকল লোকের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ হইতে থাকে যাঁহারা প্রথমত রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছেন এবং সরকারী মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের এই ক্ষমতায় উত্তরণের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে 'উছমানী সরকার কর্তৃক 'মালিকানা কর-খামার (Tax farms) প্রথার প্রবর্তন। এই প্রথা অনুসারে সারা জীবনের জন্য কৃষি খামারগুলি ভূস্বামীদেরকে ইজারা দেওয়া হইত। কেননা এই সকল সম্পত্তির অধিকাংশই সেই সকল স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকারে আসে যাঁহারা এইগুলির সাহায্যে শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়াই উন্নতি সাধন করেন নাই, বরং প্রকৃতপক্ষে অধিকারভুক্ত কর-খামার (Tax farm)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত জেলার নিয়ন্ত্রক হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেন। ১৭৬৭-১৭৭৪ খৃস্টাব্দের রুশ-তুর্কী যুদ্ধকালীন তহবীল ও সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংগ্রহের জন্য তুর্কী সুলতান সমগ্র দেশের আয়ানদের সাহায্য লইতেন এবং যথাসময়ে তাহাদেরকে সরকারের মুকাবিলায় জনগণের মনোনীত গণপ্রতিনিধি হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হইত। প্রাদেশিক গভর্নরগণ আয়ানিয়্যে (اعيانيه) নামক ফীস আদায়ের পর তাহাদেরকে আয়ানলিক 'বুয়ুরুলতুসু' নামক সনদ প্রদান করিতেন। গভর্নরদের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে এই নিয়োগ প্রদানের অধিকার ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে প্রধান 'উযীরের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে সকল আয়ানলিক বিলোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী বৎসর পুনরায় যুদ্ধ বিস্তারের ফলে তুর্কী সুলতান এই স্থানীয় নামযাদা ব্যক্তিদের প্রদত্ত সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব মনে করে এবং ১৭৯০ খৃস্টাব্দে আয়ানলিকগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। রুমেলিয়া ও আনাতোলিয়া উভয় স্থানেই সুলতান তৃতীয় সালীম, চতুর্থ মুস'ত'াফা ও দ্বিতীয় মাহ'মূদ-এর রাজত্বকালে বহু আয়ান উছমানী শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে 'দেরে-বেয়ি (dere-beyi-প্রায় স্বাধীন) [দ্র.]-দের অনুরূপ ভূমিকা পালন করেন, তাঁহারা অনেক সময় সুদীর্ঘকাল সুলতানকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জেলাসমূহে প্রকৃত প্রভুত্ব ও স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, যদিও প্রায়ই যুদ্ধকালে 'উছমানী সেনাবাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া সহায়তা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সম্ভবত পাসওয়ান ওগলু [দ্র.] (প্রকৃতপক্ষে তাহাকে একজন আয়ান বলা যায় না। তিনি ছিলেন একজন আয়ানপুত্র), বায়রাকদার মুস'ত'াফা পাশা [দ্র.] (তাঁহার জীবনের শুরুতেই আয়ান হন) এবং সেরেয-এর ইসমা'ঈল বে। প্রধানত প্রদেশের আয়ানদের (ও 'দেরে-বেয়িদের) ক্ষমতা খর্বকরণ কার্যে দ্বিতীয় মাহ'মূদ তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমার্ধ সফলতার সহিত নিয়োজিত রাখেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ দ্র. I.H. Uzuncarsili প্রণীত নিবন্ধ; (২) Mouradjea d' Ohsson, Tableau de l Empire Ottoman, ৭খ., ২৮৬; (৩) আহ'মাদ জাওদাত, তারীখ., ১০খ., ৮৭, ১১৬-১১৮, ১৪৭, ১৯১, ১৯৪, ১৯৭, ২০৯, ২১৬; (৪) লুত'ফী, তারীখ., ১খ., ১১-১২; (৫) মুস'ত'াফা নূরী, নাতাইজুল-উকু'আত, ৩খ., ৭৪; ৪খ., ৩৫-৬, ৪২, ৭১-২, ৯৮-৯; (৬) আহমাদ রাসিম, উসমানলি তারীখি., ৩খ., ১০২৯; ৪খ., ১৬৬৩-৪, ১৭১৪; (৭) 'উছমান· নূরী, মাজাল্লা-ই উমুর-উ বালাদিয়া, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯২২ খৃ., ১৬৫৪প.; (৮) A F Miller, Mustafa Pasha Bayraktar; (৯) Ottomans-kaya Imperia v. Nacale xix veka, মস্কো ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ৩৬৩-৫; (১০) I.H. Uzuncarsili, Alemdar Mustafa Pasha, ইস্তাম্বুল ১৯৪২, পৃ. ২-৭; (১১) H.A.R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and the West, ১খ., অক্সফোর্ড ১৯৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. Bowen (E.I.²) / মোঃ রেজাউল করীম

আয়ায (آياز) ঃ উয়ামাক' আবুন-নাজম, আমীর। আয়ায শব্দের আভিধানিক অর্থ (اول) 'আওলা' (ژاله) বা কুয়াশা, শিশির (তু. ফারহাঙ্গ-ই আনন্দ রাজ, আয়ায শিরোনামে; ব্যাখ্যাস্বরূপ আরও অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন]। উয়ামাক (اويماق) বা উয়মাক (ايماق) তুর্কী ভাষায় গোত্র বা ইহার শাখাকে বলা হয়। Borthold উয়ামাকের অন্য অর্থ 'গোত্রের রাজনৈতিক ঐক্য বা চুক্তি বলিয়াছেন এবং উদাহরণস্বরূপ সমগ্র মঙ্গোলিয়া সাম্রাজ্যের চারটি উয়ামাকে বিভক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (লাইডেন প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ, আয়মাক শিরোনামে)। সম্ভবত এই পুরাতন বর্ণনা হইতেই 'চাহার আয়মাক' বা চার গোত্র শব্দটি উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, যাহা এখনও পর্যন্ত হাযারা (আফগানিস্তান)-এর চারটি বিলুপ্তপ্রায় যাযাবর তাতার বংশোদ্ভূত গোত্রের পরিচায়ক। তারীখ-ই রাশীদী (ইংরেজী অনু. D. Ross, লন্ডন ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৩০১)-এর মতে ঈমাক (ايمق) বা ঈমাক' [(ايماق) অর্থাৎ প্রথম বর্ণের যেরসহ] খাতান সাম্রাজ্যের

জমিদার শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত হইত যাহারা কৃষকদের নিকট হইতে কর আদায় করিত। তারীখ-ই ফিরিশতায় (মূল সূত্র যায়নুল-আখবার) এই বিবরণ পাওয়া যায়, 'আয়ায খাতানী বংশোদ্ভূত ছিলেন' (Briggs সং, বোম্বাই ১৮৩১ খৃ., ৬৮) ও হ'াসান আয়াযের উপাখ্যানাদি অনুসারে আয়াযকে 'মঙ্গোলীয় উয়মাক'-এর পরিবর্তে খাতানের শারীফযাদা ও ঐতিহাসিক রাশীদীর 'ঈমাক' পর্যায়ভুক্ত মনে করা যায়। কিন্তু ইবনুল-আছীর (তারীখ, ৪৪৯ হি. সালের ঘটনাবলী শিরোনামে) ইবন উইমাক (ابن اويماق) লিখিয়া স্পষ্টতই পরবর্তী পারস্য ইতিহাস রচয়িতাগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছেন। ফলে কোন কোন লেখক তাহাকে 'ইবন ইসহাক' করিয়া ফেলিয়াছেন (যেমন ফিরিশতা, নওলকিশোর প্রকাশনা, পৃ. ৪০)।

আয়াযের উপনাম 'আবুন-নাজম' সম্পর্কে সকলেই একমত। তবে তাঁহার জন্মতারিখ, বাল্যজীবন, গাযনী দরবারে আগমন ইত্যাদির সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি সুলতান মাহ'মূদের মৃত্যুর সময় (৪২১/১০৩০) এক দীপ্তিমান যুবক ও প্রভাবশালী আমীর ছিলেন। ঐতিহাসিক বায়হাকী তাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন সুলতান মাহ'মূদের خص خواص। বা একান্তভাবে নিজস্ব আটজন ক্রীতদাসের অন্যতমরূপে যিনি দৈহিক সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রফুল্লতায় হাযারে একজন গণ্য হইতেন (পৃ. ৩০৫)। 'সাকী'র বিশিষ্ট পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন অধিষ্ঠিত, এই কথাও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে (ঐ, পৃ. ৩২০, ৫০৭ ইত্যাদি)। এই সকল শাহী ক্রীতদাসদের শিক্ষা-দীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইত এবং তাহাদের পরিচর্যা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খিদমতগার নিয়োজিত থাকিত। অন্য কথায়, ইহাদেরকে উর্দূ বা ফারসী পরিভাষায় গুলাম (غلام) না বলিয়া পোষ্য বা পালিত বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

ইতিহাসে আয়াযের কীর্তি হিসাবে উল্লিখিত আছে, সুলতান মাহ'মূদের মৃত্যুর সময় গাযনীতে অবস্থানরত তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যেই সকল আমীর তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আয়াযের নামও রহিয়াছে। অবশ্য কয়েক সপ্তাহ পরেই অধিকাংশ আমীর ও প্রাসাদবাসী দাসগণ নূতন বাদশাহের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন। আয়ায মরহুম সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র রায় বিজয়ী ও গাযনী নিয়ন্ত্রিত ইরানের শাসনকর্তা মাস'উদের পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রাসাদের প্রধান কর্মচারী (حاجب) 'আলী দায়া (على دايه)-কে তাঁহার সঙ্গী হইতে সম্মত করাইলেন এবং শাহী দাসদের এক বিরাট দলকে সঙ্গে লইয়া গাযনী ত্যাগ করেন। সুলতান মুহ'াম্মাদ তাহাদের প্রতিরোধের জন্য কেবল হিন্দু দাস বাহিনীর সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু শহরের বাহিরে আয়াযের দল উহাদেরকে পরাস্ত করে। অতঃপর তাহারা বিনা বাধায় মাস'উদের নিকট (নিশাপুর) গিয়া পৌঁছায়। মাস'উদ খুব খুশী হন, আয়াযকে বড় ধরনের পুরস্কার প্রদান করেন (বায়হাকী, পৃ. ৫৩ প.; যায়নুল-আখবার, সম্পা. মুহ'াম্মাদ নাজি'ম, পৃ. ৯৩ প.)। এই ঘটনার আরও বিস্তারিত প্রমাণ পাওয়া যায় আয়াযের প্রশংসায় সমসাময়িক কবি ফাররুখী রচিত একটি কাসীদায় (দীওয়ান, সম্পা. 'আবদুর-রাসূল, পৃ. ৬৪১-৬৩)। ইহাতে আয়াযের গাযনী হইতে প্রস্থান ও বীরোচিত যুদ্ধ শেষে মাস'উদের দরবারে উপস্থিতিকে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন। পুরস্কার হিসাবে তিনি 'বুস্ত, মাকরান ও কুযদার' শহর তিনটির রাজস্ব লাভ করেন। প্রসঙ্গত কবি আয়াযের বিশেষ গুণ হিসাবে তীরন্দাযীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পর আবুল-ফারাজ রূনী লাহোরী (দ্র.) আয়াযের তীরন্দাযীকে প্রবাদ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (দীওয়ান-ই রূনী, চায়কীন প্রকাশনা, পৃ. ১১৬)। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সুলতান মাস'উদের (৪২১/১০৩০—৪৩২/১০৪১) শাসনামলের প্রথম দিকে আয়াযের ন্যায় বিলাসে প্রতিপালিত ও অনভিজ্ঞ যুবককে রায়-এর ন্যায় সমস্যাসঙ্কুল ও দূরবর্তী প্রদেশে প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করা হয় নাই (বায়হাকী, পৃ. ৩২০)। অবশ্য পাঁচ বৎসর পর মাস'উদ যখন তদীয় পুত্র মাজদূদকে লাহোরের নাইবুস-সালতানাত (Viceroy) নিযুক্ত (যু'ল-ক'াদা, ৪২৭/আগস্ট ১০৩৬) এবং তিনজন হাজিবকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন ঐ সময় আমীর আয়াযকে সেই বিশ বৎসর বয়স্ক শাহযাদার অভিভাবক (اتاليق)-রূপে প্রেরণ করেন। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের এইরূপ বর্ণনা অমূলক ও ভিত্তিহীন নয়, কার্যত তিনিই (আয়ায) সেই প্রদেশের শাসনকর্তা হইয়া গিয়াছিলেন যাঁহাকে গাযনীর দরবারে 'ওয়ালায়াত-ই হিন্দ' (হিন্দুস্তান প্রদেশ) বলা হইত।

কয়েক বৎসর পর যখন মাস'উদকে শহীদ করা হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওদুদ প্রতিশোধরূপে তাঁহার চাচাকে হত্যা করিয়া গাযনী হস্তগত করেন (৪৩২/১০৪১), তখন রাওদ'াতুস-স'াফার (বোম্বাই, পৃ. ৪-৪১) ভাষ্যানুযায়ী মাজদূদ লাহোরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মাওদুদ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং মাজদূদ শহরের বাহিরে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অবস্থায় হঠাৎ ইন্তিকাল করেন (যু'ল হি'জ্জা ৪৩৩/জুলাই ১০৪২)। ফিরিশতাহ লিখেন, ইহার অল্পদিন পরেই আমীর আয়াযও মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে ইবনুল-আছীরের দেয়া তথ্য অধিক নির্ভরযোগ্য। তাঁহার মতে স্পষ্টত আয়াযের মৃত্যু লাহোরে রাবী'উল-আওয়াল ৪৪৯/মে ১০৫৭ সালে সংঘটিত হইয়াছিল (সম্পা. মুহ'াম্মাদ রামাদ'ান, Tornberg উল্লিখিত ইতিহাস, নির্ঘণ্ট)।

আতাবেক থাকাকালীন আমীর আয়াযের সামরিক সংগঠন ও যমুনা উপত্যকার দিকে অভিযান পরিচালনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার লাহোর দুর্গ নির্মাণের যে বর্ণনা রহিয়াছে ইহার পক্ষে সাম্প্রতিক এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহা প্রায় তিন শতাব্দী পরম্পরা প্রচলিত আছে। সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ লাতীফ [তারীখ-ই পাঞ্জাব (উর্দূ, পৃ. ১৪, ১৯)-এর বর্ণনা, আয়ায তাঁহার কারামাতের সাহায্যে এক রাত্রে দুর্গ ও নগররক্ষী প্রাকার নির্মাণ করাইয়াছিলেন] স্থানীয় বর্ণনাসমূহ ও পুরসাকীর্তি, বিশেষত জেনারেল কানিংহাম (Cunningham)-এর সমর্থনের উপর ভিত্তি করিয়া এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলেন, আয়ায লাহোর দুর্গ নূতন করিয়া পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সুলতান মাহ'মূদের সময়ে এখানে সেনা ছাউনি ও শহর নির্মাণ করা হয়। সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ লাতীফ একটি ফারসী قطعه تاريخ (তারিখমূলক সংক্ষিপ্ত চরণ)-ও উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার মর্ম হইল, 'মাহ'মূদ বেনা কারদ' (মাহ'মূদ নির্মাণ করিয়াছিলেন ৩৭৫ হি.)। ইহাতে বর্ণিত সন স্পষ্টতই ভ্রমাত্মক। কিন্তু ইতিহাসের ভ্রম মানিয়া লইয়াও ইহা বলা অনুমানসম্মত হইবে যে, শাহযাদা-মাজদূদের শাসনামলে আয়াযের

তত্ত্বাবধানে মান্দ কাকূর (তু. সায়্যিদ হাশিমী, মাআছির-ই লাহোর)-এর পরিবর্তে মাহ'মূদপুরের ছাউনি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়েই লাহোরের পরিবর্ধন ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হইয়াছিল (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১-২১ প. ও ৫৪, ৫৬)। যাহা হউক, আমীর আয়ায প্রায় ছয় বৎসর কাল রাজধানী লাহোরে আতাবেকের আসনে সমাসীন ছিলেন এবং মাজদূদের পরে পনর বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন। জীবনের এই অংশে তাঁহার অবস্থা ও কর্মতৎপরতার সম্পর্কে আমরা ততটা অবগত নহি, অবশ্য তাঁহার কবর পুরাতন শহরের দুর্গ-প্রাকারের (?) বাহিরে এমন স্থানে অবস্থিত যাহার সন্নিকটে নবাব সা'দুল্লাহর রঙ্গমহল ও রঞ্জিৎ সিংহের টাঁকশাল বিদ্যমান ছিল। রঙ্গমহলের নাম এখনও বিদ্যমান আছে এবং উক্ত কবরটি বর্তমানে শাহ 'আলামী ফটকের নূতন বাজারে সড়কের পার্শ্বে বেশ উচ্চ বেষ্টনীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছে। উত্তর পার্শ্বে রহিয়াছে একটি ছাদ দেয়া দালান যাহা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা হয়। বেষ্টনীর ফটকে সাম্প্রতিক কালে কেহ এই লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন 'দারগাহ শারীফ-ই গাযী'। এই লিপিতেও আমরা আয়ায সম্পর্কে জনগণের ভক্তিপ্রবণতার অনুমান করিতে পারি। কানহায়া লাল (তারীখ-ই লাহোর, ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ১৭০)-এর বর্ণনামতে প্রথমে এই কবরের প্রকাণ্ড বেষ্টনী বাগান ও সম্পত্তি ছিল। অন্যান্য স্থানীয় সূত্র, এমন কি লাহোর গেজেটিয়ার (পৃ. ২৬) ইহাকে আয়াযের কবর বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। অন্য একজন আয়ায (পূর্ণ নাম 'ইয়্যুদ্দীন কাবীর খানী) দিল্লীর শামসী সুলতানদের শাসনামলে লাহোরের গভর্নর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল উচ্ছ (সিন্ধু)-এ [ত'াবাকা'ত-ই নাসি'রী, ২খ., পৃ. ৫৮৪ প.]। খাজা আয়ায শাহজাহানী (خواجة اياز شاهجهانى) নামীয় আরও একজনের নামের উল্লেখ দেখা যায় (কানহায়া লাল, তারীখ-ই লাহোর, পৃ. ২৮১), কিন্তু তিনি একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। গাযনীর আয়াযের সহিত বিভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা নাই।

(খ) আয়ায ফারসী সাহিত্যে ইসলামী বিশ্বে, বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় আয়ায সার্বজনীন খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সুশ্রী হওয়ার কারণে ও সুলতান মাহ'মূদের প্রিয় দাস ও সুলতানের প্রতি ভক্তির ভিত্তিতে তাঁহার নাম প্রবাদে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এই আশ্চর্যজনক খ্যাতির ভিত্তি ছিল ঐ সকল কল্পকাহিনী যাহার সাহায্যে ফারসী সাহিত্যের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লেখক তাহাদের রচনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, নিজ'ামীর 'চাহার মাক'ালা' (৬ষ্ঠ/দ্বাদশ শতক), শায়খ ফারীদুদ্দীন 'আত'ত'ারের (৬ষ্ঠ ও সপ্তম/ত্রয়োদশ শতক) তায'কিরাতুল-আওলিয়া, ইলাহী নামাহ ও মানতি'কু'ত-ত'ায়র, সা'দী শীরাযীর বুসতান, 'আওফীর জাওয়ামি'উল-হি'কায়াত ইত্যাদি। সা'দী মনে করেন, আয়াযের গুণপনায় বাদশাহ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সৌন্দর্যে প্রবক্তা ছিলেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গারদীযী, যায়নুল-আখবার, সম্পা. মুহ'াম্মাদ নাজি'ম, বার্লিন ১৯২৮ খৃ.; (২) তারীখ-ই বায়হাকী, (সুলতান মাস'উদের যুগ), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ. ও তেহরান ১৩২৬ হি.; (৩) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, রামাদান প্রকাশনা, কায়রো ১৩০২ হি., Tornberg-এর নির্ঘন্ট, পৃ. ১৮৭৪; (৪) 'আওফী, জাওয়ামি'উল-হি'কায়াত, সূচী ও মুহ'াম্মাদ নিজামুদ্দীন-এর ইংরেজী ভূমিকা, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ. ও আখতার শীরানীর উর্দূ অনুবাদ, আঞ্জুমান-ই তারাক্কী-ই উর্দূ, ১৯৪৪ খৃ.; (৫) ত'াবাকা'ত-ই নাসি'রী, ১খ., কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ. ও হাবীবী প্রকাশনা, কোয়েটা ১৯৪৯ খৃ. ও H. J. Raverty-র ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা, লণ্ডন ১৮৮১ খৃ.; (৬) রাওদ'াতুস-সা'ফা, বোম্বাই ১২৭১ হি.; (৭) তারীখ-ই ফিরিশতাহ, ১খ., সম্পা. Briggs, বোম্বাই ১৮৩১ খৃ. ও নওলকিশোর ১২৮১/ ১৮৬৪; (৮) দীওয়ান-ই কাসাইদ-ই ফাররুখী, তেহরান ১৩১১/শ; (৯) নিজ'ামী 'আরূদী, চাহার মাকালা, লাহোর ও লণ্ডন ১৯১০ খৃ.; (১০) কুল্লিয়াত-ই 'আত'ত'ার, নওল কিশোর ১৮৭৪ খৃ.; (১১) মাছনাবী-ই মাওলানা রূমী, কারীমী প্রকাশনা, বোম্বাই ১৩৩১ হি.; (১২) ইসামী, ফুতূ'হু'স-সালাতীন, সম্পা. মাহদী হু'সায়ন, হিন্দুস্তানী একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৩৭.; (১৩) সা'দী, গুলিসতান ও বুসতান, তেহরান ১৩১৬ হি.; (১৪) তারীখ-ই রাশিদী, D. Ross অনূদিত, লণ্ডন ১৮৯৫ খৃ.; (১৫) মুহা'ম্মাদ লাতীফ, তারীখ-ই পাঞ্জাব (উর্দূ), লাহোর; (১৬) ঐ লেখক, Lahore Hist., antiquities, লাহোর ১৮৯২ খৃ.; (১৭) Gazetteer Lahore Distt. 1916 খৃ.; (১৮) কানহায়া লাল, তারীখ-ই লাহোর, ১৮৮৪ খৃ.; (১৯) সায়্যিদ হাশিমী, মাআছির-ই লাহোর, লাহোর ১৯৫৬ খৃ.; (২০) H.C. Hony. Turk-English Dictionary, অক্সফোর্ড ১৯৪৭ খৃ.।

সায়্যিদ হাশিমী ফারীদ আবাদী (দা. মা. ই.)/
এ. কে. এম. নূরুল আলম

আয়ায (اياز) ঃ আমীর, হামাযানের বাদশাহ, তিনি সালজূক যুবরাজ বারক্য়ারুক ও প্রথম মুহ'াম্মাদ-এর সঙ্গে সিংহাসন দখল সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রথমে মুহ'াম্মাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পরে ৪৯৫/১১০০ সালে তিনি বারক্য়ারুকের পক্ষে চলিয়া যান। বারক্য়ারুকের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মালিক শাহ-এর তিনি অভিভাবক (Atabeg) হন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুহ'াম্মাদের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। ৪৯৯/১১০৫ সালে মুহ'াম্মাদ কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, ১০খ., পৃ. ১৯৯; (২) Houtsma, Receuil, ২খ., ৯০; (৩) আরও দ্র. বারক্য়ারুক ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন মালিক শাহ প্রবন্ধদ্বয়।

Ed. (E.I.[2])/এ. এইচ. এম. রফিক

আয়াস (اياس) ঃ সিলিসিয়ার উপকূলবর্তী একটি শহর। ইস্কান্দারুন উপসাগরের পশ্চিম তীরে জায়হান (Pyramos) নদীর মোহনার পূর্ব দিকে ৩৬.৩৫ উত্তরে ও ৩৫.৪৬ পূর্বে অবস্থিত কেয়হান (বিলায়েত সয়হান/ আদানা) জেলার (قضا) অন্তর্গত য়ুমুরতালিক উপজেলার (ناحيه) রাজধানী। প্রাচীন কালে ইহা Aigai নামে পরিচিত ছিল (Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, পৃ. ৩৮৫ প.)। মধ্যযুগে ইতালীয় নাবিকগণের ও ব্যবসায়িগণের নিকট ইহা আজায্যো (Ajazzo) বা লাজাযযো

(Lajazzo) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩৫ খৃ. ইহার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৬৬৭ জন (নাহিয়ে ১১,০২৪) (Pauly-Wissowa ১খ., ৯৪৫)।

আয়াস পোতাশ্রয়টি (যাহা তদানীন্তন কালে খৃস্টান শাসনাধীন ছোট আর্মেনিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গুরুত্ব অর্জন করে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরবর্তী ক্রুসেড যোদ্ধাদের এলাকা হইতে ফ্রাঙ্কদের প্রত্যাহারের ফলে এবং তারসুস (Tarsus) পোতাশ্রয় বালি জমিয়া ভরাট হইয়া যাওয়াতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বাণিজ্য এই পোতাশ্রয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। অন্যদিকে পোতাশ্রয়টি সুগম স্থলপথ দ্বারা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার সহিত এবং পূর্ব-আনাতোলিয়া হইয়া ইরানের সহিত সংযুক্ত ছিল। ১২৭১ খৃ. এইখানে হইতেই মার্কোপোলো তাঁহার এশিয়া মহাদেশীয় দেশসমূহ সফর শুরু করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষদিকে ফ্লোরেন্সবাসী পেগোলোত্তি (Pegolotti) তাবরীয অভিমুখী যেই মরুযাত্রী পথের বর্ণনা দান করেন তাঁহার যাত্রাস্থান ছিল এইখানেই। (La pratica della Mercatura scritta da Francesco Balducci Pegolotti, vol. iii of Della decima e delle altre Gravezze. de Fiorentini fino al Secolo xvi, লিসবন ও লুক্কা ১৭৬৬ খৃ., পৃ. ৯-১১, [Allan Evans কর্তৃক সমালোচনামূলক সম্পাদনা Cambridge Mass, 1936 খৃ., নির্ঘণ্ট দ্র. Laiazo], তু. W. Heyd, Geschichte des Levantehandels, নির্ঘণ্ট)। আয়াস ভেনিসীয় রাজপ্রতিনিধির (Bailo) সদর দফতর ছিল।

মুসলিম সেনাবাহিনী দ্বারা ৬৬৫/১২৬৬ ও ৬৭৪/১২৭৫ সালে শহরটি লুণ্ঠিত হয়। ৭২২/১৩২২ সালে মাম্লূক সুলতান আন-নাসি'র মুহাম্মাদ ইহা জয় করেন এবং ১৩২৫ খৃ. শান্তিচুক্তির পর খৃস্টানদের দ্বারা ইহা পুনর্নির্মিত হয়। অবশেষে ইহা ৭৪৮/১৩৪৭ সালে মিসরীয় মামলূকদের হস্তগত হয়। অতঃপর ইহার অবনতি শুরু হয়। পলি জমিয়া জায়হূন নদীর মোহনার বিস্তৃতি লাভের ফলে এই অবনতি আরও ত্বরান্বিত হয়; অবশেষে আয়াসের পার্শ্ববর্তী সমগ্র এলাকা জলাভূমিতে পরিণত হয়। অবশ্য হালাব প্রদেশের শাসনকেন্দ্র হিসাবে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকেও আয়াসের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'উছমানী সুলতান প্রথম সালীম কর্তৃক মামলূক সাম্রাজ্য বিজয়ের পর (১৫১৭ খৃ.) আয়াস আদানা বিলায়েত (প্রদেশ)-এর অন্তর্গত একটি কাদা (জেলা)-তে পরিণত হয়। অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া আজ আয়াস/যুমুরতালিক একটি সমুদ্র তীরবর্তী শহর হিসাবে বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দিমাশকী (সম্পা. Mehren), পৃ. ২১৪; (২) আবুল-ফিদা', তাক'বীম, পৃ. ২৪৮ প.; (৩) ক'লক'াশান্দী, সু'বহু'ল আ'শা, ১২খ., ১৬৯; (৪) মুখতাস'ার সু'বহি'ল-আ'শা, কায়রো ১৯০৬ খৃ., ১খ., ২৯৭; (৫) K. Ritter, Erdkunde, xix, I.c, ১১৫, ১২৬; (৬) W. Heyd, Geschichfe des Levantehandels, ২খ., ৭৯ প.; (৭) F.X. Schaffer, Cilicia, (Petermanns Mitteilungen, Erganzungsheft 141), পৃ. ৯৭; (৮) হাজ্জী খলীফা, জাহাননুমা, পৃ. ৬০৩; (৯) Ch. Texier, Asie Mineure, পৃ. ৭২৯ প.; (১০) Salname of the Wilayet of Adana, ১২শ বর্ষ, ১৩১৯/১৯০৩; (১১) V. Cuinet, La Turquie d. Asie, ২খ., ১০৭ প.; (১২) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ., ৪২ প. (Besim Darkot)।

Fr Taeschner (E.I.[2])/মোঃ রেজাউল করীম

আয়াস পাশা (ایاس پاشا) ঃ (৮৮৬-৭?-৯৪৬/ ১৪৮২?-১৫৩৯), 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, জন্মগতভাবে আলবেনীয়, ভেলোনার অদূরে Cimera (Himara)-এ জন্মগ্রহণ করেন (Ali; Bragadino [৯ জুন, ১৫২৬]; Geuffroy)। Bragadino-এর মতানুসারে ৯৩২/১৫২৬ সালে আয়াস পাশার বয়স ছিল ৪৪ বৎসর। তাঁহারা চার ভাই ছিলেন এবং তিনি প্রতি মাসে তাঁহার মাতা Christiana monacha a la Valona-কে এক শত ডুকাট (ducat) তাঁহার খরচের জন্য পাঠাইতেন। ইস্তাম্বুলে আয়াস পাশার কবর ফলকের উপর উৎকীর্ণলিপি তাহাকে আয়াস ইবন মুহ'াম্মাদ হিসাবে চিহ্নিত করে। দ্বিতীয় বায়াযীদের রাজত্বকালে (৮৮৬-৯১৮/১৪৮১-১৫১২) তিনি devshirme'-এর মাধ্যমে সেনাদলে যোগদান করেন এবং 'আগা' (আলী) পদমর্যাদা লাভ করিয়া রাজপ্রাসাদ সংক্রান্ত কার্য পরিত্যাগ করেন এবং Caldiran-এর যুদ্ধে (৯২০/১৫১৪) পদাতিক বাহিনীর 'আগা' (প্রধান) হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আলবিস্তানের যুবরাজ 'আলাউদ-দাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (৯২১/১৫১৫) পরিচালনা করেন। একই দায়িত্বে সমাসীন থাকিয়া তিনি প্রথম সালীম-এর সিরীয় ও মিসরীয় সামরিক অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তদানীন্তন ঘটনাবলী সম্পর্কিত একটি বিবরণ মতে মিসরের শেষ মামলূক সুলতান তুমান বে-এর চূড়ান্ত পরাজয় ও বন্দী হওয়ার ব্যাপারে তাঁহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সুলতান সুলায়মান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন (সেপ্টেম্বর ১৫২০), আয়াস পাশা সম্ভবত আনাতোলিয়ার শাসকের পদে সমাসীন ছিলেন এবং তাঁহার স্থলে (৯২৫/১৫১৯) পদাতিক বাহিনীর নূতন আগা হিসাবে অপর একজনকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় (Mustafa Cilebi, solak-zade)।

১৫২০-২১ খৃ. সিরিয়ার জানবেদী আল-গাযালীর বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার প্রতিদানস্বরূপ আয়াস পাশা দামিশকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (সুহায়লী)। তিনি তাঁহার এই পদে ৯২৭ হি. রাবী'উছ-ছানী হইতে ৯২৮ হি. মুহাররাম (মার্চ-ডিসেম্বর ১৫২১) পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন (Laoust; নাজমুদ্দীন আল-গাযযী; ইবন ইয়াস)। ৯২৮/১৫২২ সনে রোডস অবরোধের সময় তিনি রুমেলীর শাসনকর্তার পদে সমাসীন থাকিয়া যুদ্ধ করেন (মুস'তাফা চেলেবি, ফারীদূন)। অতঃপর তিনি প্রথমে তৃতীয় মন্ত্রীর পদে এবং তৎপর দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। তখন তিনি Mohacs (৯৩২/১৫২৬), Vienna (৯৩৫/১৫২৯), Guns (৯৩৮/১৫৩২) ও ইরাক (৯৪১-৪২/১৫৩৪-৩৫)-এ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন (মুস'তাফা চেলেবি; ফারীদূন; Pecewi, Solak zade; কামাল পাশা যাদা)। ইবরাহীম পাশার মৃত্যুর (২২ রামাদা'ন, ৯২৪/১৫ মার্চ, ১৫৩৬) পরপরই আয়াস পাশা (তুরস্ক সাম্রাজ্যের) প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন এবং (৯৪৬/১৫৩৯)-এ তাঁহার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। আয়াস পাশার প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন থাকাকালীন সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে ভেনিসের যুদ্ধ (৯৪৪-৭/১৫৩৭-৪০), অস্ট্রিয়ানদের Eazek আক্রমণ (৯৪৪/১৫৩৭), Moldovian অভিযান (৯৪৫/১৫৩৮) ও মিসরের শাসনকর্তা সুলায়মান পাশা কর্তৃক ভারতের দিউ রাজ্য আক্রমণ (৯৪৫-৪৬)/১৫৩৮-৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Corfu অভিযানের সময় (৯৪৪/১৫৩৭) আয়াস পাশা Valona-এর সন্নিকটে বসবাসকারী আলবেনীয়দেরকে তুরস্কের শাসনাধীনে আনয়ন করেন। বর্তমানে Delwine নামে একটি সানজাক (বিভাগ) এই অঞ্চলে গঠিত হইয়াছে (মুস'তাফা চেলেবি, Ali Pecewi)। ২৬ সাফার, ৯৪৬/১৩ জুলাই, ১৫৩৯-এ আয়াস পাশা ইনতিকাল করেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মতে আয়াস পাশা নিরক্ষর ছিলেন এবং তিনি তেমন উচ্চ রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না ('আলী; Bragadino; Gevay)। তাঁহার কন্যাদের মধ্যে একজনের বিবাহ হইয়াছিল গুজেল জে রুস্তম পাশার সঙ্গে যিনি পরবর্তী কালে Buda-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন (সিজিলল-ই 'উছমানী); তাঁহার এক কন্যার (কিংবা এই কন্যারই) বিবাহ সিলিসত্রিয়া (Silistra)-র সানজাক বেগের সঙ্গে হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (Gevay)। ইব্ন তূলূনে উল্লিখিত মতানুসারে আয়াস পাশার এক ভাই আহ'মাদ কারামনের শাসনকর্তা ছিলেন এবং পরে দামিশকের শাসনকর্তার পদ অলংকৃত করেন (Laoust)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জালাল-যাদাহ্ মুসতাফা চেলেবি, তা'বাক'াতুল-মামালিক... (Brit. Mus. Ms. Add. 7855), 31r, 65v, 73; 158r; 211v; (২) 'আলী, কুনহুল-আখবার (অপ্রকাশিত অংশ, Brit. Mus. Ms. Or. 32) 81v, 187v-188r.; (৩) শুকরী, সালীম-নামাহ্ (Brit. Mus. Ms. Or. 1039), 93v,; (৪) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহ'াত-নামাহ, ইস্তাম্বুল ১৩১৪/১৯৩৮, ১খ., ৪১৬, ৪৪৩, ৩খ., ১৭৫, ৪খ., ১৩৫, ৯ম, ৩৮৮, ১০খ., ৬৭৬; (৫) সুহায়লী, তা'রীখ-ই মিস'রি'ল-জাদীদ (ইস্তাম্বুল ১১৪২ হি.), ২৮v, 39r, 42r, 50r,-51v.; (৬) Pecewi, তারীখ., ১খ., ইস্তাম্বুল ১২৮৩ হি, ২০-২১, ১৩২ (২য় উযীর হিসাবে মুস'তাফা পাশা ৯৩৫ হি.), ১৫৩; (২য় উযীর হিসাবে আয়াস পাশা, ৯৩৬ হি.), ১৯৬; (৭) সোলাক যাদাহ, তা'রীখ., ইস্তাম্বুল ১২৯৭ হি., পৃ. ৪১৪, ৪৭৫, ৪৮৯; (৮) কামাল পাশা যাদাহ, Histoire de la Campagne de Mohacz, সম্পা, Pavet de courteille, প্যারিস ১৮৫৯ খৃ., পৃ. ১৫৮; (৯) ফারীদুন, মুনশাআতুস- সালাতীন[২], ১খ., ইস্তাম্বুল ১২৭৪ হি, পৃ. ৫৩৩, ৫৪৭, ৫৭০, ৫৭৭, ৫৯২; (১০) ইব্ন ইয়াস, বাদাই'উ'জ-জুহূর...., সম্পা. P. Kahle ও Mustafa, ৫খ., ইস্তাম্বুল ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৪, ৪২৬; (১১) নাজমুদ্দীন আল-গাযযী, আল-কাওয়াকিবুস-সাইরা... সম্পা. জিবরাঈল এস. জাববুর (Or. Ser. no 20, Amer, univ of Beirut), ২খ. (১৯৪৯ খৃ.), ১২৫-২৬; (১২) H. Laoust, Les Gouverneurs de Damas... (658- 1156/ 1260-1744): Traduction das Annales d'Ibn Tulun et d'Ibn Gum'a, দামিশক ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১৫৯-১৬০, ১৬৭, ১৭৮, ১৮৩; (১৩) Relazion de Piero Bragadino, in M. Sanuto, Diarii, xli, Venice 1894, 528 (reproduced in E. Alberi, Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, ser, 3, iii. 104-105. তু. আরও ঐ. ৩খ., ৯৬); (১৪) A. Geuffroy, Briefve Description de la count Turc., in J. Chesneu, Le Voyage de M. d' Aramon, সম্পা. Ch. Schefer, Paris 1887, Append. XI. 238; (১৫) A. von Gevay, Urkunden und Actenstucke...ii. Vienna 1838-1841; Gesandtschaf (1534), 53, lll and Gesandtschaft (1536), 115-116 (আয়াস পাশা (১৫৩৬ খৃ.)-র পত্র অস্ট্রিয়ার ফার্ডিনাণ্ডের নিকট); (১৬) 'উছমান যাদা তাইব, হাদীকাতুল- উযারা, ইস্তাম্বুল ১২৭১ হি., পৃ. ২৬-৭; (১৭) কোপরুলু -যাদা মুহাম্মাদ ফুআদ, লুত'ফী পাশা In Turkiyat Mejmu'asi, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১২৫, টীকা ১ (আয়াস পাশার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে); (১৮) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devleti zamaninda.... bazi muhurler hakkinda bir tetkik, in Bell, iv, no. 16 (1940). 506 ও plate xe, no. 3 (আয়াস পাশার সীলমোহর) ও Tugra va penceler ile ferman...., in Bell, ৫খ., নং ১৭/১৮ (১৯৪১ খৃ.), ১৩৭ ও plate xxxvi, no. 26 (pence of Ayas Pasha); (১৯) M. Tayyib Gokbilgin, xv-xvi asirlarda Edirne va Pasa Livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৭৫, ৮১; (২০) L. Fekete, Einfuhrung in die Osmanisch- Turkische Diplomatik..., Budapest 1929 Documents, 3-5 and plate 1 (আয়াস পাশার পত্র (১৫৩৬ খৃ.) : The same document as in Gevay); (২১) Hammer- Purgstall, iii (1828), 52, 211, 629, 647, 652, 685, 686.; (২২) সিজ্জিল-ই 'উছমানী, ১খ., ৪৪৬-৪৭; (২৩) Arsiv Kilavuzu, fasc. I, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৪৮; (২৪) Istanbul Ansiklopedisi, iii, দ্র. আয়াস পাশা তুরবেসি (আয়াস পাশার কবর ফলকের লিখন); (২৫) IA, ii (1949), দ্র. আয়াস পাশা প্রবন্ধ (M. Cavid Baysum)।

V. J. Parry (E.I.^{2})/মোঃ আজহার আলী

আয়্যামুত-তাশরীক (দ্র. তাশরীক)

আয়্যামুল-'আজূয (ايام العجوز) : 'বৃদ্ধার দিবস', ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অথবা উহার নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত ইসলামী দেশ অবস্থিত ঐ সকল দেশে শীতের শেষদিকে সাধারণত আবহাওয়া কিছু দিন খুবই খারাপ থাকে। উক্ত দিনগুলি 'আয়্যামুল-'আজূয' (ايام العجوز) নামে পরিচিত। এই পরিচিত খুবই প্রাচীন এবং সমসাময়িক লোক-কাহিনী হইতেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়্যামুল-'আজূযের সময়সীমা এক হইতে দশ দিন পর্যন্ত ধারণা করা হয়,

যদিও সাধারণত উহা এক, পাঁচ অথবা সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। বার্ষিক আবর্তনে উক্ত দিনগুলির আকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের হয়। শুধু একটি সূত্রে 'রাসূল-জুদী' (Winter Solstice-মকর ক্রান্তি)-এর উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. R. Basset)। অধিকাংশ সময়ে 'আয়্যামুল-আজূয' দ্বারা জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী (Julian calender) অথবা উহার অনুরূপ বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ চার (অথবা তিন) এবং মার্চ মাসের প্রথম তিন (অথবা চার) দিনকে বুঝানো হয়। তুরস্ক, তদ্রূপ সিরিয়া, লেবানন ও মিসরে একইরূপ গণনা প্রচলিত। উক্ত সাতদিনের প্রতিটি বিশেষ নামে পরিচিত। যথা সিন্ন (صن), সিন্নাবার (صنبر), ওয়াবর (وبر), আমির (آمر), মু'তামির (مؤتمر), মু'আল্লিল (معلل), মুতফিল-জামর (مطفى الجمر) (অথবা মুকফিল- জানি- (مكفى الظعن)। যদি উপরিউক্ত সময় পাঁচ দিনের হয় তবে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন পরিগণিত হইবে না। উক্ত আটটি নাম সম্পর্কে গবেষণা এখনও পরিচালিত হয় নাই (দ্র. R. Basset-এর একটি ব্যাখ্যা)। আল-মাগরিবে (বর্তমান মরক্কো) সপ্ত দিবসের উক্ত সময় যাহা ফেব্রুয়ারী শেষ এবং মার্চের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয় উহাকে অন্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উহাতে বৃদ্ধার কাহিনীসমূহের সহিত জানুয়ারীর শেষ এবং ফেব্রুয়ারী প্রথম দিন সংশ্লিষ্ট, যদিও উপরিউক্ত সময়ের 'বৃদ্ধার দিবস' হিসাবে খুব কমই নামকরণ করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আয়্যামুল-'আজূয এই পরিভাষা বৃদ্ধার প্রাচ্যের দেশসমূহেও ভিন্নভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। তাহা উহার আরবী নামের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার সহিত আল-মাগরিবে প্রচলিত বারবারী আকৃতির সংযোজন প্রয়োজন (১) আয়্যামুল-'আজূয (বৃদ্ধার দিবস), বরং অধিকতর সঠিকরূপে 'বারদুল-'আজূয' (برد العجوز) বৃদ্ধার শীত নামে (তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন ও মিসরে) খ্যাত। আল-'আজূয (العجوز। বৃদ্ধা) মরক্কোর আফ্রিকী ভাষায়; (২) 'আল-য়াওমুল-মুসতা'আর' (اليوم المستعار) বা "আল- আয়্যামুল-মুসতা'আরা (الايام المستعارة) [ধার করা দিবস] সিরিয়া, লেবানন, কাবায়লিয়া ও উভয় মরক্কোয়; (৩) "আয়্যামুল-জাদয়ি" (ايام الجدى) [শীত বা খারাপ ঋতু] মিসর, তিউনিসিয়া ও মরক্কোয়। উপরিউক্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যার সহিত প্রায় সর্বদাই কোন না কোন প্রাচীন উপাখ্যান জড়িত, যাহার কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে জনৈকা বৃদ্ধা। উক্ত বৃদ্ধা সম্ভবত শীতের প্রকোপে মৃত্যুবরণ করে অথবা বৃদ্ধা শীত ঋতুর ভবিষ্যত বাণী করিত অথবা জনৈকা বৃদ্ধা 'আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার সময়ে প্রবল শীতল বাতাসের কারণে প্রাণত্যাগ করে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ও আমাদের যুগের অধিকাংশ সাধারণ কাহিনীসমূহে জনৈকা বৃদ্ধা ও তাঁহার বাছুর বা বকরী অথবা শস্যের সহিত আয়্যামুল-মুসতা'আর-এর কাহিনী জড়িত করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাস শুধু আটাশ দিনের কেন— উহাতে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে উপরে বর্ণিত (২) ও (৩) নং ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই লোক-কাহিনীর নায়িকা হইতেছে ঐ বৃদ্ধা। নিঃসন্দেহে উক্ত কাহিনীটিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কাহিনীসমূহের সহিত মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। এই কাহিনীগুলি কোন ঋতুর অবস্থা, স্থানের নাম ও সম্ভবত কোন বৃদ্ধার ব্যাপারে প্রচলিত সাধারণ কাহিনীগুলির কোন্ বিষয়ের সহিত জড়িত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, কিতাবুল-আনওয়া, হা'মীদুল্লাহ ও Pellat সংকলন, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯০৬ খৃ., অনুচ্ছেদ ৭৩, ১৩০; (২) আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৩খ., ৪১-১১৪; (৩) Calendria (Cordova, ২৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ২ মার্চ পর্যন্ত); (৪) আল-কা'যবীনী, কিতাবুল-'আজাইবিল-মাখলূকাত, Wustenfeld সংকলন, গটেনজিন, ১৮৪৮ হইতে ১৮৪৯ খৃ. পর্যন্ত, পৃ. ৭৭; (৫) ঐ লেখক, Calendarium Syriacum... Volck সংকলন, লাইপজিগ ১৮৫৯ খৃ., পৃ. ৪, ১৩, ২৭, টীকা ৪২ গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং অনুবাদ ও টীকা লাটিন ভাষায়, উহাতে কাহিনীটির বিভিন্ন প্রাচীন আকারেও উল্লেখ রহিয়াছে; (৬) আল-হা'রীরী, মাকা'মাত (Seances), Silveslre de sacy সংকলন, প্যারিস ১৮২২ খৃ., পৃ. ২৫৬, ১৮৫৩ খৃ. ১খ., ২৯৫, ২খ., ১৩১; (৭) Le Calendrier d'Ibn al-Banna de Marrakach, Hpj Renaud সংকলন, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৫, ৩৩, ৩৫; (৮) Lane, Lexicon, ১৯৬১ খৃ; (৯) তাজুল -'আরূস, উল্লিখিত মূল সহকারে; (১০) R. Basset, Les jours d'emprunt chez les Arabas, Revue des traditions Propulaires-এর মধ্যে, ১৮৯০ খৃ., পৃ. ১৫১-১৫৩; (১১) Westermark, Ritual and Belief in Morocco, লণ্ডন ১৯২৬ খৃ., ২খ., ১৬১-১৬২, ১৭৪-১৭৫; (১২) উক্ত গ্রন্থকার Ceremonies and beliefs Connected with agriculture, in Mirocco .... Helsingfors ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৭১; (১৩) H. Basset, Essai sur la ltterature des berberes, আলজেরিয়া ১৯২০ খৃ., পৃ. ২৯৫, ৩০১; (১৪) E. Levi Provencal, Textes arabes de'I' Ouarha, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ১০১, ১৫১ ও টীকা ১; (১৫) P. Galand— Parnet, La vieille et la legenda des jours d' emprunt au Maroc, Hespers-এর অন্তর্গত, ১৯৫৮ খৃ., ১/২ খ., ২৯-৯৪।

P. Galand-Pernet (দা.মা.ই.)/ মোঃ আবদুল আউয়াল

আয়্যামুল-'আরাব (ايام العرب) ঃ অর্থ আরবদের দিবস সমূহ। আরবদের কাহিনী অনুসারে ইসলাম-পূর্ব যুগে 'আরবের বিভিন্ন গোত্রে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে এই নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (দ্র. লিসান, 'য়াওম' শব্দ, ১৬ খ., ১৩৯; ইবনুস -সিককীত-এর বর্ণনায়)। কোন কোন সময় ইহাকে সংক্ষেপে আল-আয়্যামও বলা হয়। লিসান-এর প্রণেতা আয়্যামুল-'আরাবকে 'আরবদের ঘটনাবলী (وقائع) হিসাবে বিবৃত করিয়াছেন। জাহিলী যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি 'আমর ইব্ন কুলছুম স্বীয় মু'আল্লাকায় وايام لنا طو ال-এর দ্বারা যুদ্ধ জয়ের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির প্রতি ইংগিত দান করিয়াছেন। এখানে আয়্যাম শব্দ দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি ইংগিত করা ইহয়াছে। যে সমস্ত স্থানের সন্নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইত সাধারণত সেই সমস্ত স্থানের (যথা কূপ, ঝরনা, পাহাড় বা জনপদ) নামে সেই যুদ্ধের নামকরণ করা হইত।

অবশ্য কখনও কখনও অন্যান্য করণেও এই ধরনের নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন নিষিদ্ধ (হা'রাম) মাসসমূহে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ

আয়্যামুল-ফিজার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হীরার শাসনকর্তা মুনযি'র ইব্ন মাউস-সামা ও হারিছ গাসসানীর মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে হারিছের কন্যা হালীমা বীর যোদ্ধাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন এবং এই কারণেই এই যুদ্ধটি য়াওমু হালীমা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সমস্ত বিশেষ দিনের, যথা, 'য়াওমু বু'আছ' অথবা 'য়াওমু যীকার' [অথবা য়াওমু উবাগ]-এর নামানুসারে প্রসিদ্ধ। জাহিলী যুগের সকল যুদ্ধ যীকার যুদ্ধের মত বড় ছিল না, বরং অনেক সময় গোত্রীয় বা ব্যক্তিগত মন কষাকষির ফলেও মামুলী ধরনের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ সংঘটিত হইয়াছে। জাহিলী যুগে সংঘটিত যুদ্ধের সংখ্যা বহু। তবে এই যুদ্ধ বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়ায় এই সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। য়াওম শব্দটি মুসলমানদের সহিত সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন য়াওমু বাদর, য়াওমু হুনায়ন ইত্যাদি।

প্রতিটি 'য়াওম'-এ সংঘটিত ঘটনাবলীর বিন্যাস প্রায় একই ধরনের। এই সম্পর্কে Wellhausen (skizzen und vorarbeiten, ৪খ., ২৮ প.) আওস ও খাযরাজদের মধ্যে সংঘটিত বিশেষ কয়েকটি যুদ্ধ সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইতে মোটামুটিভাবে 'আয়্যাম'-এর ধারণা করা যায়। প্রথম অবস্থায় সামান্য কোন ঝগড়াকে কেন্দ্র করিয়া অথবা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রিত (موالى)-দের অপমানের সূত্র ধরিয়া কিছু সংখ্যক লোক পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হইত। পরবর্তী কালে এই ঝগড়া কয়েকটি পরিবার, এমনকি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত এবং ঘোরতর যুদ্ধে রূপান্তরিত হইত। দুইটি সম্প্রদায় যখন এইভাবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়িত, তখন নিরপেক্ষ কোন সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফলে তাহাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। এই যুদ্ধে যে পক্ষের লোকক্ষয় কম হইত, তাহারা অপর পক্ষের অতিরিক্ত সংখ্যক নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ পরিশোধ করিয়া দিত।

পুরাতন 'আরবী গদ্য সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে 'আয়্যাম' সম্পর্কে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে উহা হইতে এবং একইভাবে পুরাতন 'আরবী কবিতা ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আমরা জাহিলী যুগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লাভ করিতে পারি। এই সমস্ত তথ্য হইতে বিশেষভাবে 'আরব বীর পুরুষদের বীরত্ব ও সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত বীরের অমর কীর্তি 'আরবদের অনুপম স্মৃতিশক্তির বদৌলতে যুগ যুগ ধরিয়া জীবন্ত থাকিত। আয়্যামে যেইরূপ বিষয়বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, পরবর্তী কালের জনপ্রিয় উপাখ্যানগুলিতে তাহার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ্য ঃ

'যীর', সিরিয়ার বানূ হিলাল-এর বীর ছিলেন। যীর মুহালহিল নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কুলায়ব ওয়াইলের ভ্রাতা। তিনি বানূ তাগলিব ও বানূ বকরের মধ্যে সংঘটিত বাসূস যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিতাবুল-আগানীতে মুহালহিলকে আয-যীর (মহিলাদের সহিত আলাপে আগ্রহী) হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে (৪খ., ১৪৩)

হাদীছে (দ্র. ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহি, আল-'ইক'দ, কায়রো ১৩০২ হি., ৩খ., ৬১-এর শেষে) ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স)-এর সাহাবীগণও তাঁহাদের বিভিন্ন বৈঠকে জাহিলী যুগের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। বস্তুত আয়্যামুল-আরাবের ঘটনাবলী মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকদের নিকট প্রথম যুগ হইতেই আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত ছিল। তাঁহারা আখবারু'ল-'আরাব অর্থাৎ পুরাতন 'আরব্য কাহিনীগুলির চর্চা করিতেন। আল-ফিহিরিসত (মাকালা ৩, ফান্ন-১) গ্রন্থে এই ধরনের কয়েকজন গ্রন্থকারের বিষয়ের উল্লেখ আছে যাঁহারা বিশেষ কোন আয়্যাম বা সমস্ত আয়্যামের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আয়্যামের উপর রচিত কোন গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী কালের সংকলকদের গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি নজীর পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশই আবূ 'উবায়দার (মৃ. ২১০/৮২৫) সংকলন হইতে সংগৃহীত। আল-ফিহরিসত (১খ., ৫৩ পৃ.)-এ এই সমস্ত সংকলনের কেবল নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইব্ন খাল্লিকানের গ্রন্থে পাওয়া যায় (সম্পা. Wustenfeld, নং ৭৪১; হাজ্জী খলীফা, ১খ., ৪৯৯, ১৫১৩; দ্র. 'ইলম, আয়্যামিল-আরাব অধ্যায়)। এই সমস্ত নির্ভরযোগ্য সংকলকদের গ্রন্থের উপর আস্থা রাখিয়া আবূ 'উবায়দা আয়্যামের উপর দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার একটি ছিল সংক্ষিপ্ত, তন্মধ্যে পঁচাত্তরটি আয়্যামের বর্ণনা ছিল এবং অপরটি ছিল বিস্তারিত এবং উহাতে এক হাযার দুই শতটি আয়্যাম সন্নিবেশিত ছিল।

পরবর্তী কালের লেখকগণ আয়্যাম সম্পর্কীয় তথ্যাবলী দুই ভাগে সংরক্ষণ করিয়াছেন, কেহ কেহ বিক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে এবং কেহ কেহ ধারাবাহিকতার সহিত পূর্ণ অধ্যায়ের মাধ্যমে। ১ম শ্রেণীর মধ্যে আত-তাবারীর শারহু'ল-হামাসা ও আল-ইসফাহানীর কিতাবুল- আগানী প্রসিদ্ধ। তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীন 'আরবী কবিতা, প্রবাদ বাক্য ও ভৌগোলিক প্রবচনে (আল-বাকরী ও য়া'কূত) যে সকল ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার অবতারণা করিয়াছেন। দ্বিতীয়টির উদাহরণ ইব্ন 'আবদু রাব্বিহির গ্রন্থ আল-'ইক'দুল-ফারীদ (৩খ., ৬১প.); আন-নুওয়ায়রীর বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ নিহায়াতুল-'আরাব ফী ফুনূনিল-আদাব (৫খ., ৪র্থ অধ্যায়, বিষয় ৫ দ্র.)-এ ও ইবনুল-আছীরের আল-কামিল (১খ., ৩৬৭-৫১৭) গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়।

আল-'ইক'দের বর্ণনা সম্ভবত আবূ 'উবায়দার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। ইহার রচনাশৈলী এত সংক্ষিপ্ত যে, অনেক ক্ষেত্রে উহার মূল উদ্দেশ্য উহ্য থাকিয়া যায়; সেইজন্য উহার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অন্য লেখকদের বিস্তারিত বর্ণনার উপর নির্ভর করিতে হয়। ব্যাখ্যার কোন তোয়াক্কা না করিয়া আন-নুওয়ায়রী আয়্যামের পূর্ণ অধ্যায় আল-'ইক'দ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইবনুল-আছীর ইতিহাস বর্ণনার ধারাকে সামনে রাখিয়া কালানুক্রমে আয়্যামকে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা আল-'ইক'দের বর্ণনার মুকাবিলায় খুবই বিস্তারিত। কিন্তু ইহার অনেক অংশের আসল উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য আমাদেরকে নিঃসন্দেহে আবূ 'উবায়দার বিস্তারিত গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহা ছাড়া আরো কয়েকটি মূল সূত্র আছে যাহার সন্ধান লাভ করা অসম্ভব নয়।

অবশেষে ইহাও উল্লেখ্য যে, আল-মায়দানী (আহ্'মাদ নিশাপুরী, ১১২৪ হি.) স্বীয় গ্রন্থ মাজমা'উল-আমছালে উনত্রিশটি অধ্যায়ে আয়্যামুল-আরাবের উপর আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই উপকারী। কেননা তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা অতি সহজেই মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হইতে পারি। তিনি তাঁহার বর্ণনায় মুখ্যত নামসমূহের উল্লেখ, অর্থের ব্যাখ্যা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ আল-মায়দানী জাহিলী যুগের এক শত বত্রিশটি আয়্যামের বর্ণনা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বীয় গ্রন্থের অপরাংশে ইসলামী যুগেরও অষ্টাশিটি আয়্যামের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩৪৮ হি., ১খ., ২৯৯-৪৪২; (২) ইব্ন হ'াবীব, আল-মুহ'াববার; (৩) আল-ইস'ফাহানী, কিতাবুল-আগ'ানী; (৪) আনতুন সালিহানী আল-য়াসুঈ, রান্নাতুল-মাছালিছ ওয়াল-মাছানী ফী রিওয়াতিল-আগ'ানী, ২খ., বৈরূত ১৯২৩ খৃ.; (৫) ইব্ন রাশীক, আল-'উমদা (সম্পা. মুহ'াম্মাদ মুহ'য়িদ-দীন 'আবদুল-হ'ামীদ), ২খ., ১৮৯-২১৪, অধ্যায় 'যি'করুল-ওয়াকা'ই' ওয়াল-আয়্যাম', মিসর ১৯৩৪ খৃ.; (৬) ইব্ন 'আবদ রাব্বিহি, আল-'ইক্'দ; (৭) ইব্ন দুরায়দ, আল-ইশতিকাক; (৮) আল-বাগ'দাদী, খিযানাতুল-আদাব; (৯) আন-নাকা'ইদ; (১০) আন-মায়দানী, মাজমা'উল-আমছাল, ২৯ম অধ্যায় (ফী আসমাই আয়্যামিল-'আরাব), মিসর ১৩৫২ হি. (১১) য়া'কূত, মু'জামুল-বুলদান; (১২) ইব্ন হ'াযম, জামহারা আনসাবিল-'আরাব: (১৩) ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'; (১৪) আছ-ছা'আলাবী, লাতা'ইফুল-মা'আরিফ, (সূচী আল-আয়্যাম); (১৫) ইবন খালদূন, আল-'ইবার, উর্দূ তরজমা, তারীখ-ই ইসলাম, ১খ., অনু. শায়খ 'ইনায়াতুল্লাহ লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (১৬) আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-'আরাব ফী ফুনূনিল-আদাব, ১৫খ., মিসর ১৯২৩ খৃ.; (১৭) আল-আলূসী, বুলূগু'ল-'আরাব ফী আহ'ওয়ালিল-'আরাব; (১৮) আল-বাকরী, মু'জাম মাউসতুজীম; (১৯) জুরজী যায়দান, আল-'আরাব ক'াবলাল-ইসলাম; (২০) আশ-শায়খু, আশ-শু'আরাউন-নাসরানিয়্যা (২১) সা'ঈদ আফগানী, আসওয়াকু'ল, 'আরাব, দামিশক ১৯৬০ খৃ., স্থা.; (২২) জাওয়াদ আলী. তারীখুল-আরাব ক'াবলাল-ইসলাম, আল-মাজমা'উল-'ইলমী আল-ইরাকী, ১৯৬৪ খৃ. ৪খ., ২২-২৩২ ও ৩৪৫-৩৭৮; (২৩) 'উমার ফাররুখ, তারীখুল-জাহিলিয়্যা, বৈরূত ১৯৫৪ খৃ.; (২৪) মুহ'াম্মাদ আহ'মাদ জাদুল-মাওলা ইত্যাদি, আয়্যামুল-আরাব ফিল-জাহিলিয়্যা, মিসর ১৯৪২ খৃ.; (২৫) মুহ'াম্মাদ রিদা' কহ'হ'ালা, মু'জাম কাবাইলিল-'আরাব, দামিশ্ক ১৯৪৯ খৃ.; (২৬) আত-তাবরীযী, শারহু'ল-হ'ামাসা; (২৭) আল-মারযুকী, শারহু'ল-হ'ামাসা, (২৮) আস- সুওয়ায়দী (মুহ'াম্মাদ আমীন আল-বাগদাদী), সাবাইকুয-য'াহাব ফী ম'ারিফাতি কাবাইলিল-'আরাব, বোম্বাই ১২৯৪ হি.; (২৯) E. Mittwoch, Proelia Arabum paganorum (Ayyam al-arab) quomodo litteris traditalist), (ـة) বার্লিন ১৮৯৯ খৃ.; (৩০) C. I. Lyall, Ibn al-kalbi's account of the First day of al-kulad, Orientalisehe Studien (Noldeke- Festschrift), পৃ. ১২৭-৫৪; (৩১) W. Caskel, Aiyam al-Arab, Islamica, পরিশিষ্ট ৩ (১৯৩০ খৃ.), ১-৯৯; (৩১) I. Lichtenstadter, women in the Aiyam al-Arab, লন্ডন ১৯৩৫ খৃ.।

E. Mittwoch ও আবদুল-কায়্যূম
(E.I.[2] দা. মা. ই.) / আবু বকর সিদ্দীক

'আয়্যার (দ্র. তারীখ)

'আয়্যার (عيار) ঃ 'আ, আক্ষরিক অর্থে শঠ, বখাটে, ভবঘুরে; ব.ব. 'আয়্যারূন (عيارون) 'খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ফুতুওওয়া (দ্র.)-এর অধীনে সিরিয়া ও ইরাকে এবং ক্রমান্বয়ে ট্রান্সজর্ডানিয়ায় অনুরূপভাবে আহ'দাছ (দ্র.)-এর অধীনে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় ও রিনদানের (দ্র. আখী) অধীনে আনাতোলিয়ায় কতিপয় যোদ্ধাকে এই নামে অভিহিত করা হইত। কখনও কখনও ইহা ফিতয়ান (দ্র. ফাতা)-এর অনুরূপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এইভাবে কোন কোন সময় তাহাদের কোন নেতা 'সার-'আয়্যারান' নামে এবং কোন কোন সময় 'রাঈসুল-ফিতয়ান' নামে উল্লিখিত হইতে পারে। কখনও কখনও মধ্যএশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে ধর্মীয় কারণে তাহাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে দেখা যাইত, আবার কোন কোন সময় তাহারা শহরাঞ্চলে বিরোধী দল গঠন করিয়া দুর্বল সরকারের আমলে ক্ষমতাসীন হইতে এবং বিত্তবানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। ১১৩৫-৪৪ খৃ. বাগদাদে তাহারা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। 'আয়্যারানের মনোভাব সম্পর্কে সম্ভবত ইহা একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার যে, কাবুস-নামাহ (৪৭৫/১০৮২ সালে লিখিত) অথবা R. Levy সম্পাদিত আনদারয নামাহ (১৪২, ছত্র ১৩-১৪৩, ছত্র ৪, অনু. ২৪৮) গ্রন্থে মারব ও কোহিসতানের 'আয়্যারানের মধ্যে ফুতুওয়া (জুওয়ান মারদী)-এর বিষয়টি সম্পর্কে যে বিরোধ দেখা দেয় তাহা শারী'আতী হিয়াল (দ্র.)-এর মাধ্যমে মীমাংসিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। সূফী সাহিত্যে ফুতুওয়ার একজন প্রতিনিধি হিসাবে নূহুল-আয়্যার আন-নীসাবুরী নামক একজন সূফীর উল্লেখ আছে (তু. R. Hartmann, in ZDMG 72, 1918, 195; ও ঐ লেখক, Der islam-এ, ৮ খ., ১৯১৮ খৃ., ১৯১; Fr. Taeschmer, in. Der islam, ২৪খ., ১৯৩৭ খৃ., ৫০ প.)। যেইভাবে হউক, অন্তত ফুতুওওয়া সম্পর্কে 'আয়্যারান ও সূফীদের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপিত হয়। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ঃ হুজবীরী (মৃ. ৪৬৫/১০৭২) উল্লেখ করেন, নূহুল-'আয়্যার বলিয়াছেন, 'আয়্যারানের ফুতুওয়া হইল, তাঁহারা সূফীদের মুরাক'কা'আ নামক পোশাক পরিধান করে। অন্য কথায় তাহারা সূফীদের ন্যায় আচরণ করে এবং শারী'আ আইন মান্য করে, অথচ সূফীদের মালামতিয়্যা দলের (দ্র. মালামাতিয়্যা) ফুতুওয়া বাহ্য চিহ্নবিশিষ্ট কোন পরিধেয় পোশাকের মধ্যে নিহিত নয়, বরং অতীন্দ্রিয় চেতনায় (হ'াকীকা) উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে নিহিত ('আলী আল-হুজবীরী, কাশফুল-মাহ'জুব অনু. R. A. Nicholson, Leiden and London, 1911, 183; কিতাব-ই কাশফিল-মাহ'জুব, সম্পা., V. Schukovokij, Leningrad 1926, 228,

Lines 10-18; ফারীদুদ্দীন 'আত্তার, তায'কিরাতুল-আওলিয়া, সম্পা. R. A. Nicholson, ১খ., ৩৩২, ছত্র ৯-১৬)। উক্ত নূহু'ল-'আয়্যার এই উভয় ফুতুওয়ার মধ্যে এইভাবে পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছেন যে, 'আয়্যারদের ফুতুওয়া হইল জাহিরী শারীআত মান্য করা এবং অপর দল (সূফীগণ)-এর তত্ত্ব বা অর্ন্তনিহিত অর্থে বিশ্বাস হওয়া। এই বিবরণ ইব্ন জাদাওয়ায়হ-তে (৫ম/১১শ) প্রথম প্রকাশিত হয় (Fr. Taeschner, in Documents islamica inedita, Festschrift R. Hartmann, বার্লিন ১৯৫২ খৃ., বাক্য নং ১৯, ১১৩ ও ১১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরিউক্ত বিবরণ ছাড়াও 'আয়্যারান সম্পার্কিত বিবরণের জন্য দ্র. (১) Fr. Taeschner, in Die Welt als Geschichte, iv, 1938, 390 - 392; (২) ঐ লেখক, in Beitrage zur Arabistik, Semitistik und Islam-wisswisschaft, সম্পা. R. Hartmann and H. Scheel, Leipzig 1944, 348-352; (৩) ঐ লেখক, in Schweizerisches Archiv fur Volkskunde, 1956 খৃ., পৃ. ১৩২-১৩৫, ১১৩৫ এবং ১১৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বাগদাদে আয়্যারানের শাসন সম্পর্কে দ্র. Gerard Salinger-এর লিখিত প্রবন্ধ Was the Futuwwa an oriental form of Chivalry? in oriens, 5 (1952), 332-336.

Fr. Taeschner (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আল-'আয়্যাশী (العياشى) ঃ আবুন-নাস'র মুহাম্মাদ ইবন মাস'উদ ইব্ন 'আয়্যাশ একজন তৃতীয়/ নবম শতাব্দীর শী'আ মতাবলম্বী লেখক। তিনি সামারকান্দের অধিবাসী ছিলেন এবং তামীম গোত্রের লোক বলিয়া কথিত আছে। তিনি প্রথম দিকে সুন্নী ছিলেন এবং তরুণ বয়সেই শী'আ মতবাদে দীক্ষিত হন। তিনি 'আলী ইবনুল-হ'াসান ইব্ন ফাদ্দ'াল (মৃ. ২২৪/ ৮৩৯, আত-তূ'সী, পৃ. ৯৩) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন খালিদ আত-ত'ায়ালিসী (আল-আসতারাবাদী, পৃ. ২১১)-র শিষ্যবর্গের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি তিন লক্ষ দীনারের বেশী তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি শিক্ষা ও হাদীছের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার বাসভবন ছিল শী'আ মতবাদ শিক্ষার কেন্দ্র। তিনি দুই শতেরও বেশী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করিলেও পরবর্তী কালের শী'আ লেখকগণ প্রায়ই তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিখ্যাত শী'আ জীবন-চরিতের গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-কাশশী তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কাশশী, রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি., পৃ. ৩৭৯; (২) আত-তূ'সী, ফিহরিস্ত কুতুবিশ - শী'আ (Bibl. Ind নং ৬০), পৃ. ৩১৭-৩২০; (৩) ইব্ন শাহ্‌রাশূব, মা'আলিমুল-উলামা। সম্পা. 'আব্বাস ইক'বাল, তেহরান ১৯৩৪ খৃ. পৃ. ৮৮-৯; (৪) আন-নাজাশী, রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি., পৃ. ২৪৭-৫০; (৫) আল-আসতারাবাদী, মিন্‌হাজুল-মাকাল, তেহরান ১৩০৬ হি., পৃ. ৩০৯-৩১০; (৬) ইবনুন-নাদীম, ফিহরিস্ত (সম্পা. Flugel), পৃ. ১৯৪-৬; (৭) Brockelmann, পরিশিষ্ট ১, ৭০৪; (৮) W. Ivanow, The Alleged Founder of Ismailism, বোম্বাই ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৫, ৯৫।

B. Lewis (E.I.²)/ মুহাম্মাদ নওয়াব আলী

আল-'আয়্যাশী (العياشى) ঃ আবূ সালিম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ একজন সাহিত্যিক, মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও সূ'ফী ছিলেন। তিনি মধ্যমরক্কোর আটলাসের আইত 'আয়্যাশের বারবার উপজাতীয় এক বংশে শা'বানের শেষার্ধে ১০৩৭/ এপ্রিল-মে ১৬২৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ যুল-ক'াদা ১০৯০/ ১৩ ডিসেম্বর, ১৬৭৯ সনে মরক্কোতে প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করেন। জ্ঞানান্বেষণে তিনি মরক্কো সফর করিয়া 'আবদুল-কাদির আল-ফাসী (দ্র)-র নিকট হইতে ইজাযা (অনুমতিপত্র) লাভ করেন। ১০৫৯/১৬৪৯ সনে তিনি তুওয়াত, আরগলা ও ত্রিপোলী হইয়া মক্কাতে প্রথম হজ্জ পালন করেন। তৎপর তিনি ১০৬৪/ ১৬৫৩-৪ সনে দ্বিতীয়বার হজ্জ আদায় করেন এবং সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার রিহলা গ্রন্থ রচনা করেন যাহাকে মাউল-মাওয়াইদ নামে অভিহিত করা হয় (ফেয ১৩১৬/ ১৮৯৮, দুই খণ্ডে)। এইটি মাগরিব হইতে মক্কা মরু যাত্রী হিসাবে রাস্তা চলার তথ্য সম্পর্কীয় তাঁহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনীসমূহের অন্যতম, যদিও ইহা সত্য যে, তিনি যেইসব দেশের মধ্য দিয়া সফর করিয়াছিলেন সেইসব দেশের যেই সকল প্রখ্যাত ব্যক্তির সহিত মোলাকাত করিয়াছিলেন তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া 'উলামা' ও সূ'ফীদের সম্পর্কে বিবরণে যেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা হইতে সেই দেশসমূহ সম্পর্কে বিবরণে কম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আল-'আয়্যাশীর সূফীবাদ সম্পর্কে বর্ণনা ছাড়া অন্য স্থানে "রিহ'লা"-র রচনাশৈলী বর্ণ ও প্রাণময়তার অভাব সত্ত্বেও ইহা সাবলীল ও বেশ অনাড়ম্বর। এই গ্রন্থ মাগরিবে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং ইহার কিয়দংশ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে (দেখুন A Berbrugger, Voyages dans le Sud de l' Algerie,.... Exploration scient. de l' Algerie-এ, ৯খ., ১৮৪৬ ও Motylnski, Itineraires entre Tripoli et I' Egypte, আলজিয়ার্স ১৯০০ খৃ.)। চিঠির আকারে লিখিত অন্য একখানা ভ্রমণবৃত্তান্ত M. Lakhdar ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন (Les etaps du pelerin de sidhilmasa a la Mecque et Medine, 4e congres Feder. Soc, Sav-এ Algiers 1939, ২খ., ৬৭১-৮৮)। অধিকন্তু আল-'আয়্যাশী আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ঃ (১) মানজূমা ফিল-বুয়ূ', বিক্রয় সম্পর্কে কাব্যে একখানা গ্রন্থ ভাষ্যসহ; (২) তানবীহ য'াবিল-হিমাম আল-'আলিয়্যা 'আলায-যুহদ ফিদ-দুনয়া আল-ফানিয়া, সূফীবাদ সম্পর্কে গ্রন্থ; (৩) দলীলের আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ; (৪) আল-হু'ক্ম বিল-'আদল ওয়াল-ইনস'াফ আদ-দাফি' লিল-খিলাফ ফীমা ওয়াক'া'আ বায়না ফুকাহা-ই সিজিলমাস্‌সা মিনাল-ইখতিলাফ; (৫) ইকতিফাউল-আছার বাদ যাহাব আহলিল-আছার, জীবন-চরিত সংকলন; (৬) তুহ'ফাতু (ইতহ'াফি) আখিল্লা' বিআসানীদিল-আজিল্লা' তাঁহার শিক্ষকদের জীবন-বৃত্তান্ত (শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি খুব সম্ভব ফাহরাসা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'ইফরানী, সা'ফওয়াত মান ইনতাশার, পৃ. ১৯১; (২) কা'দিরী, নাশরুল-মাছানী, ২খ., ৪৫; (৩) ইউসী, মুহা'দারাত, পৃ. ৭৬, ১৫০; (৪) জাবারতী, 'আজাইবুল-আছার, বূলাক ১২৯৭/ ১৮৮০, ১খ., ৬৫ (কায়রো ১৩২৩/১৯০৫, ১খ., ৬৮); (৫) ইব্‌ন যাকূর আল্-ফাসী, নাশর আয্‌হারিল-বুসতান, আলজিয়ার্স ১৯০২ খৃ., পৃ. ৬০ (৬) R. Basset, Recueil de Memoirs-এ, xive, Congres Orient, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৩১; (৭) E. Fagnan, Cat, mss Bibl. nat d' Alger. নং ১৬৭০, ১৯০২; (৮) E. Levi-Provencal, Hist. Chorfa, পৃ. ২৬২-৪ ও নির্ঘণ্ট; (৯) R. Blachere, Extraits Geog; arabes, ৩৬৯ প. (১০) M. Hadj-Sadok, Bull. Et. Ar.-এ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২০৪-৫; (১১) Brockelmann, ২খ., পৃ. ৪৬৪, পরিশিষ্ট ২, ৭১১।

M. Ben Chened - [Ch. Pellat] (E.I.2)/
মুহাম্মদ নওয়াব আলী

আয়্যিল (أيل) ঃ (আ.) শব্দটির বিভিন্ন উচ্চারণ বর্ণনা করা হইয়াছে [ইহার মধ্যে উয়্যাল (أيل) ও ইয়্যাল (أيل)-ও রহিয়াছে; শেষোক্ত উচ্চারণটি বিশুদ্ধতম মনে করা হইয়া থাকে]। 'আরবী অভিধানবিদগণ ইহার অর্থ পাহাড়ী বকরা (وعل) লিখিয়াছেন, কিন্তু মুসলিম জীব-জন্তু বিশারদগণ 'আয়্যিল' -এর যেই বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এই অর্থের (পাহাড়ী বকরা) সমর্থন মিলে না। তাঁহারা এই জন্তুর যেই সব বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাহাড়ী বকরার ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের ইঙ্গিত হরিণকে নির্দেশ করে। এই অর্থ ঐ সকল অর্থের সহিতও সামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা সাধারাণত অন্যান্য সামী ভাষাসমূহে আয়্যিল শব্দের প্রতিশব্দসমূহে বুঝানো হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা ঐ সকল শব্দের পরস্পরের তুলনা হইতে পাওয়া যায় যেইগুলির ব্যবহার পুরাতন বিদেশী সূত্রে এবং ঐ সকল বর্ণনায় করা হইয়াছে যেইগুলি জীবজন্তু সংক্রান্ত 'আরবী গ্রন্থসমূহে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, জাহিলিয়্যা যুগের ও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের কাব্যে (দ্র. যেমন Noldeke-এর Belegworterbuch, পৃ. ৫৩ ও তাজুল'আরূস, ২খ., পৃ, ১২১, ছত্র ২৮, Hommel-এর বিপরীতে, পৃ. ২৭৯) আয়্যিল-এর অর্থ সম্ভবত পাহাড়ী বকরা-ই ছিল। কেননা আরব উপদ্বীপে হরিণের অস্তিত্ব খুব সম্ভব কখনই ছিল না। [নিবন্ধকারের এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে সঠিক নয়; কারণ জাহিলিয়্যা যুগের কাব্যে হরিণের (ظباء ইত্যাদি) উল্লেখ ব্যাপভাবে রহিয়াছে এবং স্পষ্টতই হরিণ তৎকালীন আরবে অধিক হারে পাওয়া যাইত। আধুনিক 'আরবীতেও আয়্যিল শব্দটি হরিণ (Fallow deer) অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং আল-আয়্যিল আল-মুসতানাস (الايل المستانس) বলগা হরিণ (Reindeer)-কে বলা হইয়া থাকে]।

এই সকল ঘটনা হইতে যেই দৃষ্টান্তটির সৃষ্টি হয় তাহা হইল, মধ্যযুগে জীবজন্তু সংক্রান্ত শব্দগুলির মধ্যে কতই না বৈপরীত্য ছিল এবং কয়েকটি জীবজন্তুর জন্য একই শব্দ, আবার একটি জীবের জন্য কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই কারণেই বিভিন্ন লেখক আয়্যিল সম্পর্কে যেই সব তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন লেখক, যেমন কাযবীনী তাঁহার গ্রন্থে ইহাকে 'বাকারুল- ওয়াহ্‌শ' (بقر الوحش) নীল গাভী] -এর অধীনে আনয়ন করিয়াছেন, তু. আরও আল-জাহি'জ [কিতাবুল-হা'য়াওয়ান], ৪খ., ২২৭ ও ৭খ., ৩০ প., (وعل) ওয়াইল বিষয়ে)। যেইহেতু আরবীতে আয়্যিল (ايل) ও ইবিল (ابل) উভয়টির লিখন একটি অপরটির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ— এই কারণে অনেক সময় লিখায় ভুলের জন্য বিভ্রান্ত বাঁধিয়া যায়। ফলে এক জন্তুর বর্ণনা অপরটির ক্ষেত্রেও লিখা হইয়া থাকে।

'আরবী গ্রন্থসমূহে আয়্যিল সংক্রান্ত যেই সকল বর্ণনা পাওয়া যায় সেইগুলির এক বিরাট অংশ বিদেশী সূত্র, যেমন এরিস্টোটলের Historia Animalium (যাহার বরাত উদাহরণস্বরূপ আল-জাহি'জ উল্লেখ করিয়াছেন) হইতে এবং প্রাচীন জীবজন্তু সংক্রান্ত সাহিত্য হইতে গৃহীত। শেষোক্ত সূত্রে, বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক ভিত্তিহীন বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

'আরব ভেষজ বিজ্ঞানীদের মতে আয়্যিলের শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করিয়া শিং বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা)-এর ক্ষেত্রেও আয়্যিলের কোন ভূমিকা রহিয়াছে, আদ্-দামীরী-র রচনায় এমন কিছুর উল্লেখ নাই, উদাহরস্বরূপ 'আবদুল-গা'নী আন-নাবুলুসীর তা'তীরুল-আনাম গ্রন্থে (দ্র). ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ হা'য়্যান আত্-তাওহ'ীদী, ইম্‌তা, ১খ., ১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭২, ১৭৬, ১৮৪, ১৮৫, (অনু. Kopf. Osiris, ১২খ., (১৯৫৬ খৃ.), ৪৬৩ [নির্ঘণ্ট]; (২) দামীরী, দ্র. (অনু. Jayakar, ১খ., ২২২ প.); (৩) জাহিজ, (কিতাবুল) হায়াওয়ান, ২য় সং, নির্ঘণ্ট; (৪) Hommel, Saugethiere, নির্ঘণ্ট দ্র. Steinbock; (৫) ইবনুল-বায়তার, জামি 'আল-মুফরাদাতুল-আদবিয়া], বূলাক' ১২৯১ হি., ১খ., ৭২-৭৩; (৬) ইবন কু'তায়বা, 'উয়ূনুল-আখবার, কায়রো ১৯২৫-১৯৩০ খৃ., ২খ., ৯৯-১০০; (অনু. Kopf. পৃ. ৭৫, ৭৬); (৭) কাযবীনী, 'আজাইবুল-মাখলূকা'ত (সম্পা. Wustenfeld), ১খ., ৩৮৬-৮৭; (৮) ইব্‌ন সীদা, মুখাসসা'স, ৭খ., ৩২; (৯) A. Malouf, Arabic zool. Dict., কায়রো ১৯৩২ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১০) নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-'আরাব, ৯খ., ৩২৪ প.; (১১) দাঊদ আনতাকী, তায'কিরা, কায়রো ১৩২৪ হি. ১খ., ৫৮-৫৯; (১২) আল-মুসতাওফী, আল-কাযবীনী, (সম্পা. Stephenson), পৃ. ১২-১৩; (১৩) E. Wiedemann, Beitr. z. Gesch. d. Naturwiss, ৫৩ খ., ২৩৬, টীকা ১।

L. Kopf (E.I.2)/এ. কে. এম. নূরুল আলম

'আয়্যুক (দ্র. নূজুম)

আয়্যুব (ايوب) ঃ ('আ) বাইবেলের Job, কুরআনের বর্ণনায় তিনি একজন নবী, ন্যায়বান লোকদের অন্যতম এবং আল্লাহর এক অতি ধৈর্যশীল

দাস, যাঁহাকে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন অর্থাৎ তাঁহার ধন-সম্পদ নষ্ট ও পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়। ধৈর্যসহকারে ক্রমাগত আল্লাহর নিকট প্রার্থনার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন (২১ঃ৮৩-৮৪, ৩৮ঃ ৪১-৪৪)। মুসলিম লেখকেরা তাঁহার সম্পর্কে যেই সকল গল্প লিখিয়াছেন, এইগুলি প্রধানত বাইবেলের Book of Job ও ইয়াহূদীদের হাগগাদাহ হইতে গৃহীত। Job যে একজন 'রুমী' ও সাউ-র বংশধর ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণত বর্ণিত হইয়াছে (Jemes সম্পাদিত Testament of Job, ১খ., দ্র.)। তিনি ছিলেন 'আমোস' (বা 'আমূস' বানান হয়ত নির্ভুল নহে)-এর ও লূত (আ)-এর এক কন্যার পুত্র। তা'বারী কর্তৃক উদ্ধৃত জনৈক লেখকের মতে তিনি ইবরাহীম (আ)-এ বিশ্বাসী এক ব্যক্তির পুত্র। অধিকাংশ মুসলিম লেখকের মতে আয়্যুব (আ)-এর স্ত্রীর নাম রাহীমা এবং তিনি য়ূসুফ (আ)-এর পুত্র এফরাইম-এর কন্যা। কা'ব আল-আহবার প্রমুখ হাদীছবেত্তাগণ আয়্যুব (আ)-এর চেহারা ও দেহের গঠন বর্ণনায় বলিয়াছেন, তাঁহার ছিল বৃহৎ মস্তক, কুঞ্চিত কেশদাম, সুদর্শন চক্ষু, খর্ব গ্রীবা এবং তিনি ছিলেন দীর্ঘ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ। বাইবেলের Job পুস্তকে তাঁহার ঐশ্বর্যের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার সাত হাযার মেষ, তিন হাযার উষ্ট্র, পাঁচ শত জোড়া হালের বলদ, পাঁচ শত গাধা ও বহু সংখ্যক ক্রীতদাস ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল (Job 1:3)। বাইবেলের বর্ণনায় আরও দেখা যায়, Court of heaven-এ Lord একদিন Job-এর প্রশংসা করায় Satan বলিল, তাঁহার পরিজন ও সম্পদ নষ্ট করিয়া দেখা হউক, তখন সে আপনাকে গালি দিবে। Lord তাহাই করিলেন, কিন্তু Job অবিচলিত রহিলেন। Satan তখন Lord-কে বলিল, শারীরিক পীড়াগ্রস্ত করিয়া Job-কে পরীক্ষা করুন সে কত ধৈর্যশীল! Lord তখন Satan-কে বলিলেন, 'Behold! he is in thine hands; but save his life অর্থাৎ Job-এর জীবনটি ছাড়া সমগ্র দেহের উপর Satan-কে কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। অতঃপর Satan (smote Job with sore boils from the sole of his feet unto his crown) তাঁহার আপাদমস্তক পুঁজস্রাবী ক্ষতে ভরিয়া দিল (Job 1, 2 ঃ 1-7); তখন Job আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অভিযোগের সুরে কথা বলিলেন এবং নিজের জন্মের প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করায় প্রভু তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন এবং দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন। Job-এর স্ত্রী প্রথম হইতে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রভুর প্রতি বিরূপাত্মক কথা বলিয়াছিলেন। কুরআনের বর্ণনার সহিত বাইবেলের বর্ণনার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হইল, কুরআনের আয়্যুব শেষ পর্যন্ত ধৈর্যশীল ও আল্লাহর বিচারে আস্থাশীল ছিলেন (৩৮ ঃ ৪৪ انا وجدنه صابرا-نعم العبد انه اواب)। আয়্যুব (আ.) ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও অতি সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন পিতৃহীনদের সদয় অভিভাবক ও বিধবাদের রক্ষক। তিনি ছিলেন নবী। আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীদের নিকট একত্ববাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। কাহারও মতে এই দেশটি ছিল হাওরান, অন্যদের মতে বাছানিয়া। যাঁহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার মসজিদে সমবেত হইয়া একই প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেন, (তু. Baba Batra, I. c.; Seder 'Olam Rabba, xxi; Bereshit Rabba, XXx, 9, Abot R Natan ed. Schechter, P. 33-34, 164)। মুসলিম লেখকগণ বলেন, ইবলীস আয়্যুব (আ)-এর জিহবা, হৃদয় ও বুদ্ধি বাদে সমস্ত দেহের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তাঁহার নাকে ফুঁ দেয়। ফলে তাঁহার দেহ ফুলিয়া যায় এবং তাহা কীটে পূর্ণ হয়। তাঁহার দেহে এত দুর্গন্ধ হয় যে, তিনি শহর ছাড়িয়া একটা গোময় স্তূপের উপর বাসা বাঁধিতে বাধ্য হন (তু. Abot R. Natan, P. 164; Testament of Job, v.) এবং আয়্যুব (আ)-এর স্ত্রী নিজের ও তাঁহার স্বামীর আহার সংস্থানের জন্য কাজের খোঁজ করিতে বাধ্য হন। ইবলীস নিজের ব্যর্থতা বুঝিয়াও আয়্যুব (আ.)-কে নির্যাতনের নূতন নূতন চাতুর্যপূর্ণ উপায় উদ্ভাবনে কখনও ক্ষান্ত হইত না। সমুদয় উপায় ব্যর্থ হইলে ইবলীস নিজের পরাভব স্বীকার করে। অধিকাংশ মুসলিম গ্রন্থকারের মতে ইবলীস কর্তৃক ক্লিষ্ট হইবার সময় আয়্যুব (আ)-এর বয়স ছিল সত্তর বৎসর (See Bereshit Rabba, Ivii, 3; ixi. 4; Testament of Job, xii; সূরা ২১ ঃ ৮৩-৮৪ সম্পর্কে বায়দা'বী দেখুন; বিভিন্ন গ্রন্থকার তাঁহার ক্লেশ ভোগের মেয়াদের বিভিন্নরূপে হিসাব করিয়াছেন)। কুরআনে (৩৮ঃ৪২) শুধু সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, আয়্যুব (আ) আল্লাহর হুকুমে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিলে একটি উৎস নির্গত হয়। অতঃপর তিনি উহার পানিতে গোসল করেন এবং পানি পান করেন অর্থাৎ এইভাবে তিনি রোগমুক্ত হন।

এক সময় স্ত্রীর কোন কাজে আয়্যুব (আ)-এর ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল।। কাজটি কী এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক হাদীছের বর্ণনায় দেখা যায়, কাজটি শির্কের শামিল ছিল। আয়্যুব (আ) স্ত্রীকে শাস্তি দানের শপথ করেন। মনে হয় ইহাতে বেত্রাঘাতও শামিল ছিল। কুরআনে (৩৮ঃ৪৪) দৃষ্ট হয়, আল্লাহ্ আয়্যুব (আ)-কে বলিলেন, "একটি খাগড়া লইয়া তদ্দারা স্ত্রীকে প্রহার কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না।" আল্লাহ আয়্যুব (আ)-কে তাঁহার কসম পালনার্থে স্ত্রীকে লঘু শাস্তি প্রদান অর্থাৎ খাগড়া দ্বারা আঘাত করিবার ব্যবস্থা দেন। রোগমুক্তির পরে আয়্যুব (আ)-এর যেই সকল পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বিবরণ সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা একমত নহেন। কুরআনের কথায় (৩৮ ঃ ৪৩ ووهبنا له اهله ومثلهم معهم) "আল্লাহ তাঁহাকে দান করিলেন তাঁহার পরিজন, আরো দিলেন সমসংখ্যক লোকজন"। কাহারও মতে আয়্যুব (আ)-এর যেই সকল সন্তান বিনষ্ট হয়, তাঁহারাই পুনরুজ্জীবিত হন। কিন্তু অন্যদের মতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় যুবতী হন এবং তাঁহার গর্ভে অন্য সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান সংখ্যা বিভিন্ন বর্ণনা মতে ২৬জন পর্যন্ত। কয়েকজন গ্রন্থকার তাঁহার জীবনকাল ৯৩ বৎসর নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন, আরোগ্য লাভের পর তিনি ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু অন্যদের মতে তিনি রোগভোগের পূর্বে যতকাল, পরেও ততকাল জীবিত ছিলেন। মাস'উদীর সাক্ষ্য এই, আয়্যুব (আ)-এর মসজিদ ও তিনি যেই উৎসে গোসল করেন উভয়ই মাস'উদীর সময়েও বিখ্যাত ছিল। উর্দুন (জর্ডান) দেশে 'নাওয়া'র অল্প দূরে উভয়ই দৃষ্ট হইত (য়া'কূত, মু'জাম, ২খ.,

৬৪০ প., দ্র. Dair Aiyub), এমনকি বর্তমানেও সেইখানে লোকমুখে 'হাম্মামু আয়্যূব' (আয়্যূব-এর স্নানাগার) ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে 'মাক'াম শায়খ সা'দ'-এর নাম শোনা যায়। পূর্বে শেষোক্ত স্থানকে 'মাক'ামু আয়্যূব' বলা হইত। বিখ্যাত আয়্যূবের প্রস্তরের (সা'খরু আয়্যূব) কথাও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ইহা ২য় 'রাম্সীস'-এর একটি মিসরীয় স্মৃতিস্তম্ভ। কৌতূহলের বিষয়, বাইবেলে (Joshua, xvii ও অন্যত্র) উল্লিখিত এনরোগেলকে বর্তমানে "বি'র্ (بئر) আয়্যূব" (আয়্যূবের কূপ) বলিয়া অভিহিত করা হয় (তু. Mudjir al-Din, Hist-de Jeruslem, Publ-in the Fundguben des Orients, ii, 130)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১খ., ৩৬১-৩৬৪; (২) ঐ লেখক, Zorenberg- কৃত ফারসী হইতে অনুবাদ, ১খ., ২৫৫ প.; (৩) ছা'লাবী, আল-আরাইস্, পৃ. ১৩৪ প.; (৪) কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া, Eisenberg সম্পা., পৃ. ১৭৯ প.; (৫) মাস'ঊদী, মুরূজ, ১খ., ৯১ প.; (৬) Sale, কু'রআন, ২ ঃ ১৩৮; (৭) Grunbaum, Neue Beitrage Zur Semitischen Sagenkunde, Leiden ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ২৬২ প.; (৮) J. Horovitz, Koraniche Untersuchungen, Berlin ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১০০ প.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আয়্যূব খান (ایوب خان) ঃ আফগানিস্তানের আমীর শের 'আলী খানের চতুর্থ পুত্র এবং য়া'কূ'ব খানের ভাই। আফগানিস্তানের অন্য সকল শাসকের মতই শের 'আলীরও তাঁহার ভাইদের সঙ্গে বিবাদ ছিল। তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র 'আবদুল্লাহ জানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলে আয়্যূব খান পারস্যে পলায়ন করেন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে য়া'কূ'ব খান আমীর হিসাবে শের 'আলীর স্থলাভিষিক্ত হইলে আয়্যূব খান আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হারাতের গভর্নর নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের শেষদিকে (১৮৭৮-৮০) লর্ড লিটনের সরকার শের 'আলী নামক জনৈক সাদোযাই শাহযাদাকে কান্দাহারের ওয়ালী মনোনীত করিলে আয়্যূব খান তাঁহাকে সেখান হইতে বিতাড়িত করেন এবং মাওয়ান্দে জেনারেল বারোজ (Burrows)-এর নেতৃত্বাধীন একদল বৃটিশ বাহিনীকেও পর্যুদস্ত করেন (২৭ জুলাই, ১৮৮০)। স্যার ফ্রেডারিক রবার্টস (পরে লর্ড) পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন করেন, তিনি আয়্যূব খানের বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া দ্রুত কাবুল হইতে কান্দাহারে গমন করেন। আয়্যূব তখন হারাতে পশ্চাদপসরণ করেন। 'আবদুর-রাহ'মান খান কাবুলের আমীর হইলে প্রথমেই তিনি সমগ্র দেশে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। 'আবদুর-রাহ'মান ইংরাজদের মনোনীত ছিলেন বলিয়া হারাতের নিয়ন্ত্রণকারী আয়্যূব খান তাঁহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং কান্দাহার দখল করিয়া নেন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে 'আবদুর-রাহ'মান তাহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং হারাত হইতে বিতাড়িত করেন। আয়্যূব খান পারস্যের মাশহাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে গালযাঈ বিদ্রোহের কালে পুনরায় তিনি আফগানিস্তানে আধিপত্য অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ভারতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি লাহোরে অবস্থান করেন এবং ৬ এপ্রিল, ১৯১৪ তারিখে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) S. Gopal, The Viceroyalty of Lord Ripon, 1953; (২) S. M. Khan, Life of Abdur Rahman, 1900; (৩) Lord Roberts, 'Forty-One Years In India, 1897.

C. Collin Davies (E. I.[2])/ হুমায়ুন খান

আয়্যূব খান (ایوب خان) ঃ মুহ'াম্মাদ ফীল্ড মার্শাল (১৩২৫/ ১৯০৭—১৩৯৪/১৯৭৪), সাবেক পাকিস্তানের প্রথম প্রধান সেনাপতি (১৯৫১-৫৮) ও প্রেসিডেন্ট (১৯৫৮-৬৯ খৃ.), ১৪ মে. রামাদ'ান মাসের শেষ দিনে, রাওয়ালপিণ্ডির ৫০ মাইল উত্তরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত পেশাওয়ার বিভাগের হাযারা জেলার রেহানা গ্রামে তিনি এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মীর দাদ খান (মৃ.১৯২৭ খৃ.) বৃটিশ সেনাবাহিনীর হডসনস হর্স-এ একজন রিসালদার মেজর ছিলেন। তাঁহার কয়েক ভাই ও ভগ্নি ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত প্রথম সন্তান। পাঠান বংশীয় আয়্যূব খান -এর গোত্র ছিল তারিন; পূর্বপুরুষ আফগানিস্তান হইতে আসিয়া উক্ত এলাকায় বসবাস করেন। এক সময়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ সেই এলাকার শাসক ছিলেন, তখন তাঁহারা শিখ ও ইংরেজ শাসন বিস্তার প্রতিরোধ করেন এবং নানারূপ নির্যাতনও ভোগ করেন। আয়্যূব-এর জন্মের সময়ে সম্ভবত পরিবারটির খুব সচ্ছলতা ছিল না। পরবর্তী কালে এই পরিবার হইতে আয়্যূব ছাড়াও তাঁহার এক ছোট ভাই সরদার বাহাদুর খান পকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিবারে ইসলামী রীতিনীতি ও তমদ্দুনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল হিন্দকো নামক এক ধরনের পাঞ্জাবী ভাষা।

আয়্যূব প্রথমে নিজ গ্রামের চার মাইল দূরবর্তী সরাই সালেহ্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে নানীর বাড়ী দরবেশ গ্রামের নিকটবর্তী হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি ফারসী ও উর্দূ পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত জনৈক মৌলভী সাহেবের নিকট আরবীও পাঠ করেন। ১৯২২ খৃ. তিনি উক্ত স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য সেই বৎসরই তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আলীগড়ের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। চারি বৎসর অধ্যয়নের পরে ১৯২৬ খৃ. জুন মাসে বি.এ. পরীক্ষা দিবার ঠিক পূর্বে ইংরাজ জেনারেল স্কীন কর্তৃক ইংলাণ্ডের স্যাণ্ডহার্স্ট রয়াল সামরিক একাডেমীতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হন। পরে চূড়ান্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তৎকালে আলীগড়ে নিযুক্ত মেজর ডেন তাহাকে স্যান্ডহার্স্টের জন্য প্রশিক্ষণ দান করেন। স্যান্ডহার্স্টে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া কর্পোরাল হন। ১৯২৭ খৃ. বিলাতে থাকাকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই বৎসরই তিনি কমিশন লাভ করেন। তিনি ১ম/১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের রণজিৎ সিংহ ইউনিটভুক্ত হন। প্রথম সামরিক চাকরি জীবনে তিনি দিল্লী, কোয়েটা ও কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩১ খৃ. ক্যাপ্টেন আয়্যূব হায়দারাবাদের নিজামের রাজ্যে নিযুক্ত বৃটিশ

রেসিডেন্ট স্যার টেরেন্স কীজ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময় স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ-এর পৌত্র স্যার রস মাস'উদ-এর আবেদনক্রমে টেরেন্স কীজ-এর মাধ্যমে সুপারিশ করাইয়া আয়্যুব খান নিজাম-এর নিকট হইতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা আদায় করাইয়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে প্রথম আসাম রেজিমেন্টের দ্বিতীয় অধিনায়করূপে তিনি বার্মাতে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইরাবতী অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাহিনী মান্দালয়ে পৌঁছায়। বার্মাতে ১৮ মাস যুদ্ধ করিবার পরে ১৯৪৫ খৃ. ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসাবে লান্ডীকোটালে বদলি হন। কিছুকাল তিনি দেরাদুনে সেনা-নির্বাচনী বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭ খৃ. ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার সময়ে পাঞ্জাবে যেই ভয়াবহ শিখ-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তাহা দমনের জন্য জেনারেল রীস-এর অধীনে যেই সীমান্ত বাহিনী নিয়োগ করা হয় তিনি ছিলেন উহার দ্বিতীয় অধিনায়ক। এই সময়কার ভয়াবহতা বর্ণনা করিতে গিয়া আয়্যুব খান তাঁহার আত্মজীবনী 'Friends Not Masters'-এর লিখিয়াছেন, "উহা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক সময়। নারী ও শিশুদেরকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয়, নিরপরাধ লোকদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।" সেই ব্যাপক বিশৃংখলার সময়ে আয়্যুব খান-এর কর্মতৎপরতার ফলে অনেক মুসলিম শিশু অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ হইতে রক্ষা পায়।

দেশ স্বাধীন হইবার পরে প্রথম তিনি সীমান্ত প্রদেশের ওয়াযিরিস্তানে একটি ব্রিগেডের অধিনায়ক হন। ১৯৪৮ খৃ. জানুয়ারি মাসে তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সেনাবাহিনীর অধিনায়ক (G.O.C.) নিযুক্ত করা হয় এবং ১৯৪৯ খৃ. নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই পদে থাকেন। তখন এইখানে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। সে সময় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বস্তুত কোন সামরিক প্রতিষ্ঠান বা সামরিক সংগঠনও ছিল না। মেজর জেনারেল আয়্যুব খান ঢাকা ও কুমিল্লাতে ক্যান্টনমেন্টের স্থান নির্বাচন করেন এবং এখানকার সেনাবাহিনী সংগঠন করিয়া তোলেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাঁহার সময়েই গঠিত হয়। আনসার বাহিনী ও সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস যাহা বর্তমানে বাংলাদেশ রাইফেলস বা বি.ডি.আর. নামে পরিচিত, তাহাও তিনিই সংগঠন করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই প্রথম পাবলিক স্কুল স্থাপিত হয়। এই সময়ে ঢাকায় কোন স্থায়ী সেনা-দফতরও ছিল না। কিছুকাল তাঁহাকে পুরাতন হাই কোর্ট ভবনে অফিস করিতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত থাকিবার কালে তিনি বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা ব্যাপকভাবে সফর করেন। আত্মজীবনীতে তিনি এখানকার তৎকালীন পশ্চাদ্‌পদতা, যোগাযোগের অভাব, রাস্তাঘাটের অভাব, শিক্ষা, চাকরি ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালীর দুঃখজনক অনুপস্থিতির কথা এবং কৃষিপ্রধান দেশটিতে শিল্প-কারখানার সম্পূর্ণ অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এখানকার অধিবাসিগণের প্রতি আমার অত্যন্ত ভালবাসা জন্মায় এই এলাকার সমস্যাদির বিষয়ে আমার যথার্থ ধারণা জন্মায়; সেই জ্ঞান পরবর্তী জীবনে আমার জন্য সহায়ক হইয়াছিল।"

দুই বৎসর পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত থাকাকালীন এইখানে একাধিকবার রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দেয়। সেই সময়ে তিনি রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাগণের সংস্পর্শে আসেন। রাজনৈতিক গোলযোগ নিরসনের জন্য এই সময়ে দুইবার তাঁহাকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করিতে হয়। ঘটনাগুলিকে তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং মনে হয় যেন তখন হইতে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে কতকটা নৈরাশ্যজনক মনোভাব পোষণ করিতে শুরু করেন। দেশ বিভাগের কালে পাঞ্জাবের ভয়াবহ শিখ-মুসলিম দাঙ্গা ও বিভাগ-পরবর্তীকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক জটিলতাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ করে।

ঢাকা হইতে তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে সেনাবাহিনীর সদর দফতরে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদে বদলি হন। তখন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল ডগলাস গ্রেসী। গ্রেসীর পরে পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান কর্তৃক জেনারেল আয়্যুব খান ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১-তে পাকিস্তানের প্রথম মুসলিম প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। প্রধান সেনাপতি থাকাকালীন আয়্যুব খান প্রাক্তন সেনা কল্যাণ ও ক্যাডেট কলেজসমূহ স্থাপন, সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন এবং সে সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন।

১৬ অক্টোবর, ১৯৫১-তে রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভাতে পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান (দ্র.) আততায়ীর গুলিতে নিহত হইবার পর হইতেই পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে রাজনৈতিক জটিলতা ঘনীভূত হইতে থাকে এবং স্থিতিশীলতাও ক্রমেই বিনষ্ট হইতে থাকে। লিয়াকাত 'আলী খান (দ্র.)-এর পরে খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪ খৃ.) [দ্র.] গভর্নর জেনারেলের পদ ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন।

১৯৫৩ খৃ. ১৭ এপ্রিল তারিখে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও পাঞ্জাবে কাদিয়ানি গোলযোগের সূত্র ধরিয়া গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহাম্মাদ (১৮৯৫-১৯৫৬ খৃ.) কেন্দ্রে খাজা নাজিম উদ্দীন-এর মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দেন এবং ওয়াশিংটনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মুহাম্মাদ আলী (১৯০১-১৯৬৩ খৃ.) (দ্র.)-কে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। দেশে মারাত্মক শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ২৪ অকটোবর, ১৯৫৪-এ গুলাম মুহাম্মাদ পকিস্তান গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেন। সঙ্কট নিরসনের জন্য বগুড়ার মুহাম্মদ আলী নূতন করিয়া এক প্রতিভা মন্ত্রীসভা (Talent Cabinet) গঠন করেন। এই মন্ত্রীসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (দ্র.)-ও যোগদান করেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়্যুব খানকে দেশরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আগস্ট ১৯৫৫ পর্যন্ত মন্ত্রীপদে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি সেনাবাহিনীর উন্নতি সাধন করেন এবং একটি সন্তোষজনক উপায়ে রাজনৈতিক সঙ্কট এড়াইয়া দেশে শাসনতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা আনয়নের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা ছিল দেশের সঙ্কট নিরসনেরই অন্তর্বর্তীকালীন প্রচেষ্টাস্বরূপ। কিন্তু এই সময়েই আয়্যুব খান সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হইয়া পড়েন; প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যথার্থ স্বরূপটি এই সময়ে তাঁহার কাছে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। বগুড়ার মুহাম্মাদ আলীর মন্ত্রীসভার পতনের পরে চৌধুরী মুহ্‌াম্মাদ আলী (জ. ১৯০৫ খৃ.) নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন (সেপ্টেম্বর ১৯৫৫)। জেনারেল আয়্যুব খান তখন সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্বে ফিরিয়া যান।

দেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে চৌধুরী মুহ'াম্মাদ 'আলীর প্রধান মন্ত্রিত্বের কালে ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত ও গৃহীত হয়। শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২ খৃ.) [দ্র.] সেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উক্ত মন্ত্রীসভাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। উক্ত বৎসরই ২৩ মার্চ তারিখে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয় এবং তৎকালীন জেনারেল ইসকান্দার মীর্যা (১৮৯৯-১৯৬৯ খৃ.) ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু ইহার পরেই ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই শাসনতন্ত্র কোনরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টিকিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করে নাই। ১৯৫৬ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে চৌধুরী মুহ'াম্মাদ 'আলী মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং সেই মাসেই আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃ.) [দ্র.] নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মাত্র এক বৎসরের সামান্য বেশি সময় পরেই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভারও পতন ঘটে (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) এবং ইসমাইল ইবরাহীম চুন্দ্রীগড় (১৮৯৯-১৯৬০ খৃ.) নূতন প্রধান মন্ত্রী হন। মাত্র ৫৯ দিন পরে পুনরায় দল বদল ও সমর্থন প্রত্যাহারের কারণে এই মন্ত্রীসভারও পতন ঘটে এবং মালিক ফীরোয খান নূন (১৮৯৩-খৃ.?)-এর নেতৃত্বে আবার নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়; আয়্যুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে উহাই ছিল পাকিস্তানের শেষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। প্রাদেশিক পর্যায়েও পরিস্থিতি একইরূপ বিপর্যস্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার অবস্থাই ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে মন্ত্রীসভার উপর্যুপরি উত্থান-পতনের কারণেই সমগ্র দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে, নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তা পাকিস্তানের সকল প্রান্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দেশের রাজনীতি সচেতন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়্যুব খান-এর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ৯ জুন, ১৯৫৮ কৃতিত্বপূর্ণ চাকরি ও নির্ভরযোগ্য সেনাপতির বিবেচনায় তিনি আরও দুই বৎসরের জন্য প্রধান সেনাপতির পদে বর্ধিত মেয়াদ লাভ করেন।

৭ অক্টোবর, ১৯৫৮-তে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্যা (১৮৯৯-১৯৬৯ খৃ.) পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের বিলুপ্তি ও সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারী করেন এবং দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়্যুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী উহাই ছিল প্রথম সামরিক শাসন জারী। সম্পূর্ণ রক্তপাতহীনভাবে আয়্যুব খান-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া নেয়। ২০ দিন পর ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮-তে ইসকান্দার মীর্যাকে অপসারিত করিয়া আয়্যুব নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং উক্ত তারিখকে বিপ্লব দিবস (বা অক্টোবর বিপ্লব দিবস) বলিয়া ঘোষণা করেন। শাসনতন্ত্র বাতিল করিবার পর নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট মীর্যার কোন স্থান ছিল না, আয়্যুব তাহাকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর প্রধান মন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকরূপে আয়্যুব খান দেশ শাসন করিতে থাকেন। বিশেষ ফরমানবলে তিনি সামরিক আইন জারি করিতেন। প্রথমে তিনি কেন্দ্রে ১১ সদস্যের সামরিক ও বেসামরিক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। দুই প্রদেশে আয়্যুব দুইজন সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন মেজর জেনারেল ওমরাও খান। এই সময়ে মন্ত্রীসভার সমবেত সিদ্ধান্তক্রমে আয়্যুব খানকে ফীল্ড মার্শাল পদ দান করা হয়।

বিপ্লবের পরে আয়্যুব খান-এর প্রথম লক্ষ্য হয় দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, দ্বিতীয় লক্ষ্য হয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও মুহাজির সমস্যার সমাধান। কঠোর হস্তে তিনি অসাধু ব্যবসায়িগণকে দমন ও সকল বকেয়া কর আদায় করেন। অতঃপর ভূমি সংস্কার করিয়া তিনি কৃষি উন্নয়নের পথ সুগম করেন। করাচী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার জন্য তিনি একটি কমিশন নিয়োগ করেন। প্রথমে অস্থায়ীভাবে রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করেন। পরে কমিশনের সুপারিশক্রমে সেইখান হইতে ১০ মাইল উত্তরে পোটওয়ার মালভূমিতে, প্রাচীন গান্ধারা সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দেশের স্থায়ী রাজধানী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে সেইখানে ইসলামাবাদ নামে নূতন রাজধানীর নির্মাণ কার্য শুরু হয়। কিছুকাল পর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তিনি ঢাকা শহরের উত্তরাংশে একটি দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণ করেন। বিখ্যাত আমেরিকান স্থপতি লু কান (Kahn)-এর পরিকল্পিত সুদৃশ্য সংসদ ভবন ও অন্যান্য মনোরম ভবন নির্মাণের জন্য তিনি প্রশংসাও অর্জন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পরে আয়্যুব-এর নির্মিত দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণ করা হয় শেরে বাংলা নগর।

বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় উত্তীর্ণ হইলে আয়্যুব খান দেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। ১৯৫৯ খৃ. ২৬ অক্টোবর তিনি মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি (Basic Democracy System) ঘোষণা করেন। উহা ছিল তাঁহারই উদ্ভাবিত অপ্রত্যক্ষ ধরনের নির্বাচন ও শাসন ব্যবস্থা। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সমগ্র দেশে ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচিত হইবেন (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমানই ছিল)। তাহাদের ভোটে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। মৌলিক গণতান্ত্রীকগণের মধ্যে ইউনিয়ন, থানা, জেলা ইত্যাদি কয়েকটি স্তর ছিল। ১৯৬০ খৃ. ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর ৯৫.৬% আস্থাভোট লাভ করিয়া আয়্যুব ৪ বৎসরের জন্য দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রদেশ দুইটি হইতে সামরিক আইন প্রশাসক প্রত্যাহার করেন এবং তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন। অতঃপর অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা তিনি দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রকটভাবে বিরাজিত বৈষম্য দূর করিতে সচেষ্ট হন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৬২ খৃ. ১ মার্চ দেশে নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। উক্ত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির। মৌলিক গণতান্ত্রীকগণ নির্বাচনী কলেজ (electoral college)-রূপে কাজ করিবে। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র ও শাসন বিভাগের প্রধান হইবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত

হইবেন, গভর্নর প্রাদেশিক মন্ত্রিগণকে নিয়োগ করিবেন, কিন্তু প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কাহাকেও বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। নির্বাচনের পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া আয়্যুব খান পাকিস্তান মুসলিম লীগ দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি এই দলের প্রধান অংশের (নাম কনভেনশন মুসলিম লীগ) সভাপতি নির্বাচিত হন। দলের অপর অংশের নাম হয় কাউন্সিল মুসলিম লীগ। উহার নেতৃত্ব করেন খাজা নাজিম উদ্দীন। ১৯৬৫ খৃ. ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আয়্যুব খান-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) কাউন্সিল মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী, কায়েদে আজম মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ'-এর ভগ্নি ফাতি'মা জিন্নাহ (দ্র.)-কে সমর্থন দান করে। নির্বাচনে আয়্যুব খান ৬৩% ভোট লাভ করিয়া জয়ী হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতি'মা জিন্নাহ লাভ করেন ৩৬% ভোট।

আয়্যুব খান-এর শাসনামলের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত হয় বলিয়া উহাকে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বা সতের দিনের যুদ্ধও বলা হইয়া থাকে। আয়্যুব-এর ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে বৃটিশপন্থী পররাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হয়। আয়্যুব-এর আমল হইতে মার্কিনপন্থী নীতি গৃহীত হয় এবং দেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন স্তরে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৬১ খৃ. প্রেসিডেন্ট আয়্যুব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং সেইখানে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান সমহারে মার্কিন অস্ত্রসাহায্য লাভ করিতে থাকে। ১৯৬১ খৃ. ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পাকিস্তানে আগমন করেন এবং আয়্যুব খান-এর সঙ্গে সিন্ধু নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন (তখন পূর্ব পাকিস্তানে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে; ১৯৬২-৬৩ খৃ. কাশ্মীর বিষয়ক আলোচনাও ব্যর্থ হয়)। ১৯৬২ খৃ. চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধের পরে আমেরিকা চীনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ভারতে ব্যাপকভাবে অস্ত্র সাহায্য প্রদান করিতে থাকিলে আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে থাকে। আয়্যুব নয়া চীনের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আয়্যুব চীন সফর করিয়া জাতীয় নেতা মাও জে-ডং-এর (মাও সেতুং) সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে চীনের প্রেসিডেন্ট লিও সাও-কি (লিও সাও চি) পাকিস্তান সফর করিতে আসিলে তাহাকে বিপুল রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই পর্যায়ে ১৯৬৫ খৃ. সেপ্টেম্বর ভারত আকস্মিকভাবে পাকিস্তান আক্রমণ করিয়া বসে (ভারত শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ডই আক্রমণ করে। পূর্ব পাকিস্তান সেই সময়ে প্রায় অরক্ষিত ছিল। কিন্তু ভারত এই দিকে আক্রমণ করে নাই)। ফীল্ড মার্শাল আয়্যুব খান সর্বাধিনায়করূপে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৭ দিনব্যাপী যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পাক-বাহিনী অগ্রসরমান হইয়া বিজয়ের সূচনা করিলে সেই পর্যায়ে জাতিসংঘের নির্দেশে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন-এর আমন্ত্রণক্রমে পাকিস্তানের আয়্যুব খান ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে গমন করেন এবং সোভিয়েত মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষ শান্তি ও সৌহার্দ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহা তাসখন্দ ঘোষণা নামে বিখ্যাত। সেই চুক্তি দ্বারা উভয় পক্ষের সেনা প্রত্যাহার, যুদ্ধবন্দী বিনিময় ইত্যাদি বিষয় মীমাংসিত হয়। তাসখন্দ ঘোষণার অল্পকাল পরে আয়্যুব খান তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পররাষ্ট্র মন্ত্রী যুলফিকার আলী ভুট্টো (দ্র.)-কে অব্যাহতি প্রদান করেন। ভুট্টো প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং দ্রুত ক্ষমতা লাভের উদ্দেশে পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন শুরু করেন।

১৯৬৬-৬৮ ও ৬৯ খৃ. মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ফীল্ড মার্শাল আয়্যুব খান তাঁহার সাফল্য ও গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করেন। তাঁহার বৈদেশিক নীতি সফল হয় এবং একদিকে তিনি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, চীন, তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বহু দেশে শুভেচ্ছা সফর করিয়া নিজ দেশের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় করেন এবং অপর দিকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বহু দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপতিগণ (তন্মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ১৯৬২ খৃ.) পাকিস্তান সফর করিয়া আয়্যুবের উন্নয়ন কার্যক্রম ও সফল বৈদেশিক নীতির প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উন্নয়নশীল নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তান বিশ্বের দরবারে অতি সম্মানজনক স্থান লাভ করে। কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাফল্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জিত হয়। বৈদেশিক নীতিতে পুঁজিবাদী দেশ ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন দ্বারা তিনি আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেন। ফলে তাঁহার মূল লক্ষ্য নিজ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে তিনি সম্ভবত সর্বাধিক সাফল্যজনক সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী আদর্শ, জীবনবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল আয়্যুব খান একদিকে এশিয়ার এবং একই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃত হন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে সর্ববৃহৎ ও অতি সুদৃশ্য অভ্যন্তরীণ অলঙ্করণযুক্ত বিখ্যাত মসজিদ বায়তুল-মুকাররম ও তৎসংলগ্ন বিপণি বিতান তাঁহারই উদ্যোগে শিল্পপতি ও ব্যবসায়িকগণের অর্থ দ্বারা নির্মিত হয়। ইরান ও তুরস্কের সঙ্গে একযোগে তিনি পাকিস্তানের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (R.C.D.) গঠন করেন। তিনটি উন্নয়শীল মুসলিম দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা অর্থনৈতিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার উহা ছিল চমৎকার দৃষ্টান্ত। আয়্যুব খানই ছিলেন সেই সংস্থা গঠনের মূল উদ্যোক্তা।

দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আয়্যুব আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ-সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া এক ইউনিট বা পশ্চিম পাকিস্তান নামক একটি প্রদেশ গঠিত হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৫ সনে। তখন পূর্ববঙ্গ প্রদেশেরও নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সকল ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নৈকট্য ও সুষম সম্পর্ক সৃষ্টি করা। পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (P.I.D.C.) ও রেলওয়ের প্রশাসন তিনি আলাদা করিয়া তাহা

পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় বরাদ্দের প্রায় অর্ধাংশই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের খাতে বরাদ্দ করেন।

১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার গণআন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। এই পরিস্থিতিতে আয়্যুব খান স্ব-প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন এবং বৃহত্তর রক্তপাত এড়াইয়া দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমতা ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশে তিনি লাহোরে দেশের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। মওলানা ভাসানী উহাতে শর্ত আরোপ করিয়া বলেন, শেখ মুজিব ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক নেতা গোলটেবিলে যোগদান করিতে যাইবে না। শেখ মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসাবে সেনানিবাসে অন্তরীণ ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আয়্যুব উক্ত মামলা প্রত্যাহার করেন। শেখ মুজিব ও অন্যান্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী বিরোধী দলীয় নেতা আয়্যুব-এর আহূত গোলটেবিলে যোগদান করেন। আয়্যুব পরিষ্কারভাবেই সকলকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সন্তোষজনক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বহু আলোচনার পরেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আয়্যুব কোন সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছিতে পারেন নাই। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইল। ১৯৬৯ খৃ. ২৪ মার্চ তিনি প্রধান সেনাপতি আগ'া মুহ'াম্মাদ য়াহ'য়া খান (দ্র.)-এর নিকটে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া পদত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতেও অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ২০ এপ্রিল, ইসলামাবাদে স্বীয় বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আয়্যুব খান ইন্তিকাল করেন। সীমান্ত প্রদেশের যেই অখ্যাত গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সেই রেহানাতে তাঁহাকে দাফন করা হয়। আয়্যুব খান দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন পাঠান ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ছিল।

ক্ষমতা লাভের পরেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে তিনি একে একে ত্রিশটি উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন গঠন করেন এবং সেই সব কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সফল হন। কমিশনগুলির মধ্যে ভূমি সংস্কার কমিশন, জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন, বিজ্ঞান কমিশন, বেতন ও চাকুরি কমিশন, প্রেস বা সংবাদপত্র ও সাংবাদিক কমিশন, মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশন বিশেষভাবে বিখ্যাত। এই সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, মুসলিম পারিবারিক আইনের সংস্কার প্রশ্নে দেশের 'উলামা সম্প্রদায় প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করেন এবং সংস্কার ও যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতির অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে আয়্যুব খান যেই বিরাট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, খুব কম রাষ্ট্রনায়কের ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া থাকে। শুধু বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি যেই প্রচেষ্টার ফল রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও তুলনাহীন। এই দেশের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণটি তিনি যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। জনসংখ্যা রোধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষিতে অগ্রগতি সঞ্চার করেন। তিনিই এদেশে ইরি (IRRI) ধানের প্রচলন করেন এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যাভাব মিটাইবার এই যুগান্তকরী আবিষ্কারকে বাংলাদেশের কৃষকদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেন। বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাতে তাঁহার অবদান সম্ভবত সর্বাধিক। পূর্ত কর্মসূচির (Works Programme) অধীনে তিনি সমগ্র দেশজোড়া সড়ক নির্মাণের এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পরে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে যেই বিরাট অগ্রগতি সূচিত হয় তাহা প্রধানত আয়্যুব-এরই অবদান। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ও অভ্যন্তরীণ সম্পদেরও ব্যবহার করিয়া তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান বিরাট। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সম্প্রসারণ করেন। উপরিউক্ত পূর্ত কর্মসূচির অধীনেই দেশের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন কাউন্সিল ভবন পাকা করা হয়। প্রতি থানাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কৃতিত্বও তাঁহার। শিল্পক্ষেত্রে তাঁহার অগণিত অবদানের মধ্যে ঘোড়াশাল সার কারখানা, ঘোড়াশাল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা ও টঙ্গী ফারমাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ ও কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষি, শিল্প ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠাও তাঁহারই কাজ। ঢাকা শহরে সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণ আরম্ভের কৃতিত্বও আয়্যুব-এর। তাঁহার আমলেই দেশে দশমিক মুদ্রার প্রচলন হয়। লেখকগণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি লেখক সংঘ গঠন করিয়াছিলেন; সাংবাদিকগণের বেতন নির্ধারণের জন্য তিনিই বেতনবোর্ড গঠন করেন এবং দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা ও পাকিস্তান কাউন্সিল গঠন করেন। তাঁহার আমলেই এই দেশে টেলিভিশন প্রবর্তিত হয়। শ্রুতলিখন রীতিতে আয়্যুব খান তাঁহার বিখ্যাত রাজনৈতিক আত্মজীবনী (Friends Not Masters) রচনা করেন। 'প্রভু নয় বন্ধু' নামে সেইখানির বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয় (১৯৬৮ খৃ.)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Mohammad Ayub Khan, Friends Not Masters, করাচি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৬৭ খৃ.; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস কর্তৃক সঙ্কলিত অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউজ, ১-৪ ১৯৭২ (দ্র.) প্রবন্ধ পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, আইয়্যুব খান, শেখ মুজিবুর রহমান, ষড়যন্ত্র মামলা, ছয় দফা ও অন্যান্য।

হুমায়ুন খান

আয়্যুব সা'ব্‌রী পাশা (ایوب صبری پاشا) ঃ তুর্কী নৌ-অফিসার ও লেখক। নৌবাহিনী কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিভিন্ন পদ লাভ করেন। কিছুকাল হিজায ও য়ামানেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৩০৮/১৮৯০ সালে ইস্তাম্বুলে পরলোক গমন করেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি আরবদেশের বর্ণনামূলক কয়েকখানি বই রচনা করেন, তন্মধ্যে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের বর্ণনা (মিরআতুল-হ'ারামায়ন' ইস্তাম্বুল হইতে ১৩০১-৬ হি., ৩ খণ্ডে প্রকাশিত) ও

ওয়াহহাবীগণের ইতিহাস (তারীখ-ই ওয়াহহাবিয়্যীন, ইসতাম্বুল হইতে ১২৯৬ হি. প্রকাশিত) বিখ্যাত। সেইগুলি ছাড়া তিনি মাহ'মূদুস-সিয়ার' (এদির্না হইতে ১২৮৭ হি. প্রকাশিত) নামক রাসূল কারীম (স.)-এর একখানি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Babinger, 372-3; (২) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ১খ., ৪৫১; (৩) Othmali, Muellifleri, iii, 26-7।

B. Lewis (E.I.[2]) হুমায়ুন খান

আয়ূ্যবিয়া (ايوبية) ঃ সুলতান স'ালাহু'দ্দীন ইবন আয়ূ্যব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাজবংশের নাম। এই বংশীয় লোকেরা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ৭ম/১৩শ' শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসর, সিরিয়া, মুসলিম ফিলিস্তীন, দিজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী উচ্চ অঞ্চল (আল-জাযীরা) ও ইয়ামানের শাসক ছিলেন।

নাজমুদ্দীন আয়্যুব ইব্ন শাযী ইব্ন মারওয়ান (ইব্ন খাল্লিকান, ২খ., ১৪; ইব্ন খালদূন, ৫খ., ২২০; ষোল পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার বংশানুক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন), যাঁহার নামানুসারে আয়্যুব বংশের নামকরণ করা হয়, আর্মেনিয়ার দবীন (Dvin-দাবীল)-এর নিকটস্থ আজদানাকান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাযবানী কুর্দী গোত্রের একটি শাখা গোত্র রাওওয়াদীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি শাদদাদ বংশীয় শাসকদের অধীনস্থ একজন কর্মচারী ছিলেন। ইবন খাল্লিকান তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনা করেন, আয়্যুব দবীনের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য লোক ছিলেন (আয়্যুব শীর্ষক নিবন্ধ)। তাঁহার পিতা শাযী, তিকরীতে ইন্তিকাল করেন (ইবন কাছীর, ১২খ., ২৭০) এবং তাঁহাকে সেইখানেই দাফন করা হয়। শাদদাদী পরিবারটিও কুর্দ বংশোদ্ভূত ছিলেন। উক্ত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সালজূক সুলতান আলপ আরস্লান শাদদাদী পরিবারের উপর এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তুর্কীগণ সকল কুর্দী আমীর ও শাসকদের শাসনাধিকার কাড়িয়া লয়। কুর্দীদের অনেকেই সকল কিছু হাতছাড়া হওয়ার আশংকায় ভীত ছিলেন। তাই বিপদ এড়াইবার জন্য তুর্কীদের অধীনে তাঁহারা চাকুরি গ্রহণ করেন। কুর্দীদের ন্যায় তুর্কীরা ছিল সুন্নী। কুর্দীদের অনুরূপ তুর্কীদেরও যুদ্ধ-বিগ্রহে আগ্রহ ছিল। ফলে এই দুই উপজাতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। শাদদাদিয়া পরিবার ৫২৪/১১৩০ সালে দবীনের শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে শাযী ইরাকের সালজূক সামরিক গভর্নর বিহরূযীর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। বিহরূয তিকরীত এলাকা জায়গীর হিসাবে লাভ করিয়াছিলেন। বিহরূয শাযীকে তিকরীতের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সেইখানেই ৫২৩ হি. সালে স'ালাহু'দ্দীন আয়্যুবীর জন্ম হয়। কিছুকাল পর শাযীর পুত্র আয়্যুব উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদ লাভ করেন (ইবন কাছীর ১০খ., ২৪২, ১২খ., ২৭১; V. Minorsky, Pre-History of Saladin, in Studies in Caucasian History, Cambridge 1953 খৃ., পৃ. ১০৭- ১২৯)। আয়্যুব মুসিল ও আলেপ্পোর শাসক 'ইমাদুদ্দীন যাঙ্গী (মৃ. ৫৪১ হি.)-র কৃতজ্ঞতা লাভে সক্ষম হন এইভাবে যে, যাঙ্গী তৎকালীন খলীফা দ্বারা পরাজিত হইলে তিনি আয়্যুবের সহায়তায় ফুরাত নদী অতিক্রম করেন এবং রক্ষা পান। মাওসিলের পশ্চাৎভাগ অঞ্চলে যাঙ্গী একটি কৌশলগত নীতি গ্রহণ করেন। তাহা হইল, প্রথমে কুর্দীদেরকে বশীভূত করা হইবে এবং পরে তাহাদেরকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হইবে। ইবনুল-আছীর (১১খ., ৪২) 'ইমাদুদ-দীনের অনেক গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুল-আছীর তাঁহার দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা উদাহরণস্বরূপ পেশ করিয়াছেন। তিনি এমন নাযুক মুহূর্তে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন এবং তাহাদেরকে রক্ষা করেন, যখন গোটা ইউরোপের খৃষ্টানগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদেরকে ধ্বংস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ৫৩২/১১৩৮ সালে বিহরূযের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর আয়্যুব 'ইমাদুদ-দীন-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। 'ইমাদুদ-দীন শীঘ্রই তাঁহাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং দামিশ্কের বিপরীত দিকে অবস্থিত বা'লাবাক-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। নাজমুদ-দীন আয়্যুব উক্ত অঞ্চলের উন্নতি সাধন করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনেন। সেই সময় আব্বাসী খলীফা মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ (মৃ. ৫৫০ হি.) নামমাত্র খলীফা ছিলেন। যাঙ্গীর মৃত্যুর পর আয়্যুব দামিশকের বুরী বংশীয় শাসনকর্তার আনুগত্য স্বীকার করেন। তিনি আয়্যুবকে উক্ত শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আয়্যুবের ভ্রাতা আসাদুদ-দীন শীরকুহ যাঙ্গীর পুত্র নূরুদ-দীনের (৫১১-৫৬৯ হি.) সঙ্গে মিলিত হন। নূরুদ-দীন উত্তর সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি শীরকূহকে হিমসের জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু দামিশকের জনসাধারণের দৃঢ় সংকল্পের ফলে সিরিয়ার সমগ্র মুসলিম অঞ্চল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত আমীর নূরুদ-দীন যাঙ্গীর অধীনে এই উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, অধিকতর কার্যকরী পন্থায় ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইবে। দামিশকের আত্মসমর্পণের পশ্চাতে দুই ভ্রাতা আয়্যুব ও নূরুদ-দীনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আয়্যুব সিরিয়ার রাজধানী গভর্নর নূরুদ-দীনের পক্ষ সমর্থন করেন। ইবনুল-আছীর লিখিয়াছেন, খুলাফা-ই রাশিদীন ও 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীযের পর নূরুদ-দীনের ন্যায় উত্তম ও সৎ চরিত্রের অধিকারী মুসলিম বাদশাহ আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় নাই। ইব্নুল-আছীর স্বীয় গ্রন্থ আল-বাহির-এ তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন। স'ালাহু'দ-দীন তাঁহার জীবনেও নূরুদ-দীনের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

নূরুদ-দীনের অধীনে কার্যরত অবস্থায় শীরকুহ যেই কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, এইখানে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। নূরুদ-দীন শীরকূহকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিসরে প্রেরিত বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিলে এই পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা হয় (প্রথমবার ৫৫৮ হি.)। মিসরের ফাতিমী খলীফা আল-'আদি'দ-এর উযীর শাওয়ারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নূরুদ-দীন তাঁহার প্রতিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তুমুল যুদ্ধের পর শীরকুহ জয়লাভ করেন। ইহার পর খৃষ্টানদের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুসারে শীরকুহ মিসর ত্যাগ করেন। কিন্তু খৃষ্টানদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহাকে আবার মিসর আক্রমণ করিতে হয়। (ইবনুল-আছীর ১১খ., ১৩১)। শীরকূহের তৃতীয়বার মিসর আক্রমণের সময়ও স'ালাহু'দ-দীন স্বীয় চাচার সঙ্গে ছিলেন। তৃতীয়বার মিসর আক্রমণের কারণ সম্পর্কে Lane Poole বর্ণনা করেন,

আক্রমণের প্রয়োজন এইজন্য দেখা দেয়, খৃষ্টানগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং মিসরে এক বিরাট বাহিনী সমাবেশ করিয়াছিল। ইহার সংগঠক ছিল সাইপ্রাসের খৃষ্টান সম্রাট (অধিকন্তু দ্র. ইবনুল-আছীর, ১১খ., ১২৬)। এই আক্রমণে আবারও শীরকূহ জয়লাভ করেন। শাওয়ার ইবন হুজায়র যিনি হিজরী ৫৫৮ সালে উযীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন, নিহত হন এবং শীরকূহ উযীররূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর শীরকূহ ইনতিকাল করেন (২২ জুমাদাল-উখরা, ৫৬৪/১১৬৯)। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহু'দ-দীন যিনি তাঁহার সংগে ছিলেন, ফাতিমী খলীফার ইঙ্গিতে দ্রুত তাঁহার স্থান দখল করেন। মিসর দখলকারী সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে শীরকূহের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দেয়। ফাতিমী খলীফা আল-'আদি'দ তাঁহাকে আল-মালিকুন-নাসি'র উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় সালাহু'দ-দীনের বয়স ছিল বত্রিশ বৎসর।

সালাহু'দ-দীন (যাঁহাকে ইউরোপীয়গণ Saladin বলে) এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই বংশের ইতিহাসকে তিনটি কালে ভাগ করা যায়ঃ (১) স্বয়ং সালাহু'দ-দীনের সময়কাল যাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠাকাল এবং যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ বিদ্যমান। ব্যক্তিত্বের বিচারে তিনি ছিলেন তাঁহার বংশে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি, যদিও অনেক বিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নীতি তাঁহার নীতির বিপরীত ছিল; (২) তাঁহার প্রাথমিক উত্তরাধিকারীদের সময়কাল, ইহা ছিল সংগঠন ও সংঘবদ্ধ করার কাল। আল-মালিকুল-'আদিলের মৃত্যু পর্যন্ত (৬৩৫/১২৩৮) ইহা অব্যাহত ছিল; (৩) সমাপ্তিকাল, যাহাকে একটি দীর্ঘ পতনকাল বলা যায়।

(১) এইখানে সালাহু'দ-দীনের শাসনকালের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে এই পর্যায়ে কেবল এতটুকু বর্ণনা করার চেষ্টা করা হইবে, যাহা পরবর্তী কালের ইতিহাসকে বুঝার জন্য প্রয়োজন এবং যাহা আয়্যুবী বংশ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলেই আমাদের মনে উদিত হয়।

অবশ্য শীরকূহ ও সালাহু'দ-দীন মিসরে সেইভাবেই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন যেইভাবে তাঁহাদের পূর্ববর্তী ফাতিমী উযীরগণ লাভ করিয়াছিলেন এবং যেইভাবে খলীফা 'আদি'দ সরকারী সনদ দান করিয়া তাঁহাদের ক্ষমতাকে প্রত্যায়িত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ছিলেন সালজূকদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন সামরিক ধারার (ঐতিহ্যের) প্রতিনিধি। সেই সময়ে এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহের সকল তুর্কী শাসকের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রায় একই ধরনের ছিল এবং নূরুদ-দীনের মাধ্যমে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ লাভ করে। ৫৬৬/ ১১৭১ সালে সালাহু'দ-দীন বুঝিতে পারেন, ফাতিমী খিলাফাতের পতন ঘটাইয়া তিনি মিসরকে আবার সেই সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে সক্ষম, যাহারা বাগদাদের 'আব্বাসী নেতৃত্বের সমর্থক। অতএব দুই শতাব্দীর পর প্রথমবারের মত মিসরে আবার সুন্নী মাযহাব সরকারী মাযহাবরূপে গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে মিসরের অধিকাংশ অধিবাসী ফাতিমীদের ইসমা'ঈলী ধর্মমতকে কখনও সমর্থন করে নাই। কিন্তু অধিবাসীদের যেই অংশটি পূর্বেকার সরকারের সংগে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং যাহাদের একটি অংশ মূলগত দিক দিয়া ভিনদেশী ছিল, বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ অধিবাসিগণ পূর্ববর্তী সরকারকে যেইভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, নূতন সরকারকেও একইভাবে নীরবে গ্রহণ করে। ৫৬৭ হি. সালের মুহাররাম মাসের প্রথম জুমুআয় 'আব্বাসী খলীফা আল্-মুসতাদি বি-আম্রিল্লাহ্-এর নামে খুৎবা পাঠ করা হয় এবং সেই সময় শেষ ফাতিমী খলীফা আল-আদিদ লি দীনিল্লাহ্-এর মৃত্যু হইলে মিসর হইতে দুই শত বৎসরের ফাতিমী খিলাফাতের সমাপ্তি ঘটে। সালাহুদ-দীন ফাতিমী পরিবারের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন। শাহী মহলসমূহ হইতে প্রাপ্ত সকল সম্পদ তিনি বায়তুলমালে জমা করেন। তিনি ইহার এক কপর্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি ফাতিমী প্রাসাদে স্বীয় বসতিও স্থাপন করেন নাই।

সালাহু'দ-দীন প্রথমে ফাতিমী খলীফা ও পরে 'আব্বাসী খলীফা দ্বারা পদাভিষিক্ত হন। একই সংগে তিনি নূরুদ-দীনের অনুগত (অধীন) থাকেন। নূরুদ-দীনের উত্তরাধিকারীদের পারস্পরিক বিবাদ ও তাঁহাদের দুর্বলতার আশু ফল এই দাঁড়ায় যে, ইউরোপ হইতে আগত ক্রুসেডারদের প্রবল সামরিক শক্তি, যাহা বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উত্তর সিরিয়ায় বিদ্যমান ছিল, বর্তমানে তাহা মিসরে সরিয়া আসে। নূরুদ-দীনের উত্তরাধিকারিগণ একদিকে জিহাদের নীতি (যাহা নূরুদ-দীনকে সম্মান ও শক্তি দান করিয়াছিলেন।) পরিত্যাগ করেন, অপরদিকে সালাহু'দ-দীন তাঁহার নীতিকে স্বীয় নীতিরূপে গ্রহণ করেন (H.A.R. Gibb: The Achievement of Saladin, Bull of the John Rylands Library, খণ্ড ৩৫, সংখ্যা ১ (১৯৫২খৃ.), পৃ. ৪৬-৬০)।

সালাহু'দ-দীন নূরুদ-দীন যাঙ্গীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁহার পুত্র আল-মালিকুস-সালিহ' ইসমা'ঈলের নেতৃত্ব মানিয়া লন। এই সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল এগার বৎসর। স্বীয় শাসনাধীন সকল অঞ্চলে নূরুদ-দীনের স্থলে ইসমাঈলের নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং তাঁহার নামে মুদ্রা চালু করা হয়। সালাহু'দ-দীন ক্রমে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করেন। তিনি জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা পান এবং নূরুদ-দীনের অধীনে অঞ্চলগুলি সংরক্ষণ করেন। তিনি কখনও এই জন্য দামিশকে যান নাই যে, আল-মালিকুস-সালিহ'কে বরখাস্ত করা হইবে। তাহা সত্ত্বেও কোন কোন হিংসুক কর্মচারীর উস্কানিতে আল-মালিকুস-সালিহ'-এর বালকসুলভ চপলতা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে ইব্ন কাছীর খুবই রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে মুসলমানদের উপর হামলা শুরু করে এবং ফিরিঙ্গীগণ দামিশক জয়ের উদ্দেশে বাহির হয়, এমনকি তাঁহারা বানিয়াসের উপর আক্রমণও করিয়া বসে (ইব্ন খালদূন, ৫খ., ২৫৪)। পরিশেষে আল্-মালিকুস্-সালিহ' প্রকাশ্যে সালাহু'দ-দীনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। অবশেষে একটি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং ইহার ভিত্তিতে আল্-মালিকুস-সালিহ'-এর নাম খুতবা হইতে বাদ দেওয়া হয়। সালাহু'দ-দীন নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। অতঃপর তাঁহাকে বাগদাদের খলীফার পক্ষ হইতে সম্মানজনক খিল'আত, কালো পতাকা এবং মিসর ও সিরিয়ার শাসনাধিকারে সনদ প্রদান করা হয়। রাবীউল আওয়াল, ৫৭২ হি. তিনি মিসরে ফিরিয়া যান। পরে সেইখান হইতে হি. ৫৭৮ সালে ক্রুসেডারদের কবল হইতে

মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য সিরিয়ায় আসেন। ৭ স'াফার, ৫৭৮ সালে তিনি দামিশক পৌঁছেন। মিসর হইতে যাওয়ার সময় স'ালাহু'দ-দীন একজন উযীর মাত্র ছিলেন এবং যখন মিসরে আসেন, তখন মিসর সিরিয়া ও ইরাকে তাঁহার চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কেহ ছিল না। তিনি একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেই রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে আবার সংযুক্ত করিয়াছিলেন এবং পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যে সীমানার বিস্তৃতি ছাড়াও ইহাকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় সেই স্বল্প সময়ের ঘটনা, যখন তিনি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১১৮৩ খৃস্টাব্দের দিকে ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সেই সময় স'ালাহু'দ-দীনের আত্মীয়গণ ইয়ামানে ও তাঁহার এক সেনাপতি কারাহ্কুশ্ তিউনিসের সীমান্ত অঞ্চলে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

এই ভাবে শক্তি অর্জনের পর সালাহু'দ্-দীন মুসলিম এলাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেরুসালেমের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সুযোগে জেরুসালেম ও সিরিয়া হইতে তিনি খৃস্টান শাসকদেরকে বিতাড়িত করেন। ১১৮০ খৃ. হইতে তাঁহার ও বায়যান্টাইন সম্রাটদের মধ্যে যেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা দূরীকরণে তিনি সক্ষম হন। সমসাময়িক কালে ও পরবর্তী কালের বংশধরদের নিকট তাঁহার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের মূলে ছিল তাঁহার এই সফলতা। ৫৮৩/১১৮৭ সালে হিত্তীন নামক স্থানে তিনি ফ্রাঙ্কদের ধ্বংস করেন। ফলে আশি বৎসর পর জেরুসালেম (বায়তুল-মাক'দিস) আবার মুসলিম অধিকারে আসে। তথাকার খৃস্টানদের উপর স'ালাহু'দ-দীন যেই সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক Lane Poole (পৃ. ২০২) তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলেন, সেইখানে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যে, কোন খৃস্টান শহরবাসীর উপর বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে (এই সম্পর্কে দ্র. ইব্ন কাছীর, পৃ. ৩২৩; ইব্ন খাল্দূন, পৃ. ৩০৯; ইবনুল-আছীর, ১১খ.)।

স্টিফেন খলীফার নিকট লিখিত স'ালাহু'দ-দীনের একটি চিঠির উল্লেখ করিয়াছিলেন। চিঠিতে স'ালাহু'দ-দীন লিখিয়াছেনঃ আমরা সেই বালককে রক্ষা করিব, যিনি পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন (অর্থাৎ আল-মালিকুস-সালিহ্')। তাহার সম্পর্কে আমরা তাহাদের চেয়ে অধিকতর হিতাকাঙ্ক্ষী, যাহারা তাহার নামে দুনিয়া গ্রাস করিয়াছে এবং যাহারা নিজেদেরকে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে প্রকাশ করে; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তাহার উপর জুলুম করিতেছে। বস্তুত স'ালাহু'দ-দীন আল-মালিকুস-স'ালিহ'-এর ক্ষমতার বিলুপ্তির প্রয়াসী ছিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর কবল হইতে মুক্ত করা ও তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তনে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এইখানে আসিয়া তিনি ফ্রাঙ্কদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। অতএব সমস্ত খৃস্টান এলাকা সালাহু'দ-দীনের করায়ত্ত হয়; কিন্তু টায়ার (Tyre), ত্রিপলী ও এন্টিয়ক তাঁহার বিরোধিতায় অটল থাকে।

স'ালাহু'দ-দীনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাঁহার বাহিনীতে কয়েকটি অনিয়মিত সৈন্যদল ছাড়া প্রাচীন ফাতিমী বাহিনীর কোন সৈন্যদল অবশিষ্ট ছিল না। তাঁহার সৈন্যবাহিনী কুর্দী ও তুর্কীদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মিসরীয় অধিবাসীদের নিকট তাহারা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। স'ালাহু'দ-দীন এই সৈন্যবাহিনী নূরুদ-দীনের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং মিসরীয় বাহিনীতে ১১১ জন আমীর, ৬৯৭৬ জন তাওয়াশী (সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী) এবং ১১৫৩ জন কারাহগুলাম (দ্বিতীয় স্তরের অশ্বারোহী) ছিল। এতদ্ব্যতীত ছিল সীমান্ত অঞ্চলের 'আরব সেনা যাহারা বাহিরের অভিযানে অংশগ্রহণের যোগ্য ছিল না (H. A. R. Gibb, The Armies of Saladin, Cahiers d'Histoire Egyptienne, ৩/৪ খ., ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৩০৪-৩২০)। এই বাহিনীর সংগে সিরিয়া ও আল-জাযীরার সৈন্যবাহিনীও সংযোজিত হইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে মুসিলের সেই সকল সৈন্যবাহিনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহাদেরকে ১১৭৪-৮৩ খৃস্টাব্দের বিরুদ্ধাচারণের পর একটি চুক্তির ভিত্তিতে স'ালাহু'দ-দীন প্রয়োজনবোধে আহ্বান করিতে পারিতেন। এইরূপ সৈন্যের সংখ্যা ছিল ছয় হাযারের কিছু উপরে। সালাহু'দ-দীন তাঁহার সমস্ত সৈন্যের সহযোগিতায় (যাহাদের মধ্যে প্রায় বার হাযার অশ্বারোহী ছিল) হিত'তীনের যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং পরবর্তী অভিযানগুলিতেও সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী যোগান সম্পর্কিত জটিলতার কারণে কোন একটি অভিযানে বিভিন্ন সৈন্যদল সমন্বিত এইরূপ একটি বিরাট বাহিনীকে সাধারণত দীর্ঘ দিন একত্রে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইত না। তবে যতদিন তৃতীয় ক্রুসেড অব্যাহত ছিল, ততদিন প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি সক্রিয় রাখা অপরিহার্য ছিল। ইহাও একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল, সৈন্য প্রেরণ ও অভিযান পরিচালনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংখ্যায় ও মানে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মুরদা (বা মারদী) অর্থাৎ বন্দুক প্রস্তুত সম্পর্কিত ইব্ন 'আলীর একটি প্রবন্ধে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (সম্পা. Cl. Cahen, in B. Et, OR., ১২খ., ১৯৪৮ খৃ., ১০৮-১৬৩)।

স'ালাহু'দ-দীনকে তাঁহার শাসনের প্রথম বৎসরগুলিতে বায়যান্টাইন, নরম্যান ও ইতালীর রণপোত বহরের হুমকির সম্মুখীন হইতে হয়। তাহারা ল্যাটিন-প্রাচ্য দেশগুলিকে তাহাদের অবস্থানস্থলরূপে ব্যবহার করিত। স'ালাহু'দ-দীন ভূমধ্যসাগরস্থিত ফাতিমী নৌবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং ইতালিয়ান ও ক্রুসেডারদের অগ্রগতির ফলে ফাতিমী নৌবাহিনীর অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। স'ালাহু'দ-দীন এই নৌবাহিনীর সাহায্যে নিকটবর্তী ফ্রাঙ্ক বন্দরসমূহে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করিতে সক্ষম হন। সম্ভবত ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কারাহ্কুশ স্বীয় সাম্রাজ্য সীমানা আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিল। ইহার ফলে একদিকে দাঙ্গাবাজ তুর্কোমানদের একটি নির্গমন পথ অধিকৃত হইল, অপরদিকে এই উদ্দেশ্যও সাধিত হইল যে, মুসলিম নৌবহর উপকূল বরাবর সহজেই সেই সকল এলাকায় পৌছিতে সক্ষম হইল, যেইখান হইতে কাষ্ঠ ও খালাসী (Sailors) সরবরাহ করা হইত। ক্রুসেডের ফলে এই প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে খালাসী ও কাষ্ঠ সরবরাহের ব্যাপারে মিসর দুর্বল থাকিয়া যায়। জানা যায়, স'ালাহু'দ-দীনের উত্তরাধিকারিগণ এই প্রচেষ্টার

আর পুনরাবৃত্তি করেন নাই (A.S. Ehrenkretz, The Place of Saladin in the Naval history etc., in JAOS., ৭৫/২ খ., ১৯৫৫ খৃ., ১০০-১৬)।

ইহাতে সন্দেহ নাই, শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই নয়, বরং নৌবাহিনী ও স্থল বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহের উদ্দেশে স'লাহু'দ-দীন ক্ষমতা লাভের পরপরই Pisa-সহ ইতালীর অন্যান্য বাণিজ্যিক শহরের সংগে পুনরায় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধি করেন। ফাতিমী শাসনামলে এই সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং প্রচুর গভীরে পৌঁছিয়াছিল, এমন কি ফিরিঙ্গীগণ এক পর্যায়ে মিসর আক্রমণে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব পিসা, জেনোয়া ও ভেনিসের বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী আলেকজান্দ্রিয়ায় জমায়েত হইতে থাকে। কেননা ১১৭১ খৃ. হইতে ১১৮৪ খৃ. পর্যন্ত বায়যান্টাইন সরকার কনস্টান্টিনোপলে ভেনিসের বণিকদের ব্যবসায়- বাণিজ্যকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। তখন বণিকগণ উপলব্ধি করিল, সেই ক্ষতি পূরণে Acre-এর তুলনায় আলেকজান্দ্রিয়ায় তাহারা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে [CI. Cahen: Orient Latin et commrce du levant, in Bull de la fac. des Lettres de Strasbourg, ২৯/৮ (১৯৫১ খৃ., পৃ. ৩৩২]। স'লাহু'দ-দীন খলীফার নিকট লিখিত তাঁহার চিঠিতে গর্বভরে উল্লেখ করিতেন, স্বয়ং ফ্রাঙ্কগণই তাঁহার নিকট অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে, যাহা পরবর্তী কালে অন্যান্য ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে (আবু শাম, ১খ., ২৪৩)।

স'লাহু'দ-দীন বায়যান্টাইন ও সাইপ্রাসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতেও সুযোগ লাভ করেন, ইহারা একে অপরের অজ্ঞাতে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে চুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়াছিল। তিনি যখন বুঝিতে পারেন যে, ইউরোপীয় আক্রমণের আশংকা নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, প্রথমে তিনি কারাহ্‌কুশের মাধ্যমে নরম্যান ও আল-মুওয়াহ্'হি'দদের বিরুদ্ধে Balearie দ্বীপের আল-মুরাবিত বংশোদ্ভূত বানূ গানিয়ার সংগে মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর আল-মুওয়াহ্'হি'দদের সংগে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সমুদ্র সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই (তু. Gaudefroy-Demombynes, in Melanges Rene Banet ll. ও সাদ্ যাগলুল্ 'আবদুল হামীদ, in Bull. Fac. Arts. Univ. Alwxandria, ৬ষ্ঠ ও ৭খ., ১৯৫২-৫৩ খৃ., পৃ. ২৪-১০০)। এশিয়া মাইনরে সালজূকদের সংগে চুক্তি সম্পর্কিত তাঁহার আলাপ-আলোচনার ব্যাখ্যায় একই কারণ নিহিত।

যুদ্ধনীতি স্বভাবতই ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য। ফাকীহগণ ইসলামের দৃষ্টিতে যেই সকল কর অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল কর রহিত করেন। তাঁহার সকল কর্মকাণ্ড ধর্মীয় চেতনায় প্রভাবান্বিত ছিল। অনুরূপভাবে ফাতিমী আমলের সকল নিদর্শন মুছিয়া ফেলার উদ্দেশে তিনি পুরাতন মুদ্রার পরিবর্তে নূতন মুদ্রা প্রবর্তন করেন। এই নূতন মুদ্রার ওজন (যাহার মধ্যে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম উভয়ই বর্তমান ছিল) বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইতেছিল। ফলে ইহার কোন নির্দিষ্ট মূল্যমান থাকিত না। বিশৃঙ্খলার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ খরচ বৃদ্ধি ও আয়ে ঘাটতি, তদুপরি মিসরীয় স্বর্ণের মজুদ নিঃশেষ হইয়া যাওয়া এবং আল্-মুওয়াহ'হি'দদের নিয়ন্ত্রণাধীন সুদানী স্বর্ণ লাভে পথের জটিলতার কারণে দীনারের মানে স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। মিসরের অনুমোদিত দিরহাম ব্যতীত (যাহাতে ৩০% রৌপ্য থাকে এবং মানের দিক দিয়া যাহা দীনারের ৪.১/৩-এর সমান) বিভিন্ন ওজনের মিশ্রিত ধাতুর ভিন্ন দিরহামেরও প্রচলন ছিল। ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রচলিত দীনারও স্থিতিশীলতা হারাইয়া ফেলে। ইহাতে স'লাহু'দ-দীন ও তাঁহার পরবর্তী সুলতান আল-'আযীযকে ব্যবসায়ী ও আমীরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহাদের ধারণা ছিল, পরবর্তী কালে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা এই সকল ঋণ শোধ করা হইবে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করিবে; কিন্তু এই ঋণ আর শোধ করা সম্ভব হয় নাই (তু. A.S. Ehrenkreutz, Contribution to the knowledge of the fiscal administration of Egypt, in BSOAS, ১৫/৩, ১৯৫৩ খৃ. ও ১৬/৩, ১৯৫৪ খৃ.; The Standard of fineness of gold coins in Egypt, in JAOS , ৭৪/৩, ১৯৫৪ খৃ.; The Crisis of the dinar in Egypt of Saladin, ঐ, ৭৪/৩, ১৯৫৬ খৃ.)। স'লাহু'দ-দীনের গৃহীত নীতির একটি ফল এই দাঁড়ায় যে, ল্যাটিন দেশগুলিকে রক্ষাকল্পে (পশ্চিমা ইউরোপীয়) শক্তিসমূহ একত্রে সম্মিলিত হয় (যাহা ইহার সহিত; এমনকি ইতালীর শহরগুলি যোগদান করে)। তাহারা সিরীয় বন্দরগুলি হারাইয়া ভীষণভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কগণ জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম না হইলেও সিরিয়া-ফিলিস্তীন উপকূলের বেশীর ভাগ অংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু তাঁহারা সাইপ্রাসে হস্তক্ষেপ করে। সেই সময় হইতে এইখানে একটি নিরাপদ নৌঘাঁটি স্থাপিত হয়, সেইখানে তাহারা সরিয়া যাইতে পারে। স'লাহু'দ-দীন যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নাই, কিন্তু তিনি দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার ফ্রাঙ্কদের বিতাড়িত করিবার আশা ফলবতী হইবার নয়। কিন্তু একটি নিরাপদ কালের সৃষ্টি করিয়া তিনি সাম্রাজ্যকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার উপর জোর দেন।

ক্রুসেডারগণ বারবার পরাজিত হওয়ায় রিচার্ড হতোদ্যম হইয়া পড়েন। তিনি স'লাহু'দ-দীনের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠান, আমি আপনার সংগে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের প্রত্যাশী। সিরিয়া দখল করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সুলতানের ন্যায় আমিও শান্তি ভালবাসি। অবশেষে ২২ শা'বান, ৫৮৭/৩ সেপ্টম্বর, ১১৮২ সালে Acre (আক্কাহ্) চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয়। চুক্তিপত্রটি রিচার্ডের সামনে পেশ করা হইলে তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। পরিশেষ ১শাওয়াল/ ১০ অকটোবর রিচার্ড ইউরোপে ফিরিয়া যান। ইহার পর ২৭ স'ফার, ৫৮৯/৪ মার্চ, ১১৯৩ সালে সুলতান স'লাহু'দ-দীন ইনতিকাল করেন। তিনি স্বীয় শাসনামলে কুর্দিস্তান হইতে তিউনিসিয়া পর্যন্ত এমন সব সম্প্রদায়কে একত্র করেন, যাহারা একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিত এবং যাহাদের স্বভাব-চরিত্র ছিল পরস্পর বিরোধী। প্রজাসাধারণের সংগে তাঁহার সম্পর্ক ছিল অন্যান্য সুলতানদের চেয়ে ভিন্নতর। যে কোন

প্রজা তাঁহার কাছে যাইতে পারিত। পোশাক, আহার ও বাসস্থানের দিক দিয়া তিনি ছিলেন সরল জীবনের যাপনের একটি নমুনা। মাটি ও সম্পদকে তিনি সমান মনে করিতেন। Historians---History গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে সকল গুণ খৃষ্টানদেরকে বিস্ময়াভিভূত করে তাহা হইল, স'লাহু'দ-দীনের পৌরুষ, বদান্যতা, দয়া, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ক্ষমা, বিশেষত সন্ধি প্রতিপালনে তাঁহার অবিচলতা খৃষ্টানদেরকে একান্ত মুগ্ধ করে। এই সব হইল সেই ব্যক্তির গুণাবলী, যিনি তাহাদের পরাজিত করেন এবং তাহাদের উপর বিজয়ী হন (দ্র. স'লাহু'দ-দীন)। স'লাহু'দ-দীনের জীবনের বেশীর ভাগ অংশই যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থেও অনেক কার্য সম্পাদন করেন। তিনি মিসরে চব্বিশ বৎসর ও সিরিয়ায় উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্-মালিকুল-আফদাল (জ. ৫৬৫ হি.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

(২) স'লাহু'দ-দীনের ভ্রাতা আল-মালিকুল-'আদিল ও ভ্রাতুষ্পুত্র আল্-মালিকুল-কামিল (মৃ. ৬৩৫/ ১২৩৮)-এর শাসনামল ছিল মূলত শান্তির যুগ। স'লাহু'দ-দীনের মৃত্যুতে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করা হয় এই যুদ্ধে তাহা দূর করিয়া শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করা হয়। প্রজাতন্ত্র ও উত্তরাধিকার প্রশ্নে বংশের প্রতিষ্ঠাতা যে মত পোষণ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম আট বৎসর বংশের ঐক্য রক্ষায় সেই মতেরই যাচাই করা হয়। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায়ই স্বীয় উত্তরাধিকারিগণকে জায়গীররূপে অথবা উত্তরাধিকারীর অংশরূপে অনেক অঞ্চল দান করিয়া গিয়াছিলেন। ইয়ামান তাঁহার দুই ভ্রাতাকে দান করেন। তাঁহারা একের পর এক শাসন কার্য পরিচালনা করেন। মধ্য ও দক্ষিণ সিরিয়া স্বীয় পুত্র আল-আফদ'লকে, মিসর দ্বিতীয় পুত্র আল-'আযীযকে (জ. ৫৯৭ হি.), আলোপ্পো তৃতীয় পুত্র আজ-জাহির গাযীকে, হামা (حماة) স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিয়্যুদ-দীন 'উমারকে, হিমুস স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র শীরকুহ-এর পৌত্র আল-মুজাহিদকে ও আল-জাযীরা স্বীয় ভ্রাতা আল-মালিকুল-'আদিল আবূ-বাকরকে দান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি স'লাহু'দ-দীনের শাসনামলে একজন কূটনীতিজ্ঞ ও প্রশাসক হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। এই বংশের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। স'লাহু'দ-দীনের পুত্রগণ ছিলেন কোন কিছু করিতে অপারগ। তাহারা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিতেন অথবা পারস্পরিক ঝগড়ায় মত্ত থাকিতেন। অতএব, বিভিন্ন ঘটনায় তাঁহারা আল-'আদিলের সহায়তা অথবা মধ্যস্থতা কামনা করিতেন। তিনি নিজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও আয়্যুবী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে আল-'আদিলের ক্ষমতারোহণ অপরিহার্য ছিল। ৫৯৭/১২০০ সালে তিনি কায়রোতে নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দামিশক ও আল-জাযীরার শাসনক্ষমতা তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। ১২০১ খৃষ্টাব্দে শেষ যুদ্ধের পর তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের মধ্যে কেবল আলোপ্পো, হিম্‌স ও হামাতের শাসকবর্গকে তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে অনুমতি দান করেন। অবশ্য এই সকল শাসক বাধ্য হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। আল-'আদিলের মৃত্যুর পর অনুরূপ সমস্যা দেখা দেয়। সেই সময় (৬১৫/১২১৭) দিময়াত (Demietta) নামক স্থানে ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে কিছু দিনের জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-কামিলকে কেন্দ্র করিয়া ঐক্য বজায় ছিল। আল-কামিল পিতার ন্যায় মিসরের শাসকর্তা হওয়া ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ফ্রাঙ্কদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় বিদূরিত হওয়ার পর তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা দামিশকের শাসনকর্তা আল-মু'আজ'জ'াম (মৃ. ৬২৫/ ১২২৮), অতঃপর তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আন-নাসি'র দাঊদের মধ্যকার চুক্তি বাতিল হইয়া যায়। আল-কামিল তাঁহার অন্য ভ্রাতা আল-আশরাফের আনুগত্যে বেশ উপকৃত হন এবং তাহাকে দিয়ার মুদারের পরিবর্তে দামিশকের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং দাঊদকে উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া কারাক-এ বদলি করেন। ইহার পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি বংশের অবিসংবাদিত নেতারূপে সমাদৃত হন। শেষদিকে আল-কামিল ও আল-আশরাফের মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল, সেই সময় আল-আশরাফের মৃত্যু ঘটে (৬৩৫/১২৩৭)। আল-কামিল তাহার অপর ভ্রাতা আস-স'লিহ' ইসমাঈল-এর নিকট হইতে দামিশক ফিরাইয়া নেন। যদিও আল্-আশরাফ তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী বৎসরের প্রথমদিকে স্বয়ং আল-কামিল ইন্তিকাল করেন। তিনিই ছিলেন সর্বশেষ আয়্যুবী শাসক, যিনি সমগ্র আয়্যুবী বংশকে নিজ অধীনে একত্র রাখিতে সক্ষম ছিলেন। উপরিউক্ত মতানৈক্য দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হইবে না। সেই সময় পর্যন্ত উক্ত বংশের অধিকাংশ সদস্য সম্মিলিত শত্রুর মুকাবিলায় ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে পারস্পরিক ঐক্য রক্ষায় প্রয়াসী ছিলেন। যাহাই হউক, কোন না কোনভাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই ঐক্য বজায় ছিল। কিন্তু আল-কামিলের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

প্রতিবেশী শাসকদের সঙ্গে আয়্যুবী শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাদের পারস্পরিক মতানৈক্যের মধ্যেও প্রবেশ করে। ৬০৪/১২০৭ সালে আখলাত-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই সময়ে দিয়ার বাকর-এর গভর্নর আল-'আদিলের পুত্র আল-আওহ'াদ এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি শাহ আরমিনের (আল-আওহ'াদের মৃত্যুর পর আল-আশরাফ তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অঞ্চলগুলিকে আয়্যুবী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। দিয়ার বাকর ও দিয়ার রাবীআকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং সর্বশেষ আমিদ ও হি'স্'ন-কায়ফা (৬৩১/১২৩৩) অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন উরতুকী বংশের মধ্যে কেবল একটি শাখা মারদীন অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে আয়্যুবী বংশীয় শাসকগণ সেই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলে তাঁহাদের গুরুত্ব বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

প্রায় ১২২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মেসোপটেমিয়া ও ইরানের রাজনীতিতে জালালুদ্দীন মাঙ্গুবারতীর বিশেষ প্রভাব পড়ে। তিনি স্বীয় খাওয়ারিযমী বাহিনীর সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণের পূর্বে পলাইয়া আসিয়াছিলেন এবং ইরান ও ইহার সীমান্ত অঞ্চলে লুটতরাজ করিতেছিলেন। মু'আজ'জাম ও জাযীরার যে সকল লোক আল-আশরাফ ও আল-কামিলের শত্রু ছিলেন, তাহারা

জালালুদ্দীনের সঙ্গে মিলিত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি (জালালুদ্দীন) আখলাত অধিকারে সক্ষম হন। আখলাত ভীষণভাবে লুণ্ঠিত হয় (৬২৭/১২২৯)। অতঃপর খাওয়ারিযম শাহ্ এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হন। অপরপক্ষে আল-আশরাফ সালজূক সুলতানের সমর্থনের জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এই সময় আরযিনজানের নিকট আক্রমণকারীদের শক্তি নির্মূল করা হয় (৬২৮/১২৩০)।

আয়্যূবী ও সালজূকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কতকগুলি স্থায়ী কারণও ছিল। স'লাহু'দ্দীনের সময়েই দিয়ার বাকর-এ এই দুইটি বংশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সালজূকগণ তাহাদের পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া উত্তর সিরিয়া হইতে দিয়ার বাকর পর্যন্ত 'আরব ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। তাহারা অবস্থা অনুসারে কখনও আয়্যূবী অঞ্চলে হামলা করিয়া অথবা কখনও আলেপ্পোর আয়্যূবী শাসকদের প্রতি আনুগত্যের ভান করিয়া তাহাদেরকে মিসরের ভ্রাতৃ-শাসকদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। কায়কুবাদের সাহায্যার্থে আল-আশরাফ যে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আল-কামিলের ধারণা হয়, সালজূক সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ জয় করা একটি সহজ ব্যাপার। অতএব ৬৩০/১২৩৩ সালে সমস্ত আয়্যূবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া উক্ত অঞ্চলে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু দেশের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অংশগ্রহণকারী কাহারও কাহারও উদ্যমের অভাবহেতু অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তী কালে সালজূক সৈন্যবাহিনী আল-কামিলের নিকট হইতে 'আমিদ' ফিরাইয়া লয় (৬৩৮-৩৯/১২৪১)। আখলাতের ধ্বংসাবশেষ আশরাফের সৈন্যদের নিকট হইতে ইতোপূর্বেই ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

খৃস্টানদের অর্থাৎ জার্জিয়ানগণও আয়্যূবীদের শত্রু ছিল, আখলাতের চারিদিকে যাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি স্বয়ং ফ্রাঙ্কগণও শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত। আয়্যূবীগণ তৃতীয় ক্রুসেড হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহা ছিল স'লাহু'দ্দীনের গৃহীত কর্মনীতির বিপরীত। সালাহুদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি অব্যাহত রাখা এবং সকল প্রকার যুদ্ধ এড়াইয়া চলা। তিনি এমন কিছু করিতে চাহিতেন না যাহাতে আরও ক্রুসেডের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ আসে। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার পরেও ক্রুসেড সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রাচ্যের ফ্রাঙ্কদের তুলনায় ইউরোপীয়রাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। স্বভাবতই আয়্যূবীগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশে যথাসম্ভব সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব সামরিক অবহেলার প্রশ্নই উঠে না। বায়যান্টিয়ামের পতন ও আল-মুওয়াহ'হি'দদের বিলুপ্তির ফলে সালাহুদ্দীন যে সকল মিত্র শক্তির সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহা ছাড়া একটি বিরাট (কিন্তু অরক্ষিত) নৌবাহিনী পোষণ করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্থলবাহিনীর সাহায্যে মিসর রক্ষা করিতে থাকেন। সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মযবুত দুর্গ নির্মাণ, উপকূলীয় দুর্গের বিলোপ সাধন (তিননীস) ও গোয়েন্দা বাহিনীর পর্যাপ্ত ব্যবহার তাঁহার বিশেষ কর্মতৎপরতার অন্তর্গত ছিল। যাহা হউক, আল-'আদিল ও আল-কামিল কূটনীতির মাধ্যমে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সম্ভাব্য ব্যয়সাধ্য যুদ্ধ এড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

৬০০-৬০১/১২০৪ সালে আল-'আদিল উক্ত নীতি অনুসারে তাঁহার দখলকৃত সকল উপকূল অঞ্চল ফ্রাঙ্কগণকে ফিরাইয়া দেন। এইভাবে ফ্রাঙ্ক অঞ্চলসমূহের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শুধু লাযাকিয়া শহরটি আলেপ্পোর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়। পঞ্চম ক্রুসেডের সময় তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-কামিল এশিয়ায় তাঁহার অবস্থানকারী তাঁহার ভ্রাতাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু তিনি যুদ্ধ এড়াইয়া যান। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের ক্রুসেডের সময়ে বিশেষ করিয়া এই মনোভাব প্রকাশ পায়। ফলে জনমতও নিশ্চিতভাবেই প্রভাবান্বিত হয়। আল-মু'আজ'জাম খাওয়ারিযমদের সহিত মিলিত হওয়ায় ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে আল-কামিলের শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে তিনি জেরুসালেম এই শর্তে তাঁহাদের হাতে অর্পণ করেন যে, ইহাকে সুরক্ষিত করা হইবে না এবং তথায় সকলের 'ইবাদত-বন্দেগীর স্বাধীনতা বজায় থাকিবে। এই চুক্তি ধর্মভীরু মুসলিম ও খৃস্টান উভয়ের পক্ষেই সমভাবে মর্মপীড়াদায়ক হয়। কিন্তু এই চুক্তি দ্বারা উভয় শাসকদের মধ্যে হৃদ্যতা গড়িয়া উঠে, যাহা আল-কামিলের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও অব্যাহত থাকে।

আলেপ্পো রাজ্যটিকে কিছুটা ভিন্নতর স্থানীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। তথাকার শাসনকর্তাগণ সব সময় এই ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন যে, স'লাহু'দ্দীনের সাক্ষাৎ বংশধর হিসাবে আল-'আদিলের বংশের সঙ্গে তাঁহাদেরই বিবাদ বাঁধিতে পারে। তাই তাহারা একদিকে আল-'আদিলের বংশধরদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন, অন্যদিকে তাঁহারা মিসরের প্রতাপশালী শাসকদের কবল হইতে বাঁচার জন্য কখনও জাযীরা, হিম্স ও হামাতের আয়্যূবী শাসকদের এবং কখনও রূমের সালজূকদের সাহায্য কামনা করেন। তাঁহাদের কাহাকেও সীমা অতিক্রম করিতে দেখিলে তাঁহারা একজনের মুকাবিলায় অপরজনের সঙ্গে মিলিত হইতেন। সিলিসিয়ার (Cilicia) আরমেনীয় রাজ্যসমূহের উচ্চাভিলাষের ফলেও তাঁহারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। সুতরাং তাঁহারা কয়েকবার সালজূকদের সহিত মিলিত হন, যাঁহারা এনটিয়কেও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফ্রাঙ্ক শাসকদের সাহায্য করিতেছিলেন।

ফ্রাঙ্কদের সাথে শান্তিনীতি অনুসরণের স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায় যে, ইতালীয়দের সঙ্গে পুনরায় বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ ফ্রান্স ও কাতালোনীয়ার (Catalonia) সঙ্গেও কিছুটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভেনিস ও জেনোয়ার মুহাফিজখানার গোপন দলীলপত্র দৃষ্টে জানা যায়, এমনকি পুনরায় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই তৃতীয় ক্রুসেডের পর জেনোয়া, পিসা ও ভেনিসের বাণিজ্য জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং কিছুটা কম সংখ্যায় দিময়াত পর্যন্ত যাতায়াত করিত। আল-'আদিলের শাসনামলে কয়েকটি চুক্তি দ্বারা তাঁহাদের অধিকারকে নিশ্চিত করা হইয়াছিল, যাহার ফলে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয় এবং প্রশাসনিক ও আইন সংক্রান্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া আলেপ্পো রাজ্যের সীমা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া ইতালীয় বণিকদের যাতায়াত এখন শুধু ফ্রাঙ্কদের

অধীনে সিরিয়ার বন্দরসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাহারা লাযিকিয়ায়ও বাণিজ্যসামগ্রী নামাইতে থাকে এবং আলেপ্পো ও দামিশকের বাজারসমূহে যাতায়াত করিতে থাকে। জানা যায়, জেনোয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব William Spinola আল আদিলের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। আল-'আদিল স্বীয় জায়গীরসমূহে ভ্রমণের সময় তাহাকে সঙ্গে লইতেন [তু. annals of Genoa, ইহা Schaube কর্তৃক ব্যবহৃত; Handele geschichte der Mittelmeer- Romanen, পৃ. ১২১-এ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইবন লাতীফ, Amari, Bibliotheca arabo-sicula, 2 (পরিশিষ্ট), ৩৫-এ যাহার বরাত দিয়াছেন এবং যাহা Schaube-এর অজানা ছিল]। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উৎপাদিত যে সকল সামগ্রী মিসরীয় অঞ্চলের ভিতর দিয়া বিদেশে রফতানি হইত, তাহা ছাড়াও মিসর স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ইউরোপের কাছে বিক্রয় করিত। সেই যুগে মিসরের স্থানীয় দ্রব্যের মধ্যে মনে হয় ফিটকিরি ছিল সর্বপ্রধান। স্বভাবত ক্রুসেড অথবা অতর্কিত হামলার ভীতি উত্তেজনা সৃষ্টি করিত। যেমন ৬১২/১২১৫ সালের আলেকজান্দ্রিয়ায় সমবেত তিন হাযার ব্যবসায়ীকে সাময়িকভাবে আটক করা হইয়াছিল, কিন্তু দিময়াতের ক্রুসেডের পর পুনরায় সম্প্রীতি স্থাপিত হয় (যেমন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আল-কামিলের ভেনিসবাসীদের প্রতি 'আরবীতে লিখিত অনাক্রমণের আশ্বাস যাহা সুবৃহী লাবীর কর্তৃক প্রকাশিত)। সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত এই সম্প্রীতি বিশেষ কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়া বজায় ছিল।

যদিও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতালীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কেবল দালালী ও কর আদায় দ্বারা লাভ করা ছাড়া মিসর খুবই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করিত, তথাপি মিসর তাহাদেরকে লৌহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় নাই। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে মুসলিম (ও হিন্দু) রাজ্যসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু এই ব্যবসা-বাণিজ্য মিসর বা ইয়ামান অথবা আরও পূর্বাঞ্চলে জনসাধারণের ভূমিকা কি ছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কারিমী নামক ব্যবসায়ী দল, যাহারা মিসর ও 'আদান-এ ভারত মহাসাগরের পথে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষত গরম মসলার ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাঁহাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি আজও অজ্ঞাত। জানা যায়, ফাতিমী শাসনামলে তাঁহারা কার্যরত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁহারা যেই বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন উহার প্রকৃত বিকাশ ঘটিয়াছিল আয়্যুবী শাসনামলে (তু. Goitein & Fischel-কৃত ভাষ্য Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1958; & G. Wiet, Les marchand, d'Epices..in Cahiers d Histoire Egyptienne, 1955)। ইয়ামানে আয়্যুবী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কারণ ইহা হইতে পারে যে, এইভাবে তাঁহারা ফাতিমীদের সমর্থকগণকে অবরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন অথবা ইয়ামানকে তাঁহাদের ভবিষ্যত আশ্রয়স্থলে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তবে ইহাও নিঃসন্দেহ যে, মিসর ও ইয়ামানের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এবং কার্যত তাহা বাস্তবে সংঘটিতও হইয়াছিল। ব্যাপারটি ছিল উভয় দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ইয়ামানী মুদ্রা ও পরিমাপ সংক্রান্ত কিছু বিষয় মিসরের অনুরূপ হইয়া যায় (ইব্ন মুজাবির, সম্পা. Lofgren, পৃ. ১২ প.)।

মিসরে প্রায় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সিরিয়ায়ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে দুই দেশেরই অর্থনীতিতে অনুকূল প্রভাব পড়িয়াছিল যদিও উহার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। ব্যবসায়িক সম্ভাবনা দ্বারাও এই অর্থনীতি বিশেষভাবে উজ্জীবিত হইয়াছিল, যদিও আয়্যুবীগণ নিজেদের বৈষয়িক লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই এই উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইব্ন শাদ্দাদের রচিত গ্রন্থ আল-আ'লাকের বিবরণ হইতে সিরিয়া ও আল-জাযাইরের সম্পদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। তিনি মোঙ্গল আক্রমণের প্রাক্কালে সেইখানকার অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। ৬০০/১২০০ সালের কাছাকাছি সময়ে হিসবা (حسبة) সম্পর্কে রচিত 'আবদুর-রাহ'মান ইবন নাস'র আশ-শায়যারী-র গ্রন্থ হইতে দামিশকের হস্তশিল্পের বিষয়ে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায় (সম্পা. 'আরীনী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ., অনু. Bernhauer, Les institutions de police etc, in JA, ১৮৬০ খৃ. যেখানে লেখকের নাম নাবরাবী বলা হইয়াছে)। মিসর ও সিরিয়ায় পরবর্তী কালে এই সম্পর্কে যেই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেইগুলি মূলত ইহার অনুসরণেই রচিত হইয়াছে। মিসর সম্পর্কে আল-মাক'রীযী কর্তৃক যেই সকল তথ্য রক্ষিত আছে, ইবনুল-মাম্মাতী ও আন-নাবুলুসীর রচিত গ্রন্থে ইহা ছাড়া আরও অধিক তথ্য রহিয়াছে (তু. প-দ্র.), শেষোক্ত গ্রন্থটি, বিশেষ করিয়া বন-সংরক্ষণ, পানিসেচ ব্যবস্থা ও সরকারীভাবে ইক্ষু চাষ ইত্যাদি সম্পর্কে আল-কামিলের উৎসাহের সাক্ষ্য দেয়। সাধারণভাবে মিসরের সহিত অন্যান্য আয়্যুবী রাষ্ট্রের বিশেষ পার্থক্য হইল, মিসর সর্বদা একটি উচ্চ মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের অর্থনীতি ছিল আংশিক জাতীয়করণকৃত। খনিজ ও বনজ উৎপাদন, ধাতু ও কাঠের ব্যবসা, যাতায়াতের বিভিন্ন বাহন, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যাপারে আন-নাবুলুসী রচিত লাম' গ্রন্থটি আল-কামিলের মৃত্যুর পরে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলার পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষ ও কর্মকর্তাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের শৈথিল্যের ফলে অনিষ্টকর অবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

আল-'আদিল ও আল-কামিলের শাসনামলে শুধু অর্থনৈতিক বিষয়াদির দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, বরং একটি কঠোর অর্থনৈতিক কার্যক্রমও পালিত হইয়াছে। আল-'আদিলের বিখ্যাত উযীর ইবন শুক্র স্বীয় কর্মদক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাদশাহসহ প্রত্যেকের সঙ্গে বেয়াড়া আচরণের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরেও আল-কামিল সম্পদ ও ব্যয়ের উপর (আমীরগণের ইক'তা'ও ইহার অন্তর্ভুক্ত) সমান নিয়ন্ত্রণ টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক বৎসরের বাজেটের সমপরিমাণ অর্থ জমা রাখিয়া যান। আন-নাবুলুসী ফায়্যুম-এ মিসর সম্পর্কে

যেই অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন, তাহা যদিও ৬৪২/১২৪৪-৪৫ সালের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তথাপি তাহাতে ভূমি সংক্রান্ত জরিপ ও হিসাব-কিতাব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় (তু. Cl. Cahen, Le regime des imports dans be Fayyum ayyubide, in Arabica, ৩/১ খ., ১৯৫৬ খৃ.)। উত্তরাঞ্চলীয় দেশসমূহ সম্পর্কে ইবন শাদ্দাদ আলেপ্পো, মানবিজ, সারুজ ও বার্লিস-এর শহরগুলির করের তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। অর্থ ও সম্পদ সম্পর্কে সতর্কতার ফলে আবার সালাহুদ্দীনের পূর্বেকার সমমানের দীনার ব্যাপক পরিমাণে চালু করা সম্ভব হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তাম্র মুদ্রার পূর্বে রৌপ্য মুদ্রার বিদেশে চালান রোধ করা কষ্টসাধ্য ছিল (De Bouard, L'evolution monetaire de I'Egypte medievale, in L'Egypte Contemporaine, 1939)।

আয়্যুবী রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই চর্চা হইয়াছে। তবে এই সম্পর্কে জানা একান্ত অপরিহার্য, বিশেষত মিসরের জন্য। কেননা এই সময় যেই শাসন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, মামলূক সুলতানগণ তাহাকে দুই শত বৎসর পর্যন্ত জারি রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়াছিলেন। এই শাসন পদ্ধতিতে কেবল অতীত ফাতিমী রীতিনীতিকে পরিহার করিয়া তদস্থলে দূর এশিয়ার সালজূক ও যাঙ্গী রীতিনীতিরই প্রবেশ ঘটে নাই, বরং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মিসরীয় রীতিনীতির অনেক কিছুই রহিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু কিছু নতুন নূতন বিষয় গৃহীত হইয়াছিল।

আল-কামিলের শাসনামলের প্রায় শেষ বৎসরগুলি পর্যন্ত আয়্যুবী শাসনকে অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক পরিবার সংঘ বলা যায়; যেমন বানূ বুওয়ায়হ অথবা তদপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে সালজূক ও যাঙ্গীগণ, বাদশাহের প্রতি সকলেরই আনুগত্যের ব্যবস্থায় রাজপরিবারের শাহযাদাদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত।

এই সকল শাহযাদা সামরিক বিষয়সমূহে সুলতানের প্রতি তাঁহাদের প্রাথমিক আনুগত্য ব্যতিরেকে উক্ত অঞ্চলের শাসনকার্যের ক্ষেত্র পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেন (তু. উদাহরণস্বরূপ হামাতের শাহাযাদাকে আল-কামিলের প্রদত্ত ক্ষমতার সনদের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা ইবন আবিদ-দামের ওয়াক'াই' গ্রন্থের শেষাংশে সংরক্ষিত আছে, Oxford Bodl, Marsh 60)। এই সকল বৃহৎ সামন্ত রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য থাকিত। এইগুলিও অনুরূপভাবে দ্বিতীয় স্তরের শাহযাদা অথবা কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে বণ্টন করা হইত। তাঁহাদের আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই সকল সামন্ত শাহযাদাগণ। ফলে স্বভাবতই তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল খুবই সীমিত। সামরিক ইক'তা' প্রকৃতপক্ষে ছিল ইহা অপেক্ষা নিম্নমানের। যাহা হউক, সামরিক ইক'তা' সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। অবশ্য আল-কামিলের শাসনামলের শেষদিকে এই পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তনের সূচনা হয়। সুলতান যখন মিসরে অবস্থান করিতেন, তখন সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি তাঁহার একজন প্রতিনিধি (নাইব) নিযুক্ত করিতেন। এই প্রতিনিধি কখনও বা শাহী বংশের মধ্যে হইতে মনোনীত হইত, আবার কখনও বা অন্য কাহাকে নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু ক্রমাগত পারিবারিক বিবাদের ফলে সুলতান এশিয়ার প্রদেশসমূহেও শাহযাদাদের স্থলে গভর্নর নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন। এই সকল গভর্নর পারিবারিক পরিচারকদের মধ্যে হইতে মনোনীত করা হইত। যথা দিয়ার বাক্র-এ শামসুদ্দীন সাওয়াব, যিনি কোন যুবক শাহযাদার সঙ্গে থাকিতেন বা নাও থাকিতেন। এই সকল গভর্নরের উপাধি 'নাইব' দ্বারা তাঁহাদের অধীনতা এত দূর স্পষ্ট হইয়া উঠে, যাহা অন্য কোন উপাধি দ্বারা হয় না। আল-কামিলের পর যেই অবস্থায় আস-স'ালিহ' আয়্যুব আবার আয়্যুবীদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে আবার শাসন কেন্দ্রীয়করণের ধারণার বিজয় সূচিত হয়। তাহা ছাড়া মিসরে কতিপয় ব্যতিক্রম ও স্বল্পস্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া (যথা ফায়্যুম) কখনও কোন সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অপরদিকে এশিয়ায় সকল স্বায়ত্তশাসনাধিকারী শাহযাদাগণ মিসরের শাসনকর্তার ন্যায় সুলতান উপাধি ধারণ করেন। স'ালাহু'দ্দীন কখনও ইহা সরকারিভাবে ব্যবহার করেন নাই। সম্ভবত ইহার কারণ এই ছিল যে, ফাতিমী শাসনামলের পূর্বে এই উপাধিটি উযীরের সহিত সম্পর্কিত ছিল। ফলে তাঁহার অধীনে আয়্যুবীগণও আল-মালিক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আয়্যুবী রাজ্যগুলি কখনও একক রূপ লাভ করিতে পারে নাই। অতএব, য়ামান ছাড়া সাধারণভাবে এইগুলিকে এইরূপে চিহ্নিত করা যায় যে, একদিকে ছিল এশীয় অঞ্চল, যেইখানে কোন রকম বৃহৎ পরিবর্তন ব্যতিরেকে যাঙ্গী নিয়মনীতি অনুসরণ করা হইত। অপরদিকে ছিল মিসর, যেইখানে নূতনতর আইন-কানুন অন্তত মিসরের জন্য নূতনভাবে জারী করা হইয়াছিল। ইহার স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায়, অতীতের তুলনায় সরকারের কেন্দ্রীয় বিভাগে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ইহার তুলনায় স্থানীয় প্রশাসনিক আইন-কানুনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। প্রাথমিক জটিলতা ও সমস্যা মিটিয়া যাওয়ার পর স'ালাহু'দ-দীনের জীবদ্দশায় এই সকল বিষয়ের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। নূতন শাসকদের জন্য ইবনুত-তু'ওয়ায়র ফাতিমী শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন (আল-মাক'রীযী ও ইবনুল-ফুরাতের গ্রন্থেও ইহার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে); খারাজ সম্পর্কে কাদী আবুল-হ'াসান প্রবন্ধ লিখেন (মাক'রীযীর গ্রন্থে ইহার উদ্ধৃতি রহিয়াছে)। আরও উল্লেখ্য, ইবনুল-মাম্মাতীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ক'াওয়ানীনুদ-দাওয়াবীন (যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে)। এইগুলিতে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে আরও কিছু গ্রন্থও যোগ করা যায়। যথা পরবর্তীকালে প্রণীত ইবন শীত আল-কারশীর দীওয়ান সম্পর্কিত (অধিকতর সাহিত্য) গ্রন্থ। এই সুশৃঙ্খল বর্ণনার তুলনায় এবং ইহার পরিপূরকরূপে আয়্যুবী শাসনামলের শেষদিকে আরও প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হইয়াছে, যেইগুলি 'উছমান ইবন ইবরাহীম আন-নাবুলুসীর বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে সংরক্ষিত আছে, যাহা রচয়িতাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং শাহযাদা কর্তৃক কমবেশি কার্যকরী পন্থায় স্বীয় মেযাজ মাফিক পরিচালিত হইত। অধিকাংশ শাহযাদারই উযীর নামক

একজন কর্মকর্তা থাকিতেন, যিনি শাহযাদার নামে সমগ্র প্রশাসনের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিতেন। কিন্তু মিসরে উযীর পদের প্রয়োগ ছিল খুবই কম। সা'লাহু'দ্দীনের দৃষ্টিতে কাদী ফাদি'লের মর্যাদা যাহাই হউক না কেন, তিনি কখনও উযীর উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই এবং তিনি কখনও মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন নাই। ইহার একটি কারণ ছিল, বাদশাহ নিজেই সরকারের সকল দায়িত্ব পালন করিতেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল, ফাতিমী প্রশাসনিক ধারা অনুযায়ী মিসরে উযীরগণ যেই অখণ্ড ক্ষমতা লাভ করিতেন, সা'লাহু'দ-দীন প্রথমত অনুরূপ উযীর হিসাবেই সেইখানে ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আল-'আদিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমসাময়িককালের দুর্ধর্ষ ব্যক্তি ইবন শুকরকে স্বীয় উযীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সা'লাহু'দ-দীনের নৌবাহিনী পরিচালনায় তাঁহার একজন সহযোগী হিসাবে (ইবন শুক্‌রের) মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আল-কামিল তাহাকে কিছু কালের জন্য উযীররূপে পুনরায় নিয়োগ করেন। কিন্তু পরে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সহযোগিতায় (যাহাদেরকে তিনি কখনও কখনও 'নাইব উযীর' উপাধি দান করিয়াছিলেন) প্রশাসনিক সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন। ইহার পর আস-সা'লিহ' আয়্যূব শায়খ তনয়দের মধ্যে হইতে একজনকে স্বীয় উযীর নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার কথা বলা হইবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা য়াতীম শাহযাদাদের একজন 'আতাবেগ (দ্র.) থাকিত। বাদশাহদের উসতাযদার (গৃহ-ব্যবস্থাপক) উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতেন (দ্র. জামালুদ্দীন মাহ'মূদ আল-উসতাযদার)।

শাহযাদা ও উযীরের পরেই ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসন, যাহা কতগুলি দীওয়ানে বিভক্ত ছিল। এইগুলির নাম ও আরোপিত দায়িত্ব ফাতিমী শাসনামলের দীওয়ানসমূহের অনুরূপ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তখন পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াই শাসনকার্য পরিচালিত হইত। এইজন্য দীওয়ানুল-জুয়ূশের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইক'তা'-এর ব্যবস্থাপনা এই বিভাগের একটি শাখার দায়িত্ব ছিল। সেইহেতু এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল অর্থ বিভাগের অনুরূপ, যেই বিভাগের উপর কর, আয়-ব্যয় ও কোষাগারের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ইহার একটি শাখা প্রাসাদ (আদ্দার)-এর ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ইবনুল মাম্মাতীর প্রবন্ধে অন্যান্য দীওয়ানের আলোচনা বাদ দিয়া এই বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় বৃহৎ দীওয়ান, যাঁহাকে কোন কোন দিক দিয়া উপরিউক্ত দীওয়ানের উপরে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইল দীওয়ানুল-ইনশা (Chancery)। পত্র যোগাযোগ ও দলীল সংরক্ষণ এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল। এই বিভাগের পরিচালক কাদী আল-ফাদিল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ফাতিমী শাসকদের আমলে পদস্থ কর্মচারীদের অন্যতম 'ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানী, সা'লাহু'দ্দীনের ব্যক্তিগত সচিব (কাতিব), রসাত্মক সাহিত্যে প্রায় আল-ফাদি'লের সমকক্ষ ছিলেন। সর্বশেষ ছিল দীওয়ানুল-হু'বুস; কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া অন্যগুলির তুলনায় ইহা কোন অংশে কম ছিল না। আন-নাবুলুসী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য দীওয়ানের বিপরীতে ইহার সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বজায় ছিল। আয়্যূবী শাসকগণ সালজূক শাসকদের তুগরা গ্রহণ করিয়াছিলেন (Cl. Cahen, in BSOAS, ১৪/১খ., ৪২)। এই সকল বিভাগে বহু দলীলপত্র থাকিত। এই দলীলপত্র দেখাশুনার জন্য বহু কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। তাহারা একে অপরের কাজের তদারক করিত। আয়্যূবী শাসন পদ্ধতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিভাগ ছিল শাদ্দ অর্থাৎ মুশিদ্দ-এর কার্যালয়। দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য স্থানীয় জনসাধারণের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কিবতীরা (Copts) সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং তাহাদেরই কেবল প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছিল। ইহার কারণ ইহাও হইতে পারে, তাহাদের দ্বারা বিভাগীয় কার্যাবলীতে কোনরূপ স্বজনপ্রীতির আশংকা ছিল না অথবা এই বিভাগের কোন স্বাধীনতা ছিল না যাহাতে তাহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া ক্ষমতাশালীদের, বিশেষত সামরিক কমকর্তাদের কোন সিদ্ধান্তের বিরোধী ভূমিকায় জয় লাভ করিতে সক্ষম হইবে। প্রত্যেক দীওয়ান, এমনকি সম্ভবত সব দীওয়ানের সঙ্গে একজন মুর্শিদ অর্থাৎ একজন আমীর যুক্ত থাকিতেন। তাঁহার দায়িত্ব ছিল সাধারণ বেসামরিক প্রশাসনের তদারক করা। তিনি স্বীয় সৈন্যদলের সহযোগিতায় এই দায়িত্ব সম্পাদন করিতেন।

মনে হয়, সা'লাহু'দ-দীনের শাসনামলে যতগুলি সৈন্যদল ছিল, সেই সময় ততগুলি সৈন্যদলই ছিল। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই, প্রয়োজনবশত কোন ইক'তা' সাময়িকভাবে বণ্টন করিয়া সৈন্যদল বৃদ্ধি করা হইত। বেতন অথবা সরাসরি বণ্টন রীতি তখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইলেও সৈন্যবাহিনী ও আমীরদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ইক'তা'। ফাতিমী ও সালজূক উভয় রীতির সহিত আয়্যূবী ইক'তা' সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু মিসরে ইহা উপরিউক্ত দুই রীতির অনুরূপ ছিল না। ফাতিমী ইকতার তুলনায় আয়্যূবী ইক'তা' অর্থনৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল। কেননা এই প্রথায় আয়ের এক-দশমাংশ বায়তুল-মালে জমা দেওয়ার শর্ত ছিল না। যাঙ্গী আমলে ইক'তা'র অধিকারিগণ সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত; কিন্তু আয়্যূবী ইক'তা' সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে অধিকতর গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল। মুক'তা' যদিও কোন কোন খরচের ব্যাপারে দায়ি ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন প্রশাসনিক অধিকার ছিল না। তিনি কেবল আমদানীর একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদান করিতেন; কিন্তু ইহার নির্ধারণও তাঁহার উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই আয় কখনও তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাহার করা হইত এবং অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হইত। একটি খসড়া হিসাবের (ইবরা) মাধ্যমে এই কর নির্ধারণ করা হইত। হিসাবের একটি বিশেষ খাত যাহা দীনার 'জায়শী' নামে অভিহিত হইত। এই পদ্ধতিটি ছিল নগদ অর্থ ও বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য, উভয়ের একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপের সংযোজন। সাধারণত ফসল কাটার সময় আগ্রহিগণের মাঠে গমন করিতে হইত এবং প্রাপ্য করের তদারক করিতে হইত (এই কারণে সৈন্যদের পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিত)। সাধারণভাবে বড় বড় আমীরের ইক'তা' দূরে দূরে অবস্থিত ভূমিখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মুক'তা' অর্থাৎ জাগীরদারকে তাঁহার ইক'তা'য় যতজন লোক নিয়োগ করিতে হইবে তাঁহার সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত (সিরিয়ার আয়্যূবী অঞ্চলেও একই রীতি

প্রচলিত ছিল)। আমীরগণকে দশ ব্যক্তির আমীর, এক শত ব্যক্তির আমীর ইত্যাদি বলা রীতিতে পরিণত হয়; ইতোপূর্বে ইহা ছিল না (তু. Cl. Cahen, Levolution de likta, in Annalas ESC, ১৯৫৩ খৃ.)।

এই সেনাবাহিনীর একটি দুর্বলতা ছিল, যেই সকল সৈন্যের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গঠিত ছিল তাহাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। কুর্দী ও তুর্কীদের মধ্যে বংশগত বিবাদের কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিবাদের প্রধান কারণ এই ছিল না যে, কুর্দীগণ স্পষ্টত স্বাধীন ছিল এবং তুর্কীগণ তাহাদের আমীররূপে পদোন্নতির পূর্বে দাস ছিল, বরং এই বিবাদের সর্বাধিক সক্রিয় কারণ ছিল, প্রত্যেক শাসকই তাঁহার নিজের পৃথক পৃথক সৈন্যদল গঠন করার ইচ্ছা পোষণ করিতেন, যে বাহিনী তাঁহার সাহায্যার্থে উৎসর্গীকৃত থাকিবে। কোন শাসকের অবর্তমানে ইহা অপরিহার্য ছিল না যে, যেই বাহিনী তিনি গঠন করিয়াছিলেন, তাহাও বিলুপ্ত হইবে। কেননা তাঁহার সৈন্যবাহিনী নূতন সৈন্যদলের ভয়ে তাহাদের পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি বজায় রাখিত। অতএব আয়্যূবী সিংহাসনের দাবিদারদের পারস্পরিক বিবাদে আসাদিয়্যা (আসাদুদ্দীন শীরকূহ-এর নামানুসারে), স'লাহি'য়্যা, 'আদিলিয়্যা, কামিলিয়্যা প্রভৃতি সৈন্যদল বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

কিছু আকর্ষণীয় দুর্গ নির্মাণের মাধ্যমে আয়্যূবী সমরনীতি সমাপ্ত হয়। এই সকল দুর্গ শহর (আলেপ্পো, কায়রো ইত্যাদি) ও গ্রাম উভয় স্থানেই নির্মাণ করা হইয়াছিল। প্রধানত ক্রুসেডের মুকাবিলায়ই এই সকল দুর্গ নির্মাণ করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন সময় এই ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করা হইয়াছে, বিভিন্ন আয়্যূবী বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের আদর্শ দ্বারা কি পরিমাণ প্রভাবিত। এই রকম ধারণা সাধারণত ভিত্তিহীন পক্ষপাত ও ভ্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল। আয়্যূবী শাসনামলে কুর্দীদের পার্শ্বে তুর্কীগণের উপস্থিতি এবং যাঙ্গী শাসনামলে তুর্কীদের সঙ্গে কুর্দীদের উপস্থিতির মধ্যে তেমন কোন বড় পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। যদি উভয় শাসকেরই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাহিদা ও ফলাফলসমূহকে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উভয় শাসকই স্বীয় পদ্ধতি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়া একে অপরের সহিত সম্পর্কিত। তথাপি ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ছিল না, আয়্যূবীগণ স্বীয় রাজ্যসীমা দিয়ার বাকর ও আখলাত পর্যন্ত অথবা অন্য কথায় স্বীয় পিতৃভূমি অথবা কমপক্ষে কুর্দী অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করিবে, যাহাতে এইভাবে সৈন্যবাহিনীতে কুর্দীদের ভর্তির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায়। যাহা হউক, খোদ শাসক বংশের পরবর্তী পুরুষদের মাধ্যমেই তুর্কী ও কুর্দী রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। পরবর্তী কালে দেখা যায়, শেষ দিকের শাসকগণ স্বীয় কুর্দী বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন।

যাঙ্গী ও সমসাময়িক কালের অন্যদের ন্যায় আয়্যূবীগণও সুন্নী ছিলেন। তাঁহারা ধর্মবিমুখতার বিপরীতে ইসলামের সনাতন ধর্মমতের প্রসারে চেষ্টা করেন। মিসর কর্তৃক পুনরায় 'আব্বাসী নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। খলীফা আন-নাসি'র কর্তৃক খিলাফাতের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা অধিকতর দৃঢ়তা লাভ করে। এই দিকে মুসলিমদের এই বিষয়ে ঐকমত্য হয়, আয়্যূবী স্বায়ত্তশাসনের কোনরূপ হ্রাস না করিয়া খিলাফাতের মর্যাদা শুধু নামেই থাকিবে না। উদাহরণত পারস্পরিক বিবাদ মিটাইবার জন্য অধিকাংশ সময় খলীফার কূটনীতিকগণকে (যথা ইবনুল-জাওযী) মধ্যস্থতা করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হইত। অধিকন্তু আয়্যূবী শাসকগণ সমসাময়িক কালের অন্যান্য শাসকের ন্যায় ফুতুওওয়া পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করেন, যাহা দ্বারা খলীফা আন-নাসি'র একদিকে বাগদাদের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে নিজের অধীনে আনেন, অপরদিকে স্বীয় প্রশাসনকে সুদৃঢ় করিতে ও আমীরগণের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। খলীফার আশা ছিল, এই ব্যাপারে অন্যান্য শাসককেও শরীক করিলে বিষয়টি শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, বরং তাঁহারাও তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যে এই ধরনের কার্য-পদ্ধতি প্রয়োগ করিবেন (এই ব্যাপারে অধিকতর তথ্যের জন্য তু. Taeschner, Die Futuwwa etc, in Schweizerisches Archiv fur Volkskunde, Llll, 1956)।

আয়্যূবী শাসকদের ধর্মনিষ্ঠার একটি প্রমাণ এই যে, সালজূক ও যাঙ্গীদের পর তাঁহারা ও তাঁহাদের উচ্চস্তরের আমীরগণ সিরিয়া ও জাযীরায় মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং মিসরে প্রথমবারের মত মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। জানা যায়, আস-স'লিহ' আয়্যুব একটি নূতন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন যাহাতে চারি মাযহাবের ফিক'হ শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ইহার ক্যাম্পাসে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাকে কবরও দেওয়া হইত। অপর দিকে আয়্যূবী শাসকগণ সূফী মতাদর্শকেও স্বাগত জানান। এই পদ্ধতিটি মূলের বিচারে প্রাচ্যের সহিত সম্পর্কিত ছিল। আয়্যূবী শাসকগণ ইহার চর্চার জন্য শায়খুশ-শুয়ূখের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন খানকাহ নির্মাণ করেন। অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, সালজূক ও যাঙ্গীদের ন্যায় আয়্যূবীদের আশেপাশেও কিছু সংখ্যক দেশত্যাগী দেখা যাইত, যাহারা বর্তমান অথবা প্রাচীন ইরানী বংশোদ্ভূত ছিল। তাহাদেরকে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী সমাজে ও সাহিত্য সমাবেশে দেখা যাইত। তাহা ছাড়া আয়্যূবী শাসকদের আর একটি প্রবণতা ছিল, তাঁহারা চাহিতেন, এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি কাদী হিসাবে ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সরকারের সঙ্গে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। তাঁহাদের শাসনামলের আওলাদুশ-শায়খ (দ্র.) (শায়খ-তনয়) নামক পরিবারটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারটি খুরাসান বংশোদ্ভূত ছিল। সাধারণত কোন পরিবার হয়ত সামরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা মাযহাব ও ফিক'হ-এর ক্ষেত্রে অথবা প্রশাসনিক কাজকর্মে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু উক্ত পরিবারটি এই তিনটি বিভাগেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষত উযীর মু'ঈনুদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতা আমীর ফাখরুদ্দীন-এর নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। শেষোক্ত জন মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেও মানস্'রা-র যুদ্ধে রাজপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন।

তথাপি যদি আয়্যূবী শাসকদের আচার-ব্যবহারকে মহান সালজূক শাসকদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত শাসকগণের মধ্যে অধিকতর নমনীয়তা লক্ষ্য করা যাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা উত্তেজনা হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন (পূর্বে আলোচিত হইয়াছে)। অধিকন্তু এই নমনীয় নীতি ফ্রাঙ্কদের ব্যাপারেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে উল্লেখ্য যে, সিরিয়ার ধর্মদ্রোহিগণ যাঙ্গীদের হাতে বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব আয়্যূবী শাসকগণকে তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অপরদিকে মিসরে ইসমা'লিয়্যা মতাদর্শের পতনের ব্যাপারে কাহারও কোনরূপ আফসোস ছিল না। যাহাই হউক, জাহির গাযী-র শাসনামলে আলেপ্পোতে শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীকে হত্যা করা হয় (৫৮৭/১১৯১)। এইজন্য তাঁহাকে সাধারণত 'আল-মাক'তূল বলা হইয়া থাকে। ইহা সুলতান সালাহু'দ্দীনের শাসনামলেই সংঘটিত হইয়াছিল। তবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইহা ছিল একান্তই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আলেপ্পোর ধর্মভীরুদের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে (শিহাবুদ্দীন-এর বিচার) আবেদন করা হইয়াছিল। আয়্যূবী শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী, অপরপক্ষে তুর্কীগণ ছিলেন হ'নাফী। হ'নাফীদের সঙ্গে আয়্যূবী শাসকদের সম্পর্ক সালজূকদের মত গভীর ছিল না। কেননা সালজূকগণ তাঁহাদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায় মনেপ্রাণে অংশীদার ছিলেন। তথাপি আল- মু'আজ'জাম ও তাঁহার দাউদ হ'নাফী ছিলেন। সম্ভবত আল-কামিলের সঙ্গে তাঁহার বিবাদের কারণ ইহাই। উদাহরণত দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার (মত বিনিময়ের) সময় তাঁহারা মাযহাবের সৃষ্টিতে পসন্দনীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

একইরূপে য়াহূদী ও খৃষ্টানদের পক্ষেও আয়্যূবী শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার মত কোন কারণ দেখা দেয় নাই। কিন্তু প্রায় সব ঘটনাই, যখনই কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা সংঘটিত হয়, ইহার পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, কোনরূপ ধর্মীয় উদ্দেশ্য নয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, শেষ ফাতিমী শাসকদের শাসনামলে আর্মেনীয়গণ যেই অসাধারণ অনুকূল অবস্থা ভোগ করিয়াছিল, আয়্যূবী অধিকারের ফলে তাহা নষ্ট হয় (দ্র. আর্মেনিয়া), কিন্তু তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা মুসলিমগণ কোনরূপ উপকৃত হয় নাই, কিবতীগণ ইহার ফায়দা ভোগ করিয়াছে। একইভাবে স'লাহু'দ্দীন বায়তুল-মাক'দিস অধিকারের পর স্থানীয় খৃষ্টানদের মধ্য হইতে স্থানীয়দের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন, যাহাদের সম্পর্কে ফ্রাঙ্কদের সহিত যোগসাজশের কোনরূপ আশংকা ছিল না (তু. Cl. Cahen, Indigenes et Croises, un medecin d' Amaury et de Saladin, in Syria 1934, and E. Cerulli, Etiopi in Palestina, i. Rome 1943)। আয়্যূবী শাসনামলে মিসরে কিবতী গির্জা শক্তিশালী ছিল। আয়্যূবী শাসনামলে যেই উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ছিল ক্রুসেডের প্রতিক্রিয়া। কখনও কখনও একই কারণে সংঘর্ষ জনিত ভীতি দেখা দিয়াছে (যেমন মালাকিয়্যা সম্প্রদায় ও লাতিনীয়দের মধ্যে)। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় স্থানীয় অধিবাসী ও লাতিনীয় খৃষ্টানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপের প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, আয়্যূবী সুলতানগণ Dominican ও Franciscan মিশনারিগণকে নিজেদের রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া কাহাকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণেও বাধ্য করা হয় নাই...। য়াহূদীদের সঙ্গেও বিশেষ সদ্ব্যবহার করা হইত, এমনকি জেরুসালেম পুনরায় দখলের পর তাহাদেরকে প্রত্যাবর্তন করিবার আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। অনুরূপভাবে স্পেন হইতে বহিষ্কৃত য়াহূদী (যেমন ইবন মায়মূনের বংশধর)-গণকে স্বাগত জানান হয় (দ্র. E. Ashtor Strauss, Saladin and the Jews, in Hebrew Union College Annual, 1956, 305-26)।

উল্লেখ্য যে, আয়্যূবী রাজ্যগুলিতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি কারণ সেখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিরিয়া মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এবং আরবী উহার বাহন ছিল। কিছুকাল পর মিসরও ইহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেইখানকার প্রাচীন উপাদান ও আয়্যূবীদের পসন্দনীয় নূতন উপাদানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয় নাই। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সকল কৃতিত্ব আয়্যূবীদের প্রাপ্য নয়, তবে এই ক্ষেত্রে শাহযাদাদের অবদানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'আলিম ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহারা সাধারণত সুন্নী মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল সকল মতের প্রতিনিধিগণকে আকর্ষণ ও রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়। তাহা ছাড়া যেই সকল অঞ্চল ক্রুসেড দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল, সেই সকল অঞ্চলের মুসলিমদের পুনর্বাসনের ফলে স্বাভাবিকভাবে সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। এইখানে সেই সময়ের শিক্ষিত ও বিদ্বানদের তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের নামের তালিকা মূল উৎসের গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যাইবে। ইবনুল-কিফতী (আলেপ্পোর উযীর) ও ইবন আবী উস'ায়বি'আ (ডাক্তার ও বিদ্বজ্জনের জীবনীকার) হাসপাতালে 'আলিম, সাহিত্যিক ও চিকিৎসকদের প্রতি যেই যত্ন নেওয়া হইত তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই ধরনের (Rikabi তাঁহাদের কয়েকজন সম্পর্কে La Poesie Profane Sous les Ayyubides, 1949-এ আলোচনা করিয়াছেন) কবিদের মধ্যে ঐতিহাসিকগণ সম্ভবত বিশেষভাবে আল-আমজাদ বাহরাম শাহ, (আয়্যূবী বংশোদ্ভূত) অথবা একজন সাধারণের কবি (শা'ইরুসসূক') ইবনুল-জাযযার (ইবন সাইদ, আল-মুগরিব)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু সেই সকল স্পেনীয় মুহাজিরগণকেও বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন, যাহারা আয়্যূবী রাজ্যে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা এক একজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; যথা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ইবন সাঈদ, বৈয়াকরণ ইবন মালিক, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনুল-বায়তার ও প্রসিদ্ধ সূফী ইবনুল আরাবী।

ইয়ামানে আয়্যুবীগণ যেই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এইখানে উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তথায় আয়্যূবী হস্তক্ষেপের গুরুত্ব মিসরের অনুরূপ ছিল। বিভিন্ন দল-উপদল ও ছোট ছোট রাজার মধ্যে যেই বিবাদ বিদ্যমান ছিল, আয়্যূবী শাসন তাহা রোধ করে। সেই সকল রাজা সমগ্র দেশকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইয়াছিলেন, আয়্যুবী শাসনের ফলে তথায় রাজনৈতিক ঐক্যের সৃষ্টি হয়। আয়্যূবী শাসন অবসানের পরও তাহা বর্তমান ছিল। ৬২৯/১২৩২ সালে রাসূলীগণ আয়্যূবীদের স্থলাভিষিক্ত হয়। আয়্যূবী কর্মকর্তাদের আমলেই রাসূলীগণ আয়্যূবীদের শাসন পরিচালনায় কর্মচারী হিসাবে শরীক ছিল। আয়্যূবী সরকার ইয়ামানে সুন্নী মত প্রবর্তন করেন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়া মিসরের উক্ত অঞ্চলের সম্পর্ক আরও গভীর করেন। ইয়ামানের অধিবাসিগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হইয়া থাকিতেই অটল ছিল বলিয়া তথাকার তৃতীয় আয়্যূবী শাসক নিজেকে স্বাধীন উমায়্যা খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিবার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তাঁহার পতনের পর আল-'আদিল ও আল-কামিল উভয়েই ইয়ামান যাহাতে তাঁহাদের হস্তচ্যুত না হয় সেই বিষয়ে একমত হইয়া আল-কামিলের এক পুত্রকে সেইখানকার শাসনভার দিয়া প্রেরণ করেন। তথাপি আল-কামিল রাসূলীগণকে প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হন। রাসূলীগণ অন্তত প্রথম দিকে বিশেষ যত্ন সহকারে নিজেদেরকে আয়্যূবীদের মিত্র বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রায়াস পায়। কিন্তু পরবর্তী কালে মক্কায় আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

(৩) আল-কামিলের মৃত্যুর পর প্রকৃত আয়্যূবী শাসনের অবসান ঘটে। তবে ইহা ঠিক যে, বংশটির প্রশাসনিক ভিত্তিমূলেই ইহার পতনের বহু কারণ নিহিত ছিল। আল-কামিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আস-সালিহ' আয়্যুবকে হি'সন-কায়ফা-র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র 'আদিলকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। আল-'আদিল নিজেকে জনগণের অপ্রিয় করিয়া তোলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ সা'লিহ'-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আস-স'লিহ' রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর (যাহাতে কয়েকবার তাঁহার পরাজিত হইতে হইয়াছিল), সিংহাসন লাভে সমর্থ হন। তিনি আবার আয়্যূবী রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন (কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরপরই তাহা আর থাকে না)। এই ঐক্য সাধনে শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, সিরিয়ার অধিকাংশ আয়্যূবীকে, বিশেষত দামিশকের শাসনকর্তা সা'লিহ' ইসমা'ঈলকেও প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। ইহা ঠিক যে, প্রথম হইতেই আয়্যূবীদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই মতবিরোধ কোন দলকেই সুলতান অর্থাৎ বংশীয় প্রধানের নিকট তাঁহার অধীনস্থ অঞ্চলের শাসনভার লাভে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আবার এই মতবিরোধকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ইহার ক্ষতিকর প্রভাব হইতে বংশীয় সংহতিকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু এখন বিরুদ্ধবাদিগণ একে অপরকে অন্যায় দখলকারীরূপে মনে করিতে লাগিল। সর্বোপরি সা'লিহ' কেবল শক্তিবলে জয়লাভ করিতে সক্ষম হন। এই শক্তি প্রাচীন কুর্দী-তুর্কী সৈন্যবাহিনী দ্বারা গঠিত ছিল না। আল-কামিলের জীবদ্দশায় আস-স'লিহে'র পদাবনতির কারণ ছিল মিসরে পিতার প্রতিনিধিত্ব করার সময় কুর্দীদের সম্পর্কে তাঁহার অবিশ্বাস ও বিপুল সংখ্যক তুর্কী দাসকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা। মিসরের শাসক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি যেই সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, উহাও ছিল খাঁটি তুর্কী। কিন্তু এই সময় তাঁহার সফলতার পশ্চাতে ছিল একটি অধিকতর উদ্বেগজনক উপাদান-খাওয়ারিয্‌মীগণ যাহারা জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর এশিয়া মাইনর হইতে— যেইখানে তাঁহারা কিছুকাল সালজূকদের অধীনে চাকুরী করিয়াছিল— বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহারা একজন মনিব ও একটি বাসস্থানের অন্বেষণে ছিল। আস-স'লিহ' তাহাদেরকে দিয়ার মুদার-এর শাসনভার অর্পণ করেন এবং জাযীরা ও সিরীয়ায় শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদেরকে আহ্বান করেন। কিন্তু তাহাদের জন্যই এই যুদ্ধ কিছু পরিমাণে ধ্বংসাত্মক ও নির্মম হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাহাদের আর কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া স'লিহ' তাঁহার দক্ষিণ সিরীয় ভ্রাতাদের দ্বারা তাহাদেরকে নির্মূল করেন। যদিও পূর্বেকার আয়্যুব শাসকগণ ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, এমনকি এক সময় আল-কামিল তাঁহার ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এই শান্তি প্রচেষ্টা কখনও ফলপ্রসূ হয় নাই। এই সময় ফ্রাঙ্কগণ আস-সা'লিহ' ইসমা'ঈল ও কারাকের শাসনকর্তা আন-নাসির দাউদের মিত্ররূপে আস-স'লিহ' আয়্যুব ও খাওয়ারিযমীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফ্রাঙ্কদের এই পক্ষপাতিত্ব ফ্রাঙ্ক ও আস-সালিহ ইসমাঈল উভয়ের জন্য মারাত্মক দুর্বিপাক সৃষ্টি করে। সেইখান হইতে আস-স'লিহ'-এর মনে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উৎসাহ দেখা দেয় যাহাতে তাঁহার পূর্বসূরীদের ছিল অনীহা। ফ্রাঙ্কদের এই আচরণের ফলে (St. Louis-এর) নূতন ক্রুসেড সংঘটিত হয়; যুদ্ধের শুরুতেই আয়্যূবী শাসকের ইনতিকাল হয়।

সম্ভবত আস-স'লিহ' আয়্যূবী বংশের শেষ শাসক ছিলেন। তাঁহার পুত্র তুরান শাহ কয়েক মাস পর স্বীয় সৈন্যদের হস্তে নির্দয়ভাবে নিহত হন। যদিও কিছুকাল পর্যন্ত কয়েকজন অল্প বয়স্ক বাদশাহ আয়্যূবী বংশের নাম টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ৬৪৭/১২৪৯ সাল হইতেই তথাকথিত মামলূক শাসনের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। এই শাসনের প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন আস-স'লিহ'। তাঁহার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় অবস্থার মূল নিয়ন্তা ছিল তুর্কী দাসদের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী। নীল নদের একটি দ্বীপে তাহারা বসবাস করিত বলিয়া তাহাদেরকে বাহরিয়্যা বলা হইত। আস-সা'লিহ' ও তুরান শাহ কেহই সমর নেতা ছিলেন না। তুরান শাহ যদি ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আয়্যূবী শাসন হয়ত আরও কিছুদিন টিকিয়া থাকিত। ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, আগে-পরে বাহ্'রিয়্যাগণ, নিজেদের মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় কাহাকেও পদোন্নতি দিয়া তুরান শাহকে অধিকারচ্যুত করিবে। পরিশেষে তুরান শাহের নিহত হওয়ার পর তাহারা একজন তুর্কোমান নেতা 'ইযযুদ্দীন আয়বাককে প্রথমে আতাবিক এবং পরে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত করে। সমসাময়িকদের ভাষায় কুর্দী বংশের স্থলে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তরাঞ্চলে আয়্যুবী শাসন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। কিন্তু শাসকগণ উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মোঙ্গলদের আগমনের আংশকায় সন্ত্রাসের ভিতর জীবন কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ একদিকে মোঙ্গলদের আনুগত্য স্বীকার করিলে তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশংকা ছিল; অপরদিকে তাঁহারা আগেই সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আলেপ্পোর শাসনকর্তা আন্-নাসি'র মামলূক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আয়্যুবী শাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাগদাদের খলীফা এই মর্মে একটি মধ্যস্থতা চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হন যে, সমগ্র সিরিয়া আন-নাসি'রের শাসনাধীন থাকিবে এবং মামলূক সুলতান কেবল মিসর শাসনে সন্তুষ্ট থাকিবেন। ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদের পতন ঘটে এবং ৬৫৮/১২৬০ সালে আলেপ্পো দামিশক ও মায়্যাফারিকীন আক্রমণকারীদের, যাহাদেরকে প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল, অধিকারে আসে অথবা তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু আন-নাসি'র অন্যদের বিপক্ষে মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করার সাহস করেন নাই। পরিশেষে তিনি মোঙ্গলদের হাতে ধৃত হন। প্রথম দিকে মোঙ্গলগণ তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু উক্ত বৎসরের শেষদিকে তাহারা যখন সংবাদ পায় যে, সিরিয়ার 'আয়ন-জালূত (দ্র.) নামক স্থানে মোঙ্গল বাহিনী মামলূকদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে, তখন তাহারা আন-নাসি'রকে হত্যা করে। ইহার পর মামলূক সুলতান বায়বারস সিরিয়া জয় করিলে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান কারাক (যাহা দাউদ বংশীয়দের অধিকারের পূর্বেই ৬৪৬/১২৪৮ সালে অধিকারভুক্ত হইয়াছিল) রাজ্যটি অধিকৃত হয়। আলেপ্পো ও হিমসের রাজ্যগুলি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল হামা রাজ্যটি স্বীয় শাসক আবুল-ফিদা (দ্র.)-এর জন্য, যিনি একজন খ্যাতিমান লেখক— রাজপুত্র ছিলেন, প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি পূর্ণ আনুগত্যের জন্য (কেবল একবার বিরতিসহ) ৭৪৩/১৩৪২ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

কিন্তু এই বংশের অপর একটি শাখা হিস্ন-কায়ফার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোঙ্গল ও তাহাদের উত্তরাধিকারীদের অধীনে দুই শতাব্দীর অধিক কাল টিকিয়াছিল। তাঁহাদের মর্যাদা হ্রাস পাইয়া স্থানীয় জায়গীরদারে নামিয়া আসিয়াছিল। রাজ্যটি আশ্চর্যজনকভাবে স্বীয় প্রাচীন ধারার দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ রাজ্যটির শক্তির ভিত্তি ছিল সেই সকল কুর্দী গোত্র, যাহারা প্রবল প্রতাপের অধিকারী ছিল এবং রাজ্যটি সেই সকল গোত্রের পারস্পরিক বিবাদ মিটাইবার ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ভূমিকা পালনের জন্য বারবার চেষ্টা করিতে থাকে। তায়মূরের আক্রমণের ফলে যেই আকস্মিক বিপদ দেখা দিয়াছিল, রাজ্যটি ইহা কাটাইয়া উঠিতে এবং স্বীয় একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে আক-কোয়ুনলু-এর হস্তে ইহার বিলোপ ঘটে। 'উছমানী বিজয়ের সময় এই বংশের কোন কোন সদস্য স্থানীয়ভাবে আবার কিছুটা গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল (তু. CL. Cahen, Contribution a l' Historie de Diyar Bakr au xiv siecle, in J A, 1955)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) মৌলিক সূত্রসমূহ (১) আয়্যুবী শাসনামলের প্রাচীন দলীলাদি সংরক্ষণাগারে রক্ষিত আছে সরকারী দলীলাদি সম্পর্কে বলা হয় যে, সিনাই উপত্যকায় সংরক্ষিত আছে। (A. S. Atiya, the Arabic MSS. of Mt. Baltimore 1955) অথবা ইতালীয় সংরক্ষণাগারে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত (M. Amari, Diplomi arabi del Archivo Fiorentino, 1863-67; Tafel and Thomas, Urkunden zur alteren Handelsgeschichte Venedig, 3 vols, 1856-57), তু. সুবহী লাবীব, মূল পাঠে ইহার বরাত উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) ব্যক্তিগত দলীলাদি, কায়রো ও ভিয়েনা ইত্যাদির সংবাদপত্রের সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে (তু. যথা, A. Dietrich, Eine Eheurkunde aus der Aiyubidenzeit, in Doc. Islam ined. Berlin Akad. Wiss. 1952.(৩) অধিকন্তু নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের চিঠিপত্রের প্রতিলিপি অংশত বিভিন্ন সংগ্রহে রক্ষিত আছে, কাদী আল-ফাদি'লের পত্রাবলী (এই সম্পর্কে দ্র. A. N. Helbig, Der Kadi al-Fadil, 1909, কিন্তু ইহার বর্ণনা অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ), আয়্যুবী শাসক আন-নাসি'র দাউদের পত্রাবলী (Brockelmann, ১খ., ৩১৮ ও Cl. Cahen, in REI, 1936, পৃ. ৩৪১) ও আল-আফদ'ালের উযীর দি'য়াউদ্দীন ইবনুল-আছীরের পত্রাবলী। উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের Margoliouth-কৃত পর্যালোচনা, প্রাচ্যবিদদের দশম সম্মেলন, হ'াবীব যায়্যাত, in Machriq (মাশরিক) ৩৭খ., ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৩৯ খৃ. ও Cl. Cahen, in BSOAS, ১৪খ., ১ম সংখ্যা), আবূ শামাকৃত গ্রন্থেও প্রথমোক্তটির বিভিন্ন উদ্ধৃতি রহিয়াছে, নিম্নে ইহার বরাত দেওয়া হইল ঃ (৪) কায়রো-জানীযার সংগ্রহে বিভিন্ন য়াহূদী দস্তাবেয; (৫) সামগ্রিকভাবে অত্যাবশ্যক বরাত হইল সেই সকল গ্রন্থ, যাহা বর্ণনাসূত্রে আসিয়াছে, Cl. Cahen-কৃত La Syrie du Nord a' l'epoque des Croisades, 1940 ও H. Gottschalk-কৃত al-Malik al-Kamil ভূমিকা। স'লাহু'দ্দীনের সময়কাল সম্পর্কে ঃ (৬) H. A. R. Gibb, The Arabic Sources for the Life of Saladin, in Speculum, ২৫খ., ১ম সংখ্যা, ১৯৫০ খৃ.। প্রথম যুগের প্রধান বরাত হইলঃ (৭) 'ইমাদুদ্দীন আল-ইসফাহানী, আল-বারকুশ-শামী, ইহার মাত্র দুইটি অংশ অক্সফোর্ডে সংরক্ষিত আছে (তু. H. A. R. Gibb, in WZKM, ৫২খ., ১৯৫৩ খৃ.)। কিন্তু ইহার পূর্ণ সারসংক্ষেপ পরবর্তী কালে লিখিত গ্রন্থাবলীতে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষত আবূ শামা, কিতাবুর-রাওদাতায়ন, কায়রো, ১খ., ১২৮৭ হি. ও ২খ., ১২৮৮ হি. (হি'লমী মুহ'াম্মাদ আহ'মাদকৃত নূতন সমালোচনামূলক সংস্করণের ১খ., ১৯৫৬ খৃ. কায়রো হইতে প্রকাশিত, ৫৫৮/১১৬৩ সাল পর্যন্তকার ইতিহাস)। Hist. Or. Crois, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে ইহার উদ্ধৃতি রহিয়াছে। 'ইমাদুদ্দীনকৃত আল-ফাতহু'ল-কুসসী, সম্পা. C. Landberg মিসর ১৩২২ হি.-এর দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহাতে ১১৮৭ হি. সালের ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে (তু. J. Kraemer, Der Sturz des Konigreichs Jerusalems in der Darstelling

des, Wiesbaden 1952)। প্রধান প্রধান 'আরবী বরাতের উল্লেখ করা হইলঃ (৮) ইবন শাদ্দাদ, আন-নাওয়াদিরুস-সুলতানিয়া, মিসর ১৩১৭ হি. অথবা সীরাতু স'লাহু'দ্দীন আল-আয়্যূবী, ইংরাজী অনু. Life of Saladin, in Hist. Or. Crois, ৩খ.; (৯) ইবন আবী ত'য়্যি, আবূ শামা তাঁহার উপরোল্লিখিত গ্রন্থে ইহার বরাত দিয়াছেন; (১০) আল-বুসতানুল-জামি, সম্পা. Cl. Cahen, in BEO, দামিশ্‌ক ১৯৩৭ খৃ. ও (১১) খৃস্টান লেখক আবূ স'লিহ' আরমানী, Churches etc., সম্পা. Evetts.৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালের জন্য (১২) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, আরবীতে প্রধান বরাত। ইহার সঙ্গে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিকে যোগ করা অপরিহার্য ঃ (১৩) ইবন আবিদ-দাম্ম (Oxford MS. Marsh 360)-এর শেষ পৃষ্ঠাসমূহ; (১৪) ইবন লাতীফ (MS. Leningrad IM 159 ed. in preparation by H. Gottschalk, কিছু উদ্ধৃতি Amari, Bibliotheca Arabo-Sicula, ২খ., পরিশিষ্টসমূহ; ইবনুল-ফুরাত ক্রমাগত ইহার ব্যবহার করিয়াছেন (নিম্নোক্ত); (১৫) আবদুল-লাতীফের স্মৃতিকথা হইতে সংগৃহীত যাহাবী-কৃত তারীখুল-ইসলামে সংরক্ষিত এবং পরবর্তী কালের রচয়িতাগণ ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন, সামগ্রিকভাবে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর আয়্যূবী শাসকদের জন্য, বিশেষত ১২২০ খৃস্টাব্দের ঘটনাবলীর জন্য মৌলিক সূত্র; (১৬) ইবন ওয়াসি'ল, মুফাররিজুল-কুরূব ফী আখবারি বানী আয়্যুব, দ্র. Brockelmann, ১খ., ৩২৩; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৫৫ (আশ-শায়্যালের দায়িত্বে ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি সালাহুদ-দীনের মৃত্যু পর্যন্ত কালের বর্ণনা সম্বলিত প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। Michaud-কৃত Bibliotheque des Croisades, ৪খ. (by Reinaud) ও আল-মাক'রীযী-কৃত অনুবাদের Blochet (in ROL, ix-xi)-কৃত সমালোচনায় ইহার উদ্ধৃতি। এই গ্রন্থ ও (১৭) সিবত ইবনুল-জাওযী, মিরআতুয-যামান [Facsimile, সম্পা. Jewett, ইহার ভিত্তিতে একটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ২খ., ১৯৫২ খৃ. প্রকাশিত, তু. Arab, 1957/2, Cl. Cahen কর্তৃক পুনঃপরীক্ষিত], দামিশকের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থ দুইটিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। (১৮) আবুল ফিদা, আল-মুখতাস'র ফী আখবারিল-বাশার, তিনি তাঁহার সমসাময়িক অপেক্ষাকৃত কম প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন; (১৯) ইবনুল ওয়াসিল প্রথমদিকে সংক্ষিপ্তভাবে আত-তারীখুস সালিহী লিখিয়াছিলেন, গ্রন্থটি বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত সূত্রের ভিত্তিতে রচিত (ইহা এখনও অপ্রকাশিত)। বানূ আয়্যুব সম্পর্কে লেখকদের তালিকায় নিম্নোক্তদেরকে যোগ করা বিশেষ অপরিহার্য ঃ (২০) আবু শামা, আয-য'য়লু 'আলার- রাওদ'তায়ন, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭; (২১) খৃস্টান লেখক আল-মাকীন ইবনুল-'আমীদ (Cl. Cahen-কৃত সংস্করণ, in BEt, Or. 1958): History of the Partriarchs of Alexandria (এই অংশটি অপ্রকাশিত, উদ্ধৃতির জন্য অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ঃ Blochet-মাক'রীযী, পূ. গ্র); (২২) সা'দুদ্দীনের উদ্ধৃতি (Cl. Cahen, Une source pour L' Histoire des Croisades, les Memoires de-, in Bull. Fac, Letters Strasbourg, ২৭ খ.-৭, ১৯৫০ খৃ.)। উত্তর সিরিয়া সম্পর্কে ঃ (২৩) কামালুদ্দীন ইবনুল- আদীম, যুবদা, অনু. Blochet, in ROL, ৪র্থ-৬ষ্ঠ) ও (২৪) ঐ লেখক, বুগয়া ও 'ইয্যুদ্দীন শাদ্দাদ (তু. পরে উল্লিখিত), ইরাকীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত বর্ণনার জন্য; (২৫) ইবনুল ফুওয়াতী, আল-হ'াওয়াদিছুল- জামি'আ, সম্পা. মুস'ত'াফা জাওয়াদ, আল-খাওয়ারিযমীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে; (২৬) আল-নাসাবী Vie de Djalal' al-Din, সম্পা. ও অনু. Houdas ও সালজূকদের বর্ণনা সম্পর্কে; (২৭) ইবন বীবী, সম্পা. Houtsma (ফারসীতে ইহাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে)। তাহা ছাড়া মোঙ্গল ও প্রাথমিক মামলূক শাসকদের ঐতিহাসিকগণ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী কালের 'আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাহারা মূল উপাদান সংরক্ষণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (২৮) আল-জাযারী (Cl. Cahen, in Oriens, ৪খ., ১ম সংখ্যা, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৫১-৫৩); (২৯) আয-য'াহাবী; (৩০) আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল- আরাব (কায়রো সংস্করণ); (৩১) ইবনুল-ফুরাত (ওই অংশটি অপ্রকাশিত); (৩২) আল-মাক'রীযী, আস-সুলূক, সম্পা. মুস'ত'াফা যিয়াদা, (৩৩) আল-খিত'াত, বূলাক সং., ইহার প্রথম অংশের জন্য Wiet সম্পাদিত সংস্করণটিই উৎকৃষ্ট। ইয়ামানের আয়্যুবী শাসনামলের জন্য (৩৪) আল-খাযরাজী (সম্পা. ও অনু. Gibb Mem. Ser), তাঁহার রচনা পরবর্তী কালের ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কিত; (৩৫) ইবন মুজাবির (সম্পা. Lofgren), তিনি সমসাময়িক ছিলেন এবং (৩৬) হামদানী (Brockelmann, ১খ., ৩২৩, অপ্রকাশিত) অধিকতর উৎকৃষ্ট। হিস্‌ন-কায়ফা সম্পর্কে; (৩৭) অজ্ঞাতনামা লেখকের ভিয়েনা পাণ্ডু., ইহার পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Cl. Cahen, Contributions etc. উপরে উল্লিখিত; (৩৮) অজ্ঞাতনামা একজন সিরীয় লেখক ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে সমগ্র আয়্যুবী বংশের সাধারণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন (Brit. Mus. Add. ,সংখ্যা ৭৩১১ অপ্রকাশিত)। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে, অপ্রকাশিত। এই পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকাশিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। 'আরব ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতিসমূহের অনুবাদঃ (৩৯) F. Gabrieli, Storici a rabi delle Crociate, রোম ১৯৫৭ খৃ. ও (৪০) J. Ostrup, Arabiske Kroniker til Korstogenes Periode, Copenhagen 1906.

ঐতিহাসিকদের সঙ্গে চরিতকারগণকেও যোগ করা অপরিহার্য ঃ (৪১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত; (৪২) ইবনুল-কি'ফত'ী, তারীখুল-হু'কামা (সং. Lippert, Leipzig 1920); (৪৩) ইবন আবী উসায়বি'আ (সম্পা. Aug. Muller)। অনুরূপভাবে ভূগোলবিদগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যথা (৪৪) য়া'কূ'ত; (৪৫) ইবন সা'ঈদ (অপ্রকাশিত), বিশেষত (৪৬) 'ইযযুদ্দীন ইবন শাদ্দাদ (উত্তর সিরিয়া, সম্পা. Ledit. in Machriq (আল-মাশরিক), ১৯৩৫ খৃ.; আলেপ্পো,

সম্পা. Sourdel, দামিশক ১৯৫৮ খৃ.; দামিশক, সম্পা. আদ-দাহান, ১৯৫৭ খৃ.; জাযীরা Cl. Cahen কর্তৃক পুনঃপরীক্ষিত, in REI, 1934 খৃ.; অধিকতর উদ্ধৃতি by Sobernheim, in Centenario di Amari, ২খ., (বা'লাবাক্ক) ও Corpus Inscritptionum Arab স্থা.)। ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক অবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (৪৭) সিবত ইবনুল আজামী, Les Tresorsd Or, পর্যালোচনা ও অনু. Sauvaget, ১৯৫০ খৃ. ও (৪৮) উলায়মী, Description de Damas, সম্পা. Sauvaire, in JA, ১৮৯৪ খৃ.।

প্রশাসন সম্পর্কিত আলোচনার বরাত (সেই সকল উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে, যাহা মাক'রীযী কর্তৃক সংরক্ষিত আছে) ঃ (৪৯) ইবনুল-মাম্মাতী, কাওয়ানীনুদ-দাওয়াকীন (সম্পা. 'আতিয়্যা, ১৯৪৩ খৃ.); (৫০) ইবন শীত আল-ক'রশী, মা'আলিমুল-কিতাবা, সম্পা. খুরী কুসতানতীন পাশা, ১৯১৩ খৃ.; ও (৫১) আন-নাবুলুসী রচিত পুস্তিকা, আখবারুল-ফায়্যুম, সম্পা. B. Moritz, তু. Cl. Cahen, Les Imports, etc. উপরে বরাত উল্লেখ করা হইয়াছে ও (৫২) লামউল-কাওয়ানীন, সম্পা. Cl. Cahen। উদ্ধৃতি by C. Owen, in JNES, ১৯৩৫ খৃ. ও পরিশেষে (৫৩) আশ শায়যারী, নিহায়াতুর-রুতবা ও (৫৪) কারিগরী বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, যথা বন্দুক প্রস্তুত সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং অর্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, রচয়িতা ইবন বারা'আ, Ehrenkreutz-কৃত পর্যালোচনা, Contributions, etc. উপরে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। (৫৫) 'তায'কিরা ফিল-হি'য়ালিল-হ'ারবিয়্যা' সম্পর্কে প্রবন্ধকার অবগত নন, 'আলী আল-হারাবী যাহাকে আজ-জ'াহির গাযীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন (Rescher, in MFOP), ৫খ., ১৯১২ খৃ., পৃ. ৪৯৫, সম্পা. J. Sourdel-Thomine; কবিদের দীওয়ানকেও এড়াইয়া যাওয়া উচিত হইবে না।

স্বাভাবিকভাবে অনারব ও অমুসলিম রচয়িতাদের রচনাবলীও আলোচনা করিতে হইবে। এইখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। তবে বিশেষত ক্রুসেড সম্পর্কে ল্যাটিন ও ফরাসী ঐতিহাসিক ও সিরীয় সাহিত্য (Michael the Syrian, সম্পা., অনু. Chabot; (৫৭) ইবনুল-'আরাবী, সম্পা. ও অনু. Budge; (৫৮) Chronique anoyme Syriaque, সম্পা. Chabot, Corpus, Script Or., ৩খ., ১৪-১৫] অধ্যয়ন করিতে হইবে।

উৎকীর্ণ লিপি সম্পর্কে (৫৯) RCEA, ৭খ. হইতে ৯ম খণ্ডে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং স'ালাহু'দ্দীনের উৎকীর্ণ লিপি সম্পর্কে (৬০) Weit, Syria-এর ৩য় খণ্ডে স্বীয় পর্যালোচনা পেশ করিয়াছেন। মুদ্রা সম্পর্কিত উপাদান সাধারণ তালিকাসমূহে পাওয়া যায়। ইহাতে (৬১) Balog, Minost ও Jungfleisch-এর সাম্প্রতিক পর্যালোচনা যোগ করা যায়, যাহা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পরে MIE হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) আধুনিক রচনাবলী ঃ আয়্যুবীদের সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণ অবস্থার বর্ণনার জন্য, সংক্ষিপ্ত হইলেও, দুইটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (৬২) G. Weit, Histoire de La Nation Egyptienne, সম্পা. Hanotaux, ৪খ. ও (৬২) H. A. R. Gibb, History of Crusades (Philadelphia), ১খ., (সালাহু'দ্দীন), ১৯৫৫ খৃ., ২খ., (সালাহু'দ্দীনের পরে আয়্যুবী বংশ), এমন কি স'ালাহু'দ্দীনেরও গবেষণা প্রসূতও কোন জীবনী পাওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রচেষ্টা (৬৩) A. Champdor, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ. ও (৬৪) এখন পর্যন্ত Lane Poole-কৃত গ্রন্থ (নিউ ইয়র্ক ১৮৯৮ খৃ.) মোটামুটি চলে। অন্য আয়্যুবী শাসকদের মধ্যে কেবল আল-কামিল-ই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে পরিগণিত হইয়াছে। গ্রন্থটির রচয়িতা (৬৫) H. Gottschalk; এই লেখক আয়্যুবী শাসনাধীন ইয়ামান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যেইসব পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে মূল পাঠে তাহার বরাত দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্য সম্পর্কে দুইটি প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ (৬৬) W. Heyd. Histoire de Commerce du Levant, ১খ., ১৮৮২ খৃ. ও (৬৭) Schaube, Handelsgeschichte der Mittelmeerromanen, 1906 খৃ. ছাড়া, যাহাতে এই সম্পর্কিত সমস্যাবলীকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করা হইয়াছে; তবে এই দুইটিতে কোন নূতন তথ্য সংযোজিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু বিবরণ (৬৮) W. Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten, Hamburg 1929-এ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ক্রুসেড ও প্রাচ্য দেশসমূহের ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের বর্ণনাও পাঠ করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শাসক সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে লিখিত প্রবন্ধসমূহে উল্লিখিত সূত্রসমূহ দ্রষ্টব্য। তাহা ছাড়া (৬৯) মসজিদ শীর্ষক নিবন্ধের যেই অংশে মাদরাসা সম্পর্কে বর্ণনা আছে তাহা অধিকন্তু দ্র. (৭০) আবূ হাদী মুহাম্মাদ ফারীদ, স'ালাহু'দ্দীন (আরবী), মুহ'ম্মাদ 'আবদুল-কু'দ্দূস আল-ক'াসিমীকৃত উর্দূ অনু. লাহোর তা. বি.; (৭১) বাহাউদ্দীন, Saladin, লন্ডন ১৮৯৭ খৃ.; (৭২) ইব্‌ন খাল্‌দূন, আল-'ইবার; (৭৩) ইব্‌ন যুবায়র, রিহলা; (৭৪) ইব্‌ন দাহলান, আল-ফুতূহ'াতুল-ইসলামিয়্যা; (৭৫) ইসমা'ঈল সারহাঙ্গ, হ'াকাইকু'ল-আখবার 'আন্ দুওয়ালিল'-বিহার, বূলাক ১৩১২ হি.; (৭৬) আস-সুয়ূত'ী, হ'সনুল-মুহ'াদারা; (৭৭) আল- বুসতানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, আয়্যুবী শীর্ষক নিবন্ধ; (৭৮) সায়্যিদ 'আলী আল-হারীরী, আল-হুরূবুস-সালীবিয়্যা, মিসর ১৩২৯ হি.; (৭৯) মাহ'মূদ ফাহমী, আল-বাহ'রুয-যাখির, মিসর ১৩১২ হি.; (৮০) ফারীদ ওয়াজদী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, আল্-ক'ারনুল-'ইশরীন; (৮১) আল-কালক'াশানদী, আস-সু'বহুল-আ'শা; (৮২) আহ'মাদ বীলী, ফাতিহ' বায়তিল- মাক'দিস, উর্দূ অনু. মানডী বাহাউদ্-দীন; (৮৩) রাশীদ আখতার নাদাবী, স'ালাহু'দ-দীন, লাহোর ১৯৫৪ খৃ.; (৮৪) স'ালাহু'দ-দীন আহ'মাদ, সাওয়ানিহ' সুলতান স'ালাহু'দ-দীন আ'জাম, লাহোর তা. বি.।

Cl. Cahen ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

সংক্ষিপ্ত আয়্যূবী বংশ তালিকা
(বিস্তারিত তালিকার জন্য দ্র. Zambaur)
শাযী ইব্ন মারওয়ান
নাজ্মুদ্-দীন আয়্যূব মৃ. ৫৭৮ হি. (৫৬৮ হি.)
আল্-আদিল মৃ. ৬১৫
তুরান শাহ্ (য়ামান) মৃ. ৫৭৪ হি.
শাহিন শাহ্ (মৃ. ৫৪৩ হি.)
তুগ্‌তিগীন (য়ামান) ৫৭৭-৯৩ হি.
সালাহুদ-দীন ৫৬৪-৮৯ হি.
আল্-'আদিল মৃ. ৬১৫
আল্-কা'হির
ফাররূখ শাহ্
তাকি'য়্যুদ-দীন 'উমার
ইস্মা'ঈল
৫৯৩-৯৮ হি.
আন্-নাসি'র
৫৯৮-৬১১ হি.
আজ্-জা'হির গা'যী
মৃ. ৬১৩ হি.
আল্-আফ্দা'ল
(দামিশকের পর
সামুসাতা)
মৃ. ৬২২ হি.
আল্-'আযীয
(মিসর)
৫৮৯-৯৫ হি.
আল্-মুজাহিদ ৫৮১-৬৩৭ হি.
আল্-মান্সূ'র ৬৩৭-৬৪ হি.
আল্-আশ্রাফ ৬৪৪ হি.
আস্-সা'লিহ্ ৬৫৯ হি.
আল্-আমজাদ
বাহ্‌রাম শাহ
আল্-'আযীয
৬১৩-৩৪ হি.
আল্-মান্সূ'র
৫৯৫-৯৬ হি.
আল্-মান্সূ'র
মৃ. ৬১৭ হি.
সুলায়মান
ইয়ামান ৬১১ হি.
আন্-নাসি'র য়ূসুফ ৬৩৪-৬৫৯ হি.
আল্-আওহা'দ
(মায়্যাফারিকীন,
পরে আখ্লাত)
মৃ. ৬০৭
শিহাবুদ্-দীন গা'যী
মায়্যাফারিকীন
মৃ. ৬৪২ হি.
আল্-আশ্রাফ
(দিয়ার মুদার
ও আখ্লাত)
আল্-মু'আজ্'জা'ম
(দামিশ্ক)
খৃ. ৬২৫ হি.
আস্-সা'লিহ্
ইস্মা'ঈল
(দামিশ্ক)
৬৩৭-৬৪৩ হি.
আল্-কামিল
(মিসর ও
দামিশ্ক)
৬৩৫ হি.
আল্-মুজা'ফ্ফার
৬২৬-৬৪২ হি.
আন-নাসি'র
৬১৭-৬২৬ হি.
আল্-কামিল
মৃ. ৬৫৮ হি.
আন্-নাসির দাঊদ
(কারক) ৬২৭-৬৪৬ হি.
আল্-মান্সূ'র
৬৪২ হি.
আন্-আফ্দা'ল
আল্-মাস্'উদ
(ইয়ামান)
৬১২-৬২৬ হি.
আল্-'আদিল
মিসর
৬৩৫-৬৩৭ হি.
আস্-সা'লিহ্
আয়্যুব
(হিস্ন কায়ফা, পরে
মিসর ও দামিশ্ক)
মৃ. ৬৪৬ হি. তুরান্ শাহ্
৬৪৬-৪৭ হি.
আল্-মুজা'ফ্ফার
৬৫৩ হি.
আবুল্-ফিদা
৭১০-৩৩ হি.
আল্-আফ্দাল
৭৩৩-৪৩ হি.
আল্-আশ্রাফ
মিসর ৬৪৮ হি.
মূসা
আল্-মুগ়ীব (কারাক) ৬৪৬-৬১ হি.
হিস্ন কায়ফা-র
রাজপরিবার (পঞ্চদশ শতাব্দী)
বা'লাবাক্ক
হামা
ইয়ামান
আলেপ্পো
মিসর, দামিশ্ক ও জাযীরা
হিম্স্

আয়্যূবী বংশ (দ্র. আয়্যুবিয়া)

আরকট বা আর্কট ঃ Arcot শহর (জনসংখ্যা ২১,১২৪), ভারতের তামিলনাড়ু (সাবেক মাদ্রাজ) রাজ্যে অবস্থিত, উত্তর আরকট জেলার প্রধান শহর। বৃটিশ বিজয়-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অতীত গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ কতিপয় মসজিদ, সমাধি ও দুর্গের অবশেষ দেখা যায়। ক্লাইভ কর্তৃক এই শহর অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুহাম্মাদ 'আলী ও চাঁদ সাহেবের মধ্যে কর্নাটের সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাঁধিলে ইংরাজ শক্তি প্রথমোক্ত ও ফরাসী শক্তি শেষোক্ত দাবিদারের পক্ষ সমর্থন করে। ত্রিচিনপল্লী অবরোধ হইতে চাঁদ সাহেবের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করার জন্য আরকট আক্রমণ করিয়া ক্লাইভ কৌশলে বিনা যুদ্ধে দুর্গ দখল করেন এবং ইহার ফলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় (১৭৫১ খৃ.)। পরে ফরাসীরা আরকট অধিকার করে (১৭৫৮ খৃ.), কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজরা তাহা পুনরায় দখল করে (১৭৬০ খৃ.)। ১৭৮০ খৃ. কর্নাট আক্রমণকালে হায়দর 'আলী এই শহর অধিকার করেন এবং কিছুকাল শহরটি তাঁহার অধিকারে থাকে। ১৮০১ খৃ. সমগ্র কর্নাট অঞ্চলসহ শহরটি বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১/২৩১

আরকটের নওয়াবগণ ঃ বা কর্নাটের (রাজধানী আরকট) নওয়াবগণ ঃ (১) যুলফাকার আলী খান, আওরংগযেব কর্তৃক নিযুক্ত (আনু. ১৬৯০-১৭০৩ খৃ.); (২) দাঊদ খান (১৭০৩-১৭১০ খৃ.); (৩) মুহাম্মাদ সায়্যিদ বা সা'আদাতুল্লাহ্ খান ১ম (১৭১০-৩২ খৃ.); (৪) তদীয় ভ্রাতা গুলাম 'আলী খানের পুত্র দোস্ত 'আলী খান (১৭৩২-৪০ খৃ.); (৫) দোস্ত 'আলী খানের পুত্র সাফদার 'আলী খান (১৭৪০-৪২ খৃ.); (৬) তৎপুত্র সা'আদাতুল্লাহ্ খান ২য় (১৭৪২-৪৪খৃ.); (৭) নিজামুল-মুলক কর্তৃক নিযুক্ত নওয়াব আনওয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ খান (১৭৪৪-৪৯ খৃ.) [এই সময় দোস্ত 'আলীর জামাতা চাঁদ সাহেব নওয়াবীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন]; (৮) আনওয়ারুদ্দীনের পুত্র (ইংরাজদের আশ্রিত) ওয়ালাজাহ মুহাম্মাদ আলী. (১৭৪৯-৯৫ খৃ.); (৯) মুহাম্মাদ 'আলীর পুত্র 'উমদাতুল-উমারা (১৭৯৫-১৮০১ খৃ.); (১০) উমদাতের ভ্রাতুষ্পুত্র 'আজীমুদ-দাওলা (১৮০১-১৮১৯ খৃ.); (১১) তৎপুত্র আজাম জাহ্ (১৮১১-২৫ খৃ.)। ১৮৫৩ খৃ. তদানীন্তন নওয়াবের মৃত্যু হইলে লর্ড ডালহৌসী তাঁহার কোন উত্তরাধিকার স্বীকার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেষ নওয়াব 'আজাম জাহ বাহাদুরের (১৮৬৭-৭৪ খৃ.) ইংরাজ প্রদত্ত উপাধি ছিল 'আরকটের প্রিন্স' (Prince of Arcot)। পঞ্চম নওয়াব সাফদার 'আলী খানের কনিষ্ঠ ভগিনীর স্বামী চাঁদ সাহেব ওরফে হুসায়ন দোস্ত খান ১৭৪৯ খৃ. প্রতিদ্বন্দ্বী নওয়াব বলিয়া নিজদেরকে ঘোষণা করেন। ইংরেজদের আশ্রিত ৮ম নওয়াব ওয়ালাজাহ্ মুহাম্মাদ 'আলী তাঁহার সুদীর্ঘ আমলে মাদ্রাজের নিকটে সমুদ্র তীরের আবাসে থাকিয়া অত্যধিক বিলাস-ব্যসনের কুখ্যাতি অর্জন করেন। কোম্পানির কর্মচারীদের নিকট হইতে তিনি অতি চড়া সুদে (শতকরা ৩৬ টাকা পর্যন্ত) টাকা ধার করিতেন এবং ঋণদাতাগণকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিতেন। উহারা এইভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। বৃটিশ পার্লামেন্টে এই কেলেংকারির আলোচনা হয়। স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারিগণ কর্তৃক আপন আপন স্বার্থের খাতিরে এইরূপ নওয়াবী কুশাসন উৎসাহিত হইত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১/২১১

আরকট-এর প্রিন্স ঃ ('উমদাতুল-'উমারা, ইত্যাদি স্যার গুলাম মুহাম্মাদ 'আলী খান বাহাদুর), ১৮৮২-১৯৫২ খৃ. দক্ষিণ ভারতের অভিজাত বংশীয়, কর্নাটের প্রাক্তন সার্বভৌম শাসকদের বংশধর। তিনি মাদ্রাজের আইন পরিষদের সদস্য, ইমপিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য, কসমোপলিটান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক, দক্ষিণ ভারত অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য, নিখিল ভারত মুসলিম এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও ল'লি ইন্সটিটিউট-এর আজীবন সদস্য ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১/২১১

আরকান (দ্র. রুকন)

আরকান-ই ইসলাম (ارکان اسلام) ঃ (একবচনে রুক্ন, অর্থ স্তম্ভসমূহ) অর্থাৎ সেই সকল কর্ম ও মৌলিক বস্তুসমূহ যেইগুলির উপর ইসলামরূপ সৌধ প্রতিষ্ঠিত। বুখারী শারীফে বর্ণিত আছে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ঃ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা এবং রামাদানের সিয়াম পালন করা (বুখারী, ঈমান অধ্যায়); অবশ্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন হাদীছে সরাসরি 'রুকন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। তবে হাদীছ-এ 'ইমাদ (عماد স্তম্ভ) শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে। যেমন ইতহাফুস্-সাদাতিল্-মুত্তাকীন (৩খ., ৯) গ্রন্থে দায়লামী ও তায়মী বর্ণিত হাদীছে সালাতকে 'ইমাদুদ-দীন (عماد الدين=দীনের স্তম্ভ) বলা হইয়াছে। যেমন হজ্জকে সানামুল্-'আমাল (سنام العمل আমলের চূড়া) ও যাকাত-কে 'বায়না যালিক' (بين ذلك ইহাদের মধ্যবর্তী) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, (আরও দ্র. ইমাম আল-গাযালী, য়াহয়া সংস্করণ, মাকতাবা ঈসা আল-বাবী আল্-হালাবী, মিসর, ১খ., ১৩১)। এই হাদীছের সনদ দাঈফ (দুর্বল) হইলেও এই পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা, ইহার অন্তর্নিহিত ভাব ও সৌন্দর্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য সূচিত হয় না। বিষয়টি এইরূপ, কথা হইল, যখন ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষাসমূহের উপর নিয়মিত চিন্তা ও গবেষণার সূত্রপাত হইল এবং হওয়ার পর ফিক্হশাস্ত্রবিদ ও হাদীছবিশারদগণ অনুভব করিলেন যে, যেই সকল মৌলিক বস্তু ও কার্য (اعمال) পালন করা মুসলমানের উপর ফরয সেইগুলিকে সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন, তখন পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাদীছে যেই সকল স্থানে ও যেইভাবে এইগুলির প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলিকে তাঁহার পৃথক শিরোনামে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন এবং ইহাদের জন্য উপযুক্ত পরিভাষাও সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্কিত ও জীবনকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করার উদ্দেশে যেমন সুনির্দিষ্ট আমলের পদ্ধতি ও 'আকীদার বিষয় রহিয়াছে অনুরূপভাবে ইসলামেরও দুইটি পৃথক দিক রহিয়াছে—তাত্ত্বিক (نظرى) ও ব্যবহারিক (عملى)। ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, শারী'আত ও উদ্দেশ্য যেই সকল মৌলিক বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত সেইগুলিকে তাত্ত্বিক বলা হয় অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান, ফেরেশতার উপর ঈমান, নবীগণের

উপর ঈমান, কিতাবসমূহের উপর ঈমান ও আখিরাতের উপর ঈমান। পবিত্র কু'রআনের সূরাতুল-বাক'ারায় (২ ঃ ২৮৫) বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে তিনি ঈমান আনয়ন করিয়াছেন এবং মু'মিনগণও তাঁহাদের সকলে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করিয়াছে। তাহারা বলে, 'আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না, আর তাহারা বলে, "আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি"। হে আমাদের প্রতিপালক! "আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট"।

ব্যবহারিক পর্যায় ইসলামের সেই সকল বিভাগ, মৌলিক বস্তু ও ক্রিয়াকর্মের সহিত সম্পৃক্ত যাহার মাধ্যমে ইসলাম মানব জীবনে রূপায়িত হয় এবং প্রমাণ করে, ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের এই কর্ম-পদ্ধতি ছাড়া কখনও কোনও ব্যক্তির ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এবং কোন জামা'আত বা জনগোষ্ঠীর পার্থিব ও নৈতিক উন্নতির পথ বিকশিত হইবে না। আর এই কারণেই ইসলামের রুকনসমূহকে ত্যাগ বা অস্বীকার করিলে ইসলামকেই ত্যাগ বা অস্বীকার করা হয়। পবিত্র কু'রআনে স্পষ্টভাবে এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; যেমন সূরাতুল-মাঊন (১০৭)-এ বলা হইয়াছে, "তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে? সে তো সে, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।"

ইহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, পবিত্র কু'রআন যেই সকল বিষয় 'দীন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে সেইগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া অথবা শুধু প্রথা হিসাবে পালন করা ইসলামী জীবন-পদ্ধতির পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে সূরাতুল্-মুদ্দাছছির (৭৪ ঃ ৪৩-৪৪)-এ বর্ণিত হইয়াছে, "তাহারা (জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার কারণ সম্পর্কে) বলিবে, আমরা সালাত আদায় করিতাম না এবং মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়াইতাম না।" আর-রাহ-মাতুল-মুহদাত ইলা মান য়ুরীদুল-'ইলমা 'আলা আহ'াদীছিল মিশ্কাত" (ফারূকি'য়্যা প্রেস, দিল্লী, কিতাবুল-ঈমান, পৃ. ৪) গ্রন্থে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইয়া যায়। হাদীছটি এইঃ হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, দীন বলিতে পাঁচটি বিষয়বস্তুকে বুঝায়। ইহার একটিকেও অপরটি ছাড়া কবুল করা হইবে না। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ এক, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই, হযরত মুহ'াম্মাদ (স) আল্লাহর দাস এবং তাঁহার রাসূল। ইহার সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁহার রাসূলগণের প্রতি, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভের প্রতি ঈমান আনা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ। সালাত ব্যতীত আল্লাহ ঈমান কবুল করিবেন না। যাকাত গুনাহ হইতে পবিত্রতাস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত দান করা ব্যতীত ঈমান ও সালাত কবুল করিবেন না। যেই ব্যক্তি এই সকল কাজ করে, অতঃপর রামাদ'ান আসিলে ইচ্ছাকৃতভাবে রামাদ'ানের সি'য়াম পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার ঈমান, সালাত ও সি'য়াম কবুল করিবেন না। যেই ব্যক্তি এই চারটি কাজ করিবে এবং হজ্জ আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করে নাই এবং হজ্জের উপর ঈমানও আনে নাই এবং তাঁহার পরিবারের কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ পালন করে নাই, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঈমান, সালাত, যাকাত ও সিয়াম কবুল করিবেন না (আবূ-নু'আয়ম ইসপাহানী, হি'লয়াতুল-আওলিয়া)।

ইসলামের রুক্ন পাঁচটি ঃ (১) আল্লাহ্র একত্ব ও রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া; (২) সালাত কায়েম করা; (৩) যাকাত প্রদান করা; (৪) রামাদান মাসের সি'য়াম পালন করা ও (৫) হজ্জ সমাপন করা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছে এই বিষয়গুলির বর্ণনা পর্যায়ক্রমে আসিয়াছে (দ্র. উপরে বর্ণিত বুখারী শারীফের হাদীছ)। যেহেতু পবিত্র কু'রআনের একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বর্ণনাভঙ্গী রহিয়াছে এবং উহা তাহার উত্থাপিত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আয়াতের বিভিন্নরূপে উল্লেখের মাধ্যমেই করিয়া থাকে; যেমন সূরাতুল-আন'আম (৬ ঃ ১০৫)-এ বলা হইয়াছে ঃ كذلك نصرف الايت অর্থাৎ 'আমরা এইভাবেই নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি।' আর এই কারণেই পবিত্র কু'রআন-এ এই সকল 'আমলের প্রতি কোথাও ভিন্ন ভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন হজ্জ ও সা'ওম সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ... شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ.. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হইয়াছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হইয়াছিল যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।... রামাদ'ান সেই মাস, যেই মাসে কু'রআন নাযিল হইয়াছিল।... সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সি'য়াম পালন করে" (২ ঃ ১৮৩-৮৫)

হজ্জ সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً.

"মানুষের মধ্যে যাহার সেইখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য" (৩ ঃ ৯৭)।

আবার কু'রআন মাজীদের কোন কোন স্থানে এইগুলির বর্ণনা এক সঙ্গে আসিয়াছে। যেমন সালাত ও যাকাত। কুরআন মাজীদে এই দুইটির বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে আসিলেও অধিকাংশ স্থলে একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ৪৩, ৮৩ ও ১১০; ৪ ঃ ৭৬)। এই সকল আয়াতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে 'সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর।' অনুরূপভাবে কলেমা তা'য়্যিবা لا اله الا الله محمد رسول الله কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে لا اله الا الله অংশটি সূরা আস- সা'ফফাতের ৩৫ নম্বর আয়াতে ও محمد رسول الله অংশটি সূরা আল-ফাতহে'র ২৯ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়াতগুলি ছাড়াও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এই কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইসলামের রুকনগুলি পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। এইখানে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে, এই সকল 'আমল ও মৌলিক বিষয় শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে। অবশ্য একদিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এই সকল 'ইবাদত বান্দা ও তাহার প্রভুর মধ্যকার ব্যাপার। তবে এই সকল আমলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন স্বতন্ত্রভাবে করার মত নহে, বরং ইহার বিপরীত এই সকল 'আমল সামগ্রিকভাবে মানব জীবনের টানাপড়েনস্বরূপ অর্থাৎ এই সকল 'আমল ইসলামী জীবন পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণস্বরূপ। ইসলাম এইগুলিকে মানুষের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে এবং ইহারই মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রশিক্ষণ হইয়া থাকে। ইসলামের এই রুকনসমূহ পালন ইসলামী জীবনধারাকে বাস্তবায়িত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে, ইহা সর্বশেষ পদক্ষেপ নয়। এইগুলিকে হুবহু ও আক্ষরিকভাবে পালন করিলেও ইসলামের চাহিদা ও দাবি পূরণ হইবে— এই ধারণা সঠিক নয়, বরং ইহা একটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আরকানে ইসলামের অনুপস্থিতির প্রশ্নই উঠে না। ফলত জীবনের সকল অবস্থায়, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্থানে ও সর্বকালে এইগুলি পালন করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। কেননা জীবন একটি বিরামহীন আন্দোলনের নাম। ইহাতে আমাদের চেষ্টা ও সাধনা সর্বতোভাবে প্রবহমান থাকে আর ইহার সততা ও একাত্মতা আরকানে ইসলামের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। কেননা ইসলাম আত্মা ও বস্তু, দীন ও দুনিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য ও প্রভেদ করে না। আর কোন ভিত্তি ছাড়াই একটি স্থিতিশীল তাহযীব-তমদ্দুন ও মানবিক আত্মা সম্বলিত কোন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ইহা একটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, মানুষের জীবন নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম-নীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার স্বাভাবিক দাবি এই যে, আমাদের জীবনের ক্রিয়াকর্মও এই নিয়ম-নীতির মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে, যেন ইহা কতকগুলি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানস্বরূপ, যাহার মাধ্যমে কোন জীবন বিধান অস্তিত্ব লাভ করিয়া বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই আরকানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও যথোপযুক্তভাবে ইহা পালন করা একটি বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব। ইহাতে সামান্যতম শৈথিল্য আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া দিবে। অন্য কথায় এইগুলি পরিত্যাগ করা কখনও সম্ভব নয়। কেননা আরকানে ইসলামই আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্রিয়াকর্ম ও আচার-আচরণে যেমন ইসলাম ও শারীআত পুরাপুরি মানিয়া চলিব, অনুরূপভাবে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনেও এই পথের অনুসরণ করিব। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি মনে করি, ভাল ও মন্দ যমজ বস্তু, তাহা হইলে দেখা যাইবে, জীবনের নাম হইতেছে তাকওয়া যাহার কল্যাণে আমরা ঐ সকল আত্মতৃপ্তিদায়ক ও লোভনীয় বস্তু হইতে নিজদেরকে রক্ষা করিতে পারি, যেইগুলি মানুষকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া বিপথে লইয়া যায়। এই কারণে অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, প্রদত্ত রিযক হইতে ব্যয় করা, আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত কু'রআনের প্রতি ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী হইয়া পড়ে। কেননা এইগুলি এমন বিষয় যাহা ব্যতীত তাকওয়া অর্জন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং একজন মুসলিম এই পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পবিত্র কুরআনের সূরাতুল-বাক'ারাতে (২ ঃ ২-৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(মুত্তাকী তাহারা) যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়িম করে ও তাহাদেরকে যেই রিযিক দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে, তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে, আর পরকালে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাঁহারাই তাঁহাদের প্রতি পালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম"।

আরকান-ই ইসলাম পালন করার অর্থই এমন একটি জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যাহার নাম ইসলাম। আর ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু হইতে সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত এক সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং ইসলামের আরকান যেমন একটি ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেক, চরিত্রের প্রশিক্ষণ ও তাহার অভ্যন্তরীণ দিক ও আধ্যাত্মিক পর্যায়গুলির পরিশুদ্ধি ও সংস্কার বিধান করে, সাথে সাথে এইগুলি তাহার জন্য এমন নীতিমালা ও আইনের সমষ্টি যাহা তাহাকে একটি উন্নত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। এই সমস্ত বিধান পালনের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয় হইতেছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই উহা পালন করা। কেননা উহা এমন একটি বিধান যাহাতে মানুষেরই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে (২৯ ঃ ২৬)! এতদ্ব্যতীত এই সকল 'আমাল দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। সুতরাং পারস্পরিক আদান-প্রদানে এই রুকনসমূহ ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা শিক্ষা দান করে। অন্যদিকে ইহার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত থাকে এবং ইহাতে ব্যক্তি-চরিত্র গঠিত হয়। মুসলিম সমাজ তাহাদের সকল শক্তি একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত করিতে পারে। আর ইহাতে তাহাদের কোন পার্থিব স্বার্থ নিহিত থাকে না। কেননা আমরা জানি, আমাদেরকে প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্মের জন্য পৃথক পৃথকভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার সাথে সাথে এই সত্যটিও স্পষ্ট যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজ হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন নহে, বরং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইখানে ইহা বাস্তব সত্য যে, ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষ সমাজের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। আর ব্যক্তি নিজেও নিজের পূর্ণতার জন্য ইহার মুখাপেক্ষী। ব্যক্তি ও সমাজের উল্লিখিত সম্পর্ক অত্যাবশ্যক। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি অনুভব করে যে, একটি সমাজ ও সমাজের তাহযীব-তমদ্দুন তথা সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে যেই সকল উপাদানের প্রয়োজন, যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগসূত্র, সহযোগিতা— এইগুলি ছাড়া বৃহত্তর এমন কোনও সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না যাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে মানুষের উন্নতি ও সৎবৃত্তির বর্ধন। আরকানে ইসলামের উদ্দেশ্যও এইরূপ। কেননা ইসলামের এই সকল রুক্নের মধ্যে এমন সব উপাদান ও উপকরণ রহিয়াছে যাহা একটি উন্নতিশীল সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ও উহাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছাইতে

সক্ষম। আর ইহার বদৌলতে এমন সব মৌলিক নীতিমালা, আইন-কানুন সৃষ্টি হয় যাহা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নতি সাধন করে। এই কারণেই ইসলামের রুকনগুলিকে বিশ্ব-সংস্কৃতি এবং বিশ্ব-তাহযীব-তমদ্দুনের মূল বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়। আমরা ইহাদেরকে রাজনীতি, সমাজনীতি, নিয়ম-শৃংখলা ও আইন-কানুনের উৎসমূল বলিয়া থাকি। ইসলাম জীবনকে সদাগতিশীল মনে করে। ইহাতে বিভিন্ন পর্যায়ে সুযোগ রহিয়াছে। মানুষ এই জীবনে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যাহাতে মানুষের এই বিভাগগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হইতে না পারে ইসলাম সেই ব্যবস্থা করিয়াছে। এই পরিবেশে আরকানে ইসলামের মাধ্যমে যেই সামাজিক বিধান গঠিত হয় তাহাতে মানুষের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না বা একটির অস্তিত্ব অন্যটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। এইজন্য বলা যায়, ইসলামই এমন একটি বিধান সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে সামাজিক সুবিচারের সাথে সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর সঠিক অর্থে ইহাই মানুষের মর্যাদার সংরক্ষক। ইহা এমন একটি মাপকাঠি যাহা ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি সমদৃষ্টি রাখে। ইসলাম এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পাঁচটি স্তম্ভকে (আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ) মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামের প্রথম রুকন 'তাশাহ্হুদ' দ্বারা ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালাতের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কালেমা لا اله الا الله محمد رسول الله ভক্তি ও 'আকীদা সহকারে শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই হইবে না, বরং উহা এমন একটি ঘোষণা যাহার মাধ্যমে ব্যক্তি তাহার নিজকে এমন একটি সমাজ ও জীবন-বিধানের আওতাভুক্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি করে যাহাতে সে একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাহার রাসূল (স)-এর আদর্শ ও পথনির্দেশকে স্বীকার করে। সুতরাং যেইখানে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি ব্যক্তিগত জীবনে একটি চিন্তা ও গবেষণার সূচনা করে যে, আমরা যেই সত্যের প্রতি ঈমান আনিয়াছি উহাকে আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনায় বাস্তব ও অনুভূতির ক্ষেত্রে দেখিব, সেইখানেই এই কালেমা আমাদের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করে অর্থাৎ কালেমা এই ঘোষণা দেয়, এখন হইতে আমরা কোনও বাতিল মা'বূদের আনুগত্য স্বীকার করিব না। কালেমার لا اله الا الله। অংশ এই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে। কালেমার অপর অংশ محمد رسول الله ঘোষণা দেয়, আজ হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ছাড়া অন্য কোনও আদর্শ গ্রহণ করিব না। সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই ঘোষণা ইসলামের বিধি-বিধানকে ফরয হিসাবে গ্রহণ করার একটি স্বীকৃতিস্বরূপ; ইহার সংরক্ষণ ও ইহাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টার একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। এই সামাজিক বিধানের মূলমন্ত্র আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ পালন। অপরপক্ষে এই কালেমা মানুষের মধ্য হইতে ধর্মহীনতা, অজ্ঞতা ও কুচিন্তা যাহা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে— তাহার মূলোৎপাটন করে।

আরকানে ইসলামের মধ্যে কালেমার পরেই সালাতের স্থান। বস্তুত সালাত এমন একটি আদর্শ যাহার সহিত মানুষের ভাগ্য ও তাহার ভবিষ্যত সম্পৃক্ত। সালাত মানুষকে কুপ্রবৃত্তির এমন সব পৈশাচিক আচরণ হইতে রক্ষা করে যাহার প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মানুষের প্রবৃত্তিকে আইন-কানুনের অনুগত হইতে বাধ্য করে। অন্য কথায় সালাত আমাদের লক্ষ্যহীন ও নীতি বিবর্জিত জীবনের বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ। পরিপোষক সালাতের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত আমরা জীবনের মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্মদ্রোহিতার শিকার হইতে পারি। এই প্রসঙ্গে সূরা মারয়ামে (১৯ ঃ ৫৯) উক্ত হইয়াছে, "উহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তিগণ যাহারা সালাত নষ্ট করিল এবং লালসাপরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।"

সালাত এমন একটি 'ইবাদত যাহাতে কি'য়াম (দণ্ডায়মান হওয়া), 'ক্যু'উদ (বৈঠক), রুকূ, সুজূদ ইত্যাদি এমন আরকান রহিয়াছে যাহার মাধ্যমে মানুষ তাঁহার প্রতিপালকের দাসত্ব প্রকাশ করিতে পারে। মূলত ইহা আল্লাহর সরাসরি নৈকট্য লাভের একটি সোপানস্বরূপ। দার্শনিকগণ তাঁহাদের ভাষায় ইহাকেই 'অস্তিত্বের ভিত্তি' অর্থাৎ সকল বস্তু অর্জন ও লাভের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারই মাধ্যমে ব্যক্তি যখন তাহার অন্তরাত্মার সহিত আল্লাহর সম্পর্ক গড়িয়া তুলে তখন সে স্থিতিশীল একটি ব্যক্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং সালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

"আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর" (তাহা ২০ ঃ ১৪)।

সালাতের মাধ্যমেই মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করিতে পারে। ইহারই মাধ্যমে সে নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, ইসলাম মানব জীবনের জন্য যেই মাপকাঠি নির্দিষ্ট করিয়াছে তাহাতে সে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে কিনা। ইহা জ্ঞান অর্জনেরও একটি মাধ্যম। ইহারই মাধ্যমে মানুষ বিশ্বে তাহার স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করিতে পারে।

তাক'ওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটি হইল গ'ায়ব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলে সালাত আদায় করা কষ্টকর। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন— তাহারাই বিনীত যাঁহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে" (আল-বাক'ারা ২ ঃ ৪৫-৪৬)।

সালাতের মাধ্যমেই মানুষ আত্মাকে পরিশুদ্ধ এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। বস্তুত আল-কু'রআনুল-কারীম ঘোষণা করে, "নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে" (২৯ ঃ ৪৫)।

একটি আদর্শ নৈতিক জীবন অর্জনে যখন মানুষ বিভিন্নমুখী বিপদ-আপদে পতিত হয় তখন সালাতই তাহাকে আশ্রয় দান করে। সালাত ও সবরের মাধ্যমে মানুষ তাহার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা

কর" (২ ঃ ৪৫)। অতঃপর ধৈর্যশীল ও অবিচলিত মানুষের জন্য সুসংবাদ দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চতভাবে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল" (২ ঃ ১৫৫-৫৬)।

এই পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনে সালাতের প্রভাব বর্ণিত হইল। সমাজ জীবনে সালাত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় যাহার মাধ্যমে সমগ্র উম্মাহ একটি আদর্শের উপর সমবেত হয়। ইহারই মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের এমন বাস্তব নমুনা প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবীয় মর্যাদার প্রকৃত মাহাত্ম্য; বর্ণ, গোত্র, আশরাফ ও আতরাফের বিভেদ ভুলিয়া একই ইমামের পিছনে পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃংখলার অনুসরণ করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের স্বীকৃতি দান করত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই কথা প্রকাশ করা, আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিব না। ইসলাম কি, উহার শিক্ষা কি, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে সমবেতভাবে চেষ্টা ও সাধনা করিতে হইবে তাহা সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুধাবন করিতে হইবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে (তাহা মসজিদে হউক বা অন্য কোথাও) সকলে নিজ নিজ আত্মসমালোচনা করিয়া দেখে যে, তাহারা এই সকল দায়িত্ব কত দূর পালন করিয়াছে যাহা উম্মাহ্র ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত। জামা'আতে সালাত কায়েম করার মাধ্যমে যেইখানে ইসলামের সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ লাভ করিয়া থাকে, ব্যক্তি ও সমাজের পরিশুদ্ধি ও মহৎ জীবন গঠনের পথ উন্মুক্ত হয়, সেইখানে ইহা সমগ্র উম্মাতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার এক জীবন্ত নিদর্শন উপস্থাপন করে।

আমাদেরকে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, এই ফরয পৃথিবীর যেই প্রান্তেই আদায় করা হউক না কেন, সকলেরই মুখ এক দিক তথা আল্-মাসজিদুল-হ'ারামের দিকে রাখিতে হইবে। পবিত্র কু'রআনে উক্ত হইয়াছে, "তোমরা উহার (আল্-মাসজিদুল্-হ'ারামের) দিকে মুখ ফিরাইবে" (২ ঃ ১৫০)।

ইহার উপমা আলোর কিরণের ন্যায়, উহা যেইদিক হইতে আসুক না কেন, একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত হয়। ঈমানদারগণের প্রতিদিন কয়েকবার সালাতের জন্য সমবেত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় উদ্দেশ্য উপলব্ধির এক বিরাট সুযোগ আসে। ইহারই মাধ্যমে পরস্পরের যোগসূত্রের সৃষ্টি হয় এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। সালাতের বদৌলতেই আমরা বস্তুবাদী ও জড় জীবন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। সাধারণত আমাদের অন্তরের সহিত বাহ্যিক কাজ-কর্মের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ অন্তরই আমাদের বাসনার প্রকৃত উৎস স্থল।

একজন মানুষ যখন মসজিদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় চিন্তা করে যে, তাহার এই জীবন অর্থহীন নয়, বরং ইহার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রহিয়াছে, আর তাহার কিছু দায়িত্বও রহিয়াছে, তখন সে আত্মসমালোচনা করিতে পারে, নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। আল্লাহ্র সামনে সিজদায় অবনত মস্তক হওয়ার সময় এই ভরসা তাহার অন্তরে জাগ্রত হয় যে, সালাতের মাধ্যমে সে আল্লাহর অপার করুণা লাভ করিবে। আর ইহাকে পাথেয় করিয়া সে নূতন উদ্যম সহকারে জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সালাতকে জামি'আ বা সমবেতকারী বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সালাতকে কেন্দ্র করিয়াই সকলে সমবেত হইতেন এবং জরুরী কার্যাবলী সমাধা করিতেন।

বস্তুত সালাত ইসলামী সমাজ-বিধানের আত্মাস্বরূপ। ইসলাম সমাজ-বিধানের যেই রূপরেখা প্রস্তুত করিয়াছে উহার ভিত্তি সালাত ও যাকাত। এতদুদ্দেশে আল-কু'রআনুল করীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আমি ইহাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে" (২২ ঃ ৪১)।

এই আয়াতেও সালাত ও যাকাতের সামাজিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কু'রআনুল করীমে উক্ত হইয়াছে ঃ "এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেইভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম-এর মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদেরকে নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও, যাহাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর" (২২ ঃ ৭৮)।

এই আয়াতে সালাত ও যাকাতকে যেইরূপ স্পষ্টভাবে সামাজিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহাতে যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে আর কোনও বাধা সৃষ্টি হয় না, বিশেষ করিয়া যাকাত সম্পর্কে আজও প্রশ্ন করা হইলে বিনা দ্বিধায় এই জওয়াব দেওয়া যায়, ইহার উদ্দেশ্য নিঃস্ব জনগণের সাহায্য করা। অন্য কথায়, সমাজ হইতে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার অভিশাপ দূর করা যাহাতে সম্পদের বণ্টন অবৈধ পথে পরিচালিত না হয় তাহার সুব্যবস্থা করা।

সুতরাং যাকাতের সংগ্রহ ও বণ্টন উভয়ই রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকিবে। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যাকাতের উদ্দেশ্য জাতীয় সম্পদকে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া সঠিকভাবে বিলি-বণ্টন করা। ইহারই মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সম্পদের উৎপাদন, আহরণ, ব্যয় ও বিলি-বণ্টন এমন সব দুর্নীতি হইতে মুক্ত থাকিতে পারে যাহা ধীরে ধীরে নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের কারণ রোধ করিতে পারে। যাকাতের সুষম বণ্টন হইলে সম্পদের বৃদ্ধি ও অবস্থায় উন্নতি সাধিত হয়। এইখানে লক্ষণীয় যে, যাকাত শব্দের মধ্যে পবিত্রতা ও বৃদ্ধি উভয় অর্থই বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাকাতকে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক যেইদিক হইতে বিবেচনা করা হউক, যেইখানে দেশ ও জাতির প্রশ্ন উঠে, সম্পদের ব্যাপারে গোষ্ঠীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় যাকাতের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে থাকা সমুচিত। ইহাই ইসলামের ব্যবস্থা। সুতরাং যাকাত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ছাড়াও উহার করবিধির ভিত্তি হিসাবেও বিবেচিত হয়। আর এই কারণেই দেখা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষণে নবী করীম (স) জনগণের স্ব স্ব সম্পদের পর্যালোচনা করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে যাকাত উসুল করার জন্য একটি নিসাব নির্দিষ্ট করেন। কেননা যেই কোনও

লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দায়িত্ব প্রথমে গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ মানুষ যেই বস্তু জন্মলগ্নে লাভ করে তাহা রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। আর এই সংগ্রামমুখর জীবনে সে অর্থের প্রয়োজন হইতে কখনও মুক্ত থাকিতে পারে না।

এইজন্যই ইসলাম যথাযথভাবেই যাকাতকে সালাতের সহিত জড়িত করিয়া দিয়াছে, এমনকি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উভয়ের কল্যাণের জন্য ইসলাম যাকাত ছাড়াও সাধারণ দান-খয়রাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। পবিত্র কু'রআনে এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, "তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তোমরা তাহা আল্লাহ্‌র নিকট উৎকৃষ্টতর ও পুরস্কার হিসাবে মহত্তর সঞ্চয়রূপে পাইবে (৭৩ ঃ ২০)।

ইসলাম সম্পদকে পুঞ্জীভূত ও মজুদ করিতে যেমন নিষেধ করিয়াছে (তু. ৯ঃ৩৫), তেমনি কৃপণতা (দ্র. ৪ ঃ ৩৭) ও অপব্যয় করা নিষেধ করিয়াছে (দ্র. ১৭ ঃ ২৬)। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির আত্মাস্বরূপ। ফলে ইসলামী জীবন বিধান সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যাকাতের বিধান প্রবর্তন করিয়াছে।

এইভাবে ইহার সম্পর্ক ইসলামের চতুর্থ বিধান রামাদ'ানের সিয়ামের সাথেও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের রুকনসমূহ একই সূত্রে গ্রথিত; একের পূর্ণতা অপরটি ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে দুনিয়ার সকল আন্দোলনের ন্যায় ইসলামও তাহার অনুসারীদের নিকট একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণের দাবি করে। এই আন্দোলন আমাদের নিকট দাবি করে, পার্থিব জীবনের কোন চাহিদা বা মাল-দৌলত আমাদের আদর্শের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে আমরা জীবনের সকল আরাম-আয়েশ উৎসর্গ করিব। ইসলাম আমাদের জন্য সিয়ামের আকারে যেই বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করিয়াছে উহার উদ্দেশ্য শুধু প্রবৃত্তি দমন করা নয়, বরং ইহার উদ্দেশ্য মহৎ গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, যাহাতে আমরা সকলকে আত্মীয়-স্বজনের মত গণ্য করিতে পারি; সমাজের সকল স্তরের জনগণের কল্যাণের জন্য আমরা নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠতার সহিত কাজ করিতে পারি এবং গোষ্ঠীর স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারি।

এই লক্ষ্য অর্জন তখনই সম্ভব হইবে যখন মানুষ তাহার সকল প্রকার লোভ-লালসা হইতে মুক্ত হইবে, দেহ আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি অন্বেষণ না করিয়া জীবনে শক্ত ও কঠিন ঝুঁকি বহন করার সাহস অর্জন করিবে, প্রতিটি মুহূর্তে ধৈর্য ও সবর এখতিয়ার করিবে এবং দেহ ও উদরকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয়, ব্যক্তি তাহার দেহকে বিনা কারণে কষ্ট দিবে। কারণ ইসলাম যেমন মানবাত্মার বিভিন্নমুখী ক্ষমতা ও শক্তিকে স্বীকার করে, অনুরূপভাবে উহার জৈব চাহিদাকেও স্বীকার করে। তবে ইসলাম উহাকে একটি বিশেষ বিধানের অনুগত করিয়া রাখে যাহাতে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সকলে উহা দ্বারা লাভবান হইতে পারে। আমরা অভিজ্ঞাতার আলোকে ইহাও জানিতে পারি, উহা হইতে আমাদের প্রয়োজন মিটান কতটা সমীচীন; আর আমাদের অভাব পূরণ যেমন হয়, তেমন অন্যদের না হইলে উহার তাৎপর্য কী। যেহেতু জীবন একটি সামগ্রিক সংগ্রামের নাম, সেহেতু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহা অব্যাহত থাকা উচিত। আর যেই বিধান পালনের উদ্দেশ্য পরোপকার, পরের মঙ্গল কামনা, আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ— উহাতে উন্নত চরিত্র তখনই উজ্জীবিত হইবে যখন লোভ-লালসা হইতে উহা মুক্ত থাকিবে। শারী'আতের প্রতিটি বিধানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্ক পরিশুদ্ধ করা, আর দেহের প্রশিক্ষণ।

অনুরূপভাবে সিয়াম বাহ্যিকভাবে একটি ব্যক্তিগত ইবাদত বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা একটি সামাজিক বিধান। ইহাতে আরও অধিক সামাজিকতা এইভাবে আসে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহাকে একটি নির্দিষ্ট মাসে পালন করার হুকুম দিয়াছেন (দ্র. আল-বাকা'রা ২ ঃ ১৮৫)। সাহ'রী খাওয়া ও ইফতার করার জন্যও একইভাবে সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের সকলের একই সময় সাহরী খাওয়া এবং একই সময় ইফতার করার মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এই মাস বিশেষভাবে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর স্মরণের মাস। ইহারই মাধ্যমে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের আরও নৈকট্য লাভ করে। কেননা যাহারা তাঁহাকে ডাকে তিনি তাহাদের ডাকে সাড়া দেন। পবিত্র কু'রআনে আল্লাহ সিয়াম ফরয করার সাথে সাথে ইহার প্রতিও বিশেষ ইঙ্গিত করিয়া বলেন ঃ (হে নবী!), "আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাদেরকে বলিয়া দাও, আমি তাহাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তাহার ডাক শুনি এবং সাড়া দিয়া থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া ও আমার প্রতি ঈমান আনা তাহাদের কর্তব্য (ইহা তুমি তাহাদের শুনাইয়া দাও), হয়ত তাহারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাইবে" (২ ঃ ১৮৬)।

এইভাবে মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হয় তখন সমষ্টিগতভাবেও লোকেরা কু'রআন শোনার ও শুনাইবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর ইহারই মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও তাঁহার প্রদত্ত হিদায়াতের কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে সক্ষম হয়। মাহে রামাদ'ান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, "রামাদ'ান মাসেই কুরআন নাযিল হইয়াছে। তাহা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান এবং তাহা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ যাহা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলিয়া ধরে।... যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পার এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার" (২ ঃ ১৮৫)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের বর্ণনা করার হুকুম দেওয়ার পশ্চাতে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উম্মাহ যেন এমন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকে যাহা মুসলমান হিসাবে তাহাদের উপর কর্তব্য। এই মাসে আল্লাহ্‌র অধিক স্মরণের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। সাধারণভাবে প্রতি সপ্তাহে জুমু'আর দিনে ও বিশেষ করিয়া মাহে রামাদানের জুমু'আসমূহের সমাবেশের উদ্দেশ্য হইতেছে, আমরা আমাদের জাতীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলার মূল্যায়ন করিব এবং অনুধাবন করিব, আমরা সত্যই এই মহান ও পবিত্র উৎসবের উপযুক্ত কিনা, ইহা

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশের এক বিরাট সুযোগ হিসাবে আমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে।

ইসলামের সর্বশেষ ও পঞ্চম রুকন হইতেছে হজ্জ। ইহা সুস্পষ্টভাবে একটি সমষ্টিগত 'ইবাদত। ইহাতে ব্যক্তি এইজন্যই শরীক হয় যে, ইহার মাধ্যমে সে ব্যক্তিগতভাবে চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে। উহা ছাড়াও সে জাতীয় ঐক্যের সেই দৃশ্য অবলোকন করিবে যাহা ভৌগোলিক সীমা, জাতি ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে মানবীয় ঐক্যের এক প্রাথমিক স্তর। ইহারই মাধ্যমে ইসলাম একটি বিশ্ব-সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত হইতে বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মুসলমানগণ পরস্পরের জন্য ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের পয়গাম লইয়া এই সমাবেশে যোগদান করে। এই মিলন মহান আল্লাহর বাণী كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً "সমগ্র মানব একটি উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত" (২ ঃ ২১৩)-এর যথার্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। মানব জাতির ঐক্য প্রথম হইতেই ছিল। আর বাস্তবভাবে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইহার জন্য একটি বাহ্যিক কেন্দ্রের প্রয়োজন। যেমন প্রতিটি জাতি, ধর্ম, মিল্লাত ও জনগোষ্ঠীর এমন একটি কেন্দ্র রহিয়াছে। পবিত্র কু'রআনে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছেঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا.

অর্থাৎ "প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকে সে মুখ করে" (২ ঃ ১৪৮)।

অর্থাৎ উহার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য ও দৃষ্টি লাগিয়াই থাকে। সুতরাং মুসলিম জাতিরও একটি কিবলা ও কেন্দ্র রহিয়াছে। এই মুসলিম জাতি, জাতি হিসাবে যেমন সর্বাধিক প্রবীণ— তাহাদের কিবলাও সর্বাধিক প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত। ইতিহাস আল্লাহ্র ঘর কা'বার এই প্রাচীনতাকে স্বীকার করে। পবিত্র কু'রআন এই প্রসঙ্গে বলে, এই কথা নিঃসন্দেহ যে, মক্কায় অবস্থিত ঘরখানাকেই মানুষের 'ইবাদাতের ঘর হিসাবে সর্বপ্রথম তৈরি করা হইয়াছে। উহাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত লাভের কেন্দ্র বানানো হইয়াছে (দ্র. ৩ ঃ ৯৬)। সূরাতুল-হাজ্জ-এও ইহাকে আল-বায়তুল-'আতীক' বা প্রাচীন ঘর বলা হইয়াছে (দ্র. ২২ ঃ ২১)।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানব জাতির ঐক্যের ভিত্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই ঘরের সম্পর্ক এমন পবিত্র সত্তার সহিত সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইসলামে যিনি রব্বুল-'আলামীন' বলিয়া স্বীকৃত। কাজেই এই কা'বা ঘরকে বায়তুল্লাহ্ নামেই অভিহিত করা হইয়াছে, যাহাতে একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কু'রআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১২৫; ২২ ঃ ২৬)।

বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সহিত ঘরটির সম্পর্কে থাকায় ইহার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে মহাসম্মানিত ঘর হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন এবং ইহা (সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ (দ্র. ৫ ঃ ৯৭)। আর যথার্থভাবে ইহার নাম হইয়াছে 'আল-মাসজিদ' (দ্র. ২ ঃ ২১৩)। ফলে এই মসজিদটি সকল মুসল্লীর জন্য কিবলা মনোনীত হইয়াছে, যেমন সালাতের সময় সকলের মুখমণ্ডল এই ঘরের দিকে থাকে। কু'রআন মাজীদে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল-মাসজিদুল-হারামের দিকেই মুখ ফিরাও" (২ ঃ ১৪৪)।

মুসলিম মিল্লাতের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের ঐক্য প্রমাণ করে যে, এই মিল্লাতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন। সুতরাং সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করা এই উম্মাতের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। পবিত্র কু'রআনে উক্ত হইয়াছে, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্য হইতে নিষেধ কর এবং আল্লাহে ঈমান আনে" (৩ ঃ ১১০)।

সুতরাং এই উম্মাতই একমাত্র উম্মা যাহাদের জীবনে বিশ্ব-সামাজিকতা ও মানব কল্যাণমূলক সাংস্কৃতিক বিধি-বিধানের বাস্তব নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অন্যান্য জাতিকেও এই পথের দিশা দিতে সক্ষম। এই কারণেই কা'বা ঘরকে মুসলিম মিল্লাতের কিবলা ঘোষণা করার সাথে সাথে এই কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে বিশ্বের সমগ্র জাতিকে একটি কেন্দ্রে সমবেত করা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলিয়াছেন, "আর এইভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মাতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (২ ঃ ১৪৩)।

এই স্থানে এই কথা বলা আবশ্যক, এই উম্মাত পূর্ববর্তী সেই সকল উম্মাতের নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রকৃত ওয়ারিছ যাহাদের সম্পর্ক ছিল ইসলামী আন্দোলনের সহিত; ফলে এই উম্মা বিশ্ব আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত। কারণ তাহারা অতীত সকল মানব জাতির সাথে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে। কা'বা ঘরের বিশ্ব-মানবতার কেন্দ্র হওয়ার গৌরব অর্জনের ইহাও একটি কারণ। য়াহূদী ও খৃস্টান জাতি এমন একটি কেন্দ্রের দাবি করিয়া কা'বা কেন্দ্র হওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে পবিত্র কুরআনে তাহাদেরকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলা হয় ঃ

أَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى.

"অথবা তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূ'ব ও তাঁহার বংশধরগণ য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল" (২ ঃ ১৪০)?

কেননা এই আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। আর এই আন্দোলনের লক্ষ্য বিশ্বমানবকে একই বিধান ও একই তাহযীব-তামাদ্দুনের অন্তর্ভুক্ত করা। আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেন এবং তিনি বই পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হন, তখন আল্লাহ ঘোষণা করেন, "আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম (নেতা) করিতেছি" (২ঃ১২৪)।

সুতরাং এই বিশ্ব ইমামাতের দায়িত্বের যথাযথ কর্তব্য ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ) এই গৃহকে পবিত্র করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করিবেন, যেই

ঘরকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের ঐক্য ও সমস্ত দুনিয়ার নিরাপত্তার কেন্দ্র নির্ধারণ করা হইয়াছে। পবিত্র কু'রআনে উক্ত হইয়াছে, "স্মরণ কর, আমরা এই ঘরকে (কা'বাকে) জনগণের জন্য কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানস্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম এবং লোকদেরকে এই নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, ইবরাহীম যেইখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় সেই স্থানকে স্থায়ীভাবে সালাতের জায়গারূপে গ্রহণ কর। ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে তাকীদ করিয়া বলিয়াছিলাম, তামরা তাওয়াফ, ই'তিকাফ ও রুকূ সিজদাকারীদের জন্য আমার এই গৃহকে পবিত্র করিয়া রাখ" (২ ঃ ১২৫)।

তাহা হইলে এই ঘরের সাথে যেই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পৃক্ত রহিয়াছে তাহা কোন প্রকার ফিত্না-ফাসাদ এবং ব্যক্তিগত ও স্থানীয় স্বার্থ দ্বারা কলুষিত হইতে পারিবে না (দ্র. ২২ ঃ ২৫)। এই কারণে হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) যখন কা'বা শরীফের পুনঃনির্মাণ করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের ইমামতির দায়িত্বের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন একটি উম্ম সৃষ্টি করিবার জন্য দু'আ করেন যাহারা আল্লাহ্র একমাত্র অনুগত বান্দাহ হইবে অর্থাৎ তাঁহার হুকুমমত চলিবে এবং তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট এমন একজন রাসূল পাঠাইবার জন্যও দু'আ করেন যিনি বিরাট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উম্মাতকে শিক্ষা এবং সঠিক ও নির্ভুল পথের দিশা দান করিবেন। পবিত্র কু'রআনে উক্ত হইয়াছে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মাত করিও, আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও; তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিও, যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিবে, তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদান করিবে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবে" (২ ঃ ১২৮-১২৯)।

অতঃপর যখন ইসলামের পয়গাম্বর, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আগমন করিলেন এবং এমন একটি উম্মাত প্রস্তুত করিলেন যাহার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) দু'আ করিয়াছিলেন, তখন কা'বা শারীফে হজ্জ করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর ফরয বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যেন ইহার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকেন্দ্রিক একটি বিধানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর যেই ব্যক্তি এই বিধানের সহিত নিজের ভাগ্যকে সম্পৃক্ত করিয়াছে উহার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য করিয়া ব্যক্তিগত পূর্ণতা লাভ করিতে যেন সে সক্ষম হয়। কা'বা শুধু একটি যিয়ারাতের কেন্দ্রই নয়, বরং ইসলামের নৈতিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ। আর হজ্জ এই সকল উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দানের সূত্রপাত ঘটায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-ও এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া হজ্জের ঘোষণা দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলেন, "(হে ইবরাহীম)! তুমি মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করিয়া দাও" (২২ ঃ ২৭)।

হজ্জের বাহ্যিক রুকনসমূহ পালনের মধ্য দিয়া বান্দাহ এই কথা প্রকাশ করে যে, তাহার সকল 'ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। মহান আল্লাহ এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য" (৬ ঃ ১৬২)।

সুতরাং হজ্জের রুকনসমূহ এমন নিদর্শন যাহা দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে এবং ইহার জন্য তাক'ওয়া একটি শর্ত যাহাতে কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ইহাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার অন্তরের তাক'ওয়াসঞ্জাত" (২২ ঃ ৩২)।

সুতরাং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়কেও নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১৫৮)। নবী করীম (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ দ্বারা বিষয়টি আরও অধিকভাবে স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি তাঁহার এই ভাষণে মুসলমানদের জান, মাল ও ইযযতের হিফাজত করাকে ফরয বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم.

"অবশ্যই তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল ও তোমাদের সম্মান তোমাদের উপর হারাম, যেমন আজিকার এই দিন, এই মাস ও এই শহর তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের দিবস (কিয়ামত) পর্যন্ত" (বুখারী, কিতাবুল-হাজ্জ)।

ইসলাম পূর্ণাংগ মনুষ্যত্বের রূপ। তাই ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে মুসলিম হিসাবে দেখিতে চায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ মানবতার মুক্তি ও সাম্যের একটি ঘোষণাস্বরূপ। তিনি তাঁহার এই ঘোষণায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে চিরকালের জন্য সতর্ক করিয়া বলেন ঃ

الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاحمر على الاسود ولا لاسود على الاحمر الا بالتقوى (مسند احمد).

"কোন 'আরবের অনারবের উপর, কোন অনারবের 'আরবের উপর, কোন লাল বর্ণের কাল বর্ণের উপর এবং কোন কাল বর্ণের লাল বর্ণের উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তাক্'ওয়া অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি ব্যতীত" (মুসনাদ আহমাদ)।

পবিত্র কু'রআনেও অনুরূপ ঘোষণা আছে ঃ

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

"আমি তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে

সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)।

হজ্জের অন্যতম উপকারিতা মানবতার ঐক্যানুভূতির বিকাশ। কা'বা ঘর সমগ্র মানব জাতির কেন্দ্রস্থল ও নিরাপত্তার স্থান। সুতরাং এই ফরয কার্য এবং এই স্থানের মহত্ত্ব দাবি করে, এইখানে যেন এমন কোনও বস্তু স্থান না পায় যাহা এই উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, অন্যথা কা'বা গৃহের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে এবং ইসলাম আমাদের জন্য যেই জীবন-বিধান মনোনীত করিয়াছে উহার বিরোধিতা করা হইবে। পবিত্র কু'রআনে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "যাহারা আল-মাসজিদুল-হ'ারাম হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে যাহা আমি করিয়াছি স্থানীয় ও বহিরাগতদের সকলের জন্য সমান আর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করিয়া উহাতে পাপকার্যের ইচ্ছা করে, তাহাকে আমি আস্বাদন করাইব তীব্র যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির" (২২ ঃ ২৫)।

এই বিষয়টিকে পবিত্র কুরআনে এইভাবেও বলা হইয়াছে ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ.

"যেই ব্যক্তি হজ্জকালীন হজ্জের নিয়ত করিবে তাঁহার জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে" (২ ঃ ১৯৭)।

হজ্জের সময়কালীন এই সকল বিধি-নিষেধের সম্ভাব্য কারণ, এই বিশ্ব সম্মেলনের উদ্দেশ্য-নীতির অনুসরণ, পবিত্রতা অর্জন, নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং এমন একটি সামাজিক রূপরেখা কায়েম করা যাহাতে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য বজায় রাখিয়া পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে এবং একে অপরের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

সুতরাং এই মহাসম্মেলনে আমরা প্রবৃত্তির চাহিদা ও এমন লোভ-লালসা হইতে বাঁচিয়া থাকি যাহা কুধারণা ও খারাপ নিয়্যাতের কারণ হইতে পারে। তাহা হইলে এই সম্মেলনে এমন সব খারাবী সৃষ্টি হইতে পারিবে না যাহা অধিকাংশ সময় অন্যান্য সমাবেশে ঘটিয়া থাকে। আর ইহাতে আমাদের ইচ্ছার দুর্বলতা ও অন্তরের কুটিলতা হজ্জের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, হজ্জ শব্দের অর্থ হইতেছে ইচ্ছা-বাসনা এবং বায়তুল্লাহ্ শারীফকে বলা হইয়াছে লোকদের জন্য (সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ। 'জনগণের জন্য কেন্দ্র' এবং 'শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান' (قِيَامًا لِّلنَّاسِ، مَثَابَةً لِّلنَّاسِ، أَمْنًا)। সুতরাং হজ্জের উদ্দেশ্য হইতেছে মানবতার সংরক্ষণ, মানব জাতির ঐক্য ও বাস্তবে বিশ্ব-নিরাপত্তার পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠা সাধন। হজ্জ মুসলমানদের এমন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন যাহা মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ঐক্য সংযোগ ও পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতির রাস্তা উন্মুক্ত করে। ইহারই মাধ্যমে তাহাদের দৃষ্টিভংগীর প্রসারতা সৃষ্টি হয়। তাহারা যখন বিভিন্ন ভূখণ্ডে ভ্রমণ করে, বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচার-অনুষ্ঠান অবলোকন করে, তাহাদের অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন তাহাদের সামনে ঐ সকল জাতির জীবন ও তাহাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস ছাড়াও তাহাদের তাহযীব-তমদ্দুন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হয়। কু'রআন মাজীদ এই প্রসংগে বলে ঃ

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া লও মিথ্যা আরোপ-কারীদের কি পরিণতি হইয়াছে" (১৬ ঃ ৩৬)।

হজ্জরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে, মানুষের বর্ণ ও বংশের ভিন্নতা আল্লাহরই সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই প্রসংগে ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ.

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য" (৩০ ঃ ২২)।

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, সমস্ত মানব জাতির মূলত এক ও অভিন্ন। সুতরাং হজ্জের মাধ্যমে তাহাদের এই অনুভূতি আরও বৃদ্ধি লাভ করে, হজ্জ দ্বারাই উম্মতের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েম হয়। আর হজ্জই উম্মাতের প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একাত্মতার চিহ্নস্বরূপ। ইহারই ফলে দেখা যায়, ইসলামী বিশ্বের জন্য হজ্জের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুযোগ- সুবিধা ও কল্যাণসমূহ নিহিত রহিয়াছে। এইগুলি তাহাদের দুনিয়ার উন্নতি, আখিরাতের শান্তি ও সুখের যামিন। এই উন্নতি, সমৃদ্ধি ও পরকালীন শান্তির প্রতি পবিত্র কু'রআন গভীর ইঙ্গিত করিয়া বলে ঃ

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ.

"যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে" (২২ ঃ ২৮)।

একমাত্র হজ্জের বদৌলতেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী অসংখ্য মানুষের মন ও মস্তিষ্ক, বংশ, জাতি ও ভৌগোলিক সীমারেখার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া একই আদর্শে উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

মোটকথা, ইসলামের এই রুকনসমূহের উদ্দেশ্য শুধু ঐ সম্পর্ককে শক্তিশালী করা নয় যাহা ইসলামের দৃষ্টিতে বান্দাহ ও তাহার প্রভুর মাঝে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বরং ইহার উদ্দেশ্য এমন একটি জীবন বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করাব এবং ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, আন্তর্জাতিক তাহযীব-তমদ্দুন, সংস্কৃতি ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তি (কালিমা-ই শাহাদাত, সালাত, যাকাত, স'াওম ও হজ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঐ সকল প্রবন্ধ দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কু'রআনুল-কারীম; (২) হাদীছ গ্রন্থসমূহের ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ-এর অধ্যায়সমূহ; (৩) জালালুদ-দীন, আস-সিরাজুম-মুনীর শারহুল-জামিইস-সাগীর, কায়রো ১৩৭৫ হি.; (৪)

আল-গ'যালী, আল-হ'য়া, মাকতাবা ঈসা 'আল-বাবী আল-হা'লাবী, মিসর; (৫) আবুল-খায়র নূরুল-হ'াসান, আর-রাহমাতুল- মুহদাত ইলা মান যুরীদুল-'ইলমা 'আলা 'আহাদীছিল-মিশকাত, ফারূকিয়্যা প্রেস, দিল্লী; (৬) মুরতাদ'া যাবীদী, ইতহ'াফুস-সাদাতিল-মুত্তাক'ীন, মায়হানা প্রেস, মিসর, ১৩০৬ হি.।

সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা. মা. ই.)/ ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

আল-আরকাম ইব্ন আবি'ল-আরকাম (الأرقم بن أبى الأرقم)ঃ (রা) একজন মুহাজির সাহাবী। মক্কার কুরায়শ গোত্রের বনূ মাখযূম শাখায় তাঁহার জন্ম। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। পিতা আবু'ল-আরকাম-এর প্রকৃত নাম 'আবদ মানাফ ইব্ন আসাদ। ইব্নুস-সাকান-এর বর্ণনামতে তাঁহার মাতার নাম তুমাদির বিন্ত হুদায়ম আস-সাহমিয়্যা, আর ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে উমায়মা বিনতুল-হারিছ আল-খুযা'ইয়্যা (ইব্ন 'আবদিল বার্র, আল-ইসতী'আব, ইসাবার হাশিয়া, ১খ., পৃ. ১০৭; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪২)। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আল-আরকাম ইব্ন আবিল-আরকাম ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্ন মাখযূম ইব্ন য়াকজা ঃ ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লু'আয়্যি আল-কুরাশী, আল-মাখযূমী (প্রাগুক্ত)।

আল-আরকাম (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। এক বর্ণনামতে তিনি ইসলাম গ্রহণকারী সপ্তম ব্যক্তি। অপর এক বর্ণনামতে ১১শ। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও হিফাজতের জন্য তিনি যে ত্যাগস্বীকার ও সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন ইসলামের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কাফিরদের নির্যাতনের ফলে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নও-মুসলিমদের তা'লীম ও তারবিয়াত ব্যাহত হইতেছিল। আল-আরকাম (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত স্বীয় গৃহখানি এই কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে সোপর্দ করেন। ফলে গোপন দাওয়াত এবং তা'লীম-তারবিয়াত এই গৃহেই নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল। এইজন্য তাঁহার এই গৃহকে 'দারুল-আরকাম' ছাড়াও 'দারুল-ইসলাম'ও বলা হইত। হযরত 'আম্মার (রা) ও সুহ'ায়ব (রা)-এর ন্যায় বড় বড় সাহাবী এই গৃহেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এইখানেই তা'লীম-তারবিয়াত লাভ করেন। সর্বশেষে 'উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা) (দ্র.)-ও এখানে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁহার দ্বারা ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪০ জন পূর্ণ হইল। উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) এই গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন (ইবনুল-আছীর, উসদু'ল-গ'াবা, ১খ., পৃ. ৬০)।

মদীনায় হিজরতের হুকুম হইলে আরকাম (রা) মদীনায় হিজরত করেন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আবূ তালহা যায়দ ইব্ন সাহল (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন (ইব্ন সা'দ, তা'বাক'াত, ৩খ., পৃ. ২৪৪)। মদীনায় তাঁহার বসবাসের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বনূ যুরায়ক-এর মহল্লায় একখণ্ড জমি দান করেন (আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৮)।

আল-আরকাম (রা) বদর, উহুদ, খন্দক ও খায়বারসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের গনীমাত হইতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মাখযূম গোত্রের একখানি তরবারি দান করেন, যাহা 'মারযুবান' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। গোত্রীয় রীতি অনুযায়ী তরবারিখানি বংশানুক্রমিকভাবে গোত্র প্রধানের নিকট অর্পিত হইত। আরকাম (রা) তাঁহার স্বগোত্রের ঐতিহ্যবাহী এই তরবারি দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উহা প্রাপ্তির আবেদন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকেই উহা দান করেন।

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খুবই বিশ্বস্ত সহচর। নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মক্কার সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকল্পে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত একত্রে মিলিয়া তিনি হিলফুল-ফুযূল (দ্র.) গঠন করেন। উক্ত সংগঠনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী (আল-মিযযী, তাহযীবুল-কামাল, ২খ., পৃ. ৫৩৬)। মদীনায় জীবন-যাপনের সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত করেন।

'ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর একান্ত অনুগত। একবার তিনি বায়তু'ল-মুকাদ্দাস যিয়ারতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি বায়তুল মুকাদ্দাস কেন যাইতেছ? কোনও প্রয়োজন না ব্যবসায় উপলক্ষে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনও উপলক্ষেই নহে; বরং আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করিতে আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায় হইতে এক হাজার গুণ ছাওয়াব বেশি। ইহা শুনিয়া আরকাম (রা) তাঁহার বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিলেন (আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন- নুবালা', ২খ., পৃ. ৪৭৯-৮০)।

ইব্ন মানদার বর্ণনামতে আরকাম (রা) ৫৫ হি. মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফাত আমলে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র 'উছমান ইবনুল আরকাম হইতে বর্ণিত যে, তিনি ৫৩ হি. ইনতিকাল করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঁচাশি বৎসর (আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৮)। এক বর্ণনামতে আবূ বাকর (রা) যেই দিন ইনতিকাল করেন তিনিও সেই দিন ইনতিকাল করেন। তবে ইহা সঠিক নহে (ইব্ন 'আবদিল বার্র, আল-ইসতী'আব, ইসাবার হাশিয়া, ১খ., পৃ. ১০৮)। মৃত্যুর সময় তিনি ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন যে, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) যেন তাঁহার জানাযায় ইমামতি করেন। কিন্তু এই সময় সা'দ (রা) মদীনার অদূরে আল-'আকীক নামক স্থানে বসবাসরত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আসিতে কিছুটা বিলম্ব দেখা দেওয়ায় মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান ইবনুল-হাকাম বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীর জানাযা, একজন লোকের জন্য বিলম্ব হইবে? এই বলিয়া তিনি নিজেই তাহার জানাযা পড়াইতে উদ্যত হইলে আকরাম (রা)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ তাঁহাকে জানাযা পড়ানোর অনুমতি দেন নাই এবং মাখযূম গোত্রও ইহাতে বাধ সাধিল। এইরূপ বাদানুবাদের এক পর্যায়ে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) আসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার জানাযা পড়াইলেন। অতঃপর জান্নাতু'ল-বাকী'তে তাঁহাকে দাফন করা হয় (প্রাগুক্ত, তাবাকাত, ৩ খ.)।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং নিজেকে

ইহা হইতে বিরত রাখেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে মাত্র কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি হাদীছ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় পুত্র 'উছমান এবং পৌত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উছমান (র) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন (তাহযীবু'ল-কামাল, ২খ., পৃ. ৫৩৫)।

তিনি 'উবায়দুল্লাহ ও 'উছমান নামে দাসীর গর্ভজাত দুই পুত্র এবং উমায়্যা, মারয়াম ও সাফিয়্যা নামে তিন কন্যা রাখিয়া যান। উমায়্যা ও মারয়াম-এর মাতার নাম হিন্দ বিন্ত 'আবদিল্লাহ ইবনু'ল-হারিছ। আর সাফিয়্যার মাতা ছিলেন আযাদকৃত দাসী (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪২)। পুত্র 'উছমান হইতে তাঁহার বংশ বিস্তার লাভ করে। তাঁহাদের কতকে শাম গিয়া বসতি স্থাপন করে (প্রাগুক্ত)।

সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তাঁহার ঐতিহাসিক গৃহখানিতে যাহারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ ও তা'লীম-তারবিয়াত প্রাপ্ত হন ইসলামে তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বেশি। এই গৃহে শিক্ষালাভের সময়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুসলিম মিল্লাতের নিকট উক্ত গৃহখানি মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময়। গৃহখানিকে তিনি স্বীয় সন্তানদের নামে ওয়াকফ করিয়া দেন। ওয়াকফ পত্রে লেখা ছিল, তাহা বিক্রয় করা যাইবে না, তাহার ওয়ারিছও কেহ হইবে না। হারাম শরীফে অবস্থানের দরুন উহা সম্মানিতই থাকিবে। উক্ত ওয়াকফ পত্রের সাক্ষী ছিলেন হিশাম ইবনুল 'আস ও হিশামের দাস।

অতঃপর উক্ত গৃহ তাঁহার বংশধরদের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তাহারা উহাকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। উহাতে বসবাস করিতে ও উহা ভাড়া দিতে থাকে। 'আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফার মানসূর পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। আবূ জা'ফার উহা ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন রকমের ফন্দি আঁটেন এবং আরকাম (রা)-এর পৌত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উছমানকে বন্দী করেন। অতঃপর দূত মারফত প্রস্তাব দেন যে, গৃহখানি বিক্রয় করিলে মোটা অংকের নগদ মূল্য এবং তাহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া 'আবদুল্লাহ (র) ১৭ (সতের) হাজার দীনারের বিনিময়ে তাঁহার নিজের অংশ বিক্রয় করেন। অতঃপর অন্যান্য শরীকও উক্ত মূল্যে তাহাদের অংশ বিক্রয় করিয়া দেয় (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৪৩-৪৪)। পরবর্তী কালে খলীফা আল-মাহদী উহা স্বীয় দাসী হারূনুর-রশীদের মাতা খায়যুরানকে দান করেন। তিনি কিছুকাল সেখানে বসবাস করেন। আরকাম গৃহটি কয়েকবার পুনর্নির্মিত হয়। বর্তমানে উক্ত গৃহের কোনও চিহ্ন সেখানে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৮-২৯, সংখ্যা ৭৩; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ., পৃ. ২৪২-৪৪; (৩) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, মু'আস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৪১০ / ১৯৯০, ৭ম সং., ২খ., পৃ. ৪৭৯-৮০, সংখ্যা ৯৬; (৪) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, দার ইহয়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ.; (৫) ইবনুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ., ৫৯-৬০; (৬) ইব্ন 'আবদিল বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া), ১খ., ১০৭-১০৯; (৭) হাফিজ জামালুদ-দীন আবুল হাজ্জাজ য়ূসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ., ২খ., পৃ. ৫৩৫-৩৬, সংখ্যা ২৯৪; (৮) শাহ মু'ঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস-সাহাবা, লাহোর তা.বি., ২খ., ৩৯৫-৯৬; (৯) ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, করাচী তা.বি., পৃ. ১৪২।

ডঃ আবদুল জলীল

আরকিটেকচার (দ্র. স্থাপত্য)

আরকুশ (اركش) ঃ স্পেন, Arcos-আরকোস, স্পেনে এই নামে অন্ততপক্ষে বিশটি জায়গা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক নদী, ঝর্ণা, খাত এবং অববাহিকা ও এক বচন আরকো অথবা বহু বচন আরকোস নামে আখ্যায়িত। ভ্যালেন্সিয়া হইতে সাড়ে চার মা. (৭ কিলোমিটার) দূরে একটি জনপদও বিদ্যমান যাহার আরবী নাম আলাকুয়াশ (আল-আকাওয়াস, الاكوس। আরকোস) বহন করিতেছে। মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে এই জনপদসমূহের মধ্যে আরকোস দ্য লা ফ্রন্টেরা (Arcos de la Frontera) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সেভিলের অন্তর্গত দ্রাক্ষা উৎপাদনকারী এলাকা ক্যাম্পিনায় (Campina) অবস্থিত এবং সাব-বেটিক (Sub-Betic) পর্বতমালার পশ্চিম দিকস্থ সর্বশেষ শৈলশৃঙ্গ সংলগ্ন ক্যাডিয (Cadiz) প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ৩০,০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকা ভৌগোলিক ও সামরিক উভয় দিক হইতেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা একটি শিলাস্তূপের অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত যাহার পাদদেশ গুয়াডেলেট (Guadalete) নদীর খাড়া বাঁক বিধৌত করিতেছে। মধ্যযুগব্যাপী বিভিন্ন সময়ে ইহার গুরুত্বপূর্ণ ক্যাসিলো (Castillo) দুর্গ এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা কখনও বিধ্বস্ত এবং পুনরায় ঘন বসতিপূর্ণ করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসংখ্য নিদর্শন, বাস্তব প্রমাণ, রোমানদের রাস্তা নির্মাণের প্রস্তরাদি ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে। প্রথম 'আবদুর-রাহ'মান যখন য়ূসুফ আল-ফিহরির অভিযান পরিচালনা করেন তখন আরকোস তাঁহাকে সমর্থন জ্ঞাপন করে। পরবর্তী কালে প্রথম উমায়্যা আমীরের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ধর্ষ বারবার (Berber) বিদ্রোহের নেতা শাকয়া ইবন 'আবদিল- ওয়াহি'দ আল-মিকনাসী কর্তৃক ইহা লুণ্ঠিত হয়। তৃতীয়/নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আরব মুওয়াল্লাদ (مولد) সংঘর্ষের সময় সেভিল অঞ্চলে আরকোস, জেরেয ও মেডিনা সিডোনিয়ার বিদ্রোহী ক্যাসিলোসমূহ (Castillos) আমীর 'আবদুল্লাহ-এর সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। য়ূসুফ ইব্ন তাশুফীন জাল্লাকা (جلاكا)-র পথে আরকোসে যাত্রাবিরতি করেন। আল-মুওয়াহ্হি'দ (الموحد) খলীফা য়া'কূ'ব আল-মানসূ'র ৫৮৬/১১৯০ সনে পর্তুগালের বিরুদ্ধে অভিযানকালে আরকোস দ্য লা ফ্রন্টেরায় (Arcos de la Frontera) তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করেন। উক্ত স্থান হইতে তিনি তাঁহার জ্ঞাতিভাই আস সায়্যিদ য়া'কূ'ব ইবন আবী হা'ফস'কে সিলভেস (Silves)-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তিনি স্বয়ং টরেস (Torres), নোভাস (Novas) ও টোমার (Tomar) অবরোধের উদ্দেশে অগ্রসর হন। ৬৪৮/১২৫০ সনে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড (Ferdinand) গ্রানাডা অধিকারপূর্বক আরকোস দখল করেন। ইহার মুসলমান অধিবাসিগণ ৬৫৯/১২৬১ সনে বিদ্রোহী হইলে বিজ্ঞ আলফনসো

(Alfonso the learned) 662/1264 সনে তাহাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ৭৩৯/১৩৩৯ সনে মারীনী (Marinid) আমীর আবুল-হাসান আনদালুসিয়া অভিযান শুরু করিলে সালাদো (Salado) অথবা তারিফা (Tarifa)-র যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সময় আনদালুসীয় পরিষদ (Council) আরকোসের আনতিদূরে যুবরাজ আবু মালিকের সেনাদলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করে। দুইটি দেশের সীমা-নির্দেশক বারবেট (Barbate) নদীর তীরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ৮৫৬/১৪৫২ সন পর্যন্ত গ্রানাডার মূরগণ আরকোস এলাকা আক্রমণ ও জবর দখল করেন। দুই শতাব্দীব্যাপী এই সীমান্ত শহরটি অবিরত যুদ্ধ প্রস্তুতি ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় আরকোস দ্য লা ফ্রন্টেরা (Arcos de la Frontera) নামে খ্যাত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদরীসী, মূল 'আরবী রচনা, পৃ. ১৭৪, অনুবাদ পৃ. ২০৮; (২) E. Levi-Provencal, La Peninsule iberique, মূল 'আরবী রচনা, পৃ. ১৪, অনুবাদ পৃ. ২০; (৩) Dic. geog de Espana, 1957, ii. 647; (৪) A. Huici, Las Grandes batallas de la Reconquista, 336.

A. Huici Miranda (E.I.[2])/ আবু তাহের

আরগান (ارگن) ঃ (Berb.) আরগান বৃক্ষ (argania spinosa অথবা argania Sideroxylon), Sapotaceae গোত্রভুক্ত একটি উদ্ভিদ; মরক্কোর দক্ষিণ উপকূলে এই বৃক্ষটি জন্মায়। শক্ত কাষ্ঠসম্পন্ন এই গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদটি হইতে এক প্রকার বীজ পাওয়া যায় যাহার অভ্যন্তরস্থ শাঁস পিষিয়া একটি অত্যন্ত মূল্যবান তৈল আহরণ করা হয়; ইহার খৈল পশু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত।

এই শব্দটি মরক্কোর 'আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত, কিন্তু তাঁহারা ইহাকে বিদেশী ভাষা হইতে গৃহীত একটি শব্দরূপে বিবেচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-বায়তার, নং ১২৪৮; (২) L. Bru not: Textes arabes de Rabat, ২খ., Glossary, প্যারিস ১৯৫২, ৬-৭; (৩) V. Monteil Contribution a l'etude de la flore du sahara occidental, ২খ., প্যারিস ১৯৫৩, নং ৪০৯ (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৪) A. Roux, La vie berbre par les textes, ১খ., প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., ৩৪-৬।

সম্পাদকমণ্ডলী (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আরগূন (أرغون) ঃ মোঙ্গল বংশের নাম। তাহারা নিজদেরকে হুলাগু খানের উত্তর পুরুষ বলিয়া দাবি করে (Raverty, Notes on Afghanistan, 580, এই দাবি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান)। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে আরগূনদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, যখন হিরাত (হারাত)-এর সুলতান হুসায়ন বায়ক'রা যুন-নূন বেগ আরগূনকে কান্দাহারের গভর্নর নিযুক্ত করেন। যু'ন-নূন শীঘ্রই স্বাধীন মনোভাব গ্রহণ করেন এবং হিরাতের শাসনকর্তার সকল প্রকার বল প্রয়োগ প্রতিহত করেন। কিছুকাল পূর্বে প্রায় ৮৮৪/১৪৭৯ সালে তিনি, বর্তমানে বালুচিস্তানের অংশ, পিশীন শাল ও মুসতাং-এর পার্বত্য ভূমি দখল করেন। ৮৯০/১৪৮৫ সালে তাঁহার দুই পুত্র শাহবেগ ও মুহাম্মাদ মুকীম খান বোলান গিরিপথে উপস্থিত হন এবং সিন্ধুর সাম্মা (Samma) শাসনকর্তা জাম নন্দের হাত হইতে সাময়িকভাবে সীবী (সিবি) দখল করেন। ৯০২/১৪৯৭ সালে তিনি হুসায়ন বায়ক'রার বিদ্রোহী পুত্র বাদী'উযযামান-এর পক্ষাবলম্বন করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। উযবেগ দলপতি শায়বানী খানের খুরাসান আক্রমণের সময় ৯১৩/১৫০৭ সালে যুন-নূন বেগ মারুচাক-এর যুদ্ধে নিহত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ বেগ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং কান্দাহারে নিজ অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে তিনি শায়বানী খানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৫১০ খৃ. মার্বে দুর্দমনীয় উযবেগ নেতা শায়বানী খানের পরাজয় ও মৃত্যুর পর শাহ বেগ বাবুর ও শাহ ইসমাঈল সাফাবীর হুমকির সম্মুখীন হন। বাবুর এই সময় কাবুলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শাহ ইসমা'ঈল হিরাতকে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। শাহ ইসমাঈল 'উছমানীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে এবং বাবুর সামারকান্দ পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইলে শাহ বেগ সাময়িকভাবে রক্ষা পান। অবশ্য তিনি উপলব্ধি করেন, কান্দাহার হইতে তাঁহার বিতাড়ন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সুতরাং তিনি বালূস অঞ্চলে ও সিন্ধুতে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। সিন্ধুতে জাম ফীরূয পিতা জাম নন্দের স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু দলীয় কোন্দলের ফলে রাজ্যের উপরে তাঁহার কর্তৃত্ব দুর্বল হইয়া পড়ে। ৯২৬/১৫২০ সালে শাহ বেগ সিন্ধু প্রবেশ করিয়া জাম ফীরূযের সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণ সিন্ধুর রাজধানী থাট্টা তছনছ করেন। ইহার পর তাঁহাদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি মুতাবিক সিন্ধুর উত্তর অঞ্চল শাহ বেগের অধিকারে যায় এবং সিন্ধুর দক্ষিণ অঞ্চল সাম্মাদের দখলে থাকে। কিন্তু ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই সাম্মা বংশ এই চুক্তি অগ্রাহ্য করে। ফলে তাহারা আর একবার পরাজিত হয়। শাহ বেগ এইবার জাম ফীরূযকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং সিন্ধুতে আরগূন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯২৮/১৫২২ সালে বাবুরের নিকট কান্দাহারের সম্পূর্ণ পতনের পর শাহ বেগ সিন্ধু তীরে বাখার-এ রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ৯৩০/১৫২৪ সালে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহার পুত্র শাহ হুসায়ন উত্তরাধিকার লাভ করেন। শাহ হুসায়ন বাবুরের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং সম্ভবত বাবুরের সহিত সমঝোতার প্রেক্ষিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুলতানের লাংগাহ রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর ১৫২৮ খৃ. মুলতান আত্মসমর্পণ করে। শাহ হুসায়ন মুলতানে একজন গভর্নর নিয়োগ করিয়া থাট্টায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অব্যবহিত পরে তাঁহার গভর্নর মুলতানের জনগণ কর্তৃক বহিষ্কৃত হন, কিন্তু তিনি মুলতান পুনর্দখলের কোন চেষ্টা করেন নাই। স্বল্পকালীন স্বাধীনতা ভোগের পর মুলতানের শাসন কর্তৃপক্ষ মুগল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করা সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। ৯৪৭/১৫৪০ সালে শাহ হুসায়নের রাজত্বকালে হুমায়ূন শের শাহ সূরের নিকট পরাজিত ও উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া সিন্ধুতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবত শের শাহের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে জড়িত না হওয়ার অভিপ্রায়ে আরগূন শাসক হুমায়ূনকে সাহায্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। সাহায্যের অস্বীকৃতির কারণে হুমায়ূন বাখার ও সিহওয়ান-এর সুরক্ষিত দুর্গসমূহ অবরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা

কার্যকরী করার জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় সম্পদ, উদ্দীপনা ও সামরিক নেতৃত্বের অভাব ছিল। ৯৫০/১৫৪৩ সালে হুমায়ুন সিন্ধুর মধ্য দিয়া নিরাপদে কান্দাহারে যাইতে সমর্থ হন। রাজত্বকালের শেষের দিকে শাহ হু'সায়নের চরিত্রের অধঃপতন শুরু হয়। ফলে অমাত্যবৃন্দ তাঁহাকে ত্যাগ করেন এবং শাসক হিসাবে তাঁহারা আরগূন গোত্রের পুরাতন শাখার মীরযা মুহা'ম্মাদ 'ঈসা তারখানকে নির্বাচিত করে। শাহ হু'সায়ন ১৫৫৬ খৃ. নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরগূন বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আরগূন-তারখান বংশ ১৫৫৬ খৃ. হইতে ১৫৯১ খৃ. পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মুহা'ম্মাদ 'ঈসা তারখান তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান মাহ'মূদ গোকালদাশ-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই চুক্তির ফলে মুহা'ম্মাদ 'ঈসা তারখান রাজধানী থাট্টাসহ দক্ষিণ সিন্ধু অধিকারে রাখেন এবং রাজধানী বাখারসহ উত্তর সিন্ধু সুলতান মাহ'মূদের দখলে থাকে। ৯৮২/১৫৭৩ সালে আকবার উত্তর সিন্ধু রাজ্যভুক্ত করেন। ১৫৬৭ খৃ. 'ঈসা খান মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র মুহা'ম্মাদ বাকী পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু ১৫৮৫ খৃ. তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী জানী বেগের রাজত্বকালে ১৫৯১ খৃ. আকবার দক্ষিণ সিন্ধু দখলের জন্য 'আবদুর-রাহী'ম খান-ই খানানকে প্রেরণ করেন। জানী বেগ পরাজিত হন এবং দক্ষিণ সিন্ধু মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জানী বেগ ১৫৯৯ খৃ. অত্যধিক সুরাপান জনিত উন্মত্ততা রোগে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিজামুদ্দীন আহমাদ, তাবাকাত-ই আকবারী (গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট); (২) মুহা'ম্মাদ কা'সিম ফিরিশতাহ, গুলশান-ই ইবরাহীমী (বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.); (৩) মুহা'ম্মাদ 'আলী কূফী, চাচনামাহ, বাবুর নামাহ, (Beveridge); (৪) H. M. Elliot ও J. Dowson, The History of India as told by its own Historians (১খ., সায়্যিদ জামাল প্রণীত তারখান নামাহ বা আরগূন নামাহ যাহা মুহা'ম্মাদ মা'সূ'ম প্রণীত তারীখুস-সিন্ধ-এর ভিত্তিতে রচিত, কোন স্বীকৃতি ছাড়াই); (৫) W. Erskine, A History of India under Baber and Humayun, লণ্ডন ১৮৫৪ খৃ.; (৬) M. K. Fredunbeg, A History of Sind, ii, করাচী ১৯০২ খৃ.; (৭) M. R. Haig, The Indus Della Country, লণ্ডন ১৮৯৪ খৃ.; (৮) H.G. Raverty, Notes on Afghanistan and part of Baluchistan, লণ্ডন ১৮৮৮ খৃ.।

C. Collin Davies (E.I.[2])/ মোঃ ইমরুল কায়েস চৌধুরী

আল-'আরজী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (العرجى عبد الله بن عمر) ঃ খলীফা 'উছমান (রা)-এর প্রপৌত্র এবং উমায়্যা বংশীয় কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন উদারচিত্ত ও উগ্র মেজাজী। তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন, বিশেষত মাসলামা ইবন 'আবদিল-মালিকের নেতৃত্বে বায়যানটাইনদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি হিজাযে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল মক্কায় এবং কিছুকাল তাইফ-এর নিকটবর্তী আল-আরজ-এ কাটাইতেন। আল-'আর্জ-এ তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল এবং তাঁহার আল-আরজী (নিসবা) নামটি ইহা হইতে উদ্ভূত। হিজাযের বহু অভিজাত শ্রেণীর ন্যায় তিনিও আলস্যপরায়ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সর্বদাই আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। সেই সময়ে মক্কা ও মদীনায় বহু সংখ্যক প্রেম-কাব্য রচয়িতা কবি গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। নিঃসন্দেহে 'ঈসা ও তিনি তাঁহাদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি মক্কার শাসনকর্তা ও খলীফা হিশামের মাতুল মুহা'ম্মাদ ইবন হিশামকে উপহাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার মাতা য়ায়দা সম্পর্কে অশালীন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তিজনক আচরণের প্রেক্ষিতে তাঁহাকে উৎপীড়ন ও শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেখানে সম্ভবত ১২০/৭৩৮ সনে ইন্তেকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাঁহার দীওয়ান বাগদাদে মুদ্রিত (১৯৫৬ খৃ.), ভূমিকাসহ, আরও দ্র. ইবন কু'তায়বা, শি'র, ৩৬৫-৬; (২) মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪; (৩) জাহি'জ, হায়াওয়ান, নির্ঘণ্ট; (৪) আগ'ানী, ১খ., ১৪৭-৬০ ও নির্ঘণ্ট; (৫) বাগ'দাদী, খিযানা, ১খ., ৯৯; (৬) য়াকূ'ত, দ্র. আল-'আরজী, Brockelmann, ১খ., ৪৯; (৭) ত'াহা হু'সায়ন, হ'াদীছুল-আরবি'আ, ২খ., ৭২-৮১; (৮) O. Rescher, Abriss, i, 146-7; (৯) C.A. Nallino, Scritti vi-(Letteratura, 61, French Trans, 97-8); (১০) F. Gabrieli, Up Poeta minore omayyade, al-Argi, in Studi Orient in onore di G. Levi Della Vida, 361-70, with bibl.

Ch. Pellat (E.I.[2]) / মুজিবুর রহমান

আরজীশ (ارجيش) ঃ ভান (Van) হ্রদের উত্তর-পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন শহর। মধ্যযুগীয় ইহা আরজীশ-এর হ্রদ নামে পরিচিত ছিল। উরারতীয় (Urartaean) যুগের সময় হইতেই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকগণের বর্ণনায় তাহা স্পষ্টতর হয়। 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত কালে কিছু সময়ের জন্য ইহা আরব অধিকারে আসে, কিন্তু খৃ. ৮ম শতক পর্যন্ত ইহা আরমেনীয় ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে থাকিয়া যায়। খৃ. ৭৭২ সাল হইতে ইহা আখলাত [দ্র.]-এর কায়সী আমীরাত-এর অংশরূপে থাকে। খৃ. দশম শতকে ইহা মারওয়ানী অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু ১০২৫ খৃষ্টাব্দের দিকে ইহা বায়যানটীয়গণের অধিকারে আসে। তাঁহারা ক্রমশ সম্পূর্ণ দক্ষিণ আরমেনিয়া দখল করিয়া লয়। ১০৫৪ খৃ. সালজূক সুলতান তু'গ'রিল বেগ (দ্র.) ইহা পুনরায় নিজ অধিকারে আনয়ন করেন এবং ৫ম/১১শ শতকের শেষভাগে সালজূক সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িলে ইহা আখলাত-এর আরমেনীয় শাহগণের রাজ্যের এলাকাভুক্ত হইয়া পড়ে। ৭ম/১৩শ শতকের প্রারম্ভে ইহা তাঁহাদের উত্তরাধিকারী আয়্যূবীগণের হস্তগত হয়। ১৩শ শতকে বারংবার জর্জীয় ও মোঙ্গলগণের হস্তে ইহা লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে যাহার ফলে ঈলখানী ওযাযীর 'আলী শাহ ৮ম/১৪শ শতকের

প্রারম্ভে ইহাকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন (পূর্বে শহরটি দুর্গ দ্বারা রক্ষিত ছিল না)।

পরবর্তী কালে ইহা তায়মুর-এর বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় এবং পারস্য-উছমানী যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট বিশৃংখলামূলক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭শ শতক পর্যন্ত ইহা একটি উছমানী প্রশাসনিক জেলার প্রধান শহর ছিল। কিন্তু ভান হ্রদের পানি উত্তর দিকে সম্প্রসারিত হওয়ায় ইহার ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯শ শতকের মধ্যভাগে শহরের শেষ অধিবাসী দল শহর পরিত্যাগ করে এবং বর্তমানে শহরের ধ্বংসাবশেষ প্রধানত জলমগ্ন। ইহার উত্তর দিকে অর্ধ ঘণ্টার দূরত্বে একটি ক্ষুদ্র আধুনিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. আরমেনিয়া ও আখলাত। 'আরব সূত্রসমূহের (আল-বালাযুরী, ইবনুল-আযরাক'-আল ফারিকী সম্পর্কে JRAS, ১৯০২-এ ৭৮৫-৮১২ খৃ. Amedroz-এর গবেষণা, ইবনুল আছীর ইত্যাদি) সহিত বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত আরমেনীয় সূত্রসমূহ বিবেচনা করিতে হইবে; (১) R. Grousset, Histoire d' Armenie, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ. ও (২) F. Neve, Histoire des Guerres de Tamerlan d'apres Thomas de medzoph, ব্রাসেলস ১৮৬০ খৃ. (৩) ফারসী ভাষায়, হা'মদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা ও (৪) তুর্কী ভাষায় হা'জ্জী খালীফার জিহাননুমা ও The Travels of Ewliya Celebi, ৪খ; আরও তুলনীয় (৫) M. Cannard, Les Hamdanides, ১খ., ১৮৮ ও ৪৭৩ প.; (৬) E. Ho nigman, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches, ব্রাসেলস ১৯৩৫ খৃ. ও (৭) Besim Darcot, IA অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ Ercis, ইহাতে প্রাথমিক যুগের আধুনিক সূত্রসমূহ বর্ণিত হইয়াছে (Hubschman, Markwart)।

CL. Cahen (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আরটিলারী (দ্র. বারূদ, তোপ)

আর্‌তভিন (ارتبن) ঃ তুরস্কের সর্বউত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর। চোরুহ নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের অবস্থান ৪১ ডিগ্রি ১০ মি. উত্তর অক্ষ এবং ৪২ ডি. ৫০ মি. পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। San Stefano চুক্তির শর্তানুসারে ১৮৭৮ খৃ. ইহাকে কারস ও আরদাহানসহ রাশিয়ার নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খৃ. জর্জিয়া ইহাকে প্রত্যর্পণ করে। তখন হইতে অদ্যাবধি ইহা চোরুহ বিলায়েত-এর রাজধানী এবং কাদা-এর প্রধান কেন্দ্র। ১৯৪৫ খৃ. মূল শহরের জনসংখ্যা ছিল ৩৯৮০ এবং সমগ্র কাদায় ১৬৯৬৬ জন।

Fr. Taeschner (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আর্‌তুকি'য়্যা (ارتقيه) ঃ উরতুকি'য়্যা নয়, একটি তুর্কী রাজবংশ যাহা ৫শ/১১শ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে ৯ম/১৫শ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কিংবা মোঙ্গলদের সামন্ত হিসাবে সম্পূর্ণ দিয়ার বাকর অথবা উহার অংশবিশেষ শাসন করে।

আরতুক ইবন ইকসেব তুর্কোমানী বংশ দোগের (দ্র.)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহারই নাম অনুসারে আরতুকিয়্যা বংশের প্রতিষ্ঠা হয় ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি এশিয়া মাইনরে রোমক সম্রাট সপ্তম মাইকেল (Michael)-এর পক্ষে, আবার কখনও বা বিপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রধানত মহান সালজূক সুলতান মালিক শাহের একজন কর্মচারী হিসাবে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাহরায়নের কারমিতীগণকে মালিক শাহের অধীনে আনয়ন করেন, ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে মালিক শাহ তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতা তুতুশ-এর অধীনে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন এবং ১০৮৪ খৃষ্টাব্দে ইবন জা'হীর-এর নেতৃত্বাধীনে দিয়ার বাকর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন, ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে সুলতানের অন্য ভ্রাতা তুকুশ-এর বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে খুরাসানে প্রেরণ করা হয়। দক্ষিণ কুর্দিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হালওয়ান, যাহার জাগীরদারী তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১০৮৫ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি দিয়ার বাকরে মাওসিল ও আলেপ্পো (হালাব)-এর আরব শাসক মুসলিম-এর সহিত মিলিত হইয়া মালিক শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অবশ্য মুসলিম-এর মৃত্যুর পর তিনি পুনঃ তুতুশের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহাকে ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিস্তীনের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না। তিনি কয়েকজন পুত্র সন্তান রাখিয়া মারা যান। তন্মধ্যে সুকমান ও ঈলগাযী ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

মালিক শাহের মৃত্যুর পর আরতুকীগণ তুতুশের নেতৃত্বে জাযীরা দখল করে এবং সিংহাসনের দাবির সপক্ষে তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে থাকে (১০৯২-১০৯৫ খৃ.)। তুতুশের মৃত্যুর পর তাঁহারা তুতুশের পুত্র আলেপ্পোর শাসনকর্তা রিদ'ওয়ানকে অন্য পুত্র দামিশকের শাসনকর্তা দুকাক-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে। পরবর্তী কালে ফিলিস্তীন তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয় এবং ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মত মিসর কর্তৃক ফিলিস্তীন বিজিত হওয়ার পর পরই উহা ক্রুসেডারদের দখলে চলিয়া যায়। ফলে আরতুকীদের ফিলিস্তীন পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। আরতুকী নেতাদ্বয়ের অন্যতম ঈলগাযী মালিক শাহের পুত্র মুহ'াম্মাদের অধীনে সাময়িকভাবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং মুহ'াম্মাদের ভ্রাতা বারকয়ারুকের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করেন যিনি (মুহ'াম্মাদ) তাহাকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু তুর্কোমান গোত্র যাহারা এই বংশের মূল শক্তি ছিল (তাহাদের বাসস্থান) দিয়ার বাকরেই রহিয়া যায়। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে সুকমানের ভ্রাতুষ্পুত্র মারদীন অঞ্চল পুনঃঅধিকার করিতে সক্ষম হইলেন এবং স্বয়ং সুকমান, যিনি সারূজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ক্রুসেডারগণ কর্তৃক ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বিতাড়িত হন, কিন্তু আল-জাযীরার গোত্রীয় প্রধানদের আত্মকলহের সুযোগে সুকমান ১১০২ খৃষ্টাব্দে হিস্‌ন কায়ফার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন এবং সুদূর উত্তরের বহু অঞ্চল তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া যায়। পরিশেষে তিনি মারদীনের অধিপতি হইয়া বসেন। তিনি ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হাররান জয়ের পূর্বে এডেসার কাউন্ট বল্ডুইন (Baldwin)-কে বন্দী করেন। উহার কিছুকাল পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

বারকয়ারুক-এর মৃত্যুর পর মুহ'াম্মাদ যিনি ছিলেন সমগ্র সালতানাতের

একক অধিপতি, ঈলগাযীকে দিয়ার বাকরে ফেরত পাঠান। ১১০৭ খৃস্টাব্দে তথায় (রোমের) কিলীজ আরসলানের পরাজয়ে তাঁহার হাত ছিল। কিলীজ-আরসলানকে মুহ'াম্মাদের বিরোধীরা 'দিয়ার বাকরে' আহ্বান করিয়াছিল। অতঃপর ১১০৮ খৃস্টাব্দে তিনি মারদীনে সুকমানের অন্যতম পুত্রের স্থলে শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন (অন্য পুত্র দাউদ হিসন কায়ফার শাসক হিসাবে রহিয়া গেলেন)। অপরাপর গোত্রীয় প্রধান নেতৃমণ্ডলী আমাদ, আখলাত, আরযান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ নিজ জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। মুহ'াম্মাদ এই সকল অধিপতিগণকে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি ঈলগাযী ও সুকমান-এর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হন। সুকমান ১১১০ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

ইহার পর হইতে মুহ'াম্মাদ ও ঈলগাযীর পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মুহ'াম্মাদ, সুলতান কর্তৃক প্রেরিত ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। কারণ ইহা দ্বারা কেবল সালজূক শাসনেরই উপকার সাধিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। ১১১৪ খৃস্টাব্দে ঈলগাযী মাওসিলের শাসনকর্তা আকসুনকুর আল-বারসুকীর বিরুদ্ধে তুর্কোমানদের দ্বারা একটি যৌথ বাহিনী গঠন করেন। যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করেন, কিন্তু মুহ'াম্মাদ প্রতিরোধ গ্রহণ করিতে পারেন এই ভয়ে সিরিয়ায় পলায়ন করেন। দামিশকের আতাবেগ তুগতেগীনের সহিত তাঁহার বোঝাপড়া হয় যিনি স্বয়ং সুলতানের সিরিয়া অভিযানের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আনতাকিয়া (Antioch)-এর ফ্রাঙ্কদের সঙ্গেও তাঁহার বোঝাপড়া হইয়াছিল, যাহারা ১১১৫ খৃস্টাব্দে সালজূক সৈন্যদের বিধ্বস্ত করিয়া ঈলগাযীকে রক্ষা করিয়াছিল। ১১১৮ খৃস্টাব্দে মুহ'াম্মাদ ইনতিকাল করেন এবং ঈলগাযী দিয়ার বাকরে সালজূকদের শেষ ঘাঁটি মায়্যাফারিকীনের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠেন। আলেপ্পো অভ্যন্তরীণ গোলযোগের শিকার ও ফ্রাঙ্কদের হামলার সম্মুখীন হইয়া ঈলগাযীর সাহায্য প্রার্থনা করে, যদিও উহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঈলগাযীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সপক্ষে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সালজূকদের পক্ষ হইতে যদিও তাঁহাকে বাধাদানের আশংকা ছিল না এ তবুও তিনি ফ্রঙ্কাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পসন্দ করিতেন না। অতএব, দামিশকের তুগতেগীনের সঙ্গে একমত হইয়া তিনি আলেপ্পোবাসীদের সাহায্যের আবেদন মঞ্জুর করেন। তাঁহার তুর্কোমান বাহিনী ১১১৯ খৃস্টাব্দে আনতাকিয়ার ফ্রাঙ্কদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। আরতুকীদের বাসভূমি দিয়ার বাকরেই রহিয়া গেল এবং অন্যান্য ফ্রাঙ্ক শক্তির প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন। তাঁহাকে জর্জীয়দের বিরুদ্ধেও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। অবশ্য এইবার তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয় (১১২১ খৃ.)। এতদ্‌সত্ত্বেও ১১২২ খৃস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল।

১১১৩ খৃস্টাব্দ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বালাক দিয়ার বাকরের উত্তর-পূর্বদিকে পূর্ব ফুরাতের উপকূলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন। ১১১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উহার প্রধান শহর ছিল খারতবেরত। উপরন্তু মালাত্‌য়ার অল্প বয়স্ক সালজূক অধিনায়কের গৃহশিক্ষক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দানিশমান্দী গুমুশতেগীনের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার সহযোগিতায় এরযিনজানের শাসনকর্তা ইব্‌ন মানগুজাক ও ত্রেবিযোন্দ (Trebizond)-এর বায়যান্টাইন শাসনকর্তা গাভারস (Gavars)-কে ১১২০ খৃস্টাব্দে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত ঈলগাযীর অধীনে থাকাকালেই এডেসার জোশেলিনকে ১১২২ খৃস্টাব্দে ও ঈলগাযীর মৃত্যুর পরে জেরুসালেমের বলডুইনকে, যে ফুরাত নদীর উপকূলে বসবাসকারী আরমেনীয় ফ্রাঙ্কদের রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিল, বন্দী করিয়া অধিকতর সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর তিনি ঈলগাযীর অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলেপ্পো হইতে বিতাড়িত করিয়া তথায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু ১১২৪ খৃস্টাব্দে মানবেজ অবরোধকালে তিনি নিহত হন এবং ইহার পর আলেপ্পো আরতুকীদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

দিয়ার বাকর আর্‌তুকীদের শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মায়্যাফারিকীনের শাসকের মৃত্যুর পর ঈলগাযীর পুত্র শামসুদ-দাওলা সুলায়মান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনিও ৫২৪/১১২৯-৩০ সালে ইনতিকাল করেন। ঈলগাযীর অন্য পুত্র তিমুরতাশ যিনি প্রথম হইতেই মারদীনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, শামসুদ-দাওলার উত্তরাধিকারী হইলেন। বালাক রাজ্য দাউদের হাতে চলিয়া গেল, যিনি ছিলেন সুকমানের পুত্র এবং ১১০৪ খৃস্টাব্দ হইতে হিস্‌ন কায়ফায় তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্যের দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন। উহার পর হইতে আরতুকীদের উভয় শাখা পূর্ণ দুই শতাব্দী পর্যন্ত নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

যাহা হউক, সালতানাতের বিস্তৃতির যুগ শেষ হইয়া গিয়াছিল। ১১২৭ খৃস্টাব্দে হইতে 'ইমাদুদ-দীন যাংগী মাওসিলে এবং ১২২৮ খৃস্টাব্দ হইতে আলেপ্পোর উপরেও কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি তথায় এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিমুরতাশ যাংগীর মিত্রশক্তি হিসাবে দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। পুনঃ ১১৪৪ খৃস্টাব্দে দাউদের পুত্র কারাহ আরসলান ও আমিদ-এর শাসনকর্তাকেও তাঁহারা অবরোধ করিয়াছিলেন। দাউদ উত্তর অঞ্চল রক্ষার্থে ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি জর্জীয়দের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে, বিশেষত হিস্‌ন কায়ফার পূর্বদিকের রাজ্যগুলিকে নিজ সালতানাতের সাথে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাংগী অবিরত তাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছিলেন। তিনি দিয়ার বাকরের পূর্বদিকে অবস্থিত বুহতান অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং কারাহ আরসলানের সিংহাসনে আরোহণের পরে হিস্‌ন কায়ফা ও খারতপেরতের মধ্যবর্তী সকল এলাকা স্বীয় আধিপত্যে আনয়ন করেন। কারাহ আরসলান এডেসার আরমেনীয় ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন, যাহাদের সঙ্গে তিমুরতাশের ন্যায় তাঁহাকেও বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ১১৪৪ খৃস্টাব্দে যাংগী কর্তৃক এডেসা অধিকার দাউদের জন্য বিপর্যয় ছিল তবে ১১৪৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার শত্রু যাংগীর মৃত্যুতে তিনি রক্ষা পান। তিমুরতাশ ও কারাহ আরসলান বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া দিয়ার বাকরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইলেন।

'ইমাদুদ্দীন যাংগীর এলাকার মধ্যে আলেপ্পো নূরুদ্দীনের ও মাওসিল ঐ বংশের অন্যান্য শাহযাদার অর্থাৎ নূরুদ-দীনের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অংশে আসে। নূরুদ-দীন ধীরে ধীরে সবই স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ও মাওসিলের যুদ্ধাভিযান তাঁহাকে আর একবার আরতুকীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল। দিয়ার বাক্‌রের ব্যাপারে তিনি তাহাদের সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ করেন নাই; এডেসার কাউন্টের যুদ্ধলব্ধ মালামালের অংশ হিসাবে তিনি ফুরাতের উত্তরাঞ্চল তাহাদেরকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক বা বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি সর্বদা তাহাদেরকে নিজের সঙ্গে রাখিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আরতুকীদের সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, বিশেষত কারাহ আরসলানের সঙ্গে এবং তিমুরতাশের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল্‌পীর সঙ্গে। আলেপ্পোর শাসনকর্তা আরমান শাহের সাহায্যে স্বীয় ক্ষমতাকে তিনি সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন এবং উহার বিনিময়ে তাঁহাকেও জর্জীয়দের বিরুদ্ধে আরমানের শাহকে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। ১১৬৩ খৃস্টাব্দে কারাহ আর্‌সালান নিজে স্বয়ং ইনালী ও নিসানীদের নিকট হইতে আমিদ উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু দানিশমান্দিদের আক্রমণের কারণে তাহা করা সম্ভবপর হয় নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ নূরুদ-দীনের সহযোগিতায় দানিশমান্দিদের সাহায্যে অগ্রসর হন, যাহারা (দানিশমান্দিগণ) কুনিয়ার সালজূক সুলতানদের সম্প্রসারণ নীতির দরুন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নূরুদ-দীন যাংগীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরতুকীদেরকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ১১৭৪ খৃস্টাব্দে নূরুদ-দীন যাংগী ইনতিকাল করেন।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে ইতিহাস স'লাহু'দ্দীন আয়্যূবীর উচ্চাকাংক্ষা ব্যাহত করিবার উদ্দেশে উত্তর মেসোপটেমিয়ার 'আরব আমীরগণের প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার ইতিহাস। ঐ সময়ে মিসর-অধিপতি স'লাহু'দ্দীন ধীরে ধীরে সিরিয়া ও জাযীরার ঐ সকল অঞ্চলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন যাহা নূরুদ-দীন উত্তরাধিকারসূত্রে রাখিয়া গিয়াছিলেন। আরতুকী যুবরাজগণ প্রথমদিকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাওসিলের যাংগীদের সাহায্য করেন। পরবর্তী পর্যায়ে মুহ'াম্মাদ অনুধাবন করেন, স'লাহু'দ্দীনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার মাধ্যমেই তাঁহাদের কল্যাণ নিহিত, তাই তিনি তাঁহার সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। স'লাহু'দ্দীন আমিদ অধিকার করেন যাহার প্রতি দীর্ঘ দিনব্যাপী তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি ছিল, অতঃপর জায়গীর হিসাবে উহা মুহ'াম্মাদকে অর্পণ করেন। ১১৮৩ খৃ. হইতে আমিদ স্থায়ীভাবে এই বংশের শাসনাধীনেই থাকিয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরেই মুহ'াম্মাদ ইনতিকাল করেন এবং আমিদ মারদীন, আখলাত ও মাওসিল অল্পবয়স্ক যুবরাজগণের অধিকারে রহিয়া যায়। মুহ'াম্মাদের মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; শেষ পর্যন্ত এই সকল কারণে হিস্‌ন কায়ফা আমিদ ও খার্‌তপেরত স'লাহু'দ্দীনের আরও পদানত হইয়া যায়। স'লাহু'দ্দীন ১১৮৫ খৃস্টাব্দে মায়্যাফারিকীন অধিকার করিয়া দিয়ার বাকরের উপর সরাসরি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সময় কিছু কিছু ছোটখাট আরতুকী শাসক ক্ষমতাসীন ছিলেন, যাহাদেরকে সুলতান স'লাহু'দ্দীন আয়্যূবীর উত্তরাধিকারিগণ অর্থাৎ তাঁহার ভ্রাতা মালিক আল-'আদিল ও তাঁহার সন্তানগণ ধীরে ধীরে ঐগুলিরও পরিসমাপ্তি ঘটান। ১২০৭ খৃস্টাব্দে আয়্যূবীগণ আখলাত অধিকার করেন। অবশ্য তাহাদের নিজেদের মধ্যেও মতবিরোধ লাগিয়া থাকিত। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন মিসরের গভর্নর আল-কামিল যাঁহার ভয়ে আরতুকীগণ সময়িকভাবে রোমের সালজূকদের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের সালতানাত এই সময় দ্রুত পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। ইহার পর খাওয়ারিযম শাহ জালালুদ্দীন মাংগুবেরতী তখন আযারবায়জান ও আখলাত এতদুভয় অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সালজূকদের প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে তাঁহাকে ১২২৬ খৃস্টাব্দে ফুরাত নদীর উত্তরাঞ্চল পরিত্যাগ করিতে হয় এবং আল-কামিলের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিণতিতে (১২৩২-৩৩ খৃ.) তাঁহাকে হিসন কায়ফা ও আমিদ হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। আল-কামিল সালজূক কায়কু'বায-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হন। আর ইহার ফলশ্রুতিতে খার্‌তপেরতের আরতুকী শাহযাদা যে কায়কু'বাযকে সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। অতঃপর আরতুকীদের ঐ শাখাটিই অবশিষ্ট রহিয়া যায়, যাহা মারদীন প্রায় দুই শতাব্দী যাবত শাসন করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিনিধি আল-মালিকুস-সা'ঈদ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মোঙ্গলদের অবরোধের মুকাবিলা করিয়া নিহত হন। অবশ্য তাঁহার মৃত্যু এই বংশের শাসনকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করে। কারণ তাঁহার পুত্র আল-মুজাফফার হালাকু খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং মোঙ্গলদের সামান্য একজন সমন্তরাজ হইয়া সম্মানিত পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করেন।

আরতুকীদের শাসনকালের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে খুব কমই অবগত হওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে উহার মৌলিকতার এতই অভাব যে, উহা দ্বারা স্বাভাবিক ও সাধারণ পর্যালোচনাও করা যায় না। যেই সকল অঞ্চলে আরতুকীগণ শাসন করিতেন, খার্‌তপেরত ব্যতীত আরবদের দেশ জয়ের সময় হইতেই উহা ছিল মুসলিম বিশ্বের একটি অংশবিশেষ এবং একই বংশের লোকেরা উহা শাসন করিতেছিল (উদাহরণস্বরূপ মায়্যাফারিকীনে বানূ নুবাতার প্রসিদ্ধ বংশ) একই নীতি অবলম্বন করিয়া সপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মারদীন-এর উযীর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ত'ালহ'া আল-ক'ারশী আল-আদবী 'ইক'দুল-ফারীদ-এর (উহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন) যাহা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলিতে পূর্ববর্তী কালে কিংবা সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ তাঁহাদের কর ধার্য আদায় নীতি যাহা ২/১ খানা মাত্র শিলালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহা সর্বত্র তখন প্রচলিত ছিল। অবশ্য এই সকল কাহিনীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে না। উহার মধ্যে একটি মাত্র কথাই জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, তিমুরতাশের শাসনামলে, বিশেষত গ্রাম্য লোকদের উপর যাঙ্গীর তুলনায় করের বোঝা ছিল হালকা।

তুর্কোমানদের আগমন দেশের প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থার উপর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই, যাহা কৃষি, পশুচারণ, লৌহ ও তাম্র খনি,

গুরজিস্তান (Georgia) এবং ইরাকের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃষি সম্বন্ধেও বেশী কিছু জানা যায় না। আর তাহাদের প্রখ্যাত কোন গ্রন্থকারের কাহারও সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা যায় নাই, যাঁহারা আর্‌তুকীদের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে আরবদের শিক্ষা ও সাহিত্যের ধারা এই পর্যন্ত ছিল যে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিরিয়া হইতে বহিষ্কৃত উসামা ইব্‌ন মুনকি'য' হিসন কায়ফায় কারাহ আরসলানের দরবারে কয়েক বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আরতুকী শাসকগণের নামে কয়েকটি গ্রন্থমাত্র লিখিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) মালিকুস-সা'ঈদ-এর নামে আল-'ইক'দুল-ফারীদ, রচয়িতা কামালুদ্দীন আবূ সালিম; (২) ফাখরুদ্দীন কারাহ আরসলান-এর নামে উরজুযা ফী সুওয়ারিল-কাওয়াকিবিছ-ছাবিতা, আবূ 'আলী ইব্‌ন আবিল-হ'াসান আস- সূ'ফীকৃত; (৩) আল-মালিকুল-মাস'উদ-এর নামে আল-মুখতার ফী কাশফিল-আসরার, যায়নুদ্দীন 'আবদুর-রাহ'ীম আল-জাওবারীকৃত; (৪) মাহ'মূদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন কারাহ আরসলানের নামে কিতাব ফী মা'রিফাতিল-হি'য়ালিল হিনদাসিয়্যা, আল-জাযারীকৃত; (৫) 'ইমাদুদ্দীন আবূ বাকরের নামে আলওয়াহুল-'ইমাদিয়া, সুহরাওয়ারদী আল-মাক'তূলকৃত; (৬) মালিক মাক'সূ'দ নাজমুদ্দীন-এর নামে রাওদ'াতিল-ফাসাহ'। 'আবদুল- ক'াদির যায়নুদ্দীন আর-রাযীকৃত। এই যুগের সাহিত্যের ভাষা আরবীতে এই সকল গ্রন্থ রচিত।

এই সকল আলোচনার পরে এখন আমাদের দেখার বিষয় এই যে, প্রথম হইতেই অথবা অন্য কোন কারণে আরতুকীদের শাসনের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল কি না? সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল তুর্কোমানী; দিয়ার বাকরের সমাজ ব্যবস্থায় শেষ অবধি তুর্কোমানগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষ্য করা যায়। উত্তরাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলের, যেইখানে কুর্দীদের প্রাধান্য ছিল– সম্ভবত উহাদের অধিকতর প্রভাব ছিল। রুস্তামের বিশাল তুর্কোমানগণ দেশত্যাগের প্রথম পদক্ষেপে দিয়ার বাকর পৌঁছে। অতঃপর তাহারা আনুমানিক ১১৮৫-১১৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ পূর্ব ও মধ্য এশিয়া মাইনরে ছড়াইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত, ইহাও জানা যায়, তুর্কী ভাষায় কতিপয় কবিতা যাহা পশ্চিম এশিয়ার জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, উহাও আরতুকীদের রাজ্যসীমার অভ্যন্তরেই রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, আরতুকী বংশ নির্ভেজাল তুর্কোমান থাকিতে পারে নাই, কিন্তু 'তীর প্রতীক'-এর ব্যবহার তাহাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া আরতুকী যুবরাজগণ আরবী নামের পাশাপাশি বিশিষ্ট তুর্কী উপাধিগুলিও রক্ষা করিয়াছিলেন (কিন্তু যাঙ্গীদের চেয়ে অধিক নয়, যাহারা মূলত তুর্কোমান বংশোদ্ভূত ছিল না)। কোন কোন মুদ্রার ও প্রাসাদের কারুকার্যে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা সম্ভবত তুর্কী সংস্কৃতিরই সাধারণ প্রতীক। এই সকল প্রতীক চিহ্নের সহিত আরতুকী সুলতানগণের শাসন ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। সম্ভবত ইহার সহিত যাহার বিশেষ সম্পর্ক (যদি ইহা মূলত একটি গোত্রীয় রীতির সহিত সম্পর্কিত হয় যাহা ক্ষমতার নির্দেশ করে, যেই ক্ষমতা ব্যক্তি নয়, বরং গোত্রীয় সদস্যদের সহায়তা লাভ করিয়াছে) তাহা হইতেছে, এই বংশের পক্ষে রাজ্য ও এই সম্পর্কিত যুবরাজদের জন্য বৃত্তি প্রদান হইতে রক্ষা পাওয়া রীতিমত একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, মারদীনে এই বংশের সুদীর্ঘ কালের অবস্থান এবং তদস্থলে দিজলা নদীর উত্তর পারে আয়্যূবী কুর্দীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন ও পুনর্বাসনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে আয়্যূবী সেনাবাহিনীতে অসংখ্য তুর্কী সৈন্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আরতুকীদের প্রতি তুর্কোমানদের সমর্থন ছিল। ইহার অর্থ এই নয় যে, আরতুকীদের প্রতি মারওয়ানীদের অসৌজন্য ব্যবহারের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় কুর্দী প্রজাদের সহিত তাঁহাদের ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া থাকিত। এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা যায়, তাঁহারা পূর্ব সীমান্তের স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত কুর্দী রাজ্যগুলিকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার নীতি অবলম্বন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে যাঙ্গীকে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এই শতাব্দীর শেষের দিকে কুর্দীদের হত্যা যাহাদের সঙ্গে উহারা অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিল, উহা রুস্তামের তুর্কোমানদের দেশত্যাগের কারণে সূচিত করিয়াছিল।

ধর্মীয় ব্যাপারে আরতুকীগণ চরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা সত্য যে, তাঁহারা সাধারণভাবে সকলেই গোঁড়াধর্মী মনোভাব পোষণ করিতেন, যেমন ছিল সালজূক ও সালজূকোত্তর যুগে। তাঁহারা ছিলেন মসজিদ ও মাদরাসাসমূহের সক্রিয় প্রতিষ্ঠাতা। জনহিতকর কার্যাদি (যথা পুল নির্মাণ, সরাইখানা স্থাপন ইত্যাদি) এবং সামরিক, প্রতিরক্ষা কর্মকাণ্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহারা ছিলেন অগ্রগামী। ঈলগাযী, প্রয়োজনবশত যিনি একজন কূটনীতিবিদে পরিণত হইয়াছিলেন, তিনি হাশশাসীনদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ত্যাগ নীতি পরিহার করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কোন একজনও নূরুদ-দীন যাংগীর ন্যায় ধর্মপ্রীতি প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন খার্‌তপেরতের প্রসিদ্ধ ইরানী সূফী শায়খ শিহাবুদ-দীন সুহরাওয়ার্দীর প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ছিলেন। ইহাও সত্য যে, ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহাদের ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় নাই। আরতুকীগণ স্বীয় খৃস্টান প্রজাদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখিতেন। খৃস্টানগণ ৬ষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে তাহাদের দুঃখ-কষ্টের যে বিশেষ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে— এই সকলের আলোকে বলা যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে সালতানাতের কোথাও কোথাও কুর্দীদেরকে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ১১৮০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কুর্দী ও তুর্কোমানগণ দিয়ার বাকরের উত্তর সীমান্তে সাস্‌সুন পাহাড়ে আরমেনীয়দেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করে। কিন্তু এই সকল আরমেনীয় একটি আধা-সরকারী দল গঠন করিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে ইহারা আরমীন শাহের সঙ্গে প্রায়ই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত। এই কারণেই বলা যায়, তাহারা (আরমেনীয় খৃস্টানরা) যে দুর্ভোগের শিকার হইয়াছিল উহা মূলত ধর্মীয় প্রকৃতির ছিল না, বরং উহা ছিল রাজনৈতিক ব্যাপার। ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, খৃস্টান প্রজাসাধারণের প্রতি আরতুকীদের আচার-আচরণ যথার্থই ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সত্যের অন্য কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই চলিতে পারে না। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর এক সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী আরমেনীয় ক্যাথলিক খৃস্টানগণ খারতেপেরত প্রদেশের

ডয্‌ওয়াক (Dzovk) নামক স্থানে বসবাস করিতেছিল এবং মনোফিযাইট (Monophyzites) খৃস্টানগণের বিশপ অধিকাংশ সময় মার বারাওমা (Mar Barawma)-এর আশ্রমে থাকিত (যাহা সাময়িকভাবে আরতুকীদের অধীনে হইলেও উহা সাধারণত এডেসার উপনিবেশ ছিল পরবর্তী কালে মালাত্‌য়া শাসকদের অধীনে চলিয়া যায়)। তাহারা কখনও বা আমিদে, আবার কখনও বা মারদীনে অবস্থান করিত। আরতুকীদের অনুমতিক্রমে খৃস্টানগণ বিশপ নির্বাচন করিত। কয়েকজন ধর্মযাজক, যাহারা বিশেষত মনোফিযাইট শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল, দিয়ার বাক্‌রেই বসবাস করিত। তথায় খৃস্টানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে তূর 'আবদীন জেলা অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল যাজকাশ্রমের প্রধান কেন্দ্র।

বায়যান্টাইনদের মুদ্রার অনুরূপ দীর্ঘ কালব্যাপী প্রচলিত আরতুকীদের মুদ্রা ছিল দানিশমান্দীদের মুদ্রার মতই অভিনব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহাতে খৃস্টান প্রভাব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; তবে ইহা যথাযথ কারণ বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই কথা বলা জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবর্জিত মন্তব্য হইবে যে, একটি প্রাচীন মুসলিম সালতানাতে একজন মুসলিম মুদ্রাশিল্পীও ছিলেন না যিনি ইসলামী মুদ্রার ছাঁচ তৈরি করিতে জানিতেন। তাহা ছাড়া বায়যান্টাইনদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই কথা বলাও বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার চেয়ে বায়যান্টাইনদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল অথবা ঐ সময়ে প্রচলিত তাম্র মুদ্রা যাহা বহুল বিতর্কিত, সম্ভবত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যবহারের অন্য কোন কারণে তৈরি করা হইয়াছিল। এই যুক্তি দানিশমান্দীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু আরতুকীদের ক্ষেত্রে উহা কোনভাবেই স্বীকার করা যায় না। ইহা এমনই একটি প্রশ্ন যে সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আরও চিন্তা-ভাবনা করা যাইতে পারে।

মোঙ্গলদের বিজয়ের পরে আরতুকীদের রাজনৈতিক তৎপরতার পরিধি যে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল উহা সত্য। এই ব্যাপারে আমাদের জন্য যথেষ্ট আত্মতৃপ্তির কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, একটি স্বাধীন সালতানাত কিভাবে একটি নূতন উদ্ভূত সমস্যাসংকুল অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিল। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ব্যাপারে জানিবার মত উৎস আমাদের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। আরতুকীরা ঈলখানীদের বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হইয়াছিল। ফলে তাহারা এই সুযোগ লাভ করিয়াছিল যে, তাহাদের সুলতান উপাধি বহাল ছিল, তদুপরি এক সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাহারা মোঙ্গলদের সাহায্যকারী কিংবা প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হইতেছিল এবং তাহারা দিয়ার বাকরের বেশ একটি বিরাট এলাকা প্রায় স্থায়ীভাবে ফেরত লইয়াছিল (আমিদ অবক্ষয়ের অবস্থায়, মায়্যাফারিকীন, সম্ভবত ইস'ইরদ) এবং এতদ্‌সঙ্গে খাবূর, শুধু হিস্‌ন কায়ফা (আয়্যূবীদের) ও আরযান (সালজূকদের) স্বাধীন সার্বভৌম ছিল। উপরন্তু ঈলখানীদের অন্যান্য সামন্ত রাজদের মতই আরতুকীগণও অষ্টম/ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষাংশে মোঙ্গলদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার স্বাধীন হইয়া যায়। এইভাবে মোঙ্গলদের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল নূতন রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল তন্মধ্যে যে কোন একটি অস্থায়ী আনুগত্য স্বীকারের স্বাধীনতা আরতুকীগণ লাভ করিয়াছিল।

তাহাদের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে বোঝা যায়, একদিকে তাহারা হিস্‌ন কায়ফার আয়্যূবীদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল, যাহাদের বিরুদ্ধে তাহারা ৭৩৫/১৩৩৪ সালে একটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাহাদেরকে ফুরাত নদীর বাম দিকের বিজিত এলাকা হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যদিকে তাহারা মোঙ্গল, তুর্কোমান ও মামলূকদের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে, কারণ তাহারা আরতুকীদের মুকাবিলায় উত্তর 'আরব-ইরাক-এর শাসন ক্ষমতা দাবি করিত। তৃতীয়ত, আয়্যূবীদের সমর্থক উত্তরাঞ্চলের কুর্দীদেরকে তুর্কোমানদের সঙ্গে মিলিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও দেখা গিয়াছে। তাহাদের আদি গোত্র দোগের (Doger)-এর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। উহারা মামলূক রাজ্যের কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অপরদিকে ৮ম/চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরমেনিয়ায় ও উত্তর মেসোপটেমিয়ায় পর্যায়ক্রমে আককোয়ুনলু ও কারাকোয়ুনলু নামে দুই পরস্পর বিবদমান তুর্কোমান শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রথমদিকে প্রকাশ্যভাবেই আরতুকীগণ শেষোক্তদের শত্রুদের সমর্থন দিতে থাকে। তবে মনে হয়, তায়মূরী আক্রমণের কিছু পূর্বে বাগদাদের মোঙ্গল, (জালাইরি শাখা) কারাকোয়ুনলু, আরতুকী ও মামলূকদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সকল বিতর্কিত সমস্যার প্রকৃত অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, যতদূর তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয়, মোঙ্গলদের আগমনের পূর্বে স্থায়ী বাশিন্দাদের তুলনায় যাযাবরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষিজীবীদের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন শহর, বিশেষত হিস্‌ন কায়ফা ও মারদীন সম্ভবত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবনতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবেই সেইগুলি উত্তম আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে মারদীনে গৃহাদি নির্মাণ কার্য পূর্ণোদ্যমে চালু ছিল এবং আরবীয় কৃষ্টির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত কবি সায়ফুদ-দীন আল-হি'ল্লী। এখনও তথায় তাঁহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হয়। খৃস্টীয় মতবাদ যাহা সেই সময়ে মোঙ্গলদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু কোন কোন সময় উহাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট দুর্ব্যবহারও পাইয়াছে। তবে আরতুকীদের এলাকায় উহাদের অবস্থান কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মনোফিযাইট খৃস্টানদের বিশপ অধিকাংশ সময় মারদীনে বসবাস করিত। দানিয়াল বার আল-খাত্তাব তথাকার এমন একজন ধর্মশাস্ত্রবিদ ছিলেন যাঁহাকে তথায় এখনও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

তায়মূরের আক্রমণে একটি নূতন বিপ্লব পরিদৃষ্ট হয়। সুলতান আজ-জা'হির 'ঈসা যাঁহাকে মিসরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সন্দেহে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, স্বীয় রাজ্যকে তায়মূরের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথম দিকে বিবাদ শুরু করেন আয়্যূবীদের সঙ্গে যাহারা

ছিল তায়মূরের উৎসাহী সমর্থক, তৎপর বিশেষত আককোয়ুনলু গোত্রের সঙ্গে যাহারা প্রথমে তায়মূরের জন্য এবং পরে নিজেদের স্বার্থেই আরতুকী রাজ্য দখল করার পরিকল্পনা করিয়াছিল। ৮০৯ হিজরীতে আজ-জা'হির আমিদ রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টায় ইনতিকাল করেন। ৮১১/১৪০৯ সালে তাঁহার উত্তরাধিকারী আস-সালিহ' কারাকোয়ুনলুর নেতা য়ূসুফের সপক্ষে মারদীনের দাবি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইভাবেই আরতুকী বংশের শেষ প্রদীপ নির্বাপিত হয় এবং দক্ষিণ দিয়ার বাকরের এক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উৎসসমূহ হইতেছে পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে শুরু করিয়া নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময় কালের নিকট-প্রাচ্যের সাধারণ ইতিহাস। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর জন্য দ্র. (১) CL. Cahan, Syrie du Nord a I"epoque des Croisades-এর ভূমিকা, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., বিশেষত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন আবশ্যকঃ একাদশ শতাব্দীর জন্য (২) কামালুদ-দীন ইবনুল-আদীম, আলেপ্পোর ইতিহাস, সম্পা. সামী দাহহান, ১খ., ১৯৫১ খৃ., ২খ., ১৯৫৪ খৃ., ৩খ.; (৩) সিবত ইবনুল-জাওযী, মিরআতুয-যামান। এই আমলের ইতিহাসের অংশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং বাহরায়নের ঘটনাবলীর জন্য দ্র. (৪) ইবনুল-মুক'াররাব-এর টীকাকার, De Geoje, La fin des Karmates, JA, ১৮৯৫ খৃ.। দ্বাদশ শতাব্দীর জন্য দ্র. (৫) মাইকেল শামী, Michal the Syrian, Syriac chronicle, সম্পা. ও অনু. Chabot, ৩খ. ও এই সকলের চেয়েও এক দুর্লভ ইতিহাস যাহা দিয়ার বাকরে রচিত হইয়াছিল এবং যাহা এখনও বিদ্যমান; (৬) ইবনুল-আযরাক' আল-ফারিকী, মায়্যাফারিকীন-এর ইতিহাস (অপ্রকাশিত)। দিয়ার বাকরের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের পর্যালোচনার জন্য দ্র. CL. Cahen, Diyar Bakr au temps des premiers Urtukids, JA, ১৯৩৫ খৃ.। মোঙ্গলদের আক্রমণের পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর জন্য দ্র. প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থাবলী ঃ (৭) ইবনুল-আদীম, যাহার উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হইয়াছে; (৮) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল; (৯) ইব্ন ওয়াসিল (জামালুদ-দীন আশ-শায়্যাল কর্তৃক সম্পাদনা চলিতেছে, ১খ., প্রকাশিত আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৩ খৃ.); (১০) আল-জাযারী, তারীখ Oriens, 1951 খৃ., ১৫১; (১১) 'ইযযুদ-দীন ইব্ন শাদ্দাদ, আলাক, বিশেষত ঐ অংশ যাহা আল-জাযীরার ইতিহাসের সংগে সম্পৃক্ত (অপ্রকাশিত) [উহার পর্যালোচনার জন্য দ্র. CL. Cahen, Djazira an xiiie, s., REI 1934 খৃ.); এই সকল উৎসসমূহ আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত ফারসীতে (১২) ইব্ন বিবী, সালজূক নামাহ, A. S. Erzi-এর সংস্করণ, আনকারা ১৯৫৬ খৃ., তুর্কী সংস্করণ, সম্পা. T. Houtsma, Recueil de Textes relatifa al, historie des seljoucides, ৩খ., জার্মান অনু. H.W. Duda, সুরয়ানী ভাষায় ঃ (১৩) Gregory Abul Fauadj bar Hebraeus, Chronography, সম্পা. অনু. Budge; মোঙ্গল ও মোঙ্গলোত্তর ও তায়মূরের শাসন কালের জন্য দ্র. বিক্ষিপ্ত তথ্যাদির অংশসমূহ যাহা মামলূক ঈলখান ও তায়মূরদের বিশ্বস্ত ইতিহাস গ্রন্থে ছড়াইয়া রহিয়াছে। (১৪) বিশেষত হিস্ন কায়ফার আয়্যূবীদের ইতিহাস (অপ্রকাশিত), CL. Cahen-এর পর্যালোচনা, JA, 1955 খৃ. ও সেই কালে রচিত ইনশা রচনার সাহায্যে এই তথ্যগুলির সম্প্রসারণ সম্ভব। এইভাবে সুরয়ানী ভাষায় (১৫) Bar Hebraeus, Syriac Eccleciastical chronicle-এর পরিশিষ্ট (Lamy & Abbloos-এর সংস্করণ)। তায়মূরের পরবর্তী ইতিহাসের জন্য দ্র. (১৬) অজ্ঞাত লেখকের সুরয়ানী রচনা, সম্পা. ও অনু. Behnsch (Bratislava ১৮৩৮ খৃ.) ও (১৭) Thomas de Medzroph, তারীখ তায়মূর, সম্পা. ও অনু. Neve; আরও দ্র. (১৮) সায়ফুদ্দীন আল-হি'ললী, দীওয়ান ও সম্ভবত (১৯) আবূ বাক্র তিহরানী, কিতাব-ই দিয়ার বাকরিয়্যা, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা (তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, দিয়ার বাক্র আককোয়ুনলু প্রবন্ধদ্বয়); (২০) চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত যে সকল শিলালিপি RCEA-এতে সংগৃহীত হইয়াছে—উহার প্রায় সব আলোচনা Sauvaget, A. Gabriel, Voyage archeologique en Turquie Orientale-এ, ১৯৪০ খৃস্টাব্দের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আরও দ্র. (২১) Sauvaget, la tombe del' Ortokide balak (in Ars Islamica, ১৯৩৮ খৃ.)। (২২) সুলায়মান সাউজী, দিয়ার বাকরের ইতিহাস, ১৯৪৭ খৃ.। প্রাসাদরাজি সম্বন্ধে দ্র. (২৩) AGabriel-এর উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ। (২৪) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের জন্য দ্র. (২৫) J. T. Reinaud, Monument Blacas, ২খ., ৪০ ও (২৬) P. Casnova, Inventaire de la collection Princesse Ismail, ১৮৯৬ খৃ.। মুদ্রার জন্য দ্র. (ব্যক্তি মালিকানায় বহু মুদ্রা মওজুদ থাকিলেও উহার অবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার প্রকাশনার সন্ধান মিলে না)। (২৭) বৃটিশ ও ইস্তাম্বুলের যাদুঘরের ক্যাটালগ (Catalogues) ও (২৮) S. Lane Poole-এর প্রবন্ধ The Coins of the Uryukis, in Marsden Numismatic Chronicle, 1875; (২৯) B. Butak-এর Resimli Turk paralari, ইস্তাম্বুল ১৯৪৭-৫০ খৃ.। এই বিষয়ের উপর আধুনিক ব্যাপক, অথচ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের জন্য দ্র. মুকরিমীন খলীল ইনানিচ দিয়ার বাকর ও (৩০) কোপরুলু-এর Artuk-ogullari, in IA-তে প্রকাশিত; (৩১) উল্লিখিত Diyar Bakr গ্রন্থখানি প্রথম যুগে লিখিত, উহা শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকারের অন্য পুস্তক (৩২) Premiere Penitration turque en Asie- Mineure উপরোল্লিখিত; (৩৩) CL. Cahen, Syriedu Nird. ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহের ইতিহাসের জন্য দ্র.; (৩৪) Runciman ও (৩৫) Grousset; (৩৬) Van Berehem-এর লিখনীও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার জন্যঃ Abh. G. W. Gottingen, ১৮৯৭ খৃ. ও (৩৭) Amida, Strzygowsks, ১৯১০ খৃ.-এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়; (৩৮) H. Derenbourg, Ousama b. Mounkidh, ১খ., ১৮৮৬ খৃ.; (৩৯) ফারূকসূমের اتورکیات مجموعسی دوگر لره دائر ১৯৫৩ খৃ., প্রকাশনীর জন্য দ্র. CL. Cahen Contribution al' Historie du diyar

Bakran XIV Sicles, in J.A, ১৯৫৫ খৃ.; (৪০) দানীয়েল বার আল-খাত্তাব সম্বন্ধে দ্র. Nau-এর প্রবন্ধ Rev. Or. Chret. ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

CL. Cahen (E.I.[2] ও দা. মা. ই.)/এ. কে. এম. আবদুল ওয়াদুদ

আরতেনা (দ্র. ইরি'তনা)

আরদ' (দ্র. ইসতিরাদ)

আরদ' (ارض) ঃ পৃথিবী, ভূমি। ভূগোলক সম্পর্কে দ্র. কুরাতুল-আরদ'। ভূমি সংক্রান্ত আইনের জন্য দ্র. ইক'তা, ক'াতী'আ, খালিসা, খারাজ, খাসস, মাহলুল, মাতরূক, মাওয়াত, মিসাহ'া, মুক'াতা'আ, মুক'াসামা, মুলক, সোয়ুরগাল, তিমার 'উশর, ওয়াক'ফ, যিআমাত।

(E.I.[2]) / মুহ'াম্মাদ ইমাদুদ্দীন

'আরদ হ'াল (عرض حال) ঃ দরখাস্ত। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের 'উছমানী সাম্রাজ্যে দরখাস্ত বা আবেদনপত্র লিখিনের ক্ষমতা ছিল 'আরদ–হালজীগণের (আরযুহালচী)। এই শ্রেণীর কর্মাচারীদের সংখ্যাধিক রোধ করিবার জন্য 'আরদ'-হালজী বাশী, চাভূশলার আমীনী ও চাভূশলার কাতিবি দ্বারা নূতন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হইত। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহের প্রধান ছিল ব্যক্তিগত মর্যাদা, হস্তলিপি শিল্পে দক্ষতা এবং শারী'আ ও কানুন সম্পর্কে কিছু মাত্রায় জ্ঞান। প্রধান উযীরের পক্ষে চাভূশবাশী এই সকল আবেদনপত্র বিবেচনা করিতেন এবং দুইজন তেযকিরেজি ইহাদের প্রতি প্রদেয় প্রত্যুত্তরসমূহ মুসাবিদা করিতেন (এই দুইজন তেযকিরা-ই আওওয়াল ও ছানী নামে পরিচিত ছিলেন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ রাফীক', Hicri iz inci asirda Istanbul Hayati (ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ.), পৃ. ২০৭. (২) I. H. Uzuncarsili Osmanli Devletinin Saray teskilati (আনকারা ১৯৪৫ খৃ.), পৃ. ৪১৭, ৪১৯।

G. L. Lewis (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আরদাকান (اردكان) ঃ (কথ্য ভাষায়-এরদেকূন) ইরানের একটি শহর। ইহা ৩২-১৮ উত্তর অক্ষাংশে ও ৫৩-৫৫ পূর্ব দ্রাঘিমায় (গ্রীনিচ) মরুভূমির পার্শ্বস্থিত নাঈন হইতে য়াযদগামী বর্তমান রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে আকদা জেলা (বুলুক) ও দক্ষিণ দিকে মায়বুদ অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতা ৩,২৮০ ফুট। টলেমী Artakana নাম দ্বারা যে শহরটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (Tomaschek, Pauly-Wissowa-এ নিবন্ধ দ্র.), উহা দ্বারা এই শহরটিকে বুঝান হইয়াছে কিনা, ইহা সন্দেহের ব্যাপার। কেননা এই শহরে কোন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইব্‌ন হাওক'াল (সম্পা. Kramers, পৃ. ২৬৩) মরুভূমির প্রান্তে য়াযদের নিকটে আযারকান নামক যে শহরটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাকে আরদাকান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে তথায় একটি সূফী খানকাহ নির্মাণের পূর্বে শহরটির নিশ্চিত কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না (তু. 'আবদুল-হু'সায়ন আয়াতী, তারীখ-ই য়াযদ, য়াযদ ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫০)। লেখক শহরটির খ্যাতনামা ব্যক্তিদের একটি তালিকাও পেশ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউরোপীয় মানচিত্রে Ardecan শহরটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে শহরটি একটি জেলা (বুলুক) সদর। এই জেলায় ৫টি গ্রাম রহিয়াছে এবং লোকসংখ্যা ১০,৪৩০ জন (১৯৩০ খৃ.), মাস'উদ কায়হান রচিত জুগরাফিয়্যা, ২খ., ৪৩৮-এর বর্ণনানুসারে, তেহরান ১৯৩৩ খৃ.। জনসংখ্যার কিছু লোক জোরোয়াস্টার মতাবলম্বী। এই অঞ্চলের লোকেরা ধাতব জিনিসপত্র ও মিষ্টান্ন তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। এককালে এইখানকার বস্ত্র ও গালিচা শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহা গুরুত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী আকবার দিহখুদা, লুগ'াতনামাহ, তেহরান ১৯৫০ খৃ, পৃ. ১৭৭৪; (২) জেনারেল রাযমারা, জুগ'রাফিয়া-ই নিজ'ামী-ই ইরান, তেহরান ১৯৪৫ খৃ., (৩) ইউরোপীয় পর্যটকদের বরাতের জন্য তু. A. Gabriel, Die Erforschung Persiens, ভিয়েনা ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫৮ (Von poser), পৃ. ১৮৮ (Buhse), পৃ. ৩০৪ (Baier); (৪) Stahl, Peterman's Geogr. Mitteil. Supplement ১১৮-এ (১৯৫৮ খৃ.) ,পৃ. ২৯।

অপর একটি আরদাকান ফারস্ প্রদেশের ৩০°-১৬ উত্তর অক্ষাংশে ও ৫১°-৫৯ পূর্ব দ্রাঘিমায় (গ্রীনিচ) অবস্থিত। ইহা কাশকাঈ গোত্রের একটি কেন্দ্র।

R. N. Frye (E.I.[2]) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আরদাবীল (اردابيل) ঃ (তুর্কী এর্দেবীল)। পূর্ব আযারবায়জানের একটি জেলা ও শহর। শহরটির অবস্থান ৪৮°-১৭ পূর্ব দ্রাঘিমা (গ্রীনিচ) এবং ৩৮° ১৫ উত্তর অক্ষাংশে। তাবরীয হইতে সড়ক পথে ইহার দূরত্ব ২১০ কি. মি. এবং নিকটস্থ সোভিয়েত সীমান্ত ৪০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। শহরটির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফুট এবং পর্বত দ্বারা বেষ্টিত একটি বৃত্তাকার মালভূমির উপর অবস্থিত। এই শহরটি যেই প্রশাসনিক জেলার (শাহরিস্তান) রাজধানী সেই জেলাটি চারটি অঞ্চল (بخش) লইয়া গঠিত; রাজধানী অঞ্চল নামীন, আসতারা ও গারমী।

শহরটির চতুষ্পার্শ্বে অতি নগণ্য সংখ্যক বৃক্ষ বিদ্যমান এবং চাষাবাদের জন্য পানিসেচ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয়। শহরটির প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে সাভালান (Savalan) পর্বত অবস্থিত যাহা আরব ভৌগোলিকগণের নিকট সাবলান (سبلان) নামে পরিচিত এবং ১৫,৭৮৪ ফুট উচ্চ এই পর্বতের শীর্ষদেশ সারা বৎসরই তুষারবৃত থাকে। শহর ও রাজধানী অঞ্চলের জলবায়ু শীতকালে অতি শীতল (গড় মাসিক তাপমাত্রা হিমাংকের নিম্নে) এবং শহরটিকে শীতপ্রধান এলাকার (سرد سير) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য অপর তিনটি অঞ্চলকে উষ্ণ অঞ্চলের (گرم سير) অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচনা করা হয়। কারাসু নদীর একটি উপনদী বালিখ্‌লু বা বালিকসু (অথবা চায়) নদী শহরের দক্ষিণাংশের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শহটির সন্নিকটস্থ এলাকায় কতিপয় উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান যাহা ইতিহাসের সর্বসময়েই পর্যটকগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

শহরটির নামের শব্দগত উৎপত্তি অনিশ্চিত। তবে Minorsky, J.A-তে, নং ২১৭ (১৯৩০), পৃ. ৬৮, পবিত্র আইনের উইলো বৃক্ষশাখা নির্মিত ছড়িসমূহবোধক একটি অর্থ উপস্থাপন করেন। আরদাবীল-এর

প্রাক-ইসলামী যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কারণ এই নামটির কেবল ইসলামী যুগেই সন্ধান পাওয়া যায়। সাম'আনী নামটি আরদুবীলরূপে উচ্চারণ করার পক্ষপাতী; অন্যদিকে হু'দূদুল-'আলাম ইহাকে আরদাবীলরূপে উল্লেখ করিয়াছে। আর্মেনীয় ভাষায় আমরা প্রথমে আরতাভেত (Ghevond) ও পরবর্তীতে আরতাভেল নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। ফিরদাওসী ও য়াকূ'ত-এর মতে এই শহরটি সাসানী রাজা পীরূয (৪৫৭-৪৮৪ খৃ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব ইহাকে বাদান পীরূয বা বাযান ফায়রূয নামে অভিহিত করা হইত। ক'াযবীনী তাঁহার নুযহাতুল-কু'লূব গ্রন্থে অবশ্য ইহার প্রতিষ্ঠাতারূপে অপর একজন বহু পূর্বকালের রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।

সাসানী ও সংস্কার-পূর্ব উমায়্যা যুগের মুদ্রাসমূহে (আযারবায়জান?) প্রাপ্ত 'আতরা' টাঁকশাল চিহ্ন আরদাবীলকে নির্দেশ করে কিনা তাহা নিশ্চিত নয়, তবে আল-বালাযু'রীর মতে 'আরবগণ কর্তৃক আযারবায়জান বিজয়ের সময়ে ইহা মারযুবান-এর আবাসস্থল ছিল। একটি চুক্তির মাধ্যমে শহরটির অধিকার গ্রহণ করা হয় এবং খলীফা 'আলী (রা)-র শাসনকালে তাঁহার নিযুক্ত গভর্নর আল-আশ'আছ আরদাবীলকে তাঁহার রাজধানীতে পরিণত করেন। সমগ্র উমায়্যা খিলাফাতকালে ইহা সম্ভবত অবিচ্ছিন্নভাবে রাজধানী ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ১১২/৭৩০ সালে খাযারগণ ইহা অধিকার করে। মারাগা সম্ভবত আযারবায়জান-এর দ্বিতীয় রাজধানী শহর ছিল। কারণ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, এই এলাকার কর্তৃত্বের কেন্দ্রে কখনও মারাগা ছিল, আর কখনও ছিল আরদাবীল।

আরদাবীল জেলা বাবাক (দ্র.)-এর বিদ্রোহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতকের প্রারম্ভের দিকে আরদাবীল ছিল স্বাধীন সাজী গভর্নরদের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের অন্তর্গত এবং সমগ্র এলাকাটি স্থানীয় শাসকবর্গের মারাত্মক আত্মকলহ ও সেই সঙ্গে দশম শতকের প্রারম্ভের দিকে রুশগণের আক্রমণ দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরদাবীল নামাংকিত দিরহামসমূহের প্রথম সাক্ষাত মিলে ২৮৬/৮৯৯ সালে।

৬১৭/১২২০ সালে মোঙ্গলগণ আরদাবীল শহর দখল করে এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। সাফাবীগণের উত্থান না হওয়া পর্যন্ত ইহা ইহার পূর্ব গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। শায়খ স'াফিয়্যুদ্দীন খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষ পর্যায়ে আরদাবীলকে তাঁহার সূফী তারীকার মূল কেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৪৯৯ খৃ. তাঁহার বংশের উত্তরসুরি ইসমা'ঈল গীলান-এ তাঁহার নির্বাসন হইতে আরদাবীলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় তিনি সাফাবী বংশের গোড়াপত্তন করেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি তাবরীয-এ শাহরূপে অভিষিক্ত হন।

আরদাবীল একটি সাফাবী দরগাহে পরিণত হয় এবং শাহ 'আব্বাস বিশেষভাবে শায়খ সাফী-র মসজিদ ও সমাধিসৌধটি মূলবান উপহার দ্বারা সমৃদ্ধ করেন; ইহাদের মধ্যে ছিল চীন দেশীয় মৃৎপাত্র ও গালিচা। সাফাবী শাসনকালের শেষভাগে নগরীটি স্বল্পকালের জন্য 'উছমানীদের অধিকারে ছিল, কিন্তু নাদির শাহ পুনরায় ইহা অধিকার করেন এবং ১৭৩৬ খৃ. নিকটস্থ মুগান তৃণভূমিতে তাঁহার শাহরূপে রাজ্যাভিষেক হয়। 'উছমানী অধিকার থাকাকালীন এই নগরী ও প্রদেশের ভূমি ও জনসংখ্যার একটি জরিপ করা হইয়াছিল। ইহার একটি কপি ইস্তাম্বুলে অবস্থিত বাশভেকালেত আরসিভি [দ্র.]-তে রক্ষিত আছে। নেপোলিয়ন-এর সময়কালে জেনারেল গারদান (Gardanne) নগরটিকে সুরক্ষিত করিয়া দুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং 'আব্বাস মীরযা এখানে শাহী দরবার প্রতিষ্ঠিত করেন।

যে সকল ইউরোপীয় পর্যটক এই শহর পরিদর্শন করেন এবং ইহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন Pietro della Valle (১৬১৯ খৃ.), Adam Olearius (১৬৩৭ খৃ., শহরটির একটি সচিত্র মানচিত্রসহ), J.B. Tavernoer, Cornille Le Brun (১৭০৩ খৃ.) ও James Morier (১৮২১ খৃ.)। শায়খ স'াফীর মাযার সংলগ্ন গ্রন্থাগারের প্রায় অধিকাংশ এবং সেই সঙ্গে ইহাতে রক্ষিত শিল্প নিদর্শনসমূহ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের পর রুশগণ সেন্টপিটার্স বার্গে লইয়া যায়।

Morier (Second Journey) প্রদত্ত অনুমানে শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪ হাজার; বর্তমানে ইহার জনসংখ্যা আনুমানিক ২৩ হাজার। এই এলাকার ঐতিহাসিক ভবনসমূহের মধ্যে রহিয়াছে শায়খ স'াফী-এর সমাধিসৌধ, মাসজিদ-ই জুমু'আ (১৩৮২ খৃ. নির্মিত) এবং আরদাবীল হইতে ৬ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত শায়খ জিবরাঈল (শায়খ স'াফী-র পিতা?)-এর সমাধিসৌধ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) P. Schwarz, Iran im Mittelalter 8 (১৯৩৫ খৃ.), পৃ. ১০২৬-৪৭, ইহার পাদটীকায় ইসলামী বরাতসমূহের নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে; (২) F. Saare, Ardabil Grabmoschee des Schech Safi, Denkmaler Persischer Kunst, Teil ii, বার্লিন ১৯২৫ খৃ.; (৩) J. A. Pope, Chinese Porcelains from the Ardabil Shrine, ওয়াশিংটন, ডি. সি. ১৯৫৬ খৃ.; (৪) Le Strange, Lands, পৃ. ১৬৮; (৫) রাযমারা, ফারহাঙ্গ-ই জুগরাফিয়া-য়ি ঈরান, ৪খ., তেহরান ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১১-১৩; (৬) দিহখুদা, লুগাতনামাহ, তেহরান ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১২৯০-২; (৭) রাহনামায়ি ঈরান (সমর মানচিত্র কর্মসাধন মন্ত্রণালয়, তেহরান ১৯৫২ খৃ.), পৃ. ১০-১২ (ইহাতে শহরটির একটি রেখাচিত্র সংযোজন করা হইয়াছে)।

R.N. Frye (E.I.2)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আরদাব্ব (দ্র. কায়ল)

আরদাল/এরদেল (Erdel, اردل) : এরদীল অথবা এরদেলিসতান, হাংগেরীয় ভাষায় Erdely (erdo elve— জংগলের পরে) হইতে উদ্ভূত; রুমানীর ভাষায় Ardeal; জার্মান ভাষায় Siebenburgen; ল্যাটিন নাম Terra Ultasilvas ও পরবর্তী কালে Transsilvania, হাংগেরীয় নামের অনুবাদ অর্থাৎ Transylvania প্রদেশ যাহা লইয়া বর্তমান রুমানীয়ার পশ্চিম অংশ গঠিত। তুর্কী উৎসসমূহে Erdel-এর নাম সর্বপ্রথম 'গূয্নামা-ই সুলায়মানীতে স্থান পাইয়াছে Engurus-দের বিলায়েত (অর্থাৎ হাংগেরীবাসীর বিলায়েত)-এর রাজা Yanosh-এর তুর্কী সেনাবাহিনীতে অভ্যর্থনার বর্ণনা প্রসঙ্গে। এই বর্ণনায় বলা হইয়াছে, Yanosh ছিলেন

Erdel-এর সাবেক বে (তু. ফারীদূন বে, মুনশা'আত, ২য় সংস্করণ, ইসতাম্বুল ১২৭৫ হি., ৭খ., ২৭৫)। ইহার ভিন্ন রূপ অর্থাৎ Erdelistan পরবর্তী উৎস গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায় (নাঈমা, ১খ., Loc, var;, Ewliya Celebi, সিয়াহাতনামাহ, ১খ., ১৮১, মুসতাফা নূরী পাশা, নাতাইজুল 'উকূ'আত, ২খ., ৭২)। ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে আরদাল-এর সীমানা পূর্বদিকে বোগদান (Moldavia), দক্ষিণে এফলাক (Wallachia), দক্ষিণ-পশ্চিমে বানাত [নদী, যাহা হইতে ইহা 'লৌহ ফটক' 'দেমীর (তেমীর ইত্যাদি) কাপী দ্বারা বিযুক্ত হইয়া গিয়াছে] এবং উত্তরে মারমারোশ (Marmarosh) প্রদেশ। উক্ত সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত আরদাল একটি অববাহিকা যাহাকে তিন দিক হইতে Carpathian ও Transylvanian Alps বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, যাহা হাংগেরীয় সমতল অঞ্চল হইতে Erchegyseg (Rom. Munti Apuseni) পাহাড়সমূহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অবশ্য তুর্কী শাসনামলে আরদাল প্রায়ই উক্ত ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত হইত। আরদালকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়ঃ আরদাল সমতল অঞ্চল (যাহা হাংগেরী সমতল হইতে অধিক উচ্চ ও ভগ্ন; মুরীশ নদী ও ইহার উপনদীগুলি আড়াআড়িভাবে ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত); পূর্বদিক Sekel-দের দেশ এবং সর্বশেষ দক্ষিণ Carpathian-দের অঞ্চল।

আরদাল-এর সহিত 'উছমানী তুর্কীদের প্রথম সম্পর্ক ঘটে ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে। ৭৬৯/১৩৬৭ সালে Denes (Dennis), যিনি Vidin-এর Voyvoda (prince) হওয়ার পর আরদালের ban (Lord) হইয়াছিলেন, তিনি ১ম মুরাদের সাহায্যে বুলগেরীয়দের সহিত যুদ্ধ করেন। অতএব, হাংগেরীয়দের তথা আরদালের বিরুদ্ধে প্রথম তুর্কী অভিযানের সময় 'আশিক' পাশা যাদাহ (ed. Giese, 60) 793/1391 সন স্থির করেন। সুলতান ১ম মুহাম্মাদ-এর আমলে ৮২৩/১৪৬০ সালে যে বৃহৎ হামলা সংঘটিত হইয়াছিল উহা ছিল নিঃসন্দেহে Vidin-এর সীমান্ত রক্ষীদের কর্ম। পরবর্তী বৎসর এফলাক-এর voyvoda দ্বারা উৎসাহিত হইয়া Danube-এর সীমান্ত Bey ব্রাশভ (Brashov) শহরটি দখল করেন এবং উহাকে ভস্মীভূত করেন। ৮২৯/১৪২৬ ও ৮৩৬/১৪৩২ সালে আরও দুইটি আক্রমণ হয়। শেষোক্ত আক্রমণটি হইয়াছিল Evrenos-zade 'আলী বে-এর নেতৃত্বে এফলাক-এর বের সহযোগিতায় তুর্কী ঐতিহাসিকগণ 'আলী বে (২য় মুরাদ কর্তৃক প্রেরিত)-এর আরও একটি আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ৮৪১/১৪৩৭-এ সংঘটিত হইয়াছিল ('আশিক' পাশা যাদাহ, ঐ, পৃ. ১১০, নেশরী, তাওয়ারীখু আল-ই উছমান, ওয়ালিয়্যুদ্দীন আফেন্দী, পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ২৩৫১, ১৭৭)। পরবর্তী বৎসর সুলতান স্বয়ং প্রথমবারের মত এফলাক-এর বে Vlad Dracul-কে সঙ্গে লইয়া আরদাল অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং Sibin পর্যন্ত অগ্রসর হন (সা'দুদ্দীন, ১খ., ৩২১)। এই অভিযানে যাহারা বন্দী হইয়াছিল তন্মধ্যে একজন Saxon বন্দী 'উছমানী রীতিনীতি ও সংগঠনের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন (Cronica Abconterfayung der Turkei...Augsburg (১৫৩১ খৃ.)। অতঃপর 'ওয়াল্লাচিয়ার শ্বেত নাইট' Yanku Hunyades (in Hung. hunyadijanos) যখন দৃশ্যপটে অবতীর্ণ হইলেন তখন তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তীব্রতর হইল। তিনি তুর্কীদের সহিত ৮৪১/১৪৩৭ সনে Semendere-এ, ৮৪৫/ ১৪৪১ সনে বেলগ্রেডের সন্নিকটে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ৮৪৬/১৪৪২ সনে তাহাদেরকে পরাজিত এবং তুর্কী সেনাপতি মাজীদ বেকে হত্যা করেন। এইবার Vlad Dracul-এর সমর্থন লাভ করিয়া একই বৎসর Hunyadi রূম-ঈলি (Rumeli)-র Beylerbeyi খাদিম শিহাবুদ্দীন পাশাকে ওয়াল্লাচিয়াতে পরাভূত করেন। এইভাবে বলকান-এর সকল উদ্যোগ সবলে তিনি গ্রহণ করেন এবং ইহা Varna-এর চূড়ান্ত যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন। ২য় মুহাম্মাদ-এর আমলে পুনরায় তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। যথা ৮৭৯/১৪৭৪ সনে হুনয়াদীর পুত্র Mattias-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল; ৮৮৪/১৪৭৯ সালে তিরিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী আরদাল-এ প্রবেশ করে, কিন্তু পরাজিত হয়; ৮৯৮/১৪৯৩ সালে আরও এক আক্রমণ হয়। অতঃপর তুর্কী আক্রমণ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকার সময়ে আরদাল-এর হাংগেরীয় ও ওয়াল্লাচিয় কৃষককুল বিদ্রোহ করে (৯২০/১৫১৪), কিন্তু ভূস্বামিগণ (Feudal Lords) উহা দমন করে; আরদালের voyvoda, John Zapolyai (Supolyayi Yanosh' in Pecewi, i, 108) এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি Mohacz যুদ্ধের পর ১৫২৬ সালে নিজকে Istolni Belgrad (দ্র.)-এ হাঙ্গেরীয় রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন (Hung. Szekesfeherevar, Gen. Stuhl weissenburg), কিন্তু অষ্ট্রিয়ার Archduke Ferdinand-এর চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে Zopolyai পোলান্ড অভিমুখে পলায়ন করেন এবং ইস্তাম্বুলে দূত প্রেরণ করিয়া সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তুর্কী আধিপত্য মানিয়া লইবার বদলে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়, Zopolyai ভিয়েনা অভিযানকালে স্বয়ং সুলতানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন (ফারীদুন বে, ২খ., ৫৭০; 'আলী, কুনহুল-আখবার, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, সংখ্যা ৫৯৫৯/৩২, ১খ., পৃ. ২৯৩)। মুহাম্মাদ পাশা, Sanjak-beyi of Silistre (Silistria) Vlad (এফলাক-এর voyvoda-এর সহযোগিতায়) ৯৩৬/১৫৩০ সনে ব্রাশভ দখল করেন এবং উহা Zapolyai-এর নিকট হস্তান্তর করেন; তিনি Stephen Bathory-কে আরদালের Voyvoda নিযুক্ত করেন।

আরদালে তুর্কী আধিপত্যকাল (৯৪৮/১৫৪১ হইতে ১১১০/১৬৯৯ পর্যন্ত)ঃ তাঁহার মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১৫৪০ খৃ. Zapolyai সুলতান-এর নিকট হইতে এই মর্মে চুক্তি লাভ করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর John Sigismund (Pecewi, 'Simon Yanosh' ও Yanosh Jigmon, ১খ., ২২৮ ও ৪৩৪ স্থা.; কিন্তু অন্য তুর্কী উৎসসমূহে তাঁহাকে সাধারণত Istefan বলা হইয়াছে) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন, তবে এইবারে কর (খারাজ) প্রদানের শর্তে। Budin অভিযানকালে সুলায়মান The Magniflicent-কে বালকটি দেখান হইল। তিনি তাঁহাকে আরদাল বিলায়েত-এর একটি Sanjak

প্রদান করেন এবং পরে তাঁহাকে একটি রাজস্ব প্রদানেরও অঙ্গীকার করেন (তু. 'আলী, কুনহুল-আখবার, পৃ. ২৭৭)। ৯৪৮/১৫৪১ সনে চুক্তিপত্রে তুর্কী প্রভুত্ব দৃঢ় স্বীকৃতি লাভ করে এবং কর প্রদানের বিনিময়ে সুলতানের সহায়তা লাভও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। করের পরিমাণ প্রথমে দশ হাজার মুদ্রা (ducats) নির্ধারিত হয় যাহা ৯৮৩/১০৭৫ ও ১০১০/১৬০১ সনের মধ্যবর্তী সময় বৃদ্ধি করিয়া পনের হাজারে উন্নীত করা হয়...। আরদাল-এর শাসক (Prince) স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা (Diet) কর্তৃক মনোনীত হইতেন এবং সুলতান ইহার অনুমোদনস্বরূপ তাহাকে একটি দামী বস্ত্রাচ্ছাদিত অশ্ব, একটি পতাকা, একখানা তরবারি ও সম্মানসূচক পোশাক প্রেরণ করিতেন (আরদাল-এর শাসক, এফলাক ও বোগাদান-এর voyvodas-এর মধ্যে মর্যাদায় অগ্রাধিকারের জন্য দ্র. নাতাইজুল-উকূ'আত, ১খ., ১৩৭)। সুলতান (Porte) কখনও কোন মনোনয়ন বাতিল কিংবা কোন শাসককে বরখাস্ত করিতেন...। শাসকদের পররাষ্ট্র নীতি সুলতানের ইচ্ছার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইত। তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল। সুলতানের দরবারে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব প্রথম দিকে বিশেষ দূতগণের মাধ্যমে হইত, প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি (Kapukakhyasi= Kedkhudasi (আরদাল দস্তাবেজে Kapitiha) 967/1560 সনে নিযুক্ত হন। এই প্রতিনিধি আরদালের বে ও স্থানীয় তিনটি মিল্লেত (হাংগেরী, জার্মানী ও Sekals)-এর প্রতিনিধিত্ব করিতেন (Wallachian -দের আইনগত সত্তা অস্বীকার করা হয়)। তাঁহার বাসস্থান ইস্তাম্বুলের বালাত মহল্লার সেই সড়কে ছিল যাহা বর্তমানে Macarlar Yokusu ("Hungarians' Rise") নামে পরিচিত এবং উহা বোগদান ও এফলাক-এর প্রতিনিধিদের বাসস্থানের নিকটে অবস্থিত ছিল।

John Sigismund যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক তখন Diet অন্তর্বর্তীকালীন রাজপ্রতিনিধিরূপে Croation ক্যাথলিক ধর্মযাজক George Martinuzziutyeszenicz (Utesenic) [আলী, পৃ. ২৮৭, "Brata" অর্থাৎ ভাই)-কে নিযুক্ত করেন। তিনি অবশ্য ১৫৫১ খৃ. আরদালকে Hapsburgs (অস্ট্রিয়ার শাসকবৃন্দ)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। ফলে রূম-ঈলির (রুমেনী) Beylerbeyi মুহাম্মাদ পাশা সুকুল্লী আরদালে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন ('আলী, পৃ. ২৮৭)। Martinuzzi তুর্কীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, কিন্তু ১৫৫২ খৃ. অস্ট্রীয় জেনারেল Castaldo কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহিত হন। দ্বিতীয় একটি সৈন্যদল কারা আহমাদ পাশার নেতৃত্ব Banat-এর দিকে প্রেরণ করা হয় যিনি Temesvar (Timisoura) দখল করেন।

Castaldo ১৫৫৩ খৃ. আরদাল হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিছুদিন এই এলাকার Voyvodas অস্ট্রীয়ার শাসকবৃন্দের (Hapsburgs) পক্ষ হইতে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন যে পর্যন্ত না ১৫৫৬ খৃ. Diet রাণীমাতা ইসাবেলা ও John Sigismund-কে ডাকিয়া পাঠান। ইঁহারা পোলান্ড হইতে আগমন করিয়া আরদালের Belgrade-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন (Erdel Belgradi, Rum. Alba Julia, Hung. Cyulafehervar, Crer. Karlsburg) John Sigismund ১৫৫৯ হইতে ১৫৭১ খৃ. পর্যন্ত আরদাল ও হাঙ্গেরীর উত্তর অঞ্চলের জেলাসমূহের উপর একাকী Fapspurg-দের সহিত ক্রমাগত প্রতিযোগিতার মুখে রাজত্ব করেন। যদিও তিনি ১৫৬৪ খৃ.-এর Satmar চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট Ferdinand-কে হাঙ্গেরীর রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন, তথাপি দীর্ঘদিন শান্তি বজায় থাকে নাই। John সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকেন (তু. Pecewi, ১খ., ৪১২) এবং জবাবে Ferdinand 1560 খৃ. Szigetvar অভিযান পরিচালনা করেন। Fohn-এর শাসনামলে Sekel-দের বিদ্রোহও ঘটে। ১৫৬২ খৃ. তাহাদের ঐতিহ্যগত অধিকারসমূহ হরণ করা হয় এবং ১৫৬৪ ও ১৫৭১ খৃ. Diet-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরদালের ধর্মীয় সহনশীলতা ঘোষিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী Stephen Bathroy (১৫৭১-১৫৭৬ খৃ.) অস্ট্রীয় শাসকবৃন্দ ও তুর্কীদের মধ্যে কোনক্রমে এক নাযুক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি একদিকে সম্রাট Maximilan-কে হাঙ্গেরীর রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং এইভাবে ১৫৭১ খৃ.-এর Speyer-এর চুক্তি মুতাবিক তিনি তাঁহার সামন্তে পরিণত হন, অপরদিকে সুলতানকেও নিয়মিত কর প্রদান করিতে থাকেন। ১৫৭৬ খৃ. সুলতান ও প্রধান মন্ত্রী সুকুল্লী মুহাম্মাদ পাশার প্রচেষ্টায় Stephen পোল্যান্ডের রাজা নির্বাচিত হন (দ্র. আহমাদ পাশা রাফীক', সুকুল্লী মুহাম্মাদ পাশা Velehistan intikhabati in TOEM, ষষ্ঠ বৎসর, পৃ. ৬৬৪ পৃ.)। ১৫৮১ খৃ. পর্যন্ত আরদাল শাসিত হয় তাঁহার ভ্রাতা Chritopher Bathory কর্তৃক, পরে ১৬০২ খৃ. পর্যন্ত (যদিও বিরতি সহকারে) তাঁহার পুত্র Sigismund Bathory কর্তৃক। কিন্তু শেষোক্ত শাসক তুর্কী সরকারের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তিনি ১৫৯৩ খৃ. Holy Leargue-এ যোগদান করেন এবং ১৫৯৪ খৃ. যখন তিনি কোজা সিনান পাশার অধীনে তুর্কী সেনাবাহিনীতে যোগদানের ভাব দেখাইতেছিলেন তখন তুর্কী সমর্থন দলের প্রধানদেরকে হত্যা করেন। তিনি বোগদান ও এফলাক-এর Voyvoda-দেরকেও তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং ১০০৩/ ১৫৯৫ খৃ. তাহাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত তুর্কী সেনাদলকে পরাজিত করেন। পরবর্তী বৎসর Mezokeresztes-এর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাজয়ের পর তিনি স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র Cardinal Andreas Bathory-এর উপর শাসনভার ন্যস্ত করিয়া আরদাল ত্যাগ করেন। এই Cadinal পোলান্ডের দরবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তুর্কী সমর্থক ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি এফলাক-এর বিদ্রোহী Voyvoda মিখাইল (Michael) কর্তৃক পরাজিত হন। মিখাইলও পরে অস্ট্রীয়দের হাতে নিহত হন। অতঃপর অস্ট্রীয়গণ দেশটি দখল করিয়া লয় এবং আরদালের উপর Sigismund Bathory-র পুনরায় নিজ শাসন কায়েমের পদক্ষেপ নস্যাৎ করিয়া দেয়। ১৬০৩ খৃ. জনৈক Sekel নেতা Szekely Mozes তুর্কীদের সহযোগিতায় অস্ট্রীয়দেরকে বিতাড়িত করিবার এক নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালান। অধিকতর সাফল্য লাভ করেন অন্য এক আরদালীয় আমীর (Stephen Bockay যিনি পলায়ন করিয়া

তুর্কীদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন (দ্র. নাঈমা, ১খ., ৩৮৬)। ১৬০৬ খৃ. সনের ভিয়েনা চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট Rudolf তাঁহাকে আরদালের শাসক বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে আসে এক অস্থিরতার আমল যাহার মধ্যে শামিল ছিল নৃশংস শাসক Gabor Bathory-এর আমল (১৬০৮-১৩) যিনি তুর্কী উৎসসমূহে উন্মাদ রাজা বলিয়া খ্যাত। Kanije-এর Beylerbeyi ইসকান্দার পাশা তাঁহাকে অপসারিত করিয়া তদস্থলে Gabor Bethlen-কে নির্বাচনের জন্য Kolojvar-এর Diet -কে রাজী করাইতে সক্ষম হন। তাঁহার শাসনকাল ছিল আরদালের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। কিন্তু ১৬২৯ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পর আসে স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালে যাহাতে তুর্কীদের সহযোগিতায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষণের যে নীতি তিনি গ্রহণ করা হইয়াছিল উহা George Rakoczi 1 (1630-1648) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৪৬/১৬৩৬ খৃ. সনে তুর্কীগণ Gabor Bethlen-কে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তদস্থলে তাঁহার ভ্রাতা Stephen Bethlen-কে অধিষ্ঠিত করিবার এক বিফল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। George Rakoczi I-এর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন তদীয় পুত্র দ্বিতীয় George (১৬৪৮-৫৭, ১৬৫৮, ১৬৫৯-৬০), যিনি তুর্কী সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পোলান্ডের রাজমুকুট লাভের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। এই প্রয়াস পরিণামে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে আরদাল তুর্কী সেনাদের হাতে চলিয়া যায়। Kolojvar-এর যেই সমস্ত লোক তুর্কীদের হাতে বন্দী হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন এক হাঙ্গেরীয় যুবক যিনি পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইবরাহীম মুতাফাররিকা (দ্র.) নামে পরিচিতি লাভ করেন। Koprulu আমলে আরদালের উপর পুনরায় তুর্কী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৭২-৩/১৬৬২ হইতে ১১০১/১৬৯০ পর্যন্ত আরদাল তুর্কীদের মনোনীত Michael Apafiy কর্তৃক শাসিত হয়। তুর্কীদের সহিত সংঘটিত যুদ্ধে অস্ট্রিয়া বিজয়লাভ করিলে আরদালের স্বায়ত্তশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। Michael Apafiy নিজেই Hapsburg সেনাবাহিনীকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশের অনুমিত দান করেন। ১১০২/১৬৯১-এর বিখ্যাত Diploma Leopoldinum-এ আরদালকে Hapsurg-এর রাজকীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তবে স্থানীয় Diet-এর অস্তিত্ব বহাল থাকে। অতঃপর ১১১০/১৬৯৯ সনের Carlowitz (Karlofca) চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। ১৭০৩ খৃ. দ্বিতীয় Francis Rakoczi এই অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন। পরে এক স্থানীয় বিদ্রোহের পর তিনি ১৭০৪ খৃ. সনে শাসক মনোনীত হন, কিন্তু ১৭১০ খৃ. পরাজিত হন এবং পরবর্তী বৎসর ফ্রান্সে পলায়ন করেন। অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে ১১২৭/ ১৭১৫ সনে তুর্কীগণ তাঁহাকে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু Passarowitz-এর সন্ধির পর তাঁহাকে ও তাঁহার হাঙ্গেরীয় সহচরগণকে অপসারণ করিতে হয়। পরে Tekirdagh (Rodosto in Thrace)-এ তাঁহাদেরকে বসতি করিতে দেওয়া হয় (রাশিদ, ৪খ., ৫, স্থা., আহ'মাদ রাফীক, Mamalik-I-Othmaniyyesde Rakoczi Ve Tewzb'i, ইস্তাম্বুল ১৩৩৮ হি.; Tayyib Gokfil'gin, Rakoczi Frence II ve tevabiine dair yeni vesikalar, in Belleten, v/20, 1941)। তুর্কীরা শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র Jozsef-কে ব্যবহার করিবার অনুরূপ এক নিষ্ফল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু ১১৫২/ ১৭৩৯ সালে বেলগ্রেডের শান্তি চুক্তি তাঁহাদের আরদাল দখলের সকল পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটায়।

তুর্কী শাসনোত্তর আরদালের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা, যথা স্থানীয় রোমান গোঁড়া খৃষ্টানদের অধিক সংখ্যায় পোপের আনুগত্য স্বীকার (The Union of 1700), 1784 খৃ. রুমানীয় কৃষকদের বিদ্রোহ, ১৮৪৮ খৃ. Diet-এর সিদ্ধান্ত যে, আরদাল হাঙ্গেরীর সহিত মিলিত হইবে, এবং সর্বশেষ ১৯২০ সালে Trianon-এর চুক্তি অনুযায়ী রুমানিয়ার সহিত আরদাল-এর সংযুক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A Centorio degli Hortensi, Commentarii della guerra di Transilvania, Vericel 566; (২) C. Spontone, Historia della Transilvania, Venice 1638; (৩) Regni Hungarici Historia---a Nicolao Isthuanffio, Coloniae Agrippinae 1724; (৪) G. Kraus, Siebenburgischc Chronok (Osterr. Akad. d. Wiss. Fontes Rerum Austriacorum, Abh. I. Bde III-iv), Vienna 1862-4; (৫) সম্পা. S. Szilagyi, Monumenta comitalia regni Transylvaniae. Erdelyi orszaggulesi emlekek,i- xxi, Budapest 1876-98, (MCRT); (৬) ঐ লেখক, Transylvanina et bellum boreoorientale, Budapest 1890,1; (৭) Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Romanilor, i-xxxii, Bucharest from 1887 with Supplemente ;(৮) A Szilady and Al. Szilagyi, Torokmagyarkori allamokmanytar, Budapest 1868-72,i-vii; (৯) Monumenta Hungariae historica, Sect.ii "Scriptores"; (১০) সম্পা. A.Veress,Basta Gyorgy handvezer Sevelezese es Iratai (1597-1607) [Monumenta Hungariae historica. Diplomataria, Vols. 34/37, Budapest 1913]; (১১) সম্পা. ঐ লেখক, Fontes rerum Transylvanicarum, i-ii,Budapest 1913; (১২) ঐ লেখক, Documente Privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si Tarii Romanesti, Bucharest 1929-38, i-xii; (১৩) R. Goos, Osterreichische staatsvertrage. Furstentum Siebenburgen, (1526-1690), Vienna 1911; (১৪) G. E. Muller, Die Turkenherrschaft in Siebenburgen (Sudosteuropaisches) Forschungs

Institut, Sekt. Hermannstadt, Dcutsche Abteilung,ii), Hermannstadt 1923; (১৫) G. Bascape, Le relazioni fra I'Italiae la Transilvanianel secolo XVI, Rome 1931, Other sources have been ciited in the course of the article.For further studies see Bibilography in IA, s.v.

A.Decei and M.Tayyib Gokbilgin(E.I.2)/
মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আরদালান (اردلان) ঃ পারস্যের কুর্দিস্তান প্রদেশের পূর্ব নাম, যাহার সীমারেখা সুনির্দিষ্ট ছিল না। ইহার প্রধান অংশ লইয়া বর্তমান সানানদাজ জেলা (শাহরিস্তান) গঠিত (পূর্ব নাম সেন্না)। ভৌগোলিক বিবরণের জন্য কুর্দিস্তান (পারসীয়) দেখুন।

সচরাচর এই নামটি বানূ আরদালান-এর সহিত সম্পর্কিত, যাহারা চতুর্দশ শতাব্দী হইতে কুর্দিস্তান-এর বেশীর ভাগ অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। এই বহু বিস্তৃত পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নাই। তবে শারাফ-নামাহ অনুসারে বাবা আরদালান কুর্দিস্তান-এর গুরানদের মধ্যে বসতি স্থাপনকারী দিয়ার বাকর-এর মারওয়ানীদের উত্তরসুরি ছিলেন। অন্য একটি সূত্রে (B. Nikitine, Les valis) জানা যায়, আরদালান প্রথম সাসানী রাজা আরদাশির-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আরদালান শাসকদের সম্পর্কে কয়েকটি ইতিহাস পুস্তক ফারসী ভাষার লিখিত হয়, এইগুলি ছিল মূলত শাসকদের জীবনচরিত (Storey, পৃ. ৩৬৯, ১৩০০)। সাফাবী বাদশাহদের পক্ষ হইতে আরদালান শাসকগণ ওয়ালী উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু কখনও কখনও তাঁহারা উছমানীদের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য ঘোষণা করিতেন।

এই অঞ্চলের সর্বাধিক খ্যাতিমান শাসকদের মধ্যে আমানুল্লাহ খান ছিলেন অন্যতম। তাঁহার শাসনকাল ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ফাতহ 'আলী শাহ-এর কন্যাকে তাঁহার পুত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। নাসেরুদ্দীন শাহ একজন কাজার যুবরাজকে কুর্দিস্থান-এর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করেন এবং সেই সঙ্গেই আরদালান বংশীয় শাসনের অবসান ঘটে [দ্র. কুর্দিস্তান, সেন্না দেখুন]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B.Nikitine, Les Kurdes, প্যারিস ১৯৫৬খৃ., পৃ.৩৪-৬,১৬৭-১৭০;(২) ঐ লেখক, Les Valis d' Ardelan, RMM-এ, পৃ. ৪৯ (১৯২২ খৃ.), পৃ. ৭০-১০৪; (৩) দিহখুদা, লুগাতনামাহ, তেহরান ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৭৭৫; (৪) শারাফ-নামাহ ও অন্যান্য উৎসের জন্য দ্র. Storey, পৃ. ৩৬৬-৯।

R. N. Frye (E.I. 2)/মোঃ শহীদুল্লাহ

আরদাশীর (اردشیر) ঃ প্রাচীন ফারসী—আরতাখ্‌-শাছরা, গ্রীক, Artaxerxes ছিল পারস্য রাজাদের সুপরিচিত নাম। ঐ নামের কয়েকজন পরবর্তী সাসানী রাজা, যথা ১ম আরদাশীর (২২৬-২৪১ খৃ.), ২য় আরদাশীর (৩৭৯-৩৮৩ খৃ.) এবং ৩য় আরদাশীর (৬২৮-৬২৯ খৃ.) সম্পর্কে কিছু বিবরণ ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় [দ্র. সাসানীগণ]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Christensen, L' Empire des Sassanides (সুজনা, ২খ., ২ঃ Literatures arabe et Persane ও নির্ঘন্ট, দ্র. আরদাশের।

H. Masse (E. I.2)/মোঃ শহীদুল্লাহ

আরদাশীর খুররা (দ্র. ফীরুযাবাদ)

আরদাহান (اردهان) ঃ দূর-উত্তর-পূর্ব তুরস্কের একটি শহর। ৪১° ৮' উত্তর অক্ষাংশ ও ৪২° ৪২' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত কুরুচায়-এর তীরে এই শহরটির অবস্থান। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,৮০০ মিটার উচ্চ কুরায় (کوره) পরিণত হইয়াছে। এক সময়ে ইহা কারস্ ইয়ালাত (প্রদেশ)-এর অন্তর্গত একটি সানজাক-এর রাজধানী ছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের সান স্টিফ্যানো (San Stefano) চুক্তি অনুসারে এই শহরটিসহ ইহার পার্শ্ববর্তী জেলা ও কারস রাশিয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী জর্জিয়া কর্তৃক ইহা পুনরায় ফেরত দেওয়া হয়। সেই সময় হইতেই ইহা তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ফারস বি'লায়াত-এর অন্তর্গত একটি কাদার রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ খৃ. শহরটির লোক সংখ্যা ছিল ৬,১৮২ জন এবং কাদার মোট লোক সংখ্যা ছিল ৪৯,৬৯৯ জন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ হাজজী খালীফা (কাতিব চেলেবী), জিহাননুমা, ৪০৭।

Fr. Taeschner (E.I.2)/ মোঃ শহীদুল্লাহ

আরদিসতান (اردستان) ঃ আঞ্চলিক ভাষায় আরুসুন, বর্তমান নাতান্য–নাঈম রাস্তার পূর্ব দিকস্থ মরুভূমির পার্শ্বে ৩৫৭৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত একটি পারস্য দেশীয় শহর। ইহার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৩৩° ২৩' উত্তর ও ৫২° ২৪' পূর্ব (গ্রীনীচ)। মধ্যযুগে ইহা ছিল একটি সুপরিচিত শহর। আরবী ও ফারসী ইতিহাসে বলা হয়, প্রথম সাসানী রাজা আরদাশীর (২২৬-৪২ খৃ.) কর্তৃক এইখানে একটি অগ্নিমন্দির নির্মিত হয় এবং প্রথম খুসরাও আনুশারওয়ান (৫৩১-৭৯ খৃ.) এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানের প্রাচীনতম (৪র্থ/১০ম শতাব্দী) মসজিদ সম্পর্কে তু. A. Godord, আছার-ই ঈরান-এ, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ২৮৫। আরদিসতান-এর উত্তর পূর্বে ও নিকটবর্তী যাওয়ারা-তে একটি পুরাতন মসজিদ ও প্রাক-ইসলামী যুগের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পঞ্চাশটি গ্রামবিশিষ্ট এই জেলার জনসংখ্যা (১৯৩০ খৃ.) ছিল আনুমানিক ২৭০০০ জন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Schearz, ঈরান, ৫খ., ৬৩৮; (২) Le Strange, পৃ. ২০৮; (৩) 'আলী আকবার দিহখুদা, লুগ'াত-নামাহ, তেহরান ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৬৯২; (৪) মাস'ঊদ কায়হান, জুগ'রাফিয়া, ২খ., তেহরান ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৪২৫; (৫) শহর পরিকল্পনা ও শহরের তথ্যের জন্য তু. রাহনামা-ই ঈরান (যুদ্ধ মানচিত্র কর্মসাধন মন্ত্রণালয়, তেহরান ১৯৫২ খৃ., ২য় ভাগ, ১৪)।

R. N. Frye (E.I.2)/মোঃ শহীদুল্লাহ

আরনাও উত্লুক (ارنو اتلق) ঃ উছমানী তুর্কীতে ব্যবহৃত আলবানিয়ার নাম।

১। **ভাষা** ঃ পেলাসগিয়ান (Pelasgian) হইতে উদ্ভূত বলিয়া

অনুমিত আলবানীয় ভাষা হইতেছে আর্মেনীয়, ইন্দো-ইরানী ও স্লাভোনিক ভাষার ন্যায় সাতেম জাতীয় একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বের কোন সাহিত্যিক দলীলের সন্ধান না পাওয়া গেলেও ব্যক্তি ও স্থানের নামসমূহের ভিত্তিতে প্রাচীন ইল্লিরীয় ও প্রাচীন এপিরোত-কে যথাক্রমে গেগ (উত্তরাঞ্চলীয়) ও তোসক (দক্ষিণাঞ্চলীয়) আলবানীয় ভাষার আদি রূপ বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইল্লিরীয় ভাষায় Mantua, Mantia, "bramble" (কাঁটা ঝোপ) ও Grossa "File" (মাথ, উখা) হইতেছে যথাক্রমে আলবানীয় শ্রেণীর ভাষা।

আলবানিয়াতে Shqip ও আলবানীয় উপনিবেশসমূহে Arberesh নামে পরিচিত আলবানীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীগুলি হইতেছে আলবানিয়ায় ১৫,০০,০০০ জন; ৭,০০,০০০ পার্শ্ববর্তী যুগোশ্লাভিয়ার কোসোভো মেতোহিজা এলাকায় ও প্রায় ৪০,০০০ জন এপিরুসে। ভাষাটির একটি প্রাচীন রূপ গ্রীক দ্বীপ হাইড্রা ও স্পেটসায় (Spetsa) এবং সিসিলি ও কালাব্রিয়াতে টিকিয়া আছে। এই সকল স্থানে ইহা আনীত হয় তুর্কী আক্রমণের মুখে তোসক দেশত্যাগিগণ দ্বারা। শত শত বৎসরের অবহেলার ফলে ক্ষয়িষ্ণু আলবানীয় ভাষায় শব্দ সম্পদের নিজস্ব অংশ সামান্যই বিদ্যমান; অধিকাংশ শব্দই অন্যান্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'চাকা', 'শকট' 'লাংগল' বুঝাইতে বিদেশী শব্দ আমদানী করা হইয়াছে এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইন্দো-ইউরোপীয় সম্পর্ক জ্ঞাপক শব্দসমূহ এখানে অনুপস্থিত। নাগরিক জীবন, সড়ক নির্মাণ, উদ্যানশাস্ত্র, আইন, ধর্ম ও পারিবারিক সম্পর্কসমূহ বুঝাইতে ধার করা ল্যাটিন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, যদিও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্জনের ফলে ইহাদের মূল রূপ আচ্ছাদিত। প্রচলিত নৈষ্ঠিক রীতিনীতিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হইতেছে গ্রীক; তৈরী খাদ্যবস্তু, পোশাক, গৃহের বিভিন্ন অংশের নাম বিষয়ক এবং ইসলামী শব্দসমূহ আসিয়াছে তুর্কী ভাষার মাধ্যমে।

সম্পূর্ণ বর্ণমালাটি হইতেছে a, b, c (ts-এর ন্যায়), C (ch-এর ন্যায়), d, dh (this-এ ব্যবহৃত th-এর ন্যায়), e,e (ফরাসী le-এর e-এর ন্যায়), f.g.gj (e, i, mo-এর পূর্বে ব্যবহৃত তুর্কী G-এর ন্যায়), h, i, j, k, i (Yoke-এর Y-এর ন্যায়), (ফরাসী ভাষার অনুরূপ), II (যেমন ইংরেজী All) M, n, nj, (যেমন Canon-এর অনুরূপ), O, p, q (e, i, o-এর পূর্বে ব্যবহৃত তুর্কী k-এর ন্যায়), r (দুর্বল), rr (প্রবল), S, Sh (যেমন Shop), T, th (যেমন thin -এ), u, v, x, (যেমন adze-এ), xh (যেমন Juduge-এ), y (জার্মান u), Z, zh (যেমন Pleasure-এ)। স্বরবর্ণের A, E ও I হইতেছে গেগ (Geg) অনুনাসিক বর্ণ।

গেগ হইতেছে রাজধানী তিরানা ও কোসোভো মেতোহিজাসহ উত্তরাঞ্চলের উপভাষা। তোসক ভাষায় যথেষ্ট সাহিত্য বিদ্যমান। ইহার প্রধান ব্যতিক্রমসমূহের অন্যতম হইতেছে অসমাপিকা (Infinitive)-কে সমাপিকা (Sudjunctive) দ্বারা প্রতিস্থাপন, নাসিকা-স্বরবর্ণের অনুপস্থিতি, মাঝে মাঝে n-কে r দ্বারা পরিবর্তন এবং ue, uem-কে ua, uar দ্বারা উপস্থাপন। শব্দ সম্পদের দিক হইতে পার্থক্য অতি সামান্য।

বিশেষ্য শব্দসমূহের তিনটি লিংগ ও পাঁচটি কারক আছে। যে কোন বিশেষ্য পদ তাহার পরবর্তী সম্বন্ধপদ বা বিশেষণের সহিত একটি বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত থাকে। যথা Mali i veriut, উত্তরে পর্বত Mali i bukur, সুন্দর পর্বত –এখানে Mal-i-এর iটি হইতেছে বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন একটি পুং-বাচক নির্দিষ্ট পদ। একইভাবে Molla, স্ত্রীবাচক, অর্থ আপেলটি, কিন্তু Molle অর্থ আপেল। ক্রিয়া পদসমূহের বিভিন্ন রূপ হইতেছেঃ ঘটমান ক্রিয়াভাব, Aorist, সংযোগ ক্রিয়াভাব, ইচ্ছামূলক অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াভাব, অর্ধকর্ম বাচ্যভাব এবং একটি যৌগিক ক্রিয়াভাব, যাহা বিষয়বোধক।

২। **সাহিত্য** ঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে উত্তর আলবানীয়ার স্কুটারীতে রোমার চার্চ একটি বিশপ এলাকা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইহাই হইয়া উঠে প্রথম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র; ইহার প্রমাণ হইতেছে বিশপ জন বুয়ুক-এর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টধর্মীয় উপাসনার বিধি এবং বুদি, বারধী ও যোগদানীর লিখিত সপ্তদশ শতকের ধর্মীয় রচনাসমূহ। উত্তরে যে ক্যাথলিক সাহিত্যিক তৎপরতা তুর্কীগণ বরদাশত করে তাহা মুসলিম মধ্যাঞ্চলেও অর্থোডক্স দক্ষিণাঞ্চলে দমন করা হয়; তবে ইহা সিসিলি ও কালাব্রিয়ার দেশত্যাগীদের উপনিবেশসমূহে প্রসার লাভ করে। দেশত্যাগিগণের বংশধর মাতরাঙ্গাগণ লোক-ছন্দ ব্যবহারের মাধ্যমে স্তব-গীত রচনার একটি নূতন ঐতিহ্যের সূত্রপাত করে (১৫৯২ খৃ.) যাহা পরবর্তী কালে অনুসরণ করেন ব্রানকাটা (১৬৭৫-১৭৪১ খৃ.) ও কালাব্রিয়ার ভেরি বোবা (জ. ১৭২৫ খৃ.)। De Rada (1813-1903 খৃ.) রচিত লোকগীতি ও আবেগ বিহ্বল সংগীতের প্রভাবে আন্দোলনটি ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্জন করে। De Rada ছিলেন আলবানীয় স্বাধীনতার একজন সোচ্চার মুখপাত্র। এই আন্দোলন Zef Schirs (1865-1927 খৃ.)-এর মাধ্যমে বর্তমান শতাব্দীর অনেকাংশ পর্যন্ত চালু থাকে। ইনি সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুইটি রূপক মহাকাব্যের রচয়িতা ও একজন লোকসংগীত সংগ্রহকারী ছিলেন।

De Rada-এর রচনাসমূহ ১৮৭৮ খৃ. তোসক দেশপ্রেমিক ভ্রাতৃত্রয় 'আবদিল, সামি ও নাঈম ফ্রাশেরীকে প্রিযরেন্দ-এ একটি লীগ গঠনের অনুপ্রেরণা দান করে। সান-স্ট্রেফানো-উপনিবেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা আলবানিয়ায় স্বায়ত্তশাসন ও সাহিত্যিক স্বাধিকার দাবি করেন। ইস্তাম্বুলে তাহাদের কয়েক বৎসর কর্মতৎপরতার পর অভিধানবেত্তা ও বাইবেল অনুবাদক Kristoforidhi (১৮২৭-১৮৯৫ খৃ.) তাহাদের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বুখারেস্ট শহরে রাজনীতিবিদ 'আবদিল, শিক্ষাবিদ সামি ও আলবানীয় স্মৃতিভারাক্রান্ত বেকতাশী ছন্দকাব্যকার নাঈম একটি সাহিত্য সংঘ গঠন করেন এবং ১৮৮৫ খৃ. হইতে আলবানীয় পুস্তক মুদ্রণ করিতে থাকেন। মিসরে নির্বাসিত Thimi Mitko ও Spiro Dine স্থানীয় উপনিবেশ হইতে লোকসংগীত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সোফিয়াতে 'আবদিলের পুত্র Midhat Frasheri একটি বর্ষপঞ্জী একটি কবিতা-সংগ্রহ ও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন; একই সংগে তিনি যুক্তিসিদ্ধ ও নৈতিকতাধর্মী ছোট ছোট গল্প রচনা করিতে থাকেন। নির্বাসনে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

আলবানীয় পুস্তকসমূহ কাফেলার মাধ্যমে চোরা পথে আলবানিয়াতে চালান দেওয়া হইত।

একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অভাব ও আদর্শ বর্ণমালার অনুপস্থিতির দরুন আন্দোলন ব্যাহত হয় এবং সামীর কষ্টসাধ্য ধ্বনি বানানবিধির স্থলে কালাব্রিয়ার A. Santori ও সিসিলিয় ভাষাবিদ Dh. Camarda (১৮২১-১৮৮২ খৃ.)-এর বানানবিধির অনুরূপ একটি Diagraphic বানানবিধি গৃহীত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাহিত্যের বিভিন্ন স্রোত মিলিত হয়। A. Drenova (জ. ১৮৭২ খৃ.) তোসক গীতিকার বুবানি ও L. Poradeci (জ. ১৮৯৯ খ.) বুখারেস্ট-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করিতে থাকেন, তবে শেষোক্ত জন তাঁহার নিজস্ব প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত একটি রীতি ব্যবহার করিতেন। ক্যাথলিক উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন স্বদেশের স্মৃতিকাতর লেখক F. Shiroka (১৮৪৭-১৯১৭ খৃ.), ভাষাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক A. Xanoni (১৮৬৩-১৯১৫ খৃ.), N. Mjeda (১৮৬৬-১৯৩৭ খৃ.), ব্যঙ্গরসিক (Gj Fishta ১৮৭১-১৯৪০ খৃ.), লোক-কবি ও শোকগীতি লেখক V. Prennushi (১৮৮৫-১৯৪৬ খৃ.) ও ছোট গল্প লেখক E. Koliqi (জ. ১৯০৩ খৃ.)। তোসক' ঔপন্যাসিক Foqion Postoli ও M. Grameno (১৮৭২-১৯৩১ খৃ.), নাট্যকার Kristo Floqi (জ. ১৮৭৩ খৃ.) ও F. Koroitga (১৮৭৫-১৯৪৩ খৃ.) তাঁহাদের তৎপরতা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে স্থানান্তরিত করেন; সেখানে তাঁহাদের দ্বারা ১৯১২ খৃ. একটি সাহিত্য সংঘ Vatra ও একটি পত্রিকা Dielli (সূর্য) স্থাপিত হয়।

সংক্ষিপ্ত ফরাসিবাদী শাসনামল (১৯৩৯-১৯৪৩ খৃ.) কতিপয় ইতালীপন্থী লেখককে আকর্ষণ করে। বর্তমান কমিউনিস্ট সরকার পার্টিজান আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম, শান্তি ও শ্রমমূলক বিষয়ের উপর রচনা উৎসাহিত করে (রমিয আলিয়ার শাসনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমেরও পতন ঘটিয়াছে।

৩। **ভূগোল** ঃ আলবানীয় (শুকিপনী শকিপেরী Shqiperi) গ্রীনিচ-এর ২০° পূর্বে একটি উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখায় অবস্থিত। ইহার সর্বমোট আয়তন ১১০৯৭ বর্গমাইল (২৮৭৪৮ বর্গ কি. মি.)। ইহা যুগোশ্লভিয়া, গ্রীস ও আড্রিয়াটিক উপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ৩৯°৩৮' ও ৪০°৪১' উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে বিস্তৃত ইহার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২০৭ মাইল। সর্বনিম্ন প্রস্থ পেশকোপীর নিকট ৫০ মাইল এবং ক্ষুর প্রেসবা হ্রদের নিকট ইহা ৯০ মাইল প্রশস্ত। ইহার ১০ টি শাসন এলাকা পূর্বে ৩৯ টি উপশাসন এলাকায় বিভক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা ৩৪ টি এলাকায় নূতনভাবে বিভক্ত। উহাদের নাম জেলা রাখা হইয়াছে। ডিনারিক আল্লাস-এর চুনা পাথর গঠিত স্তরসমষ্টি হইতে অগ্রসর হইয়া ভূখণ্ডটি পূর্বাঞ্চলে সর্বোচ্চ উচ্চতাসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা ৭০০০ ফুট উচ্চ। পশ্চিমের নিম্নভূমিগুলির মধ্যে, যাহার কোন কোনটি সমুদ্র সমতল হইতে নীচু, বৃহত্তম হইতেছে উর্বর Myzeqeja সমভূমি। দীর্ঘতম নদী 'দ্রিন' ওহরি হ্রদ (Ochrida) হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া শেবজিন-এর ভাটিতে এ্যাড্রিয়াটিক-এ পতিত হইয়াছে। মাত, ইশেম, আরযেন, সেমেন-ডেভোল-বেরাত ও ভিজোসে সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হইলেও শীতকালে প্রবল স্রোতসম্পন্ন শকুমবী (Shkumbi) নদী পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া দেশটিকে মোটামুটিভাবে গেগনিজা ও তোস কেরিজা—এই দুইটি সমঅংশে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।

পর্বতসমষ্টির মধ্যে রহিয়াছে গেগনিজাতে তিনটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রতিবন্ধক এবং তোসকরিজাতে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত চারটি সমান্তরাল পর্বতমালা। সর্বোচ্চ পর্বতটি হইতেছে বেরাতের নিকট তোমোর (৭৮৬১ ফুটঃ ২৩৯৬ মিটার)। বনভূমির উৎসাদন ও ভূমির বনশূন্যতার ফলে দেশটি ক্রমেই কর্কশ, উষর ও বন্ধুর রূপ লাভ করিয়াছে। শাকোডোর (স্কুটারী), ওহরী ও প্রেসবা হ্রদের কেবল অংশবিশেষ আলবানিয়াতে অবস্থিত; মধ্যসমভূমি অঞ্চলের তারবুফ প্রকৃতপক্ষে একটি জলাভূমি এবং কোরচের ভাটিতে 'মালিক' এলাকাটি বর্তমানে নিষ্কাশিত।

ডারেস (Durazzo) প্রধান বন্দরঃ এখানে কাঠের জেটি ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা আছে। ভ্যালোনায় একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে এবং ইহা পরিস্রুত জ্বালানি তেল ও বিটুমিন ব্যবসা পরিচালনা করে সারান্দা প্রধানত মৎস্য বন্দর ও সেংগজিন আকরিকের ব্যবসা পরিচালনা করে। দেশের প্রধান শহরসমূহ হইতেছে রাজধানী তিরানা (১০০,০০০), স্কোডার (৩৫০০০), কোরচে (২৫০,০০), ডারেস (১৬,০০০), ভলোরে (Vlore) অথবা ভ্যালোনা (১৫,০০০) ও জিনোকাসাটার অথবা জিরোকাস্টার (১২,০০০)। রেলপথে (৮০ মাইল) তিরানার সহিত ডারেস, পেকিন ও এলবাসেনের সংযোগ আছে, তবে প্রায় সকল শহরই সড়ক পথে সহজগম্য।

দেশটির আবহাওয়া উষ্ণ অঞ্চলে ইউরোপীয় দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় নিরক্ষীয়; গাছপালা ভূমধ্যসাগরীয়। প্রধানত পত্র-পতনশীল বৃক্ষের অরণ্যের প্রাচীন প্রধান প্রধান বৃক্ষ হইতেছে hornbeam, turkey oak, sumach, avellan oak, holm oak, jujube ও Celtis। পাহাড়ের পাদদেশের খর্বাকৃতি গাছসমূহের মধ্যে আছে Arbutus, bush heather, ডালিম ও juniper। সর্বাপেক্ষা নিবিড় বনাঞ্চল হইতেছে Kruja-এর নিকটে Mamuras.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Lamberlz, Albranisches lese buch, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (আলবানীয় ব্যাকরণ, জার্মান ভাষার পাঠ ও অনুবাদ), লাইপযিগ ১৯৪৮ খৃ.; (২) S. E. Mann, Albanian Literature, An outline of Prose, Poetry and Drama, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, A Short Albenian grammer, লণ্ডন ১৯৩২ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, An English Albanian Dictionary, লণ্ডন ১৯৫৭ খৃ.; (৫) S. Skendi, Albania (Statistical, Historical, Political, etc.), নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন ১৯৫৭ খৃ.।

S. E. Mann (E.I.^{2})

৪। **জনসংখ্যা** ঃ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী আলবানিয়ার জনসংখ্যা ১৩,৯৪,৩১০ (১৯৩০ খৃ. ইহার সংখ্যা ছিল ১০,০৩,০৯৭)। আলবানিয়ার বাহিরে যে সকল স্থানে আলবানীয় জনগোষ্ঠী বর্তমান তাহা

হইতেছে যুগোশ্লাভিয়ায় (১৯৪৮ খৃস্টাব্দের যুগোশ্লাভ আদমশুমারি অনুসারে) ৭৫০,০০০, গ্রীসে (আনুমানিক ৩০,৬০,০০০) ও ইতালীতে (আনুমানিক ১৫০-২৫০,০০০)। জন্মসূত্রে আলবানীয়-এইরূপ জনগোষ্ঠীর আনুমানিক বিশ্বব্যাপী সংখ্যা ৩ মিলিয়ন (দ্র. Albania s. Skendi, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৫০)। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী আলবানিয়াতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪৫ হাজার ভলাচ (Vlach), ৩৫ হাজার স্লাভ, ২০ হাজার তুর্কী ও ১৫ হাজার গ্রীক আছে। ১৯৪৯-৫০ খৃ. আলবানিয়ার সর্বমোট জনসংখ্যার প্রায় বিশ শতাংশ শহরে বসবাস করিত। একই বৎসরের বৃহত্তর শহরসমূহের অন্যতম ছিল আনুমনিক ৮০ হাজার অধিবাসীসমৃদ্ধ রাজধানী তিরানা (১৯৩০ খৃ. ছিল ৩০,৮০৬), স্কোডার (Shkoder) ৩৪,০০০, কোরচে ২৪,০০০, ডারেস ১৬,০০০, এলবাসান ১৫,০০০, ভুলোর ১৫,০০০, বেরাত ১২,০০০ ও জিনোকাসটার ১২,০০০।

নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে আলবানীয়গণ প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ শকুমবি নদীর উত্তরে গেগ ও দক্ষিণ অংশে তোষকগণ। তুর্কীগণ এই এলাকা দুইটিকে গেগোলিক ও তোসকালীক নামে অভিহিত করিত। গেগ সম্প্রদায় কেবল ভাষাগত দিক দিয়াই নয়, তাহারা তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক আচরণেও তোসকগণ হইতে আলাদা। গেগগণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তোসকগণের তুলনায় বিশুদ্ধতরভাবে রক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে করা হয়।

সার্বিকভাবে বর্ণনা করিলে দেখা যায়, আলবানিয়ার ঊষর পাহাড়শ্রেণী একটি ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাঁচিয়া থাকার জন্য অতি নগণ্য সাহায্যই করে, বিশেষত যখনই মড়ক তাহাদের পশু সম্পদকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য দেশত্যাগ অথবা পার্শ্ববর্তী সমভূমিতে আশ্রয় লওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকে না। তাহারা এই পর্যায়ে সাধারণত ভাড়াটে সৈন্য, পশুপালক অথবা কৃষিকর্মীরূপে কাজ করে।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সার্বীয়গণের চাপের মুখে অথবা গ্রীসের সামন্ত জমিদারগণের ভাড়াটিয়া হিসাবে তাহারা দলবদ্ধভাবে দেশত্যাগ করিয়া Epirns. Thessaly. Morea. এমনকি ইজিয়ান দ্বীপসমূহে বসতি স্থাপন করে। এই স্থানের আলবানীয়গণ ক্রমশ গ্রীসের সংস্কৃতিতে একীভূত হইয়া যায় অথবা পরবর্তী কালে 'উছমানী চাপের ফলে দক্ষিণ ইতালীতে গমন করে। কিন্তু ১৪৬৬ খৃস্টাব্দের দিকেও (Thessaly)-তে বিভিন্ন শহরে আলবানীয় অধ্যুষিত মহল্লা ও Livadia (Lebadea)-তে ১২ টি আলবানীয় কাতুন এবং ইসতিফায় (দ্র. Fatih Devri, আনকারা ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৪৬) ৩৪টি কাতুন বর্তমান ছিল। 'উছমানী শাসনামলে এই সকল কাতুনের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং পরবর্তী কালে তাহা আরমাতোল নামে পরিচিত হয়।

১৪৬৮ খৃ. ইসকানদার বেগের মৃত্যু হইলে 'উছমানীগণের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামে জড়িত কতিপয় আলবানীয় হয় পার্বত্য অঞ্চল পশ্চাদপসরণ করে অথবা নেপলস রাজ্যে গমন করে। ১৪৭৮, ১৪৮১ ও ১৪৯২ খৃ. আরও অধিক সংখ্যক আলবানীয় দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলিতে গমন করে এবং আজ তাঁহারা সেখানেই তাহাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার সংরক্ষণ করিয়া বসবাস করিতেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'উছমানী সরকার সামন্ত পরিবারসমূহের (মাযেরাকী ও হেয়কাল) কতিপয় আলবানীয় তিমার-অধিকারীকে (দ্র. তীমার) ত্রেবিযোন্দ-এ স্থানান্তরিত করে।

স্থানীয়ভাবে কোনিচি নামে পরিচিত কোনিয়া হইতে আগত স্বল্প সংখ্যক নির্বাসিত ব্যক্তি ব্যতীত আলবানিয়াতে কোন বৃহৎ তুর্কী বসতির সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত রহিয়াছে দিব্রার পূর্বে পার্বত্য এলাকায় কোজজীক-এর যুরুকগণ। বাহ্যত এই স্থানে তাঁহাদের নিয়োজিত করা হয় রুমেলী-আলবানিয়া মহাসড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে। আনুমানিক ১৪১০ খৃ. আনাতোলিয়ার বিভিন্ন অংশ, যেমন সারুখান, কোজা-ইলি, জানিক হইতে প্রেরিত সুরগুনদের (বিতাড়িত) সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য (দ্র. সুরেত-ই দেফতার-ই সানজাক-ই আরভানিদ, নির্ঘণ্ট)।

রুমেলীতে আলবানীয়গণের দ্বিতীয়বারের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রসার ঘটে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তাহারা জাকোভে (য়াকোঁভা) প্রিযরেন, ইপেক (পেক), কালকানদেলের (তেতোভো) ও কোসসোভো-এর সমভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, বিশেষ করিয়া ১৬৯০ খৃ. এই সকল অঞ্চল হইতে স্লাভগণের ব্যাপক দেশত্যাগের পর এই ঘটনা ঘটে। মনে হয় আলবানীয় বসতি স্থাপন প্রক্রিয়াটি প্রধানত ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে জমি সংক্রান্ত মুকাতা'আ পদ্ধতির ফল ছিল (দ্র. Tanzimat nedir? in Tarih Arasirmalari. আনকারা ১৯৪২ খৃ.)। আলবানীয়গণ এই সকল উর্বর সমভূমি অঞ্চলের বৃহৎ মুকা'তা'আ মালিকগণের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের ইজারা গ্রহণ করে এবং প্রজা হিসাবে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

অপরদিকে আলবানিয়ার ভলাচগোষ্ঠী ৭ম শতকের স্লাভ আক্রমণের সময় হইতেই উত্তর আলবানিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আলবানীয়গণের পাশাপাশি পশুপালকের জীবন অতিবাহিত করিয়াছে এবং তাহারাও আলবানীয়গণের সহিত ১১শ শতাব্দী হইতে কার্যকর আলবানীয় প্রসারে অংশগ্রহণ করে। ৮৩৫/১৪৩১ সালের 'উছমানী সরকারী দলীল অনুযায়ী দেখা যায়, দক্ষিণ আলবানিয়া, বিশেষত কানিনা অঞ্চলের পূর্বদিকে ভুলাচগণের ও তাহাদের কাতুন (এফলাক-কাতুন)-এর অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।

দ্রিন নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ আলবানীয় গোত্রসমূহকে সাধারণভাবে মালক-ই সোর (উঁচু এলাকা/পার্বত্য এলাকাবাসী) নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের দিকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত ১৯টি গোত্রে মোট ৩৫,০০০ রোমান ক্যাথলিক, ১৫,০০০ মুসলিম ও ২২০ জন গ্রীক ছিল। এই সকল গোত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল স্কুটারির পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী হোত্তি, ক্রেমেনটি, ক্লেলী, কাস্ট্রাটি, কোচাজ ও পুলাতি গোত্রগুলি।

মনে হয় ১৩৮৫ খৃ. হইতে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আলবানিয়ার উপর 'উছমানী বিজয় লাভের সময় বিদ্রোহী গোত্রসমূকে পুনরায় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছিল। নিম্ন অঞ্চলে তাহাদের পুনরাবির্ভাব হয় পরবর্তী কালে, যখন ১৭শ শতাব্দীতে এই সকল প্রদেশে 'উছমানী নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হইয়া পড়ে তখন পরে তাহারা রুমেলীর আতংক হইয়া দাঁড়ায়।

প্রারম্ভিক কাল হইতেই 'উছমানী সরকার এই সকল গোত্রের গোত্রীয় সংগঠন ও স্বায়ত্তশাসনকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা রুমেলী হইতে আলবানিয়া প্রবেশপথের গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথসমূহের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিত বলিয়া সরকার তাহাদের উপরই এই সকল পথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার প্রদান করেন। বিনিময়ে তাহাদেরকে কতিপয় সরকারী রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করা হয়। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের একটি সরকারী নির্দেশের বক্তব্য নিম্নরূপ (Basbakalik), Archves, ইস্তাম্বুল, Tapu Def নং ২৬)ঃ

"ক্লিমেনটি নাহিয়ে পাঁচটি গ্রাম লইয়া গঠিত। ইহার খৃস্টান ধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণ এক হাজার আকচা খারাজ বাবদ এবং ইসপেনজি বাবদ আরও এক হাজার আকচা সানজাক বেগিকে প্রদান করিবে, তাহাদেরকে 'উশর, 'আওয়ারিদ'-ই দীওয়ানী ও অন্যান্য কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তবে একই সঙ্গে তাহাদেরকে স্কুটারি-পেট্রিশবান অঞ্চলের অন্তর্গত পথ আলতুন-ইলি ও মেদুন-কুচ-প্লাভা পথের জন্য দারেবেনদজি (গিরিপথসমূহের রক্ষক)-রূপে নির্বাচিত করা হইল।" ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ক্লেমেন্টিগণ রুমেলীতে তাহাদের লুটতরাজ দ্বারা এবং মন্টেনিগ্রো (কারাদাগ) অঞ্চলের বিদ্রোহী গোত্রসমূহের যোগসাজসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

দ্রিন-এর দক্ষিণে বাস করিত মিরদাইত গোত্র। ইহারা সকলেই ছিল রোমান ক্যাথলিক এবং সংখ্যায় ছিল ৩২,০০০ (১৮৮১ খৃ.)। ইহারা বায়রাক নামে অভিহিত পাঁচটি উপগোত্রে বিভক্ত ছিল, যেমন ওরোশি, ফানদি, স্পাশি, কুশ্নেনি ও ডিবরি। ১৬৯৬ খৃ. ভেনিসীয়গণের বিরুদ্ধে 'উছমানীগণকে প্রদত্ত সাহায্যের স্বীকৃতিস্বরূপ হোত্তিগণ এই সকল উপগোত্রের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হয়। তাহাদের বায়রাক অপরাপর সকলকে নেতৃত্ব দান করিত। তবে বর্তমানে শালে (Shale) গোত্রটিই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে।

গোত্রীয় ঐতিহ্য বায়রাক-এর উদ্ভব বস্তুতপক্ষে উছমানী যুগেই হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল একটি 'উছমানী প্রথা যাহাতে মাসরিক সর্দারগণকে তাহাদের কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ একটি বায়রাক অথবা সানজাক প্রদান করা হইত। প্রতিটি উপগোত্র একজন বায়রাকদার অর্থাৎ নিশান বাহকের অধীনে থাকিত এবং তিনি ছিলেন বংশগতভাবে একজন সর্দার। গোত্রের জনজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে বংশগতভাবে অধিষ্ঠিত বয়োবৃদ্ধগণের সভায় সিদ্ধান্ত হইত। সাধারণ বিষয়াবলী পর্যালোচনার জন্য পাঁচটি উপগোত্র প্রতি বৎসর ওরোশ-এ মিলিত হইত। 'উছমানী প্রশাসক দ্বারা নিয়োগকৃত একজন বোলুক-বাশি সরকার ও গোত্রসমূহের মধ্যে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেন। মিরদাইত-এর পাঁচটি উপগোত্রের গোত্রপতিগণ নিজদেরকে লেকী দুকাগজিন- এর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন এই লেকী 'উছমানীগণের বিরুদ্ধে ইসকান্দার বেগের সংগ্রামে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। ধারণা করা হয়, লেকী দুকাগজিন এই গোত্রগুলির মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারিক আইনসমূহের একটি সারসংগ্রহ সংকলন করেন; ইহাকে বলা হইত কানুনী-ইলেকী দুকাগজি (A. Sh. K. Gjecov, Kanun-i-leke Dnkagjinit, স্কোদার ১৯৩৩ খৃ.)।

এই সকল গোত্র সাধারণত প্রতি পরিবার হইতে একজন সদস্য লইয়া একটি সহায়ক বাহিনী 'উছমানী সেনাবাহিনীর নিকট প্রেরণ করিত। 'উছমানী এই প্রথাটি য়ুরূক ও কুর্দগণের জন্যও প্রযোজ্য ছিল। ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিভিন্ন দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যের অধিকতর সৈন্যের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকিলে আলবানীয় সহায়ক বাহিনী ক্রমশ অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিতে থাকে, বিশেষভাবে তাহাদের ব্যবহার করা হইতে মন্টেনিগ্রোর বিরুদ্ধে স্থানীয় যুদ্ধসমূহে। রুমেলীতে মিরদাইতগণকে সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্যরূপে বিবেচনা করা হইত। কিন্তু তাহা হইলেও H. Hequard (১৮৫৫ খৃ.) তাহাদের 'বিশ্বের কুখ্যাততম লুটেরা'-রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃ. তানজীমাত প্রশাসন ইহাদের নিরস্ত্র করিয়া নিয়মিত সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পান, ইহার ফলে তাহারা বিদ্রোহ করে এবং যাদরিমা এলাকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; ফলে পরবর্তী সরকার তাহার এইসব প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে। পরবর্তীকালে মিরদিতীয় নেতা প্রেন্ক বিবদোদা আলবানীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (১৯০৮ খৃ.)। ১৯২১ খৃ. যুগোশ্লাভিয়ার উদ্যোগে ঘোষিত 'মিরদাইত প্রজাতন্ত্রটি' পর বৎসরই ভাঙ্গিয়া যায়।

৫। **ধর্ম** ঃ ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ইতালীয় আদমশুমারী অনুযায়ী (দ্র. Albania, সম্পা. S. Skendi, 58) মোট ১১,২৮,১৪৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৭,৭৯,৪১৭ জন মুসলিম, ২,৩২,৩২০ জন অর্থোডক্স ও ১,১৬,২৫৯ জন ক্যাথলিক ছিল। একটিমাত্র গুরুত্বসম্পন্ন ক্যাথলিক উপনিবেশের অবস্থান হইতেছে স্কোডার (স্কুটারী) জেলায়। অর্থোডক্সগণের বৃহৎ সমাবেশ রহিয়াছে জিনোকাস্টার (আর গিরোকাসট্রো), কোরচে (কোরিচে), বেরাত ও ভলোর (আভলোনা) জেলায় মুসলিমগণ দেশের সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে, তবে মধ্যআলবানিয়াতেই তাহাদের ঘনত্ব সর্বাধিক।

৭৩২ খৃ. আলবানিয়া কনস্টানটিনোপলের প্যাট্রিয়ারাক্ট-এর সহিত সংযুক্ত হয় এবং ১০৫৪ খৃ. তাহা রোম ও কনস্টানটিনোপলের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং উত্তরাংশ রোমের বৈধ এলাকায় পরিণত হয়। নর্মান ও এ্যাঙ্গেভিনগণ দেশে ক্যাথলিক মতবাদকে সুদৃঢ় করে; আলবানিয়ার আর্চ-বিশপের অবস্থান ছিল এনটিভারিতে এবং দুরাজ্জো ছিল ম্যাসেডোনিয়ার আর্চ-বিশপের কেন্দ্র।

আলবানীয় অর্থোডক্সগণ সম্পূর্ণভাবে ওহরিদাতে অবস্থিত বিশপের কার্যালয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থোডক্স গির্জার রক্ষক হিসাবে 'উছমানীগণ ১৪৫৪ খৃ. তাঁহাদের দ্বারা কনস্টানটিনোপলের প্যাটরিয়ারকেট পুনঃপ্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে অর্থোডক্স মতবাদের পক্ষে ছিলেন। তবে রাজনৈতিক কারণে তুর্কী সম্রাট আলবানিয়াতে ক্যাথলিক গির্জাকে সহ্য করিতেন। আলবানীয় জমিদারগণ বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পূর্বে ও পশ্চিমের মধ্যে চলাফেরা করিত। দক্ষিণ ইতালীতে বসতি স্থাপনকারী অর্থোডক্স আলবানীয়গণের নিজস্ব ইউনিয়েট (Uniate) গির্জা ছিল এবং তাহা পোপের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করিত। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের উছমানী বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ইয়ানয়া প্রদেশে (এপিরুস ও ডেভোল নদীর দক্ষিণের আলবানিয়া) ২,২৩,৮৮৫ জন মুসলমান, ১,১৮০,৩৩ জন গ্রীক, ১,২৯,৫১৭ জন

অর্থোডক্স আলবানীয়, ৩,৫১৭ জন য়াহূদী এবং মাত্র ৯৩ জন রোমান ক্যাথলিক ছিল। এই প্রসঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন যে, বস্তুতপক্ষে উল্লিখিত গ্রীকগোষ্ঠীর এক অংশ ছিল বংশ-সূত্রের দিক দিয়া অর্থোডক্স আলবানীয় যাহারা গ্রীক ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রীসীয়তে রূপান্তরিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ১৮শ শতাব্দীর ২য় অর্ধের শুরুতে স্থাপিত হয়। আলবানিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর একটি autocephalous আলবেনীয় অর্থোডক্স চার্চ শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিয়ারকেট-এর স্বীকৃতি লাভ করে (১৯৩৭ খৃ.)। ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম ধর্মান্তরিত হয় 'উছমানীগণের নিকট হইতে 'তীমার' অর্জনকারী আলবানীয় সামন্ত জমিদার সম্প্রদায়। সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত, অথচ মূলত ভ্রান্ত একটি ধারণার বিপরীত তথ্য এই যে, 'তীমার'রূপে জমির কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার একটি শর্তরূপে ধর্মান্তর গ্রহণ প্রয়োজন ছিল না, 'তীমার' প্রাপ্তির জন্য 'উছমানী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ সময় কালেই খৃষ্টানগণকে 'তীমার' প্রদান করা হয়। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের ফলে খুব বেশী সংখ্যায় খৃষ্টান 'তীমার' অর্জনকারী ব্যক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। প্রারম্ভ হইতেই ৮৭০/১৪৬৬ সালে ২য় মুহ'াম্মাদ-এর নির্মিত এলবাসান একটি মুসলিম কেন্দ্রে পরিণত হয়, একইভাবে থেসালীতে ছিল য়েনিশেহির। তবে মনে হয়, তখনও সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলবানিয়ার ৪টি সানজাক (এলবাসান, ওহরি, আওলোন্য়া ও ইসকেনদারিয়া)-এ প্রায় তিন হাজার মুসলিম রাআয়া পরিবারের বসত ছিল। ১৬২২ খৃ. লিখিত ক্যাথলিক সূত্র অনুযায়ী অনুমান করা হয় আলবানিয়ার জনসংখ্যার কেবল ৩০ ভাগের একভাগ ছিল মুসলিম। ১৭শ শতাব্দীতে ভেনিসীয় ও অস্ট্রীয় ক্যাথলিক আলবানীয় ও অর্থোডক্স সার্বগোষ্ঠীকে বিদ্রোহ করিতে উস্কানী দিতে থাকে। ইহারা জিযয়া করের বৃদ্ধির কারণে সরকারের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করিতেছিল। ১৬১৪ খৃ. কুচিতে অনুষ্ঠিত গির্জা প্রধানগণের এক সম্মেলনে পোপের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৬২২ খৃষ্টাব্দের দিকে আলবানিয়াতে ও দক্ষিণ সার্বিয়াতে প্রথমবারের মত ফ্রান্সিসকান মিশনারিগণ আবির্ভূত হয়। আলবানীয় ক্যাথলিক ও সার্বগণ ১৬৪৯ খৃ. ভেনিসীয় ও ১৬৮৯-৯০ খৃ. অস্ট্রীয়গণের সহিত সহযোগিতা করে। ফলে তুর্কী সম্রাট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য পেচ, প্রিযরেন, জাকোভ ও কোমমাভো-এর সমভূমি অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসিগণ, যাহারা আংশিকভাবে আলবানীয় ছিল, একযোগে দেশত্যাগ করে অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাদের বেশ কিছু গোপনে খৃষ্টানদের সমর্থক হইয়া উঠে। স্থানীয়ভাবে ইহাদেরকে লারামানী (Motley= বিভিন্ন বর্ণধারী) বলা হইত। এই সকল সমভূমি অঞ্চলের আলবানীয়করণ ও ইসলামীকরণ ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে একযোগে চলিতে থাকে।

বুশাতলীস ও তেপেদেলেনের 'আলী পাশা (দ্র.)-র অধীনে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এক নূতন উৎসাহ লাভ করে। সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে শেষোক্ত জন কয়েকটি গ্রামকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। ধারণা করা হয় তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন বেকতাশি এবং তাঁহার আমলেই আলবানিয়াতে 'বেকতাশীবাদ (দ্র. বেকতাশিয়্যা) চরম বৃদ্ধি লাভ করে। রাজা যোগ-এর অধীনে এই মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২,০০,০০০। তিরানা, আকচাহিসার (বেকতাশিগণের পুরাতন কেন্দ্র), বেতার ও তোমোর পাহাড়ে অবস্থিত ইহাদের সমৃদ্ধিশালী তেক্কে (তাকিয়া) এবং রাজধানীতে অবস্থিত ইহাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে আলবানিয়াতে বেকতাশিবাদ ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করিতে থাকে। ১৯১৯ খৃ. কোর্চের কংগ্রেসের সময় বেকতাশীগণ সুন্নীগণ হইতে পৃথক তাহাদের নিজস্ব একটি সম্প্রদায় গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। ইহা কেবল কমিউনিস্টগণের ক্ষমতা গ্রহণের পরই ১৯৪৫ খৃ. সম্ভব হয়।

আলবানীয়গণের 'উছমানীয়করণের পশ্চাতে ইসলাম একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করিয়াছিল, খৃষ্টান আলবানীয়গণ প্রায়শই তাহাদের মুসলিম সহযোগীদের তুর্কী বলিয়া অভিহিত করিত। অপর পক্ষে ইসলাম আলবানীয়গণকে তাঁহাদের গ্রীক ও স্লাভ প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়ার আশংকা হইতে রক্ষা করে। বলা হয়, খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আবরণের নীচে আলবানীয়গণের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ এখনও বর্তমান, বিশেষত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে।

৬। **ইতিহাস** ঃ সাধারণভাবে আলবানীয় জনগণ ইল্লরীয় বংশোদ্ভূত, এই সম্পর্কে ঐকমত্য থাকিলেও তাহাদের সহিত থ্রেসীয়, এপিরোত ও পেলাসগিয়ানীগণের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক এখন বিতর্কের বিষয়। ইল্লিরীয় উপজাতিসমূহ প্রথমবারের মত গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে আলবানীয় উপকূল অঞ্চলে স্থাপিত গ্রীক উপনিবেশসমূহের মাধ্যমে। এই সকল উপনিবেশ গড়িয়া উঠে খৃ. পূ. ৭ম শতকে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ডুরাযযো (দুররেস)-এর নিকটস্থ এপিডামনোস। ইল্লিরীয়গণ তাহাদের প্রথম স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলে খৃ. পূ. ৩য় শতকে। খৃ. পূ. ১৬৭-এ রোমকগণ কর্তৃক বিজিত হইলে পরবর্তী বহু শতাব্দী পর্যন্ত তাহারা শক্তিশালী রোমান প্রভাবের অধীনে ছিল। এগনাটিয়া হইয়া প্রাচ্যগামী রোমান মহাসড়কটি দিরাকিয়ামে (ডারেস) শুরু হয় এবং স্কুমবি উপত্যকা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। টলেমী সর্বপ্রথম ইল্লিরীয় উপজাতীয়দের মধ্যে Aa Bavol ও তাঁহাদের রাজধানী Albanopolis (ক্রোয়া-এর নিকটে)-এর কথা উল্লেখ করেন। ৭ম শতাব্দীতে আলবানিয়াতে স্লাভ আক্রমণের ফলে আলবানীয়গণের রোমানীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় ও তাহারা উত্তর আলবানিয়ার পার্বত অঞ্চলে পশ্চাদ্‌পসরণ করিয়া প্রায় অর্ধ সহস্র বৎসরের জন্য পশু পালকের জীবন গ্রহণ করে। ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে বুলগারীয় সাম্রাজ্য দিরাবিয়াম (গ্রীক ভাষায় দিরাকিয়ন)-সহ দক্ষিণ আলবানিয়ার উপর তাহারা তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নেমানজার নেতৃত্বে সার্বগণ উত্তর আলবানিয়া দখল করিয়া নেয়। কৃষিজীবী স্লাভগণের সহিত দীর্ঘকালের সহাবস্থান আলবানীয় জনগোষ্ঠীর উপর একটি গভীর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে। সর্বশেষে সম্রাট ২য় বাসিল দক্ষিণ আলবানিয়াতে বায়যানটাইন শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং দিরাকিয়ন অধিকার করেন (১০০৫ খৃ.)। দিরাকিয়ন ছিল ৯ম শতাব্দী হইতে দিরাকিয়নের বায়যানটাইন থোমার রাজধানী। ১১শ শতাব্দীর

মধ্যভাবে যখন বিভিন্ন প্রদেশে বায়যানটাইন নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়ে, তখন আলবানীয়গণ তাহাদের পার্বত্য আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া আসে। এই সময় হইতে দেখা যায়, সমসাময়িক উৎসসমূহে প্রায়শই আলবানীয়গণের উল্লেখ রহিয়াছে। স্কোড্রা (স্কোদার)-দিরাকিয়ন ও ওহরিদা পিযরেন লাইনের মধ্যে অবস্থিত তৎকালীন আলবানীয়গণকে এইসব উৎস গ্রীক ভাষায় Aa Bavol বা Apbavirai নামে, ল্যাটিনে Arbanenses অথবা Albanenses ও স্লাভিক উৎস Arbanaci নামে অভিহিত করে। 'উছমানীগণ প্রথমে গ্রীক শব্দ আরভানিদ ব্যবহার করে এবং পরে ইহার তুর্কীকৃত রূপ আরনাভূদ ও আরনাউত ব্যবহার করে।

আবার একাদশ শতাব্দী হইতে আলবানিয়া সামন্ত ইউরোপের জন্য বায়যানটাইন সাম্রাজ্য আক্রমণে একটি সেতুবন্ধরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। দিরাকিয়ন সাময়িকভাবে ১০৮১, ১১৮৫ খৃ. নর্মানগণের এবং ১২০৪ খৃ. ভেনিসীয়গণের দখলীভূত হয়। ইহার পর দেশটি এপিরুস-এর স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা থিওডোর এ্যাংগেলুস (১২১৫-১২৩০ খৃ.)-এর অধিকারে আসে। ১২৭২ খৃ. Anjou-এর চার্লস, দিরাকিয়ন ও আলবানীয় উপকূলভাগের অংশ দখল করিয়া নিজেকে আলবানিয়ার রাজা ঘোষণা করেন। ইহার ফলে আলবানিয়ায় শুরু হয় বায়যানটাইন ও অ্যাংগেভিনগণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘাত। বায়যানটাইন সম্রাটের সহিত তাঁহাদের মৈত্রীর ফলে আনাতোলীয় তুর্কীগণ ৭৩৭/১৩৩৭ সালে প্রথমবারের মত আলবানিয়ার কথা জানিতে পারে। বায়যানটাইন গৃহযুদ্ধের সময় আলবানীয় পর্বতবাসিগণ আলবানিয়াতে তাঁহাদের লুটপাট বৃদ্ধি করে, তিমোরোন (তিমোরিনজি) দখল করে এবং অন্যান্য বায়যানটাইন শক্তিশালী ঘাঁটি, যথা কানিনা, বেলগ্রেড (বেরাত), ক্লিসুরা ও স্কারাপার-এর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। আলবানিয়া ও এপিরুস-এ তাঁহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ৩য় এ্যান্ড্রোনিকাস ঐ প্রদেশে সসৈন্য প্রবেশ করেন। তাঁহার সেনাবাহিনীতে একটি তুর্কী সহযোগী বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বাহিনীটি প্রেরণ করেন তাঁহার মিত্র এবং আয়দীন'-এর শাসক উমুর বেগ। সেনাবাহিনী দুরাযযো (দিরকিয়ন) পর্যন্ত সমগ্র দেশটি দখল করিয়া নেয়। বিদ্রোহী বাহিনী তুর্কীদের হাতে মারাত্মকভাবে পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর তুর্কীগণ অম্মালী ও বিতশিয়া (ক্যান্ট-কুযেনুস)-এর পথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে।

ইহার অনতি কাল পরেই স্তেপানদুশান আলবানিয়া দখল করেন (১৩৪৩ খৃ. ক্রোয়া, ১৩৪৩-৪৬ খৃ. মধ্য আলবানিয়া)। মনে হয় ইহার ফলে গ্রীসে আলবানীয়গণের অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত হয়। স্থানীয় আলবানীয় সামন্ত শ্রেণী ও সৈনিকগণ দুশানের সহিত আরও দক্ষিণে পরিচালিত অভিযানে যোগদান করে (L. von Thalloczy-C. Jirecek, Zwei urkunden, 85)। পরবর্তী কালে 'উছমানীগণের অধীনে আলবানিয়াতে বসতি স্থাপনকারী যে সমস্ত ভোয়নিকে (Voyniks) দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সম্ভবত এই সময়ে দুশানের সহিত আগমন করে। ১৩৫৫ খৃ. দুশানের রাজ্য পতনের সম্মুখীন হইলে সমগ্র আলবানিয়াতে স্লাভ, বায়যানটাইন অথবা আলবানীয় বংশোদ্ভূত সামন্ত জমিদার প্রভুদের আবির্ভাব ঘটে। শীঘ্রই উত্তর অঞ্চলে বালশাগণ (বালশিচি) ও মধ্যঅঞ্চলে থোপিয়াস এই সকল সামন্ত প্রভুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত হয়। বালশাগণ দুরাযযো ও কাট্টারের মধ্যবর্তী উপকূলভাগের অধিকারী ছিল। তাঁহারা প্রিযরেন পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করে। ফলে তাহারা বসনিয়ার রাজা Twrtko এবং সার্বগণের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হয়, কেননা সার্বরা যেটা অঞ্চলটি পুনরায় তাহাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়নে সচেষ্ট ছিল। অতি শীঘ্রই বালশাগণ, যাহারা ইতোমধ্যেই আওলোনা, বেলগ্রেড ও কানিনায় নিজেদের বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা দুরাযযোর কার্লো থোপিয়া-এর জন্য বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। তিনি ৭৮৭/১৩৮৫ সালে 'উছমানী তুর্কীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতোমধ্যে ৭৮৩/১৩৮১ সালে য়ান্নিনা অঞ্চলে তাহাদের সীমান্ত (উজ) সৈন্যবাহিনী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ২য় বাল্শা সাভ্রার নিকট (Myzeqc-এর নিকটে ভিজোস নদীর তীরে) ১২ শা'বান, ৭৮৭/১৮ সেপ্টেম্বর, ১৩৮৫-এর একটি 'উছমানী সেনাদলের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। এই ঘটনাটি 'উছমানী কালপঞ্জীতে 'কার্লি ইলি'-এর অভিযান অর্থাৎ 'কালিভূখণ্ড' (কার্লো থেপিয়া) অভিযান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার উল্লেখিত সময়কাল ৭৮৭/১৩৮৫ সালও সঠিক। বালশার উত্তরাধিকারীসহ অন্যান্য আলবানীয় সামন্ত প্রভু সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিয়া নেন। আলেসিও-এর দুকাগজিনিগণ ৮৭৯/১৩৮৭ সালে রাগুসানগণকে অভিহিত করে যে, তাহারা 'উছমানীগণের সহিত শান্তি চুক্তিতে উপনীত হইয়াছে। 'উছমানী অগ্রাভিযানে আতঙ্কিত হইয়া ভেনিস-এর শাসকবর্গ থোপিয়া রক্ষার্থে প্রথম মুরাদের নিকট দ্যানিয়েল কোরনারোকে প্রেরণ করেন (রামাদান ৭৮৯/অক্টোবর ১৩৮৭)। অপরদিকে তাহারা থোপিয়ার সহিত নগরীটিকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য আলোচনায় রত হয়। এইভাবেই আলবানিয়াকে নিয়া ভেনিস ও 'উছমানীগণের দীর্ঘকালব্যাপী শত্রুতা শুরু হয়। সুলতানের একজন অনুগত মিত্র হিসাবে স্কুটারি ও দুলচিগনোতে বালশার উত্তরাধিকার Gjergi Stratsimirovic, বসনিয়ার সহিত তাহার বিরোধে 'উছমানীগণের নিকট হইতে সুযোগ গ্রহণে তৎপর হন। একজন উজবেগী ও সম্ভবত লিয়াস কভিক-এর 'সুবাসী' কাভালিয়া শাহিন (তুর্কী কালপঞ্জীতে কাভালা শাহিন, পরবর্তী কালে শিহাবুদ্দীন শাহীন পাশা) বসনিয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বসনীয়গণ তাঁহাকে ত্রেবিনযের নিকট পরাস্ত করে (২৩ শা'বান, ৭৯০/২৭ আগস্ট, ১৩৮৮)। নেশরীর মতে এই অভিযানটি পরিচালিত হয় স্কুটারির শাসক (G Stratsimirovic)-এর অনুরোধে যাহাকে শাহিনের পরাজয়ের পর গোপনে শত্রুপক্ষের সহিত সমঝোতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কোসসোভো সমভূমিতে তাহাদের বিজয়ের পর (৭৯১/১৩৮৯) 'উছমানীগণ (উসকুব)-কে একটি শক্তিশালী সীমান্ত ঘাঁটিতে পরিণত করে এবং পাশায়িগিত-এর নেতৃত্বে সারুখান-এর তুর্কীদের তথায় বসতি স্থাপন করান হয় (৭৯৩/১৩৯১)। ইহার পর শাহীন ফিরিয়া আসিয়া G. Stratsimirovic-কে স্কুটারি ও St. Sergius হইতে বহিষ্কৃত করেন (১৩৯৩-১৩৯৫ খৃ.)। শেষোক্ত ব্যক্তি নিরাপত্তার জন্য ভেনিসীয়দের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অপরদিকে ভেনিস আলেসিও, দুরোযযো

(১৩৯৩ খৃ.), দ্রিভাসতো (১৩৯৬ খৃ.)-এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। স্থানীয় শাসকগণ বার্ষিক ভাতার পরিবর্তে এইগুলি হস্তান্তর করে। 'উছমানীগণও স্থানীয় সর্দারদেরকে নিজ পক্ষে রাখিবার মানসে তাহাদের জমি তীমাররূপে প্রদানের নিশ্চয়তা দান করে। এইভাবে তুর্কী সামন্ত হিসাবে দিমিত্রি য়োনিয়া (গিওনিমা) কনস্টানতিন বালশা, জের্গি দুকাগজিন সকলেই ভেনিসীয়দের বিরুদ্ধে শাহীনের সহিত সহযোগিতা করেন।

তাহ্‌রীর ও তীমার (দ্র.) ব্যবস্থার মাধ্যমে আলবানিয়াতে 'উছমানী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রথম তাহা কার্যকর হয় প্রেমিদি (প্রেমিতি) ও কোর্চ (কুরিসে) এলাকায়। পূর্ণাঙ্গ 'উছমানী প্রশাসনের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম বায়াযীদ-এর আমলের দলীল হইতে। তখন গ্রামসমূহে সিপাহী, নগর অঞ্চলে কাদী ও সুবাশীর মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করা হইত (Basvekalet Archives, ইস্তাম্বুল, Maliye নং ২৩১)। সম্ভবত ইহার প্রচলন ঘটে ৭৯৬/১৩৯৪ ও ৭৯৯/১৩৯৭ সালে আলবানিয়াতে পরিচালিত 'উছমানী অভিযানের পর হইতে। 'উছমানী দলীলে দেখা যায়, এই সময়েই আকচাহিসার (ক্রোয়া, ক্রুজে)-কে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কোয়া যাকারিয়া, দিমিত্রিয়োনিয়া, গির্গি দুকাগজিন ও দুশমানির অধীনে আলবানিয়া সেনাদল (৮০৪/১৪০২ সালে আনকারার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। ১৪০২ খৃ. বায়াযীদ-এর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে এই সকল আলবানীয় সর্দারের অনেকেই (কেইয়া যাকারিয়া, ইভান কাসট্রিয়ট, নিকেতা থোপিয়া) ভেনিসীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। ১৪০৩ খৃ. G,Stratsimirovic-এর মৃত্যু হইলে ভেনিস তাঁহার অধীনে এলাকার কিছু অংশ দালচিগনো, আনটিভারি ও বুদয়া দখল করিয়া নেয়, ইতোপূর্বে ভেনিস স্কুটারি অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র বালশা সার্বিয়ার স্তেপান লাযারেভিক ও ভুক ব্রানকেভিক-এর সহায়তায় ভেনিসের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তাহারা আলবানিয়া প্রসঙ্গে তাহাদের রাজা আমীর সুলায়মানের সহিত একটি মতৈক্যে উপনীত হয় (১৯ জুমাদাল, উলা-৮১২/২৯ সেপ্টেম্বর, ১৪০৯)। ইহার পর ইভান কাসট্রিয়ট-কে উসকুব-এর পাশায়িগিত সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন (৮১৩/১৪১০)। দক্ষিণ অঞ্চলে 'উছমানীরা টোক্কাদের বিরুদ্ধে আলবানীয় স্পার্টাগণকে সমর্থন করে। শেষ পর্যন্ত ভেনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই 'উছমানীগণ আলবানিয়াকে জয় করিয়া নেয় উত্তরে এপিরুস হইতে ক্রোয়া (আকচেহিসার) পর্যন্ত এবং আরভানিদ-ইলি অথবা আরনাভুদ-ইলি প্রদেশ গঠন করে (৮১৮-২০/১৪১৫-১৪১৭)।

'উছমানী অধিকারের ফলে দেশটিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় ৮৩৫/১৪৩২ সালের 'তীমার' সম্পর্কিত দলীলে লিপিবদ্ধ বিস্তারিত বিবরণে (সুরেত-ই দেফতার-ই সানচার-ই আরভানিদ, সম্পা. H. Inalcik, আনকারা ১৯৫৪ খৃ.)। বিবরণীতে প্রদত্ত বিভিন্ন এলাকার নামসমূহ প্রায়শই প্রধান প্রধান সামন্ত পরিবারের উল্লেখযুক্ত, যাহারা ছিল সকলেই 'উছমানী সামন্ত ঃ ইউভান-ইলি (কাস্ট্রিয়োটি-এর এলাকা), বালশাইল (কাভাজের পূর্বে ও শকুমবির দক্ষিণে), গিয়োনোমায়মো-ইলি (পেকিলের উত্তর), পাভলো কুর্তিক ইলি (জিলেমা উপত্যকা), কোনডো-মিহো ইলি (এলবাসানের পশ্চিমের এলাকা), যেনেবিশ ইলি (যেনেবিসি, জিনোকাস্তার ও ইহার চতুষ্পার্শ্ব), বোগদান-রাইপ ইলি (এলাবাসান-এর উত্তরে), আশতিন ইলি (প্রেমিত)। এই সকল বৃহৎ পরিবার ব্যতীত বহু ক্ষুদ্রতর খৃস্টান সামন্ত তাহাদের কিছু পরিমাণ জমি তীমাররূপে নিজেদের অধিকারে রাখে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবারসমূহ হইতেছে ঃ দোব্রিলে (কারটোলোস-এ), সিমোস কোনডো (কোকিনোলিসারিতে), বোব্‌যা পরিবার (গিয়ন ও তাহার পুত্রগণ ঘিন এ আনদ্রে, বোব্‌যা বা বুবেস গ্রামে), কার্লি পরিবার (মাত্‌জা)। এই প্রকারের 'তীমার' আরভানিদ ইলির সর্বমোট 'তীমার' প্রাপ্তদের সংখ্যার ১৬ শতাংশ ছিল। 'তীমার' লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণকে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হইত না। বেলগ্রেভ (বেরাত)-এ জনৈক মেট্রোপলিদ ও কানিনা, আকচাহিসার ও কারতোলোসে তিনজন পেসকো পোস-কে তাহাদের সাবেক গ্রামসমূহ 'তীমার' হিসাবে প্রদান করা হয়। এই প্রদেশে তুর্কী জনসংখ্যা ছিল সামরিক ও ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গে সীমাবদ্ধ। 'তীমার'প্রাপ্ত তুর্কী ব্যক্তি ও তাহাদের জনবলের সংখ্যা আট শতের অধিক ছিল না। সম্পূর্ণ সানজাকটি ৩০০ জন 'তীমার'প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়; এই সমস্ত ব্যক্তি যে সকল গ্রাম বা দুর্গে বসবাস করিত তাহা সেই গুলো হইতেছে আরগিরিকাস্‌রি (আরগিরো কাস্ত্রো, জিনোকাসতার), কানিনা, বেলগ্রেড, ইসকারাপার, ব্রাতুশেশ অথবা য়েনিজেকালে ও আকচাহিসার, আরগিরিকাসরি (পরবর্তী কালে আরগিরি অথবা এরগিরি) সানজাক বেগির কেন্দ্র হইয়া উঠে এবং দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে (বিলায়েত) একজন সুবাশী ও কাদী নিযুক্ত করা হয়। 'উছমানী রাষ্ট্র যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে প্রায় সম্পূর্ণ কৃষি জমি সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। কারণ কেবল এই পদ্ধতিতেই রাষ্ট্রের পক্ষে 'তীমার' ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব ছিল। কৃষকরা এক্ষেত্রে এইরূপ একটি মনোভাব পোষণ করিত যে, তাহারা একটি নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন সাবেক কালের সামন্ত রাজাদের উপর নির্ভরশীল নয়।

উত্তরে 'উছমানীগণ প্রথম ৩য় বালশাক সমর্থন দান করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ৮২৪/১৪২১ সালে তাহারা ভেনিসের বিরুদ্ধে সার্বিয়ার স্তেপান লাযেরেভিক-কে সাহায্য করিলে শেষ পর্যন্ত ভেসি দ্রিভাসতো, আন্তিভারি ও বুদুয়া (৮২৬/১৪২৩) স্তেপানের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে ৮৩২/ ১৪২৯ সালে স্বৈরাচারী শাসক কার্লো টোক্‌কোরের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয় এবং ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ২য় মুরাদ য়াল্লিনা অধিকার করেন (মুহাররাম ৮৩৪/অক্টোবর ১৪৩০)। ইহার পর আলবানিয়াতে একটি নূতন ভূমি ও জনজরিপ চালান হয় (শা'বান ৮৩৫/বসন্ত ১৪৩২ খৃ.)। ইহার লক্ষ্য ছিল 'উছমানী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা। বস্তুতপক্ষে এই জরিপকেই পরবর্তী বহু দশকব্যাপী আলবানীয় প্রতিরোধের মূল সূচনা বিন্দুরূপে বিবেচনা করা যায়। উপরন্তু ইহা বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্রটি প্রদর্শন করে। প্রথম কুরভেলেশ ও বযোরশেক এলাকার পার্বত্য অঞ্চলের কতিপয় গ্রাম রেজিস্ট্রীকৃত হইতে অস্বীকার করে। কয়েকটি এলাকায় তাহারা তাহাদের 'উছমানী তীমার গ্রহীতাদেরকে পর্যন্ত হত্যা করে। বৃহৎ সামন্ত জমিদারগণের অনেকে,

যেমন উত্তর অঞ্চলে ইভান (Yuvan) কাস্ট্রিয়ত ও আরগিরিকাসরি এলাকায় আরিয়ানিটেস (Araniti. Arnit) কমনেনুস তাহাদের ভূমির একটি প্রধান অংশ 'উছমানী সিপাহীদের মধ্যে 'তীমার'রূপে বণ্টনের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। প্রথমে আরানিতি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ৮৩৬/১৪৩২ সালের হেমন্তে বহু সিপাহীকে হত্যা করে এবং থোপিয়া যেনেবিসসি আরগিরিকাসরী অবরোধ করে। নেপলসের ভেনিস ও হাঙ্গেরীর ৫ম আলফনসো বিদ্রোহীদের উৎসাহ প্রদান করে, তাহারা বুয়োরেশেক সংঘর্ষে আলবানিয়ার শাসক এভরেনুয-এর পুত্র 'আলীকে পরাজিত করে। এই সব ঘটনায় উৎসাহিত হইয়া মধ্য ও উত্তর আলবানিয়ার খৃস্টান জমিদারগণও বিদ্রোহে যোগদান করে। শেষ পর্যন্ত ৮৩৭/১৪৩৪ সালে রূমেলীর প্রশাসক সিনান বেগের নেতৃত্বে রূমেলীর সকল সেনাদলের যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিপজ্জনক বিদ্রোহের অবসান ঘটে। ইতোমধ্যে এই বিদ্রোহ হাঙ্গেরীর জন্য একটি নূতন ক্রুসেডের আশংকার সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু আরানিতি পার্বত্য অঞ্চলে পলায়নে সক্ষম হয়। ৮৩৬/১৪৩২ সালের অতিরিক্ত তথ্য হইতে জানা যায় এই বিদ্রোহের ফলে 'উছমানী নিয়ন্ত্রণ তেমন গভীরভাবে প্রভাবিত হয় নাই। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল 'উছমানী ও খৃস্টান 'তীমার'ভোগী ব্যক্তি তাহাদের নিজ নিজ 'তীমারে'র দখলে বহাল থাকে। মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল পর্বতবাসিগণই, সামন্ত পরিবারসমূহের তাহাদের দলপতিদের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল।

৮৪৭/১৪৪৩ সাল হইতে আরানিতির জামাতা ইসকেন্দার বেগ (দ্র.) বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ কর্মশক্তি, সাহসিকতা ও সেই সময়ে বিরাজমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাঁহার আন্দোলনকে একটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য প্রদান করে। তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া যে কিংবদন্তী গড়িয়া উঠে তাহা বাদ দিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যায়, তাহার বিদ্রোহের উৎস ও প্রেরণা অন্যান্য আলবানীয় সর্দারের পরিচালিত বিদ্রোহের মূল ও প্রেরণা হইতে আলাদা ছিল না। ৮৪২/১৪৩৮ সালের দিকে আকচাহিসারের (এ ক্রোয়া) 'সুবাশী' বা কর্মকর্তারূপে নিয়োগ লাভ করিলেও ১৪৪০ খৃ. তিনি পদচ্যুত হন। তাঁহার কামনা ছিল ক্রোয়া ও তাঁহার পিতার সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করিবেন এবং একজন তীমার অধিকারীরূপে নয়, বরং সামন্ত রাজার ন্যায় ভোগ করিবেন। ইহা সত্য যে, তিনি অন্যান্য সামন্ত পরিবারে, যথা থোপিয়াস, বালশাস, দুকাগযিনি, দুশমানি, লেকা যাকারিয়া ও আরানিতির সহিত মৈত্রী চুক্তিতে উপনীত হইয়াছিলেন (আলেসসিয় সম্মেলন, ১ মার্চ, ১৯৪৪), কিন্তু একজন জাতীয় নেতার নেতৃত্বাধীন ঐক্যবদ্ধ আলবানিয়ার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব। তিনি কেবল উত্তর আলবানিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মধ্য ও দক্ষিণ আলবানিয়া সব সময়ই ছিল 'উছমানী নিয়ন্ত্রণে। আরগিরিকাসরী (জিনোকাসটার), ওহরিদা বা বেলগ্রেড (বেরাত)-এ প্রতিষ্ঠিত 'সুবাশী' ও 'সানজাক' বেগগণ স্থানীয় শক্তির সাহায্যে তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সব সময় গেরিলা যুদ্ধ চালান। মারিনো বারলেথিও উদ্ভট সংখ্যা সহকারে সে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁহার অধিকাংশই স্থানীয় সংঘর্ষ মাত্র ছিল। ইসকেন্দার বেগের নিজস্ব সেনাশক্তি সম্ভবত কখনই তিন হাজারের অধিক ছিল না। ২৬ মার্চ, ১৪৫১-এর চুক্তি অনুসারে তিনি নেপলসের পঞ্চম আলফনসোর সামন্তে পরিণত হন এবং রাজার অনুগতদের নিকট ক্রোয়া সমর্পণ করেন। দক্ষিণ আলবানিয়ার (তাগেনতিআ, ভ্যালোনা, কানিনা) উপর অধিকার দাবিকারী আরানিতি তাঁহার পদাংক অনুসরণ করেন। রাজার নামে অন্য আলবানীয় সামন্ত নেতাদের নিকট হইতে রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আরানিতিকে প্রদান করা হয়। এইভাবে যেনেবিসসি ও অন্যান্য নেতাও আলফনসোর সামন্তে পরিণত হন। ইহার পরিবর্তে রাজা ইঁহাদের প্রত্যেককে ৩০০ হইতে ১২০০ ডুকাট বার্ষিক ভাতা প্রদানে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার অনুগত এই সকল ব্যক্তিকে বিপদের মুখে আশ্রয় প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। এই সহজ সরল প্রভু পরিবর্তনের পশ্চাতে নির্ণায়ক শক্তিরূপে সম্ভবত এইরূপ মানসিকতাই কাজ করিয়াছিল। আরাগোনীয় ব্যবস্থাটি আলবানীয় সামন্ত শ্রেণীর নিকট 'উছমানী রাজত্বের তুলনায় অধিকতর সন্তোষজনক বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু সমসাময়িক কালের একটি আরাগোনীয় দলীল হইতে প্রতীয়মান হয়, 'উছমানী প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বস্তুতপক্ষে কোন অভিযোগই ছিল না" (দ্র. C. Marinesco, Alphonese viii, Mel de l'ecole Roum. en France, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., পৃ. ১০৪)। ৮৭১/১৪৬৬-৬৭ সালে প্রস্তুত তীমার-এর একটি রেজিস্ট্রারে Dibra, Dlgobrdo, Rjeka, Mat ও Cermenika-কে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (Basbakanlik Archives, ইস্তাম্বুল, Maliye, No. 508)। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, ৮৭০/১৪৬৬ সালে ২য় মুহাম্মাদ (দ্র.)-এর অভিযানের পর এই সকল অঞ্চলে 'তীমার' ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন ইসকেন্দার বেগ তাঁহার পার্বত্য ঘাঁটিতে অবস্থান করিয়া ২য় মুরাদ (৮৫২-১৪৪৮ ও ৮৫৪/১৪৫০) ও ২য় মুহাম্মাদ (৮৭০/১৪৬৬ ও ৮৭১/১৪৬৭)-এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং তাঁহার নিজ আমলেই পোপ কর্তৃক "খৃস্টের সমর্থক" ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদিগণ কর্তৃক আলবানিয়ার জাতীয় বীররূপে সম্মানিত হন।

১৪৬৩-১৪৭৯ খৃ, 'উছমানী ভেনেসীয় যুদ্ধকালে আলবানিয়া এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত 'উছমানীগণ ১৪৭৮ খৃ ক্রোয়া, দ্রিভাসতো আলেসসিও ও জাবুলজাক (জাবয়াক), ১৪৭৯ খৃ. স্কুটারী এবং ১৫০১ খৃ. দুরায্যো অধিকারে সক্ষম হন। ১৪৯৯-১৫০৩ খৃ. যুদ্ধে 'উছমানীগণ আলেসসীয় (লেশ) হারাইলেও ১৫০৯ খৃ. তাহা পুনর্দখল করেন। ১৫৩৮ খৃ., তাঁহারা ব্যর্থ হইলেও 'উছমানীগণ শেষ পর্যন্ত ১৫৭১ খৃ. আন্টিভারী (বার) ও দুলচিগ্নো (উলচিনজ) দখল করেন এবং এইভাবে তাঁহাদের আলবানিয়া জয় সম্পূর্ণ হয়।

দেখা যায়, ১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আলবানিয়াতে 'উছমানী শাসন ছিল একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী যুগ। পুরাতন সমস্ত পরিবারের অধিকাংশই 'উছমানী শাসনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এমনকি 'আলী বেগ নামক জনৈক আরানিতীয় ১৫০৬ খৃ. কানিনা মালিক ছিলেন।

৮৭০/১৪৬৬ সাল পর্যন্ত 'উছমানী আলবানিয়া আরভানিদইলি নামে একটি 'সানজাকরূপে গঠিত ছিল। ইহাকে নিম্নোক্ত বিলায়েতসমূহে বিভক্ত

সানজাক	এলাকা			জনসংখ্যা			কর্মচারী ও সৈন্য						কর রাজস্ব
	শহর	দুর্গ	গ্রাম	খৃস্টান পরিবার	মুসলিম পরিবার	য়াহূদী পরিবার	সান-জাক বেগী	কাদী	যাঈম	তীমার সিপাহী	জেবে-লুস	দুর্গসমূহে মুসতাহ' ফিজ	আকচা (একটি ভেনিসিয় দু'-কাট-৫২-৬ আকচা, এই যুগে)
ইসকেনদেরিয়া, ইহার বিভাগসমূহ (কাদা) ইসফে-নদিয়া, পদগেরিয়া, বিহোর, ইপেক, প্রিযরিন, কারাদাগ	৫	৬	৮২৫	২৩,৩৫৫	৩৭১	--	১	৪	৮	৯৩৭	?	২৯৭	৪৩.৯২.৯১০
আওলোনয়া, ইহার বিভাগসমূহ (কাদা) বেলগ্রেড, ইসকারাপার, প্রেমেদি, বোগোনিয়া, দেপেদেলেন, আরগিরিকাসরী, আওলোনয়া	৭	৭	?	৩৩,৫৭০*	১৩,৪৪*	৫২৮* আওলো-নয়াতে ২৫ বেলগ্রেড	১	৭	৬৮	৪৯৭	৬৫৪	৩৪৬ ও ১০৭ 'আযাব	৬৯,৯১,৮৩০ (আরগিরিকাসরী, আওলোনয়া ও বেলগ্রেড কাদা)
এলবাসান, ইহার কাদা (বিভাগসমূহঃ এলবাসন, চেরমেনিকা, ইশ্‌বাত, দিরাচ)	৩	৪	২৫০	৮৯১৬	৫২৬	?	১	৩	২	১০৯	১০৩১	৪০০ ২৫০ 'আযাব	১২,৬০,০৮৭
ওহরি, ইহার কাদা বিভাগসমূহ ঃ ওহরি, দিবরা, আকচাহিসার, মাত	৪	৬	৮৪৯	৩২,৬৪৮	৬২৩	--	১	৪	৮	৩৮৮	৬৫৫	১৯৩	২৯,৪৭,৯৪৯

করা হইয়াছিল ঃ আরগিরিকাসরী, ক্লিসূরা, কানিনা., বেলগ্রেড, তিরোইন্‌জে, ইস্‌কারাপার, পাভলোকুর্‌তির. কার তালোস ও আক্‌চাহিসার। ১৪৬৬ খৃ. ২য় মুহাম্মাদ এলবাসনে দুর্গ নির্মাণ করিলে এলাকাটি একটি নূতন সানজাকরূপে পুনর্গঠিত হয়।

*এই সংখ্যাসমূহ কেবল বেলগ্রেড, আওলোনয়া ও আরি গিরিকাসরী কাদার জন্য প্রযোজ্য।

* এই তালিকায়, দিযদার, কেতখুদা, খাতীব, ইমাম-বা শায়খগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই যাঁহারা প্রায় সকল শহরেই ছিলেন।

ইহা ছাড়া দক্ষিণে আওলোনয়া (আভলোনা) ও পূর্বে ওহরী সানজাকদ্বয় সৃষ্টি করা হয় এবং ১৪৭৯ খৃ. উত্তরাঞ্চলে ইসকেন দারীয়া (স্কুটারী) সানজাকটি গঠন করা হয়। নিম্নলিখিত তালিকাটি ৯১২/১৫০৬ ও ৯২৬/১৫২০ সালে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে গঠিত (Basv, Archives, Tapu নং ৩৪ ও ৯৪); ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রশাসনিক ও সামরিক অবস্থান দেখান হইয়াছে।

৮৩৫/১৪৩১ সালের জরিপের সহিত ১৬শ শতাব্দীর জরিপের তুলনা করিলে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রেই শহর ও গ্রামাঞ্চলে এই সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে এবং রাজস্ব আয়ও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধান প্রধান শহরের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

শহর	১৪৩১খৃ.		১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ	
	খৃস্টান পরিবার	মুসলিম পরিবার	খৃস্টান পরিবার	মুসলিম পরিবার
আরগিরিকাসরী	১২১	-	১৪৩	-
বেলগ্রেড	১৭৫	-	৫৬১	১১
কানিনা	২১৬	-	৫১৪	-
প্রেমেদি	৪২	-	২৬০	-
ক্লিসুরা	১০০	-	৫১৪	-
আকচাহিসার	১২৫	-	৮৯	৬৫

(এই সংখ্যার মধ্যে সামরিক বা বেসামরিক কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই)। চারিটি আলবানীয় সানজাক-এ ১৯টি আলবানীয় শহর ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ছিল ক্ষুদ্র বাজার কেন্দ্রিক শহর এবং ইহাদের লোকসংখ্যা ছিল ১ হাযার হইতে ৪ হাযারের মধ্যে। কেবল আওলোনয়া (আভলোনা) কিছুটা মাত্রায় বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে; ইহার জনসংখ্যা ছিল ৪-৫ হাযার। বাণিজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে ১৫শ শতাব্দীর শেষদিকে স্পেন হইতে ছিন্নমূলরূপে প্রত্যাগত একটি মোটামুটি বৃহৎ য়াহূদী গোষ্ঠীকে এখানে বসবাস করিতে দেওয়া হয়। আওলোনয়ার কানুন-নামাহ অনুযায়ী (দ্র. Arvanid Defteri 123) বন্দরটি ইউরোপ হইতে আমদানীকৃত মালামাল চালান করিত এবং ইস্তানবুল ও বুরসা হইতে ভেলভেট ব্রোকেড, মোহেয়ার, তুলাজাত সামগ্রী, কার্পেট, মসলা ও চর্মজাত সমগ্রী আমদানী করিত। আওলোনয়ার কতিপয় নাগরিকের ইউরোপীয় ব্যবসায়-সহযোগীও ছিল। নগরের অনতিদূরে উৎপাদিত আলকাতরা ও লবণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়া লইত। কেবল আওলোনয়া হইতে সুলতানের কোষাগারের জন্য প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩২ হাযার স্বর্ণ ডুকাট। এই স্থানে সার্বক্ষণিকভাবে একটি সেনা ছাউনি ও ক্ষুদ্রকায় নৌবহর নিয়োজিত থাকিত। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'উছমানী আলবানীয় শহরসমূহ আনুমানিক ১০৮১/১৬৭০ সালে (দ্র. আওলিয়া চেলেবি) বায়যানটাইন আমল হইতে চালু আকচাহিসার ও ইসকারাপার-এর কর সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করিতেছিল (দ্র. L. von Thalloczy c. Jirecek, Uwei Urkunden aus Nordalbanien, Archiv fur slavische Phil. ২১খ., ১৮৯৯ খৃ, ৮৩)। ৮৩৫/ ১৪৩১ সালের দেফতারটির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ 'আকচাহিসারের জনগণ নগর দুর্গের প্রতিরক্ষা বিধান করিবে এবং খারাজ ভিন্ন অপরাপর সকল কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।' এই সকল কর অব্যহাতি ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বিলোপ করা হয়।

'উছমানীগণ আলবানিয়াতে প্রচলিত বায়যানটাইন ও সার্বদের কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন নাই। 'ইসপেনজে' নামক সম্ভবত একটি 'সার্বিয়' কর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক খৃস্টানকে প্রদান করিতে হইত, ইহার পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ২৫ আকচা। উছমানী করসমূহের মধ্যে মৌলিক কর ছিল 'উশর যাহা কৃষি পণ্যের এক অষ্টমাংশ হিসাবে ধার্য হইত, আর ছিল জিযয়া। দুই বুশেল গম ও দুই বুশেল রাই বার্ষিক কর প্রদানের বায়যানটীয় ব্যবস্থাটি 'উছমানী আমলেও আলবানিয়ার কোন কোন অংশে প্রচলিত ছিল। একইভাবে বায়যানটাইন শাস্তিমূলক কর 'এরিফল' নবরূপে বাদ-ই হাওয়া (দ্র.) নামে প্রচলিত ছিল। তাভূক ওয়া বোগাচা (বায়যানটাইন কাভিসকিয়া) আলবানিয়াতে একটি 'আদেত' বা প্রথারূপে প্রচলিত থাকে। কেবল জিযয়া সুলতানের কোষাগারের জন্য সংগৃহীত হইলেও অন্যান্য করের সংগ্রাহক ছিল তীমার অধিকর্তাগণ। 'উছমানীদের অধীনে করের হার ইহার পূর্বের সময়ের তুলনায় হালকা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহারা বল প্রয়োগে শ্রম আদায় বিলোপ করে এবং প্রত্যেক কৃষকের জন্য দেয় করের পরিমাণ পূর্বাহ্নেই স্থির করিয়া দেয়। বেআইনী কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল; ১৫৮৩ খৃস্টাব্দের কানুন-নামায় এই প্রকার অপব্যবহারের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে, কোন তীমার অধিকর্তা তাহার কৃষককে বাধ্যতামূলক শ্রমদানে বাধ্য করিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য উহারা খড় বহনে বাধ্য থাকিবে না, আইনসংগত কারণ ব্যতীত কৃষকের জমি কাড়িয়া লইতে পারিবে না অথবা পণ্যের মাধ্যমে দেয় 'উশর নগদ অর্থে প্রদানের জন্য বল প্রয়োগ করিবে না। আধা-যাযাবর শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর দ্বারা উচ্চারিত সর্বাপেক্ষা সাধারণ অভিযোগটি ছিল এই, এক চারণ ক্ষেত্র হইতে অন্য চারণক্ষেত্রে স্থানান্তরের সময় তাহাদের উপর মেষ-কর বৎসরে একাধিকবার ধার্য করা হইত।

১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসকেনদারিয়া (স্কুটারী) সানজাক-এর সরকারী রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩,৯২,৯১০ আকচা, ইহার অর্ধেক সুলতানের কোষাগারে প্রেরিত হয় এবং বাকী অর্ধেক সানজাক' বেগী (৪৪৯, ৯১৩) ও তীমার' অধিকর্তাগণ (১৭৭৬, ১১৮) প্রাপ্ত হন।

সাম্রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীতে আলবানীয়গণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছিল। কমপক্ষে ত্রিশজন প্রধান মন্ত্রী আলবানীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন জেদিক আহমেদ, কোজা দাঊদ, দুকাগিনযাদে আহমেদ, লুতফী, কারা আহমেদ, কোজাসিনান পাশা, নাসূহ, কারা মুরাদ ও তারহোনকু আহমেদ। কাপীকুলু সেনাবাহিনীতেও আলবানীয়গণ প্রচুর সংখ্যায় বর্তমান ছিল। ইহার পশ্চাতে যে সুস্পষ্ট কারণ ছিল তাহা হইতেছে বসনিয়ার ন্যায় আলবানিয়াতেও দেওশিরমে (দ্র.) ব্যবস্থাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

সাম্রাজ্যের কাঠামোতে দুইটি মৌল পরিবর্তনের একটি তীমার পদ্ধতিতে ভাংগন ও অন্যটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবনতি। এইগুলি অন্য সকল এলাকার ন্যায় আলবানিয়া পরিস্থিতির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। বর্ণিত প্রথম পরিবর্তনটিও প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়, যাহার ফলে প্রাদেশিক পর্যায়ে বৃহৎ জমিদারি সৃষ্টি সম্ভব হইয়া উঠে। দ্বিতীয়টির কারণে রাষ্ট্রের জন্য নূতন কর ধার্য এবং বিজয়ী করের সংস্কার সাধন করিতে হয়, বিশেষভাবে ইহাতে খৃস্টান জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অসন্তোষের ফলে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক পার্বত্যাঞ্চলবাসী আলবানীয়গণের বিদ্রোহী মনোভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের সহিত তাহারা সহযোগিতা করে। উদাহরণস্বরূপ ক্লেমেনতি গোত্রের উপর ধার্যকৃত বার্ষিক ১০০০ আকচা কর ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে আকচার মূল্য হ্রাসের ফলে, অতি তুচ্ছ পরিমাণ হইয়া দাঁড়ায়, সরকার এই অবস্থায় ইহার পরিবর্তে ১০০০ স্বর্ণ মুদ্রা জিযয়া ধার্য করিতে চাহে। পরিণামে উত্তর আলবানিয়াতে গোত্রসমূহের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাহারা ফিলিবি পর্যন্ত রূমেলীর সমভূমি অঞ্চল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে শুরু করে। এই অত্যাচার বন্ধের জন্য তুর্কী সুলতান কয়েকবার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং গুসিনজের নিকট একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৩৮ খৃ. দুচে মাহ্‌মূদ পাশা (দ্র. নাঈমা, ৩খ., ৩৯৯-৪০০) তাহাদের নূতন বিদ্রোহ দমন করেন। ক্লেমিনটি, কুচি এবং উজর পিপেরি ও উপকূলীয় হিমারা অঞ্চলের হিমারিয়গণ অস্ট্রীয় ও ভেনেসীয় সেনাবাহিনীর সহিত এবং ১৬৮৩-৯৯, ১৭১৪-৮, ১৭৩৬-৯ খৃস্টাব্দের যুদ্ধে সহযোগিতা করে।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব যতই দুর্বল হইতে থাকে, ১৭শ শতাব্দীর শুরু হইতে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ ততই রূমেলীতে, এমনকি আনাতোলিয়ায় অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বত্রই পাশা, বেগ ও আয়ানগণ এই সকল পর্বত্যাঞ্চলবাসীকে নিজ নিজ বাহিনীতে নিয়োগ করেন। ভাড়াটিয়া সেনা হিসাবে ইহাদের খুবই সুখ্যাতি ছিল। ইহাদের ১০০ জনের একটি বুলুক গঠিত করিয়া একজন বুলুকবাসীর অধীনে উহাকে রাখা হইত, যিনি একজন যথার্থ সামরিক ক্যাপটেন হিসাবে এই ভাড়াটিয়া সৈন্যগণ দ্বারা তাঁহার নিয়োগকর্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতেন। এই সকল বুলুকের ভূমিকা মিসরের মুহাম্মাদ 'আলীর উদাহরণে বিশদভাবে বর্ণিত। রূমেলীর পার্বত্য দলসমূহ যাহাদেরকে দাগলী এশকীয়াসী অথবা কীরচালি বলা হইত, তাহাদের সংগে বহু আলবানীয় যোগদান করে।

এই একই সময়ে আলবানিয়াতে নিম্নভূমি, উপকূলীয় এলাকা বা অভ্যন্তরীণ উপত্যকাসমূহের রাষ্ট্রায়ত্ত জমির ইজারা প্রদানের ব্যবস্থার ফলে নূতন একটি বৃহৎ জোতদার গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। ইহারা আয়ান (দ্র.) নামে পরিচিত ছিল, এই সকল অনুপস্থিত জমিদার যেমন ইচ্ছা ক্রমবর্ধমান হারে মুকাতা'আত সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিত। ইহাদের মধ্যে গের্গদের ভূখণ্ডে উত্তরাঞ্চলীয় বুশাতলী পরিবার এবং দক্ষিণে তোস্ককদর অঞ্চলে তেপেদেলেনলী 'আলী পাশা (দ্র. 'আলী পাশা তেপেদেলের্নলী) [১৭৪৪-১৮২২ খৃ.] আধা-স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম বুশাতলী (তুর্কী কালপঞ্জী লেখকদের বুজাতলী বা বুচাতলী) মেহমেদ পাশা মুকাতাআত সংগ্রহের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চার করেন এবং পার্বত্য অঞ্চলবাসী মালিসোরগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তুর্কী সুলতানকে তাঁহার জন্য স্কুটারীর (ইশকোদরা, স্কোদার, ১৭৭৯ খৃ.) গভর্ণর পদ প্রদানে বাধ্য করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৭৯৬ খৃ.) তুর্কী সুলতান এই সকল মুকাতাআত প্রত্যাহারের চেষ্টা করিলে তাঁহার পুত্র কারা মাহমূদ পাশা (দ্র.) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'আলী পাশাও প্রায় ২০০টি তালুকের (চিফতলিক) অধিকারী ছিলেন। তুর্কী খলীফা প্রথমদিকে বুশাত্লি ও আলী পাশার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও কর্তৃত্ব বিস্তারকে প্রতিরোধ করেন নাই। কারণ ইহারা স্থানীয় আয়ানগণের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে রাখিত এবং এই দুই পাশার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখিত। 'আলী পাশা একবার তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে বুশাতলীদের এলাকায় প্রসারের চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁহার পুত্রদের থেসালী, মোরেয়া, কারলি-ইলির গভর্নর পদে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়া তিনি তাঁহাদের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে আলবানিয়া ও গ্রীসের একটি অর্ধ-রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হন। অবশেষে ১৮২০ খৃ. কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং গ্রীকদের বিদ্রোহে উস্কানি প্রদান করেন। শেষ বুশাতলী মুসতাফা পাশার শক্তি কেবল ১৮৩২ খৃ. ২য় মাহমূদ তাঁহার পুনর্গঠিত সেনাবাহিনী দ্বারা দমন করিতে সমর্থ হন। তানজীমাত-এর কেন্দ্রমুখী নীতি উত্তর আলবানিয়ার স্বায়ত্তশাসিত গোত্রসমূহের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ জুন প্রিযরেনে গঠিত হয় আলবানীয় জাতির অধিকার রক্ষার জন্য 'আলবানীয় লীগ'। ইহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল বার্লিন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা। কিন্তু পরবর্তী আলবানীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ইহা ছিল অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। প্রারম্ভে 'উছমানী সরকারের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া লীগ আলবানীয় দেশসমূহ ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় গ্রীক ও মন্টেনিগ্রীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গাড়িয়া তোলে (বিশেষত চারটি 'উছমানী বিলায়েত-ইয়ানয়া, ইশকোদরা, মানাসতীর ও কোসোভোতে)। কিন্তু লীগ যখন এক স্বায়ত্তশাসিত আলবানিয়ার ধারণাকে আরও আগাইয়া নিতে চাহিল তখন ইহার ধ্বংস সাধনের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয় (১৮৮১ খৃ.)। বৃহৎ শক্তিসমূহ, বিশেষভাবে অষ্ট্রীয়, হাংগেরী ও ইতালী আলবানিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশে এই স্বাধিকার আন্দোলনকে উৎসাহিত করে; অপরপক্ষে রাশিয়া আলবানিয়ার উপর মন্টেনিগ্রোর দাবি সমর্থন করে। অন্যদিকে ২য় 'আবদুল-হামীদ তাঁহার নিজস্ব দেহরক্ষী বাহিনীতে আলবানীয়গণকে নিয়োগ ও তাহাদের বিশেষ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে আলবানীয় সমর্থন লাভের প্রয়াস পান। কিন্তু আলবানীয় চিন্তাবিদগণ প্যারিসে বসবাসকারী নব্য তুর্কীদের সহায়তায় একটি স্বাধীন আলবানিয়ার প্রত্যাশা করিতেছিলেন। ১৯০৮ খৃ. ফ্রিযোভিক সম্মেলনে 'আবদুল-হামীদ-এর বিরুদ্ধে গৃহীত আলবানীয়গণের ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সফলতা লাভে সহয়তা করে। 'উছমানী পার্লামেন্টে প্রভাবশালী আলবানীয় সদস্যগণ, যথা ইসমাঈল কেমাল, এস'আদ তোপতানী ও হাসান প্রিশতিনা যোগদান করেন হুররিয়েত-য়ি ইতিলাফ দলে। এই দলের লক্ষ্য ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, অপরপক্ষে ইত্তিহাদ বি-তেরাককী দলটি এককেন্দ্রিক 'উছমানীকরণের পক্ষপাতী। আলবানীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যখন একটি তপ্ত বিতর্ক চলিতেছিল (মানাসতির কংগ্রেস, নভেম্বর ১৯০৮) সেই সময় আলবানীয় পার্বত্যবাসিগণের এক অভ্যুত্থান ঘটে। তাহারা তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লওয়ার 'উছমানী প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর নয়া 'উছমানী সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনের আলবানীয় দাবি মানিয়া লয়। কিন্তু বলকান যুদ্ধ বলকানের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া দেয়। যুদ্ধ ঘোষিত হইবার অল্পকাল পরেই ১৯১২-এর নভেম্বর ইসমাঈল কামাল আওলোনয়াতে (Vlore) আলবানিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লন্ডন সম্মেলন আলবানিয়াকে ছয় শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টির অধীনে একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে ঘোষণা করে (২৯ জুলাই, ১৯২৩ খৃ.)। কিন্তু নবনির্বাচিত শাসক উইলহেলম ভন ভিয়েড (Wilhelm von Wied)-কে অতি শীঘ্রই দেশত্যাগ করিতে হয়। (৩ সেপটেম্বর, ১৯১৪)। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সার্বিয়া স্কোডার ও দুররেস-এর উপর তাহার দাবি উত্থাপন করে। তাহাদের দেশকে খণ্ডিত হইতে দেখিয়া আলবানীয় নেতৃবৃন্দ দ্রুত একটি সম্মেলন আহ্বান করেন (২১ জানুয়ারী, ১৯২০)। Lushnje-তে এই সম্মেলনে তাহারা স্বাধীন আলবানিয়ার দাবি করেন। তিরানায় একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয় এবং আলবানীয় পক্ষভুক্ত বাহিনী ভলোর (Vlore) হইতে ইতালীয়দের বিতাড়িত করে। ইতালী শেষ পর্যন্ত তিরানা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে (৩ আগস্ট, ১৯২০) স্বাধীন আলবানিয়াকে স্বীকার করিয়া নেয়। ক্ষুদ্র আলবানীয়া রাষ্ট্র তাহার প্রথম দিকের বৎসরগুলিতে

অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ সংসদীয় জীবনের অভিজ্ঞতা উপভোগ করে (১৯২১-৪)। পশ্চিম ও মধ্যসমভূমি অঞ্চলের জমিদার মুসলিম বেগগণের সহিত পপুলার পার্টির (Fan. s. Noli-এর নেতৃত্বে) সংঘাত দেখা দেয়। একটি বিপ্লবের ফলে প্রধান মন্ত্রী আহমাদ যোগ যুগোশ্লাভিয়ায় পলায়ন করেন। যুগোশ্লাভ সমর্থন লাভ করিয়া তিনি পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন (২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪)। একটি আইন পরিষদ আলবানিয়াকে একটি প্রজাতন্ত্র ও আহমাদ যোগ (যোগু)-কে তাঁহার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে। ইহার পর তিনি ইতালীর সহিত কয়েক দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১২ মে, ১৯২৫; ২৭ নভেম্বর, ১৯২৬; ২২ নভেম্বর, ১৯২৭; মার্চ ১৯৩৬)। ফলে আলবানিয়া কার্যত ইতালীর আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যোগ-কে আলবানীয়দের রাজা ঘোষণা করা হয়। ৬ এপ্রিল, ১৯৩৯-এ ইতালী কর্তৃক আলবানিয়া আক্রমণের একদিন পূর্বে তিনি আলবানিয়া হইতে পলায়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Emile Legrand, Bidliographie albanaise, Henri Guys কর্তৃক সমাপ্ত ও প্রকাশিত, প্যারিস ১৯১২ খৃ.; (২) Jean G. Kersopoulos, Albanie, ouvrages et articles de revue parus de 1555 a 1934, সম্পা. Flamma, এথেন্স ১৯৩৪ খৃ.; (৩) Herbert Louis, Albanien, Eine landeskunde vornehmlich auf Grunde eigener Reisen, স্টুটগার্ট ১৯২৭ খৃ.; (৪) Antonio Baldacei, studi piciaii albansi, ৩ খণ্ডে, রোম ১৯৩২-৩৩ খৃ., ১৯৩৮ খৃ.; (৫) Johann G.von Hahn, Albanesische Studien, জেনা ১৮৫৪ খৃ.; (৬) F. Nopcsa, Albanien. Bauten, Trachten und Gerate Noralbaniens, বার্লিন ও লাইপযিগ ১৯২৫ খৃ.; (৭) Hyacinthe Hequard, Histoire et Description de la Haute-Albanie ou Ghegarie, প্যারিস ১৮৫৫ খৃ.; (৮) M.E. Durham, High Albania, লন্ডন ১৯০৯ খৃ.;(৯)S. Gopcevic, Oberalbanien und Seine Liga, লাইপযিগ ১৮৮১ খৃ.; (১০) Mar garet Hasluck, The unwritten law in Albania, কেমব্রিজ ১৯৫৪ খৃ.; (১১) Carleton S. Coon, The Mountains of Giants, A Racial and Cultural Study of the North Albanian Mountain Ghegs, Cambridge Mass. ১৯৫০ খৃ.; (১২) Ludwig von Thalloczy, Illyrisch albanische Forschungen, মিউনিক-লাইপযিগ ১৯১৬ খৃ.; (১৩) Georg Stadtmuller. Forschungen zur albanischen Fruhgeschicht, Archivum Europae Centro-Orientalis, ৭ খ., ১৯৪১, ১-১৯৬; (১৪) M. M. v. Sufflay, srbi-i Arbanasi, বেলগ্রেড ১৯২৫ খৃ.; (১৫) N. Jorga, Breve Histore de I' Albanie et du peuple albanais, বুখারেস্ট ১৯১৯ খৃ.; (১৬) Fr. Pall, Marino Barlezio. Uno storico Umanista Melanges d'histoire generale, ২খ., (Cluj 1938 খৃ.), পৃ. ১৩৫-৩১৮; (১৭) H. Inalcik, Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, আনকারা ১৯৫৪ খৃ.; (১৮) ঐ লেখক, Timariotes Chretiens en Albanie au XV siecle, Mitteil, des oesterreichischen Staats archivs, ভিয়েনা ৪ খ., ১৯৫২, ১১৮-৩৮; (১৯) ঐ লেখক, Iskender bey, I. A cuz 52; (২০) Stavro Skendi, Religion in Albania during the Ottoman Rule, in Sudost- Forschungen 15/1956, 311-27; (২১) Albania, S. Skendi (সম্পাদক), নিউ ইয়র্ক ১৯৫৬ খৃ.; (২২) 'উছমানী ঐতিহাসিকগণ নেশরী, উরূজ, খোজা সা'দুদ্দীন, কাতিব চেলেবি, নাঈমা, ফীনদীকলীলী মুহাম্মাদ আগা রাশিদ, আনওয়ার ও জিওদেত পাশার বর্ণনায় আলবানিয়া সম্পর্কে প্রভৃত তথ্য পাওয়া যায় (দ্র. F. Babinger, GOW); (২৩) আওলিয়া চেলেবির জন্য দ্র. F. Babinger, Evilja Tschelebi's Reisewege, in Albanie, বার্লিন ১৯৩০ খৃ.; (২৪) উছমানী যুগের শেষ অংশের জন্য দ্র. Y. H. Bayur, Turk Inkilabi Tarihi, Turkish Historical Socity, আনকারা ১৯৪৩-৫৬ খৃ.; (২৫) T. W. Arnold, The Preaching of Islam, লন্ডন ১৯৩৫ খৃ.; (২৬) J. K. Birge, The Bektasi Order of Dervishes, হার্টফোর্ড ১৯৩৭ খৃ.; (২৭) K. Sussheim, Arnavutluk, in IA.

Halil Inalcik (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

আরনীত (ارنيط) ঃ Arnit. স্পেনীয় ভাষায় আর্নেডো (Arnedo)। ইহা লগরোনো (Logrono) প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র শহর এবং একটি বিচার বিভাগীয় প্রধান শহর। ইহার অধিবাসী প্রায় দশ হাজার। Ebro নদীর উপনদী Cicados-এর বাম তীরে ইহা অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২২ মাইল (৩৫ কিলোমিটার)।

'আর্নেডা' আইবেরীয় মূল হইতে উৎপন্ন একটি স্থানীয় নাম। ইহার ব্যবহার Burgos, Albacate ও Logrono প্রদেশে পাওয়া যায় এবং শেষোক্ত প্রদেশে ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ "Arnedilo"-রূপেও পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক আল-ইদরীসীর মতানুসারে মুসলিম স্পেন ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ২৬টি অঞ্চল (اقليم) বা প্রদেশ লইয়া গঠিত ছিল। তন্মধ্যে Calatayud, Daroca, Saragossa, Huesca, Tudela প্রভৃতি বিখ্যাত শহর সম্বলিত 'আর্নেডা' ইকলীমের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। আরবী গ্রন্থাদির মধ্যে একমাত্র আর-রাওদুল-মি'তার নামক গ্রন্থে আরনীত নগরীর বিবরণ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত গ্রন্থানুসারে আল-আন্দালুস-এর একটি প্রাচীন শহর যাহা Tudela শহর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে উর্বর কর্ষণযোগ্য সমভূমি রহিয়াছে।

ইহা অতি সুরক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির অন্যতম। ইহার দুর্গ হইতে খৃষ্টান এলাকা দৃষ্টিগোচর হইত। 'কাসী" বংশীয় সামন্তদের রাজত্বের প্রধান শহর ছিল Arnedo, Tudela ও Onate.

৩০০/৯২০ সালে তৃতীয় 'আবদুর-রাহ'মান Navarre-এর বিরুদ্ধে মুয়েয (Muez) অভিযান নামে অভিহিত বিখ্যাত অভিযান পরিচালনা করিয়া Calahorra দখল করেন। দুই বৎসর পূর্বে Sancho Garces ইহা জয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় 'আবদুর-রাহ'মানের অভিযানের ফলে Sancho Garces বাধ্য হইয়া আনীত-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন 'আবদুর-রাহ'মান Navarre এবং Leon' পরিচালিত সম্মিলিত বাহিনীকে ValdeJunquera-তে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাস্ত করিবার উদ্দেশে Pampeluana অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তিনি আরনীত হইতে পলায়ন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদরীসী, 'আরবী মূল পাঠ, পৃ. ১৭৬, অনু. পৃ. ২১১; (২) E. Levi Provencal, La Penisule Iberique, 'আরবী মূল পাঠ, পৃ. ১৪, অনু. পৃ. ২০; (৩) ইবন হ'াযম, জামহা-রাতুল-আনসাব, পৃ. ৮৬, ছত্র ১৭-৮; (৪) DieYeor, ২খ., ৫৮২; (৫) J.M. Lacarra, Exp. Musul. Contra Sancho Garces, in Ravista del Prinecipe de Viana, 1940, i, 41-70.

A. Huici Miranda (E.I.[2])/মুহাম্মদ শওকত আলী

আর্‌পা (ارپه) ঃ তুর্কী ভাষায় 'আর্‌পা' অর্থ যব। 'উছমানী শাসন আমলে 'আরপা তানেসি (ارپه دانه سى) এক যব দানা পরিমাণ ওজন ও পরিমাপ এই উভয় প্রকার মাপজোখের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত।

ওজনের ক্ষেত্রে এক 'আরপা' প্রায় ৩৫'৩ মিলিগ্রাম বা (অর্ধ হাব্বা), এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে 'এক আরপা' ১/৪ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্য বুঝাইত। ৬ আরপাতে হয় এক 'পারমাক' (যাহা ১.১/৪ ইঞ্চির সমান)।

H. Bowen (E.I[2])/মুহাম্মদ শওকত আলী

আরপালিক (Arpalik) ঃ আভিধানিক অর্থ যবের মূল্য, ব্যবহারিক অর্থ সরকারপ্রদত্ত বিশেষ ভাতা বা বৃত্তি। 'উছমানী সাম্রাজ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রধান বেসামরিক, সামরিক ও ধর্ম বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দকে সরকার প্রদত্ত বিশেষ ভাতা আরপালিক নামে অভিহিত হইত। ইহা চাকুরীরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিতরণের অতিরিক্ত ভাতা ও অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে অবসর-ভাতা বা বেকারদের বেলায় বেকার-ভাতাস্বরূপ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেকার কোন ঐতিহাসিক সূত্রে 'আরপালিক' শব্দের এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ইহা ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্বরাজির তত্ত্বাবধায়কদেরকে পশুখাদ্য সরবরাহের জন্য প্রদত্ত হইত। প্রথমে যাহারা জানিসারিদের এই ক্ষতিপূরণ (বৃত্তি) পাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান (Agha of the Janissaries) রাজকীয় আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়কদের প্রধান ও 'বলুক' (Boluk) অর্থাৎ সামরিক ও প্রাসাদ কর্মকর্তাদের প্রধান। পরবর্তী কালে এই 'বৃত্তি' প্রদত্ত হইত ধর্মবিষয়ক উচ্চ সম্মানসূচক পদমর্যাদার অধিকারী, যথা শায়খুল-ইসলাম شيخ الاسلام, কাদি'ল-'আসকার قاضى العسكر (সৈন্যবাহিনীর বিচারপতি), সুলতানের শিক্ষক ও পরবর্তী কালে (সপ্তদশ শতাব্দীতে) মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নামেমাত্র Zi'amet-এর অধিকারী 'আলিমগণ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্মচারীবৃন্দ, সেনাবাহিনীর বিশেষ পারদর্শী ও নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী সদস্যবৃন্দ। ক্রিমিয়া অঞ্চলের খানদেরকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত।

আরপালিক ভাতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল কর্মকর্তাদের জন্য ৭০,০০০ Asper (তুর্কী মুদ্রা বিশেষ), জানিসারী প্রধানদের ৫৮,০৫০ এবং প্রাসাদ কর্মকর্তাদের জন্য ১৯,৯৯৯ Asper।

পরবর্তী কালে এই ভাতা প্রদানের রীতি খলীফা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার জায়গীর মঞ্জুরিতে পর্যবসিত হয়। তখন কোন কোন জায়গীরদার তাহাদের জায়গীর বর্গায় ইজারা দিতেন।

আরপালিক জায়গীরের এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত বণ্টন রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় মারাত্মক বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটায়। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে শুধু প্রধান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষই এই ভাতার সুযোগ পাইতেন।

তানজীমাত (রাষ্ট্রীয় সংস্কার) আমলে আরপালিক প্রথা রহিত করা হয় এবং তৎপরিবর্তে অবসর ভাতা তহবিল গঠন করা হয়। শাসনতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পরে বেকারদের ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদানের রীতি প্রবর্তিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী, কুনহুল-আখবার (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী) তুর্কী পাণ্ডুলিপি, ক্রমিক সংখ্যা ২২৯০/৩২; (২) কোচী বেগ, রিসালা, ১৭, ৪৭; (৩) সা'দুদ্দীন, তাজুত-তাওয়ারীখ, ২খ., ৫৬৪; (৪) সালনিকী, তারীখ., পৃ. ৭৭-৭৮, ১৩৩; (৫) মুসতাফা নূরী পাশা, নাতাইজুল-উকূ'আত, ১খ., ২৭৯, ৮৭; (৬) M. d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Ottoman, iv, 262-491; (৭) J. von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ii, 387 প.; (৮) M. Belin, Essai sur l'histoire economique de la Turquie, JA, 1864-65; (৯) M. zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, i, 84-7; (১০) M. Tayyib Gokbiligin, JA, i. fasc. 8, 592-5.

R. Eantran (E.I.[2])/মুহাম্মদ শওকত আলী

'আরফাজা ইব্‌ন আস'আদ (عرفجة بن اسعد) ঃ (রা), সাহাবী, জাহিলী যুগে অশ্বারোহী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সময়ে

অনুষ্ঠিত কিলাব যুদ্ধে তাঁহার নাক কাটিয়া যায়। ফলে তিনি রূপার তৈরী একটি কৃত্রিম নাক লাগাইয়া নিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নাক হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে একটি সোনার নাক বানাইয়া নেওয়ার অনুমতি দেন। পরবর্তী কালে তিনি বসরায় বসতি স্থাপন করেন। 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন তা'রাফা তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পর্কের দিক দিয়া তিনি তাঁহার পৌত্র। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযি'স-সাহাবা, ১ম সং., ১৩২৮ হি., আল-মাকতাবাতুল-মুছান্না, বাগদাদ, ২খ., ৪৭৪; (২) 'আবদু'র-রাহ'মান আর-রাযী, কিতাবুল-জারহি' ওয়াত-তা'দীল, ১ম সং. ১৩৭২/১৯৫২, দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, ৭খ., ১৮; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আসক'ালানী, তাক'রীবুত-তাহযীব, ২য় সং. ১৩৯৫/১৯৭৫, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, ২খ., ১৮; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল-আসহাব (ইসাবার হ'াশিয়া, ৩খ., ১২৪)।

মুহাম্মদ মূসা

'আরফাজা ইব্ন শুরায়হ' (عرفجة بن شريح) ঃ (রা), তাঁহার পিতার নাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। স'ারীহ (صريح), শারীক (شريك), শারাহ'ীল (شراحيل), য'ারীহ, দ'ারীহ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাক্র সি'দ্দীক (রা)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "অচিরেই বিবাদ-বিশৃংখলা ছড়াইয়া পড়িবে। যে ব্যক্তি এই উম্মাতের ঐক্যসূত্র ছিন্ন করিতে চাহিবে, সে যে-ই হউক না কেন তাহাকে হত্যা কর" (মুসলিম)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "কোন ব্যক্তির উপর তোমাদের যাবতীয় কাজ ন্যস্ত রহিয়াছে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাদের ঐক্যসূত্র ছিন্ন করিবার অথবা তোমাদের জামা'আতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট আসিবে, তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে" (মুসলিম)। 'আরফাজা (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের ফজরের নামায পড়াইলেন, অতঃপর বসা অবস্থায় বলিলেন ঃ "আজ রাত্রে আমার সাহাবীদের ওজন দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে আবূ বাক্রকে ওজন দেওয়া হইল এবং তাহার ওজন ঠিক পাওয়া গেল। অতঃপর 'উমারকে ওজন দেওয়া হইল তাহাও ঠিক পাওয়া গেল। অতঃপর 'উছমানকে ওজন দেওয়া হইল তাহাকে কিছু হালকা পাওয়া গেল।" 'আরফাজার নিকট হইতে আবূ হ'াযিম আশজা'ঈ যিয়াদ ইব্ন ইলাকা, আবূ য়া'কূ'ব আল-'আবদী এবং ওয়াকি'দান আল-'আবদী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে তিনি কূফায় বসবাস করেন। তাঁহার মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ১ম সং., বাগদাদ ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৭৪; (২) ঐ লেখক, তাক'রীবুত-তাহযীব, ২য় সং., বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ., ১৮; (৩) 'আবদুর-রাহ'মান আর-রাযী, কিতাবুল-জারহি' ওয়াত-তা'দীল, ১ম সং., বৈরূত ১৩৭২/১৯৫২, ৭খ., ১৭-৮; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল- আস'হ'াব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ., ১২৪-৫)।

মুহ'াম্মদ মূসা

'আরফাজা ইব্ন হারছামা (عرفجة ابن هرثمة) ঃ (রা), আল-বারিকী, সাহাবী। আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (রা) স্বীয় খিলাফাতকালে তাঁহাকে ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। 'উমার (রা) 'উতবা ইব্ন গ'াযওয়ানকে যে উপদেশ দেন তাহাতে বলেন ঃ আমি ইতোপূর্বেই আলা ইব্নুল-হ'াদ'রামীকে নির্দেশ দিয়াছি, সে যেন 'আরফাজা ইব্ন হারছামাকে দিয়া তোমার সাহায্য করে। কেননা তিনি একজন রণকুশলী এবং শত্রু বাহিনীর জন্য ত্রাসস্বরূপ। আবূ বাক্র (রা) 'আলা (রা)-কে বাহরায়নের শাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ('আলা) আরফাজাকে পারস্যের কতিপয় জনপদ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি পারস্যের একটি দ্বীপ জয় করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহা চৌদ্দ হিজরী সনের ঘটনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী তাময়ীযি'স-সাহ'াবা, ১ম সং., আল-মাকতাবাতুল-মুছান্না, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৭৪-৫; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাক'াতুল-কুবরা, বৈরূত সং., ৪খ., ৩৬২; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গ'াবা ফী মা'রিফাতি'স স'াহ'াবা, আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যা, তেহরান ১৩৪৬ হি., ৩খ.,৪০১।

মুহাম্মদ মূসা

'আরব লীগ (Arab League,) ঃ 'আরবীয় ঐতিহ্যপ্রধান বিভিন্ন দেশের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রজোট। ১৯৪৪ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে ইহার প্রতিষ্ঠা-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৫ খৃ. কায়রো নগরে মিসর, লেবানন, জর্দান, ইরাক, সাউদী 'আরব ও ইয়ামান ইহার গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষর দান করে। এই জোটে ফিলিস্তীনের 'আরবদের মনোনীত প্রতিনিধিও একটি ভোটের অধিকারী। সনদের বিধানমতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির সমন্বয় সাধন এবং সদস্য দেশসমূহকে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার্থ শক্তি প্রয়োগ হইতে বিরত রাখাই এই জোটের উদ্দেশ্য। ১৯৪৮ খৃ. 'আরব লীগের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নব-প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈল (য়াহূদী) রাষ্ট্রের উপর হামলা করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। 'আরব লীগের সদর দফতর কায়রোয়। পরে মরক্কো, লিবিয়া, সুদান, তিউনিসিয়া, কুয়েত ও আলজিরিয়া 'আরব রাষ্ট্রজোটে যোগ দিয়াছে। ১৯৬৫ খৃ. 'আরব লীগের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য 'আরব সাধারণ বাজার সৃষ্ট হয়। কৃষিপণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কাস্টম শুল্ক রহিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শিল্প পণ্যের শুল্কও হ্রাস করা হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ ১/২১৮

'আরবান (عربان) ঃ উত্তরে ৩৬°১৩ অক্ষাংশ ও পূর্বে ৪০°৫৩ দ্রাঘিমাংশের মাঝে জাবাল 'আবদুল-'আযীয-এর দক্ষিণে ও খাবুর নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মেসোপটেমিয়ার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ কতিপয় পাহাড়ের নীচে লুক্কায়িত, এই সকল পাহাড়েরই একটির নামানুসারে এই স্থানকে তেল 'আজাবাও বলা হয়। এইখানেই এইচ. এ. লেয়ার্ড মনুষ্য-মস্তক ও ডানাবিশিষ্ট কতিপয় ষাঁড়ের মূর্তি আবিষ্কার করেন, যাহা প্রাচীন ব্যাবিলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রকৃতই মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবদান। কীলকাকার শিলালিপিতে বর্ণিত গার (শা)-দিকান্না ও 'আরবান সম্ভবত অভিন্ন। রোমান শাসনামলের শেষভাগে নগরটি তৎকালীন 'আরাবানা নামে পরিচিত পার্থীয়দের বিরুদ্ধে সীমান্তবর্তী প্রধান ঘাঁটি হিসাবে যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব বহন করিত। 'আরব শাসনামলে 'আরবান খাবূর জেলার কেন্দ্র এবং খাবূর উপত্যকায় উৎপন্ন তুলার সংগ্রহাগার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। ভূগোলবিদগণ (উদাহরণস্বরূপ য়াকূত, 'আরবান শব্দ দ্রষ্টব্য) ও ঐতিহাসিকগণ একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে এই শহরটির নাম প্রায়শই উল্লেখ করিয়াছেন। শহরটি ধ্বংসের সময়কাল আজও অজ্ঞাত, সম্ভবত তায়মূরের নেতৃত্বে মোঙ্গল আক্রমণের সময়ে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) K. Ritter, Erdkunde xi, পৃষ্ঠা ২৭১; (২) H. A. Layard, Uiniveh und Babylon (জার্মান অনুবাদক, Zenker), বিস্তৃত বিবরণ, পৃ. ২০৮; (৩) M. von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum persischen Golf (বার্লিন ১৯০০ খৃ.), ২খ., পৃ. ১৯-২১; (৪) ঐ লেখক, ZG Erdkunde xxxvi, (১৯০১ খৃ.), বিস্তৃত বিবরণ, পৃ. ৬৯; (৫) Streek, Zeitschr. f Assyypiologie, xvii, পৃ. ১৯০; (৬) Le Strange, পৃ. ৯৭।

M. Streck (E.I[2])/মোঃ রেজাউল করিম

'আরবী বর্ণমালা ঃ উৎপত্তি মূল সামী (Semitic) বর্ণমালা হইতে। Dr. D. Deringer (The Alphabet খৃ. ৫৭৩)-এর মতের ভিত্তিতে মূল সামী লিপির বংশাবলী নিম্নে অংকিত ছকে প্রদর্শিত হইল ঃ
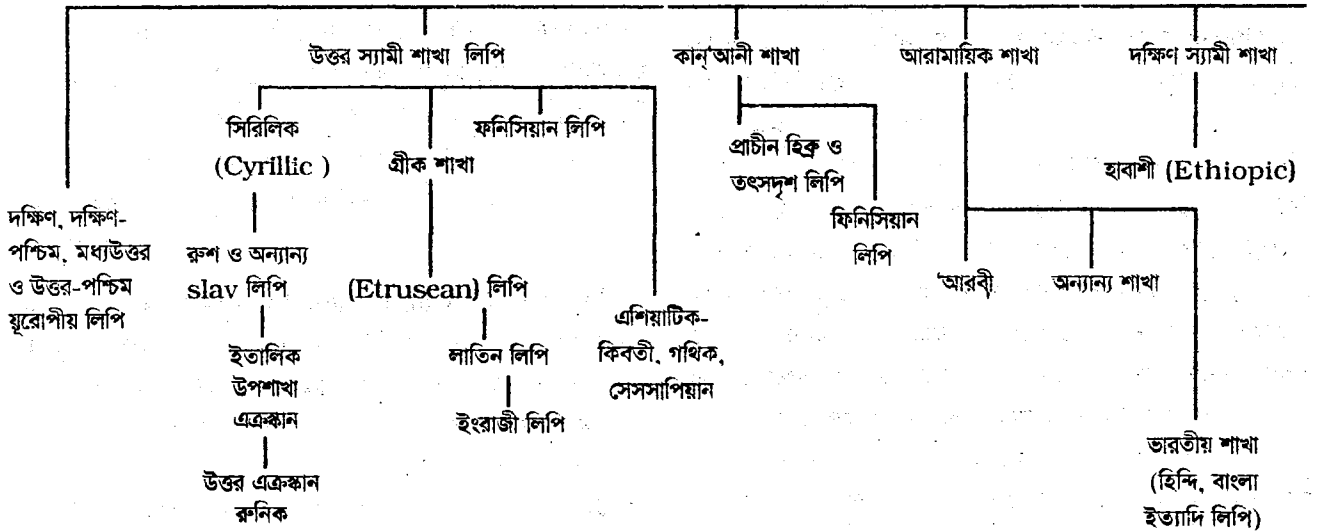
দেখা যায়, 'আরবী, ফিনিসিয়ান, হিব্রু, আরামাইক, সুরয়ানী প্রভৃতি বর্ণমালা মূল বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য লিপিবিদগণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীক, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তিও সেই মূল সামী বর্ণমালা হইতে। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মলিপিও এই সামী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

'আরবী বর্ণমালা আমরা ا، ب، ت، ث ইত্যাদি ক্রমে লিখি ও পড়ি। কিন্তু ইহা 'আরবীর প্রাচীনতম ক্রম হইতে পারে না। মরক্কো ইত্যাদি দেশে প্রচলিত 'মাগরিবী' বর্ণমালা এইরূপ (দক্ষিণ হইতে বামে) লিখিতে হয়;

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ
ف ق س ش ه و ى لا

বিখ্যাত 'আরবী অভিধান আল-'আয়ন-এ বর্ণমালার ক্রম এইরূপ (দক্ষিণ হইতে বামে) ঃ

ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ر ز ط د ت ظ ذ ث
ل ن ف ب م و ا ى

তাহযীব, মুহ'কাম প্রভৃতি কতিপয় অভিধানেও এই ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। অংক সংখ্যা প্রচলনের পূর্বে 'আরবীতে আবজাদ (ابجد) পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশ করা হইত (দ্র. আবজাদ)।

এই সমস্ত হরফের নাম প্রাচীন সামী ভাষার। 'আরবী ভাষায় নামগুলি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেবল নিম্নলিখিত হরফগুলিতে প্রাচীন নাম সম্পূর্ণ বা আংশিক রক্ষিত হইয়াছে (যদিও তাহাদের অর্থ 'আরবী ভাষাবিদগণের অজ্ঞাত) আলিফ, জীম, দাল, ওয়াও, কাফ (ق), কাফ (ك) লাম, মীম, নূন, 'আয়ন, ফা, সা'দ, শীন।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আরবুনা (أربونة) ঃ 'আরব ঐতিহাসিকগণ নারবোন (Narbonne) শহরকে এই নামে অভিহিত করিতেন। এখানে পূর্বে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা ৯৬/৭১৫ সনে 'আবদুল-'আযীয ইবন নুসায়র কর্তৃক অধিকৃত হয়। তৎপর সম্ভবত ইহা হাতছাড়া অথবা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎপর ১০০/৭১৯ সনে আস-সামুহ ইবন মালিক আল-খাওলানী পুনরায় উক্ত শহরটি দখল করেন। ১১৬/৭৩৪ এ পয়েটিয়ারস (Poitiers)-এর যুদ্ধের দুই বৎসর পরে (দ্র. বালাতু'শ শুহাদা) নারবোনের গভর্নর য়ূসুফ ইবন 'আবদির-রাহমানের সহিত প্রভেন্স (Provence)-এর ডিউক এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন। এই চুক্তি দ্বারা চার্লস মার্টেলের আক্রমণ হইতে প্রভেন্সকে রক্ষা করার মানসে এবং উত্তর দিকে নূতন অভিযানের পথ লাভের প্রত্যাশায় তাহাকে রোন (Rhone) উপত্যকায় কতকগুলি বিশেষ স্থান দখলে রাখার অনুমতি দিয়াছিলেন। চার্লস মার্টেল তৎক্ষণাৎ পাল্টা আঘাত হানিলেন, ১১৯/৭৩৭ সনে এভিগন দখল করিয়া লইলেন এবং নারবোন অবরোধ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১৪২/৭৫৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর পেপিন দি শর্ট (Pepin the Short) শহরটি মুসলমানদের দখল হইতে নিজের দখলে আনিতে সক্ষম হন। ১৭৭/৭৯৩ সনে 'আবদুল-মালিক ইবন মুগীছ নারবোন পর্যন্ত অভিযান চালান, সীমান্তবর্তী এলাকায় আগুন ধরাইয়া দেন, শহরের অদূরে টুলুয (Toulouse)-এর ডিউককে পরাজিত করেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ মালামাল লইয়া উক্ত স্থান হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করেন। ২২৬/৮৪০ সনে অন্য একটি অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তথাপি নারবোন ও ইহার সমগ্র অঞ্চল উমায়্যা দরবারের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিত, য়াহূদী বণিকেরা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ১খ., (দ্র. নির্ঘণ্ট), ইহাতে প্রধান ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং উৎস ও গবেষণার মধ্যে যেগুলি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন তাহাও পরপর সজ্জিত ও সংখ্যাবদ্ধ করা হইয়াছে, (পৃ. ৮, টীকা ২, ৩০-১ ও ৫৪, টীকা ১), ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ (২) Codera, Narbona, Gerona y Barcelona Bajo la dominacion musalmana, Est. crit, Hist. ar. esp. (৮খ)-এ; (৩) M. Renaud, invasions des Sarrazins en France, Paris 1836 (ইং অনু. হারূন খান শেরওয়ানী, Islamic culture-এ, ৪খ., ১৯৩০ খৃ., ১০০ প.; ২৫১ প. ৩৯৭ প. ৫৮৮ প., ৫খ., ১৯৩১ খৃ., ৭১ প., ৪৭২ প., ৬৫১ প.; (৪) A. Molinie ও H. Zotenberg, Invasions des Sarrazins dans le Languedoc d'apres les Historiens musulmans, Devic ও Vaissette, Histoire generale du Languedoc-এ, ২খ., তুলুয ১৮৭৫ খৃ., আরও গ্রন্থ রহিয়াছে; (৫) Chronicum Fredegarii; (৬) Chronicon Mossiacense; (৭) Chronicon Fontanellensis ও অন্যান্য ল্যাটিন ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী: তু. Ch. Pellat, Les Sarrasins en Avignon, En Terre d'Islam-এ, ১৯৪৪ খৃ., ৪খ., ১৭৮-৯১।

ED. (E.I.[2])/ নোয়াব আলী

আরব্য উপন্যাস (দ্র. আলফ লায়লা ওয়া লায়লা)

আরমান (দ্র. আরমেনিয়া)

আরমেনিয়া (ارمينية) ঃ নিকট এশিয়ার একটি দেশ।

১। ভৌগোলিক রূপরেখা ঃ আরমেনিয়া (আরমীনিয়া) নিকট এশিয়ার কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ অংশ। উত্তরে পনটিক (Pontic) ও দক্ষিণে তাউরাস (Taurus), এই দুইটি পর্বতমালা ইহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। নিম্নলিখিত রাজ্যগুলির মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত! ফুরাত নদীর পশ্চিম দিকে এশিয়া মাইনর, পূর্ব দিকে আযারবায়জান ও কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল কুরর (Kura) ও আরাক্সেস (Araxes, আ. ارس) নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে একই সমতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পনটিক (Pontic) অঞ্চলসমূহ, উত্তর দিকে ককেশাস (যেখান হইতে রিয়ন (Rion) ও কুরর নদীদ্বয়ের গতিপথ ইহাকে পৃথক করিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে মেসোপটেমিয়ার সমভূমি (দিজলা নদীর উজান এলাকা); লেক ভ্যান (Lake van)-এর দক্ষিণে গুরদজাঈক (Gordjaik), (প্রাচীন Gordyene, আধুনিক বোহতান Bohtan) ও হাককিয়ারী কুর্দীগণের দেশ (জুলামারক ও আমাদিয়া অঞ্চল) ভৌগোলিক দিক দিয়া আরমেনিয়ার একটি অংশ হইলেও ইহা সর্বদা আরমেনীয়দের অধীনে থাকে নাই। এইভাবে দ্রা. ২৭ ডিগ্রী ও ৪৯ ডিগ্রী পূর্ব এবং অক্ষাংশ ৩৭.৫ ও ৪১.৫ উত্তর— এই সীমার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলই আরমেনিয়া এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ইহার আয়তন আনুমানিক তিন লক্ষ বর্গ কি. মি.।

দেশটির ভূতাত্ত্বিক কাঠামো এমন সব পর্বতমালা নিয়া গঠিত, যাহার অভ্যন্তরীণ অংশ অতি প্রাচীন এবং পাললিক শিলার তিনটি পর্যায়ক্রমিক স্তর দ্বারা আবৃত। তবে অধিকতর সাম্প্রতিক কালের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভা উদ্গীরণের তোড়ে ইহার আকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সর্বত্র ইহার উচ্চতা একই রূপ নহে। বিভিন্ন স্থানে ইহার উচ্চতা ৮০০ মি. হইতে ২০০০ মি.-এর মধ্যে (ইরযেরূপ ১,৮৮০ মি; কারস, ৮০০ মি.; মুরাদ সূতে অবস্থিত মুশ ১,৪০০ মি.; ইরযিনজান ১,৩০০ মি.; ইরিভান ৮৯০ মি.)। আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের ফলে এখানে আগ্নেয় শংকুমালা (Volcanic Cones)-র সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবেই এই দেশের সর্বোচ্চ গিরিশৃংগের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা আরাক্সেস নদীর দক্ষিণে অবস্থিত জুদী পাহাড় (Ararat) [5,205 মি.], সীপান দাগ (৪,১৭৬ মি.); বালাযুরী তাঁহার সময়ে ইহার সম্পর্কে অবগত ছিলেন (সম্পা. De Goeje,

198, cf. Zeitsch. fur arm, Philol, ii, 67, 162; Le strange, 183); ইরযেরূম-এর দক্ষিণে অবস্থিত বিনগুল দাগ (৩,৬৮০ মি.); খোরীদাগ' (৩,৫৫০ মি.); আলাদাগ' (৩,৫২০ মি.) ও আলগোয (৪,১৮০ মি.) যাহা উত্তরে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন এক পার্বত্য অঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছে।

আরমেনিয়া বড় বড় নদীর উৎসস্থল, যথা ফুরাত, দিজলা, আরাক্সেস (Araxes), কুরুর বা কূরা। ফুরাত নদী দুইটি শাখার মিলনে গঠিত, উত্তর শাখা বা কারা সূ (আরবী ফুরাত) এবং দক্ষিণ শাখা বা মুরাদ সূ' (আরবী আরসানাস) যাহা আরমেনীয় মালভূমি হইতে নির্গত। দিজলা নদী উৎপন্ন হইয়াছে দক্ষিণের সীমান্ত পর্বতমালায়, যাহাকে আরমেনীয় তাউরুস বলা হয়। উপরন্তু দিজলা ও ফুরাত-এর প্রবাহ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহকে উর্বর করিয়াছে। আরাক্সেস নদী (আরবী আররাসস) [দ্র.] বিনগোল দাগ (Bingol dagh) হইতে নির্গত হইয়া কাস্পিয়ান সাগরের দিকে আবর্তিত ভূমিসমূহ সিক্ত করে এবং কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইবার পূর্বেই কুরর নদীর সহিত মিলিত হয়; কুরর ও ইহার সমান্তরালে প্রসারিত কৃষ্ণ সাগরে পতিত রিয়ন (Rion) ককেশাস-কে আরমেনিয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফুরাত নদী ও আরাক্সেস নদী আরমেনিয়া মালভূমিতে গভীর খাত সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সমস্ত প্রবাহ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সহজ করিয়া দিয়াছে। ফলে সংখ্যায় তত বেশী না হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা ভ্যান হ্রদ (Lake van), 'আরবীতে ইহাকে খিলাত হ্রদ বলে (১,৫৯০ মি.) এবং আরজীশ (দ্র.) ও গোক চাই (Gok Cay) (দ্র.) বা সেভাংগা হ্রদ (২০০০ মি.)। আল-মুসতাওফী ১৩৪০ খৃ. এই হ্রদগুলির কথা উল্লেখ করেন। ইহা ছাড়া আরও কতিপয় ক্ষুদ্রতর হ্রদ রহিয়াছে।

আরমেনিয়ার পাহাড়-পর্বত ও পানির ধারা এমনভাবে বিন্যস্ত যে, দেশটি জনসংখ্যা অববাহিকায় বিভক্ত হইয়াছে, যাহা একে অপরকে উচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই সকল কারণেই এখানে সামন্ত আমলের অনৈক্যের মধ্য দিয়া আরমেনীয়গণকে সর্বদা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছে।

আরমেনিয়ার আবহাওয়া অত্যন্ত চরমভাবাপন্ন। মালভূমিতে শীত মওসুম নিয়মিতভাবে আট মাস কাল স্থায়ী হয়। স্বল্পকালীন ও অত্যন্ত উষ্ণ গ্রীষ্মকাল বেশী করিয়া হইলেও দুই মাস কাল স্থায়ী হয়। গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত শুষ্ক যে কারণে ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আরাক্সেস নদীর তীরবর্তী সমতলভূমি এলাকায় অবশ্য অনুকূল আবহাওয়া বিদ্যমান। উত্তরের পর্বতসমূহে তুষাররেখা ৩,৩০০ মি.-এর উপর অবস্থিত, কিন্তু পূর্ব আরমেনিয়া-তে উহা ৪০০০মি. পর্যন্ত উঠে।

২। ইতিহাস

(ক) **ইসলাম-পূর্ব আরমেনিয়া** ঃ ধারণা করা হয় খৃস্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ হুররীয় (Hurrites) নামক একটি এশীয় জনগোষ্ঠী আরমেনিয়া-তে বসবাস করিত। তাহারা সেমিটিক কিম্বা ইন্দো-ইউরোপীয় উৎসজাত ছিল না। দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের প্রথমার্ধে এই জনগোষ্ঠী বিজেতা ইন্দো-ইউরোপীয় অভিজাত তন্ত্রের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। অতঃপর তাহারা প্রথমে হিত্তীয় (Hittite) সাম্রাজ্যের এবং পরে এ্যাসিরীয় (Assyrian)-দের অধীন হয়। খৃস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দীতে হুররীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত উরারতীয় (Urartian) নামক একটি জাতি উরারতু (বাইবেলে বর্ণিত আরারাত-Ararat) রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে, লেক ভ্যান (Lake van)-এ ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উরারতীয়দের খালদি-ও বলা হয়। এই রাজ্য এ্যাসিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। খৃস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে ইহা সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে; কিন্তু খৃস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ নিকট এশিয়ার উপর প্রবাহিত সিমিরীয় (Cimmerian) ও সাইথীয় (Seythian)-দের আক্রমণের তরংগে পতিত হইয়া ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই পট পরিবর্তনকালে ও ইহার পরে থ্রাসো-ফ্রিজীয় (Thraco-Phrygian) বংশজাত এক ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী যাহা সম্ভবত ফ্রিজীয় (Phrygian) গোষ্ঠীর শাখা ছিল এবং যাহাদের রাষ্ট্র ইতোমধ্যে সিমীরীয়গণ ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, পাশ্চাত্য হইতে আসে এবং উরারতু জয় করে। এই নূতন অধিবাসীদেরকে একিমেনীয় পারসিকগণ (Achaemenid Persians) আরমেনীয় (Armenians) নামে অভিহিত করে (গ্রীক Armenioi)। এই নামের অর্থ ও উৎপত্তির ব্যাখ্যা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই। কালে কালে এই অঞ্চলের নাম আরমেনিয়া (Armenia ارمينية আরমীনিয়া) হইয়া যায়। অধিকন্তু আরমেনীয়গণ নিজদেরকে হায়ক (Haik) [আরমেনীয় জনগোষ্ঠীর বিজয়ে যে বীর নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইতে উদ্ভূত] নামে অভিহিত করে এবং তাহাদের দেশকেও হায়স্তান (Hayastan) বলে।

২য় তিগরানেস (মহামতি তিগরানে)-এর আমল ব্যতীত আরমেনীয়গণ আর কখনও নিকট এশিয়ায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ইহার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ দেশটির ভৌগোলিক গঠন-প্রকৃতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনের উপযোগী এবং ইহা নিজেই ছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দলের উৎস। অধিকন্তু শক্তিশালী রাজ্যসমূহের অতি নিকটে ছিল ইহার অবস্থান। আরমেনীয়গণ আরমেনিয়াতে তাহাদের স্থায়ী আবাস স্থাপনের কাল হইতেই প্রথমে মীদীয় (Medes)-দের এবং পরে একিমেনীয় পারসিকদের সামন্ত ছিল। পারসিকগণ এলাকাটির নিয়ন্ত্রণভার প্রাদেশিক শাসক (Satrap)-দের হস্তে অর্পণ করে। এই শাসক Satrap-গণ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর ফলে সৃষ্টি গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক একজন প্রকৃত রাজা হইয়া বসেন। ইঁহারাই পরবর্তী কালে সলুকীয় (Seleucids)-দের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লন। মাগ্নেসিয়া নামক স্থানে সংঘটিত এক যুদ্ধে তৃতীয় আনতিউকাস রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত হইলে (খৃস্টপূর্ব ১৮৯ অব্দ) দুইজন শাসক ("Strategi") স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আরমেনিয়ায় এই দুইজন শাসক রাজা উপাধি ধারণ করিয়া দুইটি রাজ্য গঠন করেন। যথা ঃ (১) বৃহৎ আরমেনিয়া বা আসল আরমেনিয়া আরতাকসিয়াস (Artaxias) এবং (২) ক্ষুদ্র আরমেনিয়া সুফান-আরযানান (Sophene Arzanene)-এ যারিয়াদরিস (Zariadris)। পরবর্তী কালে বৃহৎ আরমেনিয়া আরসাসীয় (Arsacid)-দের সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। খৃস্টপূর্ব প্রথম

শতাব্দীতে আরতাকসিয়াসের বংশধর মহামতি তিগরানেস (Tigranes) পার্থীয় (Parthians)-দের দাসত্ব হইতে দেশটিকে মুক্ত করেন। তিনি সুফান (Sophene)-এর রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নিজের শাসনাধীনে সমগ্র আরমেনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করেন। আরমেনীয়দের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার পর তিনি পার্থীয় (Parthoan) ও সলুকীয়দের উৎখাত করত একটি বিশাল আরমেনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁহার মৃত্যুর পর আরমেনীয় আরসাকীয় পার্থীয় ও রোমান—এই দুইটি সাম্রোজ্যর মধ্যবর্তী একটি সংঘর্ষ রোধক রাষ্ট্র (buffer state) পরিণত হয়। এই দুইটি সাম্রাজ্যই স্ব স্ব পসন্দ মাফিক একজন রাজা এখানে অধিষ্ঠিত করার ইচ্ছা পোষণ করিত। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাহিরের অনুপ্রবেশ ও বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করার জন্য এক স্থায়ী অজুহাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। সাধারণভাবে ১১খৃ. হইতে ২২৪ খৃ. আরসাকীয়দের পতন কাল পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময়ে আরসাকীয় বংশের কোন না কোন জ্যেষ্ঠতর রাজপুত্র আরমেনিয়া শাসন করেন। কখনও তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, আবার কখনও রোমানদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ম্যনিয়া লইতেন। আরসাকীয় পার্থীয়গণের স্থলে যখন সাসানীগণ আসিলেন তখনও আরমেনিয়াতে সাবেক আরসাকীয় রাজাদের শাসন অব্যাহত থাকে এবং তাহারা তৃতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। আরমেনিয়া পুনরায় দুইটি সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে একটি নূতন কলহের হেতুতে পরিণত হয়। অবশেষে ইহা দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে চুক্তিতে উপনীত হইয়া দুর্বল করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ৩৯০ খৃ. নাগাদ একটি বিভাজনের মাধ্যমে পারস্য লাভ করে পূর্বাঞ্চল। ইহা সমগ্র আরমেনিয়ার ৪/৫ অংশ। এই অংশে রাজত্ব করেন তৃতীয় খুসরাও। ইহার রাজধানী স্থাপিত হয় দাবীন (আ.দাবীন) নামক স্থানে। অন্যদিকে রোমের ভাগে থাকে পশ্চিমাঞ্চল। এখানে তৃতীয় আরশাক রাজত্ব করেন। তাহার রাজধানী ছিল এরযিনজান (Erzindjan) নামক স্থানে। আর শাকের মৃত্যুর পর রোমক (বায়যানটীয়)-গণ কর্তৃক এই ভূখণ্ডের শাসনভার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (Count)-এর নিকট অর্পিত হয়। ৪২৮-৯ খৃ. পর্যন্ত এলাকাটির পারসিক অংশ পারসার মেনিয়া (Persarmenia) দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক শাসিত হইত। অতঃপর দাবীন-এ বসবাসরত জনৈক পারসিক মারযবান (Marzban, সীমান্তবর্তী শাসক) ইহার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ৫ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময় কালের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে আরমেনীয় ঐতিহাসিক সেবিওস (Sebeos)-এর রচনায়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সূত্র। তদনুসারে জানা যায়, পারসিক শাসন আরমেনিয়ায় দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িতে কখনও সফল হয় নাই, কারণ সাসানীগণ আরমেনীয় খৃস্ট ধর্মের উপর নির্যাতন চালায়। আরমেনীয় সামন্ত প্রভু (Nakharar)-গণ অগ্নি উপাসকদের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য যখনই যে সুযোগ আসিত তাহা যথাযথভাবে কাজে লাগাইত এবং পারসিক মারযবানদের সহিত তাহাদের গোলযোগ বাঁধিলে প্রায়শই তাহারা বায়যানটীয় আরমেনিয়া-র স্বধর্মীদের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করিত। ইহার ফলে সীমান্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে এবং কখনও কখনও প্রকৃত যুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অধিকন্তু ৪৫১ খৃ. Chalcedon পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আরমেনীয় ও বায়যানটিয়াম-এর জনস্বার্থে ব্যাপক বিরোধ সৃষ্টি করে। ৫০৬ খৃ. ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত দাবীন পরিষদে আরমেনীয়গণ কর্তৃক রহিত হয়। এই বিরোধ গ্রীকদের ঐক্য পুনঃস্থাপনের প্রয়াস নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, পারসারমেনীয়ার আরমেনীয়গণ ও মাদাইন (Ctesiphon)-এর রাজসভার মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সহজ করিয়া দেয়। তখন সকলেই খৃস্ট ধর্মের প্রতি অধিকতর সহিষ্ণু হইয়া উঠে।

সম্রাট মাউরিস (Maurice)-এর শাসন আমল (৫৮২-৬০২ খৃ.) বায়যানটীয়গণ পারস্য সাম্রাজ্যের অশান্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া পারসারমেনিয়া-র একটি অংশ পুনর্দখল করে। এই সময় আরমেনিয়া একটি শান্তির কাল উপভোগ করে, কিন্তু দ্বিতীয় খুসরাও পারবীয (৫৯০-৬২৮ খৃ.) ৬০৪ খৃ. বায়য্যানটিয়দের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে যাহা ৬২৯ খৃ. পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং আত্রোপাতীন (Atropatene)-এ হিরাক্লিয়াস (Heraclius ৬১০-৪১ খৃ.)-এর প্রসিদ্ধ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে খ্যাত হইয়াছিল।

সমগ্র সাসানী শাসনকালে দুইট বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ, বড় বড় পরিবারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ, যাহা পরস্পরের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় খাযারগণের আক্রমণ ইত্যাদি কারণে দেশের মধ্যে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতে থাকে। আরমেনিয়ায় নামিয়া আসে ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতা। ইহা এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, মুসলমানগণ যখন এখানে হস্তক্ষেপ করে তখন 'আরবদের এই দুর্বার গতি রোধ করার মত শক্তি ইহার ছিল না। এই অরাজকতার সুযোগে তখন ভ্যান হ্রদ (Lake van) অঞ্চলে রশতুনী (Rshtuni) বংশের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহাদের কেন্দ্র ছিল হ্রদে অবস্থিত আগতামার দ্বীপে এবং ইহাদের প্রধানের নাম ছিল থিওডোর (Theodore) যিনি 'আরবদের আক্রমণকালে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

(খ) আরবদের শাসনাধীনে আরমেনিয়াঃ 'আরবগণ কর্তৃক আরমেনিয়া বিজয়ের ইতিহাস বিশদভাবে জানিতে গেলে সর্বদা অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার সম্মুখীন হইতে হয়। কেননা আরব, আরমেনিয়া ও গ্রীক সূত্রসমূহ হইতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই পরস্পর বিরোধী। এই স্মরণীয় ঘটনাবলীর একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বিশপ সিবিওস (Bishop Sebeos) কর্তৃক প্রদত্ত আরমেনীয় বর্ণনা এই যুগের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এই বর্ণনার সহিত একটি মূল্যবান পরিপূরক হিসাবে পাদরী লিওনটিয়াস (Leontius)-এর রচনা সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই রচনায় ৬৬২ খৃ. হইতে ৭৭০ খৃ. পর্যন্ত সময় কালের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য বিবরণ। 'আরব লেখকগণের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী আল-বালাযুরী, যিনি একটু অসাধারণ মাত্রায় আরমেনিয়া-র অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করেন।

'আরবগণ কর্তৃক সিরিয়া জয় ও পারস্যকে পরাজিত করিবার পর

'আরবগণ আরমেনিয়া-য় বারবার তীব্র আক্রমণ শুরু করে এবং ভূখণ্ডটি অধিকারে আনয়নের জন্য বায়যানটীয়গণের সহিত সংঘাতের সূচনা ঘটে। মেসোপটেমিয়া বিজেতা 'ইয়াদ ইব্ন গ'নিম হি. ১৯ সালের শেষভাগ এবং ২০/ ৬৩৯ সালের প্রারম্ভ কালের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম আরমেনিয়ায় প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এখানে তিনি বিতলীস পর্যন্ত প্রবেশ করেন। আল-বালাযু'রী (১৭৬), আত-তাবারী (১খ. ২৫০৬) ও য়াকূ'ত (১খ., ২০৬) এই অভিযানের তারিখের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণে তাঁহাদের বিভিন্ন মতপার্থক্য দৃষ্টি হয়। আত-ত'াবারী (১খ., ২৬৬) ও ইবনুল-আছীর (৩খ., ২০-২১)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ২১/৬৪২ সালে 'আরবদের অন্য একটি অভিযান এখানে পরিচালিত হইয়াছে। চারিভাগে বিভক্ত এক সৈন্যবাহিনী লইয়া মুসলমানগণ উত্তর-পূর্ব আরমেনিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু চারিদিক হইতে তাহাদেরকে এমনভাবে বাধা দেওয়া হয় যে, শেষ পর্যন্ত পশ্চাদ্পসরণ করা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। চারিভাগে বিভক্ত এই সৈন্যবাহিনীর দুইটি হ'াবীব ইব্ন মাসলামা ও সালমান ইব্ন রাবী'আ-র নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সালমান ইব্ন রাবী'আ কর্তৃক ২৪/৬৪৫ সালে আযারবায়জান হইতে আরমেনিয়া সীমান্ত এলাকায় যে সংক্ষিপ্ত অভিযান পরিচালিত হয় তাহাও তেমন কোন স্থায়ী ফলাফল আনয়ন করিতে পারে নাই। এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আল-য়া'কূ'বী, ১৮০, আল-বালাযু'রী, ১৯৮, আত-ত'াবারী, ১ খ., ২৮০৬।

'আরব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের সাক্ষ্য অনুসারে (দেখুন বিশেষভাবে আল-য়া'কূ'বী, ১৯৪, আল-বালাযু'রী, ১৯৭-৮; আত-তাবারী, ১খ., ২৬৭৪-৫, ২৮০৬-৭; ইবনুল-আছীর, ৩খ., ৬৫-৬) ২৪/৬৪৫-৬ সালের শেষ নাগাদ হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে আরমেনিয়ায় 'আরবদের কঠোরতম আক্রমণ সংঘটিত হয়, যাহাতে আরমেনিয়ায় 'আরব শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীর মু'আবি'য়া (রা) কর্তৃক আরমেনিয়া বিজয়ের দায়িত্ব সেনাপতি হ'াবীব ইব্ন মাসলামার উপর অর্পিত হয়। হ'াবীব ইব্ন মাসলামা ইতোমধ্যে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে সেনাপতি হ'াবীব অগ্রসর হইলেন বায়য্যানটীয় আরমেনিয়ার রাজধানী থিওডোসিও-পলিস (Theodosiopolis, আ. কালীকালা, আরমেনীয় ভাষায় কারীন, বর্তমান নাম ইরযেরুম)-এর দিকে এবং স্বল্পকাল অবরোধ করিয়া রাখার পর শহরটি জয় করেন। তিনি খাযার ও আলান (Alan)-এর সহায়ক সৈন্যদের দ্বারা বলীয়ান এক বিশাল বায়যান্টীয় সৈন্যবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই সৈন্যবাহিনী ফুরাত নদীর উপর তাঁহার গতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। অতঃপর তিনি ভ্যান হ্রদ-এর উদ্দেশে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। আখলাত (দ্র.) ও মোকস (Moks)-এর স্থানীয় সর্দারগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ভ্যান হ্রদ-এর উত্তর-পূর্ব তীরে অবস্থিত আরজীশ-ও 'আরব বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। হ'াবীব অতঃপর পারসারমেনিয়া-র কেন্দ্র দাবীন অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হন এবং কয়েকদিন পর দাবীনও অনুরূপভাবে আত্মসমর্পণ করে। 'আরবদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতি ও জিযয়া প্রদানের শর্তে তিনি তিফলিস নগরীর সহিত এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। একই সময়ে সালমান ইব্ন রাবী'আ তাঁহার ইরাকী সৈন্যবাহিনী লইয়া আররান (আলবানিয়া) অধিকার করেন এবং ইহার রাজধানী বায়যাআ জয় করেন।

আরমেনিয়ায় প্রচলিত বিবরণে ঘটনার তারিখ ও বিস্তারিত বর্ণনা 'আরবীয় বিবরণ হইতে ভিন্নতর। বৃহৎ 'আরব অভিযানের গতিপথের ব্যাপারেই কেবল সেবিওস ও আল-বালাযু'রীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য দৃষ্ট হয়।

আরমেনীয় ঐতিহাসিকদের মতে ৬৪২ খৃ. একটি সৈন্যবাহিনী আরমেনিয়ায় প্রবেশ করিয়া জুদী (Airarat) অঞ্চলে উপনীত হয়। তাহারা রাজধানী দাবীন জয় করে এবং ৩৫ হাজার বন্দী লইয়া একই পথে প্রস্থান করে। পরবর্তী বৎসর মুসলমানগণ আরমেনিয়ায় এক নূতন আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁহারা জুদী (Airarat) অঞ্চল তছনছ করিয়া দিয়া গুরজিস্তান পর্যন্ত (Georgia) অগ্রসর হন। কিন্তু এখানকার শাসনকর্তা থিওডোরোস রশতুনী (Theodoros Rshtuni) তাঁহাদেরকে পরাজিত করার ফলে তাঁহারা পশ্চাদ্পসরণ করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বায়যানটাইন সম্রাট Theodoros-কে আরমেনীয় সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। কয়েক বৎসর 'আরব আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকার পর আরমেনিয়া পুনরায় বায়যানটীয়াম-এর সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। 'আরবগণ ও হিরাক্লিয়াস (Heraclius মৃ. ৬৪১ খৃ.)-এর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কনস্ট্যান্স (Constans ii)-এর মধ্যে তিন বৎসর কাল যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মেয়াদ ৬৫৩ খৃ. উত্তীর্ণ হইলে আরমেরিয়ায় পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকা পরিদৃষ্ট হয়। 'আরবদের অত্যাসন্ন আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য থিওডোরোস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের হস্তে রাজ্য অর্পণ করেন। আরমেনীয়দের জন্য অত্যন্ত সন্তোষজনক একটি চুক্তিও আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর সহিত সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে তাহাদের উপর শুধু মুসলিম সার্বভৌম কর্তৃত্ব মানিয়া লইবার শর্ত আরোপিত হয়। সেই বৎসরই বায়যানটীয় সম্রাট এক লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী লইয়া আরমেনিয়ায় উপনীত হয়। এখানে আসার পর অধিকাংশ স্থানীয় সরদার তাহার পক্ষ অবলম্বন করে। তেমন কোন বাধা-বিঘ্নের মুকাবিলা না করিয়াই তিনি সমগ্র আরমেনিয়া ও গুরজিস্তান পুনরায় নিজের অধীনে আনয়ন করেন। কিন্তু দাবীন-এ শীত ঋতু অতিবাহিত করার পর দ্বিতীয় কন্সটানস অতি কষ্টে দেশ ত্যাগ করেন (৬৫৪ খৃ.)। তখন একটি 'আরব সৈন্যবাহিনী দেশটিতে প্রবেশ করে এবং তাহারা ভ্যান হ্রদ-এর উত্তর তীরে অবস্থিত অঞ্চলগুলি করায়ত্ত করিয়া ফেলে। এই 'আরব সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় থিওডোরাস গ্রীকগণকে পুনরায় দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন, তারপর তিনি আমীর মু'আবি'য়া (রা) কর্তৃক আরমেনিয়া, গুরজিস্তান ও আলবানিয়ার প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। হৃত অঞ্চলসমূহ পুনর্বারের জন্য মাওরিয়ানোস (Maurianos)-এর নির্দেশে একটি সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হয়। কিন্তু গ্রীকদের এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়। ৬৫৫ খৃ. 'আরবগণ তাহাদের নিরংকুশ শাসন গ্রীকো-আরমেনীয় (Greco-Armenian) রাজধানী কারীন (قاليقلا)-সহ সমগ্র আরমেনিয়ার উপর বিস্তৃত করে। যাহা হউক, দুই বৎসর পর মুসলিমগণের অধিকৃত এই রাজ্যটিকে সাময়িকভাবে অরক্ষিত

অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ৩৬/৬৫৭ সালে যখন আমীর মু'আবি'য়া (রা) ও হযরত 'আলী (রা)-এর মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়, তখন আমীর মু'আবি'য়া (রা) আরমেনিয়ায় অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীকে তলব করেন। মুসলিম সৈন্যবাহিনী আরমেনিয়া ত্যাগ করার সংগে সংগে এই রাজ্যটি পুনরায় ইহার পুরাতন প্রভু বায়যানটিয়াম রাজ্যের অধীনে চলিয়া যায়।

সেবিওস প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সমস্ত ঘটনা যাহাকে 'আরব সূত্রসমূহ হাবীব-এর নেতৃত্বে ২৪-২৫/৬৪৪-৪৬ সালে পরিচালিত বিশাল অভিযানের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছে সেইগুলি ঘটিয়াছিল তিন বৎসর শান্তি চুক্তির অব্যবহিত পরে। থিওফানিস (Theophanes)-এর ইতিবৃত্তে (Chronography) যে তথ্যাদি বিদ্যমান তাহাও এই তারিখের উপর নির্ভর করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। 'আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় হযরত 'উমার (রা)-এর শাসন আমলে সংঘটিত প্রথম 'আরব হামলার পর আরমেনিয়া যে পুনরায় বায়যানটীয় আধিপত্যে চলিয়া যায় তাহার কোন উল্লেখ যেমন নাই, তেমনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই ভূখণ্ডে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে সেসব সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। থিওডোরাস রশ্তুনী স্বেচ্ছায় আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং এই ঘটনা কেবল সেবিওস-ই প্রত্যয়ন করেন নাই, বরং থিওফানিসও প্রত্যয়ন করিয়াছিলেন। 'আরবদের প্রথম আক্রমণ কাল হইতে এখানে যদি তাহাদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে উহা অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য হইত। Zeitschr. fur arm. Philol (২খ., ১৭৩-১৭৪)-এ গাযারিয়ান (Ghasarian), 'আরব ও আরমেনীয় সূত্রগুলির মধ্যে বিদ্যমান মতানৈক্যের নিখুঁত বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার মতে 'আরবদের বিবরণ অপেক্ষা সেবিওসের সমসাময়িক বর্ণনা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। গাযারিয়ান-এর উপরই Muller-ও নির্ভর করিয়াছেন (Der islam im Morgen-und Abendland, ১খ., ২৫৯-২৬১)। কিন্তু Thopdschian ভিন্নমত পোষণ করেন (Zeitschr fur arm. Philol, ২খ., ৭০-৭১)। তাঁহার বর্ণনার নিরিখে 'আরবদের প্রথম বড় আক্রমণের বেলায় আরমেনীয় ও 'আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে তারিখ ও ঘটনাবলীর একটি মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। J. Laurent (L' Armenie entre Byzance et I'Isalam, 90, 371)-এর দৃষ্টিতে ৬৪০ খৃ. হইতে ৬৫১ খৃ. পর্যন্ত ৬ বার আরব আক্রমণ সংঘটিত হয়। এইচ মানাদিয়ান (H. Manadean), Breves Etudes, Erivan 1932 খৃ. (অনু. H. Berberian কর্তৃক Byzantion-এ ১৮ খ., ১৯৪৬-৪৮ খৃ.)-এ ঐতিহ্যগত উপাত্ত গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ৬৫০ খৃ. পর্যন্ত মাত্র ৩ বার 'আরব আক্রমণ হইয়াছিল, যথা (১) 'আরবগণ প্রথম আক্রমণ করে তারুন (Taron) অঞ্চলের মধ্য দিয়া ৬৪০ খৃ. এবং তাহারা দবীন দখল করেন ৬৪০ খৃস্টাব্দের ৬ অকটোবর তারিখে; (২) ৬৪২-৪৩ খৃ. আযারবায়জান-এর রাস্তা দিয়া দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালিত হয় পারসারমেনিয়া (Persarmenia) অভিমুখে; (৩) ৬৫০ খৃ. আযারবায়জান হইতে পরিচালিত হয় তৃতীয় আক্রমণ। ৮ আগস্ট, ৬৫০ খৃ. ভ্যান হ্রদ-এর উত্তর-পূর্ব দিকস্থ কোগোভিত জেলার আর্তসাপ (Artsap) দখলের মধ্য দিয়া 'আরবদের প্রবেশ সূচিত হয়।

'আরবগণ থিওডোরাস রশতুনী-কে বন্দী করিয়া দামিশকে লইয়া যান; সেইখানেই ৬৫৬ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে আরমেনিয়ার প্রধান হিসাবে 'আরবগণ প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের সদস্য হামাযাস্প মামিকোনিয়ান (Hamazasp Mamikonian)-কে নিয়োগ করেন। দাবীন হইতে তারুনে (Taron) পর্যন্ত তাঁহার জায়গীর বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মামিকোনিয়ান অবশেষে বায়যানটিয়াম-এর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ৬৫৭-৫৮ খৃ. তিনি দ্বিতীয় কন্সটান্স কর্তৃক রাজ্যের কর্তৃত্ব নির্বাহের জন্য মনোনীত হন। বায়যানটীয় শাসন বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। আমীর মু'আবি'য়া (রা) ৪১/৬৬১ সালে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আরমেনিয়ার জনগণের নিকট এক পত্র মারফত তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও খারাজ আদায়ের জন্য আহবান জানান। আরমেনীয় সামন্ত প্রভুগণ এই দাবির বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস পান নাই। আরমেনীয় সূত্রগুলির মতে অধিকাংশ বিশিষ্ট পরিবারের সদস্যবৃন্দ (The Mamikonans, The Bagratids) প্রথম উমায়্যা শাসনকাল হইতে 'আবদুল-মালিক-এর শাসনকাল পর্যন্ত উমায়্যাদের অধীনেই শাসনকার্য নির্বাহ করেন। অপরপক্ষে 'আরব ঐতিহাসিকগণ আরমেনিয়া সম্পর্কে যেই বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, হাবীব-এর বিজয় কাল হইতে মুসলিম শাসনকর্তাদের শাসন এইখানে চলিয়া আসিতেছিল (দেখুন, হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত কাল হইতে 'আব্বাসী আল-মুনতাসি'র-এর কাল পর্যন্ত আল-য়া'কূ'বী, আলবালাযু'রী, আত-ত'াবারী ও শাসনকর্তাদের তালিকার জন্য গাযারিয়ান Ghazarian, পৃ. গ্র., ১৭৭-৮২, Laurent, পৃ. গ্র., ৩৩৬-৪৭; R. Vasmer, Chronology of the Governors of Armenia under the First 'Abbasids, Memoirs of the college of Orientalists-এ, লেনিনগ্রাড ১৯২৫ খৃ., ১খ., ৩৮১ প. রুশ ভাষায়)।

আরমেনিয়ায় 'আরব শাসনের প্রথম শতাব্দী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও জাতীয় ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক সমৃদ্ধির যুগ ছিল। তথাপি এই ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন উমায়্যাদের আমলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; 'আব্বাসীদের আমলে তো আরও হয় নাই। তাই এইখানে গোলযোগ ও বিদ্রোহ লাগিয়াই থাকিত। 'আরব শাসনের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ সর্বাধিক বিপজ্জনক বিদ্রোহ 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ-এর শাসনকালে সংঘটিত হয়। এই খলীফা বিদ্রোহ দমন করার জন্য তাঁহার দক্ষ সেনাপতি তুর্কী বুগা আল-আকবারকে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। প্রচণ্ড ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ২৩৭-৩৮/৮৫১-৫২ সালে বিদ্রোহ দমন হয়। অতঃপর দেশের সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায়কে বন্দী করিয়া দেশের বাহিরে প্রেরণ করা হয়। আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁহার বিরোধী নীতি কেবল তখনই পরিহার করিয়াছিলেন যখন বায়যানটীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাহাদের দ্বারা প্ররোচিত বিদ্রোহ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁহার সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হয়। তাই তিনি বন্দীবৃত সরদার (নাখারার Nakharar)-দের

মুক্তি দেন এবং বাগরাত বংশীয় আশোত (আরবী আশূত)-কে আরমেনিয়ার প্রধান আমীর হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন (২৪৭/৮৬১-৬২)। আশোত ইতঃপূর্বে আরবদের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দান করেন : আমীরুল-উমারা হিসাবে পঁচিশ বৎসরব্যাপী শাসনকালে আশোত তাঁহার সকল প্রজা ও স্থানীয় সরদারের হৃদয় এমনভাবে জয় করেন যে, সর্দারদের অনুরোধে খলীফা আল-মু'তামিদ তাঁহাকে ২৭৩/৮৮৬-৮৭ সালে বাদশাহ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি একই ধরনের সম্মান বায়যানটীয় সম্রাটের নিকট হইতেও লাভ করেন। একই সময়ে সম্রাট তাঁহার সহিত মৈত্রী চুক্তিও সম্পাদন করেন। খলীফার সাইত আশোত-এর সম্পর্কে কখনও ফাটল ধরে নাই। তিনি তাঁহার খারাজ নিয়মিত আদায় করিলেও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও সরকার পরিচালনা নিজস্ব পদ্ধতিতেই নির্বাহ করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে স্থানীয় সরদারগণ অনুরূপভাবে প্রায় স্বাধীন মর্যাদা লাভ করেন।

আশোত (৮৬২-৯০)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম সমবাত (Smbat I) এখানে রাজত্ব করেন। তিনি যদিও বীরোচিত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তবুও দিয়ারবাকর-এর শায়বানী এবং আযারবায়জান-এর সাজী প্রভৃতি বৈদেশিক শত্রুদের মুকাবিলা করার মত যথেষ্ট সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। শায়বানীদের সহিত সংঘর্ষে তিনি পরাভূত হন। তৎসত্ত্বেও কিয়ৎকাল পর ২৮৬/৮৯৯ সালে খালীফা আল-মু'তাদি'দ-এর হস্তক্ষেপের ফলে শায়বানী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আরমেনিয়া প্রদেশ উক্ত আক্রমণকারীদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু সাজ বংশীয় আফশীন পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবিরাম অনধিকার প্রবেশ করিয়া আরমেনিয়াকে ভয়ানক বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। আফশীন (মৃ. ২৮৮/৯০১)-এর ভ্রাতা ও স্থলাভিষিক্ত বিচক্ষণ যূসুফ-এর আমলে সমবাত-এর অবস্থা অধিকতর সংকটপূর্ণ হইয়া উঠে। যূসুফ উপলব্ধি করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, আর্দযুরুনী (Ardzruni) পরিবারকে তাঁহার দলে ভিড়াইতে হইবে। এই পরিবার প্রথম আশোত-এর রাজত্বকালে বাগরাতীদের পরেই অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক পরিবারে পরিণত হইয়াছিল, এমন কি যূসুফ আনুমানিক ৯০৯ খৃ. এই পরিবারে প্রধান Gagik-কে শাহী মুকুট প্রদান করেন। Gagik ভাসপুরাকান (Vaspurakan)-এ আমীর ছিলেন। ইহা এমন একটি পদমর্যাদা ছিল যাহা ৩০৪/৯১৬ ও ৩০৬/৯১৯ সালে খলীফা মুক'তাদির নবায়ন করিয়াছিলেন।

৯১০ খৃ. হইতে যুদ্ধ অভিযানকালে যূসুফ আরমেনিয়ায় লুট-তরাজ করেন এবং অবশেষে কাবুইত (Kapoit)-এর দুর্গে সমবাতকে অবরুদ্ধ করেন। তখন যূসুফ সমস্ত আমীর কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ৯১৩ খৃ. আদোন্তয (Adontz)-এর মতে ৯১১ খৃ আরমেনিয়ার রাজা তাঁহার প্রতিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, যিনি তাঁহাকে এক বৎসর কাল কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখার পর অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন (৯১৪ খৃ., আদোন্তয [Adontz] -এর মতে ৯১২ খৃ.)। প্রথম সমবাত-এর পতনের পর আরমেনিয়ায় অরাজকতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাঁহার তেজস্বী পুত্র 'লৌহ সম্রাট' তৃতীয় আশূত' (৯১৫-২৯ খৃ.) বায়যানটীয় সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় মসনদ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রথমেই যূসুফ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। যূসুফ তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে দাঁড় করাইয়া দেন, কিন্তু নিজের শত্রুদের উপর আশুত'-এর প্রাধান্য দেখিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীকৃতি দান করেন এবং তাঁহার নিকট একটি শাহী মুকুট পাঠাইয়া দেন (আনু. ৯১৭ খৃ.)। যূসুফ খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় ৯১৯ খৃ. খলীফার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তিনি বন্দী হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বুক (Sbuk) খলীফার বাহিনীকে দেশ হইতে উৎখাত করার উদ্দেশে দ্বিতীয় আশুত-এর সহিত এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহাকে শাহানশাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি লাভের ফলে Vaspurakan, আইবেরিয়া, গুরজিস্তান প্রভৃতি রাজ্য ও অন্যান্য সব অঞ্চলের উপর আশুত-এর কর্তৃত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় আশুত, Bagratid-দের শক্তিকে চরম পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি মধ্য ও উত্তর আরমেনিয়ার বিপুল অংশের উপর শাসন বিস্তার করেন। এইখানে সমবাত ইতপূর্বেই উল্লেখযোগ্যভাবে এই পরিবারের এলাকা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। আরমেনীয় শাসকদের বিরোধ দূরীভূতকরণ ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা, বিশেষত আদযূনী কর্তৃক নামমাত্র স্বীকৃতি আদায়ের পর শান্তিপূর্ণভাবে তাঁহার রাজ্য শাসনের অবসান ঘটে। অধিকন্তু দাবীন শহর যূসুফের প্রতিনিধির করায়ত্ত থাকে।

দক্ষিণ আরমেনিয়ায় আদযূনী (উপরে দেখুন) স্বল্প বিস্তৃত এলাকা (Vaspurakan ইহার রাজধানী ছিল Van) শাসন করেন। এই দুইটি বৃহৎ রাজ্য ছাড়া আরও কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ইহাদের অধিকাংশই বাগরাতীদের শাসন কর্তৃত্ব নামমাত্র স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিল। উপরন্তু দক্ষিণে অবস্থিত Apahunik ও Lake Van অঞ্চলে বিভিন্ন 'আরব আমীরাত বিদ্যমান ছিল। ইহারা স্বাধীন এবং খিলাফাত হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। অতএব আরমেনিয়ায় ইতিহাস বাগরাতীদের ইতিহাসের সমাপ্তির সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় না।

দ্বিতীয় আশূত-এর সমগ্র শাসনকালে ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আবাস (Abas) [৯২৯-৫৩ খৃ.]-এর অধিকাংশ শাসনকালে বায়যানটিয়াম সাম্রাজ্য ও 'আরবদের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ বিদ্যমান ছিল এবং কিছু কাল ধরিয়া এই যুদ্ধ আরমেনিয়ার অভ্যন্তরেও সংঘটিত হয়। গ্রীকগণ উত্তর আরমেনিয়া ও দক্ষিণ আরমেনিয়ায় ভ্যান হ্রদের আরমেনীয় আরব (Armenio-Arab) আমীরাত-এর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে যাহা বায়যানটীয় সূত্রগুলির মতে, সম্রাট রোমানুস লেকাপেনুস (Romanus Lecapenus, ৯১৯-৪৪ খৃ.)-এর আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আরাববায়জান-এর শেষ সাজ বংশীয় আমীরগণের প্রভাব আরমেনিয়ায় নামেমাত্র টিকিয়া ছিল। আরমেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত দিয়ার বাকর-এর অধিকর্তা হামদানীদের বায়ানটীয়দের সহিত অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। কিছু কালের জন্য তাহারা সমগ্র আরমেনিয়া হইতে তাহাদের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায় করিতে (ইব্ন যা'কির ও ইবনুল -আযরাক'-এর মতে) এবং ভ্যান হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত আরমেনীয় আরব আমীরাতসমূহের উপর অধিকতর কার্যকর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। পরবর্তী কালে এই আমীরাতসমূহ দিয়ার বাক্র-এর মারওয়ানী বংশের (দ্র.) প্রতিষ্ঠাতা বায ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের কর্তৃত্বেরও স্বীকৃতি দান করে।

হামদানীদের পরে আসে আযারবায়জান-এর মুসাফিরীয় বংশ (দ্র.)। ইহারা আরমেনিয়ার আমীরগণের নিকট হইতে কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আদায় করে, তাহাদের উপর কর ধার্য করে [দেখুন ইব্‌ন হাওকাল, ২য় সংস্করণ, ৩৫৪/৯৫৫-৯৫৬, (৩৫৪ হিজরী মুতাবিক খৃ. ৯৫৬-৬৬ হয়)-এর সূচীপত্রে] এবং দাবীন-এর অধিকর্তা হইয়া যায়।

তৃতীয় আশূত (৯৫২-৭৭ খৃ.) বাগরাতী (Bagratid) রাজ্যের রাজধানী আনী (দ্র.) নামক এক ক্ষুদ্র দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সমবাত জাঁকজমকপূর্ণ হর্ম্যরাজি নির্মাণ করিয়া ইহাকে প্রাচ্যের সুন্দরতম নগরীতে পরিণত করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই কার্‌স অঞ্চলকে বাগরাতী পরিবারের এক শাহযাদার সুবিধার্থে একটি রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। অধিকন্তু বায়যানটীয়গণ ৯৬৮ খৃ. অন্য এক বাগরাতী এর জায়গীর তারুন (Taron) অঞ্চলকে নিজেদের অধীন করে।

দ্বিতীয় সমবাত (Sambat ৯৭৭-৯৮ খৃ.) ও তাঁহার ভ্রাতা Gagik I (৯৯০-১০২০ খৃ.) প্রতাপ ও সাফল্যের সহিত রাজত্ব করেন, কিন্তু উপহাস্যাস্পদ পারিবারিক নীতির ফলে প্রতিবেশী খৃস্টান রাজ্যগুলির সহিত অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত থাকিতে হইত। খৃস্টান রাজ্যগুলিরও অবশ্য প্রতিবেশী মুসলিম আমীরদের সহিত সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল, যাহারা এক পর্যায়ে দাবীন দখল করে এবং আরমেনিয়ার উপর কর ধার্য করে, এমন কি কখনও কখনও আরমেনীয়গণ নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য তাহাদেরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিত। এইরূপে কার্‌স-এর বাগরাতী আমীর সমবাত-এর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য এবং মুসাফিরী আমীরকে আহ্বান করা হয়। ৯৮৭-৮৮ খৃ. সমবাত আযারবায়জান শাসন কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করিতে এবং পূর্ববর্তী বৎসরগুলির কর আদায় করিতে বাধ্য হন।

রাওওয়াদীয় মামলান-এর বিরুদ্ধে সংঘর্ষকালে উত্তর আরমেনিয়ার অন্যান্য আমীরাতের ব্যাপারে Gagik তায়ক-এর দাউদ-এর সহিত এক মৈত্রী চুক্তি করেন। তিনি আইবেরীয়ার একটি বিশাল অংশের অধিকর্তা ছিলেন এবং তিনি আনু. ৯৯৩ খৃ. দিয়ার বাক্‌র-এর মারওয়ানী আমীরের নিকট হইতে মালাযগার্দ (Malazgerd) অধিকার করিয়া লন। মামলান দুইবার পরাজিত হন। দ্বিতীয়বার তিনি ৯৯৮ খৃ. আর্জীশ-এর নিকটবর্তী Tsumb নামক স্থানে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উপরন্তু সম্রাট দ্বিতীয় বাসিল (Basil) সমগ্র আরমেনীয় রাজ্যগুলি দখল করার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি তায়ক-এর আমীর দাউদ-এর নিকট হইতে ৯৯০ খৃ. প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে, তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার এলাকায় দায়িত্ব তাঁহাকে দিয়া যাইবেন। দাউদ-এর মৃত্যুর পর সম্রাট ১০০১ খৃ. তায়ক ও সেই সংগে মালাযগার্দ নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

প্রথম Gagik-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জোহানেস সমবাত ও তাঁহার ছোট ভাই ৪র্থ আশূত-এর মধ্যে মসনদ লইয়া প্রতিযোগিতা, এই সুবাদে গুরজিস্তান ও ভাসপুরাকান (Vaspurakan)-এর রাজাদের হস্তক্ষেপ এবং প্রথম সালজূক আক্রমণ প্রভৃতি কারণে রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ২য় বাসিল এই সমস্ত ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি অংশত সংযোজনের মাধ্যমে এবং অংশত স্থানীয় নৃপতিগণের সহিত আপোসের মাধ্যেমে আরমেনিয়ার উপর তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তারে সাফল্য অর্জন করেন। শেষ আর্দযরুনী শাসক সেনেকেরিম (Senekerim) ১০২১ খৃ. তুর্কী আক্রমণের আশংকায় ভাসপুরাকান-এর দায়িত্ব বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের নিকট অর্পণ করেন। ইহার বদলে তিনি সীওয়াস (Sebasteia) অঞ্চল প্রাপ্ত হন, যাহাতে কাপাদোসিয়া (Cappadocia)-র অন্তর্গত অন্যান্য অঞ্চল Caesarea ও Tzamandos-কেও যুক্ত করা হয়। ভ্যান হ্রদ-এর মুসলিম আমীরাতসমূহ (আখলাত, আরজীশ, বারক্রি Berkri) ১০২৩ ও ১০৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অধিকৃত হয়। আনীর রাজা জোহানেস (Johannes) সন্ত্রস্ত হইয়া এবং বায়যানটিয়াম দ্বারা নিজের এলাকা বেষ্টিত দেখিয়া আনীর উপর মৃত্যু পর্যন্ত সাময়িকভাবে দখল বহাল রাখার জন্য তিনি সম্রাটকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করার কথা ঘোষণা করেন। ৪র্থ আশূত-এর মৃত্যুর (১০৪০ খৃ.) অব্যবহিত পরেই জোহানেসও মারা যান (১০৪১ খৃ.)। জোহান্নেস বাগরাতী রাজ্যের দখল-স্বত্বে তাঁহার অংশীদার ছিলেন। অবশেষে সম্রাট চতুর্থ মাইকেল (Michael) সমগ্র আরমেনিয়াকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং ৪র্থ আশূত-এর সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র দ্বিতীয় Gagik আরমেনীয় অভিজাতবর্গ (১০৪২ খৃ.) কর্তৃক বাদশাহ ঘোষিত হন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরেই কন্সটান্টাইন মনোমাকোস (Constantine Monomachos) আনী দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং জার্জিককে দুর্বল করিয়া দিবার লক্ষ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে গানজা-এর শাদ্দাদ (দ্র. শাদ্দাদ-বানূ) বংশীয়দের এবং দাবীন-এর আমীর আবুল-আস্‌ওয়ারকে প্রবৃত্ত করিতে দ্বিধা করিলেন না। দুই দিক হইতে বিপদে পরিবেষ্টিত জাজিক নিরুপায় হইয়া কন্সটান্টিনোপল যাইতে রাযী হইলেন এবং আনী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (১০৪৫ খৃ.)। তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ কাপাদোসিয়া (Cappadocia)-য় অবস্থিত কারসিয়ানোন (Charsianon) ও লিকান্দোস (Lykandos) প্রদেশদ্বয়ের কিছু ভূমি প্রাপ্ত হন। ইহার পর হইতে আরমেনিয়ার বৃহত্তর অংশ সরাসরি বায়যানটিয়াম কর্তৃক শাসিত হইতে থাকে এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে জনমনে অসন্তোষ ধূমায়িত হওয়ায় এবং কালসিদোনীয় (Chalcedonian) যাজকবর্গের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করায় আরমেনিয়ায় সালজূকদের সাফল্য অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। কারণ ইহার বাগরাতী রাজ্য সালজূকদের আক্রমণের পর ১০৬৪ খৃ. বায়যানটিয়াম কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইহার শেষ বাদশাহ জাজিক আবাস (Gagik Abas) ইহাকে সম্রাট ১০ম কন্সটান্টাইন দুকাস (Constantine Ducas)-এর নিকট সমর্পণ করেন। বিনিময়ে সম্রাট তাঁহাকে কাপাদোসিয়া (Cappadocia)-তে অবস্থিত ভূসম্পত্তির জায়গীর প্রদান করেন।

এইরূপে বাদশাহদের অনুসরণে আরমেনীয় জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ

অংশ বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। যাহা হউক, আরমেনীয়গণকে বহু পূর্ব হইতেই আরমেনিয়ার বাহিরে বাস করিতে দেখা যায়। ইহা সুজ্ঞাত যে, তাহরা বায়যানটীয় সাম্রাজ্যকে অসংখ্য সৈনিক ও বহু সেনাধ্যক্ষ, এমনকি কতিপয় সম্রাট পর্যন্ত উপহার দিয়াছিল। আরমেনীয়গণই বিখ্যাত মেলিয়াস (Melias)-এর নেতৃত্বে লিকান্দোস (Lykandos), যামান্দোস (Tzamandos), লারিসা (Larisa), সিমপোসিয়ন (Symposion) প্রভৃতি এলাকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ সময়ে ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বায়যানটীয় শক্তি কাপাদোসিয়া (Cappadocia)-র এই সমস্ত অঞ্চল পুনর্দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতঃপূর্বে 'আরবদের আক্রমণে ঐ সমস্ত অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। আরমেনীয়গণ এই ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন 'আরব-বায়যানটীয় যুদ্ধে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলেও আরমেনীয়দের বাস ছিল। তাহারা খলীফাগণের অধীনে চাকুরী করিত। তবে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'আলী আল-আরমানী। ইনি আরমেনিয়া ও আয়ারবায়জান-এর শাসনকর্তা আখ্যাত হইবার কিছুদিন পর ৮৬৩ খৃ., ইনতিকাল করেন। মিসরের তূলূনী সৈনবাহিনীতেও আরমেনীয়দের দেখা যাইত। যাহা হউক, বায়যানটীয় অঞ্চলে আরমেনীয়দের অভিবাসন ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সিলিসিয়া (Cilicia) ও উত্তর সিরিয়া অঞ্চলগুলিতে নূতন করিয়া জনপদ স্থাপনের সহায়ক হয়। এই অঞ্চলগুলি বায়যানটিয়াম কর্তৃক পুনর্বিজিত হয় এবং মুসলিম অধিবাসিগণ অপসারিত হন। ভূগোলবিদ মুক'াদ্দাসী (BGA, ৩খ., ১৮৯) বর্ণনা করেন যে, তাঁহার সমসাময়িক কালে আমানুস (Amanus) আরমেনীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। আসোগিক (Asoghik)-এর বর্ণনানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম খাচিক (৯৭২-৯৯২ খৃ.) -এর পোপতান্ত্রিক শাসনকালে (Pontificate)-আন্‌তাকিয়া ও তারসূস (Tarsus)-এ আরমেনীয় বিশপদের বাস ছিল। একাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলগুলি (কাপাদোসিয়া, কমাজিন-Commagene, উত্তর সিরিয়া, এমনকি মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ এডেসা)-তে আরমেনিয়দের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বহু আরমেনীয় কর্মকর্তা শহরগুলিতে শাসক হিসাবে বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে কাজ করিতেন। তাহারা সালজূক আক্রমণের প্রথম দিকে যে সমস্ত গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছিল উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরমেনীয় রাজ্যের (দ্র. আরমান) পত্তন করেন। এই যুগেই মিসরের ফাতিমীদের সহিতও আরমেনীয়গণকে দেখা যায়। আরমেনীয় বংশজাত বদ্‌র আল-জামালী (দ্র.) ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে সিরিয়ায় অবস্থিত মিসরীয় সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ পদে এবং পরে কায়েরো (১০৭৩-৯৪ খৃ.)-তে উযীর-এর পদমর্যাদায় উন্নীত হন। তিনি যেই সকল আরমেনীয় দ্বারা পূর্ব হইতেই নিজেকে পরিবেষ্টিত রাখিতেন প্রথমে তাহারা তাঁহারই সহিত মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল। অতঃপর প্রবেশ করে সেই সকল আরমেনীয় যাহাদেরকে তিনি তথায় ডাকিয়া আনেন এবং যাহারা কেবল সৈন্যবাহিনীতেই নয়, বরং প্রশাসনেও চাকুরী গ্রহণ করে। ফাতিমী খিলাফাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উযীর ছিলেন আরমেনীয়। ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন বাহ্‌রাম (দ্র.); ইনি খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করেন নাই। এইরূপে মিসরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরমেনীয়ের প্রবেশ ঘটে। ঐখানে তাহারা আরমেনীয় খানকাহ্ ও ইবাদতগাহ্ প্রতিষ্ঠিত করে, এমনকি ঐখানে একটি আরমেনীয় ক্যাথলিক গির্জা (Catholicosate)-ও স্থাপিত হয়। কয়েকজন ফাতিমী খলীফাও আরমেনীয়দের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতেন। এই সম্বন্ধে দ্র. M. Canard, Un vizir chretien a l'epoque fatimite, ALEO-তে, Algiers, ১২ (১৯৫৪ খৃ.) ও Notes sur les Armeniens en Egypte a l'epoque fatimite, ঐ, ১৩ (১৯৫৫ খৃ.)। তু. J. Laurent, Byzance et les Tures Seldjoucides dans l' Asie Occidentale jusquen 1081, Annales de l' Est-এ, ২৮ম সাল, Fase-2, প্যারিস ১৯১৪ খৃ. (১৯১৯ খৃ.)।

২। (খ) **তুর্কী ও মোঙ্গলদের অধীনে আরমেনীয়গণ** ঃ যখন উপরের অনুচ্ছেদের শেষাংশে বর্ণিত ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল তখন তুর্কোমানগণ, যাহাদের রাজ্য অনতিকাল পরেই সালজূক বংশের হস্তগত হয়, আরমেনীয় বায়যানটীয় সীমানা পর্যন্ত মুসলিম ইরানকে জয় করিয়া লইতেছিল। যদিও এই অগ্রাভিযান সম্পর্কে কখনও কখনও এইরূপ বলা হয়, প্রথম পর্যায় আরমেনিয়ার একাংশ বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণ এই আঘাত, সম্ভবত ইহা সত্য নহে (JA, ১৯৫৪ খৃ., ২৭৫, ২৭৯ ও ১৯৫৬ খৃ., ১২৯-১৩৪)। তবে ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কোমানদের আরমেনীয়দের জন্য এক ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ ছিল। তুর্কোমানগণ লুটপাটে ও ধ্বংসের কাল অতিবাহিত হইবার পর ১০৭১ খৃ. সংঘটিত মালাযগার্দ (দ্র.)-এর যুদ্ধ ছিল বায়যানটীয় কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তির সংকেত। ইতোমধ্যে তুর্কোমানগণ আরমেনীয়, কাপাদোসিয়া ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকায় স্থায়ী নিবাস স্থাপন করে। আযারবায়জান সীমান্তে আরমেনীয় এলাকা সালজূক সালতানাত-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মধ্য ও পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত আরমেনীয় এলাকাগুলি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়, যেমন আখলাত (দ্র.)। সুকমান আল-কুত্‌বী নামক এক সালজূক কর্মকর্তা ও সামন্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি "শাহ্-ই আরমান"—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসূচক উপাধি গ্রহণ করেন। আনী (Ani) [দ্র.] রাজ্যটি সালজূকগণ কর্তৃক আররান-এর প্রাক্তন কুর্দী বংশের একটি শাখা শাদ্দাদীদের নিকট প্রদত্ত হয় (V. Minorosky, Studies in Caucasian History, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৭৯-১০৬) এবং সর্বশেষ এরযেরূম এ সালতূকী (Saltukids) ও এরযিনজান-এ মানগুজাকীয় (Mangudjakid) স্বায়ত্তশাসিত তুর্কোমান ক্ষুদ্র রাজ্যদ্বয় স্থাপিত হয়। অন্যদিকে কাপাদোসিয়া-এর দানিশমান্দী এবং আনাতেলিয়া ও তাউরূস-এর সালজূকগণ মালাতিয়া দখলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত আরতুকীগণ কর্তৃক দিয়ার বাক্‌র অধিকৃত হয়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় দিয়ার বাক্‌র-এর একটি বৃহৎ অংশ এবং আখলাত রাজ্য মিসর ও সিরিয়ার আয়্যূবীগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। অতঃপর আরমেনিয়া ও এশিয়া মাইনরের উপর খাওয়ারিযমীগণের সাময়িক আক্রমণের পর এরযিনজান ও এরযেরূম এবং

সেই সংগে আখলাত রাজ্য একত্রে এশিয়া মাইনরের যুক্ত ও শক্তিশালী সালজূক সালাতানাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, আররান ও আনী অঞ্চলগুলিতে আরমেনীয়গণ স্বাধীন না হইলেও অন্ততপক্ষে খৃস্টান (অবশ্য ভিন্ন গির্জার) সাম্রাজ্যের শাসনভুক্ত হয়। এইভাবেই আযারবায়জান-এর আতাবিক ও শাদ্দাদীদের ক্ষতিসাধন করিয়া গুরজিস্তানীদের সম্প্রসারণের ফলে আরমেনীয়দের জন্য পুনরায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও কিছু কিছু আরমেনীয় (সালজূক) আক্রমণকারীদের সহিত সমঝোতায় আসে এবং অধিকাংশ আরমেনীয় যে কোন কারণে তাহাদের সহিত আপোসরফা করার চেষ্টা করে, তবুও প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘটিত লুটতরাজ তীব্রতর হয় এবং অভিবাসন বৃদ্ধি পায়। ইহা ছিল বায়যানটীয় নীতি দ্বারা প্রণোদিত। অতঃপর ইহা তাউরূস পর্বতমালা ও সিলিসীয়া (Cilician) সমতল এলাকার দিকে প্রসারিত হয়। মালাযগির্দ যুদ্ধের পর কিছু কালের জন্য সিলিসীয় তাউরূস হইতে মালাতিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সেই সংগে এডেসা ও আনতাকিয়া ভূতপূর্ব আরমেনীয় বায়যানটীয় সেনাধ্যক্ষ ফিলারিটেস (Philaretes)-এর নিয়ন্ত্রণে পুনঃসংযুক্ত হয়। ইঁহার বংশধরগণ ক্রুসেডারদের আগমন কাল পর্যন্ত তুর্কী কর্তৃত্বাধীন তাউরূস, এডেসা ও মালাতিয়াতে তাহাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন। এই সময় সিরিয়া-ফুরাত সীমান্ত এলাকার আরমেনীয় জনগণ আনতাকিয়া ও এডেসার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অন্তর্গত হইয়া যায়। কিন্তু সিলিসিয়াতে রূপানী (Rupenians) নামক এক রাজবংশ ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে, ইহার অভ্যুত্থান যাহা ১১৯৮ খৃ. মহামতি লিও (Leo)-এর শাহী উপাধির স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে বলবৎ হইয়া যায়। এই অভ্যুত্থান এত অধিক সংখ্যক আরমেনীয়কে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, এলাকাটিকে 'ক্ষুদ্র আরমেনিয়া' বলিয়া অভিহিত করা সংগত হইত। এইখানে আমাদের ইহার ইতিহাসের অনুগমন করার প্রয়োজন নাই, বরং এই ঘটনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন যে, প্রতিবেশী ও শত্রুভাবাপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যুবরাজ স্লিহ (Mleh) সাময়িকভাবে (১১৭০-১১৭৪ খৃ. পর্যন্ত) নূরুদ্দীন (দ্র.)-এর আশ্রয় লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের আর এক কারণ ছিল এই যে, ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে এক দীর্ঘ সময়ের জন্য নূতন হীথুমীয় (Hethumian) রাজবংশের আমলে এই রাজ্যকে এশিয়া মাইনরের সালজূকদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় এবং কিয়ৎকাল উহাদের প্রতি এক অস্পষ্ট আনুগত্য প্রদর্শন করিতেও বাধ্য হয় (তু. P. Bedoukian কর্তৃক রচিত রচনাবলী, যাহা Amer Numismatic Society কর্তৃক প্রকাশিত)।

যাহা হউক, প্রাথমিক পর্যায়ের ধ্বংসকাণ্ডের অবসান হইলে সংঘটিত হয় স্থিতিশীল রাষ্ট্রসমূহ। মুসলমানদের শাসনাধীনে আরমেনীয়দের অদৃষ্ট প্রাথমিক যুগের মুসলিম শাসন কালের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। আরমেনীয় ঐতিহাসিকগণ মালিক শাহ্-এর বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যদি তাঁহার আমলকে একেবারে বাদ দিয়াও দেখা হয় তাহা হইলেও এই যুগে এশিয়া মাইনরের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে সংঘটিত প্রধান অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে কিছু বলা দুরূহ হইয়া পড়ে। এইখানে যাজকীয় প্রতিষ্ঠান খান্‌কাহ ও কিছু সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা (তু. S. Der Nersersian, Armenia and the Byzantine Empire, হার্ভার্ড ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১৩৩) এবং বড় বড় আরমেনীয় শহর, যেমন এরযিন্‌জান ও এরযেরূম বিদ্যমান ছিল। কেবল যেই দুই-একটি নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার পিছনে ছিল বিশেষ বিশেষ কারণ। এই সব ঘটনার মধ্যে সর্বপ্রথম আনুমানিক ১১৮০ খৃ. জাবাল সাস্‌সূন-এর আরমেনীয়দের পাইকারীভাবে হত্যার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল স্বায়ত্তশাসিত তুর্কোমান ও কুর্দীদের মধ্যে গোলযোগের কারণে, বিশেষ করিয়া ফ্রাঙ্কদের হাত হইতে ১১৪৪ খৃ. যান্‌গী কর্তৃক ও ১১৪৬ খৃ. নূরুদ্দীন কর্তৃক এডেসা পুনরুদ্ধারের সময়। এই সময় এডেসার খৃস্টান জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময়ে আরমেনীয়গণ তাহাদের মুসলিম শাসকদের হাতে যে নিগৃহীত হইয়াছে ইহার পিছনে কোন ধর্মীয় কারণ ছিল না, বরং রাজনৈতিক কারণ ছিল। ফ্রাংকদের সহিত কিছু কিছু সংঘর্ষ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের আরমেনীয়দের অধিকাংশই সাধারণত তাহাদের 'দুষ্কর্মের সহচর'রূপে কাজ করিত। আরমেনীয় গির্জা, বিশেষত বৃহৎ আরমেনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে বসবাসরত আরমেনীয়দের মধ্যে উপর্যুপরি গোলযোগের ইহাই অন্যতম কারণ। সর্বোপরি তাহাদের লক্ষ্য ছিল যে, তাহারা কোনমতেই তাহাদের প্রভুদের অসন্তোষের কারণ ঘটাইবে না। সিলিসিয়া-এর আরমেনীয়গণের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ইহারা লাতীন দুনিয়ার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিল। অনুরূপভাবে মোঙ্গল আক্রমণও তাহাদের কাম্য ছিল, যেসব কারণে মুসলিম শক্তিবর্গের মন-মানসিকতায় আরমেনীয়দের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিকটপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা করে। তাহাদের বিজিত মুসলিম দেশগুলিতে মোঙ্গলগণ সাধারণত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করিয়া খৃস্টান সম্প্রদায়ের সমর্থনের উপর নির্ভর করিত। প্রাচ্যের স্বধর্মাবলম্বীদের নিকট হইতে আশাব্যঞ্জক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথম হিথুম (Hethum I) সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল এলাকায় মোঙ্গলদের অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আরমেনীয়দের এই কার্য মুসলমানদের আক্রোশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে মিসরের মামলূকগণ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যখন অভিযান পরিচালনা করে তখন তাহাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল সিলিসীয় রাজ্য। ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আরমেনীয়গণ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে এবং সিলিসীয় রাজ্যের রাজধানী সিস (Sis) ১৩৭৫ খৃ. বিজিত হয়। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে ক্যাথলিকদের রাজধানীকে স্থানান্তরিত করিয়া আরাক্সাস নদীর নিকটবর্তী এতশ মিয়াদযিন (Etchmiadzin)-এ স্থাপন করা হয়।

তবে বৃহৎ আরমেনিয়ায় দীর্ঘকাল অবস্থা অনুকূল ছিল না। আনুমানিক ১৩০০ খৃ. মোঙ্গলগণ মুসলমান হইয়া যায়। যদিও এতদ্বারা তাহাদের উদারতা প্রভাবিত হয় নাই, তবুও কোনও বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নও উঠে নাই। অধিকন্তু মোঙ্গল শাসন আরমেনিয়াতে যাযাবরদের সংখ্যা বৃদ্ধি

THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

করে বিশেষ করিয়া তুর্কোমান যাযাবরদের প্রাধান্য এত বৃদ্ধি পায় যে, কৃষকগণ, যাহাদের অধিকাংশই ছিল আরমেনীয়, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী কালে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মত বৃহৎ আরমেনিয়াকেও তীমূরের প্রচণ্ড আক্রমণ বরদাশ্ত করিতে হয় এবং ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে আক-কোয়ুনলূ (দ্র.)-এর তুর্কোমান রাজবংশের অধীনে একটি স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত রাজ্যের পত্তন হইলেও উহা আরমেনীয় সমাজের সাবেক শক্তি ফিরাইয়া আনার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। এই সময় বহু আরমেনীয় পুনরায় স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশই প্রধানত কৃষ্ণসাগরের উত্তর অঞ্চলগুলিতে গিয়া বসতি স্থাপন করে। তখন পর্যন্ত উছমানী তুর্কী ও সাফাবীদের মধ্যে আরমেনীয় ভূখণ্ডে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং পরবর্তী কালে আযার্বায়জান্-এর আরমেনীয়দের একটি অংশকে সামরিক নিরাপত্তার পদক্ষেপ হিসাবে ইস্ফাহান ও অন্যান্য স্থানে নির্বাসিত করা হয়। আধা স্বায়ত্তশাসিত রাজশক্তিসমূহ আযারবায়জান-এর উত্তরে অবস্থিত কারাবাগ পর্বতমালা এলাকায় ক্ষয়িষ্ণু ভাগ্য লইয়া টিকিয়া ছিল, তবে ১৮শ শতাব্দীতে ইহারও অবসান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (সাধারণ রচনাবলীর অতিরিক্ত)ঃ একাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের নিকট প্রাচ্যের ইতিহাস সম্পর্কিত সমস্ত ভাষায় যেই সমস্ত সাধারণ সূত্র রহিয়াছে এইখানে সেইগুলির উল্লেখ করা হইবে না।

এই সম্পর্কিত সমীক্ষা, ক্রুসেড যুদ্ধের আলোচনা, Syrie du Nord-এ উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার সম্পর্কে আলোচনা নিম্নে পাওয়া যাইবে, পৃ. ১-১০০। এইখানে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরমেনীয় ঐতিহাসিকগণের বিবরণী বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করা হইবে, বিশেষভাবে এডেসার মথি (Matthew) ও অজ্ঞাতনামা 'রাজ ঐতিহাসিক' আলীশান-এর রচনাবলীতে ব্যবহৃত ও নিম্নে উল্লিখিত (মূল পাঠের একটি সংস্করণ Skinner-এর তৈরি)। মোঙ্গলদের বিজয় যুগের বৃহৎ আরমেনিয়ার ঐতিহাসিকগণ সম্পর্কেও এইখানে উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্তদের ব্যাপারে The History of the Nations of the Archers যাহা সাধু মালাচি (Malachi the Monk)-র লেখা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদনা ও অনুবাদ করিয়াছেন R. P. Blake ও R. N. Frye (Harvard Journal of Asiatic Studies. xii, ১৯৪৯খৃ.)। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল, ইহার প্রকৃত লেখক Akanc-এর গ্রেগরী (Gregory)। মধ্যযুগের শেষ দুই শতাব্দীর জন্য আরমেনীয় ভাষায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য মেডযোফ (Medzoph)-এর টমাস (Thomas)-এর ইতিহাস গ্রন্থ যাহার অংশবিশেষ ভাষান্তরিত করিয়া F. Neve ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থ Expose des guerres de Tamerlan etc.(ব্রুসেল্স ১৮৬০ খৃ.)-এ সংযোজিত করিয়াছেন। সাফাবী যুগের জন্য দেখুন তাব্রীয-এর আরাকেল (Arakel), অনু. M. F. Brosset, Collection d'Auteurs armeniens, ১খ.। আধুনিক রচনাবলী ঃ (১) J. Laurent, Byzance et les Turcs Seldjoucides, 1920; (২) Cl. Cahen, La premiere penetration turque en Anatolie, Bayzantion 1948; (৩) ঐ লেখক, La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, 1940; (৪) De Grousset ও Runciman কর্তৃক প্রণীত ক্রুসেডের ইতিহাসসমূহ ও ফিলাডেল্‌ফিয়া (Philadelphia)-র History of the Crusades (লেখক পর্ষদকৃত); (৫) L. Alishan, Sissouan, ফরাসী অনু., ভেনিস ১৮৯৯ খৃ.; (৬) Recueil des Historiens des Croisades, Historiens arminens, ১খ., Dulaurier কর্তৃক লিখিত উপক্রমণিকা; বর্তমান কালের অন্যান্য বিশেষ পাঠসমূহের অন্তর্গত; (৭) O. Turan, Les Seldjoucides et leurs sujets non-Musulmans, Studia Islamica, ১খ., ১৯৫৩ খৃ.।

(২) (গ) উছমানী আরমেনিয়া ঃ উছমানীগণ ১৪শ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রথম বায়াযীদ-এর অধীনে পশ্চিম আরমেনিয়া এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীতে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ও প্রথম সালীম-এর অধীনে পূর্ব আরমেনিয়া জয় করে। তাঁহারা অবশেষে সমগ্র আরমেনিয়া, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আরমেনিয়ার (ফুরাত নদীর উজান এলাকা দ্বারা মোটামুটিভাবে বিচ্ছিন্ন) উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। পারস্য ও তুর্কী রীওয়ান (Revan)-এ অবস্থিত ইরিভান (Erivan বা Erevan) যাহা Ecmiadzin (তুর্কী ভাষার Uc Kilise)-এর যাজকীয় নিবাস এবং আরমেনিয়ার রাজন্যবর্গের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল তাহা তাঁহাদের অধিকৃত এলাকা বহির্ভূত ছিল। এই অঞ্চল ট্রান্স-ককেশিয়ার মধ্যআরাক্সাস-এ অবস্থিত এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া তুর্কী ও পারস্যবাসীদের মধ্যে বিবাদ চলিয়াছিল। এই বিবাদের ফলে তুর্কোমান-চায়-এর সন্ধিচুক্তি (১ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮) দ্বারা ইহা রুশদের হাতে সমর্পিত হয়। অতঃপর রুশগণ এই অঞ্চলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় আরমেনিয়া প্রজাতন্ত্র (Soviet Federal Republic of Armenia) প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলের দক্ষিণে আরারাত (তুর্কী আগরীদাগ, আরমেনিয়া, মাসিস) পর্বতমালা অবস্থিত। পশ্চিমা পর্যটকগণ এই পর্বতমালার উপর হযরত নূহ' (আ) কিশ্তীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করার লক্ষ্যে প্রায়শ অনুসন্ধান অভিযান চালান। তাঁহাদের বিশ্বাস এইখানেই উহা রহিয়াছে। তুর্কী, পারস্য দেশীয় রুশীয় সীমান্ত এই স্থলেই মিলিত হইয়াছে।

অন্যদিকে কার্স প্রদেশ ১৮৭৮ খৃ. রুশীয়দের নিকট সমর্পিত হয় এবং ১৯১৮ খৃ. তুরস্ক উহা পুনরুদ্ধার করে। উছমানী প্রশাসনিক পরিভাষায়, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় শক্তিসমূহের নিকট প্রতিশ্রুত সংস্কারসমূহের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে গৃহীত বিলায়েতে সিত্তা বা ৬টি প্রদেশ (অর্থাৎ আরমেনীয়গণ কর্তৃক অধ্যুষিত), যথা ভ্যান, বিতলিস (অথবা তার পরিবর্তে মুশ), এর্‌যেরুম, হারপুত, সিওয়াস ও দিয়ার বাক্র। মারাশের সান্‌জাক্‌কে এই চুক্তির আওতায় আনা হয় নাই যাহা আলেপ্পোর সাবেক বিলায়েতের অংশ ছিল। তদ্রূপ আদানার সাবেক বিলায়েত (সিলিসিয়া বা ক্ষুদ্র আরমেনিয়া এই শব্দটির সীমিত অর্থে)-এর অংশ বিন্যাস করিয়া উহাকেও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

তুর্কী আধিপত্যের ফলে আর্মেনীয়গণ তুর্কীদের অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। তাহারা ধর্মীয় পার্থক্যের ফলে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করিয়াছিল। অনেক আরমেনীয়, বিশেষ করিয়া পুরুষগণ ক্যাথলিক সম্প্রদায় তুর্কী ভাষাকে তাহাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

কনস্টান্টিনোপল দখলের পরে আরমেনীয় সমাজ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৪৫৩ খৃ. পর্যন্ত এই সমাজের শীর্ষে ছিলেন তিনজন যাজক শাসক বা কাতোগিকোস (Katoghikos, Katholikos)। যথা (১) এচমিয়াদ্‌যিন (Ecmiadzin)-এর যাজক-শাসক, যিনি ১৪৪১ খৃ. হইতে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত; (২) সিলিসিয়াতে সিস Sis (বর্তমানে কোযান)-এর যাজক-শাসক, যিনি এই শহরে ১২৯২ খৃ. হইতে বিদ্যমান ছিলেন এবং পূর্বোক্তদেরকে স্বীকার করিতেন না; (৩) ১১১৩ খৃ. হইতে আগ্‌তামার (ভ্যান হ্রদে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ)-এর শাসক। জেরুসালেম-এর আরমেনীয় বিশপও যাজক-শাসকের (Patriarch) উপাধি ও সম্মান-চিহ্নাদি গ্রহণ করেন।

বায়যানটিয়াম জয়ের পর দ্বিতীয় মুহাম্মাদ তাঁহার রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া ব্রুসা (Brusa)-এর আরমেনীয় বিশপ জোয়াচিম (Joachim)-কে ইস্তাম্বুল-এ তলব করেন এবং তাঁহাকে গ্রীক নৈষ্ঠিক গির্জা (Greek Orthodox church)-এর যাজকদের ন্যায় বিশেষ অধিকার দিয়া যাজক-শাসক (Patriarch) নিযুক্ত করেন। এইভাবে আরমেনীয় "জাতি" (মিল্লাত) গঠিত হয়। একটি পাদরী পরিষদ ও একটি অযাজক পরিষদ যাজক-শাসককে সহায়তা করিত। তিনি সাধারণ বিশপগণ অপেক্ষা উচ্চতর প্রধান ধর্মাচার্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেন। তাঁহাকে বলা হইত 'মীর খাস্‌সা'। ইহার সঠিক অর্থ সাধু ধর্মযাজক-"Saint Priest" সিরীয় মারকাস্‌সা হইতে গৃহীত। তুর্কী আরবী মুরাখ্‌খাস শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে)। কন্সটান্টিনোপল-এর যাজক-শাসক (Patriach)-এর আবাসস্থল ছিল কুমকাপু (Kum Kapu) মহল্লায়।

তখন হইতে আরমেনীয়দের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। পরে ইহারা তুরস্কের আর্থ-সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য যে, তাহারা আধিকোষিক (Bankers, সাররাফ সঠিক অর্থে অর্থ-পোদ্দার "Money changers") হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। উবিসিনি (Ubicini) [Letters sur la Turquic, ১৮৫৪ খৃ., ২খ., ৩১১-৩১৪] প্রাদেশিক শাসনকর্তা (pashas) এবং সামগ্রিকভাবে উছমানী সরকারের সহিত তাহারা যেই লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল উহার প্রকৃত মাত্রা সম্পর্কে এক সুন্দর বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাহারা বণিকও ছিল (অধিকংশই বস্ত্র ব্যবসায়ী) এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল সুদক্ষ কাফেলা অধ্যক্ষ–যাহারা ইসতাম্বুল, মোলদাবিয়া, পোল্যান্ড (Lemberg, Lwow), নুরেনবার্গ, ব্রুজেন্স ও এন্টোয়ার্প (Antwerp)-এর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিত। শিল্পী হিসাবে তাহারা ছিল স্থপতি, রংমিস্ত্রি, রেশমী কাপড় ও বারুদ তৈরির কারিগর ও মুদ্রাকর (ইস্তাম্বুলে আরমেনীয় ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৬৭৯ খৃ.)। য়াহূদীদের ন্যায় উহারাও তরুণ তুর্কীদের বিপ্লব পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে কর্ম গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত ছিল।

উছমানী আরমেনিয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ছিল ঃ (১) ধর্মীয় কোন্দল ঃ ইহার ফলে একটি ক্যাথলিকমণ্ডলী (Uniate) গঠিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ উৎপীড়ন সংঘটিত হয়। প্রটেস্টান্টদের (Protestant) প্রচারণার ভূমিকা এই ক্ষেত্রে যৎসামান্যই ছিল। (২) বিপ্লবাত্মক কর্মতৎপরতা, (৩) অবদমন ও পাইকারী হত্যাকাণ্ড।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরমেনিয়ায় রোমান প্রচারণা বিক্ষিপ্তভাবে কার্যকর ছিল। ফ্লোরেন্সের বিশ্বজনীন খৃস্টান পরিষদ (১৪৩৮-১৪৪৫ খৃ.) ও ১৫৮৭ খৃ. প্রখ্যাত পোপ সিক্সটাস কুইন্টাস আবার এই প্রচারণা শুরু করেন। ফলে নব জাগরণ আসে কিন্তু ইহার বৃহত্তর চালিকা শক্তি পরিদৃষ্ট হয় মেশিতার (Mechitar)-এর মধ্যে (জন্ম ১৬৭৫ খৃ. সিওয়াস নামক স্থানে এবং মৃত্যু ভেনিস-এ ১৭৪৯ খৃ.)। জেসুইটগণ (Jesuits) কর্তৃক ক্যাথলিক মতবাদে দীক্ষিত হইয়া তিনি এক উল্লেখযোগ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা তাহার নাম বহন করিত। ভেনিস প্রজাতন্ত্র ১৭১৭ খৃ. লিদো (Lido)-র নিকটবর্তী সেন্ট লাযার (Saint-Lazare)-এর ছোট দ্বীপটি মেশিতারপন্থীদের (Mechitarist) নিকট অর্পণ করে। এইখানে একটি পুরাতন কুষ্ঠ হাসপাতালে তাহাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মেশিতার-এর মৃত্যুর পর কলহ-বিবাদ সংঘটিত হয় এবং কিছু সংখ্যক পাদরী ট্রিয়েস্টে (Trieste) ও পরে ভিয়েনায় চলিয়া যায় (১৮১০ খৃ.)। পাড়ুয়া (Padua)-তেও এই সম্প্রদায়ের একটি উপশাখা ছিল যাহা প্যারিস-এ স্থানান্তরিত হয় এবং সেইখানে বিশ বৎসর কাল স্থায়ী হয়। মেশিতারপন্থীদের অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী পাঠাগার (অসংখ্য প্রাচ্য দেশীয় পাণ্ডুলিপি) ও ছাপাখানা ছিল। এইসব ছাপাখানায় তাহারা ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিত, যাহাতে তুর্কী ও আরমেনীয় জ্ঞান চর্চাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এমনকি মেশিতার-এর জীবৎকালেই উচ্চাভিলাষী ক্যাথলিক প্রচারণা সমাজের ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে। এই উচ্চাভিলাষ গ্রেগরীয় মতাবলম্বী ধর্মযাজকদের মধ্যে এক প্রাণবন্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ধর্মীয় সম্প্রদায় উছমানী শাসনের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়। উছমানী কর্তৃপক্ষ এইসব ফিরিঙ্গী ষড়যন্ত্র পসন্দ করিতেন না।

আরমেনীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শহীদ ছিলেন যাহারা তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস বর্জন করিতে অস্বীকৃতি জানান— এইরূপ ঘটিয়াছিল Der Gomidas বা Don Cosme ও তাহার দুইজন অনুসারীর ক্ষেত্রে (১৭০৭ খৃ.)। তিনি কারবোনানো-Carbognano)-এর কসমি কোমিদাস (Cosme Comidas)-এর পিতামহ ছিলেন। তিনি ছিলেন স্পেনীয় দূতাবাসের একজন দোভাষী এবং ইতালীয় ভাষায় একটি তুর্কী ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতা (রোম ১৭৯৪ খৃ.)। ১৭৫৯ খৃ. ক্যাথলিকগণ পুনরায় নিপীড়নে পতিত হয়, এমনকি ১৮১৫ খৃ. দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর শাসন আমলেও। অন্যদিকে তাহারা ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও জেসুইটগণকে মিত্র হিসাবে লাভ করে। এইরূপে অপরিণামদর্শী M. de Ferriol তুরস্কের

সরকারের নিকট হইতে উচ্চ পর্যায়ের ধর্মযাজক আভিদিস (Avidis)-কে নির্বাসি করার অনুমোদন লাভ করেন। তিনি ক্যাথলিকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিকে যবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং বাসতিল (Bastille)-এ কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি প্যারিসে ১৭১১ খৃ. ফ্রাঁসোয়ো পেটিস দি লাক্রোয়া (Francois petis de la Croix)-এর গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। এই একই সময়ে জেসুইটগণ আরমেনীয় ছাপাখানা বন্ধ করার নির্দেশ লাভ করে।

জেনারেল গুইলিমিনোট (Guilleminot)-ও একজন ফরাসী রাষ্ট্রদূত। তিনি ১৮৩০ খৃ. ক্যাথলিকদের জন্য একটি পৃথক গির্জাকেন্দ্রিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রাপ্ত হন এবং ১৮৬৬ খৃ. Mgr. Hsasun সমগ্র উছমানী সাম্রাজ্যের জন্য সিলিসিয়ার ক্যাথলিক-আরমেনীয় উচ্চ ধর্মযাজক উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ইতোপূর্বে কন্সটান্টিনোপল-এর Patriarchal Vicar হইয়াছিলেন।

আরমেনীয় বিদ্রোহসমূহের কারণ হিসাবে কোন্ বিষয়গুলিকে নির্দেশ করা যায়? নিশ্চয়ই উহার মূলে হিতসাধনের কোন বিবেচনা ছিল না। নিরপেক্ষ লেখক উবিসিনি (Ubicini, পূ. গ্র., ২খ., ৩৪৭) লিখিয়াছেন, তুরস্কের সরকারের অধীনে সকল জাতির মধ্যে আরমেনীয়রা হইতেছে এমন একটি জাতি যাহাদের অধিকাংশ স্বার্থ আর তুর্কীদের স্বার্থ একই যাহারা সেই সমস্ত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত মনোযোগী ছিল। আরও দেখুন Victor Berard, La Politique du Sultan (২য় 'আবদুল-হা'মীদ), ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১৪৯। সরকারী ভাষ্যসমূহে এবং গ্রীক ও মেসেডোনীয় (Macedonian)-দের সহিত তুলনাকালে আরমেনীয়গণকে বলা হইত মিল্লাত-ই স'াদিক'া, বিশ্বস্ত জাতি। আরমেনীয়দের অসন্তুষ্টির কারণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ (১) কুর্দী ও সারকাসীয় (Circassion) শরণার্থীদের বিরক্তিকর ও পীড়াদায়ক আচরণ এবং তাহাদের লুটপাট ও রাহাজানিমূলক কার্যকলাপ; (২) উছমানী কর্মকর্তাগণের অবহেলা ও বলপূর্বক অর্থ আদায়করণ; (৩) রুশীয় প্ররোচনা, বিশেষ করিয়া ১৯১২ খৃ. হইতে ইহার সূচনা; (৪) সাধারণত এই নির্ভীক এক জাতির মধ্যে তীক্ষ্ণ স্বাধীনতাপ্রীতি যাহারা পৃথিবীর প্রাচীনতম বিখ্যাত জাতিগুলির অন্যতম বলিয়া গর্ব করিত এবং এক সময়ে স্বল্প কালের জন্য স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া হা-হুতাশ করিত, এমনকি কতিপয় এলাকা ছিল কার্যত স্বাধীন। উদাহরণস্বরূপ, যায়তুন (বর্তমান সুলায়মানলী মার'আশ-এর বর্তমান বিলায়েত-এ অবস্থিত)-এর অজেয় পাহাড়ী অধিবাসিগণ, হাচিন (বর্তমান সাইমবেলী=Saimbeyli, সীহান-এর বর্তমান বিলায়েত-এ) ও সাসুন (কাবিলকোয=Kabilcoz, Siirt-এর বর্তমান বিলায়েত-এর অন্তর্গত); (৫) বিপ্লবী দলসমূহের তৎপরতা, যাহা কখনও কখনও বিশেষভাবে উদ্ধত রূপ গ্রহণ করিত; যেমন প্রকাশ্য দিবালোকে ২৪ জন আরমেনীয় কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণ এবং গালাতা (Galata)-য় অবস্থিত উছমানী ব্যাংক অবরোধ (২৬ আগস্ট, ১৮৯৬ খৃ.)। চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবিগণকে বলা হইত তাশনাকসুতয়ূন (Tashnaksutyun)। হিনচাক (Hincak) নামক একটি অধিক মধ্যপন্থী দল ছিল। আভিদিস নাযারবেক (Avidis Nazarbek) কর্তৃক ১৮৬৭ খৃ. ইহা প্যারিসে গঠিত হয়। আভিদিস নাযারবেক ছিলেন ককেশাস হইতে আগত একজন আরমেনীয়।

এই ব্যাপারগুলি যুলুম ও নির্যাতনের নিদারুণ পরিস্থিতি আনয়নের কারণ বা অজুহাত হিসাবে কাজ করে। পরিণামে জনগণ পাইকারী হারে নির্বাসন ও গণহত্যার শিকার হয়। কর্তা ব্যক্তিদের মৌন সমর্থন অথবা উস্কানিতে এমন কিছু লোকের মধ্যেও ধর্মীয় উন্মাদনা ও গোত্রীয় বিদ্বেষের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যাহারা ছিল প্রকৃতিগতভাবে সদয়, এমনকি বীর ও বিনয়ী। তুরস্কে আরমেনীয়দের নির্যাতন এরযরুমের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সূচিত হয় (২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০ খৃ.), বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়া ইহা অতিবাহিত হয়, স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, বিশেষ করিয়া ১৮৯৫-৯৬ ও ১৯০৯ খৃ. (আদানা) ও ১৯১৫ খৃ. ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহা তুংগে পৌঁছে। এই সময় নবীন তুর্কী সরকার কর্তৃক আরমেনীয়দের উপর একের পর এক দমন নীতি প্রয়োগ করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আরমেনীয় তুর্কী যুদ্ধ ঃ ১৯১৭ খৃ. তুরস্কের ত্রেবিযোন্দ (Trebizond) ও এরযিন্কান (Erzincan)-এর পশ্চিম দিকস্থ এলাকায় বলশেভিক রুশ বাহিনীর (Bolshevised Russian Front) চরম বিপর্যয়ের পরে ট্রান্সককেশীয় সরকার কর্তৃক গঠিত আরমেনীয় সৈন্যদলকেই তুর্কী পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করায় ব্যাপৃত হইতে হয়। কিন্তু এই সৈন্যদল তুর্কীদের নিকট পরাজিত এবং তুর্কী সীমানা হইতে বিতাড়িত হয়। তুরস্ক ৪ জুন, ১৯১৮ তারিখে আরমেনীয় প্রজাতন্ত্রের সহিত বাটুম্ (Batum) সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯২০ খৃ. মুসতাফা কামাল পাশা এক অঘোষিত যুদ্ধাবস্থার অবসানকল্পে পঞ্চদশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কাযিম কারা বাকি'র পাশাকে উত্তর-পূর্ব রণাংগনে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তাশনাক (Tashnak) ঐক্যজোটভুক্ত 'সংযুক্ত আরমেনীয় প্রজাতন্ত্র'-এর সৈন্যবাহিনী পুনরায় পরাজিত হয় এবং ২ ডিসেম্বর, ১৯২০ তারিখে আলেকজান্দ্রোপোলিস (Alexandropolis) তুর্কী গুমরু (Gumru), আধুনিক নাম লেনিনাকান্ (Leninakan)-এর সন্ধি চুক্তি তুর্কীগণ কর্তৃক হাসিলকৃত বিজয়সমূহকে অনুমোদন করে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কার্স শহর পুনরুদ্ধার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ যতদূর জানা যায়, বিশেষ করিয়া তুর্কী আরমেনীয় বিষয়ক কোন রচনাবলী কোন প্রাশ্চাত্য ভাষায় নাই (আরমেনীয় ভাষায় রচিত রচনাবলী অবশ্য রহিয়াছে) যেই সকল তথ্যোৎস বিদ্যমান রহিয়াছে সেইগুলিও অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। ঐ সমদুয় রচনাতে এমন সব তথ্য রহিয়াছে যাহার অধিকাংশই তুরস্কের উপর রচিত সাধারণ রচনাবলীর যত্রতত্র খোঁজ করিলেই পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণিত রচনাবলী উল্লেখযোগ্য ঃ (১) Amedee Jaubert, Voy. en Arm. et en Perse, 1821; (২) Comte de Cholet, Arm. Kurdistan et Mesopotamie, 1892; (৩) Andre Mandelstamm, La Societie des Nations et les Puissances devant le probleme armen, 1925; (৪) Aghasi, Zeitoun depuis les orig. Jusqu'a l'insurrection de 1895,

অনু. Archag Tchobanian, ভূমিকা, Victor Berard, 1897; (৫) L. Nalbandian, The Armenian Revolutioary Movement, ১৯৬৩ খৃ.। বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের উপর প্রচুর রচনাবলী রহিয়াছে। নিম্নে মাত্র কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইলঃ (৬) Le Traitement des Armen dans l'Emp. Ott. (১৯১৫-১৯১৬ খৃ.), Blue Book হইতে উদ্ধৃত, Viscount Bryce-এর ভূমিকাসহ, ১৯১৬ খৃ.; (৭) Rene Pinon, La Suppression des Armen, ১৯১৬ খৃ.; (৮) Les massacres d'Armenie, temoignages des victimes, ভূমিকা G. Clemenceau, ১৮৯৬ খৃ.; (৯) খাতিরাত-ই সাদর-ই আস্‌বাক্ কামিল পাশা, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১১, ২য় সং., ১৮৪ প.; (১০) সাঈদ পাশা, কামিল পাশা খাতিরাতিনা জিওয়াবলারী, ইস্তাম্বুল ১৩২৭/১৯০৯, ৭৮ প.।

J. Deny

৩। বিভাগ, প্রশাসন, জনসংখ্যা, বাণিজ্য, প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প।

বিভাগ ঃ যেহেতু সীমা চিহ্নিতকরণের দিক দিয়া আরমেনিয়ার আয়তন বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাই এই নামের এলাকাটিকে যে সমস্ত অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তাহা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে নাই। প্রাচীন কালে আরমেনীয়গণ (দ্র. Geogr of the Pseudo-Moses Xorenaci, 606) জনপদটিকে দুইটি অসম অংশে বিভক্ত করে; যথা মেয-হাইক (Mez-Haik) [বৃহত্তর আরমেনিয়া] ও পোক্‌র-হাইক (Pokr-Haik) [ক্ষুদ্র আরমেনিয়া]। বৃহত্তর আরমেনিয়া অর্থাৎ মূল আরমেনিয়া পশ্চিম ফুরাত নদী হইতে পূর্বে কুর (Kur) নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উহা ১৫টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ক্ষুদ্র আরমেনিয়া ফুরাত নদী হইতে হালিস (Halys) নদীর উৎস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরবগণও এই দ্বিবিধ আরমেনিয়া সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিল (দ্র. য়াকূ'ত, ১খ., ২২০, ১৩), এমনকি তাহারা আরমেনীয়, রুশীয় ও বায়যানটীয়দের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করিতে গিয়া কুর্ নদী ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের নামকরণ করে আরমেনিয়া অর্থাৎ উহারা জুরযান (জর্জিয়া, আইবেরিয়া), আর্‌রান (আলবেনিয়া) ও দারবান্দ (বাবুল-আব্‌ওয়াব) গিরিপর্বত পর্যন্ত ককেশাসের পার্বত্য এলাকায় উহা বিস্তৃত করিতে থাকে। ককেশাসের ইতিহাসদৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আরমেনিয়ার ইতিহাসের সহিত উহা, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। আরবগণ বৃহত্তর আরমেনিয়া (আরমীনীয়াতুল-কুবরা) বলিতে বিশেষভাবে ঐসব অঞ্চলকে বুঝিত যাহাদের কেন্দ্র ছিল খিলাত (আখলাত দ্র.)। তিফ্‌লীস (অর্থাৎ জর্জিয়া) অঞ্চলকে তাহারা ক্ষুদ্র আরমেনিয়া (আরমীনীয়াতুস-সুগ'রা) বলিত। ইব্‌ন হ'াওক'াল (সম্পা. De Goeje, ২৯৫) মূল আরমেনিয়া (আলবানিয়া ও আইবেরিয়া বাদে)-এর অন্য এক বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আর তাহা হইল অন্তর্ভাগ আরমেনিয়া (আরমীনিয়াতুদ-দাখিলা) ও বহিঃ আরমেনিয়া (আরমীনিয়াতুল খারিজা)। অন্তর্ভাগ দাবীন (Dwin), নাশাওয়া (Nakhcawan ও পরবর্তী কালে আরযানুর-রূম (কারিন্=Karin) নামে পরিচিত কালীকালা-এর জেলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বহির্ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভ্যান হ্রদ অঞ্চল (বারক্‌রী, আখ্‌লাত, আর্‌জীশ্, ওয়াস্‌তান্ প্রভৃতি)।

এই বিভাগ ছাড়াও প্রাচীন কাল হইতে অন্য একটি বিভাগের অস্তিত্ব ছিল। আর এই বিভাগ বায়যানটীয়গণ কর্তৃক গৃহীত ছিল (৫৩৬ খৃ. জাস্‌টিনিয়ান-এর বিভাগ) এবং যাহা মরিস (Maurice) [৫৯১ খৃ.] কর্তৃক প্রবর্তিত, কিছু পরিবর্তনসহ 'আরবগণের অভিযান কাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই পর্যায়ক্রম আরমেনিয়া প্রথম (prima), দ্বিতীয় (secunda), তৃতীয় (tertia), চতুর্থ (quarta)-ও আরবগণ কর্তৃক গৃহীত হয়, কিন্তু এই চার বর্গের মধ্যে বিভিন্ন জেলার শ্রেণী বিন্যাস করার ক্ষেত্রে 'আরবগণ তাহাদের পূর্বগামিগণ অপেক্ষা এত স্পষ্টভাবে বিচ্যুত হইয়াছেন যে, এই বিচ্যুতির ব্যাখ্যা ('আরবদের বিজয়ের পরে জেলাসমূহকে এক নূতন বিন্যাসে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল) এই ধারণার মধ্যে কেবল পাওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু 'আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে প্রভূত অমিল রহিয়াছে। 'আরবগণকৃত বিভাগের একটি সারণী (Table) নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ (১) আরমেনিয়া-১ঃ আররান (আল্‌বানিয়া)-রাজধানী বার্‌যাআ এবং কুর্ ও কাস্পিয়ান (শিরওয়ান)-এর মধ্যবর্তী ভূভাগ; (২) আরমেনিয়া-২ ঃ জুর্‌যান (জর্জিয়া Georgin); (৩) আরমেনিয়া-৩ ঃ কেন্দ্রীয় মূল আরমেনিয়া তৎসহ দবীন (Dwin), ভাসপুরাকান (Vaspurakan); (৪) আরমেনিয়া-৪ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তৎসহ শিম্‌শাত (Arsamosata), কালীকালা, আখ্‌লাত ও আরজীশ্।

অধিকন্তু 'আরব লেখকগণ (আশ্-শারীশী, ২খ., ১৫৬ প. ও আবুল-ফিদা, তাক্'বীম, ৩৮৭=আল-য়া'কূ'বী বুল্‌দান্, ৩৬৪, ৫, ১২) আরমেনিয়ার তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া যেই বিভাগের কথা বলেন তাহা জাস্টিনিয়ানেরও পূর্বে বিদ্যমান ছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্তকরণ হইতে প্রতীয়মান হয়, এই বিভাগে 'আরমেনিয়া-২-কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাক-ইসলামী আরমেনিয়ার বিভাগসমূহ সম্বন্ধে দেখুন H. Gelzer, die Genesis der Byzantinischen Themen Varfassung, Leipzig ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ৬৬ ও ঐ একই পণ্ডিতের সাইপ্রাস-এর জর্জের সংস্করণ (Lipsiae ১৮৯০ খৃ.), xlvi প. (সম্পা. E. Honigmann, ব্রুসেলস ১৯৩৯ খৃ., তৎসহ Hierocles, Synecdemos, পৃ. ৪৯-৭০) ও আরব যুগের জন্যঃ Ghazarian in the Zeitschr, fur arm. Philol, ২খ., ২০৭-২০৮; Thopdschian পৃ. গ্র., ২খ., ৫৫ ও in the mitteil,, dessemin for orient Sprachen, ১৯০৫ খৃ. ২খ., ১৩৭, J. Laurent, L'Armenie enter Byzance et l'Islam, ২৯৯ প. ও R. Grousset, Histoire de l'Arnenie, পৃ. ২৩৯।

প্রশাসন ঃ 'আরবদের আমলে আরমেনিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে দেখুন Ghazarian, পৃ. স্থা., ২খ., ১৯৩-২০৬;

Thopdschian, পৃ. স্থা., ২খ., ১২৩-২৭; Laurent, পৃ. গ্র., স্থা.। মূলত এই ভূখণ্ডটি স্থায়ী একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠিত হইতে পারে নাই, বরং বারংবার আযার্বায়জান অথবা জাযীরার সহিত অভিন্ন সরকারের প্রশাসনের অধীনে হইয়াছে। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ('আমিল অথবা ওয়ালী) সাধারণত স্বয়ং খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তিনি ইরিওয়ান্ (Erivan)-এর দক্ষিণে অবস্থিত আরাক্সাস নদীর নিকটবর্তী দাবীন নামক স্থানে বাস করিতেন। মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বেও এইখানে পারস্য দেশীয় মার্যবান-এর বাসস্থান ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রধান কাজ ছিল বহিস্থ ও অভ্যন্তরীণ শত্রুদের হস্তক্ষেপ হইতে দেশটিকে রক্ষা করা। এই কারণে তাঁহার অধীনে একটি সশস্ত্র বাহিনী ছিল। এই বাহিনী যে আরমেনিয়াতেই ছিল তাহা নহে, বরং আযারবায়জান (মারাগা ও আরদাবলী ছিল প্রধান সদর)-এ ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সর্বোপরি কর, খাজনা ইত্যাদি যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে তদারক করিতে হইত। অবশিষ্টাংশের জন্য আরবগণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সহিত নিজদেরকে জড়িত করিত না। এই দায়িত্ব তাহারা ছাড়িয়া দেয় স্থানীয় বেশ কিছু সামন্ত প্রভুর নিকট (আরমেনীয়, ইশ্খান্ ও নাখারার, গ্রীক Archon 'আরবী বাতরীক=Patrikios)। এই সামন্ত প্রভুগণ 'আরবদের আক্রমণের পরও তাহাদের সকল অধিকার অক্ষুণ্ন রাখে এবং তাঁহাদের আপন আপন শাসন পরিসরে এক রকম স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকে। এইসব সামন্ত প্রভুর প্রত্যেকেই 'আব্বাসীদের আমল হইতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ অবস্থায় কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সৈন্যবাহিনীর একটি দল সরবরাহ করিতে বাধ্য ছিল।

খলীফাগণের সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহের মধ্যে আরমেনিয়া এমন একটি অঞ্চল যাহার ভূমিকর পরিমিতভাবে নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের কর (জিয্য়া, খারাজ ইত্যাদি, মাথা পিছু কর ইত্যাদি)-এর পরিবর্তে ৯ম শতাব্দীর শুরু হইতে এই অঞ্চলে মুকাতাআ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ আরমেনিয়ার রাজন্যবর্গের একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ আদায় করিতে হইত। ইব্ন খালদূন করাদির যেই তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা খিলাফাতের সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ সময়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্ত তালিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ১৫৮-৭০/৭৭৫-৮৬ সময়কালে আরমেনিয়া ('আরবগণের বিস্তৃততর অর্থ অনুসারে) হইতে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিরহাম অর্থাৎ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ স্বর্ণ ফ্রাংক-এর অধিক রাজস্ব আদায় হইত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দ্রব্যের (কার্পেট, খচ্চর ইত্যাদি) মাধ্যমেও রাজস্ব আদায় করা হইত। কু'দামার বর্ণনানুসারে ২০৪-৩৭/৮১৯-৫২ এই সময়কালে গড়পড়তায় রাজস্ব আদায় হইয়াছে অনধিক নব্বই লক্ষ দিরহাম মাত্র। করারোপের বেলায় উমায়্যা ও আব্বাসীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সন্ধিসমূহ পালন করিতেন। কেবল য়ূসুফ ইব্ন আবিস্-সাজ ঐগুলি লংঘন করিয়াছিলেন। আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে দেখুন A. von Kremer, Kulturgesch. des Orients, ১খ., ৩৪৩, ৩৫৮, ৩৬৮, ৩৭৭; Ghazarian, পৃ. গ্র., ২০৩ প.; Thopdschian, পৃ. গ্র. (১৯০৪ খৃ.), ২খ., ১৩২ প.। আরমেনিয়াতে আরবী মুদ্রা পদ্ধতিও প্রচলিত হয়। উমায়্যাদের শাসন আমলে দেখা গিয়াছে, সেখানে পূর্ব হইতেই মুদ্রা তৈরি করা হইয়াছে (দ্র.Thopdschian, ২খ., ১২৭ প.)।

য়াকূ'তের মতানুসারে (১খ., ২২২, ছত্র ১২), আরমেনিয়ায় ছোট-বড় অন্যূন আঠারো হাজার জনপদ ছিল। ইহার মধ্যে আরাক্সেস নদীর তীরেই জনপদের সংখ্যা ছিল ১০০০ (ইব্নুল্-ফাকীহ্)। আরব মধ্যযুগে মূল আরমেনিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল, যথা দাবীল (দাবীন), ইহা মুসলিম সরকারের শাসনকেন্দ্র হিসাবে খলীফাগণের আমলে রাজধানীর ভূমিকা পালন করিত, পরন্তু এই সময়ে ইহার জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর। বর্তমানে ইহা একটি অখ্যাত গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা ছাড়াও কালীকালা, পরবর্তী কালে আর্য়ান আর-রূম (এর্যেরূম) নামে পরিচিত হয়; আর্যিন্জান্ (এর্যিন্জান্) বা মালায্গার্দ (মানায্কার্ত= Manazkert, মান্তযিকার্ত), বাদলীস (বিটলিস), আখ্লাত (খিলাত), আর্জীশ নাশাওয়া (আরমেনীয় Nakhcawan), আনী ও কার্স (পৃথক পৃথক নিবন্ধ দ্র.) শহরসমূহও ছিল। খলীফাগণের আমলে স্থানীয় আরমেনীয়গণ ছিল জনসংখ্যার প্রধান অংশ; কিন্তু দাবীন, কালীকালা ও এইরূপ আর্রানে অবস্থিত বার্যাআ ও জুর্যানে অবস্থিত তিফ্লীস প্রভৃতি স্থানে শক্তিশালী আরব উপনিবেশ ছিল। এই সকল উপনিবেশ আরব শক্তির প্রধান ঘাঁটি ছিল। এই সমস্ত বড় বড় শহরের বাহিরেও বিস্তর আরব উপজাতির বসতি ছিল। আরব অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ–পশ্চিমে আল্য্নিক এলাকা (আর্যানিনেস্থিত আর্যান); পুরাতন জেলা বাজুনায়স্ (আরমেনীয় আপাহুনিক), ইহার রাজধানী মালাযজিদসহ কায়স্ নামক বিখ্যাত উপজাতির একটি শাখা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। ভ্যান হ্রদের উত্তর উপকূলের বেশ কিছু সংখ্যক এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইসব মুসলিম উপনিবেশের নিকট বাগরাতী (Bagratid) রাজত্ব ছিল গোশ্তে কণ্টকের ন্যায়। কেননা ইহা তাহাদের নিজেদের কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির অন্তরায় ছিল। (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এইসব উপনিবেশ সম্পর্কে Thopdsehian, পৃ. গ্র., ১৯০৪ খৃ., ২খ., ১১৫ প.; Markwart, Sudarmenien, ৫০১ প.। ১০ম শতাব্দীতে তাহাদের অবস্থান সম্বন্ধে দ্র. M. Canard, Hist. de la dynastie des Hamdanides, 471-87)।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশীয়-ইরানী ও রুশীয়-তুর্কী যুদ্ধসমূহের পর তুরস্ক, রাশিয়া ও পারস্য আরমেনিয়া অঞ্চলে অধিকার ভাগাভাগি করিয়া জাঁকিয়া বসে এবং ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দের যুদ্ধ পর্যন্ত পারসশাসিত ইরানী-রুশীয় ও তুর্কী আরমেনিয়া বিরাজ করিতেছিল।

(১) ইরানী আরমেনিয়া ঃ আরমেনিয়ার অংশত্রয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতম; ইহার আয়তন প্রায় ১৫,০০০ বর্গ কি. মি.। কয়েকটি মাত্র জেলা ইহার অন্তর্গত; ইহা যেন রুশীয়-আরমেনিয়ার একটি সংযোজন। রাজনৈতিকভাবে ইহা আযারবায়জান প্রদেশের সহিত যুক্ত। পশ্চিম দিকে ইহা ভ্যান-এর তুর্কী বিলায়েতকে স্পর্শ করিয়াছে, পরন্তু উত্তরে রাশিয়ার দিকে মুখ করিয়া আরাক্সাস নদী প্রায় ১৭৫ কি. মি. এলাকা জুড়িয়া সীমান্তের কাজ করিতেছে অর্থাৎ আরারাত্ (জুদী পাহাড়)-এর পূর্ব পাদদেশ হইতে লইয়া উর্দাবায (ওর্দু বায) পর্যন্ত। প্রধান শহর খুই (Khoy), ইহা ছাড়াও ম্যাকু (Maku), চূর্স্ (Cors) ও মারানদ (Marand) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর রহিয়াছে। সাধারণভাবে ইরানী আরমেনিয়া পুরাতন আরমেনিয়ার

ভাসপুরাকান (Vaspurakan) [আ. বাস্ফুররাজান] প্রদেশের পূর্বাংশের সহিত মোটামুটি অভিন্ন। অধিকন্তু ইরানের ইস্ফাহান্-এ এক আরমেনীয় জনগোষ্ঠী রহিয়াছে। এই জনগোষ্ঠী জুল্ফা (দ্র.)-র ঐ সমস্ত অধিবাসীর বংশধর যাহার ১৬০৫ খৃ. প্রথম শাহ আব্বাস কর্তৃক নির্বাসিত হয়।

(২) **রুশীয় আরমেনিয়া** ঃ ১৯১৪-১৮ খৃ.-এর যুদ্ধের পূর্বে ট্রান্সককেশিয়া প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল লইয়া গঠিত এবং ইহার আয়তন প্রায় ১,০৩,০০০ বর্গ কি. মি. ছিল। ইরান ও তুরস্কের সীমান্তবর্তী এলাকা ইহার অন্তর্গত ছিল, বিশেষ করিয়া ইরিওয়ান (২৭,৭৭৭ বর্গ কি. মি.), কারস (১৮,৭৪৯ বর্গ কি. মি.) ও বাতুম (৬,৯৭৬ বর্গ কি. মি.) রাজ্যসমূহ পুরাপুরিই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুদু গান্জা (Elizavetpol) ও তিফ্লীস্ রাজ্যদ্বয়ের দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রদেশসমূহে এবং কুতাঈস্ (Kutais) রাজ্যের রীওন নদীর ডান তীরস্থ অঞ্চলেই আরমেনীয় সরকার ছিল। রুশীয় আরমেনিয়ার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শহর বাতুম। ইহা রণকৌশলগত ও বাণিজ্যগত দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইহা এই নামের রাজ্যের রাজধানীও ছিল; তিফ্লীস্ রাজ্য সরকারের দুইটি মযবুত ঘাঁটি আখাল্চিখ (Akhalcikh, দ্র.) ও আখাল্ খালাকী (Akhalkhalaki)।

কার্স্ রাজ্যেও এই নামের অত্যন্ত মযবুত দুর্গ রহিয়াছে; বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন শহর আরদাহান এক উচ্চ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। ইহা প্রথম শ্রেণীর নিরাপত্তাময় দুর্গ। ইহা ইরিওয়ান সরকারের অধীন, যাহার এক বিস্তীর্ণ অংশ একদা পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইরিওয়ান ১৮ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত আরমেনীয়দের ধর্মীয় কেন্দ্র ইচমিয়াদ্যিন্ (Ecmiadzin)-এর সুপ্রসিদ্ধ আশ্রম নাখ্চাওয়ান (Nakhcawan=নাশাওয়া দ্র.) যাহা ইরিওয়ান্-এরই ন্যায় আরমেনীয় ইতিহাসে, এক বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী ও আলেকজাণ্ড্রোপোল (প্রাচীন গুমরী Gumri) ১৮৭৮ খৃ. পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত দুর্গ এবং অতঃপর এমন একটি শহরের পরিণত হয় যাহা পরবর্তী কালে রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইলিযাবেতপোল (Elizavetpol, প্রাচীন গাঞ্জা ঃ দ্র.), শূশা কারাবাগ এলাকায় অবস্থিত এবং ইতিপূর্বে এক পৃথক খানাত-এর রাজধানী ও উরদাবায-এর সীমান্ত শহর, যাহা আরাক্সেস নদীর তীরে অবস্থিত।

(৩) **তুর্কী আরমেনিয়া** ঃ আরমেনীয় ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ যাহা আয়তনে রুশীয় ও পারস্য অংশ একত্র করিয়া যত বড় হয় তাহা হইতেও বড়, পাঁচ শত বৎসর যাবত তুর্কীদের করায়ত্ত ছিল এবং নিম্নবর্ণিত বিলায়েতসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ বিত্লীস, এরযেরূম, মামুরাতুল-আযীয (বর্তমান নাম ইলাযিগ Elazig অর্থাৎ খার্পুত), ভ্যান এবং যদিও অংশবিশেষ দিয়ার বাক্র, সর্বমোট প্রায় ১,৮৬,৫০০ বর্গ কি. মি. এলাকা। ইহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি ছিল সীওয়াস্, এর্যেরূম্, ভ্যান, এর্যিন্জান্, বিত্লীস, খার্পুত, মুশ্ ও বায়াযীদ (দ্র.)।

ইরানী, রুশী ও তুর্কী আরমেনিয়া সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে ইরানী আরমেনিয়া ব্যতীত অপর অংশদ্বয়ে ১৯১৪ খৃ. প্রভৃত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ১৯১৭ খৃ. ককেশীয় রণাঙ্গন হইতে রুশীয় সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্পসরণের পর আরমেনিয়াতে যেই শাসন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ইহা ট্রান্স-ককেশিয়া (জর্জিয়া, আরমেনিয়া ও আযারবায়জান)-এর অস্থায়ী সরকারের অংশ হিসাবে যেই সরকার গঠন করে, উহারা সম্মিলিতভাবে তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু উহারা তুর্কীদের এর্যিন্জান ও এর্যেরূম (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯১৮) ও পুনরায় কার্স (২৫ এপ্রিল) দখল ঠেকাইতে পারে নাই। Brest Litovsk- এর শান্তি চুক্তির পরে এই সব ঘটিয়াছিল। এই চুক্তি তুর্কী আরমেনিয়া ও সেই সঙ্গে কার্স ও আর্দাহান (অতীতে ১৮৭৮ খৃ. পর্যন্ত যাহা রুশীয়দের দখলে ছিল) তুর্কীদের অধীন করিয়া দেয়। ট্রান্স-ককেশীয় সরকারের বিলুপ্তির পর একটি স্বাধীন আরমেনীয় প্রজাতন্ত্র (২৮ মে, ১৯১৮) গঠিত হইলে বাতুমের সন্ধি (৪ জুন, ১৯১৮) দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়া শুধু এরিওয়ান ও লেক সিওয়ান এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে এবং অবশিষ্ট রুশীয় আরমেনিয়া অঞ্চল তুর্কী ও আযারবায়জান নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয়। অতঃপর অন্য সব রণাঙ্গনে তুর্কীদের পরাজয় এবং মুদ্রস (Mudros)-এর যুদ্ধ বিরতি (৩০ অক্টোবর, ১৯১৮) ঘটে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দের শুরুতে আরমেনীয় সৈন্যবাহিনী আলেকজান্দ্রাপোল (লেনিনকান) ও কারস্ পুনর্দখল করে এবং আখাল্খালাকী অঞ্চল লইয়া জর্জিয়ার সহিত ও কারাবাগ লইয়া আযার্বায়জান-এর সহিত উহার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। মিত্রশক্তি কর্তৃক ১৯২০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরমেনীয় প্রজাতন্ত্র কার্যত (defacto) স্বীকৃতি লাভ করে। সীভ্রেস্ (Severs) সন্ধি (১০ আগস্ট, ১৯২০ খৃ.) অনুসারে আইনত (dejure)-ও গৃহীত হয়। তথাপি প্রেসিডেন্ট উলসন-এর মধ্যস্থতায় এই প্রজাতন্ত্রকে ত্রেবিযোন্দ (Trebizond) এর্যিন্জান্, মুশ, বিত্লীস, ভ্যান প্রভৃতি যেই সমস্ত অঞ্চল প্রদান করা হইয়াছিল তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। কারণ মুসতাফা কামাল-এর তুর্কী সরকার পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং অন্যদিকে সোভিয়েট সরকার পুনরায় ককেশাস দখল করে। কার্সও পুনরায় আলেকজান্দ্রানোপল-এ তুর্কীদের প্রবেশ করার পরে আরমেনীয় প্রজাতন্ত্র ২ ডিসেম্বর, ১৯২০ খৃ. তুর্কী শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ মানিতে বাধ্য হয়। তুর্কীরা কার্স ও আর্দাহান-এর উপর নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এরিওয়ান-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইগ্দীর অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং দাবি তোলে যে, নাখি চেওয়ান (Nakhitchevan) অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসিত তাতার রাষ্ট্রে পরিণত করা হউক। একই দিনে আরমেনীয় প্রজাতন্ত্র পরিবর্তিত হইয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আরমেনিয়াতে পরিণত হয়। এইখানে উল্লেখ্য যে, ইহার কিছু দিন পূর্বে এইখানে সোভিয়েতপন্থী বিপ্লবী পরিষদ (Pro-Soviet revolutionary committee) গঠিত হইয়াছিল। ১৯২১ খৃ. সম্পাদিত রুশ-তুর্কী চুক্তি কার্স ও আর্দাহান-এর উপর তুর্কীদের অধিকার অনুমোদন করে, কিন্তু তুর্কী বাতুম-কে জর্জিয়ার নিকট অর্পণ করে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক আরমেনিয়া প্রজাতন্ত্র (The Soviet Socialist Republic of Armenia) এরিওয়ান ও সীওয়ান হ্রদ এলাকা নিজ অধিকারভুক্ত করে, কিন্তু কারাবাগ ও নাখচেওয়ান, নাগূর্নী কারাবাগ (Nagorny Karabagh পার্বত্য কারাবাগ)-এর

স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও নাখচেওয়ান-এর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নামে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে পূর্বের রুশীয় আরমেনিয়ার অঞ্চলসমূহ আখাল্ খালাকী, আখাল চিখ (Akhaltzike) ও বাতুম জেলাসমূহ শেষোক্তটি আদজারী (Adjzrie)- স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে জর্জিয়ার সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হয়। আরমেনিয়া প্রজাতন্ত্রের বড় বড় শহর হইতেছে এরিওয়ান, লেনিনাকান (সাবেক আলেকজান্দ্রাপোল), কিরূওয়াকান (Kirovakah), প্রাচীন এলিযাবেত্পোল (Elizavetpol) ও আল-আবির্দী (Alaverdy)।

জনসংখ্যা ঃ একদিকে তুর্কী ও তুর্কোমান গোত্রসমূহের আক্রমণ, অন্যদিকে (দক্ষিণে) কুর্দীদের অগ্রাভিযানের কারণে জনসংখ্যার পরিবর্তন অব্যাহত থাকে। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এত বেশী দেশান্তরণ ঘটিতে থাকে যে, আরমেনীয়দের আদি মাতৃভূমিতে সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক অধিবাসী আর ছিল না। L. Selenoy ও N. Seidlitz (Petermanns Georg, Mitt, ১৮৯৬, ১খ., প.)-এর পরিসংখ্যান অনুসারে চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার অধিবাসীর মধ্যে ট্রান্স-ককেসিয়ার প্রদেশগুলিতে গণনা করিয়া দেখা যায়, আট লক্ষ সাতানব্বই হাজার (২৭%)-ই ছিল আরমেনীয়। প্রকৃত আরমেনীয় অঞ্চলে কুড়ি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আরমেনীয়দের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ ষাট হাজার ($\frac{১}{৩}$ অংশের কিছু বেশী)। উপরন্তু এরিওয়ান সরকারের অধীনে সমগ্র জনসংখ্যার ৫৬% ছিল আরমেনীয়। সমগ্র ট্রান্সককেশিয়া অঞ্চলের শহরগুলি পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা অধিক আরমেনীয় দ্বারা অধ্যুষিত ছিল (উল্লেখ্য, ৪৮%); কিন্তু সমগ্র অধিবাসীদের সংখ্যার অনুপাতে (৪৭,৮২,০০০) আরমেনীয়দের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০% (৯,৬০,০০০)।

তুর্কী আরমেনিয়ার পাঁচটি বিলায়েত-এর ২৬,৪২,০০০ অধিবাসীদের মধ্যে ১৮,২৮,০০০ ছিল মুসলমান, ৬,৩৩,০০০ ছিল আরমেনীয় এবং ১,৭৯,০০০ ছিল গ্রীক। পরন্তু মূশ্-এর সানজাক-এ ও ভ্যান-এ আরমেনীয়গণ সংখ্যায় ছিল বেশী (প্রায় দ্বিগুণ)। উপরিউক্ত আনুমানিক হিসাব অনুসারে সমগ্র রুশীয় ও তুর্কী আরমেনিয়াতে ককেশীয় জনগণ সংখ্যায় ছিল বেশী, অন্যদিকে তুর্কী আরমেনিয়াতে কুর্দী, তুর্কী ও অন্যান্য গোত্র-উদ্ভূত [গ্রীক, য়াহূদী, জিপসী, চারকাসী (Circassians) লেক্ ভ্যান-এর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নাসতূরীয় (Nestorian) খৃস্টান, যাযাবর তাতার উপজাতি] লোকেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পারস্য শাসিত আরমেনিয়াতে ১৮৯১ খৃ. ৪২,০০০ আরমেনীয় ছিল যাহার মধ্যে অর্ধেকেরই বাস ছিল আযারবায়জানে (দ্র. ইস্ফাহান শীর্ষক নিবন্ধ)।

১৯১৪ খৃ. পূর্ববর্তী আরমেনীয় জনসংখ্যার এইরূপ আনুমানিক হিসাব Streck কর্তৃক প্রদত্ত হয় যাহা ইংরাজী ইসলামী বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণে স্থান পায়। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন, পাইকারী হত্যা ও দেশান্তরের ফলে তুর্কী ভূমিতে আরমেনীয়দের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। বিদেশ ভূমিতে আরমেনীয়দের অভিবাসন ও পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের বিস্তার অব্যাহত ছিল। অবশ্য ইহা সর্বত্র একই রূপ ছিল না (বায়যান্টাইন অঞ্চলে, তারপর সিরিয়া ও মিসরে অভিবাসনের বিবরণের জন্য উপরে দ্র.) তু. এই বিষয়ে Ritter, Erdknde, ১০খ., ৫৭৪-৬১১; R. Wagner, Reise nach dem Ararat, পৃ. ২৩৯-৫০। পূর্ব গোলার্ধে বসবাসকারী আরমেনীয়দের সর্বমোট সংখ্যা দুই হইতে আড়াই মিলিয়ন-এর মধ্যে ছিল।

Pasdermadjian কর্তৃক Histoire de l' armenie, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৪৪৪-এ প্রদত্ত সংখ্যা অনুসারে ১৯১৪ খৃ. পৃথিবীতে আনুমানিক সর্বমোট ৪১,০০,০০০ জন আরমেনীয় ছিল, যাহাদের মধ্যে ২১ লক্ষ বাস করিত তুর্কী সালতানাত-এ, ১৮ লক্ষ বাস করিত রুশ সাম্রাজ্যে, ১ লক্ষ পারস্যে এবং অবশিষ্ট ২ লক্ষ বাস করিত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে। খোদ রুশীয় আরমেনিয়াতে তাহাদের সংখ্যা ১৩ লক্ষ (কারস নাখিচেওয়ান, কারাবাগে ও আখাল্খালাকীসহ) এবং তুর্কী আরমেনিয়াতে (সিলিসিয়াসহ) ১৪,০০,০০০। রুশীয় আরমেনিয়াতে তাহারা জনসংখ্যার বিশাল অংশ ছিল অর্থাৎ ২১ লক্ষের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ।

পক্ষান্তরে W Leimbach, Die Sowjetunion, Natur, Volkund Wirtschaft, Stuttgart 1950-এর অনুসারে ১৯২৬ ও ১৯৩৯ খৃ. পৃথিবীর অন্যত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে আরমেনীয় জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল ঃ ১৯২৬ খৃ. পৃথিবীতে আরমেনীয় জনসংখ্যা সর্বমোট ২২ লক্ষ ২৫ হাজার ছিল (১৯১৪ খৃস্টাব্দের জনসংখ্যার যেই হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে উহার সহিত ইহার পার্থক্যের কারণ যুদ্ধ, হত্যা ও নির্বাসনকালে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টে জীবননাশ হইতে পারে)। এইগুলির মধ্যে $\frac{২}{৩}$ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, পক্ষান্তরে $\frac{১}{৩}$ ছিল নিকটপ্রাচ্যে (সিরিয়ায় ১,৩০,০০০, পারস্যে ১,০০,০০০, আনুমানিক ১,০০,০০০ তুরস্ক, ফিলিস্তীন, মিসর এবং গ্রীসে; ইহা ছাড়া আরও ১,০০,০০০ ছিল আমেরিকায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৫ লক্ষ ৬৮ হাজার আরমেনীয় ছিল, যাহাদের মধ্যে ট্রান্স-ককেশিয়াতে ছিল ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার এবং সিস্ককেসিয়া (Ciscaucasia)-তে ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজার। ট্রান্স-ককেশিয়ায় যেই সমস্ত আরমেনীয়কে দেখা যাইত উহাদের মধ্যে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার আরমেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (২৯,৯০০ বর্গকিলোমিটার)-এ বাস করিত এবং সেইখানে সর্বমোট অধিবাসীর (৮, ৩১, ২৯০) মধ্যে তাহারাই ছিল ৮৫% অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসরত আরমেনীয় জনসংখ্যার অর্ধেক এবং পৃথিবীর সমগ্র আরমেনীয় জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ। ৩ লক্ষ ১১ হাযার বাস করিত জর্জিয়ায়, ১ লক্ষ ১২ হাজার স্বায়ত্তশাসিত নাগরনী কারবাখ্ (Nagorny Karabakh) অঞ্চলে সেইখানকার সর্বমোট জনসংখ্যার ৮৯%) এবং ১ লক্ষ ৭৩ হাজার বাস করিত আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের বাদবাকী অংশে।

১৯০৯ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নে আরমেনীয়দের সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ ৫২ হাজার। আরমেনিয়ার সর্বমোট ১২ লক্ষ ৮১ হাজার ৫ শত ৯৯ জনের মধ্যে তাহারা ছিল ১১ লক্ষ। স্বায়ত্তশাসিত নাগর্নী কারাবাখ্-এ সর্বমোট জনসংখ্যার ৯০%-ই ছিল তাহারা, কিন্তু আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রের বাদবাকী অংশে সমগ্র জনসংখ্যার

মাত্র ১০% ছিল আর্মেনীয়। জর্জিয়ায় তাহাদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসরত আরমেনীয় জনসংখ্যা ১৯২৬ হইতে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭%-এ উন্নীত হইয়াছিল।

সিরিয়া ও লেবাননে ১৯১৪ খৃ. আরমেনীয়দের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ হাজার। ১৯৩৯ খৃ. লেবাননে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮০ হাজারে এবং সিরিয়ায় ১ লক্ষেরও অধিকে। ১৯৩৯ খৃ. তুরস্কের সহিত আলেকজান্দ্রেত্তা (Alexandretta) সান্‌জাক্‌-এর পুনঃসংযুক্তি ঘটায় ২৫ হাজার আরমেনীয় দেশত্যাগ করে। যখন ১৯৪৫ খৃ. সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত আরমেনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করার জন্য আরমেনীয়দের প্রতি আমন্ত্রণ জানাইয়া একটি আবেদন জারী করে তখন ইহার লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার ২ লক্ষ আরমেনীয় যাহারা বসবাস করিতেছিল প্রধানত আলেপ্পো ও বৈরূতে (আলেপ্পোর, ২,৬০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে আরমেনীয় ছিল ১,০০,০০০; আর বৈরূতের ১,৬০,০০০ বাসিন্দার মধ্যে ৫০, ০০০ ছিল আরমেনীয়)। ১৯২৬ হইতে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে পারস্যে আরমেনীয় জনসংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত হয়। ইহাদের মধ্যে আনুমানিক ৯৩ হাজার জন সোভিয়েত আরমেনিয়ায় চলিয়া যাইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ৬০ হাজার হইতে ১ লক্ষ আরমেনীয় জনগোষ্ঠী যাহারা সিরিয়া, লেবানন, পারস্য ও মিসর হইতে এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত আরমেনিয়াতে চলিয়া যায় তাহাদের এক বৃহৎ অংশ ছিল পারস্য হইতে আগত। গ্রীসে বসবাসরত ২৭ হাজার আরমেনীয়র মধ্যে ১৮ হাজার ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সোভিয়েত আরমেনিয়ায় গমন করে। ১৯৪৫ খৃ. (দ্র. H. Feild, contribution to the Anthropology of the Caucasus, Cambridge Mass. U. S. A. 1953, 5) সোভিয়েত আরমেনিয়ার জনসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ, যাহার মধ্যে রাজধানী এরিওয়ানে ছিল ২ লক্ষ। বর্তমানে (দ্র. P. Rondot, Les Chritiens d, Orient, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৯১ ও ১৯৬)। আরমেনিয়া প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীর সংখ্যা মোট প্রায় ১৫ লক্ষ এবং প্রায় সমসংখ্যক আরমেনীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য এলাকায় বসবাস করে। এরিওয়ান-এর অধিবাসীদের সংখ্যা ৩ লক্ষ; তবে সেইখানে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার অধিবাসীর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। ৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ আরমেনীয় রহিয়াছে নিকটপ্রাচ্যে। যেই সকল দেশে পপুলার গণতন্ত্র বিদ্যমান, সেই সকল দেশে ১ লক্ষ আরমেনীয় বাস করে যেইখানে ২ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ বাস করে উত্তর আমেরিকায়, ২০ হাজার ফ্রান্সে এবং দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, ফিলিস্তীন ও গ্রীসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহেও তাহারা বাস করে। আরমেনীয় প্রশ্নকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হইয়াছে। ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বসবাসরত বিভিন্ন আরমেনীয় দল-উপদলের দাবি-দাওয়া জাতিসংঘে উপস্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার নিরিখে পুনরায় সাবেক তুর্কী আরমেনিয়া আরমেনীয়দের নিকট প্রত্যর্পণের সুযোগ দানের কথা রহিয়াছে এবং আরমেনীয় প্রশ্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে।

বাণিজ্য ঃ পনটাস (Pontus) ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে পারাপার ভূমি হিসাবে এবং বায়যানটীয় ও মুসলিম সালতানাত-এর মধ্যে এক সীমান্ত এলাকা হিসাবে মধ্যযুগে আরমেনিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেই বিপুল সংখ্যক বণিক ও তাহাদের কাফেলা (কারওয়া) ইহার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিত তাহারা স্থানীয় শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে। বাণিজ্য প্রবাহের মতই এই শিল্পের বিকাশেও সহায়ক ছিল দেশটির প্রাকৃতিক উৎপন্ন প্রাচুর্য। আরমেনিয়ার বাণিজ্যিক গুরুত্বের আর এক কারণ হইল, এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমনের বহু সড়ক এই দেশটির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে সেইগুলি আরব ভৌগোলিকগণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত সড়ক পথ দ্বারা আরবদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা সামরিক স্বার্থ উদ্ধারই অধিক হইত। এই কারণে উহারা দাবীল-এর প্রধান সড়কগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দেয়। উল্লেখ্য যে, এইসব সড়ক আরব শক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ ছিল। সড়ক পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা মুসলিম শাসনকর্তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমনকি আজও সমগ্র গমনাগমনের পথের সংগমস্থল এরযেরুম সামরিক দিক দিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কেননা ইহা এশিয়া মাইনরের চাবিস্বরূপ।

আরমেনিয়া বায়যানটাইন-এর সহিত ত্রেবিযোন্দ (Trebizond) (তারাবাযান্‌দা)-এর মধ্য দিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। ত্রেবিযোন্দ বায়যান্টাইন পণ্যদ্রব্যসামগ্রী, অধিকন্তু দামী দ্রব্যসামগ্রী আমদানী-রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রতি বৎসর কয়েকবার এইখানে বিশাল মেলা বসিত, আর এইসব মেলায় সমগ্র মুসলিম জগত হইতে বণিকদল আসিত। সাধারণত ত্রেবিযোন্দ হইতে দাবীল ও কালীকালা (এরযেরুম) পর্যন্ত বাণিজ্য বহর আসা-যাওয়া করিত। পারস্যে আরমেনীয় বণিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল রায় (Rayy) [দ্র. ইব্‌নুল-ফাকীহ, অনু. De Goeje, পৃ. ২৭০]। তাহাদের বাগদাদ-এর সহিতও প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল (দ্র. আল-য়া'কূবী, বুল্‌দান, পৃ. ২৩৭)।

প্রাকৃতিক উৎপন্ন সামগ্রী ও শিল্প ঃ আরমেনিয়াকে ইসলামী খিলাফাতের উর্বর প্রদেশগুলির অন্যতম বিবেচনা করা হইত। এইখানে খাদ্যশস্য এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে, ঐগুলি দেশের বাহিরেও, যথা বাগদাদে রপ্তানী করা হইত (দ্র. আত্‌-তাবারী, ৩খ., ২৭২, ২৭৫)। হ্রদ ও নদীভরা মাছও ইহার রপ্তানী বাণিজ্যের সহায়ক ছিল। ভ্যান হ্রদ-এ হেরিং মাছ (Herring, আরবী তিররীখ) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। মধ্যযুগ হইতেই উহা লবণ সহযোগে সংরক্ষণ করিয়া বাহিরের জগত, এমনকি সুদূর পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায়) রফতানী হইত (আল-কাযবীনী, অনু . Wustenfeld, ২খ., ৩৫২-এর বর্ণনানুসারে)। অদ্যাবধি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে সমগ্র আরমেনিয়া, আযারবায়জান, ককেসাস ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে এই নোনা মাছের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে।

আরমেনিয়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ, বিশেষ করিয়া এইখানে তাম্র, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, সেঁকো বিষ (arsenic), ফিটকিরি, পারা ও গন্ধক

পাওয়া যায়; স্বর্ণও অপ্রাপ্য নহে। আরবগণ এই সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রী হইতে কতটুকু সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিল সেই সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইব্‌নুল-ফাকীহ একমাত্র আরব লেখক, যিনি আরমেনিয়ার উৎপন্ন সামগ্রী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। আরমেনীয় লেখক লিয়নতিয়াস (Leontius) -এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এইখানে রৌপ্য খনি আবিষ্কৃত হয়, এই খনিগুলি নিঃসন্দেহে ঐ সমস্ত রৌপ্য (ও সীসা) খনির সহিত সম্পৃক্ত, যাহা গুমূশ খানাহ (বর্তমানে গুমূশানা-রৌপ্যাগার)-এ চালু রহিয়াছে। ইহা ত্রেবিযোন্দ ও এরযেরূম-এর মধ্যপথে অবস্থিত (দ্র. এই বিষয়ে Ritter, Erdkunde, ১০খ., ২৭২ ও Wagner, Reise nach Persien, ১খ., ১৭২ প. ও তু. আরও গুমূশ খানাহ শীর্ষক নিবন্ধ)। বায়বুর্ত (Bayburt), আরগানা প্রভৃতি স্থানেও গুরুত্বপূর্ণ খনি ছিল। কিদাবেক (Kedabeg)-এর বৃহৎ ও প্রাচীন তাম্র খনি তৎসহ কালাকিন্ত (Kalakent) এলিজাবেথ-পোল-গাঞ্জা ও গুকচাই হ্রদের মধ্যস্থলে)-এ অবস্থিত ইহার শাখা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল (দ্র. Lehmann Haupt, Armenien einst und Jetzt, ১খ., ১২২ প.)। বর্তমান কালে আলাওয়াদী (Alaverdy), যানজিযুর (Zangerzur), এরিয়ান (Erivan) প্রভৃতি স্থানে তাম্র ঢালাই কারখানা রহিয়াছে। উপরন্তু অতীতে আরমেনিয়াতে বহু সমৃদ্ধ লবণ খনি ছিল। সেইসব খনি হইতে উত্তোলিত লবণ সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হইত। মধ্যযুগীয় লেখকগণ ঐ সমস্ত লবণ খনির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত ভ্যান হ্রদের উত্তর-পূর্ব এলাকায় এই লবণ খনিগুলি ছিল। লবণের এক ব্যাপক স্তর আরাক্সাস-এর দক্ষিণে ও কেগিযমান (Keghizman)-এর পূর্বে অবস্থিত কুলপ (Kulp) ছিল (দ্র. Ritter, পূ. গ্র., ১০খ., ২৭০ প. ও Radde, Vier Vortrage uber den Kaukasus, 47)। এরিওয়ান বর্তমানে একটি শিল্পনগরী। এইখানে যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা ছাড়াও ফলের আচার, মোরব্বা, তামাক, কৃত্রিম রবার ইত্যাদির কারখানা রহিয়াছে।

মধ্যযুগে তাঁতশিল্প, রঞ্জনকার্য ও সূচীশিল্পের জন্য আরমেনিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত শৈল্পিক তৎপরতার কেন্দ্রস্থল ছিল দাবীল। এইখানে জাঁকালো পশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। ইহা ছাড়াও ফুল ও নানা রঙের অলংকৃত রেশমী বস্ত্রাদি (আরবী বুযয়ূন) প্রস্তুত হইত এবং তাহা বিদেশে বিক্রয় করা হইত। কিরমিয্ নামক এক প্রকার কীটের গাত্র হইতে বহিষ্কৃত বেগুনী রং রঞ্জনকার্যে ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘকাল ধরিয়া আরমেনিয়ায় প্রস্তুত কার্পেট সুন্দরতম শিল্প নিদর্শনরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দাবীল হইতে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরদাশাত (Artaxata) নামক স্থানটি রঞ্জন-শিল্পের জন্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, আল-বালাযুরী ইহাকে "কিরমিয নগরী" (কারয়াতুল-কিরমিয) নামে অভিহিত করেন (অনু. De goeje, 200; তু Zeitschr, fur arm Philol, ii, 67 and 217)। মধ্যযুগে আরমেনিয়ার বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষভাবে দেখুন Thopdschian in the Mitt, des Sem fur orient, Sprache, 1904, ii, 142-53., কার্পেট সম্বন্ধে দেখুন Armeniag Sakisian, Les tapis a dragons et leur origine armenienne, in Syria, ix (1928) ও ঐ একই লেখকের Les tapis armeniens, in Revue des Et, arm, 1/2 (1920); আরমেনিয়ার বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে সাধারণভাবে দেখুন R.B. Serjeant, Meterial for a History of Islamic Textiles up to the Mongol Conquest, in Ars Islamica, x (1943), 91 ff.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) সাধারণ রচনাবলী ঃ (১) Geogr. des quatre parties du monde, L Indjidjean কর্তৃক আরমেনীয় ভাষায় রচিত. Pt. i, Venice ১৮০৬; (২) J. Rennel, comparative Geogr, of West Asia, London ১৮৩১; (৩) K. Ritter, Erdkunde, ix, ৭৭৯, ৭৮৪-৮, ৯৭২-১০০৯ ও x, ২৮৫-৮২৫; (৪) Spiegel Eranische Altertumskunde, i, Leipzig ১৮৭১, ১৩৭-৮৮, ৩৬৪-৮; (৫) Issaverdenz, Armenia and the Armenians, Venice ১৮৭৪-৫; (৬) Vivien de Saint Martin, Dict, de geogr, univ, i, ২১৩-৭ (১৮৭৯); (৭) E. Reclus, Nouv. geogr, Univ, vi (১৮৮১), ২৪৩-৮৩, Russian Armenia, ix (১৮৮৪), ৩২১-৭৭: Turkish Armenia; (৮) V. Cuinet, La Turquie d' Asie, i-iv, প্যারিস ১৮৯০-১ খৃ.; (৯) H. Gelzer (Pertermann), in the Realencycl, der protest, Theologie (3rd ed.), by Herzog-Hauck, ii, ৬৩-৯২, যাহাতে বিশেষভাবে গির্জার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে; (১০) C.F.Lehmann Haupt, Armenien einst und jetzt, বার্লিন ১৯১০ খৃ.; (১১) R. Blanchard L' Asie occidentale, vol. viii of the Geoger, univ, by Vidal de La blache and gallois (১৯২৯)।

(খ) ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভূগোল; (১২) Camcean, Hist, de 1' Armenie depuis l' origine du monde jusqud l'annee 1784 (in Armenian, Venice, ১৭৮৪-৮৬; English ed. (Chamich) by I. Ardal, কলিকাতা ১৮২৭ খৃ.; (১৩) Saint-Martin, Memoir, hist. et geogr, sur 1'Armenie, প্যারিস ১৮১৮ খৃ.; (১৪) Issaverdenz, Hist, de 1' Armenie, Venice ১৮৮৭। আরমেনীয় ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ সম্পর্কে দ্র. (১৫) C. F. Lehmann, Materialien zur alteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, বার্লিন ১৯০৭ খৃ.; (১৬) M. Streck, in ZDMG, 1xii, ৭৫৫-৭৪ ও একই গ্রন্থকারের Das Gebiet der heutigen Lands chaft Armenien, Kurddistan und Westpersien nach den babyl.-assyr, Keilinschriften, in ZA, xiii, xiv, xv ; (১৭) H. Berberian, Decouvertes archeologiques en

Armenie de ১৯২৪, a ১৯২৭, in the Rev. des Et. arm. vii (১৯২৭); (১৮) K. von Hahn, Verkehr und Handel im Alten Kaukasus, in Peterm, Mitt, 1xix, ১৯২৩। আরও দেখুন (১৯) Fr. Hommel, Grundriss der Geogr. des alt. Orients, Munich ১৯০৪, ৩৭-৪০; (২০) L. Alishan, Hayastan (L'Armenie avant quelle fut 1'Armenie), Venice ১৯০৪; (২১) H. Kiepert, Lehrbuch der alt, Geogr., Berlin ১৮৭৮, ৭৩-৮৩, ৯৪-৫; (২২) Pauly-Wissowa, Realencycl der klass Altertumwiss, ii, ১১৮১-২; (২৩) H. Kiepert, Uber die alteste Landes und Volksgesch von Armenien, in Monatsschr, der Berl. Ak, d. Wiss, ১৮৬৯; (২৪) Georgius Cyprius, সম্পা. Gelzer, Leipzig ১৮৯০ and সম্পা. Honigmann, with the Synekdemos de Hierocles, Brussels ১৯৩৯; (২৫) Strecker and Kiepert, Beitr. zur Erklarung des Rukzuges der ১০,০০০, Berlin ১৮৭০; (২৬) I.v. Akerdov, Armenia in the 5th century (রুশ ভাষায়), ৩য় সংস্করণ, Nakhcawan ১৮৯৭; (২৭) H. Karbe, Der Marsch der ১০,০০০, Berlin ১৮৯৮; (২৮) K. Guterbock, Romisch-Armenien, im ৪-৬ Jahrh, in Schirmer Festschrift, Konigsberg ১৯০০; (২৯) J. Markwart, Eransahr, Berlin ১৯০১, ১১১-২, ১১৪, ১৬৯-৭০; (৩০) F. Murad, Ararat and Masis, Heidelberg ১৯০১; (৩১) K. Hubschmann, Die altarm. Ortsnamen, in Indogerm. Forschungen, xvi, Strasbuge ১৯০৪, ১৯৭-৪১০; (৩২) J. Markwart, Untersuch . zur Gesch. von Eran, ii, Leipzig ১৯০৫, ২১৮-৯; (৩৩) K. Montzka, Die Landschaften Grossarmeniens bei griech, und rom Schriftstellern, ১৯০৬; (৩৪) N. Adontz. Armenija v epoxu Justinjana (রুশ ভাষায়), St. Petersburg ১৯০৮; (৩৫) একই গ্রন্থকারের Hist. D Armenie: Les origines (du X^e au vi^e Siecle av. J-C), Paris ১৯৪৬; (৩৬) P.J. Mecerian, S.J., Bilan des relations armeno-iranienns au Ve siecle apres J.-C., in the Bulletin Armenologique, 2nd, cahier,MFOB, XXX, Beirut ১৯৫৩; (৩৭) P.P. Goubert, Byzance avant 1' Islam I (Byz. et. 1' Orient sous les successeuts de Justinien, Lempereur Maurice), Paris ১৯৫১।

নিম্নবর্ণিত রচনাবলী প্রাচীন ও মধ্যযুগের সহিত সম্পৃক্ত ঃ (৩৮) Tomaschek, Sasun und das Quellgebiet des Tigris, in SBAK, Vienna, vol. 133, no. ৪, ১৮৯৫ ও একই গ্রন্থকারের লেখা (৩৯) Hist. Topographisches vom oberen Euphrates, in Kiepert,-Festschrift, Berlin ১৮৯৮; (৪০) J. Markwart, Sudarmenien und die Tigrisquellen nach griechischen und arabischen Geographen, Vienna ১৯৩০; (৪১) ঐ লেখকের, Notes on two articles on Mayyafariqin, in JRAS, ১৯০৯; (৪২) ঐ লেখকের Die Entstehung der armenischen Bistumer, in Orientalia Christiana, ৮০ (১৯৩২); (৪৩) E. Honigmann, Die Ostgrenze des byz. Reiches von ৩৬৩ bis ১০৭১, in Corp. brux. hist. byz, ৩, Brussels ১৯৫৩; (৪৪) R. Grousset, Histoire de 1' Armenie des origines a ১০৭১, Paris ১৯৪৭; (৪৫) V Minorsky, Studies in Caucasian History, Cambridge Oriental Series no. 6, London ১৯৫২। ইহা ছাড়াও দেখুন (৪৬) P. Fr. tournebize, Hist. pol. et relig. de 1 Armenie, vol. i (no more published), Paris ১৯১০-১৯১০; (৪৭) ঐ লেখকের প্রবন্ধ Armenie in Dict. d'hist. et de geogr. eccl., vol iv, Paris ১৯৩০; (৪৮) J. de Morgan, Hist. du peuple arm, depuis les temps les plus recules... jusqu'a nos jours, Nancy-Paris ১৯১৯; (৪৯) Nevork Aslan, Etudes hist, sur le peuple arm, Paris ১৯০৯ এবং ed. Macler ১৯২৮; (৫০) Vahan, History of Armenia, i, Boston ১৯৩৬; (৫১) N. Marr, Ani. Hist. de la ville d'apres les sources et les fouilles, Leningrad ১৯৩২ (রুশ ভাষায়); (৫২) Pasdermadjian, Histoire de 1' Armenie, Paris ১৯৪৯।

প্রাচীন আরমেনীয় সূত্রসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে যে সুন্দর গ্রন্থটিতে তাহা হইতেছেঃ (৫৩) Descr. de la vieille Armenie, প্রণেতা Indjidjean, Venice ১৮৩২ (আরমেনীয় ভাষায়), আরও দেখুন (৫৪) L. Alishan, Topogr. von Gross -Arm., Venice ১৮৫৫, Geogr. der Proing Shirakh (ঐ, ১৮৭৯), Sisuan (১৮৮৫), Airarat (১৮৯০) ও Sisakan (ঐ, ১৮৯৩) সবই আরমেনীয় ভাষায়; (৫৫) H. Kiepert, Die Landschaftsgrenzen des sudl, Armeniens nach einheim, Quellen in Monatsber. der Berl. Ak. d. Wiss., ১৮৭৩; (৫৬) Thopdschian, Die inneren Zust ands Armeniens unter Aschot, I, in Mitteil d. Seminars fur orient, Sprachen, in Berlin ১৯০৪, Pt. ii, ১০৪-৫৩; (৫৭) ঐ লেখকের Polit. und

Kirchengcsech ... Aschot I und Smbat I, (ঐ, ৯৮-২১৮); (৫৮) Sebeos, Gesch des Heraklius (৪৫৭-৪৫৯ হইতে ৬০২ খৃ. পর্যন্ত) ও Leontius (৫৩২-৭৯০ খৃ.); (৫৯) H. Hubschmann, Sebeos- এর অধ্যায়গুলিতে আরমেনিয়া সম্পর্কিত অংশগুলি zur Gesch Armeniens und der ersten Kriege der Araber-এ অনুবাদ করিয়াছেন, Liepzig ১৮৭৫। আরও দেখুন (৬০) Jean Catholicos, Hist. de 1' Armenie des origines a 925, অনু. V. de Saint Martin, Paris ১৮৪১; (৬১) Ghevond (Leontius), Hist. des guerres et des conquetes des Arabes en Armenie, অনু. V. Chahnazarian Paris ১৮৫৬ (তু.A. Jeffery, Ghevonds Text of the corresp. between Umar ii and Leo iii, in Harvard Theol, Review, xxxvii,(১৯৪৪); (৬২) Asoghik of Taron, Hist. d Armenie des origines a 1004, জার্মান অনুবাদ করেন H. Gelzer ও A. Burckhardt, Leipzig ১৯০৭; (৬৩) ফরাসী অনুবাদ করিয়াছেন Brosset, Collection d'Historiens armeniens -এ I, St. Petersburg 1874 (৯০৭ খৃ. পর্যন্ত সময়কাল, ১২২৬ খৃ. পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়); (৬৪) Matthew of Edessa, Chorincle (৯৫২ খৃ. হইতে ১১৩৬ খৃ. পর্যন্ত), ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন Dulaurier, in bibl. Hist. arm ১৮৫৮, অন্যান্য অনুবাদ Brosset, Collection...এ St. Petersburg (২খণ্ড) ১৮৭৪-৬ ও Deux Historiens armeniens, St. Petersburg ১৮৭০-৭১, আরও একই লেখকের গ্রন্থের অনু. Orbelian, Hist. de la Siounie, St. Petersburg, ১৮৬৪; (৬৫) Langlois, collection des Wistoriens anciens et modernes de l' Ar menie, Paris (দুই খণ্ডে), ১৮৬৭-৯; (৬৬) J. Muyldermans, La domination arabe en Armenie, drawn from the Hist, universelle of Vardan, Louvainparis ১৯২৭ খৃ.

আরবদের অভিযান কাল ও আরব শাসন আমল সম্বন্ধে দেখুন (৬৭) বালাযুরী, ফুতূহুল -বুলদান, পৃ. ১৯৩-২১২ (অনু., Hitti ও Murgotten, দুই খণ্ডে, নিউ ইয়র্ক ১৯১৬-২৪ খৃ.); (৬৮) তাবারী, এই নিবন্ধের সংশ্লিষ্ট স্থানে সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে; (৬৯) য়াকূবী, পৃ. ১৯০-১ (বালাযুরী ও য়াকূবীর রচনার আরমেনিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট অংশটুকু রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন P. Zuze, Baku ১৯২৭ খৃ., Materials for the History of Azerbaydjan Fasc, iii ও iv ঐ একই লেখক ইবনুল-আছীর-এর বর্ণনাকেও অনুবাদ করিয়াছেন যাহা ককেসাস-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, Baku ১৯৪০); (৭০) অজ্ঞাত, ওয়াকিদী, Gesch. der Eroberung von Mesopotamien und Armenien--- Hamburg ১৮৪৭; (৭১) B. Khalateantz, Textes arabes relatifs a 1' Armenie, Vienna ১৯১৯।

প্রথম আরব অভিযানগুলির জন্য (৭২) H. Manadean, Les invasions arabes en Armenie, in Byzantion, xviii, ১৯৪৬-৮; (৭৩) H. Manadean, একটি পুস্তিকা, ফরাসী ভাষায় অনু. H Berbrian. এরিওয়ান-এ ১৯৩২ খৃ. Manr Hetazotut yunner (সংক্ষিপ্ত পাঠ) নামে প্রকাশিত; (৭৪) M. Ghazarian, Armenien unter der arab. Herrschaft bis zur Entstehung des Bagratiden reiches, in Zeitschr. fur arm. Philol., ii, Marburg ১৯০৪, ১৪৯-২২৫; (৭৫) H. Thopdschian, Armenien vor und Wahrend der Araberzeit, ঐ, ii, ৫০-৭১; (৭৬) Vasmer, Chronology of the Governors of Armenia under the early Abbasids, in Zap. Kol. Vos., i (1925), 381প. (জার্মান অনু., ভিয়েনা ১৯৩১ খৃ.); (৭৭) F.W. Brooks, Byzantines and Arabs in the time of the Early Abbasids, in Engl. Hist. Rev., ১৯০০ ও ১৯০১; (৭৮) Daghbaschean, Die grundung des Bagratidenreiches unter Aschot Bagratuni, বার্লিন ১৮৯৩ খৃ.; (৭৯) A. Green, La dynastie des Bagratides en Armenie (রুশ ভাষায়, In Journal of the Russian Minist. of I. P., St. Petersburg 1893, CCXC-১৫-১৩৯); (৮০) J. Mark wart, Osteur, und ostas. Streifzuge, লাইপযিগ ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১১৭-৮৮ ও ৩৯১-৪৬৫; (৮১) R. Khalateantz (Chalatianz), Die Entstehung der arm. Furstentumer, in WZKM, xvii, ৬০-৬৯। আরও দেখুন (৮২) J. Laurent, L' Armenie entre Byzance et L'Islam depuis la conquete arabe jusquen ৮৮৬, প্যারিস ১৯১৯ খৃ.। দশম শতাব্দী এবং বায়যানটাইন পুনর্দখলের উপর, ইতোপূর্বে উল্লিখিত Grousset Honigmann-এর রচনাবলী ছাড়া আরও দেখুন (৮৩) S . Runciman Romanus Lecapenus, কেমব্রিজ ১৯২৯, ১৫১ প.; (৮৪) M. Canard, Hist. de la dynastie des Hamdanides, i, ৪৬২ ff. এবং পূর্ববর্তী; (৮৫) G. Schlum berger, Un empereur byz. auXe siecle, Nicephore Phocas, প্যারিস ১৮৯০ খৃ.; (৮৬) ঐ লেখক, L'epopee byz ala fin du Xe siecle, i, ১৮৯৬ (১৯২৫) এবং ii ১৯০০ প্রথম অংশ, John Tzimisces; দ্বিতীয় অংশ Basill ১১.(৮৭) N. Adontz কর্তৃক রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, Byzantion-এ প্রকাশিত (Les Taronites en Armenie et a Byzance ix ১৯৩৪,

৭১৫ ff. x, ১৯৩৫, ৫৩১ff, xi, ১৯৩৬, ২১ ff ও ৫১৭ xiv, ১৯৩৯, 407 ff; Notes armeno -byzantines, ix, ১৯৩৪, ৩৬৭ প., x, 1935 161 প.; Tornik le Moine, xiii, ১৯৩৮, ১৪৩ প.) ও in the Ann, de 1 Inst. de Philol. et d'Hist, Orient, Bruxelles, iii, ১৯৩৫ (Asot de fer); (৮৮) V. Laurent, প্রবন্ধসমূহ, Echos d'Orient, xxxvii, 1938 ও xxxviii, ১৯৩৯; (৮৯) Tarossian, Grigor Magistros et ses rapports avec deux emirs musulmans....in REI, ১৯৪১-৭; (৯০) Leroy Mohringen বায়যানটাইনে কতিপয় আরমেনীয়-এর ভূমিকা সম্পর্কে প্রবন্ধ Byzantion, xi, 1936, ৫৮৯ প. ও xiv, ১৯৩৯, ১৪৭ প.; (৯১) Akulian, Einverleibung arm, Territorien durch Byzanz im XI Jahrhundert, ১৯১২; (৯২) Z. Avalichvili, La Succession de David d'; berie, in Byzantion viii, ১৯৩৩, ১৭৭ প.; (৯৩) বায়যানটীয় ভূখণ্ডে আরমেনীয় প্রবাসীদের স্থায়ী বসতি স্থাপন প্রসংগে N. Adontz, Grousset, পূ. গ্র., পৃ. ৪৮৮-৯, ৫১১, ৫২২ ছাড়াও দ্র. (৯৪) H Gregoier, Melias le Magistre, in Byzantion, ৭খ., ১৯৩৩ খৃ., ৭৯ প.-এ উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহ ও ঐ, ২০৩ Nicephore au col roide; (৯৫) বায়যানটাইনের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট রচনাবলী ও সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় যাহা তাহাও দ্র. (Krumbacher, Byz. Litteraturgesch)., দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০৬৮-৯); (৯৬) Vasiliev- এর প্রকাশনাসমূহ, Byzance et les Arabes:i, La dynastie amorienne (৮২০-৬৭) ফরাসী অনু. ব্রুসেল্‌স্ ১৯৩৫ খৃ. (Crop brux. hist, byz) ও ২খ., La dynastie macedonienne ((৮৬৭-৯৫৯), St. Petersburg 1902)। রুশ ভাষায়, ফরাসী অনু. শুধু দ্বিতীয় অংশের-Textes arabes, ব্রুসেলস ১৯৫০ খৃ.। আরও দেখুন (৯৭) F. Dolger, Regesten der Kaiserurkunden des ostrom. Reiches, মিউনিখ-বার্লিন ১৯২৪-৩২ খৃ.; (৯৮) S. Der Nersessian, Armenia and the Byz. Empire : A brief study of Armenian art and civilization, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৫ খৃ.। অতিরিক্ত দ্র. (৯৯) সিরীয় ইতিহাস গ্রন্থসমূহে আরমেনিয়া সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি (Tell Mahre-এর ছদ্মনামীয় Denys. নিসিবিন-এর ইলিয়াস, সিরীয় মাইকেল, ইব্‌নুল-আরাবী -Bar Hebraeus)-তে রহিয়াছে এবং ইসলাম ও খলীফাগণের ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাবলী, বিশেষ করিয়া (১০০)(সাজিদীয়) Sadjids-দের উপর Defremery-এর পুস্তক (Memoir) [JA. ১৮৪৮ খৃ., ৪র্থ সিরিজ, ৯খ. ও ১০খ.]। যেই সমস্ত আরমেনীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি আরবগণের ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে জানার জন্য (১০১) I. Karckovsky, Encyclopaedia of Soviet Armenia (Erivan)- ঐ আব্‌কারয়ূস, আবূ স'ালিহ্ আল-আরমানী-এর বাদ্‌র আল-জামালীর উপর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেইগুলি দ্রষ্টব্য (বাহ্‌রাম সম্পর্কে জানিতে হইলে উপরে দেখুন)।

সাল্‌জূক যুগের জন্য প্রধান সূত্র ঃ (১০২) Lastivert, Aristakes (Arisdagues of Lasdiverd)-এর ইতিহাস, আরমেনীয় সংস্করণ, ভেনিস ১৮৪৫ খৃ., ফরাসী অনুবাদ ১৮৬৪ খৃ.; (১০৩) Gandzak-এর Kirakos, (Guiragos) [ত্রয়োদশ শতাব্দী ১১৬৫ খৃ. হইতে ১২৬৫ খৃ. পর্যন্ত কালে ঘটনাবলীর সমকালীন বিবরণ প্রদান করে, আরমেনীয় সংস্করণ, মস্কো ১৮৫৮ খৃ. ও ভেনিস ১৮৬৫ খৃ., ফরাসী অনু. Brosset কর্তৃক ১৮৭০ হইতে ১৮৭১ খৃ. পর্যন্ত। আরও দেখুন (১০৪) J. Laurent, Byzance et les Turcs seldjoucides dans l'Asie occidentale jusquen ১০৮১ প্যারিস ১৯১৩-১৪ খৃ. ও তথায় প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী; (১০৫) C. Cahen La campagne de Mantzikert d' apres les sources musulmanes, Byzation-এ, ৯খ., ১৯৩৪ খৃ., ৬১৩ প.; (১০৬) ঐ লেখক, La Premiere Penetration turque en Asie Mineure, in Byzantion, xviii, ১৯৪৮ খৃ.। আরও অধিক গ্রন্থপঞ্জীর জন্য সালজূক শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন; (১০৭) সন্ন্যাসী Malakstia মোঙ্গল আক্রমণের এক ইতিহাস লেখেন, আরমেনীয় সংস্করণ, St. Petersburg ১৮৭০ খৃ., রুশ অনু. Patkanean কর্তৃক, St. Petersburg ১৮৭১ খৃ., ফরাসী অনু, Brosset কর্তৃক, ১৮৭১ খৃ.; (১০৮) Medsoph-এর Thomas পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈমূর ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের এক ইতিহাস লিখেন ঃ আরমেনীয় সংস্করণ Chahnazarian কর্তৃক, প্যারিস ১৮৬১ খৃ.।

প্রথম শাহ 'আব্বাস-এর শাসন আমলে আরমেনীয়দের উপর যেই নির্যাতন নামিয়া আসে তৎসম্পর্কে প্রধান প্রধান সূত্র ঃ (১০৯) তাব্‌রীয্‌-এর Arakel, যাঁহার Histoire ১৬০২ হইতে ১৬৬১ খৃ. সময় পর্যন্ত বিস্তৃত, আরমেনীয় সংস্করণ, Amsterdam ১৬৬৯ খৃ., ফরাসী অনু. Borsset কর্তৃক।

ক্ষুদ্র আরমেনীয় ঃ (আরমিনীয়াতুস্ সুগ্‌রা)-র সালতানাত-এর ইতিহাসের উপর (১১০) B. Kugler ও F. Wilken, Gesch. der Kreuzzuge-এর অতিরিক্ত দেখুন ক্রুসেডের আধুনিক ইতিহাসসমূহ; (১১১) Grousset, 3 vols, Paris ১৯৩৪-৬; (১১২) Runciman 3 vols, কেমব্রিজ ১৯৫১-৫৫ খৃ., আরও। (১১৩) Atiya কর্তৃক রচিত শেষ ক্রুসেডের ইতিহাস, লণ্ডন ১৯৩৮ খৃ., ও (১১৪) Hill কর্তৃক রচিত সাইপ্রাসের ইতিহাস, কেমব্রিজ ১৯৪০ খৃ. দেখুন; (১১৫) V. Langlois, Essai hist. et crit. sur la const. soc. et pol. de l'Armenie Sous les rois de la dynastie roupenienne, in the Mem, de l'Ac. Imper. des Sc. de St. Petersburg, 7th ser., iii (1860) no. 3; (১১৬) ঐ লেখক, Bull, del Ac. Imper..... iv, ১৮৬১; ও (১১৭) in Melanges aiatiques, iv; (১১৮) E. Dulaurier, Etude sur l'org. pol . relig, et

admnistr, du royaume de Petite Armenie, in JA, ১৮৬১, xvii, ৩৭৭ ও xviii, ২৮৯-৩৫৭; (১১৯) ঐ লেখক, Le royaume de Petite Armenie, in RHC. Doc. arm., i, Paris ১৮৬৯ ও (১২০) K.J. Basmadjian, Les Lusigman de Poitou au trone dela Petite Armenie, in JA, 10th ser., vii, ৫২০ ff.

মধ্যযুগের ভৌগোলিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি জানার জন্য দেখুন (১২১) BGA, সম্পা. DE Goeje; (১২২) BAHG, সম্পা. v. Mzik; (১২৩) য়াকূত, ১ খৃ., ২১৯-২২ (তু. Heer, Die Quellen in Yaquts Geogr, Worterb, ১৮৯৮, ৬২-৩); (১২৪) আবুল ফিদা, তাকবীম, ৩৮৭-৮; (১২৫) Le Strange, ১২৯-৩১, ১৩৯-৪১, ১৮২-৪; (১২৬) A.v. Kremer, Kulturgesch, des Orients unter den Chalifen, i, ৩৪২-৩, ৩৫৮, ৩৬৮, ৩৭৭; (১২৭) N. A. Karaulov, Renseignements fournis par les ecrivains arabes sur le Caucase, l'Armenie et l'Adharbaydjan, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen kavkaza, xxix xxxi, xxxii ও xxxviii Tiflis ১৯০৮; (১২৮) Zuze (Djuxe), য়াকূত-এর গ্রন্থে বিধৃত ককেসাস সম্পর্কীয় অংশ রুশ ভাষায় অনুবাদ (মুদ্রণ The Inst. of Hist, Academy of Sciences of Azerbaidjan কর্তৃক); (১২৯) B. Khalateantx, আরমেনীয় পর্যালোচনায়, Handes Amsorya ((ভিয়েনা), ১৭খ., ২৭-৮, ৫৩-৫৪, ১১২-১৩, ১৭৬-৭৭, ২৫২-৫৩ ও ১৮খ. ৫৩-৫৪, ৩৬৭-৬৮।

গত শতাব্দীর যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে দ্র. (১৩০) V. Uschakoff, Gesch. der Feldzuge des Generals Paskewitsch in der asiat, Turkei wahrend der jahre ১৮২৮-৯ (জার্মান সংস্করণ, লাইপযিগ ১৮৩৮ খৃ., তু. Ritter, Erdkunde, x, ৪১৪-২৩) ও (১৩১) W. Potto, Der persische Krieg, ১৮২৬-৮), St. Petersburg ১৮৮৭ ff); (১৩২) ক্রিমীয় (Crimean) যুদ্ধ সম্পর্কে (Rustow) [১৮৫৫ খৃ.]-এর রচনাবলী দেখুন; (১৩৩) Bazancourt (জার্মান সংস্করণ, ভিয়েনা ১৮৫৬ খৃ.); (১৩৪) Anitschkow (১৮৫৭-১৮৬০ খৃ.; (১৩৫) Kinglake (লণ্ডন, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৮৮৩ খৃ.); (১৩৬) Bogdano vitsch (রুশ ভাষায়, ১৮৬৭ খৃ.); (১৩৭)- C Rousset (প্যারিস, তৃতীয় সং, ১৮৯৪ খৃ.); (১৩৮) Geffcken (১৮৯১ খৃ.); (১৩৯) Hamely (লন্ডন, তৃতীয়, সংস্করণ ১৮৮১ খৃ.); (১৪০) Rothan (১৮৮৮ খৃ.); (১৪১) Kurz (১৮৮৯ খৃ.); (১৪২) A. du Casse (প্যারিস ১৮৯২ খৃ.) ও (১৪৩) C. Rousset, Hist. de la guerre de Crimee, প্যারিস ১৮৭৭ খৃ.)। আরও যুক্ত করিতে হইবে ঃ (১৪৪) E. Tarle, Krymskaya vojna, ২খ., মস্কো ১৯৪২-১৯৪৫ খৃ.। ১৮৭৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে দেখুন; (১৪৫) Greene, The Russian army and its campaigns in Turkey, ১৮৭৭-১৮৭৮ খৃ., লন্ডন ১৮৮০ খৃ.; (১৪৬) V. Jagwitz, von Plewna bis Adrianopel, বার্লিন ১৮৮০খৃ. ও (১৪৭) Kuropatkin, Kritische Ruckblicke auf den russich-turkischen Krieg (Kramer কর্তৃক জার্মান ভাষায়, বার্লিন ১৮৮৫-১৮৮৭ খৃ.)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আরমেনিয়াতে সংঘটিত গোলযোগ সম্পর্কে দেখুনঃ (১৪৮) F. D. Greene, The Armenian crisis and the rule of the Turk, London ১৮৯৫; (১৪৯) R. de Coursons, La rebellion armenienne, Paris ১৮৯৫; (১৫০) R. Lepsius, Armenian und Europa, Berlin ১৮৯৬; (১৫১) G. Godet, Les souffrances de l'Armenie, Neufchatel ১৮৯৬ খৃ.। ১৯১৫ খৃ. হইতে আরমেনীয়দের পাইকারীভাবে হত্যা, নির্বাসন, অভিবাসন ইত্যাদি সম্পর্কে দেখুন উপরে উল্লিখিত আরমেনিয়ার আধুনিক ইতিহাসমমূহ (অর্থাৎ J. De Morgan Kevork Aslan, Pasdermadjian); (১৫২) Tchobanian, Le peuple armenien l'Armenie, sous le joug turc, Paris ১৯১৩; (১৫৩) F. Nansen L' Armenie, etle Proche-Orient, Paris ১৯২৮; (১৫৪) Basmadjian Hist, mod des Armeniens, Paris ১৯২২; (১৫৫) Pasdermadjian, Apercu de l'hist, mod, de l'Armenie, (বিশেষ করিয়া ১৮৪৮ হইতে ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত) Vostan, Cahiers d'hist. et de civil, arm. i, Paris 1948-9; (১৫৬) J. Missakian, A searchlight on the Armenian question, ১৮৭৮-১৯৫০, Proston 1950; (১৫৭) A. Nazarian, Verites historiques Sur l'Armenie, Paris ১৯৫৩; (১৫৮) W Leimbach Die Sowjetunion, Stuttgart ১৯৫০ (রুশীয় আরমেনিয়া সম্পর্কে বিবরণ); (১৫৯) P Rondot, Les Chretiens d'Orient (Cahiers de 1Afrique et 1Asie, iv), Paris ১৯৫৫ খৃ., ১৭১-৯৯। অন্য রচনাবলীর মধ্যে আরও দেখুন (১৬০) A. J. Toynbee, Les massacres armeniens, Paris ১৯১৬; (১৬১) The Treatment of Arnenians in the Ottonan Empire, British Blue Book, London 1916; (১৬২) H. Barby, Au Pays de l' epouvante, l'Armenie, martyre, Paris ১৯১৭; (১৬৩) J. Lepsius, Le rapport secret---sur les massacres d' Armenie, Paris ১৯১৮; (১৬৪) অজ্ঞাত, Temoignages inedits sur les atrocites turques commises en Armenie, Paris ১৯২০; (১৬৫) C. Jaschke,

President Wilson als Schiedsrichter zwischen der Turkei und Armenien, in MSOS, Berlin, xxxviii, 1935, ii, 75-80; আরও দেখুন (১৬৬) A. Andonian, The Memoirs of Naim bey, Turk. off. doc. Relative to the departations and the massacres of Armenians, London ১৯২০ ও (১৬৭) J. de Morgan. Essai sur les nationalites (les Armeniens, Paris ১৯১৭।

আরমেনীয় গির্জার ইতিহাস সম্পর্কে দেখুন (১৬৮) A. Ter Mikelian, Die arm, Kirche und ihre Beziehungen aur byzant. vom 4-13. Jahrh., Leipzig ১৮৯১; (১৬৯) H. Gelzer, Der gegenwartige Zustand der arm. Kirche, in Z.f. Theol., ১৮৯৩., XXXVI ১৬৩-৭১; (১৭০) ঐ লেখক, Die Anfange der arm. Kirche, in SB.d. sachs . Ges. d. Wiss., ১৮৯৫, ১০৯-৭৪; (১৭১) S. Weber, Die kathol Kirche in Armenien, Freiburg im B., ১৯০৩; (১৭২) Ter Minassiantz, Die arm, Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen Leipzig ১৯০৪; (১৭৩) N. Ormanian, L' Eglise armenienne, son Hist., sa doctr., son regime, sa discipline, sa liturgie, sa Litterature, son present, Paris ১৯১০ ও (১৭৪) শিল্পকলা, Armenie, L Petit কর্তৃক, In the Diction. de theologie catholique. i, pt. 2.

(গ) ভূগোল, নৃতত্ত্ব, মানচিত্র অংকনবিদ্যা ঃ (১৭৫) Otter, voy. en turquie, Paris ১৭৪৮; (১৭৬) D. Sestini, voyage de Constantinople a Bassora en 1781. Paris, year vii (Handzit অঞ্চলের উপর); (১৭৭) Hanway, Beschreib. seiner Reise von London durch Russland und Persien, Hamburg 1754 (ইংরেজী সং., লন্ডন ১৭৫৩ খৃ.), অন্যান্য সংস্করণও; (১৭৮) J. Morier, A. Journey through Persia. Armenia etc., London ১৮১২; (১৭৯) J. C. Hobhouse, A journey through Albania and other prov. of Turkey, London ১৮১৩; (১৮০); J. M. Kinneir, Geogr. Memoir of the Persian empire, London ১৮১৩; (১৮১) J. Morier, A second Journey through Presia. Armenia etc., ১৮১৮; (১৮২) Dupre, Voyage en Perse, Paris ১৮১৯; (১৮৩) W. Ouseley, Travels in various countries of the East. London ১৮১৯-২৩, vol. iii; (১৮৪) R. Walpole, Travels in various countries of the East, London 1820; (১৮৫) Jaubert, Voyage en Armenie et e Perse, Paris ১৮২১; (১৮৬) Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia etc., London ১৮২১-২; (১৮৭) Relation du voyage de Monteith, in JRGS iii, London ১৮৩৩; (১৮৮) E. Smith and Dwight, Missionary Researches in Koordistan Armenia, etc., London 1834; (১৮৯) J. Brant, Journey through a part of Armenia, in JRGS. vi, London ১৮৬৩; (১৯০) C.J. Rich, Narrative of a residence in Koordistan, ঐ, ১৮৩৬ খৃ.; (১৯১) E. Bore, corresp. et memoires d'un voyage en Orient, Paris ১৮৩৭-৪০; (১৯২) Armstrong, Travels in Russia and Turkey, London ১৮৩৮; (১৯৩) Wilbraham, Travels in Transcaucasia, etc. London 1839; (১৯৪) F. Dubois de Montpereux, voyage autour du Caucase----en Georgie, Armenie, etc., Paris ১৮৩৯-৪৩,-চিত্রাবলীসহ (Atlas) (১৯৫) J. B. Fraser, Travels in Koordistan, Mesopotamia, etc., London ১৮৪০; (১৯৬) E. Schultz. Memoire sur le lac de Van et ses environs, in JA. 3rd ser., ix. ২৬৩-৩২৩; (১৯৭) H Southgate, Narrative of a tour through Armenia,, Koordistan, London ১৮৪০; (১৯৮) J. Brant, Notes of a Journey through a part of Koordistan, in JRGS, x. ১৮৪১; (১৯৯) H. Suter, Notes of a journey from Erzerum to Trebisond (ঐ); (২০০) G. Fowler, Three Years in Persia with travelling adventures in Koordistan, London ১৮৪১ খৃ. (জার্মান. অনু. Aix-la-Chapelle ১৮৪২); (২০১) W. F. Ainsworth, Travels and Research in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldaea and Armenia, London ১৮৪২; (২০২) W. J. Hamilton, Res earch in Asia Minor, Pontus and Armenia, London 1842 (জার্মান সং., A. Schonburgk, H. Kiepert-এর সংযোজনসহ, লাইপযিগ ১৮৪৩ খৃ.); (২০৩) Ch. Texier, Description del Armenia, la Perse et la Mesopotamie, Paris 1842; (২০৪) K. Koch, Wanderungen im Orient, Weimar 1846-7; (২০৫) M. Wagner, Reise nach dem ararat und dem Hochland Armenien, Stuttgart 1848; (২০৬) A.N. Muravjev, Crousinie et Armenie (রুশ ভাষায়), St. Petersburg 1848; (২০৭) Brosset, Rapports sur un voyage archeologique en Georgie et en Armenie ঐ, ১৮৫১ খৃ.; (২০৮) M.

Wagner, Reise nach Persien und dem Lande der Kurden, Leipzig ১৮৫২; (২০৯) Curzon, Armenia,, a year of Erzeroum, etc, London ১৮৫৪; (২১০) Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse, Paris ১৮৫৪-৬০; (২১১) K. Koch, Die Kaukasische Lander und Armenien, Leipzig 1855; (২১২) A. V. Haxthausen, Transcaucasia. Leipzig ১৮৫৬; (২১৩) N. V. Seidlitz, Rundreise um den Urmiasee, in Petermann's Geogr, Mitteil, 1858; 22-3; (২১৪) Blau, vom Urmiasee zum Vansee, ঐ, ১৮৬৩ খৃ., ২০০-১; (২১৫) I. Ussher, A Journey from London to Persepolis, London 1856; (২১৬) Pollington, Half round the old world, a tour in Russia, the Caucasus, Persia, etc, London 1867; (২১৭) Taylor and Strecker, Zur Geogr. von Hocharmenien, in Z. d. Ges f. Erdkunde, Berlin ১৮৬৯; (২১৮) F. Millingen, Wild Life among the Koords, London ১৮৭০; (২১৯) Radde and Sievers, Reise in Hocharmenien, in Petermanns Geogr, Mitteil., ১৮৭৩, ৩১০-২; (২২০) Radde, Vier Vortrage uber den Kaukasus, ঐ, Erganz, Heft no 36, gotha ১৮৭৪; (২২১) M.V. Thielmann, Streifzuge im Kaukasus, Leipzig ১৮৭৫; (২২২) J. B. Telfer, The Crimea and transcaucasia, London ১৮৭৬; (২২৩) Relation de voyage de Deyrolle, in Le Tour du Monde, xxix-xxxi and in the Globus. xxix-xxx (Braunschweig 1876); (২২৪) J. Bryce, Transcaucasia and Ararat, London 1877 ও পরবর্তী সংস্করণসমূহ; (২২৫) Creagh, Armenians, Koords and Turks, London 1880; (২২৬) H. Tozer, Turkish Armenia and East Asia Minor, London 1881; (২২৭) Frede, Voyage en Armenie et en Perse, Paris 1885; (২২৮) W. Petersen, Aus Transkaukasien und Armenien, Leipzig 1885; (২২৯) G. Radde, Reisen an der persischrussischen Grenze, Leipzig 1886; (২৩০) H. Binder, Au Kurdistan, en Mesopotamie et en Perse, Paris 1887; (২৩১) G. Radde. Karabagh, in Petermann's Mitt. Erg.-Heft n°100 Gotha 1889; (২৩২) Muller-Simonis ও Hyvernat, Du Caucase au Golfe Persique, Washington 1892 (জার্মান সং., Mainz 1897); (২৩৩) E. Naumann, Vem goldenen Horn zu den Quellen des Euphrates. Munich 1893; (২৩৪) Chantre, A travers l'Armenie russe, Paris 1893 (তু. in Globus, lxii, 1892); (২৩৫) W. Belck, Untersuchungen und Reisen in Transkaukasien, Hocharmenien, etc, in Globus, lxiii-Lxiv, 1893; (২৩৬) v. Nolde, Reise nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien, Braunschweig 1885; (২৩৭) H. Abich, Aus kaukasischen Landern, Reiseberichte von. 1842-1874, Vienna 1896; (২৩৮) J. de Morgan, Mission scientifique en Perse, 4 vols., Paris 1895; (২৩৯) ঐ লেখক, Mission scientifique au Caucase. Et. arch. et historiques, 2 vols., Paris 1889; (২৪০) H. Hepworth, Through Armenia on horseback, London 1898; (২৪১) I. Krackovskij, Vtoraja zapiska, Abu Dulafa v geograficeskom slovare Iakuta, Izbrannye Socneniia, (Azerbaijdzan, Armenija, Iran), মস্কো লেনিনগ্রাড ১৯৫৫, পৃ. ২৮০-২৯২ (আবূ দুলাফ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য য়াকূত, মু'জামুল-বুলদান (আযারবায়জান, আরমেনিয়া, ইরান) মনোনীত রচনাবলী; (২৪২) N. D. Mikluxe-Maklaj, Geograficeskoje socineje xiii v. na peridskom jazyke (novyj istocnik, po istoriceskoj geografii Azerbad-jzna-i Armenii); (২৪৩) Ucenye Zapiski Instituta Vostokovjedenija, ২খ., ১৯৫৪ খৃ. (ফার্সীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভূগোলের একটি গ্রন্থ আছে এবং আযারবায়জান ও আরমেনিয়ার ভৌগোলিক ইতিহাসের এক নূতন সূত্র ادارۂ مستشرقین کے عالانه مشاهدات W. Belck ও C. F. Lehmann কর্তৃক ১৮৯৮-৯৯ খৃ.-কৃত অন্বেষণমূলক পর্যটনের উপর জানার জন্য দেখুন ভ্রমণ প্রতিবেদন; (২৪৪) Jahresberichte der Geschichts-wissenschaft, 1901, i, 16 ও Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, 2 vols. Berlin 1910-26; (২৪৫) Sarre. Transkaukasien, Persien, Mesopotamien, Transkaspien, Land und Leute, Berlin 1899; (২৪৬) Lynch, Armenia: travels and studies, London 1901; (২৪৭) P. Rohrbach, Vom Kaukasus zum Mittelmeer, Leipzig 1903; (২৪৮) The Memoirs of the Caucasian Section of the Imperial Russian Geogr. Soc.-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে (রুশ ভাষায়)। আরও দেখুন (২৪৯) The Committee of Caucasian Statistics-এর রচনাবলী (এলিজাবেথপোল, তিফলীস, ১৮৮৮ খৃ. ও কার্স ১৮৮৯ খৃ.)। আরও

তুলনীয় জাবালুল-হারিছ (আরারাত)। আরও পাঠ করুন (২৫০) B. Plaetschke, Die Kaukasuslander (Handbuch der georgr. Wiss., Band Mittel und Osteuropa, 1835); (২৫১) Uj. Frey, Vorder-Asien, Schrifttum-subersicht 1913-1932, in Geogr. Jahrbuch, 47, 1932, vol. ii; (২৫২) P. Rohrbach. Armenien, 1919; (২৫৩) W. Leimbach, Die Sowjetunion, Natur, Volk und Wirtschaft, Stuttgart 1950 (সোভিয়েত আরমেনিয়া সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসমূহ); (২৫৪) P. George, URSS, Paris 1987 (Collection Orbis). 471-2; (২৫৫) A. Fichelle, Geogr. phys. et, econom. de l'URSS, 97 ff. (P. George, পূ. গ্র.-এ সোভিয়েত গ্রন্থাবলী ও পর্যালোচনাসমূহ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাইবে, যেমন Revue de la Soc. russe de geogr., etc)। আরও দেখুন (২৫৬) The USSR: A geographical Survey, London 1943; (২৫৭) L. Alishan, Physiographie de l'Armenie, Venice 1870; (২৫৮) H. Abich, Geolog, Forschungen in den kauk, Landern, Vienna 1882-7; (২৫৯) R. Sieger, Die Schwan Kungen der hocharm. Seen, Vienna 1888; (২৬০) G. W. v. Zahn, die stellung Armeniens im Gebirgsbau Vorderasiens, Berlin 1907; 1896; (২৬১) J. H. Schaffer, Grundzuge des geolog Baues von Turkisch Armenien Peterm. Mitt. (২৬২) Carte geol. du Caucase au I: 1,000,000, Inst. de cartogr. geol..de l'URSS, 1929-31; আরও দেখুন ঃ (২৬৩) Macler, Erzeroum. Topographie d'Erzeroum et sa region, in JA., 1919; (২৬৪) J. Markwart, Le berceau des Armeniens, in Rev. des et-arm., viii, 1928......... ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন (২৬৫) G.L. Selenoy ও N.v. Seidlitz, Die Verbreitung der Armenier in der asiat, Turkei und in Trans.-Kaukas, in Peterm. Mitt., 1896 ও অতি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের জন্য এই প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দেশিত রচনাবলী। আরও দেখুন (২৬৬) R. Khermian, Les Armeniens, introd. a l'anthropologie du Caucse, 1943; মানচিত্রসমূহের জন্য ঃ (২৬৭) Monteith (1833) ও (২৬৮) Dubois (1830-40)-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সন্নিবেশিত ভূচিত্রাবলী (atlases) দেখুন; (২৬৯) Glascott, Map of Asia Minor and Armenia (অনু. ১৮৫০ খৃ.); (২৭০) H. Kiepert, Karte von Georgien, Armenien und Kurdistan, I : 1500,000, Berlin 1854; (২৭১) ঐ লেখক, Karte von Armenien. Kurdistan und Azerbeidschan I : 1000,000, Berlin 1858; (২৭২) H. Kiepert, Specialkarte das turk. arm., I:500,000, Berlin 1857; (২৭৩) ঐ লেখক, Carte generale des prov. europ. et asiat. de l'empire ottoman. I: 300,000, Berlin 1892; (২৭৪) H. Kiepert, Karte von Keinasien in 24 Blatt, I: 400,000, Berlin 1902-6; (২৭৫) সর্বোত্তম মানচিত্র হইতেছে Lynch-Oswald-এর Map of Armenia and adjacent countries, London 1901; আরও দেখুন ঃ (২৭৬) Cuinet-এর মানচিত্র La Turquie d'Asie, 1891-2 ও (২৭৭) Muller Simonis, পূ. গ্র., ১৮৯২; (২৭৮) Hubschmann রচনায় বিধৃত আরমেনিয়ার মানচিত্র, Die altarm. Ortsnamen, in Indogerm. Forschungen, xiv, 1904 ও তাঁহার মন্তব্যসমূহ (পূ. গ্র.) on the Karten-bibliographie of the Grundriss der iran. Philol., F. Justi কর্তৃক; (২৭৯) Honigmann-এর মানচিত্র, Ostgrenze; আরও দেখুন; (২৮০) Murray's Handy Classical Maps, Asia Minor; পর্যটক নির্দেশিকায় বিধৃত মানচিত্রসমূহ ঃ (২৮১) Baedeker, Guide Bleu; (২৮২) তুরস্কের সড়ক পথের মানচিত্র (Turkiye Yol Haritasi, I : 2500,000); (২৮৩) The Maps (scale-I : ৮০০০০০) Turkiye 1936 (Sheets for Malatya, Sivas, Erzurum Mosul); (২৮৪) National Geogr. Institute কর্তৃক প্রস্তুত মানচিত্র, প্যারিস ১ ঃ ১০০০,০০০, ১৯৩৪ খৃ. (এরূপেরম সংক্রান্ত পাতা)।

(ঘ) **গ্রন্থপঞ্জী রচনাবলী** ঃ (২৮৫) M. Minusaroff, Bibliogr, Caucas, et Transcaucas., vol. i, St. Petersburg 1874-6; (২৮৬) P. Karekin, Armenische Bibliogr., Gesch. und Verzeichnis der arm. Litterature, covering the years 1565-1843 (in Neo-Armenian Venice (1883); অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী যে গ্রন্থে উল্লিখিত আছে তাহা (২৮৭) H. Petermann, Grammatica armeniaca (Port. lingu. orient, vi); (২৮৮) P. de Lagarde. Arm Studien, Gottingen 1877; (২৮৯) Karekin, Gesch. der arm. Litteratur আরমেনীয় ভাষায়, ২য় সং. ভেনিস ১৮৮৬ খৃ.); (২৯০) Patkanean, Bibliogr. Umriss der arm. Hist. Litteratur (রুশ ভাষায়), St. Petersburg ১৮৮০ খৃ.; (২৯১) F. N. Finck, Abriss der arm, Litteratur, in Litter. des Ostens, Amelang -কৃত, ৭খ., লাইপযিগ ১৯০৭ খৃ.। আরও দেখুন (২৯২) A. Salmalian, Bibliographie de l'Armenie, Paris 1946 ও (২৯৩) পরিচ্ছেদ ১১, Les lettres, les sciences et les arts chez les

Armeniens, in J. de Morgan, Hist. du peuple armenien যেখানে ১৯১৯ খৃ. পর্যন্ত আরমেনীয় পত্র-পত্রিকা ও পর্যালোচনা সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যাইবে, (Ararat, Handes Amsorya, etc.)। আরও দেখুন (২৯৪) Pere Mecerian, Bulletin armendagique in the Melanges de l'univ. Saint-Joseph, বৈরূত ১৯৪৭-৮ খৃ. ও ১৯৫৩ খৃ. ও বিশিষ্ট গ্রন্থ সমালোচনাসমূহ।

M. Canard (E.I2)/হাসান আবদুল কাইয়ূম

আরযাও (أرزاو) ঃ (বারবার Arzyu; আধুনিক বানান অনুসারে Arzew বা Arzeu), আলজেরীয় উপকূলে ওরান ও মুস্তাগানেমের মধ্যখানে বর্তমান ছোট শহর আরযিও (Arzeu)-এর সাত কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি শহর। নিঃসন্দেহে এই মধ্যযুগীয় মুসলিম শহর সীরাাত সমভূমির উপকূলে পূর্বকালীন Portus Magnus (আধুনিক কালের Saint Leu, অদ্যাবধি Vieil Arzeu নামে পরিচিত) স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীতে আল-বাক্রী বিস্ময়ের সহিত রোমীয় শহরটি ও ইহার ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি ইহাও ঘোষণা করেন, ইহা একেবারে জনশূন্য ছিল। সে যাহাই হউক, তিনি পার্শ্ববর্তী পর্বতের উপরে (যাহা আধুনিক আরযিও-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে) অবস্থিত তিনটি দুর্গের কথা উল্লেখ করেন। এইগুলি রিবাতরূপে (ধর্মীয় সীমান্ত ঘাঁটি) ব্যবহৃত হইত। ইহাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ সুরক্ষিত খানকাহ বারবারী উত্তর অঞ্চলীয় উপকূলে অতি বিরল ছিল। আরযাও অঞ্চল এইরূপে সামরিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লোকে মনে করে, এইখানকার জাহাজ-চালনা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড উপকূলের অন্যান্য শহরের ন্যায় এই অঞ্চলের বারবারদের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, বরং আন্দালুস হইতে আগত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে আরযাও আল-মুওয়াহ্হিদী 'আবদুল-মু'মিনকে ইফ্রিকিয়া বিজয়ের জন্য রণতরী প্রদান করে, ঠিক এই কালেই আল-ইদ্রীসী ইহার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইহা একটি বৃহৎ গ্রাম। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে উৎপাদিত গম এই স্থানে আমদানী করা হইয়া থাকে। বণিকদের নিকট ইহার চাহিদা আছে। তাহারা ইহা অনেক দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। দশম/ষোড়শ শতাব্দীতে Leo Africanus এই উপকূলে অবস্থিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শহরের তৎপ্রণীত তালিকায় আরযাও শহরের উল্লেখ করেন নাই।

কোন এক অনির্দিষ্ট কালে সম্ভবত অতি সাম্প্রতিক সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) ঐ অঞ্চলে বোততীওয়া নামক এক গুরুত্বপূর্ণ বারবার সম্প্রদায় মরক্কোর রীফ হইতে আগমন করে। তাহারা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও মূল উপভাষায় কথাবার্তা বলিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাক্রী, মূল পাঠ, আলজিয়ার্স ১৯১১ খৃ., পৃ.৭০; de Slane কর্তৃক ফরাসী অনু., আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১৪৩; (২) ইদ্রীসী, সম্পা. Dozy ও de Goeje, পৃ. ১০০, অনু. পৃ. ১১৭; (৩) Gsell, Atlas archeologique, Mostaganem sheet, ৫, ৬; (৪) Biarnay, Notice sur les Bettioua du Vieil Arzeu, R. Afr., ১৯১০-১১ খৃ., পৃ., ১০১ প.; (৫) R. Basset, Loqman Berbere, প্যারিস ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৯, ১৩; (৬) ঐ লেখক, Dial. berb. du Rif, ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১৬৮-৭১।

G. Marcais (E.I2)/আবদুল খালেক

আর্যান (أرزن) ঃ [সিরীয় ঃ Arzon, আরমেনীয় ঃ Arzn, Aizn], পূর্ব আনাতোলিয়ার কয়েকটি শহরের নাম। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান রোমক প্রদেশ আরযানেন, আর আরমেনীয় আজনিখ-এর প্রধান নগরী ও টাইগ্রিসের অন্যতম শাখা আরযানসু নদীর (আধুনিক গারযানসু) পূর্ব তীরে প্রায় ৪১°৪১ পূ. দ্রাঘিমা (greenw.) ও ৩৮° উ. অক্ষাংশে অবস্থিত শহরটি। মুসলিম লেখকগণ আর্যানকে পশ্চিম দিকের বৃহত্তর নগরী মায়্যাফারিকীনের সহিত যুক্ত করিয়াছেন।

নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে উহা নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন। H. Hubschmanw, Die altarmenischen Ortsnamen, in Indogermanische Forschungene, ১৬ খ. (১৯০৪), ২৪৮, ৩১১-এ আলোচনা দ্রষ্টব্য। সিরীয় বিশপ্রিক এই শহরটির প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য Marquart, Eransahr, পৃ. ২৫।

আর্যানের শাসকগণ 'ইয়াদ ইব্ন গ'নামের নিকট ২০/৬৪০ সালে আত্মসমর্পণ করেন এবং জেলাটি জাযীরা (বালাযু'রী, ১৭৬) এবং পরে দিয়ার বাক্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শহরটি কৃষিসমৃদ্ধ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কু'দামা-র মতানুসারে (BGA, ৬খ., ২৪৬) 'আব্বাসী আমলে আরযান ও মায়্যাফারিকীনের রাজস্বের সম্মিলিত গড় ছিল ৪১,০০,০০০ দিরহাম। হামদানী বংশের উত্থান পর্যন্ত আরযান বিবাহ ও আনুগত্যসূত্রে 'আরবদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ আরমেনীয় আমীরদের দ্বারা শাসিত হইত; [দ্র. Canard (নিম্নে), ৪২৭]।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে হামদানী বংশের সায়ফুদ-দাওলা আরাযানে বসবাস করিতেন এবং সেখান হইতে আরমেনীয় অথবা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন। ৩৩০/৯৪২ সালে বায়যান্টাইনগণ আরযান দখল ও লুণ্ঠন করে (Canard, ৭৪৮)। হামদানীগণ শহরটি পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু তাহাদেরকে অনেকবার দিয়ার বাক্র জেলার বায়যান্টাইনদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। ইহার পর শহরটি গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে এবং খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে য়াকূ'ত (সম্পা. Wustenfeld, ১খ., ২০৫) লিখিয়াছেন, তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

সামান্য সংখ্যক পর্যটক স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু J. G. Taylor কর্তৃক JRGS, ৩৫ (১৮৬৫ খৃ.) ২৬-এ উহাকে সনাক্ত করা হয় এবং সেখানে ধ্বংসাবশেষের একটি নকশাও সন্নিবেশিত করা হয়।

বোহ্তানসু নদীর তীরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নিকটবর্তী স্থান আরযানুল-যারূম ও আরযানকে অভিন্ন মনে করা ঠিক নহে (দ্রষ্টব্য J. Markwart, Sudarmenien und die Tigrisquellen (ভিয়েনা ১৯৩০ খৃ., ৪১ ও ৩৪১)। আরযান আর-রূম (Erzerum) ও

নিকটবর্তী বায়যান্টাইন শহর "Aprle" হইতেও ইহাকে পৃথক মনে করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ব্যতীতও দ্রষ্টব্য (১) Marquart, Die Entstekung and wieder-herstellung der armenischen Nolion, Potsdam ১৯১৯ খৃ., ৩৩; (২) M. Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, আলজিয়ার্স ১৯৫১ খৃ, ৮৪। এই গ্রন্থের ১৭ নং পাদটীকায় আরবী ভূগোল গ্রন্থের যেখানে যেখানে আরযানের উল্লেখ রহিয়াছে উহার একটি গ্রন্থপঞ্জীও প্রদত্ত হইয়াছে। ২৪০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত মানচিত্রখানি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

R.N. Frye (E.I²)/মু. আব্দুল মান্নান

আরযান আর-রূম (দ্র. ইর্‌যুরুম)

আরযূ (آرزو) ঃ সিরাজুদ-দীন 'আলী খান আরযূ খান আরযূ নামে খ্যাত। উপমহাদেশে ইসলামী যুগের ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্যাসমূহে বিশেষজ্ঞ ও ফারসী ভাষার কবি, ১০৯৯/- ১৬৮৭-৮৮ সালে জন্ম। [সারও আযাদ অনুযায়ী তাঁহার জন্ম ১১০০ হিজরীর শেষ প্রান্তে, 'ইক্'দ-ই ছুরায়্যা ১১০১ হি. কিন্তু সাফীনা-ই খোশ্‌গো গ্রন্থে আরযূর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী নুযুলে গা'য়ব (نزل غيب) শব্দদ্বয়ের বর্ণমানের হিসাব করিলে তাঁহার জন্ম তারিখ বাহির হয় ১০৯৯ হি.। তাঁহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব ও অবদান হইল, তিনি ফারসী কাব্য সাহিত্যের রূপক বর্ণনামূলক গতিধারা পরিবর্তন করিয়া তাহাতে সজীব ও বাস্তব ভিত্তিক বর্ণনার গতিধারা প্রবর্তন করেন। উর্দূ কাব্যে শব্দের দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ (ঈহাম)-এর অলংকরণের স্থলে যে সজীবতার সৃষ্টি হয় আরযূর কাব্যধারা তাহার অগ্রদূত হিসাবে প্রমাণিত হয়। মাজমূ'আ-ই নাগ্‌য (১খ., ২৪)-এর গ্রন্থকারের মতে হিন্দী ভাষার কবিদেরকে তাঁহার সন্তান-সন্ততি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রীখতাহ বা প্রাচীন উর্দূ কবিতার কবিদের মধ্যে (খাজাহ মীর, দারদ, তাযকিরা-ই শু'আরা-ই-হিন্দ) মীর মুহাম্মাদ তাকীমীর মীর্যা মুহাম্মাদ রাফী 'সাওদা, মিয়াঁ আবরূ বিষয়বস্তু ও সমভাবধারায় খান আরযূর নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি ফারসী ছাড়া কখনও কখনও উর্দূতে কবিতা রচনা করিতেন। বিভিন্ন তায'কিরা বা জীবনী গ্রন্থে তাঁহার উর্দূ কবিতার উদ্ধৃতি রহিয়াছে । ফারসী ব্যতীত উর্দূ ভাষাতত্ত্বের বিধিপদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইল দুইটি ভাষার সাযুজ্যের পরিচিতি। ফারসী ও সংস্কৃতের মধ্যকার সাযুজ্যের রহস্য তিনিই সকলের আগে আবিষ্কার করেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য "নাওয়াদিরু'ল্- আল্‌ফাজ্' মুখবন্ধ, ড. সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, পৃ. ২৫ দ্র.)।

খান আরযূ কবি-প্রেরণা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শায়খ হু'সামু'দ-দীন হু'সাম পেশাগতভাবে সৈনিক ছিলেন। তিনি বাদশাহ্ 'আলমগীরের পদস্থ সামরিক কর্মচারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি হু'সাম কিংবা হু'সামী কবিনামে পরিচিত ছিলেন (তাঁহার কাব্যের নমুনা "মার্‌দুম্ দীদাহ্" গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় ও 'মাজমা'উন্-নাফাইস্' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। মুস্'হ'ফীর বর্ণনা অনুযায়ী অযোধ্যা প্রদেশে তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল। পিতার দিক হইতে তাঁহার বংশ-তালিকা শায়খ নাস'ীরু'দ্-দীন চেরাগ্-ই দিহ্‌লীর ভাগিনেয় শায়খ কামালু'দ্দীন পর্যন্ত পৌঁছায়। মাতার দিক হইতে শায়খ হ'ামীদু'দ্দীন ওরফে মুহ'াম্মাদ গ'াওছ গোয়ালিয়ারী পর্যন্ত পৌঁছায়। শায়খ হামীদুদ্দীন খাজাহ্ ফারীদুদ্-দীন 'আত্‌তার নীশাপূরীর অধস্তন পুরুষ ছিলেন (মাজ্‌মা'উ'ন্-নাফাইস্; মারদুম্ দীদাহ্, ৫৪; 'ইক্'দ-ই-ছুরায়্যা, ৭; সার ও আযাদ, ২২৭)।

আরযূ আকবারাবাদে জন্মগ্রহণ করেন (মনোহর সাহায়-এর গবেষণা প্রবন্ধ, পৃ. ৬২)। কখনও তিনি নিজের নামের শেষে, গোয়ালিয়ারী পরিচিতিও ধারণ করিতেন। শায়খ হু'সামীর ইনতিকালের পর আরযূর মাতা গোয়ালিয়ারে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। প্রথম জীবনে আরযূ কখনও গোয়ালিয়ারে, আবার কখনও আকবারাবাদে বসবাস করিতেন। ১১১৫/১৭০৩ সালে তাঁহার মাতা ইনতিকাল করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স (১১১২ হিজরীর শেষ) পর্যন্ত তিনি বিদ্যা শিক্ষায় অতিবাহিত করেন, অতঃপর কাব্যচর্চার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন এবং মীর 'আবদু'স্-স'ামাদ সাখুন (মৃ. ১১৪১/১৭২৯)-এর নিকট দুই-এক মাস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কিছুদিন তিনি মীর গু'লাম 'আলী আহ্'সানী গোয়ালিয়ারী (বিস্তরিত বর্ণনা দেখুন লাছমী (লক্ষ্মী) নারায়ণ শাফীক'-এর গুল্-ই-রা'না ও (মাজ্‌মা'উন-নাফাইস্-এর শিক্ষা সাহচর্যে থাকেন। ষোল বৎসর বয়সে (১১১৫ হি.) তিনি সর্বপ্রথম তাঁহাকে ফারসী গাযাল দেখান। সতের বৎসর বয়সে আরযূ সামরিক বাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং আওরঙ্গযেবের বাহিনীর সাথে দাক্ষিণাত্যে যান। নয় মাস পর গোয়ালিয়ারে প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ (১১১৮ হি.) 'আলমগীর ইনতিকাল করিলে শাহ্‌যাদা মুহাম্মাদ আ'জ'াম-এর বাহিনী দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ শেষে বাহাদুর শাহ্ সিংহাসনে সমাসীন হন। এই সময়ে আরযূ গোয়ালিয়ার হইতে আকবারাবাদে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি আরও পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি প্রচলিত গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষক ছিলেন মাওলানা 'ইমাদু'দ্-দীন ওরফে দরবেশ মুহাম্মাদ। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করেন (সারও আযাদ, ২২৭) এবং গোয়ালিয়ারে চলিয়া আসেন। মু'ইয্যু'দ-দীন জাহান্দার শাহের শাসনামলের প্রথম দিকে গোয়ালিয়ার হইতে তিনি আকবারাবাদ চলিয়া আসেন। ফাররুখ সিয়ার ও জাহানদার শাহের মধ্যে যুদ্ধে ফার্‌রুখসিয়ার জয়লাভ করেন। তাঁহার শাসনামলের প্রথম দিকে চাকুরী উপলক্ষে আরযূ চাকুরীচ্যুত হন। কিছুদিন বেকার থাকার পর তিনি আকবারাবাদ পৌঁছান। গোয়ালিয়ারে সাংবাদিকতার দায়িত্ব লাভ করিয়া তিনি সেখানে চলিয়া যান। সেখানে এক বৎসর পর পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার চাকরী চলিয়া যায়। মুহ'াম্মাদ শাহ দিল্লী প্রবেশের পর আরযূও দিল্লীতে আসেন। ১১৩২/১৭১৯-২০ সালে তিনি দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আনুমানিক ছত্রিশ বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। মা'জমা'উন-নাফাইস্ গ্রন্থে মুখ্‌লিস্ শিরোনামে বর্ণিত হইয়াছে, দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর মুখ্‌লিস্ নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন এবং আমার দিল্লীতে অবস্থানের উপলক্ষও ছিলেন তিনি। এই সময় আরযূ ছিলেন আর্থিক দিক দিয়া সচ্ছল। খোশগুর ভাষ্য অনুযায়ী

আনন্দরাম মুখলিস্'-এর মাধ্যমে আরযূ সাত শত সৈন্যের অধিনায়কত্ব ও ইস্তি'দাদ্ খান উপাধি লাভ করেন। শাহী দরবারের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১১৪০/১৭২৭ সালের দিকে নাওয়াব মুতামিনুদ্-দাওলা, ইসহাক খান শুশ্তারী (দ্র. মাআছিরুল্-উমারা, ৩খ., ৭৭৬) আরযূর পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন এবং আরযূ তাঁহার সহচরে পরিণত হন। ১১৪৭/১৭৩৪ সালে দক্ষিণ ভারতীয় সমস্যাবলীর দরুন আরযূকে ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের সহিত সেইখানে যাইতে হয়। সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আরযূ দিল্লীর নগর প্রাচীরের বাহিরে ওয়াকীলপুরায় আনন্দরাম মুখ্লিস্-এর বাসভবনের নিকট নিজের জন্য একটি বাসভবন নির্মাণ করেন। ১১৫৩/ ১৭৪০ মু'তামিনুদ্-দাওলা ইনতিকাল করেন। নাজমুদ্-দাওলা ২য় ইস্হাক খান স্থলাভিষিক্ত হন। খান আরযূ তাঁহার নিকট হইতে মাসিক দেড় শত টাকা ভাতা পাইতে থাকেন। এই সময়ে খান আরযূ ও শায়খ 'আলী হাযীনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শায়খ 'আলী হাযীন ১১৪৯ হি. হইতে ১১৬১ হি. পর্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করেন (সারফারায, হাযীন আওর উন্‌কা দাওর, ৩২)। ১১৫৪ হিজরীর দিকে খান অরযূ ও হাযীন তাহাদের মতবিরোধের ব্যাপারে পুস্তিকা লিখেন (দ্র. মনোহর সাহায় আনওয়ার, ১৪১ পৃ., ঐ লেখক, "মু'আরিদা-ই-আরযূ ওয়া হাযীন" শীর্ষক প্রবন্ধ, মু'আসির সাময়িকী [পাটনা], ১খ.) মূলত ইহা ছিল ইরানী-হিন্দী বিরোধের পরিণতি।

মুহার্রাম ১১৫৮/ফেব্রুয়ারী ১৭৪৫ সালে বাদশাহ মুহাম্মাদ শাহ শাহী ফৌজ লইয়া মুকাতিসির গড়ের দিকে রওয়ানা হন। তাঁহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল আনন্দ ভ্রমণ ও শিকার। এই সঙ্গে 'আলী মুহাম্মাদ রুহীলাকে শিক্ষা দেওয়ারও পরিকল্পনা ছিল। ইস্হানও সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন এবং আরযূও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আনন্দরাম মুখলিস "বাদাই 'ওয়াকাই" নামক গ্রন্থে [পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কপি পত্র ১৯৭ (খ) ও ১৯৮(খ)] এই সফরের বর্ণনা দিয়াছেন। সফরকালে আরযূর বিভিন্ন সাক্ষাতেরও বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৬৩/১৭৪৯-১৭৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে খান আরযূ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে সা'ফদার জাঙ্গ-এর সমর্থনে নাজ্মুদ্-দাওলাকে ফার্‌রুখাবাদ যাইতে হয়। আরযূ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারেন নাই। এই যুদ্ধে নাজমুদ্-দাওলা মারা যান। এইবার খানের পৃষ্ঠপোষক হন সালার জাঙ্গ। দিল্লীতে তাঁহার পৃষ্ঠপোকতাই আরযূর জন্য অব্যাহত থাকে। দিল্লীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সালার জাঙ্গকে অযোধ্যায় চলিয়া যাইতে হয়। ১১৬৭/১৭৫৪ সালের শেষ দিকে 'ইমাদুল-মুল্ক মুগল বাদশাহ আহ্মাদ শাহকে গদিচ্যুত করিয়া আলামগীর (২য়)-কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। 'ইমাদুল-মুল্কের সাথে বিরোধিতার প্রেক্ষিতে এই সময় সালার জাঙ্গকে অযোধ্যার দিকে চলিয়া যাইতে হয়। আরযূও অযোধ্যার দিকে রওয়ানা করেন। সা'ফদার জাঙ্গের মৃত্যুর (১৭ যিল-হাজ্জ, ১১৬৭ হি.) দেড় মাস পর মুহাররাম ১১৬৮/১৭৫৪ নভেম্বর মাসের শেষদিকে আরযূ অযোধ্যা পৌঁছান এবং অযোধ্যা শহরে অবস্থান করেন। আর ইহা ছিল ফয়যাবাদের পার্শ্ববর্তী জনপদ। সা'ফদার জাঙ্গ-এর মৃত্যুর পর শুজা'উদ্-দাওলা ফয়যাবাদের পরিবর্তে লখনৌকে রাজধানী হিসাবে মনোনীত করেন। ১১৭৯ হি. পর্যন্ত লখনৌ-ই রাজধানী থাকে। সেই বৎসরই শুজা'উদ্-দাওলা ফয়যাবাদকে পুনরায় রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। ইহার পর মৃত্যু পর্যন্ত সেইখানেই তিনি অবস্থান করেন (দ্র. তারীখ-ই ফারাহ বাখ্শ, ইংরেজী সংস্করণ, সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা)। সালার জাঙ্গ আরযূর জন্য মাসিক তিন শত টাকা ভাতা নির্ধারণ করেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি আরামে জীবন যাপন করিতে থাকেন। সেই সময়ে আরযূ লখনৌ আসেন এবং কয়েক মাস পর ৭০ বৎসর বয়সে সেইখানেই ইনতিকাল করেন (২৩ রাবী'উছ-ছানী, ১১৬৯/২৬ জানুয়ারী, ১৭৫৬; নিশতার বা-'ইশক; তু. সারবে-আযাদ, ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা অনুযায়ী)। তায'কিরা-ই বেনাজীর, ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, আরযূর মৃত্যুর মাস জুমাদাল-আখিরা। মরদুম দীদাহ গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় মাস উল্লেখ করা হয় নাই। আরও দ্র. মনোহর শাহায়, সিরাজুদ্দীন 'আলী খান আরযূ তাস'নীফ আওর যামানাহ (ইংরেজী)-এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা। গুলাম 'আলী আযাদ, বর্ণমালার সংখ্যাগত মানের সাহায্যে মৃত্যুসন ১১৬৮ হি.। মাসহাফীর ভাষ্য অনুযায়ী আরযূর মরদেহ সাময়িকভাবে লখনৌতে দাফন করিয়া রাখা হয়। কয়েক বৎসর পর দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া পুনরায় দাফন করা হয় ('ইকদ-ই ছুরায়্যা, ৮)।

মুখলিস' আরযূ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবজাত গুণের অধিকারী ছিলেন। 'আরবী ভাষা শব্দকোষ বা ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, ইতিহাস, সংগীত ও হিন্দী ভাষায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন (মিরআতুল-ইস'তিলাহ, আরযূ সম্পর্কিত)।

রচনাবলী ঃ আরযূর অধিকাংশ রচনার পাণ্ডুলিপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে এবং কিছু সংখ্যক রহিয়াছে বাঁকীপুর ও বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। রচনাবলীর বিন্যাস নিম্নরূপঃ (ক) অভিধান, (খ) 'ইল্ম মা'আনী ও বায়ান এবং নাহ'ও, সা'রফ, (গ) ভাষাতত্ত্ব, (ঘ) ভাষ্যমূলক গ্রন্থরাজি, (ঙ) কবিদের জীবনী, (চ) সমালোচনা, (ছ) পুস্তিকা, (জ) দীওয়ান (কবিতা সংকলন)।

(ক) অভিধান ঃ (১) সিরাজু'ল্-লুগা'ত, ইহাতে প্রাচীন ফারসী শব্দরাজির বর্ণনা রহিয়াছে। ক্লাসিক যুগের ফারসী অভিধানগুলির মধ্যে 'বুরহান-ই কাতি' অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ। উহাত ফারহাঙ্গ-ই জাহাঙ্গীরীর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু (মাওয়াদ) রহিয়াছে। ফারহাঙ্গ-ই রাশীদীতে অর্থ সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বুরহান ও রাশীদী উভয় গ্রন্থই ত্রুটিমুক্ত নহে। আরযূর এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল বুরহান, রাশীদী প্রভৃতির মূল্যায়ন ও বিশুদ্ধকরণ। তিনি ফারহাঙ্গ-ই মাজদুদ্দীন 'আলী কাওসীর বিষয়বস্তু গ্রন্থকারের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে নিজের অভিধানে সংকলন করিয়াছেন। রামপুর বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে উক্ত কিতাবের একাধিক কপি রহিয়াছে।

চিরাগ-ই, হিদায়াত সিরাজুল-লুগা'ত-এর দ্বিতীয় খণ্ড। উহাতে ফারসী ভাষায় এমন সব শব্দ এবং পরবর্তীদের এমন সব পরিভাষার উদাহরণ ও প্রমাণাদির বর্ণনা রহিয়াছে যাহা জাহাঙ্গীরী, সারওয়ারী ও বুরহান-ই কাতি গ্রন্থে নাই। উহার কলেবর সিরাজুল-লুগা'ত-এর আট খণ্ডের সমান। এই গ্রন্থের কপি সর্বত্র পাওয়া যায়। লাহোরের শাফী'ইয়্যা কুতুবখানার কপিতে আরযূ-র নিজের লেখা তারিখ রহিয়াছে ২৭ রাজাব, ১১৬০ হি.।

এই লেখার প্রতিলিপি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে করাচীর আঞ্জুমান-ই তারাক্‌'কী উর্দূ কর্তৃক প্রকাশিত "নাওয়াদিরুল্‌-আলফাজ'"-এর ৫০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কুতুবখানায় সংরক্ষিত আর একটি কপি ১২২৩ হিজরীতে লিখিত হইয়াছে। যে কপি হইতে উহা নকল করা হইয়াছিল এবং উহাতে আরযূর স্বাক্ষর ছিল। বাঁকীপুরেও ইহার কপি রহিয়াছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৯১ হি. পাণ্ডুলিপি ও ইণ্ডিয়া অফিসে ১১৬৬ হিজরীর কপি (শুধু শেষাংশ) সংক্ষিত আছে।

(২) নাওয়াদিরুল-আলফাজ' অর্থাৎ 'আবদুল-ওয়াসিম হানসাবীর গা'রাইবুল-লুগা'ত-এর বিশুদ্ধকৃত ও পরিপূর্ণ বিবরণ। যেসব হিন্দী শব্দের 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী সমার্থবোধক শব্দ অখ্যাত ছিল, হানসাবী সেইগুলি সংকলন করিয়াছেন। বাঁকীপুর, রামপুর ও বৃটিশ মিউজিয়ামে এই কিতাবের পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। করাচীর আঞ্জুমান-ই তারাক্‌'কী উর্দূ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কিতাবটি প্রকাশ করিয়াছে। উহার মুখবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠায় করাচী ও লাহোরের কপিগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

(খ) 'ইলমে মা'আনী, বায়ান ও নাহ'ও-সা'রফ

(১) 'আতিয়্যা-ই কুব্‌রা, ফারসীতে 'ইলম-ই বায়ান বিষয়ক গ্রন্থ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার দুইটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। দুই একবার এই কিতাবটি ছাপাও হইয়াছিল।

(২) মাওহাবাত্‌-ই 'উজমা, মিফ্‌তাহ্‌' ও তাল্‌খীস' কিতাবের পদ্ধতিতে ফারসী ভাষায় লেখা মা'আনী বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আটটি অধ্যায় রহিয়াছে। ১২৬৮ হিজরীতে লিখিত পাণ্ডুলিপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

(৩) মি'য়ারুল-আফ্‌কার, ফারসী ভাষায় ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ। 'আতি'য়্যা-ই কুব্‌রা গ্রন্থে এই কিতাবটি সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু উহার কোন কপি পাওয়া যায় না।

(৪) মাওয়াইদুল্‌-কাওয়াইদ, ফারসী ভাষায় বিরল ক্রিয়া বিশেষ্য এবং উহা হইতে নির্গত শব্দরাজি। রামপুরে গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত কপি রহিয়াছে, কিন্তু শেষাংশ অসম্পূর্ণ।

(গ) ভাষাতত্ত্ব 'মুছমির'(مثمر) অভিধান সংকলনের পর সুয়ূত'ীর আল্‌-মুযহির কিতাবের অনুকরণে আরযূ এই কিতাবটি রচনা করেন। কিন্তু ইহার বিষয়বস্তু আল-মুযহির-এর চেয়ে অনেক ব্যাপক। উহাতে ১৪১ টি উস্‌ূল বা মূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, বিশুদ্ধ ও নিকৃষ্ট (ফাসীহ ও রাদ্দী) বিযুক্ত ও বিরল শব্দ (মুফরাদ্‌ ও শায'), পরিচিত ও অপরিচিত (আশ্‌না ও গা'রীব), পরিবর্তিত (ইব্‌দাল), রূপান্তরিত (ইমালা), শব্দরাজির সাদৃশ্য (তাওয়াফুক্‌'-ই আলফাজ'), ফারসী শব্দরাজির আরবীকরণ (তারীবু আলফাজ-ই ফারসীয়াহ), মিশ্র ও সমার্থবোধক (মুশতারিক ও মুতারাদিফ) ও বিশেষ্য বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদি (তাওয়াবি)।

এই কিতাবের কপি খুব কম পাওয়া যায়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। কার্জনের সংকলিত (এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা) কপির অবস্থাও ভাল নহে (মনোহার সহায়)।

(ঘ) ভাষ্য গ্রন্থরাজি ঃ সব ভাষ্য গ্রন্থ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এইগুলি সাধারণ ছাত্রদের জন্য নহে। এইসব গ্রন্থে তাৎপর্য, ব্যাখ্যা, দর্শন ও তাসা'ওউফ-এর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হইয়াছে।

(১) খিয়াবান কিংবা খিয়াবান-ই গুলিস্তান, কিশোর বয়সের লেখা। মুহা'ম্মাদ নূরুল্লাহ্‌ আহ'রারী (প্রায় ১০৭৩ হি.) সা'দ তাতুবী প্রমুখের ব্যাখ্যা গ্রন্থরাজিতে লেখক অনেক অস্পষ্টতা ও অসাবধানতা দেখিতে পাইয়া অনেক গবেষণা করিয়া খিয়াবান-ই-গুলিস্তান শীর্ষক ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। ত্রিশ বৎসর পর তিনি উহা পুনরায় সংশোধন করিয়াছেন। ১২৫৫ হিজরীর একটি কপি মুহা'ম্মাদ শাফী' লাহোরীর ব্যক্তিগত গ্রন্থগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। গ্রন্থটি দিল্লী ও কানপুরে মুদ্রিত হইয়াছে। মোল্লা গি'য়াছুদ্দীন রামপুরী তাঁহার ভাষ্য গ্রন্থ প্রণয়নে আরযূর খিয়াবান গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন।

(২) শিগুফাহ্‌যার (সিকান্দার নামার ভাষ্য) ইহাতে শুধু কঠিন ও দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রামপুরে দুইটি কপি রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপির নম্বর হইল ৩৯৮৫ ও ৩৯৮৬। মোল্লা গি'য়াছুদ্‌-দীন তাঁহার "শারহ্‌ সিকান্দার নামাহ" গ্রন্থে শিগুফাহ্‌ যার্‌কে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উহা ১২৭৭ হিজরীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) শার্‌হ' কাসা'ইদ্‌-ই 'উরফী, শুধু কঠিন কবিতাগুলির বিশ্লেষণ। এই কিতাবে প্রায় চারি হাজার শ্লোক (বায়ত) রহিয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আশরাফ বেগ খান দেহ্‌লাবীর হস্তলিখিত একটি কপি মুহা'ম্মাদ শাফী' লাহোরীর গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। মূল কপিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল। রামপুরেও একটি কপি রহিয়াছে (নং ৩৪১৪)। আরযূ (মাজ্‌মা'উন-নাফাইস-এ) লিখিয়াছেন, তিনি 'শারহ' কাসা'ইদ-ই 'উরফীতে ভুল ও শুদ্ধ কবিতাগুলি পৃথক করিয়াছেন এবং আবু'ল-বারাকাতে মুনীয় ও অন্যান্য ভাষ্যকারের অভিযোগসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন।

(৪) সিরাজ-ই ওয়াহ্‌হাজ, কবি হা'ফিজ'-এর কবিতা কিশ্‌তি শিকাস্ত গা'নীম্‌ আয় বাদ-ই শুরতাহ বারখীয্‌ (আমরা বিদীর্ণ নৌকার আরোহী, হে অনুকূল হাওয়া উঠ)-এর ব্যাখ্যামূলক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। বাঁকীপুর (ত্রুটিপূর্ণ) ও পুহারে উহার কপি রহিয়াছে।

(৫) শার্‌হ' গুল্‌-ই কুশতী ও (৬) শার্‌হ' মুখ্‌তাসা'রুল-মা'আনী এই দুইটি কিতাবের কোন কপির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(ঙ) কবিদের জীবনী ও আলোচনা ঃ মাজমা'উন-নাফাইস্‌-ই আরযূ, ইহাতে কবিদের জীবনী ও নির্বাচিত কবিতাও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া রহিয়াছে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়। যেমন ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত, চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক কৌতুক ও সমালোচনামূলক মন্তব্য। আরযূ-র প্রস্তাবিত কাব্যিক সংশোধনী এবং নিজের জীবন-চরিত। উক্ত কিতাবে কালানুক্রমিক বিন্যাস ছাড়াই ১৭৩৫ জন কবির অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কিতাবে লেখকের মূল উদ্দেশ্য বা নির্বাচিত কবিতাগুলির চরণ আলোচনায় কবিদের অবস্থা জীবন চরিত আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত তিনি পরবর্তী কালে গ্রহণ করেন। তিনি তাকী আওহা'দী নাস্‌'রাবাদী সারখেস, সামী প্রমুখের জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ হইতে তথ্যাবলী গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যবর্তী ও পরবর্তী কালের কবিদের এক শত দীওয়ান তাঁহার সম্মুখে ছিল। সম্ভবত ১৭৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি মাজমা'উন-নাফাইস গ্রন্থটির প্রণয়ন শুরু করিয়া ১১৬৪/১৭৫০-৫১ সালে সম্পন্ন করেন, কিন্তু

উক্ত গ্রন্থে ১১৬৬-৬৭ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের সংযোজনী রহিয়াছে ('দাস্‌তূরুল্‌- ফাস'াহাত' গ্রন্থের মুখবন্ধের ৩৪ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা দ্র.)। উক্ত কিতাবের আরযূ-র নিজস্ব কপিটি রামপুর কুতুবখানায় রহিয়াছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি কপি সংরক্ষিত আছে। একটি কপি পরিপূর্ণ। ইহা ১১৯১ হিজরীতে লাখনৌতে সম্পন্ন হইয়াছে, অপরটি অসম্পূর্ণ (অন্যান্য কপির জন্য Storey, ১/২, ৮৩৯ দ্র.)।

(চ) **সাহিত্যমূলক সমালোচনা ঃ** (১) 'তামবীহুল-গ'াফিলীন', এই পুস্তিকাটি হ'াযীনের কবিতার সমালোচনা এবং আরযূ ও হ'াযীনের মধ্যকার বিবাদ সম্পর্কিত। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তলিখিত কপি রহিয়াছে। এই পুস্তিকাটি সাহবাঈর 'ক'াওল-ই ফায়সাল শীর্ষক গ্রন্থেও ছাপা হইয়াছিল।

(২) ইহ'কাকুল-হ'াক'ক 'আলী হাযীনের সমালোচনা। ইহা কুল্লিয়াত-ই সাহবাঈ' ছাপা হইয়াছে।

(৩) দাদ-ই সুখান, হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ জান কু'দসীর কবিতা সম্পর্কে মুল্লা শায়দা কাব্যিক সমালোচনা করেন। মুনীর লাহোরী (মৃ. ১০৫৬/১৬৪৪) কবিতা আকারে উক্ত সমালোচনার মূল্যায়ন করেন। আরযূ মুনীরের সমালোচনার উপর গদ্যাকারে দাদ-ই সুখান শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল বিষয়ের আগে মুখবন্ধ ও পরিশিষ্ট লেখা হইয়াছে। সাহবাঈ ও মুহাক্কার মুল্লা শায়দার কতকগুলি সমালোচনার জওয়াব লিখিয়াছেন। আরযূ তাঁহার কিতাবের শেষাংশে সেই সব জওয়াবের অনেক কয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। এই কিতাবের দুইটি কপির সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে।

(৪) সিরাজ-ই মুনীর, কারনামা-ই মুনীর গ্রন্থে ত'ালিব, যূলালী, জুহূরী প্রমুখ কবির কবিতা সম্পর্কে সমালোচনা করা হইয়াছে। আরযূ এই গ্রন্থে সেই সব সমালোচনার জওয়াব দিয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঁকীপুরে উহার কপি রহিয়াছে।

(ছ) **পুস্তিকা ও পত্রাদি ঃ** পায়াম-ই' ঃ শাওক ইহা আরযূর চিঠিপত্রের সংকলন। বাদশাহ মুহ'াম্মাদ শাহের শাসনামলের প্রথম দিকে ইহা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার একটি মাত্র কপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে। আরযূর স্বতন্ত্র লিখনধারা তাঁহার পত্রাবলীতে রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর কোন আলোকপাত করে না। তাঁহার রিসালাত-ই আদাব-ই ই'শক' গুলযার-ই খিয়াল হুরীর রচনা সম্পর্কে আবরূ-ই সাখুন খুতবা ও দীবাচাহসমূহ (ভূমিকা) বর্তমানে পাওয়া যায় না। ওয়ারিস্‌তাহ (وارستہ) তাঁহার সিফাত-ই কাইনাত গ্রন্থে কতকগুলি মনোনীত খুতবা ও দিবাচাই পরিবেশন করিয়াছেন (মনোহর সহায়)।

(জ) **দীওয়ান-ই ফারসী বা ফারসী কবিতায় সংকলন ঃ** রামপুরের কপিটি ১৫১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত। ইহার সবই গ'াযাল। ইহাতে মৌলিক ও উত্তরমূলক (সালীম, ফাগ'ানী ও কামাল খাজানদীর) অসম্পূর্ণ কবিতার জওয়াব রহিয়াছে। এই সংকলনে ৪৩টি প্রশংসাসূচক কবিতা (কাসীদা) কাব্যিক শ্লোক, পঞ্চপদী কবিতা, ছোট মাছনাবী ও বিবিধি ধরনের কবিতা রহিয়াছে (মনোহর সহায়)। বাঁকীপুরের দীওয়ানের কপিটি আরযূ ১১৪০ হিজরীতে পুনরায় দেখিয়াছেন। উহার কপি হাবীবগঞ্জ ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রহিয়াছে।

মাছনাবী বা দুই মিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্যগ্রন্থরাজি ঃ মাছনাবী-ই মিহর ও মাহ-এর কপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪। মিহর ওয়া ওয়াফা শীর্ষক মাছনাবীর দুইটি কপি রামপুরে রহিয়াছে (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৪৩২৭-৪৩২৮)। এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে মাছনাবী-ই শোর-ই 'ইশক কিংবা সূর্য ও সায'(সাফীনা-ই 'ইশরাত গ্রন্থে নির্বাচিত কবিতা)। মাছনবী-ই 'আলাম-ই আব' কিংবা সাকী নামাহ (সু'হু'ফ-ই ইব্‌রাহীম-এ সংকলিত)। মাজমা'উন-নাফাইস গ্রন্থে লিখা হইয়াছে যে, আরযূ-র কবিতার শ্লোকসমষ্টি আনুমানিক ৩০ হাজার হইবে।

আশ'আর-ই রীখতাহ ঃ আরযূ-র বিবিধ বিক্ষিপ্ত কবিতা বিভিন্ন তায'কিরা বা জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ খান আরযূ-র লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রঃ (১) মনোহর সহায় আনওয়ার Siraj-ud-Din Ali Khan Arzu his life and works, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ; (২) আনন্দ রাম মুখলিস', মিরআতুল-ইসতি' লাহ'াত পাণ্ডুলিপি; (৩) Storey Persian Literature, ১/২ খ., ৮৩৪-৮৪০; (৪) কু'দরাতুল্লাহ কাসিম, মাজমূ'আ-ই নাগয, ১খ., ২৪-২৬; (৫) রায় লাছমী নারায়ণ, শাফীক চামানিস্তান-ই শু'আরা' দিল্লী ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৬-৮; (৬) ঐ লেখক, গুল-ই রা'না, পাণ্ডুলিপি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়; (৭) গু'লাম 'আলী আযাদ বিলগিরামী, সারূবে আযাদ, লাহোর ১৯১৩ খৃ., পৃ. ২২৭-২৩১ ; (৮) হ'াকিম লাহোরী, মারদুম দীদাহ, লাহোর ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৫১-৬৩ ; (৯) 'আবদুল-ওয়াহহাব ইফতিখার, তায'কিরা-ই বেনজীর, এলাহাবাদ ১৯৪০ খৃ., পৃ. ২৭-২৯ ; (১০) আহ'মাদ 'আলী য়াকূ'তা দাসতুরুল-ফাস'াহাত, রামপুর ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৩৪; (১১) মির্যা 'আলী লুতফ, গুলশান-ই হিন্দ, লাহোর ১৯০৬ খৃ., পৃ. ২০ প.; (১২) 'আলী হ'াসান খান বাযম-ই সাখুন, আগ্রা ১২৯৮ খৃ., পৃ. ৪-৫; (১৩) আসাদ 'আলী তামান্না, গুল-ই 'আজাইব, আওরাঙ্গাবাদ ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১-২; (১৪) মীর তাকী মীর, নুকাতুশ-শু'আরা', আওরঙ্গাবাদ ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৩-৪; (১৫) সায়্যিদ ফাতহ 'আলী, হুসায়ন গারদীযী, তায'কিরা-ই রীখতা গুয়াঁ, আওরঙ্গাবাদ ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৬-৭; (১৬) ক'াইম, মাখযান-ই নুকাত আওরঙ্গাবাদ পৃ. ১৪; (১৭) মীর হ'াসান তায'কিরা -ই শু'আরা-ই উর্দূ, দিল্লী ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫; (১৮) গু'লাম হামাদানী মাস'হ'াফী 'ইকদ -ই ছুরায়্যা, দিল্লী ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৭; (১৯) ফীলান ও কারীমুদ-দীন, তায'কিরা-ই শু'আরা-ই হিন্দ, দিল্লী ১৮৪৭ খৃ.; (২০) মনোহর সহায়, আনওয়ার মু'আরিদ'া-ই আরযূ ওয়া হ'াযীন, মাজাল্লা-ই মু'আসির সাময়িকীর প্রবন্ধ, পাটনা, প্রথম খণ্ড; (২১) সারফারায খান খাটাক, Shaikh Muhammad Ali Hazin, his life times and works , লাহোর ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৩২; (২২) মির্যা মুহাম্মাদ হাসান, কাতীল চার শারবাত।

ওয়াহীদ কুরায়শী (দা. মা. ই.)/আবদুল আউয়াল

আরযূ (آرزو) ঃ লাখনাবী সায়্যিদ আনওয়ার হুসায়ন, ১৮৮২-১৯৫২, উর্দূ কবি; আরযূ কবিনাম। লখ্‌নৌতে জন্ম। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হয়। কৈশোরে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ১২ বৎসর বয়সে জালাল লাখনাবীর শিষ্য হন। জালালের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত

হন। আর্থিক দুর্গতির কারণে তাঁহাকে প্রথমে কলিকাতা, পরে বোম্বাই গমন করিতে হয়। উভয় শহরেই তিনি ছায়াছবির জন্য গান রচনা করিয়া সুনাম অর্জন করেন। তিনটি কাব্য সংকলন ফুগান-ই আরযূ, জাহান আরযূ ও সুরায়লী বান্‌সরী নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষার উপর তাঁহার প্রচুর দখল ছিল। তাহার রচনায় হিন্দী ভাষায় লালিত ও রসাল শব্দ প্রচুর দেখা যায়। 'আরবী-ফারসী কম ব্যবহার করিলেও তাঁহার কাব্যের উচ্চমান সম্পর্কে দ্বিমত নাই।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২২২

আর্‌রাজান (ارجان) ঃ ফারস্‌ অঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর। 'আরবী গ্রন্থকারদের মতে সাসানী রাজা প্রথম কাওয়ায (৪৮৮, ৪৯৬-৫৩১ খৃ.) ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমিদ (দিয়ার বাকর) ও মায়্যাফারিকীন হইতে আগত যুদ্ধবন্দীদের এখানে বসতি স্থাপন করান। এই নূতন বসতিটিকে সরকারীভাবে ওয়েহ্‌ আমিদ-ই কাওয়ায, কাওয়ায-এর উত্তম (অথবা অধিকতর উত্তম) আমিদ নাম প্রদান করেন। এই নামটি সংযুক্ত উচ্চারণে ও 'আরবীকৃত ভাষান্তরে ওয়ামকুবায অথবা সাধারণত কেবল আমিদ-কুবায-এ পরিণত হয় (আত্‌-ত'াবারী, ১খ., পৃ. ৮৮৭, ৮৮৮-তে Marquart অনুরূপভাবে পাঠ করার অভিপ্রায় পেশ করেন)। কোন কোন 'আরব গ্রন্থকার ভুলক্রমে আররাজানকে আবার (য) কুবায নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহা হইতেছে আহওয়ায (খূযিস্‌তান)-এর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি অঞ্চল ও শহরের নাম (আরও দ্র., আবারকুবায)। যাহা হউক, ইহা লক্ষণীয় যে, বর্তমানে বহুলভাবে ব্যবহৃত শহরটি অপেক্ষা এই নামের অপর একটি প্রাচীনতর শহরের নাম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

'আরবীয় মধ্যযুগে আর্‌রাজান ছিল ফারাস-এর একটি বহুল আলোচিত সীমান্ত শহর আহওয়ায-এর বিপরীত দিকে। এই শহরটি ৭ম/১৩শ শতকের সমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত ফারস-এর পাঁচটি প্রদেশের সর্বপশ্চিম প্রদেশটির রাজধানী ছিল। আররাজান প্রদেশের এক অংশ ইতোপূর্বে ফরাস-এর অঙ্গ ছিল না, তাহা ছিল খূযিস্‌তান-এর অন্তর্গত (তু. ইব্‌ন ফাকীহ, পৃ. ১৯৯; আল-মাকদিসী, পৃ. ৪২১)। 'আরব ভৌগোলিকগণের প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী আররাজান ছিল একটি বৃহৎ এলাকা। সেইখানে অনেক বাজার ছিল এবং এইগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সাবান উৎপাদিত হইত। এইখানে খুব বেশী পরিমাণে শস্যের চাষ হইত, এই এলাকায় বহু সংখ্যক খেজুর ও জলপাইয়ের বাগান বিদ্যমান ছিল এবং ইহা "উষ্ণ অঞ্চল" (گرم سیر)-এর অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের অন্যতম ছিল বলিয়া বিবেচনা করা হইত। গুপ্তহত্যাকারী চক্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পতন সূচিত হয়। তাহারা শহরের পার্শ্বস্থ পর্বতসমূহে কতিপয় শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করিয়া লয় এবং তথা হইতে শহরে ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহে পুনঃপুনঃ লুণ্ঠনমূলক আক্রমণ চালাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ৭ম/১৩শ শতকে তাহারা চূড়ান্তভাবে ইহা দখল করিয়া লয়। তাহাদের এই বিজয়ের বিভীষিকা হইতে আররাজান আর কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার অধিবাসিগণের অধিকাংশ পার্শ্ববর্তী শহর বিহ্‌বাহানে গমন করে এবং তাহা এই প্রদেশের রাজধানীরূপে আররাজান-এর প্রতিকল্প হয়।

আরব ভৌগোলিকগণের মতে আররাজান অবস্থিত ছিল শীরায হইতে ইরাকগামী সড়কের পার্শ্বে, যাহার দূরত্ব ছিল শীরায ও আল-আহওয়ায হইতে ৩৭ মাইল এবং পারস্য উপসাগর হইতে এক দিনের ভ্রমণ পথ। শহরটি অবস্থিত ছিল তাব নদীর তীরে এবং এই নদীটি ছিল ফারস ও আল-আহওয়ায-এর মধ্যবর্তী সীমানা।

তাব নদীর তীরে (আধুনিক আব-ই-কুরদিসতান অথবা মারূন) ৩১° ৪০° উত্তর অক্ষাংশ ও ৫০́ ২০́ পূর্ব দ্রাঘিমায় (গ্রীনিচ) অবস্থিত। আররাজান-এর ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কার করেন C de Bode। মুসতাওফী প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায়, ৮ম/১৪শ শতকের প্রারম্ভে শহরটির নাম আরগান অথবা আরখানরূপে জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হইত। ধ্বংসাবশেষের স্থানটি, Herzfeld-এর বর্ণনা অনুযায়ী বিহবাহান শহর হইতে পূর্ব দিকে অশ্বপৃষ্ঠে দুই ঘণ্টার দূরত্বে এবং মারূন নদী হইতে বহির্গত একটি খালের তীরে অবস্থিত। কূহ-ই বিহবাহান-এর নিকটে অবস্থিত এই ধ্বংসাবশেষে আনু. ৩৯৩০-২৬২০ ফুট আয়তনের একটি প্রায় সমায়ত সমতল ক্ষেত্র গঠন করিয়াছে। Stein-এর মতে ক্রমাগত কৃষিকার্য সকল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। এই স্থান হইতে আনু. ২ মাইল উজানে নদীর উপর মধ্যযুগের একটি সেতুর ভগ্নাবশেষ ও সেতুর ভাটিতে একটি বাঁধ এখনও পর্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছে। এই সেতুটি সম্পর্কে 'আরব ভৌগোলিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ১খ., ১৯৩-৫ ; (২) Le Strange, পৃ. ২৪৭, ২৪৮, ২৬৮-৭০ ; (৩) Th Noldeke, Gesch d. perser u. Araber zur Zeit der Sasaniden, পৃ. ১৩ , ১৩৮, ১৪৬ ; (৪) J. Masquart Eranaghr n.d. Geogr. d. Pseudo Moses-Xorenac, i, পৃ. ৪১ প.; (৫) Schwarz, Iran, ১খ., ২প., ৫প. ; (৬) K. Ritter, Erdkunde, ৯খ., ১৩৬, ১৪৫ ; (৭) C. de Bode, Travels in Luristan and Arabistan, লণ্ডন ১৮৪৫ খৃ., ১খ., ২৯৫ প. ; (৮) E. Herzfeld. Petermann"s Geogr. Mitteil-এ , ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৮১-২ ; (৯) ঐ লেখক, Klio-তে, ৮খ., ৮ ; (১০) Sir Aurel Stein, Old Routes in Western Iran, লণ্ডন ১৯৪০ খৃ., পৃ., ৮০-৭, চিত্র ২২-৪।

M. Streck [D.N. Wilber] (E. I[2])/মুহাম্মাদ 'ইমাদু'দ্দীন

আল-আর্‌রাজানী (الارجانى) ঃ নাসি'হু'দ-দীন আবূ বাকর আহ'মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী আরব কবি, জন্ম ৪৬০/১০৬৭ সালে আররাজানে এবং মৃত্যু ৫৪৪/১১৪৯-৫০ সালে তুসতার অথবা 'আসকার মুকরাম-এ। প্রধানত ইসফাহান-এ অবস্থিত নিজামিয়্যাতে অধ্যয়ন করা ধর্মীয় জ্ঞানের বদৌলতে তিনি তুসতার-এর কাদী মনোনীত হন, কিন্তু কর্মজীবনের প্রারম্ভেই নিজেকে কাব্যচর্চায় নিবেদিত করেন এবং ইহাকেই তাঁহার জীবিকা অর্জনের পন্থারূপে গ্রহণ করেন। প্রধানত আব্বাসী খালীফা আল মুসতাজহির-এর উদ্দেশে তাঁহার স্তুতি কাব্যসমূহ কাসীদা শৈলীতে ও

ঐতিহ্যবাহী নাসীবসহ লিখিত হইয়াছিল। কোন কোন সমালোচক তাঁহার রচনাবলীর প্রশংসা করিলেও আল-আর্‌রাজানীকে কেবল সাধারণ ছন্দকাররূপেই বিবেচনা করা যায়। তাঁহার পুত্র দ্বারা সংকলিত তাঁহার দীওয়ান ১৩০৭/১৮৮৯ সালে বৈরূতে প্রকাশিত হয়, লণ্ডন ও কায়রোতে উহার কতিপয় পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুশ-শাজারী, হামাসা, হায়দরাবাদ ১৩৪৫ হি., ২৮৩; (২) সাম'আনী, আনসাব, ২৪খ.; (৩) ইবনুল-জাওযী, মুন্তাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৯ হি., ১০খ., ১৩৯-৪০ ; (৪) য়াকূত, ১খ., ১৯৩-৫ ; (৫) ইবনুল-আছীর, ১১খ., ৯৬-৭ ; (৬) ইবন খাল্লিকান, সম্পা. ১২৯৯/১৮৮১, ১খ., ৮৩-৫ ; (৭) Brockelmann, S I, ৪৪৮ ; (৮) 'আলী আলূ তা'হির, La Poesie arabe en Iraq et en Perse Sous les Seldjoukides, Sorbonne, থিসিস ১৯০৪ খৃ., নির্ঘণ্ট।

সম্পাদকমণ্ডলী (E.I.2) /মুহাম্মাদ ইমাদু'দ্দীন

'আর্‌রাদা (عرادة) ঃ মধ্যযুগীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা নিক্ষেপক যন্ত্রবিশেষ। ইউরোপ মহাদেশের সর্বত্র, এমনকি সুদূর চীনদেশেও এই গোলা নিক্ষেপক মারণাস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এই মারণাস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপক কলকজাগুলি প্রধান দুই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সংস্থাপিত হইত। ফলে 'আর্‌রাদা বলিতে একই বৈশিষ্ট্যের বৃহৎ ও নাতিবৃহৎ দুই প্রকারের সমরাস্ত্রকে বুঝাইত।

প্রথম প্রকারের 'আররাদা ক্ষেপণাস্ত্রের মূল ইঞ্জিন ছিল আকারে বড় এবং খুবই ভারী। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিয়া এই মূল ইঞ্জিনের সাহায্যে দীর্ঘাকৃতির এক হাতলকে দ্রুত সঞ্চালনের মাধ্যমে উৎপন্ন এক বিশেষ কেন্দ্রাতিগ শক্তিবলে ভারী গোলাগুলি সজোরে দূরবর্তী লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপ করা হইত। গোলন্দাজ বাহিনীর এই জাতীয় ভারী ক্ষেপণাস্ত্রকে 'মিঞ্জানীক' বা ম্যাঙ্গোনেল্‌সও বলা হইত।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ নাতিবৃহৎ গোলা নিক্ষেপক আগ্নেয়াস্ত্রের ইঞ্জিন বা মূল কলকজাগুলি হালকা ধরনের হইত। একটি মযবুত রশিকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া সুকৌশলে এক লম্বা প্রক্ষেপক দণ্ড দ্বারা ইঞ্জিনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটাইয়া এই অস্ত্রের সাহায্যে গোলা-বারুদ শত্রু ঘাঁটিতে নিক্ষেপ করা হইত। এই দ্বিতীয় প্রকারের অপেক্ষাকৃত হালকা আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্রকেই 'আররাদা বলা হইত।

বৃহদাকৃতির 'আরবালেস্ট নামক মারণাস্ত্রে তুলনায় 'আররাদা আগ্নেয়াস্ত্রের মৌলিক পার্থক্য হইল, ইহা অপেক্ষাকৃত হালকা, অথচ অতি মজবুত কাঠামোর উপর সংস্থাপিত হইত। প্রকৃতপক্ষে আরবালেস্ট আররাদার ন্যায় প্রক্ষেপণ যন্ত্রকে সজোরে সম্মুখে চালিত না করিয়া স্বয়ংক্রিয় তীর নিক্ষেপক হিসাবেই ব্যবহৃত হইত। বস্তুত 'আররাদা ও শত্রুপক্ষের দুর্গ, ঘাঁটি প্রভৃতি অবরোধ করিবার কাজে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হিসাবে সুপ্রচলিত ছিল।

সম্ভবত 'আররাদা শব্দটি প্রায় অভিন্ন ও সমুচ্চারিত এমন একটি সিরীয় শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা সমসাময়িক কালে সুপ্রচলিত, অথচ সুপ্রাচীন গ্রীক শব্দ onagros-এর সমতুল্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগীয় গ্রীক মারণাস্ত্র 'manganikon, বলিতে এক ধরনের হালকা যুদ্ধাস্ত্রকেই বুঝাইত। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মর্তব্য, 'আররাদা শব্দের সঠিক তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভ্রান্তির সমূহ আশংকা বিদ্যমান। কারণ সাম্প্রতিককালে 'কামান' বুঝাইতেও 'আররাদা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় (আরও দ্র. 'আরাবা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Kalervo Hurri Zur Geschichte des mittelalterlichen Geschutzwesens aus orientalischen Quellen, হেলসিঙ্কি-লাইপযিগ ১৯৪১ খৃ., (Studia Orientalia, সং. Societas or Fennica ৯খ., ৩); (২) তু. Cl Cahen Un traite d'armurerie Compose pour saladin Bull. d'Etudes Orientales de l' Institut Fr. Damas, ১২খ., ১৯৪৭-৪৮ খৃ., পৃ., ১৫৭-৮।

CL. Cahen (E.I.2) /মুহাম্মদ শওকত আলী

আররান (اران) ঃ মুসলিম আমলে ট্রান্সককেসিয়ার ما وراء قفقاز) কুর (কুরা) ও আরাস (আরাক্‌স) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের জন্য এই নামটি সচরাচর ব্যবহৃত হইত। ইসলাম পূর্বকালে ককেসিয়ার পূর্ব দিকের সমগ্র অঞ্চল (বর্তমান সোভিয়েত আযারবায়জান) অর্থাৎ প্রাচীন আলবেনিয়ার জন্য ইহার ব্যবহার হইত (তু. Pauly Wossowa-এর নিবন্ধ)। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে আররান নামটির প্রচলন হ্রাস পায়। কেননা ইহা আযারবায়জান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

Arran, জর্জীয় Rani ও আরমেনিয়ান Alwank (People) শব্দগুলি উৎপত্তির ইতিহাস-অজ্ঞাত [প্রাচীন কিছু লেখায় Arian/ Aryan-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং আরবী উৎসসমূহে al-Ran (الران) শব্দটি পাওয়া যায়]। ৩৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দুইটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে আরমেনিয়ার অংশ হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল আর্‌যাখ, উটী (Uty) ও পায়তাকারান। ৩৮৭ খৃষ্টাব্দে আরমেনিয়া রাজ্যটি গ্রীক ও সাসানীদের মধ্যে বিভক্ত হইলে প্রথম দুইটি প্রদেশ আলবেনীয়া আর্‌রান-এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শেষোক্তটি পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর্‌রান নাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ইহাও একটি কারণ। কেননা আরমেনীয়গণ একমাত্র কূর নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূভাগকেই আররান বলিয়া বিবেচনা করিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত 'বৃহত্তর' আর্‌রানের অধিবাসীরা ছিল বিভিন্ন জাতি ও বংশের সংমিশ্রণ। ইহাদের কোন একটি নির্দিষ্ট জাতিরূপে চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর। ইসতাখ্‌রী, (পৃ. ১৯২) ও ইব্‌ন হাওকাল, (পৃ. ৩৯৪) উল্লেখ করেন, আর-রানিয়্যা নামক ভাষাটি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বার্‌যাআর শহর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

'আরবগণ আরমেনীয়দের নামকরণের রোমান পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন এবং পূর্ব-ট্রান্স-ককেসিয়ার সকল অঞ্চলকে আর্মেনিয়া ১ম-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই নামটির ব্যাপকতা সৃষ্টি করেন (ইব্‌ন খুর্‌রাদায্‌বিহ, পৃ. ১২২; বালাযুরী, পৃ. ১৯৪)। আরবগণ এই দেশে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, ইহা বিভিন্ন ছোট ছোট জমিদারীতে বিভক্ত হইয়া আছে। ইহাদের কেহ কেহ

খাযারদের অনুগত ছিল, বিশেষ করিয়া সাসানীদের পতনের পর হইতে। আরমেনীয়গণ হাররান অঞ্চলে খৃস্ট ধর্ম প্রচার করে এবং উমায়্যা খিলাফাতের সময়ে ইহা নামমাত্র আরমেনীয় রাজাদের অধীনে ছিল। পরবর্তী কালে আরমেনিয়া আরবদের শাসনাধীনে চলিয়া যায়। ইসলামী সীমান্তে অবস্থানের দরুন এবং খাযারদের আক্রমণ ও শাসনের হুমকির কারণে আর্‌রানীরা প্রকৃতপক্ষে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিত।

'উমার (রা)-এর খিলাফাতের শেষভাগে এবং 'উছমান (রা)-এর শাসনকালের প্রথমদিকে সালমান ইব্‌ন রাবী'আ ও হ'াবীব ইব্‌ন মাস্‌লামার নেতৃত্বে আরবগণ যে আক্রমণ পরিচালনা করেন উহার ফলে আর্‌রানের প্রধান প্রধান শহর—বেলাকান, বারযাআ, কাবালা ও শামকুর নামমাত্র তাহাদের অনুগত হয়। পরবর্তী কালে আরবগণ খাযার ও স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন (তু. বালাযু'রী, ২০৩; তা'বারী, ১খ., ২৮৮৯-৯১)।

প্রথম গৃহযুদ্ধের পর ও মু'আবি'য়া (রা)-এর খিলাফাতের সময়ে আররানে আরব শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ককেশীয় পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে খাযারী আক্রমণ অব্যাহত থাকে। আররানে খৃস্টানদের যে গির্জাটি গ্রীকদের গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, 'আবদুল-মালিকের খিলাফাতের সময়ে উহা আরমেনীয় ধর্মযাজকের দ্বারা আরবদের অনুমোদন ও সাহায্যে আরমেনিয়া গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত হয় (তু. J. Miyldermans, La domination arabe en Armenie, Lo uvain 1927, 99)। (আরমেনিয়ার আররানসহ উমায়া গভর্নরদের সম্বন্ধে তু. বালাযু'রী, ২০৫-৭) খলীফা হিশাম কর্তৃক ১০৭/৭২৫-৬ সনে নিযুক্ত মাসলামা ইব্‌ন 'আবদিল-মালিকের শাসনকালে বিরাট আরব সেনাবাহিনী আররানে মোতায়েন করা হয় এবং খাযারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে বার্‌যাআকে জেলা সদর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খাযারদের বিরুদ্ধে অভিযান সম্বন্ধে তু. D. M. Dunlop, The History of Jewish Khazars, Princeton 1954, 60-87; and F. Gabrieli, II califfato di Hisham, Alexandria 1935, 74-84। উমায়্যা বংশীয় শেষ খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (১১৩-২৬/৭৩১-৪৪)-এর শাসনকালে খাযারগণ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং আরব শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্‌রানে উমায়্যা ও আব্বাসী শাসনকালে আর্‌মানীয় ও স্থানীয় আর্‌রান রাজবংশ আরবদের অধীনে অর্ধ স্বাধীনভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। খাজনা দেওয়া হইত ইসলামী মুদ্রায়। ১৪৫/৭৬২-এর প্রারম্ভে একটি টাঁকশালে আব্বাসী দিরহামে আর্‌রান নামটির ব্যবহার দেখা যায়। এই টাঁকশালটি ছিল বার্‌যাআ বা বেলাকানে। ২০৭/৮২২-এর দিকের মুদ্রাগুলিতে মদীনা আর্‌রান (مدينة اران) -এর ব্যবহার দেখা যায়। সম্ভবত ২২৬/৮৪০-এর পরে টাঁকশালটি পরিত্যক্ত হয়।

প্রাচীন মিহ্‌রান পরিবারের স্থানীয় শাসককে আরবগণ আর্‌রানের বাত'রীক (بطريق) নাম দিয়াছিলেন এবং ৮২১ বা ৮২২ খৃ. এই পরিবারের শেষ Varaz Trdat গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই কুর নদীর উত্তরে অবস্থিত শাক্কির শাসনকর্তা সাহল ইব্‌ন সুনবাত (سهل بن سنباط) খিলাফাতের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া সমগ্র আর্‌রানে তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। তাঁহার নিকট আশ্রিত বিদ্রোহী বাবাককে আরবদের হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি পুনরায় তাহাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। পরে ৮৫৪ খৃস্টাব্দের দিকে আরমেনিয়ার নূতন শাসক বুগা যখন স্থানীয় শাসকদের নির্বাসিত করেন, তখন তাঁহাকে বা তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে সামাররাতে নির্বাসিত করা হয়। এই সময়ে শারওয়ান ও দারবান্দের শাসকগণ আররানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, কিন্তু আর্‌রানের সাজ বংশীয় শক্তিশালী শাসকগণ উহা ব্যাহত করেন।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষের দিকে ও দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাজ বংশীয়গণ ট্রান্স-ককেসিয়ার খৃস্টানদের প্রতি কঠোর ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় রাজন্যবর্গ, বিশেষ করিয়া কুর নদীর উত্তর অঞ্চলে শাসনকার্য চালাইতে থাকেন (তু. ইব্‌ন হাওক'াল, ৩৪৮)। ৯৪১ হইতে ৯৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মারযুবান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুসাফির আর্‌রান ও আযারবায়জান শাসন করেন এবং আর্‌রানের অধিকাংশ শাসকই ছিলেন তাঁহার সামন্ত। তাঁহার শাসনামলে ৯৪৩ খৃস্টাব্দে রুশগণ কর্তৃক বারযাআ (برزعة) আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়। ইহার পর আর্‌রান অঞ্চল গানজার বানূ শাদ্দাদ-এর শাসনাধীনে চলিয়া যায়। শাদ্দাদী রাজবংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক আবুল-আসওয়ার শাউর ইব্‌ন ফাদ্'ল ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শাদ্দাদ ৪৪১-৪৫৯/১০৪৯-১০৬৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। ৪৬৮/১০৭৫ সালে শাদ্দাদী শাসককে অপসারণ করিয়া তাঁহার একজন সেনাপতি সওতেগীন (سوتكين)-কে আররানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তুর্কী উপজাতিদের মধ্যে গুয উপজাতি সর্বপ্রথম আররানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে তুর্কী ভাষা প্রচলিত স্থানীয় অন্য সব ভাষার স্থান অধিকার করে।

তুর্কী যুগে বেলাকান আর্‌রানের গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে বার্‌যাআর স্থান অধিকার করে বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ১২২১ খৃস্টাব্দে মোঙ্গলেরা বেলাকানকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহার পর গান্‌জা আররানের প্রধান শহরে পরিণত হয়। মোঙ্গলদের অধীনে আররান আযারবায়জানের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং একজন শাসক উভয় প্রদেশকে শাসন করেন। মোঙ্গলদের প্রবেশের পর এই অঞ্চলে ইসলামী ও তুর্কী প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানের নামকরণ হয় কারাবাগ। তায়মূরের জয়ের পর আররানে অনেক অট্টালিকা নির্মিত হয় এবং পয়োনালী মেরামত করা হয়; কিন্তু আররানের নাম শুধু স্মৃতিতেই রহিয়া যায়। কেননা তখন হইতে ইহার ইতিহাস আযার্‌বায়জানের ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবেই অবশিষ্ট থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Mosses Kalankotuaci কথিত আর্‌রানের ধর্মীয় ইতিহাস (তিফলিস ১৯১২ খৃ.); (২)বিষয়বস্তুর জন্য দ্র. A. Manandian, Beitrage zur albanischen Geschichte Leipzig 1897, 48; (৩) ইসলাম-পূর্ব যুগের ইতিহাসের জন্য তু. J. Marquart, Eransahr, 117; (৪) ভৌগোলিক বিবরণের জন্য তু. Le Strange, 176-9 ও হু'দূদুল-

'আলাম, ৩৯৮-৪০৩; (৫) আর্‌রানের প্রাথমিক ইসলামী যুগের ইতিহাসের জন্য দ্র. J. Laurent, L'Armenis entre Byzance et l'Islam (Paris, 1919); (৬) সাহ্‌ল ইব্‌ন সুনবাত'-এর জন্য দ্র. Minorsky, Caucasica IV, in BSOAS 1953; (৭) শাদ্দাদী বংশীয় বিবরণের জন্য তু. তাঁহার রচনা, Studies in Caucasian History, London 1953; (৮) পরিভাষা ও ভাষা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Zeki Velidi Togan-কৃত Arran শীর্ষক নিবন্ধ, IA-তে।

R.N. Frye (E.I.[2])/শিরিন আখতার

'আর্‌রাফ (عراف) ঃ আরবী, ইহার ক্রিয়ামূল 'ইরাফা, ইহা গণকদের অন্যতম নাম। আক্ষরিক অর্থে বিখ্যাত জ্ঞানী অথবা পেশাগত জ্ঞানীকে বুঝায়। ইউরোপে লিঙ্গান্তরে জ্ঞানী নারীর সমতুল্য হইবে। ইহার আরও কয়েকটি প্রতিশব্দ রহিয়াছে। যথা ত'াবীব (চিকিৎসক)। আমি য়ামামার জনৈক 'আর্‌রাফকে বলিয়াছিলাম, আমাকে চিকিৎসা কর; তুমি আমাকে নিরাময় করিতে পারিলে প্রকৃতপক্ষেই তুমি একজন চিকিৎসক এবং আমি য়ামামা ও নাজদের আর্‌রাফকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিব, যদি তাহারা রোগমুক্ত করিতে পারে। এই দুইজন 'আর্‌রাফ হইতেছেন যথাক্রমে রাবাহ' ইব্‌ন আজালা ও আল-আবলাক আল-আসাদী।

কাহিন বা গণক হইতেছেন, বিশেষত সেই ব্যক্তি যিনি প্রশ্নকারীর কথা, আচরণ অথবা অবস্থা হইতে সঠিক উত্তর খুঁজিয়া বাহির করেন অথবা অপহৃত বা হারানো বস্তু বাহির করিয়া দেন। কথিত আছে, 'আর্‌রাফ-এর মর্যাদা কাহিন অপেক্ষা কম। অবশ্য এই শব্দগুলির সঠিক অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত রহিয়াছে। একটি প্রবাদে আছে, চোর যাহা ছাড়িয়া যায়, 'আর্‌রাফ তাহা লইয়া লয়। কুনাকিন অথবা কিন্‌কিন অর্থ গুপ্ত ধনভাণ্ডার অনুসন্ধানকারী। যে ব্যক্তি মুখের তিল অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রকৃতি দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করে, সেই হাযী। একটি হাদীছে আছে, 'আর্‌রাফ অথবা কাহিনের পরামর্শ গ্রহণ করিলে সে ব্যক্তি অবিশ্বাসী, যদিও তাহার কার্যক্রমের নমুনা ইসলাম সম্মত।

'আমর ইব্‌নুল-'আস পেশাগত 'আর্‌রাফ ছিলেন না, বরং বাস্তব বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হাসীরা ও কাত্তাল নামক দুইজন পর্যটকের নাম দ্বারা তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন যে, তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রা) প্রথমে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১খ., ৩২৫০)।

ইখওয়ানুস-সা'ফা বলেন, কাহিনরা কোন যন্ত্র, গ্রন্থ অথবা হিসাব (সংখ্যা) ব্যবহার করিত না, বরং তাহারা স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিত এবং যাহা দেখিত ও শুনিত তাহা দ্বারা ব্যাখ্যা করিত। এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যাজ্‌র শব্দ ব্যবহৃত হয়, যদিও ইহা প্রথমত পাখী অথবা জন্তু হইতে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। ইব্‌ন খালদূন ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান সম্পর্কে একটি মতবাদ পেশ করিয়াছেন। ইহা মানবাত্মার একটি বিশেষ গুণ। মানবাত্মা এইভাবে গঠিত যে, ইহা তাহার দেহের নির্মোক ছাড়িয়া শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিরোহণ করিতে পারে। যেসব মানুষ তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা দ্বারা উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যেন স্বজ্ঞা (Intiution)-এর চকিত জ্ঞানালোক লাভ করেন এবং উহা অনায়াসে তাহাদের নিকট আগমন করে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্য ব্যতিরেকেই ও কল্পনার সচেষ্ট বিস্তার ছাড়াই। দেহের কোন গতিশীলতা অথবা মুখের কোন শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। কোনও কৃত্রিম উপকরণ প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না। তাহারা রক্ত-মাংসের দেহ ছাড়িয়া পবিত্র স্বর্গীয় রাজ্যে আরোহণ করেন-চক্ষুর পলকেরও কম সময়ে যাহা পাওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানুল-'আরাব, দ্র. শব্দটির অধীনে; (২) মাস'উদী, মূরূজ, ৩খ., ৩৫২প.; (৩) ইবশীহী, মুসতাত'রাফ, অধ্যায় ৬০; (৪) তানূখী, নিশওয়ারুল-মুহ'াদারা, ২৬৩-২৬৮; (৫) ইখওয়ানুস-সা'ফা (কায়রো), সং. ৪খ., ৩৮২; (৬) ইব্‌ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, ১খ., ভূমিকা ৬ ২; (৭) তাসকোপ্রুযাদে, মিফতাহু'স-সা'আদা, ১খ., ২৯৩ প.; (৮) A. Guillaume, Prophecy and Divination, II, 7 ff., 198 f.; (৯) I. Goldziher, Abhandlungen zur arab Philologie, i, 25.

A.S. Tritton (E.I.[2])/মোঃ আবদুস সালাম

'আর্‌শ (দ্র. কুরসী)

আর্‌শ (দ্র. দিয়া)

'আর্‌শ (عرش) ঃ বিগত প্রায় এক শতাব্দীতে আলজেরীয় আইনে যৌথ মালিকানাধীন কিছু ভূমি 'আরশ নামে আখ্যায়িত। ১৮৫১ সনের ১৬ জুনের আইন তৈরি সংক্রান্ত অনুসন্ধান চলার সময় হইতে আরশ উল্লিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যদিও মাগরিবী ভাষায় ইহা নানাবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ গোত্র (যেমন-কন্‌স্টান্‌টাইনের উচ্চ ভূমি অঞ্চলে), সমগোত্রীয় দল (যেমন তিউনিসীয় সাহেলে), 'মিলিত অবস্থান' (যেমন—কাবিলিয়ায়)।

আলজিরিয়াতে যাহারা ভূমির যৌথ মালিকানা কিংবা হস্তান্তর, ক্ষমতাবিহীন ভোগ দখলে স্বীকৃতি সমর্থন করে এবং যাহারা জমির ব্যক্তিমালিকানা সমর্থন করে তাহাদের মধ্যে বহুদিন যাবত বিবাদ বিদ্যমান ছিল। এই বিবাদ দুইটি বিষয়ের সংঘাতের ফল। ইহার একটি হইল প্রশাসনিক থিয়োরী যাহা গোত্রসমূহের পারিবারিক উত্তরাধিকার-স্বার্থ রক্ষা করে এবং অপরটি ব্যক্তিস্বার্থের বিস্তৃতি যাহা এই ভূমিকে অতি সত্বর অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করিতে চায়। গভীরভাবে চিন্তা না করিয়াই ফিক্‌হ হইতে যেই সকল যুক্তি লওয়া হইয়াছে তাহা সম্পত্তি ভোগদখলের জন্য খারাজ (খাজনা বা কর) প্রদানের প্রথা প্রবর্তন সমর্থন করে এবং মুসলিমদেরকে ভূমির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মালিক হিসাবে বিবেচনা করে। মাগরিব-এর ভূমিসমূহের মালিকানা লইয়া যেই ধর্মনিরপেক্ষ বিবাদ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এখন পর্যন্ত তাহার কোনও সমাধানে উপনীত হওয়া যায় নাই। সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক বিধান সাপেক্ষে এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে, শোষণ-নীতি প্রাচীন মাগরিবী ভূমি-আইনের প্রকৃতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। আর শোষণ নীতি আবহাওয়ার কার্যকরী প্রভাব, কেন্দ্রীয় শাসনের ঔদাসীন্য ও স্থানীয় প্রভুত্ব প্রথা প্রবর্তনের প্রত্যক্ষ

ফল। ভূমিস্বত্বের বিভিন্ন রূপ হইতেছে ঃ (১) মিল্ক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি; (২) আযীব বা আযল বা হানশীর (জেলার বৃহত্তম ভূখণ্ডের উপর নির্ভরশীল); (৩)মুশা বা মুশ্ বা ব্লাদ জামা'আ (যৌথ সাম্প্রদায়িক মালিকানা); (৪) ওয়াক্‌ফ বা হু'বূস (পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে চিরদিনের জন্য অর্পিত ভূ-সম্পত্তি)। এই সকল ভূমিস্বত্বের এক একটি এক এক সময়ে গৃহীত হইত। কোন্‌টি গৃহীত হইবে তাহা নির্ভর করিত নিয়ামক কারণগুলির মধ্যে কোন্‌টির প্রাধান্য বিদ্যমান তাহার উপর। বাস্তবতা ও আদর্শের মধ্যে বৈকল্পের সম্পর্ক উত্তর আফ্রিকার সমাজিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

আলোচিত যাবতীয় ঘটনা সত্ত্বেও ১৮৬৩ সনে ২২ এপ্রিল সিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত (১ নং অনুচ্ছেদ) অনুযায়ী দেখা যায়, আলজেরীয় গোত্রসমূহই (আলোচিত) ভূখণ্ডগুলির মালিক, যাহা তাহারা চিরস্থায়ী বা প্রথাগতভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা যে কোনও নামেই বা স্বত্বেই হউক। প্রশাসনের ছায়াতলে উপভোগ্য এই পৈত্রিক সম্পত্তি আংশিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে অভাব বিষয়ক লিখিত আইনের আওতায় আসা আবশ্যক। এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বিধান সভায় প্রত্যক্ষ বিরোধিতা গড়িয়া ওঠে। এই সিদ্ধান্তের ফলে মরোক্কীয় আইন অপেক্ষা অস্পষ্টতর হইলেও তিউনিসীয় আইন অপেক্ষা দৃঢ়তর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভূ-সম্পত্তি ও সমাজ লইয়া গড়িয়া উঠা বহু দিনের কঠিন সমস্যার একটি আপোসমূলক সমাধান তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dr. Worms, Recherches sur la constitution de la propriete territoriale, 1846; (২) M. Pouyanne, La propriete fonciere en Algerie, 1895, 130 প.; (৩) Mercier, La propriete fonciere en Algerie, বিশেষত (৪) F. Dulout, Des droits et actions sur la terre arch ou sabga en Algerie, 1929; (৫) 'আরশ' শব্দটি সম্বন্ধে দ্র. Ph. Marcais, Textes arabes de Djidjelli, ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২৭, টীকা ৩।

J. Berque (E.I.[2])/মোঃ আজহার আলী

আরশ্গূল (ارش غول) ঃ আলজেরীয় উপকূলে অধুনালুপ্ত একটি শহর। ইহার অবস্থান ছিল ওরান (Oran) ও মরক্কো সীমান্তের মধ্যস্থলে তাফ্না নদীর মোহনায় রাশকুন (Rachgoun) দ্বীপের মুখমুখি। রাশকূন ইহার নামকে বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছে।

এই মুসলিম অধ্যুষিত নগরটি Portus Sigensis অর্থাৎ সিগা (Siga) বন্দরের স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাহা ছিল রাজা সাইফেক্স (Syphax)-এর রাজধানী। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমদিকে ১ম ইদরীস কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতা 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানের নিকট হস্তান্তরের সময় সর্বপ্রথম এই শহরের কথা শোনা যায়। ইব্ন হাওক'াল ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শহরের কথা বর্ণনা করেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় উল্লেখ করেন, ঐ সময় কর্ডোভার খলীফা আন্-নাসি'রের একজন সামন্ত মিক্নাসা বারবারদের আমীর, এই শহরকে পুনরায় গড়িয়া তোলেন। কয়েক বৎসর পর আল-বাকরীর বর্ণনায় আরশ্গূলকে তিলিম্সান উপকূলীয় একটি শহর বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যেইখানে ছোট ছোট জাহাজ চলাচলের মত একটি বন্দর ছিল এবং ইহার চারিদিক চারি তোরণবিশিষ্ট একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শহরে সাতটি বিভক্তকারী স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মসজিদ ও দুইটি গোসলখানা রহিয়াছে, যাহাদের একটি প্রাক-ইসলামী যুগের। ইহাতে বুঝা যায়, এই মুসলিম অধ্যুষিত শহরটি একটি প্রাচীন এলাকা জুড়িয়া আছে। আল-ইদ্রীসী ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইহাকে শুধু একটি জনবহুল স্থান হিসাবে উল্লেখ করেন। কিছু পূর্ব পর্যন্ত ইহা একটি সুরক্ষিত স্থান ছিল, যেইখানে জাহাজসমূহ পানি লইত।

রাজনৈতিক পরিবর্তনই ইহার পতনের কারণ। আল-কায়রাওয়ানের ফাতিমী ও কর্ডোভার উমায়্যাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় (৪র্থ/১০ম শতাব্দী) ইহার ইদ্রীসী শাসকদের তাড়াইয়া এইখানকার বাসিন্দাদেরকে স্পেনে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর এইখানে আন্দালুসীয়দের আংশিক জনবসতি গড়িয়া উঠে, কিন্তু ৫ম/১১শ শতাব্দীর শুরুতে ইহা আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুনরায় ইহা বানূ গ'ানিয়া আল-মুরাবিত্'ন-এর শিকারে পরিণত হয় এবং অবশেষে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষদিকে ওরান উপকূলের বিরুদ্ধে স্পেনীয় অভিযানের সময় ইহা চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াওক'াল, অনু. de Slane, JA, ১৮৪২ খৃ., ১খ., ১৮৭; (২) Bakri, মূল পাঠ, আলজিয়ার্স ১৯১১ খৃ., পৃ. ৭৯-৮০, অনু. আলজিয়ার্স ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৬১; (৩) ইদ্রীসী, সম্পা. Dozy ও de Goeje, পৃ. ১৭২, অনু. পৃ. ২০৬; (৪) Leo Africanus, Il viaggio, সম্পা. Ramusio, ভেনিস ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১০৭ (অনু. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩৩০-১); (৫) Gsell, Atlas archeologique, পত্র ৩১, নং ২।

G. Marcais (E.I.[2])/এ. এইচ. এম. রফিক

আরশাদ গুরগানী (ارشد گرگانی) ঃ ১৮৫০-১৯০৬ খৃ., নাম মির্যা আবদুল-গানী, তাখাল্লুস (কবিনাম) আরশাদ, জন্ম দিল্লী, বিশিষ্ট উর্দূ লেখক ও কবি। পাঞ্জাবে শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। আজীবন সেইখানেই অতিবাহিত করেন। তিনি মাওলানা হালীর বিখ্যাত কবিতা শিক্ওয়া-ই হিন্দ-এর একটি তাদমীন (অপরের কাব্যে কবিতা সংযোজন) লিখেন এবং ইহাকে আরশাদ নামে অভিহিত করেন। তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনচরিত কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নূতন ও প্রাচীন উভয় ধরনের কবিতা রচনা করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১/১২৩

আরশীন (দ্র. যিরা)

আর্শুযূনা (أرشذونة) ঃ (Archidona অথবা উরজুযূনা (أرجذونة), দক্ষিণ স্পেনের একটি প্রাচীন শহর যাহার পুরাতন নাম সঠিকভাবে জানা নাই। এই শহরটি বর্তমান মালাগা (Malaga) প্রদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে ওয়াদিল-হূর (Guadalhorje)-এর উৎসবের নিকটবর্তী আনতাকীরা (Antequera) ও লূশা (Loja)-এর

মধ্যবর্তী গ্যানীল (Genil) নদীর তীরে অবস্থিত। উহার লোকসংখ্যা নয় সহস্র। আরবগণ উহা ৯২/৭১১ সনে প্রথম যুদ্ধের অল্প দিন পরেই অধিকার করিয়াছিল। তাহারা উহাকে উরজুয়ূনা বা আরশিয়ূনা নামে অভিহিত করে (য়াকূত, ১খ., ১৯৫, উর্‌জুয়ূনা ও ১খ., ২০৭, আরশুয়ূনা)। এই শহরটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্বত্য প্রদেশ রেয়্যা (Rejjo যাহা আয়তনে বর্তমান Malaga প্রদেশের সমতুল্য ছিল)-এর রাজধানী ছিল। ইতিহাসে উহা 'উমার ইব্‌ন হাফসূন-এর বিদ্রোহকালে গুরুত্ব লাভ করে (যাহার সর্ববৃহৎ দুর্গ ছিল বুবাশ্‌তার Bobastro)। পরবর্তী কালে ইহা গ্রানাডা রাজ্যের সীমান্ত দুর্গে পরিণত হয়। ৮৩৫/১৪৩১ সনে জাম্‌ইয়্যাত কালট্রাওয়া (Calatrava)-র প্রধান আমীর (Grand Master) উহা দখল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dozy, Recherches Sur l'histoire et la Litterature de l'Espagne (৩য় সং), ১খ., ৩১৭প.; (২) ঐ লেখক, Histoire des, Musulmans d' Espagne, ২খ., ৩৫, ১৮১, ২০২; (৩) Madoz, Diccionario Geographicoestadistico Historico, ২খ., ৪৯৪; (৪) Simonet, Description del reino de Granada (২য় সং.), পৃ. ১২৪; (৫) ঐ লেখক, Historia de los Mazarabes, পৃ. ৯২৮।

C.P. Seybold (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ ইসলাম গণী

আরস্‌লান আরগূন (ارسلان ارغون) ঃ মালিক শাহ-এর ভ্রাতা। মালিক শাহের মৃত্যু হইলে তিনি খুরাসান ও বাল্‌খ প্রদেশ দখল করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত অপর এক ভ্রাতা বুরিবারসকে পরাস্ত ও নিহত করেন (৪৮৮/১০৯৫) কিন্তু তাঁহার পরাজিত ভ্রাতার সমর্থকবৃন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত তাঁহার শাস্তি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থারূপে মার্‌ব (مرو), নীশাপূর, সারাখ্‌স, সাব্‌যাওয়ার ইত্যাদির দুর্গ প্রাচীরসমূহ ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে তিনি ঘৃণা অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ৪৯০ হি. সালে তাঁহার এক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন। সুলতান বার্‌কয়ারুক-এর ভ্রাতা ও সহযোগী সানজার অতি সহজেই আরগূন-এর মাত্র সাত বৎসর বয়স্ক পুত্রকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হন। ইব্‌নুল-আছীর (১০খ., পৃ. ৩৪) অপর একজন আরস্‌লান আরগূন-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্‌প আর্‌সলান-এর এই ভ্রাতা তাঁহার নিকট হইতে যখন খাওয়ারিয়্‌ম-এর প্রশাসক পদ লাভ করেন তখন মালিক শাহ সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী (heir-presumptive)-রূপে ঘোষিত হন। আখ্‌বারুদ্‌-দাওলাতিস্‌-সাল্‌জূকিয়্যা (পৃ. ৪০) গ্রন্থের প্রণেতা একই তথ্য প্রদান করিয়াছেন, তবে তিনি এই আর্‌সলান আরগূনকে আল্‌প আসলান-এর পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ইনি ও মালিক শাহের ভ্রাতা একই ব্যক্তি। কিন্তু ইব্‌নুল-আছীর অনুসৃত (পৃ. ১৭৮-৮০) 'ইমাদুদ্দীন বুন্‌দারী (পৃ. ২৫৭)-এর মতে মালিক শাহের ভ্রাতা মৃত্যুর সময়ে ২৬ বৎসর বয়স্ক ছিলেন এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে কেবল পশ্চিম পারস্যে একটি ক্ষুদ্র ইক্‌তা' (প্রদত্ত ভূখণ্ড)-এর অধিকারী ছিলেন। যদিও এই নামে আল্‌প আর্‌সলানের কোন ভ্রাতা সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় নাই। ইহা সম্ভবত স্বীকার করিতে হয়, এই নাম ধারণকারী দুই ব্যক্তি বিরাজমান ছিলেন। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মার্‌ব অঞ্চলে মালিক শাহের ভ্রাতার বংশধরগণ বসবাস করিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'ইমাদুদ্দীন/বুনদারী, সম্পা. Houtsma, Recuil de Textes relatifs a l'histoire des Seljoucides, ২খ., ৮৪, ২৫৫-৮, ইহা হইতে ইব্‌নুল-আছীর, ১০খ., ১৭৮-৮০; (২) আখবারুদ্‌-দাওলাতিস-সালজূকিয়্যা, সম্পা. মুহাম্মাদ ইকবাল, লাহোর ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৩৩, ৩৪ (আমীদ-ই খুরাসান, যিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর আন-নাসাবী নামে পরিচিত ছিলেন এবং আর্‌সলান আরগূন-এর মধ্যে সম্পর্ক), ৪০ (তু. ইব্‌নুল আছীর, ৩৪), ৫৪; (৩) 'আলী ইব্‌ন যায়দ আল-বায়হাকী ইব্‌ন ফুনদুক নামে পরিচিত, তারীখ বায়হাক', সম্পা. আহমাদ বাহ্‌মান্‌য়ার, তেহরান ১৩১৭/১৯৩৮, পৃ. ৭২ ২৭০।

Cl. Cahen-(E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আর্‌সলান শাহ (ارسلان شاه) ঃ ইব্‌ন মাস'উদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম গায্‌নাবী 'উছমান মুখ্‌তারী এই বাদশাহকে (দীওয়ান পাণ্ডুলিপি পত্রক ৭খ., বাঙ্কীপুর, তেহরান সংস্করণ, পৃ. ১৬৩, শেষ ছত্র ও স্থা.) আবুল-মুলূক মালিক আরসলান ইব্‌ন মাস'উদ লিখিয়াছেন। আরসলানের মাতা সুলতান মালিক শাহের ফুফু অর্থাৎ আবূ সুলায়মান দাউদ ইব্‌ন মীকাঈল ইব্‌ন সালজূক-এর কন্যা ছিলেন। তু. দীওয়ান মাস'উদ-ই সা'দ, পৃ. ৬১১, শেষ ছত্রের পূর্ব ছত্র (از اصل ونسل داؤدم) ও দ্র. আদাবুল-হারব, পৃ. ১৮-২৭; এই গ্রন্থে উক্ত বিবাহের পূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহটি ৪৭৫/১০৮২-৮৩ সালের শীতকালে অনুষ্ঠিত হয় (তু. দীওয়ান মাস'উদ-ই সা'দ, পৃ. ২০৯ প., বিষয় بازار ثناى)। আরসলান খুব সম্ভব ৪৭৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন (তু. তাবাকাত-ই নাসিরী, কলিকাতা সংস্করণ, পৃ. ২৩; পৃ. ৫১১-এর বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুকালে বাদশাহ আরসলানের বয়স হইয়াছিল ৩৫ বৎসর; তদনুসারে তাঁহার জন্ম সাল ৪৭৬ হি.)। তৃতীয় মাস'উদ গাযনাবী (মৃ. শাওওয়াল ৫০৮/মার্চ ১১১৫, ইব্‌নুল-আছীর, সং ইস্‌তিক'মা, মিসর ৮-২৬৯)-এর ওসিয়াত অনুযায়ী (মিরআতুল-'আলাম, পত্রক-১০৯ ক, বাঙ্কীপুর) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আদুদুদ-দাওলা শেরযাদ যিনি হিন্দুস্তানের শাসনকর্তা ও সেনাপতি ছিলেন, (তু. আবুল-ফারাজ রূনী ও মাস'উদ-ই সা'দ, যথা দীওয়ান মাস'উদ-ই সা'দ, পৃ. ২২৭, ৫০৪, ৫৬৩ ইত্যাদি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় ভ্রাতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মালিক আরসলান স্বীয় ভ্রাতা শেরযাদকে হত্যা করেন (মিরআতুল-'আলাম, পত্রক ১০৯-ক)। তিনি অন্য ভ্রাতাদেরকেও হত্যা করেন অথবা বন্দী করেন। কিন্তু বাহরাম শাহ নামক এক ভ্রাতা যিনি পিতার মৃত্যুর পূর্ব হইতে পিতার সঙ্গে তাকীনাবাদ (গরমসীর এলাকা) ছিলেন বলিয়া রক্ষা পান (তাবাকাত-ই নাসিরী, Raverty, পৃ. ১৪৮); বরং তাকীনাবাদে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধও হইয়াছিল (তু. দীওয়ান-ই মাস'উদ, ১২৭ প., ১১১ প.)।

এইভাবে শত্রুমুক্ত অবস্থায় আরসলান গাযনীতে আস-সুলতানুল-আ'জাম, সুলতানুদ্‌-দাওলা উপাধি ধারণ করিয়া (Elliot, History,

ii, 483) বুধবার ৬ শাওওয়াল, ৫০৯/২২ ফেব্রুয়ারী, ১১১৬ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন (তু. দীওয়ান-ই মাস'উদ, পৃ. ৩১৭ প.)। তাঁহার মুদ্রা সম্পর্কীয় বিবরণের জন্য দ্র. Rodgers, 'উছমান মুখতারীর কবিতা দ্বারা (মু'নিসুল- আহ'রার হস্তলিখিত, ৬৯১ হাবীবগঞ্জ, জেলা আলীগড়; দীওয়ান, তেহরান সংস্করণ, পৃ. ৩৩৫) অনুমিত হয়, মালিক আরসলান সিংহাসনে আরোহণের জন্য রায়ও গমন করিয়াছিলেন। তথায় বাহমান মাসের দ্বিতীয় তারিখ বাহমান-জানাহ্ উৎসবের দিন শাওওয়াল ৫০৯/ফেব্রু. ১১১৬ সালে তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

বাদশাহ আর্সলানের ভয়ে বাহ্‌রাম শাহ সীসতান হইয়া সাহায্যের জন্য আরসলান শাহ (দ্র.) ইব্‌ন কিরমান শাহ ইব্‌ন কাওয়ার্‌দ (মৃ. ৫৩৭/১১৪২)-এর নিকট কিরমান গমন করেন। সেখান হইতে তিনি সাহায্য লাভের জন্য সানজারের নিকট প্রেরিত হন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আহ'মাদ কিরমানী, তারীখ আফদ'াল, পৃ. ২২ প.; মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, তাওয়ারীখ-ই আল-ই সালজূক-ই কিরমান, বার্লিন ১৮৮৬ খৃ., পৃ. ২৫; সানাঈ, হ'াদীকা, লাখনৌ ১৩০৪ হি., পৃ. ৬৩৮-৬৪২; ইব্‌নুল-আছীর, পূর্বোক্ত সংস্করণ, ৮খ., ২৬৯ প.)। বাহরাম শাহ কিভাবে সানজারের নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন,আদাবুল-হ'ার্‌ব গ্রন্থে (পৃ. ৩২-৩৪) ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। এই সময় সানজার স্বীয় ভ্রাতা সুলতান মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৫১১/১১১৭)-এর সহকারী ছিলেন। তিনি মালিক আরসলানকে বাহ্‌রাম শাহের সঙ্গে সন্ধি করার পরামর্শ দেন; কিন্তু আরসলান ইহা গ্রাহ্য করেন নাই, উপরন্তু তিনি স্বীয় মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এইজন্য সান্‌জার স্বয়ং বাহরাম শাহকে সঙ্গে লইয়া আরসলানকে আক্রমণ করেন (তারীখ-ই বাদায়ুনী, কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ., ১খ., ৩৯)। মালিক আরসলান সানজারকে আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য সুলতান মুহ'াম্মাদকে অনুরোধ করেন; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না (ইব্‌নুল-আছীর, পৃ. স্থা.; হ'াবীবুস্‌-সিয়ার, বোম্বে সংস্করণ ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ৩৩)। আনজারের সংগে তিন হাজার সৈন্য ছিল এবং বুস্‌ত নামক স্থানে সীসতানের শাসক তাজুদ্দীন আবুল-ফাদ্'ল (সানজারের ভগ্নীপতি) ও তাঁহার ভ্রাতা ফাখরুদ্দীনও সানজারের সঙ্গে মিলিত হন। এই দিকে মালিক আরসলানও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি তিন হাজার অশ্বারোহী, অসংখ্য পদাতিক বাহিনী ও এক শত ষাটটি হস্তী সংগ্রহ করেন (রাওদাতুস-সাফা, ইবনুল আছীর, পৃ. স্থা. ১২০; দীওয়ান মাসউদ সা'দ, পৃ. ৪৬৬, ছত্র এক-এ বর্ণিত আছে, আরসলান দুই শত হস্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন)। আরসলান এই প্রস্তুতি সত্ত্বেও স্বীয় মাতা (আইনগত) মাহ্‌দ-ই ইরাকের সন্তুষ্টি লাভ করিয়া তাহাকে দুই লক্ষ দীনার ও অনেক উপঢৌকনসহ বুস্‌ত নামক স্থানে সান্‌জারের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু যেহেতু মাতা মালিক আরসলানের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন (দ্র. উপরিউক্ত ছত্র) এবং আরসলান নিজ ভ্রাতাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার মাতা সান্‌জারকে বিরত রাখার পরিবর্তে তাহাকে আক্রমণে উৎসাহিত করেন। সুতরাং সানজারের বাহিনীর গাযনীর এক ফারসাখ (ক্রোশ) দূরে শাহরাবাদ নামক প্রান্তরে আরসলানের সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাজুদ্দীন আবুল-ফাদ'ল (নাসর ইব্‌ন খালাফ) একটি হাতীকে বধ করেন। তারীখ-ই আবুল-খায়রখানী গ্রন্থে (পত্রক ১৩৬ ক, বাঙ্কীপুর) এই যুদ্ধের বিবরণ ছাড়াও তাজুদ্দীন আবুল- ফাদ্'ল-এর রাজকবি খাজা সাঈদ মুসতাওফীর সহিত সম্পর্কিত মাছনাবীর কিছু কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'আবদুল-ওয়াসি' জাবালী (মৃ. ৫৫৫/১১৬০) তাজুদ্দীনের প্রশংসায় উক্ত ঘটনার সহিত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন, (দ্র. দীওয়ান পাণ্ডু., পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রক ৬খ., মুদ্রিত কপি প্রকাশনা যাবীহুল্লাহ্ সাফা, তেহরান ১৩৩৯ হি., ১খ., ৩১১ ও ৩১২)।

মালিক আরসলান পরাজিত হন এবং তিনি (৫১০/১১১৬) হিন্দুস্তানে পলায়ন করত স্বীয় প্রতিনিধি মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন বুহালীমের দ্বারা সৈন্য সমাবেশ করেন। অপরদিকে সান্‌জার ও তাঁহার অনুসারিগণ বিজয়ী হইয়া ২০ শাওয়াল, ৫১০/শনিবার ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১১১৭ সালে গাযনীতে প্রবেশ করেন এবং চল্লিশ দিন অর্থাৎ শুক্রবার ১ যু'ল-হি'জ্জা, ৫১০/ এপ্রিল, ১১১৭ সাল পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করেন। বাহরাম শাহকে সুলতান মাহমূদের সিংহাসনে বসান হয় এই শর্তে, তিনি প্রতিদিন এক হাজার দীনার প্রদান করিবেন। ইহা আদায়ের জন্য একজন 'আমিল-ই দীওয়ান নিযুক্ত করা হয় (রাওদাতুস-সা'ফা, ৪খ., ৪৩; রাহ'াতুস্‌-সু'দূর, ১৬৮)। ইহার পর সানজার খুরাসান ফিরিয়া যান। কিন্তু সানজার ফিরিয়া যাওয়ার পর অর্থাৎ ৫১১/১১১৭ সালে মালিক আরসলান স্বীয় হিন্দুস্তানী বাহিনী সমেত গাযনী আক্রমণ করেন। বাহরাম শাহ আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হইয়া বাময়ান নামক স্থানে আত্মগোপন করেন। সান্‌জার বাল্‌খ হইতে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যবাহিনী আরসলানকে পলায়নে বাধ্য করে। অবশেষে শুকরানের পার্বত্য অঞ্চলে আরসলানকে গ্রেফতার করিয়া বাহরাম শাহের হাতে অর্পণ করা হয় (Elliot, History, ii, 199, মুহ'াম্মাদ 'আওফী-র বরাতে)। মাস'উদ-ই সা'দ-ই সালমান (দীওয়ান, পৃ. ৭১, ছত্র ১২-১৩) এই দ্বিতীয় যুদ্ধটি সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বাহরাম শাহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, অন্তরে ব্যাঘ্র শিকারের ইচ্ছা পোষণ করিও না। কেননা তোমার ভয়ে বনে একটি ব্যাঘ্রেরও অস্তিত্ব নাই। তবে হাঁ, কখনও কখনও পোলো খেলা যায়, যদিও ভূপৃষ্ঠ বরফে ঢাকা এবং দৃষ্টির অগোচর। শিকার-ই শের (شكار شير) শ্লোক-২)-এ শের দ্বারা আরসলান (শের)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং বরফাবৃত ভূপৃষ্ঠ দ্বারা শীতকালকে বুঝান হইয়াছে (২১ ডিসেম্বর, ১১১৭ হইতে ২০ মার্চ, ১১১৮)। সম্ভবত এই সময়ে দ্বিতীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হইয়াছিল। হ'াদীকা-ই সানাঈ (লক্ষ্ণৌ সংস্করণ, ১৩০৪ হি., পৃ. ৬৬৩-৬৬৬, বিশেষত দ্র. পৃ. ৬৬৪ ও ৬৬৫-এর সর্বশেষ দুইটি শ্লোক) গ্রন্থেও এই যুদ্ধটির উল্লেখ রহিয়াছে। সানজারের বাহিনী আরসলানকে বাহরাম শাহের হস্তে অর্পণ করিলে কিছুদিন বন্দী রাখার পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আরসলান আবার সক্রিয় হইয়া উঠিলে বাহরাম শাহ তাঁহাকে জুমাদাল-উখরা ৫১২/সেপ্টেম্বর ১১১৮ সালে হত্যা করেন। তাঁহাকে গাযনীতে তাঁহার পিতা তৃতীয় মাস'উদের কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয় (ইবনুল 'আছীর, মিসর, ৮খ., ২৭১)। Raverty ত'াবাক'াত-ই নাসিরীর ইংরেজী অনুবাদে (কলিকাতা ১৮৮১ খৃ., পৃ. ১০৯, টীকা-৬) লিখিয়াছেন, আর্‌সলান

শাওওয়াল, ৫১১ হি. সালে শাহ আবাদে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার হত্যার ব্যাপারটি সঠিক বলিয়া মনে হয়, তু. সানাঈ-হা'দীকা, পৃ. ৬৬৩, ছত্র ৮ প. ও ৬৬৪, ছত্র-৪)। তা'বাকা'ত-ই নাসিরীতে উল্লেখ আছে, তাঁহার শাসনামলে আকাশ হইতে আপতিত অগ্নি ও বিজলি গাযনীর বাজারসমূহ জ্বালাইয়া দিয়াছিল (তু. মুখতারী, ১৬৯)। জানা যায়, এই বাদশাহ কবিদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। মাস'উদ সা'দ সানাঈ ও মুখতারী তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষত তাঁহার প্রশংসায় কেবল মুখতারীরই তেইশটি কাসীদা রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, আরসলানের শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সানাঈ, হা'দীকা'তুল-হাকীকা লখনৌ ১৩০৪ হি.; (২) দীওয়ান 'উছমান মুখতারী, পাণ্ডুলিপি (বাঙ্কীপুর), মুদ্রিত কপি-তেহরান, ১৩২৬ শ.; (৩) দীওয়ান মাস'উদ সা'দ সালমান, (তেহরান ১৩১৮ শ.), পৃ. ২০৯-২১২; (৪) ফাখ্রুদ্দীন মুবারাক শাহ, আদাবুল-হা'র্‌ব, পরিশিষ্ট ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর, মে ১৯৩৮, ১৮-২৭; (৫) আফ্দালুদ্দীন আবূ হা'মিদ আহ'মাদ ইব্ন মুহা'ম্মাদ কিরমানী, তারীখ-ই আফদা'ল (বাদাই'উল আযমান ফী ওয়াকা'ই' কিরমান), প্রকাশনায় মাহ্দী বায়ানী, তেহরান ১৩২৬ শ., পৃ.২২; (৬) মুহা'ম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম, তাওয়ারীখ আল-ই সালজূক-ই কিরমান, বার্লিন ১৮৮৬ খৃ.; বস্তুসংক্ষেপ, ZDMG, সংখ্যা ৩৯, ১৮৮৫ খৃ., ৩৭৪ প.; (৭) রাওয়ানদী, রাহা'তুস-সু'দূর, স. Gibb, ওয়াকফিয়া ১৯২১ খৃ., (৮) ইবনুল-আছীর, ইসতিক'মা সংস্করণ, কায়রো, ৮খ., ২৬৯ প.; (৯) তা'বাকা'ত-ই নাসি'রী, কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ., ২২ (=কোয়েটা সংস্করণ, ১৯৪৯ খৃ., ১খ., ২৮৪) (অনু. Raverty, ১৮৮১ খৃ., পৃ.৩); (১০) মীর খাওয়ানদ, রাওদা'তুস-সা'ফা, বোম্বাই ১২৭১ হি.; ৪খ., ৪৩; (১১) খাওয়ানদ মীর, হা'বীবুস-সিয়ার, বোম্বাই ১৮৫৭ খৃ., ২/৪খ., ৩৩; (১২) তারীখ-ই ফিরিশ্তা, বোম্বাই, পৃ. ৮৫; (১৩) মুহা'ম্মাদ বাকা সাহারানপুরী, মিরআতুল-'আলাম, পাণ্ডু. বাঙ্কীপুরী; (১৪) Illiot, History. ২খ., ৪৮৩; (১৫) Rodgers., Catalogue of the Coins of the Indian Museum, কলিকাতা ১৮৯৬ খৃ., ৪খ., ১৬০; (১৬) আহ'মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ কিলাতী ইস্ফাহানী মুনিসুল-আহ'রার, পাণ্ডু., হাবীবগঞ্জ, আলীগড়; (১৭) তারীখ-ই বাদায়ূনী (কলিকাতা সংস্করণ ১৮৬৮ খৃ.), ১খ., ৩৮৬; (১৮) তারীখ আবুল খায়রখানী, পাণ্ডু., বাঙ্কীপুরী।

গু'লাম মুস্'তাফা খান (দা.মা.ই.)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আরসলান শাহ (ارسلان شاه) ঃ ইব্ন কিরমান শাহ [ইব্ন কাওয়ার্দ] মুহ'য়িল-ইসলাম [ওয়াল-মস্লিমীন] সালজূক (আবুল-হা'রিছ মু'ইয্যুদ্দীন, মুখ্তারী, পৃ. ৩১৪) কিরমান-এর শাসনকর্তা ছিলেন (মুহা'ররাম ৪৯৫-৫৩৭/অক্টোবর ১১০১/১১৪২)। এই বাদশাহ্র দীর্ঘ অথচ বিপর্যয়মুক্ত রাজত্বকাল অতি উত্তম যুগ বলিয়া গণ্য করা হয় [মুখতারীর কাব্য গ্রন্থে তাঁহার প্রশংসায় তিনটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমটিতে (পৃ. ১৬) তিনি ইহাও বলিয়াছেন, তিনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়াছিলেন]। জীবনের সর্বশেষ দিনগুলিতে তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী যায়তূন খাতূন-এর অত্যন্ত প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন। উক্ত স্ত্রীর বাসনা ছিল, তাঁহার পুত্র কিরমান শাহ যেন আরসলান শাহ্-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু কিরমান শাহ অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হয়। দ্বিতীয় পুত্র মুহা'ম্মাদ বৃদ্ধ পিতাকে গ্রেফতার করিয়া নিজে ক্ষমতা দখল করে। ইহার কিছু দিন পরই আরসলান শাহ মারা যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হা'কীম মুখতারী গায্নাবী, তেহ্রান ১৩৩৬ শ., পৃ. ৭১, ছত্র ১৫, ২৭৪, ৩১৩; (২) ইবনুল-আছীর, ইস্তিকামা প্রেস, কায়রো, ৮খ., ২০৩, ২৭৫; (৩) Recueil de textes relat. al histoire des Seldj., ১খ., ২৫ প.; (৪) Zeitschr d. Deutsch Morgenl Gesellsch. ৩৯, ৩৭৪প.; (৫) আফ্দা'লুদ্দীন আবূ হা'মিদ আহ'মাদ ইব্ন হা'মিদ কিরমানী, তারীখ-ই আফদা'ল (=বাদা'ইউয-যামান ফী ওয়াকাই কিরমান), প্রকাশনায় ড. মাহ্দী বায়ানী, তেহরান ১৩২৬ শ., পৃ. ২১-২৪প.; (৬) নাসি'রুদ্দীন মুন্শী (?) কিরমানী, সিম্তুল-উলা লিল-হ'দারাতিল্-'উল্য়া, প্রকাশনায় 'আব্বাস [illegible]াল, তেহরান ১৩২৮ শ. পৃ., ১৮; (৭) হা'মদুল্লাহ-মুস্তাওফী, তারীখ-ই গুযীদাহ্, পৃ. ৪৯৭; (৮) হা'বীবুস-সিয়ার ৪/২ খ., ১১৪।

সম্পাদকমণ্ডলী (দা.মা.ই.)/মোঃ ছামিরউদ্দীন

আরসলান ইব্ন তু'গ'রুল (ارسلان بن طغرل) ইব্ন মুহা'ম্মদ আবুল-মুজা'ফ্ফার রুক্নুদ-দুন্য়া ওয়াদ্-দীন সালজূকী-৫৫৫-৫৭১/১১৬০-১১৭৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। তাঁহার পিতা তু'গ'রুলের মৃত্যুর সময় (৫২৮/১১৩৪) আরসলান এক বৎসর বয়সের ছিলেন। তিনি তদীয় পিতৃব্য পুত্র সমবয়স্ক মালিক শাহ ইব্ন সালজূক শাহের সঙ্গে শিক্ষালাভ করেন। ৫৪০/১১৪৫-১১৪৬ সালে সুলতান মাস্'উদের নির্দেশে তাহাদের উভয়কে তাকরীত দুর্গে আটক করা হয়। খলীফা আল-মুক্তাফী দ্বারা তাঁহারা উভয়েই আবার তথা হইতে মুক্তিলাভ করেন (৫৪৯/১১৫৪) [দ্র. রাওয়ান্দী, ২৮৩ প.]। আর্সলান শাহ তথা হইতে পলাইয়া স্বীয় বিপিতা আতাবেক ঈল্দিগিয (দ্র.)-এর নিকট উপনীত হন। ঈল্দিগিয ছিলেন খুবই প্রতাপশালী। তাঁহার সহায়তায় আরসলান সুলায়মান শাহ (দ্র.)-এর হত্যার পর ৫৫৫/১১৬০ সালে (হামাদানে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইস্ফাহানের গভর্নর সাম্তায ও রায়-এর শাসনকর্তা ঈনানুজ তাঁহার বিরোধিতা করে। ফলে যুদ্ধের উপক্রম হয়; কিন্তু বিরোধ প্রতিহত করা হয়। ৫৫৯ ও ৫৬৩ হি. সালে ঈনানুজ আবার বিরোধিতার প্রয়াসী হয়; কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করা হইলে এই বিরোধের অবসান ঘটে। তবে প্রকৃত ক্ষমতা ঈল্দিগিযের হাতে ছিল। এইজন্য আরসলান শাহ কখনও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দাবি করেন নাই। তাঁহার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে রাওয়ান্দী আবখাযীদের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের দ্বিতীয় অভিযানটি ৫৫৯ হি. সালে প্রেরিত হইয়াছিল। রাওয়ান্দী অবিশ্বাসী (ইসমাঈলী)-দের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি অভিযানের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইসমা'ঈলীগণ কাযবীনের তিন ফারসাখ-এর মধ্যে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানটি সেই দুর্গগুলির ধ্বংস সাধন করে এবং অন্য একটি দুর্গ জয় করে। ইবনুল-আছীরও শেষদিকের ঘটনাটির বিস্তারিত

বিবরণ দিয়াছেন (দ্র. আল-কামিল, কায়রো, ৯খ., ৯২)। ঈল্দিগিযের মৃত্যুর পর (ইবনুল- আছীর, আল-কামিল, ৯খ., ১১৯-এর বর্ণনানুসারে মৃ. সাল ৫৫৮ হি., কিন্তু তু. রাওয়ান্দী, পৃ., ২৯৮ প., তাঁহার বর্ণনানুযায়ী ৫৬৯ হি. সালের শেষদিকে এবং ৫৭০ হি. সালের প্রথম দিকে বলিয়া অনুমান করা হয়) তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ পাহ্লাওয়ান (দ্র.) সদা পীড়িত সুলতানকে বিষ পানে হত্যা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই বর্ণনা সত্য। আরসলান জুমাদাল-উখরার মধ্যভাগে, ৫৭১/ ৩১ ডিসেম্বর, ১১৭৫ সালে ৪৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র তুগরুলকে সুলতানরূপে বরণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাওয়ান্দী রাহাতুস্-সুদূর, সম্পা. Giib, পৃ. ২৮১-৩৩০, অধিকন্তু সূচী দ্র.; (২) আহমাদ কিরমানী, তারীখ আফদাল, বাদাইউল- আয়মান ফী ওয়াকাই' কিরমান, পৃ., ৪৩; (৩) ইবনুল আছীর, সম্পা. Tornburg, ১১খ., ১২৯ প., অনুরূপ কায়রো মুদ্রণ, ৯খ., ২৭ প., ৭২; (৪) Recueil de textes relat. P. histoire des Seldj, ii, 236 f; (৫) মীর খাওয়ান্দ Historie Seldschukidarum (ed. Vullers), P. 232 f; (৬) রাওদাতুস-সাফা' বোম্বে ১২৭১ হি., ৪খ., ১০০০ প.; (৭) ঐ লেখক, হাবীবুস-সিয়ার, ২/৪ খ., ১১০ প., অধিকন্তু Seldjukids নিবন্ধ দ্র.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2) এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আরস্লান ইব্ন সালজূক (ارسلان بن سلجوق) ঃ সালজূক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্বপুরুষ সালজূক-এর তিনি খুব সম্ভব মধ্যম পুত্র ছিলেন। তাহার পরিবার পরিচালিত ওগুয (Oghuz) সম্প্রদায় ও মধ্যএশিয়ার মুসলিম দেশগুলির মধ্যকার প্রাথমিক যোগাযোগের সহিত তাঁহার ইতিহাস জড়িত। তাঁহার আসল নাম ছিল ইস্রাঈল (তু. তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতার পূর্ব নাম মীখাঈল ও মূসা দ্বারা অনুমতি হয়, তাহাদের নামের উপর সম্ভবত ইয়াহূদী খাযার অথবা মধ্যএশিয়ার নেস্তোরিয়ান খৃস্টানদের প্রভাব ছিল) এবং তাঁহার প্রতীক নাম ছিল আরসলান (তু. তাঁহার বিখ্যাত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তুগরিল মুহাম্মদ ও চাগরী দাঊদ) । তাঁহার জীবনের প্রথমিক ঘটনাবলী বিভ্রান্তিকর। তাঁহার জীবদ্দশায় জান্দে বসবাসরত সালজূক পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং পরিবারকে ওগুয সম্প্রদায়ের ইয়াবগূ (Yabvghu)-র শাসনাধীনতা হইতে মুক্ত করে। তাঁহার পিতা সালজূক যে তাঁহাকে তখন কারাখানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জনৈক শেষ সামানী শাসকের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন সে বিষয়ে কোন মতানৈক্য নাই। ১০৬০ খৃস্টাব্দে আরস্লানের তত্ত্বাবধানে লিখিত তাঁহাদের পারিবরিক ইতিহাস "মালিকনামাহ" এই বিষয়টি নিশ্চিত করিয়াছে। গায্নাবী ঐতিহাসিক গারদীয়ী-র মতে ইয়ারগু নামে যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনিই সেই ব্যক্তি বলিয়া সাধারণত মনে করা হয়। কেননা তাঁহাকে ১০০৩ খৃস্টাব্দে কারাখানীদের বিরুদ্ধে সামানীদের সর্বশেষ প্রতিরোধে সাহায্যে করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে O. Pritsak এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে ইয়াবগূ বলিতে শুধু আরাল সাগরের উত্তরের ওগুয রাজ্যের সর্বশেষ ইয়াবগূকেই বুঝায়। এই কথাও সত্য যে, 'আরব ও পারস্যদেশীয় ঘটনাবলীর পাণ্ডুলিপিতে প্রায়ই সালজূক বিভিন্ন ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে এমন সব খেতাব জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাকে ইয়াবগূ বলিয়া পড়া যায়। কিন্তু Pritsak দেখাইয়াছেন, ইয়াবগূ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি (যাহা অদ্যাবধি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হইতেছে) পায়গূ (Payghu) প্রতীক (totemic) নামে বিশিষ্ট একটি সম্প্রদায়ও ছিল। সেইজন্য সম্ভবত কোন কোন ক্ষেত্রে পায়গূ (Payghu) পড়িতে হইবে। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, আরস্লান ইসরাঈলের প্রসঙ্গে দুইটি প্রতীক নাম হইতে পারে না এবং বস্তুত তিনি ইয়াব্গূ উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হয় ইহা উত্তরের পৌত্তলিক রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার পরিবারের বিদ্রোহের নিদর্শন। তবে যদিও এই বিষয়টি নিশ্চিত নয়, তবুও মনে হয়, ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে ইনিই সেই ব্যক্তি যাহার কথা গারদীযী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার জীবনের পরবর্তী ইতিহাসের মূল বিষয় লইয়া বিশেষ কোন বিতর্কের অবকাশ নাই। সামানীদের রাজত্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে বুখারার কারাখানী বিদ্রোহী আলী তেগীনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে দেখা যায়; 'আলী তেগীনের অধীনে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের তুগরিল ও চাগরীর সহিত চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ৪১৬/১০২৫ সালে কারাখানী প্রধান কাদরখান [প্রধানত কারলুকগণ (Karluks)-এর সমর্থন প্রাপ্ত] এবং মাহমূদ গাযনাবীর সম্মিলিত বাহিনীর নিকট 'আলী তেগীনের পরাজয় তাহাদের চেয়েও আরসলান অধিকতর জড়িত ছিলেন। তাঁহার ওগুয সম্প্রদায় খুরাসানে স্থানান্তরিত হয়। তুগরিল ও চাগরীল সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া তিনি সত্বর খাওয়ারিয্ম-এ হিজরত করেন। লোককাহিনী অথবা চাটুকারিতা তাঁহার এই পদক্ষেপ অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, খুব সম্ভবত 'আলী তেগীনকে দুর্বল করিবার মানসে সুলতান মাহমূদের নির্দেশেই তাঁহার এই পদক্ষেপের কারণ। তবে এই বিষয়ে কোন মতানৈক্য নাই যে, সুলতান মাহমূদ আরসলান ইসরাঈলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ৪২৭/১০৩৪ সালের দিকে হিন্দুস্থান সীমান্তের নিকটস্থ একটি দুর্গে তিনি বন্দী অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আরসলানের এই শেষ পরিণতি ও ৪১৮/১০২৭ সালে ও উহার পরবর্তী সময়ে খুরাসানের ওগুয সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অটল জেদী মনোভাবের বিদ্রোহের সাথে তাঁহার কী সর্ম্পক তাহা বলা মুশকিল। রাওয়ান্দীর মতে যেই সকল ঐতিহাসিক এশিয়া মাইনরের সালজূক রাজত্বের প্রশংসা করিতে চান, তাঁহারা আরসলানের পুত্র কুত্লুমুশ (কুতালমীশ)-এর বংশধর ছিলেন। কুত্লুমুশকে কয়েদী আরসলান ও তাঁহার ওগুযের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী এজেন্ট বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু এই বিষয়টি যাচাই করা অসম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Cl. Cahen, Le Maliknameh et l,histoire des orignes seldjukides, Oriens, ২খ., এ, ১৯৪৯ খৃ., ইহাতে উৎসের উল্লেখ রহিয়াছে তবে Omelyan pritsak-এর গবেষণা, বিশেষ করিয়া Koprulu Armagani (ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ.)-তে প্রকাশিত Der Untergang des Reiches des Oghuzischen Yabghu প্রবন্ধ অথবা

Annals of the Ukrsnian Academy of Arts in the USA, ২খ., ২, ১৯৫২ খৃ. ও তাঁহার (Cahen) আলোচনার (I.A. ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২৭১-৭৫) পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সংস্কার প্রয়োজন, আরও তু. Pritsak's Die Karachaniden, Isl-এ ১৯৫৩ খৃ.। আরসলান ও গাযনাবীদের সর্ম্পক সম্বন্ধে তথ্যবহুল বর্ণনা পাওয়া যাইবে (২) মুহাম্মাদ নাজিমকৃত The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna গ্রন্থে, কেম্ব্রিজ ১৯৩১ খৃ.।

Cl. Cahen (E.I.2)/ এ. এইচ. এম. রফিক

আরসলানী (দ্র. গুরূশ)

আরসূফ (ارسوف) ঃ ফিলিস্তীন উপকূলে জাফ্ফার ১০ মাইল উত্তরে একটি ছোট্ট মৎস্য বন্দর। 'আরবী নামটি সম্ভবত সেমিটিক দেবতা রেসেফ (Reseph)-এর প্রতি উৎসর্গের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সেলুসীয়াদের (Seleucids) সময় ইহার এপোল্লোনিয়া (Apollonia) বলিয়া পুনঃনামকরণ করা হয়। খিলাফাতের প্রাথমিক যুগে ইহা ফিলিস্তীন প্রদেশের অন্যতম সুরক্ষিত শহর ছিল। ৪৯৪/১১০১ সালে ১ম বলডুইন (Baldwin)-এর নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা ইহা দখল করে এবং তাহারা উহাকে Azotus নামে অভিহিত করে। ৫৮৩/১১৮৭ সালে সালাহুদ-দীন ইহা পুনরুদ্ধার করেন। এইখানে ১৪ শা'বান, ৫৮৭/৭ সেপ্টেম্বর, ১১৯১ তারিখে ১ম রিচার্ড ও সালাহুদ্দীন-এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৫৮৮/১১৯২ সালে এইখানে রিচার্ড-এর সহিত সাময়িক যুদ্ধ বিরতি অনুযায়ী ইহা ক্রুসেডারদের দখলে আসে। ৬৪০/১২৪২ সালে ইহাকে John of Arsuf কর্তৃক পুনঃসুরক্ষিত করা হয়। ১১ রাজাব, ৬৬৩/২৯ এপ্রিল, ১২৬৫ সালে সুলতান বায়বারস বুন্দুক্দারী (Baybars Bundukdari) ৪০ দিন অবরোধের পর ইহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাকদিসী, পৃ. ১৭৪; (২) য়াকূত, শিরো; (৩) আবুল-ফিদা (Reinaud), পৃ. ২৩৯; (৪) ইমাদুদ্দীন, আল-ফাতাহ আল-কুদসী, Landbderg, পৃ. ৩৮৩-৭ প.; (৫) মাকরীযী সুলূক, ১খ. (কায়রো ১৯৩৪ খৃ.), পৃ. ৫২৮-৩০। ক্রুসেডের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থাবলী ঃ (৬) G. A. Smith, Historical Geography of the Holy Land, নির্ঘণ্ট; (৭) G. Beyer, in Zeitchr. d. dent. Palastina Vereins, ৬৮ খ. (১৯৫১ খৃ.), পৃ. ১৫২-৮, ১৭৮-৮৪।

H. A. R. Gibb (E.I.2) / এ. এইচ. এম. রফিক

আল-আরা (العارة) ঃ আদানের পশ্চিমে, ইয়ামানের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি স্থান। 'উমায়রা (খোর গুমেইরা) ও সুক্য়া (সুকায়্)-র মধ্যবর্তী সুবায়হী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইব্নুল-মুজাবির (আনুমানিক ৬০০/১২০০) বলেন, এই স্থান হইতে কয়েকটি বিভিন্নমুখী পথ শুরু হইয়াছে। আশ-শারজী (মৃ. ৮৯৩/১৪৮৮) এখনও বানূ মুশামমিরের এই সদর দফতরকে "একটি বিশাল গ্রাম" বলিয়া অভিহিত করেন (দ্র. আবূ মাখরামা, তারীখ ছাগর 'আদান, পৃ. ২-৯১, সাঈদ ইবন মুহাম্মাদ মুশামমিরের জীবন-চরিতে)। তখন হইতে স্থলপথ বাণিজ্যের বিলুপ্তিতে স্থানটির গুরুত্ব হ্রাস পায়। ফন মলটজানের (Von Maltzan) মানচিত্রে এখনও এই স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে (সমুদ্র তীর হইতে আনুমানিক দুই মাইল অভ্যন্তরে) , কিন্তু বর্তমানে সম্ভবত এই নাম একমাত্র বির 'আরা ও রাস 'আরাতেই টিকিয়া আছে, যাহা 'আরবের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং প্রাচীনদের নিকট promontorium Ammonii নামে পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হামদানী, পৃ. ৫২, ৭৪, ৭৯; (২) 'উমারা (কায়), ৮/১১; (৩) মাকদিসী, ৮৫; (৪) শারজী, তাবাকাতুল-খাওয়াস্‌স, ১৯৪; (৫) ইবনুল-মুজাবির, তারীখুল-মুসতাবসির, ১০১ পৃ.; (৬) Sprenger, Alte Geogr. Arabiens, ৭২; (৭) Red Sea and Gulf of Aden Pilot, ১৯৩২ খৃ., ১৩০।

O. Loefgren (E. I.2) মু. আব্দুল মান্নান

আল-'আরাইশ (العرائش) ঃ আঙ্গুর লতার জাফরী), ফরাসী ও স্পেনীয় বানানে Larache। মরক্কোর সমুদ্র উপকূলের একটি শহর যাহা আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে তানজিয়ার-এর প্রায় ৪৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও ফেয সাগরের ৮৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান ৩৫-১৩ উত্তর অক্ষাংশ, ৮°-২৪ ২২ (প্যারিসের) পশ্চিম দ্রাঘিমায়।

ওয়াদী লুককোস নদী যেইখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে সেই স্থানে নদীর বাম তীরে উন্নত ও অন্তরীপ আকারে সমুদ্র হইতে জাগিয়া উঠা পাহাড়ের ঢালু জায়গাতে শহরটি অবস্থিত। শহরটির তেমন কোন গুরুত্ব নাই। একটি বাজার (سوق) ছাড়া ইহাতে আকর্ষণীয় কোন কিছু নাই, যাহা চতুর্ভুজ আকৃতির সারিবদ্ধ দোকানপাট দ্বারা বেষ্টিত। ফলে ইহাকে কোন একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথম স্পেনীয় দখলের (১৬১০-৮৯ খৃ.) পরিচয় বহনকারী স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেখানে একটি সুরক্ষিত দুর্গ রহিয়াছে, যাহার নাম Castillo de las Ciguenas (of the storks) অথবা Santa Maria de Europa। ১৯১১ খৃ. স্পেনীয়গণ শহরটি পুনর্দখল করিয়াছিল এবং তাহারা এই মুসলিম শহরটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি ইউরোপীয় শহর গড়িয়া তুলিয়াছিল। ১৯৫৪ খৃ. শহরটির কেন্দ্রস্থল গোলাকৃতির ছিল এবং ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল Plaza de Espana. ওয়াদী লোককোসের পলি দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া চড়ার দরুন বন্দরটি বড় ও ভারী জাহাজ গমনের অযোগ্য ছিল। ১৯৫৫ খৃ. শহরটির জনসংখ্যা ৪৩০০০-এরও কম ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় ২৮০০০ মুসলমান, ১৩০০ ইয়াহূদী ও ১৩০০০ ইউরোপীয়। ইউরোপীয়দের প্রায় সকলেই স্পেনীয়। শহরটির আশেপাশে প্রধানত আলু ও ফলের চাষ হয়। শিল্পের প্রসার অতি কম, কিন্তু মৎস্য শিকারের প্রসার বেশী (১৯৫৩ খৃ., ২৩০টির বেশী ছোট নৌকা ছিল)। শহরটির নগররক্ষক (قطب شهر) হইল 'লাল্লা মেন্নানা (Lalla Mennana) যাহার গম্বুজ (قبة) স্থলভাগের অভ্যন্তর হইতে প্রবেশকারীর জন্য শহরের গুরু নির্দেশ করে।

আল-'আরাইশ খুব একটি পুরাতন শহর নহে। আল-ইদরীসী ইহার উল্লেখ করেন নাই এবং 'আরব গ্রন্থকারগণ ৭ম/১৩শ শতাব্দীর পূর্বে ইহার উল্লেখ করেন নাই। সাধারণত গ্রন্থসমূহেও উহার উল্লেখ বিরল। মনে হয় বানূ 'আরূস গোত্র দ্বারাই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার চতুষ্পার্শে আঙ্গুর লতার প্রাচুর্যের দরুন উক্ত গোত্রের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয় আল-আরীশ মাতা' বানী আরূস (العريش متاع بنى عروس)। আল-মুওয়াহহিদ সুলতান ইয়াকূব আল-মানসূর ওয়াদী লুককোস-এর মোহনায় একটি দুর্গ তৈরি করিয়াছিলেন এবং ১২৭০ খৃ. স্পেনীয় খৃস্টানগণ স্থানটির উপর আকস্মিকভাবে সাফল্যের সহিত আক্রমণ করে। যাহা হউক, মরক্কো উপকূলের অপ্রধান স্থানসমূহের অবস্থার ন্যায় এই শহরটির ইতিহাস শুধু পর্তুগীজদের মরক্কো পদাপর্ণের সময় হইতেই নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তাহাদের সিউটা (Ceuta) দখলের (১৪১৫ খৃ.) ঠিক পরবর্তী বৎসরগুলিতে পর্তুগীজরা শহরটির উপর সফল আক্রমণ চালায়, কিন্তু উক্ত বিজয়ের ফল ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৪৭১ খৃ. পর্তুগালের রাজা ৫ম আলফনসো কর্তৃক আরযিলা ও তানজিয়ার দখল দ্বারা শহরটির পরাধীনতার সূচনা হয়। একটি সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে অঞ্চলটি পর্তুগীজ প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন হইতে ২০ বৎসর যাবত শহরটি জনশূন্য থাকে। ১৪৮৯ খৃ. পর্তুগালের রাজা ২য় জন উত্তর মরক্কোতে তাঁহার অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এই অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করেন এবং ফাসা ও আল-কাসরুল কাবীর-এর প্রতি অধিকতর প্রত্যক্ষ ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত লুক্কোস-এর ডান তীরে যেইখানে ঐ নদী ও ওয়াদী মাখাযেন-এর সংগমস্থল তাহার সামান্য ভাটিতে লাগ্রাসিওসা (Lagrciosa) নামক দুর্গ স্থাপন করেন। মরক্কোবাসীদের দ্বারা তাহারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তদুপরি ম্যালেরিয়া জ্বরে বহু লোকক্ষয় ঘটে এবং নদীটি সুনাব্য না হওয়াতে খাদ্য সরবরাহ ও সৈন্য বৃদ্ধির বেলায় সংকট দেখা দেয়। অতঃপর পর্তুগীজ দুর্গরক্ষী বাহিনী একটি দীর্ঘ প্রতিরোধের পর সম্মানজনক আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ফলে তাহারা অক্লেশে পশ্চাদ্‌পসরণে সমর্থ হয়। ওয়াত্তাসী সুলতান মুহাম্মাদ আশ-শায়খ-এর পুত্র মাওলায় আন-নাসির কর্তৃক আল-আরাইশ পুনর্নির্মিত হয়। ১৬শ শতকের শুরুতে লিও আফ্রিকানুস (Leo Africanus) প্রদত্ত শহরটির অবস্থার বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, তখন যেইখানে বিপুল সংখ্যক বাইন মাছ (eels) ধরা হইত, তথায় প্রচুর শিকারের জন্তু পাওয়া যাইত এবং লুককোসের তীরে প্রচুর পরিমাণে বন্য জন্তু পরিপূর্ণ বনভূমি বিদ্যমান ছিল। অধিবাসীরা কাঠ-কয়লা তৈরি করিত এবং উহা আরযিলা ও তানজিয়ারে প্রেরণ করিত। কিন্তু তাহারা পর্তুগীজদের ভয়ে দিন কাটাইত। কারণ পর্তুগীজরা অবিরত এই অঞ্চলটিতে হানা দিত। ১৫০৪ খৃ. তাহারা বন্দরটি আক্রমণও করিয়াছিল (কেডিয হইতে ১৫৪৬ খৃ. স্পেনীয়দের দ্বারা একটি অসফল আক্রমণও হইয়াছিল)। নিরাপত্তার এই অভাব এইখানে বাণিজ্যের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে নাই। আসলে আল-আরাইশ ছিল তৎকালে দক্ষিণ মরক্কোর একমাত্র বন্দর যাহা খৃস্টানগণ কর্তৃক দখলকৃত হয় নাই। ইহার ভিতর দিয়া ফাসের বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করিত এবং তাহাদের জন্য পথটি ছিল নিকটতর। পর্তুগীজরা সেইখানে একজন বাণিজ্য প্রতিনিধি (feitor) রাখিত এবং জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা ইহা পরিদর্শন করিত। পোতাশ্রয়ের মুখে একটা দুর্গ স্থাপিত ছিল, যাহা Genoese Castle নামে পরিচিত ছিল। তখন হইতে আল-আরাইশ জলদস্যুদের আখড়ায় পরিণত হয় এবং পর্তুগীজদের দ্বারা ১৫৫০ খৃ. আরযিলা পরিত্যক্ত হওয়ার পরে জলদস্যুতা বৃদ্ধি পায়। জলদস্যুদের দ্বারা স্পেনীয় উপকূলে ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে ৩য় ফিলিপ ১৬১০ খৃ. সা'দী সুলতান মাওলায় মুহাম্মাদ আশ-শায়খ-এর সহিত একটি চুক্তির মাধ্যমে আল-আরাইশ দখল করিয়া নেন। আলাবী সুলতান মাওলায় ইসমাঈল-এর রাজত্বকালে ১৬৮৯ খৃ. মরক্কোবাসীরা পুনরায় শহরটি ফেরত নেয় এবং জাবালা ও রীফ-এর উপজাতীয় লোকদের দ্বারা পুনরায় বসতি স্থাপন করা হয়। তখন হইতে ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত আল-আরাইশের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তির আক্রমণ গোলা বর্ষণে কিংবা সমুদ্রপথে আংশিক সফল অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল। তথায় ১৭৬৫ খৃ. ফরাসী নৌ-সেনাপতি Du Chaffault শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। ১৮৬০ খৃ. মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধের সময় স্পেনীয় নৌবহর কর্তৃক আল-আরাইশে গোলা বর্ষিত হয়। মরক্কো সংকটকালে ১৯১১ সালের ৮ জুন তারিখে স্পেনীয় সেনাদল আল-আরাইশে অবতরণ করে এবং তখন হইতে ১৯৫৬ খৃ. মরক্কোর স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত শহরটি স্পেনীয় প্রভাবিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আল-আরাইশের বিপরীতে ওয়াদী লুককোস-এর তীরে অপর শাম্মিশ পাহাড়ে কার্থেজীয় শহর Lixos অথবা Lixus-এর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, যেখানে বহু খননকার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Leo Africanus, Description de L' Afrique, সম্পা. Schefer, ২খ., প্যারিস ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ২১৫-১৯; (২) Leon Galindo y de Véra, Historia Vicsitudes y Politica tradicional de Espana respecto de sus posesiones en las costas de Africa, মাদ্রিদ ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ২২৪-৮৪ (সযত্নে ব্যবহার করিতে হইবে); (৩) Eugene Aubin Le Maroc d, aujourd hui, ৬ষ্ঠ সং, প্যারিস ১৯১০ খৃ., পৃ. ৮৯-৯৫; (৪) Maximiliano, Alarcon y Santon Textos arabes en Dialecto vulgar de Larache, মাদ্রিদ ১৯১৩ খৃ.; (৫) Real Sociedad Espanola de Historia Natural, Yebala y el bajo Lucus, মাদ্রিদ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৪৪-৫১, ২৮৭; (৬) Relato de la expedicion de larache (1765) por Bide de Maurville. ফরাসী সংস্করণ, আমস্টারডাম ১৭৭৫-এর অনুবাদ তানজিয়ার, লারাশ ১৯৪০ খৃ. (Du Chaffault-এর অভিযান বিষয়ে); (৭) Tomas Garcia figueras, Miscelanea de estu dios africanos , লারাশ ১৯৪৭-৪৮ খৃ., পৃ. ১০৯-৪৭; (৮) La Graciosa নামক গ্রন্থটির বিবরণীর জন্য দ্র. Les sources inedites de l'histoire du Maroc Portugal, I, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., ১৫ খ., টীকা ৩ (pierre de Cenival প্রণীত)-এ প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী; (৯) এতদ্‌সঙ্গে দ্র. Tomas Garcia Figueras, Miscelanea de esudios

Varios sobre Marruecos, Tetuan ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৭-৩৩; (১০) পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল "Delegacion de Asuntos Indigenas" কর্তৃক Tetuan নামক স্থানে। Lixus, এর জন্য তু. (১১) Jerome Carcopino Le Maroc antique, ৭ম সং, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., স্থা., বিশেষত পৃ. ৪৯-৫৬, ৬৬-৭২, ৮৫-১০৫, ৩০৮-৯; (১২) Pierre Cintas, Contribution a l'etude de l'expanson Carthaginoise au Maroc, Paris তা. বি. (১৯৫৪), পৃ. ৬০-৬; ও (১৩) I Congreso arqueologico del Marruecos espanol, Tetuan ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৪৬৯-৭২, ৪৭৪-৫-তে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী।

G. Yver-[R. Ricard] (E. I.2)/ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

আল-আরাক (الأرك) ঃ বর্তমানে Santa Maria de Alarcos, একটি ক্ষুদ্র নগরদুর্গ, Calatrava la vieja জিলায় অবস্থিত Ciudad Real-এর প্রায় সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত যাহার শৈল পার্শ্বসমূহ Rio Guadiana নদী অভিমুখে আধোগামী হইয়াছে। ইহার পাদদেশে অবস্থিত Poblete এবং Guadiana-এর মধ্যবর্তী বন্ধুর সমতল ভূমিতে য়া'কূব আল-মানসূর এবং ক্যাস্টিলীয়গণের (Castilians) মধ্যে বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার ফলে ৮ম Alfonso সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন (এই যুদ্ধের ঠিক পূর্বেকার বিভিন্ন ঘটনাবলীর সুদীর্ঘ বর্ণনার জন্য দ্র. আবূ য়ূসুফ য়া'কূব শিরোনামের প্রবন্ধ)।

যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত তথ্য অত্যন্ত অপ্রতুল। কারণ মুসলিম সূত্রে প্রাপ্ত এই যুদ্ধের তথ্যাবলী কিছুটা খেয়ালী। খৃস্টান সূত্রসমূহ সংক্ষিপ্ততর হইলেও তুলনামূলকভাবে বাস্তবতাপূর্ণ। মনে হয়, আবূ হাফস্ উমার ঈনতি [দ্র.]-এর পৌত্র উযীর আবূ য়াহয়া-র নেতৃত্বাধীন আল-মুওয়াহহিদ অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর ক্যাস্টিলীয়গণ অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করিয়া আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ করিয়াছিল। য়াকূব তাঁহার নিজস্ব বাহিনী লইয়া খৃস্টান বাহিনীর পার্শ্বদেশে প্রত্যাঘাত করেন এবং যুদ্ধ ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উঠিলে খৃস্টান বাহিনী প্রচণ্ড রৌদ্র ও তৃষ্ণায় হতোদ্যম হইয়া Alarcos দুর্গে আশ্রয় লইতে অথবা তাহাদের রাজার সহিত Toledo অভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। উপরন্তু ৮ম Alfonso-এর ব্যক্তিগত শত্রু The Castilian Pedro Fernanez de castro তাহার নিজস্ব ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মাধ্যমে আল-মুওয়াহহিদ শাসকের সাফল্যে সহায়তা এবং তাহাকে বিস্তর উপদেশ দান করেন। Castile-এর প্রখ্যাত alferez, Don Diogo lopez de Haro. রাজকীয় পতাকাসহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা, খৃস্টান হতাহতের সংখ্যা এবং দুর্গে বন্দীদের সংখ্যা সম্পর্কে কিছু অত্যুক্তি দৃষ্ট হয়। তবে ৮ম Alfonso-এর বাহিনী এত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে যে, পরবর্তী বৎসরসমূহে Aragon-এর রাজার প্রেরিত সাহায্য সত্ত্বেও এবং তাহাদের রাজ্যসীমা অতিক্রান্ত হইলেও তাহারা য়াকূব-এর সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি লইতে সাহস করে নাই। আল-মুওয়াহ হিদগণের জন্য অনুকূল একটি পরিস্থিতিতে Alarcos-এর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ৮ম Alfanso তখন Leo এবং Navare-এর সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। আন্দালুসিয়ায় সফল আক্রমণ পরিচালনায় অভ্যস্থ Alfonso মুসলিম বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে ও য়াকূব আল-মানসূর-এর সামরিক কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও হীন ধারণা পোষণ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আর-রাওদুল মি'তার, ৩১৮, E. Levi-Provencal কর্তৃক La Peninsule iberique d'apres প্রদত্ত বরাতের সহিত নিম্নরূপ বরাতগুলি যুক্ত হইবে ঃ (২) ইব্ন ইযারী, বায়ান, অনু. Huici, ৪খ., ১৫৫; (৩) আশ-শারীফু'ল-গারনাতী, শারহ মাকসূরাত হাযিমু'ল-কারতাজান্নী, কায়রো ১৩৪৪, ২খ., ১৫৩-৬; (৪) Primera Cronica General, সম্পা. R. Menendez Pidal, ১খ., ৬৮০; (৫) Chronique des Rois de Castille, সম্পা. Cirot, ৪১, app. ৪৫; (৬) A. Huici, Las grandes batallas dela Reconquista, ১৩৭ প.।

A. Huici Miranda (E.I.2)/আবদুল বাসেত

আরাকান (اركان) ঃ আরাকান য়োমা (Arakan Yoma) পর্বতশ্রেণী হইতে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী নিম্ন বার্মার সর্বপশ্চিম বিভাগ। ১১৯৯/১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। পরবর্তী কালে ইহা বার্মার সহিত সংযুক্ত হয় (বৃটিশ শাসন আমলে ১২৪১/১৮২৬ হইতে)। নবম/ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ/ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বাংলার সহিত আরাকানের ইতিহাস নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল।

তৃতীয়/দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি বৌদ্ধ রাজ্য। ৮০৯/১৪০৬ সালে রাজা নরমেখলা (Narameikhla) বর্মীদের নিকট পরাজিত হইয়া বাংলার মুসলিম সুলতানের শরণাপন্ন হন। ৮৩৩/১৪৩০ সালে সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় পুনরায় নিজের হৃত সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং বাংলার করদ রাজ্য হিসাবে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখেন (এই সুলতানের পারিচিতির জন্য দ্র. Phayre, পৃ. ৭৬-৭; Collis, পৃ. ৩৪-৫২; History of Bengal, ২খ., ১২০-২৯)।

বাংলার সহিত নরমেখলার সম্পর্ক করদ রাজ্য হিসাবে থাকিলেও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাসাওপিউ (Basaupyu) ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরের বিজেতা। ৯১৮/১৫১২ সালে রাজা মিনায়াজা ঐ বন্দর পুনরুদ্ধার করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী কালে ৯২৩/১৫১৭ সাল হইতে ৯৪৬/১৫৩৯ সাল পর্যন্ত আরাকান হুসায়ন শাহী সুলতানদের শাসনাধীনে থাকে। অবশ্য রাজা মিনবিন (Minbin)-এর সময় হইতে রাজা সন্দথুদাম্মা (Sandathudamma)-এর শাসনকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আরাকানের নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ঘাঁটি হইতেই বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলে বসতি স্থাপনকারী পর্তুগীজ দস্যুদের সহিত একযোগে কাজ করিত। অতঃপর তাহারা একত্রে বাংলার নদীপ্রধান এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার

করিতে থাকে। তাহারা নোয়াখালী ও বাকেরগঞ্জ জেলা দুইটিকে লুটতরাজের উদ্দেশে ও ক্রীতদাস সংগ্রহার্থে তছনছ করিয়া ফেলে (তাহাদের সংখ্যার জন্য দ্র. Travels of Father Manrique, সম্পা. C. E. Luard)। কার্যত কয়েক বৎসরের জন্য জেলা দুইটি আরাকানের অধিকারেই ছিল, এমনকি ১০৩৪/১৬২৫ সালে মুগলদের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাও লুণ্ঠিত হয়।

১০৭০/১৬৬০ সালে বাংলাদেশে শাহ শুজা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্রাট আওরঙ্গযেবের সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত হইয়া তাঁহার সহযোগিতাকারী আরাকানের একটি ক্ষুদ্র নৌবহরের সহিত পলায়ন করেন এবং ম্রোহং-এ রাজা সন্দথুদাম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুগল বাদশাহ তাঁহাকে ফেরত দানের জন্য আরাকান রাজাকে প্রচুর অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দেন। এইদিকে শুজাকে আরাকান ত্যাগের জন্য কোন জাহাজ দিতেও অস্বীকার করা হইলে আরাকানের বহু সংখ্যক মুসলমানের সহিত শুজা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ৬ জুমাদাল-উখরা, ১০৭১/৭ ফেব্রুয়ারী, ১৬৬১ সালে আরাকানী সৈন্যরা তাঁহার গৃহ অবরোধ করে। সম্ভবত ইহার ফলে সংঘটিত সংঘর্ষেই শাহ শুজা নিহত হন (দ্র. G. E. Harvey, Jour. Burma Research Soc., ১৯২২, ২খ., ১০৭-১৫)।

বাদশাহ আওরঙ্গযেবের প্রতিনিধি শায়িস্তাহ খান ১০৭৬/১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম দখলের সময় আরাকানীদের দুইটি নৌবহর ধ্বংস করিয়া দেন এবং আরাকানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া শুজা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। (পর্তুগীজদেরকে পূর্ববর্তী বৎসরই পরাভূত করা হইয়াছিল। চট্টগ্রামের গভর্নর মঙ্গত রায়ের পুত্র কামাল মুগলদের সহযোগিতা করেন। তিনি ১০৪৮/১৬৩৮ সালে ঢাকায় চলিয়া আসিয়াছিলেন)।

এই আক্রমণ পূর্ববঙ্গে আরাকানীদের প্রভুত্ব খতম করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার পরও ১২শ/১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত দাস লুণ্ঠনের জন্য হামলা অব্যাহত ছিল। অধিকন্তু ১১০৩/১৬৯২ সালে ভাগ্যান্বেষী মুসলিম সৈনিকগণ বাঙ্গালী বন্দীদের যোগসাজশে রাজধানীতে সফল অভ্যুত্থান ঘটাইয়া বিশ বৎসরের জন্য আরাকানে তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম করে। বাঙ্গালী মুসলিম কবি দাওলাত কাযী ও সায়্যিদ আলাওওয়াল (আলাওল) এইরূপ সরকারী মুসলিম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজা থিরিথুদাম্মা (Thirithudamma) ও রাজা সন্দথুদাম্মা (Sandathu-damma)-এর রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া কাব্যচর্চা করেন। এই সব মুসলিম সৈনিকের বংশধরগণ আজও রামারী ও আক্য়াব অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। তাহারা 'কামান' নামে পরিচিত (ফার্সী কামান অর্থ ধনুক)। (বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, Bengal Past and Present, নং ৬৫, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৩৯-৪৪)।

বৌদ্ধ রাজাদের মুসলিম উপাধি গ্রহণ ও তাহাদের সময়কার প্রচলিত মুদ্রায় এইসব উপাধি খচিত থাকা অথবা ফার্সী ভাষায় ইসলামের কলেমা খচিত মুদ্রা প্রমাণ করে যে, মুসলিম বাংলার সহিত আরাকানীদের গভীর যোগসূত্র ছিল।

ইহা স্পষ্ট যে, বাংলার মুদ্রার গঠন-প্রণালী আরাকানীরা তাহাদের মুদ্রায়ও অনুসরণ করে। সুলতানের সহায়তায় রাজা নরমেখলা আরাকানের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতে মুদ্রায় কলেমা খচিত করার রীতি প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের মুদ্রায়ই এলোমেলো কূফী লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (দ্র. Phayre, Coins of Arakan of Pegu, and of Burma, International Numismata Orientalia-তে, ১৮৮২ খৃ., M.S. Collis Jour. Burma Research soc, ১৯২৫/১খ., ৩৪-৫২; J.W. Laidly, J.A.S,B. ১৮৪৬, চিত্র ৪ নং ১২, H.F.Blochman J.A.S.B.১৮৭৩ খৃ., ১ খ., ২০৯-৩০৯)।

আরাকানের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের কীর্তির নিদর্শনসমূহ ছড়াইয়া রহিয়াছে। ম্রোহং-এর সানদিহকান (Sandihkan) মসজিদ, আকয়াব ও সান্দোওয়েতে অবস্থিত বুদের মোকান (Buddermokan) বাদরুদ-দীন আওলিয়ার স্মৃতিবিজড়িত খানকাহ আজও কালের যাত্রাপথে নীরব সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চট্টগ্রামে বদরুদ্দীন আওলিয়ার অতি বিখ্যাত দরগাহ অবস্থিত। তিনি আরাকান এবং বাংলার নাবিকদের অভিভাবক-পীর ছিলেন (দ্র. E. Forchhammer, Monograph on Arkan Antiquities ও Sir R.C.Temple, Jour. Burma Research Soc., ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১-৩১)

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Sir A. P. Phayre, History of Burma, পৃ. ৭৬-৮১, ১৭১-৮৪; (২) G, E. Harvey, History of Burma, পৃ. ১৩৭-৪৯; (৩) History of Bengal, ২খ., সম্পা. স্যার যদুনাথ সরকার, ঢাকা ১৯৪৮ খৃ.; (৪) স্যার যদুনাথ সরকার, Studies in Aurangzxib's Reign, ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৯১-২১৩।

আরাকান উপাধি	রাজত্বকাল	মুসলিম উপাধি	মুদ্রা
নরমেখলা	৮৩৩/১৪৩০ —৮৩৭-৮/১৪৩৪	—	সুলতানের করদ রাজ্য
মেংখারী	৮৩৭-৮/১৪৩৪ —৮৬৩-৪/১৪৫৯	আলী খান	
বাসাওপিউ	৮৬৩-৪/১৪৫৯ —৮৮৭/১৪৮২	কালিমা শাহ	কালেমা
কাসাবাদী	৯২৯-৩০/১৫২৩ —৯৩১-২/১৫২৫	ইলয়াস শাহ সুলতান	কালেমা ও উপাধি
থাটাসা	৯৩১-২/১৫২৫ —৯৩৭-৮/১৫৩১	'আলী শাহ	কালেমা ও উপাধি
মিনবিন্	৯৩৭-৮/১৫৩১ —৯৬০-৬১/১৫৫৩	যাবুক শাহ	উপাধি
মিনপালাউং	৯৭৮-৯/১৪৭১ —১০০১-২/১৫৯৩	সিকান্দর শাহ	উপাধি
মিনয়া যাগয়ী	১০০১-২/১৫৯৩ —১০২১/১৬১২	সালীম শাহ	উপধি

মিনখা মাউং	১০২১/১৬১২ —১০৩১-২/১৬২২	হুসায়ন শাহ	উপাধি
থিরিথুদাম্মা	১০৩১-২/১৬২২ —১০৪৭-৮/১৬৩৮	সালীম শাহ	ফারসী অক্ষরে লেখা
সনদাথুদাম্মা	১০৬২-৩/১৬৫২ —১০৯৬-৭/১৬৮৫	মুসলিম উপাধি বা মুদ্রা নাই	—

J. B. Harrison (E. I.[2])/মুহাম্মদ মূসা

আরাগূন (ارغون) ঃ স্পেনীয় ভাষায় আরাগন-এর সমার্থক আরবী নাম। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক এই উভয়বিধ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। ভৌগোলিক শব্দ হিসাবে ইহা নাভারর (Navarre)-এর প্রথম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ নির্মিত শান্তামারিয়া নামক দুর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রবাহিত একটি নদীর নাম (আল-হিময়ারী, রাওদা, নং ১০৫)। এই জলস্রোত কানফ্রাংকের নিকটবর্তী পিরেনিজ পর্বতমালার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাকা শহর অতিক্রম করার পর সিয়েরা দ্য লা পেনা (Sierra de Ia Pena) এই জলধারার গতিকে পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত করিয়া দেয় এবং আরগা নদীর সহিত মিলিত হইয়া নাভারের এবরো (Ebro) নদীতে পতিত হওয়ার পূর্বে ইহা বারদুন, তিয়েরমাস, সাংগুয়েসা, রোকাফোর্ট, আইবার, কাপারোসা ও ভিলাফ্রাংকা (Villafranca)-য় পানি সিঞ্চন করিয়া যায়।

ইহা প্রতীয়মান হয়, ওয়াদী আরাগূন নাভারের খৃস্টান রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার স্বাভাবিক পথ করিয়া লইয়াছে। সাংগুয়েসা পর্যন্ত এই নদীর গতিপথকে অনুসরণ করিয়া মুসলিম সৈন্যবাহিনী পামপ্লোনার দিকে প্রবাহিত ইহার শাখানদী ইরাতীর গতি অনুসরণ করে। বায়ান, ২খ., ১৪৮-এর উদ্ধৃতি হইতে ইহা অনুমান করা যায়, "২৯৮/৯১১ সালে পামপ্লোনা দখল ও 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন লুব্ব-এর সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশে মুহাম্মাদ ইবন আবদিল-মালিক আত-তাবীল আরাগূন অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে ৩১২/৯২৪ সালে তৃতীয় 'আবদুর রাহমানের বিখ্যাত অভিযানে ব্যবহৃত পথ। তুদেলা হইতে আগত খলীফার সৈন্যবাহিনী আরাগূন নদীর তীরে অবস্থিত সুরক্ষিত কারকাসতাল/ কারকাসতিলো মারকবীয/ মারকুয়েলা সাংগুয়েসা রোকা ফোর্ট ও আইবার, লুম্বিয়ার ও পাম্‌প্লোনা আক্রমণ করে (মুকতাবিস, ৫খ., ১২৩; বায়ান, ২খ., ১৮৬; A. Canada, La Campana musulmana de Pamplona. Ano ৯২৪, পামপ্লোনা ১৯৭৬ খৃ.)। ৩২৫/ ৯৩৭ সালে ১৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবন ইলয়াসকে একটি প্রাথমিক সাময়িক পর্যবেক্ষণ অভিযানে প্রেরণ করা হয়, সেই সম্পর্কে যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় উহাতে একই ধরনের বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হয়, ইলা বাসীতা বানবালুনা ওয়া ওয়াদী আরাগূন (মুকতাবিস, ৫খ., ২৭১)।

রাযীর মতে এই নামে একটি পর্বতমালাও ছিল (Cronicamoro, সম্পা. Catalan, মাদ্রিদ ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৪৮-৯)। আল-উযরী (মাসালিক... ৫৬) বলেন, হুয়েসকা শহর ও জেলাটি "খৃস্টানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ জাবাল আরাগূন-এর নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত"।

যদি এই মত গ্রহণ করা হয়, এই উপত্যকা কেবল যাকার খৃস্টান কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মুসলিম অভিযানেই নহে, বিশেষ করিয়া নাভাররের অভিমুখে প্রেরিত অভিযানসমূহেও ব্যবহৃত পথ ছিল। তাহা হইলে ইহাও অবশ্য ধরিয়া লইতে হইবে, পামপ্লোনার প্রতিরক্ষা 'সীমান্ত' হিসাবে ইহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল, ইহা প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের একটি কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ক্যাস্টিল (Castille) যেমন লিয়নের পুরাতন রাজ্যটি আত্মসাৎ ও গ্রাস করিয়াছিল তদ্রূপ এব্‌রো উপত্যকার 'পুনর্বিজয়ে" নাভাররের নয়, বরং আরাগূনেরই আধিপত্য সূচিত হইতে পারিত। এমতাবস্থায় তখন হইতে আল-আন্দালুসের বিনিময়ে খৃস্টান অগ্রাভিযান কাসতালা (দ্র.) ও আরাগূন এই দুই সীমান্ত বাহিনীর কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্য দুইটি তাহাদের ভাবী বিজিত অঞ্চলসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক চুক্তির উদ্ভব হয় তুদেলেন (১১৫১ খৃ.) ক্যাযরলা (১১৭৯ খৃ.) ও আলমিযরা (১২৪৪ খৃ.), (Roque Chabs, Division de la conquista de Espana nueva entre Aragon y Castolla, Congresso Hist. Arogon, বার্সেলোনা ১৯০৯ খৃ.)। এই চুক্তিসমূহে আরাগন ও ক্যাস্টিলের রাজ্য বিস্তারের স্ব স্ব সীমা বিধিসম্মতভাবে নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত রাজ্যটি ১২৩৮ খৃ. নিজস্ব পুনর্বিজয় সম্পূর্ণ করিবার পর সমুদ্রের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। সেই সময়ই ইহার নীতির একটি বিস্তারিত রূপরেখা নির্ধারিত হয় আফ্রিকা (Ch. E Dufourcq L'espagne catalane et le Maghrib aux xiii et xiv siecles, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ.) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (কর্সিকা সার্ডিনিয়া সিসিলি ও নেপলস রাজ্য আঞ্জেভীন বংশের সহিত প্রতিযোগিতায়) বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অংশবিশেষেরও (এথেন্স ও নিওপাট্রিয়ার ডিউক অধিকৃত রাজ্যসমূহ) সাইপ্রাস দ্বীপের সংযোজন ও মামলূক মিসর সম্পর্কে (A.Masia de Ros, la Corona de Aragon y los estados del Norte de Africa, বার্সেলোনা ১৯৫১ খৃ.;A. Lopez de Meneses Los consulados catalanes de Alejandria y Damasco en el reinado de Pedro iv el Cerenonioso, সারাগোসা ১৯৫৬ খৃ.; L. Giunta Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo, প্যালারমো ১৯৫৯ খৃ.; L. Nicolau d' Olwer L' expansio de Catalunya s la Mediterrania Oriental বার্সেলোনা ১৯২৬ খৃ.) ১৪৭৪ খৃ., আরাগন ও ক্যাস্টিল রাজ্য দুইটির একত্রীকরণের ফলে স্পেন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করে ১৫১৯ ও ১৫৪১ খৃ., আলজিয়ার্স আক্রমণের প্রচেষ্টা [বারবারোসা ভ্রাতাদের জলদস্যুতার বিরুদ্ধে পরিচালিত (দ্র.আরূজ ও খায়রুদদীন বারবারোসা), জাবরা দ্বীপ বিজয় (১৫২০ খৃ.) তিউনিসে লাগলেটা দখল (১৫৩৫ খৃ.), (E. G. Ontiveros, La political norteafricana de Carlos I, মাদ্রিদ ১৯৫০ খৃ.) ও ১৫৭১ খৃ., লেপান্টোর যুদ্ধ (দ্র. আয়নাবাখ্‌তি)।

কিন্তু সর্বোপরি আরাগূনের একটি রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। আল-হিময়ারীর মতে (রাওদ ৮নং), "ইহার অর্থ হইতেছে ক্যান্টন (বিলাদ) বিশ্রামস্থান (মানাযিল) ও জেলাসমূহ (আমাল) সমন্বয়ে গঠিত গারসিয়া ইব্ন শানজুহ-এর রাজ্যের নাম।" মাককারীর মতে (নাফহ, সং, বৈরুত, ১খ., ১৩৭) "পঞ্চম অঞ্চলটি তুলোদো ও সারাগোসা এবং ইহাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে দিয়া আরাগন রাজ্যের দিকে চলিয়া গিয়াছে যাহার দক্ষিণে বার্সেলোনা অবস্থিত। 'রাজনৈতিক ধারণা হিসাবে ইহার সীমান্ত বার বার পরিবর্তিত হইয়াছে।" আল-আন্দালুস রাজ্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমশ সংকুচিত হইতেছিল, অন্যদিকে আরাগূন অবিরাম বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সুতরাং মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার সংগেই ইহার ইতিহাস সম্পৃক্ত। ইহার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রতিবেশী হিস্পানো -আরব রাষ্ট্রগুলিকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়ঃ এই রাষ্ট্রসমূহ হইতেছে বানূ কাসী , তজীবী , বানুত তাবীল, বানু হূদ, বানূ রাযীন, আল-মুরাবিত, বানূ গানিয়া ও বানূ মারদানীশ (দ্র.) । একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই পুনর্বিজিত রাজ্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে গ্রাউস (১০৮৩), মনযোন (১০৮৯), আলকেযার (১০৯১), আলমেনারা (১০৯৩), হুয়েসকা (১০৯৬), বারবাস্ট্রো (১১০০), বালগুয়ের (১১০৫), এজেআ ও তাউস্তে (১১০৬), তামারাইট (১১০৭), মরেলা ও বেলাচাইট (১১১৭), সারাগোসা (১১১৮), তারাযোনা ও তুদেলা (১১১৯), কালাতায়ুদ ও দারোকা (১১২০), আলকানিয (১১২৪), তরোস্তা (১১৪৮), লেরিদা, ফ্রাগা ও মেকুইনযা (১১৪৯), তেরুয়েল (অনু. ১১৫৭), ভালদারোবস্ (১১৬৯), কাসপে (১১৭১), ম্যাজরকা (১২২৯), মরেল্লা (১২৩২), বুনিয়ানা (১২৩৩), পেনিস্কোলা (১২৩৪), ইবিযা (১২৩৫), ভ্যালেনসিয়া (১২৩৮) ও মিনরকা (১২৮৭)। ব্যাস্টিলের বিস্তৃতি প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় ছিল, কিন্তু আরাগনের বিস্তৃতি ছিল ব্যাপকভিত্তিক। প্রথম আলফন্সোকে ক্রুসেডার ও বলা যায়। হুলাল মাওশিয়্যা (৭৬)-র রচয়িতা বলেন, ১২২৫-৬ খৃস্টাব্দে লেভান্তে ও আন্দালুসিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক অভিযানে "তিনি আরাগনের ৪০০০ অশ্বারোহীকে তাহাদের অনুচরসহ নির্বাচিত এবং সুসজ্জিত ও সসংহত করিয়াছিলেন।" এই অভিযানের ফলে বহু সংখ্যক মোযাবার (মুসলিম স্পেনের খৃস্টান নাগরিক) ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। "উক্ত অশ্বারোহী দল বাইবেলের নামে শপথ করিয়াছিলেন, "তাহাদের মধ্যে কেহই তাহার সংগীকে পরিত্যাগ করিবে না।" সর্বপ্রথমে একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালিত হয় (D.M. Dumlop A Cutler ও A. Turki, Alandalus, ১৯৫২, ১৯৬৩ ও ১৯৬৬; Chalmeta, R UM, xx ১৯৭২) অতঃপর ১১১৮ খৃ., তুলুজের পরিষদ মুসলিম স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিপুল সংখ্যক ফরাসী সৈন্য ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং রণকৌশল পরিবর্তন করে। নূতন কারিগরী উদ্ভাবনা (বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্মিত নিক্ষেপক যন্ত্র ও ভ্রাম্যমাণ অবরোধ কেল্লা; এই বিশেষজ্ঞ ছিলেন গ্যাস্টান দ্য বিয়ান যিনি Nice এন্টিওক, বিশেষভাবে জেরুযালেম অবরোধের একজন দক্ষ কুশলী ছিলেন) এতদিন পর্যন্ত অভেদ্য দুর্গের দখল সম্ভব করিয়া তোলে। বিজয়ী প্রথম জেমস্-এর বৃহৎ অভিযানসমূহকেও (১২২৯ খৃ.,বেলেরিক দ্বীপসমূহ ও ১২৩৮ খৃ., ভ্যালেনসিয়া) ধর্মযুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা যায় (R. I Burns, The Crusader Kingdom of Valencia, Cambridge Mass ১৯৬৭ খৃ.,)। আরাগনের নৃপতিগণ ক্যাস্টিলের তুলনায় বিজিত মুসলিমদের প্রতি বরাবর অধিকতর সহনশীল মনোভাব পোষণ করিতেন। আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রসমূহ শ্রমিক ও কৃষকদেরকে কর্মে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজনে প্রধানত সম্পাদিত হইয়াছিল (সুতরাং ইহা স্পষ্টত নূতন কর্মী সংগ্রহ নীতির তুলনায় ভিন্নধর্মী ছিল)। প্রথম দৃষ্টান্তটি হইতেছে ১০৯৪ খৃ., Cid কর্তৃক ভ্যালেনসিয়া বিজয়। পরবর্তীকালে সারাগোসা, তুদেলা ও টরটোসা এবং অতঃপর প্রথম জেমস কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহও এই পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল (R. M. Menendez Pidal, La Espana de Cid, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ., ৪৮৩-৯৩; R.I. Burns Isiam Under the Crusaders, প্রিন্সটন ১৯৭৩ খৃ.,১১৮-৩৮, ১৭৩-৮৩)। এই সকল অবস্থা মুদেজারদের (দ্র. ও Macho Ortega, Condicion social de los mudejares aragoneses (s.xv) Mem . Fac. fa Zaragoza ১খ., (১৯২৩ খৃ.) , ১৩৭-৩১৯ ও L.Piles la situacion social de los moros de realengo en la valencia del s, xv মাদ্রিদ ১৯৪৯ খৃ.) এবং পরবর্তীকালের মরিসকোসের গুরুত্বের পরিচায়ক (T. Haiperin Donghi Un conflicto nacioral, moriscos y cristianos viejos en Valencia CHE xxiii-xxiv (১৯৫৫ খৃ.) ৫-১১৫ xxv-xxvi (১৯৫৭ খৃ.), ৮৩-২৫০; ঐ লেখক Recouvrements de civilisation les morisques du royaume de valence au xvi s Annales xi (১৯৫৬ খৃ.) ১৫৪-৮২; J. Regla Estudios sobre los moriscos valencia ১৯৬৮ খৃ., M. S. Carrasco Urgoiti El problema morisco en Aragon al comienzo del reinado de Felipe ii-ভ্যালেনসিয়া ১৯৬৯ খৃ.]। এই অঞ্চলসমূহে ইহারা ছিলেন সর্বদাই স্থানীয় ভূস্বামীদের প্রভাবশালী অনুচর এবং ইহারা exarico' শরীক নামে অভিহিত হইতেন (E. Hinojosa Mezquinos y exarocos Oberas, মাদ্রিদ ১৯৪৮ খৃ., ২৪৫-৫৬)। এই চুক্তিসমূহের স্থায়িত্বের কারণে আল-জামিয়াদা (দ্র.) সাহিত্যের বিপুল অংশের উদ্ভব এই অঞ্চলেই ঘটিয়াছিল।

'আরব ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে আরাগূন কেবল একটি এলাকা মাত্র নহে, বরং আরাগূন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত অঞ্চলসমূহও বটে! এই প্রেক্ষিতে ক্যাটালনিয়া, বেলেরিক দ্বীপসমূহ ও ভ্যালেনসিয়াকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়। আল-মাররাকুশী (মু'জিব, ৫০-১, ২৩৫, ২৬৭) ৬২১/১২২৪ সালে ইহার বিস্তৃতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন ঃ বানূ হূদের অধিকারে ছিল এই অঞ্চলের নগরসমূহ (আল-আন্দালুস), টরটোজা, সারাগোসা ও ইহাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, ফ্রাগা, লেরিডা ও কালাতায়ুদ। এইগুলি এখন বার্সিলোনার যুবরাজের অধীনে ফ্রাঙ্কদের দখলে আছে এবং আরাগূন রাজ্য এইগুলি লইয়া গঠিত।

আরাগূন-এর অন্তর্গত বারসিলোনা রাজ্যের সীমানা ফরাসী সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বানূ হূদের নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিলেন আবূ মারওয়ান আবদুল-মালিক ইবন আবদিল -আযীয যাঁহার অধিকারে ভ্যালেনসিয়া এবং ইহার চতুর্দিকের রাজ্য ছিল। সীমান্ত ছিল আবূ মারওয়ান ইবন রাযীনের নিয়ন্ত্রণে যাহার রাজ্য তুলেদো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্পেনের চারটি অংশ চারজন রাজা কর্তৃক শাসিত ছিল ঃ একটি অংশ ছিল পূর্বোল্লিখিত আরাগূন এবং ইহা দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে দক্ষিণ -পূর্ব সীমান্তে প্রথম শহরটি হইতেছে বার্সিলোনা, ইহার পর রহিয়াছে তারাগোনা, তারপর টরটোজা। এই অঞ্চলে অনুপকূলীয় নগরীসমূহ হইতেছে সারাগোসা, লেরিডা, ফ্রাগা ও কালাতায়ুদ— এই সবই বার্সিলোনার রাজার শাসনাধীনে ছিল। এই অঞ্চলের নাম আরাগূন। হিময়ারীর মতে (রাওদ, নং ১৮২), "ম্যাজরকা আরাগূন অঞ্চল অথবা বার্সিলোনা হইতে জাহাজে একদিনের পথ" এবং ৬৩৬/১২৩৮ সালে রূম ভ্যালেনসিয়া দখল করে, ইহার আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র দাবি করে এবং জেমস/জ্যাকমূহ সালিক আরাগূন ইহার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। "অবশেষে আমরা দেখিতে পাই যে, আরাগূন চতুর্দশ শতকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত আরাগন রাজ্যের অঞ্চলসমূহ। ইবন খালদূন (ইবার, সং, বৈরূত, ৪খ., ৩৯৫) বলেন, "বার্সিলোনার রাজা সম্পর্কে বলা যায়, আল-আন্দালুসের লেভান্তে অঞ্চলে তাহার সুবিশাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বার্সিলোনাম, আরাগূন, জাতিভা, সারাগোসা, ভ্যালেনসিয়া, দেনিয়া, ম্যাজরকা ও মিনর্‌কা লেভান্তে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।" প্রথম জেম্‌সের ভ্যালেনসিয়া দখলের কথা বলিতে গিয়া ইব্‌ন খালদূন তাহাকে মালিক অথবা তাগিয়াত আরাগূন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আপাত দৃষ্টিতে মুসলিম আক্রমণের সময়ে ভবিষ্যৎ নাভাররে আরাগূন কেন্দ্রভূমির পত্তন হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মনে হয়, 'আরবগণ পিরেনীয রাজ্যে ভাসাভাসাভাবেই প্রবেশ কারয়াছিলেন [F. Codera, La dominacion arabiga en la Frontera Superior, মাদ্রিদ ১৮৭৯ খৃ.; ঐ লেখক, Limites probables de la conquista arabe en la cordillera pirenaica, BRAH (১৯০৬ খৃ.); J Millas Vallicrosa, La conquista Musulmana dela region pirenaica, Pirineos (১৯৪৬ খৃ., ২খ., ৫৩-৬৭)]। এইভাবে যেই সমস্ত অঞ্চল সান্তো দোমিঙ্গো ও গোয়ারার, সব্‌রারবে-র আল-কুইযার, রিবার গরযার রোদা, পালরসের আগা, উরগেল, বারগাদা, রিপোলেস ও ক্যাটালোনিয়-র বেসুলু-র উচ্চ ভূমির মত এবং যেইগুলি উক্ত শৈলশ্রেণীসমূহের অপর পার্শ্বে অবস্থিত সেইগুলি অধিকৃত হয় নাই।

যদিও মূল পুস্তক সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, তথাপি এই ব্যাপারে একমত আছে যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়ের (দ্র.) ৯৬/৭১৪ সালে সারাগোসা জয় করেন। Cronica del moro Rosis (পৃ. ৪১-২)-এর বর্ণনা অনুসারে "Tarife el fijo de Nazayr" এই কাজ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে প্রকাশিত ভাষ্য অনুসারে তিনি বিশ দিন ধরিয়া অগ্রসর হন এবং তারাগোনা নামক একটি সামুদ্রিক বন্দর দখল করেন। আল-হুরর-এর আমীরাতের আমলে ১০০/৭১৮ সালের পূর্বেই পামপ্লোনা আত্মসমর্পণ চুক্তি করে এবং তাবিঈ 'আলী ইব্‌ন রাবাহ আল-লাখমী ও হানাশ ইব্‌ন আবদিল্লাহ আস-সান'আনী (ইবনুল ফারাদী, নং ৯১৩) ইহাতে প্রতিস্বাক্ষর করেন। এই আত্মসমর্পণ স্থায়ী হয় নাই। কারণ উকবা নারবন পামপ্লোনা জয় করিয়াছিলেন এবং সেইখানে তিনি মুসলিম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন (বায়ান, ২খ., ২৯) এবং আমীর ইউসুফ সেইখানে "পামপ্লোনার ভাস্কনদের বিরুদ্ধে" অপ্রতুল সৈন্যবাহিনী লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিলেন (আখবার মাজমূ'আ, পৃ. ৭৫)। সাত বৎসর অবরোধের পর হুয়েসকা (আল-উযরী, পৃ. ৫৬-৭) আল-হুরর অথবা আস-সামহ-এর শাসনাধীনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—তুদমীর (দ্র.) যেইরূপ শর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন সেইরূপ শর্তে। "যখন মুসলমানগণ স্পেনে প্রবেশ করে তখন লেরিডা ও উচ্চতর আরাগনের পর্বতোপরি দুর্গের অধিবাসীরা তাহাদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং কোন আপত্তি ব্যতিরেকে তাহাদেরকে কর দান করে" (Cronica Rasis, পৃ ৪২-৩)।

১৩২/৭৫০ সালে এবরো উপত্যকার পরিস্থিতি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিতে থাকে তখন ইউসুফ আল-ফিহ্‌রী সেইখানে তাঁহার উপদেষ্টা ও বন্ধু আস-সুমায়লকে ওয়ালী হিসাবে প্রেরণ করেন। ১৩৬/৭৫৩ সালে 'আমির ও বানূ যুহরা ইবন কিলাব বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বানূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব ইয়ামানী ও বারবারদের দ্বারা গঠিত সম্মিলিত বাহিনীর সহায়তায় আস-সুমায়লকে সারাগোসায় অবরোধ করেন। কায়সীগণ আস-সুমায়লকে মুক্ত করে, অপরদিকে প্রথম 'আবদুর-রহমান সমুদ্র অতিক্রম করিয়া স্পেনে গমন করেন (আখবার, পৃ. ৬২-৭৯)। পরবর্তী কালে আমীর তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্মী 'মাওলা' বাদরকে সেইখানে প্রেরণ করেন। ইয়ামানী সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াকজান আল-কালবী ও আল-হুসায়ন ইবন য়াহয়া আল-আনসারী শ্যারলেমান-এর নিকট সারাগোসা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে ৭৭৮ খৃ. তাঁহার ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করিতে প্ররোচিত করেন। এই আপার মার্চ ছিল সর্বদাই একটি অতি দুর্বল ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত অস্থিতিশীল অঞ্চল। হুয়েসকা অঞ্চলে ছিল তুজীবী বানূ সালামা যাহারা বাহলূল ইবন মারযূকের আধিপত্যকালে বহিষ্কৃত হয়। অনুগত আমরূস ইব্‌ন ইউসুফ সেইখানে প্রথম হাকামের নামে কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বানূ কাসী-এর মুওয়াল্লাদ পরিবারের প্রতিনিধি মূসা ইব্‌ন মূসা (দ্র.) ৮৪২ খৃ. তুদেলাতে বিদ্রোহ করিয়া সারগোসা ও হুয়েসকা দখল করেন এবং নিজেকে "স্পেনের তৃতীয় রাজা" বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাকে প্রতিহত করিবার জন্য আমীর মুহাম্মাদ কালাতায়ুদ ও দারোকায় তুজীবী বানূ মুহাজিরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহারা ক্ষমতা লাভ করিয়া আমীরের প্রতি আনুগত্যের বালাই না রাখিয়া নিজদেরকে মার্চ-এর স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। উত্তরাঞ্চলে দশম শতাব্দীতে বানূ শাবরীত ইবনুত-তাবীল হুয়েসকাতে ক্ষমতাসীন ছিল। এই লোকেরা ফ্রাংক, আরব, মুওয়াল্লাদ ও নাভারো আরাগূনীয়দেরকে তাহাদের মুসলমান ও খৃস্টান প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বানূ হূদের নীতিও এইরূপই ছিল। বানূ হূদ সিদদিগকে নিযুক্ত করে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য আল মুরাবিত, আরাগূনীয়, কাটালান, নাভাররীয় ও ক্যাস্টিলীয়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সীমিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মনে হয়, ২২৮/৮৪৩ সালের দিকে কর্ডোভার শাসকগোষ্ঠী উত্তর পিরেনীয় অঞ্চলসমূহকে স্বীকৃত দেয়। ৭০০ দীনারের বার্ষিক কর ও সামন্তদের মর্যাদার কারণে ইনিগো ও সানচো (Sancho)-এর (আল-উয্রী, পৃ. ৩০) রাষ্ট্র দুইটি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিবন্ধটিতে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত দ্র. (১) J. Alemany, La geografia de la peninsula iberica en los autires arabes, গ্রানাডা ১৯২১ খৃ.; (২) C. Dubler Las laderas del Pirineo segun al-ldrisi, Andalus ১৮ খ. (১৯৫৩ খৃ.), ৩৩৭-৭৩; (৩) F. Hernandez, El Monte y la Provincia del puerto, Andalus, ১৭ খ., (১৯৫২ খৃ.), ৩১৯-৬৮; (৪) H. Mones, তারীখুল-জুগরাফিয়া.... ফিল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৯৬৭ খৃ.; (৫) Afif Turk, El roino de Zaragoza en els, xi, মাদ্রিদ ১৯৭৫ খৃ.; (৬) J. Bosch, Historia de Albarracin Musalman, Teruel ১৯৫৯ খৃ.; (৭) J. Font y Rius, La reconquista de Lerida, Lerida ১৯৪৯ খৃ.; (৮) A. Huici Miranda, Historia de Valencia Musulmana, ভ্যালেনসিয়া ১৯৬৯ খৃ.; (৯) J. Lacarra, Historia del reino de Navarra, পামপ্লোনা ১৯৭২ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, La conquista de Zaragoza por Alfonso J. Andalus, ১২খ. (১৯৪৭ খৃ.), ৬৫-৬৬; (১১) ঐ লেখক, La reconquista y repoblacion del valle del Ebro, Est. E. M. C. Arogon, ২খ. (১৯৪৬ খৃ.), ৩৯-৮৩; (১২) ঐ লেখক, La repoblesion de Zaragoza por Alfonso el Batallador, Est Ha, Social Esp., মাদ্রিদ ১৯৪৯ খৃ., ২০৫-২৩; (১৩) ঐ লেখক, Irigens del condado de Aregon, সারাগোসা ১৯৪৫ খৃ., (১৪) E. Levi-provencal, Hist. Eap. Mus., index; (১৫) J. Millas, El texts d'historiadors musulmans referentes a la Catalunya carolingia Quadernos d'Estudi, ১৪খ. (১৯২২ খৃ.);(১৬) M. Pallares Gil, Le frontera sarracena en tiempo de Berenguer iv, Bol Ha. Geo. Bajo Aragon, ৪খ. (১৯০৭ খৃ.)।

P. Chalmeta (E. I.[2] Suppl.) /পারসা বেগম।

আল-আ'রাজ 'আব্দুর রাহমান (الاعرج عبد الرحمن)ঃ মদীনা নিবাসী তাবিঈ ও মুহাদ্দিছ, উপনাম আবূ দাঊদ, অনেকের মতে আবূ হাযিম। সম্ভবত তাঁহাদের বিভ্রান্তি হইয়াছে। কেননা মদীনায় আল-আ'রাজ নামে আরও একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সালামা ইব্ন দীনার এবং উপনাম ছিল আবূ হাযিম। 'আব্দুর-রাহ্মান আল-আ'রাজের পিতার নাম হারমুয ইব্ন কায়সান। কেহ কেহ তাঁহাকে আবদুর রাহমান ইব্ন কায়সানও বলিয়াছেন। ইমাম নাওয়াবী ও ইব্ন হাজার আল-'আসকালানীর ভাষ্যানুসারে তিনি রাবী'আ ইব্নুল হারিছ ইব্ন আব্দি'ল-মুত্তালিবের মুক্ত দাস (মাওলা) ছিলেন। ইব্ন হিব্বান ও ইব্ন সা'দ তাঁহাকে মুহাম্মাদ ইব্ন রাবী'আর মাওলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার মনিবের নাম উমার ইব্ন রাবীআ-ও বলিয়াছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ রাবী। তিনি বলিতেন, আবূ হুরায়রা (রা)-র বরাতে কেহ হাদীছ বর্ণনা করিলে আমি বলিয়া দিতে পারি সে মিথ্যুক না সত্যবাদী। অবশ্য আলী ইব্নুল মাদীনীকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রথম সারির শিষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব ও আরও কয়েকজন তাবিঈর নাম উল্লেখ করেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, তবে আল-আ'রাজ? তিনি বলিলেন, তাঁহার স্থান ইহাদের পরে। আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়াও তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন বুজায়না (রা), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফার, আবূ সালামা ইব্ন আব্দির রাহমান, উসায়দ ইব্ন রাফি ইব্ন খাদীজ প্রমুখ হইতে ও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যায়দ ইব্ন আস্লাম, সালিহ ইব্ন কায়সান, আয-যুহ্‌রী, আবুয-যুবায়র, য়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ, রাবীআ, মূসা ইব্ন উক্বা, আবুয-যিনাদ, ইব্ন লাহী'আ ও ইব্ন ইস্হাক প্রসিদ্ধ। আল-আ'রাজ একজন উচ্চ স্তরের আরবী সাহিত্যিক ও বংশবিশারদ ছিলেন। কিরাআত শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন সীমান্ত প্রহরী হিসাবে গমন করিয়াছিলেন। মিসরীয় ঐতিহাসিক ইব্ন য়ূনুসের মতে তিনি হি. ১১০ সালে সেখানেই ইনতিকাল করেন। আল-ওয়াকিদী ও তাঁহার অনুবর্তনে আল-ফাল্লাস তাঁহার মৃত্যুসন ১১৭ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধতর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল ইমাদ আল-হান্বালী, শাযারাতুয-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ., ১৫৩; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৫খ., ২৮৩, ২৮৪; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, বৈরূত ১৩৭৪ হি., ১খ., ৯৭; (৪) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৯/১৯৭৯, ৫খ., ১০৭; (৫) আল-বুখারী, আত-তারীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৯/১৯৬২, ৩খ., ৩৬০; (৬) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, তাক্রীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ., ৫০১; (৭) ঐ লেখক, তাহ্যীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৬খ., ২৬০, ২৬১।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

'আরাদ (عرض) ঃ [আরও দ্র. জাওহর (جوهر) একই সময়ে ইহা বস্তু (جوهر)-এর বিপরীতে এবং উহার সম্পূরক অর্থে ব্যবহৃত হয়]। 'আরাদ বা 'আরাদী (আপতিক) ঐ বস্তুর ঐ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় যাহা বস্তুত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই অর্থে 'আরাদ দুই প্রকারের, একটি অপরিহার্য 'আরাদ যাহা যদিও বস্তুর মূল সত্তা বা বস্তুত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে, তবুও ইহাকে বস্তু হইতে পৃথক করা যায় না এবং উহা ব্যতিরেকে বস্তুর কল্পনাও করা যায় না। যেমন কোন একটি ত্রিভুজের সমকোণবিশিষ্ট হওয়ার কল্পনা বস্তুর মূল সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়, অথচ উক্ত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত বস্তুর কল্পনা করা যায় না।

'আরাদ-এর দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে যাহা পরিহার্য নয়, এইরূপ 'আরাদ যাহা ব্যতীত বস্তুকে কল্পনা করা যায় এবং উহার অস্তিত্বও সম্ভব।

কোন কোন ধর্মতত্ত্ববিদ (মুতাকাল্লিমূন) 'আরাদ (আপতিক)-এর অস্তিত্ব বস্তুনিরপেক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উদাহরণ হিসাবে সময় বা কালকে উপস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মু'তাযিলা দলের কিছু লোক ও অন্যান্য ধর্মতত্ত্ববিদ এমন কিছু বিশেষণ উপস্থাপন করিয়াছেন যাহারা 'আরাদ (আপতিক)-ও নয়, জাওহার (বস্তু)-ও নয় এবং উহাদেরকে তাহারা হাল (حال) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে অস্তিত্ব একটি হাল বা অবস্থা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মুসলিম দর্শন সংক্রান্ত মানতিক (যুক্তিবিদ্যা)-এর গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য, বিশেষত (১) ইবন সীনা, কিতাবুশ শিফা (মানতিক সংক্রান্ত অংশ); (২) ইবন রুশদ, মা বা'দাত তাব'ইয়্যাত।

ফাদলুর রাহমান (দা. মা, ই.) / মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল

আরাদা (ارضة) ঃ (আরবীতে أَرْضَةٌ -ও হয়) উই পোকা (termes arda=শুভ্র পিপীলিকা)। এই পোকা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বিষুব রেখার ৪০ ডিগ্রী উত্তর-দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত। ইহা সম্পর্কে আরবদের ধারণাও কিছুটা এই ধরনেরই ছিল। ইসলামী দুনিয়ার সীমানায় এই পিপীলিকা যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা উপরিউক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরব গ্রন্থকারগণ যেই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে সাদা পিপীলিকা, মিসরে যাহার কয়েক প্রকার পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ নীল নদের অধিক উপরের দিকে নূবিয়াতে ও সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সূদানে পাওয়া যায়। 'আরবগণ বলেন, এই ছোট ছোট পোকার জীবনের এক পর্যায়ে শরীরে পক্ষ বাহির হইয়া থাকে (কাযবীনীর মতে এক বৎসরে বয়সকালে), কিন্তু তাহারা ইহা জানিতেন না যে, এই জিনিসের সম্পর্ক তাহাদের জাতীয় জীবনের সহিত কি ধরনের। তবুও সেই উই পোকার সামাজিক জীবন, মোচাকৃতির মাটির স্তূপ যাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকা ছিদ্র করত রাস্তাসমূহ নির্মাণ করা হইয়া থাকে, উক্ত রাস্তাসমূহ (ছিদ্র পথসমূহ) তৈরি করিতে সেই পোকাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পিপীলিকাদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ, বিশেষ করিয়া কাঠকে নষ্ট করিবার ব্যাপারে তাহাদের কার্যক্রম, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া উহাদেরকে একটি মহামারী বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, এই সম্পর্কে তাঁহারা অবগত ছিলেন।

এই পোকার ক্ষতি হইতে নিরাপদ থাকার জন্য এক প্রকার বিষ ও গোবর কার্যকর বলিয়া ধারণা করা হইত। উই পোকার লালসা ও তাহা হইতে যেই প্রকার ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে উভয়ই প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। আর তাহাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই ধারণা যে, মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ- ইহা অতি প্রাচীন ধারণা বলিয়া মনে হয়। ৩৪ঃ১৩ আয়াত-এর ভিত্তিতে বলা হইয়া থাকে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর খবর এইভাবে জানা গিয়াছিল যে, যে লাঠির উপর ভর করিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন উক্ত লাঠিটিকে মাটির পোকা খাইয়া ফেলিয়াছিল। যেমন আল-কুরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ "অনন্তর যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর ফয়সালা করিলাম তখন মাটির পোকা (উইপোকা) ব্যতীত কেহ তাহার খবর জানিত না; সে তাহার লাঠি খাইয়া ফেলিয়াছিল"। উত্তর আফ্রিকার লোকগণ এখন পর্যন্ত এই কথা বলিয়া থাকে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন উই পোকা আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ তাহার মৃত্যুর খবর সে সঠিকভাবেই পাইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কাযবীনী, সম্পা. Wustenfeld, ১খ., ৪২৮; (২) আদ-দামীরী, ১খ., ২৪ (অনু. Jaykar, ১খ., ৩৯ প.); (৩) Hartmann Reise des Baron Barnim, পৃ. ২৮৩-২৮৬, ৪৪৩-৬৪৩ ; (৪) Tierleben Brchm (৩য় মুদ্রণ, ১৮৯২ খৃ.), ৯খ., ৫৬০ প.।

Hell (দা. মা. ই.)/এ. আর. মোঃ আলী হায়দার

আল-আ'রাফ (الأعراف) ঃ পবিত্র কুরআনের ৭ম সূরা। এই সূরার আয়াত সংখ্যা ২০৬ (মতান্তরর ২০৫, জালালায়ন)। সূরাটি মাক্কী, মতান্তরে ১৬৩ নং আয়াত হইতে ১৬৭ নং আয়াত অথবা ১৭০ নং আয়াত মোট ৮ আয়াত ইহার ব্যতিক্রম (মাদানী); পূ.গ্র., পৃ. ১৩; কু'রতুবী, ৪/৭ খ., পৃ. ১৬০)।

নামকরণ ও শব্দ বিশ্লেষণ ঃ শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু ঝুলন্ত বস্তু। একবচনে এই অর্থ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে আবূ ইয়াযীক বর্ণিত। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ সূত্রে অপর একটি বর্ণনা মতে আ'রাফ এমন দেয়াল যাহা মোরগের ঝুটির ন্যায় (কু'রতু'বী, ৪/৭খ., পৃ. ১৬০, ২১১) সূরার ৪৬-৪৭ নং আয়াত উক্ত শব্দ দ্বারা সূরাটির নামকরণ করা হইয়াছে। ৪৬, ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পর্দা এবং আ'রাফবাসীদের পরিচয় ও জান্নাতবাসী জাহান্নামবাসীদের লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কথোপকথন এবং তাহাদের জান্নাতে প্রবেশের প্রতীক্ষায় থামিবার আলোচনা রহিয়াছে।

আ'রাফ কি এবং আ'রাফবাসী কাহারা এই বিষয়ে মুফাসসিরগণের ১২-এর অধিক মতামত রহিয়াছে। যেমন (১) পাপ-পুণ্য সমান হওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশের প্রতীক্ষায় জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারিগণ; এই অভিমত 'আবদুল্লাহ (রা) দাহ্'হা'ক, ইব্ন জুবায়র (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত। (২) পুণ্যবান ফকীহ ও আলিমগণ (মুজাহিদ); (৩) শহীদগণ; (৪) শ্রেষ্ঠ মু'মিন ও শহীদগণ; (৫) পিতা-মাতার 'অবাধ্য' হইয়া আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারিগণ; (৬) ছা'লাবী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইহা পুলসিরাতের উপরে একটি উঁচু স্থান যেখানে হ'মযা, 'আলী ও জা'ফর (রা) প্রমুখ অবস্থান করিবেন; (৭) কিয়ামতের ময়দানের সাফাই সাক্ষীগণ; (৮) নবীগণের একটি দল; (৯) বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা যাহাদের সগীরা গুনাহ মাফ হয় নাই; (১০) যিনার সন্তানরা; (১১) জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী (প্রশস্ত) দেয়ালটির উপরের প্রশস্ত ও অতি চওড়া অংশ আ'রাফ (৫৭-হ'াদীদ ঃ ১৩ আয়াতের "তাহাদের মাঝখানে একটি দেয়াল (সূর) স্থাপন করা হইবে" (এই দেয়াল ও আ'রাফ অভিন্ন) এবং এই দেয়ালের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ আ'রাফের বাসিন্দা-আস'হাবুল-আ'রাফ; (১২) উহুদ পর্বত। (কু'রতু'বী, ৪/৭খ., পৃ. ২১১-২১২ মা'আরিফুল-কুরআন, ৩খ., পৃ. ৫৬৪, ৫৬৬-৫৬৭); (১৩) একটি বর্ণনায় আছে, ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে

কু'রআনের সহিত গভীর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ জান্নাতবাসীদের "উরাফা" কথাটির মর্ম জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাহারা জান্নাতের নেতৃস্থানীয় শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ (দাইরাতুল-মা'আরিফ, শব্দ শিরোনাম, লিসানুল আরাবের বরাতে)।

বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিঈ (যাহাদের মধ্যে ইব্ন মাস'উদ, হু'য'ায়ফা, ইব্ন 'আব্বাস (রা), দাহ'হাক, শা'বী, ইব্ন জারীর, ইব্ন 'আতি'য়্যা (র) প্রমুখ সমধিক উল্লেখযোগ্য এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সূরা হাদীদে (৫৮ ঃ ১৩) বর্ণিত দেয়াল ও আ'রাফ অভিন্ন এবং সেই দেয়ালের উপরিস্থিত অতি প্রশস্ত অংশ, যেখান হইতে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের দৃশ্য দেখা যাইবে, সেখানে অবস্থানকারীগণই আসহাবুল আ'রাফ, (মা'আরিফুল-কু'রআন, ৩খ., পৃ. ৫৬৮)।

"কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করিয়া পুণ্য ও পাপ পরিমাণ করা হইবে। যাহার পুণ্য তাহার পাপের অপেক্ষা বিন্দু পরিমাণ ভারী হইবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং যাহার পাপ তাহার অপেক্ষা বিন্দু পরিমাণ ভারী হইবে সে জাহান্নামে যাইবে। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহার পুণ্য ও পাপ সমান সমান হইবে ? তিনি বলিলেন, তাহারাই আ'রাফের বাসিন্দা, যাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে তাহারা আশাবাদী হইবে (কু'রতু'বী, ৪/৭ খ., পৃ. ২১১; বিস্তারিত দ্র. 'আল-আ'রাফ' শিরোনামের অধীন)।

সূরার মৌল বর্ণনা ও প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ থানবী (র) লিখিয়াছেন, সমস্ত সূরার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিলে দেখা যায়, ইহার প্রায় সমগ্র বিষয়বস্তু আখিরাত (মা'আদ) ও রিসালাত সংক্রান্ত। প্রথম আয়াতে নবূওয়াতের এবং ৬ষ্ঠ আয়াতে আখিরাতের গভীর বিশ্লেষণ রহিয়াছে। চতুর্থ রুকূ'র দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ৬ষ্ঠ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণই আখিরাতের আলোচনা। অষ্টম রুকূ' হইতে একুশতম রুকূ' পর্যন্ত নবীগণ ও তাঁহাদের উম্মতসমূহের পারস্পরিক আচার-আচরণের বিবরণ রহিয়াছে বিধায় উহা রিসালাত সংক্রান্ত। ইহাতে ঘটনাপঞ্জীর পাশাপাশি রিসালাত অস্বীকারকারীদের শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাতে বর্তমান অস্বীকারকারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। ২২তম রুকূ'র দ্বিতীয় অর্ধ হইতে ২৩তম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত পুনরায় আখিরাতের আলোচনা। বাইশতম রুকূ'র শুরু অংশ এবং শেষ রুকূ'তে নিরেট তাওহীদের আলোচনা রহিয়াছে। সূরার অত্যন্ত অল্প স্থানে প্রাসঙ্গিকরূপে বিধিসমূহের আলোচনা সান্নিবেশিত হইয়াছে (মা'আরিফুল-কু'রআন, ৩খ. পৃ. ৫১৫; বায়ানুল কুরআনের বরাতে)। সায়্যিদ কু'তু'ব লিখিয়াছেন, এই সূরার মৌলিক বিষয় মাক্কী সূরারই বিষয় অর্থাৎ আকীদা সংক্রান্ত। মানবজাতির ইতিহাসের সূচনা ক্ষেত্র জান্নাত ও উর্ধ্বজগতের প্রারম্ভিক বিন্দুতে স্থাপিত। ইহাতে আদম (আ) হইতে মুহ'াম্মাদ (স) পর্যন্ত ঈমানের রাজকীয় বাহনের চলমান গতি প্রকৃতি ইতিহাসের চলমান ধারায় উপস্থাপিত হইয়াছে যাহা মানব পরম্পরায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রূপে বিবৃত।

ইহার সূচনায় রহিয়াছেন ব্যক্তি আদম ও হা'ওয়া (আ), তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছে শয়তান, যাহাকে পথহারা করিবার ক্ষমতা ও অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। এবং আদম সন্তানকে তাহাদের সাধ্য অনুসারে দৃঢ়তার সহিত আল্লাহর সহিত কৃত অংগীকার (আয়াত ১১ ও ১৭২) ধারণ করিবার অথবা শয়তানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এখতিয়ার প্রদান করিয়া পরীক্ষার সম্মুখীন করা হইয়াছে।

সূরার সূচনায় (আপনার মনে যেন কোন প্রকার সংকোচবোধ না থাকে.....) বলিয়া কুরআন দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ রাসূল ও মু'মিনদিগকে অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে।

(আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি....আয়াত-১০) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার আলোচনায় প্রথম প্রজন্মের পৃষ্ঠভূমিও উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার কিয়ামতের দীর্ঘতম দৃশ্যের বর্ণনা আয়াত ৫২ ও ৫৩ নং আয়াতে।

পরবর্তী আলোচনায় ঈমানের রাজকীয় বাহিনীর আত্মপ্রকাশ-সূচনায় [দ্বিতীয় আদম, প্রথম শরী'আতী রাসূল নূহ' (আ)-এর দা'ওয়াত] পথহারা মানবতাকে মুক্তিপথের সোচ্চার আহ্বান.... রাসূলগণের সকলের অভিন্ন বক্তব্য (হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই.... আয়াত ৬৫, ৭৩, (৮০), ৮৫.....) সেই সঙ্গে যে যুগে যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচিত তাহার উল্লেখ।

রাসূলগণের আহ্বানের বিরোধিতা ও অবাধ্যতায় কঠোর হুমকীর উচ্চারণ-আয়াত-৯৪।

ফির'আওনের সহিত মূসা (আ)-এর বিতর্কে রহিয়াছে মৌলিক 'আকীদার উপস্থাপন এবং কঠিন চ্যালেঞ্জ (যাদুকরদের ও অন্যান্য) গ্রহণ ও মুকাবিলার জন্য ময়দানে সাহসী উপস্থিতি।

ঘটনার ধারাবাহিকতায় যুক্তিগ্রাহ্য প্রসঙ্গ মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় য়াহূদীদের প্রসঙ্গে সর্বশেষ রিসালাতের আলোচনা (উম্মী নবী-রাসূল, তাওরীত-ইনজীলে যাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ-পরিচিতি বিদ্যমান-৯ আয়াত-১৫৭)।

আল্লাহর ক্ষমতা-রাজত্বের পরিচয়, রাসূলের যথার্থতা অনুধাবনে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাইবার আহ্বান আয়াত ১৮৫। কিয়ামতের সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ প্রসঙ্গ, রাসূলের স্বাভাবিক পরিসীমা, রিসালতের গণ্ডী আয়াত-১৮৭, আল্লাহ ব্যতীত কেহ, কোন রাসূলও জানেন না।

সমাপ্তি লগ্নে সূচনার পুনরাবৃত্তি-জনতার সহিত, বিরুদ্ধবাদীদের সহিত রাসূলের আচরণ কেমন হইবে-রাসূলকে সম্বোধন-আয়াত ১৯৯ (তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন, ৩খ., পৃ. ১২৪৩-১২৫৩)।

ধারাবাহিক বিষয়বস্তু ঃ আয়াত-১-৭ ঃ কাফিরদের প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার ভয়ে কু'রআন দ্বারা সতর্কীকরণে অন্তরে সংকট অনুভব না করিবার জন্য রাসূলের প্রতি আহ্বান। কেননা আল্লাহই তাঁহাকে হিফাজত করিবেন। সমগ্র উম্মতকে কু'রআন অনুসরণের আহ্বান; বিগত উম্মতসমূহ ধ্বংস করিবার ইতিহাস স্মরণ করাইয়া সতর্কীকরণ। কিয়ামতে রাসূলগণ ও সকল উম্মাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে এবং সকলের আমলনামা উপস্থাপন করা হইবে।

আয়াত ৮-৯ ঃ কিয়ামতে আকীদা ও আমল ওযন করা হইবে। যাহাদের ঈমান ও নেক আমলের পাল্লা ভারী হইবে তাহারা সফলকাম হইবে। যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারা ব্যর্থ হইবে।

আয়াত ১০ ঃ পৃথিবীতে মানুষকে বসবাসের ও জীবন যাপনের উপকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আয়াত ১১-১৮ ঃ আদমের সৃষ্টি, শয়তানের আদমকে সিজদা করিবার হুকুম অমান্য করিয়া মানুষের সহিত সর্ববিধ শত্রুতা করিবার প্রকাশ ও জান্নাত হইতে শয়তানের বহিষ্কার। শয়তানের অনুগামীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা।

আয়াত ১৯-২৫ ঃ আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতে বসবাস এবং বিশেষ গাছ হইতে ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা, কল্যাণকামীর ছদ্মাবরণে শয়তানের প্রতারণা, নিষিদ্ধ গাছ হইতে ভক্ষণের কারণে আদম-হাওয়ার বিবস্ত্র হওয়া, আল্লাহ তা'আলার সতর্কীকরণ এবং আদম ও হাওয়ার ক্ষমা প্রার্থনা (হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছি, আদম ও হাওয়া (আ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ, সেখানে আদম সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্বেষে লিপ্ত হওয়া, নির্দিষ্ট সময় জীবন যাপনের পরে মৃত্যুবরণের ঘোষণা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আদম (আ) জান্নাতে অবস্থান কালে "আরশের পায়ায় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ দেখিয়াছেন এবং উহার উসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয় যে বলিয়া" কথা প্রচলিত আছে (তাফসীর কুরতুবী, ২ ঃ ৩৭ আয়াতাধীন) উহা একটি মনগড়া বানোয়াট কথা, উহার কোন সনদও নাই, উহার বক্তা কে তাহাও উল্লেখ নাই।

আয়াত ২৬-৩১ ঃ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার বস্ত্রদানের নি'মাত এবং সে নি'মাত রক্ষা করিবার জন্য আদি পিতার সহিত চক্রান্তের ন্যায় অদৃশ্য শয়তানের চক্রান্ত হইতে সতর্ক থাকিবার নির্দেশ। শয়তান বেঈমান লোকদের বন্ধু এবং তাহারা অশ্লীল কর্ম করিয়া উহাকে আল্লাহ্র আদেশ হওয়ার দাবি করিবার বিবরণ। অন্তরের ইসলাম ও ঐকান্তিকতার সহিত বাহ্য সিজদা ইবাদত যথাযথরূপে নিবেদিত করিবার হুকুম। শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক হিদায়াত হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিবরণ।

আয়াত ৩২-৩৪ ঃ সালাতে উত্তম পোশাক পরিধানের ও পানাহারে পরিমিতির আদেশ, অপরিমিতির নিষেধাজ্ঞা, আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় পবিত্র জিনিস (ফল-ফসল, খাদ্য-পানীয়, হালাল), কেহ উহা হারাম করিবার ক্ষমতা রাখে না। সকল প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, জুলুম-অনাচার ও শিরক আল্লাহ হারাম করিয়াছেন। হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল সাব্যস্তকারীরাও রেহাই পাইবে না, নির্ধারিত মেয়াদান্তে তাহারা বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন হইবে।

তাফসীরকারগণ لِبَاسُ التَّقْوٰى (তাকওয়ার পরিচ্ছদ)-এর বিভিন্ন অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন ঈমান (কাতাদা ও সুদ্দী), লজ্জাবোধ (হাসান বাসরী), সৎকাজ (ইব্ন আব্বাস রা), প্রশংসনীয় স্বভাব-চরিত্র (উছমান রা), আল্লাহ্র ভয় (উরওয়া ইবনুয যুবায়র), চারিত্রিক সততা বা সতীত্ব (কালবী), নগ্নদেহে কা'বা ঘর তাওয়াফ না করা। দেহের অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ আবৃত রাখা (ইবনুল আনবারী), যুদ্ধের পোশাক (যায়দ ইব্ন 'আলী) ইত্যাদি। ইমাম রাগিব বলেন, তাকওয়া পোশাকের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ, উভয়ই অনাচারের প্রতিবন্ধক ('আবদুর-রাশীদ নু'মানী, লুগাতুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ২০৩-২০৪)।

উক্ত আয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হইয়াছে ঃ লজ্জাস্থান আবৃত করা, ঠাণ্ডা বা উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা ও অঙ্গসজ্জা। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল উদ্দেশ্য। হযরত আদাম (আ)-এর ঘটনা এবং আলোচ্য আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় যে, গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আধুনিক কালের কোন কোন বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ 'মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত, অতঃপর ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে তাহারা পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত হইয়াছে', সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, বঙ্গানু., ৩খ., পৃ. ৬০৬-৬০৭)।

আয়াত ৩৫-৩৯ ঃ ধারবাহিকভাবে আগমনকারী নবী-রাসূলগণের আনুগত্যকারিগণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবে। অহংকারী প্রত্যাখ্যানকারীরা জাহান্নামী হইবে। আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকারকারী মৃত্যুকালে নিজেদের বিরুদ্ধে কাফির হওয়ার সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের পূর্বসূরীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। জাহান্নামীরা পরস্পরকে দোষারোপ করিবে ও কঠোরতর শাস্তি ভোগ করিবে।

আয়াত ৪০-৪৩ ঃ আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকারকারী অহংকারীদের জান্নাতে প্রবেশ করা তেমনই অসম্ভব, যেমন অসম্ভব সুচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করা। পক্ষান্তরে ঈমান আনয়ন করিয়া নেক আমলকারিগণকে তাহাদের অন্তরের বিদ্বেষ হইতে মুক্ত করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে এবং তাহাদেরকে হিদায়াত দান করিবার জন্য তাহারা আল্লাহ্র শোকর আদায় করিবে।

আয়াত ৪৪-৫৩ ঃ জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদের ডাকিয়া জাহান্নামের যথার্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহারা উহা স্বীকার করিবে। জাহান্নামীরা জান্নাতবাসিগণকে ডাকিয়া পানি ও অন্যান্য নি'মাতের ছিটাফোঁটা পাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করিলে পৃথিবীতে তাহারা দীনকে উপহাসের বস্তু বানাইবার কারণে এবং আখিরাতকে ভুলিয়া থাকিবার অর্থাৎ অস্বীকার করিবার কারণে জান্নাতের নি'মাত তাহাদের জন্য 'হারাম' দ্ব্যর্থহীন জবাব দেওয়া হইবে। কাফিররা তখন রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করিয়া সুপারিশ লাভের কিংবা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া নেক আমল করিবার বাসনা প্রকাশ করিবে, যাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

আয়াত ৫৪ ঃ আসমান যমীনের স্রষ্টার ও চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক সত্তার মহাশক্তিমান হওয়ার কথা বলিয়া তাঁহার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করা একটি সহজসাধ্য বিষয় হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

আয়াত ৫৫-৫৬ ঃ সেই মহা শক্তিশালী প্রতিপালককে কাকুতি মিনতি করিয়া আশা ও ভীতি সহকারে ডাকিবার আদেশ, সৎকর্মশীলদের জন্য তাঁহার রহমত সন্নিকট হওয়ার ঘোষণা।

আয়াত ৫৭-৫৮ ঃ রহমতের বৃষ্টির সুসংবাদবাহী বায়ু ও ভারী মেঘমালা নিয়ন্ত্রণ-পরিচালন, ফলমূল উৎপাদন ও মৃতপুরীকে জীবন্ত করিবার ক্ষমতা দ্বারা মৃত মানুষকে জীবিত করিবার সম্ভাব্যতা ও প্রমাণ উপস্থাপন।

আয়াত ৫৯-৬৪ ঃ তাওহীদ, এক আল্লাহর 'ইবাদত, রিসালাত ও আখিরাতের অভিন্ন বাণী সহকারে নবী-রাসূল আগমনের ধারা বিবরণী সূচনায় হযরত নূহ (আ), সম্প্রদায়ের তাঁহাকে "ভ্রান্ত বলার অপবাদ খণ্ডন ও কল্যাণ কামনার দাবি, রিসালতের অনুকূলে যুক্তি উপস্থাপন, মু'মিনদের সুরক্ষা ও সম্প্রদায়ের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার পরিণামে ডুবাইয়া ধ্বংস করিবার শাস্তি।

আয়াত ৬৫-৭২ ঃ 'আদ জাতির নিকটে হযরত হূদ (আ) রাসূলরূপে আগমন, যথারীতি সম্প্রদায়ের 'নির্বোধ' ও 'ভ্রান্ত' সাব্যস্তকরণের খণ্ডন, নূহ (আ)-এর উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া নবী-রাসূল আগমন ও প্রতিমার অসারতার যুক্তি উপস্থাপন এবং মু'মিনদের মুক্তি ও অবিশ্বাসীদের উৎখাতের পরিণতির বিবরণ।

আয়াত ৭৩-৭৯ ঃ ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত স'লিহ' (আ)-এর নবীরূপে আগমন, অভিন্ন আহ্বান, অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের দাবি পূরণে আল্লাহর 'উষ্ট্রী'-এর মু'জিযা ও তাহার সহিত দুর্ব্যবহারে সতর্কীকরণ, পূর্ববর্তী 'আদ সম্প্রদায়ের ইতিহাস উপস্থাপন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের বিতর্ক, উষ্ট্রীকে আঘাত করিয়া আল্লাহ্র আযাবকে চ্যালেঞ্জ করিবার পরিণতিতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার শিকার হওয়া।

আয়াত ৮০-৮৪ ঃ অভিন্ন ধারায় হযরত লূত' (আ)-এর আগমন। সমাজের গর্হিত অপকর্ম (সমকামিতা)-এর তীব্র নিন্দা, নবী ও মু'মিনদের বহিষ্কারের হুমকী, মু'মিনদের মুক্তি এবং নবীর স্ত্রীসহ অবিশ্বাসী দুর্বৃত্তদের পাথুরে বৃষ্টিতে ধ্বংস হওয়ার পরিণতি।

আয়াত ৮৫-৯৩ ঃ মাদয়ান অঞ্চলে নবীরূপে শু'আয়ব (আ)-এর আগমন, সমাজ সংসারে বিশেষরূপে ক্রয়-বিক্রয়ে সঠিক পরিমাপের আহ্বান, অরাজকতা, বিশৃংখলা ও মু'মিনদের পীড়ন না করিবার আহ্বান, জনসংখ্যা সমৃদ্ধিতে গর্বিত না হইয়া পূর্বসূরীদের ধ্বংসলীলার ইতিহাস হইতে শিক্ষাগ্রহণের উপদেশ, মু'মিনদের সবরের উপদেশ। শু'আয়ব (আ) ও মু'মিনদের দেশ হইতে বহিষ্কারের হুমকী, মু'মিনদের নমনীয় জবাব ও আল্লাহ্র উপর ভরসা স্থাপন, অবিশ্বাসীদের ভূমিকম্পে ধ্বংসলীলা।

আয়াত ৯৪-৯৯ ঃ কু'রআনী ধারায় নবী ও তাঁহার প্রতিপক্ষের সংঘাতের ইতিহাস, আযাবের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের বেপরোয়া মন্তব্য; ঈমান ও তাক'ওয়ার সুফলরূপে আসমানী-যমীনী বরকতের অংগীকার, আল্লাহ্র আযাব ও তাঁহার কুসলী পরিকল্পনার সম্মুখে অবাধ্যদের পর্যুদস্ত হওয়ার যুক্তি উপস্থাপন।

আয়াত ১০০-১০২ ঃ পৃথিবীর ক্ষমতাধরদিগকে তাহাদের পাপাচারের মন্দ পরিণতির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

আয়াত ১০৯-১১০ ঃ হযরত মূসা (আ)-এর আগমন, সপারিষদ ফির'আওনের পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত, ফির'আওনের সহিত মূসা (আ)-এর বিতর্ক, লাঠির অজগর হওয়া, উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা প্রদর্শন, মূসা (আ)-কে যাদুকর আখ্যাদান ও 'চক্রান্তকারী' সাব্যস্তকরণ।

আয়াত ১১১-১২৬ ঃ যাদুকরদের সহিত মুকাবিলা, যাদুর বিরুদ্ধে মু'জিযার প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া যাদুকরদের ঈমান আনয়ন, মূসা ও হারূন (আ)-এর কার্যক্রমে অন্তরে প্রভাবিত ফির'আওনের হম্বিতম্বি ও যাদুকরদের মর্মান্তিক শাস্তির হুমকী অন্তরে দৃঢ়বদ্ধমূল ঈমানের বলে ঈমান আনয়নকারী যাদুকরদের অতুলনীয় অবিচলতা ও অফুরন্ত সবরের ঈমানের সহিত মৃত্যুর তাওফীক লাভের দু'আ।

আয়াত ১২৭-১২৯ ঃ ফির'আওন পারিষদের মূসা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উসকানী প্রদান এবং ফির'আওনের (বনী ইসরাঈলকে) গণহত্যার হুমকী, সম্প্রদায়ের প্রতি মূসা (আ)-এর আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও সবরের আহ্বান, বনী ইসরাঈলের যুগ যুগ ধরিয়া দুর্ভাগ্য থাকিবার অভিযোগ এবং মূসা (আ)-এর তাহাদিগকে শত্রুর ধ্বংস বিনাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভের সুসংবাদ জ্ঞাপন।

আয়াত ১৩০-১৩৭ ঃ ফির'আওনীদের উপর দুর্ভিক্ষের শাস্তি, তাহাদের মূসা (আ) ও তাঁহার সংগীয়দের বিরুদ্ধে 'অপয়া' হওয়ার অভিযোগ ও দুর্বিনীত উক্তি, যুগপৎ মু'জিযা ও শাস্তি রূপে অতিবৃষ্টি, তুফান, ফসলবিনাশী (পংগপাল) ফসল নষ্টকারী ঘুন পোকা, হাঁড়ি-পাত্র ও ঘরে বাইরে শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ এবং প্রতিটি সংকটে অবাধ্যদের ঈমান ও আনুগত্যের অংগীকার এবং মূসা (আ)-এর দু'আয় বিপদ কাটিয়া গেলে পুনঃ যথা পূর্ব ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা, অবশেষে সাগরে ডুবাইয়া গণমৃত্যুর শাস্তি প্রদান, নির্যাতিত বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা পূরণ মুক্তি লাভ ও বিশাল রাজত্ব লাভ ফির'আওনীদের প্রতিপত্তি ও জন্দ সমঝের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন।

আয়াত ১৩৮-১৪১ ঃ নিরাপদ সাগর পাড়ি দিয়া মুক্তি লাভকারী বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে দেখিয়া তাহাদের অনুরূপ প্রতীকরূপী 'ইলাহ' গড়িয়া দেওয়ার আবদার, তাহাদের মূর্খতা-দুঃসাহসিকতায় মূসা (আ)-এর বিস্ময় ও আত্মসম্বরণ এবং দুর্ধর্ষ ফির'আওনীদের অধীনতা ও নিষ্পেষণ হইতে মহামুক্তির অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া কৃতজ্ঞ হওয়ার আহ্বান।

আয়াত ১৪১-১৪৭ ঃ হারূন (আ)-কে কওমের দায়িত্ব প্রদান করিয়া আসমানী শরী'আত ও কিতাব (তাওরাত) প্রাপ্তির জন্য মূসা (আ)-এর তূ'র পাহাড়ে গমন, ত্রিশ দিবারাত্র ও পরিবর্তিতরূপে চল্লিশ দিবারাত্র অবস্থান, মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলার সরাসরি কথোপকথন, মূসা (আ)-এর আল্লাহকে দেখিবার বাসনা, উহার অসম্ভবতা নিরূপণ করিয়া 'তাজাল্লী' অবলোকনের আদেশ এবং সর্ববিষয়ের সুচারু বিবরণ সম্বলিত 'লিপি' (তাওহীত) প্রাপ্তি, মূসা (আ)-কে তাঁহার সম্প্রদায়ের দুর্বিনীতি আচরণ ও অবাধ্যতার পূর্বাভাস প্রদান এবং অবিশ্বাসীদের করুন পরিণতির সতর্কবাণী।

আয়াত ১৪৮ ঃ অহংকার ও উদাসীনতা সুবোধ, সুবুদ্ধি ও আসমানী ইলমের জন্য বড় বাধা, আখিরাতে অবিশ্বাসীদের কোন আমল কাজে আসিবে না।

আয়াত ১৪৮-১৫৩ ঃ মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতির সুযোগে স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা দুরাচার সামিরীর গোবৎস তৈরী ও উহাকে বনী ইসলাঈলের 'ইলাহ' সাব্যস্ত করা, প্রত্যাবর্তনের পর মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধের প্রকাশ, সতর্কীকরণ ও তাহাদের অনুতপ্ত হওয়া, দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতির ধারণায় হারূন (আ)-এর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ, হারূন (আ)-এর আত্মপক্ষ সমর্থন ও অপরাগতা প্রকাশ, মূসা (আ)-এর নিজের ও ভাইয়ের জন্য মা'গফিরাত ও রহমাতের দু'আ, গোবৎসের পূজারীদের জন্য আল্লাহর ক্রোধ ও পৃথিবীতে লাঞ্ছনার জীবন, তওবাকারীদের জন্য রহমাত ও মাগফিরাতের আশ্বাস।

আয়াত ১৫৪-১৫৬ ঃ তাওরাত আল্লাহর কিতাব হওয়ার সত্যায়ন ও দুর্বিনীত বনী ইসরাঈলের আপত্তি নিরসনের জন্য বাছাইকৃত সত্তরজনকে তূর পাহাড়ে আনয়ন, নিজ কানে আল্লাহর কালাম শুনিবার পর তাহাদের আল্লাহকে দেখিবার বেয়াদবীপূর্ণ আবদার, প্রচণ্ড বজ্রপাত ও প্রকম্পনে

তাহাদের মৃত্যু বা মৃত্যুপ্রায় হওয়া, তাহাদিগকে চেতনা বা জীবন ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য মূসা (আ)-এর সকাতর দু'আ।

আয়াত ১৫৭ ঃ শেষ নবীর আগমনের পরে ঈমানদার হওয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে সীমিত, তাওরাত ইনজীলে সেই উম্মী নবী-রাসূলের গুণাবলী ও কর্মধারার সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহাকে সাহায্য সহায়তাদানকারীরাই সফলকাম।

আয়াত ১৫৮-১৫৯ ঃ কু'রআনের বাহক রাসূলের বিশ্বরাসূল বনী ইসরাঈলসহ সমগ্র বিশ্বমানব ও জিন্ন সম্প্রদয়ের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সর্বশেষ রাসূল হওয়ার ঘোষণা প্রদানের আদেশ—বলুন, হে বিশ্ববাসী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত রাসূল (আয়াত ১৫৮) উম্মী নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের বিশ্বজনীন আদেশ।

আয়াত ১৬০-১৬২ ঃ বনী ইসরাঈলকে বারটি উপগোত্রে বিভক্ত করা, লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করিয়া বারটি ঝর্ণধারা প্রবাহিত করিয়া এবং আকাশ হইতে 'মান্ন' ও 'সালওয়া' নাযিল করিয়া দিশাহারা বনী ইসরাঈলের খাদ্য-পানীয়ের সমস্যার সমাধান, জিহাদে বনী ইসরাঈলের অনীহা, আল্লাহর আদেশ পালনে ধৃষ্ঠতা এবং তাহাতে আসমানী আযাবে পতিত হওয়া।

আয়াত ১৬৩-১৭০ ঃ সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী য়াহূদীদের শনিবারের বিধিনিষেধ পালনে ছলচাতুরী, উহার পরিণতি স্মরণ করাইয়া চরম অবাধ্যদের ব্যাপারে নিরাস হইয়া কিছু লোকের তাহাদিগকে উপদেশ দান, অবাধ্যদের কঠোর শাস্তি ও উপদেশদাতাদের নাজাত লাভ, একদল অবাধ্যকে নিকৃষ্ট বানরে রূপান্তরিত করা, কিয়ামত পর্যন্ত য়াহূদীদের জন্য লাঞ্ছনা নির্যাতন অবধারিত হওয়া, তাহাদের বিভিন্ন উপদলে এবং পুণ্যবান ও অপুণ্যবানে বিভক্তি।

আয়াত ১৭১ ঃ দৃষ্টান্ত য়াহূদীদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া আল্লাহর বিধান ধারণ করিবার দৃঢ় আদেশ।

আয়াত ১৭২-১৭৭ ঃ আত্মার জগতে সমগ্র মানবজাতির নিকট হইতে আল্লাহর 'রব' হওয়ার সম্মিলিত স্বীকারোক্তি গ্রহণ—আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তাহারা বলিল, অবশ্যই (আয়াত-১৭২)।

আয়াত ১৭৮-১৭৯ ঃ হিদায়াত ও গোমরাহী মানুষের চেষ্টা-সাধনার পরিণতিরূপে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, জাহান্নামীদিগকে চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় (দর্শন শ্রবণ ও অনুধাবন) শক্তি কাজে না লাগাইবার কারণে পশুরও অধম সাব্যস্ত করা।

আয়াত ১৮০ ঃ আল্লাহ তা'আলার সর্বোত্তম নামসমূহ—আল্লাহর আছে অনেক সুন্দর নাম, সেই সকল নাম দ্বারা আল্লাহকে ডাকিবার আদেশ।

আয়াত ১৮১-১৮৩ ঃ কতিপয় মানুষের ন্যায়পন্থী হওয়ার সাধুবাদ, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবকাশ ও সুযোগ আসলে পাকড়াও করিবার জন্য আল্লাহর কৌশল মাত্র।

আয়াত ১৮৪-১৮৬ ঃ রাসূলের সুস্থ সচেতন হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার মহা কুদরত সম্পর্কে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানো ও মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার কথা ভাবিয়া সত্যে উপনীত হওয়ার উপদেশ।

আয়াত ১৮৭-১৮৮ ঃ কিয়ামত কবে হইবে এই প্রশ্ন অবান্তর, রাসূলও তাহা সুনির্দিষ্টরূপে অবগত নহেন, একমাত্র আল্লাহই উহা অবগত। তবে উহা সংঘটিত হইবে অতর্কিতেই, রাসূলের 'আলিমুল-গা'য়ব তো দূরের কথা, তিনি নিজের লাভ ক্ষতির মালিকও নন, তাঁহার কর্তব্য ও পদমর্যাদা সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর।

আয়াত ১৮৯-১৯৮ ঃ একই প্রাণ (আদম হইতে সকল মানবের সৃষ্টি একই প্রাণ হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন) সন্তান গর্ভে থাকাকালে নিরাপত্তার জন্য এক আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ এবং সন্তান জন্মের পরে কোন কোন বনী আদমের সন্তানের নাম রাখা তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সূক্ষ্ম (খাফী) শিরকে লিপ্ত হওয়া, অথচ যাহাদিগকে শরীক করা হয় (প্রতিমা) তাহার সৃষ্টি করিবার, বিপদাপদে সাহায্য করিবার এবং হিদায়াতের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাটুকুও রাখে না।

আয়াত ১৯৯-২০৩ ঃ অবিশ্বাসীদের গর্হিত কর্ম ও নির্যাতনের বিপরীতে রাসূল ও মুমিনদের মার্জনা ও এড়াইয়া যাওয়ার তা'লীম, শয়তানের প্ররোচণায় ইহাতে কখনও বিচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার আদেশ, শয়তানের প্রতারণায় বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হইলে মুত্তাকীদের আল্লাহকে স্মরণ করিবার প্রতিবেধক দ্বারা সচেতনতা লাভ, পক্ষান্তরে শয়তানের অনুগামীদের পূর্ণমাত্রায় গোমরাহীতে অবস্থান করা, রাসূলকে মু'জিযা দেখাইবার ফরমায়েশের বিপরীতে তাঁহার শুধু সত্যের জ্ঞানদীপ্ত ওহীর অনুগামী হওয়ার জবাব প্রদানের আদেশ।

আয়াত ২০৪ ঃ কু'রআন তিলাওয়াতকালে মনোযোগসহ শ্রবণ ও নিরবতা অবলম্বনের আদেশ, যিকির ইবাদাত তিলাওয়াতে সরব ও নিরবতার মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণের ও সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের আদেশ, বিশিষ্ট ফেরেশতাগণেরও আল্লাহর জন্য তাসবীহ ও সিজদারত হওয়ার উল্লেখ দ্বারা অনুপ্রেরণা দান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাহ'মূদ ইব্ন 'উমার আয্-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৬৫-১৩৯; (২) আবুল-ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, মুখতাস'ার তাফসীর ইব্ন কাছীর, দারুল-কুরআনিল কারীম, বৈরূত ৫ম মু. ১৪০০ হি., ২খ., পৃ. ৫-৮১; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহমাদ আনস'ারী কু'রতু'বী, আল-জামি' লিআহ'কামিল-কু'রআন (তাফসীর কু'রতু'বী), দারু ইহয়াইত তুরাছিল-আরাবী, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ৪/৭ খ., পৃ. ১৬০-২৩১; (৪) মাহ'মূদ আলূসী বাগদাদী, তাফসীর রূহু'ল' মা'আনী, দারুত তুরাছিল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি. ৪/৮খ., পৃ. ৭৪-১৭৫, ৫/৯ খ., পৃ. ১৫৫; (৫) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, আত-তাফসীরুল-মাজ'হারী, মাকতাবা-ই রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৩২৫-৪৫৬; (৬) সায়্যিদ কু'তু'ব শহীদ, তাফসীর ফী জি'লালিল-কু'রআন, দারুশ শুরুক, বৈরূত/কায়রো ১৪০০/১৯৮০, ৩খ., পৃ. ১২৪৩-১৩৩৯; (৭) জালালুদ্দীন (সুয়ূতী/মুহাল্লী), তাফসীরে জালালায়ন, পৃ. ২০৫-২৩৭, মুখতার এন্ড কো., দেওবন্দ, ভারত ১৯৭৬ খৃ.; (৮) মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ কুমিল্লা/করাচী, ১৪০৪/১৯৮৩, ৩খ., পৃ. ৬১৪-৬৩১; ৪খ., পৃ. ১১-১৭০; (৯) দাইরাতুল মা'আরিফ আল- ইসলামিয়া, ১খ., পৃ. ৮৭৯-৮৮০।

মুহাম্মাদ ইসমাইল

আল-আ'রাফ (الاعراف) ঃ 'উরফ (عرف)-এর বহুবচন "উচ্চ স্থান" "চূড়া"। কুরআন মাজীদ, ৭ [আল-আ'রাফ] ৪৬ আয়াতে হাশর দিবসের প্রতিদান ও শাস্তির যে চিত্র অংকন করা হইয়াছে উহাতে একটি পর্দা (হিজাব)-র উল্লেখ আছে, যাহা জান্নাতবাসীকে জাহান্নামবাসী হইতে পৃথক করে এবং তাহাদের হইতেও যাহারা আ'রাফ-এ রহিয়াছে এবং উভয় দলকে তাহাদের লক্ষণাদি দ্বারা চিনিতে পারা যাইবে (৪৮ আয়াত "আসহাবুল আ'রাফ)। T. Andrae-এর মতে আসহাবুল আরাফ সম্ভবত জান্নাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীসমূহে অবস্থানকারিগণ যাঁহারা সেইখান হইতে নিম্নের জাহান্নাম ও জান্নাত উভয় স্থান দেখিতে পারিবেন" সম্ভবত এই ইঙ্গিত বিশেষভাবে আল্লাহর রাসূলদের প্রতি করা হইয়াছে যাঁহারা শেষ বিচারের দিন সৎ লোকদেরকে অসৎ লোকদের হইতে পৃথক করিবার ক্ষেত্রে পুনরায় দায়িত্বভার পালন করিবেন।

[এইখানে রিজাল শব্দের ব্যবহার উক্ত অর্থের সত্যতা প্রমাণ করে; কেননা রিসালাত পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। লিসানুল-'আরাব-এ উল্লেখ আছে, আস'হাবুল- আ'রাফ হলেন আম্বিয়া সম্প্রদায়। এই হিসাবে আ'রাফ হইল সুউচ্চ স্থানের নাম, ইহাতে তাঁহাদের মান ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। লিসানুল-'আরাব-এ আছে, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-কে "আহলু'ল- কু'রআন 'উরাফাউ আহলি'ল-জান্না" এই বাণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, উহার অর্থ "রুআসাউ আহলিল-জান্না" অর্থাৎ যাঁহারা কু'রআন কারীমের সহিত সম্পর্ক রাখেন তাঁহারা হইবেন জান্নাতবাসীদের নেতা।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর অনুসারে এই ৭ঃ৪৬ আয়াতের لَمْ يَدْخُلُوْهَا ও পরবর্তী ৪৭ নং আয়াতের قَالُوْا رَبَّنَا উভয় ক্রিয়া পদের উহ্য কর্তা (ফা'ইল মুক'দ্দার) হইল আস্'হা'বু'ল-আ'রাফ। এই ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইবে আস্'হা'বু'ল-আ'রাফ সাময়িকভাবে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে অবস্থান করিবে না, বরং উভয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থানে বা অবস্থায় থাকিবে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আ'রাফ-এর অর্থ "Limbo"। খৃস্ট ধর্মমতে ইহা জাহান্নামের সীমান্ত অঞ্চল যেখানে এমন লোকদের আত্মাসমূহ রাখা হইবে যাহারা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের সুযোগ পায় নাই (দ্র. বারযাখ)। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি (৭ঃ৪৬) নিম্নরূপ ঃ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمٰهُمْ.

"উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে"—আয়াতে প্রাচীর শব্দের উল্লেখ নাই। কেবল পর্দার (হি'জাব) উল্লেখ আছে। কু'রআন মাজীদের সপ্তম সূরাটির নাম আল-আ'রাফ। এই সূরায় বিশেষভাবে নবূওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আল্লাহর কিতাব নাযিলের প্রয়োজনীয়তা আল্লাহর প্রত্যাদেশ মানুষকে কিভাবে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে এবং সত্যের বিরোধিতাকারিগণ পরিশেষে কিভাবে অকৃতকার্য হয়। ইহা ছাড়া ইহাতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সার্বজনীন নবূওয়াতেরও উল্লেখ আছে এবং শারী'আতের চুক্তি দ্বারা ফিত'রাত-এর চুক্তির প্রতি আহ্বান করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত'-তাবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩২১ হি, ৭খ., ১২৬-১২৯; (২) R. Bell, 'the men of the Araf (MW. ১৯৩২ খৃ., পৃ., ৪৩-৪৮) ; (৩) Tor Andrae, Der Ursprung das Islams und das Christentum, Uppsala, ১৯২৬ খৃ., ৭৭ প.।

R. Paret (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

সংযোজন

আ'রাফ (اعراف) ঃ 'উরুফ (عُرُفٌ)-এর ব.ব., উচ্চ স্থান, জান্নাত ও জাহান্নামকে পৃথককারী এবং একটি ফটকবিশিষ্ট উচ্চ প্রাচীর (মুজাহিদ), মর্যাদাকর কোন বস্তু বা মোরগের উচ্চ গলদেশের মত তৈরী প্রাচীর বা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী উচ্চ সমতল প্রাচীর ['আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)]। ইব্ন জারীর বলেন, 'উরুফ-এর ব.ব. আ'রাফ, আরবজাতি মাটি হইতে উচ্চ প্রতিটি স্থানকে 'উরুফ বলে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৭ঃ ৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যাধীন)। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী সুউচ্চ সীমান্ত এলাকা (তাফহীমুল-কু'রআন, ৭ঃ৪৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর)। সূরা (৭) আল-আ'রাফের ৪৮ নং আয়াতে আস'হা'বুল-আ'রাফ (আ'রাফবাসিগণ)-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহাদের স্পষ্ট পরিচয় ব্যক্ত করা হয় নাই। কু'রআন মাজীদের ভাষ্যকারগণ এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম কু'রতু'বী প্রমুখ এই সম্পর্কে ১২টি অভিমত নকল করিয়াছেন। তিনটি মত সর্বপ্রধান এবং ইহা উপরিউক্ত অভিমতসমূহের সারসংক্ষেপ।

(এক) আল্লাহ্র একান্ত নৈকট্য লাভকারী ও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী বান্দাগণ। এই ক্ষেত্রেও আবার কয়েকটি ভিন্নমত লক্ষ করা যায়। (ক) প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ আবূ মিজলায (র)-এর বরাতে সহীহ সনদে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন, ইহারা হইলেন ফেরেশতাগণ যাহারা জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীদেরকে চিনেন। কিন্তু ইব্ন কাছীর এই মতকে অখ্যাত এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রেক্ষাপটের বিপরীত সাব্যস্ত করিয়াছেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৯৭, মিসর ১৩০১ হি.)। উপরন্তু ইহা জমহূরের মতেরও বিপরীত। কারণ আয়াতে رِجَالٌ (পুরুষবাচক) শব্দ উক্ত হইয়াছে। অথচ ফেরেশতা পুরুষ বা নারী কোনটি নন। আল্লামা আবূ মুসলিম ইসফাহানী (প্রসিদ্ধ মু'তাযিলী ইমাম) উপরিউক্ত (ক) মতের সমর্থন করিয়া বলেন, ঐ সময় ফেরেশতাগণ পুরুষের অবয়ব ধারণ করিবেন (রূহু'ল-মা'আনী, ৮খ., পৃ. ১০৮)।

(খ) যাজ্জাজ-এর মতে তাঁহারা হইলেন নবী-রাসূলগণ (ফাতহু'ল-কাদীর, ২খ., পৃ. ৯৮)। তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত অবস্থানের কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে সকল মানুষ হইতে পৃথক করিয়া এক অতি উচ্চ স্থানে অবস্থান করাইবেন। সেই স্থান হইতে তাঁহারা জান্নাতবাসী ও দোযখীদেরকে এবং তাহাদের অবস্থা, শাস্তি অথবা পুরস্কার লাভের বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন।

(গ) ইমাম যুহরী (র)-এর মতে, তাঁহারা হইলেন প্রতিটি উম্মতের

সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ, যাহারা কিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীর পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন (রূহু'ল-মা'আনী, ৮খ., পৃ. ১০৮, মিসরীয় সং.)। নাহ্'হা'সও এই মত পোষণ করেন (ফাতহু'ল-ক'াদীর, ২খ., পৃ. ১৯৮)।

(ঘ) আল্লামা আলূসী তাঁহার তাফসীরে লিখিয়াছেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে দাহ্'হা'ক বর্ণনা করেন, 'আব্বাস (রা), হা'মযা (রা), 'আলী (রা) ও জা'ফার তা'য়্যার (রা) হইলেন আস'হা'বুল-আ'রাফ। 'আল্লামা রাশীদ রিদা উপরিউক্ত মত খণ্ডন করিয়া বলেন, এই মত রিওয়ায়াত ভিত্তিক কোন তাফসীর গ্রন্থেই বিদ্যমান নাই। একথা পরিষ্কার যে, ইহা শী'আদের তাফসীর হইতে নকল করা হইয়াছে। উপরিউক্ত কথা সংশ্লিষ্ট আয়াতের বক্তব্য ও প্রেক্ষাপটেরও বিপরীত (তাফসীর আল-মানার, ৮খ., পৃ. ৪৩৩)।

(ঙ) প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ও মুফাসসির মুজাহিদ (র) বলেন, উম্মতের সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ফাকীহগণ ও 'আলিমগণ হইলেন আস'হা'বুল আ'রাফ। অবশ্য এই মতের সমর্থনে কোন দলীল নাই। ইব্ন কাছীরের মতে ইহা একটি অখ্যাত মত (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৯৭)।

(দুই) আস'হা'বুল-আ'রাফ হইল বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একদল লোক যাহারা না জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, আর না দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত, বরং উভয় দলের মধ্যবর্তী স্থান আ'রাফ-এ অবস্থানকারী। এই বিশেষ শ্রেণীর লোক কাহারা তাহা নির্ণয়েও মতভেদ আছে।

(ক) 'আবদুল-'আযীয ইব্ন য়াহ্'য়া আল-কাত্তানী বলেন, তাহারা হইল আহলে ফিত'রাত যাহারা নিজেদের জন্মগত ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করে নাই (যাহারা সত্য দীনের দাওয়াত পায় নাই)। 'আল্লামা খাযিন এই মতের সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহা একটি কষ্টকল্পিত মত। কারণ আ'রাফবাসীরা শেষ পর্যন্ত জান্নাতেই প্রবেশ লাভ করিবে। আর পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত (লুবাবুত-তা'বীল, ২খ., পৃ. ১৯২, মিসরীয় সং.)।

(খ) আস'হা'বুল-আ'রাফ হইল জিন জাতির মধ্যকার ঈমানদারগণ। ইব্ন 'আসাকির, বায়হাকী ও আবূ সা'ঈদ আল-কানজারূদী হযরত আনাস (রা) হইতে এই সম্পর্কিত একটি মারফূ' হাদীছ নকল করিয়াছেন। কিন্তু হা'ফিজ যা'হাবী মন্তব্য করিয়াছেন, ইহা একান্তই প্রত্যাখ্যাত হাদীছ (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৯৭; যা'হাবীর মন্তব্যের জন্য দ্র. 'উমদাতুলকারী, ৭খ., পৃ. ২৮৭, মিসরীয় সং., বাব যিকরিল জিন্ন ওয়া ছাওয়াবিহিম ওয়া 'ইকা'বিহিম)।

(গ) মতান্তরে ইহারা মুশরিকদের শিশু সন্তান, যাহারা বালেগ (মুকাল্লাফ) হওয়ার পূর্বেই মারা গিয়াছে। কিন্তু সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স) এসব শিশুকে জান্নাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত দেখিয়াছেন (সহীহ বুখারী, বাব তা'বীর আর-রু'য়া বা'দা সালাতিস-সুবহি, নং ৭০৪৭)।

(ঘ) মতান্তরে ইহারা অবৈধজাত সন্তান।

(ঙ) মতান্তরে ইহারা অহংকারী ও দাম্ভিক লোক। 'আল্লামা রাশীদ রিদা লিখিয়াছেন, উপরিউক্ত দুইটি মতের কোনও ভিত্তি নাই (তাফসীর আল-মানার, ৮খ., পৃ. ৪৩২)।

(চ) হা'সান বাস'রীর সনদে 'আমর ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদীছে উক্ত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আস'হা'বুল-আ'রাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ইহারা সেইসব লোক যাহাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ সবশেষে লওয়া হইবে। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের কৃতকর্মের বিচার সম্পন্ন করিবার পর ইহাদেরকে বলিবেন, তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারে নাই। অতএব আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম। তোমরা জান্নাতের যাহা ইচ্ছা পানাহার কর (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৯৭)।

কিন্তু উপরিউক্ত মত সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছের বিপরীত। মহানবী (স) বলেন, সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবে সেইসব লোক যাহারা কোন সৎকাজ করে নাই, যাহারা জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ হইয়া কয়লাবত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে জাহান্নাম হইতে নির্গত করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। জান্নাতবাসীরা তাহাদের সম্পর্কে বলিবে, ইহারা 'উতাকা'উর-রাহ'মান (দয়াময়ের আযাদকৃত বান্দা), কোনরূপ সৎকাজ না থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহাদেরকে জান্নাত দান করিয়াছেন [বুখারী, তাওহীদ, বাব ২৪ (৭৫ ঃ ২২-২৩ আয়াত), নং ৭৪৩৯]।

(তিন) মানুষের কৃতকর্ম ওজন বা পরিমাপ করার পর যাহাদের সৎকর্মের পরিমাণ অধিক হইবে তাহারা জান্নাতে এবং যাহাদের বদকাজ বেশি হইবে তাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে। কিন্তু যাহাদের পাপ-পুণ্য সমান হইবে তাহারা হইল আস'হা'বুল-আ'রাফ। হাফিজ আবূ বাক্র ইব্ন মারদাবি'য়া হযরত জাবির (রা)-র সূত্রে, সাঈদ ইব্ন মানসূর, ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবী হা'তিম হযরত 'আবদুর-রহ'মান আল-মুযানী (রা)-র সূত্রে এবং ইব্ন মাজা হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-র সূত্রে যেসব মারফূ' হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ اِسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَقَالَ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ (ابن مرديه).

"জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, যাহাদের পাপ-পুণ্য সমান হইবে তাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলেন ঃ উহারা আ'রাফবাসী। উহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে" (ইব্ন মারদাবি'য়া)।

উপরিউক্ত হাদীছ হইতে এই মতের সমর্থনা পাওয়া যায় যে, ঐসব লোক শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করিয়া জান্নাত লাভের যোগ্য হইয়াছে, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করিয়া দোযখে যাওয়ার অপরাধী হইয়াছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে জমহূর 'উলামা এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন মাস'উদ, হু'য'ায়ফা ইবনুল-য়ামান ও ইব্ন 'আব্বাস (রা)-সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের অধিকাংশ 'আলিম এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৯৫)। কু'রআন মাজীদের আয়াত ঃ

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمٰهُمْ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ.

"এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমাদের শান্তি হউক। তাহারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে" (৭ ঃ ৪৬)।

উপরিউক্ত আয়াত হইতে জানা যায়, আস'হ'াবুল-আ'রাফও শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবে। হাদীছ হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈমানদার পাপী বান্দা, যাহাদের পাপাচার তাহাদের সৎকর্মের তুলনায় অধিক অথবা একমাত্র ঈমান ব্যতীত যাহাদের কোন সৎকর্মই নাই, তাহারাও পরিশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবে (দ্র. পূর্বোদ্ধৃত হাদীছ)। অথচ আ'রাফবাসীদের সৎকর্ম আছে, কিন্তু তাহা তাহাদের পাপাচারের সম-পরিমাণ, তাহারা অবশ্যই উপরিউক্তগণের আগেই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবে। ইহারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যখানে অবস্থানের কারণে উভয় দলকে তাহাদের স্বতন্ত্র চিহ্ন দ্বারা সহজেই চিনিতে পারিবে। জান্নাতবাসীদের দেখামাত্র ইহারা তাহাদেরকে সালাম করিবার মাধ্যমে মুবারকবাদ জানাইবে এবং আল্লাহ্‌র রহমাত লাভের আশা করিয়া জান্নাতে প্রবেশের জন্য উদগ্রীব হইবে, আবার দোযখীদের ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া উহার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে—তিনি যেন তাহাদেরকে দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত না করেন (লুগ'াতুল-কু'রআন, ১খ., পৃ. ১১৪-১১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্বে উক্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

'আরাফা, 'আরাফাত (عرفات/عرفة) ঃ মক্কা হইতে প্রায় ৯ মাইল পূর্ব দিকে একটি পাহাড়ের নাম, ইহাকে جبل الرحمة (করুণার পাহাড়)-ও বলা হয়। ইহার সংলগ্ন প্রান্তরটি 'আরাফা প্রান্তর নামে অভিহিত হয়। পাহাড়টি মাঝামাঝি আকারের এবং গ্রানাইট শিলাগঠিত, আপেক্ষিক উচ্চতা ১৫০-২০০ ফুট। পূর্ব দিকের প্রস্তরের সিঁড়ি শিখর পর্যন্ত গিয়াছে। ষষ্ঠতম ধাপের উচ্চতায় একটি উন্নত মঞ্চ ও তাহাতে একটি মিম্বার রহিয়াছে, এই মিম্বারে দাঁড়াইয়া প্রতি বৎসর ৯ যু'ল-হি'জ্জা ('আরাফার দিন) অপরাহ্ণে ইমাম একটি খুত্'বা প্রদান করেন। শিখরদেশে পূর্বে উম্মু সালমা নামে একটি কু'ব্বা (গুম্বজযুক্ত ঘর) ছিল (ইবন জুবায়র Wright—de Goeje, পৃ. ১৭৩), ওয়াহ্হাবীগণ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। 'আলী বে ও Burton-এর গ্রন্থে এই পাহাড়ের ও সংলগ্ন প্রান্তরের চিত্র পাওয়া যায়।

'আরাফাত প্রান্তরগণ 'আরাফাত পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত; ইহার পূর্ব প্রান্ত ত'াইফ-এর উচ্চ পর্বতমালায় ঘেরা। বৎসরে মাত্র ১ দিন (৯ যু'ল-হি'জ্জা) হাজ্জীগণ হজ্জের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান 'আরাফায় উকূ'ফ (وقوف অবস্থান)-এর জন্য এই প্রান্তরে সমবেত হন, তখন তাঁহাদের দুই প্রস্থ সেলাইবিহীন সাদা পোশাক, তাঁহাদের অসংখ্য তাঁবুর সারি আর তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ নিসৃত লাব্বায়ক (لبيك) ধ্বনি এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, মর্মস্পর্শী চেতনা জাগায় এবং অনির্বচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে! এই প্রসঙ্গ Burckhardt, বিশেষত Snouck Hurgronje, Bilder aus Mekka, ১৩শ হইতে ১৬শ অধ্যায়ের ছবিগুলি দ্র.। 'আরাফাতে উকূ'ফ বা স্থিতিকাল উল্লিখিত তারিখের (নবম) মধ্যাহ্নের (زوال) পর হইতে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত থাকে। উচ্চৈঃস্বরে লাব্বায়ক বলা, খুতবা শ্রবণ, স'ালাত আদায় ও আল্লাহর মহিমা ঘোষণা, ইহ-পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা, কু'রআন পাঠ ইত্যাদিতে হাজ্জীগণ 'আরাফাতে স্থিতিকালটি ব্যয় করেন।

'আরাফা নামের উৎপত্তি অজ্ঞাত। নামটির তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হয়, জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর আদাম ও হ'াওওয়া (আ) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং পরস্পর পরিচয় (تعارف) লাভ করেন, 'আরবী গ্রন্থকারগণ 'আরাফা নামের ইত্যাকার ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wustenfeld, Die Chroniken der stadt Mekka, i-418-419, ii-89 etc.; (২) য়াকূত, মু'জাম, ৩খ., ৬৪৫-৬৪৬; (৩) ইবন জুবায়র (ed. Wright-de Goeje), P. 168-169 ; (৪) ইবন বাত্তূতা (ed. Paris), ১খ., ৩৯৭-৩৯৮ ; (৫) Burckhardt, Travels in Arabia ২খ., ১৮৬; (৬) `Ali Bey, Travels, i-67 প.; (৭) Burton, Pilgrimage to el Medinah and Meccah (2nd ed.), ii, 214 প.; (৮) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, P. 141 প.; (৯) আল-বাতানূনী, আর-রিহ'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যা, পৃ. ১৮৬ পৃ.; (১০) ইব'রাহীম রিফ'আত, মিরআতু'ল-হ'ারামায়ন, ১খ., ৩৩৫ প.; (১১) দা. মা. ই., ১৩ খ., ২৬৫ প.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

সংযোজন

'আরাফাত (عرفات) ঃ তিন দিকে পাহাড় ঘেরা গাছপালা শূন্য একটি ধনুকাকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তর, দৈর্ঘ্যে দুই মাইল ও প্রস্থে দুই মাইল একটি সমতল ময়দান যেখানে হজ্জ আদায়কারিগণ ৯ যিলহজ্জ তারিখে সমবেত হন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেন। 'আরাফাহ (عَرَفَةُ) ও 'আরাফাত (عَرَفَاتُ) দুইটি নামই আরবদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহার অবস্থান মক্কা হইতে পূর্বদিকে ২১ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরত্বে। আল-ক'ামূস ও তাজুল-'আরূস অভিধানদ্বয়ে ১২ মাইল দূরত্ব উল্লেখ আছে (দ্র. শিরো.)। কু'রআন মাজীদে মাত্র একবার এই প্রান্তরের নামোল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

منطقة عرفات
ARAFAT ZONE
TO KING FAHD ROAD
ROAD NO. (8)
ROAD NO. (7)
ROAD NO. (6)
WADI
ARANAH
ARAFAT BOUNDARY
SMALL CARS HAJJ RESERVATION

মানচিত্রে মক্কা মু'আজ্জামা হইতে মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত ময়দানের অবস্থান নির্দেশ করা হইয়াছে।
কা'বা ঘর
মিনা
মুযদালিফা
আরাফাত
3rd RING ROAD
2nd RING ROAD
MUZDALIFAH
JABAL AL LARDY
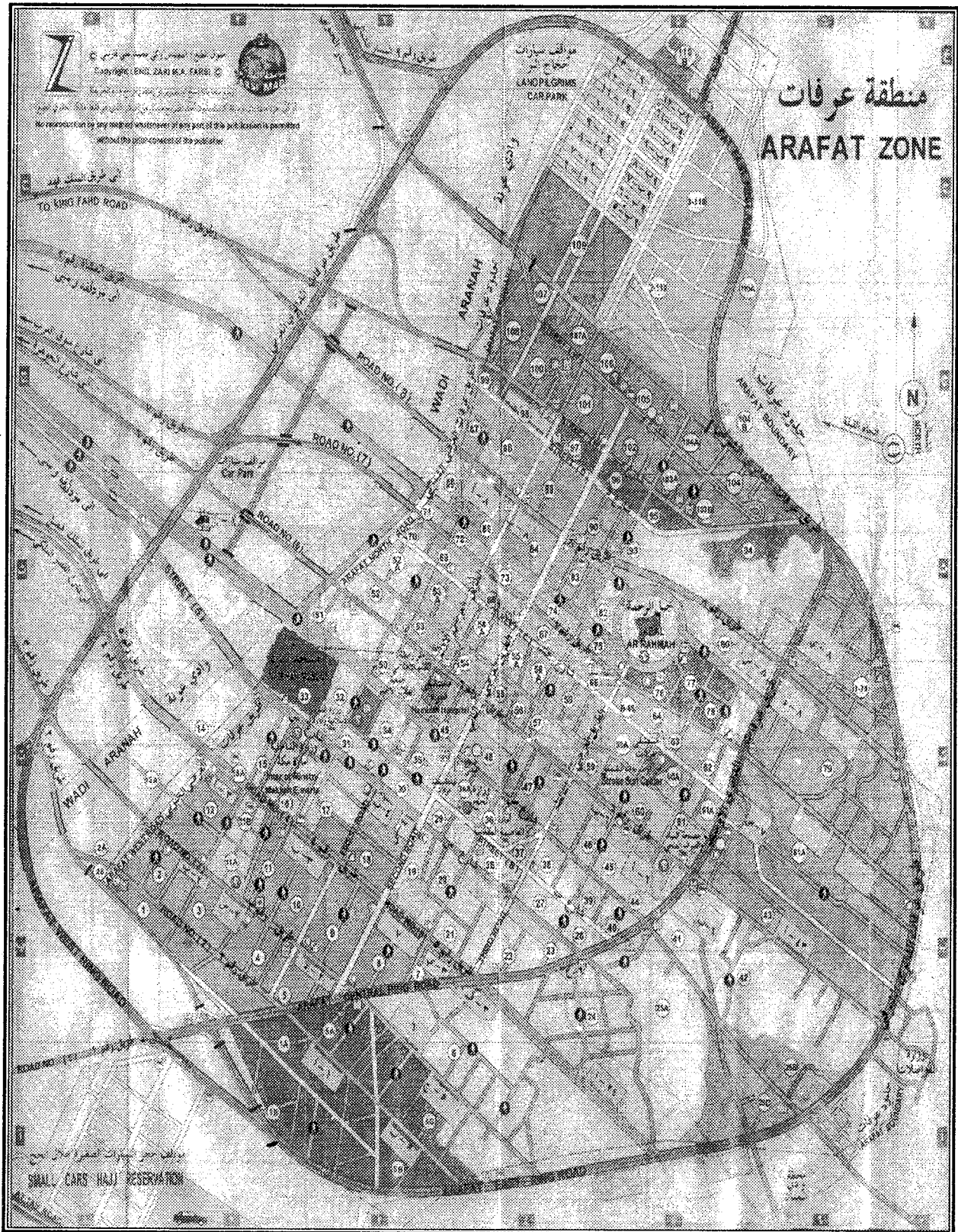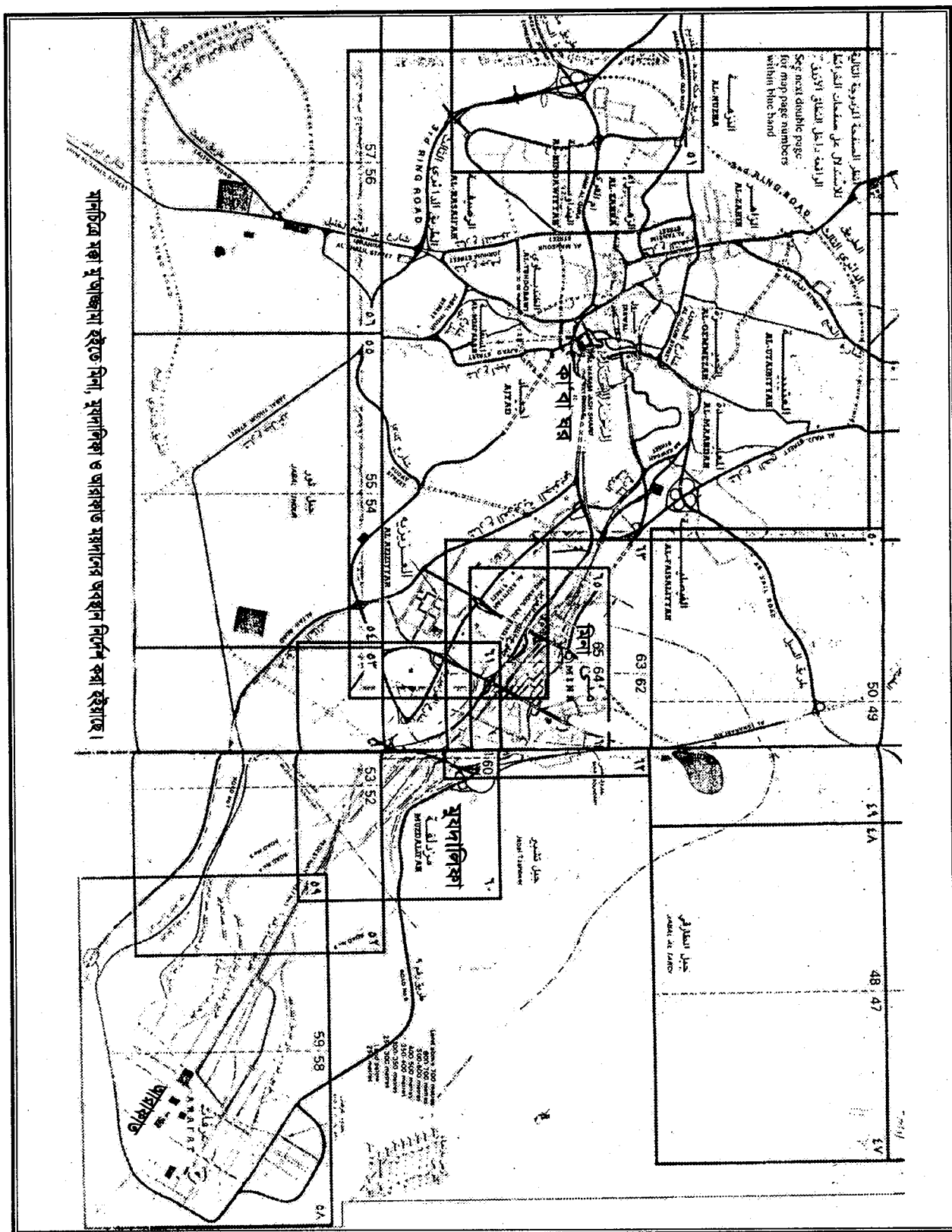
জাবালুর রহমাত (আরাফাত)
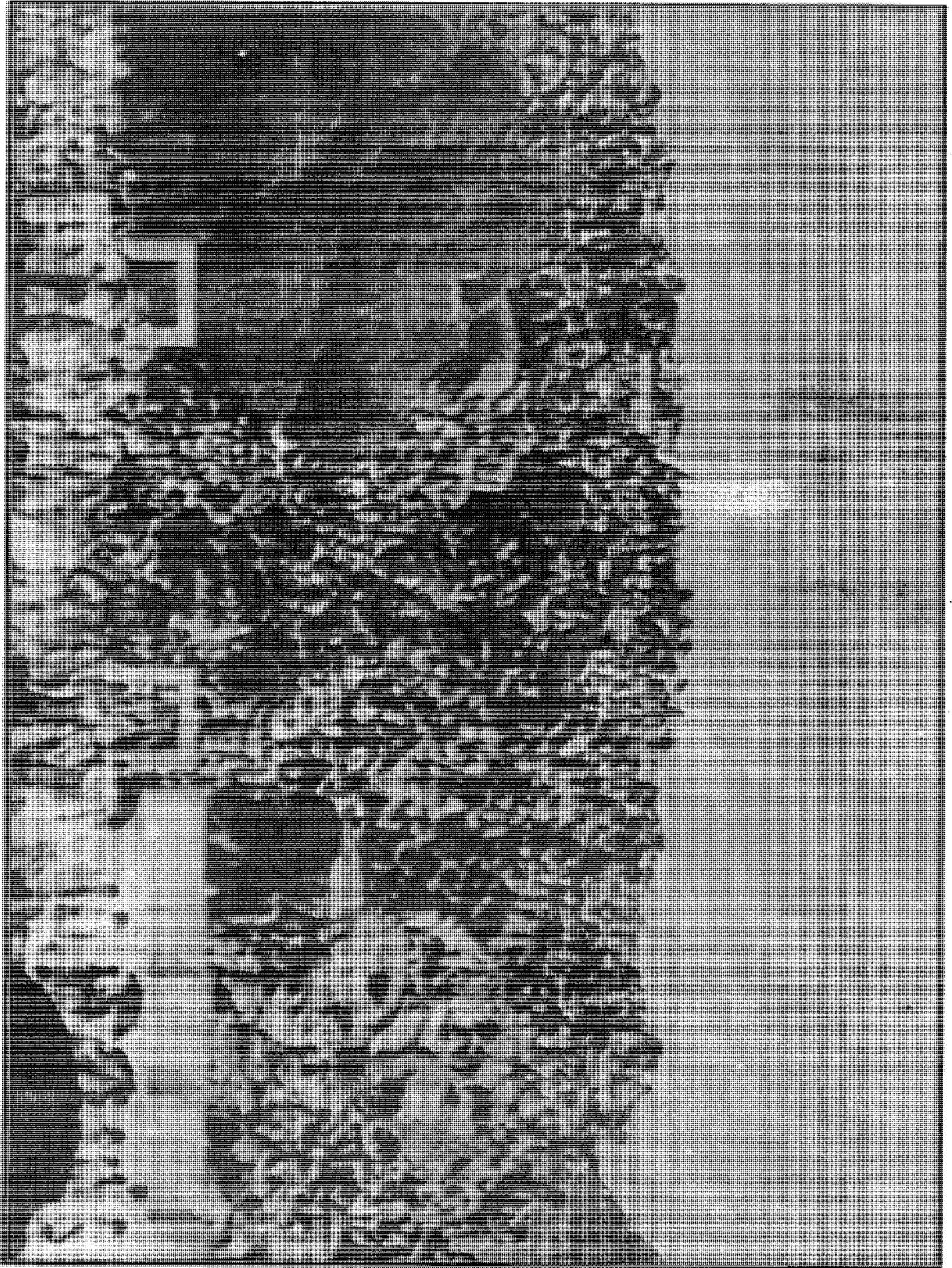
মসজিদ নামিরা
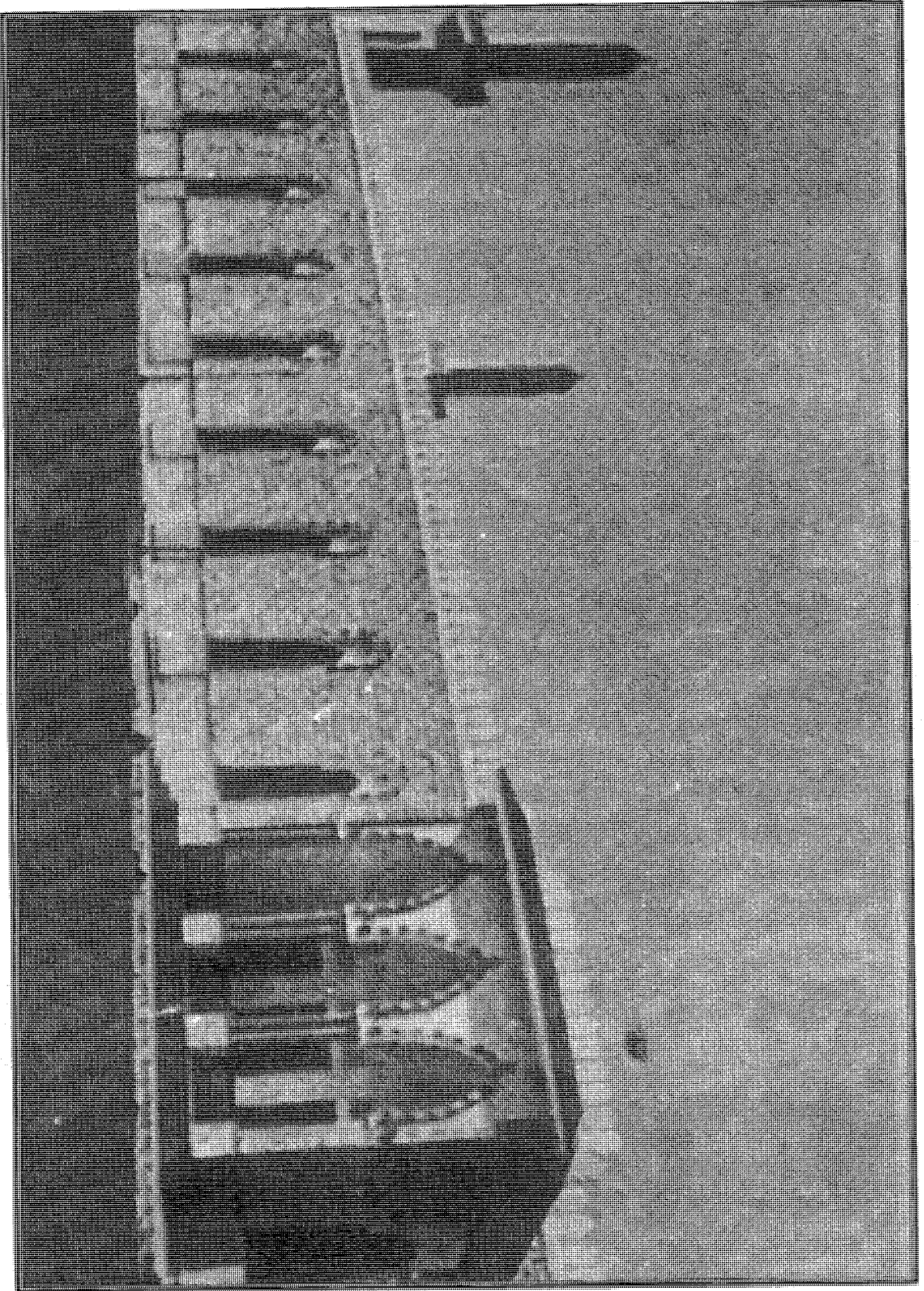
৯ যিলহজ্জ আরাফাত ময়দানের দৃশ্য
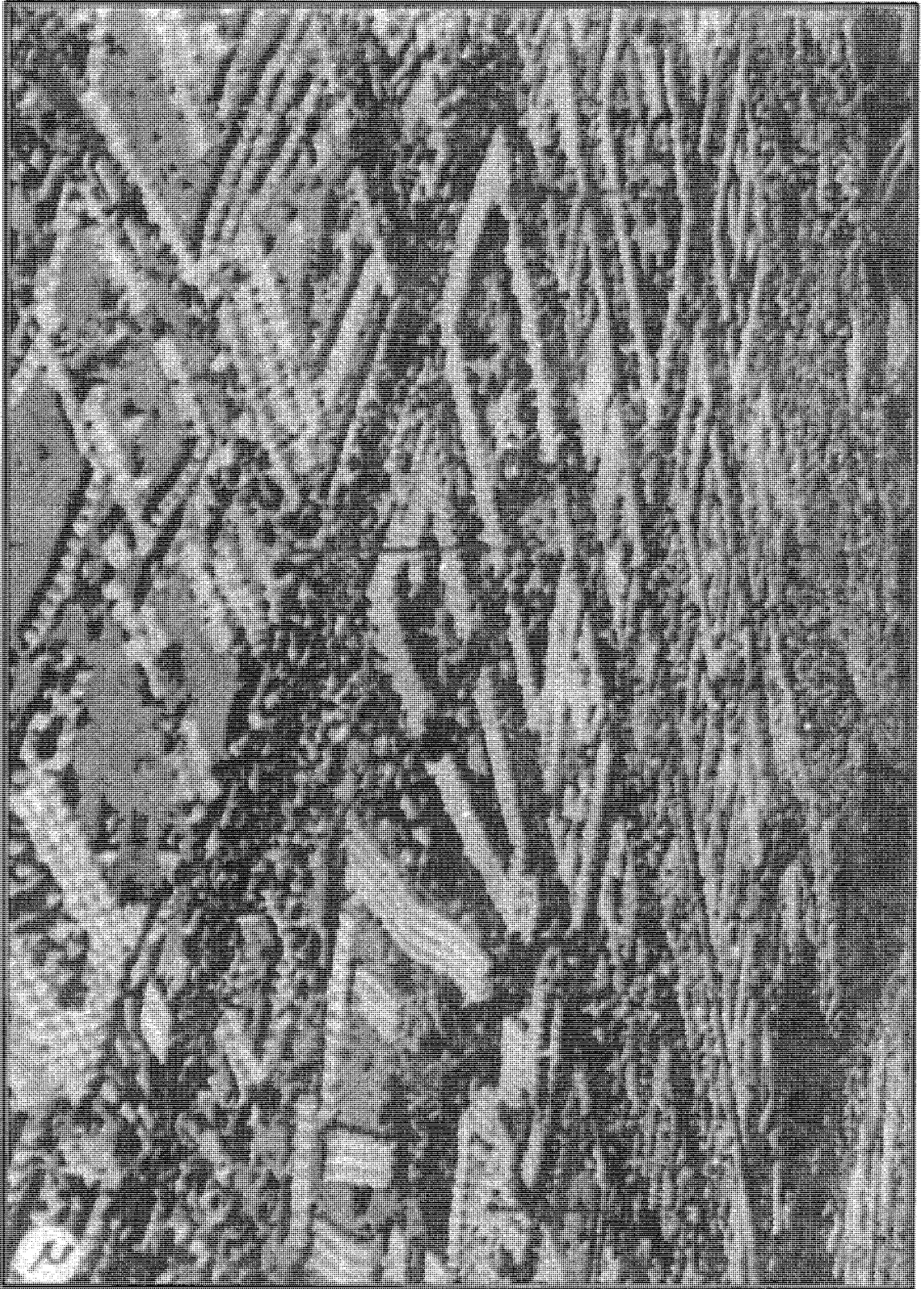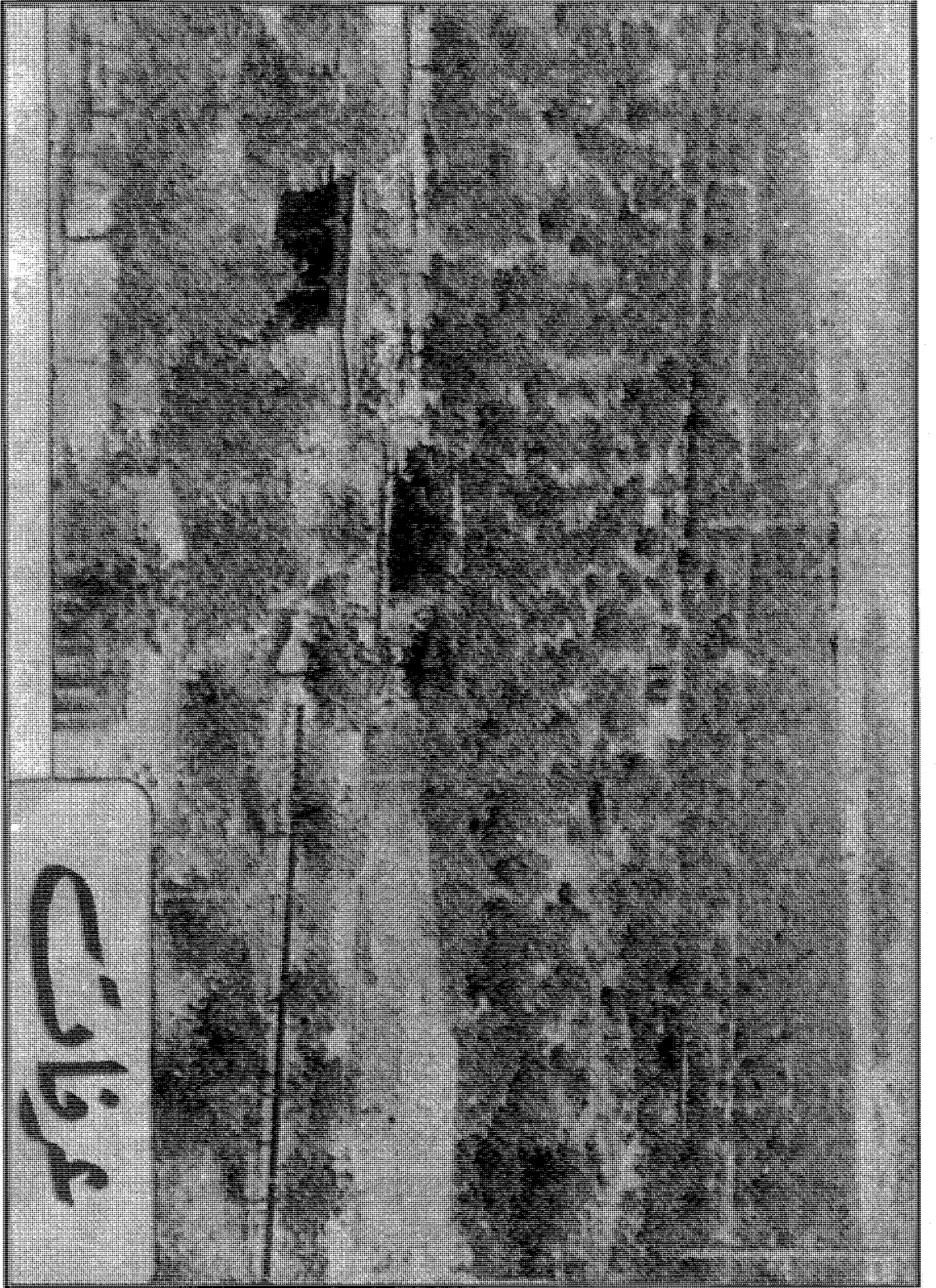
বৃক্ষ শোভিত আরাফাত ময়দান। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে সরবরাহকৃত নিম গাছের চারা এই বিশাল ময়দানব্যাপী রোপণ করা হয়। দিনে দিনে গাছগুলি বাড়িয়া উঠিতেছে। ইতিপূর্বে ময়দানটি ছিল বৃক্ষশূন্য।

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

"যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে" (২ ঃ ১৯৮)।

'আরাফাত নামকরণ সম্পর্কে তাজুল-'আরূস অভিধানে নিম্নোক্ত অভিমতসমূহ উক্ত হইয়াছে ঃ

(এক) জান্নাত হইতে নির্গমনের পর হযরত আদম ও হা'ওয়া (আ)-এর পরস্পর সর্বপ্রথম সাক্ষাত হইয়াছিল পৃথিবীর এই স্থানে। তাই স্থানটির নাম হইয়াছে 'আরাফাত (পরিচিতি/পরিচয়)।

(দুই) হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের নিয়ম-কানূন শিক্ষা দিবার পর এই স্থানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, اَعَرَفْتَ اَعَرَفْتَ (আপনি জ্ঞাত হইলেন, আপনি জ্ঞাত হইলেন) ? উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, اَعْرَفْتُ اَعْرَفْتُ (আমি অবহিত হইলাম, আমি অবহিত হইলাম)। উক্ত শব্দ হইতে আরাফাত নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(তিন) যেহেতু এলাকাটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ সেহেতু আরাফাত নামকরণ করা হইয়াছে। كَاَنَّهَا عُرِّفَتْ (যেন ইহাকে খোশবুদার করা হইয়াছে)। আরবী ভাষায় عَرْفٌ শব্দটি 'সুগন্ধি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

(চার) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত লোকজন এখানে পরস্পর পরিচিত হয়, তাই ইহা উক্ত নামে আখ্যায়িত হইয়াছে।

(পাঁচ) এখানে দু'আ-দরূদ ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করিয়া থাকে, তাই উক্ত নামকরণ হইয়াছে।

(ছয়) 'আল্লামা আলূসী আরও একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানের উচ্চ মর্যাদার কারণে 'আরাফাত নামকরণ করা হইয়াছে। বহুবচনের শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে আধিক্য (মুবালাগা) বুঝাইবার জন্য, অর্থাৎ বিশেষ পরিচিতির স্থান হইল আরাফাত। বিশেষজ্ঞগণের মতে আরাফাত অবধারিতরূপে اسماء مرتجلة (মানুষের মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত নাম)-এর অন্তর্ভুক্ত (রূহু'ল- মা'আনী, ৩খ., পৃ. ৮৮)।

মক্কার হারাম (حَرَمٌ) এলাকা যেথায় শেষ হইয়াছে তথা হইতে আরাফাত এলাকার সূচনা। অর্থাৎ আরাফাত মক্কার নিষিদ্ধ এলাকার বাহিরে অবস্থিত। আরাফাত-এর পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'উরানা (عُرَانَةُ) উপত্যকা অবস্থিত। ইহা নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার পশ্চিম সীমানায় মুযদালিফা অবস্থিত। মসজিদে নামিরার পশ্চিমের অর্ধেক উরানায় এবং পূর্বের অর্ধেক 'আরাফাতে অবস্থিত। নিষিদ্ধ এলাকা চিহ্নিত পিলারদ্বয়ের পূর্ব পার্শ্ব 'আরাফাত এবং পশ্চিম পার্শ্ব হারাম এলাকা।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায় হজ্জের সময় এখানে কোন মসজিদ ছিল না। তিনি ৯ যুলহিতজার ভোরবেলা মিনা হইতে রওয়ানা হইয়া নামিরায় পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য আগেভাগে এখানে তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। তিনি প্রথমে এখানে অবতরণ করেন। পূর্ব পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরপর তিনি আরাফাতে যান এবং হজ্জের খুতবা প্রদানের পর যুহর ও আসরের সালাত আদায় করেন (নাসাঈ, মানাকিব, বাব ৫৯, নং ১৯১৩; আবূ দাউদ, মানাসিক, বাবুল-খুরূজ ইলা 'আরাফাহ, নং ১৯১৩)।

পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাঁবুর স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ইহাই মসজিদ নামিরাহ। ইহার অপর নাম মসজিদ ইবরাহীম বা মসজিদ 'উরানা। মসজিদের বর্তমান আয়তন এক লক্ষ বিশ হাজার মিটার। মসজিদে এক হাজার টয়লেট ও বিরাট উযুখানা আছে। ইহাতে ৬০ মিঠার উচ্চ সুদৃশ্য ছয়টি মিনার ও চৌদ্দমিটার উচ্চ তিনটি গোলাকার গম্বুজ আছে (মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৫১১)।

যোগাযোগ ঃ 'আরাফাতের দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেঁষিয়া মক্কা-হাদা-তায়েফ রিং রোড অবস্থিত এবং এই রোডের পাশেই আবিদিয়া উপত্যকায় উম্মুল-কু'রা বিশ্ববিদ্যালয় নগরী নির্মিত হইয়াছে। মিনা ও মুযদালিফার সহিত আরাফাতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য নয়টি পাকা সড়ক নির্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি সড়ক হাজ্জীদের পদব্রজে যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট। আরাফাতের ভিতরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে। এই ময়দানের চারি পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক আছে। ইহাতে চারটি ওভার ব্রিজ আছে, দুইটি পদব্রজে যাতায়াতকারীদের জন্য এবং দুইটি যানবাহন পারাপারের জন্য।

ইহা ব্যতীত পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, গাড়ী পার্কিং, মলমূত্র ত্যাগ ও গোসলের জন্য পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা রহিয়াছে।

হজ্জের অনুষ্ঠান ঃ হজ্জের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হইল 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। হজ্জের বিশেষ তিনটি ফরয কর্তব্যের মধ্যে আরাফাতে অবস্থান (وقوف) অন্যতম। মহানবী (স)-কে 'আরাফাতে অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ "আরাফাতে অবস্থানই হজ্জ, 'আরাফাতে অবস্থানই হজ্জ" (আবূ দাউদ, মানাসিক, বাব ৬৭; তিরমিযী, তাফসীর সূরা ২; ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৫৭, নং ৩০১৫; দারিমী, ঐ, বাব ৫৪)। কতক মনীষীর মতে, এখানে 'আরাফা শব্দের অর্থ 'যু'ল-হি'জ্জার নবম তারিখ' (রূহু'ল-মা'আনী, ২খ., পৃ. ৮৭-৮৮)।

৯ যু'ল-হি'জ্জা মিনা-র সীমার মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করার পর হাজ্জীগণ তালবিয়া ও তাকবীর ধ্বনি উচ্চরণ করিতে করিতে 'আরাফাতে গমন আরম্ভ করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা এই দিন (৯ যু'ল-হি'জ্জা) ভোরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিনা হইতে 'আরাফাতে রওয়ানা করিলাম। আমাদের কতক তাকবীর ধ্বনি বলেন এবং কতক তালবিয়া পাঠ করেন। ইহাতে তাহাদের কেহ একে অপরকে দোষারোপ করেন নাই" (ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৫৩, নং ৩০০৮; আরও দ্র. নাসাঈ, মানাসিক, বাব ১৯১, নং ৩০০১; মুসলিম, হজ্জ, বাব ৪৬, নং ৩০৯৭/২৭৪; বুখারী, হজ্জ, বাব ৮৬, নং ১৬৫৯)।

৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর হইতে পরবর্তী রাত্রের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি 'আরাফাতের ময়দানে দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় বুঝিয়া বা না বুঝিয়া অবস্থান করিলে তাহার 'আরাফাতে উকূফ-এর ফরয আদায় হইবে। মহানবী (স) বলেন, কোন ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রের ফজর নামাযের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে

'আরাফাতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলে তাহার হজ্জ পূর্ণ হইল" (ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৫৭, নং ৩০১৫; আবূ দাঊদ, মানাসিক, বাব ৮৬, নং ১৯৪৯; তিরমিযী, তাফসীর, ২ ঃ ২০৩ নং আয়াতের তাফসীর, নং ২৯৭৫/২২; নাসাঈ, মানাসিক, বাব ২০৩, নং ৩০১৯; দারিমী, মানাসিক, বাব ৫৪, নং ১৮৮৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ., পৃ. ৩০৯, নং ১৮৯৮০)।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, হ'নাফী, শাফি'ঈ ও মালিকী মায'হাব মতে হজ্জের উদ্দেশ্যে 'আরাফাতে উকূফ (অবস্থান)-এর সময়সীমা হইল ৯ যিলহজ্জ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়ার পর হইতে পরবর্তী রাত্রের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত, তবে হ'াম্বালী মায'হাবমতে ঐ সময়ের সূচনা হয় ৯ তারিখের সুবহে সাদিক হইতে। এই সময়সীমার মধ্যে কেহ 'আরাফাতে পৌঁছিতে না পারিলে তাহার হজ্জ আদায় হয় না (পরে আবার হজ্জ করিতে হয়)। 'আরাফাত ত্যাগ করিতে হয় ঐ দিন সূর্যাস্তের পর এবং মুযদালিফায় পৌঁছিয়া মাগ'রিব ও 'ইশার সালাত আদায় করিতে হয়।

'আরাফাতে অবস্থানের ফযীলাত ঃ 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান আল্লাহ্র কাছে খুবই পছন্দনীয়। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ 'আরাফাত দিবসে যত অধিক সংখ্যক লোককে দোযখ হইতে মুক্তি দেন, অন্য কোনও দিন এত লোককে মুক্তি দেন না। মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ এই দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাহাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহারা কি চায়" (ইব্ন মাজা, হজ্জ, বাব ৫৬, নং ৩০১৪; মুসলিম, হজ্জ, বাব ৭৯, নং ৩২৮৮/৪৩৬; নাসাঈ, মানাসিক, বাব ১৯৪, নং ৩০০৬)!

'আব্বাস ইব্ন মিরদাস আস-সুলামী (রা) বলেন, নবী (স) 'আরাফাতের তৃতীয় প্রহরে তাঁহার উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দু'আ করেন। (আল্লাহ্র পক্ষ হইতে) তাঁহাকে জানানো হয়, আমি তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিলাম, স্বৈরাচারী জালিম ব্যতীত। আমি অবশ্যই তাহার উপর নির্যাতিতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। নবী (স) বলেন, হে প্রভু! আপনার মর্জি হইলে নির্যাতিতকে জান্নাত দান করিতে এবং জালিমকে ক্ষমা করিতে পারেন। রাত্রি পর্যন্ত ইহার কোন জওয়াব পাওয়া গেল না। তিনি ভোরবেলা মুযদালিফায় পুনরায় উপরোক্ত দু'আ করিলে তাহা কবুল হইল। নবী (স) আনন্দে মুচকি হাসি দিলে আবূ বাক্র ও 'উমার (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক। আপনি এই (হজ্জের) সময় কখনও হাসেন নাই, অদ্য কোন জিনিস আপনাকে হাসাইয়াছে (আনন্দিত করিয়াছে)? আল্লাহ্ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস যখন জ্ঞাত হইল যে, মহামহিম আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করিয়াছেন এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়াছেন, তখন সে গুড়া মাটি উঠাইয়া নিজ মস্তকের উপর ঢালিতে ঢালিতে বলিল, হায় সর্বনাশ! হায় ধ্বংস! আমি শয়তানের যে অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা আমাকে হাসাইয়াছে" (ইব্ন মাজা, হজ্জ, বাব ৫৬, নং ৩০১৩; মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ., পৃ. ১২, নং ১৫৩০৮)।

'আরাফাতে মহানবী (স)-এর ভাষণ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) হজ্জের অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই ময়দানে তাঁহার জীবনের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যাহা "বিদায় হজ্জের ভাষণ" নামে খ্যাত। আরাফাতের ঠিক মাঝামাঝি 'জাবালুর- রাহ'মাত' নামে একটি পাহাড় আছে, ইহা 'আরাফাতের পাহাড় নামেও খ্যাত। পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের বৃহৎ প্রস্তরগুলির নিকট কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া মহানবী (স) বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন এবং ভাষণশেষে দু'আ করেন। উক্ত ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (এক) মানুষের জানমাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা বিধান, (দুই) সর্বপ্রকার জাহিলী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতির বিলোপ সাধন, (তিন) আর্থিক লেনদেনে সূদ ব্যবস্থার বিলোপ, (চার) নারীর মানবিক ও সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ এবং (পাঁচ) কু'রআন ও হাদীছকে আকড়াইয়া ধরার নির্দেশ ছিল উপরিউক্ত ভাষণের প্রধান বিষয় (দ্র. মুসলিম, হজ্জ, বাব ১৯, নং ২৯৫০/১৪৭; আবূ দাঊদ, মানাসিক, বাব ৫৬, নং ১৯০৫; ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৮৪, নং ৩০৭৪)। মহানবী (স) বলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া গেলাম। তোমরা উভয়টি এক সঙ্গে আকড়াইয়া থাকিলে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না—আল্লাহ্র কিতাব (কু'রআন) এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ তথা হাদীছ" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল-কাদ্র, ৩ নং হাদীছ; মুসলিম, হজ্জ, বাব ১৯, নং ২৯৫০/১৪৭; আবূ দাঊদ, মানাসিক, বাব ৫৬, নং ১৯০৫; ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৮৪, নং ৩০৭৪, শেষোক্ত তিন গ্রন্থে শুধু 'আল্লাহ্র কিতাব'-এর উল্লেখ আছে)।

কু'রআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত ঃ দীন ইসলামকে সমগ্র মানবজাতির একমাত্র অনুসরণীয় ধর্ম এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দীন ঘোষণা করিয়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এই 'আরাফাতের ময়দানে কু'রআন মাজীদের সর্বশেষ 'আয়াত (৫ ঃ ৩) নাযিল করেন। য়াহূদী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হযরত 'উমার (রা)-র নিকট আসিয়া বলিল, আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে, যদি তাহা আমাদের কিতাবে থাকিত তবে আমরা উহা নাযিল হওয়ার দিনকে আনন্দ ('ঈদ) দিবস হিসাবে উদযাপন করিতাম। 'উমার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন আয়াত? সে বলিল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম" (৫ ঃ ৩)।

'উমার (রা) বলেন, আমি অবশ্যই জানি ইহা কখন এবং কোথায় নাযিল হইয়াছে। ইহা 'আরাফাতের ময়দানে জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিল হইয়াছে (মুসলিম, তাফসীর, নং ৭৫২৫/৩-৭৫২৭/৫; বুখারী, ঈমান, বাব ৩৩, নং ৪৫, আরও দ্র. নং ৪৪০৭, ৪৬০৬, ৭২৬৮)।

'আরাফাতে করণীয় ঃ এই পবিত্র, বরকতময় ও মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থানে অবস্থানকালে হ'াজ্জীগণকে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ-দরূদ, যিকির-আয'কার, তওবা-ইসতিগ'ফার ইত্যাদিতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকিতে হয়। মহানবী (স) এখানে অবস্থানকালে উপরিউক্ত আমলগুলি করিয়াছেন। ইহা দু'আ কবুল হওয়ার স্থান।

عن اسامة بن زيد قال كنت رديفا النبى ﷺ بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام باحدى يديه وهو يدع رافع يده الاخرى.

"উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, আমি 'আরাফাতে নবী (স)-এর সহিত তাঁহার বাহনে পিছনদিকে বসা ছিলাম। তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া দু'আ করিলেন। তাঁহার বাহন উষ্ট্রীটি তাঁহাকে-সহ মোড় ঘুরিলে উহার লাগাম পড়িয়া যায়। তিনি এক হাতে লাগাম ধরিয়া অপর হাত উপরে তুলিয়া দু'আ করিতে থাকেন" (নাসাঈ, মানাসিক, বাব রাফ'ইল-য়াদায়ন ফিদ-দু'আ বি'আরাফাহ, নং ৩০১৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'আরাফাত দিবসের দু'আই সর্বোত্তম। আমার পূর্বকালের নবীগণ যাহা বলিয়াছেন এবং আমি যাহা বলি তাহাই উত্তম দু'আ ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرُ.

"আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, রাজত্ব-কর্তৃত্ব তাঁহারই এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান" (তিরমিযী, আবওয়াবুদ-দা'ওয়াত, বাব ফিদ-দু'আ য়াওমি 'আরাফাহ, নং ৩৫৮৫)।

হযরত 'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'আরাফাত দিবসে আরাফাতে অবস্থানকালে দ্বিপ্রহরের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে নিম্নোক্ত দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ خَيْرٌ مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَابِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْئُ بِهِ الرِّيْحُ.

"হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার যেভাবে তুমি বলিয়াছ এবং আমরা যাহা বর্ণনা করি তাহার চাইতেও অধিক উত্তম। হে আল্লাহ! আমার সালাত, আমার ইবাদত (হজ্জ ও কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু তোমার জন্য। অবশেষে তোমার কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার স্বত্ব তোমার মালিকানাধীন। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব, অন্তরের কুচিন্তা ও কাজ-কর্মের অস্থিরতা হইতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বায়ু বাহিত অনিষ্ট হইতেও" (তিরমিযী, আবওয়াবুদ-দা'ওয়াত, বাব ৮৭, নং ৩৫২০; আরও দ্র. বায়হাকী)।

'আরাফাতে যুহর ও আসরের সালাত ঃ হজ্জের সময় এখানে যুহর ও আসরের সালাত যুহরের ওয়াক্তে পড়িতে হয়। প্রথমে যুহরের ফরয দুই রাক্'আত (কসর) পড়ার পর সালাম ফিরাইয়া অতঃপর 'আসরের দুই রাক্'আত ফরয পড়িতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বিদায় হজ্জের সময় উপরিউক্ত নিয়মে এখানে উক্ত দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا اِلَّا بِجَمْعٍ وَّعَرَفَاتٍ.

"রাসূলুল্লাহ (স) 'আরাফাত ও মুযদালিফা ব্যতীত সালাতকে উহার ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করিতেন" (নাসাঈ, মানাসিক, বাব ২০১, নং ৩০১৬)।

حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

"অবশেষে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) সকাল সকাল অগ্রসর হইয়া যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করিলেন" (আবূ দাঊদ, মানাসিক, বাব ৫৯, নং ১৯১৩, ইংরাজী অনু. নং ১৯০৮; আরও দ্র. বুখারী, নং ১৬৫২)।

উল্লেখ্য যে, 'আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনায় হ'াজ্জীগণকে জুমু'আর সালাতের পরিবর্তে যুহরের সালাত আদায় করিতে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

আল-'আরাব (العرب) ঃ 'আরবগণ।

১। 'আরবদের প্রাচীন ইতিহাস।

২। 'আরবদের সম্প্রসারণ-সাধারণ ও 'উর্বর অর্ধ চন্দ্র'।

৩। 'আরবদের সম্প্রসারণ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইরান; পরিশিষ্ট ঃ মধ্যএশিয়ায় 'আরবগণ।

৪। 'আরবদের সম্প্রসারণ ঃ মিসর।

৫। 'আরবদের সম্প্রসারণ ঃ উত্তর আফ্রিকা [দ্র. জাযীরা আল-'আরব, 'আরাবিয়্যা ও বিভিন্ন 'আরবদেশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ নিচয়]।

১। 'আরবদের প্রাচীন ইতিহাস

['আরবদের নৃতাত্ত্বিক মূল সম্বন্ধে দ্র. "জাযীরা আল-'আরাব" প্রবন্ধের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ (Ethnography) অংশ; তু. এই প্রবন্ধের পরিচ্ছেদ ২]।

'আরবদের আদি ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। তাহাদের মূল ও প্রাথমিক যুগ নিয়ন্ত্রক ঘটনাবলী আমাদের নিকট একই রূপ অজ্ঞাত। হয়ত আমরা তাহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক জানিতে পারিতাম যদি যুরানিয়ুস

(Uranius)-এর 'আরাবিকা'-র পাঁচটি অধ্যায় সংরক্ষিত থাকিত। 'আরবদের সম্বন্ধে এইগুলিই ছিল বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধ। আমরা তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহার প্রধান উৎস আসীরীয় (Assyrian) দলীলসমূহ, চিরায়ত (Classical) লেখকগণ, আর ইসলামের অব্যবহিত প্রাক-ইসলামী তিন শতাব্দীর ইতিহাস, কতিপয় প্রাক-ইসলামী নাবাতীয় (Nabataean) ও 'আরবী উৎকীর্ণ লিপি।

সম্ভবত "আরামীয় (The Aramaean)" বেদুঈনগণ ছিল 'আরবদের পূর্বসূরী। এই বেদুঈনগণ ৮৮০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে ফুরাত নদীর উজান এলাকায় বেত্যামানী (Bet Zamani)-এর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল আর আসীরীয় রাজা অসুর নাসির পাল (Assur Nasirpal)-এর অধীনস্থ স্থানীয় শাসককে উৎখাত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের আসীরীয়া-বিরোধী নীতি পরবর্তী কালে 'আরবগণ অনুসরণ করে। ইতিহাসে 'আরবদের প্রথম আবির্ভাব ৮৫৪ খৃস্ট-পূর্বাব্দে। গিন্দিবু (Gindibu) নামক আরবের ছিল এক সহস্র উষ্ট্রারোহী সৈন্যের এক বাহিনী। এই বাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল আরিবি (Aribi) এলাকার সৈনিকগণ দ্বারা। কারকার (Karkar)-এর যুদ্ধে গিন্দিবু দামিশ্‌কের বির-'ইদরি (Bir-idri)-এর (বাইবেলোক্ত দ্বিতীয় বেন হগণেরাদাদ)-এর পক্ষে যোগদান করে। এই যুদ্ধ ছিল আসীরীয় নৃপতি তৃতীয় সালমানাসার (Salmanassar III) বিরুদ্ধে। কথিত আছে, এই যুদ্ধে আসীরীয় নৃপতিই সফল হন। সম্ভবত গিন্দিবুর শিবির ছিল দামিশকের দক্ষিণ-পূর্ব কোনও স্থানে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, 'আরব উপদ্বীপের বেদুঈনদের আদি নিবাস সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা। সিরিয়াসহ এই এলাকাটি সামীদের (Semitic) প্রাচীনতম আবাস। বোধ হয় আরাম, 'ইবার ও খাবিরু(Aram Eber and Khabiru) 'আরব উপদ্বীপেরই অন্য কতিপয় নাম।

এফ. হমেল (F. Hommel) অনুমান করেন (Ethnologie, 550), মাগান (Magan) দেশটি 'আরবী মা'আন (Ma'an)-এর সহিত অভিন্ন আর ইহাই দক্ষিণ 'আরবের মা'ঈন (Main) রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এই অনুমান প্রমাণ করা মুশকিল। ইহা সত্য হইলে সিদ্ধান্ত করা যায়, দক্ষিণ 'আরবের মিনীয় (Minaeans) গোত্র এই দেশের 'আরব যাযাবরগণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল, আর এই যাযাবরগণ পূর্ব হইতেই ব্যাবিলনীয় সম্রাট নরমসিন (Naramsin রাজত্বকাল খৃস্টপূর্ব ২৩২০ হইতে ২২৮৪ পর্যন্ত) কর্তৃক তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু 'আরবদের চিরাচরিত ব্যাবিলনঘেঁষা নীতি অবশ্য ইহাতে বোধগম্য হয়। কারণ ব্যাবিলনের সহিত 'আরবদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুরাতন।

সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যবর্তী আরিবিদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থান আর পারস্য উপসাগর হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য পথের ও এই এলাকার অন্যান্য বাণিজ্যপথের উপর 'আরবদের প্রভাব নিকটপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সকল বাণিজ্য পথ ছিল সিরিয়া হইতে মিসর ও দক্ষিণ 'আরব আর নাজ্‌দ হইতে মা'ঈন পর্যন্ত দাওয়াসির উপত্যকা বরাবর। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজ পথের অধিকার লইয়া সংগ্রাম খৃস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর কালের ও রোমক যুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় আসীরীয় নৃপতি তিগলাত পিলেসার (Tiglat-Pilesar) (খৃ. পূ, ৭৪৫ হইতে ৭২৬ পর্যন্ত)-এর রাজত্বকালে আরিবি এলাকার রাণী যাবিবী (Zabibe) এই নৃপতিকে কর প্রদান করিতেন। তিগলাত পিলেসার গাযা (Gaza) দখল করিয়াছিলেন। দক্ষিণ 'আরব হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত 'ধূপ পথে'র (incense road) শেষ গন্তব্যস্থল ছিল গাযা। এই রাজ্ঞী সম্ভবত আদুমু (Adumu=Dumat al Djandal) মরূদ্যান শাসন করিতেন এবং কেদার (Kedar) গোত্রের প্রধান পুরোহিত (High Priestess) ছিলেন। মরূদ্যানের কর এই কেদার গোত্রের হাতেই যাইত। মুস'রী দেশে (মিদিয়ান ও উত্তর হি'জায) 'আরব ইদিবাইল (Idibail)-কে খৃ. পূ. ৭৩৪ সনে তিগলাত তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই মুস'রী দেশের মধ্য দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল "ধূপপথ"। খৃ. পূ. ৭৩২ সনে তিগলাত আরিবির ও এক রাণী সামসী (Samsi)-কে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সাম্‌সী দামিশকের রাজা ও কতিপয় 'আরব গোত্রের একটি জোটে যোগদান করিয়াছিলেন। এইসব গোত্রের মধ্যে ছিল মাস'আ [বাইবেলোক্ত Massa (Genesis, ২৫ ঃ ১৩ প.)], তেমা (Tema=Tayma), খায়াপপা (Khayappa- 'Efa- তায়মার পূর্বে হেস্‌মা অঞ্চলে বসবাসকারী মিদিয়ান গোত্র), বাদানা (আল-এলা-দায়দান মরূদ্যানের দক্ষিণ-পূর্বে বসবাসকারী গোত্র) ও সাব'আ (সাবা=Sab'a=the Sabaeans) গোত্রসমূহ। তিগলাত রাণী স'াম্‌সীর দুইটি শহর দখল করে এবং তাঁহার শিবির অবরোধ করে। অবশেষে তিনি কর হিসাবে কতিপয় শ্বেত উষ্ট্র প্রেরণ করেন। উল্লিখিত গোত্রসমূহও কর দিতে বাধ্য হয়। ইদিবাইল যিনি গ'াযার নিকটে বাস করিতেন (ইনি বাইবেলোক্ত আদবে-ইল=Adbe-el, Genesis, ২৫ ঃ ১৩) আসীরীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। রাণী স'াম্‌সীর রাজভক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশে নৃপতি তৃতীয় তিগলাত পিলেসার রাণীর দরবারে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আসীরীয় নৃপতির বিজিত শহরগুলি ছিল দক্ষিণ হাওয়ান ও উত্তর হিজাযের বাণিজ্যিক কাফেলার রাস্তায় অবস্থিত। সেইজন্য ইহা প্রতীয়মান হয়, এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল ঐ রাস্তার উত্তরাংশ অধিকার করা যাহা ছিল মারিব (Marib) হইতে গাযা (Gaza=Ghazza) পর্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্‌সত্ত্বেও এইসব এলাকা দখলের জন্য নৃপতি তিগলাতের প্রচেষ্টা পুরাপুরি সফল হয় নাই, স্থায়ীও হয় নাই। কারণ খৃ. পূ. ৭১৫ সালে নৃপতি দ্বিতীয় সারগন (খৃ. পূ. ৭২২ হইতে ৭০৫) পুনরায় খায়াপ্‌পা ও তামূদীকে পরাজিত করেন (Tayma, মরূদ্যানের পশ্চিমে অবস্থিত ছামূদ=Thamud) আর 'আকাবার দক্ষিণস্থ মারসিমানী ও আরিবিরানী স'াম্‌সী ও সাবিয়ানগণ পুনরায় তাঁহাকে কর দেন বলিয়া লিপিবদ্ধ দেখা যায়। খৃ. পূ. ৭০৩ সনে 'আরবগণ (Yatie তখন আরিবির রাণী ছিলেন) ব্যাবিলনীয় রাজা মারদুক আপাল ইদ্দিনা (Marduk apal iddina)-কে আসীরিয়ার রাজা সেননাচেরিব (Sennacherib) (খৃ. পূ. ৭০৫-৬৮১)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আসীরীয়গণ 'আরব সেনাবাহিনীকে বন্দী করে। সেননাচেরিবকে আসীরীয়দের উপর বিশেষ প্রভাবশালী বলিয়া মনে হয়। কারণ হেরোডোটাস (Herodotus, ২খ., ১৪১) তাঁহাকে 'আরব ও

আসীরীয়গণের রাজা বলিয়া অভিহিত করেন (F. Hommel, Ethnologie, 574)। খৃ. পূ. ৬৮৯ সনে ব্যাবিলনের পরাজয়ের পরে সেন্নাচেরিব 'আরব গোত্রসমূহের শিবির আক্রমণ করেন। এই গোত্রগুলি ছিল রাণী তে'এল্খুনু (Te' ellkhunu)-এর প্রজা। তিনি তাহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া আদুম্মাতু (Adummatu=Dumat al Djandal)-এর চতুষ্পার্শ্বস্থ মরুভূমি পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই বৃহৎ মরূদ্যানের বাসিন্দাগণ কেদার (Kedar) গোত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তর 'আরবের উপর এই গোত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল (উত্তর 'আরব=Palmyrene এলাকা)। আদুম্মাতু-র রাণী ও পুরোহিত তে'এল্খুনু ও তাঁহার সহচর আরিবি-রাজ খাযাইল তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে খাযাইলের সহিত রাণীর বিবাদ হয় এবং খাযাইল মরুভূমির অভ্যন্তরীণ এলাকায় পলায়ন করেন। সেন্নাচেরিবের উত্তরাধিকারী আসারহাদ্দন (Assarhaddon) তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং সমগ্র কেদার গোত্রের প্রধান বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। খৃ. পূ. ৬৭৫ সনে খাযাইলে মারা যান এবং তাঁহার পুত্র উআইতে (Uaite=yata) আসীরীয় রাজাকে বিপুল পরিমাণ কর প্রদান করিয়া উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। আসীরীয় রাজা পূর্বেই তে'এল্খুনুর কন্যা তাবুআ (Tabua)-কে খাযাইলের নিকট রাণী ও পুরোহিত হিসাবে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৬৭৬ সনে আসারহাদ্দন সিরহান উপত্যকার (Wadi Sirhan) নিম্নাঞ্চলে বাযূ (Bazu=Buz) ও খাযূ (Khazu=Khazo)-এর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ব্যাবিলনের রাজা শামাশশুম উকীন আসুরবানি পালের (Assurbanipal) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে উআইতে-এর অধীনে কেদারগণ তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা হামা ও এদম (Edom)-এর মধ্যবর্তী পশ্চিম সীমান্ত লুণ্ঠন করে। কিন্তু তাহাদেরকে মরুভূমির দিকে হটাইয়া দেওয়া হয়। যখন তাহারা পুনরায় আসীরিয়ার প্রদেশসমূহে লুণ্ঠন শুরু করে, তখন তাহাদেরকে হাওরানে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করা হয়। এই সময়ে রাজা উআইতে তাঁহার নিজের প্রজাগণ কর্তৃক বিতাড়িত হন। উআইতের প্রজাগণ অভিযানকালে তাহাদের দেশে যেই ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ফলে উআইতে ধৃত হইয়া নিনেভায় (Niniveh) নীত হন। নাবায়াতী (The Nabayati) ও কেদার (The Kedar) গোত্রদ্বয় পামিরিন (The Palmyrene) ও দামিশকের দক্ষিণে বাস করিত, আর হারারগণ (the H) বাস করিত দক্ষিণ সিরহান উপত্যকায়। ইহারা সকলেই দামিশ্ক হইতে প্রেরিত আসীরীয় বাহিনীর নিকট পর্যুদস্ত হয়। এই সময়ে একটি সহায়ক সেনাবাহিনী ব্যাবিলনের রাজার পক্ষে ব্যাবিলনে যুদ্ধ করিতেছিল। এই রাজধানী অধিকৃত হওয়ার পরে তাহারা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নাবায়াতী ও কেদার গোত্রদ্বয়ও আরিবি রাজ্য পুনরায় আসীরীর প্রভুত্ব স্বীকার করে। খৃ. পূ. ৫৮০ সনের দিকে কেদার গোত্র ব্যাবিলনের বশ্যতায় আসে বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

'আরবে শৃঙখলা পুনঃস্থাপনের জন্য আসীরার শাসনকালে বিশেষ উদ্যম সহকারে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে ইহা ছিল এক অসম্ভব কাজ। সর্বাধিক যাহা সম্ভব ছিল তাহা হইল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথসমূহ রক্ষা করা এবং স্বাধীন বা বিদ্রোহী উপজাতিসমূহের লুটতরাজমূলক আক্রমণের শাস্তি দান। আসীরীয় দলীলপত্রে যেই "রাজা" কথাটির পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায়, তাহার অর্থ স্থানীয় গোত্রপ্রধান বা শায়খ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই 'আরবীয় প্রধানগণ প্রকৃত রাজা সদৃশ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন আরও অনেক কাল পরে। তাই বাইবেলে (Jermiah, ২৫ ঃ ২৩ প.) উল্লিখিত আরবের রাজন্যবর্গ ও মরুভূমির অধিবাসী 'আরবদের রাজাগণ যাঁহাদের ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে তাহারা শুধু যাযাবর গোত্র প্রধানগণ। 'আরবের রাজন্য ছিলেন ঐ দেশের কায়েমী আবাস এলাকাসমূহের প্রধান, যেমন সিরহান উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধানগণ। এইসব এলাকার কয়েকটি নব্য-ব্যাবিলনীয় রাজাগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। যেমন তায়মা (Tayma), ইহা নাবোনিদ (Nabonid, খৃ, পূ., ৫৫২-৫৩৫) কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে 'আরব যোদ্ধাগণ সম্রাট দ্বিতীয় সাইরাস (Cyrus II)-কে ব্যাবিলনিয়া অধিকার করিতে সাহায্য করে (খৃ. পূ. ৫৩৯) [Xenophon Cyropaedia, vii, 4, 16, v, 13]। নিকটপ্রাচ্যকে যখন আকিমিনীয় (Achaemenid) সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল, তখন 'আরবগণ পুনরায় পারস্যের মহাসম্রাটকে অর্থাৎ জারেক্সস (Xerxes)-কে উষ্ট্রারোহী সেনাবাহিনী যোগান দিয়াছিল (Herodotus vii, 86)। আবার কখনও কখনও পারস্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'আরবগণ এশিয়া মাইনরের রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করিত। যেমন 'আরব-রাজ আরাগদেস (Aragdes or Maraagdes, খারিজত ?) ক্রোসাস (Coresus)-এর সাম্রাজ্যের অংশীভূত (Confederate) ছিলেন (Xenophon Cyropaedia, ii, I, 5)। হেরোডোটাস-এর উল্লিখিত "আরবগণের রাজা" হয়তো লিহয়ানীগণের (Lihyanites) একজন রাজা ছিলেন। লিহয়ানীগণ ছিল Agatharchides-এর লাইয়ানতাই (Laiantai)। লাইয়ানতাইগণ খৃ. পূ. ৫০০ হইতে ৩০০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর হিজায দখল করিয়াছিল। এই উত্তর হিজায্ মিনীয়গণের (Minaeans) উপনিবেশ ছিল, ইহার নাম ছিল মুসরান্ (Musran বা সীমান্ত প্রদেশ)। ইহা ছিল মিদিয়ানগণের (Midian) দেশের অন্তর্গত। ইহার কেন্দ্র ছিল আমগ্রা (Agra-Hegra)। লিহয়াসীদের পরে আসে নাবাতীয়গণ (Nabataeans)।

লিভি (Livy [xlv, 9] ও প্লিনি [Pliny, Nat. Hist. xii, 62]-এর মতে আলেকজান্ডার আকিমেনীয় (Achaemenid) সাম্রাজ্য বিজয়কালে 'আরবদেশকেও পদানত করেন। অতঃপর আরবগণকে সেনাবাহিনীর বস্ত্র সরবরাহ করিতে হয়। তাহারা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে, যেমন গাযা (Gaza) রক্ষার যুদ্ধে (Arrian Anabasis ii, 25, 4, Curtius Rufus Memorabollia, iv, 6, 30) ও রাফিয়া (Raphia)-এর যুদ্ধে (খৃ. পূ. ২১৭)। তাহারা তৃতীয় আন্টিওকাস (Antiochus III)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর টলেমী (Ptolemy) 'আরবের পশ্চিমাংশ দখল করিলেও 'আরবদের অধিকাংশ অ্যান্টিওকাস (Polybius, v, 71)-এর পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। বোধ হয়, এই আরবগণই

নাবাতীয়দের (Nabataeans) পূর্বসূরী। লেবাননের পাদদেশ ও সিরিয়াতে স্থাপিত 'আরব উপনিবেশসমূহ মূলত পেত্রা-দামিশ্‌ক-মেসোপটেমিয়া (Petra Damascus-Mesopotamia) এই প্রধান বাণিজ্যপথটিতে বাহিত পণ্য ও মানবের প্রয়োজন মিটাইত (Pliny, Nat. Hist, vi, 142, Strabo, xvi, 749, 755, 756)। এই উদ্দেশে তিগ্রানেস (Tigranes) কিছু সংখ্যক যাযাবর 'আরবকে দিয়া স্থায়ী বসতিও স্থাপন করাইয়াছিলেন (Plutarch, Lucullus, 21; Pliny, Nat, Hist, vi, 142)। মিছরিদাতীয় (Mithridatian) যুদ্ধে 'আরবগণ রোমকদের পাশে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, যদিও সিরীর যুদ্ধে পম্পেই (Pompey)-এর অধীনস্থ রোমক সেনাবাহিনীকে তাহারা হয়রানিতে ফেলিয়াছিল। অবশ্য শেষে তাহারা পম্পেই কর্তৃক পরাজিত হয়। পার্থিয়ানদের (Parthians) বিরুদ্ধে 'আরবগণ ক্যাসিয়াস (Cassius) ও ক্র্যাসাস (Crassus)-এর অধীনে যুদ্ধ করে। রোমকদের নীতি ছিল 'আরবদের সগোত্রদের ও পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে তাহাদেরকে রাজনৈতিক সহযোগী ও সহায়ক হিসাবে দলে টানা। এইসব সগোত্রীয় ছিল 'আরব-সিরীয় মরুভূমির বাসিন্দা। এই নীতি পূর্বাঞ্চলীয় রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ কর্তৃক অব্যাহত রাখা হয়, এমনকি আরও প্রসারিত হয়। 'আরব-সিরিয়া সীমান্ত ছিল গাসসানীদের (Ghassanids) [দ্র.] শাসনাধীন। তাহারা আঞ্চলিক শাসক (Phylarchs) হিসাবে গণ্য হইত। দক্ষিণ ব্যাবিলনিয়ার (আল-হীরা) ফুরাত নদীর তীরবর্তী সীমান্ত এলাকা অনুরূপভাবে লাখমীগণের (Lakhmida) [দ্র.] শাসনাধীন ছিল। এই ব্যবস্থা ৬০২ খৃ. পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

ইতোমধ্যে খৃ. ৪র্থ শতাব্দীতে 'আরবগণ দক্ষিণ আরবে অনুপ্রবেশ করে। আপাত দৃষ্টিতে এই অনুপ্রবেশ ঘটে তাহাদের উষ্ট্র প্রজনন ও ধূপপথের (incense Road) বাণিজ্য ব্যপদেশে। সাবিয়ান (Sabaean) উৎকীর্ণ লিপিতে তাহাদেরকে আ'রাব বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল তাহারা। তাহাদের সহিত স্থায়ী প্রাচীন বাসিন্দাগণও ছিল। সাবিয়ান শাসকগণের উপাধি ও পোশাক হইতে তাহাদের গুরুত্ব বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদের এই রাজনৈতিক গুরুত্ব সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিমের 'আরবগণ তাহাদের সগোত্রীয় দক্ষিণ 'আরবের রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধানুরূপ বিবাদে লিপ্ত হয়। রাজা-আমরুল কায়স ইবন 'আমর নাজরান অবরোধ করেন। নাজরান ছিল রাজা শাম্মার য়ুরিশ (Shammar Yurish)-এর অধিকারভুক্ত। সম্ভবত এই আমরুল- কায়সই 'আসীর (Asir) ও দক্ষিণ হিজাযে দক্ষিণ 'আরবের প্রভাব বিনষ্ট করেন।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে উল্লিখিত আমরুল-কা'য়স ইবন 'আমর আসাদ ও নিযার গোত্রদ্বয়ের উপর ক্ষমতা বিস্তারপূর্বক নিজের জন্য সকল 'আরবদের রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং একটি 'আরব অশ্বারোহী সেনাদলকে রোমকদের অধীনে মোতায়েন করেন। খৃ. ৩২৮ অব্দে উৎকীর্ণ আন-নামারা (an-Namara)-এর নাবাতীয় লিপিতে এই ঘটনার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে প্রায় এক শত বৎসর যাবত দাজাইমা (Dadjaima) পরিবারের রাজন্যবর্গ যাহারা বানূ স'ালিহ' গোত্রের প্রধান ছিলেন, সিরীয় সীমান্তে বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের সামন্ত ছিলেন। ঐ এলাকাস্থ তাহাদের শাসিত অঞ্চল খৃ. পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে গাসসানীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত 'আরবী উৎসসমূহ হইতে আমরা তাহাদের সম্বন্ধে তেমন বেশী কিছু জানিতে পারি না।

খৃ. ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিন্দা (Kinda) গোত্র (দ্র.) ইয়ামান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা ঘটে হাদারামাওতের সহিত তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী এক যুদ্ধের পরে। তুলনায় কিনদা গোত্র হাদারামাওত অপেক্ষা দুর্বল ছিল। গোত্রটি অতঃপর মাআদ্দ (Maadd) দেশে হিজরত করে। সেইখানে গামর যী-কিনদা (Ghamr Dhi Kinda) নামক স্থানে ইহারা বসতি স্থাপন করে। ইহা নাজ্‌দ-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মক্কা হইতে দুই দিনের পথের দূরে অবস্থিত। যদিও কিন্দা গোত্রের নেতৃবৃন্দের রাবী'আ ও মুদ'ার গোত্রদ্বয়ের শাসক হিসাবে বসতি স্থাপন করার সময় হইতেই নাজ্‌দের বেদুঈন উপজাতিসমূহের উপর কিছুটা প্রভাব থাকা সম্ভব, তবুও প্রকৃত কিন্দা রাজ্যটির শুরু হয় হুজ্‌র আকিল আল-মুরার হইতে। তিনি ইয়ামানের হিময়ারী শক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বিভিন্ন 'আরব গোত্রের সম্মিলিত একটি সংঘের শাসন করিতেন। ইয়ামানী কাহিনী এই যে, তাহাকে মা'আদ্দ-এর রাজা করা হইয়াছিল, আর ঐ সময়ে তুব্বা ইবন কারিব (تبع بن كرب) ইরাক আক্রমণ করে। কিন্তু সম্ভবত হিময়ারীদের সমর্থনপুষ্ট কিন্দীগণ প্রকৃতপক্ষে এই অভিযান করে। আক্রমণটি পারস্য ও উহার সামন্ত রাজ্য আল-হীরার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। আরও বলা হয়, হু'জর রাবী'আ এলাকার গোত্রসমূহের সহিত আল-বাহরায়নে সামরিক অভিযান চালান এবং বানূ বাকরের প্রধান হিসাবে লাখমীগণের সীমান্ত আক্রমণ করেন। এইভাবে লাখমীগণ বাকর উপজাতির এলাকায় অবস্থিত তাহাদের অধিকারভুক্ত ভূমি হারায়। সেইজন্য হু'জ্‌র নাজদ্ ও ইরাকের সীমান্তস্থ 'আরবগণের রাজা বলিয়া পরিচিত হন। সম্ভবত তাঁহার রাজ্যে আল-ইয়ামামাসহ সমগ্র মধ্য 'আরব অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক দীর্ঘ ও সাফল্যপূর্ণ রাজত্বকাল শেষে তিনি ইনতিকাল করেন । তাহাকে সমাহিত করা হয় বাত'ন'আকি'ল নামক স্থানে। ইহা মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী রাস্তায় আর-রুম্মা উপত্যকায় (Wadi al-Rumma) অবস্থিত। ৪৭৮ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পর রাবী'আ গোত্র হুজুরের পুত্র 'আমর আল-মাকসূ'র-এর শাসন অস্বীকার করে। অতঃপর আর-রাবী'আ গোত্রকে দেখা যায় বানূ তাগ'লিব-এর নেতা কুলায়ব ওয়াইল-এর নেতৃত্বে হিময়ারীগণের সহিত যুদ্ধরত। হিময়ারীগণ 'আমর ইবন হুজরকে সাহায্য করিতেছিল। এই সকল যুদ্ধে খৃ. ৫ম শতাব্দীর শেষ দশকে (খৃ. ৪৯০ সনের দিকে) কুলায়ব ও 'আমর উভয়েই নিহত হন। আল-হারিছ ইবন 'আমরের সময়ই কিন্দা বংশ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। বায়যান্টীয় ঐতিহাসিকদের নিকট তিনি সারাসেনদের নেতা আরেথাস (Arethas) বলিয়া পরিচিত। তিনি রোমকদের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। এই মিত্রতা ছিল আল-হীরার লাখমীগণ ও পারস্যের বিরুদ্ধে। লাখমীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অভিযানে

বাক্‌র ও তাগ'লিব গোত্রদ্বয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে (৫০৩ খৃ.)।

যাহা হউক, নাজদের গোত্রগুলিকে একটি বৃহৎ রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আল-হা'রিছ সফল হন। তিনি রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের এলাকাও আক্রমণ করেন। আল-হা'রিছ সিরিয়া ও গাসসানী রাজাগণকে পদানত করেন, এই কথা অতিরঞ্জিত হইতে পারে। ৫০২ খৃ. স্বাক্ষরিত সন্ধির ফলে রোমকদের সহিত যুদ্ধ শেষ হয়। তৎপরবর্তী বৎসর (৫০৩ খৃ.) আল-হা'রিছের সেনাদল আল-হীরা আক্রমণ করে— অবশ্য রোমকদের সম্মতি ও সাহায্যসহ। আল-হা'রিছ ইরাকের সকল 'আরবের উপর প্রভুত্ব করেন (৫০৩-৫০৬ খৃ.)। লাখমী আল-মুনযির তাঁহার প্রভু পারস্যরাজ কুবায (قباذ) হইতে কোনও সাহায্য না পাইয়া আল-হা'রিছের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহার কন্যা হিন্দকে বিবাহ করেন। যাহা হউক, আল-হা'রিছ কর্তৃক লাখমীদের দেশ অধিকার পর্ব এইখানেই শেষ হইল না। দক্ষিণ 'আরবে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, কুবায ও আল-হা'রিছের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী ফুরাত নদী অথবা বাগদাদের নিকটস্থ টাইগ্রিস নদীর নিকটবর্তী আসসারা খাল আল-হারিছের রাজ্যের উত্তর সীমা হিসাবে নির্ধারিত হয়। বলা হয়, পারস্যরাজ আনূশিরওয়ান আল-হীরায় আল- মুনযি'রকে ক্ষমতায় পুনরাধিষ্ঠিত করার পরে আল-হা'রিছ ৫২৭-২৮ খৃ. পর্যন্ত আস্-সাওয়াদ নদীর অপর তীরস্থ অংশ নিজের অধিকারে রাখেন। কাজেই আল-হীরায় অন্তর্বর্তীকালীন কিন্দী আধিপত্য হয়ত ৫২৫ হইতে ৫২৮ খৃ., পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে মাযদাকী আন্দোলনের ফলে পারস্য সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। মনে হয় 'উমান পর্যন্ত ইরাক এলাকাও আল-হা'রিছ কিছুকাল শাসন করেন, সম্ভবত পারস্যরাজ কুবাযের নিকট হইতে গৃহীত জায়গীর হিসাবে। মাযদাকীদের পতনের পর আল-হা'রিছকে পলায়ন করিতে হয়। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হারান। আল-মুনযির আল-হা'রিছের পরিবারের ৪৮ জন সদস্যের প্রাণদণ্ড দেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আল-হা'রিছ পুর্নবার রোমকদের নিকট যাইতে সমর্থ হন, এমনকি রোমকগণ তাঁহাকে পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের 'আরবদের শাসক নিযুক্ত করে। বায়যান্টীয় তথ্যপঞ্জীতে তাঁহাকে ৫২৮ খৃস্টাব্দেও এই পদের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ঐ বৎসরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'আরবে কিন্দী শক্তির দ্বিতীয় উত্থানের অবসান ঘটে।

আল-হা'রিছ তাঁহার রাজ্য তাঁহার পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। এই রাজ্যের অংশগুলি ছিল সমগ্র নাজদ, আল-হি'জাযের বৃহদাংশ আল, বাহরায়ন ও আল-ইয়ামামা। আল-হারিছের পুত্রগণ মা'আদ্দ-এর গোত্রসমূহের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হু'জ্‌র (Hudjr)-এর সমগ্র কিন্দা রাজ্যের উপরই কতকটা আধিপত্য ছিল। তিনি আসাদ গোত্রের এক বিদ্রোহে নিহত হন। কিন্দা রাজ্যের পূর্বার্ধের অধিপতি এবং রাবী'আ ও তামীম গোত্রদ্বয়ের শাসক শুরাহ'বীল ও সালামার মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতার ভাগাভাগি লইয়া বিবাদ শুরু হয়। আল-কুলাবের যুদ্ধে শুরাহবিল নিহত হন (আল-কুলাব ছিল কূফা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি কূপ)। এই ঘটনা ৫৩০ খৃস্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে ঘটে। আল-মুনযি'রের ষড়যন্ত্রক্রমে বা উৎসাহে এই বিবাদ ঘটিয়াছিল এইরূপ সম্ভাব্যতার কারণ অত্যন্ত বেশী। বিজয়ী সালামার বহিষ্কারের পর বানূ তাগ'লিব ও বানূ বাক্‌র উভয়েই আল-মুনযিরের সহিত যোগদান করে। মা'দিকারিব্ ছিল ক'আয়স' আয়লান গোত্রের প্রধান। তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। উওয়ারা (Uwara)-এর যুদ্ধে সে নিহত হয়। ইহার পরে আল-বাহরায়নে রাবী'আ গোত্রের শাসক হু'জরের পঞ্চম পুত্র 'আবদুল্লাহ-এর আর উল্লেখ দেখা যায় না। এইভাবে ওজর আকিল আল-মুরার-এর পরিবারের রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্দাগণ বা তাহাদের বড় এক অংশ হাদারামাওতে হিজরত করে। তাহারা সেইখানে প্রায় ৫৪৩ খৃস্টাব্দে আবাস স্থাপন করে। মারিব বাঁধের গাত্রে উৎকীর্ণ সাবীয় (Sabaen) লিপিতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। হু'জরের পুত্র বিখ্যাত কবি ইমরাউল্-ক'আয়স বায়যানটীয় সম্রাটের সাহায্যে পিতার ক্ষমতা পুনরায় লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। তিনি আনকারায় মৃত্যুবরণ করেন—সম্ভবত ৫৫৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে। ইমরাউল-ক'আয়স-এর জ্ঞাতিভ্রাতা ক'আয়স ইবন সালামা ছিলেন কিন্দা ও মা'আদ্দ গোত্রদ্বয়ের প্রধান। সম্ভবত তিনিও কায়সেস (Kaisos) একই ব্যক্তি যে কায়সস্ সম্রাটের নিকট হইতে ফিলিস্তীনের গভর্নর পদ লাভ করেন এবং লাখমী আল-মুনযি'র ইবনুন-নু'মান (মৃ. ৫৫৪ খৃ.)-কে পরাজিত করেন। বিখ্যাত 'আয়্যামুল -'আরাব'-এ লিপিবদ্ধ আছে, ৫৬৭ খৃস্টাব্দের খায়বার অভিযানের উল্লেখ হা'র্‌রান (Harran)-এর আরবর্তীতে উৎকীর্ণ লিপিতে (তারিখ ৫৬৮ খৃ.) দেখা যায়। উপরে যে সকল রাজার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা ছাড়াও যে এক এক গোত্রের স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন একটা নাবাতীয় উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। লিপিটি উম্মু'ল-জিমালে পাওয়া গিয়াছে। লিপিটি উৎকীর্ণ হয় ২৫০ খৃ.। উহাতে তানুখ (Tanukh)-এর এক রাজার উল্লেখ দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) O. Blau, Arabien im sechsten Jahrhundert, ZDMG, ১৮৬৯ খৃ., ৫৭৯ প.; (২) E. Glaser, Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens, ২খ., বার্লিন ১৮৯০ খৃ., ২৩২ প.; (৩) ঐ লেখক, Zwei Inschriften uber den Dammbruch von Marib MVAG ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৫৫; (৪) M. Hartmann, die Arabische Frage, Der Islamische Orient, ২খ., লাইপযিপ, ১৯০৯ খৃ., ৪৭৯ প.; (৫) F. Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, (Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft von W. Otto, III Abtl, I, Teil Bd. I, Munich, ১৯২৬ খৃ. পৃ. ৫৫০, ৫৭৮ প.; (৬) E. Mittwoch, proelia Arabum Paganorum (সন্দর্ভ, বার্লিন ১৮৯৯ খৃ.); (৭) B. Moritz, Der Sinaikultus in heidscher Zeit, Preuss, Akad. d. Wissensch. Abh. Neue Folge xvi, বার্লিন ১৯১৭ খৃ. ৮, ৫০-৫৩; (৮) De Lacy O'leary Arabia before Muhammad , লণ্ডন ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৫২ ; (৯) A. Musil, Northern Hegaz, নিউ ইয়র্ক ১৯২৭ খৃ., পৃ.

২৮৮-২৯১ ; (১০) Arabia Deserta, নিউ ইয়র্ক ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪৭৭-৪৯৭ ; (১১) Northern Negd, নিউ ইয়র্ক ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২২৪ প. ; (১২) Th. Noldeke, Die Gassanischen Fursten aus dem Hause Gafna's Abh. Akad., বার্লিন ১৮৮৭ খৃ. ; (১৩) Gunnar Olinder The Kings of Kinda or the Family of Akil al-Murar Lunds Universitets Arskrift, Lund ১৯২৭ খৃ., পৃ., ৩২ প.; ৪৫ প. ; (১৪) G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira, বার্লিন ১৮৯৯ খৃ.; (১৫) H. Winckler, Geschichte Babyloniens und Assyriens , লাইপযিগ ১৮৯২ খৃ. ১খ., ৯৪, ২৬৫-৭, ২৮৬-৮ ; (১৬) Auszug aus der vordarasiatischen Geschichte, লাইপযিগ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৭০-৩ ; (১৭) T. Weiss Rosmarin, [নিবন্ধ] Journal of the Society of Oriental Research, ১৯৩২ খৃ., 1-37 (Cuneiform তথ্য); (১৮) I. Rabdinowitz [নিবন্ধ] Journal of Near Eastern Studies, xv (১৯৫৬ খৃ.), ১-৯ ; (১৯) W. F. Albright, The Biblical tribe of Massa' and some congeners, studi Orienalistici in onore di G. Levi della vida, ১খ., ১-১৪ ; (২০) J. Starcky Palmyre, L' Orient ancien illustre, নং ৭, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩৬, টীকা ১৪, ৬৭, ৮৮ ; (২১) S. Smith, Events in Arabia in the sixth century AD, BSOAS, ১৬খ., ১৯৫৪ খৃ., ৪২৫-৬৮; (২২) M. Guidi, Storia e Culture degli Arabi, ফ্লোরেন্স ১৯৫১ খৃ. (২৩) W. Caskel Entdeckungen in Arabien Arbeitsgenein schaft, fur Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Hft. ৩০, ১৯৫৪ খৃ.।

A. Grohmann (E.I.2)/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

২। **'আরবদের সম্প্রসারণ ঃ** সাধারণ ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর এলাকা (Fertile Crescent) 'আরবদের সম্প্রসারণকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা হিসাবে গণ্য করিলে ইহার কতিপয় স্থায়ী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রসারণ সাধারণত ঘটিয়াছে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র যাযাবর দলসমূহের হিজরতের মাধ্যমে, স্থায়ী বাসিন্দাদের দলসমূহের মাধ্যমে তেমন নয়। এই হিজরাত সাময়িক হইতে পারে। বৈদেশিক সেনাবাহিনীতে চাকুরীর মাধ্যমে অথবা নিজস্ব বিজয় অভিযাত্রী সেনাবাহিনী হইতে পারে অথবা বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমেও [অসামরিক] হইতে পারে। এই শেষোক্ত উপলক্ষ ছাড়া কতটা হিজরত হইবে তাহা নির্ভর করিয়াছে বিশেষ কতগুলি ঘটনার [আকস্মিক] সংযোগের উপর, অংশত পুনঃপুনঃ সংঘটিত অসংখ্য ব্যাপারের উপর এবং 'আরবে জনসংখ্যাধিক্যের চাপের উপর। এই চাপ সৃষ্টি হয় দক্ষিণ 'আরবে কৃষি ও শিল্পের অবনতির ফলে এবং কাফেলাশ্রয়ী বাণিজ্য ও (ইসলামী আমলে) হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা হ্রাসের ফলে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হয় যাযাবর জনসংখ্যা। এই সম্প্রসারণের পূর্বে আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রাভিমুখে জনসমষ্টির অভ্যাগমন ঘটে (Immigration)। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে জনবসতি ছিল বিরল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় (?) সহস্র বর্ষকালের দ্বিতীয়ার্ধের উটকে পোষ মানানোর ফলে এই অভ্যাগমনের সুবিধা হয়। ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইহা সম্ভব মনে হয় না যে, দক্ষিণ 'আরবের দখল পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল। মনে হয়, দক্ষিণ 'আরবের অভ্যাগমনকারীদের পূর্বসূরিগণ ছিল বণিক যাহারা ধূপ ও মস্তকি (Myrrh)-এর প্রাচীন বাণিজ্যপথ ধরিয়া আগমন করে। অল্পকাল পরে 'আরবগণ উত্তর দিকে সম্প্রসারণ শুরু করে প্রথমে সিনাই ও ট্রান্সজর্দানের দিকে। উৎকীর্ণ লিপিসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়, ৮৫৩ খৃ. তাহারা সিরীয় মরুভূমির উত্তরাংশে বিদ্যমান ছিল। ইহার অল্পকাল পরেই 'উর্বর অর্ধচন্দ্রের' (Fertile Crescent) উভয় পার্শ্বে তাহারা বিদ্যমান ছিল। তাহারা ছিল উষ্ট্র প্রজননকারী মরূদ্যানবাসী বণিক, আর ইহাই ছিল 'আরবীয় সম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে তাহা যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় (প্রায় ৪০০ খৃষ্টাব্দে (?)। সাবীয়গণের (Sabaeans) ইথিওপিয়ান অভিগমন (Emigration) হইত। এই অভিগমন উপনিবেশে পরিণত হইবে অথবা সীমান্ত এলাকায় অর্ধ যাযাবর জীবন যাপনের খাতে প্রবাহিত হইবে অথবা যাযাবরগণ দ্বারা সমস্ত আবাদী জমি ভরিয়া যাইবে— এই সবই নির্ভর করিত উর্বর অর্ধচন্দ্রস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর। খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে ফুরাত নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ এলাকার যাযাবরগণ (Scenites) আপামিয়া থাপসাকূস (Apamaea Thapsacus) রেখা পর্যন্ত চাষযোগ্য ভূমির সীমানা অতিক্রম করে। আবার উপদ্বীপে তাহারা খাবুর (Khabur) ও সিনজার (Sindjar)-এর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চাষযোগ্য ভূমির সীমানা পর্যন্ত ভ্রমণ করে। এইখানে আমরা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবর্ত পর্যালোচনা করিতে পারিতেছি না। ঐরূপ ঘটনাবর্তের একটি বাণিজ্যনির্ভর নাবাতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ উত্তর হাওরান পর্যন্ত ও দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম 'আরব পর্যন্ত। এই সম্প্রসারণ একই শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল।

১০৫ খৃ. নাবাতীয় রাজ্যে সিরীয় অংশের অন্তর্ভুক্তি এবং ষাট বৎসর পরে উত্তর-পশ্চিম 'আরবের রোমক প্রভাব বলয় পরিত্যাগ ঐ সকল দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। পশ্চিমে "সারাসিন"দের (Saracens) ও উত্তর 'আরবের কেন্দ্রীয় পর্বতশ্রেণীতে (আল-জাবাল) তায়্যি' (Tayyi) গোত্রের আকস্মিক আক্রমণের ফল কী হইয়াছিল তাহার পর্যালোচনা করা এখন অসম্ভব। ফুরাত নদীর ভাটি এলাকা ও বালুকাময় মরুভূমির মধ্যবর্তী (স্তেপভূমিতে) দুই উপজাতির প্রবেশের ব্যাপার অবশ্য আরদাশীর (মৃ. ২৪১ খৃ.) কর্তৃক। ইহারা ছিল পূর্ব আরব হইতে আগত তানুখ ও আসাদ (২) উপজাতিদ্বয়। ইহাদের পরেই আসে মধ্য ও পশ্চিম 'আরব হইতে নিযার উপজাতি। নিযারগণ শুধু ইয়াদ ব্যতীত ফুরাত সীমান্তের জনসমষ্টিতে মিশিয়া গিয়াছিল। অপরপক্ষে তানুখ ও আসাদগণ তাহাদের ঘুরিয়া বেড়ানো অব্যাহত রাখে; তানুখগণ প্রধানত উত্তর সিরিয়ায় আর আসাদগণ হাওরানের দক্ষিণে। ৪র্থ শতাব্দী হইতে এই সকল দেশে পশ্চিম 'আরব হইতে উপজাতিসমূহের আগমন ঘটিয়াছিল। ইতোমধ্যে ধূপ ব্যবসায়ে মন্দা

(তৃতীয় শতাব্দী হইতে ?) সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে এই ব্যবসায়ের অবসান ঘটে (পঞ্চম শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে)। ফলে দক্ষিণ 'আরবের জনসমষ্টির এক অংশ যাযাবরে পরিণত হয়। এই সকল যাযাবর গোত্রের বহু দল হিময়ারী রাজাগণের সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে এবং এইভাবে নাজরান এলাকা ও মধ্য'আরবে (যেমন কিন্দা) পৌঁছে। গোটা ষষ্ঠ শতাব্দী ধরিয়াই আমরা তাহাদের উত্তর দিকে অগ্রগতি লক্ষ্য করি। ইহার আরম্ভ কিন্দা রাজগণের অভিযানের ফলেই দ্রুততর হয়। এই অভিযান পথ উত্তর 'আরিদ=তু'ওয়ায়ক' (طويق-عارض) হইয়া ফুরাত নদীর ভাটি এলাকা (বাক্‌র-তামীম) উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বিশা হইতে আর-রুমা (আমির) উপত্যকা পর্যন্ত এবং মদীনার উত্তর দিকস্থ এলাকা হইতে পামীরা (Palmyra) [বাহরা কালব] পর্যন্ত। তাগলিবগণ পূর্বে ভাটি ফুরাত এলাকায় বাস করিত। তাহারা উজানে চলিয়া গেল। ইসলাম প্রচারের শুরুতে তাহারা আবাস স্থাপন করে সিনজারের উত্তরে জাযীরাতে।

ইসলামের শুরুতে সম্প্রসারণ আরম্ভ হয় প্রথমত মূল ও সহায়ক সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে। এই সকল বাহিনী মদীনা কর্তৃক প্রেরিত হয় ফুরাত এলাকা ট্রান্স-জর্ডানিয়া ও দক্ষিণ ফিলিস্তীনে। অতঃপর ইহারা ইরাক, সিরিয়া ও আল-জাযীরা জয় করে। পরবর্তী কালে ইহারা অন্যান্য অভিযানেও অংশগ্রহণ করে, এই সকল অভিযান চলে পারস্য উপসাগরের ওপারে আর কূফা ও বসরার সেনানিবাস শহরদ্বয় হইতে ইরানে, আবার দামিশক হইতে মিসর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে। ইহা ঘটে উপজাতিসমূহের স্থানচ্যুতির মাধ্যমে, ট্রান্স-জর্ডানিয়া হইতে ফিলিস্তীনে (উত্তর 'আমিলায় ও লাখমের দক্ষিণস্থ জুযামে), বালীর কতকাংশ ও জুহায়না উপজাতির হিজায হইতে মিসরে হিজরতের মাধ্যমে। পরিবার ও গ্রুপসমূহের সেনানিবাস শহরসমূহে ও আল-জাযীরায় ক্রমাগত অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আর কূফা ও বসরার লোকদের খুরাসানে পুনর্বাসনের মাধ্যমেও সম্প্রসারণ ঘটে। সুলায়ম ও পশ্চিম 'আরবীয় কা'য়সী উপজাতিদ্বয়ের ৪০০ পরিবারের ভাটি মিসরে উপনিবেশের জন্য তালিকাভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংখ্যার তিন গুণ আপনা আপনি তাহাদের অনুসরণ করে। এইভাবেই শেষ হয় ইসলামী যুগের প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণ। উর্বর অর্ধচন্দ্র অর্থাৎ আরমেনিয়া হইতে 'আরবে পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি এলাকাও 'আরবের মধ্যে আবার সম্প্রসারণের যবনিকাপাত হয়। বিজয় অভিযানকালে ও পরে 'আরবের জনসমষ্টির যে হ্রাস ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইতে দীর্ঘদিন লাগিয়াছিল। প্রথম নূতন প্রবাহ পর্বত (জাবাল) হইতে উত্তর-পূর্বে ধাবিত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে আসাদ (১) গোত্র কূফা ও তা'য়্যি-এর হজ্জ যাত্রাপথে তাহাদের অনুসরণ করে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বুওয়ায়হীদের যামানায় বিবাদকালে আসাদ গোত্র চাষযোগ্য ভূমিতে অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের এক অংশ অগ্রসর হইয়া খুযিস্তানে চলিয়া যায়। সেইখানে ইসলামের পূর্বেই একটি ক্ষুদ্র 'আরব অধ্যুষিত দ্বীপ (তামীম) গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইতোমধ্যে পূর্ব আরবের কারমাতীয়দের (Karmatians) অভিযান চলে ইরাক (৩১১-২৫/৯২৩-৩৭), সিরিয়া ও মিসরে (৩৫৩-৬৮/৯৬৪-৭৮/৯)। ইহার ফলে হিজরতের নূতন নূতন প্রবাহ চলে উত্তর দিকে। খাফাজা (উকায়ল) গোত্র পূর্ব 'আরব হইতে ফুরাতের ভাটি এলাকাস্থ স্তেপভূমিতে বাহির হইয়া যায়। তারপর একাদশ শতাব্দীতে সেইখানে যায় মুন্তাফিক গোত্র (ইহারাও উকায়ল)। পূর্ব 'আরবে ইহাদের স্থানে আসে উমান হইতে হিজরতকারী গোত্রসমূহ। ইহাদের এক অংশ আবার পরবর্তী কালে ইরাকে চলিয়া যায়। কিছু সংখ্যক তায়্যি দক্ষিণ ট্রান্স-জর্ডানিয়ায় আবাস স্থাপন করে। পরবর্তী কালে ইহারা পূর্বে আগত ফিলিস্তীনবাসী তায়্যিদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে। দক্ষিণ ফিলিস্তীন হইতে মিসর অভিমুখে ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরতের যেই প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছিল ইহা পুনরায় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয়। সরকারী আদেশেই ইহা ঘটে। মধ্যযুগের শেষভাগে এই প্রবাহ থামিয়া যায়, তখন হিজরত চলে উল্টা দিকে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে স্বল্প সংখ্যক জুযাম উত্তর হিজায হইতে সিনাই হইয়া মিসরে ও ট্রান্স-জর্ডানিয়ায় হিজরত করিতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিজরতের এ উৎসটিও নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহার পর শুরু হয় বালী (Bali) গোত্রের হিজরত। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অস্পৃশ্যপ্রায় বিবেচিত হুতায়ম (Hutaym) গোত্রের লোকগণ খায়বারের পূর্বদিকস্থ এলাকা হইতে আসিয়া এই এলাকায় প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে পার্বত্য এলাকায় (جبل) নূতন সম্প্রসারণ শুরু হইয়া গিয়াছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ও পরে গাযিয়্যা (তায়্যি) গোত্র উত্তরাঞ্চলে ট্রান্স-জর্ডানিয়া ও ইরাকে আগমন করে , আর বানূ লাম (তায়্যির উপজাতিরই অংশ) গোত্র আগমন করে দক্ষিণ অঞ্চলে মদীনা ও আল-কাসীম-এর মধ্যবর্তী এলাকায়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে গাযিয়্যাগণ ফুরাতের তীরে তাঁবু স্থাপন করিতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তাহারা স্থায়ীভাবে নদী পার হয় নাই। বানূ লাম গোত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিজাযের উত্তর সীমান্তে প্রবেশ করে, কিন্তু উছমানী তুর্কীগণ তাহাদেরকে উচ্ছেদ করে। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রাচীন পথ ধরিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইভাবে তাহারা দিজলার ৫টি এলাকায় ও খূযিস্তানে উপনীত হয়।

একই এলাকায় শুরু হয় শেষ বড় হিজরত; ইহা ছিল শাম্মার ও 'আনাযাদের। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাম্মারগণ জাবাল হইতে ইরাকের সীমান্তে চলিয়া আসে। 'আনাযাগণ ঐ সময় পর্যন্ত মাদাইন সালিহ হইতে আল-কাসীম পর্যন্ত এলাকায় বাস করিত। তাহারা একই সময়ে বানূ সাখরদের সহিত ট্রান্স-জর্ডানিয়া পর্যন্ত প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আনাযাগণ দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আসিয়া সিরীয় মরুভূমি দখল করে। ইহারই মধ্যে আসিয়া পড়ে ওয়াহ্‌হাবীদের অভিযান। ঐ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে শাম্মার-জারবাগণ ও ওয়াহ্‌হাবীগণ কর্তৃক অধিকৃত তাহাদের আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া ফুরাত এলাকায় চলিয়া যায়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের শুরুতে তাহারা সরকারের সম্মতিক্রমে নদী পার হইয়া জাযীরার প্রান্তভাগে এশিয়া মাইনরের পর্বতমালা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। 'আনাযাদের অন্যান্য অংশ সিরীয় মরুভূমিতে উপনীত হয় ওয়াহ্‌হাবী সৈন্যদলের সহিত। এমনও হইতে পারে যে, কর সংগ্রাহকগণ হইতে নিস্তার পাওয়ার উদ্দেশে পলায়ন ব্যপদেশেই তাহারা ঐ মরুভূমিতে গমন করে।

১৯১১ খৃ. হইতে উত্তর 'আরবে কৃষির অগ্রগতি ও গত দুই দশক যাবত

তৈলসম্পদ আহরণের ফলে 'আরবদের সম্প্রসারণ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও এই সম্প্রসারণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যাহা এই নিবন্ধে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা যায় নাই। পারস্য উপসাগরের ইরানী উপকূলে বসতি স্থাপন (যাহার প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্য ছিল) ভারত মহাসাগরের উপকূল ও দ্বীপসমূহে বাণিজ্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, মালাবার, মাদাগাস্কার, পূর্ব আফ্রিকা [পেতা কিলওয়া (Peta-Kilwa)] যাহার পূর্ব ইতিহাস প্রাচীন দক্ষিণ 'আরব আমল পর্যন্ত প্রসারিত); উমানের সাম্প্রতিক উপনিবেশননীতি, হাদারামাওত হইতে নিরবচ্ছিন্ন অভিগমন যাহার গতি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানত কিন্তু একমাত্র নহে— ইন্দোনেশিয়ার দিকে ছিল (হায়দরাবাদে অর্থান্বেষী সৈনিক হিসাবে অভিগমন) ও লোহিত সাগর হইয়া মিসরের উজান এলাকায় অনুপ্রবেশ।

W. Caskel (E. I.[2])/ খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

৩। 'আরবদের সম্প্রসারণ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইরানে

'আরবগণের ইরান বিজয়ের ফলে 'আরব জাতির এক অংশ ঐ দেশে আগমন করে। স্থায়ীভাবে 'আরবদের ইরানে বসবাসের দুইটি পৃথক পর্যায় লক্ষণীয় ঃ (১) বিপরীত দিকস্থ 'আরব উপকূল হইতে পারস্য উপসাগর বরাবর ইরানের দক্ষিণ উপকূলে অভ্যাগমন। ফুরাত ও দিজলা নদীদ্বয়ের মোহনা হইতে উপকূল বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকেও 'আরবদের সম্প্রসারণ ঘটে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, এই অঞ্চলে উপনিবেশ প্রাক্-ইসলামী যামানা হইতেই বিদ্যমান ছিল (দ্র. A. Christensen, L'Iran Sous L'es Sassanides, পৃ. ৮৭, ১২৮)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এইখানে 'আরবদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, উমানের উপকূল হইতে আগত 'আবদুল-কায়স গোত্রের উপনিবেশ স্থাপনকারিগণের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে (আল-বালাযু'রী, পৃ. ৩৮৬, ৩৯২; আল-ইস'তাখরী, পৃ. ১৪২; ইবনুল-আছীর [বূলাক], ৩খ., ৪৯)। তখন হইতে 'আরবে উপনিবেশসমূহ উপকূল বরাবর, আবার শুধু কোথাও কোথাও দেশের অভ্যন্তরে রহিয়া গিয়াছে। অন্তত মোঙ্গলদের সময় পর্যন্ত এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল (এই দেশের অভ্যন্তরে 'আরব বসতির উদাহরণ বারদসীর জেলায় মাহান, খৃ. ৯৮৫, আল-মাক'দিসী; ৩খ., ৪৬২; B. Spuler, die Mongolen in Iran, লাইপযিগ ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৪২, ১৪৯ প. ১৬৪)। এইরূপ ধারণা করা সঙ্গত মনে হয়, ঐ সকল বসতি ও সাম্প্রতিক কালে স্থাপিত বসতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ পারস্য উপসাগরের অপর পাড় ও বস্‌রা হইতে 'আরবগণের অভ্যাগমন অব্যাহত রহিয়াছে। (২) মেসোপটেমিয়া হইতে অভ্যাগমনকারী 'আরবদের দ্বিতীয় একটি প্রবাহও ইরানে বসতি স্থাপন করে। ৭ম শতাব্দীতে কয়েকটি শহরে 'আরব উপনিবেশ স্থাপিত হয়। যেমন কাশান, হামাদান ও ইসফাহান; কুম্ম তো একটি 'আরবপ্রধান (ও শী'আ প্রধান) শহরেই পরিণত হয়। বহুকাল পর্যন্ত শহরটি এইরূপই ছিল (আল-বালাযু'রী, পৃ. ৩১৪, ৪০৩, ৪১০, ৪২৬; নারশাখী (Schefer), পৃ. ৫২; ইবনুল- আছীর (বূলাক), ৫খ., ১৫; E. G. Browne, Account of a rare ms. hist. of Isfahan, Hertford ১৯০১ খৃ., পৃ. ২৭ [JRAS হইতে (পুনর্মুদ্রণ offprint) ১৯০১ খৃ.)], B. Spuler, Iran [গ্রন্থপঞ্জী দ্র.], পৃ. ১৭৯)। তবে আযারবায়জানে 'আরব বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে অনেক কম মনে হয় (দ্র. আল-বালাযু'রী, পৃ. ৩২৮, ৩৩১; আত-ত'াবারী, ১খ., ২৮০৫ প. ইব্‌ন হাওক'াল, ৩৫৩ আল-য়া'কূ'বী, তারীখ, ২খ., ৪৪৬; আগানী, ১১ খ., ৫৯)।

বরাবরই এই সমস্ত হিজরত প্রবাহের প্রধান গন্তব্যস্থল ছিল খুরাসান। প্রকৃতপক্ষে আংশিকভাবে বসতি স্থাপন হইতে বৃহৎ গ্রুপসমূহ দ্বারা এইরূপ বিবরণ রহিয়াছে যে, বসরা হইতে ২৫০০০ ও কূফা হইতে সমসংখ্যক লোক ৫২/৬৭২ সনে তথায় অভ্যাগমন করে, ৬৮৩ খৃ. ঐ দেশে আরও একদল পৌঁছে। অস্ত্র ধারণে সক্ষম এই বিপুল সংখ্যক (৫০,০০০) লোকের হিসাব ও ইহাদের সংগ্রহে কড়াকড়ি হইতে J. Wellhausen (তু. গ্রন্থপঞ্জী) অনুমান করেন, ৮ম শতাব্দীর শুরুতে 'আরব বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা দুই লাখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা শুধু শহরেই বাস করিত না, বিজয়ের পর শহরে তাহাদেরকে বাসস্থান দেওয়া হইলেও তাহারা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িত। যেমন মারব (Marw)-এর মরূদ্যানে, সেইখানে তাহারা সম্পত্তি অর্জন করে এবং দিহকানদের জীবন যাপন প্রণালীর সাথে নিজদেরকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। খুরাসানের ভৌগোলিক পরিবেশ 'আরবদের জন্য বেশ অনুকূল ছিল। বৃহৎ সমভূমি ও স্তেপভূমিতে তাহারা সহজেই চলাফেরা করিতে পারিত, যদিও নদী পার হইতে ও পর্বতে চলাফেরা করিতে তাহারা স্থানীয় লোকদের তুলনায় ছিল আনাড়ি (তু. Barthold, Turkestan, পৃ. ১৮২)।

খুরাসানে 'আরবদের প্রধান অংশ আসে বসরা হইতে। সেইখানে বসতি স্থাপনকারী গোত্রসমূহের মধ্যে ক'ায়সগণ (বিশেষত ৮ম শতাব্দীতে আত্-ত'াবারী, ২খ., ১৯২৯) পশ্চিমাঞ্চলে সংখ্যাগুরু ছিল আর তামীম ও বাক্‌রগণ পূর্বাঞ্চলে ও সীস্তানে একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। এইভাবে আন্তঃগোত্র বিবাদের ফল হয় নানাবিধ। ইবনুল-আছীর-এর (বূলাক, ৫খ., ৬) মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ বাস্‌রী ৯,০০০, বাকর ৭,০০০ তামীম ১০,০০০, 'আবদুল-ক'ায়স ৪,০০০, আযদ ১০,০০০, কূফী ৭.০০০, (=৪৭,০০০. এই সংখ্যাটি উপরে উল্লিখিত কূফী ও বাসরীদের সংখ্যার সহিত প্রায় সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়)। ইহা ছাড়াও ছিল এই সকল গোত্রের মোট ৭,০০০ মাওয়ালী (উল্লিখিত গোত্রসমূহের অন্তর্গত বলিয়া যাহারা গণ্য হয় নাই। এই তালিকায় বসরা ও কূফা হইতে আগত লোকদেরকে তাহাদের অন্তর্গত হিসাবে ধরিতে হইবে)। যে গোত্র বিভাগ বসরায় চালু ছিল তাহাই খুরাসানেও লইয়া যাওয়া হয়। একদিকে ছিল রাবী'আ (বাক্‌র ও 'আবদুল-ক'ায়স গোত্রদ্বয় একত্রে) ও য়ামানী আযদ (যাহারা পরে পৌঁছিয়াছিল) গোত্র, আর অন্যদিকে তামীম ও ক'ায়স গোত্র (একত্রে মুদ'ার গোত্র নামে পরিচিত)। ইহাদের অত্যধিক বংশগৌরব ছিল (তু. এই বিষয়ক নিবন্ধসমূহ)। তাই সকল গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয় ৬৮৩ খৃস্টাব্দে খিলাফাত সংক্রান্ত গৃহযুদ্ধকালে। হারাত (Harat)-এর বাহিরে বাক্‌র ও তামীম গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বৎসরকাল স্থায়ী এক যুদ্ধ শুরু হয় ৬৪-৫/৬৮৪-৫ সনে (আত-ত'াবারী, ২খ, ৪৯০-৬)। তামীমদের অভ্যন্তরীণ কলহ হেতু শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

৭৪/৬৯৩-৪ সনে একজন নিরপেক্ষ কুরায়শ গভর্নর নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ৮১/৭০০ সন পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে (আত্-তাবারী, ২খ., ৮৫৯-৬২)। প্রায়ই গভর্নরের মনোভাবের ফলে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইত। আবার তাঁহার মনোভাব বহুলাংশে পশ্চিমের (সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া) দলাদলির উপর নির্ভর করিত। গভর্নর পরিবর্তনের ফলে ৮৫-৬/৭০৪-৫ সনে আয্দ ও রাবী'আর শক্তি বৃদ্ধি সাময়িকভাবে প্রতিহত হয়। ট্রান্সঅক্সানিয়া বিজয়ী কুতায়বা ইব্ন মুসলিম শক্তিশালী গ্রুপদ্বয়ের কোনওটির সহিতই সংস্রব রাখিতেন না, বরং নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জন্যই 'আরবগণ সামারকান্দ, বুখারা ও খাওয়ারিযমে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ লাভ করে, বিশেষভাবে এই সকল এলাকার মধ্যে ঝঞ্ঝাটমুক্ত এলাকায় [আল্-বালাযুরী, পৃ. ৪১০, ৪২১ প.; আত্-তাবারী, ২খ., ১৫৬; ইব্নুল-আছীর (বূলাক), ৩খ., ১৯৪; নারশাখী, পৃ. ৫২]। তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় য়াযীদের অধীনে আয্দ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ৭২০ খৃস্টাব্দে তামীম গোত্র ক্ষমতা অধিগ্রহণ করা পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকেন। তামীম ও কায়সদের কুশাসন খুরাসানে উমায়্যা শাসনের এমন বদনামী আনিয়া দেয় যে, ৭৪৪ খৃস্টাব্দের পরে নাস্র ইব্ন সায়্যারের মত খোলা মনের গভর্নরও বিবদমান গ্রুপসমূহের বিবাদ মিটাইবার কোনও উপায় খুঁজিয়া পান নাই। বহুলাংশে 'আরবদের আচরণের জন্যই সংঘটিত 'আব্বাসী বিপ্লবে তাহারা জড়িত হয় নাই। ৭৪৮-৫০ খৃস্টাব্দে 'আব্বাসীদের বিজয়ের ফলে পূর্বাঞ্চলে 'আরবদের নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

খুরাসান বিজয়ের অল্প পরেই অবশ্য কিছু সংখ্যক 'আরব ইরানীদের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। মার্যুবান ও দিহ্কানদের কেহ কেহ দ্রুত নিজদেরকে আরব শাসনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়। আবার 'আরবগণও প্রায়ই ইরানীদের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করিতে থাকে (বিশেষ করিয়া নাওরোয ও মিহ্রগান উৎসবে, যেমন অনুরূপভাবে তাহারা মিসরে কপ্টীকদের উৎসবসমূহে করিত)। মিশ্র বিবাহ সংঘটিত হইতে থাকে; অবশ্য শুধু অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত লোকগণ জড়িত থাকিলে এইসব বিবাহ প্রকাশ্যে উল্লিখিত হইত। তবে এইরূপ সম্ভাবনা সমধিক যে, সাধারণ লোকের মধ্যেও এইরূপ বিবাহ ঘটিত। ইরানে এরূপ বিবাহজাত সন্তানগণ নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণকারী ইরানীদের সহিতই জড়াইয়া পরিবার ও তাহাদেরই মধ্যে মিশিয়া যাইবার প্রেরণা অনুভব করিত। অধিকন্তু এমন আরবও দেখা যাইত যাহারা সরকারের সহিত বিবাদ করিয়া রাজনৈতিকভাবে দেশীয় লোকদের সহিত যোগদান করিত (যেমন তির্মিযে মূসা ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম)। আবার দ্বিতীয় 'উমারের সময় (৭১৭-২০ খৃ.) হইতে বহু সংখ্যক 'আরবের মধ্যে এইরূপ একটি ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি হয় যাহাতে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সহিত দাবি করা হইত ইরানী মুসলিমদের সহিত সমআচরণের। এইরূপ 'আরবের উদাহরণ হারিছ ইব্ন সুরায়জ (তু. Wellhausen, Das arab. Reich, পৃ. ২৮০)। নবদীক্ষিত ইরানীদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত কর ও ভূমিকরের প্রশ্নে একটি যুক্তিসংগত সমাধানে উপনীত হইবার যেই বহু সংখ্যক প্রচেষ্টা চলিয়াছিল তাহার শুরু ইহা হইতেই। মনে হয়, ৭২০ খৃ. হইতে গোত্র-চেতনার স্থান গ্রহণ করে একটি নূতন প্রধানত ধর্মীয় দলভুক্তির অনুভূতি। এই সময়ে একটি নূতন আত্মীকরণ পদ্ধতি শুরু হয়। প্যান-'আরব ঐক্যের সাধারণ চেতনার জন্য ইহা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় হইতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রধান কারণ হিসাবে উপজাতীয় কোন্দলকে উল্লেখ করা যায় না।

এই কারণে উমায়্যা রাজনীতি বিপন্ন হইয়া পড়ে; কারণ ইহার কাঠামোগত ভিত্তি ছিল গোত্রীয়। 'আব্বাসী আন্দোলনের জন্যই সুভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইয়া গেল। কারণ ভিন্ন এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এই আন্দোলন। এই সঙ্গে 'আলী বংশীয় ও 'আলী সমর্থকদের মধ্যে যাহারা শুরুতেই 'আব্বাসীদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের ভবিষ্যতও সুনিশ্চিত হইয়া গেল। প্রায়শ 'আরবগণই 'আব্বাসী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করিতে থাকে। ইহাদের ও ইরানীদের মধ্যে সহযোগিতা অপ্রতিহতভাবেই চলিতে থাকে অন্তত উমায়্যাদের পতনকাল পর্যন্ত (পরবর্তী কালে জাতীয় পর্যায়েও ইহাদের মধ্যে তেমন সংঘর্ষ হয় নাই)। এইভাবেই আসে ৭৪৬-৫০ খৃস্টাব্দের বিজয়। অবশ্য এই সময়ে আবূ মুসলিমের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক ছিল ফার্সীভাষী (আত্-তাবারী, ৩খ., ৫১, ৬৪ প.)।

এমন 'আরবও অবশ্য ছিল যাহারা এই আত্মীকরণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে নাই। 'আব্বাসী অভিযানের সময় ইহাদের অধিকাংশ খুরাসান হইতে বহিষ্কৃত হয়। বাকী বসতি স্থাপনকারিগণের প্রতি ইরানীগণ আর শত্রুতা প্রদর্শন করে নাই। 'আরব হিসাবে তাহাদের রাজনৈতিক গুরুত্বও তেমন কিছু ছিল না। এই সময়ে গোত্রীয় যুদ্ধ সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়াছিল, যদিও দশম শতাব্দী পর্যন্ত কোন কোন গোত্রের উল্লেখ দেখা যায় (তু. নিম্নোদ্ধৃত লেখকবৃন্দের লেখা)। আত্মী-করণ অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। ফলে বহু 'আরব শেষ পর্যন্ত ইরানীদের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়। অবশ্য ইহা দ্রুততর সেইখানেই ঘটে যেইখানে তাহারা পৃথকভাবে নিজেদের ভূসম্পত্তিতে বসবাস করিত (যেমন মারব-এর মরূদ্যানে)। আবার 'আব্বাসী আমলে 'আরব জনসমষ্টি দেশময় আরও ছড়াইয়া পড়া এবং পশ্চিম হইতে তাহাদের আরও অভ্যাগমনের হিসাবও করা প্রয়োজন। ফলে এমন স্থানও ছিল যেইখানে জনসমষ্টি ছিল অংশত আরব, এমনকি একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতেই ক্রমাগত তাহাদের সংখ্যাহ্রাস লক্ষণীয় ছিল। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বিরল। তাহা সত্ত্বেও তুলনীয় ইসফাহানের জন্য আল-য়া'কূবী, বুল্দান, পৃ. ২৭৪; খুরাসানের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের জন্য ঐ, পৃ. ২৯৪; আল্-ইস্তাখ্রী, ৩২২-৩২৩; ইব্ন হাওকাল, পৃ. ৪৯৯; আল্-মাক্দিসী, পৃ. ২৯২, ৩০৩; কাশানের জন্য হুদূদুল্-'আলাম, পৃ.১১৩; ঐ, পৃ. ১০৪, ১০৮, ২১৬ (জূর্যজান); আল্জাহিজ; Tria opuscula (van vloten), পৃ. ৪০; আগানী, ১৪খ., ১০২; ১৭খ., ৬৯; জুওয়ায়নী, ২খ., ৪৬ (দ্র. মানযিল্গাহ্-ই 'আরাব), S. A. volin, K. istorii sredneaziatskikh arabov (Trudy vtoroy sessii assotsiatsii arabistov, মস্কো ও লেনিনগ্রাদ ১৯৪১ খৃ., পৃ. ২৪); B. spuler, Iran, পৃ. ২৫০; বংশ ইতিহাসের জন্য দ্র. ইব্নুল্ বাল্খী, ফার্স্ নামাহ্, xix=116f, ও কুম্মী, তারীখ্-ই কুম্ম (তিহরানী), পৃ. ২৬৬-৩০৫ (আশ্'আরী পরিবার), এই সকল বংশ-ইতিহাস 'আরব বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের ক্রমে ইরানী জাতির মধ্যে মিশিয়া যাইবার বিবরণের উপর প্রচুর আলোক-সম্পাত করে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) A.v. Kremer, Culturgeschte des Orients,ভিয়েনা ১৮৭৫-৭ খৃ. (বিশেষত ২খ., ১৪৩); (২) J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, বার্লিন ১৯০২ খৃ., বিশেষত পৃ. ২৪৭-৩৫২; W. Barthold, Turkestan, নির্ঘন্ট; (৪) ঐ লেখক, K istorii orosheniya Turkestana, সেন্টপিটার্সবুর্গ ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১১১ প.; (৫) P. Schwarz, Iran, ৮খ., ১১৮১-৫ (আযারবায়জান); (৬) B. Spuler, Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২০-৪৫, ২৪৭-৫০, ৩৩৫ প. ও নির্ঘন্ট।

B. Spuler (E.I.2)/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

পরিশিষ্ট

বর্তমান কালে মধ্যে এশিয়ার আরবগণ ঃ বর্তমান কালে মধ্যেএশিয়ায় বসবাসরত 'আরবগণের মূল (অন্তত এখনও) নিশ্চয়তার সহিত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আফগান তুর্কিস্তানে বসবাসরত 'আরবদের সম্বন্ধেও একই কথা খাটে, যদিও সেইখানে তাহারা ফার্সীভাষী (The Imperial Gazetteer of India, ৫খ., অক্সফোর্ড ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৬৮; ইহাতে বিশেষ কোন স্থানের নামোল্লেখ নাই)। তাহাদের নিজস্ব বিবরণ অনুসারে তাহারা সেইখানে তায়মূর কর্তৃক নীত হয়। তাহারা নিজেদের প্রাথমিক বসতিস্থান হিসাবে আফগানিস্তানের আন্দখুই (দ্র.) জেলা ও নিকটবর্তী আক্চা (মাযার-ই শারীফ প্রদেশ)-এর নাম উল্লেখ করে। কার্সী, বুখারাও হিসারের উল্লেখও তাহারা করে, কারণ ঐ সকল স্থান হইয়া তাহারা বসতিস্থানে গমন করিয়াছিল। তায়মূর আরবদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনীতে এইরূপ উল্লেখ নাই। যেই মীর হায়দারের কথা মৌলিক বিবরণীতে বারংবার উল্লিখিত দেখা যায়, তাঁহার পরিচয়ও সংগ্রহ করা যায় নাই। অন্যদিকে এইরূপ প্রমাণ রহিয়াছে, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদেরকে মারব হইতে অপসারণ করিয়া বুখারাতে পুনঃস্থাপন করা হয়। আর বাল্খ্ শাবুরগান ও আন্দখুই-এর বাসিন্দাগণও অপসারিত হইয়া যারাফ্শান উপত্যকায় ('উবায়দুল্লাহ, যুবদাতু'ল্-আছার, Zap. Vostocnago Otdeleniya, ১৫ খ., ২০২ প.) পুনঃস্থাপিত হয়। আমরা ইহাও জানি, "আরবদের" পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও অভ্যাগমন সম্ভব ছিল, একদিকে (পারস্য) ইরাক ও অপরদিকে বুখারা ও সামার্কান্দ্-এর এলাকায় ও কাশকা দারয়া উপত্যকার মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-মার্ওয়ারদী, তারাস্সুল, Volin, পৃ. ১২১-৩-এ উদ্ধৃত; তু. H. R. Roemer Staatsschreiben der Timuridenzeit, Wiesbaden 1952, পৃ. ৯৪, প. ১৭৭, facsimile 38 b-39 a-সহ [দলীলে ঘটনার বিবরণাংশ ব্যতীত]।

অতএব দেখা যাইতেছে, বর্তমানে মধ্যেএশিয়ায় বসবাসরত 'আরবগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে অভ্যাগমনকারী "আরবগণের অব্যবহিত উত্তর-পুরুষ নহে (উপরে পরিচ্ছেদ ৩ দ্র.), যদিও ঐ সকল বসতি স্থাপনকারীদের সহিত ইহাদের সম্পর্কের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে তাহারা তো একাদশ শতাব্দীতেই ইরানীভূত হইয়া গিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্যেএশীয় 'আরবগণ ছিল একজন মীর হাযারের অধীনে। তিনি সরকারের জন্য কর আদায় করিতেন। তাহারা সাধারণত যাযাবর (আ'রাব) বলিয়া পরিচিত ছিল (উল্লিখিত দলীল ছাড়াও তু. প্রায় ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের সামার্কান্দের ইনশা সংগ্রহ, যাহা volin কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে [Volin, পৃ., ১১৭-২০])। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সকল 'আরব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, বিশেষত বিভিন্ন ভ্রমণ বিবরণীতে (Volin কর্তৃক উদ্ধৃত)। এইখানে আমাদেরকে অবশ্যই দুইটি ধারণার পার্থক্য উল্লেখ করিতে হইবে। (১) গোষ্ঠীবিবাহের মাধ্যমে দৃঢ় সংঘবদ্ধ গ্রুপ—এই গ্রুপের লোকেরা দেখিতে প্রায় ইরানীদের মতই। তাহারা নিজদেরকে 'আরব বলিয়াই অভিহিত করে, কিন্তু তাহারা যেই দেশে বাস করে সেই দেশের ভাষাই গ্রহণ করে। সামার্কান্দ্ এলাকায় একটি তাজীক্ভাষী ও একটি উয্বেক্ভাষী 'আরব গ্রুপ রহিয়াছে। তুর্কমেনিস্তান, খীওয়া, ফার্গানা ও পার্বত্য তাজীকিস্তানেও অনুরূপ গ্রুপের অস্তিত্বের কথা ভ্রমণকারিগণ উল্লেখ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ ও ষাট হাযারের মধ্যে নিরূপিত হইয়াছিল। ভিন্নিকভ (Vinnikov) [দ্র. গ্রন্থপঞ্জী] (পৃ. ৯) ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেও এই সংখ্যার কথাই বলেন (আদমশুমারীর ফল সত্ত্বেও)। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই 'আরবগণ একজন মীর হাযার-এর অধীন ছিল। কিন্তু এই সময় রাজস্ব সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব তাহার ছিল না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের সোভিয়েত আদম শুমারীতে ইহাদের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৮,৯৭৮; ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২১,৭৯৩। এই সকল সংখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই সমস্ত 'আরব' গ্রুপ তাহাদের বাসভূমির এলাকার ভাষায় কথা বলে, আর তাহারা ক্রমেই অধিক হারে উয্বেক্ বা তাজিক্ পরিবেশে মিশিয়া যাইতেছে। তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও তাহাদের প্রতিবেশীদের অনুরূপ। মাতৃশাসিত সমাজ ব্যবস্থার অবশেষ হিসাবে শুধু দেখা যায়, "আভুঙকুলেট" (avunculate) নামক প্রতিষ্ঠানটি এখনও টিকিয়া আছে। ইহাতে ভাগিনেয়ের ও মামার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান, আর মামার পুত্র ও কন্যাদের সহিত যথাক্রমে ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়দের বিবাহ হয়। বিপ্লবের পূর্বে এই ব্যবস্থাতেই অন্তত এক-তৃতীয়াংশ 'আরব' বাস করিত (তু. M. O. Kosven, Avunklat, Sovetskaya Etnografiya, ১৯৪৮ খৃ., সংখ্যা ১)।

(২) এই সকল স্বঘোষিত 'আরব' (ঐতিহাসিক অর্থে) ও 'আরবীভাষী গ্রুপসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। উল্লিখিত দলীল-দস্তাবেয অনুসারে প্রতীয়মান হয়, এই পার্থক্য ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিদ্যমান। ইহার অর্থে এই দাঁড়ায়, এই সকল 'আরবের বসতি স্থাপন ঘটিয়াছে কয়েক পুরুষ পূর্বে, অন্যথায় আংশিক ভাষাগত স্বীকরণ (যাযাবরগণের বেলায়) সম্ভব হইত না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের সোভিয়েত আদমশুমারী অনুসারে এই সকল 'আরবের সংখ্যা ৪,৬৫৫। ইহাদেরকে আবার দুইটি উপভাষা ভিত্তিক ভাগে বিভক্ত করা যায় সানো'নী (Sanoni) ও সাবোনী (Saboni)। তাহারা প্রধানত উয্বেকিস্তান (২১৭০) ও তাজীকিস্তানে (২২৭৪) বাস

করে। ১৯৩৯ খৃ. উয্‌বেকিস্তানের 'আরবীভাষী অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ১৭৫০। মনে হয়, ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের রুশ আদমশুমারীতে যে 'আরবদের সংখ্যা ১৬৯৬জন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু 'আরবীভাষিগণকেই হিসাবে ধরা হইয়াছে। তবুও এই সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ থাকিয়া যায়। ইহার কারণ পরবর্তী বৎসরসমূহে উল্লিখিত সংখ্যাসমূহ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, এই গ্রুপটিও পরিবেশের মধ্যে স্বীকৃত হওয়ার পর্যায়ে রহিয়াছে। এই 'আরবদের ভাষা একটি মেসোপটেমীয় উপভাষা হইতে সৃষ্টি। কিন্তু (মাল্টা দ্বীপের মতই) 'আরবীর একটি স্বাধীন শাখায় পরিণত হইয়া দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। মধ্যএশিয়ার 'আরবী ভাষায়, এমন কি খাঁটি 'আরবী শব্দসমূহেও پ ও چ বর্ণদ্বয় হইয়াছে, আবার ث ও ذ ও আংশিকভাবে ء (হামযা) ইহাতে অপসৃত। ف প্রায়ই নিশ্চিহ্ন, আর ق হইয়াছে گ،—« آ » (আলিফ্ মাম্‌দূদা)-এর দীর্ঘতা হ্রস্বীকৃত হইয়াছে, ـُ (পেশ) চিহ্নটি জোর দিয়া উচ্চারিত হয় (দীর্ঘ ঊকারের ন্যায়)। স্বীকরণ (assimilation), অবস্থান পরিবর্তন (inversion) ও বর্ণলোপ (elision) প্রায়ই করা হয়। বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যম ও নামপুরুষে শব্দশেষের চিহ্নটি রাখা হয় (যেমন রাখা হয় বেদুঈন উপভাষায়)। উপভাষাদ্বয়ের একটিতে অসম্পূর্ণ কাল (imperfect tense)-এর ক্ষেত্রে শব্দের শুরুতে (م) যোগ করা হয় (ইহা কি ইরানী বা সিরীয়া ও মিসরীয় 'আরবীর' সহিত সাদৃশ্য রাখার লক্ষণ?)। এই রদবদল সম্ভবত তুর্কী ভাষার প্রভাবের ফল। ককেশীয় ভাষার (যেমন পুরাতন জর্জীয়) মতই প্রত্যক্ষ কর্মকারকের ক্রিয়ায় একটি চিহ্নযুক্ত হয় (তু. সিরীয় 'আরবীর বিকাশ)। "كان" শব্দটি প্রায়ই সহায়ক ক্রিয়া পদ (auxiliary verb) হিসাবে ব্যবহৃত হয় (ইহার শুরু হইয়াছিল দূর অতীত [ماضى بعيد] বুঝাইতে)। مصدر-এর শেষে احان। (আহান) বা آن (আন) থাকে। বিশেষ্য' (اسم) পদের উপর تنوين হয় না, আর বহুবচন বাচক বিশেষ্য পদের শেষে ين বা ات। যুক্ত হয় (ইহা প্রায়ই ঘটে পুংলিঙ্গবোধক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে), আবার ভগ্ন বহুবচন (جمع مكسر)-এর ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়। 'আরবী অংকের বদলে তাজীক অংকের ব্যবহার প্রায় পুরাপুরিই শুরু হইয়াছে। বাক্য গঠনের নিয়ম অপরিবর্তিত রহিয়াছে, তবে ইন্দো-জার্মানের শব্দ-সাজান বেশ চালু হইয়া গিয়াছে (যেমন حطب سبيع কাষ্ঠ বিক্রেতা)। সাধারণ পদ পারম্পর্যের নিয়ম ঃ উদ্দেশ্য, কর্ম, বিধেয়। শব্দভাণ্ডার বহুলাংশে সেমিটিক (Semitic), ইরাকী প্রভাব বেশি, কখনও কখনও উপদ্বীপীয় 'আরবীর প্রভাব দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ঐতিহাসিক ঃ (১) M. S. Andreev, Izvestiya Turkest, otdela, Russk, geogr, ob-va, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১২৬-৩৭; (২) N. Burykina ও M. Izmaylova, Nekotorye dannye po yazyku arabov kishlaka Dzugary Buklarskogo okruga i kishlaka Dzeynau Kashkadar inskogo okruga Uzbekskoy SSR, Zap. Kollegii Vostokovedov, 1931, 527-49; (৩) S. L. Volin, K istorii sredneaziatskikh arabov, Trudy vtoroy sessii assotsiatsii arabistov, মস্কো ও লেনিনগ্রাদ ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১১১-২৬; (৪) I. N. Vinnikov, Araby v SSSR, Sovetskaya etnografiya ১৯৪০ খৃ., সংখ্যা ৪, ৩-২২; (৫) D. N. Logofet Bukherskoe Khanstvo pod russkim protektoratom, ১খ., ১৯১০ খৃ.; (৬) Bol'shaya Sovetkaya Entsiktopediya[2], ২খ., ৫৯৮।

(খ) ভাষা ঃ (১) Burykina and lznaylova as above; ২ G. V. Ceret'eli, K kharakterisstike yazyka sredneazintskikh arabov. Trudy vtoroy sessii assotsiatsii arabistov, মস্কো ও লেনিনগ্রাদ ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১৩৩-৪৮; (৩) ঐ লেখক, Materialy dlya izuceniya arabskikh dialektov Sredney Azii, Zap, Insituta Vostokvedeniya Akademii Nauk SSSR, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ২৫৪-৮৩; (৪) Zarubin, Spisok narodnostey SSSR, ১৯২৭ খৃ.; (৫) N. B. Arkhipov, Sredneaziatskie respubliki[2], লেনিনগ্রাদ ১৯৩০ খৃ.।

B. Spuler (E.I.[2])/ খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

৪। মিসরে আরবদের সম্প্রসারণ

১৮/৬৩৯ সনের শেষে সিরিয়া মিসর সীমান্তে এক 'আরব সেনাবাহিনীর আবির্ভাব হয়। তাহারা মিসর জয় করিতে শুরু করে। ২০ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ২০/৯ এপ্রিল, ৬৪১ তারিখে স্বাক্ষরিত হইল এক সন্ধিপত্র। ইহা দ্বারা মিসরীয় এলাকাকে, আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, উহার আদিম জনসমষ্টিকে বায়যান্টীয় শাসন হইতে বাহির করিয়া নেওয়া হয়। আলেকজান্দ্রিয়া তখনও প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আঠার মাস পরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই অভিযান নিঃসন্দেহে উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল; সযত্ন পরিকল্পিত আক্রমণের লক্ষণও ইহাতে বিদ্যমান ছিল। এই সময়কার কয়েকটি প্যাপিরাসের লিপি বিশেষ গুরুত্বহ। ঐগুলিতে 'আরব সেনাবাহিনীর সদস্যগণের সাময়িকভাবে গৃহস্থদের গৃহে অবস্থানের ও রসদ সরবরাহের আদেশ দেখা যায়। তাহাতে জানা যায়, ইহা বাবদ গ্রামবাসিগণ কর্তৃক যাহা ব্যয় হইয়াছিল তাহা পরবর্তী বৎসর কর হইতে মওকূফ করা হইয়াছিল। একই দলীল হইতে সংগৃহীত তথ্য হইতে দেখা যায়, একটি সুসজ্জিত বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে— বর্মধারী অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদল। মিসরে নীল নদের উজান এলাকায় তাহাদের সহিত চলিয়াছে ক্ষুদ্র নৌবাহিনী। অস্ত্রাদি মেরামতের জন্য লৌহকার ও বর্ম প্রস্তুতকারীদের দলও রহিয়াছে। এইসব তথ্য গ্রীক মূল লেখা হইতে সংগৃহীত। ইহাদের কতকগুলির সহিত 'আরবী অনুবাদও রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থার প্রবর্তন যদি কপ্‌টীক অসামরিক প্রশাসকদের কর্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা সত্য যে, 'আরব সমর নায়কগণ ইহা সম্বন্ধে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন। এই

সমস্তই প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার ইঙ্গিতবাহী। এই প্রসঙ্গে আমরা ধরিয়া লইতে পারি, বেদুঈনগণ 'আরব সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ ছিল না। 'আমর ইব্নুল-'আস-ইয়ামান হইতে সংগৃহীত বাহিনীর উপরই প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন, ইহাদের প্রায় সকলেই ছিল 'আক্ক গোত্রের। ফুসতাত-এর জেলাসমূহের নাম হইতেই বুঝা যায়, অধিকাংশ দল ছিল ইয়ামানী। আবার জুযাম ও লাখ্ম গোত্রদ্বয় হইতে সংগৃহীত সৈন্যদলও ছিল। এই গোত্রদ্বয় ছিল গ্যাসসানী রাজের জনসমষ্টির অংশ, ইহারা ইয়ারমূকের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া মিসরের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। 'আরব যোদ্ধাদের সর্ববৃহৎ লিপিবদ্ধ সংখ্যা পাওয়া যায় ১৫,০০০। মনে হয় ইহা সর্বোচ্চ সংখ্যা।

বিজয়ের পর 'আরবগণ তাহাদের নিজস্ব গোত্রেই রহিয়া যায়, এই ব্যাপারে ফুস্তাত্-এর জেলাগুলির নাম হইতে অনেক কিছু জানা যায়। প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে শুরুতে 'আরবগণের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল কিনা। ইহা একটি বিবেচনার বিষয় বটে। সামরিক বাহিনী বাস্তবক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। ঐ দেশীয় কোনও ব্যক্তিকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইত না। তাহার ঐ দেশীদের সহিত মিশিতও না। ঐ দেশে ভূমি অধিগ্রহণ বা অর্জনও তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সেনাবাহিনী অবস্থান করিত ফুসতাত, আলেকজান্দ্রিয়া ও ভূমধ্যসাগর উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন ঘাঁটির মধ্যে বদ্বীপের মরুসীমান্তে ও নূবীয় (Nubian) সীমান্তে । এই সকল সেনাদলের সৈন্য সংখ্যার সঠিক হিসাব করিবার মত তথ্যগত ভিত্তি আমাদের হাতে নাই। তবে সেনাদলগুলিতে মাঝে মাঝেই বহু সংখ্যক নূতন সৈনিক দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত । কারণ ৪৩/৬৬৩ সন হইতে ১২০০০ সৈনিক তো শুধু আলেকজান্দ্রিয়াতেই প্রয়োজন হইত। সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশে সৈন্যদল গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল । প্রতিটি গোত্রের সদস্যগণ সাত বা দশজনের শাখা দলে বিভক্ত ছিল, প্রতিটি শাখাদল নিয়ন্ত্রণ হইত একজন শাসক (Syndic) দ্বারা, তিনি তাহাদের বেতন গ্রহণ করিতেই আর একজন কাদীর তত্ত্বাবধানে ইয়াতীমদের ভাতাদান কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রত্যহ ভোরে একজন কর্মচারী গোত্রগুলি পরিদর্শন করিত এবং নূতন জন্ম লিপিবদ্ধ করিত।

১০৯/৭২৭ সনে মিসরের অর্থ দফতরের নিয়ন্ত্রক কায়স পুনর্বাসিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বিল্বায়স্ (Bilbais) অঞ্চলে পুনর্বাসিত করেন। কারণ ইহাদের সংখ্যা যে তিন হাযার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে নারী ও শিশু অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই কায়সগণ উষ্ট্র চালক হিসাবে ফুস্তাত্ -কুল্যুম্ রাস্তায় যাতায়াতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবত ইহারা সামরিক কর্ম গ্রহণেও বাধ্য ছিল; কারণ বেতন তালিকায় ইহাদের নাম দেখা যায়। এইরূপ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির কতকটা প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল ১০৭/৭২৫ সনে সংঘটিত প্রথম কপ্টীক (Copts) বিদ্রোহের ফলে। আলেকজান্দ্রীয় প্যাট্রিয়ার্কেট (Patriarchate)-এর খৃস্টান ঐতিহাসিক ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "একটি গোত্র মিসরের পূর্ব মরুভূমিতে ছিল সমুদ্রোপকূলে বিল্বায়স্ ও কুলযুমের মধ্যবর্তী স্থানে। ইহারা ছিল মুসলিম 'আরব নামে পরিচিত।' এই প্রকাশভঙ্গী হইতে মনে হয়, বক্তব্যটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, স্থানীয় মুসলিমগণ সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু হইলেও ঐ সময় আরবগণ অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাধিক্য ছিল।

এই আরবগণ দুই শতাব্দীর অধিক কাল তাহাদের মূল গোত্রের স্মৃতি বহন করে, আসওয়ান ও ফুস্তাতের সমাধিক্ষেত্রের অধিকাংশ সমাধিপ্রস্তরে মৃত ব্যক্তির নামের পরেই গোত্রনির্দেশক নৃতাত্ত্বিক পদবীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহাই ছিল আরব আভিজাত্যের উপাধি। ধর্মান্তরিত কপ্টিগণ শুরুতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলিম হিসাবে পরিগণিত হইত। কাহারও কাহারও ছিল উচ্চতর মর্যাদার অভিলাস। ১৯৪-৫/৮৯১, সনে সংঘটিত একটি বিচারকার্য সংক্রান্ত কলংকজনক ঘটনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, 'আরব গোত্রসমূহের শক্তি তখনও এতটা প্রবল ছিল যে, একজন সততার দিক দিয়া সন্দেহজনক কাদীর বিচারের বিরুদ্ধে তাহারা বাগদাদে আপীল করিতে পারিত, যেই বিচারে কপ্টদেরকে বিশুদ্ধ শোণিত 'আরবদের সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় যে, ৩য়/৯ম শতাব্দীতে ভৌগোলিক তাৎপর্যসূচক উপনাম গোত্রসূচক উপনামের স্থান গ্রহণ করে। এই স্থলেও সমাধিপ্রস্তর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দলীল; এইগুলি হইতে ও স্থানের নাম হইতে গৃহীত উপানামসমূহ পাওয়া যায়।

৩য়/৯ম শতাব্দীর শুরুতে যাহারা আদিম অধিবাসী ছিল ফুসতাতের মুসলিমগণ প্রধানত তাহারাই। তাহারা বসিয়া বসিয়া করিতে হয় এমন কাজে নিযুক্ত হইত, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা সর্বপ্রকার ব্যবসায়ে। 'আরবগণ পূর্ববর্তী শতাব্দীতে বদ্বীপ এলাকায় বিদ্রোহী দমনে ব্যস্ত ছিল। পরবর্তী কালে সামরিক বাহিনী হইতে তাহাদের অপসারিত হওয়ার কারণ প্রথমে খুরাসানীদের ও পরে তুর্কীদের সমাগম। 'আরবগণ তখন সম্ভবত গ্রামাঞ্চলে তাহাদের পূর্বপুরুষদের পেশা পশু পালনে ফিরিয়া যায়। যাহাই হউক, ঐ সময় হইতে শহরে আর তাহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। অধিকন্তু পূর্বতন সৈনিকদের অধস্তন পুরুষগণ ভূমি লাভ করে। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের নিকট হইতে সরকারের খারাজ বা ভূমিকরের দাবি হইতে। এইভাবে তাহারা স্থানীয় জনসমষ্টির সহিত মিশিয়া যায়, এই শেষোক্তগণ ৩য়/ ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে ছিল প্রধানত মুসলিম। আবার কপ্টগণ (Copts) ক্রমেই বেশী 'আরবী ভাষা ব্যবহার করিতে থাকে। সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ছিল তুর্কী বংশীয় । তাহারা আদিম অধিবাসী ও অভ্যাগমনকারী (মুহাজির) 'আরবগণের বংশধরদের পার্থক্য বুঝিতে পারিত না।

অবশেষে ২১৯/৮৩৪ সনে লাখ্ম ও জুযাম গোত্রদ্বয়ের কয়েকটি দল বদ্বীপ এলাকায় বিদ্রোহ করে। তাহাদেরকে সহজেই ছত্রভঙ্গ করা হয়। তাহাদের অধিকারের আর কোনও উল্লেখ নাই। 'আরবগণ মিসরের ইতিহাসে বারবার আবির্ভূত হয়। তাহারা গোত্রবদ্ধ হইয়া থাকিত, যাযাবর জীবনের বহু অভ্যাসও তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সঙ্কটকালে তাহাদেরকে রিজার্ভড সেনাদল হিসাবে সংগঠিত করা হইত , যেমন ক্রুসেডারগণের দামিয়েত্তায় (Demietta) অবতরণ কালে। পরবর্তী সরকারসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে কর আদায়ের জন্য অথবা তাহাদের দস্যুবৃত্তি দমন করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সাধারণভাবে এই সকল ছিল শাস্তিমূলক অভিযান।

সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয় ৫ম/১১শ শতাব্দীতে বানূ হিলাল ও বানূ সুলায়ম গোত্রদ্বয়ের সাময়িক হিজরতের ফলে। ইহা ঘটে উত্তর আফ্রিকায় তাহাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পূর্বে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে,'আরব উপদ্বীপ হইতে আগত একদল বেদুঈন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মিসরের উজান এলাকায় ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহিত করার চেষ্টা করিয়াছিল।

সাম্প্রতিক আদমশুমারীগুলি চরম অস্পষ্ট। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, মিসরের মরুভূমিতে ছড়াইয়া পড়া বেদুঈনদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০,০০০।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন 'আবদিল-হ'াকাম, ফুতূহর, মিস্র, সম্পা. Torrey; (২) কিন্দী, উলাত মিস্'র, সম্পা. Guest; (৩) মাক'রিযী, খিত'াত, বূলাক সং ও Institut Frsñcais, সং; (৪) ক'ালক'াশানদী, নিহায়াতুল- আরাব ফী ম'ারিফাতি ক'াবাইলিল-'আরাব; (৫) Quatremere, Memoire sur les tribus arabes etablies en Egypte, Memoires geographiques et historiques sur I, Egypte, সম্পা. ও অনু. II, G. Wiet; (৬) G. Wiet, Precis d' Histoire d' Egypte, II; (৭) ঐ লেখক, Histoire de la Nation Egyptienne, vol. iv; (৮) ইব্ন ইল্য়াস।

G. Wiet (E.I.[2]) খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

৫। উত্তর আফ্রিকায় 'আরবদের সম্প্রসারণ ঃ ২৭/৬৪৭ সন হইতে যেই সকল 'আরব উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়াছে তাহারা কত শ্রেণীর তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। হিজায হইতে প্রথমে যেই ২০,০০০ যোদ্ধা তথায় গমন করে শুধু তাহাদের কথাই আমরা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিতে পারি। ইহারা বিভিন্ন গোত্রের ছিল। প্রতিটি গোত্রের যোদ্ধারা ছিল তাহাদের নিজস্ব সরদারের অধীন। ইহাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয় মিসরী সেনাবাহিনী হইতে নির্বাচিত কতিপয় দলের সাহায্যে। প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযানগুলি ছিল শুধু দূর হইতে আক্রমণ, ঐ দেশে বসবাস করার অভিপ্রায় লইয়া এইসব আক্রমণ পরিচালিত হইত না। এই অভিপ্রায় 'উক্'বা ইবন নাফি'-এর মধ্যে দেখা যায়, ইনি ৫০/৬৭০ সনে আল-কায়রাওয়ানে (দ্র.) বসতি স্থাপন করেন। এই নেতার মৃত্যু ও বারবারগণ কর্তৃক কায়রাওয়ান অধিকারের ফলে সেখানে নূতন সৈন্যদল প্রেরিত হইল। তখন হইতেই আক্রমণকারীদের যে কোনও বড় রকমের সাফল্য, যে কোনও বার্বার্ বিদ্রোহ ও দেশ জয়ের কঠিন কার্যের যে কোনও নূতন পর্যায় উপলক্ষে নূতন সেনাবাহিনীর আগমন ঘটিতে থাকে। উদ্দেশ্য, পূর্ব হইতে অবস্থিত বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা। উমায়্যাদের আমলে সিরীয় বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন দল (জুন্দ) হইতে সংগৃহীত লোকজনদের লইয়া গঠিত রেজিমেন্টগুলির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল; 'আরব হইতে সংগৃহীত সৈনিকদের স্থান ইহারাই গ্রহণ করে। 'আব্বাসীদের শাসনকালে সিরীয়দের সহিত মিলিত হইয়াছে বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে খুরাসানের অনিয়মিত সৈনিকগণ (Militia)। বিজেতা সেনাবাহিনীর এই সকল অংশ দল বাঁধিয়া বাস করিত যেমন প্রাচ্যে তাহাদের স্বদেশে তাহারা করিত। বিজিত দেশের শহরগুলিতে তাহাদেরকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। বিজেতা বলিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ, শৃঙখলার অভাব ও রকমারি চাহিদা এই সকল সৈনিকের বৈশিষ্ট্য ছিল। ইফরীকিয়ার শাসকগণ ইহাতে বিব্রত হইতেন। আগ্লাবী আমীরগণ তাহাদেরকে পরাভূত করিতে গিয়া বিপুল পরিমাণে রক্তপাত করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা ইহাদের কর্মসংস্থান করিয়া দেন সিসিলিতে।

দেশটির প্রথম দখলকার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রেরিত যোদ্ধাগণের সহিত আরবগণ বেসামরিক লোকজন পাঠাইয়াছিল। গভর্নর, তাঁহার সহকারী, অনুগামী ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির কিছু লোক। ইঁহারা 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীয (৯৯-১০১/৭১৭-২০)-এর খিলাফাতকাল হইতেই পরিকল্পিত পদ্ধতিতে বারবারগণকে ধর্মান্তরিত করিতে থাকেন। বণিকরাও আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল সম্পদ, সমৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত নূতন দেশে সমৃদ্ধি লাভের।

এইসব 'আরব মুহাজির একান্তভাবেই নগরবাসী ছিলেন। যে সকল শহরের জনসংখ্যায় তাঁহাদের অনুপাত যথেষ্ট ছিল, সেইগুলিই ছিল আরবায়নের (Arabisation) কেন্দ্র। বিজেতাগণের মর্যাদাহেতু কুরআনী বিদ্যালয় ও মসজিদে প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে, আর বাজারে পারস্পরিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাহেতু 'আরবী ভাষা ইসলামের সহিত একত্রেই শহরগুলিতে ও আশেপাশে বিস্তার লাভ করে। এই ব্যাপারে আল-কায়রাওয়ান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ইফরীকিয়ার অন্যান্য সেনানিবাসে অবস্থিত সেনাবাহিনীর পশ্চিমাভিমুখী অভিযানও সীমিত এলাকায় প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

যেই হিলালী আক্রমণের প্রথম পর্যায় ছিল 'আরব অভিবাসন (Immigration), উহা মুসলিমগণের বিজয় ও তাহার ফলাফল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল এই আক্রমণে অংশ-গ্রহণকারিগণ ও বারবারীর ইতিহাসে তাহাদের ভূমিকা—এই উভয়ের ব্যাপারে। এই বিপর্যয়ের প্রাথমিক কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সানহাজা উপজাতির বানূ যীরী গোত্রের আমীর আল-মুইয্য-এর সহিত কায়রোতে অবস্থিত তাঁহার অধিরাজ ফাতিমী খলীফার মতভেদ হয় (এইখানে উল্লেখ্য যে, সানহাজাগণ ফাতিমী খলীফা আল-মুস্তানসি'র নামেই ইফরীকিয়া শাসন করিতেন)। আল-মুসতানসি'র তাঁহার মন্ত্রী আল-য়াযূরীর পরামর্শে বিদ্রোহী রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব যাযাবরগণকে প্রেরণ করেন। ইহারা ঐ সময়ে নীল নদের পূর্ব তীরে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। পূর্ব হইতেই স্বীকার করা হয় যে, তাহারা যেই সকল শহর ও গ্রাম্য এলাকা জয় করিবে সেইগুলি তাহাদেরই হইবে।

বানূ হিলাল সর্বপ্রথম পশ্চিমাভিমুখী অভিযান (তাগরীব-تغريب) পরিচালনা করে। ইহার পরেই আসেন বানূ সুলায়ম। এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ ছিলেন ইহাদের উভয়ের পূর্বপুরুষ মানসূর ইব্ন কায়স। শক্তিশালী মুদার-এর মাধ্যমে ইনিই ছিলেন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যোগসূত্র। উভয় গোত্রই পূর্বে নাজ্দে বসবাস করিত। এই দুই গোত্রের কিছু সংখ্যক পরিবার তখনও সেখানে বসবাসরত ছিল। ইহারা হিজরত করে মেসোপটেমিয়ার উজান এলাকায় ও সিরিয়ার মরু এলাকায়। তাহাদের স্বাধীনচিত্ততার প্রকাশ নবী করীম (স)-এর ইনতিকালের পরপরই ঘটে। উমায়্যাগণ ও তাহাদের

চেয়েও বেশী 'আব্বাসীগণ ইহাদেরকে লুটতরাজের জন্য শাস্তি দিতে বাধ্য হন। ইহাদের লুটতরাজ চলিত মক্কাগামী তীর্থযাত্রীদের উপর। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইহারা কারমাতী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। ফাতিমী খলীফা আল-আযীয তাহাদের এই অন্যায় কর্মতৎপরতা দমন করেন (৩৬৮/৯৭৮) এবং এই বিদ্রোহের সমর্থক 'আরবগণকে মিসরের উজান এলাকায় চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন। সেইখান হইতেই তাহারা ইফরীকিয়া জয় করার উদ্দেশে যাত্রা করে।

যেই মুহূর্তে তাহাদের প্রথম পর্যায়ের বাহিনী–সংখ্যায় প্রায় দশ লক্ষ মাত্র -যীরী রাজ্য আল-কায়রাওয়ানে পৌছিয়া ইহার পতন ঘটায়, তখন বানূ হিলালের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোত্র ছিল রিয়াহ, ইহারা তিউনিসিয়ার সমভূমি অধিকার করিয়াছিল। আরও পূর্বদিকে হাম্মাদী (দ্র.) ও যাব (দ্র.) রাজ্যে উপনীত হয় আছবেজগণ। 'আরবদের এই সম্প্রসারণের যেই সীমা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায় তাহা আলা-ইদ্‌রীসী বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্প্রসারণের ফলে হাম্মাদীগণ কালআ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আল-বিজায়াতে চলিয়া যায়, আর যনাতা যাযাবরগণ ওরান-এর সমভূমি অভিমুখে বিতাড়িত হয়।

নূতন নূতন অভিযানকারী দল পৌছার ফলে পরবর্তী কালে 'আরবদের এলাকা সম্প্রসারিত হয় আর তাহাদের স্থানগত বণ্টনও পরিবর্তিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরদ্ধ এই সকল অভ্যাগমনকারীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বানূ সুলায়ম, ইহারা ত্রিপোলিতানিয়া হইতে আসিয়াছিল। প্রথমে ইহাদের মৈত্রী ছিল আর্মেনীয় অভিযানকারী কারাকূশের সহিত। তারপর ইহারা মৈত্রী স্থাপন করে বানূ গানিয়্যার সহিত, যাহারা আল-মুরাবিতগণকে (المرابط) পুনরায় ক্ষমতাসীন করিতে চেষ্টা করে। তাহারা হাফসীগণের খেদমতে নিজদেরকে নিয়োজিত করে। হাফসীগণ (بنو حفص) ছিল ইফরীকিয়াতে আল-মুওয়াহ্‌হিদ শাসক। ইহারা বানূ সুলায়মের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করিয়া দেয়। এইভাবে ইফরীকিয়াতে বানূ সুলায়মসহ 'আরবগণ সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক ও শক্তিশালী হিসাবে বিদ্যমান থাকে। আবার এই ইফরীকিয়াই ছিল বানূ হিলালের অধিকৃত প্রথম ভূমিখণ্ড। ইব্‌ন খালদূন যাহাকে অপূরণীয় ধ্বংসলীলা নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা হইতে উত্তর আফ্রিকার কোনও অংশই মুক্তি পায় নাই। 'পশ্চিমমুখী অভিযানের অর্ধ স্বাভাবিক কারণসমূহ ছিল নবাগতগণ কর্তৃক অনধিকৃত স্থানের সন্ধান, স্থায়ী বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য ভূমির সন্ধান, সবলগণ কর্তৃক দুর্বলগণকে বাধা প্রদান এবং কতিপয় উপজাতির–যেমন দক্ষিণ মরক্কোর মাকিল উপজাতি –মরুভূমির পশ্চিম সীমান্ত হইতে অগ্রসর হওয়া। এই সকল কারণের সহিত পশ্চিমী (মাগ'রিবী) শাসকগণের ব্যাপক জনসংখ্যা স্থনান্তরণ যোগ করা প্রয়োজন। এই স্থানান্তরণ তাঁহারা নিজেদের এলাকায়ই করিয়াছিলেন সেই সব 'আরব দলের যাহাদের সহযোগিতার উপর তাঁহারা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, আল মুওয়াহ্‌হিদ আল-মানসূর কর্তৃক ৫৮৩/১১৮৭ সালে ইফরীকিয়ার উপজাতিগুলিকে স্থানান্তরিতকরণ। ইনি স্পেনে ইহাদেরকে ব্যবহার করার উদ্দেশে মরক্কোতে আটলান্টিকের নিকটবর্তী সেই সময়কার লোকবসতিহীন প্রান্তরসমূহ ইহাদেরকে দান করিয়াছিলেন।

এই সম্প্রসারণের ফলে বারবারির সমগ্র অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়া যায়। এই পশু পালক যাযাবরগণ গ্রীষ্মকালে তাহাদের উত্তর আফ্রিকীয় ভূখণ্ডে বাস করিত, ইহার সহিত তাহারা যোগ করিল অনুরূপ সাহারীয় ভূখণ্ড। সেখানে তাহারা শরৎ কালে সপরিবার চলিয়া যাইত। তাহাদের উষ্ট্রের জন্য নূতন চারণভূমি তাহারা সেখানে খুঁজিয়া লইত। এই দুই বার্ষিক প্রত্যাবাসনের (Migration) দুই প্রান্তে আবার তাহাদের আয়ের পথও ছিল, তাহারা রক্ষক হিসাবে মরূদ্যানবাসী খেজুর চাষীদের নিকট হইতে কর দাবি করিত। উত্তরের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিকট হইতে তাহারা ইক্'তা' (দ্র.) অথবা জিবায়া কর আদায় করিত, এই শেষোক্ত কর আদায়ের ভার তাহাদের উপরই ছিল।

এই সকল প্রাচ্য দেশীয় বেদুঈনরা বারবার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহারা স্বাভাবিকভাবেই আরবী ভাষা প্রচারে এক বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। উপভাষার মধ্যে হিলাল, সুলায়ম, মা'কি'ল প্রমুখ প্রধান উপজাতিসমূহের অবদানের পার্থক্য এখনও নির্ণয় করা যায় বলিয়া মনে করা হয়। যুগপৎভাবে বারবারদের 'আরবীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে 'আরবদের বারবারীকরণের ব্যাপারটাও হিসাবে আনিত হয়। ইহারই অন্তর্গত ছিল চিরদারিদ্র্য-পীড়িত মুহাজিরগণের বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দা ও আদিম অধিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার, সম্পা. de Slane, দুই খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪৭-৫১ খৃ., অনু. de Slane (Histoire des Berbéres), ৪ খণ্ডে, আলজিয়ার্স ১৮৫২-৫৬ খৃ.; (২) ইব্‌নুল-আছীর, অনু. Fagnan; (৩) য়া'কওবী, বুলদান, অনু. G. Wiet, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; (৪) তীজানী রিহ্‌লা, অনু. Roussesu, JA, 1852, ii, 1853, i; (৫) ইদ্‌রীসী, আল-মাগ'রিব; (৬) Fournel, Les Berbers, দুই খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৭-৭৫ খৃ.; (৭) Carette, Recherches sur les origines et les migrations des tribus de l,Afrique septentrionale (Exploration scientifique de l,Algerie), প্যারিস ১৮৫৩ খৃ.; (৮) Carette and Warnier, Notice sur la division territoriale de l,Algerie. Tableau des Etablissements francais, 1844-45 and the 1846 map; (৯) Nomenclature et repartition des tribus de la Tunisie, Chalon-sur Saone, 1900; (১০) A. Bernard and N. Lacroix, L'evolution du nomadisme, Algiers-Paris 1906; (১১) E. Mercier, Comment l'Afrique Septentrionale a ete arabisee, কন্‌স্টান্টাইন ১৮৭৪ খৃ.; (১২) G. Marcais, Les Arabes en Berberie du xl' au xIV' Siecle, কন্‌স্টান্টাইন-প্যারিস ১৯১৩ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, Le Berberie musulmane et l'Orient au moyen age, প্যারিস ১৯৪৬ খৃ.; (১৪) W. Marcais, Comment l'Afrique du Nord a 'ete arabisee, AIEO, ১৯৩৮ খৃ.।

G. Marcais (E.I.²)/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

আল-'আরাব, জাযীরাতু'ল (দ্র. জাযীরাতুল-'আরাব)

'আরাব্কীর (عرب كير) ঃ ('আরাপকীর, 'আরাবগীর) মালাতিয়া (Maletene) প্রদেশের একটি জেলা সদর, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ মিটার উচ্চে, ফুরাত নদী হইতে ২২ কিলোমিটার দূরে একটি প্রশস্ত উপত্যকায় অবস্থিত। আরাবগীর নদী একটি উঁচু জায়গায় উন্মুক্ত প্রান্তরে এই উপত্যকাটি সৃষ্টি করিয়াছে। এই নদীটি ফুরাত নদীর ডান দিকে অবস্থিত উপনদীগুলির অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগের 'আরব বিজয় অভিযানসমূহের সংগে এই শহরটির নাম সম্পৃক্ত। আরমেনীয়গণের নিকট ইহা 'আরাপকীর নামে পরিচিত এবং বায়যান্টীয় প্রমাণপত্রসমূহে ইহাকে Arabakes লেখা হইয়াছে। যেহেতু ইহার ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, ইহা সর্বদাই বসবাসের উপযোগী ছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগে তথাকার জনবসতি কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে তথ্য খুবই বিরল বা প্রায় দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন মালাতিয়া হইতে যিমারাগামী পথে হিসবা নামে একটি স্থান ছিল। টলেমীর (৫-৬, ২০) বর্ণনানুসারে ইহার সমার্থক শব্দ ছিল ইস্পা, বর্তমানে যেখানে 'আরাপকীর অবস্থিত, খুব সম্ভব ইস্পা সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। Antonins-এর ভ্রমণ কাহিনীতে যে Dascusa নামক স্থানটির উল্লেখ রহিয়াছে, উহাও এই এলাকায় অবস্থিত ছিল। খুব সম্ভব উহা ফুরাত নদীর নিকটতর ছিল। প্রাচীন 'আরব ভূগোলবিদগণের বর্ণনায় 'আরাবগীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইব্ন বীবী প্রণীত সাল্জূক ওয়াকি' আনামাহ্ (৮৮০/১২৮১) সালের দিকে রচিত, সম্পা. Houtsma, লাইডেন ১৯০২ খৃ.)-এর কয়েক স্থানে এই নামটির উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে এই শহরটি যথাক্রমে আর্মেনীয়, ইরানী ও বায়যান্টীয় শাসকদের অধীনে থাকে। কিন্তু শেষকালে 'আরবগণ ইহা জয় করে। আবার একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সালজূকগণ ইহার দখলদার থাকে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তায়মূমের শাসনের অবসান হইলে এই শহরটি 'উছমানীদের শাসনাধীন হইয়া পড়ে। সুলায়মান ক'নূনীর ব্যবস্থাপনায় 'আরবগীর বিলায়েতটি সীওয়াস-এর একটি প্রদেশের (সানজাক) সদর ছিল। ১২৫০/ ১৮৩৪ সালে মাযরা'আ-তে একটি বিলায়াতের রাজধানী স্থাপিত হইলে 'আরাবগীর ইহার উপকণ্ঠের অন্তর্গত হয়। হিজরী ১২৯২ সালে মামূরাতু'ল-'আযীযকে দিয়ার বাকর হইতে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র বিলায়েত স্থাপন করা হইলে 'আরাবগীর-কে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১২১৬/১৮৭৮ সালে পুনর্বার ইহার একই অবস্থা হয়। পরিশেষে নূতন বিভক্তির ভিত্তিতে ইহাকে মালাতিয়ার সহিত যুক্ত করা হয়। কিন্তু বর্তমান কালের 'আরাবগীর প্রাচীন শহরটির স্থনে অবস্থিত নহে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মালাতিয়ার ন্যায় এই শহরের অধিবাসিগণ এই স্থান হইতে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্থানসমূহে গিয়া বসতি স্থাপন করে। ফলে প্রাচীন 'আরাবগীর সম্পূর্ণ অনাবাদী ভূমিতে পরিণত হয় এবং এই স্থানে শীঘ্রই একটি নূতন শহর গড়িয়া উঠে। C. Texier-এর সেই স্থানে যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি বর্ণনা করেন, 'আরাবগীরের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল তুর্কী ও বাকী অর্ধেক আর্মেনীয়। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ, বিশেষত আরমেনীয়গণ সুতী বস্ত্র বয়ন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। এই সময় হইতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের অনেক অধিবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য ইসতাম্বুল ও অন্যান্য তুর্কী শহরে চলিয়া যায়। এই সময়ের পর, বিশেষত বস্ত্রশিল্পের অবনতির ফলে বেকার সমস্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাহারা বড় বড় শহরে চাকুরী বা কোন সরকারী অফিসে ঝাড়ুপুছের কাজকে কৃষিকর্ম হইতে অধিকতর শ্রেয় মনে করিতে থাকে। ফলে বাসস্থান পরিবর্তনের হিড়িক বৃদ্ধি পায়। আনাতোলিয়ার বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের ন্যায় 'আরাবগীরের অধিবাসিগণও ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল, এমনকি আমেরিকা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। এতদসত্ত্বেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (যেমন তুর্কী সাংস্কৃতিক জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব য়ূসুফ কামিল পাশা) এই অঞ্চলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। এই শহরে জনসংখ্যা ও ইহার অংশগুলি সম্পর্কে যে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় সেইগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যেমন ১২২৯ হি. সালে Ainsworthy-এর বর্ণনামতে এই শহরের ৮০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৬০০০ ছিল আর্মেনীয়, কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইংরেজ কন্সাল জেনারেল J. Brant বর্ণনা করিয়াছিলেন, 'আরাবগীর-এ ৬০০০ বাসগৃহ ছিল, তন্মধ্যে ৪৮০০টি ছিল মুসলমানের এবং ১২০০টি ছিল আর্মেনীয়দের। এই বর্ণনাটি সঠিক হইলে প্রথমোক্ত সংখ্যা সঠিক নহে। ১৮৬৮ খৃ. Taylor লিখিয়াছেন, 'আরাবগীরের জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাযার। কিন্তু ১৮৯০ খৃ. V. Cuinet বর্ণনা করেন, ইহার মোট জনসংখ্যা বিশ হাযারের মধ্যে এগার হাযার মুসলিম ও ৮৫০০ গ্রেগরিয়ান আর্মেনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সুতী বস্ত্রশিল্প (বিশেষত মানূসা নামে অভিহিত বস্ত্র) যথারীতি প্রচলিত ছিল। 'আরাবগীর-এ প্রচুর সুস্বাদু পানির সরবরাহ ছিল এবং ইহাতে ঘন সন্নিবেশিত বাগান ছিল। এই সকল বাগানের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের সমতল ছাদবিশিষ্ট বাড়ীগুলি একটি ছোট পাহাড়ের উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতী বস্ত্র, ফল, রবিশস্য ও মদ রফতানী তথাকার ব্যবসায়িক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯১৪-১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শহরটি কয়েকটি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ফলে শহরের শিল্প তৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রসিদ্ধ বাগান ও দর্শনীয় স্থানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশীর ভাগ অঞ্চল ধ্বংস হইয়া যায়। কোন সময় 'আরাবগীর স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য খুবই সচ্ছল ছিল। কৃষিকার্যের সম্ভাবনার ভিত্তিতে উক্ত শহরে বর্তমানে আবার উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে ইহার জনসংখ্যা ছিল ৬৮১০। শহরটি ও জেলার ৬২ টি গ্রামের আয়তন ১৫৯৫ বর্গ কিলোমিটার এবং সর্বমোট জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাযারের কাছাকাছি। ৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাকা রাস্তা শহরটিকে (মা'মূরা) আল-'আযীযের সংগে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহার অদূরে মালাতিয়া প্রদেশের রাজধানী অবস্থিত। ইদানীং স্থাপিত 'সীওয়াস-আরযরূম ও সীওয়াস-মালাতিয়া রেলপথগুলি এই শহরটির পার্শ্বে দিয়াই গমন করে। সেইজন্য ইহার ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায়, 'আরাবগীর উহার প্রাচীন স্বাচ্ছন্দ্য আবার ফিরিয়া পাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাতিব চেল্বী, জিহান-নুমা, সম্পা. ইব্রাহীম, পৃ. ৬২৪; (২) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহ'াত নামাহ্ (সম্পা. আহমাদ জাওদাত), ৩ খৃ., পৃ. ২১৫; (৩) G. Le Strange, The Lands of the

Eastern Caliphate, Cambridge ১৯০৫ খৃ., ১১৯; (৪) Ritter, Erdkunde, ১০ খ., ৭৯৩-৭৯৯; (৫) E. Reclus, Nouvelle Geographie Universelle, ৯ খ., ৩৭১ প.; (৬) J. Brant, Journ, of the Royal Geogr. Society (১৮৩৬ খৃ.), ৬ খ., ২০২ প..; (৭) Van Moltke, Briefe uber Zustande und Begebenheiten in der Turkei in den Jahren 1835-39, বার্লিন ১৮৪১ খৃ., পৃ. ৩৫৭; (৮) W. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, London ১৮৪২ খৃ., ২খ., ৫; (৯) Taylor, Journ. of the Royal Geogr. Society, একটি রিপোর্ট, লণ্ডন ১৮৬৮ খৃ.; (১০) Ch. Texier, Asia Mineure, পৃ. ৫৮৯; (১১) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, প্যারিস ১৮৯১ খৃ., ২খ., ৩৫৮-৩৬৯; (১২) মা'মূরাতুল-আযীয বিলায়াতী, সালনামাহ্সী, ১৩১০, বাসীম দারকৃত।

M. Streck-F. Taeschner (দা.মা.ই.) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আরাব ফাকীহ (عرب فقيه) ঃ শিহাবুদ্দীন আহ্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ক'াদির ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম ইথিওপিয়ার একজন ঘটনা লেখক। হারারের অধিপতি ইমাম আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ও নাজাশী (নেগাস-ইথিওপিয়ার সম্রাটের উপাধি) Lebna Denghel-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যখন তিনি ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন তাহার পূর্বেই তিনি 'আরবের জিযানের উদ্দেশে ইথিওপিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আরাব ফাকীহ উপনামের ব্যাখ্যা এই করা যায়, একজন হাব্শী হিসাবে তিনি বিশেষভাবে আরবী ভাষা ও ফিক্হশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন অথবা আরবদেশ হইতে আগত একজন হাব্শীর উপাধি (যিনি পরে আরবে প্রত্যাবর্তন করেন)। পুস্তকের শেষাংশে তিনি তাঁহার ঘটনাপঞ্জীটি 'তুহ্ফাতুয-যামান' নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'ফুতূহুল-হাবাশ' (হাবাশা বিজয়) নাম দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত বর্ণনাটি ১৫৩৭ খৃস্টাব্দের ঘটনাপঞ্জীর সঙ্গেই সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু পুস্তকের শেষাংশে পুস্তকটিকে প্রথম ভাগ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে উহার দ্বিতীয় ভাগ কখনও পাওয়া যায় নাই। সম্ভবত গ্রন্থকার তাঁহার পরিকল্পিত দ্বিতীয় ভাগ কখনও লিখিতে পারেন নাই। 'ফুতূহুল-হাবাশা-এর' মাত্র যেই কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে সবই সাম্প্রতিক কালের। গুজরাটের ইতিহাসেও পুস্তকটি উদ্ধৃত ও অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত। গুজরাটের ইতিহাস জাফারুল-ওয়ালিহ বিমুজাফফার ওয়া আলিহি, আল-উলুগখানী কর্তৃক 'আরবী ভাষায় প্রণীত। তিনিও একজন 'আরব গ্রন্থকার, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধাংশে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Rene Basset, Histoire de la conquete de l'Abyssinie ('আরবী পাঠ ও অনুবাদ, ফরাসী ভাষায়), দুই খণ্ডে, Paris 1897; (২) E. Denison Ross, An Arabic History of Gujrat, 2 vols, London 1910-28.

E. Cerulli (E. I.[2]) / মোহাম্মদ হোসাইন

আরাবল্লী (Aravalli) ঃ পর্বতশ্রেণী, ভারতের উপ-সীমান্তে গুজরাট হইতে দিল্লী পর্যন্ত ৪৩০ মাইল বিস্তৃত। উচ্চতা উদয়পুরের নিকট ৩,৫০০-৪,০০০ ফুট, দিল্লীর নিকট ১,০০০ ফুট এবং আবুর নিকট সর্বোচ্চ শৃংগ গুরুশিখর ৫,৬৪৫ ফুট। বর্তমান পর্বতটিতে বহু ক্ষুদ্র উপত্যকা রহিয়াছে। শীর্ণ ও দীর্ঘ খাতে পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া প্রথমে ইহা উচ্চ ভংগিল পর্বতে পরিণত হয়। পরবর্তী যুগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। ইহাতে দুইটি শিলাস্তর রহিয়াছে। নীচের স্তরটি আরাবল্লী ও উপরের স্তরটি রায়েলাইট নামে পরিচিত। এইখান হইতে সবরমতি, বন্স, লুনী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। বর্ষার প্লাবনে নদীপথে পর্বতের পাদদেশে পলিমাটি সঞ্চিত হয়। ইহার উপরই কৃষি নির্ভরশীল। বিভিন্ন পার্বত্য নদীতে পর্বতের নিম্নাংশে সারা বৎসর পানি থাকে। গম, জোয়ার, বাজরা ও ডাল প্রধান শস্য। দক্ষিণাঞ্চলে ভিল উপজাতীয় লোক পর্বতের ঢালে ঝুম প্রথায় চাষ করে। মাঝে মাঝে জংগল দেখা যায় এবং সেইখানে বাঘ ও চিতাবাঘ থাকে। ইহা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। যোধপুরে মারবেল ও আজমীরে তাম্র, অভ্র ও বেরিল ধাতু পাওয়া যায়। পার্বত্য শহর আবু জনপ্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস ও জৈনদের তীর্থস্থান। আজমীর মুসলিমগণের তীর্থস্থান এবং উদয়পুর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর ।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১/২২৫

'আরাব শাহ (عرب شاه) ঃ পূর্ণ নাম আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আরাব শাহ শিহাবুদ্দীন আদ্-দিমাশকী আল-হানাফী, জ. দামিশকে ১৩৯২ খৃ., মৃ. কায়রোতে ১৪৫০ খৃ., একজন ঐতিহাসিক । তায়মূর লং-এর জীবনী ('আরাবী) রচনার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। মোঙ্গলগণ যেই সময় তাঁহার জন্মশহর দামিশ্ক নগর ধ্বংস করে তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর। তায়মূর লং সমরকন্দকে শিল্প-বিজ্ঞানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য বিজিত দেশসমূহের জ্ঞানী ও শিল্পীদের তথায় আনয়ন করার যেই নীতি গ্রহণ করেন, তদনুযায়ী আহমাদের পিতার পরিবার সমরকন্দে প্রেরিত হন। এইখানে আগমনের ফলে আহমাদ তৎকালের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ('আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাযারী) নিকট অধ্যয়নের ও অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য তায়মূরের বিশাল সাম্রাজ্যে ব্যাপক সফরের সুযোগ পান। তায়মূরের মৃত্যুর (১৪০৫ খৃ.) পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িলে আহমাদ এদীরনেতে উছমানী সুলতান ১ম মুহাম্মাদ ইবন বায়াযীদ-এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর সুলতানের অধীনে চাকুরী করার পর তিনি জন্মশহর দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন (স্থিতিকাল ১৪২২-৩৬ খৃ.)। অতঃপর তিনি কায়রো গমন করেন; তথায় বুরূজী মামলূক আজ-জাহিদ জাকমাক (শাসনকাল ১৪৩৮-৫৩ খৃ.) তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তায়মূর লং-এর যুদ্ধাভিযান সম্পর্কীয় বিভিন্ন জটিল ঘটনা এবং তাদের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে

ব্যক্তিগতভাবে অবহিত থাকায় এবং সর্বোপরি তাঁহার পরিচিত বিশ্বের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ ছিল বলিয়া ইব্ন 'আরাব শাহ অপরূপ পটভূমিকায় সম্যকভাবে ঐতিহাসিক বিষয়াবলী বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হন। এই কারণে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'আজাইবুল-মাক'দূর ফী নাওয়াইব তায়মূর' (তায়মূর কাহিনীতে বিস্ময়কর নিয়তি) গ্রন্থে (১৪৩৫ খৃ., সমাপ্ত) তায়মূরের বিজয় অভিযানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও এই অসাধারণ সমরনায়কের চরিত্রের ভাল-মন্দ উভয় দিকই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে সেই যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক ধারাও প্রতিফলিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে তাহার একখানি উপকথা সংগ্রহ (ফাকীহাতু'ল-খুলাফা' ওয়া মুফাকাহাতু'জ-জুরাফা') বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহযাদাদের আরশি নামে পরিচিত এই বইখানা ল্যাটিন ভাষায় ও পরবর্তী কালে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১/২১৮

'আরাবা শাহিদ (দ্র. খাওয়ারিয়্‌ম)

আরাবা (عربة) ঃ (১) তুর্কী শব্দ আরবা (আরবা, আর্‌রা) অর্থ "মালগাড়ী" অথবা "গরুর গাড়ী"। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রচলিত এত পুরাতন শব্দ হইলেও ইহাকে খাঁটি তুর্কী শব্দ বলিয়া মনে হয় না। 'আরবী অথবা ফার্সী ভাষায়ও ইহার স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান কোন শব্দ প্রকরণ নাই। উছমানীদের ভাষায় ইহার সচরাচর বানান ছিল 'আরাবা যাহার প্রথম অক্ষর 'আয়ন (ع) যদিও সামী ফ্রাশেরী তাঁহার কামুস-ই তুর্কী (ইস্তাম্বুল ১৩১৮)-তে শব্দটির খাঁটি তুর্কী প্রকৃতি প্রমাণ করিতে গিয়া এই বানানটিকে নিদারুণভাবে শব্দ গঠন রীতির নিয়মবহির্ভূত (Solecism) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই অধিকতর সঠিক বানান। শব্দটির প্রকরণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মীরযা মাহদী খান (১৮শ শতক)-এর সাংগলাখ-এ (পত্রক ৩৬ v, The Gibb Memorial Trust MS)। ব্যাখ্যাটি এইরূপ, "আরাবা খারাবার সহিত যাহার ছন্দমিল রহিয়াছে, আসলে 'আররাদা শব্দের বিকৃত রূপ-মুহাররাফ, 'আরবীতে ইহাকে 'আজালাও বলা হয়। 'আররাদা শব্দের অর্থ "ballista অর্থাৎ অবরোধে ব্যবহৃত সামরিক অস্ত্রবিশেষ।" বাল্লিস্টা সর্বসম্মতিক্রমে মালগাড়ী নহে, কিন্তু একটি বন্দুক, একটি ভ্রাম্যমাণ কামান, "কামানবাহী গাড়ী" ইহা হইতে মালগাড়ীতে রূপ পরিবর্তন সহজ ছিল। বাদশাহ বাবুরের জীবনীতে (গিব মেমোরিয়্যাল সিরিজ, ১ম., পত্রক ফলিও ৩৩৬ v., ১খ., ৭) পরিবর্তনের পর্যায় দৃষ্ট হয়, যেইখানে দারবুজানলিক আরাবালারি (Beveridge-এর অনুবাদ Culverin carts অর্থাৎ সেকেলে বৃহৎ কামানবাহী গাড়ী) বাক্যাংশটির ব্যবহার পাওয়া যায়। 'আররাদা হইতে 'আরাবাতে পরিবর্তনের তারিখ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্তমানে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণরূপে অনুমান করা যায়, ১৩শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পারস্য অভিযানের সময় মঙ্গোলীয় সামরিক বাহিনীতে শব্দটিকে পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং ঐ সময়ই পরিবর্তনটি ঘটে। নিশ্চয় এই পরিবর্তন ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ ঐ সময়কার তুর্কী ভাষায় 'আররাদা শব্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং Codex Camanicus-এর ইটালীয় ও জার্মান উভয় অংশে আরাবা শব্দ দৃষ্ট হয় (১৩শ শতাব্দীর অধঃস্তরসহ ১৪শ শতাব্দীর প্রথম দিকে)। অপরদিকে ১১শ শতাব্দীর প্রামাণ্য গ্রন্থ যেমন কাশগারীর দীওয়ানু লুগাতিত্-তুর্ক অথবা কুতাযগু বিলিগেও শব্দদ্বয়ের কোনটির সন্ধান পাওয়া যায় না। কৌতূহলজনকভাবে উল্লেখ করা যায়, বাস্তবিকপক্ষে (দৃশ্যত য়াকূ'ত ও চুভাশ ছাড়া) প্রতিটি আধুনিক তুর্কী উপভাষায় 'আরাবা শব্দটি কোন না কোন আকারে দৃষ্ট হয়। ইহাতে এই সাধারণ বিশ্বাস সমর্থিত হয় যে, ১৩শ শতাব্দীর পূর্বে এই সকল উপভাষা 'সাধারণ তুর্কী ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে এই অপেক্ষাকৃত কম স্বীকৃত সত্যটিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সাইবেরিয়া, চীন, তুর্কিস্তান ও ইউরোপে প্রচলিত প্রান্তিক উপভাষাগুলি ঐ সময় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

G. L. M. Clauson (E. I.[2])/মুহাম্মদ সিরাজুল হক

২। তুর্ক-মোঙ্গল অধ্যুষিত মধ্যএশিয়ার সমতল ভূমি ও স্তেপ (Steppe=শুষ্ক বৃক্ষহীন তৃণাবৃত প্রান্তর) অঞ্চলই ছিল কেন্দ্র, যেইখানে খৃস্টীয় যুগের প্রায় প্রারম্ভে দুই চাকা ও দণ্ড বিশিষ্ট (গাড়ীর দণ্ড) চীনে প্রচলিত এক প্রকার গাড়ীতে সংযোজিত হয় আধুনিক ধরনের জোয়াল যাহা কাঁধের সাহায্যে টানা হইত (A. G. Haudricourt and M. Jean Brunhes Delamarre, L'homme et la charrue, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৭৩)। সেইখান হইতে গাড়ীটির ব্যবহার চীন ও ইউরোপ এই দুইদিকে ছড়াইয়া পড়ে। স্তেপের জনসাধারণের ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সময়ে এই গাড়ীগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'আরাবা শব্দটি ৮ম / ১৪শ শতাব্দীতে Codex Comanicus-এ ও ইব্ন বাত্তূতাতে দৃষ্টিগোচর হয়, প্রথমোক্ত সূত্রে currus বলিয়া ইহার টীকা দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন বাত্তূতা ক্রিমিয়ার একটি গাড়ীর বর্ণনা করেন যাহাকে জনসাধারণ 'আরাবা বলিত, যাহার চারটি চাকা ছিল, চামড়া নির্মিত পাতলা তাঁবু বহন করিত, দুই অথবা ততোধিক ঘোড়া, ষাঁড় অথবা উট দ্বারা উহা টানা হইত এবং যে কোন একটি জন্তুর উপর বসিয়া একজন চালক উহা নিয়ন্ত্রণ করিত। উট দ্বারা চালিত 'আরাবায় তিনি সারা হইতে খাওয়ারিয়্‌ম পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন (২খ., ৩৬১-২, ৩৮৫, ৩৮৯, ৪৫১, ইত্যাদি, ৩খ., ১)। সুতরাং অন্তত প্রথম সূত্রের বর্ণনায় 'আরাবা মধ্যএশিয়ার প্রচলিত গাড়ী হইতে ভিন্ন ধরনের এবং ইহা এমন এক ধরনের (মালগাড়ী) সম্ভবত যাহার একটি দণ্ড ছিল (পুরাতন ধরনের জোয়ালসহ ঘাড় দ্বারা টানা হইত), প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে ইউরোপের দানিয়ুব অঞ্চলে অথব যুক্রেইনে ইহা আবিষ্কৃত হয় এবং উক্ত নামেই অত্র অঞ্চলে তাতারগণে মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে (P.S. Pallas, Bemerkungen a einer Reise in die sudlichen srtutthalt

schaften des russischhen Reichs...... Leipzig, ১৭৯৯-১৮০১ খৃ., ১খ., ১৪৪ s ও প্লেট ৬)। ১৪শ শতাব্দীতেও মামলূক সাম্রাজ্যে একটি তুর্কী প্রথা হিসাবে 'আরাবা দৃষ্টিগোচর হয় (এম. এম. যিয়্যাদা সংকলিত আল-মাক'রীযীর সুলূক, ২খ., ১, কায়রো ১৯৪১ খৃ., ২৩২, ৭২১/১৩২১ সালের একটি ঘটনা সংক্রান্ত)। ইব্ন ইয়াস 'আরাবা অথবা 'আরাবা শব্দটিকে তুর্কী শব্দ হিসাবে বিবেচনা করিতেন (Die Chronik....., ed. P. Kahle, etc., V=Bibl. Islamica, v. 5, Istanbul-Liepzig 1932, 131; trans. by W. H. Salmon, London 1921, 100 ff.)। শব্দটি 'আরবী ভাষায় প্রবর্তন করা হয় এবং ইহার অর্থ হয় চাকার উপর স্থাপিত উট, ঘোড়া, খচ্চর অথবা বলদ দ্বারা চালিত কাষ্ঠনির্মিত গাড়ী যাহা মানুষ পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হইত, বোধ হয় প্রধানত মালামাল বহন করিত এবং ইহা ছিল আশ্চর্যজনক গতিসম্পন্ন (আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল-আরাব, আপুদ হাবীব যায়্যাত, প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল)। প্রথম সেলিমের প্রেরিত মামলূক সেনাবাহিনীর সংগে ছিল দুইটি বলদ চালিত কাষ্ঠনির্মিত এক শত 'আরাবা, প্রতিটি একটি সেকেলে কামান বহন করিয়াছিল (ইব্ন ইয়াস, পূ., স্থা.)।

যাযাবর সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবনতির কারণে ১৫শ শতাব্দীর পরে যখন মধ্যএশিয়ায় চক্রযান গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে তখন আরাবা, আরাবা শব্দ মুখ্যত অর (Spoke)-যুক্ত অত্যন্ত বড় দুই চাকা বিশিষ্ট (পরিধি ২ মিটার হইতে ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত) একটি গাড়ীকে নির্দেশ করে; ইহাতে থাকে নল-খাগড়ানির্মিত পাটাতন যাহা ঝাঁকুনি প্রশমক যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। গাড়ীটিতে প্রায়শ বিভিন্ন রকমে সজ্জিত ছই থাকে এবং দুইটি দণ্ডের মধ্যে বাঁধা একটি ঘোড়া (কখনও বলদ বা উট) ইহাকে টানে। মাঝে মাঝে একটি চাকাকে অক্ষধুরা (axle)-এর সহিত স্থিরভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং অন্য চাকাটিকে ইহার উপর আবর্তমান রাখা হয় যাহাতে মোড় ঘুরিবার পক্ষে সুবিধা হয়। 'আরাবা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কারণ মাটি হইতে ইহার উচ্চতা ছোট নদী, খাল ও বন্যাপ্লাবিত নদী অতিক্রম করিতে ইহাকে সাহায্য করে (চমৎকার চিত্রসহ উৎকৃষ্ট বর্ণনার জন্য দ্র. O. Olufsen, The Empir of Bokhara and his Country, Copenhagen 1911, 351-3, ইহার নির্মাণে ব্যবহৃত কাষ্ঠ সম্পর্কে দ্র. Aziatskaya Rossija, St. Petersburg 1914, ii, 402 with a good photo of a Sart `araba, i, 166; তু. A. Woeikof, Le Turkestan russe, Paris 1914, 139-40 and pl. ix a)। যখন অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝা বহন করা হয় তখন ঘোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় (F, Grenard, Geogrephie Universelle, VIII, ৩২৬)। দুইটি বিশিষ্ট ধরনের 'আরাবা আছে, একটি খাওয়ারিযম ও কাশগারের 'আরাবা যাহাতে চালক গাড়ীতে বসে এবং লাগামের সাহায্যে গাড়ী পরিচালনা করে। অপরটি তুর্কিস্তানের সাধারণ 'আরাবা যাহাকে খোকান্দ বলা হয়। ইহাতে চালক ঘোড়ার কাঁধের উপরে বসে তাহার পা দুইটি দণ্ডের শেষাংশে লাগান থাকে এবং ছোট লাগাম দ্বারা গাড়ী পরিচালনা করে (A. D. Kalmykov, Protokoly zasedanii soobshcenija,Clenov Turkestanskago Kruzhka arkheologii, xiii, ১৯০৮ খৃ., তাশকেন্ত ১৯০৯ খৃ., ৪১)। তাওড়া নামক স্থানের 'আরাবাকে চারি চাকাবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (A. A. Palmbakh Russko -tuvink ii slovar, মস্কো ১৯৫৩ খৃ., ২৫) এবং কিরগিয -এ শব্দটি এতই প্রচলিত যে, একটি যন্ত্রচালিত গাড়িকে অগ্নিযুক্ত 'আরাবা (or Araba) বলা হয় (K, K, Yudahin, Kirhiz sozlugu, tr. A Taymas, আঙ্কারা ১৯৪৫ খৃ., ৩৯)।

স্লেভ ও বলকান ভাষাসমূহের মধ্যেও শব্দটি অনুপ্রবেশ করিয়াছে, রুমানীয় ভাষায় (২) আরাবা রুশ ভাষায় আরবা, য়ুকরোইন হারবা, বুলগেরিয়া ও সারবিয়ায় আরাবা (K. Lokotsch, Etymologisoches Worterbuck der enrop, Worter orient Ursprungs, Heidelberg ১৯২৭ খৃ., ৯০ নম্বর)। ইরানীরাও শব্দটিকে অনুকরণ করিয়াছে। ফারসীতে ইহা আরাবে, তাজীক ভাষায় আরোবা।

'উছমানী তুরস্কের ভাষায় সাধারণত 'আরবী হরফে 'আরাবা লিখা হয়, সকল রকম পরিবহন অর্থে শব্দটি শ্রেণীবাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়। 'উছমানী আমলের ইস্তাম্বুলে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া মানুষ সর্বদা শহরের দিকে যাইত। সুলতানগণের জন্যও ইহাই স্বাভাবিক বাহন ছিল যখন তাঁহারা বাসস্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন। যখন অসুস্থ থাকিতেন এবং অন্যান্য অনেক উপলক্ষে তাঁহারা 'আরাবায় যাতায়াত করিতেন। সুলায়মান the Magnificent তাঁহার শেষ অভিযানে যাত্রার সময় অসুস্থ অবস্থায় ইস্তাম্বুলের মধ্য দিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু 'দাউদ পাশার সময়-এ আরাবাতে (চারি চাকা ও দণ্ডবিশিষ্ট) স্থানান্তরিত হইয়াছেন এবং এই গাড়ী কখনও ত্যাগ করেন নাই, এমনকি মন্ত্রীদের সঙ্গে সুলতানের আলোচনার সময়ও ইহার চালক যে কোন একটি ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট থাকিত (Hammer-purgstall, iii 439, গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত Cumhriyer-এর প্রবন্ধের একটি পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া উদাহরণটি দেওয়া) ইত্যাদি ইত্যাদি। সুলতান, যুবরাজ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের 'আরাবা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইত (ঐ, ৫খ., ৪১৩; তু. the vehicle of the Sultan Walide depicted in F, taeschner =সুলতান ওয়ালীদের গাড়ীর বর্ণনা F. Taeschner Alt-Stambuler Hof-und volksleben, ein Turkisches Miniaturenalbum aus dem 17, Jhrdt, Hanover ১৯২৫ খৃ., pl. ২৮), বিশেষ করিয়া রাজকীয়

বিবাহ মিছিলে উহাদেরকে ব্যবহার করা হইত। ১০৪৮/১৬৩৮ সনে ইস্তাম্বুলে 'আরাবা প্রস্তুতকারক সংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ এবং তাহারা ১৫টি দোকানের মালিক ছিল (আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৬২৮, অনু. Hammer, i, 231)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্তাম্বুলে চালক সংঘকে নিয়মিতভাবে সংঘবদ্ধ করা হয়। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে "টিউলিপ (পুষ্প বিশেষ) যুগের সময়ে গাড়ীগুলি প্রাচুর্যের শিখরে অবস্থিত ছিল (আহ'মাদ রাফীক, লালে দেওরী', ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি., ৪৭)। পরবর্তী কালে ব্যয় নিয়ামক (Sumptuary) আইনে এই বিলাসিতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং 'আরাবার প্রচলন হ্রাস পাইয়াছে (আহ'মাদ রাফীক' Hicri on ikinci asirda Istanbul hayati, ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ., ১৭৫, ২১০ নম্বর)।

এই ধরনের বিলাসী গাড়ী ছাড়া বলদ দ্বারা চালিত গ্রাম্য ধরনের 'আরাবা (তু. 'আরাবাসি) রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করিত। একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে ইহাতে আরোহণ অপমানজনক ছিল এবং প্রধান মন্ত্রী 'আলী পাশা (১১০২-৩/১৬৯১-২)-কে 'আরাবাজী বলা হইত। কারণ তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুদের উপর তিনি এইরূপ অসম্মানজনক অবস্থা চাপাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে অবশেষে তিনি নিজেই ইহার শিকার হইয়াছিলেন (Hammer-purgstall ৬খ., ৫৬৬)।

১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইস্তাম্বুলে 'আরাবার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (শায়খুল-ইসলাম, Grand Vizier, জাওদাত, তারীখ, ১০খ., ইস্তাম্বুল ১৩০৯, ১৮৫ প.)। ইউরোপীয় শকটাদি আমদানীর ইহা ছিল প্রাথমিক পর্যায়। 'আরাবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এক ক্রমবর্ধমান হারে ইউরোপীয় ফ্যাসানের সহিত ইহাকে ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া লওয়া হইল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে Theophile Gautier লিখিয়াছেন, "প্যারিস ও ভিয়েনা তাহাদের শ্রেষ্ঠ কোচ প্রস্ততকারিগণের সেরা সৃষ্টিসমূহ কনস্টান্টিনোপালে পাঠাইতেছে, সুতরাং উজ্জ্বল রংগে রঞ্জিত সোনালী কারুকার্য খচিত অসংখ্য ধূসর বলদ দ্বারা চালিত টালিকসমূহ বনাম প্রতীকী 'আরাবা (দণ্ডযুক্ত শকট যাহা সাঙ্গপাঙ্গসহ মহিলাদের ভ্রমণে ব্যবহৃত হইত যাহার প্রকৃত নাম ছিল Kocu) শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যাইবে" (কনস্টান্টিনোপল, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ., ৩১৮) কিন্তু ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে হামীদিয়ায় বসবাসকারী ইম্মানুয়েল শেরার (Emmanuel Scherer)-কে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে coupe victoria ommibus প্রভৃতি জাতীয় গাড়ি ও অর্ডার অনুযায়ী অন্য সব রকম গাড়ী নিমার্ণ করিতে দেখা গিয়াছে (তাস্'বীর-ই আফকার, নম্বর ১৯৩৩ যুলহিজ্জা ১২৮০/২৬ এপ্রিল, ১৮৬৪)। বহু স্থানে আরাবা দাঁড়াইবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাস্তার সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের সংখ্যা একযোগে অতিরিক্ত ভিড় সৃষ্টি করিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২৯ নভেম্বর তারিখের তাস'বীর-ই আফকার এই সম্বন্ধে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিল এবং দাবী করিয়াছিল যে, সাংবিধানিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পাশা ও বেগগণের ঔদ্ধত্যের কারণে সৃষ্ট এই অসুবিধা কখনও বারদাশ্‌ত করিবে না।

১৮৩৮/১২২৩ সালে 'ইযযাত মোল্লার কিশান নামক স্থানে নির্বাসিত হওয়ার সময় তুর্কী সাহিত্যে 'আরাবার আবির্ভাব হয়, যেই 'আরাবা তাহাকে কিশানে পৌঁছাইয়াছিল তাহাতে আরোহী অবস্থায় ইযযাত মোল্লা তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মেহনাত-ই কিশান' রচনা করেন, যেই আয়নাগুলি দ্বারা 'আরাবার অভ্যন্তরভাগ সজ্জিত হইয়াছিল তাহাতে প্রতিফলিত নিজ প্রতিবিম্বের সহিত গ্রন্থকার কথোপকথন করিয়াছিলেন (গিব্ব, Ottoman Poetry ৬খ., ৩০৮, ৩১৪)। রাজাঈ যাদাহ মাহ'মূদ আকরাম তাঁহার 'আরাবা সেও দাসি নামক উপন্যাসে (১৮৯৫ খৃ.) গাড়ীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি সম্পন্ন এক ফক্কর লোকের বর্ণনা দিয়াছেন। গ্রামে চারি চাকার গাড়ী আজকাল দুই ভাগে বিভক্ত ঃ Yayil যাহাতে ডবল স্প্রিং থাকে এবং Yarim yayli অর্থাৎ অর্ধ স্প্রিং সম্বলিত মানে প্রতিটি অক্ষের জন্য থাকে একক স্প্রিং (তু. Inonu Aniklopedisi, ৩খ., আঙ্কারা ১৯৪৯ খৃ., ১৯৪-৬)। খাড়া কাষ্ঠখণ্ডে এই গাড়ী নির্মিত হয়, অর্ধ গোলাকার ছই দিয়া ইহাকে আবৃত করা হয়। যেহেতু ইহার মধ্যে কোন আসনের বন্দোবস্ত করা হয় না, সেই কারণে বসিবার জন্য মাদুর ব্যবহার করা হয়। মালবাহী গাড়ীগুলি (যুক আরাবাসী) প্রায়ই স্প্রিংবিহীন (কোন কোনটি আধা স্প্রিং সম্বলিত), বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর গাড়ীগুলি বিভিন্ন ধরনের সাজে সজ্জিত করা হয়। তালিকাতে (কোন কোন সময় ভুল 'আরবী শব্দপ্রকরণে তালিকা লেখা হয়, কিন্তু স্লেভ (Slav) শব্দ তালিগা তেলেগা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গোলীয় তারাগান শব্দ হইতে উদ্ভূত) যাত্রীদের আরামের জন্য অধিকতর সুবিধার বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গাড়ী যাহা ১৯শ শতাব্দীতে বহুদূর ব্যাপিয়া ব্যবহৃত হইত এবং এখনও যাহার ব্যবহার হইতেছে, বিশেষ করিয়া বসফরাস-এর এশিয়া উপকূলে এক ধরনের খোলা ভাড়াটে গাড়ী ব্যবহার হয়, ইহার কোন দরজা নাই, কিন্তু উপরে ছোট প্লাটফরমবিশিষ্ট পাদানী আছে। আরামদায়ক অনুরূপ লম্বা গাড়ীর (উযুন আরাবা) পিছনে একটি দরজাসহ এক ধরনের বেঞ্চবাহী গাড়ীও খোলা থাকে এবং ইহাতে পর্দা ও ভিতরে দুইটি লম্বালম্বি বেঞ্চ পাতা আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আজালা প্রবন্ধটি দেখুন। ইহা ছাড়া দেখুন (২) আরাবালার কুমহুরিয়্যাত পত্রিকার সংযোজন, ১৭ সুবাত, ১৯৫৫ = আসীরলার বয়ুনকা (Asirlar Boyunca), ইস্তাম্বুল ৯৭-১০০); (৩) M. Rodinson, আরাবা, in JA.।

M. Rodinson (E.I. 2) / মুহাম্মদ সিরাজুল হক

'আরাবা (عربة) ঃ একটি ও য়াদী (উপত্যকা), যাহা ওয়াদী আরাবা, নামেও পরিচিত। জর্দান পাহাড়ের স্তরচ্যুতির দক্ষিণের বর্ধিতাংশ, মরু সাগরের (Dead Sea) গভীর তলদেশ ইহারই অন্তর্ভুক্ত। বাইবেলের 'আরাবা শব্দটিও জর্দান উপত্যকা নির্দেশক। আনুমানিক ৩ হইতে ৫ মাইল প্রশস্ত ওয়াদী 'আরাবা মরু সাগরের দক্ষিণ সীমা ও 'আকাবা উপসাগরের উত্তর সীমার মধ্যে প্রায় ১১০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আকাবা উপসাগর লোহিত সাগরের পূর্ব বাহু। ইহার এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে অসংখ্য পুরাতন

তাম্রখনি ও তাম্র শোধনের স্থানসমূহ আছে। সম্ভবত কিনআনী সম্প্রদায়ের লোক সেইখানে কাজ করিত এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর সময় এই কাজ খুব জোর দিয়া করা হইয়াছিল। ওয়াদী আরাবাতে বিস্তৃত রক্তবর্ণ আকরিক লৌহও মওজুদ রহিয়াছে।

মিসর হইতে য়াহূদীদের প্রস্থানের রাস্তার কিছু অংশ ওয়াদী 'আরাবা-র মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রথম মধ্য-ব্রোঞ্জ-যুগ (২১শ-১৯শ শতাব্দী খৃস্ট-পূর্ব, দ্বিতীয় লৌহ যুগ (১০ম-৬ষ্ঠ খৃস্ট-পূর্ব শতাব্দী) ও বিশেষ করিয়া নাবাতীয়, রোমান ও বায়যানটাইন সম্রাটের আমলে ওয়াদী 'আরাবার ঝরনাগুলি বসতির জন্য লোককে আকৃষ্ট করে। ওয়াদী আরাবার দক্ষিণ সীমায় 'আকাবা উপসাগরের উত্তর উপকূলের কেন্দ্রের নিকট তাললুল খালীফা নামক স্থানকে সুলায়মানের বন্দর নগরী ও শিল্প কেন্দ্র ইলাত (ইযিয়ন গেবের Ezion Geber)-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া শনাক্ত করা হইয়াছে। আয়লার (Ayla) নাবাতীয় ও বায়যানটীয় অবস্থান এই উপকূলের পূর্বদিকে। ইহার সরাসরি পূর্বদিকে 'আকাবার আধুনিক গ্রাম এবং আধুনিক ইসরাঈলী শহর ইলাত (Elath) এই উপকূলের পশ্চিমে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Musil, Arabia Patraea, ২খ.; (২) N, Glueck, The Other Side of the Jordan; (৩) ঐ লেখক, The River Jordan; (৪) ঐ লেখক, Exploration in Eastern Palestine, ১খ., ৪খ.।

N. GLueck (E. I.[2])/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

'আরাবা ইব্ন আওস (عرابة ابن اوس) ঃ (রা), একজন সাহাবী, মায়ের নাম শায়বা বিনতুর-রাবী'। তাঁহার পিতা আওস এবং ভাই 'আবদুল্লাহ ও কাবাছা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল চৌদ্দ বৎসর পাঁচ মাস। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে দেন নাই, কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তাঁহাকে শরীক করেন। দানশীলতার জন্য তিনি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। উসদু'ল-গাবা গ্রন্থে তাঁহার পিতাকে মুনাফিকদের অন্যতম নেতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আহযাব যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি সামনে দেখিয়া মুনাফিকরা এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে কাটিয়া পড়িল, "আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত" (৩৩ ঃ ১৩)। তাঁহার পিতা আওস ইব্ন কায়জীও এই অজুহাত দেখাইয়া কাটিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামঈযিস-সাহাবা, ১ম সং., বাগদাদ ১২৮ হি., আল-মাকতাবাতুল-মুছান্না, ২খ., ৪৭৩; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত সং., ৪খ., ৩৬৯-৭০; (৩) ইবনু'ল আছীর, উসদু'ল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যা, তেহরান ১৩৪৬ হি., ৩খ., ৩৯৮-৯৯; (৪) সায়্যিদ আবুল-আলা মাওদূদী, তাহহীমুল-কুরআন, ১১শ সং., লাহোর ১৯৮১ খৃ., ৪খ., ৭৭।

মুহাম্মদ মূসা

১ম ও ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট

অন্দরকিল্লা মসজিদ (اندر قلعه مسجد) ঃ অন্দরকিল্লা অর্থাৎ দুর্গের অভ্যন্তরে বলিয়া কথিত একটি উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত চট্টগ্রাম শহরে মুগলদের প্রথম মসজিদ। মসজিদের ফারসী ভাষার শিলালিপি হইতে জানা যায়, সুবাদার শায়েস্তা খান ইহা ১০৭৮/১৬৬৭ সালে নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই মসজিদের প্রকৃত নির্মাতা ছিলেন সুবাদারের জ্যৈষ্ঠপুত্র ও চট্টগ্রাম বিজেতা বুযুর্গ উমীদ খান, কিন্তু শিলালিপিতে তাঁহার নাম উল্লেখ নাই।

মসজিদটি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত ছিল এবং বৃটিশ সামরিক বাহিনী ইহাকে ১৭৬১ সালে অস্ত্র ও গোলাবারুদের গুদামে রূপান্তর করিয়াছিল। ১২৭০/১৮৫৩ সালে হামিদুল্লাহ খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় মুসলিমগণ ইহাকে মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সালে মসজিদটি মুক্ত হয় এবং একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইহাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হইয়াছিল। পাকিস্তান আমলে মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি করা হয় এবং ইহার আদি অবয়বের অনেকখানিই পরিবর্তন করা হয়।

ইমারতটির পরিবর্ধন ও সংস্কার প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত আছে এবং ইহা এখন বহুতলবিশিষ্ট একটি ইমারত। বহুবার সংস্কার কাজের পরও মসজিদের মূল কাঠামো সংরক্ষিত আছে।

আদি মসজিদটি আয়তাকার, ইহার ভিতরের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ১৭.০৭ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭.৩০ মিঃ। চারটি অষ্টভুজাকৃতির কোণার বুরুজগুলির মধ্যে পিছন দিকের দুইটি এখনও বিদ্যমান। এইগুলি অনুভূমিক ভূমি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং শীর্ষে রহিয়াছে ক্ষুদ্র গম্বুজসহ নিরেট ছত্রী, যাহার উপরে কলসচূড়া শোভা পাইতেছে। পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে একটি করিয়া মোট পাঁচটি খিলান প্রবেশদ্বার আছে। এইগুলিকে প্রশস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব দিকের প্রতিটি প্রবেশপথ একটি অর্ধগম্বুজাকৃতির খিলান ছাদের নিচে উন্মুক্ত। পূর্বদিকের প্রবেশপথ তিনটির বরাবর কিবলা দেওয়ালের ভিতরে তিনটি মিহরাব আছে। এইগুলির মধ্যে পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলিকে জানালায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। মাঝের খিলান পথ এবং মাঝের মিহরাব দুইটিই সাধারণভাবে পার্শ্ববর্তীগুলির চেয়ে বড়। প্রান্তসীমায় শোভাময় ক্ষুদ্র বুরুজসহ এইগুলির বাহিরের দিকে রহিয়াছে অভিক্ষেপসমূহ। ক্ষুদ্র বুরুজগুলি কোণার বুরুজগুলির মতই ছাদের উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং এইগুলির মাথায় ছিল কলসচূড়াসহ ছোট গম্বুজ।

বড় অভ্যন্তরীণ কক্ষটি দুটি প্রশস্ত খিলানের মাধ্যমে তিনটি 'বে'তে বিভক্ত। মাঝের 'বে'টি বড় এবং বর্গাকৃতির, যাহার প্রতি বাহু ৭.৩২ মি.। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী প্রতিটি 'বে' আয়তাকার। ইহার পরিমাপ ৭.৩২ মিঃ ৩.৩৫ মি.। মাঝের 'বে'টি বৃত্তাকার পিপার উপর স্থাপিত একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। পিপাটি সরাসরি দুইটি প্রশস্ত খিলান এবং মাঝের মিহরাব ও মাঝের প্রবেশ পথের উপর নির্মিত বদ্ধ খিলানের উপর স্থাপিত। কোণাগুলিকে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে ক্ষুদ্র অর্ধ-গম্বুজাকৃতি স্কুইঞ্চ দ্বারা। পাশের আয়তাকার 'বে'গুলির ছাদ অভ্যন্তরে ক্রুশাকৃতি খিলান ছাদ ধরনের। প্রতিটি ক্রুশাকৃতি খিলান ছাদের মাঝখানে একটি করিয়া ছোট কৃত্রিম গম্বুজ বসানো হইয়াছে, যাহা শুধু বাহিরের দিক হইতে দেখা যায়। এই গম্বুজগুলি বাহিরের দিক হইতে মসজিদটিকে একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের রূপ দিয়াছে। সবগুলি গম্বুজের শীর্ষভাগ স্বাভাবিক পদ্ম ও কলস চূড়া দ্বারা পরিশোভিত।

পিছন দিকের ছাদ-পাঁচিলে মেরলোন নকশাকৃত সারি ব্যতীত মসজিদটি উহার আদি অলংকরণ বর্জিত। ইহার অভ্যন্তরীণ চার দেওয়াল এখন দামি জাপানি টালি দ্বারা আবৃত। দেওয়ালের বাহিরের সম্মুখভাগ আস্তর ও চুনকাম করা।

পার্শ্ববর্তী আয়তাকার 'বে'গুলির উপর স্থাপিত ক্রুশাকৃতি খিলান ছাদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু মন্তব্য করা যায়। মসজিদের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি এ যাবৎ বাংলার স্থাপত্যে দেখা যায় নাই। তাই মনে হয়, ইহা সরাসরি উত্তর ভারতের মুগল স্থাপত্য হইতে এখানে আসিয়াছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য ফতেহপুর সিক্রিতে তুর্কী সুলতানের হাম্মামে দেখা যায়। ক্রুশাকৃতির খিলান ছাদ ইরানী স্থাপত্যে দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। মুসলিম স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্যের প্রাথমিক দুইটি উদাহরণ কুছায়্যির আমরা (দ্র.)(আনুমানিক ৯৬ হি./৭১৪ খৃ.) এবং রাক্কা নগরে 'বাগদাদ তোরণে' দেখা যায়। বর্তমানে এই মসজিদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম শাখার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

বাংলাপিডিয়া ১/২১-২২

অভয়নগর ঃ উপজেলা (যশোর জেলা) আয়তন ২৪৭.১৯ বর্গ কি. মি.। উত্তরে যশোর সদর উপজেলা, দক্ষিণে ডুমুরিয়া, খান জাহান আলী, দিঘলিয়া ও ফুলতলা উপজেলা, পূর্বে নড়াইল সদর ও কালিয়া উপজেলা, পশ্চিমে যশোর সদর ও মনিরামপুর উপজেলা। প্রধান নদী ভৈরব। দিঘি ৭, বাওড় ৬, সিংড়া, বিল ডাকাতিয়া ও কুড়াখালি বিল উল্লেখযোগ্য।

উপজেলা শহর ৩টি মৌজা নিয়া গঠিত। আয়তন ১০.৩৪ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ২৮৫৯৭, পুরুষ ৫৩.৬৭%, মহিলা ৪৬.৩৩%। শিক্ষার হার ৩৯%। মুসলমান ৭৬.২১%, হিন্দু ২৩.৬৩%, অন্যান্য ০.১৬%। ডাকবাংলো ১। ইউনিয়ন ৮, মৌজা ৮৯, গ্রাম ১২১।

প্রাচীন নিদর্শনাদি সিদ্ধিপাশার রাজাবাড়ি, রাজাবাড়ি দিঘি ও মন্দির, ১১ দুয়ারী মন্দির, মধ্যপুর নীলকুটির, শ্রীধরপুর জমিদার বাড়ি।
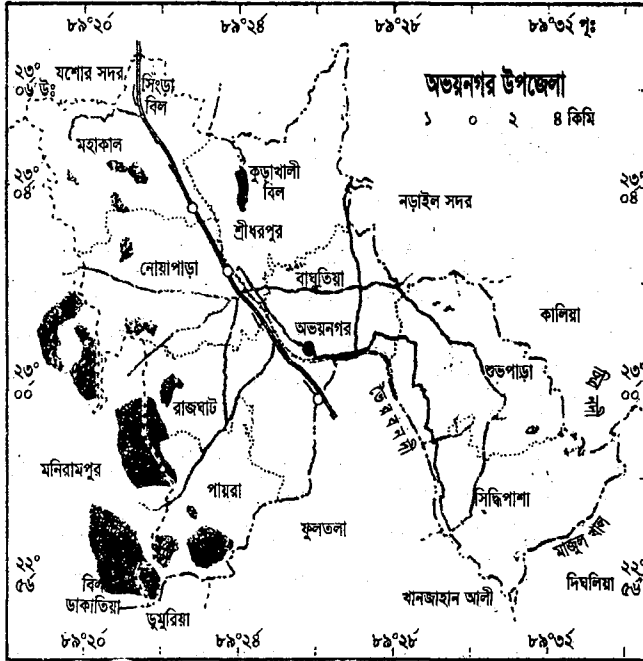
মসজিদ ২২৭, মন্দির ৬৬, গির্জা ২।

শিক্ষার হার ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৩৯.৯%, পুরুষ ৫৩.২%, মহিলা ২৬.৫%। কলেজ ৬, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬, মাদ্রাসা ৩৪, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০৬, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১। পাবলিক লাইব্রেরী ২, গ্রামীণ ক্লাব ২২, সাহিত্যে সমিতি ৩, খেলার মাঠ ৩২।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৩১.৪৮%, মৎস্য ১.৪৯%, শিল্প ১.২%, কৃষি শ্রমিক ১৭.১৬%, অকৃষি শ্রমিক ৪.১১%, পরিবহন ১.৯৩%, চাকরি ২২.০৪%, ব্যবসায় ১২.৩২%, অন্যান্য ৮.২৭%। চাষযোগ্য জমি ১৮৩৮৮ হেক্টর, পতিত জমি ১৫৪০ হেক্টর। এক ফসলি ২২%, দো ফসলি ৪২%, তিন ফসলি ৩৬%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫৬.৮৭%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, আলু, শাক-সবজি, সুপারি, বেগুন, পিয়াজ, রসুন, সরিষা, আলু, পাট। প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, পেঁপে, তরমুজ, নারিকেল।

পাকা রাস্তা ৪৬.৫৯ কি. মি., আধা-পাকা রাস্তা ২৫.৯২ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৩০০.২৪ কি. মি., নৌপথ ৮ নটিক্যাল মাইল, রেলপথ ১৩ কি. মি.।

পাটকল ৪, বস্ত্রকল ৪, চামড়া ফ্যাক্টরি ২, লবণ কারখানা ২, রাইস মিল ৭৮, বরফ কল ৭, সিমেন্ট কারখানা ৭। কুটিরশিল্প ঃ তাঁত ১২, কুমার ৩০, স্বর্ণকার ২৮, ওয়েল্ডিং ৪৫। হাটবাজার ঃ মেলা হাটবাজার ২২, মেলা ৬।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য নারিকেল, কলা, পাট, খেজুর গুড়, তরমুজ ও সুপারি।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৮ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪৫-৪৬

অষ্টগ্রাম ঃ উপজেলা (কিশোরগঞ্জ জেলা), আয়তন ৩৩৫.৫৩ বর্গ কি. মি.। উত্তরে মিটামইন উপজেলা, দক্ষিণে নাসিরনগর উপজেলা, পূর্বে লাখাই উপজেলা, পশ্চিমে বাজিতপুর উপজেলা।

প্রধান নদী ৩ ঘোড়া উতরা, বরাক, মেঘনা। উল্লেখযোগ্য বিল বান্দ্রা, ধোপা, টোপা, মদন, পদ্মা। উপজেলা শহর ১টি মৌজা নিয়া গঠিত। আয়তন ২.১৫ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ১৫২৩০, পুরুষ ৫০.৯৩%, মহিলা ৪৯.০৭%।

শিক্ষার হার ৫৫.১%। ডাকবাংলো ১। অষ্টগ্রাম থানা সৃষ্টি ১৯১৫ সালে। বর্তমানে ইহা উপজেলা, ইউনিয়ন ৭, মৌজা ৫৯, গ্রাম ১৭৩। জনসংখ্যা ১৩২২৯৫, পুরুষ ৫১.৪১%, মহিলা ৪৮.৫৯%। মুসলমান ৮২.৮৪%, হিন্দু ১৫.৬৪%, আদিবাসী ও অন্যান্য ১.৫২%।

কলেজ ১, উচ্চবিদ্যালয় ৪, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৫, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫, মাদ্রাসা ১২।

পাবলিক লাইব্রেরী ১, খেলার মাঠ ৩০।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৪৮.৫৫%, মৎস্য ৩.৪৩%, কৃষি শ্রমিক ২৯.৩৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৪৭%, ব্যবসা ৫.৫৩%, চাকরি ১.৭৫%, অন্যান্য ৮.৯১%। আবাদি জমি ২২৮৯৯.০৭ হেক্টর, পতিত জমি ৩০৩.৫২ হেক্টর। এক ফসলি ৭৯.২৪%, দুই ফসলি ১৯.৫০%, তিন ফসলি ১.২৬%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, আলু, বাদাম, তিল, সরিষা।

ফল-ফলাদি আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে।

পাকা রাস্তা ২ বর্গ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ২১৪ বর্গ কি. মি.।

হাটবাজার ৯, মেলা ২। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার অষ্টগ্রাম, আদমপুর, শরীফানগর। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ধান, আলু, বাদাম, কলা ও পেঁপে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১, পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৭১
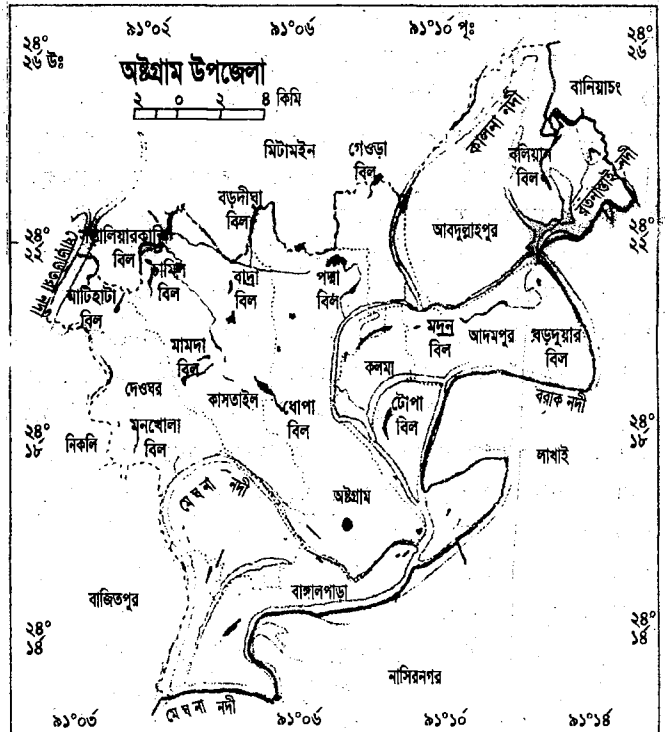
অষ্টগ্রাম মসজিদ ঃ কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি কুতুবশাহ মসজিদ নামেই অধিক পরিচিত। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মেরামত ও সংস্কারের ফলে বর্তমানে মসজিদটির শোভা বাড়াইয়াছে।

বহির্ভাগ ১৩.৭২ মিঃ ৭.৬২ মিটার পরিমাপের ইটনির্মিত আয়তাকার মসজিদটির বাহিরের চারটি কোণ ছাদ পর্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট অষ্টভুজাকার বুরুজ দ্বারা মজবুত করা হইয়াছে। ব্যাটেলমেন্ট ও কার্নিসের বক্রতা বেশ স্পষ্ট। পূর্বদিকের সম্মুখভাগে তিনটি দ্বিকেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার স্থাপিত, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও অনুরূপ দুইটি করিয়া খিলান পথ রহিয়াছে। অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়াল তিনটি অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব দ্বারা সজ্জিত। এইগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয়টি বড় এবং আয়তাকার অভিক্ষেপ দ্বারা বাহিরের দিকে বাড়ানো এবং ইহার দুইদিকে রহিয়াছে গোলাকার সরু স্তম্ভ। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ ১০.৯৭৪.৮৮ মিটার পরিমাপের আয়তাকার একটি কক্ষ যাহাকে কৌশলে পাঁচটি বর্গাকার 'বে'-তে ভাগ করা হইয়াছে, কেন্দ্রে একটি বড় কক্ষ এবং দুইপাশে এক জোড়া করিয়া ছোট কক্ষ। স্থপতি প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল সংলগ্ন ইটের স্তম্ভের শীর্ষ হইতে দুইটি বৃহৎ আড়াআড়ি (ট্রান্সভার্স) খিলান নির্মাণ করিয়া কেন্দ্রীয় বর্গাকার 'বে'-র অংশ চিহ্নিত করিয়াছেন। বাংলা পেন্ডেন্টিভের সাহায্যে একটি বৃহৎ অবতল গম্বুজ দ্বারা ইহাকে আবৃত করা হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব-পশ্চিমে ট্রান্সভার্স খিলান এবং পার্শ্বস্থ দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অপর একটি খিলান তৈরি করিয়া প্রতিটি আয়তাকার 'বে'-কে দুইটি বর্গাকার অংশে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল ছোট বর্গাকার 'বে' সাধারণ সুলতানী রীতির পেন্ডেন্টিভের উপর প্রতিষ্ঠিত গোলাকৃতি গম্বুজ দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে। অতএব ইমারতটিতে সর্বমোট পাঁচটি গম্বুজ রহিয়াছে, কেন্দ্রে একটি বড় এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজের প্রতি পাশে দুইটি করিয়া ছোট গম্বুজ।

মসজিদটি মূলত টেরাকোটা অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত। মিহরাব কুলঙ্গিতে এবং বাহিরের দিকের সম্মুখভাগে যাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। বহির্ভাগের মধ্যবর্তী স্থানে আয়তাকার প্যানেল নকশা দেখা যায়। এই প্যানেলগুলি একটির উপর আরেকটি করিয়া ক্রমান্বয়ে সাজানো। এই প্যানেলের প্রতিটি পলকাটা খিলান মোটিফ এবং বিভিন্ন প্রকার টেরাকোটা নকশা দ্বারা শোভিত। সুন্দর মোল্ডিং দ্বারা বিভিন্নভাগে ভাগ করা পার্শ্ববুরুজের ক্ষুদ্র অংশে একইরূপ প্যানেল লক্ষ্য করা যায়। সকল প্রবেশপথই আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। প্রবেশপথের খিলানের স্প্যানড্রেল গোলাপের প্যাঁচানো নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। যদিও ইহার উপরে রহিয়াছে মোল্ডিং-এর স্তর। মসজিদটিতে তারিখ সম্বলিত কোন শিলালিপি নাই। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে ইহা সূফী কুতুবশাহ কর্তৃক নির্মিত। নিকটেই একটি সমাধিতে তিনি সমাহিত। কিন্তু কখন এই সাধক এতদঞ্চলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। যদিও ইমারতের নির্মাণ কৌশল এবং অলংকরণ শৈলী, বাঁকানো কার্নিস, অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব, কুলঙ্গি, দ্বিকেন্দ্রিক খিলান, ছাদ পর্যন্ত উচ্চ পার্শ্ববুরুজ, টেরাকোটা অলংকরণ এবং দেয়ালের বাহিরের দিকে অলঙ্কৃত নকশার প্যানেল নির্দেশ করে ইহা সুলতানী আমলের একটি নির্মাণ এবং সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইহা নির্মিত হইয়াছিল।
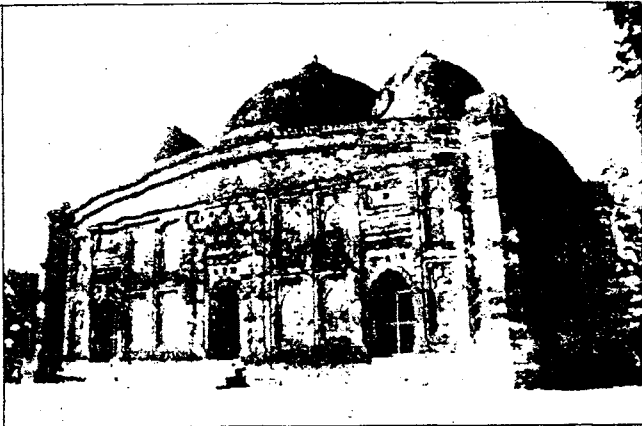
অষ্টগ্রাম মসজিদ

এই মসজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, বাংলায় পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রীতির ইহা প্রাথমিক আদর্শ নিদর্শন। সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুর টেঙ্গা মসজিদ (আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর প্রথমদিকে) এবং ঢাকায় করতলব খান মসজিদে একই সারিতে পাঁচটি গম্বুজ নির্মাণ করা হইয়াছে। আর ইহাতে দেখা যাইতেছে কেন্দ্রে একটি বড় গম্বুজ এবং ইহার চারকোণে চারটি ছোট গম্বুজ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল মসজিদ (১৬৬৩ খৃ.) এবং কুমিল্লার ওয়ালিপুর আলমগীরী মসজিদ (১৬৬২ খৃ.) দ্বারা এই ধারাটি এই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। বাংলায় এইরূপ মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনা সম্ভবত দিল্লীর নিজামুদ্দীন আওলিয়ার দরগাহর পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট জামাআতখানা মসজিদ (আনুমানিক ১৩১০-১৬) হইতে আসিয়াছে বলিয়াই মনে করা হয়।

বাংলাপিডিয়া ১/৭২

আইশা বিন্ত কুদামা (عائشة بنت قدامة) ঃ (রা), কুরায়শ বংশের বানূ জুমাহ গোত্রীয় কন্যা, পিতা কুদামা ইব্ন মায'উন, মাতা রাইতা বিন্ত সুফ্য়ান, খুযা'আ গোত্রীয়। মাতা-কন্যা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণকারী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة بنت قدامة قالت كنت مع امى رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبى ﷺ يبايع النسوة ويقول ابايعكن على ان لا تشركن بالله شيئا وتسرقن ولا تزنين ولا تقتلن اولادكن ولا تاتين ببهتان تقترينه بين ايديكن وارجلكن ولا تعصين فى معروف قالت فاطرقن فقال لهن النبى ﷺ قلن نعم فيما استطعتن فكن يقلن واقول معهن وامى تلقننى قولى اى بنيه نعم فيما استطعت فكنت اقول كما يقلن.

"আইশা বিন্ত কুদামা (রা) বলেন, আমি আমার মাতা রাইতা বিন্ত সুফ্য়ান আল-খুযাইয়্যা (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। আর নবী (স) মহিলাদের

নিকট হইতে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা (বায়'আত) গ্রহণ করিতেছিলেন, আমি এই মর্মে তোমাদেরকে বায়'আত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছু শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যিনা করিবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করিবে না, যিনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না এবং ন্যায়সঙ্গত কাজে অবাধ্য হইবে না। আইশা (রা) বলেন, মহিলারা নিরুত্তর থাকিলে নবী (স) তাহাদেরকে বলেন, তোমরা বল, হাঁ, যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায়। অতএব তাহারা উহাই বলিল এবং আমিও তাহাদের সহিত উহাই বলিলাম। আমার মা আমাকে শিখাইয়া দিলেন, হে বেটী, বল, হাঁ, যতদূর আমার সাধ্যে কুলায়। অতএব তাহারা যাহা বলিলেন আমিও তদ্রূপ বলিলাম" (মুসনাদ আহমাদ, ৬খ., পৃ. ৩৬৬, নং ২৭৬০৩)।

عن عائشة بنت قدامة قال قال رسول الله ﷺ عزيز على الله عز وجل ان يأخذ كريمتى مسلم ثم يدخله النار قال يونس يعنى عينيه.

আইশা বিন্‌ত কুদামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "মহামহিমান্বিত আল্লাহ কোন মুসলিম ব্যক্তির অত্যন্ত প্রিয় দুইটি বস্তু (চক্ষুদ্বয়) নিয়া নিলে (অন্ধ করিয়া দিলে) তাহাকে দোযখে প্রবেশ করানো তাঁহার নিকট অসহনীয়" (মুসনাদ আহমাদ, ৬খ., পৃ. ৩৬৩-৪, নং ২৭৬০৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, বৈরূত তা.বি., ৫খ., পৃ. ৫০৫; (২) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, মাকতাবাতুল মুছান্না, ১ম সং., লেবানন ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৩৬২, নং ৭১১)।

মুহাম্মদ মূসা

আখাউড়া ঃ উপজেলা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা) আয়তন ৯৯.২৮ বর্গ কি. মি.। উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা, দক্ষিণে কসবা উপজেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা।

প্রধান নদী পাগলা, হাওড়া, মান্দাইলের বিল উল্লেখযোগ্য।

উপজেলা শহর ১০টি মৌজা সমন্বয়ে গঠিত। আয়তন ২.৩৫ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ১০৫৩৮; পুরুষ ৫৩.৯৩%, মহিলা ৪৬.০৭%। শিক্ষার হার ৫১.৫%। আখাউরা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। এই জংশনের সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহের রেল যোগাযোগ রহিয়াছে। ডাকবাংলা ২। রেলওয়ে পুলিশ থানা ১। আখাউড়া থানা সৃষ্টি ১৯৭৬ সালে। বর্তমান ইহা উপজেলা। ইউনিয়ন ৫, মৌজা ১০৭, গ্রাম ২২৫। প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ কেল্লা শহীদ-এর দরগাহ, মোগড়ার মঠখোলা, মহারাজের কাছারি, কালীমন্দির।

বৃটিশ আমলে আখাউড়া হইতে বেইজিং হইয়া প্রচুর পাট সুদূর বিলাতের শিল্পনগরী ডান্ডিতে রপ্তানি হইত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আখাউড়া রণাঙ্গণে (দরুইন গ্রাম) পাকবাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল শহীদ হন। আখাউড়া শহরে তাহার কবর অবস্থিত।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ১১৫, মন্দির ৩।

জনসংখ্যা ১১২৯৮২; পুরুষ ৫১.৪৫%, মহিলা ৪৮.৫৫। মুসলমান ৯২.৫৪%, হিন্দু ৭.২০% অন্যান্য ০.২৬%।

কলেজ ১, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১, মাদ্রাসা ৫, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৫, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১, কারিগরি শিক্ষা অনুষ্ঠান ১। পাবলিক লাইব্রেরি ২।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৪৩.৫৯%, কৃষি শ্রমিক ২৪.৬১%, অকৃষি শ্রমিক ২.৪৫%, মৎস্য ১.২৪%, পরিবহন ২.৯৬%, ব্যবসা ১৩.১১% চাকরি ৯.৬৫%, অন্যান্য ২.৩৯%।

চাষযোগ্য জমি ৬৭৭৯.৪৪ হেক্টর, পতিত জমি ২৪২৩.৩১ হেক্টর। এক ফসলি ৭৫%, দুই ফসলি ২০%, তিন ফসলি ৫%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৭৩.১৯%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, আলু, মরিচ, পিয়াজ, রসুন ও শাকসবজি।

প্রধান ফল আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কলা।

পাকা রাস্তা ৩৩.৩৬ কি. মি., আধা-পাকা রাস্তা ২৬ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৮৩ কি. মি.; নৌপথ ২১ নটিক্যাল মাইল, রেলওয়ে জংশন ১।

ধান কল ৪, ওয়েল্ডিং ১২। কুটির শিল্প ঃ তাঁত ১০, বাঁশের কাজ ৭৫, স্বর্ণকার ৭০, কামার ১৫, কুমার ৩০, কাঠের কাজ ৪৫।

হাটবাজার ১৬, মেলা ৩। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার মোগড়া, আখাউড়া। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ঃ কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, শাকসবজি।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার ও পরিকল্পনা কেন্দ্র ৫, উপস্বাস্থ্য ৪ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১২২-১২৩
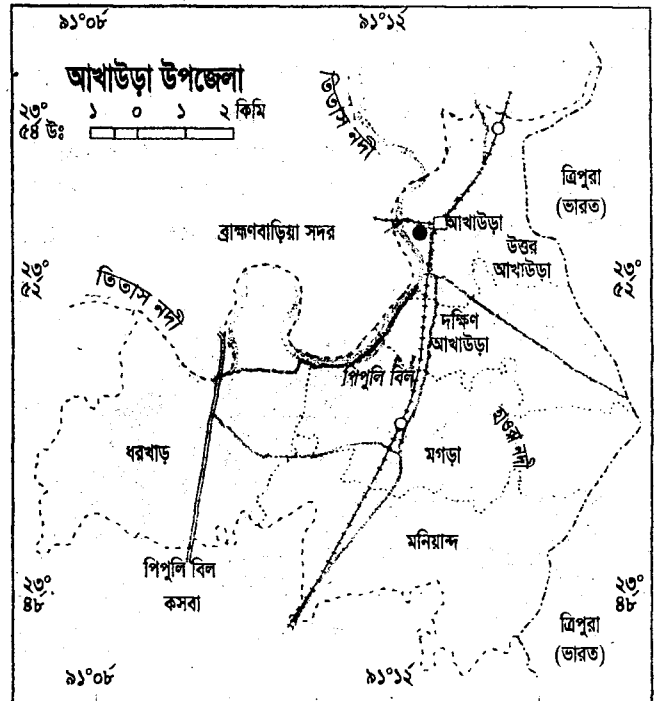
আগৈলঝাড়া ঃ উপজেলা (বরিশাল জেলা) আয়তন ১৬১.৮২ বর্গ কি. মি.। উত্তর ও পূর্বে গৌরনদী উপজেলা, দক্ষিণে উজিরপুর উপজেলা, পশ্চিমে কোটালিপাড়া উপজেলা। প্রধান নদী বিশারকান্দি, পয়সারহাট। ধোপাপাড়ের বিল উল্লেখযোগ্য।
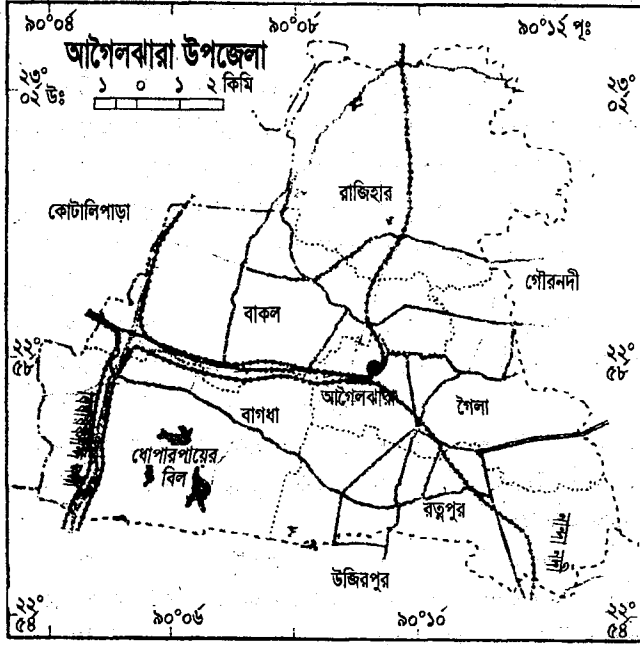
উপজেলা শহর ৩টি মৌজা সমন্বয়ে গঠিত। আয়তন ৬.৪০ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৮১৮৫; পুরুষ ৫২.৫৭%, মহিলা ৪৭.৪৩%। শিক্ষার হার ৪৮.৭%। ডাকবাংলো ১।

আগৈলঝারা থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৫, গ্রাম ৯৫, মৌজা ৮৪।

জনসংখ্যা ১৪৭৩৪৩; পুরুষ ৫০.৯৩%, মহিলা ৪৯.০৭%। মুসলমান ৫১.৭১%, হিন্দু ৪৫.৫১%, খৃষ্টান ২.৭৪%, অন্যান্য ০.০৪%।

মসজিদ ১১৫, মন্দির ৩১৮, গির্জা ২০।

শিক্ষা হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪২.৪%; পুরুষ ৪৯.৪%, মহিলা ৩৫%। কলেজ ২, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১, উচ্চবিদ্যালয় ২১, জুনিয়র স্কুল ৮, সরকারী প্রাথমিক ৬৫, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৩, স্যাটেলাইট স্কুল ১০, মাদ্রাসা ১৭, ক্যাডেট স্কুল ৪।

পাবলিক লাইব্রেরি ১।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৩৮.৫৪%, মৎস্য ১.০৩%, কৃষি শ্রমিক ২৪.৮১%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫৭%, শিল্প ১.০৪%, ব্যবসা ১৩.৯%, নির্মাণ ১.৯৬%, চাকরী ৮.৪১%, অন্যান্য ৭.৭৪%।

চাষযোগ্য জমি ১২৪৬০.৭৩ হেক্টর, পতিত জমি ৫৭৮৫.৪ হেক্টর। এক ফসলি ৫৬.৬৮%, দুই ফসলি ৩৮.০৬%, তিন ফসলি ৫.২৬%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, আলু ও পাট।

প্রধান ফল-ফলাদি ঃ আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, জাম, তরমুজ, পেঁপে।

পাকা রাস্তা ১৭ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ১২৫ কি. মি., হেরিংবোন ১৫ কি. মি., নৌপথ নদীপথ ১৯ নটিক্যাল মাইল।

ফ্লাওয়ার মিল ১, ধান কল ৯৮, করাত কল ৫, তৈল কল ৪, চিড়া কল ১।

হাটবাজার ১৮, মেলা ২। সাহেবের হাট, পয়সার হাট, আস্কর কালীবাড়ি হাট, বাকাল হাট, কোদালধোয়া বারুণী মেলা উল্লেখযোগ্য।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পান, পাঠ, কচুরিপানার তৈরী কাগজ।

বেসরকারি হাসপাতাল ৪, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৭, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৫, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪৩-৪

আজমিরিগঞ্জ ঃ উপজেলা (হবিগঞ্জ জেলা) আয়তন ২২৩.৯৮ বর্গ কি. মি.। উত্তর-পশ্চিমে শাল্লা উপজেলা, পূর্বে বানিয়াচং উপজেলা, দক্ষিণে মিটামইন উপজেলা। প্রধান নদী ঃ কালনী, কুশিয়ারা, ভেড়ামোহনা, বিল ৪।

উপজেলা শহর ২টি মৌজা নিয়া গঠিত। আয়তন ৫.৩৭ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ১৩৮২৯; পুরুষ ৫২.৮৫%, মহিলা ৪৭.১৫%। শিক্ষার হার ২২.৪%। ডাকবাংলো ১।

আজমিরিগঞ্জ থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৫, মৌজা ৬৮, গ্রাম ৭৯।

জনসংখ্যা ৮৬৮১০; পুরুষ ৫১.১১%, মহিলা ৪৮.৮৯%। মুসলমান ৭০.৫৮%, হিন্দু ২৯.১৯%, খৃষ্টান ০.০৪%, বৌদ্ধ ০.০৬%, অন্যান্য ০.১৩%।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ মসজিদ ৬০, মন্দির ৩৫, মাযার ৫।

শিক্ষার হার ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ২২.৪%; পুরুষ ২৮.২%, মহিলা ১৬.২%।

কলেজ ২, হাইস্কুল ৬।

উপজেলা পাঠাগার ১, সাহিত্য সমিতি ১, খেলার মাঠ ২।
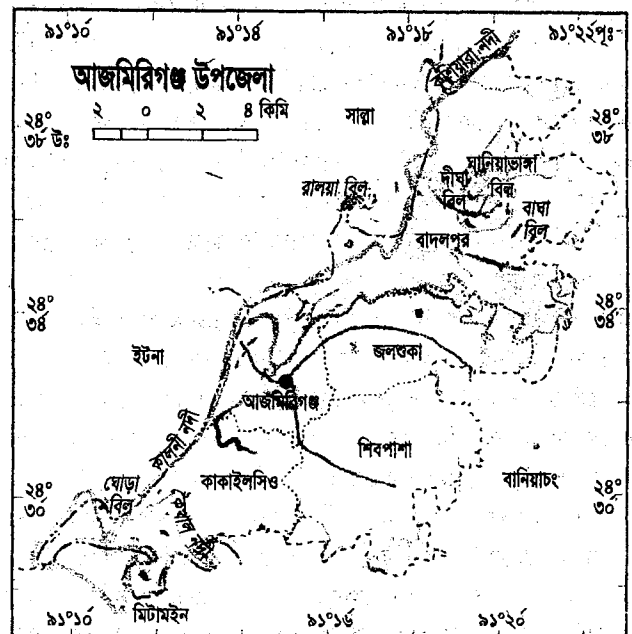
জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৩৭.৮৯%, মৎস্য ২.১৮%, কৃষি শ্রমিক ১৯.২০%, অকৃষি শ্রমিক ৪.৩৩%, ব্যবসা ১৪.৩৮%, হকার ১.০১%, চাকরি ৪.২%, অন্যান্য ১৬.৮১%।

চাষযোগ্য জমি ২১০০০ হেক্টর, পতিত জমি ৬৬৯৮ হেক্টর। এক ফসলি ৬৫.৬৪%, দুই ফসলি ১৭.১৮%, তিন ফসলি ১৭.১৮।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, আখ, পাট, আলু, ধনিয়া, চিনাবাদাম, পিঁয়াজ, আদা, তৈলবীজ।

পাকা রাস্তা ৮.৫ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ১১০ কি. মি.; নৌপথ ১৬ নটিক্যাল মাইল।

বরফকল ৮, রাইস মিল ৪১, বেকারি ৪।

কুটির শিল্প বাঁশের কাজ ১২৮, স্বর্ণকার ৩২, কামার ৩৪, কুমার ১৭, কাঠের কাজ ৪৬, সেলাই কাজ ১৪, ওয়ান্ডিং ১৫।

হাটবাজার ৫, মেলা ৪। আজমিরিগঞ্জ বাজার উল্লেখযোগ্য।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য চিংড়ি মাছ, শুঁটকি মাছ।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২, বেসরকারি ক্লিনিক ১ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৩০-১

আজাদ ঃ একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা। ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর পত্রিকাটি কলিকাতা হইতে আত্মপ্রকাশ করে। মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র হিসাবে দৈনিক আজাদ প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার পত্রিকাটি তখন নিজস্ব রোটারী মেশিনে ছাপা হইত। এই সময় আজাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। পত্রিকা প্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব পালন করিতেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ। এই সময় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও নজীর আহমদ চৌধুরী। খায়রুল কবির তখন ছিলেন ঢাকার আঞ্চলিক রিপোর্টার।

দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর পত্রিকাটি কলিকাতা হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আজাদ পত্রিকাই তখন ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান দৈনিক পত্রিকা। ঢাকায় স্থানান্তরের পর আজাদের সম্পাদক হন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন মুজিবুর রহমান খাঁ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন। বার্তা সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবির। কিছু দিনের মধ্যেই কাগজ সংকটের কারণে কর্তৃপক্ষ পত্রিকার প্রকাশনা কিছুকাল বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে অচিরেই পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালে আজাদ সাধু সাবধান' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় লেখার উহাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় তীব্র বাদানুবাদ হইয়াছিল। আজাদের স্টাফ রিপোর্টারের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং সরকার পত্রিকাটির বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

ভাষা আন্দোলনে আজাদ সাহসী ভূমিকা পালন করিয়াছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র ঢাকা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছিল। দৈনিক আজাদ গুলিবর্ষণের নিন্দা জানাইয়া বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছিল। আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। আয়্যুব খানের সময়ে বিভিন্ন কালাকানুনের বিরুদ্ধে অন্যান্য পত্রিকার পাশাপাশি দৈনিক আজাদ জোরালো প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে এবং উনসত্তরের গণআন্দোলনে দৈনিক আজাদ জনগণের পক্ষে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

১৯৬৯ সালে মাওলানা আকরম খাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটির মালিকানা ও কর্তৃত্ব লইয়া বিরোধ দেখা দিয়াছিল। স্বাধীনতার পর দৈনিক আজাদ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হইবার পর পুনরায় ব্যক্তি মালিকানায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। ১৯৯০ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা স্থায়িভাবে বন্ধ হইয়া যায়। বিক্রয় হইয়া যায় আজাদ পত্রিকার ভবনটিও।

বাংলাপিডিয়া ১/১৩১

আজিমপুর মসজিদ ঃ ঢাকা শহরের আজিমপুর কবরস্থানের পাশে অবস্থিত। মসজিদটিতে এতবার সংস্কার ও পরিবর্তন করা হইয়াছিল যে, বাহিরে হইতে এখন ইহাকে একটি আধুনিক ইমারত বলিয়া মনে হয়। একটি ফারসি শিলালিপি এখনও প্রধান প্রবেশপথের উপর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার বর্ণনা অনুযায়ী ইহা জনৈক ফয়জুল্লাহ কর্তৃক ১৭৪৬ সালে নির্মিত হইয়াছিল।

ইহা একটি দ্বিতল ইমারত। নিচের তলাটি ভল্টেড প্লাটফর্ম। উপর তলায় প্রধান মসজিদ ভবন ও মসজিদের উত্তরদিকে একটি ইমারত ছিল। উত্তরের ইমারতটি বর্তমানে অনুপস্থিত। উত্তর-পূর্ব কোণে একটি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠার পথ। ভল্টেড প্লাটফর্মটি ভূমি হইতে প্রায় ৪.২৭ মি. উচ্চ, ইহা অসম আয়তাকার, উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহার পরিমাপ ২২.৮৬ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৬.৭৬ মি.। ভিতের তলদেশে উত্তর ও পূর্বদিকে ধারাবাহিকভাবে নির্মিত সারিবদ্ধ কক্ষ রহিয়াছে, সবগুলিই চওড়া খিলানযুক্ত প্রবেশ পথের মাধ্যমে বাহিরের দিকে উন্মুক্ত।

কক্ষগুলির সিলিং-এর পৃষ্ঠদেশ সমতল, কিন্তু পাশে পিপাকৃতির। সবগুলি কক্ষই আদিতে দেয়ালে তৈরী করা বইয়ের তাক দ্বারা সজ্জিত ছিল। উত্তর দিকের কক্ষগুলিতে এখনও কিছু তাক বিদ্যমান রহিয়াছে। নিকটবর্তী একটি নবনির্মিত মাদ্রাসার কিছু ছাত্রকে এই ভল্টেড কক্ষগুলিতে বসবাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

সার্বিকভাবে আজিমপুর মসজিদ কমপ্লেক্সটির প্রায় ১.৫ কি. মি. দূরে অবস্থিত খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদের সহিত প্রায় হুবহু মিল রহিয়াছে। প্লাটফর্মের উপরে মসজিদের উত্তর দিকের ইমারতটি বর্তমানে অনুপস্থিত। খুব সম্ভব ইমারতটি আদিতে 'হুজরার' উদ্দেশ্যে নয়, বরং মৃধার মসজিদের ন্যায় মাদ্রাসা ধরনের কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তৈরি হইয়াছিল। নিচের ভল্টেড কক্ষগুলির দেয়ালে বিদ্যমান বইয়ের তাকগুলি এই ধারণাকে জোরালো করে। এক্ষেত্রে এই ভল্টেড কক্ষগুলি অবশ্য মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের 'ডরমেটরি' হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়।

মসজিদটি পুরাপুরিভাবে প্লাটফর্মের উপরে উত্তর-পশ্চিমাংশ দখল করিয়া রহিয়াছে। ইহার পরিকল্পনা আয়তাকার, উত্তর-দক্ষিণে ইহার পরিমাপ ১১.৫৮ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭.৩২ মি.। দেয়ালের মধ্যে তৈরী মোট

চারটি অষ্টভুজাকৃতির পার্শ্ববুরুজ, আদিতে এইগুলি অবশ্যই মুগল রীতিতে প্যারাপেটকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মসজিদের পার্শ্ববুরুজের উপরিভাগ মূল মসজিদের পাশের বহুতল সম্প্রসারণ নির্মাণ কাজের সময় অপসারণ করা হইয়াছিল।

পাঁচটি খিলান দ্বারা নির্মিত প্রবেশ পথের মধ্য দিয়া মসজিদে প্রবেশ করা যায়। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথের প্রতিটি একটি অর্ধগম্বুজের নিচে স্থাপিত এবং পরপর দুইটি খিলান ধারণ করিয়া আছে। বাহিরেরটি বড় এবং চওড়া ও বহুখাঁজ নকশা সম্বলিত। আর ভেতরের ছোট খিলানটি সাধারণ চতুর্কেন্দ্রিক ধরনের।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি তুলনায় বড় এবং উভয়পাশে অর্ধ অষ্টভুজাকৃতির সরু বুরুজ দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি আয়তাকার অভিক্ষেপের মধ্যে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশ পথ বরাবর অভ্যন্তরে কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বড় এবং অর্ধ অষ্টভুজাকার, কিন্তু পাশের প্রতিটি সাধারণ আয়তাকার কুলুঙ্গি।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত, মাঝেরটি বর্গাকৃতির এবং পাশের প্রতিটি আয়তাকৃতির। পাশের 'বে'গুলি পুরাপুরিভাবে অর্ধগম্বুজ ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু মাঝের বর্গাকার 'বে'টি একটি বড় অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত, যাহার উপরে পদ্ম ও কলস চূড়া শোভা পাইয়াছে। প্রধান গম্বুজটিকে সরাসরি একটি অষ্টভুজাকার পিপার উপর বসানো হইয়াছিল যাহা পার্শ্ববর্তী অর্ধ গম্বুজাকৃতির ভল্টগুলি এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ ও মিহরাবের উপর নির্মিত নিরেট খিলানের উপর ভর করিয়া আছে। গম্বুজের বিবর্তনের পর্যায়টির (Phase of transition) তৈরী প্রক্রিয়া উপরস্থ কোণগুলিতে তৈরী ছোট অর্ধ গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চের সাহায্যে সম্পাদন করা হইয়াছিল। মসজিদের কার্নিস ও প্যারাপেট অনুভূমিকভাবে তৈরী।

অষ্টভুজাকৃতির পার্শ্ববুরুজ ও অভিক্ষিপ্ত সম্মুখ দেয়ালের উভয় পাশের ক্ষুদ্র বুরুজগুলিতে চমৎকার কলসাকৃতির ভিত রহিয়াছে। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের চূড়ার অংশে একটি বড় আকারের মেডালিয়ান খচিত, যাহা পরবর্তীতে একটি রোজেট দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

প্যারাপেট ও গম্বুজের অষ্টভুজাকার পিপার বাহিরের দিক নিরেট মেরলোনের সারি দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের পূর্বদিকের সম্মুখ ভাগে প্যানেলগুলি এখন আর দেখা যায় না। প্রধান মিহরাবটি কিছুটা অভিক্ষিপ্ত আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহার উপরিভাগ বদ্ধ মেরলোনের একটি ফ্রিজ দ্বারা পরিশোভিত।

পরিকল্পনা ও অন্যান্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আজিমপুর মসজিদ মৃধার মসজিদ এবং ঢাকা শহরে বিদ্যমান এই ধরনের কয়েকটি নিদর্শনের সহিত তুলনীয়। এই শ্রেণীর ইমারতকে 'আবাসিক মাদ্রাসা-মসজিদ' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

আদি মসজিদের ছাদের কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ মন্তব্য করা যায়। একটি একক গম্বুজ এবং ইহার উভয় পার্শ্বস্থ অর্ধগম্বুজ ভল্ট সহযোগে নির্মিত এই ধরনের নিদর্শনসমূহের মধ্যে বাংলা স্থাপত্যে এখন পর্যন্ত জানা ইহাই সর্বশেষ উদাহরণ। এরূপ ছাদের বিন্যাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উত্তর-পূর্ব বাংলার নিদর্শনসমূহে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বর্তমান উদাহরণটি এই ধরনের নিদর্শনগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত নিদর্শন।

ইতিপূর্বে নির্মিত অনুরূপ উদাহরণ, যেমন সাতক্ষীরার আতারো মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ) এবং নারায়ণগঞ্জের মোগরাপাড়া মসজিদ (১৭০০-০১ খৃ.)। এই মসজিদদ্বয়ে পার্শ্ববর্তী অর্ধগম্বুজগুলি কেন্দ্রীয় গম্বুজের তুলনায় খুব ছোট আকৃতির এবং শুধু মসজিদের ভিতর হইতেই এইগুলিকে দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্য উদাহরণটিতে এই ভল্টগুলিকে এত বড় করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল যে, এইগুলি ছাদের সার্বিক পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু এই ভল্টগুলি বাহির হইতে আলাদাভাবেই দৃশ্যমান। ইহা অসম্ভব নয় যে, এই প্রভাবটি উছমানী স্থাপত্য হইতে আসিয়াছে; হইতে পারে মুগল আমলে ঢাকায় বসবাসকারী আরমেনীয়দের মাধ্যমে, কিংবা ভাগ্যান্বেষী উছমানী প্রবাসী শিল্পীদের মাধ্যমে, যাহারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির বণিকদের সঙ্গে মুগল আমলে ঢাকায় আসিয়াছিল। উছমানী মসজিদের মধ্যে এই উন্নত ছাদ পরিকল্পনা ইস্তাম্বুলের বায়াযীদের মসজিদ (১৫০১-০৫ খৃ.) এবং শাহযাদা মসজিদে (১৫৪৩-৪৮ খৃ.) বিদ্যমান। এইগুলিতে প্রধান গম্বুজের পাশে দুইটি বা চারটি অর্ধগম্বুজ রহিয়াছে (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৩৫-৬

আটঘরিয়া ঃ উপজেলা (পাবনা জেলা) আয়তন ১৮৬.১৫ বর্গ কি. মি.। উত্তরে বড়াইগ্রাম, চাটমোহর ও ফরিদপুর উপজেলা, দক্ষিণে পাবনা সদর উপজেলা, পূর্বে সাঁথিয়া উপজেলা, পশ্চিমে ঈশ্বরদী উপজেলা। প্রধান নদী ঃ ইছামতি, চিকনাই, রত্নাই চন্দ্রাবতী। পুরুলিয়া ও সুতির বিল উল্লেখযোগ্য।

উপজেলা শহর ৪টি মৌজা নিয়া দেবোত্তর নামক স্থানে অবস্থিত। আয়তন ৫.৯৩ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৫১৬৪; পুরুষ ৫০. ৩৭%, মহিলা
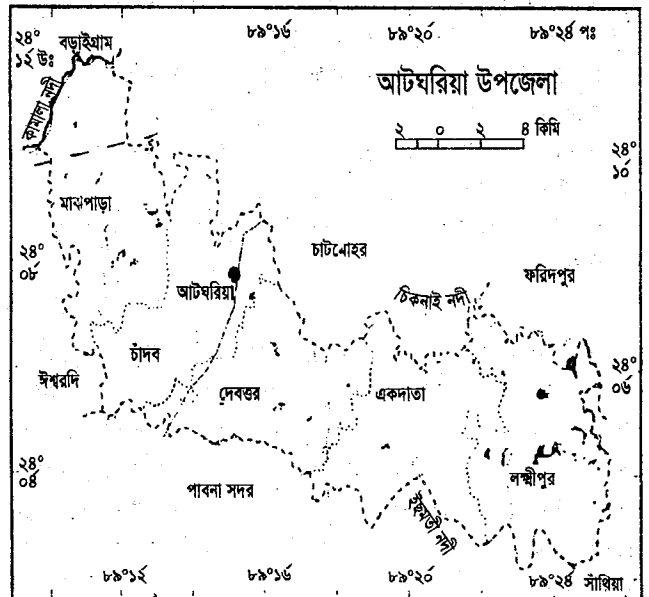
৪৯.৬৩%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. ৮৭১ জন। শিক্ষার হার ২৩.০৯%।

আটঘরিয়া থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হইয়াছিল ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ৫, মৌজা ১১১, গ্রাম ১২৬।

মসজিদ ১৬১, মন্দির ১৭. গির্জা ১। উল্লেখযোগ্য ঃ বেরুয়ান মসজিদ, আটঘরিয়া মসজিদ, দেবোত্তর মসজিদ, শ্রীকান্তপুর মসজিদ, একদন্ত মসজিদ, রাধাকান্তপুর মসজিদ।

জনসংখ্যা ১২৪৪৫৪; পুরুষ ৫১.৪১%, মহিলা ৪৮.৫৯%। মুসলমান ৯৭.২৫%, হিন্দু ২.৫৯%, অন্যান্য ০.১৬%। প্রাচীন কাল হইতে বাগদি, বুনোরা আদিবাসী হিসাবে এই উপজেলার ধলেশ্বর ও খিদিরপুরে বসবাস করিয়া আসিতেছে।

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গড় হার ২১.০৭%; পুরুষ ২৬.৪%, মহিলা ১৬.৮%। কলেজ ৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৪, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৯, মাদ্রাসা ১৮।

লাইব্রেরি ১৬, গ্রামীণ ক্লাব ৫০, সাহিত্য সংসদ ১।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৪৬.১৭%, কৃষি শ্রমিক ৩০.২৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩%, তাঁত ২.৯৬%, চাকরি ২.৭৯%, ব্যবসা ৬.৬৯%, অন্যান্য ৮.১৩%।

চাষযোগ্য জমি ১৮৬৫৬ হেক্টর, পতিত জমি ১৫৫৫ হেক্টর, বনায়ন ৮৭১ হেক্টর, জলাশয় ৫০৩ হেক্টর। এক ফসলি ৩০%, দুই ফসলি ৬০%, তিন ফসলি ১০%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫৯%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, ইক্ষু, পান, কলাই, সরিষা, পিঁয়াজ, রসুন, বেগুন, আলু, কাঁচা মরিচ ও পটল।

প্রধান ফল আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা।

পাকা রাস্তা ৪৫ কি. মি., আধা-পাকা রাস্তা ২০ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৩২০ কি. মি.।

কুটিরশিল্প তাঁত ১২০০, বাঁশ ও বেত ১০০, স্বর্ণকার ২০, কর্মকার ৫০, কাঠের কাজ ২৫০, সেলাই কাজ ২০০, রেশম ১০০।

হাটবাজার ১৮, মেলা ২। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার আটঘরিয়া, দেবোত্তর, খিদিরপুর, গরুরী হাট।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ধান, পাট, পান, কলা, পেঁপে, পিয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, পটল ও বেগুন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৫(সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪১-২

আটপাড়া ঃ উপজেলা (নেত্রকোনা জেলা) আয়তন ১৯৫.১৩ বর্গ কি. মি.। উত্তরে বারহাট্টা উপজেলা, দক্ষিণে মদন ও কেন্দুয়া উপজেলা, পূর্বে মোহনগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে নেত্রকোনা সদর উপজেলা। এই উপজেলার প্রায় অর্ধাংশ হাওড় এলাকা। প্রধান নদী ঃ মগাড়, বাউরি, ঢালাই, ঘোড়া উতরা। তুষাই ও নরুন্দী নদী মৃত। উল্লেখযোগ্য হাওড় ঃ নাঘড়া, গণেশ, কামরাইল ও ধলিবন। আটাশি, গামা, এলাচি ও কাফঙ্গো বিল উল্লেখযোগ্য।

উপজেলা শহর ২টি মৌজা লইয়া গঠিত। আয়তন ৯.০৪ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৭৮২৫; পুরুষ ৫১. ৮৮%, মহিলা ৪৮.১২%। শিক্ষার হার ২৫.৪%, ডাকবাংলো ২, মিলনায়তন ১, পাবলিক লাইব্রেরি ১।

আটপাড়া থানা সৃষ্টি ১৯২৬ সালে। বর্তমনে ইহা উপজেলা। ইউনিয়ন ৭, মৌজা ১৩৯, গ্রাম ১৭৫।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ মুগল আমলে প্রতিষ্ঠিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট স্বরমুশিয়া-হরিপুর মসজিদ। রামেশ্বরপুর রায় (জমিদার) বাড়ির দালান ও শিবমন্দিরের বগ্নাবশেষ, নরুন্দী নদীর তীরের বিস্তৃত চাঁদবেগের গড়ের ভিতর সাতটি দালানের ধ্বংসাবশেষ।

মসজিদ ২১৮, মন্দির ৪৪, তীর্থস্থান ১।

জনসংখ্যা ১২০৪৯১; পুরুষ ৫১.১৫%, মহিলা ৪৮.৮৫%। মুসলমান ৯৭.০৮%, হিন্দু ২.৭৮%, অন্যান্য ০.১৪%।

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ২৪%; পুরুষ ২৯.১%, মহিলা ১৮.৭%। কলেজ ২, উচ্চবিদ্যালয় ১৪, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, মাদ্রাসা ১৭, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৫, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১, স্যাটেলাইট স্কুল ৭, কমিউনিটি স্কুল ৩।

পাবলিক লাইব্রেরি ২, অডিটোরিয়াম ১, শিল্পকলা একাডেমি ১, খেলার মাঠ ৫।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৫৬.০২%, মৎস্য ২.১১%, কৃষি শ্রমিক ২১, ৭৪%, অকৃষি শ্রমিক ২.৪৩%, ব্যবসা ৭.৩৩%, চাকরি ২.৬৮%, অন্যান্য ৭-৬৯%।

চাষযোগ্য জমি ১৪৪৯২.১১ হেক্টর, পতিত জমি ৫০৮৩.৩৬ হেক্টর। এক ফসলি ৩০%, দুই ফসলি ৫৩%, তিন ফসলি ১৭%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫৯%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, আলু, মরিচ, বেগুন, পিঁয়াজ, রসুন, মসুরি, কলাই, সরিষা, তিল, তিসি, পান, কাকরোল ও কচু।
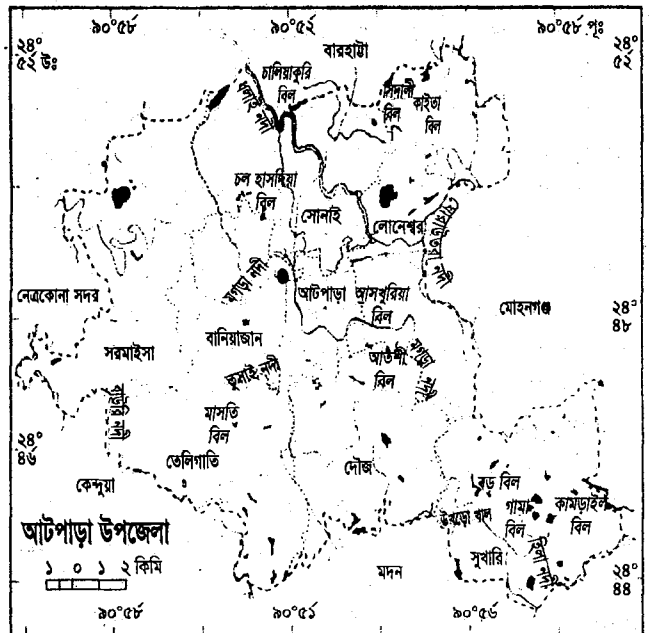
প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু ভুবি (লটকা), কলা, পেঁপে, সরবি জলপাই, বরই, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা তেঁতুল, সুপারি ও নারিকেল।

পাকা রাস্তা ৫ কি. মি., আধাপাকা রাস্তা ৭ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ২৬৫ কি. মি.; নৌপথ ২৮ নটিক্যাল মাইল।

বয়লার মিল ১, স' মিল ১০, চিড়ার কল ২, অয়েল মিল ১, মসলার কল ২, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি ৩, চাল ও আটা কল ২৫। বাঁশের কাজ ২২৫, স্বর্ণকার ২৫, কামার ২৪৫, কুমার ২৭৫, কাঠের কাজ ১৮০, সেলাই কাজ ২২৫, ওয়েল্ডিং ১২।

হাটবাজার, মেলা ঃ হাটবাজার ১৭, মেলা ২। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার ঃ তেলিগাতি, নজিরগঞ্জ, ব্রজের বাজার, অভয়পাশা, লালচান্দের বাজার।

ধান, পান, কলা, মাছ, চামড়া, ভুবি (লটকা), জলপাই, জাম্বুরা ও শাক-সবজি।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ২, রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল ১(সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪৩-৪

আটোয়ারী ঃ উপজেলা (পঞ্চগড় জেলা) আয়তন ২৯০/৯২ বর্গ কি. মি.। উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্বে পঞ্চগড় সদর উপজেলা, পূর্বে বোদা উপজেলা, দক্ষিণে ঠাকুরগাঁও সদর ও বালিয়াডাঙ্গি উপজেলা, পশ্চিমে ভারত সীমান্ত। প্রধান নদী ঃ টাংগন, নাগর, পাথরাজ।

উপজেলা শহর ৩টি মৌজা লইয়া গঠিত। আয়তন ১৪. ০৫ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৮৫৪৫; পুরুষ ৫১.৯৩%, মহিলা ৪৮. ০৭%। শিক্ষার হার ৫০.২%।

১৯০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে আটোয়ারী থানা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮০ সালে পঞ্চগড় জেলার অধীনে আটোয়ারী থানা সৃষ্টি হয়। ইউনিয়ন ৬, মৌজা ৬২, গ্রাম ৬৪।
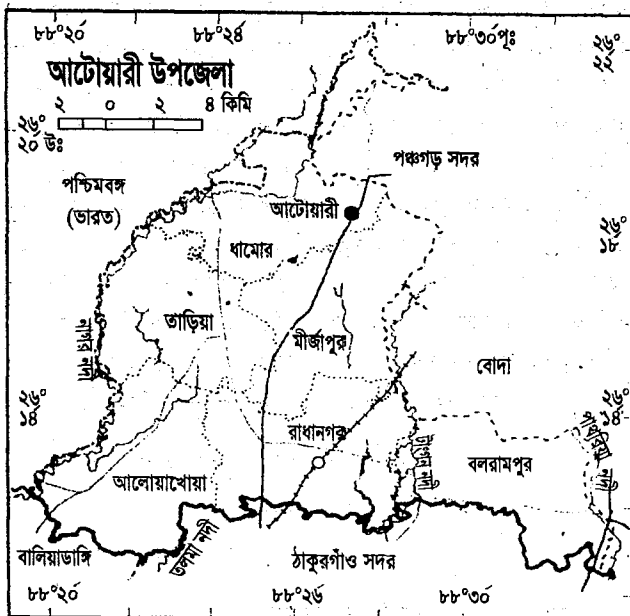
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ মির্জাপুর, ছাপড়াঝাড় (পাহাড় ভাঙ্গা) ও সর্দার পাড়া গ্রামে তিন গম্বুজবিশিষ্ট তিনটি মসজিদ মুগল স্থাপত্যকলার নিদর্শন এবং আলোয়াখোয়ার জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

এই উপজেলা হইতে ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

জনসংখ্যা ১০৩৯০৬; পুরুষ ৫১.৪২%. মহিলা ৪৮.৫৮%। মুসলমান ৭৪.২৭%, হিন্দু ২৫.১৪%, অন্যান্য ০৫৯%। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল উল্লেখযোগ্য।

মসজিদ ১৩০, মন্দির ৩৬, গির্জা ৭। মির্জাপুর মসজিদ, বারো আওলিয়ার মাজার, পাহাড় ভাঙ্গা দ্বারখোর মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

গড় শিক্ষার হার ৩৭.৮%; পুরুষ ৫০.৬%, মহিলা ২৪.১%। কলেজ ৪, হাইস্কুল ৩৬, মাদ্রাসা ১৩, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫১, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫১। পাবলিক লাইব্রেরি ১।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৫৯.৩৮%, কৃষি শ্রমিক ২৬.৬৩%, অকৃষি শ্রমিক ২.৯১%, ব্যবসা ৩.৯%, চাকরি ২.৭৪%, অন্যান্য ৪.৪৪%।

চাষযোগ্য জমি ২১০০৯ হেক্টর। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৮.৪৪%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, গম, আলু ও আখ।

প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, সুপারি, জাম ও পেঁপে।

পাকা রাস্তা ৪৬ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৬৫০ কি. মি.।

হাটবাজার ২৪, মেলা ১। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার ঃ ফকিরগঞ্জ, কিসমত, রাণীগঞ্জ ও বটতলি। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ধান, পাট, গম ও আলু।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৫, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ১ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪৩-৪

আড়াইহাজার ঃ উপজেলা (নারায়ণগঞ্জ জেলা) আয়তন ১৮৩.৩৫ বর্গ কি. মি.। উত্তরে নরসিংদী সদর উপজেলা, দক্ষিণে হোমনা উপজেলা, পূর্বে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা, পশ্চিমে রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা। মেঘনা নদী এই উপজেলার পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হইয়াছিল।

উপজেলা শহর ৩টি মৌজা লইয়া গঠিত। আয়তন ১.৪৯ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৩২১৬; পুরুষ ৫৬.৭৫%, মহিলা ৪৩. ২৫%। শিক্ষার হার ৪০%। ডাকবাংলো ১।

থানা সৃষ্টি ১৯২১ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ১২, মৌজা ১৮২, গ্রাম ৩১৫।

কবি বেনজীর আহমদ-এর জন্ম স্থান।

জনসংখ্যা ২৯৯৮৫৫; পুরুষ ৫১.৭৫%, মহিলা ৪৮.২৫%। মুসলমান ৯৬.০৮%, হিন্দু ৩.৭৬%, অন্যান্য ০.১৬%। মসজিদ ৩৫৫, মন্দির ৭।

শিক্ষার গড় হার ২৩.৬%; পুরুষ ২৮.৬%, মহিলা ১৭%। কলেজ ৪, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৪, কমিউনিটি স্কুল ১১, স্যাটেলাইট স্কুল ৭, মাদ্রাসা ৩৬, মক্তব ৪৬০।
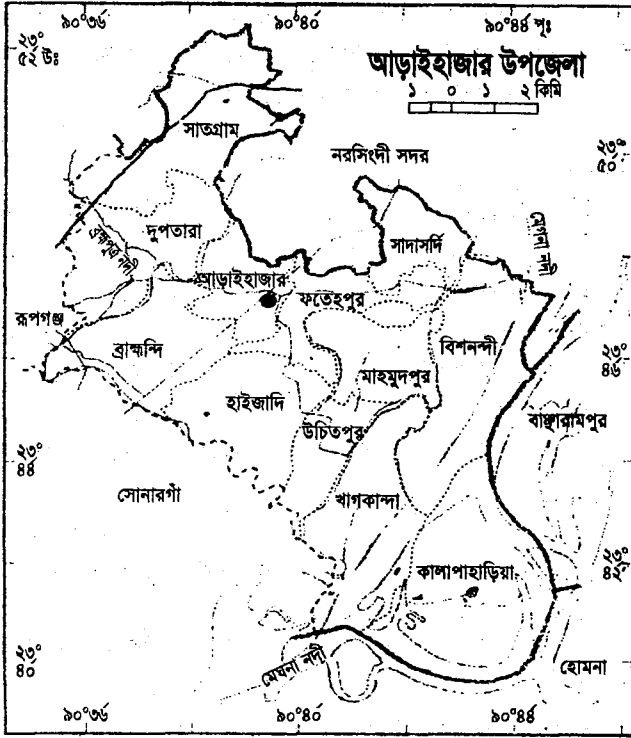
পাবলিক লাইব্রেরি ১, ক্লাব ৬৫,কমিউনিটি সেন্টার ৮, খেলার মাঠ ২৫।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ২৪.৬৮%, মৎস্য ১.৬৫% কৃষি শ্রমিক ১০.৬%, অকৃষি শ্রমিক ৮.৫৩%, ব্যবসা ১৪.৪৫%, চাকরি ৩.৮৪%, তাঁত ২০.৭৩%, শিল্প ১.৫৭%,অন্যান্য ১৩.৫৯%।

চাষযোগ্য ১৯১৫৮.২৩ হেক্টর, আবাদি জমি ১৪৮৯৫.৫৯ হেক্টর, পতিত জমি ৩৩৮৩.৬৩ হেক্টর। এক ফসলি ২১%, দুই ফসলি ৫১%, তিন ফসলি ২৮%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫৫%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, গম, আলু, সরিষা ও শাক-সবজি। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম ও পেঁপে।

পাকা রাস্তা ১১৭ কি. মি., আধা-পাকা রাস্তা ৪৫ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ২৩৪ কি. মি.; নৌপথ ১৪ নটিক্যাল মাইল।

কুটির শিল্প ঃ তাঁত ১০০, বাঁশের কাজ ৬০, স্বর্ণকার ৩০, কামার ৩০, কাঠের কাজ ১২০, সেলাই কাজ ১২০, ওয়েল্ডিং ১০। হাটবাজার ৩৪। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার ঃ গোপালদি বাজার, আড়াইহাজার বাজার, আদর্শ বাজার (পূর্ব নাম কালীবাড়ি)। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য থান কাপড় ও শাড়ি।

হাসপাতাল ১, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৪, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৭ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪৫

'আতিকা বিন্ত 'আবদিল-মুত্তালিব (عاتكة بنت عبد المطلب) ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফু। আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ-এর সহোদরা। ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তবে এই মতটি দুর্বল। অপরদিকে ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন (তাবাকাত, ৮খ., পৃ. ৪৩)। ইব্ন ফাতহূন আল-ইসতী'আব গ্রন্থের হাশিয়ায় (পাদটীকা) তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পক্ষে তাঁহারই স্বরচিত কয়েকটি কবিতা দ্বারা দলীল পেশ করেন। উক্ত কবিতায় তিনি নবী কারীম (স)-এর প্রশংসা এবং নবুওয়াতের গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার স্বামী ছিলেন আবূ উমায়্যা ইবনুল-মুগীরা; আল-মাখযূমী, যিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর পিতা। তাহার ঔরসে 'আতিকা-এর গর্ভে 'আবদুল্লাহ, উম্মু যুহায়র ও কারীবা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উম্মু কুলছূম বিন্ত 'উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত। তিনি বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে এক স্বপ্ন দেখেন যাহাতে যুদ্ধের আভাস ছিল এবং তাহা মক্কায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইসলামের ইতিহাসে তাহা 'আকিতার স্বপ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একজন আরোহী তাহার উটের পিঠে আরোহণ করিয়া 'আবতাহ' নামক স্থানে আসিয়া থামিয়াছে। অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে, ওহে খিয়ানতকারীদের বংশধর! তোমরা দ্রুত বাহির হও। তিন দিন পরই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। অতঃপর লোকজন তাহার নিকট জড়ো হইল। আর ঐ আগন্তুক তাহার উট লইয়া মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকজন তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিল, এমন সময় সে তাহার উটকে কা'বার পাশে দাঁড় করাইল এবং অনুরূপভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, ওহে খিয়ানতকারীদের বংশধর! তোমরা দ্রুত বাহির হও, তিন দিন পরই তোমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ। অতঃপর সে তাহার উটকে আবূ কুবায়স পর্বত শীর্ষে দাঁড় করাইয়া আবার চীৎকার করত অনুরূপ কথা বলিল। ইহার পর সে একখানি পাথর লইল এবং পর্বতের শীর্ষদেশ হইতে উহা ছাড়িয়া দিল। পাথরটি নীচে পতিত হইল এবং ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। অতঃপর মক্কায় কোন ঘরবাড়ী এমন রহিল না যেখানে উক্ত পাথরের টুকরা পৌঁছিল না। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি খুবই ঘাবড়াইয়া গেলেন, স্বীয় ভ্রাতা আব্বাসকে ডাকাইয়া স্বপ্নের কথা বিবৃত করিলেন এবং তাহা গোপন রাখিবার অনুরোধ করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ২৫১)। উল্লেখ্য, 'আতিকার এই স্বপ্ন দেখার ঠিক তিন দিন পরই ভোরবেলা মক্কাবাসী অবাক বিস্ময়ে দামদাম ইব্ন 'আমর আল-গিফারীর ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইল। সে বাতন ওয়াদীতে তাহার উটের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, ওহে কুরায়শ দল! তোমরা সুবাস বহনকারী উট রক্ষা কর। আবূ সুফ্য়ানের সহিত তোমাদের যে সম্পদ রহিয়াছে মুহাম্মাদ তাঁহার দলবলসহ উহা আটক করিয়াছে। আমার মনে হয় তোমরা তাহা পাইবে না। হায় সাহায্য! হায় সাহায্য! সে তাহার উটের নাক কাটিয়া এবং নিজের জামা ছিড়িয়া ফেলিয়া এই ঘোষণা দিয়াছিল। ইহা শুনিয়া কুরায়শগণ ঘাবড়াইয়া গেল এবং 'আতিকার স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তখন 'আতিকা এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

الم تكن الرؤيا بحق وجاءكم
بتصديقها فل من القوم هارب
فقلتم ولم اكذب كذبت وإنما
يكذبنا بالصدق من هو كاذب

"আমার স্বপ্ন কি সত্য ছিল না? কওমের এক লোক উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দ্রুত আগমন করিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি মিথ্যা বলিয়াছি। অথচ আমি মিথ্যা বলি নাই; প্রকৃতপক্ষে যে নিজে মিথ্যাবাদী সেই সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে" (সুবুলুল হুদা, ৪খ., পৃ. ২১)।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি একজন শুদ্ধভাষী কবি ছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে বদর যুদ্ধ উপলক্ষে রচিত কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর রচিত শোকগাথামূলক কবিতাই প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দার সাদির, বৈরূত তা.বি., ৮খ., ৪৩-৪৪; (২) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৫৭-৫৮, সংখ্যা ৬৯৮; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল গাবা, তেরহান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ৪৯৯-৫০০; (৪) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৪১২/১৯৯২, ২খ., ২৫১ প.; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং., ৪খ., ২১ প.; (৬) ড. 'আবদুল্লাহ আল-হামিদ (রা), শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যা, রিয়াদ ১৪০৫/১৯৮৫, পৃ. ৩৩৭।

ড. আবদুল জলীল

আত্রাই ঃ উপজেলা (নওগাঁ জেলা) আয়তন ২৮৪.৪১ বর্গ কি. মি.। উত্তরে রানীনগর ও মান্দা উপজেলা, দক্ষিণে নাটোর সদর, পূর্বে সিংড়া উপজেলা, পশ্চিমে বাগমারা উপজেলা। আত্রাই নদীর নামানুসারে উপজেলার নামকরণ করা হইয়াছে।

উপজেলা শহর ৬টি মৌজা লইয়া গঠিত। ইহা একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে দর্শনা-চিলাহাটি রেলওয়ে শাখা রহিয়াছে। আয়তন ৬.৫৫ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৯৯৯০; পুরুষ ৫১.৮৮%, মহিলা ৪৮.১২%। শিক্ষার হার ৪৮.১২%। ডাকবাংলো ১, প্রেসক্লাব ১।

আত্রাই থানা সৃষ্টি ১৯১৬ সালে। বর্তমানে ইহা উপজেলা। ইউনিয়ন ৮, মৌজা ১৫৫, গ্রাম ১৯৮।
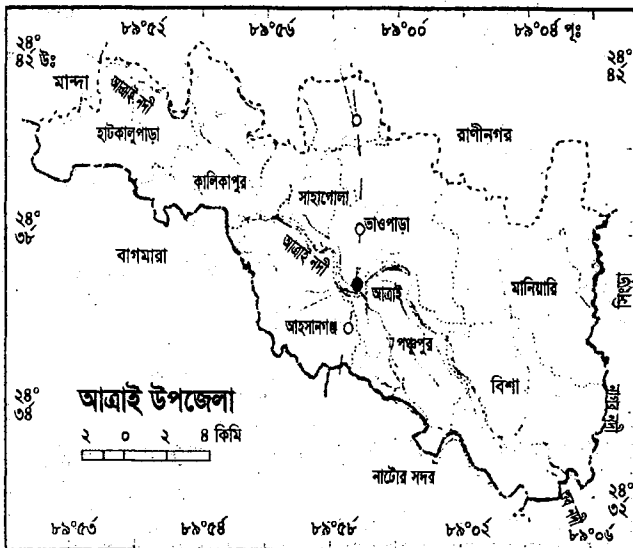
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ মহাদীঘি মসজিদ, কাজীপাড়া মসজিদ ও তাজিয়া, মিরপুর মসজিদ, পতিসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, বাঁকা গ্রামের তাজিয়া।

মসজিদ ২৬১, মন্দির ৭৬, গির্জা ১।

জনসংখ্যা ১৬৬৯৭৮; পুরুষ ৫০.৮৮%, মহিলা ৪৯.১২%। মুসলমান ৮৭.৬৭%, হিন্দু ১২.০৯%, খৃস্টান ০.০৩%, বৌদ্ধ ০.০২%, আদিবাসী ও অন্যান্য ০.১৯%। উপজাতিদের মধ্যে ওরাঁও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার গড় হার ২৬.৮%; পুরুষ ৩৪.৯%, মহিলা ১৮.৩%। কলেজ ৫, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২১, নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ৪, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৯, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৭, স্যাটেলাইট স্কুল ৫, কমিউনিটি স্কুল ৬, মাদ্রাসা ২০।

প্রেস ক্লাব ১, পাবলিক লাইব্রেরী ১, গ্রামীণ ক্লাব ১০৫, খেলার মাঠ ৬৩।

জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা কৃষি ৪৯.৯%, মৎস্য ১.৮০%, কৃষি শ্রমিক ২৫.১%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫%, শিল্প ১.৪২%, ব্যবসা ৯.৫১, চাকরি ২.৮৬%, অন্যান্য ৬.৯১%।

চাষযোগ্য জমি ২২.০৬০ হেক্টর। এক ফসলি ৬৩%, দুই ফসলি ৩৫%, তিন ফসলি ২%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম ও সরিষা।

প্রধান ফল-ফলাদি তাল, কাঁঠাল, লিচু, কলা ও পেঁপে।

পাকা রাস্তা ১৭ কি. মি., আধা-পাকা রাস্তা ৬ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ১৮৭ কি. মি.; রেলপথ ৭ কি. মি.।

কুটিরশিল্প ঃ মাদুর শিল্প ২১৩, তাঁত ৫৮, বাঁশের কাজ ৩২২, স্বর্ণকার ২৫, কামার ৭৭, কাঠের কাজ ১৭২, সেলাই কাজ ২০, ওয়েল্ডিং ৩২।

হাটবাজার ১২, মেলা ১।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ধান, গম, সরিষা ও মাদুর।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৭ ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র (আর ডি) ৯ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৪৯-৫০

আদিতমারী ঃ উপজেলা (লালমনিরহাট জেলা), আয়তন ১৯৫.০৩ বর্গ কি. মি.। উত্তরে ভারতের কুচবিহার জেলার দীনহাটা থানা, দক্ষিণে গঙ্গাচড়া উপজেলা, পূর্বে লালমনিরহাট সদর উপজেলা, পশ্চিমে কালীগঞ্জ উপজেলা। তিস্তা, ত্রিমোহিনী এবং ধরলা নদীর ভাঙ্গন প্রতি বৎসর বন্যা সমস্যার সৃষ্টি করে।

উপজেলা শহর ৩টি মৌজা লইয়া গঠিত। আয়তন ১৫.৯৮ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ১৫৭৪২; পুরুষ ৫১.৩%, মহিলা ৪৮.৭%। শিক্ষার হার ২০.১%।

আদিতমারী থানা সৃষ্টি ১৯৮০ সালে। বর্তমানে ইহা উপজেলা। ইউনিয়ন ৮, মৌজা ৫৮, গ্রাম ১০৬, ছিটমহল ৩।

জনসংখ্যা ১৭৬৬০; পুরুষ ৫১.২%, মহিলা ৪৮.৮%। মুসলমান ৮০%, হিন্দু ১৯%, অন্যান্য ১%। আদিবাসী কোচ ও রাজবংশী উল্লেখযোগ্য।
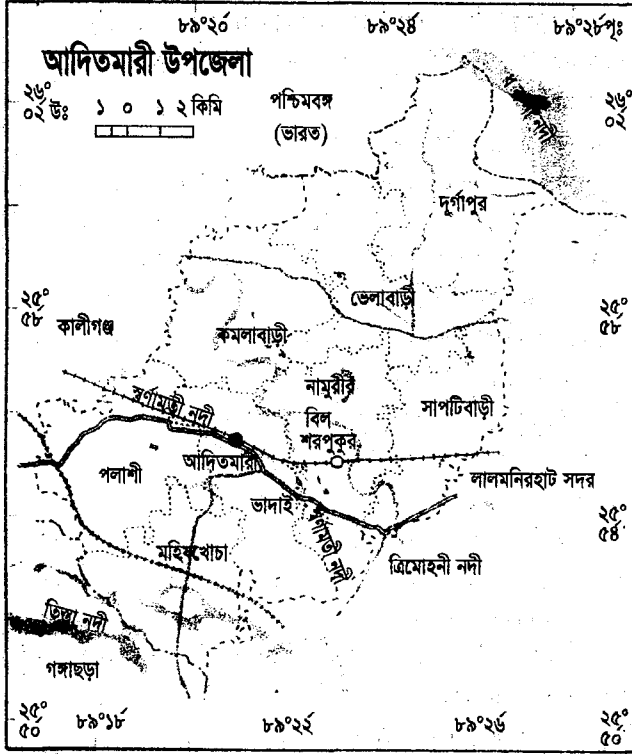
মসজিদ ৫২০, মন্দির ৭৫। উল্লেখযোগ্য আদিতমারী জামে মসজিদ, বটেশ্বর মন্দির।

শিক্ষার গড় হার ১৮.৬%; পুরুষ ২৫.৫%, মহিলা ১১.৩%। বেসরকারী কলেজ ২, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ১৬, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০, মাদ্রাসা ১০, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৩, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৪।

ক্লাব ৬৪, সাংস্কৃতিক সংগঠন ২. সমবায় সমিতি ২৮৬, খেলার মাঠ ১৩।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৫৬.২৮%, কৃষি শ্রমিক ২৫.৮৭%, অকৃষি শ্রমিক ২%, চাকরি ২.১৬%, ব্যবসা ৭.২৭%, অন্যান্য ৬.৪২%।

চাষযোগ্য জমি ১৪৮৮১ হেক্টর, পতিত জমি ৩৩৩৪ হেক্টর। এক ফসলি ১৫%, দুই ফসলি ৬৪%, তিন ফসলি ২১%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫৫%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, তামাক, আলু, ভুট্টা, সরিষা, টমেটো, পিয়াজ, মরিচ, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও শাক-সবজি।

প্রধান ফল-ফলাদি কাঁঠাল, সুপারি, আম, লিচু, জাম্বুরা ও নারিকেল।

পাকা রাস্তা ২২.৪১ কি. মি., আধাপাকা রাস্তা ৬.২০ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৯৪৫ কি. মি., রেললাইন ২৬ কি. মি., রেলওয়ে স্টেশন ৩।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ২৪৫, হস্তচালিত শিল্প ১৮১।

হাটবাজার ১৪, মেলা ৬। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার আদিতমারী, নামুড়িরহাট, দুর্গাপুর, পলাশী, মহিষখোচা, শিয়াল খাওয়া, ভেলাবাড়ী। উল্লেখযোগ্য মেলা চন্দ্রপুর, নামুড়ি, দেওবোডা, বড়াইবাড়ি, বটেশ্বর।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য তামাক, বিড়ি, আলু, ভুট্টা ও শাক-সবজি।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২, মাতৃমঙ্গল ১, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৫ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৫৫-৬

আনোয়ারা ঃ উপজেলা (চট্টগ্রাম জেলা), আয়তন ১৭৩.৫৩ বর্গ কি. মি.। উত্তরে পটিয়া উপজেলা, দক্ষিণে বাঁশখালী উপজেলা, পূর্বে চন্দনাইশ উপজেলা, পশ্চিম চট্টগ্রাম বন্দর থানা। প্রধান নদী কর্ণফুলি, শঙ্খ। বনভূমি দেয়াং পাহাড়, বটতলী, বারামত।

উপজেলা শহর ১টি মৌজা লইয়া গঠিত। আয়তন ৩.৩৪ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৪২৫৮; পুরুষ ৫৩.৫৯%, মহিলা ৪৬.৪১%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. ১২৭৪ জন। শিক্ষার হার ৬৪.৪%।

আনোয়ারা থানা সৃষ্টি ১৮৭৬ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন ১০, মৌজা ৭৮, গ্রাম ৭৮।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ মোহছেন আউলিয়ার দরগাহ ও পাথর, মনু মিঞার দীঘি ও কামান (জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত)।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর জন্ম স্থান।

মসজিদ ৩৪২, মন্দির ২৩, প্যাগোডা ৭। জনসংখ্যা ২১৯৪৪৬; পুরুষ ৫০.৯৯%, মহিলা ৪৯.০১%। মুসলমান ৮১.৪৭%, হিন্দু ১৭.৫৮%, অন্যান্য ০.৯৫%।

শিক্ষার গড় হার ৩০.৬%; পুরুষ ৩৮.৪%, মহিলা ২২.৪%। কলেজ ৪, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০২, মাদ্রাসা ১৪।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ৩১.৫১%, মৎস্য ১.৫৪%, কৃষি শ্রমিক ১৮.৪৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৬৫%, শিল্প ১.৭৮%, নির্মাণ শ্রমিক ১.২%, পরিবহন ২.৯৫%, ব্যবসা ১৩.৯৯%, চাকরি ১২.২৭%, অন্যান্য ১৩.২৫%।
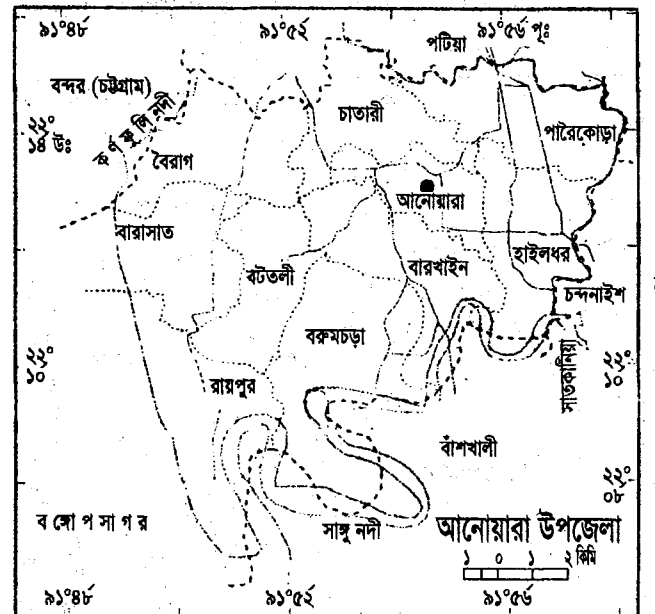
এক ফসলি ৩৫.৫৭%, দুই ফসলি ৩৪.০৫%, তিন ফসলি ৩০.৩৮%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, আলু, বেগুন ও বিভিন্ন ধরনের তরিতরকারি।

প্রধান লফ-লফাদি আম, কাঁঠাল ও পেয়ারা।

পাকা রাস্তা ২০ কি. মি., আধাপাকা রাস্তা ৫৯ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৬০ কি. মি.।

শিল্প ও কলকারখানা ঃ কাফকো (কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার) সার কারখানা। হাটবাজার ৫, মিন্নত আলী দোভাষী হাট ও কালু মাঝি হাট।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ইউনিয়া সার ও মাছ।

থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৪ ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১০ (সংক্ষেপিত)।

বাংলাপিডিয়া ১/১৭৪-৫

আবদুর রব জৌনপুরী (عبد الرب جونپورى) ঃ (র) একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও পীর। ১২৯২/১৮৭৫ সালে জৌনপুরের মোল্লাটোলা মহল্লায় তাঁহার জন্ম। তিনি ছিলেন মওলানা কারামাত আলী জৌনপুরীর (র)-এর পৌত্র। পিতার নাম হাফিয মাহমূদ। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। পিতৃব্য মাওলানা হাফিয আহ্‌মাদ নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছেন। অল্প কালের মধ্যে তিনি কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষাসহ ইসলামী শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। মাওলানা হাফিয আহমাদ (র)-এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভোলার দৌলতখান এলাকা ইসলাম প্রচার ও মানব সেবার একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। আবদুর রব এখানে একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করিয়াছেন। প্রতিদিন শত শত অনাহারক্লিষ্ট মানুষ উক্ত লঙ্গরখানায় খাবার গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল। ১৮৯৯ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামের প্রচারে ও প্রসারে তিনি প্রচুর কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩৫৪/১৯৩৫ সালের জুন মাসে জৌনপুরে ইনতিকাল করেন।

বাংলাপিডিয়া ১/১৮১

আবদুল হক ফরিদী (عبد الحق فريدى) ঃ পূর্ণ নাম আবদুল জলিল আবুল-ফারাহ মুহাম্মাদ আবদুল হক ফরিদী, সাধারণত আবদুল হক ফরিদী নামেই পরিচিত। ফরিদপুর জিলার অধিবাসী হিসাবে তাঁহার সম্বন্ধবাচক নাম ফরিদপুরী, ইহাকে সংক্ষিপ্ত ও সাযুজ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ফরিদী ব্যবহার করিতেন। সাবেক ফরিদপুর জিলার মাদারিপুর মহকুমার পালং থানায় (বর্তমানে শরীয়তপুর জিলার নড়িয়া উপজিলা) এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৩২১/২৫ মে, ১৯০৩ সালে তাঁহার জন্ম। পিতা মৌলবী আলফাজুদ্দীন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতার ইনতিকালের পর তাঁহার এক অনুজ উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করিতেন এবং পরিবারের ভরণপোষণ করিতনে। তাঁহার অন্য এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা বি.এস.সি. বি. এজি. পাশ করিয়া সরকারী কৃষি বিভাগে চাকুরি করিতেন এবং এডিশনাল ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচাররূপে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

আবদুল হক ফরিদী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যথারীতি মকতব ও স্কুলে শুরু হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃ. নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হইলে (আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, পৃ. ৫৩, ৫৭) তাঁহার ধর্মপরায়ণ অভিভাবক তাঁহাকে নিউ স্কীম মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দেন। নিউ স্কীম মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি তখন ঢাকা বোর্ডের অধীনে ছিল (পৃ. গ্র., পৃ. ৬১)। ১৯২৩ খৃ. তিনি ঢাকা মাদ্রাসা হইতে ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া কৃতকার্য হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং সকল বিষয়ের সকল অনার্স পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পান (১৯২৮ খৃ.)। পরবর্তী বৎসর এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ) পরীক্ষায় অনুরূপ কৃতিত্বপূর্ণ ফল লাভ করেন (M.A. Rahim, The History of the University of Dacca, pp. 230-31)। তিনি চাকুরিরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সীতে এম.এ. পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন (১৯৩৩ খৃ., পৃ. গ্র., পৃ. ২৩২)। তিনি ১৯৩৮ খৃ. বিলাতের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্‌লোমা ইন এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন। আমেরিকান সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ১৯৫১ খৃ. শিক্ষা প্রশাসন বিষয়ে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং অধ্যয়ন শেষে ঐ বিষয়ে এড্‌ভানস্‌ড সার্টিফিকেট লাভ করেন (১৯৫২ খৃ.)। এই উপলক্ষে সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বহু অংগরাজ্যে ব্যাপক সফর করেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন শিক্ষা দফতরের পরামর্শে নিউ ইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকোর্সে তিনি যোগ দেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্মে সারা জীবন নিয়োজিত ছিলেন। বিবিধ বিষয়ে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। জ্ঞানের কোন নূতন বিষয় তাঁহার নজরে পড়িলে তিনি উহার সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। কম্পিউটার বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে তিনি উহা সম্পর্কে জানিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হন। জানা যায়, এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স কোর্সে ভর্তি হইয়াছিলেন (উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. শমশের আলী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য)। সম্যক অবগত না হইয়া তিনি কোন বিষয়ে অভিমত দিতেন না। তাঁহার সান্নিধ্যে যেই আসিয়াছে সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়াছে।

শিক্ষা জীবন শেষে তিনি চট্টগ্রাম (সরকারী ডিগ্রী) কলেজ প্রভাষক নিযুক্ত হন (১৯৩০ খৃ.)। প্রায় পৌনে তিন বৎসর পর বেংগল এডুকেশনাল সার্ভিসে উন্নীত হইয়া তিনি বর্ধমান বিভাগের মুসলিম শিক্ষার সহকারী স্কুল পরিদর্শকরূপে চুঁচড়ায় (হুগলী) বদলি হন। এই পদে তিন বৎসর কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি শিক্ষা ছুটি লইয়া বিলাতে লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যান (১৯৩৭-৩৮)। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর

বরিশাল ও চট্টগ্রাম জিলার জিলা স্কুল পরিদর্শকরূপে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি বেংগল সিনিয়র এডুকেশনাল সার্ভিসে উন্নীত হন এবং তাঁহাকে বর্ধমান বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগে দ্বিতীয় (বিভাগীয়) স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৪৪ খৃ. প্রেসিডেন্সী বিভাগের (বিভাগীয়) স্কুল পরিদর্শকরূপে কলিকাতায় বদলি হন। ১৯৪৬ খৃ. তিনি এডিশনাল (এ.ডি.পি.আই., প্রাথমিক শিক্ষা) নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ঢাকা বিভাগের স্কুল পরিদর্শকরূপে ঢাকায় আগমন করেন। পর বৎসর ১ জানুয়ারী তিনি মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডি.পি.আই. নিযুক্ত হন। ১৯৫১ খৃ. মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে শৈক্ষিক প্রশাসনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকা যান এবং ১৯৫২ খৃ. দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (উপরে দ্র.)। কয়েক মাস তাঁহার পূর্ব পদে (এ.ডি.পি.আই.) কাজ করিবার পর ১৯৫৩ সনের জুন মাসে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করাচী বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সনের জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। ১৯৬০ সনের ১৫ মার্চ হইতে ১৯৬২ সনের ৮ জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা পদে করাচীতে এবং ৯ জুলাই হইতে ১৯৬৫ সনের ৮ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি কর্মরত থাকেন। অতঃপর ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া জনশিক্ষা পরিচালক (ডি.পি.আই.) পদে ২৮ জুলাই, ১৯৬৫ সনে অধিষ্ঠিত হন এবং ২৫ মে, ১৯৬৬ সনে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের অল্প দিন পরেই তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ট্রেজারার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি এই পদে ছয় বৎসর বহাল ছিলেন। শেষের দিকে কিছু সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্বও পালন করিয়াছিলেন। তিনি করাচী, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (বর্তমানে সিনেট) নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৭ সাল হইতে ২৩ জুলাই, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁহারই আমলে ফাউন্ডেশনে ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। তাঁহার সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পরিকল্পনাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রহণ করে। ১৯৭৬ খৃ. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ নামে একটি পাণ্ডুলিপি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করে। জনাব ফরিদী প্রথমে ইহা প্রকাশে আগ্রহী হন এবং ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্পাদনার জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। তিনি নিজে ছিলেন উক্ত পরিষদের সভাপতি (বিস্তরিত তথ্যের জন্য দ্র. স.ই.বি., ১ম সং., ১খ., ভূমিকা)। বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনাটি তাঁহারই উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত হয়। এই প্রকল্প বাংলাদেশ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫ খৃ.) অন্তর্ভুক্ত হয়। মূল পরিকল্পনাটি প্ল্যানিং কমিশনের নির্ধারিত ছকে যথযথ নিয়ম-পদ্ধতিতে প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব এই প্রবন্ধকারের উপর তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ২০ খণ্ডে বিশ্বকোষটি সমাপ্ত করিবার পরিকল্পনা থাকিলেও পরে ইহা ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। জনাব ফরিদী বিশ্বকোষের ২০তম খণ্ড পর্যন্ত সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে এই প্রকল্পের প্রাণপুরুষ ছিলেন (১৯৯৬ খৃ.) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীমের দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীর তালিকায় তাঁহার নাম সর্বপ্রথমে রহিয়াছে। মৃত্যুর এক দেড় মাস পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন।

তিনি বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। ১৯৫২ খৃ. হইতে সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও ইত্যাদি বহু সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার মৌলিক এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দূ হইতে অনূদিত কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সেইগুলি গ্রন্থিত হয় নাই। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন (দ্র. উক্ত অভিধানের মহাপরিচালকের প্রসঙ্গ কথা, জুন ১৯৮৪)। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮৬ খৃ.) তাজরীদুল বুখারী (হাদীছ গ্রন্থ)-এর একটি অধ্যায় তিনি অনুবাদ করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদের তিনি একজন সদস্য ছিলেন। তিনি এস. এম. ইকরাম রচিত Cultural Heritage of Pakistan গ্রন্থটির একটি অধ্যায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(১) কবি আল্লামা ইকবালের দার্শনিক ফার্সী কাব্য রুমূয-ই বেখূদী গ্রন্থের বাংলা কাব্যানুবাদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৬ খৃ.)

(২) কাজী ইমদাদুল হক প্রণীত মুসলিম সামাজিক উপন্যাসের (আব্দুল্লাহ) উর্দূ অনুবাদ (পাকিস্তান পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৬ খৃ.)

(৩) নাসীম হিজাযীর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাস মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম মূল উর্দূ হইতে বাংলায় অনুবাদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮০ খৃ.)।

তাঁহার মৌলিক রচনাও যথেষ্ট রহিয়াছে। বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁহার বেশ কয়েকটি মৌলিক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ 'মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ' একটি গবেষণামূলক রচনা (বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিক, ১৯৮৫ খৃ.)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক থাকাকালীন ইসলামিক কনফারেন্স সংস্থার অনুরোধে তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের অনেক দেশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, যাহার আলোচ্য বিষয় ছিল 'মুসলিম বিশ্ব মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ'। এই সম্মেলনে

একই সঙ্গে আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় তরজমা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তিনি অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক রোটারীর ৩০৭ নম্বর জিলার ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর পদে নির্বাচিত হন। সমগ্র পাকিস্তান ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত জিলার সমুদয় রোটারী ক্লাব পরিদর্শন করা ও তাহাদের বিভিন্ন মানবসেবা কর্মতৎপরতা উন্নত করিতে পরামর্শ ও সহযোগিতা দেওয়া তাঁহার কর্তব্যভুক্ত ছিল। ১৯৭০ সনের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন রোটারী ক্লাব জনাব ফরিদী ও তাঁহার সহযোগীদের চেষ্টায় সেই সময় বেশ কিছু সাহায্য প্রেরণ করে। যেমন জাপান রোটারিয়ানদের পক্ষ হইতে পটুয়াখলী জিলার চারটি স্থানে আশ্রয়স্থল নির্মিত হয়। সেইগুলি পরে স্কুলগৃহ হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্তী কালে সমগ্র বাংলাদেশ লইয়া আন্তর্জাতিক রোটারীর ৩২৮ নম্বর জিলা গঠিত হইয়াছে। তিনি এই জিলার কাউন্সিল অব গভর্নরস-এর প্রবীণতম গভর্নর ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম নামক সমাজসেবামূলক সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন ট্রাস্টী। বাংলাদেশ বয়স্কাউট আন্দোলনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কাউটের 'উড্' ব্যাজধারী। তিনি পাকিস্তান বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার ছিলেন। তিনি স্কাউটের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাকিস্তান স্কাউটের সিলভার উষ্ট্র এবং বাংলাদেশ স্কাউটের সিলভার টাইগার প্রাপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমীর প্রথম জীবন সদস্য এবং ১৯৮০-৮১ খৃ. উহার সরকার আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও এক সময়ে অন্যতম সহ-সভাপতি এবং জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির জীবন সদস্য ও উহার বোর্ড অব গভর্নর-এর এক সময়ের সদস্য।

১৯৪১ খৃ. বৃটিশ সরকার তাঁহাকে 'খান সাহেব' খেতাব দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি উহা বর্জন করেন। পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে 'সিতারা-ই খিদমাত' উপাধিতে ভূষিত করে, কিন্তু উহাও তিনি ব্যবহার করিতেন না।

তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন ঃ সউদী আরবে তিনবার, হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য দুইবার, একবার তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, আর একবার সউদী আরব সরকারের আমন্ত্রণে হিজরী ১৫শ শতকের আরম্ভ উদ্‌যাপনের জন্য।

আমেরিকা তিনবার সফর করেন, প্রথমবার ১৯৫১-৫২ খৃ. মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে শিক্ষা প্রশাসনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশে। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে জাপান, হাওয়াই দ্বীপ, হংকং, ব্যাংকক ও রেংগুন ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার পাকিস্তান বয়স্কাউটস্-এর একটি দলের নেতা হিসাবে মার্কিন বয়স্কাউটস্-এর ১৯৬৪ খৃ. জাতীয় জাম্বুরীতে যোগ দিতে ভ্যালীফরজ শিবিরে। ইংলন্ড হইতে নিউ ইয়র্ক যাইতে তিনি এই যাত্রায় সমুদ্র পথে গমন করেন। তৃতীয়বার ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল -এর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত গভর্নর-নমিনি হিসাবে নিউ ইয়র্ক ও জর্জিয়ায় গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে ফিলিপাইন, জাপান, ব্যাংকক ও হাওয়াই দ্বীপ ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যে অনেকবার গমন করিয়াছেন, প্রথমে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য; বৃটিশ কাউন্সিল ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে কয়েকবার।

পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে এক বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে শিক্ষা সফরে জার্মানীর বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সকল প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছিলেন (১৯৬২ খৃ.)।

তিনি পাকিস্তন বয়স্কাউটস্-এর প্রতিনিধি হিসাবে সিঙ্গাপুর গমন করিয়াছিলেন এবং কুয়ালালামপুর, পেনাং ইত্যাদি সফর করিয়াছিলেন। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে একাধিকবার ব্যাংককে কয়েকটি সম্মেলনে তিনি যোগদান করিয়াছেন। শ্রীলংকা সরকারের আমন্ত্রণে কলম্বোতে একটি ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেইখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন (১৯৭৮ খৃ.)।

বিভিন্ন সময়ে তিনি তুরস্ক, লেবানন, মিসর ও কাবুল (আফগানিস্তান) সফর করিয়াছেন। ভারত উপমহাদেশের প্রায় সকল রাজ্য, গুরুত্বপূর্ণ শহর ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সুযোগ তিনি পাইয়াছেন।

তিনি বিখ্যাত ওলী মুশরিখোলার হযরত শাহ্ আহসানুল্লাহ্ (র) (দ্র.)-এর বংশে বিবাহ করেন। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার স্ত্রী ইনতিকাল করেন। তাঁহার দুই ভায়রা ভাই ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মরহুম সৈয়দ এ.বি. মাহ্‌মূদ হোসেন এবং বাংলাদেশের ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মরহুম আবুল হাসানাত মুহ'াম্মাদ ইসমাঈল। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার এবং কনিষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশ সরকারের সচিব। তাঁহার দুই কন্যাই মাস্টার ডিগ্রীধারী।

জনাব ফরিদী সাহেব ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী একজন খাঁটি মুসলিম। কর্তব্য সম্পাদনে, দায়িত্ব পালনে তাঁহার সুদৃঢ় প্রচেষ্টার তুলনা মেলা দুঃসাধ্য। অন্যায় ও অসত্যের সহিত তিনি কখনও আপোস করেন নাই। সরলতায় তিনি শিশুর মত ছিলেন। তাঁহার নির্মল অট্টহাসিতে আলোকচ্ছাটার প্রস্ফুটন ঘটিত যাহা উপস্থিত সকলকে দিত এক শান্তিময় আনন্দ। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। তাঁহার বিচ্ছোচিত ব্যক্তিত্ব ছিল এতই প্রখর ও প্রভাবশালী যে, তাঁহার উপস্থিতিতেই তাঁহার সহকর্মী, সহযোগীদের ও অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করিত।

হালকা-পাতলা গড়নের এই ব্যক্তিটি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ। তাঁহাকে আলস্য করিতে কখনও দেখা যায় নাই। নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন ব্যবহারে চরম ভদ্র, আচরণে নম্র,

পরোপকারের প্রতি সর্বদা আগ্রহী এবং ইসলামী রীতিনীতি অনুসরণে অতি-যত্নবান।

বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই হয়তবা তিনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হইতেন, তাঁহাকে ককেবার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করিতে হইয়াছে। শেষের কয়েক বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জনাব আতাউল হকের গুলশানস্থ বাসভবনে তিনি বাস করিতেন। মৃত্যুর দুই মাস পূর্বেও তিনি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সভায় যোগদান করিবার জন্য ইলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারে নিয়মিত আগমন করিয়াছেন। নভেম্বর ১৯৯৫ সালে তিনি অসুস্থ হন এবং এই অসুস্থতা অব্যাহত থাকে। জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে ৯২ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে নারিন্দা শাহ্ সাহেব বাড়ির কবরস্থানে দাফন করা হয়। একথা সত্য যে, তাঁহার তিরোধানে শিক্ষাঙ্গনে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা হয়ত সহজে পূরণ হইবার নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M.A Rahim, The History of the University of Dacca, 1981, পৃ. ২৩০, ২৩১, ২৩২; (২) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত স.ই.বি., ১ম সং., ঢাকা ১৯৮২ খৃ., ১খ., ভূমিকা; (৩) বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৮৬ খৃ., ১খ., ভূমিকা (৪) আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ; (৫) নাসীম হিজাযী, মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম, উর্দূ অনু. আবদুল হক ফরিদী, ই.ফা. বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ., দু'টি কথা; (৬) আল-কুরআনুল করীম, ই.ফা. বাংলাদেশ, ৭ম মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., দ্র. সম্পাদক-মণ্ডলীর কথা; (৭) বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ., প্রসঙ্গ কথা; (৯) মরহুমের জীবিতাবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত জীবন বৃত্তান্ত।

আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী (عبد الحميد خان يوسف زائى) ঃ ১৮৪৫-১৯১০ খৃ., সাহিত্যিক, সাংবাদিক। জন্ম টাঙ্গাইল জিলার চাড়ান গ্রামে। ইনি এবং মীর মশাররফ হোসেন এই সময়ে টাঙ্গাইল জিলার দেলদুয়ার এস্টেটের দুই অংশের ম্যানেজার ছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মীরূপে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। তিনি আহমদী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। এই কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ, 'উদাসী' (১৯০০) তিনটি কাহিনী কাব্যের সঙ্কলন (উদাসী, কিরণ প্রভা ও অরুণভাতি)। কাব্যটির বিষয়বস্তু প্রেম। মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ব্যঙ্গোপন্যাসে ইনি একটি প্রধান চরিত্ররূপে অঙ্কিত হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-১০০০০৯ হইতে 'সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬, পৃ. ৪৬; (২) বাংলা একাডেমী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৫, পৃ. ২৬; (৩) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা-১ হইতে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সং., ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১৬৩।

মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ্

'আব্দুল-হায়্যি (عبد الحى) ঃ সায়্যিদ, (র)। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা গ্রন্থকার, 'আলিম। ইনি উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলী জিলার দাইরায়ে শাহ্ 'আলামুল্লাহ্-তে ১৮ রামাদান, ১২৮৬/২২ ডিসেম্বর, ১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম সায়্যিদ আহমাদ, তাঁহার পিতা মাওলানা হাকীম সায়্যিদ ফাখরুদ্দীন ইব্ন হাসান একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও কামিল পীর ছিলেন। তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর বংশধর ছিলেন। ইনি মাওলানা শাহ্ 'আবদুস-সালাম-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং মুন্সী মুহাম্মদ 'আলী তুলায়ক-এর নিকট ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ইনি প্রাথমিক আরবী, নাহ্ ও সার্ফ (আরবী ব্যাকরণ) শিক্ষা লাভ করেন মাওলানা শাহ্ 'আবদুস সালাম ও মাওলানা শাহ্ দিয়াউন্-নবীর নিকট। অতঃপর রায়বেরেলী মডেল স্কুলে কিছু দিন ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালে তিনি স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ খান-এর সহিত পরিচিত হন। হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী ও মাওলানা ফাত্হ মুহাম্মাদ-এর নিকট কানপুরে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। লাখনৌতে মাওলানা আমীর 'আলী, মাওলানা আশরাফ হুসায়ন, মাওলানা ফাত্হ মুহাম্মাদ, মাওলানা আহ্মাদ শাহ, মাওলানা ফাদলুল্লাহ্, মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম ফিরিঙ্গী মাহাল্লী ও ভূপালের মাওলানা কাযী আবদুল-হায়্যি-এর কাছে ফারসী অধ্যয়ন করেন। মাওলানা সায়্যিদ আহ্মাদ দিহ্লাবীর নিকট হইতে অংকশাস্ত্রে এবং মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ-এর নিকট হইতে হাদীছশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর মাওলানা নাযীর হুসায়নের দারসে কিছু দিন কাটান। শাহ্ ইসহাক-এর ছাত্র মাওলানা 'আবদুর রাহমান, মাওলানা ফাদলুর রাহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী, শাহ্ 'আবদুল-'আযীযের ছাত্র মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, কাদী আয়্যুব প্রমুখের নিকট হইতে হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চতর সনদ লাভ করেন। ১৩১২/১৮৯৫ সালে ইনি স্যার সায়্যিদ আহমাদের সহিত তাঁহার ধর্মীয় চিন্তাধারার সমালোচনা করিয়া পত্র বিনিময় করেন। তিনি মাওলানা ফাদলুর রাহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী, শাহ দিয়াউন-নাবী, মাওলানা ফাখ্রুদ্দীন, হাকীম নূরুদ্দীন প্রমুখের কাছে তাসাওউফ শিক্ষালাভ করেন এবং পরে চার তারীকার খিলাফাত লাভ করেন। ১৩১২/১৮৯৫ সনে শিক্ষাকাল সমাপ্ত করিয়া দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করেন এবং বিশিষ্ট 'আলিমগণের সহিত ধর্মীয় বিষয়ে মত বিনিময় করেন। দিল্লি, ফতেহপুর, পানিপথ, সারহিন্দ, দেওবন্দ, সাহারানপুর, গাংগূহ প্রভৃতি এলাকা সফর করেন এবং সায়্যিদ নাযীর হুসায়ন মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাওলানা 'আবদুল আলী, মাওলানা কারী আবদুর রহমান পানিপথী, চায়ন তাওয়াক্কাল শাহ্ সাহেব আমবালাবী, মাওলানা যুলফিকার 'আলী দেওবন্দী (শায়খুল হিন্দ্ মাওলানা মাহমূদুল-হাসানের পিতা), মাওলানা

রাশীদ আহ্মাদ গাংগূহী, মিয়া মুহাম্মাদ হুসায়ন, সায়্যিদ আহমাদ বিরেলবীর সহকর্মী প্রমুখের সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। ১৩১৩/১৮৯৬ সনে তিনি আঞ্জুমান-ই আলা হাশিম নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১০/১৮৯২ সনে মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলী মুঙ্গেরী নাদ্ওয়াতুল-'উলামা আন্দোলন শুরু করিলে সমর্থন করেন এবং বিভিন্নভাবে তাঁহার সাহায্য-সহযোগিতা করেন ১৩১৩/১৮৯৬ সনে তিনি দারুল-'উলূম নাদ্ওয়াতুল-উলামার সহযোগী নাজিম নির্বাচিত হন। ১০ ডিসেম্বর, ১৮৯১ সনে তিনি আপন মামা মাওলানা সায়্যিদ 'আবদুল-'আযীযের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

তাঁহার প্রথম স্ত্রীর ইনতিকালের পর তিনি ১৩২২/১৯০৪ সালে শাহ্ দিয়াউন-নাবী সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৩২৩/১৯০৫ সনে তিনি হেকিমী পেশা শুরু করেন। দারুল-উলূম নাদ্ওয়াতুল -উলামায় তিনি সাহিত্য বিভাগ ও ফতওয়া বিভাগও পরিচালনা করেন।

১৫ জুমাদা উখ্রা, ১৩৪১/২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ সালে ৫৫ বৎসর বয়সে লাখনৌতে তিনি ইনতিকাল করেন। পরের দিন রায়বেরেলিস্থ পারিবারিক গোরস্তান দায়েরায়ে শাহ্ 'আলামুল্লাহ্-এ তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থাবলী ঃ সায়্যিদ 'আবদুল-হায়্যি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম মনীষী। আরবী ভাষায় লিখিত আট খণ্ডে সমাপ্ত 'নুযহাতুল-খাওয়াতির তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উপমহাদেশের সারে চার হাজার মনীষীর জীবনী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইসলাম প্রচারের জন্য উপমহাদেশের সর্বপ্রথম যে সকল মনীষী আগমন করেন তাঁহারাসহ তাঁহাদের সমসাময়িক মনীষীদের জীবনী উক্ত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে (২) গুলে রা'না, (৩) ইয়াদ-ই আয়্যাম, (৪) মা'আরিফুল 'আওয়ারিফ, (৫) জান্নাতুল-মাশ্রিক, (৬) তালখীসুল আকবাল, (৭) তাযকিরতুল আবরার, (৮) কিতাবুল-গিনা, (৯) ফারাবাদীন, (১০) আরমুগানে আহবাব, (১১) তাবীবুল-'আইলা, (১২) সাবউ মুআল্লাকার ভাষ্য, (১৩) রায়হানাতুল-আদাব ওয়া শামাতাতুত-তারাব, (১৪) তা'লীমুল- ইসলাম, (১৫) নূরুল-ঈমান, (১৬) তা'লীকাত 'আলা সুনান আবী দাউদ, (১৭) আল-কানূন ফী ইস্তিফাইল-মুরতাহিস বিল-মারহূন প্রভৃতি। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে মাওলানা সায়্যিদ আবুল-হাসান 'আলী নাদবী (দ্র.) ও ড. মাওলানা সায়্যিদ 'আবদুল আলী বিখ্যাত 'আলিম ও গ্রন্থকার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, হায়াত-ই 'আবদুল হায়্যি, নাদ্ওয়াতুল-মুসান্নিফীন, দিল্লী; (২) মাওলানা মু. ইদরীস, তাযকিরায়ে 'উলামায়ে হাল, লাখনৌ ১৮৯৭; (৩) ভূমিকা, নুযহাতুল-খাওয়াতির ও ইয়াদে আয়্যাম; (৪) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, ইয়াদে রাফতিগান; (৫) মাজমূ'আ-ই মাযামীনে তাযীয়্যাত, করাচী ১৯৫৫ খৃ.; (৬) দা.মা.ই., ১২খ., পৃ. ৮৫৫-৫৭।

নাসীম আমহাদ ফারীদী (দা.মা.ই.)/আবদুর রহীম ইসলামাবাদী

আবূ রাজা' আল-'উতারিদী (ابو رجاء العطاردى) ঃ (র), বসরানিবাসী মুখাদরাম [যিনি জাহিলী ও ইসলামী যুগ পাইয়াছেন কিন্তু মহানবী (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই], তাবিঈ, মতান্তরে তাঁহার নাম 'ইমরান, পিতার নাম মিলহান অথবা তায়ম অথবা আবদুল্লাহ, মতান্তরে তাঁহার নাম 'উতারিদ। ইব্ন কুতায়বার মতে তিনি মহানবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের ১১ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং উমায়্যা খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন (আত-তারীখ আল-মুজাফ্ফারীতে তিনি এই তথ্য দেখিয়াছেন)। আশ'আছ ইব্ন সাওওয়ার বলেন, তিনি ১২৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি জাহিলী ও ইসলামী যুগ পাইয়াছেন, মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ওয়াকিদীর মতে তিনি ১১৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু ইহা সঠিক নয়। আয-যুহ্রী বলেন, তিনি হাসান বাসরীর আগে মারা যান, আমার ধারণামতে ১০৭ হিজরীতে। হাসান বাসরী ১১০ হি. ইনতিকাল করেন।

ইব্ন সা'দ, য়াহ্য়া ইব্ন মা'ঈন, আবূ যুর'আ, ইব্ন আবদিল বারর তাঁহাকে বিশ্বস্ত রাবী (ثقة) আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি নবী (স)-এর সূত্রে মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি 'উমার, 'আলী, ইমরান ইব্ন হুসায়ন, সামুরা ইব্ন জুনদুব, ইব্ন আব্বাস, আইশা (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আয়্যূব, জারীর ইব্ন হাযিম, 'আওফ আল-আ'রাবী, মাহ্দী ইব্ন মায়মূন, 'ইমরান আল-কাসীর, আবুল-আশহাব, আল-জা'দ আবূ 'উছমান (র) প্রমুখ। ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানী এবং কুরআন মজীদ ও হাদীছের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং তিনি ৪০ বৎসর তাঁহার সম্প্রদায়ের ইমামতি করেন। তিনি কিছুটা আত্মভোলা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে কবি ফারাযদাক দুই লাইন কবিতা রচনা করেন ঃ

الم تر ان الناس مات كبيرهم
وقد كان قبل البعث بعث محمد .

"তুমি দেখ না মানুষের মধ্যেকার প্রবীণ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরেও ছিলেন।"

সহীহ বুখারী, সুনান আদ-দারিমী ও মুসনাদ আহ্মাদ-এ তাঁহার বর্ণিত হাদীছ স্থান পাইয়াছে। আবূ রাজা' আল-'উতারিদী (র) বলেন, "আমরা প্রস্তর পূজা করিতাম। আমাদের পূজিত প্রস্তরের চাইতে উত্তম প্রস্তর পাইলে আমরা উহা নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিতাম এবং উত্তমটির পূজা করিতাম। পাথর না পাইলে মাটির উচ্চ স্তূপ বানাইতাম, অতঃপর একটি ছাগী (দারিমীর বর্ণনায় উষ্ট্রী) আনিয়া উহার স্তূপের উপর দোহন করিতাম। অতঃপর উহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতাম। রাজাব মাস শুরু হইলে আমরা বলিতাম, ইহা তীর হইতে ফলা বিচ্ছিন্ন করার মাস। অতএব আমরা রজব মাসে তীর ও বর্শা হইতে তীক্ষ্ণ অংশ (ফলা) খুলিয়া রাখিয়া দিতাম। নবী (স)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তিকালে আমি ছিলাম যুবক এবং

আমার পরিবারের উট চরাইতাম। নবী (স) তাঁহার কওমের (কুরায়শ) বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন (মক্কা জয় করিয়াছেন), ইহা শুনিতে পাইয়া আমরা পলায়ন করিয়া দোযখের দিকে অর্থাৎ মুসায়লামা কায্যাবের নিকট পলায়ন করিলাম" (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব (৭১) ওয়াফ্‌দি বানী হানীফা...., নং ৪৩৭৬; সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দিমা, ১ম বাব, নং ৪)।

আবূ রাজা' আল-উতারিদী (র) বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) কারুকার্য খচিত মূল্যবান চাদর পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আসিলেন। আমি পূর্বে বা পরে কখনও তাঁহার পরিধানে উহা দেখি নাই। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "কোন ব্যক্তিকে মহামহিম আল্লাহ নি'আমত দান করিলে তিনি উহার আলামত ঐ ব্যক্তির দেহে দেখিতে পছন্দ করেন" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ., পৃ. ৪৩৯, নং ২০১৭৬)। ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে সালামের ফযীলাত সম্পর্কিত তাঁহার আরও একটি হাদীছ একই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (পূ. গ্র., ৪খ., পৃ. ৪০৯-৪০, নং ২০১৯৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, মাকতাবাতুল মুছান্না, ১ম সং., লেবানন ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ৭৪, নং ৪৩৩; (২) ঐ লেখক, তাহযীবুত তাহ্‌যীব, লাহোর সং., তা.বি., ৮খ., ১২৪; (৩) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, দার ইহ্‌য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি., ৫খ., পৃ. ১৯১-২; (৪) ইব্ন আবদিল বাররা, আল-ইসতীআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব (ইসাবার প্রান্তে মুদ্রিত, ৪খ., পৃ. ৭৫) ।৭৮৯.

মুহাম্মদ মূসা

আরওয়া বিন্ত 'আবদিল-মুত্তালিব (اروى بنت عبد المطلب) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফু। আবূ 'উমার-এর বর্ণনামতে তাঁহার স্বামী ছিলেন প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্‌ব ইব্ন 'আবদ ইব্ন কুসায়্যি। তাহার ঔরসে আরওয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র। তিনিও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ও বদরী সাহাবী। ইব্ন ইসহাক আরওয়া (রা)-এর মুসলমান হওয়ার কথা অস্বীকার করিলেও আবূ-জা'ফার আল-'উকায়লী ও ইব্ন সা'দ প্রমুখ তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-'উকায়লী (র) আল-ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন তিনি স্বীয় মাতা আরওয়া বিন্ত 'আবদিল-মুত্তালিব-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করিয়াছি। আপনাকে কিসে ইসলাম গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিতেছে, অথচ আপনার ভ্রাতা হামযা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন? তখন আরওয়া বলিলেন, আমার অন্য দুই ভ্রাতা কি করেন আমি তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেছি। তুলায়ব (রা) বলিলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সালাম করুন এবং তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করুন। আরওয়া (রা) তখন বলিলেন, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ইহার পর হইতে তিনি কথার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহায্য-সহযোগিতা করিতেন এবং স্বীয় পুত্রকে তাঁহাকে সাহায্য করার ও তাঁহার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করিতেন।

ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে আরওয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে মদীনায় হিজরত করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কারণ স্বামী ও পুত্র ইসলাম গ্রহণ করিবেন এবং একই পরিবারে থাকিয়া তিনি ভিন্নধর্মী থাকিবেন তাহা অসম্ভব। উপরন্তু ইসলামী বিধানমতে স্বামী বা স্ত্রীর কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদের বিবাহ বন্ধন আর থাকে না। আল-ওয়াকিদী (র) বাররা বিন্ত আবী তাজরা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ জাহল ও তাহার কয়েকজন সঙ্গী মিলিয়া একবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দেয়। তখন তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র (রা) আবূ জাহলকে প্রহার করিয়া রক্তে রঞ্জিত করিয়া ফেলেন। লোকজন তুলায়ব (রা)-কে ধরিয়া আটক করিয়া রাখে। তখন আবূ লাহাব গিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া আনে। এই সংবাদ আরওয়ার নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, তাঁহার সবচাইতে উত্তম দিন হইল, যেদিন সে তাহার মামাতো ভাইকে সাহায্য করিয়াছে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! পুরুষগণ যাহা করার সামর্থ্য রাখে আমরাও যদি তাহার সামর্থ্য রাখিতাম তবে অবশ্যই আমরা তাঁহার অনুসরণ করিতাম এবং তাঁহার পক্ষ হইতে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতাম। সে তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সত্য দীন লইয়া আসিয়াছে। লোকজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। কেহ আবূ লাহাবকে গিয়া বলিল, আরওয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। আবূ লাহাব তখন তাহার নিকট গিয়া বলিল, আমি আশ্চর্য হইতেছি তোমার ও তোমার অনুসারীদের প্রতি, আরও আশ্চর্য হইতেছি তোমাকে আবদুল মুত্তালিবের দীন পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া। আরওয়া বলিলেন, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্য- সহযোগিতা কর। সে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তোমার স্বাধীনতা থাকিবে তাহার দীন গ্রহণ করা বা বর্জন করার। ইহা শুনিয়া আবূ লাহাব চলিয়া গেল।

তিনি বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার রচিত কিছু কবিতাও পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালে তিনি মারছিয়া রচনা করেন, যাহার অংশবিশেষ হইল ঃ

الا يا رسول الله كنت رجاءنا
وكنت بنا برا ولم تك جافيا
وكنت رحيما هاديا ومعلما
ليبك عليك اليوم من كان باكيا

"ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি ছিলেন আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আপনি ছিলেন আমাদের প্রতি সদাচারী। আপনি কঠোর ছিলেন না, ছিলেন

দয়ালু, হিদায়াতকারী ও শিক্ষক। ক্রন্দনকারী আজ আপনার জন্য ক্রন্দন করুক" (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩২৫)। আরওয়া (রা) ১৫ হি. ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ২২৭, সংখ্যা ৩৩; (২) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., পৃ. ৩৯১; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দার সাদির, বৈরূত তা.বি., ৮খ., পৃ. ৪৩-৪৪; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া), ৪খ., পৃ. ২২৪-২৭; (৫) ড. 'আবদুল্লাহ আল-হামিদ, শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যা, রিয়াদ ১৪০৬/১৯৮৫, ৯৩১ প.।

ড. আবদুল জলীল

আরওয়া বিন্ত উনায়স (اروى بنت انيس) ঃ (রা), মহিলা সাহাবী, তিনি নবী (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

নবী (স) বলেন, "কোন ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে সে যেন (পুনরায়) উযূ করে" (ইব্ন মান্দা ও আবূ নু'আয়ম)।

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছ বুসরা বিন্ত সাফওয়ান (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করার পর বলেন, আরওয়া বিন্ত উনায়স (রা)-র সূত্রে একই হাদীছ বর্ণিত আছে (জামে' আত-তিরমিযী, কিতাবুত-তাহারাত, বাবুল-উদূ 'আন মাসসিয-যাকার, নং ৮২)।

ইবনুস সাকান ও আদ-দারা কুতনী আরওয়া (রা)-র সূত্রে উক্ত হাদীছ মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইবনুস সাকান বলেন, ইহা প্রমাণিত নহে এবং আবুল মিকদাম-এর সূত্রে হিশাম ব্যতীত অপর কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। ইব্ন মানদা বলেন, আবুল মিকদামের উপরিউক্ত সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে আরওয়ার স্থলে আবূ আরওয়ার উল্লেখ আছে এবং ইহাই সঠিক। তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, দার ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি., ৫খ., পৃ. ৩৯২; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মাকাতাবাতুল মুছান্না, ১ম সং., লুবনান ১৩২৮ হি., ৪খ., পৃ. ২২৬, নং ২৯।

মুহাম্মদ মূসা